নব বর্ষ সংখ্যার সূচী

চিত্র

শার্লট-হেনরী

দীপালীর পাঠক-পাঠিকাদের নব-বর্ষের সাদর সম্ভাষণ জানাইতেছেন।

দীপালী কার্য্যালয়—১২৩।১, আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা—ফোন বড়বাজার—৩২৫৩

৭ম বর্ষ | ১৮ই পৌষ বৃহস্পতিবার, ১৩৪১ ৩রা জানুয়ারী, ১৯৩৫ | নববর্ষ সংখ্যা

বছরের গোড়ায়

আমাদের নববর্ষ সংখ্যা বেরোলো। বিধাতার আশীর্ব্বাদে আমরা ছ' বছর কাল আমাদের কর্ত্তব্য পথ থেকে বিচলিত না হ'য়ে নিজের কাজ ক'রে গেছি। আজ আমরা সাত বছরে প'ড়লুম। কর্ত্তব্যের খাতিরে অনেক সময় আমাদের অনেক অপ্রিয়ভাষণ ক'র্‌তে হ'য়েছে। আমাদের অন্তরে কারুর প্রতি কোনো বিদ্বেষ বা অসূয়া নেই, সকলকে নিশ্চিত ক'রে তা' জানাচ্ছি এবং স্বীয় ব্রত পালনের জন্যে আমরা যাঁদের প্রতি কঠিন হ'য়েছি, তাঁদের কাছ থেকে প্রসন্নতা প্রার্থনা ক'র্‌ছি। আমাদের শুভ-কামীদের দিক থেকে আমরা দীর্ঘকাল ধ'রে যে উৎসাহ পেয়েছি, তার জন্যে তাঁদের সকলকে [illegible]নীত প্রতি-শুভকাজ্ক্ষা জানাচ্ছি। আমাদের নববর্ষের সংখ্যাগুলি চিত্রে ও বৈচিত্র্যে সমৃদ্ধতর হবে, একথা আজ নোতুন বছরের গোড়ায় আবার সকলকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি। আমাদের এই আদর্শকে স্থায়ী ও মনোরম করার শক্তি নিহিত আছে তাঁদের-ই মধ্যে যাঁরা বহু দিক দিয়ে "দীপালী"র সহায় হ'য়ে আমাদের মনে নব নব প্রেরণা জাগিয়েছেন—শুধু আমাদের মধ্যে নয়।

সঙ্কল্প স্থির রেখে আমরা পুনরায় নবীন উদ্যমে কার্য্যে প্রবৃত্ত হ'লুম, ভগবান আমাদের উপর স্নেহাশিস্ বর্ষণ করুন, আপ্‌নারা আমাদের সাহসের আধার হোন্।

বন-বিহার

—শ্রীনরেন্দ্র দেব

ওই যে সবুজ ঘন বন
ও আজ টেনেছে মোর মন ;
রূপে ওর মাদকতা আসে !
হেমন্তের শিশির সুবাসে
নিরন্তর অন্তর বিধুর,
মনে হয় এলো বাহু পাশে
ছিল যে আমার বহু দূর !

*

অফুরন্ত প্রাণ লয়ে নদী
নিরবধি
গান গেয়ে চলে,
আশে পাশে হেসে বার বার
তরঙ্গ চুম্বন টুকু তার
দিয়ে যায় উপলে উপলে।
লজ্জাহীনা পাহাড়ের মেয়ে
বারেক দেখে না ফিরে চেয়ে
ছুটে চলে আলু থালু বেশে
সাগরেব দেশে—
অনন্ত আকাশে যার
সীমাহীন নীলিমার
নীলাভাস উঠিয়াছে ভেসে !

*

ক্ষণে ক্ষণে পল্লব মর্ম্মর
কাণে আনে পরিচিত স্বর,
ভুলে যাওয়া ক্ষীণ স্মৃতি কার
লঙ্ঘিয়া বিস্মৃতি পারাবার
জেগে ওঠে মনে !

*

সে কি আজো আছে অপেক্ষায়
শ্যামগিরি নির্ঝরিণী ছায়
ওই নিরজনে—
নিবিড় গহনে ?
তরুশাখে ফুল কিসলয়
সচকিতে তারি কথা কয়
কাননের মুখ পানে তাই
আন মনে ফিরে ফিরে চাই—
মৌনমুগ্ধ অবাক নয়ন,
ভ'রে ওঠে মন !

*

গত কথা কত মনে হয়
যাহা ছিল প্রিয়
যাহা স্মরণীয়
ভেসে আসে তারি পরিচয় !

*

অরণ্যের অন্তরাল হ'তে
উচ্চে তুলি শির কোনো মতে
দিগন্তের ধূসর পর্ব্বত
নির্দ্দেশিছে নিরুদ্দেশ পথ !

মধ্যাহ্ন সঙ্গীত

—শ্রীরাধারাণী দেবী

দূর প্রান্তরে বাজিছে বাঁশরী—
বাজে সকরুণ সুরে গো !
অকারণে হিয়া হইয়া উতলা
জল-ভারে আঁখি পূরে গো !

অন্তর-তলে পশিল না জানি
ধরণীর কোন্ বেদনার বাণী—
উদাসী ঘুঘুর ক্লান্ত গানেতে
কী গোপন ব্যথা ঝুরে গো !

অগ্নিদহনে তাম্র আকাশ
রুদ্র-রৌদ্র-দৃপ্ত !
আর্ত্ত চাতক ফুকারে তৃষায়
স্তব্ধ নিখিল বিশ্ব !

কোথা ছায়া, কোথা সুশীতল বারি
কোথা নব মেঘ ! গগন বিহারি !
হে বাদল-দূত বলাকা-বাহিনি !
থেকোনা থেকোনা দূরে গো !
বাজে সকরুণ সুরে গো !

শ্রীমতী রাধারাণী

ভারতলক্ষ্মীর হাসির প্রলয় "শুভ ত্র্যহস্পর্শ"
চিত্রে অবতীর্ণা।

"শয্যা যার রাজপথ"

—শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়

কবি হেমেন্দ্রকুমার

ফ্রাইন্‌কে চেনেন ?—যুগে যুগে কবি ও গীতী যার গান গেয়েছেন, গ্রীসের অতুলনীয় ভাস্কর Praxiteles যার মূর্ত্তি গড়েছেন এবং ফরাসী কবি De Musset যাকে এই ব'লে চিনিয়ে দিয়েছেন—"অশুদ্ধ ফ্রাইন্‌—শয্যা যার রাজপথ ?"

অসময়ে অকস্মাৎ দীপালী-সম্পাদকের দূত এসে হুকুম শোনালেন, "খুব তাড়াতাড়ি আমাকে লেখা দিতে হবে!" কিন্তু কি লেখা দেব ?

হঠাৎ আমার টেবিলের উপরে মেডিচি-ভেনাসের মূর্ত্তির দিকে দৃষ্টি আকৃষ্ট হ'ল। শোনা যায়, এ মূর্ত্তিটির আদর্শ হচ্ছে Praxiteles-এর গড়া ভেনাস। এবং সকলেই জানেন, Praxiteles দেবী ভেনাসকে আবিষ্কার করেছিলেন গণিকা ফ্রাইনের দেহের ভিতরেই—অর্থাৎ ভাস্কর অসীম-সুন্দর এক গণিকার দেহ গ'ড়ে তাকেই দেবী ভেনাস নামে চালিয়ে দিয়েছিলেন।

কত শত বৎসর আগে সুন্দরী ফ্রাইনের নশ্বর দেহ পৃথিবীর সাধারণ ধূলোয় মিশিয়ে গেছে। কিন্তু শিল্পীর স্বর্গীয় প্রতিভার স্পর্শে গণিকার দেহ আজ পবিত্র ও অক্ষয় হয়ে ঘরে ঘরে বিরাজ ক'রছে। এমন কি খৃষ্ট-ধর্ম্মের পুরোহিত পোপও তাঁর প্রাসাদে গণিকার এই মূর্ত্তিটিকে আদর ক'রে সাজিয়ে রেখেছেন। আজ এই ফ্রাইনের গল্পই বলব।

একদিক দিয়ে ফ্রাইন ছিল উচ্চশ্রেণীর বারবনিতা। কাব্যে, সঙ্গীতে ও নৃত্যে ছিল তার চমৎকার পটুতা। সাহিত্যিক, নাট্যকার, কবি, দার্শনিক ও শিল্পীরা সর্ব্বদাই প্রকাশ্যে তার ঘরে আনাগোনা ক'রতে লজ্জিত হ'তেন না।

বিশেষ ক'রে, অমর ভাস্কর Praxiteles তাকে এতটা ভালোবাসতেন যে, ফ্রাইনের অতুলনীয় দেহকে তিনি মর্ম্মর-পটে চিরস্থায়ী ক'রে নিজের শিল্পী-প্রাণের গভীর অনুরাগের জলন্ত নিদর্শন রেখে গেছেন।

ফ্রাইনের সঙ্গ লাভ ক'রে পরিতুষ্ট হয়ে Praxiteles একদিন বললেন, "বান্ধবী! তোমাকে অদেয় আমার কিছুই নেই। আমার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ঐশ্বর্য্য আমি তোমার পায়ের তলায় বিলিয়ে দিতে পারি।"

ফ্রাইন বললে, "বন্ধু, তোমার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ঐশ্বর্য্য বলতে আমি বুঝি তোমার হাতে গড়া মূর্ত্তিগুলি। কিন্তু তার মধ্যে কোন্ মূর্ত্তিটিকে তুমি সব চেয়ে ভালো ব'লে মনে কর ?"

শিল্পী বললেন, "আমার চোখে আমার সব মূর্ত্তিই সমান সুন্দর। তার ভিতর থেকে যেটি খুসি তুমি বেছে নাও।"

কিন্তু শিল্পীর এ উত্তরে চতুর ফ্রাইন ভুললেন না। তখন শিল্পীর চোখে কোন্ মূর্ত্তিটি সব চেয়ে সুন্দর তা জানবার জন্যে তিনি এক কৌশল অবলম্বন করলেন।

একদিন শিল্পী ও ফ্রাইন দু'জনে ব'সে আছেন, এমন সময়ে এক ভৃত্য ব্যস্তভাবে এসে শিল্পীকে ডেকে বললে, "আপনার শি শালায় আগুন লেগেচে!"

শিল্পী উৎকণ্ঠার সঙ্গে ব'লে উঠলে "অ্যাঁ! শীগ্‌গির যাও, যেমন ক'রে পা আগে আমার Eros-এর মূর্ত্তিটিকে বাঁচাও!"

ফ্রাইন হেসে বললে, "ভয় নেই বন্ধু, ভ নেই! আমারই অনুরোধে আগুন-লাগ এই মিথ্যে খবর তোমাকে দেওয়া হয়েছে এতক্ষণে বোঝা গেল, Eros-এর মূর্ত্তিটিকে তুমি সব চেয়ে সুন্দর ব'লে মনে কর! মূর্ত্তিটিই আমার চাই।"

* * *

আর এক দিক দিয়ে দেখলে বলতে হ ফ্রাইনের সঙ্গে সাধারণ বারাঙ্গনার কো তফাৎ ছিল না। সত্যসত্যই তার শ ছিল রাজপথের মত—যেখানে সর্ব্বসাধা

অনায়াসেই আনাগোনা করতে পারত। টাকা পেলে যার-তার আলিঙ্গনেই সে নির্ব্বিচারে আত্মদান করত।

একবার কোন রূপোন্মাদের কাছে অনেক টাকা চাওয়াতে সে বললে, "সুন্দরী, অমুকের কাছ থেকে তো তুমি এর চেয়েও কম টাকা চেয়েছিলে!"

ফ্রাইন বললে, "তবে যতদিন-না আমি তোমার প্রেমে পড়ি, ততদিন অপেক্ষা কর! তাহ'লে তোমার কাছেও কম টাকা চাইব।"

এই ভাবে দেহ বিক্রী ক'রে ফ্রাইন বিপুল বিত্তের অধিকারিণী হয়েছিল। আলেকজান্দার Thebes সহর ধ্বংস করেছিলেন। Thebesএর বাসিন্দাদের কাছে ফ্রাইন প্রস্তাব পাঠিয়েছিল, "আমি তোমাদের সমগ্র সহর নিজের টাকায় আবার নতুন ক'রে গ'ড়ে দিতে রাজি আছি এই সর্ত্তে:—সহরের মাঝখানে একখানি শিলালিপিতে লিখে রাখতে হবে—এই সহর ধ্বংস করেছিলেন আলেকজান্দার, কিন্তু পুনর্গঠন করেছে গণিকা ফ্রাইন।"

বলা বাহুল্য, Thebes বাসিন্দারা এ প্রস্তাবে সম্মত হয়নি।

* * *

ফ্রাইন একটি সত্যকথা জানত:—সৌন্দর্য্য বাস করে দেহের গোপনতার মধ্যেই। কারণ যা দেখা যায় না, বা অল্পই দেখা যায়, তাকেই ভালো ক'রে পাবার জন্যে মানুষের প্রাণের ক্ষুধা দ্বিগুণ হয়ে ওঠে। সেইজন্যে নিজের দেহের নগ্নতা সে সহজে কারুর কাছে প্রকাশ করতে চাইত না! সেকালে গ্রীসের সাধারণ স্নানাগারে স্ত্রী-পুরুষ একত্রে নগ্ন হয়ে স্নান করত। কিন্তু ফ্রাইনকে কোনদিন সাধারণ স্নানাগারে দেখা যায়নি। দেহকে ঢেকে রেখে সে রূপপিয়াসীর প্রাণের পিপাসা বাড়িয়ে তুলত।

কিন্তু অবশেষে যে-কারণে ফ্রাইনের দেহ গোপন রাখবার চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছিল, তা অত্যন্ত বিচিত্র। এবং এই ব্যাপারের ভিতর থেকে প্রাচীন গ্রীক জাতির মতি-গতির সুন্দর পরিচয় পাওয়াযায়।

একবার ফ্রাইনের কোন প্রেমিক খুব সম্ভব প্রত্যাখ্যাত হয়েই রাজদ্বারে তার বিরুদ্ধে অভিযোগ আনলে যে, সে হচ্ছে নাস্তিক। প্রাচীন গ্রীসে এটা যার-পর-নাই গুরুতর অভিযোগ এবং এজন্যে প্রাণদণ্ড পর্য্যন্ত হ'ত।

বন্দিনী ফ্রাইনকে আদালতে নিয়ে যাওয়া হ'ল এবং তার পক্ষে উকিল হয়ে দাঁড়ালেন Hyperides নামে এক ভদ্রলোক। উকিল অনেক চেষ্টা করলেন, অনেক বক্তৃতা দিলেন,—কিন্তু মামলা তবু ফ্রাইনের বিরুদ্ধেই গেল।

ফ্রাইনের প্রাণদণ্ড অনিবার্য্য দেখে উকিল তখন যে আশ্চর্য্য উপায় অবলম্বন করলেন, পৃথিবীর আর কোন আদালতে আর কখনো তা দেখা যায় নি। Hyperides আচম্বিতে এক টানে ফ্রাইনের বুকের কাপড় ছিঁড়ে ফালা-ফালা ক'রে ফেলে বিচারকদের সম্বোধন ক'রে বললেন, "দেখুন এর অপূর্ব্ব দেহ—স্বর্গেও যা দেখা যায় না! এ দেহ যদি আপনারা ধ্বংস করতে চান, তাহ'লে সৌন্দর্য্যের দেবী ভেনাসের অভিশাপে আপনাদের সর্ব্বনাশ হবে!"

সেই পীবরস্তনী যুবতীর নিটোল ও নগ্ন বক্ষের সৌন্দর্য্য দেখে বিচারকরা বিস্ময়-প্রশংসায় উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলেন। এবং অনেকক্ষণ স্তব্ধ ও মুগ্ধ হয়ে নয়নানন্দ উপভোগ ক'রে বললেন, "এ সুন্দর দেহ ধ্বংস করা পাপ বটে। ফ্রাইনকে আমরা মুক্তি দিলুম। কিন্তু তার এমন অনুপম দেহ লুকিয়ে রাখবার নয়। অতএব প্রতি বৎসরে নির্দ্দিষ্ট এক উৎসবের দিনে এবার থেকে ফ্রাইনকে সর্ব্বসাধারণের সামনে নগ্ন দেহে দেখা দিতে হবে।"

আমাদের উর্ব্বশীর মত গ্রীকদের রূপলক্ষ্মী ভেনাসও পরিপূর্ণ যৌবন নিয়ে সমুদ্র-গর্ভ থেকে আত্মপ্রকাশ করেছিলেন। প্রতি বৎসরে একদিন ক'রে গ্রীসের সমুদ্র-তীরে রাজ্যের সমস্ত লোক গিয়ে জড়ো হ'ত। এবং সেই দিনে ফ্রাইন উলঙ্গ দেহে ভেনাস রূপে সাগরের ভিতর থেকে উঠে আসত—অমল নীলিমার ভিতর থেকে জীবন্ত ও নির্ম্মল একটি শ্বেতকমলের মতন! তার নিটোল, নিখুঁৎ, গৌর [illegible] উপর থেকে সূর্য্যকিরণ মেখে জলবিন্দুগুলি [illegible] পুলকে ঝ'রে ঝ'রে পড়ত এবং অনুপম নগ্ন সৌন্দর্য্যের স্বর্গীয়তায় বিমুগ্ধ হয়ে সাগর-তটের বিপুল জনতা ঘন ঘন জয়ধ্বনি দিয়ে প্রাণের আনন্দ নিবেদন করত।

এই বিংশ শতাব্দীতে আমার ঘরে আজও ফ্রাইনের সেই শিলাময়ী নগ্ন মূর্ত্তিই আমার চোখের সামনে দাঁড়িয়ে আছে। যেন একটি মৌন সঙ্গীত! এবং যখনই তাকে দেখি, তখনি আমার মন আজও জয়ধ্বনি না দিয়ে থাকতে পারে না।

—০—

হাতুড়ে

—শ্রীকুমুদ রঞ্জন মল্লিক

শানকীভাঙ্গায় থাকে শূলপাণি শর্ম্মা
মন্ত্রে মাতব্বর অদ্ভুত কর্ম্মা।
কাঠ কাটি করেছিল পণ্ডিতে বশ সে,
কষ্টেতে শিখেছিল সু ঔ জস যে।
পটু ছিল রন্ধনে, সুক্ত ও ঘণ্ট,
টোল দিলে টাইটেল তাই স্মৃতিকণ্ঠ।
কোনোরূপে টিপে টিপে গোটা দুই হস্ত,
কয় দিন হ'ল সে-যে কবিরাজ মস্ত।
টিকি তার বাড়ে নিতি, লয় খুব নস্য,
সময়ের সনে করে কত কি যে ভস্ম।
শিল দেয় শিলাজতু, নোড়া হীরা নিত্য
খল নুড়ি আনে টুঁড়ি কুবেরের বিত্ত,
প্রস্তরে কস্তুরী ইক্ষুতে দ্রাক্ষা,
লাক্ষার পাক খেয়ে সেরে যায় যক্ষ্মা,
যমকেও হায়রাণ হয়ে হয় হারতে,
বেড়ী পিটে বেরিবেরী সেই পারে তড়তে
দেখে তারে কবিরাজ ডাক্তার থাবরায়
সব রোগ সে সারায় পারদের ভাপ্‌রায়!
সবে বলে অদ্ভুত অদ্ভুত ভাইরে,
পঞ্চভূতেরা বাঁধা যেন তার ঠাঁইরে।
রাখিয়াছে আটকিয়ে একেবারে চৌদিক্
যৌগিক সাথে সে-যে মিলায়েছে ভৌতিক
একদিকে ল্যানসেট, রসায়ন যন্ত্র,
আর দিকে প্লানচেট তন্ত্র ও মন্ত্র,
একদিকে পুরাতন সুশ্রুত বাঁধারে
আর দিকে বিরাটের পুঁথি খোলে
রসায়নে হেন যুরী মেলে নাক বঙ্গে
ইহকাল পরকাল গাঁথে এক সঙ্গে।
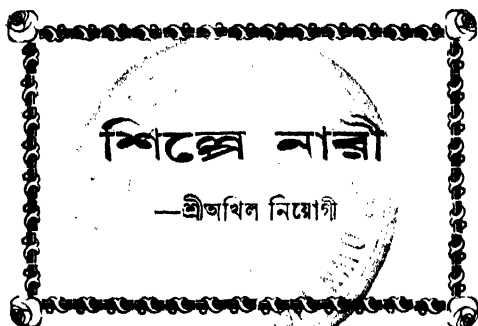
বর্ত্তমান যুগ নারী-প্রগতির যুগ—একথা সবাই বল্‌ছেন। নারী আর রন্ধন-রাজ্যে আবদ্ধ না থেকে—বহু পথে আপনাকে বিকশিত করবার প্রয়াস পাচ্ছেন।

বিশ্বের কথা নিয়ে মিছে বাড়াবাড়ি করবো না—আমাদের এই বাঙলা দেশের কথাই ধরা যাক্।

বাঙলার অসূর্য্যম্পশ্যা নারী যে আজ আলো-বাতাসের মাঝখানে এসে দাঁড়াতে পেরেছেন—এ জন্যে সব চাইতে বেশী কৃতিত্ব দাবী করতে পারেন—মহাত্মা গান্ধী এবং তাঁর অসহযোগ আন্দোলন।

ডি, এল, রায় একখানা নাটকের ভেতর দিয়ে বলেছিলেন—"প্রকাণ্ড একটা ভূমিকম্পে যখন বিরাট হর্ম্ম্যরাজি ভেঙ্গে পড়ে—অসূর্য্যস্পশ্যা যে নারী সে-ও এসে রাস্তায় দাঁড়ায়।"

কিন্তু একটা ভূমিকম্পের চাইতে একটা জাতীয় আন্দোলন অধিকতর প্রবল! তাই নারী যখন এসে রাস্তায় দাঁড়ালেন তখনই তাঁদের কাজ ফুরিয়ে গেলো না—বরং কাজ সুরু হল।

দেশের ও সমাজের বিভিন্ন দিকে এবং বিভিন্ন পথে তখন সুরু হ'ল তাদের নব ভাবের চলা।

কেউ হ'লেন—ব্যবহারজীবি কেউ শিক্ষয়িত্রী, কেউ হ'লেন চিকিৎসক—কেউ বা আবার রাজনীতি ক্ষেত্রকেই তাদের কর্ম্মক্ষেত্র বলে বেছে নিলেন।

বাঙলার মেয়ে আরো বহু বিভাগে—বহু ভাবে সমাদৃত হোক—তাদের কর্ম্মক্ষেত্র আরো বিস্তৃত হোক—তাতে আমাদের চাইতে বেশী খুসী আর কেউ হ'বেন না—কিন্তু আজকে আমার যা বল্‌বার কথা—তাই এখন সুরু করবো!

আমি চিত্র-শিল্পের কথাই বল্‌ছি।

অন্য দেশের কথা বল্‌তে পারবো না—কিন্তু আমাদের এই বাঙলায় চিত্রশিল্পের জন্ম হয়েছে বোধ করি মেয়েদের হাতের সুচারু আল্‌পনা থেকে।

তাই মেয়েরা যখন নিজের পায়ে দাঁড়াতে বদ্ধপরিকর হ'ল—তখন আমার মনে স্বতঃই এই কথা ওঠে যে নিজেদের বিশিষ্ট পথ ছেড়ে—তাঁরা অন্য পথে অধিকতর কষ্ট সহ্য করেন কেন?

অবশ্য একথা একশ'বার স্বীকার্য্য যে সকল নারীই কিছু শিল্পী হ'তে পারেন না।

কিন্তু এই প্রশ্নই কি আজ মনে জাগে—না—বাঙলা দেশে নারী শিল্পী আজ কই?

চারুশিল্পের সঙ্গে নারীর একটি নিকটতম যোগাযোগ আছে। সূক্ষ্ম সীবনকার্য্য, সুচারু আল্‌পনা প্রভৃতি তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

তাই আমার মনে হয় চেষ্টা করলে পুরুষে[র] চাইতে নারী অল্প চেষ্টায় চিত্রাঙ্কন শিক্ষ[া] করতে পারেন।

আজ পর্য্যন্ত বাঙলাদেশের কোনো নারী চিত্রাঙ্কণকে অর্থকরী বিদ্যা হিসেবে গ্রহ[ণ] করেছেন বলে—আমাদের জানা নাই।

অথচ আজ নিজের উপার্জ্জনে নিজে[র] খরচ চালাতে চান এ শ্রেণীর শিক্ষিতা নারী[র] সংখ্যা বড় কম নয়।

স্বাবলম্বী বাঙালীর মেয়ে মাত্রকেই আ[মি] এই দিকটা বিশেষ করে ভেবে দেখতে অনুরোধ করি।

পৌষ-লক্ষ্মী

—শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়

পুষ্যার পুষ্পকে পৌষ-সারথ্যে
এসো মা গো লক্ষ্মী, এস মাত মর্ত্ত্যে!
খামারে ও ক্ষেতে খড়ে বঙ্গের ঘরে ঘরে
তীরে নীরে তৃণ-শিরে ঘাটে মাঠে বর্ত্মে।

এস মা গো লক্ষ্মী, ত্রিভুবন মাঝে
মণ্ডিত-মণিতাজ, কনক-সুধাজে
হৈম-বরণা কমা মহিম্ন মনোরমা
শক্তিরূপিণী রমা, তুমি অসামান্যে।

পদ্মা-প্রতীক পৌষ শস্যের সঙ্গে
এস পৌষ, এস এস নিরন্ন বঙ্গে—
কোটি সুত ক্ষুধাতুর তাহাদের ক্ষুধা দূর
করিবারে এলে কি মা, সুশীতল অঙ্গে?

এস পৌষ যেও নাক',থাক' চির পদ্মে
জনম জনম মাত ছেড়ো না এ সদ্মে,
উলুবনে উপবন রচগো কমলাসন
কমলা অচলা হও, ভুলা'য়োনা ছদ্মে।

শুচি রুচি সত্যে ও উজলিয়া কর্ম্মে
চিন্তায় শ্রী-রূপে, মঙ্গল ধর্ম্মে,
বাক্যে বাগীশা হয়ে জীবনে অমৃত ল[য়ে]
সুন্দরী লক্ষ্মী, এস চির মর্ম্মে।

লোক-মাতা লক্ষ্মি, নন্দনে নন্দি
এস পৌ'ষ-পার্ব্বণে, নবান্নে বন্দি;
আনো মধু সামগান অন্ন ও জল প্রা[ণ]
মুক্তির সন্ধান, অমৃত-সুগন্ধী।

সাংবাদিকের স্বপ্ন-পরিক্রমা

(নিছক নক্সা)

—শ্রীসুধীরেন্দ্র সান্ন্যাল

আজ নব বরষের বার্ত্তা বাহিয়া, আসিয়াছে বড় দিন
ছুটির আরাম ?—নাহি বিশ্রাম ; আমরা ভাগ্যহীন।
অফিসে বসিয়া, শুনি কর্ত্তারা, কথা ক'ন টেলিফোনে,
তারি মাঝে মন, ক্ষণিকের সুখে, কল্পনা জাল বোনে।

*

হলিউডে আর নাহি কোন সুখ—আকাশের চাঁদ ধরা
তার চেয়ে ভাল 'টলিউডে' মোর, সুন্দরী অপ্সরা !
যেদিকে তাকাই, তারকার আলো; তারকার দ্যুতি জ্বলে,
তারকা-নটের প্রেয়সী তারকা, ছুটে আসে দলে দলে !

*

ট্রাম রাখি দূরে কয়েক কদম, বাঁয়ে গেট ছাড়ি' ঘুরি'—
দূরে দেখি হায়, মর্ত্তলোকেতে, নেমেছে "পাতাল-পুরী।"
'প্রিয় গঙ্গো'র, সাঙ্গো পাঙ্গো, সব কাজে হুঁসিয়ার—
নির্ব্বাক সিঙা, ফুঁকিয়া ফুঁকিয়া, কাজ করে ঘর বার।
জোড়া ব্রাহ্মণ, 'টি-কে' ও 'জ্যোতিষ', জ্বালায়েছে চকমকি
বাজি ও বারুদে, কভু নাহি লাগে, ক্ষণিকের ঠোকা-ঠুকি
সুন্দরী 'রাণী' ঘরে বাঁধা আছে, 'শিশু'র মুখেতে হাসি,
সাদাসিদে সাজ, তবু অপরূপ, তাই মোরা ভালবাসি।

*

ছাড়িয়া দুয়ার' চলিলাম বা'র, হাঁটা পথে আধ ক্রোশ
উড়িছে নিশান, বাজিছে বিষাণ 'এন্-টি'-র শুনি রোষ !
কে বলে হেথায়, বাংলা ভাষার ঘুচিয়াছে সম্মান ?—
বিরাট বাজার, 'বড়ুয়া' রাজার, দরবারে পালা গান।
বাঙালীর ছেলে, আসে রেল-পথে, নাম তা'র 'দেবদাস'
'চুনী'-মল্লিক, চন্দ্রমুখীর সাথে করে বসবাস।
আনমনে যেতে, দেখি দূরে এক, বসিয়া তরুণা মিঠে !
হঠাৎ চকিতে, সুড়সুড়ি দেয়, কার যেন সাদা পিঠে !

*

দেবকী বোসের "কাঁপনের পরে", "ডাকু-মনসুর" ঘেন্নায় মরে—
আমি বলি, "চুপ্, এমন ব্যাপার নিতি ঘটে ঘরে ঘরে !"

*

এক নম্বর 'এন্-টি' ছাড়িয়া, চলিলাম 'দুয়ে' ত্বরা,
প্রোডাক্শানের দাপটে যেথায়, ধরা বনিয়াছে সরা !
'পুতুলের' জোরে চলিছে 'রোলার', কর্ত্তার মুখে হাস—
ধূলা মুঠো তার, সোনা-মুঠো হয়, নিত্যই বার মাস।
আশে পাশে দেখি, অজানা জোনাকী, তা'রি মাঝে জ্বলে 'শশী',
শত তারকার, দ্যুতি করি ম্লান, হাসি মুখে আছে বসি'।

*

ছাড়ি' ট্রাম পথে, চড়িয়াছি রথে, টলিউড প্রান্তরে,
নহে রেলপথ—'ইষ্ট-ইণ্ডিয়া'—মায়াপুরী নাম ধরে !
ইন্দ্রজালের ভেল্কী লাগায়, 'মাইকের' মুখে নিতি শোনা যায়,
'খেম্কা-রাজে'র সভা প্রাঙ্গনে, নর্ত্তকী গান গায়।

*

দূরে দেখি রাণী, সোনার বরণী, নিকটে যাইতে মানা,
শত আসরফী নগদ গণিয়া, আনিয়াছে 'সুলতানা।'
'বোস ও গাঙ্গুলী', দলাদলি ভুলি' কাজ করে মহা সুখে,
'মধু'-মক্ষিকা জড়ায়ে রয়েছে, 'মাধবী' লতার বুকে !

*

আসিলাম পরে, রাধার কুটিরে, হেথা-সেথা ঘুরে ফিরে
চেনা মুখগুলি লুকালো কোথায়, অজানা লোকের ভিড়ে !
কুঞ্জ-'কাননে' উঠেছে চাঁদিনী, 'জ্যোৎস্না' হাসিছে সুখে,
তা'রি মাঝে হায়, মনে পড়ে যায়, একখানি চাঁদ মুখে !
মহা-সমারোহে চলিছে 'যজ্ঞ', ক্ষণিকের দেখা পাই,
অপরূপ 'সতী', মধুর মুরতি, ছায়া আছে, কায়া নাই !

*

রাধার প্রেমেতে মশ্‌গুল্, তবু ষোল আনা পাই নাই,
আফিসে বসিয়া ঘণ্টা বাজাই, আর শুধু গুণ গাই !
বাজে জয় ঢাক্, পাব্লিসিটির, মনে শুধু ভয়, হায়,
বাজিতে বাজিতে, মাঝ পথে তা'র, চামড়া না ফেঁসে যায় !

*

বাজে খন্ খন্, ডাকে টেলিফোন্, একী মহা জ্বালাতন ;
দিবা স্বপনের, আমেজ টুটিল, ঘর পানে ছোটে মন !

বৈশাখের শেষ ;

আকাশ অন্ধকার ক'রে ঝড় বৃষ্টি নামবার সঙ্গে সঙ্গে-ই ক'লকাতার রাস্তার জনতা প্রায় সাফ্ হ'য়ে এলো, এমন সময়ে হঠাৎ দেখা! আগে অন্ধকারের মধ্যে ঠুলোঠুলি হ'য়েছিল আর কি!

চ'টে গিয়ে সাবলীল ব'লে উঠলো, "চোখ চেয়ে তবে পথ চ'লতে হয় হে, বুঝলে!—"

অপর পক্ষ সংখ্যায় দুইজন, একজন তরুণ অপরা তরুণী।

দোষ যদিও উভয় পক্ষের-ই সমান, কিন্তু এক পক্ষ অপর পক্ষকে দোষী সাব্যস্ত ক'রতেই সে মুহূর্ত্তের জন্য বিস্ময়ে নির্ব্বাক হ'য়ে বক্তার মুখের দিকে তাকালো।
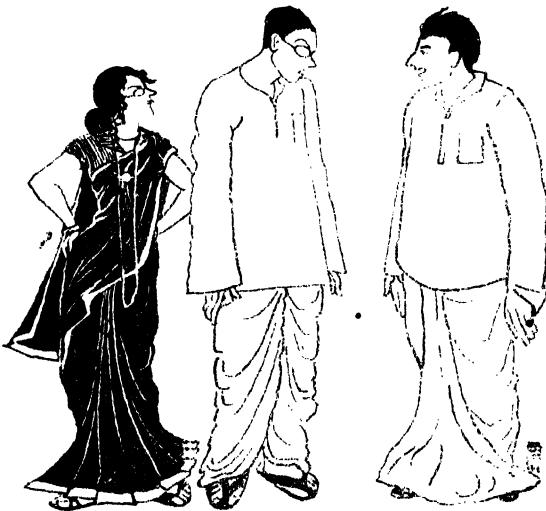
গলির মোড়ে তখন আর কোনও পথিক নাই'—শুধু মুখোমুখি ওরা তিনজন দণ্ডায়মান।

তরুণীর নয়নে চশমা,—পরণে সিল্কের শাড়ী ব্লাউজ, ও চরণে জরীর চটী।

তরুণদ্বয়ের মধ্যে একজনের গায়ে মট্‌কার পাঞ্জাবী, পরণের ধুতি পাঞ্জাবী মেয়েদের মত কুঁচিয়ে ফাঁপিয়ে ও লুটিয়ে পরা, পায়ে নীল রঙের রেঙ্গুনের চটী;—চোখে চশমা। অপরের গায়ে সিল্ক টুইলের সার্ট,—ধুতির কোঁচা লুটিয়ে পরা, পায়ে এল্‌বার্ট-সু।

সেকেণ্ড কয়েক মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে আক্রমণকারী-ই প্রথম প্রশ্ন ক'রলো—

"কে-ও? অলক্ষিত নয়?"

অপর পক্ষ থেকে পাল্টা প্রশ্ন হ'লো—

"তুমি,—তোমাকেও তো সাবলীল রায় ব'লেই ম'নে হ'চ্ছে!"

এরপরে স্বাগত প্রশ্ন করবার আগেই আকাশে গুরু গর্জ্জনে মেঘ ডেকে উঠলো; বিদ্যুৎ চম্‌কালো,—এবং বৃষ্টিও এলো খুব জোরে। এখানে দাঁড়িয়ে পরিচয় পত্র দাখিল করা যে সুবিধার নয় একথা দু'পক্ষই জেনেছিল—তবু যেন ইচ্ছে করেই হঠাৎ পাশ কাটাতে পারলে না।

—সেকেণ্ড কয়েক—

—"ক্লাশে নীরাদি সেদিন ব'লছিলেন"—

সেইখানে-ই দাঁড়িয়ে ও একটু কি ভেবে নিয়ে সাবলীল ব'ললে, "দাঁড়িয়ে ভিজে লাভ কি, তার চেয়ে চল না আমার পিসিমার বাড়ী —বেশী দূর নয়, ঐ দেখা যাচ্ছে—"

বলে ইঙ্গিতে দেখিয়ে ওদের সম্মতি অসম্মতির অপেক্ষা না ক'রেই পাশ কাটিয়ে বাড়ীর দিকে পা বাড়ালো এবং দুই এক পা এগিয়ে গিয়ে পেছন ফিরে দেখলে বেচারা অলক্ষিত—বিপদগ্রস্ত অলক্ষিত—সঙ্গিনী সহ

সেই সরু গলিতে আগু-পেছু হ'য়ে ও দ্রুতপদে তার-ই পশ্চাৎ অনুসরণ ক'রছে।

তিনজন এসে যে ঘরখানিতে আশ্রয় নিলে সে ঘরখানি আকারে ছোট; দেওয়ালের গায়ে মেরীর মাতৃমূর্ত্তি থেকে আরম্ভ ক'রে শ্রীকৃষ্ণের কালীয় দমন পর্য্যন্ত আত্মপ্রকাশ ক'রছে।

কয়েকটি শেল্ফে বই ভরতি। আলনায় আধময়লা ও পরিস্কার কাপড় জামা অগোছানো ভাবে ঝুলছে—নীচে জুতোগুলো জোড়া মিলিয়ে সাজানো। একে বিকেল বেলা, তাতে আকাশে মেঘের ঘনঘটায় ঘরের মধ্যের অন্ধকার বেশ ঘোর হ'য়ে উঠেছিল, তাই লাইটের সুইচ্‌টা টিপে দিয়ে সাবলীল খান দুই চেয়ার এগিয়ে দিয়ে ব'ল্‌লে—"বসুন।"

বসবার পরে অলক্ষিতের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন ক'রলে—

"কতদূর গিয়েছিলে—?..."

হাসিমুখে অলক্ষিত উত্তর দিলে—"বেশী দূরে নয়—"

হাত বাড়িয়ে যেন নিকটত্ব বোঝাতেই ফের ব'ল্‌লে—"এই এখানে—এঁর এক পরিচিতার বাড়ী; ভাবলুম তাড়াতাড়ি-ই বাসায় ফিরতে পারবো, কিন্তু পথের মধ্যে কী—বিপদে-ই হঠাৎ পড়া গেল, বলো তো!" ব'ল্‌তে ব'ল্‌তে পকেট থেকে রুমাল বার ক'রে একবার মুখ্‌খানা মুছে নিলে। তারপর পার্শ্বোপবিষ্টা তরুণীকে দেখিয়ে ব'ল্‌লে, "এঁকে চিন্‌তে পারছো না বোধ হয়?"

মাথা নেড়ে সাবলীল উত্তর দিলে—"না।"

অলক্ষিত ব'ল্‌লে—

"ইনি মানে—আমাদের—শ্রীসাগরিকা সরকার। নৃত্য বিষয়ে বিশেষ পারদর্শিনী, এখানকার অর্থাৎ ভারতীয় নৃত্যবিদ্যা আয়ত্ব ক'রে এবার বিলাত যাবার ইচ্ছা প্রকাশ ক'রেছেন। শোন নি, কিম্বা পেপারে পড় নি, যে এবার এই ডিসেম্বরে নব-নিকুঞ্জের নরনারী সঙ্ঘ এঁর নটরাজ নৃত্যের প্রতি কী রকম সম্মান দেখিয়ে অভিনন্দন পত্র দান

—নটরাজ নৃত্যে—

ক'রেছে! সেই জন্য-ই ওঁর এবার ইচ্ছা দেশের চেয়ে বিদেশ—"

হাত দু'খানা একত্রে কপালে ছুঁইয়ে সাবলীল মোলায়েম স্বরে ব'লে উঠ্‌লো, "ভগবান আপনার ইচ্ছা সফল করুন, আপনার যাত্রা জয়যুক্ত হোক্।"

প্রতি নমস্কারে—উপহার এলো—একটু স্মিত হাস্য।

ঠিক এমনি সময়ে পিসিমা, বারো বৎসর বয়স্কা মেয়ে এলোকেশী দ্রুতপদে দরোজায় দাঁড়িয়ে একবার মাত্র ঘরের মধ্যে দৃষ্টিপাত ক'রে-ই বোধ হয় সলজ্জে জিভ্‌ কেটে স'রে গেল।

কিছুক্ষণ পরে—গৃহাগতদের জন্য চা' জল খাবার নিতে সাবলীল বাড়ীর ভিতরে আস্‌তেই এলোকেশী ফিস্‌ ফিস্‌ ক'রে জিজ্ঞাসা ক'রলে—

"হ্যাঁ দাদা, ওরা মানে ঐ মেয়েটা ব্রাহ্ম না ক্রিশ্চান? পায়ে জুতো..."

বলেই একটা অব্যক্ত ভাব চোখে মুখে প্রকাশ ক'রে ফের ব'ল্‌তে সুরু ক'রলে,

"আমাদের ইস্কুলের নীনাদি—সিপ্রাদি আরও সব কত দিদিরা অম্নি ক'রে জুতো প'রে ছাতা নিয়ে চলা ফেরা করেন;—আর তাঁরা তো সব জাতে ব্রাহ্ম! সেদিন আমাদের ক্লাসে নীরাদি ব'ল্‌ছিলেন হরদম জুতো পা প'রে চলা ফেরা ক'রলে পরে পায়ের তলা ফুটো করে হুক্‌ওয়ার্ম—"

পিসিমা জলখাবারের থালা গুছিয়ে চায়ের কাপ্‌ ট্রেতে তুলে দিতে দিতে তাড়া দিয়ে ব'ললেন—"তুই থাম্ তো এলোকেশী—!"

কিছুক্ষণের মধ্যে আকাশ পরিস্কার হ'য়ে এলো।

শার্সির মধ্যে দিয়ে বাইরের দিকে দৃষ্টিপাত ক'রে কোকিল-গুঞ্জিত কণ্ঠস্বরে সাগরিকা সরকার ব'ল্‌লে—

"এইবার তা' হ'লে ওঠা যাক্—কি বলেন অলক্ষিতবাবু, আর বৃষ্টিও তো ধরে এলো—।"

উত্তরে—অলক্ষিত সম্মতি জানিয়ে উঠে দাঁড়াতে-ই সাবলীলের করুণ দৃষ্টি একবার যেন সাগরিকার মুখের ওপোরে এসে আছাড় খেয়ে ফিরে গেল।

"এখুনি?"

অলক্ষিত উত্তর দিলে—"আমার জ'ন্যে বিশেষ তাড়াতাড়ি নেই, কিন্তু ওঁর—"

ব'লতে ব'লতে বাধা দিয়ে—হাত ঘড়িটার দিকে একবার তাকিয়ে নিয়ে মিস্ সরকার ব'ল্‌লে,

"হ্যাঁ আজ আমার একটু তাড়াতাড়ি আছে। এখন ছুটো বেজে নয় মিনিট—ঠিক সাড়ে ছয়টায় আমায় একটা মিটিং-এ য়্যাটেণ্ড ক'রতে হবে;—কারণ ভারতীয় নৃত্য সম্বন্ধে কিছু বলবার জন্যে মিষ্টার ডাট্‌ বড় অনুরোধ ক'রেছেন; এড়াতে পারি নি।"

একটু ফিকে গোলাপি হাসি তার ঘন গোলাপী ঠোঁটের ওপোরে চমক্ খেলে গেল।

অলক্ষিত সাবলীলের দিকে তাকিয়ে ব'ললে—"ব'ললাম তো ওঁর মোটেই ছুটা নেই।"

নিজের নাম ও ঠিকানা লেখা একখানা কার্ড সাবলীলের হাতে দিয়ে মিস্ সরকার ব'ললে, "আপনাকে কিন্তু একদিন আমাদের ওখানে যেতেই হবে, না গেলে বড় দুঃখিত হব!"

সাবলীলের বুকটা একবার ধড়াস্‌ ধড়াস্‌ ক'রে উঠলো, কুণ্ঠা একেবারে না কাটাতে

পেরে জড়িতস্বরে ব'ললে, "যাব বৈ-কি—হ্যাঁ তা যাব বৈ-কি—।"

ছোট একটা নমস্কার ক'রে চ'লতে চ'লতে সাগরিকা পুনরায় স্মরণ করিয়ে দিলে—

"ভুললে চ'লবে না—ব'লে রাখলুম।"

বহু যুগ আগে চণ্ডীদাস ঠাকুর যে পরকীয়া প্রেম সম্বন্ধে মনে মনে গভীর গবেষণার ফল বাংলার বুকে লিখে রেখে গিয়েছিলেন ও সেই প্রেম ই যে ক্রমাগত রূপান্তরিত ভাবে গেল বছরের কয়েকমাস ক'লকাতার ছায়া-ছবির ঘর পর্য্যন্ত জনপূর্ণ ক'রে রেখেছিল এবং সে ছবি দেখে যে বাংলার তরুণ-তরুণীরা ডজন একে ডজন দীর্ঘশ্বাসও ত্যাগ করেছিলেন, এ কথা সত্য।

সাবলীলও বাংলার, বিশেষ ক'রে ক'লকাতার কলেজে-পড়া তরুণ, তাই সে ছবি দেখে সেও মনে মনে আউড়েছিল—

"রজকিনী প্রেম নিকষিত হেম—"

পরকিয়া প্রেম ক'রে চণ্ডীদাস হবার ইচ্ছে তারও হ'য়েছিল প্রবল ভাবেই, কিন্তু সুন্দরী তরুণী প্রেমিকা-রজকিনীর সাক্ষাৎ সে চেষ্টা

"রামচন্দোর রজক"

ক'রেও পায় নাই; এমন কি তাদের যে কাপড় পরিষ্কার করে, খোঁজ নিয়ে দেখেছিল—তার নামও রামী নয়—রামচন্দোর রজক,—নিবাস আগে পশ্চিমে ছিল উপস্থিত কয়েক বৎসর হ'লো বাংলায় এসে দুই একটা বাংলা কথায় সড়গড় হ'য়ে গেছে,—অন্ততঃ সে তাই মনে করে।

কিন্তু সেকথা যাক্,—এ হ'চ্ছে একটি শুক্লা-চতুর্দ্দশী সন্ধ্যার কথা। ওপাশের বড় বাড়ীটার কোন্ বেয়ে যেন ধীরে ধীরে চাঁদ মামা আকাশে ভেসে উঠছেন;—কোকিলও কোথায় ব'সে ডাকছে, আর সেই সঙ্গে সাবলীল ভাবছিল এমন মধু রজনী বুঝি বৃথায় যায়!

হায় হায়, হায় গো।

রজকিনী প্রেম লাভ ক'রে চণ্ডীদাস হ'য়ে, প্রেমের ইতিহাসে অমরত্ব পাওয়ার সৌভাগ্য তার নেই—কিন্তু কবিতাও যদি সে একটু আধটু লিখতে পারতো তবে—হয়তো, হয়তো কেন নিশ্চয়ই এত দুঃখ থাকতো না। ধরা যাক—যদিই সে কবি হ'তো তা হ'লে—

সে যে কত শত শত কবিতা লিখিত
এমনি জ্যোছনা রাতে
বিরহী হিয়ায় একা একা হায়
ঘুরিয়া ফিরিয়া ছাদে;
(সবে জানিত তবু; কলেজ কামাই
করিলই বা জানিত তবু)
(বাপের পয়সা উড়ালই বা জানিত তবু)
তবু এ হৃদয় বিরহ ব্যথায়
বিনায়ে বিনায়ে কাঁদে।
প্রেয়সি! আমায় নাইবা চিনিলে
নাইবা ডাকিলে কাছে,
তবু আঁখি মোর ট্যাক্সি কি ট্রামে
বাসে তোমা খুঁজিয়াছে।
সিনেমা হইতে সিনেমায় ঘুরি
বাগানে বাগানে হায় গো,
শাড়ী ও ব্লাউস্ চমকিয়া যায়,
তোমারে না দেখা যায় গো;
(শুধু চ্যারিটি ছাড়া)
(সঙ্গীতে আর ভঙ্গিতে শুধু চ্যারিটি ছাড়া)
(সখি হে) ... ...
আমি গরু খোঁজা ক'রে খুঁজিয়া বেড়াই
তোমার না পাই দেখা,
কপালে আমার ছিল কি গো এই
নিঠুর বিধির লেখা।
(হায় আগে কি জানি!)
আমার কপালে লেখা ছিল এই
বিধির দারুণ বাদে।

ঠিক এমনি সময়ে নীচের বারান্দা থেকে পিসিমার কণ্ঠস্বর শোনা গেল—

"সব্বো, অ-বাবা সব্বোধন!"

"সব্বো,—অ-বাবা সব্বোধন!—"

ব'লতে ব'লতে যে তিনি সিঁড়ি বেয়ে ওপোরে উঠতে আরম্ভ ক'রলেন, সিঁড়িতে গুরু-গম্ভীর পদধ্বনি শুনেই তা বেশ বোঝা গেল।

ছাদে উঠে, মাজার দুই দিকে হাত রেখে তিনি একবার হাঁফ্ ছেড়ে নিলেন।

তার পরে ব'ললেন—

"সেই যে সকাল বেলায় মুখে দুটি ভাতে-জলে দিয়ে বেড়িয়েছিলি, আর তো একবারটি কিছু চেয়ে নিয়েও মুখে দিলিনি বাবা! আমি বুড়ো-সুড়ো হয়েছি, ভুল হ'তেও পারে, কিন্তু তোদের বয়সে কি কোনও ভুল কোনও দিন ক'রেছি কেউ ব'লতে পারে!—হুঁ—সো

কে—উ—ব'লতে পারে না। বরঞ্চ শুনবি তোদের মত সময়ে আমরা জল্ চিবিয়ে খেয়েছি।—কিন্তু এখন কি আর সে 'সামর্থ' আছে, না দিন আছে—তেমনি তোদের পেছনে পেছনে ঘুরে তবে খাওয়াব! আর বাতের ব্যথায় শরীরেই কি কিছু আছে? কিছু নেই

তার হাতে একটা আধ-ফোটা গোলাপের তোড়া।

হাসি মুখে সে ব'ললে—

"ওঃ তুমি! তবু ভালো, আমি ভেবে-ছিলাম—"

"ওপোরে চল।"
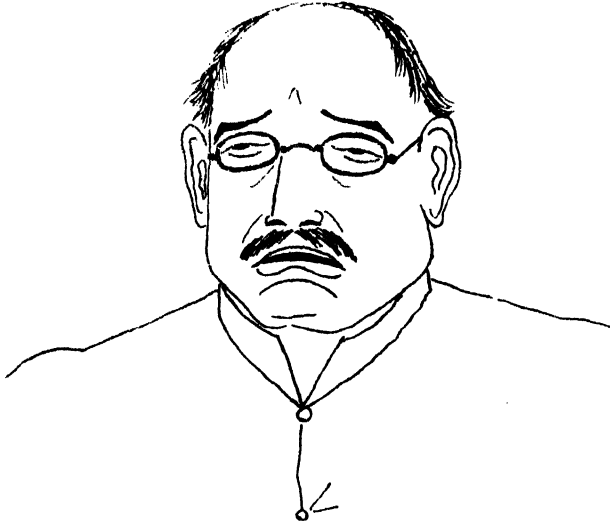
—"করুণাময়ের আশীর্ব্বাদে—"

বাবা, কিছু নেই!—তার চেয়ে বরঞ্চ এবার একটি বৌমা এনে দেব, যে এখনকার হাল-চাল বুঝে চ'লতে পারবে।"

ইচ্ছা অনিচ্ছার মাঝখান দিয়ে পা দুটো চ'লতে চ'লতে যে প্রকাণ্ড বাড়ীখানার সামনে এসে থামলো, তার গাড়ী বারান্দায় খান দুই তিন মোটর আরোহীশূন্য অবস্থায় আগু পাছু হ'য়ে দাঁড়িয়েছিল।

পকেট থেকে নাম ও ঠিকানা লেখা কার্ড-খানা বার ক'রে সাবলীল দেখে নিলে সে ঠিক জায়গায় এসে পৌঁচেছে কি না! কিন্তু তার পরে?…

তার পরে লাঠি ও পাগড়ীধারী দ্বার-রক্ষককে দেখে সে থমকে দাঁড়ালো; কোনও কথাই মুখে এলো না।

মিনিট দুই তিন কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় অবস্থায় কেটে যাবার পরে কাঁধের ওপোরে একখানা হাত ও তৎসহ মৃদুকম্পন অনুভব ক'রে মুখ ফেরাতেই দেখলে পেছনে দাঁড়িয়ে অলক্ষিত;

ওপোরের ঘরে তখন সেই কোকিল গুঞ্জিত কণ্ঠস্বরে পিয়ানোর সঙ্গে গান হচ্ছিল—

—"ওগো সাথী,—মম সাথী,

আমি সেই পথে যাব সাথে—"

দরোজার সমুখে দোদুল্যমান নীল পর্দ্দা সরাতেই দেখা গেল ঘরটি সুসজ্জিত, এবং প্রায় জনপূর্ণ।

বোধ হয় কোন উৎসব-সন্ধ্যা।

অ-নিমন্ত্রিতভাবে এসে সাবলীলের যেন নিজেকে কুণ্ঠিত ব'লে মনে হ'চ্ছিল,—ফিরে যেতেও যে ইচ্ছে না হচ্ছিল তাও নয়,—কিন্তু উপায়ের অভাবে পারলে না।

গান বোধ হয় শেষ হয়ে গিয়েছিল,তাই—দরোজার দিকে দৃষ্টি পড়তেই সাগরিকা সরকার উঠে দাঁড়ালো; মৃদু হাসির সঙ্গে হাত দু'খানা একত্র ক'রে কপালে ছুঁইয়ে ব'ললে—

"আসুন!"

ওর পরিচয় পত্র, বোধ হয় যেটুকু অলক্ষিতের মুখে সাগরিকা সেদিন পেয়েছিল, সেইটুকুই কাছাকাছি পরিচিত পরিচিতাদের মধ্যে দাখিল ক'রে দিলে, তাই ঘরে ঢুকে আসন গ্রহণ করার সঙ্গে সঙ্গেই যে ঘরের সকলেরই দৃষ্টি এসে তার মুখের ওপোরে পড়ে ফিরে গেল, কেউ কোনও প্রশ্ন না ক'রলেও সে তা বুঝলে।

আড়' চোখে দেখে নিলে সাগরিকার পরণে ঘন নীল শাড়ী ও ব্লাউস, তার জরী পাড় তার হাত ও বুকে প'ড়ে ঝক্ ঝক্ ক'রছে।

যেন সমস্ত বেশ-বাসের মধ্যে খানিকটা মাধুর্য্য মকরধ্বজের মত মেড়ে মিশিয়ে দেওয়া হয়েছে।

অলক্ষিত এগিয়ে গিয়ে ফুলের তোড়াটা ওর হাতে দিয়ে এলো।

সাবলীল ভাবলে—

নাঃ এমন শুধু হাতে আসা, বিশেষ অ-নিমন্ত্রিতভাবে আসা তার উচিত হয় নি!—

কিন্তু—হঠাৎ দরোজার ওপোরে একটি কোট-প্যান্টধারীকে দেখে ঘরের মধ্যে একটা মৃদু গুঞ্জনধ্বনি উঠ্‌লো।

"মিষ্টার ডাট—"

শ্রীমতী ললিতা

বোম্বায়ের অজন্তা সিনেটোনের সুখ-স্বপ্ন বিভোরা সুন্দরী অভিনেত্রী।

চিত্র-বর্ত্তিকা

ম্যাডানের উর্দ্দু সবাক চিত্র "Gaibi Gola"তে ভিঠলদাস পাঞ্চোটিয়া ও মিস বেল।

"রসিদা" চিত্রে জাহানারা বেগম (কজ্জন) ও মাহজবান নাজ্।

চিত্র-বর্ত্তিকা

ম্যাডানের "জাহানারা" চিত্রের নায়িকা
শ্রীমতী কজ্জন।

রাধা ফিল্মের উর্দ্দু ছবি "Wamaq Ezra"র একটি দৃশ্যে ত্রিলোক কাপুর ও শ্যাম নারায়ণ।

চিত্র-বৰ্ত্তিকা

ম্যাডানের বাংলা সবাক চিত্র "সত্যপথে"র
নায়িকা শ্রীমতী ডলি দত্ত

মহালক্ষ্মী সিনেটোনের "Rashke

ইষ্ট ইণ্ডিয়া ফিল্ম কোং'র উর্দ্দু সবাক চিত্র "সেলিমা"র

এগিয়ে গিয়ে,—অলক্ষিতের নিকট হ'তে পাওয়া ফুলের তোড়াটা আগন্তুক যুবকের হাতে দিয়ে সাগরিকা সরকার সবিনয়ে আহ্বান জানালে।

"আসুন মিষ্টার চৌধুরী।"

ওরা এসে একখানা কৌচে পাশাপাশি ব'সতেই অলক্ষিত দুই আঙল দিয়ে কপালের দুই পাশ টিপে ধ'রলো; কানে এলো সাগরিকার বাবা গুরু-গম্ভীর স্বরে ব'লছেন,

"সেই সর্ব্বমঙ্গলময়,—সেই সর্ব্বকরুণাময়ের আশীর্ব্বাদে যে আজ আমার একমাত্র কন্যার ভাবী স্বামী বিদেশ থেকে প্রভূত যশ ও বিদ্যার্জ্জন করে নিজের দেশে, আমাদের মধ্যে আমাদেরই মত স্বচ্ছন্দ মনে ফিরে এসেছেন—তার জন্যে—"

অলক্ষিত উঠে দাঁড়ালো।

ব'ললে—"বড় মাথার যন্ত্রণা হ'চ্ছে সাবলীল, বাড়ী চল্লুম।"

উত্তরের অপেক্ষা না রেখে দ্রুতপদক্ষেপে ঘর ছেড়ে বার হ'য়েই সে দেখলে পেছনে পেছনে সাবলীলও আস্‌ছে।

পথ চ'লতে চ'লতে দু'জনেই বোধ হয় দু' জনের মনের অবস্থা বুঝেছিল তাই কেউ কারো সঙ্গে কথা ব'ললে না শুধু বাড়ীতে ফিরে এসে অলক্ষিতের মুখখানা স্মরণ ক'রেই বোধ হয় সাবলীল উচ্চারণ ক'রলে, "বেচারা!"

ঠিক এমনি সময়ে সমুখের বড় আয়না খানায় তার নিজেরও বিষণ্ণ মুখখানা প্রতিফলিত হ'য়ে উঠলো।

দীপালী

—শ্রীমতী গৌরীরাণী দেবী

নব বরষের "দীপালী" এস গো—
উজলিয়া শিখা তব;
পরিয়া যতনে রতন, ভূষণ,
মাধুরী বিলায়ে নব;
আরতির দীপ ম্লান হয়ে জ্বলে
দেখিছে তোমারে চেয়ে,
তোমার আলোতে সারাটি ভুবন
গিয়াছে আজি গো ছেয়ে,
যুগ যুগ ধরি জ্বলুক শিয়রে,
"দীপালী" তোমার শিখা,
ঝড়ে দুর্দ্দিনে নাহি যেন হয়,
ম্লান ও ভালের টিকা।

ক্ষয় রোগের বিপদ

—ডাঃ শ্রীকৃষ্ণগোপাল বসু

পৃথিবীর বৃহৎ বৃহৎ সংঘাতের সহিত তুলনায় আকারে কিম্বা সাংঘাতিকতায়, মানব ও যক্ষ্মা-বীজাণুর অহর্নিশ দ্বন্দ্ব কোন অংশে নূতন নহে। প্রতিদিন প্রতি ঘণ্টা এই সংঘর্ষ চলিয়াছে। প্রত্যেক স্ত্রী পুরুষ, এমন কি নিষ্পাপ শিশু পর্য্যন্ত একপক্ষ অবলম্বন করে। সংঘর্ষের এক পক্ষে অদৃশ্য ভয়ঙ্কর যক্ষ্মা-বীজাণু ধূলায় মিশ্রিত হইয়া খাদ্যের মধ্যে অজ্ঞাতভাবে অবস্থিতি করিয়া, অঙ্গুলিতে লাগিয়া থাকিয়া বা বায়ুর মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়া চুপে চুপে মানব দেহ আক্রমণ করে, অন্যপক্ষে শত্রুর গুপ্ত অবস্থিতি সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞতা সম্পন্ন আধুনিক যুগের মানব।

যক্ষ্মারোগ বয়সের তারতম্য করে না। ইহাদের স্ত্রী পুরুষ ভেদাভেদ নাই বা সভ্য-জগতের জাতিভেদ মানে না। ভারতবর্ষে অসুস্থতা বা মৃত্যুর সংখ্যা ম্যালেরিয়ার পরই ইহার স্থান। যে কোন প্রকারে জীবনী শক্তির হ্রাস হইলে এই ব্যাধির আক্রমণ হইতে পারে। যেমন সুরাপান, অপরিণত বয়সে গর্ভধারণ, পুনঃ পুনঃ সন্তান প্রসব, বা ফুস্‌ফুসের পূর্ব্ববর্ত্তী কোন পীড়া প্রভৃতি উদাহরণ স্বরূপ বলা যাইতে পারে। বায়ু প্রবাহের অভাব, বহু লোকের একত্র বাস, অপ্রচুর বায়ু, অনুপযুক্ত খাদ্যসামগ্রী, অস্বাস্থ্যকর পরিবেষ্টন, সূর্য্যলোকের অনুপস্থিতি, ধূলাসমূহের দ্বারা ফুস্‌ফুসের উত্তেজকশীল ক্ষত প্রত্যেকেই, বীজাণুর আক্রমণে সহায়তা করিয়া থাকে।

লক্ষণ সমূহ:—প্রথমাবস্থায় লক্ষণসমূহের মধ্যে কাশি একটী লক্ষণ। বর্ত্তমানকালে অধিকাংশ স্থলেই ইহা প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত থাকিয়া যায়; প্রথমে ইহা পরিমাণে অল্প, শুষ্ক এবং অল্প কষ্টদায়ক হইয়া থাকে। পরিশেষে ভয়ানক ক্লেশকর হইয়া পড়ে। সাধারণতঃ রাত্রিকালে এবং প্রত্যূষে শয্যা-ত্যাগকালীন অধিকতর মন্দ আকার ধারণ করে। অজ্ঞাতে যে কোন মুহূর্ত্তে রক্তমিশ্রিত থুতু উঠিয়া ভয়ঙ্কর অবস্থায় পরিণত হইতে পারে। সন্ধ্যাকালে শরীরের তাপ বৃদ্ধি হয় ও সকালে কমিয়া যায়। রাত্রিকালে স্বেদ নির্গত হয় এবং শরীর ক্রমশঃ দুর্ব্বল হইয়া পড়ে ও ওজনের সমভাবে হ্রাস পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। কাশিবার সময় বক্ষের কোন কোন অংশে কখনও কখনও বেদনা বোধ হয়।

চিকিৎসা:—যদি কোনরূপ সন্দেহের উদ্রেক হয় বা রাত্রিকালে শরীরের তাপবৃদ্ধি পরিলক্ষিত হয়, বিশেষতঃ যদি অনবরত কাশি লাগিয়াই থাকে, অনতিবিলম্বে "সিরলিনের" সাহায্য লওয়া বুদ্ধিমানের কার্য্য। "সিরোলিন" প্রতিরোধকর কার্য্য করে এবং সাংঘাতিক অবস্থায় উপনীত হওয়ার গতিরোধ করে। যদি কোন ব্যক্তি ক্ষয় রোগের প্রতিষেধক হিসাবে বিশেষ আলোচনা করেন, তাহাকে নিম্নোক্ত দুইটী বিষয়ে লক্ষ্য রাখা কর্ত্তব্য। প্রথমতঃ, ইহা ফুস্‌ফুস্‌ জীর্ণকারী ক্ষয়কাশাদির বীজাণু ধ্বংস করে। দ্বিতীয়তঃ, ইহা শক্তি বৃদ্ধি করিবে এবং সাংঘাতিক রোগ-জীর্ণ দেহকে পুনর্গঠন করিবে।

"সিরোলিন" অগ্নিমান্দ্য দোষ দূর করে, পরিপাক শক্তি বৃদ্ধি ও দেহের পুষ্টিসাধন করে। এইরূপে ইহা রোগজীর্ণ স্নায়ুমণ্ডলী-গুলিকে শীঘ্র সতেজ ও সুস্থ করে। উপরন্তু "সিরোলিন" ব্যাধির মূল আক্রমণ করে। ক্ষয় রোগের বীজাণুদিগের মারাত্মক গতিরোধ করে। পরিশেষে দেহ হইতে ইহাদিগকে বিদূরিত করিয়া দেয়। অতএব যাঁহারা কাশিতে কষ্ট পাইতেছেন, তাঁহাদের অবিলম্বে "সিরোলিন" ব্যবহার করা কর্ত্তব্য, ইহা জোর করিয়া বলা যায়। ক্ষয় রোগ বৃদ্ধি প্রাপ্তির পরও উহার প্রতিরোধ করিতে "সিরোলিনই" সর্ব্বোত্তম, সহজসাধ্য এবং সুলভ।

যে সমস্ত চিকিৎসকদের চিন্তাকর্ষক

প্রশংসা পত্র পাওয়া গিয়াছে, তাহা হইতে নিম্নলিখিত ৩টী সাধারণ সুস্পষ্টরূপে প্রতীয়মান হয় :—

১। একান্ত অস্বাস্থ্যকর সংসর্গে, এমন কি পুরুস্পরম্পরাগত ক্ষয়কাশগ্রস্ত পরিবারের মধ্যে বর্দ্ধিত হইয়াও সন্তান-সন্ততিগণ "সিরোলিন" ব্যবহার দ্বারা এই রোগের হাত হইতে রক্ষা পাইতে পারে।

২। "সিরোলিন" যক্ষ্মারোগের প্রথমাবস্থায় নিরাময় করে এবং ব্যাধির পুনরাক্রমণের প্রতিরোধ করে।

৩। "সিরোলিন" রোগোপশমে বিশেষ ফলপ্রদ এবং এমন কি বৃদ্ধিপ্রাপ্ত 'ক্ষয়রোগেরও উন্নতিসাধন করিয়া থাকে। অল্প মাত্রায় "সিরোলিন" ব্যবহার করুন এবং কিছুদিন পর ক্লেশদায়ক কাশি ও ইহার সাংঘাতিকতা কমিয়া যাইবে। পরিশেষে ইহা সম্পূর্ণরূপে তিরোহিত হইবে। শ্লেষ্মা সরল, স্বল্প পরিমাণ ও উন্নতির চিহ্ন পরিস্ফুট হইবে। দৌর্ব্বল্য, রাত্রিকালে স্বেদ নির্গত হওয়া ক্রমে ক্রমে কমিয়া যাইবে এবং অনেক স্থলে চিরতরে অপসারিত হইবে।

ক্ষুধা ও পুষ্টিসাধন অত্যাশ্চর্য্যরূপে উন্নতিসাধন করিবে এবং ওজন ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতে থাকিবে, জ্বর কমিয়া ফুসফুসের অস্বাস্থ্য ভাব বিদূরিত হইবে। বক্ষঃস্থল ও শ্বাসনলী সমূহ শক্তিসঞ্চয়ী হইবে। ক্ষয় রোগের গতিরুদ্ধ হইবে।

প্রকৃত প্রস্তাবে যক্ষ্মারোগের সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট চিকিৎসা হইবে—"সিরোলিন", পরিষ্কার আবহাওয়া পুষ্টিকর খাদ্য; কারণ, সকলেই এই মত পোষণ করিয়া থাকেন। ৪০ বৎসরাধিককাল ব্যবহারের পর ইহা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে ক্ষয়রোগগ্রস্ত স্ত্রী-পুরুষ কিংবা শিশুদিগের পূর্ণ স্বাস্থ্য লাভ করাইতে "সিরোলিন রচিই" এক মাত্র সক্ষম, যদি প্রথমাবস্থায় ইহার ব্যবহার হয়। ইহা সুইজারল্যাণ্ডের চিকিৎসার প্রথা। যক্ষ্মা রোগ চিকিৎসার জন্যই এই দেশ চিরপ্রসিদ্ধ।

গত ৪০ বৎসর যাবৎ পৃথিবীর প্রত্যেক দেশীয় চিকিৎসকদের লিখিত "সিরোলিন" সম্বন্ধীয় প্রাপ্ত রিপোর্টের অল্পসংখ্যকও এই প্রবন্ধে সন্নিবেশ করা সম্ভবপর নহে। বিখ্যাত অধ্যাপক ও চিকিৎসকগণের চিকিৎসা সম্বন্ধীয় পত্রিকার লিখিত কয়েক সহস্র প্রবন্ধ বাদ দিলেও প্রশংসাপত্রের সংখ্যা ৪০ হাজারের উপর হইবে। ইহা বলিলেও বোধ হয় যথেষ্ট হইবে যে নেপ্‌লসের যক্ষ্মারোগের আন্তর্জ্জাতিক সম্মেলনের সভাপতি অধ্যাপক বেঁজি ঐ মারাত্মক রোগের চিকিৎসায় সুফল প্রাপ্ত হইয়া "সিরোলিনকে" যাবতীয় প্রতিরোধক ঔষধের মধ্যে শ্রেষ্ঠ স্থান দিয়াছেন।

—o—

শেফালী

—শ্রীমতী সন্ধ্যারাণী দেবী

বিধাতার দাস তুমি শেফালিকা
এলে ধরা আলোকিতে
দেবতা আশিষ হৃদয়ে ধরিয়া
এলে সৌরভ বিলাতে।

আপনার মনে ঢালিছ গন্ধ
চাহ নাকো প্রতিদান
রজনী প্রভাতে ঝর ভূমিতলে
নাহি তবু অভিমান॥

যবে নিশীথিনী কাল বেশ ধরি
নেমে আসে ক্ষিতি মাঝে।
তখন শেফালি তুমি রহ ফুটি
মানস ভুলানো সাজে।

করি আহরণ বালক বালিকা
তোমারে লইয়া যায়,
সকলে মিলিয়া ভরি সাজি তা'রা
আনন্দে নাচে গায়।

ভেব না শেফালি এক রাতে যদি
আয়ু তব শেষ, হায়!
অচিরেই তুমি দেখিতে পাইবে
কবিও সে পথে যায়।

সহজ কুলের বালা

অধ্যাপক—শ্রীরামকৃষ্ণ শাস্ত্রী

বাংলার চির গৌরবের, চির আদরের ভক্তকবি চণ্ডীদাস, ইহার কাব্যে যে মাত্র কবির ভাবধারাই প্রবাহিত তাহা নহে, ইহার কবিতাবলীতে একাধারে মধুর রাধাকৃষ্ণের বিশুদ্ধ প্রেম বর্ণিত হইয়াছে, অন্যদিকে কবির জীবনী,আর একদিকে সাধকদিগকে সাধনপথে উপনীত হইবার পথ প্রদর্শন করা হইয়াছে, এই ভাবের এত বিষয় সম্বলিত কয়খানি বই ভারতে আছে, তাহা জানি না, সাধক চণ্ডীদাস যোগমার্গের সাধক নহেন ও শুধু ভক্তিমার্গের সাধকও নহেন, চণ্ডীদাস ছিলেন অতি উন্নত প্রণালীর "সহজ সাধনের" সাধক। ইহার নাম "সহজ সাধন" হইলেও বস্তুতঃ এ সাধনা বড়ই গূঢ় রহস্যময়, কবি স্বয়ং বলিয়াছেন—

সহজ সহজ, সবাই কহয়ে
সহজ জানিবে কে।
তিমির অন্ধকার, যে হইয়াছে পার
সহজ জেনেছে সে॥
চান্দের কাছে, অবলা আছে,
সেই সে পিরীতি সার।
বিষে অমৃতেতে, মিলন একত্রে,
কে বুঝিবে মরম তার॥
বাহিরে তাহার, একটি দুয়ার,
ভিতরে তিনটি আছে।
চতুর হইয়া, দুইকে ছাড়িয়া
থাকিবে একের কাছে॥

এই যে একের সান্নিধান পাওয়া ইহা বড়-ই শক্ত কথা। প্রকৃত বৈষ্ণব (শক্তিজয়ী অর্থাৎ মায়ামুক্ত) ব্যতীত অন্য কোন ব্যক্তির-ই সহজ রসতত্ত্ব সাধ্যায়ত্ত-ই নহে। বাহ্য বিষয়ে অনুরাগ বর্ত্তমানে অন্তশ্চিন্তিতাভীষ্ট দেহ স্ফূর্ত্তি হয় না,—বাহ্য বিষয়ে চিত্ত বিক্ষিপ্ত হইলেই সাধকের স্বাভিষ্ট গোপীমূর্ত্তির নিরন্তর চিন্তনে ব্যাঘাত হইবে। কাজে-ই নিত্যসিদ্ধ ব্রজলোকের রূপমঞ্জরী প্রভৃতি সখীগণের অনুরূপ সাক্ষাত রাধা-কৃষ্ণ সেবা কখনও সম্ভব হয় না, আবার অন্যভাবের ভক্তি সাধনের সাহায্যে প্রেমময় স্বভাব প্রাপ্তির উপায় নাই, কারণ তদ্দারা সালোক্যাদি চতুর্ব্বিধা মুক্তিলাভ করিয়া ঐশ্বর্য্যে সুখোত্তর গতি হয় সত্য, কিন্তু শ্রীরাধিকার ন্যায় এই কথা বলিতে পারে না, যথা—

তোমার চরণে আমার পরাণে
বাঁধিল প্রেমের ফাঁসি
সব সমর্পিয়া, একমন হৈয়া,
নিশ্চয় হইলাম দাসী।

এই যে স্বার্পনীয় প্রেমাত্তরাসেবাগতি ইহা লাভ করা যায় না, অতএব শৃঙ্গার রসাত্মক গোপীভাবেচ্ছু সাধকের গোপ্যনুময়ী ভক্তি ব্যতীত অন্য কোন উপায়ে-ই অভীষ্ট সিদ্ধি হইবে না। এই জন্য-ই বৈষ্ণব সাধক চণ্ডীদাস রামানন্দ রায়, প্রভৃতি রস সাধকের সাধনা সুলভ মুক্তি-মার্গের অনুকরণীয় পথ।

এই শৃঙ্গার রস সাধনায় কামিনী-ই হইবে প্রধান সহায়, কারণ কামজীবের বহির্বিষয়ে অনুরাগ জন্মায়, সেই কামের আকর্ষণ সর্ব্বাপেক্ষা কামিনীতে-ই অধিক, এখন, প্রশ্ন হয় যে, প্রকৃতি ও পুরুষ দুই-ই একচৈতন্যের বিকাশ, তবে আধার ভেদে গুণ ভেদ মাত্র, তবে পরস্পরের এত প্রবল আকর্ষণ কেন, বস্তুতঃ নর ও নারীর আত্মা এক হইলেশক্তির ও তারতম্য আছে, পুরুষে

লেখক

চিচ্ছক্তির আধিক্য প্রকৃতিতে আনন্দশক্তির বিকাশাধিক্য আছে, এই জন্য-ই পুরুষ ও প্রকৃতি স্বভাবতঃই আকৃষ্ট। ইহার উদ্দেশ্য এই যে প্রকৃতি ও পুরুষ উভয়ে আত্মসংমিশ্রণ দ্বারা, নিজ নিজ অভাব পূর্ণ করিয়া স্বকীয় পূর্ণত্ব লাভ করিবে। এই জন্যই নরের নারীতে ও নারীর নরেতে, কামের আকর্ষণ অত্যধিক হয়, পুরুষ ও প্রকৃতিতে আত্মসংমিশ্রণ দ্বারা জীব আত্মসম্পূর্ত্তি লাভ করিয়া,সহজ অন্তররাজ্যে গমন করিতে পারে, এই গমন ব্যাপারের সাহায্য কর্ত্রী নারীরও যথার্থ শৃঙ্গার রসাভিজ্ঞা হওয়া প্রয়োজন। এই কারণেই কবি আনন্দ ঘনশ্যাম পুরুষের উত্তর সাধিকা শ্রীমতী রাধিকাকে "সহজ কুলবালা" বলিয়া বলিয়াছেন। আনন্দময়ী পরা প্রকৃতি শ্রীরাধিকা যে সহজ কুলবালা ইহাতে আর সন্দেহ কি? আনন্দময়ী শক্তির ব্যতীত কুলসাধন সম্ভব নয়; আর কলির মোহগ্রস্ত স্বল্পায়ু মায়াময় জীবের কুলসাধন ভিন্ন কামের অগ্নিপরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবারও উপায় নাই। তন্ত্রশাস্ত্রকার বুঝিয়াছিলেন শ্রুতিসংহিতা অনুযায়ী উপদেশ মত রমণীর আসঙ্গেচ্ছা ত্যাগ করা বোধ হয়, শতকরা ১ জনের সম্ভব কিনা সন্দেহ। প্রবৃত্তিপূর্ণ জীবশরীর তাহারা স্থূলরূপ রসাদির অল্পবিস্তর ভোগ করিবেই করিবে, কিন্তু তাহাদের সেই ভোগ্য বস্তুর মধ্যে যদি ঠিক আন্তরিক শ্রদ্ধার উদয় করিয়া দেওয়া যায়, তবে করুক না সে কত

ত্যাগ করিবে, ঐ শ্রদ্ধার বলে অতি অল্পকাল মধ্যেই আধ্যাত্মিক ভাবের অধিকারী তাহাদের হইতেই হইবে। এই জন্যই গোপীভাবলুব্ধ ভক্ত কবি চণ্ডীদাস, ভগবৎশাস্ত্র-বিরোধী তন্ত্রশাস্ত্রসম্মত কুলাচারের অনুষ্ঠানে শ্রীরাধা-কৃষ্ণের উপাসনা করিতেন। এই কুলসাধনের কথাই তাঁহার কবিতাবলীতে সর্ব্বত্র পরিস্ফুট হইয়াছে। কবি কুলসাধন বলে কামমুক্ত হইয়া তবে ভাবরাজ্যে প্রবেশ করেন, তাই কবি বলিয়াছেন—

ভ্রমর হইয়া, সন্ধান পুরিয়া
মরম বুঝিবে তার।

চণ্ডীদাস বাহ্যানুরক্ত ভক্ত সাধক, তিনি বাহিরে বৈষ্ণবভাব প্রকাশ করিতেন, অন্তরে শাক্তভাবের কুল সাধনা করিতেন, প্রকৃত তান্ত্রিকের লক্ষণও তাহাই।

গোপীভাবলুব্ধ সাধক চণ্ডীদাস স্বগুরুকে বৃন্দাবনেশ্বর; শ্রীমতী রামমণিকে শক্তিময়ী বৃন্দাবনেশ্বরী, মনে করিয়া সখীরূপে নিজ প্রাকৃত দেহ দ্বারা, নিষ্কামভাবে, সাক্ষাৎ ভজন করিতেন। কিন্তু কথা হইতেছে চণ্ডীদাস নিজে বিবাহ না করিয়া, স্বকীয়া সাধন না করিয়া, পরকীয়া সাধন করিলেন কেন;— সহজ সাধন স্বকীয়ায় অসম্ভবতার জন্যই ইহা করিয়াছিলেন। স্বকীয়া রমণীতে উচ্চ নীচ জ্ঞান থাকিত, তাহাতে এই শ্রেষ্ঠত্ব জ্ঞান যাহা কবিবর রামমণিকে বলিয়াছেন—

এক নিবেদন, করি পুনঃ পুনঃ
শুন রজকিনী রামি।
যুগল চরণ, শীতল দেখিয়া,
শরণ লইলাম আমি॥

এই যে সকল ত্যাগের ও একান্ত আনুগত্য ভাব ইহা স্বকীয়ায় হয় না, আরও কবি বলিয়াছেন—

রজকিনীরূপ, কিশোরী-স্বরূপ,
কামগন্ধ নাহি তায়।
না দেখিলে মন, করে উচাটন,
দেখিলে পরাণ জুড়ায়॥

এইখানে সাধক রামীতে অন্তশ্চিন্তিতা-ভীষ্টা গোপীমূর্ত্তির স্বরূপ দেখিয়াছেন, তাই সাধক চণ্ডীদাস নিজ গুণময় প্রাকৃতে দেহ দ্বারা কুলাচার প্রথায় রাধা-কৃষ্ণের সাক্ষাৎ ভজন করিয়াছেন। এই ভজন করিতে হইলে বাহিরে আর কিছুই থাকিতে পারিবে না— মাতা, পিতা গুরু এ সব একমাত্র তাহাতেই কল্পনা করিতে হইবে, যথা—

তুমি রজকিনী, আমার রমণী,
তুমি হও মাতৃ পিতৃ।
ত্রিসন্ধ্যা যাপন, তোমারি ভজন,
তুমি বেদমাতা গায়ত্রী॥

এই যে প্রেমের উদ্দাম উচ্ছ্বাস অভেদা-ধ্যবসায় জ্ঞান, ইহা কি লোক-লজ্জা-ভয়, শাস্ত্র-বিধান থাকিলে কখনও সম্ভব হয়; এই জন্যই কবিবর তন্ত্র-শাস্ত্র-সম্মত পরকীয়ায় সহজ সাধন করিয়াছিলেন। উত্তর সাধিকা শক্তিই হইবে প্রেমের গুরু শ্রীরাধিকা, তাই চণ্ডীদাস বলিয়াছেন—

চণ্ডীদাস কহে তুমি সে গুরু।
তুমি সে আমার কল্প-তরু॥
যে প্রেম রতন কহিলে মোরে।
কি ধন রতনে তুষিব তোরে॥

যিনি সাধকের সহজ কুলবালা হইবেন তাঁহারও ঐ প্রেমের একান্ত অনুরাগ থাকা প্রয়োজন। যদি চণ্ডীদাসের উত্তর সাধিকা রামমণি যথার্থই সহজ কুলবালা না হইয়া, প্রকৃত কামাসক্তা হয় তাহা হইলে সাধকের অধোগতি অনিবার্য্য। এখন যেমন অধিকাংশ বাবাজীর মধ্যেই এই ভাব দেখা যায়, লোকেও তাই বাবাজী দেখিলেই ঘৃণা করে। সাধকের উত্তর সাধিকাও ঠিক্ নিজের মতন হওয়া চাই। কিন্তু স্বকীয়া তাহার হয় না। স্বকীয়ায় জাতি বিচার, নানা ভাবের শাস্ত্র নিয়ম, বংশ-পরম্পরা নিয়ম প্রভৃতি আছে, অতএব তাহাতে নিজের মতন সাধিকা পাওয়া যায় না। পরকীয়ায় এসব বালাই মোটেই নাই, এই জন্যই ইহা সুপ্রাপ্য। কবি নিজানুরূপ নায়িকা পাইয়া বলিয়াছেন—

রজকিনী রূপ, কিশোরী স্বরূপ,
কাম-গন্ধ নাহি তায়।
রজকিনী প্রেম, নিকষিত হেম,
কাম-গন্ধ নাহি তায়॥

কাম-গন্ধহীন অনাবিল প্রেমের নায়িক পাইলে, তবেই এই ভব-নদী পার হওয় যাইবে, যথা—

যে জন যুবতী, কুলবতী সতী,
সুশীল সুমতি যার।
হৃদয় মাঝারে, নায়ক লুকায়ে,
ভব-নদী হয় পার॥

গোপী-স্বভাবা রমণী ভিন্ন পুরুষান্তররতা সমুদয় রমণীই ব্যভিচারিণী, এই ব্যভিচারদুষ্ট নরনারীর মিলনে, উভয়েই মুক্তিমার্গে যাইতে পারে না—অধোগতিই ঘটিয়া থাকে, তাই কবি বলিয়াছেন—

ব্যভিচারী নারী, না হয় কাণ্ডারী,
নায়িকা বাছিয়া লবে।
তার আবছায়া, পরশ করিলে,
পুরুষ ধরম যাবে॥

এখন বলা যাইতে পারে পুরুষ যদি সর্ব্বদা রমণীনিষ্ঠ থাকে, তবে তাহার আসঙ্গলিপ্সা অবশ্যম্ভাবী, নায়ক নায়িকার আসঙ্গলিপ্সার পরিণাম কামকলুষিতা—ইন্দ্রিয়সুখ ভোগ করে। এই ইন্দ্রিয় তর্পণময় মায়িক কার্য্যদ্বারা কামাসক্তি কখনই ভগবৎ প্রেমে পর্য্যবসিত হইতে পারে না। ইহা হইতে কেবল ইন্দ্রিয় সুখ-ভোগের আশায় আসক্ত হইয়া কামানলে আহুতি প্রদান করা হয়। ইহাতে দেহ মন অকর্ম্মণ্য হয়, জীবনের সর্ব্বনাশ, নরকের দ্বার প্রশস্ত হয়। এই জন্যই রমণীনিষ্ঠ হইলে কি ভাবে থাকিতে হইবে তাহা চণ্ডীদাস বলিয়াছেন—

স্নান যে করিব, জল না ছুঁইব,
আলাইয়া মাথার কেশ
সমুদ্রে পশিব, নীরে না তিতিব,
নাহি সুখ দুঃখ ক্লেশ।
রজনী দিবসে, হব পরবশে,
স্বপনে রাখিব লেহা।
একত্র থাকিব, নাহি পরশিব,
ভাবিনী ভবের দেহা॥

তবে যাঁহারা রামানন্দ রায়ের মতন সংযত, ইন্দ্রিয় ভোগ-লালসায় অতি উর্দ্ধে, যাঁহাদের কাম ভস্মীভূত হইয়াছে, তাঁহাদের নায়িকা

সাধনে কোনও বিধি নিষেধ নাই, তাঁহারা যথেচ্ছ ব্যবহার করিতে পারেন, রামানন্দ—

এক দেবদাসী আর সুন্দর তরুণী।
তার সব অঙ্গ-সেবা করেন আপনি॥
স্নানাদি করায় পরায় বাস বিভূষণ।
গুহ্য-অঙ্গ হয় তার দর্শন স্পর্শন।
তবু নির্ব্বিকার হয় রামানন্দের মন॥

এইরূপে সেবা করিয়াও ইন্দ্রিয় বিকারে কিঞ্চিন্মাত্রও চঞ্চল হইতেন না; এই ভাবের অসাধারণ ইন্দ্রিয় দমন না করিতে পারিলে নায়িকা সাধন অসম্ভব। এই জন্য চণ্ডীদাস নায়িকা সাধন করিতে হইলে নিজেকে কি ভাবে পরিণত করিতে হইবে তাহাই বলিয়াছেন,—

নায়িকা সাধন, শুনহ লক্ষণ,
যেরূপে সাধিতে হয়।
শুষ্ক কাষ্ঠের, সম আপনার,
দেহ করিতে হয়॥

এইরূপের সাধক যথেচ্ছভাবে আশ্রিতা সাধিকা গোপীর সেবা করিতে পারেন, সিদ্ধ সাধক শৃঙ্গারাদির দ্বারাও গোপীর সেবা পরিচর্য্যা করিতে পারেন, সিদ্ধ সাধক গোপীদের সহিত শৃঙ্গার রসাত্মক সাধনাবলম্বনে শুক্রের অধঃস্রোত রুদ্ধ করিতেন, এই কারণে তাঁহারা রতিরসে মত্ত হইলেও ক্ষতির কারণ হইত না, বরং অনিষ্টের হাত হইতে নিস্কৃতি লাভ করিতেন—ও প্রেমভক্তিদেবীর করুণারূপ অমৃতধারায় অভিষিক্ত হইতেন। এই হেতু সাধকগণ ইহাকে কারুণ্যামৃতধারায় স্নান বলেন। এই সাধকাবস্থার সাধন হইতেই সাধক নর নারীর শুক্রসরোবরে উর্দ্ধাধঃ প্রবাহ হয় স্বভাব সিদ্ধ, ইড়া ও পিঙ্গলা নাড়ীর মুখ সংযোগ হয় ও সুষুম্নামার্গ উদ্ঘাটিত হয় তাই সাধক প্রেমময় রাজ্যে প্রবেশ করিয়া সহজ প্রেমে সিদ্ধ শৃঙ্গার রঙ্গ আস্বাদ করিতে পারেন, এইজন্য চণ্ডীদাস শৃঙ্গার রসকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়াছেন—

শৃঙ্গার রস বুঝিবে কে।
সব-রস-সার শৃঙ্গার-এ॥

নিষ্কাম ভক্ত নরনারী প্রেমময় শৃঙ্গারে চিচ্ছক্তি হৃদয়-কমলে প্রাপ্ত হইয়া, যাবতীয় ভেদ জ্ঞান বিসর্জ্জন করেন, সাধক তখন কোন এক অনির্ব্বচনীয় আনন্দ সাগরে নিমজ্জিত হইয়া যান। এই নিত্য প্রেমবিলাস বিবর্ত্তন-শীল শ্রীরাধাকৃষ্ণের এই যে প্রেমানন্দ ভাব,এ যে কি মহান্ কি ব্যাপক তাহা সাধক না হইলে বুঝা যায় না, এই রাধাকৃষ্ণের প্রেমানন্দের সাধনাই সহজ সাধন; এই সাধনাদ্বারাই দেহেন্দ্রিয় সাধ্য প্রেম-সাধন হইতেই সাধক তাঁহার প্রেমের ঠাকুরের দর্শন পান, বা তাঁহাদের এই সাধনাই শেষে উজ্জ্বল প্রেমানন্দ-মগ্ন গোপীস্বরূপে পরিণতি লাভ করে। যেমন দুইখণ্ড কাষ্ঠ তাহাদের মধ্যে প্রচ্ছন্ন আছে অগ্নি, কিন্তু যতক্ষণ সেই দুইটি একত্র করিয়া ঘর্ষণ না করা যায়, ততক্ষণ সেই দুইটিতে অগ্নি থাকিলেও তাহা বাহির হয় না, কিন্তু ঘষিলেই অগ্নি স্ফুলিঙ্গ বাহির হইবে। শৃঙ্গার সাধনপরায়ণ নায়ক নায়িকারও মস্তিষ্ক গুপ্ত চিচ্ছক্তি প্রেমময় শৃঙ্গারে সমুদয় স্নায়ুমান কেন্দ্রে প্রকটিত হইয়া, তাহাদিগকে চিদানন্দময় স্বরূপ প্রদান করে।

শৃঙ্গার রসের সহজভাবের সহজ প্রেমের আস্বাদন সিদ্ধভক্তের সিদ্ধ দশার সহজ সাধন। এই শ্রেষ্ঠ সাধনার দ্বারা-ই সর্ব্বশক্তিময়ীর ভাবরাজ্যে প্রবেশ করিতে পাওয়া যায়, এই আচারেই বিরজার উপরে যাওয়া যায়, তাই কবি বলিয়াছেন—

সই সহজ মানুষ নিত্যের দেশে
মনের ভিতরে কেমনে আইসে॥
ব্যামের আচার করিবে যেই।
বিরজা উপরে যাইবে সেই॥

এই রকমের নায়ক-নায়িকার শৃঙ্গার সাধনকে-ই, "সহজ ভজন" বলে। এই সাধনা স্বজীবের স্বভাবানুগতবত্ব হওয়ায় ইহাকে সহজ ভজন আখ্যা দেওয়া যায়, আর জীব যদি নিজ স্বভাবানুরূপ যে কোন কার্য্যই পায়, তাহা অতি কঠিন হইলেও তাহা তাহার নিকট সুকর হয়। যেমন একটি ছেলে সে আর্ট পড়িতে ইচ্ছুক, তাহাকে ধরিয়া যদি বাবা তাহার ইঞ্জিনিয়ার এই জন্যে তাহাকে বাবার ব্যবসার আশায়, জোর করিয়া সায়েন্স পড়ান যায়, তাহা হইলে তাহার কিছু হইবে না—"ইতো নষ্ট ও ততো ভ্রষ্ট" হইবে। জীবও ভোগী, তাহার স্বভাব-ই ভোগ—তাহাকে ভোগের মধ্য দিয়াই মুক্তির পথ বলা হইয়াছে বলিয়াই ইহা জীবের সহজ সাধন। কারণ রস-বস্তু স্বতঃসিদ্ধ মন হইতেই ক্ষরিত হয়, যে কোনও কার্য্যে রসবোধ না হইলে তাহা গ্রহণ করা যায় না, আর করিলে স্থায়ী হইবে না, অন্য রসে তাহা তাড়াইয়া দিবে, সাধন পথেও তাহাই। একজন ভালবাসে ভোগ তাহাকে যদি দিই যোগ, তাহা হইলে তাহার স্বভাব বিরুদ্ধ হইবে। কিন্তু তাহাকে ভোগের মধ্য দিয়াই যদি যোগ পথে উন্নত করা যায় তাহা তাহার স্বভাবানুগত হওয়ায়, তাহার পক্ষে এই পথ সহজ হইবে এই জন্যই এই সাধনাকে সহজ সাধনা বলা হইয়াছে। এই শৃঙ্গার রস সিদ্ধ সহজ সাধনে সিদ্ধ নায়ক নায়িকার তখন আর তাঁদের স্বামী-পুত্র গৃহ ধর্ম্ম কিছুই থাকে না। তখন তাঁহারা অপূর্ব্ব রসের উন্মাদনায় ঘর ছাড়িয়া বাহির হইবে। এই অপূর্ব্ব ভাব আসে না যতক্ষণ না তাঁহারা অপূর্ব্ব রসাস্বাদনে উন্মত্ত হইয়া উঠিবে,দু-জনের এক মুহূর্ত্তও বিরহ সহ্য হইবে না দুই আত্মা সব ছাড়িয়া একত্রে হইতে চাহে। তাই কবি লিখিয়াছেন—

বঁধু কি আর বলিব তোরে।
অল্প বয়সে পিরীতি করিয়া
রহিতে দিলি না ঘরে॥

কামনা করিয়া, সাগরে মরিব,
সাধিব মনের সাধা।
মরিয়া হইব, শ্রীনন্দের নন্দন।
তোমারে করিব রাধা॥

পিরিতি করিয়া, ছাড়িয়া যাইব
রহিব কদম্বতলে
ত্রিভঙ্গ হইয়া মুরলী বাজাব
যখন যাইবে জলে॥

মুরলী শুনিয়া; মোহিত হইয়া
সহজ কুলের বালা
চণ্ডীদাস কয় তখনি জানিবে
পিরীতি কেমন জ্বালা।
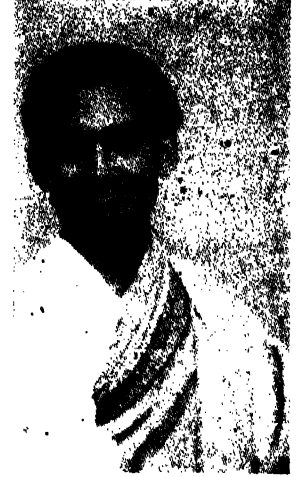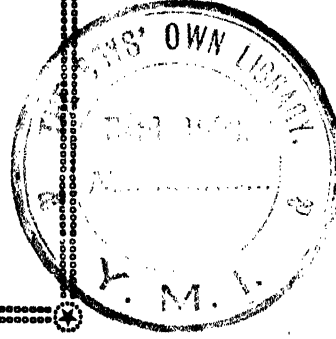
লেখক

বাপ মা'র প্রথম মেয়ে লতা। কত আদরের কত স্নেহের। তাদের প্রেমকে নিবিড় করেছিল, সার্থক করেছিল লতার জন্ম। তাদের সহজ বন্ধনকে আরো দৃঢ় করল বলে মা নাম রাখলেন লতা—পৃথিবীর সব নামের চেয়ে সুন্দর—সব নামের চেয়ে বেশী মিষ্টি। প্রথম মেয়ে নাকি মা'কে ভাগ্যবতী করে তাই তার মা' নিজেকে সকলের চেয়ে সুখী মনে করতেন। কত কল্পনা তাঁর গড়ে উঠতো লতাকে আশ্রয় করে। এই লতা, ছোট্ট এতটুকু কাঁচের পুতুলের মত সজীবতা একদিন তারই মত মাতৃত্বের দাবী করবে—একদিন তারই মত ছোট একটী কাঁচের পুতুলকে নিয়ে তারই মত স্বপ্ন দেখবে। তাঁর চোখের সামনে জেগে উঠতো ভবিষ্যতের ছবি—কত রংএ রঙিন, কত সুন্দর। ছোট এক সংসারের লক্ষ্মী লতা, সন্ধ্যায় গলায় আঁচল দিয়ে প্রণাম করছে, কেউ ডাকছে, "ও মা বৌমা"। না, না! তার লতা, এত স্নেহের লতা—সে কি ঐ ছোট্ট বাড়ীতে মানায়? রাজরাণী হওয়াই যে তার স্বাভাবিক। কত বড় একটা সংসারকে সে চালিয়ে নিয়ে বেড়াবে। আজকের লতা হয়তো সেদিন বলবে, "কি করে থাকি মা' তোমার কাছে, আমার কি থাকলে চলে?" নিজের চিন্তার ধারায় তাঁর নিজেরই হাসি এল। এই লতা এও একদিন বড় হবে। আগে বড়ই তো হোক। যদি না, না তার চয়ে লতা এখনই কেন···। নিজের মনে নিজে চমকে উঠলেন। লতা, তার লতা যদি একদিন তাঁর কাছ থেকে চলে যায়? না, মা যদি না ছাড়ে—সে কি যেতে পারে?

* * *

ছোট্ট লতা একটু বড় হোল—মা, বাপকে চিনতে শিখল, হাসতে শিখল। তাকে আশ্রয় করে বাবা-মার মধ্যে কত ছোট, ছোট হাসি-কান্নার সৃষ্টি হোত। বাবা কোলে নিলে মা'র রাগ হয়, মা কোলে নিয়ে বেশীক্ষণ থাকলে বাবার রাগ হয়। দু'জনেই বলেন, "কেন তোমার কি একার নাকি?"

সারা দিন বাবা বাড়ী থাকেন না, লতা থাকে মা'র কাছে। সন্ধ্যে হতেই বাবা বাড়ী আসেন—লতা ছুটে যায় তাঁর কাছে। মা'র রাগ হয়ে যায়, বলেন, "বাবা, কি মেয়ে? সারাটা দিন আমার কাছে থাকে দায়ে পড়ে। তোমাকে দেখলো তো ছুটলো—আমি যেন কেউ নই?"

"আচ্ছা বলত, এ কা'র মত হয়েছে?"

"আমার মত।"

"না, আমার মত।"

"ইস্, আমার মত।"

"জান না বাপের মত হলে মেয়ে সুখী হয়।"

"বেশ, বেশ তোমার মতই হোক।"

"রাগ হয়ে গেল? এই লতা, যা তোর মার কাছেই যা, কাল দুপুরে তা না হলে মার দেবে।"

"দেবই তো! নিমকহারাম মেয়ে কোথাকার!"

"তোমারই তো মেয়ে।"

"কেন আমি কি করলাম? তোমার মেয়ে নয় বুঝি?"

"দেখ না, আমি যাদের তাদেরই আছি কিন্তু তুমি? বাবা, মা কত করে মানুষ করলেন আর কেমন তাঁদের ছেড়ে চলে এলে।"

"না এলে তোমার হোত কি?"

* * *

লতা আর একটু বড় হোল। তার জন্যে 'প্রথম ভাগ' এল, 'শ্লেট' এল। লতা, এক-মাত্র মেয়ে লতা, সে লেখাপড়া শিখবে না। দুপুরে মা তাকে নিয়ে বসেন। একটু অসতর্ক হলেই লতা বই ছিঁড়ে ফেলে। মা বলেন, "তোর কিছু হবে না, তুই আমার মত হয়ে থাকবি।" লতা পড়বে না—জোর করে পড়াতে গেলে কেঁদে ফেলে। মা বলেন, "থাক্ বাবা, আর দরকার নেই, ঢের হয়েছে।" লতা হাঁফ ছেড়ে বাঁচে। একটু পরেই মা'র কোলে শুয়ে ঘুমোয়। তার দিকে চেয়ে চেয়ে মাও শেষে ঘুমিয়ে পড়েন। হঠাৎ ঘুম ভেঙে যায়—বেলা হয়ে গেছে, খাবার তৈরী করতে হবে। লতা একা শুয়ে ঘুমোয়, মা কাজ করে যান। মাঝে মাঝে দেখেন লতা উঠলো কি না। না, মেয়েটা আচ্ছা ঘুমোতে পারে তো! একটু কাঁদেও না, দুষ্টুমিও করে না যে সময় কাটে। কি সুন্দর ঘুমুচ্ছে। কোন্

ভাবনা নেই, চিন্তা নেই। আচ্ছা, ওরা কি সত্যিই কিছু ভাবে না? কি করে? স্বপ্নও দেখে না?

* * *

লতা আরও বড় হোল। সে আর এখন বই ছেঁড়ে না, শুধু খেতে দুষ্টুমি করে না, সারা দিন মা'র কাছেও থাকে না। বাড়ী এসেই বাবা তাকে খোঁজেন—ঠিক সময় হাজির হয় যেখানেই থাক্। এখন তার কত বন্ধু, ডলি, লিলি, মণিকা, শেফালি। সকলের চেয়ে বেশী পুতুল তার, সকলের চেয়ে বেশী খেলনা তাই সবাই তার বাড়ীতে খেলতে আসে। কেউ কিছু ভাল বললে সে তখনি দিয়ে দেয়—তার তো আবার আসবে। যেদিন তার পুতুলের বিয়ে সেদিন তার চেয়ে মা'র ভাবনা বেশী, কি চেয়ে বসবে কে জানে? কত কি রাঁধতে হবে, না হলে মেয়ের রাগ হয়ে যায়. তার বন্ধুদের নিমন্ত্রণ হয়, তার বাপ-মা'রও হয়। সে সবাইকে খেতে দেবে। কি আনন্দ তার। তার বাবা জিগ্‌গেস করেন, "তোর মেয়ের কি রোজই বিয়ে রে? একটা মেয়ের কি এত বিয়ে হয়?"

"ধ্যেৎ! আমার কি একটা মেয়ে? আমার কত মেয়ে। আরও কত দিয়ে দিয়েছি।"

"খুব মা' তো তুই! মেয়েকে বুঝি দিয়ে দিতে হয়?"

"হয় না? বিয়ে হয়ে গেলে শ্বশুর বাড়ী যাবে না?"

"আচ্ছা, তুই ও যাবি তো?"

"না, কক্ষণ না, আমি মোটেই যাব না তোমাদের কাছ থেকে।"

"শ্বশুররা জোর করে নিয়ে যাবে।"

"ইস্, নিয়ে যাক্ না! আমি পুলিশ ডেকে দোবো।"

বাবা মা দু'জনেই হেসে ওঠেন। লতা বুঝতে পারে না কেন হাসেন। তার রাগ হয়ে যায়। বা রে, বাবাই তো বলেন পুলিস দুষ্টুদের ধরে নেয়। সে লক্ষী মেয়ে তাই তো পুলিশ রোজ এসে তার সঙ্গে কথা বলে, তাকে কত ভালবাসে। "আচ্ছা, আমায় যদি জোর করে ধরে নিয়ে যায়, তুমি তাকে মারবে না?"

"তাকে মারলে আমায় পুলিশে ধরে নিয়ে যাবে। বিয়ে হলে শ্বশুর বাড়ী যেতে হয়—শ্বশুরকে মারতে নেই। এই দেখনা তোর মা তো তোর দাদুর মেয়ে, সে তো কই আর তোর দাদুর কাছে যাবার জন্যে কাঁদে না।"

"মা কাঁদবে কি? মা যে বড় হয়েছে।"

"তাহলে তুইও বড় হলে কাঁদবি না?"

"না।"

"কিন্তু মা'র মত শ্বশুর বাড়ী যেতে হবে।"

"না, তা যাব না।" তার বড় বড় চুলগুলো নাচতে থাকে মাথা নাড়ার সঙ্গে। বাবা বলেন, "না, তবে বিয়ে নাই বা দিলাম? লেখাপড়া শেখাব, বেশ থাকবে।"

মা বলেন, "পাগল নাকি? খুব ছোট বয়েসে ওর বিয়ে দেব, বেশ সুন্দর একটী ছেলে দেখে।"

"কেন ঘর-জামাই করবে নাকি?"

"আচ্ছা, মেয়ের বিয়ে দেবো তো ছোট বয়সে কিন্তু—"

"কিন্তু কি?"

"যদি, যদি বি-ধ-বা হয়?"

"ষাট্ ষাট্, কি করে তুমি এ কথা উচ্চারণ করলে?"

* * *

টুকটুকে লাল 'ফ্রক' পরে ছোট লতা স্কুলে গেল। কত ছোট ছোট তার মত মেয়ে। সবাই তার কাছে ছুটে এল, তার সঙ্গে ভাব করলে। একজন তাকে কতগুলো জলছবি দিলে, একটা জলছবি তার বই-এর উপর তুলে দিলে। সবাই ছুটোছুটী করছিল, দিদিমণি আসতেই কি রকম হঠাৎ চুপ করে গেল। দেখে দিদিমণি কাছে উঠে এলেন, কত আদর করলেন, বললেন, "মার জন্যে মন কেমন করছে, না।"

"হাঁ।"

"বাড়ী যাবে?"

"যাব।"

"আচ্ছা আজ পাঠিয়ে দিচ্ছি কিন্তু তাই বলে রোজ যেতে চেও না কিন্তু।"

বাড়ী এসে ছুটে গিয়েই লতা মা'র কোলে উঠ্‌লো। মা জিগগেস করলেন, "কি রে? স্কুল কি রকম?"

"বেশ ভাল! আচ্ছা, মা তুমিও চল না।"

"হঁা, এইবার যাব।"

"বাঃ, বেশ হবে। তা'হলে আর মন কেমন করবে না।"

"দূর পাগলী, আমায় কি যেতে আছে—আমি যে বড়।"

* * *

লতার আর মার কাছে পড়া হয় না। তাকে পড়াবার জন্যে মাষ্টার আসে। মাষ্টারকে লতার ভাল লাগে না। কি রকম গম্ভীর লোক! কেবল পড়ায়, একটাও গল্প বলে না। ও বোধ হয় গল্প জানেও না। লতার ভারি রাগ হয়। সে মা'কে জিগ্‌গ্যেস করে, "আচ্ছা, মা, তুমি আর আমায় পড়াও না কেন?"

"বা রে মেয়ে! সময় কোথায় আমার?"

"না সময় নেই বৈকি? তুমি আর আমায় ভালবাস না।"

"তবে কাকে ভালবাসি রে?"

"কেন? তোমার ঐ বড় পুতুলটাকে। ওর জন্যে কত নতুন জামা তৈরী ক'র, ওকে কত আদর কর। আমি বাড়ী থাকি না, ওকে রোজ দুপুরে ঘুম পাড়াও তো?"

"কি করব? তুই যে স্কুলে যাস। তুইও তো আমায় ভালবাসিস না, তা না হলে স্কুল ভাল লাগে?"

"না মা, খারাপ ইস্কুল—আমার ভাল লাগে না। তুমিই তো যেতে বল—আমি তো যেতে চাই না।"

"না, ছি স্কুল যেতে হয়, তা না হলে লোকে দুষ্টু মেয়ে বলবে যে।"

"মাষ্টার মশাই গল্প জানেন না কিন্তু মণিকাদি কত গল্প জানেন। রোজ পড়া হ'য়ে গেলে-ই কত গল্প বলেন।"

"তুই তোর মণিকাদিকে খুব ভালবাসিস?"

"নিশ্চয়।"

"আমার চেয়ে বেশী?"

"ধ্যেৎ! জান মা মণিকাদিকে ব'ললাম, চলুন না আমাদের বাড়ী, কিছুতেই এলেন না, আমায় ওঁর ঘরে নিয়ে যান—কত খাবার দেন।"

"আর তুই রোজ রোজ গিয়ে খেয়ে আসিস?"

"ছিঃ, লোকে কি ব'লবে?"

"বা-রে! আমায় যে জোর কো'রে নিয়ে যান। "মা তুমি একদিন ওঁকে আমাদের বাড়ী নিয়ে এস না। তুমি না বললে আসবেন না?"

"আচ্ছা, তোর আর একটা মেয়ের বিয়ে দে, তোর মণিকাদিকে নিয়ে আসব।"

"আর আমার বন্ধুদের?"

"ও বাবা! তাদেরও আমাকে নিয়ে আসতে হবে?"

* * *

লতা আরও বড় হয়েছে। সে আর এখন পুতুল নিয়ে খেলা করে না, মার কাছে ব'সে মণিকাদির গল্প করে না, বড় পুতুলটাকে হিংসেও করে না। সে এখন বই পড়ে, গান গায়, বাবার সঙ্গে 'মার্কেটে' গিয়ে জিনিষ কেনে, 'সিনেমা' যায়। মার চেয়ে তার এখন বাবাকে-ই বেশী দরকার, বাবার কাছে-ই বেশী সময় কাটে। মার সাজিয়ে দিলে আর তার পছন্দ হয় না। ঐ রকম অদ্ভুত সাজে 'মার্কেটে' গেলে লোকে কি বলবে? কত সাহেব মেমের সঙ্গে বাবার আলাপ। তারা সবাই তাকে আদর করে। সে কি করে ঐ রকম করে বাইরে যায়? এখন সে নিজে পছন্দ করে কাপড় জামা কেনে, নিজের খেয়াল মত সাজে। মার কাছে চুল বাঁধবে কি করে? মা তো ও রকম চুল বাঁধতেই জানেন না! মা তো মার্কেটেও যান না আর 'সিনেমা'ও যান না, যদিও যান তা বাঙলা বই দেখতে। ওর ভাল লাগে না, লোকগুলো কি চিৎকার করে, বাবা রে! Globeএ এরকম চিৎকার করলে তাড়িয়ে দেবে নিশ্চয়।

* * * *

বাবা মার মধ্যে মহা গোল বাঁধে লতার বিয়ে নিয়ে। বাবার ইচ্ছে লতা লেখাপড়া শিখুক, অনেক গুলো পাশ করুক তারপর বিয়ের চেষ্টা করা যাবে; আর মা চা'ন এখনি ওর বিয়ে দিতে। বাবা বলেন "এইটুকু মেয়ে এর-ই মধ্যে বিয়ে দেবে কি?"

মা বলেন, "কেন? আমার কত বয়েসে বিয়ে হ'য়েছিল?"

"সে সময়কার কথা ছেড়ে দাও। তোমার বাবা মা তো তোমায় লেখাপড়া শেখান নি—তাড়াতেই চেয়েছিলেন।"

"তা বৈ-কি? লেখাপড়া না শিখে ক্ষতিটা কি হ'য়েছে শুনি? তোমাদের কোন অসুবিধে হয়েছে?"

"আচ্ছা, তোমার তো ঐ একটা মেয়ে এরই মধ্যে বিদেয় করতে চাও কেন?"

"ষাট, বিদেয় করব কেন? কিন্তু মেয়ে যখন হয়েছে তখন বিয়ে তো দিতেই হবে। এখন থেকে খোঁজ করলে যদি ভাল ছেলে পাই। ভাল ছেলে পাওয়া তো আর সোজা কথা নয়।"

"ভুলে গিয়েছিলাম—তুমি যে ঘর জামাই রাখতে চাও।"

* * *

লতার বিয়ে। খুব ভাল ছেলে—খুব ভাল ঘর—তাই বাবা মা ছাড়তে পারলেন না—লতারও কোনও আপত্তি ছিল না। বিয়েতে তার কোন দিনই আপত্তি ছিল না বি-এ পাশ করে নি বলে বোধ হয়। বড় লোকের বাড়ীর একটী ছেলে—তার বউ হবে লতা। কত কি সে পাবে—কত কাপড়, কত গয়না, কত স্নেহ, যত্ন! লতা সেই সবের স্বপ্ন দেখে। তাদের বাড়ী থেকে জামার ডিজাইন্ নিয়ে যায়, শাড়ী গয়না পছন্দ করতে পাঠায়, জুতোর মাপ চেয়ে পাঠায়। এর চেয়ে আর কি সে চাইতে পারে? আরও কত মেয়ের তো বিয়ে হয়েছে। কার স্বামী কেরাণী, কার স্কুল মাষ্টার, সবই ঐ রকম। তার মত কার নয়। তার বাবার মোটার নেই কিন্তু শ্বশুর বাড়ীতে দু'খানা মোটর আছে শুনেছে। রোজ বিকেলে বেড়াতে যাবে চৌরঙ্গী দিয়ে। শনিবার দিন মার্কেটে যাবে। কত জিনিষ কিনবে, কত ফুল। না না, মায়ের বাবের দিনেরা যাবে আর তার বন্ধুদের বাড়ী। তারা কেউ হয়তো তখন বাসন মাজছে কেউ হয় তো বা রান্না করছে। আচ্ছা তারও যদি ঐ রকম কিছু করতে হোত? না, তা সে পারতো না কিছুতেই।

* * * *

লতা শ্বশুর বাড়ী চলে এসেছে। যা যা সে চেয়েছিল সবই পেয়েছে। সবাই যেন তাকে স্নেহের মধ্যে ঘিরে রাখতে চায়। শ্বশুর, শাশুড়ী, থেকে বাড়ীর ঝি চাকর পর্য্যন্ত যেন তাকে চোখের আড়াল করতে রাজি নয়। বাবা মার কাছেও সে শুধু স্নেহ-ই পেয়েছে কিন্তু এরকম নয়। এর সবটার মধ্যেই একটা সাড়া আছে ওর কাছে তাই ভাল লাগে। মার কাছে প্রায়ই যায়, কত গল্প করে—সবই শ্বশুর বাড়ীর কথা। বাবা মাকে 'কেমন আছ?' এটা জিজ্ঞেস করতে ওর প্রায় মনে থাকে না। মা জিজ্ঞেস করলেন "আচ্ছা কাকে বেশী ভালবাসিস? আমাকে না শাশুড়ীকে?" লতা হাসতে লাগল, কোন জবাব দিলে না। মার কাছে এটা ভাল লাগতে পারে না। তাঁরও তো ঐ একটি মাত্র মেয়ে। কিন্তু রাগ করা অন্যায়। তিনি নিজেও কিছু তাঁর বাবা মার কথা বসে বসে ভাবেন না। তবে লতার মত তাড়াতাড়ি তাঁদের নিশ্চয়ই ভুলে যান নি। হয় তো অত বড়লোকের ঘরে বিয়ে না দিলে-ই ভাল হোত। না না, তা' হলে লতার কত কষ্টে থাক্‌তে হোত।

* * * *

এক বছর হোল লতার বিয়ে হয়েছে। এক বছরের সবগুলো দিনই শুধু হাসির, শুধু আনন্দের। তবু সে আনন্দের মধ্যে নূতনত্ব আছে। তার একটা আকর্ষণ আছে। সেই মোটরে বেড়াতে যাওয়া, স্নেহের সহস্র প্রশ্নের জবাব দেওয়া, ছোট, ছোট অনুযোগ অভিযোগ শোনা; কিন্তু তার মধ্যেও বেশ বৈশিষ্ট আছে, তা' সে সব সময় মনে করে।

লতাকে মার কাছে আসতে হোল কি দিনের জন্যে। শ্বশুর শাশুড়ীর ইচ্ছে ছিল না তার নিজেরও বোধ হয়—কিন্তু বাবা, মা জো

করে নিয়ে এলেন। দিনে কতবার করে লোক আসে তার খোঁজ নিতে, যাদের কাছে জীবনের এতগুলো দিন কেটেছে আজ যেন তাদের আর কোন দাবী নেই, কোন দায়িত্ব নেই। লতা যেন তাদের আর কেউ নয়!

লতা খুব দুর্ব্বল হয়ে প'ড়েছে। একটু একটু জ্বর হয়, মুখ চোখও বোধ হয় ফোলে। মার ভয় হোল। ডাক্তার এল। হাঁ, যা প্রায় সবাইকারই হচ্ছে ওর-ও তাই anaemia. ভয় হবার যথেষ্ট কারণ রয়েছে বিশেষ এ সময় সব কিছুই ব্যবস্থা হোল এমন কি whole blood injection পর্য্যন্ত। বাবা নিজেই রক্ত দিলেন, আর কাউকে দিতে দিলেন না।

অনেক রাত হয়েছে। লতা একটু ঘুমিয়েছে। বাবা, মা সবাই খুব শ্রান্ত, বাবা পাশের ঘরে চেয়ারে শুয়ে একটু ঘুমিয়ে নিচ্ছিলেন মা লতার পাশেই ছিলেন। ক'দিন রাত জেগেছেন, একটু তন্দ্রা এসেছে। লতার ঘুম ভেঙে গেল—মারও ঘুম ভেঙে গেল। বাবাকে আসতে হোল ডাক্তারও এল। সব ভর্ত্তি হয়ে গেল। কারুর মুখে একটাও কথা নাই। ঘরের আলোটাও ঘরের লোকের মতই ভয় পেয়ে গেছে—জোরে [illegible] ওঠবার পর্য্যন্ত তার সাহস নেই। দরজার [illegible] নীল পর্দ্দা ঠেলে আস্তে আস্তে কে ভেতরে [illegible] কেউ তার পায়ের শব্দ শুনতে পায় নি। [illegible] নিশ্বাসের শব্দও কেউ শুনতে পায় নি। [illegible] এসে লতার মাথার কাছে দাঁড়াল। [illegible] তাকে চিনতে পেরেছিল তাই সে হাস[illegible] কতদিন পরে এই সে প্রথম হাসল, [illegible] যাতনার মধ্যে কান্না ভুলে সে হাসল। [illegible] পরই তার চোখের কোন দিয়ে দু'ফোঁ[illegible] জল ঝরে পড়ল। যে ঘরে এল সে লতা[illegible] নিয়ে গেল—

স্মৃতি

—শ্রীশান্তি পাল

সোনার প্রতিমা ভাসায়ে দিয়াছি অশ্রুমতীর জলে,
প্রাণের বাসনা বলি দিছি সব যূপকাষ্ঠের তলে।
প্রাণ-উৎপল শুধু প'ড়ে আছে শূন্য বেদীর মূলে,
চাঁদমালাখানি রহিয়া রহিয়া
বাতাসে উঠিছে দুলে।
আর নাহি বাজে প্রভাত প্রদোষে
আরতি ঘণ্টাধ্বনি,
বেদের মন্ত্র মুখরিত হ'য়ে উঠেনাক' রণরণি!
কোশা কুশী ঘট, পঞ্চপ্রদীপ ছড়ান দেউল দ্বারে,
নিখিল বিশ্ব আবরিল ঘন নিবিড় অন্ধকারে!
বিজয়া দশমী পাণ্ডুর চাঁদ মাথার উপরে ভাসি,
আব্ছায়া মাখা নগ্ন আকাশে
চ'লে গেলো মৃদু হাসি!
মানুষ যখন বাঁধিল মানুষে বাহুর বাঁধন দিয়া!
দেউলের দ্বারে কাঁদিয়া উঠিল
একটি বিভল হিয়া।

*

আজি মনে পড়ে পুরাতন কথা
প্রথম মিলন রাতি
শত বেদনায়, শত উৎসবে উন্মুখ হ'য়ে মাতি,
"ঝাঁপায়ে পড়িত আমারি বক্ষে
সবারে আড়াল দিয়া
শঙ্কিত চিতে ছুটে পলাইত সান্ত্বনা বুকে নিয়া।

শান্তি পাল ও প্রফুল্ল ঘোষ

"ব্যকুল হ'য়োনা"—কহিত আমারে,
বিদায় বেলার কা[illegible]
স্নিগ্ধ নয়নে ফিরিয়া চাহিত প্রাণের অন্তরালে[illegible]
কত না সুষমা কত না মাধুরী
কত না সুরের ভে[illegible]
কল্পনা তারে বুনিয়া যাইত আমার আঙিনা ভ'[illegible]

*

আজি মনে পড়ে সেই মুখখানি,
মদির নয়ন [illegible]
আমার মাঝারে নিয়ত ফুটিয়া
লতায়ে পড়িছে [illegible]
সেই স্মৃতি নিয়ে বসিয়া বিজনে মরণ মরুর মা[illegible]
জীবনের পাতা উলটিয়া দেখি
কত ব্যথা বুকে বা[illegible]
বন্ধু বিহীন অন্ধ রজনী মৃত্যুর জ্বালা নিয়া,
আনমনে কভু উচ্ছ্বসি উঠি
কহি—"প্রিয়তমে বি[illegible]
এসো আরবার অভিমান ত্যাজি
বিদায় বাসর।
জীবন ধারা যে গলিয়া গলিয়া
চলিয়া চলিয়া যা[illegible]

WADIA MOVIETONE

PROUDLY PRESENTS!

DIAMOND THRILLER SERIES

No. 1

Veer Bharat

OR

SHER-E-HIND

Absolutely the Last Word in Stunt Picture

Featuring :

Dare Devil :—BOMAN-SHROFF

Lathi Champion :—Ustad ABDUL HAQ.

Mater MOHMAD, Miss NURJEHAN

Coming !

? DIAMOND THRILLER No. 2 ?

COMING !

LAL-E-YAMAN SEQUEL

Featuring :

FIROZE DASTOOR

COMING!

A Picture that will Leave Your Audiences Spell Bound

Black Rose

Directed by :

J. B. H. WADIA

Featuring :

Sangit Ratna Golden-Voiced Wonder Boy FIROZE DASTOOR

The Great Singer Master MOHMAD

And

A Galaxy of Brilliant Stars

For Booking Apply To :

Empire Talkie Distributors

LAHORE DELHI

কালী ফিল্ম্স্

আসিতেছে—

অভাবনীয় আকর্ষণ

পাতালপুরী

শ্রীশৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়

৺গিরীশচন্দ্র ঘোষ

বিদ্যাসুন্দর

গীতি-নাট্য

বিশেষ বিবরণের জন্য আবেদন করুন—

প্রিয়নাথ গাঙ্গুলী

স্বত্বাধিকারী

শ্রীমতী রাধাবাঈ

ইষ্ট ইণ্ডিয়া ফিল্মের উর্দ্দু সবাক চিত্র "সেলিমা" চিত্রে অবতীর্ণা। ছবিখানি পরিচালনা করিয়াছেন শ্রীমধু বসু।

চিত্র-বর্ত্তিকা

ম্যাডানের নূতন বাংলা সবাক্ ছবি "সত্যপথে"র
নায়ক বিজনের ভূমিকায় শ্রীধীরাজ ভট্টাচার্য্য।
ছবিখানি পরিচালনা করিয়াছেন শ্রীঅমর চৌধুরী।

চিত্র-বর্ত্তিকা

ইষ্ট ইণ্ডিয়া ফিল্ম কোংর সত্বাধিকারী
শ্রীযুক্ত বি, এল, খেমকা।

অজন্তা সিনেটোনে "Durde Dill" চিত্রে একটি দৃশ্যে এস, এ পরাশর ও খা আফ্‌তাব। পরিচাল এম, ভাবনানী।

চিত্র-বর্ত্তিকা

মেরিয়ন ডেভিস
হলিউডের সর্ব্বাপেক্ষা ধনী অভিনেত্রী। প্রকাশ, আজ পর্য্যন্ত তিনি পারিশ্রমিক বাবদ দশ লক্ষ পাউণ্ড উপার্জ্জন করিয়াছেন।

এই ঘরে শ্রীমতী ডেভিস তাঁহার নিমন্ত্রিতবর্গের জন্য প্রায়ই ভোজের আসন বসান।

মেরিয়ন ডেভিসের প্রাসাদোপম অট্টালিকার বসিবার ঘর।

জাতীয় জীবনে নাটকের প্রভাব

—শ্রীসাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়

জাতীয় জীবনের উপর নাট্যকলা ও অভিনয় কুশলতার যে কতখানি প্রভাব আছে, আজিকার দিনে সে কথা কাহাকেও নূতন করিয়া বলিতে হইবে না। শাস্ত্রকার নাট্য অভিনয়কে অন্যতম কলাবিদ্যা বলিয়া আখ্যা দিয়াছেন। লা মঁাসেলের যুগ হইতে আধুনিক রাশিয়ার মস্কো আর্ট থিয়েটারের উন্নতির ক্রমিক ইতিহাস আলোচনা করিলে জাতির গঠন-সংস্থানে নাট্যকলা অভিনয় যে কতখানি স্থান অধিকার করিয়া আছে তাহা বেশ বুঝিতে পারা যায়।

প্রত্যেক দেশের রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা লাভের দিকে, তাহার সাহিত্য, সঙ্গীত ও নাট্যকলা যে কতখানি সাহায্য করিতে পারে তাহার ধারণা করা কঠিন নহে। আমাদের দেশে বঙ্কিমচন্দ্রের "বন্দে মাতরম্" রবীন্দ্রনাথের 'সোনার বাংলা' গান, দীনবন্ধুর 'নীলদর্পন' নাটক,—আমাদের জাতীয় জীবনের উন্মাদনাকে যে কতখানি জাগ্রত করিয়াছে তাহা আমরা জানি। জাতির সাহিত্য, কারুশিল্প নাট্যকলা, চিত্রকলা, ও সঙ্গীত সাধনার মধ্যেই তাহার প্রাণপ্রতিষ্ঠা হয়—মুক্তির দীপালী উৎসবে—চাই দীপাবলীর আলোক সম্পাত। গৃহের সন্ধ্যাপ্রদীপে গৃহের কল্যাণশ্রী উছলিয়া উঠে,—কিন্তু বাহিরের মুক্তি-মণ্ডপে আমরা বহু দীপের আলোকমালায়—আনন্দ করিতে চাই—অজস্র আলোকে সমগ্র দেশের পরিচয়ে আপনার সত্যকার পরিচয় পাই।

'নাট্যাভিনয়'-এর 'আর্ট'-এর দিক ছাড়িয়া দেশহিতসাধনের দিক দিয়া ইহাকে আমরা প্রধানতম লোক-শিক্ষক বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি।

আজিকার দিনে আমাদের দেশের যেরূপ অবস্থা—রাষ্ট্রে, সমাজে, সাহিত্যে ও শিক্ষা আয়তনে আজ আমাদের অন্তরের নিগূঢ় মর্ম্ম-কথা যেরূপ মূক হইয়া আছে, তাহার প্রকৃষ্টতম অভিব্যক্তি হয় একমাত্র নাট্যাভিনয়ে। আমেরিকার একজন বড় নাট্যকার বলিয়াছেন—"Where Poverty and Temptation flourish there drama is also fruitful." আমাদের দেশের সাধারণ লোকদের মধ্যে দারিদ্র্য ও প্রলোভন (Poverty and temptation) এ দুই বস্তুর প্র[illegible] যথেষ্ট পরিমাণেই দেখা যায়। রাশিয়ার নাট্যকার গোর্কিও তাঁহার Lower De[illegible] নামক নাটকে সমাজের সর্ব্বাপেক্ষা নিম্ন[illegible] লোকদের জীবনযাত্রার ট্রাজেডি (Trag[illegible] বা দুঃখ-বিড়ম্বনার চিত্র ফুটাইয়া তুলিয়া[illegible] হইয়াছেন। আমাদের দেশে সেই সব[illegible] দানে গত কয়েক বৎসর যে "ছাগ" সা[illegible] রচিত হইয়াছে—তাহা অনাধিক সব[illegible] অবগত আছেন। বিয়োগান্ত দুঃখের[illegible] দৃশ্য আমাদের চোখে জল আনিল না[illegible] ভাঙ্গা কুঁড়ে ঘরে চাঁদের আলোয় নিয়[illegible] তরুণী যুবতীর পর্য্যাপ্ত বসনাভাবে বয়ো[illegible] বিকাশ বা বিকার আমাদের চোখ এড়[illegible] পারিল না। বস্তীর দুঃখ দৈন্য অভাব [illegible] যোগ ও বিড়ম্বনার ব্যথা প্রাণে বাজিল [illegible] কিন্তু বস্তীজীবনের ভাগ্যবিড়ম্বিত—[illegible] সম্ভোগের কুশ্রীতাকে পর্য্যাপ্ত পরিমাণ[illegible] রোচক মশলা সংযোগে বাস্তব (Realis[illegible] সাহিত্য রচনা করিয়া মনের আদিম [illegible] প্রবৃত্তিকে চরিতার্থ করিলাম। সাধ্য বস্তুর [illegible] আন্তরিকতা নাই, মমত্ববোধ নাই, অ[illegible] নামে—নোঙরামি করিয়া সস্তায় নাম কি[illegible] চাহিলাম। কিন্তু দেশের প্রতি দরদ ক[illegible] দেশবাসীর দুর্দ্দশায় বেদনাবোধ থা[illegible]

লেখক

এক ইতালিয় অপেরার কল্পনাপ্রসূত সিম্বলিক রঙ্গমঞ্চ
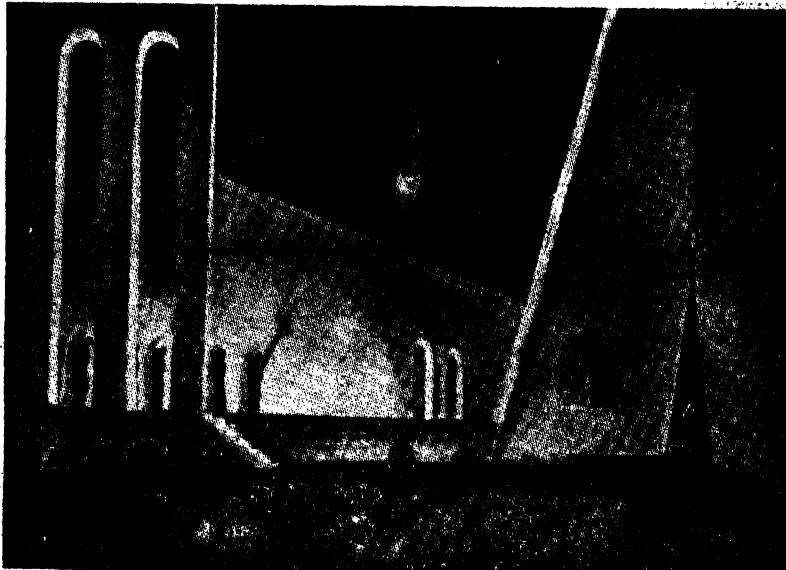
সাহিত্যিকের পক্ষে এই প্রকার আত্মঘাতী সাহিত্য রচনা কখনই সম্ভব হইত না। আমাদের জীবন-নাটকের অঙ্কে অঙ্কে যে সব দৃশ্য ও ঘটনার অভিনয় সংঘটিত হইতে আমরা দেখিয়া থাকি, সাহিত্য ও প্রয়োগ-শিল্পের সাহায্যে তাহাই, কুশলী নট-নটীর অভিনয়ে রঙ্গমঞ্চে আমাদের চিত্ত আকর্ষণ করে,—পরিচিত বিষয়বস্তু এবং অনুভূত হৃদয়বৃত্তির সুষ্ঠু প্রকাশ নাট্যাভিনয়ে দেখিয়া আমরা মুগ্ধ হইয়া থাকি। মানুষের মানসিকতার (mentality) ক্রমবিকাশের সঙ্গে প্রত্যেক জাতির নাটকের নাড়ির যোগ আছে। রঙ্গালয় তুচ্ছ আমোদ প্রমোদের নিভৃত নিলয় নহে—

এ নহে কেবল লঘু মন নিয়ে
নিশি জাগরণে আমোদ করা,
এর মাঝে আছে কঠোর সাধনা
অনুরাগ দেশপ্রীতিতে ভরা।

দেশকে গড়িয়া তুলিতে হইলে সাহিত্য ও নাট্যকলার সাহায্য একান্ত প্রয়োজন তাই এ কথার অবতারণা করিলাম।

রাশিয়ার আর্ট থিয়েটারের কথা আগেও বলিয়াছি। এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ বলিতেছেন—"আমি যেদিন অভিনয় দেখতে গিয়েছিলুম সেদিন হচ্ছিল টল্‌সটয়ের রিসারেকসন (Tolstoy's Ressurection) * * * চাষী মজুর শ্রেণীর লোকে এ জিনিষ গভীর মনোযোগের সঙ্গে সম্পূর্ণ নিঃশব্দে শুনছিল।" (রাশিয়ার চিঠি) তিনি আরো বলিয়াছেন যে, "বড়ো বড়ো রঙ্গশালায় উচ্চ অঙ্গের নাটক ও অপেরার অভিনয়ে বিলম্বে টিকিট পাওয়া শক্ত হয়। নাট্যাভিনয়-কলায় এদের মতো ওস্তাদ জগতে অল্পই আছে।" "রাশিয়ার নব নাট্যকলার অসামান্য উন্নতি হয়েছে। এদের ১৯১৭ খৃষ্টাব্দের বিপ্লবের সঙ্গে সঙ্গে ঘোরতর দুর্দ্দিন দুর্ভিক্ষের মধ্যেও এরা নেচেছে, গান গেয়েছে, নাট্যাভিনয় করেছে * * * রাশিয়ার নাট্যমঞ্চের কলাসাধনার বিকাশ হয়েছে অসামান্য। তার মধ্যে নূতন সৃষ্টির সাহস ক্রমাগতই দেখা দিচ্ছে—এখনো থামেনি।" সম্প্রতি আমেরিকায় প্রাথমিক শিক্ষার সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ প্রতিষ্ঠানে নাট্যাভিনয় ও ছায়াচিত্র প্রদর্শনের জন্য কায়েমী রঙ্গমঞ্চ গঠন করা হইয়াছে। বক্তৃতা বা উপদেশের দ্বারা সমাজসংস্কার বা রাজনৈতিক চেতনার উদ্বোধন হওয়া কঠিন বা অসম্ভব। কিন্তু উপযুক্ত নাট্যকারের লেখা নাটক অভিনয়ের দ্বারা অতি সহজেই আমরা লোকের চিত্ত জয় করিতে পারি—শিক্ষণীয় বিষয় অজ্ঞাতে লোকের মনে প্রভাব বিস্তার করিয়া থাকে। ইহাও একটা দেশের কাজ; ইহার জন্য নটশিল্পীদেরও শিল্পানুরাগের সহিত দেশানুরাগকে সযত্নে লালন করিতে হইবে, আদর্শকে বড় করিয়া দেখিতে হইবে। দেশের মুখ চাহিয়া নাট্যকার এমন নাটক লিখুন, যাহাতে আমরা নূতন আলোকে নূতন ভঙ্গীতে দেশের সমস্যাগুলিকে ভাল করিয়া দেখিবার সুযোগ পাই। তিনি আমাদের অবসর সময়ে চিত্তবিনোদনের জন্য নহে, আমাদিগকে আত্মবোধে সজাগ থাকিবার জন্য নাটক লিখুন, তিনি বেনাভেণ্ডির (Benevente) মত সগর্ব্বে বলুন—**I do not I make my plays for t I make the public for my plays.**

জীবন সন্ধ্যায়

—শ্রীক্ষেত্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়

শ্রান্ততায়
জীবন—সন্ধ্যায়
তন্দ্রালস নয়নের অশ্রুজলে প্রিয়া,
বিদায়ের কবিতাটি লিখি আজ তোমায় স্মরিয়া।
নিরলস ব্যস্ততার মাঝে কভু হয় যদি ক্ষণ অবকাশ,
পড়িও আমার কবি-জীবনের শেষ ইতিহাস
ক্রন্দনের ছন্দে ভরা জীর্ণ এ সংহিতা,
বেদনার গীতা।

ম্রিয়মান
মৃত্যুমুখী প্রাণ
অসহন প্রতীক্ষার দীর্ঘ দণ্ড গণি'
দূরে ও নিকটে যেন শোনে শুধু তব পদধ্বনি!
মালঞ্চের ফুল গন্ধ মাঝে মাঝে সঙ্গিহীন ঘরে মোর আসে
ক্ষণে ক্ষণে মনে হয়, বসিলে কি রোগ শয্যা পাশে?
শুধাই বিশীর্ণ দুটি ব্যগ্র বাহু মেলে,
এতদিনে এলে?

ভাঙ্গে ভুল,
হৃদয় আকুল,
আর্ত্ত আঁখি খুঁজে দেখে তুমি আস নাই;
অন্তরের শূন্যতলে হতাশার ব্যাকুল সানাই।—
সায়াহ্নের স্বর্ণলেখা বহুক্ষণ মুছে গেছে দিগন্ত কিনারে,
নিদ্রার স্বপন বহি অন্ধকার' নামে চারিধারে
অন্তিম ঘনায় টানি কৃষ্ণা যবনিকা,
কাঁপে ক্ষীণ-শিখা॥

রূপবাণীর বাণী

১৯৩৪ সালের ১৯শে ডিসেম্বর বুধবার সন্ধ্যা ৬টার "তুলসীদাস" চিত্র প্রদর্শনের পূর্ব্বেই ক্রীন্ কর্পোরেশন লিমিটেড্ পরিচালিত রূপবাণীর দ্বিতীয় বার্ষিক দিবসে উহার যুগ্ম কর্ম্ম-সচিব শ্রীযুক্ত মনোরঞ্জন ঘোষ এম-এ, বি-এল তাঁহার উদাত্ত কণ্ঠে সম্মিলিত দর্শকবৃন্দের সম্মুখে যে বাণী প্রচার করিয়াছেন তাহা এই—

সহৃদয় দর্শকবৃন্দ এবং সমবেত ভদ্র মহিলাগণ ও বন্ধুগণ! আজ ক্রীণ কর্পোরেশন লিমিটেড্ পরিচালিত "রূপবাণীর" পরিচালকবর্গের পক্ষ হইতে আমি আপনাদিগকে কিছু বলিতে চাই। করুণাময় ৺জগদীশ্বরের কৃপায় "রূপবাণী" আজ তৃতীয় বর্ষে পদার্পণ করিল, ঠিক দুই বৎসর পূর্ব্বে ১৯৩২ সালের ১৯শে ডিসেম্বর তারিখে বিশ্ববরেণ্য কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথ বাঙ্গালার জ্ঞানী, গুণী ও রস-পিপাসুগণের উপস্থিতিতে "রূপবাণীর" শুভ উদ্বোধন কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছিলেন, স্বয়ং বিশ্ব কবিই এই চিত্র-গৃহের নামকরণ করিয়াছিলেন —"রূপবাণী", ইহা আপনারা সকলেই অবগত আছেন। সেদিন কবির আশীর্ব্বাদ ব্যতীত রূপবাণীর আর কোন পরিচয় পত্রিকা ছিল না।

বিগত দুই বৎসর যাবৎ আমরা আপনাদের সকল রকম সন্তোষ বিধানের জন্য চেষ্টার ত্রুটি করি নাই। বাঙ্গালীর অর্থে নির্ম্মিত ও বাঙ্গালী কর্ম্মীদল কর্ত্তৃক পরিচালিত—"রূপবাণী" আপনাদিগকে যথাসম্ভব প্রথম শ্রেণীর চিত্রই সকল সময়ে দেখাইয়াছে। এই প্রসঙ্গে আমি আপনাদিগকে কালী ফিল্মস্ সম্বন্ধেও দুই একটা কথা বলিতে চাই।

আপনারা জানেন যে কালী ফিল্মসের সুযোগ্য সত্বাধিকারী শ্রীযুক্ত প্রিয় নাথ গাঙ্গুলী মহাশয় চিত্র-ব্যবসায়ে অনেক দিন যাবৎ ম্যাডান্ কোম্পানীর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। এক বৎসরেরও কিছু অধিক হইল তিনি ইণ্ডিয়া ফিল্ম ইন্‌ডাষ্ট্রীজ্ নামে এক চিত্র প্রতিষ্ঠান স্থাপনা করেন। পরে তাহার স্বর্গগত পুত্র শ্রীমান কালীধনের স্মৃতির উদ্দেশে ঐ চিত্র প্রতিষ্ঠানের নাম কালী ফিল্মস নামে পরিবর্ত্তিত করেন এবং উপর্য্যুপরি ৬।৭ খানা
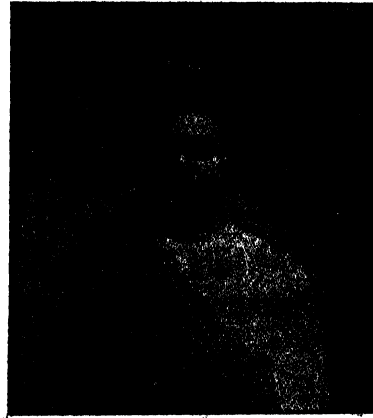
রূপবাণীর যুক্ত কর্ম্মসচিব শ্রীযুক্ত মনোরঞ্জন ঘোষ

প্রথম শ্রেণীর সবাক চিত্র প্রস্তুত করেন, তাহার সমস্ত বাঙ্গলা চিত্রগুলিই রূপবাণীতে মুক্তি লাভ করিয়াছে এবং তাহা বাঙ্গালার কলানুরাগী দর্শকবৃন্দের মনোরঞ্জনে কতদূর সাফল্য অর্জ্জন করিয়াছে তাহা আপনাদেরই বিচার্য্য। আজ আপনাদের পূর্ণ সহানুভূতি শুভেচ্ছা কালী ফিল্মস এবং রূপবাণী এই দুই বাঙ্গালী প্রতিষ্ঠানকে ক্রমশঃ উন্নতির পথে চালিত করিয়াছে—ইহা আমাদের পক্ষে কম গৌরবের বিষয় নহে। এই দুইটী প্রতিষ্ঠানই বাঙ্গলার নিজস্ব সম্পত্তি এবং আজ ৺ভগবৎ চরণে এই প্রার্থনাই করি যেন সর্ব্বদাই আমরা আপনাদের সন্তোষ বিধান করিতে পারি।

বিগত দুই বৎসর যাবৎ আমরা আপনাদিগকে কালী ফিল্মস্, Paramouut, Metro-Goldwyn-Mayer, Universal এবং RKO-Radio এর বিখ্যাত চিত্রগুলি রূপবাণীতে দেখাইয়াছি। এই সকল চিত্রের নাম কালী ফিল্মসের সাবিত্রী, বিল্বমঙ্গল, ঋণমুক্তি, তরুণী, মণিকাঞ্চন ও তুলসীদাস। Paramouutএর Sign of the Cross, Dr. Jekyll and Mr. Hyde, King of the Jungle, Movie Crazy, Blonde Venus, Song of songs, এবং I am no Angel. Universalএর Rebel, Mummy, S. O. S. Iceberg এবং Cohens and Kellys in Troubles, RKO Radioএর King Kong এবং Bird of Paradise, Metro-Goldwyn-Mayerএর Eskimo, Queen Christina, Sons of the Desert এবং Tarzan and His Mate, উপরোক্ত আমেরিকান চিত্রসমূহ ইউরোপীয় চিত্র-গৃহে মুক্তিলাভের পর রূপবাণীতে দেখান হইয়াছে।
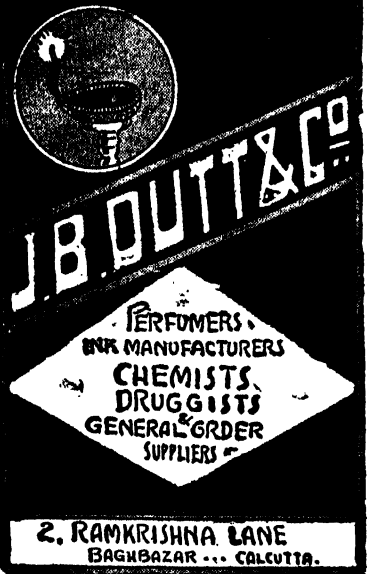
আগামী বৎসরের (১৯৩৫ সালের) জন্য যে বিরাট চিত্রসমূহ দেখাইবার আয়োজন করিয়াছি তাহার তালিকা এই—কালী ফিল্মসের পাতালপুরী, প্রফুল্ল, বিদ্যাসুন্দর এবং মণিকাঞ্চনের দ্বিতীয় পর্ব্ব। Paramountএর Cleopatra, Scarlet Empress., Death Takes a Holiday ইহা ছাড়া Paramountএর আরও অন্যান্য বিশিষ্ট চিত্র। Metro-Goldwyn-Mayerএর Viva Villa, Hollywood Party, Treasure Island, Barretts of The Wimpole Street এবং ইহা ছাড়া Metroএর অন্যান্য শ্রেষ্ঠ চিত্রসমূহ। Universalএর "The Invisible Man."

অদ্য রূপবাণীর দ্বিতীয় বার্ষিক দিবস, দুই বৎসর পূর্ব্বে বিশ্বকবি যে প্রতিষ্ঠানের

বৈদিকযুগে ভারতে স্ত্রীশিক্ষা বা স্ত্রীজাতির বেদাধিকার

—শ্রীঅমিয়কুমার চক্রবর্ত্তী, এম,এ

বর্ত্তমান যুগে স্ত্রীশিক্ষার হাওয়া দেশময় ছড়াইয়া পড়িয়াছে। ভারতের মহিলাগণ আর পূর্ব্বের ন্যায় অজ্ঞানান্ধকারে থাকিতে অনিচ্ছুক। তাই দেশময় স্ত্রীশিক্ষার সাড়া, তাই স্ত্রীশিক্ষার জন্য দেশব্যাপী এত আন্দোলন। ইহা দেশের পক্ষে শুভকর সন্দেহ নাই। বাস্তবিক পক্ষে ধীরভাবে চিন্তা করিয়া দেখিতে গেলে, দেশের ভবিষ্যৎ জননীগণের শিক্ষিতা হওয়া যে দেশের পক্ষে খুবː মঙ্গলজনক, ইহা অস্বীকার করা চলে না। বর্ত্তমানে দেশে যুগ্মশিক্ষার ব্যবস্থা (Co-education) একটা মহা সমস্যার বিষয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এ ব্যবস্থার স্বপক্ষে এবং বিপক্ষে নানা প্রকার যুক্তির অবতারণা আমরা প্রতিনিয়ত দেখিতে পাইতেছি। বর্ত্তমান প্রবন্ধের, এ ব্যবস্থা ভাল কি মন্দ ইহা বিচার করা উদ্দেশ্য নহে। শুধু বৈদিক যুগে এবং তৎপরবর্ত্তী যুগসমূহে ভারতে নারী-শিক্ষার ব্যবস্থা কিরূপ ছিল, এবং বেদাধ্যয়নাদি নানা প্রকার শিক্ষা-দীক্ষা বিষয়ে নারী জাতির অধিকার কতদূর ছিল, কেবল এ বিষয়েই খানিকটা আলোচনা করা যাইবে।

আমাদের দেশে সনাতনপন্থীগণের অনেকেই বলিয়া থাকেন যে, স্ত্রীজাতির বেদাধিকার নাই। এ কথার সমর্থন জন্য তাঁহারা "স্ত্রীশূদ্রদ্বিজবন্ধুণাং এয়ীন শ্রুতি গোচরাঃ", এই শাস্ত্রবাক্যের প্রমাণ প্রয়োগ করিয়া থাকেন। এই শাস্ত্রবাক্য যে কবে এবং কি উদ্দেশ্যে রচিত হইয়াছিল তাহার কোনও সঠিক কারণ আমরা জানি না। কিন্তু ইːা যে বৈদিক যুগেতো দূরের কথা,এমন কি পৌরাণিক যুগেও রচিত হয় ·াই বা হ তে পারে না, তাহা দেখাইতে চেষ্টা করিব।

ঋগাদি চতুর্ব্বেদ পাঠ করিলে দেখা যায় যে মন্ত্রসমূহের রচয়িতা বা স্রষ্টা আছেন। তাঁহারা সাধারণতঃ ঋষি বা মন্ত্রদ্রষ্টা বলিয়া খ্যাত। ঋষি দর্শনাৎ (পারস্কর গৃহ্যসূত্রে); যস্য বাক্যং স বৈ ঋষিঃ (শৌনক); ঋষয়ো মন্ত্রো দৃষ্ট্বা মন্ত্রান্ সংপ্রাদদুঃ ইতি (যাস্কাচার্য্য কৃত নিরুক্ত); ইত্যাদি ব্যাখ্যা হইতে আমরা দেখিতে পাই যে বেদমন্ত্রের রচয়িতাগণ ঋষি বলিয়া খ্যাত। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, এই সমস্ত মন্ত্রদ্রষ্টাগণের মধ্যে অনেক স্ত্রীলোকের নামও দেখা যায়। তাঁহারা ঋষিকা বলিয়া খ্যাতা। প্রথমে ঋগ্বেদস্থ ঋষিগণের নাম ধরা যাউক :—

১। লোপামুদ্রা—লোপামুদ্রাঽগেস্তৌ ঋষিঃ দম্পতী দেবতা। ছন্দ ত্রিষ্টুপ ইত্যাদি। লোপামুদ্রা অগস্ত্য ঋষির কন্যা,—ইনি লোপামুদ্রাগস্ত্য নামে খ্যাতা। ইহার রচিত মন্ত্রগুলি ত্রিষ্টুপ ছন্দে লেখা, এবং তাহাদের দেবতার নাম দম্পতী।

পূর্ব্বীরহং শরদঃ শশ্রমানা দোষা বস্তোরুষসো জরয়ন্তী ইত্যাদি...

ঋগ্বেদ ১ম মণ্ডল। ১৭৯ সূক্ত। ১—৬ষ্ঠ মন্ত্র

২। রোমশা—ইনি গান্ধার দেশীয় মেষীর ন্যায় লোমবিশিষ্টা ছিলেন বলিয়া রোমশ বা লোমশা বলিয়া পরিচিতা ছিলেন। তাঁহার রচিত মন্ত্র :—

উপোষ মে পরামৃশ মা মে দভ্রাণি মন্যথাঃ।
সর্ব্বাহমস্মি রোমশা গন্ধারিণামিবাবিকা॥

১ম। ১২৬। ৭ম মন্ত্র

৩। কদ্রু—কশ্যপ-ঋষির পত্নী। ইনি নাগ জাতীয়া ছিলেন। ইনি নাগরাজ বাসুকী এবং অর্ব্বুদ কাদ্রবেয়ের জননী। ঋগ্বেদের ২।৬।৮ম মন্ত্রটি ইঁহার রচিত।

৪। বিশ্ববারা—ইনি ৫ম মণ্ডলের একটি মন্ত্র রচয়িত্রী ঋষিকা।

৫। অপালা—আত্রেয় ঋষির কন্যা বলিয়া ইনি অপালাত্রেয়ী নামে সুপরিচিতা। তাঁহার রচিত মন্ত্র ›মূহ অনুষ্টুপছন্দে লিখিত, এবং

উদ্বোধন ক্রিয়া সম্পন্ন করিয়াছিলেন, আজ তাহা বাঙ্গালীর জাতীয় প্রমোদ নিকেতনরূপে পরিগণিত হইয়াছে ইহা আমাদের পক্ষে অতীব গৌরব ও আনন্দের বিষয়। বাঙ্গলার জাতীয় দৈনিক ও সাপ্তাহিক সংবাদ পত্রসমূহ এবং ছায়া-চিত্র সংক্রান্ত যাবতীয় সংবাদ পত্র রূপবাণীর প্রচার কার্য্যে যথেষ্ট সহায়তা করিয়া রূপবাণীর জয়যাত্রার পথ সুগম করিয়া দিয়াছেন এ জন্য আমরা তাঁহাদের নিকটও অল্প ঋণী নহি।

আশা করি, আজ আমাদের সমস্ত দোষ ত্রুটি ক্ষমার চক্ষে দেখিবেন। আজ আপনাদের সম্মিলিত অধিবেশন এবং শুভেচ্ছা আমাদিগকে নূতন প্রেরণায় অনুপ্রাণিত করুক! বাঙ্গালীর জাতীয় সম্পদ "রূপবাণী" বর্ষের পর বর্ষ বাঙ্গালীকে আনন্দ দান করুক বিশ্বপতির চরণে এই আমাদের মিনতি! আজিকার দিনে এই প্রার্থনাই করি যেন রূপবাণী আপনাদের পূর্ণ সহানুভূতি পাইয়া উত্তরোত্তর উন্নতির পথে চালিত হয়। আপনারা আমাদের সাদর অভিনন্দন গ্রহণ করুন।

ইহাদের দেবতা ইন্দ্র। অপালাত্রেয়ী ঋষিঃ ইন্দ্রো দেবতা। ছন্দ অনুষ্টুপ ইত্যাদি।

রচিতমন্ত্র যথা :—কন্তাবারবায়তী সোমমপি শ্রুতী বিদৎ··· ৮।৯১।১—৭ম মন্ত্র

৬। ঘোষা—ঋষিঃ ঘোষাকাক্ষিবতী। অশ্বিনৌদেবতে। ছন্দ বিরাড়্জগতী। ঘোষা কক্ষীবাণ ঋষির কন্যা বলিয়া ঘোষা কাক্ষীবতী নামে প্রখ্যাতা।

মন্ত্র···

রথং যান্তং কুহকোহবাং ধরা প্রতি
দ্যুমন্তং সুবিতায় ভূ ইত্যাদি।···
১০।৪০।১-১৪শ মন্ত্র।

এতদ্ব্যতীত ঋগ্বেদের ১০ম মণ্ডলে আরও কয়েকজন ঋষিকার নাম পাওয়া যায়। বাহুল্যবোধে এবং স্থানাভাব বশতঃ তাঁহাদের রচিত মন্ত্রগুলি উদ্ধৃত না করিয়া কেবলমাত্র তাঁহাদের নামগুলি নিম্নে দিলাম :—

৭। বাগাম্ভৃণি—
৮। পৌলোমী—
৯। জয়িতা—
১০। উর্ব্বশী—
১১। শার্ঙ্গা—
১২। যমী—
১৩। ইন্দ্রাণী—
১৪। সাবিত্রী—
১৫। শ্রদ্ধাকামায়ণী—
ইত্যাদি—

এবার সামবেদস্থ ঋষিকাগণের নাম ধরা যাউক।

ইহারাও সংখ্যায় নেহাৎ কম ছিলেন না।

১। দেবজাময়—ইনি দেবরাজ ইন্দ্রের জননী। ঋগ্বেদের ১০ম মণ্ডলের ১৫৩ সূক্তেও ইঁহার নাম আছে। তাঁহার রচিত মন্ত্র :—

ত্বমিন্দ্র বলাদধি সহসো জাত ওজসঃ
ত্বং সন্ বৃষন্ বৃষেদসি ইত্যাদি—
সামবেদ—৬ষ্ঠ মন্ত্র। ২য় প্রপাঠক—পূর্ব্বার্চ্চিক

২। নোধা—ইনি কক্ষিবান্ ঋষির কন্যা। সুতরাং ইনি ঋগ্বেদের অন্যতমা ঋষিকা ঘোষাকাক্ষিবতীর ভগিনী। তাঁহার রচিত মন্ত্র :—

তরোমিব বিদদ্বসুমিন্দ্রং সবাধ উতয়ে।
বৃহদ্গায়ন্তঃ সুত সোমে অধ্বরে হুবে
ভরং ন কারিণম্
সামবেদ—১৩শ—মন্ত্র ১ প্রপাঃ পূর্ব্বার্চ্চিক।

৩। কদ্রু—ইনিই ঋগ্বেদের ২য় মণ্ডলের ৬ষ্ঠ সূক্তের অন্তর্গত ৮ম মন্ত্রের—ঋষিকা নাগমাতা কদ্রু। ইনি সামবেদের পূর্ব্বার্চ্চিকে ৬ষ্ঠ প্রপাঠকের ১—৬ষ্ঠ মন্ত্রগুলি রচনা করিয়াছেন।

৪। আকৃষ্ট ভাষা ও ৫। সিকতা নিবাবরী — ইঁহারা উভয়ে সামবেদের যে মন্ত্র রচনা করিয়াছেন তাহা এই :—

জ্যোতির্যজ্ঞস্য পাতে মধু প্রিয়ং পিতা
দেবানাং জনিতা বিভূবসু। দধাতি রত্নং
স্বধয়োরপীচ্যং মদিন্ত মোমৎসর ইন্দ্রিয়ো রসঃ।
১ম মন্ত্র—৪র্থ প্রপাঠক—উত্তরার্চ্চিক।

৬। গৌপায়না বা লোপায়না—
তাঁহার রচিত মন্ত্র :—

অগ্নে ত্বং নো অন্তম উতত্রাতা শিবো
ভুবো বরুথ্যঃ। বসুরগ্নির্ব্বসুশ্রবা অচ্ছা
নক্ষি দ্যুমত্তমো রয়িং দাঃ।
২২তম মন্ত্র ৪র্থ প্রপাঃ উত্তরার্চ্চিক।

যজুর্ব্বেদস্থ ঋষিকা ঃ—

১। লোপামুদ্রা—ইনি ঋগ্বেদের ১ম।১৭৯। ১—৬ মন্ত্রগুলি রচনা করিয়াছেন। তাহা পূর্ব্বেই দেখান হইয়াছে। যজুর্ব্বেদের ১৭শ অধ্যায়ের অন্তর্গত ১১শ হইতে ১৫শ সংখ্যক মন্ত্রও ইঁহার রচিত। এবং ৩৬তম অধ্যায়ের শেষ ৪টি মন্ত্রও ইনিই রচনা করিয়াছেন।

সুতরাং দেখা যাইতেছে যে বৈদিক যুগে পুরুষের ন্যায় নারীগণও বৈদিক মন্ত্র রচনায় সিদ্ধহস্ত ছিলেন। ইহাতে একদিকে যেমন বৈদিকযুগে স্ত্রীজাতির বেদাধিকারের বিষয় প্রমাণিত হয়, অপর দিকে নারীজাতি যে পুরুষ অপেক্ষা বিদ্যাবত্তার ন্যূন ছিলেন না ইহাও প্রমাণিত হয়। যদি বৈদিক যুগে সত্য সত্যই স্ত্রীজাতির বেদাধিকার না থাকিত, তবে কি করিয়া তাঁহারা পবিত্র বেদমন্ত্র রচনার ক্ষমতা পাইলেন? আর কি করিয়াই বা মন্ত্ররচয়িত্রীগণ ঋষিকা বলিয়া প্রখ্যাতা হইলেন? নারীজাতির বেদাদিশাস্ত্রে অধিকার যে অনেক পরবর্ত্তী যুগেও অক্ষুন্ন ছিল বর্ত্তমানে তাহাও দেখাইবার চেষ্টা করিব।

বৃহদারণ্যকোপানিষৎ পাঠে আমরা ঘটনাক্রমে ২।১ জন বেদবিদ্যায় পারদর্শিনী বিদুষী রমণীর সাক্ষাৎ পাই। সেই যুগেও ভারতে বিদুষী রমণীর অভাব ছিল না বলিয়া মনে হয়। যে দুইজন বিদুষীর কথা এবার বলিব তাঁহারা তৎকালীন ভারতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ঋষি যাজ্ঞবল্ক্যকেও সমধিক ব্যতিব্যস্ত করিয়াছিলেন। তাঁহারা বিদুষী শ্রেষ্ঠা ছিলেন বলিয়া, এবং তাঁহারা ঋষিবর যাজ্ঞবল্ক্যের সঙ্গেও সমান তালে আড়ি দিয়াছিলেন বলিয়া, প্রসঙ্গক্রমে কেবল তাঁহাদের দুইজনের নামই বৃহদারণ্যকোপনিষদে পাওয়া যায়। বাস্তবিক, সে যুগে এ দুইজন ব্যতীত আর অন্য বিদুষী রমণী ছিলেন না একথা বলিলে একটি বিরাট মিথ্যাকেই প্রশ্রয় দেওয়া হয় সন্দেহ নাই। দু'জনের মধ্যে একজন যাজ্ঞবল্ক্যের সহধর্ম্মিণী—নাম মৈত্রেয়ী, অপর জন বচক্নবা-ঋষির কন্যা—গার্গী। বৃহদারণ্যক বলেন :—

অথহ যাজ্ঞবল্ক্যস্য দ্বে ভার্য্যে বভূবতু;
মৈত্রেয়ী চ কাত্যায়নী চ, তয়োর্হ মৈত্রেয়ী
ব্রহ্মবাদিনী বভূব, স্ত্রী প্রজ্ঞৈব তর্হি
কাত্যায়নী। ৪র্থ অধ্যায় ৫ম ব্রাহ্মণ—

অর্থাৎ মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্যের মৈত্রেয়ী ও কাত্যায়নী নামে দুই স্ত্রী ছিলেন। তন্মধ্যে মৈত্রেয়ী ব্রহ্মবাদিনী এবং কাত্যায়নী প্রজ্ঞ অর্থাৎ সাধারণ বা সামান্য বিদুষী ছিলেন (চলনসই মত)। এই মৈত্রেয়ীর মুখ হইতেই "যেনাহং নামৃতস্যাম তেনাহং কিং করিষ্যামি" এই মহামূল্য কথা বাহির হইয়াছিল। বৃহদারণ্য কোপনিষদের ২য় অধ্যায় পাঠ করিলে দেখা যায় গার্গী কিরূপ অসামান্যা বিদুষী ছিলেন, এবং যাজ্ঞবল্ক্যকে তর্কে পরাস্ত করিবার জন্য কত কত দুর্ব্বোধ্য এবং গুহ্যাতিগুহ্য প্রশ্নেরই অবতারণা করিয়াছিলেন। সত্য কথা বলিতে গেলে স্বীকার করিতে হয় যে মিথিলাধিপতি জনকের সভায় সমবেত সকলের অপেক্ষা, এমন কি যাজ্ঞবল্ক্যের ভূতপূর্ব্ব গুরু মহর্ষি উদ্দানক আরুণি অথবা মহর্ষি ভুজ্য লাহ্যায়নী (লহ্যয়নপুত্র ভুজ্য)

অপেক্ষাও এই রমণীই যাজ্ঞবল্ক্যকে প্রশ্নবানে সমধিক ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিয়াছিলেন। মহাভারত পাঠে বেদপারগা আরও দুই একটি মহিলার দৃষ্টান্ত আমরা পাইয়া থাকি। ইহাদের মধ্যে একজনের নাম শিবা শর্ম্মা, অপর জনের নাম সুলভা। বনপর্ব্বে দেখিতে পাই যে মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাস যুধিষ্ঠিরকে বলিতেছেন, "এই আশ্রমে শিবশর্ম্মা নামে এক বেদপারগা ব্রাহ্মণী বাস করিতেন।" (অত্র শর্ম্মা শিবা ব্রাহ্মণী বেদপারগা। বনপর্ব্ব) শান্তিপর্ব্বে আমরা সুলভা নাম্নী বেদজ্ঞা ব্রাহ্মণ সন্ন্যাসিনীর পরিচয় পাই। ইনি বিদেহ-রাজ শিখীধ্বজ জনকের সভায় সমুপস্থিত হইয়া রাজর্ষির সহিত বেদ-বেদান্তাদি বিষয়ে অনেক আলোচনা করিয়াছিলেন। জনক সুলভায় পাণ্ডিত্যে স্তম্ভিত এবং তাঁহার বুদ্ধির প্রাখর্য্যে ব্যতিব্যস্ত হইয়াছিলেন। (মহাভারত—শান্তিপর্ব্ব—মোক্ষ ধর্ম্মপ্রকরণে সুলভা-জনক সংবাদ)। শিবাশর্ম্মা এবং সুলভা মহাভারতের যুদ্ধের পূর্ব্ববর্ত্তী, যেহেতু তাঁহারা উভয়েই মহাভারতের আমলের পূর্ব্বে জীবিত ছিলেন। কিন্তু মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্যের পত্নী মৈত্রেয়ী এবং বচক্নবাদুহিতা গার্গী—এ দুইজন মহাভারতের পরবর্ত্তী যুগের। তাঁহারা মহারাজ জনমেজয়ের সমসাময়িক, এবং জনমেজয়ের মৃত্যুর কিছুকাল পরেও জীবিত ছিলেন। কারণ পূর্ব্বোল্লিখিত তর্ক-যুদ্ধের সময় যাজ্ঞবল্ক্যকে প্রশ্ন করা হইয়াছিল, "ক পারিক্ষিতা অভবন্" অর্থাৎ পারিক্ষিতগণ (পরিক্ষিতের পুত্রগণ) কোথায় গিয়াছেন? উত্তর হইয়াছিল, "যত্রাশ্বমেধিকাগতাঃ"—অর্থাৎ অশ্বমেধযাজীগণ যেখানে গিয়া থাকেন। এতদ্ব্যতীত বায়ুপুরাণের (৯৯।২৫০—২৫৫) এবং মহাভারতের প্রমাণ হইতেও আমরা এই সিদ্ধান্তে পৌছিতে পারি যে, গার্গী এবং মৈত্রেয়ী মহাভারতের পরবর্ত্তী যুগের লোক।

উপনিষদের যুগের পর ধর্ম্মসূত্রের যুগ আসিয়াছিল, ইহাই প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্য-দেশীয় পণ্ডিতগণের বিশ্বাস এবং সিদ্ধান্ত। এই ধর্ম্মসূত্রের যুগেও আমরা কয়েক জন শ্রেষ্ঠ সূত্রকারের (ঋষি) বিধান পাই, যাহা হইতে আমরা নিঃসন্দেহে বুঝিতে পারি যে স্ত্রী-শিক্ষা বিষয়ে সে যুগের সমাজপতিগণ বর্ত্তমানের চেয়েও অনেক বেশী উদার ছিলেন। মহর্ষি হারীত তদীয় সূত্রগ্রন্থে বলেন :—

"দ্বিবিধা স্ত্রিয়ো ব্রহ্মবাদিন্যঃ সদ্যোবধ্বশ্চ"। অর্থাৎ স্ত্রী-জাতি দুই ভাগে বিভক্ত,—সদ্যবধূ এবং ব্রহ্মবাদিনী। সদ্যবধূ অর্থে—সাধারণ বা চলনসই মত বিদুষী—যাহাকে বৃহদারণ্য-কোপনিষদে স্ত্রীপ্রজ্ঞ বলা হইয়াছে। বাহুল্য বোধে আর বেশী প্রমাণ উদ্ধৃত হইল না। পণ্ডিতগণের মতে ধর্ম্মসূত্রের যুগ বৌদ্ধযুগের কিছুকাল পূর্ব্ববর্ত্তী, বা একপ্রকার সম-সাময়িক। সুতরাং দেখিতে পাই যে বৌদ্ধ যুগ পর্য্যন্ত ভারতে বেদজ্ঞা মহিলার অভাব ছিল না, এবং নারীজাতির বেদপাঠ বিষয়ে মহর্ষি হারীত প্রভৃতিরও আপত্তি ছিল না। এবার তৎপরবর্ত্তী যুগের বিষয় ধরা যাউক।

প্রসিদ্ধ বৈয়াকরণ পাণিনি (খৃঃ পূঃ ৫ম শতাব্দী?) তদীয় অষ্টাধ্যায়ীতে লিখিয়াছেন "উপেত্যাধীয়তে হস্যাঃ সা উপাধ্যায়ী"—অর্থাৎ যে স্ত্রীলোকের সমীপে অধ্যয়ন করা যায় তাঁহাকে উপাধ্যায়ী বলে। সুতরাং স্পষ্টই বুঝা গেল যে পাণিনির যুগে অনেক উপাধ্যায়ী বর্ত্তমান ছিলেন। পাণিনির অষ্টাধ্যায়ীর মহাভাষ্যকার পতঞ্জলির যুগেও (খৃঃ পূঃ ১ম শতাব্দী) আমরা বেদজ্ঞা রমণীর সন্ধান পাই। মহাভাষ্যকার "কাশকৃৎস্না ব্রাহ্মণী"র ব্যাখ্যা করিতে যাইয়া বলিতেছেন —"কাশকৃৎস্নেন প্রোক্তা মীমাংসা কাশকৃৎস্নী। কাশকৃৎস্নীং মীমাংসামধীতে হসৌ—কাশকৃৎস্না-ব্রাহ্মণী—অর্থাৎ যে ব্রাহ্মণী কাশকৃৎস্নকৃত মীমাংসা গ্রন্থ অধ্যয়ন করিয়াছেন, তিনি কাশ-কৃৎস্না ব্রাহ্মণী নামে খ্যাতা।

*পতঞ্জলির বহু কাল পরে আচার্য্য শঙ্করের সময়ও আমরা একটি বিদুষী রমণীর সন্ধান পাই, যিনি তৎকালে সরস্বতীর অবতার বলিয়া অভিহিত হইতেন। তিনি হইতেছেন তাৎকালিক ভারতের অদ্বিতীয় মীমাংসক পণ্ডিত মণ্ডন মিশ্রের পত্নী উভয়ভারতী। শঙ্কর ও মণ্ডন মিশ্রের তর্কযুদ্ধের সময় এই রমণীই মধ্যস্থতা করিয়াছিলেন। এবং তর্কে মণ্ডন পরাস্ত হইলে ইনি শঙ্করকে তর্কে আহ্বান করিয়া ব্যতিব্যস্ত করিয়াছিলেন। এমন কি শঙ্করকে উভয়ভারতীর প্রশ্নের উত্তর দিতে ৬ মাস কাল কামশাস্ত্র সম্বন্ধে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করিতে হইয়াছিল। এখন একবার ভাবিয়া দেখুন, অপ্রতিদ্বন্দী ভারত-বিজয়ী পণ্ডিতকেও যিনি ঘায়েল করিয়া ফেলিয়াছিলেন, তিনি কত বড় বিদুষী ছিলেন। উভয়ভারতীর পরেও আমরা লীলাবতী নাম্নী অপর একজন মহীয়সী নারীর উল্লেখ পাই, যিনি গণিতশাস্ত্রের যুগান্তর আনয়ন করিয়া-ছিলেন। ভারতীর পূর্ব্ববর্ত্তী বিদুষী রমণী খনাও জ্যোতিষ শাস্ত্রে কিরূপ সুপণ্ডিত ছিলেন, তাহা আজ পর্য্যন্ত ঘরে ঘরে প্রচারিত 'খনার বচন' হইতেই বুঝা যায়।

সুতরাং দেখা যাইতেছে যে আর্য্য-সভ্যতার আরম্ভ হইতেই ভারতের আর্য্য রমণীগণ পুরুষের ন্যায় বিনা বাধায় বেদ বিদ্যায় আত্ম-নিয়োগ করিয়াছিলেন। এবং তাঁহাদের সংখ্যাও কোন যুগেই কম ছিল না। আমি এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে মাত্র কয়েক জনের নাম উল্লেখ করাতে কেহ যেন মনে না করেন যে এ কয়জন ব্যতীত অন্য বিদুষী রমণী ছিলেন না। তৎকালে পুরুষের ন্যায় নারীজাতিরও ব্রহ্মচর্য্যাদি চতুরাশ্রম ছিল, এবং তাঁহারাও উপনয়ন এবং সন্ন্যাসে তুল্য অধিকারিণী ছিলেন। ইহার ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত আমরা শাস্ত্রাদিতে পাইয়া থাকি। বাহুল্য ভয়ে সংক্ষেপে কয়েকটি শাস্ত্র বাক্য মাত্র নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

জাতিং তু বাদরায়ণো হবিশেষ্যাৎ তস্মাৎ
স্ত্রীঽপি প্রতীঃতে হ্যাতার্থস্যাবিশিষ্টত্বাৎ।
মহর্ষি জৈমিনিকৃত পূর্ব্ব মীমাংসা দর্শন ৬।১।৮
তস্য যাবদুক্ত মাশীব্রহ্মচর্য্য তুল্যত্বাৎ।
পূর্ব্ব মীমাংসা দর্শন ৬।১।২৪

অর্থাৎ পুরুষের ন্যায় স্ত্রীজাতিরও যখন ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমে তুল্যভাবে অধিকার আছে তখন তাঁহারাও বেদমন্ত্র উচ্চারণ করিয়া আশীর্ব্বাদ করিবেন।

তত্র ব্রহ্মবাদিনীনামুপ নয়নবগ্নীবন্ধনং
বেদাধ্যায়নং স্বগৃহে ভিক্ষাচর্য্যা ইত্যাদি
হারীত সূত্র—

অতএব মহর্ষি হারীতের মতেও নারী জাতির উপনয়ন এবং বেদাধ্যয়নের অধিকার আছে।

অতএব আমাদের স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে পূর্ব্বোল্লিখিত "স্ত্রীশূদ্রদ্বিজ বন্ধুনা এয়ী ন শ্রুতি গোচরাঃ—বাক্যটি খুব সম্ভবতঃ ইদানীং কালে রচিত হইয়া থাকিবে। ইহার উদ্দেশ্য এবং সময় নির্ণয় করা দুরূহ ব্যাপার বোধে এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে এবিষয়ে বিশেষ কিছু বলা হইল না। তবে বৈদিক যুগে এবং তৎ পরবর্ত্তী যুগ সমূহে এমন কি ১০০০ হাজার বৎসর পূর্ব্বেও যে আমাদের আর্য্য রমণীগণ বেদাধ্যায়ন এবং ব্রহ্মচর্য্য প্রভৃতিতে অধিকারিণী ছিলেন এবিষয়ে নিঃসন্দেহে প্রমাণ করিয়াছি। বর্ত্তমানে নারী জাতির জাগরণ কোন নূতন ব্যাপার নহে। পরন্তু ইহা অধুনালুপ্ত একটি পুরাতন ব্যাপারের-ই পুনরাবির্ভাব মাত্র। আর্য্য রমণীগণ আবার জাতীয় শিক্ষা লাভ করিয়া ভারতের পূর্ব্ব গৌরব ফিরাইয়া আনুক, ইহাই সর্ব্বান্তঃকরণে কাম্য। নারী জাতির এই জাগরণ যদি ঠিক পথে পরিচালিত হইয়া জাতীয় শিক্ষার প্রতি উৎসাহ বর্দ্ধনে সাহায্য করে তবেই দেশের প্রকৃত মঙ্গল সাধিত হইবে বলিয়া বিশ্বাস।

গান

—শ্রীধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

ওগো হেমবরণা রূপরাণী মোর জাগ!
ওই স্থল কমলের কোমল দলে রাতুল চরণ রাখ।
ভোরের আলোর ঝরণাধারায় স্নান করি—
নাও শুকতারকার উজল সিঁদুর টীপ পরি'।
শিশির-ধোয়া কাশের ফুলে
বিছিয়ে দাও হেম দুকূলে,—
তোমার মুক্ত অলক বিনিয়ে দিতে মৃদুল হাওয়ায় ডাক
ঝুমকো ফুলের ঝুমকো পরি' সুন্দরি,
দাও মুকুটে নবীন ধানের মুঞ্জরী
গন্ধভরা ফুল পরাগে
অঙ্গ রাঙাও অঙ্গরাগে
হৃদয় কমল আসন পরে লক্ষ্মী হ'য়ে থাক!

শরতে চতুর্থী

—শ্রীপ্রভাবতী দেবী সরস্বতী

সুন্দর সুনীলাকাশে চতুর্থীর শুভ্র বাঁকা চাঁদ
উঠিয়াছে ভাসি
আকাশ ধরার মাঝে বিস্তারিয়া দেছে মায়া ফাঁদ
বিশ্ব উঠে হাসি।
দিনের উৎসব গান ধীরে মিলাইয়া আসে
পাখী গেছে নীড়ে,
আঁধার নামিয়া আসে দিবসের মৃদু আলো ভাসে
চাঁদ জাগে ধীরে।

ক্ষীণ চন্দ্রমার আলো, ভেসে ওঠে পৃথিবীর বুকে
চিকি মিকি জ্বলে—
তটিনীর কালো বুক অন্ধকার বনানীর মুখে
আলো ভেসে জ্বলে।
স্বপন ঘুমায়েছিল জাগিল এ সুখ স্পর্শ পেয়ে
দিবস ঘুমায়
দিন শেষে খেয়া বেয়ে চলে যায় তরী নিয়ে নেয়ে
গান শোনা যায়।

অতীতের শত স্মৃতি এ সময়ে মনে জেগে ওঠে
পুনঃ নিভে যায়
পল্লব ঝরিয়া গেছে পড়ে ফুল ধরাতলে লুটে
তবু কারে চায়,
আকাশে নক্ষত্র জেগে অমাবস্যা নিশিথিনী কোলে
গাহিয়াছে গান,
স্মৃতিফলে গাঁথা মালা আজও চাঁদিনীর বুকে দোলে
[illegible]

দূর যেন দূর হ'তে ডাক দেয় বলে—"জাগো চাও,
চাও মেলে চোখ,
তোমার যা কিছু আছে নিঃশেষিয়া সব ঢেলে দাও
শূন্য বক্ষ হোক।
ঝুলি ভরে সব নিয়ে ন্যায়ে তুমি পথ চলিয়াছ
পড়ে যাও ভারে,
আপনার ঘর ছাড়ি কেন তুমি ঘরে পশিয়াছ
তবু খোঁজ কারে
স্বপন মাখিয়া চাই চির সত্যে লাভ করিবারে
মিথ্যা ভেঙ্গে যাক,
কুয়াসা ঘুচিয়া যাক, আলোক ভাসাক দুনিয়ারে
ধরা আলো পাক।
জীবনের বাঁশী পুনঃ বাজিয়া উঠুক হৃদি মাঝে
সব ভুলে যাই,
পূর্ণিমার চাঁদ কেন চিরকাল-ই সুমুখেতে রাজে
তারে আমি চাই।

কিন্তু এ স্বপন মাত্র চতুর্থীর চাঁদ হাসে দূরে
পূর্ণিমা কোথায়?
বরষা চলিয়া গেছে শরৎ আসিল আজ ঘুরে
কে ডাকিছে আয়?
দিবসের গান ক্রমে নীরব হইয়া গেছে এবে
শব্দ যায় নাই
নক্ষত্রালোকিতারাত্রি, জীব হয় মত্ত মহোৎসবে
তবু দেখি তাই।

ভারতবর্ষে জীবন বীমা

সরকারী রিপোর্ট

—শ্রীসুধীন্দ্রলাল রায়, এম-এ

অল্প কয়েক দিন হইল জীবনবীমা-সংক্রান্ত সরকারী বার্ষিক বিবরণী আমাদের হস্তগত হইয়াছে। এই পুস্তকে ১৯৩২ সালের হিসাব ও বিবরণী আছে। এদেশে যে ভাবে জীবন-বীমার প্রসার হইয়াছে, তাহাতে সরকার কর্ত্তৃক এইরূপ বিবরণী প্রকাশের সার্থকতা খুব বেশী। ইহা দ্বারা সাধারণ ব্যক্তি জানিতে পারেন কোম্পানিরা কি ভাবে, কত খরচে কাজ করিতেছেন, কিরূপে মজুত তহবিলের লগ্নী করিতেছেন, এবং তাঁহারা যে বোনাস ঘোষণা করেন, তাহা বিজ্ঞান-সম্মত পদ্ধতিতে হিসাব করা হয় কিনা। ১৯১২ সালের বীমা-আইন পাস হইবার পূর্ব্বে জন-সাধারণের কৌতূহলী দৃষ্টি ও সন্দিগ্ধ বিচার এড়াইয়া চলিবার সুযোগ ছিল। কিন্তু এখন এই বার্ষিক বিবরণীর জন্য জীবন-বীমা কোম্পানির পরিচালকগণের বে-পরোয়া হওয়ার সুযোগ অনেক কমিয়া গিয়াছে। যদিও একেবারে নাই তাহা এখনও বলিতে পারি না

অনেকে বলেন যে ১৯৩২ সালের খবর ১৯৩৪ সালে বাহির হওয়ায় এই বিবরণীর মূল্য খানিকটা কমিয়া যায়। আমরা মনে করি যে এ বিষয়ে গভর্ণমেণ্ট অ্যাকচুয়ারী মহোদয়কে দোষ দেওয়া যায় না। যদিও কোম্পানি আইনে নির্দ্দেশ আছে যে বৎসর শেষ হওয়ার তিন মাসের মধ্যেই সাধারণ সভায় হিসাব পেশ করিতে হইবে, দু' একটি ব্যতীত এদেশের প্রায় বীমা-কোম্পানিই ছয় মাস না গেলে বার্ষিক সভা আহ্বান করেন না। তাঁহাদের রিপোর্ট সরকারের দপ্তরে পৌছায় সেপ্টেম্বর মাসে। তৎপর সব একত্র করিয়া, শ্রেণী বিভাগ করিয়া সাজাইতে অন্ততঃ তিন মাস লাগেই। তৎপরে যায় প্রেসে এবং বোধ হয় এই প্রেস হইতে বাহির হয় আরও ছয় মাস পরে। যদি সরকারী প্রেস খুব দয়া করিলেও কোনও বৎসরের বিবরণী অন্ততঃ ১৫ মাস না পার হইলে বাহির হওয়া কঠিন।

আমরা দেখিতে পাইতেছি যে এদেশে ৩১৯টি কোম্পানি কাজ করে, তন্মধ্যে ১৬৯টি এদেশেই প্রতিষ্ঠিত। দেশী কোম্পানির বেশীর ভাগই শুদ্ধ জীবন-বীমার কাজ করে। তাহাদের সংখ্যা ১২৪—বাকীগুলি জীবন-বীমা ছাড়াও অন্যান্য বীমার কাজ করে। বাংলা দেশে প্রতিষ্ঠিত কোম্পানির সংখ্যা ৩১টি।

বিদেশী কোম্পানিদের বেশীর ভাগই জীবন-বীমার কাজ এদেশে করে না। ১৫০টি বিদেশী কোম্পানির মধ্যে মাত্র ১১টি জীবন-বীমার কাজও করে।

আলোচ্য বর্ষে ৩০টি বীমা কোম্পানি ভারতবর্ষে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। বাংলা দেশের সংখ্যা ৫টি। জীবন-বীমা কোম্পানির এঁই-রূপ সংখ্যা বৃদ্ধিতে অনেকেই আতঙ্কিত হইয়াছেন যে, বুঝিবা দু'একটিকে আহার্য্যের অভাবে পেঁচোয় পাইবে। সরকারী অ্যাকচুয়ারী মহাশয় মন্তব্য করিতেছেন যে—"বহুতর নূতন কোম্পানি প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় প্রতিযোগিতা বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং সেইজন্য প্রত্যেক কোম্পানিকে এমন খরচ করিতে হইতেছে যে তাহাতে লাভ হওয়া দুরূহ।" আমরা কিন্তু একথা বিশ্বাস করিতে পারিতেছি না। ভারতবর্ষ এত বৃহৎ দেশ এবং এখানে এত বীমার যোগ্য লোক আছে যে, ১২৪টি কোম্পানি ভারতবর্ষের পক্ষে বেশী নহে। বৃটিশ দ্বীপপুঞ্জ আয়তনে বাংলা দেশের মত কিন্তু সেখানে কোম্পানির সংখ্যা ২৫০ শতের কাছাকাছি। সেখানে যদি প্রতিযোগিতার জন্য খরচ বাহুল্যের প্রয়োজন না থাকে, ভারতবর্ষেও থাকিতে পারে না। বীমা এরূপ বিজ্ঞানসম্মত ব্যবসা যে যথাযথরূপে পরিচালনা করিলে, লাভ অবশ্যম্ভাবী। এদেশে বীমা কোম্পানিরা যে ডিভিডেণ্ড দিতে পারে না তাহার কারণ এই যে বীমা কোম্পানির পরিচালকগণ নিজেরা বীমা কোম্পানি পরি-চালনের উপায় ও পদ্ধতি শিক্ষা করেন না। অনেকগুলি কোম্পানির প্রতিষ্ঠা ইহার কারণ নহে। গভর্ণমেণ্ট অ্যাকচুয়ারীর মত অভিজ্ঞ ব্যক্তির নিকট হইতে আমরা এরূপ মন্তব্য আশা করি নাই। যাহারা বীমা-শাস্ত্রের সহিত অপরিচিত, তাহারাই এরূপ কথা বলিতে পারে। অ্যাকচুয়ারী মহোদয়ের রিপোর্ট হইতেই আমরা দেখাইব যে, এদেশে প্রয়োজনের অতিরিক্ত কোম্পানি প্রতিষ্ঠিত হয় নাই।

দেখিতেছি, ১৯২৩ সালে সমগ্র ভারতে নূতন জীবন-বীমার পরিমাণ ছিল ৫৮৫ লক্ষ। তখন এদেশে কিঞ্চিদধিক ৬০টি কোম্পানি ছিল। সেই স্থানে এখন কোম্পানির সংখ্যা দ্বিগুণ হইয়াছে বটে, কিন্তু নূতন জীবন-বীমার পরিমাণ হইয়াছে প্রায় তিনগুণ—১৯,৬৬ লক্ষ। সুতরাং কাজের অভাব দেশে নাই। জীবনবীমার উত্তরোত্তর প্রসার হইয়াছে, ঠিক সেই অনুপাতে কোম্পানির সংখ্যা বৃদ্ধি হয় নাই। তবে কোম্পানি পরিচালনায় যদি গলদ থাকে সে দোষ সরকার বাহাদুরের, কেন না বীমা-আইন যথেষ্ট সুকঠোর নহে; রাম-শ্যাম যাহাতে কোম্পানি প্রতিষ্ঠা না করিতে পারে, তাহা সরকারের দেখা উচিত।

অ্যাকচুয়ারী মহোদয়ের আর একটা উক্তি সম্বন্ধে আমরা আপত্তি করি। তিনি বলিয়াছেন—"ইহা উল্লেখযোগ্য যে গত কয়েক বৎসরে ৫টি কোম্পানি লিকুইডেশানে যাইতে বাধ্য হইয়াছে, কেন না তাহারা নূতন কাজ যোগাড় করিতে সক্ষম হয় নাই।" লিমিটেড কোম্পানি নানা কারণে লিকুইডেশনে যাইতে পারে। তাহা এমন কিছু একটা উল্লেখযোগ্য ঘটনা নহে। সব দেশেই প্রতি বৎসর লিমিটেড কোম্পানি লিকুইডেশানে যায়। বিলাতেও যায় এবং বিলাতে বীমা কোম্পানিও যায়। গত সংখ্যা বিলাতী সাপ্তাহিক "পলিসি"তে দেখিতেছি যে ঠিক এই সময় বিলাতের ন্যাশনাল বেনিফিট অ্যাস্যুরেন্স কোং লিমিটেড (National Benefit Assurance Co. Ld.) এখন সরকারী রিসিভারের হাতে রহিয়াছে ও যথাবিধি তাহার কবরের ব্যবস্থা হইতেছে। আমাদের দেশে যদি কাজ যোগাড় করিতে অক্ষম হইয়া কোনও বীমা কোম্পানি লিকুইডেশানে যায় তবে বলিব তাহা পরিচালকগণের অক্ষমতা, বীমার কাজের অনটনের জন্য নহে। অ্যাকচুয়ারী মহোদয়ের ঐরূপ মন্তব্যে দেশে ত্রাসের সঞ্চার হওয়াই স্বাভাবিক এবং উহাতে স্বদেশী বীমা ব্যবসায়ের সমূহ ক্ষতি হইতে পারে। তাঁহার নিকট হইতে আমরা দায়ীত্ববোধসম্পন্ন মন্তব্য আশা করি।

এদেশে বীমার কিরূপ প্রসার হইয়াছে, তাহা নিয়োক্ত তালিকা হইতে বুঝা যাইবে :—

	১৯২৩	১৯৩২
নূতন কাজ—	৫,৮৫ লক্ষ	১৯,৬৬ লক্ষ
মোট আয়	২,৪৯ "	৬,৮৮ "

তবেই বুঝা যাইতেছে যে দেশে বীমার বহুল প্রসার হইয়াছে এবং আরও হইবে। এই প্রসারের কারণ এই যে, ভারতীয় বীমা কোম্পানিরা বীমাকারীদের সহিত এতাবৎ-কাল সদ্ব্যবহার করিয়াছেন বলিয়াই বীমার প্রতি লোকের বিশ্বাস বৃদ্ধি পাইয়াছে। কয়েকটি কোম্পানি লিকুইডেশানে গেলেও সে বিশ্বাস নষ্ট হইবে না। উহা এমন কিছু উল্লেখযোগ্য ব্যাপার নহে।

গান

—নজরুল ইস্‌লাম

আধখানা চাঁদ হাসিছে আকাশে
আধখানা চাঁদ নীচে
প্রিয়া তব মুখে ঝলকিছে।
গগনে জ্বলিছে অগণন তারা
দুটী তারা ধরণীতে
প্রিয়া তব চোখে চমকিছে॥
তড়িত-লতার খসিয়া আধেকখানি
জড়িত তোমার জরীন ফিতায়, রাণী!
অঝোরে ঝরিছে নীল নভে বারি
দুইটী বিন্দু তারি
প্রিয়া তব আঁখি বরষিছে॥
কত ফুল ফোটে ঝরে উপবনে
তারি মাঝে আছে ফুটি'
তোমার অধরে গোলাপ পাপ্‌ড়ি দুটী।
মধুর কণ্ঠে বিহগ বিলাপ গাহে
গান ভুলি তারা তব অঙ্গনে চাহে,
পাখীরও অধিক সুমধুর সুর তব
চুড়ি কঙ্কণে ঝর্ণকিছে॥

নিকটতম

—শ্রীমতী তরলিকা দেবী

অজানা কোন্ বন্ধু আমার দরদ ভরা প্রাণে
গোপনে থাকি বাসিলে কত ভালো,
বিশ্বপ্রেমের সঙ্গীতে হায় দৃপ্ত মধুর ভাবে
দেখালে তুমি অচিন পথের আলো!

যাচিয়া তুমি করিলে প্রীতি
তোমার সবুজ ভাষা আগুন-ভরা প্রাণ
সুপ্ত পরাণ জাগায়ে তুলে করিলে এ-কী খেলা
নিঃস্ব সেজে করিলে মহাদান!—

ওগো পথিক বন্ধু! মম ব্যর্থ জীবনখানি
বুকের মাঝে টানিয়া নিতে চাও
শীর্ণ প্রাণে তুফান তুলি নূতন পথের রেখা
দেখায়ে দিয়ে,—দোলায়ে দিয়ে যাও!—

তোমার হাতের 'লেখনী'খানি আমার হাতে ভাই
তুলিয়া দিলে, নিলাম স্নেহের দান,
'চোখের জলের আগুন ভাষা' শুনিতে চাহ তুমি
প্রকাশি কহি শকতি কিছু নাই।—

তোমারি দান বক্ষে নিয়ে আমার সারা প্রাণ
গুমরি কাঁদে কোথায় তুমি আজি—
নয়নে দেখা হ'ল না কভু, হৃদয়ে পরিচয়
সঁপিয়া দিলে উদার প্রেম রাজি!

তীক্ষ্ণ কোমল, কঠোর হ'য়ে পথের প্রদর্শক
দেখাবে পথ এই তো ছিল আশা,—
অসাধ্যেরে করবো সাধন 'মাটির' মানুষ হ'য়ে
দৃপ্ত 'তেজে' বাঁধিব বুকে বাসা!

মরণজয়ী মুক্ত প্রেমিক সাঙ্গ হ'ল সব—
শিখাবে কে আজ—দেখাবে পথের আলো?
সহজ হ'য়ে পরাণখানি ঢালিতে দ্বিধা, মনে
হবে কী কভু দেখিলে ভয়ের কালো?

আভাসে তুমি জানালে তোমার প্রাণের পরিচয়
শৌর্য্যে ভরা, বীর্য্যে ভরা সত্য পুরুষোচিত
সুলভ শিশু হিয়ার তলে নুইয়ে পড়ে মাথা
স্বপ্ন ছাড়ি সত্যে উপনীত!

কোমল কচি সতেজ হিয়া আমার ভাঙা বুকে
আগুন ভরা কৌতুকেরি সৃষ্টি করি গেল
চাহিনি যারে, জানিনি যারে, অশরীরি বাণী
সূক্ষ্ম যোগ-সূত্র তারে নিকট হ'য়ে এলো!

স্বরলিপি

রাগেশ্রী মিশ্র—কাহারবা

কথা—শ্রীবিনয়ভূষণ দাশগুপ্ত

সুর ও স্বরলিপি—শ্রীশৈলেশকুমার দত্তগুপ্ত

কিবা স্বপন ঘরে
আজি মাধবী রাতে
লাগে তাহারি ছোঁয়া
মোর নয়ন পাতে।

নভে চাঁদের হাসি
জাগে পুলকে ভাসি'
আসে মৃদুল বায়ু
ফুল সুরভি সাথে।

—শ্রীশৈলেশকুমার দত্তগুপ্ত

আজি দেবতা মম
এল শিথান পাশে
নব জ্যোছনা সম
ভারি সুষমা ভাসে।

মোর বিধুর হিয়া
ভরি' মাধুরী দিয়া
যায় মধুর রাতি
চাহি' নবীন প্রাতে।

[ণ]-ধ্‌া ণ্‌া II সা গা গরা সা | মা -া মা গা I মা ধা ধা ধা | পধা -ধর্সা [র্স]ণা ণা I
কি বা স্ব প ন০ ঘ রে ০ আ জি মা ধ বী রা তে০ ০০ লা গে

ধা পা মা মপা | -ধণা -ধপা মা -া I [ম]জ্ঞা [ম]জ্ঞা রা জ্ঞা | সরা -ণ্‌না [ণ]-ধ্‌া ণ্‌া II
তা হা রি ছোঁ০ ০০ ০য়া মো র্‌ ন য় ন পা তে০ ০০ "কি বা"

মা গা II মা ণা ধা না | র্সা -া [ণ]ধা ণা I ধর্রা র্সনর্সা ধা ণা | ধা -া ধা র্সা I
ন ভেঃ চাঁ দে র হা সি ০ জা গে পু০ ল০০ কে ভা সি ০ আ সে

[র্স]ণা [র্স]ণা ধা মপা | -ধণা -ধপা মা মা I [ম]জ্ঞা [ম]জ্ঞা রা জ্ঞা | সরা -ন্‌সা [ণ]-ধ্‌া ণ্‌া II
মৃ দু ল বা০ ০০ ০য়ু ফু ল সু র ভি সা থে০ ০০ "কি বা"

মা মা II গা মা গা রসা | -ন্‌া সা [ণ]-ধ্‌া ণ্‌া I সা রা গা রগা | [র]সা -া সরা ধ্‌া I
আ জি দে ব তা ম০ ০ ম এ ল শি থা ন পা০ শে ০ ন০ ব

ধ্‌া -ধা ধা ধা | -দা ধা র্সা র্সা I [ণ]ধা পা -রগা গপা | মা -া মা -গা I
জ্যো ছ না স ০ ম তা রি সু ষ মা০, ভা০ সে ০ মো র্‌

মা ণা ধা না | র্সা -া [ণ]ধা ণা I ধর্রা র্সনর্সা ধা ণা | ধা -া ধা -র্সা I
বি ধু র হি য়া ০ ভ রি মা০ ধু০০ রী দি য়া ০ যা য়্‌

[র্স]ণা [র্স]ণা ধা মপা | -ধণা -ধপা মা মা I [ম]জ্ঞা [ম]জ্ঞা রা জ্ঞা | সরা -ন্‌রা [ণ]-ধ্‌া ণ্‌া II II
ম ধু র রা০ ০০ ০তি চা হি ন বী ন প্রা তে০ ০০ "কি বা"
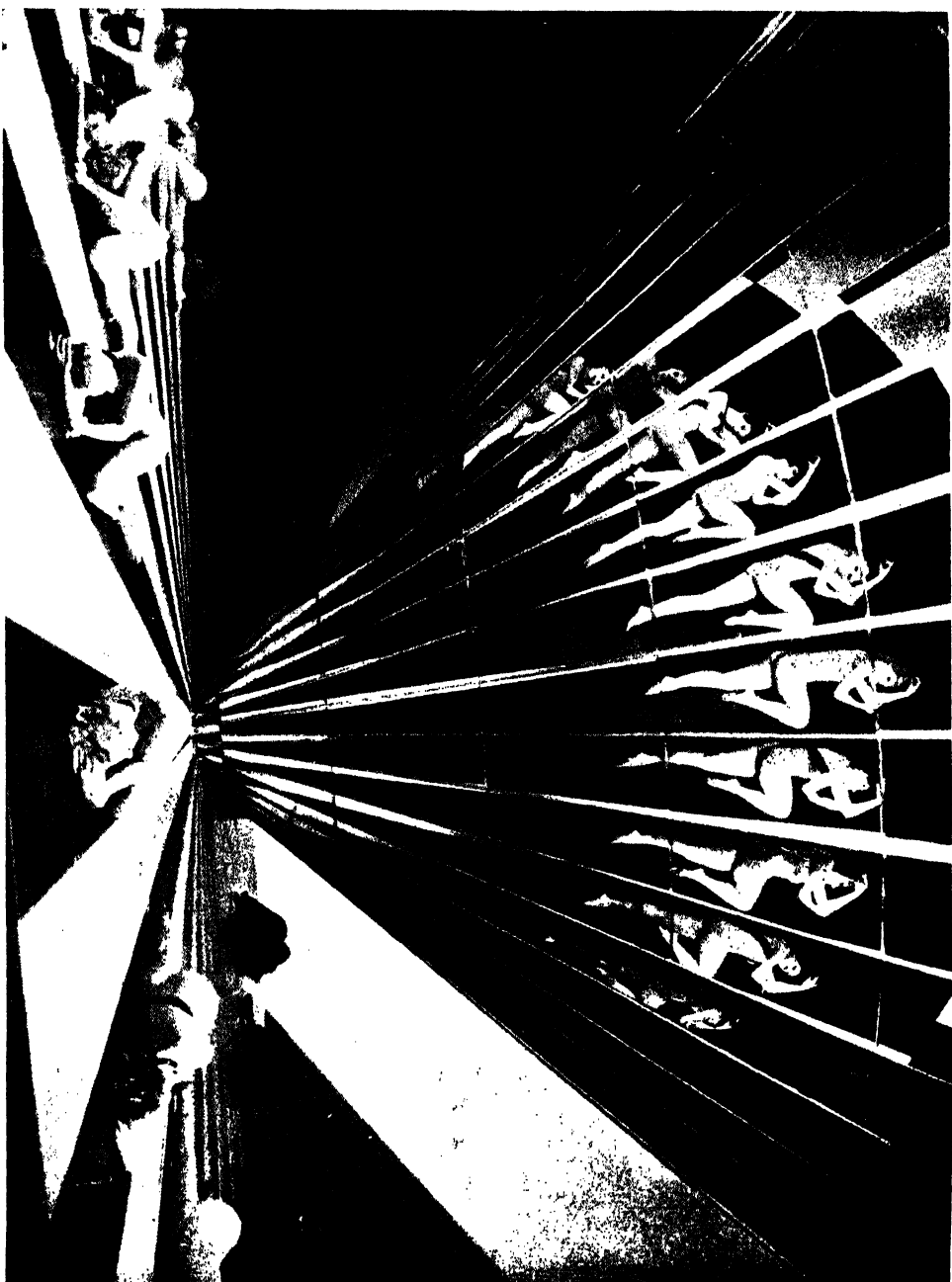
মেট্রোর "Dancing Lady"র একটি দৃশ্য

চিত্র-বর্ত্তিকা

অজন্তা সিনেটোনের "Azadi-Ki-Divane" চিত্রে নায়িকা রূপে অবতীর্ণা শ্রীমতা আমিনা।

নীচে :
অজন্তার Durd-E-Dill" চিত্রের একটি মনোহর দৃশ্য।

নীচে :
অজন্তার "Azad-Ki
চিত্রে পি, জয়র
ডব্‌লু, এম,

চিত্র-বর্ত্তিকা

রাধা ফিল্মের "মানময়ী গার্লস স্কুল"-এর কয়েকটি দৃশ্য।

ন্যান্সী ক্যারল (কলম্বিয়া)

'দীপালী'র নিয়মাবলী

১। 'দীপালী' প্রতি বৃহস্পতিবারে প্রকাশিত হয়, নগদ মূল্য এক আনা। নমুনার জন্য পাঁচ পয়সার টিকিট পাঠাইতে হয়।

২। কোনো সংখ্যার 'দীপালী' যথাসময়ে না পাইলে, স্থানীয় ডাকঘরে সম্বাদ লইয়া পরবর্ত্তী সোমবারের মধ্যে জানাইতে হইবে।

৩। 'দীপালী'-সংক্রান্ত টাকা কড়ি, বিজ্ঞাপন, দীপালীর ম্যানেজারকে পাঠাইতে হইবে। বিজ্ঞাপন এবং এজেন্সী সম্বন্ধীয় বিবরণ ও অন্যান্য জ্ঞাতব্য বিষয়ের জন্য তাঁহাকে পত্র লিখিতে হইবে।

৪। 'দীপালী'তে প্রকাশের জন্য রচনা-সমূহ 'সম্পাদক দীপালী' এই নামে 'দীপালী' কার্য্যালয়ে পাঠাইতে হইবে। উপযুক্ত ষ্ট্যাম্প দেওয়া না থাকিলে অমনোনীত রচনা ফিরাইয়া দেওয়া বা উত্তর দেওয়া হয় না। অমনোনীত রচনা সঙ্গে সঙ্গে ছিঁড়িয়া ফেলা হয়, কাজেই টিকিট না দিয়া রচনা পাঠাইয়া, পরে সে সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিলে কোনো ফলই হইবে না।

৫। 'দীপালী'র এজেণ্ট হইবার বিস্তৃত বিবরণের জন্য 'দীপালী'র ম্যানেজারের সহিত পত্র ব্যবহার বা দেখা করিতে হইবে।

৬। বৎসরের প্রথম সংখ্যা অথবা দ্বিতীয় বর্ষার্দ্ধের প্রথম (২৫শ) সংখ্যা হইতে গ্রাহক হইতে হইবে। অন্য সময়ে গ্রাহক হইলে, তাঁহাকে হয় ১ম, নয় ২৫শ সংখ্যা হইতে কাগজ লইতে হইবে।

ম্যানেজার—দীপালী

১২৩/১, আপার সার্কুলার রোড

পোঃ বিডন্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা ফোন—বড়বাজার ৩২৫৩

বাঙ্গালায় সঙ্গীতের বর্ত্তমান অবস্থা

—শ্রীসুধীরচন্দ্র ঘোষ দস্তিদার

দেশে বর্ত্তমানে সঙ্গীতের প্রতি সর্ব্ব সাধারণের দৃষ্টি পড়িয়াছে বলিয়া মনে হয়। বাঙ্গালার প্রতি নগরে নগরে সঙ্গীতের নানা রূপ অনুষ্ঠানাদি পরিলক্ষিত হয়। ইহা আশার কথা সন্দেহ নাই। কিন্তু ইহার প্রকৃত চর্চ্চা কতখানি হইয়া থাকে সে বিষয়ে যথেষ্ট ভাবিবার আছে। আজ বাঙ্গালা সাহিত্য তাহার আসন বিশ্বের দরবারে অনেকখানি প্রতিষ্ঠা করিয়া লইতেছে, ভবিষ্যতে ইহার সুপ্রতিষ্ঠা দেখিতে পাইব বলিয়াই ভরসা রাখি। কিন্তু বাঙ্গলায় সঙ্গীত কলার যে রূপ প্রণালীতে সাধনা চলিতেছে তাহা খুব আশাপ্রদ বলিয়া মনে হয় না। এ কথা বলিলে খুব মিথ্যা বলা হইবে না যে বাঙ্গালার তরুণগণ শিক্ষিত হৃদয় লইয়া সঙ্গীতের ভাবের দিকে যে পরিমাণ অগ্রসর হইয়াছে ভারতের অন্যান্য প্রদেশ সেই তুলনায় ক্রমশঃ পশ্চাতে পড়িয়া যাইতেছে। বাঙ্গালার সঙ্গীত ভাব-প্রাধান্যের জন্যই কিঞ্চিৎ পুষ্ট হইয়াছে। বস্তু হইতে ভাবের শ্রেষ্ঠত্ব সত্য স্বীকার্য্য হইলেও বস্তুর অস্তিত্ব সম্বন্ধে ঘোরতর সন্দেহের কারণ ঘটিলে আসলে ভাব বলিয়া কোন পদার্থ থাকিতে পারে কি-না তাহাই সমস্যা। এই কথাই আজ কিছু বলিতে যাইয়া বর্ত্তমান শিল্প কলার সম্বন্ধে কিছু বলিতে ইচ্ছা হইলেও নিবৃত্তি হইলাম কারণ সঙ্গীতের আসরে অন্য বিষয়ের অবতারণা অপরাধ বলিয়া গণ্য হইবে; ভবিষ্যতে বলিবার বাসনা রহিল।

বাঙ্গালায় কিরূপ সঙ্গীতের চর্চ্চা হইতেছে তাহা একটু নীরস ভাবেই তলাইয়া দেখা যাউক। কয়েক বৎসরের মধ্যে গ্রামোফোনের একটা রীতিমত movement আসিয়াছে; আজ প্রতি ঘরেই প্রায় শোনা যায় দুই দশ খানি রেকর্ডের গান। ইহাতে সঙ্গীতের প্রতি আকর্ষণ সৃষ্টি করিতে পারে, কিন্তু প্রকৃত রস-বোধ কতখানি জাগায় তাহা জানি না। এই রেকর্ডের হুজুগে এক শ্রেণীর গায়ক-বৃন্দের উৎপত্তি হইতেছে যাঁহারা সস্তায় নাম কিনিতে প্রয়াস পান; কোন রকমে কণ্ঠস্বর একটু মোলায়েম থাকিলে এবং তালিমের জোরে উচ্চারণ ভঙ্গীকে একটু বশে আনিতে পারিলেই একখানি রেকর্ডের ভিতর দিয়া সঙ্গীত পরিবেশিত হইল। জনসাধারণ শুনিল—বুঝিল—ভাবিল—বাঙ্গালায় আজ সঙ্গীতের কত প্রকাণ্ড রকমেরই না উন্নতি হইয়াছে। পরে কেহ কেহ ভাবিল তাঁহারা কি কিছু দান করিতে পারেন না? দুইটা ছন্দে বাঁধা নরম কথার মালা গাঁথিয়া assorted মিঠে খেলনার এক মুঠা লইয়া সুরের চাকচিক্যে বাজার মাত করিতে পারে না কি? এই অনুপ্রেরণায় আজ গীত রচয়িতার রেকর্ড গায়কের ও সুর প্রদানকারীর অভাব নাই! ইহা একটা দিক, অবশ্য যাহা পূর্ব্বেই আমরা 'ভাবের দিক' বলিয়া অভিহিত করিয়াছি। কিন্তু উহার পরিণাম ভাবিতেই একটু বিমর্ষ না হইয়া থাকা যায় না। সস্তায় বাজী মাত্ করিবার একটা স্পৃহায় সাময়িক বেশ একটা উন্মাদনা আনিয়া দেয় অবশ্য, বা সাধারণ লোকে উহাকেই একটা বড় standard বলিয়া ভুল করিতেও পারে নিশ্চয়—কিন্তু বিষয়টা ক্রমশঃ আশঙ্কাজনক হইয়াই দাঁড়ায় না কি? এক দিন এক বন্ধুর সহিত কথায় কথায় এমন একটি বিষয়ে আসিয়া পৌছিলাম যাহা এখন ভাবিলে চমৎকৃত হইতে হয়। তিনি বলিতে ছিলেন যাহা তাহার সার মর্ম্ম এইরূপঃ—

বর্ত্তমানে দেশে যেরূপ সঙ্গীতের উদ্ভব হইয়াছে ইহা নাকি খুব বড় এক standard-এর, যে standard নাকি সঙ্গীতের প্রাচীন কালেও লোকের অজ্ঞাত ছিল। আমি ইহার উত্তরে মাত্র বলিয়াছিলাম যে "শাস্ত্রগুলি দয়া করিয়া আবার লেখা প্রয়োজন তোমরা এই কাজটাও সারিয়া রাখিলে পার, কারণ ভবিষ্যতে তোমাদেরও ঐরূপ দোষারোপ করিয়া কেহ আবার পাল্টা না গায়।"

আর এক কথা সঙ্গীতের রস বোধ সম্বন্ধে বাঙ্গালী যতটুকুই দাবী করুক—এক শিক্ষার অভিমান ছাড়া ভারতের অন্যান্য প্রদেশ-বাসীরা—তাহাদিগকে কিন্তু আমলেই আনেন না। ইহা যে শুধু তাঁহাদের (অন্য প্রদেশ-বাসীদের) প্রাদেশিকতার-ই একমাত্র জুলুম—তাহা নয়; প্রকৃতই ভারতীয় সঙ্গীতের বস্তু-তান্ত্রিকতার দরবারে বাঙ্গালীর কোনই আসন নাই! দক্ষিণ-ভারত তো আরও কঠিন ঠাঁই—তাহারা বাঙ্গালা তো দূরের কথা—পশ্চিম বা উত্তর ভারতকেই স্বীকার করিতে একান্ত নারাজ! এই কথায় আমাদের তথা ভাব-তান্ত্রিকের নিশ্চয় হাস্য সম্বরণ করা কঠিন হইবে—চাই কি ভাবরাজ্যে বিচরণকারী ও রসজ্ঞের নিকট উপেক্ষারই বিষয় হইবে। কিন্তু তখনই বিস্মিত না হইয়া থাকিতে পারি না—যখন মাসিকের পৃষ্ঠায় বা দুই চারিখানা সঙ্গীতের পুস্তকের দুই এক স্থানে—নজরে পড়িলে,—রাগিণীর নাম, তালের নাম, স্বরলিপি, স্বরগ্রাম, তান ক্রীয়া-কৌশল প্রভৃতি দেখিয়া থাকি! তখন এই বস্তুও

সমগ্র ভারতবর্ষে

পশ্চিম প্রদেশ

বোম্বাই	ভেনাস টকীজ
"	মিনার্ভা টকীজ
"	এ্যাপোলো টকীজ
"	এডওয়ার্ড টকীজ
আজমীর	ম্যাজেষ্টিক টকীজ
সুরাট	লক্ষ্মী টকীজ
পুণা	মিনার্ভা টকীজ
আমেদাবাদ	কৃষ্ণা টকীজ
বরোদা	প্রতাপ বিজয়
"	লক্ষ্মী টকীজ
বেলগাঁও	গ্লোব টকীজ
কোলহাপুর	রয়েল টকীজ
সাঙ্গলী	জয়শ্রী টকীজ

পূর্ব্ব প্রদেশ

বগুড়া	উত্তরা সিনেমা
ময়মনসিংহ	ময়মনসিং টকীজ
ঢাকা	মুকুল থিয়েটার
কদমতলা	শ্রীরূপ
গয়া	ভারত টকীজ
বরিশাল	জগদীশ থিয়েটার
গৌহাটী	কেলভিন সিনেমা
আসানসোল	ইণ্ডিয়ান ইন্‌ষ্টিটিউট
চন্দননগর	সিনেমা ডি ফ্রান্স
বজবজ	কুইন সিনেমা
নারায়ণগঞ্জ	হংস থিয়েটার
বহরমপুর	মীরা টকী হাউস
বর্দ্ধমান	বিচিত্রা
হাওড়া	হাওড়া টকীজ
রাঁচি	গুল টকী
শিলং	পিকচার হাউস
রাজসাহী	অলোকা
গিরিডি	মতি পিকচার প্যালেস
ডিব্রুগড়	অরোরা কিনেমা
ধানবাদ	ইণ্ডিয়ান ইন্‌ষ্টিটিউট
পুরুলিয়া	ছায়াবাণী
দানাপুর	ইণ্ডিয়ান ইন্‌ষ্টিটিউট
চট্টগ্রাম	সিনেমা প্যালেস
পাটনা	ইণ্টারন্যাশনাল পিকচার
কলিকাতা	রোণাক মহল

উত্তর প্রদেশ

পেশোয়ার	রোজ সিনেমা
অমৃতসর	পার্ক সিনেমা
কোহাট	রয়েল সিনেমা
সুক্কুর	আপার সিণ্ড সিনেমা
মীরাট	এম্পায়ার থিয়েটার
লক্ষ্ণৌ	এলফিনষ্টোন পিকচার প্যালেস
লাহোর	নিশাত
করাচী	ইম্পিরীয়াল টকীজ
বেনারস	চিত্রা
এলাহাবাদ	চিত্রা
বুলাণ্ড শের	চিত্রা
সাহারাণপুর	সুপার টকীজ
রাজমাক	ফ্রণ্টিয়ার টকীজ
দিল্লী	নিশাত
বালিয়া	পার্ক টকীজ
কাণপুর	চিত্রা

দক্ষিণ প্রদেশ

কাপুর	গ্রেট ইণ্ডিয়ান সিনেমা
ভিজগ	ভারতী পিকচার প্যালেস
কোকোনদ	ফেলিক্স টকীজ

দক্ষিণ প্রদেশ

ভিজিয়ানাগ্রাম	ভারত সিনেমা
কলম্বো	সিংহল থিয়েটার
মোলমেন	প্যালেস টকীজ

৫ই জানুয়ারী ১৯৩৫

ভাবের সামঞ্জস্য খুঁজিয়া না পাইয়া হতভম্ব হইয়া যাই।

বস্তু ত্যাগ করে সে যে উহাকে সম্পূর্ণ অতিক্রম করিয়াছে। ভাবকে যে পরিস্ফুট করে সে বস্তুকে সম্পূর্ণ আয়ত্ত করিয়াছে। বস্তু গ্রহণ মানবের সহজাত বৃত্তি, ভাব-স্ফুটন মানবের স্বভাবতঃ পরিণতি! তাই মনে হয় ভারতীয় সঙ্গীতের গোঁড়ার কথা—সাধন-ই হইবে প্রথম অবলম্বন গায়কের, তাহার জন্য অনুসন্ধিৎসু, ধৈর্য্যশীল ও শ্রদ্ধাসম্পন্ন হইতে হইবে। শাস্ত্রালোচনা, বিধিমত চর্চ্চা ও বিজ্ঞান অনুশীলন-ই হইবে শিক্ষিত বাঙ্গালীর প্রধান লক্ষ্য! তবেই সঙ্গীতের প্রাণ—ভাব, ঐশ্বর্য্য সম্পাদিত হইবে। আজ বাঙ্গালী নব-জাগরণের দিনে যেন সাময়িক তৃপ্তিতে ক্ষণিকের মোহে, সস্তার বাহবায় ভুলিয়া,—তাহার জাতীয় ললিত কলার ঐহিক ভাবাতিশয্যে মৃত্যু আনয়ন না করে।

একদল লোক বলিয়া থাকেন—সঙ্গীতের সৌন্দর্য্যই হইতেছে তাহার কাব্য-সম্পদ! সত্য বটে বাঙ্গালা সঙ্গীতের কথার অর্থ-মাধুর্য্য ভারতের অন্যান্য প্রদেশের তুলনায় অতি উচ্চ শ্রেণীর। কিন্তু কথাই যে গীত নয়—কাব্যই যে সঙ্গীত নয়—এ কথাটা বোধ হয় আধুনিক বাঙ্গালী বেশ একটু মুরুব্বিয়ানা চালেই ভুলিয়া বসিয়া আছে। একটা কথা জানা দরকার—কাব্য বুঝিতে বা পাঠ করিতে যেমন সঙ্গীতের কোন 'কসরৎ'-এরই প্রয়োজন হয় না,—তেমনি 'সঙ্গীত' যদি একটি পৃথক কথা হয় (শ্রেষ্ঠ না হয় নাই-ই বলিলাম) তবে তাহা বুঝিতে বা আলাপ করিতে—কাব্যের আড়ম্বরের কি সার্থকতা বা অধিকার থাকিতে পারে? আমরা অনেক কাল একথা বলিয়া আসিতেছি যে হিন্দুস্থানী ভাষায় যে সঙ্গীত ভারতের যে অংশের লোকেরা করিয়া থাকে তাহা ভাব-সম্পদে অতি নিকৃষ্ট, (সর্ব্বাংশে যদিও একথা সত্য নয়; কোন মহাকবি বলিয়া থাকিলেও—আমরা কিন্তু অনেক গীতেরই কাব্য-সম্পদে মুগ্ধ হইয়াছি)—কিন্তু আজ আর এ কথা জোর গলায় বলিয়া হাস্যাস্পদ না হইলেই ভাল হয়,—কারণ সঙ্গীতের আসরে দেখা যায় (এই বাঙ্গালা দেশেই) সে আসরে বাঙ্গালা গীত শোনারই শ্রোতা হয়তো অত্যধিক—তথাপি ওস্তাদগণ হিন্দীভাষা (দুর্ব্বোধ্য বা অস্পষ্ট-ই হোক) লইয়াই ওস্তাদি গান প্রথমে আরম্ভ করিয়া থাকেন,—ভাব-রাজ্যের ভাবুকদের আমন্ত্রিত অনেক আসরেও বা সাধারণ সঙ্গীত রসিকের অনুষ্ঠিত সঙ্গীত সভাতেও নির্জ্জলা (pure) বাঙ্গালা গানের গোড়া হইতে শেষ পর্য্যন্ত গোটা thrilling demonstration কাহাকেও করিতে শুনি নাই। আর আমরা মনে করি—বাঙ্গালা দেশের তথা কথিত কাব্য-সম্পদে গরীয়াণ—ভাবাতিশয্যে বেগবান—সঙ্গীতের শক্তি—অন্ততঃ বর্ত্তমানে অর্জ্জিত হয় নাই—যে একটা যে কোন বৈঠককে আগা গোড়া 'ভাবে' মগ্ন করিয়া রাখিতে পারে। ইহার কারণ কি? অনেকে হয়তো দুঃখ প্রকাশ করিবেন, বলিবেন বাঙ্গালীর তো ঐ এক দোষ—অন্ধ অনুকরণ, বুঝুক আর নাই বুঝুক তবু ও দলে পড়িয়া এক বিষয়কে মাথায় করিয়াও নাচিতে পারে। কিন্তু আমরা জানি ইহা ঠিক সত্য নহে—আর ভাব-রাজ্যে বিচরণকারীরা অত বোকা নহে যে অর্থশূন্য প্রলাপের ঐশ্বর্য্যে মুগ্ধ হইয়া এমন নাচ নাচিতে যাইবে,—ইহার একমাত্র কারণ, গোড়ায় কণ্ঠ সাধনা নাই, সঙ্গীতের বিজ্ঞান সম্মত উপায়ে চর্চ্চা নাই, উচ্চ শ্রেণীর সঙ্গীতের প্রতি শ্রদ্ধা নাই! অথচ অকারণ গায়ক (ওস্তাদ) বলিয়া নাম কিনিবার ধৃষ্টতা আছে, অকারণ দু'চারিটি ওস্তাদের ইতিবৃত্ত বলিয়া প্রাচীন ভারতীয় সঙ্গীতের প্রতি অনুরাগ প্রদর্শনের জৌলস আছে,—অকারণ অন্য প্রদেশের সঙ্গীতের প্রতি কটাক্ষ পাতও আছে! আমাদের কথায় ইহা যেন কেহ মনে না করেন বাঙ্গালা সঙ্গীতকে আমরা মোটেই আমলে আনিতেছি না—তাহা নহে, বাঙ্গালা সঙ্গীত গাহিবে কে? গায়ক কবি নহে; সে গায়ক (কবি হইলেও হইতে পারেন কিন্তু উহা মাত্র উপরি Qualification) সঙ্গীতে প্রতিষ্ঠ কিনা? প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে হইলে, shorthand, type-writing, Bookkeeping, কি Swiming, Sporting, অথবা Moneymaking, Canvassing বিদ্যায় পণ্ডিত হইলেই চলিবে না,—তাহার নিজস্ব বিষয়ে অর্থাৎ সঙ্গীত সম্বন্ধে পরিপূর্ণ জ্ঞান অর্জ্জন করিতেই হইবে! কাব্যকে বুঝাইতে দুইটা সুরের patent dose ধার করিবেন না বরং সঙ্গীতকে বুঝাইতে প্রয়োজন মত দুইটা কাব্যের বিজ্ঞাপন দেওয়া যাইতে পারে মাত্র! সঙ্গীতের সুরই হইবে প্রধান বা মুখ্য, বাণী হইবে সাহায্যকারী বা গৌণ! এই স্থলে কোন ভাষার কথা উত্থাপন করিতে যাওয়া অনাবশ্যকীয় কোলাহল। বাঙ্গালী বাঙ্গালায় কথা বলিবে তাহা যেমন অনিবার্য্য,—গীত গাহিতে কি উড়িয়া বা হিন্দুস্থানী বনিয়া যাইবে ইহা যতই Universal brotherhoodএর জাজ্বল্যমান দৃষ্টান্ত হোক তেমনি অসম্ভাব্য! Classical music সম্বন্ধে অধিকার-ই আনিবে—প্রকৃত সঙ্গীত-রস-বোধ! তখন "আঙ্গুর ফল টক" বলিয়া মুখে উৎফুল্ল মনে বিমর্ষ হইতে হইবে না। Filmএর recordএর Technicianএর un-musical direction নির্ব্বিবাদে হজম করিয়া সঙ্গীতের সিন্দুক তাহাদের-ই হাতে দিয়া দামামা পিটাইয়া বেড়াইতে হইবে না,—ধ্রুপদ, খেয়াল টপ্পা, ঠুংরী বাঙ্গালা ভাষায় হয় না বলিয়া Modern Bengali song নামকরণ করিয়া বিশ্বের দরবারে হাস্যাস্পদ হইতে হইবে না।

ভাবুক গায়কদের একটি প্রশ্ন করিয়া এই প্রবন্ধের উপসংহার করি—"আমরা কি মনে করিতে পারি, আমাদের সঙ্গীত শুধু আমরাই শুনিব? আমরা কি সত্যই মনে মনে জানি—যে আমরা যাহা এবং যে ভাবে সঙ্গীতের চর্চ্চা করিতেছি—তাহা সত্যই নিখিল-ভারতের দরবারে টানিয়া লইতে লজ্জা পাইব না? এবং ইহাও কি সত্য নয় যে, যে কণ্ঠ, যে সুর, যে ভাব আমরা স্বভাবতঃই পাইয়াছি ও যে কারণেই হোক—এমন আব-হাওয়ায় বর্ত্তমানে আমরা উৎসাহিতই হইতেছি—বিদ্যা ও জ্ঞান—ভাব ও বুদ্ধি দ্বারা যে ভাবে পরিচালিত ও পরিবর্দ্ধিত হইতেছি—সে স্থলে প্রকৃত সাধনা ছাড়িয়া ভাব ভাব করিয়া চিৎকার করিয়া নিজের মনকে চোখ ঠারিয়া—চালাকির দ্বারা মহৎ কার্য্য সাধনে তৎপর হইয়া জগতের চলার পথে নিদারুণ ভাবে পশ্চাৎপদ হইয়া থাকিব???

—শ্রীঅনিলভূষণ বাগচী

ঐক্যতানিক গৎ

রচনা—শ্রীঅনিলভূষণ বাগচী স্বরলিপি—শ্রীরমেন্দ্রনাথ ঘোষ

(কোমল নি)

অস্থায়ী

II মা মা মগা রা | সা গরা গা -া | সা সা ণ্ ধ্ | প্ ধ্ণ্ ধ্ -া I
রা রা ণ্ রা | গরা গা মা -া | গা রা সা ণ্ | প্ ধ্ণ্ ধ্ -া I
মা ধা ধা -া | গা পা পা -া | রা মা মা -া | সা গা গা -া I
ধা ণ্ণ্ সা রা | গরা গা মা -া II

অন্তরা

II মা মা রা মা | মা পা ধা -া | ণা -া ধা পা | পা ধণা ধা -া I
ধা র্সা র্সা র্সা | ধা র্সা র্রা র্গা | র্সা -া ণা ধা | ণা ধণা ধা -া I
ধা ধা ণধা পা | পা পা ধপা মা | গা -া সা রা | গরা গা মা -া II

ব্যাকুলা বকুল রয়েছে দাঁড়ায়ে

—শ্রীপ্রতিভা ঘোষ

"বকুল গন্ধে ভরিয়া উঠেছে তোমার আঙিনাখানি,
ফিরে এসো ওগো নিঠুর দেবতা—"লিখেছিলে তুমি রাণী!
এই এ বকুল তলে,
দেখা পাবে ব'লে লিখেছিলে লিপি ভিজায়ে নয়ন জলে
বরষা-মেদুর কত রাতি সখি কাটায়েছ একা জাগি,
নয়নে নেমেছে শ্রাবণের ধারা আমার সঙ্গ মাগি।'
ব্যাকুল নয়ন পথ পানে চেয়ে খুঁজেছে কত না দোরে,
বন্দী কামনা করেছে আঘাত রুদ্ধ মরম ঘোরে।
বিদায়ের বাণী করে কানাকানি আজি এ চিত্ত পুরে
"বড় ভয় হয় ওগো প্রিয়তম, তুমি চ'লে গেলে দূরে!"
কী যে ব্যথা তব বুঝিনি সেদিন বুঝেছিনু শুধু টাকা,
ঘরে ধন ফেলি পরবাসে গিয়া আজ সব-ই হেরি ফাঁকা।
আধ গাঁথা মালা লুটায় ভূতলে মোর নিঠুরতা স্মরি,
অভিমানে তুমি চ'লে গেছ দেবী ভবন আঁধার করি'।
শিথিল শেফালী রচেছে আসন তোমা তরে পুনঃ সই,
"বৌ—কথা কও", "বৌ—কথা কও" পাখী ডেকে মরে ওই!
ব্যাকুলা বকুল রয়েছে দাঁড়ায়ে অর্ঘ্যের ডালা করে;
ফিরে এস পুনঃ গাঁথিবে না মালা নিঠুর দয়িত—তরে?

গান

—শ্রীবটকৃষ্ণ রায় এল্, এম্ এস্

(ওকে) যাও যমুনা কলসী কাঁকে
বারি ভরণে।
বারে বারে খোঁজো কা'রে
চেয়ে পিছনে॥

রাঙা রঙ্ ভাঙা মেঘে
এখনও আছে লেগে—
ফুল সুবাসে ধীর বাতাসে
নিয়ে আসে কোন্ স্বপনে॥

সে যে সেজে পীতবাসে
পথ পাশে লুকিয়ে হাসে
আস্চ তুমি তার-ই আশে
জানে তা' সে মনে মনে॥

মিছে নাহি পিছে চাহি
চলে যাও পথ বাহি
দেখবে শেষে পড়বে এসে
লুটিয়ে তব চরণে।

নারীর দান

—শ্রীপ্রিয়লাল দাস

নারীর হৃদয়টা বোধ হয় চাঁদের আলো দিয়ে গড়া। রাতের বেলা সারা জগত যখন ঘুমোয় চাঁদের আলো তখন ফুটে বেরোয়। বিনিদ্র জননীর বাৎসল্য প্রেম ও রাতের বেলা ঘুমন্ত শিশুকে ঘিরে রাখে। পাগল কবি ছাড়া কে আর চাঁদের আলোয় ডুবে থাকে? কয় জন পুরুষ নারী হৃদয়ের জোয়ার ভাটার খবর রাখে? বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডে বাস্তবিক অপ্রকাশিতের-ই সংখ্যা সর্ব্বাপেক্ষা বেশী! যুগ যুগান্তরের পরে মানুষ কণা মাত্র রেডিয়ম্ আবিষ্কার করেছে। কোথায় কোন্ দেশে ভূগর্ভে কিসের খনি বক্ষের রত্ন সম্ভার লুকিয়ে রেখেছে তা' আমরা জানি না। মহাসাগরের কোথায় দ্বীপপুঞ্জ মাথা তুলে রয়েছে কলম্বসের অনুসরণকারিরা তার সংবাদ আজ পর্য্যন্ত পায় নি। অজ্ঞাত কত উৎকৃষ্ট কবি জন্মেছে তাদের অ-প্রকাশিত রচনা অজ্ঞাত অবস্থাতে-ই কীটের দংশনে লোপ পেয়েছে। লুপ্ত কবিতা উদ্ধার করবার জন্তে এ দেশে একটু উৎসাহ দেখা দিয়েছে বটে, কিন্তু বাঙ্গালা ভাষার কাব্য-জগতে এখনো অজ্ঞাত মহিলা কবির অ-প্রকাশিত রচনা সংগ্রহ করা যে দরকার সে কথা কারো মনে স্থান পেয়েছে বলে বোধ হয় না। অবগুণ্ঠনবতী কুলবধূর দান যেন অবরোধের বাহিরে অবস্থিত কাব্য-সংসারে প্রতিষ্ঠা লাভ করবার অধিকার হতে চিরকাল বঞ্চিত থাকবে। পুরুষ-শাসিত সাহিত্য-সমাজের এর চেয়ে দুর্ণাম আর কি হতে পারে? বাস্তবিক কাব্য-জগতে নারীর দানকে উপেক্ষা করা-ই যেন বাঙ্গালী সাহিত্যিকের কর্ত্তব্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। স্বাধীনতা লাভেচ্ছু উদ্যম-শীল মহিলা-কবিরা যদিও আজ কাল ধীরে ধীরে মাসিক পত্রিকা ক্ষেত্রে অগ্রসর হচ্চেন, সেটা কিন্তু পুরুষ সাহিত্যিকদের কৃপায় নয়! সাধারণ শ্রেণীর পাঠক কাব্য জগতে নারীর দান সাগ্রহে গ্রহণ করতে না পারলে বোধ হয় সম্পাদক ও প্রকাশকগণ মহিলা-কবিকে আমল দিতেন না। অজ্ঞাত মহিলা-কবিরা ও তাঁদের অ-প্রকাশিত অসংখ্য অতি উৎকৃষ্ট রচনা কিন্তু খনির অন্ধকারে-ই থেকে যাবে। পুরুষ সাহিত্যিকরা বাঙ্গলা দেশে বিদেশী পদ্য ও গদ্য লেখকগণকে মাথায় করে নাচ্‌বেন তবু ঘরের মেয়েদের প্রতি ভ্রূক্ষেপ ক'রবেন না। বহু বৎসর পূর্ব্বে (১৩২৯ সালে) আমার জনৈক বন্ধু একদিন কাগজে লেখা একটি কবিতা আমাকে দিয়ে ব'লেছিলেন, "প্রিয়-দা" দেখুন ত, লেখাটা কি রকম হ'য়েছে?" আমি পড়ে বল্লাম "বাঃ চমৎকার কবিতা! এ ত তোমার গৃহিণী তোমার উদ্দেশ্তেই লিখেছেন দেখছি।" "হাঁ, কিন্তু কাগজখানা আমি তার ডেস্ক থেকে চুরি করে এনেছি। আমি জানতাম না যে, আমার অজ্ঞাতসারে সে কবিতা লেখে।" আমি সেই কবিতাটির নকল রেখে কাগজখানি বন্ধুকে ফিরিয়ে দিই। কবিতাটি আমি মাসিক পত্রিকায় ছাপাতে চাইলে কবি তাহাতে সম্মত হলেন না। বহু বৎসর যাবত ক্রমাগত অনুরোধের ফলে শেষে বিরক্ত হয়ে বলে পাঠালেন, রচয়িত্রী ও তাঁর স্বামীর নাম গোপন রেখে আমি কবিতাটি ছাপাতে পারি সে আজ পাঁচ বৎসরের কথা। সেইজন্য এত দিন পরে কাব্য ভাণ্ডারে নারী হৃদয়ের সে দানের কথা উল্লেখ করতে ও তৎসঙ্গে কবিতাটি প্রকাশিত করতে সাহসী হয়েছি।

স্মৃতির আলো

স্মরণীয় হয়ে আছে কৈশোরের একটি রজনী
মদির জ্যোছনা তলে সুপ্ত ছিল সেদিন ধরণী।
ধূলি-ম্লান দিগ্‌বলয়ে নীলাভাস উঠেছিল ফুটি,
সমীর আকুল স্বনে ধরা-বক্ষে পড়েছিল লুটি।
তরল রজত-মেঘ তারকার উপরে পড়িয়া
ক্ষণে ক্ষণে স্নিগ্ধ জ্যোতিঃ দিতেছিল অদৃশ্য করিয়া।
পরিপূর্ণ জ্যোছনায় ঊষা ভ্রম করিয়া অন্তরে,
বায়স ডাকিতেছিল নারিকেল তরুর উপরে।

অদূরে পল্লীপথ-বক্ষে শশি-কর শত চূর্ণ হয়ে
সমীর-হিল্লোলে ভাসি দূর পথে যেতেছিল ব'য়ে।
খুলে দিয়ে বাতায়ন দাঁড়াইয়া নিদাঘ-কাতরা
হেরিতেছিলাম আমি ধরণীর শোভা মনোহরা।
শীতল অনিল আসি উড়াইয়া মাথার বসন,
সাদরে করিতেছিল শিরে মম স্নেহ-পরশন।
সুপ্ত চক্ষে নিদ্রা নাই—দৃষ্টি ছিল নীহারিকা-পথে,
হৃদয় ভাসিতেছিল অনাবিল আনন্দের স্রোতে।

সহসা ফিরায়ে আঁখি হেরিলাম শয্যার উপরে
জীবন-দেবতা মোর অচেতন সুখ-সুপ্তি ঘোরে।
রুচির ললাট তলে আঁখি দুটি মুদিত পল্লব,
সারা দেহখানি ভরা মধুর লাবণ্য অভিনব।
সুষুপ্ত মুখের' পর জ্যোতিঃ ভাসে চারু চাঁদিমার,
চাহিয়া চাহিয়া আমি হারালাম সংজ্ঞা আপনার।
ভুলিলাম বসুন্ধরা—ভুলিলাম শোভনা প্রকৃতি
নিমেষে নিভিয়া গেল কৌমুদীর সুমধুর জ্যোঃতি।
আঁখি তলে ছিল শুধু দেবতার অমর প্রতিমা,
হৃদয়ে জাগিতেছিল সে ছবির অপূর্ব্ব মহিমা।
এত রূপ—এত শোভা বিশ্ব মাঝে হেরি নাই আর,
মানব সুন্দর এত ? চিত্র এ যে কবি-কল্পনার।
লুটিয়া পড়িতে পায় হৃদয়ে জাগিল অভিলাষ,
নিদ্রা ভাঙিবার ভয়ে বাসনারে করিনু বিনাশ।
প্রথম সে দিন আমি মুগ্ধ চোখে হেরিনু সখারে,
স্মৃতির সে চিত্র আজ চির দীপ্ত আমার অন্তরে।

[১৫ই বৈশাখ ১৩২৯ সালে রচিত, বেলা ১২টা হইতে ১টা পর্য্যন্ত]

কে জানে অবরোধের মধ্যে কত শিক্ষিতা মহিলা নারী-হৃদয়ের এই প্রকার দান ডেস্কের ভিতর লুকিয়ে রেখেছেন ? বাঙ্গালী গৃহস্থের ঘরে কুলবধূরা অবসর কালে লোক নয়নের অন্তরালে গার্হস্থ্য প্রেমের যে সকল চিত্র অঙ্কিত করেন মাইনর কবির লেখনী প্রসূত তৃতীয় শ্রেণীর রচনা হইলেও সেই চিত্র গুলির মূল্য সমধিক। এই শ্রেণীর মূক প্রেমের চিত্রে কল্পনার প্রভাব আদৌ নাই। এতে আছে বাস্তবতা ও আন্তরিকতা, গভীরতা ও অনাবিল ভাব—সৌন্দর্য্য। মানুষ প্রস্তরময় ট্যাবলেটে, সংবাদ পত্রের স্তম্ভে ধনীর নাম ও দানের বহর দেখে বাহবা দিতে শিখেছে। যে অতি দরিদ্র তার একটা আধলা অন্নহীনের নিকট যে কত মূল্যবান দান তা' আমরা ভেবে দেখি না। নারী হৃদয়ের এক বিন্দু দানের মূল্য ও বুভুক্ষু আত্মীয় স্বজন ছাড়া অপরে বুঝে না। বাস্তবিক, বিশ্ব-জোড়া মানব-সংসার যে বেঁচে আছে সে কেবল নারী হৃদয়ের বিন্দু বিন্দু গুপ্ত দানের কৃপায়—নামজাদা কবির-সংস্করণ-বহুল কবিতাবলীর মারফত নয়। হৃদয়হীনের দেশে বাপের নাম, বংশের নাম জমিদারির আয়, পেশাদার সমালোচকের মন্তব্য, পাঠ্য পুস্তক নির্ব্বাচন সমিতির সার্টিফিকেট, বড় কবি লেখক রাজকর্ম্মচারীর আশীর্ব্বচন, ব্যবসাদার প্রকাশকের বিজ্ঞাপন দেখে কবি ও কবিতার মূল্য ধার্য্য হয়। অজ্ঞাত যোদ্ধার নাম এদেশে কেহ জানে না, জানতেও চায় না। অথচ অজ্ঞাত যোদ্ধার ন্যায় অসংখ্য অজ্ঞাত মহিলা-কবি দুঃখময় জাতীয় জীবনের প্রদীপ ঘরে ঘরে জ্বালিয়ে রেখেছেন। আমি সেইজন্য এ স্থলে চিরতরে নির্ব্বাপিত একটি ক্ষুদ্র আলোর অ-প্রকাশিত ইতিহাস লিপিবদ্ধ করে এদেশের অজ্ঞাত উপেক্ষিত মহিলা কবিদের প্রতি আমার শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করলাম।

সাধ

—বন্দে আলি মিয়া

আমি চাহি একেলা তোমায়,
বিজন ভুবনে মোর কেহ আর রবে নাকো
তুমি আমি রবো দু'জনায়।
তুমি বসে গান গাবে শুনিব আমি
আমার মুখেতে চাহি হাসিবে থামি,
তোমার আকুল কেশ আঙুলে চিরিব শুধু
কোনো কাজ রবে না কোথায়।

তুমি রবে সাথেতে আমার,
তোমাকে সুমুখে রাখি আঁকিব ছবিটি তব
সেই হবে মোর উপহার।
তুলিকার টানে টানে ফুটিবে রেখা
তারি মাঝে মুখ তব যাইবে দেখা—
আনত তরুণ মুখ—কপালে সিঁদুর জ্বলে
টানা টানা নয়ন তোমার।
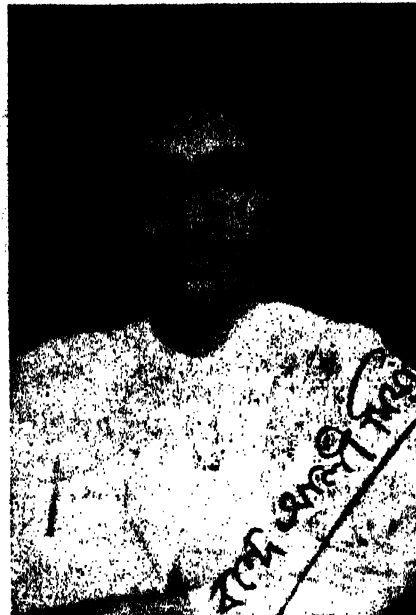
তুমি রবে ভরিয়া ভবন
বাঁধিব একটি নীড় দূর দেশে সযতনে
দু'জনার মিলিত স্বপন।
তুমি রবে গৃহ-কাজে আপন মনে
কবিতা লিখিব আমি সঙ্গোপনে
তুমি এসে সহসা গো পিছন হতে
ভেঙে দেবে মায়'-আলাপন।

মোরে ঘেরি রাখিও পরশ,
পাখীর পালক সম হাল্কা প্রহর মাঝে
দিনে রাতে নাচিবে হরষ।
আমার কোলের 'পরে রাখিয়া মাথা
শুনাইবে রূপকথা কাহিনী গাথা,
তোমার কথার স্বরে—আমার বাঁশীর সুরে
দিন হবে মধুর সরস।

পাটনা কলেজ বাংলা সাহিত্য-সম্মেলন—১৩৪১

সভাপতির অভিভাষণ

বন্ধু ও বান্ধবীগণ,

আপনারা আমাকে এই সম্মেলনের সভাপতিত্ব ক'রতে আহ্বান ক'রে যে গৌরব দিয়েছেন, তার জন্তে আপনাদের সকলের কাছে কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। নিজেকে এই কাজের অযোগ্য বিবেচনা করলেও, সে কথা ব'লবো না—কারণ, তাতে আপনাদের নির্ব্বাচন-নৈপুণ্য নিন্দিত হবে।

আপনারা বছর বছর সাহিত্য-উৎসবের জন্তে একটি দিন যে বিশেষভাবে নির্দ্দিষ্ট করেন, এ অত্যন্ত আনন্দের কথা। কিন্তু আমি আশা করি, বঙ্গবাণীর সেবা, মাত্র এই একদিনেই আপনারা সমাপ্ত করেন না। জীবনের প্রতিক্ষণই এর জন্তে আপনারা তৈরি, অধ্যয়ন করেন, অনুশীলন করেন, আলোচনা করেন—মায়ের দুধের সঙ্গে যে ভাষা আপনাদের কণ্ঠে গেছে, তাকে কোনো সময়েই ফাঁকি দেন না।

আপনাদের সাহিত্য-সাধনা সফল হোক্—অন্তরের সঙ্গে কামনা করি। সে সাধনার পথে কোনো বাধাতেই টল্‌বেন না, কোনো বিঘ্নকেই অলঙ্ঘ্য ভাব্‌বেন না। আপনাদের কত লোক ব'ল্‌বে এটা প'ড়োনা, ওটা প'ড়োনো, বেশ ভেবে চিন্তে বাছাই ক'রে বই প'ড়ো। আমি ব'ল্‌ছি আপনারা সবই প'ড়বেন, কিছু বাদ দেবেন না—যা মনকে পীড়া দেবে তা পরিত্যাগ ক'রতে মনই আপনাদের ব'ল্‌বে। সু ও কু দুইয়েরই জ্ঞান না থাকলে, দুটোর পার্থক্য বুঝবেন কি ক'রে? যে মানুষ কখনো চুরির সুবিধে পায়নি, তার সাধুতার মূল্য নেই। লোভের মাঝে থেকে যে মানুষ লোভকে জয় ক'রতে

সভাপতি—শ্রীগিরিজাকুমার বসু

পারে, কাটিয়ে উঠতে পারে,সেই যথার্থ সাধু।

ইচ্ছে ক'রলেও আজ বাংলা ভাষাকে আর নীচু করা যাবে না। রবীন্দ্রনাথ এসেছেন, শরৎচন্দ্র এসেছেন, বঙ্কিমচন্দ্র এসেছিলেন, এ ভাষার আর মার নেই। বিশেষ ক'রে রবীন্দ্রনাথের জন্তে আজ আমাদের ভাষা ছন্দে ভাবে, ভাষায়, রসে, মাধুর্য্যে কী মনোজ্ঞই না দাঁড়িয়েছে। মনের যে কোনো চিন্তাই আজ সে ভাষায় বিস্ময়কর সৌন্দর্য্যে মণ্ডিত ক'রে প্রকাশ করা যায়। তার কোনো দিকই আপনারা বাদ দেবেন না, শুধু পূর্ণিমার নয়, অমাবস্যারও একটা মনোহারিণী মূর্ত্তি আছে।

অনেক কলেজের ছাত্রছাত্রীকে দেখেছি ও জানি। বলতে দুঃখিত হচ্ছি—তাঁরা দেশের সাহিত্য ভালো ক'রে না প'ড়েই সাহিত্যিকের যশোলাভ ক'রতে চান। বৈষ্ণব পদাবলী আজকালকার অনেক ছাত্রছাত্রী পড়েন নি, ভারতচন্দ্রের নাম জানেন মাত্র, ঘনরামের নামও শোনেন নি। এমন কি ফ্যাশানের জন্তে, যাঁরা রবীন্দ্র-কাব্যের কথা উঠলেই আবেশে চোখ বুজোন, আবেগে কণ্ঠ ভারি করেন, আকুলতায় উদ্বেল হন, তাঁদের অনেকেই ভালো ক'রে রবীন্দ্র-সাহিত্য পড়েন নি: চাতুরী বা বাগাড়ম্বরের দ্বারা সাহিত্য-খ্যাতি অর্জ্জন করা যায় না। অনেক শ্রম, অনেক সঞ্চয়, অনেক অধ্যবসায় চাই, সাহিত্য-রচনার জন্তে নিজেকে যোগ্য ক'রতে হ'লে।

কবিতার বেলা অবশ্য শুধু তাতে হবে না। চাই সূক্ষ্ম রসবোধ, চাই তীক্ষ্ণ চোখ, কাণ আর মন। শুক্‌নো পাতার ওপর দিয়ে আপনারা অনেক সময়েই অনেকে নিশ্চয়ই চ'লেছেন, কিন্তু তার শব্দ ক' জনের কাছে পৌঁচেছে? পৌঁছলেও ক'জনের মন তার বাণী গ্রহণ ক'রেছে?

What to you is nothing, is to the poet—a Sign, a Symbol, a higher hieroglyphic of nature. আপনাদের কাছে—ছাত্র ও ছাত্রী উভয় দলের কাছেই—আমার এই নিবেদন, কবিতা লেখার চেষ্টা সকলে ক'রবেন না! যে জিনিষটা খুবই কঠিন, সে জিনিষটাকেই আমরা খুব সহজ ব'লে মনে করি। পত্র পত্রিকার সম্পাদকদের জিগ্যেস ক'রলেই জান্‌তে পারবেন যে যত রচনা তাঁদের হস্তগত হয়, তার মধ্যে শতকরা নিরানব্বইটির নাম দেওয়া হয় কবিতা এবং সেই নিরানব্বইটির মধ্যে প্রায় আটানব্বইটি কবিতা একেবারেই নয়। তাই একান্ত অনুরোধ যে চণ্ডীদাস, মধুসূদন, রবীন্দ্রনাথের

দেশে কবিতার অমর্য্যাদা যেন আপনারা না করেন। কবিতা, গল্প, উপন্যাস লেখবার শক্তি যাঁদের আছে তাঁরা লিখুন, তা ছাড়াও তো লেখার অনেক জিনিস আছে, বাকি লোক সেদিকে মন দিন। অপর ভাষার সাহিত্য থেকে ভালো ভালো গ্রন্থের অনুবাদ তাঁরা করুন, যে স্থানে তাঁরা বাস করেন সেখানকার কীর্ত্তির কাহিনী সংগ্রহ ক'রে তাঁরা প্রকাশ করুন, দেশকে যাঁরা ধন্য করেছেন তাঁদের পরিচয় আহরণ করুন।

পুরুষদের মধ্যে বীণাপাণির বরে যাঁরা কবি-খ্যাতি পেয়েছেন, তাঁদের সংখ্যা খুব কম হলেও, জন কতকের নাম করা যায়। কিন্তু নাম করলুম না এইজন্যে যে যাঁদের উল্লেখ হবে না, তাঁদের অপ্রীতির ফলে বন্ধুবিচ্ছেদ ঘটবে। ক্ষোভের কথা, মেয়েদের মধ্যে পাঁচটির বেশী উল্লেখযোগ্য নাম আমি খুঁজে পাচ্ছি না। প্রিয়ম্বদা দেবী,রাধারাণী দেবী, অপরাজিতা দেবী, নীলিমা দাস ও প্রতিভা ঘোষ। এ আমার ব্যক্তিগত মত, আর কারুর মতের সঙ্গে না মিললে চঞ্চল হবো না, তর্ক করবো না।

তা ছাড়া প্রবন্ধ লেখবার আরও অনেক বিষয় আছে, যেমন ধরুন, সহশিক্ষা। সহশিক্ষা আপনাদের এখানে আছে কিনা জানি না। আমি তার সমর্থন করে প্রবন্ধ লিখেছি, আপনাদের কারুর হয়তো তা দৃষ্টি-গোচর হয়ে থাকবে। আমার যে সব বোনেরা আজ এখানে এই সম্মেলনে উপস্থিত আছেন, তাঁদের আমি বলতে চাই—সহশিক্ষা ভালো নয়, কেউ একথা বললেই যেন তারা মেনে নিতে না চান। যুক্তির দ্বারা, বুদ্ধির দ্বারা, বিচারের দ্বারা সমস্তাটিকে পরীক্ষা ক'রে যদি তাঁরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে সহশিক্ষা সমাজ ও দেশের পক্ষে হিতকর নয়, তবে তাঁরা তার বিপক্ষতা করুন। তিনি যত বড়ো ব্যক্তি-ই হোন্ না কেন, কোন ব্যক্তি এর অযথা বিরোধী বলে বা বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো শক্তিমান ও বিরাট প্রতিষ্ঠানের এতে আপত্তি আছে বলে— তাঁদের মত যদি সহশিক্ষার স্বপক্ষে হয়, তবে সে মত উচ্চকণ্ঠে প্রচারিত করতে তাঁরা যেন কুণ্ঠিতা না হন। যা সঙ্গত, যা নির্দ্দোষ, যা মনকে উদার করে—এমন কোন বিষয়ে কোন নিষেধকেই সামনে দাঁড়াতে তাঁরা যেন না দেন। বরাবর যা হয়নি, আজ তা কেন হবে, কেবল এই যুক্তিহীন মন্তব্যে বিচলিত হয়ে কোনদিকে কোন সঙ্কীর্ণতাকে হৃদয়ে পোষণ যেন তাঁরা না করেন।

কবি-বন্ধু হেমেন্দ্রকুমার রায়ের ভাষায় বলি :—

বাংলা দেশের শ্যামলা মেয়ে,
গা তোলো গো, চোখ মেল',
পাতালপুরীর গর্ত্ত ছেড়ে,
আলোকপুরীর দোর ঠেল,
জাগো আমার স্ত্রী জননী,
জাগো আমার বোন মেয়ে,
দেখ্‌ছনা কি আলোর কমল
ফুট্‌ছে কাদের মুখ চেয়ে?
বাংলা দেশের শ্যামল মেয়ে,
ঘুমিয়ো না আর ঘুমিয়ো না,
গাম্‌লামুখো আমলাগুলোয়
মাম্‌লা তোমার শুনিয়ো না,
বাংলা দেশের শ্যামলা মেয়ে,
উঠুক তোমার চোখ রেঙে।
স্মার্ত্ত রঘু, মনুর বিধান,
পায়ের চাপে দাও ভেঙে।

গতানুগতিককে অন্ধভাবে অনুসরণ করার প্রসঙ্গে একটা কথা মনে পড়লো। আমাদের মেয়েরা নিজের নাম লেখবার সময় তার আগে 'শ্রীমতী' বসান কেন? অপরে 'শ্রীমতী' সংযুক্ত ক'রে অবশ্য তাঁদের নাম লিখতে পারেন। আমি তা'হলে নিজের নাম লিখে তার আগে 'শ্রীমান' যোগ করবো না কেন? অভিধানে লিখছে, জীবিত ব্যক্তির নামের পূর্ব্বে 'শ্রী' লিখতে হয়। 'ব্যক্তি' অর্থাৎ স্ত্রী ও পুরুষ উভয়েই। অবিবাহিতা মেয়েরা আবার নামের আগে 'কুমারী' লেখেন। ওটা আমাদের প্রথা নয়; বিলিতি 'miss'এর বাংলায় অনুকরণ ও অনুবাদ। জীবিত ব্যক্তির নামের পূর্ব্বে যখন 'শ্রী' লেখার বিধান তখন পুরুষ এবং বিবাহিতা অবিবাহিতা মেয়ে সকলেরই শুধু 'শ্রী' ব্যবহার করা উচিত। তা ছাড়া 'কুমারী', কোনো মেয়ে তাঁর নামের আগে লিখলে মনে হয়, তিনি যে 'কুমারী' সে কথা তিনি কোনো কারণে সকলকে জানাতে চান। এমন দুরভিসন্ধির ইঙ্গিত তাঁরা কেন ঘাড় পেতে নেবেন?

বাংলা ভাষার ব্যাকরণ রচিত হওয়া বিশেষ আবশ্যক হ'য়ে পড়েছে। আমার অনুজোপম সুহৃদ শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় সে কাজে রত আছেন জেনে সুখী হলুম। 'তোমার সঙ্গে আমি যাবো'—এই বাক্যাংশের 'তোমার' parse ক'রবেন কি ব'লে? 'দুদিন ধরে জ্বরে ভুগলুম' এখানে 'দিন'-ই বা parse ক'রবেন কি ক'রে? এমন সব মুস্কিলের মীমাংসার জন্যে বাংলা ভাষার ব্যাকরণ পথ দেখাক্।

আমার বাণীব্রত ভাইদের উদ্দেশ ক'রে সাহিত্য-চর্চ্চা সম্বন্ধে যে কথা বলেছি, বাণী-অনুরাগিণী আমার বোনদের প্রতিও তা প্রযুজ্য। শুধু তাঁদের একটা কথা স্মরণ রাখতে অনুরোধ করি। মেয়েরা শুধু আমাদের প্রণয়িনী নন্—তাঁরা আমাদের মাতা, জায়া, কন্যা, ভগ্নী। যে সাহিত্য তাঁদের হাব-ভাবময়ী প্রণয়িনীর মূর্ত্তিই কেবল চিত্রিত করে, তেমন সাহিত্যকে শাসন বা দলন ক'রতে তাঁরা যেন একটুও দেরী না করেন।

আপনারা শুনে আনন্দিত হবেন যে বাংলা ভাষায় ইংরাজী শব্দ লিখনের বিষয়ে বিশেষজ্ঞরা চিন্তা করছেন। আমার শ্রদ্ধাস্পদ বন্ধু শ্রীযুক্ত রাজশেখর বসু আমাকে এ সম্বন্ধে তাঁর চিন্তার ফলাফল কিছু জানিয়েছেন। তিনিই এ বিষয়ে অগ্রণী। আপনারা তাঁকে এই কাজে সাহায্য করলে, তিনি খুসী হবেন—আমি নিশ্চয় জানি।

আপনাদের অনেক সময় নিলুম। এই সম্মেলনের উপযুক্ত অভিভাষণ হয়তো আমার নয়। আমার অসম্পূর্ণতা আপনারা পুরিয়ে নেবেন। আপনারা আমাকে যে আদর আপ্যায়ন ক'রেছেন, যে সম্মান দিয়েছেন, তার জন্যে আপনাদের কাছে চিরদিন

ভালোবাসার ঋণ আমার রইল'। সে ঋণ একেবারে শোধ কখনো হবে না,তবে আংশিকভাবে শোধ করবার জন্তে আপনারা আমাকে অতি বড়ো অসাধ্য কাজ করতে বললেও ক'রবো। যদি বলেন নীলিমাকে টেনে এনে বুকে ধ'রতে হবে, তাতেও আমি পশ্চাৎপদ হবো না। আর আমার বলবার কিছু নেই। আপনাদের ধৈর্য্যের প্রশংসা করে, বিশ্ববরেণ্য কবির ভাষায় আমার এই অভিভাষণ শেষ ক'র্লুম :—

এই তীর্থ-দেবতার ধরণীর মন্দির প্রাঙ্গণে
যে পূজার পুষ্পাঞ্জলি সাজাইনু সযত্ন চয়নে
সায়াহ্নের শেষ আয়োজন ; যে পূর্ণ প্রণামখানি
মোর সারা জীবনের অন্তরের অনির্ব্বাণ বাণী
জ্বালায়ে রাখিয়া গেনু আরতির সন্ধ্যা-দীপ মুখে
সে আমার নিবেদন তোমাদের সবার সম্মুখে
হে মোর অতিথি যত !

তোমরা এসেছ এ জীবনে
কেহ প্রাতে, কেহ রাতে,
বসন্তে, শ্রাবণ-বরিষণে ;
কারো হাতে বীণা ছিল,
কেহ বা কম্পিত দীপশিখা
এনেছিলে মোর ঘরে ; দ্বার খুলে দুরন্ত ঝটিকা
বারবার এনেছ প্রাঙ্গণে। যখন গিয়েছ চলে
দেবতার পদচিহ্ন রেখে গেছ মোর গৃহতলে।
আমার দেবতা নিল তোমাদের সকলের নাম ;
রহিল পূজায় মোর তোমাদের সবারে প্রণাম।

—শ্রীগিরিজাকুমার বসু

গান

—শ্রীহরিপদ গুহ

তোমারে ছাড়িয়া একা
থাকি কেমনে ?
পুরাণো ব্যথা যত
জাগে গো মনে !
দু'দিনের হাসি খেলা,
ভেঙে গেল সব মেলা,
মুকুলে ঝরে গেল
কুসুম বনে।
তোমারে ছাড়িয়া একা
থাকি কেমনে

রসরঙ্গ

—শ্রীনীহার গুপ্ত

বর "পন" টন সব এক রকম ঠিক হইয়া গেল, কন্যার পিতা একটু ইতস্ততঃ করিতে লাগিল। পাত্রের পিতা তাঁহার সেই আমতা আমতা ভাব দেখিয়া কহিল ; বলুন না আপনি কি বলতে চান ?—

পাত্রীর পিতা—না কথাটা তেমন বিশেষ কিছু নয় তবে আমার মনে হয় সব কিছুই আপনাকে আগে থেকে জানিয়ে রাখাই ভাল। এই ব'লছিলাম কি, মেয়েটার একটা চোখে একটু দোষ আছে ; তেমন ভাল দৃষ্টি চলে না। তা—

পাত্রের পিতা—না, না তার জন্তে আর কি ?—একটা চোখ ত' আছে তা হ'লেই হলো—আমার ছেলের যে একটা চোখও নেই। আপনার মেয়ের তবু একটা চোখ আছে !

*

লোকে বলত' লক্ষীকান্তবাবু "প্রহ্লাদ-চরিত্র" পালাটা এমন গান, যে শোনে সেই নাকি কেঁদে আকুল হয় ! একজন ভদ্রলোক শোনা অবধি তাঁর বড় ইচ্ছা হ'ল লক্ষীকান্ত বাবুর "প্রহ্লাদ চরিত্র" পালা গানটা একটী বার অন্ততঃ শোনেন। সহসা একদিন তিনি একজনের মুখে শুন্লেন পাশের গাঁয়ে লক্ষী-কান্তবাবুর ঐ "প্রহ্লাদ চরিত্র" পালা গাওয়া হবে। তিনি ত' সকলের আগেই স্থান দখল করে ব'স্লেন। দুর্ভাগ্য বশতঃ সেদিন লক্ষীকান্তবাবু অসুস্থতার জন্ত আসতে পারলেন না ; এবং ফলে অন্ত একজনকে তাঁর পার্ট টা ব'লতে হ'ল। যা হোক যাত্রা গান আরম্ভ হবার অল্পক্ষণ বাদেই সে ভদ্র লোক হাউ হাউ ক'রে কাঁদতে আরম্ভ করলেন। পাশের এক ভদ্রলোক তাঁর কান্না শুনে শুধালেন—আপনি অত কাঁদছেন কেন !

ভদ্র লোক চোখ মুছতে মুছতে বললেন—আহা লক্ষীকান্তবাবুর গাওয়া শুনে না কেঁদে কি থাকা যায়

—কিন্তু লক্ষীকান্তবাবু নিজে নামলে এ পার্ট টা যা হতো !

—সে কি, তবে এ ভদ্রলোক ?

—আজ্ঞে ইনি হচ্ছেন তাঁর-ই এক মামাত ভাই।

*

স্বামী—আঃ, চুপ কর। পাশের ঘরে দাদা শুয়ে আছেন। জেগে উঠলে কি ভাববেন বলত—

স্ত্রী—জেগে উঠে যাতে শুনতে পান সেই জন্তেই ত' এত জোরে জোরে বলছি নইলে আমারই বা চেঁচিয়ে লাভ কি ?

—০—

কি কারণে ?

—শ্রীসুজাতা সিংহ

তুমি মোরে দিয়াছ বিদায়,
আমি কিছু বলি নাই
না বুঝিয়া বেদনাই
তুমি সরে গেলে নিরালায় ;
বাজে না কি তবু ও হিয়ায় ?

*

কি ভুল বুঝেছ তুমি বল ?
নীরবে গোপন থেকে
সে ব্যথাটি গেলে রেখে
সে ব্যথায় আঁখি ছল' ছল'।
পাষাণ কি ? কিছুতে না গল'।

*

আমার কবিতা পড়ে যদি—
ফুরায় মুখের ভাষা,
দিতে ছোট ভালোবাসা
আঁখি জলে ভাসো নিরবধি।
মরুমনে বয়ে যাবে নদী।

*

আখিজল মানে না বারণ,
স্নেহ গেল, কি এর কারণ ?

ঘরে

গেল বুধবার থেকে ক'ল্‌কাতায় দ্বাদশ প্রবাসী বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনের উৎসবাদি সুরু হ'য়েছে। বিশেষ বিবরণ আমরা পরে দোবো।

•

গেল ২৪শে ডিসেম্বর শান্তি-নিকেতনে খৃষ্ট জন্মোৎসব হ'য়ে গেছে। কবীন্দ্র রবীন্দ্র নাথ বলেন 'আসুন যীশুকে আমরা সকলে প্রণাম জানাই—তিনি অমর প্রেমের আদর্শ আমাদের সাম্‌নে ধ'রেছিলেন।" রাম রহিম না জুদা করো

•

গেল সোমবার ত্রিবাঙ্কুরের মহারাজা তাঁর ক'ল্‌কাতার আবাসে বড়লাট ও বড়লাট পত্নীকে ভোজ দিয়েছিলেন। Carrying coal to New Castle.

•

শ্রীযুক্ত এম, এ আজম (বি, এস, সি ক'ল্‌কাতা; এম, এস, সি, আলিগড়) বঙ্গ সাহিত্য মহামণ্ডলের দ্বারা 'সাহিত্য বিশারদ' উপাধিতে ভূষিত হ'য়েছেন জেনে সুখী হ'লুম। আমরা তাঁকে অভিনন্দন জানাচ্ছি।

•

ক'ল্‌কাতার একজন কবিরাজ লিলুয়ায় "উন্মাদ আশ্রম' খুলবেন। অনেক চেনা লোককেই সেখানে দেখা যাবে নিশ্চয়।

•

স্ত্রী ও শালীকে হত্যা করবার জন্যে মুলতানের হুকুম সিং-এর প্রাণ দণ্ড হ'য়েছে। একজনকে খুন ক'র্‌লে কারণ বোঝা যেত।

•

পাব্‌নার বাজারে যে সব আলো আছে সেখানকার মিউনিসিপ্যালিটি সে সব আর জ্বালাবেন না পাব্‌নার আলো নিভ্‌লো।

বাইরে

হিট্‌লারের ডেপুটি, ইউরোপে শান্তি স্থাপনার জন্যে তাঁর কর্তার প্রশস্তি ক'রেছেন। যো হুকুম, হুজুর।

•

লটারি আইনের ব্যতিক্রম করবার জন্যে পার্লামেন্টের দুজন সভ্যকে ৫০ ও ২৫ পাউণ্ড জরিমানা দিতে হ'য়েছে! ওদেশে বিচার মানুষ বাছে না।

•

তাঁর বড়োদিনের বাণীতে সম্রাট ভারতের প্রতি তাঁর প্রীতি জানিয়েছেন। সে প্রীতি সার্থক হোক্।

•

মোহম্মদ গাজি নামক একজন তরুণ মিশরীয় মিস্ত্রী তিন বছর আগে ছ'ফুট লম্বা, ছিল। কোনো বাড়ী গাঁথবার সময় সে ওপর থেকে পড়ে গিয়ে মাথায় আঘাত পায়; তারপর থেকে সে দৈর্ঘ্যে বেড়েছে, ডাক্তাররা থামাতে পারেন নি। এখন সে ন'ফুট লম্বা, পৃথিবীর দীর্ঘতম মানুষ। মিশরে কি রূপ-চাঁদ পক্ষীর আড্ডা আছে?

—০—

গান

—শ্রীমতী পূর্ণশশী দেবী

উর্দ্দু গানের বাংলা অনুবাদ (গজল)

মরণাহত প্রাণে—স্মৃতিটী কা'র
আজি থর্ থর্ কাঁপিছে হায়!
শান্তির এ ঘুম চির অভাগার
কে এসে বাটীতে জাগালে হায়!
কে ছুঁড়িল ফুল এমন জোরে
জীর্ণ এ নিরালা সমাধি পরে?
দীর্ণ হিয়াখানি ব্যথায় জর জর
কে গো! সে নিঠুর কাঁদালে তায়?

আবার বাজাও বাঁশী

—শ্রীমতী স্বর্ণপ্রভা দেবী

পথিক তুমি আবার বাজাও বাঁশী—
আবার গাহ গান।
কাঁদন-ঢালা করুণ সুরের রাশি
আজকে কেন ম্লান।
বিজনে একা পথের পাশে
বসিয়া আছো কাহার আশে
করিছ চাহি সুনীলাকাশে
কিসের সন্ধান।
কাহার পরে তোমার হেন
অটল অভিমান॥
পথিক তব গলায় যে ওই দোলে
বকুল মালাখানি।
তার-ই স্মৃতি আজ কি হৃদয় তলে
কহে অতীত বাণী?
কোন্ খেয়ালী মনের ভুলে
কণ্ঠ হ'তে মালিকা খুলে
দুলিয়ে ছিল তোমার গলে
পুলক ভরা লাজে।
পরশ তারি আজ কি বুকে,
গভীর হয়ে বাজে॥
পথিক তব রঙিন অধর হতে
মধুর হাসি রেখা।
কাহার নিঠুর নিমেষ আঁখি পাতে
মুছেছে তার লেখা।
সুনীল দুটী নয়ন কোনে
উছলে বারি কোন্ বেদনে
কাহার লাগি গভীর বনে,
তৃণ কুটীর-বাঁধা।
কে সে, তোমার চলার পথে
আন্‌ল হেন বাধা॥
পথিক তুমি আবার গাহ গান
অমিয়-ঝরা সুরে।
ভরিয়ে তোলো পুলকে মন প্রাণ
বেদনা যাক্ দূরে।
নবীন আশার জ্বালাও বাতি
হর্ষে হিয়া উঠুক মাতি
ফেল্‌তে পলক দুখের রাতি
হউক অবসান—
তরুণ প্রাতে সুরের সাথে
জাগিয়ে তোলো প্রাণ॥

নাট্যমণ্ডপ

—অভিমন্যু

"চণ্ডীদাসে" রামীর ভূমিকায় শ্রীমতী উমাশশী

১৯৩৪ সাল চলিয়া গেল, ১৯৩৫ সাল আসিল। গত বৎসর পর্দ্দায় যে বাংলা ও হিন্দী ছবি ও রঙ্গমঞ্চে যে নাটকাভিনয় হইয়াছে তাহার সঠিক তালিকা দিতে সাধ্যমত চেষ্টা করিব।

পর্দ্দা

নিউ থিয়েটার্স

ইহুদী-কী-লেড়কী (উর্দ্দু), রূপলেখা (বাংলা) মহব্বৎ-কী-কাহুটী (হিন্দী—রূপলেখার হিন্দী সংস্করণ) মহুয়া (বাংলা), পিত্রাদার্স (কার্টুন), এক্সকিউজ মি স্যার (বাংলা কমিক), চণ্ডীদাস (হিন্দী)। উল্লেখযোগ্য—ইহুদী-কী-লেড়কী, চণ্ডীদাস ও রূপলেখা।

ইষ্ট ইণ্ডিয়া ফিল্ম কোং

হিন্দী "সীতা"। আমাদের মনে হয় এখানি ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সবাক চিত্র।

কালী ফিল্মস্

"তরুণী", "ঋণমুক্তি", "তুলসীদাস" "মণিকাঞ্চন" (তিন রীলের কমিক) ও "আমিনা" (উর্দ্দু)। উল্লেখযোগ্য "তরুণী" ও "মণিকাঞ্চন।

ভারতলক্ষ্মী পিকচার্স

"চাঁদ সদাগর", "কেরাণী জীবন (২ রীলের কমিক), "শুভ ব্রাহ্মস্পর্শ" (কমিক), "রামায়ণ" (হিন্দী), "ভক্ত-কী-ভগবান" (হিন্দী), ইনসাফ কি-তোপ (উর্দ্দু)। উল্লেখযোগ্য "চাঁদ সদাগর"।

রাধা ফিল্ম কোং

"শচী দুলাল", "দক্ষযজ্ঞ" ও "রাজনটী বসন্ত সেনা"। উল্লেখযোগ্য "দক্ষযজ্ঞ"।

ম্যাডান থিয়েটার্স

"গরীব-কী-দুনিয়া"। উল্লেখযোগ্য মোটেই নয়।

অরোরা ফিল্ম কর্পোরেশান

"নিয়তি" (নির্ব্বাক)—চলনসই পর্য্যায়ের।

পাইওনীয়ার ফিল্ম

"মা" (বাংলা), "কন্যা বিক্রয়" (হিন্দী)। উল্লেখযোগ্য "মা"।

*

নিম্নলিখিত কোম্পানীগুলি কলিকাতায় নূতন জন্মগ্রহণ করিয়াছে :—

কোম্পানীর নাম—	প্রথম ছবির নাম—
এভারগ্রীণ পিক্চার্স	"শেষ পত্র"
মনোহর ও শঙ্কর ফিল্ম	"Divine Sacrifice" (উর্দ্দু)
হিন্দুস্থান সাউণ্ড ষ্টুডিও	"ঝড়ের যাত্রী"
নিউ টনফিল্ম	"আহ্-ই-মজলুমান"
বঙ্গলক্ষ্মী টকিজ লিঃ	এখনও ঠিক হয় নাই।

এই তো গেল কলিকাতা ষ্টুডিওর কথা :—এইবার বোম্বাই ছবি কতগুলি আসিয়াছে তাহার মোটামুটি হিসাব :—

সাগর ফিল্ম কোং—৪, অজন্তা সিনেটোন—৪, রঞ্জিৎ ফিল্ম—৮, অম্বিকা মুভীটোন—২, সরোজ মুভীটোন—৪, ইম্পিরীয়্যাল ফিল্ম কোং—৩, কুমার মুভীটোন—৩, ওয়াদিয়া মুভিটোন—৩, প্যারামাউণ্ট মুভীটোন—৩, বসন্ত মুভীটোন—২, জয়ন্ত পিক্চার্স—৪, বিষ্ণু সিনেটোন—২, ইষ্টার্ণ আর্টস—১, শ্রীকৃষ্ণ—১, গন্ধর্ব্ব সিনেটোন—২ সারদা মুভীটোন—২।

প্রভাত সিনেটোন—১, কোলহাপুর মহালক্ষ্মী সিনেটোন—২, ইহা ছাড়া দিগবীর সিনেটোন, সরস্বতী সিনেটোন, ওরিয়েণ্টাল টকীজ, জগন্নাথ সিনেটোন, জয়াদেবী সিনেটোন,সংসার মুভীটোন, প্রকাশ পিক্চার্স, মহারাষ্ট্র সিনেটোন, প্রত্যেকে একখানি করিয়া ছবি কলিকাতায় দেখাইয়াছেন।

হিমাংশু রায়ের ইংরাজী সবাক চিত্র "কর্ম্ম" পাশ্চাত্যে যথেষ্ট সমাদর পাইলেও এখানে সেরূপ আদৃত হয় নাই।

*

চিত্রায় "রাজনটী বসন্তসেনা"

রাধা ফিল্মের বহু বিজ্ঞাপিত "রাজনটী বসন্ত সেনা" ২২শে ডিসেম্বর চিত্রায় মুক্তিলাভ করিয়াছে।

ছবির গল্পটির development প্রথম হইতে বড় আল্‌গা। তাহার উপর টেম্পো অত্যন্ত slow হওয়ায় suspense সর্ব্বত্র বজায় থাকে নাই। গল্পটির আরম্ভ খুব সুন্দর হইয়াছে তবে শেষটি সেরূপ হয় নাই।

পরিচালক মহাশয়ের প্রতিভার স্ফুরণ মাঝে মাঝে দেখিতে পাওয়া যায়। বিশেষতঃ যখন নগরবাসীগণ বিদ্রোহী হইয়া উঠিল। জনতা পরিচালনা প্রশংসনীয়।

দৃশ্যপট বিষয়ে রাধা ফিল্ম কোং অবিমিশ্র প্রশংসার দাবী করিতে পারেন। এগুলি এমন সুন্দর সুরুচিসম্পন্ন হইয়াছে যে তাহাদের দক্ষযজ্ঞের সেটকেও হার মানাইয়াছে।

আলোকচিত্র ও শব্দ-নিয়ন্ত্রণ প্রশংসনায়।

অভিনয়ের মধ্যে দুর্ব্বৃত্ত অত্যাচারী রাজা রবি রায়ের অভিনয় খুবই হৃদয়গ্রাহী হইয়াছে। 'বসন্ত সেনায়'র ভূমিকায় শ্রীমতী বীণার অভিনয় হইয়াছে একেবারে তৃতীয় শ্রেণীর। আসল কথা তিনি অভিনয়ে একেবারেই প্রাণ সঞ্চার করিতে পারেন নাই। অথচ তিনি তাঁহার অভিনয়কলা দেখাইবার সুযোগ পাইয়াছেন যথেষ্ট—তাঁহার নাচটিওও আমাদের ভাল লাগে নাই। "দেবাদিত্যের" (বসন্ত সেনার প্রণয়ী ও নির্ব্বাসিত রাজা "আর্য্যকে"র আন্তরিক বন্ধু) ভূমিকায় শ্রীধীরাজ ভট্টাচার্য্যকে মানাইয়াছিল সুন্দর এবং অভিনয়ও হইয়াছে মনোজ্ঞ। নির্ব্বাসিত রাজা আর্য্যকের ভূমিকায় শ্রীফণী বর্ম্মা বেশ চরিত্রানুযায়ী অভিনয় করিয়াছেন। শ্রীতুলসী চক্রবর্ত্তীর অমাত্যও আমাদের ভাল লাগিয়াছে।

ছবিখানি তুলিতে প্রায় এক বৎসর সময় লাগিল। কার্য্যক্ষেত্রে আমরা যাহা দেখিলাম তাহাতে আমরা আশানুরূপ সন্তুষ্ট হইতে পারি নাই। আমরা পরিচালক চারু রায় ও রাধা ফিল্ম কোংর নিকট হইতে ইহাপেক্ষা ঢের জিনিষ বেশী আশা করিয়াছিলাম।

মঞ্চ

১৯৩৪ সালে কতগুলি নূতন নাটকের অভিনয় হইয়াছে তাহার তালিকা :—

নব নাট্য-মন্দির

অভিমানিনী, বিরাজ বৌ, সরমা, দশের দাবী ও বিজয়া।

নাট্য নিকেতন

স্বর্ণলঙ্কা ও চক্রব্যূহ।

রঙমহল

কাজরী, পতিব্রতা, বাংলার মেয়ে ও রাবণ।

মিনার্ভা

মারাঠামোগল ও বৈকুণ্ঠে বাজি।

নব নাট্য-মন্দিরে "বিজয়া"

শরৎচন্দ্রের সুপ্রসিদ্ধ উপন্যাস "দত্তা"র নাট্যরূপ এই "বিজয়া"। শরৎচন্দ্র স্বয়ং এই উপন্যাসখানির নাট্যরূপ দিয়াছেন। এবং নাট্যরূপ যে খুব উপাদেয় হইয়াছে তাহা বলাই বাহুল্য।

প্রয়োজনার দিক দিয়াও কোন খুঁত নজরে পড়িল না। দৃশ্যপট কর্ত্তৃপক্ষের মার্জ্জিত রুচির পরিচয় দেয়। বিশেষতঃ সাঁকোটি সত্যই সুন্দর হইয়াছে।

অভিনয়ের মধ্যে শিশিরকুমারের রাসবিহারি মাঝে মাঝে অতি অভিনয় দোষদুষ্ট হইলেও চমৎকার! রাসবিহারীর চাহিত জগদীশের মেয়ে বিজয়ার সম্পত্তি

—শ্রীশিশিরকুমার ভাদুড়ী

আত্মসাৎ করিতে, সেইজন্য সে তাহার ছেলে বিলাসের সহিত বিবাহ দিতে ইচ্ছুক ছিল, কিন্তু মুখে বিজয়াকে কিছু বলিতে পারিত না বরং এমন ভাব দেখাইত যে সে বিজয়ার নিতান্ত আপনার লোক। এই ভাবটি শিশিরকুমারের অভিনয়ে চমৎকার ফুটিয়াছে। "নরেন্দ্রে"র ভূমিকায় শ্রীবিশ্বনাথ ভাদুড়ীর সংযত ও সুন্দর অভিনয় আমাদের মুগ্ধ করিয়াছে। দাম্ভিক আত্মহঙ্কারী ভাবটি বিলাসের ভূমিকায় শ্রীশৈলেন চৌধুরীর অভিনয়ে মূর্ত্ত হইয়া উঠিয়াছে। 'পরেশ' রূপে শ্রীপঞ্চানন বন্দ্যোপাধ্যায়ের অভিনয় দেখিয়া মনে হইতেছিল যেন তিনি সত্যই সরল গ্রাম্যবালক 'পরেশ'। শ্রীশীতল পালের 'দয়াল'ও আমাদের ভাল লাগিয়াছে।

প্রধান ভূমিকায় অর্থাৎ 'বিজয়ার' ভূমিকায় শ্রীমতী কঙ্কাবতীর অভিনয়ে আমরা যুগপৎ বিস্মিত ও আনন্দিত হইয়াছি। তাঁহার নিকট হইতে আমরা এত সুন্দর অভিনয় আশা করি নাই। আমাদের মনে হয় "বিজয়া" তাঁহার নটী জীবনের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ভূমিকা!

প্রথম অভিনয় রজনীতে অনেকেই অপ্রস্তুত অবস্থায় রঙ্গাবতরণ করিয়াছিলেন কিন্তু পরে তাহা শোধরাইয়া গিয়া সকলের অভিনয় আরও মনোজ্ঞ হইয়াছে।

নাটকের আরম্ভ ও পরিণতিটিও আমাদের ভাল লাগিল। এবং ইহার মধ্যের সিচুয়েশান গুলিও বেশ হৃদয়গ্রাহী ও যেন জীবন্ত

সু-অভিনীত এমন একখানি সর্ব্বাঙ্গসুন্দর নাটক দেখিয়া বাস্তবিকই মনে অনেক তৃপ্তি পাইলাম।

—•—

গত ও আগত

—শ্রীমতী বেণু দেবী

রূপ আর বিরূপের কাহিনী
আজ আমি শুনিতে গো চাহি নি।
আঁখি পাতে ফাঁদ পাতা জানি গো
মরালের চলা তাও মানি গো।
অলকেতে বহে মোর ঝর্ণা
দেহলতা যেন সাত বর্ণা!
আঁচলে অচল মোর বিজলী
কত ব্যথা বেঁধে রাখে কাঁচলী।
বাণী শুনে বীণা মরে সরমে
জানি ওগো প্রিয় জানি মরমে।
বুঝিনাকো শুধু কেন পলকে
ঝরণাটি ঢেকে যায় অলকে?
আঁখি শুধু হয় মিছে ছলনা
তাই আজি প্রিয় মোর বল না?

শিল্পী ও শিল্প

আলেয়া

বিগত রবিবার বালিগঞ্জের নূতন ছবিঘর "আলেয়া"র দ্বারোদ্ঘাটনোৎসবে আমরা উপস্থিত ছিলাম। নির্দিষ্ট সময়ের চল্লিশ মিনিট পরে দ্বারভাঙার মহারাজা বাহাদুর আসিয়া উৎসব সভার নেতৃত্ব ও মিসেস্ জে, সি, মুখার্জ্জি ছবিঘরের দ্বার মুক্ত করেন। কর্ত্তৃপক্ষদের আদর, আপ্যায়ন ও ক্ষুধিত জীবাত্মার প্রতি প্রীতি—আমাদের তৃপ্ত করিয়াছে। দারভাঙার মহারাজাধিরাজ বাহাদুরকে 'হিজ হাইনেস্' বলা যায় না, নিমন্ত্রণ পত্রে ঐরূপ লেখা থাকিলেও।

ছবির পরিচয়ঃ—

এই পৃষ্ঠায় যে দুটি বালিকার প্রতিকৃতি প্রদত্ত হইল, তাহারা শ্রীগিরিজাকুমার বসুর

সভাপতিত্বে, পাটনা কলেজে বঙ্গসাহিত্য সমিতির পঞ্চম বার্ষিক অধিবেশনে মনোরম নৃত্য করিয়াছিল। বালিকাদ্বয় পাটনা হাই-কোর্টের এ্যাডভোকেট শ্রীযুক্ত শরদিন্দু বসুর কন্যা; বড়টির নাম নিবেদিতা ও ছোটটির নাম স্নিগ্ধা।

জয়দেব—

বিগত মঙ্গলবার মাপুরদহ নবীন সম্মিলনীর উদ্যোগে বরাহনগর নাট্য সম্মিলনীর ভদ্র বংশীয়া বালিকারা "জয়দেব" অভিনয় করিয়াছিল। অভিনয় খুব ভাল হইয়াছিল কিন্তু সকল সংস্কৃত গানেই বালিকাদের ভুল উচ্চারণও ভুল কথা কাণকে পীড়া দিয়াছিল—অচিরেই তাহা সংশোধিত হওয়া উচিত। নবীন সম্মিলনীর মুদ্রিত নাট্য সম্মিলনীর সভাপতির নাম শ্রীগিরিজা শঙ্কর বসু, সম্পাদক, "দীপালী"র এইরূপ ছাপা হইয়াছিল। "দীপালী" সম্পাদকের নাম গিরিজা শঙ্কর বসু নহে। জয়দেবের ভূমিকায় অবতীর্ণা শ্রীমতী শরৎকুমারীকে জনৈক ভদ্রলোক রৌপ্য পদক পুরস্কার দিয়াছেন।

রাধাফিল্ম কোং

বাংলা সবাক "দক্ষযজ্ঞ" ক্রাউনে দ্বাদশ সপ্তাহ চলিতেছে। "রাজনটী বসন্ত সেনা"র দ্বিতীয় সপ্তাহ চলিতেছে। ইটালী টকী হাউসে "শচীদুলাল" দুই সপ্তাহ ধরিয়া দেখানো হইতেছে। বর্দ্ধমানে "দক্ষযজ্ঞ" তৃতীয় সপ্তাহ চলিতেছে।

ইহাদের উর্দ্দু ছবি Wamaq Ezra ও বাংলা ছবি "মানময়ী গার্লস স্কুল" এর কাজ ক্রমশঃ শেষ হইয়া আসিতেছে।

"দক্ষযজ্ঞ" ও "রাজনটী"র প্রাদেশিক স্বত্ব বিক্রয় করিবেন বলিয়া প্রকাশ। পরিচালক জ্যোতিষ বন্দ্যোপাধ্যায় "মানময়ী গার্ল স্কুল" শেষ করিয়া আর একটি ধর্ম্মমূলক ছবির কাজে হাত দিবেন।

শ্রীনিরঞ্জন পাল

শ্রীযুক্ত নিরঞ্জন পাল একটি স্বাস্থ্য সম্বন্ধীয় ছবির কাজ শেষ করিয়া ইণ্ডিয়ান টিসেস্ কমিটীর একখানি হিন্দী সবাক ছবির কাজও শেষ করিয়াছেন। এই চিত্রে অভিনয় করিয়াছেন শ্রীবিজলী মুখোপাধ্যায়, কিশোরী লাল গুপ্ত,শ্রীমতী বীণা কর প্রভৃতি। পাল মহাশয়ের সহকারী শ্রীঅমূল্য বন্দ্যোপাধ্যায় একটি ছোট ভূমিকায় অভিনয় করিয়াছেন।

পাল মহাশয় কোনও কার্য্যোপলক্ষ্যে শীঘ্রই বোম্বাই যাত্রা করিবেন। সেখান হইতে ফিরিয়া টিসেস্ কমিটীর আর একখানি হিন্দী ছবির কাজে হাত দিবেন। পত্রান্তরে প্রকাশ যে তাঁহার "সেনিয়া" ভারতলক্ষ্মীতে তোলা হইবে, আমরা বিশ্বস্ত সূত্রে জানিলাম যে তাহার এখনও কোনও পাকাপাকি ব্যবস্থা হয় নাই।

বড়দিনের আমোদ প্রমোদ

কর্ণওয়ালিসে "মা", চিত্রায় "রাজনটী বসন্ত সেনা", ক্রাউনে "দক্ষযজ্ঞ", রূপবাণীতে "তুলসীদাস", ছবিঘরে "Tarzan & his mate", পূর্ণতে "তরুণী" ও "মণিকাঞ্চন" দেখানো হইতেছে, টকী শো হাউসে প্রত্যহ বিভিন্ন ইংরাজী ছবি দেখান হইতেছে।

মনোহর ও শঙ্কর ফিল্ম ডিষ্ট্রীবিউটিং কোং

ইহাদের "Divine Sacrifice" প্রায় শেষ হইয়া আসিতেছে। ছবিখানির প্রধান ভূমিকাগুলিতে অভিনয় করিয়াছেন মিঃ খলিল ও শ্রীমতী রোজ।

এভারগ্রীণ পিক্‌চাস

প্রসিদ্ধ ক্যামেরাম্যান শ্রীযুক্ত পি, ন্যাণ্ডেল এভারগ্রীণ পিক্‌চার্সে যোগদান করিয়াছেন।

বুদ্ধদেব

—শ্রীমতী বীণা দেবী

ধ্যান নিমীলিত পদ্ম আঁখি ভায়
মুখ উদ্ভাসিত জ্ঞান গরিমায় ;
ব্যাপি পুণ্যতনু কি মহিমা রয়,
হে প্রিয় দর্শন দেবতা,

মাথার উপরে স্তব্ধ গগন
বিস্ময়ে দেখে মোক্ষ সাধন
বিহ্বল চিত্তে নামিছে চরণে
কোটি ভানু, তেজে পূর্ণ তা'।

কে তুমি তাপস নরদেহ ধরি
ভব সমুদ্রে দিলে পারতরী,
পিয়াস আকুল নরনারী প্রাণে
আশার উৎস ছুটালে,

বিশ্ব প্রেমের চিত্ত আলয়
আনি অমৃতের বাণী মধুময়
মৃত দেহে দিলে নবীন জীবন
অন্ধের আঁখি ফুটালে।

কিসের অভাবে সব ত্যেজে এলে
অতুল বিত্ত দারাসুত ফেলে,
হৃদয় রুধিরে তুলিলে তাপস
বোধির পদ্ম ফুটায়ে,

কাঁদে বৃদ্ধ পিতা করি হাহাকার
অযতনে ম্লান শিশু সুকুমার,
চির আদরের বণিতা তোমার
কাঁদিল ধূলায় লুটায়ে।

আসক্তি-হীন কামনা রহিত
টলিবে না তব প্রেম ভরা চিত,
গলিবে না প্রাণ করুণ কোমল
মায়ার আকুল রোদনে

বিশ্বের তাপ করিতে মোচন
গোলক ত্যজিয়া যাঁর আগমন
শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত দেবতা
কে তাঁ'রে ধরিবে বাঁধনে।

কোথা তুমি আজ প্রভো অমিতাভ
ধরার দুঃখে সুখ কোথা পাব
মায়ায় মুগ্ধ ব্যাকুল চিত্ত
শরণ যাচিছে চরণে,

বিতরিয়া তব করুণা প্রসাদ
কর দূরীভূত সব অবসাদ,
দেহ আশ্রয় দেহ গো শান্তি
অমৃত তব স্মরণে

ঝরা ফুলের রাশি

—শ্রীহেমেন্দ্রলাল রায়

(গান)

নয়নে তার কালো কাজল, মুখে উজল হাসি,
সোনার চাঁপা দেহের আভা, কথা বাজায় বাঁশী
কোন্ স্বপনের রাজপুরীতে
মিল্‌লে দেখা আচম্বিতে,
মন হ'ল মোর সেই থেকে তার মন্তরে উদাসী।

•

ছড়িয়ে গেল শুধু ফুলের পাপ্‌ড়ী গোটা দুই,
জানিনে সে জাতী, পারুল ভুঁই চাঁপা কি যুঁই।
মর্ম্ম লোকের কোন্ সে খানে,
লাগ্‌ল আঘাত কেউ না জানে,
সারা জীবন হ'লো আমার ঝরা ফুলের রাশি।

Editor :—GIRIJA KUMAR BASU. *Printed at the Dipali Press and published from the Dipali Office*
123-1 Upper Circular Road Calcutta, by Bankim Ch. Chatterjea *Proprietor*—BANKIM CH. CHATTERJEA.

সিনেমা

শ্রীনরেন্দ্র দেব

এই গ্রন্থ রচনায় নিম্নোক্ত পুস্তকাবলী ও পত্র-পত্রিকার সাহায্য গৃহীত হ'য়েছে

The Film Till Now. by Paul Rotha

Cinematographic Annual. 1931-32

Behind the Motion Picture Screen. by Austin C. Lescarboura

Anatomy of Motion Picture Art. by Eric Elliot.

Film Technique, by Pudovkin. Translated by Ivor Montagu.

The Art of Moving Picture, by Vachell Lindsay

Behind the Screen, by Samuel Goldwyn.

Writing for the Screen, by Arrar Jacksons

Practical Hints on Acting for the Cinema, by Agnes Platt.

Photo Play Ideas, Published by Universal Scenario Co, Hollywood.

The Art of Make-up, Published by George W. Luft Co. N. York.

The Truth About Voice, by Prof. E. Feuchtinger.

Times : Special Film Supplement.

Picture Show

Motion Picture

Screenland

Photo Play

Picture goer

Silver Screen

Picture Play

The Cinema

Film Weekly

চলচ্চিত্র সংক্রান্ত যাবতীয় ইংরাজী শব্দের পরিভাষা এই পুস্তকের একটি বিশেষত্ব

ন্যূনাধিক তিনশত চিত্র শোভিত

মূল্য—তিন টাকা মাত্র

ছায়ারমায়ার বিচিত্র রহস্য

বাঙ্‌লা ভাষায় এই প্রথম

বিষয়-বিবৃতি

ভূমিকা—

চলচ্চিত্রের বৈজ্ঞানিক ও যান্ত্রিক দিক ২২

চলচ্চিত্রে শিল্পকলার দিক ২৯

চলচ্চিত্রে দৃশ্যরচনা রীতি ৩৭

চলচ্চিত্রের আলোক রহস্য ৪৩

চলচ্চিত্রে রূপ সজ্জা (Make up) ৫১

চলচ্চিত্রে স্বরোদয়

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স্

২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা

ভারতবর্ষ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা

স্থাপিত ১৯২৯

দীপালী

DIPALI

1935

ANNA

"মানময়ী গার্ল স্কুলে"
চপলার ভূমিকায়
শ্রীমতী জ্যোৎস্না গুপ্তা

দীপালির জয়যাত্রায়
মেয়রের শুভ
কামনা

25th December, 1934.

It has given me pleasure to watch the growth of DIPALI from a tiny vernacular weekly to its present covetable position. Films have come to occupy an important place in the civic life of the community, and an uptodate magazine like DIPALI, dealing exclusively with films and allied subjects, furnishes an interesting index to the growing popularity of this form of art in this great country of ours. My best congratulations go to those who are behind this excellent publication and I close this letter with the wish for DIPALI'S long life and continued success.

Nalini R. Sarker

'দীপালী'র নিয়মাবলী

১। 'দীপালী' প্রতি বৃহস্পতিবারে প্রকাশিত হয়, নগদ মূল্য এক আনা। নমুনার জন্য পাঁচ পয়সার টিকিট পাঠাইতে হয়।

২। কোনো সংখ্যার 'দীপালী' যথাসময়ে না পাইলে, স্থানীয় ডাকঘরে সম্বাদ লইয়া পরবর্ত্তী সোমবারের মধ্যে জানাইতে হইবে।

৩। 'দীপালী'-সংক্রান্ত টাকা কড়ি, বিজ্ঞাপন, দীপালীর ম্যানেজারকে পাঠাইতে হইবে। বিজ্ঞাপন এবং এজেন্সী সম্বন্ধীয় বিবরণ ও অন্যান্য জ্ঞাতব্য বিষয়ের জন্য তাঁহাকে পত্র লিখিতে হইবে।

৪। 'দীপালী'তে প্রকাশের জন্য রচনা-সমূহ 'সম্পাদক দীপালী' এই নামে 'দীপালী' কার্য্যালয়ে পাঠাইতে হইবে। উপযুক্ত ষ্টাম্প দেওয়া না থাকিলে অমনোনীত রচনা ফিরাইয়া দেওয়া বা উত্তর দেওয়া হয় না। অমনোনীত রচনা সঙ্গে সঙ্গে ছিঁড়িয়া ফেলা হয়, কাজেই টিকিট না দিয়া রচনা পাঠাইয়া, পরে সে সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিলে কোনো ফলই হইবে না।

৫। 'দীপালী'র এজেন্ট হইবার বিস্তৃত বিবরণের জন্য 'দীপালী'র ম্যানেজারের সহিত পত্র ব্যবহার বা দেখা করিতে হইবে।

৬। বৎসরের প্রথম সংখ্যা অথবা দ্বিতীয় বর্ষার্দ্ধের প্রথম (২৫শ) সংখ্যা হইতে গ্রাহক হইতে হইবে। অন্য সময়ে গ্রাহক হইলে, তাঁহাকে হয় ১ম, নয় ২৫শ সংখ্যা হইতে কাগজ লইতে হইবে।

ম্যানেজার—দীপালী
১২৩।১, আপার সার্কুলার রোড
পোঃ বিডন্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা — ফোন—বড়বাজার ৩২৫৩

২য় সংখ্যার সূচী

দীপালী কার্য্যালয়—১২৩।১, আপার সার্কুলার রোড্, কলিকাতা—ফোন বড়বাজার—৩২৫৩

৭ম বর্ষ { ২৫শে পৌষ বৃহস্পতিবার, ১৩৪১ ১০ই জানুয়ারী, ১৯৩৫ } ২য় সংখ্যা

প্রবাসী বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলন

১৯৩৪ সালের বড়োদিনে আমাদের পক্ষে সব চেয়ে উল্লেখযোগ্য ঘটনা ছিল প্রবাসী বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলন। বাংলার ছেলে মেয়েরা অনেক দিন পরে বাংলার কেন্দ্রস্থল ক'ল্‌কাতায় এসে দীর্ঘ নির্ব্বাসনের দুঃখ থেকে মুক্ত হ'য়েছিলেন। আমরা যে ক'ল্‌কাতায় আমাদের সেই সব সাহিত্যিক ভাই বোনদের ডেকেছিলুম, যাঁরা বাংলার বাইরে থাকেন তাতে তাঁরা খুসী হ'য়েছেন, আমরা তাঁদের যে স্নেহ দিয়েছি ও সেবা ক'রেছি, তাঁরা তাতে যারপরনাই পরিতৃপ্ত হ'য়েছেন। এই সাহিত্য সম্মেলন উপলক্ষ্যে যে সব আনন্দের আয়োজন হ'য়েছিল, তার মধ্যে সব চেয়ে উপভোগ্য ও উল্লেখযোগ্য মিলনীর পক্ষ থেকে কুমার ধীরেন্দ্র নারায়ণ রায়ের ষ্টিমার পার্টি। রবীন্দ্রনাথ সম্মেলনের উদ্বোধন সূচক যে অভিভাষণ দিয়েছিলেন তা যে সকলকে মুগ্ধ ক'রেছিল, সে কথা না ব'ল্‌লেও চলে। টাউন হলে সম্মেলনের সকাল দুপুর ও সন্ধ্যার সব অধিবেশনেই মোটের উপর ভালো লেগেছিল কেবল সঙ্গীত বিভাগের সভাপতির ভাঁড়ামো ও dignityর অভাব আমাদের পীড়া দিয়েছিল। কোনো সাহিত্য সম্মেলনে কোনো বিভাগের সভাপতি যদি ভুলে যান যে তিনি গ্যালারির দর্শকদের জন্যে অভিনয় ক'র্‌তে আসেন নি তবে দুঃখের অবধি থাকেনা। শ্রীযুক্তা সরলা দেবী চৌধুরাণীর নেতৃত্বে ভারত স্ত্রী শিক্ষাসদনের মেয়েরা ক'দিনই শ্রবনমনমনোহর সঙ্গীতের দ্বারা সকলকে স্নিগ্ধ ক'রেছিলেন, সে কথা উল্লেখ না ক'র্‌লে অন্যায় হবে। বিদায় বাসরের সন্ধ্যাটি শরৎচন্দ্রের চমৎকার কেটেছিল—মিটিংয়ের গুরুভার তার মধ্যে ছিল না ব'লে, পাণ্ডিত্য প্রকাশের অসহ চেষ্টা কোনো পক্ষে ছিল না ব'লে, পরিশেষে জার্নালিষ্ট্ এসোসিয়েশানের ভোজ্য সম্ভারের আকর্ষণ ছিল ব'লে। ওরই মধ্যেই একদিন মধ্যাহ্নে শরৎচন্দ্রের নেতৃত্বে অতুলপ্রসাদ সেনের স্মৃতি সভা হ'য়েছিল। প্রবাসী বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলন যদি অতুলপ্রসাদের স্মৃতি তর্পণ না ক'র্‌তো তো তার লজ্জা আর অপরাধের সীমা থাক্‌তো না। সম্মেলনের প্রধান ত্রুটি হ'য়েছিল পরিচালক বা কার্য্য সমিতি ঠিক ভাবে গঠিত হয় নি, বাংলার বহু বিশিষ্ট সাহিত্যিককে সম্মেলনে দেখা যায় নি। সাহিত্য সম্মেলনের পরিচালক সমিতিতেও যদি উপাধি বা কাঞ্চন-কৌলীন্যই প্রাধান্য লাভ করে, তবে সম্মেলনের পঞ্চত্ব পাওয়াই উচিত।

গেল ৩০-এ ডিসেম্বর রবিবার শ্রদ্ধেয় সাহিত্যিক কেদারনাথ বন্দোপাধ্যায় মশায় সান্‌ডেজ্ ডিবেটিং ক্লাবে গিয়ে ক্লাবের পক্ষ থেকে শ্রীযুক্ত লক্ষ্মীনারায়ণ দাস কর্ত্তৃক সম্বর্দ্ধিত হন। কাণপুর সনাতন ধর্ম্ম কলেজের অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত হৃষিকেশ ভট্টাচার্য্য মশায় বক্তৃতা এবং ইংরাজি কবিতা আবৃত্তি করেন। জলযোগের ব্যবস্থাটা যে ক্লাবের কর্ত্তৃপক্ষ ভোলেন নি, খুব ভালো কথা।

*

গেল রবিবার—৬-১-৩৫—বাঁশবেড়ে পাঠাগারে রবিবাসরের বৈঠক উপলক্ষে ক'ল্‌কাতা থেকে অনেক ভদ্রলোক সেখানে গেছলেন। রাজা ক্ষিতীন্দ্র দেব ও কুমার মুনীন্দ্র দেব রায় মহাশয়রা সকলকে খুব যত্ন ক'রেছিলেন—তিনকড়ি দত্ত সকলকে ভূরি ভোজন করিয়েছিলেন। জলধর দা, শরৎদা, উপেন গঙ্গোপাধ্যায়, নরেন্দ্র দেব, হেমেন্দ্রলাল রায়, অমূল্য বিদ্যাভূষণ, প্রফুল্লকুমার সরকার, সুনির্ম্মল বসু, গিরিজাকুমার বসু, বাসরের সম্পাদক নরেন্দ্র বসু প্রভৃতি সেখানে উপস্থিত ছিলেন। নরেন্দ্র দেব শিশু সাহিত্য সম্বন্ধে প্রবন্ধ প'ড়েছিলেন, তার বিষয়ে আমাদের বক্তব্য পরে ব'লবো। এখন এইটুকু ব'লে রাখছি যে শিশু-সাহিত্য কাকে বলে ঠিক জানি না, তবে নরেনবাবুর প্রবন্ধে এমন দু'জনের নাম থাকা উচিত ছিল যাদের চেয়ে শিশু-সাহিত্যের অধিকতর জনপ্রিয় বই কেউ সঙ্কলন করেন নি, তাঁদের বইগুলির নামও থাকা উচিত ছিল, বিশেষভাবে তাঁদের ঐ বিষয়ে মত ব্যক্ত কর্‌বার জন্যে অনুরোধ আসা উচিত ছিল। বাংলা দেশ অনধিকারপটুত্বের জন্যে বিখ্যাত।

শ্রীযুক্তা কমলা নেহেরুকে ইউরোপে পাঠাবার কথা হ'চ্ছে। যেখানেই হোক্, সত্বর তিনি নিরাময় হোন এই আমাদের প্রার্থনা। সকলি ধাতার ইচ্ছা।

*

গোয়ালিয়রের কোনো জৈন মন্দির থেকে চার হাজার তোলা ওজনের তিনটি রূপোর বিগ্রহ চুরি হ'য়েছে। নিগ্রহ থেকে তবে আর বাঁচবে কে?

*

গেল সোমবার বেঙ্গল কেমিক্যাল তাঁদের মাণিকতলার কারখানায় ভারতীয় বিজ্ঞান মহাসভার প্রায় সাত শ' জন মহিলা ও পুরুষদের নিমন্ত্রণ ক'রেছিলেন। কারখানার যান্ত্রিক কর্ম্মপদ্ধতি দেখে সকলেই খুসী হ'য়েছিলেন। বেঙ্গল কেমিক্যাল বাংলার গৌরব স্থল।

*

আমরা শুনে দুঃখিত হ'লুম যে সমাচার সম্পাদক শ্রীযুক্ত সুবোধ রায়ের গেল শনিবার পিতৃ বিয়োগ ঘ'টেছে। আমরা তাঁকে ও তাঁর জ্যেষ্ঠ ভাই শ্রীযুক্ত সুধীর রায়কে ও তাঁর পরিবারবর্গকে সমবেদনা জানাচ্ছি।

*

উড়িষ্যা প্রদেশের প্রধান স্থান কটকে সম্রাটের রৌপ্য জুবিলী পালিত হবে একটি গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠার দ্বারা। সাধু সঙ্কল্প।

*

ক'ল্‌কাতা ছোটো আদালতের দ্বিতীয় জজ্ নির্ম্মলচন্দ্র সেন মশায় গেল শনিবারও কাজ ক'রেছেন, রবিবার সকালে হার্টফেল ক'রে তাঁর মৃত্যু হ'য়েছে। তাঁর বিধবা পত্নী ও কন্যাদ্বয়কে আমরা সান্ত্বনা জ্ঞাপন ক'র্‌ছি।

ইংলণ্ডের অন্তর্গত হেষ্টিংসের দাবা খেলার কংগ্রেসে, প্রতিযোগিতায়, ওলন্দাজ ইউউই, জেকোশ্লোভাকিয়ার ফ্লর ও ব্রিটেনের সার জর্জ্জ টমাস—তিন জনেই প্রথম স্থান অধিকার ক'রেছেন। খুব অসাধারণ ঘটনা।

*

বিখ্যাত টেনিস খেলোয়াড় পেরিকে একজন প্রশ্ন ক'রেছিলেন, তিন সপ্তাহের মধ্যে চারবার তিনি খেলায় হেরে গেছেন কেন? উত্তরে তিনি ব'লেছেন লোকে খেলাতে তাঁকে মনোযোগ রাখ্‌তে দেয় না ব'লে। তারে, টেলিফোনে, জরুরি চিটিতে তারা কেবল নানা রকম খবর চায়, আমি পেশাদার খেলোয়াড় হবো কি না, ফিল্মে অভিনয় ক'র্‌বো কি না, এই রকম সব প্রশ্ন। পাঁচজনে ভালো থাক্‌তে দেয় কই?

*

ক'ল্‌কাতার উত্তর বিভাগের সহকারী পুলিশ কমিশনার রায় সাহেব প্রভাতনাথ মুখোপাধ্যায় মোটর বিভাগের সহকারী কমিশনার হবেন। মোটরওয়ালারা ভাগ্যবন্ত।

*

গেল শনিবার কোচিনের মহারাজা শ্রীরাম বর্ম্মার ৭৩ বছরের উৎসব হ'য়ে গেছে। গত ১লা জানুয়ারী তাঁকে জি, সি, আই ই, উপাধিতে ভূষিত করা হ'য়েছে। Still going strong.

*

গত শুক্রবার ৫ই জানুয়ারী রেডিওর ষ্টেশন ডিরেক্টর মিঃ ষ্টেপল্‌টন শ্রীবীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্রকে বেতার নাটুকে দলে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অভিনয় করার জন্য "ফ্লুয়েলীন কাপ" প্রদান ক'রেছেন।

মার্লিন ডিয়েট্রিচ
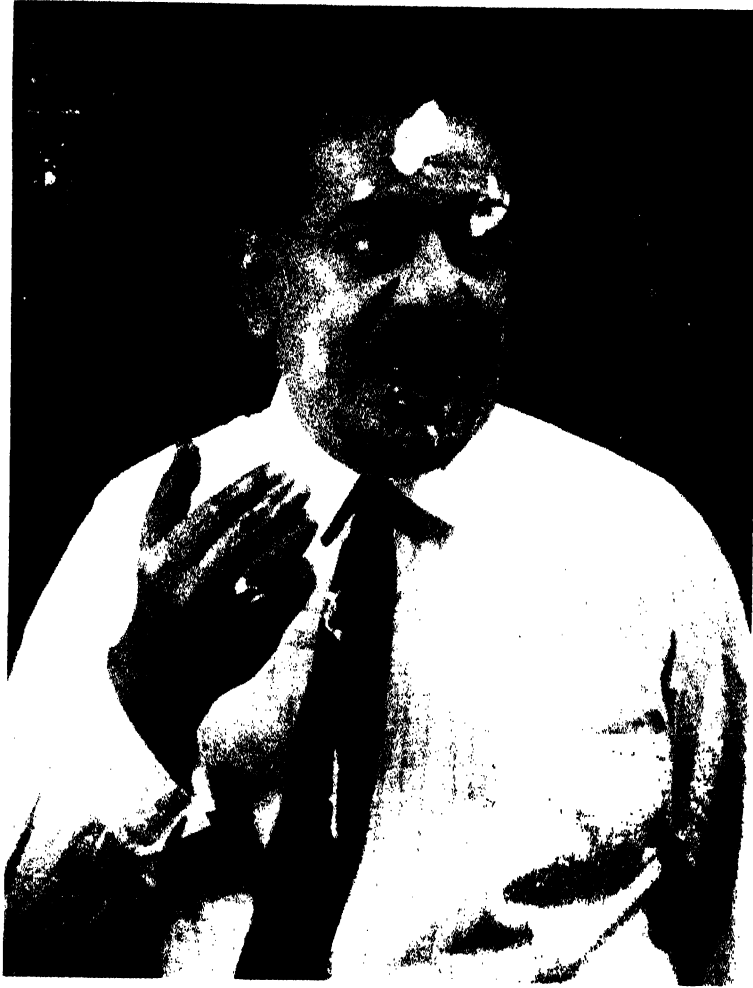
চিত্র-বর্ত্তিকা

এভারগ্রীণ পিকচার্সের প্রথম হাস্য-রসাত্মক সবাক চিত্র "শেষ পত্রে" শ্রীললিত মিত্র।
পরিচালক শ্রীকালীপদ দাশ।

ম্যাডানের বাংলা সবাক চিত্র "সত্যপথে"র একটি দৃশ্য।
বিজন, রেণুকা ও কামিনীকুমারের ভূমিকায় যথাক্রমে শ্রীধীরাজ ভট্টাচার্য্য, ডলি দত্ত ও জহর মিত্র। পরিচালক—শ্রীঅমর চৌধুরী

[পূর্ব্ব অংশ সমূহের চুম্বক—গণেন কল্‌কাতায় চাক্‌রী ক'র্‌তো, তার সঙ্গে দিনাজপুরের কোনো উকীলের দুটি মেয়ে কৃষ্ণা ও তৃষ্ণার পরিচয় হয়। কৃষ্ণার সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠতা প্রেমে পরিণত হয় এবং দুজনের বয়েসের তফাৎ ছত্রিশ বছর হলেও, কৃষ্ণা প্রতিজ্ঞা করে গণেন ছাড়া কাউকে বিয়ে ক'রবে না, যদিও গণেনের স্ত্রী ছিল। যাতে কৃষ্ণাকে জোর ক'রে অন্যের সঙ্গে কেউ বিয়ে দিতে না পারে, গণেন ও কৃষ্ণাকে তার ব্যবস্থা ক'র্‌তে বাধ্য হ'তে হ'ল—তার বিবরণ এখন থেকে পাওয়া যাবে]

দেহের পীড়াকেই আমরা পীড়া ব'লে গ্রাহ্য করি, মনের পীড়াকে নয়, কারণ, শেষোক্তটির লক্ষণ প্রায়ই বাইরে প্রকাশিত হয় না। তার চিকিৎসা কর্‌বার জন্যে বিধাতা যাকে নির্দ্দিষ্ট ক'রেছেন, সেই কেবল তার স্বরূপ বুঝ্‌তে পারে।

আর চুপ ক'রে থাকা কিন্তু ভালো হ'চ্ছে না, কৃষ্ণাকে কোনো রকমে শান্ত ক'র্‌লেও, সে কথা প্রবলভাবেই মনে জাগ্‌তে লাগ্‌লো। আমার একজন কবি-বান্ধবী ব'ল্‌লেন আপনার বয়েসটার বিষয় ভেবে দেখ্‌বেন। ভেবে দেখছি, খুব ভালো ক'রেই ভেবে দেখেছি। জানি, আমাদের বয়েসের যে তফাৎ তাতে তাকে আমার সঙ্গে বাঁধা উচিত নয়, অন্ততঃ সমাজ ও লোকমতের দিক দিয়ে, বিশেষতঃ যখন আমি অপরিণীত বা বিপত্নীক নই। না-ও হ'তে পারে, তবে তার জীবনের মেয়াদ আমার চেয়ে যে অনেক বেশী হবারই কথা, আন্দাজ তো সেই রকমই ক'র্‌তে হবে।

আমার ঐ বান্ধবীটি বোধ হয় ব'লতে চান যে তাকে দীর্ঘকাল স্বামীসুখ ভোগ কর্‌বার সম্ভাবনা থেকে বঞ্চিত করা আমার পক্ষে অন্যায় হবে—আমার স্ত্রী হ'লে স্বামীকে সে বেশীদিন পাবে না! একটা কথা তাঁর স্মরণ হ'চ্ছে না যে যার স্বামী-সুখের দৈর্ঘ্য তিনি কামনা করেন, আমার অধিকার থেকে চ্যুত হবার তিলমাত্র সম্ভাবনা উপস্থিত হ'লে তার অস্তিত্ব না-ও বজায় থাকৃতে পারে। স্বামী-সুখ ভোগ করুক বহুকাল, ব'লে শুভকামীদের যার প্রতি কৃপা এবং আশীর্ব্বাদের কার্পণ্য নেই, তার প্রাণটা পৃথিবীতে টিকে থাকে যাতে তার কি উপায় তাঁরা ঠাওরেছেন? আসল কথা হ'চ্ছে এই যে জগতে এমন ব্যাপার আর অবস্থা আছে, যা সমাজের এবং মানুষের সব সনাতন নিয়ম ও মতের বিরুদ্ধে লোককে কাজ করায়—সমাজ ও মানুষের নয়তো বদনাম হবে। শরীরের বাকি অংশকে সুস্থ ও কার্য্যক্ষম রাখবার জন্যে, তার ব্যাধিগ্রস্ত অংশকে অনেক সময়ে ছেদন করতে হয়, বাদ দিতে হয়। এমন স্থলে, সেইটেই কাম্য এবং অবশ্য কর্ত্তব্য।

আমার একজন বান্ধবীর পরামর্শ এ বিষয়ে নোবো, ঠিক ক'র্‌লুম। সে আমাদের সব কথা জান্‌তো এবং আমার আর কৃষ্ণার দুজনেরই খুব অন্তরঙ্গ ছিল। সে আমাদের উভয়কে যুক্ত দেখবার জন্যে প্রাণপণ ক'রবে ব'লেছিল। তাকে একদিন ব'ললুম, চল মোটরে বর্দ্ধমানে একবার পাড়ি দিই, তোমার সঙ্গে অনেক কথা আছে। তার বাপ-মা আমাকে ঘনিষ্ঠ ভাবে জান্‌তেন, তাঁদের ব'ল্‌তে তাঁরা অমত ক'র্‌লেন না। সে বয়েসে প্রবীণ নয়, তবে আমাদের শুভাকাঙ্ক্ষিণী এবং এ সব বিষয়ে বেশ বিবেচনা ক'রে উপযুক্ত মত দেবার বুদ্ধি তার আছে বলে জান্‌তুম। তার শরণাপন্ন তাই হ'লুম। তার নাম যূথিকা।

বর্দ্ধমান যাবার পথে, চন্দননগরের একটু আগে নজর ক'র্‌লুম যে তার পায়ে আল্‌তার রেখা নেই। জিগ্‌গেস ক'র্‌তে ব'ল্‌লে তাড়াতাড়িতে তার আল্‌তা পরার কথা মনে হয়নি, আর সকাল বেলা আল্‌তা সে বড়ো একটা পরে না। আমি ব'ল্‌লুম, আল্‌তা তোমাকে প'র্‌তেই হবে—তোমার পায়ে আল্‌তা চমৎকার খোলে, সব পায়ের সম্বন্ধে তো অমন কথা ব'ল্‌তে পারা যায় না। যূথিকা দুষ্টুমি করে ব'ল্‌লে, কৃষ্ণার পায়ের সম্বন্ধেও নয়? আমি জবাব দিলুম, তাকে যে, সব তুলনার বাইরে রেখেছি—তার নামোল্লেখ নিষ্প্রয়োজন।

আল্‌তা প'র্‌তেই হবে তো তাকে ব'ল্‌লুম কিন্তু গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোডের ওপর যূথিকার প্রসাধন-সম্ভাবনা কল্পনা ক'রে আল্‌তা নিয়ে বসে থাকবে কে? হঠাৎ একটা বুদ্ধি মাথায় এল'। চন্দননগরের বাজারে গিয়ে চার আনা দিয়ে এক শিশি তরল আল্‌তা কিনলুম। দেখা গেল শিশির সঙ্গে একটা ছোট্টো বাটি আর একটা তুলিও আছে। প্রয়োগের প্রক্রিয়াটা তাতে সহজ হোলো। কে তা' ক'র্‌লে, সে কথা অনুল্লিখিত থাক্‌।

যূথিকা ব'ল্লে, কি পরামর্শ নিতে চান ব'লুন, আর তার জন্যে বর্দ্ধমান যাবারই বা দরকার কি? কথাবার্ত্তা সব এখানেই ক'য়ে নিয়ে, চ'লুন ক'লকাতায় ফেরা যাক্। আমি ব'ল্লুম, ঠিকই ব'লেছ—ক'ল্কাতার কোনো জায়গায় গিয়েই তো সব পরামর্শ হোতে পার্‌তো, মিছে এতদূর যাবার আসবার পেট্রলই বা খরচ ক'র্‌লুম কেন? যাই হোক্, এখন আর তার জন্যে অনুশোচনায় ফল নেই। মন আমার এত বিক্ষিপ্ত ছিল যে হিসেব ক'রে কাজ ক'রতে পারিনি।

তারপর ব'ল্লুম, কৃষ্ণাকে কত বুঝিয়েছি তা' তুমি জানো—তোমাকেও সে তার মনের কথা সব ব'লেছে। যখন তার অন্তরের গতিকে পরিবর্ত্তিত ক'রবার কোনো উপায়ই নেই, তখন জোর ক'রে আর কেউ তার অন্তরকে বিরুদ্ধ পথে নিয়ে যেতে না পারে, তার ব্যবস্থা ক'র্‌তেই হবে। কৃষ্ণার সঙ্গে পরামর্শ ক'রেছি, সে যে উপায় স্থির ক'রেছে তা' একমাত্র তোমাকেই ব'ল্‌তে পারি। তুমি নারী, তুমিই ব'লতে পারো কেবল, কৃষ্ণার নির্দ্দিষ্ট উপায় অবলম্বন করা আমার উচিত কিনা। আমি জানি উচিত, তবু তোমার মত চাইছি এই জন্যে যে তার বিপক্ষে তোমার কিছু ব'লবার থাকলে আর তা যুক্তিসঙ্গত হ'লে, আমাদের দুজনের মতই অন্য রকম হয়তো হ'তে পারে।

আমার বক্তব্য মন দিয়ে আদ্যোপান্ত শুনে যূথিকা ব'ল্লে, কৃষ্ণাকে হৃদয়ের অভিনন্দন জানাচ্ছি। আমিও অবিকল আপনাকে ঐ পরামর্শই দিতুম, অন্য মত আমারও নেই। বেশ ক'রে বুঝে দেখুন, কত বড়ো বিপদ তার সাম্‌নে উপস্থিত হ'লে, একজন নারী এমন প্রস্তাব তবেই ক'র্‌তে পারে। শুধু তো কৃষ্ণার কর্ত্তৃপক্ষদের অসঙ্গত বল-প্রয়োগের সম্ভাবনাকে বিনষ্ট ক'র্‌লেই হবে না, পাত্রের পক্ষকেও এমন খবর দিতে হবে যাতে নিঃসন্দেহ রূপে কোনো পাত্রের-ই আর কৃষ্ণাকে গ্রহণ করা চ'ল্‌বে না এবং শুধু চ'ল্‌বে না নয়, তাদেরও ব'ল্‌তে হবে, স্বীকার ক'র্‌তে হবে, মান্‌তে হবে, যে কৃষ্ণাকে আর কারুর হাতে তুলে দেওয়া যায় না। আমাকে এতদূর আন্‌বার আবশ্যকতা ছিল না, আমার মত জান্‌বার জন্যে, আমি অনেক দিন থেকে ভেবে রেখেছি, আপনি যদি না জিগ্‌গেস্ করেন তো আমি নিজে গিয়ে আপ্‌নাকে এই পরামর্শ দিয়ে আস্‌বো। আমি নারী এবং কুমারী, আপনাকে দাদা বলি, জ্যেষ্ঠ সহোদরের মতো-ই শ্রদ্ধা ভক্তি করি—আপনাকে মিনতি ক'রছি, কৃষ্ণাকে রক্ষা করুন। সদুদ্দেশ্য প্রণোদিত হ'য়ে যে কাজ ক'র্‌বেন বিধাতার আশীর্ব্বাদ তার উপর বর্ষিত হবে। তা' ছাড়া, desperate diseases require desperate cures.

আমরা ক'ল্‌কাতায় ফিরে এলুম, আসার পথে যূথিকাকে ব'ল্লুম তুমি বি—এল পাশ ক'রে ওকালতী কোরো। তুমি যে পক্ষে থাকবে, আদালতে তার জয় অবশ্যম্ভাবী। যূথিকা ব'ল্লে, কিন্তু আপ্‌নার মতো সব মক্কেলকে যদি বিনা ফিতে পরামর্শ দিতে হয়, তা হ'লে সংসার চ'ল্‌বে কি ক'রে? আমি হেসে জবাব দিলুম, ততদিন এমন লোক তোমার আসবেন, সংসার চালাবার সম্পূর্ণ ভার যাঁর উপর থাকবে।

তরল আল্‌তার শিশিটা কার বাড়ীতে যাবে এই নিয়ে কথা কাটাকাটি হোলো; আমি ব'ল্লুম, তোমার আর ঐ শিশিটা বাড়ীতে নিয়ে যাবার বাধা কি? তোমার পায়ে আলতার রেখা ছিল না, এখন আছে; তোমার বাড়ীতে সেটা যখন প্রশ্নের বিষয় হ'য়ে উঠবে তখন শিশিটা দেখালেই সব গোল চুকে যাবে—ব'লো, নিজেই প'রেছ। যূথিকা আমাকেই শিশিটা নিতে অনুরোধ ক'র্‌লে, ব'ল্‌লে কৃষ্ণার জন্যে ওটা রেখে দিতে। আমি ব'ল্লুম, দিনাজপুরে এক শিশি তরল আল্‌তা পাঠাতে যে খরচ প'ড়বে, তাতে ঐ রকম চার্‌টে শিশি কেনা যায়।

—চল্‌বে

—"তাই নিয়ে মনে মনে রচি মম ফাল্গুনী"—

(গল্প)

—শ্রীনীহাররঞ্জন গুপ্ত

আশু নাকি প্রেমে প'ড়েছে! কথাটা সত্যই বিশ্বাস করতে পারছিলাম না। কেমন করেই বা হবে। তবে এ সংসারটা এমনই "বস্তু" যে কিছুই এখানে অসম্ভব নয়। বিশেষতঃ এই বিংশ শতাব্দীর যুগে। যা' হোক কথাটা জিতেনের মুখে শোনা অবধি ব্যাপারটা সঠিক জানবার জন্য ব্যস্ত হ'য়ে উঠলাম। সন্ধ্যার দিকে হাতে তেমন কোন কাজ কর্ম্ম না থাকায় হোষ্টেলে রওনা হলাম। দিন দশেক আগে আশু তার ছোট বোন রাণীর বিয়েতে আসাম গেছল, এই টুকুই জানি এবং আগের দিন কলেজে শুনেছিলাম আশু ফিরে এসেছে। তারপর সকালে কেমেষ্ট্রীর ক্লাসে জিতেন বল্লে—ওরে ওদিকে যে আমাদের আশুদা প্রতিমার প্রেমে হাবুডুবু খাচ্ছেন। প্রতিমাটিই বা কে আর আশুই বা তার প্রেমে পড়্লো কি ক'রে? যা' হোক হোষ্টেলে ঢুকে দেখি আশু চিৎপাৎ হ'য়ে লাইট্‌টা অফ্ করে বিছানাটার উপর শুয়ে আছে—প্রেমেরই প্রকৃষ্ট লক্ষণ বটে। বাঁ হাত দিয়ে সুইচ্‌টা টিপে দিতেই ঘরের সমস্ত আঁধার টুকু জট্ পাকিয়ে যেন হুড়োহুড়ি করে জানলা গলিয়ে বাইরে লুকিয়ে পড়ল।

—আশু—

—কে? ওঃ তুই—বোস্...

—তারপর, ব্যাপার কি? কবে এলি?

—এইত' কাল সকালে!...

—তা বেশ, বোনের বিয়ে হ'য়ে গেল!

—হাঁ তা' হয়ে গেল বটে কিন্তু তার জের বোধ হয় এখনো মেটে নি আর মিটবে কি-না সে বিষয়েও ঘোরতর সন্দেহ আছে!...

—কি হে ব্যাপার কি? Love at the first sight নাকি!...

* * * * • রাণীর বিয়ের পরে বাবা ব'ল্লেন আমাকে নাকি তার সঙ্গে তার শ্বশুর বাড়ী যেতে হবে—তারপর জোড় নিয়ে আট দিন বাদে ফিরতে হবে। ভাবলাম যাওয়া যাক—একটা নূতন জায়গাও ত' দেখা হবে। রওনা হওয়া গেল। একদিন সকালে ষ্টীমার থেকে ওর শ্বশুর বাড়ীর দেশে নামা গেল, * * * * বাড়ীর দরজায় পৌঁছে দেখা গেল আশে পাশে শুধু তরুণী বৃদ্ধা প্রৌঢ়া স্ত্রী লোকে-ই ভরে গেছে সেখানে আমি আর রাণীর বর ছাড়া বোধ হয় আর জন দুয়েক ছেলে ছিল।

সকলেই ত' মেয়ে জামাইকে নিয়ে ব্যস্ত হ'য়ে পড়ল। উলু উলু আর শাঁখের ধ্বনিটা যখন অনেকটা হালকা হয়ে এসেছে তখন চেয়ে দেখি একটা ২৫।২৬ বছরের স্ত্রীলোক আমায় বলছেন—ওকি তুমি যে ভাই নূতন জামাইটির মত বাইরেই দাঁড়িয়ে রইলে, ভেতরে এস। তার সঙ্গে নিজেকে অনেকটা আড়াল ক'রে যে দাঁড়িয়ে ছিল ক্ষণেকের তরে চঞ্চল চোখের ইসারা জানিয়েই, সে আবার তখুনি সরে গেল।

আমার হাত ধরে চলতে চলতে তিনি ব'ল্লেন তুমি ত' ভাই কনে বৌদির ভাই! এখানে হয়তো তোমার মনই টিকবে না, আমাদের বাড়ীতে ত' ছেলে নেই বল্লেই হয়; কেবল মেয়ে আর মেয়ে তা' আর কি করবে বল—কটা দিন বইত নয়।...

আমি অতি কষ্টে বললাম—তাতে আর কি হ'য়েছে।

আমাদের পিছনে পিছনে সেও আসছিল।

আমি বললাম—কে?

আশু বাধা দিয়ে বললে, আঃ থাম না বলছি!...

একটা প্রকাণ্ড হল ঘরে মেয়ে জামাইকে নিয়ে এক পাল মহিলা কি সব স্ত্রী আচার করছিলেন, উনি আমার হাত ধরে সেই ঘরে এসে ঢুক্‌লেন।

—ওরে তোরা একে বাদ দিচ্ছিস কেন? এই দেখ্ ক'নে বৌয়ের ভাই।

ওঁর কথায় ঘরের সকলের-ই উৎসুক দৃষ্টি যেন এক সঙ্গে সহসা এক ঝলক আলোকের মত আমার চোখে মুখে এসে ঝাঁপিয়ে পড়লো।

(২)

দুপুরে তেতালার একটা ঘরে চুপ করে শুয়ে শুয়ে একখানা পুরানো 'দীপালী'র পাতা উল্টাচ্ছিলাম, একটা মৃদু কণ্ঠস্বর আমার কানে এসে লাগল। যেন তার প্রতি শব্দটা সঙ্কোচের আবরণে বুজে আসতে চাইছে।

—বড়দি আপনাকে ডাকছেন।

মুখের উপর থেকে বইটা সরিয়ে সেই দিকে চাইলাম। সকাল বেলাকার ক্ষণেক চোখের ইসারা হেনে পালিয়ে যাওয়া সেই মেয়েটা। মেয়েটার গায়ের রং কালো। পরণে ছিল তার হেলিয়োট্রপ রংয়ের একখানি সাড়ী, এক মাথা ভর্ত্তি চুল, প্রকাণ্ড একটা এলো খোঁপা করা; সেটা যেন আল্‌গা হ'য়ে এসে ওর কাঁধের উপর লুটিয়ে পড়ছে। কানে দুটো নীলার দুল সাপের চোখের মতো চিক চিক করছিল। সব চাইতে ওর যে জিনিসটা আমায় আকর্ষণ করেছিল সেটা হচ্ছে ওর আবেশ মাখা চোখের চাউনী! আমি শুধালাম—কে ডাকছেন!

—দিদি। আমার দিকে একবার মাত্র দৃষ্টিপাত করেই আবার সে চোখ দুটী নামিয়ে নিলে।

বইটা রেখে উঠলাম।

নীচের একটা ঘরে রাণীকে কেন্দ্র করে' প্রকাণ্ড একটা মজ্‌লিস বসেছে। আমাকে ওর সঙ্গে ঘরে ঢুকতে দেখেই সকাল বেলার সেই মহিলাটী হেসে আমায় বললেন, এই যে ভাই এদিকে এস তোমার বোনটাকে ত' এরা দারুণ ভাবে ঘিরে ধরেছে—আহা বেচারী!

সেখানে এগুবো কোথায়—যে দিকে যাই শুধুই মেয়ে আর মেয়ে।

পুরুষের নাম গন্ধ পর্য্যন্ত সেখানে নেই! দলের মধ্যে কে একজন বল্লে, আহা ও যে দাঁড়িয়েই রইল, ও ভাই প্রভা যা না ওর হাত ধরে এদিকে নিয়ে আয় না। বুঝতে পারলাম সকাল বেলাকার মহিলাটীর নাম প্রভা।

একটী বর্ষিয়সী মহিলা মাঝ হ'তে বলে উঠলেন, ওলো ও প্রতিমা যা না বেচারীর যে কুরু সভায় দ্রৌপদীর অবস্থা হ'য়েছে। ধরে নিয়ে আয় লো ধরে নিয়ে আয়, ওকেই না হয় তোর বর করে দেওয়া যাক, দিব্যি দেখ্‌তে শুন্‌তে—লাজুক লাজুক জামাই জামাই ভাবটাও আছে। ঘরের সকলেই তার কথায় খিল্ খিল্ করে হেসে উঠল। চোখ তুলতেই মেয়েটীর সঙ্গে আমার চোখা-চোখি হ'য়ে গেল। পাশের একটী মহিলার আড়ালে সে আপনাকে লুকিয়ে ফেললে।

—তা আর কি হবে ভাই। আমাদের প্রতিমা না হয় একটু কালোই আছে তা' বলে দেখতে শুনতে মন্দ নয়, আর ওর নাকি তোমায় পছন্দও হ'য়েছে।—

—আঃ দিদিমণি কি করো!—একটা চাপা তর্জ্জন শোনা গেল।

* * * * চিরকাল ক'ল্‌কাতায় থাকি, পদ্মা কেমন তা' কখনো ভাল করে দেখিনি। ঐ "সারা" ব্রিজ পাশ করবার সময় প্রিয়ার চকিত চাউনীর মত যা একটু আধটু দেখা তাই। বিকালের দিকে পদ্মা দেখার জন্য বেরিয়ে পড়া গেল।

গ্রীষ্মকাল! পদ্মার জল অনেকটা শুকিয়ে গেলেও এ পার ওপারের দূরত্বটা প্রায় এক রকমই মনে হয়। ধূসর মেঘের কোল ঘেঁসে মাঝে মাঝে এক এক ঝাঁক বক তাদের শুভ্র ডানাগুলি হাওয়ার বুকে এলিয়ে বুঝিবা গৃহের পানে ছুট্‌ছিল—পদ্মার পাড় ভাঙার শব্দ শুনতে শুনতে অনেকটা এগিয়ে গেছলাম। ক'ল্‌কাতার এই ছোট্ট গণ্ডির বাইরে পদ্মার কূলে কূলে যেন আমার কানের কাছে এসে এক অদ্ভুত মুক্তির বাণী শোনাচ্ছিল। বেশ একটু শ্রান্ত করেই বাড়ীর দিকে ফেরা গেল। বাড়ীর ভিতরে ঢুকতেই দিদিমণির সঙ্গে দেখা।

—কি ভাই নাতজামাই এ পাড়াগাঁ কেমন লাগছে?

—আমি হেসে বললাম, তা' মন্দ কি বেশ ত'।

—তবে আর কি এবার তা' হলে ভাল একটা দিন ক্ষণ দেখে প্রতিমাকে বিয়ে করে এখানেই থেকে যাও। তারপর—

"এই থানে এই তরু তলে
তোমায় আমায় কুতূহলে
জীবনের যে কটা দিন
কাটিয়ে যাবো প্রিয়ে
সঙ্গে রবে সুরার পাত্র
অল্প কিছু আহার মাত্র
আর একখানি ছন্দ মধুর
কাব্য হাতে নিয়ে।"

—ওঃ বাবা দিদিমণির দেখছি ওমর খৈয়ামও চলে—

—না পড়ে আর কি করি বল ভাই—তোমরা হলে সব এ কেলে জামাই, নইলে পছন্দ হবে কেন বলত? বলতে বলতে আমার চিবুকটা ধরে একটু নেড়ে দিলেন।

(৩)

দিন তিনেক পরের কথা। এখানে এসে দিনগুলি বেশ এক প্রকার কেটে যাচ্ছিল। ভাবনা নেই, চিন্তা নেই, সুশীল বোসের আইটেমের তাড়া নেই। দিনের মধ্যে হাজার বার দিদিমণির সুমধুর পরিহাস। দিদিমণির একার ঠাট্টাটা কিন্তু শেষটায় ব্যাপ্ত হতে হতে ক্রমে ক্রমে প্রায় এক প্রকার সকলের মুখে মুখেই ঘুরে বেড়াতে লাগলো! সেদিন বিকালের দিকে বেড়াতে বেরুবো ভাবছি এমন সময় প্রভাদি এসে ঘরে ঢুকলেন।

—এই যে 'সন্তু' বেরুচ্ছো বুঝি?···

—আচ্ছা প্রভাদি আমার নাম যে 'সন্তু' তা' আপনি জান্‌লেন কি করে?

—ওটা কি আর জান্‌তে বাকী থাকে ভাই!··

এমন সময় বাইরে থেকে প্রতিমার গলা শুনা গেল—"দিদি—"

—কে রে প্রতি! আয় না, ভিতরে আয় না!···

—না তুমি বাইরে শুনে যাও।—

—ওলো আয় লো আয়, আজকের দিনে আর 'বর'কে লজ্জা করতে হয় না।—

কিন্তু ও কিছুতেই ভিতরে এলো না—শেষটায় দিদিকেই বাইরে যেতে হলো।

খাওয়া দাওয়ার পর প্রভাদি বললেন, চল ভাই ছাদে যাই, একটু গল্প সল্প করা যাবে'খন। বলে তিনি একটা পাটী আন্‌তে নীচে চলে গেলেন, আমি আর অপেক্ষা না করে ছাদে উঠে এলাম।

অল্প চাঁদের আলোয় ছাতের আলিসা ধরে কে যেন একজন দাঁড়িয়েছিল। আমার পদশব্দ পেয়ে সে ফিরে তাকালে। সেই স্বল্পালোকেও চিনতে পারলাম সে কে। হঠাৎ মাথায় একটা দুষ্টুমি বুদ্ধি খেলে গেল। গম্ভীর ভাবে একটু এগিয়ে গিয়ে বললাম, —'কনে' নাকি!—

ও আমার কথা শুনে তখুনি সেখান থেকে পালিয়ে যাবার মতলবে ছিল, আমি তার মতলব বুঝতে পেরে তাড়াতাড়ি সামনের দিকে ঈষৎ ঝুঁকে পরে পথটা আটকে হেসে বললাম, 'বারে এতদিন তোমাদের এখানে রইলাম তা'ও তোমার সঙ্গে ত' আর তেমন ভাল করে দুটো কথাও হলো না, অথচ দিদিমণি বলেন···

—আঃ থামুন···কে যেন ছাতে আসছে, সিঁড়িতে পায়ের শব্দ পাচ্ছি!

—তা আসুক না, দুটো কথা বল্‌বো এতে আবার লজ্জার কি আছে ?

—নাঃ ছিঃ ছিঃ অন্য সময়…

—মনে থাকে যেন…

—থাক্‌বে—

প্রভাদি ছাতে এলেন। প্রতিমা চকিতে পিছনের দিকে একটু সরে গেল। তিনি হেসে বল্‌লেন, কি লো বরের সঙ্গে আলাপ হচ্ছিল বুঝি—

আমি হেসে বল্‌লাম—না হচ্ছিল কই—হবো হবোই সবে হচ্ছিল।…

—তা বেশ ত' এই পাটী পেতে দিচ্ছি দুজনে বসে যত পারিস গল্প কর, আমি না হয় কাণে আঙ্গুল দিয়েই থাকব।…

গল্প বা উপন্যাসের পাতায় ছাড়া কখনো কোনদিন যে অপরিচিত এই সুরটী আমার জীবনের তারগুলিতে ভুল করে একটু ক্ষণের জন্যও বেজে উঠ্‌বে এ যেন আমার স্বপ্নেরও অতীত ছিল।

প্রতিমাকে আমার ভাল লেগেছিল এবং সেই ভাল লাগার মধ্যে এতটুকু মিথ্যা বা এতটুকু ফাঁকি নেই। মাত্র দুটা দিনের আলাপে যে কাউকে আমার এত ভাল লাগতে পারে এটা যেন আজও আমার বিশ্বাস করতে মন উঠে না। হয়ত তুই ভাববি এটা আমার একটা Sentiment, একটা momentory insanity, কিন্তু সত্যি বলছি এটা আমার—আমার একটা নব জাগরণ! ভাবছিস্‌ হয়ত আশু কবিত্ব আরম্ভ করলে—কিন্তু…

—আমি বাধা দিয়ে বল্‌লাম, আচ্ছা থাক্‌, যা বলছিলি এখন তাই বল।

—হাঁ তার পরের দিন দুপুরে খাওয়া দাওয়ার পরে উপরে শুতে যাচ্ছি, হঠাৎ সিঁড়িতে ওর সঙ্গে দেখা। বল্‌লাম—তেতালার ঘরে একটু আসবে ?

কিন্তু ও আমার কথার কোন জবাব না দিয়ে যেমন নামছিল তেমনিই নেমে চলে গেল। কথাটা আস্তেই বলেছিলাম। তাই ভাবলাম ও হয়ত শুনতে পায়নি।

…দরজা ঠেলার শব্দে মুখ তুলে দেখি ও ঘরে ঢুকছে।

—আমাকে ডেকেছিলেন কেন ?—

—বলছি ব'স।

—বলুন না, এখানে দাঁড়িয়েই শোনা যাবে'খন।

—আজ আমার সঙ্গে বিকালে পদ্মার ধারে বেড়াতে যাবে ?

—যেতে পারি কিন্তু যদি কেউ দেখে ফেলে।

—কেন লুকিয়ে ঐ মাঠের পুকুরের ধার দিয়ে যেতে পারবে না ? তারপর সেই বটগাছটার তলায় গিয়ে দু'জনে মিট্‌ করা যাবে।

—ঠিক বলতে পারছি না তবে চেষ্টা করবো।

—চেষ্টা করবে মানে যেতেই হবে।

—কেন জোর নাকি।…বলে ও আমার দিকে চেয়ে একটু হাসলে। * * *

চা খাওয়ার পর বেড়াতে বেরিয়ে পড়া গেল। যেখানে ওর সঙ্গে আমার মিট করার কথা সেখানে প্রায় একটী ঘণ্টা অপেক্ষা করার পরও যখন ওর দেখা পাওয়া গেল না তখন কতকটা অভিমান ভরে ও কতকটা দুঃখিত হয়েই নদীর দিকে হাঁটতে আরম্ভ করা গেল। পথ চলতে চলতে মনে হলো যে, তাইত, এটা আমারই অন্যায়—একে এ জায়গাটা প্রায় গ্রামেরই সামিল এখানে ও বয়েসের মেয়ে কেমন করেই বা আমার সঙ্গে মেলামেশা করে, লোকে দেখলেই বা ভাববে কি। মাত্র ক'দিনের পরিচয় আমার সঙ্গে, এর মধ্যেই এতখানি দাবী। হায়রে পুরুষের মন। সেটা বোধ হয় ছিল পূর্ণিমার রাত। অল্পক্ষণ বাদেই প্রকাণ্ড একটা সোনার থালার মত চাঁদ নীল আকাশের এক কোণ দিয়ে হেসে উঠ্‌ল। আমার আর সেদিন বেশীদূর চল্‌তে ইচ্ছা করল না। পদ্মার ধারে প্রকাণ্ড একটা বটগাছের শিকরের উপর আস্তে আস্তে বসে পড়া গেল। কতক্ষণ বসেছিলাম জানি না সহসা কানে ভেসে এল, আমার উপর রাগ করেছ ?
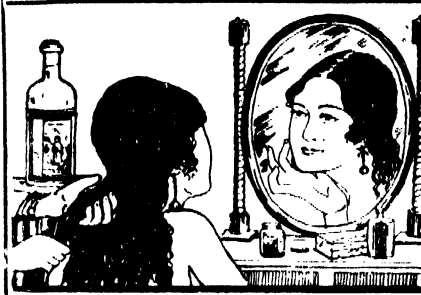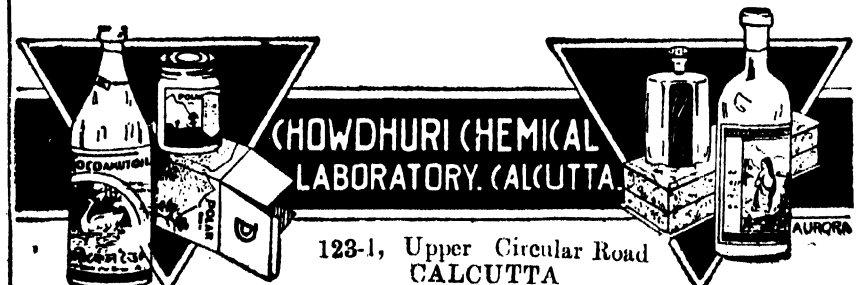
চেয়ে দেখি পাশে দাঁড়িয়ে প্রতিমা! অভিমান যে মোটেই তার উপরে আমার হয়নি এ কথাই বা বলি কেমন করে, কিন্তু এও ত' ঠিক যে তার উপরে আমার অভিমান করার অধিকারই বা কতটুকু ছিল। দু'দিনের আলাপ বইত নয়। মৃদু হেসে বললাম, অভিমান? না তা' কেন হবে। ব'স!

—গলার সুর বলছে অভিমান হয়েছে, কি করি বলত। ওদিকে যে বাড়ী ভর্ত্তি লোক, বেরুতে গেলেই যে সব দেখে ফেলবে। বিশেষতঃ দিদিমণি। আজ আমাদের বাড়ী শুদ্ধ সবারই রাম কাকার বাড়ী নেমন্তন্ন তাই একটু আগে ওরা সব বেরিয়ে যেতেই তোমার এখানে ছুটে আসছি।

—বস! দাঁড়িয়ে রইলে কেন?

—আগে বল আমার উপরে আর তোমার রাগ নেই।

—যদি, মনে আমার রাগ থাকেই তাতে তোমারই বা এমন কি এসে যাবে প্রতি।

আমার কথায় ও অন্যদিকে মুখটা ফিরিয়ে নিল। ওর মুখের দিকে চাইতেই মনে হলো যেন ওর চোখের কোল দুটো কেমন চক চক করছে। বললাম—না গো না ব'স, তোমার সঙ্গে যে আমার অনেক কথা আছে। কিন্তু আমার কথায় ও ভুলল না; এতক্ষণ ব'সে ব'সেই কথা হচ্ছিল এবার উঠে বললাম, তার চাইতে চল অল্প কিছু দূরে একটা চর আছে সেখান থেকে ঘুরে আসি। হাঁটতে হাঁটতে উভয়ে যখন সেই চরে এসে পৌছলাম; চাঁদের আলোয় গা ঢেলে তখন সেটা যেন চোখ বুজে স্বপ্ন দেখছিল। সেদিন সেই নিস্তব্ধ চাঁদের আলোয় পদ্মার উপকূলে আমার হৃদয়ের সকল অকথিত বাণীই যেন কেমন করে সহসা রুদ্ধ হ'য়ে গেল। দূরাগত পদ্মার সেই একঘেয়ে কুলু কুলু ধ্বনি যেন আমার দু' কান ভ'রে এক মহা আনন্দের উদাত্ত সঙ্গীতের মধুময় আবেশের মত মনে হচ্ছিল। ওর হাত খানা আমার হাতের মধ্যে টেনে নিয়ে একটা মৃদু চাপ দিয়ে ডাকলাম—'প্রতি!'

ওর দু' চোখ ভ'রে যেন কিসের এক অস্পষ্ট ইঙ্গিত ঝ'রে প'ড়ছিল।

(৪)

সে রাত্রে শোবার আগে আবার ওর সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। আমার মশারীটা প্রভাদি কিংবা দিদিমণি রোজ ফেলে দিয়ে যেতেন, কিন্তু সেদিন এলো ও। যাবার সময়ে আলোটা কমাতে কমাতে বললে, কি গো রাগ পড়েছে ত'?

একটা জিনিষ আমি লক্ষ্য ক'রেছিলাম যে, ও অন্যের সামনে আমার সঙ্গে তেমন কথাবার্ত্তা ব'লত না। আমাদের উভয়ের সঙ্কোচটা যখন বেশ কেটে গিয়ে একটা অবাধ মেলা মেশার সুর উভয়ের মধ্যে বইতে আরম্ভ করছে, ঠিক এমনি সময় হঠাৎ এক দিন সকালে উঠে শুনলাম আজই রাণীকে নিয়ে নাকি আমার ফেরার দিন। নীরস এন্যাটমীর পাতার ফাঁক থেকে ক্ষণেকের তরে উঁকি দিয়ে যাওয়া এই যে আমার কয়টা দিন, এর যাওয়ার ক্ষণটী যে এত শীঘ্রই এসে পড়বে তা' কে জানত বল, কিন্তু যেতে হবেই। আর এ দুনিয়াটায় ঐ যাওয়াই সব চাইতে বড়। পথ চলতে চলতে এই পান্থ-শালার দুটী স্মরণীয় রাত এ ত' ভুলবার নয় ভাই!...সারা বাড়ীতেই একটা গোছগাছ লেগে গেল। সন্ধ্যার পর ষ্টীমার। আমার দুইটী চোখই তাকে খুঁজে খুঁজে বেড়াচ্ছিল, কিন্তু কোথায় সে!

যেতে হবেই, আর এই যে যেতে হবে এ ত' আমার আগেই জানা উচিত ছিল তবে!...তবু!...

বিকালের দিকে কি একটা কারণে বেরোতে যাবো, কিন্তু 'চশমাটা' কিছুতেই খুঁজে পাচ্ছিলাম না। দুপুরে স্নানের সময় চশমাটা খুলে প্রভাদির ঘরের সেল্ফে রেখে গেছলাম; সেটা যে কোথায় গেল, প্রভাদিকে ডেকে শুধালাম—প্রভাদি, আমার চশমাটা আপনার ঘরে রেখেছিলাম, কিন্তু সেটা যে খুঁজে পাচ্ছি না!...

তিনি হেসে বললেন, কি জানি ভাই, তোমার ক'নেকে জিজ্ঞাসা ক'রে দেখ না!...

—কই আজ সারা দিনের মধ্যে তাঁর টিকিটীরও ত' দর্শন পেলাম না।...

—কেন, এই ত' একটু আগে তেতালার দিকে যেতে দেখলাম।

...তেতালার ঘরে এসে দেখি, আমার বিছানার উপর উপুড় হয়ে ও শুয়ে আছে। মাঝে মাঝে শরীরটা ঈষৎ কেঁপে কেঁপে উঠ্ছিল। বুঝতে পারলাম ও কাঁদছে। ধীরে ধীরে এগিয়ে গিয়ে ওর পিঠের উপর একখানি হাত রাখলাম।—"প্রতি!—"

ও কোন সাড়া শব্দ দিল না।

—লক্ষীটি শোন! আবার পূজার সময় তোমাদের এখানে আসব। তখন অনেক দিন থাকা যাবে।...

কিন্তু এবারেও ও কোন কথা বললে না।

—আমার চশমাটা?

—ওই ত' আপনার সুট্‌কেসের মধ্যে আছে!...

* * *

অবশেষে যাওয়ার সময় এসে গেল বাইরে পাল্কী দাঁড়িয়ে আছে। রাণী সকলকে প্রণাম ক'র্‌ছে। আমার দু' চোখ সেই ভিড়ের মাঝে যাকে খুঁজে বেড়াচ্ছিল, সে কোথায়!...চলতে যাবো, হঠাৎ পায়ের উপর একটা মৃদু স্পর্শ পেয়ে চেয়ে দেখি প্রতিমা আমায় প্রণাম ক'র্‌ছে। কোন কিছু বলবার আগেই ফুস্ ক'রে যেন ও আবার কোথায় মিলিয়ে গেল।

* * * নিস্তব্ধ পদ্মার জলরাশি ভেদ ক'রে আমাদের ষ্টীমার ছুটে চলেছে; আজও চাঁদের আলোর সেই চরটা তেমনি ভাবেই ঘুমিয়ে ছিল; যেন ওর প্রতি বালুকণার চোখে চোখে স্বপ্নের জড়িমা। ধীরে ধীরে সেটা মিলিয়ে গেল। তবু মাত্র দু' দিন ধরে এই পদ্মার উপকূলে আমার চোখ ভ'রে যে স্বপ্ন জেগেছিল, তাও বোধ হয় এমনি ক'রেই চোখের জলে স্বপ্নের মতই আবার মিলিয়ে গেল।

'কালী ফিল্মসে'র জন্ম-বার্ষিকী

অমৃতবাজার পত্রিকার সুযোগ্য সম্পাদক শ্রীযুক্ত তুষারকান্তি ঘোষ দয়া করিয়া আজ আমাদের এই প্রীতি সম্মেলনে যোগদান করিয়াছেন। তিনি আমার শুভানুধ্যায়ী এবং তাঁহার অকৃত্রিম স্নেহ ও শুভেচ্ছা আমার এই দুর্গম যাত্রা-পথে কম সহায়তা করে নাই। পশ্চিম দেশের সুদূর মেলবোর্ণ সহরে বিশ্ব সাংবাদিক সম্মিলনী-সভায় ভারতবর্ষের তরফ্ হইতে তিনিই সহকারী সভাপতি মনোনীত হইয়াছেন। শীঘ্রই তিনি বিদেশ যাত্রা করিবেন। বাঙ্গালীর পক্ষে ইহা কম গৌরবের কথা নহে। সেজন্য সর্ব্বপ্রথম আজ আমি তাঁহাকে আমার অন্তরের অভিনন্দন জ্ঞাপন করিতেছি।

আজ আমাদের 'কালী ফিল্মসে'র দ্বিতীয় জন্মবার্ষিকী উৎসবের ঘটা করিবার মত সামর্থ্য আমার নাই। আমার এই প্রতিষ্ঠানটিকে গড়িয়া তুলিতে যাঁহারা আমাকে অকাতরে সাহায্য করিয়াছেন, যে-সব হিতৈষী বন্ধুবান্ধব এবং শুভাকাঙ্ক্ষী অনুগ্রাহকবর্গের করুণায় আমি নিজের পায়ে দাঁড়াইতে পারিয়াছি, আজ এই বার্ষিকী দিবসটিকে উপলক্ষ্য করিয়া তাঁহাদের সকলকে আমার অন্তরের কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতে চাই। এবং সেই জন্যই আজ আমার এই অতি ক্ষুদ্র অনুষ্ঠানের আয়োজন।

আমার এই ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র প্রতিষ্ঠানটির অতি ক্ষুদ্র একটুখানি জন্ম ইতিহাস আজ আমি আপনাদের শুনাইতে চাই।

সুপ্রসিদ্ধ চলচ্চিত্র-ব্যবসায়ী ম্যাড্যান কোম্পানীতে সর্ব্বপ্রথম আমি টাইপিষ্টের কাজ করিতাম। সুদীর্ঘ ত্রিশ বৎসরাধিককাল অক্লান্ত উদ্যমে তাঁহাদের আমি সেবা করিয়া আসিয়াছি। বাঙ্গালী জাতি ব্যবসায় সাফল্য অর্জ্জন করিতে পারে না বলিয়া একটা দুর্ণাম আমাদের আছে। এই কথা আমি প্রায়ই ভাবিতাম এবং বারম্বার মনে হইত—অর্থ এবং সামর্থ্য থাকিলে আমি নিজে একবার চেষ্টা করিয়া দেখিতাম। কিন্তু সামান্য চাকুরীজীবীর সে দুরাশা আমার কল্পনাতেই থাকিত।

আজ আমার এই প্রৌঢ়ত্বের প্রান্তসীমায় আসিয়া সে আশা যে এমন করিয়া সফল হইবে তাহা কোন দিনই ভাবিতে পারি নাই।

এই প্রসঙ্গে একটা বড় মর্ম্মন্তুদ দুঃখের প্রসঙ্গ আসিয়া পড়ে। আমার জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীমান্ কালীধন তখন কুড়ি বৎসরের বালক। এম-এ পরীক্ষা দিবার জন্য প্রস্তুত হইতেছে। সে-ই আমাকে বারম্বার উৎসাহ বাক্যে প্ররোচিত করিয়া এই কার্য্যে প্রথম নামাইয়া দেয়। নামাইয়া দিয়াই অতি নিষ্ঠুরের মত অকালে সরিয়া পড়ে। অকস্মাৎ একদা রাত্রে তাহার মৃত্যু হয়।

না আছে অর্থ সম্পদ, না আছে সহায় সম্বল, তাহার উপর পুত্রশোক কাতর, ভাবিলাম বুঝি সব গেল।

শোকের যন্ত্রণা ভুলিবার জন্য তাহারই আরব্ধ কার্য্যে আমি আত্মনিয়োগ করিলাম।

বিগত ১৯৩৩ সালের পয়লা জানুয়ারী তারিখে ইণ্ডিয়া ফিল্ম ইণ্ডাষ্ট্রীজ নাম দিয়া আমার এই প্রতিষ্ঠানটির পত্তন সে-ই করিয়া যায়। তাই ইহার নামের সঙ্গে তাহার নামের স্মৃতিটুকুকে বিজড়িত করিয়া দিয়াছি। 'ইণ্ডিয়া ফিল্ম ইণ্ডাষ্ট্রীজের' নাম হইয়াছে—'কালী ফিল্মস্'।

ছবি তুলিলাম। কিন্তু ছবি দেখাই কোথায়? সে অভাব মোচন করিয়াছেন 'রূপবাণীর' কর্ত্তৃপক্ষ। এই প্রসঙ্গে তাঁহারাও আমার ধন্যবাদের পাত্র।

'কালী ফিল্মসের' ছবি বাজারে বাহির হইল। বাঙ্গালী পরিচালিত বাঙ্গালী প্রতিষ্ঠানের বাঙ্গলা ছবি। বাঙ্গালী দর্শক তাহা সাদরে গ্রহণ করিল।

অক্লান্ত উদ্যমে প্রাণপাত করিয়া ছবির পর ছবি তুলিয়া চলিলাম। অথচ—ছবি তুলিতে হইলে যে সব সাজ-সরঞ্জামের একান্ত প্রয়োজন তখন আমার সে-সব কিছুই নাই। না আছে ছবি তোলার ঘর (ষ্টুডিও), না আছে আলো। খোলা মাঠের মধ্যে সূর্য্যের আলোর উপর নির্ভর করিয়া ছবি তুলিতে হয়। অর্থ-হীনের পক্ষে যত রকমের যত বাধাবিঘ্ন থাকা সম্ভব তখন আমার সবই ছিল প্রচুর পরিমাণে।

কিন্তু কোনও ছবি আমাকে একেবারে নিরাশ করে নাই।

ধীরে ধীরে সবই করিলাম। ছবি তুলিবার জন্য স্বতন্ত্র বাড়ী তৈরী হইল, আলোর বন্দোবস্ত করিলাম এবং তাই দিয়া ছবি তুলিলাম শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রকুমার রায়ের—"তরুণী ও শ্রীযুক্ত তুলসী লাহিড়ীর 'মণিকাঞ্চন'।

স্বীকার করিতে দোষ নাই—এই দুইখানি ছবিই আমাকে আশাতীত সাফল্যের গৌরব দান করিয়াছে।
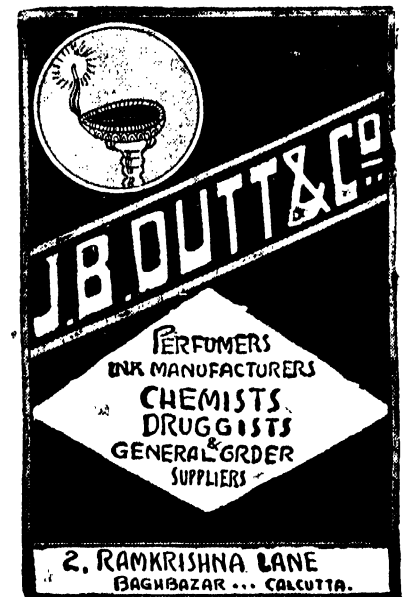
আমার এই সাফল্যের মূলে কি আছে কিছুই জানি না। তবে এইটুকু মাত্র নিঃসঙ্কোচে বলিতে পারি যে, ছবি তোলার কাজে কোনো দিনই আমি ফাঁকি দিবার চেষ্টা করি নাই। আমার বিদ্যা বুদ্ধি এবং সামর্থ্যে যতটুকু পারিয়াছি জনসাধারণের মনস্তুষ্টির জন্য প্রাণ-পণে আমি তাহাই করিয়াছি। আমার মূলধন বলিতে বিধাতার আশীর্ব্বাদ, আমার ঐকান্তিক নিষ্ঠা, আর আপনাদের মতো হিতৈষী জনের শুভ কামনা ছাড়া আর আমার কিছুই নাই।

গর্ব্ব আমি কোনো কিছুরই করিতে চাই না। গর্ব্ব করিবার আছেই বা কি! তবে আমার গর্ব্ব করিবার মত যদি কিছু থাকে ত' সে আমার সহকর্ম্মীর দল,—যাহাদের লইয়া আমাকে কাজ করিতে হয়, যাহাদের সহ-যোগিতা না পাইলে আমি এক পাও অগ্রসর হইতে পারিতাম না। তাঁহারা যে আমার অধীনে চাকরি করেন সে কথা তাঁহারাও যেমন ভাবিতে পারেন না, আমিও কোনোদিন তাহা মনে করি না। এই প্রসঙ্গে আমাদের শব্দযন্ত্রী শ্রীযুক্ত জগদীশ বসু, ক্যামেরাম্যান শ্রীযুক্ত ননী লাল সান্যাল ও শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র দাস, পরিচালক ও সম্পাদক শ্রীযুক্ত জ্যোতিষচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, রসায়নাগারাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকিঙ্কর মুখো-পাধ্যায় ও শিল্প নির্দ্দেশক শ্রীযুক্ত পরেশচন্দ্র বসুকে আমার অন্তরের কৃতজ্ঞতা জানাইয়া রাখি। তাঁহারা প্রত্যেকে আমার এই ক্ষুদ্র প্রতিষ্ঠানটির শুভাকাঙ্খী। তাঁহাদের আন্তরিকতা আমার মস্ত সম্পদ।

আমার এই যাত্রা পথের আর একটি পাথেয়—সহরের সমস্ত সংবাদ পত্রের অকৃত্রিম স্নেহ ও শুভেচ্ছা।

যে স্নেহ ও শুভেচ্ছা লাভ করিয়া এই সামান্য দিনের মধ্যে আমি সাবিত্রী, বিল্বমঙ্গল ঋণমুক্তি, তরুণী, মণিকাঞ্চন ও তুলসীদাস এই ছ'খানি বাংলা ছবি, একখানি উর্দ্দু ও দু'খানি তামিল ছবি তুলিতে সমর্থ হইয়াছি তাহা হইতে কোনোদিন যদি আমি বঞ্চিত না হই, তাহা হইলে ভবিষ্যতে 'কালী' ফিল্মসের' প্রত্যেকটি ছবিই আশা করি দেশবাসীর মনে প্রচুর আনন্দের খোরাক জোগাইতে পারিবে।

এই নব বর্ষের প্রারম্ভে আমরা আরও কয়েক খানি বাংলা বই আমাদের অনুগ্রাহকবর্গকে উপহার দিতে পারিব। একখানি কথা শিল্পী শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের 'পাতালপুরী' মহাকবি গিরিশচন্দ্রের 'প্রফুল্ল', শ্রীযুক্তা নিরুপমা দেবীর 'অন্নপূর্ণার মন্দির' আর চির অমর প্রেমের কাহিনী—'বিদ্যাসুন্দর।'

সর্ব্ব শেষে বিধাতার কাছে আমার এক মাত্র প্রার্থনা—ব্যবসা করিতে বসিয়াছি বলিয়া চলচ্চিত্রের শিল্পের মধ্যে উদ্দেশ্যের কথা যেন আমি কোনোদিনই বিস্মৃত না হই। অর্থ ছাড়াও কাব্য সাহিত্য ও কলা শিল্পের মত ইহারও যে একটি রসের দিক আছে—সে কথা আমার সর্ব্বদাই যেন মনে থাকে। আমি চাই, ভারতের চলচ্চিত্র শিল্প যেন বিশ্বের দরবারে তাহার নিজস্ব বৈশিষ্ট্য লইয়া প্রতিষ্ঠা ও সম্মান অর্জ্জন করিতে পারে।

সমবেত হিতৈষী বন্ধু মণ্ডলীর কাছে আজ আমার বিনীত নিবেদন, তাঁহাদের যে অকৃত্রিম স্নেহ ও শুভেচ্ছা লাভ করিয়া আজ আমি ধন্য হইয়াছি, তাঁহাদের সেই অকুণ্ঠিত দাক্ষিণ্য হইতে ভগবান যেন কোনোদিনই আমায় বঞ্চিত না করেন।

আপনারাই আমার যাত্রা পথের একমাত্র সহায়। নিবেদন ইতি—

১লা জানুয়ারী,১৯৩৫
'কালী ফিল্মস'
টালীগঞ্জ

বিনীত—
শ্রীপ্রিয়নাথ গঙ্গোপাধ্যায়

বঙ্গদেশের গভর্ণমেণ্ট

এ্যাপয়েণ্টমেণ্ট ডিপার্টমেণ্ট। শাসন সংস্করণ শাখা নির্দ্ধারণ

৯১৫ এ, আর

কলিকাতা ২৮শে ডিসেম্বর ১৯৩৪।

১৯৩৩ খৃষ্টাব্দের ১৬ই জানুয়ারী তারিখের নং ১২২ এ, আর, নির্দ্ধারণ দ্বারা বঙ্গদেশের গভর্ণমেণ্ট তপশীলভুক্ত জাতিসমূহের একটি খসড়া তালিকা প্রকাশিত করিয়াছিলেন। অবনত শ্রেণীসমূহের ভোটাধিকার সম্বন্ধে সাম্প্রদায়িক মীমাংসায় প্রথমে যে সকল প্রস্তাব ছিল ও তৎপরে পুণাচুক্তি অনুযায়ী উহাদের যে পরিবর্ত্তন হইয়াছিল, তাহা কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য যে প্রণালী অবলম্বন করা হইবে তাহার ভিত্তি স্বরূপ গ্রহণার্থ ঐ তালিকা প্রস্তাবিত হইয়াছিল। ঐ সকল জাতির সামাজিক ও রাজনৈতিক অবনত অবস্থা ও উহাদের স্বার্থ রক্ষার্থ উহাদিগকে বিশেষ ভোটাধিকার দেওয়া আবশ্যক বোধে উক্ত তালিকা প্রস্তুত করা হইয়াছিল।

২। উক্ত তালিকায় কোন একটি বা একাধিক জাতিকে অন্তর্ভুক্ত করা বা না করা সম্বন্ধে মতামত জানাইবার জন্য গভর্ণমেণ্ট সাধারণ প্রতিষ্ঠান, জাতি বিশেষের সমিতি বা ব্যক্তিদিগকে অনুরোধ করিয়াছিলেন। বিভাগীয় কমিশনার ও জেলার কর্ম্মচারীদিগকে তাঁহাদের বিভাগ বা জেলায় যে সকল জাতির লোক বেশী সংখ্যায় আছে সেই সকল জাতি তালিকাভুক্ত করা সঙ্গত কি না সে বিষয়ে তাঁহাদের মতামত প্রকাশ করিতে বলা হইয়াছিল। তাঁহাদিগকে আরও বলা হইয়াছিল যে, যাহার নাম তালিকাভুক্ত করা হয় নাই কিন্তু তাঁহাদের মতে তালিকাভুক্ত হওয়া উচিত, তাঁহাদের বিভাগে বা জেলায় এরূপ কোন জাতি আছে কি না তাহা জানাইবেন।

৩। গভর্ণমেণ্টের আহ্বানের উত্তরে সাধারণ প্রতিষ্ঠান, জাতিবিশেষের সমিতি ও ব্যক্তিদিগের নিকট হইতে গভর্ণমেণ্ট বহু আবেদন প্রাপ্ত হইয়াছেন। ঐগুলি এবং বিভাগীয় কমিশনার ও জেলা কর্ম্মচারীদিগের মতামত এক্ষণে বিশেষভাবে বিবেচনা করিয়া দেখা হইয়াছে, এবং এতৎসংলগ্ন জাতিসমূহের তালিকাটি বঙ্গদেশের জন্য তপশীলভুক্ত জাতিসমূহের তালিকার অন্তর্ভুক্ত হইবার যোগ্য বলিয়া মহামান্য সম্রাটের গভর্ণমেণ্টের বিবেচনার জন্য সুপারিশ করিবেন বলিয়া গভর্ণমেণ্ট স্থির করিয়াছেন।

আদেশ।—এই নির্দ্ধারণ কলিকাতা গেজেটে প্রকাশিত করিবার জন্য কলিকাতা ও মফঃস্বলের সংবাদপত্রে পাঠাইবার নিমিত্ত দেওয়া হইল।

সকাউন্সিল গভর্ণর বাহাদুরের অনুমত্যানুসারে,
স্বাঃ আর, এন, গিলক্রাইষ্ট,
রিফর্ম্স কমিশনার ও বঙ্গদেশের গভর্ণমেণ্টের
জয়েণ্ট সেক্রেটারী।

তপশীলভুক্ত জাতিসমূহের তালিকা

আগরীয়া	হরি	মাল্লা
বাগ্দী	হো	মাল
		পাহাড়িয়া
বাহেলীয়া	জালিয়া কৈবর্ত্ত	মেচ
বাইতী	ঝালোমালো বা মালো	মেথর
বাউরী	কাদার	মুচী
বেদিয়া	কাণ	মুণ্ডা
বেলদার	কাঁধ	মুসহর
বেরুয়া	কাঁদরা	নাগেসিয়া
ভাতিয়া	কেওরা	নমঃশূদ্র
ভুঁইমালী	কাপুরিয়া	নট
ভুঁইয়া	করেঙ্গা	নুনিয়া
ভূমিজ	কাস্থা	ওরাওঁ
বিন্দ	কাউর	পলিয়া
ঝিনুঝিয়া	খয়রা	পাণ
চামার	খাতিক	পাসি
ধেনুয়ার	কোচ	পাটনী
ধোবা	কোনাই	পোদ
দোয়াই	কোড়ার	রভা
ডোম	কোঁড়া	রাজবংশী
দোসাধ	কোটাল	রাজবার
গারো	লালবেগী	সাঁওতাল
ঘাসী	লোধা	শুঁড়ি
গোণরী	লোহার	
হাড়ী	মাহার	সূত্রধর
হাজং	মাহলী	তিয়র
হালালখোর	মাল	তুরি

রেকর্ড সমালোচনা

—সাউণ্ড বক্স

[আমাদের বহু পাঠক পাঠিকার বিশেষ অনুরোধে আমরা পুনরায় রেকর্ড সমালোচনা আরম্ভ করিলাম। আমাদের পাঠকবর্গ জানাইয়াছেন যে আমাদের পক্ষপাত শূন্য সমালোচনা বাহির হইলে তাঁহাদের রেকর্ড ক্রয় করিবার বিশেষ সুবিধা হয়—বাছাই করার হাঙ্গামা থাকে না। কিন্তু আমাদের বহু অসুবিধার মধ্যে সমালোচনা করিতে হয়, কারণ আমাদের দেশের কোন রেকর্ড কোম্পানী সমালোচনার্থ নূতন নূতন রেকর্ড প্রেসকে পাঠান না। ইহাতে তাঁহাদের যে সুবিধা এ কথাটা তাঁহারা ভাবিয়া দেখেন না। আমরা "হিজ্ মাষ্টার্স ভয়েস", "কলোম্বিয়া", "হিন্দুস্থান" ও "মেগাফোন" কোম্পানীর কর্তৃপক্ষদের এ বিষয় দৃষ্টি আকর্ষণ করি—দীঃ সঃ।

*

এ সপ্তাহে আমরা দেশীয় অন্যতম প্রতিষ্ঠান মেগাফোন কোম্পানীর বড়দিনের রেকর্ডের সমালোচনা করিব।

*

J. N. G. 161. শ্রীক্ষেত্রদাস মুখোপাধ্যায় এই রেকর্ড খানিতে গান গাহিয়াছেন। ক্ষেত্রদাসবাবু রেকর্ড জগতে নবাগত হইলেও সঙ্গীতে কিছু ব্যুৎপত্তি আছে এবং কণ্ঠস্বরও মধুর। বাণী আর একটু শুদ্ধ হইলে সোনায় সোহাগা হইত। "রাঙা জবা কাজ কি মা তোর" গানটি আমাদের মধুর লাগিয়াছে। রেকর্ড ক্রেতাগণ এই রেকর্ডখানি শুনিলে আনন্দ লাভ করিবেন সন্দেহ নাই।

*

J. N. G 162. এই রেকর্ডখানিতে শ্রীভবানীচরণ দাস ভাটিয়ালী ও কীর্ত্তন সুরে দু'খানি গান গাহিয়াছেন। গায়কের কণ্ঠস্বর মাইকের উপযোগী, কাজেই রেকর্ডে Re-production সুন্দর হইয়াছে। মেগাফোনের রেকর্ডিং চমৎকার।

*

J. N. G. 163. কুমারী সুষমা দে এই রেকর্ডখানিতে গান গাহিয়াছেন। "শ্রাবণ আঁধার সাথে" গানটি শ্রুতিমধুর হইয়াছে। "এ ঘোর শ্রাবণ নিশি"গানটিতে সুরের নূতনত্ব আছে। এই হাড়-ভাঙা শীতে এ গান দুটি বাহির না করিয়া শ্রাবণের ধারার সাথে বাহির করিলে সময়োপযোগী হইত।

*

J. N. G. 164. এই রেকর্ডে মিস্ শ্বেতাঙ্গিনী দু'খানি গান গাহিয়াছেন। "এলো কি দখিনা বায়" গানটি অর্কেষ্ট্রার সহিত গীত হইয়াছে। সাধারণ শ্রোতৃমণ্ডলীর গানটি ভাল লাগিবে। "বিদেশী বঁধু কোন ফুল মধু" দাদ্‌রা গানটি মন্দ লাগিল না।

*

J.N.G. 165. শ্রীরঞ্জিত রায় ও অন্যান্য বাদকগণ এই রেকর্ডে অর্কেষ্ট্রা বাজাইয়াছেন। বাদ্যযন্ত্রের রেকর্ডে মেগাফোন আপনার বৈশিষ্ট্য এতদিন বজায় রাখিয়াছে। এ রেকর্ডখানি তাঁহাদের সে Tradition খর্ব্ব করে নাই।

বিচিত্র বার্ত্তা

—শ্রীপ্রাণদানন্দ দাসগুপ্ত

বার্লিনের লোক সংখ্যা প্রায় ৪০ লক্ষ, তাদের জন্যে প্রত্যেক দিন বার্লিনে দশ লক্ষ সের আলু খরচ হয়।

*

হার্টসূর্থর্ণ পোষ্ট অফিসে চোরেরা এসে দুবার টাকা লুট ক'রে যাওয়াতে, পোষ্ট অফিসে একটা ফাঁদ পেতে রাখা হ'য়ে ছিল। চোরেরা আবার লুঠ ক'র্‌তে এসে সমস্ত টাকা কড়ির সঙ্গে সেই ফাঁদটাও নিয়ে পালায়। চোরেরাও সাজা দিতে জানে।

*

পৃথিবীর মধ্যে সব চেয়ে বড় হ্রদের নাম—"সুপিরিয়র"। এই হ্রদটি দৈর্ঘ্যে ৩৮০ মাইল এবং প্রস্থে ১৬০ মাইল।

*

একজন ইংরাজ রেলের টিকিট জমা ক'রতেন। তিনি ২০,০০০ হাজার পর্য্যন্ত টিকিট জমিয়েছিলেন।

*

শ্যাম দেশের ভূতপূর্ব্ব একজন রাজার দেয়াশালাইয়ের বাক্স ও বাক্সের লেবেল সংগ্রহ করার বাতিক ছিল।

*

ছেলেকে তাড়াতাড়ি জোয়ান করবার উদ্দেশ্যে পাশ্চাত্যের কোনো এক গ্রামের কৃষক তার তিন বছরের ছেলেকে তামাক পাতা ও আপেল থেকে প্রস্তুত মদ খাইয়েছিল। বিচারে লোকটির দণ্ড হ'য়েছে।

*

হল্যাণ্ডে জাইদার জী নামে যে সুবৃহৎ জলাশয়টি আছে, তার জল তুলে ফেলা হচ্ছে। এর ফলে নাকি দু' লক্ষ লোক বাস করবার মত ভূমি মিলবে।

ঝড়ের রাতে

(কথিকা)

—শ্রীফণিভূষণ মজুমদার

বিশ্ব ঘিরে তুমুল ঝড় জল···মহাকালের রুদ্ধ নিশ্বাসের মত। সীমা নেই···শেষ নেই। ধ্বংসের যেন এক বিরাট লীলাখেলা···

অরুণা ছোট্ট একটা কুটীরের দ্বার খুলে দাঁড়িয়ে বাইরের দুর্যোগের দিকে চেয়ে ছিল। ভেতরে তার একমাত্র ছেলে মৃত্যুশয্যায় অচৈতন্য। অথচ কিই-বা সে ক'রতে পারে ?···

বয়েস বোধ হয় সবে তার আঠার কি উনিশ···রূপ ?···তাও তার আছে বৈ-কি ! বাইরের দেহটা তার—? মোটেই প্রাচীন নয়...কিন্তু দেহের ভেতর যে এক বৃদ্ধা তার শুক্‌নো হাড়গোড় নিয়ে বাসা বেঁধেছে।

···এমনি এক দুর্যোগের রাতেই সে সরিতের সঙ্গে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে পড়েছিল সমাজকে অবহেলা করে।...আশা···দু'জনে গড়ে তুলবে বর্ত্তমান বিশ্ব সমাজের বিরুদ্ধে নতুন বিশ্ব—নতুন সমাজ—।

কিন্তু সেদিন থেকে যে ঝড়ের সুরু তার বিরাম যে আর হয় না।

বাইরের ঝড়ের কোলাহলকে অবহেলা করে তারা মন দেয় নিজেদের পৃথিবী গড়তে ···বুক ভরা তাদের আশা···

দেবতার আশীর্ব্বাদের মত তাদের মিলনকে পবিত্র করে তোলে ছোট্ট একটা ছেলে··· আধ-ফোটা ফুলের পরাগ মেখে···

* * *

কিন্তু শক্তি তাদের কতটুকু !···

দেবতার গড়বার শক্তি অসীম—তাই চিরস্থায়ী। সীমাবদ্ধ শক্তি নিয়ে মানুষ যা সৃষ্টি করে তা ভেসে চলে যায় কালের স্রোতে···

বাইরে ঝড়ের গর্জ্জন তাদের পৃথিবীকে নাড়া দিয়ে যায় প্রাণ কাঁপানো অট্টহাসি হেসে···

বদ্ধ ঘরে সরিত যেন এবার হাঁপিয়ে ওঠে। সারা মন ঘিরে তার আসে অবসাদ···প্রাণ খোঁজে জন কোলাহল। অরুণা চেয়ে থাকে সে দিকে—বুক কেঁপে ওঠে অজানা ভয়ে—

বাইরে ঝড় তেমনি করেই অট্টহাসি হেসে চলে যায়...

ভেতোরে অরুণা সারা রাত জেগে চেয়ে থাকে সরিতের অবসাদ ক্লিষ্ট মুখের দিকে··· সরিতের ঘুম ভেঙ্গে যায় মেঘের গর্জ্জনে। বিনিদ্রার মুখের পানে দেখে—আবার পাশ ফিরে শোয়···

বাইরে ঝড় তেম্‌নি অট্টহাসি হেসে চলে যায়—বাঁধ বুঝি আর বাধা মানে না।

সরিতের অবসাদ যেন অসহ্য হয়ে ওঠে। সে উদ্‌ভ্রান্তের মত চেঁচিয়ে ওঠে,—"আমি যাব, আমি যাব মানুষের জগতে···বদ্ধ ঘর থেকে রেহাই চাই আমি। সমাজের মাঝে, মানুষের সঙ্গে তাদেরই এক জন হ'য়ে ফের থাকতে চাই।"

—এ কি জাগরণ! এ কি ভুল ভাঙ্গা—

তরুণীর ছোট্ট হৃদয়ের বিরাট ভালবাসা আবার ছোট্ট হ'য়ে যায় তার চোখে। এ দ্বার তাকে আটকে রাখতে পারে না

—ঘরের দুয়ার খুলে ঝড়ের অট্টহাসির সঙ্গে যায় মিলিয়ে। খোলা দরজা দিয়ে দম্‌কা হাওয়া এসে দীপটা দেয় নিভিয়ে।—

বাইরে ঝড় নিজ অট্টহাসি হেসেই চলছে···

ঘরের ভিতর মা আর ছেলে—

অরুণা ভাবে ছেলে যখন বেড়ে উঠবে—বড় হবে—

তখন? হয়ত সেও চাইবে সমাজ···সেও খুঁজবে সঙ্গী···হয়ত একদিন কিছু না বলে সেও এমনি করে···।

তরুণী কেঁপে ওঠে—দৌড়ে ঘরে গিয়ে ঢোকে। ছেলেকে দু'হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরে চুমোয় চুমোয় দেয় ভরিয়ে···কিন্তু এ কি !··· হ্যা তাইত !···এ যে হিমের মত ঠাণ্ডা। বুকে হাত দিয়ে অরুণা অনুভব করবার চেষ্টা করে···সাড়া সে পায় না...

মনে তার সভয়ে জেগে ওঠে ভাবী দৃশ্য। তাকে ঘিরে ধরে নতুন পাড়ার নতুন প্রতিবেশীরা ···তাদের অবিচালিত হৃদয়ের মিথ্যা সহানুভূতির অভিনয়···বেদরদীদের ছেলেকে কোল থেকে ছিনিয়ে নিয়ে যাওয়া—শ্মশানে। নদীর ঘাটের ছোট্ট চিতা···শায়িত অসহায় শিশু... দাউ দাউ করে আগুন তার সর্ব্বাঙ্গ ঘিরে··· ওঃ···

অরুণা চীৎকার করে ওঠে 'খোকন খোকন!'

বাইরে দম্‌কা হাওয়া হাঃ হাঃ করে অট্টহাসি হেসে চলে যায়···ঘরের আগল যায় সে হাসির সঙ্গে খুলে। ঝড়ের রাতের এ কি উল্লাস! এ কি তার প্রাণ-কাঁপানো নিদারুণ হাসি!···

অরুণা ছুটে বেরিয়ে পড়ে ছেলেকে বুকে নিয়ে···বিশ্ব জুড়ে চলে ঝড়ের মাতামাতি··· আকাশের বুক চিরে বিদ্যুৎ চম্‌কায়···কড় কড় কড়াৎ গর্জ্জে ওঠে মেঘ।

···অরুণা ছুটে চলেছে দুলালকে কোলে করে···না, না—সে কিছুতেই পারবে না তার বাছাকে আগুনের কোলে সঁপে দিতে...

সহর পেরিয়ে সে চলেছে বহুদূরে··· বিদ্যুতের আলোতে পথ দেখে দেখে। নদীর ধারে কার যে ঐ ভেলাখানা। ওতেই হোক তার যাদুর শেষ বিছানা—প্রকৃতি মায়ের কি দয়া হবে না—একদিন এই কচি শিশুকে বুকে পেয়ে? ধীরে শুইয়ে দেয় খোকনকে

শেষ চুমো খেয়ে! বলে ওঠে "এই ভাল হল। কেউ না কেউ কাল দেখ্‌তে পেয়ে যাদুকে আমার আশ্রয় দেবেই। এখানে যদি নিষ্ঠুররা কেউ..."

আতঙ্কে সে আঁৎকে ওঠে, আবার—স্বর বাধা পেয়ে যায়। ভেলাটি ভাসিয়ে দিয়ে হাত দিয়ে ঢেউ দিতে থাকে—যেন পরের দেওয়া ঢেউ যথেষ্ট নয়—

আবার বিদ্যুতের চমক—অরুণা দেখ্‌ছে ভেলাটা ভেসে চলেছে বাছাকে বুকে নিয়ে দূরে—দূরে—সুদূরে

তার সারা বুক ব্যথিত করে একটা চীৎকার বেরিয়ে আসে—খোকন!

তারপর—নদীতে দেয় ঝাঁপ—

ঝড়ের রাতের মাতামাতি আর অট্টহাসি তেমনি ভাবেই চলেছে—সারা বিশ্ব জুড়ে।

রসরঙ্গ

নারী—(পাহারাওয়ালাকে) আমার ছোট্ট মেয়েটি হারিয়ে গেছে।

পা-ও—কি রকম চেহারা তার?

না—তার নাকৃটি ঠিক তার বাবার নাকের মতো, অন্য সব, ছেলে বেলায় আমি যে রকম ছিলুম, অবিকল তাই।

*

বাবু মশারীর ভেতর ঘুমুচ্ছিলেন। খুট্‌খাট্‌ শব্দে ঘুম ভেঙে যেতে টের পেলেন, চোর এসে ঘরের জিনিসপত্র সরাচ্ছে। ভয়ে কিছু তিনি ব'ল্‌লেন না, চুপ ক'রেই বিছানাতে শুয়ে রইলেন। চোর যখন চ'লে যাচ্ছে তখন তিনি তাকে ডেকে ব'ল্‌লেন আমার একটা কথা রাখবে?

—কি?

টেলিফোনে পুলিসকে চুরির খবর জানাবার জন্যে দু' আনা পয়সা রেখে যাবে?

*

ষোড়শী কুমারী নাতনীকে খুব খুসী দেখে, দাদামশাই প্রশ্ন ক'র্‌লেন হঠাৎ তার অত আনন্দের কারণ কি?

নাত্‌নী—সইয়ের বাড়ী নেমন্তন্নে গিয়ে একটি যুবকের সঙ্গে আমার আলাপ হ'য়েছে আর তাকে বিয়ে ক'র্‌বো আমি কথা দিয়েছি।

দা-ম—তার নাম কি?

না—জানি না, প্রথম পরিচয়ের দিন কি মানুষকে ব্যক্তিগত কোনো প্রশ্ন করা যায়?

*

১ম বন্ধু—তোমার ছেলেকে বিমান চালান শিখ্‌তে পাঠালে কেন?

২য় বন্ধু—দেমাকে তার মাটিতে পা প'ড়তো না ব'লে।

*

পিতা—অঙ্কের পরীক্ষা কেমন দিলে?

পুত্র—ভালো, মোটে একটা অঙ্ক ক'স্‌তে ভুল হ'য়েছে।

পি—কটা ছিল সব শুদ্ধ?

পু—বারোটা।

পি—বাকি সব গুলোই নির্ভুল হ'য়েছে?

পু—বাকিগুলো কস্‌বার চেষ্টাই করিনি।

চিত্র-পরিচিতী

—অভিমন্যু

[আগামী শনিবার হইতে যে সব বিদেশী ছবি কলিকাতায় মুক্তিলাভ করিবে এখন হইতে আমরা প্রত্যেক সপ্তাহেই তাহাদের অগ্রিম সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিব। সুতরাং কোনো বিদেশী ছবি দেখিতে যাইবার পূর্ব্বে আমাদের চিত্র-পরিচিতি স্তম্ভটি পড়িয়া গেলে, তাঁহারা লাভবান হইবেন। দীঃ সঃ]

কাউণ্ট অফ্ মণ্টি ক্রিষ্টো
(Count of Monte Cristo)

আর-কে-ও এলফিনষ্টোনে দেখানো হইবে। অভিনয় করিয়াছেন রবার্ট ডোনাট, এলিসা ল্যাণ্ডী; ও, পি, হেগী; লুইস ক্যালহার্ণ; সিডনী ব্ল্যাকমার; প্রভৃতি। রিলায়েন্স পিক্‌চার্সের ছবি, পরিচালনা করিয়াছেন রোলাণ্ড, ভি, লী।

নেপোলিওনের এলবা দ্বীপে নির্ব্বাসনের সময় এডমাণ্ড দান্তে নামে এক ব্যক্তি অন্যায় ভাবে নির্ব্বাসিত হয়। পরে সেখান হইতে সে পলায়ন করিয়া একটি বন্ধুর সহযোগিতায় অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারী হয়। তাহার শত্রুত্রয়কে সে রাজদ্বারে আনিয়া শাস্তি দিতে বদ্ধপরিকর হয় এবং কিরূপে সে সাফল্য লাভ করে, তাহাই এই চিত্রে বর্ণিত হইয়াছে।

আলেকজাণ্ডার ডুমার এই রোমাঞ্চকর ছবিটি অতি নৈপুণ্য সহকারে পরিচালিত হইয়াছে। অভিনয়ের ভিতর প্রধান ভূমিকায় রবার্ট ডোনাটের অভিনয় হইয়াছে অতি উচ্চাঙ্গের। ও, পি হেগীর ও এলিসা ল্যাণ্ডীর অভিনয় বেশ মনোজ্ঞ হইয়াছে।

ওয়ান মোর রিভার
(One More River)

এম্পায়ারে দেখানো হইবে, শ্রেষ্ঠাংশে ডায়ানা উইনিয়ার্ড, ফ্রাঙ্ক লটন, কলীন ক্লাইভ, লায়নেল অ্যাটউইল, জেন ওয়াট, রেজিনাল্ড ডেনী প্রভৃতি। ইউনিভার্সালের ছবি, পরিচালনা করিয়াছেন জেম্‌স হোয়েল।

সার জেরাল্ড করভেণ নামক এক মহা ধনী ব্যক্তিকে বিবাহ করিবার কিছু দিন পরেই ক্লেয়ার দেখিতে পাইল যে, তাহার স্বামী তাহাকে আঘাত করিয়া আনন্দ লাভ করে। এই ভাবে বেশী দিন এক সঙ্গে থাকা তাহার কাছে অসহ্য হইয়া উঠিল। একদিন সে লণ্ডনে পলাইয়া আসিল। জাহাজে টমী ক্রুম নামে এক ব্যক্তির সহিত আলাপ হয়। পরে লণ্ডনে তাহাদের প্রায়ই দেখা সাক্ষাৎ হইত। তারপর একদিন হঠাৎ ক্লেয়ারের স্বামী সে স্থানে আসিয়া উপস্থিত। ক্লেয়ার কাকুতি মিনতি করিতে লাগিল তাহাকে একলা থাকিতে দিবার জন্য, কিন্তু তাহার স্বামী তাহাতে স্বীকৃত হইলেন না। কিন্তু ক্লেয়ারের ক্রমাগত এইরূপ অনুরোধে তাঁহার সন্দেহ জন্মিল। সার জেরাল্ড একজন ডিটেক্‌টিভ নিযুক্ত করিলেন, তাহার স্ত্রী ও টমীর উপর লক্ষ্য রাখিতে। তারপর সার জেরাল্ড ডাইভোর্সের জন্য কোর্টে আবেদন করিলেন এবং তাহার ফল কি হইল, তাহা পর্দ্দায় দ্রষ্টব্য।

ডায়ানা উইনিয়ার্ডের 'ক্লেয়ার', কলীন ক্লাইভের 'সার জেরাল্ড' ও ফ্রাঙ্ক লটনের 'টমী' খুবই চিত্তাকর্ষক। তাহা ছাড়া রেজিনাল্ড ডেনী, লায়নেল অ্যাটউইল ও মিসেস প্যাট ক্যাম্পবেলের অভিনয়ও মন্দ নয়।

পারসুট-অফ হ্যাপিনেস
(Pursuit of Happiness)

প্লাজায় দেখানো হইবে, শ্রেষ্ঠাংশে ফ্রান্সিস লেডারার, জোন বেনেট, চার্লি রাগলস্, মেরী বোলাণ্ড, এড্রিয়ান মরিস প্রভৃতি। প্যারামাউণ্টের ছবি, পরিচালনা করিয়াছেন আলেকজাণ্ডার হল।

আমেরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধে ম্যাকস নামক একটি সৈনিক ইংরাজ দল হইতে

লুপে ভ্যালে—এই সপ্তাহে Strictly Dynamite ছবিতে দেখা যাইবে।

পলাইয়া আসিল কিন্তু নিউ ইংলণ্ডে পুনরায় ধৃত হয়, সেখানে সৈন্যদলের মধ্যে তাহাকে নজর বন্দী রাখা হয়। প্রুডেন্স কার্কল্যাণ্ড নামক একটি সুন্দরী তরুণীর সহিত ম্যাক্স প্রেমে পড়ে। তখন ও দেশে "bundling" নামক এক রকম প্রথার প্রচলন ছিল। সেই প্রথাটি এইরূপ:—একটি বিছানায় প্রেমিক প্রেমিকা শুইবে কিন্তু সম্পূর্ণভাবে পোষাক পরিচ্ছদ পরিয়া মাঝখানে থাকিবে একটি ব্যবধান। একদল কিন্তু সে প্রথা দমন করিবার জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছিল। একদিন রাত্রে প্রুডেন্সের পিতামাতা এক বিছানায় ম্যাক্স ও প্রুডেন্সকে উক্ত প্রথানুযায়ী থাকিতে দেখিতে পাইল। পরে ম্যাক্স স্থানীয় সৈন্য দলে চাকরী পাইল ও প্রুডেন্সের সহিত মিলিত হইল।

'ম্যাক্স' ও 'প্রুডেন্সের' ভূমিকায় ফ্রান্সিস লেডারার ও জোন বেনেট খুব সুন্দর অভিনয় করিয়াছেন। প্রুডেন্সের পিতামাতার ভূমিকায় চার্লি রাগল্‌স ও মেরী বোলাণ্ড চরিত্রানুযায়ী অভিনয় করিয়াছেন।

ষ্টেফি ডুনা ইহাকে এই সপ্তাহে "Indiscretions of Eve" ছবিতে দেখা যাইবে।

ডেথ অন দি ডায়মণ্ড
(Death on the Diamond)

গ্লোবে দেখানো হইবে, শ্রেষ্ঠাংশে ম্যাজ ইভান্স, রবার্ট ইয়ং, ন্যাট পেণ্ডলটন, সি, হেনরী গর্ডন ও টেড হিলী। মেট্রোর ছবি পরিচালনা করিয়াছেন এডওয়ার্ড সেজউইক।

ল্যারী ছিল একটি base ball টিমের শ্রেষ্ঠ খেলোয়াড়। একজন লোক তাহাকে ঘুষ দেয় এই সর্ত্তে যে, সে যেন খেলায় হারে। ল্যারী তাহাতে অসম্মতি প্রকাশ করায় সেই বদমায়েস লোকটি নানা উপদ্রব করে। সেই টিমের মেয়ে-সেক্রেটারী ফ্রান্সিসের উপরও সকলের দৃষ্টি পড়ে। কিন্তু ফ্রান্সিস বরাবরই ল্যারীর আসক্ত ছিল। একদিন একটি খুব বড় খেলায় একজন খেলোয়াড় বন্দুকের গুলিতে হত হয়। আর একজন আহত হয় পরে সে সমস্ত রহস্যের রোমাঞ্চকর ভাবে মীমাংসা হয়। পরে ফ্রান্সিস ও ল্যারীর বিবাহ হয়।

ল্যারী ও ফ্রান্সিসের ভূমিকায় রবার্ট ইয়ং ও ম্যাজ ইভান্স সু-অভিনয় করিয়াছেন। অন্যান্য ভূমিকাগুলিও মন্দ হয় নাই। সাধারণ দর্শকের কাছে ছবিখানি ভালই লাগিবে বলিয়া আমাদের মনে হয়।

রেডিও প্যারেড অব্ ১৯৩৫
(Radio Parade of 1935)

নিউ এম্পায়ারে দেখানো হইবে, অভিনয় করিয়াছেন উইল হে, হেলেন চ্যাণ্ডলার, ক্লিফর্ড মলিসন, ডেভী বার্ণাবী প্রভৃতি। বি, আই, পি'র ছবি, পরিচালনা করিয়াছেন আর্থার উডস্।

ছবিখানি খুবই হাস্যরসাত্মক। ব্রড-কাষ্টিং হাউসে মঞ্চ, চিত্র ও রেডিওর অভিনেতা অভিনেত্রীদের অংশাবশেষ অভিনয় খুবই উপভোগ্য। টেলিভিসনের সাহায্যে একটি সুন্দর নাচের অবতারণা করা হইয়াছে।

ষ্ট্রিক্টলী ডাইনামাইট
(Strictly Dynamite)

ম্যাডান থিয়েটারে দেখানো হইবে, শ্রেষ্ঠাংশে জিমি ডুরেণ্ট, লুপে ভ্যালে, নরম্যান ফষ্টার, ম্যারিয়ন নিকসন, মিনা গম্বেল প্রভৃতি। আর-কে-ওর ছবি, পরিচালনা করিয়াছেন ইলিওট নাজেণ্ট।

জিমি ডুরেণ্ট ও লুপে ভ্যালের কাজ হইল শুধু বেতারে হাস্যরস পরিবেশন করা। তাহাদের এজেণ্ট উইলিয়াম গারগ্যান এক কবিকে (নরম্যান ফষ্টার) ঐ কাজে নিযুক্ত করে। ক্রমে সে বেতারে বেশ জনপ্রিয় হইয়া উঠিল। কিন্তু কিছুদিন পরে তাহার জনপ্রিয়তা হ্রাস পাইল এবং সকলেই তাহাকে পরিত্যাগ করিল। পরে আবার তাহার স্ত্রীর (ম্যারিয়ন নিকসন) সাহায্যে তাহার জনপ্রিয়তা ফিরিয়া পায়। অভিনয় সকলেই যথাসাধ্য করিয়াছেন, কিন্তু প্রকৃত হাসির খোরাক ইহাতে খুব কমই আছে।

ইন্‌ডিস্‌ক্রিসন্‌স অফ্ ইভ্
(Indiscretions Of Eve)

রিগ্যালে দেখানো হইবে, শ্রেষ্ঠাংশে ষ্টেফি ডুনা, ফ্রেড কনিংহাম, লিষ্টার ম্যাথুস, টনা সিম্পসন প্রভৃতি। বি, আই, পির ছবি, পরিচালনা করিয়াছেন সিসিল লুইস।

ছবির গল্পটির ভিতর নূতনত্ব আছে, এই জন্য সকলের ভাল লাগিতে পারে।

শিল্পী ও শিল্প

শুভ ব্রাহ্মস্পর্শ—

প্রযোজক—ভারতলক্ষ্মী পিক্‌চার্স

পরিচালক—মন্মথ রায়

গল্প—অখিল নিয়োগী

শ্রেষ্ঠাংশে—চিত্তরঞ্জন গোস্বামী, জহর গাঙ্গুলী, ইন্দুবালা, ডলি, আশু বসু প্রভৃতি।

উদ্বোধনাগার—ছায়া, ২৯শে ডিসেম্বর '৩৫

ছবির গল্পটির ভিতর হাসির খোরাক আছে প্রচুর, কিন্তু উপযুক্ত ভাবে পরিচালিত হইলে দর্শকগণ আরও হাসিবার সুযোগ পাইত। তাহা হইলেও মন্মথবাবুর এই প্রথম হাতে খড়ি, সেদিক দিয়া দেখিতে গেলে তাঁহার কাজ ভালই হইয়াছে। ষ্টেশনের দৃশ্যটি বেশ উপভোগ্য হইয়াছে। আর ছোট ছোট ছেলে মেয়েগুলিকে অভিনয় করানতে কৃতিত্বের প্রয়োজন, সে কৃতিত্ব পরিচালক মহাশয় দাবী করিতে পারেন।

একটা কথা—মীনু ও মাণিকের হাতের লেখা এক হইল কী করিয়া? অভিনয়ের ভিতর শ্রীমতী ইন্দুবালার 'গিন্নী' অভিনয়ে ও গানে বেশ উপভোগ্য হইয়াছে। চিত্তরঞ্জন গোস্বামীর 'কর্ত্তা' ভালই, আশু বসুর 'উড়ে চাকর', জহর গাঙ্গুলীর 'মাণিক' ও ডলির 'মীনু' চলনসই।

শব্দ নিয়ন্ত্রণ ও আলোকচিত্রে নিন্দা করিবার কিছুই নাই।

ইষ্ট ইণ্ডিয়া ফিল্ম কোং—

শুনিতেছি কালী ফিল্মসের অন্যতম চিত্র-পরিচালক শ্রীজ্যোতিষ মুখোপাধ্যায় ইষ্ট ইণ্ডিয়াতে যোগদান করিয়া একটি নিজস্ব ইউনিট খুলিবেন। হেমেন্দ্রকুমারের একটি গল্প অবলম্বনে ইহার প্রথম ছবি গঠিত হইবে। এই ছবির সঙ্গে শ্রীপ্রবোধ সরকারের "প্রজাপতির বৈঠক" ৩ রীলে হাসির ছবিতে রূপান্তরিত হইবে। আশা করি জ্যোতিষ বাবুর যোগদানে ইষ্ট ইণ্ডিয়ার বাংলা ছবি অধিকতর সমৃদ্ধ হইবে।

সত্যপথে—

শ্রীঅমর চৌধুরীর পরিচালনায় 'সত্যপথে' ছবিখানি মুক্তির প্রতীক্ষা করিতেছে। সম্ভবতঃ এই মাসের শেষ সপ্তাহে কর্ণওয়ালিস থিয়েটারে মুক্তি লাভ করিবে। অমর বাবু বাঙলা সবাক ছবির প্রথম পরিচালক। ইহার পরিচালিত "জামাই-ষষ্ঠী" ছবি বাংলায় প্রথম সবাক চিত্র। আমরা নিম্নে সত্যপথের ছবির ভূমিকালিপি দিলাম:—বিজন—শ্রীধীরাজ ভট্টাচার্য্য, ধনপতি—শ্রীঅমর চৌধুরী, রামচন্দ্র—শ্রীকার্ত্তিক রায়, উদাসীন—শ্রীতারাকুমার ভট্টাচার্য্য, রেণুকা—শ্রীমতী ডলি দত্ত, লক্ষ্মী—শ্রীমতী কিরণ রায়।

উদয়শঙ্কর

আগামী ২৬-এ জানুয়ারী হইতে নিউ এম্পায়ার থিয়েটারে উদয়শঙ্কর ও সিমকির সদল বলে নৃত্য প্রদর্শন করিবার কথা ছিল। কিন্তু দুঃখের সহিত জানাইতেছি যে শারীরিক অসুস্থতার জন্য ঐ দিন নৃত্য দেখানো হইবে না ও চিকিৎসকের পরামর্শে আপাততঃ তাহা স্থগিত রহিল। তিনি শীঘ্র নিরাময় হইয়া উঠুন ইহাই আমাদের আন্তরিক কামনা।

রূপবাণীতে "ক্লিওপেট্রা"

এ বৎসরের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ছবি—সিসিল বি, ডি, মিলের প্রযোজিত "ক্লিওপেট্রা"

উদয়শঙ্কর শিমকী

এই সপ্তাহে রূপবাণীতে আত্ম-প্রকাশ করিবে। অভিনয় ও কলা-নৈপুণ্যে ছবিখানি প্রত্যেক চিত্র রসিককেই মুগ্ধ করিবে। "ক্লিওপেট্রা"র ভূমিকায় ক্লদেৎ কোলবেয়ার ও মার্ক এণ্টনীর ভূমিকায় হেনরী উইলকক্সন অতি উচ্চাঙ্গের অভিনয় করিয়াছেন। আমরা প্রত্যেক চিত্রানুরাগীকেই এই চিত্রখানি দেখিতে অনুরোধ করি।

নভেলটিজ অফ ১৯৩৫

গ্লোবে এই সপ্তাহ হইতে অন্যান্য চিত্রাদির সঙ্গে "Variety programme" হিসাবে রঙ্গমঞ্চে নাচ, গান, ও শারীরিক কসরৎ দেখানো হইতেছে। এই দলটি কলিকাতারই কতকগুলি শ্বেতাঙ্গ যুবক যুবতীদের দ্বারা গঠিত। নাচ গানের মধ্যে বিশেষত্ব বিশেষ কিছুই নাই, তবে বৈচিত্র্য হিসাবে মন্দ নয়।

রঙমহল

সামাজিক ঐতিহাসিক ও পৌরাণিক সব রকম নাটকই ইঁহারা দক্ষতার সহিত অভিনয় করিয়াছেন। এইবার ইঁহারা সুপ্রসিদ্ধ শিশু সাহিত্যিক অখিল নিয়োগী রচিত একটি শিশু নাটক অভিনয়ের ব্যবস্থা করিতেছেন। উদ্যম প্রশংসনীয়।

জোন বেনেট "peersuit of Noppiners" ছবিতে অবতীর্ণা

ছায়া

১২ই জানুয়ারী শনিবার হইতে ছায়ায় একখানি সুমধুর নৃত্য গীত ও হাস্য লাস্য পূর্ণ চিত্র "হিপ্‌স্ হিপ্‌স্ হুররে" প্রদর্শিত হইবে। এখানি যখন সাহেব পাড়ায় প্রথম দেখান হয় তখনই ইহার প্রশংসা প্রত্যেক সমালোচকগণ করিয়াছিলেন। ইহাতে প্রসিদ্ধ কৌতুকাভিনেতাদ্বয় হুইলার ও উলসী অভিনয় করিয়াছেন। তৎসহ রুথ এটিং, থেলমা টড, ডরোথি লী প্রভৃতি এবং বহু সুন্দরী তরুণী অবতীর্ণা হইয়াছেন।

প্রসিদ্ধ বাংলা হাসির চিত্র "শুভ গ্রহস্পর্শ" এই সঙ্গে দেখানো হইবে।

দাঁড়িয়ে মেয়ে শিউলি তলে

—শ্রীশিশির সেন

আজ এ মধুর সন্ধ্যা বেলায়
দাঁড়িয়ে কে ঐ শিউলি তলায়,
হাত বাড়িয়ে ডাক্‌ছে আমায়,
গোপন কথা কইবে ব'লে।

চোখ্ দু'টি তার কাজল আঁকা
মুখ খানিতে সরম মাখা
হস্তে তাহার স্বর্ণ—বলয়—
ডাক্‌ছে আমায় কৌতূহলে।

গোলাপ সম আনন তাহার
মালাটী তার দু'লছে গলে
ইঙ্গিতে ঐ ডাক্‌ছে আমায়
কে অজানা শিউলি তলে।

*Editor :—*GIRIJA KUMAR BASU. *Printed at the Dipali Press and published from the Dipali Office 123-1 Upper Circular Road Calcutta, by Bankim Ch. Chatterjea* *Proprietor*—BANKIM CH. CHATTERJEA.

Cover and art plate printed at the Gaya Art Press Calcutta.

স্থাপিত ১৯২৯

দীপালী

DIPALI

বাংলার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সচিত্র সাপ্তাহিক

শ্রীমতী সাবিত্রী দেবী

৭ম বর্ষ] ৩রা মাঘ, ১৩৪১ 17th January, 1935 [৩য় সংখ

বৎসরের সুসংবাদ

গাড়ীর ভিতর সম্পূর্ণ একটি সিনেমা

অল্প ব্যয়
সুসম্পূর্ণ
ভ্রাম্যমান্

আর একটি নূতন প্রচেষ্টায় **ফিলিপসের** পুনরায় জয়যাত্রা! শব্দনিক্ষেপণ-যন্ত্র হিসাবে **ফিলিসোনার** স্বাভাবিক ও নিখুঁৎ শব্দ-প্রক্ষেপে সমগ্র দেশকে বিস্মিত করিয়াছে। এইবার **গাড়ীতে ফিলিসোনার** বসাইয়া কোম্পানী এক নবযুগের সূচনা করিয়া দিয়াছেন।

অত্যন্ত কম মূল্যে একটি সম্পূর্ণ সিনেমা গৃহের যাবতীয় সুবিধা প্রদত্ত হইতেছে। বিবেচনা করুন :—

একটি সুন্দর সিনেমা গৃহের যাবতীয় সুবিধা এই যন্ত্রে পাওয়া যাইবে।

স্থানের অসঙ্কুলান নাই। দর্শকেরও সংখ্যানির্দ্দেশ নাই।

স্থান হইতে স্থানান্তরে গিয়া দিন দুইবার করিয়া প্রদর্শনী চলিতে পারে। এ যন্ত্র পরিচালনার খরচ মাসে ৮০৲ টাকা মাত্র।

বিদ্যুতের প্রয়োজন নাই—ইহার নিজেরই বিদ্যুৎ-জনন ব্যবস্থা আছে। ভারতবর্ষের যে-কোনও খারাপ রাস্তাতেও এ গাড়ী অনায়াসে যাতায়াত করিতে পারে।

এ যন্ত্রপাতি ধুলা ও আবহাওয়ায় খারাপ হইবে না।

এই অভাবনীয় সুযোগের জন্য আমাদের নিকট পত্র লিখুন—

ফিলিপ্স্ ইলেক্ট্রিকাল কোং (ইণ্ডিয়া) লিঃ

ফিলিপ্স্ হাউস্, ২ হেশ্যাম্ রোড্, কলিকাতা

চিত্র জগতে খণ্ড-প্রলয়!

জনাকীর্ণ দ্বিতীয় সপ্তাহে

এ যুগের সর্ব্ব সাফল্য মণ্ডিত চিত্র

=ক্লিওপেট্রা=

শনি ও রবি — ৩টা, ৬-১৫ এবং ৯॥০ টায়

অন্যান্য দিবস — ৬-১৫ এবং ৯॥ টায়

সপ্তাহ আরম্ভ—শনিবার ১৯শে জানুয়ারী

পূর্ব্বাহ্নে আসন সংগ্রহ করুন!

পরবর্ত্তী আকর্ষণ—"ভিভা ভিলা"

ফোন বি,বি, ৩৪১৩

৭৬।৩, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট

'দীপালী'র নিয়মাবলী

১। 'দীপালী' প্রতি বৃহস্পতিবারে প্রকাশিত হয়, নগদ মূল্য এক আনা। নমুনার জন্য পাঁচ পয়সার টিকিট পাঠাইতে হয়।

২। কোনো সংখ্যার 'দীপালী' যথাসময়ে না পাইলে, স্থানীয় ডাক-ঘরে সম্বাদ লইয়া পরবর্ত্তী সোমবারের মধ্যে জানাইতে হইবে।

৩। 'দীপালী'-সংক্রান্ত টাকা কড়ি, বিজ্ঞাপন, দীপালীর ম্যানেজারকে পাঠাইতে হইবে। বিজ্ঞাপন এবং এজেন্সী সম্বন্ধীয় বিবরণ ও অন্যান্য জ্ঞাতব্য বিষয়ের জন্য তাঁহাকে পত্র লিখিতে হইবে।

৪। 'দীপালী'তে প্রকাশের জন্য রচনা-সমূহ 'সম্পাদক দীপালী' এই নামে 'দীপালী' কার্য্যালয়ে পাঠাইতে হইবে। উপযুক্ত ষ্ট্যাম্প দেওয়া না থাকিলে অমনোনীত রচনা ফিরাইয়া দেওয়া বা উত্তর দেওয়া হয় না। অমনোনীত রচনা সঙ্গে সঙ্গে ছিঁড়িয়া ফেলা হয়, কাজেই টিকিট না দিয়া রচনা পাঠাইয়া, পরে সে সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিলে কোনো ফলই হইবে না।

৫। 'দীপালী'র এজেণ্ট হইবার বিস্তৃত বিবরণের জন্য 'দীপালী'র ম্যানেজারের সহিত পত্র ব্যবহার বা দেখা করিতে হইবে।

৬। বৎসরের প্রথম সংখ্যা অথবা দ্বিতীয় বর্ষার্দ্ধের প্রথম (২৫শ) সংখ্যা হইতে গ্রাহক হইতে হইবে। অন্য সময়ে গ্রাহক হইলে, তাঁহাকে হয় ১ম, নয় ২৫শ সংখ্যা হইতে কাগজ লইতে হইবে।

ম্যানেজার—দীপালী

১২৩।১, আপার সার্কুলার রোড

পোঃ বিডন্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা ফোন—বড়বাজার ৩২৫৩

—রঙ্ মহল—

৭৬।১ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট] [ফোন ২৪৪৫ বড়বাজার

১৯শে জানুয়ারী—শনিবার রাত্রি ৭টায়
২০শে জানুয়ারী—রবিবার ম্যাটিনী ৩-৩০ মিঃ
অভিনয় শেষ—রাত্রি ৯টায়

বর্ত্তমান রঙ্গালয়ের অসামান্য সাফল্যমণ্ডিত নাটক

বাংলার মেয়ে

নাট্য-রচয়িতা—প্রভাবতী দেবী সরস্বতী

"পথের শেষে"র নাট্যরূপ—শ্রীযোগেশ চৌধুরী

২২শে জানুয়ারী মঙ্গলবার রাত্রি ৭টায়
বহু নিন্দিত ও বহু প্রশংসিত

"কাজরী"

অভিনয় শেষ—রাত্রি ১০-৩০ মিঃ

২৩শে জানুয়ারী—বুধবার রাত্রি ৭টায়
শ্রীযোগেশ চৌধুরী প্রণীত পৌরাণিক নাটক

"রাবণ"

যুগ্ম-প্রযোজক—নরেশ মিত্র ও সতু সেন

—ছায়া—

মাণিকতলা :: ফোন—বি, বি, ২৮২

শনিবার ১৯শে জানুয়ারী হইতে—

বিগত মহাযুদ্ধের একজন নারী-গুপ্তচরের বিস্ময়কর কাহিনী—

আই ওয়াজ এ স্পাই

(I WAS A SPY)

শ্রেষ্ঠাংশে—

ম্যাডেলিন ক্যারল, কনরাড ভিড্, হার্ব্বার্ট মার্শ্যাল প্রভৃতি

......একজন জার্ম্মান সেনাপতির কাছে নিজের সম্মান বিসর্জ্জন দিয়াও কেমন করিয়া গোপন সংবাদ সংগ্রহ করিতে গিয়া অবশেষে ধরা পড়িল এবং তারপর কি হইল, দেখিয়া শিহরিয়া উঠিবেন......

শনি, রবি ও ছুটীর দিন — ৩টা, ৬-১৫ মিঃ ও ৯-৩০ মিঃ

অন্যান্য দিন — ৬-১৫ মিঃ ও ৯-৩০ মিঃ

৩য় সংখ্যার সূচী

দীপালী কার্য্যালয়—১২৩।১, আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা
ফোন বড়বাজার—৩২৫৩

৭ম বর্ষ } ৩রা মাঘ বৃহস্পতিবার, ১৩৪১ / ১৭ই জানুয়ারী, ১৯৩৫ { ৩য় সংখ্যা

শিশু-সাহিত্য

সেদিন রবি-বাসরের বাশবেড়ে অধিবেশনে শ্রীযুক্ত নরেন্দ্র দেব শিশু-সাহিত্য সম্বন্ধে একটি সুলিখিত প্রবন্ধ প'ড়েছিলেন। তার এক জায়গায় তিনি ব'লেছিলেন বাংলা দেশে শিশু-সাহিত্য লেখেন অধিকাংশ স্থলেই, অর্ব্বাচীনরা। এই মন্তব্যটা সে সময়ে অত্যুক্তি ব'লে বোধ হ'য়েছিল কিন্তু অগ্রহায়ণ মাসের 'শনিবারের চিঠি' এ বিষয়ে যা লিখেছেন এবং শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র দাস ও অন্য একজনের লেখা শিশু-সাহিত্য সম্বন্ধে প্রবন্ধের যে উদাহরণ দিয়েছেন, তারপর নরেন বাবুর উক্তিকে আর অন্যায় বলা চলে না। যারা জানেন তাঁদের যে কোনো আকিঞ্চিৎকর লেখা প্রকাশিত হবে, তাদের মেকি চালাবার স্বাভাবিক প্রবৃত্তি থাক্‌বেই তো, কারণ সে সব লেখকদের হারাবার বা লঘু হবার মতো কোনো যশ নেই, আর ছিলওনা কোনোদিন। কিন্তু ছেলে-মেয়েদের জন্য উদ্দিষ্ট পত্র-পত্রিকাদির যে সব সম্পাদক অবাধে ও বিনা বিচারে ঐ সব অক্ষম লেখকদের লেখা ছাপান, তাদের কি ব'লবো? পাপী আর পাপের সহায়ক, আইনের চোখে, এদের দুজনের অপরাধই সমভাবে দণ্ডনীয়। সাহিত্যের ক্ষেত্রেও নিশ্চয় সেই নীতি চ'লবে। ভুল ও অজ্ঞতায় কণ্টকিত শিশুদের জন্যে রচনা তো চ'লছেই আর এক শ্রেণীর রচনা চ'লছে শিশু-সাহিত্য ব'লে, বেশীর ভাগ কবিতায়, যার না আছে কোনো পদার্থ, কোনো অর্থ, কোনো বিশেষত্ব, শুধু হাল্‌কা-ছন্দ আর সস্তা মিল— আয়রে ভাই কাঠ কাটিগে কটাকট, নয়ত বেত লাগাবে পটাপট—এই ধরণের। ছেলেরা নাকি এমন জিনিস পছন্দ করে, তাদের নাকি তা ভালো লাগে। ছেলেমেয়েদের বিকৃত মতিগতির তা'হলে অতি অবশ্য সত্বর সুচিকিৎসা হওয়া উচিত। আমাদের ছেলেমেয়েদের কি সত্যিই কোনো ভাল কবিতা বা গল্প রচনা বোঝবার ক্ষমতা নেই? না থাকে তো, তাদের অভিভাবক অভিভাবিকাদের উত্তম শিক্ষা দেওয়ার দরকার হ'য়েছে। অ'লো অন্তঃসারশূন্য লেখা ছাড়া বাংলা দেশের ছেলে-মেয়েদের আর কিছু পরিপাক করার শক্তি নেই, এ যদি সত্যি হয় তো ব'লতে হবে হজমশক্তির এই দুর্ব্বলতা তারা উত্তরাধিকার সূত্রেই পেয়েছে। ডাক্তারেরা দৈহিক ব্যাপারে এই রকম উত্তরাধিকার স্বীকার করেন, আমরা দেখছি মানসিক ব্যাপারেও এদেশে তা' অস্বীকার করার উপায় নেই।

সংগ্রহ

আকৃতি দেখিয়া স্বভাব চেনা

—শ্রীবীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়

চোখ দেখিয়া স্বভাব নির্ণয়

একজন ইতালীয় মনস্তত্ত্ব বিশারদ বলিয়াছেন যে মানুষের চোখ দেখিয়াই তাহার বুদ্ধির পরিমাণ সম্বন্ধে অনুমান করা যায়। তিনি বলেন, যাহাদের ভাসা ভাসা চোখ তাহাদের চাইতে যাহাদের কোটরগত চোখ তাহাদের পর্য্যবেক্ষণের শক্তি বেশী, আর তাহারা সতর্কও খুব বেশী। গর্ত্তে বসান চোখ মস্তিষ্কের খুব কাছে বলিয়াই স্নায়ু দৃষ্ট বস্তুর ছাপ মাথায় পৌছাইয়া দেয়, আর বার্ত্তা বহনের কাজটাও অতি অল্প সময়ে সম্পন্ন হয়। যে চোখ মাথা হইতে খানিকটা বাহির হইয়া থাকে তাহার সাহায্যে আশে পাশের জিনিষের সাধারণ অনুভূতি অতি সহজে হয় বটে, কিন্তু বিশেষ বস্তুর সম্বন্ধে সূক্ষ্ম ধারণা করা এই জাতীয় চোখের দ্বারা ভাল হয় না। যাহাদের চোখ গর্ত্তে পড়া তাহাদের দৃষ্ট বস্তুর সংস্কার অপেক্ষাকৃত অভ্রান্ত ও অবিকল হয়। তবে তাহারা এক সঙ্গে অনেকগুলি জিনিষ তেমন সহজে দেখিতে পায় না। যাহাদের চোখ গোলাকৃতি তাহারা দর্শনেন্দ্রিয় জগতে জীবন যথেষ্ট যাপন করে, কিন্তু চিন্তারাজ্যে বিচরণ করিবার শক্তি তাহাদের অল্প এবং তাহারা কিছু সুখী। যাহাদের চোখের আকৃতি সংকীর্ণ, তাহারা দেখে কম কিন্তু ভাবে বেশী, আর তাহাদের অন্তরের অনুভূতিও তীব্র। চোখের তারা যত বড় হইবে বুদ্ধিও তত পরিষ্কার হইবে এবং দ্রুত বুঝিবার ক্ষমতাও তত অধিক হইয়া থাকে। যাহারা একটু আত্মাভিমানী তাহারা বিড়ালের মত মিনি মিনি করিয়া চায় এবং লোকের প্রতি দৃষ্টিও তাহাদের রূঢ় প্রকৃতির হয়। ক্রোধী ব্যক্তির চোখ সর্ব্বদাই একটু লাল থাকিবে এবং যাহাদের চোখের সাদা স্থানে লাল বর্ণের রেখা দেখা যায় তাহারা অসৎ চরিত্রের লোক বলিয়া বুঝিতে হইবে।

নাসিকা বিজ্ঞান

মানুষের নাক দেখিলেই তাহার স্বভাব চরিত্র, প্রকৃতি, শক্তি সামর্থ্য সব উপলব্ধি করা যায়। নাসিকার দৌরাত্ম্যে আত্মগোপন করাটা বড় মুস্কিল। নাক যদি লম্বা হয় ও বাঁকিয়া পড়ে তবেই জানিতে হইবে যে লোকটি সতর্ক ও ভীরু। ওয়েলিংটন বলেন, যাহাদের বক্র নাক তাহাদের শক্তি, বিষয় বুদ্ধি সাহস যথেষ্ট আছে। কপালের সঙ্গে সমান উচু গ্রীক ধরণের সরল নাক দেখিলে বুঝিতে হইবে যে, লোকটির শিল্পকলায় রুচি আছে। উপরের দিকে উঠান নাক স্ফূর্ত্তি, অভিমান, লীলাচাঞ্চল্য ও একগুয়েমীর চিহ্ন, ইহা হিংসারও পরিচায়ক। যাহাদের নাক ছোট, সোজা ও সামনের দিকে খানিকটা বাহির হইয়া থাকে তাহারা প্রায়ই দুঃসাহসিক, কলহপ্রিয় ও অনুসন্ধিৎসু হয়। নাকের ডগা মোটা হইলে, মানুষ শান্তিপ্রিয় হয়। চাপা সরু নাকের লোক স্ফূর্ত্তিহীন হয়। নাকের ছিদ্র বড় হইলে, অনুমান করিতে হইবে লোকটি সদাশয়, উদ্যমশীল ও উদ্দাম প্রবৃত্তি। যাহার নাকের ডগায় সমান্য গর্ত্ত থাকে তাহার সমালোচনার শক্তি প্রখর হয়। শরীর বিজ্ঞানবিৎগণ বলেন নাক দেখিয়াই বলা যায় লোক দীর্ঘায়ু না স্বল্পায়ু। বোঁচা নাকওয়ালা লোক দেখিতে অসুন্দর হইলেও বুদ্ধিমান। মোটের উপর নাকটা প্রশস্ত হওয়াই ভাল।

হস্তাক্ষরে স্বাস্থ্য নির্ণয়

লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক কার্ল পিয়ার্সন বলেন, ভাল হস্তাক্ষর যে ভাল স্বাস্থ্যের পরিচায়ক সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। যে বালক সুস্থ তাহার হাতের লেখা প্রায়ই রুগ্ন বালকের চাইতে ভাল হয়। মানুষের মনের এবং শরীরের স্বাস্থ্যের পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে হাতের লেখারও তারতম্য ঘটিয়া থাকে।

হাসি দেখিয়া চরিত্র নির্ণয়

একজন বিশেষজ্ঞ মানুষের হাসি ও হাতের লেখা হইতে মানুষের চরিত্রের বিশেষত্ব নির্ণয় করিতে পারেন। তিনি বলেন হাতের লেখা হইতে হাসির ভিতর দিয়াই মানুষের চরিত্রের আভাস স্পষ্ট হইয়া ফুটিয়া উঠে। যাহারা খুব জোরে 'হা হা' করিয়া হাসে তাহাদের মন খোলা থাকে এবং তাহারা খুব উদার ও স্ফূর্ত্তিবাজ হয়। যাহারা দিনরাত্র ভাবনার বোঝা বহিয়া বেড়ায় তাহারা হাসে 'হে, হে' করিয়া, মনটা যেন তাহাদের দাঁতের ভিতর হইতে বাহির হইতেই চায় না। চঞ্চল আর চপল তারা যারা 'হি হি' করিয়া হাসে। আবার 'হো, হো' হইতেছে ইহারই উল্টা, যাহারা খুব সবল, বুকে যাহাদের বল প্রচুর আর মন যাহাদের খোলা তাহারাই 'হো, হো' করিয়া হাসে। 'হু, হু' করিয়া আস্তে আস্তে যাহারা হাসে তাহাদের বিশ্বাস করিতে নাই— তাহাদের অসাধ্য কোন কাজই নাই। যে সর্ব্বদাই বেশী হাসে সে বোকা এবং পাতলা বুদ্ধির লোক বলিয়া বুঝিতে হইবে। মুচকি হাসি যাহাদের তাহারা খুব দুষ্টবুদ্ধি হয় আর ভাবে "ইহার দ্বারা কাজ হাসিল করিতে হইবে।"

আইরীন ডান্

"Cimarron", "Back Street" প্রভৃতি ছবিতে অভিনয় করিয়া ইনি জগদ্বিখ্যাতা হইয়াছেন।

"We Live Again" চিত্রের একটি জনতা দৃশ্য। মধ্যে অ্যানা ষ্টেন ও ফ্রেডরিক মার্চ্চ। পরিচালনা করিয়াছেন রুবেন ম্যামোলিয়ান।

পাইওনীয়ার ফিল্মসের "লোভী পিতা" বা "কন্যা বিক্রয়" চিত্রে পুরুষ বেশে শ্রীমতী পেসেন্স কুপার।

কলম্বিয়ার "Twentieth Century" ছবিতে ক্যারল লম্বার্ড ও জন ব্যারীমুর। শীঘ্রই কলিকাতায় মুক্তিলাভ করিবে

মুখের মতন

(উপন্যাস)

—শ্রীগিরিজাকুমার বসু

(২য় সংখ্যার পর)

(১৫)

যূথিকা আলতার শিশিটা নিজেই নিতে রাজি হোলো কিন্তু ব'ল্‌লে, স্বয়ংই না হয় দিনাজপুরে ওটা পৌঁছে দিয়ে আসতেন। শুধু একটা তরল আলতার শিশি দেবার জন্যে দিনাজপুর যাওয়াটাকে কেউ সুস্থ মস্তিষ্কের লক্ষণ ঠাওরাবে না, এ কথা ব'লতে, যূথিকা জবাব দিলে—ওটা হোতো উপলক্ষ্য মাত্র, তাও কি খুলে ব'লতে হবে?

যূথিকাকে বাড়ী পৌঁছে ফিরে এসে মনে হোলো যে আমাকে এই সময়ে একবার দিনাজপুর চলে যাবার ইঙ্গিত সে ক'রে গেল। ভেবে দেখলুম, যাওয়া প্রয়োজনই বটে। দিনাজপুর যাবার জন্যে আমার মনটা ব্যাকুলও হ'য়েছিল কদিন ধ'রে। সবশুদ্ধই যাবো ঠিক্ ক'রলুম অর্থাৎ সস্ত্রীক আর সখুকু।

কৃষ্ণাকে সে কথা জানালুম। দুষ্টুমি ক'রে লিখলুম, শীগ্‌গিরই দিনাজপুরে যাচ্ছি, তোমার দিদি আর খুকুকে তোমাদের ওখানে রেখে, আমি থাকবো ডাক-বাংলায়। তখনো বুঝিনি কৌতুক ক'রে অমন কথা লেখবার ফল কি দাঁড়াবে। পরে বুঝলুম, সে কথা ব'লছি। আমার চিটির উত্তরে কৃষ্ণা লিখ্‌লে, আপনারা দিনাজপুরে আসবেন জেনে সুখী হলুম, কিন্তু যখন আসবেনই, তখন ডাক বাংলায় আর থাকা কেন, এখানেই আসবেন। এই চিটি পেয়ে আমি খুব আহত হলুম এবং ওদের ওখানে যাবার ইচ্ছে পরিত্যাগ ক'রলুম। কোনো কারণ না দেখিয়ে, প্রত্যুত্তরে যে চিটি তাকে দিলুম, তাতে আগাগোড়া কেবল মাত্র লিখলুম "দিনাজপুরে যাবো না, দিনাজপুরে যাবো না, দিনাজপুরে যাবো না"। কৃষ্ণা ও তৃষ্ণা উভয়েই জবাবে লিখলে 'দিনাজপুরে আসবেন, দিনাজপুরে আসবেন, দিনাজপুরে আসবেন'!

যাবার ঠিক্ ক'রে, যাওয়ার মতলব কেন পরিত্যাগ ক'রলুম সে কথা এবার কৃষ্ণাকে জানানো উচিত ব'লে মনে হোলো। তাকে লিখলুম দিনাজপুরে যেতে অবশ্য লিখেছ কিন্তু দিনাজপুরে যাবো তো ব'লেই-ছিলুম; তবে ডাকবাংলায় থাক্‌বার কথা প্রকাশ ক'রেছিলুম। তোমরা যে চিটি লিখেছ, তাতে দিনাজপুরে যাবার আমন্ত্রণ আছে। কিন্তু ওখানে গেলেও তোমাদের ওখানে অবস্থান নাও ক'রতে পারি তো। আমার প্রথম চিটির উত্তরে তোমার লেখা উচিত ছিল, "দিনাজপুরে আপনি আসবেন জেনে যার পর নেই আনন্দ হোলো কিন্তু ডাক বাংলায় থাক্‌বেন কি রকম? আমি যেখানে আছি, সেখানে না থেকে আপনি অন্য জায়গায় থাক্‌বেন, এমন কথা লিখলেন কি ক'রে? আমাকে ছেড়ে আপনি দূরে থাক্‌তে পারবেন কি, এখানে এসেও? না আমি আপনাকে দূরে থাকতে দোবো?" এই সব কথা বা এমন ভাবের কথা না লিখে তুমি যা লিখেছ, তার মানে দাঁড়ায় এই যে আমার অন্যত্র থাকায় আর কোনো আপত্তি তোমার নেই, আপত্তিটা এই যে তোমাদের যখন ওখানে একটা আস্তানা আছে, সেখানে থাকাটাই দেখাবে ভালো। আমি অন্য জায়গায় থাকলে তোমার যে মনে কষ্ট হবে, তোমাকে ছেড়ে অপর কোনোখানে থাকাটা যে তোমার ভালো-বাসার অমর্য্যাদা ব'লে গণ্য হবে, আভাসে ইঙ্গিতেও এমন কথা তোমার জানানো উচিত ছিল। যাই হোক্, ঠিক যা লেখা উচিত ছিল, তা' তুমি লিখলে, যেতুম। এখন কিন্তু ভুল সংশোধন ক'রলেও কোনো ফল হবে না। সেটা হবে আমার শেখান-মতো লেখা, আমাকে খুসী করবার জন্যে—উপরোধে ঢেঁকি গেলা, অন্তরের আহ্বান নয়।

এর ঠিক পরে কৃষ্ণা চিটি দিলে বটে কিন্তু তাতেও উচিত কথা না লেখার জন্যে দুঃখ প্রকাশ বা অনুতাপ ছিল না। আমি অভিমান ক'রে কৃষ্ণাকে চিটি লেখা একেবারে বন্ধ ক'রলুম।

সব চেয়ে বিস্মিত হ'লুম, কৃষ্ণার গুরুজনদের ব্যবহারে। অনেক দিন আগে যমুনা আর মৃণাল আমাকে জানিয়েছিল যে আমি কৃষ্ণাকে যে সব চিটি লিখি, বাড়ীশুদ্ধ সবাই সে সব পড়ে, গুরুজনরাও। প'ড়ুক, তাতে কিছু যায় আসে না—কৃষ্ণাকে আমি যা লিখ্‌তুম, সারা পৃথিবী তা' প'ড়লেও আমি কুণ্ঠিত হ'তুম না, খুসীই হ'তুম; তার মধ্যে অন্যায়, অসঙ্গত, অশোভন কিছু থাক্‌তো না।

দিদিমণিরা যদি চিটি প'ড়েছিলেন তবে কেন কৃষ্ণাকে ব'লে দেন নি তার কি লেখা কর্তব্য ছিল, আমি জানিয়ে দেবার পরও? কৃষ্ণার অতটা উপলব্ধি করবার মতো পরিণত বুদ্ধি নাও থাকতে পারে, তার ওপর সে-ও অভিমানী আমার চেয়ে কম নয়। তাকে যথাযোগ্য শিক্ষা দেবার লোক যদি তার

মাথার ওপরে কেউ তার বাড়ীতে না থাকে তো, অভিভাবকত্বের ভণ্ডামি তাদের করবার দরকার কি ?

দিদিমণি জানতে চাইলেন যাবো ব'লেও দিনাজপুর-মুখো কেন হ'লুম না ; যেন তাঁরা জানেন না। তারপর আমাকে লিখ্‌লেন, কৃষ্ণা কিছু বাড়ীর কর্ত্রী নয়, সুতরাং তার যদি কোনো কর্ত্তব্যের ত্রুটি হ'য়ে থাকে তো তাঁদের পরিত্যাগ করবার কোনো কারণই আমার নেই, আরো এই ধরণের অনেক হিতোপদেশ আমাকে তাঁরা দিলেন। সকল কথার উদ্দেশ্য এক-ই অর্থাৎ কৃষ্ণা কি বলেনি বা লেখেনি তা' সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য ক'রে যেন দিনাজপুরে আমি যাই। আমার কিন্তু প্রতিজ্ঞা টল্‌লো না, স্পষ্ট জানিয়ে দিলুম কৃষ্ণা যদি আহ্বান না করে আর যেমন ক'রে করা উচিত, তেমন ক'রে না করে তো দিনাজপুরে, তখন কেন, আর কোনো দিনই যাবো না।

কৃষ্ণাকে চিটি লেখা বন্ধ শুধু করিনি, তাকেও চিটি লিখ্‌তে বারণ ক'রেছিলুম। ঠিক্ একদিন অন্তর আমরা পরস্পরের লিপি পেতুম। চিটি পাবার নির্দ্দিষ্ট দিন, চার পাঁচটা পেরিয়ে যেতেই, মনটা ভারি খারাপ গেলো। প্রথমটা জোর ক'রে নিজের মনকে শক্ত ক'রেছিলুম। স্থির ক'রেছিলুম, যে অন্যায় ক'রেছে—যে কাছে গিয়েও আমার দূরে থাক্‌বার প্রস্তাবকে কঠিন প্রতিবাদে দলিত করেনি—তার চিটি নাই বা এলো, তাতে কি যায় আসে ? চাই না তার কোনো খবর, নোবোও না তার কোনো সম্বাদ। কিন্তু অন্তরে যেখানে কোনো গোলমাল নেই কারুর, সেখানে বাইরের ত্রুটিকে বড়ো ক'রে দেখে, হৃদয়ের প্রেমকে চাপা দেওয়া যায় না। অনেকবার ব'লেছি এ কথা আগে, অনেকবার বুঝেছি এ কথা জীবনে, আজ নোতুন ক'রে আবার তা' হাড়ে হাড়ে বুঝ্‌লুম।

মন ভাঙ্‌ল, শরীরও ভাঙ্‌ল্। আমার ঐ একটা প্রকৃতির দোষ। মন ভালো থাক্‌লে, তার আনন্দ-স্পর্শে শরীরের অসুখকে অবজ্ঞা ক'রেও কুফল পাই না কিন্তু মন যদি আমার কোনো কারণে প্রিয়জনের কাছ থেকে তীক্ষ্ণ আঘাত পায় তো শরীর আমার সঙ্গে সঙ্গেই অত্যন্ত পীড়িত হ'য়ে পড়ে। অভিমান ক'রে চিটি-লেখা থামিয়েছি নিজের ও কৃষ্ণার অথচ চিটি দেবার ও পাবার জন্যে মনটা ছটফট্ ক'র্‌তে লাগলো— উপলক্ষ্যের সন্ধান ক'রতে লাগ্‌লো।

যূথিকাকে সমস্ত জানাতে, সে বল্‌লে— এই জন্যেই রামপ্রসাদ ব'লেছেন, "দোষ কারো নয় মা শ্যামা, আমরা স্বখাত সলিলে ডুবে মরি।" আপনি আবার ডাক-বাংলায় থাক্‌বার কথা লিখ্‌তে গেলেন কেন ? কৃষ্ণাকে পরীক্ষা কর্‌বার কোনো দরকারই তো আপনার ছিল না। আপনাকে দিনাজপুর যাবার ইঙ্গিত ক'রে গেছলুম আমি-ই সেদিন, কেন, তা' নিশ্চয়ই বুঝেছিলেন ; এখন রঙ্গ কৌতুকের চেয়ে অনেক বেশী প্রয়োজনীয় আর অনেক বেশী বড়ো ব্যাপার সাম্‌নে— তার ব্যবস্থা পাকা ক'র্‌তে হবে ; ছোটো বোন্‌টির কথা শুনুন, এই অস্থায়ী কলহের অভিনয় খুব শীগ্‌গির শেষ ক'রে, তার ওপর যবনিকা পাত ক'রে, দুটো জীবনের ভবিষ্যৎ যাতে সুন্দর—সার্থক—মধুর হয়, তার জন্যে প্রাণপণ করুন। (চ'ল্‌বে)

—o—

গান

—শ্রীজগদীশচন্দ্র সেন মজুমদার

আজ উদাসী এস তুমি
আমার বিজন বনে
চৈতি রাতের আবেশ মাখা
দখিন সমীরণে
চকিতে বিভোল করা
গোপনে দেয় যে সাড়া
বাঁশী তোমার এ কোন সুরে
আকুল শিহরণে

ঝুমকো লতার কুঞ্জ মাঝে
হচ্ছে তোমার গন্ধারতি
নিয়ে যেও বন্ধু এবার
বকুল বেলার নীরব নতি

আজ ঐ ফুল সুবাসে
গানে গানে নীলাকাশে
পথে যাওয়া বেদনা মোর
জাগায় অকারণে।

কৃতজ্ঞতা

(গল্প)

—শ্রীসত্যেন্দু সুন্দর চক্রবর্ত্তী

দীর্ঘ অনুপস্থিতির পর অমিয় তাদের সান্ধ্য মজলিসে হঠাৎ উদয় হ'য়ে সিগারেটের ধোঁয়ার সঙ্গে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বল্লে, 'Experience has taught me that men fall in love as easily as women cease to love.'

মেয়ে জাতের ওপর তাদের চির প্রফুল্ল বন্ধুটির এই রকম একটা Remark শুনে সকলের মধ্যেই একটু curiosity জেগে উঠল। সুবিমল বলে উঠল, 'বন্ধুর ব্যথাটা কোথায় জানতে পারলে একটু প্রলেপের চেষ্টা করতে পারি। বাড়ীতে বিয়ের কথা উঠেছে বলে বুড়ী ঠাকুমা অনেক কিছু শেখাতে আরম্ভ করে দিয়েছে।' অনেকক্ষণ গুম হ'য়ে থাকার পর অমিয় বল্লে—'শোন্।'

'ফোর্থ ইয়ারে পড়তে পড়তে একদিন আমার class mate পরিতোষ তার বোনের বিয়েতে জোর করে ধরে নিয়ে গেল। গিয়ে দেখি পরিবেশনের লোকের অভাব, তাই বাধ্য হ'য়ে কোমরে গামছা বেঁধে লেগে যেতে হল। রাত ১২।১২॥টা পর্য্যন্ত পরিবেশন চলতে লাগল, তারপর ১টা নাগাদ যখন চান করে বন্ধুর ঘরে যাবার জন্য ওপরে উঠছি ঠিক সিঁড়ীতে চোখাচোখি হ'য়ে গেল বন্ধুর বোনের এক friendর সঙ্গে। তাকে এ বাড়ীতে আরও দুই চারবার দেখেছি কিন্তু কোনদিন ভাল করে তার দিকে তাকাইনি। কিন্তু জানি না কেন সেদিন হঠাৎ চোখাচোখি হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই আমি কেমন বদলে গেলাম। তারপর বন্ধুর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে রাত্তিরে হোষ্টেলে এসে ভাবতে লাগলাম সে মেয়েটিকে আজ ত' প্রথম দেখছি না, প্রায় দু'বছর ধরে দেখে আসছি তবে হঠাৎ আমার মন সে কেমন করে জুড়ে বসল। শুয়ে শুয়ে খানিক ভাববার পর লিখলাম—'Oh fair lady, I love you madly, don't dishearten me.'

দিন দুই পরে পরিতোষের সঙ্গে কলেজে দেখা হ'লে প্রাণের জ্বালা তাকে সব খুলে বল্লাম। খানিক বাদে সে গম্ভীর ভাবে উত্তর দিলে—'If you really love her, then she will be yours' ভাবলুম ব্যাপারটা ঐ অবধি গড়িয়েই বুঝি খতম হ'ল, কেন না বন্ধু আর কোন উচ্চবাচ্য করলেন না।

প্রায় হপ্তা দুয়েক বাদে পরিতোষ হঠাৎ ক্লাশে আমায় বল্লে, 'ওহে আমার সহোদরা তোমায় একবার যেতে বলেছে। শ্বশুর বাড়ী থেকে এসেই তোর খোঁজ কেন ঠিক বুঝলাম না। আমি কিন্তু Hope against hope নিয়ে চারটের পর ক্লাস সেরে বন্ধুর সঙ্গে তার বাড়ী এসে হাজির। পরিতোষের বোন হাসতে হাসতে ঘরে ঢুকে বল্লে, 'অমিয়দা, শুক্লা সেন বলে আমার এক বন্ধু আপনার সঙ্গে আলাপ করতে ইচ্ছুক। আপনার কবিতার সে একজন মস্ত বড় admirer। তবে সে কিন্তু এখানে এসে আপনার সঙ্গে আলাপ করতে রাজি নয়। তাই আমি ঠিক করেছি যে Next Sunday আমরা সব বোটানিক্যাল গার্ডেনে বেড়াতে যাব, সেখানে গিয়ে আপনাকে তার সঙ্গে আলাপ করতে হবে। আমি তখন মনের আনন্দ মনেই চেপে খানিক বাদে গম্ভীর ভাবে বল্লুম, তাতে কি? যাওয়া যাবে। তারপর কম্পিত হৃদয়ে হোষ্টেলে ফিরে রবিবারের অপেক্ষায় রইলাম। সত্যি সত্যিই রবিবার যখন এলো, তখন সেদিন বেলা একটা নাগাদ বোটানিক্যাল গার্ডেনে গিয়ে দেখি যে আমার বন্ধুর বোন Anxiously তার ক'টি Friendএর সঙ্গে আমার জন্যে দাঁড়িয়ে র'য়েছে। Steamer থেকে নামতেই বন্ধুর বোন ছুটে এসে আমার হাত ধরে টেনে নিয়ে যার কাছে গিয়ে আমায় দেখিয়ে এক গাল হেসে বল্লে ইনেই অমিয় রায়, দেখলাম তিনি আর কেউ নয়, আমারই মানসপ্রিয়া। আমি তখন পরিতোষকে মনে মনে নমস্কার করে বলতে লাগলাম যে তার ভবিষ্যৎবাণীর ক্ষমতা আছে। আমার মানসপ্রিয়া Modern styleএ ছোট্ট একটি নমস্কার করে আমায় বল্লে, 'I am one of your humble admirers.'

তারপর দু' একটা কথা বলতে বলতে একটু এগিয়ে গিয়ে চারিদিকে চেয়ে দেখি যে বন্ধুর বোনটি আমাদের ফেলে কোন ফাঁকে পালিয়েছে। যাক নব পরিচিতার সঙ্গে লেখা সম্বন্ধে দু' একটা কথা হওয়ার পর সে আমার হাতে একটা চিঠি গুঁজে দিয়ে বল্লে, 'পড়ে দেখবেন।' আর দিরুক্তি না করে সে সবেগে ফিরে গিয়ে একটা Carএ করে সোজাসুজি চলে গেল। আমি বোকার মত খানিকক্ষণ তাকিয়ে রইলাম তার মোটর-দলিত রাস্তার দিকে।

তারপর চিঠিটার কথা মনে পড়তেই খুলে দেখি লেখা র'য়েছে—"ইলার বিয়ের দিন তোমায় দেখে আর তোমায় ভুলতে পারছি না আমার মনে সর্ব্বদাই তোমার চিন্তা। তোমার পায়ে পড়ি আর আমায় কাঁদিও না। উত্তরের আশায় রইলাম।"

Hostelএ ফিরে এসে ভাবতে লাগলাম এটা কি কোমল হৃদয়া নারীর Simplicityর একটা Manifest evidence না Modern বিদুষী মেয়ের ছেলে নাচাবার একটা coquettry, অনেক ভেবে আমিও রাত্রে বসে বসে লিখলাম :—

"এত দিনের এক অজানা আশার ও ব্যথার রাগিনী হৃদয়-বীণার সুরতন্ত্রীর তারে গুমরে গুমরে বেজে উঠছিল, তারপর তোমার

হঠাৎ দেওয়া লিপিবাণীকে পেয়ে সেগুলো এক অজানা আবেগের সুরে বেজে উঠ্‌ল। কি ক'রে যে চিঠিখানির অভ্যর্থনা করব তা' ঠিক বুঝতে না পেরে বিহ্বল নেত্রে চিঠিখানির দিকে তাকিয়ে রইলাম। তোমাকে পাওয়ার ইচ্ছে অনেক দিন থেকেই হ'য়েছে, কিন্তু চাওয়ার সাহস হয়নি। আজ তুমি নিজে এসে যখন সে সাধ মিটিয়েছ, তখন জেনে রেখ যে এ অধম তোমায় আর কোনদিন ভুলবে না কেন না—

"ধন নয়, মান নয়, শুধু ভালবাসা
করেছিনু আশা।"

সে আশা তুমি আজ নিজে এসে মিটিয়েছ। উত্তরের আশায় রইলাম, ঠিক প্রিয়তমের আশা পথ চেয়ে থাকা উৎকণ্ঠিতা তরুণীর মত।" সকালে চিঠিটা চাকরকে দিয়ে তাদের বাড়ী পাঠিয়ে দিলাম। পরের দিনই দেখি, সে লিখে পাঠিয়েছে :—

"প্রেমিক,

চিঠি পেয়েছি, আজ সন্ধ্যায় তোমাকে আমাদের বাড়ী আসতে হবে। আশায় থাকব, নিরাশ কোরো না।"

সন্ধ্যা বেলা তাদের বাড়ী গিয়ে দেখি যে তার দাদা, বৌদি, ও সে আমার জন্যে অপেক্ষা করছে। তখন বুঝলাম যে ব্যাপারটা দাদা, বৌদির কানে গেছে এবং তাঁদের আপত্তি নেই। চা খাওয়া শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই দাদা, বৌদি উঠে গেলেন। তারপর ওর সঙ্গে আমার অনেকক্ষণ ধরে' আলাপ চল্ল। উঠে আসার সময় দেখলাম, ঘরে ওর একটা Bust photo ঝোলান র'য়েছে। আমি সেটা খুলে নিয়ে বল্লুম যে, আমি এটা নিলুম। ও কোন কথা না ব'লে শুধু একটু হাসলে। রাত্তিরে ফিরে এসে ছবির Frameটা তাড়াতাড়ি খুলে এক কোণে ছোট করে' লিখলাম "I love her madly. Why does one love?" তারপর যাতায়াত চলতে লাগল, দেখতে দেখতে পুজো এসে গেল। শুনলুম, ওরা Puriতে বেড়াতে যাবে। দাদা, বৌদি অনেক করে' যাওয়ার জন্যে বল্লে। আমি যেমন বলতে হয় তেমনি বল্লুম যে, পরে পারি ত' যাব। তারপর থাকতে না পেরে সত্যি সত্যিই পুরীতে তাদের বাড়ী গিয়ে উপস্থিত হলুম। বেশ কাটছিল, একদিন বেড়াতে বেড়াতে ও আমায় বল্লে যে কতদিন আমরা আর এমন ছাড়াছাড়ি ভাবে থাকব? একটা কিছু ব্যবস্থা করবে না? আমি একটু গম্ভীর হ'য়ে গিয়ে বল্লাম, দেখি কি ক'রতে পারি। মনে মনে তখনই ঠিক করলাম, Graduate হওয়া আর হবে না, ওকে আরও কাছে না পেলে আমার শান্তি নেই। একটা কিছু যোগাড় ক'রে নিয়ে সুখের নীড় বাঁধতে হবে। ক'লকাতায় ফিরে আসার দিন কতক পরেই হঠাৎ একদিন Bombay চলে' গেলাম, দূর সম্পর্কের এক ভাইয়ের কাছে। অনেক খোঁজাখুঁজির পর সেখানে একটা চাকরী জুটিয়ে নিয়ে কাজে লেগে গেলাম। সে আমাকে প্রায়ই চিঠি দিত এবং তার প্রায় অনেক গুলোতেই পুরীর কথার উল্লেখ থাকত। প্রায় মাস তিনেক বাদে ক'দিনের জন্যে এখানে ফিরে এসে ওর দাদা বৌদির কাছে বিয়ের Proposal ক'রব ক'রব ভাবছি, ঠিক এরই মধ্যে আজ সকালে ওর এক চিঠি এসে হাজির। খুলে দেখি, লেখা র'য়েছে "Prof……সঙ্গে আজ আমার বিয়ে; আসতে ভুল না।" কি করব সারাদিন ঠিক বুঝতে না পেরে শেষকালে সন্ধ্যাবেলায় একখানা চিঠি লিখে পাঠিয়ে দিয়ে এলাম, তাতে লিখেছি :—

চিরকল্যাণময়ী!

শুক্লা, যে গৃহ তোমায় লক্ষ্মী রূপে বরণ ক'রে নিয়ে যাচ্ছে, অচলা হ'য়ে সেখানেই চিরপ্রতিষ্ঠিতা থেকো। সংসার কেবল শান্তি-ক্ষেত্র নয়, ঝড়, ঝঞ্ঝা এখানে অবশ্যম্ভাবী, তোমার কেন্দ্র যেন স্থির থাকে। সীমন্তে যে শুভ সিন্দুরটি অঙ্কিত হ'ল, ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি তা প্রতিদিনকার প্রাতঃ-সূর্য্যের মত উজ্জ্বল হ'তে উজ্জ্বলতমে পরিণত হোক! শুভার্থী অমিয়!

সুবিমল বল্লে ভাই, এ ব্যথার কোন প্রলেপ আছে বলে' জানি না।

রেকর্ড সমালোচনা

—সাউণ্ড বক্স

[আমাদের বহু পাঠক পাঠিকার বিশেষ অনুরোধে আমরা পুনরায় রেকর্ড সমালোচনা আরম্ভ করিলাম। আমাদের পাঠকবর্গ জানাইয়াছেন যে আমাদের পক্ষপাত শূন্য সমালোচনা বাহির হইলে তাঁহাদের রেকর্ড ক্রয় করিবার বিশেষ সুবিধা হয়—বাছাই করার হাঙ্গামা থাকে না। কিন্তু আমাদের বহু অসুবিধার মধ্যে সমালোচনা করিতে হয়, কারণ আমাদের দেশের কোন রেকর্ড কোম্পানী সমালোচনার্থ নূতন নূতন রেকর্ড প্রেসকে পাঠান না। ইহাতে তাঁহাদের যে সুবিধা এ কথাটা তাঁহারা ভাবিয়া দেখেন না। আমরা "হিজ্ মাষ্টার্স ভয়েস", "কলোম্বিয়া", "হিন্দুস্থান" ও "মেগাফোন" কোম্পানীর কর্তৃপক্ষদের এ বিষয় দৃষ্টি আকর্ষণ করি—দীঃ সঃ]

HIS MASTER'S VOICE

জানুয়ারী—১৯৩৫

এ সপ্তাহে আমরা গ্রামোফোন কোম্পানীর জানুয়ারী মাসের কুকুর মার্কা রেকর্ডের সমালোচনা বাহির করিলাম। আশা করি, আমাদের পাঠক পাঠিকাগণের ইহা রেকর্ড বাছাই করিতে কিঞ্চিৎ সাহায্য করিবে।

•

'হিজ্ মাষ্টার্স ভয়েস' রেকর্ডগুলিতে গ্রামোফোন কোম্পানী সর্ব্বসমেত ১২ খানি রেকর্ড বাহির করিয়াছেন। ৮ খানি গানের রেকর্ড, ১ খানি আবৃত্তি ও ৩ খানি "প্রীতি-উপহার" নাম দিয়া একটি ছোট্ট পালার রেকর্ড। ইদানিং গ্রামোফোন কোম্পানী আনকোরা নূতন শিল্পীর গানই অধিক বাহির করিতেছেন এবং টইন রেকর্ডের শিল্পীদের গানও 'এইচ-এম-ভি' রেকর্ডে বাহির হইতেছে। তদুপরি অনুসরণ-কারী বাদ্য-যন্ত্রের বাহুল্যে কণ্ঠ-সঙ্গীতের প্রাধান্য যথেষ্ট পরিমাণে ক্ষুণ্ণ করিতেছেন। আমরা গ্রামোফোন কোম্পানীর বাঙ্লা রেকর্ড বিভাগের কর্ত্তৃপক্ষের এ বিষয় দৃষ্টি বিশেষ ভাবে আকষণ করিতেছি।

•

P 11792 রেকর্ডে শ্রীমতী কণক দাস দু'খানি রবীন্দ্র-সঙ্গীত গাহিয়াছেন। "মনে রবে কি না রবে" গানটি মধুর লাগিল। "কাছে যবে ছিল" গানটি মন্দ লাগিল না। রবীন্দ্র-সঙ্গীতে কণক দাসের ব্যুৎপত্তি আছে এবং তাঁহার মধুর কণ্ঠে গানগুলি শিক্ষিত-সমাজের আদরণীয় হইয়া থাকে। আলোচ্য রেকর্ডখানি সকলের মন্দ লাগিবে না।

•

N 7321 রেকর্ডখানিতে কুমারী পারুল সেনের দু'খানি গান বাহির হইয়াছে। গায়িকার কণ্ঠস্বর মন্দ নয়। গানের সুর আমাদের ভাল লাগিল না। গান দু'টি নিতান্ত নিন্দনীয় হয় নাই।

•

N 7322 রেকর্ডে গান গাহিয়াছেন, কুমারী প্রতিভা সোম। "ওগো আমার সুন্দর" ও "রোজ দিয়ে যাই একটি গানের ফুল" গান দুটি শুনিলাম। প্রতিভা সোমের কণ্ঠস্বর সুমিষ্ট, কিন্তু বাণীর অস্পষ্টতার জন্য গান উপভোগ্য হয় নাই। রেকর্ড-সঙ্গীতে বাণীর স্পষ্টতা প্রত্যেক শিল্পীর সর্ব্বপ্রধান লক্ষ্যবস্তু হওয়া উচিত। গাহিবার প্রণালী ও সুর ভাল লাগিল না।

•

N 7323 রেকর্ড খানিতে কুমারী উমা বসুর দু'খানি রবীন্দ্র-সঙ্গীত বাহির হইয়াছে। "তোমার সুর শুনায়ে" ও "সেই ভাল আমারে না হয় না জান" গান দুটি সুন্দর, কিন্তু এই সুন্দর গানের সুন্দর সুরের অনুপাতে উমা বসু গাহিতে পারেন নাই।

•

N 7324 রেকর্ড খানিতে গান গাহিয়াছেন, শ্রীহরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়। পুরাতন লব্ধপ্রতিষ্ঠ গায়কগণের মধ্যে একমাত্র হরেন্দ্র বাবুরই আধুনিক গান 'এইচ-এম ভি' রেকর্ডে বাহির হয়। আধুনিক বাংলা গানের শ্রেষ্ঠ-শিল্পীর গান গ্রামোফোনে বহু দিন বাহির হইতেছে না। যাহা হউক, হরেন বাবুর গান শিক্ষিত সমাজের কিঞ্চিৎ পিপাসা মিটাইবে।

•

N 7329, শ্রীগিরীণ চক্রবর্ত্তী এই রেকর্ড খানিতে দু'খানি গান গাহিয়াছেন। "যেতে যখন হবেই তখন" গানখানি যদিও বা শোনা যায় "কেন রে তুই কাহার লাগি" গানটি শুনিতে পারা যায় না। বিশ্বকবি রবীন্দ্র-নাথের বিশ্ব-বিখ্যাত গান "কবে তুমি আসবে বলে" গানটির সুর হুবহু লাগাইয়া ও কথার সামান্য অদল বদল করিয়া গানটি গীত হইয়াছে। যাঁহারা রবীন্দ্রনাথের গান শুনিয়াছেন, তাঁহাদের নিকট এই হীন অনুকরণ মোটেই ভাল লাগিবে না।

•

N 7330. রেকর্ড খানিতে শ্রীবলাইচন্দ্র ভট্টাচার্য্যের দু'খানি গান বাহির হইয়াছে। গান দু'টি ভাটিয়ালী। ভাটিয়ালী সুরের উপর ভিত্তি করিয়া বিলাতী সুর সংযোগে হারমোনাইজ করা হইয়াছে। গান দু'টি সাধারণের ভাল লাগিবে বলিয়া বোধ হয় না, কারণ সাধারণে সুরের merit অতটা তলাইয়া দেখেন না এবং তাঁহাদের 'কাণ' এখনও এরূপ সুরের সহিত পরিচিত হয় নাই।

•

N 7331 রেকর্ডে কুমারী যূথিকা রায় ও শ্রীমতী সুধীরা সেনগুপ্ত গান গাহিয়াছেন। "জাগ্রত ভারতবর্ষ" ও "বন্দিনী মেয়ে জাগ" গান দু'টি আমাদের মন্দ লাগিল না। এ যুগে একটু স্বদেশীর গন্ধ থাকিলে যেন ভালই লাগে। অনেকে এ সুযোগ গ্রহণ করিতে

ইতস্ততঃ করেন না। যাক্ যূথিকার কণ্ঠস্বর অধিকতর মনোরম লাগিল।

*

N 7326, 7327 ও 7328 রেকর্ড গুলিতে 'প্রীতি উপহার' পালাটি বাহির হইয়াছে। বুঝা যাইতেছে গ্রামোফোন কোম্পানির যতগুলি শিল্পী তাঁহাদের হাতে আছেন, কেবলমাত্র তাঁহাদিগকে লইয়াই এই পালার কাজ সারা হইয়াছে, আমাদের এ রেকর্ডখানি ভাল লাগিল না। মিতব্যয়িতা হিসাবে প্রচেষ্টা নিন্দনীয় না হইলেও রেকর্ডগুলি সাধারণ্যে জনপ্রিয় হইবে কি না, সে সম্বন্ধে ঘোরতর সন্দেহ আছে।

*

H. T. 67 রেকর্ডে শ্রীনির্ম্মলেন্দু লাহিড়ীর আবৃত্তি বাহির হইয়াছে। বিশ্বকবির "দেবতার গ্রাস" কবিতাটি ইনি আবৃত্তি করিয়াছেন। স্বদেশী প্রতিষ্ঠান "হিন্দুস্থান রেকর্ড" বাংলার নট-শ্রেষ্ঠ শিশির-কুমারের আবৃত্তি বাহির করিবার পর গ্রামোফোন কোম্পানী নির্ম্মলেন্দুর আবৃত্তি বাহির করিলেন। বিশ্বকবির বিখ্যাত কবিতা বাঙালী মাত্রেরই প্রিয়। কাজেই কোম্পানীর উদ্দেশ্য সফল হইতে পারে। কিন্তু ১২ ইঞ্চি রেকর্ডে বাহির না করিয়া ১০ ইঞ্চি রেকর্ডে ২৸০ মূল্যে বাহির করিলে যেন সকলের পকেটের সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষা করিত।

বিচিত্র বার্ত্তা

—শ্রীপ্রাণদানন্দ দাশ গুপ্ত

টুইকেনহ্যাম সহরে একটি স্ত্রীলোকের টনি নামে একটি টেরিয়ার কুকুর আছে। সে ধূম পান করে, মুখ দিয়ে মাউথ অর্গান বাজায়। মানুষেরই মত।

*

প্যারিসে ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দে একটা আন্তর্জ্জাতিক প্রদর্শনী বসবে। এতে যে টাওয়ার তৈরী করা হবে, সেটা হবে এখানকার সব চেয়ে বড় টাওয়ার।

*

একজন পর্য্যটক উত্তর আমেরিকার উত্তর পশ্চিম অঞ্চলে বেড়াতে গিয়ে একটা পাহাড় দেখেন, সেটা দৈর্ঘ্যে ২০ মাইল ও ২০০০ হাজার ফিট উঁচু। সেটা অনবরত জ্বলছে। বৈজ্ঞানিকেরা প্রমাণ ক'রে বলেন—এই পর্ব্বত এক হাজার বৎসর ধ'রে জ্বলছে।

*

বার্কেনহেড সহরে এক কৃষক তার বাগানে যে প্রকাণ্ড শশা সৃষ্টি করেছে, তার ওজন আটাশ সের। উচ্চতায় এক ফুট।

*

লণ্ডনে মাখনের প্রদর্শনীতে অলিভ মিচেল শ্রেষ্ঠ পুরস্কার পান। তিনি দু' ঘণ্টায় তিন সের মাখন তৈরী ক'রেছিলেন।

*

একটি তোতাপাখীর ১৪০ বছর বয়েস। এটি পূর্ব্বে রুষ সাম্রাজ্ঞী ক্যাথারিণের ছিল, বর্ত্তমানে রাজকুমারী ইয়ুসুপফের।

*

চীন দেশে পাখীর বাসার খুব আদর। সব চেয়ে যেটা দামী, তার দাম ১৫৬ টাকা। চমৎকার ব্যবসা করা যায়!

*

রুমানিয়ায় কোনও বাড়ীতে বিবাহ যোগ্যা মেয়ে থাকলে, সেই বাড়ীর দরজায় একটা গোলাপ ফুল এঁকে দেওয়া হয়। যে পাত্র বিয়ে করতে চায়, সে ঐ চিহ্ন দেখে মেয়ে দেখতে আসে।

*

পৃথিবীতে সারা বছরে বিশ কোটি খরগোসের চামড়া বিক্রী হয়।

বক্তা—রাজনীতি সম্বন্ধে যত রকম প্রশ্ন উঠ্‌তে পারে, আমাদের নেতার তা' সবই জানা আছে।

শ্রোতা—কিন্তু তার উত্তর জানা আছে কি ?

*

অভিনেতা—আমি সর্ব্বপ্রথম যেদিন রঙ্গমঞ্চে নামি, সেই দিনই আমার জন্যে হাজার হাজার লোক থিয়েটারের গেটের কাছে সমবেত হ'য়েছিল।

বন্ধু—আর তুমি বুঝি পিছনের দরজা দিয়ে পালিয়ে প্রাণ বাঁচিয়ে ছিলে ?

*

ক—আমার একজন বন্ধু বলেন জীবনে তিনি কখনো কোনো টেলিগ্রাফ অফিস থেকে তার পান্ নি, আর পেতে ইচ্ছেও করেন না কোনো দিন।

খ—বে-তারের প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

*

হলিউডের একজন ফিল্ম অভিনেত্রী এত অন্যমনস্ক যে তিনি তাঁর divorce-করা স্বামীকে পুনর্ব্বিবাহ ক'রেছেন।

*

একটা খবরের কাগজে প'ড়্‌লুম, বিলেতে আগে যত মুরগীর ডিম পাওয়া যেত, এখন আর তত পাওয়া যাচ্ছে না। ওখানকার মুরগীরা বোধ হয় আজ কাল birth-control সম্বন্ধে বই পড়্‌ছে।

*

ষ্টেশনের প্ল্যাটফর্‌মে একটা বেঞ্চিতে একজন ভদ্রলোক ব'সে ছিলেন। হঠাৎ অপর একজন ভদ্রলোক এসে তাঁর সঙ্গে আলাপ ক'র্‌লেন, তাঁকে চা' খাওয়ালেন, সিগারেট দিলেন এবং তাঁকে নিজের বাড়ীতে যাবার নিমন্ত্রণ ক'র্‌লেন। প্রথম ভদ্রলোক তো অবাক, অপরিচিতের এত প্রিয় তিনি কি কারণে হোলেন ?

দ্বিতীয় ভদ্রোলোক নিজে থেকেই ব'ল্‌লেন, "আপনাকে আমাদের বাড়ী যেতেই হবে; আমার স্ত্রী আমাকে বলেন পৃথিবীর মধ্যে সব চেয়ে কুৎসিৎ চেহারার লোক। আমার ইচ্ছে, তিনি একবার আপনাকে দেখুন।"

*

যে স্ত্রীলোক রাঁধ্‌তে পারে অথচ রাঁধে না আর যে স্ত্রীলোক রাঁধতে পারে না অথচ রাঁধে—এই দু' শ্রেণীর মেয়েদের-ই পুরুষরা সমান ঘৃণা করে।

*

কর্ম্মচারী—আমাকে ছুটি দিতে হবে, আমার কাকিমা মারা গেছেন।

বড়োবাবু—সে কি ! এর আগে কাকী মারা গেছে ব'লে তুমি যে তিনবার ছুটি নিয়েছ

কর্ম্ম চাঃ—কাকা ক্রমাগত বিয়ে ক'র্‌লে আমি আর কি ক'র্‌বো বলুন।
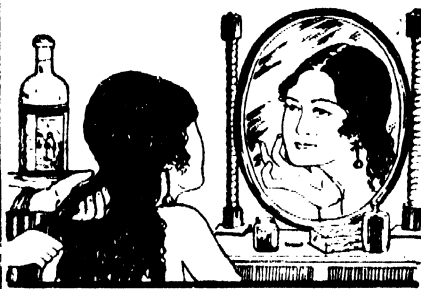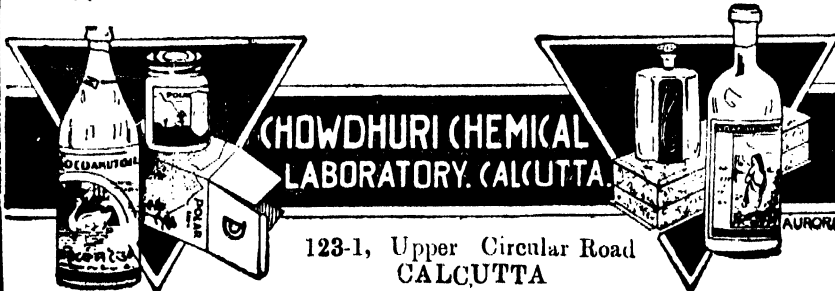
বীমা প্রসঙ্গ

বীমা পলিসির সর্ত্ত

—শ্রীসুধীরেন্দ্র রায় এম্-এ

পেড-আপ পলিসি সম্বন্ধে সর্ত্ত

কোম্পানী "ক"—"দুই বৎসর প্রিমিয়ম চালাইবার পর আনুপাতিক হিসাবে পেড-আপ পলিসি দেওয়া হইবে।"

কোম্পানী "খ"—"পূর্ণ তিন বৎসরের প্রিমিয়ম দিলে পেড-আপ পলিসি দেওয়া হইবে। অনুপাত কষিয়া পেড-আপ পলিসির মূল্য কম পক্ষে ২০০৲ হওয়া চাই, না হইলে পেড আপ পলিসি পাওয়া যাইবে না।"

"ক" কোম্পানী কোনও সর্ত্ত করিতেছে না। সোজাসুজি বলিতেছে যে হিসাব করিয়া যে টাকা হয়—সেই টাকার পেড আপ পলিসি দিব। "খ" কোম্পানী দয়া করিয়া প্রিমিয়ম কম লইয়াছেন এবং অপার উদারতার দরুণ বোনাস বেশী দেন। কাজেই সর্ত্তের কড়া-কড়ি দেখুন। প্রথমতঃ "খ" কোম্পানী তিন বৎসর পূর্ব্বে পেড আপ পলিসি দিবেন না। দ্বিতীয়তঃ অনুপাত কষিয়া যদি দেখা যায় যে ২০০৲ টাকা পাওয়া যাইতেছে না, তবে তিন বছর পরও পেড-আপ পলিসি পাওয়া যাইবে না। আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি যে প্রিমিয়ম এই কোম্পানীতে বৎসরে ৪২৲। অতএব পাঁচবৎসরের কম ২০০৲ টাকার পেড-আপ পলিসি পাওয়া যায় না। এখন ধরুন, ১৯২৯ সালে ৫০৲ টাকার সরকারী চাকরী পাইয়া আপনি মহা আনন্দে বীমা করিয়াছিলেন এবং ১৯৩২ সালে ব্যয় সঙ্কোচের নির্ম্মম কুঠারাঘাতে সঙ্কুচিত হইয়া পড়িলেন। আপনি দেখিলেন যে সারেণ্ডার ভ্যালু লওয়া বৃথা, কেন না পয়সাটা খরচই হইয়া যাইবে, অতএব পেড-আপ পলিসি লইয়া তবু কিছু ভবিষ্যতের সঞ্চয় করিয়া রাখি। দরখাস্ত করিয়া দেখিলেন যে পেড-আপ পলিসির মূল্য হয় ১৬০। কিন্তু ২০০৲ টাকার কম পেড আপ পলিসি দেওয়া হয় না বলিয়া আপনি পেড-আপ পলিসি পাইতে অধিকারী নহেন। ইচ্ছা করিলে ৫২৲ টাকা সারেণ্ডার ভ্যালু নগদ বিদায় লইতে পারেন।

আপনার একটু অসুবিধা হইল বৈকি! কিন্তু কম প্রিমিয়ম ও বেশী বোনাসের সঙ্গে আপনি সব রকম সুবিধাই উপভোগ করিবেন—এ কেমন কথা?

আশা করি, পলিসি-সর্ত্তগুলি ভাল করিয়া বুঝিয়া দেখা কেন দরকার, পাঠক এতক্ষণে তাহা বুঝিতে পারিতেছেন। ক্ষেত্র বিশেষে গরীব বীমাকারীর পক্ষে পলিসির সর্ত্ত 'সুবিধা' না হইয়া 'শূল' স্বরূপ হইয়া পড়ে। মনে রাখিতে হইবে যে ভারতবর্ষ গরীব দেশ এবং এখানে গড়পড়তা পলিসির পরিমাণ ১২০০৲ টাকার বেশী হয় না। এদেশে যাহারা বীমা করে তাহাদের অধিকাংশ ব্যক্তির অবস্থা স্বচ্ছল নহে। সেরূপ ক্ষেত্রে আমাদের "স্বদেশী" কোম্পানীরা পেড-আপ পলিসির ন্যূনতম মূল্য ১৫০৲, ২০০৲ এমন কি ২৫০৲ নির্দ্ধারিত করিয়াছেন কেন তাহা বুঝা যায় না।

সাধারণ দৈনন্দিন জীবনের কোনও বৈষয়িক ব্যাপারে কোনও বুদ্ধিমান ব্যক্তি আগে পিছে না চিন্তা করিয়া কোনও সর্ত্তে আবদ্ধ হইতে অগ্রসর হন না। অথচ বীমা করিবার সময় পলিসি-সর্ত্ত আলোচনা করিতে কাহাকেও দেখা যায় না। জীবনবীমা যে একটা গুরুতর বিষয় ইহা অনেকে ভাবিয়া দেখেন না। অত্যন্ত লঘু চিত্তে, এজেণ্টদের হাত হইতে যেন নিস্তার লাভ করিবার জন্যই লোকে এদেশে বীমা করেন। শুধু বীমা করিবার সময় বোনাস হইতে লাভের আঁকটা একবার দেখিয়া লন।

তহবিলের আয়তন দেখিয়া ও বোনাসের পরিমাণ দেখিয়া বীমা করার মনোবৃত্তি এজেণ্টগণের দ্বারা সৃষ্ট হইয়াছে এবং এই মনোবৃত্তির ফলেই এখনও এদেশে বিদেশী বীমা কোম্পানীর কাজ প্রসার লাভ করি-তেছে। আমরা বক্তৃতামঞ্চ হইতে যতই বিদেশী কোম্পানীর বিরুদ্ধে গলাবাজি করি না কেন, তাহাদের কাজ প্রতি বৎসর বৃদ্ধি পাইতেছে কলিকাতার ইনসিওরেন্স ইনষ্টিটিউটকে এ বিষয়ে আমি একবার অনুরোধ জানাইয়া ছিলাম। আমি বলিয়াছিলাম যে, কেবল মাত্র বিদেশী বলিয়া তাহাদিগকে বর্জ্জন করিতে হইবে এরূপ আন্দোলন না করিয়া কোন্ কোন্ স্থানে তাহাদের কাজ বেশী হইতেছে ও কোন্ কোন্ যুক্তি বলে তাহারা কাজ যোগাড় করিতেছে তাহার গবেষণা দরকার। এবং সেই সব অঞ্চলে গিয়া তাহাদের যুক্তির বিরুদ্ধ যুক্তি দ্বারা আন্দোলন করিলে বিদেশী কোম্পানীর কাজ বন্ধ করা অপেক্ষাকৃত সহজ হইবে। মানুষ স্বার্থবুদ্ধি চালিত হইয়া কাজ করে তাহার স্বার্থ বিদেশী কোম্পানিতে অধিকতর বজায় থাকে এরূপ বিশ্বাসেই লোকে বিদেশী কোম্পানীতে বীমা করে। জনসাধারণকে যদি বুঝান যায় যে বিদেশী কোম্পানির যত মোটা তহবিলই থাকুক ও বোনাস তাহারা যতই বেশীই দিক, বীমাকারীর মুখ্য স্বার্থগুলি বিদেশী কোম্পানীতে বজায়

থাকে না—তাহা হ লে স্বতঃই লোকে বিদেশী কোম্পানী বর্জ্জন করিবে।

আলোচনা করিলে দেখা যাইবে যে প্রায় বেশীর ভাগ বিদেশী কোম্পানীগুলির পলিসি সর্ত্তগুলি এমন কঠোর যে অল্প টাকার বীমা কারীর পক্ষে সেগুলি অসুবিধাজনক। যাঁহারা পাচ, দশ অথবা পনের হাজার টাকার বীমা-করেন তাঁহাদের স্বার্থ এই সব বিদেশী কোম্পানিতে ভাল ভাবেই বজায় থাকে। কিন্তু এদেশের সাধারণ মধ্যবিত্ত গৃহস্থগণের পক্ষে বিদেশী কোম্পানিতে বীমা করা সুবুদ্ধির কাজ নহে। পেড-আপ পলিসির কথাই যদি ধরা যায় দেখা যাইবে কোনও কোনও বিদেশী কোম্পানিতে ইহার ন্যূনতম পরিমাণ ৩০০৲। ৩৭৫৲ টাকা। এই সর্ত্তের যথার্থ অসুবিধা যদি কোনও ব্যক্তিকে বুঝাইয়া দেওয়া যায় তবে অনেকে বিদেশী কোম্পানী স্বতঃই বর্জ্জন করিবে।

অবশ্য বড় বড় সরকারী চাকুরিয়াদের কথা আলাদা। ইঁহাদের কাছে দেশের স্বার্থ বা মঙ্গলের কথা বলা বৃথা। ইহারা ব্যক্তিগত স্বার্থ বেশী খোঁজে। লক্ষ্ণৌ বিশ্ব বিদ্যালয়ের এক অর্থনীতির অধ্যাপক মহাশয়ের নিকট উপস্থিত হওয়া মাত্র তিনি বলিলেন—"দেশী বিদেশী সেন্টিমেন্টাল কথা তুলিবেন না। আমার দু'পয়সা বেশী যেখানে লাভ হইবে আমি সেইখানেই বীমা করিব।" আমি পলিসি সর্ত্তগুলির প্রতি তাঁহার দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া দেখাইলাম, তাঁহার বিলাতী কোম্পানির নিয়মগুলির অসুবিধা। ধুরন্ধর অধ্যাপক মহাশয় উত্তর দিলেন—"ওসব নিয়মে অসুবিধা হইবে তাহাদের, যাহারা এক কি দুই হাজার টাকার বীমা করিবে। আমি বিশ হাজার টাকার বীমা করিব। আমার প্রিমিয়ম বন্ধ হইবার কোন সম্ভাবনা নাই এবং কখনও বন্ধ হইলেও আমার পলিসি নাকচ হইবে না।" বিদেশী কোম্পানি যদিও এদেশের সাধারণ বীমাকারীর স্বার্থ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ উদাসীন তবু এই বাঙ্গালী অধ্যাপকটি ১৯৩২ সালে সে কথা গ্রাহ্যের মধ্যে আনিবার প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করিলেন না। এই সব ৭০০।৮০০ টাকার চাকুরিয়াগণ দেশের বৃহত্তর স্বার্থ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ উদাসীন। দেশ ইহাদের নহে—দেশ দরিদ্রের। এই দরিদ্ররাই দলে দলে জেলে যাইবে, ফাঁসি কাষ্ঠে ঝুলিবে এবং তাহার ফলে যে রাষ্ট্রীয় সুবিধা অর্জ্জন করিবে তাহার উপস্বত্ব ভোগ করিবে এই সব নির্লজ্জ অধ্যাপক ও চাকুরীয়া অভিজাতগণ।

দেশীবিদেশীর প্রশ্ন তোলা এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে। পলিসির সর্ত্তগুলির প্রতি লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করাই আমার উদ্দেশ্য। এদিকে নজর দিলে সম্ভাবনা আছে যে ইহার গৌণ ফল স্বরূপ বিদেশী কোম্পানির কাজ আমরা হ্রাস করিতে পারিব। এতদ্ব্যতীত আমাদের অনেক দেশী কোম্পানিরা বীমা কারীর মুখ চাহিয়া পলিসি ঘটিত নিয়মগুলি বিধিবদ্ধ করেন নাই। তাঁহাদের এ বিষয়ে অবহিত হইতে হইবে। যদি তাঁহারা এ ত্রুটিগুলি সংশোধন করেন, তবে কোম্পানির ভিত্তি দুর্ব্বল করিয়া বোনাস ঘোষণা করার বাতিক হইতে রোগমুক্ত হইতে পারেন।

আমাদের ইচ্ছা আছে যে বিভিন্ন সর্ত্ত গুলি বিচার করিয়া দেখাইব কিরূপে বীমা কারীর প্রতি ক্ষেত্র বিশেষে অন্যায় করা হইতেছে। তাহা হইলে এজেন্টগণও বোনাসের লোভ দেখান ছাড়াও যে বীমা কারীকে অন্য উপায়ে কোম্পানী নির্ব্বাচন করিতে শিখান যায় তাহা বুঝিতে পারিবেন।

অর্ঘ্য

—শ্রীপ্রতিভা ঘোষ

দিবসের আলো যবে ম্লান হ'য়ে এলো আঙিনায়,
আপন কুলায় ফেরে পাখী
দূর নীলিমায়
শেষ গান রাখি',
এলো শঙ্খ-কণ্ঠ হ'তে বাহিরি' পূরবী সুর
গৃহ-লক্ষ্মী পরশন পেয়ে
শান্ত সুমধুর,
এলো কালো মেয়ে—
ললাটে তারকা-টিপ,গলে দোলে জোনাকীর মালা,
খোপায় অপরাজিতা ফুল,
কর্ণে পরি' বালা
ঝুমকার দুল,
মাধবী কুঞ্জে শশী চুপিসাড়ে যবে ধীরে আসে
রজনী পোহাবে ব'লে তা'র
সখি বাহু পাশে,
হে কবি তোমার—
প্রবাসী ভগিনী ভায়ে তুষিয়াছে যে অমিয় বাণী
পরিপূর্ণ জ্ঞান গরিমায়,
মুদ্রিত তা দানি'
করিল আমায়—
ধন্য তব লিপি। বাণীর দেউলে বসি' হে পূজারী
যে সিদ্ধি লভেছ নিরজনে
পরসাদ তারি
দিলে জনে জনে।
প্রবাসী তরুণ দল যে অর্ঘ্য দিয়াছে নত মাথে,
কবি তোমা', যে বিজয় টিকা,
নতি তারই সাথে
পাঠালো লেখিকা। *

---

* ১৯৩৪ সালের গত ১৫ই ও ১৬ই ডিসেম্বর তারিখের পাটনা কলেজে বাংলা সাহিত্য সম্মিলনের সভাপতি সুকবি শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুত গিরিজাকুমার বসু মহাশয়ের মুদ্রিত অভিভাষণের উত্তরে।

মারলে ওবেরণকে এই সপ্তাহে "Private Life of Don Juan" ছবিতে দেখা যাইবে।

চিত্র পরিচিতি

—অভিমন্যু

[আগামী শনিবার হইতে যে সব বিদেশী ছবি কলিকাতায় মুক্তিলাভ করিবে এখন হইতে আমরা প্রত্যেক সপ্তাহেই তাহাদের অগ্রিম সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিব। সুতরাং কোনো বিদেশী ছবি দেখিতে যাইবার পূর্ব্বে আমাদের **চিত্র-পরিচিতি** স্তম্ভটি পড়িয়া গেলে, চিত্রপ্রিয়রা লাভবান হইবেন।

দীঃ সঃ]

দি মেরী উইডো
(The Merry Widow)

গ্লোবে দেখানো হইবে। অভিনয় করিয়াছেন মরীস শেভালিয়ে, জিনেট ম্যাক ডোনাল্ড, এডওয়ার্ড এভারেট হর্টন, জর্জ্জ বারবিয়ার, উনা মারকেল প্রভৃতি। মেট্রোর ছবি, পরিচালনা করিয়াছেন আর্ণষ্ট লুবিশ

মারসোভিয়া ইংলণ্ডের অন্তর্গত একটি ছোট প্রদেশ। সেখানকার রাজা তাঁহার সর্ব্বাপেক্ষা ধনী প্রজা সোনিয়ার নিকট কর আদায় করিবার জন্য একজন তরুণ সৈনিককে পাঠাইতে মনস্থ করিলেন। রাজসৈনিক বাহিনীর ড্যানিলো নামক এক সৈনিকের উপর তিনি এই ভার অর্পণ করিলেন। তারপর এইরূপ ক্ষেত্রে সচরাচর যাহা হইয়া থাকে—ড্যানিলো সোনিয়ার প্রেমে পড়িল এবং তাহারই কৌতুককর ঘটনাবলী এই ছবিতে সন্নিবেশিত হইয়াছে।

আর্ণষ্ট লুবিশের অননুকরণীয় পরিচালনা ও বিখ্যাত সঙ্গীতবিদ ফ্রাঞ্জ লেহারের সুমধুর সঙ্গীত এই ছবিখানিকে জীবন্ত করিয়া তুলিয়াছে। ড্যানিলো ও সোনিয়া বেশে মরীস শেভালিয়ে ও জিনেট ম্যাকডোনাল্ডের অভিনয় খুবই উপভোগ্য হইয়াছে। অন্যান্য ভূমিকাগুলিও যথাযথ সু-অভিনীত হইয়াছে।

দি প্রাইভেট লাইফ অফ্ ডন জুয়ান
The Private Life of Don Juan

নিউ এম্পায়ারে দেখান হইবে। অভিনয় করিয়াছেন ডগলাস ফেয়ারব্যাঙ্কস, মারলে ওবেরণ, বেনিটা হিউম, গিনা ম্যালো, ওয়েন নেয়ারস, ডায়েনা নেপিয়ার, বিনি বার্ণস প্রভৃতি। লণ্ডন ফিল্মের ছবি, পরিচালনা করিয়াছেন আলেকজাণ্ডার কর্ডা।

অগণিত প্রেম: কাহিনীর নায়ক ডন জুয়ানের বন্ধু রডারিগো একদিনের জন্য সে ডন জুয়ানের ছদ্মবেশে তাহারই নাম ধারণ করিয়া বেড়াইবার অনুমতি চাহিল যাহাতে সে তাহার প্রণয়িণী পেপিলার পাণিগ্রহণে সমর্থ হয়। সে অনুমতি প্রদত্ত হইলে নকল ডন জুয়ান পেপিলার স্বামীর সহিত দ্বৈত যুদ্ধে হত হয়। তাহাতে সহস্র সহস্র নারী ডন জুয়ানের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় যোগদান করিল, এমন কি আসল ডন জুয়ানও তাহা দাঁড়াইয়া দেখিল। ইহার পর ডন জুয়ান দেখিল যে তাহাকে মৃত ভাবিয়া আর কোন নারীই তাহার প্রেমে সাড়া দেয় না। তারপর একদিন যখন এক জন পরিচারিকা তাহার প্রেম প্রত্যাখ্যান করিল, তখন সে ভগ্নহৃদয় হইয়া তাহার স্ত্রী ডলোরেসের নিকট ফিরিয়া আসিল।

ডন জুয়ানের ভূমিকায় ডগলাস ফেয়ার ব্যাঙ্কসের অভিনয় খুব উপভোগ্য হইয়াছে। মারলে ওবেরণের 'আণ্টনিণ্টা', গিনা ম্যালোর 'পেপিলা', বেনিটা হিউমের "ডলোরেস"ও বিনি বার্ণসের পরিচারিকা সু-অভিনীত হইয়াছে। একে ডগলাসের ইহাই প্রথম বিটিশ ছবি, তাহার উপর বহুদিন তাঁহার কোন ছবি এদেশে আসে নাই সুতরাং ছবিখানি যে খুবই জনাদর লাভ করিবে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

ম্যাডাম ডু বেরী
(Madame Du Barry)

রিগ্যালে দেখানো হইবে। অভিনয় করিয়াছেন ডলোরেস ডেল রিও, রেজিনাল্ড ওয়েন, ভিক্টর জোরী, অ্যানিটা লুইস, প্রভৃতি।

ওয়ার্ণারের ছবি, পরিচালনা করিয়াছেন উইলিয়াম ডিয়েটার্ল।

জিন ছিল অসামান্যা সুন্দরী। তার রূপে ফ্রান্সের রাজা পঞ্চদশ লুইস মুগ্ধ হইলেন। এইরূপে জিন সামান্য নগরবাসিনী হইতে কাউন্টেস ডু বেরী নামে পরিচিতা হইয়া প্রাসাদে বসবাস করিতে লাগিল। রাজা ডু বেরীর প্রেমে হাবুডুবু খাইতে লাগিলেন। কিন্তু সভাসদবর্গ ইহাতে অসন্তুষ্ট হইলেন। প্রধান সেনাপতি ডু বেরীর অনিষ্ট সাধন করিতে চেষ্টা করিলেন, কিন্তু সকল চেষ্টাই ব্যর্থ হইল। শেষে সত্যসত্যই ডু বেরীর পতন হইল, যখন রাজা বসন্ত রোগে মারা যান। নূতন রাণী মেরী আন্টনিয়েট ডু বেরীকে গ্রেপ্তার করিয়া প্রাসাদ হইতে বহিস্কৃত করিয়া দেন।

ম্যাডাম ডু বেরীর ভূমিকায় ডলোরেস ডেল রিও চমৎকার অভিনয় করিয়াছেন। পঞ্চাদশ লুইসের ভূমিকায় ওয়েন নেয়ার্স ও মেরী অ্যান্টনিয়েটের অংশে অ্যানিটা লুইসও ভাল অভিনয় করিয়াছেন।

নো গ্রেটার গ্লোরী
(No Greater Glory)

ম্যাডান থিয়েটারে দেখানো হইবে, শ্রেষ্ঠাংশে জর্জ্জ ব্রিকষ্টন, জিমি বাটলার, জ্যাকি সার্ল, র‍্যালফ্ মরগ্যান, লুইস উইসন প্রভৃতি। কলম্বিয়ার ছবি, পরিচালনা করিয়াছেন ফ্রাঙ্ক বোরজেজ।

দুই দল বালক তাহারা নিজেদের খেলার মাঠ নিজেদের দখলে রাখিবার জন্য সৈনিকদের মত বেড়ায় এবং ড্রিল করে। একদিন একদল অপর দলের পতাকা চুরি করে, নেমিসেক তাহা উদ্ধার করিতে যে দল চুরি করিয়াছে তাহাদের আক্রমণ করে। কিন্তু তাহারা নেমিসেককে ধরিয়া লইয়া গিয়া জলে চুবাইয়া দেয়। ফলে, তাহার জ্বর হয় ও সর্ব্বশেষে মারা যায়। দুই দলের কেহই জয়লাভ করিতে সমর্থ হয় না। ইহাই মোটামুটী গল্প। এই ছোট ছোট ছেলেদের সাহায্যে ফ্রাঙ্ক বোরজেজ দেখাইয়াছেন যে বড় বড় যুদ্ধ বিগ্রহও ঠিক এই রকমই হয়। একটা রাজত্ব হইয়া দুই দেশের বিবাদ হয়, ফলে কেহ হারে—কেহ জেতে।

ছবিখানির ভিতর সকল অভিনেতা অভিনেত্রী-ই বালক-বালিকা। নেমিসেকের ভূমিকায় জর্জ্জ ব্রিকষ্টন নামক বালক অভিনেতাটির অভিনয় হইয়াছে অত্যন্ত মর্ম্মস্পর্শী। এই অভিনেতাটির ভবিষ্যত খুবই উজ্জ্বল। জ্যাকি সার্ল ও জিমি বাটলারও সু-অভিনয় করিয়াছেন।

জিনেট ম্যাকডোনাল্ডকে এই সপ্তাহে "Merry Widow" ছবিতে দেখা যাইবে

অফ হিউম্যান বণ্ডেজ
(Of Human Bondage)

আর কে-ও এলফিনষ্টোনে দেখান হইবে। শ্রেষ্ঠাংশে লেসলি হাওয়ার্ড, বেটী ডেভিস, কে জনসন, ফ্রান্সিস ডী, রেজিন্যাল্ড ডেনী প্রভৃতি। রেডিওর ছবি, পরিচালনা করিয়াছেন জন ক্রমওয়েল।

ফিলিপ কেরী ছিল একজন মেডিক্যাল ছাত্র। এক চায়ের দোকানের পরিচারিকা মিলড্রেডের সঙ্গে সে প্রেমে পড়ে। মিলড্রেড ইহার প্রতিদান কিছুই দেয় না। একদিন সে খুব ঝগড়া করিয়া চলিয়া যায়। ফিলিপ তখন এক মহিলা ঔপন্যাসিক নোরার সহিত পরিচিত হয়। তাহাকে ফিলিপ ভালবাসিল কিন্তু সেবারেও মিলড্রেড আসিয়া তাহার

ক্যারী গ্রাণ্টকে এই সপ্তাহে "Ladies Should Listen" ছবিতে দেখা যাইবে

সমস্ত আশা ভরসা ভাঙ্গিয়া দিয়া গেল। তাহার পর অনেক ঘটনা বিপর্য্যয়ের পর ফিলিপ স্যালী নামক আর একটি মেয়ের প্রেমে পড়ে। পরে তাহারা সুখী হয়। মিলড্রেড তখন পরলোকে।

নায়ক ফিলিপের ভূমিকায় লেসলি হাওয়ার্ডের অভিনয় হইয়াছে অনবদ্য। বেটী ডেভিসের 'মিলড্রেড', কে জনসনের 'নোরা' ও ফ্রান্সিস ডীর 'স্যালী'ও ভাল হইয়াছে।

ছবিখানির গল্পটি সমারসেট মমের বিশ্ববিখ্যাত পুস্তক হইতে গৃহীত হইয়াছে।

মেরী গ্যালাণ্টি
(Marie Galante)

এম্পায়ারে দেখানো হইবে, শ্রেষ্ঠাংশে কিটি গ্যালিয়ান, স্পেনসার ট্রেসী, হেলেন মরগ্যান, লেসলি ফেন্টন, নেড স্পার্কস প্রভৃতি। ফক্সের ছবি, পরিচালনা করিয়াছেন হেনরী কিং।

আঠার বছর বয়সেই মেরী অনেক দুঃখ সহ্য করিয়াছিল এবং বহু লোককে সে আত্মসমর্পণ করিয়াছিল। পানামা ক্যানালে সে তখন ফ্রান্সের হইয়া গোয়েন্দাগিরি করিত। সে ছিল ভয়ানক দুঃসাহসিকা। তার জীবনের

একমাত্র ইচ্ছা ছিল সে যেন একবার তাহার জন্মভূমি ফ্রান্সে যাইতে পারে। সে যখন সেই চেষ্টা করিতেছিল তখন বিপক্ষ দলের গুলিতে সে হত হয়। পরে অবশ্য তাহার অন্তিম ইচ্ছা পূরণার্থে তাহার মৃতদেহ সসম্মানে ফ্রান্সে পাঠান হয়।

ছবিতে কিটি গ্যালিয়ান নামক একজন ফরাসী অভিনেত্রীর দর্শন পাওয়া যায়। অভিনেত্রীটি চিত্রজগতে নবাগতা হইলেও অভিনয় করিয়াছেন সুন্দর। অন্যান্য ভূমিকাগুলিও সুঅভিনীত হইয়াছে।

লেডিজ শুড লিসন্

(Ladies Should Listen)

প্লাজায় দেখান হইবে, শ্রেষ্ঠাংশে ক্যারী গ্রাণ্ট, ফ্রান্সিস ড্রেক, এডওয়ার্ড এভারেট হর্টন, রসিটা মরনো, নেডিয়া ওয়েষ্টম্যান প্রভৃতি! প্যারামাউণ্টের ছবি পরিচালনা করিয়াছেন ফ্রাঙ্ক টাটল।

গল্পটি জুলিয়ান ডি, লুসাক নামক এক ফরাসী যুবকের মার্গারিট, সুসি ও অ্যানা নামক তিনটি তরুণীর সহিত প্রণয় কাহিনীকে ভিত্তি করিয়া গঠিত হইয়াছে। ছবিখানিতে সকলেই সু-অভিনয় করিয়াছেন।

—০—

ও-কেতকী!

—শ্রীবটকৃষ্ণ রায়

ও কেতকী! শুনচো না কি বলচে ওকি
মল্লিকে।
রাখবে কত গোপন ক'রে সুবাস ভরা
প্রাণ টিকে!
পাছে কেউ পরশ আশে
বসে এসে তোমার পাশে
পাতার আড়ে থাকো ডরে
কাঁটা ঘিরে চৌদিকে॥
কতটুকু জীবন আমার
কত-ই বা গন্ধ বাহার
সফল তবু, সব খানি তার
বিলিয়ে দিয়ে অলিকে॥
ফিরে চ'লে গেলে বঁধু
উড়ে যাবে হৃদয় মধু
শুক্‌নো পরাগ লোভে শুধু
ভেঙ্গে নেবে পথিকে।

সপ্তাহিকা

নির্ব্বাচিত হ'য়েও ভারত আইন পরিষদের তিন জন সদস্য—শাসমল, অভয়ঙ্কর ও সুরাবর্দ্দী—অধিবেশনের আগেই মারা গেলেন। এই অ-পূর্ব্ব ঘটনার কারণ কোনো জ্যোতিষী ব'লতে পারেন কি?

*

২০-এ জানুয়ারী বর্দ্ধমানের মহারাজাধিরাজ বাহাদুর ক'লকাতায় ফিরছেন। তাঁর people নিশ্চয়ই খুশী হবে।

*

বেটাছেলের নাম যে 'শোভনা' হ'তে পারে তা' কখনো কল্পনাও করি নি। দেশবন্ধু পার্কে অনুষ্ঠিত কোনো প্রতিযোগিতার মুদ্রিত বিবরণে একটি সম্মান পত্রে দেখলুম "১০০ গজ স্কিপিং রেস: (২য়) শোভনা দাশ (জাতীয় যুবক সঙ্ঘ)।"

*

পাঁচটি কচ্ছপের প্রতি নিষ্ঠুরতা করবার জন্যে দুজন উড়িয়ার পুলিস কোর্টে দশ টাকা ক'রে জরিমানা হ'য়েছে। টাকাটা নাকি কচ্ছপের আত্মীয়স্বজনকে ক্ষতিপূরণ স্বরূপ দেওয়া হইবে।

*

সার হরিশঙ্কর ও শ্রীযুক্ত হরিমোহন পাল মেডিক্যাল কলেজ শতবার্ষিকী ভাণ্ডারে কুড়ি হাজার টাকা দান ক'রেছেন। আর্ত্তেরা তাঁদের চিরকল্যাণ কামনা ক'রবে।

*

চার্লি চ্যাপলিন ইহুদী ব'লে তাঁর 'গোল্ড রাশ' ছবিটি জার্ম্মানিতে দেখানো নিষিদ্ধ হ'য়েছে। সে দেশে অনেক বাঙালী নাকি লেখাপড়া শিখতে যান। কপাল!

*

আসছে ২৪-এ জানুয়ারী ভারতীয় আইন সভার প্রেসিডেণ্ট নির্ব্বাচিত হবে। কত বুকে জাগে কত আশা।

*

চিত্তরঞ্জন এ্যাভেনিউ স্থিত কেরলীয় সমাজ হলে গেল রবিবার শঙ্করণ নম্বদিরি কথা-কলি নাচ দেখিয়েছেন। ক'লকাতায় অনেক জজ্ ম্যাজিষ্ট্রেট এবং দু' একজন দৈনিক ও মাসিক পত্র সম্পর্কিত ভদ্রলোক সে নাচের সমজদার জানলুম।

*

এবার প্রয়াগের গঙ্গা যমুনা সঙ্গমে সেখানকার লাটসাহেবও মাঘ মেলার সময় উপস্থিত ছিলেন। একটুকু ছোঁয়া লাগে।

*

নেপালের প্রধান মন্ত্রী ও সেনাপতি শীগ্‌গিরই দিল্লী যাবেন। তাঁকে যথোপযুক্ত সম্মান দেখাবার জন্যে ভারত সরকার বিরাট ও বিচিত্র আয়োজন ক'রছেন। প্রয়োজন আছে যে তাহার।
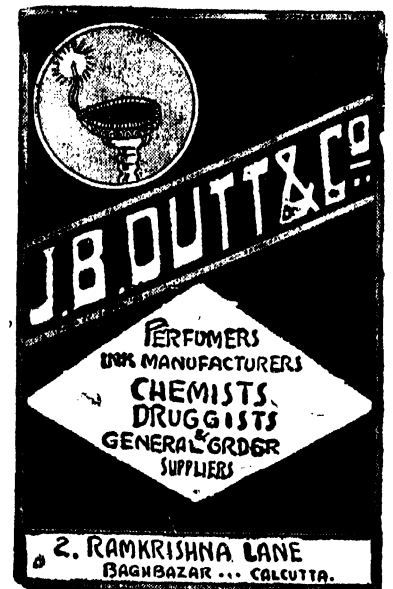
নৃত্য-শিল্পী মণি বর্দ্ধন

—শ্রীবিনয়ভূষণ দাসগুপ্ত

সুবিখ্যাত প্রাচ্য-নৃত্যশিল্পী শ্রীযুক্ত মণি বর্দ্ধন বিগত ৮।৯ মাস পূর্ব্বে নৃত্যশিক্ষার্থে মণিপুর যাত্রা করিয়াছিলেন। আজ কয়েক-দিন হয় তিনি মণিপুরের নানাস্থানে অবস্থান করিয়া তথাকার বহুবিধ নৃত্য শিক্ষা করিয়া কলিকাতায় ফিরিয়াছেন। ভারতীয় নৃত্যকলা অতীতের অন্ধকারে আবৃত হইতে আসিয়া-ছিল, কিন্তু কলালক্ষ্মীর শুভাশীর্ব্বাদ ও প্রেরণা শক্তি যখন নটবীর উদয়শঙ্করের প্রাণতন্ত্রীতে ঝঙ্কার দিয়া উঠিল, তখনই অতীতের অন্ধকার সহসা বাধা পাইয়াছিল, এই সুচারু শিল্পকে আবৃত করিতে। এই শুভ সময়ের পর হইতে যাহারা নৃত্যচর্চ্চায় আত্মনিয়োগ করিয়াছেন, তন্মধ্যে শ্রীযুক্ত মণি বর্দ্ধন অন্যতম। তাঁহার নৃত্যশিক্ষার প্রতি গভীর অনুরাগ ও অভ্যাস দেখিলে মানব মাত্রকেই বিস্মিত হইতে হয়। শিল্পী মণি বর্দ্ধন বহু ক্লেশ সহকারে মণিপুরের নানারূপ ভয়াবহ স্থানে যাইয়াও তাঁহার নৃত্যলক্ষ্মীকে রূপায়িত করিতে অক্লান্ত চেষ্টা ও শ্রম স্বীকার করিয়াছেন। প্রথমে মণিপুরের বিখ্যাত রাসনৃত্য—নর্ত্তক রাস, মহারাস কুঞ্জরাস ও বসন্ত রাস এই চতুর্ব্বিধ নৃত্যকলা এবং জলকেলী নৃত্য, খোবক ঈশেই (যাহা মণিপুরের রথোৎসবের প্রধান নৃত্য) মণিপুরের জাতীয় প্রাচীন নৃত্য "লাইহরাওবা" (দেব প্রীতির জন্য বৎসরের বিশেষ একপক্ষে দৈরাং প্রদেশে যাহা অনুষ্ঠিত হয়) এবং মণিপুরের লুপ্ত প্রাচীন নৃত্য আংহায়রা অর্থাৎ যুদ্ধের উদ্দীপনা পূর্ণ অসি-নৃত্য প্রভৃতি শিক্ষা করিয়া আসিয়াছেন। এমন কি সেখানকার

মণিপুর পদ্ধতির 'গন্ধর্ব্ব' নৃত্যে শ্রীযুক্ত মণিবর্দ্ধন

'নাগা' নৃত্য যাহা শিক্ষা করিতে তাঁহাকে মৃত্যুর দ্বারে উপনীত হইতে হইয়াছিল, তাহাও তিনি শিখিয়া আসিয়াছেন। নাগাদিগের মধ্যে নানা সম্প্রদায়ভুক্ত বহু পদ্ধতির নৃত্য আছে, যথা—কবুই, মুাংশেপা, মারামুচা, আকোক্ খোসা, ঠের, পাণিংপামা, তানকুল প্রভৃতি নৃত্য নাগা বস্তীর মধ্যে বাস করিয়া অদ্ভুত প্রয়াসে তিনি শিক্ষালাভ করিয়াছেন। নৃত্যের সঙ্গে নাগাদের কয়েকটি গানও তিনি শিখিয়াছেন। মণিপুরী নাচের সহিত যে সব যন্ত্র, বোল ও গান ব্যবহৃত হয়, তাহাও তিনি শিক্ষা করিয়াছেন। বিবিধ বোলের সঙ্গে 'গোষ্ঠনৃত্য' ও গান খুব উপভোগ্য বস্তু। ধর্ম্মের সহিত নৃত্যের যে কিরূপ ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ তাহা মণিপুরের রাস, গোষ্ঠ প্রভৃতি নৃত্যেই জীবন্ত প্রমাণ পাওয়া যায়। যখন তাহারা নৃত্যের সুললিত ভঙ্গীতে অন্তরের আকুলিত নিবেদন সেই পরম পুরুষের চরণে সমর্পণ করে, তখন তাহাদের বাহ্যজ্ঞান লুপ্ত হইয়া যায়। এমনই তাহাদের নৃত্যানুরাগ ও ভগবদ্বিশ্বাস।

মণিবাবু উক্ত নৃত্যাদি শিক্ষার পর শিলঙ, শ্রীহট্ট, কুমিল্লা, চট্টগ্রাম প্রভৃতি সহরে নৃত্যের প্রতি সাধারণের অনুরাগ বৃদ্ধি করিবার নিমিত্ত তাঁহার নৃত্যাভিনয় প্রদর্শন পূর্ব্বক সকলকে মুগ্ধ ও প্রীত করিয়া আসিয়াছেন। তিনি পুনরায় নৃত্যশিক্ষার্থে মালাবার, তাঞ্জোর মাদুরা, ত্রিবাঙ্কুর প্রভৃতি অঞ্চলে শীঘ্রই যাত্রা করিতেছেন। ভবিষ্যতে তিনি ব্রহ্মদেশ, কম্বোজ, যবদ্বীপ ও বলিদ্বীপেও যাইবার জন্য প্রস্তুত হইতেছেন। তাঁহার অক্লান্ত সাধনা জয়যুক্ত হউক ভগবচ্চরণে আমাদের এই প্রার্থনাই নিবেদন করিতেছি।

গৌরীপুর নাট্য-সমাজ

(প্রাপ্ত)

বিগত ৯ই পৌষ মঙ্গলবার গৌরীপুর নাট্য-সমাজ কর্ত্তৃক অভিনীত বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের "তপতী" নাটকাভিনয় দর্শনে আমরা বিশেষ প্রীতি লাভ করিয়াছি। মফঃস্বল রঙ্গমঞ্চে "তপতী"র মত উচ্চশ্রেণীর নাটক যে এতদূর সাফল্যমণ্ডিত হইয়া অভিনীত হইবে তাহা আমরা আশা করিতে পারি নাই। অভিনেতৃবর্গকে, বিশেষ করিয়া গৌরী-পুরের জমিদার, নাট্য ও সঙ্গীতাচার্য্য ব্রজেন্দ্র কিশোর বাবুকে আমাদের আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি।

অভিনয়ের প্রারম্ভে রঙ্গমঞ্চে বিশ্বকবির

একখানা চিত্র পত্র-পুষ্পে সজ্জিত করিয়া ধূপ ও দীপাবলী দ্বারা আরতি করা হয়। কবি গুরুর প্রতি এই সম্মান ও শ্রদ্ধা বাস্তবিকই আমাদিগকে আনন্দ দিয়াছে।

রাজা "বিক্রমে"র ভূমিকায় শ্রীযুক্ত সিতাংশুভূষণ সেন (ভূপাল বাবু) শিল্প চাতুর্য্যে ও অভিনয়-কৌশলে আমাদিগকে মুগ্ধ করিয়াছেন। আবৃত্তি স্থানে স্থানে আর একটু ধীর ও মন্থর হওয়া উচিত ছিল। অভিনয়ে প্রাণ সঞ্চার এই অভিনেতাটির একটী বিশেষ গুণ। অভিনয়ে "মনোটনী"র ভাব ইঁহার বড় একটা দেখা যায় না। "দেবদত্তে"র ভূমিকায় শ্রীযুক্ত মাখনলাল ভাদুড়ীর অভিনয় হইয়াছে চমৎকার। সুললিত আবৃত্তির ভঙ্গিমায় রাজার ও রাজ্যের প্রতি কল্যাণাকাঙ্ক্ষা, রাণীর প্রতি গভীর শ্রদ্ধা, সহজ সরল সত্যনিষ্ঠ ব্রাহ্মণের ভাব বেশ পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছিল। কোন কোন স্থানে তিনি তাঁহার অংশ ভাল করিয়া আয়ত্ত করিতে পারেন নাই বলিয়া মনে হইল। "নরেশ"রূপে শ্রীযুক্ত জগদীশচন্দ্র ভট্টাচার্য্যের অভিনয় ভালই হইয়াছে। সাজ-সজ্জাতে মানাইয়াছিলও বেশ। ইঁহাকে কথঞ্চিত "শৈশিরিক" ভাবাপন্ন দেখিলাম। "বিপাশা"র প্রতি মনের গোপন ভালবাসার ভাব তিনি বেশ পরিস্ফুট করিতে পারিয়াছিলেন। "বিপাশা"র সঙ্গে বহুক্ষণ কথোপকথনের সময় একটু "মনোটনী"র ভাব আসিয়াছিল। প্রিয়দর্শন নবীন অভিনেতা শ্রীযুক্ত বিমলাকান্ত রায় চৌধুরীর "ত্রিবেদী" ও "ভার্গব" বিশেষ প্রশংসার যোগ্য। "কুমার সেনে"র ভূমিকায় শ্রীযুক্ত সুশীলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের অভিনয় চলনসই হইয়াছে। "রত্নেশ্বরে"র ভূমিকাটী ক্ষুদ্র হইলেও বেশ শক্ত। এই ভূমিকাতে শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রকিশোর চক্রবর্ত্তীর অভিনয় খুবই প্রাণস্পর্শী হইয়াছে। উৎপীড়িত প্রজার দুঃখ ও ক্ষোভ চোখে মুখে ও আবৃত্তির ভাবে যুগপৎ ফুটিয়া উঠাতে অভিনয়টুকু প্রাণবন্ত হইয়াছে। অল্প সময়ের মধ্যেই তিনি দর্শকের মনে গভীর রেখাপাত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। "চন্দ্রসেনে"র ভূমিকায় শ্রীযুক্ত ভোলানাথ সেনের অভিনয় তৃতীয় শ্রেণীর হইয়াছে। অভিনয়ে ভাবের ও প্রাণের অভাব ছিল। নাগরিকগণের মধ্যে শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্র চক্রবর্ত্তী, ধীরেন্দ্র নাগ, কাশীশ্বর দাশগুপ্ত, সুরথ সান্যাল ও রমণী রায়ের অভিনয় প্রশংসনীয়। "বিপাশা"র ভূমিকায় শ্রীযুক্ত ভবতোষ মুখার্জ্জিকে মানাইয়াছিল সুন্দর। অভিনয়ের দিক এক প্রকার মন্দ নহে কিন্তু গান অধিকাংশই সুগীত হয় নাই। আমরা গানের দিকে তাঁহার নিকট আরও বেশী আশা করিয়াছিলাম। শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র সরকারের রাণী "সুমনা" আমাদিগকে যুগপৎ বিস্ময় ও আনন্দ দিয়াছে। তাঁহার নিকট হইতে এত সংযত ও সুন্দর অভিনয় আশা করি নাই। বেশ-ভূষায়ও অভিনব হইয়াছিল। তাঁহার অভিনয় আদ্যোপান্ত নিখুঁত হইয়াছে।

সঙ্গীত জলসা

গত ২৯-এ ডিসেম্বর শনিবার সন্ধ্যা সাড়ে ছয় ঘটিকার সময় ৯এ নিউ পার্ক ষ্ট্রীটস্থ সঙ্গীত সম্মিলনীতে তাঁহাদের মাসিক অধিবেশন হইয়াছিল। প্রথমে কয়েকটি বালিকা কর্ত্তৃক ঐকতান বাদ্য হয়। তাঁহাদের বাদন-কৃতিত্ব প্রশংসনীয়। ১ম, ৫ম ও ৬ষ্ঠ শ্রেণীর বালিকাদিগের কণ্ঠ-সঙ্গীত উপভোগ্য হইয়াছিল। কুমারী বীণাপাণি মুখোপাধ্যায় খেয়াল গানে তাঁহার সুনাম রক্ষা করিয়াছেন। অতঃপর কতিপয় ভদ্রমহোদয় ও মহিলা একখানি রবীন্দ্র সঙ্গীত সমবেতভাবে গান করেন। পরে কুমারী অমলা নন্দীর 'গঙ্গাপূজা' নৃত্য ও তাঁহার ছাত্রীবর্গের 'গরবা' প্রভৃতি নৃত্য অতিশয় উপভোগ্য হইয়াছিল। সর্ব্বশেষে "জনগণ অধিনায়ক" গানটি গীত হইবার পর অনুষ্ঠান ভঙ্গ হয়। উক্ত অধিবেশনে কলিকাতার বহু বিশিষ্ট ভদ্রমহোদয় ও মহিলাগণ যোগদান করিয়াছিলেন।

*

গত ৮ই জানুয়ারী মঙ্গলবার দিবস রাত্রি আট ঘটিকার সময় শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রচন্দ্র লাহিড়ী (গোপালবাবু) মহাশয়ের বাটীতে একটি সঙ্গীত জল্‌সার আয়োজন হইয়াছিল। এই জল্‌সায় ভারতের সুপ্রসিদ্ধ স্বরোদী ওস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁ সাহেব স্বরোদ বাজাইয়াছিলেন। তাঁহার স্বরোদের সুমধুর আলাপ গমক তান, সর্গম প্রভৃতি অত্যন্ত প্রাণস্পর্শী হইয়াছিল। খাঁ সাহেবের সহিত তাঁহার দ্বাদশ বর্ষীয় পুত্রও স্বরোদ বাজাইয়াছিলেন, এই বালকটি যে অদূর ভবিষ্যতে পিতার সম্মান রক্ষা করিতে পারিবে সে বিষয়ে কোনরূপ সন্দেহ নাই। অতঃপর ভবানীপুরের নিউ ইণ্ডিয়ান অর্কেষ্ট্রা পার্টি শ্রীযুক্ত রাখাল দাস মজুমদার মহাশয়ের পরিচালনায় কয়েকখানি সুমধুর গৎ বাজাইয়া শ্রোতৃবর্গকে আনন্দ প্রদান করেন। রাত্রি ১২টায় জলসা ভঙ্গ হয়।

*

গত ১১ই জানুয়ারী শুক্রবার সন্ধ্যা সাড়ে ছয় ঘটিকার সময় 'আসর' সঙ্গীত প্রতিষ্ঠান কর্ত্তৃক ইণ্ডিয়ান মিরর ষ্ট্রীটস্থ কুমার সিংহ হলে, বরোদার বিখ্যাত ওস্তাদ ফৈয়াজ খাঁ সাহেবের কণ্ঠসঙ্গীতের আয়োজন হইয়াছিল, তিনি একাদিক্রমে ৩/৪ খানি খেয়াল, ঠুংরী ও আলাপ প্রভৃতি গাহিয়া উপস্থিত শ্রোতৃবৃন্দকে অতিশয় আনন্দিত করেন, তাঁহার তান, মুড়কি তান, গমক, মূর্চ্ছনা প্রভৃতি অতি সুন্দর ও উপভোগ্য হইয়াছিল। আমরা 'আসর' কর্ত্তৃক এইরূপ উচ্চাঙ্গের সঙ্গীত আরও কামনা করি।

শোক সংবাদ

আমরা অত্যন্ত দুঃখের সহিত জানাইতেছি যে কলম্বিয়া রেকর্ড ও রেডিওর বিখ্যাত গায়িকা কুমারী নীলিমা বসু আর ইহজগতে নাই, গত ৬ই জানুয়ারী সন্ধ্যার সময় তিনি পরলোক গমন করিয়াছেন। মাত্র অল্পদিন যাবত তিনি এনটেরিক জ্বরে আক্রান্ত হইয়াছিলেন। মৃত্যুকালে তাহার বয়স খুব অল্পই ছিল। তাঁহার এই অকাল মৃত্যুতে সঙ্গীত জগতের বিশেষ ক্ষতি হইল। আমরা তাঁহার শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গকে সমবেদনা জানাইতেছি।

সঙ্গীত সম্মিলনী

আগামী ২রা ফেব্রুয়ারী ১৯৩৫ হইতে সঙ্গীত সম্মিলনী কর্ত্তৃক ৯এ, নিউ পার্ক ষ্ট্রীট গৃহে কেবলমাত্র বালিকাদের কণ্ঠসঙ্গীতের একটি উপাধি পরীক্ষা গৃহীত হইবে। পরীক্ষকদিগের নাম, পরীক্ষার সঠিক সময় ইত্যাদি পরে বিজ্ঞাপিত হইবে।

পরীক্ষার বিষয়, বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্দ্দিষ্ট ম্যাটিকুলেশনের শিক্ষনীয় বিষয়ের অনুযায়ী হইবে যাহারা সম্মানসহ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবে তাহাদের যে মানপত্র দেওয়া যাইবে তাহা সম্মিলনীর ছাত্রীর ক্ষেত্রে সঙ্গীত বিদ্যালয়ের সমাপিকা পত্র বা School Final Certificate রূপে গণ্য হইবে।

অন্যান্য বাহিরের ছাত্রী বা সুগায়িকাও এই পরীক্ষার সুযোগ গ্রহণ করিবেন বলিয়া সম্মিলনী আশা করেন। সে ক্ষেত্রে প্রবেশিকা স্বরূপ ১০ টাকা (দশটাকা) জমা দিতে হইবে। বিশিষ্ট গুণী পরীক্ষকের দ্বারা পরীক্ষিত হইয়া তাহারা নিজ সঙ্গীত পারদর্শিতার মাত্রা নিরূপণ করিতে সক্ষম হইবে।

অপরাপর তথ্য নিম্ন স্বাক্ষরকারীর নিকট আবেদন করিলে জানিতে পারিবেন।

নিবেদিকা
শ্রীপ্রমদা চৌধুরাণী
সম্পাদিকা, সঙ্গীত সম্মিলনী
৯এ, নিউ পার্ক ষ্ট্রীট, কলিকাতা

ন্যাশন্যাল ফিল্ম টকী ডিষ্ট্রীবিউটার্স লিঃ

উক্ত নামে একটি ডিষ্ট্রীবিউটিং কোম্পানী সম্প্রতি কলিকাতায় জন্মলাভ করিয়াছে। ইহার সত্বাধিকারী শ্রীযুক্ত বিনুজরাজ্ হরিকিষণ দাস অগাধ সম্পত্তির মালিক। বোম্বাইয়ের "গোল্ড মোহর" সাউণ্ড পিক্‌চার্সের সমস্ত ছবির সরবরাহ স্বত্ব ইনিই ক্রয় করিয়াছেন। ইহার তদারক করিতেছেন জয়ন্ত পিক্‌চার্সের ভূতপূর্ব্ব কর্ম্মাধ্যক্ষ জে, কে, থাকার। আমরা ইহাদের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি কামনা করি।

কলম্বিয়া ফিল্মস্ অফ ইণ্ডিয়া লিঃ—

ভারতবর্ষের জেনারেল ম্যানেজার শ্রীযুক্ত নীতিশচন্দ্র লাহিড়ীর কর্ম্মদক্ষতায় কলম্বিয়ার ছবিগুলি খুবই জনপ্রিয় হইয়া উঠিতেছে। সম্প্রতি "One Night Of Love" নিউ এম্পায়ার ও ম্যাডানের রেকর্ড ভঙ্গ করিয়াছে। শীঘ্রই "Lady For A Day", "Twentieth Century", "Lady By Choice", "Captain Hates the Sea" প্রভৃতি বিখ্যাত ছবিগুলি কলিকাতায় মুক্তিলাভ করিবে।

এই শনিবার ম্যাডান থিয়েটারে ফ্রাঙ্ক বোরজেজের পরিচালিত "No Greater Glory" দেখানো হইবে। ইহাতে নামজাদা অভিনেতা বা অভিনেত্রী কেহই নাই। অভিনেতৃবৃন্দ সকলেই শিশু। কিন্তু বোর জেজের পরিচালনার গুণে ছবিখানি হইয়াছে অনিন্দ্যনীয়।

রাধা ফিল্ম কোং

এই শনিবার ক্রাউনে "দক্ষযজ্ঞ" পঞ্চদশ সপ্তাহে ও চিত্রায় "রাজনটী বসন্ত সেনা" পঞ্চম সপ্তাহে পড়িল।

গত রবিবার বাকিপুরে রাধাফিল্মের নিজস্ব চিত্রগৃহ "এল্‌ফিনষ্টোন পিক্‌চার প্যালেসে" বেগম ভুসনা জাহান ও মণি বৰ্দ্ধন প্রাচ্য নৃত্য প্রদর্শন করিয়াছিলেন। উভয়ের নৃত্যই সকলের মনোরঞ্জনে সমর্থ হইয়াছিল।

"Wamaq Ezra" ও "মানময়ী গার্লস স্কুলের" কাজ যথারীতি চলিতেছে।

নিউ টন ফিল্ম প্রোডাকশান

ইহাদের প্রথম হিন্দী ছবি "আই-ই মজলুমান" (Ah-e-Majluman) এর কাজ প্রায় শেষ। প্রধানা নায়িকার ভূমিকায় শ্রীমতী রাজেশ্বরী অভিনয় করিয়াছেন। পরিচালনা করিতেছেন শ্রীএন, বুলচন্দনী। আমাদের মনে হইতেছে ছবিখানি জনপ্রিয় হইবে।

ছায়া

আগামী শনিবার ১৯শে জানুয়ারী হইতে ছায়ায় বিগত মহাযুদ্ধের একজন নারী গুপ্ত চরের চমকপ্রদ ঘটনাবলী চিত্রে দেখান হইবে। এই বিস্ময়জনক চিত্রের নাম "আই ওয়াজ এ স্পাই" (I was a spy)। ইহা কল্পনা প্রসূত গল্প নয়—বিগত যুদ্ধের বেলজিয়মবাসিনী শ্রীমতী মাথার আত্মজীবনী হইতেই এই চিত্র গৃহীত হইয়াছে এবং তিনি নিজেই অনেকাংশে নারী গুপ্তচরের ভূমিকায় অবতীর্ণা ম্যাডেলিন ক্যারলকে উপদেশ দিয়াছেন। এই বেলজিয়াম রমণী জার্ম্মান যুদ্ধ হাসপাতালে একজন নার্সের কাজ করিতে থাকে—তথাকার একজন পরিচারক ষ্টিফেন ছিল তার প্রেমিক। জার্ম্মান হস্তে দেশবাসীর নিগ্রহ দর্শন করিয়া গুপ্তচর হইতে এই রমণীর ইচ্ছা হয় এবং প্রেমিক প্রেমিকা দুইজন এই কার্য্যে আত্ম নিয়োগ করে। দিনে হাসপাতালের কার্য্য করিয়া রজনীতে গুপ্ত সংবাদ সংগ্রহ করিয়া মিত্র পক্ষে প্রেরণ করাই ছিল ইহাদের কাজ। অবশেষে কোন বিশেষ জরুরী গোপনীয় সংবাদ সংগ্রহের জন্য একজন জার্ম্মান সেনাপতির কাছে আত্মবিক্রয় করিতেও এই রমণী দ্বিধা করিল না। দেশের জন্য আত্ম সম্মানকে বলি দিয়াছিল এই রমণী অবহেলায় —তারপর সেই সংবাদ প্রেরণ করিল বটে— কিন্তু নিজে ধরা পড়িল। সামরিক বিচারালয়ে তাহাকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করা হইল; সংবাদ প্রকাশ করিলে মুক্তি দেওয়া হইবে এইরূপ বলা হইল; গোপন কোন সংবাদ সে প্রকাশ করিল না। এমন সময় ষ্টিফেন নিজের উপর সব দোষ চাপাইয়া প্রাণদণ্ড গ্রহণ করিল। তারপর নিজের চক্ষে দেখিবেন। বিগত মহাযুদ্ধের অনেক ভয়াবহ যুদ্ধের দৃশ্যও ইহাতে দেখা যাইবে। ম্যাডেলিন ক্যারল, কনরাড ভেট, হার্কার্ট মার্শাল প্রভৃতি ইহাতে অভিনয় করিয়াছেন। আমরা সকলকেই এই ছবিখানি দেখিতে অনুরোধ করি।

রূপবাণী

শনিবার ১৯শে জানুয়ারী হইতে প্যারা-মাউন্টের বিশ্ব বিখ্যাত চিত্র "ক্লিওপেট্রা" রূপবাণী চিত্রগৃহে দ্বিতীয় সপ্তাহে পদার্পণ করিবে।

"ক্লিওপেট্রা"র মতো ছবির পরিচয় প্রদান করা সম্পূর্ণ অনাবশ্যক।

বঙ্গলক্ষ্মী টকীজ লিঃ

গত রবিবার ১৩ই জানুয়ারী আমরা বঙ্গলক্ষ্মী টকীজের একটি প্রীতি সম্মিলনীতে আহূত হইয়াছিলাম। কলিকাতা লোকালয়ের বাহিরে বাঁশদ্রোণিয়া রোডে তাঁহাদের ষ্টুডিও নির্ম্মিত হইতেছে। এই কোম্পানীর ডিরেক্টর শ্রীযুক্ত পি, দ্বিবেদী (কলিকাতা কর্পোরেশনের এসেসর) অভ্যাগতদিগকে আদর আপ্যায়নে যথেষ্ট প্রীত করেন। এই সম্মিলনীতে গান, বাজনা ও শ্রীযুক্ত এস, সি মুখোপাধ্যায়ের (ফানিম্যান) কৌতুকাভিনয় খুব উপভোগ্য হইয়াছিল। বহু বিশিষ্ট নাগরিক এই সম্মিলনীতে উপস্থিত ছিলেন; তন্মধ্যে মাননীয় এম, সি, ঘোষ, নেপালের জং বাহাদুর রাণা হর্ত্তা, মহারাজ কুমার সিরাই খল, রাজা রাধাকিষণ জালান বাহাদুর, বি, এল, খেমকা (ইষ্ট ইণ্ডিয়া ফিল্ম কোং'র সত্বাধিকারী) প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। বিদেশে সতের বছর অভিজ্ঞতা প্রাপ্ত এস, এন, গুহ সর্ব্বশেষে ভারতীয় চিত্র ও তাহার ভবিষ্যৎ এবং এই কোম্পানীর লক্ষ্য সম্বন্ধে একটি সুন্দর বক্তৃতা দেন।

নসীপুরের মহারাজা শ্রীযুক্ত প্রফুল্লনাথ ঠাকুর, স্যর হরিশঙ্কর পাল, ইষ্টার্ণ বেঙ্গল রেলওয়ের এজেন্ট মিঃ বি, আর, সিং তাঁহাদের অনুপস্থিতির জন্য দুঃখিত হইয়া পত্র দ্বারা জানাইয়াছিলেন।

আমরা এই নবজাত কোম্পানীর সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি কামনা করি।

এভারগ্রীন পিকচার্স

ইহাদের প্রথম সবাক চিত্র "শেষ-পত্র" শ্রীকালীপদ দাসের পরিচালনায় তোলা হইতেছে। ছবির কাজ অনেকখানি অগ্রসর হইয়াছে। কর্ত্তৃপক্ষের সাফল্য লাভ-ই আমাদের আন্তরিক কামনা।

সবাক চিত্রে চট্টগ্রাম

—শ্রীশচীন্দ্রনাথ দত্ত

ছায়া চিত্রে চট্টলের সুর শিল্পী

চট্টগ্রামের বহু বৎসরের সঙ্গীত প্রতিষ্ঠান আর্য্য সঙ্গীত সমিতির অন্যতম সদস্য খ্যাতনামা সুর-শিল্পী সঙ্গীতাচার্য্য শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রলাল দাস, শ্রীযুত হরিপ্রসন্ন দাস, শ্রীযুত জিতেন্দ্রলাল চৌধুরী ও শ্রীযুত বিমলচন্দ্র দত্ত সম্প্রতি কলিকাতা নিউ থিয়েটার্সের তত্ত্বাবধানে লাহোরে যে সবাক চিত্র গৃহীত হইবে তাহাতে সঙ্গীত পরিচালনার্থ কলিকাতা গমন করিয়াছেন। কলিকাতা হইতে তাঁহাদের লাহোর যাত্রার সু-খবরও এখানে আসিয়া পৌঁছিয়াছে।

শ্রীযুত হরিপ্রসন্ন দাস ইতঃপূর্ব্বে নিউ থিয়েটার্সের "ইহুদী-কি-লেড়কী" ফিল্মে সঙ্গীত পরিচালনায় বিশেষ ভাবে সহায়তা করিয়া আপনার নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়াছিলেন।

চট্টলার সন্তান চতুষ্টয় মাতৃভূমির গৌরব গৌরব বর্দ্ধন করুন, ইহাই আমাদের কামনা।

চট্টগ্রামে সবাক চিত্রের আদর

চট্টগ্রামের শ্রেষ্ঠ চিত্র গৃহ "সিনেমা প্যালেস" গত দুই বৎসর যাবৎ দেশীয় ও বিদেশীয় শ্রেষ্ঠ সবাক চিত্রাবলী প্রদর্শন করিয়া চট্টলবাসীকে বিশেষ ভাবে শিল্পপ্রিয় করিয়া তুলিয়াছেন। স্থানীয় আর্থিক অসচ্ছলতা সত্ত্বেও সিনেমা প্যালেসের আয়োজনে আনীত শ্রেষ্ঠ চিত্র সমূহ দর্শনার্থ সময় সময় ছায়া চিত্র প্রিয় নর নারীর বিপুল সমাগম হইয়া থাকে। সম্প্রতি তথায় সপ্তাহ ধরিয়া কালী ফিল্মসের অবদান "তরুণী মণিকাঞ্চন" চিত্রদ্বয় প্রদর্শিত হইতেছে এবং প্রতি রজনীতে চিত্রগৃহে বেশ ভীড় জমিতেছে।

এই সিনেমা প্যালেস চট্টগ্রামের নেতৃ স্থানীয় শ্রেষ্ঠ নাগরিকগণের স্থাপিত ও বিশেষ ভাবে পৃষ্ঠপোষিত এবং বর্ত্তমান পরিচালক "চট্টগ্রাম আর্টিষ্ট এসোসিয়েসন" ইহার শ্রীবৃদ্ধি সাধনে নিয়ত তৎপর আছেন।

এই সবাক চিত্র ভবনের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়া সম্প্রতি এস্থানে আরও দুইটী চিত্র গৃহ সবাক চিত্র প্রদর্শন আরম্ভ করিয়াছেন। তথায় পূর্ব্বে নীরব চিত্র দেখান হইত।

পুরুষ ও নারী (কবিতা)—শ্রীশ্যামাপদ চক্রবর্ত্তী।

কলিকাতা, ২ শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা হইতে প্রকাশিত। দাম একটাকা

কয়েকটি কবিতার সমষ্টির ভিতর দিয়া কবি পুরুষ ও নারীর সম্পর্ক যেভাবে রূপায়িত করিয়া তুলিয়াছেন তাহার ভিতর তাঁহার বলিষ্ঠ মনের ও বলিষ্ঠ চিন্তার যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। নারী যে আর পুরুষের প্রবৃত্তির ক্রীড়নক হইয়া তাহার স্বাধীন সত্তাকে পদে পদে ক্ষুণ্ণ করিতে চাহে না, সৃষ্টির প্রবাহে পুরুষের মতন তাহারও যে ব্যক্তিত্ব আছে, বৈশিষ্ট্য আছে—মূলতঃ এই সুর-ই কবির প্রতি কবিতায় ঝঙ্কৃত হইয়া উঠিয়াছে। ভবিষ্যতের নারীর প্রতি লক্ষ করিয়া কবির যে আবেদন—

আমি হেরিতেছি, বন্ধু, ভবিষ্যের ছায়া পথ বাহি,
আর বিদ্রোহিনী প্রিয়ার নবীন অভিসার।

তাহার প্রেরণা এ যুগের সকল নারীর মনেই এক নূতন ভাবের সৃষ্টি করিবে। কবির ছন্দ গতানুগতিকতার পথ ধরিয়া চলে নাই। অনেকটা হুইট-ম্যানিয়ন ছন্দের অনুকৃতি আছে, তবে শব্দ-বিন্যাস মধ্যে মধ্যে অত্যুগ্র হইয়াছে বলিয়া রস-সৃষ্টি স্থানে স্থানে ব্যাহত হইয়াছে বলিয়া মনে হয়।

ছাপা, বাঁধাই কাগজ সবই প্রথম শ্রেণীর—তবে দামের দিক দিয়া আরও কিছু কম করিলে ভাল হইত। —শ্রীমণিভূষণ বাগচি

Editor :—GIRIJA KUMAR BASU. Printed at the Dipali Press and published from the Dipali Office
123-1 Upper Circular Road Calcutta, by Bankim Ch. Chatterjea Proprietor—BANKIM CH. CHATTERJEA.

Gaya Art Press, Calcutta

স্থাপিত ১৯২৯

দীপালী

DIPALI

বাংলার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সচিত্র সাপ্তাহিক

গ্রেটা গার্বো

৭ম বর্ষ] ১০ই মাঘ, ১৩৪১ 24th January, 1935 [৪র্থ সংখ্যা

"দীপালী"র নিয়মাবলী

১। 'দীপালী' প্রতি বৃহস্পতিবারে প্রকাশিত হয়, নগদ মূল্য এক আনা। নমুনার জন্য পাঁচ পয়সার টিকিট পাঠাইতে হয়।

২। কোনো সংখ্যার 'দীপালী' যথাসময়ে না পাইলে, স্থানীয় ডাক-ঘরের সম্বাদ লইয়া পরবর্ত্তী সোমবারের মধ্যে জানাইতে হইবে।

৩। 'দীপালী'-সংক্রান্ত টাকা কড়ি, বিজ্ঞাপন, দীপালীর ম্যানেজারকে পাঠাইতে হইবে। বিজ্ঞাপন এবং এজেন্সী সম্বন্ধীয় বিবরণ ও অন্যান্য জ্ঞাতব্য বিষয়ের জন্য তাঁহাকে পত্র লিখিতে হইবে।

৪। 'দীপালী'তে প্রকাশের জন্য রচনা-সমূহ 'সম্পাদক দীপালী' এই নামে 'দীপালী' কার্য্যালয়ে পাঠাইতে হইবে। উপযুক্ত ষ্ট্যাম্প দেওয়া না থাকিলে অমনোনীত রচনা ফিরাইয়া দেওয়া বা উত্তর দেওয়া হয় না। অমনোনীত রচনা সঙ্গে সঙ্গে ছিঁড়িয়া ফেলা হয়, কাজেই টিকিট না দিয়া রচনা পাঠাইয়া, পরে সে সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিলে কোনো ফলই হইবে না।

৫। 'দীপালী'র এজেণ্ট হইবার বিস্তৃত বিবরণের জন্য 'দীপালী'র ম্যানেজারের সহিত পত্র ব্যবহার বা দেখা করিতে হইবে।

৬। বৎসরের **প্রথম সংখ্যা** অথবা দ্বিতীয় বর্ষার্দ্ধের প্রথম (২৫শ) সংখ্যা হইতে গ্রাহক হইতে হইবে। অন্য সময়ে গ্রাহক হইলে, তাঁহাকে হয় ১ম, নয় ২৫শ সংখ্যা হইতে কাগজ লইতে হইবে।

ম্যানেজার—দীপালী
১২৩।১, আপার সার্কুলার রোড
পোঃ বিডন্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা ফোন—বড়বাজার ৩২৫৩

৪র্থ সংখ্যার সূচী

যক্ষ্মা বীজাণু
আপনার চতুর্দ্দিকে রহিয়াছে। প্রত্যহ প্রতি মুহূর্ত্তেই শ্বাসপ্রশ্বাসের সহিত ইহারা আপ-নার দেহে প্রবেশ করিতেছে। যক্ষ্মারোগ হইতে সাবধান হউন। সামান্য সর্দ্দি, কাশি হইতে যক্ষ্মারোগের সূচনা হইতে পারে। আপনাকে ও আপ-নার পরিবারবর্গকে রক্ষা করিতে
সিরোলিন
"রচি"
একমাত্র ঔষধ।
সিরোলিন যক্ষ্মা বীজাণু ধ্বংস করে
সর্দ্দি, কাশি, ব্রন্‌কাইটিস্‌, ইন্‌ফ্লু-য়েঞ্জা, যক্ষ্মা ও যাবতীয় শ্বাস-রোগ আরোগ্য করে।
ইহা অতি সুস্বাদু।
SIROLIN
"ROCHE"

দীপালী কার্য্যালয়—১২৩।১, আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা—
ফোন বড়বাজার—৩২৫৩

৭ম বর্ষ { ১০ই মাঘ বৃহস্পতিবার, ১৩৪১
২৪শে জানুয়ারী, ১৯৩৫ } ৪র্থ সংখ্যা

কালী ফিল্মস্

আজ মনে পড়ছে অনেক বছর আগেকার কথা, শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ গঙ্গোপাধ্যায় মশায় বসতেন এল্‌ফিন্‌ষ্টোন পিক্‌চার প্যালেসে, প্রতি শনিবার বা রবিবার সেখানে আমি ছবি দেখতে যেতুম। ওঁর সঙ্গে আলাপ হোলো ঘনিষ্ঠতা হোলো, বন্ধুত্ব হোলো। ঐ সৌম্যদর্শন মৃদু স্বভাব, স্বল্পবাক্, মানুষটির হৃদয়ের খবর জান্‌লুম। আজ তাঁরি সাধু প্রকৃতি, অদ্ভুত অধ্যবসায়, বিপদের মাঝে ধৈর্য্য ও কর্ম্মকুশলতার গুণে কালী ফিল্মস্ মাত্র দু'বছরের মধ্যেই বহু ঢক্কানিনাদিত অনেক অনুরূপ প্রতিষ্ঠানকেই পিছনে ফেলে রেখে বাংলার চিত্রদর্শকদের মনে স্বীয় গৌরবের আসন প্রতিষ্ঠিত করে নিয়েছে। কেবল একজন লোকও যদি প্রাণপণে একান্ত সাধনা করে তবে একটা বিরাট ব্যাপারের প্রতিষ্ঠা আট্‌কায় না এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ কালী ফিল্মস্। ইংরাজি দীপালীর সম্পাদক ঠিক্‌ই লিখেছেন যে কালী ফিল্মস্ যে সব ছবি বের করেছেন তাতে ধারিত্রী বা ভারতবর্ষ কম্পিত হয়নি বটে কিন্তু সে সব ছবি কালী ফিল্মসকে সমৃদ্ধির পথে নিয়ে গেছে। আমি তার সঙ্গে এই মন্তব্য যোগ ক'র্‌তে চাই যে তার অনেকগুলি রসিকদের মনোহরণ করেছে। কালী ফিল্মস্ প্রদর্শনী-গৃহও পেয়েছেন ভালো। আমি রূপবাণীর চমৎকার ইমারৎ বা নয়নরঞ্জন প্রেক্ষালয়ের কথাই শুধু স্মরণ কর্‌ছি না। রূপবাণীর কর্ত্তৃপক্ষদের প্রত্যেকটি মানুষের কথা মনে কর্‌ছি। ঐ জায়গায় গেলে আমার কখনো নিজের বাড়ীতে গেছি ছাড়া আর কোনো কথাই মনে হয় না। কর্ত্তৃপক্ষদের সকলের যত্ন, আদর, আপ্যায়ন, বন্ধুবাৎসল্য আমাকে একেবারে মুগ্ধ করে। ওঁদের কারুর মধ্যে কোনো তমঃ নেই। তাই বল্‌ছিলুম যেমন মানুষ শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ গঙ্গোপাধ্যায়, যেমন মনোজ্ঞ প্রতিষ্ঠান ঐ কালী-ফিল্মস্, তেমনই মনোজ্ঞ 'রূপবাণী' আর তার কর্ত্তারা। বিধাতা যোগ্যের সঙ্গে যোগ্যকেই মিলিয়েছেন। এই সম্মিলন যে শুভ মূলক হ'য়েছে তাতো আমরা চোখেই দেখছি। আমি কায়মনোবাক্যে শ্রীভগবানের কাছে প্রার্থনা করি যে কালী-ফিল্মস্ ও 'রূপবাণীর' সংযোগ উত্তরোত্তর অধিকতর যশোলাভ করুক আর অচিরে কালী ফিল্মসের নিজের প্রদর্শনী-গৃহের সম্ভাবনা হোক্, সঙ্গে সঙ্গে সে কামনাও করি।

যক্ষ্মা রোগের সংক্রামকতা

—ডাঃ শ্রীসুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত এম, বি,

অতি প্রাচীনকাল হইতেই যক্ষ্মারোগ সভ্য দেশীয় ভিষক মণ্ডলীর নিকট সুপরিচিত। এই রোগের ভীষণ পরিণাম সম্বন্ধে সকলেই এক মত। অগ্নিবেশ, ভেল, জাতুকর্ণ, পরাশর হারীত, কপিল, গৌতম প্রভৃতি প্রাচীন ঋষি সমূহ হইতে আরম্ভ করিয়া চরক, সুশ্রুত, দৃঢ়বল, নাগার্জ্জুন, বাগভট প্রভৃতি অনেকেই এই রোগের নিদান, চিকিৎসা এবং সংক্রামতা সম্বন্ধে অনেক কথা বলিয়াছেন। পাশ্চাত্য দেশীয় ভিষক মণ্ডলীও খৃষ্টের জন্মের বহু পূর্ব্ব হইতেই এই রোগের প্রকৃতির বিষয় অবগত ছিলেন। গ্রীস দেশীয় প্রসিদ্ধ চিকিৎসক হিপোক্রেটিস (Hippocates) বলিতেন যে, যক্ষ্মারোগী হইতেই যক্ষ্মারোগ সংক্রামিত হয়। এরিষ্টটল ও (খৃঃ পূঃ ৩৮৪—৩২২) জানিতেন যে, যক্ষ্মারোগীর সংস্পর্শে আসিয়া অনেক লোকই যক্ষ্মাগ্রস্ত হয়। রোম সম্রাট মার্কাস অরিলিয়াসের চিকিৎসক ভিষক্ প্রবর গেলেন (খৃঃ অব্দ ১৩০- ২২০?) ও বলিয়া গিয়াছেন যে যক্ষ্মারোগীর সঙ্গে বসবাস করা অতি বিপজ্জনক। চিকিৎসক ও নিদানবিৎ মর্গেগিণ (১৭৬১ খৃঃ) নিজে রোগাক্রান্ত হইবার ভয়ে যক্ষ্মারোগে মৃত রোগীর দেহ পরীক্ষা করিতেন না। লেনেক প্রথমতঃ বিশ্বাস করিতেন না যে যক্ষ্মারোগ সত্য সত্যই সংক্রামক। কিন্তু অবশেষে তিনি এই রোগেই মারা যান। কিন্তু ফরাসী দেশীয় সামরিক সার্জ্জন ভিলেমিনই আধুনিক যুগে সর্ব্বপ্রথম দেখাইয়া দেন (১৮৬৫ খৃঃ) যে মানব দেহের যক্ষ্মারোগ দ্বারা ইতর প্রাণীকেও সংক্রামিত করা যায়। সুতরাং তিনি যক্ষ্মারোগকে একটি বিশেষ শ্রেণীর সংক্রামক ব্যাধি বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। এতাবৎকাল পর্য্যন্ত যক্ষ্মা বীজাণু আবিষ্কার হয় নাই। কিন্তু ভিলেমিন কৃত গবেষণা এবং পাস্তুর কৃত রোগী জীবাণু সম্বন্ধীয় তত্ত্বাবিষ্কারের ফলে যক্ষ্মা বীজাণু আশু আবিষ্কার সম্বন্ধে সকলেই নিঃসন্দেহ হন।

বিগত ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে রবার্টকক্ নামক একজন জার্ম্মাণ দেশীয় মনীষি যক্ষ্মা বীজাণুর আবিষ্কার সাধন করেন এবং তিনি এ কথা জানাইয়াছেন যে এই যক্ষ্মা বীজাণুই যক্ষ্মারোগ উৎপাদনের কারণ।

এই যক্ষ্মা বীজাণু সর্ব্বতোভাবে পরমুখাপেক্ষী, কারণ মানব এবং প্রাণী বিশেষের শরীরেই ইহার বাস এবং প্রসার! শরীরের উত্তাপ বৃদ্ধিতেই ইহারা বেশী বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। এ পর্য্যন্ত চারি প্রকারের যক্ষ্মা বীজাণুই দেখিতে পাওয়া গিয়াছে। মানব দেহে যক্ষ্মা বীজাণু প্রবেশ করিলে তাহারা একটি ক্ষত সৃষ্টি করে এবং ক্রমাগত সকলে মিলিয়া বিষক্ষরণ করিতে থাকে। ফলে এই বিষ সমস্ত শরীরে ছড়াইয়া পড়িয়া শরীরস্থ যন্ত্রপাতি সমূহকে বিগড়াইয়া দেয়। কিন্তু বহু চেষ্টা সত্ত্বেও আজ পর্য্যন্ত এই বিষের প্রকৃতি জানা যায় নাই।

সাধারণতঃ চারি প্রকারের যক্ষ্মা বীজাণু দেহে প্রবেশ করিতে পারে।

১। শিশু জন্মিবার পূর্ব্বে পিতামাতার এই রোগ থাকিলে রক্ত ধারার মধ্য দিয়া।

২। শরীরে কোন আঘাত বা চর্ম্মোপরি বা শ্লৈষিক ঝিল্লীর উপর ঘা ইত্যাদি থাকিলে তাহাদের ভিতর দিয়া;

৩। অন্ন-নলীর ভিতর দিয়া;

৪। শ্বাস-যন্ত্রের ভিতর দিয়া;

প্রথমোক্ত কারণে যক্ষ্মারোগগ্রস্ত শিশু প্রায়ই দীর্ঘায়ু হয় না। হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে যে শেষোক্ত দুইটি কারণেই আমাদের দেশে যক্ষ্মারোগ হইতে সচরাচর দেখা যায়। যক্ষ্মারোগগ্রস্ত গরুর দুধের সঙ্গে বা যক্ষ্মারোগী কর্ত্তৃক কলুষিত খাদ্যের সঙ্গে যক্ষ্মা বীজাণু দেহে প্রবেশ করিতে পারে। এতদ্ব্যতীত অসতর্ক ভাবে যেখানে সেখানে থুথু ফেলিবার ফলে মাছি কর্ত্তৃক বাহিত হইয়াও যক্ষ্মা বীজাণু আমাদের খাদ্যের সঙ্গে মিশিয়া দেহে প্রবেশ করিয়া থাকে। যক্ষ্মা বীজাণু দুষ্ট মৃত্তিকা দ্বারা থালা বাসন মাজিবার ফলেও এই বীজাণু আমাদের দেহে অনায়াসে প্রবেশ করিতে পারে। হোটেলে, রেস্তোঁরাতে গিয়া যক্ষ্মারোগগ্রস্ত কর্ত্তৃক দুষ্ট পাত্রাদিতে পান ভোজন ইত্যাদি দ্বারাও আমরা সহজেই এই বীজাণু দ্বারা আক্রান্ত হইতে পারি। সুতরাং পানভোজনাদি ব্যাপারে আমাদের বিশেষ সাবধান হওয়া উচিত।

যক্ষ্মারোগীর কাশি এবং হাঁচির ফলে বাতাসে যক্ষ্মা বীজাণু ছড়াইয়া পড়ে। ঐ বীজাণু ধূলার সঙ্গে মিশিয়া বা স্বাধীন ভাবেই বাতাসের সঙ্গে আমাদের নাসারন্ধ্রের ভিতর দিয়া শরীরে প্রবেশ করে। অবশ্য এই প্রকারে সংক্রামন যক্ষ্মারোগীর সঙ্গে একত্রে বহুদিন বাস করিবার ফলেই হইয়া থাকে। মা ও ছেলেমেয়েদের মধ্যে, অথবা স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে কাহারও এই রোগ থাকিলে অন্য জন সাধারণতঃ এই প্রকারে সংক্রামিত হইয়া থাকে। আমাদের দেশে যক্ষ্মারোগীর কাশি বা থুথু সম্বন্ধে কোন সাবধানতাই অবলম্বন করা হয় না। যক্ষ্মারোগী ঘরের মেঝেতে বা দেওয়ালে বা যেখানে ইচ্ছা সেখানে কাশি এবং থুথু ফেলিয়া থাকে। এই থুথু বা কাশি শুকাইলে ঘর ঝাঁট দিবার সময় বীজাণু সমূহ ধূলার সঙ্গে মিশিয়া বাতাসে উড়িতে থাকে এবং আমাদের শ্বাসযন্ত্রের ভিতর দিয়া অনায়াসেই আমাদের দেহে প্রবেশ করিয়া থাকে। সুতরাং এই অসাবধানতার ফলেই আমাদের দেশে যক্ষ্মারোগ বিশেষ ভাবে প্রসার লাভ করে। তবে কথা এই যে, এই সমস্ত বীজাণু শরীরে প্রবেশ করিয়া অচিরকাল মধ্যে কোনও রোগ উৎপাদন নাও করিতে পারে। অথবা একেবারেই কোন কালে কোন রোগ উৎপাদন নাও করিতে পারে। সুস্থ শরীরে প্রবেশ করিলে এই সমস্ত বীজাণু বিশেষ সুবিধা করিয়া উঠিতে পারে না। শরীরের প্রকৃতি দত্ত রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতার দরুণ ইহারা নির্জীব অবস্থায় দেহে থাকিয়া যায়

শ্রীমতী জুবেদা

চিত্রজগতের অন্যতমা শ্রেষ্ঠা অভিনেত্রী। শীঘ্রই মহালক্ষ্মী সিনেটোনের "Gulshan-E-Alam" চিত্রে ইঁহাকে দেখা যাইবে। ডিষ্ট্রীবিউটার্স—রতনদেও টকী ডিষ্ট্রীবিউটার্স

দাপালা

ম্যাডানের বাংলা সবাক চিত্র "সত্যপথে"র একটি দৃশ্যে শ্রীতারা কুমার ভট্টাচার্য্য

বর্ম্মার ভূতপূর্ব্ব পোষ্ট মাষ্টার জেনারেল ফ্রাঙ্ক ডি মন্টি প্যারামাউন্ট ষ্টুডিও পরিদর্শন করিতেছেন। পাশে দাঁড়াইয়া আছেন গ্যারী কুপার।

লণ্ডন ফিল্মের "Scarlet Pimpernel" ছবিতে লেসলি হাওয়ার্ড ও মারলে ওবেরণ।

মুখের মতন

(উপন্যাস)

—শ্রীগিরিজাকুমার বসু

(৩য় সংখ্যার পর)

(১৬)

মান অভিমান ঘোচাবার একটা সুবিধে হোলো। ১লা বৈশাখ কৃষ্ণাকে আমি চিটি লিখে, ব'ল্লুম—আজকের দিনে আর কারুর সঙ্গে মনোমালিন্য রাখা কোনো লোকের উচিত নয়, শত্রুমিত্রনির্ব্বিশেষে সকলকে আজ প্রীতি-সম্ভাষণ জানানো উচিত। তাই তোমাকে আমি চিটি লিখ্লুম, তুমি এর জবাব দিতে অবশ্য বাধ্য নও।

কিন্তু চিটি লেখ্বার জন্যে যার ব্যাকুলতা আমার চেয়ে কম নয়, যে আমারি মত সুযোগ খুঁজ্ছিল আবার আগেকার দিনকে ফিরিয়ে আন্তে, বাধ্য নয় ব'ল্লেই সে চুপ্ ক'রে থাক্বে কেমন ক'রে। সুতরাং কৃষ্ণার কাছ থেকে ফেরত ডাকেই পত্রোত্তর পাওয়া গেল। মৃণালদেরও ঐ রকম একখানা চিটি পয়লা বোশেখের দিন লিখেছিলুম। তার জবাব কিন্তু পাওয়া গেল অনেক দিন পরে, সে জবাব আবার লিখেছে তার দিদি যমুনা। মুখের ভালোবাসায় আর অন্তরের ভালোবাসায় এত প্রভেদ।

মৃণালের কথা অনেক দিন বলিনি। তার কারণ, তাদের কোনো খবর পেতুমও না, রাখ্তুমও না। মৃণালকে চিটি লেখা বন্ধ ক'রে ছিলুম,কোনো বাদবিসম্বাদের জন্যে নয়। শুধু এই জন্যে যে সে সাত আট দিনের আগে প্রায়ই চিটির জবাব দিত না। চিটি গেল কি-না গেল তার খবরও নিতে সময় হোতো না তার। একবার একটা দরকারী চিটির জবাব অনেক দিন পরেও তার কাছ থেকে না পাওয়ায় ব্যাপারটা কি জান্বার জন্যে তাদের বাড়ীতে গেলুম। অতি প্রয়োজনীয় চিটির উত্তরও সে তাড়াতাড়ি দিতে পারে না ব'লে অনুযোগ ক'র্তে সে ব'ল্লে আমার কোনো চিটি আট দশ দিনের মধ্যে সে পায় নি। আমি যখন জানালুম যে চিটি লিখে আমি নিজেই তা বড়ো ডাকঘরে ফেলেছি, তখন তার বাবা ব'ল্লেন—একবার নীচে গিয়ে চিটির বাক্সটা দেখে আয়। সেই চিটির বাক্স খুলে আমার চিটি ও অন্যান্য অনেক চিটি বেরোলো—তার বাবার একটা খুব জরুরী চিটিও।

তাদের বাড়ীর ঠিকানায় যে সব চিটি আসবে, সে সব চিটি ডাক পিয়ন যাতে যেখানে সেখানে না ফেলে বা যার তার হাতে না দিয়ে যায় এই জন্যে মৃণালের বাবা, তাঁর বাড়ীর জন্যে উদ্দিষ্ট চিটি পত্রের আধার-স্বরূপ এক তলায় একটি কাঠের বাক্স দেয়ালে সংলগ্ন ক'রেছিলেন। কিন্তু স্নেহ, ভালবাসা, ভদ্রতা, শিষ্টাচার ভুলিয়ে, যে সব মেয়েকে তিনি ডেলা ডেলা বিদ্যে গেলাচ্ছিলেন, পনের দিনের মধ্যে সেই সব মেয়েদের সে বাক্সর অস্তিত্ব সম্বন্ধে কোনো খেয়ালই থাক্তো না। অনেক বিচক্ষণ লোকেরও এমন ভুল হয়, সে কথা ঠিক। আমার বন্ধু ও ছোট ভাই শিল্পকলাকুশলী শ্রীমান হরেন্দ্রলাল ঘোষ, একবার এই রকম ভুল ক'রে লাট সাহেবের বাড়ীতে চৈনিক নৃত্য করাবার সুযোগ হারিয়েছিলেন, শুনেছি। কিন্তু সে একবার মাত্র, মৃণালদের অমন ভুল হোতো, প্রায়ই।

সেদিন মৃণালদের বাড়ী গিয়ে কৌতূহল উদ্রেক করবার মতো দুটো খবর পাওয়া গেল। মৃণালের নাকি বিয়ের সম্বন্ধ হচ্ছে। আমি বিস্মিত হ'য়ে প্রশ্ন ক'রলুম, যমুনার বিয়ের ঠিক্ঠাক্ না ক'রেই মৃণালের বিয়ের সম্বন্ধ হচ্ছে কি হিসেবে? তার উত্তরে মৃণালের মা আমাকে জানালেন যে যমুনা বড়ো হ'লেও, ওর শরীর ভালো নয় তাই জন্যে সে এখন বিয়ে ক'রতে চায় না, তার বাবাও এখন তার বিয়ে দিতে রাজি নন্। ওর বাবার কলেজেরই একটি ছাত্রকে ওর বাবা খুব পছন্দ ক'রেছেন আর মৃণালের যোগ্য পাত্র ব'লে ধার্য্য ক'রেছেন। সে নাকি মৃণালকে দেখে, পছন্দও ক'রে গেছে।

মৃণালকে এই নিয়ে খুব ক্ষ্যাপাতে আরম্ভ ক'র্লুম। ঐ কথার মূলে কোনো সত্য নেই, ওর কোনো অংশও সত্যি নয়, এই রকম ভাবে প্রতিবাদ ক'র্তে ক'র্তে মৃণাল শেষে কেঁদেই ফেল্লে। সান্ত্বনা কর্বার জন্যে তার গায়ে হাত দিতেই, সে সজোরে আমার হাত সরিয়ে দিয়ে ফোঁপাতে ফোঁপাতে ব'ল্লে আমাকে অপমান ক'র্তে কি আপনি আজ আমাদের বাড়ীতে এসেছেন? আমি ব'ল্লুম, তোমাকে কোনো অপমানের কথা আবার কখন আমি ব'ল্লুম? ও ঘর থেকে যে কথাটা তোমার সম্বন্ধে শুনে এলুম, সেটা ঠিক্ কি-না তোমাকে সেই প্রশ্নটা মাত্র ক'রেছি। আগেকার মতোই অশ্রু-জড়িত কণ্ঠে মৃণাল ব'ল্লে—ঠিক কিনা, সেই প্রশ্নটা ক'রেছেন বই কি? ঠিক্ ধ'রে নিয়ে আমাকে যা তা ব'লেছেন।

যা' তা আমি তাকে বলিনি কিন্তু। ব'লেছিলুম, তোমার বর হোলে আমাকে ভুলে যাবেনা তো মৃণাল? আচ্ছা, পাত্র পাত্রীর মধ্যে পরিচয় হোলো, দেখা শোনা হোলো, বিয়ের ব্যবস্থা হোলো, আমাকে একটু খবরও দিলে না? যাই হোক্, শুনে আমি ভারি খুসী হলুম। তোমার দিদিকেই সব চেয়ে বেশী ধন্যবাদ তোমার দেওয়া উচিত; শারীরিক অসুস্থতার দোহাই দিয়ে, সে বিয়ের নামে মুখ ব্যাঁকালে ব'লেই তো তুমি 'line clear' পেলে।

মৃণাল রাগের মাথায় আর একটা চাঞ্চল্যকর খবর দিলে। ব'ল্লে, আমি বিদায় হ'লে আপনি খুসী হবেন-ই তো—আমরা আরো অনেকে দূর হ'লেই আপনি বাঁচেন। কিন্তু যিনি আপ্নার প্রিয়তমা, তিনি যে শীগ্গির হস্তান্তরিত হ'চ্ছেন, সে খবর রেখেছেন কি? এইবার কতো খুসী হন্, দেখা যাবে। আমি বিচলিত হবার কোনো লক্ষণ না দেখিয়ে বল্লুম, একদিন তো হোতোই, না হয় একটু আগে হবে। সত্যিই আমি এ খবরে আনন্দ পেলুম, অনেকদিন ভালো রকমের একটা নেমন্তন্ন জোটেনি। এ খবরের সব অংশ সত্যি নিশ্চয়। মৃণাল ব'ল্লে, নিশ্চয়ই। তার চোখের কোনে তখনও জল ছিল, আঁচল দিয়ে চোখ মুছে জিগ্গেস ক'র্‌লে, সে কি এ বিষয়ে আপ্নাকে কিছু লেখেনি?

আমি বল্লুম, বাংলা দেশে, মেয়েদের মধ্যে নিজের বিয়ের কথা নিজে জানবার প্রথা নেই। তা ছাড়া, এখনই-বা জানাবে কেন? তার জ্যাঠামশয়ের নেমন্তন্ন পত্রই একেবারে আস্‌বে—যদি আমাকে নেমন্তন্ন করবার ইচ্ছে অবশ্য তাঁদের থাকে। কিন্তু তুমি যে নিশ্চিত ব'ল্‌লে এ খবর খাঁটি, খবরটা পেলে কোথায় জান্‌তে পারি কি? মৃণাল জানালে যে তাদের মাসিমা ও দিদিমা উভয়েই তাদের বাড়ীতে চিঠি লিখেছেন, কৃষ্ণার জন্যে একটি সু-পাত্র খোঁজবার জন্যে। বুঝলুম, মৃণালের দেওয়া সম্বাদের ভিত্তি বেশ পাকা। তবে বিয়ের সম্ভাবনা কৃষ্ণার এখনো হয়নি, তার ক্ষেত্র তৈরি হ'চ্ছে।

মেয়ের বিয়ের চেষ্টা বাংলা দেশের অভিভাবক অভিভাবিকাদের জীবনের অন্যতম কর্ত্তব্যের মধ্যে, সুতরাং সে চেষ্টা যদি তাঁরা করেন তো উদ্বিগ্ন বা চঞ্চল হবার কারণ কারো থাক্‌বার কথা নয়! তবু মনটা খারাপ হলো, কিছু যেন ভালো লাগছিল না। কেবল ভাবছিলুম কৃষ্ণার নিজের এ বিষয়ে মানসিক অবস্থাটা কেমন সে কথা জানি কি ক'রে?

অনেক চিন্তা ক'রে, স্থির কর্‌লুম, কৃষ্ণাকেই সব কথা খুলে লেখা যাক্ না কেন আর সে কি ব'ল্‌তে চায় তার নিজের কাছ থেকেই শোনা যাক্ না কেন। কৃষ্ণাকে কিছু লেখবার আগে যূথিকাকে ডেকে একটা পরামর্শ করা উচিত মনে হোলো। যূথিকা এল' আর মৃণালের দেওয়া খবরের বিস্তৃত বিবরণ আমার মুখ থেকে শুনে ব'ললে 'যে যাই করুক না দাদা, কনে বৌদির হৃদয় সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত থাকো—আমি যে তার মনের কথা সব জানি, সে যে আমাকে কিছু ব'ল্‌তে বাকি রাখেনি। বেশ তুমি তাকে চিটি লেখ—সব জিনিস পরিষ্কার হ'য়ে যাবে'।

আমি ব'ল্লুম "যূঁই, তুই কৃষ্ণাকে খুব ভালোবাসিস, নয়? আচ্ছা, আমাকে বেশী ভালো বাসিস না তাকে? দাদা, আমার মনের সামনে প্রেমের বিষয়ে প্রতিযোগী হ'য়ে তোমরা দাঁড়াওনি যে বিচারে তোমাদের কার কোন্ স্থান তা নির্দ্দেশ ক'রবো—তোমাদের দু'জনকেই আমার খুব ভালো লাগে, তোমাদের আমি দরদী! তোমার অনেক ঘনিষ্ঠ বন্ধুর সম্বন্ধে সে কথা বলা যায় না। তোমার যে কবি- বান্ধবী তোমাদের উভয়ের বয়েস সম্বন্ধে খেয়াল রাখতে তোমাকে ব'লেছিলেন, তিনি তোমাদের দরদী নন। সংস্কার ও গতানুগতিককে তিনি প্রেমের চেয়ে বড়ো ক'রে দেখেছেন, তাঁর কি রকম কবিচিত্ত জানি না। আমি বল্লুম তাঁর দোষ দেওয়া যায় না যূঁই। আমাকে আর কৃষ্ণাকে দেখলে, তাঁদের মনে হওয়া অস্বাভাবিক নয় যে আমাদের পরিণীত হওয়া অন্যায় হবে। আমি বুঝতে পারি যূঁই আমার ঐ কবি-বান্ধবী এবং তাঁর মতো আরো অনেকেই আমাকে গোপনে বিদ্রূপ করেন, আমার মাথা ঠিক্ নেই ভাবেন। তোর মতো তো আমাদের ব্যাপারটা আগাগোড়া কেউ অনুশীলন করেনি, আমাদের হৃদয়কে অধ্যয়ন করেনি, সংস্কার ও সনাতন মতিগতি ছেঁটে ফেলে, আমাদের মানসিক সম্বন্ধটা তলিয়ে বা যথার্থ ভাবে উপলব্ধি ক'র্‌তে পারা তাঁদের পক্ষে সম্ভব নয়।

কৃষ্ণাকে চিটি লিখতে, উত্তরে সে লিখলে—আপনার চিটি প'ড়ে হেসে আর বাঁচিনে, এটা রসিকতা হ'লেও অনাবশ্যক, অসঙ্গত এবং একান্ত অনাবশ্যক রসিকতা। আমার কি বর নেই যে বর চাইতে যাব? সধবা মেয়ে বর চাইতে পারে নাকি? কৃষ্ণার চিটি থেকে আরো জানা গেল যে মৃণাল যা ব'লেছিল তার আগাগোড়া বানানো। বুঝলুম, তাকে বিয়ের কথা তুলে ক্ষেপিয়েছিলুম ব'লে, সে প্রতিশোধ নিয়েছে। তাকে পত্রাঘাত ক'রে জানালুম, এই রকম বিষয়ে অমন নিছক মিথ্যে বলা তার উচিত হয়নি। কৃষ্ণা আমার চিটির উত্তরে কি লিখেছে তা ও তাকে ব'ল্লুম। তার কাছ থেকে দিনকতক পরে চিটির জবাব এল, তাতে শুধু লেখা ছিল 'মেজদিকে বল্‌বেন পরের ধনে পোদ্দারি ক'রে, অত অহঙ্কার না করাই ভালো'।

ওদের কার কাছ থেকে কি উত্তর এসেছে জানবার জন্যে কৌতূহলী হ'য়ে যূঁই কদিন পরে এল। মৃণালের জবাব প'ড়ে আমাকে সে জিগ্গেস ক'র্‌লে—তুমি এর উত্তরে কি বলতে চাও? আমি ব'ল্লুম, কিছু বল্‌বার নেই যূঁই, কেবল রবীন্দ্রনাথের লেখা রথ, পথ, মূর্ত্তি ও অন্তর্য্যামীর কথা স্মরণ ক'র্‌ছি। যূঁই ব'ল্‌লে—যমুনা হোলো রথ, মৃণাল হোলো পথ, তৃষ্ণা হোলো মূর্ত্তি আর তুমি হ'লে অন্তর্য্যামী। কিন্তু কৃষ্ণা তা'হলে কি হোলো, দাদা? আমি ব'ল্লুম, কৃষ্ণা হোলো অন্তর—যার জন্যে আমার অন্তর্য্যামিত্ব সার্থক হ'য়েছে।

—চ'ল্‌বে

ছিন্নবীণা

(গল্প)

—শ্রীঅজিত সেন

লেখক

অভিনেত্রী ছিল সে।...কি একটা ছবিতে সে তখন প্লে করিয়াছিল তা ঠিক এখন আমার মনে নাই;...কিন্তু সে নায়িকার অংশ গ্রহণ করিয়াছিল।

আমি ছিলাম ষ্টুডিয়োর ম্যানেজার ও অভিনয় শিক্ষক।...ছবিটা তখন তোলা সুরু হইয়া গিয়াছে। একটা জায়গায় আসিয়া সীমা বড়ই মুস্কিলে পড়িয়া গেল।...যেখানটায় নায়িকা নায়কের প্রেমে পড়িয়াছে,—একদিন নায়ককে তাহার প্রেম নিবেদন করিতেছে,...অথচ চরিত্রবান নায়ক তাহার প্রেমকে উপেক্ষা করিয়া আসিতেছে,...সেখান্‌টায় সীমা মোটেই ভাব আনিতে পারিল না।...অনেকবার দেখাইয়া দিলাম, কিন্তু সেদিন সে কিছুতেই ঠিক ভাবে অভিনয় করিতে পারিল না।

অবশেষে আমি একটু বিরক্ত হইয়া কহিলাম,—"না তোমার মাথায় কিছুই ঢোকে না।"

একটু হাসিয়া সীমা জবাব দিল—"সত্যি নির্ম্মল বাবু,...আমার মাথায় কিছুই ঢুক্‌তে চায়না সহজে।...এর ভিতর সত্যিই কিছু আছে বলে ত' আমার মনে হয় না।...একেবারে নিরেট..." বলিয়া খিল্ খিল্ করিয়া হাসিয়া উঠিল!

তারপর আমি বলিলাম—"তুমি যদি কাল থেকে অন্ততঃ কিছুক্ষণের জন্যে আমার বাসায় যেতে পার, তবে একবার শেষ চেষ্টা করে দেখতে পারি।"...

ঈষৎ হাসিয়া সে বলিল—"আমি আপনার বাসায় গেলে আপনার বাসার আর সকলের সেটা ঠিক বরদাস্ত হবে কিনা, সেটা আপনি ভালো করে জানেন ত' ?"...

—"তোমার সে ভয় নেই! কারণ 'সকলে' বল্‌তে শুধু আমাকেই বুঝায়, আর বৃদ্ধ চাকর 'হরি-দা' আছে!"...

—"আচ্ছা চেষ্টা করবো"—বলিয়া সে অন্যত্র চলিয়া গেল!

পরদিন সকালে প্রাত্যহিক চা পান সবে মাত্র শেষ করিয়া একটা চুরুট ধরাইয়া বসিয়াছি এমন সময় সীমা আসিয়া হাজির। আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া কহিলাম—

—"এই যে এসে পড়েচ দেখছি! ঠিক তোমার কথাই কিছুক্ষণ আগে মনে কচ্ছিলাম।"

একটু হাসিয়া সীমা জিজ্ঞাসা করিল—"কেন? আমার আগমনটা কি অপ্রত্যাশিত ভাবে ঘটেছে?"

—"না, অপ্রত্যাশিত নয় যদিও, তবুও তোমাদের এবং যে কারুর-ই আগমন হোক্ না কেন, তাতে বেশ একটু রস সৃষ্টি করে!"

তারপর অন্যান্য দুই একটা কথার পর সীমা বলিল—"সত্যি নির্ম্মল বাবু, আমার ও সিন্‌টা হোচ্ছে না কেন বলুন ত' ?"

আমি কহিলাম—"না হবার অনেক কারণ থাকতে পারে, কিন্তু তার মধ্যে কোন্ কারণটার জন্যে তোমার যে হচ্ছে না তা কি কোরে বলি?"

—"তবু কারণগুলো কি শুনি,...যদি কোনো প্রতিকার সম্ভব হয়"—বলিয়া জিজ্ঞাসু নেত্রে আমার দিকে তাকাইয়া রহিল!

আমি কহিলাম—"প্রথমতঃ ধর—মনোযোগের হয়ত অভাব থাক্‌তে পারে!"

আশ্চর্য্য হইয়া সে কহিল—"বলেন কি? মনোযোগের অভাব? এ 'সিন'টার জন্যে আমি যে কি দারুণ চেষ্টা কচ্ছি তা আমিই জানি! কিন্তু বুঝতে পারছি না...আমি যতই চেষ্টা করছি পোড়া সিন্‌টাও ততই আমায় যেন পেয়ে বসেচে।...কিছুতেই ধরা দিতে চাইচে না। ওর সঙ্গে যেন আমার কতকালের আড়ি চল্‌চে।"

তারপর আমি বলিলাম—"তুমি সত্যিকারের স্ত্রীলোক হোয়ে যখন এই ভালবাসার দৃশ্যটাকে ঠিক natural কোরে তুলতে পারছ না, তখন তোমার প্রাণে যে ভালবাসার রীতিমত অভাব আছে এ কথাটা বোধ হয় অনুমান করা যেতে পারে?"

কথাটা বলিবা মাত্র লজ্জায় তাহার মুখখানা লাল হইয়া উঠিল। সে কোনো কথা কহিল না।...নীরবে মাটির দিকে চাহিয়াছিল!...জানালার ফাঁক দিয়া একটা সরু রৌদ্র রেখা তাহার মুখের উপর পড়িয়া

মুখখানিকে আরও রাঙাইয়া তুলিয়া এক অভিনব সৌন্দর্য্যের সৃষ্টি করিয়াছিল।…

আমি তন্ময় হইয়া তাহার মুখের উপর আমার চক্ষুদ্বয় নিবদ্ধ করিয়া সেই অপূর্ব্ব দীপ্তি-উদ্ভাসিত গণ্ডদ্বয়ের সৌন্দর্য্য দেখিতে লাগিলাম।…আর মনে মনে ভাবিতে লাগিলাম—সত্যিই সীমা সৌন্দর্য্যময়ী! এরূপ সৌন্দর্য্য রাজার ঘরের-ই উপযুক্ত!…সামান্য বারবণিতার ঘরে এ রূপ শোভা পায় না… মনে তাহার প্রতি বেশ একটু অনুকম্পার উদ্রেক হইল!…

তারপর তাহার পার্টের 'রিহার্সাল' হইল। লজ্জার ঘোর তখনো তার কাটে নাই, তাই ঠিক ভাবে সে রিহার্সাল দিতে পারিল না! কিছুক্ষণ পরে বলিল:—

—"আজ আর হবে না দেখ্‌চি মাথাটা ধরেচে—"

আমিও বলিলাম—"তবে থাক্ আজ এই পর্য্যন্ত। কাল আবার এসো…এই রকম ভাবে চেষ্টা করলে হবার সম্ভাবনা আছে।" সম্মতি দিয়া আমাকে নমস্কার করিয়া সে চলিয়া গেল!…

সে চলিয়া যাইবার পর অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত বসিয়া তাহার কথাই ভাবিতে লাগিলাম। বুঝিতে পারিলাম নিজের অগোচরেও আমার হৃদয়ের খানিকটা জায়গা যে সীমা দখল করিয়া লইয়াছে তা ঠিক পাই নাই!…সীমার ব্যবহারে আমি একটু আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছিলাম! কারণ সাধারণতঃ যে শ্রেণীর স্ত্রীলোক বায়স্কোপে প্লে করে সীমাকে ও তাদের মত বলিয়াই জানিতাম। কিন্তু সীমার মত অত নম্র স্বভাব ও লাজুক তাহারা মোটেই নয়!…

অনেক দিনের একটা কথা মনে পড়িয়া গেল!…যে দিন সীমা আসিয়াছিল আমার-ই কাছে চাকুরীর জন্যে!…আমি তখন ষ্টুডিওতে আমার নিজের খাস কামরায় ছিলাম! 'বেয়ারা' আসিয়া সংবাদ দিল একজন স্ত্রী লোক দেখা করিতে চান্। ভাবিলাম হয়তো আমাদের কেহই হইবে,…বলিলাম, "নিয়ে আয় এখানে।"

কিছুক্ষণ পরে প্রবেশ করিল 'সীমা'। ছোট্ট একটি নমস্কার করিয়া সে দাঁড়াইয়া রহিল। একবার যেন কি বলিতে চেষ্টা করিল, কিন্তু তাহার মুখে ভাষা জোগাইল না বলিয়া আমার বোধ হইল! অপরিচিতা মেয়েটীর অবস্থা হৃদয়ঙ্গম করিয়া আমি প্রথম কথা কহিলাম—"আমাকে খুঁজছেন কি?"

মৃদু কণ্ঠে সে কহিল—'হ্যাঁ'

"বেশ কি দরকার বলুন!"

আমি কোনো কালেই গম্ভীর নই, সুতরাং আমার কণ্ঠস্বরেও গাম্ভীর্য্যের লেশমাত্র ছিল না। বোধ হয় তাহাতে একটু সাহস পাইয়া আস্তে আস্তে সীমা বলিল—"আপনার কাছে বড় আশা কোরেই এসেচি যদি দয়া কোরে আপনাদের কোম্পানীতে আমায় যে কোন একটা কাজ দেন।"

পরমা সুন্দরী এই মেয়েটীকে দেখে সম্পূর্ণ ছবির পর্দ্দার উপযোগী বলিয়াই আমার মনে হইল!…তাই জিজ্ঞাসা করিলাম—

—"এর আগে আর কোথাও প্লে ক'রেছেন?"

মুখ নীচু করিয়া সে উত্তর দিল—"না। তবে শিখিয়ে দিলে আমি পারব—এ সাহস টুকু আমার আছে!"

বলিলাম—"বেশ তোমাকে নেওয়া হোলো! আপাততঃ তুমি বিশেষ কিছু পাবে না,…হ্যাঁ, তবে হাত খরচা কিছু পাবে, তারপর তোমার যোগ্যতা অনুসারে তোমাকে মাইনে দেওয়া হবে।"…

বেশ লক্ষ্য করিয়া দেখিলাম, ইতি-পূর্ব্বে তাহার যে বিষাদ মলিন মুখখানি লইয়া সে আসিয়াছিল!…সে মুখখানি সহসা একটু উৎফুল্ল হইয়া উঠিয়াছে!

—"আপনাকে অশেষ ধন্যবাদ!" বলিয়া ছোট্ট একটি নমস্কার করিয়া সে বাহির হইয়া গেল!…

সেই অবধি সীমা আমাদের কোম্পা-নীতেই আছে। প্রথম প্রথম তাহাকে খুব ছোট ছোট ভূমিকা দিয়া ছবির পর্দ্দায় নামিতে হইত। ক্রমে ক্রমে সে অপেক্ষাকৃত বৃহৎ ভূমিকায় অবতীর্ণ হইয়া বেশ কৃতিত্বের

সহিতেই অভিনয় করিয়া আসিতেছে।··পরে সে 'নায়িকা'র ভূমিকা লইতে আরম্ভ করিল। কিন্তু এতদিনে তাহার গোল বাধিয়াছে। এই প্রেম-নিবেদন লইয়া···

—দুই—

সেই অবধি সীমা রোজই আমার কাছে আসিতে লাগিল। রিহার্স্যাল দেওয়া তেমন হোক্ না হোক্ গল্প-গুজবে বেশ অনেকটা সময় তাহার সাহচর্য্যে সুন্দর রূপে উপভোগ করা যাইত।...

অল্প:কয়েকদিনের ভিতর-ই তাহার সে সিনটা ঠিক হইয়া গেল।···সেদিন আমি তাহাকে বলিলাম—

—"এইবার তোমার ত' মাথা থেকে অনেকটা চিন্তা নেমে গেল তা হোলে,···কি বল ?···"

উত্তরে সীমা একটুখানি হাসিল মাত্র। আমি আবার বলিলাম—

—"এবার তবে আমাকে গুরুদক্ষিণাটা দিয়ে ফেল ?···"

সীমা বলিল—"আপনাকে গুরুদক্ষিণা দেবার মতো আমায় কি আছে ?···"

—"কেন সীমা তোমার কি কিছুই নেই ? সত্যিই কি তুমি রিক্তা ?" সীমা নীরবে মুখ নত করিল।···কিছুক্ষণ নিঃশব্দে কাটিবার পর আমি বলিলাম—

—"আচ্ছা আজকে শেষবার তোমার রিহার্স্যাল দিয়ে যাও।" তখন আবার রিহার্স্যাল আরম্ভ হইল। যতক্ষণ সে অভিনয় করিতেছিল, আমি একদৃষ্টে তাহার মুখের দিকে তাকাইয়াছিলাম, তারপর তাহার রিহার্স্যাল শেষ হইয়া যাইবা মাত্র যেমন সে উঠিয়া দাঁড়াইল অমনি আমি আমার দুই ব্যগ্র বাহু বাড়াইয়া তাহাকে বুকের ভিতর টানিয়া লইয়া আবেগময় কণ্ঠে কহিলাম,—

—"সীমা, সত্যি কি তোমার এই কপট অভিনয়কে বাস্তবে রূপ দিতে পার না ?···"

বোধ হয় আমার কথাটা সে ভাল করিয়া উপলব্ধি করিতে পারিল না, বিস্ময়-বিহ্বল নেত্রে আমার দিকে চাহিয়া রহিল। আমি আবার কহিলাম—

—"সত্যি কি তুমি আমাকে একটুও ভালবাস না সীমা ? জান না আমি তোমাকে কতো ভালবাসি, বল···বল সীমা—তুমি আমাকে ভালবাস কিনা, একটীবার বল।···"

তখনও সে আমার দৃঢ় আলিঙ্গনে বদ্ধ ছিল।···

—"আঃ ছাড়ুন লাগচে···" বলিয়া সে একটু মোচড় দিল, আমিও তাহাকে আমার বাহুমুক্ত করিয়া দিলাম।

তাহার মুখের দিকে তাকাইয়া দেখিলাম,···সেই সুন্দর মুখখানি একেবারে সাদা হইয়া উঠিয়াছে।...আমি বলিলাম—

—"সত্যি বল সীমা তুমি আমার হবে ?...আমি তোমাকে রাজরাণী কোরে রাখবো সীমা,...তোমাকে না পেলে আমার জীবন ব্যর্থ হোয়ে যাবে।···" বলিয়া পুনরায় তাহাকে আকর্ষণ করিয়া তাহার গণ্ডে উত্তপ্ত চুম্বন রেখা অঙ্কিত করিয়া দিলাম।

পরদিন সীমা আসিল না।···মনটা আমার বিশেষ খারাপ হইয়া উঠিল! মনে করিলাম সন্ধ্যার দিকে একবার সীমার ওখানে যাইব।···কিন্তু দুপুর বেলায় হঠাৎ সীমার একখানা চিঠি পাইলাম। সন্দেহ দোলায় দুলিতে দুলিতে পত্রখানি খুলিয়া ফেলিলাম। চিঠিতে লেখা ছিল।···

নির্ম্মল বাবু,

কাল যে প্রস্তাব আপনি আমার কাছে কোরেছেন, সেটা আপনার খাঁটি প্রাণের কথা কিংবা ক্ষণিকের উত্তেজনা তা আমি জানি না! আপনি বিদ্বান বুদ্ধিমান—প্রত্যেকটী কাজই ঠিকভাবে ভেবে চিন্তে করা আপনার উচিত।···তাই আমার অনুরোধ আপনি বিষয়টি আর একটু ভেবে দেখবেন।

আমার প্রকৃত পরিচয় হয়তো আপনি জানেন না, কিন্তু একটা কিছু আন্দাজ কোরে নিয়েচেন নিশ্চয়। অবশ্য আপনাদের ধারণার বাইরের বস্তু আমি নই!···আমার গর্ভধারিণী কে ছিলেন জানি না তবে জ্ঞান হয়ে যাকে দেখেছি, তাকে 'মাসী' বল্‌তুম। তিনিই আমায় লালন পালন কোরেচেন। তাকে সাধারণ ঘৃণিতা শ্রেণীর জীব ছাড়া আর কিছু বলা চলে না! কারণ আমার যখন বয়েস বাড়ল তখন সে আমাকেও তার পাপ পথের সঙ্গিনী কোরে নেবার জন্য প্ররোচিত করে, কিন্তু আমি তার কু-প্রস্তাবে বরাবর-ই উপেক্ষা কোরে এসেচি; শেষটায় তিনি অত্যাচার সুরু কোরলেন। উপায়ান্তর না দেখে আমি পালিয়ে এলুম, আমার সখী 'নীরা'র কাছে! নীরা তখন আপনাদের

কোম্পানীতে কাজ কোর্‌তো। তারপর যা হোয়েচে তা আপনি জানেন। ঈশ্বরের নিকট দাঁড়িয়েও আমি এ কথা বলতে বিন্দু মাত্র কুণ্ঠিতা হব না যে আমি ঘৃণিতা নই!... আমার নিজের কাছে আমার কোনো মূল্য আছে বলে বোধ হয় না! কিন্তু আমার শত শত অনুরোধ, আপনি বিষয়টা ভেবে দেখবেন। ইতি—'সীমা'

পত্রখানি পড়া শেষ করিয়াই আমি প্রস্তুত হইয়া সীমার বাড়ীর দিকে যাত্রা করিলাম। হঠাৎ আমাকে অপ্রত্যাশিত ভাবে দেখিয়া সীমা অতি মাত্রায় বিস্মিত হইয়া উঠিল! তাহার সে ভাব কাটিবার পূর্ব্বেই আমি বলিলাম—"সীমা তুমি আমাকে ভেবে দেখ্‌তে বলেছ; কিন্তু ভাববার আর আমার কিছুই নেই! জান-ই ত' পিতামাতা আমার নেই! এক কাকা আর এক কাকীমা আছেন, তাঁদের কথা ছেড়ে দাও!..." বলিয়া সাদরে তাহাকে বুকে টানিয়া লইলাম!—সেও নীরব অশ্রুতে আমার বক্ষতল সিক্ত করিয়া দিল।

*

সীমাকে পাইলাম!—সম্পূর্ণ আপনার করিয়াই পাইলাম। অনাঘ্রাতা পুষ্পটিকে সেদিনের মনের সমস্ত ডালি উজাড় করিয়া ভালবাসায় রূপ দিয়াছিলাম!—কিন্তু সময়ে সময়ে লক্ষ্য করিতাম সীমার মুখে যেন কিসের একটা বেদনার ছায়া পড়িত!...জিজ্ঞাসা করিলে সে কিছুই বলিত না! শেষে একদিন পীড়াপীড়ী করায় আমার বুকে মাথা গুঁজিয়া সে বলিয়াছিল—"আমার মাঝে মাঝে কি মনে হয় জান? ভিখারিণীকে পথের ধূলো থেকে কুড়িয়ে এনে রাণী কোরেছ, এ, ভাগ্যে সইলে হয়!"

হাসিয়া আমি বলিয়াছিলাম—"কেন সইবে না সীমা! আমার দেহে যতক্ষণ প্রাণ থাকবে ততক্ষণ আমি তোমা ছাড়া হব না!"...আরও নিবিড় ভাবে তাহাকে কাছে টানিয়া লইয়াছিলাম!...

এইরূপে আত্মীয় স্বজন বন্ধু বান্ধব সকলকে যথাসম্ভব এড়াইয়া আমি সীমাকে লইয়া দস্তুরমত সংসার পাতিয়া বসিলাম! এমন কি যে কাকা কাকীমাকে এত ভালবাসিতাম, ভক্তি করিতাম, তাঁহাদের কথা একটী বারও মনে করিতাম না। সীমা আমার সমস্ত মন জুড়িয়া বসিয়াছিল!...দিবারাত্র কি ভাবে সীমাকে লইয়া ভবিষ্যত জীবনের সুখের ইন্দ্র-ধনু সৃষ্টি করিব তাহার রঙিন স্বপ্ন দেখিতাম।

...কিন্তু অলক্ষ্যে বসিয়া যে আর একজন কি নিষ্ঠুর হাসি হাসিতেছিলেন তাহা তখন কল্পনাও করি নাই! তাই শেষে হঠাৎ একদিন আমাদের এই সুখ-স্বপ্নের মাঝখানেই আমাদের ছন্দময় জীবন-নাট্যের যবনিকা পড়িল। সেই কথা-ই আজ বলিব।...

হঠাৎ কি করিয়া কাকা সীমা-ঘটিত সমস্ত ব্যাপার শুনিয়া ফেলিলেন। এবং একদিন উভয়ে ধূমকেতুর মত আমার বাসায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। আমি তখন বাসায় ছিলাম না, সীমা ছিল! সুতরাং তাহারা সীমাকে লইয়াই পড়িলেন। অনেক সৎ উপদেশ-ই তাঁহারা তাহাকে দিয়া পরিশেষে তাহাকে সানুনয় অনুরোধ করিয়াছিলেন যেন সে আমাকে মুক্তি দেয়, কারণ তাহার পক্ষে অন্য একজন নূতন সঙ্গী জোগাড় করিয়া লইতে বিশেষ করিয়া বেগ পাইতে হইবে না, যে হেতু তাহার রূপের অভাব নাই। এমন কি শেষ পর্য্যন্ত তাহাকে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ করাইয়া লইলেন যে সে শীঘ্র-ই যেন আমাকে ত্যাগ করিয়া অন্যত্র চলিয়া যায়!...

সেদিন বাসায় ফিরিয়া দেখিলাম সীমা শুইয়া আছে। উদ্বিগ্ন হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, কোনো অসুখ করিয়াছে কি-না। উত্তরে সে জানাইল, 'না' তাহার কোনো অসুখ-ই করে নাই! কিন্তু আমি চিন্তিত হইয়া পড়িলাম। কারণ 'সীমার' মুখে হাসি না থাকিলে আমার কিছুই ভাল লাগিত না।

সেই দিন হইতে লক্ষ্য করিলাম হঠাৎ যেন তাহার মুখে সর্ব্বদাই একটা কিসের বেদনা পুঞ্জীভূত হইয়া আছে।

জিজ্ঞাসা করিলে সন্তোষজনক উত্তর পাইতাম না! নেহাৎ পীড়াপীড়ী করিলে
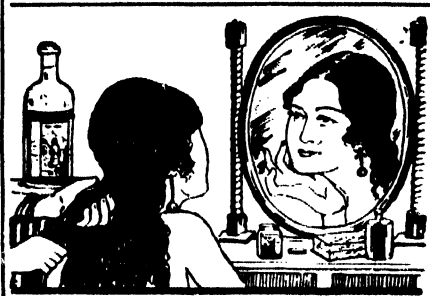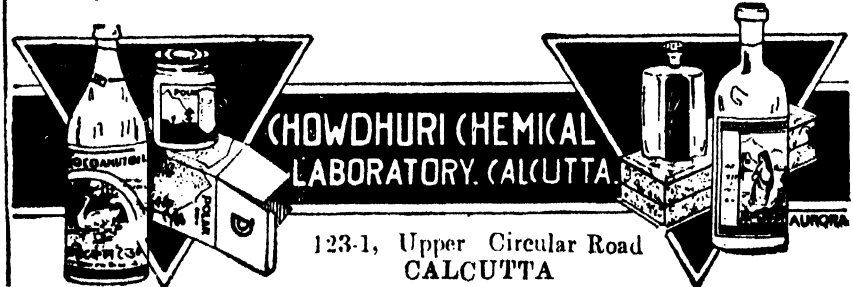
বলিত—"তুমিও যেমন? কি আবার হবে আমার? তবে শরীরটা তত ভাল নেই।"

শরীরটা যে ভাল নাই, তা আমিও জানিতাম। আসন্ন-প্রসবা 'সীমা'কে লইয়া আমার চিন্তার অবধি ছিল না।

আরও কয়দিন অতিবাহিত হইল। সে কয় দিনে সীমা আমার সহিত তেমন ভাল করিয়া কথা কহিল না। সর্ব্বদাই মূর্ত্তিমতী বিষাদ প্রতিমার মত বেড়াইত। সর্ব্বদাই যথাসম্ভব আমাকে এড়াইয়া চলিত। হঠাৎ তাহার এই ভাবান্তরের কারণ তখন বুঝিতে পারি নাই। কিন্তু সে যে এম্‌নি করিয়া আমার বুকে ভীষণ বজ্র হানিয়া যাইবে তাহা কখনও কল্পনাও করিতে পারি নাই।

সেদিন 'ষ্টুডিয়ো' হইতে আসিতে রাত্রি একটু বেশী-ই হইয়াছিল। তাই একটু ব্যস্ত হইয়া তাড়াতাড়ি ফিরিতে লাগিলাম। মনে মনে 'সীমা'র কথাই ভাবিতেছিলাম। বাড়ী পৌছিলাম। অন্য দিন সীমা বাহির হইয়া আসে, নিজে জুতার ফিতা খুলিয়া দেয় জামার বোতাম খুলিয়া দেয়, তারপর নিজ হাতে চা জল খাবার লইয়া আসে কারণ চাকর বাকর দ্বারা আমার কোনো কাজ করাইতে সে আদৌ পছন্দ করে না।

কিন্তু সেদিন সীমা আসিল না। মনে করিলাম হয়ত ক্লান্তিবশতঃ বিশ্রাম করিতেছে তাই নিঃশব্দে ঘরে ঢুকিয়া পড়িলাম। কিন্তু ঘরেও তাহাকে দেখিলাম না, ভাবিলাম হয় তো অন্য কোথাও আছে।

নিজেই জামা জুতা খুলিয়া ফেলিলাম ও কিছুক্ষণ বিশ্রাম করিয়া হাত মুখ ধুইয়া ফেলিলাম। কিন্তু তখনও সীমার দেখা নাই একটু আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া গেলাম—কোথায় গেল যে এখনো পর্য্যন্ত দেখা নাই।—জোরে জোরে দু'তিন বার তাহার নাম ধরিয়া ডাকিলাম কিন্তু কোনও সাড়া শব্দ পাইলাম না। কিছুক্ষণ পরে 'হরিদা'কে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম। সে আশ্চর্য্য হইয়া বলিল—"সে কি দাদাবাবু, আমি ত' মনে ক'রেছি তিনি ঘরেই আছেন!"

অতি মাত্রায় বিস্মিত হইয়া গেলাম। তবে কোথায় গেল সে! বামুনকে ডাকিলাম সেও ঐ এক-ই কথার প্রতিধ্বনি করিল মাত্র। তখন আমি রীতিমত চঞ্চল হইয়া পড়িলাম। কি সর্ব্বনাশ কাহাকেও না জানাইয়া সে কোথায় গেল? বাড়ী ঘর সমস্ত তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিলাম কিন্তু কোথায় সে!—আমার অবস্থা তখন অবর্ণনীয়। আমি উন্মাদের মতন জামাটা টানিয়া লইয়া ছুটিয়া রাস্তায় বাহির হইলাম, কিন্তু কোথায় তাহাকে পাইব? অনেক রাত্রি ইতস্ততঃ ঘুরিয়া হতাশ মনে বাড়ী ফিরিলাম। নিঃশব্দে ঘরে ঢুকিয়া সেই অবস্থাতেই অন্ধকারে বিছানায় গা ঢালিয়া দিলাম। সমস্ত বাড়ীখানার নিস্তব্ধতা আমার অন্তরে যেন পাষাণ-ভার চাপাইয়া দিল।...

অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত চোখ বুঁজিয়া রহিলাম। দুই চোখ দিয়া তখন অঝোরে জল ঝরিতেছে। আমার কেবলি মনে হইতেছিল, উঃ সীমা এত নিষ্ঠুরা,...আমি আমার যথাসর্ব্বস্ব তাহাকে সমর্পন করিয়া হৃদয়ের রাণী করিয়া রাখিয়াছি, আর সে এম্‌নি করিয়া তাহার প্রতিদান দিল।...

হঠাৎ মাথার কাছে একখানা খামের মত কি হাতে ঠেকিল। হাতে লইয়া দেখিলাম, খামই বটে এবং তার ভিতর যে চিঠিপত্র কিছু আছে এমনও বোধ হইল। উঠিয়া সুইচটা টিপিয়া আলো জ্বালিলাম। লেফাপা খানি হাতে করিয়া দেখিলাম, তাহার উপরে কাহারও কোন নাম নাই। উৎসুক হইয়া ভিতরে কি আছে দেখিবার জন্য খামটা খুলিলাম। তাহার ভিতর হইতে চিঠির আকারে একখানা কাগজ বাহির হইল... ভাঁজটা খুলিবা মাত্র আমি শিহরিয়া উঠিলাম, এঁ্যা, এ যে সীমার হাতে লেখা চিঠি,... আমাকেই লিখিয়াছে যে...কম্পিত বক্ষে পত্রখানি পড়িতে আরম্ভ করিলাম।...

প্রিয়তম,

আমি চলিলাম, কিন্তু কোথায় জানি না। জানি, হয়ত তুমি পাগল হ'য়ে উঠবে, কিন্তু আমিও তোমার নামে গুরুজনের কাছে প্রতিজ্ঞাবদ্ধা। সেদিন কাকা ও কাকীমা এসেছিলেন, তাঁদের ধারণা আমি তোমাকে বশীভূত করে রেখেছি, তোমাকে পাবার কোনো অধিকারই আমার নেই। সত্যি আমি নিজেও ভেবে দেখলুম তোমাকে পাবার দাবী করবার আমার কি ক্ষমতা আছে?...

তাই আমি চল্‌লুম,...তোমার সন্তান আমার গর্ভে,...আমি তাকে রক্ষা কোরতে প্রাণপণ চেষ্টা কোরবো।

পিতামাতার একমাত্র সন্তান তুমি, আমার অনুরোধ, তুমি কাকা-কাকীমার কাছে ফিরে যেয়ো ও বিয়ে থা করে সুখী হয়ো। আমি চিরদিনের মত তোমার জীবনের পথ হতে সরে দাঁড়ালাম।

আমায় খুঁজো না, পাবে না। আজ তবে বিদায়...চির-বিদায়...

তোমারই—
অভাগিনী 'সীমা'

পত্রখানি পড়িয়া আমি উন্মাদের মত হইয়া গেলাম। মুহূর্ত্ত মধ্যে কাকা ও কাকীমার প্রতি ঘৃণায় ক্রোধে আমার হৃদয় পূর্ণ হইয়া গেল। তাঁহারাই ত' নির্দ্দোষী সীমাকে আমার বুক হইতে ছিনাইয়া লইয়া দূরে নিক্ষেপ করিয়াছেন।...তারপর আমি মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলাম।...

* * *

সেই হইতে আজ পর্য্যন্ত একভাবে সীমার অনুসন্ধান করিয়া বেড়াইতেছি। কত দেশ-বিদেশ ঘুরিয়াছি, কত তীর্থস্থান তন্ন তন্ন করিয়াছি,...কত আশ্রম দেখিয়াছি, কিন্তু কোথাও তাহাকে পাই নাই। তাহার-ই জন্য ঘর ছাড়িয়া উদাসীন হইয়া পথে বাহির হইয়াছি। অসীমের মাঝে আজ 'সীমা'র সন্ধানে আমি চলিয়াছি বিশ্বের পথে একা, অবিশ্রান্ত...অসীম অনন্ত আমার এ পথ।

বীমা প্রসঙ্গ

বীমা পলিসির সর্ত্ত

—শ্রীসুধীন্দ্রলাল রায় এম্-এ

জীবন বীমা করিবার সময় একটা গুরুতর বিষয়ের বিবেচনা খুব কম লোক করিয়া থাকেন। এজন্য দায়ী অবশ্য এজেন্টগণ। ইহারা এ পর্য্যন্ত কোম্পানীর নূতন কাজ, ফণ্ডের পরিমাণ ও বোনাসের বহর দেখাইয়া জনসাধারণকে বীমা করাইতে প্ররোচিত করিয়া আসিতেছেন। বীমা-পলিসির সর্ত্ত সম্বন্ধে বীমাকারীকে সচেতন করার প্রয়োজন এজেন্টগণ বুঝেন না বা জানেন না। তাহাদের অজ্ঞতা বা উদাসীনতার জন্যই জনসাধারণও এ বিষয়ে অজ্ঞ ও উদাসীন রহিয়া গিয়াছেন। তাঁহারা পলিসির সর্ত্তগুলি অনুধাবন করিয়া কখনও দেখেন না। কোম্পানী নির্ব্বাচন করিতে হইলে ইহা যে করা উচিত, নইলে ঠকিতে হয়, সে কথা জনসাধারণকে শিখাইবার সময় আসিয়াছে।

কয়েক বৎসর বোনাসের বহর দেখাইয়া বীমার প্রসার খুব হইয়া গেল। কিন্তু অর্থনৈতিক জগতের যে আবহাওয়া তাহাতে অনেক সহসা-স্ফীত-তনু কোম্পানীর বোনাস-শিশুটীকে পেঁচোয় পাইবে বলিয়া আশঙ্কা হইতেছে। অতএব এখন যদি তাঁহারা বোনাসের ঢক্কা নিনাদ বন্ধ করিয়া কোম্পানীর অন্যান্য বিশেষত্বগুলির প্রতি সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা করেন, তবে সুবুদ্ধির কাজ করিবেন। বেশী বোনাস না হইলে নূতন কাজ হইবে না, এ ধারণা সম্পূর্ণ ভুল। এরূপ ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া কোনও কোনও কোম্পানী নিজেদের সর্ব্বনাশের পথ উন্মুক্ত করিতেছেন। গত বৎসর দেখিলাম একটী বোম্বাইয়ের কোম্পানী হঠাৎ ২৫৲ টাকা ও ২০৲ টাকা বোনাস ঘোষণা করিয়া বসিলেন—তার উপর আবার এক টাকা ফাউয়ের ব্যবস্থা করিলেন। আশ্চর্য্য বোধ করিলাম যে সারা দুনিয়ায় যখন সম্পত্তির দর এত কমিয়া গিয়াছে, টাকার উপার্জ্জনের শক্তি যখন হ্রাস পাইতেছে তখন এত উচ্চহারে বোনাস ঘোষণা করিয়া ভবিষ্যতের জন্য ইচ্ছা করিয়া দায়ীক হওয়ায় অর্থ কি? এ ইন্দ্রজাল কিরূপে সম্ভব হইল! এই কোম্পানীর ভ্যালুয়েশন রিপোর্ট পাঠ করিয়া সব সন্দেহ ঘুচিয়া গেল। দেখিলাম যে ইহারা গত পাঁচ বৎসরে ফণ্ডের টাকার উপর সুদ অর্জ্জন করিয়াছেন ৫½ টাকা অর্থাৎ ইনকমট্যাক্স ইত্যাদি বাদ দিলে নিট সুদ পাঁচ টাকা পাইয়াছেন। অথচ ভবিষ্যতে প্রাপ্তব্য সুদের আন্দাজ ধরিয়াছেন শতকরা ৫৲। শুধু তাহাই নহে। যদিও গত পাঁচ বৎসরে প্রিমিয়মের আয় হইতে খরচ করিয়াছেন শতকরা ৪৫৲ টাকা; ভবিষ্যতে খরচের জন্য রাখা হইয়াছে শতকরা ২১৲ টাকা। অর্থাৎ কিনা বীমা বিজ্ঞান ও অর্থনীতি-বিজ্ঞানকে ফুৎকারে উড়াইয়া দিয়াছেন—শুধু নূতন কাজ লাভের আশায়। নূতন কাজ হয়তো বৃদ্ধি পাইবে। কিন্তু ততঃ কিম্?

এই কোম্পানীর পরিচালকগণ মনে করিয়াছেন যে বোনাস না ঘোষণা করিলে নূতন কাজ জুটিতে পারে না। ইহাদিগকে স্মরণ করাইয়া দিতে চাই যে প্রুডেনশ্যাল অ্যাসিওরেন্স কোম্পানী হাজারে আট টাকা বোনাস কম ঘোষণা করিয়াও ১৯৩২ সালে এদেশে পূর্ব্ব বৎসর অপেক্ষা প্রায় ৪০ লক্ষ টাকার কাজ বেশী পাইয়াছে। এবং সান লাইফ অফ ক্যানাডার বোনাস হ্রাস হওয়া সত্ত্বেও ১৯৩২ সালে কাজ বৃদ্ধি পাইয়াছে। Organisation যত পাকা হইবে, তত নূতন কাজ বাড়িবে।

পলিসি সর্ত্তের কথা পাড়িয়া এ কথাগুলি বলিবার তাৎপর্য্য এই যে, এজেন্টদের এতদিন বোনাসের মোহজালে বীমাকারীরূপ মৎস্য শিকার করিতে শিখান হইয়াছে। সে শিক্ষা তাহাদিগকে ভুলিতে হইবে। কোম্পানীর সত্যকারের বিশেষত্বগুলি বিচার করিবার জ্ঞান যাহাতে জনসাধারণের মধ্যে প্রচারিত হয় সে চেষ্টা আমাদিগকে করিতে হইবে।

এই কারণেই পলিসি সর্ত্ত সম্বন্ধে সাধারণকে সচেতন করা আবশ্যক। পলিসি সর্ত্তের মধ্যে যে সব শুভঙ্করের ফাঁকী আছে সেগুলি সম্বন্ধে লোকের চোখ ফুটান প্রয়োজন। এদেশে কোনও কোনও কোম্পানি বোনাস বেশী দিয়া অন্যদিকে বীমাকারীর হাতে মাথা কাটেন। আবার প্রিমিয়ম কম দেখাইয়া কোটী টাকার কাজ বছরে যোগাড় করিয়া পলিসি সর্ত্তের এমন কড়া নিয়ম করিয়াছেন যে বাজেয়াপ্ত পলিসির টাকার ফণ্ড ও ডিভিডেণ্ড হু হু করিয়া বাড়িয়া চলিয়াছে। এ সব বন্ধ করিবার সময় আসিয়াছে।

বীমা করিলে কোম্পানীর সঙ্গে ২০।২৫ বৎসরের জন্য কোন কোনও ক্ষেত্রে আজীবন সম্বন্ধ স্থাপিত হয়। এই সুদীর্ঘ কালের মধ্যে অনেক সময় অনেক কারণে নানা অবস্থায় উদ্ভব হইতে পারে। সেই সকল অবস্থায় কোন্ কোম্পানি কিরূপ সুযোগ সুবিধা বীমাকারীকে দিবেন তাহা পলিসি-সর্ত্ত হইতে বুঝা যায়। জীবন বীমা আইন-সম্মত চুক্তি বিশেষ। ২০।২৫ বৎসরের জন্য যে চুক্তিতে আমি আবদ্ধ হইব, সে চুক্তি

হইতে প্রয়োজনবশতঃ যদি আমি অব্যাহতি পাইতে চাই তবে তাহার নিয়ম কি তাহা জানিতে হইলে পলিসির সর্ত্তগুলির সহিত আমাকে ওয়াকিব্‌ হাল হইতে হইবে।

বীমাকারী ও কোম্পানির মধ্যে যে চুক্তি হয়, পলিসি তাহারই নিদর্শন। অর্থাৎ পলিসি হইল চুক্তিনামা। এই চুক্তিনামার পৃষ্ঠে যে সব সর্ত্ত মুদ্রিত থাকে, ভবিষ্যতে বীমাকারী ও কোম্পানি উভয়ে সেই সকল সর্ত্ত মানিয়া চলিতে বাধ্য। তাহার বহির্ভূত কোনও সুযোগ বীমাকারী দাবী করিতে পারেন না। কোম্পানীও সর্ত্ত-বিরুদ্ধ কোনও নিয়ম জারী করিতে পারেন না।

পলিসি সর্ত্ত দ্বিবিধ।—(১) বাধ্যতামূলক বা restrictive, এবং (২) সুবিধাব্যঞ্জক (privileges)। আত্মহত্যা কিংবা আইনের বিচারে প্রাণদণ্ডাজ্ঞা, মিথ্যা বর্ণনা, পেশা-পরিবর্ত্তন, সমর-অভিযানে যোগদান প্রভৃতি বিষয়ে যে সকল নিয়ম লিপিবদ্ধ থাকে সেগুলিকে restrictive বলা যায়।

প্রত্যর্পণ মূল্য, পেড-আপ পলিসি, ঋণ, পলিসির পুনঃ প্রতিষ্ঠা, পলিসির স্বত্ব সংরক্ষণ ইত্যাদি ইত্যাদি বিষয় সম্বন্ধে যে নিয়মগুলি থাকে সেগুলিকে সুবিধাব্যঞ্জক বলা চলে। এজেন্টগণও অনেক ক্ষেত্রে এই সব বিষয়ের নিয়মগুলির চমৎকারিত্ব সপ্রমাণ করিয়া বীমা-পত্র বিক্রয় করিয়া থাকেন।

বীমা করিবার সময় শুধু কম প্রিমিয়ম বা বেশী বোনাস দেখিলে চলিবে না। দেখা দরকার যে restrictive বা বাধ্যতামূলক বিধিগুলি বেড়াজাল না হয়। আবার ইহাও দেখা দরকার যে সুবিধাব্যঞ্জক সর্ত্তগুলি সত্য-সত্যই বীমাকারীর স্বার্থের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া বিধিবদ্ধ করা হইয়াছে। বিশেষ রূপে বিবেচনা করিলে দেখা যাইবে যে অনেক কোম্পানীর তথাকথিত সুবিধাগুলি চোরাবালি সদৃশ। দেখিতে মসৃণ সমতল ভূমি, পা বাড়াইলেই চুট্‌কী পর্য্যন্ত তলাইয়া যায়।

পলিসির সর্ত্তের তারতম্যে বোনাস বা প্রিমিয়মের প্রশ্ন যে ভুলিয়া যাওয়া উচিত, তাহা দুই একটি উদাহরণ দিয়া দেখাইবার চেষ্টা করিব।

কোম্পানী "ক"—প্রিমিয়ম—৪৫৲; বোনাস ১০৲
" "খ"— " ৪২৲; বোনাস ১২৲

আপাতঃ দৃষ্টিতে যে কোনও লোক কোম্পানী "খ" নির্ব্বাচন করিবে এবং "ক" কোম্পানীর এজেন্ট বাড়ী ফিরিয়া নিজ হেড অফিসে চিঠি লিখিবে—"আপনাদের প্রিমিয়ম বেশী, বোনাস কম। কাজ করা দুর্ঘট।" এখন কোম্পানী দুইটির দুই একটি পলিসি-সর্ত্ত আলোচনা করা যাউক।

(১) ভ্রমণ, পেশা ও বাসস্থান সম্বন্ধে সর্ত্ত কোম্পানী "ক"—কোনও বিধি নিষেধ নাই।

কোম্পানী "খ"—যদি বীমাকারী আইন ভঙ্গ করিতে গিয়া মারা পড়েন, তবে বীমার টাকা নাকচ হইবে। আজ কাল দাঙ্গা-হাঙ্গামার যুগে কথায় কথায় হিন্দু-মুসলমান নিতান্ত প্রীতিভরে পরস্পরের গলায় ছুরি চালাইতেছে এবং ভীষণ কংগ্রেসওয়ালারা বেপরোয়া আইন ভঙ্গ করিয়া পুলিশকে অনর্থক গুলি চালাইতে বাধ্য করিতেছে। এইরূপ ঘোরতর কলিকালে "খ" কোম্পানীর নিয়মটি কিরূপ ভয়াবহ তাহা পাঠক একবার চিন্তা করুন। ধরুন আপনি বড়বাজার অঞ্চলে একজোড়া ম্যাঞ্চেষ্টারের ধুতি ক্রয় করিবার জন্য গিয়াছিলেন। সেখানে হয়তো কংগ্রেসীরা অনর্থক গান্ধীজীকে লইয়া চেঁচামেচি করিয়া শান্তিভঙ্গ করায় পুলিশ নিতান্ত মৃদু ভাবে পাঁচ দশটা বন্দুকের গুলির শব্দ করে এবং আপনি সে সময় অত্যন্ত নির্ব্বোধের মত ঐ পথে যাইতেছিলেন বলিয়া পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইলেন। ফলে পুলিশ রিপোর্টে লিখিত হইল যে আপনি দাঙ্গা করিতেছিলেন। গুলির আঘাতে আপনার প্রাণ গিয়াছে। এই রিপোর্টের উপর নির্ভর করিয়া কোম্পানী অনায়াসে আপনার ওয়ারিশদের বলিয়া বসিবে—"আইন ভঙ্গ কার্য্যে মারা যাওয়ায় টাকা আমরা দিব না।" আপনার ওয়ারিশ টাকার জন্য আইনের শরণ লইয়াও হারিয়া যাইবে, কেন না পুলিশের রিপোর্ট অগ্রাহ্য করে এমন ক্ষমতা এ দেশে কাহারও নাই। বেশী বোনাস ও কম প্রিমিয়মের কোম্পানীতে বীমা করিয়া আপনি যে বুদ্ধির পরিচয় দিয়াছিলেন, সেই বুদ্ধির তারিফ করিতে করিতে আপনার ওয়ারিশকে দুধভাত লেহন করিবার জন্য মাতুলালয়ে আশ্রয় করিতে হইবে।

আগে চল

—শ্রীমতী বেণু দেবী

অরুণ ডুবিছে ক্লান্ত করুণ রথে
পান্থ এখনি শ্রান্ত হয়ো না পথে!
গোধূলির ধূলি আঁখিতে আঁকিছে মায়া
ছেয়েছে চরণ আঁধারের গাঢ় ছায়া!
প্রান্তরে দূরে পেয়ালায় ভরা প্রাণ
পান্থনিবাসে করে তব আহ্বান।
প্রীতির পরশ স্মৃতির অতিথি দ্বারে
কর নির্ম্মম বন্ধ বিমুখ তারে।
নয়ন আষাঢ়ে ভাষার বুনট্‌ বাঁধি
ভ্রান্তি বিলাস কণ্ঠে পরো না সাধি।
মরুর পরাণে পরিচয় বৃথা খোঁজা
বুদ্ধি বিপাকে বুদ্ধি করো না বোঝা।
ওগো ও পথিক সম্মুখে চল ঠেলে
পশ্চাতে আজি পরিচয় যাও ফেলে।

কলিকাতা কর্পোরেশন

ঋণ গ্রহণের বিজ্ঞাপন

১৯৩৪-৩৫ সালের শতকরা ৩॥০ টাকা সুদের ১৫,৫৬৮০০৲ টাকা ডিবেঞ্চার লোনের টেণ্ডার—১৯৫১ সালের ১লা ডিসেম্বর তারিখে পরিশোধনায়।

১৯২৩ খৃষ্টাব্দের কলিকাতা মিউনিসিপ্যাল আইন অনুসারে ধার্য্য রেট, ট্যাক্স ও পাওনা জামিন রাখিয়া ১৫,৫৬,৮০০৲ টাকা ঋণ গ্রহণের জন্য ১৯২৩ খৃষ্টাব্দের ৩ আইনের (বি সি) ৯৭ ধারা অনুসারে বাঙ্গালা সরকারের অনুমোদন লাভ করিয়া, কলিকাতা কর্পোরেশন ঐজন্য টেণ্ডার আহ্বান করিতেছেন।

২। ১৯৩৪ খৃষ্টাব্দের ১লা ডিসেম্বর হইতে ১৭ (সতর) বৎসরকাল এই ডিবেঞ্চার স্থায়ী হইবে, এবং বার্ষিক শতকরা ৩॥০ টাকা হারে ইহার সুদ দেওয়া হইবে। প্রতি বৎসর ১লা জুন ও ১লা ডিসেম্বর তারিখে কলিকাতা ও বোম্বাইয়ের যে কোন স্থানে ডিবেঞ্চার-গ্রহীতার সুবিধা মত ষাণ্মাষিক সুদ দেওয়া হইবে। ১৯৫১ সালের ১লা ডিসেম্বর তারিখে কলিকাতায় উক্ত ঋণ পূর্ণ মূল্যে অর্থাৎ শতকরা একশত টাকা হারে, পরিশোধ করা হইবে।

৩। ১০০৲ টাকা বা উহার পূর্ণ-গুণিতক পরিমাণের জন্য ডিবেঞ্চার দেওয়া হইবে।

৪। ১৯৩৫ খৃষ্টাব্দের ৩১শে জানুয়ারী বৃহস্পতিবার দ্বিপ্রহর ১২ ঘটিকা (লোক্যাল টাইম) পর্য্যন্ত কলিকাতাস্থ ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া কর্ত্তৃক বা কলিকাতা কর্পোরেশনের সেক্রেটারী কর্ত্তৃক সমগ্র ঋণ বা তাহার যে কোন অংশের জন্য টেণ্ডার গৃহীত হইবে।

৫। **প্রত্যেক টেণ্ডার এই বিজ্ঞাপনের নিম্নে লিখিত ফরমে করিতে** হইবে এবং উহা **বন্ধ করা** (Sealed) **খামে** ভরিয়া খামের উপরে "মিউনিসিপ্যাল ঋণের জন্য টেণ্ডার" লিখিয়া, সেক্রেটারী ও ট্রেজারার, ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া কলিকাতা, বা সেক্রেটারী, কলিকাতা কর্পোরেশন, সেন্ট্রাল মিউনিসিপ্যাল অফিস কলিকাতা, ঠিকানা লিখিয়া দিতে হইবে। কলিকাতাস্থ ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়াতে বা কলিকাতার সেন্ট্রাল মিউনিসিপ্যাল অফিসে সেক্রেটারীর নিকট টেণ্ডার ফরম পাওয়া যাইবে।

৬। যে পরিমাণ টাকার টেণ্ডার দেওয়া হইবে, ন্যূনপক্ষে তাহার শতকরা ৫ ভাগ পরিমাণের কোম্পানীর কাগজ, কলিকাতা মিউনিসিপ্যাল ডিবেঞ্চার, পোর্ট ট্রাষ্ট ডিবেঞ্চার কারেন্সী নোট বা চেক্ বায়না স্বরূপ প্রত্যেক টেণ্ডারের সহিত দাখিল করিতে হইবে।

৭। টেণ্ডার গৃহীত হইয়া অংশ বিলি হওয়ার পর, বায়না স্বরূপ যে টাকা জমা দেওয়া হইয়াছে, তাহা বাদে বক্রী দেয় টাকা, কারেন্সি নোট বা চেক্ দ্বারা ১৯৩৫ সালের ১৫ই ফেব্রুয়ারী তারিখে বা তৎপূর্ব্বে কলিকাতাস্থ ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্কে জমা দিতে হইবে। কলিকাতাস্থ ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্কে অংশানুযায়ী টাকা প্রাপ্তির তারিখ হইতে ডিবেঞ্চারের সুদ দেওয়া হইবে। যে সমস্ত অংশের টাকা চেক দ্বারা দেওয়া হইবে, তাহা ভাঙ্গাইয়া আনার তারিখকে উহা প্রাপ্তির তারিখ বলিয়া ধরা হইবে। বায়নার টাকা নগদ বা চেক হইলে, টেণ্ডার গৃহীত হওয়ার তারিখ হইতে বা চেক ভাঙ্গাইবার তারিখ হইতে অংশানুযায়ী দেয় টাকা জমা দেওয়ার তারিখ পর্য্যন্ত শতকরা ৩॥০ টাকা হারে সুদ, ডিবেঞ্চার পত্র দেওয়ার সঙ্গেই পৃথক ভাবে একখানি চেক দ্বারা দেওয়া হইবে—অবশ্য অংশানুযায়ী দেয় টাকা ১৯৩৫ সালের ১৫ই ফেব্রুয়ারীর মধ্যে সম্পূর্ণ পরিশোধ হওয়া চাই।

৮। যে সমস্ত টেণ্ডার গৃহীত হইবে না, তাহার দরুণ যে টাকা বায়না স্বরূপ জমা দেওয়া হইবে এবং এই টাকার উপর কোন সুদ দেওয়া হইবে না। বিলি হওয়ার পর যদি উহা গৃহীত না হয় বা ১৫ই ফেব্রুয়ারীর মধ্যে যদি বিলি অনুযায়ী দেয় টাকা সম্পূর্ণ পরিশোধ করা না হয়, তাহা হইলে বায়নার টাকা বাজেয়াপ্ত হইবে।

৯। টেণ্ডারে যে দর (Rate) দেওয়া হইবে তাহা টাকায় বা টাকা-আনায় বিশেষ ভাবে লিখিয়া দিতে হইবে, কিন্তু কোন স্থলেই আনার ভগ্নাংশ থাকিতে পারিবে না। যদি কোন দরে (Rate) আনার ভগ্নাংশ দেওয়া থাকে, তবে উহা কাটিয়া দেওয়া হইবে, এবং টেণ্ডারে যেন আনার অংশ দেওয়া হয় নাই বলিয়াই ধরা হইবে। যে টেণ্ডারে টাকায় বা টাকা-আনায় দর উল্লেখ থাকিবে না, তাহা বাতিল বলিয়া গণ্য করিয়া অগ্রাহ্য করা হইবে।

১০। ১৯৩৫ সালের ৩১শে জানুয়ারী বৃহস্পতিবার অপরাহ্ণ ৫ ঘটিকার সময় কর্পোরেশনের ফিন্যান্স ষ্টাণ্ডিং কমিটী কর্ত্তৃক টেণ্ডার সমূহ খোলা হইবে।

১১। সর্ব্বোচ্চ দরের বা যে কোন দরের টেণ্ডার গ্রহণ করিতে কর্পোরেশন বাধ্য থাকিবেন না, এবং যে কোন টেণ্ডার সমগ্র বা অংশতঃ গ্রহণ করার বা তদনুসারে বিলি করার অধিকার কর্পোরেশনের রহিল।

১২। ব্যাঙ্ক বা দালালের মারফৎ যে সকল টেণ্ডার গৃহীত হইবে তজ্জন্য শতকরা ।০ চারি আনা হারে দালালি দেওয়া হইবে।

ভাস্কর মুখার্জ্জী
বি-এ (ক্যাণ্টাব), বি-এস্-সি (ক্যাল্)
কর্পোরেশনের অস্থায়ী সেক্রেটারী
সেন্ট্রাল মিউনিসিপ্যাল অফিস, কলিকাতা।
১৫ই জানুয়ারী, ১৯৩৫ সাল।

দরখাস্তের ফরম

১৯৩৪ সালের ১লা ডিসেম্বর তারিখের ১৯৩৪-৩৫ সালের শতকরা ৩॥০ টাকা সুদের ১৫,৫৬,৮০০৲ টাকার ডিবেঞ্চার লোন

সেক্রেটারী মহাশয় বরাবরেষু—

[আমাদের বহু পাঠক পাঠিকার বিশেষ অনুরোধে আমরা পুনরায় রেকর্ড সমালোচনা আরম্ভ করিলাম। আমাদের পাঠকবর্গ জানাইয়াছেন যে আমাদের পক্ষপাত শূন্য সমালোচনা বাহির হইলে তাঁহাদের রেকর্ড ক্রয় করিবার বিশেষ সুবিধা হয়—বাছাই করার হাঙ্গামা থাকে না। কিন্তু আমাদের বহু অসুবিধার মধ্যে সমালোচনা করিতে হয়, কারণ আমাদের দেশের কোন রেকর্ড কোম্পানী সমালোচনার্থ নূতন নূতন রেকর্ড প্রেসকে পাঠান না। ইহাতে তাঁহাদের যে সুবিধা এ কথাটা তাঁহারা ভাবিয়া দেখেন না। আমরা "হিজ্ মাষ্টার্স ভয়েস", "কলোম্বিয়া", "হিন্দুস্থান" ও "মেগাফোন" কোম্পানীর কর্ত্তৃপক্ষদের এ বিষয় দৃষ্টি আকর্ষণ করি—দীঃ সঃ]

COLUMBIA RECORDS

জানুয়ারী ১৯৩৪

কলাম্বিয়া কোম্পানীর ইংরাজী রেকর্ড কন্টিনেন্ট ও আমেরিকায় যথেষ্ট আদৃত হয়। আজ কয়েক বৎসর হইল এই কোম্পানী তাঁহাদের ভারতের এজেন্ট মেসার্স টি, ই, বেভান এণ্ড কোম্পানীর মধ্যস্থতায় বাঙলা ও হিন্দি রেকর্ড তুলিতেছেন। ইতিমধ্যে ইঁহারা কতকগুলি বাঙলা রেকর্ড বাজারে বাহির করিয়াছেন। প্রতি মাসে ৪।৫ খানি করিয়া বাঙলা রেকর্ড ইঁহারা নিয়মিত বাহির করেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় ইঁহাদের অধিকাংশ শিল্পী রেকর্ড জগতে আনকোরা নূতন ও কাচা। সেই জন্য বাঙলা গানে ইঁহাদের অদ্যাবধি প্রকাশিত রেকর্ড কোন স্থান (Position) অধিকার করিতে পারে নাই।

*

জানুয়ারী মাসে কলাম্বিয়া কোম্পানী সর্ব্বসমেত ৫ খানি বাঙলা রেকর্ড বাহির করিয়াছেন। ৪ খানি গানের রেকর্ড ও একখানি বাদ্যযন্ত্রের রেকর্ড। আমরা এবার সেই রেকর্ডগুলির সমালোচনা পত্রস্থ করিলাম।

*

G,E. 2197. রেকর্ডখানিতে কুমারী নীলিমা মজুমদার দু'খানি গান গাহিয়াছেন। "কুল-কিশোরি শিহরে" এবং "নিশি পোহায়ে গেল" গান দুটি শুনিলাম। গায়িকার কণ্ঠস্বর মিষ্টত্ব-বর্জ্জিত এবং স্বরও সুবিধার নয়। কলাম্বিয়ার রেকর্ডিঙের গুণেও গান দুটি সুখ শ্রাব্য হয় নাই।

*

G.E 2202. শ্রীমৃত্যুঞ্জয় বন্দ্যোপাধ্যায় এই রেকর্ডে গান গাহিয়াছেন। গান দুটি রামপ্রসাদী। ৺মায়ের নাম কীর্ত্তন হিন্দু বাঙালী মাত্রেরই ভাল লাগিবার কথা। গায়কের কণ্ঠের দোষগুলি বাদ দিলে রেকর্ড খানি ভাল হইয়াছে বলা চলে।

*

G.E. 2203. মিস্ পঙ্কজিনীর "প্রেমের ডালি দাও ভরে" ও "কেন সকরুণ বেণু বাজে" গান দু'খানি এই রেকর্ডে বাহির হইয়াছে। আমরা গান দুটি শুনিয়া সন্তুষ্ট হইতে পারি নাই। সঙ্গীত রচনা ও সুর-সংযোজনা ভাল লাগিল না এবং গায়িকার গাহিবার প্রণালী ও সুবিধার নয়।

*

G.E. 2204. রেকর্ড খানিতে মিস প্রভাবতী গান গাহিয়াছেন। "আমার ঝরা ফুলের মালা" গানটি মন্দ লাগিল না। "কেঁদেছে নয়ন বারে বারে" গানটি অপেক্ষাকৃত ভাল। গায়িকার কণ্ঠস্বর সুমিষ্ট কিন্তু বাণীর অস্পষ্টতার জন্য রেকর্ড ভাল হয় নাই।

*

G.E. 2205. রেকর্ডে ব্যাগপাইপ বাদ্য বাহির হইয়াছে। বাদকের নাম নাই। বাজনায় কোন বিশেষত্ব না থাকিলে ও সুন্দর রেকর্ডিঙের জন্য মন্দ লাগিল না।

পাঁচ কথা

বর্দ্ধমান সাহিত্য পরিষদ্

বর্দ্ধমান সাহিত্য পরিষদ হইতে নিম্নের তিনটী প্রবন্ধের জন্য তিনখানি রৌপ্য পদক ঘোষণা করা হইয়াছে।

প্রবন্ধের নাম ;—

(১) বাংলা সাহিত্যে বর্দ্ধমানের স্থান

(২) বঙ্গসাহিত্যে কবীন্দ্র রমাপতি

(এই বিষয়টীর জন্য শ্রীহরিধন বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্যামলাল, বর্দ্ধমান, প্রবন্ধ লেখককে সাহায্য করিতে পারেন।)

(৩) বাংলা সঙ্গীতের ক্রমবিকাশ

নিয়ম :—প্রবন্ধগুলি বাংলাভাষায় ফুলস্কেপ কাগজের এক পৃষ্ঠায় লিখিতে হইবে এবং আগামী ১৫ই মাঘ পর্য্যন্ত নিম্ন ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে। শ্রীদেবপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়, সম্পাদক—বর্দ্ধমান সাহিত্য পরিষদ্, বর্দ্ধমান।

বেহালা শক্তি সংঙ্ঘের সপ্তম বার্ষিক প্রতিযোগিতা

বেহালা শক্তি সঙ্ঘের ৭ম বার্ষিক স্পোর্টস প্রতিযোগিতা আগামী ১৭ই ফেব্রুয়ারী হইবে। শেষ প্রবেশ তারিখ ৭ই ফেব্রুয়ারী। অন্যান্য জ্ঞাতব্য বিবরণের জন্য, এস, সি, চ্যাটার্জ্জি, চ্যাটার্জ্জি এণ্ড কোং, বেহালা। তারাপদ মুখার্জ্জি, চক্রবর্ত্তী এণ্ড কোং, ৫৭।১ কলেজ ষ্ট্রীট কলিকাতা। ডাঃ অনিলকুমার চ্যাটার্জ্জী ১৩৯।৩ রসা রোড কলিকাতা (হাজরা জংসন) কমলা ষ্টোর ১।২ রামকমল ষ্ট্রীট খিদিরপুর এই ঠিকানায় আবেদন করুন।

ভ্রম-সংশোধন

গত ৩রা মাঘের ৩য় সংখ্যা দীপালীতে ১৬শ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত বীমা প্রসঙ্গের লেখকের নাম শ্রীসুধীন্দ্রলাল রায় এম্-এ, কিন্তু মুদ্রাকর প্রমাদে শ্রীসুধীরেন্দ্র রায় ছাপা হওয়ায় আমরা বিশেষ দুঃখিত। আশা করি বন্ধুবর নামের সার্থকতা রক্ষা করিয়া আমাদিগকে মার্জ্জনা করিবেন। —দীঃ সঃ

প্রাপ্তি স্বীকার

আমরা নিম্নলিখিত কোম্পানীগুলির নিকট হইতে সুদৃশ্য দেওয়াল পঞ্জী উপহার পাইয়াছি।

১। কে,টি, ডোঙ্গরে এণ্ড কোং বোম্বাই (প্রসিদ্ধ ডোঙ্গরের বালামৃতের সত্বাধিকারী)

২। আর, বি, দাস কলিকাতা (বাদ্য যন্ত্র বিক্রেতা)

৩। হিন্দু মিউচুয়েল লাইফ এস্যুওরেন্স (জীবন বীমা)

৪। রূপবাণী (ডেস্ক ক্যালেণ্ডার)

৫। ভলকার্ট ব্রাদার্স।

বিমান চালনায় বাঙালী যুবকের সাফল্য

শ্রীমান অজিতরঞ্জন ঘোষ—ন্যাসন্যাল ডাই এণ্ড ওয়াটার প্রুফ ওয়ার্কসের কর্ম্ম-সচিব ও রূপবাণীর যুগ্ম কর্ম্ম সচীব শ্রীযুক্ত মনোরঞ্জন ঘোষ এম-এ, বি-এল্, মহাশয়ের কনিষ্ঠ ভ্রাতা।

ইনি দীর্ঘ চারি বৎসর কাল ইংলণ্ডে অবস্থান করিয়া বিমান সম্পর্কিত সমস্ত কলা কৌশল (Ground Engineering) আয়ত্ব করিয়াছেন। এতদ্বিষয়ে ইনি নিম্ন লিখিত বারোটি বিমান চালনা সম্পর্কিত এবং তেরটি ইঞ্জিন সম্পর্কিত "এ" ও "সি" লাইসেন্স প্রাপ্ত হইয়াছেন।

শ্রীঅজিতরঞ্জন ঘোষ

"এ" লাইসেন্স
(বিমান চালনায়)

ডি এইচ মথ্ সর্ব্ব প্রণালীর
" " পুস মথ
" " ফক্স মথ
"এরো" এভিয়েসন সর্ব্বপ্রণালী
এরো "ক্যাডেট" "

"সি" লাইসেন্স ইঞ্জিনস্

ডি এইচ জিপসী এক
" " " দুই
" " " তিন
" " " মেজর
" " " ছয়
সাইরাস এক দুই তিন
" এম কে চার
জেনেট—সর্ব্বপ্রণালীর (তিন)

ইতি পূর্ব্বে আর কোন বাঙালী এই সম্মানের অধিকারী হইতে পারেন নাই।

"এস এস নারকুণ্ডায়" তিনি ভারতবর্ষে প্রত্যাগমন করিতেছেন।

আশা করা যায়—৩১শে জানুয়ারীর মধ্যেই তিনি স্বদেশে অবতরণ করিতে সমর্থ হইবেন।

এই নবীন যুবকের ভবিষ্যত আরো উন্নততর সমৃদ্ধতর ও উজ্জ্বলতর হউক।

সাপ্তাহিকা

গেল রবিবার বালিগঞ্জ বন্দেল রোডে, রায় বাহাদুর খগেন্দ্রনাথ মিত্রের বাড়ীতে রবিবাসরের অধিবেশন হ'য়েছিল। খগেনবাবুর ক্ষুদে নাতনী মীরা বেশ কীর্ত্তন গেয়েছিল। বহু বিশিষ্ট সাহিত্যিক ও অধ্যাপক এবং বহু অ-বিশিষ্ট সাহিত্যিক তাতে উপস্থিত ছিলেন। প্রবন্ধ ছাড়া আর সবই খুব উপভোগ্য হ'য়েছিল। খগেনবাবু স্বয়ং, বিচিত্রা সম্পাদক উপেনবাবু, ও সর্ব্বোপরি রবিবাসরের অনাত্মীয় বন্ধুবর যতীন্দ্রনাথ বসু কীর্ত্তনে ও ভবসিন্ধু মুখোপাধ্যায় তাঁর অপূর্ব্ব সেতার বাদনে আমাদের যে আনন্দ দিয়েছিলেন তা মনে থাকবে। আদির মধ্যে জলযোগটাই প্রধান। সাহিত্যিকদের মধ্যে রায়বাহাদুর জলধর সেন, ঐ দীনেশ চন্দ্র সেন, ডাক্তার প্রবোধ বাগ্‌চি, যতীন্দ্র মোহন বাগ্‌চি, নরেন্দ্র দেব, শৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা, অমূল্য বিদ্যাভূষণ, প্রফুল্লকুমার সরকার, শ্রীযুক্তা অনুরূপা দেবী, বিশ্বপতি চৌধুরী, গিরিজাকুমার বসু, মন্মথনাথ ঘোষ প্রভৃতির নাম স্মরণ হ'চ্ছে। রবিবাসর রবিহীন হ'লেই বেশী কাম্য হবে।

*

"বঙ্গশ্রী" সম্পাদক শ্রীযুক্ত সজনীকান্ত দাস বর্ত্তমান মাঘ মাস থেকে ঐ পত্রিকার সম্পাদকত্ব ছেড়ে দিয়েছেন। তার কোনো কারণ আমরা জানতে পারি নি তবে এ কথা ব'লতে পারি যে যোগ্যতর ব্যক্তি সহজে পাওয়া যাবে না। চোখ খোলা রাখো বন্ধু।

*

গেল শনিবার সমিতির স্বভবনে সরোজ নলিনী নারী শিল্প সমিতির বার্ষিক উৎসব হ'য়ে গেছে। এই সমিতিটি নানা দিক দিয়ে বাংলার মেয়েদের অনেক উপকার ক'রেছে। তার ব্রত গৌরবান্বিত হোক্।

*

এই দারুণ শীতেও বারাণসীতে দু'লক্ষ লোক গেল চন্দ্রগ্রহণের দিন গঙ্গাস্নান ক'রেছে সত্য পুণ্য লোভাতুর।

মাদ্রাজ শহরে মশার খুব উপদ্রব হওয়াতে সেখানকার কর্পোরেশনের হেলথ্ অফিসার শহরবাসীর স্বাস্থ্যের জন্যে উদ্বিগ্ন হ'য়ে প'ড়েছেন। মাদ্রাজে কি কামান নেই?

*

আজ কাল আমাদের দেশে অনেক জায়গায় স্কুল কলেজের ছাত্র ছাত্রীদের প্রতিযোগিতা হ'চ্ছে। এই রকম কয়েকটি প্রতিযোগিতার বিচার ফল ও বিচারক সম্বন্ধে নিন্দা সূচক অভিযোগ আমাদের কাছে পৌঁচেছে। আমরা আশা করি এই রকম সব প্রতিযোগিতা চালাবার ভার যাঁরা নেন তাঁরা নাম করা যথার্থ সাহিত্যিক ও রসিকদেরই বিচারকের আসনে বসাবেন।

*

১৯৩১ খৃষ্টাব্দ থেকে বর্ত্তমান সময়ের মধ্যে মস্কৌয়ের লোক সংখ্যায় দশলক্ষ যোগ হ'য়েছে, ঐ শহরের বর্ত্তমান লোক সংখ্যা ছত্রিশ লক্ষ। মস্কৌয়ের পিতা মাতাদের অভিনন্দন জানাচ্ছি।

*

ম্যালেরিয়া-গ্রস্ত সিংহলের সাহায্য কল্পে রবীন্দ্রনাথ আড়াই 'শ' টাকা ও তার যোগে সমবেদনা লিপি পাঠিয়েছেন। প্রাণের দরদে দানের গরব।

*

রবীন্দ্রনাথের অন্তরঙ্গ, স্বর্গীয় সাহিত্যিক শ্রীশচন্দ্র মজুমদারের কন্যা ও আমাদের ঘনিষ্ট বন্ধু যশস্বী শিল্পী শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ করের পত্নী রমা দেবী ৩৩ বছর বয়েসে সম্প্রতি লোকান্তরিত হ'য়েছেন শুনে আমরা যার পরনেই দুঃখিত হ'লুম। স্বর্গীয়া রমা খুব ভালো গান গাইতে পারতেন তাঁর কণ্ঠস্বর ছিল যেমন মিষ্ট, স্বভাবটিও ছিল তার অনুরূপ। আমরা সুরেনবাবুকে আমাদের আন্তরিক সমবেদনা জানাচ্ছি।

যক্ষ্মা রোগের সংক্রামতা

(ষষ্ঠ পৃষ্ঠার পর)

কিন্তু হুপিং কাশি, হাম, ম্যালেরিয়া আমাশয়, ইত্যাদি দুর্ব্বলকর রোগভোগের পর বা অপুষ্টিকর আহারে অথবা অনাহারে রোগী বিশেষ দুর্ব্বল হইলে পর তখন এই বীজাণু সমূহ সুবিধা পাইয়া স্বরূপ ধারণ করে।

সুতরাং আমরা দেখিতে পাইতেছি যে এই ভীষণ রোগের হাত হইতে রক্ষা পাইতে হইলে দুইটি উপায় অবলম্বন করিতে হয়, (১) এই রোগের সংক্রামকতার কারণগুলি কমাইয়া দেওয়া (২) দেহের প্রতিরোধক শক্তি বৃদ্ধি করা। আমি উল্লিখিত দুইটি উপায়েই যক্ষ্মা-রোগের সঙ্গে যুদ্ধ করিবার সহজ পন্থার বিষয় বলিব।

বিশেষ পরীক্ষা দ্বারা দেখা গিয়াছে যে সুইজারল্যাণ্ডের বিখ্যাত রচি কোম্পানীর তৈরী সিরোলিন নামক ঔষধটি যক্ষ্মারোগের প্রথমাবস্থায় বিশেষ উপকারী। ইহা সেবনে একদিকে যেমন দেহে রোগ সংক্রামণ হয় না, অপরদিকে তেমনই সংক্রামণের পর সেবন করিলেও শরীরের জরাজীর্ণ স্নায়ুমণ্ডলী পুনঃগঠিত হইয়া রোগীর পূর্ব্ব স্বাস্থ্য ফিরিয়া আইসে। ইহা সেবনে রোগীর ক্ষুধা অতি মাত্রায় বৃদ্ধি পায় এবং তাহার রোগ প্রতিরোধক ক্ষমতা বিশেষ উৎকর্ষ লাভ করে। সিরোলিন গত ৪০ বৎসর যাবত পৃথিবীর সর্ব্বত্র শ্রেষ্ঠ চিকিৎসকগণ কর্ত্তৃক ব্যবহৃত হইয়া লক্ষ লক্ষ রোগীর প্রাণদান করিতে সমর্থ হইয়াছে। ইহা নিয়মিত সেবনে শরীর মধ্যস্থ যক্ষ্মা বীজাণু অচির কাল মধ্যে ধ্বংস প্রাপ্ত হয় নতুবা শরীর হইতে বহিষ্কৃত হয়।

আমার বিশ্বাস, এই সিরোলিন রচি সেবনে যক্ষ্মা রোগের সংক্রামকতা কমিবে এবং রোগীর প্রতিরোধক ক্ষমতাও বিশেষ ভাবে উৎকর্ষ লাভ করিবে। ফলে রোগী নূতন জীবন লাভ করিয়া সংসারে নব নব আস্বাদ লাভ করতঃ জীবন সার্থক করিয়া যাইতে পারিবে।

চিত্র পরিচিতি

—অভিমন্যু

[আগামী শনিবার হইতে যে সব বিদেশী ছবি কলিকাতায় মুক্তিলাভ করিবে এখন হইতে আমরা প্রত্যেক সপ্তাহেই তাহাদের অগ্রিম সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিব। সুতরাং কোনো বিদেশী ছবি দেখিতে যাইবার পূর্ব্বে আমাদের চিত্র-পরিচিতি স্তম্ভটি পড়িয়া গেলে, চিত্রপ্রিয়রা লাভবান হইবেন।

দীঃ সঃ]

"What Every Woman Knows" চিত্রে হেলেন হেজ

হোয়াট এভরি ওম্যান নোজ

(What Every Woman Knowg)

গ্লোবে দেখানো হইবে, শ্রেষ্ঠাংশে অভিনয় করিয়াছেন হেলেন হেজ, ব্রায়ান এহার্ণ, ম্যাজ ইভান্স, লুসিলি ওয়াটসন প্রভৃতি। মেট্রোর ছবি, পরিচালনা করিয়াছেন গ্রেগরী লা কাভা।

ম্যাগীর পিতা মাতা বহু চেষ্টা করিয়াও তাহার বিবাহ দেওয়াইতে পারিলেন না। ইহাতে তাঁহারা মহা মুস্কিলে পড়িলেন। ঘটনাক্রমে তাঁহাদের সে সুযোগ আসিল। জন স্যাণ্ড নামক একজন অর্দ্ধ শিক্ষিত রেলের কুলিকে তাঁহারা বলিলেন যে, তাহার লেখা পড়া শিখিতে যাহা খরচ তাহা তাঁহারা দিবেন, কিন্তু এক সর্ত্তে—পরে অবশ্য ম্যাগীকে তাহার বিবাহ করিতে হইবে। জন লেখা পড়া শিখিল এবং ম্যাগীকে বিবাহও করিল। সে একজন কুট রাজনীতিজ্ঞ হইয়া উঠিল। পরে সে অন্য আর একটি মেয়ের সংস্পর্শে আসে। পরে অবশ্য ম্যাগীর নিকটই জন ফিরিয়া আসে এবং সুখে ঘর সংসার করে।

'ম্যাগীর' ভূমিকায় হেলেন হেজের অভিনয় হইয়াছে অনবদ্য। ব্রায়ান এহার্ণের 'জন'ও হইয়াছে খুব মনোজ্ঞ। ছবিখানি আগাগোড়া উপভোগ্য।

রোমান্স ইন দি রেন

(Romance in the Rain)

এম্পায়ারে দেখানো হইবে, শ্রেষ্ঠাংশে রোজার প্রীয়র, হিদার এঞ্জেল, ভিক্টর মুর এসথার র‍্যালষ্টন প্রভৃতি। ইউনিভার্সালের ছবি, পরিচালনা করিয়াছেন ষ্টুয়ার্ট ওয়াকার।

চার্লি ফ্রাঙ্কলীন ব্লাঙ্কের সংবাদপত্রের হইয়া কাজ করে। কাগজের প্রসার ও জনপ্রিয়তা বাড়াইবার জন্য সে এক নূতন ফন্দী আঁটিল। সে একটি মেয়েদের নাচগানের প্রতিযোগিতা করিল। সিন্থিয়া নাম্নী একজন নারী ত হাতে জয় লাভ করে। তারপর সে আর একটি প্রতিযোগিতা করিল পুরুষদের জন্য। পুরুষদের মধ্যে যে প্রথম হইবে সে সিন্থিয়াকে পাইবে। শেষে চার্লি সিন্থিয়াকে লুকাইয়া রাখিল এবং শেষে তাহাদের মিলন হইল।

রোজার প্রীয়র ও হিদার এঞ্জেল, চার্লি ও সিন্থিয়ারূপে খুব ভাল অভিনয় করিয়াছেন। অন্যান্য ভূমিকাগুলিও উপভোগ্য হইয়াছে।

ওয়াইল্ড গোল্ড

(Wild Gold)

প্লাজায় দেখানো হইবে। শ্রেষ্ঠাংশে জন বোলস, ক্লেয়ার ট্রেভর, হ্যারী গ্রীণ, মনরো-ওসলী প্রভৃতি। ফক্সের ছবি, পরিচালনা করিয়াছেন জর্জ্জ মারশ্যাল।

ষ্টীভ মিলার নামক এক মদ্যপ ইঞ্জিনিয়ার জেরী নাম্নী এক নর্ত্তকীকে দেখিতে পাইয়া তাহার প্রেমে পড়িল। ষ্টীভ তাহার সহিত আলাপ করিতে গেল কিন্তু সেখান হইতে অর্দ্ধচন্দ্র পাইয়া ফিরিয়া আসিল। এদিকে জেরীর স্বামী একজন পুলিসের আসামী। একদিন জেরী তাহার স্বামীর সহিত ঝগড়া করিয়া বাহির হইয়া পড়িল। Red Rocks নামক এক স্বর্ণ খনির কাছে গিয়া পড়িল। এবং সেখানে গিয়া সে যাহার কাছে আশ্রয় ভিক্ষা করিল সে আর কেহই নয় ষ্টীভের বন্ধু এবং তাহারা উভয়ে একই জায়গায় থাকে। ক্রমে ষ্টীভের সহিত জেরীর বন্ধুত্ব জমিয়া উঠিল। এদিকে জেরীর স্বামী একদিন সেখানে গিয়া উপস্থিত। সে একটি হত্যাকাণ্ডে বিজড়িত হইল, শেষে জেরীকে হারাইল। এদিকে জেরী ও [illegible] উভয়ের মিলন

ষ্টীভ মিলার রূপে অভিনয় করিয়াছেন জন বোল্‌স।

জন বোল্‌স সাধারণতঃ যে ধরণের ভূমিকা অভিনয় করেন এটি সে ধরণের ভূমিকা নহে। সুতরাং তাঁহার অভিনয়ও খুব হৃদয়গ্রাহী হয় নাই। জেরীর ভূমিকায় ক্লেয়ার ট্রেভরের অভিনয় মন্দ নয় তবে বিশেষত্ব বর্জ্জিত। খনির জনৈক বৃদ্ধের ভূমিকায় রোজার ইমহফ খুব ভাল অভিনয় করিয়াছেন। ছবিখানি মাঝামাঝি শ্রেণীর।

রিটার্ণ অফ দি টেরর

(Return of the Terror)

রিগ্যালে দেখানো হইবে, শ্রেষ্ঠাংশে মেরী এষ্টর, লাইল ট্যালবট, ফ্রাঙ্ক ম্যাকহিউ, রেণী

হুইটলী প্রভৃতি। ফার্ষ্ট ন্যাশনালের ছবি, পরিচালনা করিয়াছেন হাওয়ার্ড ব্রেথারটন।

একটি স্যানিটোরিয়ামে পাঁচজন ব্যক্তিকে খুন করার অপরাধে ডাঃ রেডমেন দোষী সাব্যস্ত হইয়া ধৃত হয়। কিন্তু বিচারে সে উন্মাদ সাব্যস্ত হওয়ায় তাহাকে পাগলা গারোদে পাঠান হয়। সেই স্যানিটোরিয়ামের কর্ত্রী অলগা রেডমেনকে ভালবাসিত, সে ডাঃ রেডম্যানের সহকারী গুডম্যানের সাহায্যে রেডম্যানের মুক্তির জন্য বহু চেষ্টা করিল। একদিন রেডম্যান জেল হইতে পলাইয়া আসিল। সেই রাত্রে আরও তিনটি ব্যক্তি হত হইল। আবার রেডমেনই খুনী সাব্যস্ত হইল। একবারে শেষে আসল লোক ধরা পড়িল ও রেডম্যান মুক্তি পাইল।

অলগার ভূমিকায় মেরী অ্যাষ্টর সু-অভিনয় করিয়াছেন। লাইল ট্যালিবট ও জন হ্যালিডে 'গুডম্যান' ও 'রেডমেনের' ভূমিকায় সু-অভিনয় করিয়াছেন। ছবিখানি আগাগোড়া রোমাঞ্চকর ঘটনায় পূর্ণ।

লেটস্ টক ইট ওভার
(Let's Talk It Over)

ম্যাডানে দেখানো হইবে। শ্রেষ্ঠাংশে চেষ্টার মরীস, মে ক্লার্ক, ফ্রাঙ্ক ক্রাভেন, আইরান ওয়্যার, অ্যাণ্ড ডিভাইন প্রভৃতি। ইউনিভার্সালের ছবি, পরিচালনা করিয়াছেন কার্ট নিউম্যান।

প্যাট নামক এক বালিকাকে নিমজ্জমান অবস্থায় মাইক ম্যাকগান নামক এক নাবিক উদ্ধার করে। ইহাতে প্যাট তাহার ধনী বন্ধুদের সহিত তাহাকে পরিচিত করিয়া দেয়। মাইক প্রথমে মনে করিল যে সকলেই তাহাকে শ্রদ্ধা ও সম্মান করে, কিন্তু পরে বুঝিল যে সমস্তই মৌখিক বরং তাহার অনুপস্থিতিতে সকলেই তাহাকে বিদ্রূপ করে এবং ইহার মূলে প্যাট। পরে অবশ্য সমস্ত মিটমাট হইয়া যায় এবং প্যাট ও মাইক মিলিত হয়।

নাবিক মাইকের ভূমিকায় চেষ্টার মরীস ও প্যাট রকল্যাণ্ডের ভূমিকায় মে ক্লার্ক যথাসাধ্য সু-অভিনয় করিয়াছেন। ছবিখানি মোটের উপর খুবই উপভোগ্য।

রাধা ফিল্ম কোং

রাধা ফিল্মের অংশীদার ও অন্যতম ডিরেক্টর মিঃ এ, এন, সিংঘানিয়া সম্প্রতি পাটনা, লক্ষ্ণৌ, জয়পুর প্রভৃতি দেশ ঘুরিয়া ফিরিয়া আসিয়াছেন। রাধা ফিল্মের নিজস্ব চিত্র-গৃহ পাটনাস্থিত এলফিনষ্টোন পিক্‌চার প্যালেস ইতিমধ্যে ওদেশে যথেষ্ট জনপ্রিয়তা অর্জ্জন করিয়াছে। ওখানে মেট্রো, প্যারামাউণ্ট, ওয়ার্ণার ব্রাদার্স, ফক্স, ইউনাইটেড আর্টিষ্ট, প্রভৃতির বিখ্যাত চিত্রগুলি সাফল্য সহকারে প্রদর্শিত হইতেছে।

জনপ্রিয় লেখক শ্রীহেমন্তকুমার গুপ্ত প্রণীত "Seventh Love" নামক একখানি দু' রীলের কমিক ছবির কাজে পরিচালক জ্যোতিষ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁহার "মানময়ী গার্লস স্কুলের" কাজ শেষ করিয়াই হাত দিবেন। তাহার পর জ্যোতিষবাবু মহাভারতের একটি গল্প অবলম্বনে আর একখানি বাংলা ছবি তুলিবেন।

এই শনিবার ক্রাউনে ও চিত্রায় "দক্ষযজ্ঞ" ও "রাজনটী বসন্ত সেনা" যথাক্রমে ১৬শ ও ৬ষ্ঠ সপ্তাহে পদার্পণ করিবে।

ষ্টুডিওর সত্ত্বাধিকারীর দণ্ড

সুপ্রসিদ্ধ ভারতলক্ষ্মী পিক্‌চার্স ও ভারত লক্ষ্মী টকী হাউসের সত্ত্বাধিকারী শ্রীযুক্ত বাবুলাল চোখানীকে গত ১৬ই জানুয়ারী কলিকাতা ইলেকট্রিক সাপ্লাই কর্পোরেশনের অভিযোগে পুলিশ গ্রেপ্তার করে। চীফ প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট জামিন না দেওয়ায় হাইকোর্টে দরখাস্ত করিয়া তিনি জামিনে মুক্তি লাভ করেন।

প্রকাশ, ইলেকট্রিক সাপ্লাই কর্পোরেশনের ভূতপূর্ব্ব কয়েকজন কর্ম্মচারীর সহযোগে কারেণ্ট চুরি করার অপরাধেই নাকি বাবুলাল বাবু অভিযুক্ত হইয়াছেন। অন্যান্য আসামী দিগের মধ্যে চারি জন পলাতক।

চিত্রাভিনেত্রীর ডিক্রী লাভ

প্রসিদ্ধা চিত্রাভিনেত্রী জাহানারা বেগম (কজ্জন) গত শুক্রবার "Hunter Punch" নামক একখানি উর্দ্দু কাগজের সম্পাদক মৌলভী মৌলানা মুন্সী হাফিজ এস ওয়াহিউদ্দীন সাহেব মুরের উপর ১৮০০০৲ টাকা ডিক্রী লাভ করিয়াছেন।

প্রকাশ, উক্ত কাগজে শ্রীমতী কজ্জনের নামে এমন সব কথা ছিল যাহা শ্রীমতী কজ্জনের পক্ষে অপমানকর এবং তাহাতে তাঁহাকে লোক চক্ষে হেয় হইতে হয় বলিয়া তিনি ঐ কাগজের নামে মানহানির মামলা রুজু করেন। আরও একটি ব্যঙ্গ চিত্র "হাণ্টার পাঞ্চে" বাহির হয় যাহাতে শ্রীমতী কজ্জন বাই ও ভারতীয় চিত্র-শিল্প সংশ্লিষ্ট এক মাতব্বরকে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে।

শ্রীবিমল মিত্র

বিমলবাবু অজন্তা সিনেটোন্ পরিত্যাগ করিয়া আগামী ১লা ফেব্রুয়ারী হইতে শ্রীঅম্বিকা মুভীটোনে যোগদান করিবেন।

ছায়া

আগামী ২৬শে জানুয়ারী হইতে চিত্র জগতের অপূর্ব্ব সৃষ্টি, আলেকজাণ্ডার ডুমার অমর কাহিনীর শ্রেষ্ঠ চিত্ররূপ "কাউণ্ট অব মণ্টি ক্রিষ্টো" ছায়ায় দেখান হইবে।

ছায়ার পরবর্ত্তী আকর্ষণ হইবে হ্যারল্ড লয়েডের শ্রেষ্ঠ চিত্র "ক্যাট্‌স্ প"।

ক্রমান্বয়ে "ছায়া" যেরূপ শ্রেষ্ঠ চিত্রাদি দেখাইতেছে তাহাতে নিঃসন্দেহে অচিরে শ্রেষ্ঠ আকর্ষণের স্থান হইবে।

রূপবাণীতে—"ক্লিওপেট্রা—"

এই সপ্তাহে "ক্লিওপেট্রা" তৃতীয় সপ্তাহে পদার্পন করিবে। ইহাতে বিস্ময়ের কোনো কারণ নাই।

"রূপবাণী"র মতো সর্ব্বাঙ্গসুন্দর প্রেক্ষাগৃহে বসিয়া "ক্লিওপেট্রা"র মতো ছবি দেখিলে বাস্তবিকই মনে আনন্দ অনুভব করা যায়।

ইহার পরের চিত্র ওয়ালেস বিয়ারীর "ভিভা ভিলা"।

জামসেদপুর মিলনী রঙ্গমঞ্চে "সরমা" (প্রাপ্ত)

গত রবিবার মিলনীর সভ্যগণ "সরমা" অভিনয় করিয়াছেন। প্রযোজনা ও পারিপার্শ্বিক দৃশ্য-সজ্জা সুন্দর হইয়াছিল এবং তাহার প্রাণরসের সহায়তা করিয়াছিল তার সামান্য চরিত্রগুলিও। অনায়ত্ত আবৃত্তি ও অভিব্যক্তির অত্যাচার দর্শকদের সহ্য করিতে হয় নাই, শৃঙ্খলা ও সামঞ্জস্য অভিনয়টিকে সচল ও সুন্দর করিয়া রাখিয়াছিল শেষ পর্য্যন্ত। সাধারণতঃ অবৈতনিক অভিনেতাদের কোনক্রমে দর্শকদের দায়-মুক্তির চেষ্টাই যেন আগে চোখে পড়ে কিন্তু মিলনীর সভ্যগণ ও তাঁহার কর্ম্ম কর্ত্তা শ্রীসুস্থিরকুমার বসু মহাশয়ের প্রাণপণ চেষ্টায় অশিক্ষিত পটুত্ব কোথাও দর্শকদের চক্ষুপীড়ার কারণ হয় নাই। সুধীর বসুর "সরমা" রমেন বসুর "বিভীষণ" ও সুস্থির বসুর "রাবণ" সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দর হইয়াছিল।

প্রাচ্য-নৃত্যকুশল গোপীনাথ ও শ্রীমতী রাগিণী দেবী এই সপ্তাহেই জামশেদপুরে তাঁহাদের নৃত্য প্রদর্শন করিবেন।

Editor :—GIRIJA KUMAR BASU. Printed at the Dipali Press and published from the Dipali Office
123-1 Upper Circular Road Calcutta by Bankim Ch. Chatterjea. ...BANKIM CH. CHATTERJEA

Cover and art plates printed at the Gaya Art Press, Calcutta.

স্থাপিত ১৯২৯

দীপালী

DIPALI

বাংলার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সচিত্র সাপ্তাহিক

অজন্তা সিনেটোনের "Azade-ke-Divane" চিত্রে পি, জয়রাজ ও শ্রীমতী ললিতা

৭ম বর্ষ]   ১৭ই মাঘ, ১৩৪১   31st January, 1935   [৫ম সংখ্যা

মনে রাখিবেন—
একমাত্র ইষ্টার্ণ আর্ট প্রোডাক্‌শানই এরূপ এতগুলি তারকার একত্র সমাবেশ করিতে সক্ষম।

শ্রীযুক্ত প্রেমাঙ্কুর আতর্থীর তত্ত্বাবধানে গৃহীত হইতেছে।

পরবর্ত্তী আকর্ষণ

ভা র ত - কী - বে টী

শ্রেষ্ঠাংশে — র ত ন বা ই

পরিচালক—প্রেমাঙ্কুর আতর্থী

ইষ্টার্ণ আর্ট প্রোডাক্‌শান লিমিটেড

শাখা ঃ
১২৮, মেন রোড, দাদর, বোম্বাই ১৪

হেড অফিস ঃ
মেন বাজার, হায়দ্রাবাদ, সিন্ধু

'দীপালী'র নিয়মাবলী

১। 'দীপালী' প্রতি বৃহস্পতিবারে প্রকাশিত হয়, নগদ মূল্য এক আনা। নমুনার জন্ত পাঁচ পয়সার টিকিট পাঠাইতে হয়।

২। কোনো সংখ্যার 'দীপালী' যথাসময়ে না পাইলে, স্থানীয় ডাকঘরে সম্বাদ লইয়া পরবর্ত্তী সোমবারের মধ্যে জানাইতে হইবে।

৩। 'দীপালী'-সংক্রান্ত টাকা কড়ি, বিজ্ঞাপন, দীপালীর ম্যানেজারকে পাঠাইতে হইবে। বিজ্ঞাপন এবং এজেন্সী সম্বন্ধীয় বিবরণ ও অন্যান্য জ্ঞাতব্য বিষয়ের জন্য তাঁহাকে পত্র লিখিতে হইবে।

৪। 'দীপালী'তে প্রকাশের জন্য রচনা-সমূহ 'সম্পাদক দীপালী' এই নামে 'দীপালী' কার্য্যালয়ে পাঠাইতে হইবে। উপযুক্ত ষ্ট্যাম্প দেওয়া না থাকিলে অমনোনীত রচনা ফিরাইয়া দেওয়া বা উত্তর দেওয়া হয় না। অমনোনীত রচনা সঙ্গে সঙ্গে ছিঁড়িয়া ফেলা হয়, কাজেই টিকিট না দিয়া রচনা পাঠাইয়া, পরে সে সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিলে কোনো ফলই হইবে না।

৫। 'দীপালী'র এজেন্ট হইবার বিস্তৃত বিবরণের জন্য 'দীপালী'র ম্যানেজারের সহিত পত্র ব্যবহার বা দেখা করিতে হইবে।

৬। বৎসরের প্রথম সংখ্যা অথবা দ্বিতীয় বর্ষার্দ্ধের প্রথম (২৫শ) সংখ্যা হইতে গ্রাহক হইতে হইবে। অন্য সময়ে গ্রাহক হইলে, তাঁহাকে হয় ১ম, নয় ২৫শ সংখ্যা হইতে কাগজ লইতে হইবে।

ম্যানেজার—দীপালী

১২৩৷১, আপার সার্কুলার রোড

পোঃ বিডন্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা ফোন—বড়বাজার ৩২৫৩

৫ম সংখ্যার সূচী

দীপালী কার্য্যালয়—১২৩।১, আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা—
ফোন বড়বাজার—৩২৫৩

৭ম বর্ষ { ১৭ই মাঘ বৃহস্পতিবার, ১৩৪১
৩১শে জানুয়ারী, ১৯৩৫ } ৫ম সংখ্যা

ঔদ্ধত্য

যে অর্ব্বাচীন ফিল্ম কোম্পানী তাদের ছবির প্রশংসাসূচক বিবরণ লেখা হয়নি ব'লে সহযোগী 'এ্যাড্‌ভান্স্‌কে' ভয় দেখিয়েছিল যে সেই কাগজে বিজ্ঞাপন দেওয়া তারা বন্ধ ক'রে দেবে, তাদের কাজের শুধু প্রতিবাদ ক'রেই আমাদের নিশ্চিন্ত থাকলে চল্‌বে না। সেই কোম্পানীর নাম আমাদের যেমন ক'রেই হোক জান্‌তে হবে, দেশের সকল পত্র পত্রিকাকে একযোগ হ'য়ে তাদের সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক রহিত ক'র্‌তে হবে, তাদের বিজ্ঞাপন বা কোনো ছবির কোনো বর্ণনা ছাপ্‌তে অস্বীকার ক'র্‌তে হবে আমাদের সকলকে। আমি স্বয়ং এমন ফিল্ম্‌ কোম্পানীর নাম জানি যাঁরা আগে ব্যক্তিগত ভাবে আমাকে সস্ত্রীক নিমন্ত্রণ ক'র্‌তেন, সম্পাদক হিসেবেও স্বতন্ত্র আহ্বান লিপি পাঠাতেন। বিরূপ সমালোচনার জন্যে তাঁরা সে নিমন্ত্রণ বন্ধ ক'রেছেন, সিজ্‌ন্ কার্ড 'রিনিউ' ক'রে দেবেন ব'লে ৩১-এ ডিসেম্বর তা নিয়ে, আজ পর্য্যন্ত নোতুন কার্ড দেন্‌নি। এই রকম মনস্তত্ব নিয়ে যাঁরা আর্টের চর্চ্চা করেন, তাঁদের নিন্দার যোগ্য ভাষা অভিধানে নেই। এঁরা ভুলে যান যে খারাপ ছবির নিন্দে আম্‌রা অবশ্য করি, কিন্তু ছবি ভালো হ'লে প্রশংসা আবার আমরাই ক'র্‌বো—আর কারুর কাছ থেকে এমন সাহায্য তাঁরা পাবেন না যাতে তাঁরা জীবন ধারণ ক'র্‌তে পারেন। আম্‌রা তাঁদের প্রকৃত শুভানুধ্যায়ী ও বন্ধু ব'লেই তাঁদের দোষ দেখিয়ে দিই, গুণের প্রচার কর্‌বার সময়ে আম্‌রাই আবার প্রশস্তিতে মুখর হ'য়ে উঠি। কোনো সম্পাদককে বিজ্ঞাপন বন্ধ ক'রে দেবার ভয় দেখিয়ে যে ফিল্ম কোম্পানী চিটি দিতে পারে, সেই কোম্পানী বাংলাদেশের তাবৎ পত্র পত্রিকাকে সম্মান-যোগ্য মনে করে না—ভাবে দু'পয়সার লোভে তার চোখ্‌রাঙানিতে সম্পাদকরা সঙ্কুচিত হ'য়ে, কোম্পানীর খুসী মতো সমালোচনা ক'র্‌বে। 'এ্যাডভান্স' সেই কোম্পানীর নাম প্রকাশ ক'রে দিলে, সাম্বাদিকের কর্ত্তব্য থেকে তিনি চ্যুত হবেন না, সাম্বাদিকের যোগ্য কর্ত্তব্যই তাঁর করা হবে। আর ঐ স্পর্দ্ধিত ফিল্ম কোম্পানীর উচিত, বিনীত ভাবে 'এ্যাড্‌ভান্সের' কাছ থেকে দোষ স্বীকার ক'রে ক্ষমা চাওয়া।

'দীপালী'র পাঠক-পাঠিকারা জেনে সুখী হবেন যে, আস্‌ছে সংখ্যা থেকে আমার নামের সঙ্গে বন্ধুবর হেমেন্দ্রকুমার রায়ের নামও 'দীপালী'র সম্পাদক ব'লে প্রকাশিত হবে। হেমেন্দ্রকুমার শুধু আমার অনুজোপম সুহৃদ নন্, বাংলা সাহিত্যে তাঁর প্রতিভা বহুমুখী। তিনি যে আমার সহযোগিতা ক'রতে সম্মত হ'য়েছেন এর জন্যে তাঁকে কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। এতে আমার গুরু কার্য্য-ভার লঘু তো হবেই, তার ওপর 'দীপালী' অধিকতর সমৃদ্ধ ও জনপ্রিয় হবে।

—শ্রীগিরিজাকুমার বসু
দীপালীর সম্পাদক

গজপুর-গিরিসঙ্কট

(গাথা)

—শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়

পন্‌হালা-গড় হচ্ছে মহারাষ্ট্রের শিবাজী মহারাজের অধিকৃত দুর্গ। বিজাপুর-রাজ আদিল শাহের সৈন্যরা এই দুর্গ অবরোধ করে। দুর্গের মধ্যে আত্মরক্ষা করা যখন অসম্ভব হয়ে উঠল, শিবাজী তখন খুব অল্প সৈন্য নিয়ে রাত-আঁধারে গা ঢেকে, সেখান থেকে সাতাশ মাইল দূরবর্ত্তী বিশাল-গড়ের দিকে যাত্রা করলেন। কিন্তু সেখানে পৌঁছবার আগেই সকাল হয়ে গেল। তাঁর গূঢ় অভিপ্রায় বুঝে তখনি অসংখ্য শত্রু-সৈন্য এসে তাঁকে আক্রমণ করলে। তার পরের ঘটনা নীচের কাহিনীতেই প্রকাশ পাবে। এখানে বলা ভালো, ভারতীয় 'থার্মোপলি'র এই অপূর্ব্ব কাহিনীতে কোথাও ঐতিহাসিক সত্যের অপলাপ করা হয়নি।

পাত্রগণ

শিবাজী—(মহারাষ্ট্রের অন্যতম রাজা। তখনো ছত্রপতি হননি।)
বাজীপ্রভু—(শিবাজীর অধীনস্থ মাব্‌লেজাতীয় জমিদার ও সর্দ্দার।)
ফজল খাঁ—(শিবাজীর হাতে হত বিজাপুরের ওমরাও আফজল খাঁর পুত্র।)
স্থান—(গজপুরের গিরিসঙ্কট) কাল—(১৪ই জুলাই, ১৬৬০ খৃষ্টাব্দ)

'থার্মোপলি'র কথা তুমি জানো?
ভারতের তাতে নেইকো জাঁক্!
গ্রীক-বীরত্বে উরূপা মুখর—
যুগে যুগে তার বাজিছে ঢাক!
বুড়ো ভারতের পুরাণো প্রাণে
কত কথা আছে কেই-বা জানে?
এম্‌নি একটি কাহিনীতে শোনো
অতি-উদাত্ত দেশের ডাক—
এ নহে 'থার্মোপলি'র জাঁক্!

*

'পন্‌হালা'-গড় ছাড়িয়া যখন
শিবাজী যাবেন 'বিশাল'-গড়ে,
পিছে ধেয়ে আসে বিজাপুরী-সেনা
শ্মশান-ক্ষ্যাপানো অগ্নি-ঝড়ে!
ছার মারাঠীরা—মুষ্টিমেয়!
দুর্ব্বল, ক্ষীণ, দুষ্ট, হেয়!
যেতে যেতে এক গিরিসঙ্কট
গজপুর-পথে আসিয়া পড়ে।
শিবাজী যাবেন 'বিশাল'-গড়ে।

*

পিতৃহত্যার প্রতিশোধ চায়
আফজল-সুত ফজল খাঁন্।
অগণিত সেনা গর্জ্জিছে সাথে,—
আজ মারাঠীর নাহিকো ত্রাণ!
শিবাজী-রাজার ক্ষুব্ধ বুক,
চারিদিকে জাগে ব্যস্ত মুখ,—
হবে কি তবে কি রক্ত-সাগরে
মারাঠা-সূর্য্য অস্তমান?
প্রতিশোধ নেবে ফজল খাঁন্।

*

হাত জোড় ক'রে বাজীপ্রভু বলে—
"জয়তু শিবাজী! হে মহারাজ!
জনকয় লোক দাও মোরে সুধু,
শত্রু ঠেকানো আমার কাজ।
যাও তুমি চ'লে 'বিশাল'-গড়ে,
মাথা যদি থাকে আমার ধড়ে।
কোন্ বিজাপুরী ছোঁয় তব তনু,
অসি-দোলতে দেখিব আজ!
গোলাম হাজির, হে মহারাজ!"

*

"মোর তরে বীর! তুমি দেবে প্রাণ?"
শিবাজী কহেন শান্ত মুখে।
"এক প্রাণ কেন, শত প্রাণ পেলে
শত প্রাণ দেব প্রাণের সুখে।
তোমার দয়ায় চিনেছি দেশ,
তুমি যে মানুষ করেছ মেষ!
যাও জাতিপতি! সহেনাকো দেরি—
বিজাপুরী প্রেত আসিছে রুখে!"
—শিবাজী গেলেন দুঃখী মুখে।

*

দাঁড়াইল বাজী মহাকাল সাজি,
সাথী নিয়ে খালি কয়েক শত,
নেত্রে জ্বলিছে চিত্ত-পুলক—
গৌরব যেন হস্তগত!
হাজার হাজার বিজাপুরী সেনা
আসে চুকাইতে যত লেনা-দেনা,—
হাসে গুটিকয় মারাঠার প্রাণী,—
সাগরে বালির বাঁধের মত,
যেন অগণ্য হইবে শত!

*

চকিতে বন্যা ভাঙিয়া পড়িল,
গেল বুঝি ভেসে খড়ের মুটি!
"জয়তু শিবাজী!"........চকিতে বন্যা
ফিরে গেল ফের পিছনে ছুটি'!
আসে আর যায় বারংবার,
বিস্মিত তার হুহুঙ্কার!
খড়ের বাঁধনে সিন্ধু বাঁধিল
আজি মারাঠার ক্ষুদ্র মুঠি!
বন্যা রুখিল খড়ের মুটি!

*

হাজারের পর হাজারের ঢেউ,
পরেও কত-না হাজার আসে!
সংখ্যাহীন সে শরীরী শঙ্কা,
বৈশাখী ওঠে রুদ্র শ্বাসে!
দেখে বিজাপুরী পঙ্গপাল,
নাচে মারাঠার খড়্গ-ঢাল!
খাঁড়া নড়ে চড়ে, কলাগাছ পড়ে,
শিরোহীন দেহে রক্ত হাসে!
হাজারের পর হাজার আসে!

*

[ইহার পর ২২শ পৃষ্ঠায় দেখুন।

জোন ব্লণ্ডেল

"Gold Diggers of 1933", "Dames", Foot-light Parade" প্রভৃতি চিত্রে অভিনয় করিয়া সুনাম অর্জন করিয়াছেন।

স্বস্তিকা পিক্‌চার্সের "Durd-e-Ulfat" চিত্রের নায়িকা শ্রীমতী হীরা
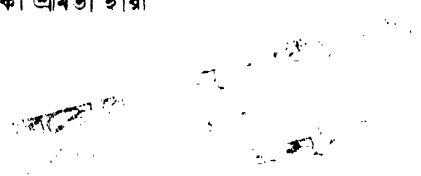
র্ণ আর্ট প্রোডাক্‌শনের "ভারত কী-বেটী" ও বা-ওফা-

"Carnival in Spain" চিত্রে মার্লেনে ডিয়েট্রিক

সুখের মতন

(উপন্যাস)

—শ্রীগিরিজাকুমার বসু

(৪র্থ সংখ্যার পর)

(১৭)

হিন্দুর ঘরের সধবা মেয়ে বর চাইবে কি করে কৃষ্ণার এ প্রশ্ন যুক্তিযুক্ত কিন্তু সেকাল আর নেই যে, দুজনে দুজনের গলার মালা দিয়ে ব'ল্লেই হবে 'ভগবান সাক্ষী রইলেন তোমায় আমি পতিত্বে বরণ ক'র্লুম, ভগবান সাক্ষী রইলেন তোমায় আমি পত্নী ব'লে গ্রহণ ক'র্লুম।' এখন পুরুত চাই, সাক্ষী চাই, পাঁচজনের উপস্থিতি চাই।

সমাজে মেয়েদের কর্তৃপক্ষরা মানুষকে জ্বালাতন ক'রে,তাকে দেহে মনে বিরক্ত ক'রে, তার সঙ্গত দাবীতে বাধা দিয়ে গোলোযোগের সৃষ্টি যে কেন করেন তা বুঝি না। বুদ্ধি যাঁদের নেই, তাঁরা বুদ্ধির বড়াই ক'রে বলেন মেয়েটার কিসে ভালো হবে সে বিষয়ে চিন্তা কর্‌বার ভার তো তারই কর্তৃপক্ষের উপর, মেয়ে যদি অবিবেচনার কাজ করে তো তাকে শেখাবেন তো তাঁরাই।

যখন শিশুকন্যা বা আট ন' বছরের মেয়েদের বিয়ে দেবার প্রথা সমাজে প্রচলিত ছিল তখন এই রকম সব মুরুব্বিয়ানার কথা বলা চল্‌তো কিন্তু ষোলো বছরের শিক্ষিত মেয়েকে আর অভিভাবক অভিভাবিকাদের পথ দেখিয়ে দিতে হয় না। কর্তৃপক্ষরা তা' যে না বোঝেন এমন নয়, তাঁদের বিধাতা অন্ধও করেন নি, তবু মজ্জাগত বিকৃতির ফলে তাঁরা অযথা এমন স্থলে বিঘ্ন সৃজন করতে চেষ্টা করেন, যেখানে কোনো বিঘ্নই মাথা তুলতে পারে না। যে কাজ অনায়াসসাধ্য, এর ফলে তাঁদের সে কাজ ক'র্‌তে হয় বাধ্য হ'য়ে—না ক'রে আর উপায় থাকে না যখন।

অপর দিক থেকে কঠিন অস্ত্র নিক্ষিপ্ত হবার আয়োজন চ'ল্‌ছিল কৃষ্ণা আর আমি দুজনেই তা' বুঝতে পারলুম—সে অস্ত্রের আঘাত যাতে আমাদের বুকে মোটেই না লাগে, এর মধ্যে তার ব্যবস্থা বেশ পাকা ক'রে আমরা নিরাপদ হ'য়ে ব'সেছিলুম ব'লে, অন্য পক্ষের কার্য্যকলাপে আমাদের চাঞ্চল্য ঘটলো না। কৃষ্ণাকে জিগ্‌গেস ক'রেছিলুম আমাদের নিজেদের অন্যায় আক্রমণ বা ভবিষ্যত বিচ্ছেদ থেকে রক্ষা ক'র্‌বার জন্যে যা কিছু উপায় উভয়েয় সম্মতিক্রমে আমাদের অবলম্বন করতে হ'য়েছে তার জন্যে সে কুণ্ঠিত বা অনুতপ্ত হ'য়েছে কিনা। সে হাসিমুখে ব'ল্‌লে এই প্রশ্ন শুধু অনাবশ্যক নয়, একেবারে উঠ্‌তেই পারে না। আমি কুণ্ঠিত বা অনুতপ্ত হইনি তা আপনি ভালো রকমই জানেন, সু-ব্যবস্থার বুদ্ধি আমারই মাথায় প্রথম যুগিয়েছিল সে কথাও নিশ্চয় আপনার স্মরণ আছে। সাহস কি শুধু আপনার একারই আছে? নারী দুর্ব্বল নয়, ওটা পুরুষেরই কল্পনা, নিজেদের বড়ো কর্‌বার জন্যে—যদি বা সে অন্য সময় দুর্ব্বল হয়, তার প্রিয়তমের বুক থেকে তাকে কেউ ছিনিয়ে নিয়ে যাবে, এমন সম্ভাবনা উপস্থিত হ'লে সে কোটি মাতঙ্গের বল ধরে—শরীরে নয়, হৃদয়ে। আমি যদি এখন মিথ্যে করেই বলি যে কুণ্ঠিত বা অনুতপ্ত হ'য়েছি, তাতেও কিছু যাবে আসবে না।

আজ মনে প'ড়ছে অনেক কথা—কৃষ্ণাকে ভালো ক'রে জান্‌তুম না তথচ তাকে দেখেই ভালোবেসেছিলুম, তার বোন্‌দেরও দেখেই স্নেহ ক'রেছিলুম। কেমন ক'রে কৃষ্ণার সঙ্গে হৃদয় জড়িয়ে গেল জানি না—সৃষ্টির গোড়া থেকে এই রহস্যের সমাধান করতে আজো কেউ পারেনি, কোনোদিন পার্‌বেও না। হাজার বার হাজার জায়গায় এমন কথা অগণিত লোক কথায় ব'লেছে ও ছাপার অক্ষরে লিখেছে, তবু বলা কারুর শেষ হবে না, যতদিন এক হৃদয়ের সঙ্গে অন্য হৃদয়ের বিনিময় পৃথিবীর সমস্ত যুক্তি তর্কের, সমস্ত দর্শন বিজ্ঞান নীতির ধারণাতীত হ'য়ে জগতে ঘট্‌তে থাক্‌বে।

কৃষ্ণা আমাকে যারপর নেই ভালবাসে, আমার কাছ থেকে তাকে কেউ নিয়ে যেতে পার্‌বে না, সহস্রবার সে সত্য আমাকে জানায়, আমি যে তাতে অপরিসীম তৃপ্তি ও আনন্দ পাই সে কথা বলা নিষ্প্রয়োজন—এর চেয়ে খুসীর ব্যাপার আমার হ'তে পারে না যে। কিন্তু তা সত্ত্বেও প্রথম প্রথম আমি কৃষ্ণার জন্যে ব্যথাও অনুভব ক'র্‌তুম। আমার কেবল মনে হ'তো আমার সঙ্গে তার একটা রহস্যের সম্পর্ক আছে বলে, কিশোর বয়েসে এত ঘনিষ্ঠ ভাবে অন্য কোনো পুরুষের সঙ্গে মেশেনি বলে, আমার কাছ থেকে যেমন আদর পেয়েছে, তেমন আর কারো কাছ থেকে পায়নি বলে, আমার প্রতি তার একটা আকর্ষণ জন্মেছে। এ আকর্ষণ খেলা-ছলেই, আর একটু বড়ো হ'লে থাকবে না—এর স্থায়িত্ব দীর্ঘ হবে না।

কিন্তু কিশোরীর কৌতুক-লীলা যে আমার প্রতি কৃষ্ণার প্রেম নয়, যখন সমস্ত মন প্রাণ দিয়ে তা' উপলব্ধি ক'র্‌লুম, তখন যত রকমে পারি তার হৃদয়ের গতিকে অন্তর্মুখী করবার

চেষ্টা ক'র্তে ত্রুটি করি নি। কিছুতেই কোনো ফল হয় নি। আমার কবি-বান্ধবীটি তাঁর নিজের জাতের একজনের বয়েসের কথা ভেবে আমাকে সব দিক ভালো ক'রে বুঝে দেখতে ব'লেছিলেন,তাঁর-ই মতো একজন নারীর প্রতি সহানুভূতি বশতঃ। সে কথা তাঁর অনেক আগে আমি আকুলতা ও একাগ্রতার সঙ্গে বিশেষ ভাবে বিবেচনা ক'রে দেখেছি, কৃষ্ণাকেও তা বিবেচনা ক'র্তে অনুরোধ ক'রেছি, ব'লেছি—তুমি যে প্রতিজ্ঞা ক'র্ছ তা করা তোমার উচিত নয় কৃষ্ণা, তোমার তাতে ক্ষতি হবে। কেই বা শুন্‌ছে সে কথা, কেই বা গ্রাহ্য ক'র্ছে সে প্রতিবাদ! কৃষ্ণা শুধু হেসে জবাব দিত, আমাকে আর কত পরীক্ষা ক'র্বেন? বার বার সব পরীক্ষায়-ই সম্মানের সঙ্গে তো উত্তীর্ণ হ'য়েছি, এর পর আরো পরীক্ষা চ'ল্‌লে, অগ্নি-পরীক্ষাতে-ই আমার সব শেষ হবে—জানিয়ে রাখ্‌লুম।

কৃষ্ণার কথার যা মানে হয়, তা হচ্ছে সেক্‌স্‌পিয়ারের সনেটের ভাষায়, "To me, you never can be old". আমি তখন আপ্‌নাকে সম্পূর্ণ তার-ই ইচ্ছাধীন ক'র্‌লুম, Thomas-a Kempis যা ব'লেছেন বুঝ্‌লুম তার সবটাই সত্যি—"Whosoever is not ready to suffer all and stand resigned to the will of his beloved, is not worthy to be called a lover."

আমার স্ত্রী সতীন ব'লে আনন্দ ক'রে কৃষ্ণাকে অনেকবার ডেকেছেন, তার বর ব'লে অনেকবার আমার উল্লেখ ক'রেছেন কিন্তু সে-ও কৌতুক মাত্র। তিনি অনেক বার আমায় ব'লেছেন, তোমরা যে ব্যাপারটা কে সত্যি-ই আসল স্বামী স্ত্রীর মতো দাঁড় করাচ্ছ। নকল স্বামী স্ত্রী আসলের অভিনয় ক'র্ছে মাত্র এই ভাবে তাঁরা আমাদের নিয়ে মজা ক'র্‌তেন। যদি তিনি কোনো দিন কৃষ্ণাকে ব'লে থাকেন 'আমার স্বামীর ভাগ তোমাকে দিতেই হবে দেখ্‌ছি' সে অবিমিশ্র তামাসা ক'রে, কোনো আন্তরিক সত্য প্রচার কর্‌বার জন্যে নয়—এ কথা জেনে নয় যে বিধাতা তখন অমোঘ আশীর্ব্বাদযুক্ত ভবিষ্যদ্বাণী উচ্চারণ ক'রেছিলেন—তথাস্তু।

তিনি এবং কৃষ্ণার অন্যান্য কর্ত্তৃপক্ষরা আমাদের মনের সত্য সম্বন্ধটার বিষয়ে কোনো খেয়াল-ই যে রাখেন নি, তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ হ'চ্ছে এই যে তাঁরা পরিচিত, অর্দ্ধপরিচিত, সদ্য পরিচিত সকলকেই সুবিধে পেলে ব'ল্‌ছিলেন কৃষ্ণার জন্যে পাত্র খুঁজতে। আমি আর কৃষ্ণা পরস্পরে এই নিয়ে বেশ মজা ক'র্‌তুম। আমি ব'ল্‌তুম, তোমার বিয়েতে আমি খুব খাট্‌বো কৃষ্ণা, লুচির ধামা নিয়ে ছুটোছুটি ক'র্‌বো, লোক জনকে যত্ন ক'রে বসাবো, মাঝে মাঝে বাসর ঘরের দিকে একটু দৃষ্টিপাত ক'র্‌বো। কৃষ্ণা হেসে ব'ল্‌তো, আপ্‌নার বিয়ের সময় আমারও কাজ কিছু কম থাক্‌বে না। চেলি পরবো, চন্দন প'র্‌বো, পিঁড়েয় বসবো, আপ্‌নার হাতে হাত রাখবো, গাঁট-ছড়া বাঁধা থাকার ফলে আপনার সঙ্গে সঙ্গেই আমাকে চলাফেরা ক'র্‌তে হবে, শুভদৃষ্টির সময় ঐ চির প্রিয় মুখ-খানির দিকে আর একবার ভাল ক'রে চাইবো। এই রকম সব কত' কি। অন্য কারুর হাতে তাকে সম্প্রদান করা হবে, ঠাট্টা ক'রেও তাকে সে কথা বল্‌বার যো ছিল না।

(চ'ল্‌বে)
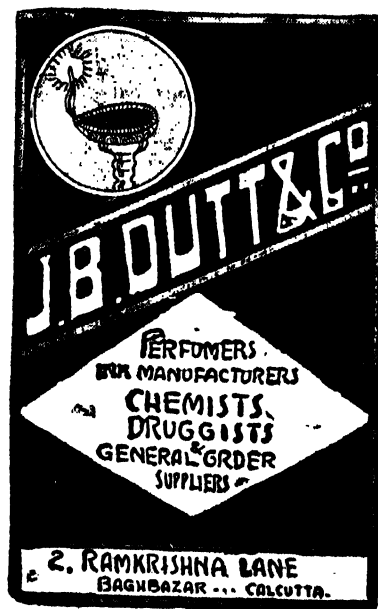
একটা গুব্‌রে পোকা তার নিজের ওজনের আটশ' পঞ্চাশ গুণ ভার বহন কর্‌তে পারে।

●

ইংলণ্ডের সাউথ কেন্‌সিংটন যাদুঘরে একটা তিমি মাছের মাথা আছে, তার ওজন প্রায় একশ' আটষট্টি মণ।

●

খাদ্য গ্রহণ না করেও মানুষ অনেকদিন বা অনেক সপ্তাহ বাঁচ্‌তে পারে কিন্তু জল না খেয়ে ষাট ঘণ্টার বেশী বাঁচা একরকম অসম্ভব।

●

বর্ত্তমানে ডিউক ও ডাচেস্ অফ ইয়র্ক' রয়েল লজ নামক উইণ্ডসার পার্কের যে আবাসে থাকেন সেটি ইংলণ্ডের রাজা চতুর্থ জর্জ্জ নির্ম্মাণ করিয়েছিলেন।

●

প্রসিদ্ধ ফরাসী হাস্যরসিক লেখক Moliere-এর আসল নাম হোলো—Jean Baptiste Poquelin.

●

জন সাধারণের কল্যাণকর কোনো বিষয় সম্বন্ধে দরকার হলে ইংলণ্ডের যে কোনো "পিয়ার" রাজাকে তাঁর কথা শোনাবার অধিকারী।

●

সিসিলির মার্টিন দি কার্ষ্টে'র পিতা, মার্টিন দি সেকেণ্ড নাম নিয়ে, তাঁর ছেলের পরে রাজা হ'য়েছিলেন।

●

ল্যাপউইঙ পাখী ঘণ্টায় গড়ে একশ মাইল যেতে পারে।

●

এ্যামেরিকার অপোসাম নামক জন্তুর মতো ঠক্ আর নেই। ঐ জন্তু দরকার হলে মৃতবৎ পড়ে থাকে, বেশ ক'রে ঠেঙিয়ে দূরে ছুঁড়ে ফেলে দিলেও, জীবনের কোনো লক্ষণ প্রকাশ করে না।

"জীবনের সায়াহ্নে"

(গল্প)

—শ্রীমতী গৌরীরাণী দেবী

সত্যি রাণু, জীবনে যদি তোমায় কাছে পেতুম, চিরদিনকার জন্য, জীবনের ধারা আমার বদলে অন্য রকম ভাবে চলত। তোমার ঐ কালো দুটো চোখের চাউনি, যদি আমার জীবন পথে অমনি জেগে থাকৃত তা' হ'লে সত্যি বলচি রাণু, এমন অমানুষ হ'য়ে উঠতাম না।

কত সাধ, কত না মনের বাসনা, কল্পনা, এক সাথে সব, বাণের জলে ভেসে যাবার মতন কোথায় চলে গেল, সে শুধু আমারি দোষে, শুধু যদি আমি মানুষ হ'তাম। রাণু আজ তোমায় একান্ত কাছটিতে পেয়েছি, আজ বলো, তোমার সমস্ত ছোটো খাটো ঘটনা গুলি, আর এ জীবন-ই বা তোমার কেমন লাগছে? বলো রাণু আমি শুনে যাই, দিগন্তের ঐ দিকটায় ততক্ষণে ডুবে যাক্ ঐ আলোটুকু, হ'য়ে আসুক সন্ধ্যা। তোমার বলা শেষ করো না—বলে যাও যা তোমার মনে আসে যা ইচ্ছা। আজ আর, মুখখানি হেঁট করে থেকো না, লজ্জাকে আজ আর মনের কোণে ঠাঁই দিয়ো না, বলে যাও রাণু।

রাণু কোনো কথা বল্লে না, তার মুখটি আমার কাঁধের কাছে ঝুঁকে এলো, আল্‌গা করে বাঁধা খোপাটি তার পিঠের উপর এলিয়ে পড়ল, তার মধ্যে থেকে একটি মিষ্টি সুবাস এসে সারা মনটা আমার পাগল করে তুললে। আমার অন্তরে সেই একটি হারানো দিনের, কিশোর স্মৃতি যেন মনটাকে নাড়া দিয়ে গেল। তার নরম হাত দু'খানি ধরে কাছে বসালুম, দেখলুম তার চোখ দুটি ভিজে, গোলাপী গাল দুটিতে তারি চিহ্ন, বুকটা আমার কেমন করে উঠল, এখনও তবে রাণুর মনে আছে। সেই ছোট বেলাকার তার সাথীটিকে, এখনও তবে ভালবাসে, একি তারি চিহ্ন নয়? আনন্দও হো'ল, আবার না জিজ্ঞেস করে থাকৃতে পারলুম না, রাণু তোমার চোখে জল কেনো? সে শুধু তার রঙিন আঁচলটিতে মুখটি মুছে নিয়ে দাঁড়াল, বললুম বোসো, কতক্ষণ আর দাঁড়াবে? বাইরে কার জুতোর শব্দে উঠে দাঁড়ালুম, উঠে চলে গেলুম ছাদে, রাণু পাষাণে গড়া প্রতিমার মতন বসে রইল।

সন্ধ্যা হ'য়ে গেছল অনেকক্ষণ, ছাদে তবু বেড়াচ্ছিলুম, না ইচ্ছে করলেও, বেড়াতে বেড়াতে নীচের দিকে চেয়ে দেখতে পেলুম, রাণু—দাঁড়িয়ে বাগানে, একটা হেনা গাছের ঝোঁপের পাশে। ডাকলুম ইসারায়, মনে হল ঘাড়টি ফেরালে। আমি আর থাকলুম না ছাদে, নীচে নেমে গেলুম। গিয়ে, তার হাত দু'টি ধ'রে বললুম, বলো যদি কিছু অন্যায় বলে তোমায় ব্যথা দিয়ে থাকি। শুধু তোমার বুকে ঘা, দিতেই যেন আমার জন্ম হ'য়েছিল, কোন আনন্দ আজও দিলুম না—দুঃখই দিলুম। না রাণু, সত্যি তাই নয়? ক্ষমা কোরো আমায়। তুমি ক্ষমা কর্ব্বে কি না তাই আজ বলো, রাণু—বলে থেমে গেলাম।

সে আমার মুখের পানে চেয়ে বল্‌লে, দেখুন, অমন সুরে আর আমায় রাণু রাণু বলে ডাকবেন না, বড় মন খারাপ হয়, আমি কি এখন তেমনি ছোট্ট চপল দুষ্টু রাণুটি আছি? এখন আমি একেবারে আলাদা, চেয়ে দেখুন সে মানুষ ত আর নেই। বলে, তার চোখ দু'টি মুছে নিলে; আমি বললুম, হবে, সে কথা সত্যি, তা আমি জানি, তোমায় পেতে চাই না, পাবো না জানি। মনের সাধ যা তাই গোড়ায় বলেছিলুম, তুমি সুখী হ'য়ে, সেই পরম ভাগ্যবান মানুষটিকে সুখী করো, এই প্রার্থনা তাঁর চরণে। তোমার শুভ কামনা চিরদিন কর্ব্ব। তবু তোমার মুখ থেকে দুটো কথা শুনতে আজ সাধ হ'য়েছিল। যতই মনকে বোঝাতে চাই, তবু তুমি যেই কাছটিতে এসে দাঁড়ালে মনে হ'ল এইত আমার সেই চিরদিনকার রাণু, কিছুতেই নিজেকে আটকাতে পারলুম না। তুমি থাকো কতদূরে "নাইনিতালে", আমি থাকি কল্‌-কাতার এক বদ্ধ গলিতে—কত দূরে। আজ কাছে এসেছ, বার বার তা' ভুলে যাই, গোধূলি সময়কার সেই সূর্য্যাস্তের লাল আভা টুকুর মতন, তোমার সিঁথির মাঝখানটিতে একটি রেখা উজ্জ্বল হ'য়ে আছে, শুধু একটি মানুষেরই কল্যাণের জিনিষ, একটি মানুষের কল্যাণের জন্যই ঐ টিপটি তোমার জোড়া ভুরুর মাঝখানটিতে জ্বলছে, তবু কেনো ভুলে যাই বলো রাণু। মনে হয়, না, তেমনিই রাণু আমার আছে। ছোট্ট বোনটির মত ভাল-বাসবো তাও দেবে না? ঐটুকু কেড়ে নিতে চেয়ো না, সময়ে অসময়ে ডেকো। তুমি দুদিন পরে চলে যাবে অনেক দূরে, আজ মনে হচ্ছে সব তোমায় বলি, কিন্তু কত সে না-বলা কথা বুকের দরজায় ঘা মারছে, তা' বলতে আমার সময় থাকলেও, তোমার সময় নেই। যখন চলে যাবে কী দুঃখটাই মনে মনে পাবো, রাণু তোমার কি কিছু বলবার নেই? তোমার এই চুপ করে থাকা, আমার আজ অসহ্য লাগছে, মনে হচ্ছে তোমায় ঝাড়া দিয়ে সব কথা বার করে নি, কিন্তু নিরুপায়। আজকের মতন এমন একটি দিন, আর ফিরিয়ে, আন্‌তে পার্ব্বে না। আমি বোসে, তুমি গাছের ডাল ধরে দাঁড়িয়ে—আকাশে ক্ষীণ একটু চাঁদের রেখা, হেনার গন্ধ, তোমার জলভরা চোখের চাউনি আমার মুখের পানে, আর আমার এই প্রলাপ, এ দিনের জীবনে এই শেষ, কিনা তাইবা কে জানে। রাণু কিন্তু কিছু বললে না, শুধুই শুনে গেল।

• • •

অনেকদিন পরের কথা, অনেক ঝড় ঝাপটা মাথার ওপর দিয়ে চলে গেছে, এখন আমি এক হাসপাতালে পড়ে আছি। অসহায় অবস্থায় যার আপনার কেউ নেই, তার বেঁচে থাকার মতন বিড়ম্বনাও কিছু নেই। তবু নার্সদের সেবা যত্ন এ বেদনার মাঝেও এক কণা সুখ; নার্স একটি আছে, কেবল সে ঘুরে ঘুরে থার্ম্মোমিটার আর ঘড়ি নিয়ে বেড়াচ্ছে। তার সেবা যত্ন অতি সুন্দর, চেহারাটিও সুন্দর, হাসলে অনেকটা রাণুর মতন লাগে। তাই চেয়ে চেয়ে দেখি, সে যে কি মনে করে জানি না। তাকে আমি নাম ধরে ডাকি। সব সইতে পারছি, পাশের ঘরের একটা রুগীর কাৎরানী এ যেন সইতে পারছি না। কী চীৎকার বাপরে! আমার বুকটা যেন হা হা করে ওঠে; তারও কেউ নেই বোধ হয় আমারি মতন।

বিকেল বেলা বিছানায় পড়ে আছি, নার্স ঘরে ঢুকল। মুখে চোখে করুণা যেন ফুটে আছে। তার কথায় বুকের ব্যথার উপশম হয় যেন।

আমার মুখের পানে চেয়ে ব'ললে, আজ কেমন আছেন আপনি। মনে হ'ল বলি ভাল ত' নেই। তবু ব'ললুম, ভাল আছি অন্য দিনকার চাইতে—যে অক্লান্ত সেবা যত্ন আপনি করেন, যদি বেঁচে উঠি সে শুধু আপনার সেবার গুণে। রুচিরা বল্লে, সেটা আমাদের কর্ত্তব্য নয় কি? মনে মনে ভাবলুম, সত্যি-ই ত' কর্ত্তব্য ব'লে-ই ত' ক'রছে, আমি বলে নয়। সে তার হাতখানি আমার কপালে রেখে বল্লে, আজ কিন্তু বেশী জ্বর উঠবে না, এখন-ই যখন গা বেশী গরম নয়।

ব'ললুম, দেখুন বড় ইচ্ছে ক'রছে আজ একটু উঠে বসি, বসব কি? রুচিরা বল্লে, না তা হবে না বুকের ব্যথা না কমা পর্য্যন্ত অমনি ভাবে থাকবেন, শীগ্‌গির সেরে যাবে। বলে তার সেই মোটা খাতা খানা নিয়ে কি সব লিখতে বসল, কিছুক্ষণ বাদে ব'ললে, দেখুন আপনার নামে একটা চিঠি আছে বয় যায় নি দিয়ে? চিঠির কথা শুনে বুকটা আমার শিউরে উঠলো কেনো, কি জানি মনে মনে ভাবলুম কে দেবে চিঠি কেউ ত' নেই আমার, মনের অন্তঃস্থল পর্য্যন্ত খুঁজে নিলুম, রাণুকে অবশ্য মনে প'ড়েছিল, সে ছাড়া আর কে? বিছানা ছেড়ে বসবার যোগাড় কচ্ছি, রুচিরা বল্লে, ও কি অমন ব্যস্ত হচ্ছেন কেন, এখুনি আনছে চিঠি। বলে ঘর থেকে চলে গেল তারপর শুয়ে আছি উদ্বিগ্ন মনে—কত যুগ যেন চোখের সামনে কেটে যাচ্ছিল। চিঠি এনে দিল না, ঘরে ঘরে আলো জ্বলে উঠলো মনটা কী সে কচ্ছিল। প্রায় ঘণ্টা খানেক বাদে চিঠিটা এনে দিল, আমার দূর সম্পর্কের এক কাকা আছেন, তাঁর ঠিকানায় চিঠিটা লেখা। সেটা অনেক ঘুরে আমার কাছে এসে পৌছেচে, ছাপে দেখলুম "নাইনিতাল" লেখা যদিও ঝাপসা তবু গোটা খামটা দেখা যেন, আমার শেষ হচ্ছিল না। রুচিরাকে ডেকে ব'ললুম মাথার বালিসটা উঁচু করে দিতে। পড়তে অসুবিধে হচ্ছিল বলে রুচিরা আমায় ঠিক করে শুইয়ে দিয়ে গেল। খামখানা ছিড়লুম, খামের ছেঁড়া টুকরো টা-ও বালিসের তলায় রেখে দিলুম। ভগবান আমায় তারি হাতের লেখাটুকু এনে দিল, যাকে প্রতি মুহূর্ত্তে মনটা চাইছিল, এত বড় একটা ব্যথা বুকে নিয়েও, আজ আনন্দে মনটা কি যে করছে! আজ রাণু আমায় চিঠি লিখেছে।

চিঠিটা বার করলুম, বুকের ওপরে কয়েকখানা দশ টাকার নোট ঝ'রে প'ড়ল, এগুলো যদি ফুলের পাপড়ী হ'ত, বড় আনন্দ পেতুম, রাণু লিখেছে—

নাইনিতাল
"কুইনভিলা"

পূজনীয়,

অমিয় দা,

কত দিন তোমার খবর পাইনি আজ আমার মনটা বড় আকুল। কেমন আছ জানাবে। কোথায় যে আছ তা-ও জানি না। ঘুরে ঘুরে তোমার বেড়ান স্বভাব; একবার

আমাদের কাছে এসো। আর ১০।১২দিন বাদে "ভাই ফোঁটা"—নিশ্চয়-ই এসো। তোমার কপালে একটা ফোঁটা দেবো, তুমি চোখ বুঁজে আমার মাথায় হাত দিয়ে আশীর্ব্বাদ করবে, সেদিনটি মনে করতেও আজ বড় আনন্দ পাচ্ছি। বড় দুঃখ পাবো, তুমি না এলে। নোট ক'খানা নিয়ো, অনেক দূরের পথ, কিছু মনে কোর না, প্রণাম নিও, নিশ্চয়-ই এসো···

ইতি—
তোমারি ছোট বোনটি
রাণু

চিঠিখানি পড়ে মনে হ'ল এখুনি দৌড়ে চলে যাই। নোট ক-খানা রেখে দিলাম চোখ ভ'রে জল এল—রাণুর এ আহ্বান রাখতে পারব না হয় ত। রাণু ত' জানে না, তার অমিয় দা আজ কি অবস্থায় প'ড়ে আছে। রুচিরাকে ডাকলুম, ব'ল্লুম, রুচিরা সেরে উঠতে পার্ব্ব না এক সপ্তাহের ভেতরে? দাও আমাকে তোমরা সবাই মিলে সুস্থ ক'রে, আমি যাই রাণু আমায় ডেকেছে! আমার কল্যাণ কামনা ক'রে সে দেবে আমার কপালে একটি ফোঁটা, সব অকল্যাণ আমার দূর হ'য়ে যাবে। রুচিরা, একটা চিঠি আমার হ'য়ে তুমি লিখে দেবে? আমি যে লেখবার শক্তিটুকুও হারিয়েচি—সে যদি এ চিঠির জবাব না পায়, মনে কর্ব্বে, তার অমিয় দা তাকে ভুলে গেছে। এ কথা তাকে আমি ভাবতে দেবো না, কিছুতে-ই না। বলো রুচিরা একটু সময় নষ্ট কর্ব্বে তোমাদের এ অভাগা রুগীটির জন্য?

রুচিরা কাছে এলো, পার্কার পেনটা বার করে—এক টুকরো কাগজ খাতা থেকে ছিঁড়ে নিলে। সবে লিখতে যাচ্ছে, বাইরে থেকে তাকে ডাকল ডাক্তার রায়। রুচিরা দৌড়ে খাতা ফেলে চলে গেল, অসহায়ের মতন চেয়ে পড়ে রইলুম খাটে। হাঁসপাতালের নার্সকে দিয়ে চিঠি লেখাব, তার কি সময় আছে? সে আমার কেই বা? তবু বড় আপনার মনে করে নিয়েছি। এ অন্যায় আবদার শুধু সেই জন্যেই; এমন অবস্থায় ভগবান আমায় ফেলেছেন, পাস ফিরে একটু ঘুমুবো তারও যো নেই।

কিন্তু রাণুর এ চিঠির জবাব না দিতে পারা পর্য্যন্ত সারা রাত ঘুমুতে পার্ব্ব না; রুচিরা উঠে গেল—এমন মনটা কচ্ছে, মনে হচ্ছে কখন তাকে দিয়ে লিখিয়ে নেবো। অন্ধকার ঘিরে এসেচে, চারদিক মরণের মত বিষণ্ণ শুব্ধ, এ সন্ধ্যার অন্ধকারটা যেনো ভয় লাগানো, একটা ছায়া তখনো কাল আকাশখানার বুকে জড়ানো রয়েচে। চুপ করে শুয়ে রইলুম, রাত্রের ডিউটি রুচিরার, তাই তাকে আবার কাছে পেয়ে ব'ল্লুম, রুচিরা রাত্রে তবে দেবে লিখে? সে বল্লে, এখনি দিন, কিছুক্ষণ এখন ছুটি" ব'ল্লুম অন্তরের ধন্যবাদ এই নাও এই বিছানার এসে, বসে লেখো, আমি বলে যাই—

(জেনারেল হস্‌পিট্যাল)
রাঁচি
ক্যাবিন নং ৭

প্রিয় রাণু,

আজ আমার জীবনের শেষ ক্ষণে তোমার আহ্বান লিপি এলো, এ যেন মরণের সময় চক্ষুদানের মতন। তুমি আমায় ডেকেছ কিন্তু তোমার ও আদর করে ডাকাটুকু হয়ত আমি রাখতে পার্ব্ব না। তুমি দিতে আমার কপালে একটি ফোঁটা, আমার কল্যাণ কামনা ক'রে, এ ভাবতে আমার বুকের শীর্ণ পাঁজোরগুলো পর্য্যন্ত যেন উল্লসিত হ'য়ে উঠছে। কিন্তু রাণু ওপরের ঠিকানা দেখে বুঝেছ আমি কোথায়, তবু মনে করে যে লিখেছ এ আমার জীবনের শেষ আনন্দ। সেই আনন্দটুকু শেষ সম্বল আমার। তোমার হাতের ফোঁটা নেবার লোভ আমার সারা অন্তর জুড়ে রইল, একদিন যেন তা' সার্থক হয়, এ জন্মে না হয় আর জন্মেও।

যদি আজ আমি সুস্থ থাকতুম তোমার চিঠি পেয়েই রওনা হ'তুম, কিন্তু বিধাতার পরিহাস আমার ওপরে চিরদিন ধরে চলে আসচে। টাকা কয়েকটি পাঠালুম মনি অর্ডার করে, খামে পাঠাতে ভরসা হোল না।

ইতি—
আশীর্ব্বাদ নিয়ো
তোমার অমিয় দা

মাস দেড়েক হয়ে গেল এখনও হস্‌পিটেলে পড়ে আছি। হস্‌পিটেলের সেই নিয়ম কানুনের মাঝে, কার্ব্বলিক লোসনের গন্ধ, গোলাপী তুলো, আইস ব্যাগ, নীল লাল ওষুধ, সবাই মিলে আমায় যেন ঘিরে দাঁড়িয়েচে কিছুতেই রেহাই দেবে না। মাথার যন্ত্রনাটা ছিল না, আবার ধরেছে। কত ওষুধই খেলুম,আজ রুচিরা নেই আমার দিকে, অনেকদিন চলে গেছে অন্য ওয়ার্ডে, তাই তার অভাব খুবই মনকে কাঁদায়। তার পরিবর্ত্তে এসেছেন এক মহিলা, মায়ের মতন তাঁরও মুখের কথাগুলি। বেশী কথা বলেন না। যেমন এক সন্ধ্যায় রুচিরাকে দিয়ে চিঠি

লেখাচ্ছিলুম, আজও তেমনি সন্ধ্যা। তখন আরো একটু রাতের ছোঁয়া সন্ধ্যার বুকে লেগেছিল, এখন ঠিক সন্ধ্যা। শুয়ে শুয়ে আর যেন পারছি না কিন্তু উপায় নেই। শুয়ে আছি, মিসেস গুপ্তা এসে বল্লেন, মিঃ ব্যানার্জ্জি আপনার বাড়ীর দু'জন লোক দেখা করতে চান, আনবো? আপনি কি পারবেন তাঁদের সঙ্গে কথাবার্ত্তা বল্‌তে, না বারণ করে দেবো।

আমি তখন তাঁর মুখের পানে চেয়েছিলুম, বুঝতে পারছিলুম না, ব্যাপারখানা কি। আমার আপনার লোক দুনিয়ায় কে? মনে মনে ভাবছি, বুকটার মধ্যে যেন ঝড় বইছে। বললুম, নিশ্চয়ই ডেকে আনুন, কথা বলব যেমন করে হোক। কিছুক্ষণ বাদে মিসেস গুপ্তার সঙ্গে ঘরে ঢুকলেন প্রথমেই এক সু-চেহারার ভদ্রলোক—সুট পরা—মাথার টুপি হাতে ধরে আছেন। তাঁর পাশেই ছবির মতন দাঁড়িয়ে রাণু। ঠিক তেমনি তার চেহারাটি আছে, কোন পরিবর্ত্তন তাকে আমার মনের কাছ থেকে ভিন্ন করতে পারেনি, আমিই প্রথমে বললুম, রাণু এখানে কবে এলে?

সুশান্তবাবু বল্লেন, এইত ষ্টেশন থেকে আসচি কিন্তু এসে এ যা মর্ম্মান্তিক দৃশ্য দেখচি এমন অবস্থা কি করে হল বলুন ত? কি হ'য়ে গেছেন উঃ সেই চেহারা? কথাগুলো ভাল করে বল্‌তে পারলুম না, ঠোঁটটা কেঁপে উঠল, বললুম মটর Accidentএ এই অবস্থা—একেবারে যদি গলার ওপর দিয়ে যেতো সব শেষ হয়ে যেতো।

তিলে তিলে এই মৃত্যু যন্ত্রণা। দেখতে পেলুম রাণুর চোখভরা জল বুকের আঁচলে টপ টপ করে গড়িয়ে পড়চে, মুখখানি পাংশু হ'য়ে উঠেছে। সুশান্ত বাবু বল্লেন সর্ব্বনাশ, কতদিন এমন অবস্থায় আছেন বলে আমার বিছানায় পায়ের কাছে বসে পড়লেন।

ব'ললুম, অনেকদিন হ'য়ে গেল পড়ে আছি এবং একটা দিন, এক একটা যুগ বলে মনে হচ্ছে; রাণুর দিকে মুখ ফিরিয়ে ব'ললুম, রাণু ভাই ফোঁটা দিতে বুঝি এসেচ? আনো চন্দনের বাটী, দাও তোমার অমিয়ধার কপালে একটি ফোঁটা। যদি যমের দুয়ারে কাঁটা পরে, যদি সত্যই বেঁচে উঠি। বড় সাধ যাচ্ছে আজ তোমাদের দেখে বাঁচবার, কিন্তু রাণু এ যুদ্ধে জয়ী হ'তে পার্ব্ব না, অন্ধকার যবনিকা ঐ আমার সামনে ঝুলচে, জমাট অন্ধকার। মন কি চায়, তোমাদের ছেড়ে ঐ অন্ধকারে ডুব দিতে? আজ জীবনের সায়াহ্নে তোমরা, এসেচ রাণু, কোথায় বসাব কী-ই-বা করব? ফোঁটা তোমার দেওয়া হোল না প্রতিবার ভাই ফোঁটার সময়ে তোমার ঘরের পূব দিকের দরজার গায়ে একটি করে ফোঁটা আমায় স্মরণ করে দিয়ো, তাতেই আমার তৃপ্তি হবে। বড় ক্লান্ত রাণু, বড় ব্যথা, বুকের সেইখানে আজ বড় ব্যথা সে ব্যথার ওপরে আর এ ব্যথা কি সইতে পারি? কেঁদো না রাণু, যাবার সময়টিতে আর চোখের জল দিয়ে মন কেড় না, নিশ্চিন্তে যেতে দাও। তুমি কি দাঁড়িয়েই থাকবে রাণু, আমার মাথার শিয়রে একটুখানি বোসো।

রবীন্দ্রনাথ, প্রণাম

—কুমারী ছবি সান্যাল

আজো আমি পাই নাই
তব দরশন,
পূজিবারে পাই নাই
তব শ্রীচরণ।

দূর হ'তে পড়িয়াছি
কবিতা তোমার
হে কবি হৃদয় মোর
আধার শ্রদ্ধার,
করিনু প্রণাম আজি
আনত মাথায়
হেমন্তের শুভ্র প্রাতে
আলোক ধারায়
ভকতি কুসুম অর্ঘ্য
ল'য়ে দুই হাতে
উদ্দেশে স'পিনু, তবু
মন ভরে তা'তে
ধ্যান মাঝে নেহারিনু
তোমারে হে রবি
অঞ্জলি দিনু ঢালি
ওগো মহাকবি।

লক্ষ লক্ষ নরনারী
নিতি শত শত
প্রণাম তোমারে কবি
করে অবিরত
সেথা যদি এ প্রণতি
পায় তিল ঠাঁই
তুমি যদি ভাবো তাহে
অপরাধ নাই
ছোট বলি যদি তারে
নাহি ঠেল দূরে
কি অসীম মাধুরীতে
যাবে হিয়া পূরে।

ধন্য হইবে কবি
আমার জীবন
ভক্তি ভরা এ প্রণতি
করিলে গ্রহণ॥

সাপ্তাহিকা

গেল রবিবার সন্ধ্যেয় সান্‌ডেজ্ ডিবেটিং ক্লাবের অধিবেশনে শ্রীযুক্ত লক্ষ্মীনারায়ণ দাস তাঁর ওমর খইয়ামের অনুবাদ পাঠ করেন। অনুবাদ উত্তম হ'য়েছে। উপস্থিত সভ্য ও নিমন্ত্রিত অতিথিদের অনেকে সে সম্বন্ধে আলোচনা করেন। শ্রীযুক্ত নরেন্দ্র দেব ওমর খইয়াম সম্বন্ধে কয়েকটি কথা ব'ল্‌লে, সভাপতি মহাশয়ের বক্তৃতা ও তাঁকে ধন্যবাদ প্রদানান্তে সভা ভঙ্গ হয়। সভাপতি ছিলেন শ্রীগিরিজাকুমার বসু। দ্রাক্ষারসের বদলে রসগোল্লার রসাস্বাদনের ব্যবস্থা ছিল।

*

আস্‌ছে ২০-এ মাঘ রবিবার পরলোকগত অধ্যাপক ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের পুত্র শ্রীযুক্ত অনিলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর অখিল মিস্ত্রী লেনের বাড়ীতে রবিবাসরকে আহ্বান ক'রেছেন। শ্রীগিরিজাকুমার বসু তাতে 'প্রেম' সম্বন্ধে প্রবন্ধ প'ড়বেন। বেশ ভালো নির্ব্বাচন।

*

আগামী ১লা ফেব্রুয়ারী থেকে শ্রীযুক্ত বলেন দত্তের নিয়ন্ত্রণে ক'ল্‌কাতায় 'ওরিয়েণ্ট্যাল এ্যাকাডেমি অফ্ ড্রামাটিক আর্ট'-নামক একটি প্রতিষ্ঠানের উদ্ভব হবে। শুনলুম তাঁরা ফিল্ম কোম্পানী সমূহের সঙ্গে নৃত্য-যুক্ত ছবিগুলিতে নাচের ভার নেবার ব্যবস্থা ক'রছেন। তাঁদের চেষ্টা সফল হোক্।

*

গেল সোমবার আমাদের লাটসাহেব ক'ল্‌কাতা মেডিক্যাল কলেজের শতবার্ষিকী সংক্রান্ত অপঘাতাহত লোকদের জন্যে নোতুন চিকিৎসাগারের ভিত্তি স্থাপন করেন। বিধাতা এই মহৎ উদ্দেশ্যকে আশীর্ব্বাদপূত করুন্।

*

রামকৃষ্ণ শতবার্ষিকী উৎসব সমিতির পৃষ্ঠপোষক হবার অনুরোধের উত্তরে গান্ধীজি বলেন, তিনি তার যোগ্য নন—দীন সেবক মাত্র হ'তে পারেন। তৃণাদপি সুনীচেন।

হিল্‌ম্যান এয়ারওয়েজের কোনো বিমান থেকে কতকগুলি সোনার বাট ভূমিতলে নিক্ষিপ্ত হয়। তার অনুসন্ধানে ইংলণ্ডের তিনটি কাউন্টির পুলিশ রত হ'য়েছে। খুঁজি খুঁজি নারি।

*

সিংহলে ম্যালেরিয়ার প্রকোপ এখনও শান্ত হয় নি। বর্ত্তমান বৈজ্ঞানিক উন্নতির যুগে চিকিৎসকদের পক্ষে এটা প্রশংসার কথা নয়। তবে নিয়তি কেন বাধ্যতে।

*

ইংলণ্ডে খুব বরফ প'ড়েছে আর দারুণ শীত দেখা দিয়েছে, এ খবর না দিলেও চ'ল্‌ত। বাংলা দেশে ক'দিন আগে যে ঠাণ্ডা প'ড়েছিল, গরিবের পক্ষে তাই যথেষ্ট।

সার জন সাইমন্ একজন ইংরেজ মেথডিষ্ট ধর্ম্মযাজকের বিরুদ্ধে যে মানহানির মোকদ্দমা এনেছিলেন, ধর্ম্মযাজকটি ক্ষমা চাওয়ার ফলে তার মিটমাট হ'য়ে গেছে। মানুষকে যে সম্মান করে না, ঈশ্বরকে সে ভক্তি ক'র্‌বে কি ক'রে?

*

ব্রিটেনকে সৌহার্দ্দ্য জানাবার জন্যে অষ্ট্রীয়ার চ্যান্সেলার ও পররাষ্ট্র সচিব লণ্ডনে আসবেন। স্থায়ী হ'লেই মঙ্গল।
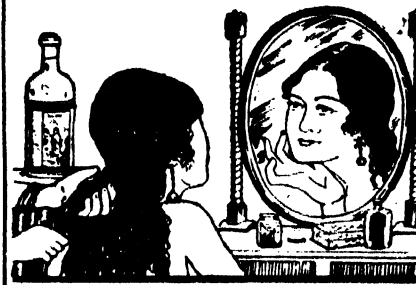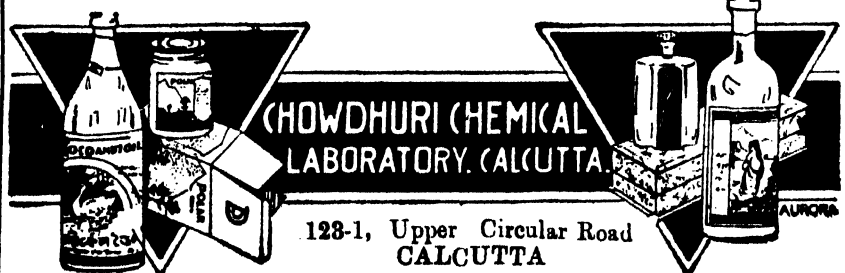
বীমা প্রসঙ্গ

—বীমারু

দেশের দারুণ অর্থ-সঙ্কটের দিনে প্রভিডেণ্ট ও বীমা কোম্পানী স্থাপনের জন্য এক হিড়িক পড়িয়া গিয়াছে। স্বদেশিকতার দোহাই দেখাইয়া স্বনামধন্য কয়েকটি ব্যক্তির নাম ডিরেক্টার বোর্ডের মধ্যে তালিকাভুক্ত করিয়া চতুর্দ্দিকে বিজ্ঞাপনের ঢাক ঢোল বাজাইয়া ইঁহারা ব্যবসায় আরম্ভ করিয়াছেন। দেশীয় প্রতিষ্ঠানকে সাহায্য করিতে যাইয়া দেশবাসী সর্ব্বনাশের জালে পড়িতেছেন। বাংলাদেশে এই অবস্থা ভয়াবহরূপে দেখা দিয়াছে। কয়েকটি কোম্পানীর প্রতিষ্ঠাতা বা ডিরেক্টার বোর্ডের নাম ভাঙ্গাইয়া এখনও ব্যবসা চালাইতেছেন—অথচ ইঁহাদের উদ্বৃত্ত পত্র পাঠে দেখা যায় ইঁহাদের অবস্থাটা প্রায় "গঙ্গাযাত্রীর" মতনই অন্তিম সময় উপস্থিত। খরচের বিপুল অঙ্ক সম্পত্তির কোঠায় উঠিয়াছে, এজেণ্টগণ পারিশ্রমিক না পাইয়া স্বদেশসেবায় অক্ষমতা জানাইয়াছেন, দাবীর টাকা লইয়া গোলমাল করায় পলিসি-হোল্ডারগণ প্রমাদ গণিয়াছেন! বিজ্ঞাপনের মোটা টাকা দিয়া কোম্পানীর পরিচালকবৃন্দ সংবাদ এবং বীমা-পত্রে কোম্পানীর জয়ঢাক বাজাইতেছেন এবং আদায়ী চাঁদার অধিকাংশই ব্যয় করিয়া নিজেদের সুখ সুবিধা বাড়াইয়া তুলিতেছেন। বাংলার কোন কোম্পানীর বাৎসরিক আয় ব্যয়ের হিসাব-নিকাশ সরকার কর্ত্তৃক নিযুক্ত বীমা বিশেষজ্ঞের দ্বারা অমনোনীত হইয়াছে এই জন্য ভ্যালুয়েশনের তারিখ উত্তীর্ণ হওয়ায় কোম্পানী ভ্যালুয়েশন করাইতে পারিতেছেন না—তথাপি ইহার প্রতিষ্ঠাতা স্বনামধন্য মহাপুরুষের প্রতিকৃতি বক্ষে লইয়া ইহার জয়গান বীমা এবং সংবাদপত্রের অনেকেই করিতেছেন। "গান্ধী" মার্কা বিড়ির প্রভাব যেমন অপেক্ষাকৃত শিক্ষিত সমাজে মূল্যহীন—এই কোম্পানীটি বীমা-করণেচ্ছু জনসাধারণের নিকট সেইরূপ নিষ্প্রভ হইয়া উঠিবে। এইরূপ "গঙ্গাযাত্রী" দলের কর্ণধারের প্রতিকৃতি কোন কোন বীমা-পত্রিকার সম্পাদক প্রকাশ করিয়া স্বীয় গুণ-গ্রাহীতার পরিচয় প্রদান করেন।

বীমাকারীর প্রদত্ত টাকা দেবোত্তরের সম্পত্তির মত—যাঁহারা ইহা রক্ষণাবেক্ষণের ভার লইয়াছেন তাঁহারা যদি এই কষ্টোপার্জ্জিত বিত্তগুলির একটি কপর্দ্দক বৃথা ব্যয় করিয়া ফেলেন তবে তাঁহারা আইনের চক্ষে অপরাধী। আমাদের এই প্রতীকার পরাঙ্মুখ দেশে সাধারণের অর্থ লইয়া ছিনিমিনি খেল অপরাধ বলিয়া মনে হয় না তাই বীমা-তহবীলের মত গচ্ছিত সাধারণ সম্পত্তির যথেচ্ছা ব্যয় করিয়াও দেশবাসীর সম্মান হইতে বঞ্চিত হয় না। স্বাধীন দেশে এইরূপ তহবিল তছরূপের জন্য বীমা কোম্পানী বা পরিচালকবৃন্দ সহজে অব্যাহতি পাইতেন না।

*　*　*

বাংলার সর্ব্ববৃহৎ প্রতিষ্ঠান হিন্দুস্থান কো-অপারেটিভ কলিকাতার চিত্তরঞ্জন এভিনিউতে হেড অফিস নির্ম্মাণ করিবার জন্য জমি খরিদ করিয়াছেন—ইহার পার্শ্বেই বাংলার সর্ব্ব পুরাতন জনপ্রিয় বীমাপ্রতিষ্ঠান হিন্দু মিউচুয়াল হেড অফিসের জন্য নিজস্ব বাড়ী নির্ম্মাণ আরম্ভ করিতেছেন—বাংলার এই দুইটি নিরাপদ বীমা প্রতিষ্ঠানের অট্টালিকা নির্ম্মিত হইলে অপর পার্শ্বে ভারত ইন্‌সিওরেন্সের "ভারত ভবনের" আধিপত্য বোধ হয় ম্লান করিয়া দিবে। হিন্দুস্থান নূতন কার্য্য সংগ্রহের ব্যাপারে বীমাজগতে এক যুগান্তর আনয়ন করিয়াছে—কোম্পানীর কার্য্য যেরূপ ভাবে বিস্তৃত হইতেছে তাহাতে আশা করা যায় অদূর ভবিষ্যতে হিন্দুস্থান নূতন কার্য্য সংগ্রহের ব্যাপারে ভারতীয় কোম্পানীদিগের মধ্যে সর্ব্বপ্রধান আসন অধিকার করিয়া বাঙ্গালী জাতির মুখোজ্জ্বল করিবে। হিন্দু মিউচুয়াল নূতন কার্য্য-সংগ্রহের ব্যাপারে অতিশয় সন্তর্পণে অগ্রসর হইলেও অভিজ্ঞ বীমাবীদ্ পি, সি, রায়ের কর্ম্মকুশলতায় একটি নিরাপদ আদর্শ বীমা-প্রতিষ্ঠানে পরিগণিত হইয়াছে।

*　*　*

লক্ষ্মী ইন্‌সিওরেন্সের বাংলাদেশের শাখা বিভাগের কার্য্যভার শ্রীযুক্ত শচীন বাগ্‌চীর উপর অর্পিত হইয়াছে। বাগ্‌চী মহাশয় বয়সে নবীন হইলেও আশা করি লক্ষ্মীকে বাংলার ঘরে ঘরে প্রতিষ্ঠিত করিয়া তুলিবেন—তিনি পরিশ্রমী কর্ম্মপ্রিয় যুবক; তাঁহাকে আমরা শুভেচ্ছা জানাইতেছি।

*　*　*

লক্ষ্মীর বাংলা শাখার ভূতপূর্ব্ব সম্পাদক মিঃ কে, বি মুখোপাধ্যায় ইণ্ডিয়া ইকুইটেবলে যোগদান করিয়াছেন—মুখোপাধ্যায় মহাশয় একজন প্রবীন অভিজ্ঞ বীমা-কর্ম্মী—নূতন স্থানে যাইয়া তিনি যে অচিরেই তাঁহার কৃতিত্বের পরিচয় প্রদান করিবেন, এ বিশ্বাস আমাদের আছে।

কলিকাতার রাস্তায় শ্লীলতার বিচ্যুতি

—শ্রীকুমারেশ ঘোষ

শ্লীলতার বিচ্যুতি!

সাহিত্যে, সিনেমায় এবং বেশভূষায়। কিন্তু ক'লকাতার রাস্তায় তা' কেউ দেখেচেন কি?

যদি না দেখে থাকেন—তবে বেশীদূর নয়, এই কলেজ ষ্ট্রীটের মোড়ে গিয়ে যেন একবার দাঁড়ান!

একলা যাবেন। বাড়ীর মেয়েরা যেন সঙ্গে না থাকেন! থাকলে, আপনাকে লজ্জায় পড়্‌তে হবে।

একটু দাঁড়ালেই দেখ্‌তে পাবেন, একটা লোক ঘুরে বেড়াচ্ছে হাতে কতকগুলো রঙীন ছোট ছোট জামা নিয়ে;—বডিস!! একটা রঙীণ বডিস দেখবেন, সে নিজে পরেছে—সার্টের উপর, নির্লজ্জের মতো!

বিশ্বাস নেই—আপনাকে হয়তো জিজ্ঞাসা ক'রে বসতে পারে—

'একটা নেবেন?'

যদি বলেন—'কি হবে নিয়ে?'

স্পষ্টই বল্‌বে—'পরবেন—'

যদি রেগে বলেন—'কে?—আমি?—'

ও হেসে বল্‌বে—'আজ্ঞে না, বাড়ীতে—' যেন বাড়ীর দেয়ালগুলো পরবে!

তখন ইচ্ছে হয়—····

কিন্তু নিরুপায়! লাল-পাগড়ীর ভয়!

ওঁরা তো আর এ সব-এর প্রতিকার করবেন না!

ভেবে দেখুন—এটা হচ্ছে নারী স্বাধীনতার যুগ! প্রায় সব বাড়ীর মেয়েরাই রাস্তায় চলে থাকেন! তাঁরা যদি দেখেন রাস্তায় একটা লোক তাঁদের 'গোপনীয় জামা' সার্টের উপরে প'রে ঘুরে বেড়াচ্ছে তখন তাঁদের অবস্থাটা কি হয়?

আজকাল ওদের স্পর্দ্ধা এমন বেড়েছে যে ভয় হয়, কোনদিন না মেয়েদের কাছে ব'লে বসে—'একটা নেবেন?'

তা' ওরা পারে।

যারা ও ভাবে জামা গায়ে দিয়ে রাস্তাময় ঘুরে বেড়াতে পারে—তাদের মুখে ও কথা বল্‌তে আট্‌কাবে না।

অনেকে বল্‌বেন—'তা ওরাই বা খাবে কি? ফোঁপর-দালালী তো কর্‌ছো বাপু! বলি, ওদের খেতে দেবে বাছা?'

আমি বলি—'তা' কেন? ওরা বিক্রী করেছে, তা' করুক না। তবে ও ভাবে কেন? দোকান করে বিক্রী কর্‌লেই তো হয়! নির্লজ্জের মতো সার্টের উপর প'রে লোক না দেখালে চলে না।

প্রশ্ন উঠ্‌তে পারে—'টাকা?'

বেশ তো! যদি দোকান করার মতো টাকা না থাকে তবে জামাগুলোকে বাক্সতে নিয়ে পাড়ায় পাড়ায় বিক্রী কর্‌লেই হয়:

নয় কি?

এই প্রসঙ্গে একটা কথা বলি।

আমাদের দেশে এমন অনেক বিধবা মহিলা আছেন—যাঁরা অতি কষ্টে দিন কাটান। এক রকম না খেয়েই তাঁদের দিন কাটাতে হয়।

জানি না—বডিসের চাহিদা যদি সত্যই বেড়ে থাকে তবে সেগুলো ঐ সব বিধবা মহিলারা নিজেরা তৈরী ক'রে কিংবা কিনে ঘরে ঘরে বিক্রী করলে কি ভাল হয় না?

মেয়েরা তাঁদের নিজেদের জিনিষ, বিশেষতঃ যেটা তাঁরা গোপনীয় ব'লে মনে করেন—সেটা মেয়েদের কাছ থেকেই কিন্‌তে পারবেন সেইটাই কি বাঞ্ছনীয় নয়? আর এটাও ঠিক যে, ঐ সব লোকেরা, যারা ঐ ভাবে রাস্তায় জামাগুলি বিক্রী করে, তাদের কাছ থেকে—মেয়েদের কথা দূরে থাকুক—পুরুষরাও তাঁদের স্ত্রীদের জন্ম কিন্‌তে লজ্জা বোধ ক'রে থাকেন!

আর করারই কথা!

কাজেই আমাদের মনে হয়—মেয়েদের জিনিষ মেয়েদের বিক্রী করাই উচিত। তাতে উভয় পক্ষেরই সুবিধা!

আর সব চেয়ে বড় কথা—তা' হলে এই স্ত্রী স্বাধীনতার যুগে মেয়েরা রাস্তায় চল্‌বার সময় হাঁফ ছেড়ে বাঁচ্‌বেন।

নারীর রূপ—শ্রীহরিপদ গুহ (বরেন্দ্র লাইব্রেরি, দেড় টাকা)—বাংলা সাহিত্য ক্ষেত্রে হরিপদ বাবু অপরিচিত নন্‌। এই উপন্যাসটি তাঁকে আরো বেশী পরিচিত কর্‌বে। বইটির প্রত্যেক চরিত্র—মণি, মল্লিকা, বৌদি, শচীন প্রভৃতি সুপরিস্ফুট হ'য়েছে, প্লটটিও ভালো। হরিপদ বাবুর ভাষাও আড়ষ্ট নয় তবে স্থানে স্থানে কয়েকটি ত্রুটি আছে। 'একখানি ট্যাক্সির উপর মল্লিকা বসিয়া আছে', 'আভার সঙ্গে রাগ ক'রে একদিন এখানে আসনি' এই রকম সব। হরিপদ বাবু ভবিষ্যতে সাবধান না হ'লে একফোঁটা চোনার জন্যে দুধের সিন্ধু কলুষিত হবে।

মধুচ্ছন্দা—শ্রীঅপূর্ব্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য (গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স্‌, একটাকা চার আনা)। অপূর্ব্ববাবুর এই কবিতার বইটি প'ড়ে খুব খুসী হ'য়েছি। ভাবে, ভাষায়, ছন্দে মনোজ্ঞ। অপূর্ব্ব বাবুর কবিতা আগেও প'ড়েছি, তাঁর কাব্য-সরস্বতী সুষম শ্রীতে অন্তরে বাহিরে মণ্ডিত হ'য়ে আমাদের হৃদয় হরণ ক'রেছেন।

ফুলকলি—শ্রীনিবারণ চক্রবর্ত্তী (ডাক্তার হেমচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, নবাবগঞ্জ, রংপুর; চার আনা)—বালক বালিকাদের জন্যে লেখা ছন্দযুক্ত রচনা, কবিতা তো নয়ই—ছড়া হিসেবেও ভালো নয়। নিবারণ বাবুর ছন্দ লেখ্‌বার ক্ষমতা নেই।

বাংলা ফিল্মে কমিক

:—শ্রীমিহির কুমার বসু

আজ পর্য্যন্ত বাংলা ফিল্মে একখানি ভাল কমিক ছবি দেখবার সৌভাগ্য হলো না। এমন নয় যে দু' একখানি কমিক ছবি বাজারে দেখা না যায়, কিন্তু তাদের ভেতরে বেশীর ভাগই একেবারে অপদার্থ। সেগুলি দেখলে হাসির চেয়ে কান্নাই বেশী পায়।

কিন্তু এর কারণ কি? বৈদেশীক্ ফিল্মে কি চমৎকার কমিক দেখতে পাই আর আমাদের দেশে এরূপ নিকৃষ্ট শ্রেণীর কমিক ছবি তৈয়ারী হয় কেন? কমিক বইতে অভিনয় করে Charlie Chaplin, Harold Lloyd প্রভৃতি জগদ্বিখ্যাত হয়েছেন আর তাঁদের অভিনয়-কৌশলও অদ্ভুত। আর আমাদের দেশের কমিক যেন ছেলে ভুলানো কারবার। কোনো প্রকারে কতকগুলি মামুলি মালমসলা দিয়ে একখানা বই দাঁড় করাতে পারলেই যেন কাজ শেষ। কিন্তু এ দেশের লোক আশা করি এত বোকা নয় যে তা দেখেই ভুলে যাবেন। আর একটা বিশেষ আশ্চর্য্যের কথা এই যে, আমাদের দেশের Producerরা কমিক বইয়ের দিকে তেমন সুনজর মোটেই দেন না। তাঁরা বোধ হয় এটাকে একটু কৃপাদৃষ্টিতে দেখেন। একথা বলছি এই জন্য যে এত বছরের ভেতরেও মাত্র কয়েকখানি ছাড়া আর কমিক দেখতে পেলাম না। অথচ এটা যে নেহাৎ অবহেলা করবার জিনিষ এমন মনে করবার কোনো কারণ নেই।

কমিক ছবি কারবারের দিক দিয়েও কত লাভজনক তা বোধ হয় কারুর অজানা নেই। Charlie Chaplin বা Harold Lloydএর একখানি বইয়ের টাকার আমদানি দেখলেই বোঝা যাবে যে এসব বই কত পয়সা আনে। আর ঐরূপ বই জনসমাজে যে কিরূপ আদৃত হয় তা' বলাই বাহুল্য। মানুষের কর্ম্মক্লান্ত জীবনে সে চায় হাসি, যে হাসি মনের ভারকে যথেষ্ট লঘু করতে পারে। আর ভাল কমিক বইতে সে উপাদান আছে প্রচুর পরিমাণে। সেইজন্যই এ সব বই ভাষার গণ্ডী কাটিয়েও এত আদর ও শ্রদ্ধা লাভ করে।

আমাদের দেশে ভাল কমিক বই না হবার এক কারণ—উপযুক্ত Comedyর অভাব। কিন্তু তার চেয়েও যা অনেক বড় কথা তা হচ্ছে এই যে, এদেশে ওর উপযুক্ত অভিনেতাই নেই। কমিকের সাফল্য বইয়ের চেয়ে ঢের বেশী নির্ভর করে অভিনেতার উপর। উপযুক্ত অভিনেতা তাঁর চলনে, বলনে, ভঙ্গীতে অতি সাধারণ জিনিষকেও হাস্যরসে অভিষিক্ত করতে পারেন। অতি সাধারণ Comedyও উচ্চশ্রেণীর অভিনেতার হাতে পড়লে পর্দ্দার গায়ে চমৎকার রূপে ফুটে উঠতে পারে। কিন্তু আমাদের দেশে সেরূপ অভিনেতা কোথায়? আর এক কথা এই যে, উপযুক্ত Comedian হ'তে হ'লে অসাধারণ শ্রম ও চেষ্টা ব্যয় করা প্রয়োজন। চোখে কমিক ছবি দেখতে যতই সুন্দর বা অভিনয় যতই সহজ মনে হোক না কেন বাস্তবিক পক্ষে tragic part-এর চেয়ে comic part অভিনয় ঢের বেশী শক্ত। জগদ্বিখ্যাত Comedian দের জীবন পর্য্যালোচনা করলে দেখা যাবে যে তাঁরা কি প্রাণপাত যত্ন এবং চেষ্টাই না করেছেন তাঁদের অভিনয়কে প্রাণবন্ত এবং সুন্দর করবার জন্য। অতএব 'সস্তায় কিস্তিমাৎ' করবার উপায় এতে নেই।

জগতের অদ্বিতীয় হাস্যরসাভিনেতা
চার্লি চ্যাপলিন

আমাদের দেশ একেই ত' ফিল্মশিল্পে জগতের অন্যান্য দেশের চেয়ে বহু পিছনে পড়ে আছে তার উপর এইরূপ অবহেলা বা কালক্ষেপ করা মোটেই সঙ্গত নয়। এ দেশ serious filmএ শিশু অবস্থায় আছে এবং সত্য বলতে গেলে বলতে হয় যে কমিক ফিল্মের জন্ম এ দেশে আজও হয়নি। তথাকথিত যে কয়েকটি কমিক বই মাঝে মাঝে পর্দ্দার গায়ে দেখা যায় তাদের ঐ নামে অবিহিত না করাই ভাল।

বাংলা দেশের producerরা কবে যে কমিক ছবি তুলতে অধিকতর মনোযোগী হবেন তা জানিনে কিন্তু যত শীঘ্র সেদিন আসে ততই মঙ্গল। ভাল কমিক ছবি বাজারে বেরোলে যেমন দেশের লাভ হবে তেমনি আশা করি তাঁদের লাভও বড় অল্প হবে না। পরিশ্রম এবং অধ্যবসায়ে হয় না এমন কাজ বোধ হয় পৃথিবীতে নেই তাই এ আশা করা নিশ্চয়ই অস্বাভাবিক হবে না যে হয়ত ভবিষ্যতে আমাদের দেশের Charlie Chaplin, Harold Lloyd, Laurel ও Hardy ইত্যাদিকে দেখতে পাবো।

—সাউণ্ড বক্স

দীপালীতে প্রতি সপ্তাহের রেকর্ড সমালোচনা বাহির হইতেছে। আমাদের পাঠকবর্গ জানাইয়াছেন যে, আমাদের পক্ষপাত শূন্য সমালোচনা বাহির হইলে তাঁহাদের রেকর্ড ক্রয় করিবার বিশেষ সুবিধা হয়—বাছাই করার হাঙ্গামা থাকে না। অতএব এখন হইতে রেকর্ড কিনিবার পূর্ব্বে দীপালীর এই স্তম্ভটি পড়িয়া কিনিলে ক্রেতাদের কতক সুবিধা হইতে পারে।

HINDUSTHAN RECORDS

January 1935.

হিন্দুস্থান রেকর্ড কোম্পানী বাঙ্গালীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ রেকর্ড প্রতিষ্ঠান। এই কোম্পানীর অন্যতম পরিচালক শ্রীযুত চণ্ডীচরণ সাহা মহাশয় সর্ব্বপ্রথম স্বদেশী রেকর্ড বাংলা দেশে তৈয়ারী করিবার পরিকল্পনা করেন ও এতদুদ্দেশ্যে তিনি স্বয়ং জার্ম্মাণীতে গমন করিয়া রেকর্ডিঙের টেকনিক আয়ত্ব করিয়া রেকর্ডিং সেট লইয়া আসেন। স্বদেশী রেকর্ড বাঙালী যন্ত্র-শিল্পীর দ্বারা রেকর্ড হইয়া "হিন্দুস্থান রেকর্ড" বাহির হয়। বাংলা দেশে স্বদেশী রেকর্ডের পথ প্রদর্শক হিসাবে এই কোম্পানী ও বিশেষ করিয়া চণ্ডীবাবুর নাম স্বর্ণাক্ষরে ইতিহাসে লিখিত থাকিবে।

*

আর একটা কথা। হিন্দুস্থান রেকর্ড উচ্চ শিক্ষিত, সম্ভ্রান্ত ও জনপ্রিয় শিল্পী সমন্বয়ে সমৃদ্ধিশালী। এই সকল জনপ্রিয় শিল্পীদের গান বাজারে জনাদর লাভ করিবে—ইহাতে বিচিত্র কিছু নাই। সেই জন্য 'হিন্দুস্থান রেকর্ড' বাঙালীর প্রিয় হইয়াছে।

*

জানুয়ারী মাসে হিন্দুস্থান কোম্পানী সর্ব্বসমেত ৬ খানি রেকর্ড বাহির করিয়াছেন। ৫ খানি গানের রেকর্ড ও ১ খানি যন্ত্র সঙ্গীতের। আমরা নিম্নে রেকর্ডগুলির সমালোচনা দিলাম :—

H. 224 রেকর্ডে গান গাহিয়াছেন কুমার শচীন্দ্র দেব বর্ম্মণ বি-এ। শিক্ষিত সমাজে শচীন বাবুর গান আদরের জিনিষ। "এই মহুয়া বনে" গানটি সুন্দর লাগিল! "কণ্ঠে তোমার দুলবে" গানটিও অভিনব সুর-যোজনায় সুগীত হইয়াছে।

*

H.225 রেকর্ডখানিতে শ্রীমতী বিজয়া দেবীর দু'খানি গান বাহির হইয়াছে। গায়িকা রেকর্ড জগতে নবাগতা হইলেও গান গাহিবার টেকনিক জানেন। "আজি গানে গানে" ও "অরুণ আলো সোনার ছবি" গান দুটি মন্দ হয় নাই!

*

H. 226. রেকর্ডে শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র বড়াল বি-এল, মহাশয়ের গান বাহির হইয়াছে। নির্ম্মলবাবুর কণ্ঠস্বর মিষ্টি ও সুরেলা। খুব শিক্ষিত কণ্ঠ না হইলেও নির্ম্মলবাবু নিজস্ব ঢংয়ে গান গাহিয়া থাকেন বলিয়া আমাদের ভাল লাগে। "কেমনে বলিব তুমি কে" গানটি অপরখানি অপেক্ষা ভাল লাগিল।

*

H.227. শ্রীশচীন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এই রেকর্ডখানিতে গান গাহিয়াছেন। চট্টোপাধ্যায় মহাশয় রেকর্ডে নূতন গায়ক হইলেও রেকর্ডে গান করিবার কৌশল অল্প-বিস্তর আয়ত্ব করিয়াছেন বুঝা গেল। "চেয়েছিলাম যারে" ও "অন্ধ আঁখি জাগো" গান দুটি মন্দ লাগিল না।

*

H.228. মিস মনোরমার দু'খানি গান এই রেকর্ডে বাহির হইয়াছে। "আমার এ ফুলের মালা" ও "ও চখা কাঁদিব কত" গান দুটি নিতান্ত নিন্দনীয় হয় নাই!

*

H. 232. রেকর্ডে প্রো: আমিনুল্লা খাঁ ব্যাগপাইপ বাজাইয়াছেন। মন্দ লাগিল না। 'হিন্দুস্থান কোম্পানী' ক্রমশঃ রেকর্ডিঙের উন্নতি করিতেছেন লক্ষ্য করা গেল এবং আর একটু উন্নতি করিলে ইঁহাদের রেকর্ড বিলাতী রেকর্ডের সামিল হইবে। আশা করি ভবিষ্যতে ইঁহারা আরও উন্নত প্রণালীতে রেকর্ড করিবেন।
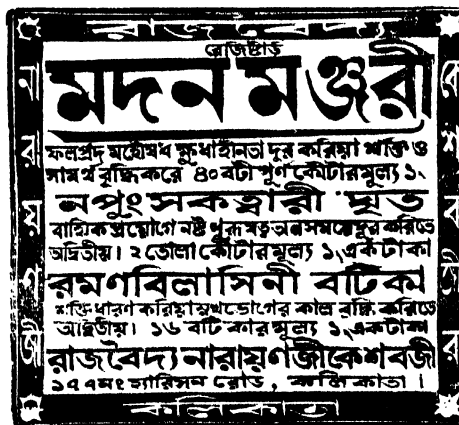
খোকা—বাবা তুমি বই পড় চশমা চোখে দিয়ে, চা খাও চশমা চোখে দিয়ে, আবার ইজি চেয়ারে ঘুমোও যখন তখনও চশমা চোখে দিয়ে থাকো কেনো?

বাবা—বোকা, তাও জানিস্ না, স্বপ্নগুলোকে স্পষ্ট দেখবো বলে।

*

১ম বন্ধু—আচ্ছা, তোমার স্ত্রী যখন গান করেন, তুমি রাস্তার ধারের দরজার কাছে দাঁড়িয়ে থাকো কেনো!

২য় বন্ধু—দাঁড়িয়ে থাকি এই জন্যে যে রাস্তার লোকে মনে না করে, আমিই আমার স্ত্রীকে ধরে মারছি।

*

একটি ছেলে তার বন্ধুকে একটি কোট পার্শেল করে পাঠাবে, তাই বন্ধুকে লিখছে।

"ভাই নরেন, তোমার কোটটি পাঠালুম্, বেশী ভারী যাতে না হয় সেই জন্য বোতাম গুলো কেটে কোটের পকেট্‌টাতেই দিয়ে দিলুম।"

*

প্রেমিক—তুমি না থাক্‌লে চোখে যেনো অন্ধকার দেখি!

প্রেমিকা—বেশ্‌ত চশমার দোকানে গেলেই পারো।

*

১ম সখী—তোর বর তোকে খুব ভাল বাসে না!

২য় সখী—কেনো বলত!

১ম সখী—রাত দিন ঘরেই থাকেন।

২য় সখী—চাকরিটি গেছে কাজেই—

*

স্বামী—তুমি যে সেদিন বল্লে "তোমায় বড্ড ভালবাসি" সে কথা কি সত্যি প্রিয়ে।

স্ত্রী—মোটেই না।

স্বামী—তবে সেদিন বিকেলে যে বল্লে।

স্ত্রী—সেই দিনেই যে তুমি জুয়েলারী নেক্‌লেস্‌টা কিনে দিয়েছিলে।

স্ত্রী—সেদিন "সিনেমা হলে" একটা পুরুষ মানুষ দেখ্‌লুম চমৎকার চেহারা, দেখে চোখ ফেরাতে ইচ্ছে কচ্ছিল না;

স্বামী—আমিও সেদিন ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীটে একটি সুন্দরী নারীকে দেখলুম, তাঁর রূপ এখনও চোখের সামনে ভাসে।

স্ত্রী—কি যে বাজে বকো।

স্বামী—একটু আগে তুমিও ত' এম্‌নি বাজেই বক্‌ছিলে?

*

ডাক্তার—দেখুন আমি এ দেশে অনেক দিন পরে এলুম।

বন্ধু—তা আমি বুঝতে পেরেচি।

ডাক্তার—কি করে?

বন্ধু—দেখছেন না আপনি যাবার পর থেকে এদেশের লোক সংখ্যা কত বেড়ে গেছে।

*

কর্ত্তা—তুমি তরকারীতে এতো নুন দাও যে খাওয়া যায় না।

গিন্নী—তা' না হ'লে কি আর সহজে বামুন রাখ্‌বে? —শ্রীমতী গৌরীরাণী দেবী

*

একজন তরুণী Badminton খেলতে যাবার আগে তার বান্ধবীকে ব'ল্‌লে "ভাই আমি বলি তুমি চশমাটা খুলে রেখো এস।"

বান্ধবী—"আমি ভাই বিনা চশমায় এক মুহূর্ত্তও থাকি নি।"

তরুণী—"আমি কিন্তু চশমা হবার আগে অনেক সময়ে খালি চোখে থেকেছি।"

*

মা তাঁর ছেলের জ্বর দেখিয়া ব'ললেন, "হঠাৎ যে গা'টা কেন এত গরম হ'য়ে উঠলো বুঝতে পারছি না।"

ছেলে—"আমি বুঝেছি মা—কারণ আজ আমি অনেকক্ষণ জ্বলন্ত ষ্টোভের সাম্‌নে ব'সেছিলুম। —শ্রীস্বর্ণপ্রভা দেবী।

কি আশাটি তব জাগে

—শ্রীমতিলাল ধর

কি আশাটি তব জাগে;
বলে দাও মোরে আগে,
কত আস যাও
মোর পানে চাও
কথাটি না কও কভু।
সুধাই তোমারে
কত বারে বারে
লাজে মরে যাও তবু,
অনিবার এত
কেন আনাগোনা,
নহে যদি অনুরাগে?
বলে দাও মোরে আগে।

কেন মিছে তব লাজ?
মুখোমুখী দোঁহে আজ,
নাহি গুরু জন
গেহ নির্জ্জন
কোথা নাহি কারো চিন্
কহি বার বার
আমি তো তোমার;—
তোমাতেই রব লীন।
দরদী চোখের
দীন চাহনিতে
প্রাণে বড় ব্যথা লাগে,
কি আশাটি তব জাগে।
বলে দাও মোরে আগে।

সাঁঝের অন্ধকার
কে দেখিবে এবে আর?
কারে কর ভয়,
কেন সংশয়
আঁখি দুটি ছল ছল?
কাহার সরস
অধর পরশ
চাহ তুমি বল' বল?
মনের কথাটি
শুনাতে আজিকে
হিয়া যে তাহাই মাগে
কি আশাটি তব জাগে
বলে দাও মোরে আগে

চিত্র পরিচিতি

—অভিমন্যু

[আগামী শনিবার হইতে যে সব বিদেশী ছবি কলিকাতায় মুক্তিলাভ করিবে তাহাদের অগ্রিম সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিব। সুতরাং কোনো বিদেশী ছবি দেখিতে যাইবার পূর্ব্বে আমাদের চিত্র-পরিচিতি স্তম্ভটি পড়িয়া গেলে, চিত্রপ্রিয়রা লাভবান হইবেন। দীঃ সঃ]

ইমিটেশন অফ্ লাইফ
(Imitation Of Life)

এম্পায়ারে দেখানো হইবে, শ্রেষ্ঠাংশে ক্লদেৎ কোলবেয়ার, ওয়ারেন উইলিয়ম, রচেলি হাডসন, লুইস বীভারস প্রভৃতি। ইউনিভার্সালের ছবি, পরিচালনা করিয়াছেন। জন এম, ষ্টল।

বী পুলম্যান নাম্নী একজন যুবতী বিধবা ও ডিলিলিয়া নাম্নী একজন নিগ্রো যুবতী তাহাদের কন্যা জেসি ও পিওলাকে ভদ্র ভাবে মানুষ করিতে প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছিল। ডিলিলিয়া খুব ভাল কেক্ তৈরি করিতে পারিত, এবং তাহার-ই আয়ে তাহারা জীবন ধারণ করিত। ক্রমে তাহাদের কেক্ প্রস্তুত ও বিক্রয় ব্যবসা খুব প্রসার লাভ করিল। পিওলা নিগ্রো বংশে জন্ম গ্রহণ করিলেও তাহার চামড়া সাদাই ছিল এবং শৈশব কাল হইতে-ই সে এ বিষয় জানিত। ফলে, সে না পারিত নিগ্রো সমাজে মিশিতে না পারিত শ্বেতাঙ্গদের সহিত মিশিতে। একদিন সে তাহার মাকে পরিত্যাগ করিয়া দূর দেশে পলাইয়া গিয়া স্বাধীন ভাবে বাস করিতে লাগিল। এই দুঃসহ শোক সহ্য করিতে না পারিয়া ডিলিলিয়া শীঘ্রই প্রাণ ত্যাগ করিল। ইতিমধ্যে বী একজন তরুণ বৈজ্ঞানিক ষ্টিফেনের প্রেমে পড়িল। কিছুদিন পরে তাহার মেয়ে জেসীও ষ্টিফেনকে ভালবাসিল। পরে কী হইল তাহা পর্দ্দায় দেখাই সর্ব্বাপেক্ষা

বী'র ভূমিকায় ক্লদেৎ কোলবেয়ার খুব ভাল অভিনয় করিয়াছেন। কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা চিত্তগ্রাহী অভিনয় করিয়াছেন লুইস বীভার ডিলিলিয়ার ভূমিকায়। জেসী ও ষ্টিফেনের ভূমিকায় যথাক্রমে রচেলি হাডসন্ ও ওয়ারেন উইলিয়মও বেশ চরিত্রানুগত অভিনয় করিয়াছেন।

আইরন ডিউক
(Iron Duke)

নিউ এম্পায়ারে দেখানো হইবে, শ্রেষ্ঠাংশে জর্জ্জ আর্লিস, গ্লাডিস কুপার, ইলেন টেরীস, লেস্‌লি ওয়ারিং, এমলিন উইলিয়ামস প্রভৃতি। গমো ব্রিটিশের ছবি, পরিচালনা করিয়াছেন ভিক্টর স্যাভিলি।

ছবির গল্পটি সুপ্রসিদ্ধ ডিউক অফ্ ওয়েলিংটনের (যিনি আইরন ডিউক নামে খ্যাত ছিলেন) জীবনী হইতে গৃহীত হইয়াছে। ছবিখানিতে ওয়াটারলু যুদ্ধের কতক অংশও দেখানো হইয়াছে, কিন্তু অধিকাংশ স্থান-ই দখল করিয়াছে—এক দিকে ডিউক অপর দিকে ফরাসী রাজসভা—এই দুই জনের দ্বন্দ্ব। এবং এই অংশটি খুবই হৃদয়গ্রাহী হইয়াছে। অষ্টাদশ লুইসের ভ্রাতুষ্পুত্রী তখন মূলতঃ ফরাসী রাজসভা পরিচালনা করিতেন এবং ডিউক হইয়াছিলেন তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী। ম্যাডাম একদিন ডিউকের অনুরাগিনী লেডি ফ্রান্সিস

ক্লদেৎ কোলবেয়ার "Imitation of Life" ছবিতে এই সপ্তাহে ইহাকে দেখা যাইবে।

দিলেন। পরে ডিউক কী ভাবে তাহার প্রতিশোধ নিলেন তাহা পর্দ্দায় দ্রষ্টব্য।

জর্জ্জ আর্লিস ডিউকের ভূমিকায় যথারীতি সু-অভিনয় করিয়াছেন। কিন্তু যে সেনাপতি নেপোলিয়নের দুর্দ্দমনীয় শক্তিকে পর্য্যন্ত খর্ব্ব করিয়াছিল সে রূপটি ফুটাইয়া তুলিতে সক্ষম হন নাই। ম্যাডামের অংশে গ্লাডিস কুপারের অভিনয় ভালই। অন্যান্য ভূমিকা গুলিও সু-অভিনীত হইয়াছে। দৃশ্য-পটের জাঁকজমক যথেষ্ট পরিমাণে আছে।

লাভ টাইম
(Love Time)

প্লাজায় দেখান হইবে, শ্রেষ্ঠাংশে নিলস্ অ্যাসথার, প্যাট প্যাটারসন প্রভৃতি। ফক্সের ছবি, পরিচালনা করিয়াছেন জেমস টির্নালিং।

ভ্যালেরি ছিল একজন উচ্চ রাজকর্ম্মচারীর মেয়ে কিন্তু সে তাহা জানিত না। সে একজন গীতকারকে ভালবাসে। ফ্রাঞ্জ একদিন দূর দেশে চাকরী পাইয়া চলিয়া গেল। কিন্তু পুনরায় তাহার কাছে ফিরিয়া আসিবে এই প্রতিজ্ঞা করিয়া গেল। তারপর অনেকদিন কাটিয়া যায়। ভ্যালেরি তখন জানিতে

কর্ম্মচারী। ফ্রাঙ্কও তাহা জানিতে পারিয়া তাহাকে দুর্লভ ভাবিয়া ভ্যালেরির উদ্দেশ্যে এক গান রচনা করিল। পরে একদিন ফ্রাঙ্ক পীড়িত হইলে ভ্যালেরি তাহার মান মর্য্যাদা সব ভুলিয়া গিয়া ফ্রাঙ্কের নিকট আত্মদান করিল এবং দু'জনে সুখে মিলিত হইল।

ফ্রাঙ্ক ও ভ্যালেরির অংশে নিল্‌স্‌ আস্থার ও প্যাট প্যাটার্সন খুব ভাল অভিনয় করিয়াছেন। আমেরিকান ছবিতে এত ভাল অভিনয় শ্রীমতী প্যাটারসন আর করিয়াছেন বলিয়া আমাদের মনে হয় না।

ককআইড ক্যাভেলিয়ারস
(Cockeyed Cavaliers)

আর-কে-ও এলফিনষ্টোনে দেখানো হইবে। শ্রেষ্ঠাংশে বার্ট হুইলার, রবার্ট উলসী, থেলমা টড, ডরোথী লি, নোয়া বিয়ারী, প্রভৃতি। আর-কে-ও রেডিওর ছবি, পরিচালনা করিয়াছেন মার্ক স্যাণ্ডরিচ।

এই ছবিতে হুইলার উলসী মাণিকজোড়টি ইংলণ্ডের মধ্যযুগে গিয়া পৌঁছিয়াছেন। একদিন তাঁহারা দেখিলেন যে একটি মেয়ে বালক বেশে বাড়ী হইতে পলাইতেছে। কারণ আর কিছু নয় বাপ্‌ মা একজনের সহিত তাহার বিবাহের ঠিক করিয়াছেন, কিন্তু সে

"লষ্ট পেট্রল" চিত্রে বরিস কারলফ

কিছুতেই তাহাকে বিবাহ করিবে না। মেয়েটী ডরোথী লী। বার্ট হুইলার তাহাকে দেখিয়াই প্রেমে পড়িলেন। পরে একজন মরণাপন্ন ডিউকের রক্ষার্থে তাঁহাদের দু'জনকে ঔষধের ব্যবস্থা করিতে ডাকা হইল। উলসী ডিউকের ভ্রাতুষ্পুত্রী থেলমা টডের প্রেমে পড়িলেন এবং একদিন নিজের বীরত্ব জাহির করিতে একটা পাগলা ষাঁড়কে ধরিতে গেলেন। এই স্থানে হুইলার উলসীর হাস্যকর ক্রিয়া কলাপে অতি গম্ভীর ব্যক্তিও না হাসিয়া পারে না। পরে অবশ্য সকলের-ই মিলন হইল।

যাঁহারা হাস্যরসাত্মক অভিনয় দেখিতে ভালবাসেন তাঁহারা ছবিখানি দেখিয়া আনন্দ পাইবেন।

লষ্ট পেট্রল
(Lost Patrol)

ম্যাডানে দেখানো হইবে। শ্রেষ্ঠাংশে ভিক্টর ম্যাক্‌লাগলেন, বোরিস কার্লফ, রেজিনাল্ড ডেনী, ওয়ালেস ফোর্ড প্রভৃতি। আর-কে-ও রেডিওর ছবি, পরিচালনা করিয়াছেন জন ফোর্ড।

একদল সৈন্য এক সেনাপতির অধীনে মেসোপটেমিয়ার মরুভূমি দিয়া যাইতে যাইতে এক অদৃশ্য শত্রুর গুলিতে সেনাপতি হত হয়। তাহারা মৃত সেনাপতির মনোভাবের কিছুই অবগত ছিল না। কোথায় যাইবে—কেন যাইবে—কিছুই জানিত না। তাহারা এক মরুদ্যানের নিকট আশ্রয় লইল। সেই দিন রাত্রে সেই অদৃশ্য শত্রু তাহাদের প্রহরীকে শেষ করিয়া ঘোড়াগুলিকে অপহরণ করিল। সেই এগারো জনের ভিতর সকলেই একে একে মৃত্যুকে বরণ করিল। সেই ক্ষুৎপিপাসা ও কল্পনাতীত উত্তাপে এক সার্জ্জেন্ট ছাড়া সকলেই ইহলীলা সম্বরণ করিল। ছবিখানি যেমনি করুণ তেমনি রোমাঞ্চকর।

ছবিখানিতে নূতনত্ব আছে—একটিও অভিনেত্রী অভিনয় করে নাই। সকল অভিনেতৃই পুরুষ। অভিনয় সকলেরই মর্ম্মস্পর্শী হইয়াছে।

গজপুর-গিরিসঙ্কট

(ষষ্ঠ পৃষ্ঠার পর)

বাজী হেঁকে বলে—"মরিতে মরিতে
মরণের বুকে খড়্গা হেনো!
নিরাপদ ঠাঁয়ে পৌঁছিলে রাজা,
তোপ-সঙ্কেত শুনিবে জেনো
তার আগে?—হাতে কৃপাণ আছে,
হেলায় হাসিব যমের কাছে!
এস মারাঠার ডানপিটে ছেলে!
প্রাণের বদলে স্বর্গ কেনো,—
মরণে মারিতে খড়্গা হেনো!"

*

একে একে গেল পাঁচটি ঘণ্টা,
—সঙ্কেত-তোপ ছোঁড়ে না কেহ!
একে একে একে সাত-শো মারাঠী
খুঁজে পেলে সুখে মৃত্যু-গেহ!
তখনো বাঁচিয়া বাজীর প্রাণ
জীবনে শোনায় মরণ-গান,
অসি তুলে বলে—"জয়তু শিবাজী!"—
শত্রু-শোণিতে অরুণ দেহ।
—তবু কেন তোপ ছোঁড়ে না কেহ?

*

"হর, হর, হর! বোম্‌ মহাদেব!
জয় মহাবীর রাজা শিবাজী!"
রক্তে-ভিজানো মৃত্তিকা পরে
জয় জয় নাদে লুটালো বাজী।
... ...
ঐ শোনো, শোনো! তোপ যে পড়ে!
শিবা নিরাপদ 'বিশাল'-গড়ে!
সাত-শো মারাঠী সাত শত প্রাণে
মরণের কোলে হাসিল আজি!
জয় ভারতের রাজা শিবাজী!

*

বাজী-প্রভু সেই সঙ্কেত-ধ্বনি
শুনেছিল কিনা মৃত্যু-আজ্ঞা,
ইতিহাস তাহা বলে নি আমায়,
জানিতে হৃদয়ে ইচ্ছা জাগে।
শুদ্ধ দুপুরে দিপ্ত রবি,
গজপুরে আজো দেখে সে ছবি,
সাত-শো বীরের শোণিত এখনো
মাখা আছে তার লোহিত রাগে
কি শুনিল বাজী মৃত্যু-আগে?

রূপবাণীতে "ভিভা:ভিলা"

শনিবার:২রা ফেব্রুয়ারী হইতে রূপবাণী চিত্র-গৃহে মেট্রোর বিরাট কীর্ত্তি "ভিভা ভিলা" প্রদর্শিত হইবে।

মেক্সিকোর স্বাধীনতার জন্য একজন দস্যু কি ভাবে জীবনপাত করিয়াছিল তাহারই উজ্জ্বল মধুর কাহিনীতে এই অপূর্ব্ব চিত্রখানি রচিত।

প্রধান ভূমিকায় অভিনয় করিয়াছেন ওয়ালেস্ বিয়ারি। এতদ্ব্যতীত এই চিত্রে দশ হাজার লোক বিভিন্ন অংশে অভিনয় করিয়াছে।

নিউ টন ফিল্ম প্রোডাকশান্ লিঃ

ইঁহাদের প্রথম ছবি "আহে মজলুমান" প্রায় শেষ হইয়া আসিল। ছবিখানি সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর করিতে কর্ত্তৃপক্ষ আপ্রাণ চেষ্টা করিতে-ছেন। শ্রীমতী রোশেনারা নাম্নী একটি পাঁচ বৎসরের বালিকা এই ছবিতে খুব চমৎকার অভিনয় করিয়াছে।

শুনিলাম, ইঁহারা শীঘ্রই আরও দুইখানি ছবির কাজে হাত দিবেন। একখানি উর্দ্দু, অপরখানি বাংলা।

এভারগ্রীন পিকচার্স

ইঁহাদের প্রথম সবাক চিত্র "শেষ পত্রে"র সুটিং শেষ হইয়াছে। সম্পাদনা কার্য্য চলিতেছে। শীঘ্রই কলিকাতার কোনো একটি প্রথম শ্রেণীর চিত্র-গৃহে প্রদর্শিত হইবে। আলোক-চিত্র গ্রহণ করিয়াছেন প্রসিদ্ধ ক্যামেরাম্যান শ্রীযুক্ত পি, স্তাণ্ডাল।

ইঁহার সত্ত্বাধিকারী হইতেছেন প্রসিদ্ধ

সুসংবাদ

বঙ্গের সুপরিচিত কবি, গীতকার ও ঔপন্যাসিক শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রকুমার রায় মহাশয় আগামী কল্য অর্থাৎ ১লা ফেব্রুয়ারী হইতে সুকবি গিরিজাকুমারের সহিত **দীপালী**র সম্পাদনা-ভার গ্রহণ করিতেছেন।

হেমেন্দ্রকুমার যেমন একজন বড় সাহিত্যিক তেমনি একজন শক্তিশালী সাংবাদিকও। হেমেন্দ্রকুমারের সমালোচনা বঙ্গসাহিত্যে অপূর্ব্ব জিনিষ। অভিনয়-কলা নৃত্য ও সঙ্গীতেও তাহার বিশেষ ব্যুৎপত্তি।

কাজেই সুকবি গিরিজাকুমার এবং হেমেন্দ্রবাবুর মত একজন সুপণ্ডিত ও বিচক্ষণ ব্যক্তির সাহায্যে **দীপালী** যে দিন দিন আরো সমৃদ্ধ ও উন্নত হইবে, ইহাতে কোনো সন্দেহই নাই।

দীপালীর পাঠক পাঠিকা ও হিতৈষী-গণ এই সুসংবাদে নিশ্চয়ই আনন্দিত হইবেন।

আমরা **দীপালীর** পক্ষ হইতে হেমেন্দ্র কুমারকে সাদর ও সশ্রদ্ধ অভিনন্দন জানাইতেছি।

—শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
দীপালীর সত্ত্বাধিকারী—
ও কর্ম্মীগণ।

রাধা ফিল্ম কোং

এই শনিবার "দক্ষযজ্ঞ" সপ্তদশ সপ্তাহে ও "রাজনটী বসন্তসেনা" ৭ম সপ্তাহে পদার্পণ করিবে।

"মানময়ী গার্লস স্কুলের" আর অল্পই বাকী। শীঘ্রই সাধারণ্যে আত্মপ্রকাশ

কালী ফিল্মস্

সু-কবি শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়ের তত্ত্বাবধানে "বিদ্যাসুন্দরের' কাজ আরম্ভ হইয়াছে। ছবির চিত্র-নাট্য, সংলাপ, গান, ভূমিকা-নির্ব্বাচন সমস্তই হেমেন্দ্রবাবু করিয়াছেন। সুতরাং ছবিখানি যে প্রথম শ্রেণীর হইবে ইহা আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস।

"প্রফুল্ল"র আর অল্পই বাকী। "পাতাল পুরীর" কাজ শেষ হইয়া গিয়াছে।

ওয়াদিয়া মুভীটোন্ (বোম্বাই)

ইঁহাদের "লালে জামান" (পরিশিষ্ট)তে অভিনয় করিবার জন্য প্রসিদ্ধ ব্যায়ামবীর জন ক্যাভাস যোগদান করিয়াছেন। তিনি ১৯৩০ সালে শারীরিক সৌন্দর্য্য প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছিলেন।

উক্ত ছবির নাম পরিবর্ত্তিত হইয়া এখন "নূরে জামান" নামকরণ হইয়াছে। "লালে জামান", "বামনাবতার" প্রভৃতি বিখ্যাত চিত্রের বিখ্যাত পরিচালক মিঃ জে, বি, এচ ওয়াদিয়া এই ছবিখানি পরিচালনা করিতে-ছেন। এবং "নূরে জামান" যাহাতে "লালে জামানে"র অপেক্ষা ভাল ছবি হয় তাহার জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করিতেছেন। তাঁহার প্রচেষ্টা সফল হউক।

ভারতী নাট্য সমাজ

গত রবিবার বারাণসী ঘোষ ষ্ট্রীটস্থ ৮কালী প্রসন্ন সিংহের বাটীতে ভারতী নাট্য-সমাজ কর্ত্তৃক "নর নারায়ণে"র অভিনয় হইয়াছিল। সৌখীন সম্প্রদায়ের অভিনয় যেরূপ হয় সেই রূপই হইয়াছিল, তবে 'কর্ণের' ভূমিকায় যে অভিনেতাটি অভিনয় করিয়াছিলেন, তাঁহার

ম্যাডানের "সত্যপথে"

গত রবিবার আমরা ম্যাডানের নূতন বাংলা ছবি "সত্যপথের" অপ্রকাশ্য প্রদর্শনীতে আহুত হইয়াছিলাম।

"জামাই ষষ্ঠী", "চিরকুমারী", "তৃতীয় পক্ষ" প্রভৃতি চিত্রের রচয়িতা, পরিচালক ও অভিনেতা শ্রীঅমর চৌধুরী তাঁহার নবতম ছবি "সত্যপথের"ও গল্প রচয়িতা, পরিচালক ও অভিনেতা। গল্পটির ভিতর mass appeal এর অনেক জিনিষ আছে। পারম্পর্য্য সুরক্ষিত হওয়ার দরুণ জনসাধারণের গল্পটি বুঝিতে কোনো কষ্ট হইবে না। আলোক-চিত্র ও শব্দ নিয়ন্ত্রণ সর্ব্বত্র সমতা রক্ষা করিতে না পারিলেও খুব নিন্দনীয় হয় নাই। অভিনেতৃবৃন্দের মধ্যে সকলেই যথাসাধ্য সু-অভিনয় করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। ছবিখানি যখন ম্যাডানের তখন কিছুদিন কর্ণওয়ালিশে মৌরসীপাট্টা লইল।

গিরিশচন্দ্রের "প্রফুল্ল" নাটকে 'যোগেশ'রূপে শ্রীভূদেব বন্দ্যোপাধ্যায় (এমেচার)

নিউ থিয়েটার্স লিঃ

অপরাজেয় কথা-শিল্পী শরৎচন্দ্রের "দেবদাস" ইহাদের নবতম বাংলা ছবি। ছবিখানি শীঘ্রই চিত্রায় মুক্তি লাভ করিবে।

'দেবদাসের' ভূমিকায় শ্রীপ্রমথেশ বড়ুয়া ও 'চন্দ্রমুখীর' ভূমিকায় শ্রীমতী চন্দ্রাবতী চিত্রাবতরণ করিবেন। তাহা ছাড়া বিভিন্ন অংশে শ্রীদীনেশ দাশ, অমর মল্লিক প্রভৃতিকেও দেখা যাইবে। পরিচালনা করিতেছেন কুমার প্রমথেশ বড়ুয়া।

বিদেশে বাঙ্গালী শব্দ-যন্ত্রী

কালী ফিল্মের ভূতপূর্ব্ব সহকারী শব্দ যন্ত্রী শ্রীরবীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় গত ১৭ই জানুয়ারী নিউ ইয়র্ক যাত্রা করিয়াছেন আমেরিকার আর, সি, এ, ইন্‌ষ্টিটিউটে উচ্চতর শব্দযন্ত্র নিয়ন্ত্রণ (Sound Recording) শিক্ষা করিবার জন্য। আমরা তাঁহার সাফল্য কামনা করি।

নানা কথা

শুভ-বিবাহ

গত শুক্রবার ১১ই মাঘ সন্ধ্যায় ১১।১নং গোয়াবাগান ষ্ট্রীটে রূপবাণীর অন্যতম কর্ম্ম সচিব শ্রীমনোরঞ্জন ঘোষের ভাগিনেয়ীর শুভ-বিবাহ সুসম্পন্ন হইয়া গিয়াছে।

প্রাপ্তি স্বীকার

আমরা প্রসিদ্ধ তৈল ও স্নো প্রস্তুতকারক চৌধুরী কেমিক্যাল লেবরেটরী হইতে একশিশি উপাদেয় নারিকেল তৈল ও একখানি সুদৃশ্য দেওয়াল-পঞ্জী উপহার পাইয়াছি।

ইহা ছাড়া হিন্দুস্থান কো-অপারেটিভ ইন্সিওরেন্স সোসাইটী, হিন্দু মিউচুয়েল লাইফ এসিওরেন্স-এর নিকট হইতেও একখানি করিয়া সুদৃশ্য দেওয়াল-পঞ্জী পাইয়াছি।

আমরা প্রত্যেকেরই দীর্ঘ ও কর্ম্মবহুল জীবন কামনা করি।

Editor :—GIRIJA KUMAR BASU. Printed at the Dipali Press and published from the Dipali Office

স্থাপিত ১৯২৯

দীপালী

DIPALI

বাংলার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সচিত্র সাপ্তাহিক

ক্যাথি ভন ন্যাগি

(উফার সুপ্রসিদ্ধা অভিনেত্রী)

৭ম বর্ষ] ২৪শে মাঘ, ১৩৪১ 7th February, 1935 [৬ষ্ঠ সংখ

'দীপালী'র নিয়মাবলী

১। 'দীপালী' প্রতি বৃহস্পতিবারে প্রকাশিত হয়, নগদ মূল্য এক আনা। নমুনার জন্য পাঁচ পয়সার টিকিট পাঠাইতে হয়।

২। কোনো সংখ্যার 'দীপালী' যথাসময়ে না পাইলে, স্থানীয় ডাক-ঘরে সন্ধান লইয়া পরবর্ত্তী সোমবারের মধ্যে জানাইতে হইবে।

৩। 'দীপালী'-সংক্রান্ত টাকা কড়ি, বিজ্ঞাপন, দীপালীর ম্যানেজারকে পাঠাইতে হইবে। বিজ্ঞাপন এবং এজেন্সী সম্বন্ধীয় বিবরণ ও অন্যান্য জ্ঞাতব্য বিষয়ের জন্য তাঁহাকে পত্র লিখিতে হইবে।

৪। 'দীপালী'তে প্রকাশের জন্য রচনা-সমূহ 'সম্পাদক দীপালী' এই নামে 'দীপালী' কার্য্যালয়ে পাঠাইতে হইবে। উপযুক্ত ষ্ট্যাম্প দেওয়া না থাকিলে অমনোনীত রচনা ফিরাইয়া দেওয়া বা উত্তর দেওয়া হয় না। অমনোনীত রচনা সঙ্গে সঙ্গে ছিঁড়িয়া ফেলা হয়, কাজেই টিকিট না দিয়া রচনা পাঠাইয়া, পরে সে সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিলে কোনো ফলই হইবে না।

৫। 'দীপালী'র এজেন্ট হইবার বিস্তৃত বিবরণের জন্য 'দীপালী'র ম্যানেজারের সহিত পত্র ব্যবহার বা দেখা করিতে হইবে।

৬। বৎসরের **প্রথম সংখ্যা** অথবা দ্বিতীয় বর্ষার্দ্ধের প্রথম (২৫শ) সংখ্যা হইতে গ্রাহক হইতে হইবে। অন্য সময়ে গ্রাহক হইলে, তাঁহাকে হয় ১ম, নয় ২৫শ সংখ্যা হইতে কাগজ লইতে হইবে।

ম্যানেজার—দীপালী

১২৩।১, আপার সার্কুলার রোড
পোঃ বিডন্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা ফোন—বড়বাজার ৩২৫৩

দীপালী কার্য্যালয়—১২৩।১, আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা—
ফোন বড়বাজার—৩২৫৩

৭ম বর্ষ | ২৪শে মাঘ বৃহস্পতিবার, ১৩৪১ | ৬ষ্ঠ সংখ্যা
৭ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৩৫

"দীপালী"র পড়ুয়াদের কাছে হয়তো আমি একেবারে অচেনা লোক নই, কারণ মাঝে মাঝে "দীপালী"র আশেপাশে উঁকিঝুঁকি দিয়েছি। কিন্তু "দীপালী"র সহযোগী সম্পাদক রূপে এই আমার প্রথম আত্মপ্রকাশ। বন্ধুরা ধরপাকড় ক'রে আমাকে একেবারে এক-কথায় "দীপালী"র সম্পাদক বানিয়ে দিলেন। যেন আমি চাঁদ্‌নি-চকের 'রেডি-মেড' জামা! কিন্তু নিজের যোগ্যতা সম্বন্ধে আমার নিজেরই সন্দেহ আছে অত্যন্ত। আমার অবসর ও শক্তি এতই অল্প যে, এই গুরুতর কর্ত্তব্য হয়তো ভালো ক'রে পালন করতে পারব না। আশা করি, ত্রুটি-বিচ্যুতি ঘটলে আপনারা আমার অক্ষমতাকে ক্ষমা ক'রে সহৃদয়তার পরিচয় দান করবেন।

•

এ মাসের একটি মস্ত সুখবর হচ্ছে, অমর নর্ত্তকী পাব্‌লোভার স্বামী প্রতীচ্যের নানা দেশ থেকে নিপুণা নর্ত্তকী সংগ্রহ ক'রে কলিকাতার রসিক-সমাজে দেখা দেবেন। এই নৃত্য-সম্প্রদায়ের নাম দেওয়া হয়েছে "League of Nations"! আনা পাব্‌লোভার দৌলতে যে Russian Balletএর সঙ্গে আমরা অল্পবিস্তর পরিচিত আছি, এই নব নৃত্য-সম্প্রদায়ও নাকি তারই বিচিত্র পুনঃ প্রকাশ দেখাবেন।

•

পৃথিবীতে আনা পাব্‌লোভার পুনর্জ্জন্ম সম্ভবপর কিনা জানি না; কিন্তু নতুন দলের ভিতরে যে আমরা পাব্‌লোভার ব্যক্তিত্বের অভাব অনুভব করব, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। তবু পাব্‌লোভার স্বামী যখন এঁদের দলপতি, তখন এঁদের কাছ থেকে নিশ্চয়ই আমরা এমন-কিছুর আশা করতে পারি, বাংলা দেশের কল্পনাও যার কাছ পর্য্যন্ত অগ্রসর হবে না। সাত সমুদ্র তেরো নদী পেরিয়ে, খেলো জিনিষ নিয়ে কখনোই ওঁরা ভারতবর্ষে আসবেন না।

•

Russian Balletএর নাম আমরা প্রায়ই শুনতে পাই, কিন্তু তার ভিতরকার কথা হয়তো এখানকার অনেকেরই কাছে সুপরিচিত নয়। সুতরাং সে-সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করলে মন্দ হবে না।... ... ... আঠারো শতাব্দীতে রুস রঙ্গালয়ে ইতালীয় অভিনেতৃগণের প্রভাব বেড়ে উঠেছিল অত্যন্ত। তখন থেকেই ওখানকার রঙ্গমঞ্চের উপরে "ব্যালে" বা নৃত্যনাট্য যথেষ্ট আদর পেয়ে আসছে। সে-সময়ে এ বিভাগে য়ুরোপের অন্যান্য দেশে যত-কিছু নূতনত্বের সৃষ্টি হ'ত, রুস শিল্পীরা সে-সমস্তই সাদরে গ্রহণ করতে ভুলত না। কিন্তু উনিশ শতাব্দীতে রুসিয়ার সাধারণ রঙ্গালয়ে যখন নবজীবনের সূত্রপাত হয়, রুস-নৃত্যনাট্য তখন তার

মহিমাকে গ্রহণ করতে পারে নি। গঠনে নিখুঁৎ হ'লেও রুস-নৃত্যনাট্য তখন একান্ত প্রাণহীন হয়ে পড়েছিল,—অতীতের ঐতিহ্য ও ধরা-বাঁধা নীতির শিকলে বন্দী হয়ে জীবন্ত বর্ত্তমানকে সে স্বীকার করতে পারত না। বিশ শতাব্দীর প্রথম দিকেও রুস-নৃত্যনাট্যে রুসিয়ার বিশেষত্বের পরিচয় পাওয়া যেত খুবই অল্প,—ভিয়েনা, মিলান ও প্যারির নৃত্যনাট্যের সঙ্গে তার বিশেষ কোন পার্থক্য ছিল না।

*

সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, রুস-নৃত্যনাট্যের নব-জন্ম বেশীদিন হয় নি। এবং এ নব-জন্ম এতদিনেও কেউ দেখতে পেত কিনা সন্দেহ, স্বর্গীয় Diaghilevএর অমর প্রতিভা যদি তার দিকে আকৃষ্ট না হ'ত। কিন্তু সর্ব্বপ্রথমে Diaghilevও স্বদেশে কল্কে পান নি। চলতি রীতির পাণ্ডারা রুসিয়ায় তাঁকে আমল দেবেন না বুঝে, কয়েক জন নিপুণ শিল্পী সংগ্রহ ক'রে Diaghilev, ললিত কলায় সর্ব্ববিভাগেই অগ্রসর প্যারি সহরে চ'লে গেলেন। সেখানে তাঁর তত্ত্বাবধানে রুস-নৃত্যনাট্য যে নূতন রূপে আত্মপ্রকাশ করল, তা যেমন চমৎকার, তেমনি বিস্ময়কর! সমস্ত সভ্য জগতের সামনে রুসিয়া যেন এক অভিনব কল্পলোকের সিংহদ্বার খুলে দিলে! বর্ণ-বৈচিত্র্যে, দৃশ্যপটের সমারোহে ও পরিকল্পনার সৌন্দর্য্যে Diaghilev রুস-নৃত্যনাট্যে যে অপূর্ব্বতা সৃষ্টি করলেন, আজ পর্য্যন্ত সারা পৃথিবীতে তা অতুলনীয় হয়ে আছে। Diaghilevএর এই সফলতা দেখে রুসিয়ার অন্ধতা ঘুচে গেল।

*

এই 'রেনেসাঁসে'র পর রুস-নৃত্যনাট্যের আসরে নব নব রস পরিবেশন ক'রে যাঁরা নাম কিনেছিলেন, তাঁদের মধ্যে প্রধান হচ্ছেন Nijinsky, Fokin, Pavlova, Karsavina ও Ida Rubinstein এবং এঁদের শক্তি বিকাশ করবার জন্যে যে সব চিত্রকরের প্রতিভা অভাবিত সহযোগিতা করেছিল তাঁদের নাম হচ্ছে Benois, Roerich ও Bakst.

*

রুস-নৃত্যনাট্যের মধ্যস্থতায় যে-কয়জন অসাধারণ চিত্রকরকে আমরা লাভ করেছি, তাঁদের মধ্যে সবচেয়ে অপূর্ব্ব হচ্ছেন Leon Bakst,—যাঁর অভাবে রুস-নৃত্যনাট্য অনেকখানি সৌন্দর্য্য থেকেই বঞ্চিত হ'ত। Bakstএর প্রতিভার ছোঁয়ায় নাট্য প্রথমে নৃত্যে এবং নৃত্য তারপর জীবন্ত চিত্রের ইন্দ্রধনু-বর্ণ-বিচিত্রতায় রূপান্তরিত হয়েছে। Bakst যে মায়া-পৃথিবীর যবনিকা খুলে দিয়েছেন, তার সুমুখে গিয়ে দাঁড়ালে তার গূঢ় ইঙ্গিতটুকু বুঝতে না পারলেও আমাদের সকলকেই অভিভূত হ'তেই হবে। Bakst এখন পরলোকে। কিন্তু তাঁর সৃষ্ট আর্ট আজও প্রাকৃতিক শক্তির মতই নিত্য-নব সৌন্দর্য্যের নির্ঝর খুলে দিচ্ছে। ফরাসী Impressionistদের আদর্শ হয়তো Bakstএর ছবিতে পাওয়া যাবে; হয়তো Manet, Renoir Cizanne ও Picasso প্রভৃতি ফরাসী চিত্রকররা না থাকলে Bakstএর কাজ পূর্ণতা লাভ করতে পারত না, তবু তাঁর প্রতিভা কিছুমাত্র ক্ষুন্ন হয় নি। এবং তাঁর সব-চেয়ে-বড় বিশেষত্ব হচ্ছে রঙ্গমঞ্চকেই তিনি তাঁর কার্য্যক্ষেত্র করতে সঙ্কুচিত হন নি। তিনি অপূর্ব্ব ও অভাবিত দৃশ্যপট এঁকেছেন; অভিনব সাজ-পোষাকের পরিকল্পনা করেছেন। এই দুই বিষয়ে তাঁর জুড়ী মেলে নি। আরো অনেক প্রতিভাবান চিত্রকর—যেমন Gordon Craig—রঙ্গালয়ের জন্যে ভালো ভালো ছবি বা দৃশ্যপট এঁকেছেন। কিন্তু তাঁরা রঙ্গালয়ের জন্যে ছবি এঁকেছেন রঙ্গালয়কে ভুলে। নাট্যশালাকে তাঁরা চিত্রশালা ক'রে তুলতে চেয়েছেন—নাট্যকার ও নট-নটীর দিকে দৃষ্টিপাত না ক'রেই। Bakst কিন্তু কখনো এক মুহূর্ত্তের জন্যেও রঙ্গালয়কে ভোলেন নি বা কোনদিনই "scenery for the sake of scenery" দেখাবার চেষ্টা করেন নি। রুস-নৃত্যনাট্য তাঁর তুলিকার আশীর্ব্বাদে অধিকতর গতিমধুর, স্বপ্নসুন্দর ও পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছে। রুস-নৃত্যনাট্যের কথা আজ এইখানেই তোলা থাক্, বারান্তরে এ বিষয়ে আরো কিছু বলব।

*

চলচ্চিত্রের মায়ার টানে আমরা ক্রমেই বেশী মেতে উঠছি। এদেশে প্রধানতঃ সাহিত্য নিয়ে আলোচনা করা যাদের কাজ, সেই সব মাসিক-পত্রও এখন চলচ্চিত্র নিয়ে কথা কইতে সুরু করেছে। কিছুদিন আগে "বিচিত্রা"য় দেখলুম বাংলা চলচ্চিত্র নিয়ে এক ভদ্রলোক অনেক অশ্রুত্যাগ করেছেন। তাঁর দুঃখের প্রশ্ন হচ্ছে, পাশ্চাত্যদেশে মাঝে মাঝে যেমন উঁচুদরের চিত্রনাট্য তৈরি হয়, বাংলাদেশে তা হয় না কেন? এর উত্তরে আমরা বলতে পারি, বাংলাদেশে উঁচুদরের দর্শকের সংখ্যা এখনো বাড়ে নি ব'লে। ভদ্রলোক দু-তিনখানা উঁচুদরের বিলাতী ছবির নামও করেছেন। কিন্তু সে-ছবিগুলি এদেশে বাহবা পেলেও তাদের পরমায়ু কতদিন দীর্ঘ হয়েছে? মাত্র দুই কি তিন সপ্তাহ! অথচ ওদেশে ঐ ছবিগুলিই এক-একটি চিত্রগৃহে হয়তো একটানা ত্রিশ, চল্লিশ, পঞ্চাশ বা আরো বেশী সপ্তাহ ধ'রে রসিকের আনন্দের খোরাক জুগিয়েছে!

*

উঁচুদরের চিত্রনাট্য কাকে বলে, সে কথাটা যে কেবল "বিচিত্রা"র সমালোচকই জানেন, তা নয়; এদেশের অনেক চিত্র-ব্যবসায়ীর কাছেও তা অজানা নয়। কিন্তু "বিচিত্রা"র সমালোচকের মতন বাঙালী চিত্র-ব্যবসায়ীরাও যদি এতটা ভাবোন্মাদ হন, তাহ'লে তাঁদের অস্তিত্ব লুপ্ত হ'তে দেরি লাগবে না। দুই-তিন হপ্তা যার পরমায়ু, তেমন উঁচুদরের চিত্রনাট্য দেখাবার প্রলোভনে তাঁরা যে জলের মতন টাকা খরচ করবেন, তাঁদের কাছ থেকে এ-রকম আশা করা কেবল অন্যায় নয়, পাগ্লামিও বটে।

—শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়

সুখের মতন

(উপন্যাস)

—শ্রীগিরিজাকুমার বসু

(৫ম সংখ্যার পর)

(১৮)

বল্‌বার যো ছিল না এই জন্যে, যে প্রথমটা তার বিয়ের কথা নিয়ে সে আমোদ ক'রে-ই কথা কইত, কিন্তু তার পরে-ই তার হ' চোখে জল দেখা যেত—ব'ল্‌তো, না অমন সব কথা আমায় ব'ল্‌বেন না, আমি যে সইতে পারি না। আমি আজকাল আর তাকে তাই ঐ প্রসঙ্গ নিয়ে ঠাট্টা তামাসা করি না।

তৃষ্ণা আমাদের পক্ষে ছিল সে খবর তার নিজের মুখ থেকে-ই পেয়ে খুসী হ'লুম। আমার দিক থেকে কৃষ্ণার প্রতি প্রেমের পক্ষপাত নিয়ে কৃষ্ণার সম্বন্ধে তার মনে যত হিংসা-ই থাক্ না কেন, তার মেজদিদিটিকে যে আর কারুর ঘরে পাঠানো চ'লবে না সে বিষয়ে তার মনে কোনো দ্বিধা ছিল না। সে আমাকে একদিন ব'লেছিল, ছোটদাদু, মেজ্‌দির জন্যে বর কেউ খুঁজ্‌তে যাবে না। আমি জিজ্ঞাসা ক'রেছিলুম কেউ যদি খোঁজে তো আমি বাধা দোবো কেমন ক'রে? তৃষ্ণা ব'লেছিল, জানিয়ে দেবেন যে মেজদির বিয়ে আর কারুর সঙ্গে হ'তে পারে না।

আমি তাকে বুঝিয়ে দিয়েছিলুম যে বর খোঁজা না খোঁজা অপরের খেয়াল, কিন্তু বিয়ে হওয়া না হওয়া আমাদের হাত। কিন্তু তোমার মেজদির অন্য কারুর সঙ্গে বিয়ে হ'তে পারে না, একথা কেন তুমি ব'ল্‌লে? না হ'তে পার্‌বার কি কারণ তুমি জান? তার উত্তরে সে ব'লেছিল, মেজদি যে আপনাকে ছেড়ে থাক্‌তে পারবে না, মেজদিকে আপনি না নিলে যে সে সুখী হবে না। বাঁচলুম, ভেবেছিলুম তার মেজদিকে অপরে গ্রহণ করার বিরুদ্ধে এর চেয়ে বড়ো আর অকাট্য কারণের কথা বোধ হয় সে জেনেছে—দেখ্‌লুম' তা' সে জানে নি, শুধু কৃষ্ণার মনোবেদনায় সহানুভূতি-ই তার ঐ মন্তব্যের মূল।

আমার স্ত্রীর সঙ্গে একদিন কৃষ্ণার গুরুজনদের আচরণ নিয়ে এই সময়ে তর্ক হোলো। আমি তাঁকে ব'ল্‌লুম, তুমি দিনাজপুরে যেতেও পাবে না, সেখানে কোনো চিটিও লিখ্‌তে পার্‌বে না কারণ তোমার দিদিরা বার বার কৃষ্ণাকে পাঠাবেন ব'লে পাঠান নি। তিনি তাঁদের পক্ষ নিয়ে ব'ল্‌লেন, সে এলে ঘর সংসারের কাজের বিশেষতঃ তার মার অসুবিধে হবে ব'লেই তাকে পাঠাতে পারেন নি! আমি ব'ল্‌লুম তাঁদের সংসারে যথেষ্ট লোক আছে—সপ্তাহ খানেকের জন্যে সে এলে কিছুই আটকাতো না। যদি সে দশ দিন অসুখ ক'রে প'ড়ে থাক্‌তো তো কি হোতো? ক'রেও ছিল তার অসুখ, তখন সংসার অচল হয় নি। তা ছাড়া, তাঁরা তা হ'লে ক্রমাগত এত প্রবঞ্চনা ক'র্‌ছেন কেন? স্পষ্ট ক'রে ব'ল্‌লেই তো পারেন যে পাঠাবেন না। এ সব কথার জবাব না দিয়ে তিনি ব'ল্‌লেন আমি দিনাজপুরে চিটি লিখ্‌বোনা কেন—তুমি কি কৃষ্ণাকে চিটি লিখ্‌ছ না? আমি উত্তর দিলুম, কৃষ্ণার আসা না আসা যদি তার নিজের ওপর নির্ভর ক'র্‌তো, সে যদি এ বিষয়ে শঠতা প্রবঞ্চনা ক'র্‌তো তবে আমি নিশ্চয়ই তাকে চিটি লেখা বন্ধ ক'র্‌তুম। আমি ব'ল্‌ছি তোমায় অপরাধীদের শাস্তি দিতে আর তুমি নিরপরাধ মানুষকে দণ্ড দিতে ব'লছ আমায়। তা ছাড়া তোমার স্বামীর সঙ্গে যারা কপটতা ক'র্‌ছে, তাঁর যারা অসম্মান ক'র্‌ছে, তুমি কেন তাদের বেশ ভালো ক'রেই বুঝিয়ে দিচ্ছ না, যে আমার অমর্য্যাদা ক'রে, তোমাকে চিটি লেখা বা আহ্বান করা তাঁদের বাতুলতা মাত্র? তা সত্ত্বেও, আমার স্ত্রী সম্প্রতি দিনাজপুরে যাবার ইচ্ছে প্রকাশ ক'রেছেন। আমি কোনো প্রতিবাদ জানাই নি, কেন না তাঁর স্বাধীন মতামতে আমি আপত্তি ক'র্‌বো কেন? তা'ছাড়া, স্বামীর অমর্য্যাদা তাঁর নিজেরই অমর্য্যাদা এ কথা জান্‌তে বা অমর্য্যাদাকারীদের যোগ্য শিক্ষা দিতে সব স্ত্রী বাধ্য নন্, সুতরাং তর্কে ফল কি?

কিন্তু আস্‌তে না দিলেই বা কি হবে? সাগর-তরঙ্গের গতি রোধ কর্‌বার মতো চেষ্টা। শরীরটাকে শাসন ক'রে আট্‌কে রেখে তার গুরুজনরা মনের প্রেমকে তার আরো শক্তিমান ক'র্‌ছেন, এ জন্যে তাঁদের কাছে কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। তাঁদের অবিবেচনার ফলে তাঁরা অদূর ভবিষ্যতে একদিন যে মাথা নীচু ক'র্‌তে বাধ্য হবেন, সে কথা এখনও মনেই আসছে না কারুর। কিম্বা সব মেনে শুনেও তাঁরা চালাকি ক'র্‌ছেন, এমনও হ'তে পারে। শীগ্‌গির-ই বোঝা যাবে।

তৃষ্ণার চিটি পেলুম, তার মেজদির জর। এমন নাকি দু' এক দিন অন্তর প্রায়-ই তার আজকাল হ'চ্ছে। বাতের মতন হ'য়েছে তার ওপর প্রতিদিন বিকেলে ঘুষ ঘুষে জর। ব্যাপারটা খুব-ই দুশ্চিন্তার কারণ। আমি

লিখেছিলুম, তার হাওয়া বদ্‌লাবার দরকার নিশ্চয়-ই হ'য়েছে। কিন্তু এক্ষেত্রেও আবার অনেক চাতুরী চ'ল্‌লো। তার কর্ত্তৃপক্ষরা ব'ল্‌লেন, তাঁরা ওকে ক'ল্‌কাতায় নিয়ে যাবো তারপর কোনো একটা স্বাস্থ্যকর জায়গায় ওকে পাঠাবার ব্যবস্থা ক'র্‌তে হবে। কিন্তু আমি যেই কৃষ্ণাকে পাঠাতে ব'ল্‌লুম, তার উত্তরে তাঁরা জানালেন যে কবিরাজের ওষুধ খেয়ে সে আপাততঃ ভাল আছে। কৃষ্ণার কাছ থেকে একখানা চিটিরও ঠিক সময়ে জবাব পাইনি ব'লে ভাব্‌ছিলুম। দু' দিন পরে তা পেলুম। সেই চিটি থেকে খবর পাই যে তার জ্বর হ'য়েছিল ব'লে সে যথা সময়ে পত্র দিতে পারে নি। আশ্চর্য্য! তার কর্ত্তৃপক্ষরা জানিয়েছিলেন যে, কবিরাজের ওষুধ সেবনে সে সুস্থ আছে আর তার দুদিন পরে সে নিজে লিখ্‌লে যে তার জ্বর হ'য়েছিল। এমন অবস্থায়ও, সংসার অচল হবার ভয়ে বা আর কোনো ভয়ে, তাকে তাঁরা বায়ু পরিবর্ত্তনের সুবিধে দেবেন না! স্নেহের চমৎকার উদাহরণ!

আগে আগে তাদের ছলনার মাত্রাটা এত বেশী ছিল না ইদানীং কেন যে বেড়েছিল তা জানি না। এমন হ'তে পারে যে তাঁরা কল্পনা ক'রেছিলেন তাঁদের সমস্ত শাসনের গণ্ডী থেকে কৃষ্ণাকে অচিরে মুক্তি দিয়ে, দাঁতে কুটি ক'রে সেই লোকের হাতেই তাকে দিতে হবে, কপটতা যার সঙ্গে ক'রেছেন সুতরাং শেষবারের মতো একবার প্রাণভরে আচ্ছা ক'রে শাসনটা ক'রে নেওয়া যাক্। গিন্নীদের পাকা সাংসারিক বুদ্ধি!

আবার মৃণাল। সে কার কাছ থেকে শুনেছিল জানিনা যে শরীর খারাপ হবার জন্যে কৃষ্ণার শীগ্‌গির ক'ল্‌কাতায় আসবার সম্ভাবনা আছে—আমার বাড়ীতে। সে আমাকে চিটিতে প্রশ্ন ক'রেছিল, তার মেজদি আমার এখানে আসছে কিনা এবং যদি আসে তো যতদিন সে থাক্‌বে, তার আর আমার এদিক মাড়ানো চ'ল্‌বে না। যেন সে রোজই আমার বাড়ীতে আসছে বা কোনোদিন নিজে থেকে আস্‌বার চেষ্টা ক'রেছে কিম্বা আস্‌বার কথা ব'লেছে। আমি তাকে উত্তরে লিখে দিলুম, তোমার মেজদি হয়তো ক'লকাতায় আসতে পারেন, এখান থেকে কোনো জায়গায় হাওয়া বদ্‌লাতে যাবার জন্যে কিন্তু আমার বাড়ীতে যে আস্‌বেন না এ বিষয়ে নিশ্চিন্ত থাক্‌তে পারো। আমার এমন কথা বল্‌বার কারণ হ'চ্ছে এই যে তোমার মেজদিকে এখানে পাঠানো নিয়ে অনেক ছলনা তাঁরা ক'রেছেন। তুমি জানো তোমার বড়্‌দাদু, তোমার দিদিমা, তোমার মেসমশাই, তোমার ছোটমামা ভিন্ন ভিন্ন সময়ে একাধিকবার আমার বাড়ীতে এলেন। কৃষ্ণাকে আন্‌বার অনুরোধের উত্তরে তাঁরা কথা দিয়েছিলেন, এবার যে কেউ যাবেন, তাঁর সঙ্গে তাকে পাঠাবেন অথচ কারুর সঙ্গেই সে আসছে না কেন, আমার এই জিজ্ঞাসার উত্তরে তাঁদের প্রত্যেকেই একঝুড়ি মিথ্যে ব'লেছেন। এর পরেও কি তোমাকে বোঝাতে হবে যে তোমার মেজ্‌দির আবির্ভাব ক'ল্‌কাতার আর যেখানেই হোক্, আমার আলয়ে হবে না।

আর একটা কথা আজ মনে প'ড়ে, মানসিক অশান্তি ঘট্‌ছে। আমি সব জানিয়ে ও বুঝিয়ে দেবার পরও, কৃষ্ণা কিছুতে লেখেনি বা লিখ্‌ছে না, আপ্‌নি দিনাজপুরে এসে অন্য জায়গায় থাক্‌বেন তা হ'তে পারে না, পার্‌বে না। তাতে আপনার মনে কষ্ট হবে, আমারও। এই প্রসঙ্গের উল্লেখ আগেও করেছি—ব্যাপারটা অনেকদিন আগেকার। কিন্তু আজ হঠাৎ সে কথা আবার স্মরণ হ'তে, কিছু ভালো লাগ্‌ছে না। নোতুন ক'রে মনে পড়্‌বার কারণ এই যে আমার একজন আত্মীয়া সম্প্রতি আমাকে দিনাজপুরে যাবার জন্যে নিমন্ত্রণ ক'রেছেন।

(চল্‌বে)

নান্‌হে খাঁ ও শ্রীমতী সারা

নিউ টনফিল্মের প্রথম সবাক চিত্র "আহ-ই-মজলুমান"-এ 'ইব্রাহিম' তাহার ও 'দ্বিতীয় পত্নী'রূপে অবতীর্ণ। ছবিখানির কাজ প্রায় শেষ হইয়া আসিল।

কলম্বিয়ার "Strictly Confidential" চিত্রের নায়ক ও নায়িকা—ওয়ার্ণার বাক্সটার ও মার্ণা লয়

"Strictly Confidential", "It Happened One Night" প্রভৃতি চিত্রের প্রসিদ্ধ পরিচালক—ফ্রাঙ্ক কাপ্‌রা

নীচে : কলম্বিয়ার "Lady By Choice" চিত্রের একটি দৃশ্যে মে রবসন

শুভ-মিলন

(গল্প)

—শ্রীসরোজকুমার বসু

পাশাপাশি বাড়ী। সত্যেন ও মুকুলের খুব ভাব। তারা প্রায় দশ বৎসর এইরূপ ভাবে বাস করিতেছে। সুতরাং সত্যেনের পিতা নগেনবাবুর সহিত মুকুলের পিতা মাধববাবুর যে খুব আন্তরিকতা থাকিবে তাহাতে আর বৈচিত্র্য কি? তাঁহাদের পুত্র কন্যাদিগের মধ্যেও যে এইরূপ হইবে ইহার আর আশ্চর্য্য কি? সুতরাং তাহারা ভাই বোনের মত অবাধে মেলামেশা করে। দুই বাড়ীর মধ্যে উভয়ের স্বাধীন ভাবে যাতায়াত—ইহাও একটা ঘনিষ্ঠতার চিহ্ন।

নগেনবাবুর পুত্র সত্যেন, ও মাধব বাবুর কন্যা মুকুল, ইহারাই দুই বাড়ীর মধ্যে বয়োজ্যেষ্ঠ পুত্র কন্যা। শিশুকাল হইতেই তাহারা এক সঙ্গে মিশিতেছে, এখন একটু বড়ও হইয়াছে সেই জন্য তাহাদের ভালবাসা এখন 'প্রেম' নামক এক প্রকার ব্যাধিতে আক্রান্ত হইয়াছে।

সত্যেনের বয়স বাইস। মুকুলের বয়স পনের। সুতরাং তাহাদের এই যৌবন কালে তাহারা যে এই মারাত্মক ব্যাধিতে ভুগিবে সেটা মোটেই আশ্চর্য্যের কথা নয়; বরং স্বাভাবিক।

যাহা হউক তাদের দিনগুলো কল্পনায় আঁকা রঙিন্ চিত্রের মতো বেশ কাটিয়া যাইতেছিল। তাদের এই অবাধ মিলনের পথে কেউ কন্টক ছিল না। সত্যেন এক এক সময় মুকুলের পড়া লইত। মুকুল শুধু হাসিত, উত্তর দিতে পারিত না। সত্যেন বইটা টেবিলের উপর ছুঁড়িয়া ফেলিয়া রাগ করিয়া বলিত, "আর তোমায় একদিনও পড়া জিজ্ঞাসা কোরবো না, আস্‌বোও না।"

মুকুলের গলদ ত' ঐখানেই! 'আস্‌বোনা' কথাটা শুনিলে সে আর ঠিক থাকিতে পারিত না। তবুও সেদিন সে দুষ্টুমি করিয়া বলিল, 'না আসত' আর কি করব?" সত্যেন এই কথা শুনিয়া অভিমানে সেখান হইতে তাহার বাড়ী চলিয়া গেল। মুকুলও রাগ করিয়া তাহাকে ফিরাইয়া আনিতে গেল না। কারণ যাহার কথায় কথায় অভিমান তাহার সহিত সে আর কোন সংশ্রব রাখিবে না। সে তাহার প্রতিজ্ঞা বিকালবেলা পর্য্যন্ত রাখিল। কিন্তু সন্ধ্যার সময় সে আর থাকিতে না পারিয়া সত্যেনের বাড়ী গিয়া উপস্থিত হইল। দেখিল যে সত্যেন টেবিলের উপর মাথা রাখিয়া চুপ করিয়া বসিয়া আছে। মুকুল সন্তর্পণে আগাইয়া গিয়া চুপ করিয়া অনেকক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিল। সত্যেন মুকুলের উপস্থিতি বুঝিতে পারে নাই। সে তখন তন্ময় চিত্তে মুকুলের-ই কথা ভাবিতেছিল।

মুকুল অনেকক্ষণ সেখানে দাঁড়াইয়া থাকিয়া সত্যেনের মাথার উপর তাহার হাতখানি রাখিয়া বলিল, "কার ধ্যানে মগ্ন তুমি, ওগো প্রিয়তম!" মুকুল সত্যেনের রাগ ভাঙ্গাইবার জন্য তাহার বক্তব্য গদ্যে না বলিয়া পদ্যে বলিত।

সত্যেন চমকিত হইয়া তাহার বাঞ্ছিতাকে সম্মুখে দেখিয়া মুকুলের প্রশ্নের সঙ্গে মিল রাখিয়া পদ্যে-ই বলিল "ছিনু তব ধ্যানে মগ্ন, পাশে বসে মম।" মুকুল সত্যেনের পাশে বসিয়া পড়িয়া বলিল, "শুনিতে পারি কি, কী তার কারণ?" সত্যেন হঠাৎ হাসিয়া বলিল, "নহে প্রিয়তমা, আছে তা বারণ।"

এই রকম হাসি ঠাট্টার ভিতর দিয়া তাহাদের রাগ যে কোন পথে পলাইয়া যাইত তাহা তাহারা বুঝিতেই পারিত না।

(২)

মাধববাবু ভয়ানক চিন্তায় পড়িয়া গিয়াছেন। মুকুল সাম্‌নের আশ্বিনে ১৬ বৎসরে পড়িবে। গৃহিনী ত' রাতদিন প্যান্ প্যান্ করিতেছেন,"মেয়ের বিয়ে দাও, মেয়ের বিয়ে দাও।" আরে মেয়ের বিয়ে কি একটা ছেলেখেলা যে যাহার তাহার সঙ্গে দিলেই হইল? না হয়, সামনের আশ্বিনে ষোলতেই পড়িবে? গৃহিনীর যেন সবতাতেই বাড়াবাড়ি।

মাধববাবু যখন এইরূপ চিন্তা করিতেছিলেন, তখন কখন যে মুকুল আসিয়া তাঁহার পার্শ্বে দাঁড়াইয়াছে তাহা তিনি একেবারেই বুঝিতে পারেন নাই। যখন একটা দীর্ঘ-নিঃশ্বাস ফেলিয়া পাশ ফিরিলেন তখন মুকুলকে দেখিয়া বলিলেন,—"আয় মা, এখানে বোস্। দাঁড়িয়ে রইলি কেন মা?"

মুকুল বসিলে অনেকক্ষণ ধরিয়া মাধব বাবু চুপ করিয়া রহিলেন। তারপর বলিলেন "মা একটা কথা বলব, ঠিক উত্তর দিবি?"

মুকুল বলিল,—"কি বলবে বল না বাবা, এত কিন্তু হচ্ছ কেন?"

মাধববাবু কন্যার দিকে তাকাইয়া বলিলেন,—"তোর ত' এবার বিয়ে দিতে হবে মা? সত্যেনের সঙ্গে যদি তোর বিয়ে হয় তা হলে তোর কি অমত হবে?"

মুকুল এই কথায় লজ্জিত ও আনন্দিত হইয়া চুপ করিয়া রহিল।

মাধববাবু বলিলেন—"চুপ করে রইলি কেন মা? এখন কি লজ্জা করবার সময়?"

মুকুল অতঃপর লজ্জা ত্যাগ করিয়া সংক্ষেপে উত্তর দিল,—"তোমার ইচ্ছেতেই আমার ইচ্ছা।"

মাধববাবু তাহার অমত নাই জানিয়া সুখী হইলেন। কারণ তাঁহাকে আর পাত্রের জন্য ছুটাছুটি করিতে হইবে না।

(৩)

মাধববাবুর গৃহিনীর নিকট যখন এ বার্ত্তা পৌছিল তখন তিনি খন্ খন্ করিয়া বলিয়া উঠিলেন "ছিঃ ছিঃ, বুড়োর ভীমরতি দেখ! ঐ হাড়হাবাতে লক্ষ্মীছাড়া গরীব ছোঁড়াটার সঙ্গে আমার সোনার প্রতিমা মুকুলের বিয়ে দিতে চাও? আবার বলছ নগেনবাবুদের মত আছে। তাদের মত থাকবে না কেন শুনি? তারা আর তোমার

মত বোকা নয়? এ ত' বামন হ'য়ে চাঁদে হাত!" বলা-বাহুল্য সত্যেনকে তিনি মোটেই দেখিতে পারিতেন না।

মুকুল পাশের ঘরেই ছিল। সে এই সমস্ত কথা শুনিয়া মাটিতে লুটাইয়া পড়িয়া কাঁদিতে লাগিল।

সত্যেনদের বাড়ী যখন মাধব-গৃহিনীর এই কটুক্তি পৌঁছিল তখন হইতেই তাঁহারা নিজেদের প্রতি মনোযোগী হইলেন। মেলা-মেশা একেবারে বন্ধ হইয়া গেল; এমন কি কথা পর্য্যন্ত!

এইরূপেই তাঁহাদের দুই বাড়ীর ভিতরে প্রথম মনোমালিন্যের সৃষ্টি হইল।

সত্যেন আর মুকুলের হইল খুব কষ্ট। তাহারা অবাধে এতকাল একসঙ্গে মিশিয়া আসিতেছে। এখন এ ব্যবধান কি আর সাজে? তাহারা লুকাইয়া লুকাইয়া প্রায়ই কথা কহিত। গোপনেই তাহাদের এখন দেখা-শুনা।

* * *

তারপর বছর দুই কাটিয়া গিয়াছে। ইতিমধ্যে অনেক পাত্র মুকুলকে দেখিতে আসিয়াছিল এবং পছন্দ করিয়াছিল কিন্তু কেহই গৃহিনীর মনোমত না হওয়ায় তাঁহার সোনার প্রতিমা মুকুলের পাণিগ্রহণ কাহারও ভাগ্যে ঘটে নাই। সুতরাং তাহার বয়স পনের ছাড়াইয়া এখন সতেরয় উঠিয়াছে।

গৃহিনীর কোনো পাত্র মনোমত হয় না বলিয়া মাধববাবু আর তত খোঁজাখুঁজি করেন না। গৃহিনী কখনও মাধববাবুকে পাত্র খুঁজিতে বলিলে মাধববাবু রাগিয়া বলিলেন, "তোমার সোনার চাঁদ জামাই এ পৃথিবীতে পাওয়া যাবে না। সুতরাং বৃথা কেন পরিশ্রম করি?"

গৃহিনী মুখ ভার করিয়া স্থান ত্যাগ করিতেন।

সেদিন এক পাত্র অভাবনীয় ভাবে মিলিয়া গেল। সংসার স্বচ্ছল, পাত্র চাকরী করে। মাধব গৃহিণী ভাবিলেন, "এবার মেয়ের বিয়ের ফুল ফুটল।"

পাত্রপক্ষ নির্দ্দিষ্ট দিনে মেয়েকে আশীর্ব্বাদ করিলেন। কন্যাপক্ষের লোকেরাও পাত্রকে নির্দ্দিষ্ট দিনে আশীর্ব্বাদ করিলেন।

(৪)

আজ মুকুলের বিয়ে। বাদ্যধ্বনিতে গৃহ-প্রাঙ্গণ মুখরিত। চতুর্দ্দিকে কোলাহল। চতুর্দ্দিকে আলো! করুণ, অতি করুণ সুরে বাঁশী বাজিতেছে। বিবাহের লগ্ন আগত-প্রায়। কন্যাপক্ষীয়রা উদ্বিগ্ন ভাবে বরের আগমন পথের দিকে চাহিয়া আছে।

মাধববাবু বরের জন্য ব্যগ্র ভাবে অপেক্ষা করিতেছিলেন। আর তিনি থাকিতে পারিলেন না। মাত্র আধ ঘণ্টা পরেই লগ্ন। অথচ বরের আসিবার কোন লক্ষণই নাই। সে রাত্রে বিবাহের আর কোন লগ্ন ছিল না। অস্থির ভাবে পায়চারী করিতে করিতে তিনি দেখিলেন যে, একখানি মোটর অতি দ্রুত-বেগে আসিতেছে। তাঁহার নিরাশ হৃদয়ে একটু আশার সঞ্চার হইল।

মোটর থামিলে একজন লোক মাধববাবুর সম্মুখে লাফাইয়া পড়িয়া জিজ্ঞাসা করিল, "আপনি কি মাধববাবু?"

"হ্যাঁ, বর কোথায়?"

লোকটা উত্তর দিল, "বরের কথা আর বলবেন না মশাই। তার এই লগ্নেই অন্য এক মেয়ের সঙ্গে বিয়ে হবে। আমি জানতে পেরে সময় থাকতে আপনাকে সংবাদ দিয়ে গেলুম। আচ্ছা বরের বাপ! ভদ্রলোককে মিছামিছি বিপন্ন করা! এখানে কথা দিয়ে গিয়ে তারপরে এক জমিদারের একমাত্র কন্যার সঙ্গে ছেলের বিয়ে দিচ্ছে শুধু সম্পত্তির লোভে। ছিঃ" এই বলিয়া সে মোটরে চড়িয়া মুহূর্ত্তের মধ্যে অদৃশ্য হইয়া গেল।

মাধববাবু সেই কথা শুনিয়া ঠক্ ঠক্ করিয়া কাঁপিতেছিলেন। কাঁপিতে কাঁপিতে বাড়ীর ভিতর গিয়া গৃহিণীর নিকট সকল কথা ব্যক্ত করিলেন।

গৃহিণী শুনিয়া মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িলেন। তাঁহার চোখ দিয়া ঝর্ ঝর্ করিয়া জল পড়িতে লাগিল। অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া তিনি কোন উপায় বাহির করিতে পারিলেন

না। অবশেষে হঠাৎ সত্যেনের কথা মনে পড়িল। তখন তিনি স্বামীর দিকে ব্যাকুল ভাবে চাহিয়া বলিলেন, "ওগো যাও! তুমি দাঁড়িয়ে দেখছ কি? সত্যেনের বাবার পায়ে ধরে ক্ষমা চেয়ে সত্যেনকে ভিক্ষে নিয়ে এস।"

মাধববাবু কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন, "তাঁদের নিমন্ত্রণ পর্য্যন্তও যে করা হয়নি।"

মাধব-গৃহিণী চক্ষু মুছিতে মুছিতে বলিলেন, "এখন আর কি করবে? কোন রকমে হাতে পায়ে ধরে তাঁদের রাজী করাতে হবে।"

"আচ্ছা দেখি," বলিয়া মাধববাবু, নগেনবাবুর বাড়ী গিয়া দেখিলেন যে, নগেনবাবু ও সত্যেন কোথায় যাইবার জন্য প্রস্তুত হইতেছে, মাধববাবু কাঁদিতে কাঁদিতে নগেনবাবুর পা জড়াইয়া ধরিবার জন্য অগ্রসর হইতেই নগেনবাবু তাঁহাকে আলিঙ্গন পাশে বদ্ধ করিলেন। আলিঙ্গনাবদ্ধ হইয়া মাধববাবু তাঁহার বিপদ ব্যক্ত করিলেন।

নগেনবাবু মাধববাবুর জন্য অপেক্ষা করিয়াছিলেন। কারণ তিনি মাধববাবুর বাটীতে গণ্ডগোল শুনিয়া তাঁহার চাকরকে পাঠাইয়া দিয়া সকল কারণ অবগত হইয়াছিলেন।

নগেনবাবু সত্যেনকে লইয়া তখনই মাধববাবুর গৃহে উপস্থিত হইলেন।

শুভবিবাহ নির্ব্বিঘ্নে হইয়া গেল।

বিবাহের পর মাধববাবু, নগেনবাবুর হাত ধরিয়া বলিলেন, "আপনার কাছে কৃতজ্ঞতা জানাবার ভাষা আমার নেই। আজ যে কি বিপদ থেকে আপনি আমাকে উদ্ধার করেছেন তা' ভগবানই জানেন।"

নগেনবাবু মাধববাবুর হাত চাপিয়া ধরিয়া বলিলেন, "আজ সত্যিই আমাদের শুভ মিলন।"

(৫)

বাসরঘর হইতে মেয়েরা চলিয়া যাইবার পর রমেশ চুপি চুপি একা সে ঘরে ঢুকিল। সত্যেন তাহাকে দেখিয়া আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া অভ্যর্থনা করিল। রমেশ ঢুকিয়াই দরজায় খিল দিয়াছিল। তাহার পর নববিবাহিত দম্পতীর অতি নিকটে বসিয়া খুব এক চোট হাসিয়া নিয়া বলিল, "কেমন কৌশল।"

সত্যেন খুব হাসিয়া মুকুলকে বিছানা হইতে টানিয়া তুলিয়া বলিল, "এঁর সঙ্গে আজকে তোমার বিয়ের কথা ছিল। এঁর কৌশলেই তোমার সঙ্গে আমার মিলন ঘটেছে। কৌশলটা একবার শোন।"

মুকুল রমেশের দিকে শ্রদ্ধাভরে একবার চোখ তুলিয়া তাকাইল। তারপরে ধীরে দৃষ্টি নামাইয়া লইল।

সত্যেন বলিতে লাগিল:

"রমেশ ও আমি একসঙ্গে পড়তুম। ও আই, এ পাশ ক'রে একটা চাকরী জোগাড় করে নেয়। আমি বি, এ, পড়তে লাগলুম। ওর সঙ্গে আমার বরাবর খুব ভাব। তোমার বাবার আমার সঙ্গে তোমার বিবাহ দেবার ইচ্ছা নাই দেখে আমি ভগ্ন-হৃদয়ে ওর শরণাপন্ন হই। আমি জানি যে ছেলেবেলা থেকেই ও দুষ্ট বুদ্ধিতে ওস্তাদ। পর সম্পর্কে কাকা হয়, এমন একজনকে বাবা সাজিয়ে, তোমার সঙ্গে ওর বিবাহ স্থির করে। তারপরে আর এক বন্ধুকে দিয়ে তোমার বাবার কাছে ওর এক ধনী জমীদার কন্যার সহিত বিবাহের মিথ্যা খবর দেয়। ওর জন্যই আজ আমাদের চির ঈপ্সিত মিলন সার্থক হ'য়েছে।"

এই কথা শুনিয়া মুকুলের চোখ দিয়া ঝর্ ঝর্ করিয়া জল পড়িতে লাগিল। সে রমেশের দিকে চাহিয়া বলিল, "সত্যিই আপনি মহৎ।" আর কিছু সে বলিতে পারিল না। অশ্রুতে তার কণ্ঠরোধ হইয়া আসিতেছিল।

রমেশ আর আত্মসংবরণ করিতে না পারিয়া ছুটিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।
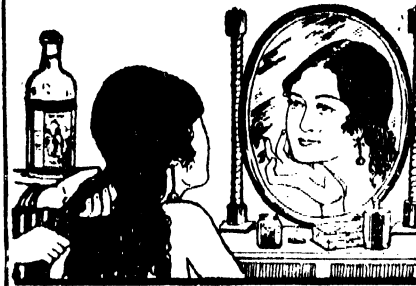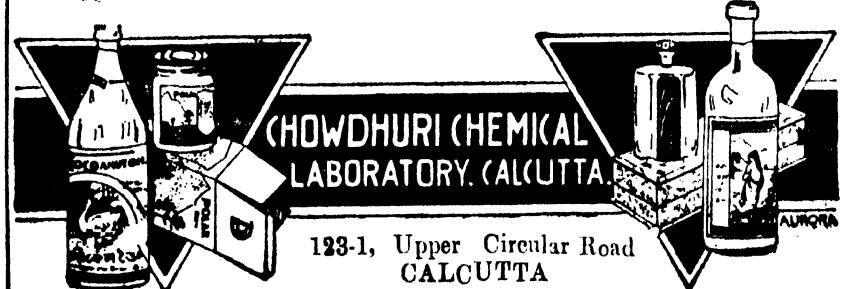
বিদ্রোহী শরৎচন্দ্র

—শ্রীজিতেন্দ্র বক্সী

তাঁর কথা মনে হইলেই—এই কথাই মনে হয়—তিনি বাংলার একান্ত ঘরের কোণের মানুষটি, প্রতি গৃহের তিনি পরমাত্মীয়। মানুষের অন্তরের নিরুদ্ধ-বেদনাকে তাঁর মত করিয়া যেন কেহ বোঝে নাই, জানে নাই; ব্যর্থজীবনের দুঃসহ দুঃখ বোধ—তাঁর মত করিয়া যেন কেহ দেখে নাই। তাঁর সমস্ত রূপ-সৃষ্টিতে শুনি জাগ্রত-প্রাণের অস্ফুট-কল্লোল। তাহারা যেন পারিপার্শ্বিক জীবন হইতে রূপ লইয়া সম্মুখে আসিয়া দাঁড়ায়। কথা বলে, হাসে, কাঁদে;—মন এদের গ্রহণ না করিয়া পারে না; সমস্ত অন্তর ইহাদের একান্ত সত্য বলিয়া হৃদয়ে টানিয়া লয়—ইহাদের দুঃখে দুঃখ বোধ করে—ইহাদের সুখে অকথিত আনন্দ লাভ করে। যে মানুষগুলির প্রতিদিনের কাজের ভিতর সাক্ষাৎ-পরিচয় পাই; যাহাদের জন্য দুঃখ ও বেদনা চোখের সম্মুখে ঘটিতে দেখি; যাহাদের সহিত আমাদের জীবনের নিগূঢ় সম্বন্ধ বোধ করি; তাঁহার রূপ-সৃষ্টিতে তাহারাই অবগুণ্ঠন উন্মোচন করিয়া প্রকাশ পায়। মন আপনা হইতেই বলিয়া ওঠে—"তোমাদের চিনি।"

স্কুলে তখন পড়ি। কর্তৃপক্ষের শ্যেন-দৃষ্টি ছিল আমাদের উপর—যাহাতে পাঠ্য-পুঁথি ফেলিয়া অপাঠ্য ও কুপাঠ্য নাটক নভেল পড়িয়া মাটি হইয়া না যাই। তবুও সেই অতি সতর্ক-দৃষ্টিকে কিয়ৎ পরিমাণে ফাঁকি দিয়া অপাঠ্য-পাঠ কিছু কিছু চলিতেছিল। কবিতাই ছিল পাঠের প্রধান বস্তু কিন্তু কি করিয়া একটি ছিন্ন-মলাট-যুক্ত পুঁথি হাতে আসিয়া পড়িয়াছিল জানিনা, তাহাতে 'রামের সুমতি' গল্পটি ছিল। সেই আমার প্রথম কথাশিল্পী শরৎচন্দ্রের সহিত সাক্ষাৎ। কিশোর বয়সের সেই পরিচয়ের নিবিড় আনন্দের কথা আজো মনে হয়। আজো মনে পড়ে কি রকম করিয়া সেই পুঁথি গভীর রাত্রি পর্য্যন্ত পাঠ করিয়াছিলাম এবং কী পরিমাণ আনন্দ পাইয়াছিলাম! সেই কিশোর বয়সে আমরা তাঁর অনেক বই পাঠ করিয়াছিলাম কিন্তু ভাল বুঝি নাই। আজ পরিণত-মনে সেই বইগুলি কতবার পড়িয়াছি ও পড়িতেছি—তবু প্রতিবারই নূতন নূতন সৌন্দর্য্য আবিষ্কার করিয়া বিস্ময়ে অভিভূত হই। আজো ছেলে-বয়সের পড়া "রামের-সুমতি"র রাম মনকে নাড়া দেয়। বাংলাদেশে কত গল্পই না লেখা হইতেছে—ছাপা হইতেছে, মাসিক-পত্রগুলি ত' হাটের নৌকার মত গল্পের সওগাত বোঝাই করিয়া প্রতি মাসে মাসে আনাগোনা করিতেছে পাঠক-মনের ঘাটে ঘাটে, কিন্তু কই 'রামের-সুমতির' মত অমন স্বাভাবিক স্বচ্ছ ও সুন্দর একটি গল্পও চোখে পড়ে না। যেগুলি পড়ি—তার বেশীর ভাগই মনে হয়—নিষ্প্রাণ, artificial গল্প—মনে হয় জীবনের সহিত ইহাদের সাক্ষাৎ-পরিচয় হয় নাই! গল্পগুলি যেন কাগজের ফুল—হৃদয়ের গভীর রসানুভূতিতে সত্যিকারের ফুল হইয়া উঠে নাই।

সাহিত্যে এমনই হয়। সত্যিকারের শিল্পী যুগে যুগে একটি দু'টি জন্মে। তাঁহাদের লেখনী-স্পর্শে নিষ্প্রাণ শিল্প প্রাণ পায়—মানুষের অন্তরের আনন্দ বেদনাগুলি সত্য ও সার্থক হইয়া উঠে। মানুষকে তাঁহারা ধন্য করেন।

এমনিই ঐন্দ্রজালিক রূপস্রষ্টা শরৎচন্দ্র। লেখনী যেন তাঁর মায়াদণ্ড; যার স্পর্শে অপরূপ-রূপ সৃষ্টি করিয়া তিনি দেখাইতেছেন, ভারতীয়-ভাণ্ডার অমূল্য মণি রত্নে পরিপূর্ণ করিতেছেন!

কিন্তু একটি কথা আজ স্বতঃই মনে আসে। সে শরৎচন্দ্রের প্রথম সাহিত্যিক জীবনের লাঞ্ছনার কাহিনী এবং বাংলাদেশের তথাকথিত পাঠক ও সমালোচককে ধিক্কার দিতে ইচ্ছা করে। আমাদের পাঠক-মন রস-বিচার করিতে একটি মাপ-কাটি লইয়া বসিয়া থাকেন—সুনীতি ও দুর্নীতির মাপ কাটি; সেই অনুসারে গ্রন্থকার মার্ক পায়। এ অনুভূতি তাঁহাদের নাই যে সাহিত্যের রস—সুনীতি দুর্নীতির বাহিরের জিনিষ;—রসের কোন সাধারণ মাপকাঠি নাই। রস অন্তরে কতখানি সত্য ও সুন্দরকে ব্যক্ত করিল—তাহাই হয় রসের পরিমাপক। এবং রসের বিচার করিতে হইলে সংস্কার-বিহীন মন লইয়াই করিতে হয়।

অবান্তর কথা ছাড়িয়া দিয়া, আমরা তরুণের দল তাঁহাকে এই বলিয়া চিরদিন অভিনন্দিত করি—যে তিনি নির্ভীক;—আজীবন তিনি দুঃসহ সত্যের সাধক! আঘাত আসিয়াছে দিক দিক হইতে, কলঙ্কের কালিতে ও নিন্দার কর্দ্দমে তাঁহাকে আচ্ছন্ন করিয়াছে—তবু তিনি ছিলেন অবিচলিত, সত্যের পথ হইতে এতটুকু তিনি বিচ্যুত হন নাই। যাহা তাঁহার বোধে সত্য হইয়া উঠিয়াছে—তিনি তাহা অকুণ্ঠ তেজে প্রকাশ করিয়াছেন—শঙ্কিত হন নাই, হীনতা কিম্বা পরাজয় স্বীকার করেন নাই। এইরূপ দুর্ব্বার তেজ ও অকুণ্ঠ সত্যপ্রকাশের সাহস তখনকার

কালে কবি রবীন্দ্রনাথ ছাড়া বোধ করি কাহারো ছিল না।

চিরদিন তিনি মনে প্রাণে বিদ্রোহী! বাংলার নির্ভীক বিদ্রোহী সমাজের তিনিই পুরোধা। তাঁর বিদ্রোহ একদিক দিয়া নয়; সমাজে, জীবনে সব দিকেই তাঁহার বিদ্রোহের জয়-কেতন তিনি উড়াইয়া দিয়াছেন। সাহিত্যের দিকে যে নতুন ভাব লইয়া তিনি আবির্ভূত হন, তাহা তদনীন্তন-কালে কাহারো প্রকাশ করিবার মত শক্তি বা সাহস ছিল না। তখনকার দিনের সংস্কারকে ভাঙ্গিয়া চুরিয়া আপন অপরিমেয় প্রতিভার বলে, তিনি নতুন পথ-সৃষ্টি করিয়া তোলেন।

আজ দেখি, তখনকার দিনের কথা—সাহিত্য ছিল ধনীর রোপণ করা টবের বৃক্ষের মত—নিস্তেজ, শুষ্ক, বিবর্ণ! তিনি সেই কথা-সাহিত্যকে আসল মাটির রসে পরিপুষ্ট করিয়া ফুলে-ফলে শোভিত করিয়া তুলিয়াছেন। আজ আমরা তার অমৃত-ফলের আস্বাদন করিয়া তৃপ্ত হইতেছি।

মানুষকে কোন দিন ছোট করিয়া তিনি দেখিতে পারিলেন না। তাঁর লেখনী চির-দিন মানুষকে তার উপযুক্ত মূল্য দিয়াছে—সম্মান দিয়াছে; হউক সে অনাদৃত, অবজ্ঞাত, হউক ঘৃণিত মদ্যপ, হউক সে চরিত্রহীন কিম্বা অন্য কিছু—তিনি সেই কলঙ্কিত লাঞ্ছিত মানবাত্মার ভিতরে প্রদীপ্ত আত্মার সন্ধান দিয়াছেন। তাঁর লেখনী তাদের অপূর্ব্ব-গৌরব দান করিয়াছে; দেখিতে গেলে এই তাঁর বিদ্রোহের প্রথম স্বরূপ। এই লোক-গুলির জীবনের বেদনা ও কাকুতি প্রকাশ করিবার মত কেহ পূর্ব্বে ছিল না—তাহাদের মর্ম্মব্যথা ব্যক্ত করিবার মত কোন দরদীর সন্ধান তাহারা পায় নাই—অশ্রু-সজল নেত্রে তাই তাহারা শরৎচন্দ্র আসিবার পূর্ব্বে সাহিত্যের সিংহ-দ্বার হইতে লাঞ্ছিত হইয়া বার বার ফিরিয়া গিয়াছে! তিনি তাহাদের উপেক্ষা করেন নাই, অবজ্ঞা করেন নাই—আমন্ত্রণ করিয়া লইয়াছেন সাহিত্যের প্রাঙ্গণে—বীণাপাণির মন্দিরের তলে!

তাই আজ আমরা ভবঘুরে "শ্রীকান্তের" সহিত পরিচিত হইয়া আনন্দ লাভ করি। প্রকৃতির দুর্জ্জয় সন্তান "ইন্দ্রনাথের" জন্য আমরা বেদনা বোধ করি, কেন সে চকিতে অন্তর্হিত হইল! তাই আজ "চরিত্রহীনের" 'সতীশ'কে সকল রকমে হৃদয় গ্রহণ করে! তাই যতই পাপিষ্ঠ 'দেবদাস' হউক না কেন—তার হৃদয়ের দুঃসহ বেদনার স্মৃতি আমাদের চক্ষে অশ্রু আনিয়া দেয়! তাই 'গৃহদাহে'র 'সুরেশ' যতই উচ্ছৃঙ্খল হউক না কেন, তার ভিতর মানব-সেবারও অপূর্ব্ব ও সুমহান স্বার্থত্যাগের পরিচয় পাইয়া চমৎকৃত না হইয়া থাকিতে পারি না।

তাঁর সাহিত্য-সৃষ্টির অপূর্ব্বতা সম্পাদন করিয়াছে—তাঁর নারী-চরিত্রগুলি। নারীকে তিনি চিরদিন অকল্পিত সম্মান ও গৌরব-দান করিয়াছেন। তিনি যে রূপ গৌরব নারীকে দান করিয়াছেন তাহা বঙ্গ-সাহিত্যে সুলভ নয়। দেহের বেসাতী যে মেয়েরা করে তাদের ভিতরেও যে নারীত্ব প্রচ্ছন্ন হইয়া বাঁচিয়া আছে, মরে নাই—প্রেমের স্পর্শে, যে কোন মুহূর্ত্তে সেই নারীত্ব অনির্ব্বচনীয় ভাবে আপনাকে প্রকাশ করে, সার্থক করে তখন তার কলঙ্কিত জীবনকে তুচ্ছ করিয়া তাঁহাদের আত্মা সন্ধ্যার দীপশিখার মত প্রতিভাত হয়—এই যে সত্য তাহা তাঁহার আগে কেহই দেখায় নাই। 'আঁধারে আলোকের' বিজলী, 'শ্রীকান্তের' 'রাজলক্ষ্মী'—'চরিত্র-হীনের' 'সাবিত্রী' ও 'দেবদাসের' 'চন্দ্রমুখী' তারই অত্যুজ্জ্বল আলেখ্য।

শ্লথ বৃন্ত শেফালির মত নিষ্ঠুর সমাজের প্রখর তাপে কত সুন্দর সুন্দর জীবন নষ্ট ও ব্যর্থ হইয়া যাইতেছে, সেই ঝরা ফুলগুলির করুণ ইতিহাস কেহ রাখে না। শরৎচন্দ্র সেইগুলি রেখায় রেখায় প্রকাশ করিয়াছেন, তাঁর "রমায়" তার 'বড়দিদিতে'।

'অরক্ষনীয়া' বাংলার গৃহের একটি অতি সত্য এবং বাস্তব—মর্ম্মন্তুদ বেদনার কাহিনী। এমন নিপুণ ভাবে অনূঢ়া কালো মেয়ের উপর সমাজের অত্যাচারের ছবি আর কেহ দেখাইতে পারেন নাই। বাংলার মেয়ের অসহায় এমন মূর্ত্তি—বাংলার পল্লীর দিকে তাকাইলেই চোখে পড়ে। সমাজের অত্যাচারের আর একটি নিদর্শন 'বামুনের-মেয়ের' সন্ধ্যা।

নতুন করিয়া বেশী কিছু বলিবার নাই—কারণ শরৎচন্দ্র সম্বন্ধে বহু আলোচনা হইয়া গিয়াছে। নানা লেখক বহু দিক লইয়া তাঁর সাহিত্য সম্বন্ধে বিশ্লেষণ ও আলোচনা করিয়াছেন এবং নিজের পাণ্ডিত্য প্রকাশ করিয়াছেন। সহজ চোখে আমি যাহা দেখিয়াছি, তাহাই লিখিলাম। তাঁর ঐ উপন্যাসগুলির ভিতর দেখিতে পাই—যে অন্যায়, যে অপমান রক্তচক্ষু পুরুষ-চালিত সমাজ নারীর উপরে পুঞ্জীভূত করিয়াছে—যে অন্যায় অবিসম্বাদী সত্যরূপে সমাজ মন কোনরূপ বিচার কিম্বা তর্ক না করিয়া, হৃদয়ের দিকে না চাহিয়া মানিয়া লইতেছিল; কোনও প্রতিবাদ করে নাই। প্রথম শরৎচন্দ্র নারীর উপর সেই অত্যাচার অবিচার সহিতে পারেন নাই। তিনি সেগুলিকে লেখনী মুখে জীবন্ত করিয়া তুলিয়া প্রশ্ন করিয়াছেন—"হে সমাজ, এই বিধান তোমার নিত্যকাল কি চলিবে—এই অত্যাচার, এই অবিচার, এই ব্যর্থতা?" তিনি বিদ্রোহ করিয়াছেন—এই মূঢ় সমাজের মৃত অনুশাসনের বিরুদ্ধে—ক্ষুরধার-বাণীর তরবারি আন্দোলিত করিয়া। সেইখানেই তিনি বিদ্রোহী।

তাঁর বিদ্রোহের চূড়ান্ত নিদর্শন—তাঁর 'অভয়া' চরিত্র। অভয়া যেন মূর্ত্ত হোমশিখা মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে; যেন বহ্নি-ভরা প্রাণ—যা কিছু পাপ, তাপ, অন্যায়, অশুভ, সে আগুনের স্পর্শে ভস্মীভূত হইয়া যায়, যাহা কিছু সুন্দর ও পবিত্র উজ্জ্বলতর হইয়া উঠে। দোষ অত্যাচারিতা মেয়েটি—বিদ্রোহের ধ্বজা উড়াইয়া এ মৃত সমাজকে উপহাস করিয়া অনাগত প্রাণবান সমাজের আগমনী গাহিতেছে। যে সমাজে প্রেম সত্য, মিলন সত্য, বিবাহের মন্ত্রই আমরণ চিরসত্য নয়। যে সমাজে নারীত্বকে অপমানিত করিয়া পতি-নামধারী পশু-প্রকৃতির লোকের সহিত আজীবন বাস করিয়া দুঃসহ অত্যাচার সহ্য ও

ধূলিতে লুটাইয়া থাকা চরম ও পরম আদর্শ নয়। যে সমাজে প্রাণ পাইয়াছে প্রাণ, হৃদয় হৃদয়কে লাভ করিয়াছে আপনার গৌরবে—বিবাহের মন্ত্র উচ্চারণে নয়; যেখানে প্রেম সমাজের সমস্ত অনুশাসনের উপর বিধাতার স্নেহময় শুভ-দৃষ্টির মত জ্বলিতেছে। এই যে বিদ্রোহ, এর অগ্রদূতী "অভয়া"—সামাজিক দৃষ্টিতে হয়ত তার স্থান বহু নীচে—কিন্তু মানুষের হৃদয় দিয়া দেখিতে গেলে বিধাতার সিংহাসনের পার্শ্বেই বোধ করি তার আসন।

যেমন সমাজে, তেমন রাষ্ট্রব্যাপারেও তাঁর বিদ্রোহের সুর ধ্বনিত হইয়াছিল তাঁর 'পথের দাবীতে'। লক্ষ লক্ষ আশাহীন প্রাণের সঞ্জীবন মন্ত্র যেখানে তিনি পাঠ করিয়াছিলেন—'সব্যসাচীর' মুখে।

তাঁর নতুন বইগুলি সম্বন্ধে কোন উল্লেখ করিলাম না। কারণ তাহা বহু আলোচিত হইয়াছে ও হইতেছে। বহু রসবেত্তাগণ সেই সব বইয়ের রসের পরিমাপ করিয়াছেন ও সৌন্দর্য্য দেখাইয়াছেন।

আজ এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধ শেষ করি—আর নমস্কার জানাই—সমস্ত হৃদয়ের শ্রদ্ধা দিয়া নমস্কার জানাই, সেই অপরাজেয় রূপস্রষ্টাকে; সেই ক্ষীণ খর্ব্ব আনমনা গ্রাম্য ধরণের মানুষটিকে :—সেই অনাড়ম্বর, সরল অতিথি-পরায়ণ মানুষটিকে—সেই প্রদীপ্ত চেতা, নির্ভীক, চির আনন্দময় মানুষটিকে। তাঁর জন্মতিথি আসিয়া চলিয়া গেল। এমন করিয়া এই তিথি যেন বর্ষে বর্ষে লাঞ্ছিত, অপমানিত, দৈন্য-দুঃখ-নিপীড়িত বাংলা দেশের বুকে ফিরিয়া আসে এই প্রার্থনা করি।

আজ মনে পড়িতেছে সেই কথাগুলি, যাহা একদিন তাঁর জন্মতিথি উপলক্ষে রচনা করিয়া তাঁর উদ্দেশে নিবেদন করিয়াছিলাম। সেই কথাগুলি আজো মনে গুঞ্জরণ করিতেছে।

"তোমার কণ্ঠে শুনিয়াছি আমরা ভাঙ্গনের উদ্দীপ্ত-সঙ্গীত, হে রুদ্র-বৈতালিক! তোমার ভাস্বর নয়নে আমরা পাইয়াছি, মুক্তিপথের ঝলিত আভাস খানি; হে নির্ভীক! আমাদের সম্মুখে তুমি বিস্তার করিয়া দিয়াছ আশা ও আশ্বাসের সুমহান স্বপ্ন! ওগো স্বপ্নময়—শত চিত্তের অভিনন্দন লহো!"

ভারতীয় বীমা সঙ্ঘে

—শ্রীগুরু

দীপালীর প্রতিসংখ্যায় নিয়মিতরূপে বীমা ও তৎসংক্রান্ত কার্য্যালয় সম্বন্ধে আলোচনা করা হইবে—বীমাবিদের প্রতিকৃতি ও সংক্ষিপ্ত কর্ম্মজীবনীও যথাক্রমে প্রকাশিত হইবে—এই বিভাগ সাধারণের উপযোগী করিতে সর্ব্ববিষয়ে প্রচেষ্টা হইতেছে এবং ইহা পরিচালনা করিবার ভার একজন প্রকৃত বীমাবিদের উপর ন্যস্ত করা হইয়াছে। বীমা কোম্পানীগুলি ও জনসাধারণের সহযোগিতা আমরা কামনা করিতেছি। বীমা বিষয়ে সমস্ত রচনাই সাদরে গৃহীত হইবে এবং বীমা-সম্পাদক, দীপালী, এই নামেই পাঠাইতে হইবে।

ভারতীয় বীমা সঙ্ঘের ষষ্ঠ বার্ষিক অধিবেশন লাহোরের লক্ষ্মী বিল্ডিংএ অনেকদিন হইল অনুষ্ঠিত হইয়া গিয়াছে। মিঃ কে, সি, দেশাই সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন—ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ হইতে বীমা কোম্পানীগুলির অধ্যক্ষগণ যোগদান করেন।

সঙ্ঘের সম্পাদক মিঃ এম্, বি, কার্ডমাষ্টার ১৯৩৩র কার্য্যবিবরণী পাঠ করেন তাহা হইতে জানা যায় যে ২০৮৪ অমনোনীত কার্ড, ২৪টি ও ২৩টি যথাক্রমে বদ্‌নামী এজেণ্ট ও ডাক্তারের জন্য কার্ড বিতরণ করা হয়। এতদ্ভিন্ন বিশেষ প্রয়োজনীয় সুন্দর দেওয়াল পঞ্জী সভ্যদিগের মধ্যে বিক্রয় করা হয়। সভ্যদিগের মধ্য হইতে ৬২০০৲ টাকা প্রচার বিভাগে তোলা হয় এবং কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতি ঐ অর্থ দ্বারা স্বাস্থ্য রক্ষণীয় পুস্তিকা ও বীমার কার্য্যপ্রচারের জন্য বিজ্ঞাপনে খরচ করিবেন বলিয়া স্থির করিয়াছেন।

১৯৩৪এর জন্য নিম্নলিখিত কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতি গঠিত হইয়াছে—

সভাপতি—এইচ, ই, জোন্স (ওরিয়্যাণ্টাল)

সহঃ সভাপতি—জে, পি, ভুতিয়া (ন্যাশন্যাল)

সম্পাদক—জে, এম, কোডারিও (বোম্বে মিউচুয়াল)

কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতি

পণ্ডিত সন্তানম্—(লক্ষ্মী)

পি, সি, রায়,—(হিন্দু মিউচুয়াল)

এন্, আর্, সরকার—(হিন্দুস্থান)

এস্, বি, কার্ডমাষ্টার—(নিউ ইণ্ডিয়া)

কে, সি, দেশাই—(ইন্‌ডাস্‌ট্রিয়াল ও প্রুডেন্সিয়াল)

কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতি স্থির করেন যে তাঁহারা সরকারের নিকট আবেদন করিবেন যাহাতে বীমার প্রচলিত আইন পরিবর্ত্তন করা হয়—সমস্ত নূতন কোম্পানীদিগকে প্রথমেই এক লক্ষ টাকা জমা দিতে হইবে, পরে পাঁচ কিস্তিতে বাকী এক লক্ষ টাকা জমা দিতে হইবে—অনুপযুক্ত অর্থ লইয়া বীমাকোম্পানি পরিচালনা করা স্থগিত করা হইবে—ভারতবর্ষে যে সমস্ত বিদেশী কোম্পানী কার্য্য করিতেছে তাহাদিগকে প্রচলিত ভারতীয় বীমা আইনের মধ্যে আসিতে হইবে।

ভারতীয় বীমাসঙ্ঘ ভারতবর্ষের প্রতিনিধিমূলক শ্রেষ্ঠ বীমা সমিতি—নানারূপ প্রয়োজনীয় কার্য্যদ্বারা ইহা বীমা কোম্পানীগুলিকে অনেক সাহায্য করিতেছে—ইহার সভ্যরূপে নির্ব্বাচিত হওয়া সম্মানের বিষয়—আমরা এই সঙ্ঘটির উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি কামনা করিতেছি।
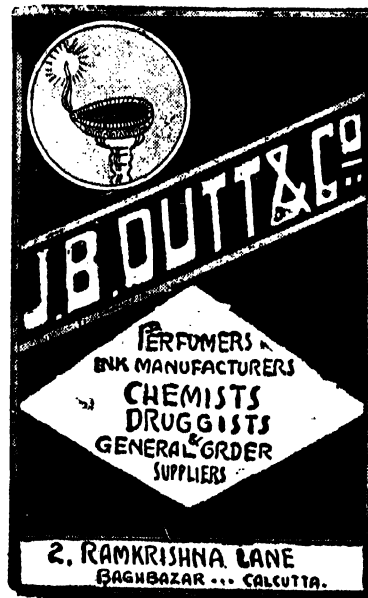
—শ্রীপ্রাণদানন্দ দাশগুপ্ত

গত বৎসর সমস্ত পৃথিবীতে ১৭০০ রকমের বিভিন্ন নূতন ডাকটিকিটের প্রচলন ও প্রবর্ত্তন হয়েছে।

*

রোম দেশে এই আইন প্রচার করা হ'য়েছে যে, দেখা সাক্ষাৎ হ'লে কেউ কারুর সঙ্গে করমর্দ্দন করতে পার্ব্বে না।

*

যুক্তরাজ্যে একটা ধাড়ী মোরগের গায়ে ৮৫৩৭টা পালক ছিল ব'লে শোনা যায়।

*

আপনারা বোধ হয় জানেন যে, এ বৎসর চেরাপুঞ্জিতে সবচেয়ে বেশী বৃষ্টি হ'য়েছে।

*

এ বছরে ৯৫০০ জন বিদেশবাসীকে বিলাতে কাজ করে জীবিকা নির্ব্বাহ করার অনুমতি দেওয়া হ'য়েছে।

*

বিলাতে কাঁচি, ছুরি, ফার্ণিচার প্রভৃতির ভিন্ন ভিন্ন কারখানায় বর্ত্তমানে চার লক্ষ বেকার, (স্ত্রী পুরুষ মিলিয়া) চাকরী পাইয়াছে।

*

লণ্ডনে ট্যাক্সি ড্রাইভারদের মধ্যে এমন সব লোক আছে যাদের বয়স ৮০ বৎসরের উপরে।

*

ডনক্যাট সহরে একটি হোটেল খোলা হচ্ছে। এই হোটেলটি আগাগোড়া কাঁচের তৈরী।

*

পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ ষ্টেশন 'ভিক্টোরিয়া'। এই ষ্টেশনে চব্বিশটা প্ল্যাটফর্ম্ম আছে।

*

গত বৎসর ইংলণ্ডে বড় দিনের উৎসবে "ডিনার ভোজে" নব্বই লক্ষ পাউণ্ড খরচ হ'য়েছিল। এতে প্রায় দশ লক্ষ টার্কি মোরগ এবং ছয় লক্ষ হাঁসকে মারা হয়েছিল।

জীবন-বীমায় প্রতিযোগিতা

--শ্রীসাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়

আমাদের দেশে বিশেষতঃ এই বাঙ্গলা দেশে এজেন্টদের মধ্যে যে প্রতিযোগিতার লক্ষণ আজকাল দেখা যাইতেছে, তাহা ভাল কি মন্দ তাহা লইয়া সেদিন একজন বাঙ্গালী কোম্পানীর কর্ম্মকর্তা আমাকে প্রশ্ন করিয়াছিলেন?

উত্তর দিতে আমার বিলম্ব হইবার কোনও কারণ তখন ঘটে নাই—এবং এখনও থামিবার কোনও সম্ভাবনা নাই। আমি সে প্রশ্নের জবাবে তৎক্ষণাৎ দৃঢ় ভাবেই বলিয়াছিলাম—না, এ প্রতিযোগিতা ভাল নহে—এমন সম্মানহানিকর প্রতিযোগিতার মূলে ব্যক্তিগত স্বার্থ ও অসূয়া আছে—জাতীয়তা বিরোধী এই প্রকার অন্যায় ও অযথা প্রতিযোগিতায় আজিকার দিনে আমাদের চারিদিকে যে অস্বাস্থ্যকর আবহাওয়ার সৃষ্টি হইতে দেখিতেছি—তাহার ভবিষ্যত ত' ভয়াবহ বটেই—তাহার যে ফল আমরা বর্ত্তমানে ফলিতে দেখিতেছি, তাহা একান্তই বিষময়।

আমাদের দেশের এই আর্থিক দুর্দ্দশা ও ভবিষ্যত দৃষ্টিহীনতার জন্য ব্যাপক পারিবারিক দুঃখের কথা আমরা জানি—জানি বলিয়াই আমাদের মন জীবনবীমার প্রচার কার্য্যে যাঁহারা এজেন্ট হিসাবে আত্মনিয়োগ করিয়াছেন, তাঁহাদিগকে সমাজসেবক বলিয়া শ্রদ্ধা-সহকারে স্বীকার করিয়া লইয়াছি। সমাজের মধ্যে আর্থিক কষ্টের দরুণ যে নিরুপায় অবস্থার সৃষ্টি হইতেছে, দারিদ্র্যজনিত অশান্তির যে দারুণ বহ্নি—আমাদের সমাজকে আজ ধ্বংস করিবার জন্য তাহার লেলিহান জিহ্বা প্রসারিত করিয়া চলিয়াছে—তাহার প্রতিকারকল্পে যাঁহারা বদ্ধপরিকর—তাঁহারা সমগ্র জাতিরই শ্রদ্ধা-সম্মানের পাত্র, কিন্তু সেই এজেন্টগণ আজ দেশের মধ্যে বীমা প্রচারের মহৎ কার্য্য সাধন করিতে যাইয়া যে কিরূপ গর্হিত ভাবে জাতীয়তা বিরোধী কার্য্য করিতেছেন, সে কথা পরে বলিতেছি। আপাততঃ জীবন-বীমার এজেন্ট সম্পর্কে গোটাকতক সাধারণ কথা বলিব।

"Direct competition has the effect of stimulating the thoughts and activities of those concerned in developing the service which you sell. It keeps your directors and actuaries constantly 'on their toes', devising new and better forms of business which are at the same time actuarially sound, commercially profitable and, from proposers' point of view, more readily acceptable.......Direct competition is the best means of heading off indirect competition, the competition of other services or other goods for which the prospect has a desire. He cannot afford to have everything he wants, and so that effect of clear vigorous, direct competition of other insurance organisations is to give him the sense that insurance has a prior claim on his resources".

(—Mr. Whitehead)

বীমা-ব্যবসায়ে প্রতিযোগিতা ("Competition") সম্পর্কে বীমাবিদ্ মিঃ হোয়াইটহেড্ উপরের ওই কথাগুলি বলিয়াছেন—উহার বাঙলা মর্ম্মার্থ এই :—

"সরাসরি অর্থাৎ প্রকাশ্য প্রতিযোগিতায় কি ভাবে বীমাপত্র বেশী বিক্রয় করা যাইতে পারে তৎসম্বন্ধে চিন্তা ও কার্য্যের উৎসাহ অনেকাংশে বর্দ্ধিত হয়। ইহাতে ডিরেক্টার বা অ্যাকচুয়ারীগণ বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে, বীমাকারীর পক্ষে লাভজনক ও অনায়াস-গ্রাহ্য করিয়া—কি ভাবে নূতন পদ্ধতি প্রচলন করিতে পারেন তাহার জন্য সর্ব্বদা উদগ্র উৎসাহে অপেক্ষা করিতে থাকেন।—এই প্রকার প্রকাশ (direct) প্রতিযোগিতাই পরোক্ষ বা গুপ্ত (indirect) প্রতিযোগিতার বিনাশ সাধন করিতে পারে। এক এক কোম্পানীর এক এক রকম সুখ-সুবিধা দিবার প্রতিশ্রুতি—কিন্তু বীমাকরণেচ্ছু ব্যক্তি সব কিছু সুখ সুবিধাই পাইতে পারেন না। কাজেই নিজের নিজের কথা বলিবার ব্যপদেশে অন্যান্য বীমা-প্রতিষ্ঠানের সুস্পষ্ট প্রকাশ্য ও সবল প্রতিযোগিতার ফলে বীমাকরণেচ্ছু ব্যক্তির এই শুভ বুদ্ধিটা জাগ্রত করিয়া দেয়। সকল দায় মিটাইবার আগে বীমা করিবার দায়িত্বই তাহার প্রধান।"

*

কথাগুলি যেমন সত্য—বীমা-ব্যবসায়ে ইহার সার্থকতাও দেখা যায় সমধিক। কেননা আমরা জানি বীমাকরণেচ্ছু ব্যক্তির সম্মুখে আমাদের দেশে এজেন্টগণ যে প্রকার সুখ, সুযোগ ও সুবিধার ভবিষ্যৎ চিত্র নানা রঙে চিত্রবিচিত্র করিয়া ধরেন, তাহার সহিত মিঃ হোয়াইট্‌হেডের "clear", "vigorous" এবং "direct" প্রতিযোগিতার কোনও সম্পর্ক নাই। কারণ সত্যমিথ্যা একসঙ্গে মিশ্রণপদ্ধতির অভ্যাস যেমন তথাকথিত বীমার এজেন্টগণের আছে বলিয়া শুনা যায় তাহা সুস্পষ্ট (clear) সবল (vigorous) বা সরাসরি—প্রকাশ্য (direct) হইতে পারে না। গলদ তাহার মধ্যে থাকেই এবং সেইজন্যই কোম্পানী হিসাবে "মুড়ি মুড়কির একদর" করিতে সে-সকল এজেন্টগণ সিদ্ধহস্ত—তাহাদের হাতে বীমাকারীর স্বার্থ কখনও নিরাপদ থাকিতে পারে না। অসম্ভব

প্রতিশ্রুতি প্রদানের অবশ্যম্ভাবী ফলে তৎ তৎ কোম্পানী সাধারণ চক্ষে ক্রমশঃ অসার (unsound) বলিয়া প্রতিপন্ন হয়।—এই প্রকার ওঝার ঘাড়ে ভুত চাপিবার কথা আমরা আদালতের মকদ্দমার বিবরণে মাঝে মাঝে পড়িয়া থাকি।

*

মিঃ হোয়াইটহেড্ যে প্রতিযোগিতার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া উপরোক্ত মন্তব্য করিয়াছেন তাহা শুধু জীবনবীমা বলিয়া নয় যে কোনও ব্যবসায়ের প্রসার এবং উন্নতির পক্ষে একান্ত স্বাস্থ্যকর এবং প্রত্যেক স্থিরবুদ্ধি ব্যবসায়ীই সে প্রকার প্রতিযোগিতা কামনা করিবেন। কিন্তু আজকাল বীমাব্যবসায়ের ক্ষেত্রে বাঙলা দেশে, ভারতীয় অ-ভারতীয় বাঙ্গালী, অ-বাঙ্গালী প্রভৃতি সকল কোম্পানীর এজেন্টগণের মধ্যে অধিকাংশ ক্ষেত্রে যে প্রকার অস্বাস্থ্যকর ও অবাঞ্ছিত প্রতিযোগিতা দেখা যাইতেছে তাহাতে আমাদের মধ্যে হীনতা, তুচ্ছতা ও স্বজনশ্রীকাতরতাই অতি শোচনীয় ভাবে আত্মপ্রকাশ করিতেছে। বড়ই পরিতাপের বিষয়, কোনও কোনও ক্ষেত্রে এই সম্পর্কে বাঙ্গালীর নিন্দাই বেশী রটিতেছে। এবং "যাহা রটে, তাহার কিছু কিছু বটে।"

*

এজেন্ট ছাড়াও আজকাল অন্য এক সম্প্রদায় এই প্রকার হীন প্রতিযোগিতায় ইন্ধন যোগাইতেছেন। ইঁহারাই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ক্ষতি করিতেছেন।

(১) ইঁহারা স্বদেশী কোম্পানীর সমূহ ক্ষতি করিতেছেন।

(২) এজেন্টের মনোবৃত্তি হীন হইতে হীনতর করিয়া তাঁহাদের প্রকৃত স্বার্থহানি করিতেছেন।

(৩) অযথা সন্দেহের পর সন্দেহের সৃষ্টি করিয়া দেশের একান্ত করণীয় জীবন বীমার সম্ভাবনার মুলে তাঁহারা কুঠারাঘাত করিতেছেন।

ইহাদের পরিচয় কি ?

(১) ইঁহারা জীবন-বীমা সম্বন্ধে কখনও কখনও প্রবন্ধ রচনা করিয়া থাকেন—কিন্তু তাহাতে আর্থিক স্বার্থ-সিদ্ধির তেমন সুযোগ না থাকায় যে কোনও কোম্পানীর বিরুদ্ধে লিখিয়া পকেট ভর্ত্তি করিবার দুরাশা পোষণ করিয়া থাকেন।

(২) কোনও বীমা কোম্পানীর নিকট চাকুরী প্রার্থী হইয়া বিফল মনোরথ হইবার ফলে সেই কোম্পানীর ক্ষতি করিবার উদ্দেশ্যে ইঁহারা পুস্তিকা প্রণয়ন করেন—প্রবন্ধ লেখেন গোপন সভা করিয়া—অসৎ উদ্দেশ্য সফলকাম করিবার চেষ্টা করিয়া থাকেন।

(৩) বিদেশী কোম্পানীর অর্থে প্রতিপালিত, অবাঙ্গালী কোম্পানীর উৎসাহে উৎসাহিত হইয়া ইঁহারা অন্যায় প্রতিকারের ছল করিয়া স্বদেশী কোম্পানীকে লোক চক্ষে অসার প্রতিপন্ন করিয়া প্রভু-প্রসাদ ও আত্মপ্রসাদ দুই-ই লাভ করিয়া থাকেন।

ইঁহারা স্বদেশী বীমা কোম্পানীর—স্বদেশী বীমা কর্ম্মীর ও প্রধান ভাবে—সমগ্র দেশের অর্থ নৈতিক স্বার্থের ঘোরতর অন্তরায় সাধন করিতেছে।

কি ভাবে বাঙ্গালী বাঙ্গালীর শত্রুতা সাধন করিতেছে, তাহা আমরা আমাদের পরবর্ত্তী আলোচনায় প্রকাশ করিব।

পত্রলেখা

প্রিয়বরেষু,
শ্রীযুক্ত বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
"দীপালী"র স্বত্বাধিকারী

শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রকুমার রায় "দীপালী"র সহযোগী সম্পাদক হিসাবে—আপনাদের প্রতিষ্ঠানে যোগদান করিয়াছেন জানিতে পারিয়া আমি রূপবাণীর পক্ষ হইতে আপনাদের অভিনন্দন জানাইতেছি।

আমি আশা করি যে তাঁহার মূল্যবান সাহচর্য্যে দীপালী উত্তরোত্তর উন্নতির পথে অগ্রসর হইবে।

আমি দীপালীর বহুল প্রচার ও দীর্ঘজীবন কামনা করি। ইতি

গুণানুরক্ত
শ্রীমনোরঞ্জন ঘোষ
যুক্তকর্ম্ম-সচিব, রূপবাণী

শয্যার উপর স্বামী চিরনিদ্রায় মগ্ন।

কক্ষতলে লুটাইয়া পড়িয়া স্ত্রী বিনাইয়া বিনাইয়া কাঁদিতেছিল। শববাহীরা আসিয়া শব তুলিয়া লইয়া কক্ষের বাহির হইবার চেষ্টা করিল। কিন্তু শবের অসম্ভব বৃহৎ দেহ কক্ষদ্বার দিয়া বাহির হইল না। শববাহীরা হতাশ হইয়া কহিল—"দরজা ভাঙ্গো"—

স্ত্রী ছুটিয়া তাহাদের সম্মুখে আসিয়া কহিল—"ওগো, না—না—দরজা ভেঙ্গোনা,—আমি অসহায়া স্ত্রীলোক, আমার দরজা ভাঙ্গলে সারাবে কে ? উনি যখন আর নেই, তখন ওঁকেই কেটে, কুটে বার কর।—"

—কুমারী লাবণ্য মজুমদার

*

কৌতূহলী—অধ্যাপক মশায়ের প্রধান অনুসন্ধানের বিষয় কি কি ?

বন্ধু—চস্‌মা আর গলার বোতাম।

*

বাবু—৫½ সের ক'রে দুধ তুমি না দিলে আর ত' চলে না।

গোয়ালা—তাই দোবো।

বাবু—(কিছু দিন পরে)—ওহে, ছ'সের ক'রে দুধ তুমি না দিলে আর কুলিয়ে উঠ্‌তে পার্‌ছি না।

গো—তাই দোবো।

বাবু (আরো কিছুদিন পরে)—দেখ, সাড়ে ছ'সের ক'রে তুমি দুধ দিতে পারবে ?

গো—তাও পারবো বাবু, কিন্তু রঙ্ বুঝি টিক্‌লো না।

*

সম্পাদক—আপনার দুটো কবিতাতে যে বস্তু আছে, সেক্‌স্‌পিয়ারের মতো কবিও তা কল্পনা ক'র্‌তে পার্‌বে না।

কাব্যিক—(খুব খুসী হ'য়ে) আমাকে এত ক'রে বাড়াবেন না—কোন্ জিনিষের কথা আপনি ব'লছেন ?

স—রেডিও আর সিনেমা।

—সাউণ্ড বক্স

দীপালীতে প্রতি সপ্তাহেই রেকর্ড সমালোচনা বাহির হইতেছে। আমাদের পাঠকবর্গ জানাইয়াছেন যে, আমাদের পক্ষপাত শূন্য সমালোচনা বাহির হইলে তাঁহাদের রেকর্ড ক্রয় করিবার বিশেষ সুবিধা হয়—বাছাই করার হাঙ্গামা থাকে না। অতএব এখন হইতে রেকর্ড কিনিবার পূর্ব্বে দীপালীর এই স্তম্ভটি পড়িয়া কিনিলে ক্রেতাদের কতক সুবিধা হইতে পারে।

MEGAPHONE RECORDS

February—1935

ফেব্রুয়ারী মাসে 'মেগাফোন' কোম্পানী সর্ব্বসমেত পাঁচ খানি রেকর্ড বাহির করিয়াছেন। চার খানি গানের রেকর্ড ও একখানি বাদ্যযন্ত্রের রেকর্ড। আমরা এ সপ্তাহে মেগাফোন রেকর্ডের সমালোচনা করিব।

*

J. N. G. 166. শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় এই রেকর্ডে বাগেশ্রী ও ভৈরবী সুরে দু'খানি শ্যামা-সঙ্গীত গাহিয়াছেন। রমাপ্রসাদ বাবু রেকর্ড জগতে নূতন গায়ক হইলেও কণ্ঠস্বর মাইকের উপযোগী ও বাণী স্পষ্ট। এই দুটি গুণ যে গায়কের আছে, তাহার ভবিষ্যত রেকর্ড জগতে উজ্জ্বল সন্দেহ নাই। গায়কের গাহিবার প্রণালী একটু পুরাতন—অনেকটা কে, মল্লিকের ন্যায়। সাধারণ শ্রোতার মনোরঞ্জন করিবে।

*

J. N. G. 167. রেকর্ডে ডাঃ হীরেন চট্টোপাধ্যায়ের দু'খানি কমিক গান বাহির হইয়াছে। "ছুঁয়ো না ছুঁয়ো না বঁধু" ও "ফিরে চল" গান দুটির সুর লইয়া ও কথার অদল বদল করিয়া গান দুটি গীত হইয়াছে। গানের কথাগুলি হাস্যরসের খোরাক আপনিই জুটাইয়া দেয়। গায়কের কণ্ঠ মার্জ্জিত ও সাধা না হইলেও এই শ্রেণীর গানের উপযোগী। গানটি শুনিয়া হাস্য-সম্বরণ করা কঠিন। আমাদের মনে হয় রেকর্ডখানি সাধারণ্যে আদৃত হইবে।

*

J. N. G. 168. রেকর্ডে দু'খানি সুন্দর ভাটিয়ালী গান বাহির হইয়াছে। গান দু'টি গাহিয়াছেন শ্রীমতী পারুল। গায়িকার কণ্ঠস্বর মিষ্ট ও মাধুর্য্য-পূর্ণ। তদুপরি বাঙলার অন্যতম শ্রেষ্ঠ গীতিকার সুকবি হেমেন্দ্রকুমারের রচনায় মণি-কাঞ্চন সংযোগ হইয়াছে। গান দুটি শুনিয়া আমরা পরিতৃপ্ত হইয়াছি।

*

J. N. G. 169. রেকর্ডখানিতে শ্রীমতী সাধনা দেবী (এমেচার) গান গাহিয়াছেন। "হাস্নুহানা আজ নিরালায়" গানটি এককালে খুব জনপ্রিয় ছিল। "সুর মালঞ্চের কুঞ্জ বিথী" গানটিও বেশ হইয়াছে। এই রেকর্ড খানিতে একটা জিনিষ লক্ষ্য করিবার আছে। গানের সহিত অর্কেষ্ট্রা বাজান হইয়াছে, কিন্তু অর্কেষ্ট্রার যন্ত্র-সঙ্গীত কণ্ঠ-সঙ্গীতকে কোথাও ছাপাইয়া যায় নাই। এরূপ সঙ্গতি খুব কম রেকর্ডে রক্ষিত হইতে দেখিয়াছি। অন্যান্য রেকর্ড কোম্পানীর কর্ত্তৃপক্ষদের এ বিষয় দৃষ্টি আকর্ষণ করি।

*

J. N. G. 170. রেকর্ডে 'সিন্ধু' ও "আশাবারি" সুরে দু'খানি শাহনাই বাদ্য বাহির হইয়াছে। শাহনাই বাজাইয়াছেন মুন্না খাঁ সাহেব। চমৎকার রেকর্ডিংএর জন্য বাজনা চমৎকার হইয়াছে। বাদ্যযন্ত্রের রেকর্ডে মেগাফোনকে হটান বড় শক্ত ব্যাপার।

*

বসন্তের আগমনে এ মাসে কয়েকটি বসন্ত-আবাহনের গান বাহির করিলে ভাল হইত। ইঁহাদের পূর্ব্ব-প্রকাশিত সময়োপযোগী রেকর্ড এ সংখ্যায় অনুগ্রাহকদের সম্মুখে ধরিয়া দিলে তালিকা নিখুঁত হইত বলিয়া মনে হয়। ইঁহাদের পূর্ব্ব-প্রকাশিত বসন্তের গান J.N.G. 45, J. N. G. 39, J. N. G. 42 প্রভৃতি গানের রেকর্ড গুলি সময়োপযোগী ও সুন্দর। এগুলিকে এ মাসের তালিকায় অথবা আগামী মার্চ্চ মাসের তালিকায় পুনরায় বিশেষ ভাবে উল্লেখ করিলে বোধ হয় ভাল হয়। জিতেন্দ্র নাথ ঘোষ মহাশয় আশা করি কথাটা ভাবিয়া দেখিবেন।

*

সেনোলা মিউজিক্যাল প্রডাক্টস্ কোং

সুপ্রসিদ্ধ বাদ্যযন্ত্র ব্যবসায়ী এন্, বি সেন এণ্ড ব্রাদার্সের সত্ত্বাধিকারী শ্রীবিভূতিভূষণ সেন ৪৪।১ ক্রীক রো'তে একটি ত্রিতল বাটী লইয়া, উক্ত নামে গ্রামোফোন রেকর্ড তৈরি করিবার মানসে সম্প্রতি একটি প্রতিষ্ঠান স্থাপন করিয়াছেন। আমরা এই বাড়ীতে আহূত হইয়া গিয়া সব দেখিয়া আসিয়াছি এবং জ্ঞাত হইলাম যে অনতিদূর ভবিষ্যতে সেনোলা কোং ভদ্রমহিলাদের কণ্ঠ সঙ্গীত-ই কেবল রেকর্ড করিবেন। প্রথমটায় হয়ত ইচ্ছানুরূপ মহিলা শিল্পী পাওয়া না যাইতে পারে বলিয়া সু-গায়িকা কয়েকজনের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হইয়াছেন। তবে কর্ত্তৃপক্ষের ইচ্ছা যে, যে সব মহিলার সঙ্গীতে কিছু ব্যুৎপত্তি আছে, তাঁহাদিগকে ইঁহারা নিজ ব্যয়ে সুশিক্ষিত করিয়া লইবেন। মহিলাদের রিহার্সাল ঘর ত্রিতলে অবস্থিত থাকায় তাঁহাদের শিক্ষার কোনও অসুবিধাও হইতে পারিবে না। শিক্ষাদানের ভার গ্রহণ করিয়াছেন স্বনামধন্য শ্রীগিরিজাশঙ্কর চক্রবর্ত্তী, সুগায়ক শ্রীউমাপদ ভট্টাচার্য্য এম এ শৈলেশ

সম্পাহিকা

গেল রবিবার অৰ্দ্ধোদয় যোগ উপলক্ষ্যে ক'ল্‌কাতা পুণ্যলোভী ও পুণ্যলোভাতুরাদের আগমনে জন সমুদ্রে পরিণত হ'য়েছিল। সে দৃশ্য স্মরণ ক'রে রাখ্‌বার মতো। স্বেচ্ছা-সেবকরা সেদিন যে নৈপুণ্য ও সেবাশীলতা দেখিয়েছেন তার তুলনা নেই। ক'ল্‌কাতার ট্র্যাম কোম্পানীরও ব্যবস্থা খুব সুচারু হ'য়েছিল। মা গঙ্গা অনেক্‌কে আর ফিরিয়ে দেন নি!

*

ক'ল্‌কাতায় বিদ্যুৎ চুরির যে রোমাঞ্চকর মাম্‌লা চ'ল্‌ছে, তাতে বিজ্ঞানের প্রগতি ও দুর্গতি দুয়ের-ই পরিচয় পাওয়া গেছে। অনেক হোম্‌রা চোম্‌রা নাকি তাতে নাকানি চোকানি খাবেন।

*

গেল রবিবার পরলোকগত অধ্যাপক ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের পুত্র শ্রীযুক্ত সলিলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এম্, এ, বি, এল্ এর বাড়ীতে রবিবাসরের অধিবেশন হ'য়েছিল। শ্রীগিরিজাকুমার বসু 'প্রেম' সম্বন্ধে সুন্দর প্রবন্ধ পড়েন। শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত শৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা, শ্রীযুক্ত প্রফুল্লকুমার সরকার আলোচনায় যোগ দেন। প্রবন্ধ লেখক সকল আলোচনার জবাব দেবার পর আলোচনা শেষ হয়। জলধরদা সভাপতিত্ব ক'রেছিলেন। সভারম্ভে শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের গান ও সভা শেষে সলিলবাবুর সপ্তম বর্ষীয় পুত্রের নাচ গান খুব ভালো হ'য়েছিল। সেদিন রবিবাসরের আসর খুব জমেছিল—অপ্রেমিক সভ্যরা অধিবেশনে যোগ দেন নি।

*

গিরিজাকুমারের জন্মদিন

আগামী কল্য শ্রীপঞ্চমী তিথিতে আমাদের সম্পাদক সু-কবি গিরিজাকুমারের জন্মদিন। এ শুভদিনে কবিকে আমরা আমাদের আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাইয়া পরমেশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিতেছি, যেন তিনি শতায়ু হন। —"দীপালী"র কর্ম্মীগণ

ময়ূরভঞ্জের দেওয়ান মিষ্টার পি, কে সেন ঐ কার্য্য শেষ ক'রে আবার পাটনায় ব্যারিষ্টারি ক'র্‌বেন। তিনি দুবার সেখানকার হাইকোর্টে অস্থায়ী ভাবে জজিয়তি ক'রেছেন এবার তিনি পাকা হোন্।

*

রাইট অনারেব্‌ল্ হুইটলি সম্প্রতি মারা গেছেন। ইনি একদিন হাউস অফ্ কমন্‌সের স্পীকার ছিলেন এবং রাজকীয় শ্রম কমিসানের নেতারূপে ভারতে এসেছিলেন। গৌরবে যাও যশো-লোকে।

*

শ্রীযুক্ত লয়েড জর্জ্জকে ক্যাবিনেটের মেম্বার করা হবে ব'লে গুজব শোনা যাচ্ছে। কি উদ্দেশ্য তা জানা যায় নি।

*

আমাদের মেয়র শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন সরকার গেল ৪ঠা ফেব্রুয়ারী খুল্‌না মেলে বরিশালে গেছলেন ও সেখানে বিশেষ ভাবে অভিনন্দিত হ'য়েছিলেন। মানীর মান রাখতে তারা জানে গো।

*

নিউ থিয়েটার্সের ম্যানেজিং ডিরেক্টর শ্রীযুক্ত বি, এন সরকারের শালকরা মোটর দুর্ঘটনা থেকে ঈশ্বরাশীর্ব্বাদে খুব বেঁচে গেছেন! গেল রবিবারের অপরাহ্ণে মাণিকতলা স্পার আর কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীটের সংযোগ স্থলে একজন যাত্রীকে বাঁচাবার জন্যে তাঁদের মোটরের গতি পরিবর্ত্তন ক'রবার ফলে একটি বাসের সঙ্গে ধাক্কা লেগে মোটরটি চুরমার হ'য়েছে—তাঁরাও আহত হ'য়েছেন। G.P.O. তে চিটি ফেল্‌তে গিয়ে 'দীপালী' সম্পাদক শ্রীগিরিজাকুমার বসুও পায়ের ওপর দিয়ে নিজের মোটর চ'লে যাওয়ার ফলে ডান পায়ে খুব আঘাত পেয়েছেন ও বিধাতার কৃপায় খুব রক্ষা পেয়েছেন। ঐ দুঃখেই তো মোটর চড়ি না।

গান

—শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়

মুখখানি তোল্ সখী তোল্,
ঢুল্‌ঢুলে চোখদুটি খোল্,
আজ মেঘে চাঁদমালা দুল্‌চে!

*

ফুলবাগে ভুর্‌ভুরে বাস,
কার তুলি ছায় বারোমাস,
লাল-সাদা সব্‌জে রং গুল্‌চে!

*

জোছনার মন্তরে
যামিনার অন্তরে
বেজে যায় মলয়ার মল,
নেচে যায় তটিনীর জল,
সেই তালে পাখী সুর তুল্‌চে।

*

নন্দনের নন্দিনী!
মর্ত্তে আজ বন্দিনী,
মোর হাতে হাতদুটি রাখ্,
প্রাণে প্রেম-চন্দ্রিকা মাখ,
স্বরগের দ্বার বুকে খুল্‌চে।

দত্তগুপ্ত, দিল্লীর লাড্‌লিপ্রসাদ, পণ্ডিত রামকিষণ মিশ্র প্রভৃতি।

প্রথম রেকর্ডিংয়ের জন্য গানের মহল্লাও আরম্ভ হইয়া গিয়াছে।

বিভূতিবাবু কর্ম্মবীর, সু-শিক্ষিত বিনয়ী ও অমায়িক ভদ্রলোক। তাঁহার কর্ম্ম-ক্ষমতার উপর আমাদের প্রচুর বিশ্বাস আছে। কাজেই তাঁহার নিজস্ব প্রতিষ্ঠান তাঁহার স্বীয় পরিচালনায় **সেনোলা কোং** যে অচিরে রেকর্ড নির্ম্মাণ ব্যবসায়ে শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিবে, এ বিশ্বাস আমাদের আছে।

আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে সেনোলার তথা বিভূতিবাবুর সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি কামনা করি।

মেডিক্যাল কলেজ শত বার্ষিকী উৎসব

১৯৩৫ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে কলিকাতা **মেডিক্যাল কলেজের** শত বার্ষিকী তিথি উপলক্ষ্যে সপ্তাহকাল ব্যাপী উৎসবের আয়োজনে ভূতপূর্ব্ব ছাত্রগণ কর্ত্তৃক **পরপারে** নাটকাভিনয় হইয়াছিল। অভিনয় করিয়াছিলেন কলিকাতার খ্যাতনামা চিকিৎসকগণ। ভূমিকা-লিপি ছিল নিম্নলিখিত মত :—

ডাঃ বটকৃষ্ণ রায়—বিশ্বেশ্বর, বামনদাস মুখোপাধ্যায়—দয়াল, ভূপেন মুখোপাধ্যায়—মহিম, দীনেশ চক্রবর্ত্তী—পার্ব্বতী, শ্যামাচরণ মিত্র—পরেশ, উপেন্দ্রনাথ দাস—ভবানীপ্রসাদ, অক্ষয়কুমার রায়—চারু, জীবন মজুমদার—বিনোদ, খগেন্দ্রকৃষ্ণ ঘোষ—কালীচরণ, জ্যোতিষচন্দ্র দত্ত—নীলমাধব, প্রফুল্লকুমার মুখোপাধ্যায়—সারদা, হরেন্দ্রনাথ বসু—অনুকূল, নিরঞ্জন সেন—নবীন, পবিত্রকুমার সেনগুপ্ত—প্রেমতোষ, অমলেন্দু সেনগুপ্ত—নন্দ, যতীন্দ্রনাথ আইচ—অতুল, শ্রীশচন্দ্র শাল—শরৎ, সুশীলকুমার মুখোপাধ্যায়—জজ, সুরেশচন্দ্র সিংহ—কোর্ট অফিসার, দুর্গাপদ ঘোষ—জেলার, জ্যোতিষ দত্ত—ইনেস্‌পেক্টার, অজিতকুমার সেন—ওয়ার্ডার, শৈলেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়—সারেঙ্গী, তেজেন সেন—তবল্‌চি, নলিনীরঞ্জনকুমার—নিতাই, শচীন্দ্রনাথ রায়—কিষণ, অবনী ভট্টাচার্য্য—নন্দর ভৃত্য, গণনাথ রায় ও দ্বিজেন্দ্রনাথ রায়—কনেষ্টবলদ্বয় ;

মদনমোহন দত্ত ও অমূল্য উকিল—উকিল দ্বয়, সুন্দরীমোহন দাস, যতীন্দ্রনাথ মৈত্র, রায়বাহাদুর যোগেন্দ্রনাথ মিত্র, মনীন্দ্রনাথ দে, যোগেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, যোগেন্দ্রনাথ ঘোষ এবং রায় বাহাদুর সুরেশচন্দ্র সরকার—জুরিগণ পঞ্চানন চট্টোপাধ্যায়—ম্যাজিষ্ট্রেট, উপেন্দ্ররায় চৌধুরী—সিভিল সার্জ্জন, অমলেন্দু সেনগুপ্ত—জল্লাদ, কালী বন্দ্যোপাধ্যায়—ওস্তাদ, অমর দে ও অমলেন্দু সেনগুপ্ত—প্রতিবেশীদ্বয়।

নারী ভূমিকায়—

ডাঃ হিরণকুমার দত্ত—সরযূ, চুনীলাল মুখোপাধ্যায়—করুণাময়ী, অমর চট্টোপাধ্যায়—(চিকিৎসা শাস্ত্রে সাতখানি সুবর্ণপদক প্রাপ্ত)—হিরণ্ময়ী, সন্তোষকুমার দাস—শান্তা।

স্মারক—ডাঃ শৈলেন্দ্রনাথ ঘোষ ও কালীকিঙ্কর ভট্টাচার্য্য। রঙ্গমঞ্চ তত্ত্বাবধায়ক—ডাঃ সুশীলকুমার সেনগুপ্ত ও সন্তোষকুমার বসু।

অভিনয় হইয়াছিল সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চাঙ্গের ও কলাময়, বিশ্বেশ্বরের। বটুবাবুর **বিশ্বেশ্বর** সাধারণ রঙ্গালয়ের শ্রেষ্ঠ অভিনেতারও অনুকরণীয়। অঙ্গ-সজ্জায় ভাবে ব্যঞ্জনায় এই চরিত্রটি হইয়াছিল অনবদ্য। বামনদাস বাবুর 'দয়াল'ও হইয়াছিল অতি চমৎকার এবং হৃদয়গ্রাহী। মহিম, পার্ব্বতি, পরেশ, ভালই বলিতে হইবে। স্ত্রী চরিত্রের মধ্যে শান্তা ও সরযূ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। ইহাদিগকে স্ত্রী-সাজে মানাইয়াছিলও চমৎকার।

ভবানীপ্রসাদ গান গাহিয়াই মাটি করিয়াছেন। তাঁহার অভিনয় মন্দ হয় নাই।

এক কথায় "পরপারে" অভিনয় প্রথম শ্রেণীতেই পড়ে। ব্যস্ত চিকিৎসকগণের ভিতর যে কলালক্ষ্মী এমন লুকাইয়া বাস করিতেছেন এ তথ্য আমাদের এতদিন জানা ছিল না। আমরা **পরপারের** পুনরাভিনয় দেখিতে চাই।

কমলা পাঠশালা

গত শনিবার ২রা ফেব্রুয়ারী কলিকাতা কর্পোরেশানের চিফ্ একজিকিউটিভ অফিসার মিঃ জে, সি, মুখার্জ্জীর সভাপতিত্বে উক্ত পাঠশালার পুরস্কার বিতরণী উপলক্ষ্যে "অষ্টবজ্র মিলন" নামক নাটক অভিনীত হইয়াছিল। অভিনয় যাঁহারা করিয়াছিলেন তাঁহারা সকলেই অল্পবয়স্কা ছাত্রী। অভিনয় সকলেরই খুবই হৃদয়গ্রাহী হইয়াছিল, তন্মধ্যে 'কঞ্চুকী', 'দণ্ডীরাজ', 'অর্জ্জুন' ও 'শ্রীকৃষ্ণের' ভূমিকায় যথাক্রমে শ্রীমতী ভগবতী পাল, প্রতিমা শেঠ, কল্যাণী দেবী ও, মণিমালা দের অভিনয় উল্লেখযোগ্য। 'নারদের' ভূমিকায় শ্রীমতী পূর্ণমালা দেবীর গানগুলি সুগীত হইয়াছিল। উপরোক্ত সকলেই জনৈক সহৃদয় দর্শকের নিকট হইতে একখানি করিয়া পদক প্রাপ্ত হইয়াছেন। তাঁহাদের সম্মিলিত ঐক্যতান বাদন টুটিও ভাল হইয়াছিল, এই অভিনয় ও সঙ্গীতাদি শিক্ষকতার জন্য শ্রীযুক্ত কমলকৃষ্ণ দাস ও গৌরহরি দাস (পটলবাবু) প্রশংসার দাবী করিতে পারেন।

রাধা ফিল্ম কোং

ইহারা "দক্ষযজ্ঞ"-এর হিন্দী সংস্করণের দক্ষিণ ভারতীয় স্বত্ব বাঙ্গালোরের শ্রীযুক্ত নন্দলাল বাটাভিয়াকে বিক্রয় করিয়াছেন। ভারতের অন্যান্য প্রদেশের জন্যও নানা জায়গা হইতে ইহারা অনুরোধ পাইতেছেন।

পরিচালক জ্যোতিষ বন্দ্যোপাধ্যায় "মানময়ী গার্ল স্কুলের" বৃহত্তম দৃশ্যটি এ সপ্তাহে চিত্রগ্রহণ করিতেছেন।

"দক্ষযজ্ঞ" ও "রাজনটী বসন্তসেনা" এই শনিবার যথাক্রমে, অষ্টাদশ ও অষ্টম সপ্তাহে পদার্পণ করিবে।

"অর্দ্ধোদয় যোগের" স্নান-দৃশ্য ও গঙ্গার ঘাটে অভাবিত জন-সমাগমের সম্পূর্ণ দৃশ্য ইঁহারা গ্রহণ করিয়াছেন। এই সংবাদ-চিত্র (News Reel) টিতে শব্দ সংযোজিত হওয়ায় খুবই উপভোগ্য হইয়াছে। শ্রীতড়িৎ বসুর তত্ত্বাবধানে, শ্রীযুক্ত ওয়াই, সি, ওয়াশীকর, বীরেন দে ও অচিন্ত্য বন্দ্যোপাধ্যায় আলোক-চিত্র গ্রহণ করিয়াছেন।

"মিসেস উইগস্ অফ্ দি ক্যাবাজ প্যাজ"

গত সোমবার প্যাজায় উপরোক্ত ছবিখানির অপ্রকাশ্য প্রদর্শনীতে আমরা নিমন্ত্রিত হইয়াছিলাম। ছবিখানি প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত উপভোগ্য। 'মিসেস উইগস্'এর ভূমিকায় পলিন লর্ড নাম্নী যে নূতন অভিনেত্রীটি অভিনয় করিয়াছেন তাঁহার অভিনয় খুবই চিত্তাকর্ষক। অন্যান্য অভিনেতৃবৃন্দের নাম জর্জ্জ ব্রিক্‌ষ্টোন, ডবলু, সি, ফিল্ডস্; জাসু পিটস্, কেন্ট টেলর ও এভেলীন ভেনেবল। পরিচালনা করিয়াছেন নরম্যান টুরগ। ইহার বিশদ বিবরণ আমাদের "চিত্র পরিচিতি" স্তম্ভে দ্রষ্টব্য। এই শনিবার হইতে ছবিখানি সাধারণ্যে মুক্তি লাভ করিবে।

কালী ফিল্মস্

গত রবিবার গঙ্গার ঘাটে সুপবিত্র "অর্দ্ধোদয় যোগের" বিপুল জন-সমাগম ও স্নানার্থীদের ভীড়ের সমস্ত দৃশ্যটি ইহারা গ্রহণ করিয়াছেন। রূপবাণীতে ৩টার প্রদর্শনীতে উক্ত সংবাদ-চিত্রটি প্রদর্শিত হইয়াছে। এই সংবাদ-চিত্রটিতে শব্দ সংযোজনা পর্য্যন্ত করা হইয়াছে। আমরা কালী ফিল্মসের এইরূপ কর্ম্মতৎপরতার প্রশংসা করি।

এভারগ্রীন পিক্‌চাস

প্রকাশ, ইহারাও নাকি এই "অর্দ্ধোদয় যোগের" একটি চিত্র গ্রহণ করিয়াছেন।

ছায়া

আগামী শনিবার ৯ই ফেব্রুয়ারী হইতে ছায়ায় সুপ্রসিদ্ধ কৌতুকাভিনেতা হারল্ড লয়েডের নবতম হাসির চিত্র "দি ক্যাট্‌স প" দেখান হইবে। হারল্ড লয়েডের নামই তাঁহার চিত্রের পক্ষে যথেষ্ট।

রূপবাণীতে 'ভিভা ভিলা'

মেট্রোর "ভিভা ভিলা" শনিবার ৯ই ফেব্রুয়ারী হইতে রূপবাণী চিত্র-গৃহে দ্বিতীয় সপ্তাহে পদার্পণ করিবে। এই ছবিখানি দেখিয়া চিত্র-রসিক মাত্রেই আনন্দ অনুভব করিবেন।

ভিভা ভিলার এই শেষ সপ্তাহ।

শনিবার ১৬ই ফেব্রুয়ারী হইতে মার্লেনা ডিয়েট্রিচের নবতম ছবি "স্কার্লেট এম্প্রেস" প্রদর্শিত হইবে।

ওয়াদিয়া মুভীটোন (বোম্বাই)

"নূরে জামান"-এর কাজ পূর্ণ বেগে চলিতেছে। শুনিতেছি, যে "নূরে জামান" নাকি চিত্রজগতের একটি বিশিষ্ট দান বলিয়া পরিগণিত হইবে। সঙ্গীতরত্ন ফিরোজ দস্তর, জাল খাম্বাটা, মাষ্টার মহম্মদ, সায়ানি আতিস গুলবানু, হস্‌ন বানু প্রভৃতি বিভিন্ন অংশে অভিনয় করিতেছেন।

ইহাদের 'বি' টিমে "হা-টার ওয়ালী"র কাজ হোমি ওয়াদিয়ার পরিচালনায় খুব দ্রুত অগ্রসর হইতেছে। ইহাতে অভিনয় করিয়াছেন শ্রীমতী নদীয়া, বোমান শ্রফ্ প্রভৃতি।

দেবকী বসু প্রোডাক্‌শান

সুবিখ্যাত চিত্র-পরিচালক শ্রীদেবকী বসু কলিকাতা হইতে বোম্বাই গিয়াছেন। সেখানে তিনি নিজের ইউনিট খুলিয়াছেন। শ্রীমতী দুর্গাবাই খোটে, মেহতাব, অলকানন্দা, জয়রাজ, মারুতি রাও, বালি, বাচু প্রভৃতি তাঁহার ইউনিটে কাজ করিবেন। প্রথম ছবির নাম করণ এখনও হয় নাই। কোল্‌হাপুর ষ্টেটের নিকট তিনি হাতী, ঘোড়া, সৈন্য প্রভৃতি বহু সাহায্য পাইবেন। শ্রীযুক্ত দেবকী বসুর ছবিগুলি জয়ন্ত পিকচার্স মারফৎ সাধারণ্যে মুক্তি লাভ করিবে।

আকিয়াবে "সরমা" (প্রাপ্ত)

গত ২৮শে জানুয়ারী ১৯৩৫, নব-নির্ম্মিত বাণীমন্দির রঙ্গমঞ্চের উদ্বোধন উপলক্ষ্যে "সরমা" অভিনীত হইয়া গিয়াছে। ওখানকার বহু গণ্যমান্য বিশিষ্ট ভদ্রলোক এই অভিনয়ে উপস্থিত ছিলেন। 'রাবণ', 'সীতা' ও "বিদ্যুৎ জিহ্বের" ভূমিকাগুলি সুঅভিনীত হইয়াছে। ঢাকার প্রসিদ্ধ বাদ্যযন্ত্র ব্যবসায়ী যতীন এণ্ড কোংর ম্যানেজার এই অভিনয়ে উপস্থিত ছিলেন। তিনি এবং "আকিয়াব সিনেমা"র সত্ত্বাধিকারী মহম্মদ ইয়াকুব একটি করিয়া সুবর্ণ পদক পুরস্কার দিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন। এই অভিনয় ছাড়া মিঃ এ, সেনগুপ্তের প্রাচ্য নৃত্যটি সকলেই উপভোগ করিয়াছেন।

এই সরস্বতী পূজার সময় তাঁহারা "সীতা" অভিনয় করিবেন। আশা করি, বাণী সঙ্গীত সমাজ "সীতা" অভিনয়েও নিজেদের সুনাম অক্ষুণ্ণ রাখিবেন।

ময়মনসিংহ সঙ্গীত বিদ্যালয়ের চতুর্থ বার্ষিক বাসর
(প্রাপ্ত)

গত ২০শে ও ২১শে পৌষ ময়মনসিংহের অমরাবতী রঙ্গমঞ্চে সঙ্গীত বিদ্যালয়ের চতুর্থ বার্ষিক অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। এই অধিবেশনে গৌরীপুরের সুপ্রসিদ্ধ সঙ্গীতানুরাগী জমিদার শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী অধিনায়কতা করিয়াছিলেন। এবং বিচারক ছিলেন কালীপুরের সঙ্গীতাচার্য্য জমিদার শ্রীযুক্ত জ্ঞানদাকান্ত লাহিড়ী।

প্রথম দিন কুমারী বিজনবালা ঘোষ, ও মালতী দেবী মেয়েদের ভিতর সর্ব্বাপেক্ষা কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছেন। ছেলেদের ভিতর শ্রীখসরু মিঞার নাম উল্লেখযোগ্য। দ্বিতীয় দিন কুমারী গীতা রায় তাঁহার সুললিত কণ্ঠস্বরে খেয়াল গানে সকলকে মুগ্ধ করেন। কালীপুরের জমিদার শ্রীযুক্ত দেবীকান্ত লাহিড়ী মহাশয় কুমারী গীতা রায়কে একটি সুবর্ণ পদক উপহার দেন। তারপর শ্রীযুক্ত শচীন্দ্র মতিলাল দুটি উচ্চাঙ্গের খেয়াল গান গাহিয়া এক ঘণ্টা কাল সমগ্র দর্শকবৃন্দকে মন্ত্রমুগ্ধ করিয়া রাখিয়াছিলেন। তারপর যন্ত্রসঙ্গীত আরম্ভ হয়। কুমারী ইন্দু দেবী ও

—অভিমন্যু

[আগামী শনিবার হইতে যে সব বিদেশী ছবি কলিকাতায় মুক্তিলাভ করিবে তাহাদের অগ্রিম সংক্ষিপ্ত পরিচয়। সুতরাং কোনো বিদেশী ছবি দেখিতে যাইবার পূর্ব্বে আমাদের **চিত্র-পরিচিতি** স্তম্ভটি পড়িয়া গেলে, চিত্রপ্রিয়রা লাভবান হইবেন। দীঃ সঃ]

বুলডগ ড্রামণ্ড ষ্ট্রাইকস্ ব্যাক

Bull Dog Drummond Strikes Back

আর-কে-ও এল্‌ফিন্‌ষ্টোনে দেখানো হইবে। শ্রেষ্ঠাংশে রোনাল্ড কোলম্যান, লরেটা ইয়ং, ওয়ার্ণার ওলাণ্ড, চার্লস বাটার ওয়ার্থ, উনা মারকেল প্রভৃতি। টুয়েন্টিয়েথ্ সেঞ্চুরির ছবি, পরিচালনা করিয়াছেন রয় ডেল রুথ।

বন্ধুর বিবাহ বাসর হইতে বাড়ী ফিরিবার সময় দুঃসাহসী বুলডগ ড্রামণ্ড লণ্ডনের ঘন কুয়াশায় পথ হারাইয়া ফেলিলেন। একটি পরিত্যক্ত গৃহে প্রবেশ করিবামাত্র তিনি দেখিতে পাইলেন একটি সোফার উপর একটি মৃতদেহ পড়িয়া রহিয়াছে। পরে যখন ড্রামণ্ড একজন পুলিসকে ডাকিয়া লইয়া আসিলেন তখন সেই মৃত দেহটিকে আর দেখিতে পাইলেন না।

একদিন ড্রামণ্ডের বাড়ীতে লোলা নাম্নী একটি সুন্দরী মেয়ে তাঁহার সহিত দেখা করিতে আসিল। সে বলিল যে সে খুব বিপদে পড়িয়াছে। এবং সেই জন্যই ড্রামণ্ডের সাহায্য প্রার্থিনী হইয়াছে এবং সে যে কাহিনী বলিল, তাহা মোটামুটি এই :—

লোলার কাকা ম্যাট ভারতবর্ষে যুবরাজ আমেদের নিকট চাকরী করে। একদিন যুবরাজ বহু টাকার পশুর লোম কিনিয়া জাহাজ বোঝাই করিয়া লণ্ডনে চালান দিল। এদিকে ম্যাট এমন একখানি অজ্ঞাত টেলিগ্রাম পাইল যাহা তাহাকে অত্যন্ত উদ্‌ব্যস্ত করিয়া তুলিল। তারপর আর লোলা ম্যাটের কোন সংবাদ পাইতেছে না। বুলডগ ড্রামণ্ড এই ব্যাপারটির রহস্য উদ্ঘাটনের ভার লইলেন এবং বহু ঘটনা বিপর্য্যয়ের পর সব রহস্যের মীমাংসা হইল।

বুলডগ ড্রামণ্ড রূপে রোনাল্ড কোলম্যান ও লোলা রূপে লরেটা ইয়ং খুব স্বাভাবিক ও সুন্দর অভিনয় করিয়াছেন। ছবিখানি মোটের উপর খুবই উপভোগ্য।

ষ্টুডেন্ট টুর

Student Tour

গ্লোবে দেখানো হইবে। শ্রেষ্ঠাংশে জিমি ডুরেন্ট, চার্লস বাটারওয়ার্থ, ম্যাক্সিন ডয়েল, ফিল রিগ্যান প্রভৃতি। মেট্রোর ছবি, পরিচালনা করিয়াছেন চার্লস রিসনার।

নৌ প্রতিযোগিতায় বার্টলেট নৌ বাহিনী কোলেন কলেজকে পরাস্ত করায় তাহা

মালতী দেবীর এসরাজ সকলেরই প্রশংসা লাভ করিয়াছিল। শ্রীযুক্ত দেবীকান্ত লাহিড়ী চৌধুরী মহাশয় তাঁহাদের দুই জনকেই দুই খানি পদক দিতে প্রতিশ্রুত হন। তারপর রামগোপালপুরের কুমার হরেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরীর 'তবলা' ও নীরদাকান্ত লাহিড়ী চৌধুরী মহাশয়ের 'এসরাজ' চমৎকার।

এই অধিবেশনের উদ্যোক্তা ছিলেন শ্রীসুরেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী বি-এল, এবং সুরনাথ মজুমদার।

"Bull Dog Drummond Strikes Back"
চিত্রে রোণাল্ড কোলম্যান ও লরেটা ইয়ং

দের ভিতর স্থির হইল যে তাহারা সমস্ত ইয়োরোপ নৌকা যোগে পরিভ্রমণ করিবে। সেই নৌ-বাহিনীর সভ্যেরা ছিল সকলেই ছাত্র। পরে যখন একদিন সকলে শুনিল একজন ব্যক্তি দর্শন শাস্ত্রে পরীক্ষা দিয়া পাশ করিয়াছে তখন তাহাদের এত আনন্দ মাঠে মারা গেল। পরে সেই ব্যক্তিকে দর্শন শাস্ত্রের অধ্যাপক সাজাইয়া জলপথে ভারতবর্ষ ঘুরিয়া ইয়োরোপ যাত্রা করিল। যৎকিঞ্চিৎ রোমান্সের ব্যাপারও ইহার মধ্যে স্থান পাইয়াছে। ববি ও লিলিথ এই দুইজনে নানা কৌতুকপূর্ণ ঘটনার মধ্য দিয়া শেষে মিলিত হইল।

ছবিখানিতে কতকগুলি নয়নানন্দকর নাচ ও সুললিত গান আছে। অভিনয় প্রায় সকলেরই উপভোগ্য।

মিসেস্ উইগ্‌স্ অফ দি ক্যাবাজ প্যাচ

Mrs. Wiggs of the Cabbage Patch

প্লাজায় দেখানো হইবে। শ্রেষ্ঠাংশে পলিন লর্ড, ডবল্যু-সি-ফিল্ডস, জাসু পিটস, এভেলীন ভেনেবল, কেণ্ট টেলর, জর্জ্জ ব্রিকষ্টন প্রভৃতি। পরিচালনা করিয়াছেন নর্ম্যান টুরগ।

উইগস্ পরিবার গ্রামের একটি দরিদ্র পল্লীতে বাস করে। মিসেস উইগস-ই বাড়ীর গৃহকর্ত্রী। তাঁহাদের সাংসারিক অবস্থাও বড় অস্বচ্ছল। তাহার উপর মেজ ছেলেটির খুব অসুখ। মিসেস উইগস অনেক আশা হৃদয়ে পোষণ করিয়া আছেন যে, একদিন তাঁহার স্বামী মিঃ উইগস বাড়ী ফিরিয়া আসিবেন, তাহা হইলেই ছেলের অসুখ ভাল হইয়া যাইবে ও বাড়ীর অবস্থাও স্বচ্ছল হইবে।

ছেলেরা তাহার মাকে সুখী করিতে যথেষ্ট চেষ্টা করে। তাঁহাদের বাড়ীটি এক ভদ্রলোকের নিকট বন্ধক ছিল। একদিন হাঁসপাতালে জিমি মারা গেল। একদিন মিঃ উইগস বাড়ী ফিরিয়া আসিলেন ও বাড়ী উদ্ধার করিলেন।

মিসেস উইগসের ভূমিকায় পলিন লর্ডের অভিনয় হইয়াছে খুব মর্ম্মস্পর্শী। জিমির ভূমিকায় জর্জ্জ ব্রিকষ্টোন খুব চমৎকার অভিনয় করিয়াছেন। ডবল্যু, সি, ফিল্ডস ও জাসু পিটস্ বেশ হাল্কা হাসির উপর দিয়া দর্শকের মনোরঞ্জন করিয়াছেন।

দি ফার্ষ্ট ওয়ার্ল্ড ওয়ার

The First World War

এম্পায়ারে দেখানো হইবে; সম্পাদনা করিয়াছেন লরেন্স ষ্টলিন।

বিগত মহাযুদ্ধের সময়ে আসল যুদ্ধের জীবন্ত দৃশ্যগুলির আলোক-চিত্র গ্রহণ করা হইয়াছে। জলে, স্থলে, শূন্যে যে ভয়াবহ যুদ্ধ চলিয়াছিল তাহারই আলোক চিত্র সেই যুদ্ধের সময়েই গ্রহণ করা হইয়াছিল। সেইগুলি এখন সুচারু রূপে সম্পাদনা করিয়া একটী full-length ছবি বলিয়া দেখানো হইতেছে।

—০—

চীনের প্রথম মানুষ

—শ্রীমীনেন্দ্রনাথ বসু বি, এস-সি

১৯১৯ সনে পিকিনের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে ৩৭ মাইল দুরবর্ত্তী চাউকাউটিয়েন নামক স্থান ডাক্তার জে, জি, এন্‌ডারসন দ্বারা খনন করা হয় এবং ১৯২২ সনে ডাক্তার ও, জ্যাডানস্কি ঐ স্থানে কতকগুলি হাড় পান। এইগুলি পুরাতন মানব জাতির হাড় বলিয়া মনে হয়। ঐগুলি ডাঃ জ্যাডানস্কি 'পাপসুলা' লেবরেটরীতে পাঠাইয়া দেন। 'পাপসুলা' লেবরেটরীতে বৈজ্ঞানিকেরা ঐগুলিকে ভাল করিয়া পরীক্ষা করেন। তারপর ১৯২৬ সনে পিকিনে একটী বড় 'বিজ্ঞান সভার' অধিবেশন হয়। ঐ 'বিজ্ঞান সভায়' ডাঃ এন্‌ডারসন্ ঘোষণা করিয়া দিলেন যে অতি পুরাকালের মানুষের কিছু অংশ পাওয়া গিয়াছে। ডাঃ জ্যাডানস্কির প্রাপ্ত—দুইটী মানব দাঁত এবং সঙ্গে কয়েকটী ঘোড়ার হাড় ইত্যাদি থাকায় নৃতত্ত্ববিদেরা অনুমান করেন যে এই মানব দাঁত প্রায় লক্ষ বৎসর পূর্ব্বেকার মানুষের চিহ্ন। প্রথম দাঁতটী উপর পাটীর ডান দিকের পেষণ জাতীয় এবং অপরটী হইতেছে নীচের পাটীর সামনের ছেদন জাতীয়।

তারপর ১৯২৭ সনে ডাঃ বোলিন্ একটী নীচের পাটীর পেষণ দন্ত পান এবং উহাকে ডাঃ ব্লাকের নিকটে পরীক্ষার জন্য পাঠাইয়া দেন। ডাঃ ব্লাক্ পরীক্ষা করিয়া বলিলেন যে এই দাঁতটী এমন একটী জন্তুর—যে জন্তু মানুষ ও বানর জাতীর মধ্যবর্ত্তী স্থান অধিকার করে। আমরা আজকাল বিজ্ঞানের সাহায্যে জানিতেছি যে মানুষ ক্রমবিকাশের দ্বারা জীবজগতে শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়াছে। পৃথিবীর বিখ্যাত পশুতত্ত্ববিদ লিনিউস্ (Linneaus) অষ্টাদশ শতাব্দীতে অনেক গবেষণা করিয়া দেখিয়াছিলেন—মানুষ সামান্য কীট হইতে ক্রমবিকাশে উন্নতি লাভ করিয়াছে। লিনিউসের (Linneaus) পরে অনেকে এই ক্রমবিকাশ সম্বন্ধে যথেষ্ট আলোচনা করিয়াছেন। ডারউইন্ (Darwin) তাঁর Origin of Speciesএ ক্রমবিকাশ সম্বন্ধে অনেক কিছু বলিয়াছেন। যাহা হউক সে সব কথা এখন থাক্। তাহা হইলে এখন দাঁতটী মানব জাতির পূর্ব্বপুরুষ বলিয়া মনে হয়। যে হেতু খাঁটী মানুষ নয় অথচ বানরও নয় সেই হেতু ইহাকে বলা যাইতে পারে যে ইহা মানব জাতির পূর্ব্বপুরুষ।

শেষে ১৯২৮ সনে চাউকাউটিয়েনের চারিপার্শ্ব খনন করিয়া একটী মানুষের চুয়াল ও মস্তকের খুলির কয়েকটী হাড় পাওয়া যায়। ঐ চুয়ালের হাড় দেখিলে মনে হয় ইংলণ্ডের পিল্‌ডাউন্ (Pilldown) মানুষের কথা। ইংলণ্ডে ১৯১১ সনে পিল্‌ডাউন্ জাতীয় মানুষের মস্তকের খুলি পাওয়া যায়। ডাঃ কিথ ইহাকে বিশেষভাবে পরীক্ষা করেন। তারপর চীনে যে মস্তক খুলি ও চুয়াল পাওয়া যায় তার সহিত তুলনা করিয়া দেখা গিয়াছে যে উভয়ের চুয়াল একই প্রকার। কিন্তু মস্তকের খুলিতে একটু প্রভেদ আছে। চীনে যে সব হাড়গুলি পাওয়া গিয়াছে ডাঃ ব্লাক সেগুলিকে বিশেষভাবে পরীক্ষা করিয়া পুরাতন মানুষ বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। কিন্তু ১৯২৯ সনে মিঃ ডবলু, পি একটী সম্পূর্ণ মস্তক খুলি পাইয়া সকলের অনুমান পূরণ করিয়াছেন। শেষে এইটীকে নৃতত্ত্ববিদেরা "সিনান্‌থ্রোপাস্" বা 'পিকিং মানুষ' নাম দিয়াছেন। "সিনান্‌থ্রোপাস্"কে চীনের সর্ব্বপ্রথম মানুষ বলিয়া মনে হয়—শুধু তাহাই নহে, জাভার "পিথেক্যান্‌থ্রোপাস্ ইরেক্টাসকে" বাদ দিলে বোধ হয় এ পর্য্যন্ত যাহা আবিষ্কার হইয়াছে তার মধ্যে এই "সিনানথ্রোপাসই" সর্ব্বপ্রথম। "পিথেক্যান্‌থ্রোপাস্ ইরেক্টাসকে" ডাঃ ই, ডিউবয়েস ১৮৯১ সনে আবিষ্কার করেন এবং আজ পর্য্যন্ত যত পুরাতন মানুষের অংশ পাওয়া গিয়াছে তার মধ্যে এই "পিথেক্যান্‌থ্রোপাসই" সর্ব্বপ্রথম। এক কথায় বলা যায় যে পৃথিবীর প্রথম মানুষ এই "পিথেক্যান্‌থ্রোপাস"। "সিনানথ্রোপাসের" মস্তক খুলি দেখিলে মনে হয় যেন "পিথেক্যান্‌থ্রোপাসেরই" বংশধর, চুয়ালের কথা মনে পড়িলে "পিল্‌ডাউনের" সঙ্গে সম্বন্ধ টানিতে ইচ্ছা করে। নৃতত্ত্ববিদেরা অনেক গবেষণা করিয়া বলিয়াছেন যে "সিনান্‌থ্রোপাসকে" "পিথেক্যানথ্রোপাস" ও পিল্‌ডাউনের মাঝামাঝি স্থান দেওয়া যাইতে পারে।

নৃতত্ত্ববিদেরা এই "সিনান্‌থ্রোপাসের" বয়স বলিতে চান প্রায় লক্ষের উপর, তখন মানুষ শুধু পাথর লইয়া খেলা করিত। এখন যেমন বিজ্ঞানের জোরে কত অস্ত্রশস্ত্র ও কত কল ইত্যাদির প্রভাব চলিতেছে—তখন তাহা ছিল না, তখন ছিল শুধু পাথর। মানবকৃত পাথরকে নৃতত্ত্ববিদেরা নাম দিয়াছেন "প্যালিওলিথ" (Palaeolith) ও 'নিওলিথ' (Neolith) কেহ কেহ আবার 'ইওলিথকে' (Eolith). মানবকৃতের মধ্যে ধরিয়া থাকেন। নৃতত্ত্ববিদের মতে এই "সিনান্‌থ্রোপাসকে" 'ইওলিথের' শেষভাগের মানুষ বলিয়া মনে হয়।

কানুর বেণু

—ডাঃ বটকৃষ্ণ রায়

ওই সখিরে! যমুনা তীরে
বাঁশীর স্বরে মাতায়ে তোলে,
পরাণ যে রে কেমন করে
কাঁদন ভরা গানের বোলে॥

কাঁপন লাগে বুকের মাঝে
কাঁকন পাছে চলিতে বাজে
রণিলে নূপুর মরিব লাজে
তাই সে বাঁধা আছে আঁচোলে॥

ফিরিছে কানু লইয়া ধেনু
ডাকিছে মোরে আকুল বেণু
ব্যাকুল মনে ছুটিয়া—এনু
গোপন পথে সন্ধ্যা হ'লে॥

চরণ রেণু কুড়ায়ে নেবো
বিরহজ্বালা জুড়াবে ব'লে॥

Editors :—Hemendra Kumar Roy & Girija Kumar Basu. Printed at the Dipali Press and published from the Dipali Office 123-1 Upper Circular Road, Calcutta, by Bankim Ch. Chatterjea. Proprietor—Bankim Chandra Chatterjea.

কালী ফিল্ম্‌স্

আসিতেছে—

অভাবনীয় আকর্ষণ

পাতালপুরী

শ্রীশৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়

প্রফুল্ল

৺গিরীশচন্দ্র ঘোষ

গীতি-নাট্য

বিশেষ বিবরণের জন্য আবেদন করুন—

প্রিয়নাথ গাঙ্গুলী

স্বত্বাধিকারী
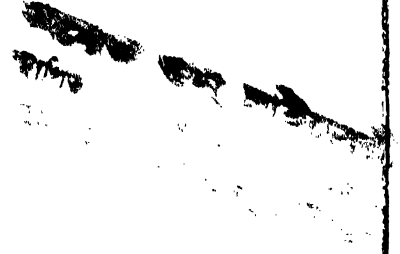
শিল্পী-কবি শ্রীযুক্ত অখিল নিয়োগীর

উপন্যাস :—ভাইফোঁটা ... ... ১৲

শিশু-উপন্যাস :—ভুতুড়ে দেশ ... ... ১৲

বে-পরোয়া ... ... ১৲

গল্প :—স্বপনপুরী ... ... ৸৹

পরীর দৃষ্টি ... ... ।৶৹

বাঘমামা ... ... ।৴৹

ডেভেনহ্যাম এণ্ড কোং, ২০, কলেজ রো, কলিকাতা

কবি বন্দে আলী মিয়ার

পরিহাস (উপন্যাস) ১॥৹

ময়নামতীর চর (রবীন্দ্রনাথের ভূমিকাসম্বলিত কাব্য-গ্রন্থ) ১৲

অনুরাগ (কাব্যগ্রন্থ) ১৲ আমানুল্লাহ্‌ (নাটক) ১৲

অস্তাচল (উপন্যাস) ৸৹

ডি, এম, লাইব্রেরী,

৬১ নং কর্ণওয়ালিস্‌ ষ্ট্রীট, কলিকাতা

দিন থাকিতে আখেরের কাজ করিয়া নাও

জীবনের অপরাহ্ন বেলায় নিশ্চিন্ত মনে দিন কাটাইতে পারিবেন। উপার্জ্জনের ক্ষমতা চিরদিন থাকে না, অথচ আয়ু লইয়াও কেহ জন্মায় নাই; কাজেই আয় থাকিতে সঞ্চয় করা সকলেরই উচিত। জীবন-বীমার সঞ্চয় মানুষের সৌভাগ্যের সূচনা করে। এ সঞ্চয়ের পদ্ধতি যেমন সহজ, ইহার সুযোগ ও সুবিধার পরিমাণও তেমনি যথেষ্ট। পারিবারিক শান্তি ও সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য জীবন-বীমার প্রয়োজন প্রত্যেকেরই আছে। "হিন্দুস্থান কো-অপারেটিভ"এ এবারকার নূতন জীবন-বীমার পরিমাণ

আড়াই কোটি টাকার উপর

—বোনাস—

প্রতি বৎসর : প্রতি হাজার প্রতি বৎসর : প্রতি হাজার

মেয়াদী বীমায়—২৩৲ টাকা আজীবন বীমায়—২০৲ টাকা

চলতি বীমা ৮,৮২,৭১০০০৲ উপর বীমা তহবিল ১,৫০,৩৬,০০০৲ উপর

মোট সংস্থান ১,৭৩,০০,০০০৲ „ বীমার টাকা দেওয়া হইয়াছে

৯১,০০,০০০৲ „

হিন্দুস্থান

কো-অপারেটীভ ইন্সিওরেন্স সোসাইটী লিঃ

হেড অফিস— জেনারেল ম্যানেজার—

হিন্দুস্থান বিল্ডিং, কলিকাতা শ্রীনলিনীরঞ্জন সরকার

কর্ণওয়ালিশ থিয়েটার

১৩৮নং কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট—কলিকাতা

"জামাই ষষ্ঠী" "[illegible]" "[illegible]কুমারী"

ও "কলঙ্কভঞ্জন" প্রযোজক।

অমর চৌধুরীর অমর লেখনী-প্রসূত

বাংলা সবাক চিত্র

"সত্য-পথে"

শ্রেষ্ঠাংশে ঃ—

শারাজ, ডলি দত্ত,
কার্ত্তিক ও কিরণ রায়

আসুন,—দেখুন! সুখ-দুঃখ ও
দুর্ব্বলতাময় মানব-জীবনের শেষ
পরিণতি কোথায়—কোন্ পথে ?
মানব জীবন-স্রোত—
শেষ "সত্য-পথে"

৯ই ফেব্রুয়ারী ১৯৩৫ সাল শনিবার হইতে
সাফল্যমণ্ডিত দ্বিতীয় সপ্তাহ

স্থাপিত ১৯২৯

দীপালী

DIPALI

বাংলার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সচিত্র সাপ্তাহিক

ইষ্ট ইণ্ডিয়া ফিল্ম কোংর নবতম বাংলা সবাক চিত্র "বিদ্রোহী" চিত্রে
শ্রীমতী জ্যোৎস্না গুপ্তা ও ডলি দত্ত। পরিচালক—শ্রীধীরেন গাঙ্গুলী

৭ম বর্ষ] ২রা ফাল্গুন, ১৩৪১ 14th February, 1935 [৭ম সংখ

'দীপালী'র নিয়মাবলী

১। 'দীপালী' প্রতি বৃহস্পতিবারে প্রকাশিত হয়, নগদ মূল্য এক আনা। নমুনার জন্য পাঁচ পয়সার টিকিট পাঠাইতে হয়।

২। কোনো সংখ্যার 'দীপালী' যথাসময়ে না পাইলে, স্থানীয় ডাকঘরে সম্বাদ লইয়া পরবর্ত্তী সোমবারের মধ্যে জানাইতে হইবে।

৩। 'দীপালী'-সংক্রান্ত টাকা কড়ি, বিজ্ঞাপন, দীপালীর ম্যানেজারকে পাঠাইতে হইবে। বিজ্ঞাপন এবং এজেন্সী সম্বন্ধীয় বিবরণ ও অন্যান্য জ্ঞাতব্য বিষয়ের জন্য তাঁহাকে পত্র লিখিতে হইবে।

৪। 'দীপালী'তে প্রকাশের জন্য রচনা-সমূহ 'সম্পাদক দীপালী' এই নামে 'দীপালী' কার্য্যালয়ে পাঠাইতে হইবে। উপযুক্ত ষ্ট্যাম্প দেওয়া না থাকিলে অমনোনীত রচনা ফিরাইয়া দেওয়া বা উত্তর দেওয়া হয় না। অমনোনীত রচনা সঙ্গে সঙ্গে ছিঁড়িয়া ফেলা হয়, কাজেই টিকিট না দিয়া রচনা পাঠাইয়া, পরে সে সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিলে কোনো ফলই হইবে না।

৫। 'দীপালী'র এজেন্ট হইবার বিস্তৃত বিবরণের জন্য 'দীপালী'র ম্যানেজারের সহিত পত্র ব্যবহার বা দেখা করিতে হইবে।

৬। বৎসরের **প্রথম সংখ্যা** অথবা দ্বিতীয় বর্ষার্দ্ধের প্রথম (২৫শ) সংখ্যা হইতে গ্রাহক হইতে হইবে। অন্য সময়ে গ্রাহক হইলে, তাঁহাকে হয় ১ম, নয় ২৫শ সংখ্যা হইতে কাগজ লইতে হইবে।

ম্যানেজার—দীপালী
১২৩/১, আপার সার্কুলার রোড
পোঃ বিডন্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা ফোন—বড়বাজার ৩২৫৩

দীপালী কার্য্যালয়—১২৩।১, আপার সার্কুলার রোড্, কলিকাতা—
ফোন বড়বাজার—৩২৫৩

৭ম বর্ষ } ২রা ফাল্গুণ বৃহস্পতিবার, ১৩৪১ / ১৪ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৩৫ { ৬ষ্ঠ সংখ্যা

কলাকেলি

গতপূর্ব্ব রবিবারে "Statesman"এ, "A Student of the Ballet' নাম নিয়ে কোন লেখক "Memories of Pavlova Revived" নামক একটি চার-পাচ 'কলম'-ব্যাপী মস্ত প্রবন্ধ লিখেছেন। বিশেষজ্ঞের লেখা এবং প্রবন্ধের মধ্যে রুস-নৃত্যনাট্যের একটি দীর্ঘ ইতিহাস আছে ব'লে পড়বার আগ্রহ হ'ল। কিন্তু প'ড়ে দেখলুম, "হ্যামলেট-হীন হ্যামলেটে"র মতন এ-প্রবন্ধটিও একটি অদ্ভুত চীজ্ ! এতে রুস-নৃত্যনাট্যের কথা আছে, Pavlovaর গুণগান আছে, কিন্তু Diaghilevএর নামগন্ধও নেই ! Statesmanএর মতন কাগজেও এত-বড় বাজে লেখা প্রকাশিত হয় !

*

সংপ্রতি যিনি কলকাতায় রুস-নৃত্যনাট্য-সম্প্রদায় নিয়ে এসেছেন, সেই V. Dandre যে Pavlovaর স্বামী, গেল-বারেই এ-কথা বলা হয়েছে। এবং Dandre সাহেব যে রীতিমত স্ত্রৈণ, তাঁর লেখা "Anna Pavlova" বৃহৎ বইখানির পাতায় পাতায় সে-প্রমাণ ছড়ানো আছে ! নিজের স্ত্রীকে বড় করবার জন্যে তিনি অনেককেই খাটো করেছেন এবং অনেকেরই কথা চেপে গিয়েছেন। Statesmanএর লেখার ভিতরেও আমরা যেন Dandre সাহেবেরই হাতের ছায়া দেখতে পাচ্ছি ! Pavlova এত বড় যে তাঁকে আরো-বড় করবার জন্যে এমন অবৈধ উপায় অবলম্বন করবার কোনই দরকার ছিল না।

*

অধিকাংশ সমালোচকের মতে, রুসিয়ার বাইরের জগৎ Pavlovaর আসল পরিচয় জানতে পেরেছিল Diaghilevএরই অনুগ্রহে। Dandre কিন্তু গায়ের জোরে এই সত্যটা উড়িয়ে দেবার চেষ্টা করেন। এবং Diaghilev যে আধুনিক রুস-নৃত্যনাট্যের প্রধান অনুষ্ঠাতা, এ কথাটাও মানতে Dandre সাহেবের বিশেষ আপত্তি। Statesmanএর অজ্ঞাত লেখক আরো বেশীদূর এগিয়ে গিয়েছেন। রুস-নৃত্যনাট্যের কথা বলতে বসে Diaghilev নামক কোন ব্যক্তির অস্তিত্বই তিনি স্বীকার করেন নি। বোধ হয় তিনি ভেবেছেন যে, এই বর্ব্বর বাংলাদেশে সত্যকে ধামা চাপা দিলে কেউ কিছুই ধরতে পারবে না ! Statesmanএর মতন কাগজও যে কি উদ্দেশ্যে এত-বড় অন্যায়কে প্রশ্রয় দিয়েছেন, সে রহস্য আমরা বুঝতে পারলুম না ; এটা কি বিজ্ঞাপন-দাতার মন রাখবার চেষ্টা ?

*

রুস-নৃত্যনাট্যের পুরাণো, একঘেয়ে রূপ বদলে Diaghilev কেমন ক'রে তাকে বর্ত্তমান যুগের উপযোগী ক'রে তুলেছিলেন, সে কথা আমরা গেল-বারেই পাঠকদের কর্ণগোচর করেছি। Dandre সাহেব Diaghilev-এর এ-কৃতিত্বটুকু না মানলেও, এই ব'লে বাহাদুরি নিতে লজ্জিত হন নি যে, "আমি আর Pavlovaই সর্ব্বপ্রথমে Diaghilevএর কাছে প্রস্তাব

করেছিলুম, রুস-নৃত্যনাট্য নিয়ে তাঁকে রুসিয়ার বাইরে যেতে। কিন্তু সে প্রস্তাব শুনে তিনি প্রথমে ভয়ে স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিলেন!". (Anna Pavlova : By V. Dandre, p. 206) আবার পৃথিবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নর্ত্তক Nijinskyর স্ত্রীর মতে, তাঁর স্বামীই নাকি সর্ব্বপ্রথমে Diaghilevএর কাছে উক্ত প্রস্তাব তুলেছিলেন। (Nijinsky. By Romola Nijinsky. p. 77,) রুস-নৃত্যনাট্যকে পৃথিবীর মধ্যে সুপরিচিত করবার গৌরবটা এত-বড় গৌরব যে, Dandre প্রভৃতি তা অর্জ্জন করবার জন্যে অল্প ব্যস্ততা জাহির করেন নি! তবে শ্রীযুক্ত Dandreর মতন শ্রীমতী Nijinskyও যে Diaghilevএর প্রতিভাকে অস্বীকার করেন নি, এজন্যে আমরা তাঁর প্রশংসা করতে পারি।

*

কিন্তু Dandre এবং তাঁর সাঙ্গপাঙ্গরা Diaghilevকে উড়িয়ে দেবার জন্যে যত চেষ্টাই করুন, রাত্রিকে দিনে পরিণত করবার চেষ্টার মতন সে চেষ্টা কোন দিনই সফল হবে না। Diaghilevএর নাম আর কাজের কথা অমরতার ইতিহাসে সোণার হরপে লিপিবদ্ধ হয়ে গেছে, আর তা মোছা যাবে না। Rene Fulop-Miller ও Joseph Gregor সংপ্রতি "The Russian Theatre, its character and history" নামক যে প্রকাণ্ড ও প্রামাণিক গ্রন্থ রচনা করেছেন, তাতে স্পষ্ট ভাষায় বলা হয়েছে যে: In the first years of the twentieth century there was still little difference between the ballet in Russia and that of Western Europe; both were based on the usual classical traditions which had originated in Milan, Paris, and Vienna; but in St. Petersburg a certain number of enthusiasts had by this time clubbed together with the determination to build up a new kind of ballet on an entirely different foundation. The organizer of this enterprise was Diaghilev, the editor of Mir Iskustvo (The World of Art)... ... ...the peculiar style of dancing introduced by Diaghilev's company—henceforth to be known to all as the Russian Ballet—was something entirely new. Fokin, the leader and trainer of the troupe, had discarded every rule of the classical tradition" প্রভৃতি।

*

Dandre সাহেব Pavlovaর জীবন-চরিতে Diaghilevএর মহিমা খর্ব্ব করবার জন্যে আর এক উপায় অবলম্বন করেছিলেন। তিনি বলেন, Diaghilev তাঁর নৃত্য-সম্প্রদায়ে যখন বিদেশী শিল্পীর সাহায্য নিয়েছেন, তখন তা আর রুস-নৃত্যনাট্য নাম পেতে পারে না! অথচ Dandre এবার নিজের যে সম্প্রদায় নিয়ে ক'লকাতায় এসেচেন তার মধ্যেও বিদেশী শিল্পীর সংখ্যা কম নয়, অথচ তার নাম দেওয়া হয়েছে—"রুস নৃত্য-নাট্য সম্প্রদায়"! Diaghilevর পক্ষে যা অপরাধ, Dandreএর পক্ষে তা অপরাধ নয়?···Dandreএর নতুন সম্প্রদায়ের নাচ দেখে এসে, আস্‌ছে বারে আমরা তার সম্বন্ধে আলোচনা করব।

*

আমাদের এক সুলেখক বন্ধু পত্রান্তরে Picassoকে "য়ুরোপের বর্ত্তমান যুগের শ্রেষ্ঠ শিল্পী" ব'লেছেন। এক সময়ে "নাচঘরে" আমরা Picassoর গল্প ব'লেছিলুম। গেল বারের "দীপালী"তেও রুস-নৃত্য-নাট্যের প্রসঙ্গে Picassoর উল্লেখ করেছি। কিন্তু Picassoকে আমরা একালের একজন প্রতিভাধর চিত্রকর ব'লে মানলেও, কেন যে "য়ুরোপের বর্ত্তমান যুগের শ্রেষ্ঠ শিল্পী" ব'লে মানতে পারি না, বারান্তরে সে আলোচনা করবার ইচ্ছা রইল।

*

ধাপ্পাবাজের স্বদেশ হ'চ্ছে একালের ইয়াঙ্কিস্থান! চমকদার বিজ্ঞাপনের জগতেই ইয়াঙ্কিদের আহার-বিহার, জল্পনা-কল্পনা, তারা বেঁচে সুখ পায় যেন কেবল বিজ্ঞাপন দেবার এবং বিজ্ঞাপনে নিজেদের নাম দেখবার লোভেই! এমন-কি বিজ্ঞাপনের দৌলতে ওরা আর্টকেও যেন বড় ক'রে তুলতে চায়! চলচ্চিত্রের নট-নটীদের প্রতিদিনকার চব্বিশ ঘণ্টার জীবন তারা বিজ্ঞাপনের সঞ্জীবন-মন্ত্রে জিইয়ে রাখবার জন্যে সর্ব্বদাই ব্যতিব্যস্ত হয়ে থাকে। তাদের দেশে বিজ্ঞাপনের প্রসাদে সাধারণ চোর-ছ্যাঁচোড়রা পর্য্যন্ত সেক্সপিয়র বা নেপোলিয়নের মতন বিখ্যাত হয়ে ওঠে! সুদূর বাংলার গঙ্গাতীরে ব'সে আমরাও ইয়াঙ্কি বিজ্ঞাপনের জয়ঢাক কাণ পেতে শ্রবণ করছি এবং মানতে লজ্জা নেই যে, ঢাকের বাদ্যি দূর থেকে মিষ্টি শোনায় ব'লে উপভোগও করছি যার-পর-নাই!

*

কিন্তু হায়, গাছেও তোলে যারা, গাছ থেকে আবার মাটিতে ঠেলেও ফেলে দেয় তারাই! ইয়াঙ্কিরা সংপ্রতি হলিউডের একটি সাবান-ফেনার মস্ত ফানুষ ফাটিয়ে দিয়েছে! বিজ্ঞাপনের ভুয়ো খাতার ফোকা হিসেব দাখিল ক'রে, ওখানকার ছবির নট-নটীদের ওরা সম্রাট ও সমাজ্ঞীদেরও চেয়ে ধনবান ক'রে তুলেছিল এবং ওদেশের নট-নটীদের রোজগারের কথা শুনে বাঙালী নট-নটীদের বুকের ভিতরে যে সুদীর্ঘ শ্বাসের জন্ম হ'ত, এটুকুও আমরা অনায়াসেই অনুমান করতে পারি। কিন্তু সংপ্রতি আমেরিকার National Recovery Administration হাটের মধ্যিখানে হাঁড়ি ভেঙে দিয়েছে, সশব্দে। হলিউডের কোন নট-নটীই নাকি বাৎসরিক দুই লক্ষ পাউণ্ড মাহিনা পান না! ১৯৩৩ খৃষ্টাব্দে যে 'চিত্র-তারকা' সব-চেয়ে বেশী বাৎসরিক মাহিনা পেয়েছেন, তার পরিমাণ হচ্ছে ৬৩,০০০ হাজার পাউণ্ড মাত্র। এবং কেবল বারোজন নট-নটীর বাৎসরিক উপার্জ্জন হয়েছে ৪০,০০০ হাজার পাউণ্ডের বেশী! ঐ বৎসরেই একজন মাত্র শিল্পী সাপ্তাহিক বেতন পেয়েছেন ৫,০০০ হাজার পাউণ্ড। কিন্তু তাঁর এ উপার্জ্জন পুরো একমাসকালও স্থায়ী হয় নি। ১৯৩৩ খৃষ্টাব্দে সারা বছরে তাঁর পাওনা হয়েছে মোটে ১৮,২০০ পাউণ্ড! ও-দেশের সমগ্র চলচ্চিত্র-ব্যবসায়ে যে পরিমাণ টাকা ওঠে, তার ভিতর থেকে নট-নটীরা পায় ১৩·৪ পার সেণ্ট। ১৯৩৩ খৃষ্টাব্দের অতিরিক্ত শিল্পীদের (extras) কথা বাদ দিলে দেখা যায়, ও-দেশের নিয়মিত অভিনেতৃগণের মধ্যে শতকরা ৭১ জন পেয়েছেন বাৎসরিক ২০০ থেকে ১,০০০ পাউণ্ড, বারো জন পেয়েছেন ২,০০০ হাজার পাউণ্ড পর্য্যন্ত, তেরোজন পেয়েছেন ১০,০০০ হাজার পাউণ্ড এবং মাত্র চারজন পেয়েছেন তার চেয়ে বেশী টাকা।

*

শরৎ-দার হুকুম এসেছে, "নব-নাট্যমন্দিরে" তাঁর "বিজয়া"কে দেখবার জন্যে। অবিলম্বেই এ হুকুম তামিল ক'রে পাঠকদের কাছে আমাদের মতামত জানাব।

মুখের মতন

(উপন্যাস)

—শ্রীগিরিজাকুমার বসু

(৬ষ্ঠ সংখ্যার পর)

(১৯)

নিজে হ'তে কিছু না লেখার বদ্-অভ্যাস মৃণালদেরও আছে। মৃণালের অনেকদিন থেকে চোখ্ খারাপ হ'য়েছিল কিন্তু কেউ তার কোনো ব্যবস্থা করেনি—আমি শুনে ক'ল্কাতা থেকে গিয়ে তাকে নিয়ে এসেছি, ডাক্তারকে দিয়ে তার ব্যবস্থা করিয়েছি, চ'সমা পৌঁছে দিয়ে এসেছি। ডাক্তারের বাড়ী একদিন নয়, অনেক দিন তাকে নিয়ে যেতে হ'য়েছে। তা ছাড়া এমন সময় গেছে যখন সপ্তাহে তিন চার দিন তাদের ওখানে গেছি, তার খবর নিতে। কিন্তু তারা আপ্না হ'তে কখনো লেখেনা, আমাদের নিয়ে যান বা অনেক দিন আপ্নাকে দেখিনি, বড্ড মন কেমন ক'র্ছে, আমাদের এখানে আসুন। তাদের ভদ্রতা শেখাবার লোকও নেই।

কৃষ্ণা যে দিনাজপুরে গিয়ে আমার অন্তত্র থাক্বার বিষয়ে প্রতিবাদ ক'রে যা লেখা উচিত নিজে হ'তে তা লেখেনি, তার কারণ কেবল তার লজ্জা নয়। অন্ততঃ আমার তো তা মনে হয় না—তার অভিভাবক অভি-ভাবিকাদের কিছু হাত বোধ হয় ওর মধ্যে ছিল। সেটা বিস্মিত হবার মতো ঘটনা নয়। বাংলা দেশের অনেক গুরুজন মেয়েদের শেখান যে ভালবাসা কথা উচ্চারণ করা, এমন কি বানান করাও দোষের। এই সেদিন আমার বিশেষ পরিচিতা ও অনুরক্তা কোনো ভদ্রমহিলা এমন কথা স্বয়ং আমাকে বলে গেছে। সে কোনো জায়গায় ব'লেছিল আমাকে খুব শ্রদ্ধা করে। আমি শুনে তাকে জিগ্গেস ক'রেছিলুম, অন্তরের সরল কথা প্রকাশ ক'র্তে কি তোমাদের বাধে? তাঁকে আমি খুব ভালো বাসি, বলোনি কেন? মুখে আর চিটিতে তো লক্ষবার সে কথা জানিয়েছ। সে জবাব দিয়েছিল যে ওকথা ব'ল্লে সমাজে নিন্দে হবার ভয় আছে। বাংলার মেয়ের আর তার শিক্ষা দীক্ষার এই নমুনা!

কৃষ্ণার অন্তরটা না জান্লে, ঐ সব কথা না লেখার জন্যে তার সঙ্গে আমার বিচ্ছেদ হবার সম্ভাবনা থাক্তো। কিন্তু তাকে আমি পরিত্যাগ ক'র্তে যে আর পারিনা, আমাদের দুজনের বিচ্ছিন্ন হবার সব পথ যে নিজেরাই বন্ধ ক'রে ব'সে আছি। তাই কৃষ্ণার উপর অভিমান করা চলে, তার ত্রুটিতে দুঃখ করা চলে, তাকে বলা চলেনা, বিদায়!

কৃষ্ণাকে চিটি লিখে ব'ল্লুম, আমি তোমায় বিয়ের কথা তুল্লে মুখ ভার ক'র্লেই তো শুধু চ'ল্বে না, আমাকে কিছু জানানো না হ'লেও টের পাচ্ছি যে তোমার বিয়ের জন্যে কর্ত্তা গিন্নীরা আজকাল বেশ একটু মাথা ঘামাচ্ছেন। দুজনে একযোগে গিয়ে তাঁদের কাছে এ সম্বন্ধে সকল বিবরণ নিবেদন করা থাক্না কেন এইবার। তার উত্তরে কৃষ্ণা আমাকে আপাততঃ চুপ্ থাক্তে অনুরোধ ক'র্লে। আমি জানালুম, মজার ব্যাপার বটে। একদিন তুমিই আমাকে সব কথা খুলে বল্বার জন্যে ব্যস্ত ক'রেছিলে, আর আজ আমি ব্যস্ত হ'তে তুমিই আমাকে থামিয়ে দিচ্ছ।

কৃষ্ণা ব'ল্লে, তখন যে মনে ভয় ছিল, তখন যে আপ্নার কাছ থেকে আমাকে আলাদা কর্বার চেষ্টা সফল হ'তেও পার্তো, ভগবান্কে সাক্ষী ক'রে মনে জ্ঞানে আপ্নাকে পতিত্বে বরণ ক'রেছি, তখন যে এ ছাড়া আর কিছুই বল্বার ছিল না। কিন্তু এখন আমি ভয়হারা, নিশ্চিন্ত, নির্বিঘ্ন—দুদিন পরে ব'ল্লেও যা, দুদিন আগে ব'ল্লেও তা। রাধিকার স্বামী থাক্তেও তিনি ডুবেছিলেন 'কৃষ্ণ কলঙ্ক-সাগরে'—কলিকালে ব্যাপারটা উল্টে গেল, আপ্নার স্ত্রী থাক্তেও আপ্নি ডুব্লেন 'কৃষ্ণা-কলঙ্ক-সাগরে'। জয় করে তবু ভয় কেন যায়না?

শোনো একবার কথা। এমন মানুষকে নিয়ে কি করা যায়। মনের আনন্দে বেশ নির্ভাবনা হ'য়ে দিন কাটাচ্ছে। কিন্তু কৃষ্ণার কথাগুলো চমৎকার লাগলো, ভারি খুসী হ'লুম যে অমন ক'রে গুছিয়ে অত কথা সে লিখ্তে পেরেছে। নিজে কোনো কারণে যার পর নেই আনন্দিত হ'লে, কোনো প্রিয় ব্যক্তিকে তার ভাগ যতক্ষণ না দেওয়া যায় ততক্ষণ সে আনন্দ সম্পূর্ণ হয় না। সেই জন্যে যূথিকাকে ডেকে এনে কৃষ্ণার চিটিটা প'ড়্তে ব'ল্লুম। সে দুষ্টুমিতে কারুর চেয়ে কম যায় না, ব'ল্লে, দাদা, রাধিকা যে কৃষ্ণ কলঙ্ক-সাগরে ডুবেছিলেন, সে কথা ননদিনীকে নগরে প্রচার ক'র্তে তিনি অনুরোধ ক'রেছিলেন। আমি তো কনে বৌদির ননদিনী সুতরাং আমিও নগরে এ ব্যাপারটা প্রচার ক'রে দি-ই না কেন? আমি ব'ল্লুম, অপরের কথা প্রচার ক'রে আর কি হবে যূঁই, তার চেয়ে তোর নিজের একটি বর যোগাড় ক'রে ঢাক

ঢোল পিটিয়ে দেশ শুদ্ধ লোককে সে খবরটা জানাবার ব্যবস্থা কর। যূঁই তো হেসেই অস্থির, ব'ল্‌লে—দাদা, বর কি মাল মশলা নাকি যে তা আবার যোগাড় করা যায়? ঠিক সময়ে, ঠিক লোক যখন চোখের সমুখে আসবে তখন মন আপনা হ'তেই তার পায়ে লুটিয়ে প'ড়্‌বে। তুমিই তো ব'লেছ দাদা যে বসন্ত এলে, কোকিলকে আর নেমন্তন্ন ক'রে আনতে হয় না। আমি ব'ল্‌লুম বসন্ত তো তোর এসেছে ভাই অথচ কোকিলের সাড়া শব্দ নেই কেন, তোকে দেখ্‌লে আমার সে কথাটাই কেবল মনে পড়ে। সত্যি ব'লছি যূঁই, তুই খুব সুখী হবি, তোর মনের মতো বর হবে। সরল, আনন্দময়, শুভ্র তোর প্রকৃতি—তোর কল্যাণ হবেই। আমার নিজের বোন নেই, ছিলও না কখনো তোর সঙ্গে রক্তের সম্বন্ধ না থাক্‌লেও, তুই আমার আপন বোন্ ছাড়া কিছুই ন'স্।

যূঁই ব'ল্‌লে, আমারও ভাই নেই, ছিলও না কখনো, তোমাকে নিজের বড়ো ভাই ব'লেই জানি আর মানি, সেই রকমই শ্রদ্ধা করি, সেই রকমই ভালোবাসি। ক'নে বৌদিকেও খুব ভালবাসি তার নিজের গুণে আর তোমার বৌ ব'লে। আর বৌদিকেও ভালবাসি, তবে কনে বৌদি প্রায়স মবয়েসী সখীর মতো, এই জন্যে তার সঙ্গে জমে ভালো। আচ্ছা দাদা, একটা কথা ব'ল্‌বে? কনে বৌদি তোমাকে কখনো 'প্রিয়তম' বলে ডেকেছেন? আমি ব'ল্‌লুম, কি বুদ্ধি তোর যূঁই—রঙ্গমঞ্চের অভিনয়ে স্ত্রী স্বামীকে 'প্রিয়তম' বলে ডাকে, বাড়ীতে আবার কে কবে 'প্রিয়তম' 'প্রিয়তম' ব'লে তার স্বামীকে সম্বোধন করে? যূঁই নাছোড়বান্দা, ব'ল্‌লে, না দাদা ফাঁকি দিলে চ'ল্‌বে না, ব'ল্‌তেই হবে কনে বৌদি তোমাকে 'প্রিয়তম' কখনো ব'লেছেন কিনা।

আমি উত্তর দিলুম, অবশ্য ব'লেছেন। কি ভাবে ব'লেছেন জানিস্? আমি হয় তো কোন একটা কথার পর তাঁকে কৌতুক ক'রে প্রশ্ন ক'রেছি 'বুঝ্‌লেত প্রিয়তমে?' পাল্টা জবাবে তিনি ব'লেছেন বঝলম. প্রিয়তম'। একদিন তোর কনে বৌদি ছাতে ব'সে ফুলের মালা গাঁথ্‌ছিলেন, আমি দেখ্‌তে পেয়ে জিগ্‌গেস ক'রেছিলুম—বরমাল্য কার গলায় দেওয়া হবে প্রিয়তমে? তিনি ব'লেছিলেন, 'বরের-ই গলায় প্রিয়তম'। ব্যাপারটা এই রকম—কৌতূহল চরিতার্থ হলো ত'? যূঁই ব'ললে, হ্যাঁ। কিন্তু তোমরা সময় নষ্ট ক'রো না দাদা, আস্‌ছে বোশেখ মাসের মধ্যে ঘরের লক্ষ্মীকে ঘরে আনো, আমি দেখে নিশ্চিন্ত হই। আমি ব'ল্‌লুম্ অর্থাৎ তার পর নিজে ঘরের নারায়ণকে ঘরে আন্‌বার জন্যে উঠে পড়ে লাগি, কেমন? তোর ব্যবস্থাটা সাম্‌নের ফাগুন মাসেয় মধ্যেই ক'রে দিই-না কেন যূঁই। যূঁই বললে, না দাদা তা হ'তেই পারে না। কার হাতে কেমন ঘরে প'ড়্‌বো কে জানে? হয়তো তারা আর বাপের বাড়ী-মুখো হ'তেই দেবে না। তখন তোমাদের মিলনোৎসব থেকে বঞ্চিত হবো যে। এ কথা তোমায় ব'লে রাখ্‌ছি দাদা, কনে বৌদির বরণের সময় আমি না থাক্‌লে জ'ম্‌বেই না। ক'নে বৌদিও অনেকদিন থেকে আমায় তা ব'লে রেখেছে। তুমি কিন্তু দাদা আমায় এখনো নেমন্তন্ন করোনি।

আমি ব'ল্‌লুম, তোকে তো কোনো দিনই নেমন্তন্ন ক'রবো না, যূঁই। আমি জানি তোকে সেদিন কেউ আট্‌কে রাখ্‌তে পারবে না, কোনো মানুষ, কোনো শাসন, কোনো পাষাণ-প্রাচীরের সে শক্তি নেই। পৃথিবীর মধ্যে মাত্র তিনটি লোক অন্তরের অকপট প্রীতির সঙ্গে আমাদের এই ব্যাপারটাকে গ্রহণ ক'রেছে—তুই, তৃষ্ণা আর খুকু। তার মধ্যে তোরা বুঝে ক'রেছিস্ কিন্তু খুকু কোন্ অনির্ব্বচনীয় প্রেরণায় তা ক'রেছে জানিনা। বিধাতা তোদের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করুন। যূঁই ব'ললে, আপাততঃ তোমাকেই আমরা বিধাতার প্রতিনিধি ব'লে মান্‌ছি, চট্‌পট আমাদের মনোবাঞ্ছা পূরণ করো।

(আস্‌ছে সংখ্যায় শেষ হবে)

শ্রীমতী জুবেদা

মহালক্ষ্মী সিনেটোনের "সেবা সদন" চিত্রে অবতীর্ণা। ডিষ্ট্রীবিউটারস'—রত্নদীপ টকী ডিষ্ট্রীবিউটার্স'
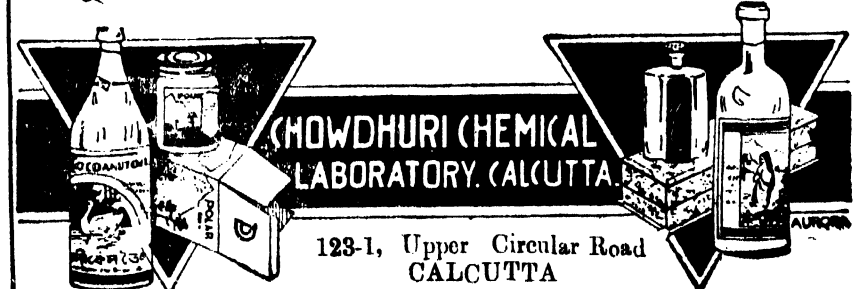
গ্রেস মুর---ইনি শুধু সুমিষ্ট কণ্ঠস্বরের অধিকারিণী নহেন সুগঠিত দেহ-সম্পদেরও অধিকারিণী। "One Night of Love" চিত্রে অভিনয় করিয়া পৃথিবীর অন্যতমা শ্রেষ্ঠা গায়িকা-চিত্রাভিনেত্রীর সম্মান লাভ করিয়াছেন।

"India Speaks" চিত্রের পরিচালক রিচার্ড হ্যালিবার্টন ও উক্ত চিত্রের নায়িকা। ছবিখানি ভারতবর্ষে যাহাতে না দেখানো হয় তাহার বিরুদ্ধে খুব আন্দোলন চলিতেছে। কারণ মিস মেয়োর "মাদার ইণ্ডিয়া" অপেক্ষাও নাকি অনেক আপত্তিকর ঘটনা এই চিত্রে সন্নিবেশিত হইয়াছে।

"Down to Their Last Yacht" চিত্রের জনৈকা অভিনেত্রী

খুনী

(গল্প)

—শ্রীনীহাররঞ্জন গুপ্ত

ডাক্তার!...ডাক্তার!...

হঠাৎ মনে হ'লো কে যেন শিয়রের কাছে এসে ডাকছে—ডাক্তার! ডাক্তার! চট্ ক'রে ঘুমটা ভেঙ্গে গেল। অনেক দিন আগেকার একটা ভুলে যাওয়া ঘটনা যেন সেই নিশুতি রাতের স্তব্ধতার মাঝে সজীব হ'য়ে সহসা আমার মনের মাঝে সাড়া দিয়ে উঠ্‌লো। আমি তখন সবে মাত্র মেডিক্যাল থেকে পাশ ক'রে বহরমপুর পাগলা গারদের ডাক্তার হ'য়ে গেছি। একদিন ভোর বেলা বাসায় ব'সে চা পান করছি, হঠাৎ হাঁসপাতালের কম্পাউণ্ডারটা আমায় এসে বললে, "সেদিন যে পাগলটাকে হাঁসপাতালে remove করা হ'য়েছিল, ভোরে সে লোকটা মারা গেছে।" তাড়াতাড়ি চা খেয়ে হাঁসপাতালের দিকে রওনা হ'লুম। বাসায় ফিরবার পথে ডোম এসে আমার হাতে এক তাড়া কাগজ দিয়ে গেল, সেটা নাকি মৃতের জামার পকেটে পাওয়া গেছে। হাতে-লেখা কাগজ, কৌতূহল বশে সেই কাগজের তাড়াটি বাড়ীতে নিয়ে এলাম। দুপুরে ভাত খাওয়ার পর বিছানায় শুয়ে শুয়ে এপাশ ওপাশ করছি হঠাৎ সেই তাড়াটির কথা আমার মনে প'ড়ে গেল। বিছানা থেকে উঠে, পকেট থেকে তাড়াটি বের ক'রে নিয়ে এলাম। বেশ ঝরঝরে তকতকে লেখা—প'ড়তে কষ্ট হয় না।......

*

—নিশীথের কথা।

উঃ শাস্তি!—শাস্তি! এই কী পাপের শাস্তি! কবে—ওগো কবে আমার শাস্তির শেষ হ'বে! অনুতাপ! অনুতাপ ত' কতই ক'রলাম; কিন্তু ভগবান বোধ হয় আমার মত পাপীকে কোন মতেই ক্ষমা করবেন না। ক্ষমা। ক্ষমা চাই না। চাই না। ওগো চাই না আমি ক্ষমা!......ক্ষমাই যদি হবে তবে আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত করবে কে? যে পাপের কালি আমার সমগ্র অন্তর ও বাহিরকে মসীময় ক'রে তুলেছে, সে ত' মুছবার নয়!

আমি ছিলাম বাবার একমাত্র পুত্র, সেই জন্যই বোধ হয় বাবা মা আমায় অত্যন্ত ভাল বাসতেন। বাবা ছিলেন গ্রামের জমিদার, বাইরের লোকের মুখে শুনেছি তাঁর মত দয়ালু সৎচরিত্র সাধুব্যক্তি নাকি বড় একটা চোখে পড়ে না। কিন্তু তাঁর ছেলে আমি? আমি কি? উঃ ভগবান কেন আমার জন্মের বহু পূর্ব্বে মার গর্ভেই আমায় শেষ ক'রে দিলে না? তাহ'লে আজ আর......থাক্। যা বলছিলাম তাই বলি.........আমি তখন সিক্সথ্ ক্লাশে পড়ি, এমন সময় স্নেহময়ী মা আমায় ছেড়ে চোখ বুঁজলেন। বেশ করেছ মা, বেশ করেছ, এই হতভাগা খুনে পুত্রের মুখ আর তোমার দেখতে হ'লো না। মাকে আমি বড় বেশী ভালবাসতাম, সেই জন্যই মা-হারাণর শোকটা প্রথমটা আমায় বড়ই অভিভূত ক'রে ফেলেছিল। কিন্তু সে শোকে আমার মনে শান্তির প্রলেপ বুলিয়ে দিল আমাদের ঘরে যিনি আবার মা হ'য়ে এল! আমার এ মা বোধ হয় আমায় আরো বেশী ভালবাসতো। আর আমি? হাঁ আমিও ধীরে ধীরে তাঁকে খুব ভালবেসে ফেললুম। আমার মনে আছে কতদিন নূতন মার কোলে মাথা দিয়ে আমার আপন মার গল্প ক'রতে ক'রতে ঘুমিয়ে প'ড়েছি। হঠাৎ হয় ত' ঘুম ভেঙ্গে দেখেছি বাইরে ঝুপ্ ঝুপ্ ক'রে বৃষ্টি প'ড়ছে। ভয়ে ভয়ে দু'হাত দিয়ে মাকে আঁকড়ে ধরেছি। আঃ, সে সব দিন কি সুখেরই ছিল।—আজও তা' ক্ষণিক সুখের মত আমায় উতলা ক'রে তোলে।...

লোকের বিমাতা বলতে যা বুঝায়, মা কিন্তু আমার মোটেই তা' ছিল না। যখনি যা আব্দার ক'রেছি তখনি তা পেয়েছি। মা আমার 'নিশীথ' ব'লতে যেন একেবারে অজ্ঞান হ'য়ে পড়ত।

বছর দুই বাদে আমার একটি স্নেহের ভাগীদার এসে জুটলো। কিন্তু তা' হ'লে কি হবে, খোকার চেয়ে মা আমাকেই যেন বেশী ভালবাসত। ছোট্ট ভাইটির সুন্দর গোল গাল গড়নটি—একমাথা কোঁকড়া কোঁকড়া চুল! লাল টুকটুকে গাল দুটী, অনবরত ফিক্ ফিক্ ক'রে হাসত। তাকে দেখলেই যেন ভালবাসতে ইচ্ছা ক'রত।

স্কুল থেকে এসে প্রত্যহই তাকে বুকে নিয়ে ছাদের উপরে ঘুরে বেড়াতাম। তার নাম রেখেছিলাম রণু। কত দিন মা আমায় বলেছেন, বাবা আজ যেমন এই রণুকে ভালবাসছিস্ চিরদিনই যেন ওকে অমন ক'রে বুকের ভিতর আড়াল ক'রে রাখিস্...ব'লতে ব'লতে তাঁর দু'টি চক্ষু অশ্রুভারে বুঁজে আসত।

দিনে দিনে সে বড় হ'তে লাগ্‌লো আমারই স্নেহের ছায়ায়। দেখতে দেখতে দীর্ঘ চারটী বছর কেটে গেল, আমি তখন ম্যাট্রিক পাশ ক'রে কলকাতায় প'ড়তে গেলাম। রণুটা আমার এত বাধ্য হ'য়েছিল যে—আসার দিন আমায় জড়িয়ে ধ'রে তার সে কি কান্না। আমিও প্রথম প্রথম কলকাতায় গিয়ে পড়ায় মোটেই মন বসাতে পারতাম না। কেবলই মনে হ'তো কে যেন ডাকছে—দাদা! দাদা...কত দিন মাঝ রাত্রে আমার ঘুম ভেঙ্গে যেত, মনে হ'ত রণু যেন আমার শিয়রের ধারে দাঁড়িয়ে আমায় ডাকছে—"দাদা, বাড়ী চল।"

*

তখন আমি এম-এ পড়ি। একদিন এক বন্ধু কথায় কথায় ব'ল্লে—"তুমি বিলেত যাও না—অক্সফোর্ড-এর এম, এ হ'য়ে এস—"

"মাকে না জিজ্ঞাসা ক'রে ত' ভাই আমি কোন কথাই ব'লতে পারি না।"

ছুটিতে বাড়ী গিয়ে মাকে সব কথা বললাম। প্রথমে ত' তিনি আমার বিলাত যাবার কথা শুনে কেঁদেই ফেললেন। পরে অনেক বুঝাবার পর মত দিলেন। ভয়ে ভয়ে বাবার কাছে গিয়ে কথাটা বললাম। বাবা ত' খুব রাগ করলেন—স্পষ্টই ব'লে দিলেন ও সব মতলব ছেড়ে দিতে। হতাশ হ'য়ে মাকে গিয়ে সব ব'ললাম। মা আমার বিষণ্ণ মুখের দিকে চেয়ে বললেন—"ওঁকে বলব'খন—" জানি না কেমন ক'রে মা বাবার মত করালেন। পরের দিন আবার কলকাতায় ফিরে এলাম, ঠিক হ'ল অক্টোবরেই যাত্রা ক'রবো। কলকাতায় এসে সেই বন্ধুকে সে কথা বলতেই সে বললে—"সে কি হে! তোমার মা বলতেই মত দিলেন—আমার মাকে যে আজ একটি বছর জপিয়েও মত করাতে পারলাম না—"

—"সৎমা হ'লেও মা আমায় অত্যন্ত ভালবাসেন। যখনই যা চাই, তখনই তা' পাই—অনেক সময়…"

—"তোমার সৎমা! আপন মা নেই?"

—"না, কেন?"

—"তোমার সৎ ভাই-বোন আছে নাকি?"

—"আছে—রণুই তো আমার সৎভাই।"

"—ও এখন বুঝতে পারছি তোমার মা এত সহজেই কেন মত দিলেন।"

আমি বিস্মিত হ'য়ে জিজ্ঞাসা ক'রলাম—"কি ব'লছো?"

—"বুঝতে পারছো না—তোমায় সরাতে পারলে নিজের ছেলেকেই তো তিনি সব দিতে পারবেন।"

—"পাগল!……আমার মা মোটেই সে রকম নন। তুমি যদি একবার তাঁকে দেখতে তবে আর একথা বলতে পারতে না।"

আমার বন্ধু গম্ভীর ভাবে হেসে চিবিয়ে চিবিয়ে বললে—"আরে রেখে দাও—ওসব sentimentalism! 'বিজয় বসন্ত' থিয়েটার দেখ' নি—সৎমা আবার কবে ভাল হ'য়ে থাকে। বলে 'বিশ্বাস নৈব কর্ত্তব্য স্ত্রীষু রাজকুলেষুচ' ব'লে পরম পণ্ডিতের মত মাথাটা দোলাতে দোলাতে সে আমার ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

খচ্ ক'রে কথাটা কানে বিঁধলো। "সৎমা আবার কবে ভাল হয়।" বাসায় ফিরে এসে বারবারই ওই কথাটা মনের আনাচে কানাচে উঁকি দিয়ে বেড়াতে লাগলো। "সৎমা আবার কবে ভাল হয়।" উঃ তখন যেন একটা শয়তান আমার ঘাড়ে চেপেছিল। বাসায় মন টিকলো না বাড়ী ফিরে এলাম। কিন্তু সে চিন্তার হাত থেকে কি এড়াতে পারলাম নিজেকে। সে অসহ্য চিন্তা যেন শয়তানের মত দিবা-রাত্র আমার পিছু পিছু তাড়া ক'রে বেড়াতে লাগলো। দু'দিনেই আমার চেহারার আমূল পরিবর্ত্তন হ'য়ে গেল। চোখ দুটো ব'সে গেল। ভাত খেতে ব'সে ভাতের গরাস মুখে উঠ্তো না। সে যে আমার কি অবস্থা। অহরহ সেই এক চিন্তা—"সৎমা আবার কবে ভাল হ'য়ে থাকে—"

রণু আমার কাছে এলে ভাল ক'রে কথা ব'লতে পারতাম না। মা কথা বলতে এলে মুখ ফিরিয়ে নিতাম। একদিন মা হঠাৎ ব'ললে—"কি হ'য়েছে নিশীথ তোর?" যথা সম্ভব নিজেকে সংযত ক'রে ব'ললাম—"কই কিছুই হয় নি।"

সেদিন ঘরে ব'সে ব'সে একটা বাঙ্লা উপন্যাস প'ড়ছিলাম—উপন্যাসটির নায়ক তার ছোট ভাইটিকে খুন ক'রে সমস্ত সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হ'লো। কথাটা আমার মনে গিয়ে লাগলো। তাই তো আমিও কেন রণুকে আর ভাবতে পারলাম না। সহসা একটা অজানিত আশঙ্কা আমার সমস্ত চিন্তা-জালকে ডুবিয়ে দিলে। তখনকার মত ভাবনাটা ভুলে গেলেও, একেবারে সেটা গেল না। যত দিন যেতে লাগল, ততই যেন সেই চিন্তাটা অল্পে অল্পে আচ্ছন্ন করে ফেলতে লাগল। রণু এসে আমার সামনে বসলেই আমার মন চঞ্চল হ'য়ে উঠ্তো। অবশেষে রণুকে চিরতরে আর আমার পথের কাঁটা হ'য়ে থাকতে দেব না ঠিক করলাম। সুযোগ খুঁজতে লাগলাম—মিলেও গেল। বাবা গিয়েছিলেন দূরের মহালে খাজনা আদায় করতে।

রণু মার কাছেই শুত'। গভীর রাত্রে পা টিপে একটা ধারাল ছুরি নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে পড়লাম। সমস্ত পৃথিবী তখন নির্ম্মল ধারায় স্নাত হ'য়ে নিঝুম ভাবে দাড়িয়ে আছে। প্রকাণ্ড বাড়ীটা নিস্তব্ধ যেন নিশুতি রাতের স্তব্ধতায় চোখ বুঁজে ঝিমুচ্ছে। ধীরে ধীরে মার ঘরে ঢুকলাম। ভয়ে উৎকণ্ঠায় আমার সমস্ত শরীর ঘেমে জল হ'য়ে যাচ্ছিল। বুকের মাঝে অসম্ভব একটা ঢুপ-ঢুপানী। দেহের সমস্ত রক্তধারা যেন শিরা উপশিরায় মাতালের মত লাফালাফি করে বেড়াতে লাগল। মার বুকের কাছে রণু গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন—এক রাশ চাঁদের আলো এসে তার মুখের 'পরে লুটিয়ে পড়েছে। ধীরে ধীরে এগুতে লাগলাম—তারপর—সেই ভীষণ ছুরিটা তার কাচ বুকে—উঃ মাগো—যন্ত্রণার একটা অস্ফুট ধ্বনি!—ওকি মা! মা যে উঠে বসলেন। আমার পায়ের তলা থেকে যেন মাটী সরে যেতে লাগলো। আমি সেইখানেই অজ্ঞান হ'য়ে পড়ে গেলাম! কতক্ষণ অমনি ভাবে ছিলাম জানি না। জ্ঞান হ'তে দেখলাম মাথার ধারে স্থির ভাবে আমার দিকে চেয়ে মা ব'সে আছেন। আকুল হ'য়ে মার হাতটা চেপে ধরলাম। আমার সমগ্র অন্তর বাহির এক অসহ্য যন্ত্রণায় যেন চীৎকার করে উঠ্তে চাইলো!

"কি হয়েছে বাবা নিশীথ?" বলতে বল্তে তাঁর চোখ বেয়ে দরদর করে জল পড়তে লাগলো।

"মা! মা! আমি—আমি" আবার অজ্ঞান হয়ে গেলাম!

*

কি ক'রে যে কী হ'য়ে গেল এখন আর আমার সব মনে নেই! কেবল একদিনের কথা মনে পড়ছে, বাবা আমার সেবায় রত কে শুধোচ্ছিলেন—"কি ক'রে এমন হ'ল লতু? কে খুন ক'রে গেল' তাকে তুমি

দেখতেই পেলে না?" মা দৃঢ় স্বরে বললেন—না, ঘুমিয়েছিলাম।" কিন্তু আমি! আমি তা জানি মা সবই দেখেছিলেন। তবে—কেন এ মিথ্যা কথা তিনি বললেন, কিসের জন্য? আমি তার কে? নিজের বুকের মাণিককে যে চিরকালের জন্য এমনি বুক হতে ছিনিয়ে নিলে সেই নিষ্ঠুরের প্রতি এতখানি ভালবাসা তাঁর কোথায় ছিল গো।···চীৎকার ক'রে উঠ্লাম "আমি—আমি" পাগলের মত মা আমায় বুকে চেপে ধরলেন—নিশীথ! নিশীথ! উঃ মাগো! আর যে কাঁদতে পারি না মা! এস মা, আবার নিশীথ ব'লে ডাক। একটা বার আমার মাথায় তোমার স্নেহমাখা হাতখানি বুলিয়ে বলে যাও মা তুমি আমায় ক্ষমা করেছ।···আমায় ক্ষমা কর—মা। এ দারুণ যন্ত্রণা হ'তে আমায় নিস্কৃতি দাও! মা—ওগো এ বিষের জ্বালা আর যে আমি বুকে ক'রে বয়ে বেড়াতে পারি না, মা! দিন কুড়ি বাদে বেশ সুস্থ হ'য়ে উঠলাম। কিন্তু টিকতে পারলাম না—পালালাম। রণুর স্মৃতি যেন সদা সর্ব্বদাই আমার পিছু পিছু ছায়ার মত ঘুরে বেড়াত। সেই বিশাল ভবনের প্রত্যেকটী ইট্‌কাঠা যেন সর্ব্বদাই আমার দিকে আঙ্গুল দিয়ে নীরব চাপা ভর্ৎসনায় আমায় পুড়িয়ে ছাই করে' দিতে লাগল!

•

বাড়ী হ'তে পালিয়ে মুরাদাবাদে একটা চাকুরী নিলাম। দেখ্‌তে দেখ্‌তে একটী বছর কেটে গেল। খবরের কাগজে ঘোষণা করা হ'য়েছিল আমার অনুসন্ধান দিতে পারলে দশ হাজার টাকা পুরস্কার।···সেদিন রবিবার কোন কাজকর্ম্মের তেমন তাড়া নেই;—ওদিন হ'তে অসম্ভব বর্ষা নেমেছে—অনবরত ঝম্‌ ঝম্‌ ক'রে বৃষ্টি পড়ছে আর পড়ছে!···তার না আছে বিরাম না আছে বিশ্রাম। খবরের কাগজটা খুলতেই বড় বড় অক্ষরে চোখে প'ড়ল—

"বাবা আমার, সোণা আমার, ফিরে আয়, তোর মাকে আর কত কাঁদাবি বাবা। মা বাপের মনে কী কষ্ট দিতে আছে যাদু!···আয় ফিরে আয়—উনি তোর পথ চেয়ে চেয়ে যে আজ অন্ধ হ'তে চল্‌লেন···আর তোর অভাগিনী মাকে কষ্ট দিস্‌নে ফিরে আয়?"

ইতি

নিশীথের মা

ওগো স্নেহময়ী জননী আমার—এখনও এ অভাগাকে চাও! কষ্ট পেয়েছ মা—কত কষ্টই যে তোমাকে দিয়েছি তার কি পরিমাণ আছে মা!···মা!···এ পুত্রহন্তা কে ভুলে যাও!...যে তোমার অগাধ স্নেহের বুকে এমনি ক'রে নির্ম্মমতার ছুরি হেনে চ'লে এল, তাকে যে তোমার ভুলে যাওয়াই উচিত ছিল। মা!···কিন্তু হায়! জননী ব'লেই কী তুমি আজও স্নেহে অন্ধ হ'য়ে এ অভাগাকে ডাকছো!...সহসা যেন মনে হ'লো রণু এসে আমার সামনে দাঁড়িয়েছে তার সমস্ত বুকটা রক্তে ভেসে যাচ্ছে!···দু'হাত বাড়িয়ে সেই ছোট বেলাটার মত সে যেন আমায় ডাকছে—দাদা! দাদা! দাদামণি দেখ কে আমায় মেরেছে বলতে বলতে যেন সে ফুপিয়ে ফুপিয়ে কেঁদে উঠল। আমি বিহ্বলের মত চীৎকার ক'রে উঠলাম—রণু! রণু! ভাই আমার, সোণা আমায় সরে যা ভাই সরে যা!—দাদার কাছে আর আসিস্‌ না!···পৃথিবীতে একদিন যাকে আমি সবার চাইতে ভালবেসেছিলাম তার কচি বুকে কেমন ক'রে যে নির্ম্মম হস্তে ছুরি বসিয়েছিলাম—কে আমায় আজ ব'লে দেবে!

অনুতাপের অগ্নিপ্লাবন আমার সমস্ত দেহের ভিতর হ'তে ছড়াতে ছড়াতে আমার হাতের আঙ্গুলগুলির মাঝে এসে যেন অসহ্য উত্তাপে জ্বলে উঠ্‌লো!—আঙ্গুলগুলি যেন কেমন অবশ হ'য়ে আস্‌তে লাগলো, ছুটে বাইরে গেলাম। মুহূর্ত্তে বৃষ্টির ঝাপটা এসে আমায় স্নান করিয়ে দিল। একটা টবে বৃষ্টির জল জমেছিল—ছুটে গিয়ে তার মধ্যে হাতটা ডুবিয়ে দিলাম—কিন্তু...জ্বালা তো কমলো না—বেড়েই চলতে লাগলো। তখুনি আবার ছুটে এসে ঘরের মধ্যে ঢুকে ড্রয়ারটা খুলে, একটা ছুরি বার ক'রে নির্ম্মম ভাবে হাতের আঙ্গুলগুলো চিরে দিলাম। এত দিনে বুঝি আমার পাপের কিঞ্চিৎ প্রায়শ্চিত্ত হ'লো। যে হাতের অঙ্গুলি দিয়ে আমার সর্ব্বাপেক্ষা স্নেহের বস্তুটীকে একদিন এই পৃথিবী হ'তে চির বিদায় দিয়েছিলাম, সেই হাতের আঙ্গুল দিয়ে এতদিন কি করে যে ভাতের গরস মুখে তুলছিলাম সেইটা আমার চোখে পরমাশ্চর্য্য বলে ঠেকতে লাগল!...ফোঁটায় ফোঁটায়...ক্রমে ক্রমে ঝর ঝর ক'রে তাজা লাল টক্‌টকে রক্তধারা মেঝের ওপর ঝরে পড়তে লাগলো। যে অনুতাপের তীব্র দাহ শিরায় শিরায় প্রবাহিত হ'য়ে আমায় এক প্রকার দিশেহারা ক'রে তুলেছিল, আজ এতদিন পরে তাই বিন্দু বিন্দু করে গ'লে গ'লে সেই বহু দিন আগেকার শুকিয়ে-যাওয়া স্নেহের উদ্দেশে বুঝি বা তর্পণ জানাল!...আ...শান্তি!...শান্তি!···পরের দিন যখন জ্ঞান ফিরে এল চেয়ে দেখি—আমার সামনে ব'সে দু'জন ডাক্তার—হাতে ব্যাণ্ডেজ বাঁধা।—তারপর দেশ দেশান্তর ঘুরে এলাম কিন্তু কৈ শান্তি তো পেলাম না। রাতের পর রাত সেই হৃদয় বিদারক কণ্ঠস্বর যেন ছায়ার মত আমার পিছনে পিছনে ঘুরে বেড়াতে লাগলো!···লোকে বলে আমি পাগল কিন্তু আমি জানি আমি কী!···ডাক্তার! ডাক্তার! এ অসহ্য যন্ত্রণা আমি যে আর সহ্য করতে পারি না। ওগো বাঁচাও, আমায় বাঁচাও!···আমায় নিস্কৃতি দাও!

•

এই খানেই শেষ! সেই দিন হ'তে মাঝে মাঝে হঠাৎ রাত্রে আমার ঘুম ভেঙ্গে যায় আর মনে হয় কে যেন এক অশরীরি আমার বিছানার চারি পাশে অসহ্য যন্ত্রণায় পাগলের মত ছট্‌ফট্‌ ক'রে বেড়াচ্ছে—আর চীৎকার করছে—'ডাক্তার! ডাক্তার!'

—সাউণ্ড বক্স

দীপালীতে প্রতি সপ্তাহেই রেকর্ড সমালোচনা বাহির হইতেছে। আমাদের পাঠকবর্গ জানাইয়াছেন যে, আমাদের পক্ষপাত শূন্য সমালোচনা বাহির হইলে তাঁহাদের রেকর্ড ক্রয় করিবার বিশেষ সুবিধা হয়—বাছাই করার হাঙ্গামা থাকে না। অতএব এখন হইতে রেকর্ড কিনিবার পূর্ব্বে দীপালীর এই স্তম্ভটি পড়িয়া কিনিলে ক্রেতাদের কতক সুবিধা হইতে পারে।

"HIS MASTER'S VOICE"
RECORDS
February—1935.

গ্রামোফোন কোম্পানীর ফেব্রুয়ারী মাসের গীতগুচ্ছ বাহির হইয়াছে, ১০ খানি রেকর্ড লইয়া। ইহার মধ্যে ৮ খানি রেকর্ডে সম্পূর্ণ 'বসন্তের আবাহন' প্রকাশিত হইয়াছে। ৮ খানি রেকর্ডের প্রত্যেকটি রেকর্ড পৃথক ভাবে শুনিলে রস-উপভোগে ব্যাঘাত হয় না, অথচ ৮ খানি রেকর্ডে ১৬ খানি গান একত্রে গ্রথিত করিলে সম্পূর্ণ একটি গীতি-নাট্য হইয়া উঠে। সম্পূর্ণ নূতন ও অভিনব রেকর্ড বাহির করিবার জন্য গ্রামোফোন কোম্পানী জন-সাধারণের প্রশংসাহ হইয়াছেন। বাকী দু' খানি রেকর্ড দুই জন গায়িকার।

•

গায়িকার দিক দিয়া মিস্ ইন্দুবালা, আঙ্গুরবালা, কমলাবালা, হরিমতী, বীণাপাণি প্রভৃতি সু-গায়িকাগণের নির্ব্বাচন সুন্দর হইয়াছে। কিন্তু গায়ক নির্ব্বাচন সুবিধার হয় নাই। একমাত্র ধীরেন দাসের দ্বৈত সঙ্গীত আমাদের মধুর লাগিয়াছে। গায়িকা-সমাবেশে 'হিজ মাষ্টার্স ভয়েস' রেকর্ড যেমন শীর্ষ-স্থান অধিকার করিয়াছে, গায়কের বেলায় কিন্তু কিছু পিছাইয়া যাইতেছে।

•

'বসন্তের আবাহন' গীতি-নাট্যের গীত রচনা ও সুর মন্দ হয় নাই, কিন্তু শিল্পীবৃন্দ গাহিবার সময় সুর-যোজক ও গীতিকারের সম্পূর্ণ সম্মান বজায় রাখিতে পারেন নাই। অনুসরণকারী বাদ্য-যন্ত্রও কোথাও কোথাও সঙ্গতি রক্ষা করিতে পারে নাই বলিয়া মনে হয়।

•

গীতি-নাট্য ছাড়া আর যে দুটি রেকর্ড বাহির হইয়াছে, সেই দুটির সমালোচনা প্রথমে করিয়া পরে বাকী ৮ খানি রেকর্ডের সমালোচনা করিব।

•

N 7340. রেকর্ডে শ্রীমতী সীতা দেবী গান গাহিয়াছেন। "ঐ পাপিয়া ডাকিল সখি" গানটি ধরিবার পূর্ব্বে কোকিলের ডাক বাদ্যযন্ত্রের সঙ্গে শোনা যায়। গানটি মন্দ হয় নাই। "মন চুরি কে করিল মোর" গানটির সুরের অনুপাতে গীত হয় নাই। মোটের উপর মন্দ হয় নাই।

•

N 7341. শ্রীমতী দেববালা এ রেকর্ড খানিতে গান গাহিয়াছেন। বহুদিন পূর্ব্বে ইঁহার গান রেকর্ডে শুনিয়াছিলাম। মাঝে ইঁহার রেকর্ড তোলা হয় নাই—এতদিন পরে পুনরায় তোলা হইয়াছে। অর্কেষ্ট্রার সহিত গান দুটি গীত হইয়াছে। গায়িকার বাণী বড় অস্পষ্ট। গান দুটি মন্দ হয় নাই। এ রেকর্ড দুটি এবার না বাহির করিলেও চলিত।

•

N 7332 হইতে N 7339 এই ৮ খানি রেকর্ডে "বসন্ত-আবাহন" গীতি-নাট্য বাহির হইয়াছে। আমরা পৃথক পৃথক ভাবে প্রত্যেক রেকর্ডের সমালোচনা করিব।

•

N 7332. রেকর্ডে শ্রীমতী হরিমতীর দু'খানি গান বাহির হইয়াছে। "এল ঐ বনান্তে পাগল বসন্ত" গানটি সুমিষ্ট হইয়াছে। অপর গান খানিও মধুর লাগিল।

•

N 7333. রেকর্ডে শ্রীমতী সরযূবালা গান গাহিয়াছেন। "বকুল বনের পাখী" ও "কত জনম যাবে হায়" গান দুটির সুর মন্দ লাগিল না। গায়িকার ভবিষ্যৎ আশাপ্রদ।

•

N 7334. রেকর্ডে একদিকে মিস্ ইন্দুবালার গান ও অপর দিকে শ্রীযুক্ত গোপাল চন্দ্র সেনের গান বাহির হইয়াছে। ইন্দুবালার "দোলা লাগিল" গানখানি সুখশ্রাব্য হইয়াছে। শ্রীযুক্ত সেনের "আমার গানের মালা" গান-খানিও মন্দ লাগিল না।

*

N 7335. রেকর্ড খানিতে একদিকে শ্রীযুত কমল দাস গুপ্ত "জাগ বনের মেয়ে" গানটি গাহিয়াছেন ও অপর দিকে শ্রীমতী বীণাপাণি "এল এল সুদূর বন্ধু" গান খানি গাহিয়াছেন। কমল বাবু রেকর্ড জগতে নূতন গায়ক হইলেও গানখানি মন্দ হয় নাই। মিস্ বীণাপাণির গানটি সুগীত হইয়াছে।

*

N 7336. রেকর্ডে একদিকে মিস ইন্দুবালা ও অপর দিকে শ্রীযুত ধীরেন দাস ও শ্রীমতী হরিমতী ডুয়েট গাহিয়াছেন। ডুয়েট গানটি সুগীত হইয়াছে এবং ইন্দুবালার 'অঞ্জলি লহ মোর সঙ্গীতে' গানটিও সুখশ্রাব্য হইয়াছে।

•

N 7337. শ্রীমতী কমলা (ঝরিয়া) এই রেকর্ড খানিতে 'এল রে পথ ভোলা ঐ' এবং 'আজি চৈতী রাতে' গান দুটি গাহিয়াছেন। মার্জ্জিত ও সুমিষ্ট কণ্ঠে মধুর সুর-সংযোজনায় গান দুটি আনন্দদায়ক হইয়াছে।

*

N 7338. রেকর্ডে একদিকে শ্রীযুক্ত কমল দাস গুপ্ত 'পিয়া পিয়া মোরে ভোল' গানটি ও অপর দিকে শ্রীমতী বীণাপাণি 'মিনতি রাখ রাখ পথিক থাক' গানটি গাহিয়াছেন। রেকর্ড খানি মন্দ লাগিল না। বীণাপাণির গানটি মধুরতর হইয়াছে।

*

N 7339. রেকর্ডে "ভোরে স্বপনে কে তুমি দিয়ে দেখা" গানখানি শ্রীমতী বীণাপাণি ও "বল্লরী ভুজ বন্ধন খোল" গানটি শ্রীযুক্ত বিমলেন্দু সেন এক এক দিকে গাহিয়াছেন। প্রথমোক্ত গানটি—মিষ্ট কণ্ঠে ও সুরে গীত হওয়ায় সুন্দর লাগিল। শেষোক্ত গানটি সুবিধার হয় নাই।

*

আমরা একটি কথা বলিয়া এবারের বক্তব্য শেষ করিব। টুইন রেকর্ড ও কুকুর মার্কা রেকর্ড এইচ-এম-ভি কোম্পানীই তৈয়ারী করেন। উভয় লেবেলের রেকর্ডই গ্রামোফোন কোম্পানী লিমিটেডের। অতএব তাঁহাদের শিল্পীদের গান উভয় প্রকার লেবেল-যুক্ত রেকর্ডেই বাহির হয়। আমরা সুবিধা পাইলে টুইন রেকর্ডের সমালোচনাও পত্রস্থ করিব, কারণ অনেকে এ বিষয় অনুরোধ করিয়াছেন।

সপ্তাহিকা

গেল ৮ই ফেব্রুয়ারী বিকেলে কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথের নেতৃত্বে কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের সপ্তবিংশতিতম সমাবর্ত্তন উৎসব হ'য়ে গেছে। রবীন্দ্রনাথকে তাতে 'ডক্টর অফ্ লেটার্স' উপাধি দেওয়া হ'য়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলার পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য কবীন্দ্রকে উপাধি দিতে গিয়ে ব'লেছেন 'আপনার গৌরবে দেশ গৌরবান্বিত'। তাঁর অভিভাষণের এক জায়গায় কবিগুরু ব'লেছেন "বর্ত্তমানে মনুষ্যমনের পূর্ণাঙ্গলাভের পুণ্য বেদীমূল ডিগ্রি নির্ম্মাণের কারখানায় পরিণত হইয়াছে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সমূহ বিদ্যা বিক্রয়ের দোকানঘরে রূপান্তরিত হইয়াছে, এখানে জগতের লাভালাভের মাপকাঠিতে বিদ্যা বিক্রয় হইয়া থাকে।" দোকানদারেরা কি বলেন?

*

গেল শুক্রবার শ্রীপঞ্চমীর দিন ক'ল্‌কাতায় কয়েকটি উল্লেখযোগ্য উৎসব হ'য়ে গেছে। তার মধ্যে টাউনহলে সঙ্গীত সম্মিলনীর রজত রঞ্জনোৎসব এবং নব নাট্যমন্দির ও রূপবাণীর বাণী-পূজার নাম ক'রছি। নব-নাট্যমন্দির ও রূপবাণীর কর্ত্তৃপক্ষদের আতিথেয়তা ও প্রীতি-দান আমাদের প্রচুর আনন্দ দিয়েছে। উভয় স্থানেই ভূরি ভোজনের আয়োজন ছিল। নব-নাট্যমন্দিরের বাণী-বন্দনায় শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্র নাথ চট্টোপাধ্যায়ের সেতার বাজ্‌না পরম উপভোগ্য হ'য়েছিল। আবার সরস্বতী পূজো আস্‌তে এক বছর দেরী, তাই ভাব্‌ছি।

*

শ্রীগিরিজাকুমার বসুর সভাপতিত্বে শ্রীপঞ্চমার সন্ধ্যায় নৈহাটি ভ্রাতৃ-সমাজের উদ্যোগে সেখানকার মহাকালা তলায় খেয়াল গানের একটি প্রতিযোগিতা হ'য়েছিল। বিচারক ছিলেন—শ্রীযুত বিমান সেন (ভাটপাড়া), শ্রীযুত সুপ্রকাশ বন্দ্যোপাধ্যায় (রাণাঘাট), নানা সাহেব (হুগলী ইমামবাড়া)। সেখ আবদুল লতিফ, শ্রীফণিভূষণ চট্টোপাধ্যায় ও শ্রীবসন্ত চক্রবর্ত্তী তাতে যথাক্রমে ১ম, ২য় ও ৩য় স্থান অধিকার ক'রেছেন শ্রীমতী তারা দে বাজ্‌নার জন্যে বিশেষ পুরস্কার পেয়েছেন। এই অনুষ্ঠানে প্রায় এক হাজার নর-নারী উপস্থিত ছিলেন, তার মধ্যে রায় সাহেব যোগেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও ললিতলাল মিত্র, শ্রীযুত হরিচরণ ও গিরীন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুত শৈলেন দত্ত, অধ্যাপক মঞ্জুগোপাল ভট্টাচার্য্য, শ্রীযুত আশুতোষ ভট্টাচার্য্য, ডাঃ রঘুনাথ চট্টোপাধ্যায় ও শ্রীযুত সুরেশ পালের নাম উল্লেখযোগ্য। শ্রীযুত নরেন্দ্র দে মহাশয়ের আদর আপ্যায়ন এবং শ্রীমান্ জিতেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় ও শ্রীমান্ কানাইলাল দের সেবা-যত্ন আমরা ভুলবো না। ভ্রাতৃসমাজের কলানুরাগ দীর্ঘায়ু হোক্।

*

হিন্দু শিল্প বিদ্যালয় ক'ল্‌কাতার কোথায় জানি না—সম্বাদপত্রে প'ড়লুম বিগত ১০ই ফেব্রুয়ারী রবিবার রাত্রে সেখানে কবি-সম্মিলন হ'য়েছিল। বাংলার কোন্ কোন্ কবি তাতে আমন্ত্রিত হ'য়েছিলেন, জান্‌লে অনেক অ-কবি কৃতার্থ হবে।

*

শ্রীযুক্ত অমূল্য বিদ্যাভূষণ মশায় আগামী ১৭ই ফেব্রুয়ারী রবিবার, রবি-বাসরের অধিবেশনে 'প্রেম'-শীর্ষক প্রবন্ধ প'ড়বেন। অধিবেশন হবে শ্রীগিরিজাকুমার বসুর বাড়ীতে —তিনিই রবি-বাসরে প্রেম মুকুলিত ক'রেছেন।

চিত্র পরিচিতি

—অভিমন্যু

[আগামী শনিবার হইতে যে সব বিদেশী ছবি কলিকাতায় মুক্তিলাভ করিবে তাহাদের অগ্রিম সংক্ষিপ্ত পরিচয়। সুতরাং কোনো বিদেশী ছবি দেখিতে যাইবার পূর্ব্বে আমাদের চিত্র-পরিচিতি স্তম্ভটি পড়িয়া গেলে, চিত্রপ্রিয়রা লাভবান হইবেন। দীঃ সঃ]

কে ফ্রান্সিস—ইহাকে এই সপ্তাহে "মেরী ষ্টিভেন্স এম, ডি" চিত্রে দেখা যাইবে।

এভেলীন প্রেন্টিস
(Evelyn Prentice)

গ্লোবে দেখানো হইবে, শ্রেষ্ঠাংশে অভিনয় করিয়াছেন উইলিয়ম পাওয়েল, মার্না লয়, উনা মারকেল, ইসাবেল জুয়েল, হার্ভে ষ্টিফেন্স প্রভৃতি। মেট্রোর ছবি, পরিচালনা করিয়াছেন এচ, কে, হাওয়ার্ড।

এভেলীন প্রেন্টিস তাহার উকীল স্বামী জন প্রেন্টিসকে খুব ভালবাসিত। কিন্তু কাজের খুব চাপ পড়ায় জন এভেলীন ও তাহার কন্যার উপর অল্প অন্যমনস্ক হইয়া পড়িল। জন একদিন ন্যান্সী হ্যারিসন নাম্নী একজন হত্যাপরাধে অভিযুক্ত সুন্দরী মেয়ের মামলা হাতে লইল। ন্যান্সী জনের মন ভুলাইল। মোকর্দ্দমা মিটিয়া গেলে জনের সহিত ন্যান্সী বোষ্টনে (Boston) বেড়াইতে গেল। স্বামীর অনুপস্থিতিতে এভেলীন ল্যারী কেনার্ড নামক এক ধুরন্ধর যুবকের সাক্ষাৎ পাইল একটি নৈশ ক্লাবে। ইতিমধ্যে এভেলীন একদিন ডাকে ন্যান্সীর একটি হাত-ঘড়ি পাইল। তাহার সহিত চিঠিতে লেখা ছিল যে বোষ্টনগামী ট্রেণে মিসেস প্রেন্টিস এই ঘড়িটি ফেলিয়া গিয়াছিলেন। ইহাতে অভিমানে ও দুঃখে আত্মহারা হইয়া এভেলীন জনের প্রতি অনুরক্তা হইল। ল্যারী এক-দিন রহস্যজনক বন্দুকের গুলিতে নিহত হইল। ইহাতে ল্যারীর প্রণয়ী জুডিথ দোষী সাব্যস্ত হইল। এভেলীন জনকে অনুরোধ করিল এই কেসটি লইতে এবং ল্যারীর সঙ্গে যে তাহার জানাশুনা ছিল তাহা অপ্রকাশ্য রাখিতে বলিল। বিচারের সময় জন ল্যারীর একখানি ডায়েরী পাইল তাহাতে এভেলীনের নামোল্লেখ ছিল। জুডিথ মুক্তি পাইল, জনও এই মোকর্দ্দমায় জয়লাভ করিল। তারপর প্রেন্টিস-পরিবারের কী হইল? তাহারা নূতনভাবে ফের জীবন-যাত্রা আরম্ভ করিল।

'এভেলীন' ও 'জনের' ভূমিকায় মার্না লয় ও উইলিয়াম পাওয়েল সু-অভিনয় করিয়াছেন। অন্যান্য ভূমিকাগুলির মধ্যে উনা মারকেলের 'এমী' ও ইসাবেল জুয়েলের 'জুডিথ' উল্লেখযোগ্য।

মেরী ষ্টিভেন্স, এম, ডি
(Mary Stevens M.D.)

রিগ্যালে দেখানো হইবে। শ্রেষ্ঠাংশে কে ফ্রান্সিস, লাইল টালবট, গ্লেণ্ডা ফ্যারেল, থেলমা টড, জর্জ কুপার প্রভৃতি। ওয়ার্ণার ব্রাদার্সের ছবি, পরিচালনা করিয়াছেন লয়েড বেকন।

মেরী এবং ডন—দুই জনেই ডাক্তারী পাশ করিয়া প্র্যাক্টিস করে। যদিও মেরী গোপনে ডনকে ভালবাসে, তথাপি ডন লুইস নাম্নী একজন সুন্দরী শিক্ষিতা মেয়েকে বিবাহ করে। লুইসের পিতা ছিলেন একজন রাজনীতিবিদ্। ডন অসদুপায়ে কিছু অর্থোপার্জ্জন করিয়া সমাজে মুখ দেখাইতে না পারিয়া মেরী যে হোটেলে বাস করিত, সেই হোটেলে আশ্রয় লইল। তাহারা দু' জনেই দু'জনকে ভালবাসিল। কিন্তু ডনের স্ত্রী তখন সন্তানসম্ভবা বলিয়া ডাইভোর্স করিতে পারে না। মেরীর অবস্থাও তদ্রূপ—কিন্তু সে ছিল নিজে ডাক্তার, অন্যত্র গিয়া কাহাকেও কিছু জানিতে না দিয়া সন্তান প্রসব করিল। তাহার ফিরিয়া আসার সময় ডনের ডাইভোর্সের সুবিধা হইল বটে, কিন্তু মেরীর পুত্রটি মেরীর বহু চেষ্টা সত্ত্বেও মারা গেল। মেরী দুঃখে বড়ই কাতর হইয়া পড়িল। তারপর কী হইল তাহা পর্দ্দায় দ্রষ্টব্য!

ছবিখানি বড়ই করুণ! কে ফ্রান্সিসের অভিনয়-নৈপুণ্যে ছবিখানি খুব-ই মর্ম্মস্পর্শী হইয়াছে। লাইল ট্যালবটও মন্দ অভিনয় করেন নাই।

ষ্টিনজারী
(Stingaree)

আর-কে-ও এলফিনষ্টোনে দেখানো

হইবে, শ্রেষ্ঠাংশে আইরীন ডান, রিচার্ড ডিক্স, মেরী বোলাণ্ড, কনওয়ে টার্ল, এণ্ডি ডিভাইন প্রভৃতি। আর-কে-ও রেডিওর ছবি, পরিচালনা করিয়াছেন উইলিয়ম এ, ওয়েলম্যান।

মিসেস ক্লার্কসনের গান শিখিবার খুব ইচ্ছা, হিলডা নাম্নী এক দূর সম্পর্কের আত্মীয়াকে তাহার অনুসরণকারী বাদ্য বাজাইবার জন্য পীড়াপীড়ি করে। হিলডার কণ্ঠস্বর ও গান গাহিবার প্রণালী খুব চমৎকার। একদিন প্রসিদ্ধ গীতকার স্যার জুলিয়ান কেণ্ট মিসেস ক্লার্কসনের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিতেছেন হিলডার ইচ্ছা যে স্যার জুলিয়ান কেণ্টের নিকট গান গায়। এদিকে ষ্টিনজারী নামক এক দস্যু গীতকারকে ধরিয়া লইয়া যায় ও পরে আবার ছাড়িয়া দেয়, কিন্তু হিলডাকে লইয়া পলায়ন করে। একদিন যখন স্যার জুলিয়ানের অভ্যর্থনার আয়োজন পূর্ণোদ্যমে চলিতেছে তখন সহসা ষ্টিনজারী সে স্থানে উপস্থিত হয় এবং জোর করিয়া হিলডাকে সমবেত ভদ্রমণ্ডলীর সম্মুখে গান গাহিতে দেয়। বলা বাহুল্য, ষ্টিনজারী পূর্ব্বে-ই হিলডাকে ভালবাসিয়াছিল। ষ্টিনজারী ধৃত হয়, কিন্তু স্যার জুলিয়ান হিলডার গানে মুগ্ধ হইলেন, ও তাহার ভবিষ্যৎ যে উজ্জ্বল—এ সম্বন্ধেও নিশ্চিত হইলেন। হিলডা অল্পদিনের মধ্যে-ই প্রসিদ্ধ গায়িকার সম্মান লাভ করিল! কিন্তু হিলডা তখনও ষ্টিনজারীকে ভালবাসে। অনেক দেশ বিদেশ ঘুরিয়া হিলডা পুনরায় যখন নিজের দেশে ফিরিয়া আসিল। এক দিন তাহার দেশে একটি বড় জলসায় হিলডার গান শুনিতে ষ্টিনজারী আসিল। দর্শকগণের মধ্যে ষ্টিনজারীকে দেখিতে পাইয়া হিলডা এত সুন্দর গাহিল—যে সে রকম আর কখনও সে গাহে নাই। ষ্টিনজারী পুনরায় তাহাকে স্বস্থানে ধরিয়া লইয়া গেল। এবং প্রতিজ্ঞা করিল যে হিলডা পৃথিবীর যে স্থানে-ই যাউক ষ্টিনজারীও তথায় যাইবে। তাহাদের ছাড়াছাড়ি আর হইবে না।

হিলডার অংশে আইরীন ডান খুব সুন্দর অভিনয় করিয়াছেন। তাঁহার গানগুলিও সুগীত হইয়াছে। রিচার্ড ডিক্সের ষ্টিনজারীও সু-অভিনীত হইয়াছে।

হলিউডে ৩৬৫ রাত্রি
(365 Nights In Hollywood)

প্লাজায় দেখানো হইবে। শ্রেষ্ঠাংশে জেমস ডান, এ্যালিস ফে, মিচেল ও ডুরেণ্ট, ফ্রাঙ্ক মেলটন প্রভৃতি। ফক্সের ছবি, পরিচালনা করিয়াছেন জর্জ্জ মার্শাল।

জিমি ডেলের এক সময়ে চিত্র-পরিচালক বলিয়া নাম ছিল, কিন্তু মদ্যপানের জন্য তাহাকে সে কাজ ছাড়িতে হয়। একটি ড্রামাটিক স্কুলের শিক্ষক নিযুক্ত হয়। এ্যালিস নাম্নী একটি গ্রাম্য বালিকা সে স্কুলে পড়িতে আসে। কিন্তু শীঘ্রই তাহার টাকা ফুরাইয়া যাওয়ায় চিত্রাভিনেত্রী হওয়ার আশা ছাড়িয়া একটি রেঁস্তোরার পরিচারিকা নিযুক্ত হয়। সেখানে ফ্রাঙ্ক ইয়ং নামক এক ধনীর সহিত পরিচিত হয়। তাহাকে এ্যালিস পঞ্চাশ হাজার ডলার ব্যয় করিয়া একখানি ছবি তুলিতে প্ররোচিত করে। তাহাতে নায়িকা-রূপে অভিনয় করিবে এ্যালিস এবং পরিচালনা করিবে জিমি। জিমি এই ছবি পরিচালনা করিয়া খুব নাম করিল।

চিত্র-পরিচালক ও চিত্রাভিনেত্রীর অংশে যথাক্রমে জেমস ডান ও এ্যালিস ফে খুব সুন্দর অভিনয় করিয়াছেন। এ্যালিসের গান দুটিও হইয়াছে সুখশ্রাব্য।

দি নাইট ক্লাব কুইন
(The Night Club Queen)

ম্যাডান থিয়েটারে দেখানো হইবে, মেরী ক্লেয়ার, লুইস ক্যাসন, লুইস শ', জর্জ্জ কার্নে, জেন কার প্রভৃতি। টুইকেনহ্যামের ছবি, পরিচালনা করিয়াছেন বার্ণার্ড ভরহস।

মিসেস ব্রাউনের স্বামী মিঃ ব্রাউন ছিলেন একজন ব্যারিষ্টার। তাঁহারা ট্রেণে করিয়া অন্য এক জায়গা হইতে বাড়ী ফিরিতেছিলেন সেই সময় ট্রেণ-দুর্ঘটনায় মিঃ ব্রাউনের পা ভাঙ্গিয়া খঞ্জ হন। তাঁহারা তাঁহাদের ছেলে পিটারের শিক্ষার জন্য বড়ই চিন্তিত হইয়া পড়িলেন। মিঃ ব্রাউন খবরের কাগজে প্রবন্ধ লিখিয়া যৎকিঞ্চিৎ উপার্জ্জন করেন।

কর্ণওয়ালিসে 'সত্যপথে'

—শ্রীঅমিয় সেন

শ্রীঅমর চৌধুরী প্রযোজিত 'সত্যপথে' কর্ণওয়ালিস থিয়েটারে দেখলাম। ছবিটির চিত্র-নাট্যও অমর বাবু রচনা করেছেন। দর্শক-সাধারণের রুচি অনুযায়ী চিত্র-নাট্য রচনায় অমরবাবুর মুন্সিয়ানার পরিচয় পাওয়া যায়। ইতিপূর্ব্বে অমর বাবুর ৪।৫ খানি বাঙ্‌লা ছবি দর্শক সাধারণকে যথেষ্ট আনন্দ দিয়েছে। বর্ত্তমান ছবিখানির আখ্যায়িকা এমন কৌশলে সাজান হয়েছে যে, সব রকম রস একসঙ্গে উপভোগ করা সম্ভবপর হয়েছে। এইখানেই অমরবাবুর কৃতিত্ব।

*

'ধনপতি'র ভূমিকায় অমরবাবু স্বয়ং অবতীর্ণ হয়েছেন। ছায়া-চিত্রে অমর বাবুর অভিনয়ের মূল্য আছে, কারণ তিনি স্বভাব-সুন্দর অভিনয় ক'রতে পারেন। তাঁর অভিনয় দেখে মনে হয় না যে অভিনয় দেখছি —মনে হয় চরিত্রটি জীবন্ত হয়ে চোখের সামনে ঘুরে বেড়াচ্ছে। অমরবাবুর পরই শ্রীমতী ডলি দত্তের অভিনয় উল্লেখযোগ্য। সংযত ও সাবলীল অভিনয়ের জন্য এই নবীনা অভিনেত্রীটি সহজেই আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ ক'রেছেন।

*

শ্রীধীরাজ ভট্টাচার্য্য 'বিজনে'র ভূমিকায় অভিনয় ক'রে দর্শক-সাধারণকে আনন্দ দিতে সক্ষম হয়েছেন। ইতিপূর্ব্বে সবাক ছবিতে ইনি বোধ হয় এত বড় ভূমিকা কৃতিত্বের সঙ্গে অভিনয় করেন নি। শ্রীকার্ত্তিক রায়ের ভূমিকাটি সব দিক দিয়ে অভিনেতার সঙ্গে খাপ খেয়ে গেছে। শ্রীযুক্ত রায় ছাড়া আর কাউকে বোধ হয় এ ভূমিকায় এত সুন্দর মানাত না। শ্রীমতী চুণীবালার 'বাড়ীউলী' দোষ ত্রুটির বাইরে। এই ছোট্ট ভূমিকাটি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

*

'উদাসীনে'র ভূমিকায় শ্রীতারা ভট্টাচার্য্যের গানগুলি এ ছবিটির একটি সম্পদ। সব কয়খানি গানই সুগীত হয়েছে। অন্যান্য ছোট ভূমিকাগুলিও অপাত্রে ন্যস্ত না হওয়ায় সমগ্র ছবির সৌন্দর্য্য কোথাও নষ্ট হয় নি।

*

আলোক-চিত্র আগাগোড়া সমান হয় নি। মাঝে মাঝে যেমন সুন্দর ছবি উঠেছে, তেমনি আবার স্থানে স্থানে ঝাপসা হয়েছে। তবে মন্দর ভাগ খুবই কম। শব্দ-নিয়ন্ত্রণ সম্বন্ধেও এ কথা বলা চলে। মোটের উপর আমার মনে হয়, ছবিখানি সাধারণ দর্শকের আনন্দের খোরাক দেবে এবং অর্থব্যয় সার্থক হবে।

ইহাতে সংসার চলা দুরূহ হওয়ায় মিসেস ব্রাউন গোপনে একটি নৈশ-ক্লাব খুলিলেন। পিটার প্রায়ই এইখানে আসে। কিন্তু সে জানে না যে তাহার মাতাই এই নৈশ-ক্লাবের পরিচালিকা। হেল, (নৈশ-ক্লাবের প্রকৃত সত্ত্বাধিকারী) জানিতে পারে যে পুলিশের দৃষ্টি এই স্থানটির উপর পড়িয়াছে। সে তখন মিসেস ব্রাউনকে এই ক্লাবটি বিক্রয় করিয়া দেয়। যখন মিসেস ব্রাউন এই ব্যাপার জানিতে পারে তখন হেলকে মিসেস ব্রাউন গুলি করে। ইহার বিচারের সময় মিঃ ব্রাউনের সাহায্যে মিসেস ব্রাউন মুক্তি পায়।

ছবিখানি মোটের উপর মন্দ নয়, যদিও নূতনত্ব বিশেষ কিছুই নাই।

বীমা-প্রসঙ্গ

—শ্রীগুরু
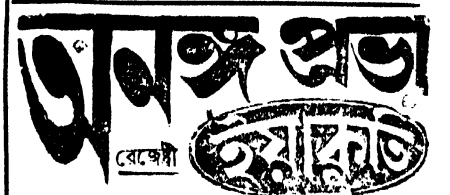
ভারতীয় বীমা কোম্পানীগুলির আভ্যন্তরিক অবস্থা জন সাধারণে প্রচার করিবার জন্য সরকার বাহাদুর প্রতি বৎসর একখানি করিয়া বীমাবার্ষিকী বাহির করেন। এজন্য সরকারের একটি বহু ব্যয়সাধ্য বিভাগও রাখা হইয়াছে কিন্তু ইহা সত্ত্বেও পুস্তকখানি প্রকাশে এত বিলম্ব ঘটে যে পুরাতন সংবাদ তখন সাধারণে প্রকাশ করিবার কোন সার্থকতা থাকে না। ১৯৩২এর বীমাবার্ষিকী ১৯৩৩র সেপ্টেম্বর মাসে প্রকাশিত হইয়াছে, কিন্তু বীমা কোম্পানীর খবরাখবরগুলি ১৯৩১র হিসাব নিকাশ অবলম্বন করিয়া লিখিত হইয়াছে—এ বিষয়ে আমরা সরকার বাহাদুরের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

*

পুস্তক প্রকাশে অনাবশ্যক বিলম্ব ভিন্ন ও পুস্তকখানি সাধারণের বিশেষ উপযোগী হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। ইদানীং সরকারের বীমাবিশেষজ্ঞ কোম্পানীগুলির নিকট হইতে প্রাপ্ত হিসাব নিকাশগুলি অবিকল প্রকাশ ভিন্ন বিশেষ উল্লেখযোগ্য কোন কার্য্য করিয়াছেন বলিয়া মনে হয় না। যে কোম্পানীগুলির আর্থিক অবস্থা আশঙ্কা-জনক বা যাহাদের ভিতরে গলদ আছে, বার্ষিক পুস্তকে এ যাবৎ তাহাদের সম্বন্ধে সতর্কতার কোন চিহ্নই পাওয়া যাইত না। ফলে কোম্পানীগুলি সংবাদপত্র গুলিকে হাত করিয়া নিরুপদ্রবে ব্যবসা চালাইতেছিল—বর্ত্তমানে বীমা বিশেষজ্ঞের দৃষ্টি তাহাদিগের উপরে পড়িয়াছে জানিয়া আমরা আনন্দিত হইয়াছি। তাঁহার ১৯৩৩র রিপোর্টে অনেক সারগর্ভ মন্তব্য পাওয়া যায়। তিনি বলেন, কতকগুলি নূতন কোম্পানী অসম্ভব খরচ করিয়া নূতন বীমাকার্য্য সংগ্রহ করিতেছে—আশা করা যায়—জনমত প্রবল হইয়া তাহাদিগকে এই প্রকার কার্য্য হইতে প্রতিনিবৃত্ত করিবে। এইরূপ কতকগুলি কোম্পানী অদ্যাবধি খরচের বিপুল অঙ্কগুলি হিসাবে না ধরিয়া উদ্ধৃত পত্রে স্থিতির মধ্যে দেখাইতেছে।

*

"জনমত প্রবল হইবার পূর্ব্বে" সরকার বাহাদুরের কর্ত্তব্য নয় কি এই কোম্পানীগুলির হিসাব নিকাশ ফিরাইয়া দেওয়া—যেখানে মুষ্টিমেয় ব্যক্তি সাধারণের কষ্টোপার্জ্জিত বিত্ত লইয়া শাঠ্যের পরিচয় দেয় সেখানে সাধারণকে রক্ষা করিবার জন্য সরকারের কি কোনই কর্ত্তব্য নাই? আমরা আশা করি বীমাবিশেষজ্ঞ মহাশয়ের "দুঃখ প্রকাশেই" সরকারের কর্ত্তব্য শেষ হইয়া যাইবে না।

*

আমাদের পুরাতন বীমা কোম্পানীগুলির হিসাব নিকাশ আলোচনা করিলে দেখা যায় ৩০ বৎসরের উপর স্থাপিত সামান্য কয়েকটি কোম্পানী ব্যতীত কোনটিই আজ পর্য্যন্ত অংশীদারকে কোন লভ্যাংশ প্রদান করিতে পারে নাই, পরন্তু ২০ বৎসরের উপরের কোম্পানীর মধ্যে প্রায়ই নাভিশ্বাসের মত কোনমতে টিকিয়া আছে। বিগত চারি বৎসরের মধ্যে প্রায় ৫২টির ওপর বীমা কোম্পানী স্থাপিত হইয়াছে, ইহাদের মধ্যে আবার অধিকাংশই মূলধনের সমস্তই প্রাথমিক ব্যয়ে খরচ করিয়া ফেলিয়াছে—ইহা বিবেচনা করিলে বর্ত্তমানে আর নূতন বীমা কোম্পানীর স্থাপন যুক্তিসঙ্গত বলিয়া বোধ হইবে না। সুতরাং নূতন কোম্পানী গুলিতে বীমা করিতে বা তাহাদের কার্য্যগ্রহণ করিতে জন সাধারণ খুবই সতর্কতা অবলম্বন করিবেন। ডিরেক্টার বোর্ডে স্বনামধন্য ব্যক্তির নাম দেখিয়াই বিজ্ঞাপনের মোহে তাঁহারা যেন আকৃষ্ট না হন।

*

কোম্পানী স্থাপনের হিড়িকের সঙ্গে সঙ্গে নিরপেক্ষ বীমা মাসিক পত্রিকারও অভাব বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হইতেছে। কোম্পানীগুলির নিকট হইতে মোটা টাকা লইয়া পত্রিকাগুলি সমস্বরে সকলেই জয়গান করিতেছে—যাহাদের খরচের হার ৪৫।৫০ তাহারা যেরূপ প্রশংসা পাইতেছে আর যাহাদের খরচ শতকরা ৩০,এর অধিক নয় তাহারাও সেইরূপ প্রশংসা লাভ করিতেছে—তহবিল তছরূপের আসামী অভিযুক্ত হইলেও বীমা পত্রিকা কর্ম্মবীর রূপে প্রতিকৃতি প্রকাশিত করিতেছে—এক কথায় বীমা পত্রিকাগুলিও জনসাধারণের প্রতি মমতা বোধ পরিত্যাগ করিয়াছে, এরূপ অবস্থায় সাধারণকে যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বন না করিলে জুয়াচোরের হস্তে পড়িতে হইবে।

গান

—শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়

মেঘে-চাঁদে খেলে কত লুকোচুরি,
আলো-ছায়া-পটে কার কারিকুরি!

*

কোকিল-গীতিকা,
কেতকী-বীথিকা,
সুরে-সুরভিতে রচে মায়াপুরী।

*

হরিণী-লোচনা!
নয়নে জোছনা,
মরতে নেমেচ কোন্ রাঙা হুরী!

*

আমার স্বপনে,
তুমি যে গোপনে
দিয়েচ পরিয়ে হেম প্রেম-ডুরী!

জীবন-বীমায় প্রতিযোগিতা— বনাম মিথ্যাচার

—শ্রীসাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়

পূর্ব্ববর্ত্তী সংখ্যায় আমরা "জীবনবীমায় প্রতিযোগিতা" সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছি। আমাদের আলোচনা কল্পনা-প্রসূত-নহে; প্রতিদিন চোখে যাহা দেখিতেছি, কানে যাহা শুনিতেছি—খবরের কাগজে, সাময়িক পত্রিকায় এবং ছোট ছোট প্রচার পুস্তিকায়—ছাপার হরফে যাহা আমরা পড়িতেছি—আমাদের আলোচনার প্রধানতম উপাদান সেই সকল অভিজ্ঞতা হইতেই সংগৃহীত।

ঘরের শত্রু বিভীষণ রূপে যাঁহারা আজ বাঙ্গালী বীমা কোম্পানীর বিরুদ্ধে মিথ্যা ও কল্পিত অপবাদ রটাইতেছেন—তাঁহাদের বিষয় বিশদ আলোচনা এখানে নিষ্প্রয়োজন। কাহারো কাহারো নাম হয় ত' করিতে পারি কারণ নাড়ি নক্ষত্রের খবর না লইয়া কাহারো জন্ম-পত্রিকার বিচার চলে না। কিন্তু তাহাতে নিজের ক্ষোভ, বাঙ্গালী হিসাবে নিজের লজ্জাই কেবল বাড়িবে।

জীবন-বীমা প্রচারকার্য্য সমাজ-সেবা—ইহা আমরা বহুবার বলিয়াছি। সমাজের মধ্যে আর্থিক মানদণ্ডে সেবা ও সাম্যের সমসুযোগ বিধানের আদর্শ স্থাপনের উদ্দেশ্যেই শিক্ষিত ও সভ্য জগতে জীবনবীমা প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। গণ-মঙ্গল ও সংগঠনের প্রেরণা হইতে যাহার উদ্ভব, বাঙ্গলা দেশে ব্যাপক ঐক্যসাধনের যোগসূত্র তাহাতে স্থাপিত হইতে পারিতেছে না—ইহা জাতির ভাগ্য-বিড়ম্বনা ছাড়া আর কি হইতে পারে?

বাঙ্গালীর ব্যবসায়-প্রচেষ্টা দারিদ্র্য দূরীকরণের আশাকে অনেকাংশে সফল করিয়া কয়েকটি বাঙ্গালী বীমা কোম্পানী অ-বাঙ্গালী ও অ-ভারতীয় কোম্পানীগুলির মধ্যে মাথা উঁচু করিয়া দাঁড়াইয়া আছে—[illegible] একটি বাঙ্গালী কোম্পানীর যে আজ শুধু নিখিল ভারতে নহে—ভারতের বাহিরেও নিজের বর্দ্ধিত গৌরবে সকলের বিস্ময় উৎপাদন করিতে সমর্থ হইয়াছে—ইহাতে বাঙ্গালীর-ই সর্ব্বতোভাবে গর্ব্বানুভব করা উচিত, কিন্তু বাঙ্গালীর আজ এম্‌নি মানসিক অধঃপতন হইয়াছে যে বাঙ্গালী প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে হিংসা দ্বেষ বশে নিন্দা গ্লানি রটনা করিতে আজ বাঙ্গালী লেখকের অভাব হয় না—বাঙ্গালী নিন্দুক আজ বাঙ্গালীর মিথ্যা নিন্দা করিয়া হাততালি পাইয়া আত্ম-প্রসাদ লাভ করে, ইহা অপেক্ষা ক্ষোভের বিষয় আর কি হইতে পারে? বাঙ্গালীর উন্নতির পথে বাঙ্গালীই আজ প্রধান প্রতিবন্ধক হইয়া দাঁড়াইয়াছে—ইহা বিশ্বাস করিতেও দুঃখ হয়। এ সম্পর্কে হিন্দুস্থানের প্রধান কর্ম্মসচিব শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন সরকার মহাশয় কয়েকটি খুব ভাল কথা বলিয়াছেন—

"যখন আপনি সুরক্ষিত ও ক্ষমতাপন্ন বৈদেশিক প্রতিপক্ষের সহিত প্রতিযোগিতা করিয়া অগ্রসর হইবার জন্য জীবন পণ করিয়া বসিয়াছেন ঠিক সেই সময়েই আপনাকে অভিমন্যুর মতো সপ্তরথীতে ঘিরিয়া দাঁড়াইয়াছে, এমন কি যাহাদের সহানুভূতি ও সহায়তার উপর আপনার ন্যায্য দাবী আছে তাহারাই—অর্থাৎ আপনার স্বদেশ বাসীই আপনাকে পশ্চাৎ হইতে অস্ত্রাঘাত করিবে। ভিত্তিহীন সমালোচনার সংক্রামক বিষ চারিদিকে ছড়াইয়া পড়ে—হীন গ্লানি, ঘৃণার্হ অসত্য বিবরণ প্রকাশ হইতে দেখিয়া পরিচালকবর্গ নিরুৎসাহ হইয়া পড়েন—ফলে উন্নতির পথে ঘোর বাধার সৃষ্টি হয়। অনেকেই হয়ত জানেন না,—যে হিন্দুস্থানকে তাহার জন্মদিন হইতেই মিথ্যা বিদ্বেষপূর্ণ ও সমূহ ক্ষতিজনক অন্যায় ও অযথা প্রচারকার্য্য বিপর্য্যস্ত করিয়া আসিয়াছে। কিন্তু সে সকল বিপর্য্যয়কে পরাভূত করিয়া আজ যে হিন্দুস্থান বর্ত্তমান অবস্থায় উপনীত হইতে পারিয়াছে, আমাদের সততা সম্বন্ধে দেশবাসীর দৃঢ় বিশ্বাস ও অবিচলিত নির্ভরতা সে পক্ষে কম সহায়তা করে নাই"। [টাউনহল বক্তৃতা ১৩ই ফেব্রুয়ারী ১৯৩৪]

কিন্তু আমাদের বক্তব্য এই যে, এই প্রকার অবিচলিত বিশ্বাস ও নির্ভরতা যে সকল বীমা কোম্পানীর ভাগ্যেই অর্জ্জিত হইবে এমন আশা করা যায় না। হিন্দুস্থানের পক্ষে দেশবাসীর সহানুভূতি লাভ করা সহজ না হইলেও সম্ভব হইয়াছে; অন্য কোম্পানীর পক্ষে তাহার ব্যতিক্রম হওয়া কিছুমাত্র অসম্ভব ছিল না। তাই আমরা বলি, বাঙ্গালীকে ডুবাইতে আজ বাঙ্গালী কোমর বাঁধিয়া লাগিয়া গেল কেন? তাহার সঙ্গত কারণ নাই, অসঙ্গত কারণ আছে—ব্যক্তিগত স্বার্থহানি জনিত ক্ষোভ, স্বার্থলাভের লোভ, প্রভুভক্তি প্রদর্শনের প্রবল বাসনা।

সমালোচনার আবশ্যক নাই একথা আমরা বলি না—কিন্তু আমরা শুনিয়াছি—কোনও বোম্বাই কোম্পানীর এজেন্ট একটি ক্রমবর্দ্ধমান অতি-সাবধানী বাঙ্গালী বীমা কোম্পানী সম্বন্ধে বীমাকরণেচ্ছু ভদ্রলোকের নিকট উক্ত বাঙ্গালী কোম্পানী যে লালবাতি জ্বালিয়াছে—এত বড় হীন মিথ্যা প্রচারে দ্বিধা বোধ করিলেন না। উচ্চ হারে বোনাস ঘোষণা করেন এমন একটি বোম্বাই কোম্পানী—এম্পায়ারের মত এত বড় নামজাদা কোম্পানীর আর্থিক অবস্থা খারাপ বলিয়া কলিকাতার অফিস উঠিয়া যাইতেছে এ প্রকার হাস্যকর উক্তি করিতেও লজ্জিত হন নাই। উক্ত উচ্চহারে বোনাস ঘোষণাকারী বোম্বাই কোম্পানীর এজেন্ট আমাদের পরিচিত একজন দুগ্ধ-ব্যবসায়ী

চাকরবৃত্তিধারী যুবকের নিকট হইতে দুইবার চাঁদা দিবার পর—আর কিছু দিতে হইবে না—বীমার টাকা বোনাস সমেত ঘরে বসিয়া পাওয়া যাইবে।—এইরূপ অসম্ভব লোভ দেখাইয়া মাসিক ১৪৲টাকা বেতনভোগী সেই গোয়ালা যুবকের নিকট হইতে ২০০০৲ টাকার পলিসি সংগ্রহ করিয়াছে—এই পলিসিটি সংগ্রহ করিবার সময় এজেণ্ট মহাশয় বাঙ্গলার সর্ব্বপুরাতন একটি বীমা কোম্পানী সম্বন্ধে যে মিথ্যা কথা বলিয়াছিল, সে কথা প্রকাশ না করাই ভাল।—ইহাকে সমালোচনা বলে না, ইহা নিছক মিথ্যাচার।

এই প্রসঙ্গে নিখিল ভারতীয় বীমা-সমিতির সভাপতি—নলিনীরঞ্জনের আর কয়েকটি কথা আমরা এখানে উদ্ধৃত করিতেছি—

"সমালোচনার অবশ্যই প্রয়োজন আছে—এবং ক্রমোন্নতির পথে ইহা ত্রুটি সংশোধনের পক্ষে একান্ত প্রয়োজনীয়। ভারতীয় জীবন-বীমা কোম্পানী সমালোচনা চাহে, কিন্তু সে সমালোচনার মধ্যে কোনও প্রকার অসত্য বিবরণ থাকা উচিত নহে—সুবিবেচিত, সত্য-বিবৃতিপূর্ণ, সকল প্রকার কু-অভিসন্ধি হইতে মুক্ত, ভারতীয় জীবন-বীমার উন্নতি ও অগ্রগতি সাধনে সহায়ক গঠনমূলক সমালোচনার অবশ্যই প্রয়োজন আছে।"

[টাউনহল বক্তৃতা—১৩ই ফেব্রু ১৯৩৪]

কিন্তু আমরা সমালোচনার সম্পূর্ণ ভিন্ন রূপই আজ কাল দেখিতেছি। সমাজসেবা ও গণমঙ্গল সাধনের আদর্শ ভুলিয়া তথাকথিত এজেণ্ট ও বীমা-প্রবন্ধ-লেখক যে প্রকার কুৎসা রটাইতেছেন তাহা কবির লড়াইকেও হার মানায়।

এই সব মিথ্যা প্রচার কার্য্য হইতে নিজেকে সম্পূর্ণ মুক্ত রাখিয়া সমাজসেবায় নিযুক্ত বীমাকর্ম্মীগণকে সকল সময় নীচের কথা কয়টি মনে রাখিতে বলি—

"Little courtesies, little kindness, pleasant words, genial smiles, friendly handshakes, good wishes, and good deeds bring happiness and they likewise help to make your record. They help you make contacts that lead to good business. Add to these constructive study and thoughts system, hard work and long hours and many other little things that enter into your work every day, and the record you will make will be pleasing to all concerned."

—A. M. Burton.

আর ভুঁইফোড় সমালোচক মিথ্যাচার ছাড়িয়া যেন মনে রাখেন—

'The best way in the world to grow is to grow with the Nation".

—বড় হইবার সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট পন্থা—জাতির সঙ্গে সঙ্গে বড় হওয়া।

নানাকথা

শ্রীশ্রীসরস্বতী পূজা

বীণাপাণি সঙ্গীত সমাজ, বেহালা; প্রসন্নকুমার ইনষ্টিটিউশন, ২৭-বি গ্রে-ষ্ট্রীট; বৈঠকখানা ইউনাইটেড ক্লাব, ১৮।১ বৈঠকখানা ২য় লেন; সেবক পাঠাগার ৫, ছুতার পাড়া লেন; দীনবন্ধু সম্মিলনী, ৩।২এ নলিন সরকার ষ্ট্রীট; ঝামাপুকুর জ্যোতির্ম্ময় নাট্য সমাজ, ১০০।২ মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট; চন্দ্রনাথ পরিষদ, ৪ নন্দলাল বসু লেন; নব-নাট্যমন্দির, রূপবাণী, কৃষ্ণবাগান সরস্বতী পূজা, কারবলা ট্যাঙ্ক লেন; একাডেমি অফ্ কমার্সিয়াল আর্টস্ ১১৭ ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট; প্রভৃতি প্রতিষ্ঠান হইতে শ্রীশ্রীবাণীপূজায় আমরা নিমন্ত্রিত হইয়াছিলাম। বহু স্থানেই আমরা উপস্থিত হইতে পারি নাই তজ্জন্য যদিও আমরা আন্তরিক দুঃখিত কিন্তু এই উৎসব সমারোহে যাঁহারা একান্ত স্নেহশীলতায় আমাদিগকে স্মরণ করিয়া সম্মানিত করিয়াছেন তাঁহাদিগকে আমরা সশ্রদ্ধ অভিবাদন জানাইতেছি।

সরস্বতী পাঠাগার

আগামী ৫ই ফাল্গুন (১৭ই ফেব্রুয়ারী) অপরাহ্ণ ৪টায় উক্ত পাঠাগারের অষ্টাদশ বার্ষিকী ভিত্তি প্রতিষ্ঠা উৎসব হইবে। শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করিবেন।

বর্দ্ধমান্ সাহিত্য-পরিষৎ

গত ২৭শে মাঘ (১০ই ফেব্রুয়ারী) বর্দ্ধমানাধিপতি শ্রীমন্মহারাজাধিরাজের সভাপতিত্বে পরিষদের একটি বিশেষ অধিবেশন হইয়া গিয়াছে।

—শ্রীপ্রাণদানন্দ দাশগুপ্ত

ইংলণ্ডে প্রত্যেক বৎসরে পনেরো লক্ষ সাইকল্ তৈরী হচ্ছে।

*

বর্ত্তমানে সুগন্ধিযুক্ত পেট্রোল বার হয়েছে। সেই পেট্রোলের ধোঁয়া থেকে গোলাপের মত গন্ধ পাওয়া যায়।

*

গত বৎসর বিলাতে সিনেমার ট্যাক্স আদায় করা হয়েছে সাতষট্টি লক্ষ পাউণ্ড।

*

ডানক্যাট সহরে আগাগোড়া কাঁচের তৈরী একটা হোটেল খোলা হয়েছে।

*

কালিফোর্ণিয়া সহরে "ব্যাঙের লাফ" প্রতিযোগিতা হয়। এতে ২৫০টা ব্যাঙ্ আনা হ'য়েছিল। "বুডউইশার" নামে একটা ব্যাঙ ১৩ ফুট লাফ দিয়ে প্রথম হয়েছিল।

অন্তরের বাণী

—শ্রীদেবপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় এম্, এ বি, এস্

সুনীল অম্বর তলে, নির্জ্জনে দাঁড়িয়ে,
অন্তরের বাণী কভু, শুনেছ কি প্রিয়ে?
দিবাশেষে সন্ধ্যা যবে, ধরণীতে পশে
প্রাণে জাগে সুপ্ত আশা, অসীম হরষে,
গগনে হাসিয়া উঠে, তারকার মালা,
হৃদয়ের মূক বাণী, শুনেছ কি বালা?

কোনো দিন, দূর পথে, চকিতের দেখা,
কোনো প্রিয়-মুখ, বুকে আছে কি গো লেখা?
ফেলিয়া এসেছ যারে, দূরে অনাদরে,
ডুবায়েছ সুখ যার, তুমি চির তরে
সেই অভাগার লাগি, হইয়া চঞ্চল?
ফেলনিকি এক বিন্দু, নয়নের জল?
চাঁদিমা জ্যোছনা শুধু মরতে বিলায়,
অনন্ত প্রেমের বাণী—পুলকে লুটায়;
অন্তরে কাহার ছবি সেই শুভক্ষণে
স্বপনের মতো জাগে, নিভৃতে গোপনে?

খাদক—তোমাদের কোনো জিনিস-ই ভালো হয় নি। ডিম ঠিক ভাজা হয় নি, মাংসও কাঁচা আছে—তোমাদের ম্যানেজার কই? নিয়ে এস।

হোটেলের ভৃত্য—সিদ্ধ ক'রে না ভেজে?

*

বাবু—গরুতে আর গয়লাতে তফাৎ হ'চ্ছে এই যে গরু খাঁটি দুধ দেয়।

গয়লা—কিন্তু আপনি ভুলে যাচ্ছেন যে, সে ধারে দেয় না।

*

রাম—তুমি আহত হ'য়ে হাসপাতালে প'ড়ে আছ, এ কথা আজ শুনে আমি প্রথমটা বিশ্বাস-ই করি নি—কাল সন্ধ্যের সময় তোমায় যে একজন কিশোরীর সঙ্গে বেড়াতে দেখেছিলুম।

শ্যাম—কারণ, আমার স্ত্রীও তা দেখে ছিলেন।

*

ক—হেম খুব উদারচরিত, ধীর, শান্ত লোক ছিল কিন্তু তার জীবদ্দশায় তার এ সব গুণ কেউ টের পায় নি।

খ—তুমি এখন টের পেলে কি ক'রে?

ক—আমি যে তার বিধবাকে বিয়ে ক'রেছি।

*

ডাক্তার—আপনার চেঞ্জের বিশেষ দরকার হ'য়েছে।

রূপ-ফিল্ম-অভিনেত্রী—চেঞ্জ? গেল আঠার মাসের ভিতর আমি তিনবার স্বামী ব'দ্‌লেছি, সাতবার বাড়ীওয়ালা বদ্‌লেছি, এর পরেও চেঞ্জ চাই।

*

১ম সখী—তোমার স্বামী কি খেতে ভালোবাসেন?

২য় ঐ—বাড়ীতে যা কিছু থাকে না, তাই।

*

স্বামী—কোন্ মাসে বিয়ে হ'লে মানুষ সব চেয়ে অসুখী হয় বলতো?

স্ত্রী—তোমার স্মৃতিশক্তি বড়ো কম, মনে নেই বোশেখ মাসে আমাদের বিয়ে হ'য়েছিল?

রূপবাণী

কর্ত্তৃপক্ষ এবার হাউসে বাণী পূজার সু-ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। কলিকাতার বহু নাগরিক ও সাংবাদিক আমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। সন্ধ্যায় প্রদর্শনীর পূর্ব্বে সু-গায়ক শ্রীধীরেন্দ্রনাথ দাস কবি শ্রীঅখিল নিয়োগী রচিত একখানি বাণী-বন্দনা গান করিয়াছিলেন। আমন্ত্রিতগণকে মনোরঞ্জনবাবু, সুধীরবাবু, প্রকাশ (ফণী) বাবু ও রবীন বাবু রূপবাণীর এই স্তম্ভ চতুষ্টয় মিলিয়া অতিথিগণকে ভূরিভোজনে বাধ্য করিয়া তবে ছাড়িয়াছেন। ঔদারিকগণ আগামী বৎসরের জন্য প্রস্তুত হউন।

বাণী-বন্দনা

মোরা চাই মায়ের আশীর্ব্বাদ—
বাণীর বীণার মধুর তানে করবো মোরা
জগৎ মাত্!
পান্না-হীরা ফেল্‌বো ছুঁড়ে—
জ্বাল্‌বো আলো জগৎ জুড়ে—
জ্ঞানের অতল-সাগর-তটে জাগ্‌বো
মোরা দিবস-রাত।
আন্‌বো খুঁজে সাগর সেঁচে
প্রাণের মাণিক, জ্ঞানের ফুল—
তাই দিয়ে ভাই গড়বো সবে
বীণাপাণির কানের দুল—
আয়না সবে ঐক্যতানে—
জগৎ জিনি বাণীর গানে—
সেই সে মোদের স্বর্গপুরী—
যেথায় মায়ের চরণ পাত!

নব-নাট্যমন্দির

সপার্ষদ শিশিরকুমার নব-নাট্যমন্দিরে বাণী পূজার আয়োজন করিয়াছিলেন। সন্ধ্যা হইতে গভীর রাত্রি পর্য্যন্ত সঙ্গীত-বাসর চলিয়াছিল। শিশিরকুমারের চোয়াল্ আটকাইয়া গিয়া বাণী বন্ধ হওয়ায়, বন্ধুগণ তাঁহার সরস আপ্যায়ণে বঞ্চিত হইয়াছিল। সুখের বিষয়, শিশিরকুমার এখন সম্পূর্ণ সুস্থ।

একাডেমি অফ্ কমার্সিয়্যাল আর্ট

বাংলার অপ্রতিদ্বন্দ্বী চিত্র-শিল্পী শ্রীযুক্ত জ্যোতিষ দাশগুপ্ত, উক্ত প্রতিষ্ঠানের প্রিন্সিপ্যাল ও তাঁহার সহকারী শ্রীযুক্ত রসময় বাবুর প্রতিষ্ঠিত একাডেমির ছাত্রবৃন্দ মহাসমারোহে বাণী পূজা উৎসব করিয়াছেন। কলিকাতার বহু শিল্পী এই উৎসবে যোগ দিয়াছিলেন। ইঁহাদের কার্য্যসূচী ছিল :—

(১) বাণী বন্দনা গান—

(২) আবৃত্তি—শ্রীরাখালদাস মুখোপাধ্যায় ও শ্রীপিনাকী বসু।

(৩) ম্যাজিক—কানোয়াল্ শ্রীকৃষ্ণ

(৪) গান—শ্রীমতী শান্তি দেবী

(৫) নটরাজ নৃত্য—শ্রীমীরা চট্টোপাধ্যায় (৭ বৎসর) ও শ্রীসুষমা বন্দ্যোপাধ্যায় (৮ বৎসর)—দীপালীর সত্বাধিকারী ও ম্যানেজারের ভাগিনীদ্বয়।

"Scarlet Empress" চিত্রে মালেনা ডিয়েট্রিচ্। ছবিখানি এই সপ্তাহে রূপবাণীতে দেখানো হইবে।

(৬) সেতার—শ্রীবিনোদিনী বিশ্বাস
(৭) গান—শ্রীঅজিত।

ইহার পর ছাত্রগণ সুকবি শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের নবপ্রকাশিত কৌতুক-নাট্য **অবশেষে** অভিনয় করেন।

অবশেষের ভূমিকালাপ :—

জ্ঞান—শ্রীগৌর দাশগুপ্ত
সুহাস—শ্রীশম্ভুনাথ বসাক
দয়াল ও কানাই—শ্রীঅমল কৃষ্ণ দে
জিতেন—শ্রীকানাইলাল কৃষ্ণ
নান—শ্রীপ্রতাপকুমার রায়
ফনী—শ্রীভুজঙ্গভূষণ মল্লিক
অতুল—শ্রীজ্যোতিমোহন দত্ত গুপ্ত
ভৃত্য—শ্রীপ্রভাতকুমার দেব

স্ত্রী ভূমিকায়

কেকা—শ্রীপিনাকী বসু
বেণু (ছোট)—শ্রীসতীন্দ্রমোহন চন্দ্র
ঐ (বড়)—শ্রীরাখালদাস মুখোপাধ্যায়

আমরা শেষ পর্য্যন্ত অভিনয় দেখিয়াছি। প্রত্যেকেই নিজ নিজ ভূমিকার মর্য্যাদা রক্ষা করিয়াছেন। অভিনয় সকলের-ই ভাল হইয়াছে। স্ত্রী ভূমিকায় অবতীর্ণ ছাত্র তিনটির রূপসজ্জা, ব্যঞ্জনা ও ভঙ্গী স্ত্রী সুলভ-ই হইয়াছিল।

মিনার্ভা থিয়েটার

শ্রীভূপেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায়ের লেখনী প্রসূত "শিবশক্তি" নামক নাটকের প্রযোজনার জন্য সুপ্রসিদ্ধ প্রয়োগ শিল্পী শ্রীকালীপ্রসাদ ঘোষ সম্প্রতি বোম্বাই হইতে কলিকাতায় আসিয়াছেন। কালীপ্রসাদ বাবু জানেন জন-সাধারণ কি চায়—সেজন্য তিনি যে কয়খানি নাটকের প্রযোজনা করিয়াছেন সবগুলিই জনাদর লাভে সমর্থ হইয়াছে। আশা করি, "শিবশক্তি" প্রযোজনাতেও তাঁহার সুনাম বজায় রাখিবেন।

রূপবাণী

এই শনিবার হইতে মার্লেনা ডিয়েট্রিচের নবতম ছবি "Scarlet Empress" দেখানো হইবে। মার্লেনার ছবি—যোসেফ ফন ষ্টার্নবার্গের পরিচালনা—সুতরাং কোন কথা বলিবার প্রয়োজন নাই।

ছায়া

আগামী মঙ্গলবার হইতে জর্জ্জ আর্লিসের বিশ্ববিখ্যাত ছবি "হাউস অফ্ রথস্‌চাইল্ড" দেখানো হইবে।

বাংলায় আমোদ-প্রমোদের উপর কর-স্থাপন

বেঙ্গল লেজিস্‌লেটিভ্ কাউন্সিলে বাংলার আমোদ প্রমোদের উপর কর-স্থাপনের যে প্রস্তাব করা হইয়াছে তাহার প্রতিবাদ-কল্পে ম্যাডান কর্পোরেশনের যুক্ত কর্মসচিব শ্রীযুক্ত মনোরঞ্জন ঘোষ মহাশয় বাংলার গভর্ণরকে যে মেমোরিয়াল পাঠাইবেন তাহাতে বাংলার চিত্র-নির্ম্মাতা, চিত্র-প্রদর্শক ও চিত্র-সরবরাহ-কারীদিগের সহযোগিতা প্রার্থনা করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত ঘোষ বলিয়াছেন, যে যদি এই বিল কাউন্সিলে পাশ হয় তবে বাংলার ফিল্ম-শিল্পের যথেষ্ট ক্ষতি হইবে। ইহার মধ্যেই তিনি বহু চিত্র-প্রদর্শক ও চিত্র-সরবরাহ-কারীদের নিকট হইতে সম্মতি পাইয়াছেন, তাহাদের মধ্যে নিম্নলিখিতদের নাম উল্লেখযোগ্য :—

রেডিও পিক্‌চার্স, ম্যাডান থিয়েটার্স, কালী ফিল্মস, নিউ থিয়েটার্স, রাধা ফিল্ম, ইষ্ট ইণ্ডিয়া ফিল্ম, শ্রীণ কর্পোরেশান (রূপবাণী), গ্লোব, ছবিঘর, পূর্ণ থিয়েটার, মেট্রো-গোল্ডুইন, এম্পায়ার টকী ডিষ্ট্রিবিউটার্স, কলম্বিয়া ফিল্মস, প্যারামাউণ্ট ফিল্মস, ইউনিভার্সাল পিক্‌চার্স, ইউনাইটেড আর্টিষ্ট, ইণ্ডিয়া পিক্‌চার্স প্রভৃতি।

বাসন্তী সম্মিলন

গত ৮ই ফেব্রুয়ারী ১৯৩৫ শুক্রবার সন্ধ্যা সময় বৈঠকখানা ইউনাইটেড ক্লাবের উদ্যোগে ১৮।১, বৈঠকখানা সেকেণ্ড লেনে বাসন্তী সম্মেলনের অধিবেশন হয়।

শ্রীযুক্ত এস্, চৌধুরী, ডক্টর দেবেন্দ্র চন্দ্র দাশ গুপ্ত, বাবু প্রতাপ সিং, শ্রীযুক্ত পবিত্র নাথ দাসগুপ্ত, অধ্যাপক অমৃত গঙ্গোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত জ্যোতিঃপ্রকাশ মিত্র, শ্রীযুক্ত পি, মালক, শ্রীযুক্তা বনলতা সেন, প্রভৃতি বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ ঐ সভায় উপস্থিত ছিলেন। শ্রীযুক্ত আনন্দভূষণ বাগ্‌চী, রামচন্দ্র পাল, সুনীল বসু, অনিল বসু, গঙ্গাধর মুখোপাধ্যায়, কুমারী শান্তিলতা ও রূপাময়ী ব্যানার্জ্জী, কুমারী শেফালি সরকার, লিলি দাসগুপ্ত, শ্রীমতী মায়া দেবী প্রভৃতির সঙ্গীতালাপ, প্রফেসার গোলাপ খাঁর সারেঙ্গী, শ্রীযুত বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীর সরোদ, কুমারী বাণী ঘোষের ছোরা খেলা, কুমারী গৌরী বসু ও অরুণা চাকীর ভাব-নৃত্য, শ্রীযুক্ত অজিত চ্যাটার্জ্জির হাস্য কৌতুক, শ্রীযুক্ত জ্ঞান মজুমদার, রামচন্দ্র পাল ও ধন্যকুমার পাল প্রভৃতির তবলা-সঙ্গত ইত্যাদি দর্শকগণকে যথেষ্ট আনন্দ-দান করিয়াছিল। তারপর যুবকরা পরশুরামের "চিকিৎসা-সঙ্কট" প্রহসনটির প্রশংসার্হ রূপ দিয়াছিলেন। তারিণী কবিরাজ ও নেপাল ডাক্তারের ভূমিকায় হাস্য-কৌতুকাভিনেতা ননী দাশগুপ্ত, বি, এস, সি, মিস্ বিপুলার ভূমিকায় শ্রীযুক্ত বিনয় দাশগুপ্ত, বি, এ, নিধি কেষ্টর ভূমিকায় শ্রীযুক্ত সুনীল বসুও নন্দর ভূমিকায় অমল সেন, বি, এ সু-অভিনয়ের পরিচয় দিয়াছিলেন।

অষ্ট্রেলিয়ায় বাঙ্গালীর সম্মান

মিঃ আর, এম, মৈত্র যিনি আর, কে, ও রেডিওর প্রথম যুগে ভারতবর্ষীয় এজেণ্ট ছিলেন তিনি সম্প্রতি ব্রিটিশ কোম্পানীর তোলা একখানি ভারতীয় অরণ্যচিত্র প্রচার করিতে অষ্ট্রেলিয়ায় গিয়াছেন। অষ্ট্রেলিয়ায় তাঁহাকে যে ভাবে সম্বর্দ্ধনা করা হইয়াছে তাহা বাস্তবিকই বাঙ্গালীর আনন্দ ও গৌরবের বিষয়। তাঁহাকে সর্ব্বত্র বিপুল জনতা অভিনন্দিত করিয়াছে এবং প্রত্যহ দুটী তিনটী সভায় নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে এবং বক্তৃতা দিতে হইতেছে। 'বর্ত্তমান ভারত' সম্বন্ধে তাঁহার বক্তৃতার কিয়দংশ রেকর্ডে উঠিয়াছে এবং সবাক চিত্রে তুলিয়া বিভিন্ন চিত্রগৃহে দেখানো হইতেছে।

শ্রীকালীপদ দাশ

এভারগ্রীণ পিক্‌চার্সের 'শেষপত্র' নামে ছোট একখানি ছবি শেষ করিয়া, ইনি উক্ত কোম্পানীর জন্য আরও দুই খানি ছোট হাস্যরসের ছবি তৈরির ভার গ্রহণ করিয়াছেন। শুনিতেছি, 'শেষপত্র' শীঘ্রই কলিকাতায় মুক্তিলাভ করিবে।

শ্রীনিরঞ্জন পাল

সম্প্রতি শ্রীযুক্ত পাল বোম্বাইয়ের **"বম্বে টকীজ"** নামক চিত্র প্রতিষ্ঠানে যোগদান **করিয়াছেন।** তাঁহার বিদায়-সম্বর্দ্ধনার জন্য ৺সরস্বতী পূজার দিন ইণ্ডিয়ান কিনেমা আর্টস ষ্টুডিওতে একটি প্রীতি-সম্মিলনের আয়োজন হইয়াছিল। আমরা শ্রীযুক্ত পালের সর্ব্বাঙ্গীন সাফল্য কামনা করি।

মেডিক্যাল স্কুলে "বিজয়া"

নাট্যনিকেতন রঙ্গমঞ্চে কলিকাতা মেডিক্যাল স্কুলের ছাত্রবৃন্দ গত ৫ই ফেব্রুয়ারী শরৎচন্দ্রের **বিজয়া** অভিনয় করিয়াছেন। এ **বিজয়ার** বিশেষত্ব এই যে সুবিখ্যাত চিকিৎসক শ্রীইন্দুভূষণ রায় মহাশয় এই নাটকে চারি খানি গান রচনা করিয়া—সুর পর্য্যন্ত যোজনা করিয়া দিয়াছেন। ইন্দুবাবুকে আমরা কর্ণ, কণ্ঠ ও নাসা রোগের বিশেষজ্ঞ সুচিকিৎসক বলিয়াই এতদিন জানিতাম, আর জানিতাম তিনি কলানুরাগী ও সুরসিক বলিয়া—কিন্তু তিনি যে গীতিকার সুরকারও, তাহা আমাদের জানা ছিল না। এই সংখ্যায় ইন্দুবাবুর একখানি গান ছাপা হইল; গানগুলি যে সুরচিত, তাহাতে কোনো সন্দেহ নাই।

(বিজয়ার গান)

কথা ও সুর—**ডাঃ ইন্দুভূষণ রায়।**

তব অরুণ আলোর সাথে,
দাও তোমার পরশ খানি।
ওহে মঙ্গলময়, আশিষে ভরিয়া
পাঠাও তোমার বাণী।
তোমার কর্ম্মে, তোমার ধর্ম্মে,
নিয়োজিত কর সকল মর্ম্মে;
তোমার পুণ্য বেদিকার তলে
সকল হৃদয়ে আনি।
আজি এ নূতন উষার আলোকে
নিরখি নূতন হাসি
আজি এ নূতন প্রভাত সমীরে
বাজে গো নূতন বাঁশী;
নূতন মন্ত্রে নূতন তন্ত্রে,
নূতন রাগিণী নূতন যন্ত্রে,
নবীন হৃদয়ে তুলুক জাগায়ে
নূতন প্রেরণা দানি।

কলিকাতার ডাক্তারগণকে দেখিতেছি, থিয়েটার ভূতে পাইয়াছে। যেদিন মেডিক্যাল কলেজের শতবার্ষিক উৎসবে ডাক্তাররা রোগীদিগকে পরপারে না পাঠাইয়া নিজেরাই 'পরপারে' আবির্ভূত হইয়াছিলেন—সেদিন ইন্দুবাবু সেখানে অনুপস্থিত ছিলেন, ইহা আমরা লক্ষ্য করিয়াছিলাম। ইন্দুবাবু তাই এইবার 'বিজয়া'র কথা ও সুর-কার রূপে আবির্ভূত হইয়া ডাক্তারদের মর্য্যাদা রক্ষা করিলেন। ইহার পর ডাক্তারদের নাড়ী (নারী) জ্ঞানে আর আমাদের **সন্দেহ রহিল না।**

হিঁদুর মেয়ে

(কথিকা)

—শ্রীপ্রকাশচন্দ্র বসু

শীতের ভোরবেলা,—খোলা জানলাটার ভেতর দিয়ে হু হু ক'রে গা-কাপান হাওয়া আস্‌ছে। সব চেয়ে আরাম হচ্ছে এই ভোরে লেপের ভেতর লুকিয়ে থাকতে। উঠতে আর কিছুতেই ইচ্ছে করে না। চা এলো,—শুয়ে শুয়েই তার সদ্ব্যবহার ক'রতে লাগলুম। এমন সময় রাম সিং তেওয়ারী এসে বললে, 'ছোটা বাবু আপ্‌কো চিঠ্‌ঠি আয়া হ্যায়'। তার হাত থেকে চিঠিখানা নিয়ে খুলে পড়তে লাগলুম।—

অভিনয়ের যবনিকা পড়ল। মিলনের পর দীর্ঘ দুটো বছর কেটে গেছে। এ তো দু' বছর নয়! এ যেন যুগ যুগান্ত ব্যাপী মিলন। এ মিলনে মলিনতা নেই, সঙ্কোচ নেই। এ মিলনে উপেক্ষা নেই, বিরহ নেই,—এ যেন আলো-আঁধারের মিলন।

কেন অন্তরের সমস্ত বুভুক্ষা নিয়ে তোমার দিকে চেয়েছিলুম! কারো দিকে তো কখনো ফিরে চাইনি! বাড়ীটায় কত লোক এল, কত লোক গেল, কত তরুণ একটুখানি প্রেম লাভ করার জন্যে সারা বেলা রোদ মাথায় করে' ছাদে ছুটোছুটি ক'রেছে। নদীর পাড়ে আমার পাশে পাশে পায়চারী ক'রেছে। মন মজান বাঁশী বাজিয়েছে—খালি দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলেছে জানলাটার পানে চেয়ে। কই, কারো দিকে তো চাইনি! কিন্তু ক্ষণিকের দেখায় কেন পাগল হ'লাম! তোমায় বার বার দেখে নয়ন তৃপ্ত হয়নি, হয় না, হবেও না।

নদীর বুক ঢাকা গাছটার আড়ালে যখন তোমার আমার প্রথম মিলন হ'ল, তখন আধখানা চাঁদ হঠাৎ কালো মেঘের মাঝখানে লুকিয়ে গেল—বোধ হয় হিংসায়। আজ তার ব্যথা ঘুচে গেছে। তাই আজ সে তার সমস্ত রূপ নিয়ে আমায় বিদ্রূপ ক'রছে। আজ তার কালো নেই,—আজ সে পূর্ণিমার চাঁদ।

তারপর কত ছলে তোমায় দেখতাম। তোমার চোখ যদি হঠাৎ আমার চোখে ভেসে উঠত, তবে আমি লজ্জাবতীর মত সঙ্কুচিতা হ'য়ে লুকিয়ে যেতাম।

তোমায় কেন এত ভালবাসি তা' বুঝতে পারি না। আমি তো কবি নই যে বলবো—'তুমি আমার নিদাঘের প্রদীপ্ত ভাস্কর, তুমি আমার শরতের জলহারা মেঘ, বসন্তের মলয় বাতাস, তুমি আমার প্রকৃতি, তুমি আমার কবিতা-ছন্দ! তাই তোমায় এত ভালোবাসি!'

কতদিন কেটে গেছে, তুমি রোজ নদীর ধারে এসেছ, চাঁদের আলোয় আমায় কবিতা শুনিয়েছ। কতবার বলেছ—তুমি অর্ণব আর আমি লহরী'। ছুরী দিয়ে গাছের বুক চিরে লিখেছ 'অর্ণবলহরী', সেদিনের কথা ভাবতে গেলে চোখে জল আসে, বুক ফেটে যায়, তুমি গাছ তলায় গান গেয়েছ আমি শুনেছি, তোমার গানের রেশ সারা রাত আমার কানে বেজেছে।

জলের ওপর দিয়ে নৌকাগুলো ছপ্‌ ছপ্‌ করে চলে যেত,—তুমি ব'লতে, 'ইচ্ছে হয় ঐ রকম একটা নায়ে তোমায় নিয়ে পাড়ি দিই!' তারপর তোমার কলেজ খুললো তুমি চলে গেলে, আমি তোমার পথ চেয়ে দীর্ঘ দিন কাটালাম, তুমি চিঠি দিতে গদ্য পদ্য মিশিয়ে,—আমিও উত্তর দিতাম তবে তোমার মত নয়! কেন না, আমি ত' কবি নই! তুমি ফিরে এলে,—আবার চলে গেলে, কত বার গেলে।

এবার যাবার সময় দিয়ে গেলে "A good-bye Kiss". জীবনে সে স্পর্শ ভোলবার নয়। তোমার কথা ভাবলে মনে হয় কে যেন অলক্ষ্যে একটা চুম্বন দেয়। এ চুম্বন আলো আঁধারকে দিতে পারে না প্রকৃতি ধরাকে দিতে পারে না। বিজলী মেঘকে দিতে পারে না, নদী বারিধিকে দিতে পারে না। এ চুম্বনে কামনা নেই, লালসা নেই, এ চুম্বন বিশ্বের নয়—স্বর্গের, এ চুম্বন আমার তৃপ্তি—আমার জীবন-সাহারার "Oasis".

কাল এমন সময় হয়তো আমি বাসর শয্যায়। কাল এমন সময় আমার রূপের ডালি এক অপরিচিতের পায়ে দিতে হবে। কাল আমার 'বিয়ে'। তোমায় আগে জানাইনি, কারণ হয়তো তুমি ছুটে আসবে। কিন্তু আমি যে, 'হিঁদুর মেয়ে'! আমায় যে স্বেচ্ছায় সমাজের যূপকাষ্ঠে মাথা পেতে দিতে হবে। জানি তুমি নিদারুণ আঘাত পাবে। কি করব। উপায় নেই, তুমি আবার সুখী হ'তে চেষ্টা কোরো। জেনো, আমাদের এ ব্যর্থ হবে না। এ জন্মে ত' তার পরিপূর্ণতা হল না! পরে একদিন না একদিন হবেই।

আমার কথা মনে পড়লে নদীর ধারে যেও, আমি নদীর তরঙ্গের সঙ্গে সঙ্গে ভেসে আসব, চাঁদনী রাতে তারার মাঝে আমি ফুটে উঠবো, বাদল রাতে বাদল ধারার সঙ্গে আমি ঝরে পড়বো, শারদ সাঁঝে শুভ্র মেঘের সঙ্গে আমি ভেসে আসবো। ঝড়ের রাতে বিজলী চমকের সঙ্গে আমিও দেখা দেবো। চৈতী রাতে ফুলের সুবাসের সঙ্গে ফাগুন হাওয়ায় আমি ধীরে ধীরে এসে তোমায় জড়িয়ে ধরবো।

তবে বিদায়.........। —লহরী।

সম্পাদক—
শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায় শ্রীগিরিজাকুমার বসু
১২৩৷১, আপার সার্কুলার রোড, দীপালী প্রেসে মুদ্রিত ও দীপালী কার্য্যালয় হইতে দীপালীর সত্বাধিকারী—শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

স্থাপিত ১৯২৯

দীপালী

DIPALI

বাংলার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সচিত্র সাপ্তাহিক

শ্রীমতী জুবেদা—মহালক্ষ্মী সিনেটোনের "সেবা সদন" চিত্রে অবতীর্ণা। ডিষ্ট্রীবিউটার্স—রতনদেও টকী ডিষ্ট্রীবিউটার্স

৭ম বর্ষ] ৯ই ফাল্গুন, ১৩৪১ 21st February, 1935 [৮ম সংখ

দীপালী কার্য্যালয়—১২৩।১, আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা—
ফোন বড়বাজার—৩২৫৩

৭ম বর্ষ { ৯ই ফাল্গুন বৃহস্পতিবার, ১৩৪১
২১শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৩৫ } ৮ম সংখ্যা

কলাকেলি

গেল হপ্তায় 'নিউ এম্পায়ারে' রুস-নৃত্যনাট্য দেখে এলুম। এদেশের যাঁরা এ-শ্রেণীর নাচ দেখেন নি, রুস-নৃত্যনাট্য যে তাঁদের সামনে একটি অদেখা রূপকথার জগৎ খুলে দেবে, সে-বিষয়ে কোনই সন্দেহ নেই। এই নতুন জগতের সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্না, প্রেম-বিরহ, আলো-ছায়া সবই বিচিত্র ছন্দের আনন্দে সুন্দর হয়ে উঠেছে। এখানে যুবতীর লীলায়িত আঁখির ভাবে ফোটে গীতিকবিতা, তরুণ তনুর তরঙ্গ-হিল্লোলে ছোটে সুষমার সুরা এবং চঞ্চল চরণ-কমলে নূপুর-গুঞ্জনের তালে তালে দোলে মুগ্ধ হৃদয়ের হিন্দোলা! এখানে পুরুষ-দেহ দেখলে আপলোকে এবং নারী-দেহ দেখলে ভেনাসকে স্মরণ হয় এবং এই-সব নিখুঁত দেহ আবার জীবন্ত আর্টের গতি-রাগের মহিমায় অধিকতর মোহনীয় হয়ে ওঠে। কবির কামনা যে-মানসীকে ধ্যান করে, নর্ত্তক তার তনুর রেখার সঙ্গীতে শোনায় সেই ধ্যানেরই রাগিণীকে এবং প্রজাপতির পাখনা ও রামধনুর তোরণ থেকে রং চয়ন ক'রে এনে চিত্রকর দেখায় রঙিন মায়ার স্বপ্ন। এবং আলোক-শিল্পীও এখানে যে রূপ-রহস্যের অভিরাম ইন্দ্রজাল সৃষ্টি ক'রে চলে অবিরাম, তার গৌরবও বড় অল্প নয়!

*

কিন্তু কয় বৎসর আগে এখানে যাঁরা Pavlovaর নাচের আসর দেখেছেন, এবারকার রুস-নৃত্যনাট্য তাঁদের মনে না ধরলেও আমরা অবাক হব না। সেবারে Palovaর সঙ্গে এমন- আরো কয়জন শিল্পী এসেছিলেন, ব্যক্তিগত ভাবে যাঁরা এবারকার অধিকাংশ শিল্পীর চেয়েই শ্রেষ্ঠ ব'লে গণ্য হ'তে পারেন। সমগ্রতার শ্রীর দিক দিয়ে এবারকার কোন কোন নৃত্যনাট্য হয়তো গেল-বারের তুলনায় বেশী নেমে পড়বে না, কিন্তু গেল-বারের সমস্ত নৃত্যনাট্যেরই সমগ্রতার সৌন্দর্য্য শ্রেষ্ঠতর ব্যক্তিত্ব এবং ব্যক্তিগত শক্তির গুণে এমন পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছিল যে, তার কাছে এবারকার নাচের আসর রীতিমত পরিম্লান হয়ে পড়েছে। Dandre সাহেব এবারকার আসরে নতুন-কিছু দেখাতে পারেন নি তো বটেই, উপরন্তু পুরাণো নাচের আগেকার আদর্শকেও অক্ষত রাখতে পারেন নি।

*

একটা মস্ত কথা বোধ হয় এদেশের অনেকেই জানেন না। যে রুস-নৃত্যনাট্য দেখে দুনিয়ার দৃষ্টি রুসিয়ার দিকে আকৃষ্ট হয়েছিল, তার অনুষ্ঠান ভারতে আজ পর্য্যন্ত হয় নি। গেল দু'বারেই বলেছি, এই সেদিন পর্য্যন্ত রুসিয়ায় যে-নৃত্যনাট্য চলতি ছিল, তার মধ্যে রুসিয়ার নিজস্ব গৌরব কিছুই নেই। কারণ তার মধ্যে য়ুরোপের অন্যান্য দেশে প্রচলিত নৃত্যনাট্যের অনুকরণই আত্মপ্রকাশ করত। Diaghilev সর্ব্বপ্রথমে Fokine ও Bakst প্রভৃতির সাহায্যে চলতি রীতির নিগড় ভেঙে রুস-নৃত্যনাট্যকে নূতন রূপে অপরূপ ক'রে তোলেন। তার সঙ্গে আমাদের চাক্ষুষ কোন পরিচয় নেই, সুতরাং তারই সম্বন্ধে ভালো-মন্দ কিছুই বলবার অধিকারী আমরা নই। তবে এইটুকু আমরা জানি বটে, Pavlova যে রুস-নৃত্যনাট্য নিয়ে এদেশে এসেছিলেন, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তা সমগ্র য়ুরোপে প্রচলিত সাধারণ নৃত্যনাট্যের ধারাই অনুসরণ ক'রে গেছে। তা ভালো হোক্, মন্দ হোক্—তা আধুনিকও নয়, রুসিয়ার নিজস্ব নৃত্যনাট্যও নয়। সমালোচক স্পষ্ট ভাষাতেই মত-

প্রকাশ করেছেন, "Pavlova's ballet revives the symbolism of the older ballet movement" প্রভৃতি।

*

সকলেই জানেন, চলচ্চিত্র-শিল্পে রুসিয়ার চেয়ে বেশী-উন্নত আর কোন দেশ নয়। এবং এই উন্নতির প্রধান কারণ হচ্ছে, রুসিয়ার সরকার-পক্ষ স্বদেশী চিত্রশিল্পের উন্নতিবিধানের জন্যে প্রচুর অর্থসাহায্য ক'রে থাকেন। প্রতীচ্যের আরো অনেক দেশেরই চলচ্চিত্র-শিল্প রাজ-সরকারের সাহায্যে পরিপুষ্ট হবার সৌভাগ্য লাভ করেছে। চলচ্চিত্র যে কেবল অলস আমোদ-প্রমোদের উপাদান জোগায় না, জনসাধারণের চিত্ত ও মস্তিষ্ককে সে যে নানাদিক দিয়ে অধিকতর শিক্ষিত ও বিস্তৃত ক'রে তোলে, এ সত্য আজ সর্ব্ববাদীসম্মত। কাজেই সভ্য ও স্বাধীন দেশের রাজ-সরকার তাকে পরম স্নেহে লালনপালন করতে চান।

*

আমাদের দেশও যে অসভ্য নয়, এ-কথা আমরা জানি। এবং সেই সঙ্গে এটুকুও আমাদের জানা আছে যে, আমাদের দেশ স্বাধীনও নয়। এবং হয়তো একমাত্র সেই কারণেই এখানকার রাজ-সরকার, দেশী চলচ্চিত্র-শিল্পকে কোনরকম সাহায্য করা দূরে থাকুক, তার অগ্রগতির পথে ইতিমধ্যেই একাধিক বাধা-বিঘ্ন থাকা সত্ত্বেও, তার উপরে আবার এক নতুন আমোদ-কর বসাতে উদ্যত হয়েছেন। এতদিন এদেশী-চিত্রালয়ের অপেক্ষাকৃত উঁচু-দামের আসনের উপরে আমোদ-কর ছিল। যে-সব দর্শকের উচ্চমূল্যের আসনে বসবার বিলাসিতা আছে, তাঁদের হয়তো অতিরিক্ত কর দেবার সামর্থও আছে, তর্কের খাতিরে আমরা না-হয় এতটা স্বীকার ক'রেই নিচ্ছি। কিন্তু এবারে কর বসছে তিন আনা থেকে আট আনা দামের আসনের উপরে। অর্থাৎ যে সব দীন-দুঃখী কিঞ্চিৎ শিক্ষা-দীক্ষা লাভের অথবা জীবন-সংগ্রামে দুর্ব্বহ আত্মার গ্লানি ভোলবার জন্যে কায়ক্লেশে গোটাকয় পয়সা খরচ ক'রে চিত্র-প্রদর্শনীতে গিয়ে দুদণ্ড জিরিয়ে আসতে চাইবে, সরকার-বাহাদুর অতঃপর তাদের দারিদ্র্যকেও ক্ষমা করবেন না, সংপ্রতি এ-রকম সম্ভাবনাই হয়েছে!

*

এবং এই অন্যায় কর ধার্য্য হ'লে সব-চেয়ে বেশী ক্ষতি হবে বাংলা চিত্র-শিল্পেরই। বাংলার বাইরে তার ঠাঁই নেই বললেও চলে। তার উপরে বাংলার ভিতরেও যদি নূতন আমোদ-করের অত্যাচারে তার দর্শকের সংখ্যা ক'মে যায়, তা হ'লে ফল যে কি হবে, সেটা সহজেই অনুমেয়। অল্প মূল্যের আসনের উপরেই সে বেশী-মাত্রায় নির্ভর করে, কিন্তু অতঃপর অল্প মূল্যের আসনেরও মূল্য বাড়তে পারে!

*

আমরা শুনে অত্যন্ত সুখী হলুম যে, 'রূপবাণীর' অন্যতম সুযোগ্য কর্ম্মসচিব শ্রীযুক্ত মনোরঞ্জন ঘোষ মহাশয় অগ্রণী হয়ে প্রস্তাবিত আমোদ-করের বিরুদ্ধে এক আবেদন নিয়ে অবিলম্বেই বাংলার লাট-বাহাদুরের দ্বারস্থ হবেন। ইতিমধ্যেই কলিকাতার অধিকাংশ প্রধান প্রধান "প্রযোজক, সরবরাহক ও প্রদর্শক" ঘোষ-মহাশয়ের আবেদন-পত্রে স্বাক্ষর ক'রেছেন দেখে আমাদের আশা হচ্ছে যে, মহামান্য লাট-বাহাদুর হয়তো অবস্থা বুঝে সুব্যবস্থা করতে বিমুখ হবেন না! ঘোষ-মহাশয়ের চেষ্টা ও যত্ন সার্থক হোক্।

*

এক যুগ আগে বাংলা রঙ্গালয়ের অভিনয় দেখবার জন্যে মনের ভিতর থেকে প্রবল আগ্রহের সাড়া পেতুম। সে সাড়া আর পাই না। কেন? এক যুগ আগে বাংলা নাটকের যে দুরবস্থা ছিল, এখনও তার অবস্থা ঠিক তেমনই আছে। সুতরাং নাটকের কথা বাদ দেওয়াই ভালো। এক যুগ আগে তখনকার পুরাতন নট-নটীদের অভিনয় খুব লোভনীয় ছিল না। অতএব তাঁদের কথাও ছেড়ে দি। কিন্তু এক যুগ আগে যে-সব নবীন নট ও নটী বাংলা নাট্যজগতে প্রবেশ করেছিলেন, আমাদের চিত্তকে আকর্ষণ করতেন তাঁরাই একান্ত ভাবে। কেননা তাঁদের আর্টে ছিল এক অভিনব ভঙ্গি। তাই তাঁদের অভিনয়ের প্রতি মুহূর্ত্তটি ছিল পরম উপভোগ্য।

*

গিরিশচন্দ্র, অর্দ্ধেন্দুশেখর ও অমৃতলাল মিত্র প্রভৃতিকে যখন সগৌরবে অভিনয় করতে দেখতুম, তখনো আমাদের আনন্দের পাত্র এম্‌নি কাণায় কাণায় পূর্ণ হয়ে উঠত। তাঁদের প্রতিভা যখন একে একে বিদায় নিলে, বাংলা নাট্যজগতে তখন এল এক অজন্মার কাল! তখনো মাঝে মাঝে বাংলা রঙ্গালয়ে যেতুম বটে, তবে সে যেন অনেকটা নাচারের মতই। কিন্তু প্রাণের মধ্যে যে আনন্দ-বর্ত্তিকা তখন নিবু-নিবু হয়ে এসেছিল, তাকে আবার উস্কে দিয়ে সতেজ ক'রে তুললেন ঐ একযুগ-আগেকার তরুণ অভিনেতৃগণ। তাদের প্রতি শ্রদ্ধায় মন পরিপূর্ণ হয়ে উঠল।

*

আজ বাংলা নাট্যজগতে আবার অজন্মার কাল এসেছে। একযুগ আগে যাঁরা ছিলেন নবীন, এখন তাঁরা প্রবীণ হয়ে উঠেছেন। তাঁদের শক্তি ও প্রতিভা হয়তো এখনো কমে নি, কিন্তু তাঁদের ভঙ্গির তারুণ্য ও অভিনবত্ব আর নেই। তাঁরা এখন কোন্ কথাটি কি ভাবে আবৃত্তি করবেন, আগে থাকতেই সে কথা ব'লে দেওয়া যায়। তাঁরা এখন ক্রমেই একঘেয়ে হয়ে পড়ছেন, নূতন সৃষ্টির উৎসাহ আর তাঁদের মধ্যে দেখা যায় না এবং তাঁদের অভিনয়ের সময়ে আর কোন নূতন বিস্ময় এসে আমাদের চমৎকৃত ক'রে দেয় না। বেশ বোঝা যাচ্ছে, আমাদের নাট্যজগতে আবার ভঙ্গি পরিবর্ত্তনের সময় এসেছে। এখন চাই আবার এক তরুণ শিল্পীর দলকে—বর্ত্তমান বাংলা রঙ্গালয়ের ভিতরে যাঁরা নেই।

*

কাব্য, চিত্র, স্থাপত্য, ভাস্কর্য্য ও সঙ্গীত প্রভৃতি সমস্ত ললিত কলার ক্ষেত্রেই মাঝে মাঝে এম্‌নি ভঙ্গি পরিবর্ত্তনের দরকার হয়। সত্য বটে, ললিত কলার ক্ষেত্রে এমন কলাবিদেরও দেখা পাওয়া গেছে, যুগধর্ম্ম যাঁদের বিপুল প্রতিভাকে ক্ষুণ্ণ করতে পারে নি। ব্যাস, বাল্মীকি, কালিদাস, হোমার, সেক্সপিয়ার, ভাগ্‌নর, প্রাক্সিটেলেস, মিকেলাঞ্জেলো ও ভিঞ্চি প্রভৃতি আরো কারুর কারুর নাম মনে আসছে। ললিত-কলার জগতে এঁদের মহামানুষ বলা চলে। এঁদের জীবন-কালেই এঁদের অবলম্বিত আর্টের সাধারণ ভঙ্গি হয়তো বদ্‌লেছে, কিন্তু সে পরিবর্ত্তনের স্রোতে পড়েছেন এঁদের সমসাময়িক অন্যান্য ক্ষুদ্রতর শক্তির শিল্পীরা। সে পরিবর্ত্তন এঁদের স্পর্শ করতে পারে নি,—কারণ এঁদের বৃহত্তর প্রতিভা হচ্ছে চিরন্তন, চিরনূতন। তা সমুদ্রের মত, পর্ব্বতের মত, আকাশের মত স্বাভাবিক শক্তির জনক, তাই চিরসুন্দর।

*

পৃথিবীর কোন দেশের রঙ্গালয়েই এমন প্রতিভা জন্মায় নি, কেননা নানা কারণে তা সম্ভবপরও নয়। রঙ্গালয় বরাবরই যুগে যুগে নব নব শিল্পীকে দাবি ক'রে এসেছে—নব নব শিল্পী এবং নব নব ভঙ্গি। বাংলা রঙ্গালয়ও এখন যে এম্‌নি দাবি করছে, আমরা প্রাণের কাণে তা যেন শুনতে পাচ্ছি! বাংলা রঙ্গালয় নাটক চায়, কিন্তু কেউ তা দেয় নি। এখন সে আবার নূতন শিল্পী চাইছে! কিন্তু তার সে প্রার্থনাও পূর্ণ হবে কি?

—হেমেন্দ্রকুমার রায়

মুখের মতন

(উপন্যাস)

—শ্রীগিরিজাকুমার বসু

(৭ম সংখ্যার পর)

(২০)

আমি ব'ল্লুম, তোদের নিজেদের মনোবাঞ্ছার কথা ব'লেছি। তুই যে অনুরোধ ক'রছিস, তাতে তোদের চেয়ে আমাদের মনোবাঞ্ছা-ই তো পূর্ণ হবে অনেক বেশী। যূঁই জানালে যে আপাততঃ তার মনের ইচ্ছেতে আর আমার মনের ইচ্ছেতে কোনো তফাৎ নেই এবং আমার সাধনা সফল হ'লে তারও পুণ্য লাভ হবে অসীম।

কৃষ্ণার সঙ্গে পরামর্শ পাকা কর্‌বার ব্যাঘাত ঘট্‌ছিল। কারণ, সে রইল দিনাজপুরে আর আমি ক'ল্‌কাতায়। চিটির দ্বারাতে সব ব্যবস্থা সুচারুরূপে ঠিক্ করা যায় না। যাই হোক্, ডাক ঘরের সহায়তাতেই যখন কার্য্য-পদ্ধতি স্থির করা ছাড়া আর উপায় ছিল না, তখন লিপি বিনিময়-ই হোক্ আমাদের প্রধান অবলম্বন। কৃষ্ণা আমাকে সেদিন চিটিতে প্রশ্ন ক'রেছিল যে আমার লেখা একটা উপন্যাস কবে শেষ হবে। আমি প্রত্যুত্তরে লিখেছিলুম, কাগজে কবে শেষ হবে না বাস্তব জীবনে কবে শেষ হবে, কোন্‌টা এর জানতে চাও?

আর লিখেছিলুম কাগজে কবে শেষ হবে, সে কথা আমি ব'ল্‌তে পারি—বাস্তবে কবে শেষ হবে, তা' বল্‌বার ভার তোমাকেই দিলুম। কৃষ্ণার কাছ থেকে তার জবাব এলো এই, যে কাগজের কথাই সে জান্‌তে চেয়েছে, বাস্তবে তো সব চুকেই গেছে। পাল্টা জবাবে আমি তাকে যা' লিখ্‌লুম, যূঁই তা' প'ড়ে ব'ল্‌লে—দাদা তুমি সময়ে সময়ে অভিমানের আতিশয্যে সরল কথার কুটিল মানে করো।

আমি ব'ল্লুম, তার মানে? ত'র মানে হ'চ্ছে দাদা, কনে বৌদি তো স্পষ্ট ক'রেই বলেছে যে বাস্তবে সব চুকে গেছে অর্থাৎ বাস্তব জীবনে, তোম্‌রা যা চাও তা' আর কিছু হবার জো নেই, সে বিষয়ে সব ব্যবস্থা তো নিঃশেষে চোকানো হ'য়েছে। তুমি খামকা কেন তাকে লিখলে তার চিটির মানে বোঝনি? তোমাকে একদিন জিগ্‌গেস ক'রেছিলুম দাদা 'তোমার কাছে আর একটা খবর জান্‌তে চাই', অসঙ্কোচে তার জবাব দেবে? তুমি তার উত্তরে আমাকে ব'লেছিলে, জিগেগাস কর্‌বার আগেই তোকে ব'ল্‌ছি যূঁই "হ্যাঁ—অনেকবার।" সে কথা নিশ্চয় ভোলোনি। তার পরেও তোমার আর ক'নেবৌদির মধ্যে এই সব নিরর্থক, অকারণ, অনাবশ্যক কথা-কাটাকাটি চলে কেন মোটেই বুঝতে পারি না।

আমি ব'ল্লুম, সে তোর ক'নে-বৌদির-ইতো দোষ। তিনি মাঝে মাঝে এমন ভাব দেখান, এমন কথাবার্ত্তা কন, এমন ভাবে চিটি লেখেন যে নীরবে থাকা যায় না তর্ক না ক'রে। তা ছাড়া তাঁর একটা স্বভাব আছে চিটির অত্যন্ত প্রয়োজনীয় কথারও জবাব না দেওয়া, অনেকবার না খোঁচালে। তুই তো তা' জানিস। তুই দু'জনের অনেক চিটি অনেকবার প'ড়েছিস আর প'ড়ে কত দিন ব'লেছিস—বাঃরে আসল কথাটারই জবাব ক'নে বৌদি দেয় নি। তিনি এমন করেন কেন কখনো কখনো, ভেবেই পাই না!

যূথিকা খানিকক্ষণ গম্ভীর হ'য়ে থেকে ব'ল্‌লে, হয়তো সত্যিই সে বুঝতে পারে না কোন্ দরকারী কথাটার জবাব বাদ প'ড়ে গেল, নয়তো যে কথা সে মুখে তোমায় ব'ল্‌তে পারে দাদা, চিটিতে সে কথা লেখার বাধা তার থাকে—নিজের দিক থেকে নয়, অন্য দিক থেকে। আমি ব'ল্লুম, তোর ভুল হই। এমন কথার জবাব তিনি দেন না, যে কথাতে জগতের অতি বড় শত্রুরও আপত্তি থাকতে পারে না। যেমন ঐ দিনাজপুরে গিয়ে, অন্যত্র থাক্‌বার কথা।

যূথিকা স্বীকার ক'রলে সত্যিই সেটা তার অন্যায় হ'য়েছে। ব'ল্‌লে, যদি বুঝ্‌তুম তুমি এমন একজন লোক যে কাছে থাক্‌লে বা দূরে গেলে তার কিছু আসে যায় না, যার জন্যে তার মন কেমন করে না, যাকে দেখ্‌বার জন্যে তার মর্ম্মের আকুলতা চরম নয়, তা হ'লে ব'ল্‌তুম ক'নে বৌদি ইচ্ছে ক'রেই ও বিষয়ে কোনো কথা লেখেনি। কিন্তু তোমাদের দু'জনের হৃদয়ই এমন গভীর ভাবে আমার জানা যে তা' ব'ল্‌তে পারি না এবং জানার সেই গভীরতার ওপর নির্ভর ক'রে মানি যে ক'নে বৌদি খুব অন্যায় ক'রেছেন। মন খুলে মনের কথা লিখ্‌লে যখন তুমি খুসী হও এবং তোমার খুসীর সঙ্গে যখন তাঁর খুসী একান্ত ভাবে জড়িত, তখন তা না লিখে অকারণ তোমার মনে কষ্ট দেওয়া, কষ্ট দিয়ে তার ফলে কঠিন কথা শুনে নিজেও কষ্ট পাওয়া, এক কথায় যার সরল সমাধান হয় তার জন্যে প্যাঁচ

ক'রে বিশ কথা কওয়া—তোমাদের এত বড়ো ভালোবাসার ওপর কত বড়ো নিষ্ঠুরতা, বিস্ময়ের ব্যাপার যে বুঝিয়ে দিলেও, ক'নে বৌদি তা বোঝে না।

আমি ব'ল্‌লুম, সে সব কথার আলোচনায় আর দরকার নেই, যূঁই। আচ্ছা, তুই আমার একটা প্রশ্নের ঠিক জবাব দে দেখি—আমি তো তোর কটা প্রশ্নের জবাব দিয়েছি। আমার প্রতি তোর কি ভাই কেনো কারণে মনের ক্ষুদ্রতম কোণে কোথাও অশ্রদ্ধার ভাব একটু আছে? যূঁই ব'ললে, হঠাৎ তোমার এমন অদ্ভুত প্রশ্ন করবার ইচ্ছে হোলো কেন? যাই হোক্, যখন জান্‌তেই চাও, তখন সত্যি কথা ব'লবো। আমার কানে যখন গেল যে তুমি তোমার কোন্ একজন নাত্‌নীকে যার পর নেই ভালোবাসো, তখন তাকে ভারি দেখ্‌তে ইচ্ছে হোলো। তারপর তাকে দেখ্‌লুম—মিষ্টি মুখখানি, সুন্দর আর ডাগর চোখ দুটি। তবু মনে হ'য়েছিল, দাদা এই কালো মেয়েটিকে এত ভালো বাস্‌লেন কেন, মিষ্টি মুখ আর হরিণ-নয়ন তো জগতে অনেক মেয়েরই আছে।

খুব ভাব যখন তোমার কৃষ্ণার সঙ্গে হোলো, তার মুখে যখন শুন্‌লুম তোমার প্রতি তার অন্তরের অনুরাগ কত গভীর, সে যখন ব'ললে তোমাকে সে কি চোখে দেখেছে, তার সত্যনিষ্ঠ অকপট প্রাণটির পরিচয় যখন পেলুম, তখন বুঝ্‌তে পার্‌লুম তুমি তার কমল-আসন মনে পেতে রেখেছ কেন। তুমি আমাকে তার সম্বন্ধে যা ব'লেছিলে, তাকে জানাতে, সে ব'ললে তার তা অবিদিত নেই।

কিন্তু তখনও ভাব্‌তে পারিনি তোমাদের প্রেমের পরিণতি কি ভাবে ঘটবে। নাত্‌নীকে রহস্য ক'রে ক'নে বলা, আমাদের দেশে স্বাভাবিক, বহু প্রচলিত এবং বহুকাল-প্রচলিত ব্যাপার। এমন আনন্দের খেলা—ছোটো ছেলেমেয়েদের পুতুল খেলারই মতো। তোমাদের দু'জনকে আর-সব দাদামশাই নাত্‌নীর সঙ্গে তফাৎ ক'রে দেখিনি।

তারপর শুন্‌লুম, তুমি নাকি কৃষ্ণাকে গৃহলক্ষ্মীরই মর্য্যাদা দেবে। শুনে তোমার ওপর সত্যিই অশ্রদ্ধা হ'য়েছিল। মনে পড়ে সেদিনের কথা, যেদিন আমি মুখ ভারি ক'রে মুখনাড়া দিয়ে [illegible] ব'লেছিলুম, তোমার কি কোনো বিবেচনা নেই দাদা? তুমি আমাকে মাথা ঠাণ্ডা ক'রে ব'স্‌তে ব'লে, সব কথা জানিয়েছিলে। সমস্ত জানার পর তোমার ওপর আর একটুও রাগ রইল না—বিধাতার বিধানের মতো তোমাদের কার্য্যকলাপ শিরোধার্য্য ক'র্‌লুম। ওসব কথার পরই ত' আমি কৃষ্ণাকে ক'নে বৌদি ব'ল্‌তে আরম্ভ করি। তোমাকে তবুও তার আগে জিগ্‌গেস ক'রেছিলুম যাকে ক'নে বৌদি ব'ল্‌বো তিনি সে সম্বোধন গ্রাহ্য ক'র্‌বেন তো? তুমি সে প্রশ্নের উত্তরে জানিয়েছিলে যে তোমার অনুজপ্রতিম ক'জন বন্ধু তাঁকে ঐ রকম সম্বোধন ক'রে চিঠি লিখ্‌তে, তিনি তার জবাব দিয়ে, নীচে "ইতি আপ্‌নাদের ক'নে বৌদি" লিখেছিলেন। তোমার বন্ধুদের কাছে লেখা ক'নে বৌদির সে চিটি, তাঁদের কাছ থেকে এনে তুমি আমাকে দেখিয়েছিলে। আজ আর মনের কোনোখানে তোমার প্রতি কোনো অপ্রীতি নেই।

আমার মনটার মধ্যে একটা তোলপাড় কদিন থেকে হ'চ্ছে, যূঁই। কোন্ দিক থেকে কি ঘটে গেল, সেই কথাটাই স্মৃতিকে চঞ্চল ক'র্‌ছে। ঘরে পরে কে কি ব'ল্‌বে ভাব্‌ছি। যখন আমি সবার সাম্‌নে দাঁড়িয়ে মুক্তকণ্ঠে ব'লবো, দোষ হোক্, পাপ হোক্, মূঢ়তা হোক্, অবিচার হোক্, আজ আর আপ্‌নাদের কোনো নিন্দা তিরস্কারের কোনো ফল নেই। কৃষ্ণাকে অপরের হাতে দিতে পার্‌বেন না আপ্‌নারা, সে সত্যটা নিঃসন্দেহ-রূপে জান্‌লেন তো? তখন তোর সমাজ চোখ রাঙাবে যূঁই, বন্ধু মুখ বেঁকাবে, আত্মীয় কথা বন্ধ ক'র্‌বে।

যূঁই ব'ললে, সে ক'দিনের জন্যেই বা? যে যাই বলুক, সবাই এ কথাটা তো বুঝ্‌বে যে তাদের বিঘ্ন সৃষ্টি কর্‌বার সব চেষ্টা ব্যর্থ হ'য়েছে। সমাজের ওপর যে শোধ তুমি নিয়েছ দাদা, এক কথায় বলা যেতে পারে যে তাতে তার হ'য়েছে একেবারে—

কি?

মুখের মতন—

—শেষ—

প্যাট প্যাটারসন

ফক্সের নবতম তারকা

দীপালী

সাগর ফিল্মের "Judgment of Allah" চিত্রে ইয়াকুব ও কুমার

"Below The Sea" চিত্রে র‍্যালফ্ বেলামী ও ফে রে।
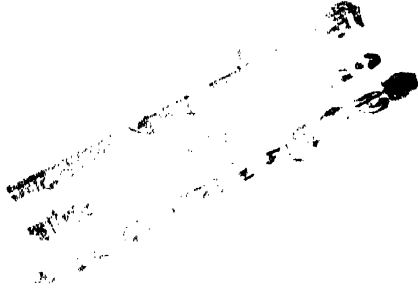
"Death Takes A Holiday" চিত্রে ফ্রেডরিক মার্চ ও এভেলিন ভেনেবল্। এই শনিবারে ছবিখানি রূপবাণীতে দেখানো হইবে।

বিফল

(চিত্র)

—শ্রীপ্রভাস চন্দ্র ঘোষ

এমন-ই সে ছিটকে এসে প'ড়েছিল। যেথা সেথা নয় বাংলা দেশের-ই এক গৃহস্থের বাড়ীতে—উঁচুদরের সমাজে—সম্ভ্রান্ত বংশে। এসে অবাক। এদের চাল চলন, হাব ভাব কোনটার সঙ্গে-ই সে পরিচিত নয়। তাদের জীবনযাত্রাকে সে অনুকরণ করে নিল।… কিছুদিন বাদে সেটা ওর জীবনের সঙ্গে বেশ খাপ খেয়ে গেল। নীচু থেকে উঁচুতে ওঠা যায়—নীচুতে নামতে হলেই মুস্কিল।

…এমন-ই করে তার দিন কেটে যায় সম্পূর্ণ স্বপ্নের মধ্য দিয়ে…

বছর ঘুরে যায়…মনে প্রাণে সে তখন বাংলা দেশের বাঙ্গালী মেয়ে-ই হ'য়ে গেছে… মাঝে মাঝে মনে পড়ে তার নিজের দেশের কথা, ভাবতেও কি জানি মনটা কেমন বিষিয়ে ওঠে। এই বিচিত্র আবহাওয়ার মাঝে থেকে কোথাও যেতে তার মন সরে না।

…এদের-ই মত সে স্কুলে যায়—বায়স্কোপে যায়—আমোদ প্রমোদে যোগ দেয়…ক্রমে-ই সে ভুলে যায় যে সে কোনকালে অশিক্ষিত মেয়ে ছিল—দারিদ্র্যের মাঝে-ই তার জন্ম দারিদ্র্যের মাঝে-ই সে বর্দ্ধিত। এদের স্বামী স্ত্রীর ব্যবহার, এদের রঙ্গ, তামাসা…তার তরুণ মনটাকে দুলিয়ে দিয়ে যায়…সেও ভেসে যায় কল্পনার রঙিন্ স্রোতে। জেগে উঠে মনে তার শত শত সুখের চিত্র। এমন-ই আনন্দের কল্পনায় যখন সে মসগুল্ সেই সময় এলো তার বিয়ের সম্বন্ধ…মনটা হঠাৎ তার দমে গেল—কিন্তু ক্ষণিকের তরে—

…তারপর চোখের সামনে ফুটে উঠল বিবাহিত জীবনের সুখের ছবি…স্বামী আর সে—কোনো হাঙ্গামা নেই। ঝক্‌ঝকে তক্‌তকে বাড়ী—চারিধারে—ফুল গাছে ভরা। সে রাঁধবে, খাওয়াবে…তাদের ক্ষুদ্র সংসারটাকে সব সময় সে ভরিয়ে তুলবে তার হাতের সুনিপুণ সেবা দিয়ে। কিছুদিন বাদে না জানি কোন অনাগতের আগমন হবে তার বাড়ীতে। ক্ষুদ্র বাড়ীটা আনন্দে মুখর হ'য়ে উঠবে। ওঃ সে যে কি সুখ তা' যেন সে কল্পনাও করতে পারে না…।

…কিন্তু বিবাহ-বাসরে বসে তার কল্পনা টুটে একাকার হ'য়ে যায়।…মুহূর্ত্তে মনটা তার ঘৃণায় ভরে উঠে সেই অশিক্ষিত গ্রাম্য আবহাওয়ার মাঝে। নির্লজ্জ তাদের আচার ব্যবহার, কুৎসিত তাদের রঙ তামাসা…তার সেখান হতে দৌড়ে পালিয়ে যেতে ইচ্ছা হয়। ঘোমটার আড়াল থেকে সে তার স্বামীকে একবার দেখে নেয়। মনের ভিতরটা রি রি করতে থাকে। এই তার স্বামী?…বিদ্‌ঘুটে চেহারা, তেলের সঙ্গে বোধ করি কোন দিন-ই কোন সংস্পর্শ তার নেই। সুখের সৌধ তার মুহূর্ত্তে-ই ভেঙ্গে পড়ে। চোখের কোণ দিয়ে ঝর ঝর ক'রে জল ঝরতে থাকে, রাগে বা অভিমানে কে জানে।…

পুনরায় সে ফিরে আসে সেই নগরে, তার বাপের সঙ্গে। স্বস্তির নিশ্বাস ছেড়ে সে বাঁচে। সেখানের স্মৃতি মনে হ'লেও সে যেন শিউরে উঠতে থাকে।…কিন্তু মাঝে মাঝে জানি না কেন তার বুক ঠেলে দীর্ঘ নিঃশ্বাস বেরিয়ে আসে।

সে তেমন করে আর এখানের সমাজেও মিশতে পারে না, আমোদ প্রমোদ ত' ছেড়ে-ই

দেয়! উদাস দৃষ্টিতে কোলাহল মুখর নগরটার দিকে চেয়ে থাকে।...

সোনালি রোদে চারদিক ভ'রে গেছে। সে তাদের বাড়ীর বারান্দার একটা কোণে দাঁড়িয়ে ছিল। দূরে বোধ হয় রেণুদের বাড়ী থেকে সানায়ের করুণ রাগিণী ভেসে আসছিল। হঠাৎ এক ঝলক হাসির শব্দে সে ফিরে দেখে তার প্রিয় বন্ধু রেণুকা, লতিকা মীরা প্রভৃতি দাঁড়িয়ে তার দিকে চেয়ে হাসছে। মীরা বল্লে, "কি রে বড় যে ভাবুক হয়ে গেলি।" রেণুকা তাদের মধ্যে একটু মুখরা সে বলে উঠল, "ওরে বিয়ে হোলে সবাই অমন একটু ভাবুক হয়ে পড়ে, নব বসন্তের নূতন আমেজ এখন ওর সারা দেহ মনে, তা যাক এদিকে যে বেণুর কাল বিয়ে, তোকে দেখতে না পেয়ে আমরা কেমন যেন হাঁফিয়ে উঠেছি, তুই না গেলে ত' চলে না। এখন তুই হলি আমাদের মাঝে ওর নাম কি—Experienced...... ওদিকে অনেক কিছু আয়োজন আমাদের করতে হবে। তুই তা' হলে আয়, আমরা এগোই, দেরী করলে কিন্তু ভাল হবে না তা বলে দিচ্ছি......।"

সে মুখের উপর একটু ম্লান হাসি টেনে এনে বলে, "আচ্ছা যাচ্ছি।" তারা বিচিত্র ভঙ্গী করে সবাই চলে গেল। তাদের চলার পথের দিকে সে চেয়ে রইল......তার বুকের মাঝে কি এক অসহ্য ব্যথা গুমরে গুমরে উঠ্ছিল...সে ভাব্ছিল বেশ আছে এরা...।

আস্তে আস্তে সে ছাদে গিয়ে দাঁড়াল দূরের গাছগুলির দিকে চেয়ে রইল। গত বর্ষে যে সব গাছের শাখা কচি কচি পাতায় ভরেছিল,—সেই স্নিগ্ধ শ্যামলিমা যেন কার তপ্ত নিঃশ্বাসে অভিশপ্তের মত আজ ম্লান। সে তার করুণ কম্পিত চোখ তুলে সেই দিকে চেয়েছিল। সে দুটো করুণ চোখের কালো তারায় যৌবনের অতৃপ্ত ক্ষুধা যেন অস্থির হয়ে কাঁপছিল। দূরে রেণুদের বাড়ী থেকে সানায়ের অশ্রান্ত রাগিণী প্রভাতের আকাশ-বাতাসকে মুখরিত করে তুলেছে। আনন্দ উৎসবের এক পাশে পড়ে এই মেয়েটি একবার শুধু কাঁদলো......পরে চোখ মুছে অন্তরের সমস্ত-বেদনা চেপে একবার সেই বিবাহ বাড়ীটার দিকে চেয়ে দেখলো—আনন্দ কোলাহলে সমস্ত বাড়ীটা যেন মুখর।...... হয়তো তারও জীবনে এমনি কত হাসি, কত গান, কত আশা, কত সুখ, জীবন-প্রভাতের তরুণ আলোর আনন্দ বেদনা নিয়ে জেগে উঠেছিল,—আজ তা যেন কোথায় হারিয়ে গেছে, খুঁজলেও আর তার কোন সংবাদ মেলে না।......সে ভাবছিল এইতো জীবন... এমন করে কতদিন আর সে তার জের টেনে নিয়ে চলবে...... ॥

—০—

সাজ

—শ্রীহরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়

[ভাটিয়ালি]

ওই যে সখি অভিনব,
সরম রাঙা আনন তব,
এমন ভাবে সাজিয়ে দিব,
হবে না তার তুল
(সখি) হবে না তার তুল ॥

নিবিড় কালো কেশের মাঝে
লুকিয়ে রবে সকাল সাঁঝে,
পাগল করা একটি গোছা
হাস্নু হানা ফুল।
(সখি) হবে না তার তুল ॥

পেলব-কোমল অধর পরে,
মধুর প্রীতির পরশ ঝরে
রঙীন তুলি বুলিয়ে দিতে
কর্বো না লো ভুল
(সখি) হবে না তার তুল ॥

ডালিম রাঙা কপোল তলে,
পরিয়ে দিব সোহাগ ছলে,
যত্নে গড়া—সুবাস ভরা—
বনচামেলী ফুল।
(সখি) হবে না তার তুল ॥

—০—

পত্রলেখা

মাননীয় "দীপালী" সম্পাদক সমীপে—

মহাশয়,

আশা করি আপনি আমার নিম্ন-লিখিত পত্রখানি আপনাদের কাগজে ছাপাইবেন :—

আজকাল দেখা যায় যে ইউনিভার্সিটি ইনষ্টিটিউট মন্দিরটি ক্রমশঃ গান বাজনা, থিয়েটার ইত্যাদির আড্ডা হইয়া উঠিতেছে; সপ্তাহে অন্ততঃ দুই তিনটা করিয়া মহিলা মজলিস, থিয়েটার বা গান বাজনার মজলিস সেখানে হইতেছে। পরোপকারের জন্য ভদ্র মহিলাদের অভিনয় ও হাবভাবময় নৃত্যগীতের বিনিময়ে অর্থ সংগ্রহ করা, দিন দিন যেন এটা পেশার মধ্যে দাঁড়াইতেছে। এই সকল ভদ্র মহিলাদের নাচাগান করা আজকাল একটা "Fashion"এ দাঁড়াইতেছে। ফলে ইনষ্টিটিউট-মন্দিরে তরুণ-তরুণীর অবাধ মেলা মেশা ঘটিতেছে।

স্বর্গীয় গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের আমলে শুনিতে পাই যে কাঁচা বয়সের ছেলেদের কাঁচা-মাথা যাহাতে কোন কারণে না বিগড়াইয়া যায় সেই দিকে খুবই কড়াকড়ি ছিল। তরুণী ত' দূরের কথা, অল্প বয়স্কা বালিকা পর্য্যন্ত ইনষ্টিটিউটের উৎসবাদিতে যোগ দিবার অনুমতি পাইত না।

আরও শুনিতে পাই যে ইনষ্টিটিউট-মন্দিরটি সরকারী সম্পত্তি। একথা সত্য হইলে আমরা জানিতে চাই, মন্দির ভাড়া দিবার অধিকার ইনষ্টিটিউটের আছে কি না এবং ভাড়ার টাকা সরকারী তহবিল অথবা ইনষ্টিটিউটের তহবিল—কোন্ তহবিলে জমা হইয়া থাকে? ইনষ্টিটিউটের বর্ত্তমান কর্ত্তারা কাগজের মারফতে জানাইবেন কি? ইতি—

শ্রীসন্তোষকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

[ইনষ্টিটিউটে সপ্তাহে দুই তিনটা করিয়া মহিলা মজলিস, থিয়েটার বা গান বাজনার মজলিস্ হয় না, তরুণ-তরুণীর অবাধ মেলা মেশার সুযোগও সেখানে নেই। ইউনি-ভার্সিটি ইনষ্টিটিউট্ গভর্ণমেণ্টের সম্পত্তি নয়, তা ভাড়া দেবার ক্ষমতা ওর কর্ত্তৃপক্ষের আছে, সুতরাং সে ভাড়ার টাকা সরকারী তহবিলে জমা হবার কথা একেবারে অপ্রাসঙ্গিক।
—দীঃ সঃ]

রবীন্দ্র কাব্য-সাহিত্যে দুঃখবাদের ভূমিকা

—শ্রীসনৎকুমার সিংহ, বি-এ

বাস্তব জীবনে মানুষ সুখের চাইতে দুঃখের সহিত অধিক পরিচিত। সুখের সন্ধান মাঝে মাঝে মিলিলেও তাহা ক্ষণিক এবং কদাচিৎ ঘটে। জীবন পথে মানুষকে দুঃখের সহিত সংগ্রাম করিতে করিতেই অগ্রসর হইতে হয়। মানুষকে সুখ দুঃখের গান শুনাইবার জন্যই কবিরা জন্মগ্রহণ করেন। কিন্তু যে কবি মানুষকে কেবল সুখ ঐশ্বর্য্য এবং বিলাসের গান শুনাইয়াই মুগ্ধ করিয়াছেন, যিনি তাহার বাস্তব জীবনের নিশ্চিত এবং অবশ্যম্ভাবী দুঃখ-ব্যথার অশ্রু মুছাইতে চেষ্টা করেন নাই তিনি মানবের প্রকৃত বন্ধু এবং পথপ্রদর্শক নহেন। অপর পক্ষে যিনি দুঃখের মধ্যেও মানুষকে সুখের সন্ধান দিয়া তাহাকে জীবনের কর্ম্মপথে অগ্রসর করিয়া দিয়াছেন, তিনিই মানবের প্রকৃত বন্ধু এবং পথপ্রদর্শক। মানব জীবনে সুখের গানের যতখানি প্রয়োজন, দুঃখের গানেরও ঠিক ততখানি প্রয়োজন। সেই জন্যই বার্ণস্, গ্রে, এবং হুইট্‌ম্যানের নাম যে-কোন শ্রেষ্ঠ কবির নামের চাইতে কোন অংশে কম নহে।

রবীন্দ্রনাথ অভিনব বিচিত্র সুরে আমাদের দুঃখের গান শুনাইয়াছেন। যশ, মান, সুখ ও ঐশ্বর্য্যের এত প্রাচুর্য্য পৃথিবীর আর কোন্ কবির ভাগ্যে ঘটিয়াছে? কিন্তু তিনিও দুঃখের গান রচনা করিয়াছেন। ইহাকেই বলে কবিত্বের চরম উৎকর্ষ—এইজন্যই রবীন্দ্র-প্রতিভা আজ বিশ্ব-বিজয়িনী!

মানুষকে সুখ ও দুঃখের মধ্যে ফেলিয়াই দেবতার লীলাখেলা চলিতে থাকে। সুখের দিনে মানুষ যে-দেবতাকে পুষ্পাঞ্জলি দেয়, দুঃখের দিনে আবার তাঁহারই উপর মানুষের অবিশ্বাস আসে এবং নাস্তিকতার অন্ধকার ঘনায়মান হইয়া তাহার সমস্ত শুভ-বুদ্ধিকে আবৃত করে। মানবজীবনের এই সর্ব্বাপেক্ষা দুঃসময়েও রবীন্দ্রনাথ স্থির, এবং পরম ভক্তের মত তিনি বলিতেছেন, প্রভু তোমার উপর যেন অবিশ্বাস না হয়, তোমায় যেন না ছাড়ি—

দুঃখের বেশে এসেছো বলে
তোমারে নাহি ডরিব হে,
যেখানে ব্যথা তোমারে সেথা
নিবিড় করিয়া ধরিব হে।
আঁধারে মুখ ঢাকিলে স্বামী
তোমারে তবু চিনিব আমি,
মরণ রূপে আসিলে প্রভু
চরণ ধরিয়া মরিব হে।—

দুঃখ-ব্যথাকে নিবিড় ভাবে বক্ষে ধরিয়াই রবীন্দ্রনাথ অন্ধকার অবগুণ্ঠনাবৃত চিরসুন্দরকে পাইয়াছেন। তাঁহার মরণরূপকে কবি চিনিতে ভুল করেন নাই।

ভক্তকে ছাড়িয়া ভগবান থাকিতে পারেন না, তাহাকে তাঁহার চাই-ই। সেইজন্য যে-ভক্ত সুখের দিনে তাঁহার বিচিত্র রূপকে সমগ্র ভাবে উপলব্ধি করিতে পারে না, তাহাকে ভগবান দুঃখের আঘাত দিয়া চেতন করিয়া দেন। দুঃখের বেশ ধরিয়া মানুষের অন্তর-আত্মাকে জাগাইয়া দিয়া যান।

পুষ্প দিয়ে মারো যারে
চিন্‌লো না সে মরণকে
বাণ খেয়ে যে পড়ে, সে-যে
ধরে তোমার চরণকে।

কিন্তু যাহাকে আঘাত করিয়াছেন, তাহাকেই আবার বক্ষে ধারণ করিবার জন্য ভগবান ব্যাকুল হইয়া আছেন। ইহাই মানুষের এবং দেবতার, ভক্তের এবং ভগবানের অপূর্ব্ব লীলা। ইহা না হইলে সৃষ্টির অর্থই থাকে না।

সবার নীচে ধূলার 'পরে
ফেলো যারে মৃত্যুশরে
সে-যে তোমার কোলে পড়ে
ভয় কিবা তার পড়নকে?—

এই রূপে চরম-দুঃখের মধ্য দিয়াই আমাদের পরমার্থ লাভ ঘটিতেছে। দুঃখের দুর্গম পথেই আমরা অনন্ত সুখের সন্ধান পাইতেছি। এই দুঃখপথে যথেষ্ট বাধা বিঘ্ন, মানুষ অগ্রসর হইতে পারিতেছে না। অবসন্ন হইয়া বসিয়া পড়িতেছে। তখন ভগবান তাঁহার প্রিয়তম মানুষের সহিত মিলনাকাঙ্খায় নিজেই অভিসারে বাহির হন!

আজি ঝড়ের রাতে তোমার অভিসার
পরাণ-সখা বন্ধু হে আমার।

*

কতো শ্রাবণ অন্ধকারে মেঘের রথে
সে যে আসে, আসে, আসে।
দুঃখের পরে পরম দুখে
তারি চরণ বাজে বুকে।

দুঃখের আগুনে পোড়াইয়াই আমাদের অন্তরটিকে খাঁটি করিতে হইবে। কত অসংশয়, কত অবিশ্বাস আমাদের অন্তরের আসল রূপটিকে আবৃত করিয়াছে। সেই সত্যম্, শিবম্, সুন্দরম্ যে ভগবান, তিনি ত' অসত্য বা অসুন্দরকে গ্রহণ করিবেন না। তিনি মানুষের অন্তরের সত্যকে সুন্দরকেই গ্রহণ করিবেন। সেই জন্যই তিনি দুঃখের আগুনে অসত্য, অসুন্দর এবং অমঙ্গলকে ভস্মীভূত করিয়া দেন। আমাদের মোহজাল ছিন্ন হইয়া যায়, অসংশয় অবিশ্বাস দগ্ধীভূত হইয়া যায় এবং তখনই আমরা তাঁহার রূপটিকে সমস্ত অন্তর দিয়া উপলব্ধি করিতে পারি। এইজন্য দুঃখকে আমাদের একান্ত ভাবেই প্রয়োজন।

আমার এ ধূপ না পোড়ালে
গন্ধ কিছুই নাহি ঢালে,
আমার এ দীপ না জ্বালালে
দেয় না কিছু আলো।......
... ...
অন্ধকারে মোহে লাজে
চোখে তোমায় দেখি না যে,
বজ্রে তোলো আগুন ক'রে
আমার যত কালো॥

আর এক জায়গায় কবি বলিয়াছেন—

দুঃখের বরষায় চক্ষের জল যেই নাম্‌লো,
বক্ষের দরজায় বন্ধুর রথ সেই থাম্‌লো।

দুঃখ ও ব্যথার মধ্য দিয়া মানুষ ভগবানকে যে-ভাবে অন্তরে লাভ করে, সে লাভের আর ক্ষয় নাই। ব্যথার আঘাতে মোহনিদ্রা হইতে তাহার জাগরণ হইয়াছে। দুঃখের আগুনে পুড়িয়া তাহাকে ক্রন্দন করিতেও হইয়াছে, তথাপি সে নিজেকে ধন্য মনে করিতেছে কারণ সে পরম সুন্দর আনন্দময়কে লাভ করিয়াছে। তখনই মানুষ দুঃখভোগের অর্থ পাইয়াছে। তাই সে আনন্দে গাহিল—

এত দিনে জানলেম
যে কাঁদন কাঁদলেম,
সে কাহার জন্য।
ধন্য এ জাগরণ,
ধন্য এ ক্রন্দন,
ধন্য রে ধন্য।

ব্যথা বেদনাই আমাদিগকে ভগবানের সহিত পরিচিত করাইয়া দেয়। তাহারা যে তাঁহার দূত।

বেদনা দূতী কহিছে "ওরে প্রাণ
তোমার লাগি জাগেন ভগবান"।

কিন্তু জীবনে কি আমরা কেবল দুঃখভোগই করি? তাহা ত' নয়। মাঝে মাঝে সুখের দিনও আসে, অকূল সমুদ্রের মাঝেও দ্বীপ দেখা যায়। তাই দুঃখভোগীকে কবি সান্ত্বনা দিয়া বলেন—

দুঃখ যে তোর নয় রে চিরন্তন
পার আছে রে এই সাগরের
বিপুল ক্রন্দন।

আর এক জায়গায়—

আছে দুঃখ আছে মৃত্যু
বিরহ দহন লাগে
তবুও শান্তি, তবু আনন্দ,
তবু অনন্ত জাগে।

রবীন্দ্রনাথের দুঃখবাদের একটি বিশেষত্ব এই যে, তিনি দুঃখকে কেবল দুঃখরূপে দেখিয়াই সহ্য করিতে বলেন নাই। তিনি দুঃখের মধ্যেই সুখের ছদ্মরূপ দেখাইয়াছেন। আমাদের যত অসত্য গ্লানি আছে, তাহাদের যেন পরম দুঃখের মাঝেই লয় হয়। তার পর নির্ম্মল সত্যে আমাদের অন্তরটি যেন উদ্ভাসিত হইয়া উঠে। আমরা সেই জন্য প্রার্থনা করি—

ভেঙেছো দুয়ার এসেছো জ্যোতির্ম্ময়,
তোমারই হউক জয়।
... ...
দুঃখের পথে তোমার তূর্য্য বাজে,
তরুণ বহ্নি জ্বালাও চিত্ত মাঝে,
মৃত্যুর হোক্ লয়
তোমারই হউক জয়।

পরজন্মেও রবীন্দ্রনাথ সুখদুঃখের ঢেউ-খেলান সাগর তীরে আবার ফিরিয়া আসিতে চান।

দুঃখের মাঝেই সুখের সন্ধান না পাইলে কে আবার মুক্তি না চাহিয়া এই জগতেই ফিরিয়া আসিতে চায়? কবির ইচ্ছা—

কাঁটার পথে আঁধার রাতে আবার যাত্রা করি;
আঘাত খেয়ে বাঁচি কিম্বা, আঘাত খেয়ে মরি।

রবীন্দ্রনাথ অনন্ত সুখের প্রয়াসী নন। তিনি দুঃখকেও প্রাণ ভরিয়া উপভোগ করিতে চান। দুঃখকে না এড়াইয়া বুক পাতিয়া তিনি দুঃখ সহ্য করিবার উপদেশই দেন। দুঃখতাপে তিনি সান্ত্বনা না চাহিয়া দুঃখকে জয় করার যে-সুখ যে-আনন্দ তাহাই চান। দুঃখের মধ্যেই তিনি দেবতার পরিচয় পাইয়াছেন—

যে-কেহ মোরে দিয়েছো দুখ
দিয়েছো তাঁরই পরিচয়।

সুদিনে সুখ ঐশ্বর্য্যের মাঝেই যে রবীন্দ্রনাথ ভগবানের আরাধনা করিয়াছেন, তাহা নহে। সেখানে দুঃখ শোক সমস্ত অন্ধকার করিয়া তাহারি দেহ-মনকে মুহ্যমান করিয়া দিয়াছে, সেখানেও কবি ভগবানকে স্বীকার করিয়া শ্রদ্ধার প্রণতি জানাইয়া বলেন—

বাঁচান বাঁচি, মারেন মরি,
বল ভাই ধন্য হরি।
সুধা দিয়ে মাতান্ যখন
ধন্য হরি, ধন্য হরি
ব্যথা দিয়ে কাদান যখন,
ধন্য হরি ধন্য হরি।

দুঃখে, দুর্দ্দিনে, শোকে, তাপে, ব্যথায় ভগবানের উপর অচল, অটল বিশ্বাস স্থাপনই রবীন্দ্রনাথের দুঃখবাদের চরম কথা। বাস্তব-জীবনের সুখ-দুঃখের মধ্যে তাঁহার সঙ্গে এই গানটি গাহিয়া আমরা আনন্দ পাই—

যে-কেহ মোরে দিয়েছো সুখ
দিয়েছো তাঁরি পরিচয়,
সবারে আমি নমি।
যে-কেহ মোরে দিয়েছো দুখ
দিয়েছো তাঁরি পরিচয়,
সবারে আমি নমি॥

——

—সাউণ্ড বক্স

দীপালীতে প্রতি সপ্তাহেই রেকর্ড সমালোচনা বাহির হইতেছে। আমাদের পাঠকবর্গ জানাইয়াছেন যে, আমাদের পক্ষপাত শূন্য সমালোচনা বাহির হইলে তাঁহাদের রেকর্ড ক্রয় করিবার বিশেষ সুবিধা হয়—বাছাই করার হাঙ্গামা থাকে না। অতএব এখন হইতে রেকর্ড কিনিবার পূর্ব্বে দীপালীর এই স্তম্ভটি পড়িয়া কিনিলে ক্রেতাদের কতক সুবিধা হইতে পারে।

HINDUSTHAN RECORDS
February 1935.

"হিন্দুস্থান" কোম্পানী ফেব্রুয়ারী মাসে সর্ব্ব সমেত ৬খানি রেকর্ড বাহির করিয়াছেন। ৫খানি বাঙলা গানের ও একখানি উড়িয়া গানের রেকর্ড। "হিন্দুস্থানে"র এ মাসের রেকর্ড বসন্ত আবাহন সঙ্গীতে সমৃদ্ধ। কিন্তু গায়ক ও গানের অনুপাতে ইঁহাদের রেকর্ডিং তত সুবিধা নয়। এ বিষয়ে ইঁহাদের মনোযোগী হওয়া উচিত।

*

H. 235 রেকর্ডখানিতে গান গাহিয়াছেন ডাঃ সুধামাধব সেনগুপ্ত। আধুনিক গানের শ্রেষ্ঠ শিল্পী সুধামাধব বাবুর গান শিক্ষিত সমাজের আদরের জিনিষ। H. M. V. রেকর্ডে প্রকাশিত ইঁহার গান বহুকাল ধরিয়া শিক্ষিত বাঙালীকে যথেষ্ট আনন্দ দিয়াছে! হিন্দুস্থান রেকর্ডে তাঁহার দু'খানি জনপ্রিয় গান বাহির হইয়াছে। "বসন্ত গো এস এস" গানটি সু-কবি হেমেন্দ্রকুমারের রচনা এবং সুর দিয়াছেন অন্ধ-গায়ক কৃষ্ণচন্দ্র। কালী ফিল্মসের টকী শর্ট "বসন্ত আবাহনে" এই গানটি সুধামাধব বাবু গাহিয়া জনপ্রিয় করিয়াছেন। "আবার হৃদি মম ভরিল" গানটি চমৎকার হইয়াছে।

*

H. 236. কুমারী মণিকা রায় এই রেকর্ডে দু'খানি গান গাহিয়াছেন। গান দুটিতে সুর সংযোগ করিয়াছেন ডাঃ সুধা মাধব সেনগুপ্ত। গায়িকার কণ্ঠস্বর মধুর ও সাধা। তদুপরি মনোমুগ্ধকর সুর ও গাহিবার প্রণালীর জন্য গান দুটি সুখশ্রাব্য হইয়াছে। রেকর্ড জগতে এই নবীনা শিল্পীর ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল বলিয়া মনে হয়।

*

H. 237. স্বামী সচ্চিদানন্দের দু'খানি গান এই রেকর্ডে প্রকাশিত হইয়াছে। গান দুটি "দেখতে পেলে বারেক তোমায়" ও "ঘুম ভেঙ্গেছে আমার।" গায়কের কণ্ঠস্বর জোরালো কিন্তু মধুর হয় নাই। বাণীর অস্পষ্টতার জন্য গান দুটি উপভোগ্য হয় নাই। গান দুটি আমাদের তেমন ভাল লাগিল না।

*

H. 238 রেকর্ডখানিতে শ্রীমতী নীহার বালার "ভুলে কি ভাল বেসেছি" ও "জানি না মনে কেন" গান দুটি প্রকাশিত হইয়াছে। গানের সুর-যোজনা মন্দ হয় নাই এবং গায়িকা গান দুটি ভাল-ই গাহিয়াছেন। এ রেকর্ডখানি সাধারণের ভাল লাগিবে বলিয়া মনে হয়।

*

H. 239. শ্রীমতী গোপালীবালার দু'খানি গান এই রেকর্ডে বাহির হইয়াছে। "ওগো মাধবী" গানটির রচনা নিতান্ত কাঁচা হাতের। "কাঁদন গড়ি অধীর কবি" কথাটির মানে বুঝিতে পারিলাম না। সুর যোজনাও প্রশংসনীয় নয়। দ্বিতীয় গান "ফাগুনের

বিচিত্র বার্তা

—শ্রীপ্রাণদানন্দ দাশগুপ্ত

বৈজ্ঞানিকেরা আবিষ্কার করেছেন যে, পৃথিবীতে ১৮০০ জায়গায় সমস্ত সময়ে বজ্রপাত ও ঝড় হচ্ছে।

•

বর্ত্তমানে সমস্ত পৃথিবীতে বেকার স্ত্রী পুরুষের সংখ্যা দুই কোটি কুড়ি লক্ষ।

•

লণ্ডনে বর্ত্তমানে মোটর কোচের সংখ্যা তিন হাজার।

•

এমন কয়েক জাতীয় হীরা আছে যাতে লাল আলো ফেললে সেগুলি বৈদ্যুতিক শক্তি সম্পন্ন হয়।

•

বৃটেনে সব চেয়ে তাড়াতাড়ি লিখতে পারেন মিঃ ও মিসেস্ কোল।

•

শিরা অনুভূতির গতির পরিমাণ এক সেকেণ্ডে ৪০৪ ফুট। এতেই জানা যায় শিরা অনুভূতি সব চেয়ে দ্রুতগামী।

•

ফিনিশ ষ্টেট রেলওয়েতে যদি দ্বিতীয় শ্রেণীতে ১০০ মাইল বেড়ান যায় তবে ২০।২১ টাকা ভাড়া দিতে হয়।

•

চীন দেশে 'ফিলিপাইন' দ্বীপে ১৫৩০ খৃষ্টাব্দে তামাকের প্রচলন হ'য়েছে।

ফুলবনে" রচনার দিক দিয়া ভাল কিন্তু সুর ও গাওয়ার প্রশংসা করা যায় না। সাধারণ্যে রেকর্ডখানি আদৃত না হইবার সম্ভাবনা-ই খুব বেশী।

•

H240. শ্রীযুক্ত রাধারমণ রায়ের ঢু'খানি উড়িয়া গান বাহির হইয়াছে। উৎকল-বাসীদের জন্ম "হিন্দুস্থান রেকর্ডে"র এই আনন্দ পরিবেশন প্রশংসনীয় সন্দেহ নাই।

সমালোচনা

মানবেন্দ্র (উপন্যাস)—ডাঃ শ্রীযুক্ত বঙ্কিম চৌধুরী বি, এ, প্রণীত। প্রকাশক—করুণাময়ী পাব্লিশিং হাউস, ২৫-এফ্ দুর্গাচরণ মিত্র ষ্ট্রীট্, কলিকাতা। মূল্য দুই টাকা।

এই উপন্যাসখানি পাঠ করিয়া আমরা বিশেষ প্রীত হইলাম। ইহার মূলচরিত্র মানবেন্দ্র। মানবকে জীবনে কত প্রকার ঘাত প্রতিঘাতের ভিতর দিয়া চলিতে হয় তাহারই নিদর্শন আমরা এই মানবেন্দ্র চরিত্রের মধ্যে পাইলাম। কনক পরে লোপামুদ্রাসমাজ নিপীড়িতা নারী। সমাজের শত প্রকার দুঃসহ লাঞ্ছনা সহ্য করিয়া কখনও সে তাহার আত্মবিশ্বাস হইতে বিচ্যুত হয় নাই। এই পুস্তকের মধ্যে ভবানীশঙ্কর চরিত্রটি গ্রন্থকার অতি সুন্দর রূপে ফুটাইয়াছেন। অন্যান্য চরিত্রগুলিও নিজ নিজ সত্ত্বা লইয়া পাঠক সমক্ষে উপনীত হয়। লেখকের রচনা কৌশল প্রশংসাহ। উপন্যাসখানি যে সাধারণে সমাদৃত হইবে, সে বিষয়ে আমরা নিঃসন্দেহ।

—শ্রীবিনয়ভূষণ দাশগুপ্ত

বুঝোচ?—শ্রীদ্বিজেন্দ্র নাথ মিত্র (গ্রন্থকার কর্ত্তৃক ৫২, শ্যামবাজার ষ্ট্রীট থেকে প্রকাশিত: আট আনা) প্রহসন নামের যোগ্য নয়, কি নামের যোগ্য তা জানি না। লেখা অত্যন্ত কাঁচা, রসিকতা অত্যন্ত মোটা রকমের ও নিকৃষ্ট শ্রেণীর, বাংলা গানের ইংরিজি অনুবাদ কু-রচিত ও ইংরিজির ভুলে কণ্টকিত, সুর হয় ত' বাংলার অনুরূপ।

তুমি আর আমি—শ্রীআশুতোষ বন্দ্যোপাধ্যায় (ডি, এম, লাইব্রেরী কলিকাতা তিন আনা) বঙ্গবাসী কলেজের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত শ্যামাপদ চক্রবর্ত্তী এম্-এ মহাশয়ের প্রশংসা পত্র সত্ত্বেও এই গীতি-কবিতার বইটি ভালো লাগলো না। আরো অনেক দিন গ্রন্থকার হবার লোভ লেখকের সাম্লে থাকা উচিত ছিল। লেখক বইটিকে 'অভিনব' বলেছেন, এক হিসেবে সে কথা ঠিক্।

স্রোত—শ্রীভুবনমোহন মিত্র (নারায়ণ সাহিত্য মন্দির, কলিকাতা, দেড় টাকা) সু-লিখিত উপন্যাস। লেখকের রচনা-ভঙ্গী বেশ মনোজ্ঞ। নীলাদ্রি, রাত্রি, ঊর্ম্মিলা, শ্যামলা প্রত্যেকটি চরিত্র-ই নিপুণ হাতে চিত্রিত। প'ড়তে কোথাও বাধে না, গল্প ব'লবার ধারা এমনিই সাবলীল। আমাদের সব চেয়ে ভালো লেগেছে রাত্রিকে।

ছোটদের মধুচক্র—শ্রীঅখিল নিয়োগী সম্পাদিত ও চিত্রিত (ইউ এন্ ধর এণ্ড কোঃ পাঁচ সিকা)—ছোট ছেলেমেয়েদের জন্যে সঙ্কলিত গল্প ও কবিতার বই। অখিল বাবু নাম করা সাহিত্যিক ও যশস্বী চিত্র শিল্পী। তাঁর সঙ্কলন যে প্রথম শ্রেণীর হ'য়েছে, সে কথা বলাই বাহুল্য। বইটির ছাপা কাগজ সবই সুন্দর। বইটির শ্রেষ্ঠত্বের পরিচয় স্বরূপ শুধু উল্লেখ ক'রলেই হবে যে এতে মধু পরিবেশন করেছেন:—শ্রীরবীন্দ্র নাথ ঠাকুর, শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, শ্রীজলধর সেন, শ্রীযতীন্দ্রমোহন বাগচী, শ্রীনরেন্দ্র দেব, শ্রীসুবিনয় রায় চৌধুরী, শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়, 'চন্দ্রশেখর' শ্রীকালিদাস রায়, শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়, শ্রীগিরিজাকুমার বসু, শ্রীবিভূতি বন্দ্যোপাধ্যায়, কাজি নজরুল ইসলাম, শ্রীমন্মথ রায়, শ্রীমতী রাধারাণী দেবী, শ্রীমতী প্রভাবতী দেবী সরস্বতী, শ্রীমনোজ বসু, শ্রীনৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়, শ্রীপ্রবোধ সান্যাল, শ্রীসুনির্ম্মল বসু প্রভৃতি।

চিত্রের চয়নিকা

—অভিমন্যু

নোভারো সংবাদ

হলিউডে জোর গুজব যে সুদর্শন ও সুপ্রসিদ্ধ নট র‍্যামন নোভারো নাকি শীঘ্র-ই মেট্রো গোল্ড্‌ইনের সহিত সমস্ত সম্বন্ধ ছিন্ন করিবেন। এবং ইহাও শোনা যাইতেছে—যে, তিনি লণ্ডনের কোন একটি কোম্পানীর সহিত চুক্তিবদ্ধ হইবেন। সেখানে তিনি নাকি চিত্র পরিচালনা করিবেন ?

জন প্রিয়তার পরিচয়

গত ১৯৩৪ সালে ওদেশের কোন এক খানি কাগজের মতে নিম্নবর্ণিত নট-নটীদের নামে সর্ব্বাপেক্ষা বেশী দর্শক আকৃষ্ট হইয়াছে এডি ক্যাণ্টর, গ্রেটা গার্ব্বো, মার্লেনা ডিয়েটিচ, নরমা শিয়ারার, জ্যানেট গেনর, জর্জ্জ আর্লিস, পল মুনি, ক্লার্ক গেব্‌ল, ক্লদেৎ কোলবেয়ার ও রোনাল্ড কোলম্যান। ব্রিটিশ দ্বীপপুঞ্জে এডওয়ার্ড জি. রবিনসনেরও নামের যথেষ্ট আকর্ষণ আছে। এবং অ্যান হার্ডিংএর নামের নাকি কোন-ই আকর্ষণ ওদেশে নাই।

কয়েকটি জ্ঞাতব্য বিষয়

কার্ল ব্রিসন আসল রাসপুটিনের নিকট হইতে একটি সিগারেট কেস উপহার পাইয়াছিলেন।

•

বিং ক্রসবী মাসে ৭০০০ চিঠি পান তাঁহার ভক্তদের নিকট হইতে।

•

হেনরী উইলকক্সন ("ক্লিওপেট্রা"র "মার্ক এন্টনী")শরীর ঠিক রাখিবার জন্য জর্জ্জ র‍্যাফ্‌ট ও কার্ল ব্রিসনের সঙ্গে প্রায়-ই বক্সিং লড়েন। বলা বাহুল্য, উভয়ে-ই প্রসিদ্ধ মুষ্টি-যোদ্ধা।

•

যোসেফ্‌ ভন ষ্টার্ণবার্গ আর মার্লেনা ডিয়েট্রিচের ছবি পরিচালনা করিবেন না। মার্লেনার পরবর্ত্তী ছবি আর্ণেষ্ট লুবিশ পরিচালনা করিবেন, খুব সম্ভব।

•

রিচার্ড ডিক্সের পরিবারে শীঘ্র-ই একটি শিশু দেখা দিবে।

•

মে ওয়েষ্ট প্রত্যেক ছবির জন্য বিভিন্ন পরিচালক নিযুক্ত করেন।

পরলোকে লাওয়েল শেরম্যান

সুপ্রসিদ্ধ চরিত্রাভিনেতা ও পরিচালক লাওয়েল্‌ শেরম্যান আর ইহলোকে নাই। তিনি আর-কে-ও রেডিও পিক্‌চার্সের "Becky Sharp" নামক ছবি পরিচালনা করিতেছিলেন, এমন সময় তিনি অসুস্থ হইয়া পড়েন। কিন্তু ডাক্তারদের অনুরোধ সত্ত্বেও সেই অসুস্থ অবস্থাতেই তিনি চারদিন কাজ করেন তারপর তাঁহাকে জোর করিয়া হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়, সেখানে তিনি ২৪ ঘণ্টার ভিতর-ই প্রাণত্যাগ করেন।

তাঁহার পরিচালিত ছবির মধ্যে "What Price Hollywood" "Gift of the Gods" উল্লেখযোগ্য।

এ বৎসরের ১০খানি শ্রেষ্ঠ ছবি

আমেরিকার অন্যতম শ্রেষ্ঠ কাগজ "Film Daily" নিম্নলিখিত দশখানি ছবিকে এ বৎসরের শ্রেষ্ঠ ছবি বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। ছবির শ্রেষ্ঠত্ব নির্ণয় করা হইয়াছে ভোটের সাহায্যে।

১। ব্যারেটস্‌ অফ্‌ উইমপোল ষ্ট্রীট (মেট্রো)

২। হাউস্‌ অফ্‌ রথস্‌চাইল্ড (টুয়েন্টিয়েথ সেঞ্চুরী)

৩। ইট্‌ হ্যাপেন্‌ড ওয়ান নাইট (কলম্বিয়া)

৪। ওয়ান নাইট অফ্‌ লাভ (ঐ)

৫। লিট্‌ল উইমেন (আর-কে-ও)

৬। দি থিন ম্যান (মেট্রো)

৮। ভিভা ভিলা (ঐ)

৮। ডিনার অ্যাট এইট (ঐ)

৯। কাউন্ট অফ মন্টি ক্রিষ্টো (ইউনাইটেড আর্টিষ্টস্‌)

১০। বার্কলী স্কোয়ার (ফক্স)

"Iron Duke" চিত্রের একটি দৃশ্যে জর্জ্জ আর্লিস

বীমা-প্রসঙ্গ

—শ্রীগুপ্ত

ভারতীয় কোম্পানীগুলি একসঙ্গে মিলিত হইয়া বীমাবিষয়ক নানারূপ আলোচনা, ভারতীয় প্রতিষ্ঠানকে উন্নত করিবার জন্য গঠনমূলক কার্য্যের সূচনা করিবার জন্য গত বৎসর একটি সম্মিলনের আহ্বান করেন—লাহোরে ভারতীয় বীমাসঙ্ঘের সহিত ইহার অধিবেশন হয়। সম্মিলন নানা দিক দিয়া ভারতীয় প্রতিষ্ঠানগুলির অনেক কল্যাণ সাধনা করিয়াছে—ভারতবর্ষের কণ্টকিত বীমা ব্যবসায়ের মধ্যেও এইরূপ সম্মিলনের যে কতদূর প্রয়োজনীয়তা তাহা সকলেই বুঝিতে পারিবেন। সম্মিলনে বীমা বিষয়ক নিম্নলিখিত সারগর্ভ প্রবন্ধগুলি পঠিত হয়—

(১) বীমাকোম্পানী ও কর্ম্মীগণ—মিঃ এলিম গিডবানী কর্ত্তৃক লিখিত।

(২) বীমার শিক্ষা—ডাঃ এস, সি, রায় (নিউ ইণ্ডিয়া)।

(৩) জীবনবীমা কোম্পানী ও ইহার ব্যয়—মিঃ পূর্ণচন্দ্র রায়।

(৪) বীমা কোম্পানীদের পক্ষে নূতন রূপ লগ্নী—মিঃ বি, শ্রীচাঁদ ডনেরিয়া।

(৫) ইনকাম ট্যাক্সের বিষয়ে—মিঃ এইচ, ই জোন্সের বিবৃতি।

(৬) নূতন জীবন বীমা কোম্পানী ও ইহাদের সমস্যা—মিঃ এস, সি, বন্দ্যোপাধ্যায়।

(৭) পোষ্ট অফিস বীমা তহবিল ও বীমা কোম্পানী—মিঃ রাজ বাহাদুর লাল মাথুর।

(৮) বাতিল পলিসি স্থগিত করা—টি, সি, কপুর প্রভৃতি—

এতদ্ভিন্ন ভারতীয় বীমার প্রচার কার্য্যের সহায়তা মূলক প্রয়োজনীয় অনেক মন্তব্য গৃহীত হইয়াছে। সমস্ত প্রবন্ধগুলি ও সম্মেলনের কার্য্যের বিবৃতি পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইয়াছে এবং এক টাকা মূল্য ধার্য্য হইয়াছে—১৪নং ম্যাকলিওড রোড; ইন্‌সিওরেন্স পাবলিটি কোং লাহোর এই ঠিকানা হইতে পুস্তক পাওয়া যাইবে। বীমা-কর্ম্মীগণ এইরূপ একখানি পুস্তক দ্বারা যে অনেক প্রয়োজনীয় তথ্য অবগত হইতে পারিবেন সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় সম্মিলনের সভাপতি হইয়াছিলেন এবং লালা হরকিষণ লাল অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি হইয়াছিলেন—বীমাবিষয়ে শিক্ষনীয় নানারূপ আলোচনা ব্যতীত চা জলযোগ ও বিরাট ভোজনের আয়োজন ছিল—এইরূপ অনুষ্ঠানের আধিক্য যত ঘটিবে বীমা কোম্পানীদের মধ্যেও ব্যক্তিগত ঈর্ষা দ্বেষ প্রভৃতির অবসানও তত তাড়াতাড়ি ঘুচিবে। নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণকে লইয়া স্থায়ী কমিটি গঠিত হইয়াছে—

সভাপতি—আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়

সাধারণ সম্পাদক—টি, সি, কাপুর (লক্ষ্মী)

সম্পাদক—এস্, এল, টুলি

কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতি—

এন, আর, সরকার—হিন্দুস্থান

পি, সি, রায়—হিন্দু মিউচুয়াল

এইচ, ই, জোন্স—ওরিয়্যানটাল

আর, জে, ডাফ—নিউ ইণ্ডিয়া

কে, সি, দেশাই—ইন্‌ডাষ্ট্রিয়াল ও প্রুডেনশিয়াল

রাইরামজি হরমাসজি—জেনিথ

পণ্ডিত সন্তানম—লক্ষ্মী

লালা হরকিষণলাল—ভারত

এম, কে, শ্রীনিবাসন—ইউনাইটেড ইণ্ডিয়া

এস, পি, বসু—ন্যাশানাল ইণ্ডিয়ান

এম, এন, মুখার্জ্জি—ক্যালকাটা

পি, ডি, ভার্গব—জেনারেল, প্রভৃতি

সম্মিলনের উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি আমরা কামনা করি।

* * *

অগ্রহায়ণ ও পৌষ সংখ্যা "গৃহস্থমঙ্গলে" শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বসু লিখিত পল্লীজাগরণ ও জীবনবীমা সম্বন্ধে সারগর্ভ বিস্তৃত আলোচনা প্রকাশিত হইয়াছে। শ্রীযুক্ত বসু হিন্দু

১ম বন্ধু—চল্ না, ক্যাল্‌কাটা-মোহনবাগান ম্যাচ্ দেখে আসি। আপিসে গিয়ে বল্ যে তোর কাকী হঠাৎ মারা গেছেন, তোকে শীগ্‌গির বাড়ী যেতে হবে।

২য় বন্ধু—ও কথা কি ক'রে ব'ল্‌বো—আমি যে কাকার আপিসেই কাজ করি।

*

ভদ্রলোক—মাসের শেষে দেড়শো টাকা আমি এই ব্যাঙ্কে জমা দিতে পারি কি?

ব্যাঙ্কের কর্ত্তা—নিশ্চয়ই, এ ত' আমাদের সৌভাগ্যের কথা।

ভঃ লো—ভালো; আচ্ছা আপাততঃ তা থেকে আমায় পাঁচ টাকা দিতে পারবেন কি?

*

সেনা-পরিদর্শক—ঐ নোতুন লোক্‌টি নিশ্চয় কেরাণীর কাজ ক'র্‌তো।

সেনাধ্যক্ষ—কি ক'রে বুঝ্‌লে?

সে-প—ও মাঝে মাঝে ওর রিভল্‌ভারটা কানের ওপর রাখ্‌বার চেষ্টা করে।

*

১ম বন্ধু—চিটির খাম খোল্‌বার কোনো যন্ত্র তোমার ঘরে আছে?

২য় ব—হ্যাঁ; আমার স্ত্রী।

*

একজন অধ্যাপক এত অন্যমনস্ক ছিলেন যে তিনি প্রায়ই তাঁর রুগ্ন স্ত্রীকে পিঁপড়ের ডিম দিতেন, লাল মাছের চৌবাচ্ছায় গরম জলের বোতল রাখ্‌তেন, ছেলেটিকে দম দিতেন, ঘড়িটা চাপ্‌ড়ে চাপ্‌ড়ে গুণ গুণ ক'রে গান গাইতেন সেটাকে ঘুম পাড়াবার জন্যে এবং বেরালকে লেপ চাপা দিয়ে শুইয়ে, রান্নাঘর থেকে মাছ মুখে ক'রে নিয়ে খিড়্‌কী দরজা দিয়ে নিজে বাড়ী থেকে স'রে প'ড়তেন।

মিউচুয়াল জীবন বীমা কোম্পানীর অন্যতম ডিরেক্টার ও ব্যবসায় ক্ষেত্রে বহু বৎসর লিপ্ত থাকিয়া প্রভূত অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিয়াছেন—বাংলায় বীমা সম্বন্ধে তাঁহার মত অভিজ্ঞ ব্যক্তির নিকট হইতে আমরা অনেক আশা করি।

—অভিমন্যু

[আগামী শনিবার হইতে যে সব বিদেশী ছবি কলিকাতায় মুক্তিলাভ করিবে তাহাদের অগ্রিম সংক্ষিপ্ত পরিচয়। সুতরাং কোনো বিদেশী ছবি দেখিতে যাইবার পূর্ব্বে আমাদের **চিত্র-পরিচিতি** স্তম্ভটি পড়িয়া গেলে, চিত্রপ্রিয়রা লাভবান হইবেন। দীঃ সঃ]

PHILLIPS HOLMES and JANE WYATT in "GREAT EXPECTATIONS" UNIVERSAL

হোয়্যার সিনারস্ মীট
(Where Sinners Meet).

আর-কে-ও এলফিনষ্টোনে দেখানো হইবে। ইহাতে অভিনয় করিয়াছেন ডায়ানা উইনার্ড, ক্লাইভ ব্রুক, বিলি বার্ক, রেজিনাল্ড ওয়েন প্রভৃতি। আর-কে-ও রেডিওর ছবি, পরিচালনা করিয়াছেন জে, ওয়াল্টার রুবেন।

মিঃ লাটিমার একজন ক্রোড়পতি হইলেও অত্যন্ত খামখেয়ালী ছিলেন। কোন যুবক যুবতী পরস্পর পরস্পরকে ভালবাসে, কিন্তু কোন কারণবশতঃ পলাইয়া যাইতে চায়—তাহাদের তিনি ডোভার রোডস্থ গৃহে নজরবন্দী করিয়া রাখিয়া তাহাদের ভবিষ্যৎ সুখ স্বচ্ছন্দতা সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হইয়া তবে তাহাদের ছাড়িয়া দিতেন। অ্যানি লিওনার্ডের সহিত ঠিক এইভাবে পলায়ন করিতেছিল। লিওনার্ড ছিল বিবাহিত, কিন্তু অ্যানিকে আশ্বাস দিয়াছিল যে তাহার পত্নী এনষ্টাসিয়ার সহিত সকল সম্বন্ধ যেমন করিয়া হউক বিচ্ছিন্ন করিবেই। কিন্তু পথিমধ্যে তাহাদের গাড়ী খারাপ হইয়া যাওয়ায় ডোভার রোডস্থ লাটিমারের গৃহে আশ্রয় লইতে বাধ্য হয়। কিন্তু উক্ত গৃহে আরও দুইজন যুবক যুবতী বাস করিতেছিল। তাহারা আর কেহই নয়—লিওনার্ডের পরিত্যক্ত পত্নী এনষ্টাসিয়া ও তাহার প্রণয়ী নিকোলাস। ডিনার টেবিলে সকলের সহিত দেখা সাক্ষাৎ হয়। মিঃ লাটিমারের মধ্যস্থতায় লিওনার্ড পুনরায় তাহার স্ত্রীর নিকট ফিরিয়া গেল। নিকোলাসকে একাই ফিরিয়া যাইতে হইল। এবং অ্যানি মিঃ লাটিমারের সহিত মিলিত হইল।

ছবির গল্পটি একটু মঞ্চঘেঁসা হইলেও অভিনেতৃবর্গের অভিনয়-নৈপুণ্যে ছবিখানি হৃদয়গ্রাহী হইয়াছে। ডায়ানা উইনার্ডের 'অ্যানি' ও ক্লাইভ ব্রুকের 'লাটিমার' খুবই উপভোগ্য হইয়াছে। রেজিনাল্ড ওয়েন ও বিলি বার্কের অভিনয়ও মন্দ হয় নাই।

দি গে ব্রাইড
(The Gay Bride).

গ্লোবে দেখানো হইবে। ইহাতে অভিনয় করিয়াছেন ক্যারল লম্বার্ড, চেষ্টার মরীস, ন্যাট পেণ্ডলটন, লিও ক্যারিলো, জাম্স পিট্স প্রভৃতি। মেট্রোর ছবি, পরিচালনা করিয়াছেন জ্যাক কনওয়ে।

প্রসিদ্ধ দস্যু শুটস ম্যাগিজ সুন্দরী নর্ত্তকী মেরীকে ভালবাসিল। মেরী যখন তাহার সহিত বিবাহের প্রস্তাব করিল, ম্যাগিজ তৎক্ষণাৎ রাজী হইল। এবং সে বিবাহ খুব জাঁক জমকের সহিত করিবে বলিয়া স্থির করিল। বিবাহের দিন শুটস সংবাদ পাইল যে যে গির্জ্জায় তাহাদের বিবাহ হইবে সেখানে তাহার প্রতিদ্বন্দ্বী আর এক দল বদমায়েস যাইবে। বিবাহ পণ্ড হইবার আশঙ্কায় পুরোহিতের সম্মুখে শুটসের আড্ডাতেই বিবাহ সুসম্পন্ন হইল। মেরী ছিল খুব বুদ্ধিমতী। সে ভবিষ্যতের কাজ গুছাইয়া লইবার জন্য শুটসকে দিয়া একখানি উইল করাইয়া লইল। মধুযামিনী হইতে ফিরিয়া অকস্মাৎ শুটস মৃত্যুমুখে পতিত হইল। শুটসের উইলে তখন দেখা গেল, যে তাহার যাহা সম্পত্তি ও টাকাকড়ি উইল করা ছিল তাহা অপেক্ষা তাহার ঋণের পরিমাণ বেশী। তারপর নানা ঘটনা-বিপর্য্যয়ের পরে মেরী সেই অফিসের আর একজন কর্ম্মচারীর সহিত মিলিত হইল।

'মেরীর' ভূমিকাটি ক্যারল লম্বার্ডের অভিনয়ে জীবন্ত হইয়া উঠিয়াছে, চেষ্টার মরীসের কর্ম্মচারীও সু-অভিনীত হইয়াছে।

গ্রেট এক্সপেক্টেসনস্
(The Great Expectations)

এম্পায়ারে দেখানো হইবে। শ্রেষ্ঠাংশে হেনরী হাল, ফিলিপস্ হোমস, জেন ওয়াট, অ্যালান হেল, জর্জ্জ ব্রিকষ্টোন, ফ্লোরেন্স রীড প্রভৃতি। ইউনিভার্সেলের ছবি, পরিচালনা করিয়াছেন ষ্টুয়ার্ট ওয়াকার।

ইহাই ডিকেন্সের প্রথম গল্প যাহা চলচ্চিত্রাকারে রূপ পাইয়াছে। সুতরাং এই ছবিখানি সম্বন্ধে আগ্রহ সকলের বেশী হওয়াই স্বাভাবিক। বালক 'পিপ' একজন পলাতক কয়েদী ম্যাগউইচকে খাদ্য ও পানীয় দিয়া সাহায্য করিয়াছিল। ইহাতে পিপ ও ম্যাগউইচ উভয়ের মধ্যে বন্ধুত্ব স্থাপিত হয়। পিপ খুব মন-মরা হইয়া তাহার বোন ও ভগ্নিপতির নিকট থাকিত। একদিন সেই গ্রামের-ই জীবনের প্রতি বীতশ্রদ্ধ মিস হ্যাভিস্যাম পিপকে তাঁহার কন্যা এষ্টেলার সহচর রূপে

সর্ব্বদা থাকিতে বলায় পিপ যেন আকাশের চাঁদ হাতে পাইল। এষ্টেলাও তার মার মত খুব গম্ভীর প্রকৃতির মেয়ে ছিল।

তারপর অনেকদিন কাটিয়া যাইবার পর পিপ যখন বড় হইয়াছে, তখন হঠাৎ সে সংবাদ পাইল যে সে একটা খুব বৃহৎ সম্পত্তির মালিক হইয়াছে। কিন্তু কে যে তাহা দিয়াছে তাহা জানিতে পারিল না। লণ্ডনে গিয়া পিপ জানিতে পারিল যে ম্যাগউইচ-ই ইহার দাতা। ম্যাগউইচ অষ্ট্রেলিয়াতে নির্ব্বাসিত হইয়াছিল। কিন্তু সে একজন লোকের প্রতিশোধ লইবার জন্য সেখান হইতে পলাইয়া আসে, কিন্তু সে ধৃত হয় এবং তাহার ফাঁসির হুকুম হয়। পিপ ভগ্নহৃদয় হইয়া তাহার দেশে ফিরিয়া আসিয়া দেখে যে তাহার-ই জন্য এষ্টেলা অপেক্ষা করিয়া আছে।

"ম্যাগউইচে"র ভূমিকায় হেনরী হাল যে অপরূপ রূপ-সজ্জার পরিচয় দিয়াছেন তাহা বিস্ময়কর। তাঁহার অভিনয়ও খুব ভাল হইয়াছে; জর্জ্জ ব্রিকষ্টোনের 'ছোট পিপ' ও ফিলিপস্ হোমসের 'বড় পিপ'ও সু-অভিনীত হইয়াছে।

লাইম হাউস ব্লুস
(Limehouse Blues)

প্লাজায় দেখানো হইবে, শ্রেষ্ঠাংশে জর্জ্জ র‍্যাফ্‌ট, জীন পার্কার, অ্যানা মে ওয়ং, মণ্টেগু লাভ, কেণ্ট টেলর প্রভৃতি। প্যারামাউণ্টের ছবি, পরিচালনা করিয়াছেন আলেকজাণ্ডার হল।

হ্যারী ইয়ং ছিল আধা চীনে, আধা মার্কিনী। লণ্ডনের লাইমহাউস নামক স্থানে সে লিলি গার্ডেন কাফে নামক একটা কাফে চালাইত। সে ভিতরে ভিতরে সিল্ক আমদানী করিত। সে ব্যাপার যাহাতে গভর্ণমেণ্ট জানিতে না পারে এই জন্য-ই ওই কাফিখানার অবতারণা! সেই কাফেতে টু-টুয়ান নাম্নী এক চৈনিক নর্ত্তকী নৃত্য করিত। হ্যারী এরূপ নিষ্ঠুর প্রকৃতির লোক ছিল যে যদি কেহ তাহার কথার উপর কথা বলিত তাহাকে সে হত্যা করিতেও কুণ্ঠিত হইত না। তবে হত্যা সে নিজে করিত না তাহার চাকর রাখাই সে কাজ করিত। হ্যারী টোনী নাম্নী তাহার প্রতিদ্বন্দ্বীর এক সৎমেয়েকে ভালবাসিল। কিন্তু টোনী এরিক বেণ্টন নামক এক লণ্ডনের কুকুর বিক্রেতাকে ভালবাসিত। ইহাতে হ্যারীতে ও বেণ্টনে খুব রেষারেষি চলিতে থাকে। হ্যারী বেণ্টনকে খুন করিবার মতলব করে। কিন্তু সে যখন দেখিল টোনী কতখানি বেণ্টনকে ভালবাসে তখন হ্যারী তাহার মত পরিবর্ত্তন করিল। টোনীকে এক মহাবিপদ হইতে বাঁচাইতে গিয়া হ্যারী টোনীর কোলের উপর মাথা রাখিয়াই প্রাণত্যাগ করে, কিন্তু মৃত্যুর পূর্ব্বে বেণ্টনকে বিবাহ করিয়া সুখী হইতে অনুরোধ করিয়া যায়।

'হ্যারী' ও 'টোনী'র ভূমিকায় জর্জ্জ র‍্যাফ্‌ট ও জীন পার্কার খুব চমৎকার অভিনয় করিয়াছেন। 'টু টুয়ানে'র ভূমিকায় অ্যানা মে ওয়াং ও 'এরিকে'র ভূমিকায় কেণ্ট টেলরের অভিনয়ও উল্লেখযোগ্য।

লেডি ইন ডেঞ্জার
(Lady in Danger).

নিউ এম্পায়ারে দেখানো হইবে। শ্রেষ্ঠাংশে টম ওয়ালস্, ইভন আর্ণড, লিওন এম, লায়ন, হিউ ওয়েকফিল্ড, অ্যানি গে প্রভৃতি। গমো ব্রিটিশের ছবি, পরিচালনা করিয়াছেন টম ওয়াল্‌স।

ডেক্সটার নামক এক ব্যক্তি আর্ডেনবার্গ নামক সহর পর্য্যটনে গিয়া দেখে, সেখানকার লোকেরা বিদ্রোহ করিয়াছে। সেখানকার শাসনকর্ত্তা ডেক্সটারকে বলেন যে রাণীকে

"Limehouse Blues" ছবিতে অ্যানা মে ওয়াং।

একটি নিরাপদ স্থানে লইয়া যাইতে। ডেক্সটার তাহাকে লণ্ডনে লইয়া গেল। এই ঘটনায় ডেক্‌স্‌টারের প্রণয়ীর সহিত মনোমালিন্য ঘটিল। তারপর বহু হাস্য-রসাত্মক ঘটনার ভিতর দিয়া এই ব্যাপারের নিষ্পত্তি হইল যখন ডেক্‌স্‌টার প্যারিসে গিয়া রাজার হাতে রাণীকে সমর্পণ করে।

সর্ব্বাপেক্ষা হাস্যকর স্থান সেইখানে যেখানে ডেক্সটার (টম ওয়ালস) রাণীকে (ইভন আর্ণড) ইংরাজী ভাষা বুঝাইতে চেষ্টা করিতেছে। কারণ রাণী ছিলেন ফরাসী। ছবির সংলাপগুলি খুব উপভোগ্য। অভিনয় সকলেরই চিত্তাকর্ষক হইয়াছে।

লিভ ইট টু মি

(Leave it to me)

ম্যাডানে দেখানো হইবে, শ্রেষ্ঠাংশে জিনি গোরারড, অলিভ বোর্ডেন, মলী ল্যামণ্ট জর্জ্জ জী, প্রভৃতি। বি, আই, পির ছবি, পরিচালনা করিয়াছেন মণ্টি ব্যাঙ্কস।

ছবিখানিতে বিশেষত্ব কিছুই নাই। তবে বহু হাস্যকর ঘটনা-সমাবেশে জিনি গোরারডের অভিনয় খুব উপভোগ্য হইয়াছে।

লিট্‌ল্‌ সিজার

(Little Caesar)

রিগ্যালে দেখানো হইবে, শ্রেষ্ঠাংশে এডওয়ার্ড জি, রবিন্‌সন, ডগলাস ফেয়ার ব্যাঙ্কস (ছোট), গ্লেণ্ডা ফ্যারেল, সিডনী ব্ল্যাকমার প্রভৃতি। ফার্ষ্ট ন্যাশান্যালের ছবি, পরিচালনা করিয়াছেন মারভীন লী রয়।

ছবিখানি ১৯৩০ সালের ছবি, আমাদের দেশে এই সুদীর্ঘ পাঁচ বৎসর পরে মুক্তিলাভ করিতেছে। একজন দস্যুর ভূমিকায় এডওয়ার্ড জি, রবিনসন খুব চিত্তাকর্ষক অভিনয় করিয়াছেন। ডগলাস্‌ ফেয়ারব্যাঙ্কস ও গ্লেণ্ডা ফ্যারেলও মন্দ অভিনয় করেন নাই। ছবিখানি সাধারণের ভাল-ই লাগিবে।

এসেস্‌মেণ্ট ডিপার্টমেণ্ট

এতদ্বারা সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে কলিকাতা সহরের নিম্নলিখিত ওয়ার্ডের জমি ও বাটীর কর ধার্য্য করিয়া সমাপ্ত করা গিয়াছে। উক্ত ধার্য্য করের তালিকা, রবিবার ও পর্ব্ব দিবস ব্যতীত, অন্য দিবসে দিবা ১১টা হইতে ৪টা পর্য্যন্ত, সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জ্জি রোড, ৫নং বাটী, মিউনিসিপাল আফিসে দৃষ্ট হইতে পারে।

ওয়ার্ড নং ১৮, ট্যাংরা।

উত্তর সীমা—বেলিয়াঘাটা খাল এবং পাগলাডাঙ্গা রোড।

দক্ষিণ সীমা—তিলজলা রোড এবং তপ্‌সিয়া রোড সাউথ।

পূর্ব্ব সীমা—পাগলাডাঙ্গা রোড, ট্যাংরা রোড সাউথ, তপ্‌সিয়া রোড নর্থ, হিউজেস্‌ রোড এবং হিউজেস্‌ রোড ও তপ্‌সিয়া রোড সাউথ সংযোগকারী নূতন রাস্তা, যথায় সহর এবং সহরতলীর হাই লেভেল সিউয়ার মিলিত হইয়াছে।

পশ্চিম সীমা—কাঁকুড়গাছি রোড এবং ইষ্টার্ণ বেঙ্গল রেলওয়ে।

পি. ত্রিবেদী
কর্পোরেসনের এসেসর।
মিউনিসিপ্যাল আফিস
১৯শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৩৫।

সাপ্তাহিকী
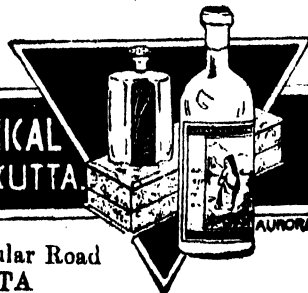
গভীর দুঃখের সঙ্গে জানাচ্ছি যে ৬৩ বছর বয়েসে গেল শনিবার সন্ধ্যের সময় শ্রীযুক্তা প্রিয়ম্বদা দেবী লোকান্তরিতা

হ'য়েছেন। তাঁর মৃত্যুতে বাংলা সাহিত্যের আর বাংলার কাব্য-সাহিত্যের যে ক্ষতি হোলো, তা পূর্ণ হবার নয়। আমরা ব্যক্তিগত ভাবে ঘনিষ্ঠ রূপে তাঁকে জানতুম, ছোটো ভাইয়ের মতো আমাদের তিনি স্নেহ ক'র্‌তেন। তাঁর অমায়িক মধুর প্রকৃতির পরিচয় আমরা দীর্ঘকাল ধ'রে পেয়েছি। তাঁর মা শ্রীযুক্তা প্রসন্নময়ী দেবী আশী বছর বয়েসে যে শোক পেলেন তার সান্ত্বনা দেবার ভাষা আমাদের নেই। বিধাতা তাঁর মনে বল দিন, মৃত কবির আত্মার কল্যাণ করুন।

*

গেল শনিবার পাঞ্জাব ছাত্র সম্মেলন তাঁদের কাজ শেষ ক'রেছেন। কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথকে সেই সময়ে তাঁরা তিন হাজার এক টাকার একটি তোড়া উপহার দিয়েছেন। শ্রদ্ধার শূন্য আস্ফালন তাদের নয়।

*

গেল রবিবার অপরাহ্নে শ্রীগিরিজাকুমার বসুর বাড়ীতে রবিবাসরের অধিবেশন হ'য়েছিল। সকলে দাঁড়িয়ে শ্রীযুক্তা প্রিয়ম্বদা দেবীর মৃত্যুতে শোকপ্রকাশ করেন। সাহিত্যিক ও শিল্পীদের মধ্যে তাতে উপস্থিত ছিলেন রায় জলধর সেন বাহাদুর, শ্রীযুত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রকুমার ও হেমেন্দ্রলাল রায়, শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত নরেন্দ্র দেব, শ্রীযুক্ত প্রভাতকিরণ বসু, শ্রীযুক্ত পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, শ্রীযুত ফণী গুপ্ত, শ্রীযুক্ত সুনির্ম্মল বসু, শ্রীযুক্ত প্রফুল্ল সরকার, শ্রীযুত ক্ষিতীশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, শ্রীযুক্ত নরেন্দ্র বসু, শ্রীযুত বিভাস চৌধুরী, শ্রীযুত শৈলেন্দ্র কৃষ্ণ লাহা, শ্রীযুত অমূল্য চরণ বিদ্যাভূষণ প্রভৃতি। শরৎদা 'প্রেম' সম্বন্ধে সুন্দর আলোচনা করেন—শৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহাও তাতে যোগ দেন। গিরিজাকুমারের চতুর্দ্দশী নাত্‌নী রমা সোম, রবীন্দ্রনাথের "আজি দখিন দুয়ার খোলা" ও শিল্পী পূর্ণ চক্রবর্ত্তী কীর্ত্তি গেয়ে সকলকে তৃপ্ত করেন। খাওয়া দাওয়ার পর রাত আটটায় সভা ভাঙে। রবিবাসর লোভজনক হ'য়ে দাঁড়াচ্ছে। গিরিজাকুমার সেখানে প্রেমের যে স্রোত বহিয়েছেন তা অনেকদূর গড়ালো।

*

গেল শনিবার ইউনিভার্সিটি ইন্‌ষ্টিটিউটে ভারতস্ত্রী শিক্ষা সদনের পুরস্কার বিতরণী সভায় সভাপতিত্ব ক'র্‌বার সময়ে শ্রীযুত শ্যামা প্রসাদ মুখোপাধ্যায় প্রকাশ ক'রেছেন যে বিদ্যালয়গুলিতে ছাত্রীদের সংখ্যা যে পরিমাণে বেড়েছে তা ভয়ঙ্কর। তাঁর নিজের কথা 'alarming' ঐ কথাটা তিনি তাদের মধ্যে শিক্ষা বিস্তার সম্বন্ধে ব্যবহার করেন নি, বিস্তারের প্রণালী কি হওয়া উচিত তাই ভেবে ব'লেছেন। মেয়েদের ভয় করবার সময় এসেছে, সত্য।

*

গেল রবিবার লাহোরের ব্রাড্‌ল হলে রবীন্দ্রনাথের মুখ থেকে বাংলা ও ইংরিজি কবিতার বাচন শোন্‌বার জন্যে এত বেশী লোক সমাগম হ'য়েছিল যে পুলিশও জনতাকে নিয়ন্ত্রিত ক'র্‌তে পারি নি এবং কবিগুরুকে মাঝ পথ থেকে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া হ'য়েছিল কিন্তু তাঁর দর্শনলাভের জন্যে সেই বিপুল জনতার প্রবল দাবীর ফলে তাঁকে পরে আসতে হ'য়েছিল। শ্রীযুক্তা সরোজিনী নাইডু সভানেত্রী হ'য়েছিলেন। দেশ নাকি রবীন্দ্রনাথকে ভালবাসে না?

গান

—শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়

ও কে নাচিয়ে নিচোল যায় গো,
ওগো মোহনিয়া দাখনায় গো!
ভরা জোছনায় নেচে যায় গো!

*

নূপুরে রাগিণী বাজে
কুসুমিত তৃণ-মাঝে,
ওর আঁখি ডাকে আয় আয় গো—
ডেকে আয় ব'লে নেচে যায় গো!

*

হাসির পসরা অ-ধরা অধরে,
অলক-অলিনী দুলিছে আদরে।

*

গোলাপী কপোল দেখে
হৃদয় মদিরা মেখে
মধু কোকিল-গীতিকা গায় গো—
ও কে প্রাণ চুরি ক'রে যায় গো!
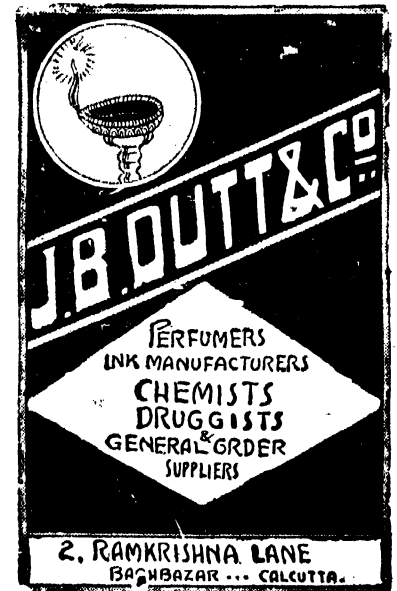
কলিকাতা সঙ্গীত সম্মিলনীর বাৎসরিক পারিতোষিক বিতরণ এবং রজত রঙ্গোৎসব

গত ৮ই ফেব্রুয়ারী শুক্রবার ৪ঘটিকার সময়, কলিকাতা টাউন হলে সঙ্গীত সম্মিলনীর ছাত্রীদিগের বার্ষিক পারিতোষিক বিতরণ হইয়া গিয়াছে। এতদুপলক্ষে লেডি বার্কমায়ার সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। প্রথমে সমবেত ছাত্রীগণ কর্ত্তৃক একটী সংস্কৃত বৈদিক স্তোত্র উদ্বোধন সঙ্গীত রূপে গীত হয় এবং ইহার পর সম্মিলনীর প্রথম এবং দ্বিতীয় শ্রেণীর ছাত্রীগণ কর্ত্তৃক সমবেত ধ্রুপদাঙ্গ সঙ্গীত পাখোয়াজের সহিত গীত হয়। অতঃপর উচ্চশ্রেণীর ছাত্রীগণ কর্ত্তৃক একটী ঐক্যতান বাদনের অনুষ্ঠান হয়। ঐক্যতানবাদনটি খুবই মনোমুগ্ধকর হইয়াছিল। তারপর উচ্চশ্রেণীর ছাত্রীগণ কর্ত্তৃক পুনরায় নৃত্যাদি এবং বাঙ্গালা আধুনিক সমবেত সঙ্গীত অনুষ্ঠানের পর সম্মিলনীর শ্রেষ্ঠ শ্রেণীর ছাত্রী কুমারী গীতা দাস ও কুমারী ইভা গুহ কর্ত্তৃক একটি উচ্চ শ্রেণীর হিন্দী গান গীত হয়। ইঁহাদের সহিত তাল লয়ের নিখুঁত মিশ্রণে এতই সুমধুর হইয়াছিল যে সভাস্থ সকলেই উভয়ের ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছিলেন। ইঁহারা উভয়েই এই বৎসর সম্মিলনীর বার্ষিক উপাধি পরীক্ষায় সসম্মানে উত্তীর্ণ হইয়া সম্মিলনী হইতে 'গীতশ্রী' উপাধিতে ভূষিতা হইয়াছেন। অতঃপর নিম্নশ্রেণীর বালিকাগণ কর্ত্তৃক একটী গীত অনুষ্ঠান হয়।

সঙ্গীতাদি সমাপ্ত হইবার পর মিসেস্ বি, এল, চৌধুরী সম্মিলনীর গত বৎসরের রিপোর্ট পাঠ করেন এবং পাঠ সাঙ্গ হইবার পর মাননীয় লেডি বার্কমায়ার কর্ত্তৃক ছাত্রী দিগকে পুরস্কার বিতরণের কার্য্যাদি আরম্ভ হয়। পুরস্কারান্তে মিঃ বটমলি একটি নাতি-দীর্ঘ বক্তৃতার দ্বারা ভারতীয় বিশুদ্ধ সঙ্গীতের বহুল প্রচার কামনা করেন এবং সম্মিলনীর এবম্বিধ সঙ্গীত শিক্ষার প্রতি বিশেষ আন্তরিকতা প্রকাশ করেন।

অতঃপর সম্মিলনীর বাৎসরিক পারিতোষিক বিতরণ উৎসবের পর কলিকাতা সঙ্গীত সম্মিলনী পঞ্চবিংশতি বর্ষ অতিক্রম করা হেতু আনন্দ প্রকাশের নিমিত্ত সম্মিলনীর রজত রঙ্গোৎসব অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়। সন্তোষের রাজা বাহাদুর মাননীয় স্যার মন্মথনাথ রায় চৌধুরী কে, টি মহাশয় ইহাতে সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। সর্ব্ব প্রথমে সভাপতিকে মাল্যদানের পর সভাপতির অভিভাষণ হয়। অতঃপর মিসেস্ বি, এল, চৌধুরী কর্ত্তৃক সঙ্গীত সম্মিলনীর সংক্ষিপ্ত বিবরণ এবং বঙ্গ দেশে সঙ্গীত শিক্ষার বিস্তার সম্পর্কে একটি রিপোর্ট পাঠ করেন। এবং অতঃপর শ্রীযুক্ত বিনয়কুমার রায় চৌধুরী, ডেপুটী মেয়র, ডাঃ মিত্র, রায় বাহাদুর খগেন্দ্রনাথ মিত্র, মিঃ ডি, পি, খৈতান এবং আরও বহু বিশিষ্ট গণ্যমান্য ব্যক্তি সভায় যোগদান এবং বক্তৃতাদ্বারা সভার সৌষ্টব সাধন করিয়াছিলেন। পরে কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ গায়ক শ্রীগিরিজাশঙ্কর চক্রবর্ত্তী মহাশয় একটী গান করেন। বলা বাহুল্য, ইঁহার গানটি খুবই উচ্চশ্রেণীর হইয়াছিল। সভাস্থ জনমণ্ডলী সকলেই তাঁহার সঙ্গীতে অশেষ আনন্দ লাভ করিয়াছিলেন।

উক্ত সভায় কলিকাতার বহু বিশিষ্ট ভারতীয় ও ইউরোপীয় মহিলা এবং ভদ্রমহোদয় যোগদান করিয়াছিলেন।

শোভাবাজার ব্যাড্‌মিণ্টন এসোসিয়েশনের বার্ষিক সভা ও পুরস্কার বিতরণ

গত সোমবার শ্রীযুক্ত ডি, মল্লিক শ্রীযুক্ত আই, এন, দেবকে ১৫-৯, ৯-১৫ এবং ১৫-১৩ পয়েণ্টে পরাজিত করেন। মঙ্গলবার দিন পুরস্কার দেওয়া হয়। নাটোরের মহারাজা শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ রায় ও শ্রীযুক্তা নেলী সেনগুপ্তা পুরস্কার বিতরণ করেন। মহারাজা বাহাদুরের বক্তৃতা অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী হইয়াছিল। অতিথিগণের আপ্যায়নের জন্য যে সব ব্যবস্থা ছিল, তাহাদের মধ্যে ছুরি খেলা, অগ্নির মধ্যে নৃত্য ও নেল বোর্ড প্রভৃতি প্রশংসার যোগ্য। ইহাতে বহু গায়ক যোগদান করিয়াছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে শ্রীনলিনী সরকার, শ্রীরবীন্দ্রমোহন বসু, শ্রীশিশির গুহ, শ্রীজটাধারী পাইন, শ্রীবীরেন দে প্রভৃতি সমবেত

জনমণ্ডলীকে আপ্যায়িত করেন। প্রাচ্য নৃত্যটিও বেশ মনোজ্ঞ হইয়াছিল, জলযোগান্তে সভাভঙ্গ হয়। বহু বিশিষ্ট নাগরিক এই উৎসবে যোগ দিয়াছিলেন।

সেণ্ট্রাল ফ্রেণ্ডস্ ইউনিয়ন

৩রা ফাল্গুন শুক্রবার সন্ধ্যা ৭ ঘটিকায় উক্ত ক্লাবের সভ্যগণ নাট্যনিকেতন রঙ্গমঞ্চে "মহারাষ্ট্র" ও "প্রেমের তুফান" অভিনয় করিয়াছেন।

রূপবাণীতে

"ডেথ টেক্স এ হলিডে"

শনিবার ২৩শে ফেব্রুয়ারী হইতে রূপবাণী চিত্রগৃহে একখানি নূতন ধরণের চিত্র প্রদর্শিত হইবে। ছবিখানির নাম উপরে বর্ণিত হইয়াছে।

শ্রেষ্ঠাংশে অভিনয় করিয়াছেন "ফ্রেড্রিক মার্চ্চ।

রূপবাণীর পরবর্ত্তী চিত্র—"দি ইনভিজিবল ম্যান"।

ছায়া

আগামী ২৩শে ফেব্রুয়ারী শনিবার হইতে "ছায়ায়" বর্ত্তমান বৎসরের একখানি প্রেম-মাধুর্য্য মণ্ডিত এবং সমরানলোজ্জ্বল চিত্র "দি ওয়ার্ল্ড মুভস্ অন" দেখান হইবে। ইহাতে ম্যাডেলিন ক্যারল ও ফ্রাঙ্কোট টোন শ্রেষ্ঠাংশে অভিনয় করিয়াছেন।

"ছায়ার" পরবর্ত্তী আকর্ষণ ডগল্যাস ফেয়ারব্যাঙ্কসের নবতম চিত্র "দি প্রাইভেট লাইফ অব ডন জুয়ান"। ডগলাসের এই চিত্রখানিতে ডন জুয়ানের গোপন জীবনের কলঙ্ককথা প্রভৃতি যেন জীবন্তভাবে চিত্রিত হইয়াছে।

রাধা ফিল্ম কোং

"মানময়ী গার্লস স্কুলের" কাজ সম ভাবেই চলিতেছে।

"দক্ষযজ্ঞ" এই সপ্তাহে বিংশ সপ্তাহে পদার্পন করিবে। "দক্ষযজ্ঞ" যখন ক্রাউনে ২৫শ সপ্তাহে পড়িবে তখন পূর্ণ থিয়েটারেও যাহাতে আর একখানি কপি চলে তাহার ব্যবস্থা হইতেছে।

"রাজনটী বসন্তসেনা" হাওড়া টকী হাউসে এই শনিবার দ্বিতীয় সপ্তাহে পড়িবে।

"অমৃত মন্থন"

প্রভাত ফিল্মের নবতম চিত্র "অমৃত মন্থন" এই শনিবার নিউ সিনেমায় মুক্তিলাভ করিয়াছে। ছবিখানির গল্পটি যেমন চিত্তাকর্ষক, অভিনয়ও হইয়াছে তেমনি নিখুঁৎ। "রাজগুরু"র ভূমিকায় শ্রীযুক্ত চন্দ্রমোহনের অভিনয় আমাদের "রাস-পুটীনের" কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। সেটিংস-এ প্রভাত ফিল্ম ভারতবর্ষের শীর্ষ-স্থানীয় এবং সে সুনাম ইহাতে পূর্ণমাত্রায় বজায় আছে। ছবিখানি হিন্দী ভাষায় হইলেও বাঙ্গালীদেরও ছবিখানি বুঝিতে কোন কষ্ট হইবে না।

ক্লুয়েলীন কাপ

১৫ই ফেব্রুয়ারী শুক্রবার কলিকাতা বেতার ষ্টেশনের প্রধান পরিচালক মিঃ জে, আর, ষ্টেপলটন গত জানুয়ারী মাসে বেতারে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অভিনয় করার জন্য এবং বিশেষ

করিয়া 'পথের শেষে' নাটকে দুর্গাশঙ্করের ভূমিকায় অসামান্য সাফল্য লাভের জন্য বেতার নাটুকে দলের অন্যতম শ্রেষ্ঠ অভিনেতা শ্রীঅহীন্দ্র চৌধুরীকে মেসার্স এমিল মেডিকেল প্রডাক্টস প্রদত্ত জানুয়ারী মাসের "ফ্লুয়েলীন" কাপ উপহার দিলেন। অহীন্দ্রবাবুর এ সম্মানে আমরা সুখী হইয়াছি।

"এক রাত-মে আমীর"

Tea Cess Commiteeর "এক-রাত-মে-আমীর" একখানি সবাক বিজ্ঞাপনী-চিত্র। শ্রীযুক্ত নিরঞ্জন পাল অরোরা সিনেমা কোম্পানীর সহযোগে, বইখানির পরিচালনা কার্য্য শেষ করিয়াছেন। গল্পটি শ্রীযুক্ত দেবকুমার বসু কর্ত্তৃক লিখিত হইয়াছে। নাটকে—সংলাপ রচনা করিয়াছেন মিঃ এম, এ, নাক। সঙ্গীত সংযোজনা করিয়াছেন—শ্রীযুক্ত রণজিৎ রায়, এবং ফটোগ্রাফির ভার শ্রীযুক্ত অশোক সেন ও শ্রীযুক্ত দেবী ঘোষ, এবং শব্দ সংযোজনার ভার মিঃ এস, সিং মহাশয়ের উপর অর্পিত হইয়াছিল। গত বুধবার ইটালি-টকিজে ছবিখানির অপ্রকাশ্য প্রদর্শনী হয়। সঙ্গীত, ফটোগ্রাফি, শব্দ-নিয়ন্ত্রণ ও অভিনয়ের দিক দিয়া বইখানি বেশ আনন্দদায়ক একখানি ক্ষুদ্র নাটিকা হইয়া উঠিয়াছে, বলিয়া প্রকাশ। এইরূপ বিজ্ঞাপনী চিত্রকে সরস করিয়া তোলায় শ্রীযুক্ত পাল মহাশয়ের কৃতিত্বের পরিচয় পাওয়া যায়।

মেট্রো হাউস

মেট্রো গোলডুইন মেয়ার কলিকাতায় একটি চিত্রগৃহ নির্ম্মাণ করিতেছেন। পুরাতন "ষ্টেট্‌সম্যান" অফিসটি যে স্থানে ছিল, সেই স্থানেই এই চিত্রাগারটি স্থাপিত হইবে। হাউসটির নাম হইবে "মেট্রো হাউস", এই হাউসটির নির্ম্মাণ-কার্য্য ইতিমধ্যেই আরম্ভ হইয়া গিয়াছে।

বিজলী

"ছবিঘরে"র সুপ্রসিদ্ধ সত্ত্বাধিকারী শ্রীহরিপ্রিয় পাল মহাশয় আর একটি চিত্র-গৃহ নির্ম্মাণ করিতেছেন ভবানীপুরে। উক্ত গৃহের নাম দিয়াছেন "বিজলী"। মার্চ্চের গোড়াতেই যাহাতে চিত্রাগারটির দ্বার উন্মোচন হয় তাহার জন্য কর্ত্তৃপক্ষ যথেষ্ট চেষ্টা করিতেছেন।

উদয়শঙ্করের নৃত্য

আগামী ১৬ই মার্চ্চ এম্পায়ার রঙ্গমঞ্চে ভারত গৌরব উদয় শঙ্কর তাঁহার নৃত্যকলা প্রদর্শন করিবেন। নৃত্যপ্রিয়দের পক্ষে সুখবর সন্দেহ নাই।

নূতন প্রাচ্য নৃত্য-বিভাগ

আমরা আনন্দের সহিত জানাইতেছি যে ৯এ নিউপার্ক ষ্ট্রীটস্থ সঙ্গীত সম্মিলনী বৎসরাধিক কাল এক নৃত্য বিভাগ খুলিয়াছেন।

নৃত্যরতা অমলা নন্দী

প্রাচ্য নৃত্যকুশলা কুমারী অমলা নন্দী ইহার শিক্ষয়িত্রী হইয়াছেন এবং বহু ছাত্রীকে গরবা, গঙ্গাপূজা ও অন্যান্য নৃত্যাদি শিক্ষা দিতেছেন। আমরা সঙ্গীত সম্মিলনীর দীর্ঘায়ু ও কুমারী অমলা নন্দীর সাফল্য কামনা করিতেছি।

মণিপুরি নৃত্য

মণিপুর হইতে সম্প্রতি একদল নর্ত্তক কলিকাতায় আসিয়াছেন। তাঁহারা শীঘ্রই উত্তর কলিকাতার কোন একটি রঙ্গমঞ্চ হইতে দর্শকবৃন্দকে অভিবাদন করিবেন।

"সাণ্ডে ক্লাব"

গত শ্রীপঞ্চমীর দিন শ্রীশ্রী৺সরস্বতী মাতার পূজা উপলক্ষে সাণ্ডে ক্লাব কর্ত্তৃক একটী আনন্দানুষ্ঠান হইয়াছিল। এতদুপলক্ষ্যে কলিকাতার কয়েকজন বিশিষ্ট শিল্পী তাঁহাদের সঙ্গীতকলানৈপুণ্যে আয়োজনটি সফল করিয়াছিলেন। প্রথমে সঙ্গীতাচার্য্য শ্রীযুক্ত সুধীরচন্দ্র ঘোষ দস্তিদার মহাশয় ও তাঁহার প্রিয় ছাত্র শ্রীযুক্ত গৌরচন্দ্র দাস কয়েকটি উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত গাহিয়া সকলকে তৃপ্তি করেন। সর্ব্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য সুধীর বাবুর বংশী ও হারমোনিয়ম একত্র বাদন। শ্রীযুক্ত গোরাচাঁদ গাঙ্গুলী মহাশয়ের বাংলা ঠুংরী গানও প্রশংসনীয় হইয়াছিল। শ্রীযুক্ত বটকৃষ্ণ কুণ্ডুর মাউথ্ অর্গ্যান ও শ্রীযুক্ত বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীর স্বরোদ বাদ্যও বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ইহাদের সহিত দশম বর্ষীয় অন্ধবালক শ্রীমান জিতেন্দ্রনাথ সাঁতরা তবলা বাজাইয়া সকলকে আনন্দিত ও বিস্মিত করিয়াছে। প্রফুল্লবাবুর হাস্য-কৌতুক ও ভৌতিক-কথাও উল্লেখযোগ্য। এই অনুষ্ঠানের পৃষ্ঠপোষকগণের মধ্যে শ্রীযুক্ত দেবনারায়ণ দে, শ্রীযুক্ত দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর, শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী, ডাঃ হরিলাল সেন, ডাঃ কে, এন্, ব্যানার্জ্জী প্রভৃতি মহাশয়গণের সহায়তা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। দীর্ঘ রাত্রে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি হয়।

আসর

গত ২রা ফেব্রুয়ারী সন্ধ্যা সাড়ে ছয় ঘটিকার সময় ২০ নং চৌরঙ্গী রোডস্থিত 'আসর' প্রতিষ্ঠানে লক্ষ্ণৌ মরিস সঙ্গীত কলেজের প্রিন্সিপাল শ্রীযুক্ত কৃষ্ণরতন জনকার বি, এ, মহাশয়ের কণ্ঠসঙ্গীতের আয়োজন হইয়াছিল। গুণী জনকার মহাশয় কয়েকটি উচ্চাঙ্গের সঙ্গীত গাহিয়া তাঁহার গুণগ্রাহিতার পরিচয় দেন। তাঁহার তান গমক মূর্চ্ছনা প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তাঁহার সহিত স্বনামধন্য গুণী শ্রীযুত হীরেন্দ্র কুমার গাঙ্গুলী মহাশয় তবলা সঙ্গত করিয়া এক অপূর্ব্ব আনন্দের সৃষ্টি করিয়াছিলেন। উক্ত অনুষ্ঠানে বহু সম্ভ্রান্ত মহোদয় ও মহিলাগণ যোগদান করিয়াছিলেন। রাত্রি ১০টার সময় অনুষ্ঠানটি শেষ হয়।

সম্পাদক—
শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায় শ্রীগিরিজাকুমার বসু
১২৩।১, আপার সার্কুলার রোড, দীপালী প্রেসে মুদ্রিত ও দীপালী কার্য্যালয় হইতে দীপালীর সত্ত্বাধিকারী—শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র

Cover and art plate printed at the Gaya Art Press, Calcutta.

স্থাপিত ১৯২৯

দীপালী

DIPALI

বাংলার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সচিত্র সাপ্তাহিক

কামার জাহান

সঙ্গীত ফিল্মের "Talash-e-Haq"

ছবিতে ইহাকে দেখা যাইবে।

৭ম বর্ষ] ২৩শে ফাল্গুন, ১৩৪১ 7th March, 1935 [১০ম সংখ

এই কথাটি মনে রাখিবেন—
এই ছবিখানি হইবে এই বৎসরের শ্রেষ্ঠ চিত্র—
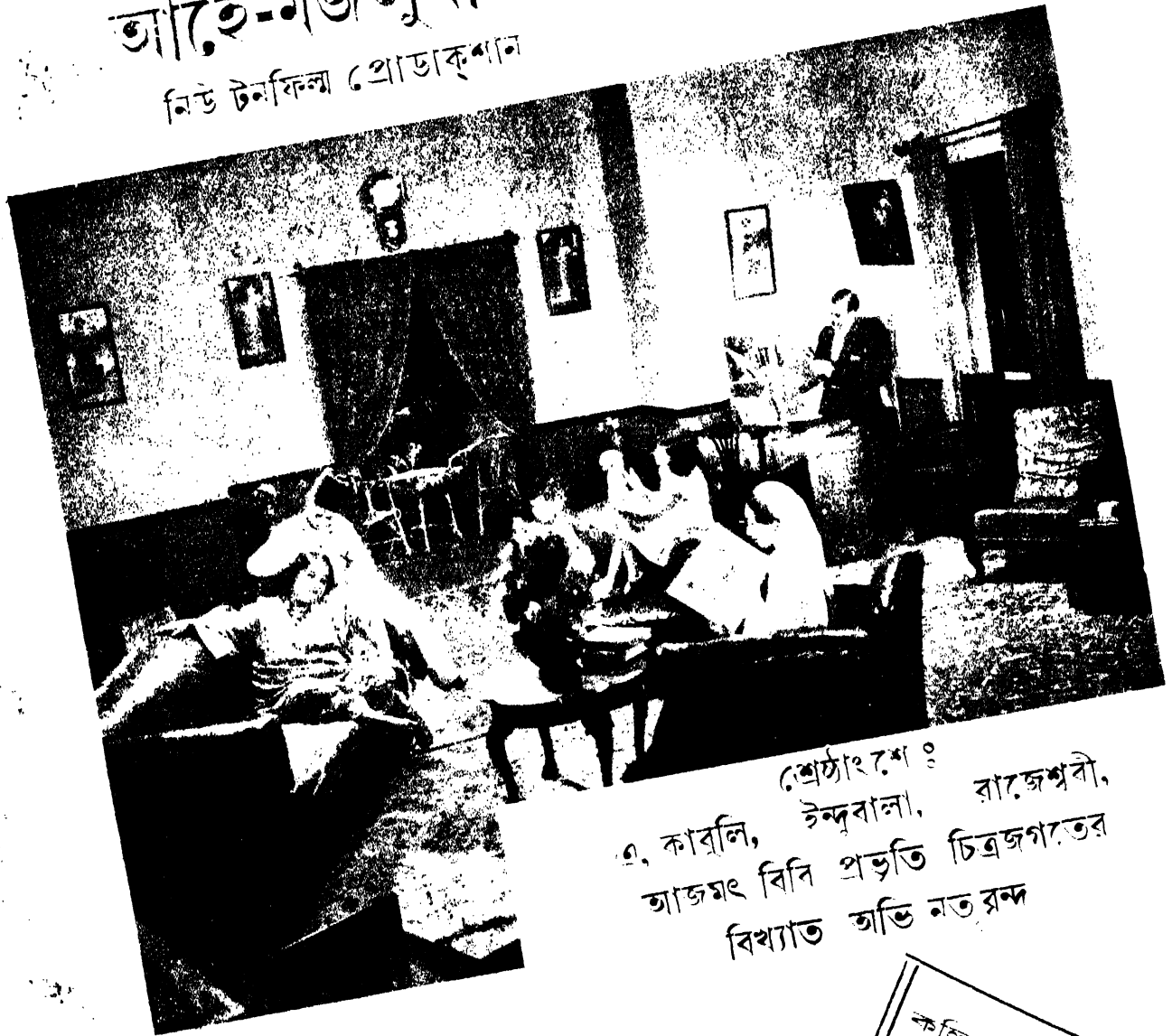
৩৮৯, ডালহাউসী ষ্ট্রীট, রেঙ্গুন

দীপালী কার্য্যালয়—১২৩।১, আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা—
ফোন বড়বাজার—৩২৫৩

৭ম বর্ষ { ২৩শে ফাল্গুন বৃহস্পতিবার, ১৩৪১
৭ই মার্চ্চ, ১৯৩৫ } ১০ম সংখ্যা

কলাকেলি

অনেক দিনের কথা। আমি তখন কাগজ, তুলি আর রং নিয়ে একটু-আধটু আঁকবার চেষ্টা করি। সরকারি চিত্র-বিদ্যালয়েও ভর্ত্তি হয়েছি। সেই সময়ে আর্ট ইস্কুলের চিত্রশালায় প্রাচ্য-চিত্রকলার সঙ্গে প্রথম পরিচয় হ'ল। চিত্রশালায় অগুন্তি বিলাতী ছবির মাঝখানে হঠাৎ চোখে পড়ল "মেঘদূত" অবলম্বনে আঁকা অবনীন্দ্রনাথের ছবি!

*

মনের মধ্যে জেগে উঠল সুমধুর এক বিস্ময়ের ভাব! বিলাতী ছবির ভিড়ের মাঝখানে প'ড়ে মন যখন উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে উঠেছে, তখন "মেঘদূতে"র এই ছবি দেখেই মন যেন ব'লে উঠল, 'আমি তো তোমাকেই খুঁজছিলুম! তোমার সঙ্গে এতদিন দেখা হয় নি, তোমাকে চিনি না, কিন্তু তবু তুমি যেন আমার চিরপরিচিত বন্ধু, আমার পরম আত্মীয়!'

*

'প্রাচ্য-চিত্রকলা-পদ্ধতি'র নামও তখন জানতুম না, এ-বিষয় নিয়ে দেশে তখন কোন আন্দোলনই উপস্থিত হয় নি। বাংলা দেশে যে বাঙালীর নিজস্ব পদ্ধতির কোন চিত্রকলা থাকা উচিত, এমন কোন শিক্ষাও তখন পাই নি। দেশী চিত্রকলার পক্ষে, কোনরকম 'প্রপাগাণ্ডা'ই আমার মনকে আগে থাকতে তৈরি ক'রে রাখে নি। কেউ শিখিয়ে না দিলেও অবোধ পশুপক্ষীরা যেমন নিজেদের উপযোগী খাদ্য নিজেরাই বেছে নিতে পারে, অগুন্তি বিলাতী ছবির ভিতর থেকে এই দেশী ছবিগুলিকে আমার মনও তেমনি একান্ত প্রাণের জিনিষ ব'লেই গ্রহণ করলে। কারণ আমি বাঙালী এবং বাঙালীর পক্ষে এইটেই স্বাভাবিক।

*

তারপর মাঝে মাঝে গিয়ে ছবিগুলি দেখে আসতুম। বন্ধুদেরও সঙ্গে তাদের পরিচয় করিয়ে দেবার চেষ্টা করতুম। কিন্তু বিলাতী পরকোলা প'রে তাঁদের অনেকেরই চোখ খারাপ হয়ে গিয়েছিল। ছবিগুলি দেখে তাঁরা অনেক-রকম অভিযোগ করতেন। মূর্ত্তিগুলির দেহের গড়ন এত রোগা আর হাতের আঙুল এত লতানে কেন? বিলাতী ছবির মতন এদের ভিতরেও আলোক-ছায়াপাতের কায়দা নেই কেন? তাঁদের বোঝাবার চেষ্টা করতুম, তর্ক করতুম। কিন্তু তাঁরা বুঝতেন না। আজও তাঁরা বোঝেন নি। দেশী ছবির ভিতরে তাঁরা দেখবার বা উপভোগ করবার কিছুই খুঁজে পান না, কিন্তু Cubistদের সৃষ্টিছাড়া সৃষ্টি দেখে তাঁরা প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে উঠবেন। উল্লেখযোগ্য যা-কিছু

আছে, কালাপানির এপারে তা পাওয়া যায় না, এদেশের সর্ব্বত্র আজও এই মনোবৃত্তিরই প্রাধান্য।

•

তার পরেই দেশে কোলাহল উঠল। রসিক-সভায় গেলেই দেশী ছবির কথা শুনতুম, প্রাচ্য-চিত্রকলা-পদ্ধতি নিয়ে কত কথাই কাণে আসতে লাগল। হাসি-টিট্কারি, নিন্দা, গালাগালি! তখনকার সব-চেয়ে-বড় তামাসার কথাই ছিল দেশী ছবির কথা। দেশের লোকরাই দেশী ছবির বিরুদ্ধে দাঁড়ালেন কোমর বেঁধে, কিন্তু বিদেশীরা তাকে কোলে টেনে নিলেন সস্নেহে। এবং অনেক বাধা-বিঘ্নের মধ্যে জনকয় দুঃসাহসী ও বিদ্রোহী শিল্পী এগিয়ে এলেন, কলালক্ষ্মীর ঠাকুরঘরে নিত্যপূজার ব্যবস্থা করবার জন্যে। সেদিন তাঁদের সামনে কোন প্রলোভনই ছিল না,—আচার্য্য অবনীন্দ্রনাথের আশীর্ব্বাদের আনন্দ ছাড়া। তাঁদের অনেকেই ছিলেন গরীব। কিন্তু বাজারে দেশী ছবির চাহিদা নেই জেনেও পেটের ভাবনা ও নিজেদের ভবিষ্যৎ ভুলে তাঁরা সাধনার আসনে অটল হয়ে রইলেন। মুরুব্বিদের নিন্দা-বিদ্রূপ সমান চলতে লাগল, বুদ্ধিমানরা বললেন তাঁদের নিরেট বোকা, মূর্খ, পাগল প্রভৃতি, কিন্তু তবু তাঁদের সাধনার হোমকুণ্ডে অগ্নির অভাব হ'ল না। আজও তাঁদের সাধনার কথা ভাবলে শ্রদ্ধায় আমার মাথা নত হয়।

•

ধীরে ধীরে ক্ষেত্র বিস্তৃত হ'তে ও সাধকের সংখ্যা বাড়তে লাগল। দেশী পটুয়ার তুলির কারিকুরি, রংয়ের কায়দা ও রেখার সুষমা বুঝুন আর নাই-ই বুঝুন, অনেক অরসিকও বোঝদার সেজে দেশী ছবির গুণগান সুরু করলেন। না ক'রে উপায় কি, সাগরের ওপার থেকে যে তার অভিনন্দন এসেছে! বাজারে দেশী ছবির বিক্রী বাড়ছে দেখে আরো-অনেকে তার ভক্ত হয়ে পড়লেন। বুদ্ধিমান অভিভাবকরা দেশী পটুয়াদের আর বোকা ব'লে ডাকেন না, বরং নিজেদের ছেলেদের ছবি-আঁকা শেখাবার জন্যে আর্ট ইস্কুলে পাঠিয়ে দেন সাগ্রহে।

•

আজ এ-কথা বলতে দোষ নেই, প্রথম যুগে দেশী ছবি বিশেষ ব্যাপক ভাবে আত্মপ্রকাশ করে নি। পাছে য়ুরোপের প্রভাব এসে পড়ে, হয়তো সেই ভয়েই তখনকার শিল্পীরা বর্ত্তমানকে একরকম বর্জ্জন ক'রে-ছিলেন বললেই হয়। প্রাচীন কাব্য, পুরাণ ও ইতিহাসের বাইরের জগতের তাঁদের নজর গিয়ে পৌছত না। কিন্তু শিল্পীরা ক্রমেই এই সত্যটুকু বুঝতে শিখলেন যে, বর্ত্তমানের সঙ্গে যোগ না রাখলে কোন দেশেরই শিল্প শ্রেষ্ঠ ও বলিষ্ঠ হ'তে পারে না। তাই আজকের প্রাচ্য চিত্রকলা বর্ত্তমানকে আর বর্জ্জন করে না। আগেকার পটুয়ারা নিছক প্রকৃতি-চিত্রও আঁকতেন না। সে অভাবও আর নেই। আগেকার শিল্পীরা বড় অল্প একগুঁয়েও ছিলেন না। ভারতের বাইরেকার সমস্ত পদ্ধতিকেই তাঁরা নির্ব্বিচারে ত্যাগ করতেন। আর্টের ক্ষেত্রে এতটা গোঁড়ামি ভাল নয়। এক দেশের শিল্প অন্য দেশের শিল্প থেকে শক্তি সংগ্রহ করলে তার জাত যায় না। পরস্বকে নিজস্ব করতে পারা প্রতিভার-ই ধর্ম্ম। চৈনিক ও জাপানী আর্টের প্রভাবে প'ড়েও প্রতীচ্য আর্টের ধর্ম্ম নষ্ট হয় নি। Hokusai ও Hiroshigeএর বিশেষত্ব গ্রহণ ক'রে Whistler যে সব অপূর্ব্ব চিত্র এঁকেছেন, আজ তা পাশ্চাত্য আর্টেরই বিশিষ্ট সম্পদ হ'য়ে আছে। পাশ্চাত্য আর্ট আজ নিগ্রো, মিসরীয় ও রেড-ইণ্ডিয়ান শিল্পের প্রভাবকেও অবহেলা করে নি। আজকের প্রাচ্য চিত্রকলা পদ্ধতিও ঐরকম উদার নীতি অবলম্বন ক'রতে ভয় পায় না। তার উপরে বৌদ্ধ ও মোগল আর্টের প্রভাব তো আছেই, পরন্তু চৈনিক, জাপানী ও য়ুরোপীয় রীতিরও কিছু কিছু তার ভিতরে পাওয়া যায়—এমন কি Cubismও বাদ যায় নি! প্রথম যুগে নিজেকে ভালো ক'রে চেনবার জন্যে তার যেটুকু গোঁড়ামির দরকার হ'য়ে ছিল, আজ অনাবশ্যক বোধে তাকে সে ত্যাগ করেছে।

•

বাংলায় একদিন যে বিশিষ্ট শিল্প-পদ্ধতিটি একান্তে জন্মগ্রহণ করে-ছিল, আজ তার প্রভাব ছড়িয়ে পড়েছে ভারতের সব-খানে। কলিকাতা, লাহোর, জয়পুর, মাদ্রাজ ও লক্ষ্ণৌ-এ শিল্প বিদ্যালয় চলছে এখন কেবল বাঙালীর-ই মস্তিষ্কের জোরে। বাঙালী আজ সমগ্র ভারতীয় শিল্পে "রেনেসাস" এনেছে। বাংলা সাহিত্যের মত বাংলা চিত্রকলাও আজ ভারতের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। একথা ভাবলেও বুক দশ হাত হ'য়ে ওঠে।

•

বাংলা চিত্রকলা আজ নিজের পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়াতে পেরেছে বটে, কিন্তু এখনো তার শত্রু কম নয়। বাংলার পদ্ধতি আজ ভারতের অধিকাংশ স্থানেই অনুসৃত হ'লেও দাক্ষিণাত্যে আর একটি পদ্ধতি বাংলার সঙ্গে প্রতিযোগিতায় দাঁড়িয়েছে, যার নাম 'বোম্বাই পদ্ধতি'। তুলির টানে, বর্ণপাতে, পরিকল্পনায়, কবিত্বে ও ভাবমাধুর্য্যে বাংলার সঙ্গে পাল্লা দিতে পারছে না ব'লে বোম্বাই আজ উত্তপ্ত হ'য়ে উঠেছে। প্রকাশ্য সংবাদপত্রে বাংলার বিরুদ্ধে প্রচণ্ড গরলোদ্গার ক'রেও বোম্বাই ক্ষান্ত নয়, এ-বিষয় নিয়ে একাধিক বড় বড় কেতাবও বেরিয়েছে ওখান থেকে। ওরই মধ্যে একখানির নাম হচ্ছে "Essays on Mogul Art," তার লেখকের নাম W. E. Gladestone Solomon. তিনি বোম্বাই আর্ট-স্কুলের পরিচালক। বইখানির নাম দেখে কিনলুম। ভিতরের পাতা উল্টে দেখি, ধান ভান্তে শিবের গীত—মোগল আর্টের উপর প্রবন্ধ লিখতে ব'সে সলোমন সাহেব বাংলার পদ্ধতি, তার বন্ধু হ্যাভেল সাহেব ও তার উদ্ভাবক অবনীন্দ্রনাথ প্রভৃতির উপরে বেশ এক হাত নিয়ে গায়ের ঝাল ঝেড়েছেন! সাহেবের কী রাগ! বাংলার ছবি কি-না সারা ভারত ছেয়ে আছে, বাঙালী শিল্পীরা কিনা বিলাতেও আদর পাচ্ছেন! আর বোম্বাইয়ের দিকে কেউ ফিরেও তাকায় না, তার পদ্ধতি নিয়ে কেউ মাথা ঘামায় না! তাঁর মতে হ্যাভেল সাহেব হচ্ছেন মিথ্যাবাদী, ধাপ্পাবাজ, জুয়াচোর,

এবং অবনীন্দ্রনাথ বিশেষ কিছুই নূতনত্ব দেখাতে পারেন নি, "in matters of technique he has adopted a compromise between European and Indian methods" প্রভৃতি। অর্থাৎ প্রধানতঃ যে দোষের জন্যে বোম্বাই আর্ট ইস্কুলের কাজ কারুর দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারে না, সেই দোষটিই সলোমন সাহেব অবনীন্দ্রনাথের ঘাড়ের উপর চাপিয়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত হ'তে চান!

•

বাংলার নিজস্ব পদ্ধতি রূপ পাবার আগে, কলকাতার আর্ট ইস্কুলে যে পদ্ধতিতে চিত্রকলা শেখানো হ'ত, বোম্বাই আজও তা ছাড়তে পারে নি। সেখানকার ছাত্ররা আজও ছবি আঁকে বিলাতী চিত্র-রীতি অবলম্বনে। রবিবর্ম্মা ও ধুরন্ধর প্রভৃতি বোম্বাই শিল্পী ভারতীয় মানুষ এঁকেও ভারতকে দেখাতে পারেন নি, আজ তাই তাঁদের আঁকা ছবির দিকে চোখ ফেরাতে সাধ যায় না। বোম্বাই পদ্ধতির ভিতরেও তেমনি ভারতের বাইরেকার দেহ থাকলেও ভিতরকার আত্মা ফুটে ওঠে না। চিত্রশিল্পীর আসল ধর্ম্ম দেহপ্রতিষ্ঠা নয়, প্রাণপ্রতিষ্ঠা। য়ুরোপীয় আর্টের ভাবগ্রহণ ও ভঙ্গিগ্রহণ এক কথা নয়। ভাব সব খান থেকে নিয়েই নিজের ক'রে তোলা যায়, কিন্তু ভঙ্গি বা ষ্টাইল আর কারুর কাছ থেকে ধার করলে শিল্পীর মর্য্যাদা কোথায় থাকে? পরের ষ্টাইল কোন দিন নিজের হয় না বোম্বাই আর্ট ইস্কুল যত দিন এ কথা না বুঝবে, বাংলার পদ্ধতিকে কিছুতেই ছাপিয়ে উঠতে পারবে না। গাত্রজ্বালা হয়, বাংলাকে গালাগাল দাও—কিন্তু তার ফলে বাঙালীর সংস্কৃতি রাহুগ্রস্ত হবে না।

—হেমেন্দ্রকুমার রায়

গান

(পিলু মিশ্র দাদ্‌রা)

—নজরুল ইসলাম

মেঘলা-মতীর ধারা জলে কর স্নান,
হে ধরণী।
স্নিগ্ধ শীতল মেঘ-চন্দনে জুড়াও তাপিত প্রাণ
হে ধরণী॥
তব বৈশাখী ব্রত শেষে
শ্যাম সুন্দর বেশে
নব দেবতা এল হেসে
লহ আশীষ বারি দান
হে তাপসী
তব ভূষণ-হীন উপবাস-ক্ষীণ কায়
হোক নবতর শ্যাম সমারোহে
পুষ্পিত সুষমায়।
তীর্থ-সলিলে, কৃষ্ণা
দূর কর গো তৃষ্ণা!
শ্যাম-দরশ-পরশ-ব্যাকুলা
হরষে গাহ গান।
হে তপতী।

যাহা চাই তাহা ভুল করে চাই—যাহা পাই তাহা চাই না

(গল্প)

—শ্রীজগদিন্দ্র বসু

নতুন ক'রে আজ আবার পুরানো কথার অবতারণা ক'রলুম।

অতীত জীবনটা যদি স্মৃতির বোঝার সবটুকু নিয়ে অতীতের মধ্যে-ই বিলীন হ'য়ে যেত, তা' হ'লে কোন কথাই হয়ত আজ আমার বল্‌বার এত ব্যগ্রতা থাকৃত না। কিন্তু তা যায় কৈ ?

কাল রাতে একটি মেয়ের কাছ থেকে একটি চিঠি পেয়েছি, তাতে সে আমায় জানিয়েছে যে, সে আমাকে ভালবাসে। আর সে আমায় ভালবাসে ব'লেই, পুরানো কথাকে আবার নতুন ক'রে লিখ্‌তে ব'স্‌লুম।

অনেক দিন আগে, একটি মেয়ে ঠিক এম্‌নি ভাবেই আমায় জানিয়েছিল, যদি আমার সঙ্গে তার মিলন সম্পূর্ণ না হয়, তবে আত্মহত্যা ক'রতেও সে পিছোবে না। কিন্তু পরে সে অন্য একটি ছেলের প্রেমে প'ড়ে তাকে নিয়েই ব্যস্ত আছে, আমার সঙ্গে দৈবাৎ কখনও দেখা হ'লে এইটুকু ব'লেই শেষ করে—কেমন আছেন ?

মনে মনে তখন-ই বলি, যেমন রেখেছেন।

তা' যাক্ সে কথা। আজকের কথা হ'লো কাল্‌কের চিঠিটার সম্বন্ধে। খুব বড় নয় চিঠিটা। চিঠিটাতে লেখা ছিল—

...তোমার সঙ্গে দেখা হয় নি ব'লে বাইরে যাবার সময় বলে যাওয়া সম্ভব হয়নি, তার জন্যে তুমি রাগ ক'রেছ নিশ্চয়-ই, কিন্তু আমি ক্ষমা চাইছি, তাও কি পাব না ? না: এত নিষ্ঠুর তুমি নও,—হ'তে পার না। আরও একটা কথা তোমাকে অনেকবার জানাতে চেষ্টা ক'রেছি, তা' তুমি জান, আজ তাকে বেশ স্পষ্ট ক'রেই তোমায় জানিয়ে রাখি, তোমাকে ভাবতে ভাবতেই হয়ত' আমি পাগল হ'য়ে যাব। কিন্তু কি জানি ভুলেও কখনো তুমি আমার কথা ভাব কি-না! না, অতখানি জোর আমার তোমার ওপর নেই। সাহস আমার সীমা ছাড়িয়ে গেছে, না ? ইত্যাদি, ইত্যাদি...।

চিঠিখানা একবার পড়ি নি, প'ড়েছি বার বার।

চিঠিখানা প'ড়ে, সত্যি কথা ব'ল্‌তে কি, এতটুকু চঞ্চলতা আসেনি আমার ভেতর! ভাঁজ করে সেই যে রেখে দিয়েছিলুম বইয়ের ভেতর আর খুলে পড়ি নি।

কারণ তার আছে নিশ্চয়ই। যখন-ই কোন মেয়ের কথা ভাবতে বসি, তখন-ই কেমন ক'রে জানি না আনুর কথা আমার মনে এসে পড়ে। জীবনে অনেক মেয়ের-ই সংস্পর্শে এসেছি, কিন্তু আনুর সঙ্গ আমার কাছে যেন নেশার মত হ'য়ে দাঁড়িয়েছিল।

ভুল আমার নিজের-ই।

সে যখন প্রথম আমাদের কলেজে ভর্ত্তি হ'লো, তখন-ই আমার মনে হ'য়েছিল, এই মেয়েটির সঙ্গে বন্ধুত্ব ক'রে আনন্দ আছে—তৃপ্তি আছে।

ইচ্ছে ছিল ব'লেই, আলাপ ক'রতে বিশেষ দেরী লাগে নি। তারপর সাধারণ নিয়মে যা হ'য়ে থাকে, সে আমাকে জানালে একটা চিঠির মধ্য দিয়ে, আমার প্রেমে সে ভরপুর হ'য়ে উঠেছে।

সত্য কথা ব'ল্‌তে কি, সেদিন আমি একটু আশ্চর্য্যান্বিত হ'য়েছিলুম।

হ'য়েছিলুম এই ভেবে যে, এত শীগ্‌গির আনু আমাকে এতটা নিকট ক'রতে চাইবে, তার মধ্যে কিছু রহস্য না থাকলে সম্ভব নয়! যাক্ আমিও তাকে জানিয়েছিলুম, খুব সাদা কথায়—

আমার প্রত্যেকটি কার্য্য কলাপে তোমার আকর্ষণী শক্তির পরিচয় আমি পাই, তাতেই তোমার আসল পরিচয় আমার কাছে একটা বিরাট বিস্ময়ের মত হয়ে দাঁড়ায়।

সে তাতে আমার সম্বন্ধে কি ধারণা ক'রে নিয়েছিল জানি না।

*

যে মেয়েটি কাল্‌কে চিঠি দিয়ে তার প্রেম জানিয়েছে আমাকে, সে তাতে আমার পায়ে প'ড়ে উত্তর দিতে লিখেছে; অস্বাভাবিক হ'লেও আমি কিন্তু সে সম্বন্ধে কিছু ভেবে দেখি নি। তার নাম ছিল ছায়া।

চিঠিটা আমাকে পৌঁছে দেবার রকম থেকে তার প্রেমকে যাচাই করবার ঝোঁক হ'ল—তার প্রেমের পক্ষে হয়ত এটা আমার নীচতা।

সে গল্পটুকু গোড়াতেই ব'লে নি।

রাত তখন এগারটা হবে। নীচের পড়বার ঘরের জানলাটির কাছে শুয়ে শুয়েই পাতার পর পাতা লিখে যাচ্ছিলাম কত কি, হঠাৎ কানে গেল, কে যেন আমাকেই ডাকছে—

শুনছ, শুনছ।

জানলাটা খোলা ছিল, চোখ তুল্‌তেই দেখি, সাম্‌নের বাড়ীর মেয়েটি দোতলার বারান্দা থেকে তাদের গোয়াল ঘরের ঢালু ছাতটায় কেমন ক'রে না জানি নেমে এসেছে। দেখে আমার বুকের ভেতরটা ঢিপ ঢিপ ক'রে উঠল, আমি কিছুতেই নিজের চোখকে বিশ্বাস ক'রে উঠতে পার-ছিলুম না।

আমি ওধারে তাকাতেই মেয়েটা ব'ল্‌লে—

চিঠিটা ছুঁড়ে দিতে গিয়ে রাস্তায় প'ড়ে গেছে, দৌড়ে নিয়ে এস' লক্ষীটি।

আচ্ছন্নের মত কিছুক্ষণ আমি হতভম্ব হ'য়ে ব'সে রইলুম। আমাকে ওই রকম চুপচাপ ব'সে থাক্‌তে দেখে, মেয়েটা আবার ব'ল্‌লে, একটু উৎকণ্ঠার সঙ্গে—

এলিসা ল্যাণ্ডি

এই সপ্তাহে আর-কে-ওর "Man of Two Worlds" ছবিতে ইহাকে দেখা যাইবে।

ফ্রান্সেস ড্রেক—"The Trumpet Blow"s" ও "Ladies Should Listen" চিত্রে অভিনয় করিয়া সুনাম অর্জ্জন করিয়াছেন

সঙ্গীতাচার্য্য
শ্রীযুক্ত গিরিজাশঙ্কর চক্রবর্ত্তী

—নিয়ে এস, দেখে ফেলবে যে, এক্ষুনি কেউ।

কাজেই, তাড়াতাড়ি গিয়ে চিঠিটা আমি নিয়ে এলুম।

চিঠিটাতে যে কি লেখা ছিল, তা' গোড়াতেই জানিয়ে রেখেছি।

ছায়ার প্রেম নিবেদনের কাহিনী ব'লতে গিয়ে আমুর কথা আবার মনে প'ড়ে গেল।

রোজই কলেজের ছুটীর পর আমুর সঙ্গে আমার রাস্তায় দেখা হ'ত—আর আমিও দেখা ক'রতুম।

যখন কথাবার্ত্তার মধ্য দিয়ে আমরা আমাদের ঘনিষ্ঠতায় শেষ প্রান্তে এসে পৌঁছলুম, তখন একদিন আমিই তাকে জানিয়ে দিলুম দু'জনের একনিষ্ঠ কামনা টুকু চিঠির মধ্য দিয়ে প্রকাশ ক'রলেই ভাল হয়।

সে তার পর দিন-ই আমার হাতে একটা চিঠি দিয়েছিল আর তাতে জানিয়েছিল অফুরন্ত ঔৎসুক্য নিয়ে আমাদের পরস্পরের মধুময় মিলনের জন্যে সে প্রতীক্ষা ক'রছে। মিলিয়ে দেখলুম আমুর আর ছায়ার প্রেম জানাবার রকমে পার্থক্য এমন কিছুই নেই। তবে বৃহত্তর জগতের সঙ্গে একটু খোলাখুলি ভাবে মেশার ফলে আমু ছিল বেশ সপ্রতিভ। আমুর কাছ থেকে একটা প্রত্যাখ্যানের ধাক্কা খেয়েও ছায়ার সম্বন্ধে আমার এতটুকু মোহ জাগে নি।

*

ছায়ার সঙ্গে আমার পরিচয়টা কেমন ক'রে যে এতটা এগিয়ে গেল, তা' না বললে সমস্ত ব্যাপারটাই ধোঁয়ার মত থেকে যাবে।

এখনও বেশ মনে আছে, সেদিনটা ছিল রবিবার।

বিছানা থেকে উঠতে উঠতেই বেশ বেলা হ'য়ে গেল। নির্জ্জন ঘরটিতে চুপ ক'রে শুয়েছিলাম। সকালে উঠেই সমস্ত জানালা দরজাগুলো চাকরটা খুলে দিয়ে গিয়েছিল। প্রভাতী রোদে নিজেকে বিছিয়ে দিয়ে বেশ আরাম পাচ্ছিলাম। হঠাৎ আমার দৃষ্টি উন্মুক্ত জানলার ভেতর দিয়ে সামনের বাড়ীর ভিজে শাড়ী পরা একটি মেয়ের ওপর গিয়ে পড়ল। মেয়েটি আমার দিকে অপলক দৃষ্টে চেয়েছিল। সেটা খেয়াল হ'তে আমি প্রথমে আমার নিজের অগোছাল ভাবটি ঠিক ক'রতে লেগে গেলাম। মেয়েটি স'রে গেল।

আমি কিন্তু সেই একভাবেই শুয়েছিলাম। কিছুক্ষণ বাদে দেখি মেয়েটি কাপড় বদলে আবার সেইখানে এসে দাঁড়িয়েছে। চোখে তার দুষ্টুমির অস্পষ্ট আভাস লক্ষ্য ক'রলুম।

সে কিছুতেই নড়ল না—আমারও ওঠবার বিশেষ তাড়া ছিল না। ঘণ্টা দু'য়েক এমনি ক'রেই কেটেছিল।

তারপর দু' একদিন যেতে না যেতেই আমি দুটো নতুন জিনিস আবিষ্কার করলুম। আমি বাড়ী আছে জানলে অনেক রকমে সে সাক্ষাতের চেষ্টা করে এবং আমার অনুপস্থিতিতে কেউ আমায় ডাকতে এলে, সে-ই বলে দিত বাড়ী নেই।

বন্ধু-বান্ধবদের কাছে এমন একটা মজাদার ব্যাপার চেপে রাখবার মত ধৈর্য্য আমার ছিল না। তাই সকলকেই নিমন্ত্রণ ক'রে রেখেছিলুম।

এখন দেখছি গোড়াতে আমারই ভুল হ'য়েছে।

বন্ধুরা তখন থেকেই আমার বাড়ীতে আড্ডা গেড়ে ব'সল। ছায়াকে যেন আমার দিকে ধাক্কা দিয়ে তারা এগিয়ে দিলে নানা রকম আকারে ইঙ্গিতে।

আমি কিন্তু বরাবরই তাদের নিবারণ করতে চেষ্টা করেছি।

প্রথম চিঠিখানা পাবার দু'দিন পরেও আমি নীরব থাকতে হঠাৎ একদিন দেখলুম ছায়ার ছোট বোনটি আমার সামনে এসে দাঁড়াল। একটা বই প'ড়ছিলুম, তাকে নজর করিনি।

আমাকে চুপচাপ থাকতে দেখে মেয়েটি বললে—দিদি একখানা চিঠি দিয়েছে আপনাকে, আর উত্তরও চেয়েছে।

চিঠিটা নিয়ে আমি ব'ললম—পরে এস।

চিঠিটা খুলে প'ড়লুম। আগের মতই চিঠিটার ভেতর একটি অপূর্ব্ব প্রেম নিবেদনের ধারা ফুটে উঠেছে—আর সব শেষে এই দীর্ঘ দু' দিনের ভেতর চিঠি না দেওয়ায় অনুযোগ ক'রেছে। চিঠিখানা মুড়ে আবার সেই বইয়ের ভেতর রেখে দিলুম।

ছায়ার এই প্রেম নিবেদনের ব্যস্ততা দেখে আবার আজ আমুর কথা মনে প'ড়ল।

কাল বিকেলে রাস্তায় আমুর সঙ্গে আমার দেখা হ'য়েছিল।

আমু আমাকে প্রথম দেখেই মনটাতে বেশ ধাক্কা দেবার মতো কথাই বলেছিল :—

আমাদের কথা আজকাল ভুলেই গেছেন, দেখা সাক্ষাৎ পাই না—হঠাৎ আপনার এ বৈরাগ্যের কারণ কি বলতে পারেন?

আমি একটু আশ্চর্য্য হ'য়েছিলুম, আমুর মুখে এই সব কথাগুলো শুনে।

বাড়ী এসে আমি অনেক ক'রে ভেবে দেখেছি,—কিন্তু কোন সিদ্ধান্তে পৌঁছান সম্ভব হয়নি।

আরও বিস্মিত হ'য়েছিলুম এই জন্যে যে, যাবার সময় সে আমাকে অনেক ক'রে অনুরোধ ক'রেছিল কাল বিকেলে তার বাড়ী যেতে কি একটা প্রয়োজনে।

আমি সম্মতি না দিয়ে পারিনি।

আমুর কথাটার হয়ত কিছু মানে আছে, তা' না হ'লে এমন কিছুই প্রয়োজন আমুর সঙ্গে এখন আর আমার থাকতে পারে না, যার জন্যে আমু আমাকে এমন ভাবে বিশেষ অনুরোধ ক'রেছে যেতে।

ভয়ানক ভাবিয়ে তুলল—আমুর ব্যাপারটা আমায়।

সব শেষে এই ভেবে একটু নিশ্চিন্তের, একটু আরামের নিশ্বাস আমি ফেল্‌তে পার্‌লুম যে, হয়ত আনু আমার ওপর যে অন্যায় করেছে, তার প্রায়শ্চিত্ত করবার সুযোগ খুঁজে বেড়াচ্ছিল,—আমাকে পেয়েই তার সে সুবিধাটুকু হ'য়ে গেল।

আনুর কথা ভাবতে আমি কোথায় যেন তলিয়ে গেলুম।

তারপর আরও তিন দিন কেটে গেল।

ছায়ার ছোট বোনটি এর মধ্যে আমার কাছে অনেকবার এসেছে, আমি তাকে বেশ স্পষ্ট ক'রেই বলে দিয়েছি—তোমার দিদিকে বলো চিঠি আমি দেব না।

কিন্তু সে কথা শুনেও মেয়েটি আমার কাছে অনেকবার অনেক রকম আবেদন অনুরোধ নিয়ে এসেছিল।

আমি তাতে যারপরনাই বিরক্ত হ'য়েছিলুম।

মেয়ে জাতটার সম্বন্ধে একটা বিশ্রী ঘৃণা মনের মধ্যে একেবারে এঁটে বসে গেছে।

সেদিন সময় মত আনুর বাড়ী গিয়েছিলুম, গিয়ে দেখা পাইনি। যতখানি আশ্চর্য্য হওয়া স্বাভাবিক, ততটুকু হয়েছিলুম। কিছুতেই বুঝে ঠিক ক'রতে পারিনি আনুর আমাকে এ অনুরোধ করে অনুপস্থিত হওয়ার মানে কি?

আনুর মার সঙ্গে আমার দেখা হ'য়েছিল, তিনি ব'লেছিলেন—প্রদীপের সঙ্গে আনু সন্ধ্যের আগেই বেড়িয়ে গেছে।

আমার বুঝ্‌তে একটুও দেরী হয়নি, যে প্রদীপ হচ্ছে আনুর নতুন বন্ধুটির নাম।

মনের মধ্যে অনেকখানি ভাব্‌না পুরে নিয়ে বাড়ীর দিকে ফিরছিলুম, রাস্তায় আনুর এক দূর সম্পর্কের ভাইয়ের সঙ্গে দেখা হ'ল। সে আমার কলেজের পুরাণো বন্ধু। আনু সম্বন্ধে সব রকম আলোচনা তার সঙ্গে আমার চল্‌ত। সে বল্‌লে—

আনুর বিয়ের কথা শুনেছিস্‌ তো? প্রদীপকে চিনিস?

কথাটার কোন জবাব দেইনি।

সে আরও বলেছিল—

আনুর মার ইচ্ছে, তোর সঙ্গে ওর বিয়ে হয়, কিন্তু ওরা তাতে যা উত্তর দিয়েছে, তা' শুন্‌লে বেশ খানিকটা চম্‌কে যাবি তুই।

ও ব'লেছে—বড় ভাইয়ের সঙ্গে কখনও কারও বিয়ে হয় নাকি?

আনুর কথাটা ধারাল ছুরীর মত আমার মনে খচ্‌ ক'রে গেঁথে গিয়েছিল।

সন্ধ্যাবেলা আনুর বাড়ী থেকে সবে মাত্র ফিরে এসে, চেয়ারে ব'সে ভাবছিলুম আনুর প্রবৃত্তির দৌড়টুকু। মনটা মেয়ে জাতটার ওপর বিষিয়ে একেবারে তেতো হয়ে উঠেছিল। ভাবতে ভাবতে নিজেকে কিছুতেই ঠিক রাখতে পারছিলুম না,—হঠাৎ দেখি ছায়ার ছোট বোনটি একটি চিঠি হাতে ক'রে আমার সামনে এসে দাঁড়াল। তাকে দেখেই আমার সর্ব্বাঙ্গ আপনা আপনি জ্ব'লে উঠেছিল।

চিঠিখানা নিয়ে প'ড়ে দেখলুম। তাতে লেখাছিল।

আমার চিঠির কোন উত্তর তুমি দেবে না ব'লেছ। বেশ, দিও না। বেশী কিছু বলবার নেই আমার, তোমার কাছে এই ক'দিন তোমাকে বিরক্ত ক'রে যে দোষ করেছি, তার ক্ষমা চাইছি,—সেই ক্ষমাটুকু তুমি আমায় করো এই অনুরোধ। আমার শেষ কথা এই, তুমি আমায় কি ভাব জানি না,—তোমায় কিন্তু আমি জীবনে ভুলতে পারব না। তবে আসি বিদায়।

তখনই চিঠিটার উল্টো পিঠে লিখে দিয়েছিলুম, তোমাকে আমি ছোট বোনটির মতই ভাবি। তাই তোমার এ ব্যবহারে আমি খুব চটে গিয়েছিলুম। তোমার কাছে যে এ রকম ব্যবহার পাব সে প্রত্যাশা করিনি।

তা যাক যখন তুমি আমার কাছে ক্ষমা চাইছ, তখন আমি ক্ষমা করলুম।

চিঠিটা দিয়ে ভেবেছিলুম মেয়ে জাতটার ওপর খুব প্রতিশোধ নেওয়া হ'ল।

বিকেলে বেড়িয়ে এসে শুনেছিলুম ছায়া তার কাকার কাছে সন্ধ্যার ট্রেণে কাশী চ'লে গেছে।
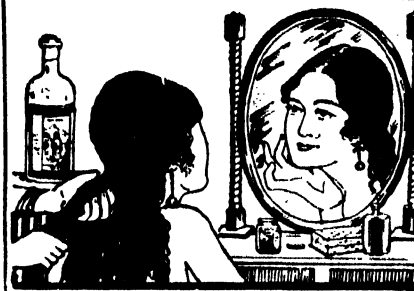
বিধির বিধান

(উপন্যাস)

—শ্রীমতী তমাললতা বসু

(এক)
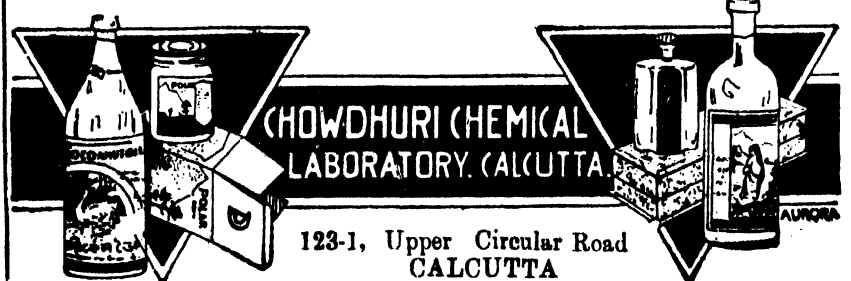
হিমাংশুর বালিগঞ্জের বাড়ীতে তার বসবার ঘরখানিকে একটি মজলিস বিশেষ বললেও অত্যুক্তি করা হয় না।

প্রত্যহই বিকেল থেকে রাত ১০।১১টা অবধি হিমাংশু ও তার বন্ধুরা মিলে ঘরখানিকে সরগরম ক'রে রাখে।

এখানে রাজনৈতিক, সামাজিক, আধ্যাত্মিক, নারী স্বাধীনতা যে কোন বিষয়ের সমালোচনাই হ'ক্, বাদ যায় না।

এক একদিন এমন তর্ক বেঁধে যায় যে, সকলে আহার নিদ্রা ভুলে গিয়ে তর্কে মেতে ওঠে। বাড়ীর ভেতর থেকে খাবারের ডাক পড়লে তখন সবার হুঁস হয় যে, অনেক রাত হ'য়ে গেছে।

হিমাংশু বড়লোকের ছেলে, নিজে কৃতবিদ্য, বিলাত ফেরত ডাক্তার। ধন-রত্ন অটুট, স্বাস্থ্য সৌন্দর্য্য কিছুরই তার অভাব ছিল না। তার বাড়ীতে একটি কুস্তির আড্ডা ছিল, সে দু'জন পালোয়ানকে সেখানে রেখেছিল। সে ও তার বন্ধু-বান্ধবেরা রোজ তাদের কাছে কুস্তি শিখ্‌তো। সে জন্যে তাদের সকলের শরীর বেশ স্বাস্থ্যপূর্ণ ছিল।

হিমাংশুর বাপ মা নেই, একমাত্র ছোট বোন গৌরীরাণীই ছিল, তার গৃহের কর্ত্রী।

হিমাংশুর এক বিধবা পিসিমাও তার বাড়ীতে থাকৃতেন, তিনি এই ভাই বোন দুটিকে মায়ের মত স্নেহে মানুষ ক'রেছিলেন। তিনি পূজা অর্চনা নিয়েই বেশীর ভাগ সময় কাটাতেন, গৌরীই সংসারের সকল তত্ত্বাবধান ক'রতো। একজন শিক্ষয়িত্রী নিযুক্ত থাকা সত্ত্বেও, হিমাংশু গৌরীকে নিজে পড়াত। গৌরী এবার প্রাইভেটে ম্যাট্রিক দেবে ব'লে প্রস্তুত হচ্ছিল।

বাপ-মা হারা এই বোনটিকে হিমাংশু প্রাণের অধিক ভালবাসতো। গৌরীরও ছিল দাদা-অন্ত প্রাণ, কিসে দাদার ভাল খাওয়া হবে, কিসে দাদা ভাল থাকবে, এই ছিল তার চিন্তা। লোক জন বামুন থাকা সত্ত্বেও সে নিজের হাতে দাদার জন্য একটা না একটা তরকারী রাঁধ্‌তো, খাবার তৈরী ক'রতো। আর রোজ দু'বেলা কাছে বসে' এটা খাও, ওটা খাও বলে' সাধাসাধি ক'রতো।

গৌরীকে লেখাপড়া শিখিয়ে উপযুক্ত পাত্রে সমর্পণ ক'রবে, এই ছিল হিমাংশুর আন্তরিক বাসনা। বোনটির বিয়ে না দিয়ে সেও বিয়ে ক'রবে না স্থির ক'রেছিল, সেজন্য সে গৌরীর সাধ্য সাধনা সত্ত্বেও সে পরিণীত হ'তে রাজি হয়নি।
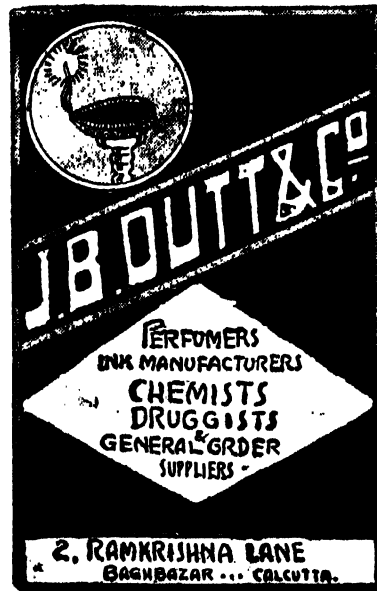
হিমাংশুর বৃদ্ধ পিতামহ হরিহর চাটুর্য্যে ও পিতামহী কল্যাণী দেবী, কাশীতে বাস করতেন। গৌরীকে নিয়ে হিমাংশু মাঝে মাঝে সেখানে যেতো।

আজ যখন হিমাংশুর বন্ধুরা সব এসে তার ঘরটিতে জমা হ'য়ে গল্প সুরু ক'রেছিল, তখন হঠাৎ মেঘ ক'রে এসে খুব বৃষ্টি আরম্ভ হ'য়ে গেল। হিমাংশুরা তা লক্ষ্য করেনি।

হিমাংশুর অভিন্নহৃদয় বন্ধু তুষার বললে দেখ ভাই, ভগবান যা করেন, সবই মঙ্গলের জন্যে এটা ঠিক। এই যে ভীষণ দাঙ্গা হাঙ্গামা হ'লো, তার সুফল এই যে, সকলেই বুঝলে বাঙ্গালীরও বল আছে। নিজেদের রক্ষা করবার ক্ষমতা আছে। বাঙ্গালীকে সবাই চোখ রাঙিয়ে ভয় দেখাতে এখন আর পারবে না।

হিমাংশু বললে, যা বলেছ ভাই তুষার!

তড়িৎ বললে, বাস্তবিক এমন যে নিরীহ জাত বাঙ্গালী তারাও অত্যাচার দেখে গরম হ'য়ে উঠলো, সে একটা দেখবার মত ব্যাপার সত্যি।

একদিন এই ভারতবর্ষ সুজলা, সুফলা, শস্যশ্যামলা ঐশ্বর্য্যময়ী জননী বীরপ্রসবিনী ছিল। কত বীর, কত ঋষি, কত সাধক, কত সাধু সন্ন্যাসী তার অঙ্কে জন্মগ্রহণ ক'রে অদ্ভুত কীর্ত্তি স্থাপন ক'রে গেছেন। পুরাকালে তাঁর তপোবনে মুনি ঋষিদের কণ্ঠে বেদগান ধ্বনিত হ'তো, বৃক্ষতলে মুক্ত আকাশের নীচে বসে' শিষ্যগণকে তাঁরা শিক্ষা দান করতেন, সে শিক্ষায় অহঙ্কার ছিল না, দ্বেষ ছিল না, হিংসা ছিল না, তাঁদের মন ছিল কোমল, সরল, নম্র, উদার, পরের উপকারের

জন্যে তাঁরা প্রাণ দিতে কুণ্ঠিত হ'তেন না। আর এখন আমরা এমনি হীন হ'য়ে পড়েছি, যে পরের উপকার করা দূরে থাক্, উপকারীর অপকার ক'রতেও কুণ্ঠিত হই না। একদিন এই স্নেহময়ী মায়ের কোলে জন্মগ্রহণ ক'রে গৌরাঙ্গ আর বুদ্ধদেব প্রেমের বন্যায় দেশ ভাসিয়ে দিয়েছিলেন, হিংসা দ্বেষ ভুলিয়ে দিয়ে ভাই ব'লে উচ্চ নীচ সকলকে বুকে টেনে নিয়েছিলেন। আর সেই স্নেহময়ী জননীর কোলে জন্মগ্রহণ ক'রে আজ আমরা কি হ'য়ে গেছি, ও দিন দিন হয়ে যাচ্ছি! হিংসা দ্বেষ কুটিলতায় মন পঙ্কিল ক'রে তুলে, পরনিন্দা পরচর্চ্চা ক'রে দিন কাটাচ্ছি। আমাদের না আছে দেহের বল, না আছে মনের বল, শুধু বাক্য-বীর হ'য়ে পড়ছি। বাক্যে যা বলছি ভাল নয়, কার্য্যকালে সেইটিই করছি আগে? আমাদের উচিত আবার আমাদের সুপ্ত মনুষ্যত্বকে জাগিয়ে আর মার মলিন মুখে হাসি ফুটিয়ে তোলা।

রজত বললে, আমরা অনেকে স্বরাজ স্বরাজ করি বটে কিন্তু স্বরাজ পাবার মত ধৈর্য্য বা গুণ আমাদের মোটেই নেই। আমরা হিন্দুরা ভায়ে ভায়ে এমন কি নিজের সহোদর ভায়ে ভায়েই মিল্ রাখতে পারি না। আমাদের ক্ষুদ্র গৃহটিতেই শান্তি স্থাপনা করতে পারিনা, তা' দেশে শান্তি স্থাপনা করবো কোথা থেকে বল। আমাদের দেশের লোকের আগে মনের প্রসারতা দরকার, তারপর উচিত স্বরাজ পাবার চিন্তা।" হিমাংশু বললে, ও বিষয়ে তোমার সঙ্গে আমি একমত।

তুষার বললে "আর আমাদের দেশের মেয়েদের যতদিন না দুঃখ দূর করতে পারা যাবে, আর যতদিন না আমাদের জননী ভগিনী, সহধর্ম্মিণী, কন্যারা উন্নতি লাভ করতে না পারবে, ততদিন ও স্বরাজ পাবার কল্পনা করা বৃথা।

হিমাদ্রি বললে. ঠিক কথা বলেছ তুষার। আমাদের নারীরা শিক্ষিতা ও উন্নত না হ'লে, তাঁদের সন্তানরা-ই বা উন্নত হবে কি ক'রে? জননীর হাতে-ই না সন্তানদের জীবন ও উন্নতি নির্ভর করে। জননীরা যদি সন্তানকে ভাল করে লালন পালন না করতে পারেন তবে তারা স্বাস্থ্য সম্পন্ন হবে কি করে, তাঁদের যদি জননীরা স্তন্য দানের সঙ্গে সঙ্গে সৎশিক্ষা না দেন তবে ছেলেদের মন গড়ে উঠবে কি করে? আমাদের দেশের অধিকাংশ ছেলে মেয়ে কি রকম নির্জীব আনন্দহীন, রোগে জীর্ণ। আর সাহেবদের ছেলে মেয়েদের দেখ, কেমন সুন্দর স্বাস্থ্য তাদেরও কি রকম আনন্দভরা প্রাণ, কি রকম স্ফূর্ত্তিভরা চাঞ্চল্য; দেখ্‌লে বাস্তবিক-ই প্রাণটা খুসী হয়! আমাদের ছেলেদের এই যে স্বাস্থ্যহীনতা এ শুধু জননীদের দোষে-ই হয়। সেই জন্য যাতে তাঁরা স্বাস্থ্যসম্পন্না হন, সে দিকে দৃষ্টি রাখা বিশেষ কর্ত্তব্য; তা' না আমাদের ভোগ বিলাস নিয়েই উন্মত্ত হয়ে পড়ি, আমাদের জননী ভগিনী সহধর্ম্মিণী কন্যারা কিসে ভাল থাকে তা' দেখবার অবসর পাই না। এই ত্রুটি ঘোচানো উচিত নয় কি?

হিমাংশু বললে, "খুব উচিত, তা' আর বলতে? সাহেবরা এ বিষয়ে খুব উন্নত, তারা আমাদের মত মেয়েদের অবহেলা করে না, নিজেদের সমকক্ষ বলেই মনে করে, আর, তাদের সে রকম মর্য্যাদাও দেয়। তাদের দোষ গুলিই আমরা নিই, গুণগুলি বাদ দিয়ে।

আমাদের কটা ঘরে নারীরা তাঁদের উপযুক্ত মর্য্যাদা পান? সারাদিন খেটেখুটে, সকলের সুখ শান্তি বিধান করে, সন্তান পালন করে, দিনান্তে একটি মিষ্টি কথাও অনেকের ভাগ্যে জোটে না, এঁরা না পান শান্তি মনের দিক্ দিয়ে, না পান শান্তি শরীরের দিক দিয়ে। এই সব জননীদের সন্তানরা কাজেই স্বাস্থ্যহীন হ'য়ে পড়ে।

তুষার বললে, "সুতরাং হিমাংশু, এখন আমাদের উচিৎ এই সব বিষয়ে মনোযোগ দেওয়া। আমরা এম-এ বি-এ পাশ করে পুঁথিগত বিদ্যাই কি শিখলুম, যদি না হলো আমাদের হৃদয় উদার, না হলো আমাদের মন উন্নত? কবি বলেছেন "আবার তোরা মানুষ হ।"

আমরা আবার মানুষ হ'তে চেষ্টা করবো। আবার আগের দিন ফিরিয়ে আনবো। আমাদের আশা কি সফল হবে না ভাই?"

সকলে সমস্বরে বলে উঠ্লো।

"নিশ্চয় হবে, কে বলেছে হবে না?"

এমন সময় হিমাংশুর পুরাতন ভৃত্য রামচরণ গরম গরম চা, সিঙ্গাড়া, কচুরী, প্যাজের বড়া, পাঁপড় ভাজা, নিয়ে এসে ঘরে ঢুক্লো। হিমাংশু ও তার বন্ধুরা তখনকার মত আলোচনা বন্ধ করে, সে গুলির সদ্ব্যবহারে মনোনিবেশ করলে। খেতে খেতে তুষার বললে "ইস্ আকাশ যে ভেঙ্গে পড়েছে হে, যাবো কি করে বল দেখি। তোমরা তো সব কাছাকাছি যাবে, আমাকে সেই কলকাতায় যেতে হবে। হিমাংশু বললে "সত্যিই তো, কি করে যাবে তুমি? না হয় আপাততঃ এখানেই থেকে যাও।" "না ভাই আমাকে এখনি ফিরতে হবে। রাত্রে কাগজ পত্তর দেখ্তে হবে, কাল একটা মাম্‌লা আছে, সন্ধ্যাতো হ'য়েই এলো।

তুষার রায় ব্যারিষ্টার, কলকাতায় তার বাড়ী। বাড়ীতে তার মা ও ছোট ভাই নীহার ছাড়া আর কেউ নেই। বাপের অগাধ বিষয় সত্ত্বেও, আজও সে অবিবাহিত।

তড়িৎ বললে "ভয় নেই হে এখনি বৃষ্টি থেমে যাবে মেঘ কেটে আসছে, দেখ্তে পাচ্ছ না।"

যাই হ'ক্ ঘণ্টা খানেকের মধ্যেই আকাশ বেশ পরিষ্কার হ'য়ে গেল এবং আরো কিছু পরে আকাশে পূর্ণিমার চাঁদও দেখা দিল।

তখন তুষার উঠে পড়ে বললে "আজ চললুম ভাই।" সকলেই বললে "আমরাও উঠ্‌ছি, কি জানি যদি আবার বৃষ্টি আসে। আজ ছুটির সারাদিনটা কাট্‌লো মন্দ নয়" ব'লে, সকলেই একে একে উঠে দাঁড়ালো। তুষার তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এসে তার মোটর খানি বার করে, হুড্‌টি নামিয়ে দিয়ে, গাড়ী চালিয়ে দিলে।

খানিক দূর বেশ এসে, কল বিগ্‌ড়ে মোটর অচল হল। সে নিরুপায় হ'য়ে নেমে দাঁড়ালো এবং কি বিগড়ানো পরীক্ষা করে দেখবার জন্যে, মোটরের তলায় ঢুক্‌তে তার কাপড় চোপড় কাদায় মাখামাখি হ'য়ে গেল। একেই তার সাজ-সজ্জা, চুল ছাঁটা পর্য্যন্ত সব ছিল সাদাসিদে গোছের, তার ওপর কাদা লাগার ফলে তার জামা কাপড় এমন হ'য়ে গেল যে কে ব'ল্‌বে ইনি তুষার রায় ব্যারিষ্টার এবং অতুল ধনের অধিকারী অমর রায়ের বংশধর। যাই হ'ক, অনেকক্ষণ পরে অচল গাড়ীখানি সচল হ'য়ে উঠ্‌লো। তুষার সবে মাত্র গাড়ীর পাদানীতে পা দিয়েছে, এমন সময় পিছন থেকে মধুর স্বরে কে বলে উঠলো "শোফার" "শোফার"। তুষার চেয়ে দেখলে একটি সুসজ্জিতা তরুণী; জ্যোৎস্নার মত তার রূপ, ফুলের মত তার গড়ন, সারা অঙ্গে চাঁদের আলো প'ড়ে তাকে যেন দেববালার মত দেখাচ্ছিল। [illegible] চেয়ে
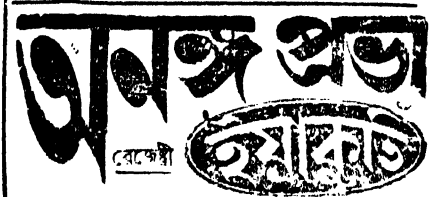
দেখেই, নেমে এগিয়ে এসে বললে "কিছু ব'ছেন কি আমাকে ?

তরুণী একটু থতমত খেয়ে দেখলে তার সামনে সুগঠিত দীর্ঘকায় একজন যুবা এসে দাঁড়িয়েছে।

সে চুপ করে আছে দেখে তুষার আবার ব'ল্লে "আপনি কিছু ব'লছিলেন কি আমাকে ?"

নত মুখে তরুণী বললে "আমি মোটরে বাড়ী ফিরছিলুম। হঠাৎ তার কল্ বিগ্‌ড়ে গিয়ে, ওই ওখানে আমার মোটর আটকে রয়েছে, ড্রাইভার কল্ ঠিক করতে পাচ্ছে না। একটা যন্তর তার দরকার, সেটা সে আনে নি। অপর কোনো ড্রাইভার তা দিতে পারে ভেবে আপনার কাছে সেটা পাওয়া যাবে কি-না জানতে এসে ছিলুম ?"

তুষারকে তরুণী ড্রাইভার মনে করায় সে বেশ মজা বোধ করলে। সে ছিল ভারি আমুদে ও স্ফূর্তিবাজ। সেও অমনি ড্রাইভারই হ'য়ে গেল।

বললে "কই দেখি চলুন, অনেকদিন তো ড্রাইভারি করছি, কলকব্জারও কিছু কিছু জানি।" সে তরুণীর সঙ্গে এগিয়ে গিয়ে মোটরখানি পরীক্ষা ক'রে ব'ললে "কল খারাপ হ'য়ে গেছে, চ'লবে না বোধ হয়। যাই হোক, একবার চেষ্টা ক'রে দেখি।" সে কাজে লেগে গেল কিন্তু অনেকক্ষণ চেষ্টা ক'রেও গাড়ী যখন নড়্‌লো না, তখন তুষার রুমালে কপালের ঘাম মুছে, ফিরে দাঁড়িয়ে ব'ললে "চল্‌বে না"।

তরুণী ভয়ব্যাকুল কণ্ঠে ব'ললে, "তাই তো, কি হ'বে তাহ'লে কি ক'রে বাড়ী যাবো ? অনেক রাত হ'য়ে গেল, বাড়ী গেলে গাড়ী নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা ক'রতে পারতুম, ড্রাইভার এখানেই থাক্‌তো।"

তুষার বললে "কোথায় যাবেন বলুন, আমি আপনাকে পৌঁছে দেবো।"

"যাঁর মোটর তিনি বিরক্ত হবেন না ?" তুষার হেসে বললে "না হবেন না, এখন গাড়ী ফিরে যাচ্ছে, তাঁর দরকার নেই। তা'ছাড়া তিনি শুনলে খুসীই হবেন।"

তরুণী ধন্যবাদ জানিয়ে বললে "তাহলে বড় উপকার হয় আমার, আমাদের বাড়ী ভবানীপুর রসা রোডে, খুব বেশী দূর নয়।

"তবে আর দেরী করবেন না, আসুন।"

তরুণী তার মোটরের ড্রাইভারকে বল্লে "তুমি এখানে থাকো, আমি লোকজন পাঠিয়ে দিচ্ছি গাড়ী নিয়ে যাবে। তারপর তরুণী এসে তুষারের গাড়ীতে বসলো। তুষারও সামনে উঠে গাড়ী চালিয়ে দিলে। তুষার গাড়ী চালাতে চালাতে তরুণীর সঙ্গে কথা ব'লছিল। তরুণী জ্যোৎস্না পেনসান প্রাপ্ত জজ মুখার্জ্জি সাহেবের আদরিণী দুহিতা, বন্ধুর বিবাহের নিমন্ত্রণ রক্ষা ক'রে ফেরবার পথে বিপন্না।

জ্যোৎস্না বল্লে "আপনি ড্রাইভারি করেন কেন ?"

তুষার হেসে বললে "কি করি বলুন, কলেজের পড়া শেষ ক'রে মুরুব্বির জোর না থাকায় চাকরী পেলুম না, কাজেই এই ড্রাইভারি করছি। যা পাই তাতেই এক রকম চলে, বাড়ীতে মা, আমি আর একটি ছোট ভাই বইতো নয়।"

জ্যোৎস্না প্রশ্ন ক'রলে "আপনার এখনও বিয়ে হয়নি বুঝি ?" করেই সে লজ্জিতা হ'য়ে পরলো, তার মুখখানি লাল হ'য়ে উঠ্‌লো। তুষার ঘাড় ফিরিয়ে হেসে বললে "না আজও বিয়ে করেনি, মনোমত পাত্রী পাইনি বলে।"

জ্যোৎস্না সে কথা চাপা দেবার জন্যে বললে "বাবার সাহেব সুবার সঙ্গে আলাপ আছে, যাতে আপনার একটা ভাল কাজ হয়, বলবো। আপনি আসবেন আমাদের বাড়ীতে, আপনি যা উপকার করলেন, তা' জীবনে ভুলবো না। এই যে বাড়ী এসে পড়েছে। হাঁ এই ফটকে গাড়ী রাখুন।" বাবাও যে দাঁড়িয়ে আছেন দেখ্‌ছি। একটি প্রৌঢ় ভদ্রলোক তাড়াতাড়ি ফটকের কাছে এগিয়ে এসে বললেন, "একি জ্যোৎস্না, তোমার মোটর কি হলো, এত রাত হলো কেন ? আমরা খুব ভাব্‌ছিলুম।"

জ্যোৎস্না নেমে গিয়ে বাপের কাছ ঘেঁসে দাঁড়িয়ে, বললে "আর বলেন কেন বাবা, ভাগ্যি পথে এঁর সঙ্গে দেখা, নইলে কি বিপদেই পড়তুম এই রাত্রে। মোটরের কল গেল পথের মাঝে বিগ্‌ড়ে, কিছুতেই গাড়ী ঠিক হলো না। ইনিও কত চেষ্টা করলেন পারলেন না। ইনি তাই আমাকে পৌঁছে দিতে এলেন। লোকজন পাঠিয়ে দিন, গাড়ী আসুক। ড্রাইভার সেখানে বসে আছে।"

"তাইতো বড় কষ্ট পেয়েছ মা জ্যোৎস্না"। ইনি না থাক্‌লে আরও বেশী কষ্ট পেতুম বাবা।"

"আসুন, আপনি নেমে আসুন, আপনি যা' উপকার ক'রলেন তা আর কি ব'লবো"। তুষার নেমে দাঁড়িয়ে তাঁকে নমস্কার করে বল্লে "এ: আর কি করেছি বলুন, এমন ভদ্রলোক মাত্রেই ক'রে থাকে। আজ তবে আসি রাত হ'য়ে যাচ্ছে।"

প্রতি-নমস্কার করে জ্যোৎস্নার পিতা ব'ললেন, "আসুন তবে আজ, কাল বিকেলে অবশ্য আস্‌বেন, আলাপ করবো। এখানে এসে চা খাবেন।" হঠাৎ জ্যোৎস্না মৃদু হেসে বললে "আসবেন কিন্তু" তুষারও মৃদু হেসে বল্লে, "আস্‌বো।" মনে মনে ভাবলে এ মন্দ নয়। এ এক নূতন অ্যাড্‌ভেঞ্চার সুরু হোলো। ব্যারিষ্টার তুষার রায় হ'য়ে গেল কি-না ড্রাইভার ? সে নমস্কার জানিয়ে তাড়াতাড়ি গাড়ীতে উঠে গাড়ী চালিয়ে দিলে।

(ক্রমশঃ)

বীমা-প্রসঙ্গ

—শ্রীগুরু

এবার মার্চ্চ মাসের শেষ সপ্তাহে বোম্বাই সহরে ভারতীয় বীমাসঙ্ঘের বাৎসরিক সম্মিলন অনুষ্ঠিত হইবে—ঐ সঙ্গে বীমা কোম্পানীদেরও একটি সাধারণ সম্মিলন হইবে। বীমা-সঙ্ঘের কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির সভ্যরূপে বাংলা দেশ হইতে শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন সরকার (হিন্দুস্থান) ও শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র রায় (হিন্দু মিউচুয়াল) নিযুক্ত আছেন। ভারতবর্ষের কণ্টকিত বীমা ক্ষেত্রে এই বাৎসরিক সম্মিলনটি যে নিতান্ত প্রীতিপ্রদ ও উপভোগ্য তাহাতে সন্দেহ নাই—সঙ্ঘটি নানারূপে বীমা কোম্পানীদের অনেক মঙ্গল সাধন করিয়াছেন; আমরা আশা করি, সঙ্ঘের বর্ত্তমান বৎসরের অনুষ্ঠান সাফল্যমণ্ডিত হইবে ও আগামী বৎসরে যাহাতে কলিকাতা সহরে এই অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়, সেজন্য মিঃ রায় ও মিঃ সরকার প্রস্তাব করিবেন।

*

ভারতীয় বীমা সঙ্ঘের অনুসরণে কলিকাতায় ইণ্ডিয়ান ইন্সিওরেন্স ইন্‌ষ্টিটিউট নামক বীমা সমিতি কয়েক বৎসর হইল প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল—সমিতি স্থাপন হইবার পর বিদেশী কোম্পানীর প্রতিযোগিতাকে হীনবল করিয়া ভারতীয় বীমার প্রচার কার্য্য পরিচালিত করিয়াছে। কিন্তু বর্ত্তমানে সমিতির কোন উল্লেখযোগ্য কার্য্যই দেখিতে পাওয়া যাইতেছে না—কর্ম্মীদিগের মধ্যে খেলাধূলা বা পুস্তকাদি বিতরণ প্রভৃতি অত্যাবশ্যকীয় ব্যাপারে, সমিতির উপযোগীতা দেখা যাইতেছে না। সমিতির যাঁহারা প্রকৃত কল্যাণকামী, তাঁহারা এই "জীবন্মৃত" অবস্থা হইতে ইহাকে সত্বরই উদ্ধার না করিলে সভ্য-বর্গ একে একে বিদায় গ্রহণ করিবেন।

*

বাংলা দেশের বীমার অনুশীলনের ফলে "নারীজাগরণ" পর্য্যন্ত আরম্ভ হইয়াছে দেখিয়া আমরা আনন্দিত। আমাদের "অসূর্য্যম্পশ্যাগণ" বহুদিন হইল পর্দ্দা প্রথা ছিন্ন করিয়াছেন—বর্ত্তমানে তাঁহাদিগকে ব্যাগ হস্তে রাস্তা ঘাটে, বাসে, বীমা কোম্পানীতে, বীমা পত্রিকার স্তম্ভে দেখিয়া আমরাও কোমর বাঁধিয়া কাজে অগ্রসর হইতেছি। সাধারণ মহিলাদের কথা ছাড়িয়া দিলেও স্বনামধন্যা মহিলাগণও এই নব জাগরণের দিনে দেশকে সাহায্য করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন—'ভারতী'র ভূতপূর্ব্ব সম্পাদিকা শ্রীযুক্তা সরলা দেবী ইউনাইটেড এসিয়োরেন্স নামক প্রতিষ্ঠানের বোর্ডে ছিলেন, কিন্তু কোম্পানীর আভ্যন্তরিক অবস্থা শোচনীয় হওয়াতে তাঁহার সুনামে আঘাত লাগিয়াছিল। স্বনামধন্যা কাউন্সিলার শ্রীযুক্তা জ্যোতির্ম্ময়ী গাঙ্গুলী আর্য্যস্থান ইন্সিওরেন্স কোম্পানীর ডিরেক্টার রূপে আছেন—পূর্ব্বে ইনি "ইন্‌সিওরেন্স ওয়ার্ল্ড" নামক মাসিক বীমা পত্রিকার সহযোগী সম্পাদকরূপে কার্য্য করিয়াছিলেন—শুনিতেছি, আর্য্যস্থান ইন্‌সিওরেন্স কোংকে ইনি প্রত্যক্ষ ভাবে সাহায্য করিতেছেন।

*

বাংলা দেশের কোম্পানীগুলির ব্যয়ের তুলনামূলক অনুপাত আমরা নিম্নে প্রদান করিলাম :—

নাম—	স্থাপিত		ব্যয়ের হার
ন্যাশানাল ইন্‌সিওরেন্স	১৯০৬	—	২৭·৪৪
হিন্দু মিউচুয়াল	১৮৯১	—	৩২·২৭
হিন্দুস্থান কো-অপারেটিভ্	১৯০৭	—	৩৭·৬৭
ন্যাশানাল ইণ্ডিয়ান	১৯০৬	—	৩৬·৬৩
বেঙ্গল মারকেনটাইল	১৯১০	—	৪৬·৩২
বেঙ্গল ইন্‌সিওরেন্স	১৯২০	—	৩৬·৮৫
ইউনিক	১৯১২	—	৬১·০২
লাইট অফ এসিয়া	১৯১৩	—	৬৫·৭৩
হিমালয়া	১৯১৯	—	৬৬·২৩
ক্যাল্‌কাটা ইনসিওরেন্স	১৯২৪	—	৪২·৬৪
ইষ্ট ইণ্ডিয়া	১৯২৮	—	৭০·৭৭
গ্রেট-ইণ্ডিয়া	১৯২৯	—	৮০·৮২
মডার্ণ-ইণ্ডিয়া	১৯২৯	—	৮৪·৯৪
ইণ্ডিয়া ইকুইটেবল	১৯০৮	—	৩১·৫০
মেট্রোপলিটন	১৯৩০	—	৮৪·৬১
ডোমিনিয়ন	১৯৩০	—	৯১·৬৭
ইয়ং ইণ্ডিয়া	১৯৩০	—...	
র‍্যাডিক্যাল	১৯৩১	—	৬৮·২৬
ইষ্টার্ণ ন্যাশনাল	১৯৩১	—	

উপরের তালিকা হইতেই স্পষ্ট বুঝিতে পারা যাইবে কিরূপ অস্বাভাবিক খরচ করিয়া কতকগুলি কোম্পানী বীমা বিক্রয় করিতেছে—বারান্তরে এই বিষয় বিস্তারিত আলোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল।

বীমা-প্রসঙ্গ

“আত্মশ্লাঘবকারী মোহৎসাহ”

—পদ্মপাদ

প্রবাসী বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনে রবীন্দ্রনাথ তাঁহার অভিভাষণে বলিয়াছেন—

“বাঙালী চিরদিন দলাদলি করতেই পারে, কিন্তু দল গড়ে’ তুলতে পারে না। পরস্পরের বিরুদ্ধে গোঁট করতে, চক্রান্ত করতে, জাত মারতে তা’র স্বাভাবিক আনন্দ, আমাদের সনাতন চণ্ডীমণ্ডপের উৎপত্তি সেই আনন্দোদ্বোধ * * * **অহেতুক অপমানে জর্জ্জরিত করবার বরষাত্রিক মনোবৃত্তিই** তো বাংলা দেশের সনাতন বিশেষত্ব। তারপর কবির লড়াইয়ের প্রতিযোগিতা ক্ষেত্রে পরস্পরের প্রতি ব্যক্তিগত অশ্রাব্য গালি-বর্ষণকে যারা উপভোগ করবার জন্যে একদা ভিড় করে’ সমবেত হোতো, কোনো পক্ষের প্রতি বিশেষ শত্রুতাবশতঃই যে তাদের সেই দুয়ো দেবার উচ্ছ্বসিত উল্লাস তা তো নয়, **নিন্দার মাদক রসভোগের নৈর্ব্যক্তিক প্রবৃত্তিই এর মূলে।**

বাঙ্গালীর শত্রু বাঙ্গালী নিজে। আমাদের মধ্যে কেহ বড় হইলে, আমাদের কোনও প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠিলে আমাদের সহ্য হয় না। নিজের দেশের গৌরব হৃষ্টমনে উপলব্ধি করিবার মত উদারতা যেমন আমাদের কম—দেশের কল্যাণশ্রীতে চক্ষুপীড়ায় অস্থির হইয়া উঠে এমন ব্যক্তির সংখ্যাও আমাদের দেশে নিতান্ত অল্প নহে।

বহু দিনের পরবশ্যতায় এবং সঙ্কীর্ণ স্বার্থের গণ্ডীতে দিন গুজরান করিতে করিতে আমাদের দৃষ্টি খর্ব্ব হইয়া পড়িয়াছে—নিজেদের ক্ষুদ্রতায়—পরের ভালতে আমাদের মত অসহিষ্ণু আর কোনও জাতি আছে কিনা জানি না। বাঙ্গালী জাতির পক্ষে ইহা দুরপনেয় কলঙ্ক। বাঙ্গালীর বিদূষণে বাঙ্গালী যেমন আনন্দ পায়, তেমন অবিমিশ্র আনন্দ সমগ্র বাঙ্গালী জাতিকে (Wholesale) মিথ্যাবাদী বলিয়াও **মেকলে সাহেব** পাইয়াছিলেন কিনা সন্দেহ।

যে দেশের মুক্তি-প্রচেষ্টা অসীম ত্যাগের অপূর্ব্ব দৃষ্টান্তে পৃথিবীর স্বাধীনতা-সংগ্রামের ইতিহাসে স্থান পাইয়া গিয়াছে—সে দেশে অতি তুচ্ছ ব্যক্তিগত স্বার্থে বা একেবারে নিঃস্বার্থ ভাবে নিন্দা ও গ্লানি করিবার উদ্দেশ্যে যে কোন প্রকার মিথ্যাচারের আশ্রয় গ্রহণ যে কি করিয়া সম্ভব হয় তাহা ধারণা করা কঠিন।

কোনও একটি অবাঙ্গালী বীমা কোম্পানীর একজন কর্ম্মচারী কিছুকাল পূর্ব্বে হিন্দুস্থান কো-অপারেটিভ্ ইন্‌সিওরেন্স অফিসের চাকুরীর উমেদারী করিতে উপস্থিত হইয়াছিলেন বলিয়া আমরা জানি;—জানিবার কারণ তিনি একজন বীমা-লেখক। বিশ্ববিদ্যালয় এবং ‘ইন্‌সিওরেন্স’ পরীক্ষার এম-এ, এবং এম-আই-ই ডিক্রীধারী এই “বীমারু” ‘হিন্দুস্থান’এ চাকুরী পাইলেন না বলিয়াই কি আজ তাহার বিরুদ্ধে হীন প্রকার কার্য্যে লাগিয়া গিয়াছেন? যাঁহারা বাঙ্গালা হইয়া এই “স্বয়ম্ভূ” বিদূষক মহাশয়কে উত্তেজিত করিয়া স্বকার্য্য সাধন করিতেছেন—অ-বাঙ্গালী প্রভুদের নিকট কিছু বক্‌শিষ মিলিলেও তাহাতে বাঙ্গলা দেশের কি সর্ব্বনাশ হইতেছে তাহা তাঁহারা একবার ভাবিয়া দেখিবেন কি?

স্বদেশী যুগে বাঙ্গালীর সমবেত চেষ্টায় কয়েকটি আর্থিক প্রতিষ্ঠানের উৎপত্তি হইয়াছিল। “স্বদেশী” আন্দোলনের মত বিপুল আন্দোলনের মধ্যে যে সকল কর্ম্মকেন্দ্রের সৃষ্টি হইয়াছিল—তাহার মধ্যে সকলগুলি কিছু বাঁচিতে পারে না, বাঁচেও নাই। কিন্তু যেগুলি বাঁচিয়া গেল—তাহারা যে কি প্রাণপণ সংগ্রাম করিয়া, কি ভাবে বহিঃশত্রু অপেক্ষা ঘরের শত্রুর আক্রমণ প্রতিরোধ করিয়া বাঁচিয়া গেল, কত বড় ঝড়-ঝঞ্ঝা যে তাহাদের মাথার উপর দিয়া চলিয়া গেল—কি করিয়া তাহারা বিপদ, দুঃখ ও বিড়ম্বনা ভোগের দুর্দ্দিনের মধ্য দিয়া ক্রমশঃ উন্নতির পথে অগ্রসর হইয়া আসিল—তাহার ইতিহাস হয়ত অনেকের জানা নাই।

বিরুদ্ধ শক্তি ও অন্যায় প্রতিযোগিতার সহিত যুদ্ধ করিয়া স্বদেশী যুগের সে সকল প্রতিষ্ঠান আজও মাথা উঁচু করিয়া দাঁড়াইয়া আছে—তাহাদের মধ্যে হিন্দুস্থান কো-অপারেটিভ ইন্‌সিওরেন্স ও বেঙ্গল কেমিকেলের নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। বীমা-ব্যবসায়ে হিন্দুস্থান তাহার কর্ম্মগৌরবে আজ ভারতবর্ষের মধ্যে বিস্ময়ের বস্তু হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ‘হিন্দুস্থান’ কোনও ব্যক্তিবিশেষের সম্পত্তি নহে,—কোনও ব্যক্তিবিশেষের মত বা মৎলবেও ইহা পরিচালিত হয় না, কোনও একজন মাত্রের চেষ্টা বা কর্ম্মদক্ষতার ফলেও আজ তাহার এ সমুন্নত অবস্থা গড়িয়া উঠে নাই—কাজেই ‘হিন্দুস্থান’এর এ গৌরব কোনও ব্যক্তির নহে—সমগ্র বাঙ্গালী জাতির। বাঙ্গালী হইয়া এ গৌরব ম্লান বা ক্ষুণ্ণ করিবার জন্য যাহারা হীন ও অন্যায় প্রচার কার্য্যের আশ্রয় লয়, তাহাদিগকে পদ্মপাদ—দীপালীর পৃষ্ঠায় “ঘরের শত্রু বিভীষণ” বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন।

কেননা, যে প্রতিষ্ঠানের সহিত দেশবরেণ্য রবীন্দ্রনাথ, কাশিমবাজারের পুণ্যশ্লোক মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন, মুক্তাগাছার ব্রজেন্দ্রকিশোর, অম্বিকাচরণ উকিল, সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রভৃতি বাঙ্গলা দেশের সুসন্তানগণের মহৎ নাম—মহত্তর চেষ্টা ও সহযোগিতা সংশ্লিষ্ট আছে, বাঙ্গালীর মূলধনে বাঙ্গালীর পরিশ্রম ও চেষ্টায়—বাঙ্গালীর পরিচালন দক্ষতায় গত ২৭ বৎসর ধরিয়া যে প্রতিষ্ঠান খ্যাতি প্রতিপত্তি ও উন্নতির পথে অগ্রসর হইয়া আসিয়াছে—তাহাকে লোকচক্ষে অসার প্রতিপন্ন করিতে যাইবার পূর্ব্বে বাঙ্গালী জাতির শিল্প-ব্যবসা সংশ্লিষ্ট আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলির ইতিহাস একবার আলোচনা করিয়া দেখা দরকার। নিজের

মধ্যে বিন্দুমাত্র বাঙ্গালীত্ব থাকিলে এই ভাবে বাঙ্গালী প্রতিষ্ঠানকে কেহ হীন প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করিতে পারে না।

রবীন্দ্রনাথ সত্যই বলিয়াছেন—

"* * বাঙালীর ভাঙনধরানো মনের কুৎসা-মুখরিত নিষ্ঠুর পীড়ন-নৈপুণ্য সর্ব্বদাই উদ্যত। সেটা আমাদের ক্রূর অট্টহাস্যোজ্জ্বল গ্রাম্য অসৌজন্য সম্ভোগের সামগ্রী। আজ তো দেখতে পাই, বাংলা দেশের ছোটো বড়ো খ্যাত অখ্যাত গুপ্ত প্রকাশ্য নানা কণ্ঠের তূণ থেকে শব্দভেদী রক্তপিপাসু বাণে আকাশ ছেয়ে ফেল্‌ল।"

রবীন্দ্রনাথ ইহাকেই "আত্মলাঘবকারী মহোৎসাহ" বলিয়া আখ্যাত করিয়াছেন; তাহা আজ বাঙ্গালীকে নেশার মত পাইয়া বসিয়াছে। এ নেশা কবে কাটিবে, কে জানে?

ক্রেতা—এই ডিমগুলো কি তাজা?

বিক্রেতা—তাজা? আমি ভুল ক'রে তারিখ না টাঙালে, ও ডিমগুলো কালই পাড়া হোতো?

*

শিক্ষক—তোমার বাবা যদি সপ্তাহে আড়াইশ' টাকা ক'রে রোজগার করেন তো পাঁচ সপ্তাহ পরে তাঁর কাছে কি থাক্‌বে?

ছাত্র—দুটিন সিগারেট, অনেকগুলো লটারির টিকিট আর একখানা সেকেণ্ডহাণ্ড্ মোটর গাড়ী।

*

একজন ভদ্রলোক দেখ্‌লে যে জনকতক বালক একটা কুকুরকে ঘিরে ব'সে আছে। ব্যাপারটা কি জান্‌তে চাইলে, ছেলেরা ব'ল্‌লে তাদের একটা প্রতিযোগিতা হ'চ্ছে—যে সব চেয়ে বড়ো মিথ্যা কথা ব'ল্‌তে পার্‌বে, ঐ কুকুরটি তাকে দেওয়া হবে। শুনে ভদ্রলোকটি ব'ল্‌লেন 'আমি ছোট বেলায় কখনো মিথ্যা কথা বলিনি'। তখন ছেলেদের একজন ব'ল্‌লে, 'অতুল, কুকুরটা বাবুকেই দিয়ে দাও।"

*

ক্রেতা—এই গরুটার দাম কত?

বিক্রেতা—পঞ্চাশ টাকা।

ক্রে—তার চেয়ে ছোটটি?

বি—ষাট টাকা।

ক্রে—আরো ছোটোটার?

বি—পঁয়ষট্টি টাকা।

ক্রে—যদি কোনটাই না কিনি, তবে?

*

ক—রেখা আমাকে প্রত্যাখ্যান ক'রেছে।

খ—তুমি বোধ হয় কায়দা ক'রে কথা ব'ল্‌তে পারোনি। ব'ল্‌তে হয় আমি মুর্খ, তোমার পায়ের ধুলোরও যোগ্য নই, এই রকম সব। ওতে মেয়েদের মন নরম হয়।

ক—সময় পেলুম কই? আমি ব'ল্‌বার আগে সেই যে আমায় ও সব কথা ব'ল্‌লে।

—সাউণ্ড বক্স

দীপালীতে প্রতি সপ্তাহেই রেকর্ড সমালোচনা বাহির হইতেছে। আমাদের পাঠকবর্গ জানাইয়াছেন যে, আমাদের পক্ষপাত শূন্য সমালোচনা বাহির হইলে তাঁহাদের রেকর্ড ক্রয় করিবার বিশেষ সুবিধা হয়—বাছাই করার হাঙ্গামা থাকে না। অতএব এখন হইতে রেকর্ড কিনিবার পূর্ব্বে **দীপালীর** এই স্তম্ভটি পড়িয়া কিনিলে ক্রেতাদের কতক সুবিধা হইতে পারে।

MEGAPHONE RECORDS

March—1935.

মেগাফোন কোম্পানী এ মাসে ৪ খানি বাঙলা রেকর্ড প্রকাশ করিয়াছেন। ৩ খানি কণ্ঠ-সঙ্গীতের ও একখানি কৌতুক কথার রেকর্ড। আমরা নিম্নে প্রত্যেক রেকর্ডের সমালোচনা দিলাম।

*

J. N. G. 171. শ্রীযুক্ত যুগলকৃষ্ণ পাল এই রেকর্ডে বেহাগ ও মালকোষ রাগিণীতে দুইখানি শ্যামা-সঙ্গীত গাহিয়াছেন। অবিমিশ্র রাগ-রাগিণীতে সুর সংযোজনা করা ভীষ্মদেব বাবুর কৃতিত্বের পরিচায়ক। "কালী কালী বল না রে মন" ও "বারে বারে ডাকি শ্যামা" গান দুটি গায়কের সুরেলা ও মিষ্টি কণ্ঠে সুখ-শ্রাব্য হইয়াছে; যুগল বাবুর গান যাহারা পছন্দ করেন, তাঁহাদের গান দুটি ভাল লাগিবে।

*

J. N. G. 172. রেকর্ডে শ্রীননী দাশ গুপ্ত ও তাঁহার পার্টি কৌতুক কথোপকথন করিয়াছেন। ননী দাশ গুপ্তের ইতিপূর্ব্বে প্রকাশিত "বেতারে ভূত" কমিক কথার রেকর্ডখানি মেগাফোন রেকর্ড ক্রেতাদের নিকট অমর করিয়া রাখিয়াছে। আলোচ্য রেকর্ডখানিতে "কলির রাম" ও "গজানন নাট্য সমিতি" কৌতুক কথাও বলিবার ভঙ্গীতে হাস্যোদ্দীপক হইয়াছে, যদিও রচনায় বিশেষ কিছু মুন্সিয়ানা নাই।

*

J. N. G. 173. মিস্ কাননবালার দুটি গান শুনিলাম। "এস বসন্তের রাজা" গানটি কাজি নজরুল ইসলামের রচনা এবং সুর দিয়াছেন শ্রীজ্ঞান দত্ত। সুর-যোজনা ও গাওয়া মন্দ লাগিল না। "কাল কমলে নিরখি বিরলে" গানটির রচনা মন্দ নয়। নৃত্যের ছন্দে গানটি গীত হইয়াছে। গান ও বাজনার সামঞ্জস্য রক্ষিত হওয়ায় রেকর্ডখানি মোটের উপর সুখশ্রাব্য হইয়াছে। যাহারা কানন বালার গান পছন্দ করেন তাঁহাদের ভাল লাগিবে বলিয়া মনে হয়।

*

J. N. G. 174. মিস্ রেণুকার দুইখানি গান এই রেকর্ডে বাহির হইয়াছে। গায়িকা বাঙলা রেকর্ড জগতে নবাগতা হইলেও মাইক্রোফোনের উপযুক্ত গলার আওয়াজ আছে। "পিয়া পাপিয়া পিয়া বোলো" ও "পলাশ মঞ্জরী পরায়ে দেলো" গান দুটির রচয়িতা নজরুল ইসলাম। রচনার অনুরূপ সুর-সংযোজিত হইয়াছে। মিস্ রেণুকা গান দুটি মোটের উপর মন্দ গান নাই। আমাদের মনে হয় গান দুটি অনেকের মনোরঞ্জন করিবে।

•

"হিজ্ মাষ্টারস্ ভয়েস" রেকর্ডের ন্যায়

—শ্রীপ্রাণদানন্দ দাশগুপ্ত

জার্ম্মাণীতে এত বেশী পরিমাণে আলু জন্মায় যে তাদের সমস্ত বছরের আলু খরচ করবার পরও জার্ম্মাণী থেকে দুই লক্ষ টন ওজনের আলু বিদেশে চালান যায়।

*

প্যারিশে দায়োগ নামে একটা দ্বীপ আছে। সেই দ্বীপে একটা কবরখানা আছে। সেখানে কুড়ি হাজার কুকুর মৃত্যুর পরে শায়িত হয়।

*

বিলাতে শুধু ইঁদুরের উৎপাতে কাপড় এবং খাবারে প্রায় ছয় কোটি পাউণ্ড অপব্যয় হয়।

*

লণ্ডনের একটা 'সিনেমা হাউসে' একটা প্রকাণ্ড কার্পেট মেঝেতে পাতা হ'য়েছে। কার্পেটটি লম্বায় একশো ফুট, চওড়ায় ৪৩ ফুট এবং ওজনে এক টন।

*

একটি মজার কাহিনী। স্কটল্যাণ্ডের বার্থামষ্টেড নামক স্থানে ভেড়ার গায়ে প্রচুর ঘাস জন্মাচ্ছে। ভেড়ার গায়ে অসংখ্য লোম এবং সেই লোমের মধ্যে যেন কে ঘাসের বীজ ছড়িয়ে দিয়েছিল। তারই জন্য এই অদ্ভুত জিনিষের উৎপত্তি। কাম্বারল্যাণ্ড এবং পশ্চিম স্কটল্যাণ্ডে এ ব্যাপার প্রায়ই ঘটে বলে জানা যায়।

*

১৭০২ খৃষ্টাব্দে ২১শে মার্চ্চ তারিখে ইংলণ্ডে সর্ব্বপ্রথম দৈনিকপত্র প্রকাশিত হয়। সে পত্রিকার নাম Daily Courant.

মেগাফোন কোম্পানীর পূর্ব্ব প্রকাশিত হোলীর গানগুলি যথা J.N.G. 59, J.N.G. 39, J.N.G. 42. প্রভৃতি রেকর্ড বিশেষ ভাবে এ সংখ্যায় বিজ্ঞাপিত করিলে ভাল হইত বলিয়া মনে হয়।

ইষ্ট ইণ্ডিয়ান রেলওয়ে

আগামী ২০শে মার্চ্চ দোলযাত্রা। ইষ্ট ইণ্ডিয়ান রেলওয়ে এই দোলযাত্রায় মথুরা ও বৃন্দাবন গমনেচ্ছু যাত্রীদিগের জন্য খুব সুন্দর ব্যবস্থা করিয়াছেন। মথুরায় শ্রীকৃষ্ণের জন্মস্থান ও বৃন্দাবন তাঁহার লীলাভূমি। এই বৃন্দাবন তাঁহার দোললীলার জন্যই সমধিক প্রসিদ্ধ। দোলেই বৃন্দাবনধাম দর্শন সমধিক প্রশস্ত।

খুব সস্তা ভাড়ায় মথুরা ও বৃন্দাবন যাতায়াতের ব্যবস্থা করিয়া দিয়া ইষ্ট ইণ্ডিয়ান রেলওয়ে হিন্দু জনসাধারণের প্রশংসার্হ হইয়াছেন। তাঁহারা ভাড়ার হার করিয়াছেন হাওড়া হইতে হাতরাস (মথুরার জন্য) পর্য্যন্ত মধ্যম শ্রেণী ২৪৵, তৃতীয় শ্রেণী ১৩৷৶, আগামী ১৪ই হইতে ১৬ই মার্চ্চ পর্য্যন্ত এই টিকিট বিক্রয় হইবে, এবং ২২শে মার্চ্চ মধ্য রাত্রির মধ্যে ফিরিয়া আসা প্রয়োজন।

যান বাহনাদির কোন কষ্ট নাই। মথুরায় টোঙ্গা ও এক্কা সর্ব্বদা প্রাপ্তব্য। মথুরা জংশন বা মথুরা ক্যান্টনম্যান্ট ষ্টেশন হইতে বৃন্দাবনের দুরত্ব ৭ মাইলের বেশী নয়, এবং মোটরে যাইতে হইলে প্রতি ক্ষেপ ৫৲ টাকা, টোঙ্গায় ২৷৹ ও এক্কায় ১৷৹ টাকা। অবশ্য কোন তিথি পর্ব্বনে ভাড়া একটু বেশী। ক্যান্টনমেণ্টে থাকার কোন অসুবিধা নাই। হোটেল, ডাক বাংলা ধর্ম্মশালা সরাইখানা প্রভৃতি সমস্তই সেখানে আছে। দেখিবার মধ্যে মথুরার পবিত্র দরজা ও দ্বারকাধীশের মন্দির উল্লেখযোগ্য। বৃন্দাবনে গোবিন্দজী, শাহজী গোপীনাথজী, শেঠজীর মন্দির প্রভৃতি সর্ব্বতোভাবে দর্শনীয়। মথুরায় যমুনার তীরে গোকুল গ্রামও বহু লোক দেখিতে যান। কথিত আছে এই স্থানে শ্রীকৃষ্ণ বাল্যকালে বহুদিন অতিবাহিত করিয়াছিলেন। তাহা ছাড়া মিউজিয়মও অন্যতম শ্রেষ্ঠ দর্শনীয় স্থান।

বেঙ্গল নাগপুর রেলওয়ে

পুরীতে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের দোলযাত্রাও খুব প্রসিদ্ধ। পুণ্যকাম পুরী যাত্রীদিগের দোলযাত্রা উপলক্ষ্যে বেঙ্গল নাগপুর রেলওয়ের কর্ত্তৃপক্ষ খুব সস্তা ভাড়ায় যাতায়তের ব্যবস্থা করিয়াছেন। শ্রীশ্রীজগন্নাথ দেবের বিশ্ব বিখ্যাত মন্দির, সমুদ্র, কোণারক, ভুবনেশ্বর দেখিবার জিনিষ। পথে "জাজপুর রোডে" বৈতরণী তটে বিরজা দেবীর মন্দির, ভুবনেশ্বরে "ভুবনেশ্বরের মন্দির", সাক্ষী গোপালে "সাক্ষী গোপালের মন্দির" ও পুরীর অনতিদূরে "কোণারকে" বিশ্ববিশ্রুত সূর্য্য মন্দির প্রভৃতি দেখিয়া বাস্তবিকই আনন্দ লাভ করা যায়। কলিকাতা হইতে পুরী মাত্র এক রাত্রির পথ সুতরাং যাতায়াতেরও কোন কষ্ট নাই। শ্রীক্ষেত্রে জাতিভেদ নাই সুতরাং সকলেই শ্রীশ্রীজগন্নাথ দেবকে দেখিতে পাইবেন। বিশেষ বিবরণ পাবলিসিটি অফিসার বি, এন, রেলওয়ে, গার্ডেনরীচ, কলিকাতা, এই ঠিকানায় অনুসন্ধান করিলে পাওয়া যাইবে।

—অভিমন্যু

[আগামী শনিবার হইতে যে সব বিদেশী ছবি কলিকাতায় মুক্তিলাভ করিবে তাহাদের অগ্রিম সংক্ষিপ্ত পরিচয়। সুতরাং কোনো বিদেশী ছবি দেখিতে যাইবার পূর্ব্বে আমাদের চিত্র-পরিচিতি স্তম্ভটি পড়িয়া গেলে, চিত্রপ্রিয়রা লাভবান হইবেন। দী: স:]

"প্রাইভেট লাইফ অফ ডন জুয়ান" ছবিতে ডগলাস ফেয়ারব্যাঙ্কস ও মার্লে ওবেরণ। ছবিখানি এখন ছায়ায় দেখানো হইতেছে।

ম্যান্ অফ টু ওয়ার্ল্ড্‌স

(Man of Two Worlds).

আর-কে-ও এলফিনষ্টোনে দেখানো হইবে, শ্রেষ্ঠাংশে ফ্রান্সিস লেডারার, এলিসা ল্যাণ্ডি, হেনরী ষ্টিফেনসন, ষ্টেফি ডুনা, জে, ফ্যারেল ম্যাকডোনাল্ড প্রভৃতি। আর-কে-ও রেডিওর ছবি, পরিচালনা করিয়াছেন জে, ওয়াল্টার রুবেন।

এগো ছিল এস্কিমোদের সর্দ্দার। সে বীরও ছিল যেমন, শিকার-নৈপুণ্যও ছিল তেমনি তার অসাধারণ। সে তাহার কৈশোর-সঙ্গিনী গানিনানাকে বিবাহ করিয়া বেশ সুখেই দিন কাটাইতেছিল। এমন সময় একদল ইংরাজ বৈজ্ঞানিকের দল আর্টিক সাগরতীরে আসিল। এগো তাহাদের পথ প্রদর্শক হইল। সে সভ্য জগতের বহু জিনিষই দেখিল কিন্তু দলের প্রধান আবিষ্কারকের মেয়ে জোয়ানের ফটোগ্রাফ দেখিয়া আনন্দে ও বিস্ময়ে আত্মহারা হইল। সে শ্বেতাঙ্গিনীর আলোক-চিত্র দেখিয়া দেবী বলিয়া মনে করিল। তারপর তাহার কাজে সন্তুষ্ট হইয়া যখন বৈজ্ঞানিকের দল জিজ্ঞাসা করিলেন যে সে কি পুরস্কার চায় তখন সে জানাইল যে সে শুধু একবার লণ্ডনে যাওয়া ছাড়া আর কিছুই চায় না।

তাহার অনুরোধ রক্ষিত হইল। লণ্ডনে গিয়া জোয়ানকে সামনা-সামনি দেখিয়া সে আরও বিস্মিত হইল। এগো জোয়ানকে ভালবাসিল এমন কি একদিন মদ্য পান করিয়া জোয়ানকে আলিঙ্গন করিতে পর্য্যন্ত গেল। তাহাতে তাহাকে আবার তাহার দেশে পাঠাইয়া দেওয়া হইল। কিন্তু এগো একেবারে সম্পূর্ণ বিভিন্ন প্রকৃতির লোক হইয়া গেল।

'এগো'র ভূমিকায় ফ্রান্সিস লেডারার খুব সুন্দর অভিনয় করিয়াছেন। তিনি একজন অজ্ঞ এস্কিমোর আসল রূপ দিয়াছেন খুব সুন্দর ভাবে। এলিসা ল্যাণ্ডি ও ষ্টেফি ডুনার অভিনয়ও ভাল হইয়াছে।

মিউজিক ইন দি এয়ার

(Music In the Air).

এম্পায়ারে দেখানো হইবে, শ্রেষ্ঠাংশে গ্লোরিয়া সোয়ানসন, জন বোলস, ডগলাস মণ্টগোমারী, জুন ল্যাং, আল শীন প্রভৃতি। ফক্সের ছবি, পরিচালনা করিয়াছেন জো মে।

কার্ল ছিল একজন স্কুলের মাষ্টার। সে একজন সঙ্গীত রচয়িতার মেয়ে সিগলিণ্ডের প্রেমে পড়ে। যখন এই সঙ্গীত রচয়িতাটি রঙ্গমঞ্চে কয়েকটি গান দেবার জন্য সহরে গেল, তখন কার্ল এবং সিগলিণ্ডও সেই সঙ্গে গেল। সেখানে থিয়েটারের প্রযোজকের অফিসে ব্রুনো ম্যাহলেন নামক প্রধান অভিনেতা ও মুনিচের শ্রেষ্ঠা সুন্দরী নর্ত্তকী ফ্রিডার তাহার সহিত পরিচিত হইল। ফ্রিডার রূপে কার্ল আকৃষ্ট হইল এবং ব্রুনোও সিগলিণ্ডকে ভালবাসিল। ব্রুনো ফ্রিডার সহিত ঝগড়া করিয়া তাহার অপেরায় নায়িকার ভূমিকা সিগলিণ্ডকে দিল। সিগলিণ্ড খুব নাম করিল, কিন্তু তারপর আর কার্লকে তত্তটা আমল দেয় না। কার্ল কিছুদিন ফ্রিডার সহিত খানিকটা স্ফূর্ত্তি করিয়া বাড়ী ফিরিয়া গেল। একদিন রিহার্সালের সময় দেখা গেল যে সিগলিণ্ড গাহিতে পারে খুব ভাল, কিন্তু মোটেই গানে প্রাণ সঞ্চার করিতে পারিতেছে না। কাজেই ব্রুনোর বিপরীতে নায়িকার জন্য ফ্রিডাকেই ফের লওয়া হইল। তারপর সিগলিণ্ড তাহার পিতার সহিত দেশে ফিরিয়া আসিল এবং কার্লের সঙ্গে মিলিত হইল।

'কার্ল' ও সিগলিণ্ডের' ভূমিকায় ডগলাস মণ্টগোমারী ও জুন ল্যাং চমৎকার অভিনয় করিয়াছেন। 'ফ্রিডা'র ভূমিকায় গ্লোরিয়া সোয়ানসন ও 'ব্রুণো'র ভূমিকায় জন বোলসের অভিনয়ও হইয়াছে খুব মনোজ্ঞ। গ্লোরিয়া সোয়ানসনের গানগুলি খুবই সুখ-শ্রাব্য হইয়াছে।

কলেজ রীদম
(College Rhythm).

প্লাজায় দেখানো হইবে, অভিনয় করিয়াছেন জ্যাক ওকি, জো পেনার, ল্যানী রস, লিডা রবার্টি, হেলেন ম্যাক, মেরী ব্রায়ান প্রভৃতি। প্যারামাউণ্টের ছবি, পরিচালনা করিয়াছেন নর্ম্ম্যান টুরগ।

কলেজের গ্লোরিয়া মেয়েটির উপর সকলের নজর ছিল। কলেজের প্রসিদ্ধ হাফ-ব্যাক ফিনিগ্যানের সঙ্গে গায়ক ল্যারীর এই লইয়া খুব রেষারেষি চলিতে থাকে। কলেজের পর ফিনিগ্যান ল্যারীর পিতার দোকানে একটি চাকরী পায়, এবং সেই কর্ম্মচারীদের লইয়া একটি ফুটবল টীম গঠন করে। ফিনিগ্যান হইল দোকানের জেনারেল ম্যানেজার। ল্যারী ইহাতে রাগিয়া গিয়া চাকরী ছাড়িয়া দিতে চায় কিন্তু তাহার সেক্রেটারী জুনের কথায় মত পরিবর্ত্তন করিয়া গানের বিভাগে যোগদান করে। ছবিখানিতে কতকগুলি সুন্দর সুন্দর নাচের সমাবেশ আছে, তাহা ছাড়া ফুটবল খেলাটি খুবই হৃদয়গ্রাহী হইয়াছে। আমেরিকার প্রসিদ্ধ রেডিও গায়ক জো পেনার হাল্কা হাসির উপর দিয়া খুব স্বাভাবিক অভিনয় করিয়াছেন। জ্যাক ওকির 'ফিনিগ্যান', ল্যানী রসের 'ল্যারী', হেলেন ম্যাকের সেক্রেটারী খুব সুন্দর হইয়াছে। ছবিখানি মোটের উপর খুব উপভোগ্য।

দি সার্কাস ক্লাউন
(The Circus Clown)

রিগ্যালে দেখানো হইবে, অভিনয় করিয়াছেন জো, ই, ব্রাউন, প্যাট্রিসিয়া এলিস, ডরোথী বার্জেস, ডোনাল্ড ডিলোওয়ে, গর্ডন ওয়েষ্টকট প্রভৃতি। ফার্ষ্ট নাশানালের ছবি, পরিচালনা করিয়াছেন রে এনরাইট।

হ্যাপি হাওয়ার্ড ছিল একজন প্রসিদ্ধ সার্কাসের ক্লাউনের ছেলে। তাঁহার মাতা তাঁহাকে ছাড়িয়া যাওয়ায় হ্যাপির পিতা সার্কাস জীবন পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। পিতার অনিচ্ছা সত্ত্বেও হ্যাপি সার্কাসে যোগদান করে। যে মেয়েটি তাহার সহিত ট্রাপিজ করিত, হ্যাপি তাহাকে ভালবাসিল। তারপর অনেক ঘটনা-বিপর্য্যয়ের পর হ্যাপি তাহাকে বিবাহ করে।

ইহাতে জো, ই, ব্রাউন দুইটী বিভিন্ন ভূমিকায় অভিনয় করিয়াছেন। হ্যাপি ও তাহার পিতা এই দুই ভূমিকায় তিনি সু-অভিনয় করিয়াছেন। অন্যান্য ভূমিকাগুলিও মন্দ নয়।

ফরবিডন টেরীটরী
(Forbidden Territory.)

নিউ এম্পায়ারে দেখানো হইবে। ইহাতে অভিনয় করিয়াছেন রোনাল্ড স্কোয়ার, গ্রেগরী র‍্যাটফ, বিনি বার্ণস, টামারা ডেসনি, এ্যাণ্টনি বুশেল প্রভৃতি। প্রগ্রেস পিক্চারের ছবি, পরিচালনা করিয়াছেন ফিল রোসেন।

স্যার চার্লস ফ্যারিনডন এরোপ্লেনের ব্যবসা করেন, এবং তাঁহার দুই পুত্র মাইকেল ও রেক্স পিতাকে সাহায্য করে। তাঁহার একজন পুত্র রাশিয়াতে গোয়েন্দাগিরি করার জন্য কারাগারে নিক্ষিপ্ত হইল। তারপর স্যার চার্লস তাঁহার আর এক পুত্রের সঙ্গে রাশিয়ার সেই পুত্রকে উদ্ধার করিতে গেলেন। এবং তারপর সেখানকার ঘটনাগুলি বিশদ ভাবে বর্ণিত হইয়াছে।

স্যার চার্লস ফ্যারিনডনের ভূমিকায় রোণাল্ড স্কোয়ারের অভিনয় খুব উপভোগ্য হইয়াছে। গ্রেগরী র‍্যাটফের রাশিয়ান কমিশনার ও বিনি বার্ণসের রাশিয়ান নর্ত্তকীও খুব সুন্দর হইয়াছে।

দীপালী-ফ্লুয়েলীন রৌপ্যপদক

—:*:—

"দীপালী"তে আগামী মার্চ্চ মাস থেকে প্রতিমাসে লেখিকাদের মধ্যে গল্প প্রতিযোগিতা হবে। "দীপালী"র যুগ্ম সম্পাদক কবি হেমেন্দ্রকুমার রায় ও কবি গিরিজাকুমার বসু এবং বাইরে থেকে কবি বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় এই তিন জন এর বিচারক নির্ব্বাচিত হ'য়েছেন। তিন জনের বিচারে যাঁর লেখা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ব'লে গণ্য হবে তিনি উল্লেখিত রৌপ্যপদকটি পাবেন। প্রতি মাসের প্রথম দিন থেকে শেষ দিন পর্য্যন্ত সেই মাসের প্রতিযোগিতার গল্প "দীপালী" কার্য্যালয়ে পৌঁছান চাই। মার্চ্চ মাসের গল্প এপ্রিল মাসের প্রথম সপ্তাহে পরীক্ষা করা হবে এবং সর্ব্বশ্রেষ্ঠ লেখিকাকে পদক দেওয়া হবে। প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান যে লেখিকারা অধিকার ক'রবেন, তাঁদের গল্প 'দীপালী'তে প্রকাশ করবার ক্ষমতা সম্পাদকের থাকবে। **কেবলমাত্র লেখিকাদের মধ্যে-ই এই প্রতিযোগিতা সীমাবদ্ধ, কোন লেখকের নেওয়া হবে না।** বিচারকদের নিষ্পত্তিই সকল সময় চূড়ান্ত ব'লে গণ্য হবে। কারুর ব্যক্তিগত নামে না পাঠিয়ে 'দীপালী'র সম্পাদক ব'লে 'দীপালী' কার্য্যালয়ে সব গল্প পাঠাতে হবে। মোড়কের ওপর 'দীপালী ফ্লুয়েলীন গল্প প্রতিযোগিতা, লেখা থাকা চাই। প্রতিযোগিতার গল্পগুলি রেজেষ্ট্রী ক'রে পাঠালে তার প্রাপ্তি সম্বন্ধে গোল হবে না। প্রতিযোগিতা সম্বন্ধে কোনো পত্র ব্যবহার কারুর সঙ্গে করা হবে না।

[দীঃ—সঃ]

গান

—হেমেন্দ্রকুমার রায়

চাঁদের দেশের একটি মেয়ে
আমার দেশে এসেছে,
তারায় তারায় ফুল ফুটিয়ে
আমায় ভালো বেসেছে।

*

নিচোল নাচায় মলয়-হাওয়ায়,
প্রাণ খুলে যায় চোখের চাওয়ায়,
গোপন হৃদয়-বাঁশীর গাওয়ায়
ভৈরবীতে হেসেছে।

*

একটি মেয়ের একটি কথার হাজার মানে,
দিবস-রাতি বাজছে মনের গানে গানে।

*

সুখের দুঃখ-ব্যথায় ভরি,
দেখছে জীবন-স্বপন-পরী,
অরুণ তনুর তরুণ তরী
নয়নজলে ভেসেছে।

ইণ্ডিয়া পিক্‌চার্স লিঃ

আগামী ১২ই ও ১৩ই মার্চ্চ বাঁকিপুর এলফিনষ্টোন পিক্‌চার প্যালেসে বিশ্ববিখ্যাত নর্ত্তক উদয়শঙ্কর সদলবলে তাঁহার নৃত্যকলা প্রদর্শন করিবেন। শুনিলাম তিনি কতকগুলি নূতন ধরণের নাচ দেখাইবেন।

ইঁহারা হিন্দী "দক্ষযজ্ঞের" বোম্বাইয়ের প্রদর্শন-স্বত্ব সেণ্ট্রাল টকী সার্কিটকে বিক্রয় করিয়াছেন।

রাধা ফিল্ম কোং

গত সপ্তাহে নাটোরে শ্রীমোহিনীমোহন রায়ের নূতন চিত্রগৃহের দ্বার "দক্ষযজ্ঞ" দিয়াই উদ্ঘাটিত হইয়াছে।

"মানময়ী গার্লস স্কুলের" কাজ প্রায় শেষ হইয়া আসিল। দুই একটি ছোটো খাটো দৃশ্য ছাড়া আর সব গুলিই তোলা শেষ হইয়া গিয়াছে।

রাধার পৌরাণিক চিত্র "দক্ষযজ্ঞ" এই সপ্তাহে ক্রাউনে ২২শ সপ্তাহে পদার্পণ করিবে।

ম্যাডান থিয়েটার্স

শ্রীএণ্ডিমুর রায় ("গৌরীশঙ্কর" চিত্রের

পরিচালক) ম্যাডানে একখানি বাংলা ছবি তুলিতে চুক্তিবদ্ধ হইয়াছেন, ছবিখানির নাম হইবে "ফ্যাণ্টম অফ ক্যালকাটা"। ছবির গল্প-লেখক, পরিচালক ও অভিনেতা তিনি নিজেই। তাহা ছাড়া শ্রীপ্রফুল্ল ঘোষ (সন্তরণ বীর), সন্তোষ সিংহ, শ্রীমতী মীরা ঘোষ, প্রভৃতি অভিনয় করিবেন। এখানি হইবে gangster ছবি, শুনা গেল যে এ ধরণের "গ্যাঙ্গষ্টার ছবি" নাকি আজ পর্য্যন্ত বাংলা দেশে হয় নাই।

রূপবাণীতে

"দি ইন্‌ভিজিবল্‌ ম্যান"

শনিবার—৯ই মার্চ্চ হইতে—চিত্র জগতের অপরূপ বিস্ময় "দি ইন্‌ভিজিবল্‌ ম্যান্‌' দ্বিতীয় সপ্তাহে পদার্পণ করিল।

শনিবার—১৬ই মার্চ্চ হইতে লরেল হার্ডির অপরূপ চিত্র "হলিউড্‌ পার্টি" রূপ-বাণীতে মুক্তি লাভ করিবে।

তারপর আসিবে—বহু বিজ্ঞাপিত কালী ফিল্মসের 'পাতালপুরী'।

ছায়া

এই শনিবার হইতে ডগলাস ফেয়ার-ব্যাঙ্কসের নবতম চিত্র "প্রাইভেট লাইফ অব ডন জুয়ান" দ্বিতীয় সপ্তাহে পদার্পণ করিল। শত শত সুন্দরীর প্রেম লাভে সমর্থ এই কলঙ্কিত চরিত্রের অপূর্ব্ব বিকাশ ডগলাস ফেয়ারব্যাঙ্কস ফুটাইয়াছেন। মারামারি, অসি ক্রীড়া, সু-উচ্চ প্রাচীর উল্লঙ্ঘন প্রভৃতি সমস্তই ইহাতে আছে। যাহারা এখনও ইহা দেখেন নাই তাহাদের আমরা ছবিখানি দেখিতে অনুরোধ করি।

নৃত্য-শিল্পী মণিবর্দ্ধন

সুপ্রসিদ্ধ নৃত্য-শিল্পী মণিবর্দ্ধন গত শুক্রবার রাত্রিতে ময়মনসিংহে নিমন্ত্রিত

হইয়া সদলবলে তাঁহার নৃত্যাভিনয় দেখাইতে চলিয়া গিয়াছেন। সেখানে ২রা,৩রা ও ৪ঠা মার্চ্চ এই তিন দিবস তাঁহার নৃত্যাভিনয় হইয়াছে।

'দীপালী'র নিয়মাবলী

১। 'দীপালী' প্রতি বৃহস্পতিবারে প্রকাশিত হয়, নগদ মূল্য এক আনা। নমুনার জন্য পাঁচ পয়সার টিকিট পাঠাইতে হয়।

২। কোনো সংখ্যার 'দীপালী' যথাসময়ে না পাইলে, স্থানীয় ডাক-ঘরে সম্বাদ লইয়া পরবর্ত্তী সোমবারের মধ্যে জানাইতে হইবে।

৩। 'দীপালী'-সংক্রান্ত টাকা কড়ি, বিজ্ঞাপন, দীপালীর ম্যানেজারকে পাঠাইতে হইবে। বিজ্ঞাপন এবং এজেন্সী সম্বন্ধীয় বিবরণ ও অন্যান্য জ্ঞাতব্য বিষয়ের জন্য তাঁহাকে পত্র লিখিতে হইবে।

৪। 'দীপালী'তে প্রকাশের জন্য রচনা-সমূহ 'সম্পাদক দীপালী' এই নামে 'দীপালী' কার্য্যালয়ে পাঠাইতে হইবে। উপযুক্ত ষ্ট্যাম্প দেওয়া না থাকিলে অমনোনীত রচনা ফিরাইয়া দেওয়া বা উত্তর দেওয়া হয় না। অমনোনীত রচনা সঙ্গে সঙ্গে ছিঁড়িয়া ফেলা হয়, কাজেই টিকিট না দিয়া রচনা পাঠাইয়া, পরে সে সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিলে কোনো ফলই হইবে না।

৫। 'দীপালী'র এজেন্ট হইবার বিস্তৃত বিবরণের জন্য 'দীপালী'র ম্যানেজারের সহিত পত্র ব্যবহার বা দেখা করিতে হইবে।

৬। বৎসরের প্রথম সংখ্যা অথবা দ্বিতীয় বর্ষার্দ্ধের প্রথম (২৫শ) সংখ্যা হইতে গ্রাহক হইতে হইবে। অন্য সময়ে গ্রাহক হইলে, তাঁহাকে হয় ১ম, নয় ২৫শ সংখ্যা হইতে কাগজ লইতে হইবে।

ম্যানেজার—দীপালী
১২৩।১, আপার সার্কুলার রোড
পোঃ বিডন্‌ ষ্ট্রীট, কলিকাতা ফোন—বড়বাজার ৩২৫৩

ময়মনসিংহ সহর খুব বড় নয়, দলসহ সেখানে গিয়া অর্থপ্রাপ্তির সম্ভাবনা বেশী নাই ; মণিবাবুর সেখানে যাওয়ার উদ্দেশ্য শুধু দেশবাসীর প্রাণে প্রাচীন ভারতীয় নৃত্য-কলার প্রতি শ্রদ্ধা ও অনুরাগ বৃদ্ধি করা। এই উদ্দেশ্যে ইতিপূর্ব্বে তিনি পূর্ব্ববঙ্গের অনেক সহরে তাঁহার নৃত্যাভিনয় প্রদর্শন করিয়া প্রভূত সম্মান ও খ্যাতিলাভ করিয়া আসিয়াছেন। আমরা তাঁহার সদুদ্দেশ্যের সাফল্য কামনা করি।

গায়ক জীবনচন্দ্র উপাধ্যায়

অধুনা বাঙ্গালা তরুণদিগের মধ্যে যাঁহারা সঙ্গীত চর্চ্চা করিতেছেন, তন্মধ্যে শ্রীযুক্ত জীবন চন্দ্র উপাধ্যায় মহাশয় অন্যতম। তিনি শ্রীযুক্ত ভীষ্মদেব চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের কৃতী ছাত্র শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের নিকট সঙ্গীত শিক্ষা করিয়া বেশ কৃতিত্ব অর্জ্জন করিতেছেন। বেতার সঙ্গীত শ্রোতাদিগের নিকট জীবন বাবুর পরিচয় দেওয়া বাহুল্য মাত্র। তাঁহার কণ্ঠস্বর সতেজ ও মধুর। উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতেও যেমন তিনি খ্যাতি অর্জ্জন করিতেছেন আধুনিক সঙ্গীতেও তদপেক্ষা কম নহেন!

বহু সঙ্গীতানুষ্ঠানে আমরা তাঁহার গান শুনিয়া মুগ্ধ হইয়াছি। প্রার্থনা করি এই তরুণ গায়ক যশোলাভ করুন।

সম্পাদক—
শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায় শ্রীগিরিজাকুমার বসু
১২৩।১, আপার সার্কুলার রোড, দীপালী প্রেসে মুদ্রিত ও দীপালী কার্য্যালয় হইতে দীপালীর সত্বাধিকারী—

এম্, বি, বিলিমোরিয়া

কলবা দেবী রোড বোম্বাই

আপনি নিশ্চয়ই অনেক রোমাঞ্চকর চিত্র দেখিয়াছেন, কিন্তু এইখানির মত একখানিও নয়।

বহু দিন পর্য্যন্ত এর রোমাঞ্চকর কাহিনী আপনার স্মরণ থাকিবে।

কর্ণওয়ালিশ থিয়েটার

১৩৮নং কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট—কলিকাতা

"জামাই ষষ্ঠী"—"তৃতীয় পক্ষ"—"চিরকুমারী"
ও "কলঙ্কভঞ্জন" প্রণেতা

অমর চৌধুরীর অমর লেখনা-প্রসূত

বাংলা সবাক চিত্র—

"সত্য-পথে"

শ্রেষ্ঠাংশে :—

ধীরাজ, ডলি দত্ত, কার্ত্তিক ও কিরণ রায়

আসুন,—দেখুন! সুখ-দুঃখ ও দুর্ব্বলতাময় মানব-জীবনের শেষ পরিণতি কোথায়—কোন্ পথে? মানব জীবন-স্রোত—
শেষ "সত্য-পথে"

৯ই মার্চ্চ ১৯৩৫ সাল শনিবার হইতে

সাফল্যমণ্ডিত ষষ্ঠ সপ্তাহ

স্থাপিত ১৯২৯

দীপালী

DIPALI

বাংলার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সচিত্র সাপ্তাহিক

প্রভাতের "অমৃত-মন্থন" চিত্রে শান্তা আপ্তে। নিউ সিনেমায় প্রদর্শিত হইতেছে

৭ম বর্ষ] ৩০শে ফাল্গুন, ১৩৪১ 14th March, 1935 [১১শ সংখ্

আপনি নিশ্চয়ই অনেক রোমাঞ্চকর চিত্র দেখিয়াছেন, কিন্তু এইখানির মত একখানিও নয়।

বহু দিন পর্য্যন্ত এর রোমাঞ্চকর কাহিনী আপনার স্মরণ থাকিবে।

কর্ণওয়ালিশ থিয়েটার

১৩৮নং কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট—কলিকাতা

"জামাই ষষ্ঠী"—"তৃতীয় পক্ষ"—"চিরকুমারী" ও "কলঙ্কভঞ্জন" প্রণেতা

অমর চৌধুরীর অমর লেখনা-প্রসূত

বাংলা সবাক চিত্র—

"সত্য-পথে"

শ্রেষ্ঠাংশে :—

ধীরাজ, ডলি দত্ত, কার্ত্তিক ও কিরণ রায়

আসুন,—দেখুন! সুখ-দুঃখ ও দুর্ব্বলতাময় মানব-জীবনের শেষ পরিণতি কোথায়—কোন্ পথে? মানব জীবন-স্রোত—শেষ "সত্য-পথে"

১৬ই মার্চ্চ ১৯৩৫ সাল শনিবার হইতে

সাফল্যমণ্ডিত সপ্তম সপ্তাহ

দীপালী কার্য্যালয়—১২৩।১, আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা—
ফোন বড়বাজার—৩২৫৩

৭ম বর্ষ { ৩০শে ফাল্গুন বৃহস্পতিবার, ১৩৪১
১৪ই মার্চ্চ, ১৯৩৫ } ১১শ সংখ্যা

কলাকেলি

বারাঙ্গনা ব'লতে আমরা সবাই বুঝি, কামাগ্নি নির্ব্বাপিত বা দ্বিগুণ প্রজ্বলিত ক'রতে পারে এমন কোন জীবন্ত যন্ত্র।

কিন্তু বারাঙ্গনার মধ্যে যে-মানুষের প্রাণ আছে, সে-প্রাণ কি জীবন-সংগ্রামের ক্ষেত্রে আর কোন কাজে লাগতে পারে না?

*

মেরিকোর্ট নামে একটি মেয়ের কথাই বলি। ইতিহাসে La Belle Liegeoise নামে সে অমর হয়ে আছে। সে এক সম্পন্ন গৃহস্থের মেয়ে। সম্ভ্রান্ত বংশের কোন যুবক তাকে ভুলিয়ে ঘর থেকে পথে বার ক'রে আনে। তারপর এ-সব ক্ষেত্রে যা হয়, তাইই হ'ল। সে যাকে ভেবেছিল রূপকথার রাজকুমার, একদিন দুঃস্বপ্নের মতই তিনি হাওয়ায় মিলিয়ে গেলেন কোথায়, কে জানে?

*

কিন্তু মেরিকোর্ট ভীতু মেয়ে নয়,—জীবন-সাগরের উত্তাল তরঙ্গ দেখে সে শিউরে উঠল না, তার ভিতরে নিজের তরুণ তনুর তরণী ভাসিয়ে দিলে হাসিমুখেই, অনায়াসে। তার তনু-তরণীর কত কর্ণধার এল—কত কর্ণধার গেল!

এ-শ্রেণীর নারীদের জীবন এই ভাবেই একটা নির্দ্দিষ্ট, অসহায় পরিণামের দিকে এগিয়ে যায় এবং তার মধ্যে বৈচিত্র্য ও আনন্দ খুঁজে পায় কেবল শ্রেণীবিশেষের মানুষরাই।

*

কিন্তু মেরিকোর্টের জীবনের ভিতরে নতুন কোন আগুনের স্ফুলিঙ্গ লুকিয়েছিল। তাই একটা মস্ত জাতির কথা বলতে বসেও Carlyle, Michelet ও Lamartineএর মতন বিশ্ববিখ্যাত ঐতিহাসিকরা পর্য্যন্ত এই ক্ষুদ্র ফরাসী গণিকাকে অবহেলা ক'রতে পারেন নি। তাঁদের লিখিত ইতিহাসেই মেরিকোর্টের যথার্থ পরিচয় লিপিবদ্ধ আছে।

*

মেরিকোর্টের যথার্থ রূপ আমরা প্রথম দেখতে পাই ১৭৮৯ খৃষ্টাব্দে, যখন জনসাধারণের প্রাণরক্ষা করবার জন্যে সে আক্রমণোদ্যত ফ্লাণ্ডার্স রেজিমেন্টের বন্দুকধারী সৈন্যদের পায়ের তলায় প'ড়ে নিজের বুক পেতে দিয়েছিল!

*

ফরাসী বিপ্লবের সময়ে তার নাম ও বীরত্বের কাহিনী ফিরত লোকের মুখে মুখে। কুম্ভকর্ণের মতন ঘুমন্ত প্রজাশক্তি ফরাসী দেশে যেদিন প্রথম জেগে উঠল, সেইদিন থেকে মেরিকোর্টকে সর্ব্বদা সর্ব্বত্রই দেখ

যেত বিপ্লবের মানস-প্রতিমার মত! সে-সময়ে মেরিকোর্টের বুভুক্ষু অগ্নি-শিখার মতন মূর্ত্তি তার অতি-বড় দেহের পূজারীরও হৃৎকম্প উপস্থিত করত! কারণ তখন তার দেহে নারীত্বের কোন চিহ্নই আত্মপ্রকাশ করত না! ... ... রক্তের মতন রাঙা পুরুষের পোষাক প'রে, কোমরবন্ধে জ-জুটো পিস্তল গুঁজে বিপ্লবের বিপুল শোভাযাত্রার সঙ্গে বিকট স্বরে চীৎকার করতে করতে সে যখন ছুটে চলত, তখন কেউ তার সামনে এসে দাঁড়াবার ভরসা করত না!

•

যারা Baistilleএর বিখ্যাত কারা-দুর্গ ধ্বংস করেছিল, তাদের সর্ব্বপ্রথম দলের সঙ্গে ছিল এই অপূর্ব্ব শক্তিরূপিণী গণিকা মেরিকোর্ট! এখানে আশ্চর্য্য সাহসের পরিচয় দিয়ে সে সম্মানজনক এক তরবারি উপহার লাভ করেছিল। প্যারি সহরের পথে পথে যখন রক্তের বন্যা বইছে, তখন রাজশক্তির বিরুদ্ধে নারী-বাহিনী চালনা করবার ভার পেয়েছিল মেরিকোর্টই। রাজা যখন দেশ ছেড়ে পালাতে গিয়ে ধরা পড়েন, তখন অন্যান্য বিপ্লববাদীদের সঙ্গে অশ্বারোহণে সেও রাজাকে বন্দী ক'রে রাজধানীতে ফিরিয়ে এনেছিল! রাজসৈন্যদের অসংখ্য ছিন্ন-মুণ্ড বর্শার ফলায় বিঁধে যারা বীভৎস আনন্দে সহর তোলপাড় ক'রে বেড়িয়েছিল, নারী হয়েও মেরিকোর্ট তাদের সঙ্গে সমান উৎসাহে যোগ দিতে সঙ্কুচিত হয় নি। তার উত্তেজনাপূর্ণ ভীষণ বক্তৃতা বিপ্লববাদী পুরুষগণকেও আরো-বেশী রক্ত-পাগল ক'রে তুলত। বিপ্লববাদীদের জাতীয় প্রতিষ্ঠান স্থাপনের প্রস্তাবে নিজের দৃষ্টান্তে অন্যান্য নারীদের উৎসাহিত করবার জন্যে মেরিকোর্ট তার গায়ের সমস্ত দামি গহনা খুলে দান করেছিল। সে-সময়ে জনসাধারণের উপরে তার জোর ছিল এত বেশী যে, তার একটি মুখের কথার উপরে লোকের মরণ-বাঁচন নির্ভর করত! একবার সে অষ্ট্রীয়ানদের হাতে বন্দী হয়ে ভিয়েনায় গিয়েছিল এবং তাই শুনে অষ্ট্রীয়ার সম্রাট পর্য্যন্ত কৌতূহলী হয়ে তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছিলেন! এই বিষয় নিয়ে তাকে প্রধানা পাত্রী ক'রে ১৯০২ খৃষ্টাব্দে একখানি বিখ্যাত নাটক লেখা হয় এবং সেই নাটকের অভিনয়ে মেরি-কোর্টের ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন পৃথিবীপ্রসিদ্ধ অভিনেত্রী সারা বার্ণার্ড স্বয়ং।

•

বিপ্লবের সঙ্গে সঙ্গে মেরিকোর্টেরও রক্ত-পিপাসা যেন বেড়ে উঠল! তখন কোথায় গেল তার দেহের ব্যবসা এবং কোথায় রইল তার পরপুরুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করবার প্রবৃত্তি! বিপ্লবের উন্মাদনা ছাড়া এক মুহূর্ত্তও সে স্থির থাকতে পারত না—তার প্রাণের ইচ্ছা ছিল, এই রক্তাক্ত বিপ্লব চিরস্থায়ী হোক্!

•

কিন্তু ফরাসী বিপ্লব তার মতন আরো অনেক নারীর জন্ম দিয়েছিল. ইতিহাসে তারা "গিলোটিনের রায়বাঘিনী" বা "furies of the guillotine" নামে বিখ্যাত। তাদের মুখের বুলি ছিল—"রক্ত—আরো রক্ত চাই!" খুব সম্ভব সারা দেশে মেরিকোর্টের এই প্রতিষ্ঠা তাদের আর সহ্য হ'ল না। একদিন তারা দল বেঁধে প্রকাশ্য রাজপথে মেরিকোর্টকে ধ'রে, তাকে উলঙ্গ ক'রে তার সর্ব্বাঙ্গে নিষ্ঠুর ভাবে বেত্রাঘাত করলে।

•

এ অপমান মেরিকোর্ট সইতে পারলে না! বেত্রাঘাতের পরে পথের কাদা থেকে মেরিকোর্টকে তুলেই দেখা গেল, তার মাথা খারাপ হয়ে গেছে!

এর পর পাগ্‌লা-গারদের ভিতরে মেরিকোর্ট বেঁচে ছিল বিশ বছর। পূর্ব্বোক্ত নিদারুণ অপমানের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাবার জন্যে এই দীর্ঘ বিশ বৎসর সে আর জামা-কাপড় পরে নি!

•

নিজের নগ্ন দেহকে গরাদের কাছে টেনে এনে, মাথার উস্কখুস্ক সাদা চুল দুলিয়ে, দু'খানা শুকনো শীর্ণ হাতে গরাদে চেপে ধ'রে প্রায়ই সে এক কাল্পনিক জনতাকে সম্বোধন ক'রে চেঁচিয়ে উঠত, "রক্ত চাই—বিশ্বাস-ঘাতকের রক্ত!"

•

গণিকা মেরিকোর্ট! কিন্তু সে খালি সাহিত্যে ও ইতিহাসেই স্থান পায় নি,—ফরাসী জাতিও তাকে অযাচিত অভিনন্দন দেয়! তারা প্রায়ই গণিকা মেরিকোর্টের নামেই নিজেদের বালিকা-বিদ্যালয়ের নাম রাখে!

—হেমেন্দ্রকুমার রায়

গান

—নজরুল ইসলাম

(ভূপালী মিশ্র—দাদ্‌রা)

খেল'না আর আমায় নিয়ে প্রিয় অলস খেলা।
নিঠুর খেলা খেল এবার, ফুরায় খেলার বেলা॥

অন্ধকারের আড়াল হ'তে
লও হে টানি বাহির পথে,
চঞ্চলতার বিপুল স্রোতে
দাও ভাসাতে ভেলা॥

সবার চেয়ে ভালোবাস আঘাত যারে হান,
স্মরণ যারে কর তারে মরণ-টানে টান।

ঠাঁই যারে দাও চরণ-তলে
ভোলাও না তায় সুখের ছলে
তারে মালার নামে দাও না গলে
তোমার অবহেলা॥

গিরিশচন্দ্র

—শ্রীমনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য

প্রায় এক শতাব্দি হইতে চলিল বছর বছর এই দিনে গিরিশচন্দ্র ঘোষের জন্মদিন ফিরিয়া আসিয়াছে। পরিবারের মধ্যে অনেকের জন্মোদিনোৎসব সম্পন্ন হয় সে উৎসব চলে জীবিতকাল পর্য্যন্ত। মানুষ পরিবারকে ছাড়াইয়া যখন ঐতিহাসিক হইয়া ওঠেন তখন তাঁহার জন্মদিন হয় ঐতিহাসিক তারিখ, এবং তাঁহার জন্মোৎসব, জাতীয় উৎসবে পরিণত হয়। গিরিশচন্দ্র আজ ঐতিহাসিক ব্যক্তি,—জন্মোৎসব আজ জাতীয় মহোৎসব। তাহার উপর আধ্যাত্মিক গগনের যে বিরাট জ্যোতিষ্কের আলোক অতি আধুনিক বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকেও বিস্মিত করিয়া তুলিয়াছে সেই শ্রীশ্রীভগবান রামকৃষ্ণের পার্ষদ রূপে গিরিশচন্দ্রের জন্মকথা, জীবনেতিহাস, বিশ্ব-মানবীয় সম্পদ হিসাবে স্বীকৃত হইবে, এই আশাকে ভাবপ্রবণ বাঙ্গালীর অসার কল্পনা বলিয়া আর উড়াইয়া দেওয়া চলে না।

নট হিসাবে গিরিশচন্দ্রের স্মৃতি বহুকাল থাকিবে, চিরকাল হয়ত নাও থাকিতে পারে। এখনও তাঁহার অভিনয়ের স্মৃতি বহন করেন এমন অনেক রহিয়াছেন, যখন তাঁহারা আর থাকিবেন না, তখন থাকিবে শুধু শ্রুত। এই অভিনয়ের স্মৃতি লইয়া ভবিষ্যৎ কালের অভিনয়ের কোনও তুলনা করিবার হয়ত আর সাধ্য থাকিবে না! কিন্তু যতদিন ভারতের আধ্যাত্মিক জ্ঞানের কোনও মূল্য থাকিবে ততদিন বিশ্বনাট্য সাহিত্যে গিরিশচন্দ্রের নাটকের বিশিষ্ট স্থান থাকিবে, এ বিষয়ে সন্দেহ নাই। আনন্দ আর জ্ঞান, রস আর তত্ত্ব, থাক আর পাগলিনী একসঙ্গে মিশাইয়া পরিবেশন করিবার ক্ষমতা একমাত্র তাঁহাতেই সম্ভব দেখি। কমলা লেবু দেখাইয়া ক শিখাইবার অদ্ভুত কৌশলটির উচ্চাঙ্গের প্রয়োগে তাঁহার নাটকাবলি পরিপূর্ণ।

রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ বেদান্তসূর্য্য অনাবৃত চক্ষুর পক্ষে অসহ্য—গিরিশ বিচিত্র মেঘপুঞ্জ সৃষ্টি করতঃ সেই জ্যোতিঃ প্রতিফলিত করিয়া রামধনুর বর্ণসুষমা লোকচক্ষে তুলিয়া ধরিলেন। অবতার-কল্প পুরুষ হইতে আরম্ভ করিয়া লোকচক্ষে হেয় চোর ডাকাত বদমায়েস কত বিচিত্র সৃষ্টিই তাঁহার। সমস্ত সৃষ্টিই নিখুঁত। কারণ সকলের প্রতিই তাঁহার সমান দরদ। থাকর—"একেই বলে মনের মানুষ, নইলে হদে পোড়ার মুখো, থ্যাংড়া মারি থ্যাংড়া মারি—" এ কথায় যে ব্যথা এবং বিল্বমঙ্গলের—'গেল দিন দেখা ত হল না' এই উক্তিতে যে ব্যথা উভয়েতেই তাঁহার সমান সহানুভূতি। কারণ যত্র জীবঃ তত্র শিবঃ—এ জ্ঞান তাঁহার প্রত্যক্ষ। ব্যথা ব্যথা, আনন্দ আনন্দ তাহাতে ভাল মন্দ কিছু নাই, ভালমন্দ জ্ঞান ব্যবহারিক—সেইটা উপলব্ধি করাই তত্ত্বজ্ঞান। গিরিশচন্দ্র তাহাতে অধিকারী ছিলেন।

নাট্যকারের এই অদ্ভুত অপক্ষপাতিত্ব গিরিশ ভিন্ন আর শেকসপিয়রে দেখিতে পাওয়া যায়। দুইজনের মধ্যে বোধ হয় এই পার্থক্য যে শেকসপিয়র মানব জ্ঞানের সমস্ত বড় বড় কথা শুনাইয়াছেন কিন্তু নিজে কোনটাকেই সার বলিয়া গ্রহণ করিতে পারেন নাই তাই নিজে ধরা দেন নাই আর গিরিশচন্দ্র মানব জীবনের সমস্ত ভাব, বিচিত্র

৺গিরিশচন্দ্র ঘোষ

চরিত্রের মধ্যে দিয়া দেখাইয়াছেন এবং সমস্তই অবস্থানুসারে সত্য জানিয়া কোনটাকেই হেলা করেন নাই। সর্ব্বত্রই তিনি রহিয়াছেন তাই বিশেষ করিয়া কোথাও তাঁহাকে আমরা ধরিতে পারি না। তাঁহার জীবনই বোধ হয় এই কারণে আপাত দৃষ্টিতে সামঞ্জস্য বিহীন। গল্প শুনিয়াছি, চৈতন্যলীলা অভিনয় দর্শনান্তে কয়েকজন নবদ্বীপবাসী বৈষ্ণব ভক্ত তাঁহাকে দর্শন করিতে গিয়া দেখেন গ্লাসে করিয়া তিনি কি পান করিতেছেন। বিনয়ী ভক্তেরা গিরিশচন্দ্র ঔষধ সেবন করিতেছেন মনে করিয়া বলিলেন "আপনার শরীর অসুখ, আপনি ঔষধ খাচ্ছেন, আজ না হয়—" গিরিশচন্দ্র অম্লান বদনে বলিলেন "না ও মদ। শরীর আমার ভালই আছে।"

পরমহংস দেবকে পর্য্যন্ত একবার নাকি তিনি গালমন্দ করিয়াছিলেন। বন্ধুবান্ধবেরা ভর্ৎসনা করিলে তিনি বলিয়াছিলেন, "কালীয় নাগকে বিষধর ক'রে কি ঠাকুর অমৃত ফিরে পেতে চান?" এই অমৃতে বিষে বিষ্ঠায় চন্দনে সমজ্ঞান—এ তাঁহার জীবনে প্রত্যক্ষ। ইহাই হইল practical positive বেদান্ত। সেকসপীয়রের অনাসক্তি নেতিবাচক, গিরিশচন্দ্রের ইতি বাচক;—সবকে

লইয়া। সবাইকে তিনি ভরসা দিয়া গিয়াছেন। রঙ্গমঞ্চের দোষগুণপূর্ণ রক্তমাংসে গড়া সামান্য নটনটী দ্বারা যে অসামান্য লোকোত্তর চরিত্রাভিনয় সম্ভব, বারাঙ্গনা মঞ্চপতিষ্ঠ রঙ্গমঞ্চেও যে অসামান্য আধ্যাত্মিক আবহাওয়া সৃষ্টি করা অসাধ্য নয়—ইহা তিনি প্রমাণ করিয়া গিয়াছেন।

ইংরেজ শাসন এই দেশে স্থাপিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে খৃষ্টধর্ম্মের আধ্যাত্মিক সংঘাতের প্রতিক্রিয়ার ফলে বাংলা দেশে গত শতাব্দির অপূর্ব্ব আধ্যাত্মিক জাগরণ। বৈদেশিক ধর্ম্মা-হঙ্কার তাহার প্রশ্নের উত্তর পাইয়া স্থির হইয়াছে। কিন্তু বর্ত্তমান অর্থনৈতিক রাষ্ট্র-নৈতিক, সমাজনৈতিক, আক্রমণের প্রত্যুত্তর বাঙ্গালীজাতির হইয়া কে দিবে? এই আক্রমণের প্রথম প্রতিরোধ আরম্ভ হইয়াছে গিরিশচন্দ্রের আমল হইতেই। তাঁহারা ঐতিহাসিক ও সামাজিক নাটকের মধ্যে তাঁহার প্রথম ভৈরব ভেরী নিনাদ আমরা শুনিতে পাই, কিন্তু সংগ্রামের মধ্যস্থলে আমাদের পথ নির্দ্দেশ করিতে ত' কাহাকেও দেখিতেছি না। কত তীব্র সমস্যা আজ বাঙ্গালী জাতির সম্মুখে। সকলের অন্তর বুঝিয়া, সকলের কথা সকলকে বুঝাইবার মত দরদ ত' আজ দেখিতে পাই না। যিনি ধনীর উপায়হীনতা, দরিদ্রের কষ্ট—শাসকের শাসিতের, হিন্দু মুসলমানের মনের সমস্ত কথা বুঝিতে ও বুঝাইতে পারিতেন।

যাঁহার অন্তর এক দিকে সন্ত্রাসবাদ অন্য দিকে দমননীতির কারণ ও ফল সমান দৃষ্টিতে শুধু বিচার করিতে পারিবেন না বিচারের ফল রসের সঙ্গে পরিবেশন করিতে পারিবেন এমন নাট্যকার ত' তুমি ছাড়া দেখি না গিরিশচন্দ্র! তোমার পক্ষে বন্ধন, মুক্তি সমান। তোমরা মুক্তি তুচ্ছ করিবার দলের লোক। যদি পূর্ব্ব লীলাভূমির প্রতি দরদ থাকে তবে নব রূপে আবির্ভূত হইয়া তোমার প্রাণের বাঙ্গালী জাতিকে তাহার সমস্যাজটিল যুগসন্ধি পার করিয়া দিয়া যাও। ইতি—*

* গিরিশচন্দ্রের ৯২তম জন্মতিথি উপলক্ষে অনুষ্ঠিত সভায় পঠিত।

আগামী ১৬ই মার্চ্চ হইতে এম্পায়ার থিয়েটারে তাঁহার নৃত্যকলা প্রদর্শন করিবেন

উদয় শঙ্কর

উদয়শঙ্কর, সিমকি, কনককলতা ও রবীন্দ্রশঙ্কর ট্রাভাঙ্কোরের কথাকলি-অভিনেতা শঙ্করাম নাম্বুদারির নিকট হইতে মুদ্রা শিক্ষা করিতেছেন

কলম্বিয়ার "Carnival" চিত্রে স্যালি আইলার্স ও ডিকি ওয়াল্টার্স

মজহর খাঁ—ইষ্ট ইণ্ডিয়া ফিল্ম কোংর 'তারকা' অভিনেতা

বিধির বিধান

(উপন্যাস)

—শ্রীমতী তমাললতা বসু

(দুই)

তার পর দিন যথা সময়ে বিকেলে ড্রাইভার বেশে তুষার জ্যোৎস্নাদের বাড়ী গিয়ে হাজির হ'লো। সামনেই সুসজ্জিতা জ্যোৎস্না দাঁড়িয়েছিল, হাসি মুখে এগিয়ে এসে বললে, "এই যে আসুন!" তুষারও নমস্কার জানিয়ে কুশল প্রশ্ন ক'রে বললে, "মিঃ মুখার্জ্জি কোথায়?" "তিনি ড্রয়িং রুমে বসে' কাগজ পড়ছেন।" বলে' জ্যোৎস্না এগিয়ে গিয়ে ঘরে ঢুকলো। একটা সোফায় হেলান দিয়ে বসে' জ্যোৎস্নার পিতা কাগজ প'ড়ছিলেন। তুষার আর জ্যোৎস্নাকে ঢুকতে দেখে উঠে ব'সলেন, বললেন "এই যে আপনি এসেছেন, আসুন, আপনার জন্যেই অপেক্ষা করে' বসে' আছি। জ্যোৎস্না, জলখাবার আনতো মা!"

"আনছি বাবা" ব'লে সে তাড়াতাড়ি চলে' গেল। তুষার নমস্কার ক'রে বললে, "আপনি আমার পিতার বয়সী, আমায় আপনি বলবেন না।"

মিঃ মুখার্জ্জি হেসে ব'ললেন, "বেশ তাই-ই বলবো, তবে কি জান বাবা, আজকালকার ছেলেরা অনেকেই তুমি ব'ললে আবার চটে' যায়। তাই সাহস হয় না তুমি ব'লতে। যা হ'ক্, তুমি যখন বলছ তখন তোমাকে "তুমিই" বলবো। জ্যোৎস্নার কাছে তোমার সব কথা শুনলুম। ও আমায় ধ'রেছে তোমার একটি ভাল চাকরী ক'রে দিতে। তুমি এম-এ পাশ ক'রে আর সব পরীক্ষাতেই জলপানি পেয়ে তোমার ধনী বন্ধুর ড্রাইভারী ক'রছো, বিস্ময়ের কথা। তোমার আর কে কে আছেন?"

"মা আছেন, আর একটি ছোট ভাই আছে।"

"তোমার বাড়ী কোথায়?"

"কলকাতায়"।

"তুমি যাঁর ড্রাইভারি কর, তাঁর নাম কি?"

"হিমাংশু মোহন চট্টোপাধ্যায়।"

"যিনি বিলাত ফেরত ডাক্তার?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ।"

"আরে সে তো আমার ছেলে রজতের পরম বন্ধু।"

তুষার চমকে উঠে পরক্ষণেই সামলে নিয়ে বললে, "ওঃ"! মনে ভাবলে সব মাটি হবে দেখছি এবার। রজত এলেই সব ফাঁক হয়ে যাবে। তার সঙ্গে আমার প্রথম আলাপ হয় হিমাংশুর বাড়ীতে। তার ঘর বাড়ী বা বাপের পরিচয় তো কোনোদিনই নিইনি, মুস্কিল করলে দেখছি। সাহসে ভর করে' তুষার বললে, "আপনার ছেলে রজত বাবু কোথায়, তাঁকে তো দেখছি না।"

"সে তার অসুস্থ শ্বশুরকে দেখতে গেছে, তিনি হ'লেন বালিগঞ্জ নিবাসী নামজাদা এটর্ণী বিপিন বাবু।"

"খুব জানি, তিনি বেশ বড় এটর্ণী।"

"তাঁর খুব অসুখ, তাই কদিন হ'লো সে সেখানেই আছে। তাঁর নিজের ছেলেটি গেছে বিলেত, সিভিল সার্ভিস দিতে। বাড়ীতে আর কেউ নেই। তাঁর ওই একটি মাত্র ছেলে, আর একটি মাত্র মেয়ে আমার বৌমা। কাজেই রজতকেই সব দেখতে শুনতে হয়।"

এমন সময় জ্যোৎস্না বেয়ারার হাতে চা দিয়ে নিজে নানাবিধ ফল মূল ও মিষ্টান্ন প্রভৃতি নিয়ে এসে ঘরে ঢুকলো এবং দ্রুত হস্তে টেবিলের ওপর সব গুছিয়ে দিলে। মিঃ মুখার্জ্জি বললেন, "খেয়ে নাও হে তুষার।" তুষার হেসে বললে "এত সব কি খাওয়া যাওয়া?"

"এই তো তোমাদের খাবার বয়েস হে, খাও খাও। তোমাদের বয়েসে আমি কি পেটুক-ই ছিলুম।" ব'লে তিনি হাসলেন। আবার বললেন "এ সবই জ্যোৎস্না নিজে ঘরে তৈরী করেছে। আমি বাজারের খাবার মোটেই পছন্দ করি না।"

"বাজারের খাবার না খাওয়াই ভাল খেতে প্রবৃত্তিও হয় না, আর খেলেও অসুখ করে, আমিও বাজারের খাবার পছন্দ করি না। আমার মা ঘরেই যা তৈরী করেন!"

জ্যোৎস্না হেসে বললে "খান তুষার বাবু, লজ্জা করছেন কেন?"

তুষার হেসে বললে "না, না, খেতে আবার লজ্জা কি? খেতে লজ্জা করলে তো নিজেকেই ঠকতে হবে।" তারপর গিয়ে বসে আহারে মনোনিবেশ করলে।

ভোজনান্তে খানিকক্ষণ গল্প করে, বিশেষ কাজ আছে বলে তুষার উঠে পড়লো এবং বেরিয়ে এসে দূরে যেখানে মোটর দাঁড় করিয়ে রেখে গেছলো, সেখানে এসে ড্রাইভারকে বললে, "বিপিন বাবু এটর্ণীর বাড়ী চলো।" গাড়ী দ্রুত বেগে ছুটে বালিগঞ্জে বিপিনবাবুর বাড়ীর সামনে দাঁড়াতেই তুষার নেমে এগিয়ে গিয়ে দেখলে, রজত সামনে দাঁড়িয়ে ডাক্তারকে ভিজিট দিয়ে বিদায় করছে। ডাক্তার চলে যেতে তুষার পেছন থেকে রজতকে ডাকলে।

রজত ফিরে চেয়ে হেসে বললে "এ কি তুষার যে! কি মনে করে বল'তো?"

"আগে তোমার শ্বশুর মহাশয় কেমন আছেন বল দেখি?"

"তাঁর অসুখের খবর তুমি জান্‌লে কি করে?"

"আগে বল' তারপর আমিও একে একে সব কথা ব'ল্‌বো।"

"আজ তিনি ভালই আছেন।" সব ভগবানের করুণা। এইবার তোমার কি বক্তব্য বল দেখি শুনি।"

"বড় ফ্যাসাদ বাধিয়ে বসে আছি ভাই। কাল হিমাংশুর বাড়ী থেকে বেরিয়ে খানিক দূর গিয়ে দেখি, মোটর বিকৃতির ফলে তোমার বোন জ্যোৎস্না দেবী পথে বিপন্না। আমার গাড়ীখানিও পথে বিকল হ'য়ে প'ড়েছিলো, সেটি সেরে কর্দ্দমলিপ্ত হ'য়ে গাড়ীতে উঠতে যাবো সহসা তোমার বোনটি আমায় ড্রাইভার ব'লে সম্বোধন করে বল্লেন যে তিনি বিপন্না। তিনি আমায় ড্রাইভার সম্বোধন করেছিলেন বলে, আমি তাই হ'য়ে গেলুম। জানোই তো আমি একটু কৌতুকপ্রিয়!"

রজত হেসে ব'ল্‌লে "বেশ জানি তারপর।"

"তারপর তাঁর গাড়ীকে কিছুতেই বাগাতে না পেরে তাঁকে আমার গাড়ী করে তোমাদের বাড়ীতে পৌছে দিলুম। তারপর তোমার বাবার সাদর নিমন্ত্রণ রক্ষে করতে গিয়ে আজ সব পরিচয় শুনেই বুঝলুম যে জ্যোৎস্না দেবী তোমারি সহোদরা। আর বুঝলুম, তুমি আসরে প্রবেশ ক'রলেই সব ছলনা ধরা প'ড়বে। তাই তোমার খোঁজে হাওয়া করে এখানে এসেছি, ব্যাপার বড় সঙ্গীন বুঝলে হে?"

রজতও হেসে তুষারের পিঠ চাপড়ে বললে "ভয় নেই আমি সব ঠিক করে নেবো এখন। ব্যাপারটা মন্দ নয়, দু' তিনখানা মোটরের মালিক হ'ল কিনা অপরের মোটরের ড্রাইভার। শ্বশুর মহাশয় একটু ভালো হ'লেই আমি যাচ্ছি বাড়ী, তখন বোঝাপড়া সুরু হবে। এখন তুমি নির্ভয়ে যেতে পারো।

রজতের কর মর্দ্দন করে বললে "তুমি তা' হলে সুবিধা মত একবার হিমাংশুর ওখানে যেও, অনেক কথা আছে।"

তুষার তখন হিমাংশুর বাড়ী রওনা হোলো।

(ক্রমশঃ)

চরম দেওয়া

—কুমারী ছবি সান্যাল

দেবার তো আর নাইকো কিছু,
চাওয়ায় কিবা ফল।

তাই ভাবি আজ বারে বারে
রিক্ত করি একেবারে
তবু তুমি চাইছ কিছু
একি তোমার ছল॥

শূন্য যে আজ ফুলের ডালা,
কি দিয়ে হায় গাঁথবো মালা,
কেমন ক'রে পূজ্‌বো প্রিয়
তোমার চরণ তল।

ব'ল্‌তে আপন আছে যাহা,
শেষ করি আজ দিনু তাহা
ব্যথায় ভরা আঁখিতে মোর
যত নয়নজল

মোহমুক্তি

(গল্প)

—শ্রীমতী সুজাতা সিংহ

সবুজ গাছের পাতায় পাতায় শীতের বিদায় নিঃশ্বাস আর নব বসন্তের প্রথম চঞ্চলতা সুন্দর পৃথিবীকে আরো মনোরম ক'রে তুলেছে। সন্ধ্যারাণীর ঘোমটা খোলবার দেরী দেখেই অজিতা উঠোনের এক ধারে একটি মাদুর বিছিয়ে তার-ই ছোট বোন সঞ্চিতার নবজাত শিশুর জন্তে কাঁথা সেলাই ক'রছিলো। হু হু ক'রে ক্ষিপ্র বাতাস এসে অজিতার কাঁথা সেলাইয়ের সুতো উড়িয়ে নিয়ে তাকে ভারী জ্বালাতন ক'রছিলো। কিন্তু আশ্চর্য্য—এত জ্বালাতনেও অজিতা এই দুরন্ত বাতাসের হাত থেকে নিষ্কৃতি পাবার জন্যেও কি দাওয়ায় উঠে বসে নি? বোধ হয় পাগলা বাতাসের দৌরাত্মই অজিতাকে শান্তি দান ক'রছিলো। "সেজদি গিন্নীর তৈরী হও, তোমার কাঁথা-টাথা এখন রাখো" ব'লে চঞ্চলা সঞ্চিতা এসে অজিতার চিন্তাস্রোতে বাধা দিলো।

"কেন কোথা আবার যাওয়া হবে" ব'লে শান্ত স্বভাবা শুভ্র বসনা অপূর্ব্ব সুন্দরী অজিতা সঞ্চিতার পানে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকালো।

"বাঃ তুমি কিছু খবর রাখো না দেখছি, আজ ক'দিন থেকেই তো সেই বাংলা ছবিটা চলছে সেজদি" ব'লতে ব'লতে সঞ্চিতা অজিতার হাত থেকে সেলাই করা কাঁথাটা নিয়ে ভাঁজ ক'রতে লাগলো।

অজিতা ব'ললো "আজ আমি যাবো না ভাই, শরীরটা ভালো নেই, তোরাই যা সঞ্চিতা।"

"কবেই বা তোমার শরীর ভালো থাকে সেজ দি? তা' যাক্ আমি তোমার কথার ওপর কথা বলতে পারবো না, তাকেই পাঠিয়ে দি যে তোমার শরীরের ভালো মন্দ কিছুই শুনবে না।" বলে সঞ্চিতা চলে গেলো।

একটু পরেই সঞ্চিতার স্বামী কিশলয় এসে বললো, "হ্যাঁ সেজদি আপনি নাকি যাবেন না?"

মিনতির স্বরে অজিতা বললো, "না ভাই আজ আমার শরীর ভালো নেই, তোমরা-ই আজ যাও।"

আবদারের সুরে কিশলয় আবার বললো, "সে হবে না সেজদি, আপনি না গেলে যাওয়া-ই হবে না, নিন-উঠুন—" এবং অজিতার হাতখানা ধরে টান দিলো।

এবার আর অজিতার জোর আপত্তি চললো না, কোন আপত্তিই যে কিশলয় শোনবার পাত্র নয় তা বিশেষ রূপেই অজিতার জানা আছে, তাই আর কোন কথা না বলে অজিতা সিনেমায় যেতে রাজি হলো। কিন্তু দুর্ভাগ্য কি সৌভাগ্য জানি না, তাদের সিনেমায় যাবার পূর্ব্ব মুহূর্ত্তেই আকাশ থেকে ঝুপঝাপ করে বৃষ্টি নেমে এলো। ক্ষুণ্ণ স্বরে কিশলয় বললো, "আঃ কি মুস্কিল হোলো বলুন তো সেজ দি?"

মুখখানা ভারী করে সঞ্চিতা বললো, "দেখ না কি জ্বালাতন কোথাও কিছু নেই কোথা থেকে এলো বৃষ্টি।

বিরক্তির স্বরে কিশলয় বললো "যত মুস্কিল হচ্ছে ঐ বাচ্ছাটাকে নিয়ে। যাক ওর ঠাণ্ডা লাগে তো বয়ে গেলো।" শিশুকে কোলে নিয়ে অজিতা দাঁড়িয়ে ছিলো। এখন কিশলয়ের কথায় ম্লান হেসে বললো "তুমি পাগল হ'য়েছ কিশলয়, এতো ঠাণ্ডায় এই কচি ছেলেকে নিয়ে যাবো সিনেমায় আর পিসিমা শুনলে কি ব'লবেন ভাবো তো? অগত্যা কিশলয় সঞ্চিতাকে নিয়েই সিনেমায় রওনা হ'ল।

কিশলয়ের বৃদ্ধা পিসিমা যে ঘরে মিটমিটে আলোর সামনে ব'সে মালা জপ করছিলেন, অজিতা সেইখানে গিয়ে ব'সলো।

"ও দিদি চলো না গো রামায়ণ পাঠ শুনে আসি, বোসেদের বাড়ীতে আজ থেকে দশ দিন রামায়ণ পাঠ হবে।' ব'লতে ব'লতে একটি বৃদ্ধা এসে উপস্থিত হলো।

"যাবো বৈকি দিদি চলো, আমি আবার যাবো না? এই মায়ার সংসারে বন্দিনী হ'য়ে পরকালের কোনো কাজই তো কত্তে পারি নি, এখন যদি সেই দয়াময় পরমব্রহ্ম শ্রীরামের নাম শোনবার সুযোগ পেয়েও এই পাপ কানে তা না শুনি, তবে পরকালের উপায় কি হবে বলো তো।" ব'লে পিসিমা পরকালের ভাবনায় ক্ষণেকের জন্তে চোখ বুঁজলেন। পিসিমা রামায়ণ শুনতে চলে গেলেন, অজিতা শিশুকে পাশে শুইয়ে ভয়ে ভাবনায় অস্থির হ'য়েই কিশলয় এবং সঞ্চিতার অপেক্ষায় ব্যাকুল হয়ে ব'সে রইলো।

এই ভাগ্যহীনা অজিতা একদিন পরম সৌভাগ্য নিয়ে স্নেহময়ী জননীর কোলে জন্ম গ্রহণ ক'রেছিলো। তারপর যেদিন শোভায় সৌন্দর্য্যে স্থলপদ্মের মত বেড়ে উঠে বাল্য সখা সঞ্জীবকে পতি রূপে সে পেয়েছিল, সেদিন অজিতা ভেবেছিলো তার মতো সুখী বা সৌভাগ্যবতী জগতে আর কেউ নেই। কিন্তু স্বয়ং বিধাতাই যে চির-আরাধ্য স্বামী দেবতাকে কেড়ে নেবে অজিতা স্বপ্নেও ভাবে নি, তাই সেই নির্ম্মম আঘাতের বেদনায় সে জ্ঞানহারা হ'য়ে পড়েছিলো।

সঞ্জীবের নিকট আত্মীয় বিশেষ কেউ ছিলো না, অজিতা জন্মের মতো স্বামীর ঘরের চিহ্ন মুছে, সুখ শান্তি বিসর্জ্জন দিয়ে, পিত্রালয়ে চ'লে এলো। বছর খানেক আগেই পিতা পরলোকে গেছলেন, পতি শোক-কাতরা মাতা যখন অতি আদরের প্রথম কন্যা অজিতাকেও বিধবার মূর্ত্তিতে দেখলেন, তখন থেকেই তাঁর শরীর একেবারে ভেঙে পড়লো। মাস আটেক পরেই অজিতার মাতাও সকলকে অকূল সমুদ্রে ভাসিয়ে পরলোকগত স্বামীর অনুগমন ক'রলেন।

কিশলয় এবং সঞ্চিতার আগ্রহে, তারপর থেকেই অজিতা সঞ্চিতার গৃহে আশ্রয় নিলো।

কিশলয় ভারী অমায়িক মানুষ। মনটি তার খুবই চমৎকার। অজিতাকে সে আপন বড় বোনের মতই শ্রদ্ধা করে, তার কাছে নানা রকম আবদার ক'রতেও ছাড়ে না। পিসিমাও অজিতার পরিস্কার পরিচ্ছন্ন গৃহ কাজে, পরিপূর্ণ সেবায় আর নম্র ব্যবহারে মুগ্ধ। সঞ্চিতার তো কথাই নেই, সেজদিকে কাছে পেয়ে সে মহাসুখেই আছে। কিন্তু অভাগিনী অজিতাই এখানে এসে নতুন বিপদে পড়লো। কিশলয়ের বড়দাদা বিপত্নীক দেবেশের নীচ ব্যবহারে, ঘৃণায় দুঃখে অজিতা মরমে মরে থাকে। অজিতাকে নির্জ্জনে পেলেই দেবেশ ইতর পরিহাস করে। এই বিপদ থেকে কোন উদ্ধারের পথ না দেখে, দেবেশ বাড়ীতে থাকলে, অজিতা সঞ্চিতার ঘর ছেড়ে মোটে বেরোত না। তথাপি নিস্তার ছিলো না, সঞ্চিতার অনুপস্থিতিতে "একটা পান দিন তো" ব'লে ঘরে প্রবেশ ক'রে, নির্ব্বাক অজিতার সঙ্গে সে ঠাট্টা তামাসা আরম্ভ করতো। মহা বিরক্ত হ'য়ে অজিতা ঘর ছেড়ে যাবার উপক্রম করতেই, দুরন্ত দেবেশ তার পথ রোধ করে দাঁড়াতো। নিরুপায় হয়ে অজিতা পিসিমার বা সঞ্চিতার কাছ-ছাড়া হোতো না। দেবেশ বেরিয়ে গেলে, স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে সে তার দেবতার মত স্বামীকে স্মরণ ক'রে কেঁদে আকুল হতো। অনেক চেষ্টায়ও দেবেশ যখন নির্জ্জনে আর অজিতার দেখা পেলো না তখন সে সুযোগের প্রতীক্ষায় রইলো। এই রকম করে দীর্ঘ দুটি বছর অতিবাহিত হ'য়েছিল। সেদিন অজিতা পিসিমার ভরসাতেই সিনেমার যায় নি, কিন্তু পিসিমা যখন রামায়ণ শুনতে গেলেন, অজিতা তখন দেবেশের আসবার সময় হ'য়েছে ভেবেই ভীত হ'য়ে কিশলয় এবং সঞ্চিতার অপেক্ষায় উদ্গ্রীব হ'য়ে ছিলো। "ও পিসিমা বাড়ী ঘর সব অন্ধকার কেন?" বলতে বলতে দেবেশ এসে হাজির হলো! দেবেশের কণ্ঠস্বর শুনেই অজিতার প্রাণ কেঁপে উঠলো। "এ কি! কাউকেই যে দেখতে পাচ্ছি না কেউ সাড়াও দিচ্ছে না, ঘরে বসে সব কি হচ্ছে? এতো যে ডাকছি কারো কানেই যাচ্ছে না নাকি? শীগ্‌গীর ভাত দাও, এক জায়গায় যেতে হবে।" বলে দেবেশ দরজায় আঘাত করতে লাগলো। দুরু দুরু বক্ষে অজিতা দরজাটা খুলে দিলো। "ও মাই গড!" দেবেশ ঘরে প্রবেশ করেই একা অজিতাকে দেখে সবিস্ময়ে ও আনন্দে প্রশ্ন করলো "একি! আজ পূবের সূর্য্য পশ্চিমে কেন?" বিরক্তি স্বরে "বাজে কথা বলবেন না, খেতে বসুন" বলে অজিতা ঠাঁই করতে গেলো। "হায় আজ আর কি খাওয়ায় মন আছে, অনেকদিন পরে তোমার দেখা পেয়েছি, এখন আবার খেতে ব'সলে জীবন ভোরই আমায় আপশোস ক'রতে হবে। এসো অজিতা গল্প-স্বল্প করা যাক। আজ বড় শুভ দিন আমার।" বলে দুর্ব্বৃত্ত দেবেশ অজিতার হাতখানা ধরতে যেতেই অজিতা ঘর থেকে বেরিয়ে গিয়ে, কঠিন স্বরে বললো "খবরদার আমার অঙ্গস্পর্শ করবেন না।" "তোমার মত অনেক সুন্দরী এই চটির তলায় পড়ে আছে।" জড়িত কণ্ঠে এই কথাগুলি ব'লে দেবেশ মাটিতে মৃদু মৃদু পদাঘাত করতে লাগলো। অজিতা একেবারে উঠোনে নেমে প'ড়তে, দেবেশও উঠোনে নেমে এসে অজিতার হাতখানা হঠাৎ ধরে ফেললো। অজিতা হাতখানা ছিনিয়ে নিয়ে, রাগে কাঁপতে কাঁপতে বললো "ছাড়ুন আমার হাত, রাস্কেল পশু কোথাকার। পরস্ত্রীর হাত ধরতে লজ্জা করে না?" দেবেশ আরো জোরে হাতটা ধরে রক্ত বর্ণ চোখ দুটি তুলে বললো, "তোমার এতো অহঙ্কার কি নিয়ে? কে এখন আমার হাত থেকে তোমায় রক্ষা করতে পারবে শুনি?" লাঞ্ছনায় অপমানে দুঃখে অজিতা কেঁদে ফেললো। সত্যিই তো, কে এমন বন্ধু আছে যে এখন এই সুরাপায়ী লম্পটের হাত থেকে তাকে রক্ষা করবে? অসহায়া অজিতা মিনতিপূর্ণ স্বরে কাঁদতে কাঁদতে বললো "আপনিই আমায় রক্ষা ক'রবেন, আপনি আমায় দয়া করুন, রক্ষা করুন, আমি আপনার ছোট বোন, ছোট বোনের মতই আমায় দেখুন।" তার চোখে

জল দেখে দেবেশ বললো "অজিতা আমি তোমায় বিবাহ ক'রবো তুমি আমায় বাঁচাও অজিতা" এবং অজিতার পায়ের কাছে ব'সে প'ড়ল। "ছিঃ, ও কথা ব'লবেন না, আমি বিধবা ও কথা শোনাও আমার মহাপাপ।" বলে অজিতা দাওয়ায় উঠে দাঁড়াল। এবার দেবেশ আরও নরম সুরে বললো "কিন্তু আমি যে অনেক চেষ্টা করেও আমার এই দুরাশা ত্যাগ ক'রতে পাচ্ছি না। অজিতা, তোমার ঐ কালো মেঘের মত ঘন চুল, ঐ কালো ভ্রমরের মত ঢল ঢলে চোখ আমায় যেন জ্ঞানহারা ক'রেছে। তুমি জানো না অজিতা, তোমায় আমি কত ভালবাসি।" ঈষৎ শান্ত সুরে অজিতা বললো, "আপনি যদি সত্যি আমায় ভালবাসতেন তবে আমার এই পবিত্র দেহ স্পর্শ করে কলঙ্কিত করতে চাইতেন না। আমার এই পোড়াচুল-ই যদি আপনার কষ্টদায়ক হ'য়ে থাকে তবে আজ এখুনি-ই এই চুল কেটে ফেলছি।" ব্যাকুল হ'য়ে দেবেশ বললো "না, না, তোমার অমন সুন্দর চুল কেটে ফেলো না অজিতা।" তারপর আপন মনেই সে বলতে লাগলো, "সত্যিই তো, যাকে এতো ভালোবাসি তাকেই কেন অপবিত্র করতে চাই, নাঃ এবার মনকে ভালো করবো, আজ আমি অন্তর থেকে বাসনাকে বিদায় দিচ্ছি, বলো অজিতা কি হ'লে তুমি সুখী হও। এবার থেকে যাতে ভালো থাকো তাই আমি করবো, তুমি আমায় বিশ্বাস করো অজিতা।" "ছোট বোন মনে করে দাদার মত স্নেহ দিয়ে নির্ম্মল ভালবাসাকে আরো সুন্দর করে তুলুন। আমি বুঝেছি আপনার সুমতি হ'য়েছে, আমি আপনাকে দাদার মত শ্রদ্ধা করে চিরদিন আপনার ছোট বোন হয়ে আপনাকে ভাইয়ের মত ভালবাসবো।" বলে অজিতা দেবেশের পায়ের ধুলো নিলো। অজিতাকে হাত ধরে উঠিয়ে, আনন্দিত দেবেশ বললো "অজিতা, আমার সব অপরাধ ক্ষমা করে সত্যি আমাকে ভাইয়ের মতো শ্রদ্ধা করতে, ভালবাসতে পারবে?" তারপর অজিতার হাত দু'খানা ধরে আকুল হ'য়ে কাঁদতে কাঁদতে বললো "অজিতা তোর হতভাগ্য দাদায় সব অপরাধ শুধু ছোট বোনটি হ'য়ে আজ ক্ষমা কর্।" "ও সব কথা আর ভেবো না দাদা আজ তুমি শুধু আমার ভাই আর আমি তোমার বোন।" বলে গলায় আঁচল দিয়ে অজিতা আবার দেবেশকে প্রণাম করলো। আজ দেবেশের মোহ কেটে গেছে, তার হৃদয় থেকে পিশাচটা অন্তর্হিত হয়েছে, সেখানে এসেছেন দেবতা। সে আজ বাসনা কামনা ত্যাগ করে, শুধু বোনের ভাই হ'য়ে অজিতার মাথায় পরম স্নেহে হাতখানা রেখে স্নেহমাখা স্বরে ডাকলো "বোন্।"

সব বিপদ ও ভাবনা চিন্তার হাত হ'তে নিস্কৃতি পেয়ে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে ভক্তিভরে অজিতা ডাকলো "দাদা।"

—সাউণ্ড বক্স

দীপালীতে প্রতি সপ্তাহেই রেকর্ড সমালোচনা বাহির হইতেছে। আমাদের পাঠকবর্গ জানাইয়াছেন যে, আমাদের পক্ষপাত শূন্য সমালোচনা বাহির হইলে তাঁহাদের রেকর্ড ক্রয় করিবার বিশেষ সুবিধা হয়—বাছাই করার হাঙ্গামা থাকে না। অতএব এখন হইতে রেকর্ড কিনিবার পূর্ব্বে দীপালীর এই স্তম্ভটি পড়িয়া কিনিলে ক্রেতাদের কতক সুবিধা হইতে পারে।

শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র দে

HIS MASTER'S VOICE

March—1935.

গ্রামোফোন কোম্পানী ৭খানি প্লাম লেবেল ও ১ খানি রেড লেবেল যুক্ত এই মোট ৮ খানি রেকর্ড মার্চ্চ মাসে প্রকাশ করিয়াছেন। হোলীর জন্য সময়োপযোগী ৩ খানি রেকর্ড প্রকাশিত হওয়ায় তালিকাটি সমৃদ্ধ হইয়াছে। বাদ্যযন্ত্রের রেকর্ডও এক খানি বৈচিত্র্য হিসাবে বাহির করা হইয়াছে। এ সংখ্যায় ৩ জন জনপ্রিয় শিল্পীর গান বাহির হওয়াতে শ্রোতৃসাধারণের সঙ্গীত পিপাসা বহুল পরিমাণে তৃপ্ত হইবে।

*

P 11793. রেকর্ডে আজ অন্ধ-গায়ক শ্রীযুক্ত কৃষ্ণচন্দ্র দের দুইখানি গান প্রকাশিত হইয়াছে। গান দুটি হোলীর গান এবং রচনা করিয়াছেন সুকবি হেমেন্দ্রকুমার রায়। কৃষ্ণচন্দ্রের শুধু অতুলনীয় অনবদ্য কণ্ঠস্বর নহে, তাঁহার গাহিবার অনাড়ম্বর সংযত ভঙ্গী, সুরের স্বচ্ছন্দ সরল গতি এবং বাণীর স্পষ্টতা সমস্ত একই সময় কেন্দ্রীভূত হইয়া, সর্ব্বাঙ্গীন তাল-লয়-পরিশুদ্ধ সঙ্গীত শুনিয়া মনে হয় যেন শ্বেতভূজা তাঁহার দুই হাতের আশীর্ব্বাদ উজাড় করিয়া এই সঙ্গীত সাধকের মাথায় ঢালিয়া দিয়াছেন।

•

N 7342. শ্রীমতী ইন্দুবালার দু'খানি হোলীর গান এই রেকর্ডে বাহির হইয়াছে। গান দুটি নাট্য-মন্দিরে 'বসন্তলীলায় গীত, হইত এবং ৺মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায় এবং ৺সত্যেন্দ্র নাথ দত্ত মহাশয়দ্বয়ের রচিত। গান দুটি শুনিয়া সকলেই পরিতৃপ্ত হইতেন। বহুকাল পরে ইন্দুবালা এই গান দুটি রেকর্ড করিলেন। "রঙে বাউল সেজে এলেম" গানটির সহিত জাইলোফোন, পিয়ানো ইত্যাদি বাজিয়াছে। কণ্ঠ সঙ্গীতের বিরামের সময় অর্কেষ্ট্রা বাজিয়াছে। "আনন্দ আজ সেজে এলো লাল চেলীর ঐ সাজে" গানটি চমৎকার হইয়াছে। পিয়ানো প্রভৃতি অনুসরণকারী যন্ত্র সঙ্গীত এমন ভাবে বাজানো হইয়াছে যে গানের মাধুর্য্য বৃদ্ধি করিতে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছে।

•

N 7343. এই রেকর্ড খানিতে দুই খানি রবীন্দ্র সঙ্গীত গাহিয়াছেন শ্রীমতী মাধুরী বিশ্বাস। বেহালা ও পিয়ানোর সহিত গান দুটি গীত হইয়াছে। গায়িকার কণ্ঠস্বর মধুর কিন্তু বাণী কিছু অস্পষ্ট। যাঁহারা রবীন্দ্রনাথের গান পছন্দ করেন তাঁহাদের রেকর্ডখানি ভাল লাগিবে। "এ পারে মুখর হলো কেকা ঐ" এবং "মোর বীণা উঠে কোন সুরে বাজি" দুটি গানের মধ্যে শেষোক্ত গানটি আমাদের অপেক্ষাকৃত ভাল লাগিল।

•

N 7344. 'শ্রীমতীর পূর্ব্বরাগ' বিষয়ক কীর্ত্তন গান এই রেকর্ডে প্রকাশিত হইয়াছে। গান গাহিয়াছেন মিস্ আশ্চর্য্যময়ী দাসী এবং গানের পূর্ব্বে কথকতা করিয়াছেন অভিনেত্রী মিস্ তারাসুন্দরী। অভিনয় ও কথকতা এক জিনিষ নয় বলিয়া তারাসুন্দরীর কথকতার কোন মাধুর্য্য নাই। কথকতার পর আশ্চর্য্যময়ী "রাধার কি হলো অন্তরে ব্যথা" ও "কলঙ্কিনী চাঁদ" বাণী সংযোগে কীর্ত্তন গাহিয়াছেন। দুঃখের বিষয় কীর্ত্তন গানের কোন মধুরতারই সন্ধান পাওয়া গেল না।

•

N. 7345 শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রপ্রসাদ গোস্বামী ধ্রুপদ গানের চালে দু'খানি গান এই রেকর্ডে গাহিয়াছেন। খেয়ালের ঢঙে গীত বাঙলা গানে জ্ঞানেন্দ্র প্রসাদবাবু ইতিপূর্ব্বে রেকর্ডে গাহিয়া নাম করিয়াছেন। 'দরবারী' ও 'তিলক কামোদ' সুরে তাঁর ধ্রুপদ গানও সুগীত হইয়াছে। সঙ্গীত পিপাসু মাত্রেই এই রেকর্ড খানি সমাদরে গ্রহণ করিবেন।

•

N 7346. "মনের রঙ্ লেগেছে" ও "একে মুঠি মুঠি আবির" এই দুইখানি হোলীর গান গাহিয়াছেন শ্রীযুক্ত শঙ্কর মিশ্র। গানের সহিত বাঁশী ও পিয়ানো বাজিয়াছে। গান দুটি ছড়া পাঠের ন্যায় তাড়াতাড়ি গাওয়ার জন্য সুখশ্রাব্য হয় নাই। "মুহু মুহু বোলে কুহু কুহু কোয়েল" প্রভৃতি পদগুলি শুনিলে মোহন সুন্দর দেব গোস্বামীর উড়িয়া গান "চেয়ে দেখ বনে বনে ফুল ফুটিছি" মনে পড়িয়া যায়। গান শুনিয়া মনে হয় গায়ক বোধ হয় বাঙালী নন।

*

N 7347 শ্রীরঞ্জিত রায় ও পার্টি এই অর্কেষ্ট্রা বাজাইয়াছেন। বাজনার কোন নূতনত্ব বা বৈচিত্র্য নাই এবং তেমন মধুরও হয় নাই। রেকর্ডখানি শ্রোতার মনোরঞ্জন করিতে পারিলে আমরা খুসী হইব।

*

N. 7348. শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রনাথ ঘোষ এই রেকর্ডে দুইখানি গান গাহিয়াছেন। জ্ঞানবাবুর কণ্ঠস্বর মোটা উঠিয়াছে। "ওগো লক্ষ্মী মা" এবং "শ্যামবরণা রূপখানি মোর" গান দুটির সুর সংযোজনা বিশেষত্ব বর্জ্জিত এবং একঘেয়ে। আমাদের গান দুটি তেমন ভাল লাগিল না বলিয়া আমরা দুঃখিত।

*

ব্রডকাষ্ট রেকর্ডস্

ব্রডকাষ্ট রেকর্ড কোম্পানী বাঙলা গান রেকর্ড করিবার জন্য কলিকাতায় আসিয়া ষ্টিফেন হাউসে অফিস খুলিয়াছেন। ইতিপূর্ব্বে ব্রডকাষ্ট রেকর্ড মান্দ্রাজ, কলম্বো, বোম্বাই প্রভৃতি জায়গায় অন্যান্য প্রতিযোগী রেকর্ড কোম্পানীগুলিকে সরাইয়া নিজের আসন করিয়া লইয়াছে। কলিকাতায় আসিয়া ইঁহারা মিস্ কমলাবালা, বীণাপাণি, জ্ঞানেন্দ্র প্রসাদ গোস্বামী প্রভৃতি জনপ্রিয় শিল্পীদের সহিত কন্‌ট্রাক্ট করিয়া ফেলিয়াছেন ও প্রতি দিন-ই জনপ্রিয় শিল্পীদের অধিক অর্থ দিয়া লইবার চেষ্টা করিতেছেন।

কোম্পানীটি সম্পূর্ণ স্বদেশী। ভারতীয় মূলধন ও পরিচালনায় পরিচালিত। R.C.A মেসিনে ইঁহারা রেকর্ড করিবেন ও নিজেদের ছাপিবার যন্ত্রপাতি না আসা পর্য্যন্ত বিলাত হইতে রেকর্ড ছাপাইয়া আনিবেন। ব্রডকাষ্ট রেকর্ডের একটি বিশেষ সুবিধা যে ১০ ইঞ্চি রেকর্ডে ৪৷৷০ মিনিট এবং ১২ ইঞ্চি রেকর্ডে ৬৷৷০ মিনিট গান গাওয়া চলিবে। অন্যান্য রেকর্ডে ৩ মিনিট হইতে ৩৷৷০ মিনিটের অধিকক্ষণ গান গাওয়া চলে না। সঙ্গীতজ্ঞ মাত্রেই ব্রডকাষ্ট রেকর্ডে গান গাহিয়া সুখ পাইবেন কারণ বহুক্ষণ গাইতে পারিবেন। আমরা এই দেশীয় প্রতিষ্ঠানের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি কামনা করি।

—শ্রীপ্রাণদানন্দ দাসগুপ্ত

অষ্ট্রিয়া এবং হাঙ্গেরী হইতে ক্যানাডায় লম্বা পাখাওয়ালা প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড কালো বোলতার আমদানী হইতেছে। কারণ সেখানকার লোকের যে পোকার কামড়ে নিদ্রার ব্যাঘাত হয় এই বোলতা সেই পোকার যম। এই বোলতা এরোপ্লেনে চালান করা হইতেছে।

*

শেটল্যাণ্ড নামক দ্বীপের লারউইক সহরে প্রায় ২৫ বৎসর মোটর গাড়ী চলিতেছে কিন্তু সেখানকার ড্রাইভাররা এমন যে এই দীর্ঘ কয় বৎসরের মধ্যে মাত্র দুইজন লোক চাপা পড়িয়াছে।

*

সাণ্ডারল্যাণ্ডবাসী ৭০ বৎসরের একজন বৃদ্ধ সম্প্রতি ১০৯ দিনে ২০৩৭ মাইল ভ্রমণ করিয়াছেন।

*

টরণ্টো সহরের এক ভদ্রলোক ১৭ বৎসর বয়সে অন্ধ হইয়া যান। বিশ বৎসর নানারূপ ব্যর্থ চিকিৎসা করাইয়া হতাশ হইলে ভদ্রলোক অবশেষে তজ্জন্য অস্ত্রোপচার করান। ইহাতে পুনঃ দৃষ্টি পাইয়া তিনি এত অধিক পরিমাণে আনন্দিত হইয়াছিলেন যে কয়েক ঘণ্টা পরেই হার্ট ফেল করিয়া মারা যান।
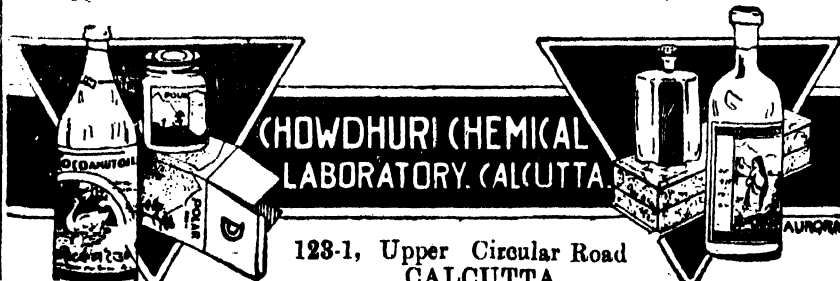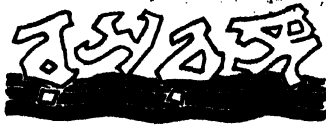
একজন বৈজ্ঞানিক ব'লেছেন যে মৌমাছিদের কর্ম্ম-নৈপুণ্য খুব বেশী। হুল্ ফুটিয়ে তাই বুঝি তারা গুঞ্জন ক'র্‌তে ক'র্‌তে উড়ে যায়।

*

আর একজন বৈজ্ঞানিক সেদিন ব'লেছিলেন 'তোমার এই মনোহর ফুলদানীটি মৃত্তিকাকণার সমষ্টি মাত্র'। আমাদের চাকরও একটা ফুলদানী ভেঙে ঠিক্ ঐ এক কথা ব'লেছিল।

*

কোনো সাপ্তাহিক প্রশ্ন ক'রেছেন, খবরের কাগজের লোক ব্যাঙ্ক দেখ্‌তে যেতে পারে কি-না। যেতে পারে কিন্তু নোট নেওয়া বারণ।

*

একজন প্রতিদ্বন্দ্বিনী সৌন্দর্য্য প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থান অধিকারিণীকে কামড়ে দিয়েছিল। সে বোধ হয় দেখতে চেয়েছিল তার সৌন্দর্য্য শুধু বাইরের কি-না।

*

ভুল কাজ ক'রে পুরুষদের কাছ থেকে আর ঠিক কাজ ক'রে মেয়েদের কাছ থেকে ক্ষমা চাইতে ভুলো না।

*

সনাতনপন্থী সম্পাদকরা বলেন আধুনিক মেয়েদের কী Cheek! আমরা বলি, চমৎকার।

*

মেয়েরা যখন বলেন যে তাঁরা যা কিছু চান, তাঁদের স্বামীর কাছে তার সব-ই পান তখন একটা জিনিষ প্রমাণিত হয়: তাঁরা ঠিক্ ক'রে চাইতে পারেন না।

*

মা—আমার ছেলে বেশ সোণা হ'য়ে স্কুলে ছিল ত'?

শিক্ষয়িত্রী—দেখা গেল, সব সোণা সে বিদেশে চালান ক'রে দিয়েছে।

গণিতে গবেষণা

—শ্রীমতী বেণু দেবী

Pasquier গণিত শাস্ত্র কিছুদিন গবেষণা করেছিলেন। সে সব লিপিবদ্ধ করে যে বইখানা তিনি বের করেছিলেন তার বয়েস বেঁচে থাক্‌লে হতো দু'শোর ওপর। তার দাম বোধ হয় দয়া করে কেউ কখনো দেন নি। কথাগুলি একটু খেলো হ'লেও লেখকের খেয়ালের বাহাদুরী তাতে রয়েছে যথেষ্ট। তার নমুনা কিছু নজর বন্দী করে রাখা হ'য়েছে ১৭৭৫ সালের antiquarian Repertoryতে। কি করে যে কতকগুলি অক্ষর অঙ্কশাস্ত্রে অনধিকার প্রবেশ ক'রেছিল তার-ই একটু আভাষ তাতে রয়েছে। যেমন V, X, C, L, M, D ইত্যাদি।

তিনি বলেন গণবার কায়দাটা কম বেশী করায়ত্ব এবং গণৎকার মাত্রে-ই এই কাজটা অঙ্গুলি সংকেতেই সমাধান করে থাকেন। কনিষ্ঠ অঙ্গুলী থেকে স্বরু ক'রে যখন চারের বেশী (iiii) গণনা কাজটা আর চ'ল্‌লো না তখন তর্জ্জনী ও বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের ব্যবধানটুকুকে ব্যবহার কর্ত্তে হ'ল কারণ বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের ওঠা বসা ব্যাপারটা শুধু বিরূপ নয় বিশেষ কষ্ট সাধ্যও, তাই প্যাচে পড়ে পাঁচ হ'য়ে গেল 'V'। দায়ে পড়ে দশের কাজ সেরে দিতে হ'ল দুটো পাঁচকে জুড়ে দিয়ে। সেই অজুহাতে এসে হাজির হ'ল 'X'। centum থেকে 'C' নিয়ে হ'ল 'শ'। এই 'C' র সাবেক আকার ছিল 'E'। ঠিক যেন দুটো L ডিগ্‌বাজী খেয়ে র'য়েছে। তাই এর আধখানা অর্থাৎ একটা 'L' হ'ল পঞ্চাশ। Mille 'M' নিয়ে হ'ল হাজার। আবার 'M' এর মুখখান আগে দেখ্‌তে ছিল ঠিক 'O'। যেন দুটো 'D'কে এক সাথে দাঁড় করিয়ে রাখা হ'য়েছে। তাকে পেট কেটে পৃথক করে পাঁচশ'র স্থান পূরণ করা হ'ল 'D' দিয়ে।

সপ্তাহিকা
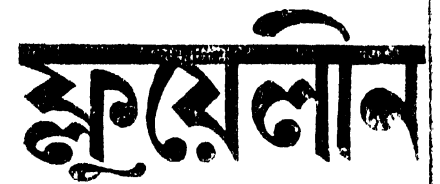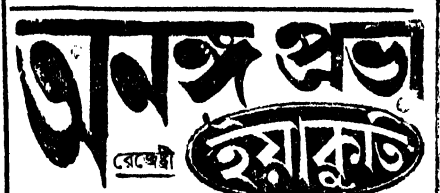
গত পূর্ব্ব রবিবার হাওড়া পঞ্চানন তলায় শ্রীযুক্ত চরণ দাস ঘোষ মশায়ের বাড়ীতে রায় বাহাদুর জলধর সেনের নেতৃত্বে রবিবাসরের অধিবেশন হ'য়েছিল। চরণবাবু ও তাঁর বাড়ীর লোকেরা সকলকে আদর যত্ন ও ভূরিভোজ দ্বারা তুষ্ট ক'রেছিলেন। শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ তাতে 'প্রেম ও ভক্তি' শীর্ষক প্রবন্ধ পড়েন। তার আলোচনায় যোগ দেন শ্রীযুক্ত শরৎ চট্টোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ বসু, শ্রীযুক্ত সরোজকুমার ঘোষ, শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, শ্রীগিরিজা কুমার বসু, শ্রীযুক্ত নরেন্দ্র দেব, শ্রীযুক্ত শৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা ও শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রলাল রায়। এঁরা ছাড়া সাহিত্যিক ও শিল্পীদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র চক্রবর্ত্তী শ্রীযুক্ত ফণীভূষণ গুপ্ত, শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ ঘোষ, শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ বসু। পূর্ণবাবু লাহোর প্রদর্শনীতে লাটসাহেব প্রদত্ত ১০০্ টাকা মূল্যের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ছবির জন্য পুরস্কার পেয়েছেন ব'লে সভায় আনন্দ প্রকাশ হয়। কুমার মুনীন্দ্রদেব রায় মহাশয় আন্তর্জ্জাতিক গ্রন্থাগার সম্মিলনে আমন্ত্রিত হ'য়ে স্পেনে যাবেন ব'লে তাঁকে অভিনন্দিত করবার প্রস্তাব গ্রাহ্য হয় ও তার ব্যবস্থা করবার জন্যে জলধর দা, গিরিজাকুমার নরেনবাবু, শৈলেনবাবু আনন্দ মুখোপাধ্যায় ও তিনকড়ি দত্তকে নিয়ে একটি শাখা সমিতি গঠিত হয়। রবি বাসরে আহার ওষুধ দুই আছে।

*

শ্রীগিরিজাকুমার বসুর সভাপতিত্বে গেল বৃহস্পতিবার সাহিত্য সেবক সমিতির কার্য্য নির্ব্বাহক সমিতির অধিবেশনে শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে সমিতির সভাপতি, শ্রীযুক্ত জলধর সেন ও গিরিজা কুমার বসুকে যুগ্ম সহ-সভাপতি নির্ব্বাচিত করা হ'য়েছে এবং শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় ও রমেশচন্দ্র সেনকে কার্য্য নির্ব্বাহক সমিতির কো-অপটেড সভ্য করে নেওয়া হ'য়েছে। সু-চয়ন।

*

কল্‌কাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের হার্ডিঞ্জ গণিতাধ্যাপক ডাক্তার গণেশপ্রসাদ আগ্রায় হঠাৎ মারা গেছেন শুনে আমরা দুঃখিত হ'লুম। তাঁর আত্মার কল্যাণ হোক্।

*

গেল ৯ই মার্চ্চ সন্ধ্যায় এলাহাবাদের মহিলা বিদ্যাপীঠে নিখিল-ভারত মহিলা সম্মেলনের শাখা অধিবেশন হয়, তাতে নারীরা বাল্য-বিবাহ আইন সংশোধনের দাবী করেন। নারীদেরই বাধা বেশী।

*

আমরা শুনে সুখী হ'লুম যে ব্রজমাধুরী সঙ্ঘ ছোটো মেয়েদের কীর্ত্তন শেখাবার জন্যে একটি শিক্ষাগার প্রতিষ্ঠা ক'রতে সচেষ্ট হ'য়েছেন। সঙ্ঘের মাধুর্য্য উত্তরোত্তর বাড়ুক।

—অভিমন্যু

[আগামী শনিবার হইতে যে সব বিদেশী ছবি কলিকাতায় মুক্তিলাভ করিবে তাহাদের আগম সংক্ষিপ্ত পরিচয়। সুতরাং কোনো বিদেশী ছবি দেখিতে যাইবার পূর্ব্বে আমাদের চিত্র-পরিচিতি স্তম্ভটি পড়িয়া গেলে, চিত্রপ্রিয়রা লাভবান হইবেন। দীঃ সঃ]

দি আনফিনিশ্‌ড সিমফনী
(The Unfinished Symphony)

নিউ এম্পায়ারে দেখানো হইবে, শ্রেষ্ঠাংশে হ্যানস জারে, রোনাল্ড স্কোয়ার, মার্থা এগারথ, হেলেন চ্যাণ্ডলার, বেরিল ল্যাভেভিক প্রভৃতি। গমো বৃটিশের ছবি, পরিচালনা করিয়াছেন উইলি ফরষ্ট।

ফ্রাঞ্জ সুবার্ট ছিল একজন স্কুল মাষ্টার। সে এক ধনী মহাজনের মেয়ে এমিকে ভালবাসে। একদিন এমি ফ্রাঞ্জকে সুপ্রসিদ্ধ কবি গেটের একখানি কবিতার বই দিল। ফ্রাঞ্জ স্কুল যাইবার সময় "Roslien Rot" নামক প্রসিদ্ধ গান রচনা আরম্ভ করিয়া দিল। স্কুলে গিয়া অঙ্কের ক্লাশে উক্ত গানটি শিক্ষা করিতে লাগিল। ইহাতে সুবার্টের নাম ছড়াইয়া পড়িল। একদিন এক প্রসিদ্ধ মজলিশে সে গান গাহিতে অনুরুদ্ধ হইল। সে একটি গান গাহিতে আরম্ভ করিল কিন্তু সে গানটির রচনা অসমাপ্ত থাকায় কাউণ্ট এসথারহাজের মেয়ে ক্যারোলিনের নিকট হাস্যাস্পদ হইল। ইহাতে লজ্জায় সে সে স্থান পরিত্যাগ করে। ইহার কিছুদিন পরে সুবার্ট ক্যারোলিনের সঙ্গীত শিক্ষক নিযুক্ত হয় এবং উভয়েই উভয়কে ভালবাসে। ক্যারোলিনের পিতা ইহা জানিতে পারিয়া সুবার্টকে পদচ্যুত করিলেন। ক্যারোলিন অপর এক ব্যক্তিকে বিবাহ করিল। এই বিবাহের যৌতুক স্বরূপ, যে অসমাপ্ত গান গাওয়ায় ক্যারোলিন তাহাকে বিদ্রুপ করিয়াছিল, সেই গানটিই সম্পূর্ণ গাহিল। এবার আর ক্যারোলিন তাহাকে বিদ্রূপ করিল না, জানাইল তাহার ভগ্ন হৃদয়ের হা হুতাশ। সুবার্ট তখন তাহার পুস্তকের শেষ পাতাটি ছিঁড়িয়া কহিল যে অসমাপ্ত গানের মত তাহার প্রেমও অসমাপ্ত রহিয়া গেল।

সুবার্টের ভূমিকায় হ্যানস জারের অভিনয় খুব সুন্দর হইয়াছে। 'এমি' ও 'ক্যারোলিনের' ভূমিকায় যথাক্রমে মার্থা এগারথ ও হেলেন চ্যাণ্ডলার সু-অভিনয় করিয়াছেন।

এ উইকেড ওম্যান
A Wicked Woman

গ্লোবে দেখানো হইবে, শ্রেষ্ঠাংশে ম্যাডি ক্রিশ্চিয়ানস্, চার্লস বিকফোর্ড, জীন পার্কার পল হার্ভে, বেটী ফারনেস প্রভৃতি। মেট্রোর ছবি, পরিচালনা করিয়াছেন চার্লস ব্র্যাবিন।

মত্ত স্বামীর কবল হইতে নিজেকে এবং নিজের ছেলেপিলেদের বাঁচাইতে গিয়া নেওমি ট্রাইস তাহার স্বামীকে খুন করিল। সেখান হইতে নিজেকে বাঁচাইবার জন্য পলাইয়া যায়, তারপর দশ বৎসর পরে অবস্থা ভাল হয়, তখন তাহার দুই পুত্র ও দুই কন্যা সকলেই বেশ উচ্চ শিক্ষিত হইয়াছে। তাহার বড় ছেলে কার্টিস প্যাট নেলর নামক এক ধনীর অনুগ্রহে বেশ বড় একটি চাকরী পায়। ক্রমে প্যাট বাড়ীতে যাতায়াত করিতে থাকে। পরে প্যাট ও নেওমি পরস্পর পরস্পরকে ভালবাসে তারপর সচরাচর যাহা হইয়া থাকে নেওমি তাহার দোষের কথা প্যাটের নিকট ব্যক্ত করিল শেষে মিলিত হইল।

ম্যাডি ক্রিশ্চিয়ানস একজন নবাগত অভিনেত্রী। তাঁহার অভিনয় এত সুন্দর হইয়াছে যে আশা করা যায় তিনি শীঘ্রই ষ্টার পদবাচ্য হইবেন। চার্লস বিকফোর্ডের 'পার্ট'ও ভাল হইয়াছে। নেওমির কন্যাদ্বয় রূপে জীন পার্কার ও বেটী ফার্নেস সু-অভিনয় করিয়াছেন।

"Dame" চিত্রের একটি দৃশ্য, এই শনিবার হইতে "ছায়া"য় প্রদর্শিত হইবে।

কিড মিলিয়নস
(Kid Millions)

আর-কে-ও-এল্‌ফিন্‌ষ্টোনে দেখানো হইবে। শ্রেষ্ঠাংশে এডি ক্যান্টর, অ্যান সদার্ণ, ইথেল মারম্যান, ইভ সালী, ওয়ারেণ হাইমার প্রভৃতি। সামুয়েল গোলডুইন ইউনাইটেড আর্টিষ্টের ছবি—পরিচালনা করিয়াছেন রয় ডেল ডুথ।

এডওয়ার্ড উইলসন ছিলেন প্রত্নতাত্ত্বিক। তিনি মিশরে একটি গুপ্ত রত্নের সন্ধান করিতে গিয়া মারা যান তখন তাঁহার পুত্র এডওয়ার্ড (ছোট) ৭৭ লক্ষ ডলারের মালিক হইল। কিন্তু ফ্যানি নামক একটি বৃদ্ধা একবার উইলসনের সহিত ফিলাডেলফিয়া গিয়াছিল তাহার পত্নী রূপে, এখন সে ৭৭ লক্ষ ডলারের দাবী করে। কর্ণেল লারোবি নামক আর একজন লোকও এই সম্পত্তি দাবী করে, কারণ সে উইলসনের সহিত গুপ্ত রত্ন আবিষ্কার করিতে মিশর গিয়াছিল।

এই সকল ব্যক্তিই নিউ ইয়ার্ক হইতে জাহাজে মিশর যাত্রা করিল। জাহাজে সকলে এডওয়ার্ডকে সরাইয়া ফেলিতে চেষ্টা করিল কিন্তু এডওয়ার্ডের বুদ্ধি ও কৌশলের জোরে তাহার কিছুই করিতে পারিল না। ক্রমে তাহারা সকলেই মিশরের মরুভূমি দিয়া গুপ্ত ধনের উদ্দেশ্যে চলিল। এদিকে দুর্দ্ধর্ষ আরবগণ সেই ধন সম্পত্তি পাহারা দিতেছিল তাহারা কিছুতেই সেই সম্পত্তি লইতে দিবে না। তাহারা এডওয়ার্ডকে জীবন্ত দগ্ধ করিয়া ফেলিতে উদ্যত হইল তখন এডওয়ার্ড কোন রকমে নিউ ইয়র্কে পলাইয়া আসিয়া ছোট ছোট ছেলে মেয়েদের জন্যে একটি আইস ক্রীম ফ্যাক্টরী খুলিল।

হাস্যে লাস্যে গানে এডি ক্যান্টর সর্ব্বক্ষণ দর্শকদের আনন্দ দান করিয়াছেন। অ্যান সদার্ণ, ইথেল মারম্যান ও সু-অভিনয় করিয়াছেন। অগণিত সুন্দরী তরুণী সমাবেশে নাচগুলি খুব মনোমুগ্ধকর হইয়াছে।

পেক্‌স ব্যাড বয়
(Peck's Bad boy)

প্লাজায় দেখানো হইবে, শ্রেষ্ঠাংশে জ্যাকি কুপার, টমাস মিঘান, ডরোথি, পিটারসন, জ্যাকি সার্ল ও পি হেগি প্রভৃতি। ফক্সের ছবি, পরিচালনা করিয়াছেন এডওয়ার্ড এফ ক্লাইন।

বিল পেকএর শ্রেষ্ঠ বন্ধু ছিলেন তাহার পিতা। এ দু'জনে খুব ভাব ছিল। যখন পেকের পিসিমা লিলি তাহার ছেলেকে লইয়া সেই বাড়ীতে বাস করিতে আসিলেন তখন পিতার ও পুত্রে মনোমালিন্য হয়। তাহার পিসিমার ছেলে হোরেস ছিল যত নষ্টের মূল। হোরেস মিথ্যা করিয়া পেকের পিতার নিকট লাগাইত। তাহাতে বিনা দোষে সে পিতার নিকট তিরস্কৃত হইল। একদিন দুঃখে অভিমানে সে বাড়ী ছাড়িয়া চলিয়া যায়। শেষে যখন পিতা নিজের ভুল বুঝিতে পারিলেন তখন সব গোল মিটিয়া গেল এবং পেক বাড়ী ফিরিয়া আসিল।

জ্যাকি কুপারের অভিনয়ে পেকএর ভূমিকাটি জীবন্ত হইয়া উঠিয়াছে। এবং তাহার পিতার ভূমিকাটিও টমাস মিঘান কর্ত্তৃক সু-অভিনীত হইয়াছে। 'লিলি' ও 'হোরেস' এর ভূমিকায় যথাক্রমে ডরোথী পিটারসন ও জ্যাকি সার্লের অভিনয়ও ভাল হইয়াছে।

দি রেকার
(The Wrecker)

ম্যাডানে দেখানো হইবে, শ্রেষ্ঠাংশে জ্যাক হল্ট, জেনিভিভ টবীন, জর্জ্জ-ই ষ্টোন, সিডনি ব্ল্যাকমার প্রভৃতি। কলম্বিয়ার ছবি, পরিচালনা করিয়াছেন অ্যালবার্ট রোজেল।

Genevieve Tobin and Jack Holt in "The Wrecker" A Columbia Picture

ছবিখানি খুব-ই উত্তেজনাপূর্ণ ও রোমাঞ্চকর ঘটনাবলীতে পূর্ণ। জ্যাক হল্ট খুব ভাল অভিনয় করিয়াছেন।

নানাকথা

শুভ-উপনয়ন

গত ২৩শে ফাল্গুন, সুপ্রসিদ্ধ চিত্র-সমালোচক, সাহিত্যিক ও রাধাফিল্ম কোম্পানীর প্রচার সম্পাদক শ্রীসুধীরেন্দ্র সান্যালের পুত্রদ্বয় শ্রীমান সৌমেন্দ্র ও দীপেন্দ্রের শুভ উপনয়ন ক্রিয়া সুসম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। আমরা শ্রীমান সৌমেন্দ্র ও দীপেন্দ্রের দীর্ঘ জীবন কামনা করি।

উক্ত দিন কলম্বিয়া ফিল্মস্ অফ্ ইণ্ডিয়া লিঃ জেনারেল ম্যানেজার শ্রীযুক্ত নীতিশচন্দ্র লাহিড়ীর পুত্র শ্রীমান দিবিশচন্দ্র লাহিড়ীরও শুভ উপনয়ন হইয়া গিয়াছে। আমরা শ্রীমান দিবিশের দীর্ঘ জীবন কামনা করি।

চিত্রের চয়নিকা

—অভিমন্যু

১৯৩৪ সালের সম্মান

চিত্র-নাট্য, পরিচালনা, অভিনয় প্রভৃতি বিষয়ে প্রতি বৎসর আমেরিকার Motion Pictures Academy, Arts and Sciences কর্তৃক যে সম্মান দেওয়া হয় তাহার নির্ব্বাচন গত ৭ই ফেব্রুয়ারীর Motion Pictures Dailyতে প্রকাশিত হইয়াছে। আমরা সেই নির্ব্বাচনটি এখানে উদ্ধৃত করিলাম :—

চিত্র—

"ব্যারেটস অফ্ উইমপোল ষ্ট্রীট," "ক্লিওপেট্রা," "ফ্লার্টেশান ওয়াক," "গে ডিভোর্সী," "হিয়ার কামস দি নেভী," "দি হাউস অফ্ রথসচাইল্ড," "ইমিটেশন অফ লাইফ," "ইট হ্যাপণ্ড ওয়ান নাইট," "ওয়ান নাইট অফ্ লাভ," "দি থিন ম্যান," "ভিভা-ভিলা," "দি হোয়াইট প্যারেড"।

অভিনেতা :

ক্লার্ক গেব্‌ল, ফ্রাঙ্ক মরগ্যান ও উইলিয়ম পাওয়েল যথাক্রমে "ইট হ্যাপণ্ড ওয়ান নাইট" "এফেয়ার্স অফ্ সিলিনি" ও "থিন ম্যান" এ অভিনয় করার জন্য।

অভিনেত্রী ঃ

ক্লদেৎ কোলবেয়ার, গ্রেস মুর ও নর্মা শিয়ারার যথাক্রমে "ইট হ্যাপণ্ড ওয়ান নাইট" "ওয়ান নাইট অফ লভ্," ও "ব্যারেটস অফ উইমপোল ষ্ট্রীটে অভিনয় করার জন্য।

পরিচালনা ঃ

ফ্রাঙ্ক কাপ্রা, ভিক্টর সার্টজিঙ্গার ও ডবলু, এস, ভ্যান ডাইক যথাক্রমে "ইট হ্যাপণ্ড ওয়ান নাইট," "ওয়ান নাইট অফ্ লভ" ও "থিন ম্যান" পরিচালনার জন্য।

চিত্র-নাট্য ঃ

রবার্ট রিস্কিন 'ইট হ্যাপণ্ড ওয়ান নাইটে'র জন্য, এ্যালবার্ট হাকেট ও ফ্রান্সেস গুডরিচ 'থিন ম্যানে'র জন্য ও বেন হেক্‌ট 'ভিভা ভিলার' জন্য।

দীপালী-ফ্লুয়েলীন রৌপ্যপদক

—:*:—

"দীপালী"তে আগামী মার্চ্চ মাস থেকে প্রতিমাসে লেখিকাদের মধ্যে গল্প প্রতিযোগিতা হবে। "দীপালী"র যুগ্ম সম্পাদক কবি হেমেন্দ্রকুমার রায় ও কবি গিরিজাকুমার বসু এবং বাইরে থেকে কবি বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় এই তিন জন এর বিচারক নির্ব্বাচিত হ'য়েছেন। তিন জনের বিচারে যাঁর লেখা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ব'লে গণ্য হবে তিনি উল্লেখিত রৌপ্যপদকটি পাবেন। প্রতি মাসের প্রথম দিন থেকে শেষ দিন পর্য্যন্ত সেই মাসের প্রতিযোগিতার গল্প "দীপালী" কার্য্যালয়ে পৌঁছান চাই। মার্চ্চ মাসের গল্প এপ্রিল মাসের প্রথম সপ্তাহে পরীক্ষা করা হবে এবং সর্ব্বশ্রেষ্ঠ লেখিকাকে পদক দেওয়া হবে। প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান যে লেখিকারা অধিকার ক'র্‌বেন, তাঁদের গল্প 'দীপালী'তে প্রকাশ করবার ক্ষমতা সম্পাদকের থাক্‌বে। **কেবলমাত্র লেখিকাদের মধ্যে-ই এই প্রতিযোগিতা সীমাবদ্ধ, কোন লেখকের নেওয়া হবে না।** বিচারকদের নিষ্পত্তিই সকল সময় চূড়ান্ত ব'লে গণ্য হবে। কারুর ব্যক্তিগত নামে না পাঠিয়ে 'দীপালী'র সম্পাদক ব'লে 'দীপালী' কার্য্যালয়ে সব গল্প পাঠাতে হবে। মোড়কের ওপর 'দীপালী ফ্লুয়েলীন গল্প প্রতিযোগিতা, লেখা থাকা চাই। প্রতিযোগিতার গল্পগুলি রেজেষ্ট্রী ক'রে পাঠালে তার প্রাপ্তি সম্বন্ধে গোল হবে না। প্রতিযোগিতা সম্বন্ধে কোনো পত্র ব্যবহার কারুর সঙ্গে করা হবে না।

[দীঃ—সঃ]

কার্টুন :

'হলিডে ল্যাণ্ড', (কলম্বিয়া), জলী লিট্‌ল ওয়াইভস' (ইউনিভার্সাল), ও 'খরগোস ও কচ্ছপ' (ওয়াল্ট ডিসনে)।

কমিক ছবি ঃ

'লা কুকারাচা' (আর-কে-ও), 'মেন ইন ব্ল্যাক' (কলম্বিয়া) ও 'হোয়াইট নো মেন' 'ভিটাফোন'।

শব্দ-নিয়ন্ত্রণ : 'ওয়ান নাইট অফ্ লাভ," (কলম্বিয়া), 'লষ্ট পেট্রল' ও 'দি গে ডিভোর্সীর' জন্য আর কে-ও ষ্টুডিওকে উপরি সম্মান দেওয়া হইবে।

এই নির্ব্বাচন তালিকা দেখিয়া বুঝা যাইতেছে এ বৎসর কলম্বিয়াই বাজার মাত করিয়াছে। কারণ প্রত্যেক বিভাগেই কলম্বিয়া নিজের স্থান করিয়া লইয়াছে।

মে ওয়েষ্ট সংবাদ

মে ওয়েষ্ট এখন সপ্তাহে ১০,০০০ ডলার করিয়া পাইতেছেন এবং কোন ছবিতেই সাত সপ্তাহের কম তিনি কাজ করেন না, সুতরাং প্রতি ছবিতে তিনি ৭০,০০০ ডলার পান। কিন্তু এ মাহিনাও তাঁহার মনঃপূত হইতেছে না। তিনি এখন চাহিতেছেন যে, মাহিনা ছাড়া ছবির আয় হইতে কিছু অংশ তাঁহাকে দিতে হইবে। প্যারামাউণ্ট কর্ত্তৃপক্ষ এখনও এ বিষয়ে স্থির সিদ্ধান্ত কিছু করেন নাই।

রঙীন ছবি

আজকাল হলিউডে সকলেই রঙীন ছবি তুলিবার বন্দোবস্ত করিতেছে। আর-কে-ও রেডিও পিক্‌চার্স "ভ্যানিটী ফেয়ার" ছবিখানি রঙীন করিবেন। রুবেন ম্যামোলিয়ান পরিচালনা করিবেন।

ফক্স ফিল্ম কতকগুলি রঙীন ছবি তুলিবার তোড় জোড় করিতেছেন, যথা—"Red Heads", দান্তের "Inferno" প্রভৃতি। ওয়ার্ণার ব্রাদার্সের "Gold Diggers of 1935", "In Caliente", "Midsummer Night's Dream" প্রভৃতি ছবিগুলিও টেক্‌নিকালার হইবে।

বীমা-প্রসঙ্গ

—শ্রীগুরু

ইণ্ডিয়ান ইনসিওরেন্স জার্নালের সম্পাদক শ্রীযুক্ত বৈদ্যনাথ বিশ্বাস ফেডারেল ইনসিওরেন্স কোম্পানী নামে একটা প্রভিডেণ্ট কোং স্থাপন করিয়াছিলেন। এই কোম্পানী পরিচালন ব্যাপারে গুরুতর অপরাধের অভিযোগ তাঁহার বিরুদ্ধে Joint Stock কোম্পানীর Registrar কর্ত্তৃক আনীত হয়। বিশ্বাস মহাশয় মকদ্দমার দিন উপস্থিত না থাকায় বিচারপতি তাঁহার নামে ওয়ারেণ্টের আদেশ দেন। তিনি বহুদিন যাবৎ নিরুদ্দিষ্ট ছিলেন, কিন্তু পরে মকদ্দমায় বিচারপতি কর্ত্তৃক ছয় মাসের কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন। হাইকোর্টে আপীল করিয়া তিনি বর্ত্তমানে জামীনে খালাস আছেন ও পত্রান্তরে প্রকাশ, ষ্টার অফ ইণ্ডিয়া কোংর কলিকাতা শাখার সম্পাদকরূপে নিযুক্ত আছেন! শুনিলাম "Who is who in Insurance in India" নামক একখানি পুস্তিকা তিনি সঙ্কলন করিতে চেষ্টা করিতেছেন—বীমা কোম্পানীগুলি তাঁহার এই সাধু প্রচেষ্টাকে পরিপূর্ণ ভাবে সহায়তা করিবেন, ইহা বলা যায়।

*

নূতন কার্য্য সংগ্রহ করিতে যাইয়া কয়েকটি নবগঠিত বীমা কোম্পানী অগ্র-পশ্চাৎ বিবেচনা না করিয়া খরচ করিয়া চলিয়াছে—চতুর দালালগণ এই সুযোগে নিজেদের সুবিধা করিয়া কোম্পানীর বাতিল পলিশির সংখ্যাকে বৃদ্ধি করিয়া তুলিতেছে। বারান্তরে এ বিষয়ে আলোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল।

'দীপালী'র নিয়মাবলী

১। 'দীপালী' প্রতি বৃহস্পতিবারে প্রকাশিত হয়, নগদ মূল্য এক আনা। নমুনার জন্য পাঁচ পয়সার টিকিট পাঠাইতে হয়।

২। কোনো সংখ্যার 'দীপালী' যথাসময়ে না পাইলে, স্থানীয় ডাকঘরে সম্বাদ লইয়া পরবর্ত্তী সোমবারের মধ্যে জানাইতে হইবে।

৩। 'দীপালী'-সংক্রান্ত টাকা কড়ি, বিজ্ঞাপন, দীপালীর ম্যানেজারকে পাঠাইতে হইবে। বিজ্ঞাপন এবং এজেন্সী সম্বন্ধীয় বিবরণ ও অন্যান্য জ্ঞাতব্য বিষয়ের জন্য তাঁহাকে পত্র লিখিতে হইবে।

৪। 'দীপালী'তে প্রকাশের জন্য রচনা-সমূহ 'সম্পাদক দীপালী' এই নামে 'দীপালী' কার্য্যালয়ে পাঠাইতে হইবে। উপযুক্ত ষ্টাম্প দেওয়া না থাকিলে অমনোনীত রচনা ফিরাইয়া দেওয়া বা উত্তর দেওয়া হয় না। অমনোনীত রচনা সঙ্গে সঙ্গে ছিঁড়িয়া ফেলা হয়, কাজেই টিকিট না দিয়া রচনা পাঠাইয়া, পরে সে সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিলে কোনো ফলই হইবে না।

৫। 'দীপালী'র এজেণ্ট হইবার বিস্তৃত বিবরণের জন্য 'দীপালী'র ম্যানেজারের সহিত পত্র ব্যবহার বা দেখা করিতে হইবে।

৬। বৎসরের প্রথম সংখ্যা অথবা দ্বিতীয় বর্ষার্দ্ধের প্রথম (২৫শ) সংখ্যা হইতে গ্রাহক হইতে হইবে। অন্য সময়ে গ্রাহক হইলে, তাঁহাকে হয় ১ম, নয় ২৫শ সংখ্যা হইতে কাগজ লইতে হইয়াবে।

ম্যানেজার—দীপালী
১২৩।১, আপার সার্কুলার রোড
পোঃ বিডন্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা ফোন—বড়বাজার ৩২৫৩

জীবন বীমায় এজেন্টের স্থান

শ্রীরামকৃষ্ণ সরকার এম-এ

সরকারী বীমা পুস্তকে (Government Blue Book) দেখা যায়, ভারতে বীমার ক্ষেত্র ক্রমশঃই প্রসার লাভ করিতেছে। প্রতি বৎসরে শুধু যে বিদেশী কোম্পানীর কবল হইতে এই ব্যবসায় দ্রুততর বেগে দেশের দুয়ারে ফিরিয়া আসিতেছে তাহা নহে; প্রতি বৎসরই অধিকতর লোক অধিকতর মূল্যের জীবন বীমা করিতেছে। ইহা দেশের তথা দশের উন্নতির লক্ষণ, তাহাতে সন্দেহ নাই।

জীবন বীমার এজেন্টদিগের কার্য্য সাধারণ ব্যবসায়ী এজেন্টদিগের তুলনায় অতি মহৎ। যাহা এক সময়ে প্ররোচনা বলিয়া অভিহিত হইতে পারে তাহাই পরে কত দুস্থ বিধবা বালক-বালিকার গ্রাসাচ্ছাদনের কারণ হইয়া দাঁড়ায়। যাঁহাদের হাতে এইরূপ 'দেশ সেবার' ভার, বড়ই পরিতাপের বিষয় তাঁহাদের মধ্যে আমাদের দেশের শিক্ষিত বেকার সমাজ স্থান করিয়া লইতে নারাজ। ফলে, অনেক স্থলেই বীমা শাস্ত্র আমাদের দেশের হোমিওপ্যাথির ন্যায় অবস্থা প্রাপ্ত হয়। তবে সৌভাগ্যের বিষয়, এই অবস্থার ক্রম পরিবর্ত্তন লক্ষিত হইতেছে;—শিক্ষিত সমাজ, শিক্ষিত যুবক বীমার এজেন্ট শুনিয়া আজকাল নাসিকা কুঞ্চিত করেন না।

আলোচ্য বিষয় হইতে দূরে চলিয়া যাইতেছিলাম।—এজেন্টদিগের কার্য্য অতি দায়ীত্বপূর্ণ, দ্বিত্বপ্রাপ্ত (Double Sided)। তাঁহারা এক দিকে অভিজ্ঞ, অজ্ঞ সাধারণকে তাঁহাদের ভবিষ্যতের প্রয়োজনীয়তার বিষয়ে সচেতন করাইয়া দিতেছেন, অপর দিকে কোম্পানীগুলির শ্রীবৃদ্ধি সাধনে অপরিহার্য্য সাহায্য করিতেছেন। এজেন্টদিগের সমবেত চেষ্টা যেরূপ দেশের দশটী বীমা প্রতিষ্ঠানকে গড়িয়া তুলিতেছে, তাঁহাদের এই ক্ষমতার কদর্য্য ব্যবহারেও তেমনি এই জাতীয় প্রতিষ্ঠানগুলির সর্ব্বনাশ সাধনের রাস্তা রহিয়াছে। তাঁহারা কদাপি এই রাস্তায় চলেন না ইহা বলা চলে না। অনেক ক্ষেত্রেই ধরা পড়ে না, কোম্পানী অজ্ঞাত ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ধরা পড়িলে কি হয় তাহাও সম্প্রতি জানা গিয়াছে। ইহা বড় ব্যাপার, সামান্যগুলির কথা ছাড়িয়াই দেওয়া হইল।

যে সকল কারণের উপর জীবন বীমা কোম্পানীর স্থায়ীত্ব ও উন্নতি নির্ভর করে, উপযুক্ত উৎকৃষ্ট জীবন সংগ্রহ (Booking of good life) তাহাদের মধ্যে অন্যতম। এজেন্ট বীমাকারীকে যতটুকু ঘনিষ্ট ভাবে জানিবার ও তাঁহার পারিবারিক ইতিহাস সংগ্রহ করিবার সুযোগ পান তাহা পরীক্ষাকারী ডাক্তার বা অফিসের কর্ম্মকর্ত্তাগণ পাইবেন এরূপ আশা করা যায় না। ইহা হইতেই স্পষ্ট বোঝা যায় এজেন্টের সততা কোম্পানীর উন্নতির কত বড় সহায়ক।

কখনও কখনও শুনিতে পাওয়া যায় এজেন্টগণ তাঁহাদের উপযুক্ত পারিশ্রমিক ও সম্মান কোম্পানীর নিকট পান না। ব্যবসায় সংগ্রহ ব্যয়ভার (Procuration Cost) আজ কাল অনেক কোম্পানীরই এত উচ্চ অঙ্কে দেখা যায় যে তাহাতে এজেন্টদের পারিশ্রমিক উপযুক্ত নহে বলিলে ভুল করা হইবে। তবে যাঁহাদের সমবেত চেষ্টা ব্যতীত সাধারণে কোম্পানীকে জানে না বা কোম্পানী ব্যবসায় সংগ্রহ করিয়া নিজ শ্রীবৃদ্ধি সাধনে অসমর্থ তাঁহাদের প্রতি যদি কোম্পানী যথাযোগ্য সম্মানের ব্যবস্থা করিতে সমর্থ না হন তবে বড়ই পরিতাপের ও লজ্জার বিষয়, সন্দেহ নাই।

উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের জীবনী

সুবিখ্যাত ব্যারিষ্টার W. C. Bonnerjeeর জীবনী—শ্রীকৃষ্ণলাল বন্দ্যোপাধ্যায় বি, এল এডভোকেট, রচিত। প্রাপ্তিস্থান—গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স, ৪এ লাটুবাবু লেন ও ২৪নং কাশী দত্ত ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য সাধারণ সংস্করণ বারো আনা, রাজ সংস্করণ এক টাকা।

বাংলা দেশে W. C. Bonnerjeeর নাম শোনেন নাই এমন লোকের সংখ্যা খুব বেশী নাই। যাঁহারা শুনিয়াছেন তাঁহারা W. C. Bonnerjee হিসাবেই শুনিয়াছেন। তিনি পূর্ব্বে কি ছিলেন, কি করিয়াই বা W. C. Bonnerjee হইলেন এ সংবাদ অনেকেই জানেন না। জানা সম্ভবও নয়। এ যাবৎ তাঁহার জীবনী অবলম্বন করিয়া যে কয়েকখানা পুস্তিকা আমাদের হাতে পড়িয়াছে তাহা হইতে অত খবর পাওয়া যায় না। আলোচ্য পুস্তকখানির প্রণেতা W. C. Bonnerjeeর খুব নিকট আত্মীয়। কাজেই তাঁহার পুস্তকে যে সব detail পাওয়া যায় তাহা অন্য পুস্তকে পাওয়া শক্ত। শিল্পী ছবি আঁকেন, তুলির গোটা কয়েক আঁচর পড়িতেই একটা মানুষের আকৃতির আভাস পাওয়া যায়। তাহার পর শিল্পী যতই details আঁকিতে সুরু করেন ছবি ততই প্রাণ পাইতে থাকে। এ ক্ষেত্রেও তাই। পুস্তকখানি W. C. Bonnerjeeর জীবনের একটা আভাস দিয়াই ক্ষান্ত হয় নাই। Detailsএর সাহায্যে আসল মানুষটির সঙ্গে সাধারণের খুব ঘনিষ্ট পরিচয় করাইয়া দেয়। প্রকাশ, যে বিখ্যাত এটর্ণি শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত বেদান্তরত্ন মহাশয়ের উপদেশ মত পুস্তকখানি রচিত হইয়াছে। পুস্তকখানি সুপাঠ্য।

সঙ্গীত সম্মিলনী

"বেহুলা" অভিনয়

গত ৮ই মার্চ্চ তারিখে ৯এ নিউ পার্ক ষ্ট্রিটস্থ সঙ্গীত-সম্মিলনীর ছাত্রী ও সদস্যগণ কর্ত্তৃক ম্যাডান থিয়েটারে 'বেহুলা' অভিনয় অতি সাফল্যের সহিত সম্পন্ন হইয়াছে। নাটকীয় চরিত্রের মধ্যে বেহুলা, লখিন্দর, মনসা, সনকা, চাঁদসদাগর সু-অভিনয় করিয়াছেন। সায় সদাগরের অভিনয়ও মন্দ হয় নাই। নৃত্যগীতাদির মধ্যে গ্রাম্য বালিকাদের বৈকালী গীত অতিশয় শ্রুতি মধুর হইয়াছিল। উর্ব্বশীর নৃত্য অভিনয়ের গৌরব রক্ষা করিয়াছিল। সখিগণের সমবেত নৃত্য বিশেষ উপভোগ্য হইয়াছে। বালক শ্রীমান সৌরেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সাপুড়িয়া নৃত্য চমকপ্রদ হইয়াছিল। এই অনুন অষ্টম বর্ষীয় বালক ভবিষ্যতে একজন খ্যাতনামা নৃত্যশিল্পী হইবে এ কথা আমরা নিঃসন্দেহে বলিতে পারি।

রেডিওতে বিচিত্র অনুষ্ঠান

১০ই মার্চ্চ ১৯৩৫ তারিখে শ্রীযুক্ত দুলাল চন্দ্র মিত্রের প্রযোজনায় বেতার প্রতিষ্ঠানের সান্ধ্য আসরের বিচিত্র অনুষ্ঠানে সুপরিচিত সঙ্গীতাচার্য্য শ্রীসুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রফেসর শ্রীরমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও উদীয়মান সঙ্গতকারী শ্রীপ্রতাপ মিত্র এবং "সঙ্গীত-ভারতী"র ছাত্র-ছাত্রীগণ যোগদান করিয়াছিলেন। ছাত্র-ছাত্রীগণের মধ্যে কুমারী বিজয়া সেনগুপ্তের সেতার এবং শ্রীযুক্তা মীরা গুপ্ত ও কুমারী উষারাণী মিত্রের সঙ্গীত উল্লেখযোগ্য। শ্রীমান্ চিত্ততোষ রায়ের সঙ্গীতও প্রশংসনীয়! ছাত্রীগণের ঐক্যতান-যন্ত্র সঙ্গীত অতীব মধুর হইয়াছিল।

নৃত্যকুশলা মেনকা দেবী

গত ৮ই মার্চ্চ দিবস নৃত্যকুশলা মেনকা দেবীর নৃত্য প্রদর্শন করিবার জন্য আমরা নিমন্ত্রিত হইয়াছিলাম। এই মহিলা এবং তাঁহার সঙ্গিনী ও সঙ্গীগণ যে নৃত্য প্রদর্শন করিলেন তাহা দক্ষিণ ও উত্তর ভারতের কোচিন প্রদেশের কথাকলি পালার যে নৃত্য আমরা রাগিণী দেবীর কথাকলি পালায় দেখিলাম তাহা অপেক্ষা অন্য প্রকার। মালতী এবং মোহনলালের-ঘুড়ি-নৃত্য (Kite dance) মন্দ হইলেও ইঁহারা পায়ের কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন। মেনকা দেবীর উষা নৃত্যই সর্ব্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য। লক্ষ্মী নৃত্যটিও মন্দ নয়। রাম নারায়ণের শিবনৃত্য অতি সুন্দর হইয়াছিল। ইঁহাদের নৃত্যের মধ্যে একমাত্র মেনকা ও রামনারায়ণের নৃত্য ছাড়া অন্যান্যের নৃত্য-রসহীন হইয়াছে। যন্ত্র-সঙ্গীত পরিচালনা করিয়াছেন লক্ষ্ণৌর খ্যাতনামা গায়ক শ্রীযুক্ত অম্বিক মজুমদার এবং ওস্তাদ সৌকৎ হোসেন খাঁ ইহাদের পরিচালনা প্রশংসার্হ যাহা হউক বাংলা দেশে দক্ষিণ ও উত্তর ভারতের নৃত্যকলা দেখিয়া তৃপ্ত হইয়াছি।

উপস্থিত ইঁহারা ঢাকা রওনা হইয়াছেন।

সত্য-পথে

আমরা সেদিন আবার 'সত্যপথে' দেখিয়া আসিয়াছি। বহু সপ্তাহ পরেও ঐ ছবিটি দেখিবার জন্য কর্ণওয়ালিশ থিয়েটারে লোক হইতেছে। ইহাতে বুঝা যায় যে ছবিটি মোটের উপর জনপ্রিয় হইয়াছে। যাঁহারা এখনো 'সত্যপথে' দেখেন নাই তাঁহাদের তৎপর হইতে বলি। শ্রীযুক্ত অমর চৌধুরী মহাশয়ের নৈপুণ্য প্রশংসনীয়।

বিজলী

বিগত শুক্রবার ভবানীপুরে নূতন ছবিঘর "বিজলী"র উদ্বোধন হইয়া গিয়াছে। শ্রীযুক্ত জে, সি, মুখার্জ্জি সভাপতিত্ব ও মিসেস মুখার্জ্জি উদ্বোধন করেন! ছবিঘরের ইমারতটি মনোরম হইয়াছে। শ্রীযুক্ত হরিপ্রিয় পাল ও বিজলীর কর্ম্মকর্ত্তারা আদর আপ্যায়ন ও জলযোগে সকলকে তৃপ্ত করেন ও শ্রীযুক্ত নরেন্দ্র দেব সভাপতিকে ধন্যবাদ দেন। উদ্বোধন উৎসবে শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, গণেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়, সুরেশচন্দ্র মজুমদার, প্রিয়নাথ গঙ্গোপাধ্যায়, জে, সি, গুপ্ত, মাখনলাল সেন, মনোরঞ্জন ঘোষ, প্রকাশ সান্যাল, অখিল নিয়োগী, সুধীর গুপ্ত, নীহার ঘোষ, প্রবোধ গুহ, কৃষ্ণেন্দু ভৌমিক, প্রভাংশু গুপ্ত, গিরিজাকুমার বসু প্রভৃতি উপস্থিত ছিলেন।

"তুফান মেল"

উক্ত ছবিখানি রণজিৎ ফিল্ম (বোম্বাই) কর্ত্তৃক গৃহীত হইয়াছে। এবং ইহা কলিকাতায় একাদিক্রমে ১৯শ সপ্তাহ ধরিয়া চলিতেছে। নিউ সিনেমায় একাদিক্রমে ১৫ সপ্তাহ চলিবার পর বিগত ৪ সপ্তাহ ধরিয়া টকী শো হাউসে চলিতেছে। কোন হিন্দী ছবি কলিকাতায় একাদিক্রমে এতদিন চলে নাই! শ্রীমতী মাধুরী ও ই, বিলিমোরিয়া এই ছবিতে নায়ক ও নায়িকার ভূমিকায় অভিনয় করিয়াছেন। আগামী শনিবার হইতে টকী শো হাউসে পঞ্চম সপ্তাহে পড়িবে। এই ছবির সরবরাহকারী সোনপাল টকী ফিল্ম সার্ভিস।

রাধা ফিল্ম কোং

তাঁহাদের "দক্ষযজ্ঞ" এই শনিবার ২৩শ সপ্তাহে পড়িল।

"মানময়ী গার্লস স্কুলের" কাজ দ্রুত গতিতে চলিতেছে। আশা করি, "দক্ষযজ্ঞে"র মত জ্যোতিষ বাবু এই বইখানিতেও তাঁহার কৃতিত্বের পরিচয় দিবেন।

"বিজয়া"

গত সোমবার ১১ই মার্চ্চ নারী-শিক্ষা সমিতির সাহায্য কল্পে উক্ত সমিতির সভ্যগণ কর্ত্তৃক শরৎচন্দ্রের "বিজয়া" রঙমহল রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হইয়া গিয়াছে। আমরা এই অভিনয়ে উপস্থিত হইতে না পারায় দুঃখিত।

ছায়া

উক্ত চিত্রগৃহটি মাত্র ছয়মাস কাল সাধারণ্যে আত্ম-প্রকাশ করিয়াছে। কিন্তু ইতিমধ্যেই বেশ জনপ্রিয় হইয়া উঠিয়াছে। এই চিত্রগৃহটিতে প্রায় ১৪০০ লোকের বসিবার আসনের বন্দোবস্ত আছে। "ফিনিসোনার" শব্দ-যন্ত্র বসানোর দরুণ ছবির শব্দও খুব স্বাভাবিক বলিয়া মনে হয়। এই সময়ের ভিতর "Catherine the Great", "Nana", "Roman Scandals", "Count of Monte Cristo," "Affairs of Cellini "মা" প্রভৃতি সুবিখ্যাত ছবিগুলি এখানে দেখানো হইয়াছে। কেশরী ফিল্মসের প্রথম বাংলা সবাক চিত্র "বাসবদত্তা" এখানে ৩০শে মার্চ্চ প্রথম উদ্বোধন হইবে। আগামী সপ্তাহ হইতে ওয়ার্ণার ব্রাদার্সের নৃত্যগীত বহুল ছবি "Dames" দেখানো হইবে। ইহাতে ডিক পাওয়েল ও রুবী কীলার নায়ক ও নায়িকার অংশে অভিনয় করিয়াছেন।

ইহাদের আগামী আকর্ষণগুলির মধ্যে "Bull Dog Drummond Strikes Back "Kid Millions" (এডি ক্যান্টর) "We Live Again"(অ্যানাষ্টেন ও ফ্রেডারিক মার্চ্চ) "Madamme Du Barry" (ডলোরেস ডেল রিও) প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। আমরা এই চিত্রগৃহটির আরও উন্নতি কামনা করি।

এম্পায়ারগ্রীন পিকচার্স

ইহারা ৩২-এ ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট হইতে ৩নং চৌরঙ্গী প্লেসে অফিস স্থানান্তরিত করিয়াছেন। ইঁহাদের সত্ত্বাধিকারী শ্রীযুক্ত এস, পি, ল' ও শব্দ-যন্ত্রী হিতেন মজুমদার বোম্বাই গিয়াছেন তাঁহাদের সাউণ্ড ট্রাক লইয়া আসিবার জন্য। এখানে শ্রীযুক্ত পি, সাণ্ডেল ও বি, ডি, ল' অভিনেতৃ নির্ব্বাচনে ব্যস্ত আছেন।

রূপবাণীতে "হলিউড পার্টী"

শনিবার ১৩ই মার্চ্চ হইতে রূপবাণীতে মেট্রো গোল্ডউইনের হাসির প্রস্রবণ "হলিউড পার্টি" দেখানো হইবে।

শ্রেষ্ঠাংশে অভিনয় করিয়াছেন লরেল ও হার্ডি।

ছবিখানিতে নাম করা সব হাস্যরসাভিনেতা ত আছেই তা ছাড়া আছে আপনাদের চিরপরিচিত 'মিকিমাউস'। 'মিকিমাউস' এই ছবিতে জ্যান্তো মানুষের মতোই সকলের সঙ্গে অভিনয় করিয়াছে।

আগামী ২৩শে মার্চ্চ শনিবার হইতে কালী ফিল্মসের 'পাতালপুরী'। সুরু হইবে।

সম্পাদক—
শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায় শ্রীগিরিজাকুমার বসু
১২৩৷১, আপার সার্কুলার রোড, দীপালী প্রেসে মুদ্রিত ও দীপালী কার্য্যালয় হইতে দীপালীর সত্ত্বাধিকারী—

বাংলার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সচিত্র সাপ্তাহিক

দোল সংখ্যা, ১৩৪১

মূল্য— ছয় পয়সা

নিউ টনফিল্মের "আহে-মজলুমান" চিত্রের একটি মনোরম নৃত্য-দৃশ্য
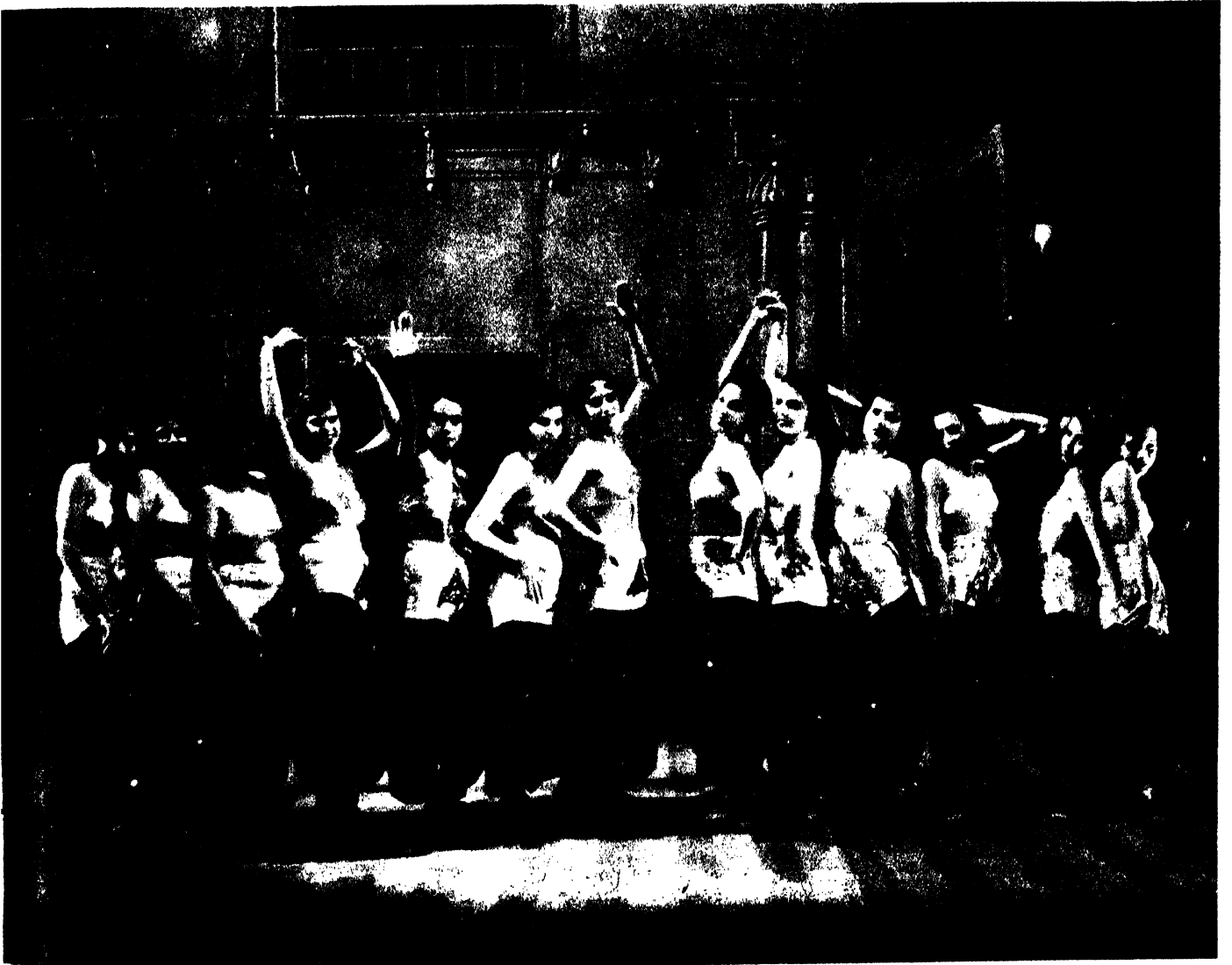
ইষ্ট ইণ্ডিয়ান্ রেলওয়ে

ইষ্টারের ছুটি উপলক্ষ্যে বিশেষ সুবিধা

১৯৩৫ সালের ১২ই হইতে ২২শে এপ্রিল পর্য্যন্ত নিম্নলিখিত নির্দ্দেশ ও সর্ত্ত অনুযায়ী ইষ্ট ইণ্ডিয়ান রেলওয়েতে সকল শ্রেণীর যাত্রীর জন্য সুলভ মূল্যে যাতায়াতের টিকিট দেওয়া হইবে

শ্রেণী	যে দূরত্বের জন্য টিকিট দেওয়া হইবে	যাতায়াতের টিকিটের মূল্য
প্রথম ও দ্বিতীয়	১০১ মাইল ও ঊর্দ্ধ	এক পিঠের ভাড়ার ১½
মধ্যম (কলিকাতা-দিল্লী-কালকা এবং কলিকাতা-পাঞ্জাব মেল ট্রেণে ও মেল ব্যতীত অন্যান্য ট্রেণে)	১০১ মাইল ও ঊর্দ্ধ	এক পিঠের ভাড়ার ১⅓
মধ্যম (বোম্বাই মেল ট্রেণে)	২০০ মাইল ও ঊর্দ্ধ *	এক পিঠের ভাড়ার ১.
তৃতীয় (বোম্বাই মেল-ট্রেণে)	২০০ মাইল ও ঊর্দ্ধ *	এক পিঠের ভাড়ার ১⅙
তৃতীয়— (১) কলিকাতা-দিল্লী-কালকা মেল ট্রেণে। (২) প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর যাত্রীগণের ভৃত্যদের জন্য কলিকাতা-পাঞ্জাব মেল-ট্রেণে (৩) মেল ট্রেণ ব্যতীত অন্যান্য ট্রেণে	১০১ মাইল ও ঊর্দ্ধ	এক পিঠের ভাড়ার ১⅙

* বোম্বাই মেলে জি, আই, পি, রেলওয়ের কোনো ষ্টেশনের জন্য মধ্যম ও তৃতীয় শ্রেণীর সরাসরি টিকিট যথাক্রমে ১০০ ও ৫০ মাইলের ঊর্দ্ধ দূরত্বের জন্য দেওয়া হইবে।

হরিদ্বার-দেরা রেলওয়েতে এই সকল অল্প ভাড়ার টিকিট দেওয়া হইবে না।

এই সব কনসেশান টিকিটের মেয়াদ ১৯৩৫ সালের ১০ই মে'র মধ্যরাত্রি পর্য্যন্ত। উহার মধ্যে যাতায়াত সম্পূর্ণ করিয়া ফিরিতে হইবে।

ইষ্টার ছুটির কনসেসান টিকিটে—যাহারা ইষ্ট ইণ্ডিয়ান রেলওয়ের উপর ১০১ মাইল বা ঊর্দ্ধ দূরের জন্য প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর টিকিট কিনিবেন, তাঁহারা সেই দুইটি ষ্টেশনের মধ্যে **একপিঠের ভাড়া দিয়া তাঁহাদের মোটর গাড়ী পর্য্যন্ত লইয়া যাইতে পারেন।** ১৯৩৫ সালের ১০ই মে তারিখের মধ্যরাত্রি পর্য্যন্ত ফিরতি যাত্রায় মোটর গাড়ীতে যাত্রারম্ভের স্থানের জন্য বুক করা চলিবে।

এই সব কনসেসান টিকিটের অব্যবহৃত অর্দ্ধাংশের জন্য কোনও মূল্য ফেরৎ দেওয়া হইবে না।

চীফ্ কমার্শিয়াল ম্যানেজার

দীপালী কার্য্যালয়—১২৩।১, আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা—
ফোন বড়বাজার—৩২৫৩

৭ম বর্ষ | ৭ই চৈত্র বৃহস্পতিবার, ১৩৪১ | দোল সংখ্যা
২১শে মার্চ্চ, ১৯৩৫

দোল এল। এটি বাংলা দেশের একটি প্রধান পর্ব্ব। বড় বড় পর্ব্ব বোঝাতে হ'লেই বাঙালী তাই মাত্র "দোল-দুর্গোৎসবে"র নাম ক'রেই ক্ষান্ত হয়। এবং দোলযাত্রার উৎসব বোধ করি দুর্গোৎসবের চেয়েও বেশী ব্যাপক। কারণ বাংলার বাইরে দুর্গাপূজার মাতামাতি ততটা নেই, দোলযাত্রা বা ঝুলন বা হোরীর জাঁকজমক যতটা দেখা যায়।

*

মানুষ সমারোহ ভালোবাসে ব'লেই এক-একরকম পূজা-পার্ব্বণে বিশেষ ঘটার বা হৈ-চৈ করবার ব্যবস্থা হয়েছে। দুনিয়ার পৌত্তলিক অপৌত্তলিক সব দেশেই এই ব্যাপার দেখি। পৃথিবী বড় শুক্‌নো ঠাঁই, আধি-ব্যাধি শোক-দুঃখ ও জীবন-সংগ্রামের কঠোরতাই মানুষের ছোট্ট জীবনের বেশীর-ভাগ জায়গা জুড়ে থাকে, এর মধ্যে হাঁপিয়ে উঠে মানুষের প্রাণ মাঝে মাঝে একটুখানি ফাঁক খুঁজতে চায়। তাই উপলক্ষ পেলেই মানুষ খানিকটা সুখের গোলমাল করবার সুযোগ ছাড়ে না।

*

সব দেশেই দেখা যায়, ধর্ম্মই মানুষকে এমন সব আমোদ-আহ্লাদের সুযোগ দেয়। একদিকে ধর্ম্ম যেমন মানুষকে ভয় দেখায়, নানান্‌ বিধি-নিষেধের শৃঙ্খলে মানুষকে বন্দী রাখবার চেষ্টা করে, অন্যদিকে আবার মাঝে মাঝে বাঁধন আল্‌গা ক'রে মানুষকে ধর্ম্মবিধি পালনের কাঠিন্য থেকে ছুটি দেয়। সে সময়ে এই সব পর্ব্বে ও উৎসবে নানা রকম কুরুচি, অনাচার ও অশ্লীলতা আত্মপ্রকাশ করলেও ধর্ম্মের মুখ বন্ধ থাকে। এ-সব হচ্ছে ধর্ম্মের ব্যবসা-বুদ্ধির চাল। ধর্ম্মের নামে সবই চলবে—ধর্ম্মকে বাদ দিলেই মহাপাপ! অশ্রাব্য ভাষায় খুব কুৎসিত গান লেখো এবং তার মধ্যে রাধা-কৃষ্ণের নাম ঢুকিয়ে দাও, অম্‌নি ভক্তিরস-সিন্ধুর মাঝখানে ধার্ম্মিকের প্রাণ আর থৈ পাবে না!

*

বলেছি, উৎসবের দিকে মানুষের মনের ঝোঁক আছে ব'লেই এত রকম পূজা-পার্ব্বণের আয়োজন। অনেকটা সেই কারণেই যে লোকে দোল নিয়ে মাতামাতি করে, এ-বিষয়ে সন্দেহ নেই। কিন্তু বিশেষ ক'রে 'দোল' এই শব্দটির দিকে আমাদের—এমন কি অনেক জন্তুরও—স্বাভাবিক একটা টান আছে। দোলযাত্রার উৎসব না থাকলেও মানুষ দোলের আনন্দ উপভোগ করতে চাইবে। যারা ধর্ম্ম কি জানে না, দোলযাত্রার মর্ম্ম বোঝে না, তারাও দোল ভালোবাসে। অবোধ শিশু যখন বসতেও শেখে-নি, জননীর বাহুর দোলায় দুললে তখনি তার কান্না

থেমে যায়। পাখীরা যে দুলতে ভালোবাসে, এটাও নিশ্চয়ই সকলে লক্ষ্য ক'রে দেখেছেন।

•

দোলের মধ্যে আছে একটা গতির রাগিণী, আনন্দ-চাঞ্চল্যের ছন্দ, মানুষ তাই দোলের আমোদ উপভোগ করতে চায়। মহাসাগরের তরঙ্গ-হিন্দোলায় চন্দ্রলেখাকে দুলতে দেখলে, খোলা মাঠে ধানের দোলায় কাঁচা সোনার মত কচি রোদকে দুলতে দেখলে এবং ফুল-ফোটানো হাওয়ায় পুষ্পলতার দোল্‌নায় প্রজাপতিকে দুলতে দেখলে কবির দৃষ্টি উচ্ছসিত হয়ে ওঠে। এই "দোল" শব্দটি নানা ভাবে রূপান্তরিত হয়ে কাব্যে ও সাহিত্যে যে কতবার স্থানলাভ করেছে, তার হিসাব রাখা অসম্ভব। অধিকাংশ বাংলা কবিতাকেই কোন-না-কোন রূপে "দোলে"র প্রয়োগ দেখা যায়। পৃথিবীর অনেকগুলি অমর বা বিখ্যাত চিত্রই দোল্‌না বা দোলের আনন্দ নিয়ে আঁকা। নাগর-দোলায় দুললে প্রাচীনের প্রাণেও যৌবনের খানিকটা অস্থিরতা ফিরে আসে! প্রাচীন কবিদের কাব্যের কথা যদি সত্য হয় তাহ'লে বলব, সেকালকার প্রেমিকারা বন্ধুর আলিঙ্গনবদ্ধ হয়ে পুষ্পিত তরু-শাখায় ঝুলানো হিন্দোলার তালে তালে দুলে মিলনানন্দকে ঘনীভূত ক'রে তুলতেন। সত্য, এ একটা লোভনীয় পুলক! কুসুমী বাতাসে তরুশাখারা পুষ্পবৃষ্টি করতে করতে দুলছে, প্রিয়তমের সবল বাহুর আন্দোলনে শূন্যে দোলনা দুলছে, প্রেমের উত্তেজনায় সুমধুর দুটি হৃদয় দুলছে এবং সেইসঙ্গে প্রাণের চপল আবেগে ফুটে উঠছে লীলাবতীর যুগল নয়নে উন্মাদনাময় দোললীলা!

*

মানুষের প্রাণ চায় রঙের খেলা। জগতের সমস্ত ললিত কলার সৃষ্টি এই রঙের খেলা দেখাবার জন্যে। কেবল চিত্র নয়—কাব্য, সঙ্গীত, নৃত্য, স্থাপত্য, ভাস্কর্য্য বা অভিনয়, সকলেই এক-একটি বিশেষ রং ফোটাবার চেষ্টা করে। কারুর রং তুলির লেখায়, কারুর রঙের বাণী কাণে শুনতে হয় এবং কারুর রং কেবল হৃদয়ের মধ্যে অনুভব করা যায়। এবং এই বিরাট বিশ্ব যে বিচিত্র রঙের অনন্ত উৎস! নীলাঞ্জনীল আকাশ, প্রজাপতির স্বপ্ন ইন্দ্রধনু, পরিবর্ত্তমান রাত্রি-দিবার মত আলোক ও ছায়া, কাননের শ্যামলিমা, ফুলের হাসি, সূর্য্যের উদয় ও অস্ত—রং নেই কোথায়? মাতাল নেশা করে, সেও মাথায় রং চড়াবার জন্যে। কৃত্রিম আর্টের সূক্ষ্ম রঙের খেলা সকলের অনুভূতিতে ধরা পড়ে না, কিন্তু বিশ্বপ্রকৃতির এই অপূর্ব্ব রঙের ভাণ্ডার লুণ্ঠন করতে পারে পণ্ডিত-মূর্খ সকলেই।

•

দোললীলা এই রঙের খেলায় ভরা। পিচ্‌কারি বা কুঙ্কুম যে রং ছড়িয়ে দেয়, সকলেই তা চোখে দেখতে পায়, তার মধ্যে আর্টের কোন কৌশল নেই এবং তা বোঝবার বা দেখবার জন্যে বিশেষ কোন শিক্ষারও দরকার হয় না, কিন্তু দোললীলা অন্তর্গুপ্ত যৌবনের উদ্দাম যে রক্তিমাকে, চঞ্চল প্রাণের যে-আবেগের রংকে বাইরে প্রকাশ করে, কবির চোখে অনেকবারই তা ধরা পড়েছে। আমরাও যদি কবির দৃষ্টিতে এই দোলের উৎসবকে দেখবার চেষ্টা করি, তবেই এর আসল সার্থকতা বুঝতে পারব। বাইরের শুক্‌নো ফাগ, সে তো দোকানে দোকানে কিনতে পাওয়া যায়, কিন্তু মনের রঙে হোরী খেলতে হ'লে কবির মতন আমাদেরও যৌবনের মনোপুরে বিচরণ করতে হবে। সেই হচ্ছে আসল দোল-খেলা।

•

গেল শনিবারে বাংলার নৃত্যশিল্পী উদয়শঙ্করের নাচের আসরে হাজিরা দিয়ে এসেছি। আচার্য্য অবনীন্দ্রনাথের ছোট্ট গৌরচন্দ্রিকার পর উদয়শঙ্কর ও তাঁর সম্প্রদায়ের নাচ সুরু হয়। কেমন দেখলুম, সে কথা সবিস্তারে বলবার ঠাঁই ও সময় এবারে নেই;—আসছে বারে সে চেষ্টা করবার চেষ্টা ক'রব। এবারের নাচে দুটি বিশেষত্ব দেখলুম। প্রথমতঃ, এবারের অধিকাংশ নাচই সম্পূর্ণ নূতন; দ্বিতীয়তঃ, এবারের নাচ মুদ্রার প্রাধান্যের জন্যে অধিকতর ঘনিষ্ঠ ভাবে ভারতীয় হয়ে উঠেছে। কিন্তু আধুনিক কালের উপযোগী সার্ব্বজনীন আর্ট হিসাবে নৃত্যের মধ্যে মুদ্রার সার্থকতা কতটুকু, সে-বিষয় নিয়ে অল্পবিস্তর আলোচনার দরকার আছে। উদয়শঙ্করের নৃত্য একটি বিশেষ দ্রষ্টব্য জিনিষ, সে-বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই। আশা করি, রসিকজনরা এ সুযোগের সদ্ব্যবহার ক'রতে ভুলবেন না।

—হেমেন্দ্রকুমার রায়

গান

—হেমেন্দ্রকুমার রায়

মনের কথা মনেই থাকে বন্দী,
আঁখির সাথে লুকিয়ে আঁখির সন্ধি!

*

সেই কথাটি শুনতে পেলে
আকাশে চাঁদ নয়ন মেলে,
দখিনা হয় চামেলি-ফুলগন্ধী।

*

নীরব প্রেমে মনের নব রূপকথাটি,
তোমার কাছে খুঁজতে আসে সোনার কাটি।

•

নদীর গায়ে জোছনা-সাজ,
মুখের কথা কি হবে আজ,
তোমায় আমি মৌনমুখেই মন দি!

হোলির গান

—শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়

সাবধান বরনারী
বসন্তে কে পান্থ এল ছুঁড়ে ফুলের পিচ্‌কারী ॥
বকুলতলায় যাওয়া বিষম দায়
পথ চলায় মুকুল ঝরে গায়
পলাশ-রেণু মাখা শিমুল-ভয়ে
চাইতে যে চোখ নারি ॥

ভুঁয়ে ভুঁই-চাঁপা কাননে অশোক
গগনে জ্যোৎস্না বারি
কোথায় লুকাই, কেমনে বাঁচাই
এ মোর সুনীল শাড়ী ?

হোথা কে আবার আবীর খেলিছে না ?
জ্বালালে আমায়, মনে হয় চেনা-চেনা !
দোহাই তোমার, পথ ছেড়ে দাও,
বেলা গেল যাই বাড়ী ॥

হোলির গান

—শ্রীঅখিল নিয়োগী

লাল্‌চে কপোল লাল হয়েছে আজ ফাগুয়ার আবীর লালে—
মিষ্টি হাসি হাস্‌তে গিয়ে টোল্ পড়েছে নিটোল গালে !
অধর-রঙে রঙ্ গুলেছ
আঁখির সরম আজ ভুলেছ—
রামধনুকের রঙ্ নিয়ে আজ মন শুধু রঙ্-মশাল জ্বালে !

*

আঁচল যদি আজ খসে যায়, অলক ওড়ে ক্ষণে ক্ষণে—
দখিণ হাওয়ায় দোষ দিও না, আজকে সখি মনে-মনে।
আজ শুধু সই রঙের নেশা—
হাল্‌কা হাসির আমেজ মেশা—
রাগ কোরোনা—রঙ্ লাগাতে ঠোঁটের ছোঁয়া লাগ্‌লে গালে !

অপ্রকাশিত কবিতা

—স্বর্গীয় মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়

তোমার কাছে একটি ভিক্ষা চাই—
আমায় তুমি মনে রেখো ভাই !
হয়ত ঝঞ্ঝা আস্‌বে কখন্
উড়িয়ে দেবে সকল স্বপন
ভুলিয়ে দেবে আমার ঠিকানাই—
আমায় তবু মনে রেখো ভাই !

... ...

হয় তো তুমি যাবে চ'লে দূরে,
বাজ্‌বে জীবন অন্য কত সুরে,
আস্‌বে তখন নতুন খেলার সাথী।
কাটবে সুখে নবীন দিবস রাতি,
বলবে না কেউ তোমায় কাণে কাণে,
তাহার কথা,—যারে না কেউ জানে।

... ...

সেদিন তারে সকল কাজের শেষে,
ক্ষণেক তরে হঠাৎ ভুলে হেসে,
একটুখানি মনে কোরো ভাই—
তুমি ছাড়া আর কেহ যার নাই !

গান

(ভৈরব—দাদ্‌রা)

—নজরুল ইসলাম

পূজার থালায় আছে আমার
ব্যথার শতদল।
হে দেবতা রাখ সেথা
তোমার পদতল ॥
নিবেদনের কুসুম সহ
লহ হে নাথ আমায় লহ
তুমি যে আগুনে আমায় দহ
সেই আগুনে আরতি-দীপ-জ্বেলেছি উজ্জ্বল ॥

*

যে নয়নের জ্যোতি নিলে কাঁদিয়ে পলে পলে
মঙ্গল-ঘট ভরেছি নাথ সেই নয়নের জলে।
যে চরণে কর আঘাত
প্রণাম লহ সেই পায়ে নাথ,
তুমি রিক্ত আমার করলে যে হাত
হে দেবতা, লও সে হাতের অর্ঘ্য সুমঙ্গল ॥

শারলি টেম্পল

উদীয়মান শিশু তারকাদের মধ্যে ইনি অন্যতম; "Bright Eyes" ছবিতে শীঘ্রই ইঁহাকে দেখা যাইবে।
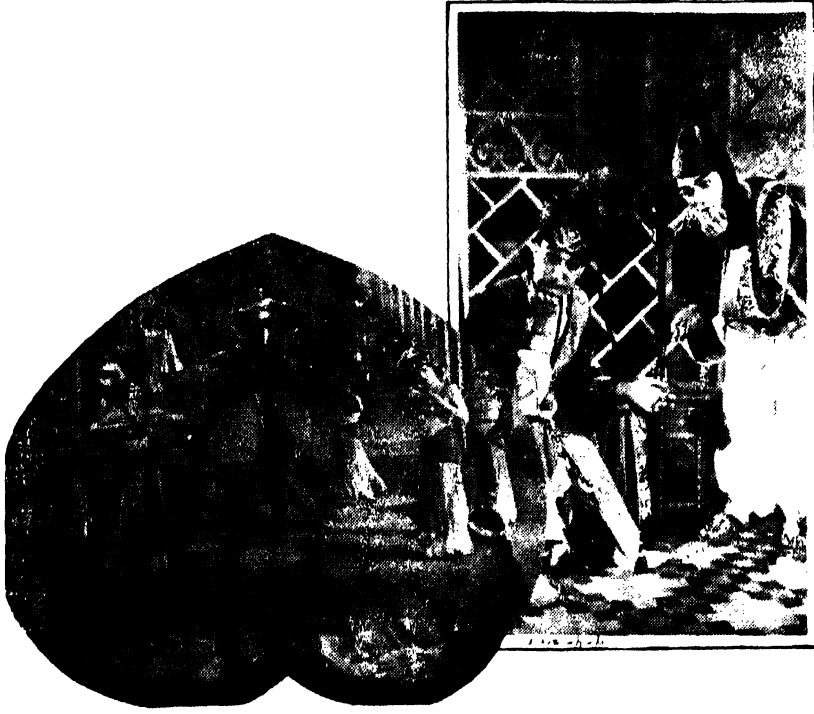
শ্রীরণজিৎ মুভীটোনের "নাদিরা" ছবির একটি দৃশ্য। এখন ভারতলক্ষ্মী হাউসে দেখান হইতেছে।

। জোন ক্রফোর্ড

"Trumpet Blows" ছবির একটি নাচের দৃশ্য।

কলম্বিয়ার "Lady For A Day" ছবিতে গায় কিবি, নেড স্পার্কস, মে রবসন, গ্লেণ্ডা ফ্যারেল ও ওয়ারেণ উইলিয়াম। এম্পায়ারে এই সপ্তাহে দেখানো হইবে।

কতে জোয়েল ম্যাক্রি ও ডরোথী জর্ডান রৌদ্র স্নান করিতেছেন।

"রূপকুমার" নৃত্যে শ্রীমণি বর্দ্ধন

ওয়ারেন উইলিয়াম

কলম্বিয়ার "Lady for A Day" ছবিতে নায়কের ভূমিকায় ইহাকে এ সপ্তাহে দেখা যাইবে।

বিধির বিধান

(উপন্যাস)

—শ্রীমতী তমাললতা বসু

(তিন)

হরিহর চট্টোপাধ্যায় যখন তাঁর একমাত্র আদরের পৌত্রী গৌরীরাণীর ছ' বছর বয়েসে বারো বছরের ছেলে সতীনাথের সঙ্গে বিয়ে দিয়ে গৌরী দানের ফল লাভের আনন্দে উৎফুল্ল হ'য়ে উঠেছিলেন্ তখন অলক্ষ্যে থেকে বিধাতা যে নিষ্ঠুর হাসি হেসেছিলেন তা' তিনি আগে জান্‌লে যে কি করতেন বলা যায় না।

হরিহরবাবুর পুত্র ও পুত্রবধূ যখন তাদের দুটি পুত্র কন্যাকে তাঁরা ও তাঁর স্ত্রী কল্যাণী দেবীর হাতে সমর্পণ ক'রে মারা গেলেন, তখন তাঁরা নিজেদের শোক দুঃখ চেপে রেখে এই পিতৃমাতৃহারা দুটি শিশুকে মানুষ ক'রে তুলেছিলেন, ছেলেটি বড় হ'য়ে বিলাতে ডাক্তারি পড়তে যায়। গৌরী তখন অতি শিশু। গৌরীর পিতা শরৎচন্দ্র তাঁর মেয়ে জন্মাতেই তাঁর বন্ধু কালীপ্রসন্নর পুত্র সতীনাথের সঙ্গে তার বিয়ে দেবেন বলে কথা দেন। পাছে মৃত পুত্রের প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হয়, হিমাংশু ফিরে এসে যদি এ বিবাহে মত না দেয়, তাই হিমাংশু বিলাতে থাকতে থাকতেই তিনি ছ' বছর বয়সেই গৌরী রাণীর সঙ্গে সতীনাথের বিয়ে দেন। হরিহরবাবু উপযুক্ত পাত্রেই গৌরীরাণীকে সমর্পণ করেছিলেন! সতীনাথ দেখতে যেমন সুন্দর ছিল, স্বভাবটিও ছিল তার তেমনি। বাপ মার একমাত্র সন্তান হ'লেও লেখাপড়ায়ও সে ছিল সকলের সেরা।

বিবাহের পর বছর ঘুরতে না ঘুরতেই, বিনা মেঘে বজ্রাঘাত হলো! গ্রীষ্মের ছুটিতে বাড়ী আসবার সময় ভীষণ রেল দু'র্ঘটনায় সতীনাথ মারা যায়। এই নিদারুণ আঘাতে হরিহরবাবু ও তাঁর স্ত্রী একেবারে ভেঙে পড়লেন। কার অভিসম্পাতে যে এই কচি বয়েসে সরলা বালিকার সর্ব্বনাশ হ'য়ে গেল, তাঁরা তা ভেবে পেলেন না। কুসুমকোরক তুল্য সদাহাস্যময়ী সুন্দরী বালিকার এ কি সর্ব্বনাশ হ'ল। বালিকা কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে এসে পিতামহের গলা জড়িয়ে ধরে বল্‌তো, ওরা যে আমার গয়না কাপড় সব কেড়ে নিয়ে, চুড়ী শাঁখা ভেঙে দিয়ে, সিঁদুর মুছে দিলে, বলনা দাদু, আমি ত' কিছু দুষ্টুমি করিনি। ঠাকুমাকে জানাতে ঠাকুমা কিছু বললে না, কেবল কাঁদলে। ওরা মিছিমিছি বলে আমার কপাল পুড়েছে। হাত দিয়ে দেখ না দাদু, আমার কপাল মোটেই পোড়েনি। ওরা আমায় নূতন কাপড় ও গয়না চাইলে দেয় না, মাছ খেতেও দেয় না। বৃদ্ধ পিতামহ বালিকাকে বুকে চেপে ধরে' কেঁদে আকুল হ'তেন, আর বলতেন "হা ভগবান!" গৌরী কেঁদে কেঁদে শেষে নিজের আঁচল দিয়ে পিতামহের চোখ মুছিয়ে দিয়ে বল্‌তো, "আচ্ছা দাদু, মাছ খাওয়া বুঝি ভাল নয়? তাই তুমি, ঠাকুমা, পিসিমা, কেউ মাছ খাওনা আর মাকেও খেতে দাও না। আচ্ছা, তবে আমিও খেতে চাইবো না। গয়না, কাপড় ছেলেমানুষকে প'রতে নেই না? তাই আমায় প'রতে দেয় না। বড় হ'লে প'রবো, তখন তো প'রতে আছে কি বল দাদু?"

পিতামহ শুনে শুধু নীরবে চোখের জলে ভাসতেন, বালিকাও আবার কেঁদে আকুল হ'ত। বৃদ্ধ তখন বালিকাকে ভুলাতে চেষ্টা ক'রতেন, আর গৌরীর হাস্যচপলতা ফিরে আস্‌তো। কিন্তু সে সরলতা মাখা হাসি দেখেও পিতামহ সুখ পেতেন না।

আরো বছর কয়েক পরে, হিমাংশু ডাক্তারী পাশ করে' দেশে ফিরে এলো। তখন হরিহর বাবু বালীগঞ্জে একখানি বাড়ী কিনে, তাকে ডাক্তারীতে বসিয়ে দিয়ে সস্ত্রীক সতীনাথের বাপ-মাকে নিয়ে কাশীবাসী হ'লেন।

হিমাংশুকে বিয়ের কথা ব'ললেন, কিন্তু গৌরীরাণীর এই অকাল বৈধব্যের ব্যথা পেয়ে হিমাংশু সেকথা আমলেই আনলে না। বড় হয়েও গৌরী তার অকাল-বৈধব্যের কথা কিছুই জানলে না, কেউ সে কথা তাকে জানতেও দিল না। সে বেশ শান্তিতেই ছিল। সে একটু বড় হতেই তার পিতামহ তাকে রামায়ণ মহাভারত ও ধর্ম্মগ্রন্থ পড়াতে আরম্ভ করেছিলেন। সে খুব বুদ্ধিমতী ছিল, রাতদিন সেই সব নিয়েই থাকতো। তারপর পিতামহের সঙ্গে বাড়ী গিয়ে সেখানে কিছুদিন তাঁর শিক্ষাধীনে থেকে, হিমাংশুর সঙ্গে

তার বালীগঞ্জের বাড়ীতে সে এলো। পিসিমাও সঙ্গে এলেন। এই পিসিমাই ছেলেবেলায় তাদের মানুষ করেছিলেন। তাঁর আপনার বলতে কেউ ছিল না। এই ভাইবোন দুটি, ও বৃদ্ধ পিতামাতা ছাড়া।

হিমাংশুর আন্তরিক ইচ্ছা ছিল, যে গৌরী রাণীকে সর্ব্ব বিষয়ে সুশিক্ষিতা ক'রে উপযুক্ত পাত্র দেখে, আবার তার বিয়ে দেবে। তার স্নেহের আদরের বোনটির চিরজীবন এ দুর্দ্দশা সে দেখতে পারবে না!

হিমাংশু জানতো যে বালবিধবার পুনর্ব্বিবাহ দিতে কোন বাধা নাই। এই সব ভেবেই হিমাংশু গৌরীকে নিজের কাছে এনে রেখেছিল এবং তাকে লেখাপড়া ও শিল্প কাজ শেখাবার জন্যে শিক্ষয়িত্রী নিযুক্ত করেছিল। নিজেও মাঝে মাঝে তাকে সে পড়াতো। ভায়ের হাজার অনুরোধেও মাছ খেতে কিন্তু গৌরী রাজি হয়নি। বলতো দাদু বলেছেন মাছ খাওয়া ভাল নয়। অগত্যা হিমাংশুও নিরামিষ খেতো। পিসিমা অনেক বলা সত্বেও মাছ খেতো না।

হিমাংশুর বাড়ীর পাশেই ছিল বিপিন বাবু এটর্ণীর বাড়ী। তাঁর মেয়ে রেবার সঙ্গে গৌরীর খুব ভাব। সে রেবাকে দিদি ও তার মাকে মাসিমা বলতো। তিনিও গৌরীকে মেয়ের মত ভালবাসতেন। দুটি বাড়ী পাশাপাশি হওয়ায়, দুজনদের মধ্যে খুব ঘনিষ্ঠতা হ'য়েছিল। বিপিন বাবুর ছেলে সতীন্দ্রনাথ সিভিল সার্ভিস পরীক্ষা দেবে বলে, বিলাতে ছিল।

রাজকুমার

—শ্রীরাধারাণী দেবী

পলাশের বনে রঙের আগুন
বকুল গন্ধে বিভল বায়!
এলো এলো ঐ উতল ফাগুন
ফুরালো শীতের শীতল আয়!
বিদায় লয়েছে উত্তর হাওয়া
এস বসন্ত কত পথ চাওয়া,
অমৃত মধুর দখিণা পবন
বুলায় পরশ তনু ও মনে!
কুসুমে কুসুমে কানন ভবন
কী কথা কহিছে নীলিমা সনে!

কানন লক্ষ্মী বন্দিনী ছিলো
মূর্চ্ছিতা হয়ে হিমের ঘরে!
শিয়রে সোণার কাঠী ছোঁয়াইলো
কে রাজপুত্র প্রেমের ভরে!
মায়া কুজ্ঝটি করিয়া বিনাশ
বন্দিনী মুখে ফুটাইলো হাস,
স্বপ্নে মিলালো ঘুমের কুহেলি
নিখিল ভুবনে ছিল যা ছেয়ে!
জাগিলো বিশ্ব আঁখি উন্মেলি'
অবাক্ বিহগ উঠিল গেয়ে!

হালকা হাওয়ায় ফুলের গন্ধ
অন্ধ রভসে মূরছি' পড়ে!
আকাশে আকাশে কিসের ছন্দ
অলখ লিখনে কবিতা গড়ে?
রক্ত অশোক ছড়ায় আবীর
কে এলো কিশোর সুকুমার বীর
কনক চাঁপার ঘনবীথি দিয়া
মধুমাধবীর বিকাশ ক্ষণে,
তারি রথধ্বজা দিগ্ বিভাসিয়া
উড়িছে কৃষ্ণচূড়ার বনে।

অজানা দেশের হে রাজকুমার!
বিষাদ মলিন এ' মৃত দেশে
হরষ-অমৃত বিতরি' তোমার
জীবন আলোক প্লাবিলে এসে!
বিশ্ব প্রকৃতি ছিল চাহি পথ
কখন আসিবে তব জয়রথ
ঈষদ্ উষ্ণ নিশ্বাসে তব
মৃত বনভূমি উঠিবে বাঁচি!
শুষ্ক শাখেতে পল্লব নব
কিশলয় কলি দুলিবে নাচি!

কানন লক্ষ্মী বিবাহের সাজে
সাজিতেছে অই কুসুম বনে!
নব ফাগুনের পূর্ণিমা সাঁঝে
হবে পরিণয় তাহারি সনে!
যে-কুমার বীর দিলো তারে প্রাণ
জাগালো হৃদয়ে যৌবন- গান
তাহারি কণ্ঠে পরাবে যতন
স্বয়ম্বরের মাল্যগাছি!
লবে বরি সেই মনের মতনে
যে-অতিথি দ্বারে এসেছে যাচি'!

আপনি ধরণী যতনে সাজায়
নানা ফুলে ফলে অর্ঘ্য ডালি!
মিঠা খঞ্জনী পত্রে বাজায়
নারিকেল শাল তমাল তালী!
মাধবী মালতী শিরীষ পারুল
মাল্য রচিতে করে নাই ভুল,
অম্র মুকুল সুরভি বহিয়া
ফাগুন সমীর মাতাল পারা!
কুহরে কোকিল রহিয়া রহিয়া
বিবাহ বাসরে আপন-হারা

দোলের দিনে

—শ্রীগিরিজাকুমার বসু

আমাদের চল্‌তি গানে আছে যে একদিন পীরা ব'লেছিল :—

আর আমরা খেল্‌বোনা হরি
তোমার সনে ওহে হরি
এমন ক'রে দিতে হয় কি
ভিজায়ে সাড়ী, পিচ্‌কারী।

অবশ্য রঙ দেবার আতিশয্যে সাড়ী যদি দাঁড়ায় তো সখীজনের আপত্তি করাই চিত কিন্তু গোপীদের ও সব কথা নিতান্তই না, হরির সঙ্গে হোলি খেল্‌তে গেলে দের কি অবস্থা হবে, তারা তা ভালো কমই জান্‌তো এবং জানা সত্ত্বেও এসেছিল। দের প্রতিবাদ করার কারণ হলো, তারা তো যে আপত্তি ক'র্‌লে তারা যা চায়, সটি তারা বেশী ক'রেই পাবে।

দ্বাপরের সেই ছলনার ধারা আজো ছে। আজো দোলের দিন রঙ দিতে লে সখীরা প্রথমে ব'লেন 'না দেবেন —সত্যি ব'ল্‌ছি আমি ও সব পছন্দ করি , তার পরে বলেন 'আচ্ছা ছুটি শুক্‌নো গ শুধু কপালে দিন'। অপর পক্ষ যথন কান প্রতিবাদ গ্রাহ্য করেন না, তখন সখীরা নজমূর্ত্তি ধরেন। যে রঙ দিতে গেছে, তারই অস্ত্র-শস্ত্রের সাহায্যে তাঁকে তাঁরা এমন ব্ করেন, যে আক্রান্ত হ'য়ে আক্রমণ-রীকেই রণে ভঙ্গ দিতে হয়। সখীরা যে পত্তি করেন না এমন নয়, তবে তাঁদের ধ্যে চাতুরী থাকে না। আর যিনি যতই ক্ষ রক্তবর্ণ করুন এ কথা স্বীকার র্‌তেই বে যে সখাদের সঙ্গে দোল খেলার চেয়ে খীদের সঙ্গে দোল খেলাতেই আগ্রহ ও নন্দ বেশী হয়।

আমাদের প্রীতি ও মিলনের উৎসব এই দাল! বসন্তের মাধুর্য্য ও সৌন্দর্য্য রমণীয় বে ভোগ করি তারই স্পর্শে। ছোটো বড়ো, নী, দরিদ্র, সেই উৎসবে অবাধে অসঙ্কোচে মিল্‌তে মিশতে পারে একই জায়গায়, হিন্দুর উৎসবে কিন্তু অ-হিন্দুকেও দেখা যায় তার মধ্যে। লীলাময়ীদের উদ্দেশ ক'রে সেদিন বলা যায় :—

জানি জানি তন্দ্রা মম
রইবে না আর চক্ষে
জানি শ্রাবণ-ধারা সম
বাণ বাজিবে বক্ষে।

রঙে রঙে আজ পথের ধূলি হ'য়েছে রাঙা, অনুরাগের আবীর ও কুঙ্কুমে আমাদের অন্তরও আজ রঙিন, অনেক অশাস্ত্রীয় কাজ আজ সমাজ ও সভ্যতা মার্জ্জনা ক'র্‌বে, সুতরাং আজ আর মতিতে বা গতিতে কোনো জড়তা রাখবার দরকার নেই। এমন দিনে, বসন্তের এই আনন্দোৎসবে, যে বেদনাবিধুর চিত্ত নিয়ে থাকে, সে দুর্ভাগ্য।

তাই আমি আজ ভাগ্যহীন। ব'সে ব'সে ভাব্‌ছি আর একটু হ'লেই কী সীমাহীন হর্ষে, কৌতুকে, চপলতায় দোলের দিন আমার কাটতে পার্‌তো। যার জন্যে আমার বুক থেকে আজ বুকের মাণিক বিচ্ছিন্ন হ'লো তার ওপর ক্রোধ হ'লেও, তাকে ভর্ৎসনা করবার কোনো ফল নেই। প্রেম ভালবাসার স্পর্শ বিধাতার অভিশাপে যে পায়নি, তার হৃদয় মরুভূমি হবেই তো—আশে পাশের সব কিছু তার তাপে শুকিয়ে যাবেই তো।

শান্তির জন্যে উর্দ্ধে চাইলুম—ব্যর্থ প্রয়াস। রঙের ধূলোয় দৃষ্টি বাধা পেলে, নীলিমাকে দেখতে পেলুম না।

তাই দোলের দিনেও নিঃসঙ্গ প্রহরগুলি যাপন ক'র্‌ছি, ব্যথা হত প্রাণে। তাই আজ সারা দেশের প্রমোদোৎসবের মাঝে আমি দুর্ভাগ্য, আমি দুঃখী। একমাত্র এই সান্ত্বনা যে হয়তো কোথাও দুঃখিনী ও দুর্ভাগ্যবতী কেউ আছে, ঠিক আমার-ই মতো।

কৃষ্ণলীলা

—শ্রীবীণা দেবী

বাল্য লীলা শেষ হ'ল কোলে মাতা যশোদার
নির্ম্মল যমুনাতীরে রাখালের সনে আর।
প্রভাতে রাখাল সনে চরাইতে যেয়ে ধেনু
দাঁড়ায়ে কদমতলে বাজায়ে মোহন বেণু।
মধুর সে ব্রজলীলা তীরে পূত যমুনার
মধুর সে হোলি খেলা ব্রজবাসী সবাকার।
চাহিয়া চাহিয়া দেখে জগৎ বিস্ময় মন
খেলিছেন ভক্ত সনে ভকতের নারায়ণ!
রাখাল বালক সনে রাখাল বালক মত
শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলা হ'য়ে গেল সমাপিত।

জীবনের মধ্যলীলা কুরুক্ষেত্রে সমাপন
জগতে অতুল সেই কুরুক্ষেত্র মহারণ।
শিখাইলে ভগিনীরে তনয় করিতে দান
স্থাপিবারে ধর্ম্মরাজ্য। কত উচ্চ মা'র প্রাণ!
জগৎ কল্যাণ তরে সাধিতে মানব চিত
ভগবদ্গীতা হ'ল কণ্ঠে তব উচ্চারিত।
জগৎ বিস্ময় ভরে চেয়ে দেখে অনিমেষে
কুরুক্ষেত্রে নারায়ণ অর্জ্জুন সারথি বেশে।
ভক্তের ভক্তিতে বাঁধা ভকতের ভগবান
জগৎ চাহিয়া দেখি গাহিল আনন্দ গান।
তারপর অন্ত্যলীলা পবিত্র প্রভাস তীরে
নবরূপে বৃন্দাবন সেথায় আসিল ফিরে।
কৃষ্ণপ্রেমে আত্মহারা নরনারী মুগ্ধপ্রাণ
বহু চক্ষে প্রেমধারা কণ্ঠে শুধু হরিনাম।
মহা ঝটিকার পরে আর্য্য অনার্য্যের প্রাণ
মিলিল প্রভাসক্ষেত্রে, হিংসাদ্বেষ অবসান
বিশ্ব দেখে নেত্র ভরি পতিত পবন হরি
মহাশান্তি বিরাজিতা পদে পদ্ম রূপ ধরি।
করে বাজে মহাশঙ্খ বিশ্বহিত কামনায়
অপূর্ব্ব পুলকে ধরা প্রণমিল পুনরায়।

মরু-ছায়া

(গল্প)

—শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

অরুণ ঘরে ঢুকিয়াই দেখিল যে বিভা বিছানার উপর উপুড় হইয়া শুইয়া আছে। পকেট হইতে দু'খানা থিয়েটারের টিকিট বাহির করিয়া তাহার মুখের কাছে ধরিয়া কহিল, "বিভা, এক্ষুণি তৈরী হয়ে নাও, রঙমহলের টিকিট করে' এনেছি, 'কাজরী' দেখ্‌তে যাব—"

বিভা তথাপি কোনো সাড়া-শব্দ দিল না। যেমনি শুইয়াছিল, তেমনিই শুইয়া রহিল।

এই দেড় বৎসরের মধ্যে বিভার এরূপ আচরণ অরুণ কোনো দিন দেখে নাই। বক্তা যখন শ্রোতার নিকট হইতে কোনো উত্তর না পায়, তখন তাহার বক্তৃতা দিবার উৎসাহ কমিয়া আসে। অরুণেরও সেই অবস্থা হইল।

তাহা সত্ত্বেও অরুণ জোর করিয়া মুখে একটু হাসির রেখা টানিয়া আনিয়া বিভার মুখের নিকট ঝুঁকিয়া পড়িয়া কহিল,"অ-বেলায় এ ঘুম কেন? ওঠ, ওঠ, তাড়াতাড়ি নাও —বেশী সময় নেই..."

বিভা নড়িল না। স্থির গম্ভীর ভাবে উত্তর দিল, "আমি যাব না।"

"যাবে না?" বজ্রাঘাত হইলেও বোধ করি অরুণ এতটা আশ্চর্য্যান্বিত হইত না। না যাইবার কারণ কি? বিভা থিয়েটার বায়োস্কোপে যাইতে কখনও আপত্তি করে না। আজ হঠাৎ তাহার হইল কী! অরুণ কিছুই ভাবিয়া ঠিক করিতে পারিল না।

অবিন্যস্ত চুলগুলির ভিতর আঙুল ঢুকাইয়া অরুণ কহিল, "কেন যাবে না? কি হয়েছে, আমায় বলবে না? আমার ওপর রাগ করেচ?"

বিভা হঠাৎ বালিস হইতে মুখ তুলিয়া ঝাঁঝাল কণ্ঠে বলিল, "কেন আমি না গেলেও তো তোমার সঙ্গে যাবার অনেক লোক আছে।"

একটু তিক্ত কণ্ঠে অরুণ বলিল, "আরে কি হয়েছে তাই বলনা ছাই। খালি অকারণ ঝগড়া ক'র্‌ছ কেন?"

"অকারণ? তাই বটে। আমাকে যদি আর তোমার মনোমত না হয়, তবে আমাকে বাপের বাড়ী পাঠিয়ে দিলেই পার—তারপর শান্তিকে যত পার আদর সোহাগ কর'।"

"শান্তি! তুমি কি বলছ, বিভা?"

"হ্যাঁ গো হ্যাঁ, শান্তি। সেই তো আজ-কাল তোমার সব। নীল খামে সবুজ কাগজে তাকে চিঠি লেখা হয়, সেও বেশ সরস করে তার উত্তর দেয়। বলি, কদ্দিন তোমাদের এ পত্রালাপ চল্‌ছে, জানতে পারি কি?" বলিয়া খান কয়েক চিঠি অরুণের দিকে ছুঁড়িয়া দিয়া বিভা আবার বালিসে মুখ গুঁজিয়া শুইয়া পড়িল।

অরুণ একখানা চিঠি কুড়াইয়া লইয়া চিঠিখানা খুলিতেই সব ব্যাপার বুঝিতে পারিল। চিঠিতে লেখা ছিল :—

প্রাণাধিক শান্তি,

বহুদিন পরে তোমার চিঠি পেয়ে বড়ই আনন্দিত হ'লুম। তুমি যে আমায় এখনো মনে রেখেছ, এইটেই সব চেয়ে বড় আনন্দের কথা। আমি তোমার সঙ্গে দেখা ক'রতে শীগ্‌গিরই যাবো। আমি তোমাকে ভুলি নি, কখনো যে ভুলব সেকথা যেন আমার মনে মুহূর্তের জন্যেও স্থান না পায়।

ভালবাসা নিও। ইতি—অভিন্নহৃদয়

অরুণ

তাহার গোপনীয় স্থান বলিতে একমাত্র টেবিলের একদিকের একটি ড্রয়ার। সেদিন দৈবক্রমে চাবিটি ড্রয়ারে লাগাইয়া রাখিয়া ভুলিয়া সে অফিস চলিয়া গিয়াছিল। শান্তি যে কে, তাহা অরুণ বিভাকে বলার প্রয়োজন মনে করে নাই। কৌতূহলবশতঃ বিভা অরুণের ড্রয়ার খুলিয়া এই একটা বিশ্রী কাণ্ড বাধাইয়া বসিয়াছে।

এই শীতের দিনেও অরুণের কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম দেখা দিল। এতক্ষণে ব্যাপারটা জলের মত বুঝিয়া কপালের ঘাম মুছিতে মুছিতে অরুণ কহিল, "তুমি এরই জন্যে রাগ ক'রেচ—জান শান্তি কে? শোনো।"

"আমি জানতেও চাই না, শুনতেও চাই না। তুমি থাকগে তোমার শান্তিকে নিয়ে" বলিয়া বিছানা হইতে উঠিয়া অবিন্যস্ত বসন ঠিক করিতে করিতে বিভা ঘর হইতে বেগে বাহির হইয়া গেল।

পুরুষ মানুষ সব সহিতে পারে, পারে না শুধু স্ত্রীলোকের উপেক্ষা ও অনাদর। বিভাকে লক্ষ্য করিয়া সেও বেশ একটু জোরের সহিত কহিল, "আমাকে যেমন সন্দেহ করে' আমায় আঘাত ও লজ্জা দিয়েচ, এর দ্বিগুণ লজ্জা তুমি পাবে; তখন আমায় দোষী ক'রো না।"

অরুণ একটা তীক্ষ্ণ দৃষ্টি তাহার দিকে হানিয়া থিয়েটারের টিকিট দু'খানাকে ছিঁড়িয়া মেঝের উপর ফেলিয়া বাহির হইয়া গেল।

অরুণ সেই যে বাহির হইয়া গিয়াছিল—বাড়ী ফিরিল প্রায় রাত্রি বারোটায়।

তাহার ঘরে ঢুকিয়া সে দেখিল ঘরে আলো জ্বালা রহিয়াছে। টেবিলের উপর তাহার খাবার চাপা রহিয়াছে। বিভা খাটের এক পাশে ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। অরুণ ঘরে ঢুকিবা মাত্র যদিও বিভার ঘুম ভাঙিয়া

দিন থাকিতে আখেরের কাজ করা দরকার

হিন্দুস্থান

কো-অপারেটিভ ইন্সিওরেন্স সোসাইটি

হেড অফিস—হিন্দুস্থান বিল্ডিংস, কলিকাতা

শ্রীনলিনীরঞ্জন সরকার
জেনারেল ম্যানেজার—

গেল, তবু কোন কথা সে কহিল না; শুধু একবার চোখ মেলিয়া তাকাইল মাত্র। অরুণ জামা কাপড় ছাড়িয়া আলো নিভাইয়া কোনো কথা না বলিয়া শুইয়া পড়িল।

তাহার খাবার ঢাকা পড়িয়া রহিল দেখিয়া বিভার মনে হইল যে অরুণ তাহার উপর রাগ করিয়াই খাইল না। বিভা হঠাৎ বলিল, "খেলে না যে আজ?"

"খেয়ে এসেছি।"

"কোথায়?"

"শান্তির বাড়ীতে।"

আবার শান্তির নাম অরুণের মুখে শুনিয়া বিভার আপাদমস্তক জ্বালা করিয়া উঠিল। অরুণের দিকে পাশ ফিরিয়া ঈর্ষা-মিশ্রিত কণ্ঠে কহিল, "যখন শান্তির বাড়ীতে খেলে, এতখানি রাত পর্য্যন্ত তার ওখানে রইলে, তখন বাকী রাতটুকুও সেখানে কাটিয়ে এলে না কেন?"

"সেখানে রাত কাটালে তুমি যে একলা থাকতে। তোমাকে দেখ্‌ত কে? তা তুমি যদি তাই চাও, তা'হলে কাল থেকে তাই হবে—তারা আমায় তাড়িয়ে দেবে না।" বলিয়া অরুণ গায়ের লেপটা একটু ভাল করিয়া টানিয়া দিল।

প্রায় দশ মিনিট কাল দু'জনেই চুপ চাপ। অরুণের কি মনে হইতেছিল তাহা সেই জানে, তবে বিভার মনে হইতেছিল যে শান্তিকে কাছে পাইলে তাহার অঙ্গে সে এমন একটা চিহ্ন রাখিয়া দিবে যাহা সে জীবনে কখন ভুলিবে না। কিছুক্ষণ পরে বিভা প্রশ্ন করিল, "আচ্ছা সে কি দেখতে খুব সুন্দর?"

অরুণ মনে মনে খুব আমোদ অনুভব করিতেছিল, কহিল, "অত সুন্দর মানুষ সাধারণতঃ দেখতে পাওয়া যায় না।"

আর্ত্ত কণ্ঠে বিভা কহিল "কত বয়েস?"

"কত আর হবে—এই আঠার কি বড় জোর উনিশ।"

বিভার কণ্ঠস্বর এবার অস্বাভাবিক সুর ধারণ করিল। চট করিয়া কহিল, "তাকে একবার আমায় দেখাতে পার?"

কিছুক্ষণ চুপ করিয়া বিভা প্রশ্ন করিল, "আচ্ছা, সে বিবাহিতা না অবিবাহিতা?"

কণ্ঠে বিরক্তি প্রকাশ করিয়া অরুণ কহিল, "আঃ কি জ্বালাতন করছ, একটু ঘুমুতেও দেবে না?"

ব্যথিত হইয়া বিভা কহিল, "না, আগে তুমি বল তারপর ঘুমুবে।"

"হ্যাঁ সে বিবাহিতা আর তোমাকে সন্তুষ্ট করবার জন্যে কাল তাকে নিয়ে আসব—এনে তোমার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেব—তখন যত খুসী তার সঙ্গে গল্প গুজোব করো—"

"বয়ে গেছে আমার, তার সঙ্গে আলাপ করতে! তার যদি দেখা পাই তো তারই একদিন কি আমারই একদিন। আমি যদি সহদেব সেনের মেয়ে হই তো তাকে বুঝিয়ে দেব যে সে কেঁচো খুঁড়তে এসে সাপের দেখা পেয়েছে।"

বিভা তারপর আপন মনেই কিছুক্ষণ শান্তির উদ্দেশ্যে বিষোদ্গারণ করিতে লাগিল।

পরের দিন—

অফিস যাইবার সময় অরুণ বিভাকে বলিয়া গিয়াছিল যে অফিস হইতে যখন ফিরিবে তখন শান্তিকে সঙ্গে লইয়া আসিবে। বিভা যেন সাজিয়া-গুজিয়া থাকে আর শান্তির সামনে যেন কোনো অভদ্রতা প্রকাশ না করে।

বিভা সমস্ত দিন ভাবিল কি করিয়া সেই বদমাইস মেয়েটাকে এমন শিক্ষা দিবে, যাহাতে তাহার সঙ্গে তাহার স্বামীর আর জীবনে না সাক্ষাত হয়! নারী সে—তাহার চোখের সামনে তাহার স্বামী পরস্ত্রীকে প্রেম নিবেদন করিবে ইহা সে কিরূপে সহ্য করিবে! তাহা সে কখনই হইতে দিবে না! এইরূপ নানা ফন্দি আঁটিতে আঁটিতে কোন সময় সে ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল।

বেলা প্রায় পাঁচটা হইবে।

হঠাৎ 'বিভা' 'বিভা' শব্দে জাগিয়া উঠিয়া সে চাহিয়া দেখিল দরজার কাছে দাঁড়াইয়া অরুণ তাহাকেই ডাকিতেছে। সে উঠিয়া
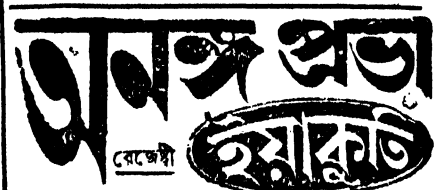
বসিলে, অরুণ কহিল, "শান্তি এসে ট্যাক্সিতে বসে আছে, তাকে ডেকে নিয়ে এস—"

বিভার সর্ব্বাঙ্গ জ্বালা করিয়া উঠিল, উচ্চ কণ্ঠে কহিল, "বয়ে গেছে আমার ডাকতে। তুমি যখন এতটা কষ্ট স্বীকার করে আমাকে দেখাতে নিয়ে এসেছ তাকে তখন ট্যাক্সি থেকে নামিয়েও না হয় তুমিই নিয়ে এস।"

"আচ্ছা, আমিই যাচ্ছি। সতীনকে তো কেউ দেখতে পারে না, তুমিই বা পারবে কী করে! তা তুমি এই ঘরেই থাক, আমি এক্ষুণি তাকে তোমার পাশে এনে হাজির করছি, কেমন তা' হলে হবে তো।" বলিয়া একটু মুচকি হাসিয়া অরুণ ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

রাগে দুঃখে অভিমানে বিভার মুখ দিয়া কথা বাহির হইল না। সে যে কি করিবে কিছুই ঠিক করিতে না পারিয়া খালি রাগে ফুলিতে লাগিল।

এদিকে সিঁড়িতে পায়ের শব্দ শুনিতে পাইয়া সে দরজার কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। আসিয়া যাহা দেখিল তাহাতে সে হাসিবে কি কাঁদিবে ঠিক করিতে পারিল না। দেখিল, আপাদমস্তক আবৃত প্রায় হাত দেড়েক ঘোমটা দেওয়া একটি সচল জীব তাহার দিকে আসিতেছে।

অরুণ এক হাত দিয়া তাহার কটি বেষ্টন করিয়া একেবারে বিভার সামনে আনিয়া তাহাকে ছাড়িয়া দিয়া কহিল, "শান্তি, ইনি হচ্ছেন আমার অঙ্কলক্ষ্মী। তোমার চিঠি পেয়ে তোমাকে দ্বৈত যুদ্ধে আহ্বান করেছেন। She is a bit jealous of you. ততক্ষণ তোমরা duel লড়, আমি এই এলুম বলে।"

অরুণ চলিয়া গেল।

সচল জীবটির ঘোমটা এমন ভাবে দেওয়া যে মুখখানি কিছুতেই নজরে পড়ে না।

বিভা একেবারে কোন ভূমিকা না করিয়াই বলিল, "আপনি বিবাহিতা, অথচ আপনার পর পুরুষের সঙ্গে প্রেম করতে লজ্জা করে না?"

ঘোমটার ফাঁক হইতে শান্তি কহিল, "ওঁকে আমার বেশ লাগে।"

বেশ লাগে? কি স্পর্দ্ধা!

"আপনার স্বামী কিছু বলে না?" বলিয়া বিভা তাহার মুখখানা দেখিবার আশায় সম্মুখের দিকে আগাইয়া গেল। শান্তি আবার পিছন ফিরিল।

"আমার আগেকার স্বামীকে আমি ডাইভোর্স করেছি। উনিই এখন আমার সব।"

এ মেয়েটা বলে কী? বিভা অনেক মেয়ে দেখিয়াছে কিন্তু এ রকম নির্লজ্জ মেয়ে তো কখনও সে দেখে নাই। সে যখন এতটা আপ-টু-ডেট তখন এক হাত লম্বা ঘোমটার প্রয়োজন কী? দুঃখে, অভিমানে সে আত্মহারা হইয়া চীৎকার করিয়া কহিল, "শয়তানি! উনিই এখন তোমার সব! আজ তোমারই একদিন, কি আমারই একদিন—" বলিয়া ক্ষিপ্ত হইয়া শান্তির মাথার কাপড় ধরিয়া টানিবা মাত্র সে যাহা দেখিল তাহাতে সে দুই পা পিছাইয়া গেল।

এ ত' মেয়ে নয়—এযে পুরুষ!

পিছন হইতে অরুণ হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল।

বিভা কি স্বপ্ন দেখিতেছে! সে বিমূঢ়ের মত দাঁড়াইয়া রহিল।

শান্তি কহিল, "বৌদি, আপনি যা ভেবেছেন তা সবই ভুল। এই শর্ম্মারই নাম শান্তি। এবং দুর্ভাগ্যক্রমে আমি পুরুষ, নারী নই। এ নামের জন্যে দায়ীও অবশ্য আমি নই। এবং আমরা ১২ বৎসর কাল একসঙ্গে পড়াশুনা করেছি। সেই জন্যে দু'জনের মনের অভিন্নতা জন্মেছে। এতে আপনার চিন্তিত হবার কোন কারণ নেই। এখন আমাকে আপনি কি ব'লতে চান, বলুন।"

অরুণ হাসিতে হাসিতে বলিল, "কেমন, শান্তিকে দেখবার সাধ মিটেছে তো।"

নির্ব্বাক বিস্ময়ে বিভার মুখ দিয়া কোন কথা বাহির হইল না। অরুণের দিকে সলজ্জ দৃষ্টিতে চাহিয়া শুধু কহিল, "যাও—তুমি বড় ইয়ে—"

হৃদয় সে যে রক্তময়

—শ্রীহেমেন্দ্রলাল রায়

গরজ কা'র দেখলে না যা,
পারলে নাকো জানতে,
কৃপার চোখে দেখতে যারে—
বিলাস ব'লে মানতে,
আজকে তোমায় দিই জানিয়ে
বিলাসের সে পণ্য নয়,
বুকের হাসি অশ্রু সে যে—
হৃদয় সে যে রক্তময়।

সাদা মেঘের মতো তুমি
আসলে উড়ে হাওয়াতে,
ঠোঁটে তোমার ছলকে হাসি,
টলকে আলো চাওয়াতে।
বিচার গেল—চলল শুধু
কল্পনারি জাল-বোনা,
জানত কে এই ক্ষণিক আলো
জোনাক্ পোকার আলপনা।

তৃষায় যখন কণ্ঠ তালু
শুকিয়ে কাঠ—কাঁপছে পা,
মদের নেশার মতো ব্যথায়
টলমলিয়ে উঠছে গা,
জলের ফোটা গোটা কয়েক—
তারি লাগি ঝুরছে চোখ,
সটান নিলে মুখ ফিরিয়ে—
মিলিয়ে গেল স্বপ্ন লোক!

একলা বসে ভাবছি আজি
ওদিকে আর চাইব না।—
চমকে দেখি চেয়ে আছি
তোমার পানেই আনমনা।
গর্ব্ব আমার টিকল নাকো,
না-ই সে টিকুক্ দুঃখ নাই…
ব্যথার যে সুখ—তাই কি সহজ—
তাই সহিবার শক্তি চাই!

শক্তিদাতা দয়ার ঠাকুর
দিলেন মোরে আজকে যা,
অবিশ্বাসের আড়ৎ খুঁজে
তোমার কি হায় মিলবে তা!
যাবার বেলা জানাই শুধু
দললে যা সে বিলাস নয়,
বুকের হাসি-অশ্রু সে যে—
হৃদয় সে যে রক্তময়!

খোশ্‌রুর প্রাসাদ

—শ্রীনরেন্দ্র দেব

ইরাকের দূর-প্রসারী প্রান্তরে যতদূর দৃষ্টি যায় তেমন কিছু সুন্দর ও নয়নাভিরাম দৃশ্য চোখে পড়ে না।

য়ুফ্রেটিস্ ও টাইগ্রিস এই দুই বিশাল নদীর অস্তিত্ব যদি এখানে না থাকতো তা' হ'লে এদেশের সবটাই হ'য়ে যেত এক অখণ্ড বিরাট মরুভূমি! বসন্তের পুষ্পিত শ্যাম শোভা, মধুঋতুর আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গেই প্রায় ম্লান হ'য়ে যায়। নিদাঘের প্রখর তাপে সমস্ত মাটি পুড়ে কঠিন ও কালো হ'য়ে ওঠে। স্থানে স্থানে ফেটে চৌচির হ'য়ে যায়। তখন চোখে পড়ে শুধু শুষ্কপ্রায় খালগুলো—গাঁয়ের মেটে ঘরগুলো—আর নদীর ধারের জলাভূমি! এর মাঝে মাঝে আছে বিরাট মৃত্তিকার স্তূপ! অতীতের বিলুপ্ত নগরীর ধ্বংসাবশেষ—প্রত্নতত্ত্বের প্রচ্ছন্ন খনি!

বোগদাদ থেকে পঁচিশ মাইল দক্ষিণে নদীর স্রোত ধ'রে অগ্রসর হ'লে বিসর্পিত গতি টাইগ্রিসের পূর্ব্বকূলে প্রসিদ্ধ প্রাচীন 'টেসিফোন তোরণ' দেখতে পাওয়া যায়। এই তোরণ ঠিক তোরণদ্বার নয়; ইতিহাস বিশ্রুত 'খোশ্‌রুর' শ্বেত প্রাসাদের একাংশ। দূর হ'তে প্রাসাদের সুবৃহৎ সভাকক্ষের গোধূজের মত ছাদটি একটি বিশাল তোরণের মত দেখায়। অতীতের গৌরব স্বরূপ পৃথিবীতে আজও যা' কিছু জেগে আছে দেখা যায়, তার মধ্যে ইরাকের এই খোশ্‌রুর প্রাসাদ অন্যতম।

টেসিফোন নগর পার্থিয়ানরা প্রতিষ্ঠা করেছিল। পার্থিয়ানদের ইতিহাস অনেকখানি এখনও অজ্ঞাত রয়েছে। কাশ্যপ হ্রদের দক্ষিণ পূর্ব্ব তটস্থ উচ্চ ভূমির উপর তাদের বাস ছিল। সাইরাস ও আলেকজান্দার এই দুই দুর্দ্ধর্ষ দিগ্বিজয়ী, পার্থিয়ানদের পরাস্ত ক'রে পদানত রেখেছিলেন, কিন্তু খৃঃ পূঃ ২৫০ শত বৎসর পূর্ব্বে পার্থিয়ানরা বিদ্রোহী হয়ে গ্রীসের অধীনতাপাশ বিচ্ছিন্ন ক'রে নিয়েছিল। তারপর ধীরে ধীরে তাদের রাজ্য বিস্তার লাভ ক'রতে আরম্ভ করে এবং মাইথ্রিডেট্সের শাসনকালে বিশাল সাম্রাজ্যে পরিণত হয়। মাইথ্রিডেট্স একজন রণকুশলী যোদ্ধা এবং কূট রাজনীতিজ্ঞ ছিলেন। তাঁর স্থাপিত পার্থিয়ান সাম্রাজ্য চার শতাব্দী ধরে এশিয়ায় যে প্রতিপত্তি লাভ করেছিল তা একমাত্র রোম সাম্রাজ্যের সঙ্গে তুলনা করা চলে! বিলাসে ব্যসনে অমিতব্যয়ে এবং বাহ্যিক সমারোহে পার্থিয়ান সাম্রাজ্য রোমের অনুসরণ করেছিল কিন্তু অন্যান্য বিষয়ে ঠিক রোমের সমকক্ষ হ'তে পারে নি। সাহিত্য বা শিল্পকলার কোনো নিদর্শন এখনও পর্য্যন্ত পাওয়া যায় নি। পার্থিয়ানদের সম্বন্ধে যা কিছু জানা গেছে তা কেবল ওদের শত্রুরা ওদের সম্বন্ধে যা লিখে রেখে গেছে তাই থেকেই, নচেৎ, পার্থিয়ানদের সম্বন্ধে আমরা কিছুই বলতে পারি না।

সপারিষদ রাজা গ্রীষ্মকালে আরও উত্তরে চলে যেতেন এবং শীত পড়লে তাঁর নিজের রৌদ্রকরোজ্জ্বল প্রাসাদে ফিরে আসতেন। টেসিফোন পুরাকালে ছিল এক গণ্ডগ্রাম কিন্তু কালক্রমে তা' হ'য়ে উঠেছিল এক বিরাট সহর এবং পার্থিয়ান সাম্রাজ্যের প্রসিদ্ধ রাজধানী। টেসিফোনের কথা শুনে সম্রাট ট্রাজান জাহাজে ক'রে সৈন্য নিয়ে টাইগ্রিস উত্তীর্ণ হয়েছিলেন এবং টেসিফোন আক্রমণ করেছিলেন! তখন টেসিফোনের সিংহাসনে পার্থিয়ান পতি 'অসরোজ' অধিষ্ঠিত ছিলেন। ট্রাজান টাইগ্রিস পার হ'চ্ছেন শুনেই তিনি রাজধানী ছেড়ে পলায়ন করেন। সুতরাং ট্রাজান খুব সহজেই এসে টেসিফোন দখল ক'রে বসলেন এবং এই পার্থিয়ান রাজধানী লুণ্ঠন সুরু করে দিলেন। পার্থিয়ান রাজাদের স্বর্ণ সিংহাসনখানি পর্য্যন্ত তিনি তুলে নিয়ে চলে যান। এর পর আরও বহুবার বহু আক্রমণ টেসিফোনের উপর দিয়ে হয়ে গেছে। টাইগ্রিসের পশ্চিম কূলে প্রসিদ্ধ গ্রীক সেনাপতি সেলুকাসের স্থাপিত 'শেলুশিয়া' নগর টেসিফোন শত্রুদের প্রধান সহায় অবলম্বন ছিল। কিন্তু, টেসিফোন লুণ্ঠন করে ফেরবার সময় সদলবলে অনেকেই সেলুশিয়াও লুঠ করে নিয়ে যেতে সুরু করেছিলেন।

লেখক

২২৬ খৃঃ অব্দে টেসিফোনের ইতিহাসে এক নূতন অধ্যায় সুরু হয়েছিল। পারস্যাধিপতি আদেশীর পার্থিয়ানদের পরাস্ত করে' টেসিফোন অধিকার করেন। এবং স্বয়ং সেখানে বসবাস সুরু করে দেন! টেসিফোনে সাসানিদ বংশের প্রতিষ্ঠাতা তিনি। ধ্বংসপ্রায় সেলুশিয়াকে তিনি পুনর্গঠিত করেন এবং আশে পাশের আরও অনেক জনপদ সমৃদ্ধ করে তুলে সাসানি রাজ্যের শ্রীবৃদ্ধি করেছিলেন।

কিন্তু ২৬১ খৃঃ অব্দ থেকে আবার টেসিফোনে বহিঃশত্রুর আক্রমণ সুরু হয়েছিল এবং ৫৩১ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত বারম্বার তার পুনরভিনয় চলেছিল। শেষে সাসানিরাজ খোশরু যখন সিংহাসন অধিকার ক'রলেন,

দোল

—শ্রীসাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়

ফাগে ফাগে আজ আগুন লেগেছে ফাগুন বনে
যমুনার কালো জলে লাগে ওই রঙের ঢেউ,
তাল তমালের সবুজ পাতায় বৃন্দাবনে
রঙ ধরে' গেছে কখন কেমনে জানে না কেউ।

রুমুঝুম্ ছোড়ে, ঝুম্ ঝুম্ বাজে নূপুর পায়
পিচকারী মুখে রঙের ফোয়ারা, আকাশ লাল,
ফাগ ছুড়ে ছুড়ে নেচে নেচে তারা ঝুমুর গায়
লীলায়িত ভুজবল্লরী বোনে স্বরের জাল।

কনক কাঞ্চী তালে তালে তার পড়িছে টুটে—
লাজ-গুণ্ঠন উড়ায় পবন কুণ্ঠা নাহি,
উচল হইতে নিচোল খসিয়া ভূতলে লুটে—
শ্যামকিশোরের শ্রম জল মুছে—
বিলোলে চাহি।

দোদুল দোলায় দুলিছে—
কিশোর-কিশোরী রাধা
দে দোল দে দোল আজি বসন্তে দোলায় দোল,
গোপীজনমন আজি উচাটন, ঘরের বাধা—
কাটিয়াছে তাই শ্যাম-সোহাগীর মিলেছে কোল।

তিনি এমন ভাবে চারিদিক সুরক্ষিত ক'রে ফেললেন যে দীর্ঘকাল বহিরাক্রমন বন্ধ হয়ে রইল। টেসিফোনের প্রসিদ্ধ শ্বেত প্রাসাদ এই সাসানীয় নৃপতি খোশরু নির্ম্মাণ করিয়েছিলেন। তাঁর সেই প্রাসাদের ধ্বংসাবশেষ আজ 'টেসিফোন তোরণ' নামে পরিচিত হয়েছে।

খোশরুর এই শ্বেত প্রাসাদ টেসিফোনের গৌরব স্বরূপ ছিল। সাসানীয় স্থাপত্য-কলার এমন অপূর্ব্ব নিদর্শন আর কোথাও দেখতে পাওয়া যায় না। এ প্রাসাদের উচ্চতা ছিল ১৫০ ফুট, দৈর্ঘ্য ৪৫০ ফুট এবং প্রস্থে ১৮০ ফুট। এমন বিরাট রাজপ্রাসাদও অল্পই দেখা যায়। রাজা যে সভাগৃহে বসে রাজকার্য্য পরিচালনা করতেন সেটি ১১৫ ফুট লম্বা। এরই ছাদ ছিল এক বিরাট তোরণাকার উঁচু প্রায় ৮৫ ফুট। এই সভা-গৃহের খানিকটা ভগ্নাবশেষই এখন 'টেসি-ফোনের তোরণ' নামে প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। এই নগর ও প্রাসাদের বিপুল ঐশ্চর্য্য লুণ্ঠন করে নিয়ে গিয়ে বোগদাদের কালিফ বা আরবের সুলতানেরা একদিন অশেষ ধন-রত্নের অধিকারী হয়েছিলেন।

—সাউণ্ড বক্স

দীপালীতে প্রতি সপ্তাহেই রেকর্ড সমালোচনা বাহির হইতেছে। আমাদের পাঠকবর্গ জানাইয়াছেন যে, আমাদের পক্ষপাত শূন্য সমালোচনা বাহির হইলে তাঁহাদের রেকর্ড ক্রয় করিবার বিশেষ সুবিধা হয়—বাছাই করার হাঙ্গামা থাকে না। অতএব এখন হইতে রেকর্ড কিনিবার পূর্ব্বে দীপালীর এই স্তম্ভটি পড়িয়া কিনিলে ক্রেতাদের কতক সুবিধা হইতে পারে।

HINDUSTHAN RECORDS

March—1935.

এ মাসে হিন্দুস্থান কোম্পানী ৩ খানি গানের রেকর্ড, ও ৩ খানি রেকর্ডে সমাপ্ত "মণিকাঞ্চণ" পালার রেকর্ড প্রকাশ করিয়াছেন। "মণিকাঞ্চণ" পালার রেকর্ডে রেকর্ডিংঙের একটু উন্নতি লক্ষ্য করা গেল কিন্তু 'মেটালিক' আওয়াজ এখনও সম্পূর্ণরূপে তিরোহিত হয় নাই। আশা করি ভবিষ্যতে "মুভিং কয়েল" মাইক্রোফোনের সাহায্যে রেকর্ড করিয়া স্বাভাবিক আওয়াজ তুলিবার চেষ্টা করিবেন। এইটুকু করিলেই 'হিন্দুস্থান' রেকর্ড রেকর্ডিঙের দিক দিয়া নির্দ্দোষ হইবে।

•

H 243, 244, এবং 245 এই তিনখানি রেকর্ডে "মণিকাঞ্চন" পালাটি প্রকাশিত হইয়াছে। সবাক চিত্রের প্রায় সমস্ত নায়ক নায়িকা-ই এই রেকর্ডে অভিনয় করায় অভিনয় প্রাণবন্ত হইয়াছে। তুলসী লাহিড়ীর "গণপতি", জয়নারায়ণ মুখোপাধ্যায়ের "বিনয়", ধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের "মিঃ দত্ত", মিস্ প্রভাবতীর "বীণা" ও মিস্ বীণাপাণির "মিসেস হাজরা" চমৎকার হইয়াছে। আমাদের মনে হয় 'মণিকাঞ্চণ' সেট্‌টি রেকর্ড শ্রোতাদের চিত্তবিনোদন করিবে।

•

H. 246. কুমারী অঞ্জনা দাস ও শ্রীহরিপদ চট্টোপাধ্যায় এই রেকর্ডখানিতে সমবেত কণ্ঠে দুইখানি রবীন্দ্র সঙ্গীত গাহিয়াছেন। 'হিন্দুস্থানে'র এইরূপ ধরণের গান রেকর্ড করিবার প্রচেষ্টা প্রশংসনীয়। বিখ্যাত গান "আগুনের পরশমণি ছোঁয়াও প্রাণে" সুন্দর লাগিল। "বক্ষে তোমার বাজে বাঁশী" গানটিও সুগীত হইয়াছে।

•

H. 247. এই রেকর্ডে শ্রীমতী বীণার দুইখানি গান প্রকাশিত হইয়াছে। গান দুটি "কে দিল দোলা প্রাণের মাঝে" ও "বেদনা আমার লুকিয়ে থেকে।" গানের রচনা কাঁচা হাতের ও প্রাণহীন। সুর যোজনারও বিশেষ কিছু কৃতিত্ব দেখা গেল না। গায়িকা গান দুটি মন্দ গাহেন নাই। বাণীর স্পষ্টতার দিকে অধিক মনোযোগী হওয়া উচিত।

•

H. 248. শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ মুখোপাধ্যায় এই রেকর্ডখানিতে দুইখানি গান গাহিয়াছেন। "আজি মোর মন দেউলে" গানটি মন্দ লাগিল না।…"নিশিদিন ধরে প্রেম ফুলে ওগো" গানটি মোটের উপর সুগীত হইয়াছে। মনে হয় রেকর্ডখানি শুনিয়া অনেকে খুশী হইতেও পারেন।

•

বীমা-প্রসঙ্গ

—শ্রীগুরু

আমাদের দেশে বীমা কার্য্যের প্রসারতা ও বীমা কর্ম্মীদের আধিক্যের সহিত বীমা শিক্ষায়তনের প্রয়োজনীয়তা অনুভব হইয়াছে। কলিকাতা সহরে একযোগে দুইটি বীমা শিক্ষায়তনের আত্মপ্রকাশ দেখিয়া আমরা আনন্দিত হইয়াছি কিন্তু একই স্থানে এক সঙ্গে দুইটি শিক্ষালয়ের আবির্ভাবে উহাদের মধ্যে রেশারেশি বা আত্মকলহ প্রকাশিত হওয়া বিচিত্র নহে। কলিকাতার বীমাক্ষেত্র এই আত্মকলহের জন্য প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে—তাই প্রতিষ্ঠানগুলির উপযোগিতার সঙ্গে সঙ্গে এই কথাই মনে আসে। শিক্ষায়তনের অধ্যাপক হিসাবে যাঁহারা আছেন তাঁহারা কি সত্যই বীমা বিধানে পারদর্শীতা লাভ করিয়াছেন। বাংলা দেশের কোম্পানীগুলির অধিনায়কত্ব যাঁহারা করিতেছেন তাঁহারা অধ্যাপকরূপে নহে ছাত্ররূপে, বীমা বিজ্ঞান অধ্যয়ন করিতে আরম্ভ করিলে বাংলার কোম্পানীগুলির উদ্বৃত্ত পত্র পাঠকালে অশ্রুজল ফেলিতে হইবে না।

* * *

বাংলা দেশের একটি কোম্পানী দেশের বহু স্বনামধন্য ব্যক্তিকে লইয়া ডিরেকটার বোর্ড গঠন করিয়া মুক্তহস্তে ব্যয় করিয়া বীমার কার্য্য চালাইতেছিল—এই কোম্পানীর সভাপতির পদে স্থায়নিষ্ট উদার হৃদয় জ্ঞানবৃদ্ধ শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় নিযুক্ত ছিলেন—বর্ত্তমানে কোম্পানীর আর্থিক অবস্থা সঙ্কটাপন্ন হইয়া উঠিয়াছে; অপরিমিত খরচ এবং অক্ষম ব্যক্তিবর্গের হস্তে পরিচালনা ভার ন্যস্ত থাকায় যে এরূপ হইয়াছে এ কথা অতি সত্য। কিন্তু সুদূর পল্লীগ্রামে যে সমস্ত ব্যক্তি স্বজন বৎসল প্রবাসী সম্পাদকের নামে বিশ্বস্ত হইয়া প্রতিষ্ঠানের সভ্য হইয়াছে তাহারা কি মনে করিবে না তিনি কর্ম্মচালকদের অপরিমিত ব্যয়ের প্রতি যথোচিত দৃষ্টি রাখিবেন না—কোম্পানী দাবীর টাকা মিটাইবার ক্ষমতা যে হারাইয়া ফেলিয়াছে সে সংবাদ কি তিনি রাখিয়াছেন। আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্রও অনেকগুলি প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে জড়িত আছেন—আমরা আশা করি তাঁহার সুনাম যাহাতে অক্ষুন্ন থাকে তিনি সেদিকে দৃষ্টি প্রদান করিবেন।

* * *

এই প্রসঙ্গে বীমা-পত্রিকাগুলির কর্ত্তব্যের কথাও বলা উচিত। বিজ্ঞাপনের মোহে দুর্ব্বল কোম্পানীর জয়গান করা বা অক্ষম বা অকৃতী ব্যক্তির প্রতিকৃতি বক্ষে ধারণ করিয়া গুণগ্রাহিতার পরিচয় প্রদান করা আজকাল বীমা পত্রিকার অন্যতম কর্ত্তব্যে দাঁড়াইতেছে; একই পত্রিকার স্তম্ভে সবল এবং দুর্ব্বল কোম্পানীর অনুরূপ প্রশংসায় পত্রিকার দায়িত্বজ্ঞানহীনতার প্রমাণই দিতেছে। বারান্তরে এ বিষয়ে আলোচনার ইচ্ছা রহিল।

সুপ্রসিদ্ধ সাপ্তাহিক
'দীপালী' পত্রিকার পরিচালক
শ্রীযুক্ত
বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়
মহাশয়ের অভিমত—

Phone: B.B. 3253. Estd. 1929.
DIPALI
THE ILLUSTRATED INDIAN FILM & ART WEEKLY
123-1, Upper Circular Road, Calcutta.
ANNUAL SUBSCRIPTION
Inland Rs. 4. Foreign Rs. 6.
Post Paid
SINGLE COPY 1 ANNA
Ref .... Dated, ...

শ্রীযুক্ত ললিতমোহন গুপ্ত
ভারত ফটোটাইপ ষ্টুডিও
স্বত্বাধিকারী মহাশয় সমীপেষু—

প্রিয়বরেষু

ভারত ফটোটাইপের তৈরি ব্লক ভাল হয়, বলিলে, কিছুই বলা হয় না। আপনার ব্লক ও ছাপার গুণে ছবিকে এক অভিনব সৌন্দর্য্য ও মাধুর্য্য দান করে, যাহা আমি আর কাহারও কাছে ইতিপূর্ব্বে কখনও পাই নাই। আপনার অন্তরের মাধুর্য্যের মত আপনার কাজও হয় অনবদ্য সুন্দর।

আপনি আমার সশ্রদ্ধ অভিবাদন গ্রহণ করুন। ইতি—

ভবদীয়—
গুণমুগ্ধ
১৯৩৪।২৮ অক্টো শ্রী বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়

"আলোক-চিত্রাঙ্কন-বিশারদ"
"পরিকল্পনাকুশলী"
"উপহারপত্র-শিল্পী"

ভারত ফটোটাইপ ষ্টুডিও

৭২।১, কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা

Telephone—B. B. 3962 Telegram—Mezzotint, Cal.

বীমা-প্রসঙ্গ

ঘরের পানে তাকা

—শ্রীসাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়

ভারতবাসীর বিশেষতঃ বাঙালীর "ঘর" বলিতে "বাড়ী" বলিতে বা "সংসার" বলিতে যাহা বুঝা যায়, তাহার তাৎপর্য্য অনেকখানি। সকল দেশে, সকল জাতিরই নিজের ঘর-সংসার বা বাড়ীর প্রতি প্রবল আকর্ষণ আছে,—কিন্তু আপনার শৈশব, কৈশোর ও বার্দ্ধক্যের সুখ-দুঃখ বিজড়িত, কল্পনা-মধুর গৃহের চারিদিকে বাঙালীর যে পুরুষানুক্রমিক নাড়ির যোগ দেখা যায়, এমন আর কোথাও দেখা যায় না। সেই জন্যই আমরা বলি, "ঘর-মুখো-বাঙালী"।

আমাদের বিদ্যালয়ের নিম্নশ্রেণীর পাঠ্য ইংরাজি পুস্তকে উইলিয়মস্ নামীয় কোনও একটি ১৪ বৎসর বয়স্ক বালকের মাতৃভক্তির কথা লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে। ঘটনাটি অতি সামান্য—সেরূপ মায়ের প্রতি আকর্ষণ বাঙালী বালকের পক্ষে একান্ত স্বাভাবিক। তাহাকেই ফেনাইয়া যখন বাঙ্গালী পড়ুয়ার সম্মুখে ধরা হয় তখন আমরা বুঝিতে পারি—ইঁদের সহজাত অনুভূতিতে বাঙ্গালী অন্য জাতি অপেক্ষা কতখানি উন্নত। পরিবারের প্রতি,—মাতা, পুত্র, কন্যা বা পত্নীর প্রতি আকর্ষণ অন্য দেশে নাই তাহা নহে। তবে পাশ্চাত্য দেশের পারিবারিক আচার-ব্যবহারের মধ্যেও লৌকিক (formality) ভাব যথেষ্ট পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। তাহার বিশদ আলোচনা এখানে নিষ্প্রয়োজন। আমাদের বক্তব্য এই যে—পরিবারের প্রতি আকর্ষণ ও কর্ত্তব্য বুদ্ধি বাঙালীর স্বভাবসিদ্ধ। সেই পরিবারবদ্ধ গৃহসংসারের সহিত জাতির ব্যাপক মিলন সূত্রের যোগ আছে—ইহাও আমাদিগকে মনে রাখিতে হইবে। এই গৃহ-সংসাররূপ আশ্রয়কে দৃঢ় করিয়া রাখিতে হইলে 'খুঁটির জোর' চাই। বাঙ্গালীর সংসারে উপার্জ্জনক্ষম কর্ত্তা ব্যক্তিই এই খুঁটি।

উপার্জ্জনক্ষম অভিভাবককে লইয়াই বাঙ্গালীর গৃহ-নীড় রচিত হইয়া থাকে। তাই সেই খুঁটির জোর' চলিয়া গেলে অর্থাৎ তাঁহার অভাবে সকলের অবলম্বন, সংসার-নীড়টিও ভূমিসাৎ হইয়া যায়। একজন মাত্র উপার্জ্জনক্ষম ব্যক্তির অভাবে কি ভাবে যে বাঙ্গালীর সংসার ধ্বংস এবং পারিবারিক জীবন বিক্ষিপ্ত ও উন্মার্গগামী হইতেছে, তাহা আমরা সকলেই দেখিতেছি। বাঙ্গালীর গৃহ-সংসার, পারিবারিক শৃঙ্খলা ও শান্তি ফিরাইয়া আনিতে এবং তাহা অক্ষুণ্ণ রাখিতে হইলে—তাহাকে অভাব-মুক্ত ও ভবিষ্যত দুশ্চিন্তার হাত হইতে নিষ্কৃতি দিতে হইবে। মানুষের জীবনে "গৃহ" যে কত বড় জিনিষ ঘর-সংসারের শান্তি ও শৃঙ্খলায় যে জীবনকে—সার্থক করিয়া তুলিবার পক্ষে কতখানি প্রয়োজন এবং এই গৃহের প্রতিষ্ঠা ও উক্ত প্রয়োজন সাধনের পক্ষে জীবন বীমার যে কত বৃহৎ সার্থকতা আছে, তাহা আমরা নিজেদের বক্তব্যের সহিত—ভিন্নদেশীয় বীমাবিদ ও সমাজ হিতাকাঙ্ক্ষী প্রসিদ্ধ ব্যক্তি-গণের মন্তব্য উদ্ধৃত করিয়া আমরা আজ আমাদের আলোচনা শেষ করিব। এই প্রসঙ্গে কানাডার একজন সুপ্রসিদ্ধ বীমাবিদ বলিয়াছেন—

"Life Insurance stands for the continuity of the home. The home is the essential factor of a nation and hope of the world. Anything that works for the continuity of the home must be immeasurable in its influence. The centre prop of the home is the provider, the wage-earner. The home is built around him. If he fails the house is shattered and scattered, it no longer holds together. But Life Insurance steps in when the provider is called away and takes his place. Thus the continuity of the home is preserved".

—অর্থাৎ গৃহকে রক্ষা করিবার জন্যই জীবন-বীমা। গৃহ জাতির জীবনে প্রকৃষ্টতম প্রয়োজন, পৃথিবীর আশার স্থল। গৃহকে বাঁচাইয়া রাখিবার কাজে যাহার সার্থকতা তাহার প্রভাবও হইবে অপরিসীম। যে পরিবার প্রতিপালন করে, সেই ত' সংসারের প্রধান আশ্রয়। তাহার চারিদিকে গৃহনীড় রচিত হয়। তাহার পতনে গৃহ-সংসার বিধ্বস্ত ও বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়ে—পারিবারিক বন্ধনও শিথিল হইয়া আসে। কিন্তু প্রতিপালকের অভাবে জীবনবীমা—তাহার স্থানে পালন-ভার গ্রহণ করে। গৃহ সংসার ধ্বংসের হাত হইতে বাঁচিয়া যায়।

—এই জন্যই শৃঙ্খলা-সমন্বিত, পরস্পর পারিবারিক বন্ধনযুক্ত অভাবমুক্ত সংসারের স্থান, সামাজিক তথা জাতীয় জীবনের অনেক খানি জুড়িয়া আছে।

জীবনবীমা সংসার-জীবনকে শুধু যে দুশ্চিন্তা বিহীন করে তাহা নহে, জীবন-ধারাকে বিধিবদ্ধ করিয়া মানুষের সামাজিক কল্যাণের পথকে প্রশস্ত ও মুক্ত করিয়া দেয়। অবসাদগ্রস্ত মনের প্রতিক্রিয়া ব্যক্তি-জীবনে যেমন কুফলপ্রদ—ব্যক্তিজীবনের

সহিত অঙ্গাঙ্গীভাবে সম্পর্কিত, সমাজ-জীবনেও তাহার কু-প্রভাব সেইরূপ লক্ষিত হয়। জীবনবীমার সঞ্চয় ও সংস্থান-নিশ্চয়তা ব্যক্তিকে আত্মনির্ভরশীল ও তাহার সংসারকে আর্থিক স্বচ্ছন্দতা দান করে, সমাজকে কর্ম্ম-ক্ষেত্রে সমুত্থিত করিয়া সমগ্র জাতিকে আত্ম-স্বতন্ত্র করিয়া তুলে।

আমাদের ভারতবর্ষে মাথাপিছু ৫৲ টাকার জীবনবীমা আছে কি না সন্দেহ। কিন্তু অন্যান্য দেশের বীমার পরিমাণ ভারতবর্ষ অপেক্ষা অনেক বেশী। যথা:—

আমেরিকা—(মাথাপিছু)—		৩,০৭৬৲
গ্রেট্ ব্রিটেন—	„	৯৭০৲
নেদারল্যাণ্ডস্—	„	৪৪৮৲
ভারতবর্ষ—	„	২৲

—এই সব দেশের জীবনবীমার পরিমাণ দেখিয়া এণ্ড্রুকারনেগি (Andrew Carnegie) বলিয়াছেন—"Insurance brings peace and prevents ruin to innumerable lives and homes".

—জীবন-বীমা ধ্বংসের মুখ হইতে কত জীবন ও কত সংসার রক্ষা করিয়া শান্তি-বিধান করিয়াছে।

আর একজন বীমাবিদ বলিতেছেন—

"There was only one way in which a poor man without capital could protect his family from the vicissitudes of fortune and make proper security against the day that must come to us all, and that was through life insurance"

—*Charles E. Hughes.*

অর্থাৎ একজন গরীব লোক, যার কোনও মূলধন নাই, তার পক্ষে ভবিষ্যতের দুর্দ্দশা হইতে তার পরিবারবর্গকে রক্ষা করা, এবং যে দুর্দ্দিন একদিন সকলেরই আসিবে—সেদিনের জন্য উপযুক্ত সঞ্চয় করার একমাত্র পথ জীবন-বীমা করা। ধনী দরিদ্র, সকলের পক্ষেই জীবন বীমার সার্থকতা আছে। ইউ-নাইটেড ষ্টেটস্ অফ আমেরিকার ভূতপূর্ব্ব প্রেসিডেণ্ট মিঃ কালভিন্ কুলিজ (Mr. Calvin Coolidge) বলিয়াছেন—

"There is no argument against the taking of life insurance. It is established that the protection of one's family or those near to one is the one thing most to be desired and there is no medium of protection that is better than Life Insurance".

অর্থাৎ জীবনবীমা করার বিরুদ্ধে কোনও তর্ক চলে না। ইহা সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়া গিয়াছে যে নিজের পরিবার অথবা প্রিয়জনের ভবিষ্যৎ ব্যবস্থাকল্পে জীবনবীমা অপেক্ষা অন্য কোনও প্রকৃষ্টতর উপায় নাই।

এক স্থানে লর্ড রোসবেরি (Lord Rosebury) দৃঢ় মত প্রকাশ করিয়াছেন—

"Life Insurance means death-blow to poverty. The man who possesses a policy holds a bond from fate. It is a security that is never absent. It can be carried in a man's pocket. If theives steal it they cannot cash it. Friends can not borrow it. It is free from care and is a sure inheritance. In short a good policy is anchor of a home"

অর্থাৎ জীবনবীমা দরিদ্রতার পক্ষে মৃত্যুবান। যার বীমা আছে অদৃষ্টই তার তাঁবেদার। বীমার রক্ষণ-শক্তি থাকে সর্ব্বক্ষণ—মানুষের পকেটে পকেটে। বীমাপত্র চুরিতে পারে,—চোর চুরি করিয়া ইহা ভাঙ্গাইতে পারে না,—বন্ধুতেও ধার লইতে পারে না। দুর্ভাবনা বিহীন বংশানুক্রিম বিত্ত এই জীবনবীমা—সংক্ষেপে বলিতে গেলে বলিতে হয়—সারবান বীমাপত্র সংসারের সর্ব্বোত্তম অবলম্বন।

জীবন-বীমার মধ্যে একটা বিশেষ লক্ষ্য করিবার জিনিষ হইতেছে—ইহার পুরুষানু-ক্রিম প্রভাবের কথা। অর্থাৎ জীবন-বীমার সুখ সুবিধা ও কল্যাণ শুধু এক পুরুষের নয়—পুরুষানুক্রমে উপলব্ধ হইয়া থাকে। অভিভাবকের অভাবেও তাহার জীবন-বীমা দ্বারা সঞ্চিত অর্থের সাহায্যে সন্তানগণ শিক্ষা
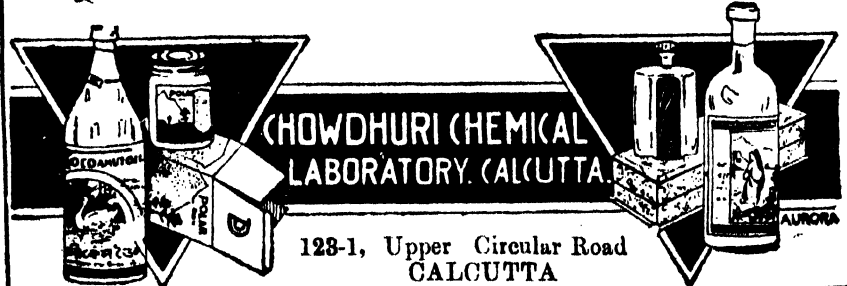
লাভ করিয়া মানুষ হয়—এবং "অভাবে স্বভাব নষ্ট" হয় নাই বলিয়া তাহার সৎশিক্ষা ও আচার-ব্যবহারের সুফল আমরা পুরুষানুক্রমে বর্ত্তাইতে দেখি—সীমা সঞ্চিত অর্থের সঙ্গে সঙ্গে এক একটি বংশের ভাব-ধারা ও সংস্কৃতিকে আমরা—অনাগত বংশধরগণের চরিত্রে প্রতিফলিত হইতে দেখি।

আমরা বাঙ্গালী, আমাদের বংশের মর্য্যাদা ও সম্মান, শিক্ষা ও সংস্কৃতির প্রবহমান ধারাকে আমরা অব্যাহত দেখিতে পাইলে, আমাদের মত তৃপ্তিবোধ আর কোনও জাতি করে কি না জানি না—। এই প্রকার তৃপ্তিবোধের ভিতর আমাদের যুগযুগান্তের জাতিগত বৈশিষ্ট্য রহিয়াছে—অভাবে ও দুর্দ্দশায় বিক্ষিপ্ত বাঙ্গালী পরিবারের অন্তর বিপ্লবের ফলেই আজ আমরা সে বৈশিষ্ট্য হারাইতে বসিয়াছি। জাতির সে বৈশিষ্ট্যকে ফিরাইতে না পারিলে আসন্ন সর্ব্বনাশের স্রোতে বাঙ্গালী তৃণের মত ভাসিয়া যাইবে।

তবু দূরে তুমি

—শ্রীদিলীপ দাশগুপ্ত

কতো রজনীতে দেখাদেখি হোলো
জানো না কি তা'—
অপরিচিতা ?
নিরালা মনেতে জাগেনি কি কভু
স্মৃতির গীতা—
(অপরিচিতা ?)

হয়তো তোমার নয়ন ছিলো না খোলা
বুকেতেও বুঝি লাগেনি বুকের দোলা ;
দেহের দুয়ারে দাঁড়াতে দেখনি
মনের মিতা—
(অপরিচিতা ?)

শুধাস্থ তোমায় একটি কথারে
গোপন কি তা ?
(অপরিচিতা !)

অধীর পুলক স্বপনে মেঘের মায়া
চোখের কোণায় আছিল কাজল ছায়া ;
মন-পূর্ণিমা জাগালে বা কেন
দীপান্বিতা ?
(অপরিচিতা !)

*

যতো অ-দেখাই হোক্ না বা কেন
অপরিচিতা,—
মানো না কি তা',
তোমার আমার পুরাণো পৃথিবী
অমনোনীতা ;
(অপরিচিতা ?)

আমাদের প্রেমে উদয়তারার সম
নোতুন পৃথিবী সজ্জায় মনোরম ;
হাতে হাত থু'য়ে সেজেছি দু'জনে
ভাবই নি তা ?
(অপরিচিতা !)

তবু দূরে তুমি ! আমি হেথা ব'সে
ঘুম-জড়িতা।
(অপরিচিতা !)

তুমি কি আমার শবরীর মতো একা
নয়নের জলে আঁকো মিলনের রেখা ?
ঘন-বিরহের-পাথার-আড়ালে
প্রেম-নমিতা
(অপরিচিতা !)

বীমা প্রসঙ্গ

জীবনবীমার এজেণ্ট

—শ্রীসুধীন্দ্রলাল রায়, এম-এ

বাংলা দেশে বেকারের সংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে জীবনবীমার এজেণ্ট রূপে কাজ করার একটা হাওয়া বহিতে আরম্ভ করিয়াছে; এজেন্সি করিয়া যাহা হউক কিছু রোজগার করা যায়, এরূপ ধারণা লোকের হইতে আরম্ভ করিয়াছে। এবং লাইফ ইনসিওরেন্সের এজেন্সি করাটা যে হীন কাজ নহে, এরূপ মনোভাবেরও সৃষ্টি হইয়াছে।

জীবনবীমার এজেন্সি বা দালালীর কাজ যে হীন নহে বরং ইহা একটি প্রকৃত সমাজ-সেবার কাজ, সে বিষয়ে আমাদের মনে কোনও সন্দেহ নাই। প্রথম যখন আমাকে দালালী করিবার জন্য ওরিয়েণ্টালের তদানীন্তন অর্গানাইজার শ্রীযুক্ত হীরালাল দাসগুপ্ত মহাশয় অনুরোধ করেন, তখন আমি উত্তর করিয়াছিলাম যে ইহা "ভিখারীর পেশা"। এখন বুঝি যে, আমার উত্তর কত-খানি নির্ব্বোধের মত হইয়াছিল। বিশ্ব-বিদ্যালয়ের ছাপ লইয়া আমাদের সম্মানবোধ এমনই বিকৃত ছিল যে একটা স্বাধীন ব্যবসাকে ভিখারীর পেশা বলিতে কুণ্ঠিত হই নাই। অথচ চাকরী যে ভিক্ষা অপেক্ষাও হীনতর পেশা, তাহা তখনও আমরা বুঝিতে শিখি নাই। হীরালাল বাবু কিঞ্চিৎমাত্র অপ্রতিভ না হইয়া আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন —"বলুন দেখি এই যে একঘণ্টা আপনার সহিত বাক্যালাপ করিতেছি, এই এক ঘণ্টার মধ্যে বাংলা দেশে অন্ততঃ একশত জন ব্যক্তির মৃত্যু হইয়াছে কি না?" অবশ্য একথা আমি অস্বীকার করিতে পারিলাম না; তিনি পুনরায় কহিলেন—"আচ্ছা একথা স্বীকার করেন কিনা যে এই একশত জনের মধ্যে অন্ততঃ চল্লিশ জন তাহাদের পুত্রকলত্রের জন্য কোনও সংস্থান না রাখিয়াই মারা গিয়াছে?" আমি বলিলাম—"বোধ হয় বেশী।" তখন তিনি বলিলেন—"যদি এই চল্লিশ জনের মধ্যে অন্ততঃ পাঁচ জনের নিকটও পঞ্চাশবার হাঁটাহাঁটি করিয়া, তাহাদের সকল উপেক্ষা ও অবহেলা মাথায় পাতিয়া লইয়া তাহাদিগকে বীমা করাইতেন, তবে এই পাঁচটা পরিবারকে অনাহার ও দারিদ্র্যের পীড়ন হইতে রক্ষা করার আত্মপ্রসাদ লাভ করিতেন কি না?" তাঁহার এই যুক্তির পর আমি জীবনবীমার দালালী করিতে অস্বীকার করিতে পারিলাম না। এবং তৎপর অনেক স্থানে ক্যানভ্যাস করিতে যাইয়া অপমানিত হইয়াও অবমাননা বোধ করি নাই। ভাবিয়াছি—ইহারই মঙ্গলের জন্য আমি এত কষ্ট স্বীকার করিতেছি। বীমা করিলে উপকার এই ব্যক্তির—আমার স্বার্থ যে কয় পয়সা কমিশন, তাহার তুলনায় যে বীমা করে তাহার লাভ বহুগুণ। আমার এই চেষ্টার সাফল্যে জগতের ভাগ্য-বিধাতার খাতায় আমার নামে পুণ্যের কিছু জমা পড়িবে। এই দশ বৎসরে আমার চেষ্টায় যে ২২।২৩ লাখ টাকার বীমা হইয়াছে—তাহা একদিকে যেমন দেশের টাকার অপব্যয় নিবারিত হইয়া জাতীয় সংস্থানের বৃদ্ধি করিয়াছে, তেমনি তদ্দ্বারা বহু পরিবারের অন্ন-সংস্থানের উপায় হইয়াছে। এই যে সমাজের কাজ আমি রৌদ্রে পুড়িয়া, বৃষ্টিতে ভিজিয়া সম্পন্ন করিয়াছি, তাহাতে আমার যে উদরান্নের যৎকিঞ্চিৎ সংস্থান হইয়াছিল, আমার কাছে তাহার মূল্য বেশী নহে। কেন না আমি যাহা রোজগার করিয়াছি, তাহা আজ কোথায়? কিন্তু যাহারা বীমা করিয়াছে, তাহাদের আজ মনের বল কতখানি?

দেখা গিয়াছে যে, বীমা করিয়া কেহ কখনও পস্তায় নাই—বরং উত্তরকালে মনে মনে স্বীকার করিয়াছে যে "ভাগ্যে এজেণ্ট এত বিরক্ত করিয়া আমায় বীমা করাইয়াছিল।" অথচ—যাহারা বীমা করেন নাই, তাঁহারা অধিক বয়সে স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছেন যে ভুল হইয়া গিয়াছিল, অনুশোচনায় তাহারা দগ্ধ হইয়াছেন।

অতএব বীমার পেশা উপেক্ষার বিষয় নহে। কিন্তু এই পেশা যে সে লোক করিতে পারে না। এ পেশায় বুদ্ধি দরকার, বিবেচনা দরকার, সহানুভূতি দরকার এবং সততা দরকার। তাহা ছাড়া ধৈর্য্য, অধ্যবসায় ও সহ্য-গুণ খুব বেশী পরিমাণে প্রয়োজন। এতগুলি গুণ যে পেশায় দরকার, তাহা অবহেলার বা উপেক্ষার পেশা নহে। ব্যক্তিবিশেষের প্রয়োজন বুঝিয়া তাহার সুবিধা অনুযায়ী বীমা বিষয়ে পরামর্শ দানই এজেণ্টের কর্ত্তব্য। কিন্তু সেরূপ এজেণ্ট এদেশে কয়জন আছে?

এদেশে বীমা কোম্পানি অনেক প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। কাজের জন্য সকলেই ব্যস্ত, ব্যগ্র। সুতরাং বাছাই নাই—যে কেহ আসিয়া উপস্থিত হয়, তাহাকেই এজেণ্ট করা হয়। এই এজেণ্টদের বেশীর ভাগ লোকই কথা কহিতে জানে না, নিজ পেশার দায়িত্ব বোঝে না। তাহারা বীমা সম্বন্ধে লোকের আগ্রহ সৃষ্টি দূরের কথা, আতঙ্ক সৃষ্টি করে।

এ ছাড়া বীমা কোম্পানির শিক্ষা দিয়া এজেণ্ট প্রস্তুত করিয়া লইবার দীর্ঘ সময়ের জন্য অপেক্ষা করিতে নারাজ, তাই অনেক ক্ষেত্রে অন্য কোম্পানির এজেণ্টের গায়ে পড়িয়া অগ্রিম টাকা গছাইয়া তাহাকে ফুসলাইয়া লন। এই এজেণ্ট হরণের সুযোগ এক শ্রেণীর অসৎ লোক গ্রহণ করিতেছে। তাহারা এক কোম্পানি হইতে অন্য কোম্পানি ঘুরিয়া প্রত্যেকের টাকা ঠকাইয়া লইতেছে। এই পরিস্থিতির জন্য এদেশের নূতন কোম্পানির পরিচালকগণ দায়ী। তাঁহারা বীমার দালালী কাজটার সম্বন্ধে সঠিক জ্ঞান রাখেন না। নিজেরা ঠকেন এবং এবং ক্রমশঃ লোকের কাছে হেয় করিয়া তুলিতে-ছেন। জীবনবীমার দালালী যেমন অধ্যবসায়ের কাজ—কোম্পানি পরিচালনাও অধ্যবসায়ের কাজ। ইহাতে রাতারাতি দাও মারা চলে না। মারিবার চেষ্টা করিলে ক্ষতি-গ্রস্ত হইতে হয়।

ভারতীয় জীবনবীমা কোম্পানির যে সঙ্ঘ আছে, তাঁহাদের এ বিষয়ে অবহিত হওয়া উচিত এবং ঐ সঙ্ঘের সভ্যদের উচিত যে দালাল নিয়োগ ও নির্ব্বাচনে সকলেই একটা বিশেষ পদ্ধতি মানিয়া কাজ করেন। সে সম্বন্ধে কতকগুলি নিয়ম বিধিবদ্ধ করা উচিত বলিয়া আমরা মনে করি।

বীমা প্রসঙ্গ

হিন্দু মিউচুয়াল লাইফ এসিওরেন্স লিঃ

—শ্রীপূর্ণচন্দ্র রায় এম, এ

—শ্রীঅনিল রায় বি, এ

হিন্দু মিউচুয়াল বাংলার সর্ব্বপুরাতন বীমা প্রতিষ্ঠান—১৮৯১ খৃষ্টাব্দে স্থাপিত হইয়া প্রকৃত জীবন বীমার আদর্শ লইয়া সুপ্রসিদ্ধ বীমাবীদ মিঃ পি, সি, রায়ের কর্ম্মকুশলতায় হিন্দু মিউচুয়াল একটি নিরাপদ প্রথম শ্রেণীর বীমা কোম্পানীতে পরিণত হইয়াছে। এই কোম্পানীর চাঁদার হার অতিশয় নিম্ন এবং পলিসি হোল্ডারগণই ইহার লভ্যাংশের মালিক বলিয়া দেশের বীমা বিজ্ঞানের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে তার জনপ্রিয়তা আকর্ষণ করিতে সমর্থ হইয়াছে।

১৯৩৪ সালে কোম্পানী পূর্ব্ব বৎসর অপেক্ষা প্রায় ৫০,০০০৲ টাকার অধিক বীমা বিক্রয় করিয়াছেন—এই কার্য্য বৃদ্ধির জন্য কোম্পানীর ব্যয় বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় নাই দেখিয়া আমরা আনন্দিত। মাত্র ৩২·২৮' ব্যয়ে কোম্পানী পরিচালিত হয়—এই ব্যয়ের হার বাঙ্গালী পরিচালিত কোম্পানীদের মধ্যে নিম্নতম; মিতব্যয়ীতা সহকারে কার্য্য পরিচালনা করায় কোম্পানীর বীমা তহবিল প্রতি বৎসরই উত্তরোত্তর বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতেছে—বর্ত্তমান বর্ষে বীমা তহবিল প্রায় ৬৪,৪৩৩৲ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া মোট ৬,৩১,৩৬৩৲ পরিণত হইয়াছে।

দাবীর টাকা সত্বর পরিশোধ করিবার সুনাম ভারতীয় কোম্পানীগুলির মধ্যে হিন্দু মিউচুয়ালের আছে—সদূর মফঃস্বলের এক

প্রান্তে অবস্থিত দরিদ্রের ও অসহায়ের দাবীর নগদ টাকা কোম্পানী যে সেই স্থানে গিয়া প্রদান করে এরূপ অসংখ্য দৃষ্টান্ত আমরা জানি—কোম্পানীর এই প্রথাটি বীমাকারীকে বিশ্বাস ও উৎসাহ প্রদান করে। উদ্বৃত পত্রিকার সহিতই দাবীর প্রদত্ত টাকার তালিকা প্রকাশিত করিয়া কর্ত্তৃপক্ষ সভ্যদিগের কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। বর্ত্তমান বর্ষে প্রায় ১,০৪,৩৩৯৲ দাবীর টাকা মিটাইয়া দিয়াছেন; এই স্থানে ইহা উল্লেখ যোগ্য সে এই বৎসরেই কোম্পানী হেড অফিস নির্ম্মাণের জন্য চিত্তরঞ্জন এভিনিউতে বহু টাকা দিয়া জমি খরিদ করিয়াছেন; বাড়ী নির্ম্মাণের কার্য্য আরম্ভ হইয়াছে শুনিয়া আমরা আনন্দিত—নবগৃহে প্রবেশ করিয়া কোম্পানী আশা করি "মিষ্টান্ন মিতরেজনাঃ" এই মহাজন বাক্যের অমর্য্যাদা করিবেন না।

বর্ত্তমান বর্ষে কোম্পানীর বাতিল পলিসির অনুপাতও হ্রাস হইয়াছে—শতকরা প্রায় দশভাগ পলিসি বাতিল হইয়াছে—এই অনুপাত ভারতীয় যে কোন কোম্পানীর পক্ষেই অতিরিক্ত নহে।

বাংলা দেশে যে সামান্য কয়েকটি ভাল কোম্পানী আছে হিন্দু মিউচুয়াল তাহার মধ্যে অন্যতম। নূতন বীমা বিক্রয়ের জন্য কোম্পানী বীমার মূলনীতিকে অবহেলা করেন নাই—কোম্পানীর উদ্বৃত্ত পত্রে ব্যয়ের অঙ্ক কখনও আয়ের কোঠায় ওঠে নাই—নূতন বীমার পরিমাণ ও বোনাসের প্রহর বাড়াইবার জন্য ব্যয়ের হার ও আভ্যন্তরিক অবস্থা শিথিল না করিয়া কোম্পানীর কর্ণধার শুধু সৎসাহসের পরিচয় দেন নাই, জন মতের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হন নাই—কোম্পানীকে একটি নিরাপদ আদর্শ বীমা প্রতিষ্ঠানে পরিণত করিয়াছেন! ১৯৩৩এ কোম্পানীর কার্য্য প্রায় ৬০ ভাগ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে—এজেন্সী ম্যানেজার মিঃ এ, সি, রায় এ জন্য গৌরব অনুভব করিতে পারেন। বাংলার এই পুরাতন কোম্পানীটির শ্রীবৃদ্ধি আমরা কামনা করি।
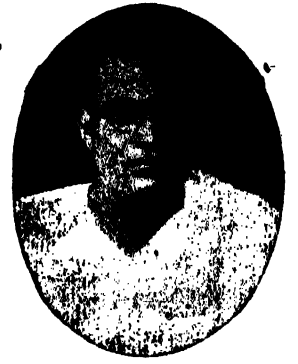
চিত্র পরিচিতি

—অভিমন্যু

[আগামী শনিবার হইতে যে সব বিদেশী ছবি কলিকাতায় মুক্তিলাভ করিবে তাহাদের অগ্রিম সংক্ষিপ্ত পরিচয়। সুতরাং কোনো বিদেশী ছবি দেখিতে যাইবার পূর্ব্বে আমাদের **চিত্র-পরিচিতি** স্তম্ভটি পড়িয়া গেলে, চিত্রপ্রিয়রা লাভবান হইবেন। দীঃ সঃ]

অ্যান হার্ডিং—"The Fountain" ছবিতে এই সপ্তাহে ইঁহাকে দেখা যাইবে।

লেডি ফর এ ডে
(Lady For A Day)

এম্পায়ারে দেখানো হইবে। ইহাতে অভিনয় করিয়াছেন মে রবসন, ওয়ারেণ উইলিয়াম, জীন পার্কার, গায় কিবি, গ্লেণ্ডা ফ্যারেল প্রভৃতি। কলম্বিয়ার ছবি, পরিচালনা করিয়াছেন ফ্রাঙ্ক কাপরা।

ডাভ ছিল একজন নিউ ইয়র্কের পাকা জুয়াড়ী, সেই জুয়ার আড্ডায় অ্যানি নাম্নী এক প্রৌঢ়া আপেল বিক্রয় করিত। ডাভের বিশ্বাস যে অ্যানির নিকট হইতে আপেল কিনিলেই সে জিতিবে। এই জন্য সকলে অ্যানির নাম দিয়াছিল "অ্যাপেল অ্যানি" স্পেনে অ্যানির এক মেয়ে পড়াশুনা করিত, সে জানিত না তাহার মাতা কি উপায়ে জীবিকা উপার্জ্জন করে এবং কি উপায়ে বা কেমন করিয় তাহার পড়ার খরচ যোগায়। কারণ অ্যানি তাহাকে জানাইয়া ছিল যে একজন ধনী ব্যক্তিকে সে পুনরায় বিবাহ করিয়াছে। সে এক কাউণ্টের ছেলেকে ভালবাসিল। তারপর একদিন তাহার মাতার নিকট তাহার হবু স্বামী সহ নিউ ইয়র্ক যাত্রা করিল। এই কথা জানিতে পারিয়া ডাভ অ্যানিকে খবর দিয়া একটি খুব বড় হোটেলে রাখিল এবং সভ্য সমাজেও মিশিবার মত করিয়া তৈরী করিয়া লইল। তারপর শেষকালে ডাভের কর্ম্ম-কুশলতায় এবং সাহায্যে লুইস কাউণ্টের ছেলের সহিত বিবাহিতা হইল।

"অ্যাপেল অ্যানি"র ভূমিকায় মে রবসন চমৎকার অভিনয়ে সকলকে মুগ্ধ করিয়াছেন। এই ছবিতে অভিনয় করিয়া তিনি বৎসরের শ্রেষ্ঠা অভিনেত্রীর সম্মান লাভ করিয়াছেন।

"ডাভে"র ভূমিকায় ওয়ারেণ উইলিয়াম, "লুইসের" ভূমিকায় জীন পার্কার ও জর্জ্জ ব্লেকের ভূমিকায় গায় কিবি খুব সুন্দর অভিনয় করিয়াছেন ছবিখানি মোটের উপর খুব উপভোগ্য এবং সকলেরই দেখা উচিত!

বিহোল্ড মাই ওয়াইফ
(Behold My Wife)

প্লাজায় দেখানো হইবে, শ্রেষ্ঠাংশে সীলভিয়া সীডনি, জিনি রেমণ্ড, লরা হোপ ক্রুজ, এচ, বি ওয়ার্ণার প্রভৃতি। প্যারামাউণ্টের ছবি, পরিচালনা করিয়াছেন মিচেল লিসেন।

মেরী হোয়াইট নাম্নী এক টাইপিষ্টকে বিবাহ করিতে প্রতিজ্ঞা করায় মাইকেল কার্টারের বাড়ীতে খুব গোলমাল করিল। এই ব্যাপারের পরদিন মাইকেলের বোন

ডায়ানা মেরীর নিকট গিয়া মিথ্যা করিয়া বলিল যে মাইকেল এক দূর দেশে চলিয়া গিয়াছে। এই কথা বিশ্বাস করিয়া মেরী ভগ্ন হৃদয় হইয়া আত্মহত্যা করিল। মাইকেল বাড়ীর উপর ইহার প্রতিশোধ লইতে বদ্ধ পরিকর হইল, এবং সেই দিন-ই বাড়ী হইতে বাহির হইয়া গেল। কিছুদিন পরে টোনিটা নাম্নী এক রেড ইণ্ডিয়ান মেয়েকে বিবাহ করিয়া সে বাড়ী ফিরিয়া আসিল। তাহারা টোনিটাকে সাজাইয়া গুছাইয়া অনিচ্ছা সত্ত্বেও টোনিটার সম্মানের জন্য একটি প্রীতিভোজ দিল। এদিকে কার্টারের এক বন্ধু প্রেন্টিস টোনিটার জন্য পাগল হইল। একদিন মত্ত অবস্থায় মাইকেল টোনিটাকে জানাইল কেন সে তাহাকে বিবাহ করিয়াছে। অভিমানক্ষুব্ধ হইয়া টোনিটা প্রেন্টিসের ঘরে গেল কিন্তু ডায়ানা তাহাকে অনুসরণ করিয়া গুলি করে। টোনিটা নিজের ঘাড়ে দোষ লইল। মাইকেল যখন সব জানিতে পারিল তখন তাহারা পুনরায় মিলিত হইল।

টোনিটার ভূমিকায় লীলভিয়া সীডনির অভিনয় হইয়াছে এক কথায় চমৎকার। জিনি রেমণ্ডের 'মাইকেল'ও খুব হৃদয়গ্রাহী হইয়াছে। অন্যান্য ভূমিকাগুলিও সু-অভিনীত হইয়াছে।

দি ফাউণ্টেন
(The Fountain)

আর-কে-ও এলফিনষ্টোনে দেখানো হইবে। শ্রেষ্ঠাংশে অ্যান হার্ডিং, ব্রায়াণ অ্যাহার্ণ, পল লুকাস, জীণ হার্শল্ট প্রভৃতি। আর-কে-ও রেডিওর ছবি, পরিচালনা করিয়াছেন জন ক্রমওয়েল।

জুলি লুইসের আবাল্য বন্ধু ছিল। সে প্রুসিয়ার এখন কাউণ্ট ভন নারউইজকে বিবাহ করিয়াছে। বিগত মহাযুদ্ধের সময় কাউণ্ট জুলিকে হলাণ্ডে পাঠাইয়া দিল, তাহার ইংরাজ মাতা ও স্প্যানিস পালক পিতার সহিত বাস করিতে। সেখানে জুলি লুইসের দেখা পায়। লুইস তখন ইংরাজ সৈন্যদলের অন্তর্ভুক্ত এবং স্পেনের জেল হইতে পলাইয়া আসিয়াছে। সামাজিক বাধার জন্য প্রথমে লুইস জুলিকে এড়াইয়া চলিত, কিন্তু এমন একদিন আসিল, যেদিন তাহারা সব বাধা বিঘ্ন উপেক্ষা করিয়া উভয়েই উভয়কে ভয়ানক ভালবাসিয়া ফেলিল। এদিকে কাউণ্ট যুদ্ধে ভীষণ ভাবে আহত হইয়া ফিরিয়া আসিল। জুলি তাহাকে প্রাণপণে সেবা শুশ্রূষা করিতে লাগিল। কিন্তু একদিন কাউণ্ট বুঝিতে পারিল যে, জুলি লুইসকে ভালবাসে। অন্তিম সময়ে কাউণ্ট জুলি ও লুইসের দীর্ঘ জীবন ও সুখ স্বাচ্ছন্দ কামনা করিয়া প্রাণত্যাগ করিল। এদিকে যুদ্ধ শেষ হইয়া গেল, জুলি ও লুইস মিলিত হইল।

অ্যান হার্ডিং-এর 'জুলি' এবং ব্রায়াণ অ্যাহার্ণের 'লুইস' খুব সুন্দর হইয়াছে। পল লুকাসও সু-অভিনয় করিয়াছেন।

ডার্ক হ্যাজার্ড
(Dark Hazard)

রিগ্যালে দেখানো হইবে, শ্রেষ্ঠাংশে এডওয়ার্ড জি, রবিনসন, জেনিভিভ টবীন,

গ্রেণ্ডা ফ্যারেল, গর্ডন ওয়েষ্টকট, জর্জ্জ মীকার প্রভৃতি। ফার্ষ্ট ন্যাশনালের ছবি, পরিচালনা করিয়াছেন এ্যালফ্রেড গ্রীণ।

জিম টার্ণার রেস কোর্স এবং জুয়া খেলায় ওস্তাদ ছিল। সকল জুয়াড়ীদের মতই সে ছিল আজ রাজা, কাল ফকীর। সে যখন জর্জ্জকে বিবাহ করে, তখন প্রতিজ্ঞা করে যে এই নেশা সে ছাড়িয়া দিবে। তারপর সে একটি দ্বিতীয় শ্রেণীর সিকাগো হোটেলে কাজ পায়। কিছুদিন পরে আবার সে জুয়া খেলে, ইহাতে জর্জ্জ তাহার সমস্ত টাকাকড়ি লইয়া সরিয়া পড়ে। জিম দেখিল জর্জ্জ আর একজনকে ভালবাসে, তখন তাহাকে তাহার মন হইতে ঝাড়িয়া ফেলিল।

এডওয়ার্ড রবিনসন জিমের ভূমিকায় খুব সুন্দর অভিনয় করিয়াছেন। অন্যান্য ভূমিকা-গুলিও মন্দ নয়।

বেবস ইন টয়ল্যাণ্ড
(Babes In Toyland)

গ্লোবে দেখানো হইবে, শ্রেষ্ঠাংশে ষ্টান-লরেল, অলিভার হার্ডি, শার্লট হেনরী, ফেলিক্স নাইটস প্রভৃতি। মেট্রোর ছবি, পরিচালনা করিয়াছেন গাস মেইনস ও চার্লস রোজার্স।

ছবির গল্পটি ভিক্টর হার্বার্টের উক্ত নামের একখানি ছেলেদের বই হইতে গৃহীত হইয়াছে। গল্পটি আজগুবি, সেইজন্য হাস্য-রসাত্মক! একটি খেলনার দোকানে সমস্ত খেলনাগুলি একদিন জীবনপ্রাপ্ত হইল। লরেল হার্ডি হইতেছে খেলনা প্রস্তুতকারকের সহকারী। তারপর নানা আজগুবি ঘটনা ঘটিতে থাকে।

লরেল ও হার্ডির অভিনয়ে হাসিতে হাসিতে পেট ব্যথা হইয়া যায়। শার্লট হেনরীও ভাল অভিনয় করিয়াছেন। ছবিখানি আসলে শিশুদের জন্য হইলেও বয়ঃপ্রাপ্তদেরও ভাল লাগিবে।

চ্যানেল ক্রসিং
(Chanel Crossing)

নিউ এম্পায়ারে দেখানো হইবে, শ্রেষ্ঠাংশে ম্যাথিসন ল্যাং, কনষ্টান্স কামিংস, অ্যানথনী বুশেল ডরোথী ডিক্সন, এডওয়ার্ড ওয়েন প্রভৃতি। গমো ব্রিটিসের ছবি, পরিচালনা করিয়াছেন মিলটন রোসমার।

গল্পের নায়ক ছিল স্পেনের একটি বিখ্যাত ধনী। একটা খুব জরুরী কাজে সে প্যারিস যাইতেছিল। তাহার সঙ্গে তাহার সুন্দরী সেক্রেটারীও যাইতেছিল। সেক্রেটারীকে আর একজন ভালবাসিত, সেও তাহাদের অনুসরণ করিতেছিল। চ্যানেলের মাঝখানে সেক্রেটারীর প্রণয়ীর সহিত ধনী লোকটির মনোমালিন্য হয় এবং তাহাকে গাড়ী হইতে ছুড়িয়া ফেলিয়া দেওয়া হয়। পরে যখন ধনী লোকটি জানিতে পারে যে তাহাকে তাহার সেক্রেটারী ভালবাসে, তখন তাহাকে উদ্ধার করিল। পরে হঠাৎ হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হওয়ায় প্রাণত্যাগ করে।

সীলভিয়া সীডনি—"Behold My Wife" ছবিতে ইনি খুব সুন্দর অভিনয় করিয়াছেন।

ছবিখানিতে অভিনয় সকলেই ভাল করিয়াছেন। সেটিংও খুব মনোরম হইয়াছে।

মিলিয়ন ডলার র‍্যানসম
(Million Dollar Ransom)

ম্যাডানে দেখানো হইবে, শ্রেষ্ঠাংশে ফিলিপস্ হোমস, এডওয়ার্ড আর্ণল্ড, অ্যাণ্ডি ডিভাইন প্রভৃতি। ইউনিভার্সালের ছবি, পরিচালনা করিয়াছেন মারে রুথ।

একজন মদ ব্যবসায়ী তিন বৎসর জেল খাটিয়া ফিরিয়া আসিল। সে জেল হইতে ফিরিলে তাহার পুরাতন বন্ধুরা তাহাকে আবার তাহার পুরাতন পথে লইয়া যাইতে চাহিল। তারপর একটি মেয়ের ভালবাসায় সে আবার সৎপথে ফিরিয়া আসিল।

ছবিখানি সু-অভিনীত হওয়ার দরুণ হৃদয়গ্রাহী হইয়াছে।

গান

—শ্রীধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

আজি প্রথম ফাগুন দিনে
মনে পড়ে প্রিয় জনে,—
আজ মেঘ নাই, কাহারে জানাই
কি কথা আমার মনে।
বিলাসিনী ওই মউল ফুল
নিজের গন্ধে নিজে আকুল
মাতাল বাতাস মাতামাতি করে
মিলিয়া তাহার সনে!—
কাহারে জানাই কি কথা আমার মনে!
আমের বোলের লাজুক সুবাস
গাছের গণ্ডী হয় না পার,—
সজিনা-শাখায় যে মানিনী চায়
বাতাসের ভর সয় না তার,
আনমনে রোদ সারাদিন ভর
ছুটোছুটি করে মাঠের ওপর,—
দূর বনছায় চাঁদিনী ঝিমায়
নিশীথে সঙ্গোপনে,—
কাহারে জানাই কি কথা আমার মনে।

সপ্তাহিকা
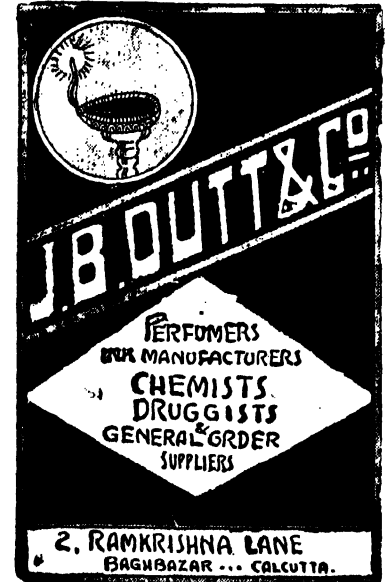
গেল ১লা চৈত্র রায় বাহাদুর জলধর সেন ছিয়াত্তর বছরে প'ড়েছেন। সেই উপলক্ষ্যে তিনি আমাদের প্রীতি-ভোজে স্মরণ ক'রে কৃতজ্ঞ ক'রেছেন। আমরা বিধাতার কাছে তাঁর শতায়ু কামনা করি।

*

অত্যাল্পকাল পরেই বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সভাপতি নির্ব্বাচিত হবে। আমরা আশা করি জলধরদাকে সেই পদ দেওয়া হবে। কোনো তর্কযুক্তির বলেই যেন তার ব্যতিক্রম না হয়—তাঁর খাতিরে, আর কেউ যেন ঐ পদ গ্রহণ না করেন।

*

আমরা শুনে সুখী হ'লুম যে চন্দননগরের স্বনামখ্যাত লেখক শ্রীযুক্ত হরিহর শেঠ ফরাসী শিক্ষামন্ত্রীর কাছ থেকে সম্মানজনক নোতুন উপাধি পেয়েছেন। সাহিত্যিক ও বাঙালীর এই আদর ফরাসী সরকারের গুণগ্রাহিতার পরিচায়ক।

*

পূর্ণ-প্রেক্ষাগৃহের সামনে গেল শনিবার এম্পায়ার থিয়াটারে উদয়শঙ্কর তাঁর নাচ দেখিয়েছেন। নাচের আগে আচার্য্য অবনীন্দ্রনাথ, উদয়শঙ্কর ও হরেন ঘোষকে প্রশস্তি জানিয়ে ছিলেন ও কথাকলি নাচ সম্বন্ধে ব'লেছিলেন। উদয়শঙ্করের উদয়-মুহূর্ত্ত শুভ হোক্।

*

বিগত শুক্রবার ন'টার সময় রাজা দীনেন্দ্র ষ্ট্রীটের অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যালয়ে বর্দ্ধমানের মহারাজা কর্ত্তৃক পরলোকগত কবিরাজ মহামহোপাধ্যায় বিজয় রত্ন সেনের মর্ম্মরমূর্ত্তির আবরণ উন্মোচিত হ'য়েছে। Better late than never.

*

পি, ই, এন্ ক্লাবের ভারতীয় শাখার অধিবেশন সেদিন বোম্বাইতে হ'য়ে গেছে। তার সভাপতি নির্ব্বাচিত হ'য়েছেন রবীন্দ্রনাথ আর সহ-সভাপতি ও সহ-সভানেত্রী হ'য়েছেন শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, শ্রীযুক্তা সরোজিনী নাইডু ও সার সর্ব্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন। সোনায় সোহাগা।

*

গেল রবিবার সন্ধ্যায় বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ মন্দিরে রবীন্দ্র সঙ্গীত বিদ্যালয়ের বার্ষিক উৎসব হ'য়ে গেছে। নাটোরাধিপ মহারাজা যোগীন্দ্রনাথ রায় তার সভাপতি নির্ব্বাচিত হ'য়েছিলেন। তাঁর আস্তে দেরী হওয়ায় বিদ্যালয় কমিটির সভাপতি শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য বি-এ মহাশয়ের প্রস্তাবে কবি গিরিজাকুমার বসুকে সভাপতি করা হয়। মহারাজ তারপর এসে উপস্থিত হন।

তিনি জ্বর গায়েও যে এসেছিলেন এ তাঁর মহানুভবতা ও সঙ্গীতানুরাগের পরিচয়। তিনি খানিকক্ষণ থেকে পুরস্কার বিতরণ ক'রে চ'লে গেলে পুনরায় কবি গিরিজা-কুমার সভাপতিত্ব করেন। শ্রীমতী শূলপাণি বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীমতী ইন্দুমতী ভড়, শ্রীমান সুধীরকুমার বসাক, শ্রীমতী বেলা বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীমতী অমিয়া রায়ের গান ও শ্রীমতী লাবণ্য সেনের নৃত্য আমাদের খুব ভালো লেগে ছিল। পরিশেষে সভাপতির অনুরোধে শ্রীযুক্ত নরসিংহ দাস আগরওয়ালার নাতনী শ্রীমতী কমলা আগরওয়ালা একখানি গান গেয়ে সকলকে প্রীত করেন। শ্রীমান সুধীর কুমার বসাক ও শ্রীমতী অমিয়া রায়ের বাণী বড়ো স্পষ্ট, তাদের এই গুণ আর সকলের অনুসরণীয়। শ্রীমতী সুধাকণা মণ্ডল ও শ্রীযুক্ত জ্যোতিশ্চন্দ্র মণ্ডলের আদর আপ্যায়ন উল্লেখযোগ্য। তাঁদের যত্নে রবীন্দ্র-সঙ্গীত বিদ্যালয় যশস্বী হোক্ কামনা করি। নৃত্য ও গীতের সঙ্গে মেয়েদের নাটোরের মহারাজা ও গিরিজাকুমারকে পুষ্পমাল্য দ্বারা বরণ খুব মনোজ্ঞ হ'য়েছিল। মহারাজের উদ্দেশ্যে গীত সঙ্গীতটি রচনা ক'রেছিলেন সু-কবি—শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়।

হোলীর গান

—শ্রীবিনয়ভূষণ দাসগুপ্ত

কোন্ রঙে আজ খেল্‌বে হোলী
ওহে শ্যামরায় ?
পলাশ শিমুল অশোক বনে
যে রং দিলে সঙ্গোপনে
সে রং তুমি কেমন ক'রে
দিবে রাধিকায় ?
সাত রঙা ঐ রাম-ধনুকের
একটি রঙই বাস্‌লে ভালো
সেই রঙে আজ পিচ্‌কারীতে
ব্রজনারীর অঙ্গে ঢালো।
মোর হৃদয়ের বৃন্দাবনে
খেল হোলী রাধার সনে
আজ্‌কে তোমায় ঢলিয়ে দেব
ফুলের দোলনায়।

নানাকথা

বেঙ্গল নাগপুর রেলওয়ে

আগামী ইষ্টারের ছুটিতে উক্ত কোম্পানি গত বৎসর অপেক্ষাও যাত্রীগণকে এবার অধিকতর সুযোগ ও সুবিধা দান করিয়া সর্ব্বসাধারণের অসীম ধন্যবাদ ভাজন হইয়াছেন। ১২ই এপ্রিল হইতে ২২শে এপ্রিল পর্য্যন্ত বি, এন্, আরের ইষ্টার-কন্‌সেসান টিকিট পাওয়া যাইবে এবং এই টিকিটের যাত্রীগণ ৮ই মে'র মধ্যে প্রত্যাগমন করিতে পারিবেন। যাঁহাদের মোটর গাড়ী আছে, তাঁহারাও মাত্র একপিঠের ভাড়া দিয়া মোটর গাড়ী লইয়া যাইতে এবং ফিরিয়া আসিতে পারিবেন। এ বড় কম সুবিধা নয়। বিদেশে গিয়া যান বাহনাদির কষ্টও আর সহ্য করিতে হইবে না। এ সম্বন্ধে বিশেষ বিবরণ স্থানান্তরে প্রকাশিত বি, এন্, আরের বিজ্ঞাপনে দ্রষ্টব্য।

ইষ্ট ইণ্ডিয়ান রেলওয়ে

ভারতের জগদ্বিখ্যাত বহু অতীত কীর্ত্তি-কাহিনী ও শত ঐতিহাসিক নগরী, পরম আরামপ্রদ স্বাস্থ্যকর নগর নগরী, ভক্তজন মনমাধুরী মণ্ডিত যুগযুগান্তের শ্রদ্ধা বিজড়িত তীর্থ-নদ-নদী পর্ব্বতরাজি, ভারতের প্রাচীনতম ও বৃহত্তম এই রেলপথের উপরেই প্রতিষ্ঠিত। পণ্ডিত, বিলাসী, ভক্ত, ব্যবসায়ী সকলের জন্যই ই, আই আর। বৃন্দাবন-লীলার বৃন্দাবন ধাম—যমুনাতীরে হোলি খেলায় সস্তা ভাড়ার সুযোগ দিয়া কর্ত্তৃপক্ষ গত সপ্তাহে হিন্দু জনসাধারণের কৃতজ্ঞতা ভাজন হইয়াছিলেন। এবার তাঁহারা ইষ্টারের ছুটিতে আবার সস্তা ভাড়ার প্রলোভন দেখাইয়া সুদূরের পথে ঘর ছাড়ানো বাঁশী বাজাইয়াছেন। ধনীরা নিজ নিজ মোটর গাড়ীও সঙ্গে লইয়া যাইবেন বলিয়া মাত্র একপিঠের ভাড়ায় যাতায়াতের সু-ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছেন। দেশ ভ্রমণের আনন্দ শিক্ষা ও স্বাস্থ্যলাভের এরূপ সুবর্ণ সুযোগ সহসা যে কেহ উপেক্ষা করিবেন, তাহা মনে হয় না। ইষ্টারের ছুটির সুবিধা ও কন্‌সেসানের বিশদ বিবরণ এই সংখ্যা দীপালীর দ্বিতীয় মলাটে প্রকাশিত বিজ্ঞাপনে দ্রষ্টব্য।

ভদ্রলোক—তোমার বোন্ আর তুমি যমজ, নয় ?

যুবক—প্রথমে তাই ছিলুম, এখন আমার বোন আমার চেয়ে চার বছরের ছোটো।

*

তরুণী—তুমি যদি নাইতে যাচ্ছ না ত' গামছা সঙ্গে নিয়ে এসেছ কেন ?

তরুণ—তুমি যদি আমায় প্রত্যাখ্যান করো তো চোখের জল মোছবার জন্যে।

*

মেসের অধ্যক্ষ—তোমাকে জবাব দোবো, আমি যে রকম লোক চাই তুমি তেমন নও।

মেসের ঝি—কেন, মেসের সব লোক-ই তো আমাকে খুব পছন্দ করে।

মে-অ—সেই জন্যেই তোমাকে জবাব দেওয়া দরকার।

*

রান্নার ক্লাসের শিক্ষয়িত্রী—কোন কিছু খাবার আগে, প্রথমে কি খোঁজ করা উচিত ?

ছাত্রী—খাবার জিনিস কোথায় লুকানো আছে।

*

বন্ধু—তোমাকে চিন্তিত দেখাচ্ছে, ব্যাপার কি ?

সখা—আমার স্ত্রী অনেকক্ষণ হ'লো পুজো দিতে বেরিয়েছে, এখনো ফেরে নি।

বন্ধু—বেশ, নিজে গিয়ে পুজো দিয়ে এসো।

*

বিলিতি ছেলে—বিয়ের সময় ক'নেরা সকলে সাদা পোষাক পরে কেন ?

ঐ মা—সাদা হোলো আনন্দের চিহ্ন ব'লে।

ছেলে—পুরুষরা সব সেদিন তবে কালো পোষাক পরে কেন ?

—•—

কালী ফিল্মস

তাঁহাদের নবতম ছবি "পাতালপুরী" এই শনিবার রূপবাণীতে আত্মপ্রকাশ করিবে। শুনিলাম "পাতালপুরী"র আলোক-চিত্র ও শব্দ গ্রহণ নির্দ্দোষ হইয়াছে। ইহাতে অভিনয় করিয়াছেন শ্রীজীবন গাঙ্গুলী, তিনকড়ি চক্রবর্ত্তী, মায়া মুখোপাধ্যায়, শিশুবালা প্রভৃতি। এ ধরণের ছবি বাংলা দেশে এই প্রথম এবং তাহাকে সফল করিতে গাঙ্গুলী মহাশয় যথেষ্ট শ্রম স্বীকার করিয়াছেন।

ব্রডকাষ্ট রেকর্ডস

গত সংখ্যায় লেখা হইয়াছিল যে, শ্রীমতী আঙুরবালাকে ইঁহারা নিয়োজিত করিয়াছেন। সে খবরটি ভুল, সেজন্য আমরা দুঃখিত।

ইষ্ট ইণ্ডিয়া ফিল্ম কোং

ইঁহারা শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়ের "পায়ের ধূলো" উপন্যাসখানির চিত্র-স্বত্ব ক্রয় করিয়াছেন। চিত্র-নাট্য, গান, সংলাপ প্রভৃতি সমস্তই হেমেন্দ্রকুমার নিজেই রচনা করিতেছেন। পরিচালনা করিবেন শ্রীজ্যোতিষ মুখোপাধ্যায়। ভূমিকা নির্ব্বাচন এখনও ঠিক হয় নাই।

রঙ্‌মহল

আগামী ইষ্টারের ছুটিতে শ্রীঅখিল নিয়োগী প্রণীত শিশু-নাট্য "মায়াপুরী"র উদ্বোধন হইবে। শিশু-নাট্য বাংলা রঙ্গমঞ্চে এই প্রথম। অখিলবাবু শিশু-সাহিত্য রচনা করিয়া সুনাম অর্জ্জন করিয়াছেন। তাঁহার

"College Rhythm" ছবির একটি দৃশ্য।

এ সুনাম "মায়াপুরীতে" অক্ষুণ্ণ থাকিলে খুসী হইব।

শ্রীযোগেশচন্দ্র চৌধুরী শ্রীমতী অনুরূপা দেবীর আর একখানি উপন্যাস নাটকাকারে রূপান্তরিত করিতেছেন। সেখানির নাম "পথের সাথী।"

ছায়া

আগামী শনিবার ২৩শে মার্চ্চ হইতে "লিট্‌ল্ ম্যান হোয়াট নাউ?" ছবি প্রদর্শিত হইবে।

'ক্রাউনে'ও ইহা যেমন চলিতেছে, তেমনই চলিবে।

"মানময়ী গার্লস্ স্কুলের" চিত্রগ্রহণ শেষ হইয়াছে। চিত্রখানির এখন সম্পাদনা চলিতেছে। এক পক্ষের মধ্যেই সাধারণ্যে মুক্তি লাভ করিবার উপযোগী হইবে।

ইহার পর পরিচালক জ্যোতিষ বন্দ্যোপাধ্যায় "দুলারী বেটী" নামক একখানি হিন্দী ছবির কাজে হাত দিবেন। শ্রীমতী ইন্দিরা দেবী নায়িকার অংশ গ্রহণ করিবেন।

ইষ্টার্ণ আর্টস্

ইঁহাদের নূতন ছবি 'ভারত-কি-বেটীর' কার্য্য অতি দ্রুত অগ্রসর হইতেছে। ভারতের সাতটি শহরে "জেসমিন" ছবির কপি সরবরাহ করিবার জন্য ইঁহাদের খুব শ্রম করিতে হইয়াছে। সুতরাং নূতন ছবির সম্বন্ধে ইঁহাদের কার্য্যতৎপরতা প্রশংসনীয়। ছবিটির অন্যান্য সব কার্য্যই প্রায় হইয়া গিয়াছে, এখন ইঁহারা সিন্ধুদেশ হইতে শিশু তারকা লালা-ওয়ানির আগমন প্রতীক্ষা করিতেছেন।

'জেসমিন' শেষ করিয়া পরিচালক শিব-দশানি 'খুনে-নাহাক্'-এর চিত্রলিপি লইয়া ব্যস্ত আছেন। এই ছবিতে শ্রীমতী শান্তা-কুমারী নায়িকার ভূমিকা লইবেন।

উইলিয়াম ডেনিয়াল—গার্বোর সমস্ত ছবির আলোক-চিত্র ইনিই গ্রহণ করিয়াছেন।

ছবিখানি পরিচালনা করিয়াছেন ফ্রাঙ্ক বোরজেজ। অভিনয় করিয়াছেন মার্গারেট সুলাভান ও ডগলাস মণ্টগোমারী

ছায়ার আগামী আকর্ষণ "এফেয়ার্স অব এ জেণ্টেলম্যান"

বাংলা নূতন ছবি "বাসব দত্তা" সত্বর আত্ম প্রকাশ করিবে।

রাধা ফিল্মস

'রাজনটী বসন্তসেনা' পূর্ণ থিয়েটারে প্রদর্শিত হইবার কথা ছিল, তাহার বদলে হইবে "দক্ষযজ্ঞ"। দক্ষিণ কলিকাতাবাসীগণ 'দক্ষযজ্ঞ' দেখিবার জন্য উন্মুখ বলিয়া এই পরিবর্ত্তন আবশ্যক হইয়াছে—৩০-এ মার্চ্চ হইতে 'পূর্ণতে' ইহা দেখানো হইবে।

শ্রীশিশির মল্লিক

রঙমহলের সত্বাধিকারী শ্রীশিশির মল্লিক "মন্ত্রশক্তি" ও "বাংলার মেয়ে"র চিত্র-স্বত্ব ক্রয় করিয়াছেন। এ ইউনিটটি হইবে তাঁহার নিজের। শীঘ্রই বড়ুয়া ষ্টুডিওতে "মন্ত্রশক্তি" শ্রীসতু সেনের পরিচালনায় গৃহীত হইবে এবং কালী ফিল্মসের ষ্টুডিওতে "বাংলার মেয়ে" গৃহীত হইবে। শেষোক্ত বইখানি পরিচালনা করিবেন, শ্রীযুক্ত নরেশ মিত্র।

শ্রীবিমল মিত্র

সুপ্রসিদ্ধ আলোক-চিত্রশিল্পী বিমল মিত্র মহাশয় অজন্তা ষ্টুডিও ছাড়িয়া কৃষ্ণা ষ্টুডিওতে যোগদান করিয়াছেন।

দেবতা

—শ্রীসুজাতা সিংহ

নিত্য মনে জাগে মোর অভিনব সেই এক কথা!
পৃথিবীর দিকে দিকে যদি
তোমার উজ্জল সুর জাগে নিরবধি
তার তরে পাতা আছে কান—
যদি বা কখনো তাহা প্রাণে মনে আনে কলতান।
নিস্তব্ধ প্রান্তর-পথ হ'তে,
সমুজ্জল প্রভাতী তপন-স্বর্ণরথে,
মানুষের বুকে-চোখে-মনে-প্রাণে ব্যস্ত শিহরণ
তোমারি তোমারি সুরে তার জাগরণ।

জাগরণে হ'লো যবে পরিপূর্ণ পৃথিবীর প্রাণ;
একে একে হ'লো অবসান
নিত্য সেই ব্যথাক্লিষ্ট মন্থর ইঙ্গিত
বেদনার বিশীর্ণ সঙ্গীত।
একদিন পথভ্রষ্ট, নক্ষত্রের আলোক আভায়
তোমার জাগ্রত মূর্ত্তি নিজ মহিমায়
হয়ত' আনিবে সুর মনের ভবনে
সেই দিন জেনে লবে ডেকেছিনু কোন্ প্রয়োজনে।

সম্পাদক—
শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায় শ্রীগিরিজাকুমার বসু
১২৩।১, আপার সার্কুলার রোড, দীপালী প্রেসে মুদ্রিত ও দীপালী কার্য্যালয় হইতে দীপালীর সত্বাধিকারী—
শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

Cover and art plate printedat the Gaya Art Press, Calcutta.

স্থাপিত ১৯২৯

দীপালি

DIPALI

বাংলার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সচিত্র সাপ্তাহি

ইম্পিরিয়্যালের "My Man" চিত্রে শ্রীমতী সুলোচনা ও জামসেদজী

৭ম বর্ষ] ১৪ই চৈত্র, ১৩৪১ 28th March, 1935 .[১৩শ সং

বেঙ্গল নাগপুর

রেলওয়ে কোম্পানী লিমিটেড

(ইংলণ্ডে বিধিবদ্ধ)

ইষ্টারের ছুটিতে এ বৎসর পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর সুবিধাবিধান করা হইয়াছে

১ম, ২য় ও ইণ্টার ক্লাসের ভাড়ায় গত বৎসরের প্রদত্ত কন্‌সেসানের উপরেও

শতকরা ৬৲ টাকা কম

এবং

৩য় শ্রেণীর ভাড়ায় গত বৎসর অপেক্ষা

শতকরা ১৫৲ টাকা কম

অর্থাৎ

সাধারণ ৩য় শ্রেণীর ভাড়ায়

শতকরা ২৫৲ টাকা কম

মোটর গাড়ী

একপিঠের ভাড়ায় যাতায়াত

(বি এন, রেলওয়ের যে সব ষ্টেশনে মোটর গাড়ী উঠান ও নামানর ব্যবস্থা বর্ত্তমান, এমন যে-কোনও দুইটি ষ্টেশনের মধ্যে) **কেবল মাত্র প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর যাত্রীদের জন্য**

১২ই এপ্রিল হইতে ২২শে এপ্রিল (১৯৩৫) পর্য্যন্ত এই সব কন্‌সেসান্ টিকিট প্রদত্ত হইবে।

১৯৩৫ সালের ৮ই মে তারিখের মধ্যে যাত্রারম্ভের স্থানে ফিরিয়া আসা চাই।

নিম্নলিখিত স্থানগুলির মধ্যে যে-কোনটি আপনি নির্ব্বাচন করিতে পারেন—

পুরী—ওয়াল্‌টেয়ার—গোপালপুর

যাহারা সমুদ্র ভালবাসেন সমুদ্রতীর এই সময়েই সর্ব্বাপেক্ষা মনোরম

রাঁচী

মোটরে ভ্রমণ ও শীকারের আনন্দ লাভের জন্য

ঘাটশিলা

অলসবিশ্রামসুখলাভার্থীর জন্য

স্বপক্ষে যুক্তি

অনতিদূরের পথ—চমৎকার জলবায়ু—
অল্প খরচে বাস এবং সস্তা ভাড়া

বিশেষ বিবরণের জন্য কলিকাতা ৩৬১ নম্বরে ফোন্ করুন কিম্বা

সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট রেটস্ এবং ডেভেলাপমেণ্ট

বি, এন্, রেলওয়ে হাউস, খিদিরপুর কলিকাতা এই ঠিকানায় অনুসন্ধান করুন।

সুকবি

শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়ের

নূতন বই

মনোমদ বাঁধাই—তক্‌তকে ছাপা

অবশেষে (নাটিকা) ॥০

(ছয়টি দৃশ্যে সম্পূর্ণ)

অন্যান্য গ্রন্থাবলী

মায়া-স্বর্গ (উপন্যাস) ২॥০

সুন্দরী (উপন্যাস) ২৲

দিবাস্বপ্ন (ঐ) ২৲

শাপমুক্তি (গল্প) ১।০

মীরাবাঈ (নাটক) ১৲

চিত্র ও চিত্ত (গাথা) ১৲

খঞ্জনী (কাব্য) ।৵০

পত্রচিত্র ঐ ৸০

মন্দিরা ঐ ৸০

পঞ্চপাত্র ঐ ৸০

জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবন-স্মৃতি (জীবনী)—২৲

(প্রায় অর্দ্ধশতাধিক হাফ্‌টোন চিত্র সমন্বিত)

প্রাপ্তিস্থান—

গুরুদাস লাইব্রেরী
ও
দীপালী কার্য্যালয়

দীপালী কার্য্যালয়ে অর্ডার দিলে ভি, পি, বা ডাক খরচা লাগিবে না।

দীপালী কার্য্যালয়—১২৩।১, আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা—
ফোন বড়বাজার—৩২৫৩

৭ম বর্ষ | ১৪ই চৈত্র বৃহস্পতিবার, ১৩৪১ | ১৩শ সংখ্যা
২৮শে মার্চ্চ, ১৯৩৫

কলাকেলি

…নৃত্য-কলার এক-একটি বিশিষ্ট গুণে উদয়শঙ্কর-সম্প্রদায়ের এক-এক-জন শিল্পী সকলের-ই দৃষ্টি আকর্ষণ করবেন। ওর-ই মধ্যে বিশেষ রূপে উল্লেখ্য হ'চ্ছে, শ্রীমতী সীম্‌কীর কমনীয় দেহের যথেচ্ছ নমনীয়তা ও চঞ্চল চরণ-তালে বিচিত্র গতির সঙ্গীত;—কুমারী কনকলতার তনু তম্বুলতার মোহনীয় তারুণ্য ও ভঙ্গির লাবণ্য;—এবং শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রশঙ্করের "শিকারী-নৃত্যে" তাণ্ডবের অপূর্ব্ব উত্তেজনা ও উন্মাদনা প্রভৃতি। অপ্রধান রূপে আরো কেউ কেউ যে মনে রূপের রেখাপাত করেন নি, তাও বলব না।

*

এবং সকলের উপরে উদয়সূর্য্যের ঐশ্বর্য্য নিয়ে বিরাজমান উদয়শঙ্কর স্বয়ং। একমাত্র তাঁকে দেখলেই সমগ্রতাকে দেখা হয়। বলিষ্ঠ অথচ পেলব দেহ গম্ভীর ও চটুল, রুদ্র ও শান্ত কোনরকম ভাব প্রকাশেই অক্ষম নয়। দু'খানি আশ্চর্য্য বাহু জীবন্ত দুই তুলির মতন শূণ্য পটে চমৎকার যে-সব ছবির পর ছবি এঁকে যায়, মনের চোখ খুললেই বুঝি তাদের রঙের খেলায় প্রজাপতি হার না মেনে পারে না। ভুরু আর চোখ এবং ওষ্ঠাধর ও কণ্ঠ,—এদের প্রত্যেকটিই স্বাধীনভাবে কবিতা রচনায় সক্ষম। তাঁর পরিকল্পনার মধ্যে যা পাওয়া যায়, তার সঙ্গে বিশ শতাব্দীর পৃথিবীর ধূলো-মাটির কোন সম্পর্ক নেই। নানা পুরাণের কালো লিখনের আড়ালে যারা লুকিয়ে ছিল, অজন্তা ইলোরা সাঁচি কণারক ভুবনেশ্বরের অচল পাষাণ পটে যারা নিশ্চল হ'য়ে ছিল, শত শত জনশ্রুতি যাদের কথাকাহিনী আজও বৃদ্ধ ভারতকে ভুলতে দেয় নি, রূপদক্ষ উদয়শঙ্করের প্রতিভা তাদের-ই ভাব দিয়ে রূপ দিয়ে গতি দিয়ে মূর্ত্তি দিয়ে আবার নতুন ক'রে দেখাবার চেষ্টা করে। রূপকথার স্বপ্ন, কবি-কল্পনার স্বর্গ, বিন্দুর মধ্যে সিন্ধুর মত মুহূর্ত্তের গর্ভে অনন্ত ধ্যানের অসীমতা, বিদ্যুতের মধ্যে অশেষ আকাশ দেখার মত একটুখানি চকিত চাহনির মধ্যে বিশ্বের আত্ম-প্রকাশ, পদক্ষেপের একটি তালে দোদুল্যমানা ধরণীর হিন্দোল-ছন্দ—এ-সব উদয়শঙ্করের নৃত্য-নাট্যেই সম্ভবপর। এবং সব চেয়ে বড় হ'চ্ছে উদয়শঙ্করের ব্যক্তিত্ব। তাঁর এই তুলনাহীন ব্যক্তিত্ব-ই প্রতি নৃত্যে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করে। তাঁর পরিকল্পিত নাচ নিয়ে বা তাঁর অনুকরণ ক'রে আর কেউ বড় হ'তে পারে না। দেশে আজ আরো অনেক নর্ত্তকের সাক্ষাৎ পাওয়া গেছে এবং তাঁরাও পরমানন্দে "হাততালি" সংগ্রহ ক'রছেন। তাঁদের প্রাণপণ প্রচেষ্টার প্রশংসা করি, কিন্তু তাঁদের পরিকল্পনা দেখে এখনো খুসি হ'তে পারিনি। পাদ-প্রদীপের আলোকে

তা চক্ চক্ করে বটে, কিন্তু সে হচ্ছে কেমন? না, "পিত্তলক কটারী কামে নাহি আবল, উপরহী ঝকমক সার!" তাঁদের সর্ব্বাঙ্গেই উদয়শঙ্করের ছাপ মারা আছে, উদয়শঙ্করকে দেখলে আর তাঁদের দেখতে ইচ্ছা হয় না।

*

এ-দেশের বাঁধা-ধরা রীতির মধ্যে আড়ষ্ট চল্‌তি নাচ দেখে আমাদের অনেকের চোখ খারাপ হ'য়ে গেছে। উদয়শঙ্করের পায়ে তবলার বোল ফুটছে না দেখে তাঁরা হতাশ হ'য়ে পড়েন। কিন্তু তাঁরা ভুলে যান যে, উদয়শঙ্করের আসর হ'চ্ছে নৃত্য-নাট্যের আসর—নাচে এখানে নাটক ফুটানো হয়। নর্ত্তক যদি তবলার বোল ফোটাতেই ব্যতিব্যস্ত থাকেন, নাটকীয় গতি হবে তা'হলে শৃঙ্খলাবদ্ধ। ধরুন, উদয়শঙ্করের "নিরাশা" নাচটির কথা। যে-সব নাচিয়ে পায়ে তবলার বোল ফুটিয়ে গলদ্‌ঘর্ম্ম হ'য়ে বাহাদুরি নেন, তাঁরা যদি একবার এই নাচটি নাচবার চেষ্টা করেন, তবে নিজেদের অক্ষমতায় নিজেরাই লজ্জিত না হয়ে পারবেন না।

*

উদয়শঙ্করের আগেকার নাচও দেখেছি, এবারের নাচও দেখলুম। অনেকেই জিজ্ঞাসা করেছেন—"এবারের নাচে কি দেখলে?" নতুন যা দেখেছি, গেলবারেই তার উল্লেখ করেছি। এবারের নাচ হয়েছে মুদ্রা-প্রধান। এটা আধুনিক যুগে ভালো কি মন্দ তা নিয়ে আলোচনা করবার দরকার দেখি না। তবে আধুনিক যুগে এ-রকম নাচের অসুবিধা আছে ঢের।

*

হয়তো ভারতে এমন সময় ছিল, অধিকাংশ লোক-ই যখন মুদ্রায় গূঢ় অর্থ সম্বন্ধে অজ্ঞ ছিল না। সে সময়ে মুদ্রাপ্রধান নৃত্য লোকের উপভোগে বাধা দিত না নিশ্চয়-ই। এখনো দক্ষিণ ভারতের স্থানে স্থানে এবং জাভা বলিদ্বীপ প্রভৃতি দেশে মুদ্রার সঙ্গে জন-সাধারণের অল্পবিস্তর পরিচয়ের অভাব নেই। তাই ও-শ্রেণীর নাচ ঐ-সব দেশে যথেষ্ট রসের খোরাক জোগাতে পারে। কিন্তু বাংলা দেশের কথা স্বতন্ত্র। এখানকার লোকের সঙ্গে খুব অল্প মুদ্রারই পরিচয় আছে। এবং এজন্যেও এদেশী জনসাধারণকে এখন আর দোষী করা যায় না। প্রথমে মুসলমানরা, তারপর ইংরেজরা তাদের শিক্ষা-দীক্ষা অন্যরকম ক'রে দিয়েছে। মুদ্রা-প্রধান নাচ দেখলে তারা হতভম্বের মত হয়ে পড়ে। তার্কিক হয়তো এখানে ব'লে বসবেন—'তাদের হতভম্ব হওয়া উচিত নয়। দেশের জিনিষ ভুললে চ'লবে কেন? ভুলে গেলেও আবার শিক্ষা করা উচিত।' আমরাও বলি—'নিশ্চয়ই উচিত'। তবে কিনা, যতদিন-না আবার সে শিক্ষার প্রসার হচ্ছে, ততদিন পর্য্যন্ত নর্ত্তকদেরও একটু সাবধান থাকা উচিত। বিশেষ ক'রে জনসাধারণেরই মুখ চেয়ে যে-নাচের আসর বসানো হবে, মুদ্রার অপরিমিত ব্যবহার সেখানে আনন্দের আশীর্ব্বাদ বহন ক'রে আনতে পারবে না। অবশ্য বিশেষজ্ঞের আসরে গিয়ে এ-রকম নাচ পুলকগুঞ্জনের সৃষ্টি ক'রলে কারুর আপত্তির কারণ থাকে না।

এবারে যতগুলি নাচ দেখলুম, তার মধ্যে সব-চেয়ে অপূর্ব্ব হয়েছে "শিব-পার্ব্বতীর নৃত্যদ্বন্দ্ব"। শিব বলছেন "আমি ভালো নাচতে জানি", পার্ব্বতী বলছেন "আমি ভালো নাচতে জানি।" তখন দুজনে আপন আপন নাচের কায়দা দেখাতে সুরু করলেন—অন্যান্য দেবতাদের সামনে রেখে। শিব শান্ত, অদ্ভুত, ভয়ানক, করুণ, বীর, হাস্য, শৃঙ্গার ও রুদ্র রসের নাচ দেখালেন,—পার্ব্বতীও দেখালেন এবং শিবের চেয়ে ভালো ক'রেই দেখালেন। শিব তখন নাচার হয়ে কাপড়-চোপড় খুলে ফেলে বীভৎস রসের নাচ সুরু করলেন। পার্ব্বতী লজ্জায় অধোমুখী হয়ে তখন আর হার না মেনে পারলেন না। এই হ'ল নাচের বিষয়। শিব ও পার্ব্বতীর ভূমিকায় উদয়শঙ্কর ও সিম্‌কী দীর্ঘ চল্লিশ মিনিট কাল সকলের নয়ন-মনকে আনন্দময় ক'রে রেখেছিলেন। সেই সঙ্গে আর একটি কথা না ব'ললে সমালোচকের কর্ত্তব্য পালন করা হবে না। কোন কোন রসের নাচ যেন গাঢ়তর হয়ে ওঠবার অপেক্ষা রাখে।

*

"রাসলীলা" ও "ফসলের নাচ"ও সকলের ভালো লেগেছে—যদিও প্রথমোক্ত নাচটি কেমন ফাঁকা ফাঁকা মনে হ'ল, কারণ এ-রকম নাচে আরো-বেশী লোকের দরকার। "কার্ত্তিকেয়" নৃত্যটিও উদয়শঙ্করের নব নব উন্মেষশালিনী বুদ্ধির প্রমাণ দিয়েছে,—সুন্দর! এই নাচটিতে দক্ষিণ ভারতের প্রভাব দেখা গেল। এবারেও কয়েকটি পুরাণো নাচ দেখলুম, তার পুনরালোচনার দরকার নেই।

*

বাংলার বড় বড় লোককে প্রতীচ্যের বড় বড় লোকের নামে না ডাকলে বাঙালীর সাধ মেটে না। বঙ্কিম নাকি বাংলার স্কট, নবীন হচ্ছেন বাংলার বাইরণ, গিরিশ হচ্ছেন বাংলার গ্যারিক! এ ধারা বদলানো দরকার। নইলে কেউ হয়তো কোন্ দিন ব'লে বসবেন, উদয়শঙ্কর হচ্ছেন বাংলার নিজিনিস্কি! তবে, বিনা তুলনায় যাঁদের মন মজে না, তাঁদের কাছে কেউ যদি বলেন, "উদয়শঙ্কর হচ্ছেন বাংলার নৃত্যকাব্যজগতের রবীন্দ্রনাথ", আমি তাহ'লে আপত্তি ক'রব ব'লে মনে হচ্ছে না! আধুনিক বাংলা কাব্য কাকে বলে, রবীন্দ্রনাথই তা আমাদের চিনিয়ে দিয়েছেন। এবং উদয়শঙ্কর দেখিয়ে দিয়েছেন, আধুনিক বাংলা নৃত্যকাব্য কি-রকম হওয়া উচিত!

*

"নাট্য-নিকেতনে"র নতুন পালা "জন্মতিথি"র মহলা দেখবার জন্যে আমন্ত্রিত হ'য়েছিলুম। মহলা দেখে আগে থাকতেই অভিনয় সম্বন্ধে কোনরকম পাকা মত জাহির করা উচিত নয় এবং তা আমি করছিও না। তবে অভিনয়ে নাটকখানি সম্বন্ধে আমার একটা ধারণা হয়েছে। এই নাটকখানি সাধারণ থিয়েটারী নাটক নয়। এর মধ্যে এতখানি সাহিত্য-রস আছে যে প্রত্যেক রসিকেরই চিত্ত স্নিগ্ধ হয়ে উঠবে। উপরন্তু গ্যালারির দেবতাগুলিকে জাগ্রত রাখবার উপাদানও এর ভিতরে আছে প্রচুর পরিমাণে। নতুন নাট্যকারের কলমের মুন্সিয়ানা আশাপ্রদ।

—হেমেন্দ্রকুমার রায়

গান

—হেমেন্দ্রকুমার রায়

(প্রথম)

মায়ামাখা দুটি আঁখি-মোহিনী
গায় মনে মনোহরা সোহিনী!
ভুবনের আশা-ভাষা
ভুলে মোর ভালোবাসা
শোনে সুধু নয়নের রাগিণী!
তোরি দুটি আঁখি দিয়ে
হৃদয়কে দেখি প্রিয়ে!
ধরা হয় কবিতার কাহিনী!

(দ্বিতীয়)

একটু যদি বোসো কাছে,
কাণে কাণে বলতে পারি
প্রাণের যত কথা আছে।
কোন্ কথাটি বল্‌ব তোমায়,
তাই ভেবে মোর সময় যে যায়,
একটি কথা কইতে গেলে—
মনে হাজার কথা নাচে!

—শ্রীপ্রাণদানন্দ দাশ গুপ্ত

সাইবেরিয়ার পশ্চিম দিকে পুরা নামক নদীর তীরে নূতন লোকালয় আবিষ্কৃত হইয়াছে। অধিবাসীরা শেতাঙ্গ। তাহাদের জীবিকা মাছ ধরা।

*

নরওয়ে প্রদেশে উলেন আকার নামক গ্রামে একটি ৬০ ফুট দীর্ঘ গাছ আছে। গাছটি বহু পুরানো; তাহার কাণ্ডের বেড় ৩০০ ফুট।

*

আপনারা বোধ হয় জানেন না যে লণ্ডনের কাম্বারল্যাণ্ড হোটেল তৈরী করতে সাড়ে ছয় লক্ষ খানা ইট লেগেছিল।

*

ডব্‌ গোলইটনি সাহেব তার বাড়ীতে অনেক জীব জন্তু পুষিয়াছেন। একটা কাক আছে সে কাকাতুয়ার মত কথা বলতে পারে। একটা শেয়াল আছে, কুকুরের মত ভদ্রলোকটির পিছন পিছন যায়।

*

চীনেরা কোথায় বাস করছে জানেন কি? দক্ষিণ এসিয়ায় পঞ্চাশ লক্ষ—সাইবেরিয়া এবং সোভিয়েট রুশিয়ার আড়াই লক্ষ মাকাওতে এক লক্ষ উনিশ হাজার ন'শো। ফ্রান্সে সতেরো হাজার—হল্যাণ্ডে আট হাজার—আমেরিকা যুক্তরাজ্যে পঁচাত্তর হাজার এবং বৃটেনে আট হাজার।

*

জেমস্ স্কট নামে এক ভদ্রলোক ডিম হাতে নিয়ে বলতে পারেন, যে, ঐ ডিম্বের যে ছানা হবে সেটা পুং কি স্ত্রী হবে।

সপ্তাহিকা

গেল ১০ই চৈত্র শনিবার ঝামাপুকুরে শ্রীযুক্ত গোপেন্দ্র মিত্র মহাশয়ের বাড়ীতে সাহিত্য-সেবক সমিতির বার্ষিক সাধারণ সভা হ'য়ে গেছে। সমিতির সহ-সভাপতি শ্রীগিরিজা কুমার বসু শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে সভাপতির আসন গ্রহণ ক'রতে অনুরোধ ক'রে বলেন, শরৎদা সমিতির স্থায়ী সভাপতি তাঁকে সভাপতিত্বে বরণ করা বাহুল্য মাত্র। এবং শরৎচন্দ্রকে মাল্যভূষিত করেন। সমিতির পূর্ব্ব সম্পাদক শ্রীযুক্ত গোপেন্দ্র মিত্র মহাশয় বিগত বর্ষের কার্য্য বিবরণী পাঠ করবার পর শরৎচন্দ্র বলেন দেশের সাহিত্যিক আবহাওয়া পারস্পরিক কুৎসার দ্বারা কিছুদিন আগে বিষাক্ত হ'য়েছিল। সে বিষ যারা ছড়িয়েছিল তাদের কোনো সাহিত্য-সভায় কিন্তু দেখা যায় না। সাহিত্য-সেবক-সমিতি এক বছরে অনেক কাজ ক'রেছে। আমরা আর কিছু যদি নাও করি, এই যে মাঝে মাঝে পরস্পরের সঙ্গে মিলে প্রীতি-বিনিময়, আলাপ-পরিচয় আর ভাবের আদান প্রদান করি এটা খুব বড়ো কথা। সাহিত্য-সেবক-সমিতি, রবিবাসর প্রভৃতি সাহিত্যিকদের একসঙ্গে মেলবার সুযোগ মাঝে মাঝে দিয়ে প্রশংসনীয় কাজ করে। সুখের বিষয় সাহিত্য-ক্ষেত্রের পূর্ব্বে কথিত বিষাক্ত হাওয়া আর নেই। সাহিত্য-সেবক-সমিতি দীর্ঘজীবি হোক্ পরিশেষে তিনি এই আশীর্ব্বাদ করেন। শ্রীযুক্ত সদানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রচন্দ্র রায় ও শ্রীমান বঙ্কিমচন্দ্র অধিকারী সঙ্গীতের দ্বারা সকলকে প্রীত করেন, বিশেষ ক'রে শ্রীমান বঙ্কিম। গৃহস্বামী ও সমিতির পূর্ব্ব সম্পাদক গোপেনবাবু এবং সমিতির বর্ত্তমান সম্পাদক শ্রীযুক্ত নারাণ ভট্টাচার্য্য সকলকে বিশেষভাবে আদর আপ্যায়ন করেন—নারাণ বাবুর যত্নে জলযোগও বাদ যায়নি। তিনটি ছোটো মেয়ে কবি গিরিজাকুমার বসুর নাত্‌নী, শ্রীমতী মিনতি ঘোষ, কবি বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়ের শ্যালিকা শ্রীমতী সুষমা বন্দ্যোপাধ্যায় ও কন্যা শ্রীমতী নীরা চট্টোপাধ্যায় নাচ গান ক'রে সভায় মধুর আনন্দ বিতরণ ক'রেছিল। সাহিত্য-সেবক-সমিতির সেবা-ব্রত সুন্দর হোক্।

*

পুষ্পপাত্র সম্পাদক শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের আহ্বানে আগামী ১৮ই চৈত্র রবিবার পুষ্পপাত্র কার্য্যালয়ে রবিবাসরের অধিবেশন হবে। পাত্রের আমরা পক্ষপাতী নই—পুষ্পেই খুসী থাক্‌বো।

*

কোনো তামিল চলচ্চিত্রের প্রযোজকরা চিদম্বরম নটরাজ মন্দিরের ছবি তুলতে চাইলে, মন্দির তাতে অপবিত্র হবে এই যুক্তিতে তোল্‌বার অনুমতি দেওয়া হয়নি। মন্দিরের কর্তৃপক্ষদের মস্তিষ্ক পরীক্ষিত হওয়া উচিত।

*

গেল ১২ই চৈত্র রবিবার বিশ্বভারতীর সাধারণ সম্পাদক শ্রীযুক্ত রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর সস্ত্রীক সেখানকার নানাবিধ শিক্ষায়তন ও শিক্ষা-প্রণালী সম্বন্ধে জান্‌বার জন্যে বিলাত যাত্রা ক'রেছেন। কিন্তু প্রকর্ষের পিপাসা।

*

শ্যামের বালক রাজা আনন্দ মহিদল ব'লেছে যে সে রাজা হ'তে চায় না, খেল্‌তে চায় আর অনেক রকম খেলনা পেতে চায়। তাকে নিয়ে অপরের খেলা আপাততঃ চলুক।

গ্লোরিয়া সুয়ানসন

'Ruggles of Red Gap' চিত্রে চার্লস লাফটন ও মেরী বোলাণ্ড

শ্রীমতী মেনকা—সম্প্রতি ইনি কলিকাতায় তাঁহার প্রাচ্য নৃত্যকলা প্রদর্শন করিয়াছিলেন

মঞ্চ, চিত্র ও বেতারের প্রসিদ্ধ অভিনেতা শ্রীরবি রায়। বেতারে ফেব্রুয়ারী মাসের "ফ্লুয়েলীন" কাপ ইনিই পাইয়াছেন

বিধির বিধান

(উপন্যাস)

—শ্রীমতী তমাললতা বসু

(চার)

তুষার প্রায়ই জ্যোৎস্নাদের বাড়ী বেড়াতে যায়। তার কথাবার্ত্তা বলার ভঙ্গীতে, হাসি গল্পে ও রূপে গুণে মিঃ মুখার্জ্জি তাকে পুত্রাধিক ভালবেসে ফেলেছেন। বাড়ীর আর আর সকলেও তাকে ভালবাসে, যত্ন করে, একদিন সে না এলে দুঃখ করে। তুষারের অনুরোধে রজত বাপ-মা ছাড়া আর কাউকে তুষারের পরিচয় দেয়নি। পিতার কথায় জ্যোৎস্নাকে বিয়ে কর্‌বার জন্যে রজত তুষারকে অনুরোধ করায় তুষার বলে "এখন নয়, ড্রাইভার রূপে যদি জ্যোৎস্না দেবীর হৃদয়খানি জয় কর্ত্তে পারি, তবেই তাকে বিয়ে করবো, নইলে নয়।"

রজতের জন্মদিন উপলক্ষ্যে, সেদিন খাওয়া দাওয়া ও গান বাজনার খুব ধুম লেগে গেল। রজতের বন্ধুরা সব এসে উপস্থিত হলো, তুষার ড্রাইভার হ'য়ে নিজের মোটরে হিমাংশুকে নিয়ে এলো। সেদিন জ্যোৎস্নার সঙ্গে তুষার ও রজত হিমাংশুর আলাপ পরিচয় করিয়ে দিল। ফেরবার মুখে হিমাংশু হেসে বললে, "দেখ তুষার তুই যদি এই রত্নটি লাভ করতে পারিস ভাই, তবে ধন্য হ'য়ে যাবি! জ্যোৎস্না দেবী অতি চমৎকার মেয়ে।"

তুষার বললে, "সেটা তোমাদের আশীর্ব্বাদ আর আমার ভাগ্য; যেমনটি খুঁজছিলুম, তেমনটিই ঠিক মিলেছে—এখন দেখা যাক বিধাতার কি ইচ্ছে।"

"তুই ভাই তোর সঠিক পরিচয় দে তা'হলে আর দেরী হবে না। মিঃ মুখার্জ্জি তো প্রস্তুতই আছেন।"

"সে কথা কি আমি জানি না ভাই? তবে রজতকে ব'লেছি যথার্থ পরিচয় দেবার আগে তার হৃদয়ে যদি স্থান করে নিতে পারি তবেই। আমি দরিদ্র জেনেও যদি সে আমায় বিয়ে করতে চায়, তবেই বুঝবো যে তার ভালোবাসা খাঁটি, নৈলে আমার পরিচয় পেলে অনেক ভাগ্যবানের দুহিতাই আমার গলায় আনন্দের সঙ্গে মালা দিতে চাইবে।"

"বেশ ভাই ভাল, কিন্তু দেখিস্ ভাই শেষ যেন ট্রাজেডি হ'য়ে না দাঁড়ায়। আমরা ভাই মিলনান্তই ভালবাসি।"

"সেই চেষ্টাই তো করছি ভাই, দেখি কি দাঁড়ায়। তুমি যদি আমার একটু সহায়তা করো তা'হলে এটার শিগ্‌গিরই একটা মীমাংসা হয়ে যায়।"

"কি করতে হবে বল আমি রাজি আছি।"

"কি ক'র্‌তে হবে আমি পরে তোমায় গিয়ে বলে আস্‌বো।"

হিমাংশু বললে,"বেশ।" তুষার হিমাংশুকে পৌছে দিয়ে বাড়ী ফিরলে।

অসুস্থ হ'য়ে পড়ায় তুষার কদিন আর জ্যোৎস্নাদের বাড়ী যেতে পারেনি। যেদিন সে ভাত খেলে সে দিনই বিকেলে জ্যোৎস্নাদের বাড়ীতে গিয়ে হাজির হলো। দেখলে জ্যোৎস্না বাইরের বাগানে বেড়িয়ে বেড়াচ্ছে। তাকে দেখেই জ্যোৎস্নার মুখে চোখে আনন্দের বিদ্যুৎ খেলে গেল। সে এগিয়ে এসে বললে, "কদিন আপনি আসেননি কেন তুষারবাবু? এ কি! আপনার এমন শুক্‌নো চেহারা হ'য়েছে কেন? অসুখ করেছিল নাকি?"

"হ্যাঁ জ্যোৎস্না দেবী আমি বড় অসুস্থ হ'য়ে পড়েছিলুম, তাই কদিন আস্‌তে পারিনি। আপনারা ভাল আছেন তো? আর সবাই কোথায়?" "বাবা মা দাদা এক জায়গায় গেছেন, আমার শরীরটা ভাল ছিল না, যাইনি। যাই হক্, আপনি না আসায় বড় ভাবছিলুম।"

তুষার হেসে বললে, "আপনারাও তা'হলে আমার মত দীন-হীনের জন্যে ভেবে থাকেন। আপনার কি অসুখ হ'য়েছে?"

"একটু মাথা ধরেছিল, এই হাওয়ায় বেড়িয়ে সেরে গেছে। আপনি যে উপকার আমার করেছিলেন আপনার কথা ভাববো না বুঝি?"

"শুধু উপকার করেছিলুম বলেই ভাবেন অন্য কোন কারণে নয়?"

লজ্জিত হ'য়ে জ্যোৎস্না বললে "না—না শুধু তা নয়। এমনি এমনি আপনাকে নিজের মত আমরা ভাবি বলেই আপনি না এলে আমরা ভাবি।"

তুষার বললে "বেশ শুনে খুব খুসী হলুম যে আপনারা আমায় নিজের মত ভাবেন।"

"আচ্ছা আপনি এলে হিমাংশু বাবুর কিছু অসুবিধা হয় না। ডাক্তার মানুষ প্রায়ই তো তাঁর গাড়ীর দরকার হবার কথা। আপনি এলে তাঁর গাড়ী কে চালায়?"

"না—তা হিমাংশু বাবু লোক ভালো আমায় খুব ভালবাসেন, একটু স্বাধীনতাও আমার আছে। দরকার হলে তিনি অন্য ড্রাইভার নিয়ে যান।"

হিমাংশু বাবু ভারি ভদ্র, তাঁর কথায় বার্ত্তায় ভাবে ভঙ্গীতে বেশ একটি অমায়িক ভাব আছে। অতি নম্র স্বভাব, ওঁর আর কে কে আছেন?"

"ঠাকুমা, ঠাকুর দাদা, পিসিমা ও একটি বোন।"

"বাপ মা নেই, আর এখনও বিয়ে করেন নি বুঝি?"

"না, অল্প বয়সে বিয়ে করায় আমরা বিরোধী।"

এমন সময় রজতও ফিরে এসে তাদের সঙ্গে গল্পে যোগ দিলে। তুষার এখন এখানে ঘরের ছেলের মত হয়ে গেছে।

তুষার মধ্যে মধ্যে একটি ফুলের তোড়া বা অন্য যা হক কোনো ক্ষুদ্র উপহার জ্যোৎস্নাকে দিত। জ্যোৎস্নাও সাদরে তা গ্রহণ করত।

১লা ফাগুন। আজ জ্যোৎস্নার জন্মদিন।

জ্যোৎস্নার বন্ধু-বান্ধবীরা সকলেই নিমন্ত্রিত হ'য়েছে, রজতের বন্ধুরাও কেউ বাদ পড়েনি। বিশেষতঃ হিমাংশু ও তুষার।

জ্যোৎস্নার টেবিলটি নানাবিধ উপহারে ভরে উঠেছে। অনেকে তাকে তার জন্মদিনে নানা রকমের জিনিস দিয়েছে।

জ্যোৎস্নার মন ছটফট করছে, ভাবছে, সকলেই এসে উপস্থিত হলো, তুষার কেন এমনও আসছে না। সে আসছে না বলে তার মনটা এত ছটফট করছে কেন তাও ভাবছে। উৎসবের সকল আনন্দই যে বিফল মনে হচ্ছে সেটা কি শুধুই উপকারীর প্রতি কৃতজ্ঞতা না আর কিছু? সে কি তাকে ভাল বেসেছে? ভালবাসলে কি এমনিই হয়? এ সব কথা মনে হতে নির্জ্জনেই জ্যোৎস্নার রক্তিম কপোল লজ্জায় আরও রক্তিম হয়ে উঠলো। সে ভাবলে পাগলের মত এ সব কি তার মনে হচ্ছে? ভালবাসলেই তো পাওয়া যাবে না। তার বাবা মা তুষারের সঙ্গে বিয়ে তার দেবেনেই বা কেন? এমন সব চিন্তা ক'র্‌তে ক'র্‌তে তার চোখ দুটি জলে ভরে এলো। সে নিজেকে সামলে নিয়ে চেয়ে দেখলে তুষার হাসিমুখে ঘরে ঢুকে তাকে নমস্কার জানিয়ে প্রস্ফুটিত গোলাপের একটি বড় তোড়া ও একটী ব্রুচ তাকে উপহার দিলে এবং বললে "একি, আপনি একা বসে যে।"

জ্যোৎস্না ফুলের তোড়া ও ব্রুচটি নিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে বললে"এই যে আপনি এসেছেন, আপনার কথাই ভাবছিলুম। এত দেরী হল যে? হিমাংশু বাবু আসেন নি?"

"এসেছেন বৈকি, তাঁর জন্যেই দেরী হ'য়ে গেল। রজতের সঙ্গে বাইরে কথা কইছেন। তারপর হেসে বললে "আমার খুব সৌভাগ্য বল্‌তে হবে যে আজকের দিনেও আপনি আমার কথা ভাবছিলেন। যাই হক্ আপনাকে ভাবিয়েতো তাহলে কষ্ট দিলুম।"

জ্যোৎস্না লজ্জিত হ'য়ে বললে "না—না কষ্ট আবার কি? চলুন চা খাবেন। এই যে হিমাংশু বাবুও এসেছেন। আসুন—আসুন, নমস্কার।" (ক্রমশঃ)

প্রেমে মন উচ্ছল্

—শ্রীহরপ্রসাদ মিত্র

এই ফাল্গুন-সন্ধ্যায়,
মন প্রেম-বন্যায়—
উচ্ছল্।

মরমের শতদল
ফুটে, তাই মৌ-দল—
চঞ্চল।

জীবনের সাহারায়,
মোর কাছে কে গো হায়—
আস্‌লে?

মরু আজি ভাস্‌লো:
মুনি ধ্যান ভাঙ্গলো।
বুঝি তুমি হাস্‌লে?

ওই উত্তাল সিন্ধু—
বুকে ধরে ইন্দু
সোহাগে।

ভাবে আর ব্যথা পায়,
এই সুখ-নিশা হায়—
পোহাবে!

আকাশের আঙ্গিনায়,
দু'টি তারা ঘুম যায়—
উজ্জ্বল।

জীবনের সাহারায়
সহসা কী হ'লো হায়!
প্রেমে মন উচ্ছল॥
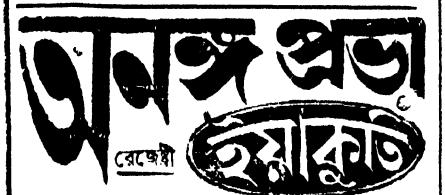
মুকুল

(গল্প)

—শ্রীপ্রভাত সরকার, বি-এ

দক্ষিণ কলিকাতার সদর রাস্তার ওপর ছোট্ট একখানা দোতলা বাড়ী।

মা ম'রে যাবার পর থেকে অমিয় এই বাড়ীতেই বাস করছে। সে আজ প্রায় ৫ বছরের কথা। যেবার অমিয় ম্যাট্রিক পাশ করে সেই বছরেই তার বাবা মারা যান এবং তখন থেকে তার মা-ই ছিলেন তার একমাত্র অভিভাবিকা। বিপুল ঐশ্বর্য্যের মধ্যে থেকে সদ্য পিতৃহীন এই যুবক কু-সংসর্গে পড়ে অধঃপাতে না যায় এই-ই ছিল ঈশ্বরের কাছে অমিয়-র মা'র একমাত্র প্রার্থনা। তাঁর সে প্রার্থনা বিফল হয়নি। বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্ব্বোচ্চ উপাধি সে পেয়েছে এবং চরিত্রের দিক্ দিয়ে অতি বড় শত্রুও কোনদিন কোন দোষ তার খুঁজে পায়নি। অমিয়-র বাবা ছিলেন একজন 'আই-এম্ এস' এবং সংসারটা ছিল অতি ছোট সুতরাং অধঃস্তন সাত পুরুষের অধঃপাতে যাবার পক্ষে না হলেও অন্ততঃ তাদের সুখে বাস করবার পক্ষে প্রচুর অর্থ তিনি রেখে যেতে পেরেছিলেন। বর্ত্তমানে গল্পের জন্ম অমিয়-র এইটুকু ইতিহাসই যথেষ্ট।

সেদিন সকাল বেলায় চা খেতে খেতে অমিয় একখানা ইংরাজী দৈনিক থেকে মোটামুটা খবরগুলি জেনে নিচ্ছিল, চাকর এসে তিন চারখানা চিঠি দিয়ে গেল। কাগজ রেখে অমিয় প্রথমেই যে চিঠিখানা খুললো তা'তে লেখা ছিল :—

—অমিয় দা, প্রায় তিন বছর হতে চল্‌লো কেউ কা'রো খোঁজ রাখিনি এবং রাখাও সম্ভব হয়নি'—তোমার পক্ষেও না এবং আমার পক্ষেও না। তোমাকে আজ আমার বিশেষ প্রয়োজন! আমার ঠিকানা বোধ হয় ভোল নি'। শ্বশুর বাড়ী থেকে চার পাঁচদিন হ'ল চলে এসেছি—আর যাবার ইচ্ছে নেই। এদিকে বাবা মৃত্যুশয্যায়। আমার বড় বিপদ! তুমি দয়া ক'রে এসো। প্রণাম নিও। ইতি—

'মুকুল'

অমিয় বিশ্বাস-ই করতে পারছিল না মুকুল তা'কে পত্র দিয়েছে। মুকুল! হ্যাঁ, তার-ই হাতের লেখা এ। এই মুকুলের একখানা পত্রের আশায় অমিয় একদিন কি না করেছে—যদিও সে জানে মুকুল এখন আর তার কাছে পত্র লিখতে পারে না—পারা উচিতও নয়। এখন সে বিবাহিতা পরস্ত্রী! 'মুকুল পরস্ত্রী' কথাটা ভাবতেও তার মন বেদনায় ভরে ওঠে*** সেই মুহূর্ত্তেই তার কাছে চলে যাবার জন্যে অমিয়-র মন আকুল, চঞ্চল হয়ে' উঠল। একবারও ভাবল না তার এখন আর সেখানে যাওয়া উচিত কি না। মনকে সে বুঝালো—আমি ত' আর তাকে দেখতে যাচ্ছি না—তার বাবার অসুখ, মৃত্যু-শয্যায় শায়িত—তার বিপদ, তাই যাবো সুতরাং এতে আর কোন দোষ থাকতে পারে না।......

বিকেল বেলায় একজন ডাক্তার নিয়ে অমিয় মুকুলদের বাড়ী এসেছে। ডাক্তারের কোন প্রয়োজন ছিল না, অমিয় চিঠি পাবার পূর্ব্বেই মুকুলের বৃদ্ধ পিতা পরলোক গমন করেছেন। ডাক্তারকে বিদায় দিয়ে অনাহার ক্লিষ্টা, শোকতপ্তা মুকুলের পাশে গিয়ে অমিয় স্থির হয়ে বসলো। মুকুল একটিও কথা বল্‌লো না—অসহায় ক্রন্দনে তার বুক ভরে উঠছে তবুও চোখে তার এক ফোঁটা জল নেই। বড় আশা করে শ্বশুর ঘর ছেড়ে বাপের কাছে আশ্রয় নিতে সে এসেছিল!—তার মত নিঃস্ব অসহায় জগতে বুঝি আজ আর কেউ নেই। অমিয় আস্তে ডাক্‌লো, 'মুকুল'। বহুক্ষণের রুদ্ধ-ক্রন্দন আর বাধা মান্‌লো না। অমিয়র সমবেদনার স্নেহ-কোমল এই একটা ডাকে তার চোখের দুয়ারের একটা আগলও আর বন্ধ রইলো না—শ্রাবণের ধারার মত তার চোখ দিয়ে অবিশ্রাম জল পড়তে লাগ্‌লো। অমিয় না বল্‌লো তাকে চুপ করতে, না পার্‌লো তাকে সান্ত্বনা দিয়ে কোন কথা বলতে। কী বলেই বা সে এই অসহায়া পিতৃহীনা বালিকাকে সান্ত্বনা দেবে?

* * *

মুকুলের পিতার মৃত্যুর পর এক মাস হয়ে গেছে—অমিয় তাকে নিজের বাড়ীতেই নিয়ে এসেছিল। অমিয়র বাড়ীতে ঠাকুর চাকরের অভাব নেই কিন্তু মেয়ে মানুষ কেউ ছিল না, তাই মুকুল আস্‌বার পর বাধ্য হয়ে তাকে একজন ঝি রাখতে হয়েছে। এ পর্য্যন্ত একদিনও অমিয় তাকে জিজ্ঞেস করেনি কেন মুকুল আর শ্বশুর বাড়ী যাবে না বা তার স্বামীই বা কেন তার খবর নেয় না। আর বেশীদিন একসঙ্গে এক বাড়ীতে থাকা ভাল দেখায় না বলেই অমিয় একদিন মুকুলকে ডেকে বল্‌লো: 'মুকুল এইবার তোমার স্বামীর কাছে ফিরে যাও, আর ত' তোমার এখানে থাকা উচিত নয়'। মুকুল বল্‌লো: "অমিয় দা, শুন্‌লে দুঃখ পাবে ব'লে এতদিন তোমায় কিছু বলিনি—কিন্তু আজ আমায় সব বলতে হবে এবং বলতে হবে এইজন্য যে তোমাকেই চিরদিন আমার বোঝা বইতে হবে—"

বাধা দিয়ে অমিয় বল্‌লো—"ছিঃ মুকুল ওকথা বলতে নেই—"

"বাধা দিওনা অমিয় দা, আমাকে শেষ করতে দাও। বাবা যেদিন মা'কে ও আমাকে নিয়ে নিঃসহায় অবস্থায় ক'লকাতায় আসেন সেদিন তোমার বাবা-ই আমাদের আশ্রয় দেন। আমার বয়স তখন আট বছর আর তোমার বার। তারপর তোমার

বাবা আমার বাবাকে একটা চাকরীও জোগাড় ক'রে দেন এবং তিনি যেদিন প্রথম চাকরী করতে যান সেদিনের বিশেষ ঘটনাটাও বোধ হয় তোমার মনে আছে—"

অমিয় বল্‌লো—"মনে আছে মুকুল, কলেরা হয়ে সেইদিনই তোমার মা মারা যান—"

মুকুলের চোখ দিয়ে টস্ টস্ ক'রে জল পড়্‌তে লাগলো, আঁচল দিয়ে মুছ্‌তে মুছ্‌তে সে আবার বল্‌লো—"তারপর তোমার মা নিজের মেয়ের মত করে আমাকে পালন করতে লাগ্‌লেন। তাঁর সে স্নেহ আমি জীবনেও ভুলতে পারব না অমিয় দা'। তোমার মা ও বাবা অনাত্মীয় হয়েও আমাদের যা' করেছেন উপন্যাসে ছাড়া তার দৃষ্টান্ত আজও আমার চোখে পড়েনি। যাক্ সে কথা···তোমার মনে আছে তুমি যেবার ম্যাট্রিক পাশ কর সেইবার তোমার বাবা আমার সঙ্গে তোমার বিয়ে দিতে চেয়েছিলেন, কিন্তু তোমার মা আমাকে নিজের মেয়ের অধিক ভালবাস্‌লেও তিনি কোনদিন কল্পনাও করতেন না যে তাঁর একমাত্র পুত্রের বউ হবে কালো, তার ওপর অল্প বয়সে ছেলের বিয়ে দেবার সখ তাঁর আদৌ ছিল না। তিনি বল্‌তেন—ছেলের পড়া শেষ না হলে বিয়ে দেবেন না। এতে কিন্তু তোমার বাবা সন্তুষ্ট হন নি'—তিনি বোধ হয় বুঝতে পেরেছিলেন যে তাঁর আয়ু শেষ হয়ে এসেছে, তবুও তোমার মা'র অমতে তিনি তখন তোমার বিয়ে দেন নি। তারপরেই ত' তিনি মারা যান।"

অমিয় একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেল্‌লো। তারপর ধীরে ধীরে ব'ল্‌লো; "জীবনের যে সব ঘটনা ভুলে গেছি তা' মনে করিয়ে দিয়ে আর কেন কষ্ট দিচ্ছ মুকুল? তোমাকে যেদিন প্রথম দেখি সেদিন তোমাকে পেয়ে ছিলাম খেলার সাথীরূপে। তারপর যেদিন কথা হ'ল তোমার সঙ্গে আমার বিয়ে হবার সেদিন থেকে গেল আমার কল্পনার রঙ্ বদ্‌লে—তোমায় দেখ্‌লুম জীবনের সাথীরূপে। তারপর সবই কেমন ওলট-পালট হ'য়ে গেল। বাবা মারা গেলেন; আর তোমার ওপর যতই আমার অনুরাগ বাড়তে লাগ্‌লো ততই হ'ল মার চিন্তা, তাই একদিন আমাদের কলেজ ষ্ট্রীটের বাড়ীতে তোমাদের উঠে যেতে হ'ল। মা তোমায় ভালবাস্‌তেন মেয়ের মত, মাঝে মাঝে তিনি গিয়ে তোমায় দেখে আস্‌তেন, কিন্তু ওদিকে আমার যাওয়া ছিল সম্পূর্ণ নিষেধ। গোপনে তোমায় পত্র দিতাম, মা টের পেতেন না। তারপর যেদিন মা'র কাছে শুন্‌লাম তোমার বিয়ে সেই দিনই বিশেষ কোন কাজের অছিলা করে' জীবনে প্রথমবার মায়ের অবাধ্য হ'য়ে দেওঘরে চলে যাই—তোমার কোন খবর-ই তারপর থেকে আর রাখিনি, ইচ্ছে করে-ই রাখিনি। সবই বুঝি মুকুল আর মনেও আছে আমার সব। সে সব কথা বলে আর আমাকে কষ্ট দিও না। আমি শুধু শুন্‌তে চেয়েছি তোমার বিবাহিত জীবনের ইতিহাস—তোমার স্বামীর কথা।"

"উৎসাহ করে' শুন্‌বার কিছুই নেই অমিয়-দা।"

"তা আমি জানি, মা বেঁচে থাক্‌তে সামান্য কিছু শুনেছি কিন্তু ঠিক বিশ্বাস করতে পারি নি। তারপর সেদিন তোমার পত্রে তুমি আর শ্বশুর বাড়ী ফিরে যাবে না শুনে এবং এতদিনেও কেউ তোমার খোঁজ নেয় নি দেখে কতকটা অনুমান করে নিয়েছি; কিন্তু আজ তোমার মুখ দিয়েই সমস্ত ব্যাপারটা নিষ্ঠুর সত্য হলেও শুন্‌তে চাই।"

মুকুল আরম্ভ কর্‌লো: "তোমার জানা আছে অমিয়দা, আমার স্বামী আসামের এক চা বাগানে চাকরী করতেন আমার সঙ্গে তাঁর বিয়ে হবার আগে থেকেই। এক সপ্তাহের ছুটী নিয়ে তিনি এসেছিলেন আমায় বিয়ে করতে। বিয়ের আগে তিনি অথবা আমি পরস্পরকে দেখিনি। বিয়ের সময় আমাকে দেখে তিনি খুসী হয়েছিলেন কিনা জানি না কিন্তু আমি তাঁর পায়ে আত্ম-সমর্পণ করতে পারিনি। আমার মন এবং প্রাণ ছিল অন্যত্র। বিয়ের দুটো মন্ত্রের জোরে এক দিনেই তাদের আমি জোর করে' ছিনিয়ে এনে অপরিচিতের পায়ে সঁপে দিতে পারিনি, কিন্তু আমার চেষ্টা ছিল এবং শেষ পর্য্যন্ত পারতামও, কিন্তু স্বামী আমাকে চান নি; তিনি চেয়েছিলেন রূপ এবং এক কথায় রূপ বল্‌তে যা বোঝায় ঠিক সে জিনিষটা আমার নেই। আমার গায়ের রঙ কালো—এইটাই হ'ল আমার স্বামীর প্রধান আপত্তির কারণ। বিয়ের দু'দিন পরেই আমি আমার স্বামীর মনোভাব টের পেয়েছিলাম। তাঁর 'অনাগতা প্রিয়ার' যে রূপটা তিনি কল্পনার তুলিতে এঁকেছিলেন ঠিক সেইটা আমার মধ্যে না পেয়ে তিনি সকলের ওপরই বিতৃষ্ণ হয়ে' পড়েছিলেন। আমার লজ্জার ও দুঃখের আর অন্ত ছিল না অমিয় দা, সবাই কালো বলে বিদ্রূপ করে চলে গেল। রাগও হয়েছিল অসম্ভব রকম, এক একবার ইচ্ছে হয়েছিল কিছু শুনিয়ে দিই কিন্তু নেহাৎ বউ হয়ে এসেছি বলেই চুপ করে সব সহ্য কর্‌লাম।" বলেই মুকুল হো হো কোরে হেসে উঠ্‌লো।

অমিয় শুধু বল্‌লো—"স্কাউণ্ড্রেল্‌স্"

"কিন্তু" মুকুল আবার আরম্ভ কর্‌লো। "আমার শাশুড়ী ছিলেন অতি ভালমানুষ 'মা লক্ষ্মী' বলেই তিনি আমায় কোলে টেনে নিয়েছিলেন।"

* * *

"ফুল শয্যার রাত্রে স্বামীর ঘরে ঢুকে দেখি তিনি নিদ্রিত। ঘরময় একটা বিশেষ গন্ধ ছড়ান—এসেন্সে-এর গন্ধ নয় মদের। বুঝলাম্

স্বামী আমার মদ খান। বিতৃষ্ণায় আমার সমস্ত দেহ মন হাহাকার করে উঠলো। ঘর ছেড়ে তখন পালাবারও উপায় ছিল না। স্বামী নিদ্রিত এইটাই ছিল বড় সান্ত্বনা—তাঁর এ সুখ নিদ্রা শীঘ্র ভাঙ্‌বে না তাও বুঝলাম। মনে হ'ল এইখানেই বুঝি আমার জীবনের যবনিকা পড়লো। মেঝেয় আঁচল পেতে কোন রকমে রাতটা কাটালাম। তারপর দিন সকালেই স্বামী চাকরীর অনুরোধে বিদেশ যাত্রা করলেন।

* * *

তারপর তিন বছর হয়ে গেছে স্বামী বাড়ী ফেরেন নি। প্রথম কয়েক মাস বাড়ীতে যথারীতি টাকাও পাঠিয়েছিলেন পরে আর কোন খবর আমরা পাই নি। অতিকষ্টে আমার ও আমার শাশুড়ীর দিন চ'লতো। লোকে আমায় শাশুড়ীকে বলতো 'যাই কেন বলনা বাপু বৌটা তোমার বড় অপয়া, নইলে অমন ছেলে তোমার, ইত্যাদি। শাশুড়ী সে কথায় কান দেন নি বরং পুত্রের ব্যবহারে আমার কাছে তিনি লজ্জিত হয়েই থাকতেন। বাস্তবিকই তিনি আমায় ভালবাসতেন। আমাদের পাড়ার-ই একটী ছেলে সম্প্রতি আমার স্বামীর কর্ম্মস্থলে চাকরী করতে গেছে! সে এসে বলেছে আমার স্বামী নাকি মাতাল অবস্থায় কোন ভদ্রমহিলার অপমান করার অভিযোগে জেলে গেছেন। এ খবর ক্রমে আমার কানে এসেও পৌঁছে-ছিল। আমার শ্বশ্রুমাতারও এ সংবাদ শুনবার পরে তাঁর আর বেঁচে থাকা সম্ভব হয় নি। শাশুড়ীর মৃত্যুর পরেও শ্বশুর বাড়ীতে থাকব মনে করেছিলাম কিন্তু কয়েক-দিন পরেই বাবার অসুখের সংবাদ পেয়ে চলে এসেছিলাম—"

স্থির হয়ে মুকুলের এই করুণ কাহিনী শোনবার পর ধীরে ধীরে অমিয় বললো: "এখন আমি তোমার জন্যে কি করতে পারি মুকুল?"

"পার সব-ই অমিয়-দা, কিন্তু তোমার সমাজ তোমায় বাধা দেবে—" বলতে বলতে হঠাৎ থেমে গিয়ে মুকুল চীৎকার করে' কেঁদে উঠল।

অমিয় তার মাথাটা নিজের বুকে টেনে বললো—"সংসারে আমার কে আছে মুকুল যার জন্যে সমাজকে আমার ভয় করে চলতে হবে? আমার সারাজীবনের কামনার লক্ষ্মীকে ভগবান বহু বিপর্য্যয়ের মধ্যে দিয়ে আজ আমার-ই কোলে ফিরিয়ে দিয়েছেন—তাকে গ্রহণ করতে গিয়ে সমাজ বা অন্য কিছুকে আমি সাক্ষী মানতে চাই না। সমস্ত দেহ মন দিয়েই আজ আমি তোমায় গ্রহণ করলুম মুকুল!

বাবু—এই বেড়ালটা তোমার কাছ থেকে যখন কিনেছিলুম, তুমি ব'লে ছিলে ইঁদুরের ভয় আর থাকবে না। কিন্তু ও ইঁদুর দেখলে নিজেই পালায়।

বিক্রেতা—তা' হলে ইঁদুরেরা ভয়শূন্য হয় নি কি?

*

রাম—এই জামাগুলোর কাটছাঁট যেন খুব ভাল হয়, আমার সম্প্রতি বিয়ে হ'য়েছে, নোতুন শ্বশুর বাড়ী যাবার জন্যে এ-গুলো করাচ্ছি।

দর্জ্জি—আগে দাম দিতে হবে।

রাম—সে কি হে! আজ তিন বছর তোমার সঙ্গে কারবার ক'রছি, তুমি তো জানো যে প্রতিমাসের শেষে তোমার পাওনা আমি চুকিয়ে দি-ই—এতদিন তাতে কোনো আপত্তি করোনি।

দর্জ্জি—কারণ, এতদিন আপনার টাকা-কড়ির মালিক আপনি নিজেই ছিলেন।

*

মহিলাযাত্রী—তুমি পথ ঠিক করো কি ক'রে—

জাহাজের কাপ্তেন—কম্পাসের সাহায্যে, ওর কাঁটা সব সময়ে উত্তর-মুখো থাকে।

মহিলা—কিন্তু যদি দক্ষিণ দিকে যেতে হয়?

ক—যদি জগতের সব পুরুষদের সাগরের এ-পারে আর সব মেয়েদের ওপারে রাখা যেত তো পৃথিবীতে বেকার সমস্যার চট ক'রে সমাধান হোতো।

খ—কি করে?

ক—সব লোক তা হ'লে জাহাজ তৈরীর কাজে লেগে যেত।

*

পুরুষ—আমার প্রত্যেকটি চুম্বন, একশটি মুখের কথার সঙ্গে সমান।

নারী—আমি তোমার কাছ থেকে লক্ষ কোটি কথা শুনতে চাই।

*

অবিবাহিত যুবক—বিবাহিতের অবস্থা অবিবাহিতের চেয়ে ঢের ভালো।

বন্ধু—কেন?

অ-যু—বিবাহিতের ভয় শুধু একজন নারীকে আর অবিবাহিতের অসংখ্য নারীকে!

*

ষ্টেশন মাষ্টার—আপনি রামপুর যাবেন? আমরা খবর পেলুম, সেখানে ভীষণ অগ্নি-কাণ্ডের ফলে প্রায় সব বাড়ী-ঘরই পুড়ে গেছে।

প্যাসেঞ্জার—এই ট্রেন সেখানে পৌঁছবার আগে, নিশ্চয় সে সব আবার তৈরি হ'য়ে যাবে।

কালী ফিল্মের "পাতালপুরী"

অভিমন্যু
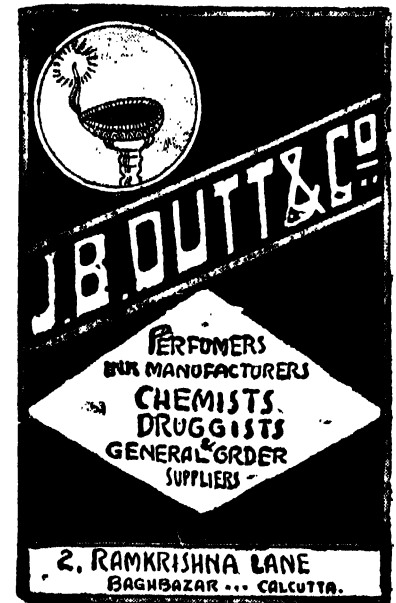
বহু ঢক্কা-নিনাদিত "পাতালপুরী" গত শনিবার হইতে "রূপবাণীতে" আত্মপ্রকাশ করিয়াছে।

প্রযোজক ও পরিচালক—শ্রীপ্রিয়নাথ গাঙ্গুলী
চিত্র সম্পাদক—শ্রীজ্যোতিষ মুখোপাধ্যায়
আখ্যায়িকা—শ্রীশৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়
আলোক চিত্র—শ্রীননী সান্যাল
শব্দ-যন্ত্রী—শ্রীমধু শীল
শ্রেষ্ঠাংশে—শ্রীজীবন গাঙ্গুলী, তিনকড়ি চক্রবর্ত্তী, মায়া মুখোপাধ্যায়, শিশুবালা প্রভৃতি।

ছবির গল্পটি মোটামুটী এই :—

মুংরা ও টুমনী—দুইজনেই সাঁওতাল। এক ঠিকাদারের প্ররোচনায় তাহারা কয়লার খনিতে কাজ করিতে আসিল। সেখানে বিলাসী বলিয়া একটি বাউরীর মেয়ের সঙ্গে তাহাদের আলাপ হইল। টুমনী তাহার পিতাকে না বলিয়া পলাইয়া আসিয়াছিল, তাহার পিতা মাতলা সর্দ্দার আসিয়াও তাহাকে ঘরে ফিরাইয়া লইয়া যাইতে পারিল না। এমনই টুমনী মুংরাকে ভালবাসিয়াছিল। ইদানীং টুমনীকে আর মুংরা বড় একটা সুনজরে দেখিত না, ইহাতে টুমনী কত অনুযোগ অভিযোগ করিত, এক এক সময় মুংরা প্রতিজ্ঞা করিত যে সে কখনও বিলাসীর নিকট যাইবে না কিন্তু সে প্রতিজ্ঞা সে বাড়ী হইতে বাহির হইলেই ভুলিয়া যাইত।

একদিন খাদের ভিতর ফুটা হওয়ায় গ্যাস হইল। দশ টাকা বখশিস পাওয়া যাইবে শুনিয়া মুংরা খাদের ভিতর গ্যাস বন্ধ করিতে নামিল। ইহা শুনিয়া টুমনীও খাদের নীচে নামিয়া দু'জনে মিলিয়া ফুটা বন্ধ করিল। দুইজনের বখশিসের কুড়ি টাকা মুংরা সব বিলাসীকে দিয়া আসিল। সেইদিন খাবার সময় যখন টুমনী তাহার বখশিসের টাকা চাহিল তখন মুংরা ভাতের থালা ছুঁড়িয়া ফেলিয়া টুমনীকে এমন ভাবে ধাক্কা দিল যে, থালার কানায় লাগিয়া টুমনীর কপাল কাটিয়া গেল, সে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল। ইহার পর মুংরা ধনুকে তীর সংযোগ করিয়া টুমনীকে লক্ষ্য করিল কিন্তু তাহার লক্ষ্যভ্রষ্ট হইল। টুমনী আস্তে আস্তে ঘর ছাড়িয়া চলিয়া গেল। মুংরা বিলাসীর বাড়ী গিয়া দেখে যে, বিলাসী ঠিকাদার বাবুর সঙ্গে মাইফেল করিতেছে। ইহাতে তাহার রক্ত গরম হইয়া উঠিল। সে বিলাসীকে লক্ষ্য করিয়া তীর ছুঁড়িল। বিলাসী মরিল।

মুংরার দুই বৎসর জেল হইল। জেল হইতে খালাস পাইয়া সে দেশে ফিরিয়া গেল। দেশে গিয়া দেখে তাহার একটি ছেলে হইয়াছে। তারপর টুমনীর সহিত মুংরার মিলন হইল।

গল্পটির চিত্র-নাট্য রচনা শোচনীয় ভাবে দুর্ব্বল। গল্পটির ভিতর আকর্ষণী শক্তি (Grip) খুব কম। সেই জন্য আগাগোড়া একঘেয়ে। তবু শেষের দিকটায় কতকটা জমিয়াছে। গল্পের আরম্ভ যেমন হইয়াছে শেষটি তেমন হয় নাই। টুমনী ও মুংরার যেখানে দেখা হইল সেইখানেই শেষ করিলে আমাদের মনে হয় শোভন হইত। ছবির tempoও ভয়ানক slow.

ছোটো খাটো ত্রুটি অল্প বিস্তর আছে। সেগুলিকে অগ্রাহ্য করা যায় কিন্তু দুই একটি গলদ বড় চোখে লাগে। যেমন বিলাসীকে কুলী রমণী বলিয়া মোটেই মনে হয় না, কলিকাতার পল্লীবিশেষের স্ত্রীলোকের সাজে সুসজ্জিত। কয়লার খাদ হইতে উঠিয়া আসিলে দেহ কখন অত সুশ্রী ও চকচকে থাকে না।

অভিনয়ের মধ্যে শ্রীজীবন গাঙ্গুলীর 'মুংরা' মন্দ নয়। শ্রীমতী মায়া মুখোপাধ্যায়কে 'টুমনী'রূপে মানাইয়াছিল সুন্দর, কিন্তু অভিনয়ের আড়ষ্ট ভাবের জন্য প্রাণহীন হইয়াছে। শ্রীমতী শিশুবালার 'বিলাসী' তবু মন্দের ভাল। তবে তাঁহার নাচটি বাদ দিলেই ভাল হইত। তিনকড়িবাবুকে 'মাতলা সর্দ্দার'রূপে মানায় নাই মোটেই তবে ক্ষুদ্র অভিনয়টুকু মন্দ হয় নাই। গানটিতে তিনি প্রাণ সঞ্চার করিতে পারেন নাই। গানগুলির মধ্যে শ্রীমতী কমলা (ঝরিয়ার) গান দুটিই একমাত্র শ্রবণযোগ্য হইয়াছে।

আলোক-চিত্র বেশ সুন্দর হইয়াছে। বহির্দৃশ্যগুলির মধ্যে দুই এক জায়গা ছাড়া সর্ব্বত্রই আলোক-চিত্রকর শ্রীননী সান্যাল প্রশংসার দাবী করিতে পারেন।

শব্দনিয়ন্ত্রণও খুব সুন্দর হইয়াছে।

ক্রমাগত কয়লার খাদে নামা-উঠা এবং বিলাসীর বাড়ীতে মদ্যপানের দৃশ্য এবং অনাবশ্যক ও অবান্তর স্থান কয়েকটি বাদ দিতে আমরা গাঙ্গুলী মহাশয়কে অনুরোধ করি, তাহা হইলে ছবিখানি কতকটা ঝরঝরে হইতে পারে।

—সাউণ্ড বক্স

দীপালীতে প্রতি সপ্তাহেই রেকর্ড সমালোচনা বাহির হইতেছে। আমাদের পাঠকবর্গ জানাইয়াছেন যে, আমাদের পক্ষপাত শূন্য সমালোচনা বাহির হইলে তাঁহাদের রেকর্ড ক্রয় করিবার বিশেষ সুবিধা হয়—বাছাই করার হাঙ্গামা থাকে না। অতএব এখন হইতে রেকর্ড কিনিবার পূর্ব্বে দীপালীর এই স্তম্ভটি পড়িয়া কিনিলে ক্রেতাদের কতক সুবিধা হইতে পারে।

COLUMBIA RECORDS
March—1935

মার্চ্চ মাসে কলম্বিয়া কোম্পানী ৪ খানি রেকর্ড বাহির করিয়াছেন। ৪ খানিই কণ্ঠ সঙ্গীতের রেকর্ড এবং ৪ জন শিল্পীই গায়িকা। কোন বাদ্য যন্ত্রের রেকর্ড বাহির হয় নাই। ইহাদের শিল্পী, গান এবং সুর নির্ব্বাচনে, কোনটারই প্রশংসা করা যায় না। মুষ্টিমেয় কয়েকটি শিল্পী ব্যতীত অধিকাংশই অচল বলিয়া মনে হয়।

*

G.E. 2223. শ্রীমতী আভাবতীর দুই-খানি গান এই রেকর্ডে প্রকাশিত হইয়াছে। "ধ্যানে ধ্যানে লভিনু" গানটির অর্থ সম্যক হৃদয়ঙ্গম করা দুঃসাধ্য। "এখনো ঝরেনি আম্রকলি" গানটিও তদ্রূপ। সেদিন গিয়াছে যেদিন মাথামুণ্ডুহীন কথার গাঁথুনিতে যথেচ্ছা সুরের পলস্তরা দিয়া কলের গান হইলেই ক্রেতার কৌতুহল চরিতার্থের জন্য বিক্রয় হইবে। গায়িকার কণ্ঠ, রচনা ও সুর কোনটই ভাল নয় বলিয়া রেকর্ডখানি শুনিয়া আনন্দের সন্ধান পাওয়া যায় না।

*

G.E. 2236 কুমারী লতিকা মিত্রের (এমেচার) দুখানি কীর্ত্তন গান এই রেকর্ডে শুনিলাম। গানের রচনা মন্দ নয় এবং সুর যোজনাও নিন্দনীয় হয় নাই। সর্ব্বোপরি গায়িকার মধুর কণ্ঠে ও গাহিবার সুষ্ঠু প্রণালীতে গান দুটি এবং বিশেষ করিয়া "বেসেছো যদি ভাল ওগো শ্যাম" গানটি আমাদের ভাল লাগিল।

*

G. E. 2237. মিস আশালতার দু'খানি গান এই রেকর্ডে প্রকাশিত হইয়াছে। "দে'লে দোদুল ঐ কুমকুমে রাঙা ফুল দোল" ও "কোন ফাগুনে রাঙিয়েছিল কোন প্রিয়া" গান দুটি রচনা করিয়াছেন শ্রীধীরেন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায়। গানের সুর দিয়াছেন শ্রীতুলসী লাহিড়ী। আশালতার যে শ্রেণীর রেকর্ড শুনিতে আমরা অভ্যস্ত ইহা তাহা অপেক্ষা অনেকাংশে ভাল হইয়াছে। রেকর্ডখানি আমাদের নিকট একটু mild Surprise গোছের হইয়াছে। ক্ল্যারিওনেট ঘুঙুর ও তবলার আওয়াজ কণ্ঠ সঙ্গীতের সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করিতে পারে নাই। বাণী আরও স্পষ্ট হওয়া উচিত। গান দুটি মন্দ হয় নাই।

*

G.E. 2238. শ্রীমতী মনোরমার দু'খানি গান এই রেকর্ডে বাহির হইয়াছে। "ধীরে বহে দখিনা হাওয়া" গানটির রচয়িতা ও সুর যোজক শ্রীতুলসী লাহিড়ী। গানটি আমাদের ভাল লাগিল না। অপর গান "যদি কভু মনে পড়ে মোরে অবেলায়" অনেকাংশে ভাল হইয়াছে এবং সুরটি মধুর বলিয়া সুখশ্রাব্য হইয়াছে। মনোরমার পূর্ব্ব প্রকাশিত রেকর্ড অপেক্ষা আলোচ্য রেকর্ডখানি অপেক্ষাকৃত উন্নত মনে হইল।

TWIN RECORDS
March 1935.

টুইন রেকর্ড কোম্পানী এ মাসে ৬ খানি কণ্ঠ-সঙ্গীতের রেকর্ড বাহির করিয়াছেন। আমরা নিম্নে প্রত্যেক রেকর্ডের সমালোচনা দিলাম।

*

F.T. 3778. মিস্ বীণাপাণি (খেঁদি) দু'খানি গান গাহিয়াছেন এই রেকর্ডখানিতে। "পাগল করা বঁধুর ছবি" ও "প্রভাতের শিশির ঝরা" গান দুটি শুনিলাম। গায়িকার কণ্ঠস্বর ভাল এবং গাহিবার প্রণালীও মন্দ নয়। গান দুটি আমাদের মন্দ লাগিল না। গানের রচনা কেবল কথার মালা-গাঁথা; কোন ভাব নাই।

*

F. T. 3779. বিমল গুপ্ত ও মিস হরিমতীর ডুয়েট গান এই রেকর্ডে প্রকাশিত হইয়াছে। গায়িকার কণ্ঠস্বর মাজ্জিত ও মধুর সেই জন্ম স্ত্রী-কণ্ঠ সঙ্গীতটুকু উপভোগ্য হইয়াছে। গানের সুর ও রচনা নিতান্ত মামুলী। সমগ্র রেকর্ড সঙ্গীতখানি মোটের উপর মন্দ লাগিল না।

*

F. T. 3780. হাস্যরসিক শ্রীহরিদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের দুটি কমিক গান এই রেকর্ডে প্রকাশিত হইয়াছে। "বৌ ম্যানিয়া" ও "দুঃখের ফর্দ্দ" শুনিয়া হাস্য সম্বরণ করা কঠিন। এই প্রথম শ্রেণীর হাস্যরসিকের গান টুইন রেকর্ডে প্রকাশিত করিয়া গরীব ক্রেতাগণকে হাসির উপাদান সস্তায় সরবরাহ করিবার জন্য টুইন কোম্পানী আমাদের ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন।

*

F.T.3781. শ্রীহিমাংশু দাস "হে প্রিয়তম সুন্দর মম তোমার ধরণী মাঝে" ও

"এসেছ মরমে স্বপনের সম ফাল্গুন ফুল রাতে" গান দুটি গাহিয়াছেন। গানের রচনা ভাল লাগিল। সুর ও গাওয়া মন্দ হয় নাই।

*

F. T. 3782. শ্রীসুবল দাস গুপ্তের দু'টি হোলির গান এই রেকর্ডে প্রকাশিত হইয়াছে। গানের কথা ভাল নয়। "মেখলা কটির মূলে" "রঙন" "ভালে" প্রভৃতি শব্দ "হরি সনে খেলবো হোরী" গানটির মধ্যে পাওয়া যায়। কথাগুলির অর্থ বুঝা যায় না। দ্বিতীয় গানটির রচনাও তদ্রূপ। গায়কের কণ্ঠ ও সুর যোজনা নিতান্ত নিন্দনীয় নয়।

*

F.T.3783. রহমতুল্লা "কলির বউ গো তুমি" ও "এখনকার বউ ঝিয়ে গো" গান দু'টি গাহিয়াছেন। যে শ্রেণীর ক্রেতাদের জন্য গান দুটি প্রকাশিত হইয়াছে তাহাদের আনন্দ বর্দ্ধন হইলেই আমরা সুখী হইব।

*

টুইন কোম্পানী শিল্পীদের নামের পূর্ব্বে "শ্রীযুত" "মিষ্টার" বা অন্য কোন ভদ্রতা সূচক সম্বোধন লিখেন না। পূর্ব্বে গ্রামোফোন কোম্পানীও লিখিতেন না কিন্তু আমাদের আন্দোলনের ফলে এখন লিখিতেছেন। টুইন রেকর্ড কোম্পানীর নিকট হইতে শিল্পীগণ এটুকু শিষ্টাচারও দাবী করিতে পারেন না? আমরা কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করি।

এততেও বেঁচে আছি

—শ্রীক্ষেত্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়

এততেও বেঁচে আছি!
—বেঁচে আছি তবু
মর্ম্মান্তিক মৃত্যুজ্বালা সহি' পলে পলে—
লাঞ্ছনার, বঞ্চনার, অতৃপ্ত ক্ষুধার প্রদীপ্ত
অনলে।
দু' মুঠি কদন্ন তাও পেট ভ'রে খেতে
নাহি পাই,
মেলে নাকো অসুখে ঔষধ;
প্রেতের মতন মূর্ত্তি অস্থি-চর্ম্ম-সার,
মাংসহীন সজাগ চোয়াল,
রন্ধ্রগত আঁখি;
মানুষ বলিয়া মোটে চেনা নাহি যায়,
কঙ্কাল কাঠাম খালি রয়েছে বজায়
কোনো রূপে যেন;—
—যেন প্রাণপণে
বাঁচিয়া রয়েছি শুধু
মরিতে না পেয়ে!
—অপমৃত্যু হোক এর চেয়ে,
একেবারে বেঁচে যাই।

*

শীতের সুদীর্ঘ রাতে
মরণের হিম-স্পর্শ করি অনুভব
পথের কিনারে নগ্ন কলেবরে শুয়ে;
বিকৃত কুৎসিত দেহ জমে' যেন যায়
আড়ষ্ট অসাড় হোয়ে,—
মনে হয় মরে' বুঝি যাবো।
—নিষ্ঠুর সে মৃত্যু মোর আসে না
তবুও।

*

নিদাঘের মধ্যাহ্ন প্রহরে
ব্যাধির বিস্তার নিয়ে তপ্ত ফুটপাথে
বিকৃতির প'রে তারি গড়াগড়ি দিই;
মাছি উড়ে বসে গায়;
মর্ম্মন্তুদ যন্ত্রণায় মাঝে মাঝে হারাই চেতনা।
আর্ত্ত স্বরে কাঁদি বা কখনো।
—কাঁদি আর স্তোত্র পাঠ করি
ভয়াল-সুন্দর প্রিয় বাঞ্ছিত মৃত্যুর!—
যে পাষাণ পথ ভুলে আসে না কিছুতে।
—এলে পরে হোতো ভালো ঢের,
মরে' গিয়ে বাঁচিতাম॥

বীমা-প্রসঙ্গ

—শ্রীগুরু

ওরিয়েনটাল ভারতের সর্ব্ববৃহৎ কোম্পানী। ইহার বীমা তহবিল একদিকে আর অন্যান্য ভারতীয় কোম্পানীদের সম্মিলিত বীমা-তহবিল অন্যদিকে রাখিলেও ওরিয়েনটাল বড়-ই থাকিয়া যায়। সুদীর্ঘকাল ধরিয়া জীবন-বীমার প্রকৃত আদর্শ লইয়া কার্য্য পরিচালনা করিয়া ওরিয়েনটাল এদেশের সর্ব্ব-বৃহৎ জীবনবীমা প্রতিষ্ঠানে পরিণত হইয়াছে। কোম্পানীর কার্য্য যেরূপ দ্রুতবেগে বিস্তৃত হইতেছে তাহাতে আশা করা যায় অতি অল্প-কাল মধ্যেই ইহা পৃথিবীর অন্যতম বৃহৎ প্রতিষ্ঠানে পরিণত হইবে। ১৯৩৪-এ কোম্পানীর ৭,৬২,৪২,৭৬১ মূল্যের ৪২,৩৬৪ খানা পলিসি প্রদান করিয়াছেন—পূর্ব্ব-বৎসর অপেক্ষা ৫৮,১৬,৫৫৮ পরিমাণ কাজ বাড়িয়াছে। বারান্তরে আমরা এই বিরাট প্রতিষ্ঠানের কার্য্যাবলী সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করিব।

* * *

বোম্বাইবাসীরা বাংলা দেশে আসিয়া ব্যবসা করিয়া টাকা লুটিয়া যাইতেছে একথা অতি সত্য। কয়েকটি কোম্পানী ভিন্ন আর কাহারও প্রতি দৃষ্টিপাত করা যায় না। অথচ বাংলাদেশ হইতে প্রতিবৎসর বহু বীমা বিক্রীত হইতেছে। বোম্বাই প্রতিষ্ঠানগুলির সাধারণ অবস্থা আজ অনেক ভাল, বিশেষতঃ বাংলার কোম্পানীর তুলনায়, কিন্তু এজন্য সে বাঙ্গালী ব্যবসায় ক্ষেত্রে বিমুখ একথা আমরা স্বীকার করিতে পারি না। "এম্পায়ার অব ইণ্ডিয়ার" নাম বাংলার ঘরে ঘরে পরিচিত করিয়াছেন শ্রীঅবিনাশচন্দ্র সেন। অদ্যাবধি প্রায় অর্দ্ধেক কাজ বাংলাদেশের এই অধিনায়ক সংগ্রহ করেন। "বোম্বাই মিউচুয়াল" শ্রীযুক্ত জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ দস্তিদারের অক্লান্ত পরিশ্রমে বাংলাদেশ হইতে বহু বীমা সংগ্রহ করিতেছে। "বোম্বাই লাইফ" শ্রীযুক্ত ইন্দুভূষণ সেন মহাশয়ের কর্ম্মকুশলতায় বাংলার ঘরে ঘরে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে—"নিউ ইণ্ডিয়ার" জীবনবীমা বিভাগ যে আশাতীত সাফল্য অর্জ্জন করিয়াছে তাহার মূলে ডাঃ এস্. সি, রায়ের সংগঠন শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। সুতরাং ব্যবসায় ক্ষেত্রে বাঙ্গালী যে একেবারেই কর্ম্মবিমুখ একথা মিথ্যা।

* * *

বাংলাদেশের বীমা কোম্পানীগুলির উৎপত্তির ইতিহাস অনুধাবন করিলে ন্যাশানাল ইন্‌সিওরেন্স কোংর প্রতিষ্ঠাতা কর্ম্মবীর শ্রীযুক্ত পান্নালাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথা মনে আসে। প্রতিকার পরাঙ্মুখ আত্মবিস্মৃত দেশে যখন স্বদেশীকতার স্রোত আসিল সেই সময়ে এই কর্ম্মবীর বিদেশী কোম্পানীর প্রতি-যোগীতাকে অগ্রাহ্য করিয়া ক্ষুদ্র একখানি প্রকোষ্ঠে ন্যাশানাল ইন্‌সিওরেন্স কোংর প্রতিষ্ঠা করিলেন। তখনকার দিনে এইরূপ দুঃসাহসিক কাজে তিনি যে শুধু সৎসাহসের পরিচয় দিয়াছিলেন তাহা নহে—স্বজাতির অনাদর উপেক্ষা ত' যথেষ্ট পাইয়াছিলেন কিন্তু কঠিন প্রতিকূলতার বক্ষ বিদীর্ণ করিয়া অক্লান্ত পরিশ্রমের দ্বারা পান্নালাল ন্যাশানাল ইন্‌সিওরেন্স কোংকে প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছেন। জীবনে তিনি ইহার গৌরব-সূর্য্য দেখিতে পারেন নাই সত্য কিন্তু জীবনব্যাপী অবিরাম সংগ্রাম দ্বারা ইহার ভিত্তি স্থায়ী করিয়া গিয়াছেন। বীমাকর্ম্মীদের মধ্যে যাঁহাদের বড় হইবার ইচ্ছা রাখেন তাঁহারা এই কর্ম্ম-বীরের জীবনী আলোচনা করিলে শিক্ষার অনেক বিষয়-ই পাইবেন। বহুমতের সহিত যোগ দিলে কোন বড় মত-ই প্রতিষ্ঠা করা যায় না—নিজে সত্য বলিয়া যাহা জানিয়াছি সত্য বলিয়া যাহা বুঝিয়াছি—তাহা প্রতিষ্ঠা করিতে হইলে বহু মতের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইবার সৎসাহস থাকা চাই।
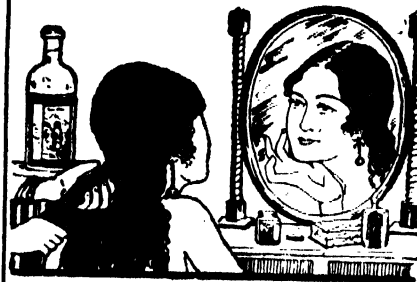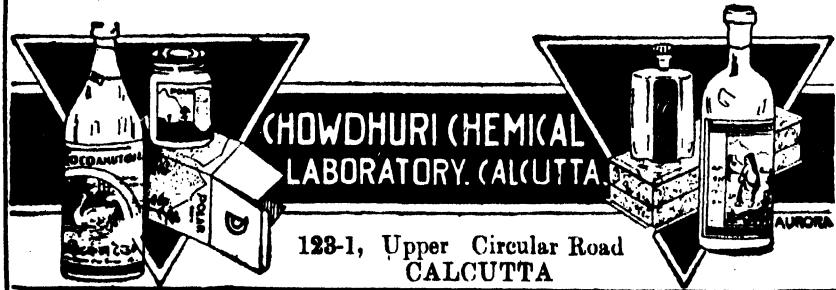
বীমা-প্রসঙ্গ

জীবন ও জীবন-বীমা

—শ্রীকামিনীকুমার রায় এম-এ

কোনও এক পণ্ডিত বলিয়াছিলেন, বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের অনেক রকম আশ্চর্য্য জিনিষের কথা আমরা শুনিতে পাই; কিন্তু সকলের চেয়ে আশ্চর্য্য হইতেছে এই যে,—আমরা এখনো বাঁচিয়া আছি। বাস্তবিক প্রতিদিন প্রতি মুহূর্ত্তে মানুষকে এত সব প্রবল প্রতিকূল অবস্থার ভিতর দিয়া কাজ করিতে হয় যে, যে কোনও সময়ে, যে কোনও স্থানে তাহার মৃত্যুর সম্ভাবনা পূর্ণ মাত্রায় বিদ্যমান রহিয়াছে! এইরূপ সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও মানুষের বংশ যে আজও পৃথিবী হইতে লোপ পায় নাই,—সেইটাই এক অতি আশ্চর্য্য ব্যাপার!

মৃত্যু অতি স্বাভাবিক, সুনিশ্চিত এবং আকস্মিক জানিয়াও এই সুন্দর পৃথিবী হইতে বিদায় লইতে অতিবড় জ্ঞানীরও চোখের পাতা ভিজিয়া যায়। মানুষ একাকী আসে, একাকী চলিয়া যায়; কিন্তু নিঃসঙ্গ জীবন সে যাপন করে না,—করিতে পারে না; সংসারে আসিয়া দশের সঙ্গে একেবারে জড়াইয়া পড়ে। মাতাপিতাকে সে ভক্তি করে, স্ত্রীকে ভালবাসে, পুত্রকন্যাকে স্নেহ করে, তারপর পরিবারের বাহিরে দেশ-দেশান্তরেও তাহার শুভেচ্ছা ছুটিয়া চলে; পৃথিবীর সবকিছুতেই তাহার যেন কেমন একটা মমতা জন্মিয়া যায়। মানুষের আমিত্ব তখন আর শুধু তাহার নিজের মাংসপিণ্ডের দেহটার মধ্যে আবদ্ধ থাকে না; স্ত্রী-পুত্র-পরিবার, দেশ, বিশ্ব,—সকলকে লইয়া এতটুকু আমি তখন এক বিরাট আমিতে রূপান্তরিত হয়। মানুষ নিজে আর কতটুকু? নিজের জন্য আর সে কতখানি ভাবে,—কতখানি করে? তাহার সকল ভাবা, সকল কথা, তাহার সকল সার্থকতা ঐ বৃহত্তর আমিকে আশ্রয় করিয়াই। এই বৃহত্তর আমিই মানুষ; এই **বৃহত্তর আমির দাবীই মানুষের কাছে মনুষ্যত্বের দাবী।** এই দাবী পূরণ করিতে না পারিলে মানুষের তৃপ্তি নাই, শান্তি নাই; মানুষ নামের মহান্ গৌরবলাভে তাহার অধিকার নাই।

যে-জীবন এই দাবী পূরণ করিবে, যে-জীবনের সঙ্গে এত লোকের এত বস্তুর এত সম্পর্ক, সেই জীবনের মূল্য কে নিরূপণ করিতে পারে? মানুষের কাছে মানুষের জীবন অমূল্য; সামান্য টাকায় আনায় তাহার মূল্য বিচার করা চলে না। কিন্তু অবস্থার বিপাকে সমস্ত মূল্যের অতীত এই জীবনটাকেও আমাদের একটা আর্থিক মূল্য দিতে হয়,—না দিয়া উপায় নাই।

সুস্থ জীবনের গর্ব্ব বেশী দিন থাকে না। সুস্থ সবল অবস্থায় যদি আমরা চিরদিন বাঁচিয়া থাকিতে পারিতাম, তাহা হইলে ভাবনার কিছু ছিল না; আর জীবনটার উপর কয়েক হাজার বা কয়েক লক্ষ টাকার একটা আর্থিক মূল্য চাপাইয়া তাহাকে খাটো করিবারও কোন প্রয়োজন হইত না। কত আকাঙ্ক্ষাই না আমাদের মনে জাগে! সুস্থভাবে বাঁচিয়া থাকিলে কত টাকাই না আমরা উপার্জ্জন করিতাম! কতভাবেই না আমরা দশের এবং দেশের দাবী পূরণ করিতে পারিতাম! শুধু ধন দিয়া নয়, মন দিয়া, কথা দিয়া, স্বাস্থ্য দিয়া,—সকল রকমে। কিন্তু নিষ্ঠুর দুর্দ্দিন, জরা, মৃত্যু, রোগ, শোক, শত সহস্র রকমের দৈব দুর্ব্বিপাক প্রতিক্ষণ যেখানে মানুষের জীবনকে নাশ করিবার জন্য মুখব্যাদান করিয়া আছে, সেখানে সুস্থ ও দীর্ঘ জীবনের ভরসা কোথায়? নির্ম্মম দেবতার অভিশাপে যে কোনও মুহূর্ত্তে আমাদের সকল আশা চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া যাইতে পারে,—যায়।

এমতাবস্থায় জীবনের সুস্থতার দিনে ভবিষ্যতের অসুস্থ এবং অচল জীবনটার জন্য দায়িত্বজ্ঞানসম্পন্ন আমাদের প্রত্যেকের

অন্ততঃ কিছু কিছু সম্বল করিয়া রাখা উচিত। অনেক সময় ভাবিয়া আশ্চর্য্য হই,—এই বিষয়ে আমরা কত উদাসীন! আমরা ভবিষ্যতের দিকে চাহিয়া দেখি না, সহসা যদি দুর্দ্দিন আসিয়া উপস্থিত হয়, পথ চলিতে সহসা যদি জীবনের দীপ নিভিয়া যায়,—তাহা হইলে এই জীবনের উপার্জ্জনের উপর নির্ভরশীল যাহারা, তাহাদের কি দশা হইবে! বার্দ্ধক্যপীড়িত নিঃসম্বল মানুষের দুঃখকষ্টের করুণ আর্ত্তনাদ আমরা শুনি, একমাত্র উপার্জ্জনক্ষম ব্যক্তির মৃত্যুতে সম্বলহীন স্ত্রীপুত্র-পরিবারকে আমরা চোখের জলে পথে বসিতে দেখি; অথচ আমরা উদাসীন থাকি,—ভবিষ্যতের পঙ্গু এবং অচল জীবনটার দিকে নির্লিপ্ত ভাব পোষণ করি। মানুষ নামের গর্ব্ব আমাদের অনেকেরই আছে, কিন্তু মনুষ্যত্বের দাবী পূরণ করিবার শুভবুদ্ধি আমাদের কোথায়?

অনেক সময় মনে হয়, মরণেই বুঝি শান্তি! যে মরে, সে হয়ত বাঁচে। কিন্তু তা' নয়। এত আদরের পুত্রপরিবারকে যে পথে বসিতে হইবে, সেই চিন্তায় মরণোন্মুখ ব্যক্তিও শান্তিতে মরিতে পারে না; সহসা বাঁচিবার সাধ তাহার চিত্তে জাগিয়া উঠে। আবার বর্ত্তমানের অতুল ঐশ্বর্য্যের মধ্যেও ভবিষ্যতের সংস্থান না রাখিয়া শান্তি নাই। কে জানে কখন কোন্ নির্ম্মম দেবতার অভিশাপে আজিকার এই জয়শ্রী ভূলুণ্ঠিত হইয়া না পড়িবে? মানুষের অবস্থা চিরদিন সমান যায় না; আজ যে কোটিপতি, আজ যাহার অঙ্গুলি হেলনে লক্ষ লক্ষ লোক উঠে পড়ে, কাল হয়ত ভাগ্যচক্রের আবর্ত্তনে, নিজের অপরিণামদর্শিতার ফলে সে পথের কাঙাল!

সকল অবস্থা বিবেচনা করিয়া কর্ত্তব্যনিষ্ঠ মানুষের আজ উচিত,—তাহার জীবনের পঙ্গুতায়, অথবা তাহার জীবনের আকস্মিক বিনাশে, তাহার নিজের অথবা তাহার প্রতিপাল্যগণের যে নিদারুণ ক্ষতির সম্ভাবনা, সেই ক্ষতির কতকটা পূরণ করিবার ব্যবস্থা করা। এই ব্যবস্থা করা যাইতে পারে **একমাত্র জীবনবীমার সাহায্যে**। দুর্য্যোগের দিনে মানুষকে,—মানুষের পরিজনকে সাহায্য করিবার এপর্য্যন্ত যত পথ আবিষ্কৃত হইয়াছে, তন্মধ্যে **জীবন-বীমাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পথ**। বীমার সংস্পর্শে মানুষের পঙ্গু অবহেলিত জীবনটাও মানুষের কাছে এক বিরাট সম্পত্তি হইয়া দাঁড়ায়। বৃদ্ধ বয়সে মানুষের যখন উপার্জ্জন থাকে না, আত্মীয় বান্ধব, এমন কি স্ত্রীপুত্রও যখন তাহাকে অবহেলার চক্ষে দেখে, তখন জীবনবীমা বীমাকারীকে হাসিতে হাসিতে আলিঙ্গন দেয়; উপার্জ্জনশীল ব্যক্তির মৃত্যুতে তাহার অতি আদরের স্ত্রী পুত্রও নিরূপায় হইয়া এদিক ওদিক তাকায়, তখন জীবনবীমা তাহাদিগকে অভয় দেয়, সান্ত্বনার বাণীতে কোলে তুলিয়া লয়। অবশ্যম্ভাবী দুর্য্যোগের তাড়নায় জীবনের যখন আর অন্য ধনসম্পদলাভের শক্তি থাকে না, তখন যে সেই অচল জীবনটাই মানুষের এক পরম সম্বল হইয়া উঠিতে পারে,—এই শিক্ষা—এই আশ্বাস দিয়াছে জীবনবীমা। মানুষ ইচ্ছা করিলেই এই সম্বলের অধিকারী হইতে পারে।

চিত্র পরিচিতি

—অভিমন্যু

[আগামী শনিবার হইতে যে সব বিদেশী ছবি কলিকাতায় মুক্তিলাভ করিবে তাহাদের অগ্রিম সংক্ষিপ্ত পরিচয়। সুতরাং কোনো বিদেশী ছবি দেখিতে যাইবার পূর্ব্বে আমাদের চিত্র-পরিচিতি স্তম্ভটি পড়িয়া গেলে, চিত্রপ্রিয়রা লাভবান হইবেন। দীঃ সঃ]

(Biography of a Bachelor Girl)

গ্লোবে দেখানো হইবে, শ্রেষ্ঠাংশে অ্যান হার্ডিং, রবার্ট মণ্টগোমারী, এডওয়ার্ড এভারেট হর্টন, উনা মারকেল, এডওয়ার্ড আর্ণল্ড প্রভৃতি। মেট্রোর ছবি, পরিচালনা করিয়াছেন এডওয়ার্ড গ্রিফিথ।

ম্যারিয়ন ফরসাইথ ছিল একজন বিখ্যাত চিত্রকর, কিন্তু তাহার স্বভাব চরিত্র ছিল খুব খারাপ। সে তাহার জীবনে বহু পুরুষের সংস্পর্শে আসিয়াছে, কিন্তু সকলেই কোন-না-কোন কারণে তাহার নিকট হইতে বিদায় লইয়াছে। এই সময় রিচার্ড কার্ট নামক এক খবরের কাগজের সম্পাদক তাহাকে অনুরোধ করিল, তাহার জীবনের ইতিহাস লিখিতে। এবং সে ইতিহাসটি এমন হওয়া চাই যে, সমস্ত ঘটনাগুলি যেন সবিস্তারে বর্ণিত থাকে।

ম্যারিয়নের জীবনীতে অনেক বড় বড় লোকের ঘটনাও প্রকাশ পাইবার সম্ভাবনা হইল। কিন্তু সে জীবনী আর শেষ করা হইল না, ম্যারিয়ন রিচার্ডের প্রেমে পড়িল। পরে অনেক ঘটনা-বিপর্য্যয়ের পরে ম্যারিয়ন রিচার্ডের সহিত মিলিত হইল।

অবিবাহিতা বালিকা 'ম্যারিয়নে'র ভূমিকায় অ্যান হার্ডিং এমন সুন্দর অভিনয় করিয়াছেন, যাহা বাস্তবিকই উপভোগ্য। রবার্ট মণ্টগোমারিও রিচার্ডের ভূমিকায় সু-অভিনয় করিয়াছেন। অন্যান্য ভূমিকাগুলিও সু-অভিনীত হইয়াছে।

দি গিলডেড লিলি

(The Gilded Lily)

প্লাজায় দেখানো হইবে, শ্রেষ্ঠাংশে ক্লডেৎ কোলবেয়ার, ফ্রেড ম্যাকমারে, রেমণ্ড মিলাণ্ড, সি, অব্রে স্মিথ প্রভৃতি। প্যারামাউণ্টের ছবি, পরিচালনা করিয়াছেন ওয়েসলী রাগল্‌স।

মেরিলীন একটি অফিসে কাজ করিত আর পিটার ছিল একটি খবরের কাগজের রিপোর্টার। প্রতি বৃহস্পতিবার রাত্রে একটি পার্কের বেঞ্চে তাহারা সাক্ষাৎ করিয়া কথাবার্ত্তা কহিত। তাহারা দু'জনেই দু'জনাকে খুব পছন্দ করে, তবে মেরিলীনের মতে কেহই এখনও প্রেমে পড়ে নাই। মেরিলীন চার্লস নামক এক বেকার যুবকের প্রেমে পড়ে। কিন্তু চার্লস ছিল আসলে এক লর্ডের ছেলে এবং তাহার হবু পত্নী লণ্ডনে তাহারই অপেক্ষায় ছিল। সে মেরিলীনকে ছাড়িয়া দিয়া লণ্ডনে চলিয়া গেল। পিটার মেরিলীনের নির্দ্দোষিতা প্রমাণ করিবার জন্য তাহার কাগজের প্রথম পৃষ্ঠায় এই ব্যাপার ছাপাইয়াছিল। ইহার পরই মেরিলীন একটি নৈশ-ক্লাবে চাকরী পাইল। সেখানে তাহার গান শুনিয়া সকলেই খুব সুখ্যাতি করিতে লাগিল। তারপর মেরিলীন লণ্ডন গেল এবং সেখানে চার্লসের দেখা পাইল। মেরিলীন যখন দেখিল যে চার্লস আর তাহাকে চায় না, তখন সে সঙ্গে সঙ্গেই বাড়ী ফিরিয়া আসিয়া পিটারকে আত্মসমর্পন করিল।

ক্লদেৎ কোলবেয়ার "দি গিলডেড লিলি" চিত্রে তিনি অবতীর্ণা

ক্লদেৎ কোলবেয়ারকে এত সুন্দর আর কোন ছবিতে দেখায় নাই। তাঁহার অভিনয়ও হইয়াছে ততোধিক সুন্দর। ফ্রেড ম্যাকমারে খবরের কাগজের রিপোর্টারের ভূমিকাটিকে জীবন্ত করিয়া তুলিয়াছেন।

ডার্‌টী ওয়ার্ক

(Dirty Work)

নিউ এম্পায়ারে দেখানো হইবে, শ্রেষ্ঠাংশে র‍্যালফ লীন, গর্ডন হার্কার, লিলিয়ান বণ্ড, সিসিল পার্কার প্রভৃতি। গমোঁ ব্রিটিশের ছবি, পরিচালনা করিয়াছেন, টম ওয়ালস।

মূল্যবান গহনা চুরির উপদ্রবে নগরবাসী সন্ত্রস্ত। ষ্টার্লিং জুয়েল কোম্পানীর ম্যানেজার গর্ডন ব্রে কিছুতেই চোরকে ধরিয়া উঠিতে পারিতেছিল না। তাহার দোকানের কর্ম্মচারীরাও ছিল খুব বিশ্বস্ত। গর্ডনের এক পুরাতন ও বিশ্বস্ত বন্ধু ষ্টাফোর্ড ও লিওনার্ড

মৎলব করিল যে তাহারা এই অলঙ্কার চুরির ভাণ করিবে, তাহা হইলে আসল চোরকে তাহারা ধরিলেও ধরিতে পারে। কিন্তু যতই তাহারা এই চুরির ভাণ দেখাইতে থাকে, ততই তাহাদের নামেই দোষ পড়িতে থাকে। পরে অবশ্য বহু হাস্যরসাত্মক ঘটনার ভিতর দিয়া তাহারাই আসল চোরকে ধরিতে সমর্থ হইল।

অভিনয় সকলেরই ভাল হইয়াছে—বিশেষতঃ র‍্যালফ লীন ও লিলিয়ান বণ্ডের অভিনয় খুবই হৃদয়গ্রাহী হইয়াছে। একজন অফিসের 'বয়' রূপে একটি ছেলের অভিনয় আমাদের খুব ভাল লাগিয়াছে।

বিলো দি সী
(Below The Sea)

ম্যাডানে দেখানো হইবে। ইহাতে অভিনয় করিয়াছেন র‍্যালফ বেলামী, ফে রে, এসথার হাওয়ার্ড প্রভৃতি। কলম্বিয়ার ছবি, পরিচালনা করিয়াছেন আল রজেল।

একটি সাবমেরীন অগাধ ধনসম্পত্তি সহ জলে ডুবিয়া যায়। একমাত্র জাহাজের কাপ্তেনই জানে কোথায় সেই ধন রত্ন আছে, কিন্তু সকলেই সেই নিমজ্জিত ঐশ্বর্য্য দখল করিতে চায়। ফলে মারামারি আরম্ভ হইল। কিন্তু কেহই আসল জায়গায় পৌঁছিতে পারিল না। অগত্যা তাহারা একটি চিত্র-নির্ম্মাতা কোম্পানীর সহযোগিতায় জলের নীচের জন্তু-জানোয়ারদের চিত্রগ্রহণ করিতে গেল। এই চিত্রগ্রহণকারীর দল যখন চিত্রগ্রহণে ব্যস্ত তখন একটি বিরাট 'অক্টোপাস' আসিয়া তাহাদের আক্রমণ করিল, তখন অবশ্য এক জন ডুবুরী গিয়া রক্ষা করে। পাশাপাশি একটি সুন্দর রোমান্সও খাড়া করা হইয়াছে ডুবুরীর সঙ্গে ও একটি সম্ভ্রান্ত মহিলার সঙ্গে যিনি এই চিত্রনির্ম্মাতা দলকে টাকা দিয়া সাহায্য করিতেন।

অভিনয় সকলেই যথাসাধ্য ভাল করিয়াছেন। এই ছবিতে কি করিয়া জলের চিত্রগ্রহণ করিতে হয়, তাহা বিস্তারিত ভাবে দেখানো হইয়াছে এবং উহা খুবই হৃদয়গ্রাহী হইয়াছে।

সং এ্যাট ইভনটাইড
(Song at Eventide)

এম্পায়ারে দেখানো হইবে, শ্রেষ্ঠাংশে ফে কম্পটন, লেষ্টার ম্যাথুস, ভ্যাল্ডা বার্ণ, লেসলি পেরিস প্রভৃতি। বুচার পিকচার্সের ছবি, পরিচালনা করিয়াছেন হ্যারী হিউজ।

একটি নিঃস্ব অসহায়া বালিকার জীবন এক থিয়েটারের ম্যানেজার কি ভাবে ব্যর্থ করিল তাহারই করুণ ইতিহাস। বালিকাটিকে এক উচ্চবংশীয় ব্যক্তি বিবাহ করিল, কিন্তু সেই ম্যানেজারটি গিয়া সব পণ্ড করিয়া দিল। মেয়েটি গৃহ হইতে বিতাড়িত হইয়া একটি ধর্ম্মাশ্রমে যোগদান করিল।

ছবির মধ্যে আছে সবই, কিন্তু উপভোগ করিবার মত কিছুই নাই। অভিনয়ে কেহই কৃতিত্ব দেখাইতে পারেন নাই।

পত্রলেখা

দীপালী, সম্পাদক—

মাননীয় মহাশয়,

আপনারা আগে বেতার সমালোচনা করতেন—এখনও মাঝে মাঝে ক'রে থাকেন। সে জন্য বেতার সম্বন্ধে দু' একটা কথা আপনাদের পত্রিকা মারফৎ জানাতে সাহসী হ'য়েছি।

আপনারা জানেন বোধ হয় যে, এ পর্য্যন্ত বেতার কর্ত্তৃপক্ষ কেবল মাত্র বয়স্কদের জন্য যথেষ্ট আনন্দরস বিতরণ ক'রে এসেছেন—বিশেষ ক'রে অভিনয়ের দিক দিয়ে। কিন্তু এ পর্য্যন্ত ছোটদের জন্য এরূপ কোন নাটক অভিনয় করা হয়নি—যা অন্ততঃ নির্দ্দোষ এবং ছেলে মেয়েরা যা যথেষ্ট আনন্দ সহকারে উপভোগ ক'রতে পারে। বেতার কর্ত্তৃপক্ষরা সেটুকু করা উপযুক্ত বোধ করেন নি।

তবে সৌভাগ্যের বিষয় এই যে, 'ছাট'দের আসরের পরিচালক শ্রীকমল বসু মহাশয় এবারে তার ব্যবস্থা ক'রে আমাদের অনেক দিনের অভাব বিদূরিত করেছেন।

গত ১৯শে মার্চ্চ মঙ্গলবার সন্ধ্যায় শ্রীবিজয়রত্ন মজুমদার প্রণীত "সংশোধন" 'ছাটদের আসরে' শ্রীকমল বসুর পরিচালনায় "কিশোর নাট্যকে দল" কর্ত্তৃক অভিনীত হ'য়ে গেছে বেশ সুষ্ঠু ও সুন্দর ভাবে।

এ অভিনয়ে আমরা উপভোগ করেছি ও আনন্দ পেয়েছি অনেক খানি।

সে জন্য আমরা কমল বাবুর কাছে কৃতজ্ঞ।

আশা করি ভবিষ্যতে কমলবাবু এ ভাবে কৌতুক জনক ও ধর্ম্মমূলক নাটকের—অন্ততঃ যা ছেলে মেয়েরা বিনা দ্বিধায় উপভোগ করতে পারে—তার ব্যবস্থা ক'রে আমাদের আনন্দিত করবেন।

কমলবাবু যাতে এ বিষয়ে সুযোগ ও সুবিধা পান, সেজন্য 'বেতার' কর্ত্তৃপক্ষের বিশেষ ক'রে শ্রোতাদের দৃষ্টি এদিকে আকর্ষণ করছি।

আশা করি এ পত্র খানির স্থানাভাব আপনার জনপ্রিয় পত্রিকায় ঘট্‌বে না।

নমস্কার জান্‌বেন। ইতি—

জয়নগর
২১-৩-৩৫

বিনীতা—
কুমারী সুষমা ঘোষ

৬০ ঘণ্টা ব্যাপী হস্তবদ্ধ অবস্থায় সন্তরণ।

জগৎ বিখ্যাত সন্তরণ বীর শ্রীমান প্রফুল্লকুমার ঘোষ

সেণ্ট্রাল সুইমিং ক্লাবের উদ্যোগে আগামী ৬ই এপ্রেল শনিবার সকাল ৭টা হইতে সোমবার সন্ধ্যা অবধি একাদিক্রমে ৬০ ঘণ্টা ব্যাপী হস্তবদ্ধ অবস্থায় সন্তরণ করিবেন। পৃথিবীতে এরূপ সন্তরণ আজ অবধি কোন স্থানে হয় নাই। আগামী জুন মাসে প্রফুল্লবাবু ১০০ ঘণ্টা সন্তরণ করিয়া জগতের রেকর্ড ভঙ্গ করিবেন।

উদয়শঙ্কর—

গেল শুক্রবার এম্পায়ার থিয়েটারে কলিকাতায় তাঁর নৃত্য-প্রদর্শন শেষ করিয়া গেল শনিবার সদল বলে উদয়শঙ্কর মাদ্রাজ যাত্রা করিয়াছেন। সপ্তহকাল এম্পায়ার থিয়াটারে তাঁর নৃত্য দেখিবার জন্য অসংখ্য নর নারীর যে অভূতপূর্ব্ব আগ্রহ দেখিয়াছি তাহা ভুলিবার নয়। বিশেষতঃ শুক্রবার দিন শ্রীযুক্ত হরেন ঘোষ উদয়শঙ্করের নৃত্য দেখিবার এই সুযোগ ও সুবিধা আমাদিগকে দিয়া, আমাদের সকলের কৃতজ্ঞতা ভাজন হইয়াছেন।

বিজয়া

শিশিরকুমারের স্বর বদ্ধ হওয়ায় তাঁহার পরিবর্ত্তে 'বিজয়া'র রাসবিহারীরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন শ্রীযুক্ত অরুণকুমার চট্টোপাধ্যায়। নূতন ভূমিকায় নূতন অবতীর্ণ হইয়া তিনি যে নিপুণ ও প্রশংসনীয় অভিনয় করিতেছেন, আমরা নিজে তাহা দেখিয়া শুনিয়া আসিয়াছি এবং অরুণবাবুকে অভিনন্দন জ্ঞাপন করিতেছি।

"ফ্লুয়েলীন কাপ"

গত শুক্রবার ২২শে মার্চ্চ বেতারের প্রোগ্রাম ডিরেক্টর, ফেব্রুয়ারী মাসে বেতারে 'পতিব্রতা' নাটকে 'রাবণের' ভূমিকায় সাফল্য লাভের জন্য শ্রীরবি রায়কে ফেব্রুয়ারী মাসের "ফ্লুয়েলীন কাপ" উপহার দিলেন। "ফ্লুয়েলীন কাপ" প্রতি মাসে বেতার নাটুকে দলের সেই মাসের শ্রেষ্ঠ অভিনেতা বা অভিনেত্রীকে উপহার দিবার ব্যবস্থা হওয়ায় অভিনেতৃবর্গ প্রত্যেকে সু-অভিনয় করিবার চেষ্টা করিতেছেন। ফলে আমরা অভিনয় শুনিয়া আনন্দ লাভ করিতেছি। ইহার জন্য মেসার্স এমিল মেডিকেল প্রডাক্টস ও ষ্টেশন পরিচালক মিঃ জে, আর ষ্টেপলটনকে আন্তরিক ধন্যবাদ দিতেছি!

নদীয়া বল্লভ

শ্যামবাজার সুহৃদ সম্মিলনের উদ্যোগে বিগত ৯ই মার্চ্চ তারিখে গরল গাছায় এই কীর্ত্তনাভিনয় হইয়া গিয়াছে। এই অভিনয় দেখিয়া গ্রামবাসীগণ সকলেই এক বাক্যে সুখ্যাতি করিয়াছেন, নিমাই, নিতাই, শ্রীবাস, হরিদাস, অদ্বৈত, নিধু ও বিষ্ণুপ্রিয়ার অভিনয় খুব ভাল হইয়াছিল।

জগাই, মাধাইয়ের অংশে প্রফুল্লবাবু (কানাই) ও জীবনবাবু যে ভাবের অভিব্যক্তি দেখিয়েছেন তাহা অতুলনীয় বলিয়াই মনে হয়।

হরিদাসের অংশে শচীনবাবু ও 'শ্রীবাসের' অংশে রতনমণিবাবুও সু-অভিনয় করিয়াছেন।

গত শবিবার ১৬ই মার্চ্চ ভবানীপুর চড়কডাঙ্গায় তাহারা আবার "নদীয়া বল্লভ" দেখাইয়া ঐ পল্লীস্থ সকলের মনোরঞ্জন করিয়াছেন আমরা এই সম্মিলনের সভাপতি শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও কর্ম্মীবৃন্দকে তাহাদের উৎসাহের জন্যে অভিনন্দন জ্ঞাপন করিতেছি।

সঙ্গীত-উৎসব

গত ১৩ই মার্চ বুধবার দিবস, পি, ২১০ রসা রোডস্থিত শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রকিশোর রায়-চৌধুরী মহাশয়ের গৌরীপুর ভবনে একটি সঙ্গীত উৎসবের অনুষ্ঠান হইয়াছিল, সন্ধ্যা সাড়ে আট ঘটিকা হইতে সঙ্গীতাদি আরম্ভ হয়। প্রথমে বঙ্গ গৌরব ওস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁ সাহেব পূরিয়া ধানেশ্রীর একটি সুমধুর গৎ স্বরদ যন্ত্রে বাজাইয়া তাঁহার সুনাম অক্ষুণ্ণ রাখেন। পরে কুমারী বীণাপাণি মুখোপাধ্যায় একটি উচ্চাঙ্গের খেয়াল গান গাহেন। অতঃপর শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী মহাশয় বীণাযন্ত্রে একটি গৌরী রাগিণীর আলাপ ও গৎ বাজাইয়া তাঁহার বাদন কৃতিত্বের পরিচয় দেন। মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক শাস্ত্রীজী ও তাঁহার পিতার কর্ণাটী রুদ্র বীণা ও কণ্ঠ সঙ্গীতাদি অতিশয় উপভোগ্য হইয়াছিল। পরিশেষে কলিকাতার সুবিখ্যাত গায়ক সঙ্গীত বিশারদ শ্রীযুক্ত গিরিজাশঙ্কর চক্রবর্ত্তী মহাশয় কয়েক খানি উচ্চাঙ্গের খেয়াল গান গাহেন। গভীর রাত্রে অনুষ্ঠান ভঙ্গ হয়।

কলিকাতার বিশিষ্ট ভদ্রমহোদয় ও মহিলাগণ এই আসরে যোগদান করিয়াছিলেন।

কলম্বিয়ার জয়যাত্রা

এ বৎসর একাডেমী অফ মোসান পিকচার আর্টস এণ্ড সায়েন্স হইতে কলম্বিয়া পিকচার্স ৮টি সম্মানের মধ্যে ৬টি সম্মান পাইয়াছেন। একই বৎসরে একই কোম্পানী এতগুলি সম্মানের অধিকারী হওয়া যে কতখানি শক্তির প্রয়োজন তাহা কলম্বিয়া পিকচার্স দেখাইয়াছেন।

১। এ বৎসরের শ্রেষ্ঠ ছবি It Happened One Night (কলম্বিয়া)

২। এ বৎসরের শ্রেষ্ঠ পরিচালক ফ্রাঙ্ক কাপ্রা (কলম্বিয়া)

৩। শ্রেষ্ঠ অভিনেতা—ক্লার্ক গেবল "It Happened One Night"এ অভিনয় করার জন্য।

৪। শ্রেষ্ঠা অভিনেত্রী ক্লদেৎ কোলবেয়ার উক্ত ছবিতে অভিনয় করার জন্য।

৫। শ্রেষ্ঠ গীতি-চিত্র "One Night of Love" (কলম্বিয়া)

৬। শ্রেষ্ঠ চিত্রনাট্য রচনা—রবার্ট রিস্কিন It Happened One Nightএর জন্য। (কলম্বিয়া)।

ভারতবর্ষের ম্যানেজার শ্রীযুক্ত নীতিশ চন্দ্র লাহিড়ী এম, এ, বি, এল যে সমস্ত ছবিগুলি ভারতবর্ষে দেখাইবার জন্য নির্ব্বাচন করিয়াছেন সেগুলি সত্যই ভাল ছবি। তিনি চিত্র-শিল্পের সহিত বহুদিন হইতে সংশ্লিষ্ট আছেন এবং তাঁহার অভিজ্ঞতা ও কর্ম্ম কুশলতার উপরও আমাদের সম্পূর্ণ শ্রদ্ধা আছে। তাঁহার নির্ব্বাচিত ছবিগুলির মধ্যে এইগুলি উল্লেখযোগ্য :—

Broadway Bill. (মার্ণা লয় ও ওয়ার্ণার ব্যাক্সটার), The Best Man Wins (বেলা লুগোসী, এডমাণ্ড লো ও জ্যাক হল্ট), The Whole Town's Talking (এডওয়ার্ড রবিনসন), Let's Live To-night. (লিলিয়ান হার্ভে ও টুলিও কার্মিনাটি), Whom The Gods Destroy (ক্লদেৎ কোলবেয়ার), Wings of Song. (গ্রেস মুর) প্রভৃতি।

ফিলিপ্‌স্‌ ইলেকট্রিক্যাল কোং (ইণ্ডিয়া) লিঃ

তাঁহারা সম্প্রতি বোম্বাইতে ফিলিপ্‌সের রেডিও ও বৈদ্যুতিক জিনিসপত্রগুলির জন্য একটি প্রদর্শনী গৃহ খুলিয়াছেন। মিঃ ও, কে, আর শর্ম্মা এই নব উন্মোচিত শো-রুমটির তত্ত্বাবধান করিতেছেন। আমরা তাঁহাদের সাফল্য কামনা করি।

প্রীতি সম্মিলন

এটণী শ্রীরবীন্দ্র চন্দ্র দেবকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য 'ছবিঘর' ও 'বিজলির'সত্বাধিকারী শ্রীহরিপ্রিয় পাল মহাশয় বিজলীতে একটি প্রীতি সম্মিলনীর আয়োজন করেন। বহু খ্যাতনামা সাহিত্যিক, গণ্যমান্য নাগরিক ও সংবাদপত্র সেবী উপস্থিত ছিলেন।

এভারগ্রীণ পিকচার্স

সত্বাধিকারী শ্রীযুক্ত এস্, পি, ল' ও শব্দযন্ত্রী শ্রীহীতেন মজুমদার বোম্বাই হইতে 'Adair & Jenkins' শব্দ-যন্ত্র কিনিয়া ফিরিয়াছেন। প্রকাশ যে তাঁহারা এক পক্ষের মধ্যেই তাঁহাদের পরবর্ত্তী ছবির কাজে হাত দিবেন।

মাষ্টার শঙ্করশেখর রায়

সঙ্গীতজ্ঞ শ্রীযুক্ত হরিচরণ রায় (দাদু) মহাশয়ের পুত্র শ্রীমান শঙ্করশেখর রায় (গোপাল) মাত্র ১২ বৎসর বয়সে সঙ্গীত চর্চ্চায় যেরূপ কৃতী হইয়াছে তাহাতে মনে হয় এই বালকটি অদূর ভবিষ্যতে একজন খ্যাতিমান গায়ক হইবে। এই সহজাত স্বরূপ সঙ্গীত-বিদ্যা বালকের মাত্র তিন বৎসর বয়সেই উন্মোচিত হয়। খ্যাতনামা গায়ক কার্ত্তিক বাবুর নিকট কিছুদিন সঙ্গীত শিক্ষালাভ

শ্রীমান শঙ্করেশ্বর রায় (গোপাল)

করিবার পর শ্রীমান সঙ্গীতে বেশ ব্যুৎপত্তি লাভ করে। ইহার কিছুদিন পর খলিফা বদল খাঁ সাহেবের সুযোগ্য ও কৃতী ছাত্র সু-গায়ক শ্রীযুক্ত কৃষ্ণসখা সেনশর্ম্মা মহাশয়ের নিকট শ্রীমানের সঙ্গীত শিক্ষার ভার সমর্পিত হয়। কৃষ্ণবাবুর শিক্ষা নৈপুণ্যে শ্রীমান উপস্থিত খেয়াল, ঠুংরী, তেলেনা প্রভৃতি উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত তাল লয় ও গমকাদি সহকারে অতি সুন্দররূপে গাহিতে পারে। ঈশ্বর সমীপে বালকটির উন্নতি কামনা করি।

বাৎসরিক উৎসব

গত ১৯শে মার্চ্চ মঙ্গলবার দিবস বিডন-ষ্ট্রীটস্থ শ্রীযুক্ত কালী মিত্র মহাশয়ের বাটীতে বাৎসরিক উৎসব উপলক্ষ্যে এক বিরাট সঙ্গীত জলসার আয়োজন হইয়াছিল। এতদুপলক্ষে কলিকাতার সুবিখ্যাত গায়ক রামকিষণ মিশ্র, জ্ঞানেন্দ্রপ্রসাদ গোস্বামী, অন্ধগায়ক কৃষ্ণচন্দ্র দে, ভীষ্মদেব চট্টোপাধ্যায়, কাশীনাথ চট্টোপাধ্যায়, শচীন দাস (মতিলাল) প্রভৃতি খ্যাতনামা গায়কগণ ধ্রুপদ, খেয়াল, ঠুংরী ইত্যাদি উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত দ্বারা অনুষ্ঠানটিকে গৌরান্বিত করিয়াছিলেন। এই সব সঙ্গীতাদির সহিত শ্রীহীরেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত পরেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য মহাশয় তবলা সঙ্গত করিয়া সঙ্গীতাদির সাফল্য প্রদান করিয়াছিলেন। রাত্রি প্রায় ৪ ঘটিকায় অনুষ্ঠান ভঙ্গ হয়।

নিউ টন ফিল্ম প্রোডাকশান

তাঁহাদের প্রথম ছবি "আহে-মজলুমান" শীঘ্রই কলিকাতায় মুক্তিলাভ করিবে। প্রকাশ যে দিল্লী, লাহোর, করাচীতে এপ্রিল মাসে এক সঙ্গে মুক্তি লাভ করিবে।

তাঁহারা এখন তাঁহাদের পরবর্ত্তী উর্দ্দু ছবি "খুনী পাঞ্জা"র মহলা দিতে ব্যস্ত।

"কাঁটার ফুল" নামক আর একখানি বাংলা ছবিরও শীঘ্রই শূটিং আরম্ভ হইবে।

রাধা ফিল্ম কোম্পানী

ক্রাউনে "দক্ষযজ্ঞ" এ সপ্তাহে ২৫শে সপ্তাহে পড়িল। পূর্ণ থিয়েটারেও এই সপ্তাহ হইতে এক সঙ্গে "দক্ষযজ্ঞ" দেখানো হইবে।

পরিচালক জ্যোতিষ বন্দ্যোপাধ্যায়ের উর্দ্দু ছবি "দুলারী বেটীর" শূটিং আরম্ভ হইয়াছে।

তাঁহাদের তেলেগু ছবি "ভক্ত-কুচেলা"র কাজ খুব দ্রুত অগ্রসর হইতেছে।

সম্পাদক—
শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায় শ্রীগিরিজাকুমার বসু

Cover and art plate printedat the Gaya Art Press, Calcutta.

স্থাপিত ১৯২৯

দীপালী

DIPALI

বাংলার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সচিত্র সাপ্তাহিক

ইষ্ট ইণ্ডিয়া ফিল্ম কোংর "বিদ্রোহী"র হিন্দী সংস্করণে গুল হামিদ ও সুলতানা। পরিচালক—শ্রীধীরেন গাঙ্গুলী।

৭ম বর্ষ] ২১শে চৈত্র, ১৩৪১ 4th April, 1935 [১৪শ সংখ্যা

দীপালী কার্য্যালয়—১২৩।১, আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা—
ফোন বড়বাজার—৩২৫৩

৭ম বর্ষ } ২১শে চৈত্র বৃহস্পতিবার, ১৩৪১
৪ঠা এপ্রিল, ১৯৩৫ { ১৪শ সংখ্যা

কলাকেলি

আজকাল বাংলা সাময়িক সাহিত্যের আটআনা অংশ দখল ক'রে থাকে উপন্যাস ও ছোটগল্প। বাকি আটআনা অংশে থাকে সাধারণতঃ ঐতিহাসিক, সামাজিক, রাজনৈতিক বা অন্যান্য বিষয় নিয়ে লেখা প্রবন্ধ এবং কবিতা ও অনুবাদ প্রভৃতি। নিছক সাহিত্য-সম্পর্কীয় লেখা আমাদের সাময়িক পত্র-পত্রিকায় চোখে পড়ে কালে-ভদ্রে কদাচ।

•

বর্ত্তমান যুগে যদিও রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্রের চেয়ে শ্রেষ্ঠ বা তাঁদের সমকক্ষ কোন ঔপন্যাসিক আত্মপ্রকাশ করেন নি, তবু আমাদের সাময়িক সাহিত্যে গল্প আর উপন্যাসের প্রাধান্য দেখলে বিস্মিত হ'তে হয়। সত্য স্বীকারে বাধা নেই যে, আমাদের সাহিত্যের অধিকাংশ গল্প-উপন্যাসই পড়বার পর আমার মনে হয়, অকারণেই অনেকখানি সময় বাজে নষ্ট করলুম। কিন্তু তাহ'লেও তাদের যে চাহিদা আছে, সে-বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ নেই। কারণ পড়ুয়ায়া পড়তে না চাইলে কাগজের সম্পাদকরা নিশ্চয়ই গল্প-উপন্যাস পত্রস্থ করবার জন্যে এতটা উৎকট উৎসাহ প্রকাশ করতেন না। এক-একখানি মাসিকপত্রের সম্পাদক আবার এত-বেশী উদার যে, এক-এক মাসেই তাঁরা তিন-চার-পাঁচখানা ক'রে ক্রমপ্রকাশ্য উপন্যাস এবং সাত-আটটি ক'রে ছোটগল্প ছাপাতে একটুও দ্বিধা বোধ করেন না!

•

কিন্তু আগে এ নিয়ম ছিল না! (অবশ্য বঙ্কিমের "বঙ্গদর্শনে"র যুগ ছেড়ে দিয়েই এ-কথা বলছি।) আগেকার অধিকাংশ শ্রেষ্ঠ মাসিক-পত্রের পাতা ওল্টালে প্রায়ই দেখা যাবে, তাদের মধ্যে একখানিও ক্রম-প্রকাশ্য উপন্যাস নেই। উপন্যাসের অভাব এর কারণ নয়, কারণ সে-সময়েও বাংলা ছাপাখানা নিয়মিত ভাবে রাশি রাশি উপন্যাস প্রসব করত। কিন্তু মাসিকপত্রে তখন নিয়মিত ভাবে উপন্যাস প্রকাশ করার রীতি ছিল না। অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালেই, অর্থাৎ স্বর্গীয়া স্বর্ণকুমারী দেবী যখন শ্রীমতী সরলা দেবীর হাত থেকে "ভারতী"র সম্পাদন-ভার গ্রহণ করেন, বোধ হয় তখন থেকেই মাসিক সাহিত্যে আবার নিয়মিত ভাবে উপন্যাস দেওয়ার ব্যবস্থা হয়। এ রীতি ভালো কি মন্দ জানি না, কিন্তু এ রীতি ছিল না ব'লে তখনকার মাসিক সাহিত্যের পাঠকদের মন যে অনেক রাবিসের ভার থেকে মুক্ত ছিল, এ-কথা অনায়াসেই স্বীকার করতে পারি। উপন্যাসের বদলে তখনকার মাসিকপত্রাদিতে থাকত সাহিত্য-সম্পর্কীয় নানা প্রবন্ধ ও স্থায়ী সমালোচনা প্রভৃতি।

আমার দুঃখ এই অভাবের জন্যেই। মাসিক সাহিত্যের ক্ষেত্র থেকে গল্প-উপন্যাস নির্ব্বাসিত হয়, এ আমার প্রার্থনা নয়। কিন্তু এ বিভাগে সংযম প্রার্থনীয়। আমি চাই সাময়িক পত্র-পত্রিকায় সাহিত্য, সমালোচনা ও ললিতকলা সম্পর্কীয় রচনা পাঠ করতে। এ-সব বিষয়ে বাংলার সাময়িক সাহিত্য যে কতখানি দরিদ্র, তা ভাবলেও অবাক হ'তে হয়! যদি বলি, আমাদের সাময়িক সাহিত্যের অলি-গলি খুঁজলে এখন একজন মাত্রও প্রথম বা দ্বিতীয় শ্রেণীর সমালোচকের দেখা পাওয়া যায় না, তাহ'লে তা অত্যুক্তি ব'লে গণ্য হবে না।

*

ইংরেজী (এবং তারই মধ্য দিয়ে য়ুরোপের অন্যান্য দেশের) সাহিত্যের সঙ্গে যেটুকু পরিচয় আমার আছে, তারই উপরে নির্ভর ক'রে ব'লতে পারি, সেখানকার সাময়িক সাহিত্যের ক্ষেত্রে কেবল গল্প বা উপন্যাস নয়, সাহিত্য, সমালোচনা ও ললিতকলা সম্পর্কীয় রচনা ভালোবাসেন, এমন পাঠকের সংখ্যাও অগুন্তি। সাহিত্য-প্রবন্ধ ও ললিতকলা-সম্পর্কীয় আলোচনার অভাব নিয়ে কোন দেশের সাহিত্যই যথার্থ রূপে শ্রেষ্ঠ হ'তে পারে না। এবং এ-সব বিষয় নিয়ে লেখার মতন লেখা লিখতে পারলে তা যে গল্প-উপন্যাসের চেয়ে কম চিত্তাকর্ষক হয় না, এ প্রমাণও ঐ য়ুরোপীয় সাহিত্যের ভিতরেই পাওয়া যায়। কিন্তু বাংলা দেশের সাময়িক কাগজের সম্পাদকরা বোধ হয় এ সত্যের সঙ্গে পরিচিত নন। তাই কেবল গল্প ও উপন্যাসের (অধিকাংশ ক্ষেত্রেই যা অপাঠ্য) দিকে দৃষ্টিকে আবদ্ধ রেখে তাঁরা পাঠকদের রুচিকে ক্রমেই বিকৃত ও মনকে লঘু ক'রে তুলছেন। ভালো গল্প-উপন্যাস না পেলেও তাঁরা নিয়মরক্ষা করবার জন্যে যা তা গল্প-উপন্যাসও প্রকাশ ক'রতে প্রস্তুত, তবু সাহিত্য ও ললিতকলা সম্বন্ধীয় রচনার দিকে দৃষ্টিপাত করবেন না। বাংলা দেশে এ-সব বিভাগে যে উপযুক্ত লেখক নেই, এমন কথা বিশ্বাস করি না। কিন্তু তাঁরা লেখনী ধারণ করেন না কেবল অরসিক ও নির্ব্বোধ বাঙালী সম্পাদকদের একান্ত অবহেলার জন্যেই।

*

তারপর অনুবাদ-সাহিত্য। পৃথিবীর সব বড় দেশের সাহিত্যেই অনুবাদের বিভাগ আছে। অনুবাদ-সাহিত্যের মধ্যে দেশ-বিদেশের সমগ্র চিন্তা, সাধনা ও ধ্যান ধারণার বিচিত্র ধারা লাভ করা যায়। স্বদেশী সাহিত্যকে সহজে পরিপুষ্ট ক'রে তুলতে হ'লে অনুবাদের সাহায্য নেওয়া উচিত, এ-কথাটা বলা বাহুল্য মাত্র। আগেকার সাময়িক সাহিত্যে এ-বিভাগেও উল্লেখযোগ্য লেখকের অভাব ছিল না। (এখানে অন্ততঃ একজনের নাম করতে পারি—স্বর্গীয় জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর)। সে সময়ে বাংলা মাসিক কাগজ খুললে প্রায়ই ভালো ভালো বিদেশী রচনার অনুবাদ চোখে পড়ত। কিন্তু এখন যে-সব মাসিকপত্র খুব-বেশী 'সচল', তাদের অনেকগুলিতেই (কেবল ছবি ছাপাবার লোভে) অনুবাদকরা নিয়মিত ভাবে বিদেশ থেকে যে-সব রাবিসের আমদানি করেন, তা' দেখলে লজ্জায় মুখ নামাতে হয়! উপরন্তু, "বসুমতী"র সম্পাদক বিলাতী 'রেলওয়ে নভেলে'রও অনুবাদ প্রকাশ করেন অম্লানবদনেই! বাংলা সাময়িক সাহিত্যের দুরবস্থা অতি-বড় আশাবাদীকেও হতাশ করতে পারে।

*

'নাট্য-নিকেতনে' শ্রীযুক্ত প্রবোধকুমার মজুমদার লিখিত ত্র্যঙ্ক সামাজিক নাটিকা "জন্মতিথি"র অভিনয় দেখলুম। গেল-বারেই জানিয়েছি, এই নবীন লেখকের কলমের মুন্সিয়ানা দেখে খুসি হ'য়েছি। তবে,এ-যুগের অধিকাংশ নবীন লেখকের মতন প্রবোধকুমারও যে রবীন্দ্রনাথের প্রদীপ্ত প্রতিভার প্রভাব এড়াতে পারেন নি, "জন্মতিথি"র মধ্যে তার পরিচয়ও আছে অল্প-বিস্তর। "জন্মতিথি"র আখ্যান-ভাগ নূতন হ'লেও তার কোন কোন চরিত্রের উপরে "চিরকুমার সভা"র কোন কোন বিখ্যাত চরিত্রের ছাপ অভিনয়ের সময়ে মাঝে মাঝে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। অবশ্য এ-জন্যে অভিনেতাদেরও কতকটা দায়ী করা যায়, কারণ তাঁরা কি একটু চেষ্টা করলে অন্য ভাবে ভূমিকার ধারণা করতে পারতেন না? শক্তিধর নটের আর্ট খুব পরিচিত ভূমিকাকেও অপরিচিত ক'রে তুলতে পারে। শিশিরকুমারের দ্বারা অভিনীত 'চাণক্য' ভূমিকার পূর্ব্ববর্ত্তী ও পরবর্ত্তী ধারণা যাঁরা দেখেছেন, আমার বক্তব্য বুঝতে তাঁদের কোন-ই কষ্ট হবে না। এক-ই নটের পরিকল্পনায় একই নাটকের একই ভূমিকার এমন দু-রকম রূপের কথা আর কোন দেশের অভিনয়ের ইতিহাসে আমি পড়ি নি। চাণক্যের ভূমিকায় শিশিরকুমারের পরবর্ত্তী ধারণায় একটু-আধটু অসঙ্গতি থাকতে পারে, কিন্তু এক-ই চাণক্যের পরস্পরবিরোধী দুই মূর্ত্তি পরিকল্পনা ক'রে শিশিরকুমার অভিনেতার সৃজনক্ষম আর্টের চরম উৎকর্ষ দেখিয়ে আমাদের অবাক ক'রে দিয়েছিলেন। এটাও যখন সম্ভবপর, তখন বিভিন্ন নাটকের বিভিন্ন চরিত্র (অনেকটা একই ধাঁচার হ'লেও) বিভিন্ন অভিনেতার পরিকল্পনায় ভিন্ন ভিন্ন রূপে দেখা দিতে পারবে না কেন?

*

রবীন্দ্রনাথের প্রভাব অতিক্রম করতে না পারলেও প্রবোধকুমারের লিপিকুশলতা আমাদের উপভোগের আনন্দকে মলিন হ'তে দেয় নি। তাঁর নাটকখানি হ'য়েছে পুরাণো 'ফ্রেমে' বাঁধানো নতুন ছবির মত, তাই তার মধ্যে যথেষ্ট নূতনত্বের অভাব নেই। ভালো ছবির দাম তো 'ফ্রেমে'র জন্যে নয়! তাঁর সৃষ্ট একাধিক চরিত্রে যথেষ্ট মৌলিকতা আছে এবং চটুল রসের মাঝে মাঝে গম্ভীর রস নিবেদন ক'রে আমাদের চিন্তাশীলতাকেও তিনি জাগ্রৎ ক'রতে চেয়েছেন। শ্রীমতী নীহারবালার দ্বারা অভিনীত চরিত্রটিকে তিনি অল্পের ভিতরে দিব্য ফুটিয়ে তুলতে পেরেছেন। নাটক এখনো প্রকাশিত হয় নি, তাই কেবল অভিনয়ের উপরে নির্ভর ক'রে এবারে এর বেশী আর কিছু বলতে পারলুম না।

*

সাধারণ দৃষ্টিতে দেখলে, 'নাট্য-নিকেতনে' "জন্মতিথি"র অভিনয়কে সুন্দর ছাড়া আর কিছু বলা যায় না। ভূদেব চৌধুরীর ভূমিকায় শ্রীযুক্ত মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য দর্শকদের যে হাসির খোরাক জুগিয়েছেন, তার মূল্য নেই। ক্ষিতীশ (শ্রীযুক্ত মণি ঘোষ) পরিমল (শ্রীযুক্ত সুবোধ ঘোষ)

ও শিশির (শ্রীযুক্ত প্রভাত ভট্টাচার্য্য) ভূমিকার উপযোগী অভিনয়ই করেছেন। শেষোক্ত দুই নটই নবীন, তাঁদের ভবিষ্যৎ আশাপ্রদ। উর্ম্মিলা ও উৎপলার ভূমিকায় শ্রীমতী নীহারবালার ও শ্রীমতী সরযূর অভিনয়ও হ'য়েছে চমৎকার। শ্রীমতী নীহারবালার ভূমিকার অভিনয় অপেক্ষাকৃত কঠিন, কিন্তু অভিনেত্রীর শক্তির প্রভাবে কঠিনতাও সহজ হয়ে এসেছে। শ্রীমতী সরযূর ভূমিকাটিতে তরল হাস্যরস প্রকাশের সুযোগ আছে অধিকতর এবং তিনিও সে সুযোগের রীতিমত সদ্ব্যবহার করতে ছাড়েন নি। এঁদের সঙ্গে 'দীপ্তি'কে ঠিক মানায় নি—যদিও এই ভূমিকায় শ্রীমতী দুর্গার অভিনয়ের নিন্দা করা যায় না। উজ্জ্বলার ভূমিকায় শ্রীমতী লক্ষ্মীর নাচ সকলের ভালো লেগেছে। মিসেস হালদারের ভূমিকায় শ্রীমতী কুসুমকুমারীর অভিনয় হয়েছে—এক কথায় অপূর্ব্ব-সুন্দর! শ্রীমতী কুসুমকুমারীকে এ-রকম ভূমিকায় আর কখনো দেখি নি। ক্ষিতীশের ভৃত্য রঘুয়াটি (শ্রীমতী পুষ্পরাণী) পর্য্যন্ত উপভোগ্য। আমার বিশ্বাস, "জন্মতিথি"র অভিনয় প্রত্যেক দর্শকের চিত্তকে পুলকিত এবং কৌতুক-রসে আপ্লুত ক'রে তুলবে।

*

শ্রীমতী নীহার ও সরযূ বেশ মিষ্টি গান গেয়েছেন। শ্রীমতী দুর্গারও গলা ভালো, কিন্তু বোধ হয় তিনি অভ্যাসের সময় পান নি, কারণ প্রথম রাত্রে তাঁর গলায় গান ভালো ক'রে বসে নি ব'লেই বোধ হ'ল। নাটিকার গানগুলিতে সুর দিয়েছেন উদীয়মান সুর-শিল্পী ডাক্তার শ্রীযুক্ত সুধামাধব সেনগুপ্ত। তাঁর দেওয়া সুর আমার ভালো লেগেছে। পাদ-প্রদীপের আলোকে তাঁর সুর সাধনা উজ্জ্বলতর হোক্।

—হেমেন্দ্রকুমার রায়

গান

—হেমেন্দ্রকুমার রায়

বধূ, মধু কোজাগরীতে,
দেখেছি তোমায় মায়া-জোছনায়
আলো-প্রজাপতি ধরিতে।

*

জলবালা যত গঙ্গার জলে
কাণে কাণে কত উপকথা বলে,
স্মৃতিফুল ভেসে আসে দলে দলে
স্বপনের গান করিতে।

*

কোথায় পাপিয়া সুরে সুরে কয়—
"আমা-হারা আমি হব তোমা-ময়!"
সব দান ক'রে চাহিছে হৃদয়
কবরীর মালা পরিতে!

পুরুষত্বের বিকাশ ও তাহার উপায়

ডাঃ শ্রীনিবারণচন্দ্র মজুমদার এম্, বি

সত্য কথা বলিতে গেলে স্বাস্থ্যই এ জগতের মানুষের সর্ব্বাপেক্ষা কাম্য জিনিষ। অবশ্য বিদ্যা, অর্থ প্রভৃতিও মানুষ বিশেষ ভাবে লাভ করিতে অতিমাত্রায় ব্যস্ত। কিন্তু স্বাস্থ্যহীন লোকের নিকট বিদ্যা, অর্থ, মান, যশ প্রভৃতি বিষবৎ বোধ হয়। আপাততঃ এ কথাগুলির সত্যতা সম্বন্ধে কাহারও সন্দেহ উপস্থিত হইতে পারে। কিন্তু এ-গুলি অতি খাটি, বহু-পরীক্ষিত এবং নিকষ পাষাণে পরীক্ষোত্তীর্ণ সত্য কথা। স্বাস্থ্যের ঠিক মূল্য বোঝে তখন, যখন সে আপন স্বাস্থ্যটী হারায়, তৎপূর্ব্বে নয়। পৃথিবীর নানাবিধ সুখ সম্ভোগ উপভোগ করিবার ক্ষমতা অভাব-ই ইহার প্রকৃত কারণ। যাহা হউক আমরা মানব জাতির প্রাচীন ইতিহাস পাঠ করিলেই জানিতে পারি যে মানুষ সৃষ্টির প্রারম্ভ হইতেই স্বাস্থ্যের আদর করিতে শিখিয়াছে। সবল কর্ত্তৃক দুর্ব্বলের পরাজয় এবং প্রবল কর্ত্তৃক হীন বলের প্রতি অত্যাচারের দৃষ্টান্ত সেই আদিম যুগেও মানুষের মনকে শারীরিক স্বাস্থ্য সাধনের দিকে টানিয়া লইয়াছে। পূর্ব্বে আমাদের দেশের দ্বি-জাতীগণ অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, এই তিন সম্প্রদায় কড়াকড়ি ভাবে ব্রহ্মচর্য্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ, ও ভিক্ষু এই চতুরাশ্রম পালন করিতেন বলিয়া স্বভাবতঃ খুব-ই দীর্ঘায়ু এবং সবল-কায় হইতেন। এতৎসত্ত্বেও কিন্তু আমরা ইতিহাস পুরাণে এবং আয়ুর্ব্বেদ গ্রন্থাদিতে নষ্ট স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধারের দৃষ্টান্ত পাইয়া থাকি। বৃদ্ধ বয়সেও অনেক রাজা এবং ঋষি যুবক-সদৃশ ক্ষমতাপন্ন হইবার চেষ্টা করিয়াছেন।

ভার্গবশ্চ্যবনঃ কামী বৃদ্ধঃ সন্ বিকৃতিং গতঃ।
বীর্য্যবর্ণ স্বরোপেতঃ কৃতোঽশ্বিভ্যাং পুনর্যুবা॥
নারায়ণ্‌ রায় কৃত আয়ুর্ব্বেদ দর্পণঃ॥

অর্থাৎ ভৃগুনন্দন মহর্ষি চ্যবন বৃদ্ধ বয়সে জরাগ্রস্ত হইয়া বিকৃত হইলে অশ্বিনীকুমার-দ্বয় কর্ত্তৃক চিকিৎসিত হইয়া পুনরায় যুবক সদৃশ বীর্য্যবান হইয়াছিলেন। ইন্দ্র-তুল্য ক্ষমতাশালী নহুস পুত্র রাজা যযাতি ও বৃদ্ধ বয়সে স্বকীয় জরা পুত্রকে দিয়া পুত্রের যুবকত্ব নিজের শরীরে আনয়ন পূর্ব্বক যুবক সদৃশ ক্ষমতাপন্ন হইয়া সুখে কালাতিপাত করিয়াছিলেন। সুতরাং পুরুষত্ব জিনিষটী যে কত মূল্যবান এবং কাম্য জিনিষ, তাহা আর বিশেষ করিয়া বলিবার দরকার নাই। এ হেন পুরুষত্বে অল্প বয়সে মানুষ যে উন্মাদ-সদৃশ হইবে, তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি?

আমাদের দেশের যুবকবৃন্দের স্বাস্থ্য পর্য্যালোচনা করিয়া দেখা যায় যে, তাহাদের মধ্যে অনেকেই স্বাস্থ্যবান নহে। কতিপয় বৎসর পূর্ব্বে কোন কার্য্যোপলক্ষে মফঃস্বলের কয়েকটী স্কুল এবং কলেজের ছাত্রদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করিতে হইয়াছিল। দুঃখের সহিত বলিতে হইতেছে যে ঐ সকল কোমলমতি বালক এবং যুবকগণের মধ্যে শতকরা ৭০।৭৫ জনই একেবারে স্বাস্থ্যহীন হইয়া পড়িয়াছিল। অনেকেই এর কারণ প্রকাশ করিতে লজ্জা বোধ করিতেছিল, আবার কেহ বা প্রতিকার মানসে দুঃখের সহিত প্রকাশ করিতেছিল। যে অল্প বয়সেই অনৈসর্গিক উপায়ে শুক্র নষ্ট করার ফলে তাহারা স্বাস্থ্য হীন হইয়া পড়িয়াছে। দেশের ভবিষ্যৎ আশা ভরসার-স্থল এই যুবকবৃন্দের অবস্থা দর্শনে মনে যে কি প্রকার কষ্ট হইয়াছিল তাহা বলিবার নয়। বর্ত্তমানে অবস্থার অনেক পরিবর্ত্তন হইয়াছে, এরূপ আশা করিবার অনেক কারণ আছে। দেশের কতিপয় মহানুভব নেতা ও ব্যায়াম-বীর যুবকগণের এই দুরবস্থা দর্শনে সমস্ত স্কুল কলেজের কর্ত্তৃপক্ষগণকে ব্যায়ামের এবং স্বাস্থ্যের পক্ষে অনুকূল নানা প্রকার খেলা-ধূলার বন্দোবস্ত করিতে সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ করিতেছেন। মাসিক, পাক্ষিক, সাপ্তাহিক, দৈনিক, প্রভৃতি পত্রিকার সম্পাদকগণও এ বিষয়ে জোর আন্দোলন চালাইতেছেন। ফলে দেশে সাড়া পড়িয়া গিয়াছে, এবং গ্রামে গ্রামে স্কুলে কলেজে এবং সহরের পাড়ায় পাড়ায় আমরা ব্যায়ামের আখড়া দেখিতে পাইতেছি। মেয়েদের মধ্যেও এ আন্দোলনের সাড়া পড়িবার যথেষ্ট লক্ষণ দেখা যাইতেছে। ইহা দেশের মঙ্গলের সাঙ্কেতিক চিহ্ন সন্দেহ নাই। কিন্তু এতৎ সত্ত্বেও পৃথিবীর অন্যান্য দেশের সঙ্গে এমন কি ভারতের অন্যান্য প্রদেশের সঙ্গে, তুলনা করিলে দেখা যায় যে বাঙালী কত দুর্ব্বল। দৈহিক আকৃতি ও শক্তির দিক দিয়া দেখিতে গেলে বাঙালী জাতি আজ যে ভারতের নিকৃষ্টতম জাতি, এ কথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। বাঙালী জাতিকে শুধু কেবল লেখাপড়া করিলেই চলিবে না, স্বাস্থ্য রক্ষার নিয়মগুলিও যথাযথ ভাবে পালন করিতে হইবে। অনুসন্ধানে জানা গিয়াছে যে বাঙ্গালার স্বাস্থ্যহীন লোক সমূহের অধিকাংশই ছাত্রাবস্থা হইতে ভগ্ন স্বাস্থ্য হইয়াছেন। ইহার মূলে আছে অতিরিক্ত পাঠাভ্যাস অর্থাভাবের দরুণ অল্পাহার এবং অপুষ্টিকর দ্রব্যাদির আহার, কু-সংসর্গে পড়িয়া অল্প বয়স হইতেই শুক্র নষ্ট করিতে আরম্ভ করা, অশ্লীল নাটক নভেলাদি পাঠ করিয়া এবং থিয়েটার বায়স্কোপ দেখিয়া পুনঃ পুনঃ অতিরিক্ত ভাবে উত্তেজিত হওয়া ইত্যাদি। সচ্চরিত্র গরীব ছাত্র অত্যধিক পড়া-শুনার চাপে এবং অসামর্থ্য হেতু অপুষ্টিকর আহারে ভগ্নস্বাস্থ্য হইয়াছে ইহা স্বচক্ষে দেখিয়াছি। আবার কুসংসর্গে পড়িয়া অনেক সুকুমার কিশোর এবং যুবক অল্পকাল মধ্যেই রূপ এবং স্বাস্থ্য হারাইয়া শ্রীহীন হইয়াছে ইহাও দেখিয়াছি। বিবাহের পূর্ব্ব হইতেই এইরূপ স্বাস্থ্যহীন হওয়ায় ফলে এই সমস্ত যুবক-বৃন্দের পারিবারিক জীবন প্রায়-ই সুখকর হয় না। শরীরের আসল জিনিষ শুক্র নষ্ট হইয়া যাওয়াতে তাহারা অচির কাল মধ্যেই স্ত্রী সম্ভোগে অসমর্থ হইয়া পড়ে। ফলে তাহাদের জীবন বিষময় বলিয়া বোধ হয়। এই সমস্ত লোক প্রায়-ই অজীর্ণ অগ্নিমান্দ্য, কোষ্ঠকাঠিন্য, অনিদ্রা প্রমেহ প্রভৃতি নানা

[ইহার পর ২২শ পৃষ্ঠায় দেখুন।

রাধা ফিল্মের "দক্ষ যজ্ঞ" চিত্রে শিব ও সতী রূপে শ্রীধীরাজ ভট্টাচার্য্য ও চন্দ্রাবতী। ছবি-খানির জুবিলী উৎসব ক্রাউনে গত রবিবার হইয়া গিয়াছে।

"Twentieth Century" চিত্রে
ক্যারল লম্বার্ড ও জন ব্যারীমুর।

"The Night Is Young" ছবিতে
এভেলান্ লে ও র‍্যামন নোভারো।

"Fountain" ছবিতে অ্যান
হার্ডিং ও ব্রায়ান অ্যাহার্ণ।

সম্পূর্ণ

(গল্প)

—শ্রীউমাপদ মিত্র

প্রায় এক বছর কাটতে চল্‌ল প্লাবনের দেখা নেই। তপস্যা প্রত্যহ প্রতি মুহূর্ত্তে আশা করে, সে আসুক। তপস্যাকে সকলের কাছ থেকে নিয়ে যাক ছিনিয়ে বহু দূরে, যেখানে ওদের দু'জনকে কোনদিক দিয়ে কোন কিছু বাধা দিতে পারবে না। তা'রা যখন চায় দু'জনকে পেতে কেন বাধা আসে! কেন তাদের দেবে না মিলতে!

বহু বৎসর তা'রা দুজনে মিলে মিশে এসেছে। তা'রা জীবন কাটাবে খুসিতে, উজ্জ্বল আনন্দে। কিন্তু লোকে তা' হ'তে দিলে না। তাদের এই নির্ম্মল পবিত্র ভালো-বাসাকে ক'রলে অপমান।

তপস্যার বাড়ীর লোকেরা বুঝলে না কত-খানি ক্ষতি হ'ল এই দুটি প্রস্ফুটিত জীবনের। নিজেদের সম্মান বাঁচাবার জন্যে তা'রা এটুকু ভাবলে না এই দুইটি জীবন কত মধুময় হ'ত, কত বেশী এরা পৃথিবীকে উপভোগ ক'রত। এরা পৃথিবীর চোখে ছোট হ'তে পারে না। পৃথিবীর সব লোক এদের কোল দেবে, নিজস্ব ক'রে নেবে। কিন্তু সে পথ নির্লিপ্ত অবহেলায় রুদ্ধ ক'রে দিলে প্রকাশ নিজে—প্রকাশের গভীরতম হৃদয়ে ব্যথা জাগল না ছোট বোনটির ব্যর্থতা দেখে।

প্লাবনের একমাত্র দোষ সে তপস্যাকে ভালোবেসেছে। তা'র অন্তর মন্দিরে তপস্যাকে দেবীর আসনে প্রতিষ্ঠিত ক'রেছে। একদিন সে তপস্যাকে বুকের কাছটিতে টেনে এনে আদর ক'রছিল, তা'র চুলের ওপর সযত্নে গভীরতম তৃপ্তিতে হাত বুলিয়ে দিচ্ছিল। তারপর এক সময় দুটি ঠোঁট একত্র হ'তেই প্রকাশের গর্ব্বে আঘাত লাগল। সে তখন ওদের দু'জনকে এমন শাস্তি দিলে, যা' ওরা মোটেই ভাবেনি। ওরা মোটেই আশা করেনি প্রকাশ ওদের আশার স্বপ্নকে চূর্ণ-বিচূর্ণ ক'রে ভেঙে দেবে। ওদের এই মিলনের মধ্যে যে ব্যবধানটুকু ছিল, ভেবেছিল প্রকাশের কাছে পাবে তা' দূর করবার সাহায্য। এর পরিবর্ত্তে বাড়ীর সকলের চক্ষে ওরা দু'জনে ঘৃণিত হ'ল। প্লাবনকে বাড়ী থেকে অসম্মান ক'রে ওরা তাড়ায়নি বটে, কিন্তু প্রকাশ যে ভাবে ওর সঙ্গে ব্যবহার ক'রেছে প্লাবনের উচিত ওকে উপযুক্ত শাস্তি দেওয়া।

প্লাবন কী ওদের ক্ষতি ক'রতে না পারত! ওর মা বাবার অতি আদরের তপস্যাকে, প্রকাশ যাকে ছিনিয়ে নিলে প্লাবনের কাছ থেকে, তাকে সে বহু পূর্ব্বে নিজস্ব একান্ত আপনার ক'রে নিতে পারত কিন্তু সে পন্থার মধ্যে অনুপ্রেরণা খুঁজে পেত না। সে কামনা ক'রেছিল তপস্যাকে পাবে ওদেরই চোখের সামনে কিন্তু এখন দেখলে সে প্রতারিত।

ভুল, ভুল—জীবনে বোধ হয় সে এতখানি ভুল কখন করেনি। সেদিন পর্য্যন্ত নিভৃতে তপস্যা ওকে বলেছিল—এইবার তুমি আমাকে নাও। আমার ভারি ভয় হয় যখন ভাবি তোমাকে পাব না। তুমি মনে ক'রছ, এরা দিয়ে দেবে আমাকে তোমার হাতে,—দাদার কাছ থেকে তুমি পাবে সাহায্য? হাসালে। হ'তে পারে দাদা তোমার প্রিয় বন্ধু কিন্তু আমি তাকে তোমার চেয়ে ঢের বেশী জানি। তোমার সঙ্গে কুটুম্বিতা ক'রলে ওদের আত্মার যে গতি হবে না। জান না, তুমি যে আমা-দের চেয়ে এক ধাপ নীচু।

এর উত্তরে প্লাবন তপস্যাকে সান্ত্বনা দিয়ে বলেছিল—তোমার মা বাবা অমত ক'রতে পারেন কিন্তু প্রকাশ কিছুতেই অসম্মত হ'তে পারে না। আগে আমি তা'কে বলি তারপর তুমি হবে আমার নিজস্ব। তা' না ক'রে তোমাকে আমি নিয়ে যাব চোরের মত চুরি ক'রে? তুমি এদের কত স্নেহের সে তো আমি জানি। কী বলো?

এরপর তপস্যার মুখ দিয়ে কোন উত্তর বেরোয়নি। সে চেয়েছিল প্লাবনকে; সমস্ত জীবনটা ওর সঙ্গে জড়িয়ে ফেলতে ও মোটেই দ্বিধা বা সঙ্কোচ ক'রত না। এর জন্যে যদি তা'র খুব বেশি ক্ষতি বা দুঃখ পেতে হয়, তপস্যা সহ্য ক'রত নির্ব্বাক অকুণ্ঠিত মুখে। প্লাবনের মুখ দেখে ও ভুলে যেত তাদের, যারা ওদের ঘৃণা ক'রত!

তারপর এক সন্ধ্যায় তপস্যার জীবনে দেখা দিল অপরিসীম হতাশা। সে যা' কিছু কল্পনা ক'রেছিল অকস্মাৎ নিষ্পেষিত লীন হ'ল বুঝি। সে নিষ্কম্প শিখার মত কাঁপতে কাঁপতে চ'লেছে। প্রতি পদক্ষেপটি নিরাশার বেদনায় জড়ান। তবুও তাকে উপস্থিত হ'তে হবে এক ঘর লোকের মাঝে। তা'রা তপস্যাকে দেখে প্রেমহীন দেহ ভোগের ব্যবস্থা ক'রবে। সেই জন্যে তপস্যাকে প্রসাধন ক'রতে হ'য়েছে পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপে। কোথাও যেন এতটুকু ছন্দচ্যুতি না হয়। দ্বারের সামনে এসে হঠাৎ সে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। মনে হ'ল সে কী নিজেকে বলিদান দিতে চলেছে? উদ্ধারের কী কোন পথই নেই। সে নিজে অসহায় ব'লেই কি তা'র ওপর এই নিষ্ঠুর অত্যাচার। এরা ওর পুষ্পিত স্নিগ্ধ জীবনে এনে দেবে তিক্ত বিশৃঙ্খলতা। প্রকাশ সমস্ত জেনেও উদাসীন হ'য়ে রইল।

তপস্যার সরল জ্যোতিঃস্নিগ্ধ মুখখানি দেখে সকলের ওকে বেশ ভাল লাগল। পাত্র-পক্ষ সগর্ব্বে অভিমত দিয়ে গেল খুব শিগ্‌গিরই তপস্যাকে নিয়ে যাবে বধূর বেশে। কিন্তু তারা জান্‌ল না, তপস্যা কতখানি হীন হ'য়ে গেল। প্লাবনের কাছে সে যে প্রতি-শ্রুতি দিয়েছিল তা' আর রাখতে পারল না।

রাতে তপস্যা ভেবে ঠিক ক'রতে পারছিল না এইবার সে কী ক'রবে। মৌন নীল

আকাশের দীপ্যমান নক্ষত্রের পানে চেয়ে ও কেবলই প্রার্থনা ক'রছিল—ওগো আমাকে আমার নিজস্ব দাবী থেকে বঞ্চিত ক'র না। আমাকে দাও অধিকার, আমার নিজের পথে চল্‌বার। মনে ভাবল এইবার বাড়ীর সঙ্গে সে বিশ্বাসঘাতকতা ক'রবে। উড়ে চাকর-টাকে ক'রবে হাত। তাকে দিয়ে পাঠাবে সংবাদ প্লাবনের কাছে: তৎক্ষণাৎ লিখ্‌তে বসল :—

"আমাকে পাবার জন্তে তুমি পাবে সাহায্য দাদার কাছে, না? কিন্তু আমার দাদাটি অত বোকা নয়। বোনটির কষ্ট তা'র প্রাণে সইচে না ব'লে তাকে রাণী বানাবার উদ্যোগ তিনি ক'রছেন। মা এবং ছোট ছোট ভাই বোনরা আনন্দে দিশেহারা। কিন্তু এরা বুঝল না আমাদের; আমাদের অন্তরাত্মাকে ক'রল তাচ্ছিল্ল।

"একবার ইচ্ছে হ'য়েছিল দাদাকে মিনতি ক'রে ব'লব, তোমার কাছে আমাকে নিয়ে যাক, কিন্তু কিছুতেই পারিনি। মনে হ'য়েছে সে প্রার্থনা দাদা যদি অবজ্ঞায় ঠেলে ফেলে দেয় তখন কী হবে। পুরুষরা যে কত বড় স্বার্থপর সে তো আমি দাদাকে দিয়েই বুঝতে পারছি।

"তোমাকে তখুনি ব'লেছিলাম ভিক্ষে চাইলে পাবে না, তোমাকে ক'রতে হবে চুরি। তখন তুমি শুনলে না কিন্তু এখন তুমি কী ক'রবে? আমি আর পারি না, আমার চিন্তা তার চরমে গিয়ে দাঁড়িয়েছে। আমাকে এখান থেকে উদ্ধার করো যত শিগ্‌গির পার। আমাকে তুমি মুক্তি দাও এই সমস্ত ভাবনা থেকে: তুমি কী জান না আমাদের মত মেয়েরা কত অসহায়, রিক্ত, নিঃসম্বল!"

এই পর্য্যন্ত লিখেই তপস্তার এল ক্লান্তি। ধীরে ধীরে টেবিলের ওপর মাথাটি রেখে সে একটু বিশ্রাম নিচ্ছিল। ভবিষ্যতের কথা ভাবতে ভাবতে ও তখন গভীর তৃপ্তিতে সুপ্তির কোলে আশ্রয় নিলে। মুখে একটি অস্পষ্ট কাকুতি। মধ্যে মধ্যে বিরহ ব্যর্থতায় বুক চিরে এক একটা দীর্ঘশ্বাস পড়ছে।

অকস্মাৎ প্রকাশ সে ঘরে প্রবেশ করলে, আর সুমন্ত কাতর তপস্তাকে দেখে তা'র মনে জাগল মমতা। ধীরে ধীরে সে এগিয়ে এল তপস্তার কাছে। ওকে জাগাবার জন্তে ওর মাথায় হাত রাখতে যাবে, এমন সময় দৃষ্টি পড়ল সেই চিঠিটার ওপর। চিঠিটা পড়া উচিত নয় ও জানে, তবুও সে কৌতূহলটুকু কিছুতেই দমন ক'রতে পারল না। পড়া শেষ হ'লে ও নিজে অভিভূত হ'য়ে গেল। প্রকাশ জানত না ওদের দু'জনের প্রেম এত গভীর। ওরা দু'জনে পরস্পরকে কতখানি শ্রদ্ধা করে আজ সম্পূর্ণ রূপে তা' জান্‌ল। নিজের ভুলের জন্ত সে বার বার আপনাকে ধিক্কার দিতে লাগল।

পরের দিন বিকালে প্রকাশ ঠিক ক'রল প্লাবনের সঙ্গে দেখা ক'রবে তাদের উভয়ের যে মধুর সম্বন্ধকে সে কলুষিত করেছে সেটুকুকে আবার পবিত্র ক'রে তুলবে। প্লাবনের বুকে যে ঝড় সে সৃষ্টি ক'রেছে, সেটাকে শান্ত করবার খুব চেষ্টা ক'রবে।

> অনিবার্য্য কারণ বশতঃ শ্রীতমালতা বসুর "বিধির বিধান" এ সপ্তাহে প্রকাশিত হইল না, আগামী সংখ্যা হইতে যথারীতি প্রকাশিত হইবে।
>
> —দীঃ সঃ

প্রকাশ প্লাবনকে তা'র নিজের বাড়ীতে কোথাও পেলে না—তাকে পাওয়া যাবে কোথায় তারো কোন সঙ্কেত পেলে না। পথে পথে খানিক খুঁজল, অবশেষে বায়স্কোপ দেখবার জন্তে টিকিট কিনতে গিয়ে শুনল সেদিনের সব টিকিট বিক্রী হ'য়ে গেছে। পরের দিনের টিকিট কিনে সে বেরিয়ে এল রাস্তায়। খানিক চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে ভাবল। তারপর ঠিক ক'রল ফেরি ষ্টিমারে খানিকটা গঙ্গায় ঘুরে বেড়াবে। তাড়াতাড়ি ঘাটে এসে ষ্টিমারে উঠে পড়ল। এমন সময় দূরে প্লাবনকে দেখতে পেয়ে তা'র হৃদয় উদ্বেলিত হ'য়ে উঠ্‌ল। কতদিন হ'য়ে গেল ওর সঙ্গে সে কথা কয়নি। এখন কি ভাবে সে কথা আরম্ভ করবে তারই পথ খুঁজতে লাগল।

প্লাবন নিজের খেয়ালেই এগিয়ে আসছিল। হঠাৎ প্রকাশকে ষ্টিমারে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে তা'র হৃদয় সাগর-তরঙ্গের মত উচ্ছৃঙ্খল হ'য়ে উঠ্‌ল। প্রকাশকে দেখেই ওর মনে প'ড়ে গেল তপস্তাকে। তপস্তাকে সে ভুলতে চায়। সেইজন্তে ও নিজেকে সর্ব্বদা কাজের মধ্যে ডুবিয়ে রাখ্‌ত। কিন্তু আজ সকাল থেকে তপস্তার স্মৃতি ওকে চঞ্চল করে তুলেছে। তা'র নিষ্প্রভ মনে প্রফুল্লতা আনবার জন্ত প্লাবন হোটেল ছেড়ে ষ্টিমার ঘাটে উপস্থিত। কিন্তু এখানে প্রকাশকে দেখে ওর মনে জাগল বিষণ্ন স্মৃতি। চোখ দু'টিতে তা'র গভীর ব্যর্থতা। মুখে গভীরতম অতৃপ্তি।

জেটির শেষ প্রান্তে এসে অকস্মাৎ প্লাবন দাঁড়িয়ে পড়ল। অর্দ্ধদগ্ধ সিগারেট খানিকটা টান্ দিয়ে ও ভাবছিল ষ্টিমারে এখন ওঠা উচিত কিনা। কারণ; ও চায় না প্রকাশের সঙ্গে কথা ব'ল্‌তে। যে অনায়াসে তাকে অবহেলা, অপমান ক'রতে পারে, প্লাবন জানে তাকে কি ভাবে গ্রহণ ক'রতে হয়।

ষ্টিমারের ছাড়ার সঙ্কেত পেয়ে প্লাবন উঠে গিয়ে দাঁড়াল সেই দিকে যেদিক থেকে সে দেখতে পাবে না প্রকাশের মুখ। সন্ধ্যাকাশে মেঘের ঘোমটার ভিতর থেকে মধু-পূর্ণিমা উঠ্‌ল ফুটে। জ্যোৎস্না রেখা হ'ল নদীর বুকে বিকীর্ণ। প্লাবনের দীর্ঘা-কুল চোখে অপরূপ বিস্ময়। সে বুঝতে পারল প্রকাশ তা'র হাতের ওপর হাত রেখেছে কিছু বলবার জন্তে, ও সরে এসেছে প্লাবনের খুব কাছে। প্লাবন ঘুরে দাঁড়াল ওর সামনে, চোখ দুটিতে গভীর অবসাদ। কুণ্ঠিত হ'য়ে মৃদু স্বরে প্লাবন জিজ্ঞেস ক'রল, কি হয়েছে?

প্রকাশ প্লাবনের মুখের দিকে খানিকক্ষণ

চেয়ে থেকে উত্তর দিলে—তুমি মদ খেয়েছ কেন প্লাবন, এর উদ্দেশ্য কি ?

প্রকাশের কথা শুনে প্লাবন নিঃশব্দে ঠোঁট বেঁকিয়ে খানিকটা হাস্‌ল, তারপর আপন মনে বল্‌তে লাগল, কেন মদ খেয়েছি জান না ? যার জন্তে তোমরা আমার জীবন থেকে শান্তিটুকু কেড়ে নিয়েছ, ত'ার সর্ব্বনাশ আমি অনায়াসে ক'রতে পারতাম কিন্তু করিনি ; শুধু তোমরা যাতে সকলের সামনে ছোট না হও তাই ভেবে। তারপর একটা রুদ্ধশ্বাস ফেলে সে আর একটা সিগারেট ধরাল। খানিকটা ধোঁয়া গিলে বল্‌তে লাগল —কী বল্‌লে, আমার এ মদ খাবার উদ্দেশ্য কী ? সেটা কী তোমাকে জানিয়ে দিতে হবে ? মানুষের সহ্ করবার একটা সীমা আছে কিন্তু সে-সীমার হ'য়েছে অপমৃত্যু তাই আমি মরিয়া হ'য়ে ধ'রেছি মদ। আমার সুষমাহীন মনে ওটা এনে দেয় ক্ষণিক আনন্দ আর প্রাণে তিক্ততার বিনিময়ে আনে বিস্মৃতি। কিন্তু আশ্চর্য্য হ'য়ে যাচ্ছি, এতদিন পরে অকস্মাৎ আমার সঙ্গে কথা কইলে কী ব'লে। ভুলে গেলে সেদিনকার প্রতিজ্ঞা ? অধীর হয়ে প্রকাশ বলে উঠ্‌ল—না না প্লাবন, তুমি আমাকে ভুল বুঝো না। আমি কিছুই প্রতিজ্ঞা ক'রিনি, তবে সেদিন নিভৃতে তোমাদের দু'জনকে ঐ ভাবে দেখে, মনে হ'য়েছিল এর মধ্যে শুধু কামনা ছাড়া আর কিছু নেই।

প্লাবন ত'ার বন্ধুকে থামিয়ে দিয়ে বললে —থাক্ হয়েছে। দুঃখ হয় প্রকাশ, আমি তোমাকে যা' ভাবতে পারিনি তুমি অনায়াসে অসঙ্কোচে আমাকে তা' ভেবে নিলে।

হঠাৎ প্লাবন চুপ ক'রে গেল। ত'ার ভাষা গেল ফুরিয়ে। গম্ভীর মৌন দুটি চোখ তার নদীর জলের ওপর ; যেখানটায় চাঁদের আধ-আলো-ছায়া ভেঙে পড়েছে। সে তখন ভাবছিল, কেন ও কথা কইল প্রকাশের সঙ্গে ! প্রকাশের সঙ্গে প্লাবনের কিসের সম্বন্ধ ! কিসের সন্ধি ! এখন জলুক ওরা, প্লাবন ছড়াক বিষাক্ত অগ্নিস্ফুলিঙ্গ, ওদের শান্তিময় জীবনে। তাদের জীবনে সে এনে দেবে অসহনীয় বিষাদ।

তবুও প্লাবন পারে না। যখন ধীরে, অতি ধীরে সুষুপ্ত প্রশান্ত রাত্রির মত তপস্তার প্রত্যেক কথাটি ভেসে উঠে ওর মনে তখন ওর সব দৃঢ়তা যায় হারিয়ে। চিত্রাপিতের মত ওর দু'টি হাত উঠে আসে ওর বুকে। মুদিত চোখে ও যেন মনে মনে বলে, এইবার তুমি আমাকে বলে দাও আমার কী কর্ত্তব্য।

ষ্টিমার ঘাটে লাগতেই প্রকাশ ওকে ডাকল। প্লাবন স্বপ্নালস চক্ষে ওর পানে চাইল। তারপর ওর সঙ্গে সঙ্গেই নেমে এল। রাস্তা দিয়ে উভয়েই চ'লেছে চুপ ক'রে : কারোর মুখে কোন ভাষা নেই। এক সময় প্লাবন ব'লে উঠলো—এইবার তুমি যেতে পার প্রকাশ। আমি আবার চ'ললাম হোটেলে।

প্রকাশ চেপে ধরল ওর হাত। বল্‌লে প্লাবন, আমাকে বিশ্বাস করো, তুমি যা চাও আমি জানি। কিন্তু, সত্যি কি তুমি এতে বেশি সুখী হবে ? আমার তা মনে হয় না। এখন তোমরা পরস্পরের কাছ থেকে দূরে রয়েছ ব'লে, দু'জনের দু'জনকে লাগছে ভাল, আকাশের সন্ধ্যা তারাটির মত। কিন্তু এমন একদিন আসবে যেদিন এই অন্তর্লীন মাধুর্য্যে দেখা দেবে শঙ্কাকুল বিষণ্ণতা। তখন জীবন হবে একঘেয়ে, যা' চিরকাল হ'য়ে আসছে।

—তবে উপদেশ দাও, এখন কি করতে হবে। এই ব'লে প্লাবন রাস্তার ধারে একটা পার্কের মধ্যে ঢুকে পড়ল। নির্জ্জন একটা জায়গা বেছে নিয়ে বসল। প্রকাশকে ইঙ্গিত ক'রল তার কাছে আসতে।

—না, তোমাকে উপদেশ দেবার মত আমার শক্তি কোথায় ? প্রকাশ ব'ললে, তবে আমার মনে হয়, তুমি এমন একটি মেয়েকে বিয়ে করো যে তোমায় মুমূর্ষু মনে জাগাবে প্রদীপ্ত অনুপ্রেরণা ; যে তোমাকে নিয়ে যাবে নূতন রাজ্যে।

প্রকাশের এই অতি পুরাতন কথাগুলি শুনে সে না হেসে থাকতে পারল না।

সে ভাবছিল এর উত্তরে কি বলা উচিত। এতদিন ও যা' বলতে চেয়েছিল, সে-ক্ষণটুকু যখন এসেচে তখন বিনা দ্বিধায় সে তার কথা ব্যক্ত করতে পারে।

বললে—হ্যাঁ, আমি বিয়েই ক'রব প্রকাশ কিন্তু কাকে জান?

—বুঝেছি। তবুও তুমি তপস্যাকে ভুলতে পারবে না।

প্লাবনের বুকে জলে উঠল বেদনার বহ্নিশিখা। চোখে তা'র স্নিগ্ধ নম্রতা। খুব শান্ত সস্মিত মুখে উত্তর দিল—পাগল।

আমি তো ওকে ভুলতেই চাই। আমি জানি ও আমার, কিন্তু আমি পাব না। তোমার চেয়ে আমি ওকে কম ভালবাসিনে প্রকাশ। বোধ হয় তোমাদের চেয়ে বেশী। তবুও—হঠাৎ একটা চাপা দীর্ঘশ্বাস তার কণ্ঠস্বরকে ক'রে দিলে বন্ধ।

প্লাবনের অনেক কিছু বলবার ছিল কিন্তু অভিমানে তা'র চোখ দু'টি অশ্রুসথিত হ'য়ে উঠল। কণ্ঠের ভাষা হ'ল নিঃশেষ। উদ্বেল আশঙ্কা ওর বুকে বাঁধল বাসা। ও আর দেখতে পাবে না তপস্যার সুন্দর মুখখানি, শুনতে পাবে না ওর কলহাস্যধ্বনি। ও তার সান্নিধ্য থেকে চিরতরে বঞ্চিত হ'ল বুঝে প্লাবনের অন্তরাত্মা হাহাকার করে উঠল।

নিজের দুর্ব্বলতাকে সে ধরা দিতে চাইল না প্রকাশের সামনে। তার দুঃখকে মেঘাবগুণ্ঠিত পঞ্চমীর ম্লান চাঁদের মত নিজের মধ্যে সে রাখল লুকিয়ে। বাসি ফুলের মত মুখে হাসি রেখে বললে—এমন হ'য়েই থাকে প্রকাশ। যা হবে না তা' নিয়ে আমাদের আলোচনা করবার কী দরকার! তবে এক কাজ করো, তপস্যার বিয়ের দিনে আমাকে ডেকো। আমি যাবো আর তোমার মাকে ব'লে আসব, আমাকে তিনি যতখানি নীচ ভাবতেন বা ঘৃণা ক'রতেন আমি তার এক বিন্দুও নয়। তারপর হঠাৎ অকারণে সে থেমে গেল। খানিকক্ষণ চুপ হ'য়ে তপস্যাকে নিয়ে আলোচনা ক'রলে নিজের মনের মধ্যে। তপস্যাকে ওর মন থেকে বিচ্যুত ক'রতে চায় তবুও সেখানে সে ভেসে থাকে শুক তারাটির মত।

প্রকাশ বলতে যাচ্ছিল ওর মায়ের কথা কিন্তু প্লাবন তাকে থামিয়ে দিয়ে বললে, আর না, অনেক হ'য়েছে। এখন চলো, এখান থেকে যাই।

রাস্তায় চলতে চলতে এক সময় প্লাবন ব'লে উঠল—তুমি যে আমার সঙ্গে কথা কইলে এ যেন আমার কাছে এক অদ্ভুত বিস্ময়। ভেবেছিলাম তোমাকে আমি হারিয়েছি চিরদিনের জন্য। তোমাকে আর আমি ফিরে পাব না, এ আমার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল। কিন্তু আজ আমাকে পেয়ে আমার দুঃখের সীমা নেই। যদি বল কেন? তবে উত্তরে আমি এইটুকু বলতে পারি যে তোমার মধ্যে আছে শুধু কুৎসিত ভীরুতা, এতটুকু কোমলতা নেই।

প্রকাশকে কথা বলতে না দিয়ে ও পুনরায় বলে চলল—আমি মিনতি ক'রছি প্রকাশ এর উত্তর আমি চাই না। আমি ভুলব অতীতের স্নিগ্ধ স্মৃতি-মাধুর্য্য।

হঠাৎ প্লাবন স্তব্ধ হ'য়ে দাঁড়িয়ে পড়ল ডানদিকের একটা দোকানের সামনে এসে। হোটেলের ভিতরকার ঠুং ঠুং শব্দ ও মিষ্টি মধুর গন্ধ ওকে যেন ডাকছিল। লোলুপ দৃষ্টিতে একবার হোটেলের দিকে দৃষ্টিপাত ক'রে প্রকাশের মুখে চেয়ে সহাস্যে ব'ললে—চলো না যাই। তুমি ভাল, এবং চিরকাল যে তাই থাকবে সে আমি জানি। কিন্তু যেতে দোষ কী?

প্রকাশ প্রায় ওকে ঠেলে নিয়ে যেতে যেতে ব'লতে লাগল—না, এই খানিক আগে ঐ রকম স্থানে তুমি নিজেকে ঠিক্ রাখতে পারো নি। আবার? আজ থাক, চলো বাড়ি যাই। প্লাবন 'হো-হো' ক'রে খানিকটা হেসে নিলে।

তারপর গম্ভীর হ'য়ে বলে উঠল—প্রকাশ তুমি ভুল বুঝেছ। বাড়ী তোমার কাছে মাধুর্য্যে ভরা কিন্তু সকলের কাছে কি তাই! তার চেয়ে চলো যাই সিনেমায়। তোমারো লাগবে ভালো আমারো কতকটা সময় যাবে কেটে।

প্লাবন যাচ্ছিল টিকিট কিনতে। প্রকাশ তাকে বাধা দিলে।—আজ থাক। আমি কিনে রেখেছি, কাল আমরা যাব, এই ব'লে টিকিট বার ক'রে একখানি প্লাবনের হাতে দিলে।

প্লাবন সেখানি দ্বিধা জড়িত হাতে খানিকক্ষণ ন'ড়াচাড়া ক'রলে। তারপর যথাস্থানে সেটি রেখে দিলে কুণ্ঠিত মনে। সে ভেবে পেলে না, প্রকাশের এ বিদ্রূপ না সহানুভূতি!

বাড়ীর পথে যখন প্লাবন এসে পৌঁছল তখন রাত হ'য়েছে অনেক। সেইখান থেকেই সে প্রকাশকে দিলে বিদায়। প্রকাশ বাড়ী যাবার আগে ওকে অনুরোধ ক'রেছিল ওদের বাড়ীতে যাবার জন্যে। প্লাবনের বাউল মন ছুটে যেতে চেয়েছিল কিন্তু ওর নিঃসম্বল অন্তর ওকে ক'রলে শাসন।

একাকী ক্লান্ত দেহে ও বাড়ী ফিরল। সুষুপ্ত রাতের অতন্দ্র নিস্তব্ধ আকাশের পানে চেয়ে প্লাবনের বুক ভরে উঠল অপরিসীম হতাশায়। হঠাৎ ওর চোখ দুটি অশ্রুমথিত হ'য়ে উঠতেই ও যেন নিজেকে আপনার মধ্যে ফিরে পেল ভীরু-কম্পিত প্রদীপ শিখার মত দুর্ব্বল মনটার কথা ভাবতেই ওর মুখে ফুটে উঠল তিক্ত হাসি। ওর চোখে জল! একটা মেয়েকে পাবে না ব'লে তার এই ক্ষুধার্ত্ত আক্ষেপ। না না, সে চায় না তার কামনা কাতর দেহভোগ। সে থাকুক দূরে। তাকে পূজোর ফুলের মত পবিত্র ক'রে রাখবে। কিন্তু তার (তপস্যার) সেই স্নিগ্ধ পবিত্র সুষমাটুকু যদি অপরে কলুষিত করে তবে ওর দুঃখের শেষ থাকবে না।

প্লাবন আর ভাবতে পারে না। কেন, কিসের জন্যে ও ভাবে তপস্যাকে, কেন তাকে মনের মধ্যে রেখেছে অবিচ্ছিন্ন ক'রে? কতক গুলো চিঠির মধ্যে যে ভাষা তপস্যা প্রয়োগ ক'রেছিল তা'র প্রকাশ কোথায়? না না, প্লাবনকে সে প্রতারণা ক'রেছে। যৌবনের যে প্রথম ক্ষুধার আবির্ভাব হ'য়েছিল, ওর

মনে তার আস্বাদন ও পেয়েছে। তাই প্লাবনকে এখন আর ওর প্রয়োজন নেই। প্লাবনের ভালবাসাকে কুৎসিত ক'রতে ওর বুকে জাগল না ক্ষীণতম দুঃখের আভাস।

ক্লান্ত জড়িত পদে প্লাবন উঠে এল ওর বিছানায়। খানিকক্ষণ বিছানায় নমিত নেত্র হ'য়ে বসে রইল। তারপর এক সময় ওর সর্ব্বদেহ ভেঙে লুটিয়ে পড়ল শয্যায়। দক্ষিণের খোলা জানলা দিয়ে আকাশ থেকে খানিকটা জ্যোৎস্না ওর ডান দিকে ছড়িয়ে পড়েছে। সেইখানটিতে ও বার বার হাত বুলোতে লাগল। ধীরে ধীরে ওর সর্ব্বাঙ্গ শিথিল হ'য়ে এল। ঘুমের কোলে ও তখন আশ্রয় নিলে।

পরের দিন বিকালে প্লাবনের হঠাৎ মনে পড়ে গেল সিনেমায় ওর নিমন্ত্রণ। এত অল্প সময়ের মধ্যে সেখানে ঠিক আরম্ভের সময় পৌঁছতে পারবে না ভেবে ওর ইচ্ছা হ'চ্ছিল না যেতে। তবুও ওকে যেতে হ'ল। কারণ ও চায় না প্রকাশকে ক্ষুণ্ণ ক'রতে।

সিনেমায় যখন সে উপস্থিত হ'ল তার আধ-ঘণ্টা আগে ছবি দেখান সুরু হ'য়েছে। নিজের সিটে বসে নিকটে প্রকাশকে পেলে না খুঁজে! ডান পার্শে তখনো পর্য্যন্ত একখানি সিট ছিল খালি। বিশ মিনিট কেটে গেল তবুও প্রকাশের দেখা নেই তখন ওর মন অভিমানে ক্ষুব্ধ হ'য়ে উঠছিল।

ইণ্টারভ্যালের সঙ্গে সঙ্গেই প্লাবন উঠে পড়ল চ'লে যাবার জন্যে। এমন সময় খালি সিটটার পাশের সিট থেকে তপস্যা ব'লে উঠল—দাদা কোথায় গেল?

বহুদিন পরে তপস্যার কণ্ঠস্বর শুনে প্লাবন একেবারে বিস্ময়ে স্তব্ধ। ওর বুকে তখন দুরু দুরু কম্পন, চোখে একটি স্পষ্ট গভীর মমতা—ওর বুকের কাণায় কাণায় গভীরতম তৃপ্তি।

একটি দু'টি করে সব আলো গেল নিবে! আবার হল-ঘরটি অন্ধকারে পরিপূর্ণ হ'য়ে সকলের ব্যাকুল দৃষ্টি সামনের স্ক্রিনের ওপর পড়ল।

প্লাবন তপস্যার পাশের সিটটায় এসে ব'সতেই তপস্যা সঙ্কোচ-কাতর কণ্ঠে চুপি চুপি প্রশ্ন ক'রল—দাদা কী আর আসবে না?

স্নিগ্ধ মধুর সান্ত্বনায়-কণ্ঠ ভ'রে প্লাবন শুধু বললে—চলো আমরা যাই।

—শ্রীগৌরীরাণী দেবী

(হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার)—তোমার কি বুক ধড়ফড় করে? লোক দেখলে মারতে ইচ্ছে করে? মাঝে মাঝে ম'রতে ইচ্ছে করে?

রোগিণী—এতদিন করেনি, আপনার এই প্রশ্ন শুনে এখন ক'রচে।

•

বাবা—"দেখ্ খোকা ঢোল কিনে দিলুম বলে' যেন তুই যখন তখন বাজাস্‌নি।"

খোকা—"না বাবা, তুমি ঘুমুলেই বাজাবো।"

•

১ম বন্ধু—তোর বউ এতো ঝগড়া করে, তুই তা সহ্য করিস কি ক'রে?

২য় বন্ধু—আমি যে কিছুই শুনতে পাই না, কালা।

•

শিক্ষক—তুমি প্রতিদিন ক্লাসে আস না কেনো? জানো না "লেখাপড়া করে যেই, গাড়ী ঘোড়া চড়ে সেই"।

ছাত্র—আমি স্যার পায়ে হেঁটেই বেড়াবো।

•

শাশুড়ী—বউমা তোমার ছোট ছেলেটি রাত্রে এত কাঁদে, তুমি থাকো কোথা?

বউমা—আপনার ছোট ছেলেটির কাছে।

*

১ম বন্ধু—আজকাল তুমি খুব লিখ্‌ছ দেখ্‌ছি—গল্প কবিতায় টেবিল ভ'রে গেছে।

২য় বন্ধু—ওর মধ্যে সম্পাদকের ফিরিয়ে দেওয়া রচনাই বেশী।
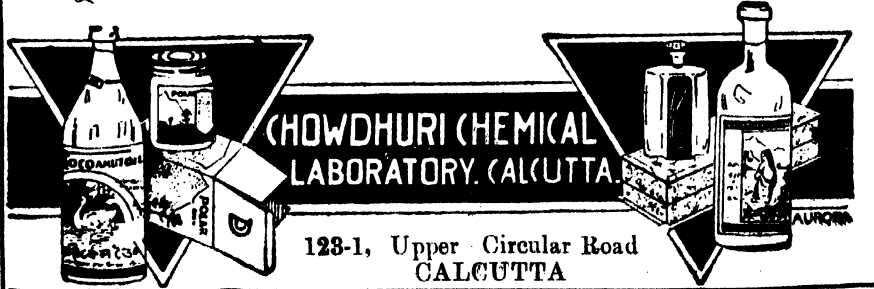
মাননীয় "দীপালী" সম্পাদক সমীপেষু—

মহাশয়,

আমি 'রতনবাই' ও নিউ থিয়েটার্স লিমিটেড' সম্বন্ধে কতকগুলি কথা বলিবার প্রবল আগ্রহ লইয়া আপনার দ্বারে উপস্থিত হইয়াছি। আশা করি আমার এই ক্ষুদ্র পত্রটির জন্য একটু স্থান দান করিয়া আমাকে কৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ করিবেন।

ইংরাজী 'দীপালী'র ৭ম সংখ্যায় 'চন্দ্রশেখর' মহাশয় লিখিত সম্পাদকীয় স্তম্ভটি পড়িয়া যৎপরোনাস্তি আমোদিত ও গর্ব্বিত হইলাম। বাঙ্গলার একটি প্রসিদ্ধ সাপ্তাহিক যদি ভাল জিনিষকে ভাল বলে, যদি খারাপ জিনিষকে খারাপ বলে, যদি নিরপেক্ষ ভাবে সমালোচনার দ্বারা তাহাদের কর্ত্তব্য কর্ম্ম সম্পাদন করে, তবে তাহার স্থান সকলের উপরেই থাকে। নিন্দুকের নিন্দাবাণী হিংসুকের ঈর্ষা কোন কিছুতেই ইহাকে পথভ্রষ্ট করিতে পারে না। উদ্দামগতি সম্পন্ন মাতঙ্গের ন্যায় সমস্ত বাধা সে পদতলে পৃষ্ট ক'রে, সর্ব্বগুণসম্পন্ন 'দীপালী' ঠিক সেই শ্রেণীর একটি সাপ্তাহিক, যাহার মস্তক পর্ব্বতের ন্যায় উচ্চ ও পদ্মের ন্যায় সুরভিত।

'চন্দ্রশেখর' মহাশয় তাঁহার সম্পাদকীয় স্তম্ভে 'নিউথিয়েটার্স লিঃ' সম্বন্ধে অনেকগুলি টাট্কা খবর প্রদান করিয়াছেন। (যদিও) পূর্ব্বের রতনবাই ও তাহাদের পত্রগুলি পড়িয়া অনেক কিছু জানা যায়) তাহারা (নিউ থিয়েটার্স) বলিয়াছেন যে রতনবাই বহু বাজারের অধিবাসিনী, (তাহাদের ভাষায়) এবং তাঁহারাই তাহাকে লোকচক্ষুর অন্তরাল হইতে আনিয়া প্রসিদ্ধা করিয়াছেন। এইজন্য তাঁহারা সাধারণের নিকট প্রশংসার্হ, এবং রতনবাঈও তাঁহাদের নিকট ঋণী।

কিন্তু আমাদের দেশের ষ্টুডিওগুলিতে যেখানে শতকরা নিরানব্বই জন বহুবাজারের (অবশ্য তাহাদের ভাষায়) অধিবাসিনী লইয়া কাজ চালাইতে হয়, সেখানকার লোকদিগকে এই কথা স্পষ্ট করিয়া বলিয়া দিতে হয় না তাহা সর্ব্বসাধারণ পূর্ব্ব হইতেই জানে। কিন্তু সেই অভিনেত্রী সম্বন্ধে আরও কুৎসাবাণী প্রকাশ করিবার স্পর্দ্ধা তাঁহারা রাখিতে পারেন না। ইহাতে যে কেবল সেই অভিনেত্রীকে লোকচক্ষে হীন করা হয় তাহা নহে, অধিকন্তু ষ্টুডিওরও যথেষ্ট ক্ষতি হইয়া থাকে। এই কথা প্রকাশ করিবার পূর্ব্বে 'নিউ থিয়েটার্স' কোম্পানী কী একবার ভাবিয়াছিলেন যে তাঁহারা সাধারণে কতখানি সহানুভূতি হারাইবেন। এই পত্রের পর অর্থাৎ (রতনবাঈয়ের প্রত্যুত্তর যাহা নিউ-থিয়েটার্স দিয়াছেন) তাহাতে লোকের শ্রদ্ধা 'নিউ থিয়েটার্স' সম্বন্ধে অনেকখানি কমিয়া যাইবে। এমন কী অভিনেত্রীবর্গও হয়ত ভীত হইবেন তাহাদের ষ্টুডিওতে কার্য্য গ্রহণ করিতে। আজ যাহারা একজনকে ঐ কথা বলিতে পারেন কাল অপরকে পারিবেন না, একথা অবিশ্বাস্য। কারণ সাপের দাঁতে মধু থাকে না।
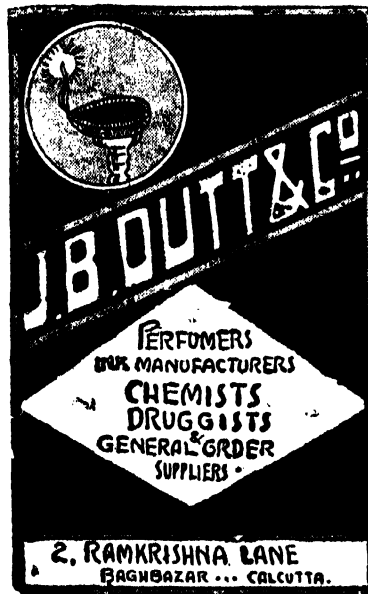
আর একজনের কথা এই প্রসঙ্গে বলি। বাঙ্গলার গ্যারিক নাট্য-সম্রাট গিরিশচন্দ্রও অনেক পতিতাকে রঙ্গমঞ্চে প্রসিদ্ধা করিয়া দিয়া গিয়াছেন কিন্তু ঐরূপ কথা তাঁহার মুখ হইতে কোন দিন নির্গত হয় নাই।

অভিনেত্রীরা চাকরি করে সত্য, অর্থ লয় অভিনয় করে। কিন্তু সম্মানটা থাকে তাহাদের নিজেদের হস্তে। তাহার উপর হস্তক্ষেপ করা স্পর্দ্ধার বিষয় সন্দেহ নাই। ইহাতে যাহারা সেইরূপ কার্য্যে অগ্রসর হয় তাহাদের আমরা প্রশংসা করি না।

পরিশেষে 'চন্দ্রশেখর' মহাশয়কে তাহার নির্ভীক সমালোচনার জন্য ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি, ও 'দীপালীর' সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি কামনা করি। এবং বলি যে যদিও নিউ থিয়েটার্স তাঁহাদের ষ্টুডিও সংক্রান্ত কোন আমোদ প্রমোদে 'দীপালী'কে নিমন্ত্রণ ক'রে না বা 'দীপালী' হইতে তাহাদের বিজ্ঞাপন তুলিয়া লইয়াছেন তবুও 'দীপালী'র কোন ক্ষতিই তাহাতে হইবে না। অধিকন্তু ইহাই হইবে 'দীপালীর উন্নতির প্রথম সোপান।

'দীপালীর' সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি কামনা করি। ইহা যেন তাহার পূর্ব্ব গৌরব অক্ষুন্ন রাখিয়া অন্যায়ের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হয়, ও নির্ভীক সমালোচনা করে।

ইতি

'দীপালী'র চির শুভাকাঙ্ক্ষী

শ্রীনীহার কুণ্ডু।

জেনারল হাঁসপাতাল।

চট্টগ্রাম

সপ্তাহিকা

বিগত ২৭এ মার্চ্চ বুধবার লিলুয়া ই, আই, আর ইণ্ডিয়ান ইনষ্টিটিউটের বার্ষিক প্রীতি সম্মিলন হ'য়ে গেছে। শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় নেতৃত্ব ক'রেছিলেন আর ক'ল্‌কাতা থেকে শ্রীমতী তমাললতা বসু, শ্রীমতী রাধারাণী দেবী, শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত নরেন্দ্র দেব ও শ্রীগিরিজাকুমার বসু প্রভৃতি সেখানে উপস্থিত ছিলেন। শ্রীমতী সুধা বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীমতী রেণু সেনের কণ্ঠ সঙ্গীত সকলকে প্রীত ক'রেছিল। শ্রীযুক্ত ভীষ্মদেব চট্টোপাধ্যায়ের গান ও শ্রীযুক্ত পরেশ ভট্টাচার্য্যের তবলা সঙ্গতে সকলেই মুগ্ধ হ'য়েছিল। ইনষ্টিটিউটের কর্ত্তৃপক্ষ আদর আপ্যায়ন ও জলযোগের দ্বারা সকলকে তুষ্ট ক'রেছিলেন। শ্রীযুক্ত টি, সি, দত্ত, শ্রীযুক্ত এস, এন, লাহিড়ি ও শ্রীযুক্ত আর এস, ব্যানার্জ্জি যথাক্রমে ইনষ্টিটিউটের সম্পাদক, সোশ্যাল ক্লাবের সভাপতি ও সোশ্যাল ক্লাবের সম্পাদক। তাঁরা আমাদের বিশেষ কৃতজ্ঞতা ভাজন। ইনষ্টিটিউটের উন্নতির গতি ঝড়ে মেলের মত দ্রুত হোক্।

*

গেল শনিবার কল্‌কাতার ইয়ং উইমেন্‌স্ কৃশ্চান এ্যাসোসিয়েশান হলে আনন্দমেলার বার্ষিক উৎসব হ'য়ে গেছে। সভাপতি হ'য়েছিলেন মেলার সভাপতি মাননীয় সার মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায় ও আনন্দমেলা স্পোর্টসের পুরস্কার বিতরণ ক'রেছিলেন মিসেস জে, সি মুখার্জ্জি। আনন্দ মেলার সাহিত্য বিভাগের সম্পাদক শ্রীগিরিজা কুমার বসু মিস্ গুপ্ত (ইন্‌স্পেক্‌ট্রেস অফ্ স্কুলস্), মিস বিটি, কল্‌কাতার পুলিস বিভাগ, যাঁরা এবং ক্যামেরা এক্সচেঞ্জকে স্পোর্টস সম্বন্ধে সাহায্য করার জন্য ধন্যবাদ দেবার পর পুরস্কার বিতরণ হয়। দুটি ছোটো মেয়ে শ্রীমতী মায়া চন্দ্র ও শ্রীমতী ডলি মুখোপাধ্যায় শ্রীগিরিজাকুমার বসুর প্রস্তাবে সভাপতিকে মাল্যভূষিত করে। শ্রীমতী আশালতা রায়ের গান, শ্রীমতী রেবা মজুমদারের নাচ ও গান, শ্রীমতী শীলা হালদারের নাচ, শ্রীমতী শোভা কুণ্ডুর সেতার বাজনা প্রভৃতি খুব উপভোগ্য হ'য়েছিল। উৎসব গৃহ বহু বিশিষ্ট নরনারীর উপস্থিতিতে পূর্ণ হ'য়েছিল। আনন্দ মেলা, মেলা আনন্দ আমাদের দিতে থাকুন। মেলার সঙ্গীত-বিভাগের সম্পাদক শ্রীসুরবন্ধু মজুমদার সেদিনকার উৎসবের সাফল্যের জন্য ধন্যবাদার্হ।

*

গেল রবিবার 'পুষ্পপাত্র' সম্পাদক শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তীর আহ্বানে (গেল বারে ভুল ক'রে 'ভট্টাচার্য্য' ছাপা হ'য়েছিল সেজন্য দুঃখিত) 'পুষ্পপাত্র' কার্য্যালয়ে রবিবাসরের অধিবেশন হ'য়ে গেছে। ঐ অধিবেশনে নিখিল ভারত গ্রন্থাগার সমিতির সভাপতি শ্রীযুত মুনীন্দ্র দেব স্পেনের আন্তর্জ্জাতিক গ্রন্থাগার সভায় ভারতের প্রতিনিধিরূপে নিমন্ত্রিত হ'য়েছেন ব'লে তাঁকে সম্বর্দ্ধিত করা হয়। প্রথমেই শ্রীগিরিজাকুমার বসু রচিত প্রশস্তি-গীতি শ্রীমতী লতিকা মুখোপাধ্যায়ের দ্বারা গীত হয়—ঐ গানে সুর সংযোগ লতিকাই ক'রেছিলেন। শ্রীযুত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত অমূল্য বিদ্যাভূষণ, শ্রীযুক্ত শৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা ও শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় মুনীন্দ্রদেব মহাশয়কে অভিনন্দন জ্ঞাপন করেন। সভাপতি রায় জলধর সেন বাহাদুর বাঁশবেড়ের রাজবংশের কাছে বাংলা সাহিত্যের ঋণের বিষয় বলেন। শ্রীযুত তিনকড়ি দত্ত গ্রন্থাগার আন্দোলনের একটু বিবরণ দেন। শ্রীযুক্ত প্রফুল্লকুমার সরকার তাঁদের আদর আপ্যায়ন ও অতিথিদের ভূরি ভোজন করাবার জন্যে রবিবাসরের পক্ষ থেকে শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী ও ডাক্তার সন্তোষকুমার মুখোপাধ্যায়কে ধন্যবাদ দেন। শ্রীমতী লতিকা মুখোপাধ্যায়ের গান, শ্রীমতী যূথিকা মুখোপাধ্যায়ের হাসির গান ও শ্রীমতী আভাময়ী বসুর কীর্ত্তন গান উপভোগ্য হ'য়েছিল। অধিবেশনে, উপরে যাঁদের নাম লেখা হোলো তাঁরা ছাড়া নিম্নলিখিত সাহিত্যিক ও শিল্পীরা উপস্থিত ছিলেন :— শ্রীমতী তমাললতা বসু, শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ ঘোষ, শ্রীযুক্ত মনোজ বসু, শ্রীযুক্ত নরেন্দ্র দেব, শ্রীযুক্ত সুনির্ম্মল বসু, শ্রীযুক্ত বিভাস চৌধুরী, শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, শ্রীযুক্ত ফণি গুপ্ত, শ্রীযুক্ত অখিল নিয়োগী, শ্রীযুক্ত প্রেমোৎপল বন্দ্যোপাধ্যায়। রবিবাসর বাংলার সাহিত্য-আসরে সু-প্রতিষ্ঠিত হোক্।

*

আস্‌ছে গুড ফ্রাইডের ছুটীতে তালতলা পাবলিক লাইব্রেরীর উদ্যোগে ক'লকাতা সাহিত্য-সম্মিলনের তৃতীয় অধিবেশন হবে। তাতে ভিন্ন ভিন্ন শাখার নেতৃত্বে নির্ব্বাচিত হ'য়েছেন :—

(ক) সাহিত্য—ডাঃ নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত।
(খ) বিজ্ঞান—ডাঃ নিবারণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য।
(গ) বৃহত্তর বঙ্গ—ডাঃ প্রবোধচন্দ্র বাগ্‌চি।
(ঘ) ইতিহাস—ডাঃ নারায়ণদাস বন্দ্যোপাধ্যায়।
(ঙ) ধনবিজ্ঞান—ডাঃ হরিশচন্দ্র সিংহ
(চ) চারুকলা—শ্রীযুক্ত অর্দ্ধেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায়।
(ছ) শিশু-সাহিত্য—শ্রীযুক্তা নিরুপমা দেবী।
(জ) মহিলা—শ্রীযুক্তা সুনীতিবালা গুপ্তা।

আমরা সম্মিলনের সাফল্য কামনা করি।

—সাউণ্ড বক্স

দীপালীতে প্রতি সপ্তাহেই রেকর্ড সমালোচনা বাহির হইতেছে। আমাদের পাঠকবর্গ জানাইয়াছেন যে, আমাদের পক্ষপাত শূন্য সমালোচনা বাহির হইলে তাঁহাদের রেকর্ড ক্রয় করিবার বিশেষ সুবিধা হয়—বাছাই করার হাঙ্গামা থাকে না। অতএব এখন হইতে রেকর্ড কিনিবার পূর্ব্বে **দীপালীর** এই স্তম্ভটি পড়িয়া কিনিলে ক্রেতাদের কতক সুবিধা হইতে পারে।

MEGAPHONE RECORDS

April—1935.

এপ্রিল মাসে স্বদেশী মেগাফোন কোম্পানী ৫ খানি বাঙলা রেকর্ড বাহির করিয়াছেন। ৪ খানি কণ্ঠ-সঙ্গীতের রেকর্ড এবং একখানি যন্ত্র-সঙ্গীতের। মেগাফোন কোম্পানীর স্বত্তাধিকারী শ্রীযুত জিতেন্দ্রনাথ ঘোষকে গ্রামোফোন কোম্পানী সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সংখ্যক রেকর্ড বিক্রয় করিবার জন্য একটী রৌপ্য কাপ উপহার দিয়াছেন। আমরা মেগাফোন কোম্পানীর দিন দিন শ্রীবৃদ্ধি কামনা করি।

•

J. N. G. 176. শ্রীযুত জ্ঞান দত্ত এই রেকর্ডে দুইখানি গান গাহিয়াছেন। "স্বপ্নে আমি দেখি যে গো মধুমালার দেশ" গানটি শ্রীঅজয় ভট্টাচার্য্যের রচনা এবং গায়ক স্বয়ং ভাটিয়ালী সুর সংযোজনা করিয়াছেন। গানটী সুগীত হইয়াছে। দ্বিতীয় গান "সজনীরে প্রাণে কাঁদে" সুকবি হেমেন রায়ের রচনা এবং ভীষ্মদেব চট্টোপাধ্যায় সুর-যোজনা করিয়াছেন। খুব সুন্দর হইয়াছে। জ্ঞানবাবুর উদাত্ত মধুর কণ্ঠে গানটি সুখশ্রাব্য হইয়াছে। রেকর্ডিং সুন্দর।

•

J.N.G. 177. শ্রীযুত সুনীল দত্ত গুপ্তের দুইখানি গান এই রেকর্ডখানিতে প্রকাশিত হইয়াছে। "সে কোন ক্ষ্যাপা বাউল" গানটি বাউল সুরে এবং "নামলো মাঠে শীত কাজলী" ভাটিয়ালী সুরে গীত হইয়াছে। গায়কের কণ্ঠ একটু মোটা এবং খুব মার্জ্জিত নায় বলিয়া বোধ হইল। কিন্তু বাউল ও ভাটিয়ালী গান গাহিবার জন্য বিশেষ মার্জ্জিত কণ্ঠের প্রয়োজন হয় না বলিয়া গান দুটি মন্দ লাগিল না।

•

J.N.G 178. কুমারী লিলি দাস গুপ্তা দুইখানি গান রেকর্ড করিয়াছেন। "মাঝি ভাই কেমন করে" গানটি ভাটিয়ালী সুরে গীত হইয়াছে। "ঘুম যদি নাহি ভাঙে" গানটি গজল। শেষোক্ত গানটির সুর অপেক্ষাকৃত ভাল লাগিল। গায়িকার স্বাভাবিক কণ্ঠস্বর মিষ্ট কিনা তাহার পরিচয় সু-উচ্চ রেকর্ডিঙের জন্য পাওয়া গেল না। গান সুগীত হইয়াছে। রেকর্ডিং আরও কম-জোর হওয়া উচিত ছিল। এত উঁচু রেকর্ডিঙে শিল্পীর গানের মাধুর্য্য হরণ করে।

•

J.N.G 179. মিস্ তারা ও ভীমপলশ্রী ঠুংরী দুইখানি গান এই রেকর্ডে গাহিয়াছেন। "ফুল রেখেছি সোনার ফুলদানীতে" গানটি সু-কবি হেমেন রায়ের রচনা এবং "ওই চঞ্চল নয়ন কি যাদু জানে" গানটি রচনা করিয়াছেন সুকবি শ্রীধীরেন মুখোপাধ্যায়। গানের সুর যোজনা এবং বিশেষ করিয়া ঠুংরী গানটির অতীব সুন্দর হইয়াছে। গায়িকা গান ও সুরের মর্য্যাদা পূরা মাত্রায় বজায় রাখিয়াছেন। কিন্তু অতিশয় Loud রেকর্ডিঙের জন্য গান দুটির মাধুর্য্য যথেষ্ট পরিমাণে নষ্ট হইয়াছে।

•

J.N.G 180. শ্রীবীরেন্দ্রকৃষ্ণ রায় চৌধুরী (এমেচার) বীণ্ বাজাইয়াছেন। একদিকে বসন্ত আলাপ করিয়াছেন। ও অপর দিকে বসন্ত ঝালা বাজাইয়াছেন। আলাপ ও গৎ সুন্দর হইয়াছে। মেগাফোনের বাদ্যযন্ত্রের রেকর্ড সমালোচনার বাহিরে—কেবল শুনিয়া উপভোগ করিবার সামগ্রী।

নানাকথা

নলহাটি—একান্ন মহাপীঠের একটি এই নলহাটি। সতীর দেহত্যাগের পর শিব যখন "মহাদেবঃ সতীদেহ স্কন্ধে নিধায় নৃত্যতি" তখন ভগবান্ বিষ্ণুর সুদর্শন চক্রে সতীদেহ একান্ন ভাগে বিভক্ত হইয়া যে যে স্থানে পতিত হইয়াছিল, তত্তৎ স্থানই আমাদের নিকট অদ্যাপি মহাতীর্থ স্থান রূপে পরিগণিত। নলহাটিতে সতীর ললাট পড়িয়াছিল বলিয়া, এখানকার দেবীকে ললাটেশ্বরী বলা হয়।

এখানে মহারাষ্ট্রীয়েরা দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়া মোগল রাজত্বকালে বাংলা দেশে **বর্গির হাঙ্গামা** বাধাইত। এই সব পার্ব্বত্য দস্যুদিগের দুর্গ অদ্যাপি বর্ত্তমান।

বাংলার একপ্রান্তে বীরভূম জেলায় নলহাটি অবস্থিত। বীরভূম জেলা এবং তদন্তর্গত অধিকাংশ স্থানই খুব স্বাস্থ্যকর, তন্মধ্যে নলহাটি সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ও অত্যন্ত স্বাস্থ্যকর। বাংলাদেশের গণ্ডগ্রাম, কিন্তু ম্যালেরিয়া নাই। ইহাতে অনেকে হয়ত বিস্মিত হইতেছেন কিন্তু গত ২০ বৎসরের মধ্যে এখানে যে কাহারও ম্যালেরিয়া হইয়াছে এরূপ প্রমাণ পাওয়া যায় না। কাজেই মনে হয়, নলহাটিতে একটি যদি স্বাস্থ্য কেন্দ্র স্থাপিত হয়, তাহা হইলে বায়ু পরিবর্ত্তনকারীরা যথেষ্ট উপকৃত হয়েন্। অবশ্য এদিকে লোকের দৃষ্টি পতিত হইয়াছে এবং ২।১ জন করিয়া সমাগম হইতে আরম্ভ হইয়াছে।

নলহাটিতে বাঙালীর খাদ্য দ্রব্য প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায় এবং সস্তা। মাছ দুধ মাংস শাকসব্জী চাউল প্রভৃতি দ্রব্যাদি অন্যান্য বহু স্বাস্থ্যনিবাস অপেক্ষা সুলভ। এখানে ছেলেদের ও মেয়েদের পৃথক ডাক্তারখানা, ডাক্তার, মন্দির, মসজিদ এমন কি ব্রাহ্ম-মন্দির পর্য্যন্ত আছে।

নিসর্গদৃশ্যতেও নলহাটি অতি সুন্দর। এই গ্রামের সংলগ্ন একটি নাতিক্ষুদ্র পাহাড় আছে, পাহাড়ের ঝরণার জল এত হজমী

গুণ বিশিষ্ট যে বহু দূর হইতে লোকেরা এই জল পান করিবার জন্ত লইয়া যায়।

নলহাটি ই-আই-রেলওয়ের লুপ লাইনে কলিকাতা হইতে মাত্র ১৪৫ মাইল দূরে অবস্থিত। এই ষ্টেশনে কলিকাতার দৈনিক পাঁচখানি আপ ও পাঁচখানি ডাউন ট্রেণ চলাচল করে। কলিকাতা হইতে মাত্র ৫ ঘণ্টার পথ। মধুপুর গিরিডি অপেক্ষা ভাড়াও সস্তা।

বিদায় অভিনন্দন

গত রবিবার সন্ধ্যায় ৩নং কিড ষ্ট্রীটস্থ সার ডেভিড্ এজরার সুশোভন নিকেতনে কলিকাতা পোষ্ট আফিস সমূহের কর্ম্মীগণ জনপ্রিয় প্রেসিডেন্সি পোষ্ট মাষ্টার মিঃ এচ্, জে, নিকোলাস মহোদয়কে তাঁহার অবসর গ্রহণ উপলক্ষে এক বিদায় অভিনন্দনে আপ্যায়িত করিয়াছেন। রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত পরেশনাথ মুখোপাধ্যায়, বাংলা পোষ্ট মাষ্টার জেনারেল মহাশয় এই উৎসবে পৌরহিত্য করেন। ইংরাজী ও বাংলার অভিনন্দন পাঠের পর ব্রতচারী নৃত্য (রায়বেশে নাচ) মিঃ ফ্রাজিম্যানের অনুকৃতি কৌতুক, শ্রীযুক্ত পঙ্কজ মল্লিকের গান প্রভৃতিতে সজল মেদুর চৈত্র সন্ধ্যাটি উৎসবময় হইয়া উঠিয়াছিল। কর্তৃপক্ষ জলযোগেরও বেশ সুব্যবস্থা করিয়াছিলেন। এই সন্ধ্যায় অতিথির জন্ত আমরাও প্রার্থনা করি শান্তানুকূল পবনঃ শিবশ্চ পন্থা।

বীমা-প্রসঙ্গ

জীবন ও জীবন-বীমা

—শ্রীকামিনীকুমার কর রায় এম-এ

অনেকে তর্ক তুলেন, উপার্জ্জিত টাকা সঞ্চয় এবং বৃদ্ধির পক্ষে জীবন-বীমার পথই একমাত্র প্রকৃষ্ট পথ হইতে পারে না। সুদে টাকা খাটানো, সহরে এবং স্বাস্থ্যকর স্থানে বাড়ীঘর করিয়া তাহা ভাড়া দেওয়া, প্রচুর পরিমাণে ক্ষেতখামার করা, জমিদারী তালুকদারীর মালিক হওয়া, বিবিধ ব্যবসায়-বাণিজ্যে টাকা খাটানো, কোম্পানীর অংশ খরিদ, ব্যাঙ্কে আমানত প্রভৃতি বহু পথ বর্ত্তমানের শ্রীবৃদ্ধি এবং ভবিষ্যতের সংস্থান আনুকূল্যে আমাদের সম্মুখে বিস্তৃত রহিয়াছে। সুতরাং জীবন-বীমাকেই এত প্রাধান্ত দিবার প্রয়োজন কি? প্রয়োজন আছে বলিয়াই পৃথিবী জুড়িয়া আজ জীবন-বীমার ক্ষেত্রে এত হাঁক ডাক, এত কল-কোলাহল। উপরি উক্ত প্রত্যেক পথেই মানুষ ঠেকিয়া শিখিয়াছে; ঠেকিয়া এই নূতন জীবন-বীমার পথ আবিষ্কার করিয়াছে। টাকার শুধু সঞ্চয় এবং বৃদ্ধিই মানুষকে নিশ্চিত নির্ভাবনা দান করিতে পারে না; সে-ই সঞ্চিত এবং বর্দ্ধিত টাকা যথাসময়ে প্রয়োজন অনুসারে হাতে আসিবার সু-ব্যবস্থাও থাকা চাই। আর মানুষ ইচ্ছা করিলেই সঞ্চয় করিতে পারে না। প্রয়োজনানুরূপ সঞ্চয় করিতে দীর্ঘ সময়ের আবশ্যক এবং সঞ্চয় বাধ্যতামূলক হওয়া চাই। **উপার্জ্জন-ক্ষম ব্যক্তির আকস্মিক মৃত্যু-জনিত ক্ষতি পূরণ করিতে এবং সঞ্চয় বাধ্যতামূলক করিতে জীবন-বীমাই একমাত্র অধিকারী।** তারপর শুধু টাকা খাটাইবার ব্যাপারেও জীবন-বীমার সাহায্যে যত সহজে, যত নিরুদ্বেগে চলা যায়, তত আর কাহারও সাহায্যে সম্ভবে না।

টাকার সুদের দিকে যে প্রত্যেকেরই অল্প বিস্তর আকর্ষণ আছে, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। গ্রামের মহাজনদের (উত্তমর্ণ) মুখে শুনা যায়, "টাকার সুদের সঙ্গে ঘোড়ায় দৌড়ে পারে না।" বাস্তবিক লগ্নীকারবারে টাকা যত তাড়াতাড়ি বৃদ্ধি পায়, তত আর অন্য কোন ব্যবস্থাতেই নহে। কিন্তু এই পথে মানুষ আজ ঠেকিয়া শিখিয়াছে; সুদে টাকা খাটাইবার মোহ আজ অনেকেরই ভাঙ্গিয়াছে। সারা ভারতের, তথা সারা পৃথিবীর প্রায় ষোল আনা মানুষ আজ ঋণগ্রস্ত; এই ঋণ আদায়ের কোনও উপায় আছে কিনা বহুদিনের চিন্তায় ভাবনায় এখনও স্থিরীকৃত হয় নাই। মহাজনদের দলিলে টাকার অঙ্ক বাড়িয়াছে লক্ষ লক্ষ, কিন্তু ভাণ্ডারে আছে শূন্ত; ভবিষ্যতের সংস্থান ত' দূরের কথা, স্ত্রী-পুত্রের বর্ত্তমান সামান্ত আবদারও তাঁহারা পূরণ করিতে পারিতেছেন না। কাজেই খাতাপত্রে টাকা থাকিলে কি হইবে,—যদি থলেতে না আসে?

উপার্জ্জিত অর্থদ্বারা মানুষ সহরে অনেক বাড়ীঘর করে, তাহা ভাড়া দেয়, টাকা বৃদ্ধি পায়। কিন্তু অনেক সময় এই সকল বাড়ী ঘরের ভাড়ার টাকার ভরসা করা যায় না। ভাড়াটের অবস্থা বিপাকে, অথবা বাড়ীর মালিকের অকস্মাৎ মৃত্যুতে নাবালক ছেলে পিলের দ্বারা ভাড়ার টাকা প্রায়ই আদায় হয় না; ভূমিকম্পাদি দ্বারা বিরাট সৌধ ধ্বসিয়া পড়িলে, পুনরায় তাহা গড়িয়া তুলিবার টাকা জুটে না; কাজেই বাড়ীঘরে টাকা খাটানো খুব নিরাপদ নহে। দুর্দ্দিনে তাহারা ধরা দেয় না।

উপার্জ্জিত অর্থদ্বারা মানুষ জমি করে, অনেক সম্পত্তির মালিক হওয়া এক সময়ে খুবই লাভের এবং সম্মানের ছিল; কিন্তু বর্ত্তমানে দুনিয়ার প্রগতির যুগে কৃষিজাত

দ্রব্যের বিক্রয়লব্ধ অর্থের উপর আর ভরসা করা যায় না; কৃষিজাত দ্রব্যের মূল্য খুবই হ্রাস পাইয়াছে। জমি লইয়াও শান্তি নাই। প্রায়ই শুনা যায়,—জমির মালিক আর কৃষকে ঝগড়া ঝাঁটি। একজন অপর একজনকে বঞ্চিত করিয়াছে।

তারপর জমিদারী, তালুকদারী, এই গুলিতে সম্মান প্রতিপত্তি অনেক বৃদ্ধি পায় বটে কিন্তু দুর্য্যোগের জন্য নিশ্চিন্ত হওয়া যায় না। জমিতে ফসল হয় না.—প্রজায় খাজনা দেয় না; মাম্‌লা মোকদ্দমা,—কত হাঙ্গামা করিতে হয়। আমাদের চোখের সামনে কত জমিদারী নিলামে উঠিতেছে; আজ যে জমিদার, কাল সে ফকির। কাজেই দুঃসময়ের জন্য জমিদারীকেও একমাত্র সম্বল করা চলে না; আর জমিদারের ভাগ্য সকলের হয়ও না।

তারপর মানুষ ব্যবসায়ে টাকা খাটায়। ব্যবসায়ে লাভ হইলে অতি সহজে, অতি অল্প সময়ের মধ্যেই যে বড়লোক হওয়া যায়, এ কথা অতীব সত্য। কিন্তু বর্ত্তমানের প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে কোন্ ব্যবসায়ের গতি যে কখন কোন্ দিকে প্রধাবিত হইবে, কে জানে? কত লোক ব্যবসায় ফাঁদিতে যাইয়া পথের কাঙ্গাল হইয়া পড়িয়াছেন; ক্রমাগত লাভের খাতায় শূন্য দিয়া দেনার দায়ে মাথায় হাত দিয়া বসিয়াছেন;—দৃষ্টান্তের ত' অভাব নাই। কাজেই দুর্দ্দিনের জন্য এমন একটা অনিশ্চিত ব্যাপারের উপর শুধু নির্ভর করা যায় না।

ব্যাঙ্ক ব্যবস্থাকে নিরাপদ জানিয়া অনেকে ব্যাঙ্কে টাকা আমানত রাখেন। কিন্তু এক-কালে অনেক টাকা জমাইয়া স্থায়ী আমানত কয়জনে করিতে পারেন? মধ্যবিত্ত শ্রেণীরা সময়ে সময়ে যে সামান্য কিছু জমান্, ব্যাঙ্ক হইতে যখন তখন তাহা তুলিবার সুযোগ থাকায়, কারণে অকারণে তাঁহারা তাহা উঠাইয়া খরচ করেন; দুর্দ্দিনের সম্বল প্রায়ই থাকে না বা অতি অল্পই থাকে। অথচ মধ্য-বিত্ত শ্রেণীদেরই ভবিষ্যৎ সংস্থানের সকলের চেয়ে অধিক প্রয়োজন। একমাত্র জীবন-বীমাই এখানে তাঁহাদের সহায় হইতে পারে। জীবন-বীমার যেমন সঞ্চয়ের ক্ষেত্রে একটা বাধ্য-বাধকতা আছে, ব্যাঙ্কে তেমন না থাকায় অনেকেরই সে ক্ষেত্রে ঔদাসীন্য দেখা দেয়। এমতাবস্থায় উপার্জ্জনশীল ব্যক্তির সহসা মৃত্যুতে তাঁহার প্রতিপাল্যগণের দুর্দ্দশার সীমা থাকে না। কাজেই দুর্য্যোগের ক্ষতিপুরণের জন্য ব্যাঙ্কের টাকার উপরও একান্ত ভাবে ভরসা করা যায় না। বলিতে কি ব্যাঙ্ক অতিবড় ধনীদের। আর জীবনবীমা প্রতিষ্ঠান ধনী, দরিদ্র সকলের।

আমাদের এই সকল কথায় কেহ যেন মনে না করেন, আমরা লক্ষ্মীকারবার, ক্ষেত-খামার, বাড়ীঘর, জমিদারী তালুকদারী, ব্যবসায়-বাণিজ্য, ব্যাঙ্ক প্রভৃতির সংস্রব একে-বারে পরিত্যাগ করিতে বলিতেছি। ব্যক্তির জীবনে এবং জাতির জীবনে ঐ সকলকে পরিত্যাগ করিবার উপায় নাই; ঐ সকলকে অবলম্বন করিয়াই দশের এবং দেশের অগ্রগতি চলিয়াছে; এমন কি, যে জীবনবীমার পথকে শ্রেষ্ঠ বলা হইতেছে, তাহাও ঐ সকল বিভিন্ন পথের রেখাতেই পরিবর্দ্ধিত হইয়া উঠিতেছে।

আমাদের বক্তব্য এই যে, অন্য সকল বল ভরসা হইতেই আমরা বঞ্চিত হইতে পারি, কিন্তু জীবন-বীমার পথে সে ভয় আমাদের নাই। এই জন্য দুর্য্যোগের দিনের জন্য অপর বহু ব্যবস্থা থাকা সত্ত্বেও জীবন-বীমার ব্যবস্থা দায়িত্বজ্ঞান-সম্পন্ন আমাদের প্রত্যেকের বাধ্যতামূলক করা উচিত। মানুষ যখন কোন দিকেই কূল-কিনারা দেখে না, তখন জীবন-বীমা তাহাদিগকে আশ্রয় দেয়। পূর্ব্বোক্ত অপর **সকল-ই সু-সময়ের বন্ধু,—সম্পদের সাথী; কিন্তু জীবন-বীমা অসহায়ের সহায় দুর্য্যোগের সুহৃদ।** অপর সকলে যখন পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে, জীবন-বীমা তখন হাসিতে হাসিতে আলিঙ্গন দেয়; জীবন-বীমা বীমাকারীকে কখন বঞ্চিত করে না, করিতে পারে না; জীবন-বীমাকোম্পানীর আইন কানুন এমন ভাবেই গঠিত! দুর্দ্দিনের মৃত জীবনের দায়িত্ব গ্রহণ করিবার ক্ষমতা এক জীবন-বীমার-ই আছে। জীবন-বীমা মানুষকে সঞ্চয় করিতে বাধ্য করে, তাহার মধ্যে সঞ্চয়ের প্রবৃত্তি জাগায় অন্য কোন ক্ষেত্রেই সঞ্চয় বিষয়ে এইরূপ বাধ্যবাধকতা নাই। জীবন-বীমা মানুষের কাছে মনুষ্যত্বের দাবী লইয়া উপস্থিত হয়। যে সম্পত্তির বা টাকার মালিক হইতে আপনার বহুবর্ষ লাগিত, এবং ভাগ্য বিপর্য্যয়ে অথবা আকস্মিক মৃত্যুতে যাহা কখন-ই সম্ভব হইত না, জীবন-বীমার সোনার কাটির পরশে অতি অল্প সময়ের মধ্যেই তাহা সম্ভব হয়। ভবিষ্যতের জন্য আপনি যে পরিমাণ টাকার সংস্থান করিতে অভিলাষী, সেই ঈপ্সিত টাকার সামান্য অংশ মাত্র প্রথম প্রিমিয়াম স্বরূপে জমা দিবার পর মুহূর্ত্ত হইতেই আপনি একটি সম্পত্তি বিশেষের অর্থাৎ বীমার সমগ্র টাকার মালিক হইলেন; শুধু তাহাই নহে, নিয়মিত প্রিমিয়ম দিবার সঙ্গে সঙ্গে আপনার সেই সম্পত্তি বৃদ্ধি পাইতে থাকে এবং তাহা বার্দ্ধক্যে নিজের ও জীবনের অবসানে পরিবারবর্গের প্রতিপালনের একমাত্র সম্বল হইয়া দাঁড়ায়।

এমন কি বীমার প্রথম প্রিমিয়ম বা চাঁদা জমা দিবার অব্যবহিত পরেই যদি নির্মম মৃত্যু কাহাকেও গ্রাস করে, তাহা হইলে তাঁহার উত্তরাধিকারিগণ বীমার সম্পূর্ণ টাকাটাই পাইবেন। এই ঝড় ঝঞ্ঝাময় সংসারে সংসারী মানুষের পক্ষে ইহা কম সান্ত্বনার কথা নহে।

জীবন-বীমা যে বীমাকারীকে শুধু দুর্য্যোগের দিনেই বল ভরসা দেয়, তাহা নহে; জীবনের প্রায় প্রত্যেক কার্য্যেই ইহা তাহাকে সাফল্যমণ্ডিত করে, উৎসাহ উদ্যম জোগায়। মহৎ এবং বৃহৎ কোনও কাজ সু-চারুরূপে সম্পন্ন করিতে হইলে সর্ব্বাগ্রে চাই সুস্থ মন; কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে এই নিশ্চিন্ত মনটিরই মানুষের একান্ত অভাব। আমাদের শাস্ত্রে বলে, "অন্নচিন্তা চমৎকারা"। সর্ব্বদা প্রতিপালনের দুশ্চিন্তা লইয়া কোন কাজেই মন বসে না। কিন্তু **জীবন-বীমা করা থাকিলে মনে দ্বিগুণ জোর আসে দশ জনের মধ্যে মাথা উঁচু করিয়া দাঁড়ানো যায়—ভয় এবং দুশ্চিন্তার হাত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিয়া বিশ্বের দরবারে আপনার ন্যায্য স্থান পাওয়া যায়। জীবন-বীমা মানুষের বন্ধু।**

বীমা-প্রসঙ্গ

—শ্রীগুরু

গত ২৬শে মার্চ্চ ভারতীয় জীবনবীমা কন্‌ফারেন্স বোম্বাই সহরে বসিয়াছিল। স্যর চিমনলাল শীতলবাদ কে, টি, সভাপতিত্বে বরিত হইয়াছিলেন। ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশ হইতে বহু খ্যাতনামা বীমাবীদ্ এই অনুষ্ঠানে যোগদান করেন।

•

আইনের ফাঁকের সুবিধায় প্রত্যহ দেশের সর্ব্বত্র ব্যাংএর ছাতার ন্যায় অসংখ্য জীবন-বীমা নামধেয় কোম্পানী গজাইয়া উঠিতেছে এবং অল্পকাল পরেই মাটীর সহিত মিলাইয়া যাইতেছে। লোকসান দেশের দশ জনের এবং সুপ্রতিষ্ঠিত জীবনবীমা কোম্পানীগুলির সুনামের ;—আর লাভ "ব্যাংএর ছাতার" স্বার্থান্ধ প্রতিষ্ঠাতাদের। সৌভাগ্যের বিষয় নিখিল ভারত জীবনবীমা অফিসেস এসোসিয়েসন এ. বিষয়ে সজাগ হইয়া যাহাতে সরকার এবিষয়ে প্রয়োজনীয় নিয়ম-কানুন গঠন করেন, সে বিষয়ে গবর্ণমেণ্টের দৃষ্টি আকর্ষণের সঙ্কল্প করিয়াছেন।

•

বিদেশী বীমা কোম্পানীগুলি ভারতে নির্ব্বিরোধে বীমা ব্যবসায় সজোরে চালাইয়া যাইতেছে। ফলে নিজের দেশে ভারতীয় কোম্পানীগুলির ব্যবসায় চালাইতে শত বাধা-বিপত্তির হাতে পড়িতে হইতেছে। নূতন দেশী কোম্পানীগুলিকে সুপ্রতিষ্ঠিত বিদেশী প্রতিষ্ঠানগুলির প্রতিযোগিতায় অযথা শক্তি ক্ষয় করিতে হইতেছে। অন্যান্য বাণিজ্যের ন্যায় নবীন বীমা ব্যবসায়টী নিশ্চয়ই এই অন্যায় প্রতিযোগিতার হাত হইতে রক্ষা পাইবার জন্য সরকারের নিকট আইনের সাহায্য চাহিতে পারে। এ বিষয়ে ভারতীয় জীবনবীমা অফিসেস এসোসিয়েসন অবহিত হইয়াছেন সুখের বিষয়, কিন্তু শুধু রিজো-লিউসন পাশ না করাইয়া যাহাতে উহা কার্য্যকরী হয় তাহার পথ দেখিলে সত্যসত্যই এসোসিয়েসন বীমা ব্যবসায়ীদিগের ধন্যবাদার্হ হইবেন।

•

ব্যবসায় ক্ষেত্রে ষ্ট্যাটিষ্টিক্স-এর প্রয়োজন অপরিহার্য্য। অতীত অবস্থার সহিত বর্ত্তমান অবস্থার তুলনা করিতে হইলেই এই শাস্ত্রের সাহায্য লইতে হইবে—এই তুলনামূলক পাঠই ভবিষ্যতের অবস্থা সূচিত করিবে। বীমা ক্ষেত্রে এই শাস্ত্রের ব্যবহার অন্যান্য ব্যবসায় হইতে অল্প নহে। কিন্তু দুঃখের বিষয় সরকারী প্রকাশিত বীমা পুস্তকে অনেক প্রয়োজনীয় বীমা-অঙ্ক পাওয়া যায় না ; পাওয়া গেলেও এরূপ অসময়ে পাওয়া যায় যে তাহার ব্যবহারের সময় থাকে না। যাহাতে ইহার প্রতীকার কল্পে অবহিত হয়েন, সে বিষয়ে সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াও কনফারেন্স একটী রিজলিউসন পাশ করিয়াছেন। ইহাতে সুফল প্রসব করিলে আমরা আনন্দিত হইব।

—•—

চিত্রায় "দেবদাস"

অভিমন্যু

আখ্যায়িকা—শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
প্রযোজক—নিউ থিয়েটার্স লিঃ
পরিচালক—শ্রীপ্রমথেশ বড়ুয়া
উদ্বোধন-রজনী—৩০শে মার্চ্চ, ১৯৩৫
প্রদর্শনী-গৃহ—চিত্রা
শ্রেষ্ঠাংশে—শ্রীপ্রমথেশ বড়ুয়া, অমর মল্লিক, দীনেশ দাস, মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য, শ্রীমতী যমুনা, চন্দ্রাবতী, প্রভাবতী প্রভৃতি।

শরৎচন্দ্রের অন্যতম শ্রেষ্ঠ উপন্যাস এই দেবদাস। বাংলা দেশে এমন খুব কম লোকই আছে যে দেবদাস পড়িয়া দু' ফোঁটা চোখের জল ফেলে নাই। তাই আমরা প্রথমে ভাবিয়াছিলাম যে চোখের জল হয়ত পড়িবে, কিন্তু সে চোখের জল "দেবদাসে"র জন্য নয়—শরৎবাবুর জন্য। চিত্রে যতগুলি তাঁহার উপন্যাস আজ পর্য্যন্ত রূপ পাইয়াছে, তাহার মধ্যে, সত্য কথা বলিতে কি, কোনো খানাই তেমন সাফল্য লাভ করে নাই। কিন্তু "দেবদাস" দেখিয়া মনে হইল যে বাংলার ফিল্ম শিল্প আজ দশ বৎসর আগাইয়া গিয়াছে।

শ্রীযুক্ত প্রমথেশ বড়ুয়াকে "দেবদাস" পরিচালনার জন্য আমরা অভিনন্দন জানাইতেছি। গল্পের বিন্যাস (treatment)এত সুন্দর হইয়াছে যে, কোনোখানে চোখ পীড়িত হয় না। গল্পের সমাপ্তিও হইয়াছে এক কথায় চমৎকার। সর্ব্বাপেক্ষা আমরা মুগ্ধ হইয়াছি সব দৃশ্যগুলির mixingএর চরম নৈপুণ্যে। দুটি ঘটনা একই সময় ঘটিতেছে, এবং একটির উপর আর একটির প্রভাব কি ভাবে লক্ষিত হয়—সেগুলি খুব হৃদয়গ্রাহী হইয়াছে।

যেমন, দেবদাস পার্ব্বতীকে বলিতেছে "আমি তোকে ছেড়ে কলকাতায় যাব না", সঙ্গে সঙ্গেই এক অন্ধ ভিখারী গাহিয়া উঠিল "যেতে হবে, যেতে হবে, যেতেই হবে রে"। পরবর্ত্তী দৃশ্যেই দেবদাসের পিতা তাহাকে বলিলেন যে পরদিন দশটার গাড়ীতে তাহাকে কলিকাতা যাইতে হইবে, তার পরবর্ত্তী দৃশ্যেই দেবদাস রওনা হইল। শেষের দিকে পার্ব্বতী পূজার ঘরে নৈবেদ্যের থালা লইয়া হোঁচট খাইয়া পড়িয়া গেল, ওদিকে দেবদাসও গাড়ীতে রোগ-যন্ত্রণায় ছটফট করিতে করিতে পড়িয়া গেল। গাড়ীতে দেবদাস ব্যাকুল-ভাবে ডাকিতেছে "পারু", এদিকে পার্ব্বতীর ঘরে রাত্রিতে একটা ভীষণ দমকা হাওয়ায় দুয়ার জানলা সব খুলিয়া সব জিনিষপত্র ওলট পালট করিয়া দিল। পার্ব্বতী ভয় পাইয়া চীৎকার করিয়া উঠিল, "কে"? শেষ দৃশ্যে দেবদাসের মৃত্যু সংবাদ পাইয়া সে ছুটিয়া চলিয়াছে তাহাকে দেখিবার শেষ অদম্য আকাঙ্ক্ষায়; যাইতে যাইতে সে পড়িয়া গেল। এদিকে এক ভিখারী গাহিয়া উঠিল "ও তোর মরণ যেদিন আসবে কাছে"। তারপর দেব-দাসের দেহ চিতায় ভস্মীভূত হইয়া গেল। ভিখারীর গানও শেষ হইল—ছবিরও সমাপ্তি।

প্রত্যেক চরিত্রের আসল অন্তর্নিহিত Spirit টুকু শ্রীযুক্ত বড়ুয়া প্রাণ দিয়া উপলব্ধি

করিয়াছেন। এবং শরৎচন্দ্রের কল্পনার "দেবদাস" সেই জন্যই ছায়ায় মূর্ত্ত হইয়া উঠিয়াছে।

অভিনয়ের মধ্যে শ্রীপ্রমথেশ বড়ুয়ার "দেবদাস" ও শ্রীমতী যমুনার "পার্ব্বতী" আমাদের ভাল লাগিয়াছে বটে তবে যেখানকার সংলাপ দীর্ঘ সেখানে তাঁহাদের কণ্ঠস্বরের বৈদেশিক সুর আমাদের শ্রবণেন্দ্রিয়কে আহত করিয়াছে। তবে অভিনেতা প্রমথেশ অপেক্ষা পরিচালক প্রমথেশকে আমরা বহু উচ্চে আসন দিতেছি। শ্রীমতী চন্দ্রাবতীর "চন্দ্রমুখী," অমর মল্লিকের "চুণীলাল" আমাদের সবচেয়ে ভাল লাগিয়াছে! অমরবাবু চিরদিন-ই Type-part-এ নিপুণ, সুতরাং ইহাতেও তাহার ব্যতিক্রম হয় নাই। অন্যান্য ভূমিকা-গুলির ভিতর মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্যের 'ধর্ম্মদাস', শৈলেন পালের 'মহেশ'ও সু-অভিনীত হইয়াছে। অন্ধ ভিখারীরূপে শ্রীযুক্ত কৃষ্ণচন্দ্র দে'র (অন্ধ-গায়ক) গানগুলি সু-গীত হইয়াছে, বিশেষতঃ শেষের গানখানি "ও তোর মরণ যে দিন আসবে কাছে"র তুলনা নাই। সায়গলের বাংলা গান দু'খানিও বেশ লাগিল।

আলোক-চিত্র ও শব্দ-নিয়ন্ত্রণ হইয়াছে প্রথম শ্রেণীর। সেজন্য ইয়ুসুফ মুলজী ও লোকেন বসুকে অভিনন্দিত করিতেছি।

আমাদের মনে হয়, "দেবদাস" বাংলা চিত্রজগতের শ্রেষ্ঠ অবদান। সেজন্য আমরা নিউ থিয়েটার্সকে আমাদের আন্তরিক অভিনন্দন জানাইয়া অনুরোধ জানাইতেছি যেন তাঁহাদের ভবিষ্যত চিত্রাবলী এ আদর্শকে ক্ষুণ্ণ না করিয়া উত্তরোত্তর উন্নতই করিয়া তোলে।

পুরুষত্বের বিকাশ ও তাহার উপায়

(ষষ্ঠ পৃষ্ঠার পর)

পীড়ায় ভোগে। সুতরাং তাহাদের প্রকৃত চিকিৎসা হইতেছে নিয়মিতভাবে ব্যায়াম, বিশুদ্ধ বায়ু সেবন করা, পুষ্টিকর দ্রব্যাদি আহার করা, এবং এমন ঔষধের সাহায্য লওয়া যাহা সেবনে রোগীর ক্ষুধার উদ্রেক হইবে, হজমশক্তি বৃদ্ধি পাইবে, নিয়মিত ভাবে কোষ্ঠ পরিষ্কার হইয়া সুনিদ্রা হইবে, শুক্র তারল্য এবং অসাড়ে শুক্র পতন প্রভৃতি দূর হইয়া রোগীর স্বাস্থ্য পুনর্গঠিত হইবে।

এই সদুদ্দেশ্য লইয়াই সুইজারল্যাণ্ডের প্রসিদ্ধ রচি কোম্পানি রচিটোন নামক যুগান্তকারী টনিকের আবিষ্কার করিয়াছেন। ইহা আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত প্রণালীতে প্রস্তুত একটি উৎকৃষ্ট বলবর্দ্ধক ঔষধ। ইহাতে যে সকল উপাদান রহিয়াছে তাহা প্রত্যেকটি পরিবর্ত্তক, বীর্য্যবর্দ্ধক, তেজস্কর এবং স্নায়ুরোগ নাশক। রচিটোন দেহের রস, রক্ত, মাংস, মেদ, শুক্রঃ রজ প্রভৃতিকে পরিশোধিত করে এবং রক্তের লাল কণিকার অংশ বিশেষভাবে বৃদ্ধি করে। ইহা সেবনে আহার্য্য দ্রব্য সম্পূর্ণভাবে জীর্ণ হইয়া সার ভাগ রক্তে পরিণত হয় ফলে দেহে নূতন রক্তের তরঙ্গ বহিতে থাকে। ইহা তরল শুক্রকে গাঢ় ও সতেজ করে এবং মস্তিস্ক ও স্নায়ুমণ্ডলীর অস্বাভাবিক উত্তেজনা দূর করিয়া তাহাদিগকে স্বাভাবিক অবস্থায় আনয়ন করে। ইহা সেবনে অমিতাচার জনিত দৌর্ব্বল্য ত্বরায় দূরীভূত হয়, এবং দেহ সবল স্ফূর্ত্তিযুক্ত হইয়া জীবন যৌবন পূর্ণভাবে উপভোগ করিতে বিশেষ ভাবে সাহায্য করে। ইহাতে কোন প্রকার মাদক দ্রব্য নাই বলিয়া ইহা অযথা উত্তেজনার সৃষ্টি করে না এবং শরীরের কোন প্রকার ক্ষতি করে না। এই ঔষধ সেবনে যে হতাশ রোগীর প্রাণেও নব-জীবন সঞ্চার হইবে ইহা অনিবার্য্য।

চিত্র পরিচিতি

—অভিমন্যু

দি ম্যান হু রিক্লেমড হিজ হেড
(The Man Who Reclaimed His Head)

ম্যাডানে দেখানো হইবে, শ্রেষ্ঠাংশে ক্লড রেনস, লাওনেল অ্যাটউইল, জোন বেনেট, বেবী জেন, ওয়ালেস ফোর্ড প্রভৃতি। ইউনি-ভার্সেলের ছবি, পরিচালনা করিয়াছেন এডওয়ার্ড লাডউইগ।

পল ভেরীণ ছিল প্রসিদ্ধ রাজনীতিজ্ঞ হেনরী ডুমণ্টের দক্ষিণ হস্ত। মহাযুদ্ধের বিরুদ্ধে ভেরীণ-ই বহু প্রতিবাদমূলক প্রবন্ধ লিখিয়াছিল এবং সেই প্রবন্ধগুলির জোরে হেনরী এতটা প্রসিদ্ধি লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিল। যখন ভেরীণ দেখিল যে হেনরী দেশের প্রসিদ্ধ অলঙ্কার ব্যবসায়ী চার্লস ও মার্চ্চেণ্ডের নিকট আত্ম-সমর্পণ করিয়াছে তখন সে হেনরীর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিল এবং তাহার সহিত সমস্ত সম্বন্ধ ছিন্ন করিয়া ফেলিল। কিন্তু পলের স্ত্রী এ্যাডেল ছিল খুব সুন্দরী এবং তরুণী। সে সুন্দর সুন্দর জামা কাপড়, নৃত্যগীত, এবং সর্ব্বাপেক্ষা তাহার ফুলের বাগানটি খুব ভালবাসিত। তারপর তাহার ছোট মেয়ে লিনেটা—তাহাকেও সুখে রাখিতে হইবে—এই রকম সাত পাঁচ ভাবিয়া পল তাহার নিজের ভুল বুঝিতে পারিয়া ডুমণ্টের নিকট ফিরিয়া গেল। তারপর বাধিল মহাযুদ্ধ! পল যুদ্ধে গেল। সেখানে পল অনেকদিন থাকিবার পর একদিন শুনিল যে ডুমণ্ট প্যারিসে অগাধ ধন সম্পত্তি সঞ্চয় করিয়াছে, এবং অনেকগুলি সংবাদ পত্র পরিচালনা করিতেছে। এবং আরও শুনিল যে ডুমণ্ট এমন চেষ্টা করিতেছে যে পল যাহাতে শীঘ্র দেশে ফিরিতে না পারে। ডুমণ্ট এডেলকে ভালবাসিত! পল ইহা শুনিয়া সেই দিনই প্যারিসে যাত্রা করিল। সে আসিয়া দেখিল যে ডুমণ্ট এডেলকে অত্যাচার করিবার চেষ্টা করিতেছে। তখন পল তাহাকে গুলি করে। তারপর কী হইল তাহা পর্দ্দায় দ্রষ্টব্য।

ক্লড রেণস 'পল ভেরীণের' ভূমিকাটি জীবন্ত করিয়া তুলিয়াছেন। তাঁহার অভিনয় বহুদিন দর্শকদের মনে থাকিবে। 'এডেলের' ভূমিকায় জোন বেনেট ও ডুমণ্টের ভূমিকায় লাওনেল অ্যাটউইল খুব সুন্দর অভিনয় করিয়াছেন।

ছবিখানি এ বৎসরের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ছবি।

দীপালী-ক্রুয়েলীন রৌপ্যপদক

—:•:—

মার্চ্চ মাসে যে সব গল্প দীপালী ক্রুয়েলীন প্রতিযোগিতার জন্য এসেছিল, তার মধ্যে 'মিলনের পথে কাঁটা' নামক গল্পের জন্যে শ্রীমতী রুণ-প্রভা দেবী প্রথম স্থান অধিকার ক'রে পদক-লাভের অধিকারিণী হ'য়েছেন।
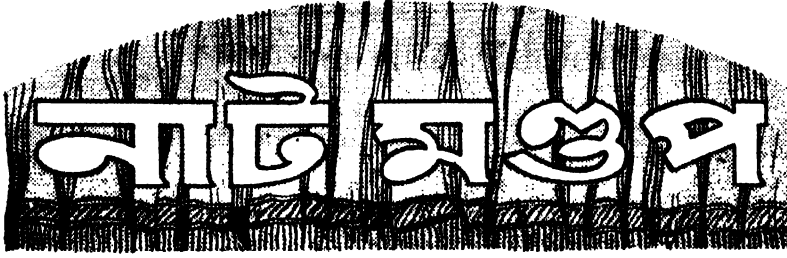
বাগবাজার নাট্য সমাজ

গত সোমবার ১লা এপ্রিল নাট্যনিকেতন রঙ্গমঞ্চে উক্ত নাট্য-সমাজ কর্ত্তৃক "নর নারায়ণ" ও "শেষরক্ষা" অভিনীত হইয়া গিয়াছে। আমরা এই অভিনয়ে আহুত হইয়াও উপস্থিত হইতে পারি নাই এজন্য দুঃখিত।

রাধা ফিল্ম কোং

গত রবিবার ৩১শে মার্চ্চ ক্রাউনে "দক্ষ-যজ্ঞে"র জুবিলি উৎসব সুসম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। একাদিক্রমে ২৫শ সপ্তাহ ধরিয়া ছবিখানি ক্রাউনে চলিতেছে, এবং গত শনিবার হইতে পূর্ণ থিয়েটারেও "দক্ষযজ্ঞ" দেখানো হইতেছে। বাংলা ছবির এই গৌরবে আমরাও গৌরব বোধ করিতেছি।

"মানময়ী গার্লস স্কুলে"র সম্পাদনা কার্য্য চলিতেছে।

এভারগ্রীন পিকচার্স

ইহাদের দ্বিতীয় ছবি "পঞ্চবান" নিজস্ব ইলেকট্রিক ষ্টুডিওতে গৃহীত হইবে। ৭২নং তিলজলা রোডে ষ্টুডিওটি স্থাপিত। Jenkin & Adair শব্দ-যন্ত্রে শ্রীহীতেন মজুমদার শব্দ নিয়ন্ত্রণ করিবেন এবং আলোক-চিত্র গ্রহণ করিবেন শ্রীযুক্ত পি, স্যাণ্ডেল। আমরা এই কোম্পানীর উন্নতি কামনা করি।

ছায়া

আগামী শনিবার, ৬ই এপ্রিল হইতে "ছায়া"য় নৃত্য-গীতমুখর একখানি হৃদয়গ্রাহী চিত্র "ডাউন-টু-দেয়ার লাষ্ট ইয়াকুট" দেখান হইবে। আমেরিকার কয়েকজন কোটীপতি তাহাদের প্রণয়িনীদের সহিত হঠাৎ সমুদ্র ভ্রমণে যাইয়া উপস্থিত হইল এক দ্বীপে—সেথানকার অসভ্য অধিবাসীগণ ইহাদের আক্রমণ করিল এবং পরাইয়া দিল তাহাদের পাতার পোষাক। অবশেষে সেই দ্বীপের রাণী প্রেমে পড়িল একজন আমেরিকান যুবকের সঙ্গে।

নিউ থিয়েটার্স

"দেবদাস" গত শনিবার চিত্রায় মুক্তিলাভ করিয়াছে।

ইহাদের পরবর্ত্তী বাংলা ছবি হইবে শরৎচন্দ্রের "বিজয়া"। পরিচালনা করিবেন শ্রীদীনেশ দাস ও সহকারীরূপে থাকিবেন শ্রীপশুপতি চট্টোপাধ্যায়।

কেশরী ফিল্মস

কেশরী ফিল্মসের প্রথম বাংলা কথা চিত্রে সুদর্শনা ও বর্ত্তমান কালের অন্যতমা শ্রেষ্ঠা অভিনেত্রী কাননবালা নামভূমিকায় অবতীর্ণা হইয়াছেন; তাঁহার সঙ্গে আছেন ধীরাজ ভট্টাচার্য্য, রবি রায়, লীলা গুপ্তা প্রভৃতি। আগামী ১৩ই এপ্রিল ইহা "ছায়ায়" মুক্তি লাভ করিবে।

রূপবাণী

শনিবার ৬ই এপ্রিল হইতে রূপবাণীতে "পাতালপুরী" তৃতীয় সপ্তাহে পদার্পণ করিল।

ইষ্টার্ণ আর্টস (বোম্বাই)

গত মঙ্গলবার ইহারা বোম্বাইয়ের অজন্তা ষ্টুডিওটি ক্রয় করিয়াছেন।

কালী ফিল্মস্

শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়ের তত্ত্বাবধানে "বিদ্যাসুন্দরের" কাজ খুব দ্রুত চলিতেছে। শ্রীমতী নীহারবালা, রাণীবালা, শ্রীটুলু সেন প্রভৃতি মুখ্যাংশে অভিনয় করিতেছেন।

সম্পাদক—

শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায় শ্রীগিরিজাকুমার বসু

১১।৩।১ আপার সার্কুলার রোড দীপালী প্রেসে মুদ্রিত ও দীপালী কার্য্যালয় হইতে দীপালীর স্বত্বাধিকারী—

Cover and art plate printedat the Gaya Art Press, Calcutt

স্থাপিত ১৯২৯

দীপালী

DIPALI

বাংলার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সচিত্র সাপ্তাহিক

গ্রেস মুর— এ বৎসরের শ্রেষ্ঠ গীতি-চিত্র “One Night of Love”
চিত্রে অভিনয় করিয়া ইনি যশস্বিনী হইয়াছেন।

৭ম বর্ষ] ২৮শে চৈত্র, ১৩৪১ 11th April, 1935 [১৫শ সংখ্যা

-1- ANNA

দীপালী কার্য্যালয়—১২৩।১, আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা—
ফোন বড়বাজার—৩২৫৩

৭ম বর্ষ | ২৮শে চৈত্র বৃহস্পতিবার, ১৩৪১ ১১ই এপ্রিল, ১৯৩৫ | ১৫শ সংখ্যা

চিরকাল কবিত্বের জন্যে বিখ্যাত,—এই বাংলা দেশ। বাঙালীকে যদি বীরের জাতি ব'লে স্বীকার না করা হয়, তবে কবির জাতি বললে কেউ অস্বীকার করতে পারবে না। বাংলার বৈষ্ণব কবিদের যুগ, পৃথিবীর যে কোন বড় জাতির কাব্যের ইতিহাসকে বরণীয় ক'রে তুলতে পারত।

•

সেকালের বাঙালীরা কাব্যরসের ভিতর দিয়েই সকল রকম রস উপভোগ করতে চাইত। এমন কি কবিতা তখন গদ্যের কর্ত্তব্য পালন করতেও নারাজ হ'ত না, কারণ সেকালের সাহিত্যের সঙ্গে গদ্যের সম্পর্ক ছিল না বললেই চলে। তখনকার বড় বড় রাজারা বড় বড় কবিদের পৃষ্ঠপোষক হবার জন্যে সর্ব্বদাই প্রস্তুত ছিলেন। আগেকার বাংলার লক্ষ্মণ সেন এবং অপেক্ষাকৃত আধুনিক যুগের কৃষ্ণচন্দ্র কবিদের বন্ধুত্ব স্বীকার ক'রে সাহিত্যেও অমর হয়ে আছেন। বাংলার জনসাধারণ কাব্যরসিক ব'লেই তখনকার রাজারা হয়তো বড় বড় কবির বন্ধু হয়ে খ্যাতি লাভ করবার চেষ্টায় থাকতেন।

•

এখন আর সে-রকম সৌখীন রাজা-রাজড়া পাওয়া যায় না। সংসার-চিন্তা ভুলে মনের সুখে কাব্য-সাধনার যুগও চ'লে গেছে। জীবন-সংগ্রামে ক্ষতবিক্ষত হয়ে আধুনিক কবিদের গান গাইতে হয়। কিন্তু বাংলায় তবু কবিতার দুর্ভিক্ষ হয় নি, বাঙালী তবু কবিতাকে ভালোবাসবার সুযোগ খোঁজে। বাঙালীর কাব্য-প্রীতি যাবার নয়।

•

সেকালের পৃষ্ঠপোষক রাজ-রাজড়ারা অদৃশ্য হয়েছেন বটে, কিন্তু তাঁদের স্থান গ্রহণ করেছে এখনকার মাসিক সাহিত্য। সেকালের রাজারা কবিদের কাব্য-সাধনা নিশ্চিন্ত ক'রে তোলবার জন্যে তাঁদের ঘরে অন্ন-বস্ত্রের ব্যবস্থা করতেন। একালের মাসিকপত্রগুলি তেমন কিছু করতে পারে না বটে, কিন্তু জনসাধারণের সামনে কবিরা যাতে ভালো ক'রে আত্মপ্রকাশ করতে পারেন, সে জন্য বড় কম সাহায্য করে না। গুপ্ত-কবির যুগ থেকে আজ পর্য্যন্ত বাংলার প্রায় সমস্ত কবিই ঐ মাসিক বা সাময়িক পত্র-পত্রিকার সাহায্যেই জনসাধারণের সঙ্গে পরিচিত হয়েছেন, এ-কথা বললে একটুও ভুল বলা হয় না। মাসিক বা সাময়িক পত্রগুলি কবিদের আর সব অভাবই পূরণ করেছে, তাঁদের এখন আর যা-কিছু দুঃখ, তা ঐ অন্ন-বস্ত্রের! এ দুঃখ কি আর ঘুচবে?

কিন্তু সে কথা এখন তোলা থাক্। বলছিলুম কি, বাংলায় কাব্য-চর্চ্চা এখনো যথেষ্টই আছে, কিন্তু বাংলা কাব্যের আদর্শ এখন আরো উঁচুতে উঠেছে, না আরো নীচুতে নেমেছে? অবশ্য এটা হচ্ছে গীতি-কাব্যের যুগ, বাঙালীর ধাতে যা সয়। মাইকেল, হেম, নবীনের সঙ্গে বাংলায় মহাকাব্যের যুগ গত হ'য়েছে। ভালোই হয়েছে। কারণ আমার মতে এদেশী সাহিত্যের সে যুগটা ছিল কৃত্রিমতার যুগ। বিদেশী কবিদের দেখাদেখি বাঙালী কবিরা প্রাণপণে কোমর বেঁধে মহাকাব্য লিখ্‌তে বসেছিলেন, স্বেচ্ছায় নিজেদের যথার্থ কবিপ্রাণের স্বাধীনতাকে সঙ্কুচিত ক'রে। মাইকেলের আসল রূপ আমি "মেঘনাদে"র মধ্যে ততখানি দেখতে পাই না, যতখানি পাই "ব্রজাঙ্গনা"র মধ্যে। মাইকেল প্রমুখ কবিরা তাঁদের কবিত্ব-শক্তির অনেক পরিচয়ই দিয়েছেন, তবু মহাকাব্যের কৃত্রিম ধর্ম্মকে বাংলা দেশে স্থায়ী ক'রে যেতে পারেন নি।

*

বাঙালী আবার তার নিজের জায়গায়—অর্থাৎ গীতিকাব্যের আসরে ফিরে এসেছে। কিন্তু এই প্রত্যাগমনের পথেও, বিহারীলাল প্রভৃতি কবিরা মহাকাব্য না হোক্, বড় বড় কাব্যের দিকে একটু-আধটু নজর না দিয়ে পারেন নি। তবে বিহারীলাল ছিলেন একান্ত ভাবেই গীতিকাব্যশিল্পী, তাই বড় কাব্য লিখতে ব'সেও তিনি গীতি-কবিতার নূপুরগুঞ্জন কখনো ভুলতে পারেন নি।

*

তারপর এল রবীন্দ্রনাথের যুগ—যে-যুগে বাংলার গীতিকবিতা আবার পূর্ণ মহিমায় বিকশিত হ'য়ে উঠল। রবীন্দ্রনাথ এবং তাঁর সমসাময়িক অন্যান্য কবিরা (অক্ষয়কুমার, দেবেন্দ্রনাথ, গোবিন্দদাস ও দ্বিজেন্দ্রলাল প্রভৃতি) বাংলার কাব্য-কুঞ্জকে অপূর্ব্ব সঙ্গীতে বিচিত্র ক'রে তুললেন। সে-সময়কার বাংলা মাসিক পত্র-পত্রিকাগুলি নাড়াচাড়া করলে দেখা যায়, আরো কত কবি কত ভাবে কত সুরে শোনবার মত কত গান গেয়েছেন, কিন্তু আজকালকার পড়ুয়ারা তার খোঁজ খবর রাখা দরকার ভাবেন না। স্বর্গীয় নিত্যকৃষ্ণ বসু ও প্রিয়নাথ সেনের কবিতা এখনকার ক-জন পাঠক পাঠ করেছেন?

*

প্রথমোক্ত দলের পরেও বাংলা কবিতার রাজ্যে শক্তিধর নব নব কবির অভাব ঘটল না। আমি সত্যেন্দ্রনাথ, যতীন্দ্রমোহন ও করুণানিধান প্রভৃতির কথা বলছি। এঁদের দানও বাংলার কাব্য-লক্ষ্মী কোনদিন ভুলতে পারবেন না। বাংলা কবিতার ভাণ্ডারে এঁরাও অনেক বৈচিত্র্য এনে দিয়েছেন। সত্যেন্দ্রনাথ প্রমুখ কবিরা নতুন নতুন ছন্দ নিয়ে বার বার উপভোগ্য পরীক্ষা ক'রেছেন। বিশেষভাবে এমন কয়েকটি ছন্দকে তাঁরা জনপ্রিয় ক'রে তুলেছেন, বর্ত্তমান যুগধর্ম্মকে প্রস্ফুট করবার পক্ষে যাদের উপযোগিতা হচ্ছে অসামান্য। এঁদের পরেও বাংলা দেশে আরো একদল নতুন কবির বাণী শোনা গেছে। তাঁদের নাম আর না করলেও চলবে, কারণ তাঁরাও এদেশে সুপরিচিত।

আজ অর্দ্ধ-শতাব্দীরও বেশী কাল ধ'রে রবীন্দ্রনাথের প্রতিভা বাংলা কাব্য-সাহিত্যকে আচ্ছন্ন ক'রে আছে। তাঁর সুদীর্ঘ জীবন-কালের মধ্যে কত কবি এলেন, কত কবি গেলেন, কিন্তু অক্ষয়কুমার, দেবেন্দ্রনাথ ও গোবিন্দদাস ছাড়া আর কেহই তাঁর প্রভাব থেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত হ'তে পারেন নি। এমন-কি, গত পাঁচ-ছয় বৎসরের ভিতরেও যে-সব তরুণ কবি কলম ধরেছেন, তাঁদেরও কলমের মুখে ভাষা দিয়েছেন ঐ প্রাচীন—কিন্তু চিরনবীন রবীন্দ্রনাথই। এবং রবীন্দ্র-সাহিত্য ও তার প্রভাবকে এখন যদি সরিয়ে রাখা যায়, তা'হলে বাংলার আধুনিক সাহিত্যের দিকে বোধ করি দ্বিতীয় বার দৃষ্টিপাত করবারও আবশ্যক হবে না।

*

রবীন্দ্রনাথের আওতার থেকেই বাংলার আধুনিক যুগের অধিকাংশ ভালো কবি "মানুষ" হয়েছেন বটে, কিন্তু এজন্যে লজ্জিত বা হতাশ হবার কোনই হেতু নেই। ওরই মধ্যে অনেকেই এমন অনেক নিজস্বের পরিচয় দিয়েছেন, সকল দেশের সাহিত্যেই যা স্মরণীয় হ'য়ে থাকতে পারে। কিন্তু আমার কথা হ'চ্ছে এই যে, আমাদের অতি-আধুনিক সাহিত্য অগুন্তি কবিতা প্রসব ক'রেও পূর্ব্বোক্ত কবিদের সঙ্গে তুলনীয় কোন কবিকে দেখাতে পারলে না কেন?

*

অতি-আধুনিক সাহিত্য অত্যন্ত গর্জ্জন করছে এবং এ গর্জ্জনও অতি-আধুনিক বটে! য়ুরোপীয় সাহিত্যের বড় বড় বুলি তার মুখে এবং তার দৃষ্টি দেখি শূন্যে উৎক্ষিপ্ত—বাংলার শ্যামলা মাটিকে যেন সে ভুলে থাকতে চায়! রবীন্দ্র-নিন্দায় সে কলঙ্কিত হয়েও গর্ব্বে ফুলে উঠে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের কথা না হয় ছেড়েই দিচ্ছি, আধুনিক কালের অন্যান্য যে-সব কবি রবীন্দ্রনাথের ঢের পরে এসেছেন, তাঁদেরও কাব্য-সাধনার আদর্শ কি এই অতি-আধুনিক যুগের মহিমায় আরো-নীচে নেমে আসেনি? কেবল কবিতার সাধনা নিয়ে বিভোর হয়ে আছেন, অতি-আধুনিক যুগে এমন কবির মতন কবিকে দেখতে পাওয়া যায় না বললেই চলে। কিন্তু কাব্যলক্ষ্মীর পাদ-পদ্ম থেকে দৃষ্টি সরান নি,—আগেকার যুগে এমন কবি ছিলেন অনেক। অক্ষয়কুমার, দেবেন্দ্রনাথ ও গোবিন্দদাস, এবং সত্যেন্দ্রনাথ, যতীন্দ্র-মোহন ও করুণানিধান প্রভৃতি কবিতার দেশ থেকে কখনো নির্ব্বাসিত হয়ে থাকেন নি। অতি-আধুনিক কবিদের মধ্যে সাধনার এই একাগ্রতার অভাব। যে কারণেই হোক্, তাঁরা পুরোপুরি কবি হবার জন্যে প্রস্তুত নন। আজ এটা লিখলেন; কাল ওটা লিখ্‌লেন; ন-মাস ছ-মাস অন্তরে ক্ষণিকের খেয়ালে হয়তো লিখে বসলেন একটা কবিতা! এমন ক'রে কবিতার সাধনা হয় না। ক্ষুধার অন্ন না জুটলেও, দারিদ্র্যে ক্লিষ্ট হ'লেও কবিকে দেখতে হবে কবিতার স্বপ্ন। কবির জন্ম আত্ম-

ত্যাগের মধ্যে। এটা কেতাবী কথা নয়, যিনি খাঁটি কবি এ-কথার মর্ম্ম তাঁকে বোঝাতে হবে না।

*

"সমসাময়িক কবির চোখে রবীন্দ্রনাথ" নামক নবপ্রকাশিত পুস্তকে শ্রীযুক্ত বুদ্ধদেব বসু লিখেছেন: "যে মনোভাব শরৎচন্দ্রের গল্পকে রবীন্দ্রনাথের গল্পের চেয়ে ভালো বলে, সেই মনোভাবই সত্যেন্দ্র দত্তকে রবীন্দ্রনাথের চেয়ে বড় কবি বলে না কেন, ভেবে আমার অবাক লাগে।" বুদ্ধদেবের কথার আমি প্রতিবাদ করছি না। এবং শরৎচন্দ্র ভালো গল্প লেখেন, কি রবীন্দ্রনাথ ভালো গল্প লেখেন, তা নিয়েও আমি মাথা ঘামাব না এবং তিনি অবাক হ'লেও আমিও সত্যেন্দ্রনাথকে রবীন্দ্রনাথের চেয়ে বড় কবি বলব না। কিন্তু আমিও এই ভেবেই মাঝে মাঝে অবাক হয়ে যাই যে, অতি-আধুনিক সাহিত্যের এমন কর্ণভেদী কোলাহলের মধ্যেও সত্যেন্দ্রনাথেরও মতন কোন কবির কণ্ঠস্বর শুনতে পাচ্ছি না কেন?

—হেমেন্দ্রকুমার রায়

গান

—হেমেন্দ্রকুমার রায়

চোখের চাতক আমি—
সুধু আঁখিজল চাই,
আমি যে মাতাল বঁধু,
আঁখিজলসুরা খাই!

*

ফটিক-জলের ঝারি
কাজল নয়ন-বারি,
প্রেমকে শ্যামল ক'রে
সজল গীতিকা গাই!

*

যে মনে হাসির বাসা,
কাঁদে সেথা ভালোবাসা,
প্রেম যে ব্যথার সখা,
বেদনায় সুখ পাই!

প্রহসন

—শ্রীপ্রতিভা ঘোষ

ফুল-শয্যা রাত্রে একদিন
নিদ্রাহীন
কহেছিনু প্রিয়ারে সোহাগে,
কম্পিত এ বক্ষঃ 'পরে টানি'
মুখ খানি
লাজ-নম্র, আঁখি পুরোভাগে,
"একান্ত তোমারই আমি।"
লজ্জা নামি'
রাঙিল কপোল ধীরে ত'ার।
নীরব ভাষার ডালি মোরে
দিল' ধ'রে
আঁখিদুটী শুধু একবার।
আমারে একান্ত ত'ারই জানি
সব খানি
তাহার যা ছিল এ ভুবনে—
নিঃশেষে সেদিন মোরে দিয়া
হ'ল প্রিয়া
কাঙালিনী, বিচারি' না মনে।

*

মৃত্যু এলো দু'জনার মাঝে
কাল্ সাঁঝে
একদিন নিঃশব্দ চরণে।
যেন কিছু ছিল বলিবার,
ঠোঁট তা'র
থেমে গেল কেঁপে অকারণে।

সীমাহীন বিচ্ছেদ পাথার
চারিধার,
ডুবে গেল তাহে মোর বাণী—
"একান্ত তোমারই আমি।"
ছায়া নামি'
আবরিল প্রিয়া-স্মৃতি খানি।
পুনঃ এলো ফুলশয্যা রাতি,
নব সাথী
দেখা দিল' মোরে আরবার।
হাত দুটী লয়ে মোর হাতে
মধু রাতে
এঁকে দিয়ে কপোলেতে তার—
শিল্পীর অবোধ্য কলা,
"উৎপলা,—"
আবেশে বিহ্বল হ'য়ে কই,
"একান্ত তোমারই আমি,
অন্তর্যামী
জানে, তোমা ছাড়া আমি নই।"
প্রহসন হেরি' নিজ চোখে
দেব-লোকে
বিধাতা কি হাসিল? কে জানে!
সহসা শিহরি' মনে মনে;
সেই ক্ষণে
দোলালো অতীত বর্ত্তমানে।

মানব যন্ত্রের বিকার ও তাহার মেরামতি

—ডাঃ প্রফুল্লকুমার রায় এম' বি

আহার-নিদ্রাভয়--মৈথুনঞ্চ
সামান্যমেতৎ পশুভির্নরানাম ॥

এই শাস্ত্রীয় বাক্যানুযায়ী দেখা যায় যে আহার, নিদ্রা, মৈথুন এবং ভয় এই চারিটি জিনিষ মানুষ এবং পশু উভয়ের মধ্যেই আছে। কিন্তু মানুষ জ্ঞানের বলেই পশু হইতে শ্রেষ্ঠ। এই জ্ঞানের অপব্যবহার করিলেই মানুষের যত দুঃখ কষ্ট উপস্থিত হইয়া থাকে। পুরাকালে আমাদের পূর্ব্ব-পুরুষগণ রতিশাস্ত্র এবং কাম-শাস্ত্র প্রভৃতি নিয়মাবলী যথাযথ ভাবে পালন করিয়া আহার বিহারাদি করিতেন বলিয়াই এত সুস্থ এবং দীর্ঘজীবি হইতেন। কিন্তু আজ-কাল যথেচ্ছভাবে জীবন যাপনের ফলে জনসাধারণের স্বাস্থ্য এত খারাপ হইয়াছে যে তাহা আর বলিবার নয়। যৌবন আরম্ভ হইতে না হইতেই আমাদের দেশের কিশোর-গণ নানা প্রকার নৈসর্গিক এবং অনৈসর্গিক উপায়ে শরীর নষ্ট করিতে থাকে। সাধারণতঃ পুরুষের যৌবন ১৭।১৮ বৎসর হইতে আরম্ভ হইয়া থাকে। এই বয়সেই সমুদয় ইন্দ্রিয় বৃত্তিরই বিকাশ হইতে থাকে। অনেক যুবক ঐ বয়সে, এমন কি তাহার পূর্ব্ব হইতেই যথেচ্ছভাবে শরীরের উপর নানা প্রকার অত্যাচার করিয়া থাকে।

এই মানব দেহ অতি বিচিত্র জিনিস। ইহা একটি যন্ত্র বিশেষ, ঠিকভাবে চালাইলে বহু কাল পর্য্যন্ত ভালরূপেই কাজ করিতে থাকে। কিন্তু যন্ত্রকে যেরূপ নিয়মিতভাবে তেল, আঁঠা প্রভৃতির দ্বারা সর্ব্বদা পরিষ্কার ও চলমান রাখিতে হয় মানব দেহকেও সেরূপ উপযুক্ত ব্যায়াম এবং আহার বিহারাদি দ্বারা সর্ব্বদা সতেজ রাখিতে হয়; নতুবা ইহা বিগড়াইয়া যায়। অল্প বয়স হইতে অনা-চারের ফলে অথবা পূর্ণ বয়স হইতেও অমিতাচারের ফলে যুবকের সমস্ত ইন্দ্রিয় শিথিল হইয়া যায়। অপরিণত বয়য়েই সে পাকা চুল দাড়ি সমেত দেহে ও মনে বৃদ্ধ হইয়া পড়ে ও তাহার সমস্ত উৎসাহ উদ্যম এক কালে চলিয়া যায়। চিকিৎসাশাস্ত্রে আছেঃ—

রসাদ্রক্তং ততো মাংসং মাংসান্মেদ প্রজায়তে
মেদসোঽস্থি ততো মজ্জা মজ্জঃ শুক্রস্য সম্ভব ॥

সুতরাং দেখা যাইতেছে যে শুক্রই শরীরের সার জিনিস। নষ্টশুক্র হইয়া জীবন ধারণ করা অভিশাপ মাত্র। প্রতি মুহূর্ত্তে জীবনে ধিক্কার জন্মে। ক্রমাগত অমিতাচারের ফলে পরিণামে কুৎসিত রোগ জন্মে। এবং চক্ষুর চারিদিকে কাল বর্ণ হওয়া রক্তশূণ্যতা, শরীরের রং ফ্যাকাসে হইয়া যাওয়া ও সর্ব্ব প্রকার শারীরিক এবং মানসিক দুর্ব্বলতা প্রকাশ পায়।

বহু পূর্ব্ব হইতেই আমাদের পিতৃপুরুষগণ মানবের অবসাদ ও দুর্ব্বলতা দূর করিবার জন্য ব্যাধির সাধারণ কারণগুলি দমন করিতে সক্ষম, এই প্রকার অনেক উদ্ভিজ্জ এবং ধাতব জিনিষের আবিষ্কার করেন। ইহারা মানব-দেহ ক্ষয়কারী উপসর্গগুলিকে বিনষ্ট করিয়া মানুষকে কার্য্যক্ষম এবং দীর্ঘজীবী করিয়া তোলে। বহু বৎসরের পরিশ্রম এবং গবেষণার ফলে এই সমস্ত জিনিষগুলিকে নির্দ্দিষ্ট পরিমানে একত্র করিয়া এমন একটি ঔষধের সৃষ্টি হইয়াছে যাহা মানবের চির সুহৃদ হিসাবে গণ্য হইবে সন্দেহ নাই। ইহাই সুবিখ্যাত রচি ল্যাবরেটারীর আবিষ্কৃত রচিটোন্ নামক মহোপকারী টনিক। ইহা যৌনশক্তিকে অসম্ভব রকমে বৃদ্ধি করিয়া জীর্ণ মানব দেহকে পুনর্গঠিত করিতে পারে, এই প্রকার বহু ঔষধের সংমিশ্রণে রচিটোন্ তৈয়ারী হইয়াছে। চিকিৎসকগণ শুক্র ঘটিত নানারূপ রোগে এই ঔষধসমূহ ব্যবহার করিবার পরামর্শ দিয়া থাকেন। এই সমস্ত ঔষধ দুর্মূল্য এবং দুষ্প্রাপ্য বলিয়াই সর্ব্ব সাধারণের সুবিধার জন্য রচিটোনের আবিষ্কার হইয়াছে। ইহা রসায়ন এবং বাজীকরণ উভয়বিধ কার্য্য সাধনেই সক্ষম। আয়ু-র্ব্বেদের ভাষায় বলিতে গেলে ইহাঃ—

এতস্মাদ্যং পিবেন্নিত্যং যথা ধাতু বয়ক্রমন্
দেহ দার্ঢ্য-করং পুষ্টি বলবর্ণাগ্নি বর্দ্ধনম্ ॥

*

মেধাগ্নি স্মৃতিকৃদ্ বীর্য্য-শুক্র-কৃদ্ বাতনাশনম্
বলপুষ্টিকরঞ্চৈব কামসন্দীপনং পরম্।
রণে তেজোময়ং সত্যো যথা ভীম পরাক্রমঃ
নাতঃ পরতরং কিঞ্চিদ্ রণোৎসাহপ্রদং মহৎ।

অর্থাৎ এই টনিক ধাতুবল এবং বয়সের তারতম্যানুযায়ী সেবন করা উচিত। ইহা শরীরের দৃঢ়তা সম্পাদন করে, গায়ের রং সুন্দর করে এবং ক্ষুধা, পুষ্টি ও বল বৃদ্ধি করে। ইহা সেবনে মেধা, স্মৃতি এবং শুক্র বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় এবং ইহা বলকারক। নিয়মিত সেবনে ইহা মানুষকে যুদ্ধে সাক্ষাৎ ভীমসদৃশ পরাক্রম-শালী করে, এবং ইহা অপেক্ষা উৎসাহ এবং উদ্যম প্রদায়ক ঔষধ আর নাই।

এই টনিকের সঙ্গে শুক্রবর্দ্ধক এবং রক্ত-কণিকা বর্দ্ধক পথ্যাদি গ্রহণ করিলে টনিকের ক্রিয়া অতি দ্রুত পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। দুগ্ধ, ঘৃত, মাখন, পুঁটিমাছ ভাজা, রোহিত মৎস্যের মাথা, কই এবং মাগুর মাছ, শাক সবজী ইত্যাদি শক্রগ্রস্ত রোগীর পক্ষে মহোপকারী।

এ্যালিস হোয়াইট
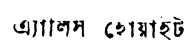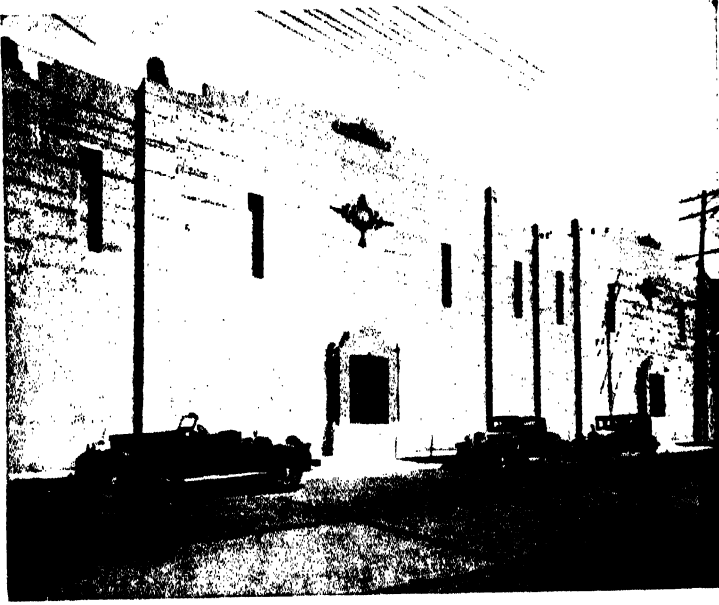
কলম্বিয়া ষ্টুডিওর সাউণ্ড ষ্টেজের এক দিকের একটি দৃশ্য।

রাধা ফিল্মের "Wamaq Ezra" ছবিতে শ্রীমতী ইন্দিরা দেবী ও আজমৎ বাই।

"Forsaking All Others" ছবিতে জোন ক্রফোর্ড ও ক্লার্ক গেবল্‌।

ইষ্ট ইণ্ডিয়া ফিল্মের "বিদ্রোহী"তে 'অজয়'-এর ভূমিকায় অবতীর্ণ শ্রীমুরারীমোহন মুখোপাধ্যায় (বাণীবাবু)

বিধির বিধান

(উপন্যাস)

—শ্রীমতী তমাললতা বসু

(পাঁচ)

হিমাংশু এগিয়ে এসে ব'ললে "নমস্কার জ্যোৎস্না দেবী, ভাল আছেন তো ?" বলে' একটি বহু মূল্য মুক্তার মালা নিয়ে তাকে উপহার দিলে।

জ্যোৎস্না সেটি হাতে নিয়ে দেখে ব'ললে, "মিছামিছি এত খরচ করলেন কেন হিমাংশু বাবু !"

"সেকি জ্যোৎস্না দেবী, তুচ্ছ একটা মুক্তার মালা দিয়েছি, তার আবার কথা। আপনাকে আমার অদেয় আর কি আছে বলুন !"

জ্যোৎস্না বিস্মিত হ'য়ে চেয়ে দেখ্‌লে, তুষার কখন বেরিয়ে চলে' গেছে। হিমাংশু বললে "জ্যোৎস্না দেবী, আপনি যদি পূজার অর্ঘ্য গ্রহণ ক'রে আপনার সেবার ভার দেন, তবে নিজেকে আমি ভাগ্যবান মনে করি।"

জ্যোৎস্না শরাহত মৃগীর মত লাফিয়ে উঠে বল্‌লে, "না না, সে যে হ'তে পারে না হিমাংশু বাবু !"

হিমাংশু বিস্মিত হ'য়ে বল্‌লে "কেন জ্যোৎস্না দেবী, এ হতভাগ্য কি আপনার অনুপযুক্ত ?

"না, না, আমি—আমি তা বলছি না, কিন্তু—আমি যে আর একজনকে"—বলে' ফেলেই লজ্জায় লাল হ'য়ে জ্যোৎস্না মুখ নামালে।"

হিমাংশু সাগ্রহে বললে "বলুন, বলুন সে ভাগ্যবান কে ? আমি কাউকে বল্‌বো না।"

"সে, সে আপনার ড্রাইভার তুষার বাবু।"

হিমাংশু বিস্মিত হ'য়ে বললে "ওঃ তাই বলুন, তুষার দরিদ্র জেনেও কি আপনার পিতা তার হাতে আপনাকে দান করবেন মনে করেন ?"

"আমি বল্‌লে তিনি অমত ক'রবেন না।"

"আচ্ছা জ্যোৎস্না দেবী, তুষার দরিদ্র জেনেও আপনি তাকেই পছন্দ ক'রলেন কেন ?"

"শুধু কি পয়সা থাক্‌লেই হয় হিমাংশু বাবু, প্রাণটা বড় হওয়া দরকার। সেটা তুষার বাবুর আছে।"

"নিশ্চয়, নিশ্চয় জ্যোৎস্না দেবী, তবু যদি আপনার পিতা অমত করেন ?"

"তা হ'লে বিয়েই করবো না, চিরকুমারী থাকবো ; তাতে তো কারুর জোর নেই, হিমাংশু বাবু। আর একটি অনুরোধ, এ সব কথা কাউকে বলবেন না।"

"নিশ্চয় বলবো না জ্যোৎস্না দেবী, সে বিষয়ে আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। আর ধন্য আপনি জ্যোৎস্না দেবী, আর ধন্য আপনার প্রেম। দরিদ্র জেনেও যে ভাগ্যবানকে আপনি পতিত্বে বরণ করতে ইচ্ছে করেছেন, ধন্য সেই তুষার ! আর আপনিও আজ মহা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হ'য়েছেন। যদিও এ পরীক্ষা করতে আমি রাজি হইনি। তবে প্রাণাধিক বন্ধুর অনুরোধে পড়ে করতে হলো, আমায় ক্ষমা করুন। বৌদিদি হবার আগেই আপনাকে পরিহাসটা করে নিলুম। কই, এস না হে তুষার, পালালে কোথা ? এই যে এসেছ, তুমি পরম ভাগ্যবান ভাই, তাই জ্যোৎস্নাদেবীর অমূল্য হৃদয়খানি জয় করতে পেরেছ—তোমার পত্নী নির্ব্বাচন সার্থক হ'য়েছে। এখন তোমার উপহার মুক্তার মালা তুমিই পরিয়ে দাও।"

তুষার হাসিমুখে এগিয়ে গিয়ে বললে "দেবো নাকি জ্যোৎস্না দেবী।"

জ্যোৎস্না নত মুখে মৃদু হেসে ঘাড় নীচু করলে, তুষার মুক্তার মালাটি তুলে নিয়ে জ্যোৎস্নার গলায় পরিয়ে দিলে।

জ্যোৎস্না আনন্দে চক্ষু মুদ্রিত করলে। তার নারী জীবন সার্থক হ'য়ে গেল। সে যখন চাইলে, দেখলে সাম্‌নে দাঁড়িয়ে তুষার মৃদু মৃদু হাস্‌ছে।

জ্যোৎস্না বললে "এ সব কি তুষারবাবু ?"

"এ সব জ্যোৎস্না দেবীর হৃদয়খানি জয় করবার উপকরণ। বন্ধু হিমাংশু আমায় সহায়তা করে আজ তোমার হৃদয়বল পরীক্ষা করেছে। সে পরীক্ষায় তুমি এবং আমি দু'জনেই জয়ী হ'য়েছি। আর একটা কথা জ্যোৎস্না দেবী, আমি কস্মিনকালেও কারুর ড্রাইভার নই। সেদিন তুমি ড্রাইভার বলে সম্বোধন করলে, কাজেই আমিও ড্রাইভার
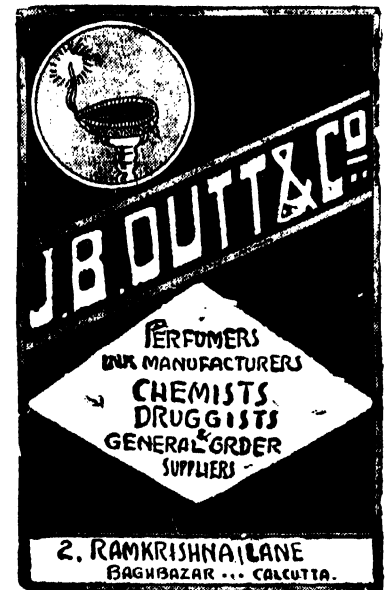
হ'য়ে প'ড়লুম। রজত এ সব আগেই জান্‌তো। তোমার বাবাও জেনেছেন যে আমি ড্রাইভার নই, অতুল ধনের অধীশ্বর ব্যারিষ্টার তুষার রায়। আমার নিজেরই দু' তিনখানা মোটর আছে—ড্রাইভারও ক'জন আছে। তবে সখ করে নিজে চালাই মাঝে মাঝে। তবে ভক্ত চিরদিনই তোমার ড্রাইভারি করতে প্রস্তুত আছে। আচ্ছা তুমি আমাকে দেখে সেদিন ড্রাইভার মনে করলে কি ক'রে বল দেখি? সত্যিই কি আমার ড্রাইভার গোছের চেহারাখানা?

জ্যোৎস্না লজ্জায় লাল হ'য়ে উঠেছিল, সে এতক্ষণে তাড়াতাড়ি বলে উঠলো "না না তা' কেন? তবে সেদিন আপনার কাপড়-চোপড় কাদামাখা হ'য়ে গেছলো, আপনি মোটর সারছিলেন, তাই মনে করেছিলুম, ড্রাইভার।" পরে আপনাকে দেখে আমি যখন আমার ভুলই হ'য়েছে মনে করলুম, তখন আপনি বললেন আপনি অনেকদিন ড্রাইভারি, ক'রছেন। তাই সত্যিই ড্রাইভার মনে করেছিলুম যাই হ'ক, আমার অপরাধ ক্ষমা করুন।"

তুষার এগিয়ে গিয়ে জ্যোৎস্নার হাত দুটি ধরে বললে "ওকি জ্যোৎস্না, ক্ষমা আবার কি? আমি একটু আমোদ ভালবাসি, তাই একটু আমোদ করা গেল। এখন এ রকম অনেক আমোদের ধাক্কা তোমাকে সাম্‌লাতে হবে, বুঝলে তো? রজত আর তোমার বাবা, আগেই আমার সত্য পরিচয় তোমায় জানিয়ে আমাদের মিলন ঘটাতে চেয়েছিলেন। কিন্তু আমি বাধা দিয়ে বলেছিলুম আগে এই পরিচয়ে তোমার হৃদয়খানি জয় করতে চাই। সে সাধনা আজ সার্থক হ'য়েছে।"

"কি সার্থক হলো হে" বল্‌তে বল্‌তে রজত হাসিমুখে ঘরে ঢুক্‌লো। জ্যোৎস্না নতমুখে দাঁড়িয়ে সঙ্কুচিত হ'তে লাগলো। তুষার তার দিকে চেয়ে মৃদু হাসতে হাসতে বললে "বেশ, বেশ, সুখী হলুম, ভগবান তোমাদের মঙ্গল করুন। এখন সবাই খাবে চল'। [ক্রমশঃ]

গান

—শ্রীঅতুলানন্দ রায়

ও মুসাফির, ওরে ফকির,
তোল গাঁঠুরি তোল।
কেন তোর এ মায়ার-বাঁধন,
খোলরে পাগল খোল॥
যায় যে বয়ে বেলা, চলনা এই বেলা;
ভাঙ্‌বে যখন এই মেলা, মন,
বাঁধবে কতই গোল॥
চলতে, যেতে, হবেই যখন হ'বে,
অচিন্ পথের রে দীন পথিক,
কাঁদলে কি হবে
তোর কেহই যে নেই ভবে;
ঠাঁই খুঁজে বল, ফল কি পাগল,
ভোল বেদনা ভোল॥
নয়নের জলে, ওরে পাষাণ কি গলে।
কর হাহাকার, তোল দেবতার,
ঘুম ভাঙিয়ে তোল॥

তরুণী

(গল্প)

—শ্রীসুহৃৎকুমার রায়

(১)

রবিবার। রাত্রি ৮৷টায় তরুণীর সেকেণ্ড শো ভেঙ্গে গেল। একখানা এস্প্ল্যানেডগামী ট্রাম এসে রূপবাণীর সামনে থামতে না থামতেই লোকে ভ'রে গেল সমস্ত ট্রামখানি। অবনীবাবু ভাইঝি বেলাকে নিয়ে কোনো রকমে ভিড় ঠেলে ট্রামে গিয়ে উঠলেন। কিন্তু ভেতরে গিয়ে দু'জনের একজনও বসবার একটু জায়গা পেলেন না। দুয়োরের পাশে সিঙ্গল সিটের চেয়ারখানায় বসেছিল অরুণ। বেলা ট্রামের ভেতর ঢুকতেই সে চেয়ার ছেড়ে দিল, বেলাকে বসতে দেবার জন্য।

কিছুক্ষণ পরে ট্রাম কণ্ডাক্টার অবনী বাবুর কাছে পয়সা চাইল। অবনীবাবু পকেটে হাত দিয়ে দেখেন—সর্ব্বনাশ! পকেট থেকে কে মণিব্যাগটা তুলে নিয়েছে। তাঁর সমস্তই যে ছিল ঐ ব্যাগে। যাবেন কালীঘাট, এতখানি পথ, সঙ্গে যে আর একটীও পয়সা নেই। তাঁকে হতভম্বের মত দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে সকলেই একসঙ্গে প্রশ্ন করল, "কি হ'য়েছে, মশাই? পকেট কেটে নিয়েছে?" তারপর তারা বলল, "মশাই, একটু সাবধানে চ'লতে হয়।" দু' একজন বড় জোর আহা পর্য্যন্ত বলেই ক্ষান্ত হলেন। কিন্তু কারুই এইটুকু বুদ্ধি হ'ল না যে চারটী আনা পয়সা দিয়ে তাঁকে আপাততঃ এ বিপদ থেকে উদ্ধার করে। সকলে চুপ করলে, অরুণ অবনী বাবুকে জিজ্ঞাসা ক'রে জেনে নিল তাঁরা কোথায় যাবেন।

অবনী বাবু ভাবছেন—কি করা যায়? না হয় নেমেই যাই, একটা ট্যাক্সি ক'রেই যাওয়া যাক্। এমন সময় কণ্ডাক্টার তাঁর কাছে দ্বিতীয় বার পয়সা চাইল। চাইবামাত্র অরুণ তাকে পয়সা দিয়ে বলল, "একখানা এস্প্লানেড্, একখানা কালীঘাট।"

অরুণ অবনীবাবুকে কালীঘাটের টিকিটখানা আর তার মাস্থলীখানা দিয়ে বলল, "আমার কাছে আর পয়সা ছিল না। এই টিকিটখানা আর মাস্থলীখানা নিন্।"

অবনী বাবু বললেন, "আপনি আজ আমার যা উপকার করলেন, তা' কোনো দিনই ভুলতে পারব না। আপনি আজ না থাকলে আমাকে এতগুলো লোকের মধ্যে অপদস্থ হ'তে হ'ত। তারপর একটু থেমে আবার বললেন, "আমায় ত' মাস্থলীখানা দিলেন, কিন্তু আপনি বাকী পথটুকু যাবেন কি ক'রে? আপনাকে হয়ত—"

অরুণ তাঁকে বাধা দিয়ে বলল, "আপনি তার জন্য ব্যস্ত হবেন না।"

"কোথায় থাকেন?"

"বৌবাজারে।"

এমন সময় ট্রাম এসে বহুবাজারের মোড়ে দাঁড়াল। "আচ্ছা এখন আসি।" এই বলে' অবনীবাবুকে একটা নমস্কার ক'রে অরুণ নেমে প'ড়ল। যতক্ষণ পর্য্যন্ত অরুণকে দেখা গেল, বেলা একদৃষ্টে তার দিকে চেয়ে রইল।

(২)

দিন পাঁচেক পরের কথা। ঢং ঢং ক'রে সাড়ে তিনটার ঘণ্টা বেজে গেল। অরুণ স্কটিসচার্চ্চ কলেজ থেকে বেরিয়ে প'ড়ল। সোজাসুজি কর্ণওয়ালিশ স্কোয়ারের ভেতর দিয়ে এসে দাঁড়াল বিডন ষ্ট্রীটের মোড়ে। সে একখানা ট্রামের জন্য অপেক্ষা করছে, এমন সময় দেখতে পেল কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীটের অপর ফুটপাথ থেকে একটী তরুণী দৌড়ে আসছে তারই দিকে। একখানা ট্যাক্সি শাঁ ক'রে চ'লে গেল তরুণীর সামনে দিয়ে, একটুর জন্য সে চাপা পড়ার হাত থেকে বেঁচে গেল। হাঁফাতে হাঁফাতে তরুণী এসে দাঁড়াল অরুণের সামনে। অরুণ তার দিকে চাইল, চার চোখে মিলন হ'ল। অরুণ চিনতে পারল—এ সেই তরুণী, যার জন্য সে রবিবার রাতে ট্রামের চেয়ার ছেড়ে দিয়েছিল।

তরুণী অরুণের হাতে তার মাস্থলীখানা দিয়ে ব'লল, "অরুণ বাবু, মাফ ক'রবেন। কাকা আপনার ঠিকানা জানতেন না, তাইতে মাস্থলীখানা এতদিন আপনাকে দিতে পারেননি। মাস্থলীখানা আমার কাছেই রেখেছিলাম। কলেজে আসবার সময়, যাবার সময় রাস্তাঘাটে চারিদিকে দেখতে দেখতে যাই যদি আপনার দেখা পাই, কিন্তু এ কয়দিনের একদিনও আপনার দেখা পাইনি। তাইতে আজ আপনাকে দেখা মাত্র ছুটে এসেছি।"

"একখানা মাস্থলী গেলে আর একখানা হ'তে পারত, এ মাসে না হয় আসছে মাসে

হ'ত। কিন্তু ওটার জন্য যে জীবন দিতে বসেছিলেন!" তরুণী একটু লজ্জিত হ'য়ে প'ড়ল।

তারপর দু'জনে একটা ট্রামে উঠে পড়ল।

আরও চার পাঁচ দিন পরের এক সন্ধ্যা-বেলা। অরুণ তার পড়বার ঘরে ব'সে ভাবছে—কি সুন্দর তার কথাবার্তা। কথা বলবার ভঙ্গিতে কোনো রকম জড়তা নেই, সরল সহজ সুন্দর। নিজে ব্যাকুলভাবে ছুটে এসে মাদুলীখানা দিয়ে গেল। ট্যাক্সিটা গায়ের উপর এসে পড়লে কি হ'ত, সেদিকে তার লক্ষ্যই ছিল না। বিদায় নেবার বেলা ব'লে গেল—"আপনার এ উপকার ভুলব না।" আবার নামটাই বা কি সুন্দর—বেলা! তার ঠিকানাটা যদি জানতাম! নামটা যেন তার কলেজের রাফ্ বুকে লেখা ছিল, কিন্তু ঠিকানাটা জিজ্ঞাসা করা—আউট্ অফ্ এটিকেট্।

এমনি সময় বন্ধু অনিল এসে ঢুকল সেই ঘরে। সে এসে ব'ল্‌ল, "অরুণ, তোর আজ কি হয়েছে? বিরহী যক্ষের মত ব'সে কার কথা ভাবা হচ্ছে?" অরুণ চুপ ক'রে রইল, কোনও উত্তর দিল না। তারপর অনিল আবার ব'ল্‌ল, "চুপ ক'রে রইলি কেন? তুই কি পাগল হলি?"

অরুণ বল্‌ল, "না ভাই, পাগল হই নি।"

অনিল বল্‌ল, "তবে?"

অরুণ কিছুতেই ব'লতে চায় না, কিন্তু অনিল নাছোড়বান্দা, সে সকল কথাই জোর ক'রে শুনে নিল অরুণের কাছ থেকে। তখন অনিল ব'ল্‌ল, "তুই ভাই এর মধ্যে এত কাণ্ড ক'রে ফেলেছিস্, তা এতদিন বলিস নি কেন?" তারপর সে আবার বল্‌ল, "এর জন্য ভাবিস না, তোর সঙ্গে একবার কেন একশ' বার দেখা করিয়ে দেব। কি নাম বল্‌লি—বেলা, বেথুনে থার্ড ইয়ারে পড়ে। আমার বোন ইলাও ত' বেথুনে থার্ড ইয়ারে পড়ে। কোন্ দিন কোন্ সময় ওদের ছুটী হয় জেনে নিয়ে তোকে বলব। সেই অনুযায়ী তুই গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকবি হেদোর মোড়ে। সে যে ট্রামে, কি যে বাসে উঠবে, তুইও সেইটাতে উঠে পড়বি। ব্যস্, আর কি চাই?"

অরুণ বল্‌ল, "ভাই, এ কয়দিন বেথুনের সামনে ঘুরে বেড়িয়েছি, কিন্তু একদিনও ত' তার দেখা পাইনি! হয়ত অসুখ ক'রেছে।"

অনিল বল্‌ল, "হয় তখন তার ক্লাস হচ্ছিল, নয় ছুটী হ'য়ে গিয়েছিল।"

(৩)

বুধবার সাড়ে তিনটে তখনও বাজেনি। এমনি সময় অরুণ এসে দাঁড়াল কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীটের উপর। কত বাস, কত ট্রাম চলে গেল, কোনোটাই তার পছন্দ হ'ল না। ঢং ঢং ক'রে বেথুনের ঘণ্টা বাজল। অরুণ বেথুনের গেটের দিকে উৎসুক নয়নে চাইল। একদল মেয়ে বেরিয়ে এল, না এর মধ্যে ত' নেই! আর একদল বেরিয়ে এল, তাতেও নেই! অনেকক্ষণ ধ'রে এক জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকলে লোকেই বা কি বলবে!

অনিলটা যে শয়তান, সে বোগাস একটা কিছু ত' বলে নি! আর ত' দেরী করা চলে না!—ঐ যে ট্রামখানা আসছে ওতেই যাওয়া যা'ক্‌ ট্রাম এসে দাঁড়াল, সে ট্রামে উঠতে যাবে এমন সময় পা ফস্কিয়ে হুড়মুড় করে পড়ে গেল। কে একজন পেছন থেকে এসে তাকে হাত ধরে উঠাল। অরুণ পেছন ফিরে চেয়ে দেখে —একি' এ যে তার মানসী প্রতিমা!

দু'জনে গিয়ে বসল একটা চেয়ারে। বেলা বলল, "অরুণবাবু, চলুন না আজ আমাদের বাসায়! কাকা আপনার কথা জিজ্ঞাসা করছিলেন। "অরুণ ভাবল—বেলার কাকা তার কথা জিজ্ঞাসা করছিলেন—উনি যদি ট্রাম ভাড়ার পয়সা ফেরত দেন। সে ত' তা নিতে পারবে না। ছি ছি ক'টি পয়সার জন্য যাওয়া। তবে তিনি যেমন ভদ্রলোক মনে হয় সামান্য কয়টা পয়সার জন্য নিজেকে নীচু করবেন না। আবার এদিকে বেলার আহ্বান, কি ক'রে সে তা উপেক্ষা করে! তার সঙ্গে অনেকখানি পথ যাবে। তারপর তার বাড়ীতে গেলে সে নিশ্চয়ই নিজ হাতে চা ক'রে দেবে, অনুরোধ করবে খাবার জন্য! এই রকম আনাগোনার ফলে সে আরও কাছে এসে পড়বে। ভাবতে ভাবতে কখন যে বহুবাজার ছেড়ে এস্প্লানেডে এসে পড়েছে তা সে বুঝতে পারেনি। বেলা বলল, "অরুণবাবু, চলুন, ঐ যে কালীঘাটের ট্রাম আসছে।" এতক্ষণে অরুণের হুঁস হ'ল। তারা দু'জনে গিয়ে উঠল কালীঘাটের ট্রামে।

* * *

কয়েকমাস পরের কথা। কিছুদিন হ'ল অরুণ আর বেলার বিয়ে হ'য়েছে। তারা দু'জনে মিলে গিয়েছিল রূপবাণীতে কি যেন একটা ছবি দেখতে। সেকেণ্ড শো ভেঙ্গে অরুণ বেলাকে নিয়ে ট্রামে উঠতে উঠতে বলল, "বেলা মনে পড়ে আর এক রাত্তের এমনি সময়ের কথা?"

বেলা বলল, "মনে পড়ে বই কি!—সে যে আমাদের প্রথম মিলনের দিন।"

অরুণ বলল, "সেই জন্তই ত রূপবাণীকে এত ভালবাসি। সে যে আমার প্রিয়ার বাণী এনে দিয়েছে।"

বেলা দুষ্টুমিভরা চোখে অরুণের দিকে চেয়ে জিজ্ঞাসা করল, "আর তরুণী?"

অরুণ মৃদু হেসে উত্তর দিল, "সে আমার তরুণীকেও এনে দিয়েছে।"

বিচিত্র বার্তা

—শ্রীপ্রাণদানন্দ দাশ গুপ্ত

বৃটিশ সিভিল সার্ভিসে প্রায় ৭০০০০ মহিলা চাকরী করেন।

*

আন্তর্জ্জাতিক দৌড় খেলায় এবারে জয়ী হইয়াছেন গ্লেন কানিংহ্যাম। ইহার বাঁ পায়ের পাতা তাহার ছোট ভাইকে অগ্ন্যুৎপাত হইতে রক্ষা করিবার সময়ে নষ্ট হইয়া যায়।

*

দক্ষিণ প্যাসিফিকে একটি ছোট দ্বীপ আছে। তাহার নাম টঙ্গা। আদিম অধিবাসীর সংখ্যা ১২৭৫ জন। এই দ্বীপের চারিধারে অসংখ্য জলমগ্ন পাহাড় আছে বলিয়া কোন নৌকা বা জাহাজ আসিতে পারে না। ডাক আসিলে জাহাজ দূরে দাঁড়াইয়া থাকে এবং দুইজন লোক সাঁতরাইয়া জাহাজে উঠিয়া মাল লইয়া ফিরিয়া আসে। হাঙ্গর, কুমীর প্রভৃতি সামুদ্রিক জন্তুগুলির আক্রমণ ব্যর্থ করিবার কৌশল ইহারা জানে। এ পর্য্যন্ত কোন প্রকার দুর্ঘটনাও ঘটে নাই

*

খৃষ্টপূর্ব্ব ৬০০ বৎসর পূর্ব্বে পৃথিবীর প্রথম মানচিত্র চীনদেশে তৈয়ার করা হয়। এ মানচিত্রটি বর্ত্তমানে প্যারিসে আছে।

—সাউণ্ড বক্স

দীপালীতে প্রতি সপ্তাহেই রেকর্ড সমালোচনা বাহির হইতেছে। আমাদের পাঠকবর্গ জানাইয়াছেন যে, আমাদের পক্ষপাত শূন্য সমালোচনা বাহির হইলে তাঁহাদের রেকর্ড ক্রয় করিবার বিশেষ সুবিধা হয়—বাছাই করার হাঙ্গামা থাকে না। অতএব এখন হইতে রেকর্ড কিনিবার পূর্ব্বে দীপালীর এই স্তম্ভটি পড়িয়া কিনিলে ক্রেতাদের কতক সুবিধা হইতে পারে।

HIS MASTER'S VOICE
RECORDS
April—1935.

হিজ মাষ্টাস ভয়েসের "চৈতালি চয়নিকায়" দশ খানি রেকর্ড প্রকাশিত হইয়াছে। প্রায় সকলেই নূতন শিল্পী। রেকর্ড জগতে ইহাদের সুনাম হইলে আমরা সুখী হইব।

•

N. 7349. শ্রীমতী ইন্দিরা সেন এই রেকর্ডে দুইখানি গান গাহিয়াছেন। "দেবতা কি দিয়ে বল করিব বরণ" গানের রচয়িতা শ্রীপ্রণব রায়। রচনা আমাদের ভাল লাগিল এবং সুর যোজনাও মন্দ হয় নাই। দ্বিতীয় গান "নীরবে আমার কণ্ঠ-বীণা" রচনা ও সুর মন্দ নয়। এ গানখানিও প্রণববাবু রচনা করিয়াছেন। গায়িকা নূতন হইলেও রেকর্ডে মন্দ গাহেন নাই।

•

N. 7350. কুমারী যূথিকা রায় (রেণু) দু'খানি গান রেকর্ড করিয়াছেন। ইঁহার পূর্ব্ব প্রকাশিত রেকর্ড আমাদের ভাল লাগিয়াছিল। গায়িকার কণ্ঠস্বর মিষ্টি। "বকুল গন্ধে উতল হলো" কবি ধীরেন মুখোপাধ্যায়ের রচনা। সুন্দর রচনা সুন্দর কণ্ঠে ও বাণীর স্পষ্টতায় সুন্দর লাগিল। গানের সহিত অনুসরণকারী পিয়ানো, বেহালা প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্র কণ্ঠসঙ্গীতকে কোথাও ছাপাইয়া যায় নাই। দ্বিতীয় গান "দিন গুলি মোর পদ্মের-ই দল" মন্দ লাগিল না।

•

N. 7351. শ্রীমতী কমলা মিশ্র দু'খানি গান এই রেকর্ডে গাহিয়াছেন। "আজ আমার শূন্য ঘরে আসিল সুন্দর" ৺অতুল প্রসাদের রচনা এবং "ঝরে ঝরে বাদল ঝরে" ধীরেন মুখোপাধ্যায়ের রচিত। গায়িকার কণ্ঠস্বর মন্দ নয়। রেকর্ডখানি আশা করি অনেকের ভাল লাগিবে।

•

N. 7352 শ্রীমতী মেনকা মুখোপাধ্যায়ের দু'খানি গান এই রেকর্ডে শুনিলাম। গান দুটি "তোমার বীণা আমার মন-মাঝে" ও "এস আমার ঘরে"। গায়িকার কণ্ঠস্বর জোরালো ও মাধুর্য্য-মণ্ডিত। গান দুটি সুন্দর গাওয়া হইয়াছে। কিন্তু উচ্চারণ বড় অস্পষ্ট। কথাগুলি সোজা ভাবে অর্থাৎ না চিবাইয়া উচ্চারণ করিলে শ্রুতিমধুর হইত। যাঁহারা এই শ্রেণীর গান পছন্দ করেন তাঁহাদের হয় তো ভাল লাগিবে।

•

N. 7353. শ্রীযুত হরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের দুইখানি গান এই রেকর্ডে প্রকাশিত হইয়াছে। 'শিশির ভেজা
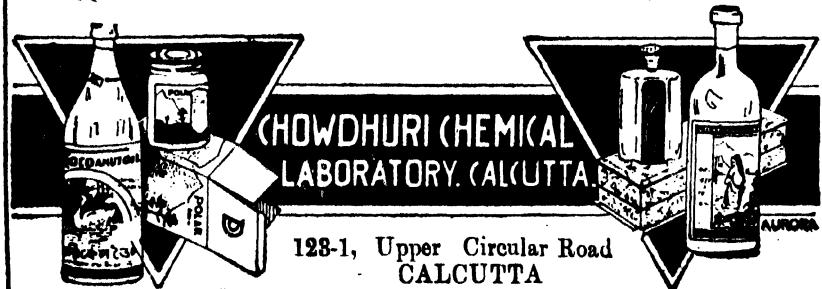
চরণ ফেলে' গানটি সুন্দর লাগিল এবং অনুসরণকারী বাদ্যযন্ত্র গানকে সুন্দরতম করিয়া তুলিয়াছে। "এলো কি চৈতী হাওয়া গন্ধ উদাস বনে বনে" গানটি মধুর হইয়াছে। গায়কের কণ্ঠের সহিত এক গায়িকার কণ্ঠ অনুসরণ করায় গানের মাধুর্য্য আরও বিকশিত হইয়াছে। রেকর্ড-টি সকলের মনোরঞ্জন করিবে বলিয়া মনে হয়।

*

N. 7354. শ্রীযুত রবি বসুর দু'খানি গান এই রেকর্ডে শুনিলাম। গায়ক বিশ্ব-কবি রবীন্দ্রনাথের "ছিন্ন পাতায় সাজাই তরণী" ও "ফাগুন তোমার হাওয়ায় হাওয়ায় করেছি যে দান" গান দুটি রেকর্ড করিয়াছেন। গায়কের কণ্ঠস্বর মোটা—ইহাতে মধুরতার সন্ধান পাওয়া কঠিন। গান দুটি মন্দ হয় নাই।

*

N. 7355. রেকর্ড জগতের নবীন শিল্পী শ্রীযুত শৈলেন বন্দ্যোপাধ্যায় দু'খানি গান রেকর্ড করিয়াছেন। "ও কে উদাসী আমার" ও "নাই পরিলি লোটন খোঁপায়" গান দুটি গায়ক মন্দ গাহেন নাই। যাঁহারা এই শ্রেণীর গান পছন্দ করেন তাঁহাদের ভাল লাগিতে পারে।

*

N.7356 শ্রীযুত গিরীন চক্রবর্ত্তীর দু'খানি গান শুনিলাম। ইঁহার পূর্ব্ব-প্রকাশিত গান মন্দ হয় নাই। আলোচ্য গান "গোঠের লগনে প্রভাত গগনে" ও "গোকুল-বিহারী বিহনে" মন্দ লাগিল না।

*

N. 7357 কুমারী কান্তি গুহ দু'খানি গান এই রেকর্ডে গাহিয়াছেন। গায়িকার কণ্ঠস্বর মন্দ নয় তবে খুব মার্জ্জিত বলিয়া বোধ হয় না। গানের সহিত বেহালা অনুসরণ কণ্ঠ-সঙ্গীতকে মধুরতর করিয়াছে। "পাখী গেয়ে যায় গান" গানটির রচনা সুন্দর। "ভোরে মেলিয়া নয়ন" মন্দ নয়। রেকর্ডখানি অনেকের ভাল লাগিবে বোধ হয়।

N. 7385. কুমারী কল্যাণী দাশগুপ্তার দু'খানি গান এই রেকর্ডে শুনিলাম। গান দুটি "যদি না দেবে দেখা" ও "কাছে থেকেও খুঁজি তোমায়"। রেকর্ডে গায়িকার কণ্ঠস্বর অত্যন্ত ভারী ও মোটা উঠিয়াছে। রেকর্ডখানি শুনিবার সময় মহিলা কণ্ঠ শুনিতেছি বলিয়া মনে হয় না। গান দুটি খুব সুবিধার হয় নাই।

*

MEGAPHONE RECORDS

আমরা গত সংখ্যায় মেগাফোনের এপ্রিল মাসের প্রকাশিত রেকর্ডগুলির সমালোচনা বাহির করিয়াছি। J. N. G. 176 রেকর্ডে শ্রীজ্ঞান দত্ত "সজনীরে, প্রাণে কাঁদে প্রেম-বেদনা" সু-কবি হেমেন রায় রচিত গানটি গাহিয়াছেন। এই গানের কথা "প্রাণকে লুকিয়ে প্রেম নহে নিকষিত হেম" কবি লিখিয়াছেন কিন্তু গায়ক গাহিয়াছেন প্রাণকে লুকিয়ে প্রেম—যেন নিকষিত হেম।" কবির শব্দ বদলাইয়া গাহিয়া গানের অর্থ একেবারে বিশ্রী ও অস্বাভাবিক হইয়াছে। গান গাহিবার সময় গায়কদের এ বিষয় বিশেষ লক্ষ্য করা উচিত। আশা করি মেগাফোন কোম্পানী গানটী পুনরায় রেকর্ড করিয়া গানখানিতে অর্থপূর্ণ ও বোধ-গম্য করিয়া দিবেন।

বীমা-প্রসঙ্গ

জীবন ও জীবন-বীমা

—শ্রীকামিনীকুমার কর রায় এম-এ

দেশ সেবা ও জীবন-বীমা

খাঁটি দেশীয় কোম্পানীতে জীবন-বীমা যেমন ব্যক্তি-জীবনের সুখ সম্পদ বাড়ায়, তেমনি আবার ব্যক্তির আধার দেশ ও জাতির সর্ব্বাঙ্গীন শ্রীবৃদ্ধি সাধনও করে। দেশের মধ্যে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত, বহুধা বিভক্ত, বিভিন্ন ব্যক্তির নিকট সঞ্চিত অর্থরাশি সমগ্র ভাবে দেশের ব্যাপক উন্নতির সহায়ক হইতে পারে না। একজনের সঞ্চিত অর্থ দ্বারা যাহা কখনো সম্ভব হইত না, বহুজনের সম্মিলিত অর্থদ্বারা তাহা অতি সহজে অনতিবিলম্বে সম্পন্ন হয়। জীবন-বীমার প্রিমিয়াম বা চাঁদা বাবদ সঞ্চিত বিপুল অর্থ বিশেষ লাভজনক এবং সম্পূর্ণ নিরাপদ ও নির্ভরযোগ্য ব্যাপারে নিয়োজিত করিবার ফলে যেমন বীমা-কারীগণও ক্ষতিগ্রস্ত হন না, তেমনই জাতিও উন্নততর হয়। **জাতীয় জীবনের বহু বিভাগের শ্রীবৃদ্ধি এবং সম্প্রসারণ নির্ভর করে জাতীয় আদর্শে পরিচালিত বীমা-সমিতির উপর।**

ইংলণ্ড, জার্ম্মানী, আমেরিকা, জাপান প্রভৃতি দেশগুলির প্রধান প্রধান শিল্প-ব্যবসায়ের শ্রীবৃদ্ধির মূলে রহিয়াছে, সেই সেই দেশের বীমা-সমিতির আর্থিক আনুকূল্য। জাতির রাষ্ট্রশক্তির ভিত্তি তাহার আর্থিক সম্পদ এবং সেই আর্থিক সম্পদের বৃদ্ধি ও সংরক্ষণ ব্যাপারে দেশের বীমা সমিতিগুলিই প্রধান অবলম্বন। একই সময়ে একই অর্থ দ্বারা ব্যক্তির এবং জাতির, একের এবং বহুর শ্রীবৃদ্ধি সাধনে একমাত্র দেশীয় জীবন-বীমা কোম্পানীই সমর্থ।

'জীবন-বীমা কেন করিব',—এই প্রশ্নের মোটামুটি উত্তর এতক্ষণ হয়ত আমরা পাইয়াছি। জীবন-বীমা যে মানুষের অপরিহার্য্য কর্ত্তব্যের মধ্যে গণ্য, তদ্বিষয়ে আর কোনই সন্দেহ নাই। কিন্তু এক্ষণে মনে স্বভাবতঃই প্রশ্ন জাগিবে,—

জীবন-বীমা কোথায় করিব ?

এই প্রশ্নের সদুত্তর দিতে না পারিলে,—মূলেই গোল হইলে, ভবিষ্যতে পরিতাপের সীমা থাকিবে না। স্থির বুদ্ধিতে বিচার করিতে হইবে, কোথায় আপনি নিরাপদে, লাভজনক উপায়ে এবং নিশ্চিন্ত মনে জীবন-বীমা করিতে পারেন। মনে রাখিবেন, এই জীবন-বীমা কোম্পানী নির্ব্বাচন ব্যাপার খুব সহজসাধ্য নহে। ইহাতে সাধারণ লোকের পক্ষে বিভ্রান্ত হওয়া কিছুই অস্বাভাবিক নহে। কাজেই বীমা কোম্পানীর নির্ব্বাচন সম্বন্ধে সম্যক অবহিত হইতে হইবে।

পৃথিবীর সকল দেশই আজ 'স্বদেশী মন্ত্র' গ্রহণ করিয়াছে ; পৃথিবীর সকল দেশই আজ বিবিধ উপায়ে দেশের অর্থ দেশে পুঞ্জীভূত করিবার এবং দেশের জাতীয় অর্থ-সম্পদ বাড়াইবার চেষ্টা করিতেছে। ভারতও আজ স্বদেশী মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ। এমতাবস্থায় কাহাকেও হয়ত বলিয়া দিতে হইবে না যে, **ভারতীয়দের ভারতীয় বীমা-কোম্পানীতেই বীমা করা উচিত।** ব্যক্তির উন্নতির সহিত জাতির এবং জাতির উন্নতির সহিত ব্যক্তির উন্নতি অঙ্গাঙ্গী ভাবে জড়িত। জাতীয় প্রতিষ্ঠানের দিকে ব্যক্তির যদি দরদ না থাকে, তাহা হইলে জাতির বা ব্যক্তির কাহারো উন্নতির আশা করা যাইতে পারে না। কাজেই যে জীবন-বীমা কোম্পানী ব্যক্তির কল্যাণ সাধনের সঙ্গে সঙ্গে জাতীয় কল্যাণের বৃহত্তর আদর্শে পরিচালিত হয়, সেই কোম্পানীতেই দেশাত্মবোধে জাগ্রত প্রত্যেকের বীমা করা একান্ত বাঞ্ছনীয়। দেশের আর্থিক সম্পদ বৃদ্ধি পায় দেশীয় শিল্প বাণিজ্যের প্রসারে এবং এই শিল্প বাণিজ্যের সম্যক্ প্রসারে সাহায্য করিতে পারে একমাত্র দেশীয় জীবন-বীমা কোম্পানী-ই। বিদেশী কোম্পানী হইতে এই সাহায্য কখনই আশা করা যাইতে পারে না। ভারতীয় জীবন-বীমা কোম্পানীর আইন-কানুন যে ভাবে গঠিত, গভর্ণমেণ্টের হিসাব পরীক্ষক প্রতিবৎসর যেরূপ সাবধানতার সহিত ইহার হিসাব পরীক্ষা করিয়া থাকেন, তাহাতে বীমাকারীদের স্বার্থ সর্ব্বদা সংরক্ষিত হয়।

দেশী ও বিদেশী কোম্পানীর তুলনা।

দেশী কোম্পানীর প্রধান কার্য্যালয় দেশের মধ্যে অবস্থিত থাকায় বীমাকারীরা স্থায্য কারবার দরবারের সর্ব্বদাই সুযোগ সুবিধা পাইয়া থাকেন ; কোম্পানীর প্রকৃত উন্নতি অবনতি বিষয়ে স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে তাঁহাদের কোনই বেগ পাইতে হয় না। বিদেশী কোম্পানীর হেড অফিস অনেক দূরে অবস্থিত ; কিরূপ অবস্থায় কিরূপ নিরাপদ ব্যবস্থায় তাহারা বীমাকারীর টাকা খাটাইতেছেন, তাহার সম্যক্ জানিবার উপায় নাই ; তারপর যুদ্ধাদির সময়ে, সেই টাকা পাওয়া সম্বন্ধেও অনিশ্চয়তা আছে ; কে জানে কোথায় কখন সমর বাঁধিয়া যায় ?

দেশীয় কোম্পানীতে প্রিমিয়াম বা চাঁদার হার বিদেশী কোম্পানীর তুলনায় খুবই কম অথচ বোনাস না লভ্যাংশ বেশী। দেশী বীমা প্রতিষ্ঠানে দেশের বহু শিক্ষিত বেকার যুবকের অন্ন সংস্থানের উপায় হয় ; নিজেদের বুদ্ধি ও চিন্তাশক্তি খাটাইবার বিস্তৃত কর্ম্ম ক্ষেত্র তাহারা পায় ; দায়িত্বপূর্ণ কার্য্যের পরিচালনে তাহাদের ক্ষমতা জন্মে ; তাহাদের জীবনের মূল্য বাড়ে। বিদেশী কোম্পানীতে সেই সুযোগ কোথায় ? তারপর দেশের পারিপার্শ্বিক অবস্থা বুঝিয়া দেশের বিভিন্ন শিল্প ব্যবসায়ের উন্নতিকল্পে একমাত্র দেশীয়

বীমা কোম্পানীই ধন বিনিয়োগ করিতে পারে এবং করে।

কোন্ দেশী কোম্পানী ভাল ?

কিন্তু **দেশী কোম্পানী সকল-ই সমান নয়।** কোনও কোম্পানীতে বীমা করিবার পূর্ব্বে, নিম্নলিখিত সাধারণ বিষয়গুলির দিকে প্রত্যেকের দৃষ্টি রাখা উচিত :—

(১) কোম্পানীটি জাতীয় আদর্শে গঠিত এবং পরিচালিত কি-না ;

(২) বীমাকারীগণের বহু কষ্টের অর্জ্জিত টাকা নিরাপদে সঞ্চিত এবং সংরক্ষিত হইতেছে কি-না ;

(৩) তাঁহাদের দাবী মিটাইবার পক্ষে কোম্পানীর সঞ্চিত অর্থ পর্য্যাপ্ত কি-না, অর্থাৎ স্থিত বীমা তহবিলের সহিত কোম্পানীর দায়ের সামঞ্জস্য আছে কি-না ;

(৪) বীমাকারিগণের দাবী অতি তৎপরতার সহিত মিটাইয়া দেওয়া হইতেছে কি-না ;

(৫) বন্ধুজনের সম্মিলিত অর্থ বিশেষ লাভজনক, অথচ সম্পূর্ণ নিরাপদ ও নির্ভরযোগ্য ব্যাপারে খাটানো হইতেছে কি-না ;

(৬) কোন্ কোম্পানীর অনুসৃত পদ্ধতিতে দেশের অর্থ দেশে থাকিয়া জাতির সম্পদ, শিল্প-কলা ও ব্যবসায় বাণিজ্য ক্রমে বাড়িয়া উঠিতেছে ;

(৭) কোন্টি দেশের জনসাধারণের সহানুভূতি ও বিশ্বাসের ফলে ক্রমে সুবিস্তৃত ও সুবিপুল হইয়া উঠিতেছে।

(৮) কোন কোম্পানীর প্রচেষ্টায় দেশের শিক্ষিত বেকার যুবকদের সম্মুখে নূতন নূতন কার্য্য ক্ষেত্রের সম্প্রসারণ হইতেছে।

এই সকল দিয়া বিবেচনা করিলে ভারতীয় কোন্ বীমা কোম্পানীগুলি ভাল আমরা পৃথক প্রবন্ধে তাহার আলোচনা করিব।

দীপালী-ক্রুয়েলীন রৌপ্যপদক

—————:*:—————

"দীপালী"তে এখন থেকে প্রতি মাসে লেখিকাদের মধ্যে গল্প প্রতিযোগিতা হবে। "দীপালী"র যুগ্ম সম্পাদক কবি হেমেন্দ্রকুমার রায় ও কবি গিরিজাকুমার বসু এবং বাইরে থেকে কবি বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় এই তিন জন এর বিচারক নির্ব্বাচিত হ'য়েছেন। তিন জনের বিচারে যাঁর লেখা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ব'লে গণ্য হবে তিনি উল্লেখিত রৌপ্যপদকটি পাবেন। প্রতি মাসের প্রথম দিন থেকে শেষ দিন পর্য্যন্ত সেই মাসের প্রতিযোগিতার গল্প "দীপালী" কার্য্যালয়ে পৌছান চাই। এপ্রিল মাসের গল্প মে মাসের প্রথম সপ্তাহে পরীক্ষা করা হবে এবং সর্ব্বশ্রেষ্ঠ লেখিকাকে পদক দেওয়া হবে। প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান যে লেখিকারা অধিকার ক'র্‌বেন, তাঁদের গল্প 'দীপালী'তে প্রকাশ কর্‌বার ক্ষমতা সম্পাদকের থাক্‌বে। **কেবলমাত্র লেখিকাদের মধ্যে-ই এই প্রতিযোগিতা সীমাবদ্ধ, কোন লেখকের নেওয়া হবে না।** বিচারকদের নিষ্পত্তিই সকল সময় চূড়ান্ত ব'লে গণ্য হবে। কারুর ব্যক্তিগত নামে না পাঠিয়ে 'দীপালী'র সম্পাদক ব'লে 'দীপালী' কার্য্যালয়ে সব গল্প পাঠাতে হবে। মোড়কের ওপর 'দীপালী ক্রুয়েলীন গল্প প্রতিযোগিতা, লেখা থাকা চাই। প্রতিযোগিতার গল্পগুলি রেজেষ্ট্রী ক'রে পাঠালে তার প্রাপ্তি সম্বন্ধে গোল হবে না। প্রতিযোগিতা সম্বন্ধে কোনো পত্র ব্যবহার কারুর সঙ্গে করা হবে না।

[দীঃ—সঃ]

সম্প্রতি একখানা উপন্যাস প'ড়লুম। স্বামীকে ভয় ক'রে চলে এমন একজন স্ত্রীর কথা তাতে আছে। নোতুন কল্পনা বটে।

*

কোন সমিতি ঘোষণা ক'রেছেন যে সব চেয়ে অদ্ভুত ঘটনা যার জীবনে ঘটেছে, এমন লোককে তাঁরা পুরস্কৃত ক'র্‌বেন। আমাদের হেমবাবু তার জন্যে আবেদন ক'র্‌বেন শুন্‌ছি। তাঁর স্ত্রী গেল মাসে একদিনও বায়স্কোপ দেখ্‌তে চান নি।

*

নারী মহাসভায় একজন স্ত্রীলোক ব'লেছেন স্বামীর আয়ের কিছু অংশ স্ত্রীর প্রাপ্য এমন আইন হওয়া উচিত। আমরা তাঁর সঙ্গে একমত—স্বামীর আয়ের সবটা স্ত্রীর নেওয়া অন্যায়।

*

একজন পত্রিকা সম্পাদক ব'ল্‌লেন ডাক্তাররা খুব ভালো প্রেম পত্রও লিখ্‌তে পারেন। কিন্তু সে সব পড়াবার জন্যে কি কম্পাউণ্ডারের দরকার ?

*

১ম সখী—আজ সকালে দেখ্‌ছি তোমার গলা ভেঙে গেছে, কারণ কি ?

২য় সখী—কাল আমার স্বামী অনেক রাত্রে বাড়ী ফিরেছিলেন।

*

নারী—এই জামাটা কেটে ছেঁটে আমার মাপে ক'রে দিতে পারো ?

দরজী—আজকাল দেহের মাপে জামা তৈরীর প্রথা উঠে গেছে—জামার মাপে এখন দেহকে তৈরী ক'র্‌তে হবে।

*

ক্রেতা—তুমি নিশ্চিত ব'ল্‌ছো যে এই এক শিশি ওষুধেই আমার সর্দ্দি কাশি সেরে যাবে ?

বিক্রেতা—হ্যাঁ, কারণ এক শিশি যে যে নিয়ে গেছে, আর এক শিশি নেবার জন্যে তাদের কেউ ফিরে আসে নি।

বীমা-প্রসঙ্গ

—শ্রীগুরু

হিন্দু মিউচুয়াল লাইফ এসিয়োর্যান্স কোম্পানীর বিহারের চীফ এজেন্ট মিঃ জে, এন, ভট্টাচার্য্য উক্ত কোম্পানীর সেক্রেটারী ও অন্যতম ডিরেক্টর মিঃ পি, সি রায় এম-এ, বি-এল কে একটী টি পার্টিতে সম্বর্দ্ধিত করিবার জন্ত নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। বোম্বে হইতে নিখিল ভারত জীবন-বীমা অফিস সমূহের সমিতির সভায় যোগদান করিয়া এবং দিল্লীতে ফেডারেসন অফ ইণ্ডিয়ান চেম্বার্স অফ কমার্স-এর বাৎসরিক সভার কার্য্য শেষ করিয়া ফিরিবার পথে মিঃ রায় উক্ত নিমন্ত্রণ রক্ষার্থে পাটনা গমন করিয়াছিলেন। গত ৪ঠা এপ্রিল সন্ধ্যা সাড়ে পাঁচটায় তত্রত্য রাধিকা সিংহ ইনষ্টিটিউটে মিঃ ভট্টাচার্য্য এবং তাঁহার সহকর্ম্মিগণ মিঃ রায়কে সম্বর্দ্ধিত করেন। সহরের বিশিষ্ট গণ্যমান্ত সুধীবৃন্দ আমন্ত্রিত হইয়া উক্ত অনুষ্ঠানে যোগদান করিয়াছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে প্রধান প্রধান বীমা কোম্পানীর বিশিষ্ট ভারপ্রাপ্ত অফিসারগণ উপস্থিত ছিলেন। স্থানীয় ছাত্র মিঃ বি, এন, সিংহ বি-এ, তাঁহার বৈচিত্র্যময় হাস্যরস বিতরণ করিয়া সমবেত ভদ্রমণ্ডলীকে তৃপ্ত করিয়াছিলেন।

*

সহযোগী "ইনসিওরেন্স হেরাল্ড" আগামী এপ্রিল মাসে চতুর্থ বর্ষে পদার্পণ করিবে। এজন্ত কর্ত্তৃপক্ষ ঐ সংখ্যাকে বিশেষ Salesman সংখ্যা রূপে চিত্রবহুল করিয়া প্রকাশ করিবার আয়োজন করিতেছেন। কয়েক বৎসর কাল নিরপেক্ষ রূপে বীমা-সাহিত্য পর্য্যালোচনা করিয়া "ইনসিওরেন্স হেরাল্ড" দেশের সর্ব্বত্র খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছে—আমরা সহযোগীকে অভিনন্দিত করিতেছি।

*

মিঃ বি, দত্ত লক্ষ্ণৌ হইতে বীমাবিষয়ক একখানি মাসিক পত্রিকা শীঘ্রই প্রকাশ করিবেন—লক্ষ্ণৌ হইতে বীমা সাহিত্য প্রকাশের এই প্রথম চেষ্টা বাঙ্গালী কর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত হইলে আমরা বিশেষ আনন্দিত হইব। মিঃ দত্ত বর্ত্তমানে ইকুইটি ইনসিওরেন্স কোংর কর্ম্মসচিব রূপে নিযুক্ত আছেন—ইতিপূর্ব্বে তিনি সাউথ ইণ্ডিয়া জেনারেল ও প্রভাতের শাখাবিভাগের কর্ম্মকর্ত্তারূপে বীমার কাজে হাত পাকাইয়াছেন।

*

গত মার্চ্চ সংখ্যার ইনসিওরেন্স ফিনান্স রিভিউতে আর্য্যস্থান ইনসিওরেন্স কোংর ম্যানেজার শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র রায়ের নামে একটি ব্যক্তিগত আক্রমণ প্রকাশিত হইয়াছে। উক্ত আক্রমণকারী লেখক রায় মহাশয়ের বিরুদ্ধে স্পষ্ট ভাবে অভিযোগগুলি আনয়ন করেন নাই—মেঘের আড়াল হইতে বাণ ছুঁড়িয়াছেন। কিন্তু ইহাতে সাধারণের প্রতি তিনি সুবিচার করিয়াছেন বলিয়া আমরা মনে করি না—তাঁহার অভিযোগগুলি স্পষ্ট ভাবে বর্ণিত হইলে আমরা সুখী হইব।

সাপ্তাহিকা

গেল সোমবার হাইকোর্ট অবমাননার অপরাধে অমৃতবাজার পত্রিকার সম্পাদক শ্রীযুক্ত তুষারকান্তি ঘোষ ও মুদ্রাকর শ্রীযুক্ত তড়িৎকান্তি বিশ্বাস যথাক্রমে তিন মাস ও এক মাস বিনাশ্রমের কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছেন। ধর্ম্মের মঙ্গল হোক।

*

গেল রবিবার ২৮নং কৈলাস বসু ষ্ট্রীটে শ্রীযুক্ত ভূতনাথ দে মহাশয়ের বাড়ীতে রবিবাসরের অধিবেশন হ'য়ে গেছে—সর্ব্বাধ্যক্ষ রায় বাহাদুর জলধর সেনের অনুপস্থিতিতে, শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তাতে নেতৃত্ব করেন। এই অধিবেশনে রবিবাসরের অধিকাংশ সভ্যই উপস্থিত ছিলেন—ভূতনাথ দে মহাশয়ের আদর আপ্যায়ণ ও ভূরিভোজন করানোতে সকলেই তৃপ্ত হ'য়েছেন। এটা ছিল বছরের শেষ অধিবেশন। রবিবাসরকে সজীব ও সমৃদ্ধ রাখবার জন্য বাসরের সম্পাদক শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ বসুকে সভাপতি মহাশয় বিশেষ ভাবে ধন্যবাদ দেন। শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রলাল রায় 'দিদি' ব'লে একটি চমৎকার গল্প সভায় পাঠ ক'রেছিলেন। শ্রীমান সুনীল পাল স্ব-নির্ম্মিত, চন্দন কাঠের সুন্দর দোয়াত কলম সভাপতিকে উপহার দেন ও শ্রীমতী বিন্দুবাসিনী দেবী সভার প্রারম্ভে গান গেয়ে সকলকে আনন্দিত করেন। বাসর জাগ্‌তে কেউ যেন না গাফিলি করেন।

*

অনুন্নত শ্রেণী উন্নতি-বিধায়িনী সমিতিকে শ্রীমতী মায়া বসু, কুমিল্লা ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক লিঃ, ও শ্রীযুক্ত বি, এম, বিড়লা যথাক্রমে ২০০৲ ১০০৲ ও ১০০৲ টাকা দান ক'রেছেন। অর্থের সার্থকতা।

*

আগামী ২০-এ ও ২১-এ এপ্রিল ফেণীতে নিখিলবঙ্গ অধ্যাপক সম্মেলনের অধিবেশন হবে। সভাপতি হবেন ক'লকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডাঃ এইচ, কে, সেন। নোট নেবে কারা?

*

হাতবাঁধা অবস্থায় ষাট ঘণ্টা সাঁতার দেবার জন্যে শনিবার ৭-৩৩ মিনিটে হেদুয়ার পুকুরে নেমে, স্বনাম-খ্যাত সাঁতারু প্রফুল্ল ঘোষ ৬২৷৷ ঘণ্টা ঐ অবস্থায় সাঁতার দিয়েছেন। জলের ভিতর প্রফুল্ল ঘোষের কি করা অসম্ভব জান্‌তে চাই।

*

সার বিজয়প্রসাদ সিংহ রায় ও লেডী বসু যথাক্রমে নারী শিক্ষা সমিতির প্রেসিডেণ্ট ও সেক্রেটারী নির্ব্বাচিত হ'য়েছেন। সমিতির চয়ন-দক্ষতা আছে।

ধানবাদে প্রদর্শনী ও বাণী চিত্রাভিনয়

(প্রাপ্ত)

ধানবাদ ইণ্ডিয়ান্ ইন্‌ষ্টিটিউট্ বাণী চিত্র-ভবনের দ্বার অর্গলবদ্ধ ছিল ফেব্রুয়ারী মাসে, কারণ ইন্‌ষ্টিটিউট্ কর্ত্তৃপক্ষের সমগ্র শক্তি ধানবাদ প্রদর্শনীর সফলতার জন্ত নিয়োজিত ছিল। প্রদর্শনীর রঙ্গালয়ে অবশ্য সিনেমা, থিয়েটার প্রভৃতি ইত্যাদি করে বিবিধ আমোদ প্রমোদের ব্যবস্থা বর্ত্তমান ছিল। "মা" এসেছিলেন প্রথমে তারপর এসেছিলেন "তুলসীদাস" ভজন্ শোনাতে। কিন্তু সবাইকে মাৎ করে ছেড়ে দিলেন "তরুণী" এসে "মণিকাঞ্চন"কে সঙ্গে নিয়ে। বলা বাহুল্য, "তরুণী" ও "মণিকাঞ্চনের" সম্বর্দ্ধনাই বেশী পরিমানে হ'য়েছিল। সে তো হবারই কথা, একে তরুণী তার সঙ্গে মণিকাঞ্চন সংযোগ। থিয়েটারের আসর পাঁচ দিনের জন্তে জম্‌কে রেখেছিলেন "রঙমহল"। কাজরী, পতিব্রতা, ও বাংলার মেয়ে নিয়েই তাঁদের কারবার সীমাবদ্ধ ছিল। নরেশ মিত্র, শান্তি গুপ্তা, যোগেশ চৌধুরী, রাণীবালা ও রবীন্দ্রনাথের স্বভাবসিদ্ধ সু-সংযত অভিনয় সকলকেই আনন্দ দিয়েছে।

মার্চ্চমাসে বাণী চিত্রভবনের দ্বার পুনরুদ্দাটিত হয়—মায়ামচ্ছিন্দ্র (Illusion) কে নিয়ে। তারপর হিন্দী "রাধাকৃষ্ণ." উর্দ্দু "ম্যাজিক্ ফ্লুট," বাঙ্গালা "চিরকুমারী," "State Fair," হিন্দী "চণ্ডীদাস," "রূপকুমারী,"উর্দ্দু "মমতাজ্ বেগম," বাঙ্গালা "সাবিত্রী" (মিস্ লাইট্ যাতে অভিনয় করেছেন) ও Son of Kong ক্রমান্বয়ে দেখান হ'য়েছে।

যমকে অনুসরণ করে সাবিত্রী চলেছেন—খেজুর গাছ, শিয়ালকুল কাঁটা, শেওড়া গাছের কাছ ঘেঁসে—দুটো একটা ছোট খাটো পগাড় ও ঢিবি পার হ'য়ে—কিন্তু যেমনি যম ফিরলেন্ কথা কইতে, অমনি তাঁর পৃষ্ঠদেশে দেখা গেল নিবিড় অরণ্যের সীমা রেখা! তার পর তাঁরা অনেক অসামঞ্জস্যের মধ্য দিয়ে এসে পৌছিলেন, অবশ্য ঠিক জায়গায়—যেখানে একদিন সকলকেই যেতে হবে। এই যমের বাড়ীর রাস্তাটা ঠিক যে কেমন, কোন রাস্তা দিয়ে যমরাজের মর্ত্তে আনাগোনা —আমরা কেউ জানি না (জান্‌বার ইচ্ছাও আপাতত: নেই)। তবে সেটা কল্পনা করে নিতে হয়। প্রান্তরের মধ্যে যম ও সাবিত্রীকে ছুটোছুটি না করিয়ে—অন্ত কোনও উর্দ্ধ গতির কল্পনা কি করা যেত না? বা, সেই কল্পনাকে রূপ দেওয়া চল্‌তো না? সাবিত্রী নিজ সাধনাবলে যমের পশ্চাদানুসরণ করেছিলেন—সর্ব্বত্র গতিই তো তাঁর আয়ত্ব ছিল।

হিন্দুস্থানী পূজারীরা কোন কোন স্থানে বেনিয়ান্ গায়ে দেন, কিন্তু তা বলে যে বাঙ্গালা দেশে, বাসুলীদেবীর মন্দিরে আচার্য্য ও পূজারী, ভীষ্ম ও অর্জ্জুন সেজে পূজারতি ও নির্ম্মাল্য বিতরণ করবেন, এ দৃশ্য শুধু অশোভন নয়, অস্বাভাবিক। বাঙ্গালাদেশে —বাঙ্গালার পল্লীতে পূজক সম্প্রদায় নগ্ন গাত্রে নামাবলী বা উত্তরীয় মাত্র ধারণ করে পূজা অর্চ্চনা করেন, তাই চিরকাল দেখে আস্‌ছি। অন্তরূপ ব্যবস্থা দেখ্‌লেই বেসুরো, বেখাপ্পা ঠেকে না কি? হিন্দী চণ্ডীদাসের অভিনয় চিত্র, শিল্প, সবই ভাল কিন্তু—ভালর মধ্যে ঐ কিন্তুটুকু চক্ষুপীড়া দিয়েছে।

'State Fair' দেখতে লোক সমাগম তত বেশী না হোক, ছবিখানি যে কজন দেখেছেন, সকলেই পরিতৃপ্ত হ'য়েছেন। Song of Kong রাজা কংএরই পরবর্ত্তী ঘটনা—বেশ উত্তেজক, ও প্রাণবন্ত। বিজ্ঞান ও ফিল্ম শিল্পের উৎকর্ষের অপূর্ব্ব সংমিশ্রণ!

এপ্রিল মাসে অনেকগুলি নামজাদা ছবি ঘোষিত হ'য়েছে। যথা, Devil Tiger, ডাকু মনসুর। রাজনটী বসন্তসেনা, জল্‌তি নিশানী, মিস্ ১৯৩৩, ঋণমুক্তি ইত্যাদি। চলৎচিত্র সম্পাদক সুধীর হালদার ভায়ার দর্শক আকর্ষণের জন্ত আগ্রহের ও আন্তরিকতার সীমা নাই। —শ্রীমাণিকচন্দ্র মিত্র

নানাকথা

ষ্টুডেণ্ট্‌স্ লাইব্রেরী, শালিখা—

স্কুল কলেজের ছাত্রছাত্রীদের জন্ত ইহাদের পরিচালনায় একটি রচনা প্রতিযোগিতা হইবে। বিষয়—"গ্রন্থাগারের উৎপত্তি ও তাহার ক্রম বিকাশ" রচনা পাঠাইবার শেষ তারিখ—১৮ই এপ্রিল ১৯৩৫। সাধারণের জন্ত—আবৃত্তি। বিশেষ বিবরণ সম্পাদকের নিকট জ্ঞাতব্য।

কাশীতে 'মীরাবাঈ' অভিনয়

(প্রাপ্ত)

গত ৪ঠা এপ্রিল আউধ গার্ব্বিতে "রেণু কণা সঙ্ঘ" কর্ত্তৃক শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়ের 'মীরাবাঈ' অভিনয় হয়। স্থানীয় কতিপয় উৎসাহী মহিলা এই সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠাতা। তাঁহাদের প্রথম প্রচেষ্টাকে আমরা অভিনন্দিত করি এবং সঙ্ঘের দীর্ঘজীবন কামনা করি। সকলের অভিনয় বেশ ভালই হইয়াছিল।

অভিনয় স্থলে বহু ভদ্রমহিলা ও ভদ্রমহোদয় উপস্থিত ছিলেন। সংবাদদাতা—"নীলকণ্ঠ"

—অভিমন্যু

[আগামী শনিবার হইতে যে সব বিদেশী ছবি কলিকাতায় মুক্তিলাভ করিবে তাহাদের অগ্রিম সংক্ষিপ্ত পরিচয়। সুতরাং কোনো বিদেশী ছবি দেখিতে যাইবার পূর্ব্বে আমাদের চিত্র-পরিচিতি স্তম্ভটি পড়িয়া গেলে, চিত্রপ্রিয়রা লাভবান হইবেন। দীঃ সঃ]

ব্রাইট আইজ

Bright Eyes

প্লাজায় দেখানো হইবে, শ্রেষ্ঠাংশে শারলি টেম্পল, জেমস্ ডান, জেন ডারওয়েল, জুডিথ অ্যালেন, লুইস উইলসন প্রভৃতি। ফক্সের ছবি, পরিচালনা করিয়াছেন ডেভিড বাট্‌লার।

শারলি ব্লেকের পিতা ছিল বিমানপোত চালক। তাহার মৃত্যুর পর পাঁচ বৎসর বয়স্ক শারলি সেণ্ট্রাল এয়ারপোর্টের প্রিয়পাত্রী হইয়া উঠিল। লুপ মেরিট নামক তাহার পিতার এক বন্ধু তাহার নিজের মেয়ের মত ভালবাসিত এবং শারলিও তাহার পিতার ন্যায় তাহাকে শ্রদ্ধা করিত,শারলির মাতা স্মাইথদের বাড়ীতে পরিচারিকার কাজ করিতেন, কিন্তু মোটর দুর্ঘটনায় তিনি কালগ্রাসে পতিত হন। স্মাইথদের বাড়ীতে নেড নামক এক খাম-খেয়ালী ক্রোড়পতির অনুরোধে শারলি উক্ত পরিবারেই থাকিতে লাগিল। স্মাইথরা নেডকে ভালবাসিত, শুধু তাহার অর্থের জন্য। কিন্তু ক্রমশঃ শারলির সে বাড়ীতে থাকা অসম্ভব হইয়া উঠিল, সেই পরিবারেরই মেয়ে জয় রাত-দিন তাহার সহিত অকারণ ঝগড়া করিত এবং জয়ের পিতামাতা বরাবর জয়ের পক্ষই অবলম্বন করিতেন। একদিন দুর্যোগের মধ্যেই সে বাড়ী হইতে বাহির হইয়া গিয়া এয়ারপোর্টের লুপের নিকট আসিয়া হাজির হইল। কিন্তু লুপকে কিছু না বলিয়া সে এরোপ্লেনের ভিতর লুকাইয়া রহিল। লুপ যখন এরোপ্লেন লইয়া আকাশে উঠিল, তখন শারলিকে দেখিতে পাইল। মেয়ে চুরির অপরাধে লুপকে সকলে অভিযুক্ত করিল। কিন্তু বিচারক সব শুনিয়া সকলকে ছাড়িয়া দিলেন। শারলি লুপের সহিত বাস করিতে লাগিল।

শারলি টেম্পলের অভিনয়ে আমরা মুগ্ধ না হইয়া পারি নাই। অন্যান্য ভূমিকায় জেমস্ ডান, লুইস উইলসন, জুডিথ অ্যালেনও খুব ভাল অভিনয় করিয়াছেন।

'দীপালী'র নিয়মাবলী

১। 'দীপালী' প্রতি বৃহস্পতিবারে প্রকাশিত হয়, নগদ মূল্য এক আনা। নমুনার জন্য পাঁচ পয়সার টিকিট পাঠাইতে হয়।

২। কোনো সংখ্যার 'দীপালী' যথাসময়ে না পাইলে, স্থানীয় ডাক-ঘরে সম্বাদ লইয়া পরবর্ত্তী সোমবারের মধ্যে জানাইতে হইবে।

৩। 'দীপালী'-সংক্রান্ত টাকা কড়ি, বিজ্ঞাপন, দীপালীর ম্যানেজারকে পাঠাইতে হইবে। বিজ্ঞাপন এবং এজেন্সী সম্বন্ধীয় বিবরণ ও অন্যান্য জ্ঞাতব্য বিষয়ের জন্য তাঁহাকে পত্র লিখিতে হইবে।

৪। 'দীপালী'তে প্রকাশের জন্য রচনা-সমূহ 'সম্পাদক দীপালী' এই নামে 'দীপালী' কার্য্যালয়ে পাঠাইতে হইবে। উপযুক্ত ষ্ট্যাম্প দেওয়া না থাকিলে অমনোনীত রচনা ফিরাইয়া দেওয়া বা উত্তর দেওয়া হয় না। অমনোনীত রচনা সঙ্গে সঙ্গে ছিঁড়িয়া ফেলা হয়, কাজেই টিকিট না দিয়া রচনা পাঠাইয়া, পরে সে সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিলে কোনো ফলই হইবে না।

৫। 'দীপালী'র এজেন্ট হইবার বিস্তৃত বিবরণের জন্য 'দীপালী'র ম্যানেজারের সহিত পত্র ব্যবহার বা দেখা করিতে হইবে।

৬। বৎসরের প্রথম সংখ্যা অথবা দ্বিতীয় বর্ষার্দ্ধের প্রথম (২৫শ) সংখ্যা হইতে গ্রাহক হইতে হইবে। অন্য সময়ে গ্রাহক হইলে, তাঁহাকে হয় ১ম, নয় ২৫শ সংখ্যা হইতে কাগজ লইতে হইবে।

ম্যানেজার—দীপালী
১২৩/১, আপার সার্কুলার রোড
পোঃ বিডন ষ্ট্রীট, কলিকাতা ফোন—বড়বাজার ৩২৫৩

(দি লিটল মিনিষ্টার)

(The Little Minister)

আর-কে-ও এলফিনষ্টোনে দেখানো হইবে, শ্রেষ্ঠাংশে ক্যাথারিন হেপবার্ণ, জন বীল, অ্যালান হেল, ডোনাল্ড ক্রিস্প, রেজিনাল্ড ডেনী প্রভৃতি। আর-কে-ও রেডিওর ছবি, পরিচালনা করিয়াছেন রিচার্ড ওয়ালেস।

গেভিন ডিসহার্টকে গ্রামের লোকেরা "দি লিট্‌ল্‌ মিনিষ্টার" বলিয়া ডাকিত। গ্রামের সকলেই তাহাকে ভালবাসিত এবং গ্রামে কিছু হইলেই তাহার কাছেই সকলে উপদেশ বা সাহায্য লইতে যাইত। একদিন বাবি নামক একটি সুন্দরী জিপসীর মেয়েও মত্ত সৈনিকদের বাহুপাশ এড়াইবার জন্য তাহার নিকট সাহায্য চাহিল। গেভীন তাহাকে বঞ্চিত করিল না।

সেই হইতে সর্ব্বদাই সেই জিপ্‌সী মেয়েটীর জন্য গেভীনের সমস্ত মন জুড়িয়া রহিল। তাহাদের যে দেখা সাক্ষাৎ না হইত তাহা নয়, তবে পাড়ার সকলে তাহাকে ঈর্ষ্যা করিতে লাগিল। রব ডো নামক এক ব্যক্তি চারিদিকে রটাইল যে বাবি গেভীনকে একেবারে অধঃপাতে লইয়া যাইতেছে। বাবি ইহা শুনিয়া প্রতিজ্ঞা করিল যে আর গেভীনের সঙ্গে দেখা করিবে না। পরে অবশ্য গেভীন ও বাবি মিলিত হইল। এবং ইহাও জানা গেল যে বাবি প্রকৃত পক্ষে জিপ্‌সী নয়। আর্ল অফ রিনটোল তাহাকে কুড়াইয়া পাইয়াছিলেন, এবং তাহাকে তাহার ভবিষ্যৎ স্ত্রী করিবার জন্য প্রতিপালন করিয়াছিলেন কিন্তু বাবি আর্লকে ভালবাসিত না মোটেই।

ক্যাথারিন হেপবার্ণের 'বাবি' খুব সুন্দর হইয়াছে। জন বীলও লিটল মিনিষ্টারের ভূমিকায় সু-অভিনয় করিয়াছেন। অন্যান্য ভূমিকাগুলিও সু-অভিনীত হইয়াছে।

MARION NIXON and CHESTER MORRIS in "EMBARRASSING MOMENTS"
UNIVERSAL

এই সপ্তাহে ম্যাডানে দেখান হইবে।

ফরসেকিং অল্ আদার্স
Forsaking All Others.

মেট্রোতে দেখানো হইবে, শ্রেষ্ঠাংশে জোন ক্রফোর্ড, ক্লার্ক গেব্ল, রবার্ট মন্টগোমারী, চার্লস বাটারওয়ার্থ, বিলি বার্ক, ফ্রান্সেস ড্রেক প্রভৃতি। মেট্রোর ছবি, পরিচালনা করিয়াছেন ডবলু, এস, ভ্যান ডাইক।

সুন্দরী মেরী ক্লে ডিল টডকে বিবাহ করিতে যাইবে এমন সময় তাহার পুরাতন বন্ধু জেফ উইলিয়াম স্পেন হইতে ফিরিল, এবং ফিরিল শুধু মেরীকে জিজ্ঞাসা করিবার জন্য যে সে তাহাকে বিবাহ করিতে প্রস্তুত কি-না। মেরীর সহিত ডিলের বিবাহ হইল না, কারণ ডিলও কনি নামক আর একটি মেয়ের প্রতি অনুরক্ত হইয়া তাহাকেই বিবাহ করিল। মেরী খুব আঘাত পাইল এবং জেফকে সঙ্গে করিয়া কনির বিবাহের নিমন্ত্রণে গেল। ডিল ক্ষমা চাহিল। একদিন ডিল ও মেরী বেড়াইতে গিয়া দৈব দুর্ঘটনায় একটি নির্জ্জন পল্লীতে আটকাইয়া পড়িল এবং বাধ্য হইয়া সেখানে তাহাদের রাত্রি কাটাইতে হইল। কনি ডাইভোর্সের আবেদন করিয়া এবং এক লক্ষ ডলারের দাবী করিল। ডিল তাহাতেই সম্মত হইল। মেরী তখন পুনরায় ডিলকে বিবাহ করিতে স্থির করিল। জেফ এই সব ব্যাপারে বিরক্ত হইয়া দক্ষিণ আমেরিকায় যাইতে চাহিল। যাইবার সময় মেরীকে বলিয়া গেল যে সে তাহাকে ভালবাসে। তখন মেরীও বুঝিল যে সেও তাহাকে ভালবাসে। তখন দুইজনেই দক্ষিণ আমেরিকায় চলিয়া গেল।

মেরীর ভূমিকায় জোন ক্রফোর্ডের অভিনয় হইয়াছে একেবারে অনবদ্য। রবার্ট মন্টগোমারী ও ক্লার্ক গেব্ল, যথাক্রমে 'ডিল' ও জেফের ভূমিকা দুইটি জীবন্ত করিয়া তুলিয়াছেন। ভ্যান ডাইকের পরিচালনাও হইয়াছে সহজ—স্বচ্ছ—ও সুন্দর।

বাসবদত্তা
প্রাচীন ভারতের এই মধুর কাহিনীটি ভারতের প্রায় সকলেই জানেন। দেবদাসী "বাসবদত্তা" এবং সন্ন্যাসী "উপগুপ্তে"র এই অপূর্ব্ব প্রেম কাহিনীটি কেশরী ফিল্ম কর্ত্তৃক বাংলা চিত্রাকারে রূপান্তরিত হইয়াছে এবং আগামী শনিবার ১৩ই এপ্রিল হইতে এই মাধুর্য্যমণ্ডিত চিত্রখানি ছায়ায় প্রদর্শিত হইবে। নাম ভূমিকায় অবতীর্ণা হইয়াছেন শ্রীমতী কানন বালা। ইহাতে ১১খানি গান তিনি গাহিয়াছেন। "উপগুপ্তে"র ভূমিকায় ধীরাজ ভট্টাচার্য্যকে দেখা যাইবে। অন্যান্য ভূমিকায় রবি রায় এবং কুমারী লীলাগুপ্তার নাম উল্লেখযোগ্য!

ইহার পরিচালনা করিয়াছেন শ্রীসতীশ দাশগুপ্ত। তাঁহার প্রথম প্রচেষ্টা জয়যুক্ত হউক।

এভারগ্রীন পিকচার্স
উক্ত প্রতিষ্ঠানের দ্বিতীয় চিত্র 'পঞ্চবানে'র রিহার্স্যাল খুব জোর চলিতেছে! শীঘ্রই শুটিং আরম্ভ হইবে।

নূতন চিত্রগৃহ
মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীটে ভূতপূর্ব্ব রিপন থিয়েটারকে ভাঙ্গিয়া চুরিয়া পুনরায় নূতন করিয়া গড়া হইতেছে। এখন ইহার নাম হইয়াছে "রূপালী!" উদ্বোধনের এখনও দেরী আছে।

রাধা ফিল্ম কোং
'দক্ষযজ্ঞ' এই শনিবার হইতে ২৭শ সপ্তাহে পড়িবে।

উর্দ্দু ছবি 'Wamaq Ezra'র কাজ খুব দ্রুত চলিতেছে।

"মানময়ী গার্লস স্কুলের" সম্পাদনা কার্য্য চলিতেছে।

ইহারা জয়পুরে যে একটি চিত্রাগার খুলিয়াছেন তাহার নাম দিয়াছেন Man Prakash Talkies. জয়পুরের মহারাজা এই নাম দিয়াছেন। এই মাসের শেষাশেষি চিত্রগৃহের দ্বার সাধারণ্যে উন্মুক্ত হইবে।

রূপবাণী
কালী ফিল্মের 'পাতাল-পুরী' এই শনিবার হইতে চতুর্থ সপ্তাহে পড়িল।

নাট্য-নিকেতন
শ্রীমতী প্রভাবতী দেবী সরস্বতীর প্রসিদ্ধ উপন্যাস "ব্রতচারিণী"কে শ্রীমনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য নাট্য-রূপ দিয়াছেন। শ্রীঅহীন্দ্র চৌধুরী প্রমুখ সমস্ত অভিনেতৃবৃন্দকেই এই নাটকে দেখা যাইবে। সম্ভবতঃ ইষ্টারের ছুটির সময় "ব্রতচারিণী"কে পাদপ্রদীপের আলোকে দেখা যাইবে।

সম্পাদক—
শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায় শ্রীগিরিজাকুমার বসু
১২৩।১, আপার সার্কুলার রোড, দীপালী প্রেসে মুদ্রিত ও দীপালী কার্য্যালয় হইতে দীপালীর স্বত্বাধিকারী—

THE
EASTERN ARTS
SUPER JEWEL
RATAN BAI
AMIRJAN
SIDDIQI
DIRECTION
H·K·SHIVDASANI
GOPE
MIRZA
HAMID
RIJHU
BAYAFA
ASHIK
OR
YASMIN

Broadcast
ব্রডকাষ্ট রেকর্ডের সমস্তগুলিই শুনুন
আপনি
ব্রডকাষ্ট রেকর্ডই
কিনিবেন।
লব্ধপ্রতিষ্ঠ শিল্পিগণের সুর লয়-
তানযুক্ত চির নূতন সঙ্গীত
ও কণ্ঠস্বর শুনিয়া তৃপ্ত হউন।
অন্য যে কোন কোম্পানীর
প্রস্তুত রেকর্ডের চেয়ে দেড় গুণ
অধিক সময় বাজে।
এখনই সমস্ত রেকর্ডগুলি শুনিয়া
নিজেই বিচার করুন।
অনেকক্ষণ
বাজে
বাজে
ভাল
Broadcast
Broadcast
কতক্ষণ বাজে
লক্ষ্য করুন
রেকর্ড বাজাইয়া
দেখুন
যাহা পছন্দ হয় তাহাই কিনুন
Broadcast
Broadcast
The Musical Products Ltd.
167, Mount Road, Madras.
16, Rampart Row, Fort, Bombay.
36, Stephen House, 5, Dalhousie Sq., Calcutta.
10, Consistory Buildings, Front Street, Colombo.

জান পার্কার "Sequioa" ছবিতে এই সপ্তাহে ইঁহাকে দেখা যাইবে।

৭ম বর্ষ] ৫ই বৈশাখ, ১৩৪১ 18th April, 1935 [১৬শ সংখ্যা

1 ANNA

কলিকাতা কর্পোরেশন

লাইসেন্স বিভাগ

ঘোড়ার গাড়ী ও ঘোড়ার ট্যাক্স

১৯৩৫-৩৬ বর্ষের প্রথমার্দ্ধ

এতদ্দ্বারা ঘোড়ার গাড়ী, দিন-রিক্স, রেসের ঘোড়া, ঘোড়া, টাট্টু ঘোড়া বা খচ্চরের মালিকদিগকে ও উহাদের ভারপ্রাপ্ত ব্যক্তিদিগকে জানান যাইতেছে যে, মালিক বা ভারপ্রাপ্ত হিসাবে তাঁহাদের নিকট যতগুলি যান বা পশু আছে, তাহার সংখ্যা ও তজ্জন্য তাঁহাদের দেয় ট্যাক্সের পরিমাণ উল্লেখ করিয়া, ১৯২৩ খৃষ্টাব্দের কলিকাতা মিউনিসিপ্যাল এ্যাক্টের ১৬৭ (১) ও (২) ধারা অনুসারে তাঁহাদিগকে একটি বিবৃতি ১৯৩৫ সালের ১লা মের পূর্ব্বে মিউনিসিপ্যাল অফিসে দাখিল করিতে হইবে। ঐ প্রকার বিবৃতির নিমিত্ত মুদ্রিত ফরমের জন্য সেন্ট্রাল মিউনিসিপ্যাল অফিসে লাইসেন্স অফিসারের নিকট দরখাস্ত করিলে উহা পাওয়া যাইবে। এতদ্দ্বারা আরও জানান যাইতেছে যে, ঐ প্রকার বিবৃতি দাখিল না করিলে তাঁহাদিগকে আদালতে অভিযুক্ত করা যাইতে পারিবে এবং তজ্জন্য ২০৲ টাকা জরিমানা হইতে পারিবে। যাঁহারা সুবিধা মনে করেন, তাঁহারা নিজ নিজ স্থানেই তাঁহাদের নিকট প্রাপ্য ট্যাক্স টাকা লইবার ও তৎক্ষণাৎ লাইসেন্স দিবার ক্ষমতাপ্রাপ্ত ইনস্পেক্টারের নিকট দিতে পারেন। গাড়ী ব্যবহৃত না হওয়ার জন্য ট্যাক্স রেহাই পাইবার দাবী ১৯৩৫ খৃষ্টাব্দের ৩০শে জুনের পর গ্রাহ্য হইবে না।

গরু ও মহিষের গাড়ী রেজিষ্ট্রেশন

১৯২৩ খৃষ্টাব্দের কলিকাতা মিউনিসিপ্যাল এ্যাক্টের ১৮৩ ধারা অনুসারে চলতি বৎসরাব্দের জন্য অর্দ্ধ-বাৎসরিক গরুর ও মহিষের গাড়ী রেজিষ্ট্রেশন গত ১লা এপ্রিল হইতে আরম্ভ হইয়াছে। গরু ও মহিষের গাড়ী এবং হাতে ঠেলা গাড়ী—যাহা যাত্রী বহনার্থ ব্যবহৃত হয় না, সেই সমস্তের মালিকগণকে অবিলম্বে ঐগুলি রেজিষ্টারী করিতে বলা যাইতেছে। প্রত্যেকখানি গাড়ীর জন্য রেজিষ্টারী ফিঃ বাবদ ৪৲ টাকা দিতে হইবে। গাড়ীতে নম্বর সংযুক্ত প্লেট মারার জন্য প্রত্যেক স্থলে আরও এক টাকা অতিরিক্ত দিতে হইবে।

গরু ও মহিষের গাড়ী চালকদের টিকিট

এ্যাক্টের ১৮৭ ধারার বিধান অনুসারে গরু ও মহিষের গাড়ীর চালকদিগকে কর্পোরেশন কর্ত্তৃক প্রদত্ত চালক হিসাবে রেজিষ্টারী নম্বরযুক্ত টিকিট (দৃষ্টিগোচর হয় এমন স্থানে) সঙ্গে রাখিতে হইবে।

কুকুরের ট্যাক্স

এ্যাক্টের ১৭৩ ধারার বিধান অনুসারে কলিকাতায় রক্ষিত প্রত্যেক কুকুরের উপর বার্ষিক ৫৲ টাকা করিয়া ট্যাক্স দিতে হইবে এবং কুকুরের মালিক বা ভারপ্রাপ্তগণকে মালিক হিসাবে বা ভারপ্রাপ্ত হিসাবে তাঁহাদের নিকট যে সমস্ত কুকুর আছে, তাহার তালিকা ১লা মে'র পূর্ব্বে মিউনিসিপ্যাল অফিসে দাখিল করিতে হইবে এবং সেই সময় প্রত্যেক কুকুরের জন্য দেয় ট্যাক্স কর্পোরেশনে দিতে হইবে ঐ ফিঃ দিলে চলতি বৎসর কুকুর রাখার জন্য লাইসেন্স দেওয়া হইবে এবং কলারের সহিত আঁটিয়া রাখার জন্য বা অন্য কোন রকমে কুকুরের গলায় ঝুলাইয়া রাখার জন্য নম্বরযুক্ত একটি টিকিট দেওয়া হইবে। যদি কোন কুকুরের গলায় নম্বরযুক্ত টিকিট ঐরূপে আঁটা বা ঝুলান না থাকে, তবে উহাকে আটক করা বা মারিয়া ফেলা যাইতে পারে।

ভাস্কর মুখার্জ্জী, বি-এ (ক্যাণ্টাব),
বি এস-সি (ক্যাল),
কর্পোরেশনের অস্থায়ী সেক্রেটারী।
সেন্ট্রাল মিউনিসিপ্যাল অফিস,
৪ঠা এপ্রিল, ১৯৩৫ সাল।
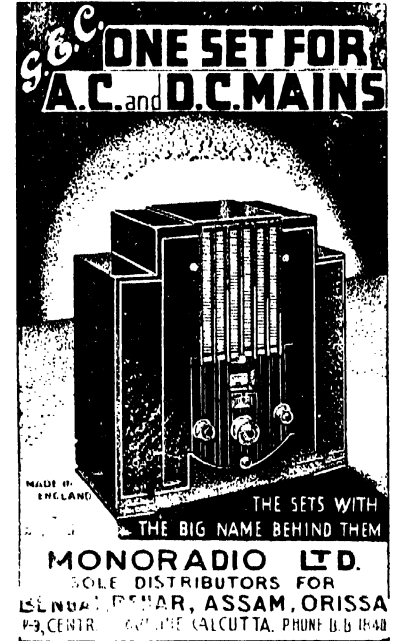
দীপালী কার্য্যালয়—১২৩।১, আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা—
ফোন বড়বাজার—৩২৫৩

৭ম বর্ষ ৫ই বৈশাখ বৃহস্পতিবার, ১৩৪২ ১৮ই এপ্রিল, ১৯৩৫ ১৬শ সংখ্যা

অল্পদিন হ'ল, নেপোলিয়ন বোনাপার্টের আত্মজীবনী বাজারে বেরিয়েছে। সকলেই জানেন, নেপোলিয়ন সাধারণ সৈনিকের মতন গোঁয়ারগোবিন্দ ছিলেন না। পৃথিবীর ইতিহাসে তাঁর মতন একাধারে যোদ্ধা ও বোদ্ধা পুরুষ দ্বিতীয় পাওয়া যায় না—একমাত্র সম্রাট অশোক ছাড়া। কেবল যুদ্ধনীতি নয়,—রাজনীতি, সমাজনীতি, ধর্ম্মতত্ত্ব, দর্শনতত্ত্ব, সাহিত্য ও আর্ট প্রভৃতি প্রত্যেক বিষয় সম্বন্ধেই তাঁর চিন্তাশীলতা ছিল অসাধারণ। প্রেম, নারী, বিবাহ ও ধর্ম্ম সম্বন্ধে তাঁর নিজের যা মতামত ছিল, নীচে তার কতক-কতক তুলে দিলুম। এর সঙ্গে একালের অনেকেরই মন হয়তো সায় দিতে চাইবে না, তবু নেপোলিয়নের মতামত হিসাবে এগুলির মূল্য সামান্য নয়।

*

নেপোলিয়ন বলছেন :—

প্রেম কি ? তীব্র মানসিক উত্তেজনা। যার বশীভূত হ'লে মানুষ সমগ্র বিশ্বকে ত্যাগ ক'রে কেবল প্রেমাস্পদকেই দেখতে চায়।...এমন একপেশে মনোবৃত্তির পরিচয় দেবার জন্যে নিশ্চয়ই আমি গঠিত হই নি। ...আমি কখনো সত্যিকার প্রেমে পড়তে চাই-ও নি, পারি-ও নি। প্রেম সৃষ্ট হয় নি আমার মতন চরিত্রের জন্যে। আমার উপরে আছে রাজনীতির পরিপূর্ণ দাবি। আমার রাজসভায় আমি কখনো বাড়ী-ভর্ত্তি নারী দেখতে ইচ্ছা করি না। নারী-প্রীতির জন্যে চতুর্থ হেন্‌রি ও চতুর্দ্দশ লুই যথেষ্ট ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিলেন।

*

নারীর সঙ্গে আমরা বড়-বেশী ভালো ব্যবহার করি। এবং তার ফলে সব নষ্ট ক'রে ফেলি। নারীদের পুরুষের সমান অধিকার দিয়ে আমরা অত্যন্ত অন্যায় ক'রেছি। আমাদের চেয়ে প্রাচ্যদেশের বাসিন্দাদের সুবুদ্ধি আছে, তাই তারা নারীকে পুরুষের সম্পত্তি ব'লে মনে করে। প্রকৃতি যে নারীকে পুরুষের দাসী রূপেই গঠন ক'রেছে, এটা হচ্ছে পরম সত্য কথা। যার রুচি বিকৃত, কেবল সেই-ই নারীর শাসনে আত্ম-সমর্পণ ক'রতে পারে। নারীদের আমরা যেটুকু সুযোগ দি, আমাদের বিপথে নিয়ে যাবার ও গোলামে পরিণত করবার জন্যে তারা সেই সুযোগের অসদ্ব্যবহার করতে ছাড়ে না। মাঝে মাঝে হয়তো এমন এক-একজন নারী দেখি, যারা পুরুষের হিতসাধন করে ; কিন্তু তার বদলে দেখা যায় এমন শত শত নারী, যাদের প্রভাবে প'ড়ে পুরুষ অন্যায় কাজ করে পদে পদে। পুরুষ, নারীকে পেয়েছে সন্তান প্রসব করবার জন্যে। কিন্তু

কোন পুরুষের পক্ষে কেবল একটি নারীই এই কাজের জন্যে যথেষ্ট নয়। নারী যখন গর্ভবতী বা পীড়িতা হয় বা স্তন্যদান করে, তখন সে আর পত্নীরূপে গণ্য হ'তে পারে না। যখন সে সন্তান প্রসবে অক্ষম হয়, তখনো তাকে পত্নী ব'লে মনে করা যায় না।

*

নারীদের অভিযোগ করবার কি হেতু আছে? তাদের যে আত্মা আছে, এ কথা তো আমরা অস্বীকার করি না—যদিও কোন কোন দার্শনিক এ-সম্বন্ধেও সন্দিহান! তারা আমাদের সমান অধিকার চায়! কিন্তু এ হচ্ছে পাগলের দাবি! নারীরা আমাদের সম্পত্তি,—আমরা তাদের নই। আমাদের জন্যে তারা সন্তান প্রসব করে, কিন্তু তাদের জন্যে আমরা করি না। অতএব পত্নী হচ্ছে স্বামীর নিজস্ব সম্পত্তি—যেমন ফলের গাছ হচ্ছে বাগানের মালিকের সম্পত্তি। যখন কোন স্বামী তার স্ত্রীর কাছে অবিশ্বাসী হয়, তখন সে অবশ্য স্ত্রীর কাছে নিজের দোষ মেনে দুঃখপ্রকাশ ক'রবে। স্ত্রীর রাগ জল হয়ে যাবে, স্বামীকে ক্ষমা ক'রে আবার সে ঘরসংসারের কাজে নিযুক্ত হবে। কিন্তু স্ত্রী যদি অবিশ্বাসিনী হয়, তাহ'লে সেটা স্বতন্ত্র কথা। সে দোষ মানতে ও দুঃখ-প্রকাশ ক'রতে পারে, কিন্তু তবু, তারপরেও এখানে চিরদিনের জন্যেই একটা 'কিন্তু' থেকে যায়!

*

নারী মানুষের জান্তব বাসনার অভাব পূরণ করে। নারী হ'চ্ছে পুরুষের স্বাভাবিক জীবনসঙ্গিনী এবং কেবল পুরুষের জন্যেই নারীর সৃষ্টি। সুতরাং পুরুষের উচিত হচ্ছে, নারীকে কেবল নারীত্বের জন্যেই গ্রহণ করা এবং তার প্রতি একান্ত ভাবেই আসক্ত হয়ে থাকা। সে যদি তাকে আপনারই অপরাংশ ব'লে মনে করে এবং তার কাছে নিজের হৃদয়কে অকুণ্ঠিত ভাবে উন্মুক্ত ক'রে দেয়, তবে তারা দুজনেই দুনিয়ার বিশৃঙ্খল লালসার বিরুদ্ধে বলিষ্ঠ প্রাণ নিয়ে দাঁড়াতে এবং জীবনের সমস্ত মাধুর্য্যকে উপভোগ ক'রতে পারবে। যৌন মিলনের মোহিনী মায়া কল্পনাকে সুন্দর, দুঃখ-যন্ত্রণাকে শান্ত এবং জীবনের আনন্দকে সুবিচিত্র ও মধুরতর ক'রে তোলে।

*

যে-সব হতভাগ্য অথচ নিষ্পাপ প্রাণী সারা জীবন অপমানের বোঝা বহন করে, সেই অবৈধ সন্তানদের অবস্থা উন্নত করবার জন্যে আমি সাধ্যমত চেষ্টা ক'রে এসেছি। কিন্তু এদিকে অতিরিক্ত ঝোঁক্‌ দেওয়া উচিত নয়, কারণ তাহ'লে বিবাহ-বিধির মূল আলগা হয়ে পড়বে। কেননা, বিবাহ না করলেও সন্তান যদি বৈধ ব'লে বিবেচিত হয়, তবে খুব কম লোকই বিবাহ-বন্ধনে বাঁধা পড়তে রাজি হবে।

*

ইতিহাসের সব যুগেই দেখা যায়, গণিকাদের বিরুদ্ধে মানুষ অশ্রান্ত ভাবে যুদ্ধ ঘোষণা ক'রে এসেছে। পৃথিবীতে তবু কোনকালেই গণিকার অভাব হয় নি। হওয়া উচিতও নয়। কারণ গণিকার অভাব হ'লে, পথে সুচরিত্র নারী দেখলে পুরুষরা তাকে আক্রমণ করতে ছাড়বে না। (অর্থাৎ গণিকারা কামুক পুরুষদের লালসাকে কতকটা প্রশান্ত রাখে এবং সেইজন্যে-ই তারা সমাজের পক্ষে উপকারী)

এই বিশ্বে যা'-কিছু দেখা যায়, সবই ইঙ্গিতে ভগবানের অস্তিত্বকে জানায়, একথা খুব-ই সত্য। কিন্তু পৃথিবীর সমস্ত ধর্ম্ম-ই যে মানুষের সৃষ্টি, এটাও খুব স্পষ্ট। পৃথিবীতে কেন এত বিভিন্ন ধর্ম্ম? কেন আমাদের ধর্ম্ম চিরদিনই এখানে প্রচলিত ছিল না? ধর্ম্ম সৃষ্টির আগে পৃথিবীতে যে সব মানুষ বাস করত, তাদের অদৃষ্টে কি হ'য়েছে? প্রচলিত প্রত্যেক ধর্ম্ম-ই পরস্পরকে কলঙ্কিত করবার চেষ্টা করে কেন? তারা কেন সব দেশেই চিরদিন পরস্পরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা ক'রে এসেছে? এথেকে প্রমাণিত হ'চ্ছে যে, মানুষের প্রকৃতি সব দেশেই সমান এবং ধর্ম্মযাজকরা সব দেশে সব সময়েই জাল-জুয়াচুরি ও মিথ্যার কারবার না ক'রে পারে নি।

*

কোথা হ'তে আমি এসেছি, কোথায় আমি অবস্থান করছি, এবং কোথায় আমরা চলেছি? এ-সব প্রশ্নের উত্তর আমাদের ধারণার মধ্যে ধরা পড়ে না। তবু ঐ প্রশ্নই হচ্ছে সব! আমি হচ্ছি কর্ম্মীর হাতের কাজ, আমাকে নিয়ে কি করা হবে কর্ম্মীই তা জানেন—আমি জানি না। তবু ধর্ম্ম-ভাব এমন সান্ত্বনাদায়ক যে, যার তা' আছে সে স্বর্গের আনন্দ বহন করে।

*

এই সব নানা কারণে, সিংহাসনে আরোহণ ক'রেই আমি ধর্ম্মকে আবার প্রতিষ্ঠিত করেছি। (ফরাসী-বিপ্লবের পর ফরাসীরা দেশ থেকে ধর্ম্মকে নির্ব্বাসিত করেছিল।) ধর্ম্মকে আমি মূলের মত, প্রাথমিক ভিত্তির মত ব্যবহার করেছি। আমার চক্ষে ধর্ম্ম হচ্ছে সুনীতি, সত্য ও বিশ্বাসের রক্ষক। এবং মানুষের মন এমন ভাবেই গঠিত যে, অনন্ত ও অলৌকিকের প্রতি আস্থা স্থাপন করতে না পারলে সে সুখী হয় না।

*

কিন্তু যারা ধর্ম্ম প্রচারের ভার নেয়, তাদের অন্যায় আচরণ দেখে ও হাস্যকর কথা শুনে মানুষের ধর্ম্মবিশ্বাস সুদৃঢ় হবে কেমন ক'রে? আমার চারিদিকে যে-সব প্রচারক রয়েছেন তাঁদের মুখে সর্ব্বদাই শুনছি তাঁরা এই হীন পৃথিবীর কেউ নন, অথচ ঐহিক সুখ-সুবিধা লাভের জন্যে অষ্টপ্রহর-ই তাঁদের লালায়িত হয়ে থাকতে দেখি! পোপ হচ্ছেন স্বর্গীয় ধর্ম্মের সর্ব্বপ্রধান পুরুষ, কিন্তু সব-সময়েই তিনি পৃথিবীকে নিয়ে ব্যতিব্যস্ত হয়ে থাকেন! (এই সব নানা কারণে পোপের পবিত্রতার উপরে নেপোলিয়নের একটুও বিশ্বাস ছিল না ব'লেই তিনি একাধিকবার তাঁর রাজমহিমার সামনে পোপকে মাথা নত ক'রতে বাধ্য করেছিলেন!)

*

আমি কি বিশ্বাস করি? আমি বিশ্বাস করি যে, সূর্য্যকরের দ্বারা উত্তপ্ত এবং বৈদ্যুতিক প্রবাহের দ্বারা একত্রে বদ্ধ মাটির তাল থেকে মানুষের উৎপত্তি। গরু, ছাগল প্রভৃতি জন্তুদের দেহ কি রাসায়নিক যৌগিক পদার্থের দ্বারা গঠিত নয়? মানুষের দেহও যখন ঐ ভাবেই গড়া, তখন অনায়াসেই বলা চলে যে, মানুষের দেহও হচ্ছে পঞ্চভূতাত্মক বস্তু, কেবল অন্যান্য জন্তুর চেয়ে তাদের দেহের গঠন অধিকতর নিখুঁত!

ভবিষ্যতে মানুষের চেয়েও নিখুঁত দেহ নিয়ে অন্য কোন জীব পৃথিবীতে আত্মপ্রকাশ ক'রবে না, এ-কথা কে ব'লতে পারে?

•

শিশুর আত্মা কোথায়? আত্মা তো দেহের অনুগমন করে;—শিশুর বয়সের সঙ্গে সে বর্দ্ধিত হয় এবং বার্দ্ধক্যের ক্ষয়ের সঙ্গে সে ক্ষুদ্রতর হয়। আত্মা অমর ও অক্ষয় নয়!

•

তবু ভগবানের ধারণা হ'চ্ছে সব-চেয়ে সহজ! এই বিশ্বনিখিল কে সৃষ্টি করলে? এই প্রশ্ন এবং এর উত্তরের মাঝখানে যে বিপুল রহস্যের বিরাট যবনিকা দুলছে, তার ওপারে যাবার শক্তি আমাদের আত্মার এবং ধারণার মধ্যে নেই। এইখানেই উচ্চতর শক্তির আভাস পাওয়া যায়।···সৈনিকরা কি ভগবান মানে? তাদের চারপাশে এত মৃত্যুর ছড়াছড়ি!

•

Nantes-এর বিসপ্‌কে আমি সুধিয়েছিলুম, মরণের পরে জানোয়াররা কোথায় যায়? জবাব পেলুম—'জানোয়ারদের আত্মা হচ্ছে আর এক রকমের, তাই তাদের জন্যে বিশেষ এক নরকের ব্যবস্থা করা হ'য়েছে'!

•

পৃথিবী সৃষ্টির সঙ্গে-সঙ্গেই যদি ধর্ম্ম সৃষ্ট হ'ত, তা'হলে আমারও ধর্ম্মে আস্থা থাকত। কিন্তু Socrates, Plato, Moses ও Mohammed-এর মতামত প'ড়ে আমি ধর্ম্ম-বিশ্বাস হারিয়ে ফেলেছি। ধর্ম্ম মানুষের কল্পনা।

—হেমেন্দ্রকুমার রায়

বসন্ত-হিন্দোল

—শ্রীহরিপদ গুহ

আজ দখিনা হরষ ভরে প্রাণের মাঝে দেয় দোলা;
পুষ্প-পর্ণের পরশ-লভি' হ'লো যে মোর মন ভোলা!
শীষ্ দেখা যায় যবের ক্ষেতে,
ভোম্‌রা বঁধু উঠ্‌লো মেতে
মন যে আমার পাগল করে আমের বোলের বোল্‌বোলা।
আজ দখিনা হরষ ভরে প্রাণের মাঝে দেয় দোলা!

২

নয়ন-বাঁকা পলাশ ফুলে আজ্‌কে পরশ লাগ্‌ল কার?
সরমে তাই লাল হ'লো যে লজ্জানত মুখ্‌টী তার।
প্রেম-সায়রে ভাসিয়ে ভেলা,
সুরু হ'লো ফাগের খেলা;
সোহাগ ভরে উঠ্‌ল দুলে—প্রিয়ার আমার কণ্ঠহার।
নয়ন-বাঁকা পলাশ ফুলে আজ্‌কে পরশ লাগ্‌ল কার?

৩

বউ কথা কও, দোয়েল, শ্যামার দিলদরিয়া প্রাণ খোলা,—
খ্যাপা কোকিল কেন এমন প্রাণের মাঝে দেয় দোলা?
হায়্‌হানা ঘোম্‌টা খুলে,
চাইছে কেন মুখ্‌টী তুলে,
সরমেতে কৃষ্ণকলির মুখ্‌টী হ'লো ফাগ গোলা।
বউ কথা কও, দোয়েল, শ্যামার দিলদরিয়া প্রাণ খোলা।

৪

বিশ্ব যে আজ ভ'রল শোভায়, কাহার মধুর মন্তরে?
জ্বলছে যেন চিতার আগুন যুবক জনের অন্তরে।
তার প্রেমিকার কণ্ঠখানি,
সোহাগভরে বক্ষে টানি,
চুমায় চুমায় রাঙিয়ে সে যে প্রেম-সায়রে সন্তরে।
বিশ্ব যে আজ ভ'রল শোভায় কাহার মধুর মন্তরে?

৫

কাহার মধুর পরশ পেয়ে শুষ্ক তরু মুঞ্জরে?
আজ্‌কে হঠাৎ পড়ছে মনে—চন্দ্রাবলীর কুঞ্জ রে!
যমুনাতে কেলির ছলে,
লগ্ন থাকা কানুর গলে,
খেল্‌ত খেলা এমনি কত—সে সব আজি স্বপ্ন রে।
কাহার মধুর পরশ পেয়ে শুষ্ক তরু মুঞ্জরে?

যৌবনশ্রী

—ডাঃ আর, এল, দত্ত

পুরুষই হউক আর স্ত্রীলোকই হউক, জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত যৌবনের সুষমা-মণ্ডিত মুখশ্রী ও দেহশ্রী রক্ষা করিতে সকলেই অতিমাত্রায় ব্যগ্র। কি প্রাণী জগতে, কি উদ্ভিজ্জগতে, জীবন বিধি-নিয়মানুবর্ত্তী বলিয়া সকলেই বাল্য, যৌবন, বার্দ্ধক্য এবং মৃত্যু সমন্বিত সেই অনন্ত কালব্যাপ্ত জীবন চক্রের অধীন। এই সংসারে একবার জন্ম হইলে, সে মানুষই হউক কিংবা ইতর প্রাণীই হউক, আজ না হয় দু'দিন পরে তাহাকে মরিতেই হইবে। অবশ্য ব্যক্তি বিশেষে এবং প্রাণী বিশেষের বেলায় জন্ম ও মৃত্যুর মধ্যবর্ত্তী বাল্য, যৌবন এবং বার্দ্ধক্য এই তিন স্তরের স্থায়ী কালের তারতম্য দেখা যায়।

ইহা সর্ব্বজনবিদিত যে ভারতবর্ষে, বিশেষতঃ গ্রীষ্মপ্রধান দেশ সমূহেই, শীত-প্রধান দেশ অপেক্ষা শীঘ্র শীঘ্র বাল্য হইতে যৌবন এবং যৌবন হইতে বার্দ্ধক্য আসিয়া উপস্থিত হয়। যাহারা একবার বাল্যের আপদ বিপদের হাত এড়াইয়া যৌবনে পূর্ণ-স্বাস্থ্যের আস্বাদ পাইয়াছে, তাহারাই স্বাস্থ্যের প্রকৃত মর্ম্ম জানিতে পারিয়াছে। পৃথিবীর কোন দ্রব্যের বিনিময়েই তাহারা এই পরম ধনকে বিক্রয় করিবে না। কিন্তু ভারতবর্ষের মত গ্রীষ্মপ্রধান দেশে কয়জন পূর্ণ ভাবে যৌবন উপভোগ করিতে পারিয়াছে? কয়জনই বা স্বাস্থ্য এবং যৌবন অক্ষুন্ন রাখিবার জন্য বিশেষ ভাবে চেষ্টা করিয়াছে? আর কয়জন পিতামাতাই বা তাঁহাদের পুত্র কন্যাদিগকে দীর্ঘকাল স্বাস্থ্য অক্ষুণ্ণ রাখিবার পক্ষে অনুকূল নিয়মাবলী অনুসারে প্রতিপালন করিয়াছেন?

এই সংসারে নূতন প্রাণীর আবির্ভাব সুখের বিষয় সন্দেহ নাই; কিন্তু ইহাতে প্রসূতির স্বাস্থ্য বিশেষ ভাবে ক্ষুন্ন হয়, ইহা ধ্রুব সত্য। প্রসূতি প্রসবের পর রক্তাল্পতা অগ্নিমান্দ্য এবং শারীরিক ও মানসিক অবসাদে ভুগিয়া থাকেন। এমতাবস্থায় প্রসূতি যদি স্বকীয় স্বাস্থ্যের প্রতি বিশেষ ভাবে যত্নবতী না হন, তবে ইহাতে সন্তান লালন পালনের যথেষ্ট ব্যাঘাত ঘটে এবং পরিণামে সন্তানেরও স্বাস্থ্যহানির সম্ভাবনা হইয়া থাকে। স্বীয় স্তন্যদুগ্ধে সন্তানকে পালন করিতে হইলে প্রসূতির রক্তহীনতা ও অগ্নিমান্দ্য প্রভৃতি দোষকে ত্বরায় দূরীভূত করিবার চেষ্টা করিতে হইবে।

যদি কোনও শিশু অত্যল্পকাল মধ্যেই যৌবন প্রাপ্ত হয়, তবে সে কি তাহার যৌবন অক্ষুন্ন রাখিতে পারিবে, এই প্রশ্ন স্বতঃই আমাদের মনে উদিত হয়। সম্ভবতঃ শৈশবে মাতার অবহেলা প্রযুক্ত যে সমস্ত ক্রটী তাহার স্বাস্থ্যে রহিয়া গিয়াছে, তাহারা তাহার শরীরে থাকিয়া, বৃদ্ধি পাইয়া, শারীরিক ও মানসিক অবসাদ, অকাল বার্দ্ধক্য এবং অকাল মৃত্যু ঘটাইবে।

যদি ধরিয়া লওয়া যায় যে শিশু শৈশবে উত্তমরূপে লালিত পালিত হইয়া যৌবনে স্বাস্থ্য, সৌন্দর্য্য এবং জীবনীশক্তি অর্জ্জন করিয়াছে, তবে আমাদের মনে এ প্রশ্ন জাগিতে পারে যে, সে দীর্ঘকাল যৌবন উপভোগ করিতে পারিবে, না অচিরকাল মধ্যেই বিষাদমাণ্ডত মুখে অকাল জরা গ্রহণ করিয়া মৃত্যু মুখে পতিত হইবে। দুঃখের বিষয় এই যে আমাদের দেশে রাস্তায় ঘাটে, স্কুল কলেজে, খেলাঘর প্রভৃতিতে এবং বাণিজ্যনিকেতন সমূহেও শেষোক্ত শ্রেণীর অকালপক্ক এবং অকালবৃদ্ধ যুবক যুবতীর দর্শন সচরাচরই ঘটিয়া থাকে।

কলেজে পড়িবার সময় অনেক যুবক যুবতীই পরীক্ষা পাশ করিবার জন্য অত্যধিক পড়াশুনা করিতে থাকে; অথচ ইহারা জানেন যে এই শারীরিক ও মানসিক পরিশ্রমের আধিক্যের ফলে শীঘ্রই তাঁহাদের শরীর ভাঙ্গিয়া পড়িবে! আমাদের দেশে খেলোয়াড়গণও জানেন না যে অতিমাত্রায় শারীরিক পরিশ্রমের দোষে তাঁহাদের স্বাস্থ্য-হানি ঘটিবে। তাঁহারা একথা জানিতেও চেষ্টা করেন না যে, সময় থাকিতে যত্ন লইলে দেহ ও মন উভয়ই ভাল থাকে।

এই সমস্ত ঘটনাবলী হইতে এই সিদ্ধান্তই আমাদের মনে আসে যে এই অকাল বার্দ্ধক্য দুর করিবার জন্য কোন কিছু দ্বারা শরীরের প্রকৃতিদত্ত ক্ষমতাকে সাহায্য করিতে হইবে। আবহমান কাল হইতেই জগতের সর্ব্বত্র এই প্রকার প্রচেষ্টা চলিয়া আসিতেছে। মানব দেহক্ষয়কারী গুপ্ত কারণগুলি দমন করিতে সমর্থ এবং জরাজীর্ণ দেহকে শীঘ্র শীঘ্র রোগ-মুক্ত করিয়া পূর্ব্ব স্বাস্থ্য ও সৌন্দর্য্য ফিরাইয়া আনিতে সক্ষম, এইপ্রকার অলৌকিক গুণসম্পন্ন উদ্ভিজ্জ এবং খনিজ জিনিস আবিষ্কার করিবার জন্য আধুনিক বিজ্ঞানও বহু বৎসর যাবৎ অক্লান্তভাবে গবেষণা করিয়া আসিতেছে। সুপ্রসিদ্ধ "রচি" বিজ্ঞানাগার এই প্রকার প্রচেষ্টা দ্বারা প্রকৃতিজাত দ্রব্য সমূহে গঠিত রচিটোন নামক এক মৃদু উত্তেজক টনিক আবিষ্কার করিয়াছেন। বহু বৎসরব্যাপী বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার ফল প্রসূত এই যুগান্তকারী টনিক কার্য্যকারিতা গুণে জগতে অদ্বিতীয় স্থান অধিকার করিয়াছে। রচিটোন সর্ব্বদা শরীরের উপকার করিয়া থাকে, কখনও শরীরের কোন প্রকার অনিষ্ট সাধন করে না। ইহা লোকের আয়ুষ্কাল বৃদ্ধি করিয়া দেয় বলিয়া, এবং রোগ ভোগের কাল প্রভূত পরিমানে কমাইয়া মানুষকে স্বাস্থ্য ও সৌন্দর্য্য দান করে বলিয়া ইহা মানবের শ্রেষ্ঠ এবং অকপট সুহৃদ হিসাবে গণ্য হইয়াছে। সুতরাং পৃথিবীর সর্ব্বত্র যে চিকিৎসক মণ্ডলী ব্যাপক ভাবে সেই শ্রেষ্ঠ টনিক রচিটোনের ব্যবস্থা করিতেছেন, ইহাতে আশ্চর্য্য হইবার কিছু নাই।

প্রসবের পরেই হউক, আর, শারীরিক এবং মানসিক ক্লান্তিতেই হউক বা ম্যালেরিয়া রোগ ভোগের পর হউক অথবা যৌন-দুর্ব্বলতার হতাশাময় অবস্থাতেই হউক, নিয়মিত ভাবে রচিটোন সেবন করিলে ইহা নিশ্চয়ই সুফল প্রদান করিবে। ইহা মিষ্ট গন্ধযুক্ত ও সুস্বাদু বলিয়া সকলেই ইহাকে আগ্রহের সহিত সেবন করিয়া থাকে। যে কোন কারণ বশতঃ শরীর ক্ষয়ের প্রথমাবস্থা হইতেই নিয়মিত ভাবে কিছু কাল যাবত রচিটোন সেবন করিলে দেহে বহুদিন পর্য্যন্ত যৌবনশ্রী অটুট থাকিবে। বিপদের প্রতিকার অপেক্ষা বিপদ বারণ করাই অধিকতর শ্রেয়ঃ।

৭ম বর্ষ, ১৬শ সংখ্যা, ১৩৪২

ইঁহাকে শীঘ্রই "Lure of the City"তে দেখা যাইবে।

শ্রীমতী সবিতা দেবী

কার্ল ব্রিসন—"All the King's Horses" ছবিতে ইঁহাকে দেখা যাইবে।

কুমারী আশমানী বসু

এ বৎসর ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় অসামান্য কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন। ইনি বিভিন্ন ক্রীড়ায় দুইবার প্রথম স্থান ও তিনবার দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিয়া দুইটি রৌপ্য কাপ ও তিনটি রৌপ্য পদক লাভ করিয়াছেন। অসি ক্রীড়া ও নৃত্যে ইনি বিশেষ পারদর্শিনী। ইঁহার বয়স মাত্র নয় বৎসর।

"Kid Millions" ছবির একটি দৃশ্য!

বিধির বিধান

(উপন্যাস)

—শ্রীমতী তমাললতা বসু

(ছয়)
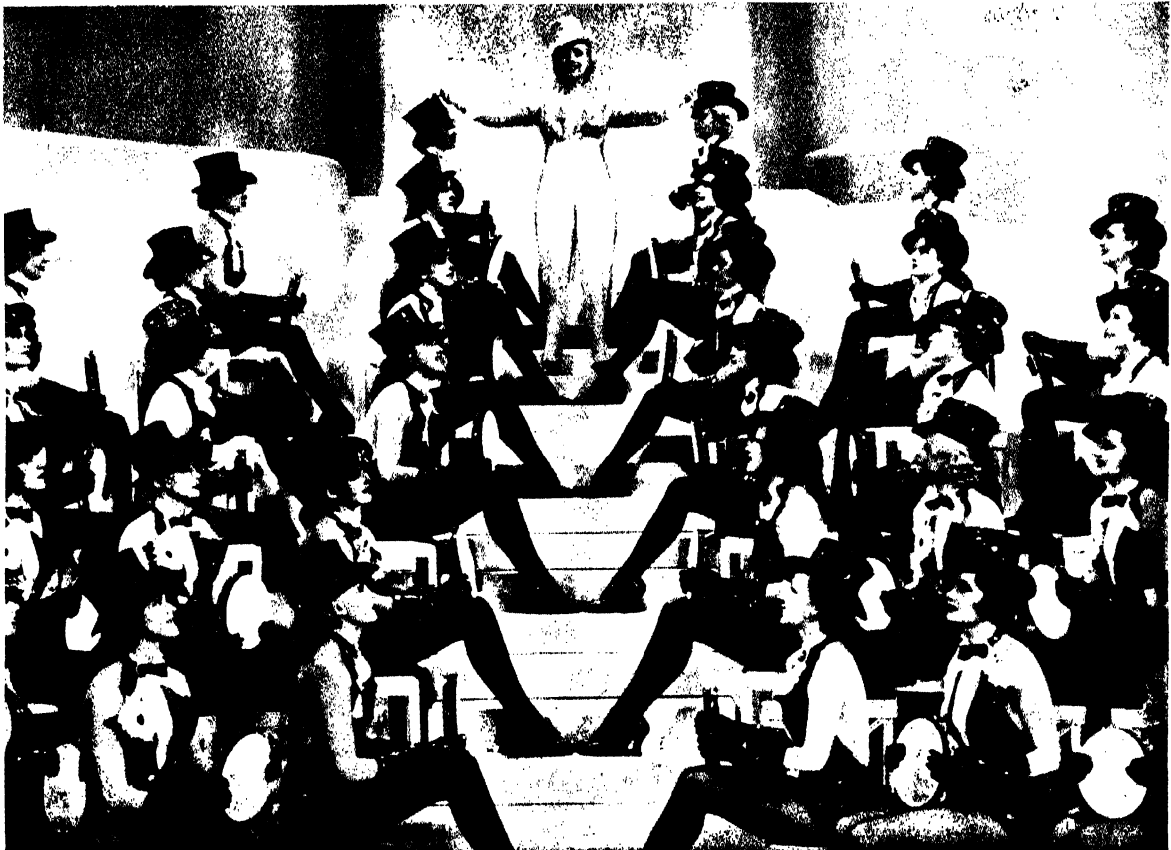
"শুধু জীবন সার্থক হ'লে তো পেট ভরবে না। চলরে জ্যোৎস্না চল্", ব'লে তুষার জ্যোৎস্নার হাত ধরে টেনে নিয়ে রজত বেরিয়ে পড়লো। সামনেই রেবা এসে দাঁড়িয়ে বললে, "একি এঁদের কোথায় টেনে নিয়ে যাচ্ছ ?"

রজত হেসে বললে "এই তোমারি এজ-লাসে আসামীদের হাজির করালুম। তা' হুজুর নিজেই এসে হাজির, বেশ বেশ।"

রেবা হেসে বললে, "আহা ছাড়ো ছাড়ো, জ্যোৎস্না যে একেবারে ঘেমে নেয়ে যাচ্ছে। আর ভাই ঠাকুরঝি, হাওয়া খাবি আয়। আসুন তুষারবাবু খাবার প্রস্তুত। আজ ঠাকুরঝির জন্মদিন সার্থক হলো। এতদিনে আপনি ধরা দিলেন।"

তুষার বল্লে, "কে কাকে ধরা দিলে সেটা পরে বিবেচ্য। এখন ভয়ানক ক্ষিদে পেয়েছে, চলুন—চলুন।"

"এই যে এই দিকে আসুন। ওগো, তুমি আর সকলকে নিয়ে এসো, আমি চললুম। এই যে হিমাংশুবাবু, আসুন আসুন খাবার প্রস্তুত।" হিমাংশু বললে "আমরাই কোন্ অপ্রস্তুত বৌদি ? এস তুষার, আসুন জ্যোৎস্না দেবী, খুড়ি বৌদি, আজ শুভদিনে আপনাদের ফুলের মালা পরিয়ে দিই।" বলে, হাসতে হাসতে এগিয়ে এসে দু'ছড়া ফুলের মালা দু'জনের গলায় দু'জনকে পরিয়ে দেওয়ালে, এবং জ্যোৎস্নাকে এক জোড়া মূল্য-বান ব্রেসলেট উপহার দিলে, তাতে তুষার ও জ্যোৎস্নার ফটো। জ্যোৎস্না তা' দেখে মৃদু হেসে স্নিগ্ধ স্বরে বললে "এ দেখছি, আগে থেকেই সব ঠিকঠাক্ ছিল, শুধু আমি কিছু জানতুম না।" হিমাংশু বললে "আজ তো ভাল করেই সেটা জানলেন বৌদি।" জ্যোৎস্না বললে "আচ্ছা, আচ্ছা, আমায় জব্দ করবার ফিকির। আমিও উপযুক্ত সময়ে দেখে নেবো হিমাংশু বাবু।"

"আচ্ছা ভাই ঠাকুরঝি, সে তখন পরে দেখে নিস। এখন ভদ্রলোকদের খেতে নিয়ে চল" ব'লে রেবা এগিয়ে চললো। এমন সময় বিদ্যুৎ বিকাশের মত দ্রুতপদে একটি তরুণী ঢুকেই রেবাকে বললে, "বৌদি, মামাবাবু ব্যস্ত হ'য়ে পড়েছেন, চল সকলকে নিয়ে, খাবার দেওয়া হ'য়েছে।" তারপর তুষার ও হিমাংশুর দিকে চেয়ে দেখেই লজ্জিত হ'য়ে সে মুখ নামালে। হিমাংশু বিস্মিত হ'য়ে সেই তরুণীর দিকে চাইল। কে এই তরুণী, রূপের প্রভায় যার ঘর আলো হ'য়ে উঠলো? হিমাংশুকে অবাক ও তরুণীকে লজ্জিত হ'তে দেখে, রেবা হেসে বললে "চল হিমানী, যাচ্ছি সকলকে নিয়ে।

তুমি এত লজ্জা করছো কাকে দেখে ? ইনি তুষার বাবু, আমাদের জ্যোৎস্না রাণীর ভাবী পতি। আর ইনি আমাদের পরমবন্ধু হিমাংশু বাবু, যাঁর কথা আমি তোমাকে বলেছিলুম। আর হিমাংশু বাবু, এটি আমার পিসতুতো ননদ, ঢাকা থেকে আই-এ পড়ছে, আজই এসে পৌঁছেছে। পিসিমাও এসেছেন।" হিমাংশু ও তুষার মৃদু হেসে তাকে নমস্কার ক'রলে। তরুণীও কপালে হাত ঠেকিয়ে তাদের প্রতি নমস্কার করে, মৃদু হেসে চলে গেল। রেবা তারপর সকলকে সঙ্গে ক'রে আহারের স্থানে নিয়ে গেল।

বলা বাহুল্য মাত্র।

একদিন শুভদিন দেখে মহাসমারোহে মুখার্জ্জি সাহেব তাঁর আদরিণী দুহিতাকে তুষার রায়ের হাতে সমর্পণ করলেন।

বাসর ঘরে যখন বরবধূ এসে বসেছে, হিমানী তখন তার মধুমাখা মিষ্ট স্বরে নব দম্পতীর কাণে সুধাবর্ষণ করে গাইছিল।

আমার পরাণ যাহা চায়
তুমি তাই তুমি তাই গো,
তোমা ছাড়া আর এ জগতে মোর
কেহ নাই, কিছু নাই গো।

তুষারের কাছে বিদায় নিয়েও নব দম্পতীকে একবার দেখে যাবে বলে, হিমাংশু রজতের সঙ্গে বাসর ঘরের দিকে আসছিল। কিন্তু দরজার কাছে এসে হিমানীর গান শুনে সে দাঁড়িয়ে পড়লো এবং হিমানীর গান শুনে সে মুগ্ধ হ'য়ে গেল। কী সুন্দর ওর গাইবার ভঙ্গীটি, কী মিষ্টি ওর গলার আওয়াজটি আর সর্বোপরি কী সুন্দর ও নিজে। হিমানীর গান শেষ হ'তেও তার সুরলহরী হিমাংশুর

কাণে লীলায়িত হ'তে লাগলো। রজত তাকে ধাক্কা দিয়ে ব'ললে "কিহে, গান শুনে যে তন্ময় হ'য়ে গেলে! চল তুষারের সঙ্গে দেখা করবে।" হিমাংশু লজ্জিত হয়ে বললে "ওঁর গলাটি তো চমৎকার।"

রজত বললে, "হ্যাঁ, হিমানী ভারি মিষ্টি গান গায়। পিসেমশায় রীতিমত যত্ন করে ওকে লেখাপড়া আর গান বাজনা শেখাচ্ছেন।"

"এই যে হিমাংশু এসেছ, এস এস" বলে তুষার তাকে ডাকলে। হিমাংশু ও রজত গিয়ে তুষারের পাশে বসলো। হিমাংশু দুটি একটি কথা বলেই চলে যেতে চাইলে, কিন্তু রজত তুষার ও জ্যোৎস্নার অনুরোধে প'ড়ে তাকে বসতে হলো আর একটি গানও শোনাতে হলো। সে খুব ভালো গাইতে পারতো। তার সেই সুমিষ্ট গান শুনে সকলেই মুগ্ধ হয়ে গেল। হিমানী অন্তরে অন্তরে ভাবলে, কী চমৎকার এই হিমাংশু বাবু, যেমন সরল সুন্দর অমায়িক ওঁর ব্যবহার, তেমনি মিষ্টি ওঁর কথা, আর গানটিও গাইলেন কী সুন্দর। যে সুন্দর হয় তার সবই সুন্দর। সকলে অনুরোধ করায়, হিমাংশু আর একটি গান শুনিয়ে তাড়াতাড়ি উঠে বললে, "আজ রাত হলো আসি" তারপর সকলকে নমস্কার করে সে চলে গেল। তুষারও হিমাংশুকে এগিয়ে দিতে উঠে গেল।

কিছু পরেই বাসরঘরখানি হিমাংশুর অজস্র প্রশংসাবাদে মুখরিত হয়ে উঠলো। সকলকেই এক বাক্যে স্বীকার করতে হ'লো যে দিব্যি ছেলেটি।

জ্যোৎস্নার পিসিমা মায়াদেবী বললেন "এই ছেলেটিকে জামাই করলে কেমন হয়?"

সকলেই একবাক্যে বললে "সর্ব্বাংশে জামাই করবার উপযুক্ত ছেলে।"

রেবা হেসে বললে" তা হ'লে বেশ হয় পিসিমা, হিমাংশুর মত জামাই পাওয়া তোমার ভাগ্যের কথা। বলেন যদি তো আমি ঘটকালি সুরু করি।"

"বেশ তো মা, চেষ্টা করে দেখো, হিমানীর বিয়ের জন্তেই তো এখানে এলুম। ওর সঙ্গে যদি হয়, সেতো হিমানীর শুভাদৃষ্ট।"

তুষারের বৌভাতে এসে হিমানীর সঙ্গে জ্যোৎস্না হিমাংশুর আলাপ করিয়ে দিলে। তারপর থেকে হিমাংশু জ্যোৎস্নাদের বাড়ী গেলে হিমানী আর লজ্জা করতো না। হিমানীর মাও তাকে পুত্রের মত আদর যত্ন করতেন। হিমাংশু এলেই হিমানী পুলকিত হ'য়ে উঠতো। একটি গান না শুনে ছাড়তো না, হিমাংশুকেও তার বদলে হিমানী গান শোনাত।

* * *

আজ বিপিনবাবুর বাড়ীতে মহা সমারোহ ব্যাপার। তাঁর পুত্র সতীন্দ্রনাথ আই, সি, এস হ'য়ে বাড়ী ফিরেছে। সেই জন্তে বাড়ীতে খাওয়া দাওয়া উৎসব আনন্দের সীমা নেই। উৎসবের শেষে সকলে খাওয়া দাওয়া করে একে একে চলে গেল। তখন রেবা গৌরীকে সঙ্গে করে নিয়ে বাইরে এসে দাঁড়ালো তাকে বাড়ী পৌছে দেবে বলে। সতীন্দ্রনাথ সেখানে দাঁড়িয়েছিল, সে গৌরীরাণীকে দেখে অবাক হয়ে চেয়ে রইলো। ভাবলে অপূর্ব্ব রূপ-লাবণ্যময়ী এই মেয়েটি। এত মেয়ের ভেতর এমনটি আর কাউকেও দেখলুম না। গৌরীও পলকের জন্তে সেই গৌরবর্ণ সুগঠিত দেহ সুপুরুষের দিকে চেয়ে বিস্মিত হয়ে গেলো। ভাবলে রেবাদিদির দাদার মত এমন সুষম আকৃতি পুরুষ মানুষের কখনো দেখিনি। রেবা তার দাদার দিকে চেয়ে হেসে বললে, "দাদা এটি আমার বন্ধু গৌরীরাণী, হিমাংশু বাবুর বোন।"

"ওঃ! বেশ, বেশ ওঁকে দেখে খুব সুখী হলুম! নমস্কার" বলে সতীন্দ্রনাথ নিজেকে সামনে নিয়ে কপালে হাত ঠেকালে। গৌরীও হাত দুটি জোড় করে তাকে নমস্কার করলে। বরাবর তাকে পৌছে দিয়ে ফিরে এসে দাদার কাছে সখীর রূপগুণের প্রশংসায় উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলো। এমন সময় রজত এসে বললে "কিগো রেবা রাণী, দাদার সঙ্গে বসে বসে তো বেশ আলাপ করছো, ওদিকে যে তোমার পুত্ররত্ন কেঁদে হাট ফাটাচ্ছে, যাও সামলাও গে যাও।" রেবা লজ্জিত হয়ে উঠে

দীপালী-ফ্লুয়েলীন রৌপ্যপদক

"দীপালী"তে এখন থেকে প্রতি মাসে লেখিকাদের মধ্যে গল্প প্রতি-যোগিতা হবে। "দীপালী"র যুগ্ম সম্পাদক কবি হেমেন্দ্রকুমার রায় ও কবি গিরিজাকুমার বসু এবং বাইরে থেকে কবি বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় এই তিন জন এর বিচারক নির্ব্বাচিত হ'য়েছেন। তিন জনের বিচারে যাঁর লেখা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ব'লে গণ্য হবে তিনি উল্লিখিত রৌপ্যপদকটি পাবেন। প্রতি মাসের প্রথম দিন থেকে শেষ দিন পর্য্যন্ত সেই মাসের প্রতিযোগিতার গল্প "দীপালী" কার্য্যালয়ে পৌছান চাই। এপ্রিল মাসের গল্প মে মাসের প্রথম সপ্তাহে পরীক্ষা করা হবে এবং সর্ব্বশ্রেষ্ঠা লেখিকাকে পদক দেওয়া হবে। প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান যে লেখিকারা অধিকার ক'রবেন, তাঁদের গল্প 'দীপালী'তে প্রকাশ করবার ক্ষমতা সম্পাদকের থাকবে। **কেবলমাত্র লেখিকাদের মধ্যেই এই প্রতিযোগিতা সীমাবদ্ধ, কোন লেখকের নেওয়া হবে না।** বিচারকদের নিষ্পত্তিই সকল সময় চূড়ান্ত ব'লে গণ্য হবে। কারুর ব্যক্তিগত নামে না পাঠিয়ে 'দীপালী'র সম্পাদক ব'লে 'দীপালী' কার্য্যালয়ে সব গল্প পাঠাতে হবে। মোড়কের ওপর 'দীপালী ফ্লুয়েলীন গল্প প্রতিযোগিতা, লেখা থাকা চাই। প্রতিযোগিতার গল্পগুলি রেজেষ্টী ক'রে পাঠালে তার প্রাপ্তি সম্বন্ধে গোল হবে না। প্রতিযোগিতা সম্বন্ধে কোনো পত্র ব্যবহার কারুর সঙ্গে করা হবে না।

[দীঃ—সঃ]

মিলনের পথে কাঁটা

(গল্প)

—শ্রীকণপ্রভা দেবী
মার্চ্চ মাসের দীপালী—ফ্লুয়েলীন
গল্প-প্রতিযোগিতায় পদক-প্রাপ্ত

ছোট ঘরে জন্ম হলেও সুকিয়াকে সে ঘরে ঠিক মানাত না। দেখতে সে সুন্দরী। রূপ তার বসন্তের মাদকতায় ভরা নবীন মধুর দিনের মত, দেহে মনে কানায় কানায় টলমল করছে। রঙ্গীন প্রজাপতির মতন সে সারা গাঁয়ে ঘুরে বেড়ায়। সকলে-ই ওকে ভালবাসে। সকলের মুখে ওর যশোগান। বাড়ীতে কেবল ওরা দুটী প্রাণী বাস করে। সে আর তার বৃদ্ধ নানা পিয়ারী। পিয়ারীর বয়স প্রায় ৮৫ হবে। সংসারের কোনও কাজই সে করতে পারে না। সুকিয়া তাকে খাওয়ায়। যখন যে ফলের আমদানী হয় বাবুদের বাড়ী সে-ই রোজ বেচতে যায়। পিয়ারী ওর বিয়ে দেবার অনেক চেষ্টা করে কিন্তু সুকিয়া নারাজ। বলে "না, না, তুমি বুড়ো মানুষ— আমি চলে গেলে তোমায় দেখবে কে?" পিয়ারীর কোটরগত দুটী আঁখি জল ভারে ছল ছল করে ওঠে। মনে মনে বলে না, না সুকিয়াকে ছেড়ে এক মুহূর্ত সে বাঁচবে না, যদিও বেঁচে থাকার ইচ্ছে তার মোটে নেই। কিন্তু তবুও মরণকে ডাকলেই তো আর সে আসবে না! তখনই সহসা বৃদ্ধের চোখের সামনে ভেসে ওঠে একখানি শ্যামল কমনীয় মুখ-গভীর ভাবময় তার চাহনী। সে হচ্ছে রাসু, ও গাঁয়ে বাস করে। পাতলা ঠোঁটে তার হালকা হাসির আভাস পাওয়া যায়। সে সুকিয়াকে ভালবাসে, বিয়ে করতে চায়। দিন কতক আগে পিয়ারী বলেছিল, "এখন তোরা ছেলে মানুষ আর দু'দিন যাক।" এখন পিয়ারী ভাবে এ-কথা বলা তার অত্যন্ত অন্যায় হ'য়েছে। আগে রাসুকে না হলে সুকিয়ার এক মুহূর্ত কাটত না আর এখন সেই রাসুর সঙ্গে একটি কথা বলতেও সে বিরক্তি বোধ করে। প্রতি সন্ধ্যায় রাসু এসে বসে পিয়ারীর দাওয়ায়, নানা রকম গল্প হয়। সেদিন সন্ধ্যায় রাসুর সঙ্গে দু' একটী কথা বলেই পিয়ারী আফিমের ঘোরে ঝিমিয়ে পড়ল। সুকিয়াকে উঠতে দেখে রাসু বললে, "সুকিয়া তুই আজ কাল আমার সঙ্গে আর মিশিসনে কেন রে?" সে কথার কোনও জবাব না দিয়ে সুকিয়া বললে, "রাসু তুই এত ময়লা কাপড় পরিস কেন? গায়ে জামা দিসনে কেন? তাই জন্য-ই ত' ভদ্রলোকেরা আমাদের জঙ্গলী বলে।" রাসুর বুকে কথাটা গিয়ে লাগল। অভিমানে সারা মন ভরে উঠল, বললে, "আমাদের জাতে কে কবে জামা গায়ে দিয়েছে সুকিয়া?" সুকিয়া রেগে উঠে বললে, "ওই জন্যই ত' তোর সঙ্গে আজকাল আমার বনে না। কথা কইতে ইচ্ছে করে না।" ক্ষণকাল নীরব থেকে রাসু বললে, "সুকিয়া এই জঙ্গলীকেই একদিন ভালোবেসে সাদি করতে চেয়েছিলে, মনে পড়ে সে কথা?" কোমরে আঁচলটা জড়িয়ে, উঠে দাঁড়িয়ে, সুকিয়া বললে, "কি আমার সঙ্গে লড়্‌তে চাস নাকি? আজ থেকে এখানে আর আসিসনে, বলে দিলুম।" রাসু কথা কম খুব কম। গরুতাড়ানির লাঠিটা হাতে তুলে নিয়ে বেড়ার দরজা খুলে, ধীর পদে সে পথে নেমে পড়ল। পাহাড়ের পায়ের কাছে মহুয়া গাছের মাথায় তখন শুক্লা অষ্টমীর শশী হাসছে। রাসু বাঁশীতে একটা মেঠো গান ধরল। বাঁশ ঝাড়ের মর্ম্মর গানের সঙ্গে তার বাঁশীর গান মিলিয়ে এক অপূর্ব্ব সুরের মায়া সৃষ্টি ক'রলে।

পরদিন। "সুকি, ওরে ও সুকিয়া।" সুকিয়া তখন ওদের মাটির আঙ্গিনার একটী কোণে বসে একরাশ আতা নিয়ে ডালা সাজাচ্ছিল। জবাব দিল, "এই যে নানা যাই।"

আকাশে তখন জলভরা কালো মেঘের ভীষণ আনাগোনা সুরু হ'য়েছে। মেঘের গুরু গম্ভীর গর্জ্জন। তার সঙ্গে বিজলীর চকিত চমক মধুর হাসি, ভারি চমৎকার। প্রকৃতি ধীর স্থির গম্ভীর থমথমে রূপ ধারণ করেছে। পিয়ারী বললে, "সুকি আজ আর ফল বেচতে যাসনে, এখনি ভীষণ জল নামবে।" ব্যাকুল কণ্ঠে সুকিয়া বললে, "সে কি হয় নানা, ত'হলে দামী সরিফা গুলো যে, সব প'চে যাবে।" পিয়ারী তার হাত ধরে ঘরের মধ্যে নিয়ে যেতে যেতে বললে "যাক পচে, আমি তোকে আজ কিছুতেই ছেড়ে দেব না।" সুকিয়াকে আজ কিছুতেই সে রান্না করতে দিল না। গত রাত্রের পান্তা ভাত ছিল, তাই তেঁতুল, লঙ্কা দিয়ে ওদের খাওয়া হ'য়ে গেল। দেখতে

দাঁড়িয়ে মৃদুস্বরে বললে "তুমি বুঝি একটু সামলাতে পারলে না?"

রজত বললে "যে একগুঁয়ে ছেলে সামলাতে আর পারলুম কই? সামলান কি আমাদের কাজ!"

সতীন্দ্র হেসে বললে "ঠিক কথাই তো বটে? যাও রেবা খোকাকে নাও গে।" রেবা দ্রুতপদে চলে গেল। রজত ও সতীন্দ্র বসে বিলাতের গল্প করতে লাগল। (ক্রমশঃ—)

দেখতে বৃষ্টি নামল। অবিশ্রান্ত বর্ষণ, ঝম্ ঝম্ একটানা সুর, থামতে যেন আর চায় না। পশ্চিম দিকে জলের ছাট ছিল না তাই সেই দিককার জানলার কাছে বসে সুকিয়া পিয়ারীর কাছে বহুবার শোনা তার নানী ও বাপ মায়ের পুরাণো ইতিহাস শুনছিল। তখন বেলা প্রায় দুটো। ঠাণ্ডা বাতাস বইতে সুরু হ'ল, বৃষ্টির বেগ এল কমে। আকাশের বুকে পাতলা মেঘের ফাঁকে, সূর্য্য দেবের সোনার মুখ ফুটে উঠলো। জানলার গরাদে মাথা রেখে সুকিয়া ঘুমিয়ে পড়েছিল। সহসা মাথায় কার মৃদু পরশ পেয়ে চ'মকে জেগেই দেখলো বাইরে ভিজে ঘাসের উপরে দাঁড়িয়ে সমীর। ছুটে সে পথে বেড়িয়ে এসে বললে, "বাবুজি এত কষ্ট করে কেন তুমি এই গরীবের বাড়ী এলে? আজ জল বলে নানা কিছুতেই আমায় যেতে দিলে না।" তার পেলব হাতখানি মুঠোর মধ্যে চেপে সমীর বললে. "সাকী (সমীর আদর করে সুকিয়াকে ডাকে ঐ নামে) আজ সারা সকালটা আমার কী খারাপ যে কেটেছে তা কি বলব? তুমি কিন্তু আমায় একটুও ভালোবাসোনি সাকী।" চপল চোখ দুটী সমীরের পানে মেলে ধরে সুকিয়া শুধালে, "কেন বাবুজি কিসে বুঝলে?" কপট ক্রোধের ভাণ করে সমীর বললে, "তা' হলে তুমি অমন নিশ্চিন্তে ঘুম দিচ্ছিলে কোন্ প্রাণে?" সুকিয়া কি যেন ব'লতে যাচ্ছিল, সহসা পথের বাঁকে রাসুকে দেখতে পেয়ে চুপ করে গেল। সমীর বললে, "চুপ করলে যে?" ঠোঁট দু'খানা ঈষৎ বেঁকিয়ে সে বললে, "দেখলে বাবুজি রাসুর গুমোর? আমি ওকে জঙ্গলী বলেছি বলে আমার দিকে আর তাকায় না। ভারী ত' দায় পড়েছে আমার ওকে সঙ্গি করবার জন্ত।" তার হাতে মৃদু চাপ দিয়ে সমীর বললে, "পারবে সাকী আমায় ভুলে ঐ জঙ্গলী রাসুকে সাদি করতে?" লজ্জায় সুকিয়া অস্ফুট স্বরে কি বললে বোঝা গেল না। সমীর বললে, "চল সাকী, আমার বাগানে গিয়ে আমরা গল্প করিগে।"

দেখতে দেখতে কেটে গেল দিনের পর দিন, মাসের পর মাস। সুকিয়া এখন বেশীর ভাগ সময়-ই বাইরে কাটায়। পিয়ারীর কষ্টের আর সীমা নাই। ওখানে এক নূতন পাঞ্জাবী কণ্ট্রাকটার এসেছে। তার দরওয়ানের সঙ্গে সে আলাপ করে, সেখানে-ই সে খায়। একদিন সন্ধ্যে বেলা সে রেল লাইন দিয়ে বাড়ী ফিরছিল সহসা একটী চলন্ত ইঞ্জিন এসে অতর্কিতে তাকে আক্রমণ করলে। বৃদ্ধ পিয়ারী সেই দারুণ আঘাত সহ্য করতে পারলে না। সুকিয়ার নাম মুখে নিয়ে সে নিষ্ঠুর দানবের পদতলে জীবন বিসর্জ্জন দিলে। ঠিক সেই সময় সমীরের বাগানে হাসনুহানা ঝাড়ের নীচে দাঁড়িয়ে সমীর সুকিয়াকে বলছিল, "সাকী এই পূজার কটা দিন তুমি কোনও রকমে কাটিয়ে দাও। তারপর আমি ফিরে এসে তোমায় বিয়ে ক'রব, আমরা পরম সুখে থাকবো।" সহসা বাইরের ভীষণ কোলাহল কানে আসতেই ওদের ভাবী বিরহের অশ্রু গেল শুকিয়ে। ওরা ছুটে

বেড়িয়ে এল পথে। প্রাণপণ ছুটে লাইনে পৌছেই সুকিয়া পিয়ারীর রুধির প্লাবিত দেহের উপরে আছড়ে পড়ে আকুল হ'য়ে কাঁদতে লাগল। উঃ কি সে বুকফাটা কাতর আর্ত্তনাদ। মনে হচ্ছিল তার বেদনায় আকাশ যেন এখুনি গলে পড়বে। দেখতে দেখতে পুলিসের লোকে সে স্থানভরে উঠলো। ট্রেণের সময় হ'য়ে গেল, বলে সমীর সেখান থেকে সরে পড়ল। পরদিন সুকিয়ার যখন চেতনা ফিরে এল, তখন অনেকটা বেলা হয়ে গেছে। চোখ মেলতেই দেখলো মাথার কাছে পাখা হাতে বসে আছে রাসু। চোখে তার জল ভরে এল। ওর চোখের জল মুছিয়ে দিতে গিয়ে রাসুর চোখেও জলের বান ডাকল। অনেকক্ষণ নীরবে দু'জনে কাঁদল স্নেহময়ী পিয়ারীর কথা স্মরণ করে।

সুকিয়ার দিন কাটে এখন ভারী কষ্টে। বিপদের সময় রাসু তার পাশে এসে দাঁড়িয়েছিল এখন আর সে আসে না। সমীরও এখানে নেই। একদিন দুপুর বেলা, যেখানটা পিয়ারী তার বুকের রক্তে রাঙ্গিয়ে গেছে, সেখানটাতে উপুড় হ'য়ে পড়ে সে কাঁদছিল। ঠিক সেই সময় সহসা একটা ট্রলি সেই লাইনে এসে থেমে গেল। তার থেকে নামল একটী যুবতী। সে কনট্রাক্টারের স্ত্রী। অনেক কষ্টে সে ভুলিয়ে সুকিয়াকে নিজের বাড়ী নিয়ে গেল। তার পরের দিন সীমা সুকিয়াকে নিয়ে সীতা পাহাড়ে বেড়াতে গেল। সীমা তাকে বোনের মত পরম স্নেহে নিজের পাশে ঠাঁই দিয়েছে। পশ্চিম আকাশ তখন টকটকে লাল। কে যেন একমুঠো আবীর তাতে ছড়িয়ে দিয়েছে। তার রাঙ্গা আলো এসে পড়েছে পাহাড়ের ধূসর গায়ে। অপরাহ্নের স্নিগ্ধ বাতাসে হেলে দুলে এ ওর গায়ে ঢলে পড়ছে। ক্লান্ত হয়ে একটা পাথরে বসে পড়ে সীমা বললে, "সুকিয়া আয় ভাই একটু বসি।"

তার পায়ের কাছে বসে মৃদুস্বরে সুকিয়া বললে, "এবার থেকে তুমি আমায় সাকী বলে ডেকো।"

"কেন ওনাম তোর কে রেখেছে?"

ওকে নীরব দেখে, জোর করে ওর হাতটা মুখ থেকে সরিয়ে দিতেই সীমা দেখলো সুকিয়া কাঁদছে। প্রথমে সে খানিকটা আশ্চর্য্য হয়ে গেল। তার পর ওর হাত দুটা ধরে স্নেহকোমল কণ্ঠে শুধালো, "লক্ষ্মী বোনটী আমার, কি হয়েছে তোর বল?"

সুকিয়া তখন একে একে তার সমস্ত কথা বললে। সব শুনে সীমা বললে, "দেখ সাকী তুই আর সেই বাঙ্গালী ছেলেটীর সঙ্গে মোটে মিশিসনে।" তোদের জাতের একটী ভাল ছেলে দেখে বিয়ে করে ফেল্, বুঝলি?"

অতি আশ্চর্য্য হয়ে সুকিয়া বললে, "না, না, সে কি হয়। সে যে বলে গেছে ফিরে এসে আমায় সাদি করবে।"

সীমা বললে "সেই জন্যে ত' তোকে বলছি ওকে কখনও সাদি করিসনে, ভবিষ্যতে ভীষণ দুঃখ পেতে হবে।" সুকিয়া বললে, "কেন সে আমায় সারাদিন বলত যেখানে আগে থেকে ভালোবাসা জমা থাকে সেই সাদিই সুখের হয়। তবে?" সীমা বললে, "সে কথা ঠিক বলা যায় না। তবে সে তোর চেয়ে জাতে কত উঁচু। তোদের মধ্যে ভালবাসার মিল আছে এটা কি সম্ভব? বাইরে সবদিকে মিল থাকলে, তবেই অন্তরে প্রকৃত মিলন হয়। তবে তুই যাকে ভালবাসা বলছিস সে হচ্ছে মোহ। মোহ বেশী দিন থাকে না। তাই ব'লছি সাবধান হ'।"

সুকিয়া শুধালে "কেন তুমি ত' বাঙ্গালী আর সাহেব পাঞ্জাবী, তোমাদের কি করে সাদি হয়েছে?" একটা সুগভীর দীর্ঘ নিঃশ্বাস সীমার বক্ষ ভেদ করে বাতাসে মিলিয়ে গেল। সে বললে, "আমার কথা চাপা থাক ভাই। যা হবার তা হয়ে গেছে।"

আবদারের সুরে সুকিয়া বললে, "না তোমায় বলতেই হবে। কেন সাহেব ত' বেশ ভালো মানুষ—" বাধা দিয়ে সীমা বললে, "ভাই বাইরেটা চকচকে হলেও ভেতরটা মরচে ধরা। তেলে জলে কখনও মিশ খায়?" সুকিয়া বললে "তবে তুমি কেন ওকে সাদি
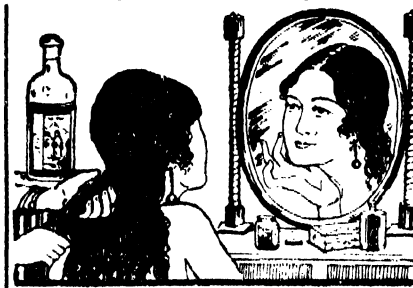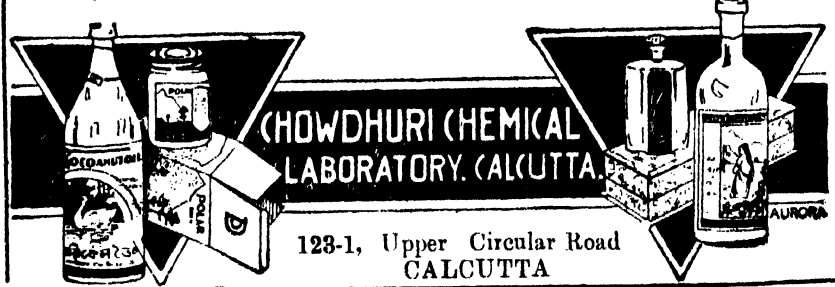
করেছিলে ?" সীমা বললে, "ভাই সাকী, বাঙ্গালীর সঙ্গে মিশে মিশে তুই পুরো বাঙ্গালী হয়ে গেছিস। আমার মনে হয় পূর্ব্বজন্মে তুই সত্যিই আমার বোন ছিলি।" ব্যগ্রকণ্ঠে সুকিয়া বললে "না না, কথা চেপে দিলে আমি ছাড়ছিনে ?"

সীমা মৃদু হাসল। সে হাসি কান্নার রূপান্তর মাত্র। সে বললে "তবে শোন্‌, প্রথমে একটী ছেলের সঙ্গে মা বাবা আমার বিয়ের একেবারে ঠিকঠাক করে ফেলেছিলেন। কিন্তু সে খুব গরীব বলে আমি সে বিয়েতে অমত করে তার কিছু দিন পর এই পাঞ্জাবীকে বিয়ে করেছিলুম। কিন্তু তার শাস্তি আমি হাতে হাতে পেয়েছি।" তার কাজল চোখে মুক্তা বিন্দুর ন্যায় অশ্রুকণা ঝলমল করতে লাগল। সে আবার বললে, "ভাই একবার যদি তার দেখা পাই তবে তাঁর কাছ থেকে ক্ষমা চেয়ে নিয়ে বিদায় হয়ে যাই।"

চ'মকে সুকিয়া সুধালে, "কোথায় যাবে ?" সীমা বললে, "বিলেতের নাম তুই শুনিসনি বোধ হয় ? সেখানে আমার এক মামা থাকেন, তাঁর কাছে গিয়ে আমি লেখা পড়া কোরব। তোর সাহেবের আর এক বউ আছে, তিনি তাকে নিয়ে থাকেন। মূর্খ সুকিয়া চট করে বলে ফেললে, "সাহেব কি তোমায় ভালোবাসেন না ?" সীমা খুব জোরে হেসে উঠলো। অতি অস্বাভাবিক সে হাসি। সে বললে, "সত্যিকারের ভালোবাসার সঙ্গে তোর পরিচয় ঘটেছে সাকী ? তার স্বাদ কেমন জানিস।"

সেদিন সন্ধ্যা বেলা রাসু তার মায়ের সঙ্গে ক্ষেত ও ফসল সম্বন্ধে নানা আলোচনা করছিল। সহসা সেই সময় একটি ছেলে এসে খবর দিল, পাশের গাঁয়ে কনট্রাকটার সাহেবের বাড়ীতে আগুন লেগেছে। রাসুর বুকটা দুরু দুরু করে কেঁপে উঠলো। ওই খানেই না তার সুকিয়া থাকে, তবে ? কম্পিত কণ্ঠে সে বললে, "মায়ী আমি যাই, দেখে আসি যদি কোন সাহায্য করতে পারি।" মাঠের পর মাঠ সে উদ্ধশ্বাসে ছুটে পেরোতে লাগল।

এদিকে সমীরও ঠিক সন্ধ্যার ট্রেনে এসে পৌছেচে। গাড়ী থেকে নেমেই সেও সেদিকে ছুটছে। কনট্রাক্টারের বাড়ী পৌছে তারা শুনলে, সাহেবের মহলে আগুন লাগেনি লেগেছে সুকিয়ার ঘরে। সেখানে অসম্ভব ভীড়। কেউ সাহস করে এগোতে পারছে না। একটী জানলার উপরে উঠে দাঁড়িয়ে সুকিয়া কাঁদছে। সমীরকে দেখতে পেয়ে সহসা আর্ত্ত কণ্ঠে সে চিৎকার করে উঠলো "বাবুজি আমায় বাঁচাও।" সমীরের দৃষ্টি তখন ঘরের আর একটা দরজার উপরে স্থির নিবদ্ধ। সেখানে সীমা ঢোকবার জন্ত বার বার চেষ্টা বরছে কিন্তু কিছুতেই পারছে না। ঠিক সেই সময় সেখানে এল রাসু। উন্মত্তের মত জলন্ত ঘরের ভেতর ঝাঁপিয়ে পড়ল। তারপর অতি সন্তর্পণে সুকিয়াকে তুলে নিয়ে তাকে বাঁচাতে জনতার মাঝে বেরিয়ে এল। তাকে বাঁচাতে গিয়ে রাসু নিজেকে বিপন্ন করল। তার দেহের অনেক স্থান আগুনে ঝলসে গেছে। সুকিয়ার কিন্তু দেহের কোনও ক্ষতি হয়নি। বাইরে এসেই সে অতৃপ্ত নয়নে সমীরকে খুঁজতে লাগল। রাসু বুঝতে পারল ওর মনের কথা। বেদনায় ওর বুকটা টনটন ক'রে উঠলো। দগ্ধ শরীর জ্বলে' যেতে লাগল।

বড়লোকের বাড়ী গরীবের দিকে চাইবার কেউ নেই। একজন আছে, সে কিন্তু তখন অতীতের শত দুঃখ সুখ জড়ানো স্মৃতির মাঝে নিজেকে হারিয়ে ফেলেছে। একটী অন্তরঙ্গ বন্ধু এসে রাসুকে বাইরে নিয়ে গেল। কনট্রাক্টার সাহেব টুরে বেরিয়েছেন। সীমা অতি যত্নে সুকিয়াকে নিয়ে গিয়ে নিজের ঘরে শুইয়ে দিল। রাত্রি তখন দুই প্রহর হবে। সহসা সুকিয়ার নিদ্রা গেল ভেঙ্গে। বাইরে থেকে মৃদু কথার গুঞ্জন ওর কানে ভেসে আসতে লাগল। দুটী কণ্ঠস্বর-ই ওর নিকট অতি পরিচিত এবং প্রিয়। কৌতুহলের বশে সে উঠে দরজার কাছে এল। বারান্দায় একটী উজ্জ্বল আলো জ্বলছে। সেই আলোয় সে দু'জনকে চিনলো! বুকটার ভেতরে ওর মোচড় দিয়ে উঠলো। সীমা তখন বলছিল, "আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত আমি নিশ্চয় কোরব। কিন্তু তুমি তার জন্ত ভেবোনা সমীর-দা।" সমীর বললে, "আমি তা কখনই হতে দেব না সীমা। তুমি চল আমার বাড়ীতে, সেখানে আমরা সুখে থাকবো।"

নির্ব্বোধ সুকিয়ার চোখের জলে বুক ভেসে যেতে লাগল। যাবার জন্ত পা বাড়িয়েও সে যেতে পারছিল না।

কাতর কণ্ঠে সীমা বললে, "আমায় মাপ করো সমীর-দা পাপের বোঝা আর বাড়িও না। বিদায়ের আগে আমার একটি মিনতি আছে তোমার কাছে। যদি আমায় কোনও দিন এতটুকু স্নেহ করে থাকো তবে সেটা রেখো।" স্নেহসিক্তকণ্ঠে সমীর বললে,"বল সীমা কি তোমার আদেশ ?" সীমা বললে, "তুমি যদি স্থির প্রতিজ্ঞা করে থাকো যে আর বিয়ে করবে না, তবে যার তার সঙ্গে আর মিছে আলাপ কোর না—

"আর্ত্ত বুকখানা দু' হাতে চেপে ধ'রে সুকিয়া টলতে টলতে পথে বেরিয়ে পড়ল। কৃষ্ণা অষ্টমীর ভাঙ্গা চাঁদ তখন আকাশের মাঝখানে এসে দাঁড়িয়েছে। তার ক্ষীণ জ্যোৎস্না ছড়িয়ে পড়েছে মাঠের বুকে। সেই ম্লান আলায় সুকিয়া দেখলো অদূরে শাল বীথির ছায়ায় একজন মানুষ শুয়ে আছে। তার কালো চুল, উন্নত নাসা। দেখে সুকিয়া অনুতপ্ত হৃদয়ে ছুটে তার কাছে গেল। রাসু তখন নিদ্রিত। তার ব্যাণ্ডেজ বাঁধা পায়ের পরে মুখ রেখে সে নিঃশব্দে কাঁদতে লাগল।

চট্টগ্রামে সঙ্গীত ও আবৃত্তি প্রতিযোগিতা

(নিজস্ব সংবাদ দাতা কর্ত্তৃক প্রেরিত)

সম্প্রতি চট্টগ্রাম এসোসিয়েসনের হীরক-জয়ন্তী উৎসব উপলক্ষে প্রায় দুই সপ্তাহ ব্যাপী যে বিবিধ অনুষ্ঠান হইয়া গিয়াছে, তন্মধ্যে বালক ও বালিকাদের সঙ্গীত ও আবৃত্তি প্রতিযোগিতা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক উৎসাহ এবং আনন্দের সঞ্চার করিয়াছিল। এপ্রকার সুসংবদ্ধ সঙ্গীত ও আবৃত্তি প্রতিযোগিতা চট্টগ্রামে ইতঃপূর্ব্বে হয় নাই।

সঙ্গীত প্রতিযোগিতায় বিশেষত্ব ছিল উচ্চাঙ্গের ধ্রুপদ ও খেয়াল সঙ্গীত, তান ও আলাপ সহকারে সেতার ও এস্রাজ বাদন। আধুনিক সঙ্গীতাদি, কীর্ত্তন, ভজন প্রভৃতিও অতি সাফল্য সহকারে গীত হইয়াছিল। এ প্রকার নিখুঁত লয়ে ও রাগিণীর বিশুদ্ধতা রক্ষা করিয়া সঙ্গীতালাপ—এখানে বেশী শোনা যায় নাই। এ প্রশংসনীয় সাফল্য বিষয়ে আমরা প্রতিযোগী বালকবালিকাগণের সুযোগ্য শিক্ষক ও পরিচালক চট্টগ্রাম আর্য্য সঙ্গীত সমিতি, ইহার অন্যতম অধ্যাপক শ্রীযুত গঙ্গাপদ আচার্য্য, প্রমুখ সঙ্গীত শিক্ষকগণকে এবং প্রতিযোগিতা বিভাগের কর্ম্মকর্ত্তা ডাঃ তড়িৎ-কান্তি গুহ মহাশয়কে অভিনন্দিত করিতেছি। সঙ্গীত প্রতিযোগী বালক-বালিকা প্রায় সকলেই এই সঙ্গীত সমিতির ছাত্র-ছাত্রী অথবা ইহার সহিত অন্য ভাবে সংশ্লিষ্ট।

সঙ্গীত প্রতিযোগিতার ফল

"ধ্রুপদ"—১ম কুমারী উষারাণী সেন, ২য় কুমারী পুষ্পময়ী দেবী।

"খেয়াল"—১ম কুমারী আশালতা বসু, ২য় কুমারী বীণাপাণি দেবী।

"ভজন"—১ম কুমারী বকুলরাণী দেবী, ২য় কুমারী চিত্রা দত্ত।

আধুনিক বাংলা গান—১ম কুমারী বেলা নাহা, ২য় কুমারী সুহাসিনী রক্ষিত।

কীর্ত্তন—১ম কুমারী প্রীতিলতা সেন, ২য় কুমারী বেলা নাহা ও কুমারী সুহাসিনী রক্ষিত।

এস্রাজ—১ম কুমারী নমিতা দাস, ২য় কুমারী প্রীতিলতা সেন।

সেতার—১ম কুমারী উষারাণী সেন।

বেহালা—১ম কুমারী আরতি মজুমদার।

এতদ্ব্যতীত খেয়ালে কৃতিত্বের জন্য চিত্রা দত্ত, পুষ্পময়ী দেবী ও বকুলরাণী দেবীকে—বিশেষ পুরস্কার দেওয়া হইবে ঘোষণা করা হইয়াছে। নয় বৎসরের বালিকা আশালতা বসুকে এবং জ্যোৎস্না সেনকে সঙ্গীতে অসাধারণ নৈপুণ্যের জন্য—প্রত্যেককে এক একটী রৌপ্যপদক দেওয়া হইবে।

পুরুষ-বিভাগ

'ধ্রুপদ'—১ম শ্রীরাজনারায়ণ হাজারী, ২য় শ্রীশ্যামলাল ঘোষাল।

'খেয়াল'—১ম শ্রীরাজনারায়ণ হাজারী, ২য় শ্রীসুকুমার ঘোষ।

'ভজন'—১ম শ্রীপ্রবীর চন্দ্র ভট্টাচার্য্য, ২য় মহম্মদ আয়ুব।

'আধুনিক বাংলা গান'—১ম শ্রীনির্ম্মলকান্তি চৌধুরী, ২য় শ্রীরবীন্দ্রনাথ সেন।

'সেতার'—১ম শ্রীঅমরনাথ দাসগুপ্ত।

উভয় বিভাগের সঙ্গীত প্রতিযোগিতার বিচারক ছিলেন চট্টগ্রামের পাঁচজন সঙ্গীত বিশেষজ্ঞ ও প্রবীণ রসজ্ঞ ব্যক্তি। যথা—রায় বাহাদুর শ্রীযুত ক্ষীরোদচন্দ্র রায় (সভাপতি), শ্রীযুত শ্রীপতি মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুত সখানাথ ঘোষ, শ্রীযুত প্রমথনাথ গুহ ও শ্রীযুত ধীরেন্দ্রলাল দাস।

আবৃত্তি প্রতিযোগিতা

আবৃত্তি প্রতিযোগিতার ফলাফল হইয়াছিল নিম্নোক্তরূপঃ—

পুরুষ বিভাগ—

"দুর্গোৎসব" আবৃত্তি—১ম শ্রীদেবব্রত দাস, ২য় মহম্মদ আয়ুব।

"ব্রাহ্মণ"—১ম শ্রীনিখিলচন্দ্র মৈত্র, ২য় শ্রীঅশোককুমার নাগ, ৩য় শ্রীমুকুন্দ প্রসাদ মজুমদার।

"মাষ্টার বাবু"—১ম শ্রীবীরেন্দ্রলাল দে, ২য় শ্রীসত্যরঞ্জন দাস।

বালিকা বিভাগ—

"দান" আবৃত্তি—১ম কুমারী মলিনা দস্তিদার, ২য় কুমারী নমিতা দাস।

"শোকে শান্তি"—১ম কুমারী অমিতা দাস, ২য় কুমারী সম্প্রীতি দেবী।

"প্রশ্ন"—১ম কুমারী রেণুকা দাস, ২য় কুমারী গৌরী দেবী।

উভয় বিভাগের বিচারক ছিলেন চট্টগ্রামের পাঁচজন খ্যাতনামা পণ্ডিত ও সাহিত্য রসিক: যথা, শ্রীযুক্ত মহিমচন্দ্র দাস, অধ্যাপক ডাঃ সুবোধচন্দ্র সেন গুপ্ত, অধ্যাপক শ্রীযুক্ত ক্ষেমেশ চন্দ্র দে, শ্রীযুক্ত নির্ম্মলচন্দ্র মৈত্র ও শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রলাল দাস।

স্থানীয় স্কুল-কলেজের বহুসংখ্যক ছাত্র এবং ছাত্রী সঙ্গীত ও আবৃত্তি প্রতিযোগিতায় যোগ দিয়াছিলেন।

ছাত্রীগণের সঙ্গীতাভিনয়

চট্টগ্রাম পাথরঘাটা উচ্চ ইংরেজী বালিকা বিদ্যালয়ের সাহায্যার্থ ছাত্রীগণ কর্ত্তৃক গত শুক্রবার সন্ধ্যায় এক অতি অপূর্ব্ব সঙ্গীত ও নাট্যাভিনয়ের আয়োজন হইয়াছিল। চট্টগ্রামের সর্ব্বশ্রেণীর সুধী সম্প্রদায়ের পৃষ্ঠপোষকতায় উৎসাহী ছাত্রীগণের সঙ্গীত শিল্প-সাধনা এবং এই সাধু অনুষ্ঠানের মুখ্য উদ্দেশ্য—এখানকার অন্যতম বে-সরকারী বালিকা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের উন্নতি সাধন—পরিপূর্ণ সাফল্য মণ্ডিত হয়।

কার্য্যক্রমানুসারে প্রথমেই বিশটি বালিকা এস্রাজ, সেতার ও বেহালা সহযোগে ঐক্যতান বাদন করেন। এই বিবিধ সঙ্গীত ও সুরের সমাবেশ দেখিতে যেমন মনোরম

দেখাইয়াছিল ইহা ততোধিক শ্রুতিমধুর হইয়াছিল। তৎপর বসন্তোৎসবের নয়নাভিরাম দৃশ্য বালিকাগণ নৃত্যগীতে প্রস্ফুট করিয়া তোলেন। ইহার পর প্রসিদ্ধ নাট্যকার শ্রীযুক্ত মন্মথ রায়ের "খনা" নাটক অভিনীত হয়। গার্হস্থ্য জীবনের শ্রেষ্ঠতা, মাতৃস্নেহাতুর সন্তানহারা জননীর বুকফাটা হাহাকার এই নাটকের প্রতিপাদ্য বিষয়াবলী ছাত্রীগণ সাফল্যের সহিত রঙ্গমঞ্চে প্রতিভাত করেন। 'বরাহে'র ভূমিকায় কুমারী আরতি রক্ষিতের অভিনয় সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রশংসনীয়। অন্যান্য ভূমিকার মধ্যে 'মিহির' ও 'খনার' ভূমিকায় কুমারী জ্যোৎস্না চৌধুরী ও কুমারী পারুল ঘোষের অভিনয় উল্লেখযোগ্য। সন্তানহারা পাগলিনীর ভূমিকায় কুমারী প্রিয় দাসের সঙ্গীতাবলী মর্ম্মস্পর্শী হইয়াছিল। খনার গানগুলি আরও শ্রুতিমধুর হওয়া বাঞ্ছনীয় ছিল। অভিনয় শেষে কয়েকটী বালিকার কণ্ঠসঙ্গীত শ্রোতৃবৃন্দকে মুগ্ধ করিয়াছিল। ইহাদের মধ্যে অল্পবয়স্কা জ্যোৎস্নারাণীর কৃতিত্ব উল্লেখযোগ্য।

এই সঙ্গীতাভিনয়ের সাফল্যের জন্য চট্টগ্রাম আর্য্য সঙ্গীত সমিতির পরিচালনা—বিশেষতঃ নাট্যশিল্পী ডাঃ তড়িৎকান্তি গুহের ও গীতশিল্পী শ্রীযুত গঙ্গাপদ আচার্য্যের অক্লান্ত পরিশ্রম ধন্যবাদার্হ। বিদ্যালয় কর্ত্তৃপক্ষের মধ্যে প্রধান শিক্ষয়িত্রী শ্রীযুক্তা সুব্রতা চক্রবর্ত্তী, সম্পাদক শ্রীযুত যোগেশচন্দ্র সেন, রেক্টর শ্রীযুত মহিমচন্দ্র দাস ও অন্যতম কর্ম্মকর্ত্তা ক্যাপ্টেন ডাঃ বনবিহারী ভট্টাচার্য্য এ গীতানুষ্ঠানের যাবতীয় আয়োজন এবং ভদ্রমণ্ডলীর যথোচিত অভ্যর্থনা করেন।

—শ্রীপ্রাণদানন্দ দাশ গুপ্ত

কায়রো সহর হইতে যাহাতে লোকে জেরুজিলাম পর্য্যন্ত মোটর গাড়ীতে চলিতে পারে, সেইজন্য প্রায় কুড়ি লক্ষ পাউণ্ড ব্যয়ে একটি পাকা রাস্তা করিবার ব্যবস্থা হইতেছে।

*

এখন বিলাতে ট্রাম গাড়ীর সংখ্যা ক্রমশঃ কমিতেছে। ১৯৩৩ খৃষ্টাব্দের শেষের দিকে লণ্ডনে ট্রাম লাইনের সংখ্যা ছিল ১৩৫টি, কিন্তু ১৯৩৪ খৃষ্টাব্দের শেষে লাইনের সংখ্যা হয় ১০৯টি।

*

ইটালীর আর্নো নদীতে জেলেরা এক দিন মাছ ধরিতেছিল। হঠাৎ এক সময়ে সেই জালে কি যেন একটা ভারী জিনিস পড়ায় জেলের দল প্রাণপণে জালটিকে তোলে। তুলিলে দেখা যায় ঐটি একটি প্রস্তর নির্ম্মিত মূর্ত্তি। একটি অপ্সরা একটি শিশুকে কোলে করিয়া আছে।

ষ্টারে "পরপারে" নাটকাভিনয়

(Handbill Literature)

—শ্রীঅবিনাশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় সংগৃহীত

সাধারণ বঙ্গ নাট্যশালায় যে সকল নাটকাদির অভিনয় হয়, দুই তিন দিন পূর্ব্বেই তাহার সুখ্যাতিপূর্ণ হাণ্ডবিল (বিজ্ঞাপন) বাহির হইয়া থাকে। বিশেষতঃ নূতন নাটক খুলিবার সময় সচিত্র হ্যাণ্ডবিলের চটক এবং রচনার আড়ম্বর সাধারণের বিশেষ-দৃষ্টি আকর্ষণ করে। মূলতঃ ব্যবসাদারী হিসাবে হাণ্ডবিল লিখিত হইলেও, পাকা হাতে পড়িলে, অনেক সময়ে তাহাতে সাহিত্যের সুগন্ধও পাওয়া যায়। কিন্তু হাণ্ডবিলগুলি সাময়িক হওয়ায়, সাধারণেও তাহা যত্নে তুলিয়া রাখেন না এবং থিয়েটারের মালিকেরাও তাহা আদরে রক্ষা করেন না, বড় জোর দুই এক বৎসর ফাইলে রাখিয়া পরে ফেলিয়া দেন।

সাহিত্য-রসের কিঞ্চিৎ আস্বাদ আছে, এমন কতকগুলি হাণ্ডবিল বহু দিন হইতে সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছি; কিন্তু মহাকালের কঠোর স্পর্শে সেগুলিরও কাল প্রাপ্তির উপক্রম হইয়াছে। এ নিমিত্ত মনস্থ করিয়াছি, সে গুলি সাহিত্য-ক্ষেত্রে প্রকাশ করিয়া দিব,—ইহাতে ভবিষ্যতে যাহারা সুবিস্তৃত বঙ্গ নাট্যশালার ইতিহাস রচনা করিবেন, তাঁহাদের অনেকটা উপকারে আসিবে, এবং বর্ত্তমানে—'দীপালী'র পাঠকগণ থিয়েটারের হাণ্ডবিল লিখিবার 'টেক্‌নিকের' সহিত বিভিন্ন প্রকৃতির পুরাতন লেখকগণের বিভিন্ন রুচির সহিতও পরিচিত হইবেন।

স্বর্গীয় ডি, এল, রায় বিরচিত নূতন পঞ্চাঙ্ক সামাজিক নাটক "পরপারে,"—শনিবার, ১৩১৯ সাল, ১লা ভাদ্র (17th August, 1912) তারিখে ষ্টার থিয়েটারে প্রথম অভিনীত হয়। ষ্টার থিয়েটারের ম্যানেজার এবং লেসী সে সময়ে নাট্যরথী স্বর্গীয় অমরেন্দ্রনাথ দত্ত, এবং ড্রামাটিক ডিরেক্টার স্বর্গীয় অমৃতলাল বসু। প্রথমাভিনয় রজনীর হাণ্ডবিল রসরাজ অমৃতলালই লিখিয়া দেন। যথাঃ—

"ভক্ত প্রদত্ত পবিত্র অভিনব নৈবেদ্য দেবগণ সাদরে গ্রহণ করেন। রসজ্ঞ সৌখিন লোকে সাগ্রহে সতর্ক থাকেন—কবে বাজারে নূতন সামগ্রী উঠিবে,—আগ্রহ তাঁদের—নতুন 'নোনা'র জন্য নয়,—নতুন 'আতা'র জন্য—নতুন 'আমফলের' জন্য নয়,—নতুন 'পাকা' লিচুর জন্য—নতুন 'কঁদরুকের' জন্য নয়,—নতুন পটলের জন্য!

নতুন 'আমড়ার ঝোল' একদিন মন্দ লাগে না, কিন্তু নতুন 'কচি আমের' ফটিক ঝোল প্রত্যহ পান করিয়াও রসনার পরিতৃপ্তির অবসান হয় না! হায়, 'খোলসে' কতবার নতুন পুরাতন হইয়া যাইতেছে—ক'জন তাহার খবর রাখে? কিন্তু গঙ্গার নতুন ইলিশ উঠিলে বড়লোকের গাড়ী বাগবাজার ঘাটে ভিড় করে! ভাল সামগ্রীর নতুন বড় মধুর! বড় রসাল! বড়ই উপভোগ্য!

ষ্টারে আবার নূতন নাটক 'পরপারে!' 'পরপারে' আষাঢ়ের নবীন নীরদের ন্যায় প্রশান্ত, গম্ভীর, নয়নারাম! ভাদ্রের ভরা ভাগীরথীর তুল্য সরাগ কূলপ্লাবী, অনন্তাভিমুখী! শরতের প্রথম প্রস্ফুটিত পদ্মের মত পবিত্র, নির্ম্মল, সুরভি-স্নিগ্ধ দর্শন! হেমন্তের হরিৎ ক্ষেত্রের ন্যায় নেত্রতৃপ্তিপ্রদ ললনলীলাশীল—ঐশ্বর্য্যপূর্ণ!

ইহার কল্পনা নূতন, উপন্যাস নূতন, নাট্য ব্যবস্থা নূতন, ভাবব্যক্তি নূতন, চরিত্রগঠন নূতন, আবার ভাষায়ও যেন কি নূতন মধুরত্ব আছে! বঙ্গ-সাহিত্যে কাঞ্চন-কন্দর!'

কাব্য-সৌন্দর্য্যে, চরিত্র সৃষ্টির চাতুর্য্যে এবং অভিনয় মাধুর্য্যে 'পরপারে' সর্ব্বসাধারণের নিকট সমাদৃত হইয়াছিল। অনুসন্ধিৎসু নাট্যামোদীগণের নিমিত্ত প্রথমাভিনয় রজনীর অভিনেতা ও অভিনেত্রীগণের নাম নিম্নে উদ্ধৃত হইল।—

বিশ্বেশ্বর—স্বর্গীয় অমরেন্দ্রনাথ দত্ত
ভবানীপ্রসাদ—" কাশীনাথ চট্টোপাধ্যায়
পার্ব্বতী—৺উপেন্দ্রনাথ মিত্র
মহিমারঞ্জন—শ্রীকুঞ্জলাল চক্রবর্ত্তী
কালীচরণ—৺মনোমোহন গোস্বামী বি-এ
পরেশ—শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র দে
চারু—হাস্যার্ণব অক্ষয়কুমার চক্রবর্ত্তী
সরযূ—পরলোকগতা বসন্তকুমারী
শান্তা— " সুশীলাবালা
হিরণ্ময়ী—শ্রীমতী নরীসুন্দরী
করুণাময়ী— " পান্নাসুন্দরী

কোনো কোনো গ্রহে, পৃথিবীর বছরের চারগুণ সময়ে একটি বছর হয়। সেখানে কুড়ি বছরের মেয়ের পাকা চুল আর তোবড়ান গাল দেখ্‌তে বেশ মজা।

*

টেলিভিসানের সাহায্যে ভবিষ্যতে ঘরে ব'সেই ছবি দেখা যাবে শুন্‌ছি। মেয়েদের আর অন্য পুরুষদের পক্ষে সু-সংবাদ। কিন্তু যে সব পুরুষ রাতে ঘরে ফেরে না তাঁদের কি ব্যবস্থা?

*

একজন বন্ধু ব'ল্‌লেন যখনই তাঁর স্ত্রী একা একা ঠেকে, তখনি তিনি তাঁর বেহালা নিয়ে বসেন। বোধ হয় বাজ্‌না শুনে পাড়ার লোকেরা তাঁর বাড়ী চড়াও হয়, তাঁকে আর একা থাক্‌তে হয় না।

*

একজন নাগরিক কোনো ট্যাক্স-কালেক্‌টারকে ঠ্যাঙ্গাবার অপরাধে অভিযুক্ত হয়। কিন্তু জজ্ নির্দ্দোষ ব'লে আসামীকে মুক্তি দেন। ঐ জজ সাহেবের ট্যাক্স বোধ হয় ঐ কালেক্‌টারই আদায় ক'রত।

*

সাহেব—আপিসে তোমার সিগারেট খাওয়া আমি পছন্দ করি না—তোমার আগেকার মনিবও নিশ্চয় এতে আপত্তি ক'রতেন।

লেডি-টাইপিষ্ট—প্রথম প্রথম ক'রতেন, পরে কেবলমাত্র আপত্তি ক'রতেন তাঁর জামায় সিগারেটের ছাই প'ড়্‌লে।

বীমা-প্রসঙ্গ

জীবন-বীমার পলিসি

—শ্রীসুধীন্দ্রলাল রায় এম-এ

"লাভসহ না বিনা লাভে ?"

জীবন-বীমা করিবার সময় অনেকেই বুঝিয়া উঠিতে পারেন না কিরূপ পলিসি গ্রহণ করিলে সুবিধা হয়। আজকাল প্রত্যেক কোম্পানির প্রসপেক্টাসে নানারূপ পলিসির বর্ণনা থাকে। তাহা পড়িয়া সাধারণ ব্যক্তির পক্ষে স্থির করা কঠিন হয় যে কোন্ প্রকার পলিসি তাঁহার প্রয়োজন সাধনে সর্ব্বোৎকৃষ্ট। এ বিষয়ে এজেন্টের কর্ত্তব্য অনেকখানি। এজেন্টের উচিত প্রত্যেক ব্যক্তির আয় ব্যয়ের খোঁজ রাখা এবং সেই অনুসারে বীমাকারীকে সৎ-পরামর্শ প্রদান করা। কিন্তু এ দেশের এজেন্টরা ততটা ক্লেশ স্বীকার করেন না। তাঁহারা কোন প্রকারে একজনকে বীমার পলিসি বিক্রয় করিতে-ই ব্যগ্র।

অবশ্য সে জন্য এদেশের এজেন্টদের-ই সম্পূর্ণ দায়ী করা চলে না। এদেশে যাঁহারা বীমা করেন তাঁহাদের মনোভাবের জন্য এজেন্টরা এই দায়িত্ব নেওয়ার প্রয়োজনীয়তা বোধ করেন না। বীমার জন্য এজেন্ট ধরিয়া পড়িলে, তাহাকে এড়াইয়া চলিবার আকাঙ্ক্ষা এত বেশী যে এজেন্ট সে দিকে মনোযোগ দেওয়ার অবসর পান না। বীমা করাটা যে একটা বিশেষ কার্য্য এ সম্বন্ধে যে কিঞ্চিৎ চিন্তা ও অভিনিবেশ দরকার তাহা বীমাকারী মনে করেন না। এজেন্টের বিরক্তিকর অনুযোগের হাত হইতে নিস্কৃতি পাইবার জন্য কোনও প্রকারে কাজটা সারিয়া ফেলিয়া হাঁফ ছাড়িতে পারিলেই যেন লোকে বাঁচে। অথচ সেই ব্যক্তি যদি কোনও জমি বা বাটী খরিদ করিতে চান তবে সে সম্বন্ধে যথেষ্ট অনুসন্ধান করিবেন সকলেই, পয়সা খরচ করিয়া রেজিষ্ট্রী অপিসের দপ্তর না হাটকাইয়া কেহ সম্পত্তি খরিদ করিতে অগ্রসর হইবেন না। অথচ, জীবন বীমা মূল্যবান সম্পত্তি। অনেকক্ষেত্রেই দেখা যায় যে যখন অন্য সম্পত্তি মূল্যহীন হইয়া পড়িয়াছে কিংবা দায়গ্রস্ত হইয়া সংসারের সাহায্য সম্বন্ধে মূল্যহীন হইয়া পড়িয়াছে তখন জীবন-বীমাই গৃহস্থের একমাত্র সম্বল হইয়া উঠে। জীবন-বীমা মূল্যবান সম্পত্তি। এবং ইহা ক্রয় করিবার সময় ভাবিয়া চিন্তিয়া করা দরকার।

এদেশে সকলেই এনডাউমেণ্ট পলিসি গ্রহণ করিয়া থাকেন। কিন্তু এনডাউমেণ্ট পলিসিতে খরচ বেশী পড়ে। বীমা করিবার আসল উদ্দেশ্য অনেকক্ষেত্রেই ক্ষুণ্ণ হয়। আমি রোজগার করিয়া সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করি। আমার আয় হইতে মোটা কিছু ভবিষ্যতের জন্য সরাইয়া রাখিতে পারি না। প্রত্যেক বিবেচক ও দায়িত্বজ্ঞান সম্পন্ন ব্যক্তিরই ভাবা উচিত যে যদি সহসা আমি মারা যাই ও আমার পরিজন আমার আয় হইতে বঞ্চিত হয় তাহা হইলে তাহাদের কি অবস্থা হইতে পারে। এটা আমার কর্ত্তব্য। সে অবস্থায় যদি কেহ আসিয়া বলে যে মাসে একটা নির্দ্দিষ্ট টাকা তাহাকে দিলে সে আমার মৃত্যু ঘটিলে একটা নির্দ্দিষ্ট টাকা আমার পরিজনকে দিবে, তবে সে প্রস্তাবটার সুযোগ প্রত্যেক বুদ্ধিমান ব্যক্তির-ই গ্রহণ করা উচিত। অর্থাৎ জীবন-বীমার মূল উদ্দেশ্য এই যে, যে অনিশ্চিত ঘটনার (মৃত্যু) সময় সম্বন্ধে আমার স্থির জ্ঞান নাই—তাহার জন্য প্রস্তুত হওয়া। সাধারণ গৃহীর পক্ষে বীমা করিবার সময় এই দিকটাই চিন্তা করা উচিত। যদি তাহাই হয় তবে যত বেশী টাকার দায়ীত্ব কোম্পানির স্কন্ধে চাপাইতে পারি ততই আমার পক্ষে ভাল ও বুদ্ধিমানের কাজ এবং সেই জন্য এনডাউমেণ্ট পলিসি সকল ক্ষেত্রে সকলের পক্ষে গ্রহণ করা উচিত নয়।

এনডাউমেণ্ট পলিসি নিম্নলিখিত ক্ষেত্রে সমীচীন :—(১) ব্যবসাদারের পক্ষে। ব্যবসাদারদের অনেক ক্ষেত্রে বাজার দেনা থাকে। এনডাউমেণ্ট পলিসির দ্বারা তাঁহারা রিজার্ভ ফণ্ড গঠন করিতে পারেন। (২) যাঁহার বেশী টাকা আছে এবং নানা উপায়ে টাকা লগ্নী করেন। গভর্ণমেণ্ট সিকিউরিটির সুদ বীমা-পলিসির দ্বারা পাওয়া যায় এবং গভর্ণমেণ্টের মত ইহা নিরাপদ। (৩) যাহার কন্যাদায় আছে। (৪) একটা বিশেষ সময়ে ছেলেকে উচ্চ শিক্ষার দিবার জন্য যাঁহার মোটা অর্থের প্রয়োজন।

যাহাদের আয় মাসে ৪০৲।৫০৲ টাকা মাত্র বা আরও কম সেরূপ ব্যক্তির পক্ষে বীমা না করা মূর্খতা ও মূঢ়তার পরিচায়ক। "কুলাইতে পারি না" এ যুক্তি বীমার সময় দেওয়া চলে না। যাহার যেমন জীবন-যাত্রার প্রণালী সে সেই পরিমাণ বীমা করিতে পারে। যে মাসে ২৫৲ টাকা আয় করে তাহার উচিত অন্ততঃ পাঁচশত টাকার বীমা করা। আজীবন পলিসি সে অনায়াসে লইতে পারে। তাহার পক্ষে এনডাউমেণ্ট পলিসির কথা চিন্তা করাই অন্যায়।

আবার দেখা যায় সকলেই লাভ সহ বীমা করিতে ব্যগ্র। মনোভাবটা যেন এই যে লাভ সহ বা with profits পলিসি না লইলে বড়ই ঠকিয়া যাইতে হয়। টাকার লগ্নী করাই যাহার উদ্দেশ্য, সে লাভ-সহ পলিসির জন্য ব্যগ্র হইতে পারে। কিন্তু ভবিষ্যতের সংস্থান যাহার উদ্দেশ্য সে কেন লাভ-সহ পলিসির জন্য অনর্থক বেশী টাকা প্রিমিয়ম দেয়? অবশ্য এজেণ্ট মহোদয় এইরূপ পলিসি বিক্রয় করিতে ব্যগ্র। কেন না লাভ-সহ পলিসির প্রিমিয়ম বেশী। এবং প্রিমিয়ম বেশী হইলেই তাঁহার কমিশন বেশী হইবে। গৃহস্থের পক্ষে বিবেচনা করা উচিত যে পরদিন মারা গেলে কত বেশী টাকা ঘরে আসিতে পারে। জীবন-বীমা

কোম্পানির Profit অনিশ্চিত ব্যাপার এইরূপ অনিশ্চিত লাভের লোভে নিশ্চিত টাকা ত্যাগ করা দুর্ব্বুদ্ধির পরিচায়ক। একটা উদাহরণ দিয়া দেখাইতে চেষ্টা করিব যে সাধারণ গৃহস্থের পক্ষে without profit বা "বিনা লাভের" পলিসি "লাভ জনক" বেশী। ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠ কোম্পানির চাঁদার হার লইয়া এ তুলনা মুলক দৃষ্টান্তটি দেওয়া গেল।

মনে করুন রামবাবু ৬০৲ টাকা বেতন পান এবং মাসে ছয় টাকা পলিসির জন্য ব্যয় করিতে তিনি প্রস্তুত। এবং তাঁহার বয়স ২৫ বৎসর। বিভিন্ন প্রকারের পলিসির জন্য চাঁদার হার তাঁহার পক্ষে হইবে নিম্নলিখিত রূপ :—

৩০ বৎসরের এণ্ডাউমেণ্ট পলিসি লাভ সহ বাৎসরিক চাঁদা—৩৭৸০

" " আজীবন-বীমা লাভ সহ বাৎসরিক চাঁদা ৩২৵০

" " বিনালাভে " ২৪৷৷০

রামবাবু যদি এণ্ডাউমেণ্ট পলিসি গ্রহণ করেন, তবে মাসে ছয়টাকা দিয়া সম্পূর্ণ ২০০০৲ টাকার বীমা পাইবেন না। যদি লাভসহ আজীবন বীমাকরেন তবে ২০০০৲ এর কিঞ্চিৎ বেশী টাকার বীমা করিতে পারেন। অথচ যদি তিনি "বিনালাভে" আজীবন বীমা পলিসি গ্রহণ করেন তবে তিনি ৩০০০৲ টাকার পলিসি পাইবেন। অর্থাৎ কিনা, এ ক্ষেত্রে অনিশ্চিত লাভের অঙ্কের জন্য বসিয়া থাকিতে হইবে না। বীমার তারিখ হইতে ৩০০০৲ টাকার সম্বন্ধে তিনি নিঃসন্দেহ হইতে পারেন। এই দিকটা বিবেচনা করিয়া কয়জন বীমা করেন? নিজের স্বার্থ ভাল করিয়া হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিলে বীমা-পলিসির "লাভ" বা Profits রূপ দিল্লীকা লাড্ডুর মোহ অনেকে এড়াইতে পারেন। ঐ লাভের ব্যাপারটা এজেণ্টের কুহক—বীমাকারীর সত্যকারের স্বার্থ উহার মধ্যে নাই।

একটামাত্র কথা উঠিতে পারে। রামবাবু বলিতে পারেন, যে যদি ৫৫ বা ৬০ বৎসর বয়সে তাঁহার টাকার দরকার হয় তো তিনি কি করিবেন? এটা একটা বড় সমস্যা নয়। যদি এরূপ হয় তবে সেই সময় ঐ তিন হাজার টাকার পলিসি সারেণ্ডার করিলে যে টাকা পাওয়া যাইবে, দেখা যাইবে যে তাহাতে বীমাকারীর কোনও প্রকার আর্থিক ক্ষতি হয় নাই। অতএব সাধারণ গৃহস্থের পক্ষে "বিনা-লাভে" দীর্ঘ কালের চাঁদা দেওয়ার সময় নির্দ্ধারিত আজীবন বীমাই আমি সমীচীন বোধ করি।

বীমা-প্রসঙ্গ

—শ্রীগুরু

অনধিকার চর্চ্চা জানা ছিল পল্লীগ্রামের নিরক্ষর, আলস্যপরায়ণ এক শ্রেণীর একচেটীয়া ব্যবসায়। অধুনা দেখা যাইতেছে, ঐরূপ ব্যবসায়ে ব্যবস্থাপক সভার বিশিষ্ঠ সভ্যগণের মধ্যে কেহ কেহও গা ঢালিয়া দিয়া থাকেন।

বীমা শাস্ত্রের নীতির সহিত যাঁহাদের কিঞ্চিৎমাত্রও পরিচয় নাই, তাঁহারাও বীমা সম্বন্ধে বড় বড় কথা বলিয়া থাকেন। উহা শ্রুতিমধুর, সন্দেহ নাই। দেশের দশ জন অনভিজ্ঞ লোক সহজেই তাহাতে আকৃষ্ট হইয়া হাততালি দেয়। বেকার-বীমা সম্বন্ধে ব্যবস্থাপক সভার কিছুদিন পূর্ব্বে যে বাক্-বিতণ্ডা হইয়া গিয়াছে, উহা তাহার প্রকৃষ্ট পরিচয়।

*

বেকার-বীমা ভারতবর্ষে সম্ভব কি না সে বিষয়ে সম্প্রতি বীমা-সম্পর্কীয় একখানি লব্ধপ্রতিষ্ঠ ইংরেজী মাসিক পত্রিকা বিশেষ ভাবে আলোচনা করিয়াছেন। বীমা সম্পর্কীয় মূল নীতিগুলি যে বেকার বীমায় নিহিত নাই তাহা উক্ত পত্রিকায় বিশেষ ভাবে আলোচিত হইয়াছে। আমরা ঐ মতের সম্পূর্ণ সমর্থন করি। ১৯২৬ খৃঃ অব্দে যে দেশে বেকারের সংখ্যা শতকরা ৫২ জন ছিল, সে দেশে বেকার বীমা কি ভাবে স্থান লাভ করিতে পারে তাহা আমরাও বুঝিতে পারি না। উপরন্তু ১৯২৬ খৃঃ অব্দের তুলনায় ১৯৩৪ বা ১৯৩৫ খৃঃ অব্দে বেকার সংখ্যা হ্রাস পাইবার কোন কারণ ঘটে নাই।

*

সুখের বিষয়, জীবনবীমার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে ক্রমেই দেশবাসীগণ সচেতন হইতেছেন। কিন্তু এই ক্রমোন্নতির গতি এত মন্থর যে ভয় হয়, বীমা বিষয়ক প্রচার কার্য্য পর্য্যাপ্ত পরিমাণে না চালাইলে লক্ষ লক্ষ পরিবার বীমার অভাবে দুস্থ হইবার পূর্ব্বে দেশবাসীগণ বীমার প্রয়োজন সম্পূর্ণ উপলব্ধি করিতে পারিবেন না। বাংলা ভাষায় প্রকাশিত মাত্র দুই এক খানা মাসিক পত্রিকাতেই বীমা-প্রসঙ্গে আলোচনা হয়। বাঙ্গলা দেশে বীমার প্রসারকল্পে ইংরেজী পত্রিকার তুলনায় বাংলা পত্রিকাগুলির প্রচেষ্টাই অধিকতর প্রয়োজনীয় বলিয়া আমরা বিশ্বাস করি। অতএব বীমা শাস্ত্রে পারদর্শী শ্রীযুক্ত রামকৃষ্ণ সরকার এম এ মহাশয়-এর ন্যায় একজন সুযোগ্য লেখক "পুষ্পপাত্রে"র বীমাপ্রসঙ্গের সম্পাদকের কার্য্যভার গ্রহণ করিয়াছেন জানিয়া আমরা পরম আনন্দিত হইলাম। আমরা তাঁহাকে অভিনন্দিত করিতেছি। আশা করি, তিনি তাঁহার কার্য্যশক্তি দ্বারা বীমা শাস্ত্রের প্রচার ও 'পুষ্পপাত্রের' উন্নতি-সাধন করিতে সমর্থ হইবেন।

—সাউণ্ড বক্স

দীপালীতে প্রতি সপ্তাহেই রেকর্ড সমালোচনা বাহির হইতেছে। আমাদের পাঠকবর্গ জানাইয়াছেন যে, আমাদের পক্ষপাত শূন্য সমালোচনা বাহির হইলে তাঁহাদের রেকর্ড ক্রয় করিবার বিশেষ সুবিধা হয়—বাছাই করার হাঙ্গামা থাকে না। অতএব এখন হইতে রেকর্ড কিনিবার পূর্ব্বে দীপালীর এই স্তম্ভটি পড়িয়া কিনিলে ক্রেতাদের কতক সুবিধা হইতে পারে।

HINDUSTHAN RECORDS
April—1935.

এপ্রিল মাসে "হিন্দুস্থান" রেকর্ড কোম্পানী ৪খানি কণ্ঠ-সঙ্গীতের ও ১খানি যন্ত্র-সঙ্গীতের রেকর্ড প্রকাশ করিয়াছেন। ডাঃ সুধামাধব সেনগুপ্ত, শ্রীমতী রেণুকা সেনগুপ্ত, কুমার শচীন্দ্র দেব-বর্ম্মন, সজনীকান্ত মতিলাল প্রভৃতি বহু বিখ্যাত ও শ্রেষ্ঠ শিল্পী সমন্বয়ে "হিন্দুস্থান রেকর্ড" সমৃদ্ধ। এতগুলি উচ্চ-শিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত শিল্পী অন্য কোন কোম্পানীর নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। ইঁহাদের রেকর্ডিং আরও উন্নত হইলে কাহারও কিছু অভিযোগ করিবার থাকিবে না। বাঙালী শব্দ-যন্ত্রীর নিকট আমরা নিখুঁত জিনিষ আশা করি। এবারের রেকর্ড গুলি শুনিয়া মনে হইল রেকর্ডিঙের কিছু উন্নতি হইয়াছে।

•

H. 250 শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রমোহন বসু দুইখানি রবীন্দ্র-সঙ্গীত এই রেকর্ডে গাহিয়াছেন। গানের সহিত পিয়ানো ও গিটার বাজানো হইয়াছে। অনুসরণকারী বাদ্য-যন্ত্র কণ্ঠ-সঙ্গীতকে মধুরতর করিয়াছে। রবিবাবুর সুমিষ্ট কণ্ঠস্বর রেকর্ডে ঠিক উঠিয়াছে। "খোল খোল দ্বার" ও "হে মাধবি! দ্বিধা কেন ?" গান দুটি সুখশ্রাব্য হইয়াছে। এই গান দুটিতে রেকর্ডিঙের উন্নতি লক্ষ্য করা যায়। আশা করি রবীন্দ্র-সঙ্গীত পিয়াসীদের রেকর্ডখানি ভাল লাগিবে।

*

H. 251. শ্রীযুক্ত অনুপম চন্দ্র ঘটকের দু'খানি কীর্ত্তনাঙ্গ গান এই রেকর্ডে প্রকাশিত হইয়াছে। গান শুনিয়া অনুপমবাবুর মার্জ্জিত ও শিক্ষিত কণ্ঠের পরিচয় সহজেই পাওয়া যায়। কিন্তু রেকর্ডিঙের কণ্ট্রোল যথাযথ

াবে না হওয়ায় আওয়াজ অত্যন্ত জোরে ঠিয়াছে। শব্দ-সঙ্গীর রেকর্ড তুলিবার সময় ন্ট্রোলের দিকে বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন। অত্যন্ত জোর হওয়ায় গানের মাধুর্য্য যথেষ্ট পরিমাণে নষ্ট হইয়াছে।

*

H. 252. শ্রীযুক্ত সুধাময় গোস্বামী দুইখানি গান এই রেকর্ডে গাহিয়াছেন। গায়কের কণ্ঠস্বর মধুর উঠিয়াছে। গানের সুর সাধারণ শ্রেণী অপেক্ষা একটু ভাল। স্থানে স্থানে রেকর্ডিঙের জোর ও আস্তে আওয়াজ উঠিয়াছে। কন্ট্রোল সুষ্ঠু ভাবে হয় নাই।

*

H. 254. শ্রীমতী পারুলবালা চৌধুরাণী এই রেকর্ডে "আমার মন পাখী" ও "সখি সবাই মিলে বাদ সাধে" গান দুটি গাহিয়াছেন। গানের ভাব একটু পুরাতন-গন্ধী। সুর মন্দ নয়, গান দু'টি মন্দ হয় নাই।

*

H. 255. গোলাম রসুল খাঁ 'বসন্ত' ও 'কাফি' সুরে সোলো হারমোনিয়ম এই রেকর্ডে বাজাইয়াছেন। যন্ত্র-শিল্পী বরোদা রাজ্যের সঙ্গীত স্কুলের প্রধান শিক্ষক ও ওস্তাদ সঙ্গীত বিশারদ ফৈয়জ খাঁর হারমোনিয়ম বাদক। চমৎকার বাজনা হইয়াছে এবং রেকর্ডিং ও কন্ট্রোল ভাল হওয়ায় রেকর্ডখানি সঙ্গীতজ্ঞ মাত্রেরই শুনিবার সামগ্রী হইয়াছে।

নাট্য-নিকেতনে "জন্মতিথি"র গান *

—হেমেন্দ্রকুমার রায়

১

পলাশের পালা গেয়ে মধুমাস বুঝি আসে,
মলয়া রচিয়া চলে কি কবিতা নীলাকাশে॥

*

অশোকে দুলিয়ে দোলা,
কে কুমারী আলাভোলা,
নবীন রবির ছবি নদীর আমোদে হাসে।

*

সবুজ ঘাসের কোলে প্রজাপতি-নাটে
ফুল তুলে খেলা ক'রে সারা বেলা কাটে,

*

কুহুর বাঁশরীখানি,
কে দিল ভুবনে আনি,
ফোটালে প্রাণের কুঁড়ি মরম-মরুর পাশে॥

২

মুখে মুখে বুকে বুকে সুখে-দুখে তুমি থাকো,
প্রেমের বাগানে বঁধু, ফুলের পরাগ মাখো।
অ-ধর অধর ওয়ে, ধরার আদর খোঁজে,
স্বপনে গোপনে এসে আমার নয়নে ঢাকো।
যায় দিবা, যায় রাতি, তুমি আমি নিতি-সাথী,
জীবনের মেঘে-রোদে কোকিলের মত ডাকো।

৩

আমি দেবতা-দুয়ারে দাসী।
প্রাণের দেবতা, প্রাণে এসে নাও
প্রেমের কুসুমরাশি।
যেথা চলে তব কায়া,
সেথা আমি হব ছায়া,
অশ্রু তোমার দাও মোর চোখে,
তুমি নাও মোর হাসি।

* গানগুলিতে সুর দিয়েছেন উদীয়মান গীতি ও সুর-শিল্পী ডাক্তার শ্রীযুত সুধামাধব সেনগুপ্ত।

সপ্তাহিকা

গেল ২৬-এ চৈত্র মঙ্গলবার বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ মন্দিরে বঙ্কিমচন্দ্রের ৪১-তম স্মৃতি-বার্ষিকী, শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয়ের নেতৃত্বে অনুষ্ঠিত হ'য়ে গেছে। তাতে শ্রীযুক্ত জলধর সেন, শ্রীমতী উমাশশী দেবী, শ্রীযুক্ত অমরেন্দ্রনাথ রায়, শ্রীমতী অনুরূপা দেবী, শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত, শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি বঙ্কিমচন্দ্র সম্বন্ধে বক্তৃতা ও কবিতা পাঠ করেন এবং শ্রীযুক্ত শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় 'কমলাকান্তের দুর্গোৎসব' পাঠ করেন। এঁরা ছাড়া স্মৃতিসভায় উপস্থিত ছিলেন :—পণ্ডিত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ, শ্রীযুক্ত প্রফুল্লকুমার সরকার, রেভারেণ্ড ড্যাণ্টন, কবিশেখর নগেন্দ্রনাথ সোম, ডাঃ সুকুমাররঞ্জন দাস গুপ্ত, শ্রীযুক্ত অমল হোম, শ্রীযুক্ত শৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা, শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ বসু, শ্রীগিরিজাকুমার বসু, শ্রীযুক্ত পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায় প্রভৃতি। বঙ্কিম বাঙ্গালীকে সোজা ক'রে গেছেন।

•

গেল বৃহস্পতিবার বিদ্যাসাগর কলেজে, 'বিচিত্রা'সম্পাদক শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়ের সভাপতিত্বে একটি উৎসব হ'য়ে গেছে। তাতে প্রথমেই শ্রীগিরিজাকুমার বসু বর্ত্তমান বাংলা কবিতা সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন এবং শ্রীযুক্ত নরেন্দ্র দেবও সেই বিষয় নিয়ে কিছু বলেন। পরে বাংলা সাহিত্য সম্বন্ধে রায় বাহাদুর জলধর সেনের বক্তৃতান্তে, পণ্ডিত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ সভাপতিকে, জলধরদাকে, গিরিজাকুমারকে ও নরেন্দ্র দেবকে কৃতজ্ঞতা জানাবার পর সভা ভঙ্গ হয়। শুধু বাণীর গুণ গান ক'রে যে সাহিত্যিকদের পেট ভরে না, ছাত্ররা তা মনে রেখেছিলেন।

•

গেল ১লা বৈশাখ অপরাহ্ণ ৫টায় নারকেলডাঙ্গা সার গুরুদাস ইনষ্টিটিউট্ সার মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায় মহোদয়ের নেতৃত্বে সার দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারীকে অভিনন্দিত করেন। শ্রীযুক্ত হারাণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় সার দেবপ্রসাদের কর্ম্মজীবনের আদর্শ সকলকে গ্রহণ ক'রতে বলেন। সভাপতি মহাশয় দুর্ব্বাচন্দনে দেবপ্রসাদকে আশীর্ব্বাদ করেন। ইনষ্টিটিউটের পক্ষ থেকে সভাপতি মহাশয় সে অভিনন্দন পাঠ ক'রলে, তাঁকে ফ্রেমে বাঁধান মখমলের উপর রেশম দিয়ে লেখা উপহার দেওয়া হয়। দেবপ্রসাদও তার যথাযোগ্য প্রত্যুত্তর দেন। সে লেখায় ছিল এই কটি কথাঃ—

"হে মধু-চিত্ত বিবুধ শ্রেষ্ঠ
দেশের মুকুট মণি
আমাদের মাঝে তুমি যে এসেছ
অতুল ভাগ্য গণি
বন্দন মোরা করিলাম শুধু
প্রেম-চন্দন দিয়া
সার্থক করো উৎসব আজি
তারি রেখা ভালে নিয়া।"

রচনা, শ্রীগিরিজাকুমার বসুর। তিনি সভায় উপস্থিত থাকায় সার সর্ব্বাধিকারী ও সার মুখোপাধ্যায় তাঁকে ওর জন্যে ও উদ্বোধন সঙ্গীত রচনার জন্যে সাধুবাদ দেন। গুরুদাসের পুণ্যনামবাহী প্রতিষ্ঠানের মহিমা গুরু হোক।

•

গেল ১লা বৈশাখ সন্ধ্যা সাতটায় ৬৩ হরিপাল লেনে ৬ষ্ঠা২য় কলিকাতা রোভার ক্রু তাঁদের নববর্ষোৎসব ক'রেছিলেন। সভাপতিত্ব ক'রেছিলেন শ্রীগিরিজাকুমার বসু। নায়ক শ্রীবিমলচন্দ্র পাল এম, এস, সি, এম, বি, এফ, আই, সি, এস্, এম, এস্, এম্, এফ, মহাশয়ের অনুরোধে গিরিজাকুমার সভাপতির আসন গ্রহণ ক'রলে শ্রীমতী গৌরীরাণী পাল তাঁর গলায় মালা পরিয়ে দেয়। উমারাণী, গৌরীরাণী, ডলিপালের এবং রোভার দীনেন্দ্রকুমার সিংহ, রোভার ধীরেন্দ্রনাথ গুহ, রোভার শান্তি দে, কাব প্রবীরকুমার ঘোষের গান আমাদের খুব ভালো লেগেছিল। রোভার মেট বিজয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ও রোভার গনেশ দত্তর কৌতুকাভিনয়ও উল্লেখযোগ্য। শ্রীযুক্ত বিজয়কুমার মিত্র সকলকে সদ্ভাবে থেকে এক যোগে কাজ ক'রতে অনুরোধ করেন। বিশেষ ভাবে ডাক্তার পাল ও সম্পাদক রোভার শচীন্দ্রনাথ সেন গুপ্তকে এবং ৬ষ্ঠা২য় রোভারদলকে তাঁদের আদর আপ্যায়নের জন্যে কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। রোভারদের দেশকে দেবার অনেক কিছু আছে।

নানাকথা

গনেশ দাস রামগোপাল ক'ল্কাতার সুবিখ্যাত পেট্রল ও মোটর গাড়ীর সরঞ্জাম বিক্রেতা। তাঁদের ওখান থেকে জিনিস পত্র নিয়ে আমরা দেখেছি যে তাঁদের ভদ্র-ব্যবহার, কর্ম্মকুশলতা prompt and efficient service অনন্যসাধারণ। আমরা কামনা করি তাঁদের কার্য্যের যশ ও শ্রী দিন দিন বর্দ্ধিত হোক্।

•

নব-বর্ষের শুভেচ্ছা

"রূপবাণী"র কর্ত্তৃপক্ষ, অরোরা আর্ট এণ্ড এডভারটাইজিং কোং, ভোলানাথ দত্ত এণ্ড সন্স আমাদের বাংলা নববর্ষের শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করিয়াছেন। এজন্য আমরা তাঁহাদের ধন্যবাদ জানাই এবং আমরাও এই নববর্ষে তাঁহাদিগের স্বাস্থ্য সম্পদ ও দীর্ঘায়ু কামনা করি।

ব'য়ে যাওয়া নদী

—শ্রীঅসিতরঞ্জন চৌধুরী

চার বছর বয়সে মা মারা যায়। তখন আমরা আসামের এক সহরে। মা বাপের এক ছেলে, কাজেই তাঁদের স্নেহের সমস্তটার ওপর আমারই ছিল একছত্র আধিপত্য। মা চ'লে যাওয়ায় মনে হ'ল আমার আধিপত্যের কোথাও বিদ্রোহ ঘটেছে।

মানুষের যেখানে সব চেয়ে বড় ক্ষতি হয়, বিস্মৃতিও সেখান থেকে চিরতরে বিদায় নেয়; আমারও হ'য়েছে ঠিক তাই, তখন আমার বয়স মোটে চার, তবু এখনও, মার সে মহা-বিদায় দৃশ্যের প্রত্যেকটি ব্যাপার আমার চোখে ও মনে জীবন্ত হ'য়ে ফুটে আছে।

ব্রহ্মপুত্রের ধারে একটা বড় পাথরের পাশে মার দেহের সৎকার করা হয়। ঐ দেশেই ব্রহ্মপুত্র তার স্বাতন্ত্রকে সম্পূর্ণ বজায় রেখেছে। সেখানে সে আর ছোট্ট একটা স্রোতস্বতী নয়,—বিরাট—! উদ্দাম বেগে ছুটে চলেছে অসীমের সন্ধানে।

আমার চোখের সামনে মার দেহ আস্তে আস্তে পুড়তে লাগ্‌লো। উর্দ্ধমুখী ধোঁয়ার দিকে বিস্ময় নির্ব্বাক্ দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলাম।

মানুষের জীবনের নশ্বরত্ব দেখে বিস্ময়ে হয়ত চোখে জলের অস্তিত্ব ভুলে গিয়েছিলাম—এই যে জীবটি আগুনে পুড়ে যাচ্ছে—কাল ও ত' এমন সময় সে আমার চুমু খেয়ে, ঘুম পাড়ানির গান গেয়ে,— ঘুম পাড়িয়েছিল,—আর আজ? কোথায় কোন অদৃশ্য বান্ধবে চ'লে গেল! ভাবলও না একবার আমার কথা, যাকে সে তার জীবনের চেয়ে অধিক ভালবাস্‌তো। "মানুষ বড় স্বার্থপর" এই বড় সত্যটা তখন উপলব্ধি ক'রতে পেরেছিলাম কি না জানি না।

আগুন নিভে গেল, পড়ে রইল কতগুলো ছাই। তবু কী জানি কেন, এই ছাইয়ের ভেতর থেকে মাকে আবার পাবো, এই আশার আলো মনকে খানিকক্ষণের জন্য উদ্দীপ্ত ক'রে দিল।

—হঠাৎ ব্রহ্মপুত্রে জোয়ার এসে তার এই শেষ স্মৃতিটুকুও নিঃশেষে ধুয়ে মুছে নিয়ে গেল। এতটুকু চিহ্নও রেখে গেল না। সেই থেকে ভেবে নিলাম, মাকে নদী নিয়ে গেছে। নদীর ওপর হ'ল মস্ত রাগ, মস্ত হিংসা।

পরদিন বিকেলে আমার অজ্ঞাতসারে, জানি না কোন্ এক অদৃশ্য শক্তি আমাকে নদীর ধারে সেই পাথরটার কাছে টেনে নিয়ে গেল। পাথরটার ওপর বসে, তখনকার সেই ছোট্ট মনটি নিয়ে কত কথাই না ভেবেছিলুম। নদীর সেই বিরামহীন গতির দিকে অর্থশূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলুম। হঠাৎ তার সেই কুলু কুলু শব্দের মধ্য থেকে শুনতে পেলাম, নদী যেন আমায় বলছে—"খোকন্! তোমার মা আমার কাছে আছে।" কী জানি কী এক অজ্ঞাত আনন্দের উচ্ছ্বাসে আমিও উত্তর দিয়ে ফেললুম—"দেবে ফিরিয়ে ভাই?" নদী নিরুত্তর। কতক্ষণ এমনি ভাবে বসেছিলুম জানি না হঠাৎশুনতে পেলাম আমাদের চাকর রঙ্গ বলছে—"ওমা, এ কী খোকাবাবু! একলা এই সন্ধ্যে বেলায় নদীর ধারে বসে! শিগ্‌গীর এসো। বাবু তোমার জন্য কত ভাবছেন।' রঙ্গের কাঁধে চড়ে যেতে যেতে কত কথাই না ওর সঙ্গে হয়েছিল—।

"ধোঁয়া ওপরে উঠে কোথায় যায় রে রঙ্গ?"

"আকাশে"।

"আর নাবে না?"—"না"

"আচ্ছা রঙ্গ, নদীর জল রোজ রোজ ঐদিকে কোথায় যায়?"—"সাগরে"। ইত্যাদি।

বাড়ী এলে বাবা বল্লেন—"খোকন, কোথায় গিয়েছিলে? একলা এদিকের আর যেয়ো না" বাবা রঙ্গকে আমার চৌকিদার নিযুক্ত ক'রলেন। পরদিন ঠিক তেমি চ'লে গেলাম। চৌকিদার রঙ্গ জানতেও পারলে না, কখন তার চোর পালালো। মন যেখানে চঞ্চল, বাহ্যিক বন্ধন সেখানে কত ক্ষীণ—তা সে অল্প বয়সেই বুঝতে পেরেছিলুম।

সেদিনও ঠিক আমার আগেকার আসনে গিয়ে বসলাম। নদীর সঙ্গে আমার মন মিলিয়ে নিলাম—বাইরে শান্ত, ধীর, ভেতরে স্রোতের তাণ্ডব নৃত্য।

আজ্‌কেও শুনতে পেলাম, নদী আমায় বলছে—"খোকন্ তোমার মা আমার কাছে আছে।" আমিও উত্তর দিয়ে ফেল্লুম "দেবে না ফিরিয়ে"? নদী নিরুত্তর। "খোকন্, বাড়ী চলো"। ফিরে দেখি, বাবা। ভয়ে, লজ্জায় মুখ ফ্যাকাশে হ'য়ে গেল। পাথর থেকে নেবে এলুম। বাবার হাত ধ'রে চ'লতে চ'লতে বাবা ব'ললেন—"মার জন্য মন কেমন করে রে খোকন?" তৎক্ষণাৎ ব'লে ফেল্লুম "না"। কিন্তু এই 'না'র মধ্যে কত বড় 'হ্যাঁ' লুকিয়ে আছে, বাবা তা বেশ বুঝ্‌তে পারলেন। তারপর থেকে কী জানি কেন বাবা আর আমাকে ওখানে যেতে কোনদিন বারণ করেন নি।

আমার অবস্থাও ঠিক হ'য়েছিল ঐ রকম "বেলা যে প'ড়ে এলো, জলকে চল"। সন্ধ্যে হ'লেই কে যেন রোজ নদীর ধারে টেনে নিয়ে আস্‌তো। আমার খেলাধূলা সমস্তই ছিল ঐ পাথরের ওপর ব'সে নদীর দিকে তাকান।

এখন কত বড় হ'য়েছি, তবু নদীকে আমি ভয় করি, হিংসে করি। মধ্যে মধ্যে সে সহরে কখনও বেড়াতে গেলে, নদীর ধারের সেই পাথর এখনও তার ওপর আমার বসবার জন্য সে জায়গাটা শূন্য রাখে। ঐ পাথরের ওপর ব'সে এখনও নদীর সেই কথা শুনতে পাই—"খোকন, তোমার মা আমার কাছে আছে।" আগেকার মতন আমিও উত্তর দিয়ে ফেলি—"দাও না ফিরিয়ে।"

এখনও বুঝতে শিখিনি, ব'য়ে যাওয়া নদী যা নেয়—আর তা' ফিরিয়ে দিয়ে যায় না।

তবে কী আর পাব না?

—অভিমন্যু

[আগামী শনিবার হইতে যে সব বিদেশী ছবি কলিকাতায় মুক্তিলাভ করিবে তাহাদের অগ্রিম সংক্ষিপ্ত পরিচয়। সুতরাং কোনো বিদেশী ছবি দেখিতে যাইবার পূর্ব্বে আমাদের চিত্র-পরিচিতি স্তম্ভটি পড়িয়া গেলে, চিত্রপ্রিয়রা লাভবান হইবেন। দীঃ সঃ]

সিকুইয়া

(Sequoia)

গ্লোবে দেখানো হইবে, শ্রেষ্ঠাংশে জীন পার্কার, রাসেল হার্ডি, সামুয়েল এস, হিণ্ডস, পল হার্ষ্ট প্রভৃতি। মেট্রোর ছবি পরিচালনা করিয়াছেন চেষ্টার এম, ফ্রাঙ্কলীন।

টোনি মার্টিন সব চতুষ্পদ জন্তুগুলিকেই ভালবাসে, একদিন তাহার পিতা বার্গম্যানের সহিত শিকার করিতে গিয়া একটি নিরীহ হরিণ-শিশু ও ব্যাঘ্র-শিশুকে বাঁচাইল। তাহারা থাকিত একটি বনের নিকট-ই। টোনি হরিণ শিশুর নাম দিল ম্যালিবু ও ব্যাঘ্র শিশুর নাম দিল গ্যাটো।

তাহার পর পাঁচ বছর কাটিয়া গেল। হরিণ শিশুর সংখ্যা এখন অনেক বৃদ্ধি পাইয়াছে। একদল শিকারী আসিয়া তাহাদের মারিতে উদ্যত হইল। ম্যালিবু ইহা জানিতে পারিয়া সকলকে সাবধান করিয়া দেয়। ম্যালিবু ও গ্যাটোতে এত বন্ধুত্ব হইয়াছিল যে গ্যাটো এই শিকারীদের হাত হইতে তাহাকে বাঁচাইল। বার্গম্যান নিহত হইল। টোনি অ্যালডেন নামক একটি ছেলের সহিত মিলিত হইল।

অভিনয় সর্ব্বাপেক্ষা হৃদয়গ্রাহী হইয়াছে 'গ্যাটো' ও 'ম্যালিবু'র ভূমিকাভিনেতা চতুষ্পদদের। জীন পার্কার 'টোনি' রূপে বেশ সুন্দর অভিনয় করিয়াছেন। পশু অভিনেতাদের দিয়া এমন একটি Feature ছবি তোলার জন্যে আমরা পরিচালক, আলোক চিত্রকর, এবং সম্পাদককে আন্তরিক ধন্যবাদ দিতেছি।

এণ্টার ম্যাডাম

(Enter Madame)

প্লাজায় দেখানো হইবে, শ্রেষ্ঠাংশে এলিসা ল্যাণ্ডি, ক্যারী গ্রাণ্ট, লীন ওভারম্যান, সিসিলিয়া পার্কার প্রভৃতি। প্যারামাউণ্টের ছবি, পরিচালনা করিয়াছেন ইলিয়ট নাজেণ্ট।

সুপ্রসিদ্ধা অপেরা গায়িকা লিসা ডেলা রাবিয়া একদিন দর্শকদের সম্মুখে গান গাহিবার সময় তাঁহার গাউনে আগুণ ধরিয়া যায়। প্রেক্ষাগার হইতে জেরাল্ড ফিজজেরাল্ড নামক এক ব্যক্তি ষ্টেজের উপর লাফাইয়া পড়িয়া সেই অগ্নি নির্ব্বাপিত করেন। ঠিক সেই সময় যবনিকা পাত হয় এবং দুর্ভাগ্য-ক্রমে তাহার মাথার উপরই পড়ে। লিসা তৎক্ষণাৎ তাহাকে তাহার বাড়ীতে লইয়া গেল। এবং সেই মাসের মধ্যেই জেরাল্ড তাহাকে বিবাহ করিয়া ফেলিল।

প্রায় এক বৎসর তাহারা বেশ সুখেই ছিল। কিন্তু ক্রমশই জেরাল্ড নিজের পরিচয় হারাইয়া মিঃ ডেলা রাবিয়া নামে পরিচিত হইতে লাগিল। সে পুনরায় নিজের নাম ফিরিয়া পাইবার জন্য একলা আমেরিকা যাত্রা করিল। জাহাজে তাহার পুরাতন প্রণয়ী ফ্লোরা প্রেষ্টনের সহিত দেখা হইল। তাহাকে দেখিয়া জেরাল্ড স্থির করিল যে লিসাকে ডাইভোর্স করিয়া ফ্লোরাকে সে বিবাহ করিবে। এই সংবাদ শুনিয়াই লিসা আমেরিকা যাত্রা করিল। কারণ তাহার পেশা অপেক্ষা জেরাল্ডকে সে অধিকতর ভাল বাসিত। পরে যখন দুজনের সহিত দুজনের দেখা হইল তখন উভয়েই বুঝিল যে একজনকে ছাড়িয়া অপর জন থাকিতে পারিবে না।

ক্যারী গ্রাণ্ট—"এণ্টার ম্যাডাম" চিত্রে অবতীর্ণ

এলিসা ল্যাণ্ডির অভিনয় হইয়াছে খুব সুন্দর এবং চিত্তাকর্ষক। ক্যারী গ্রাণ্টের 'জেরাল্ড'ও খুব সুন্দর হইয়াছে। ছবিখানি মোটের উপর বেশ উপভোগ্য।

রোড হাউস

(Road House)

নিউ এম্পায়ারে দেখান হইবে, শ্রেষ্ঠাংশে ভায়লেট লরেইন, গর্ডন হার্কার, এমলীন উইলিয়ামস, এলেন মার্সন প্রভৃতি। গমো ব্রিটিশের ছবি, পরিচালনা করিয়াছেন মরিস এলভি।

ছবিখানি মহাযুদ্ধের পূর্ব্বকার ঘটনা। সাম বেলকে পাইবার জন্য লালায়িত। দুজনেই একটি সরাইখানায় কাজ করে। বেল কিন্তু একজন রেস খেলোয়ারকে ভাল বাসে। কিছুদিন পরে বেল গায়িকারূপে খ্যাতি অর্জ্জন করে। তারপর মহাযুদ্ধের সময় তাহার গলার স্বর নষ্ট হইয়া যায়। তখন সাম খুব বড় লোক হইয়াছে। তখন সে নিজেই একটি কাফেখানা খুলিয়া বসিল এবং বেলকে তাহার অংশীদার করিল। বেল তারপর তাহার নিজের মেয়েকে একটি বিপদ হইতে রক্ষা করিল। শেষে অবশ্য সব গোলমাল মিটিয়া গেল।

অভিনয় সকলেরই উপভোগ্য হইয়াছে।

ছায়ায় "বাসবদত্তা"

গত শনিবার "ছায়ায়" কেশরী ফিল্মের প্রথম সবাক চিত্র "বাসবদত্তা" মুক্তিলাভ করিয়াছে।

ছবিখানি দেখিতে যাইবার আগে আমরা ভাবিয়াছিলাম যে রবীন্দ্রনাথের "অভিসার" কবিতা হইতেই সমস্তটা লওয়া হইয়াছে, কিন্তু গিয়া দেখিলাম যে গল্প-লেখক রবীন্দ্রনাথের উপরও অনেক কিছু কল্পনা করিয়া "বাসবদত্তা"র আদ্যশ্রাদ্ধ করিয়া ছাড়িয়াছেন। ছবিখানির গল্পটি আদৌ জমে নাই, এবং আমরা তাঁহাকে অনুরোধ করি যে গল্প বা চিত্রনাট্য লেখার ধৃষ্টতা যেন তিনি আর না করেন।

সমগ্র ছবিখানির ভিতর এমন কোন জিনিস আমাদের নজরে পড়িল না যাহা আমরা প্রশংসা করিতে পারি। ফটোগ্রাফী, শব্দ-নিয়ন্ত্রণ, পরিচালনা সবই হইয়াছে—এ বলে আমায় দেখ ও বলে আমায় দেখ। ছবির ভিতর 'মাইক্রোফোন পর্য্যন্ত দেখিতে পাওয়া যায় প্রায় সব দৃশ্যেই। আলোক চিত্রকরের পক্ষে ইহা অমার্জ্জনীয় অপরাধ। শব্দ-নিয়ন্ত্রণও সর্ব্বত্র সমতা রক্ষা করিতে পারে নাই। পরিচালনার কথা না বলাই ভাল, কারণ তাহা হইলে "ঠগ বাছিতে গাঁ উজাড়" হইয়া যাইবে। ছবিখানি বিশদ আলোচনারও অযোগ্য।

অভিনয় কাহারও ভাল হয় নাই। শ্রীমতী কাননের প্রথম গানখানি এবং অন্ধ গায়ক সত্যেন চক্রবর্ত্তীর গান দুটি মন্দ লাগে নাই।

ছবি দেখিয়া উঠিয়া আসিবার সময় মনে হইল যে এ ধরণের ছবি পনের বছর আগে হইলে হয়ত চলিতে পারিত, কিন্তু এ যুগে ইহা একেবারেই অচল।

নাট্য নিকেতন

আগামী কল্য শ্রীমতী প্রভাবতী দেবী সরস্বতীর প্রসিদ্ধ উপন্যাস "ব্রতচারিণী"র নাট্যরূপের উদ্বোধন হইবে। শ্রীঅহীন্দ্র চৌধুরী, নির্ম্মলেন্দু লাহিড়ী, মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য, শ্রীমতী নীহার বালা, চারুশীলা, সরযু বালা, প্রভৃতি নাট্যনিকেতনের 'ষ্টার' অভিনেতৃবৃন্দ রঙ্গাবতরণ করিবেন।

ইষ্ট ইণ্ডিয়া ফিল্ম কোং

মাদ্রাজের জনৈক ক্রোরপতি শ্রীযুক্ত আসানদাস কিষণচাঁদ উক্ত কোম্পানীতে "ভক্ত নন্দনার" নামে একখানি তামিল ছবি তুলিতেছেন। ইহাতে নায়িকার ভূমিকায় অভিনয় করিবেন শ্রীমতী কে, বি, সুন্দরমবল। ইনি মাদ্রাজের একজন সুপ্রসিদ্ধা গায়িকা এবং মাত্র এই ছবিতে অভিনয় করার জন্য তিনি এক লক্ষ টাকা পারিশ্রমিক পাইবেন। 'টলিউড'ও হলিউডের কাছাকাছি চলিল, দেখিতেছি।

ইহাদের "বিদ্রোহী" বাংলা ও হিন্দী দুই সংস্করণেরই চিত্র গ্রহণ শেষ হইয়া গিয়াছে। বাংলা বিদ্রোহী শীঘ্রই কলিকাতায় মুক্তিলাভ করিবে। শ্রীযুক্ত খেমকা চৌরঙ্গী স্কোয়ারস্থ সেণ্ট্রাল হোটেলের স্থানে তাঁহার নিজস্ব এক চিত্রগৃহ নির্ম্মাণের যে কল্পনা করিয়াছিলেন, এতদিনে তাহা সফল হইতে চলিল। এই ছবিঘরটির নাম হইবে East India Picture Palace. (ইষ্ট ইণ্ডিয়া পিক্চার প্যালেস্)। আমরা খেমকাজীর সর্ব্ববিধ সাফল্য কামনা করি।

"ফ্লুয়েলীন কাপ"

শুক্রবার ১২ই এপ্রিল প্রোগ্রাম ডিরেক্টর মার্চ্চম্যাসে বেতারে 'দেবলাদেবী' নাটকে খিজির খাঁর ভূমিকায় সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অভিনয় করার জন্য মার্চ্চ মাসের 'ফ্লুয়েলীন কাপ' শ্রীনির্ম্মলেন্দু লাহিড়ীকে উপহার দিলেন। বেতার নাটুকে দলের পরিচালক শ্রীবীরেন্দ্রকৃষ্ণ

ভদ্র ও নির্ম্মলেন্দুবাবু একটি সময়োচিত বক্তৃতা প্রদান করেন। বেতার অর্কেষ্ট্রা নির্ম্মলেন্দুবাবুর সম্মানে যন্ত্র-সঙ্গীত বাজাইবার পর "মা" অভিনয় আরম্ভ হয়।

এভারগ্রীন পিক্চাস

ইহাদের দ্বিতীয় ছবি "পঞ্চবানে"র মহলা খুব জোর চলিতেছে। গল্প লিখিয়াছেন শ্রীঅয়স্কান্ত বক্সী। শীঘ্রই বহির্দৃশ্য গ্রহণের জন্য ইহারা কলিকাতার বাইরে যাইবেন। শ্রীযুক্ত পি, ন্যাণ্ডেল ও হীতেন মজুমদার যথাক্রমে আলোক-চিত্র গ্রহণ ও শব্দ-নিয়ন্ত্রণ করিবেন। শ্রীললিত মিত্র, ব্ল্যাকী, নমিতা দেবী প্রধান ভূমিকায় অভিনয় করিবেন।

রূপবাণীতে "পাতালপুরী"

আগামী শনিবার ২০শে এপ্রিল হইতে রূপবাণীতে "পাতালপুরী" ৫ম সপ্তাহে পদার্পন করিবে।

রাধা ফিল্ম কোং

ইহাদের বাংলা ছবি "মানময়ী গার্লস স্কুল" সম্ভবতঃ মে মাসের প্রথম সপ্তাহেই উত্তর কলিকাতার কোন একটি জনপ্রিয়

চিত্রাগারে মুক্তিলাভ করিবে। শ্রীমতী কাননবালা, জহর গাঙ্গুলী, জ্যোৎস্না গুপ্তা, মৃণাল ঘোষ, কুমার মিত্র এবং রাধারাণী।

আগামী শনিবার হইতে ক্রাউনে "দক্ষযজ্ঞে"র ২৮শ সপ্তাহ আরম্ভ হইবে এবং পূর্ণ থিয়েটারে ইহার ৪র্থ সপ্তাহ আরম্ভ হইবে।

গোল্ডেন ঈগল্‌স মুভীটোন লিঃ

(করাচী)

ইহাদের প্রথম ছবি "The Mysterious Man" বা "দুঃখরূপী সংসার"-এর কাজ প্রায় শেষ হইয়া আসিল। পরিচালক জে, পি আদবানি ছবিখানিকে সুন্দর করিতে প্রাণ-পণ চেষ্টা করিতেছেন। ছবিখানি বোম্বায়ের সরোজ ষ্টুডিওতে গৃহীত হইতেছে।

ইহার ভিতর আছে, রোমাঞ্চকর ঘটনাবলী নয়নানন্দকর দৃশ্যাবলী, কুমারীর সঙ্গে লড়াই প্রভৃতি। ইহাতে অভিনয় করিয়াছেন শ্রীমতী মোহিনী গুল, নবীন যাজ্ঞিক, বক্রে সর্দ্দার আখতার, জেবুন্নিসা, দুলারী, ভবানী, লাল প্রভৃতি।

ইহাদের দ্বিতীয় ছবির নামকরণ হইয়াছে "ক্রন্দসিয়া নারী" (Wailing Woman)" ইহাতে জনৈকা লণ্ডন প্রত্যাগতা মহিলা একটি বিশিষ্ট ভূমিকায় অভিনয় করিবেন। আমরা ইহাদের সর্ব্বাঙ্গীন সাফল্য কামনা করি।

'দীপালী'র নিয়মাবলী

১। 'দীপালী' প্রতি বৃহস্পতিবারে প্রকাশিত হয়, নগদ মূল্য এক আনা। নমুনার জন্য পাঁচ পয়সার টিকিট পাঠাইতে হয়।

২। কোনো সংখ্যার 'দীপালী' যথাসময়ে না পাইলে, স্থানীয় ডাক-ঘরে সংবাদ লইয়া পরবর্ত্তী সোমবারের মধ্যে জানাইতে হইবে।

৩। 'দীপালী'-সংক্রান্ত টাকা কড়ি, বিজ্ঞাপন, দীপালীর ম্যানেজারকে পাঠাইতে হইবে। বিজ্ঞাপন এবং এজেন্সী সম্বন্ধীয় বিবরণ ও অন্যান্য জ্ঞাতব্য বিষয়ের জন্য তাঁহাকে পত্র লিখিতে হইবে।

৪। 'দীপালী'তে প্রকাশের জন্য রচনা-সমূহ 'সম্পাদক দীপালী' এই নামে 'দীপালী' কার্য্যালয়ে পাঠাইতে হইবে। উপযুক্ত ষ্ট্যাম্প দেওয়া না থাকিলে অমনোনীত রচনা ফিরাইয়া দেওয়া বা উত্তর দেওয়া হয় না। অমনোনীত রচনা সঙ্গে সঙ্গে ছিঁড়িয়া ফেলা হয়, কাজেই টিকিট না দিয়া রচনা পাঠাইয়া, পরে সে সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিলে কোনো ফলই হইবে না।

৫। 'দীপালী'র এজেন্ট হইবার বিস্তৃত বিবরণের জন্য 'দীপালী'র ম্যানেজারের সহিত পত্র ব্যবহার বা দেখা করিতে হইবে।

৬। বৎসরের প্রথম সংখ্যা অথবা দ্বিতীয় বর্ষার্দ্ধের প্রথম (২৫শ) সংখ্যা হইতে গ্রাহক হইতে হইবে। অন্য সময়ে গ্রাহক হইলে, তাঁহাকে হয় ১ম, নয় ২৫শ সংখ্যা হইতে কাগজ লইতে হইবে।

ম্যানেজার—দীপালী

১২৩।১, আপার সার্কুলার রোড

পোঃ বিডন্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা ফোন—বড়বাজার ৩২৫৩

সম্পাদক—

শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায় শ্রীগিরিজাকুমার বসু

১২৩।১, আপার সার্কুলার রোড, দীপালী প্রেসে মুদ্রিত ও দীপালী কার্য্যালয় হইতে দীপালীর স্বত্বাধিকারী—

দীপালী

DIPALI

বাংলার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সচিত্র সাপ্তাহিক

'We Live Again'

এক আনা] ২রা জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪২ 16th May, 1935 [One Anna

দীপালী কার্য্যালয়—১২৩।১, আপার সাকুলার রোড, কলিকাতা—
ফোন বড়বাজার—৩২৫৩

৭ম বর্ষ { ২রা জ্যৈষ্ঠ বৃহস্পতিবার, ১৩৪২ ১৬ই মে ১৯৩৫ } ২০শ সংখ্যা

কলাকেলি

মনে যখন দুশ্চিন্তা ও হাতে যখন কাজ না থাকে, এবং বৈকালী হাওয়ায় যখন একখানা 'ইজি-চেয়ারে'র উপরে নিশ্চেষ্ট দেহ এলিয়ে প'ড়ে থাকে, তখন সক্রীয় হয় কেবল মানুষের শ্রবণ, চক্ষু আর চিত্ত। মানুষের কাণ, চোখ ও মন তখন জিরুতে জিরুতে অলস ভাবে বহিঃ-প্রকৃতি এবং অন্তঃপ্রকৃতির মধ্যে লক্ষ্যহারা খেলা খেল্তে ভালোবাসে। কতরকম এলোমেলো টুক্রো টুক্রো ধ্বনি ও ভাব ও ছবি তখন আমাদের কাণ আর চোখ আর মনের সাম্নে দিয়ে আনাগোনা করে!

•

হয়তো নীল-আকাশে একঝাঁক শ্বেতকপোত জুঁই-বেলার মালার মতন উড়ে যাচ্ছে, চোখও অমনি অকারণেই তাদের সঙ্গে নীলসায়রে সাঁতার কাটতে চায় খানিকক্ষণ। সামনে একটা মস্ত বটগাছের শ্যামলতা চিকণ রোদে ঝিল্মিল্ ঝিল্মিল্ করছে এবং তার ভিতর থেকে ভেসে আসছে কাণের ভিতরে কোন্ উদাসী ঘুঘুর করুণ রাগিণী। সামনের ঘাটের পইঠায় গঙ্গার কলবেদনার গান ছলাৎ-ছলাৎ-ছল্-ছল্ তালে বেজে বেজে উঠছে। একখানা পান্সী সাদা পাল খাটিয়ে জলে হীরে-মাণিক ছড়াতে ছড়াতে ভেসে যাচ্ছে এবং তার একটি জান্লার ভিতর দিয়ে দেখা যাচ্ছে কোন্ অচেনা বধূর কৌতূহলী মুখখানি। ঘাটের ধাপ দিয়ে একটি অবগুণ্ঠিতা তরুণী কাঁখে কলসী নিয়ে লজ্জা-জড়ানো পায়ে নীচে নামছে ধীরে ধীরে। এই সময়ে মন হয়তো এসে চোখ আর কাণের সঙ্গে যোগ দিয়ে রবীন্দ্রনাথের একটা পুরাণো পংক্তি আবৃত্তি করলে—"বেলা যে প'ড়ে এল, জলকে চল্!" সঙ্গে সঙ্গে স্মরণে এল, অতীতের একটি হারাণো দিনের কথা।

•

প্রথম যৌবন। প্রসাদপুরের একটি ছায়ামাখা নির্জ্জন পল্লীপথে পাখীর ডাক শুনতে শুনতে বেড়িয়ে বেড়াচ্ছি। হঠাৎ কাঁকনের রিণিঝিনি শুনে ফিরে দেখি, পেলব বাহুর আলিঙ্গনে ভরা-কলসকে বেঁধে একটি গ্রাম্য যুবতী ললিত-বঙ্কিম ভঙ্গিতে পুকুর-ঘাট থেকে উপরে উঠে আসছে। ঘোম্টার ভিতর থেকে ক্ষণিকের জন্যে উপহার পেলুম, দুটি ডাগর চোখের মিষ্টি দৃষ্টি।... ... ... আজ কতদিন পরে, জীবনের আঁকাবাঁকা কত দীর্ঘ পথ পার হ'য়ে, আবার সেই দুটি ডাগর চোখকে খুঁজে পেলুম! মন অম্নি ভাবতে বসল, দুই যুগ পরে সেদিনকার সেই লোভনীয় ও মোহনীয় ডাগর চোখদুটি আজ কেমন আছে? আজও কি তাদের দেখলে চিনতে পারব? সংসারের আগুন পুইয়ে সে চোখদুটি কি আজও

শুকিয়ে যায় নি? পলাতক যৌবন তাদের কতখানি মাধুর্য্য চুরি ক'রে নিয়ে গেছে?

*

ভাবতে ভাবতে মন বললে, আচ্ছা, এই বিষয়টি নিয়ে কি একটি ছোট গল্প লেখা যায় না? গল্পটির নাম হবে, "ডাগর চোখ—অতীতে বর্ত্তমানে!" মন আমাকে আশ্বাস দিয়ে বললে, এ গল্পটি লিখতে পারলে মন্দ হবে না। প্রাচীন গ্রীক আর্টের "Old woman going to the market" এবং আধুনিক শিল্পী Rodinএর "La Vieille Heaulmiere" প্রভৃতি প্রসিদ্ধ মূর্ত্তির মধ্যে অতীত রূপকথার যে কান্না আছে, এই ডাগর চোখের ইতিহাসেও তেমনি এক 'ট্রাজেডি' পাঠকের অশ্রু-উৎস খুলে দেবে।… … … উৎসাহিত হয়ে হাত বাড়িয়ে কাগজ ও কলম নিয়ে লিখতে বসলুম।

*

তারপর, গল্পটি লেখা হ'ল কি হ'ল না, সে কথা বলবার দরকার নেই। আমার বক্তব্য হচ্ছে, পৃথিবীর অনেক অনেক বিখ্যাত আর্টের নিদর্শন এইভাবেই সৃষ্ট হয়েছে। দুনিয়ায় যাদের আমরা কাজের মানুষ ব'লে মানি, যারা ব্যস্তভাবে কার্য্যক্ষেত্রে ছুটে গিয়ে হাঁপাতে হাঁপাতে কাজ করতে বসে এবং সকাল থেকে সন্ধ্যে পর্য্যন্ত মাথা গুঁজে ঘর্ম্মাক্ত কলেবরে নিজেদের প্রাত্যহিক বাঁধা কাজগুলো একমনে সেরে নেয়, তাদের কাজের মানুষ ব'লে বাহবা দিতে আমারও আপত্তি নেই। কিন্তু তাদের আমি কলাবিদ বলব না। কাজের পৃথিবী কলাবিদকে 'কলাবিদ' বলে, কিন্তু কাজের মানুষ বলে না। কারণ সে দেখে, কলাবিদকে অলস ভাবে ঘরের কোণে ফুলবাগানে, নদীর ধারে বা অন্য কোন নির্জ্জন স্থানে হাত-পা গুটিয়ে ব'সে ব'সে কেবল অলস স্বপন চয়ন করতে; তখন তার হাতে হিসাবের খাতা দিলে সে হিসাবে বিষম বিষম গলদ ক'রে ফেলে, তখন তার সঙ্গে কথা কইতে গেলে এলমেল জবাব পাওয়া যায়! এমন কুঁড়ে-লোককে নিয়ে সংসার চলা অসম্ভব! কিন্তু কেজো পৃথিবী তো জানে না, আপাত দৃষ্টিতে কলাবিদের যে অসীম আলস্য ধরা পড়েছে, তারই মধ্যে সকলের অগোচরে নব নব জগৎ সৃষ্টির অশ্রান্ত কাজ চলেছে! অন্ধ হোমার, মিলটন ও বেটোফেন কাজের পৃথিবীতে কোন কাজেই লাগেন নি, তাঁদের অসহায়তা দেখলে লোকের দয়া হ'ত। কিন্তু এই অন্ধ, অসহায় ও অলস লোকগুলি যে বিচিত্র জগতেরদ্বার আমাদের সুমুখে চিরকালের জন্যে খুলে রেখে গিয়েছেন, পৃথিবীর কোন্ কর্ম্মীর সে সামর্থ আছে?

*

আপিসের কেরাণী বা কারখানার কর্ম্মীদের বাইরের দেহ যখন প্রতিদিনকার বাঁধা-ধরা নিয়মিত কাজে ব্যস্ত হয়ে থাকে, তখন তাদের ভিতরকার মন ঘুমিয়ে পড়ে। কিন্তু শিল্পীদের অলস দেহের আড়ালে ব'সে জাগ্রৎ মন যে কাজ করে তার তুলনা নেই। আপিসের কেরাণীদের মতন নিয়মিত ভাবে প্রতিদিন যাঁরা কাব্য, চিত্র ও সঙ্গীতের বাঁধা-ধরা পরিকল্পনা করতে চান, তাঁরা আর যা হোন তা,হোন খাঁটি শিল্পী নন কখনো। শিল্পী অনুপ্রাণিত না হ'লে আর্টের জন্ম হয় না এবং প্রেরণা আসে আচম্বিতে,—নির্মেঘ আকাশে আকস্মিক বিদ্যুৎ-চমকের মত। দিনের পর দিন ধ'রে শিল্পী হয়তো প্রাণপণে নতুন কিছু সৃষ্টি করবার চেষ্টা করছেন, কিন্তু তাঁর সৃষ্টি-বেদনায় ব্যাকুল মন কিছুতেই আত্মপ্রকাশ করতে পারছে না—প্রত্যেক কলাবিদের ঘর খুঁজলে এমন অনেক অসমাপ্ত রচনা পাওয়া যাবে, যার মধ্যে স্রষ্টার ব্যর্থতার করুণ ইতিহাস স্পষ্টভাবে লেখা আছে। শেষটা হয়তো সমস্ত চেষ্টা ছেড়ে শিল্পী চুপচাপ ব'সে আনমনে এটা-ওটা-সেটা দেখছেন ও ভাবছেন, এমন সময়ে ছোট্ট একটি ইঙ্গিত নিয়ে প্রেরণা এসে উপস্থিত হ'ল অকস্মাৎ! শিল্পীর আনন্দের সীমা নেই, কারণ সেই ছোট্ট ইঙ্গিতটুকুই তাঁর মনে ভাবের মহাসাগর নাচিয়ে তুলেছে!

*

কর্ম্মব্যস্ত পৃথিবীর দৈনন্দিন জীবন-ধারায় ভাসলে শিল্পীর চিত্ত অনুপ্রাণিত হবার সুযোগ পায় খুবই অল্প। শিল্পীর চাই অবসর, দেহের ও মনের অবসর! সেকালকার পৃথিবীর সব দেশেরই রাজা-রাজড়ারা এই সত্যের সঙ্গে পরিচিত ছিলেন, তাই তাঁরা শিল্পীদের সাধারণ কর্ম্মক্ষেত্র থেকে ছুটি দিতেন। রাজার অনুগ্রহে তখনকার কবি, চিত্রকর, ভাস্কর, স্থপতি ও গায়ককে পেট চালাবার জন্যে গতর খাটাতে হ'ত না, আপন আপন সাধন-কুঞ্জে ব'সে তাঁদের দেহ যখন অলস জীবন যাপন করত, তখন তাঁদের মন দেখত জাগরণের স্বপ্নজগৎ—যার মধ্যে যে-কোন অজানা মুহূর্ত্তে ফুটে উঠতে পারে প্রেরণার বৈদ্যুতিক ইঙ্গিত! পৃথিবীর কর্ম্মী যে আলস্যকে ঘৃণা করে, সেই আলস্যের মধ্যেই হয় আর্টের জন্ম। তাই শিল্পীর আলস্য ঘৃণ্য নয়।

*

যখন আমি কোন বড় চিত্রশালা বা পুস্তকালয়ের ভিতরে গিয়ে দাঁড়াই আমার চিত্ত তখন যেন স্তম্ভিত হয়ে আসে বিরাট বিস্ময়ে। সাধারণ লোক আসে, বই পড়ে, ছবি দেখে, হয়তো খুসি হয়েই চ'লে যায়। কিন্তু আমার মন হয়তো একটু অসাধারণ। আমি ও-সব জায়গায় গিয়ে ভাবতে থাকি, ঐ যে অসংখ্য চিত্র ও অগুন্তি গ্রন্থ, ওর প্রত্যেকখানির মধ্যেই আছে কত প্রেরণার আনন্দ, কত সৃষ্টি-বেদনার ছন্দ! সেই সব আনন্দ-বেদনা যুগ-যুগান্তর পরে যেন আবার নতুন ক'রে আমার মনো-পথে আনাগোনা করে। চিত্র ও গ্রন্থ লোকে খোঁজে ছবি দেখবার বা গল্প পড়বার লোভেই। কিন্তু আমি তাদের ভিতরে অন্বেষণ করি, ভগবানেরই মত সর্ব্বশক্তিমান কলাবিদকে।

*

গেল শনিবার 'রাধা-ফিল্মে'র নতুন ছবি "মানময়ী গার্লস্ স্কুল' দেখে এসেছি। চিত্রনাট্যখানি দেখে মনে হ'ল, এর লেখক রবীন্দ্রনাথ মৈত্র নবীন বয়সেই স্বর্গবাসী হয়েছেন, এটা বাংলা সাহিত্যের দুর্ভাগ্য। রবীন্দ্রনাথের ও তাঁর লেখার সঙ্গে আমার কিছু কিছু আলাপ ও পরিচয় ছিল, কিন্তু নাট্যরচনায় তাঁর হাত যে এতটা মধুর, আগে তা জানা ছিল না। কারণ এর আগে এ নাটকখানি পড়বার বা রঙ্গালয়ে এর অভিনয় দেখবার সুযোগ পাইনি। যদিও ছবির পর্দ্দায় মধ্যস্থতায়—বিশেষ ক'রে আমাদের দেশে—কোন নাটকের পরিচয়কেই সম্পূর্ণ পরিচয়

বলা যায় না, তবু "মানময়ী গার্লস্ স্কুলে"র চিত্রাভিনয়ের মধ্যেই আমরা স্বর্গীয় লেখকের যে লিপিকুশলতার ও চরিত্র সৃষ্টি করবার শক্তির পরিচয় পেয়েছি, অপূর্ব্বতায় তা আমাদের চমৎকৃত করেছে। মোটের উপর ছবিখানি ভালো লাগল। আমাদের চিত্র-সমালোচক 'স্থানান্তরে' এর সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করেছেন, সুতরাং এখানে আর বেশী-কিছু বলতে চাই না।... আর একটি উপভোগ্য বিষয় হয়েছে, "মানময়ী গার্লস্ স্কুলে"র প্রমোদ-পত্র। 'রাধা ফিল্মে'র প্রমোদ-পত্র যে একটি দর্শনীয় জিনিষ হয়, "দক্ষ-যজ্ঞে"র সময়েও তা লক্ষ্য করেছি। এজন্যে 'রাধা ফিল্মে'র প্রচার-কর্ম্মী ও প্রমোদ-পত্র-সম্পাদক শ্রীযুক্ত সুধীরেন্দ্র সান্যালের যোগ্যতার ও রসবোধের প্রশংসা করি।

*

একটি অভিযোগ। "মানময়ী গার্লস্ স্কুলে"র আগে গীতি-চিত্রে দুটি গান শোনানো হয়, তার একটির লেখক হচ্ছি আমি। গানের প্রথম পংক্তিতেই "বল" ব'লে একটি কথা উড়ে এসে জুড়ে বসেছে। এবং আর এক জায়গায় "চোখ **বলে** তার চায় আমাকে"র স্থলে হয়েছে "চোখ **যেন** তার চায় আমাকে"। আমার অজ্ঞাতসারে আমার গানের কথা বদলাবার অধিকার আমি 'রাধা-ফিল্মে'র কর্ত্তৃপক্ষকে দিই নি। এমন অন্যায় স্বাধীনতা অসহনীয়।

*

মাস-কয় আগে শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র দাশগুপ্ত নামে এক ভদ্রলোক "বাসবদত্তা"র একখানি ইংরেজী চিত্রনাট্য নিয়ে আমার বাড়ীতে এসেছিলেন। ভদ্রলোক অনুরোধ জানিয়ে বললেন, 'আমার বাংলা লেখার অভ্যাস নেই, আপনি যদি আমার চিত্রনাট্যের সংলাপ বাংলায় লিখে, এর জন্যে কয়েকটি গানও রচনা ক'রে দেন, তাহ'লে বড় ভালো হয়।' আমি চিত্রনাট্যখানি শুনতে চাইলুম, তিনি পাঠ ক'রে শোনালেন। দেখলুম, গল্পের ভিতরে স্থানে স্থানে বস্তু আছে, কিন্তু লেখকের হাত এত কাঁচা যে, ধারাবাহিক ভাবে ভালো ক'রে তিনি গল্পটি বলতেই পারেন নি। সমস্ত শুনে বললুম, উপযুক্ত পারিশ্রমিক পেলে কেবল সংলাপ ও গান রচনা নয়, গল্পটির সমস্ত ত্রুটি সংশোধনের ভারও আমি গ্রহণ করতে পারি। সতীশবাবু রাজি হয়ে সেদিন চ'লে গেলেন।

*

কিছুদিন পরে ভদ্রলোক আবার এসে আমাকে জানিয়ে গেলেন যে, খুব সম্ভব "কেশরী ফিল্ম" তাঁর চিত্রনাট্যখানি গ্রহণ করবে এবং কথাবার্ত্তা পাকা হ'লে যথাসময়ে তিনি এসে আমার সঙ্গে দেখা করবেন। বলা বাহুল্য, তাঁর সে-যাত্রা হ'ল অগস্ত্য-যাত্রা। তারপর একেবারে প্রাচীর-পত্রে দেখলুম, "ছায়া" চিত্রগৃহে "বাসবদত্তা" সবাক ছবি দেখানো হচ্ছে। সতীশবাবু আমার কাছে জানিয়েছিলেন, তাঁর বাংলা লেখায় অভ্যাস নেই। অথচ শুনলুম বাংলায় "বাসবদত্তা" রচনা করেছেন তিনিই! জনসাধারণও "বাসবদত্তা"র যোগ্য অভ্যর্থনাই করেছে।

*

এত কথা বলবার কারণ হচ্ছে এই : যিনি অনধিকারী, তিনি জেনে-শুনেও কেন ছবির গল্প লিখবেন, গান লিখবেন ও পরিচালনা করবেন? আমার দ্বারা না হোক, সতীশবাবু যদি যোগ্যতর অন্য কোন ব্যক্তির দ্বারা এই কাজগুলি করাতেন, তাহ'লে তো তাঁকে এতটা নিন্দা কুড়োতে হ'ত না! এই শ্রেণীর কয়েকজন বুদ্ধিহীন লোকের জন্যে বাংলা চলচ্চিত্রের যে কী ক্ষতি হচ্ছে, সেটা কারুরই অবিদিত নয়। একে তো বাংলা ছবির ক্ষেত্র সংকীর্ণ, তার উপরে এঁদেরই অবিবেচনার ফলে শীঘ্রই অবাঙালীর দ্বারা পরিচালিত চিত্র-প্রতিষ্ঠানগুলিতে বাংলা ছবির প্রবেশ একেবারে নিষিদ্ধ হ'লেও বিস্মিত হব না।

*

আর একটি ব্যাপার দেখে আশ্চর্য্য হই। যেখানে অবাঙালী কর্ত্তৃপক্ষের চিত্র-প্রতিষ্ঠান, সেইখানেই সাধারণতঃ অযোগ্য বাঙালী পরিচালকের ভিড়! এবং বারংবার পদে পদে হোঁচট্ খেয়েও অবাঙালী কর্ত্তৃপক্ষদের মস্তিষ্কে কেন যে সহজ-বুদ্ধির আবির্ভাব হয় না, সেটাও ভেবে দেখবার কথা। দৃষ্টান্তস্বরূপ দেখুন, "বাসবদত্তা"ও 'কেশরী-ফিল্ম'কে দিব্য-দৃষ্টি দান করতে পারে নি, কর্ত্তৃপক্ষ নাকি "বাসবদত্তা"রই চিত্রনাট্যকার ও পরিচালকের উপরে আবার স্বর্গীয় প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের একখানি উপন্যাসকে চিত্রাকারে পরিণত করবার ভার অর্পণ করেছেন! 'কেশরী-ফিল্মে'র জন্যে মাথা ঘামাই না, কিন্তু প্রভাতকুমারের স্বর্গত আত্মার জন্যে দুঃখ হচ্ছে। আগুনও জ্বলবে, পতঙ্গও পুড়বে, কিন্তু এর মধ্যে মাতঙ্গকে নিয়ে টানাটানি কেন? সতীশবাবুর কি নিজের লেখা আর কোন চিত্রনাট্য নেই?

শ্রী হেমেন্দ্রকুমার রায়

মানুষের শত্রু কে?

—ডাঃ ইউ, এন, মিত্র

ইংলণ্ডের অমর কবি ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ তাঁহার এক বিখ্যাত কবিতায় লিখিয়াছিলেন, "What man has made of man". কবিবর এই লাইনটিকে যে উদ্দেশ্যেই লিখিয়া থাকুন না কেন, আমরা ইহার সোজা অর্থ ধরিয়া বলিব যে "মানুষ মানুষের অর্থাৎ তাহার নিজের কি করিয়াছে"। সত্য কথা বলিতে গেলে ইহা স্বীকার করিতেই হয় যে এজগতে মানুষ নিজেই তাহার পরম শত্রু। এই বাক্যের সততা যে কেবল কবিবরের সময়েই প্রতিভাত হইয়াছিল তাহা নহে, পরন্তু ইহার সততা চিরকাল ধরিয়াই জগতে জাজ্বল্যমান অবস্থায় থাকিবে।

এই সংসারে আমরা দেখিতে পাই যে কেহ বা সুখে স্বচ্ছন্দে থাকিয়া জীবন উপভোগ করিতেছে, আবার কেহ বা অশেষ দুঃখে ও মানসিক অশান্তিতে কালাতিপাত করিতেছে। জগতে অর্থসম্পদ এবং সম্মানাদিই মানুষের পক্ষে সবচেয়ে কাম্য জিনিষ নয়। সুখসম্ভোগের ক্রোড়ে লালিত-পালিত এবং অশেষ সম্মানাদিতে বিভূষিত লোকও পথের কাঙ্গাল অপেক্ষা দুঃখী, এরূপ দৃষ্টান্তও বিরল নহে। স্বাস্থ্যই ইহার মূল কারণ। স্বাস্থ্যহীন লোক কুবের-সদৃশ ধনী হইলেও সে জীবনে কোন প্রকার সুখাস্বাদনেই সমর্থ হয় না। ভোগবিলাসের মধ্যে থাকিয়াও সে আপন কর্ম্মদোষে উপভোগের ক্ষমতা-বিবর্জ্জিত, তাহা অপেক্ষা সুস্থকায় শাকান্ন-ভোজী দরিদ্রও শতগুণে সুখী। অবশ্য বাহির হইতে কেহই পূর্ব্বোক্ত ধনী লোকের মনঃকষ্টের প্রকৃত কারণ জানিতে পারিবে না, কিন্তু সে হয়ত এদিকে তাহার জীবন উপভোগের ক্ষমতা ফিরিয়া পাইবার জন্য সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিতেও অতিমাত্রায় ব্যগ্র।

এই প্রকার লোকের সংখ্যা কিন্তু মোটেই অল্প নহে, এবং তাহারা যে কেবল ভারতবর্ষের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নহে, ইহা বিশ্বাস করিবারও যথেষ্ট হেতু আছে। পৃথিবীর [illegible] যায়, সেখানেই দেখা যায় লুপ্ত জীবনীশক্তি ফিরাইয়া আনিবার পেটেণ্ট ঔষধের বিজ্ঞাপনের ছড়াছড়ি। প্রত্যেক ক্ষেত্রেই সুফলের গ্যারাণ্টি দেওয়া হইয়া থাকে। এই ঘটনা হইতে কি ইহাই বুঝা যায় না যে পৃথিবীতে যৌন দৌর্ব্বল্যের রোগীর সংখ্যা খুব বেশী? এই অবস্থাকে কিন্তু মোটেই সন্তোষজনক বলা চলে না, এবং ইহার জন্য যে মানুষ নিজেই দায়ী একথাও নিঃসন্দেহে বলা যায়। সম্ভবতঃ এই ধাতুদৌর্ব্বল্য দোষ অত্যধিক মদ্যপান বা অহিফেন সেবন হেতু, অথবা অত্যধিক ইন্দ্রিয় চালনা দ্বারা বা অত্যধিক শারীরিক ও মানসিক পরিশ্রম দ্বারা ঘটিয়াছে।

যৌন দৌর্ব্বল্যের প্রাথমিক লক্ষণ সমূহ প্রকাশিত হইলে রোগী প্রথমতঃ লজ্জায় তাহাদিগকে যথাসম্ভব গোপন করিয়া রাখে, এবং মনে করে যে ইহারা হয়ত সাময়িক উপসর্গ মাত্র, শীঘ্রই আপনা হইতেই সরিয়া যাইবে। কিন্তু যখন দেখা যায় যে ইহারা বেশ একটু শক্ত রকমেরই, এবং ইহাদের চলিয়া যাইবার কোন লক্ষণই প্রকাশ পাইতেছে না, তখন রোগীর খানিকটা চৈতন্যোদয় হয়, এবং সে নানাপ্রকার মানসিক অশান্তিতে কাল কাটাইতে থাকে। কিন্তু তখনও সে ইহাদিগকে দূর করিবার জন্য অথবা যাহাতে উক্ত লক্ষণচয় আর বৃদ্ধি পাইতে না পারে, সেজন্য কোন চেষ্টাই করে না। ক্রমে ধাতুদৌর্ব্বল্যের গৌণ লক্ষণ সমূহ প্রকাশ হইয়া পড়ে, এবং ধ্বজভঙ্গ রোগ আসিয়া স্পষ্ট ভাবে দেখা দেয়। কিন্তু দুর্ব্বুদ্ধিতাপ্রযুক্তই হউক, বা লোকলজ্জা-প্রযুক্তই হউক সে তখনও কোন চিকিৎসকের পরামর্শ গ্রহণ করে না।

এমতাবস্থায় রোগী নিজেই নিজের চিকিৎসক সাজিয়া বসে, এবং বাজারের বিজ্ঞাপনের চটকে মুগ্ধ হইয়া যদৃচ্ছাক্রমে পেটেণ্ট ঔষধের সদ্ব্যবহারে প্রবৃত্ত হয়। কিন্তু হায়, এই সমস্ত ঔষধে খুব অল্পসংখ্যকই তাহাকে কোন প্রকার আরাম দান করিতে সমর্থ হয়। পক্ষান্তরে কোন কোন দূষিত ঔষধ সেবন করিয়া সে শরীরকে আরও খারাপ করিয়া ফেলে। শরীরের এই শোচনীয় অবস্থায়ও যদি সে প্রকৃত ঔষধের সন্ধান পাইয়া তাহা সেবন করে, তবে সে রক্ষা পাইতে পারে। সুতরাং তাহাকে এমন ঔষধের সাহায্য লইতে হইবে যাহা বিশেষজ্ঞ-গণের সতত তত্ত্বাবধানে বিশুদ্ধ বিজ্ঞান-সম্মত প্রণালীতে প্রস্তুত হইয়াছে। প্রসিদ্ধ রচি ল্যাবরেটারীর তৈয়ারী রচিটোন্ এমনই একটি টনিক। কার্য্যকারিতা এবং নির্ভরযোগ্যতার দিক দিয়া জগতে ইহার তুলনা নাই। রচিটোন অধিক মাত্রায় সেবন করিলেও শরীরে কোন প্রকার কুফলই উৎপাদিত হয় না। যৌন দৌর্ব্বল্যের প্রথমাবস্থায়, এমন কি ইহার হতাশাময় অবস্থাতেও রচিটোনের ক্রিয়া চমকপ্রদ। ইহা সুগন্ধ এবং মিষ্ট স্বাদযুক্ত বলিয়া খিট্‌খিটে মেজাজের লোকেরাও ইহা বিনা আপত্তিতে সেবন করিয়া থাকে। নিয়মিত ভাবে কিছু কাল সেবন করিলে রচিটোন শরীরে নব বল ও জীবনীশক্তির সঞ্চার করিয়া এক অভূতপূর্ব্ব অবস্থার সৃষ্টি করিয়া থাকে। সুতরাং পৃথিবীর সর্ব্বত্রই যে বিজ্ঞ চিকিৎসকগণ সেই শ্রেষ্ঠ টনিক রচিটোনের ব্যাপকভাবে ব্যবস্থা করিতেছেন, ইহাতে আশ্চর্য্য হইবার কিছুই নাই। সময় থাকিতে এই টনিক ব্যবহার করিলে যে অনেক লোকই মানসিক অশান্তির হাত হইতে রক্ষা পাইবে, ইহা অবধারিত। সুতরাং হেলায় সময় নষ্ট না করিয়া ধাতুদৌর্ব্বল্যের প্রথমাবস্থা হইতেই রচিটোন সেবন করা উচিত।

লিলিয়ান হার্ভে

“Let's Live To-night” ছবিতে শীঘ্রই দেখা যাইবে।

...য়া গার্লস্ স্কুলে" শ্রীমতী কানন ...। ইনি অভিনয়ে ও গানে সকলকে আনন্দ দান করিয়াছেন।

প্যারামাউণ্টের 'Rumba" ছবির একটি দৃশ্য।

সুপ্রসিদ্ধ সন্তরণবীর শ্রীপ্রফুল্ল ঘোষ— ম্যাডানের নূতন বাংলা ছবি "Phantom of Calcutta"তে একটি বিশিষ্ট ভূমিকায় অবতীর্ণ হইয়াছেন।

বিধির বিধান

(উপন্যাস)

—শ্রীমতী তমাললতা বসু

(দশ)

হিমাংশুর বন্ধু অতুল বললে "সে কি মন্দ কাজটা করেছে বাচস্পতি মশায়? সে তো ভালই করেছে।"

"আরে বাপু থামো, থামো, মেয়েরা যদি লেখা পড়া শিখে পুরুষ মানুষের মত হলো তবে রাঁধা-বাড়া ঘরকন্নার কাজ, ছেলে মানুষ করা—এ সব করবে কারা শুনি?"

হেসে অতুল বললে "লেখা পড়া শিখে পুরুষ মানুষের মত হবে কেন? আর ঘর সংসারের কাজ করবে না কেন বলুন। ক'ল্‌কাতায় প্রায় সব মেয়েরাই লেখা পড়া শেখে, তা' বলে কি তারা ঘরকন্নার কাজ করে না?"

"কে জানে বাপু, করে কি করে না, অত খবরে আমার কাজ নেই। আমরা ওসব পছন্দ করি না, বাস্?"

"কিন্তু যারা পছন্দ করে, তাদের বাধা দেন কেন, সেটা কি ভাল কাজ? যে ভাল কাজ করছে, তাকে উৎসাহ দেওয়া উচিৎ। তা নয় আপনারা উল্টে তাতে বাধা দেন। এই দেখুন না ললিতকে কত রকমে বাধা দিয়ে শেষে কিছুতে না পেরে তাকে একঘরে করেছেন। তার ধোপা নাপিত বন্ধ। অথচ এই ললিত, আপনার ঘরে আগুন লাগতে আপনার পুত্রটিকে আগুনের ভেতর থেকে নিজে পুড়ে গিয়েই বাঁচিয়ে এনেছিল। সেজন্য ও কতদিন শয্যাশায়ী হয়ে রইলো। আবার যখন নীলমণি চাটুয্যের পুত্রবধূকে স্বামীর কাছ থেকে গুণ্ডারা ছিনিয়ে নিয়ে গেল, কেউ রক্ষে করতে পারলেন না, তখন ওই ললিতই পথের মাঝে গুণ্ডাদের আচ্ছা করে মেরে সায়েস্তা করে, তাঁকে উদ্ধার করে আনলে। কিন্তু গুণ্ডারা তাকে ধরেছিল বলে সমাজে আপনারা তাকে স্থান দিলেন না। সে শক্তিহীনা নারী, তার স্বামী তাকে পারলে না রক্ষে করতে, যদিও বা একজন রক্ষে করে আনলে, আপনারা করলেন তার সমাজে ঢোক্‌বার দোর রুদ্ধ। আহা অভাগিনী, কোথাও স্থান না পেয়ে নদীতে ঝাঁপ দিয়ে প্রাণ ত্যাগ করলে।"

"আরে বাপু, তোমরা সব সমাজ মানতে চাও না, সমাজ সামাজিকতা যে কি জিনিস তা বোঝ না। আমরা আছি বলেই সমাজ আজও বেঁচে আছে, বুঝলে? নইলে তোমাদের হাতে পড়লে কোথায় তলিয়ে যেতো।"

বল হে তর্কালঙ্কার, বল হে বোস্‌জা, ওসব ইংরিজি পড়া ছেলেগুলোর সঙ্গে কথায় কে পারবে? যত সব অকাল কুষ্মাণ্ড।" বলতে বলতে বাচস্পতি মশায় লাঠি ঠক্‌ঠক্ করতে করতে যুবকদের দিকে একবার ক্রুদ্ধভাবে চেয়ে দেখে, চলে গেলেন, হরিহর বাবু সন্ধ্যাহ্নিক করতে বাড়ীর ভেতর চলে গেলেন, হিমাংশুরাও একটু সান্ধ্যবায়ু সেবন করতে নদীরদিকে বেড়াতে গেল।

একদিন গৌরী প্রাতঃকালে গঙ্গাস্নান ক'রে ঠাকুমার সঙ্গে বাড়ী ফিরছে। এমন সময় পথে আসতে আসতে দেখ্‌লে একটা যায়গায় মেয়েরা সব জড় হ'য়ে জটলা করছে। সে গিয়ে দেখলে একটি এক বৎসরের শিশু আলগা গায়ে শীতে ঠক্ ঠক্ করে কাঁপছে আর কাঁদছে। তাদের কুঁড়ে ঘরটির সামনে বসে, সে সকলের কথা শুনে বুঝলে যে এই শিশুটি জন্মাবামাত্র তার মা মরে যায়। তারা জাতে বাগ্‌দী, তার বাপ কোনরকমে ছেলেটিকে মানুষ করছিল। সে মাছ ধরে জীবিকা নির্ব্বাহ করত। আগের দিনকার রাত থেকে সে অনুপস্থিত, তাই ছেলেটি অসহায়। তার কেউ নেই যে তাকে দেখে, খেতে দেয় বা তার গায়ে একটা কাপড় দিয়ে দেয়। সকলেই মুখে আহা আহা করছিল কিন্তু কেউ সেই অনাথ শিশুটির সাহায্যার্থে এগুচ্ছিল না, গৌরী সবার ব্যাপার দেখে দ্বিধা মাত্র না করে সেই অনাথ শিশুটিকে বুকে তুলে নিলে, এবং কিছু না বলে জগদ্ধাত্রীপ্রতিমার মত, ধীর পদক্ষেপে ঘরে ফিরলো। তার পেছনে পেছনে মেয়েরা সব "ছিঃ! ছিঃ! ওকি করলি গৌরী, ওরা যে বাগদী, গঙ্গা নেয়ে এসে ওকে ছুঁলি কেন?" বলতে বলতে আসতে লাগল। গৌরী কারুর কথায় কাণ না দিয়ে বাড়ী ফিরে এলো। গৌরীর ঠাকুমা এসে বললেন "গৌরী কাজটা কি ভাল হলো দিদি?"

"কেন ঠাকুমা?"

"একেই এখানে বাস করা শক্ত ব্যাপার তার ওপর এসব হ'লে মোটেই থাক্‌তে পারবো না।"

এমন সময় গৌরীর পিতামহ "কি হ'য়েছে দিদি" বলে এসে শিশু কোলে গৌরীর সেই মাতৃমূর্ত্তি দেখে স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে পড়লেন। পরে বললেন "এটিকে কোথায় পেলে দিদি?" গৌরী হেসে বললে "রাস্তায় কুড়িয়ে পেয়েছি দাদু।"

"কি ব্যাপার, খুলে বলত সব।"

"দাদু, এই অসহায় শিশুটি ওদের কুটিরের সামনে পড়ে কাঁদছিল। ওর মা নেই, বাবা

কাল থেকে নিরুদ্দেশ, ওকে দেখবার কেউ নেই। ওরা জাতে বাগ্‌দী বলে, ওকে কেই ছুঁচ্ছিল না। তাই অসহায় শিশুটিকে আমি কোলে ক'রে তুলে এনেছি। এই দেখুন শীতে কেঁপে কেঁপে আর কেঁদে কেঁদে নির্জ্জীব হ'য়ে প'ড়েছে। তবু দাদু একে কেউ আশ্রয় দিতে পারে নি। আমি একে এনেছি, এতে কি দোষ হ'য়েছে দাদু ?"

হরিহরবাবু বিচলিত হ'য়ে বললেন "জীব মাত্রকে রক্ষা করা সকলেরই ধর্ম্ম, দিদি কিন্তু ও যে ছোট জাত। এখনই এখানকার সকলে এসে এই নিয়ে আমাকে অস্থির করে তুলবে। সমাজে গোলমাল উঠবে"

"একটা প্রাণের চেয়েও সমাজটা বড় হলো দাদু ? আর জীব মাত্রকেই রক্ষা করা যখন ধর্ম্ম তখন এওতো একটা জীব, হলোই বা ছোট জাত। একে রক্ষা করাও ধর্ম্ম। আর আপনি তো বলেছেন দাদু সর্ব্ব জীবেই ভগবান বর্ত্তমান, অতএব এর ভিতরেও তো ভগবান আছেন। তবে একে আমরা ঘৃণা করব কেন ? একে ঘৃণা করলে ভগবান যে অসন্তুষ্ট হবেন দাদু তা ছাড়া এ শিশু, এর আর জাত কি বলুন। অপনি অনুমতি দিন দাদু, একে আমি মানুষ করব।"

"সে যে হতে পারবে না দিদি, তা'হলে সকলে আমাকে একঘরে করবে।"

"কি দোষে করবে দাদু ? আমরা এই অনাথ শিশুটিকে স্থান দিয়েছি বলে ? আমি একে আলাদা ঘরে রাখবো, খাইয়ে দাইয়ে নিজে নীচে এসে স্নান ক'রে অন্য ঘরে ঢুকবো, পূজো অর্চ্চনা ক'রবো তাতে তো কিছু দোষ হবে না। আর একে ছোট জাত বলছেন। কিন্তু এও তো ভগবানের সৃষ্ট জীব। আমাদের যে ভগবান সৃজন করেছেন একে তো সেই এক ভগবানই সৃষ্টি করেছেন, তিনি তো ছোট বড় করে কাউকে সৃজন করেননি। আমরা নিজেরাই জাতের ছোট বড় সব তৈরি করে নিয়েছি। ব্রাহ্মণ পৈতে গলায় দিয়ে জন্মাননি, আর গায়ে ছোট জাতের ছাপ নিয়েও পৃথিবীতে আসেনি ! তবে এই বাছাবাছির সঙ্কীর্ণতা কেন বলুন। সে দিন মন্দিরে গিয়ে দেখি একটি চণ্ডালের ছেলে মন্দিরের সিঁড়িতে উঠে ছিল বলে তাকে মার মার করে সবাই তাড়িয়ে দিলে। ম্লান মুখে কাঁদতে কাঁদতে সে চলে গেল, আর বললে হে ঠাকুর তুমি বড়দের ভগবান, তুমি কি কাঙ্গালের ঠাকুর নও। তবে তোমায় লোকে পতিতপাবন বলে কেন ? আচ্ছা দাদু বলুন তো যে ভগবান চণ্ডালকে স্বয়ং কোল দিয়েছিলেন সেই ভগবানের মূর্ত্তির সামনে গিয়ে দূর থেকেও আজ তাদের তাঁকে দেখবার অধিকার নেই এ কেমন ? মন্দির ছুঁলে মন্দিরের ঠাকুর শুদ্ধ কি অশুদ্ধ হয়ে যাবেন ?

মানুষের কী ভীষণ ভুল ধারণা, দাদু।"

"সবি বুঝি দিদি, কিন্তু সমাজের বন্ধনে আমরা বাঁধা পড়ে গেছি, কিছু করবার উপায় নেই।"

"যাই হ'ক একে এখন নাইয়ে খাইয়ে সুস্থ করি তো" ব'লে গৌরী তাড়াতাড়ি উঠে ছেলেটিকে নাইয়ে খাইয়ে সুস্থ ক'রে শুইয়ে রেখে, আবার গঙ্গা নেয়ে এসে পূজা আহ্নিক সেরে, খেলে।

এমন সময় হিমাংশু এসে হাস্‌তে হাস্‌তে বললে "গৌরী তোমার কুড়োন ছেলেটি কোথায় ? ভাল আছে তো ? তার বাপ এসেছে, তাকে দাও। কাল জল ঝড়ে আসতে পারে নি, এখন এসেছে ? বাঁচা গেল। সকাল থেকে বাড়ীতে দলে দলে এমন সব লোক আস্‌ছেন, ম'রে গেলেও যাঁরা সাত জন্মে খবর নিতেন না। আস্‌ছেন শুধু এই ছেলে আনা নিয়ে ঘোঁট করতে। দেশের পায়ে নমস্কার, আর দেশের লোকগুলোর পায়েও নমস্কার।"

গৌরী ম্লান হাসি হেসে বললে "তাই বটে, এই নিয়ে যাও দাদা।" ব'লে ঘুমন্ত শিশুটিকে তুলে এনে হিমাংশুর কোলে দিলে। হিমাংশু ছেলেটির সাজসজ্জা দেখে ব'ললে "গৌরী তোমার যত্নে ছেলেটির চেহারা একদম বদলে গেছে দেখছি। কে দেখে বলবে যে, এটি সেই বাগদীর ছেলেটি।"

গৌরী হেসে বললে "তবেই দেখ দাদা, আমাদের সঙ্গে ওদের কোন রকমেই প্রভেদ নেই। প্রভেদ শুধু আমাদের এই মনে।"

সে কথা সত্যি, গৌরী। কিন্তু মানুষ তা বোঝে কই বল। যতই বোঝাও এরা কিছুতেই বুঝতে চায় না। এদের বোঝানো আর ভস্মে ঘি ঢালা সমান।" এই ব'লে হিমাংশু ছেলেটিকে নিয়ে চলে গেল। (ক্রমশঃ)

শিভালরাস্-রীতেন—

(গল্প)
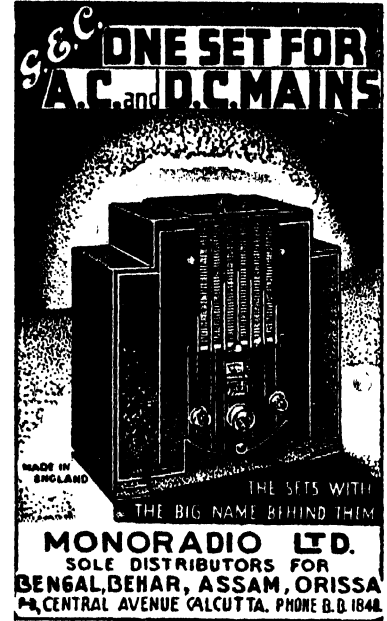
—শ্রীব্রহ্মগোপাল মিত্র

ম্যাট্রিকুলেশন্ পরীক্ষা দিয়ে, বাঙ্গলা-দেশের ভিন্ন ভিন্ন মুলুক থেকে আমরা পাঁচটা প্রাণী কলকাতায় হোষ্টেলে এসে আশ্রয় নিলাম—বাপ-মা', দেশের ও দশের মুখ উজ্জ্বল করবার জন্যে। হষ্টেলে মাত্র দু' একদিন আসার পর থেকেই 'কি সমরবাবু কি কচ্চেন'… 'আ রে নীহার বাবু যে এদিকে আর আসেনই না'…ইত্যাদি চলতে থাকে। তারপর সম্বোধন ক্রমশঃ ধাপে ধাপে নামতে নামতে ঠেকল এসে, 'কি রে রাস্কেল কি কচ্চিস্।' গ্রহ-বৈগুণ্যে ভগবান বোধ হয় আমাদের পাঁচ-জনকেই একইরকম মতি-গতি দিয়েছিলেন, তা' না হলে অতটা ঘনিষ্ঠ হওয়া সম্ভবপর ছিল না। যাই হোক্ আমাদের হাব-ভাবে বিশেষ সন্তুষ্ট না হ'য়ে, সিনিয়ররা আমাদের একটা বিশেষ নামে খ্যাত ক'রলেন, 'পঞ্চরত্ন'। অবিশ্যি সামনে কেউ তা বলতে সাহস্ করতেন না—আসে-পাশে কাণাঘুষো চল্ত।

আমাদের দলের মধ্যে প্রায় সকলেই কোন না কোন বিষয়ে গুণী ছিল, যেমন… পুলক ছিল ফার্ষ্ট-ইয়ার-ক্লাসের সবচেয়ে সেরা ছেলে…প্রফেসররা যথেষ্ট আশা রাখতেন—যে কালে ও একটা হোম্রা-চোম্রা হবেই। সময়েরও তেমনি নাম হ'য়েছিল—স্পোর্টস্এ; অল্প দিনের মধ্যে হোষ্টেলের চ্যাম্পিয়ন ত' সে হয়েছিলই—কলেজেও তার সঙ্গে পাল্লা দেবার মত কেউ ছিল না।

রথীনটা ছিল খুব বড় চিত্রকর। তার হাতের ছবি দেখলে সত্যিই মনে হোত যে র‍্যাফেল বা মাইকেল এঞ্জিলো আবার ভারতবর্ষে জন্ম নিয়েছে। বাস্তবিকই অদ্ভুত রকম সুন্দর ছিল তার হাত…ফাইন্-আর্টস্-এক্জিবিশনে সেই হোল ফার্ষ্ট, বাকী সমস্ত আর্টিষ্টদের মাথা নীচু করে দিয়ে।

কিন্তু সবাইকে ছাড়িয়ে গিয়েছিল আমাদের রীতেন। সে ছিল ভীষণ রকমের এক্সট্রিমিস্ট্…গ্যালান্ট্রির স্পিরিট তার প্রতি শিরা উপশিরায় বইত আর সে মনের আবেগে কত কি লিখে যেত। নীচে গরুর গলার ঘণ্টার টুং টাং শব্দ হলেও সে উৎফুল্ল হ'য়ে ভাবত…সেটা বুঝি পাশের বাড়ীর সেই মেয়েটার চুড়ির আওয়াজ আর মনে ক'রত, যাক্ এতদিনে বুঝি একটা চান্স্ পাওয়া গেল।

ইলা সেনের গাড়ীর নম্বর জিজ্ঞেস কর্ল্লে, রীতেন না ভেবেই টক্ করে বল্ত ২০।… সে নীতা বোস্কে তার হারানো পেন্সিলটা কেমন করে' কমন্ রুমে দিয়ে এসেছিল… সেই গল্পটা সব্বাইকে ধরে' ধরে' শুনিয়েছে। আমাদের ও শুন্তে শুনতে কান ভোঁতা হ'য়ে গিয়েছে। এই সব কারণে সারা হোষ্টেলে তার নাম হয়ে গিয়েছিল "শিভ্যাল্রাস্-রীতেন"—এ নামটা অবিশ্যি আমাদেরই দেওয়া।

দলের মধ্যে কেবলমাত্র আমিই ছিলাম একেবারে—"নির্গুণো পরমো ব্রহ্ম।" সেই জন্যেই বোধহয় আর চারজন সব বিষয়েই আমাকে মধ্যস্থ মান্তে ছুটে আসত! লেখাপড়ার বালাই ছিল না—কারণ কলেজে আবার কে কোন্ কালে স্কুলের মত ঘাড় দুলিয়ে 'এ্যাঁ এ্যা আকবর ইজ-এ ট্রাঙ্গেল' মুখস্থ করে? ছোঃ—এখন আমি খাস্ কলেজ ষ্টুডেন্ট পোয়াটাক্ নথি নিয়ে বা মুখে একটা সিগারেট নিয়ে বস্ব সরকারের 'এড্স টু দি ষ্টাডি' নিয়ে। এক রাতেই পাঁচ মাসের পড়া সেরে, পরীক্ষা দিয়ে চলে আসব। এইসব মতগুলো তখন মনে পোষণ করায়—ওসব দিকে বিশেষ মাথা ঘামাবার দরকারই ছিল না।

যাই হোক আমি কোনও বিষয়ে পারদর্শী না হলেও, ওদের সঙ্গ আমার খুবই ভাল লাগত এবং সেই জন্যেই এক মুহূর্ত্ত ওদের কাছ ছাড়া করতে পারতাম না। ফলে হয় পুলকের না হয় আমার ঘরে রেগুলার্ আড্ডা চলত। নিজের সম্বন্ধে খুব একটা হীন ধারণা থাক্লেও আমার বন্ধুবরদের যা মত শুনেছি তাতে ওরা আমাকে চাপা ছেলে বলতে চাইত—আমি না কি ভেতরে অনেক কিছু জানি—খালি বাইরে প্রকাশ করতে চাই না। আমিও মনে মনে হাসতাম আর ভাবতাম 'যাক তাও ভাল'…

হয়ত কোনদিন কলেজের ফেরত, নিজের ঘরে বসে আছি, আসন্ন পরীক্ষার চিন্তায় নিমগ্ন হ'য়ে, সমস্ত গা মাথা ঝিম্ ঝিম্ করছে …কি করে এত পড়া এই সাত দিনে সামলে উঠব ভেবে, হঠাৎ পুলকের চীৎকার আমাকে বাস্তব জগতে টেনে নিয়ে আসে 'ওরে নীহার, জানিস্ ম্যাট্রিকে ইংরিজিতে আমি ফার্ষ্ট হয়েছি—একটা গোল্ড-মেডাল পাওয়া যাবে, আজই খবর পেলাম।'

পাশের ঘর থেকে সমর চীৎকার করে' গেয়ে উঠে,

"সইলো আমার গঙ্গাজল
তেপান্তরের নদীর ধারে…

"জানিস্ রে নীহার, আমি ইণ্টার-ভার্সিটি-স্পোর্টস্এ কলেজথেকে প্রেস পেয়েছি…… বলতে বলতে সমর ছুটে আমার ঘরে ঢুকে পড়ল।

সঙ্গে সঙ্গেই রীতেন আর রথীনের আবির্ভাব হ ল।

রথীন দেখতে আসে তার 'বালুচর' ছবিখানা—যেখানা এঁকে সে ইনষ্টিটিউটে সেকেণ্ড হ'য়েছে…আর রীতেন চাদরের ভেতর থেকে এক গোছা কাগজ বের করে একগাল হেসে বলে

"নীহার! নতুন একটা রচনা ক'রলাম "মুকুলিত-কুসুম'—মনে ত' হচ্ছে খুবই সাক্সেসফুল। ছাখ্ ত' "তরুণ-বাঙ্গালার-

জয়যাত্রা" কাগজে নেবে কি না। ব'লে সে ব্যগ্রভাবে পাতা উল্টাতে থাকল আর পড়ে গেল—

চপল-যৌবন-রাগে যেদিন প্রথম,
স্বপনে হেরিনু তোমা হে মোর প্রেয়সী!
সেই দিন হতে ঘুম ত্যজেছে নয়ন

তার পরই বলে উঠল, এইখানটার ফিলিংসটা একবার শোন্—

'হে নারী হে মতিয়সী! যুগ যুগ ধরি
বহিয়াছি স্মৃতি তব, নীরস হিয়ায়
মিটাও প্রাণের তৃষা এবে প্রাণে আসি।

বন্ধুরা সবাই একসঙ্গে ক্ল্যাপ দিয়ে বললে বাক্আপ, শিভালরাস্-রীতেন—চিয়ারিও।

প্রতিদিনের নিয়মমত খাবার বেল্ না পড়া পর্য্যন্ত আড্ডা সমান-ভাবে চলতে থাকে। সেদিন কিসের একটা ছুটী ছিল। হোষ্টেলের আরসব ছেলেরা সুপারিনটেণ্ডের সঙ্গে ব্যারাকপুরে এক্সারসনে গিয়াছে। আমরা ফার্ষ্ট ইয়ার-ব্যাচ বিশেষ কি কারণে মনান্তর হওয়ায় যাইনি! কাজেই সমস্ত হষ্টেলের দেড়শ ছেলের মধ্যে আমরা মাত্র পাঁচজন আছি—অবিশ্যি চাকর, দারোয়ান ছাড়া। রীতেন খাওয়া দাওয়ার পর ভবানীপুরের ওদিকে গিয়েছে তার কোন্ আত্মীয়ের সঙ্গে দেখা কর্তে। আমার রুমে বাকী চারটী ধুরন্ধর আমরা বসে আছি। একথা সে কথার পর হঠাৎ পুলক বলে উঠল, 'এই নীহার, আমাদের হিরোকে আজ রাতে একটু শিক্ষা দিবি? বেশ একটু রিক্রিয়েসন্ হবে।" যেই কথা ওঠা অমনি সঙ্গে সঙ্গে প্ল্যান্ ও ঠিক। ঠিক হল যে পুলকই মেয়ে সাজবে—কারণ দলের মধ্যে সেই ছিল সব চেয়ে ছোট, আর বেশ সুন্দর তার চেহারাও ছিল।

সমর বলে উঠল, 'বেশ হবে কিন্তু। আর শোন্ আমার কাছে বৌদির জন্য কেনা, একখানা নতুন শান্তিপুরী সাড়ী আছে... সেই টাই এখন...কি গ্রাণ্ড্ হবে মাইরি।

রাত্রি প্রায় আটটা আন্দাজ হবে। পূর্ণিমার চাঁদটিকে প্রকাণ্ড একটা থালার মত-আকাশের কোলে দেখা যাচ্ছে। আর তার দেহের বিচ্ছুরিত রশ্মিগুলো হোষ্টেলের সমস্ত ছাদ আর সামনের রাস্তাটিকে আলোকিত করে রেখেছে। রীতেনের ঘর হতে বারাণ্ডাটি বেশ পরিষ্কার দেখা যেত। আমাদের দলের নিয়ম ছিল যে, কেউ যখন বাইরে যাবে তার ঘরের চাবি দলের যারা হোষ্টেলে থাকবে, তাদের কাছে রেখে যেতে হবে।

আমরা তিনজন—সমর রথীন আর আমি রীতেনের ঘরে গল্প সল্প কচ্ছি—এমন সময় রীতেন ঢুকেই সুরু করে দিল, 'জানিস রে আজ মস্ত এ্যাড্ভেঞ্চার হয়ে গেছে। আজ কাল ট্রামে লেডীজ-সীটে বসলে যে ফাইন্ হয় তাত জানতাম না। গোটা ট্রামটা ভর্ত্তি দেখে "লেডীজ" লেখা সিটেই বসে পড়লাম। ধর্ম্মতলার মোড়ে দুটি তরুণী ট্রামে উঠলেন—আমিও সঙ্গে সঙ্গে জায়গা ছেড়ে উঠে তাঁদের বললাম, "বসতে পারেন"—তাঁরাও একটিবার আমার দিক চেয়ে মৃদুস্বরে 'থ্যাঙ্কস্' বলে বসে পড়লেন। দ্যাখ না "থ্যাঙ্কস" বলবার কি দরকার ছিল? এ

তাঁদের প্রাপ্য' তবুও—' বলে আপন মনে হাসতে লাগল।

জোর আড্ডা চলছে। রীতেনই আজ সভাপতি—কাজেই তাকে জানলার উপর আসন দেওয়া হ'য়েছে। খানিকক্ষণ পরে হঠাৎ দেখি, সে উৎসুক হ'য়ে রাস্তায় কি একটা দেখছে। তারপরই দৌড়ে ঘর থেকে ছুটে চলল নীচের দিকে—আমরাও কি হ'য়েছে রে—বলতে বলতে তার পিছু নিলাম। নীচে এসে দেখি গেটের সামনে একটী অবগুণ্ঠনবতী-স্ত্রীলোক—আর রীতেন তার সামনে দাঁড়িয়ে তাকে নানারকম প্রশ্ন করে ব্যস্ত করে তুলছে। 'আপনি কি পথ হরিয়েছেন—তা যাবেন কোথায়? সে জিজ্ঞাসা করলে কিন্তু কোনও উত্তর পেলে না। শেষে নাছোড়বান্দা হয়ে' সে জিজ্ঞাসা করলে আপনি লেখাপড়া জানেন কি?"

মেয়েটী ঘাড় নাড়িবা মাত্র—সে ছুটে গিয়ে ঘর থেকে খানিকটা কাগজ আর একটী পেন্সিল নিয়ে এল।

ততক্ষণ মেয়েটী হোষ্টেলের বারাণ্ডায় এসে বসে পড়েছে। রীতেন বল্লে, 'আপনার যা হয়েছে সমস্ত খুলে লিখে দিন্। আপনার কোনও ভয় নাই—এটি একটা ছাত্রাবাস। আমরা যতদূর পারি আপনার সাহায্য করব। বুঝেছি আপনি কোন ভদ্র-ঘরের মহিলা—বিশেষ কোন বিপদে পড়ে——তা যাই হোক্ আপনি নির্ভয়ে সমস্ত লিখে দিন্।'

মেয়েটি কাগজে ভাঙা ভাঙা অক্ষরে লিখে দিলে—"মা আর পিসিমার সঙ্গে সকাল বেলা গঙ্গা নাইতে গেছলুম। আজ কি একটা যোগ ছিল—ভীড়ে তাঁদের হারিয়ে ফেলে আমার এই দুর্দ্দশা—সারাদিন দাঁতে কিছু কাটিনি——দয়া করে যদি বাসায় পৌঁছে দেন তা'হলে বড় কৃতজ্ঞ হব।

সারা দিন খাওয়া হয়নি দেখে দরদী রীতেনের প্রাণ গলে গেল। সঙ্গে সঙ্গেই রামুয়াকে এক টাকার ভীম নাগের সন্দেশ আনবার জন্তে অর্ডার হোল।

রামুয়া সন্দেশ নিয়ে এসে পৌঁছিতেই, মেয়েটি অম্লান বদনে একটার পর একটী সন্দেশ ঘোমটার ফাঁকে মুখের মধ্যে পুরতে লাগল। আমরা তীর্থের কাকের মত শূন্য ভাঁড়টার দিকে হাঁ করে তাকিয়ে রইলাম।

খাওয়া শেষ হলে রীতেন বললে, "তাহলে একটা ট্যাক্সি ডেকে এইবার আপনাকে বাড়ী পৌঁছে দি—হ্যাঁ ঠিকানাটা কি লিখে দিন ত'? "মেয়েটী তখন হাত নাড়া দিয়ে তাকে ডাকলে। রীতেন বীরের মত সদর্পে এগিয়ে এসে বললে, 'কি বলছেন?'

হঠাৎ মেয়েটি ঘোমটা খুলে রীতেনের ঘাড়ে লাফিয়ে পড়ল, 'তবে রে ষ্টুপিড্ শিভ্যালরি দেখাবার আর জায়গা পাও নি? পুরুষ মানুষের সঙ্গে গ্যালান্ট্রি···তোমার শিভ্যালরির নিকুচি করেছে।'

'এই যাঃ, মাইরি ছাড় পুলক, কি যে করিস্—দারোয়ানটা এক্ষুনি দেখে ফেলবে। ওঃ সমস্ত মিষ্টিগুলো খেয়ে ফেলেছিস্—বলতে বলতে রীতেন বেকুবের মত হাসতে লাগল।

সেইদিন থেকে রীতেনের শিভ্যালরাস স্পিরিট অনেকটা দ'মে গিয়েছে। খুব নিশ্চিত না হ'য়ে হঠ্ ক'রে সে এখন কিছু বড় একটা করে না—তবে এখনও তাকে মাঝে মাঝে বড় বড় রাস্তার মোড়ে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা যায় 'যদি......একটা চান্স আসে।'
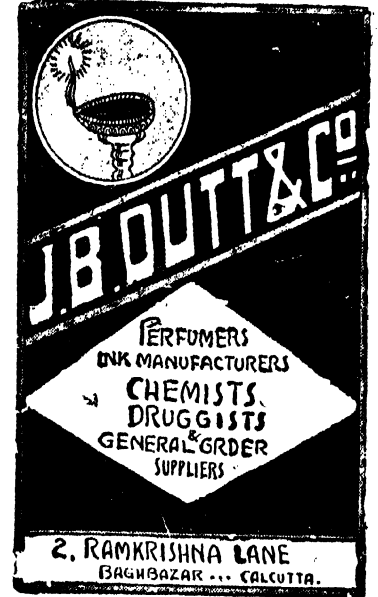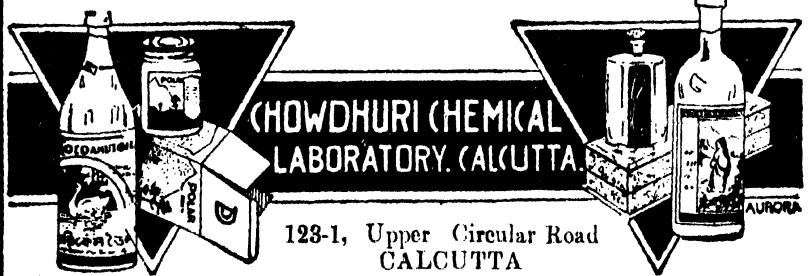
১৯৩৫ ও বাঙ্গালীর হকি খেলা

—শ্রী সৌরেন ঘোষ, স্কটীশ চার্চ্চ কলেজ

ভারতবর্ষ থেকে নিউজিল্যাণ্ডে একটা ভারতীয় হকি টীম এবার পাঠান হয়েছে। বাঙ্গালা থেকে ৫ জন খেলোয়াড় নির্ব্বাচিত হয়েছিলেন একজন যেতে পারেন নি অপর ৪ জন গত ১০ই এপ্রিল বন্ধু বান্ধব ও আত্মীয় স্বজনের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে বাঙ্গলা ছেড়ে তাদের দলে যোগ দিতে গিয়েছেন। বাঙ্গলার দলে ছিলেন আমাদের মোহন বাগান হকি টীমের ক্যাপ্টেন মিঃ প্রভাস দাস, ভাইস্ ক্যাপ্টেন নির্ম্মল মুখোপাধ্যায় আর রেঞ্জারস ক্লাবের ডি, নেষ্টর ও এল, ডেভিডসন। শুধু এরা নন "ময়দানের মুকুট বিহীন সম্রাট" শ্রীযুত পঙ্কজ গুপ্তও এই দলভুক্ত হয়েছেন। শ্রীযুক্ত গুপ্ত অবশ্য খেলোয়াড় হিসাবে যাচ্ছেন না—যাচ্ছেন official হিসাবে। মিঃ পি, গুপ্ত গত ১৯৩২ সালের অলিম্পিক হকি টীমে Non-Playing Captain ছিলেন।

১৯৩৫ বাঙ্গালায় হকি খেলায় একটা স্মরণীয় বছর। এই বছর মোহন বাগান দল অপরাজিত ভাবে Senior Division হকি League পেলে। বাঙ্গালী দলের পক্ষে যদিও এই বহুবাঞ্ছিত সম্মান লাভ এইবার প্রথম নয় তবুও মোহন বাগানের জয়লাভে বিশেষ কৃতিত্ব আছে। এর আগে ১৯১৯ ও ১৯২৩ সালে গ্রীয়ার ক্লাব এই সম্মান পেয়েছিলেন কিন্তু তাদের টীমে বৈদেশিক খেলোয়াড় ছিলেন কিন্তু মোহন বাগান প্রায় সম্পূর্ণ বাঙ্গালী টীম নামিয়েছিলেন! মোহন বাগানের জয় লাভ বাঙ্গালীর জয়লাভ বলা চলে। শুধু যে মোহন বাগানের জয় লাভ এ বৎসরকে স্মরণীয় করে রাখবে তা নয় এবার ভারতীয় হকি টীমে দুই জন শ্রেষ্ঠ বাঙ্গালী খেলোয়াড় স্থান পেয়েছেন। এর পূর্ব্বে ভারত থেকে ২ বার দুইটি Official All India Hockey Team ভারতের বাইরে খেলতে গিয়েছে কিন্তু কোনটাতে বাঙ্গালীর স্থান হয়নি! বাঙ্গালী ১৯২৮ ও ১৯৩২ সালের চিরবিজয়ী দলে স্থান পায়নি। দ্বিতীয় অলিম্পিক টীমে তবুও বাঙ্গালীর সম্মান কিছু মাত্রায় ছিল কেন না শ্রীযুত পঙ্কজ গুপ্ত সেই টীমের Non Playing Captain হ'য়ে Los Angelesএ গিয়েছিলেন। সুখের বিষয় এবারও তিনি official হিসাবে নিউজীল্যাণ্ডগামী টীমের সাথে যাচ্ছেন। যে দুইজন বাঙ্গালী খেলোয়াড় এই টীমে যাচ্ছেন তাঁরা দু'জনেই মোহন বাগানের খেলোয়াড়। মোহনবাগান যে সব খেলোয়াড় তৈয়ারী করেছেন—তার মধ্যে মিঃ প্রভাস দাস, নির্ম্মল মুখার্জ্জী যারা সমগ্র ভারতীয় দলে স্থান পেলে—যা একদিন বাঙ্গালীর স্বপ্ন বলে মনে হ'ত। মোহনবাগান ক্লাব এ, দেবের মত খেলোয়াড়ও তৈয়ারী করেন—এ, দেব (কানি) এ বৎসরে আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়কে হকি, ক্রিকেট ও ফুটবলে represent করেছে। এ, দেব Treble versity blue. এর আগে আর যা কেউ হ'তে পারেন নি। এ জন্যে আমরা মোহনবাগানকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

১৯২৮ সালে প্রথম এ দেশীয় হকি টীম Amsterdameএ Olympic Hockey খেলতে যায় এবং সেখান থেকে তাঁরা পৃথিবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ টীম বলে গণ্য হ'য়ে দেশে ফিরে আসেন। ১৯৩২ সালে Los-Angelesএ দ্বিতীয় দল পাঠান হয় তাঁরা দেশের সুনাম অক্ষুণ্ন রেখে ফিরে আসেন। খেলোয়াড়দের ভেতর কোন বাঙ্গালীর সে দু' দলের মধ্যে কোনোটিতেই ছিল না, দ্বিতীয় দলে শ্রীযুত পঙ্কজ গুপ্ত official হিসেবে ছিলেন, সে কথা আগেই বলেছি! এবার দেখিয়ে বাঙ্গালী স্থান পেয়েছেন তিনজন—২ জন খেলোয়াড় বলে আর একজন official হিসাবে।

শ্রীযুক্ত পঙ্কজ গুপ্ত

এখন আমি যে যে বাঙ্গালী খেলোয়াড় আর official নিউজিল্যাণ্ডগামী টীমে যাচ্ছেন তাঁদের আপনাদের সাথে পরিচিত করিয়ে দেবার চেষ্টা করব:—

শ্রীযুক্ত পঙ্কজ গুপ্ত (পি, গুপ্ত)

ইনি official হিসাবে টীমের সাথে যাচ্ছেন। কলকাতায় পি, জি বলেই বিখ্যাত। ইনি ফরিদপুর জেলা নিবাসী স্বর্গীয় দুর্গামোহন গুপ্তের পুত্র। এঁর জন্ম হয় ১৯০১ সালে ফরিদপুর জেলায়। ইনি ঢাকা থেকে ম্যাট্রিকুলেশন ও ইন্টারমিডিয়েট পাশ করেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বি, এ, পাশ করেন এবং "ল"র ইন্টার মিডিয়েট বিশ্ববিদ্যালয়ের ল' কলেজে পড়ছিলেন। বি, এ, পাশ করার পর ইনি সংবাদপত্রসেবীর ব্যবসা গ্রহণ করেন এবং এঁর সমস্ত ক্ষমতা ও নৈপুণ্য সংবাদপত্রের খেলাধুলা প্রসঙ্গে নিয়োজিত করেন। সংবাদ-পত্রসেবী হিসাবেও এঁর খুব সুনাম আছে—ইনি বর্ত্তমানে "Advance"এর Sports Editor ও বহু বিলাতী কাগজের সংবাদদাতা।

*

মিঃ পঙ্কজ গুপ্ত একজন অসাধারণ ক্ষমতা ও প্রতিভাশালী ব্যক্তি। কলকাতায় ময়দানের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট এমন কেউ নেই যে, এঁকে চেনেন না বা জানেন না। বাঙ্গালার বাহিরের এমন কি ভারতবর্ষের বাহিরের প্রসিদ্ধ খেলোয়াড়রা ইহার পরিচিত ও বন্ধু। "ময়দানের মুসোলীনি 'ব'ললেও অত্যুক্তি হবে বলে মনে হয় না।

মিঃ পঙ্কজ গুপ্তই কেবল একমাত্র ভারতীয় রেফারী যে আই. এফ, এ শিল্ডের ফাইনাল খেলায় রেফারী হয়েছেন এবং ইণ্টার ন্যাশানাল খেলায় রেফারী হয়েছেন। তিনিই একমাত্র বাঙ্গালী রেফারী যে Army Board থেকে উচ্চ প্রশংসিত হয়েছেন। ইনি একজন Army board I class রেফারী। ১৯৩৪ সালে ইনি Calcutta Referees Association এর President ছিলেন এবং এ বছর Vice-President হ'য়েছেন। ইনি Calcutta Hockey Umpires Association এর President). I. F. A, Bengal Hockey Association, Bengal Gymkhana এবং Cricket Board of Control of Bengal & Assam এর কাউন্সিলের সভ্য। Indian Hockey Federationএ বাঙ্গালার প্রতিনিধি এবং ভূতপূর্ব্ব সেক্রেটারী। ইনি I. F. A. এর Jt. Secretary ছিলেন এবং ১৯২৮ সালে All-India-Olympic-Hockey টীমের সাথে Non Playing Captain হয়ে Los-Angelasএ গিয়েছিলেন। তিনি ইউরোপ ও আমেরিকা ভ্রমণ করেছেন এবং বহু জায়গায় ইনি রেফারীও হ'য়েছেন। ইনি অলিম্পিকে হকি জুরীর কাজ করেছিলেন। ইনিই প্রথম এসিয়াবাসী যে এই আন্তর্জ্জাতিক খেলায় খেলা পরিচালনার ভার পেয়েছেন বর্ত্তমানে এঁর বয়স ৩৪ বৎসর ইনি টাওয়ার হোটেলে, ২৭ আপার সারকুলার রোডে থাকেন।

গহন আঁধার রাতে

—বন্দে আলী মিয়া

মিলন বাসর রাতে
তোমারে বুকেতে ধরি কাঁদি বেদনাতে।
আমার স্বপন কেন
এমন ভাঙ্গিলে হেন
সহসা কেন গো হলো দেখা তব সাথে!

তোমার কালিমা শিখা
ললাটে এঁকেছে মোর; ঘন মসী-টিকা
অতীত দিনের তরে
পরাণ কাঁদিয়া মরে
বাদল মেঘের ধারা নামে আঁখি পাতে।

ভেবেছিনু লবো ফুল
কাঁটার জ্বালায় তাহে হলাম আকুল;
তোমার দাহন জ্বালা
ছিঁড়িল মিলন মালা
গহন আঁধার এলো জীবনের প্রাতে।

রঙ্‌মহলে "পথের সাথী"

—ফাল্গুনী

পথের সাথী—শ্রীমতী অনুরূপা দেবীর উক্ত নামীয় উপন্যাসের নাট্যরূপ। নাট্যরূপদাতা — শ্রীযোগেশচন্দ্র চৌধুরী। প্রযোজক—শ্রীনরেশ মিত্র ও সতু সেন।

গল্পাংশ—বসন্ত সেন (যোগেশ চৌধুরী) জমিদারের দুই স্ত্রী, বিন্দুবাসিনী (রাজলক্ষ্মী) ও সরযূ (আশ্‌মানতারা)। বিন্দুর পুত্র শরদিন্দু (রবি রায়) তেমন লেখা-পড়া শেখে নাই, অথচ বিবাহিত। পুত্রবধু প্রতিমা (পদ্মাবতী)। সরযূর এক পুত্র শশাঙ্ক (জহর গাঙ্গুলী) ও একটি কন্যা শোভা (চারুবালা)। শশাঙ্ক সসম্মানে বি-এ পাশ করিয়া এম-এ পড়ে। সরযূ ঈর্ষ্যাপরায়ণা দ্বিতীয়া স্ত্রী, তাঁহার গর্ভজাত পুত্রকন্যাও তাঁহার আপনার নয়—সকলেই বড়মার একান্ত অনুগত। চরিত্রমাধুর্য্যে, বুদ্ধি বিবেচনায়, স্নেহদয়ামায়ায়, বিচক্ষণতা দূরদর্শি-তায় বড় মা বাঙ্গালী সংসারের আদর্শ নারী, মহীয়সী মহিলা। ঘরে বাহিরে সর্ব্বত্রই বড় মায়ের জয় জয়কার, বড়মায়ের হুকুম তামিল করিতে কর্ম্মচারীরা পর্য্যন্ত উদগ্রীব। সরযূর উপর বসন্তের হয়ত একটা দুর্ব্বলতা ছিল, কিন্তু বড়গিন্নির উপর তাঁহার শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস ছিল অপ্রতিহত। এখন, সরযূ ধরিয়াছে শশাঙ্কের বিবাহ দিতে হইবে, আর বড় মা তাহাতে আপত্তি তুলিয়াছেন, শশাঙ্ক পাশ না করিলে তিনি কিছুতেই তাঁহার বিবাহ দিবেন না। শশাঙ্কও বড় মা'র কথামত বিবাহ করিতে নারাজ। বড়মা চাহেন, একটি সুন্দরী শিক্ষিতা বধু, ছোট মা চাহেন তাঁহার পিতৃ-নির্দ্দিষ্ট একজন রাজা-খেতাবী খামখেয়ালী মূর্খ জমিদারের কন্যাকে পুত্র-বধুরূপে। শশাঙ্ক পছন্দ করিল করবীকে (শান্তি গুপ্তা) অমর মাষ্টারের (নরেশ মিত্র) কন্যাকে, বড়মারও তাহাই পছন্দ। করবী আই-এ পাশ, তবে তাহার পিতা একজন গরীব স্কুলমাষ্টার। শশাঙ্কর বিবাহের কথাবার্ত্তা ও বন্দোবস্তই সমগ্র নাটকের বক্ষ্যমান্ বস্তু। বসন্ত শশাঙ্ককে ত্যাজ্যপুত্র করিল, কারণ সে উক্ত জমিদার কন্যাকে পত্নীরূপে গ্রহণ করিতে অস্বীকার করিল। দারুণ শোকে পিতার মৃত্যু ঘটিল। করবী আই-সি-এস্ পাশ হিরণ্ময়কে (রতীন্ বন্দ্যো) পরিত্যাগ করিয়া পথের পথিক কপর্দ্দকহীন শশাঙ্ককেই স্বামীরূপে বরণ করিল।

গল্পাংশ এতই ছোট ও ঘটনাহীন যে ইহাকে টানিয়া পাঁচটি অঙ্কে সাড়ে পাঁচ ঘণ্টা কাল অভিনয় করিতে গেলে, দর্শকের অসহিষ্ণুতা অর্জ্জন করিবেই। নাট্যকার এই জন্য একই ব্যাপারের পুনরুক্তি (repetition) ও পূর্ব্বাপর ঘটনার পৌনঃ-পুনিক বিবৃতি (narration)করিতে বাধ্য হইয়াছেন। দুই একটি অবান্তর দৃশ্যেরও এইজন্য অবতারণা করিতে হইয়াছে।

কাব্যরসবর্জ্জিত অত্যন্ত সাধারণ ভাবে অপটু কণ্ঠের কয়েকখানি গানও ঢুকাইতে হইয়াছে। এই সবে গল্পটি একেবারেই জমাট বাঁধে নাই, যদিও সংলাপগুলি হইয়াছে আগাগোড়া সরস, সুমিষ্ট, সুষ্ঠু ও সুন্দর।

আমাদের মনে হয়, বইখানিকে নির্ম্মম ভাবে কাটিয়া, পুনরুক্তি ও বিবৃতি-দোষ হইতে মুক্ত করিলে, একখানি উপাদেয় নাটক হইতে পারে। তিন ঘণ্টার বেশী ইহার অভিনয় চলিতে পারে না। ১ম অঙ্কে অর্দ্ধেন্দু ও বসন্তের দীর্ঘ কথাবার্ত্তার কোনো প্রয়োজন নাই। চতুর্থ অঙ্কের প্রথম দৃশ্যের সার্থকতা কি? ১ম অঙ্ক, ২য় অঙ্ক ২য় দৃশ্য ও ৩য় অঙ্ক ২য় দৃশ্যের মধ্যে অভিনয়ের বস্তু প্রায় একই, ভিন্ন সংলাপে শশাঙ্কের বিবাহ লইয়া বাদ প্রতিবাদ। ১ম অঙ্কে আন্নাকালীরই বা প্রয়োজন কি? দৃশ্যের পর দৃশ্য বক্ষ্যমান গল্পটির অগ্রগতি হইলে দর্শকের কৌতুহল যত বর্দ্ধিত হয়, নাটকও তত জমে। এক্ষেত্রে সেরূপ না হওয়ায়, নাটকের কৌতুহলোদ্রেক শক্তি ক্ষুণ্ণ হইয়াছে।

গানগুলির রচনা অত্যন্ত সাধারণ এবং সুর যোজনা ও অপটু কণ্ঠের দরুণ গানগুলি মোটেই সুশ্রাব্য হয় নাই।

অভিনয় হইয়াছে উচ্চাঙ্গের। কী ছোট কী বড় প্রত্যেকটি ভূমিকাই সুঅভিনীত হইয়াছে। সকলেই নিজ নিজ অংশ যেমন কণ্ঠস্থ করিয়াছেন, তেমনি সু-অভিনয়ও করিয়াছেন। স্ত্রী-ভূমিকায় শ্রেষ্ঠ সম্মান পাইয়াছেন, শ্রীমতী রাজলক্ষ্মী, আশ্‌মান্‌তারা ও চারুবালা। পুরুষদের মধ্যে—নরেশবাবু ও জহরবাবুর অভিনয় হইয়াছে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর। শরদিন্দুর ভূমিকাটিতে চরিত্রগত অসঙ্গতি থাকায় রবিবাবু চেষ্টা করিয়াও নাট্যকারের দোষে অভিনয়ে লোকের মনে রেখাপাত করিতে সক্ষম হন্ নাই। বৈতালিকদ্বয়ের গানটি দ্বৈত না করিয়া একক করিলে ভাল শোনাইত বলিয়া মনে হয়। মাওবী বাইজী বেশে যে ছেলেটি নৃত্য করিয়াছিল, তাহার মধ্যে স্ত্রীজনসুলভ মাধুর্য্য অত্যন্ত কম।

দৃশ্যপটাদি ও আলোক-নিক্ষেপন সুরুচির পরিচায়ক ও সুসঙ্গত। আজ পর্য্যন্ত বাংলা দেশে যাহা অসম্ভব ছিল অর্থাৎ ঠিক বিজ্ঞাপিত সময়ে পটোত্তোলন এবং উদ্বোধন রজনীতে পরিপাটি অভিনয়, রঙমহল কর্ত্তৃপক্ষ তাহা মিথ্যা প্রমান করিয়া দিয়া দেখাইয়াছেন যে সুব্যবস্থায় সবই সম্ভব হয়। একমাত্র রঙ্‌মহলেই দিনের পর দিন এই সময়ানুবর্ত্তীতা এবং প্রথম অভিনয় রজনীতে সুষ্ঠু অভিনয় পরিলক্ষিত হয়। বাংলা রঙ্গালয়ে, রঙ্‌মহলের ইহা একটি অসাধারণ দান।

—০—

স্বপন

—শ্রীঅমলিন দত্ত

নিশায় সেদিন ঘুম-ভরা চোখে
ভাবিয়া ভাবিয়া মনে,
না জানি কাহার কথাটুকু শুধু'
রাখিনু মনের কোণে।
নাহি জানি সে যে কা'র পরিণীতা
শুধু জানি সে যে নব বিবাহিতা
তবু মুখ পানে চেয়েছি তাহার
না জানি সে কোন চোখে
প্রেমেতে তাহার উতলা হোয়েছি
শুনে কি বলিবে লোকে?

ডেকেছি তাহারে স্বপনের ঘোরে
ত্বরিতে পলায়ে গেছে হেরে মোরে
আমি যে পাগল প্রেমেতে তাহার
অভিমান তাই ভুলি,
আমি যে শুনেছি অন্তর হোতে
বাজে বাঁশী সুর তুলি।

নিশার তিমির হ'ল আজি লয়
খুলেছে হৃদয় দ্বার
দেখেছি বালারে ভোরের আলোয়
ছিল না ঘোমটা তার।
জলদ বরণ শ্যাম চোখ দিয়া
পান করি মোরে পরাণ ভরিয়া
বুঝেছিল সে কি প্রেম বাণী মোর
তাই চেয়েছিল ফিরে
মন শুধু আজি সুধায় আমারে
ভালবেসেছিল কি রে?

মানময়ী গার্লস্ স্কুল

—শ্রীগিরিজা কুমার বসু

স্বর্গীয় রবীন্দ্র মৈত্রের জনপ্রিয় প্রহসন 'মানময়ী গার্লস স্কুল' পড়ে আর রঙ্গমঞ্চে অভিনয় দেখে যে আনন্দ পেয়েছিলুম, রাধা চিত্রসঙ্ঘ কর্ত্তৃক তার চিত্র-রূপান্তর দেখে সেই রকম খুসী হবো এই ভেবে গেল শনিবার রূপবাণীতে ঐ ছবিটি দেখতে গেছলুম।

প্রথমেই হাতে পড়লো পরিচয়-পুস্তিকা। এমন সুন্দর শোভন, সু-কল্পিত, সু-সম্পাদিত, কলারুচির পরিচয় পুস্তিকা কোনদিন কোথাও পাইনি। আর একখানার জন্যে উৎসুক ছিলুম কিন্তু যখন দেখলুম যে নিমন্ত্রিত হয়ে গিয়েও আমার সহধর্ম্মিনী শ্রীমতী তমাললতা বসু ও আমার সখী শ্রীমতী পুষ্পমালা সেন কেউই পরিচয় পুস্তিকা মোটেই পেলেন না তখন অগত্যা লোভ সম্বরণ ক'রলুম। সুধীর ভায়াকে পুস্তিকার জন্যে আন্তরিক প্রশংসা জানাচ্ছি। ছবির নায়িকা কাননবালা ও নায়ক জহর গঙ্গোপাধ্যায়ের অভিনয় ভালো লাগলো। অন্যান্য অভিনেতা অভিনেত্রীরাও সু-অভিনয় করেছেন অর্থাৎ Team-work ভালোই হয়েছে কিন্তু কেন জানিনা ছবিখানি বেশ জমলোনা—যাকে বলে gripping নয়। কিছু re-editing দরকার। গানগুলি বেশ সুগীত হয়নি। জ্যোৎস্নার কাছ থেকে আরো ভালো অভিনয় আশা করেছিলুম। শব্দগ্রহণ, ফোটোগ্রাফি ও দৃশ্য-সমাবেশের মধ্যে নিন্দে করবার তেমন কিছু নেই।

কাননবালার অভিনয় বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। মৃণাল ঘোষের intonation খুব পষ্ট, কিন্তু তিনি রাজেনের ভূমিকায় অযথা অত গান না গাইলে পারতেন।

ছোটো খাটো ত্রুটির কথা শুভকামী বলে জানালুম—তা সত্ত্বেও ব'লবো ছবিখানি জনপ্রিয় হ'লে ছবিখানিকে তার যোগ্য মূল্যই দেওয়া হবে কেননা সমগ্র ভাবে দেখলে ছবিখানির যে সরস আবেদন নিশ্চিতভাবে উপলব্ধি করা যায়, নেহাৎ শুষ্ক হৃদয় না হলে দর্শকদের মন তাতে মধুর হবেই।

জীবন বীমা

—পদ্মপাদ

বাঙ্গালীকে জীবন বীমার সার্থকতা বিশেষ করিয়া বুঝাইয়া দিবার প্রয়োজন বর্ত্তমান সময়ে অতি অল্পই আছে বলিয়া মনে হয়। শিক্ষিত এবং চিন্তাশীল বাঙ্গালী ইহার উপকারিতা ও উপযোগিতা অনেক পরিমাণে উপলব্ধি করিয়াছেন। তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই জীবন-বীমা করিয়া নিজের এবং পরিজন-বর্গের ভবিষ্যতের সংস্থান করিতেছেন। ক্রমশঃ বাঙ্গালী বীমাকারীর সংখ্যা বাড়িয়া চলিয়াছে, কিন্তু তথাপি সংখ্যা হিসাবে তাঁহারা নিতান্ত ক্ষুদ্র দলভুক্ত। এখনও সহস্র সহস্র বাঙ্গালী আধুনিক যুগে বিত্ত সঞ্চয়ের এই সুগম এবং সুপ্রশস্ত পথ অবলম্বন করেন নাই। তাঁহাদের নিকট জীবন বীমা সম্বন্ধে গুটিকয়েক সার কথা নিবেদন করিবার জন্য এই প্রবন্ধের অবতারণা।

মূল কথা

প্রথম কথা জীবন বীমা ব্যাপারটি কি? ইহা একটি অবিসম্বাদী চুক্তি। ইহা সাধারণ ক্রয় বিক্রয়ের ব্যাপার নয়, সে কথা সকলেই জানেন। বীমা কোম্পানী যাহা বিক্রয় করেন, তাহা একটি অপরিবর্ত্তনীয় অঙ্গীকার। উহার পরিবর্ত্তে কোম্পানী যাহা গ্রহণ করেন, তাহা মূল্য নহে, তাহা বীমাকারীর পক্ষে প্রতি বৎসরে অথবা তাহার আংশিক কিস্তিতে সঞ্চয় করিবার অঙ্গীকার। এই উভয় অঙ্গীকার সমানভাবে রক্ষা করিলে, উপযুক্ত সময়ে বীমার পরিমাণ টাকা দিতে এবং পাইতে তিলমাত্র ব্যাঘাত ঘটে না। কারণ এই জীবন বীমার সমগ্র ব্যাপারটী সূক্ষ্ম অঙ্কশাস্ত্রের উপর প্রতিষ্ঠিত। ইহাতে আন্দাজের স্থান নাই।

তারপর বিবেচনার কথা, প্রিমিয়াম সংগ্রহ এবং তাহার ব্যবহার কিরূপ। প্রতি বৎসর কিস্তি অনুসারে দেয় টাকা, অর্থাৎ প্রিমিয়াম নিয়মিত ভাবে সংগ্রহ করিয়া বীমা কোম্পানী উহা সদ্বিবেচনা ও সবিশেষ সাবধানতার সহিত খাটাইয়া সঞ্চিত অর্থ বর্দ্ধিত করেন। সমগ্র প্রিমিয়ামের অতি অল্প অংশ বীমা পরিচালনার জন্য খরচ হয়। পূর্ব্ব নির্দ্ধারিত সময়ে অথবা আকস্মিক বিপৎপাতে যখন বীমার টাকা দেয় হয়, তখন কোম্পানী তাহা দিতে সক্ষম হন। প্রশ্ন অবশ্যই হইবে যে, যে সকল ক্ষেত্রে বীমাকারী দৈবদুর্ব্বিপাকে অকালে কালগ্রাসে পতিত হন, সে ক্ষেত্রে তাঁহাদের বীমার টাকা কোথা হইতে আসে। এ প্রশ্নের সদুত্তর অঙ্কশাস্ত্র দিয়াছে। বহু সংখ্যক বীমাকারীর মধ্যে বয়স অনুযায়ী মৃত্যুসংখ্যার অবশ্যম্ভাবিতা পূর্ব্বেই নির্দ্ধারণ করা সম্ভব, এবং তদনুসারে প্রিমিয়ামের সমষ্টির মধ্য হইতেই মৃত্যুজনিত বীমার টাকা দেওয়ার পক্ষে কোন বাধাই ঘটে না। কিন্তু যদি অঙ্কশাস্ত্রানুমোদিত মৃত্যু সংখ্যা হইতে বাস্তবিক মৃত্যুসংখ্যা অধিক হয়, তবে কোম্পানীর পক্ষে লোকসান হওয়া সম্ভব। এই জন্যই উপযুক্ত ডাক্তার দ্বারা বীমাকারীর স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা হয় এবং তাহার ব্যক্তিগত, পারিবারিক এবং পারিপার্শ্বিক ইতিহাস সংগ্রহ করা হয়।

তারপর সংগৃহীত প্রিমিয়াম খাটাইয়া যে লাভ হয়, উহা একচুয়ারীর (বীমা-পরীক্ষকের) নির্দ্দেশ অনুসারে লভ্যাংশ, অর্থাৎ বোনাস হিসাবে বীমাকারীকে বীমার টাকার সহিত প্রদান করা হয়। এইরূপ লভ্যাংশের সঞ্চয়ে বীমার টাকা অনেক পরিমাণে বাড়িয়া যায়। জীবন বীমার রীতি পদ্ধতির ইহাই সংক্ষিপ্ত বর্ণনা।

জীবন বীমার উপযোগিতা

এখন দেখা যাক জীবনবীমার উপযোগিতা কিরূপ। যদি একথা জানা থাকিত যে, কোন নির্দ্দিষ্ট দিনে, নির্দ্দিষ্ট বয়সে, মানুষের কাল পূর্ণ হইবে; যদি ইহা সম্ভব হইত যে, প্রতি বৎসর, অথবা কিস্তিতে নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ টাকা বাধা বিপত্তি, আপদ বিপদ, ইচ্ছা অনিচ্ছা পরিহার করিয়া সুনিশ্চিত রূপে সঞ্চিত হইবেই; যদি আরও অনেক প্রকার "যদিকে" আমরা নিজশক্তির বশীভূত করিতে পারিতাম তবে জীবনবীমার প্রয়োজন এবং উপযোগিতা থাকিত না। কিন্তু জীবন-লীলার গতি নিতান্তই অজানা। সুতরাং "যদি" গুলি মানুষের পক্ষে ভবিষ্যত সংস্থান-সঞ্চয়ের অন্তরায়। কখন কি ঘটে, মতিগতি কখন কিরূপ থাকে, স্বাস্থ্য সামর্থ্য কখন কিরূপ বদলাইয়া যায়, তাহার স্থিরতা নাই। সুতরাং ভবিষ্যতে কতদিনে, কিরূপে, কি পরিমাণ সংস্থান করিতে পারিব, তাহাও অনিশ্চিত। জীবন বীমা এই অনিশ্চয়তাকে এক মুহূর্ত্তে নিশ্চিতে পরিণত করে; সে সংস্থান দুঃসাধ্য এবং অজানিত, তাহাকে আজই সুসাধ্য এবং সুপরিজ্ঞাত করে। যেদিন প্রথম প্রিমিয়াম বীমা কোম্পানী গ্রহণ করেন, সেই দিন হইতে দুশ্চিন্তার অন্তর্ধান হয়; নিজের ভবিষ্যৎ জীবনের স্বাধীনতার, এবং যে কোন সময়ে আত্মীয়-বর্গের সুখস্বাচ্ছন্দ্যের উপায় নির্দ্ধারিত হয়; মানুষ যেন মাথা তুলিয়া আনন্দে নিজের কাজ করিবার অবসর এবং সুযোগ পায়। জীবন বীমার ইহাই মুখ্য উপযোগিতা।

যদি তর্কের খাতিরে ধরিয়া লওয়া যায় যে, অকালে কালের দেখা পাওয়া নিশ্চিত-রূপে সম্ভাবনার বাহিরে, তবে নিয়মিতরূপে ব্যাঙ্কে টাকা জমাইতে আপত্তি কি? আপত্তি আর কিছু নাই, কেবল একথা ঠিক যে লক্ষ ব্যক্তির মধ্যে একজনেও ঐরূপ টাকা জমাইতে পারেন কিনা তাহা ঘোরতর সন্দেহের বিষয়, অর্থাৎ উহা অসম্ভব। কিন্তু প্রিমিয়ামের টাকা জমা দেওয়া সুসাধ্য এবং

লক্ষ লক্ষ ব্যক্তি ঐ পথই অবলম্বন করিয়াছেন, করিতেছেন এবং করিবেন।

তারপর ব্যাঙ্কেই টাকা জমান, অথবা কোম্পানীর কাগজ অথবা শেয়ার কিনেন, উহার আয়ের এবং অনেক স্থলে উহার মূল্যের হ্রাস-বৃদ্ধির অনিশ্চয়তা আছে, সুতরাং যে দিক দিয়াই দেখা যাক না কেন ভবিষ্যৎ সংস্থানের জন্য জীবন বীমার ন্যায় উপযোগী ব্যবস্থা আর কোথাও নাই।

কোথায় বীমা গ্রহণ করিব?

এখন ভাবিয়া দেখিবার বিষয় এই যে বীমা গ্রহণ কোথায় করা যায়। দেশবাসীর প্রত্যেকের পক্ষে বুঝিতে বাকী নাই যে বিদেশী কোম্পানীতে বীমা করায় যথোপযুক্ত লাভবান হওয়া যায় না, পরন্তু উহাতে স্বদেশের এবং স্বদেশী অর্থনৈতিক উন্নতির পথে কাঁটা পড়ে। সুতরাং স্বদেশী, অর্থাৎ ভারতীয় কোম্পানীতে বীমা করা কর্ত্তব্য।

জীবন বীমার উপযোগিতা এবং প্রয়োজনীয়তার বিষয় উপলব্ধি করিয়া স্বদেশী যুগের প্রথমকল্পে বাঙ্গলা দেশে, বাঙ্গালীর দ্বারা বাঙ্গালীর উৎসাহে ও উদ্যমে বাঙ্গালীর বলিয়া অভিহিত করিবার যোগ্য একটি কোম্পানীর কথা আমরা জানি। তাহা ছাড়া ভারতীয় বহু বীমা কোম্পানী ব্যক্তিগত জনসেবায়, দেশের অর্থনৈতিক উন্নতির প্রচেষ্টায়, ভারতবাসীর ব্যবসাক্ষেত্রে সাফল্যলাভের কঠোর সাধনায়, আজ এই সকল প্রতিষ্ঠান, ভারতীয় বীমা জগতে যে অতি উচ্চস্থান লাভ করিয়াছে তাহা গৌরবের বিষয়। সে গৌরবের অধিকারী কোম্পানী যেরূপ, যাঁহারা এই কোম্পানীতে বীমা গ্রহণ করিয়াছেন, ইহাকে উৎসাহিত এবং উন্নতির পথে অগ্রসর হইবার পক্ষে সহায়তা করিয়াছেন, তাঁহারাও তদ্রূপ অধিকারী।

আমাদের জাতীয় জীবনে অর্থনৈতিক পর্য্যায়ে আমরা অতি নিম্নে পড়িয়া আছি। আমাদের দেশে হয় জমি জমা, অথবা কৃষির উপর নির্ভর করা ভিন্ন প্রায়শঃই আর অন্য গতি নাই। সুদিনে ইহার সার্থকতা ছিল, কিন্তু এই কঠোর প্রতিযোগিতায় এবং অর্থনৈতিক বিপর্য্যয়ের দিনে ইহা হইতে আমরা জাতীয় বিত্ত সম্পদের সেরূপ আশা করিতে পারি না। শিল্প বাণিজ্য প্রভৃতিতে, এবং অনেক পরিমাণে সহরে বাড়ী ঘর প্রভৃতি প্রস্তুত করিবার সহায়তা করিয়া হিন্দুস্থান কো-অপারেটিভ প্রমুখ কয়েকটি ভারতীয় বীমা কোম্পানী বহুভাবে জাতীয় অর্থ নৈতিক জীবনের উন্নতি সাধন করিতে সমর্থ হইয়াছেন। অবশ্য ব্যক্তিগত সুবিধা ইহাতে যে যথেষ্ট হইয়াছে সে কথা বলা বাহুল্য। ইহা ভারতবাসী তথা বাঙ্গালীর গৌরবের বিষয়।

কোম্পানীর সারবত্তা বিচার

বীমা কোম্পানী উপযুক্তরূপে পরিচালিত হইয়া, বীমাকারীর সঞ্চিত অর্থের সদ্ব্যবহার করিয়া লভ্যাংশ বর্দ্ধিত করিয়া, মূলধনের কোন প্রকার অপচয় না করিয়া ক্রমশঃ উন্নতির পথে অগ্রসর হইতেছে কি না তাহা পুঙ্খানুরূপে অনুসন্ধান করিবার ভার

একচুয়ারীর উপর দিতে হয়। বীমাকারীর সম্পূর্ণ স্বার্থ বজায় রাখিতে, এবং তাঁহার দিক হইতে সিদ্ধিলাভের পথ সর্ব্বদা প্রশস্ত রাখিতে, বীমা-কোম্পানীকে ভারতীয় জীবন বীমা আইনের বাধ্য হইয়া চলিতে হয়। এই সকল পরীক্ষা, বীমা কোম্পানী উপযুক্তরূপে পরিচালিত হইয়া দৃঢ় হইতে দৃঢ়তর ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত থাকিতেছে কি না, তাহাই প্রমাণ করে।

হিসাব পরীক্ষক, অর্থাৎ অডিটার, যেমন কোম্পানীর হিসাব ঠিক আছে কি না তাহা পরীক্ষা করেন, সেইরূপ একচুয়ারী কোম্পানীর জীবন বীমার আয় ব্যয়, মূলধন কিরূপে কোন প্রকারে জমিতেছে, কত সুদে খাটানো হইতেছে প্রত্যেক বীমাকারীর প্রিমিয়ামের কি প্রকার অনুপাতে সঞ্চয় হইতেছে, ইত্যাদি তন্ন তন্ন করিয়া অনুসন্ধান করিয়া কোম্পানীর অবস্থা সম্বন্ধে রিপোর্ট করেন। যে টাকা তাঁহার মতে লভ্যাংশ হিসাবে উদ্বৃত্ত থাকিবে, তাহার কোন্ পরিমাণ কি হারে বোনাস হিসাবে বন্টন করা যায় তাহাও নির্দ্দেশ করেন। অডিটার এবং একচুয়ারী কোম্পানীর লোক নহেন। তাঁহারা স্বাধীন ব্যবসায়ী, সুতরাং তাঁহাদের অভিমত এবং নির্দ্দেশ সম্পূর্ণ স্বাধীন। উহা আইন অনুসারে গবর্ণমেণ্টে দাখিল করিতে হয় এবং নিয়মমত প্রকাশ করিতে হয়। সুতরাং বীমাকারীর দিক হইতে কোম্পানীর অবস্থা সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য বিষয় সম্বন্ধে গোপন কিছু থাকিতে পারে না। এই একচুয়ারীর পরীক্ষা হেতু জীবনবীমা কোম্পানী হইতে ব্যাঙ্কের পরিচালন পৃথক। ব্যাঙ্ক পরিচালনে অডিটারের রিপোর্টই যথেষ্ট। বীমা কোম্পানীর একচুয়ারীর পরীক্ষা তদপেক্ষা আরও সূক্ষ্ম এবং কঠোর।

বাঙ্গালার বীমাজগতে "স্বয়ম্ভূ সমালোচক"

বর্ত্তমান সময়ে বীমার বাজারে একপ্রকার স্বয়ম্ভূ পণ্ডিত দেখা দিয়াছেন। ইহারা বীমা সম্বন্ধে মুখ্যতঃ অথবা গৌণতঃ নিজেদের বিশেষজ্ঞ বলিয়া পরিচয় প্রদান করিয়া বীমাকারী জনগণকে ভুল, অর্দ্ধ সত্য এবং অসত্য উক্তির দ্বারা বিপথে পরিচালিত করিতে প্রয়াসী হইয়াছেন। অনুসন্ধান করিলে দেখা যায় ইহাদের মধ্যে অনেকেই জীবন বীমা সম্পর্কিত নহেন। যে কয়জনের সম্পর্ক আছে, তাহারাও প্রায়শঃই নিজের নিজের মত ও ধারণার দাস। জীবন বীমার মূলতত্ত্ব, পরিচালনা প্রভৃতিতে ইঁহাদের জ্ঞান নাই, থাকিলেও তাহা সাধারণ পুঁথিগত। তাঁহাদের আসল কাজের অভিজ্ঞতা নাই। এই সকল সমালোচক, কেবল যে তাঁহাদের নিজেদের অনিষ্ট করিতেছেন তাহা নহে, দেশীয় বীমা কোম্পানী, বাঙ্গালী বীমাকারক এবং জীবন বীমা প্রথারও অনিষ্টসাধন করিতেছেন। কিন্তু সত্য কখনও গোপন থাকে না, একদিন উহা প্রকাশ পাইবেই। তবে সাময়িক অনিষ্টও অবহেলার বিষয় নহে। এইজন্য এইরূপ স্বার্থান্ধ সমালোচনার তীব্র প্রতিবাদ হওয়া উচিত। আমরা এসম্বন্ধে

বীমা-প্রসঙ্গ

—শ্রীগুরু

বীমা ব্যবসায়ে কৃতি বাঙ্গালী

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

ইংরাজিতে একটি কথা আছে "Morning shows the day" কথাটি খুব সত্য। বাল্য-জীবনের কর্ম্ম ও প্রকৃতির দ্বারা ভবিষ্যত জীবনের অনেক চিত্রই অঙ্কিত করা যাইতে পারে। শৈশবের ধূলা-খেলার মধ্যে যে প্রিয়-দর্শন বালক বিষধর সর্পের দংশনে প্রাণ হারায় নাই, বহুবার জলমগ্ন হইয়াও পরিত্রাণ পাইয়াছে ভবিষ্যত জীবনে সে যে দেশের ও দশের অগ্রগণ্য হইবে, সত্যেন্দ্রনাথের বাল্য-জীবন হইতেই তাহা সহজে বোঝা গিয়াছিল। ধনীর সংসারে জন্মগ্রহণ করিয়া, চির আদরে লালিত পালিত হইয়াও সত্যেন্দ্রনাথ বাল্যজীবন হইতেই আত্মনির্ভরশীল হইয়া উঠিয়াছিলেন—এই আত্মনির্ভরশীলতাই তাঁহার ভবিষ্যত জীবনের সাফল্য অনেকখানি আনিয়া দিয়াছিল। ছেলেবেলা হইতেই তাঁহার নিজত্ব এত প্রবল ছিল যে অনুকরণ দ্বারা পরস্ব গ্রহণের প্রয়োজন হয় নাই—এই তদানীন্তন সরকারী উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারীর জন্যই প্রিয়পাত্র হইয়াও ছিন্নপ্রায় পাদুকা সমেত তিনি বিদ্যালয়ে পারিতোষিক গ্রহণ করিতে ইতস্ততঃ বোধ করেন নাই। উত্তরকালে বীমা মহলে আড়ম্বরহীনতার জন্য যে খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন, বাল্যেই সেই বীজ অঙ্কুরিত হইতে আমরা দেখিতে পাই।

কলিকাতার হিন্দু স্কুল ও প্রেসিডেন্সী কলেজ দেশের অনেক ব্যক্তিরই শিক্ষা দান করিয়াছে—সত্যেন্দ্রনাথ বহরমপুরে বাল্য-শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া পিতার নিকট কলিকাতায় আসেন ও হিন্দুস্কুলে প্রবেশ করেন। পিতা ৺পান্নালাল বন্দ্যোপাধ্যায় তখন বীমা-জগতে বিশেষ খ্যাতি লাভ করিয়াছেন, পিতার বিরাট সংগঠন শক্তির প্রভাব অজ্ঞাতসারে অধ্যয়নরত প্রতিভাবান পুত্রের উপর পতিত হয়। পান্নালাল ১৯০৭ সালে ন্যাশানাল ইনসিওরেন্সের প্রাণ-প্রতিষ্ঠা করেন ও এই সময়েই সত্যেন্দ্রনাথ প্রবেশিকা পরীক্ষায় কৃতিত্বের সহিত উত্তীর্ণ হইয়া প্রেসিডেন্সী কলেজে অধ্যয়ন আরম্ভ করেন। ১৯০৪ হইতে ১৯০৭ পর্য্যন্ত বাংলায় স্বদেশী আন্দোলনের অপূর্ব্ব প্রেরণাময় যুগ। এই নব জাগরণের সুযোগ লইয়া পান্নালাল ন্যাশানাল ইনসিওরেন্সের কার্য্যে দেহমন

ক্ষতি ও অনিষ্টের কথা পূর্ব্ববর্ত্তী সংখ্যায় বহুবার আলোচনা করিয়াছি। যতই আলোচনা হয় ততই ভাল। অবশ্য উপযুক্ত সমালোচনা সর্ব্বদা এবং সর্ব্বত্র আদরনীয়, কারণ তাহা দ্বারা যাহা দূষণীয় তাহা বর্জ্জন করা যায়, এবং যাহা শ্রেয়ঃ তাহা গ্রহণ করা সম্ভব। সুখের বিষয় এই যে আজ বীমাকারী বহু বাঙ্গালী জীবন বীমার বিষয় জানেন—এবং তাঁহারা তাঁহাদের কর্ত্তব্য বিষয়ে সকল দিক অবগত হইয়া আত্মমতানুযায়ী কর্ম্ম করাই বিধেয় বলিয়া মনে করেন। তাঁহাদের নিকট পূর্ব্বোক্ত সমালোচকগণের কথার কোনও মূল্য নাই।

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
["ইন্‌সিওরেন্স হেরাল্ডের" সৌজন্যে]

চালিয়া দিলেন। কলিকাতার লায়নন্স রেঞ্জে ক্ষুদ্র একখানি প্রকোষ্ঠে কার্য্য চলিতে লাগিল। তখনকার দিনে স্বদেশীয় প্রতিষ্ঠানের প্রতি বিশেষ আস্থা কাহারও ছিল না—দেশবাসীর অনাদর উপেক্ষা ও বিদেশী ব্যবসায়ীদের প্রতিযোগীতাকে সম্পূর্ণ অবহেলা করিয়া কর্ম্মবীর পান্নালাল স্বীয় বিরাট সংগঠন শক্তির প্রভাবে প্রতিষ্ঠানকে অতি অল্পদিনের মধ্যেই সর্ব্বত্র সুপরিচিত করিয়া তুলিলেন—তখনকার দিনে তিনি যে কাজ করিয়াছিলেন, আজ তাহার গুরুত্ব উপলব্ধি করিতে আমরা সমর্থ হইয়াছি। প্রদীপের শিখা যেমন প্রতি মুহূর্ত্তে নিজেকে দগ্ধ করিয়া আলোক বিকীর্ণ করে, পান্নালালও সেইরূপ অবিরাম সংগ্রাম করিয়া দেশের যে উপকার করিয়াছেন, কৃতজ্ঞ দেশবাসী তাহা চিরদিন স্মরণ রাখিবে। পিতার এই কর্ম্মক্ষমতার অপূর্ব্ব প্রভাব পুত্রকে সমাচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছিল সুতরাং আমরা দেখিতে পাই, ১৯১৩ সালে প্রেসিডেন্সী কলেজ হইতে সম্মানের সহিত বি-এস-সি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া সত্যেন্দ্রনাথ পিতার প্রতিষ্ঠানে অবৈতনিক শিক্ষানবিশের কার্য্য আরম্ভ করেন—প্রতিভা কোনদিনই প্রচ্ছন্ন থাকে না; ন্যাশানালে কাজ করিতে করিতে পুত্রের প্রতিভার পরিচয় পিতা পাইয়াছিলেন, তাঁহার পুত্রভাগ্য যে অনন্যসাধারণ পিতা তাহা বুঝিতে পারিয়াছিলেন। সুদীর্ঘ নয় বৎসর কর্ম্মজীবন অতিবাহিত করিয়াও সত্যেন্দ্র যখন স্বীয় উপার্জ্জনের অর্থ লইয়া বীমার উচ্চ শিক্ষার জন্য বিলাত গমন করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন, সেদিন স্নেহপরায়ণ পিতা পুত্রের এই ইচ্ছায় বাধা প্রকাশ করিলেন না। লণ্ডনে সান লাইফের আফিসে এক বৎসর ধরিয়া বীমার প্রত্যক্ষ কার্য্য সত্যেন্দ্রনাথ শিক্ষা করেন ও চার্টার্ড ইনসিওরেন্সের "এ, সি, আই, আই" পরীক্ষাটি দিয়া উত্তীর্ণ হয়েন। ভারতীয়দের মধ্যে তিনিই সর্ব্বপ্রথম এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েন ও বাংলা দেশ হইতে বীমার বৈজ্ঞানিক শিক্ষা তিনিই সর্ব্বপ্রথম পাইয়াছিলেন। ১৯২১ সালে পান্নালালের স্বাস্থ্যভঙ্গ হওয়ায় সত্যেন্দ্রনাথের উপর কোম্পানীর কার্য্যের ভার দেওয়া হয় দীর্ঘকালব্যাপী বীমার প্রকৃত আদর্শ লইয়া কার্য্য পরিচালনা করিয়া সত্যেন্দ্রনাথ আজ ন্যাশানালকে ভারতীয় বীমা কোম্পানীগুলির পুরোভাগে আনয়ন করিয়াছেন। এই কার্য্য পরিচালনে সত্যেন্দ্রনাথের বীমাশাস্ত্রের প্রতি গভীর জ্ঞান প্রকাশিত হইয়াছে। বীমা মহলে তাঁহার লোকপ্রিয়তাও উল্লেখযোগ্য। ন্যায়নিষ্ঠতা ও যে আদর্শ অনুসরণ করিলে মানুষকে উন্নত চরিত্র বলা যায়, সত্যেন্দ্রনাথের জীবনে তাহা পরিস্ফুট। যৌবনে পিতার আদর্শে কর্ম্মক্ষমতার জলন্ত মূর্ত্তি তাঁহাকে অহরহ দৃঢ়কর্ম্মী স্পষ্ট বক্তারূপে আমাদের নিকট প্রকাশিত করিয়াছে।

ন্যাশান্যাল ইনসিওরেন্সের ইতিহাসের সঙ্গে পিতা-পুত্রের ইতিহাস বিশেষ ভাবে সংশ্লিষ্ট আছে। পিতা পান্নালালের দান দেশবাসীর নিকট অজ্ঞাত নাই—আবার কৃতি পুত্রের দান ও প্রাণমন সঁপিয়া কার্য্যকলাপের উন্নতিসাধন তাঁহাকে যশঃ পাইবার অধিকারী করিয়াছে।

বীমা-ক্ষেত্রে সত্যেন্দ্রনাথের নিকট আমরা অনেক আশা করি—এই নিরভিমানী শিশু-হৃদয় বীমাবীদ্ দীর্ঘায়ু হইয়া দেশের ও দশের অশেষ কল্যাণ সাধন করুন, ইহাই আমরা কামনা করি।

ভ্রম সংশোধন ঃ—

'রজত জয়ন্তী' সংখ্যা দীপালীতে ইনসিওরেন্স হেরাল্ড বার্ষিক সংখ্যার সমালোচনা করিতে যাইয়া অনবধান বশতঃ একটি ভ্রম হইয়া গিয়াছে। মিঃ পি, সি, রায় লিখিত প্রবন্ধের নাম "A cry in wilderness" হইবে এবং মিঃ এস্, এন্, ব্যানার্জ্জি লিখিত প্রবন্ধের নাম হইবে "Life Assurance Statement"—এই অনিচ্ছাকৃত ত্রুটির জন্য আমরা দুঃখিত।

রূপবাণীতে "মানময়ী গার্লস স্কুল"

—অভিমন্যু:

প্রযোজক—রাধা ফিল্ম কোং

গ্রন্থকার—৺রবীন্দ্রনাথ মৈত্র

পরিচালক—জ্যোতিষ বন্দ্যোপাধ্যায়

শ্রেষ্ঠাংশে—কাননবালা জ্যোৎস্না গুপ্তা, জহর গাঙ্গুলী, মৃণাল ঘোষ, তুলসী চক্রবর্ত্তী, কুমার মিত্র প্রভৃতি।

উদ্বোধন—রূপবাণী—১১ই মে ১৯৩৫

এই বইখানি কিছুদিন আগে ষ্টার রঙ্গমঞ্চে খুব সাফল্য সহকারে অভিনীত হইয়াছিল। বইখানির মার্জ্জিত হাস্যরস ও ঘটনা-বিন্যাসের কৌশল রসিকমাত্রকেই খুসী করিতে সমর্থ হইয়াছিল। এই বইখানি চিত্রে রূপান্তরিত করিয়া রাধা ফিল্মের কর্ত্তৃপক্ষ সকলের প্রশংসাভাজন হইয়াছেন।

গল্পটি মোটামুটী এইঃ—

বিজ্ঞাপনে দেখা গেল মানময়ী গার্লস স্কুলের শিক্ষক ও শিক্ষয়িত্রীর জন্য একটি গ্রাজুয়েট দম্পতির প্রয়োজন—অর্থাৎ স্বামী এবং স্ত্রী দুজনেরই গ্রাজুয়েট হওয়া প্রয়োজন। এই বিজ্ঞাপনে সাড়া দিতে আসিয়া দুইটি অপরিচিত বেকার গ্রাজুয়েট যুবক যুবতী স্বামী-স্ত্রী বলিয়া পরিচয় দিয়া ফেলিল। তাহাদের নাম মানস মোহন মুখোপাধ্যায় ও নীহারিকা গাঙ্গুলী। যুবকটি হিন্দু ও যুবতীটি ক্রীশ্চান। তাহারা চুক্তিবদ্ধ হইল এই হিসাবে যে তাহারা দুইজনেই স্বামী-স্ত্রীর অভিনয় করিবে। কার্য্য ক্ষেত্রে এইরূপ স্বামী-স্ত্রীর অভিনয় করিতে গিয়া শেষে সে অভিনয় সত্যে পরিণত হইল।

ছবিখানির মধ্যে হাস্যরসাত্মক 'সিচুয়েশন' আছে অনেক, এবং পরিচালক মহাশয় তাহার যথাসাধ্য সদ্ব্যবহার করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। ছবিখানিতে স্বগতোক্তির বড় বাড়াবাড়ি। ওগুলি কমানো দরকার। সবাক চিত্রে স্বগতোক্তি না থাকাই বাঞ্ছনীয়। গানের সংখ্যা কিছু বেশী হইয়াছে। স্কুলে ছাত্রীগণের সমবেত গানটির বাণী কিছু বোঝা যায় না। ছবিখানিতে close-up এর সংখ্যা কিছু কম হইয়াছে। অভিনেতৃদের ভাবাভিব্যক্তির সম্যক বিকাশ দর্শকদের

শুভ উদ্বোধন

ক্রাউন সিনেমায়

শনিবার ১৮ই মে

কালী ফিল্মসের

নব অবদান

অমর কবি ডি, এল, রায়ের

অমর লেখনী প্রসূত বাংলা কৌতুক চিত্রে

বি বিরহ হ

উজ্জ্বল-সঙ্গীত-মুখর দমফাটা হাস্যরসে উদ্বেলিত অপূর্ব্ব কৌতুকপ্রদ প্রহসন
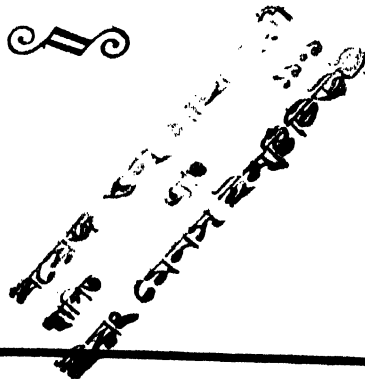
শ্রেষ্ঠাংশে আছেন—

হাস্যরসের আধার — মাণক জোড়—শ্রীতিনকড়ি চক্রবর্ত্তী ও তুলসী লাহিড়ী (মণিকাঞ্চন)

আরও আছেন—

শ্রীশৈলেন চৌধুরী, কুমার কনকনারায়ণ, রাণীবালা, শিশুবালা, ডলি দত্ত ইত্যাদি

গানের প্রাণ দিয়াছেন—

শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র দে

(অন্ধ-গায়ক)

সত্বর আসন সংগ্রহ করুন।
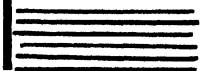
নিকট সহজে ধরা পড়ে না। এই সব দোষ ত্রুটি থাকা সত্ত্বেও ছবিখানি সুসম্পাদনা ও ঘটনা বিন্যাসের কৌশলে খুব উপভোগ্য হইয়াছে।

অভিনয় কাহারও নিন্দনীয় হয় নাই। কাননবালার 'নীহারিকা'ও জহর গাঙ্গুলীর 'মানস' খুব প্রাণবন্ত হইয়া উঠিয়াছে। শ্রীমতী জোৎস্না গুপ্তার চপলাও আমাদের খুব ভালো লাগিয়াছে। শ্রীমৃনাল ঘোষের গানখানি আমাদের ভাল লাগিয়াছে, অভিনয়ও মন্দ হয় নাই। কাননবালার গানগুলি সুগীত হইয়াছে। 'দামোদর' ও 'মানময়ী'র ভূমিকায় তুলসী চক্রবর্ত্তী ও রাধারাণীর অভিনয়ও মন্দ নয়।

আলোক-চিত্র খুব উচ্চ শ্রেণীর না হইলেও মন্দ হয় নাই। শব্দগ্রহণ সুন্দর।

গুরুগম্ভীর ছবি দেখিয়া আমাদের দেশের লোক হাঁপাইয়া উঠিয়াছে। বাংলা দেশে Feature-length কমেডী ছবি খুব কমই তৈরী হইয়াছে। সেই হিসাবে সকলে বেশ কিছুক্ষণ প্রাণ খুলিয়া হাসিতে পারিবেন। আমাদের মনে হয়, ছবিখানি এখন রূপবাণীতে বেশ কিছু দিন চলিবে।

নাট মণ্ডপ

নারী-প্রগতি সঙ্ঘ

উক্ত সঙ্ঘের সভ্যগণ **শান্তিকুটীরের** সাহার্য্য কল্পে Y. M. C. A.র ওভারটন হলে আগামী ১৮ই শনিবার সন্ধ্যা ৬॥ টায় **দেবতার দান** নামে একখানি নাটক অভিনয় করিবেন। মহম্মদ টোগ্‌লকের ভূমিকায় মিস্ রায় চৌধুরী, হাসানের ভূমিকায় শ্রীমতী শতদলহাসিনী রায় (স্কটিশ্ চার্চ্চ কলেজের দ্বিতীয় বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্রী), দীপালীর ভূমিকায়—শ্রীমতী টুইন্ ভট্টাচার্য্য (ইটালী নিম্ন প্রাইমারী স্কুলের প্রধান শিক্ষয়িত্রী) রঙ্গাবতরণ করিবেন। বেলতলা হাইস্কুলের শিক্ষয়িত্রী শ্রীমতী অন্নপূর্ণা বিশ্বাস এই সঙ্ঘের সম্পাদিকা।

বর্দ্ধমানে—নাট্যাভিনয় (প্রাপ্ত)

গত ১১ই মে রাত্রি ৯ঘটিকার সময় স্থানীয় "বিচিত্রা" সিনেমা হাউসে "নাট্য-বাসর" ড্রামাটিক ক্লাব কর্ত্তৃক রজত-জয়ন্তী ফণ্ডের সাহায্য কল্পে সম্পূর্ণ সাফল্যের সহিত "কর্ণার্জ্জুন" ও "কাজরী" অভিনীত হইয়াছে। বহু দর্শকের সমাবেশ হইয়াছিল। "কর্ণে"র ভূমিকায় শিবনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং "ভীমের" ভূমিকায় বিমান বিহারী চট্টোপাধ্যায়ের অভিনয় অতিশয় সুষ্ঠু এবং উচ্চাঙ্গের হইয়াছিল। "দুর্য্যোধন"বেশী বিভূতিচাঁদ কর্পূর এবং "পদ্মাবতী" ধীরেন্দ্রনাথ মজুমদার এঁদের অভিনয় উল্লেখযোগ্য। বর্দ্ধমানের মহারাজা রাত্রি ১টার পর পর্য্যন্ত উপস্থিত থাকিয়া সকলকে উৎসাহিত করিয়াছিলেন। আলোকসম্পাত ও দৃশ্যপট সজ্জা আধুনিক ও রুচিসম্পন্ন হইয়াছিল। শ্রীমান জ্যোতির্ম্ময় বসু প্রযোজক হিসাবে কোনও ত্রুটি রাখেন নাই। সু-অভিনয় হিসাবে মহারাজাবাহাদুর স্বয়ং শিবনাথ বন্দ্যোঃ, বিমান চট্টো, সুধাময় বসু (লালু) ও ধীরেন্দ্র মজুমদারকে রৌপ্য-পদক উপহার দেন। এবং প্রেসিডেণ্ট মিঃ রমেশচন্দ্র বসুকে রজত-জয়ন্তী উৎসবে অভিনয়ের আয়োজনের

জন্য মহারাজা তাঁহাকেও একটি পদক উপহার দেন। "কাজরী"তে "শিহরণে"র ভূমিকায় শান্তিময় বসু ওরফে ছুকু সম্পূর্ণ মৌলিক অভিনয় করিয়াছিলেন।

ছায়া

গত বৃহস্পতিবার ৯ই মে ছায়ায় সম্রাটের রজত জয়ন্তী উপলক্ষে বিনামূল্যে তিনবার চিত্র প্রদর্শনের ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। প্রায় ৪০০০ ছাত্রী ওখানে সমবেত হইয়াছিলেন। রজত জয়ন্তী কমিটী হইতে প্রদত্ত ছবি ছাড়াও ছায়ার কর্তৃপক্ষ নিজের ব্যয়ে একটা রঙ্গীন কার্টুন ছবি দেখাইয়াছেন এবং সমাগতা বালিকা ও শিক্ষয়িত্রীদিগকে জলযোগ ও শীতল পানীয় দ্বারা পরিতৃপ্ত করিয়াছিলেন। ছায়ার কর্তৃপক্ষের এ আতিথেয়তা প্রশংসার যোগ্য।

এই সপ্তাহ হইতে ব্রিটিশ ডোমিনিয়ন ফিল্মের "Nell Gwynn" প্রদর্শিত হইবে। অ্যানা নিগেল ও সার সেডরিক হার্ডউইক মুখ্যাংশে অভিনয় করিয়াছেন। ছবিখানি জনসাধারণের ভাল লাগিবে বলিয়াই আমাদের মনে হয়।

চট্টগ্রামে রজত জুবিলি উপলক্ষে "রূপায়তনে"র গীতোৎসব (প্রাপ্ত)

সম্রাটের রজত জুবিলি উপলক্ষে চট্টগ্রামে যে বিবিধ আমোদ প্রমোদের বিরাট আয়োজন হইয়াছিল তন্মধ্যে কে, সি, দে হলে অনুষ্ঠিত "রূপায়তনের" প্রচেষ্টায় "গীতোৎসব" বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এরূপ সর্ব্বাঙ্গসুন্দর উৎসব সকলেরই প্রশংসা অর্জ্জন করিয়াছে। চট্টগ্রামের আর্য্য সঙ্গীত সমিতি ঐক্যতান বাদ্য ও নৃত্য গীতের সঙ্গে সুর সংযোজনা করিয়া উৎসবটিকে সম্পূর্ণতা দান করিয়াছে। "রূপায়তনের" সম্পাদক শ্রীযুক্ত চন্দ্রনাথ সেন মহাশয় কর্তৃক রচিত "জয়তু জয় অপরাজেয় অর্দ্ধধরণীপতি হে" গানটি কোরাসে গীত হইয়া সকলের চিত্ত বিনোদন করে। বহু নৃত্য, ও হাস্যরসাত্মক দৃশ্যাবলীর মধ্যে কুমারী চিত্রা দত্ত, কুমারী কুমকুম, মাষ্টার বাদল, শ্রীযুক্ত ধ্যান সেনের গান এবং কুমারী পারুলের আরতি নৃত্য, কুমারী বেনু দেবীর ছন্দ-নৃত্য ও বাদল নৃত্য, শ্রীযুক্ত কালীশঙ্করের বরুণ নৃত্য বিশেষ উল্লেখযোগ্য, রূপায়তনের শিল্পী সঙ্ঘের প্রচেষ্টায় এই উৎসব সুসম্পূর্ণ রূপ সৌষ্ঠব লাভ করিয়াছে এজন্য তাঁহারা ধন্যবাদার্হ।

দীপালী-ফ্লুয়েলীন রৌপ্যপদক

'এপ্রিল ফুল'—গল্পের জন্যে এপ্রিল মাসের 'দীপালী ফ্লুয়েলীন' পদক পেয়েছেন শ্রীমতী গৌরীরাণী দেবী।

ক্রাউনে "বিরহ"

আগামী শনিবার ১৮ই মে কালী ফিল্মসের নবতম কৌতুক বাংলা বাণী-চিত্র দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের "বিরহ" ক্রাউনে প্রথম মুক্তিলাভ করিবে। ছবিখানির ভূমিকা-লিপি বণ্টন করা হইয়াছে এইরূপ :—গোবিন্দ—শ্রীতিনকড়ি চক্রবর্ত্তী, ইন্দু—শ্রীশৈলেন চৌধুরী, রামকান্ত (ভৃত্য)—শ্রীতুলসী লাহিড়ী, নির্ম্মলা—শ্রীমতী শিশুবালা, গোলাপী—শ্রীমতী রাণীবালা। ছবিখানিকে সাফল্যমণ্ডিত করিতে শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ গাঙ্গুলী মহাশয় আপ্রাণ চেষ্টা করিতেছেন। আমরা তাঁহার সাফল্য কামনা করি।

ব্রডকাষ্ট রেকর্ডস

গত ৫ই মে তারিখে ব্রডকাষ্ট মিউজিক্যাল প্রডাক্টসের বাংলা রেকর্ড বিভাগের উদ্বোধন হইয়া গিয়াছে। ১৮নং আশুতোষ দে লেনে বাংলা গানের মহলা দিবার স্থান নির্দ্ধারিত হইয়াছে। উক্ত উদ্বোধনে কলিকাতার বহু ভদ্র মহিলা ও মহোদয় উপস্থিত ছিলেন। শ্রীমতী ইন্দুবালা, কমলা (ঝরিয়া), বীণাপাণি, উষাবতী প্রভৃতি সুপ্রসিদ্ধা গায়িকারা সমাগত ভদ্রমণ্ডলীকে তাঁহাদের গানের দ্বারা আপ্যায়িত করিয়াছিলেন। সেনোলা, হিজ মাষ্টার্স ভয়েস প্রভৃতি রেকর্ড-নির্ম্মাতারাও এই উৎসবে উপস্থিত ছিলেন।

শ্রীযুক্ত নগীনদাস ও ধীরেন মুখোপাধ্যায়ের আদর আপ্যায়নে সমাগত সকলেই মুগ্ধ হইয়াছিলেন।

গান

—হেমেন্দ্রকুমার রায়

আয়রে সুখের খেলাঘরে, আয়রে বুকে ফিরে,
ঢাল্‌ব চোখের জলাঞ্জলি সখার আঁখির নীরে!

*

মউল গাছে বউল সাজে,
বনের পথে মাদল বাজে,
মনের পথের পথিক আমার আস্‌বে কখন ধীরে!

*

ঘুমন্ত চাঁদ জাগ্‌বে আবার মেঘের বিছানায়,
কেমন ক'রে দেখ্‌ব বঁধু পালিয়ে যেতে চায়!

*

আয়রে বাউল বাঁশীর তানে,
আয়রে নতুন কুহু-গানে,
আয়রে বেয়ে হাসির তরী নয়ন-নদীর তীরে—
আয়রে ফিরে, আয়রে ফিরে, আয়রে পীতম ফিরে!

রাধা ফিল্ম কোং

তাঁহাদের নবতম বাংলা সবাক চিত্র "মানময়ী গার্লস স্কুল" রূপবাণীতে এই শনিবার দ্বিতীয় সপ্তাহে পড়িবে। পরিচালক জ্যোতিষ বন্দোপাধ্যায় শীঘ্রই আর একখানি বাংলা ছবির কাজ হাত দিবেন।

সম্পাদক—

শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায় শ্রীগিরিজাকুমার বসু

১২৩।১, আপার সার্কুলার রোড, দীপালী প্রেসে মুদ্রিত ও দীপালী কার্য্যালয় হইতে দীপালীর সত্ত্বাধিকারী—

[illegible]

দীপালী

DIPALI

বাংলার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সচিত্র সাপ্তাহিক

পাইওনিয়ার ফিল্মসের
"দেবদাসী" চিত্রে
'স্মৃতিভূষণে'র ভূমিকায়
শ্রীঅহীন্দ্র চৌধুরী।
পরিচালক
শ্রীপ্রফুল্ল ঘোষ

৭ম বর্ষ] ৯ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪২ ঃ ঃ 23rd May, 1935 [২১শ সংখ্যা

-1- ANNA

দীপালী কার্য্যালয়—১২৩।১, আপার সাকুলার রোড, কলিকাতা—
ফোন বড়বাজার—৩২৫৩

৭ম বর্ষ | ৯ই জ্যৈষ্ঠ বৃহস্পতিবার, ১৩৪২ ২৩শে মে ১৯৩৫ | ২১শ সংখ্যা

কলাকেলি

আবার Villon! গত-পূর্ব্ব বৎসরের "দীপালী"তে ফ্রান্সের চোর জোচ্চোর, ডাকাত, হত্যাকারী ও গণিকাগৃহবাসী কবি Francois Villon সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করেছিলুম। তাই প'ড়ে একাধিক বন্ধু Villon সম্বন্ধে আরো-কিছু বলবার জন্যে অনুরোধ করেছেন একাধিকবার। তাঁদের অনুরোধ রাখবার চেষ্টা করি।

•

Oscar Wilde, Verlain ও O. Henry প্রভৃতি কবি ও লেখকরা কুৎসিত অপরাধের অভিযোগে কারাদণ্ড গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছিলেন। Villonকে কিন্তু সে-শ্রেণীর মধ্যে গণনা করা যায় না। কারণ সাধারণ জীবনে ওঁদের মত Villon কোনদিনই বংশগৌরব বা ভদ্রতার দাবি করেন নি—তিনি ছিলেন একেবারে ছোটলোক, প্রকাশ্য ভাবেই নরক-কুণ্ডে ডুবে থাকতেন, চুরি-জুয়াচুরি দাঙ্গা-হাঙ্গামা করতেন এবং ধরা পড়লে জেল খেটে আসতেন অম্লান-মুখেই। Verlain এবং শেষ-জীবনে Wildeও মদের পাত্রের মধ্যে নিজেদের প্রতিভাকে ডুবিয়ে দিয়েছিলেন, কিন্তু Villon ছিলেন বিষকণ্ঠের মত। কোনরকম বিষই তাঁর কবিত্বকে দরিদ্র করতে সক্ষম হয়নি। যে অবস্থায়, যাদের সঙ্গে তিনি দিবা-রাত্র যাপন করতেন, তা কোন ভদ্রলোকেরই কল্পনায় আসবে না—অথচ তিনি ছিলেন বাণীর একান্ত সাধক এবং অনেকের মতে, তিনিই হচ্ছেন "the greatest and truest of the French poets!"

•

অনেকে Verlainএর সঙ্গে Villonএর তুলনা করেন। কিন্তু Verlain বা Wilde প্রভৃতির সঙ্গে Villonএর পার্থক্য বড় অল্প নয়। Verlain ও Wilde নিজেদের পাপকে পাপ ব'লে মানতেন না, উল্টে অনেক সময়ে তাই নিয়ে গর্ব্ব ক'রে নিজেদের অসাধারণ মানুষ ব'লে প্রচার করতেন। Villon কিন্তু কোনদিনই সাধুর মুখোস পরবার চেষ্টা করেন নি। নরকের যে জ্বালা তাঁর প্রাণের ভিতরে জ্বল্‌ত, কবিতার ভিতরে সব-সময়েই তিনি তা প্রকাশ করতেন—তাঁর অনেক কবিতাই অনুতপ্ত নারকীর আর্ত্তনাদ এবং অভিশপ্ত আত্মার কান্নার মত! কখনো তিনি অনুতপ্ত স্বরে বলছেন, "I have badly used my days!" আবার কখনো তিনি এই ব'লে কাঁদছেন, "Have pity on me, have pity I pray!"

Villonএর আসল নাম ছিল Francois de Loge; কিন্তু Guillaume Villon নামে জনৈক পুরোহিত Logeকে নিজের বাড়ীতে সন্তানের মত আশ্রয় দিয়ে নিজের নামেই পরিচিত করেন। এমন সঙ্গসহবাসে Villonএর জীবন হয়তো পরম সাধুর জীবনই হ'তে পারত! কিন্তু তাহ'লে হয়তো পঞ্চদশ শতাব্দীর পারী সহরের অন্ধকূপের ইতিহাস থেকে আজকের কাব্য-সাহিত্য বঞ্চিত হ'ত। তিনিও হয়তো পুরুত হয়ে শিষ্যদের ধর্ম্মোপদেশ দিতেন, কিন্তু যারা উপদেশ নিতে আসত তাদের মনের কথা এমন ভাবে কবিতায় ব্যক্ত করতে পারতেন না! বিধাতার বিধান ছিল, ধূপের মতন নিজে পুড়ে সকলকে তিনি গন্ধ বিলাবেন, তাই একদিন তিনি গীর্জ্জার সামনে ব'সে আছেন এমন সময়ে Chermoye নামে এক পুরোহিতের সঙ্গে তাঁর ঝগড়া হ'ল; Chermoye ছোরা তুললেন, কিন্তু Villon তার আগেই তাঁকে যে আঘাত করলেন তার ফলে তিনি নিলেন ইহলোক থেকে বিদায়! রাজদণ্ডকে ফাঁকি দেবার জন্যে Villon হ'লেন পলাতক! সূর্য্যালোককে গ্রাস ক'রে এগিয়ে এল অন্ধকূপের অন্ধকার!

পথিকরা হাঁট্‌লে আর তাদের বাঁচোয়া নেই—রাতের পাহারাওয়ালারাও এ-সব পথে পা বাড়াতে ভরসা পায় না! কল্পনা-নেত্রে দেখুন, পৃথিবীর একজন শ্রেষ্ঠ কবি বিচরণ করছেন একদল চোর ও খুনীর সঙ্গে, তাদের মতই হয়ে। মদের পিয়ালার মধ্যে ভূত-ভবিষ্যৎ-বর্ত্তমানকে ডুবিয়ে দিয়ে, কখনো উচ্চস্বরে পাগলের মতন অট্টহাস্যে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠছেন, কখনো পথচারী ভদ্রলোকের পকেটকে অম্লানবদনে হাল্‌কা ক'রে দিচ্ছেন, কখনো গণিকাদের সঙ্গে অশ্রাব্য ভাষায় হাসি-তামাসার কথা বলছেন, —কারুকে করছেন আলিঙ্গন, কারুর রং-মাখা চুপ্‌সে-যাওয়া গালের উপরে দিচ্ছেন নিজের মদ্যগন্ধী ওষ্ঠাধরের অপবিত্র স্পর্শ! কখনো দেখি তাঁকে তাঁর প্রিয়তমা বারাঙ্গনার বাহুর বাঁধনে মদে বেহুঁস হয়ে নাক ডাকিয়ে ঘুমোতে, কখনো দেখি তাঁকে জেলখানার কোটরে হাতে-পায়ে শিকল প'রে কবিতা রচনা করতে! এবং গণিকা-গৃহে কি ভাবে তাঁর দিন কাটত, পূর্ব্ব-প্রবন্ধেই দেখানো হয়েছে! চতুর্দ্দিকে অন্ধকারের বৃষ্টি, আত্মা-হারাদের পদশব্দ, আত্মবিস্মৃত মনুষ্যত্বের দুঃস্বপ্ন,—সংসার ও সমাজের স্মৃতি পর্য্যন্ত সেখানে পৌঁছতে পারে না!

•

পট তুলে সেই অন্ধকূপের অন্ধকারে কৃত্রিম, পরিম্লান ও রহস্যময় আলোকে দেখি পঞ্চদশ শতাব্দীর পারী সহরকে! .... হু-হু ক'রে শীতার্ত্ত রাত্রির তুষার-শীতল হাওয়া বয়ে যাচ্ছে, ঝর্‌ঝর্ ঝর্-ঝর্ ক'রে বরফ পড়ছে, গীর্জ্জায় গীর্জ্জায় বড়দিনের ঘণ্টা বাজছে, ক্ষুধার্ত্ত নগরের তোরণের কাছে নেকড়ে বাঘরা আর্ত্তনাদ করছে এবং সহরের রাজপথে মিট্‌মিটে লণ্ঠনগুলো জ্বলছে যেন লজ্জায় লাল হয়ে। পথের নোংরা আবর্জ্জনায় হাঁটু পর্য্যন্ত ডুবিয়ে মশালধারী ভৃত্যরা চলেছে, তাদের পিছনে পিছনে আসছে ডুলি কাঁধে নিয়ে বাহকরা বড়-ঘরের বিলাসিনী মহিলাদের বহন ক'রে। মশালের অস্থির ম্লান আলোতে পথে পথে যাদের দেখা যায় তারা হচ্ছে, জনতা কিংবা জনতার অপচ্ছায়া! ভিখারী, গণিকা, ভবঘুরে, চোর, ভণ্ড পুরোহিত, লম্পট—একদা যারা ছিল মানুষ! Pomme du Pin হচ্ছে মস্ত এক সরাবখানা—মাতালদের হট্টগোল গীর্জ্জার ঘণ্টাধ্বনির সঙ্গে শোনা যাচ্ছে! আগুনের সামনে ব'সে Villon আগুন পোয়াচ্ছেন, কবিত্বের কথা ভুলে চেনা ও অচেনা লোকের সঙ্গে গ্রাম্য ভাষায় ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ গল্প-গুজব করছেন! শীতে হিমে নীল হয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের বকাটে ছাত্ররা ভিতরে এসে ঢুকছে এবং পাত্রের পর পাত্রে চুমুক দিয়ে আবার বেরিয়ে যাচ্ছে রঙে রাঙা হয়ে! গভীর রাত্রে Villonকে দেখা যাবে Abreuvoir Popin নামক স্থানে—যেখানে দলে দলে বেড়িয়ে বেড়ায় বাপে-খেদানো মায়ে-তাড়ানো ছেলেরা, চোর ও জালিয়াতরা, বারবনিতারা, বিশ্ববিদ্যালয় থেকে নাম-কাটা ছাত্ররা এবং Villonএর বন্ধু গলা-কাটা গুণ্ডা ও ডাকাতরা! যে কুৎসিত ভাষায় তারা কথা কইছে তার কোন মূল্য নেই, কিন্তু সেদিন কেউ জানে নি, এই-সব কথাবার্ত্তাও একদিন Villonএর কাব্যে ঠাঁই পেয়ে বিশ্বসাহিত্যে অমর হয়ে থাকবে!... ...এ-সব জায়গা দিয়ে ভদ্র

•

বিকৃত ও অবিকৃত দৃষ্টি নিয়ে Villon জীবনে যা-কিছু দেখেছেন, তাকেই নিজের কবিতার খাতায় ঠাঁই দিয়েছেন: যুবতী গণিকা, বৃদ্ধা গণিকা, পারী সহরের নারীর মহিমা ("No girls speak like those of Paris"), ইহলৌকিক সৌভাগ্যের নশ্বরতা ("But where is now brave Charlemagne?"), সরাবখানা, গীর্জ্জা, জনৈক সাধুর প্রতিকৃতি, জনৈক বন্ধু, জনৈক শত্রু, হাঁস-চোর Cholet, বেশ্যালয়, তিনি নিজে ও তাঁর মাতা,—Villonএর কাব্যে সমস্তই পাওয়া যাবে! তাঁরই কণ্ঠ হচ্ছে প্রাচীন পারী-নগরীর একমাত্র কণ্ঠ,—চারশো বছর পরেও যার স্বর আজ পর্য্যন্ত শোনা যাচ্ছে! কিন্তু সেই একমাত্র কণ্ঠই হচ্ছে যথেষ্টরও বেশী, কারণ সে কারুর কথাই বলতে বাকি রাখে নি। সরাবখানায় ঢুকে যে-মাতালের দল বেতালা হল্লা করছে, শূন্য ঘরে ব'সে যে-প্রাচীনা গণিকা নিজের হারা-যৌবনের জন্যে দীর্ঘশ্বাস ফেলছে, যে-তরুণীর দল হাল্‌কা প্রাণে মধুকরের মতন গুন্-গুন্ করছে এবং তাঁর যে-মাতা গীর্জ্জায় ব'সে উপাসনায় নিমগ্ন হয়ে আছেন, Villonএর কণ্ঠ সমস্তই এমন ভাবে বর্ণনা করেছে যে, চোখের সুমুখে সকলকে দেখতে পাই স্পষ্ট, জীবন্ত ভাবে। কোন বন্ধুকে, কোন শত্রুকেই তিনি ভুলে যান নি। তিনি যেন পরিষ্কার দিবালোক! তিনি ভীষণ কথা বলেছেন, তিনি কুৎসিত কথা বলেছেন, তিনি সুন্দর পবিত্র কথা বলেছেন: কিন্তু তিনি সর্ব্বদাই একটি কথা বলেছেন এবং তা হচ্ছে সত্য কথা।

•

Villonএর কোন প্রতিকৃতি পাওয়া যায় নি। কিন্তু আমার বিশ্বাস, তাঁর চেহারা—অন্ততঃ Rabelaisএর মতন—কদাকার ছিল না। তিনি যে-যুগের মানুষ ছিলেন, সে-যুগের হিসাবে তাঁকে যথেষ্ট সত্যবাদী ও দয়ালু ব'লেই মানতে হয়। মনে ক'রে দেখুন, ১৪৬৫ খৃষ্টাব্দে পারী

সহরে প্রকাশ্য বাজারের মাঝখানে অপরাধীদের তপ্ত তেলে চুবিয়ে বধ করা হ'ত এবং রাত্রে গোরস্থানের মৃতদেহ-ভরা ভূমির উপরেও ব্যভিচারের স্রোত বয়ে যেত এবং ধর্ম্মযাজক ও মঠবাসিনী সন্ন্যাসিনীরাও নিয়মিতভাবে যে-সব পাপ করতেন তা শুনলে কানে আঙুল দিতে হয়! Villon ডাকাত ছিলেন, কিন্তু সে যুগও ছিল ডাকাতের যুগ।

*

বৃষ্টির জল প্রথম যখন নোংরা জায়গায় পড়ে, তখন তাকে মলিন দেখায়। তারপর ময়লা থিতিয়ে গেলে তা আবার পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন হয়ে ওঠে। Villonএর জন্ম হয়, ১৪৩১ খৃষ্টাব্দে। তাঁর মৃত্যু হয় কবে, কোথায়, কেমন ভাবে, কেউ তা জানে না। কিন্তু তাঁর মৃত্যুর পর এই যে যুগ-যুগান্তর চ'লে গেছে, এর মধ্যে কি তাঁর ব্যক্তিগত জীবনের সমস্ত মালিন্যই মুছে যায় নি? আজ বেঁচে আছে কেবল তাঁর কাব্য-সাধনা—জীবনের কোন দুর্দ্দিনেই যা তিনি ভোলেন নি। এই কাব্যই তাঁর আসল পরিচয়। যে-সব ব্যক্তি তাঁর কাব্যকে ভুলে অতীতের বিস্মৃত সমাধি খুঁড়ে তার ব্যক্তিগত জীবনের কলঙ্ক আবিষ্কার করবার জন্যে ব্যস্ত হয়েছেন, তাঁরা সাহিত্যকে অকারণেই আহত করেছেন।

*

পৃথিবীর দুজন কবিকে লোকে তাঁদের মৃত্যুর অনেক কাল পরে যথার্থরূপে চিনতে পেরেছে। তাঁরা হচ্ছেন Francois Villon ও ওমর খৈয়াম। Villon হচ্ছেন একমাত্র ফরাসী কবি, যিনি একেবারেই অকৃত্রিম। এবং আজ প্রায় অর্দ্ধ-সহস্র বৎসর পরে Villonএর কাব্যের স্বরূপ ফরাসী দেশে ক্রমেই ভালো ক'রে ধরা পড়ছে। তিনি হচ্ছেন যে-কোন আধুনিকের চেয়ে আধুনিক, শত শত বৎসরও তাঁর কালজয়ী কাব্যকে একটুও সেকেলে ক'রে ফেলতে পারে নি! যেখানে আধুনিক লেখক Zola পাঁচ ছয়-খানি উপন্যাসের সাহায্য নিতেন, Villon সেখানে মাত্র আটাশ পংক্তিতে রমণীর একটি পূর্ণ প্রতিকৃতি এঁকেছেন! এবং আর এক স্থলেও ঐ আটাশ পংক্তিতেই তিনি সর্ব্বকালের সকল নারীর ছবি চমৎকার ফুটিয়ে তুলেছেন। তাঁর বৃদ্ধা গণিকার খেদ থেকে কয়েক পংক্তি তুলে দিলুম:

Me thought I heard the mournful sigh
Of she who was the town's mistress,
Lamenting that her youth should die
And speaking thus in sore distress:
"Ah, foul age, in your bitterness
And hate, why have you used me so,
Who hinders me in my duress
Ending the life so useless now?

... ...

Broken hast thou the spell so fair
That beauty once gave unto me;
Merchants and clerks and priests once were
My slaves, and all men born to see
Were mine, and paid gold royally
For that without which men's hearts break:
For that which now, if offered free,
No thief in all the town would take.

... ...

And many a man have I refused—
So little wisdom did I show—

For love of one black thief who used
My youth as bee the flowering bow.
Though, spite me wiles I loved him so
And gave him that which I had sold,
For love he paid me many a blow;
Yet well I know he loved my gold. প্রভৃতি।

*

মানুষ Villonএর মাথায় অনেক নিন্দা-ঘৃণা বর্ষণ করা হয়েছে এবং যাঁরা নিজেদের সাধু ব'লে প্রচার করতে চান মানুষ Villonকে অমানুষ ব'লে তাঁরা যথেষ্ট আত্মপ্রসাদ উপভোগ করেছেন। কিন্তু কবি Villon আজ সাহিত্যের মূর্ত্তিমান বিস্ময়ের মতন সমালোচকদের সামনে মাথা তুলে অমর হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। Auguste Longron পুরানো পুঁথিপত্র ঘেঁটে তাঁর চরিত্রহীনতার প্রমাণ আবিষ্কার করেছেন এবং R. L. Stevensonএর মতন বৃহৎ লোকও Longronএর দ্বারা উত্তেজিত হয়ে এই বহু শতাব্দীর পুরাতন মড়ার উপরে খাঁড়ার ঘা মারবার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু অকারণেই! মানুষ Villion যখন সঙ্গীদের সঙ্গে কারাগারে প্রাণদণ্ডের আসামী হয়ে দিন গুণছিলেন, তখন তাঁর কবি-প্রাণ পৃথিবীর মানুষদের সম্বোধন ক'রে ব'লেছিল—

"O brother men who after us shall thrive,
Let not your hearts against us hardened be.
For all the pity unto us ye give
God will return in mercy unto ye,
We five or six all swinging from the tree,
Behold, and all our well fed flesh once fair
Rotted, and eaten by the beaks that tear,
Whilst we the bones to dust and ash dissolve.
Let no man mock us, or the fate we bear;
But pray to God that He may us absolve".

এ করুণ আবেদন শোনবার পরেও কি আর Longron ও Stevensonএর নিন্দা শোনবার জন্যে আমাদের মনে আর একটুও আগ্রহ থাকে? তখন কি মানুষ ও কবি Villonএর জন্যে আমাদের চোখ না ভিজে থাকতে পারে? জগতের আর কোন কবি কি এমন অবস্থায় প'ড়েছেন এবং এমন অবস্থায় প'ড়েও কবিতার ছন্দে মনের কথা ব্যক্ত করতে পেরেছেন? ফাঁসী-কাঠে ঝোলবার আগেও যাঁর কবিত্বের উৎস শুকিয়ে যায় না, তিনি যে কত-বড় কবি তা আর প্রমাণিত করবার দরকার নেই। যদিও পাঠকরা শুনলে হয়তো খুসি হবেন যে, Villon সে-যাত্রা ফাঁসীকাঠের ক্ষুধাকে অতৃপ্ত রেখে পালাবার সুযোগ পেয়েছিলেন! কবি Swinburnএর কথা তুলে গেল-বারের মত এবারেও আমরা Villonএর প্রসঙ্গ শেষ করলুম:

"Prince of sweet songs made out of tears and fire,
A harlot was thy nurse, a God thy sire;
Shame soiled thy song, and song assoiled thy shame
But from thy feet now death has washed the mire.
Love reads out first at head of all our quire,
Villon, our sad bad glad mad brother's name".

*

আজকাল যাঁরা চলচ্চিত্র-সমালোচনা করেন, প্রায়ই দেখি তাঁদের অনেকেই ছবির প্রধান দুটি দর্শনীয় বস্তুর কথা ভুলে যান। আলোক-চিত্র ও শব্দের ভালো-মন্দ নিয়ে তাঁরা এমন অতিরিক্ত মাথা ঘামান যে মনে হয়, চলচ্চিত্রের মধ্যে ঐ দুটি বিষয়ের চেয়ে বড় আর-কিছু নেই! এঁদের পুঁচকে প্রাণের মস্ত মুরুব্বিআনা দেখলে গা জ্বালা করে। কারণ প্রধানতঃ আমরা ছবি দেখতে যাই, চিত্র-লিখিত কাহিনীর নাটকীয় ক্রিয়া এবং নট-নটীর অভিনয়-নিপুণতা দেখবার জন্যে। আলোকচিত্র ও শব্দ যে অবহেলা করবার জিনিষ, এমন কথা বলছি না; কিন্তু যে-ছবির গল্প ও অভিনয় খারাপ, অন্যান্য দিক দিয়ে সম্পূর্ণ নিখুঁৎ হ'লেও সে ছবির পরমায়ু কখনো দীর্ঘ হয় না। এর প্রমাণও এত বার পাওয়া গিয়েছে যে, নূতন প্রমাণের দরকার নেই।

*

যদি কেউ জিজ্ঞাসা করেন যে, একশো নম্বরের ভিতরে ছবির প্রত্যেক দর্শনীয় বিষয়ের পূর্ণ নম্বর কত হওয়া উচিত, তাহ'লে এই কথা বলা যেতে পারে: গল্প—২৫; অভিনয়—২৫; আলোকচিত্র—২০; শব্দ—১৫; সঙ্গীতাংশ ও দৃশ্য শিল্প—১৫। ভালো অভিনয়ের উপরেই চিত্রনাট্যলিখিত গল্পের সার্থকতা নির্ভর করে, আবার চিত্রনাট্য উল্লেখ্য না হ'লে নট-নটীদের অভিনয়ের সুযোগ থাকে না। সেইজন্যেই আমার মতে ও-দুটি বস্তু হচ্ছে তুল্যমূল্য। ছবির মধ্যে আলোক-শিল্প ফ্যালনা নয়, সে কথা স্বীকার করি। কিন্তু আলোকশিল্পীর কাজ যদি অসাধারণ না হয়ে চলনসইও হয় (অর্থাৎ আলোকশিল্পী যদি বিশের মধ্যে পনেরো নম্বরও পান), এবং অন্যদিকে ছবির গল্প ও অভিনয় যদি ভালো হয়, তাহ'লে আমাদের মন খুসি না হয়ে পারে না। একথা শুনে তার্কিকরা হয়তো মুখর হয়ে উঠবেন। কিন্তু মুখ খোলবার আগে তাঁরা চোখ খুলে দেখুন, বাংলা দেশে আজ পর্য্যন্ত যে-সব ছবি অসাধারণ জনপ্রিয়তা অর্জ্জন করেছে, তার মধ্যে কয়খানির আলোকশিল্প তথা শব্দশিল্প প্রভৃতি একেবারে নির্দ্দোষ ও প্রথম শ্রেণীর উপযোগী?

*

গেল শনিবারে 'ক্রাউনে' "কালী-ফিল্ম্‌সে"র "বিরহ" দেখে এসেছি। ছবিখানি মাত্র এগারো দিনের ভিতরে তোলা হয়েছে। আমি এতটা ব্যস্ততার কারণও জানি না এবং এর সমর্থনও করি না; তবু এটুকু অনায়াসেই বলতে পারি, এই জটিল কথক-ছবির যুগে মাত্র এগারো দিনের ভিতরে একখানি পূর্ণাঙ্গ চিত্র তৈরি করা বিস্ময়কর বাহাদুরির কাজ। কিন্তু সেই সঙ্গে আমি স্বীকার করতে বাধ্য যে, এত বেশী ব্যস্ততার জন্যে ছবিখানির ভিতরে কতকগুলি ত্রুটি থেকে গিয়েছে। "বিরহে"র আলোকচিত্র অসাধারণ না হ'লেও নিন্দনীয় হয় নি। কিন্তু ধীরে সুস্থে কাজ করবার অবসর পেলে আলোক-শিল্পীর কারিকরি যে আরো বেশী ফুটতে পারত, সে বিষয়ে সন্দেহ প্রকাশ করছি না। শব্দশিল্পী শ্রীযুক্ত মধু শীলের কাজও স্থানে স্থানে সার্থকতা লাভ করতে পারে নি। পরে শুনলুম, 'ক্রাউনে'র একটি শব্দযন্ত্রের অবস্থা নাকি সুস্থ ছিল না, তার 'চিকিৎসা'র দরকার ছিল। এখন নাকি শব্দযন্ত্রটি 'নীরোগ' হয়েছে এবং মধুবাবুকেও আর নাকি অমধুর সম্ভাষণে আপ্যায়িত করবার সুবর্ণ সুযোগ নেই! সুসংবাদ! "বিরহে"র নেপথ্য ও আবহ সঙ্গীত শুনে যে আনন্দ পেয়েছি, "কালী-ফিল্মে"র আর কোন ছবিতে তা পাই নি। বর্ত্তমান বাংলার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গায়ক ও সুরশিল্পী শ্রীযুক্ত কৃষ্ণচন্দ্র দে'র সাহায্য পেয়ে "কালী-ফিল্মে"র মস্ত একটি অভাব পূরণ হ'ল।

*

"বিরহে"র গল্প সম্বন্ধে নতুন ক'রে কিছু বলতে যাওয়া 'আধিক্যতা' মাত্র। বাংলার অমর হাস্যরসিক দ্বিজেন্দ্রলাল এর জনক এবং এ নাটকখানি অনেক দিন আগেই সাধারণ রঙ্গালয়ে পাদপ্রদীপের সামনে প্রকাশ্য অগ্নিপরীক্ষায় অতুলনীয় সম্মানের সঙ্গে উত্তীর্ণ হয়েছে। চিত্রে রূপান্তর লাভ ক'রেও "বিরহে"র 'গল্পত্ব' অল্প হয় নি—তার মূল ঠাট্ দিব্য বজায় আছে। গল্পটি যে সকলকে যথেষ্ট আমোদ দিতে পেরেছে, সেদিনকার প্রেক্ষাগৃহের অবিরাম হাস্যের ঐকতানই তা প্রমাণিত করেছে—দর্শকের বিপুল হাসির ঘটায় ছবির কথা বারংবার এমন চাপা প'ড়ে যাচ্ছিল যে আমার বিরক্তি বোধ হচ্ছিল। শ্রীযুক্ত তিনকড়ি চক্রবর্ত্তী (গোবিন্দ), শ্রীযুক্ত তুলসী লাহিড়ী (রামকান্ত), শ্রীমতী শিশুবালা (নির্ম্মলা) ও শ্রীমতী রাণীবালা (গোলাপী) আপন আপন ভূমিকাকে চমৎকার নাটনিপুণতায় এমন উপভোগ্য ক'রে তুলেছেন যে, এ ছবিখানি দেখলে পেচকও হয়তো হাসতে শিখবে! গল্প ও অভিনয়ের অপূর্ব্বতায় "বিরহ" চিত্র বিচিত্র হয়ে উঠেছে, তাই তার কোন কোন দোষ-ত্রুটির দিকে নজর দেবার জন্যে একটুও ছুটি পাওয়া যায় না। তবে মাছির মতন ব্রণ খোঁজাই যাদের অভ্যাস, তাঁদের কথা স্বতন্ত্র। "বিরহে"র প্রধান উদ্দেশ্য, শুকনো মুখকে হাসিতে সরস করা। তার সে উদ্দেশ্য যখন সিদ্ধ হয়েছে, তখন ছবিখানিও যে সফল হয়েছে, এ-কথা বলতে পারি মুক্তকণ্ঠেই। পৃথিবীর সমস্ত জীবের মধ্যে ভগবান হাসি দিয়েছেন মাত্র মানুষের মুখেই। এবং "বিরহ" দেখতে গিয়ে কোন মানুষই যে ভগবানের এই দুর্লভ দানকে গোপন করতে পারবে, এমন বিশ্বাস আমার নেই।

শ্রী হেমেন্দ্রকুমার রায়

জীন আর্থার

কলম্বিয়ার উদীয়মান তারকা।

দীপালী

শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র রায়, এম্.এ, বি-এল্

হিন্দু মিউচুয়াল লাইফ এসিওরেন্সের সেক্রেটারী। ইহার কর্ম্মবহুল বিস্তৃত জীবনী বীমা-প্রসঙ্গ স্তম্ভে দ্রষ্টব্য।

বিধির বিধান

(উপন্যাস)

—শ্রীমতী তমাললতা বসু

(এগারো)

হিমাংশু গৌরীদের দেশে রেখে কাজ পড়ায়, কল্‌কাতায় ফিরে এলো।

সেদিন তুষারের বাড়ীতে একটা ভোজ উপলক্ষে সে গিয়ে উপস্থিত হলো। গান বাজনা খাওয়া দাওয়া শেষ হলে ও নিমন্ত্রিতেরা চলে গেলে, হিমাংশুও যাবে ব'লে উঠ্‌ছে, এমন সময় হিমানীর হাত ধরে জ্যোৎস্না এসে ঘরে ঢুকে হিমাংশুকে হাস্‌তে হাস্‌তে বললে, "হিমাংশুবাবু, আমার এই বোন হিমানীটিকে আপনাকে বিয়ে করতে হবে, আমি বেশ বলতে পারি হিমানী আপনার অনুপযুক্ত হবে না।"

হিমাংশুর হাসি মুখ মলিন হয়ে গেল। সে বিমর্ষ ভাবে "বৌদিদি, আপনার বোনকে স্ত্রীরূপে পাওয়া খুব ভাগ্যের কথা, কিন্তু আমি বড় অভাগা, আমায় ক্ষমা করবেন" বলে কাজে চলে গে'ল। জ্যোৎস্না বিস্মিত হয়ে তুষারকে বললে "কেন ওকথা বললেন হিমাংশু বাবু?"

তুষার বললে "ওর একটি মা-বাপ হারা বোন, সেই বোনটির পাঁচ বছরে বিয়ে হয়, এক বছরের ভেতর সে বিধবা হয়। ঐ বোনটিকে লেখা পড়া শিখিয়ে ও তার বিয়ে দেবার ঠিক্ করে। পরে বোনের ও ঠাকুমা ঠাকুর-দাদার অমতে সেই বিয়ে ভেঙ্গে যায়। হিমাংশুও প্রতিজ্ঞা করেছে, বিয়ে করবে না। বোনটি এতদিন জানতো না যে সে বিধবা। বিয়ের ঠিক হবার পর সব শোনে। হিমাংশুর মত বদলাতে আমরা কেউ ত' পারিনি।"

জ্যোৎস্না দীর্ঘশ্বাস ফেলে দেখ্‌লে হিমানী সব শুনে দ্রুতপদে বেরিয়ে গেল। জ্যোৎস্না ছল ছল চোখে বললে "আহা, আগে জানলে একথা বলে হিমাংশুবাবুর মনে কষ্ট দিতাম না।"

"তোমার দোষ কি জ্যোৎস্না, আমারই আগে বলা উচিত ছিল। হিমানী কোথায় গেল দেখি গিয়ে। আহা, ও বেচারীর প্রাণে বড় বাজবে। ও যে প্রাণ মন দিয়ে হিমাংশুবাবুকে ভালবেসে ফেলেছে। এবং সে কথা আমার কাছে প্রকাশ করেছে। অবশ্য আমিই জোর করে জেনে নিয়েছি।"

জ্যোৎস্না গিয়ে দেখ্‌লে হিমানী তারই ঘরে খাটের ওপর শুয়ে কাঁদছে। সে তার আলুথালু চুলগুলি কপাল থেকে সরিয়ে দিয়ে বললে "হিমানী, চুপ কর, কেঁদে কি কর্‌বি বল, সবি তো শুনলি, সবি অদৃষ্ট। তাকে পাওয়া অসম্ভব। তার আশা ছাড়।" সে ফুলে ফুলে কাঁদতে লাগলো। শেষে বললে "সে যে হয় না দিদি, ভাল একজনকেই বাসা যায়। তাকে যদি ইচ্ছা মত ফেরান যেত তবে আর ভাবনা ছিল না তাঁকে পাওয়া যদি অসম্ভব হয়, তবেবিয়ে করবো না।"

"সে কি ভাই হিমানী অমন কথা বলিস্‌ নি, তুই পিসেমশাই পিসিমার কত আদরের একটি মাত্র মেয়ে। তুই বিয়ে না করলে, তাঁরা দুঃখিত হবেন।"

"তা বললে কি হবে দিদি, আমি বিয়ে করবো না।" জ্যোৎস্না আর কিছু না বলে উঠে গেল। হিমানীও খানিকক্ষণ পরে হৃদয়াবেগ সংযত করে উঠে পড়্‌লো।

এই ঘটনার পর হিমাংশু এ বাড়ী আসা একেবারেই ছেড়ে দিলে। কারণ সে বুঝেছিল, হিমানীর সঙ্গে দেখা করা একেবারেই তার উচিৎ নয়। কারণ হিমাংশু হিমানীকে ভালবাসা সত্বেও যখন বিয়ে করতে পারলে না, তখন তার সঙ্গে দেখা না করাই ওর পক্ষে ভাল। কেন না হিমানী তাহ'লে তাকে ভুলে যাবে।

কিন্তু একদিন যখন তুষারের কাছে সে শুনলে যে হিমানীর বড্ড অসুখ, তখন সে তাকে দেখতে না এসে পারলে না। সে আসতেই জ্যোৎস্না তাকে বললে "আপনি বিয়েতে অমত করায়, মনের কষ্টে ওর এই রোগের সূচনা। সে আপনাকে প্রাণ দিয়ে ভালবাসে। যাই হ'ক্ আপনি যা ভাল বোঝেন করবেন।"

হিমাংশু যখন গিয়ে হিমানীর রোগ-শয্যার পাশে বসলো, তখন সে জানালার দিকে ফিরে শুয়েছিল। তার রুক্ষ চুলগুলি এসে মুখের ওপর পড়ছিল। হিমাংশুকে দেখে তার মলিন মুখে হাসি ফুটে উঠলো। মৃদু হেসে বললে, এতদিন আসেননি কেন? হিমাংশু ব্যথিত হয়ে বললে "কোন কারণে আসতে পারিনি। তুমি কেমন আছ হিমানী"? হিমাংশু তাকে হিমানী বলে আর তুমি বলে সম্বোধন করতে হিমানীর রক্তহীন কপালেও রক্তাভা ফুটে উঠলো। সে আনন্দে সুখে চুপ করে পড়ে

রইলো। হিমাংশু আবার জিজ্ঞাসা করায় বললে, "ভাল আছি, আপনি ভাল আছেন?" "হাঁ হিমানী ভাল আছি। শুধু তোমার অসুখের জন্যে মর্ম্মাহত হয়ে পড়েছি। হিমানী, হিমানী তুমি কেন এ হতভাগাকে ভালবাসলে? তুমি আমায় ভুলে যাও। আমি তোমায় হৃদয় আকাশে ধূমকেতুর মত উদিত হয়ে, তোমার সুখ শান্তি নষ্ট করলুম।" হিমানী বললে "ছি! ও কথা বলবেন না। ওতে আমি বড় ব্যথা পাই। আচ্ছা, আমাকে কি আপনার অনুপযুক্ত মনে করেন।"

"না না হিমানী, তা নয়, আমি মনে করি আমিই তোমার অনুপযুক্ত। আমার কথা সবি তো শুনেছ, আমি বিয়ে করবো না প্রতিজ্ঞা করেছি, নইলে তোমার মত রত্ন পেয়েও কি হেলায় হারাই, হিমানী"।

হিমানী মৃদু হেসে বললে, "বেশ তো, আমাকে বিয়ে না করেন এ জীবন এমনি ধ্যান করেই কাটিয়ে দেবো। তবে আপনি মাঝে মাঝে আসবেন, যেমন আসতেন।"

"বেশ তাই আসবো" কিন্তু হিমানী তুমি আমার জন্যে কেন এই অমূল্য জীবন এমন অবহেলায় যাপন করবে?"

"সেই আমার পরম সুখ জানবেন। সব জিনিষই কি আশা করলে পাওয়া যায়? তবে তার চিন্তায় যে টুকু সুখ সে টুকু থেকে বঞ্চিত হই কেন বলুন"। হিমাংশু বললে, "এর পর আর আমি কি বলবো বল হিমানী, তবে এটা স্থির জেনো, যে যদি কখনও বিয়ে করি তো তোমাকেই করবো।"

"সেই আশাতেই বেঁচে থাকবো। এ জন্মে না পাই, পর জন্মে তো পাবো, কি বলেন" বলে হিমানী হাসলে।

হিমাংশুও বলে উঠলো, "নিশ্চয়—নিশ্চয় হিমানী, সে আশাতে তো আমিও বেঁচে থাকবো।" এমন সময় জ্যোৎস্না ঘরে ঢুকে বললে, "হিমাংশু বাবু, শুনলুম আপনার বোন গৌরীরাণী এসেছেন। একদিন আলাপ করে আসবো গিয়ে, হিমানী সেরে উঠলে।"

"বেশ, বেশ। বৌদিদি এ দীনহীনের বাড়ীতে আপনার পদধূলি পড়লে, নিজেকে ধন্য মনে করবো।"

"তবে নিশ্চয়ই একদিন পদধূলি দিতে যাবো, কি বলেন।"

"অবশ্য অবশ্য" ব'লে হিমাংশু সেদিনকার মত বিদায় নিয়ে চলে গেল।
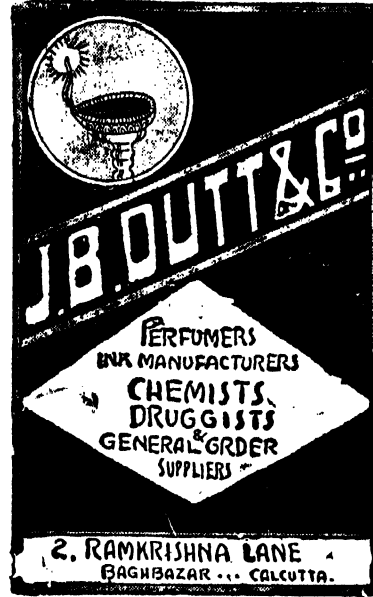
হিমানী সেরে উঠতে, একদিন হিমানীকে নিয়ে জ্যোৎস্না গৌরীর সঙ্গে দেখা করতে গেল। গৌরী জ্যোৎস্না ও হিমানীকে খুব আদর যত্ন করলে। তারাও, গৌরীর রূপে গুণে, মিষ্টি ব্যবহারে পরম প্রীতি লাভ ক'রলে। গৌরী জ্যোৎস্নার কাছ থেকে হিমানীর সব কথা শুনে বললে, "দাদার ওই কেমন ধনুক-ভাঙ্গা পণ। আমি দাদাকে আবার বলবো যদি তাঁর মত টলে।" তার পর সুযোগমত গৌরী হিমাংশুকে বললে, "দাদা হিমানী দিব্যি মেয়েটি, আমার তাকে ভারি পছন্দ হয়েছে, যদি তোমার বৌ হয় তো বেশ মানায়। ওকে বিয়ে করো দাদা, তোমার দুটি পায়ে পড়ি।"

হিমাংশু দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললে, "আবার অমন কথা কেন বলছো গৌরী, আমি কিছুতেই বিয়ে করবো না। তোর যদি একটা বিয়ে দিতে পারতুম তবে হয়তো করতুম। তা যখন পারলুম না তখন আর ও কথা কেন তুলিস্ বোন"! (ক্রমশঃ)
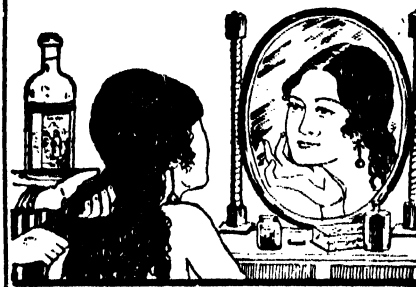
রিয়েল ল্যভ্

(গল্প)
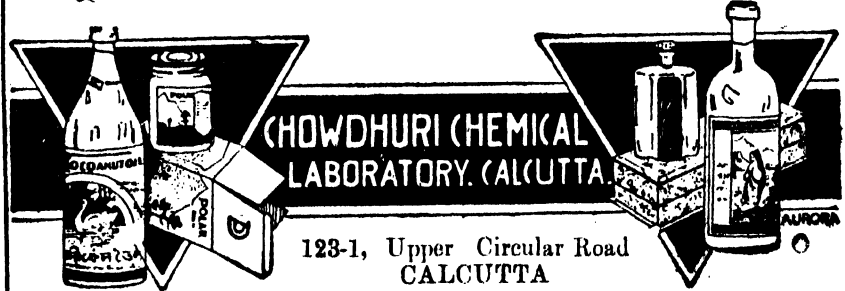
—শ্রীসত্যেন্দু সুন্দর চক্রবর্ত্তী

পরেশ ও অমর দুই বন্ধু। তাদের এ বন্ধুত্ব পাঠ্যজীবন থেকে অর্থাৎ দুজনে যখন B.A. পড়ত। পাশ করে পরেশ নিজেকে বাবার ব্যবসায় নিযুক্ত করলে এবং অমর ব্যারিষ্টার হয়ে এসে হাইকোর্টে প্র্যাকটিশ করতে লাগল। বড় লোক বলতে যা বোঝায় এদের অবস্থা ঠিক সেইরকমই, অর্থাৎ বড় কম্পাউণ্ড্-ওলা বাড়ী, খান দুই ক'রে মোটর, তা'ছাড়া আরও অনেক কিছু। বর্ত্তমানে উভয়েই প্রৌঢ়ত্ব প্রাপ্ত হয়েছে। দুজনের ছেলেমেয়ের মধ্যে পরেশের একটি মেয়ে—নাম বীণা, বয়স বছর কুড়ী এবং অমরের একটি ছেলে—নাম অনিল, বয়স বছর তেইশ। আই-এস-সি, পাশ করে বীণা মেডিক্যাল কলেজে ঢুকেছে কিন্তু হিন্দুর মেয়ে হয়ে এ দিকে যাওয়াতে অনেকেরই আপত্তি ছিল। বীণা থার্ড ক্লাশে যখন পড়ত তখন Florence Nightingaleর জীবনী পড়ে। সেই থেকে আহত এবং পাড়িতদের জন্যে প্রাণে তার সহানুভূতি জাগে। কে যেন তাকে জানিয়ে দেয় যে আহত ও রুগ্নদের সেবা করার জন্যেই তার জন্ম। এই আন্তরিক ইচ্ছাই তার মেডিক্যাল কলেজে যাওয়ার কারণ। অনিল পড়ে ফোর্থ ইয়ারে, বোধ হয় পাশ করে আই-সি-এস দিতে যাবে। পিতা অনেক দিন থেকে ঠিক করে রেখেছেন যে এই দুটিকে মিলিয়ে দিয়ে তাঁদের বন্ধুত্ব-শৃঙ্খল দৃঢ়তর করবেন। সেই আশা নিয়েই তাঁরা এদের দুজনকে ছোটবেলা থেকে অবাধ মেলা-মেশার সুযোগ দিয়ে আসছেন। একথা প্রায় সকলেই জানে যে একদিন এদের দুজনের মধ্যে স্বামী-স্ত্রী সম্বন্ধ স্থাপিত হবে!

বীণা মেয়েটি বড় গম্ভীর, দেখলেই বেশ বোঝা যায় যে তার প্রাণের মধ্যে কি একটা দুঃখ চাপা আছে। সে কোনদিন কারুর সঙ্গে ভাল করে মেশে না। কলেজ থেকে এসে তাদের বাগানে বসে বসে কোনদিন বই পড়ে, আবার কোনদিন গাছগুলির পর্য্যালোচনা করে। বাগানের এককোণে একটি চাঁপা গাছ আছে। অনেকদিন আগে বীণাই গাছটিকে সেখানে লাগিয়েছিল, তখন তার বয়স রোধ হয় ৫।৬ বছর। তারই যত্নে গাছটি আজ বড় হয়েছে। ছোট বেলা থেকে বীণা গাছটির নাম রেখেছে তোতোন। তোতোনকেই সে তার শ্রেষ্ঠ সঙ্গী বলে মনে করে। ছোট বেলা থেকে যখনই তার মনে কোন প্রশ্ন জাগে তখনই সে এসে তার তোতোনকেই সেই প্রশ্নের উত্তর জিজ্ঞাসা করে এবং তার মনে হয় যে তোতোনের পাতার ঝিরঝিরিনিতে সে তার প্রশ্নের জবাব পায়। আজ অবধি বীণার কোনদিন মনে হয়নি যে তোতোন একটা প্রাণহীন বৃক্ষ মাত্র। একদিন বিকালে কলেজ থেকে ফিরে এসে বীণা তার তোতোনের কাছে বসে, অনেকক্ষণ তার দিকে চেয়ে কি ভাবতে লাগল। খানিক বাদে সে তার তোতোনকে জিজ্ঞাসা করতে লাগল, আচ্ছা বলত তোতোন, অনিলের সঙ্গে আমার বিয়ে হবে একথা সকলে জানে? আমার তাকে ভাল লাগে কিন্তু বিয়ে করে একটা বন্ধনের মধ্যে আমার ত' যেতে ইচ্ছে করেনা তোতোন, আমার প্রাণ চায় যে পৃথিবীতে আমি প্রাণ দিয়ে আর্ত্তদের সেবা করি। মাত্র কয়েকটি পুত্র সন্তানের মা হতে আমার ইচ্ছে করে না, আমার ইচ্ছে করে যে সকল অনাথ মা বলে আমায় এসে ডাকুক আর আমি মাতৃস্নেহে তাদের বুকে তুলে নিয়ে আত্মভোলা হয়ে তাদের পরিচর্য্যা করি। ভেবে দেখ দেখি তোতোন Florence Nightingale যখন Scutary হাঁসপাতালে আহত সৈন্যদের দিন রাত অবিশ্রান্ত ভাবে সেবা করত, তখন সে কত আনন্দ পেত। তার সেবায় মুগ্ধ হয়ে কতলোক তাকে মা ও বোন ভাবে পূজা এবং স্নেহ করত। আমারও সেই ইচ্ছে হয় তোতোন, মনে হয় সকলে আমাকে তাদের মা এবং বোনের মত ভক্তির এবং স্নেহের চক্ষে দেখুক; কিন্তু আমার এ আন্তরিক ইচ্ছে সকলের কাছে যে খুলে বলতে ভয় হয় তোতোন। অনেকবার মনে করি যে বাবাকে সব কথা খুলে বলি, কিন্তু পারি না। খালি মনে হয় যদি তিনি আমার কথা শুনে দুঃখ করেন। আমাদের জন্মাবার সঙ্গে সঙ্গেই যে উভয়ের পিতা ঠিক করে রেখেছেন আমাদের বিয়ে দেবেন। অনিলকে আজ আমার শেষ কথা দেওয়ার দিন। সে বলেছে তার বিলেত যাওয়ার দিন এগিয়ে আসছে, যাওয়ার আগে আমাদের একটা ব্যবস্থা করার দরকার। আমি বলেছি যে আজ আমার শেষ কথা তাকে বলবো। কি করি বলত তোতোন; আর একটু পরেই ত' সে আসবে আমার কাছে শেষ কথা নিতে। আমি তাকে কি বলব? চিরদিনকার মত আজও তোতোন উত্তর দিল তার পাতাগুলির ঝিরঝিরিনি শব্দের মধ্যে দিয়ে——

'তুমি ভাবছ কি জন্যে বীণা! সত্যই যদি তোমার পরের সেবা করার জন্যে প্রাণ কেঁদে থাকে তবে তোমার সে সাধ পূর্ণ হবে! আমি ত' তোমায় অনেকদিন ধরে বলে আসছি বন্ধু যে ভগবান্ কারুরই সাধ অসম্পূর্ণ রাখেন না। অনিলকে তোমার প্রাণের কথা খুলে বল, দেখবে সে কোন আপত্তি করবে না। যে তোমায় ভালবাসে সে কি কখনও তোমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে যেতে পারে? ঠিক এই সময়ে অনিল এসে জিজ্ঞাসা করল—এখানে একলা বসে বসে কি হ'চ্ছে বীণা! বীণা চাঁপা গাছটিকে দেখিয়ে গম্ভীর

ভাবে উত্তর দিলে, তোতোনের সঙ্গে কথা কইছি।

অনিল জিজ্ঞেস করলে—

গাছের সঙ্গে কি কথা বলছ বীণা, ও কি তোমার কথায় উত্তর দিতে পারে?

বীণা বল্লে—'ও যে রকম ভাবে কথা বলে, সে রকম বোধ হয় আর কেউ পারে না। ওর সঙ্গে কথা বলে আমি যে রকম আরাম পাই, আর কারুর সঙ্গেই কথা বলে আমি সে রকম আরাম পাই না। ছোট বেলা থেকে ও আমার বন্ধু। আমার জীবনের ভাল মন্দ ঐ আমায় বলে দেয়। যত দিন যাচ্ছে আমাদের স্নেহরজ্জু তত দৃঢ় হচ্ছে। আমার এতবড় শুভার্থী বোধ হয় আর কেউ নেই।

খানিকক্ষণ চুপ করে থাকার পর অনিল বল্লে—

ও যখন তোমার বন্ধু তখন আমারও বন্ধু। আমিও আজ থেকে ওকে তোতোন বলে ডাকব; কিন্তু বীণা ও তোমার সঙ্গে যে রকম ভাবে কথা বলে, আমার সঙ্গে কি তেমন ভাবে বলবে? তুমি ওকে ছোটবেলা থেকে কত যত্ন করে আসছ তাই ও তোমায় ভালবাসে; আমায় কি ও তোমার মত ভালবাসবে?

বীণা উত্তর দিল—নিশ্চয় বাসবে, ওযে তোমায় অনেক দিন ধরে জানে। এক একদিন আমরা দুজনে বসে তোমায় নিয়ে কত আলোচনা করেছি। ও তোমায় ঠিক আমারই মত ভালবাসে অনিল তখন চাঁপা গাছটির দিকে তাকিয়ে বলতে আরম্ভ করলে—

তোতোন তুমি বোধ হয় শুনেছ যে শীঘ্রই আমাদের বিয়ে হবে। শুভ মিলনের পর রোজ আমরা তোমার কাছে এসে বসব, তখন রোজ আমাদের কত গল্প হবে। অস্ত রবির আভা এসে যখন বীণার সুন্দর মুখখানিকে আরও সুন্দর করে তুলবে, আমি তখন বলব বীণা আজ তোমায় বড় সুন্দর দেখাচ্ছে। বীণা তখন আমায় লজ্জা-মাখা মৃদু ভর্ৎসনা করে তোমার পাশে গিয়ে লুকাবে। আমি ওকে ধরে এনে ফের আমার কাছে বসাব। আচ্ছা বলত তোতোন তুমি তখন কি করবে? কারণে অকারণে আমাদের মধ্যে যখন মতের অমিল হবে, তখন আমরা দুজনে এসে তোমার কাছে নালিশ করব এবং তুমি আমাদের মধ্যে যাকে সাজা দেবে তাকে তা মাথা পেতে নিতে হবে। এই ভাবে আমাদের দিন কাটতে থাকবে, তারপর কিছুদিন বাদে আমাদের মধ্যে উদয় হবে আর একটি প্রাণীর—যে এসে তার প্রেমের ডোর দিয়ে আমাদের দুজনকে আরও দৃঢ় বাঁধনে বাঁধবে। তাকে রোজ এনে তোমার কাছে বসিয়ে দিয়ে আমরা গল্প করব, আর তুমি তোমার ফুল আর পাতা দিয়ে তার সঙ্গে খেলা করবে।

বীণা বললে—না, তোতোন বলছে ওর ইচ্ছে তা নয়। ও চায় না যে আমি কেবল একটি কি দুটি সন্তানের জননী হই। ও চায় যে যত পাড়িত ও দুঃখকাতর প্রাণী আছে আমি তাদের সকলের মা হয়ে তাদের

সেবা করি। আমি একটা বন্ধনের মধ্যে গিয়ে সে পথ বন্ধ করি ও তা চায় না। তুমি বল অনিল এতে তোমার কি মত! তুমি সে কথা না বললে আমি যে কিছু ঠিক করতে পারছি না।

অনিল খানিকক্ষণ গাছটির দিকে তাকিয়ে থাকার পর বললে—বেশ বীণা সেই ভাল। তোমার যদি তাতেই সুখ মনে কর তবে আমিও তাতে সুখী হব। আমি যদি সত্যিই তোমায় ভালবেসে থাকি তবে আর কোন দিন এসে তোমার সুখের অন্তরায় হব না।

২

সাত আট বছর পরের কথা! বীণা এম, বি, পাশ করে পশ্চিমের কোন এক সহরে একটা বড় হাঁসপাতালে চাকরী নিয়েছে। এখন সে আপন মনে রোগীদের সেবা করে, কাজে তার কোন দোষ অবহেলা দেখা যায় নি। তাকে দেখলেই মনে হয় যে রোগীদের সেবা করা ছাড়া সে আর কিছু চায় না। তাদের মুখে হাসি ফোটাতে পারলেই সে নিজেকে সুখী মনে করে। কিন্তু এত কাজের মধ্যে ডুবে থেকেও মাঝে মাঝে তার মনে অনিলের কথা জেগে ওঠে অজ্ঞাতসারেই। অনেক সময় ইচ্ছে হয় যে অনিলের খবরটা একবার নেয়, আর কিছু নয় খালি সে কেমন আছে এইটুকু জানবার জন্যে। কিন্তু সে কোথায় আছে এবং কি ভাবে আছে বীণা তার কিছুই জানে না। অনেক দিন আগে শুধু এইটুকু শুনেছিল যে সে আই, সি, এস, পাশ করে এসে পশ্চিমেরই কোন সহরে একটা বড় চাকরী করে।

৩

হঠাৎ একদিন সকালে বীণার কাছে খবর এল যে হাঁসপাতালের কেবিনে একটি টাইফয়েড কেশ্ এসেছে এবং তাকেই আজ সেখানে সারা দিন ডিউটি দিতে হবে।

কেবিনে ঢুকেই বীণা চম্‌কে উঠে বললে—অনিল তুমি এখানে! তোমার এ ভীষণ অবস্থা কি করে হ'ল? এই কথা বলতে বলতে বীণা অনিলের পাশে গিয়ে বসল এবং তার হাত দুটো কোলে তুলে নিলে।

অনেকক্ষণ দুজনে একদৃষ্টে পরস্পরের দিকে তাকিয়ে থাকার পর অনিল শুক্‌নো মুখখানায় একটু ম্লান হাসি ফুটিয়ে বললে—বিদায়ের শেষ সময়ে দেখতে এলাম তুমি কেমন আছ।

কথাগুলি শুনে বীণার চোখ দুটি ছল ছল করে উঠল। তখন তার মনে পড়ল সেদিনকার কথা, যেদিন সেই তোতোনের সঙ্গে কথা বলে অনিল তার কাছ থেকে চলে যায়।

বীণা তখন অনিলের দেহের ওপর ঝুঁকে পড়ে তাকে আস্তে আস্তে বলতে লাগল—না অনিল তুমি আর আমায় ছেড়ে যেও না। তুমি ভাল হয়ে ওঠ, তারপর চল আমাদের সেই তোতোনের কাছে আমরা ফের ফিরে যাই, যেখান থেকে তুমি একদিন আমার কাছে বিদায় নিতে এসেছিলে। সেখানে ফিরে গেলে সেই তোতোনেরই সামনে আমাদের বিয়ে হবে, তার পর তুমি যেমন ভাবে বলেছিলে ঠিক তেমনি ভাবে আমরা সেখানে বসে রোজ গল্প করব। আমি বলছি অনিল আর আমাদের মধ্যে কোনদিন বিচ্ছেদ হবে না।

বীণার কথাগুলি শুনে অনিল একটু উত্তেজিত হয়ে বীণাকে কি বলতে চেষ্টা করলে কিন্তু পার্‌লে না। সে অনেকক্ষণ বীণার দিকে তাকিয়ে থাকার পর চোখ দুটো বুজল। বীণা জিজ্ঞাসা করলে—খুব কষ্ট হচ্ছে অনিল?

কিন্তু তার কথা শোনবার আগেই তার প্রাণ কোন অজানা দেশের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেছে।

বীণা যখন বুঝতে পারল যে সব শেষ হয়ে গেছে, তখন সে সেখানে খানিকক্ষণ চুপ করে ব'সে থেকে, তার দিকে চেয়ে রইল। তার পর ওপরের দিকে তাকিয়ে মনে মনে বলতে লাগল—ভগবান এ জগতে, যে কোন দিন শান্তি বা সুখ পায় নি, তোমার কাছে গিয়ে সে যেন তা থেকে বঞ্চিত না হয়।
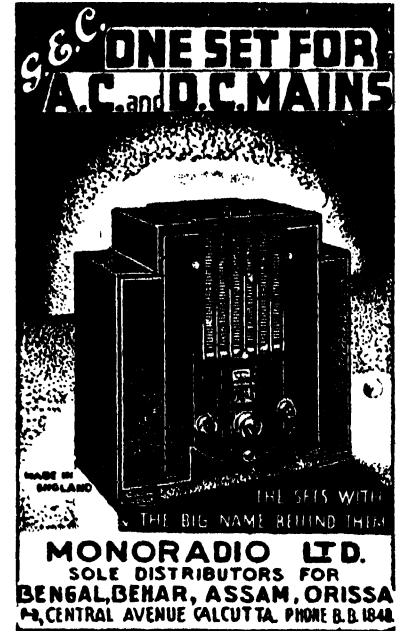
পথের খোঁজ

—শ্রীবীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়

গোলক ধাঁধার মধ্যে যে একটা কলার পরিপুষ্টির প্রমাণ আছে এ কথা অবিশ্বাস করিবার উপায় নাই। অবাধ গতির যাঁহারা পক্ষপাতী এই নিপুণতার হিসাবে তাঁহারা দীন। ধরণীর মুক্তবক্ষে কারুশিল্পের তেমন প্রাচুর্য্য নাই, শরতের হাসি সেখানে নিতান্তই উচ্ছৃঙ্খল; বসন্তের সেখানে নিত্যই ছেলে মানুষি। সীমার সেখানে কোন বালাই নাই। ঐ ধরণীর বক্ষে পরিবর্ত্তনের জন্য সমস্ত দুয়ার খোলা, কিছুই অনন্তকালের জন্য স্থির হইয়া যায় নাই। সার্থক হইবার পথ এত প্রচুর যে স্থূল দৃষ্টিতে কোথাও সার্থকতা নাই বলিয়াই মনে হয়। সে হিসাবে গম্ভীর পাকা বন্দোবস্তের মূল্য অনেক বেশী। কল্পিত আবেষ্টনের মধ্যে যখন আমাদের চলা সনাতন হয়, তখন যাঁরা চলেন তাঁদের অবস্থা অনেকটা বদ্ধচক্ষু: চতুষ্পদ জন্তু বিশেষের মতই হইয়া পড়ে এইরূপই আমাদের বিশ্বাস, যদিও যাঁরা চালান তাঁদের ভাণ্ডে তৈলের পরিমাণ তাতে কম হয় না। সীমার এই অল্পতা, কারা-প্রাচীরের এই উচ্চতা অনেককে পীড়া দেয়, বাহিরের মুক্ত আকাশে মুক্ত বিহঙ্গের কাকলী অনেকে ওস্তাদের কালোয়াতির চেয়ে ভাল মনে করেন। হয়ত তাঁরা যুক্তি তর্কের কোন ধার ধারেন না, কিন্তু তাঁরা কবি; বিশ্বের রসের রাজসূয়যজ্ঞে তাঁরা রবাহুত। মর্য্যাদা জ্ঞান হয়ত তাঁর যথেষ্ট নাই, কিন্তু মর্য্যাদার পরের জিনিষের মর্য্যাদা তাঁরা বুঝেন।

হিসাবী লোকের সঙ্গে যখন বিবাদ বাধে তখন গোড়ায় হিসাবের মানদণ্ড ঠিক করিয়া নেওয়াই সব চেয়ে নিরাপদ। বেহিসাবী আকাশের মত নিত্য নক্ষত্রের জঞ্জালে তাঁরা যে চটিয়া যাইবেন এমন আশঙ্কা অমূলক নয়। কিন্তু এই গতি ও দূরত্বের শক্ত অঙ্ক কষিবার আগে গন্তব্য স্থানটার পরিচয় নেওয়া সব চেয়ে বেশী দরকার। কামনার ধনকে আগে চাই আমাদের জানা, পরে তাকে পাইবার চেষ্টা। সত্যকে না জানিয়া শূন্যে হাত পা ছোড়া শরীরও মনের সুস্থতার চিহ্ন নয়। নেশার ঝোঁকে মানুষ যে পথে চলে, কোন সুস্থ প্রকৃতির লোক সে পথে যাইবার পরামর্শ দিবেন না, কেন না তার আবেগের মূলে বুদ্ধির আশীর্ব্বাদের ধারা বর্ষিত হয় নাই। তার চলা অনিশ্চিতের পিছনে চলা। অন্তরের সোনার পালঙ্কে রাজাধিরাজ মন যখন ঘুমাইয়া থাকেন, তখন দেউড়ীর দ্বারোয়ানের ছুটাছুটীতে বিজয়লক্ষ্মীর রথ দুয়ারে দাঁড়ায় না। আমাদের মনের পদ্ম যদি পাপড়ি না মেলে তবে লক্ষ্মী তাঁর চরণ রাখিবেন কোথায়? তাঁর পা ধোয়াইবার জন্য যে সোণার ঝারি সে ত' রাজার হাতের স্পর্শ পাইবার লোভে প্রতীক্ষায় আকুল হইয়া রহিয়াছে।

খোলা কথায় বলিতে হইলে, চাই আমরা কল্যাণ। অশিবের রাজত্বের বহু দূরে, যেখানে রুদ্রের দক্ষিণ হাতে কল্যাণের ডমরুতে ঐক্যতান বাদ্য হয়, সেইখানে অভিনয় করিবার সাধই হইতেছে আমাদের মনের সত্যকার জিনিষ। সকল স্থানে এই সাধ সমান রকমে ফুটিয়া উঠে নাই। কোথাও এই সাধ ফুলের ফসলে সার্থক, কোথাও বা পূর্ব্বপুরুষের চিতায় তার সমাধি হইয়া গিয়াছে, শুধু তার একখণ্ড অস্থির উপর আমরা মন্দির গড়িয়া রাখিয়াছি।

মনু, পরাশর মানুষের জন্য কল্যাণকেই যে চাহিয়াছিলেন এ কথা আমরা বিশ্বাস করি, কিন্তু এক যুগের কল্যাণ আর এক যুগের অকল্যাণ হইতে বাধা নাই। অতীত দিনের ফুল অতীত দিনের বাতাসকেই সুরভিত করিয়াছিল, বর্ত্তমানে তার পচা পাতার দুর্গন্ধের স্থান নাই। তবে হয়ত আমাদের পূর্ব্ব পুরুষেরা বিশ্বের ক্ষুধা মিটাইবার জন্য অন্নসত্র খুলিয়াছিলেন। সেই অন্নসত্রের দিনের উপাদেয় জিনিষগুলার মাল মশলার ফর্দ্দও তাঁহারা হয়ত রাখিয়া গিয়াছেন। কিন্তু আজ-কালকার পাকস্থলী যদি ঐ মাল মশলার তৈরী জিনিষ হজম করিতে না চায়, যদি উহাতে তার পেটের পীড়ারই সম্ভাবনা থাকে, তবে শুধু গায়ের জোরে ও জিনিষ চালাইতে গেলে কল্যাণকে বাদ দিয়া অকল্যাণেরই পূজা করা হয়। মানুষের প্রকৃত আদর তার মনো-ভাবের আদর। মতের চেয়ে উদ্দেশ্য চির-দিনই বড়। কোন বিশেষ বিধানে অতীতে কোন বিশেষ উপকার হইয়াছিল তার অবশ্য কোন প্রমাণ নাই। মনু পরাশরের উপর আমাদের ভক্তি কল্যাণের দিক দিয়া ততটা সত্য নয় যতটা সংস্কারের দিক দিয়া। বুদ্ধির কাছে যা নিরর্থক, সংস্কারের কাছে তাই সার্থকতার চরম উৎকর্ষ।

সংস্কারের সব চেয়ে বড় দোষ সে চোখ বন্ধ করিয়া চলে; তার ফলে অভ্যাসের বাঁধা রাস্তার বাইরে তার হয় কেবলই ভয়। এমনি করিয়া কত পুরান পথও তাহার কাছে অজানা থাকিয়া যায়, পথই তাহাকে পাইয়া বসে পথকে সে পায় না। এমন কতকগুলি জিনিষের খোঁজ অতীত কালে আমাদেরই দেশে হইয়াছে যাহা সর্ব্বদেশে সর্ব্বকালে সমগ্র মানব জাতির সাধারণ ঐশ্বর্য্য, অথচ আমাদের সংস্কারের সঙ্গে যাহার মিল নাই। অন্ধ সংস্কারের সে দিকে দৃষ্টি নাই। পৈত্রিক মরকত তাহার নিকট অনাদৃত অথচ বৃদ্ধ পিতার যষ্টির অধিকারের গর্ব্বে তার আনমিত মেরুদণ্ডে উল্লাসের কি বিচিত্র শিহরণ। স্বপ্নের ঘোরে নিদ্রার আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা হয়ত বেশ দেওয়া চলে, কিন্তু ফলে জাগ্রত ধরণীর স্তন্যের সুধারসে বঞ্চিত হইতে হয়। অবসন্ন প্রাণ তেমন খোঁজ লয় না তবে তাহার কণ্ঠে বাজিয়াছিল কোন অতীত যুগের মাতা ও পিতামহীর আকুল আবেদন "যেনাহমৃতা স্যাং তেন মাং পাহি নিত্যম্।" ঘুমন্ত আত্মা তখন বিধিমতে কুশের অঙ্গুরীয়ক প্রস্তুত করিয়া

খাদক—যে পাখীটা আমি খাবার চেষ্টা ক'রছি, সেটা কি পাখী ?

হোটেলের ভৃত্য—কাঠ-পায়রা।

খাদক—আমিও তাই ভেবেছি, একখানা করাত নিয়ে এসো।

*

ছোটো ভাইঝি—কাকা, তোমার বিয়ে হ'য়েছে ?

কাকা——না।

ছো-ভা—তবে কোন্ কাজ করা উচিত, আর কোন্ কাজ করা উচিত নয়—তোমায় কে বুঝিয়ে দেয় ?

*

রেখা—আমার স্মৃতিশক্তি কমে গিয়ে ভারি মুস্কিল হ'চ্ছে।

রেবা—কি রকম ?

রেখা—সৌরীনকে আমি বলেছি আর কেউ কখনো আমায় চুম্বন করে নি।

রেবা—বেশত।

রেখা—কিন্তু আমি ভুলে গেছ্লুম, যে আর বছরে ওরই সঙ্গে আমার এক মাস ধরে কোর্টশিপ চলেছিল।

*

নারী—তুমি ভ্রমণ সম্বন্ধে বই প'ড়্ছ দেখ্ছি, দেশ-ভ্রমণে যাবে বুঝি ?

পুরুষ—ছুটিতে দেশ ভ্রমণে বেরিয়েই ত' আমি এখানে এসেছি।

নারী—কিন্তু তুমি বইটার উল্টো দিক থেকে প'ড়ছ কেন ?

পু—কারণ আমি রিটার্ণ-টিকিটে এসেছি কিনা, এইবার ফিরে যাবো।

কল্যাণের উদ্দেশে পিণ্ড দান করিতে বসিয়াছে হায় রে বিচার—মূঢ় দেশ কবে তুমি কাচ ছাড়িয়া কাঞ্চনের আদর শিখিবে ? কবে তুমি কেরাসিনের বাতি জ্বালিয়া প্রকোষ্ঠ মসীময় না করিয়া সূর্য্যকে অভিনন্দন করিতে শিখিবে ! কবে তুমি অতীতকে লুপ্ত না করিয়া, অতীতের পরিচয়ের ভিত্তিতে ভবিষ্যতের মুক্ত আকাশে ইমারত তুলিবার সাধ লইয়া জাগিয়া উঠিবে—জানি না কবে সে দিন আসিবে।

বেদভাষ্য—(শ্রীদীনবন্ধু বেদশাস্ত্রী সম্পাদিত। প্রকাশক—শাস্ত্রসিন্ধু কার্য্যালয়, ৩১ মুক্তারাম রো—কলিকাতা) ঋক্, অথর্ব্ব, সাম ও যজুর্ব্বেদের এমন সুন্দর সংস্করণ প্রত্যেক জ্ঞানপিপাসুরই কাম্য। কার্ত্তিক মাস হইতে এক এক খণ্ড করিয়া বাহির হইতেছে, ঋগ্বেদ ২০ খণ্ডে, যজুর্ব্বেদ ৮ খণ্ডে, সামবেদ ৪ খণ্ডে ও অথর্ব্ববেদ ১৬ খণ্ডে বাহির হইবে। প্রতি সংখ্যার মূল্য ১।০, স্থায়ী গ্রাহকদের জন্য ১৲ টাকা। মূল, পদপাঠ, পদান্বয়, শব্দার্থ, বঙ্গানুবাদ, বাংলা ভাষ্য, ঋষি, দেবতা, ছন্দ ও স্বর ইহাতে আছে। বিশেষ উল্লেখযোগ্য ব্যাপার দয়ানন্দ সরস্বতীর ভাষ্য ইহাতে অনুসৃত হইয়াছে। অনুবাদ সহজ-বোধ্য ও সুরচিত। বেদভাষ্যের এমন সুন্দর সংস্করণ সম্পাদন করিয়া শ্রীযুক্ত দীনবন্ধু বেদ-শাস্ত্রী দেশবাসীর কৃতজ্ঞতাভাজন হইলেন। আমরা আশা করি, এই গ্রন্থের আদরের অভাব হইবে না।

ঋতুরূপ—(শ্রীমণীন্দ্রনাথ সিংহ প্রণীত। প্রকাশক—শ্রীবিশ্বনাথ বসু, ৯৫ পঞ্চাননতলা রোড, হাওড়া। মূল্য—১৲ টাকা)। শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রনাথ সিংহ এই গীতি-নাট্য রচনায় রসিকদের প্রশংসনীয় অনেক বিষয়ের সমাবেশ করিয়াছেন। সুললিত সঙ্গীত, মনোজ্ঞ কথা, ভাবময়ী ভাষা, চিত্তাকর্ষক রচনা-ভঙ্গী, সব দিক দিয়াই তিনি আমাদের প্রীত করিয়াছেন। আমরা গ্রন্থ-কারকে অভিনন্দন জানাইতেছি। সুপ্রসিদ্ধ গীতিকলাবিদ উমাপদ ভট্টাচার্য্যের দ্বারা সুর সংযোজনা, এই গ্রন্থের অন্যতম সম্পদ।

মেঘদূত—(শ্রীপ্যারীমোহন সেনগুপ্ত অনুদিত। প্রকাশক—ইণ্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস, দুই টাকা)। মন্দাক্রান্তা ছন্দের বিশেষত্ব বজায় রাখে, এমন ছন্দে প্যারীমোহন মেঘদূতের বঙ্গানুবাদ করিয়াছেন। প্যারী-মোহন বাংলায় কবি-খ্যাতি পাইয়াছেন। তাঁহার কৃত মেঘদূতের এই অনুবাদ মূলের ভাব ও লালিত্য অক্ষুণ্ণ রাখিয়া তাঁহার সে খ্যাতির গৌরব বজায় রাখিবে। গ্রন্থের আভ্যন্তরীণ সৌন্দর্য্যের আবরণ স্বরূপ সুন্দর প্রচ্ছদ পটটিও সু-কল্পনার নিদর্শন। প্যারী-মোহনের খুব মিষ্ট হাত। শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র সেনের বহু তথ্যপূর্ণ 'কালিদাস ও মেঘদূত' উপভোগ্য। তাঁর একথা কিন্তু মানিনা যে 'গেটের সময় হইতে এখন পর্য্যন্ত বিশ্বসাহিত্য-সমাজে কালিদাস ভারতের শ্রেষ্ঠ কবির আসনই পাইতেছেন'।

খেলার মাঠে

১৯৩৫ ও বাঙ্গালীর হকি খেলা

—শ্রীসৌরীন ঘোষ

নির্ম্মল মুখার্জ্জি—(এন, মুখার্জ্জি) ইনি ১৯০৯ সালে কলিকাতায় জন্মগ্রহণ করেন। ইনি মিত্র ইনষ্টিটিউসানের ছাত্র ছিলেন। ১৯২৪ সাল হইতে ইনি নিয়মিত ভাবে এ ডিভিসনে হকি খেলে আসছেন। ১৪ বছর বয়সের সময় থেকে ইনি টাউন ক্লাবে ১৯২৪ সাল থেকে ১৯২৯ পর্য্যন্ত হকি খেলেছেন। টাউন ক্লাব তখন "এ" ডিভিসনে খেলতেন। মোহন বাগানে যোগ দেবার আগে পর্য্যন্ত ইনি রাইট আউটে খেলতেন। ১৯৩০ সালে ইনি মহামেডান স্পোর্টিং-এ যোগদান করেন এবং তাদের হয়ে কয়েকটা ফুটবল ম্যাচ খেলেন; ঐ বৎসরেই শীত কালে ইনি মোহনবাগানে যোগ দেন এবং সেই অবধি ফুটবল ও হকিতে গোলেই খেলেছেন। ইনি গত ৫ বৎসর প্রায় সমস্তগুলি খেলায় মোহনবাগানের গোল রক্ষা করেছেন। ইনি অনেকগুলি চ্যারিটী এবং প্রতিনিধিমূলক খেলায় যোগ দান করেছিলেন। ইনি হকির ন্যায় ক্রিকেট ফুটবলও ভাল খেলেন। বর্ত্তমানে ইনি মোহনবাগানের হকী টীমের ভাইস ক্যাপ্টেন। এঁর বয়স এখন প্রায় ২৫ বৎসর। ইনি খুব jolly এবং রহস্যপ্রিয়।

মিঃ প্রভাস দাস (পি, দাস)—ইনি এলাহাবাদে ১৯১০ সালে জন্ম গ্রহণ করেন। ইনি বর্দ্ধমান জেলার মামারী গ্রামের এক বনিয়াদি বংশের সন্তান; ইহার বড় দুই ভাই যথাক্রমে বরোদা ও এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক। প্রভাস দাস বাল্যকালে এলাহাবাদের Anglo-Bengali H. E. Schoolএ শিক্ষা লাভ করেন। ইনি অতি ছোট বেলা থেকে হকি খেলার প্রতি বিশেষ ঝোঁক দেখাতেন। ইনি তার স্কুলটীমের ক্যাপ্টেন ছিলেন। ইনি ক'লকাতায় সেণ্টজেভিয়ারস্ কলেজ থেকে আই, এস, সি, পাশ করেন এবং ১৯৩৪ সালে প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে Physiology তে 2nd class 1st হন এবং বর্ত্তমানে physiologyতে M. Sc. পড়ছেন। ইনি ১৯৩১ সাল থেকে গত তিন বছর ধরে ক্রমাগত প্রেসিডেন্সি কলেজের ক্যাপ্টেন ছিলেন। ১৯৩১ সাল থেকে পাঞ্জাব ইউনিভারসিটীর সাথে হকি খেলায় ক'লকাতা ইউনিভারসিটী টীমে খেলেছেন। ইনি প্রেসিডেন্সি কলেজ ও ইউনিভারসিটী ব্লু (blue)। মোহনবাগান ক্লাব এঁর গুণের সমাদর করে এঁকে এ বছরের হকি ক্যাপ্টেন মনোনীত করেছেন। এখন বয়স ২৪ বৎসর।

ভারতীয় হকি দলের জয়লাভ

আমাদের All-India Hockey Federation Team নিউজিলণ্ড যাবার পথে কতকগুলি হকি ম্যাচ খেলেছেন। তাঁরা Ceylonএ ২ টা এবং Australiaতে ৩ টা ম্যাচ খেলেছেন। অষ্ট্রেলিয়ার খেলায় পি দাস বেশ সুনাম অর্জ্জন করেছেন।

Ceylonএ প্রথম দিন All-India-Team, All Ceylon Team কে ৭—১ এবং পরদিন Ceylonese teamকে ১—০ গোলে পরাজিত করেন। পথে তাঁরা জাহাজের নাবিকদের সাথে ক্রিকেট ম্যাচ খেলেছিলেন তাতেও এঁরা জয়লাভ করেছেন। Australiaয় Fremental বন্দরে জাহাজ থেকে নেমেই এঁরা Western Australiar সাথে খেলেন এবং, ১১—২ গোলে হারাইয়া দেন। পরে এঁরা Adeled গিয়েছিলেন এবং South Australiaকে ১০—১ গোলে হারিয়ে দিয়েছেন। এখানে আমাদের Hockey Wizard ধ্যানচাঁদের সাথে

সেতু

"সেতু" অধুনা প্রকাশিত একখানি কাব্য গ্রন্থ। উদীয়মান তরুণ কবিদের অন্যতম শ্রীযুক্ত নন্দগোপাল সেনগুপ্ত ইহার রচয়িতা। সাময়িক পত্র নিয়া যাঁহারা নাড়াচাড়া করেন, তাঁহারা নিশ্চয়ই এই কবির কোন না কোন কবিতার সঙ্গে পরিচিত। 'সেতু'তে সেই পরিচয় যে আরও ঘনিষ্ট হইবে, তাহা নিঃসন্দেহে বলা চলে।

প্রথম কবিতা 'সেতু' হইতে সারাটি বইয়ের 'সেতু' নামকরণ হইলেও, ইহার অধিকাংশ কবিতাই সেতু নামের সার্থকতা রক্ষা করিয়াছে। "সেতু" বাস্তবিকই এই অতি পরিচিত একঘেয়ে পৃথিবীর সঙ্গে ওপারের এক অস্পষ্ট অথচ অতি লোভনীয় রাজ্যের যোগাযোগ স্থাপনের সেতু—অতি সহজ সুস্পষ্ট পথ। এই পথের নির্ম্মাণে, এই পথের আবিষ্কারে দেশে দেশে যুগে যুগে মানুষের চিন্তা ও চেষ্টার অবধি নাই।

"ওপারের আলো শিহরি' শিহরি'
এপারে আসিয়া পড়ে
ওপারে রয়েছে সুধা—
এপারে বুকের কিনারে কাঁদে অতৃপ্ত ক্ষুধা;
খেয়ার তরণী নাই"—

এমতাবস্থায়ই সেতু একান্ত আবশ্যক হইয়া পড়ে; ওপারের আশা না থাকিলে এপারের শত সহস্র রকমের দুর্য্যোগের মধ্যে আমাদের বাঁচিয়া থাকা দায় হইয়া উঠিত।

নন্দগোপালের এই বর্ত্তমান 'সেতু' নির্ম্মাণকেও আমরা সেই আবশ্যক দৃষ্টিতেই দেখিতেছি। ইহা আমাদিগকে আকৃষ্ট করিয়াছে, আনন্দ দিয়াছে।

সকল দেশেই সকল কালে প্রকৃত কবির সংখ্যা পরিমিত এবং তাঁহাদের সম্মানও পর্য্যাপ্ত। তাঁহারা শুধু ভাব-বিলাসী নহেন, তাঁহারা বর্ত্তমান যুগের দ্রষ্টা এবং ভবিষ্যৎ যুগের স্রষ্টা, একাধারে তাঁহারা দুই-ই। 'সেতু'র কবি নন্দগোপাল তাঁহাদেরই একজন। তিনি তাঁহার পারিপার্শ্বিক বস্তু এবং ঘটনাকে অন্তরের সহিত দেখিয়াছেন এবং তাহাদিগকে অবলম্বন করিয়া এক একটি অচিন্ত্যপূর্ব্ব ভাব প্রকাশ করিয়াছেন।

নন্দগোপালের কবিতায় আকাশ কুসুমের কল্পনা নাই, আছে বাস্তব জীবনের মর্ম্মোদ্‌ঘাটন। প্রচণ্ড এক গতি আমাদের এই জীবন। কার্য্য হইতে কার্য্যান্তরে, পথ হইতে পথান্তরে, সাগরে, শৈলে, কাননে কান্তারে, ভীষণ হইতে ভীষণতর দিকে আমরা ছুটিয়া চলিয়াছি; কিছুতেই আমাদের তৃপ্তি নাই, শান্তি নাই। অনেক সময় মনে হয় এই পথেই বুঝি পথের পরিসমাপ্তি, এই প্রাপ্তিই বুঝি চরম প্রাপ্তি! কিন্তু কই? কোথা? আবার আমাদের পথচলা সুরু হয়; অসমাপ্ত পথ, অনন্ত অজানা আমাদের সম্মুখে পড়িয়া থাকে, মৃত্যু আসিয়া অতর্কিতে আমাদিগকে গ্রাস করে—এই ত' জীবনের ইতিহাস! এই ইতিহাসই নন্দগোপাল সতেজ আন্তরিকতার সহিত নূতন করিয়া শুনাইয়াছেন,—

"কাহার উদ্দেশে চলি?
দূর হ'তে কে বাজায় বাঁশী,
ঘর ছাড়া তারি বাঁশী
পথে মোরে করেছে বাহির,
চলেছি জীবন ভোর,
আজো শেষ হ'ল না গতির—
অজানা হল না জানা—
ধরা ত সে দিল নাক আসি।
অসমাপ্ত পথ মাঝে
মরণ হাসিছে ক্রুর হাসি,
অস্ফুট সুরের মোহে
তবু প্রাণ উন্মুখ অধীর।"

"প্রতিদিন বেলা শেষে আসন্ন সন্ধ্যায়,
পল্লবিত বনানীর নিস্তব্ধ ছায়ায়,
এই যে ঝরিয়া যায় সংখ্যাতীত ফুল
আপন সৌন্দর্য্য ল'য়ে বেদনা-ব্যাকুল
চঞ্চল সুরভি রাগে, মৌন নত মুখে,
স্নেহহীন সুকঠিন ধরণীর বুকে,
হে নিষ্ঠুর, ভাবো সে কি নিতান্ত নিষ্ফল?"

এই যে, 'যারা শুধু ফুটে ঝ'রে যায়', যাহাদের সম্বন্ধে আমরা একটুও ভাবি না, তাহাদের জন্য নন্দগোপালের কবি-চিত্ত কাঁদিয়া উঠিয়াছে; শুধু তাহাই নহে,

"————বিপুল সংসারে,
দিয়ে যায় সীমাহীন শূন্যতার বুকে
একটি প্রাণের বার্ত্তা; কত দুঃখে সুখে,
ফোটে ফুল উচ্চকিত আকাশের তলে।"

এইরূপ গভীর অনুভূতি হইতে ক্ষুদ্রকেও তিনি বিশ্বের আনন্দসভা মাঝে স্থান করিয়া দিয়াছেন, যাহা ক্ষুদ্র তাহাকেও তুচ্ছ না করিতে আমাদিগকে সচেতন করিতেছেন।

স্পষ্টবাদিতা নন্দগোপালের কাব্য প্রতিভার একটি বিশেষ দিক্। 'সেতুর' অনেক কবিতাতেই আমরা বর্ত্তমান যুগোপযোগী কতকগুলি রূঢ় সত্যের সুস্পষ্ট প্রকাশ দেখিতে পাই। সূর্য্যের সারথি অরুণের উপর মাতার দোষারোপের সীমা নাই—সে অক্ষম সন্তান, মাতার বন্দীদশা ঘুচাইবার জন্য কিছুই করিতেছে না। কিন্তু সন্তানের এই অক্ষমতার জন্য যে মাতাই অধিক দায়ী তাহা কে বুঝিবে?

"তুমি মোরে দোষো,
অক্ষম ব'লে ধরো শত অপরাধ
জানো কি জননি,
এ বুকে আমার বিদ্রোহ কী অগাধ!"

*

Willow Wizard Don Bradman এর দেখা হয়। ডন এই প্রথম হকি খেলা দেখলেন। তিনি ধ্যানচাঁদের হকি খেলা দেখে অবাক হয়ে গিয়েছেন। এডিলেড থেকে ভারতীয় দল মেলবোর্ণ যান। মেলবার্ণে এঁরা ভিক্টোরিয়ানদের ১৫—৪ গোলে হারিয়ে দেন। গত ১৬ই ভারতীয় দল নিউজীলণ্ডে তাঁদের প্রথম খেলায় Hawkslay দলকে ১৭—০ গোলে পরাজিত করেছেন।

অকালে অরুণে জিয়ায়েছো মাতা,
তরুণ অণ্ড ভাঙি ;
এ জীবন দেছো,
অপূর্ণতার ব্যর্থ শোণিতে রাঙি'—
অধীর ব্যথায়, হায় পাগলিনী,
একটু সহেনি দেরী
চপলতা বশে শিকলী র'চেছো
দুইটি জীবন ঘেরি।"

"——বিধাতার কাছে আশিস্ চাহিনি
চেয়েছি হে প্রভু, এরা যেন নাহি বাঁচে ;
অন্নের তরে এই হানাহানি, এই হীন অপমান
শত স্বার্থের সঙ্ঘাতে এরা ভেঙে হবে খান্‌খান্
ঘোর ঘর্ঘরে ঘু'রে' চলে চাকা, তার তলে
চাপা পলে
হবে চুরমার, সাধ্য কি আর, তবু কভু
মাথা তোলে ?
এতটুকু বুকে এত দাগা দিয়ে কি হবে
বাঁচায়ে রেখে ?"

দরিদ্র সন্তানের জীবন রক্ষার জন্য যে সকল পিতার ভাবনা চিন্তার অন্ত নাই—তাঁহাদের চেয়ে সন্তানের মৃত্যুকামী এই পিতার বাৎসল্য শতগুণে অধিক, ইহা স্বীকার করিতেই হইবে। সন্তানকে বয়োবৃদ্ধেরা ভবিষ্যতের আশাভরসা বলিয়াই মনে করেন ও তাহাদের দ্বারাই দেশের ভবিষ্যৎ উন্নতি সম্ভবপর। কিন্তু "প্রতিটি বিন্দু শিরার শোনিতে দারিদ্র্য রোগ যার, তার ছেলে পাবে পৈতৃকব্যাধি, কোথা তার নিস্তার" ? তাই দরিদ্র সন্তানকে "সেতু"র পিতা শুধু স্নেহের চক্ষেই দেখেন নাই, অতীব ঘৃণার চক্ষেও দেখিয়াছেন,—

"কলুষ কামের ওরা কালো ছায়া, আদিম আদমের পাপ, এবারের মত ঘুচাও ওদের জীবনের অভিশাপ।" সকল অনুভব করিয়াও কয়জন পিতা এমন স্পষ্টবাদী হইতে পারেন ? মনমুখে সন্তানসম্পর্কে এমনটির প্রকাশ বাস্তবিকই দুঃসাহসিক।

'সেতু'র কবিতাবলীর আর বিস্তৃত আলোচনা এই প্রবন্ধে সম্ভবপর নহে। বস্তুতঃ সহজ আন্তরিকতায়, গভীর অনুভূতিতে রচনায় পরিপাট্যে এবং সুস্পষ্ট অনাড়ম্বর প্রকাশে সেতুর কবি আমাদের চিত্তে স্থায়ী আসন লাভ করিতে পারিয়াছেন।

—শ্রীকামিনী কুমার কর রায়

রেকর্ড সমালোচনা

—সাউণ্ড বক্স

COLUMBIA RECORDS

May—1935

যে মাসে কলম্বিয়া কোম্পানী ৪ খানি বাঙলা রেকর্ড বাহির করিয়াছেন। সব কয়খানিই কণ্ঠ-সঙ্গীতের রেকর্ড—যন্ত্র-সঙ্গীতের রেকর্ড প্রকাশিত হয় নাই। আমরা প্রত্যেক রেকর্ডের সমালোচনা দিলাম :—

*

G. E. 2243. শ্রীমতী রাণীবালার দু'খানি গান প্রকাশিত হইয়াছে। রাণীবালা কালী ফিল্মের বিভিন্ন ছবিতে নায়িকার ভূমিকায় অভিনয় করিয়া চিত্র-জগতে সুপরিচিতা। কিন্তু তিনি গায়িকা হিসাবে কতদুর নাম করিয়াছেন জানি না। আলোচ্য রেকর্ডে "মনের মানুষ কই" ও "চাঁপার বনে বনে বাদল বায় হায়" গান দুটি গাহিয়াছেন। গানের সহিত ক্লারিওনেট, পিয়ানো প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্র এত জোর বাজিয়াছে যে কণ্ঠ-সঙ্গীত সম্যক প্রকাশিত হয় নাই। যেটুকু কণ্ঠস্বর শোনা গেল তাহাতে বুঝা যায় যে, গায়িকার গলা মিষ্ট কিন্তু মার্জ্জিত নয়।

*

G. E. 2244. শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রলাল বল দুই খানি বাঙলা গান রেকর্ড করিয়াছেন। গায়ক রেকর্ড জগতে সম্পূর্ণ নবাগত। কিন্তু শীঘ্রই সুপরিচিত হইবার কয়েকটি সম্পদ ইহার কণ্ঠে আছে। বাণী স্পষ্ট, কণ্ঠস্বর সুরেলা ও সুমিষ্ট এবং গাহিবার প্রণালী ভাল। শ্রীধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের রচিত গান দুটি গায়কের কণ্ঠে সুন্দর লাগিল। বিশেষ করিয়া "আমার শ্যামের মত নবঘন" গানটির সুর যোজনা সুন্দর। অপর গান "নবরঙ্গে নবীন ত্রিভঙ্গে" সুর খাপছাড়া।

*

G. E. 2245. শ্রীমতী প্রভাবতী "আঙ্গিনাতে নেমেছে মোর" ও "আজি মোর মনের কথা" গান দুটি এই রেকর্ডে গাহিয়াছেন। গানের রচয়িতা ও সুর-যোজক শ্রীশৈলেন চক্রবর্ত্তী। রচনা ও সুরের সুখ্যাতি করা যায় না। গায়িকার কণ্ঠস্বর মিষ্ট ও মার্জ্জিত, কিন্তু বাণীর অস্পষ্টতার জন্য গান সুখশ্রাব্য হয় নাই।

*

G. E. 2246. শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত সরকার দুইখানি কমিক গান এই রেকর্ডে গাহিয়াছেন। "আমরা ও দামড়া" এবং "বাঁদর নাচ" কমিক গান দুটির রচনা মোটের উপর মন্দ নয়। নলিনী বাবু নূতন ঢঙে কমিক গাহিয়াছেন এবং আমাদের মনে হয় শ্রোতারা গান দুটি শুনিয়া হাস্য সম্বরণ করিতে পারিবেন না। নলিনী বাবুর বাণী অতিশয় স্পষ্ট। রেকর্ডে প্রত্যেক কথাটি বুঝিতে পারা যায়।

বীমা প্রসঙ্গ

—শ্রীগুরু

বীমা ব্যবসায়ে কৃতী-বাঙ্গালী

শ্রীপূর্ণচন্দ্র রায়

১৯১৩ খৃষ্টাব্দে নাটোর ক্রীড়াপ্রাঙ্গণে High Court Vs Natore XI ক্রীকেট খেলা হইতেছিল; ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ হইতে শ্রেষ্ঠ খেলোয়াড়বৃন্দ লইয়া গঠিত অজেয় নাটোর টীমের বিরুদ্ধে তখনকার দিনে 'রাণ' করা সহজ ছিল না—High Courtএর সুনিপুণ খেলোয়াড়বৃন্দ ৫০ রাণের মধ্যে সমাপ্তি পাইবার উপক্রম হইল; এমন সময়ে একটি সুগঠিত তরুণ ব্যাট হস্তে মাঠে প্রবেশ করিয়া বেপরোয়া ভাবে hit করিতে আরম্ভ করিলেন—বিখ্যাত Bowlerগণ বিপর্য্যয় গণনা করিলেন। Bowler পরিবর্ত্তন করিতে হইল, কিন্তু কেহই এই তীক্ষ্ণদৃষ্টি তরুণকে পরাভব করিতে পারিলেন না; সেদিন দর্শকবৃন্দের করতালি ও উল্লাসের মধ্যে এই নির্ভীক যুবক মাঠের সর্ব্বত্র hurricane hitting করিয়া ৫০ হইতে ১১৪ রাণ নিমেষের মধ্যে তুলিয়া ফেলিলেন। এই ক্রীড়ানৈপুণ্যে আকৃষ্ট হইয়া পরলোকগত মহারাজ জগদিন্দ্রনাথ বাংলার ক্রীকেটের জন্মদাতা ৺সারদারঞ্জনকে বলিয়াছিলেন—"Here is a youngster who treats our bowlers with scant courtesy"—মহারাজের এই উক্তি সার্থক হইয়াছিল, কারণ সেইবারই Bengali School Vs Natore XI যুবক পূর্ণচন্দ্র অসাধারণ কৃতিত্ব দেখাইয়া বাঙ্গালীর মুখোজ্জ্বল করিয়াছিলেন। বীমা-ক্ষেত্রেও পূর্ণচন্দ্র তাঁহার এই 'Sporting Career'এর মর্য্যাদা রক্ষা করিয়াছেন—দীর্ঘকালব্যাপী একনিষ্ঠাসহকারে বাংলার সর্ব্বপুরাতন বীমা কোম্পানীর কার্য্য শৃঙ্খলার সহিত পরিচালনার জন্য নহে—যশ ও অর্থের প্রলোভনে আকৃষ্ট হইয়া সত্য ও ন্যায়নিষ্ঠার পথ হইতে বিন্দুমাত্র বিচ্যুতি তাঁহার ঘটে নাই। অধুনা তথাকথিত বীমা-ধুরন্ধরগণ তাঁহার চরিত্রের এই দৃঢ়তা লক্ষ্য করিলে ভবিষ্যত জীবনে অনেকখানি সাফল্য লাভ করিতে পারিবেন।

বাল্যকাল হইতেই পূর্ণচন্দ্রের প্রতিভার বিকাশ দেখা যায়। প্রেসিডেন্সী কলেজে অধ্যয়নকালে তীব্র মেধাসম্পন্ন, প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব ও ক্রীড়া-নৈপুণ্যের জন্য সমপাঠি ও অধ্যাপক মহলে এই স্বাধীনচেতা আত্মনির্ভরশীল যুবক অল্প সময়েই একটা ভালবাসার আসন বিস্তার করিয়া ফেলিলেন। তারপর ক্রীড়াক্ষেত্রে প্রেসিডেন্সী কলেজের গৌরবের দিন আসিল; পূর্ণচন্দ্রের নেতৃত্বে কলেজ-টীম উপর্য্যুপরি পাঁচ বৎসর "ইলিয়ট শীল্ড" জয় করিয়াছিল—এই ক্রীড়াপ্রাঙ্গণেই তিনি পরলোকগত দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহন

সেনগুপ্তের সহিত প্রগাঢ় বন্ধুত্বে আবদ্ধ হন এবং অসহযোগ আন্দোলনের সময় হাইকোর্টের ওকালতী পরিত্যাগ করেন। ১৯২০ খৃষ্টাব্দে কলিকাতায় পরলোকগত দেশ-পূজ্য নেতা লালা লাজপত রায়ের সভানেতৃত্বে যে নিখিল ভারত কংগ্রেসের অধিবেশন হয় তাহাতে পূর্ণচন্দ্র স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর অধিনায়কের কার্য্য পরিচালনা করিয়া স্বীয় গঠনশক্তির বিশেষ পরিচয় দেন। ১৯২১ খৃষ্টাব্দে হিন্দু মিউচুয়াল জীবন বীমা কোম্পানীর পরিচালনার ভার তাঁহাকে গ্রহণ করিতে হয় এবং দশ বৎসর কাল কঠোর পরিশ্রম করিয়া তিনি ইহাকে প্রথম শ্রেণীর বীমা প্রতিষ্ঠানে পরিণত করিয়াছেন—এই কার্য্য-পরিচালনের মধ্য দিয়া তাঁহার ব্যক্তিত্ব ও সততা ও বীমা বিজ্ঞানে বিশেষ পারদর্শীতা প্রকাশিত হইয়াছে। তিনি কার্য্যভার গ্রহণ করিবার পূর্ব্বে হিন্দু মিউচুয়ালের শতকরা ব্যয়ের হার ছিল ৫৬৲, অধুনা তাহা শতকরা ৩২৲ দাঁড়াইয়াছে। অথচ বাৎসরিক নূতন বীমার পরিমাণ বর্ত্তমানে পূর্ব্বাপেক্ষা আটগুণ বৃদ্ধি পাইয়াছে। চলতি জিনিষের বাজারে প্রচলন করা কঠিন নহে, কিন্তু যাহা অচল ছিল, তাহাকে সচল করা বিশেষ শক্তির পরিচায়ক—পূর্ণচন্দ্র এই শক্তির পরিচয় দিয়াছেন এবং ইহাই তাঁহার প্রতিভার শ্রেষ্ঠ দান; বহু মতের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়া এই কার্য্য সম্পাদনে তিনি যে শুধু সৎসাহসের পরিচয় দিয়াছেন, তাহা নহে। দরিদ্র দেশ-বাসীর কষ্টোপার্জ্জিত বিত্তের প্রতি পাই সযত্নে ব্যবস্থা করায় বাংলার বীমার ইতিহাসে তাঁহার নাম চিরদিন অক্ষয় হইয়া থাকিবে।

ভারতের বিভিন্ন বীমা প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে কার্য্যের আদান প্রদানের জন্য ভারতের প্রধান বীমা সমিতি (Indian Life Office Association) স্থাপিত হয়—সমিতির বর্ত্তমান সভাপতি পণ্ডিত কে, সণ্ডান্তম ও পূর্ণচন্দ্রের সমবেত প্রচেষ্টায় এই সমিতি গঠিত হয়। এই সমিতিকে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর করিবার জন্য কার্য্য নির্ব্বাহক সমিতির সভ্যরূপে পূর্ণচন্দ্র অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়াছেন।

ভারতীয় বীমা কোম্পানীগুলি নূতন কার্য্য ক্রমাগত বৃদ্ধি করিবার জন্য যে আত্মঘাতী প্রতিযোগীতায় অগ্রসর হইতেছে—বোনাস ঘোষণা করিয়া আভ্যন্তরিক আর্থিক অবস্থাকে শোচনীয় করিয়া তুলিতেছে—ইহা সর্ব্বপ্রথম পূর্ণচন্দ্র দেখাইয়াছেন—এ বিষয়ে কতকগুলি মৌলিক প্রবন্ধ তিনি বিভিন্ন বীমাপত্রিকায় লিখিয়াছিলেন—প্রবন্ধগুলি প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে চারিদিক হইতে তিনি আক্রান্ত হইয়াছিলেন; ব্যক্তিগত আক্রমণও তাঁহাকে অনেক সহ্য করিতে হইয়াছিল। কিন্তু ছেলেবেলা হইতে যে "Sporting Spirit" তাঁহার মধ্যে অঙ্কুরিত ছিল এক্ষণে তাহাই মাথা চাড়া দিয়া তাঁহাকে বহু মতের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান করাইল। তিনি অন্তরের সহিত বুঝিয়াছিলেন যে, বহু মতের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইলেও সত্যকে তিনি প্রতিষ্ঠিত করিতে পারিবেন—কার্য্যক্ষেত্রে তাহাই হইল; যাহারা তাঁহার বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়া-ছিলেন তাঁহারা ক্রমশঃ তাঁহারি মত অনুমোদন করিতে লাগিলেন। বর্ত্তমানে আমরা দেখিতে পাই সরকার কর্ত্তৃক নিযুক্ত

"পথের সাথী" নাটক সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ

—শ্রীসুধীরেন্দ্র সান্যাল

রঙমহলের নূতন নাটক "পথের সাথী"র অভিনয় দুইবার দেখিলাম। স্বীকার করিতে বাধা নাই, উপর্য্যুপরি দুই সপ্তাহে দুই বার দেখিবার মত আগ্রহ লইয়া খুব কম নাটকই দেখিতে গিয়াছি। সে দিক দিয়া "পথের সাথী"র আকর্ষণ অস্বীকার করিবার উপায় নাই।

নাটকাকারে শ্রীযুক্তা অনুরূপা দেবীর এই উপন্যাসখানি অসম্ভব জমিয়াছে। নাট্যকার শ্রীযুক্ত যোগেশ চন্দ্র চৌধুরী মহাশয় কারীগর ভাল। রসের ভিয়ানে, পাকা হাতে তাড় নাড়িয়া চৌধুরী মহাশয় চমৎকার মনোহরা গড়িয়াছেন। অন্দরে বাহিরে রস টস্ টস্ করিতেছে। অতি মিষ্টতায় মুখ মরিয়া আসে। আকণ্ঠ ভোজনের ফলে পেটুকের যে অবস্থা ঘটে সেই অবস্থা লইয়া দুইবারই বাড়ী ফিরিয়াছি। গতবারে অভিনয়-অন্তে বাড়ী ফিরিবার পথে গৃহিনীও স্বীকার করিয়াছেন "এ দারুণ গ্রীষ্মের অতিরিক্ত উত্তাপে গলদঘর্ম্ম হইয়া রঙ্গালয়ে আসিয়াছিলাম, অভিনয়-অন্তে সকল ভুলিয়া, পরিপূর্ণ তৃপ্তি লইয়া বাড়ী ফিরিলাম।" সুতরাং বোঝা গেল, অভিনয় হৃদয়গ্রাহী হইলে শারীরিক কষ্ট বা অসুবিধার কথা মুহূর্ত্তের জন্য মনে আসে না।

হ্যাঁ, এই নাটকখানির অভিনয় হইয়াছে সত্যই অপূর্ব্ব। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, নাট্যকারের হাত ভাল। সেই পাকা হাতের নিখুঁত বাঁধুনির ফলে, এবং সু-প্রযোজনার কল্যাণে রঙমহলে 'পথের সাথী' হইয়াছে অনবদ্য।

এই নাটকের সর্ব্বাঙ্গসুন্দর প্রযোজনার জন্য অভিনেতা ও শিক্ষক, বন্ধুবর শ্রীযুক্ত নরেশচন্দ্র মিত্র মহাশয় ষোল আনা প্রশংসার দাবী করিতে পারেন। ষ্টেজ টেকনিক্ এবং মাউন্টিং-এর জন্য বন্ধুবর সতু সেনের কৃতিত্বও অস্বীকার করিবার উপায় নাই। কিন্তু অভিনয় শিক্ষক নরেশ চন্দ্রের দাবীই যেন সর্ব্বাগ্রে গণ্য বলিয়া মনে হয়। নীরব কর্ম্মী নরেশ চন্দ্র নামের কাঙাল নহেন; বরং আমাদের সহিত আলোচনায় তিনি বরাবরই নাম প্রচারের স্বপক্ষে তীব্র প্রতিবাদ করিয়া আসিয়াছেন। কিন্তু আগুণ হাজার ছাই চাপা থাকিলেও তাহার উত্তাপ ও অস্তিত্ব কখনও গোপন থাকে না। "পথের সাথী"র অভিনয়ে তাই তাঁহার প্রতিভার দীপ্তি সহস্রমুখী হইয়া চতুর্দ্দিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। এখানে আমরা অভিনেতা নরেশচন্দ্রকে পৃথক রাখিয়া প্রযোজক নরেশচন্দ্রকে নমস্কার করি।

বিভিন্ন ভূমিকায় বিভিন্ন আর্টিষ্টের গুণা-গুণের বিস্তারিত আলোচনা করিবার আজ প্রয়োজন দেখি না। সুবিখ্যাত সমালোচক, অগ্রজপ্রতিম শ্রীযুক্ত "ফাল্গুনী" মহাশয় গত সপ্তাহে সে কার্য্য সমাধা করিয়াছেন। শুধু এইটুকু বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, এই নাটকে 'মাষ্টার মশায়' চরিত্রের যে বিকাশ দেখানো হইয়াছে, মূল গ্রন্থে তাহার ইঙ্গিত থাকিলেও কেবল নাট্যকার যোগেশচন্দ্রের অপূর্ব্ব পরি-কল্পনার মাধুর্য্যে তাহা প্রাণ-রসে সমুজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে। বিশ বৎসর ছেলে ঠেঙ্গাইয়া, মাষ্টারীর যাঁতা-কলে বুদ্ধি-বৃত্তির কী হাস্যকর পরিণাম ঘটে, রস-কস কেমন করিয়া হঠাৎ 'ভেপার' হইয়া উড়িয়া যায়—অথচ সেও সামাজিক জীব—সামাজিক দায়িত্ব তাহাকে প্রতি পদে রক্ষা করিয়া চলিতে হয়—এমন যে মাষ্টার মহাশয় তাহারই পরিপূর্ণ চিত্র, যোগেশচন্দ্র নিপুণ ভাবে আঁকিয়াছেন: বাঙলা নাটকের ইতিহাসে এই চরিত্রটি যে একটি বিশিষ্ট স্থান লইয়া বাঁচিয়া থাকিবে তাহা অকুতোভয়ে বলা যায়।

অভিনেতা নরেশ মিত্র তাঁহার অননুকরণীয় অভিনয়-প্রতিভায় এই চরিত্রটিকে পাদ প্রদীপের সামনে জীবন্ত করিয়া রাখিয়াছেন। অদ্যাবধি নরেশচন্দ্র অভিনীত যতগুলি শ্রেষ্ঠ ভূমিকা দেখিয়াছি—আমার মনে হয় এটি তাহাদের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ।

শুধু এইটুকু বিশেষ করিয়া বলিবার জন্যই এই প্রবন্ধের অবতারণা।

আর একটি কথা। শ্রীযুক্তা অনুরূপা দেবীর নাটক হইলেও ইহার একটা মস্ত বিশেষত্ব আছে। পূর্ব্বাপর তাঁহার সবগুলি নাটকের মত এখানি আগাগোড়া চোখের জলের পরিবর্ত্তে, হাসির ঝর্ণাধারায় স্নাত। এত অনাবিল, অফুরন্ত হাস্য-রসের ফোয়ারা শ্রীযুক্তা অনুরূপা দেবীর অপর কোন নাটকের পরিচয়ে ইতিপূর্ব্বে প্রকাশ পায় নাই। আগাগোড়া প্রাণখোলা হাসির প্রাচুর্য্যে, শেষ দৃশ্যে যখন বিপরীত ঘটনার ঘাত প্রতিঘাতে ক্ষণিকের জন্য চক্ষু অশ্রুসজল হইয়া উঠে, ঠিক তখনই আবার বিরোধী ঘটনার ধারা পরিবর্ত্তিত হইয়া সেই হাসির উৎস অপূর্ব্ব আনন্দরসের সন্ধান দেয়। অভিনয়-অন্তেও সে আনন্দের স্মৃতি সহজে মিলায় না।

বিয়োগান্তক এবং গুরুগম্ভীর নাটকের অভিনয় দেখিয়া দেখিয়া বাঙালার দর্শক অনেক কাল হাসি ভুলিয়াছে। "পথের সাথী" তাঁহাদের মুখের হাসি ক্ষণিকের জন্যও ধরিয়া রাখুক—আজ এই কামনাই করি।

বিশেষজ্ঞ বীমাকারীদের দৃষ্টি এদিকে আকৃষ্ট হইয়াছে ও অন্যান্য বীমাবিদগণও এবিষয়ে সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছেন।

অধুনা বীমা মহলে যশ কাড়াকাড়ি করিয়া লইবার যে প্রতিযোগীতা আরম্ভ হইয়াছে পূর্ণচন্দ্র ইহা হইতে অনেক দূরে নিজেকে সরাইয়া রাখিয়াছেন—তাঁহার পরিচালিত প্রতিষ্ঠান বা নিজের ব্যক্তিত্বের মধ্যেও বৃথা জাঁকজমক ও আড়ম্বরতার বিশেষ অভাব পরিলক্ষিত হয়—কিন্তু সামান্য কথোপকথনেও এই যশোলিপ্সাহীন, অনাড়ম্বর প্রাণখোলা মানুষের বিরাট ব্যক্তিত্বের ছাপ অজ্ঞাতসারে লোকের মনে থাকিয়া যায়। বাংলার কণ্টকিত বীমা-মহলে এরূপ মেরুদণ্ডবিশিষ্ট স্বাধীনচেতা বীমাবিদ বেশী আছেন বলিয়া মনে হয় না।

জীবনের অপরাহ্নে দাঁড়াইয়া পূর্ণচন্দ্রের সান্ত্বনা তাঁহার নিকট শিক্ষাপ্রাপ্ত স্বহস্তে [illegible] ও অনিলচন্দ্র বীমামহলে বিশেষ খ্যাতি লাভ করিয়াছেন। সুরেশচন্দ্র ভ্রাতার পদতলে বসিয়া অনুপ্রাণিত হইয়া দীর্ঘকাল ধরিয়া বীমার প্রত্যক্ষ শিক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন, এজন্য উত্তর কালে তিনি আর্য্যস্থান ইনসিওরেন্স কোং'র কার্য্য পরিচালনে সক্ষম হইয়াছেন।

নিরাভরণা বিধবা ও আত্মীয় সহায়হীনের জন্য পূর্ণচন্দ্রের অবদান আমরা আজ কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করিতেছি।

*

জেনুইন ইন্সিওরেন্স কোং

ইহার অর্গেনাইজিং অফিসার মিঃ ইউ, আর, ঘোষ গত ২১শে যে সোমবার উক্ত কোম্পানীর কার্য্য বিস্তার করিবার জন্য খুলনা, মাদারীপুর, ঢাকা ইত্যাদি স্থানে পরিভ্রমণ করিবেন। তিনি আগামী মাসের মধ্য ভাগে কলিকাতা প্রত্যাবর্ত্তন [illegible]
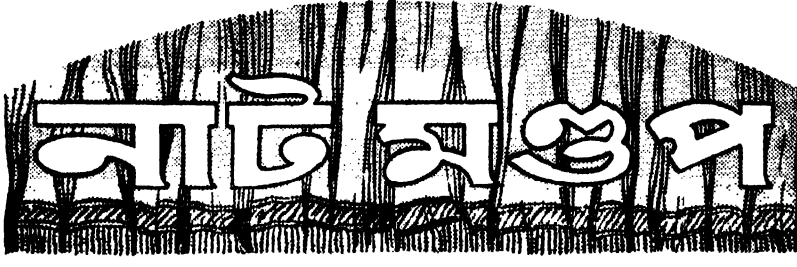
রূপমহল

পূর্ব্বে যেখানে "চৌপ থিয়েটার" নামে এক অপূর্ব্ব রঙ্গশালা ছিল, সেইখানেই দেখা যাইতেছে, এই "রূপমহল" গজাইয়া উঠিয়াছে। রূপমহলের পরিচালক—অভিনেত্রী সঙ্ঘ। এ অভিনেত্রী সঙ্ঘ বা অভিনেত্রীসঙ্ঘ (নিমন্ত্রণ পত্রে আছে Avinetri Sangha) কি বা এতদিন কোথায় ছিল, আমরা কিছুই জানি না। অবৈতনিক ম্যানেজার নরেন্দ্র চক্রবর্ত্তী নামক নিমন্ত্রক মহাশয়কেও চিনিলাম না। গত ১৮ই মে রাত্রি ৮টায় এই মহলের উদ্বোধন হইয়া গেল। আমরা সন্ধ্যায় নিমন্ত্রণ পত্র পাইয়াছি, কাজেই নিমন্ত্রণ রক্ষাও করিতে পারি নাই।

নারীপ্রগতি সঙ্ঘ

গত ১৮ই মে সন্ধ্যায় Y. M. C. A.র ওভারটুন হলে এই সঙ্ঘের সভ্যাগণ কর্ত্তৃক **দেবতার দান** নামে একখানি নাটক অভিনীত হয়। অভিনয়ে ভূমিকালিপি ছিল এইরূপ :—

মহম্মদ তোগলক্—শ্রীমতী আশালতা রায়-চৌধুরী,
ইলিয়াস্— " পূর্ণশশী বিশ্বাস
কুতুব— " সরযু বিশ্বাস
কারু খাঁ— " সুষমা সাহা
রূব খাঁ— " প্রতিভা বিশ্বাস
আন্নউন্না— " রেণু বিশ্বাস
গঙ্গাদত্ত— " বিভা বিশ্বাস
মেঘু দত্ত— " সরযু বিশ্বাস
হোসেন— " শতদল রায়
সনাতন— " সরযু বিশ্বাস
যোগমায়া— শ্রীমতী অন্নপূর্ণা বিশ্বাস
দীপালী— " তুহিন ভট্টাচার্য্য
হাসানী— " ঊষা ফেথফুল্
রাণী— " চন্দ্রা বিশ্বাস

অভিনয় সকলেরই ভাল হইয়াছে, অর্থাৎ এরকম সৌখীন্ দলে সাধারণত যেমন হইয়া থাকে। সর্ব্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য অভিনয় করিয়াছেন—হোসেন (শতদল রায়) হাসানী (ঊষা ফেথফুল্) ও দীপালী (তুহিন ভট্টাচার্য্য)। নৃত্যে সর্ব্বাপেক্ষা প্রশংসা পাইয়াছেন—শ্রীমতী আশালতা রায়চৌধুরী, অন্নপূর্ণা বিশ্বাস ও ঊষা ফেথফুল। এই অভিনয়টি পরিচালনা করিয়াছেন নাট্য-মন্দিরের ভূতপূর্ব্ব নট—শ্রীমান্ রমেশচন্দ্র বসু। আর ইহার প্রধান উদ্যোগিনী—শ্রীমতী অন্নপূর্ণা বিশ্বাস, শতদল রায় ও তুহিন ভট্টাচার্য্য। এই তিনটি মহিলার অক্লান্ত পরিশ্রমে, চেষ্টায় ও অমায়িক স্নেহশীল ব্যবহারেই অত্যন্ত অল্প সময়ের মধ্যেই অভিনয়টি সুসম্পন্ন হইতে পারিয়াছে। আর এই সাফল্যের মূলে রহিয়াছে শ্রীমান্ রমেশচন্দ্রের পরিশ্রম এবং পক্ক হস্ত।

পাইওনীয়ার ফিল্মস

ইহাদের নূতন বাংলা ছবি "দেবদাসী"র আর অল্পই বাকী। আমরা একদিন চিত্র গ্রহণের সময় উপস্থিত ছিলাম, যেটুকু দেখিলাম তাহাতে মনে হয় ছবিখানি ভালই হইবে। 'স্মৃতিভূষণের' ভূমিকায় শ্রীঅহীন্দ্র চৌধুরী খুব চমৎকার অভিনয় করিতেছেন। সম্ভবতঃ জুলাই মাসের মধ্যেই উত্তর কলিকাতায় কোন একটি বিশিষ্ট চিত্রাগারে ছবিখানি মুক্তিলাভ করিবে। আমরা পরিচালক শ্রীপ্রফুল্ল ঘোষের সাফল্য কামনা করি।

রাধা ফিল্ম কোং

ইহাদের "মানময়ী গার্লস স্কুল" রূপবাণীতে যেরূপ দর্শক আকর্ষণ করিতেছে তাহাতে মনে হয় ছবিখানি ৮।৯ সপ্তাহ অনায়াসে এই চিত্রগৃহে চলিবে।

ইষ্টার্ণ আর্ট প্রোডাকসান (বোম্বাই)

শ্রীপ্রেমাঙ্কুর আতর্থী পরিচালিত "ভারত-কী-বেটী"র কাজ শেষ হইয়া গিয়াছে। ছবিখানির এখন সম্পাদনা চলিতেছে। আশা করা যায় এই মাসের শেষাশেষি নাগাৎ বোম্বায়ে মুক্ত হইবে।

নিউ থিয়েটার্স

শ্রীযুক্ত দীনেশ দাস "বিজয়া"র চিত্রগ্রহণ আরম্ভ করিয়া দিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত নীতীন বসুও "সুরদাস" নামক আর একখানি বাংলা ছবির কাজে হাত দিয়াছেন।

ঠাকুরবাড়ী নাট্য-সমাজ

বহিরগাছি—(প্রাপ্ত)

বহিরগাছি ঠাকুরবাড়ী নদীয়া জেলার মধ্যে বিখ্যাত পরিবার। ইঁহারা নদীয়ার রাজগুরু বংশ। এই বংশের সকলেই উচ্চ শিক্ষিত। ঠাকুরবাড়ীর যুবকেরা সকলে মিলিত হইয়া "ঠাকুরবাড়ী নাট্যসমাজ" নামে একটী নাট্য সমাজ প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। এগার জন ব্যক্তিকে লইয়া ১৩৪২ সালের জন্য কার্য্য নির্ব্বাহক সমিতি গঠিত হইয়াছে। এই নাট্য সমাজের উন্নতির জন্য শ্রীযুক্ত মনীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য (ডিরেক্টার), শ্রীযুক্ত সদানন্দ ভট্টাচার্য্য বি, এস-সি, শ্রীযুক্ত আশুতোষ গঙ্গোপাধ্যায় এম্, এ, শ্রীযুক্ত বৈদ্যনাথ ভট্টাচার্য্য, শ্রীযুক্ত উমাপদ ভট্টাচার্য্য এম্-এ, ডাঃ বৈদ্যনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এম্-বি, প্রভৃতি ব্যক্তিগণ আপ্রাণ চেষ্টা করিতেছেন। তাঁহারা নিশিকান্ত বসু মহাশয়ের "বঙ্গে বর্গী" সত্বরই মঞ্চস্থ করিবেন বলিয়া বিশেষভাবে জানা গেল।

সম্পাদক—
শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায় শ্রীগিরিজাকুমার বসু
১২৩।১, আপার সার্কুলার রোড, দীপালী প্রেসে মুদ্রিত ও দীপালী কার্য্যালয় হইতে দীপালীর সত্বাধিকারী—

দীপালী

DIPALI

বাংলার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সচিত্র সাপ্তাহিক

পাইওনিয়ার ফিল্মসের "দেবদাসী" চিত্রে 'বাউল' বেশে শ্রীবিনয় গোস্বামী। পরিচালক শ্রীপ্রফুল্ল ঘোষ।

৭ম বর্ষ] ১৬ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪২ ঃঃ 30th May, 1935 [২২শ সংখ্যা

দীপালী কার্য্যালয়—১২৩।১, আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা—
ফোন বড়বাজার—৩২৫৩

৭ম বর্ষ } ১৬ই জ্যৈষ্ঠ বৃহস্পতিবার, ১৩৪২ ৩০শে মে ১৯৩৫ { ২২শ সংখ্যা

কলাকেলি

আজ আর গভীর কথা নয়, আজকে খালি গল্পের আসর। যাঁদের হাতের ছাপে ললিত-কলা ও সাহিত্য বিশিষ্ট হয়ে উঠেছে, আজকে তাঁদের ব্যক্তিগত কথা নিয়েই খানিকটা সময় কাটানো যাক্।

•

Nanaর জনক Zolaর নাম খুবই কুবিখ্যাত! অনেকেই হয়তো মনে করেন যে, যিনি Nanaর মতন অশ্লীল উপন্যাস লিখতে পারেন, ব্যক্তিগত জীবনেও তিনি নিশ্চয়ই সুশীল ভদ্রলোক ছিলেন না। এবং তাঁর সঙ্গে যোগ দিয়ে তখনকার যে-সব নবীন ও শক্তিশালী লেখক ফরাসী-সাহিত্যে Naturalism বা প্রকৃতিবাদের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, তাঁদের বিশৃঙ্খল জীবন-যাত্রার কাহিনী যখন শুনি, Zolaর সম্বন্ধে আমাদের মনের কুধারণা তখন প্রবলতর হয়ে ওঠে। অথচ আসলে Zola ছিলেন সম্পূর্ণ ভিন্ন-ধরণের লোক। তাঁর সাহিত্যিক বন্ধুরা প্রায়ই একটি স্ত্রীলোকের মদের দোকানে গিয়ে জুটে হৈ-চৈ করতেন। সেখানে যে-সব নিরেট খাবার পাওয়া যেত, প্রাণের মায়া থাকলে তা খাওয়া চলত না। কিন্তু সেখানকার তরল 'খাদ্য' ছিল এম্‌নি জোরালো যে, তার মহিমায় পাথর-কুচিও হজম করতে দেরি লাগত না। বন্ধুদের মুখে সেই সরাবখানার উজ্জ্বল বর্ণনা শুনে Zolaও একদিন কৌতূহলী হয়ে সেখানে গিয়ে হাজির হ'লেন। কিন্তু সেখানকার দৃশ্য দেখে Zolaর এমন গা-ঘিন্-ঘিন্ করতে লাগল যে, যখন তিনি বিদায় নিয়ে পালিয়ে গেলেন তখন তাঁর অবস্থা রীতিমত কাহিল!......গল্পলেখক Maupassantএর বাসাবাড়ীতেও তখনকার ঐ-সব দরাজ-প্রাণ তরুণের সাহিত্যের বৈঠক বসত এবং Zolaও সেখানে যেতেন মাঝে মাঝে। তিনি যতক্ষণ হাজির থাকতেন, ততক্ষণ সেখানে কোনই আপত্তিকর দৃশ্য দেখতে পাওয়া যেত না। কারণ Zolaকে সবাই সম্ভ্রম ক'রে চলতেন। কিন্তু তিনি পিছন ফিরলেই Maupassantএর সাহিত্য-বৈঠকে প্রবেশ করতেন দলে দলে সুন্দরীরা। Maupassant-এর বাসাবাড়ীতে পুরুষ-ভাড়াটে ছিলেন কেবল তিনি নিজেই। সেখানে আর যারা থাকত, তারা সবাই নারী ও গণিকা!

*

গত মহাযুদ্ধের আগেকার কথা। বিখ্যাত ফরাসী সাহিত্যিক Tristan Bernard বাসায় ফেরবার জন্যে একখানা গাড়ী ভাড়া করছেন।

—"আমি অমুক জায়গায় যাব, তুমি কত ভাড়া চাও?"

—"৪০ ফ্রাঙ্ক!"

—"৪০ ফ্রাঙ্ক? বড় বেশী চাইচ! আচ্ছা, তুমি উঠে গাড়ীর ভিতরে এসে বোসো। আমিই গাড়ী চালিয়ে তোমাকে সেখানে নিয়ে যাব। তুমি আমাকে ২০ ফ্রাঙ্ক দিলেই খুসি হব।"

*

Tristan Bernardএর লেখা একখানি নাটক রঙ্গালয়ে জনপ্রিয় হ'ল না। কিন্তু সেজন্যে একটুও না দ'মে তিনি জনৈক বন্ধুকে নিমন্ত্রণ ক'রে লিখলেন, "তুমি সঙ্গে রিভলভার আনলে ভালো হয়। আমার নাটকের অভিনয়ের সময়ে প্রেক্ষাগৃহ ভয়ঙ্কর নির্জ্জন হয়ে থাকে।"

*

চিত্রকর Alfred Wolmark ঔপন্যাসিক Thomas Hardyর ছবি আঁকবার জন্যে আহুত হয়েছিলেন। Hardyর সঙ্গে তিনি হপ্তাখানেক কাটিয়ে এসে লিখেছেন: "Hardy হচ্ছেন সরল ও চিত্তাকর্ষক লোক। কিন্তু মনুষ্য-জীবনের দুঃখ-দুর্ভাগ্য নিয়ে তিনি সারাক্ষণই মুখ ভার ক'রে থাকেন। অথচ আমি লক্ষ্য ক'রে দেখলুম, তাঁর দেহ যেমন সুস্থ, চর্ব্ব্য-চোষ্য-লেহ্য-পেয়ের দিকে তাঁর মনের ঝোঁকও তেমনি প্রবল। তাঁর মতন পেটুক লোক আমি দেখি নি। ভেবে দেখলুম, নিজের জীবন সম্বন্ধে Hardyর অভিযোগ করবার কোন কারণই নেই। তাঁর সাহিত্য-জীবন সব দিক দিয়েই সফল হয়েছে এবং তাঁর পারিবারিক জীবনও অল্প সুখশান্তিময় নয়।......কাজেই একদিন তিনি যখন আমার সঙ্গে টেবিলের সামনে খেতে ব'সে তিক্ত ভাষায় দুঃখময় মানুষ-জীবন নিয়ে হাহাকার সুরু করলেন, তখন আমি আর না ব'লে থাকতে পারলুম না, "Mr. Hardy, জীবনটা হয়তো খুবই মন্দ, কিন্তু আপনার পেটের ক্ষুধাটিও তো মন্দ নয়!"

*

বিখ্যাত জীবনচরিতলেখক Emil Ludwig আঠারোটি শব্দচিত্রে Voltaireএর চরিত্র চমৎকার ফুটিয়ে তুলেছেন। এখানে তাঁর আঁকা একখানি ছবি দেখাচ্ছি।......Voltaire ও তাঁর বান্ধবী Marquise du Chatelet তখন পোল্যাণ্ডের রাজার ঘরে অতিথি। Voltaireএর বয়স পঞ্চান্নো, শ্রীমতী চল্লিশে পা দিয়েছেন। শ্রীমতী আগে Voltaireএর উপপত্নী ছিলেন, কিন্তু এখনো তাঁদের ভিতরে বন্ধুত্বের সম্পর্ক আছে, দেহের কোনই সম্পর্ক নেই।... ... ... এক রাত্রে Voltaire হঠাৎ শ্রীমতীর শয্যাগৃহে ঢুকে দেখলেন, জনৈক যুবকের সঙ্গে তিনি সন্দেহ-জনক অবস্থায় রয়েছেন! Voltaireএর প্রাণের পুরানো আগুন আবার জ্ব'লে উঠল এবং সঙ্গে সঙ্গে এক হৃদয়-বিদারক দৃশ্যের অবতারণা! শ্রীমতী মিষ্ট কথায় Voltaireকে বোঝাতে চাইলেন, কিন্তু তিনি বললেন, "তুমি কি আমার চোখকে অবিশ্বাস করতে বল? তোমার জন্যে আমি আমার সমস্ত সুখ-সৌভাগ্য-স্বাস্থ্য বিসর্জ্জন দিয়েছি, আর তুমি কিনা আমারই সঙ্গে প্রতারণা করলে!" —শ্রীমতী বললেন, "প্রিয়তম, আমি তোমাকে এখনো ঠিক আগেকার মতই ভালোবাসি! কিন্তু তুমি যে রোজই বল, তোমার দেহ ক্রমেই শক্তিহীন হয়ে পড়ছে, আমার মন রাখতে গেলে তোমার স্বাস্থ্যের অনিষ্ট হবে! আমি তো তোমার স্বাস্থ্যের ক্ষতি করতে পারি না! এখন ভেবে দেখ দেখি প্রিয়তম, আমার প্রতি যে কর্ত্তব্যের ভার তুমি নিজে নিতে নারাজ, তা যদি অন্য কেউ গ্রহণ করে, তাহ'লে কি তোমার রাগ করা উচিত?"—Voltaire বললেন, "তুমি সত্য কথাই বলেছ। কিন্তু সাবধান, ভবিষ্যতে আমাকে যেন আর স্বচক্ষে এমন দৃশ্য দেখতে না হয়!" ... ...পরের দিন সন্ধ্যা বেলা। শ্রীমতীর যুবক বন্ধুর সঙ্গে Voltaireএর আলাপ হ'ল। যুবক বললে, "আপনি আমাকে ক্ষমা করুন!" কবি বললেন, "বৎস, দোষ আমারই! তোমার এখন সেই সুখের বয়স—যে-বয়সে লোকে নারীকে আকৃষ্ট আর নারীর প্রেম লাভ করতে পারে। এই স্বল্পস্থায়ী সুযোগের সদ্ব্যবহার কর। আমি এখন রুগ্ন আর বৃদ্ধ—যৌবনের আমোদ-প্রমোদে ব্যস্ত হবার সময় আমার নেই।"

*

ফরাসী দেশের এক সাহিত্য-সমিতি, সবাই তাকে "little chapel" ব'লে ডাকে। এ সমিতির নিয়ম ছিল, সভ্য সাহিত্যিকদের কেউ জনপ্রিয় হবার চেষ্টা করবেন না। Sisley Huddleston একদিন তাঁর পরিচিত কোন সাহিত্যিক বন্ধুর খোঁজে সেখানে গিয়ে হাজির হলেন। জিজ্ঞাসা করলেন, "Georges Duhmal কোথায়?" উত্তর হ'ল, "জানি না। তাঁর কোন খবর আমরা রাখি না। কারণ তাঁর বই খুব বিক্রী হচ্ছে।" "Jules Romainsকে এখানে দেখছি না কেন?" জবাব পাওয়া গেল, "তিনিও এখন আর আমাদের লোক নন। তাঁর একখানি নাটক আজ দুই শো রাত্রি ধ'রে অভিনীত হচ্ছে!" ... ... এঁরা এই সমিতির চোখে বিশ্বাসঘাতক হয়েছেন, কারণ এঁদের লেখা জনসাধারণের ভালো লাগে! তাঁদের জনপ্রিয়তাই প্রমাণিত করেছে, তাঁরা কলালক্ষ্মীর ত্যাজ্য পুত্র! উচ্চশ্রেণীর আর্ট জনপ্রিয় হয় না, কাজেই যাঁদের রচনা সকলকার মনে ধরবে, উক্ত "little chapelএ" আর তাঁদের ঠাঁই হবে না।

গান

—হেমেন্দ্রকুমার রায়

চাঁদ জাগে! আজ রাতে ঘুম-কথা ভোলনা!
নীল-বনে রংচঙে দোলে ফুল-দোলনা!

গায় পাখী চারু বেণী-ছন্দে,
হাসে প্রেম কার বেণু-রন্ধ্রে,
অধরের লাল হাসি প্রাণে মোর গোলনা!

বয় বায়ু হেনাফুল-গন্ধী,
হিয়া মোর তোর মনে বন্দী,
চাঁদ জাগে! চাঁদমুখে আলো-ঢেউ তোলনা!

TWIN RECORDS

May—1935

টুইন রেকর্ড কোম্পানী মে মাসে ৬ খানি গানের রেকর্ড বাহির করিয়াছেন। "হিজ মাষ্টার্স ভয়েস" ও 'টুইন' রেকর্ডে টেকনিকের দিক দিয়া কোন তফাৎ নাই। আমরা নীচে প্রত্যেক রেকর্ডের সমালোচনা দিলাম :—

*

F. T. 3785 মিস ইন্দুবালার "কেন না ফিরাবে আঁখি" ও "আঁকি মরমে মুরতি তার" গান দুটি প্রকাশিত হইয়াছে। H.M.V. রেকর্ডে ইহা প্রথমে প্রকাশিত হইয়াছিল। এই রেকর্ডখানিই গত মাসে এই নম্বর দিয়াই প্রকাশিত হইয়াছিল। গত মাসের প্রকাশিত রেকর্ডে লেবেলে ভুল ছিল অর্থাৎ এই গান দুটিই রেকর্ডে ছিল কিন্তু লেবেলে গানের টাইটেল লেখা ছিল "ডেকে ডেকে কেন সখি" ও "হারাণ হিয়ার নিকুঞ্জ পথে"। আমরা টুইন রেকর্ডের ইন-চার্জ্জ মিঃ সোমের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিলাম। এ মাসে ঠিক লেবেল দিয়া পুনঃ প্রকাশিত হইয়াছে। ঐ গানের সমালোচনা গতবারে প্রকাশিত হইয়াছে বলিয়া এবার আর করিলাম না।

*

F. T. 3790. শ্রীযুক্ত ইন্দু সেন "ঘর আমারে ঠাঁই দিল না" ও "অঞ্জলি এনেছি মোর" গান দুটি এই রেকর্ডে গাহিয়াছেন। গায়কের কণ্ঠস্বর মন্দ নয় এবং সুর-যোজনাও নিন্দনীয় হয় নাই। মোটের উপর রেকর্ড খানি মন্দ হয় নাই।

*

F. T. 3791. শ্রীযুক্ত হরিদাস বন্দ্যোপাধ্যায় দুই খানি কৌতুক গান গাহিয়াছেন। "কলিকাতায় পথিকের বিপদ" গানটি শুনিলে এই মহানগরীর পথে অসংখ্য ও নানা প্রকার যান বাহনের ভীড়ে প্রাণ লইয়া পথিকের চলার বিপদ চোখের সম্মুখে ভাসিয়া উঠে। কৌতুকের ভিতর দিয়া করুণ কাহিনী বলা হইয়াছে—যেন মেঘ ও রৌদ্র। অপর গানটি মামুলি। "গিন্নির গয়নার ফর্দ্দ" চিরন্তন কাহিনী।

*

F. T. 3792. শ্রীমতী সুধীরা সেন গুপ্ত "মহাশূণ্য হিয়া কারে লভিয়া" ও "সন্ধ্যাতারা যে দীপ জ্বালে" গান দুটি এই রেকর্ডে গাহিয়াছেন। গান দুটির ভাব ও ভাষা সুন্দর এবং গায়িকার মনোরম কণ্ঠে সেই ভাব মূর্ত্ত হইয়া উঠিয়াছে।

*

F. T. 3793. মিস্ মানিকমালা ও মৃণাল কান্তি ঘোষ দু'খানি ভজন গাহিয়াছেন। হাল্কা সুরের গান গাহিয়া মানিকমালা রেকর্ড জগতে সুপরিচিতা এবং ছায়ালোকে গান গাহিয়া মৃণাল বাবু খ্যাতি লাভ করিয়াছেন। রেকর্ডে এই উভয় শিল্পীর সম্মিলিত কণ্ঠের গান সুন্দর হইয়াছে।

*

F. T. 3794. মিস বীণাপাণির "মম যৌবন নিকুঞ্জ বনে" ও "না না বলি ফিরি কাছে গিয়া" গান দু'টি টুইনে পুনঃ প্রকাশিত হইয়াছে। এই লব্ধ-প্রতিষ্ঠা গায়িকার চমৎকার গান যাঁহারা সস্তায় কিনিতে চান তাঁহারা নিশ্চয়ই এ সুবর্ণ সুযোগ হারাইবেন না।

নানা কথা

বালক বালিকগণের মুক্ত বায়ু সমিতি

উক্ত সমিতির উদ্যোগে গত সপ্তাহে প্রায় ১৫০ জন বালক বালিকাকে পুরী লইয়া যাওয়া হয়। যাত্রীগণের সুখ সুবিধা বিধানের জন্য বি, এন, আরের সুযোগ্য পাবলিসিটি অফিসার মিঃ মল্লিক হাওড়া ষ্টেশনে উপস্থিত থাকিয়া যথাবিধি সুব্যবস্থা করিয়া সকলের কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন।

এই রেলওয়ে এবং তদবস্থিত বহু বিখ্যাত ও দ্রষ্টব্য স্থানের সংক্ষিপ্ত পরিচয় সম্বলিত শিশুবোধ্য সহজ ভাষায় লিখিত একখানি সুদৃশ্য পুস্তিকাও এই যাত্রীগণকে উপহার দেওয়া হইয়াছে। বালক বালিকাগণের আলোকপাত দ্বারা যখন ফটো তোলা হয়, তখন তাহাদের আহ্লাদ দেখে কে! এই মানবক যাত্রীগুলি মিঃ মল্লিকের কাছে যে আদর আপ্যায়ন পাইয়াছে তাহাতে তাহারা আবার কোথাও শীঘ্র যাইতে চাহিবে বলিয়া আমরা আশঙ্কা করিতেছি।

ক্যারম প্রতিযোগিতা

(প্রাপ্ত)

যুগল সঙ্ঘ ক্লাবের উদ্যোগে একটি ক্যারম প্রতিযোগিতা হইবে। বিজয়ীকে যুগল সঙ্ঘ চ্যালেঞ্জ শীল্ড ও একটী রৌপ্য পদক দেওয়া হইবে। বিজিতকে যতীন্দ্র মেমোরিয়াল চ্যালেঞ্জ কাপ ও একটী রৌপ্য পদক দেওয়া হইবে। যাহারা উক্ত প্রতিযোগিতায় যোগদান করিতে ইচ্ছুক তাহারা সত্বর ৯ নং যুগল কিশোর দাস লেন অথবা ৮৩ নং আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীটে আবেদন করুন।

চিত্র ও ছোটগল্প প্রতিযোগিতা

(প্রাপ্ত)

বাহিরগাছি পল্লী মঙ্গল পাঠাগার হইতে একটী চিত্র ও ছোটগল্প প্রতিযোগিতার প্রবর্ত্তন করা হইয়াছে। এই প্রতিযোগিতায় কেবলমাত্র স্কুল কলেজের ছাত্র ও ছাত্রীরা যোগদান করিতে পারিবেন। তাঁহাদের প্রেরিত রচনা ও চিত্র সাদরে গৃহীত

হইবে যে কোন চিত্র বা ছোটগল্প হইলেই চলিবে। প্রতিযোগিতায় পুরস্কারপ্রাপ্ত কোন চিত্র বা ছোটগল্প ফেরৎ দেওয়া হইবে না। উপযুক্ত ডাক টিকিট পাঠাইলে অমনোনীত চিত্র বা ছোটগল্প ফেরৎ দেওয়া যাইতে পারে। প্রত্যেক চিত্র বা ছোটগল্পের সহিত প্রেরকের স্কুল কলেজের নাম ও ঠিকানা থাকা দরকার। যাঁহাদের চিত্র বা ছোটগল্প আমাদের নির্ব্বাচিত বিচারকের বিচারে শ্রেষ্ঠ বলিয়া বিবেচিত হইবে তাঁহাদের নিম্ন বর্ণিত পুরস্কার দেওয়া হইবেঃ—

চিত্রের জন্যঃ— "চুনিলাল স্মৃতি পদক"
দাতা—করুণা ভট্টাচার্য্য

ছোটগল্পের জন্যঃ— "উষাবতী স্মৃতি পদক"
দাতাঃ—শ্রীতারাশঙ্কর ভট্টাচার্য্য

কোন প্রবেশ মূল্য নাই। উপরোক্ত পুরস্কার ছাড়া ভাল চিত্র বা ছোটগল্পের জন্য অতিরিক্ত পুরস্কার দেওয়া হইবে। পাঠাইবার শেষ তারিখ ৩০শে জুন '৩৫। পাঠাইবার ঠিকানাঃ—

সম্পাদক—
পল্লী মঙ্গল পাঠাগার
বাহিরগাছি (নদীয়া)

পুনর্যৌবন লাভের উপায়

ডাঃ কে, পি, ঘোষ, এম-বি

বাল্যের পর যৌবনে পা দিয়ে মানুষ তার জীবনের অটুট স্বাস্থ্য, অভিজ্ঞতা, জ্ঞান নিয়েই চলতে থাকে জীবনের পথে, বীর বিক্রমে, শত বাধা বিপত্তি উপেক্ষা ক'রে। উদ্দেশ্য থাকে জীবনটাকে উপভোগ করতে সম্পূর্ণভাবে। এ বয়সে সামর্থ্য থাকে পূর্ণ, উদ্যম থাকে তাজা, শিক্ষায় হউক, ব্যবসায়ে হউক বা কর্ম্মপথেই হউক বুদ্ধি থাকে তার ধারাল। কিন্তু দৈহিক শক্তির যদি অভাব ঘটে এ বয়সে তবে তার মানসিক গতি পড়বে পিছিয়ে। শরীর তার ক্রমশঃ হ'য়ে পড়বে পঙ্গু, বুদ্ধিতে তার মরচে পড়ে যাবে—জীবনটা পূর্ণ হ'য়ে উঠবে শেষে এক ভীষণ নিরাশায়। জীবনের গতির সঙ্গে পারবে না সে চল্‌তে, পিছিয়ে পড়বেই সব পথে; শিথিল হ'য়ে পড়বে তার কর্ম্ম-শক্তি। এর চেয়ে কি ভীষণ পরিণাম হ'তে পারে এক যুবকের পক্ষে!

অধুনা হস্তক্ষেপ করেছেন অনেক পণ্ডিত প্রকৃতির উপর। বৈজ্ঞানিক চিকিৎসক ভরোনফ্ বানরগ্রন্থি মানব দেহে সংযোগ করে দিয়ে যৌবনহারা নরনারীকে, বৃদ্ধকে চেষ্টা করছেন যৌবনের পথে পুনরায় ফিরিয়ে আনবার, জীবনী শক্তি বাড়াবার। কিন্তু আমাদের দেশে ক'জন পারে সে উপায় অবলম্বন করতে। শুনা যায় ভারতের ২।১টী বিশেষ ধনী ব্যক্তি বহু লক্ষ টাকা ব্যয় করেছেন যৌবন পুনরায় ফিরিয়ে পাবার লোভে। এ প্রলোভন আজ নূতন কথা নয়, বহু বহু দিন থেকে চলে আসছে এ রকম চেষ্টা, এই পৃথিবীর বুকে, আবিষ্কার হ'য়েছেও অনেক রকম উপায়। কিন্তু লোকবল ও অর্থবল চাই সঙ্গে সঙ্গে।

অকাল বার্দ্ধক্যের লক্ষণ যখন সে মাটিতে লুটিয়ে পড়া ঝরা শেফালির মতন ম্লান হাসি হাসতে থাকে, তখন দেহের এমন একটা শক্তির দরকার হ'য়ে পড়ে, যার প্রভাবে আবার তার যৌবনের তাজা শক্তিশালী রক্ত ধারা শিরার মধ্যে সতেজে বইতে থাকে। তাজা হ'য়ে উঠে তার যুবচিত্ত বল। সঠিক করে জীবন পথে চলার পন্থা আমাদের জানা নেই বলে, আমরা পঙ্গু হ'য়ে পড়ি নানা প্রকার জটিল রোগে। দ্রুত বিকল হয়ে পড়ে দেহের যন্ত্রপাতি। একটা প্রবাদ আছে—সময় থাকতে সাবধান হলে, রক্ষা পাওয়া যায় অনেক দুঃখ কষ্টের হাত থেকে। এটা খুব খাঁটি সত্য কথা। রোগ ভুগে, কর্ম্মদোষে বা অবহেলার জন্যে অকালে হারিয়ে ফেলি যৌবনের শ্রেষ্ঠ সম্পদটুকু—তখন দুঃখ করতে থাকি কি করে ফিরিয়ে পাবো ঐ নষ্ট যৌবন। নিরাশার ঘন মেঘ ছেয়ে পড়ে মনের উপর, ধিক্কার আসে এ রুগ্ন জীবনের উপর।

নীরোগ হবার জন্যে, আলো, বাতাস, সূর্য্য কিরণ, খাদ্য পরিশ্রম ও বিশ্রাম প্রভৃতির দরকার তো আছেই, তা ছাড়া দরকার হ'য়ে পড়ে এমন একটী ঔষধের যার অতীব সুন্দর ক্রিয়ায় সতেজ হ'য়ে উঠে দেহের মাংসকোষ স্নায়ু রক্তকণাগুলি। শরীরের নব বল ফিরে আসে, জীবনী শক্তি দ্বিগুণ বাড়িয়ে দেয়। এ সব ফল পাওয়া যায় রচিটোন ব্যবহারে—এটা আমার অভিজ্ঞতার ফল। স্বভাবজাত ফল উদ্ভিজ্জ ও ধাতব কয়েকটী মূল্যবান ও উপকারী—উপাদান সংমিশ্রণে তৈরী রচিটোন কার্য্যকারিতা গুণে পৃথিবীর মধ্যে যশঃলাভ করেছে—পুনর্যৌবন লাভের শ্রেষ্ঠ উপায় বলে।

শ্রীমতী কজ্জন

ম্যাডানের সুপ্রসিদ্ধা গায়িকা-অভিনেত্রী।

৩৪ সালের শ্রেষ্ঠ শিশু-অভিনেত্রী
শ টেম্পলকে শ্রীযুক্ত আরভিং
বিশেষ পুরস্কার দিতেছেন।

(নীচে)
। ফিল্মের "Wamaq Ezra"
র নায়িকা শ্রীমতী ইন্দিরা দেবী,
২ নির্ব্বাক "কপালকুণ্ডলা"য়
চনয় করিয়া প্রভূত যশ অর্জ্জন
করিয়াছিলেন।
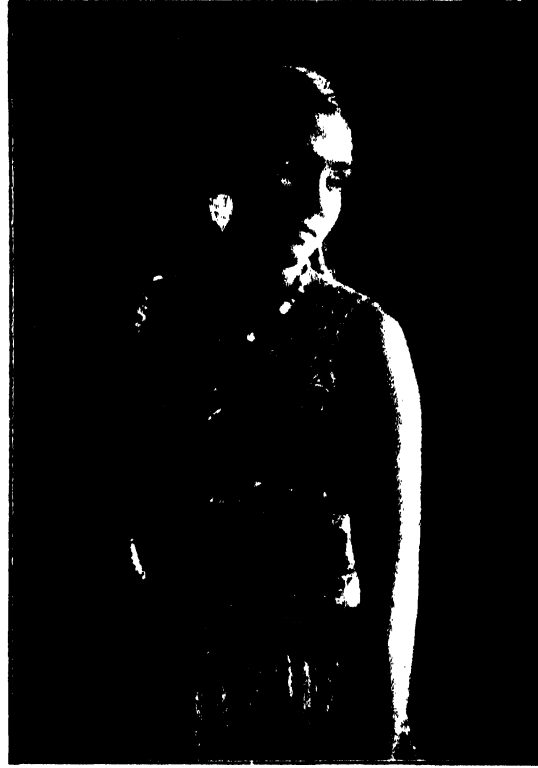
রাধা ফিল্মের "Thunderbolt" চিত্রে শ্রীমতী রাজকুমারী।

সুপ্রসিদ্ধ নৃত্য-শিল্পী শ্রীমণি বর্দ্ধন।

(নীচে)
মার্লিন ডিয়েট্রিচ ও তাঁহার নূতন ছবি
"The Devil is a Woman"-এর নায়ক
সেসারে রোমেরো।

বিধির বিধান

(উপন্যাস)

—শ্রীযুক্তা তমাললতা বসু

(বারো)

গৌরী বারান্তরে আর কথা কইতে পারলে না। উঠে চলে গিয়ে চোখের জল মুছতে মুছতে ভাবলে, হায় হায়; একটা ভাই, তাও আমার জন্যে সংসারী হলো না এ কি করলে ঠাকুর!

গৌরী ক'দিন দেশে থেকেই অতিষ্ঠ হ'য়ে চলে এসেছে। পিতামহ ও পিতামহীও এসেছেন, কাশীতে যাবেন বলে। কল্‌কাতায় কয়েক দিন থেকে সকলে কাশী রওনা হলেন, হিমাংশু সকলকে পৌঁছে দিতে গেল।

গৌরী কাশীতে এসে রোজ নিয়মিত গঙ্গাস্নান ও দেব দর্শন করে বেড়াতে লাগলো। আর প্রত্যেক দেবতার পায়ে মাথা খুঁড়ে বলত, হে ঠাকুর আমার অশান্ত প্রাণে শান্তি দাও, শান্তি দাও। এতদিনে ভগবান মুখ তুলে চাইলেন। ক্রমে ক্রমে সে শান্তি লাভ করলে। আবার তার মলিন মুখে হাসি ফুটে উঠলো। হিমাংশুও বোনটিকে সুখী দেখে বাড়ী ফিরে এলো। পিসিমাও তার সঙ্গে ফিরে এলেন। গৌরী পিতামহ পিতামহী ও তাহার কাশীবাসী শ্বশুর শাশুড়ীকে দেবতার মত সেবা শুশ্রূষা করতে লাগলো।

একদিন গৌরী পিতামহকে ধরলে, "দাদু বাড়ীর কাছে একটা অনাথ আশ্রম করে দিন। এখানে গরিব দুঃখীরা খেতে পাবে, থাকতে পাবে। আমি নিজে তাদের দেখবো, রেঁধে খাওয়াবো, কাপড় চোপড় দেবো। আর একটা চিকিৎসালয় করে দিন, বিনা পয়সায় যেখানে গরীবদের চিকিৎসা হবে, আর একটি স্কুল করে দিন গরীবরা যেখানে বিনা পয়সায় লেখা পড়া শিখতে পারবে।" পিতামহ আনন্দে পৌত্রীর কথামত সব করে দিলেন। গৌরী গরীব দুঃখীর সেবা যত্ন করে, তারা তার সেবায় দুঃখ কষ্ট ভুলে যায়। প্রাণ খুলে তার মঙ্গল কামনা করে। সকলেই তাকে মা বলে ডাকে। আর গৌরীর বিধবা বেশ দেখে তারা চোখের জল ফেলে বলে, এমন জগদ্ধাত্রী প্রতিমার মত মা আমাদের ওঁর এমন কপাল একি সম্ভব! তবে কি ভগবান নেই? যাই হ'ক এমনি করেই শান্তিতে গৌরীর দিন কাটছিল। গৌরী মধ্যে মধ্যে দাদাকে চিঠি লেখে, দাদা তুমি এসে দেখে যাও আমার কেমন আশ্রম হ'য়েছে। দাদা উত্তরে লেখে শীগ্‌গিরই যাবো বুড়ী। বড্ডো কাজ পড়েছে, ভারি ভারি রোগী হাতে। গৌরী লেখে, তবে থাক্ দাদা তুমি পরে এসো। ভগবান করুন তারা ভাল হ'ক। আর জানো দাদা তোমার কাছে, ডাক্তারী শিখে কাজ হ'য়েছে। আমি এখন তার সুফল পাচ্ছি। অনেক গরীব দুঃখীর চিকিৎসা আমি নিজেই করছি।

হিমাংশু লেখে আমার শিক্ষা সার্থক হ'য়েছে শুনে বড় সুখী হলুম গৌরী। আমি শীগ্‌গিরই যাচ্ছি। গিয়ে তোর আশ্রমের নাম দেবো গৌরী আশ্রম।

গৌরী লেখে, ওমা সেবারে বুঝি তোমায় লিখতে ভুলে গেছি দাদা—দাদু যে তিনখানি বাড়ী পাশাপাশি করে একটা ফটক তৈরী করতে দিয়েছেন এবং সেই ফটকে পাথর বসিয়ে লিখিয়ে দিয়েছেন গৌরী-আশ্রম। এখানে সবাই আমায় কি বলে ডাকে জানো দাদা, বলে গৌরী মা। হিমাংশু গৌরীর চিঠি গুলি বার বার পড়ে আর গৌরী শান্তি লাভ ক'রে সুখে আছে জেনে সুখী হয়। সঙ্গে সঙ্গে চোখে তার জল আসে, দীর্ঘশ্বাস পড়ে তার যে বড় আদরের বড় স্নেহের এই বোনটি।

ক'দিন পরেই হিমাংশু কাশীতে এলো, গৌরীর আশ্রম দেখে সে খুব খুসী হোলো। "দেখ গৌরী, আমিও মনে করছি কলকাতা থেকে চলে এসে এখানে বাস করবো, গরীব দুঃখীর চিকিৎসা করবো, সে বেশ হবে, না রে?"

গৌরী ব'ললে "না, না, তাকি হয় দাদা, তোমার সেখানে কত পশার, কত নাম ডাক।"

"তা হক্ গে, সেখানে থাক্‌তে মোটেই ভাল লাগে না, আর আমার। এখানে বেশ থাক্‌বো।"

"আচ্ছা সে সব পরামর্শ পরে করলেই হবে, এখন নাইবে খাবে চল দেখি দাদা, কত বেলা হ'য়ে গেছে দেখ দেখি।"

"তাই তবে চল গৌরী" ব'লে একটি দীর্ঘশ্বাস ফেলে হিমাংশু উঠে পড়লো।

ক'দিন পরেই হিমাংশু রজতের টেলিগ্রাম পেলে "সতীন্দ্র মোটর থেকে পড়ে, মাথায় আঘাত পেয়ে অজ্ঞান হ'য়ে গেছে, তুমি শীগ্‌গির এসো। একবার জ্ঞান হ'তে তোমার ও গৌরীর নাম করেছিল।"

হিমাংশু টেলিগ্রামটি হাতে করে স্তম্ভিত হ'য়ে বসে প'ড়লো। এমন সময় গৌরী এসে টেলিগ্রাম দেখে বললে "একি, দাদা, এ কার টেলিগ্রাম? তুমি অমন করে বসে কেন? কি হয়েছে বল।" হিমাংশু টেলিগ্রামখানি গৌরীর হাতে দিয়ে বললে "এই দেখ।" গৌরী সব পড়লে, প'ড়তে পড়তে তার মাথা ঘুরে গেল, সে মাটিতে বসে পড়লো। বললে,

"আহা, কি হবে দাদা, আজই রওনা হও। আমরাও সকলে যাই চল। মাসিমা কত ব্যাকুল হ'য়ে পড়েছেন, যাওয়া বিশেষ দরকার।'

"তাই যাই চল গৌরী একবার শেষ দেখাও হবে। আহা সে যে তোকে বড় ভালবাসতো।"

গৌরী কোন কথা না বলে উঠে গিয়ে, নিজের ঘরের বিছানায় প'ড়ে শিশুর মত কাঁদতে লাগলো। ঠাকুর এ কি করলে? আমার এত সংযম, এত শিক্ষা কোথায় ভাসিয়ে দিলে? তাঁর বিপদ শুনে ছুটে যেতে ইচ্ছে হ'চ্ছে। এতদিন হয়ে গেল, তবু তো তাঁকে ভুলতে পারিনি ঠাকুর, তাঁর জন্যে প্রাণ ছটফট করছে। হিমাংশু সেইদিনই সকলকে নিয়ে কল্‌কাতায় রওনা হলো। গৌরীর শ্বশুর শাশুড়ীও অনেক দিন দেশছাড়া ব'লে এই সঙ্গে একবার দেশে যাবেন ব'লে রওনা হলেন।

যেদিন হিমাংশুরা এসে পৌছলো, তার আগের দিন রাত্রে খুব আহতের বাড়াবাড়ি গেছলো। কেবল অজ্ঞান হ'য়ে পড়ছিল। শেষ রাত্রি থেকে একটু জ্ঞান হ'য়েছে, অপেক্ষাকৃত সুস্থ হ'য়ে ঘুমুচ্ছে। ডাক্তারেরা বলেছেন "আর প্রাণের আশঙ্কা নেই।"

হিমাংশু ভোরে বাড়ীতে পৌছেই সতীন্দ্রকে দেখতে গেল। গৌরীর ঠাকুমা এবং শাশুড়ীও গৌরীকে নিয়ে সতীন্দ্রকে দেখতে গেলেন। গিয়ে দেখলেন, সেই সবে মাত্র তার ঘুম ভেঙেছে, সে চেয়ে দেখছে। গৌরীর দাদু ও শ্বশুর সেইখানে ব'সে বিপিন বাবুর সঙ্গে কথা কইছেন, হিমাংশু সতীন্দ্রর পাশে বসে। সতীন্দ্র বললে "একি, এ আমি কোথায়?"

বিপিনবাবু বললেন, "তুমি তো বাড়ীতেই আছ বাবা, তোমার যে অসুখ।" (ক্রমশঃ)
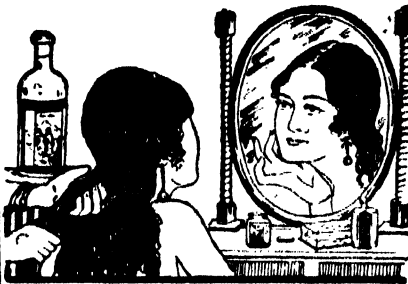
সাপ্তাহিকী
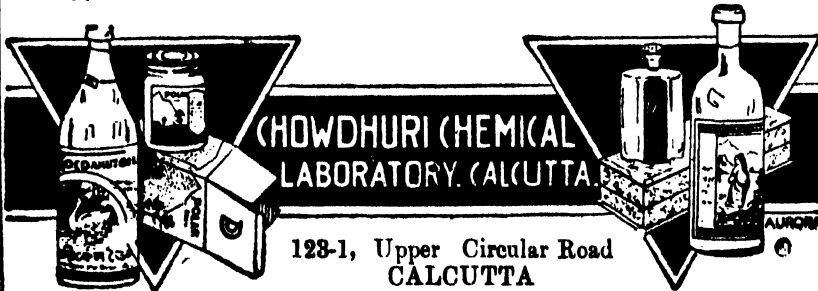
গেল শনিবার সাড়ে সাতটায় তাঁর প্রতিমূর্ত্তির তলায় ও বিকেলে বিশ্ববিদ্যালয়ের দারভাঙা বিল্ডিঙে স্বর্গীয় সার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের স্মৃতি তর্পণ হ'য়ে গেছে। বাঙালীর আত্মমর্য্যাদা ও নৈতিক সাহসের প্রতীক ছিলেন সার আশুতোষ, বাঙালীর ভাষাকে ও প্রধান শিক্ষকেন্দ্রকে তিনি শ্রদ্ধায় গৌরবময় স্থান দিয়ে গেছেন, বিরাট অপরাজেয় ব্যক্তিত্ব ছিল তাঁর। আমরা তাঁর পদধূলির যোগ্য হ'লে ধন্য হবো।

*

আগামী সেপ্টেম্বর মাসে (২৩-২৯) তারিখে রোমে প্রাচ্যবিদ্যামহাসম্মেলনের বৈঠক বসবে। ক'লকাতার বিশ্ববিদ্যালয় তার জন্যে দু'জন প্রতিনিধিকে নির্ব্বাচিত করেছেনঃ—ডাক্তার সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এম, এ, ডি, লিট ও শ্রীযুক্ত নীহাররঞ্জন রায় এম, এ। এঁদের মধ্যে সুনীতিকুমার গেল ২০-এ মে ইউরোপ যাত্রা করেছেন, নীহাররঞ্জন আগষ্ট মাসের শেষে যাবেন। তাঁরা বাঙালীর সংস্কৃতির পরিচয় দিয়ে যশস্বী হোন।

*

গত পূর্ব্ব রবিবার শ্রীরামপুর বনফুল সাহিত্য সমিতির সাধারণ বার্ষিক সভায় নিম্নলিখিত ব্যক্তিদের নিয়ে নোতুন কার্য্য নির্ব্বাহক সমিতি গঠিত হ'য়েছে—অধ্যাপক শ্রীধীরেন্দ্র ঘোষাল এম, এ, (সভাপতি), শ্রীগিরিজা কুমার বসু, শ্রীউপেন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়, শ্রীবিভূতি বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীপ্রবোধ সান্ন্যাল (সহ-সভাপতি), শ্রীঅমিয় গঙ্গোপাধ্যায় (সম্পাদক) শ্রীপ্রফুল্ল রায় ও শ্রীসচ্চিদানন্দ চক্রবর্ত্তী (সহ-সম্পাদক) শ্রীকিশোরী ঘোষাল বি, এল, অধ্যাপক হরেন্দ্র গুপ্ত এম, এস, সি, শ্রীঅজয় চট্টোপাধ্যায় বি, কম, শ্রীত্রিগুণা বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীগনেশ বাগচী বি কম্, শ্রীজ্ঞানেন্দ্র লাল চট্টোপাধ্যায় বি কম্, শ্রীঅরবিন্দ মিত্র বি এল, শ্রীতারাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় এম, এ, শ্রীতারা পদ ভট্টাচার্য্য এম, এ শ্রীমনীন্দ্র মুখোপাধ্যায় এম এ, শ্রীউপেন্দ্র সেন শাস্ত্রী এবং শ্রীকুঞ্জ লাল দাস।

"মন্ আমি"

(গল্প)

—শ্রীগঙ্গাপদ বসু, বি-এ

আশ্চর্য্য রকমের মেয়ে এই লিলি ব্যানার্জ্জী। এই বয়সে সে যে শেষটায় এম্নি একটা কাণ্ড করে বস্‌বে এ কিন্তু তার শত্রুরাও কোনো দিন ভাবেনি।—

বছর দশেক আগেকার লিলির সঙ্গে আজকের লিলির কোনো মিল্ আছে কি?—

সেই হিল্-উঁচু-জুতা-পরা লীলা-চঞ্চল গতি-ভঙ্গিমা, ক্ষীণ কটির ওপর পিঙ্ক রঙের শাড়ীর চপল আঁচল, লাল্‌চে পাত্‌লা ঠোঁটের ওপর সেই দুষ্টু দুষ্টু হাসির খেলা, শফরী চোখের চটুল চাউনি—এ সবের কিছু আজ তার অবশিষ্ট আছে কি?—

ছেলেদের সঙ্গে মিশবার ক্ষমতা ছিল ওর অদ্ভুত—! মিশতো সে আন্তরিক অমায়িকতায়—এগিয়ে আসতো অনেক দূর; কিন্তু একটা বিশেষ স্থান পর্য্যন্ত ওর একটা লাইন টানা ছিল, যার বেশী সে যে'ত না। তার চরিত্রে ছিল এক অনমনীয় দাঢ্য, যা তার ব্যক্তিত্বকে করে তুল্‌তো আরো মনোহর।—

মেয়ে মানুষের বিবাহ-যোগ্য বয়েসের সাধারণ সীমারেখা সে পেরিয়ে এসেচে বলেই আজকের দিনে প্রগতিবাদী যুবকরা তার রহস্য-নিবিড় অতীত-জীবনকে সম্ভ্রম, হ্যাঁ সম্ভ্রম-ই করে। কিন্তু সে তা চায় না। মানুষ দূরে দাঁড়িয়ে তাকে দেখে বিস্ময়ের বস্তুর মতো। সে সহ্য করতে পারে না সেই অনাত্মীয় দূরত্ব, বিস্ময়ের সেই বিরক্তির দৃষ্টি!—

সৌন্দর্য্য, কৌতূহল আর রহস্য এই তিনেই তো প্রেমের উন্মেষ! তার সৌন্দর্য্যের সাবলীল চাপল্য গিয়ে এসে পড়েচে বয়েসের একটা অবচেতন গাম্ভীর্য্য। তার সম্বন্ধে কৌতূহল কারো বড় আর নেই। সকলেই তাকে যেন খুব বেশী কোরে জেনেছে, চিনেছে পেয়েছে! আর রহস্য? হ্যাঁ, একদিন তার সম্বন্ধে রহস্যের অন্ত ছিল না। ও-কে সকলে বল্‌তো 'মিষ্টিরিয়াস্ লিলি।' কিন্তু আজ প্রেমের কারবারে সে যেন হ'য়ে গেছে নিঃস্ব —দেউলে!—

য়ুনিভার্সিটী ছাড়বার পর থেকে এই দশ-টা বছর কী কোরে তার কেটেছে ভেবে সে নিজেই অবাক্ হ'য়ে যায়। কাজ—কাজ —আর কাজ! মেয়ে পড়িয়ে, ইন্‌স্‌পেক্টরণী হোয়ে ইস্কুলে ইস্কুলে খবরদারী কোরে, মিটিং এ মিটিং-এ বক্তৃতা দিয়ে, অবলা-উদ্ধার কোরে, সারা দেশময় হৈ হৈ কোরে বেড়িয়েছে, যেন মেয়ে হিট্‌লার!

তবু মানুষ যা' সে তাইই, উপাসনা শেষ হোলে-ও তার প্রার্থনা ফুরোয় না। এই সত্য-টা সেদিন ও-র কাছে ধরা পড়লো একেবারে যেন আকস্মিক ভাবে।—

বড়দিনের কল্‌কাতা। সপার্ষদ বড় লাট, জঙ্গী লাট এসেচেন—সপরিবার রাজা-মহারাজা সব এসেচেন—সার্কাস কার্নিভ্যাল এ সমস্ত সহরটাকে যেন সরগরম কোরে ফেলেচে! এই সময়ে একদিন চীন্-দেশীয় এক বিশ্ব-বিখ্যাতা নর্ত্তকী বৌদ্ধযুগের প্রাচীন্ প্রাচ্য-নৃত্যকলা দেখাতে সদলবলে এলেন ক'ল্‌কাতায়! নিউ 'এম্পায়ারে' বস্‌লো আসর। রঙ্-বেরঙ্-এর মোটারের ভিড়ে, দামী শাড়ির চাক্‌চিক্যে, হীরে-মণি-মুক্তোর ঝল্‌মলানিতে, ফুল-এসেন্সের গন্ধে সমস্ত রঙ্গালয়টী অপূর্ব্ব অভিজাত-উৎসব-শ্রী ধারণ কর্‌লো!—

লিলি প্রথমটায় ভেবেছিল যাবে না। বন্ধু-বান্ধবীদের অনুরোধ উপেক্ষা-ও করেছিল শরীরের অছিলায়। লোকের ভিড় তার ভালো লাগে না, অথচ নিঃসঙ্গতা-ও আজ যন্ত্রনার মতো কষ্টদায়ক হ'য়ে উঠেছে। এ বড়ো নিদারুণ অবস্থা! একটু একটু কোরে সে বুঝতে পার্‌চে, তার মনের স্বাস্থ্য নষ্ট হ'তে বসেচে—সংসারের সমস্ত আনন্দ যেন সে নিঃশেষে পান কোরে ফেলেছে! জীবনের ওপর থেকে তার মুষ্টি যেন ক্রমশঃ শিথিল হ'য়ে আস্‌ছে!

চট্ কোরে সে স্থির কোরে ফেল্‌লো সেও যাবে। তখুনি ফোন্ কোরে একটা খুব বেশী দামের সিট্ বুক্ কোরে ফেল্‌লো। তারপর মিনিট পনোরোর ভেতর টয়লেট্ সেরে অনেক বাছাই কোরে একখানা প্রবাল রঙ্-এর চোক্-ঝল্‌সানো শাড়ী পরলো—তার ওপর চাপালো একটা ফরাসী ফ্যাসানের 'ফার কোট'—কানে দোলালো দু'টো মুক্তোর ঝুমকো—চোখে পরলো একজোড়া নতুন রিম্‌লেস চশমা! সাজ-গোজ সেরে সে যখন গিয়ে পৌছলো, তখন নাচ আরম্ভ হ'য়ে গেছে।—

নিঃশব্দ অন্ধকারে সবার অলক্ষ্যে সে গিয়ে বস্‌লো তার নির্দ্দিষ্ট বক্স-এ। সেণ্ট ও সিগারেট গন্ধ মাখানো মোলায়েম মিষ্টি মৃদু অন্ধকার যেন নরম মখ্‌মলের মতো ঘরময় বিছানো রয়েছে! মঞ্চের ওপর কেবলমাত্র একটী তীব্র, তীক্ষ্ণ আলোকের স্রোত শাণিত তলোয়ারের মতো ঝক্ ঝক্ করছে। আর সেই তার মুখে কয়েকটি নারীমূর্ত্তি চৈনিক বাদ্যের তালে তালে নানারূপ অঙ্গভঙ্গীর ব্যঞ্জনায় অন্তরের ভাব ধারাকে প্রকাশ করছে।

বিশ্রাম সময়ে সকলে ওকে দেখে অবাক হ'য়ে গেল। বিজলি বল্‌লো: 'লীলা-দির চিরদিনই এমনি খাম্-খেয়ালী ভাবে কাট্‌লো। এই বল্‌লে আস্‌বো না—আর এই চলে এসেচেন্—'

—অমিতাভ তার বান্ধবীর হাতে একটু চাপ দিয়ে মৃদুস্বরে বল্‌লো: 'আজ ও-কে কী রকম দেখাচ্ছে দেখেছ—? এক্স্‌কুইজিট!' এরা বসেছিল নীচে আর ও ছিল ওপরে।

সহসা ওর বক্স-এ মাদাম লা লুপিন্ এসে ঢুকলেন। ইনি একজন বিশ্বনারী-কল্যাণকামী ফরাসী মহিলা-পর্য্যটক।

সম্প্রতি ক'লকাতায় এসেচেন। লিলির সঙ্গে ওর আগেই পরিচয় ছিল। সাদর-সম্ভাষণের পর বললেন :—

'I have been much impressed by these superb dances, Miss Banerjee. It makes me think of the cultural influence that India had once exerted upon China and other countries of the East in the age of Lord Budha—'

কথা বল্‌তে বল্‌তে ওরা মাদাম্ লুপিনের বক্স-এ প্রবেশ করলো। সেখানে আর একজন ভদ্রলোক বসেছিলেন,—ওরা ঢুক্‌তেই তিনি উঠে দাঁড়ালেন। সুস্থ বলিষ্ঠ সুন্দর চেহারা, গায়ে আস্কানের মতো একটা ঢল্‌ঢলে জামা, মারাঠি ধরণে কাপড়খানা ফের্‌তা দিয়ে পরা, কাঁধে একখানা দামী শাল, পায়ে ভেলভেটের নাগরা, জরীর পাগ্‌ড়ি, মুখে বর্ম্মা চুরুট! হঠাৎ দেখলে জাতি নির্ণয় করা কঠিন।

মাদাম্ লুপিন্ লিলির সঙ্গে ওর পরিচয় করিয়ে দিলেন : 'My host Mr. Pankaj Roy, artist—Miss Lila Banerjee, educationist and social reformer—'

তারা পরস্পরকে বিলিতী কায়দায় অভিবাদন করলো। তারপর নাগরিক ভদ্রতার মার্জ্জিত স্বাচ্ছন্দ্যে পরিচয় হ'লো ঘন, আলাপ উঠ্‌লো জমে। লিলি আর নিজের বক্স-এ গেল না। বাকি সময়টা এদের সঙ্গেই কাটিয়ে দিলো। নাচ শেষ হ'লে পঙ্কজ রায় নিজের গাড়ীতে কোরে লিলিকে বাড়ী পৌঁছে দিয়ে গেল। আর তার এই ভদ্রতার প্রতিদানে লিলি পঙ্কজকে পরদিন 'ফিরপো'তে' ডিনারে নেমন্তন্ন করলো।

খাবার টেবল্‌-এ বসে প্রথম ওদের আলোচনা হ'লো মেয়েদের একটা International cultural fellowship সমিতির আবশ্যকতা সম্বন্ধে, তারপরই এলো ব্যক্তিগত আলোচনা।—

পঙ্কজ বললো : 'প্রায় আট-ন'বছর পরে দেশে ফির্‌লাম্। কাজেই এখানকার সমাজের সঙ্গে ঠিক পরিচিত হ'য়ে উঠ্‌তে পারিনি'—নইলে আপ্‌নাকে আমার চেনা উচিত ছিল। আপ্‌নি তো এখানকার বেশ একজন Prominent social worker—'

'Nothing of the sort' লীলা বাধা দিয়ে বললো : 'দেখুন, দেখা হয়ত আপনার সঙ্গে আমার হ'তোই! কেন না, আমি জানি, এমন কতকগুলো লোক সংসারে জন্মায়, মিস্‌টার রয়, যারা একে অপরের জন্যেই যেন বিশেষ ভাবে তৈরী।' একটু থেমে আবার ও বললো : 'নইলে আপনার মতো একজন continental fameএর লোককে এমন আকস্মিক ভাবে আমি বন্ধুরূপে পা'ব কেন?'—

পঙ্কজ চুরুটা ধরিয়ে, তারই বিলীয়মান ঘন ধোঁয়ার কুণ্ডলীর দিকে চেয়ে থেকে বল্‌তে লাগ্‌লো : 'দেখুন মিস্ ব্যানার্জ্জী, ঐশ্বর্য্য পেয়েছিলাম বাবার কাছ্ থেকে, আর মানুষের রসানুভূতির দ্বারে ভিক্ষা করে 'নাম' যেটুকুন্ পেয়েছি সে আমার নিজের;—কিন্তু সংসারে সুন্দর কোরে বাঁচবার পক্ষে মানুষের কেবল সুনাম আর ঐশ্বর্য্যই যে যথেষ্ট নয় এ কথাটা এই ক'বছর পৃথিবীর বুকে বোহিমিয়ানের মতো ছুটে বেড়িয়ে বুঝ্‌তে পেরেছি। জাপান-জাভা-ইজিপ্ট-ইটালি করে বেড়িয়েছি, কিসের খোঁজে সে-কথা আজো বুঝ্‌তে পারিনি। বোধ হয় বুড়ো ওয়ার্ডস্বার্থ তাকে চেয়েছিলেন প্রকৃতির অন্তরে—কীট্‌স্ তাকে বলেছেন Sensuous Beauty আর শেলী তাকে বলেছেন the eternally elusive spirit—' তারপর চুরুটে একটা টান্ দিয়ে বললো :—'নিঃসঙ্গ এ-জীবনটা, বুঝ্‌লেন মিস্ ব্যানার্জ্জী, নিঃসঙ্গ এ জীবনটা যেন দুঃসহ একটা বোঝার মতো ক্লান্ত দেহমনের ওপর আজ চেপে বসেছে!'

লিলি হাস্‌তে হাস্‌তে বললো। '—দেহ আর মন দুই-ই যখন শ্রান্ত হ'য়ে পড়ে তখন মানুষ চায় নির্ভর করবার স্থান—হাতে হাত রেখে পথ চলবার সাথী, নয় কি? তা' একবার তারই একটু খোঁজ করুন্ না কেন, মিস্‌টার রয়!'
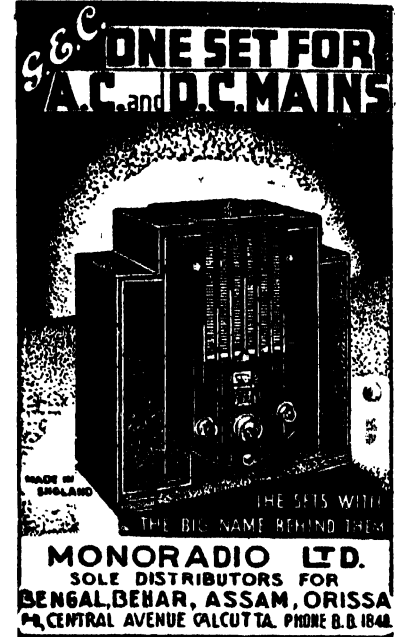
পঙ্কজও হাস্‌লো। বল্‌লো: 'কথাটা ঠিকই বলেছেন, মিস্ ব্যানার্জ্জী, কিন্তু অবসন্নতা হাড়ে-মজ্জায় এমন কোরে ঢুকেছে যে কোনো-কিছু খোঁজ কর্‌বার মতো উদ্যম আর নেই। তাই এই রাজপথের পাশেই পড়ে থাক্‌বো কাঙালের মতো, কেউ কোন দিন হাত ধরে পথ-চলবার জন্যে ডাক্ দেবে এই আশায়—'

লিলি হো হো করে হেসে উঠ্‌লো! বল্‌লো: 'আপনি কিন্তু ভারি চমৎকার কবিতায় কথা বলেন, মিসটার রয়! আমার মনে হয়, আপনি শুধু শিল্পী ন'ন, একটু কবিও—কী বলেন?'

'কবি আর শিল্পীতে মূলতঃ কোনো প্রভেদই নেই। দু'জনেই ছবি আঁকেন, একজন কথায়—অন্যজন রেখায়। কিন্তু আমার অবস্থাটা কেমন হ'য়েছে জানেন? অনেকটা ব্রাউনিঙ্-এর সেই 'আঁদ্রিয়া দেল সার্টো'র মতো। সে শিল্পীর প্রতিভা ছিল, ছিল না প্রেরণা। প্রেমের অভাবই তার প্রতিভাকে করলো হত্যা!'—

'আমার কিন্তু মনে হয়, মিসটার রয়, সেই পুরুষটির ছিল পৌরুষের অভাব, জোর করে সে চাইতে পার্‌ত' না বলেই তার প্রণয়িনী তাকে দিতে পারেনি কিছুই। মেয়েরা তাকেই ভালবাসে সব চেয়ে বেশী, যে জোর করে ওদের ভালবাসা আদায় করে নিতে পারে।'

—এমনি সব কথায়-বার্ত্তায় রাত হ'য়ে গেল অনেক। ওরা তাড়াতাড়ি উঠে পড়লো সেদিনকার মতো।

তার পর থেকে প্রতি রবিবারে,—ক্রমশঃ প্রত্যহই, নির্দ্দিষ্ট সময়ে নির্দ্দিষ্ট স্থানে তাদের দেখা হ'তে লাগ্‌লো। দু'টী ক্ষুধিত-আত্মা যেন হিংস্র আবেগে পরস্পরের সর্ব্বস্ব অপহরণ কর্‌লো। লিলি কোন দিন সিনেমা, কোনোদিন আত্মীয় বাড়ীর নেমন্তন্ন, কোনো-দিন বা অন্য কোনো কিছুর অছিলায় বাড়ীর সকলকে এবং বন্ধু-বান্ধবীদের প্রতারিত কর্‌তে লাগ্‌লো, ঠিক অল্প বয়সের কলেজে-পড়া প্রেমে-পড়া মেয়েদের মতো।

তা' হবেও-বা। প্রেম বুঝি বয়সের তারতম্য মানে না। পনেরোই হোক্ আর পঁয়ত্রিশই হোক্ প্রেমে-পড়া ব্যক্তি মাত্রেরই চেহারা বোধ করি একই রকমের!—

—তাই যতই অপ্রত্যাশিত এবং আকস্মিকই হোক না কেন ব্যাপারটা ক্রমশঃ কানাকানি থেকে যখন জানাজানিতে পরিণত হ'লো তখন লিলি লজ্জিত হাস্যে নিকটতর বন্ধুদের কাছে সব কথা খুলে না বলে' পার্‌লো না। তাদের 'এন্‌গেজ্‌মেন্ট' উপলক্ষে একটা ছোটখাট 'পার্টি'ও তাকে দিতে হ'লো। আর সহরময় অম্‌নি রাষ্ট্র হ'তেও বাকি রইল না যে আস্‌চে পূজোর আগেই ওদের বিয়ে হ'য়ে যাবে। কেউ বল্‌লে—'ছি-ছি, এই বয়সে!' কেউ বল্‌লে—'ও আম্‌রা আগেই জান্তাম' আর কেউ হয়ত বল্‌লে—'After all she is a creature of flesh and blood!'

—কিন্তু কে কী বললো না বল্‌লো তা' নিয়ে মাথা ঘামাবার মতো মেয়ে লিলি নয়।

আর পঙ্কজ তো ও-সব বিষয়ে একেবারেই উদাসীন! নিজেকে সর্ব্বদাই সে ডুবিয়ে রাখে কবি-কল্পনার এক অবাস্তব ভাব-সমুদ্রে! তার সেই নীল জলে লিলি ফুটে আছে একটী অনুপম লীলা-কমলের মতো! সমস্ত সংসার সে ভুলে গেছে—সব যেন ডুবে গেছে তার কাছে একটা বিশ্বগ্রাসী অতীন্দ্রিয় অজানা বন্যায়। শুধু একখানি জ্যোতির্ম্ময় মুখ—সুধু দু'টী প্রোজ্জ্বল নয়নের দৃষ্টি তার জাগ্রত চৈতন্যের সম্মুখে জ্বল্ জ্বল্ কোরে জ্বল্‌চে গ্রহতারাহীন অন্ধকার নিশীথে একটী মাত্র ধ্রুবতারার মতো!!

সেদিন সন্ধ্যেবেলায় পঙ্কজের তেতলার ষ্টুডিও-ঘরে ওরা বসেছিল। চমৎকার ছোট্ট ষ্টুডিওটী বহু সমাপ্ত অসমাপ্ত ছবিতে ভরা!

একখানি স্তনদানরতা জননী, একখানি ক্রুশবিদ্ধ সারল্যের প্রতীক যীশুখৃষ্ট, সুইজার-ল্যাণ্ডের কোনো প্রাকৃতিক দৃশ্য, জাভার 'বোরোবুদুর' মন্দিরের কোনো মূর্ত্তি, ইটালীতে—পিশায় যে বাড়ীতে শেলী থাকতো, তারই বহির্দৃশ্য বা এমনি কিছু! ঘরে ঢুকলে চিত্রকর যে পৃথিবী পরিভ্রমণ কোরে এসেচেন, তা' বুঝতে দেরি হয় না।—

ওরা বসেছিল একটা কুশানে—পাশাপাশি। সামনের ছোট্ট শ্বেত পাথরের টেবিলটীর ওপর রূপালি ফুলদানির মধ্যে এক গোছা রজনীগন্ধা! সন্ধ্যার নরম স্পর্শ পেয়ে সেগুলোর ঘুম ভেঙ্গেচে! ঘর ভ'রে গেছে মিষ্টি গন্ধে! একটি মৃদু নীল আলো জ্বলছে ঘরে। খোলা কাচের শার্শী দিয়ে তারই খানিকটা গিয়ে পড়েছে বাইরে—উন্মুক্ত-আকাশের নীল নগ্নতায়!—

সান্ধ্য-পানাহারের পর ওদের আলোচনা গড়িয়েছিল সাহিত্য নিয়ে সাধারণ ভাবে। লিলি বল্‌ছিল—

'কিন্তু তোমার শিল্পী-মন যাই বলুক, কেবলমাত্র দার্শনিক ভাবুকতার ওপরই যে সাহিত্যের ভিত্তি তা যতই উচ্চস্তরের হোক না কেন, সাধারণ মানুষের সুখ-দুঃখের কাহিনী সে নয়। আমাদের রক্ত-মাংসের সঙ্গে যেন তার নাড়ীর যোগ নেই—'

পঙ্কজ ওর শাড়ির আঁচলের কোনটা নিয়ে নাড়াচাড়া করতে করতে বল্‌লো—'তবু বিশ্বমানবের মনস্তত্ত্ব নিয়ে যে দার্শনিক সাহিত্য গড়ে' ওঠে লীলা, দেশকালের সীমারেখার সে অতীত—সেই সাহিত্যই তো শাশ্বতরূপে আধুনিক!'

লিলি বল্‌লো 'ও সব বড়-বড় কথা আমি বুঝিনে, আমি বুঝি আধুনিকতার সঙ্গে পুরাতনের চির-বিরোধ। যারা আধুনিকতা-বাদী, মধ্যযুগের মরচে-ধরা কৌলীন্য লক্ষণ-গুলোকে তারা সর্ব্বতোভাবে বর্জ্জন করেছে। কী সাহিত্যে, কী রাষ্ট্রে, কি জীবনে!'

'কিন্তু যা সুন্দর তা'কি চিরদিনই সুন্দর নয় লীলা, পাঁজি মিলিয়ে ওর যুগ-বিভাগ কোন কালেই কি করা চলে? প্রেমের যে শুচি-স্নাত সুন্দর রূপটী আজ আমাদের মধ্যে আমরা দেখ্‌চি সপ্তদশ শতাব্দীর কবি 'ডন্'-ও কি মৃত্যুহীন প্রেমের সেই ছবিটিই দেখেন নি? সেই—

'All other things to their destruction draw—
Only our love hath no decay :
This no to-morrow hath nor yesterday—
Running, it never runs from us away,
But truly keeps his first, last, ever-lasting day !—'

'না—বাপু, ওসব 'প্লেটনিক্ লভ' আমাদের মতো সাধারণ মানুষের জন্যে নয়'। প্রেম জিনিষটা মানুষের জীবনে ক্ষুধা-তৃষ্ণার মতোই অপরিহার্য্য! ভাল লাগে ব'লেই ভালবাসি, তার পেছনে কোনো Philosophical back-ground অন্তত: আমাদের তো দরকার হয় না!—' ব'লেই লিলি উঠে গিয়ে হাওয়ায় বন্ধ-হয়ে-যাওয়া সার্শীটাকে ভালো করে' খুলে দিলো।

সাম্‌নে অসংখ্য তারায় ভরা নীলাকাশ! ঝির্‌ঝিরে একটু হাওয়া এসে ওর কানের পাশের চুলগুলোকে ফুর্‌ফুর্ কোরে উড়িয়ে দিতে লাগ্‌লো! বাইরের দিকে চেয়ে ও দাঁড়িয়ে রইল, চুপ্ কোরে!—

পঙ্কজও ধীরে ধীরে উঠে ওর পাশে এসে দাঁড়ালো। আস্তে আস্তে ওর একখানা হাত নিজের হাতের মধ্যে নিলো। তারপর বল্‌লো—'তুমি কী বিশ্বাস করো না লীলা, আমাদের এই আকস্মিক মিলনের পেছনে হয়তো জন্মান্তরের কোনো ইঙ্গিত আছে? হয়তো ওই অযুত কোটি গ্রহ-নক্ষত্রের মধ্য দিয়ে লক্ষ কোটি যুগ ভ্রমণ কোরে আজ আমরা পরস্পরকে খুঁজে পেয়েছি? তুমি কী বিশ্বাস করো না রবীন্দ্রনাথের সেই কবিতা—

'তোমারেই যেন ভালোবাসিয়াছি
শতরূপে শতবার—
জনমে-জনমে যুগে-যুগে অনিবার!
আমরা দুজনে ভাসিয়া এসেছি
যুগল-প্রেমের স্রোতে—
অনাদি কালের হৃদয়-উৎস হ'তে!...'

—লিলি কোনো কথা বল্‌লো না। পঙ্কজের কবি-মনের দৃষ্টি হয়তো ধ'রতে পারে নি, কিন্তু লক্ষ্য করলে দেখা যেত—লিলির চোখে মুখে চাপা হাসির অস্ফুট রেখা স্ফুরিত হচ্ছিল, মেঘ-চাপা বিদ্যুৎ-লেখার মতো!

'আশ্চর্য্য রকমের মেয়ে এই লিলি! অদ্ভুত ধরণের মেয়ে! তাইতো কিছুদিন আগে ওর মা যখন ওর বিয়ের জন্যে শেষ বারের মতো চেষ্টা কর্‌ছিলেন প্রোফেসার নাগের সঙ্গে, তখনো ও ওম্‌নি মৃদু হাস্যে ব্যঙ্গ কোরে সেটাকে ভেঙে দিয়ে বলেছিল, বিয়ে ও করবে না, না—কখ্‌খনো না। আর আজ স্বেচ্ছায় যার পাশে এসে ও দাঁড়িয়েছে, তারই লীলায়িত আত্ম-নিবেদনের উচ্ছ্বাসকে ও মনে মনে অশ্রদ্ধা, হ্যাঁ অশ্রদ্ধাই কর্‌ছে!

সহসা উচ্ছ্বসিত হাস্যে ও বলে উঠ্‌লো—'দেখ, প্রথম যেদিন তোমাকে দেখি—তোমার বাইরেটা দেখে কী মনে হয়েছিল, জানো? মনে হয়েছিল, 'শেষের কবিতা'র পাতা থেকে বেরিয়ে এলে তুমি বিদ্রোহী 'অমিট্ রে' —কিন্তু এখন দেখ্‌চি—নাঃ, থাক্‌গে—তুমি বেড়া'তে যা'বে না? বা-রে—বাজে তর্ক কোরে এমন সন্ধ্যেটা মাটি করবে বুঝি?—'

'না-না, তুমি বলো, কী দেখ্‌ছ এখন আমাকে—বলো—'বলেই পঙ্কজ গভীর আবেগে দু'হাতে ওকে বুকের সঙ্গে ধরলো। লিলিও নিতান্ত নির্ভর-শীলার মতো নিশ্চিন্ত আলস্যের বিলাসে এলিয়ে দিলো নিজেকে ওর বক্ষে। মিনিট্ কয়েক চোখ বুজে পড়ে রইল চুপ্ কোরে। তারপর আস্তে আস্তে বল্‌লো—'এখন দেখ্‌চি তুমি প্রাগ্-ভিক্টোরীয় যুগের একজন সেন্টিমেন্টাল লাভার—প্রেমের জন্যে অকারণে প্রাণ দেওয়াও ছিল যা'দের গৌরবের—'

'হ্যাঁ, আমি তাই লীলা, তাই' ওর লাল্‌চে ঠোঁটে ছোট্ট একটা আদরের চুমু দিয়ে পঙ্কজ বল্‌লো 'আমাকে তুমি তাই-ই মনে কোরো চিরদিন! এর চেয়ে উঁচু ধারণা তোমার কাছে আমি প্রত্যাশা-ও করি না, রাণি! জগতের সব-চেয়ে শ্রেষ্ঠ শিল্প-কাব্য-কলার ভেতর যে রূপলক্ষ্মীকে আমি এতদিন খুঁজে

বেড়িয়েছি সে যে তুমি! আমার মন আজ যে তোমায় নতুন রূপে সৃষ্টি করে নিয়েছে, লক্ষ্মি!—'বলেই অসংখ্য চুমুতে ওর কপোল অধর ওষ্ঠ ভরে দিলো।······

গভীর প্রেমের নিভৃততম অনুভূতির আবেশে ও চোখ বুঁজে তেমনিভাবে পড়ে' রইল কিছুক্ষণ। তারপর বল্‌লো 'এইবার দয়া কোরে একবারটী চলুন্ দেখি বেরিয়ে পড়া যাক। আমার বাড়ী বলে' একটী জায়গা আছে, যেখানে রাত্রি-টা অন্তত আমার থাকা উচিত।—'

সেদিনকার মতো ওদের আলোচনা শেষ হ'য়ে গেল। গাড়ী নিয়ে ওরা বেরিয়ে পড়ল লেকের দিকে।

* * *

দেখ্‌তে দেখ্‌তে পুজোর ছুটি-টা এগিয়ে এলো। ঠিক হ'লো, বিয়ের উৎসব-টা চুকে গেলেই ওরা চলে যাবে দার্জ্জিলিঙ্ হানিমুন্ করতে! পছন্দসই একটা ছোট বাংলো-ও পাওয়া গেল সেখানে। আইভি-লতায়-ঘেরা ঝরঝরে একখানি শাদা বাড়ী। সাম্‌নে ছোট্ট একটুখানি সব্‌জি আর ফুলের বাগান আর তারই সাম্‌নে দিয়ে একটী আঁকাবাকা পথ। পূব্ দিকের জান্‌লা খুল্‌লে নাকি অনেক ওপরে 'সান্-রাইজ'-এর 'ভিউ' পাওয়া যায়! সুন্দর-মনোরম—তুষার-ধবল অক্টোবরের দার্জ্জিলিঙ্ বুঝি ওদের মনের পটে আঁকা হ'য়ে গেল, কল্পনার তুলিতে!

বিয়ের মাত্র আর দিন কয়েক বাকী।

সেদিন বিকেলবেলাতেই পঙ্কজ বেরিয়ে পড়েছিল—'মার্কেটিং' করতে। কিছুদিন থেকে লিলি আর আসছে না—ইচ্ছে কোরেই আসে না। পঙ্কজ মনে করে বুঝিবা লজ্জায়। রাত্রি আট্‌টা এম্‌নি সময় পঙ্কজ বাড়ী ফির্‌লো। বেয়ারা খান কতক চিঠি দিয়ে গেল। বেশীর ভাগই বিলিতি ডাকের—একখানি লোক্যাল্—লিলি লিখেছে! গভীর আগ্রহে সেখানাই সে আগে খুল্‌লো:—

ব্রাইট স্ট্রীট
সোমবার ২০শে সেপ্টেম্বর

মন আমি—

—ক'দিন তোমার সঙ্গে দেখা হয়নি। এই ক'দিন ভেবে ভেবে আমি আমার কর্ত্তব্য স্থির কোরে ফে'ললাম।—

—তুমি শিল্পী, কবি। তোমার সহজ উদার মন দিয়ে তুমি আমাকে আমার চেয়ে অনেক বড় করে'কল্পনা করে নিয়েছ। কিন্তু প্রিয়, তোম্‌রা তো আমাদের মতো সাধারণ মানুষের সঙ্গে ঠিক্ এক 'ক্যাটেগরি'তে পড়ো না। তোমরা হ'চ্চো একটু অ-সাধারণ একটু, বার্ণাডশ' যাকে বলেচেন 'অতি-মানুষ', সেই গোছের। কিন্তু আমি তো জানি, 'আমি কী, কতো ছোট! তাই ভয় হোলো, তোমার কল্পনা-বিলাসী মন যে রঙে রঞ্জিত কোরে আজ আমাকে দেখ্‌ছে তার সে রঙিণ বাহিরাবরণটী একদিন যখন স্বভাবের ডাকে আপ্‌নি খসে পড়্‌বে, তোমার মনের জগতে সেদিন আমার হ'বে কালিমাময় মৃত্যু! বেঁচে থেকে মরণের সে যন্ত্রনা আমার সহ্য হ'বে না। তাই চলে এলাম্।

জীবনে অভিনয় করেছি অনেকবার—কিন্তু ভালোবেসেছিলাম বোধ করি এই একবার। তাই এ প্রেমের প্রতি এলো একটা স্বাভাবিক মমতা, একে বাঁচিয়ে রাখ্‌বার এলো একটা ঐকান্তিক আগ্রহ। তাই চলে এলাম্—চলে এলাম্ তোমার চোখের সাম্‌নে থেকে একেবারে মনের মাঝখানটিতে। তোমার আদর্শবাদী মন হয়তো করে না, কিন্তু আমি 'বায়রণ'কে বিশ্বাস করি, বিশ্বাস করি 'Marriage and Love can rarely combine' তার এই কথায়। তুমি আমার ক্ষমা করো।

বাস্তব জগতে বিচ্ছিন্ন হ'লাম্ বলেই আইডিয়ার জগতে আমরা আজ নিরবচ্ছিন্ন; আমাদের প্রেম সেখানে সুন্দর, অমলিন নৈর্ব্যাক্তিক হ'য়ে বেঁচে রইল চিরকালের তরে।

তোমার সঙ্গে আর হয়তে দেখা হ'বে না। তুমি যখন এই চিঠিটা পড়্‌বে তখন আমি আসাম মেলে জীবনের শেষ কটা দিন ঐ অঞ্চলে, তোমরা যাদের ছোট বলে জানো সেই সব জাতির ছেলে-মেয়েদের নিয়েই কাটিয়ে দেব। আস্‌বার সময় তোমায় বলে আস্‌তে পারলুম না বলে রাগ করো না, লক্ষ্মীটি! কেন না, বলে আস্‌তে গেলে বলাটাই হ'ত, আসাটা আর হ'তো না।—

ইতি।
তোমারই
'লীলা'

—০—

গান

—শ্রীকমলা বন্দ্যোপাধ্যায়

মোরে তার কথা কেন বল?
তাহার বিহনে দুখে
ভরে গেছে হিয়াতল।

ব'লেছিল যবে আসি
"ওগো প্রিয়া ভালবাসি"
ওসে না এসে বাড়ালো শুধু
বুকে মরীচিকা-ছল।

হিম-ঝরা নিশা-মাঝে
তারি মায়া যেন রাজে,
দেখি কুয়াসার আবরণে
সব আশা অসফল;
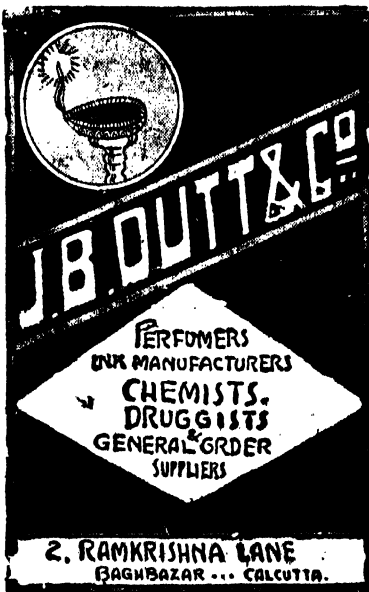
বীমা কোম্পানীর লগ্নী ও ব্যয়ের হার

—INVESTMENT & EXPENSE RATIO—

—শ্রীসাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়

কোনও বীমা-কোম্পানীর ভালমন্দ বিবেচনা করিতে গেলে, যে সকল বিষয়গুলি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে—তন্মধ্যে লগ্নী বা দাদন (Investment) এবং ব্যয়ের হার (Expense ratio) সর্ব্বপ্রধান।

লগ্নীর (Investment) টাকা যে কোম্পানীর যত নিরাপদ—সেই কোম্পানীর অবস্থাও ততখানি নিরাপদ বলা যায়। প্রিমিয়াম বা চাঁদার টাকা হইতে বীমাকারী-গণের দায় (claim) মিটাইবার জন্য একটি স্বতন্ত্র তহবিলের সৃষ্টি করিবার রীতি আছে—ইহাকে আমরা বলি বীমা-তহবিল (Life Fund)। এই তহবিল সুদে আসলে বাড়িতে বাড়িতে এমন একটা মোটা টাকায় আসিয়া দাঁড়ায় যাহার দ্বারা বীমাকারীর মৃত্যু হইলে বা বীমার মেয়াদ পূর্ণ হইলে, বীমা-নির্দ্দিষ্ট দায়ের (claims) টাকা অনায়াসে মিটান যায়। কাজেই বীমা-তহবিলের টাকা বিশেষ নিরাপদ ও লাভজনক উপায়ে খাটাইতে না পারিলে কোনও বীমা-কোম্পানীর পক্ষেই বীমার দায় মিটান সম্ভব হয় না—ফলে কোম্পানীর অস্তিত্ব লোপ পাইবার আশঙ্কাই বলবৎ হয়। অতএব বীমা-কোম্পানীর কর্ম্মকর্ত্তৃপক্ষের সর্ব্বদা সজাগ দৃষ্টি এই তহবিলটির উপর রাখিতে হইবে।

চাঁদার আয় (Premium Income) এবং লগ্নীটাকার (Invest) হইতে অর্জ্জিত সুদ দুইটি লইয়া প্রধানতঃ বীমা-কোম্পানীর উপার্জ্জনের পরিমাণ নির্দ্ধারিত হয়। এবং ইহা হইতেই পূর্ব্ববর্ণিত বীমা তহবিল গড়িয়া উঠিতে থাকে। প্রিমিয়াম বা চাঁদার আয়ের কিয়দংশ বীমা তহবিলে গচ্ছিত হয়, সব টাকা হয় না।

কেন প্রিমিয়াম বা চাঁদার আয়ের সব টাকা বীমা তহবিলে পর্য্যবসিত হওয়া সম্ভব নহে—তাহার এখানে আমরা সংক্ষেপে আলোচনা করিব।

বীমাবিদগণের গবেষণা ও গণনায় স্থিরীকৃত হইয়াছে যে—প্রথম বৎসরের প্রিমিয়াম বা চাঁদার সব টাকাই বীমার গঠন-মূলক ব্যাপারে (organisation) খরচ করা যাইতে পারে। এই খরচের মধ্যে— (১) এজেন্টগণের কমিশন (২) কর্ম্মচারীগণের বেতন (৩) প্রচারকার্য্য প্রভৃতি সকল প্রকার ব্যয়ের হিসাব ধরা যায়। কিন্তু প্রথম বৎসরের চাঁদার (Premium) সব টাকা খরচ করিতে পারা যায় বলিয়াই তাহা করার রীতি নাই—অর্থাৎ কোম্পানী সব টাকা খরচ করেন না। শতকরা ৮০ বা ৯০% খরচ করিয়া থাকেন। দ্বিতীয় বৎসরের চাঁদা (Premium) হইতে শতকরা ১০ হইতে ১৫% খরচ করিবার রীতি আছে। কাজেই প্রথম বৎসরের প্রিমিয়ামের টাকা হইতে বীমা-তহবিল গঠিত হইতে পারে না। যে টাকা চক্রবৃদ্ধি হারে খাটাইলে অনায়াসেই বীমার দায় (claims) মিটাইবার পক্ষে যথেষ্ট হইতে পারে, সেই টাকা গচ্ছিত রাখিয়াই বীমা তহবিল গঠন করা হইয়া থাকে—তাহাই সুদে আসলে বাড়িয়া বীমাকারীর স্বার্থ সংরক্ষিত হইয়া থাকে। কি হারে ঐ টাকা বীমা-তহবিলে রাখিতে হইবে তাহা একচুয়ারী ঠিক করিয়া দেন—ইহাকেই Premium Assessment বলে।

কাজেই দেখা যাইতেছে কোম্পানী কি ভাবে তাহার বীমা-তহবিলের টাকা খাটাই-তেছে তাহা বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করিবার বিষয়। অত্যধিক লাভের আশা করা বা অতি মাত্রায় গোঁড়ামির প্রশ্রয় দেওয়া যেমন লগ্নীকারবারে বীমা-কোম্পানীর পক্ষে অশোভন—তেমনি কোনও একটি বিশেষ ব্যাপারে সমস্ত টাকা আবদ্ধ রাখাও সমীচীন নহে।

বীমা কোম্পানী নিম্নলিখিত কয়েকটি ব্যাপারে টাকা লগ্নী করিতে পারেন—

(১) কোম্পানীর কাগজ

(২) মিউনিসিপ্যাল বা পোর্ট ট্রাষ্ট ডিবেঞ্চার

(৩) বন্ধকী কারবার

ইহার মধ্যে বিশেষ একটা ব্যাপারে টাকা আবদ্ধ করিলে বীমাকারীর স্বার্থ যথার্থভাবে রক্ষিত হইতে পারে না—যে সুদ অর্জ্জনের দ্বারা (interest earning), বীমা তহবিলের আসল টাকা ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া বীমা কোম্পানীর দায় (claims and liabilities) মিটাইবার আর্থিক সঙ্গতি আনিয়া দেয়—সেই সুদের হার কমিয়া গেলে ভবিষ্যতের এই সঞ্চিত আর্থিক সঙ্গতির পথ বিপদসঙ্কুল হয়। তাই দেখা যায় যে ওরিয়েন্টালের মত বৃহৎ কোম্পানীও শুধু কোম্পানীর কাগজে টাকা আবদ্ধ রাখায় বর্ত্তমান ব্যাপক মন্দার বাজারে কাগজের সুদের হার অসম্ভব রকম কমিয়া যাওয়ায় রিজার্ভ ফণ্ড হইতে টাকা হাত ফিরতি করিয়া উক্ত সুদের ঘাটতি সামলাইতে হইয়াছে।

নানা ব্যাপারে বীমা তহবিলের টাকা লগ্নী করিলে কখনই কোনও ব্যাপক ক্ষতি হইতে পারে না। আমাদের মনে হয় উপযুক্ত জামিনে (security) লাভ জনক উপায়ে অংশ ক্রমে উপরোক্ত তিনটি ব্যাপারে বীমা-তহবিলের টাকা খাটান নিরাপদ।

বীমা-ক্ষেত্রে বন্ধকী দাদন (Mortgage investment) সম্বন্ধে মতভেদ আছে। যাঁহারা ইহার বিরোধী তাঁহারা বলেন যে, (১) যে বাড়ী বা জমির জামিনে টাকা দেওয়া হয় তাহার মূল্য নির্দ্ধারণে গলদ থাকা অসম্ভব নহে কাজেই তাহার জামিন (security) উপযুক্ত এবং নিরাপদ বলিয়া গ্রহণ করিবার পক্ষে বাধা আছে (২) জমাজমি ও বাড়ীঘর দুয়ারের বাজার দরের ওঠা-নামা আছে। কাজেই মূল্য নির্দ্ধারণ ঠিক হইয়া থাকিলেও কাল ক্রমে তাহার

পরিবর্ত্তন হইতে পারে—অতএব এই সম্ভাবনার মধ্যে যাইয়া লাভ কি?

আমরা বলি—

(১ মূল্য নির্দ্ধারক (valuer) যে টাকা খাইয়া যথাযথভাবে নিজের কর্ত্তব্য কর্ম্ম করিবেন না এমন কথা ধরিয়া লইয়া একটি সৎ পেষার (Honourable profession) প্রতি অবিচার করা হয়। সকল শ্রেণীর লোকের মধ্যেই অসাধু লোক থাকিতে পারে,তাই বলিয়া শ্রেণীগতভাবে কোনও পেষার প্রতি সন্দেহ পোষণ করা সমীচীন নহে। তাহা ছাড়া পর্য্যাপ্ত পরিমান জামিন থাকিলে দু' এক হাজারের এদিক ওদিকে কিছুই আসে যায় না।

পাশ্চাত্য দেশে বড় কারবারেও টাকা লগ্নী করা হইতেছে। সম্প্রতি স্থানীয় শিল্প ব্যবসায় ও বানিজ্যে টাকা দাদন দিবার প্রথাকে বিধিবদ্ধ করিবারও চেষ্টা চলিতেছে। কিন্তু আমাদের দেশে ব্যবসায়ে বীমা কোম্পানীর টাকা খাটানোর মত পরিস্থিতির এখনও উদ্ভব হয় নাই। কার-কারবারে টাকা না দিবার পক্ষপাতী আমরা নহি তবে যেখানে দাদন দিতে হইবে সেখানকার অবস্থার উপরই তাহা নির্ভর করে। নানা কারণে আমাদের দেশে ব্যবসায় বানিজ্যের ক্ষেত্রে টাকা দিতে গেলে ব্যবসায়ীর ব্যক্তিগত জামিন ছাড়া—এমন কোনও জামিন পাওয়া যায় না যাহাকে বিনা আপত্তিতে ঠিক নিরাপদ বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে। যে দেশে সুনাম (Good will) ৫০ লক্ষ ডলারে বিক্রয় হইতে দেরী লাগে না সেখানে টাকা লগ্নী করার পক্ষে বাধা হয়ত নাও থাকিতে পারে কিন্তু আমরা এখনও ব্যবসায়ের সে মেরুদণ্ড লাভ করি নাই, কাজেই এখন আমাদিগকে অপেক্ষা করিয়া থাকিতেই হইবে।

(২) জমি বা বাড়ীর মূল্য বাজার মন্দার জন্য সাময়িক ভাবে কিছু কমিয়া গেলেও সুদের হার পূর্ব্বাপর সমান থাকে, বীমা-তহবিল অর্থাৎ বীমাকারীর স্বার্থে এই দর মন্দার জন্য কোনও ভাবেই আঘাত পড়ে না। জমি ও বাড়ীর মূল্য হ্রাস সাময়িক মাত্র। কোনও কারণেই নিরাপদ জামিনের কম হইতে পারে না।

সম্প্রতি লণ্ডনের The Policy Holder, (3-1-35) নামক সুপ্রসিদ্ধ বীমা-পত্রিকায় লণ্ডনস্থিত Sun Life Assurance Societyর কার্য্যবিবরণ সম্পর্কে এই কয়েকটি কথা প্রকাশিত হইয়াছে।

We have made some progress in placing our money on Mortgage; in this connection our house purchase scheme is proving successful as a money absorber as well as a new business producer; it has also enabled us to extend our connections and certainly to reduce the average cost of our overhead charges.

আগামী সংখ্যায় বীমা কোম্পানীর ব্যয়ের হার সম্বন্ধে আলোচনা করিব।

বীমা-প্রসঙ্গ

—শ্রীগুরু

বীমা ব্যবসায়ে বাঙ্গালী

মিঃ কে, এন, সেন

১৮৮০ খৃঃ অব্দের ৬ই নবেম্বর তারিখে মিঃ সেন কলিকাতায় জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি বাড়ীতেই শিক্ষা সমাপ্ত করেন এবং ২৫ বৎসর বয়সে সান্ লাইফ্ এসিওরেন্স কোম্পানীতে ষ্টেনোগ্রাফারভাবে যোগদান করেন। কিন্তু এই কাজ তাঁহাকে শান্তি দিতে পারে নাই; এবং তাঁহার প্রতিভা বিকাশের অন্তরায় হইবে ভাবিয়া তিনি উক্ত কোম্পানীর বাহিরের কাজে যোগ দান করেন ও অল্প দিনের মধ্যেই একটী সুদৃঢ় এজেন্সী সংগঠিত করেন। এইবার তাঁহার মনের মত কাজ পান এবং তিন বৎসরের মধ্যেই তিনি উক্ত কোম্পানীর সহকারী সেক্রেটারীরূপে নিযুক্ত হন। এই উন্নতি তাঁহার মধ্যে উদ্দীপনার সঞ্চার করে এবং কোম্পানী তাঁহার কর্ম্মকুশলতায় সন্তুষ্ট হইয়া ১৯২৯ সালে তাঁহাকে সহকারী ম্যানেজারের পদে উন্নীত করেন। সান্ লাইফের মত বিদেশী কোম্পানীর যশ ও সুনামের জন্য মিঃ সেনের নীরব ও একনিষ্ঠ কর্ম্মকুশলতা অনেকটা সাহায্য করিয়াছিল। একান্ত কর্ত্তব্য নিষ্ঠা এবং অনমনীয় মনোবৃত্তি তাঁহার চরিত্রের বৈশিষ্ট্য ছিল। মিঃ সেন যে অর্থ এবং সম্মানের দিক হইতে এতটা উন্নতি লাভ করিয়াছিলেন তাহাতে আশ্চর্য্য হইবার কিছুই নাই কারণ এই সকল গুণই মানুষকে বড় করে।

যে সকল সৎ গুণাবলী থাকিলে ভাল Salesman হওয়া যায় সে সম্বন্ধে মিঃ সেন বলেন :—

(১) এজেন্টের জীবন বীমা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ জ্ঞান থাকা আবশ্যক।

(২) জীবন বীমার এজেন্টের কার্য্যে যথেষ্ট শিক্ষার প্রয়োজন। তাহাকে ইনকাম্ ট্যাক্স, যৌথ ব্যবসায়, উত্তরাধিকার ইত্যাদি বিষয়ে চর্চ্চা রাখা প্রয়োজন। তাহার মনুষ্য শরীরের গঠন এবং সাধারণ রোগ সকল মানুষের স্বাস্থ্যের কি ক্ষতি করিতে পারে তাহা শিক্ষা করা উচিত।

(৩) মানুষের মনোবৃত্তি বিচার করিতে শিক্ষা লাভ করা এজেন্টের অবশ্য প্রয়োজন।

(৪) তাঁহার সত্যবাদী ও একনিষ্ঠ হওয়া উচিত।

(৫) তিনি যেন তাঁহার সমস্ত বদ অভ্যাসগুলি বর্জ্জন করেন এবং তৎপরিবর্ত্তে সৎ এবং সত্য অভ্যাস সকল গ্রহণ করিতে চেষ্টা করেন।

মোটামুটি এই কয়টী গুণ থাকিলেই জীবন বীমার এজেন্ট তাহার কার্য্যে সাফল্য অর্জ্জন করিতে সমর্থ হইবে।

জামাই ষষ্ঠী রজনী মধুরতর করিয়া তুলিতে হইলে "বিরহ" দেখিয়া যান।

—অভিমন্যু

[আগামী শনিবার হইতে যে সব বিদেশী ছবি কলিকাতায় মুক্তিলাভ করিবে তাহাদের অগ্রিম সংক্ষিপ্ত পরিচয়। সুতরাং কোনো বিদেশী ছবি দেখিতে যাইবার পূর্ব্বে আমাদের চিত্র-পরিচিতি স্তম্ভটি পড়িয়া গেলে, চিত্রপ্রিয়রা লাভবান হইবেন। দীঃ সঃ]

সুইট এ্যাডেলাইন

(Sweet Adeline)

রিগ্যালে দেখানো হইবে, শ্রেষ্ঠাংশে আইরীন ডান, ডোনাল্ড উডস, লুইস, ক্যালহার্ণ, নেড স্পার্কস প্রভৃতি। ফার্ষ্ট ন্যাশনালের ছবি পরিচালনা করিয়াছেন মারভীন লী রয়।

এ্যাডেলাইন তাহার পিতার মদের দোকানে খরিদ্দারদের মনস্তুষ্টির জন্য গান করিত। সীড ব্যারেট নামক এক গীত রচয়িতা তাহাকে দেখিয়া তাহার গানে আকৃষ্ট হয়। ব্রডওয়ের বিখ্যাত প্রযোজক হারজিগ সীডকে তাহার পরবর্ত্তী বইয়ের গান লিখিতে নিযুক্ত করিল। তার পর সীডের চেষ্টায় এ্যাডেলাইনও ব্রডওয়ে'তে গান গাহিবার সুযোগ পাইল, ইহাতে সে রাতারাতি বিখ্যাত হইয়া পড়িল। তারপর সীড ও এ্যাডেলাইন মিলিত হইল।

'এ্যাডেলাইনে'র ভূমিকায় আইরিন ডান অভিনয়ে ও গানে সকলকে মুগ্ধ করিয়াছেন। ডোনাল্ড উডস-ও সু-অভিনয় করিয়াছেন।

দি এজ অফ ইনোসেন্স

(The Age of Innocense)

এম্পায়ারে দেখানো হইবে, শ্রেষ্ঠাংশে আইরীন ডান, জন বোলস, লাওনেল অ্যাটউইল, লরা হোপ ক্রুজ প্রভৃতি। আর-কে-ও রেডিওর ছবি, পরিচালনা করিয়াছেন ফিলিপ মোলার।

নিউল্যাণ্ডের সহিত মে'র বিবাহের কথাবার্ত্তা সব ঠিক। এদিকে নিউল্যাণ্ড ইলেন নামক আর একটি মেয়ের প্রেমে পড়িল। মে'কে নিউল্যাণ্ড বিবাহ করিল বটে, কিন্তু ইলেনকে সে ভুলিতে পারিল না। তার পর ইলেন যখন দেখিল যে সে সন্তানসম্ভবা তখন সে নিজেই ইয়োরোপ পলাইয়া গিয়া সকল সমস্যার সমাধান করিয়া দিল।

জন বোলস ও আইরিণ ডানের 'নিউল্যাণ্ড' ও 'ইলেন' খুব সু-অভিনীত হইয়াছে। অপর সকলের অভিনয় ভালই।

শ্যাডো অফ ডাউট

(Shadow of Doubt)

গ্লোবে দেখানো হইবে, শ্রেষ্ঠাংশে কনষ্ট্যান্স কোলিয়ার, রিকার্ডো কর্টেজ, ভার্জ্জিনিয়া ব্রুস, রেজিস টুমী, ইসাবেল জুয়েল প্রভৃতি। মেট্রোর ছবি, পরিচালনা করিয়াছেন জর্জ্জ বি, সীজ।

একদিন রাত্রে দেখা গেল যে, লেন হাওয়ার্থকে কে খুন করিয়া গিয়াছে। ইহার হত্যাকারী বলিয়া পুলিশ তিন জনকে সন্দেহ করিল। সিম ষ্টারভেভাণ্টের সঙ্গে আগের দিন সন্ধ্যায় লেনের একটু মারামারি হইয়াছিল। ট্রেনাকে সন্দেহ করা হইল এইজন্য যে, তাহাকে লেন ভালবাসিত এবং হত্যার দিন সে মধ্য রাত্রি পর্য্যন্ত লেনের ঘরে ছিল। লিসা বেলউড নাম্নী আর একটি মেয়েকে সন্দেহ করা হইল, কারণ সেও লেনের কাছে প্রায়ই যাতায়াত করিত। পুলিশেরা যখন কিছুতেই এই রহস্যের মীমাংসা করিতে পারিল না, তখন সিমের পিতৃস্বসা 'মেলিসা' আসিয়া সব রহস্যের মীমাংসা করিয়া দিল এবং সীজ ও ট্রেণা মিলিত হইল।

'মেলিসা'র ভূমিকায় কন্সট্যান্স কলিয়ারের অভিনয় হইয়াছে চমৎকার। শুধু তাহার অভিনয়ের গুণেই ছবিখানি দর্শনযোগ্য হইয়াছে। রিকার্ডো কর্টেজ ও ভার্জ্জিনিয়া ব্রুসের অভিনয়ও ভাল।

উইঙ্গস ইন দি ডার্ক

(Wings In The Dark.)

প্লাজায় দেখানো হইবে, শ্রেষ্ঠাংশে মীর্ণা লয়, ক্যারী গ্রাণ্ট, রস্কো কার্ন্স প্রভৃতি।

Buck Jones in a scene from "The Thrill Hunter"
A Columbia Picture

"Oh Daddy" চিত্রের একটি দৃশ্য। এই সপ্তাহে নিউ এম্পায়ারে দেখানো হইবে।

প্যারামাউণ্টের ছবি, পরিচালনা করিয়াছেন জেমস ফ্লড।

শীলা ম্যাসন এরোপ্লেনের কসরত দেখাইয়া জীবিকা উপার্জ্জন করে। সে কেনকে ভালবাসে। অন্ধ ব্যক্তি অনায়াসে যাহাতে এরোপ্লেন চালাইতে পারে কেন এই আবিষ্কার করিল বটে কিন্তু গভর্ণমেণ্টের নিকট পাশ করাইতে পারিল না। একদিন দৈব দুর্ঘটনায় কেন সত্য সত্যই চক্ষু হারাইল।

শীলা মস্কো হইতে নিউইয়র্ক পর্য্যন্ত অবিরাম গতিতে যাইবার একটি সুবিধা পাইল, কিন্তু কিছুদূর আসিয়া সে কুয়াসায় পথ হারাইয়া ফেলিল। এদিকে খবর পাইয়া কেন তাহার আবিস্কারের সাহায্যে নির্ব্বিঘ্নে যথাস্থানে পৌঁছাইয়া দিতে সমর্থ হইল।

শূন্যে এরোপ্লেনের লোমহর্ষক দৃশ্যগুলি খুব সুচারু ভাবে সম্পাদিত হইয়াছে। অভিনয় সকলের ভালই হইয়াছে।

রাধা ফিল্ম কোং

ইঁহাদের "মানময়ী গার্লস স্কুল" এই শনিবার চতুর্থ সপ্তাহে পদার্পন করিল। ছবিখানি জনাদর লাভে সমর্থ হইয়াছে দেখিয়া আমরা আনন্দিত হইয়াছি।

"Wamaq Ezra"র কাজ শেষ হইয়া গিয়াছে।

আকিয়াব (বর্ম্মা) সংবাদ

(প্রাপ্ত)

সম্রাটের রজত জুবিলি উপলক্ষে স্থানীয় হিন্দু-জুবিলি ফণ্ডের প্রেসিডেণ্ট রায় আর, কে, ঘোষ বাহাদুর, এম, এস, সি মহোদয়ের উদ্যোগে স্থানীয় বাণী সঙ্গীত সমাজ কর্ত্তৃক বাণীমন্দির রঙ্গমঞ্চে ৬ই ও ৭ই মে "সরমা" ও "সীতা" আকিয়াবের বিশিষ্ট ইংরাজ, ভারতীয় ও ব্রহ্মবাসী ভদ্রমহোদয়গণের ও মহিলাগণের সম্মুখে সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর ভাবে অভিনীত হইয়াছে। ছোটখাটো দু'একটি ভূমিকা ছাড়া আর সবই বেশ উপভোগ্য হইয়াছিল। স্থানীয় আর্য্য সঙ্গীত সমিতির ঐক্যতান সংযোগে মাষ্টার এ, সেন গুপ্ত ও তাঁহার ভাগিনেয়ী মিস্ নেলী দাশ গুপ্তার প্রাচ্য নৃত্য সকলেই বেশ উপভোগ করিয়াছেন।

থিয়েটার ছাড়া ঐ দুইদিন "যাত্রা" ও "সিনেমা"ও প্রদর্শিত হইয়াছিল। এই বিরাট আনন্দ-সম্মিলনীর সাফল্যের জন্য আমরা মুক্ত কণ্ঠে রায় বাহাদুর মহোদয়কে ধন্যবাদ দিতেছি।

এভারগ্রীন পিকচার্স

ইঁহাদের নবতম ছবি "পঞ্চবানের" চিত্র গ্রহণ আরম্ভ হইয়াছে। ভূমিকালিপি নির্ব্বাচিত হইয়াছে এইরূপ:—শ্রীমন্ত—ললিত মিত্র, কামেশ্বর—সন্তোষ দাস, বানেশ্বর—সন্তোষ সিংহ, শ্রীকান্ত—অজিত সেন, বাঙ্গাল বৌ—হরিসুন্দরী, ক্ষেমঙ্করী—কুমারী নমিতা দেবী, প্রভৃতি। এই ছবির আলোক-চিত্র গ্রহণ করিতেছেন প্রসিদ্ধ আলোক-চিত্র-শিল্পী শ্রীযুক্ত পি, সাণ্ডেল ও শব্দশিল্পী হইতেছেন শ্রীযুক্ত হিতেন মজুমদার।

বায়োস্কোপের টিকিটের মূল্য বৃদ্ধি

গভর্ণমেণ্টের প্রমোদ-করের উপর নূতন আইন অনুসারে আগামী ১লা জুন হইতে প্রত্যেক সিনেমা গৃহের চার আনা আসনের মূল্য সাড়ে চার আনা এবং আট আনা আসনগুলি নয় আনা করিয়া হইবে।

ডাকু মনসুর

গত শনিবার আমরা নিউ থিয়েটার্সের উক্ত নামীয় নূতন উর্দ্দু ছবি দেখিয়া আসিয়াছি। ছবিখানির গল্পটি বেশ চিত্তাকর্ষক। আলোক-চিত্র পরিচালনা ও চিত্র-নাট্য রচনা করিয়াছেন শ্রীযুক্ত নীতীন বসু। তিনি তিনটি বিষয়ই বেশ দক্ষতা সহকারে সম্পন্ন করিয়াছেন। নেপথ্য সঙ্গীত পরিচালনায় শ্রীযুক্ত রাই চাঁদ বড়াল তাঁহার পূর্ব্বসুনাম অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছেন। মনসুরের ভূমিকায় পৃথ্বীরাজ, আবিদের ভূমিকায় সাইগাল বেশ চরিত্রানুযায়ী অভিনয় করিয়াছেন! সাইগালের গানগুলি খুব উপভোগ্য হইয়াছে। মেহেরের ভূমিকায় শ্রীমতী উমাশশীর অভিনয় ও গান মন্দ নয়। অন্যান্য ভূমিকাগুলিও চলনসই পর্য্যায়ের হইয়াছে। মোটের উপর আমরা ছবিখানি দেখিয়া প্রীতিলাভ করিয়াছি।

পাইওনীয়ার ফিল্মস

শ্রীপ্রফুল্ল ঘোষ পরিচালিত "দেবদাসী" ছবিখানি জুলাই মাসে "ছায়ায়" মুক্তিলাভ করিবে।

ইঁহাদের পরবর্ত্তী ছবি হইবে বঙ্কিমচন্দ্রের "চন্দ্রশেখর"। তারপর হইবে শ্রীমতী অনুরূপা দেবীর "গরীবের ছেলে" ও শরৎচন্দ্রের "চন্দ্রনাথ"। ঐ সব ছবিগুলিই ছায়ায় মুক্তিলাভ করিবে বলিয়া প্রকাশ।

সুপ্রসিদ্ধ রূপদক্ষ নট কালিদাস দাস (ইনি বর্ত্তমানে নিউটন ফিল্মের সহিত সংশ্লিষ্ট আছেন।)

কালী ফিল্মস

ইহার স্বত্বাধিকারী শ্রীপ্রিয়নাথ গাঙ্গুলী আর একটি শব্দ-যন্ত্র আনিতে সম্প্রতি বোম্বাই যাত্রা করিয়াছেন।

বঙ্গীয় চিত্রপ্রদর্শক সঙ্ঘ

গত ১৭ই মে নিউ থিয়েটার্সের আফিসে কলিকাতা চিত্র প্রদর্শকদের লইয়া একটি সভা হয়। এই সভাটির নামকরণ হয় "Bengal Exhibitors" এই সমিতির সভ্য নির্ব্বাচিত হইয়াছেন এইরূপ:—

সভাপতি—শ্রীযুক্ত আর, এন, সরকার
সহ " শ্রীযুক্ত মনোরঞ্জন ঘোষ
অবৈতনিক যুক্ত সম্পাদক—শ্রীযুক্ত হেমন্ত চট্টো ও হরিপ্রিয় পাল
অবৈতনিক কোষাধ্যক্ষ— " রবীন্দ্রনাথ দত্ত

কার্য্যকরী সমিতির সভ্যগণ:—
শ্রীযুক্ত বি, এন, সরকার
" তুলসী বন্দ্যোপাধ্যায়
" এস, এন, বারিক
" এস, আর, হেমদ
" আয়ার

আগামী ৩১শে মে ৪-৩০ ঘটিকায় "বিজলী" চিত্রগৃহে সভ্য হইবার চাঁদা ও কয়েকটি বিষয়ের আলোচনা হইবে। এইরূপ সভা মাসে একবার করিয়া হইবে। ইহার অফিস স্থাপিত হইয়াছে ১৭১ ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

স্ত্রী—এক এক সময় মনে হয় আমি পুরুষ হ'লে ভালো হোতো।

স্বামী—কখন কখন ?

স্ত্রী—যখন আমি বাজারে জামার দোকানগুলোর পাশ দিয়ে যাই।

স্বামী—কেন ?

স্ত্রী—ভালো ভালো ব্লাউস্ দেখ্‌লেই আমার মনে হয়, আমি যদি স্বামী হ'তুম তো এর মধ্যে সবচেয়ে ভালো জিনিষগুলো আমার স্ত্রীকে কিনে দিয়ে, তাকে এবং নিজেকে কী আনন্দিতই ক'র্‌তুম।

*

স্ত্রী—(রাতে ঘুম ভেঙে)——কোথায় একটা ইঁদুর ভারি কিচ্‌ মিচ্‌ শব্দ কর্‌ছে।

স্বামী—তা আমি ক'র্‌বো কি? তার কল কব্জায় তেল ঢেলে দোবো ?

*

মাতাল—(গঙ্গার ধার থেকে বাড়ী ফেরবার সময়)—এই, পটলডাঙ্গা যাবার জন্য আমাকে একটা গাড়ী এনে দিতে পারো ?

অপরিচিত লোক—আজ্ঞে আমি গাড়োয়ান নই, মাঝি।

মাতাল—বেশ, তাহ'লে পটলডাঙ্গা যাবার জন্যে আমায় একটা নৌকা এনে দাও।

*

ডাক্তার—কটা ক'রে সিগারেট রোজ খাচ্ছ ?

রোগী—দশটা।

ডাঃ—আমি তোমাকে পাঁচটা খেতে ব'লেছিলুম।

রোগী—আর একজন ডাক্তারও যে পাঁচটা খেতে ব'লেছেন।

*

শিক্ষক—তোমাদের মধ্যে কেউ গান বাজনার কিছু বোঝ ?

রাম—আমি বুঝি, স্যার।

শি—তুমি তবে ঐ টেবিল হার্মোনিয়ামটা পাশের ঘরে রেখে এস' তো।

*

বড়ো ভাই—পিপ্‌ড়েরা খুব ভালো, কেবল খাটে—আমোদে কাল কাটায় না।

ছোট ভাই—তবে যেখানেই আমরা পিক্‌নিক্‌ ক'র্‌তে যাই,সেখানেই তাদের দেখি কেন ?

*

ক্রেতা—ষ্টার্ট কর্‌বার সময় গাড়ীটা লাফায় কেন ?

মোটর বিক্রেতা—তার মানে গাড়ীটা খুব ভালো, চ'ল্‌বার জন্যে ব্যগ্র।

*

স্বামী—অন্য কোনো স্ত্রীলোক যদি আমাকে ভালোবাসে, তুমি কি করো ?

স্ত্রী—তাতে তুমিইতো একমাত্র পুরুষ নও।

*

১ম সখী—তোমাকে এত বিমর্ষ দেখাচ্ছে কেন।

২য় সখী—পাশের বাড়ীতে যে সুদর্শন নোতুন চোখের ডাক্তারটি এসেছে, তার জন্যে।

১ম স—সে কি ক'রেছে ?

২য় স—চোখ মোটেই খারাপ হয়নি, কি ছুতো ক'রে তার চিকিৎসায় থাকবো ভেবে পাচ্ছি নি।

*

যুবক—আপ্‌নি দয়া করে আমার একটি কথা শুনুন। সাত বছর ধ'রে আপনার মেয়ের সঙ্গে আমি কোর্টশিপ ক'র্‌ছি সুতরাং—

মেয়ের বাবা—endurance courting এর জন্যে তোমাকে আমার পদক দেওয়া উচিত, কেমন ?

দর্শন সমুচ্চয়ঃ—মহামহোপাধ্যায় কবিরাজ শ্রীরামচন্দ্র মল্লিক, সাংখ্য, কাব্য, ব্যাকরণতীর্থ প্রণীত দেবনাগরী অক্ষরে মুদ্রিত সংস্কৃত বই। (৩৭ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট থেকে প্রকাশিত মূল্য এক টাকা মাত্র)

সাংখ্য, পাতঞ্জল, ন্যায়, বৈশেষিক, বেদান্ত মীমাংসা প্রভৃতি দর্শন শাস্ত্রের মূল সূত্রই আলোচ্য গ্রন্থখানির অন্তরাত্মা স্বরূপ। গ্রন্থকার এতে বেদান্ত ভাষ্য, শঙ্কর ভাষ্য, এবং ব্রহ্ম-সূত্রের বহু সমস্যামূলক বিষয়ে বিশদ ভাবে আলোচনা ক'রেছেন, সাংখ্য যোগ পাশুপাত চার্ব্বাক মীমাংসার জটিল সমস্যা গুলি এতে যে রকম অভিনব ভাবে আলোচিত হয়েছে তাতে গ্রন্থকারের সুগভীর পাণ্ডিত্যের পরিচয় পাওয়া যায়। এতদ্ভিন্ন গ্রন্থকার কতকগুলি দর্শনশাস্ত্রের গবেষণাপূর্ণ আলোচনা ক'রে তাঁর অনুসন্ধিৎসার যথেষ্ট পরিচয় দিয়েছেন। তিনি দায়িত্ব পূর্ণ চিকিৎসা নিয়োজিত থেকেও যে শাস্ত্র ব্যবসায় কৃতী হয়েছেন গ্রন্থখানি সাক্ষ্য দেবে। বইটির ভাষা অতি সহজ, সরল, প্রাঞ্জল। আমরা গ্রন্থকারকে এই সাফল্যমণ্ডিত চেষ্টার জন্য প্রশস্তি সাদর সম্ভাষণ জানাইচ্ছি।

সম্পাদক—
শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায় শ্রীগিরিজাকুমার বসু

বাংলার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সচিত্র সাপ্তাহিক

জয়েস কারবি—গমো ব্রিটিশের তারকা-অভিনেত্রী

৭ম বর্ষ] ২৩শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪২ ঃঃ 6th June, 1935 [২৩শ সংখ্যা

দীপালী কার্য্যালয়—১২৩।১, আপার সাকুলার রোড,কলিকাতা—
ফোন বড়বাজার—৩২৫৩

৭ম বর্ষ | ২৩শে জ্যৈষ্ঠ বৃহস্পতিবার, ১৩৪২ ৬ই জুন ১৯৩৫ | ২৩শ সংখ্যা

জর্জ্জ বার্নার্ড স 'স্যাটার্ডে রিভিউ'য়ের নাট্যসমালোচনার ভার ত্যাগ করবার সময়ে এই কথাগুলি ব'লেছিলেন: "For nearly four years I have been the slave of the theatre.......Every week it clamors for its tale of written words; so that I am like a man fighting a windmill: I have hardly time to stagger to my feet from the knock-down blow of one sail, when the next strikes me down. Now I ask, is it reasonable to expect me to spend my life in this way?... Do I receive any spontaneous recognition for the prodigies of skill and industry I lavish on an unworthy institution and a stupid public? Not a bit of it," প্রভৃতি।

•

আমাদেরই দ্বারা সৃষ্ট ও সম্পাদিত "নাচঘরে"র সম্পর্ক যখন ত্যাগ করি, তখন আমারও মনের অবস্থা ছিল অনেকটা ঐ-রকমই—যদিও আমি জর্জ্জ বার্নার্ড স-য়ের মতন নামজাদা লোক নই। তবে বার্নার্ড স-য়ের চেয়ে আমার গায়ের চামড়া যে আরো পুরু এবং সহ্যশক্তি যে আরো বেশী, এ সত্য প্রমাণের অপেক্ষা রাখে না। বিলাতী থিয়েটারের যত দোষই থাক্, তার সঙ্গে বাংলা থিয়েটারের তুলনাই হয় না—যেমন তুলনা হয় না চাঁদের সঙ্গে জোনাকীর। বাংলা রঙ্গালয়ের আদর্শস্থানীয় অমন যে বিলাতী রঙ্গালয়, তার মধ্যেই বার্নার্ড স সাড়ে তিন বছরের বেশী টি'কতে পারেন নি। আর আমি? পুরো দশ-দশটি বছর মশাই, বাংলা থিয়েটারের নিয়মিত দাসত্ব করেছি ('নাচঘরে', 'আনন্দবাজারে' ও অন্যান্য পত্র-পত্রিকায়)! বাংলা রঙ্গালয় নিয়ে মাথা ঘামিয়ে এতগুলো বছর যে বাজে খরচ করতে পারে, আপনারা তাকে নির্ব্বোধ ও উন্মত্ত বললেও আমি আপত্তি করব না।

•

আজ মনে হচ্ছে, গেল দশ বছরে বাংলা থিয়েটারের মালিকরা আমার (তথা অন্যান্য নাট্যসমালোচকের) ক্ষুদ্র মস্তক লক্ষ্য ক'রে কত না মস্ত মস্ত রাবিসের স্তূপ নিক্ষেপ করেছেন! এবং তাঁদের সেই নৃশংস আক্রমণ থেকে আমরা মাথা বাঁচিয়েছি কত না কৌশলে কত না পাঁয়তারা ক'রে! এখন আমার অবস্থা হয়েছে পুরাণো পুকুরের ল্যাচ্‌ড়া মাছের

মতন। সাদর নিমন্ত্রণের ও থিয়েটারের মালিকদের মিষ্টি মুখের হাসির টোপ আর সহজে গিলি না। বেশ কিছুদিন অপেক্ষা ক'রে এবং আর-পাঁচজনের মুখ থেকে খবরাখবর নিয়ে তবেই রঙ্গালয়ের দিকে পা বাড়াই। যে নাট্যাভিনয় সন্দেহজনক ব'লে মনে হয়, রঙ্গালয়ের মালিকদের মিষ্টি-মুখের খাতির তো দূরের কথা, গায়ের জোরেও কেউ তা আমাদের আর দেখাতে পারেন না। এই পচা গরমে ধুঁকতে ধুঁকতে টিনের তরবারিধারী থিয়েটারি বীরবৃন্দের কৃত্রিম সুরের তর্জ্জন-গর্জ্জন এবং শ্রান্ত চিত্তের উপরে কুনাটকের বেত্রাঘাত সহ্য করবার মতন শক্তি আমার নেই।

*

"রঙমহলে"র কর্ত্তৃপক্ষ তাঁদের নূতন নাটক "পথের সাথী" দেখবার জন্যে আমাকে অনুগ্রহ ক'রে আমন্ত্রণ করেছেন একাধিকবার। কিন্তু প্রথমটা সে নিমন্ত্রণ রক্ষা করবার জন্যে মনের মধ্যে আগ্রহ জাগে নি কিছুমাত্র; কারণ যে-লেখিকাটির উপন্যাস থেকে এই নাটকখানি জন্মলাভ করেছে, তাঁর কাচা হাতের সেকেলে রচনা প'ড়ে জীবনে একটি দিনও আনন্দ-লাভ করবার সৌভাগ্য আমার হয় নি। "মন্ত্রশক্তি" ও "মহানিশা"র জনপ্রিয়তা দেখিয়েও কেউ আমার মুখবন্ধ করতে পারবেন না, কেননা ওদের সাফল্যের মূলে আছে কতকটা নাট্যরূপদাতার এবং কতকটা নট-নটাদের কলাকুশলতা। যদি বলেন, উপন্যাস হিসাবেও ওরা বড় কম-সফল নয়, তাহ'লে আমি বলব যে, বাংলা দেশের পাঠকপাঠিকাদের মন আজও শিশু আছে ব'লেই ওরা সফল হ'তে পেরেছে। ও-সব উপন্যাস পরিণত মনের কাছে অপাঠ্য।

*

কাজে-কাজেই এ সত্য অস্বীকার করতে পারছি না যে, ভদ্রতার খাতিরে গেল রবিবারে "রঙমহলে"র কর্ত্তৃপক্ষের নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে গিয়েছিলুম ভয়ে ভয়ে। এখন "পথের সাথী"র সমগ্র অভিনয় দেখবার পর মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করছি, নিমন্ত্রণ রেখে আমি একটুও ঠকি নি। অনেক দিন পরে বাংলা নাট্যাভিনয়ের আসরে গিয়ে প্রায়-পরিপূর্ণ আনন্দ নিয়ে বাড়ীতে ফিরে এসেছি। "রঙ্‌মহলে"র কর্ত্তৃপক্ষ আমাকে বিস্মিত করেছেন। "পথের সাথী" নামে বাংলা ভাষায় যদি কোন উপন্যাস থাকে, তাহ'লে সে-উপন্যাস কেমনধারা তা আমি জানিনা; তাই "রঙ্‌মহলে" "পথের সাথী"র যে রসটুকু ফুটেছে, তার জন্যে সে নাট্যরূপদাতা যোগেশচন্দ্রের কাছে কতটুকু ঋণী,—তাও আমি আন্দাজ করতে পারছি না;—তবে আমার বিশ্বাস, এখানে নাট্য-রূপদাতারই কৃতিত্ব আছে বেশী। কারণ আগেই বলেছি। "পথের সাথী" উপন্যাস যে-হাতের লেখা, সে হাত কলাবিদের হাত নয়।

*

দেখছি, কোন কোন সমালোচক "পথের সাথী"র নাটকত্ব নিয়ে অনেক মাথা ঘামিয়েছেন। কিন্তু "পথের সাথী"র মধ্যে আমি নাটকত্ব আবিষ্কারের চেষ্টা করব না। কারণ বারংবার ও-রকম ব্যর্থ চেষ্টা ক'রে এখন হাল ছেড়ে দিয়েছি একেবারে। গেল একযুগের মধ্যে বাংলা রঙ্গালয়ে যে-কয়খানি নাটক অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়েছে, তার একখানিও আসল নাটক নয়। বাংলা রঙ্গালয়ের নাটকে নাটকত্ব জিনিষটা ক্রমেই যেন আলেয়া বা মায়ামৃগের মতন অধৃষ্য হয়ে পড়ছে। সুতরাং "পথের সাথী" নাটক হয়েছে কিনা তা নিয়ে আর নাড়াচাড়া করতে চাই না, কেবল এইটুকুই বলতে চাই যে, "পথের সাথী"র মধ্যে উপভোগের উপচার আছে প্রচুর। এ নাটকখানি যেন আনন্দের পসরা।

*

সাধারণত দেখা যায়, বাংলা নাটকে যাদের চরিত্র গম্ভীর তারা আগাগোড়াই গম্ভীর কথা বলে এবং যাদের চরিত্র চটুল তারা কেবলই হাসি-মস্করা করে। এদেশে এই মান্ধাতার আমলের প্রথাটা এখনো ত্যাগ করা হয় নি বটে, কিন্তু পাশ্চাত্য দেশের দিকে তাকালে দেখি, সেখানকার অসংখ্য বিখ্যাত নাটকের অধিকাংশ চরিত্রই বিকসিত হয়ে উঠছে কৌতুকপূর্ণ রসালো কথাবার্ত্তার ভিতর দিয়ে মধুর ভাবে। তারা গোমড়া মুখে না থেকেও গম্ভীর রসের অখণ্ড রূপটি ফোটাতে পারে। "পথের সাথী" পালায় নাট্যকার যোগেশচন্দ্র এই আধুনিক প্রথাটি অবলম্বন করেছেন ব'লেই বিশেষ রূপে আমাদের হৃদয় জয় করতে পেরেছেন। এর প্রত্যেক চরিত্রটি যেন ঝরণার মতন সকৌতুকে চতুর্দ্দিকে সূর্য্যকর ছড়াতে ছড়াতে পরম লঘু গতিতে এগিয়ে চলেছে, গিরিগুহার অন্ধকারকে ভুলে। এবং সেইজন্যেই দীর্ঘ পাঁচ-ঘণ্টাকাল অভিনয় দেখতে দেখতে আমার চিত্ত ভারাক্রান্ত হয়ে ওঠে নি একবারও। এইটিই হচ্ছে "পথের সাথী"র সফলতার আসল গুপ্ত-কথা। দুঃখ ও দুশ্চিন্তা ভরা সংসারে যারা বাস করে, "পথের সাথী" তাদের সুখী ও নিশ্চিন্ত করতে পারবে।

*

"পথের সাথী"র অভিনয়-গৌরব হয়েছে অতুলনীয়। এমন সুঅভিনীত নাটক আমি খুব কম দেখেছি এবং এজন্যে "রঙমহলে"র সুযোগ্য অভিনয়-শিক্ষক শ্রীযুক্ত নরেশচন্দ্র মিত্র অনায়াসে বিজয়গর্ব্ব অনুভব করতে পারেন। বিলাতের সাধারণ রঙ্গালয়ে এখন আর সর্ব্বগ্রাসী, 'অ্যাক্টর-ম্যানেজারে'র একাধিপত্য নেই—বাংলা রঙ্গালয়ে আছে। যিনি প্রধান নট-অধ্যক্ষ, আর সকলকে তফাতে সরিয়ে সব ঝোলটুকুই তিনি নিজের পাতে টানতে চান, আমরাও নাট্যাভিনয়ের সর্ব্বত্রই নানা ভাবে নানা রূপে একমাত্র তাঁর মহিমাকেই উচ্চতর হয়ে উঠতে দেখে পরম বিস্ময়ে হতবুদ্ধি হয়ে যাই। "রঙ্‌মহলে" এ রীতি নেই দেখে খুসি হয়েছি। যে-অভিনয় সকলকে উচিতমত সুযোগ দিয়ে সার্থক হয়ে ওঠে, তাই-ই হচ্ছে শ্রেষ্ঠ অভিনয়। এবং যে-অভিনয় মাত্র একজনের প্রভাবে বা অভাবে শ্রেষ্ঠ বা নিকৃষ্ট হয়ে পড়ে, এখনকার দিনে তা সব দিক দিয়ে কলারসিককে তুষ্ট করতে পারবে না কখনো। "পথের সাথী"র অভিনয় কোন একজনমাত্র নট বা নটীর ব্যক্তিগত শক্তির গুণে উপভোগ্য হয় নি

—প্রত্যেক নট নটাই (যিনি যেটুকু সুযোগ পেয়েছেন) আপন আপন সামর্থ্যের সবটুকু দিয়ে একে এমন শ্রীমন্ত ও প্রাণবন্ত ক'রে তুলেছেন যে, একজনকে বাদ দিয়ে আর একজনের কথা বেশী ক'রে বলতে ইচ্ছা হচ্ছে না। এই অভিনয়-সম্পদই হচ্ছে "পথের সাথী"র সর্ব্বপ্রধান দ্রষ্টব্য এবং এই অভিনয়-মহিমায় "পথের সাথী"র পরমায়ু যে সুদীর্ঘ হবে এ-বিষয়ে আমার মনে একটুও সন্দেহ নেই।

*

আমার মতে, "রঙ্‌মহল" আজ পর্য্যন্ত যতগুলি নাটক উপহার দিয়েছেন, তার মধ্যে সব-চেয়ে-বেশী আনন্দের খোরাক জুগিয়েছে এই "পথের সাথী"। এ যেন আশাতীত, অভাবিত দান, এর জন্যে আমি ঠিক প্রস্তুত ছিলুম না—তাই অভিভূত না হয়ে পারি নি। কিন্তু সর্ব্বশেষে একটি অভিযোগ করছি। "পথের সাথী"র একখানি বিজ্ঞাপন-কণ্টকিত মাত্র এক-ফর্ম্মার প্রমোদ-পত্র দুই আনা মূল্যে বিক্রী করা হয়। প্রমোদ-পত্র না কিনলে অসুবিধা হয়, তাই লোকে কেনে, কিন্তু দু-আনা দাম দেবার সময়ে মনে করে যে, গালে চড় মেরে জোর ক'রে পয়সা কেড়ে নেওয়া হচ্ছে। দাম সম্বন্ধে আপত্তির কারণ থাকত না—প্রমোদ-পত্র যদি চিত্তাকর্ষক হ'ত।

শ্রী হেমেন্দ্রকুমার রায়

গান

—হেমেন্দ্রকুমার রায়

দুজনে আজ্‌কে যাব প্রেমের দেশে,
যেখানে হৃদয় সাথে হৃদয় মেশে।

*

যেখানে কালো আঁখি
চাঁদিমার আলো মাখি,
স্বপনের সাত-সাগরে যায় গো ভেসে।

*

যেখানে প্রাণের কোলে
অশোকের ঝুলন ঝোলে,
মরমের পুলক-শিশুর কলরোলে।

*

দুজনে মনের সুখে
গেয়ে গান নীরব মুখে,
ঘুমাবো জড়িয়ে গলা পথের শেষে।

মাতৃত্ব ও শিশু মঙ্গল

—ডাঃ কে, পি, মুখার্জ্জি, এম, বি,

পাশ্চাগ্রন্থে একটি প্রবাদ আছে, ফুল বনের মধ্যে ফোটে, প্রকৃতিকে তাহার সৌন্দর্য্য জানায়; বায়ুর সঙ্গে তাহার সৌরভ ছড়াইয়া পড়ে, ক্রমে ম্লান হইয়া যায় ও ঝরিয়া পড়ে, কিন্তু দুঃখ হয় যে ফুল ফোটার পূর্ব্বেই ধরাশায়ী হয়। নারী জন্মায় পৃথিবীতে মাতারূপে সুসন্তান প্রসবের জন্য। মাতাই তাহার গর্ভস্থ শিশুকে পরিপুষ্ট করেন, জন্মের পর তাহাকে স্তন্য দান করিয়া পালন করেন। বর্দ্ধনশীল শিশুর খাদ্যের ও স্বাস্থ্যের জন্য তিনিই একমাত্র দায়ী। মাতার স্বাস্থ্য ভাল না হইলে প্রসবের সময় একটি সমস্যার কথা। বাঙ্গালা দেশে বোধ হয় ২৫।৩০ হাজার প্রসূতি প্রতি বৎসর সন্তান প্রসব সংক্রান্ত কোন না কোন কারণে মারা যান, ইহার তুলনায় ইংলণ্ডে যে স্থলে একজন প্রসূতি মারা যান, আমাদের দেশে সে স্থলে প্রায় ৫০ জন প্রসূতি অকাল মৃত্যু বরণ করেন।

একালের অপেক্ষা পূর্ব্বে বাঙ্গলার নারীদের স্বাস্থ্য শতগুণে ভাল ছিল, জীবনী-শক্তিও সমধিক ছিল। তখন মাতা পিতা উভয়ের স্বাস্থ্য অটুট থাকায় তাহাদের সন্তানের স্বাস্থ্য অনেক ভাল হইত। কিন্তু বর্ত্তমান কালে পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে অনেক। জলবায়ুর দোষে, উপযুক্ত খাদ্যের অভাবে, ভেজালের উপদ্রবে, এবং অন্যান্য নৈসর্গিক ও আর্থিক কারণে এদেশের স্বাস্থ্যহানি ঘটিয়াছে। বাঙ্গলার শক্তিরূপিণী নারীগণ এখন রোগে শীর্ণা। এরূপ ক্ষেত্রে প্রসবের পর প্রসূতি ও সদ্যঃপ্রসূত শিশুর জীবন যে নিরাপদ হয়, এমন কথা বলা যায় না। প্রসবের পর অতিরিক্ত দুর্ব্বলতা হেতু অনেক প্রসূতি অচৈতন্য হইয়া পড়েন; অতিরিক্ত রক্তস্রাবে মাতা মারাত্মক রক্তহীনতা রোগে ভোগেন, অনেক সময়ে এজন্য মারাও যান। সে অবস্থায় প্রসূতিকে রক্ষাকল্পে নানা প্রকার উপায় অবলম্বন করিতে হয়, তদনুরূপ ঔষধপত্রাদির ব্যবস্থা করিবারও বিশেষ প্রয়োজন আছে। প্রসবান্তে দেহের যন্ত্রপাতির শৈথিল্য ঘটে, প্রসূতি কতক পরিমানে অপটু ও অশক্ত হন; তজ্জন্য পরিপুষ্টির ব্যাঘাত ঘটিয়া থাকে। প্রসূতিকে পুষ্টিকর খাদ্য খাইতে হয়, ভাল থাকিতে হয়; কারণ মাতার পোষণের সহিত ক্ষুদ্র শিশুর বর্দ্ধনের অতি নিকট সম্বন্ধ। ভুক্ত দ্রব্যের সার যে সঞ্জীবন রস, তাহাই মাতৃশরীরে রক্ত ও রসে পরিণত হইয়া মাতৃস্তন্যের মধ্য দিয়া সদ্যোজাত শিশুর প্রাণ ও শক্তির সঞ্চার করে। ভগ্নস্বাস্থ্য মাতার উপর শিশুর মঙ্গলামঙ্গল সম্পূর্ণ রূপে নির্ভর করে। প্রসূতির শরীর ও মনের স্ফূর্ত্তি বাড়াইয়া, তাঁহার স্বাস্থ্য পরিপূর্ণ করিয়া তুলিবার জন্য বিশেষভাবে চেষ্টা করাই পরিজনগণের অবশ্য কর্ত্তব্য। প্রসূতির ভগ্নস্বাস্থ্য পুনরায় ফিরিয়া পাইবার জন্য সন্তান প্রসবের পর দেহের সাময়িক দারুণ অভাব দূর করিবার জন্য কার্য্যকরী ও ফলপ্রদ ঔষধের দরকার হয়। এ সব ক্ষেত্রে রচিটোন ব্যবহারে যে অশেষ ফল পাওয়া যায় ইহা নিঃসন্দেহ। পাশ্চাত্য দেশ সমূহের বহু বিখ্যাত হাঁসপাতালে রোগীর উপর রচিটোন ব্যবস্থা করিবার পর দেখা গিয়াছে, অতি অল্প দিনের মধ্যেই প্রসূতি নষ্টস্বাস্থ্য পুনরায় লাভ করেন, রোগীর রক্তকণা দ্রুত বর্দ্ধিত হয়, তাহার মন প্রফুল্ল থাকে এবং স্নায়বিক দুর্ব্বলতা, অজীর্ণতা, অগ্নিমান্দ্য ও মারাত্মক সূতিকা রোগ শীঘ্র দূরীভূত হয়। প্রসবের পর সামান্য খাদ্যদ্রব্য জীর্ণ করিবার শক্তিও প্রসূতির পাকযন্ত্রের থাকে না; তজ্জন্য প্রসূতি ক্রমশঃ দুর্ব্বল হইয়া পড়েন, ও তাহার স্তনদুগ্ধ কমিয়া যায়। বহু চিকিৎসক রচিটোন ব্যবস্থা দ্বারা এ ক্ষেত্রে বিশেষ সুফল পাইয়াছেন। মাতৃদুগ্ধই শিশুর সর্ব্বোৎকৃষ্ট আহার্য্য।

৺পুরীধামে রথযাত্রা

'রথে চ বামনং দৃষ্ট্বা পুনর্জ্জন্ম ন বিদ্যতে', সেই শ্রীশ্রীজগন্নাথ দেবের রথযাত্রা হইবে আগামী ২রা জুলাই ১৯৩৫ (১৭ই আষাঢ়, ১৩৪২)। এই সময় লক্ষ লক্ষ নর-নারী হিন্দুর অন্যতম শ্রেষ্ঠ তীর্থস্থান পুরীতে হিন্দুর শ্রেষ্ঠ দেবতা জগন্নাথ দেবের রথযাত্রা দেখিতে আগমন করে। বহু পুরাতন কাল হইতে এই প্রথা চলিয়া আসিতেছে এবং যতদিন হিন্দুধর্ম্ম জীবিত রহিবে, এ প্রথাও ততদিন চলিবে। যখন রেলগাড়ীর প্রবর্ত্তন-ই হয় নাই, তখন হিন্দু নর-নারীগণ পদব্রজে বা জলপথে কত গিরিগুহা ভেদ করিয়া, কত ঝড়ঝঞ্ঝা মাথায় করিয়া জগতের অতীব বিস্ময় দেখিতে আসিত। এখন রেলগাড়ীর প্রচলনে অল্প ব্যয়ে এই স্থানে আসা খুবই সুগম হইয়া উঠিয়াছে। ভারতবর্ষের মধ্যে ইহাই কেবল একমাত্র স্থান, যেখানে জাতি-ভেদ নাই—ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, শূদ্র, বৈশ্য সব এক। তদুপরি সুমহান সমুদ্রের নয়নানন্দকর দৃশ্য ও তাহাতে স্নান, জীবনে যে কী মাদকতা আনিয়া দেয় তাহা যাঁহারা পুরী গিয়াছেন তাঁহারাই জানেন এবং বেঙ্গল নাগপুর রেলওয়ে কোং রথের সময় পুরী যাতায়াতের জন্য যাত্রীদের বিশেষ সুবিধা করিয়াছেন। ভাড়াও পূর্ব্বাপেক্ষা হ্রাস হইয়াছে এবং যাত্রীদের সুখ-সুবিধার দিকে বেঙ্গল নাগপুর রেলওয়ে কোম্পানী বিশেষ ভাবে দৃষ্টি দিয়াছেন। এজন্য বি-এন-আরের সুযোগ্য প্রচারকর্ম্মী শ্রীযুক্ত নীহার মল্লিককে আমরা অভিনন্দিত করিতেছি।
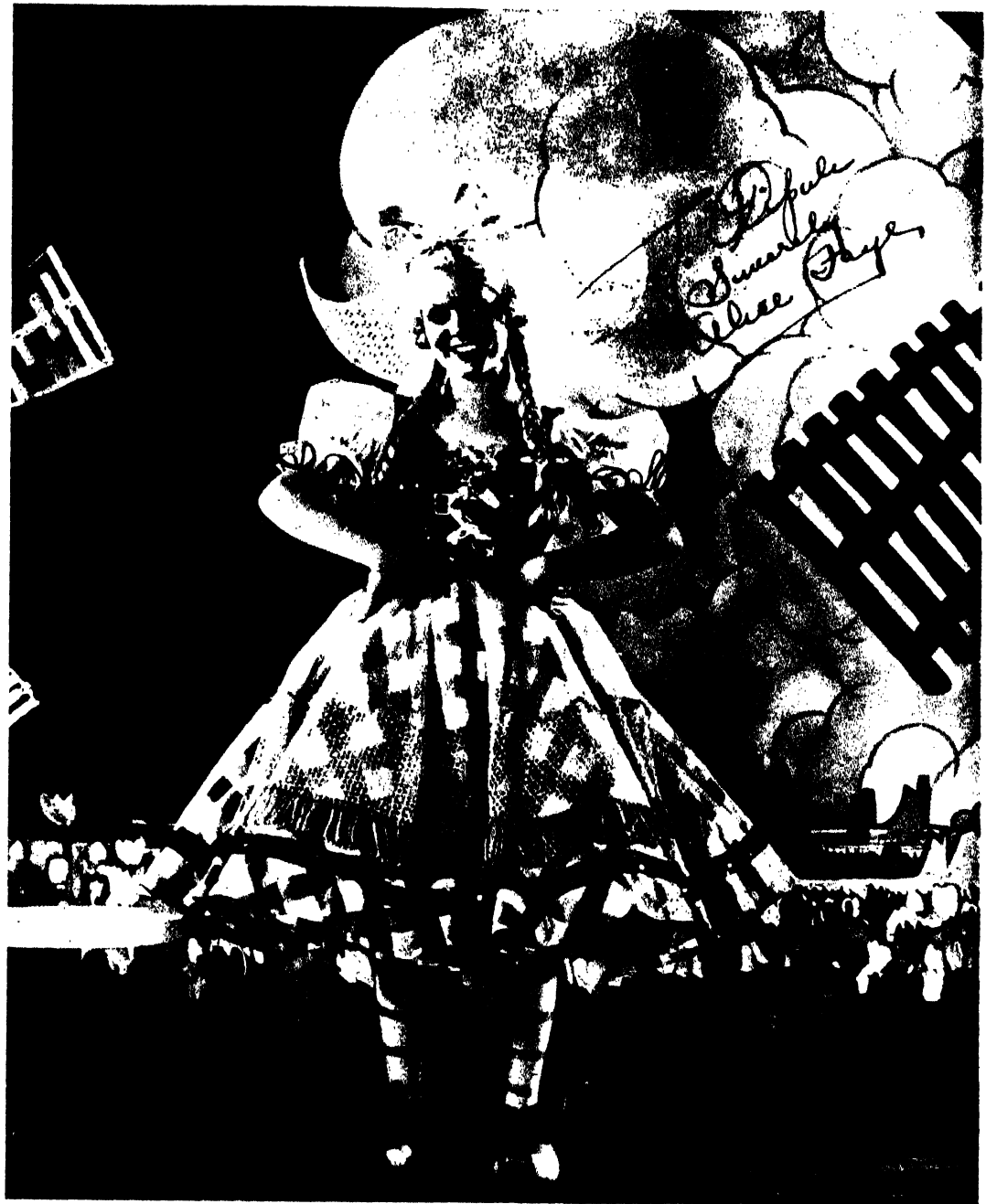
এ্যালিস ফে

ফক্স ফিল্মের উদীয়মানা অভিনেত্রী। শীঘ্রই ইঁহাকে "George White's Scandal" ছবিতে দেখা যাইবে।

শ্রীমতী সরোজিনী—ইহার বয়স মাত্র ৬ বৎসর। ইনি ইষ্টার্ণ আর্ট প্রোডাকশানের "ভারত-কী-বেটী"তে সুন্দর অভিনয় করিয়াছেন।

Clive of India" ছবির একটি দৃশ্য। এই দৃশ্যটিতে ক্লাইভের

ফিরোজ দস্তর—ইষ্টার্ণ আর্টের "খুনে নাহাক" ছবিতে

বিধির বিধান

(উপন্যাস)

—শ্রীমতী তমাললতা বসু

(তের)

সতীন্দ্র বল্‌লে "গাড়ী থেকে পড়ে গিয়ে আমার মাথায় খুব লেগেছিল, মনে প'ড়্‌ছে। আমার বাবা, আমার মা কোথায় ?"

বিপিন বাবু বললেন "এই যে বাবা আমরা এখানে।" সতীন্দ্র কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে বললে "হ্যাঁ, হ্যাঁ, আজ আমার সব মনে প'ড়েছে, এতদিন আমার স্মৃতিভ্রম হ'য়েছিল। আপ্‌নারা আমার পালক পিতামাতা। আমি বার বছর বয়সে রেলে আহত হই, তখন থেকে আপনারা আমায় এনে যত্নে মানুষ করেন, লেখা পড়া শেখান, বিলেত পাঠান। আর তার আগে রাধানগরে আমার বাড়ী ছিল, আমার বাবার নাম কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় ও মার নাম তারা দেবী। আমার তখন বিয়ে হয়েছিল, হরিহর চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের পৌত্রী গৌরীরাণীর সঙ্গে। ছুটিতে রেলে বাড়ী আস্‌তে আস্‌তে মাথায় আঘাত লেগে স্মৃতিবিভ্রম হয়, আর সব ভুলে যাই। আমার নাম সতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। আর এই দেখুন হাতের তলিতে আমার নামের S. N. B. অক্ষর লেখা আছে।"

সতীনাথের কথা শেষ হতে না হতেই সতীনাথের বাপ মা সতীনাথকে জড়িয়ে ধ'রলেন।

গৌরীর দাদু পাগলের মত ছুটে গিয়ে সতীনাথকে "দাদা, দাদা আমার "বলে জড়িয়ে ধরে কেঁদে ফেললেন। গৌরীর ঠাকুমাও ছুটে গেলেন। আনন্দে হিমাংশুর দু'চোখ দিয়ে ঝর্ ঝর্ ক'রে জল ঝ'র্‌তে লাগ্‌লো। গৌরী আচ্ছন্নের মত ব'সে পড়্‌লো। ক্রমে ক্রমে সকলে শান্ত হতে বিপিনবাবু বললেন "সতীনাথকে আমি আহত অবস্থায় রেলে পাই। চিকিৎসার পর সুস্থ হ'য়ে ওঠে, তবে স্মৃতিশক্তি লোপ পেয়ে যায়। আগেকার জীবনের কথা সব ভুলে যায়। নিজের কোন পরিচয় দিতে পারে না। গলার পৈতে দেখে ও হাতে S. N. B. দেখে সতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় নাম ধরে নিই। সেই থেকে লেখা পড়া শিখিয়ে ওকে আমি মানুষ করি।

হিমাংশু সব শুনে বললে "মাথায় দ্বিতীয়বার আঘাত লেগে ওর স্মৃতিশক্তি ফিরে এসেছে। এমন অনেক হয়।"

এই সব জান্‌বার পর সবার চোখেই আনন্দাশ্রু দেখা গেল। সতীনাথ সুস্থ হয়ে সকলের সঙ্গে কথা কইতে লাগলো। আস্তে আস্তে সতীনাথ হিমাংশুর কাণের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে ব'ল্‌লে "ভাই সবাইকে দেখ্‌ছি কিন্তু গৌরী কই ?" "সে তো এখানেই ছিল, দেখি কোথা গেল"। বলে

হিমাংশু উঠে গৌরীকে কোথাও না দেখে বাড়ী গেল। গিয়ে দেখ্‌লে গৌরী ঠাকুর ঘরে পড়ে কাঁদ্‌ছে। হিমাংশু গৌরীকে তুলে বললে "ওঠ বোন, কাঁদবার দিন চলে গেছে। এখন হাসবার দিন, ভগবান করুন তোর হাসি অক্ষয় হ'ক্। ভগবান সতীর মর্য্যাদা রেখেছেন—সতীনাথকে ফিরিয়ে দিয়েছেন।" গৌরী হিমাংশুর কাঁধে মাথা রেখে কাঁদতে লাগলো।

এমন সময় ছুটতে ছুটতে রেবা এসে গৌরীকে শাঁখা, সিঁদুর, ভাল কাপড় পরিয়ে ঘন ঘন শাঁক বাজিয়ে দিলে আর তাকে টান্‌তে টানতে নিয়ে গিয়ে সতীনাথের পাশে বসিয়ে দিলে। তখন সেখানে আর কেউ ছিল না।

সতীনাথ সহাস্য মুখে গৌরীর হাত দুটি ধরে বললে "গৌরী, এতদিন পরে তোমায় আমার বলে ফিরে পেলুম আবার। আর তো কেউ আমার কাছ থেকে কেড়ে নিয়ে যেতে পারবে না, কি বল ?"

গৌরীর মুখখানি লজ্জায় লাল হ'য়ে উঠ্‌লো। সে মৃদু হেসে বল্‌লে "নিশ্চয়ই পারবে না, এবার যে জেনেছি আমি তোমার। তুমি যে আমার স্বামী, আমার প্রাণ তা' জান্‌তে পেরেছিলো, এখন বুঝ্‌ছ তাই-ই তোমার জন্যে প্রাণ অত ব্যাকুল হ'তো।"

"ঠিক বলেছ গৌরী, আমারও তাই হ'তো। কি এক আকর্ষণে আমার প্রাণ মন তোমার দিকে আকৃষ্ট হতো, এখন বুঝছি যে ভগবানদত্ত স্বাভাবিক টানেই আমাদের দু'জনেরই প্রাণমন দু'জনের দিকে টান্‌তো।
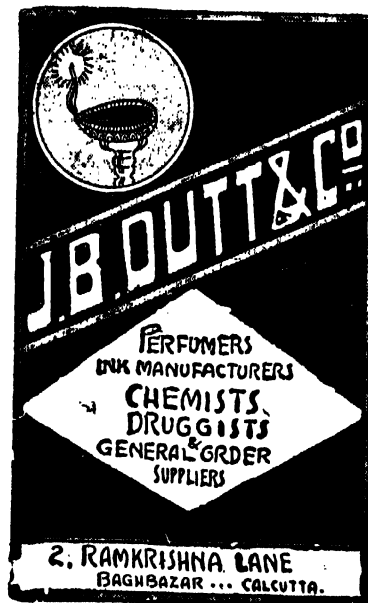
আজ আমি বড় ভাগ্যবান, এত দিনে আমার সব দুঃখ দূর হ'লো, বাপ-মা-স্ত্রী সব ফিরে পেলুম একসঙ্গে। সব কথা ভুলে গেছলুম, মনে করতে পারতুম না বলে' মনে বড় কষ্ট ছিল, কে আমি, কোথায় ছিলুম, কি পরিচয়।"

গৌরী ছলছল চোখে সতীনাথের হাত দুটি ধরে' বললে "আমি তোমায় প্রথম থেকে দেখেই বুঝেছিলুম, তোমার মনে কি একটা দারুণ ব্যথা আছে, কিন্তু জিজ্ঞেস করতে সাহস পাইনি। আজ সব বুঝলুম। এখন একটু ঘুমোও, আমি মাথায় হাত বুলিয়ে দিই।"

"আমারও ঘুম পাচ্ছে, একটু ঘুমুই।" ব'লে সতীনাথ শান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়লো। ক'দিনেই সতীনাথ সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠ্‌লো।

সতীনাথ সুস্থ হ'য়ে উঠ্‌তে হরিহর বাবু মহা সমারোহে বাড়ীতে ভোজ দিলেন। পরিচিত অপরিচিত নর-নারী সকলেই নিমন্ত্রিত হয়ে এলো। গৌরী রত্নালঙ্কারে ভূষিতা হ'য়ে দেবী প্রতিমার মত সকলকে পরিবেশন করে খাওয়ালে। শেষকালে সে খেতে ব'সতে তার পিতামহ নিজে এসে তার পাতে মাছের মুড়ো দিয়ে বললেন, "খা দিদি, এক দিন মাছ খেতে দিইনি, ব'লে কেঁদেছিলি। সে বেদনা আমার বুকে বিঁধেছিল দিদি, আজ আমার জীবন সার্থক হ'য়ে গেল।"

সেদিন পূর্ণিমা, দাদু গৌরীর জন্যে বাগানের ফুল উজাড় করে এনে ঘর সাজিয়ে দিলেন। ফুলের সাজে সাজিয়ে এনে গৌরীকে সতীনাথের বামে বসিয়ে দিলেন। তাঁর নয়নে আনন্দাশ্রু ঝরে' পড়তে লাগলো। রেবা, জ্যোৎস্না হিমানীকে নিয়ে শাঁক বাজাতে বাজাতে এসে ঘরে ঢুক্‌লো। রজত, তুষার, হিমাংশুও ঘরে এলো। গৌরী তাড়াতাড়ি উঠে এসে হিমানীর হাত ধরে' নিয়ে এসে হিমাংশুর হাতে দিয়ে মৃদুস্বরে হেসে বল্‌লে, "দাদা এইবার তুমি একে গ্রহণ কর। আর তো গ্রহণ না করবার কোন কারণ নেই?"

"না, তা নেই।" বলে' হিমাংশু হাসিমুখে হিমানীর হাত দুটি সস্নেহে নিজের হাতে তুলে নিলে। আবার রেবা জ্যোৎস্না শাঁক বাজিয়ে দিলে। বৃদ্ধ হরিহর বাবু এগিয়ে এসে হিমাংশু ও হিমানীর মাথায় হাত দিয়ে আশীর্ব্বাদ করলেন। বললেন, "হিমাংশু দাদা, তোমাদের কাছে আমি এতদিন অপরাধীর মত ছিলুম, আজ আমার আনন্দ ধরছে না। হিমাংশু হেসে ব'ল্‌লে, "ও কি ব'লছেন দাদু, আপনার অপরাধ কি? সবি অদৃষ্টের খেলা। সুখের পর দুঃখ, দুঃখের পর সুখ—এই তো বিধির বিধান।"

—শেষ—

জন্ম সমস্যা

(গল্প)

— শ্রীবিনয় ভট্টাচার্য্য

রাতের অন্ধকার-জঠরে মাঠকোঠার ঘরে একটি নবজাত শিশুর অতর্কিত আবির্ভাব। তখন ধনীদের গৃহে গৃহে আনন্দের দেয়ালী উৎসব চলিয়াছে।

যে-শিশুটি জন্মাইবার সাথে সাথে সঞ্চয় করিয়া আনিয়াছে দারিদ্র্য, উৎকণ্ঠা আর নিরুৎসাহ তাহার কথা স্মরণ করিয়া নীলাম্বর ঘরের দাওয়ায় চুপ করিয়া বসিয়া রহিল।

শিশুটির আবির্ভাবে নীলাম্বরের মনে মুহূর্ত্তের আনন্দ, আশার ক্ষীণ আলোক কিংবা দুঃখের নিষ্ঠুর করুণ ছায়া ক্ষণিকের জন্য একটুও রেখাপাত করিল না।

নীলাম্বর "দুঃখ-হরণ প্রিন্টিং ওয়ার্কসে" কম্পোজিটারের কাজ করে। বেলা সাড়ে আটটার মধ্যে তাড়াতাড়ি স্নান করিয়া লইতে হয়। তাহার পর কোন রকমে ডালমাখা আধফুটন্ত ভাতগুলি নাকে-মুখে গুঁজিয়া একটি শতছিন্ন তালি দেওয়া ছাতা বগলে করিয়া সে ন'টার সময় প্রেসে হাজিরা দেয়। প্রত্যহ ম্যানেজারের সামনে-রাখা হাজিরা খাতায় নির্দ্দিষ্ট সময় ফেলিয়া নিজের পুরো নামটি লিখিয়া সে একটি ভাঙ্গা টুলের উপর বসিয়া কাজ করিতে আরম্ভ করে। সামান্য দেরী হইয়া গেলে কোন ওজর-আপত্তি টিকিবে না, সে জানে। তাই সে প্রাণপণে ঠিক সময়ে হাজিরা দিতে চেষ্টা করে। যেদিন দেরী হইয়া যায়, ম্যানেজার রক্তবর্ণ চক্ষু করিয়া বলে: কটা বাজলো বলুন তো, নীলাম্বর বাবু?

খাতায়—সই করিতে করিতে দেওয়ালে ঘড়ির দিকে একবার তাকাইয়া সে বলে: ন'টা বেজে সাত মিনিট।

কটায় 'অ্যাটেনড্যান্স' আপনার জানা আছে?

—ন'টায়।

—প্রায়ই দু' পাঁচ মিনিট দেরী ক'রে আসা এখানে চলবে না, আপনাকে স্পষ্টই আজ জানিয়ে রাখলুম।

—দেরী তো আমার বড় হয় না বড়বাবু, এক আধ দিন নাইতে খেতে পাঁচ-দশ মিনিট এদিক-ওদিক হ'য়ে যায়।

দেরী ক'রে আসবেন, তার ওপর তর্ক করতে বসবেন! যান্, কাজে যান্। আর একদিন দেরী হ'লে আপনাকে অন্য পথ দেখতে হবে।

নীলাম্বর আর কোন কথা না বলিয়া আপনার অতি পরিচিত পরিত্যক্ত টুলটার উপর চুপ করিয়া বসিয়া থাকে। কাজ করিবার এতটুকু আগ্রহ তার নাই। সে ভাবে—এ জঘন্য কাজ যেন মানুষে না করে। সারাদিন গাধার মত খাটিতে হইবে তাহার উপর এত লাঞ্ছনা গঞ্জনা সহ্য হয় না। ইহার চাইতে রাস্তায় রাস্তায় কাগজ ফিরি করা শত গুণে ভাল। স্বাধীন ব্যবসা—একটা আত্মতৃপ্তি আছে। তাহার উপর পদে পদে কাহারও কথা শুনিতে হইবে না। বিবাহ করিয়া সে খুবই অন্যায় করিয়াছে। তাহা না হইলে তাহাকে পায় কে? হোটেলে খাইয়া সে যে কোন জায়গায় পরম নিশ্চিন্তে রাত কাটাইতে পারিত। যত গোল কালিদাসীকে লইয়া।

পাশের টুলে বসিয়া গণেশ কাজ করিয়া যাইতেছে। সে এখানকার হেড কম্পোজিটার—বয়স চল্লিশের কিছু উপরে হইবে। ষ্টিকের কম্পোজড্ ম্যাটারটা গেলিতে রাখিয়া উঠিয়া গিয়া দেওয়ালের পেরেকে রাখা ডোরা-কাটা ছিটের জামার পকেট হইতে একটি বিড়ি বাহির করিয়া আনিয়া দেশলাই সংযোগে আগুন ধরাইয়া সে বলিল: কী হে নীলাম্বর, তোমার আবার আজ হোলো কী? চুপ কোরে হাত গুটিয়ে বসে রইলে যে? কাজ কর্ম্ম আজ করবে না?

নীলাম্বরের এইবার হুঁস হইল, বলিল: কিছুই তো হয়নি, গণেশদা।

—বাড়ীতে ঝগড়া-ঝাটি করে আসোনি তো?

—না, না, সে ভয় করবেন না।

—কাজে লেগে যাও, আর দেরী করো না। জান তো মনিবের মেজাজ। হাত গুটিয়ে বসে থাকতে দেখলে যা তা' বলে বসবে।

—এই নিই—বলিয়া নীলাম্বর কম্পোজ ষ্টিকটি হাতে ধরিল।

পূর্ণ উদ্যমে নীলাম্বর কাজ করিতে আরম্ভ করিল। ঘণ্টার পর ঘণ্টা সে ঘাড় গুঁজিয়া সিসার টাইপগুলিকে হাতের সাহায্যে ষ্টিকের মধ্যে সাজাইয়া চলিল। ষ্টিক্ ভর্ত্তি হইয়া আসিলে ম্যাটারটা গেলিতে নামাইয়া রাখিয়া আবার লাইন গাঁথিতে থাকিল।

এই অমানুষিক পরিশ্রমের মাসিক পারিতোষিক মাত্র পনেরো টাকা। সামান্য কয়টি টাকা লইয়া নীলাম্বরকে সন্তুষ্ট থাকিতে হয়। কোন কোন মাসে উপরি থাকায় সে আরো দুই চারিটি টাকার মুখ দেখিতে পায়। এই অল্প আয়ে সে কোন রকমে কায়ক্লেশে সংসারের সকল অভাব-অভিযোগ আংশিক পূরণ করিতে পারে না—আর আজ কি না সে পুত্রের পিতা হইয়া বসিল।

পুত্র জন্মাইবার আগেকার ইতিবৃত্ত।

তিন বৎসর আগে কালিদাসী সেই যে নীলাম্বরের ঘর করিতে আসিয়াছে একদিনের তরে কোন অভাব বা অন্তরের কোন গোপন বাসনা সে মুখ ফুটিয়া জানায় নাই। দু'বেলা সে হাড়ভাঙ্গা খাটুনি খাটে এবং দুপুর বেলায় খাওয়া-দাওয়া চুকিয়া গেলে সংসারের যাবতীয় টুকরা টুকরা কাজকর্ম্ম সারিয়া রাখে। স্বামীর আয়ের অঙ্কপাত তাহার জানা আছে।

তাহাকে অযথা উদ্বাস্ত করিয়া তুলিতে তাহার ইচ্ছা হয় না।

নীলাম্বরও কালিদাসীর কোন সাধই পূরণ করিতে পারে নাই। সে বুঝিতে পারে একটি ঝি রাখিলে তাহার কষ্টের অনেক অবসান হয়—কিন্তু কী করিয়া সে এই অল্প আয়ে ঝিয়ের মাহিনার সঙ্কুলান করিবে? কাজেই মনের ইচ্ছা তাহাকে মনের মধ্যেই জোর করিয়া আবদ্ধ রাখিতে হয়। তাই কালিদাসীর হাতে কয়েকগাছি কাঁচের চুড়ী ছাড়া আর কিছুই নাই। সোনার গহনা লইয়া সে কী করিবে? সে আকাঙ্খা তাহার নাই। ত্নবেলা স্বামীকে সে চোখের সামনে দেখিতে পায় ইহাই যথেষ্ট। তাহার বরাতে নীলাম্বর দীর্ঘ পরমায়ু লইয়া বাঁচিয়া থাকুক—ইহার বেশী সে আশা করে না।

বিকাল বেলায় কাপড়-চোপড় কাচিয়া উঠানে দাঁড়াইতেই পাশের বাড়ীর অল্প বয়স্কা বধূ দোতলার জানলা হইতে বলে: এ-বেলা কী রান্না হবে, ভাই?

—খেতে তো মোটে দুটো প্রাণী। তার জন্তে রান্নাবান্নার কী তোড়জোড় করবো? যা হোক কিছু হলেই হলো।

—তোমার স্বামী বুঝি অফিস থেকে এখনো ফেরেননি?

—ওঁর আসার কোন ঠিক নেই। ছুটির পরে কোথায় যেন উনি কাজ করেন।

ইহার পর বধূটি আপনার মনে কালিদাসীকে শুনাইয়া শুনাইয়া বলিয়া যায়: নিজেদের ঐশ্বর্য্যের কথা এবং আরো কত কী। কালিদাসীর এ-সব শুনিতে ভাল লাগে না। তবুও চলিয়া গেলে পাছে বধূটি ক্ষুণ্ণ হয় এই মনে করিয়া সে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া থাকে।

বধূটি বলে: তোমার বর তোমাকে কি কি গয়না দিয়েচে, কালিদাসী?

কালিদাসী একটু অপ্রস্তুত হইয়া বলে: সামান্ত মাইনের কাজ করেন, গয়না দেবার সামর্থ্য ওঁর নেই। তাছাড়া গয়নার কথা ওঁকে বলতে কেমন যেন লজ্জা করে।

তারপর কালিদাসী কাজের অছিলায় রান্না ঘরে আসিয়া ঢোকে।

হাড়ভাঙ্গা খাটুনির পর কালিদাসীর কাছে আসিয়া নীলাম্বর হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচে।

আজ কয়েকদিন ধরিয়া একটা জিনিস নীলাম্বরকে উদ্‌ব্যস্ত করিয়া তুলিয়াছে। খাইতে বসিয়া ভাল করিয়া সে খাইতে পারে না। কাজ করিয়াও তাহার শান্তি নাই। সে বুঝিতে পারিয়াছে কালিদাসী অন্তঃসত্বা। যে শিশুটি কয়েক মাস পরে তাহার গৃহে নবীন অতিথি হিসাবে পদার্পণ করিবে তাহাকে মানুষ করিয়া তুলিবার মত অর্থ-সামর্থ্য তাহার নাই। সংসারের মোটে দুইটি প্রাণীর গ্রাসাচ্ছাদন—তাই সে কোন রকম করিয়া সঙ্কুলান করিতে পারে না। তাহার উপর শিশুটির সংখ্যাতীত অভাব-অভিযোগ কী করিয়া সে মিটাইবে? এই ব্যাপারটা কোন প্রকারে কি বন্ধ করা যায় না? —খুবই যায়। তাহার মত কষ্টের সংসারে সন্তানের আগমনের কোন প্রয়োজন নাই। সারাজীবন ধরিয়া কষ্ট ভোগ করার চাইতে ভূমিষ্ঠ হইবার আগে এ সম্বন্ধে

যোগ্য ব্যবস্থা করাই বাঞ্ছনীয়। অথচ কালিদাসীকে এ-কথা বলিবার কোন সুযোগই সে পাইতেছে না।

—ঘুমুলে নাকি—বলিয়া কালিদাসী আস্তে আস্তে স্বামীকে ঠেলিল।

তখন নীলাম্বরের ঘুমটা খুব গাঢ় হয় নাই। বলিল: কেন? কিছু বলবে?

—ক'দিন ধরে তোমাকে কেমন যেন মন-মরা দেখছি। কী হ'য়েচে বল না? আফিসে কিছু গোলমাল হয়নি তো?

নীলাম্বর একটু বিরক্ত হইয়া বলিল: কিছু নয়—চুপ করে ঘুমোও।

—কী হয়েচে বলনা?

তোমার জেনে কোন লাভ হবে না।

বলই না। ওরকম ধোঁকার মধ্যে রেখো না।

নীলাম্বর কালিদাসীর কাণের কাছে মুখ লইয়া গিয়া যে-কয়টি কথা শুনাইল তাহাতে তাহার অন্তঃকরণ আশঙ্কা-উদ্বেগে ছ্যাঁৎ করিয়া উঠিল। ভয়ে তাহার মুখ দিয়া কোন কথা বাহির হইল না।

নীলাম্বর দাওয়ায় বসিয়া ভাবিতেছিল: যখন জন্ম-গ্রহণ করিয়াছে, বাঁচিয়া থাকুক। মরা-বাঁচা ভগবানের হাত।

ইহারই ফাঁকে একটি অতি প্রয়োজনীয় চিন্তা অজ্ঞাতসারে তাহার মনের মধ্যে প্রবেশ করিয়া নীলাম্বরকে পাগল করিয়া তুলিল। এখন হইতে তাহার ব্যয় বৃদ্ধি সুরু হইবে!

নীলাম্বর এইবার ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল।

আমকাঠের তক্তপোষের উপর শিশুটির পাশে শুইয়া আছে নীলাম্বরের কঙ্কালসার স্ত্রী কালিদাসী, অসহায় শিশুটির জননী। শরীরে এতটুকুও রক্ত নাই। সারা দেহটি শাঁকের মত সাদা হইয়া গিয়াছে। নিমিষের মধ্যে সমস্ত দুঃখ-কষ্ট ভুলিয়া গিয়া সে সদ্যোজাত শিশুটির দিকে নির্নিমেষ দৃষ্টিতে বিস্ময়-আনন্দে চাহিয়া রহিল। সে যে শিশুর জননী। এত আনন্দ সে কোথায় গোপন করিয়া রাখিবে। আর নীলাম্বর কালিদাসীর মাথার কাছে একটা টুলের উপর অপরাধীর ন্যায় চুপ করিয়া বসিয়া আছে। কোন প্রতিকার করিবার উপায় নাই। সে যে অল্প মাহিনায় ছাপাখানায় কাজ করে! তাহার আবার সুখ-দুঃখ, অভাব-অভিযোগ। বেচারী নীলাম্বর।

বিছানার উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া শিশুটির ছোট ছোট সরু হাত-পা'গুলি রুদ্ধ আবেগে অনেকক্ষণ ধরিয়া লক্ষ্য করিয়া একটি কথা কিছুতেই নীলাম্বর না বলিয়া থাকিতে পারিল না: দেখ, এখন থেকে আমাদের খুব বিবেচনা করে চলতে হবে—বলিয়াই দারিদ্র্য-জর্জ্জরিত নীলাম্বর মুখের কঠিন রেখাগুলি সরস করিয়া আনিয়া আপনা আপনি হাসিয়া উঠিল।

নীলাম্বর ভালো করিয়াই জানে যে কালিদাসীকে সমস্ত আনন্দ হইতে বঞ্চিত করিয়া যে নির্ম্মম কথা আজ শুনাইবে তাহাতে তাহার মাতৃহৃদয়ে গুরুতর আঘাত লাগিবারই কথা। সে আঘাত ক্ষণিকের, সময়ে সে-ক্ষত আপনিই শুখাইয়া যাইবে। এখনো সময়

আছে। তাহাকে সে ভাল করিয়া বুঝাইয়া রাজী করিবে। আর একবার বলিয়াই দেখা যাক না। তারপর যাহা করিবার—

স্বামীর হিংস্র-দৃষ্টির উপর চোখ পড়িতেই কালিদাসী ভয়ে শিহরিয়া উঠিল। পাণ্ডুর মুখে ভ্রূকুটির ছায়া খেলিয়া গেল। সে স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া ছেলেটিকে রক্ষা করিবার আশায় নিজের শীর্ণায়মান অবসাদে অসাড় হাতটি প্রসারিত করিয়া ধরিল। সন্তান হইবার আগে সে স্বকর্ণে নীলাম্বরের কাছ হইতে যে সব কথা শুনিয়াছে যে এমন কোন কাজ এ-পৃথিবীতে নাই যাহা তাহার দ্বারা অসম্ভব।

চুপ করিয়া থাকা নীলাম্বরের আর সহ্য হয় না তাই সে নবজাত শিশুটির আরো কাছে মুখ লইয়া গেল। এখনও কালিদাসী কোন কথা কহিতেছে না দেখিয়া তাহার মাথাটি কেমন ঝিম্‌ঝিম করিতে থাকিল।

কালিদাসীর সম্বন্ধে—শুধু তাহার সম্বন্ধেই বা কেন? সদ্যোভূমিষ্ঠ শিশুটির কথা চিন্তা করিয়া তাহার আশঙ্কা উদ্বেগের অন্ত নাই—যে সমস্ত কথা তাহার মন তোলপাড় করিতেছিল তাহা বলিবার জন্য সে ছটফট করিতে লাগিল। অভিশপ্ত জীবনের অসহ্য গুরু ভারের কথা সে চিন্তা করিবে না। মহাকালের নির্ম্মম অট্টহাস্য না হয় সে কোন রকমে সহ্য করিবে। কিন্তু সংসারে আজ যে শিশুটি সত্য সত্যই পদার্পণ করিল তাহার অভাবের পূরণ করিবার মত অর্থ সংগ্রহ করা তাহার পক্ষে একেবারেই অসম্ভব। কালিদাসীর অঙ্গভঙ্গীর আকার ইঙ্গিতে সে স্পষ্ট করিয়া বুঝিল, শিশুটির জন্ম হওয়ার ফলে কালিদাসী নিশ্চয় তাহার কাছে বেশী করিয়া টাকা চাহিয়া বসিবে। কারণ, সেই তো বাড়ীর উপায়ক্ষম ব্যক্তি। ছেলেটির মঙ্গল কামনায় সে টাকা চাহিতে এতটুকুও দ্বিধাবোধ বা সঙ্কোচ করিবে না, ইহা নীলাম্বরের কাছে কেমন যেন বিসদৃশ ঠেকিল। কাজেই সে মিষ্ট করিয়া বুঝাইতে চেষ্টা করিল যে, কালিদাসী যেন কোন আপত্তি না করে।

প্রায়ই সপ্তাহের খরচার টাকা দিবার সময় প্রতিটি পয়সা নীলাম্বর শ্যেনদৃষ্টি দিয়া দেখিয়া লইয়া বলিত : দেখ, একটু বিবেচনা করে খরচ-পত্তর করো একটু সমঝে চলতে শিখো, বুঝলে লক্ষ্মী?

একটি উত্তরের আশায় অধীর হইয়া থাকিয়া কোন জবাব না পাওয়ায় ছেলেটির দিকে আর একবার সে নির্ম্মম দৃষ্টি হানিল, তাহাও ক্ষণিকের জন্য। এই দুর্ব্বোধ্য নিস্তব্ধতা তাহাকে কেমন যেন অস্থির করিয়া তোলে।

নীলাম্বরের চোখের সামনে পরিষ্কার হইয়া ভাসিয়া ওঠে ছেলেটির ভবিষ্যৎ জীবনযাত্রার স্পষ্ট ছবি। তাহারই তো সন্তান। বড় হইয়া তাহারই মত অল্প মাহিনায় কদর্য্য জীবন যাপন করিবে তাহা আর বিচিত্র কী?

না, না, একটু বড় হইলে ছেলেটিকে নীলাম্বর লেখাপড়া শিখাইবে। লেখাপড়া না শেখায় তাহার কী কষ্ট সে তো স্বচক্ষেই দেখিতেছে। কিন্তু মানুষ করিয়া তুলিবার মত সংস্থান কোথায়? অর্থ দিয়া সাহায্য করিবার মত কোন লোক তো তাহার জানা নাই। তাহার ছেলেবেলাকার জীবনের ঘটনা বেশ মনে পড়ে—অর্থের অভাবেই তাহাকে বার বৎসর বয়সে অনিচ্ছাসত্ত্বেও লেখা-পড়া ছাড়িতে হয়। তারপর একদিন তাহার পিতা ছাপাখানার এক ম্যানেজারের কাছে লইয়া গিয়া কাজ শিখিবার জন্য তাহাকে ভর্ত্তি করিয়া দেন। কি অমানুষিক পরিশ্রম স্বীকার করিয়াই না তাহাকে কাজ শিখিতে হইয়াছে! ছেলেটিকে যদি সে কোন রকমে ঈশ্বরের কৃপায় স্কুলের লেখাপড়া শেষ করাইতে পারে, সে ছেলেটির শুভ বরাত বুঝিতে হইবে। তারপর আরো লেখাপড়া শিখিতে পারিলে নিজের পথ সে নিজেই বাছিয়া লইতে পারিবে। ইহার পর নিশ্চয় সে একটা মোটা রকমের চাকরি জোগাড় করিয়া তাহার সংসারে ডানহাত হইয়া উঠিবে ইহাতে কোন সংশয় নাই।

কিন্তু তাহার ঘৃণিত জীবন যাপনের কথা স্মরণ হওয়াতে নীলাম্বরের কল্পনার জাল টুটিয়া

গেল। এ রকম লাঞ্ছিত অবহেলিত জীবন অতিবাহিত করার বিশেষ কোন মানে হয় না।

তাই নীলাম্বর ঘুরিয়া ফিরিয়া বারবার কালিদাসীকে ভবিষ্যতের অলঙ্ঘ্য দুর্দ্দশার বীভৎসতা স্মরণ করাইয়া দিতে লাগিল। কালিদাসী সব বুঝিতে পারে, কিন্তু সে যে সন্তানের জননী। কেমন করিয়া সে স্বামীর কথা নির্ব্বিবাদে স্বীকার করিয়া লইবে?

নীলাম্বরও কিছু কিছু যে বুঝিতে পারে না তা নয়। তাহার অবচেতন মনে যে দুর্জ্জয় শক্তির গোপন প্রলয় নাচন চলিয়াছে তাহা সম্যক্ বুঝিবার সামর্থ্য তাহার একটুও নাই।

নিজেকে দোষী বিবেচিত হওয়ায় নীলাম্বর কালিদাসীর দিকে পুনরায় স্থিরদৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল। এবং নিমেষেই এই রহস্যময়ী নারীর কাছে তাহার অন্তরের কদর্য্য ঔৎসুক্যের বিকৃত বীভৎসতা প্রকট হইয়া উঠিল।

প্রতিবাদ করিবার মত সাহস নীলাম্বরের নাই। তবুও সে নিজেকে উৎসাহিত করিয়া সাহসে ভর দিয়া বলিল: কিছু মনে ক'রনা, লক্ষ্মী। সবই ভগবানের হাত! বড় হ'য়ে এই শিশুই হয়তো আমাদের মস্ত বড় সহায় হবে।

কিন্তু তবুও কালিদাসী কোন কথা কহিল না। নীলাম্বর কালিদাসীর পরিচিত মুখের এবং চোখের গতিবিধি লক্ষ্য করিয়া বুঝিতে পারিল হয়তো সে তাহাকে কথাগুলি বলিয়া পুনরায় আঘাত করিয়াছে। যে সংস্কার লইয়া কালিদাসী জন্মগ্রহণ করিয়াছে তাহা সমূলে উচ্ছেদ করার ক্ষমতা তাহার নাই। দারিদ্র্যের কথা স্মরণ করাইয়া দিয়া অযথা তাহাকে অপ্রস্তুত করা ভাল কাজ হয় নাই।

কালিদাসী অন্তরের অব্যক্ত অনুভূতি প্রকাশ করিবার সহজ পথ খুঁজিয়া পাইতেছে না। তাহার দৃষ্টিশক্তির আয়তন স্বল্প পরিসর, কথাবার্ত্তা গুছাইয়া বলিবার দক্ষতা তাহার নাই এবং মনকে সে একাগ্রতার নাগপাশে বন্ধন করিতে পারে নাই। তবুও সে কি মনে করিয়া অন্তরের কথাগুলি বিচিত্র উপায়ে প্রকাশ করিল: তুমি দুঃখ করো না, বার বছর বয়সে আমার খোকাকে কিছুতেই তোমার কাজ শিখোতে দেবো না।

কালিদাসী নবজাত শিশুটির দিকে অপলক দৃষ্টিতে চাহিয়া থাকিয়া তাহার ভবিষ্যৎ জীবনের সুখ কল্পনায় অজ্ঞাতসারেই স্বপ্নের বৈচিত্র্য সৃষ্টি করিয়া চলিয়াছে। বড় হইলে সে খোকাকে তাহার স্বামীর কাজ কিছুতেই শিখিতে দিবে না। আগে খোকা স্কুলের পড়া শেষ করুক। তাহার পর বরাতে যাই থাকুক না কেন তাহাকে সে আরো লেখাপড়া শিখাইবে। ভিক্ষা করিতে হয় তাও স্বীকার। লেখাপড়া শেষ করিলে নিশ্চয় তাহার বড় রকমের চাকুরী হইবে।

বড় চাকুরী কাহাকে বলে ইহার স্পষ্ট ধারণা কালিদাসীর ছিল না। তবুও এত দুঃখের মধ্যে সে এই সব অবান্তর চিন্তা করিয়া পরম তৃপ্তি অনুভব করিত।

কল্পনায় কালিদাসী ইহার চাইতে বেশী কিছু আশা করিতে সাহস পায় না। সে এইটুকু বুঝিয়াছে, যে আবহাওয়া এবং আবেষ্টনের মধ্যে তাহারা জীবনের ভাঙ্গাচোরা জীর্ণ রথকে চালিত করিয়াছে তাহার পরিধি অল্প নয়। চেষ্টা করিয়া খোঁজ করিলে ভাল মন্দ উভয় অবস্থারই লোক অনেক মিলিতে পারে। সকলেরই অবস্থা যে তাহাদেরই মত এ কথা জোর করিয়া কে বলিবে? যাহাতে পুত্রের স্থান তাহাদের সমাজে সুপ্রতিষ্ঠিত হয় ইহার বেশী সে কামনা করে না।

নীলাম্বরের সঙ্গে তর্ক করিতে ইচ্ছা হয় না। কালিদাসী তাহাকে ভালো করিয়াই চেনে। কাজেই অতি সন্তর্পণে স্বামীকে একটি কথা বলিল: ছেলের জন্য দুর্ভাবনা ক'রে কোন লাভ নেই। ভগবানের দয়ায় আমরা ওকে লেখাপড়া শিখিয়ে মানুষ করতে পারবো।

কালিদাসীর অন্তরের সমস্ত কোমল বৃত্তিগুলি স্পষ্ট হইয়া ফুটিয়া উঠিল। স্বামীর উপর তাহার পূর্ণ দাবী আছে এই চিন্তা করিয়া সে নীলাম্বরের খস্‌খসে হাতখানি একপ্রকার জোর করিয়া শিশুটির মাথার কাছে টানিয়া আনিল।

কালিদাসী বলিল: দেখ, দেখ, চেয়ে দেখ খোকা আমার কী সুন্দরই না হয়েচে—বলিয়া সে ঘুমন্ত শিশুটির দিকে নামমাত্র চাহিয়াই স্বামীর দিকে দৃষ্টিনিবদ্ধ করিল।

নীলাম্বর কালিদাসীর অকপট সরলতার কথা চিন্তা করিয়া এ-সময় তাহার কথার কোন প্রতিবাদ করিল না। ছেলেটির দিকে চাহিয়া কী মনে হইতেই তাহার চোখ-মুখ আনন্দে চক্ চক্ করিয়া উঠিল।

কিন্তু সে ক্ষণিকের জন্য। পরমুহূর্ত্তে নীলাম্বর বিরক্ত হইয়া চিন্তা করিল এই তিন বৎসরের মধ্যে সে একটি সন্তানের জনক হইয়াছে। অনাগত ভবিষ্যতের অন্তরাল হইতে আর কতকগুলি শিশুর শুভাগমন হইবে তাহা কে বলিতে পারে? বড় না হওয়া পর্য্যন্ত কী করিয়া সে তাহাদিগকে মানুষ করিবে? তেমন অবস্থা বা পয়সা তো তাহার নাই। ইহার উপর, কালিদাসী কোন কথাই বুঝিতে চায়না।

মুহূর্ত্তে কী যেন ঘটিয়া গেল। নীলাম্বর নবজাত শিশুটিকে সস্নেহ চুম্বন করিয়াই বলিয়া উঠিল: ভগবানের দয়ায় যখন তার গৃহে নবীন অতিথির আবির্ভাব হয়েচে, সে বেঁচে থাকুক, বড় না হওয়া পর্য্যন্ত তার সকল অভাব-অভিযোগ যে-কোন উপায়ে পূরণ করতেই হবে। এটুকু সহ্যগুণ না থাকলে কী মানুষ সংসার-ধর্ম্ম করিতে পারে?

বীমা-প্রসঙ্গ

আনন্দবাজার পত্রিকা বনাম হিন্দুস্থান কো-অপারেটিভ্

গত ১২ই জ্যৈষ্ঠ রবিবার 'আনন্দবাজার'এর সম্পাদকীয় পৃষ্ঠায় "হিন্দুস্থান বীমা কোম্পানী" শীর্ষক সুদীর্ঘ আলোচনা প্রকাশিত হইয়াছে। —লেখক বাণিজ্য-সম্পাদক। আলোচনাটী পড়িয়া কিছুদিন পূর্ব্বে ধারাবাহিকরূপে প্রকাশিত বেঙ্গল ন্যাশানাল চেম্বার অব কমার্স সম্বন্ধে আলোচনারই ইহা জের বলিয়া মনে হয়।

আনন্দবাজার পত্রিকা বাংলার অন্যতম কংগ্রেসীদলের কাগজ; ইহার স্বত্বাধিকারী বা কর্ত্তৃপক্ষগণ বর্ত্তমান বাংলার রাজনীতি ক্ষেত্রে বিশেষ পরিচিত বলিয়াই আমরা জানি। বিপক্ষ কংগ্রেসীদল সম্পর্কে তাঁহাদের বিরুদ্ধ মত থাকা স্বাভাবিক এবং সেই বিরুদ্ধ মতকে সুকৌশলে প্রচার করিয়া জনমত গঠনের চেষ্টাও অসম্ভব নয়; কিন্তু "হিন্দুস্থান" সম্পর্কে আলোচনায় যে প্রকার মনোভাব প্রকাশ পাইয়াছে এবং ইতিপূর্ব্বে বেঙ্গল ন্যাশনাল চেম্বার সম্বন্ধে আলোচনাতেও আনন্দবাজারের যে মনোভাবের পরিচয় আমরা পাইয়াছি, তাহাতে হিন্দুস্থান সম্বন্ধে এই আলোচনা যে দেশপ্রীতিমূলক নহে, এ ধারণা করা অন্যায় নহে।

কেন না আনন্দবাজার তিন বৎসর যাবৎ হিন্দুস্থানের "গলদ" সম্বন্ধে অবগত থাকিয়াও হঠাৎ আজ কি কারণে "প্রকৃত তথ্য প্রকাশ করিয়া জনসাধারণকে ও হিন্দুস্থানের পরিচালকবর্গকে সতর্ক করিয়া দিবার" এবং হিন্দুস্থানের পরিচালকবর্গের নিকট হইতে প্রকৃত তথ্য না জানিয়া, তাঁহাদিগকে কোন অভিযোগ সম্বন্ধে যথাযথ সদুত্তর দিবার সুযোগ না দিয়া "সংবাদ পত্রে খোলাখুলিভাবে আলোচনা অনিবার্য্য" বলিয়া মনে করিলেন?

"জনসাধারণের প্রতি" আনন্দবাজারের "দায়িত্ব" ছাড়া বীমাকারী বা অংশীদার হিসাবে আনন্দবাজার কর্ত্তৃপক্ষের এই প্রকার ধ্বংসমূলক আলোচনা করিবার প্রয়োজন ছিল কিনা তাহা আমরা জানি না; কিন্তু দেশবাসীর স্বার্থ রক্ষা করিতে গিয়া সমগ্র বাংলা দেশের তথা ভারতের বহুসংখ্যক অধিবাসীর স্বার্থসংশ্লিষ্ট এই হিন্দুস্থানের বিরুদ্ধে এক তরফা ডিক্রী জারি করিবার চেষ্টাকে কোনমতেই সমর্থন করা যায় না।

চেম্বারের আলোচনা পড়িয়া আমাদের যেমন স্বতঃই মনে হইয়াছিল যে এই আলোচনা গৌণ, সভাপতি নলিনীরঞ্জনই, ব্যক্তি বা কোন একটি দলের আক্রমণের একমাত্র লক্ষ্য; তেমনি আলোচ্য প্রবন্ধ পাঠে আমরা আশঙ্কা করিতেছি যে "জনসাধারণের প্রতি দায়িত্ব" এখানে

("বাঙ্গালী দ্বারা প্রতিষ্ঠিত এবং পরিচালিত সুবৃহৎ প্রতিষ্ঠান"—
—আনন্দবাজার ১২ই জ্যৈষ্ঠ)

অজুহাত মাত্র, যে ব্যক্তিকে লইয়া হিন্দুস্থান আজ ভারতের অন্যতম সুবৃহৎ বীমা কোম্পানী বলিয়া সমাদৃত হইতেছে, এই বীমা সম্বন্ধে আলোচনাতে সেই ব্যক্তিটি-ই একমাত্র লক্ষ্য।

কিন্তু সে যাহা হউক এই আলোচনার মধ্যে একটা কোন গূঢ় উদ্দেশ্য যে আছে এবং সে উদ্দেশ্য যে দেশপ্রীতি বা ত্রুটি সংশোধনের সদিচ্ছা প্রণোদিত নহে, তাহা লেখার ভাবেই সুস্পষ্ট। দেশের প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে যে দরদ দেখাইবার চেষ্টা হইয়াছে তাহা ভাণ মাত্র, ইহা মনে করিবারও যথেষ্ট কারণ আছে। সে কারণগুলি সংক্ষেপে এই:—

(১) "অনেক পুস্তিকা ও চিঠিপত্র" পাইয়া থাকিলে, তন্মধ্যে আনীত অভিযোগ সম্পর্কে জবাবদিহি করিবার সুযোগ এ পর্য্যন্ত আনন্দবাজার 'হিন্দুস্থান'কে দেন নাই।

(২) আনীত অভিযোগ সম্পর্কে স্থির নিশ্চয় হইবার জন্য সাংবাদিক জগতে যে রীতি অনুসৃত হইয়া থাকে, আনন্দবাজার তাহারও ব্যতিক্রম করিয়াছেন।

(৩) কোম্পানী কর্ত্তৃক প্রকাশিত উদ্বৃত্ত পত্র (Balance Sheet) ও অন্যান্য প্রচার পুস্তিকা ছাড়া অপরের আনীত অভিযোগপূর্ণ প্রচার পুস্তিকা গ্রহণযোগ্য প্রমাণ (authoritative document) বলিয়া গৃহীত হইতে পারে না।

(৪) আনীত অভিযোগগুলির কোনও কোনটি সম্পূর্ণ স্বকপোল কল্পিত তাহা অনায়াসেই প্রমান করা যায়।

(৫) যে তিন বৎসর যাবৎ হিন্দুস্থানের "গলদ" সম্পর্কে অবগত আছেন বলিয়া আনন্দবাজার মন্তব্য করিয়াছেন, সেই সময়ের মধ্যেই আনন্দবাজারে একাধিকবার হিন্দুস্থানের কার্য্যকলাপ ও আর্থিক অবস্থা সম্বন্ধে উচ্চ প্রশংসাযুক্ত মন্তব্য প্রকাশিত হয় নাই কি?

আনন্দবাজার হিন্দুস্থানের "পলিসিগ্রাহক" বা অংশীদার নহেন—ব্যক্তিগত স্বার্থের কথাও এখানে উঠিতে পারে না। কাজেই সম্প্রতি, হঠাৎ বর্ত্তমান আলোচনার "অনিবার্য্য কারণ"টি কি হইল, সে সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ রহিয়াছে।

এইত গেল সাধারণ দিকের কথা। ইহা ছাড়া, একথাও বলা যায় যে জীবন-বীমা সম্পর্কে আলোচনার গুরুত্ব সাধারণ বিষয়ের আলোচনার অপেক্ষা অনেক বেশী। কেন না বিষয়টি "টেকনিক্যাল" বলিয়াই জটিল এবং সে সম্বন্ধে সব কাগজের সম্পাদকেরই যে পারদর্শিতা থাকিবে এমন কোন কথা নাই। এবং সেজন্য লজ্জিত হইবারও কোনও কারণ নাই। যে সকল সূত্র ধরিয়া জীবন-বীমা কোম্পানীর

ভালমন্দর বিচার করা হইয়া থাকে তাহা না জানার দরুনই যে আনন্দবাজারের বাণিজ্য সম্পাদক এই প্রকার আলোচনায় নিজেকে হাস্যাস্পদ করিয়াছেন, সে কথা ইনসিওরেন্স একচুয়ারী ছাড়াও, যাহারা বীমার কাজকর্ম হাতে কলমে করিতেছেন তাহারাও বলিতেছেন।

অর্থাৎ বীমা-বিজ্ঞানে পারদর্শী বীমা-ক্ষেত্রে সুবিদিত একচুয়ারী হিন্দুস্থানের হিসাব-নিকাশ ও মূল্য নিরূপণ (valuation) করিয়া যে মন্তব্য করিয়াছেন আনন্দবাজারের বাণিজ্য-সম্পাদকের মতে তাহা ভিত্তিহীন; ইহা অপেক্ষা হাস্যকর উক্তি আর কি হইতে পারে?

আনন্দবাজারের প্রথম অভিযোগ —

হিন্দুস্থানের মজুত তহবিল "নিরাপদ ভাবে খাটান হইতেছে না।" ইহাতে "মজুত তহবিলের একটা বড় অংশ অনাদায়ী থাকিয়া যাইবে এবং ফলে কোম্পানীর পক্ষে ভবিষ্যতে বীমাকারীদের প্রাপ্য টাকা পরিশোধ সাধ্যাতীত হইয়া দাঁড়াইতে পারে।"

ইহা অপেক্ষা অন্যায় ও বিদ্বেষমূলক ইঙ্গিত আর কিছু হইতে পারে না। হিন্দুস্থানের কার্য্যকাল ২৭ বৎসরের মধ্যে বীমার টাকা দিতে পারে নাই এমন একটি উদাহরণও আনন্দবাজার দিতে পারিবেন না। বাণিজ্য-সম্পাদকের নিজের মত কি? কিছুদিন পূর্ব্বে বাঙলা দেশের কোনও একটী মিউচুয়াল কোম্পানীর আর্থিক অবস্থা ও দাদন-নীতি সম্পর্কে অন্যায় মন্তব্য করার জন্য আনন্দবাজারকে পত্রে ত্রুটি স্বীকার ও দুঃখপ্রকাশ করিতে হইয়াছিল—এইরূপই আমরা শুনিয়াছি। কোনও একজন বিখ্যাত অডিটর মধ্যস্থ না হইলে আনন্দবাজারকে আদালতে দাঁড়াইতে হইত, একথা কি সত্য নহে? বাণিজ্য সম্পাদক 'হিন্দুস্থান'কে বলেন, বন্ধকী কারবারে টাকা না খাটাইয়া কোম্পানীর কাগজে টাকা খাটাও—নিরাপদে আর্থিক অবস্থা সুদৃঢ় হইবে। আবার যে কোম্পানীর শতকরা ৯০% কোম্পানী কাগজে লগ্নীকরিয়া থাকেন তাহাদের আর্থিক পরিচালনা খুবই শোচনীয় এই কথা লিখিয়া শেষে 'ঠেলায় পড়িয়া ঢেলায় সেলাম' করেন।

আনন্দবাজার যাহাই বলুন—হিন্দুস্থানের দাদন সম্বন্ধে **লণ্ডনের সুবিখ্যাত একচুয়ারী মিঃ ক্লিন্টন** বলিয়াছেন, "দাদনী টাকার একটা মোটা অংশ ভূসম্পত্তিতে বাড়ীঘরে বন্ধকীসূত্রে খাটানো হইতেছে। এই সম্পর্কে আমার অনুরোধ ক্রমে ডিরেক্টরগণ অভিজ্ঞ ভ্যালুয়ারদের দ্বারা সম্পত্তির মূল্য নিরূপণ করিয়াছেন এবং তাঁহাদের (ভ্যালুয়ারগণ) রিপোর্ট আমার কাছে দাখিল করিয়াছেন; অধিকন্তু কর্ম্মকর্ত্তৃপক্ষ অন্যান্য সর্ব্ববিধ দাদন সম্পর্কে সম্পূর্ণ রিপোর্ট আমাকে দিয়াছেন; বিস্তৃত বিবরণ উপস্থাপিত করিতে আমি তাহাদিগকে জানাইয়াছিলাম। এতদ্ব্যতীত যে যে স্থলে মূল টাকার সুদ অথবা আসল টাকার কিস্তি বাকী পড়িয়া আছে, সে বিষয়েরও যাবতীয় তথ্য আমাকে জানানো হইয়াছে। এই সকল তথ্যের উপর ভিত্তি করিয়া আমি কোম্পানীর মোট সংস্থানের পরীক্ষা নিরপেক্ষ ও কড়াকড়িভাবে করিয়াছি এবং তাহাতে এ বিশ্বাস আমার হইয়াছে যে, **কোম্পানী বীমাকারীগণের দাবী মিটাইতে সম্পূর্ণরূপে সমর্থ।**

আনন্দবাজার দ্বিতীয় অভিযোগ আনিয়াছেন—হিন্দুস্থানের ব্যয় বাহুল্য। তিনি "আশঙ্কা" করেন যে দাদন নীতি ও এই ব্যয়বাহুল্য জনিত 'গলদের' জন্য "ভবিষ্যতে হিন্দুস্থানের পলিসিগ্রাহকগণ নিয়মিত ভাবে বোনাস পাওয়া ত দূরে থাকুক, কোম্পানীর পক্ষে পলিসির টাকা দেওয়াই দুঃসাধ্য হইবে।"

ইহার উত্তরে বলা যায় যে প্রিমিয়ামের হার নির্দ্ধারিত করিবার সময়ই কোম্পানীর একচুয়ারী ব্যয়ের হার বাঁধিয়া দেন এবং সেই কোম্পানী সম্পর্কে উক্ত ব্যয়ের হার সম্পূর্ণ বীমা-বিজ্ঞান সম্মত বলিয়া ধরা হইয়া থাকে। সাধারণতঃ প্রথম বৎসরের চাঁদার আয়ের সমস্তই ব্যয় করিতে পারা যায়, হিন্দুস্থান সেস্থলে শতকরা ৯০% খরচ করিতেছে এবং দ্বিতীয় বৎসরের চাঁদার আয় হইতে তাহার ব্যয় হইয়া থাকে শতকরা ১৫৲ টাকা। কাজেই প্রতি বৎসর নূতন কাজ সংগ্রহে আপাত ভাবে যে ব্যয়ের হার বেশী মনে হয়, নূতন (New) ও পুরাতন (Renewal) বীমার পরিমাণ ও তাহার সাফল্য ব্যয়ের হার সম্বন্ধে বিচার করিলে বাণিজ্য সম্পাদকের আশঙ্কা অমূলক বলিয়া প্রতিপন্ন হইবে। অনুরূপ প্রতিষ্ঠানের আয় ব্যয়ের হিসাব গভর্ণমেন্ট ব্লু বুকে আছে—তাহা হইতে তুলনা মূলক আলোচনা করিলে আমাদের এ কথার তাৎপর্য্য অনায়াসেই বুঝা যাইবে।

আনন্দবাজারের তৃতীয় অভিযোগ—

হিন্দুস্থানের "ভ্যালুয়েশন পদ্ধতি" দেখিয়া বাণিজ্য সম্পাদক 'হিন্দুস্থান'এর পরিচালকবর্গের লভ্যাংশ সম্বন্ধে চুক্তিভঙ্গের আশঙ্কা করিতেছেন।

বীমা সংক্রান্ত ব্যাপারে বীমা-বিজ্ঞানে পারদর্শী, একচুয়ারীগণের মতের প্রাধান্য আছে—সংশয়-সঙ্কুল প্রশ্নে তাঁহাদের সিদ্ধান্তই সর্ব্বজনগ্রাহ্য কিন্তু আনন্দবাজারের বাণিজ্য-সম্পাদক—খ্যাতনামা অভিজ্ঞ একচুয়ারীর মতের প্রতি অসম্মান প্রকাশ করিয়া নিজেকেই অসম্মানিত করিয়াছেন। লভ্যাংশ দিবার প্রতিশ্রুতি ভঙ্গের আশঙ্কায় বাণিজ্য সম্পাদক বিচলিত হইতে পারেন—কারণ বিচলিত না হইয়া তাঁহার উপায় নাই কিন্তু অঙ্কশাস্ত্র কাহারো তাঁবেদারী করে না এবং সে হিসাবে গড়মিল হইবার উপায় নাই—১৯৩২ সালের সেই হিসাব নিকাশের শেষে খ্যাতনামা একচুয়ারী—লুইসই, ক্লিনটন বলিয়াছেন—

হিসাব পরীক্ষার (Valuation) ফল উৎকৃষ্টই হইয়াছে। পরবর্ত্তী ভ্যালুয়েশনে নিট প্রিমিয়ামের (Net Premium) উপর হিসাব করিবার পক্ষে যে অতিরিক্ত মজুত তহবিলের দরকার, তাহার শতকরা ৭০ ভাগের বন্দোবস্ত রাখিয়াও সোসাইটি ইহার বোনাসের হার বর্দ্ধিত করিতে এবং বীমাসর্ত্তগুলি সুবিধাজনক করিতে সমর্থ হইয়াছেন। এই অবস্থায় এইরূপ স্থির করা হইয়াছে যে, আগামী পঞ্চবার্ষিকী পরীক্ষার মধ্যে মৃত্যুজনিত বা মেয়াদকাল পূর্ণ হওয়ায় যে

সকল পলিসির দাবী উপস্থিত হইবে, সেই সকল দাবীও পূর্ণহারে বোনাস দিয়া মিটাইয়া দেওয়া হইবে। সাধারণ বোনাসের যে সকল সর্ত্ত আছে, পরবর্ত্তী পঞ্চবার্ষিকী হিসাব নিকাশ কালের মধ্যেই যে সকল পলিসির টাকা দেয় হইবে, তাহাদের বোনাস সম্পর্কেও সেই সকল সর্ত্ত খাটিবে।"

কিন্তু বলিলে কি হয়—ব্যক্তিবিদ্বেষ যেখানে মানুষকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে সেখানে যুক্তি বা বিচার বুদ্ধির স্থান কোথায়?

বাণিজ্য সম্পাদক চতুর্থ অভিযোগ আনিয়াছেন যে "নূতন কাজ সংগ্রহের আতিশয্যে" হিন্দুস্থান "এমন সব বীমা গ্রহণ করিতেছেন যে, প্রত্যেক বৎসরের নূতন কাজের একটা মোটা অংশ বাতিল হইয়া গিয়া কোম্পানীর ক্ষতি হইতেছে।"

কোন্ প্রমাণের বলে যে বাণিজ্য-সম্পাদক এই মন্তব্য প্রকাশ করিলেন, তাহা বুঝা যায় না। কারণ ১৯৩০ সালের "গভর্ণমেণ্ট ব্লু বুকে" যে বিবরণ আছে তাহাতে দেখা যায় যে হিন্দুস্থানের বাতিল বীমার পরিমাণ শতকরা ৫%। অনুরূপ বয়সের ও সঙ্গতিসম্পন্ন কোম্পানীর বাতিল বীমার পরিমাণ সম্পর্কে তুলনা করিলে এই পরিমাণ খুবই সন্তোষজনক। ১৯৩০ সালের পর হইতে এ পর্য্যন্ত হিন্দুস্থানের বাতিল বীমার পরিমাণ এক প্রকারই আছে। তাহা কোনও দিনই অভাবনীয় বা শঙ্কাজনক হয় নাই—এ কথা আমরা বিশ্বস্তসূত্রে অবগত হইয়াছি।

হিন্দুস্থান সম্পর্কে এতখানি দরদ দেখাইয়া আনন্দবাজার যে ভাবে ইহার অন্যায় সমালোচনা করিয়াছেন তাহা "জাতীয়" পত্রিকার আদর্শের পরিপন্থী নহে কি?

"হিন্দুস্থান"এর বীমা তহবিল সম্পর্কে একচুয়ারী বলিয়াছেন—বীমা তহবিলের অসামান্য উন্নতির জন্য সোসাইটিকে অভিনন্দিত করিতেছি। সোসাইটির আর্থিক অবস্থার বিষয় আমি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অনুসন্ধান করিয়া ইহার উন্নতিতে বিশেষ সন্তোষলাভ করিলাম। এইরূপ প্রতিষ্ঠানের সহিত সংশ্লিষ্ট থাকা শ্লাঘার বিষয়।

"হিন্দুস্থানের সহস্র সহস্র বীমাকারী ও তাহাদের উপর নির্ভরশীল ব্যক্তিগণের স্বার্থের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া এবং হিন্দুস্থানের ভবিষ্যত উন্নতি মাত্র লক্ষ্য করিয়া" হিন্দুস্থানের বীমাকারীর তহবিল লইয়া একটু ত্রাসের সৃষ্টি করিয়া আনন্দবাজার "দেশে প্রবল জনমত" গঠন করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন—কিন্তু কয়েক মাস ধরিয়া যাঁহারা আনন্দবাজারের সংবাদ সরবরাহের নূতনত্ব লক্ষ্য করিয়া আসিয়াছেন—তাঁহারাই ইহা সহজে বুঝিতে পারিবেন যে—"চেম্বার", "হিন্দুস্থান"—এসব উপলক্ষ মাত্র—ব্যক্তিবিশেষকে লইয়াই আনন্দবাজারের গাত্রদাহ। ব্যক্তিবিদ্বেষ, আজ এমনি করিয়া আনন্দবাজারের মত জাতীয়তাবাদী পত্রিকাকেও পাইয়া বসিল। একচুয়ারী হিন্দুস্থানের আর্থিক অবস্থা, পরিচালন পদ্ধতি দাদন-নীতি ও লগ্নী ইত্যাদি ব্যাপার পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিচার করিয়া মতামত প্রকাশ করিয়াছেন, তবুও আনন্দবাজারের নিকট তাহা নির্ভরযোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইল না। মাত্র বাহিরের অভিযোগ ও সন্দেহজনক উপাদানের উপর নির্ভর করিয়া—বাঙ্গালী জাতির সর্ব্বোত্তম আর্থিক প্রতিষ্ঠানকে আক্রমণ করিতে দ্বিধা বোধ করিলেন না।

স্বদেশী স্বজনের খ্যাতি প্রতিপত্তি ও অভ্যুত্থানে যাহাদের আক্রোশ আজ এমনি ভয়াবহ হইয়া উঠিতে পারে, তাহাদের কাছে যে জাতীয় প্রতিষ্ঠানের বৃহত্তর কল্যাণ এমনি অন্যায় ভাবে অবজ্ঞাত হইবে ইহাতে আর আশ্চর্য্য হইবার কি আছে?

কিন্তু এতদিন পরে 'হিন্দুস্থান'কে 'গলদমুক্ত' করিবার জন্য আনন্দবাজারের এই উদগ্র উৎসাহের কারণ কি, তাহা একবার দেশবাসী ভাবিয়া দেখিবেন কি?

শতনরী

—শ্রীগিরিজাকুমার বসু

শ্রীকরুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত। (বাগচী এণ্ড সন্স: সাধারণ সংস্করণ, ২॥০ ও রাজ সংস্করণ তিন টাকা।)

করুণানিধান আমার সাহিত্য ও কলেজ-সতীর্থ—বাংলার কাব্যসাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ স্রষ্টা। অসীম পরিতাপের বিষয় করুণানিধানের কাব্য আজকালকার অনেকে অবহিত হ'য়ে পাঠ করেন নি। আর একজনেরও করেন নি। তিনি হ'চ্ছেন আমার অগ্রজ-প্রতিম সাহিত্য-সতীর্থ শ্রীযতীন্দ্রমোহন বাগচি। অথচ এঁদের কাব্য ভালো ক'রে না প'ড়লে, বাংলা কবিতা পড়ার গর্ব্ব কেউ ক'রতে পারেন না। যতীন্দ্রমোহনের কবিতা আপাততঃ আমার আলোচনার বিষয় নয়, সুযোগ পেলে পরে তা ক'রবো—এখন আমি করুণানিধানের কাব্য সম্বন্ধে বলছি। বাংলা সাহিত্যের দুর্ভাগ্য যাঁরা লিখ্‌তে পারেন, নানা কারণে তাঁরা লিখ্‌তে চান্ না, যাঁরা পারেন না, তাঁদের লেখনীর খোঁচায় বঙ্গবাণী আহত হন। শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ চৌধুরী ব'লে আমি সম্প্রতি একজন বন্ধুর রচনা-শক্তির কথা জানলুম, আজ পর্য্যন্ত একটি লেখাও তিনি কিন্তু ছাপ্‌তে চান না।

"শতনরী"—করুণানিধানের কাব্যের চয়নিকা। বিচিত্র, সুন্দর সরস। তাঁর "ঝরা ফুলের" ভূমিকায় স্বর্গীয় সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুর দেখিয়েছিলেন যে কবির সূক্ষ্মদৃষ্টিকে কিছুই এড়িয়ে যেতে পারে না, তাই কবি বলেছেন:—

"কাণের পিঠে তিলটি তোমার
এড়ায়নি এই মুগ্ধ চোখ"।

তারপর পল্লী-জীবন বর্ণনায় তাঁর সূক্ষ্ম দৃষ্টিরও উল্লেখ হ'য়েছে :—

"কাঠবিড়ালী বেড়ায় ছুটে
রান্নাঘরের চালে
জিহ্বা মেলে ধুঁক্‌চে 'ভুলো'
সাম্‌নে ঢেঁকিশালে।
গাছভরা ওই পেয়ারা-ফুলে
মৌমাছিরা প'ড়ছে ঢুলে
র'য়ে র'য়ে দোয়েল ডাকে
বাব্‌লা গাছের ডালে।

*

কামার-শালে ব'সব গিয়ে
রৌদ্র এলে পড়ি'
কয়লাগুলো রাঙিয়ে দিয়ে
টান্‌ব যাঁতার দড়ি ;
ঝুলের কাছে জ'ম্‌বে ধোঁয়া
কাঁপিয়ে 'নেয়াই' পিট্‌ব লোহা
ছিটিয়ে দেব আগুন-যূঁই
আলোর ছড়াছড়ি।"

প্রেমিকার মুখ দিয়ে কবি বলিয়েছেন :—

"এলিয়ে দিতে টেক্কা খোঁপা
রঙ্গভরা হাতে
পণ করিতাম আস্‌ব না আর
তোমার ত্রিসীমাতে।"

সে কথাও স্মরণ আছে। প্রেমিকাকে কবি উল্টে ব'লেছেন :—

"আজি বর্ষণ শেষে 'শোণের' মতন
ভরা যৌবন তুহার,
ছোটে, কাণায় কাণায় রূপের তুফান
পদ্মরাগের জুয়ার।
মানায় কি আজ শঙ্কা-সরম
নয়ন-ইন্দীবরে,
লোলুপ আজ্‌কে অধর-ভৃঙ্গ
গন্ধ-মধুর তরে।

*

হের, দীপ্ত-প্রবাল পলাশ-বনটি
মাঠের প্রান্তে আঁকা,
আবীর-বর্ণ রবির বিম্ব
মেঘ-চুম্বন-মাখা।
এমন মঞ্জু বসন্ত সাঁঝ,
ঝিল্লির কল গুঞ্জন—
মিছে আজ এই মৌখিক লাজ—
লজ্জার অনুরঞ্জন।"

প্রেমিকা আস্‌বোনা পণ করলেই যে আসা বন্ধ হ'তে পারে না এর চেয়ে আর সত্যি কথা নেই, প্রেমিকের কাছে বিশেষ আবহাওয়ায় দু'জনে একলাটি থাক্‌বার সময়, লজ্জার স্থান নেই এও অনুরূপ সত্য। যে ভালোবাসার চেয়ে শপথকে বড়ো করতে চায়, সে ভালোবাস্‌তে জানেনা, ভালোবাসেনি কখনো কাউকে। প্রেমের ক্ষেত্রে এসে জীবনের অনেক বড়ো বড়ো শপথ চুরমার হ'য়ে ভেঙে গেছে সৃষ্টির আদি থেকে আজ পর্য্যন্ত। নিঃশেষে আপনাকে প্রেমাস্পদের কাছে সব দিক দিয়ে সম্পূর্ণ বিলিয়ে দিতে যে না পারে, প্রেমের কথা তার মুখে সাজে না—পূর্ণ আত্মবিসর্জ্জনের জন্যে যে লক্ষকোটি কঠিন শপথকে লক্ষ কোটিবার না ভাঙে, সে করে প্রেমের অমর্য্যাদা, প্রেমাস্পদকে আহত, তার মর্য্যাদার হানি। প্রেমের স্রোতে যে শপথই হোক্, লজ্জাই হোক্ আর সঙ্কোচই হোক্—সব কিছুকে ভাসিয়ে দিতে না পারে, প্রেমাস্পদের মনের ব্যথাকে অগ্রাহ্য ক'রে যে তার পণকে আঁকড়ে থাক্‌তে চায়, প্রেমের কথা উচ্চারণ করলে বিধাতা যেন তার মুখ বন্ধ করে দেন, নানা ভঙ্গীতে, ভালোবাসা প্রকাশ করতে গেলে যেন তিনি তাকে আড়ষ্ট ক'রে দেন! যে সত্যি ভালোবাসে তার মন তাকে শপথ রাখতে দেবে কেন, কোন কিছু চেপে রাখতে দেবে কেন? যে বলে মন চাইছে, কঠিন শপথ বাধা দিচ্ছে, সে পাহাড় মিথ্যাবাদী, এ দুটোর একটা অবশ্য মিথ্যা। করুণানিধান ব'লছেন:—

"এতদিন ধরি বলি বলি করি'
যে কামনা বুকে রয়েছে গুমরি'
আজি সমাদরে অধরে অধরে
তাহা কি জানাতে পারি ?
জাগাতে পারি কি মৃদু গুঞ্জন—
চারু চুম্বন সুধা ভুঞ্জন !
হে বঁধু, আজি এ মধুর বাদলে
মন সামালিতে নারি।
আজি এ আঁধার আর্দ্র বাসরে
যে জনা যাহারে ভালবাসে ওরে,
সে তাহারে দিক্ আশার অধিক
অমর সোহাগ সুধা,
বুকের নিকটে নিক্ তারে টেনে,
চুম্বন দিক্ কোলে তুলে এনে,
চির জনমের প্রিয়জন জেনে
মিটাক্ প্রাণের ক্ষুধা" !

প্রেমিক কবি যেখানে ভক্তের আসন নিয়েছেন, সেখানেও তাঁর ভাব-ভাষার ইন্দ্রজাল, অন্তরকে বিমুগ্ধ ক'রেছে। "হরিদ্বারের" কি চিত্ত বিমোহিনী ছবি

দিগম্বরের জটাজাল হ'তে
গিরিকন্দর বর্ত্মে,
দুরিতহারিণী সুরধুনী হেথা
অবতরিছেন মর্ত্ত্যে;
দেবের করুণা ঝরে বসুধায়,
ধায় তরঙ্গে ত্রিবেনী-ধারায়
ঐরাবতের মত্ত দর্প
চূর্ণি সলিলাবর্ত্তে।

*

ওই 'সতীঘাট' প্রতিধ্বনিছে
ব্যোম বিদারণ শব্দ
গরজে গভীর শোকের বিষাণ,
ঈশান হৃদয় শুব্ধ।
অপমান-শেলে বিক্ষত প্রাণ,
দাক্ষায়নীর অভিশাপ বাণ
ভেদিয়াছে হোথা বেদীর পাষাণ
নিনাদি' অতীত অব্দ" ।

আত্মহারা হ'য়ে 'বৃন্দাবনে' কবিতায় পড়ি:—

"লোকলজ্জা কুলমান বিসর্জ্জিয়া রাই উন্মাদিনী
হে গোবিন্দ, তুয়া লাগি' ঘরে পরে
কলঙ্কভাগিনী—
হে রাস-বিহারী হরি, অনুরাগে করিতে চুম্বন
রূপে-ধরা-আলো-করা কিশোরীর চারু-
চন্দ্রানন।

*

অন্ধকার কারা গর্ভে, প্রহ্লাদের হাতের শিকল
খুলে দিতে এসেছিলে, হে প্রসন্ন ভকত-বৎসল;
ধন্য হ'ল লৌহ-বেড়ি লভি' তব কর-পরশন—
শরণাগতের ডাকে ট'লেছিল তব সিংহাসন।

*

আজি মধু-বৃন্দাবনে, পুলকিত কদম্ব-কাননে,
মৃদঙ্গ-মন্দিরা-রবে বন্দিলাম নীরদ-বরণে
শ্রীদাম সুদাম সনে ননীচোরা নন্দের দুলাল
মেখেছেন এই ধুলা, জানে ওই মাধবী-
তমাল।"

না, এমন ক'রে উচ্ছ্বসিত হ'লে চ'লবে না—সারা বইটাই তুলে দিতে হবে। তাই বন্ধু করুণানিধানকে অন্তরের অভিনন্দন জানিয়ে তাঁরই ভাষায় বাণী-বন্দনা ক'রে ক্ষান্ত হ'লুম—

"তব আরতির পূজা-উপচার
সাজায়ে আজি,
অঞ্জলি ভরি' এনেছি জননি
কুসুম-রাজি;
জ্যোৎস্না-রেণুর ঝিকিমিকি রচি'
আঁচল-ভাঁজে
দাঁড়াও আসিয়া আমার মানস—
সরসী-মাঝে।

*

কল্পে কল্পে তব করুণার
কণিকা লভি'
ধন্য হ'য়েছে কত অভাজন
ভক্ত কবি;
বিচিত্র বাণী ক'রেছে রচনা
অমৃতে ভরি'
অক্ষয় যশোময়ূখ-মুকুট
গিয়েছে পরি।

*

এস মা তুষার-কুন্দ-ভূষণা
হে বীণাপাণি
প্রসীদ, বরদে, পরসাদ-রেণু
দাও মা বাণি!"

—অভিমন্যু

[আগামী শনিবার হইতে যে সব বিদেশী ছবি কলিকাতায় মুক্তিলাভ করিবে তাহাদের অগ্রিম সংক্ষিপ্ত পরিচয়। সুতরাং কোনো বিদেশী ছবি দেখিতে যাইবার পূর্ব্বে আমাদের চিত্র-পরিচিতি স্তম্ভটি পড়িয়া গেলে, চিত্রপ্রিয়রা লাভবান হইবেন। দীঃ সঃ]

মিসিসিপি
(Mississippi)

এম্পায়ারে দেখানো হইবে, শ্রেষ্ঠাংশে বিং ক্রসবি, ডবলু, সি, ফিল্ডস, জোন বেনেট প্রভৃতি। প্যারামাউণ্টের ছবি, পরিচালনা করিয়াছেন এডওয়ার্ড এ, সাদারল্যাণ্ড।

জেনারেল রামফোর্ডের মেয়ে এলভিরাকে সুগায়ক গ্রেসন খুব ভালবাসিত। কিন্তু জেনারেলের ইচ্ছা যে এলভিরার বিবাহ হয় মেজর প্যাটারসনের সঙ্গে। যোগ্য ব্যক্তির নির্ব্বাচনের জন্য গ্রেসনের সঙ্গে প্যাটারসনের দ্বৈত-যুদ্ধের প্রস্তাব হয়, কিন্তু গ্রেসন সে প্রস্তাবে অসম্মত হইয়া একটি ভ্রাম্যমান প্রদর্শনীতে যোগদান করে। তাহার খ্যাতি অল্প দিনেই সুবিস্তৃত হইল। এদিকে এলভিরার বোন লুসি গ্রেসনকে খুব ভালবাসিত। একদিন সেই প্রদর্শনীতে লুসী গ্রেসনকে দেখিল, গ্রেসনও লুসীকে দেখিতে পাইল। লুসীকে গ্রেসন বাস্তবিকই ভালবাসিয়াছিল কিন্তু তাহার পিতার কথা মনে পড়ায় তাহার মনের আশা অঙ্কুরেই বিনাশ করিতে হইল।

একদিন গ্রেসন শুনিল যে লুসীর পিতা তাহাকে অন্য আর একজনকে বিবাহ করিতে পীড়াপীড়ি করিতেছে। কিন্তু সে তাহাকে ভালবাসে না। তখন সে জেনারেলের নিকট গিয়া তাহার প্রতিদ্বন্দী ও মেজর প্যাটারসনকে দ্বৈত যুদ্ধে আহ্বান করিয়া যুদ্ধে হারাইয়া দিয়া লুসীকে লাভ করিল।

'গ্রেসনে'র ভূমিকায় বিং ক্রসবির অভিনয় খুব উপভোগ্য হইয়াছে। তাহা ছাড়া ডবলু, সি, ফিল্ডসের 'জ্যাকসন' (প্রদর্শনীর সত্বাধিকারী) ও 'লুসী'র ভূমিকায় জোন বেনেটও সু-অভিনয় করিয়াছেন। অন্যান্য ভূমিকাগুলিও মন্দ নয়।

ওয়েষ্ট পয়েণ্ট অফ দি এয়ার
(West Point of the Air)

গ্লোবে দেখানো হইবে, শ্রেষ্ঠাংশে ওয়ালেস বীয়ারী, রবার্ট ইয়ং, মরীন ও সালিভান, লুইস ষ্টোন, জেমস গ্লীসন প্রভৃতি। মেট্রোর ছবি, পরিচালনা করিয়াছেন রিচার্ড রসন।

আমেরিকার বিমান পোত বিভাগের কর্ম্মচারী মাইক তাহার ছেলেকেও বিমান পোত চালনা শিখাইতে লইয়া আসিল।

"The Thirteenth Guest"
চিত্রের একটি দৃশ্য।

সেখানে সে ফুটবল খেলায় প্রসিদ্ধি লাভ করিল। একটু নাম করায় সে ধরাকে সরা জ্ঞান করিতে লাগিল। মাইকও তাহার উপর চটিয়া গেল, এমন কি ক্যাপ্টেন কার্টারের মেয়ে স্লিপও তাহার প্রতি বিরূপ হইল। ওয়েষ্ট পয়েণ্ট হইতে ভাল ভাবে পাশ করিয়া ছোট মাইক টেকসাস সহরে আসিল, সেখানে আসিয়া ডেয়ার মারস্যাল নামক এক অসৎ স্ত্রীলোকের সঙ্গে ভাব জমাইল। ইহাতে মাইক তাহাকে এমন প্রহার দিল যে তাহাতে তাহার চাকরী গেল।

কিন্তু বড় মাইক আবার একটি বিমান যুদ্ধের সময় ফিরিয়া আসিল। তখন ছোট মাইক মৃত্যুর মুখ হইতে পিতাকে বাঁচাইল। পরে মধুরেণ সমাপয়েৎ। স্লিপও আবার ছোট মাইকের প্রতি সদয় হইল।

ওয়ালেস বীয়ারীর 'বড় মাইক' ও রবার্ট ইয়ং-এর 'ছোট মাইক' খুব সুন্দর হইয়াছে। ছবির আলোক-চিত্রকর ও অন্যান্য শূন্যে ক্রীড়া প্রদর্শনকারী অসমসাহসিক খেলোয়ারদের প্রশংসা করিতেছি।

রেড মর্ণিং
(Red Morning)

আর-কে-ও এলফিনষ্টোনে দেখানো হইবে, শ্রেষ্ঠাংশে ষ্টেফি ডুনা, রেজিস টুমী, মিচেল লুইস, রেমণ্ড হ্যাটন প্রভৃতি। আর-কে ও রেডিওর ছবি, পরিচালনা করিয়াছেন ওয়ালেস ফক্স।

কারা ছিল একটি পোর্টুগীজ জাহাজের ক্যাপ্টেন পারাজার মেয়ে। জন হেষ্টিংস নামক এক বীমার দালাল তাহাকে ভালবাসিত এবং বিবাহ করিতে চাহিয়াছিল। কিন্তু কারাকে তাহার পিতার সহিত জাহাজে জাহাজে ঘুরিয়া বেড়াইতে হইত, সেইজন্য বিবাহ এতদিন স্থগিত ছিল। কারার এইরূপ জীবন যাপন দুঃসহ হইয়া উঠিল, এবং জনের নিকট প্রতিজ্ঞা করিল যে এইবার ফিরিয়া আসিয়াই তাহাকে বিবাহ করিবে। কারার শেষবার সমুদ্র যাত্রার সময় হকার নামক একটি জাহাজের কর্ম্মচারী বড়ই গোলমাল বাধাইল। হকার এবং আর দু'জন লোক জাহাজে অনেক মাল বোঝাই করিল এবং সেগুলি খুব মোটা রকমের ইন্সিওর করিয়া রাখিল। তাহাদের ইচ্ছা যে জাহাজটিকে কোন রকমে ডুবাইয়া দিলে ইন্সিওরেন্সের টাকা পাওয়া যাইবে। কারা সে জাহাজ-ডুবিতে রক্ষা পাইল এবং শেষে জনকে বিবাহ করিল।

ষ্টেফি ডুনা—"(La Cucaracha"র নায়িকা) কারার ভূমিকাটির চমৎকার রূপ দিয়াছেন। তাহা ছাড়া রেজিস টুমীর 'জন' ও মিচেল লুইসের 'পারাজা' ও সকলকে আনন্দ দিয়াছে।

দি হোয়াইট প্যারেড
(The White Parade)

প্লাজায় দেখানো হইবে, শ্রেষ্ঠাংশে লরেটা ইয়ং, জন বোলস, ডরোথী উইলসন, মিউরিয়েল কার্কল্যাণ্ড প্রভৃতি। প্যারামাউণ্টের ছবি, পরিচালনা করিয়াছেন আরভিং কামিংস।

জুন আর্ডেণ ও জিটা স্কোফিল্ড— দুইজনেই ছিল মিচেল রীড হাঁসপাতালের
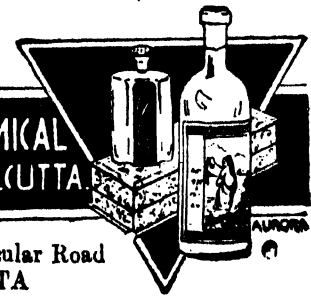
নার্স। তাহাদের মধ্যে বন্ধুত্ব ছিল অগাধ। সেইজন্য একই ঘরে দু'জনে থাকিত। জিটা একজনকে ভালবাসিত, তাহাকে ছাড়িয়া আসায় সে বড়ই মন-মরা হইয়া থাকিত। তাহাকে প্রফুল্ল করিতে জুনও প্রসিদ্ধ পোলো খেলোয়ার রণি হলকে ভালবাসিবার ভান করিল। জুন প্রথমটা ভালবাসার ভাণ করিয়াছিল, কিন্তু পরে সত্য সত্যই ভালবাসিল। রণিও প্রথম সাক্ষাতে তাহার প্রতি আকৃষ্ট হইল এবং এই নার্সের কাজ ছাড়িয়া দিয়া তাহাকে বিবাহ করিতে অনুরোধ করিল। জুন পড়িল মহা মুস্কিলে। একদিকে রণির প্রতি অকৃত্রিম ভালবাসা, অপর দিকে আহতদের সেবা করিবার অদম্য ইচ্ছা তাহার অন্তরকে তোলপাড় করিতে লাগিল। তাহার পরের ঘটনা পর্দ্দায় দেখাই সব চেয়ে ভাল।

জন বোলস 'রণির' ভূমিকায় সু-অভিনয় করিয়াছেন বটে, কিন্তু 'জুনে'র ভূমিকায় লরেটা ইয়ং-ই আসর মাৎ করিয়াছেন। অন্যান্য ভূমিকাগুলিও সু-অভিনীত হইয়াছে।

দি থারটিন্থ গেষ্ট
(The Thirteenth Guest)

রিগ্যালে দেখানো হইবে, শ্রেষ্ঠাংশে জিঞ্জার রোজার্স, লাইল ট্যালবট, জে, ফ্যারেল ম্যাকডোনাল্ড, জেমস গ্রাসন প্রভৃতি। মনোগ্রামের ছবি, পরিচালনা করিয়াছেন, অ্যালবার্ট রে।

তের বৎসর পূর্ব্বে মরগ্যান ম্যানসানে একটি ডিনারে বাড়ীর কর্ত্তা, নিজের উইল পড়ার পরই হঠাৎ মৃত্যুমুখে পতিত হন। তারপর আর সে বাড়ীতে কেহই প্রবেশ করিত না, একদিন সেখানে দেখা গেল একটি অপরিচিত লোককে মৃত অবস্থায়। তারপর সেখানে আরও দুটি লোককে নিহত অবস্থায় দেখা গেল। শেষে পুলিসের লোক আসিয়া এই সমস্যার সমাধান করিল। নায়িকাকে শেষ মুহূর্ত্তে উদ্ধার করা হইল এক কৃষ্ণবস্ত্র-পরিহিত লোকের হাত হইতে—সেই ছিল যত অনিষ্টের মূল।

ছবিখানি খুবই উত্তেজনাপূর্ণ। যাঁহারা উত্তেজনাপূর্ণ ছবি দেখিতে ভালবাসেন, তাঁহাদের ছবিখানি খুব ভাল লাগিবে বলিয়াই আমাদের মনে হয়।

দিনের শেষে

—কুমারী পূর্ণিমা সান্যাল

দিনের আলো ম্লান হয়ে যায়
আঁধার যখন আসে
একলা সে যে লুকিয়ে এসে
বসে আমার পাশে।
সারাদিনের যত কথা
প্রাণের মাঝে যত ব্যথা
সকল তারে জানাই তখন
আবেগ ভরা ভাষে,
সকল দুঃখ নেয় সে হ'রে
একটু খানি হেসে
নিতুই সাঁঝে দেয় সে দেখা
পরাণ প্রিয় বেশে।

সাপ্তাহিকা

বিহার প্রাদেশিক মহিলা সমিতির উদ্যোগে আসছে ৮ই জুলাই সারা বিহারে "পর্দ্দা বিরোধী" দিবস প্রতিপালিত হবে। বঙ্গ সে ভবে কই ?

*

ক'ল্‌কাতার গভর্ণমেণ্ট স্কুল অফ আর্টসের অধ্যক্ষ যশস্বী চিত্রকলাকুশলী শ্রীযুক্ত মুকুল দে ইংলণ্ডের রয়্যাল সোসায়েটি অফ্ আর্টসের সভ্য মনোনীত হ'য়েছেন। মুকুল ভরিয়া উঠুক্ মধুতে।

*

আস্‌ছে ৯ই জুন বরানগরে নিখিলবঙ্গ আবৃত্তি প্রতিযোগিতার অনুষ্ঠান দিবস। নেতৃত্ব ক'রবেন শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। বিচারক হয়েছেন—শ্রীশৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় শ্রীহেমেন্দ্র কুমার রায় ও শ্রীগিরিজা কুমার বসু। বেলা তিনটায় কার্য্যারম্ভ হবে। কর্ম্মন্যেবাধিকারস্তে।

*

ভূমিকম্পে সম্প্রতি সমগ্র কোয়েটা শহর বিধ্বস্ত হ'য়েছে—প্রায় তিরিশ হাজার লোক তার ফলে মারা গেছে। জয় পরাজয়, উত্থান ক্ষয়—তব পদে লুণ্ঠিত।

*

প্রাচীন সাহিত্যসেবী শ্রীযুক্ত শরৎ কুমার রায় ৫৬-বচ্ছর বয়েসে গেল রবিবার মারা গেছেন। তিনি 'সন্ধ্যা' সম্পাদনায় উপাধ্যায় ব্রহ্ম বান্ধবের সহকারী ছিলেন, শান্তিনিকেতনে অধ্যাপনা ক'রেছিলেন, সঞ্জীবনী পরিচালনে কৃষ্ণবাবুর সহযোগিতা করেছিলেন। "বুদ্ধের জীবন ও বানী," "ভারতীয় সাধক," "শিবাজী ও মারাঠা জাতি," "শিখগুরু ও শিখজাতি" প্রভৃতি তাঁর রচিত গ্রন্থাবলী সাহিত্যিকদের কাছে সু-পরিচিত। তিনি মৃত্যুদিন পর্য্যন্ত কুমার ছিলেন। দিব্যলোকে বাণী-চরণে তাঁর আশ্রয় হোক।

*

গেল সোমবার আনন্দ-মেলার সভাপতি মাননীয় বিচারপতি সার মন্মথ নাথ মুখোপাধ্যায়ের ভবনে মেলার কার্য্য নির্ব্বাহক সমিতির অধিবেশনে সর্ব্বসম্মতিক্রমে শ্রীগিরিজা কুমার বসু মেলার সহ-সভাপতি নির্ব্বাচিত হ'য়েছেন। ভালো।

নিবেদন

আগামী ৩০শে জ্যৈষ্ঠ (১৩ই জুন) বৃহস্পতিবার, ২৪শ সংখ্যা পত্রিকার সহিত **দীপালীর** প্রথম বর্ষার্দ্ধ শেষ হইবে। যে সকল ভদ্রমহোদয় ও মহিলাগণ মাত্র প্রথম বর্ষার্দ্ধের জন্য গ্রাহক ও গ্রাহিকা শ্রেণীভুক্ত হইয়াছিলেন, তাঁহারা দয়া করিয়া ৩রা আষাঢ় (১৮ই জুনের মধ্যে) ২য় বর্ষার্দ্ধের দেয় ২৲ টাকা মণিঅর্ডার যোগে পাঠাইয়া বাধিত করিবেন। যাঁহারা আর **দীপালীর** গ্রাহক থাকিতে অনিচ্ছুক তাঁহারা দয়া করিয়া একখানি পোষ্টকার্ড লিখিয়া উক্ত তারিখের মধ্যে জানাইয়া অনুগৃহীত করিবেন। নচেৎ সংবাদ পত্রের রীতি অনুযায়ী ২য় বর্ষার্দ্ধের ১ম সংখ্যা (২৫শ সংখ্যা) ভিঃ পিঃ করিব। ভিঃ পিঃ ফেরৎ দিয়া অকারণ আমাদিগকে যেন কেহ ক্ষতিগ্রস্ত না করেন। ইতি

নিবেদক

শ্রীবীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়
কর্ম্মাধ্যক্ষ, দীপালী।
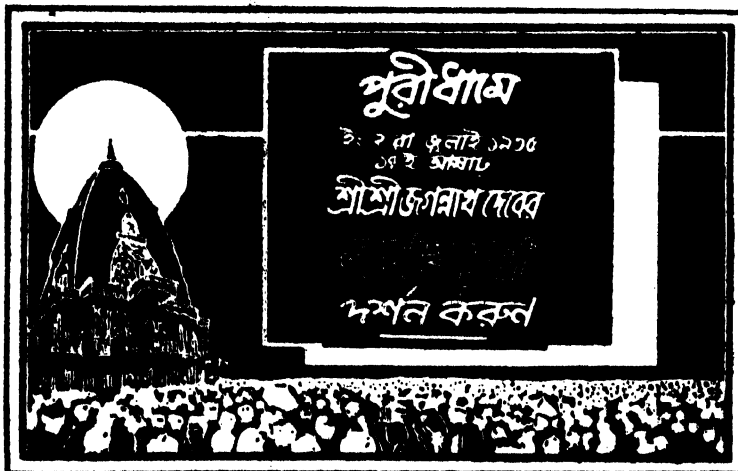
"আফটার দী আর্থ কোয়েক"

(প্রাপ্ত)

—শ্রীঅমিয়ভূষণ দাশ

প্রযোজক—নিউ ইণ্ডিয়া ফিল্মস্।
পরিচালক—শ্রীদেবকী বসু।
আলোক শিল্পী—শ্রীকৃষ্ণ গোপাল।
প্রধান ভূমিকায়—নবাব, পৃথ্বীরাজ, দুর্গাবাঈ, খোটে ও কৃষ্ণচন্দ্র দে।
চিত্রগৃহ—মতিমহল (ঢাকা)।

অন্যান্য কয়েকটি হিন্দী ও উর্দ্দু ছবির ন্যায় আলোচ্য ছবিখানিও আমরা ক'লকাতা-বাসীর চেয়ে অনেক পূর্ব্বে দেখেছি।

দেবকী বাবুর অন্যান্য ছবির ন্যায় এই ছবিখানিও বিয়োগান্ত, তবে ছবিখানির মধ্যে হাসির খোরাক আছে প্রচুর। ছবির সিনারিও, কন্‌টিনিউটি ভাল, এবং টেম্পোও দেবকী বাবুর অন্যান্য ছবির চেয়ে দ্রুত। ছবিখানির প্লটটি বড় বেশী জটিল। এর জন্য অনেক হিন্দীজানা লোকেরও গল্পানুসরণ ক'রতে কষ্ট হ'য়েছে। ছবির আরম্ভ বিলেতী ছবি "S. O. S. Iceberg" এর ন্যায় একটি ডিনারে। ছবিটিতে বহু Ballet girl এবং বিলেতীঢঙ্গের নৃত্যও সন্নিবেশ করা হ'য়েছে।

'সরদারে'র ভূমিকায় মিঃ নবাবের অভিনয়ই সব চেয়ে ভাল হ'য়েছে। 'মুসাফিরে'র ভূমিকায় মিঃ কে, সি, দের অভিনয় ভালো এবং তার গান ক'খানা সুগীত হ'য়েছে। মিঃ জর্পোয়ালের ভূমিকায় পৃথ্বিরাজ তাঁর পূর্ব্ব সুনাম অক্ষুন্ন রেখেছেন। দুর্গাবাই খোটে বোধ হয় এই প্রথম সোসাইটি গার্লস-এর ভূমিকায় নামলেন। মিস্ রিনীর ভূমিকায় তাঁর অভিনয় মন্দ লাগলো না, কিন্তু গান ভাল নয়। Band Masterরের ভূমিকায় নির্ম্মল বাবু ও সরদারের চাকরটি আমাদের খুব হাসিয়েছেন। মলিনার Dagger Danceটিতে নূতনত্ব আছে। Ballet girlদের কাজ ভালো। অনাথ বালকের ছোট্ট ভূমিকায় অভিনয় করতে একটি নূতন বালককে দেখলুম। তার চেহারা খুব সুন্দর এবং তার অভিনয়ও খুব ভালো লেগেছে। তার ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল এ বিষয়ে আমরা নিঃসন্দেহ।

ছবিটির আলোক-চিত্র গ্রহণ সব চেয়ে প্রশংসনীয়। ভারতীয় চিত্রে এরূপ চিত্রগ্রহণ সচরাচর দেখা যায় না। ক'লকাতার রাত্রের দৃশ্য অতীব চমৎকার। শব্দযন্ত্রীর কার্য্যও প্রশংসার যোগ্য। Back ground musicও খুব ভালো হ'য়েছে। এমন কাজ ভারতের মধ্যে এক রাইচাঁদ বাবুই পারেন। তবে স্থানে স্থানে নেপথ্য সঙ্গীত এত উচ্চ হয়ে গেছে সে কথাবার্ত্তা শোনা যায়নি। সম্পাদনা এবং রসায়নাগারের কার্য্যকলাপ ভালো। পরিচালনার কথা বললুম না কারণ দেবকী বাবুর কার্য্যের উপর কথা ব'লতে সাহস হ'লো না।

MEGAPHONE RECORDS

June—1935

জুন মাসে মেগাফোন কোম্পানী ৮খানি রেকর্ড বাহির করিয়াছেন। ৪ খানি কণ্ঠ সঙ্গীতের, ৩ খানি যন্ত্র-সঙ্গীতের ও ১খানি টকিং-রেকর্ড। আমরা নিম্নে প্রত্যেক খানির সমালোচনা দিলাম :—

*

J. N. G. 187 শ্রীযুক্ত জ্ঞান দত্ত দুইখানি গান এই রেকর্ডে গাহিয়াছেন। "নয়ন শুধু কি রে ঝুরিতে" গানটি 'ভীমপলাশী' সুরে গীত হইয়াছে এবং "ঝল মল জরীন বেণী" গানটি গজল। জ্ঞানবাবু মেগাফোনের পুরুষ শিল্পীদের মধ্যে অগ্রগণ্য। উদাত্ত কণ্ঠে ও সুন্দর রেকর্ডিংয়ের গুণে গান শ্রুতিমধুর হইয়াছে।

*

J. N. G. 188. শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ভাটিয়ালী ও গজল সুরে দু'খানি গান গাহিয়াছেন। "তর তরিয়ে বাও রে ডিঙি" গানটি শুনিলে বেশ একটা গ্রাম্য ভাব মনে জাগে। "শালুক ফুলের তালুক" গানটিও মন্দ হয় নাই।

*

J. N. G. 189 মিস্ পটল (চীনা) দুইখানি গান এই রেকর্ডে গাহিয়াছেন। গায়িকার কণ্ঠ মার্জ্জিত ও মিষ্ট। "মন না মালা নেবে" ও "লাজ বাগানের ফুল-কলি" গান দুটি সুখশ্রাব্য হইয়াছে। রেকর্ডিং চমৎকার।

*

J. N. G. 190. শ্রীমতী সাধনা দেবীর দুইখানি গান এই রেকর্ডে প্রকাশিত হইয়াছে। "ওগো সাথি ওগো সাথি" গানটির সহিত বেহালার সঙ্গত ঠিক হয় নাই। বেহালা কণ্ঠ-সঙ্গীতকে অনুসরণ না করিয়া স্থানে স্থানে ছাপাইবার চেষ্টা করিয়াছে। গানটি মন্দ লাগিল না। "সখি যাব সখি যাব" কীর্ত্তন গানটি সুগীত হইয়াছে।

*

J. N. G. 191 শ্রীযুক্ত দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ও মিস চারুশীলা এই রেকর্ডে 'সাবিত্রী' নাটক হইতে বাছাই করা অংশ অর্থাৎ সাবিত্রী, সত্যবান ও যম এবং অপর দিকে যম ও সাবিত্রীর কথোপকথন রেকর্ড করিয়াছেন।

'দীপালী'র নিয়মাবলী

১। 'দীপালী' প্রতি বৃহস্পতিবারে প্রকাশিত হয়, নগদ মূল্য এক আনা। নমুনার জন্য পাঁচ পয়সার টিকিট পাঠাইতে হয়।

২। কোনো সংখ্যার 'দীপালী' যথাসময়ে না পাইলে, স্থানীয় ডাক-ঘরে সম্বাদ লইয়া পরবর্ত্তী সোমবারের মধ্যে জানাইতে হইবে।

৩। 'দীপালী'-সংক্রান্ত টাকা কড়ি, বিজ্ঞাপন, দীপালীর ম্যানেজারকে পাঠাইতে হইবে। বিজ্ঞাপন এবং এজেন্সী সম্বন্ধীয় বিবরণ ও অন্যান্য জ্ঞাতব্য বিষয়ের জন্য তাঁহাকে পত্র লিখিতে হইবে।

৪। 'দীপালী'তে প্রকাশের জন্য রচনা-সমূহ 'সম্পাদক দীপালী' এই নামে 'দীপালী' কার্য্যালয়ে পাঠাইতে হইবে। উপযুক্ত ষ্ট্যাম্প দেওয়া না থাকিলে অমনোনীত রচনা ফিরাইয়া দেওয়া বা উত্তর দেওয়া হয় না। অমনোনীত রচনা সঙ্গে সঙ্গে ছিঁড়িয়া ফেলা হয়, কাজেই টিকিট না দিয়া রচনা পাঠাইয়া, পরে সে সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিলে কোনো ফলই হইবে না।

৫। 'দীপালী'র এজেন্ট হইবার বিস্তৃত বিবরণের জন্য 'দীপালী'র ম্যানেজারের সহিত পত্র ব্যবহার বা দেখা করিতে হইবে।

৬। বৎসরের প্রথম সংখ্যা অথবা দ্বিতীয় বর্ষার্দ্ধের প্রথম (২৫শ) সংখ্যা হইতে গ্রাহক হইতে হইবে। অন্য সময়ে গ্রাহক হইলে, তাঁহাকে হয় ১ম, নয় ২৫শ সংখ্যা হইতে কাগজ লইতে হইবে।

ম্যানেজার—দীপালী

১২৩।১, আপার সার্কুলার রোড

পোঃ বিডন্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা ফোন—বড়বাজার ৩২৫৩

মেগাফোনে অভিনয়ের টকিং রেকর্ড এই প্রথম। দুর্গাদাস বাবুর মাইকের উপযোগী কণ্ঠে ও চারুশীলার স্বাভাবিক অভিব্যক্তিতে রেকর্ড খানি সুখশ্রাব্য হইয়াছে।

*

J. N. G. 192 মাইহার ষ্টেটের ওস্তাদ ও ভারত বিখ্যাত যন্ত্র শিল্পী আলাউদ্দিন খাঁ সাহেব এই রেকর্ডে স্বরোদে 'ললিত' ও 'জিলা' সুরের দুটি গৎ জলদ ও বিলম্বিত লয়ে বাজাইয়াছেন। এই বাজনা শুধু উপভোগের জিনিষ—সমালোচনা করিবার অবসর থাকে না।

*

J. N. G. 193. আলাউদ্দিন খাঁ সাহেব এই রেকর্ডে বেহালা বাজাইয়াছেন। "সিন্ধুড়া" ও 'বেহাগ' সুরের গৎ দুটি অপূর্ব্ব জিনিষ হইয়াছে। মেগাফোনকে বাদ্য যন্ত্রের রেকর্ডে হটানো অসম্ভব।

*

J. N.G. 194. মিঃ ফ্র্যাঙ্ক কুপার এই রেকর্ডে সেক্সোফোন (Sexophone Solo) বাজাইয়াছেন। বাজনা ইংরাজি সুরে বাজিলেও আমাদের কাণে শ্রুতিমধুর লাগিল।

ব্রডকাষ্ট রেকর্ডস

(Broadcast Records)

নিম্ন লিখিত গায়ক গায়িকাগণ উক্ত কোম্পানীতে যোগদান করিয়াছেন—হিজ-মাষ্টার্স ভয়েস খ্যাত জ্ঞান গোস্বামী, বিমল গুপ্ত, হরিদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীমতী সুধীরা সেন গুপ্তা, কমলা (ঝরিয়া), ও রেডিও-খ্যাতা শ্রীমতী বীণাপাণি, গৌরীবালা, বীণা সেন, ও উষাবালা। ইঁহাদের প্রথম বাংলা রেকর্ড বাহির হইবে আগষ্ট মাসের প্রথমে। আমরা এই নবজাত গ্রামোফোন কোম্পানীর সর্ব্বাঙ্গীন সাফল্য কামনা করি।

রসরঙ্গ

নার্স—ডাক্তার ব'লেছেন আপ্‌নার স্ত্রী আপ্‌নার সঙ্গে পাঁচ মিনিটের বেশী কথা কইতে পার্‌বেন না।

রুগ্নার স্বামী—খুব ভালো ডাক্তার।

*

পঞ্চাশ বছর বয়েসের মা ও আঠার বছর বয়সের মেয়েকে আগুন লাগা ঘর থেকে উদ্ধার ক'র্‌তে এসে, ফায়ার ব্রিগেডের কর্ত্তা মাকে ব'ল্‌লেনঃ—"আপনি লাফ দিয়ে নীচে পড়ুন, আপ্‌নার মেয়েকে আমি কোলে ক'রে মই দিয়ে নাবিয়ে নিয়ে যাচ্ছি।"

*

প্রথম নারী—শীগ্‌গির বাড়ী যাই ভাই, নইলে মা আবার ব'ক্‌বেন।

২য় নারী—সে কি, তোমার মা এখনও জীবিতা?

১ম নারী—নিশ্চয়ই, আর ব'ল্‌বো কি তাঁকে তোমারি সমবয়েসী ব'লে ভুল হওয়া মোটেই আশ্চর্য্যজনক নয়।

*

১ম বন্ধু—আমি খুব বেশী দাবা খেলি বলে আমার স্ত্রী আমাকে ত্যাগ ক'রে গেছেন।

২য় বন্ধু—কি ক'রে চটপট্ ঐ খেলাটা শেখা যায় বলো ত'।

—::—

"নিশুতি রাত্রিতে"

—শ্রীসুধীরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়

অয়ি মোর সপ্তদশী প্রিয়া; এখনও কি তুমি—
জাগিছ শয্যার প্রান্তে মোর বিরহিণী!
স্রস্তবাস ক্ষীণ তনু, শিথিল কবরী—
বুভুক্ষায় কাঁদে বুঝি সারা রাত্রি ধরি!

ঐ বুক, ঐ ওষ্ঠ, ঐ তব নীল চক্ষু দুটি
বিলাসী ক্রন্দন নিয়ে উঠিয়াছে ফুটি
অর্ঘ্যথালে নৈবেদ্যের মত। একটি চুম্বন
তারই লাগি বক্ষতলে কেন এ ক্রন্দন,
কেন এ দীনতাভরা অধীর পিপাসা
রিক্ত করি আপনারে চায় ভালবাসা
সমস্ত অন্তর দিয়ে! এতটুকু দেহভার
সর্ব্বদেহ মাগে আজ তাই উপহার।

ইচ্ছা করে বুকে বুকে হোয়ে থাকি লীন
অবশ মরণ স্পর্শে। ওষ্ঠপুট ক্ষীণ
তুচ্ছ নহে জীবনের অমৃত পেয়ালা
পান করে নিতে চাই নিঃশেষে একেলা।

এই রাতে ফুল চেয়ে দেহের সুবাস
লাগে ভালো, তাই বুঝি তোমার নিঃশ্বাস
উন্মত্ত অধীর হোয়ে করিত আঘ্রাণ
সুকুমার দেহগন্ধ। আজি রাতে
মনে পড়ে সেই রাত্রি; তোমাতে আমাতে
দু'জনেই দু'জনার চুম্বন প্রয়াসী
দুরু দুরু করে বক্ষ—আমি ভালবাসি।

অকারণে তব বক্ষে কাল অভিমান
ঘনাইল মেঘের মতন। প্রত্যাখ্যান
বেদনায় ক্ষুব্ধ হোল বুভুক্ষু দানব
পিপাসায় রুদ্ধ কণ্ঠ, মোর পরাভব
জ্বালিল তোমার বক্ষে দুঃসহ কামনা
নামিল বাদল চোখে। আমার অজানা
কেঁদেছিলে এই ভেবে—কেন ডাকিল না!

এই ভাবে আমাদের অমূল্য সময়
মিথ্যা তুচ্ছ অভিমানে করিয়াছি ক্ষয়
অবুঝ শিশুর মত। আজ কোনো করুণায় তারে
ফিরে দিতে. ভগবান সেও নাহি পারে।

এভারগ্রীন পিকচার্স

ইঁহাদের দ্বিতীয় ছবি "পঞ্চবানে"র চিত্র গ্রহণের সময় এই ছবির নায়ক শ্রীললিত মিত্রের নাকটি সাংঘাতিক ভাবে জখম হইয়াছে। তাঁহার সুস্থ না হওয়া পর্য্যন্ত শূটিং বন্ধ থাকিবে।

রাধা ফিল্ম কোং

"মানময়ী গার্লস স্কুল" আগামী শনিবার হইতে পঞ্চম সপ্তাহে পদার্পন করিবে। প্রায় ৯০,০০০ হাজার দর্শক এই ছবিখানি দেখিয়াছেন এবং সকলেই উপভোগ করিয়াছেন।

"দক্ষযজ্ঞ" ইটালী টকীজে পাঁচ সপ্তাহ ধরিয়া চলিয়া এখন আলেয়াতে দেখানো হইতেছে। "শচী দুলাল" গত শনিবার হইতে হাওড়াতে পুনরায় দেখানো হইতেছে। "রাজনটী বসন্ত সেনা"ও পূর্ণ থিয়েটারে দুই সপ্তাহ ধরিয়া চলিতেছে।

উর্দ্দু ছবি "Wamaq Ezra"র সিন্ধু ও বেলুচিস্থানের চিত্র-স্বত্ব বিক্রয় করা হইয়াছে।

প্রকাশ পিকচার্স (বোম্বাই)

শ্রীযুক্ত নিরঞ্জন ভরদ্বাজ তাঁহার প্রথম উর্দ্দু ছবি "Red Letter" শেষ করিয়াছেন। শ্রীমতী পান্নাকে নায়িকা রূপে দেখা যাইবে। শ্রীযুক্ত বলবন্ত ভাট "স্নেহলতা"কে সব দিক দিয়া সাফল্যমণ্ডিত করিতে আপ্রাণ চেষ্টা করিতেছেন। বর্ষার পূর্ব্বেই আর একটি সাউণ্ড ষ্টুডিও নির্ম্মিত হইবে। শ্রীযুক্ত রণজিৎ, শ্রীমতী গুলাব ও শিরীন এই কোম্পানীতে যোগদান করিয়াছেন ও "Bombai-Ki-Shethani" ছবিতে মুখ্যাংশে চিত্রাবতরণ করিবেন।

কোলহাপুর সিনেটোন

(কোলহাপুর)

পরিচালক প্রেমাঙ্কুর আতর্থী, হাফেসজী ও শ্রীমতী রতনবাই উপরোক্ত কোম্পানীতে সম্প্রতি যোগদান করিয়াছেন। এখানে তাঁহারা একখানি হিন্দী ছবি তুলিবেন। প্রকাশ, ছবিখানির অভিনবত্ব ও মৌলিকত্ব সকলকেই মুগ্ধ করিবে

দীপালী

নূতন পরিচালনায় ও উপরোক্ত নামে সেন্ট্রাল এভিনিউস্থিত জুপিটার সিনেমা শীঘ্রই দর্শকবৃন্দকে অভিবাদন করিবে। ইহার পরিচালনা ভার গ্রহণ করিয়াছেন শ্রীরমা নাথ রায়। আমরা বিশ্বস্তসূত্রে অবগত হইলাম যে সকল শ্রেণীর আসনগুলিকেই উন্নত করিবার চেষ্টা করা হইতেছে। এমন কি চারি আনার সীটেও গদি দিবার ব্যবস্থা হইতেছে। আমরা এই নূতন ব্যবস্থাপকদের সাফল্য কামনা করি।

ইষ্ট ইণ্ডিয়া ফিল্ম কোং

শ্রীযুক্ত ধীরেন গাঙ্গুলী সুস্থ হইয়া উঠিয়া তাঁহার অসমাপ্ত চিত্র "বিদ্রোহী"কে রূপ দিতে আরম্ভ করিয়াছেন।

শ্রীজ্যোতিষ মুখোপাধ্যায়ের পরিচালনায় শ্রীহেমেন্দ্র কুমার রায়ের "পায়ের ধুলো"র কাজ বেশ ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতেছে।

নানা কথা

গানের আসর

সুসাহিত্যিক শ্রীকর্ম্মযোগী রায় মহাশয়ের গৃহে গত শনিবার একটি গানের আসরের ব্যবস্থা হইয়াছিল ও আমরাও আমন্ত্রিত হইয়াছিলাম কিন্তু হঠাৎ কোনও বিশেষ কারণে আমরা বন্ধুবরের এই নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে পারি নাই, তজ্জন্য শুধু দুঃখিত নই, লজ্জিতও।

পুষ্প স্মৃতি সম্মিলনী

পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরের ন্যায় এবারে গত ৪ঠা জুন লেক রোডস্থ স্বীয় ভবনে শ্রীপুলিনকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহার স্বর্গগতা কন্যা সুগায়িকা পুষ্পরাণীর মহাযাত্রার দিনটিতে একটি বন্ধুসম্মিলনীর ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। সময়াভাবে আমরা নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে না পারিলেও, মৃতার আত্মার কল্যাণ কামনা করিতেছি।

পত্রলেখা

মাননীয় "দীপালী" সম্পাদক মহাশয়—

বর্ত্তমানে আমি "নাট্য নিকেতনের" সহিত কিরূপ ভাবে সংশ্লিষ্ট আছি, তাহা অবগত হইবার জন্য অনেকেই ঔৎসুক্য প্রকাশ করিয়াছেন, এবং আপনাদের পত্রিকাতেও সে বিষয়ে কিঞ্চিৎ আলোচনা হইয়াছে। আপনাদের এবং সাধারণের অবগতির জন্য আমার তরফ হইতে জানাইতেছি যে, গত ১লা বৈশাখ হইতে আমি নাট্যনিকেতন ত্যাগ করিয়াছি; তাহার পরও যে আমি কিছুদিন সেখানে অভিনয় করিয়াছি তাহা প্রতি অভিনয়ের উপর ধার্য্য পারিশ্রমিকে—যাহা আমি এখন যে কোন রঙ্গালয়ে প্রয়োজন হইলে করিতে পারিতাম বা এখনও পারি। ইতি—

বিনীত—শ্রীনির্ম্মলেন্দু লাহিড়ী
৪৮নং অনাথ দেব লেন,
২৭।৫।৩৫ বেলগাছিয়া।

সম্পাদক—
শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায় শ্রীগিরিজা কুমার বসু
১২৩।১, আপার সার্কুলার রোড, দীপালী প্রেসে মুদ্রিত ও দীপালী কার্য্যালয় হইতে দীপালীর স্বত্বাধিকারী—

দীপালি

DIPALI

বাংলার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সচিত্র সাপ্তাহিক

এভারগ্রীন পিকচার্সের দ্বিতীয় হাস্যরসাত্মক ছবি "পঞ্চবাণে"র নায়িকা—শ্রীমতী নমিতা দেবী

এক আনা] ৫ই আষাঢ়, ১৩৪২ ।। 20th June, 1935 [ONE ANNA

দীপালী কার্য্যালয়—১২৩।১, আপার সাকুলার রোড, কলিকাতা—
ফোন বড়বাজার—৩২৫৩

৭ম বর্ষ { ৫ই আষাঢ় বৃহস্পতিবার, ১৩৪২ / ১৯ই জুন ১৯৩৫ } ২৫শ সংখ্যা

একখানি নতুন বই বেরিয়েছে। "রজত-জয়ন্তী—ভারত-সাম্রাজ্যের পঁচিশ বৎসর।" সম্পাদক হচ্ছেন শ্রীকেদারনা চট্টোপাধ্যায় ও শ্রীসজনী কান্ত দাস। গেল পঁচিশ বৎসরের মধ্যে বাংলাদেশের বিজ্ঞান, সঙ্গীত, শিল্পকলা, রঙ্গমঞ্চ ও প্রত্নতত্ত্ব প্রভৃতি বিভাগে বাঙালীর যে বিশিষ্ট হাতের ছাপ স্পষ্ট হয়ে উঠেছে, নানা বিভাগের বিশেষজ্ঞরা এই বইখানিতে তার সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেবার চেষ্টা করেছেন। নিজেকে আমি বিশেষজ্ঞ ব'লে মনে করি না, তবে এই গ্রন্থে "বাংলা নাট্যকলার দুই যুগ" নামে আমার যে লেখাটি বেরিয়েছে, এইখানে সেটি তুলে দিয়ে এ হপ্তার 'কলাকেলি'র নতুন লেখা লেখবার পরিশ্রম থেকে অব্যাহতি লাভ করলুম।

*

আজ থেকে পঁচিশ বৎসর আগে দৃষ্টিপাত করলে দেখা যাবে, যাঁদের হাতে সাধারণ বাংলা রঙ্গালয়ের প্রাণপ্রতিষ্ঠা হয়েছিল, তাঁদের অনেকেই তখন পরলোকগত হয়েছেন। গিরিশচন্দ্র ও অমৃতলাল তখন জীবিত বটে, কিন্তু তখন বার্দ্ধক্য তাঁদের উৎসাহ ও জীবনীশক্তিকে দুর্ব্বল ক'রে ফেলেছে (গিরিশচন্দ্রের মৃত্যু হয় ১৩১৮ সালে)।

আর আর যাঁদের নিয়ে তখনকার রঙ্গালয়ের দিন চলত, রঙ্গালয়কে আবার সব দিক দিয়ে নতুন ক'রে গড়ে তোলবার মতন সংস্কৃতি ও প্রতিভার পরিচয় তাঁদের কারুর ভিতরেই পাওয়া যায় নি। স্বর্গীয় সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ ও তারকনাথ পালিত, অমরেন্দ্রনাথ দত্ত ও অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি কয়েকজন অভিনেতা তখন নাট-নিপুণতার জন্যে নাম কিনেছিলেন বটে কিন্তু একটা বৃহৎ জাতির নাট্য-জগতে 'রেনেসাঁস' আনতে হ'লে মাত্র অভিনয়-শক্তিই যথেষ্ট নয়। বিশেষ, সেই অভিনেতারা যে নূতন পথের সন্ধান করবার জন্যে উল্লেখযোগ্য চেষ্টা করেন নি, এ-কথা কিছুতেই অস্বীকার করা যায় না।

গিরিশচন্দ্র, অর্দ্ধেন্দুশেখর ও অমৃতলালের পরিপূর্ণ নাট্য-প্রতিভা থেকে বঞ্চিত হয়ে বাংলা রঙ্গালয়ের যে দুর্দ্দশা হয়েছিল, তা বলতে গেলে অনেক অপ্রিয় কথাই বলতে হয়। গিরিশচন্দ্র ও অর্দ্ধেন্দুশেখর একই পদ্ধতিতে অভিনয় শিক্ষা দিতেন না, এ-কথা সত্য। কিন্তু তাঁরা আপন আপন বিশেষ পদ্ধতিতে অভিনেয় ভূমিকার মধ্যে নব নব রসের ইঙ্গিত দেবার চেষ্টা করতেন। তাঁদের পরিকল্পনার গুণে প্রত্যেক ভূমিকাই নূতন নূতন রূপে ও রসে বিচিত্র ও প্রাণময় হয়ে উঠত। কিন্তু পরবর্ত্তী অভিনেতাদের [illegible] ছিল না। তাঁরা নিজেদের গিরিশ ও [illegible]

ব'লে সগর্ব্বে প্রচার করতেন বটে, কিন্তু গুরুর মুখরক্ষা করবার মতন প্রতিভা বা শিক্ষা-দীক্ষা তাঁদের ছিল না। গিরিশ ও অর্দ্ধেন্দু করতেন সৃষ্টি, কিন্তু তাঁদের শিষ্যরা করতেন সেই সৃষ্টির নকল। গিরিশ ও অর্দ্ধেন্দুর পায়ে চলা পথ ছেড়ে তাঁদের কোন শিষ্যই এক পদও অগ্রসর হ'তে পারেন নি। কেবল অভিনয়ের দিক দিয়ে নয়, রঙ্গালয়ের অন্যান্য প্রত্যেক বিভাগেই গিরিশ ও অর্দ্ধেন্দুর তিরোভাবের পরেও, তাঁদের হাতের নকল-ছাপই দেখা যেত সর্ব্বত্র।

এই অধঃপতনের যুগে বাংলা নাট্যকলার দুর্গতি চরম সীমায় গিয়ে উঠেছিল পুরাতন 'মনোমোহন থিয়েটারে'। 'আলফ্রেড' ও 'কোরিন্থিয়ান থিয়েটারে' অ-বাঙালীর নাট্যাভিনয় দেখতে গেলে শিক্ষিত বাঙালীর মনের অবস্থা হয় যে-রকম, পুরাতন 'মনোমোহন থিয়েটারে'র আসরে গিয়ে বসলে আমাদের মনের অবস্থাও তার চেয়ে বিশেষ ভদ্র হয়ে উঠত ব'লে বোধ হচ্ছে না। যেমন নাটক, তেমনি অভিনয়, তেমনি দৃশ্যপট, সাজ-পোষাক, নাচ, ও গান ও গানের সুর! সে যেন আর্টের রাজ্যে মগের মুল্লুক, সেখানে যার যা খুশী করতে পারে—সেখানে অসম্ভব ব'লে কোন কিছুই নেই।

এই সময়ে আরও দুটি রঙ্গালয় কলকাতায় নিয়মিত ভাবে চলছিল—'মিনার্ভা' ও 'ষ্টার'। বাঙালীর জাতীয় সম্পদ হিসাবে এ দুটি রঙ্গালয়েরও মূল্য হয়ত খুব বেশী ছিল না, কিন্তু অন্যান্য দিক দিয়ে এরা যে 'মনোমোহনে'র চেয়ে উন্নত ছিল, একথা বলা যেতে পারে অনায়াসেই। সে সময়ে অমরেন্দ্র সিংহ-রায় নামে এক জন সত্যিকার শিল্পী 'মিনার্ভার' সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন, বাংলা রঙ্গালয়ের দুর্ভাগ্যক্রমে তাঁর জীবন যৌবনের সীমা পার হ'তে পারে নি। যতদূর স্মরণ হয়, সাধারণ বাংলা রঙ্গালয়ের নাট্যাভিনয়ে সর্ব্বপ্রথমে তিনিই বিশেষ ভাবে সময়োচিত ও উল্লেখযোগ্য দৃশ্যপট এবং সাজ-পোষাক দেখাবার চেষ্টা করেন।

১৯২১ খ্রীষ্টাব্দে ম্যাডান 'বেঙ্গলী থিয়েট্রিকাল কোম্পানী' খুললেন। তাঁদের "অপরাধী কে?" নাটকের অভিনয় দেখতে গিয়ে দেখলুম, সেখানে অধঃপতিত বাংলা থিয়েটারি ভঙ্গির সঙ্গে ভয়াবহ পার্সী থিয়েটারি ষ্টাইলের অদ্ভুত মিলন হয়েছে—এক ভস্ম আর ক্ষার! হতাশ মনে ভাবতে ভাবতে বাড়িতে ফিরলুম, নাট্যকলার নামে এই নির্লজ্জ মূর্খতার অত্যাচার বাঙালী আর কত কাল নীরবে সহ্য করবে?

তারই মাস-কয়েক পরে (১০ই ডিসেম্বর, ১৯২১) ঐ রঙ্গালয়েই "আলমগীর" নাটকের নাম-ভূমিকায় দেখলুম শ্রীযুক্ত শিশিরকুমার ভাদুড়ীকে। দেখে অভিভূত ও চমৎকৃত হলুম। একখানা তৃতীয় শ্রেণীর নাটকে এমন প্রথম শ্রেণীর অভিনয় যে সম্ভবপর, তার আগে তা জানতুম না। বহুনিন্দিত পার্সী থিয়েটারের মালিকের মধ্যস্থতায় এমন এক প্রতিভাধরের সঙ্গে পরিচিত হয়ে আমাদের বিস্ময়ের আর সীমা রইল না। কিন্তু তখনও আমরা কল্পনা করতে পারি নি যে, এই নবীন নটের জন্যই বাংলা রঙ্গালয়ের নবযুগ সাগ্রহে অপেক্ষা ক'রে আছে! ম্যাডানের দলে কিছুকাল অভিনয় করবার পর শিশিরকুমার আবার [illegible]। এর মধ্যে তিনি নিজের অভিনয়-শক্তি ছাড়া আর বিশেষ-কিছুর পরিচয় দিতে পারেন নি। কারণ "আলমগীর" নাট্যাভিনয়ের মধ্যে নবযুগের উপযোগী প্রয়োগ-নৈপুণ্যের অস্তিত্ব ছিল ব'লে মনে করি না। তার দৃশ্যপট, সাজ-পোষাক, গান ও গানের সুর, নাচ এবং অন্যান্য অনেকের অভিনয় তখনকার সাধারণ রঙ্গালয়ের চলতি রীতিকে ভুলতে পারে নি।

তবু ওরই মধ্যে শিশিরকুমারের ব্যক্তিগত শক্তির একটু-আধটু ইঙ্গিত পেয়ে আমরা অনেকেই বুঝলুম যে, হয়ত ইনি কেবল অভিনেতা নন, তার চেয়ে বেশী আরও কিছু এঁর ভিতরে আছে, সুযোগ-অভাবে তার স্ফূর্ত্তি দেখা গেল না।

কিন্তু তরুণ শিক্ষিত সম্প্রদায়ের অগ্রদূতরূপে সাধারণ রঙ্গালয়ের মাঝখানে এসে দাঁড়িয়ে শিশিরকুমার বাংলার নাট্যজগতে বিশেষ এক উত্তেজনার সৃষ্টি করলেন। নব্য সম্প্রদায়ের মধ্যে নাট্যানুরাগীর অভাব ছিল না, কিন্তু তাঁদের মনে সাধারণ রঙ্গালয়ে যোগ দেবার সাহসের অভাব ছিল। শিশিরকুমারের আবির্ভাব তাঁদের চিত্তকে বলিষ্ঠ ক'রে তুললে।

শিশিরকুমারের অসাধারণ সাফল্য দেখে অন্যান্য রঙ্গালয়ের কর্ত্তৃপক্ষেরও চোখ খুলে গেল। তাঁরাও তখন নব্য সম্প্রদায়ের ভিতর থেকে শিল্পী সংগ্রহের জন্য চেষ্টা করতে লাগলেন। 'মিনার্ভা'র কর্ত্তৃপক্ষের অনুরোধে আমি শ্রীযুক্ত নরেশচন্দ্র মিত্র ও শ্রীযুক্ত রাধিকানন্দ মুখোপাধ্যায় প্রভৃতিকে তাঁদের দলে এনে দিলুম (১৯২২)। 'ষ্টার'ও পিছিয়ে রইলেন না, সেখানে এসে দেখা দিলেন শ্রীযুক্ত তিনকড়ি চক্রবর্ত্তী, শ্রীযুক্ত অহীন্দ্র চৌধুরী ও শ্রীযুক্ত দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি (১৯২৩)। এবং ম্যাডানের দলে শিশিরকুমারের পরিত্যক্ত আসনে এসে বসলেন শ্রীযুক্ত নির্ম্মলেন্দু লাহিড়ী (১৯২২)।

'মনোমোহন থিয়েটার' তখনও পুরানো দলের আস্তানা হয়ে কোন-রকমে আপনার অস্তিত্ব বজায় রেখেছিল। কিন্তু জাতির কানে তখন নবযুগের শাঁখের ডাক এসে পৌঁচেছে, তাই 'মনোমোহনে'র আসর আর জমল না। ওদিকে শিশিরকুমার এসে আবার 'আলফ্রেডে'র পাদপ্রদীপের সামনে দেখা দিলেন এবং তাঁর সাদর আহ্বানে স্বর্গীয় মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়, স্বর্গীয় রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত সুনীতি-কুমার চট্টোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত প্রেমাঙ্কুর আতর্থী ও শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র রায়ের সঙ্গে আমিও শিশির-সম্প্রদায়ে বন্ধু ও সাহায্যকারীরূপে যোগদান করলুম।

কিন্তু বাংলা নাট্যজগতে তখনও পর্য্যন্ত নূতন যুগ যথার্থরূপে পদার্পণ করে নি—তখনও পর্য্যন্ত তার অভ্যর্থনার আয়োজনই চলছিল। 'মনোমোহন' লুপ্ত হ'ল বটে, কিন্তু তার বদলে 'মিনার্ভা' আবার পুরোপুরি মাত্রায় পুরানো ধারা অবলম্বন করলে। 'ষ্টারে' গেলে দেখা যেত নূতন ও পুরাতন ভঙ্গির বিসদৃশ সম্মিলন—দানীবাবু, তিনকড়িবাবু, অহীন্দ্রবাবু প্রভৃতি প্রত্যেকেই এক এক পদ্ধতিতে অভিনয় ক'রে যাচ্ছেন, কারুর সঙ্গে কারুর সহানুভূতি নেই, সমগ্র নাট্যাভিনয় কোন বিশেষ ভঙ্গিকে প্রকাশ করছে না,—যেন একই বীণা একই সময়ে বেজে চলেছে সুরে-বেসুরে, বিভিন্ন রাগিণীতে!

তার পরে, 'মনোমোহনে'র পুরানো আসনে শিশির-সম্প্রদায় গিয়ে আত্মপ্রকাশ করলে, "সীতা" নাটক নিয়ে (৬ই আগষ্ট, ১৯২৪)। এই দিনটির কথা বাংলা রঙ্গালয়ের ইতিহাসে উজ্জ্বল অক্ষরে লেখা থাকবে। কারণ এই দিন থেকেই বাংলা নাট্যজগতে নবযুগের সূত্রপাত। আগা-গোড়া এক সুরে বাঁধা নূতন ভঙ্গির অভিনয়, অপূর্ব্ব প্রয়োগকৌশল, আলোকপাতের কায়দা, দৃশ্যপটের আধুনিক আদর্শ, (যা শিল্পী গর্ডন ক্রেগের আদর্শকে ক্ষুণ্ণ করে নি,) পট-শিল্পীর সুষমাময় তুলির লিখন, দৃশ্যপট ও সাজ-পোষাকের সাহায্যে পৌরাণিক আবহ সৃষ্টির চেষ্টা, যুগোপযোগী উন্নত রুচির পরিচয়, গানের সুরে ও নৃত্যে নূতনত্ব দেখাবার প্রয়াস—এই সব নিয়ে শিশিরকুমারের "সীতা" একেবারে অতুলনীয় হয়ে উঠেছে। হয়ত তার আগে বাংলার আরও কোন কোন নাটকের অভিনয়ে উপর-উক্ত দুই-একটি গুণের বিকাশ দেখা গেছে, কিন্তু সমগ্রতার সৌন্দর্য্যহিসাবে "সীতা"র অভিনয়ের কাছে পঁচিশ বৎসরের ভিতরকার আর সব অভিনয় পরিম্লান হয়ে গেছে। এবং "সীতা"র সর্ব্বত্রই শিল্পী-মনের যে অভিরাম লীলা দেখেছি, জ্ঞানোদয়ের পরে আমার জীবন-কালের মধ্যে আর কোন বাংলা নাটকের অভিনয়ে তা দেখেছি ব'লে স্মরণ হচ্ছে না। "সীতা" হচ্ছে বাংলা নাট্যজগতে প্রয়োগ-নিপুণতার অদ্বিতীয় নিদর্শন। দুঃখের বিষয়, "সীতা"র সে রূপ আর নেই—এখনকার "সীতা"কে দেখে আগেকার "সীতা"কে কেউ চিনতে পারবেন না।

এই শিশির-সম্প্রদায়ই সর্ব্বপ্রথমে বাংলা রঙ্গালয়ের গানে যুগোপযোগী নূতন ধরণের সুর দেবার ব্যবস্থা করেন এবং এজন্যে সুরশিল্পী স্বর্গীয় গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত কৃষ্ণচন্দ্র দে সকলের ধন্যবাদ লাভ করতে পারেন। নাটকীয় ক্রিয়াকে কিছুমাত্র ব্যাহত না ক'রে, গানের কথার অর্থকে পরিস্ফুট করাই হচ্ছে এঁদের দেওয়া সুরের বিশেষত্ব।

কিন্তু নাটকের দিক দিয়ে নবযুগের রঙ্গালয় এমন কোন নূতন শক্তিধরের সন্ধান দিতে পারে নি, গিরিশচন্দ্র, অমৃতলাল, দ্বিজেন্দ্রলাল বা ক্ষীরোদপ্রসাদের সঙ্গে যাঁর নাম উচ্চারণ করা যায়।

বাংলা নৃত্যকলা

পঁচিশ বৎসর আগে বাংলায় নাচ ছিল, কিন্তু বাঙালীর বিশিষ্ট নৃত্যকলা ছিল না।

বিলাসী ধনীর আসরে বাইজীরা নাচত। কিন্তু সে বাঙালীর নাচ নয়। ঝুমুর, খেমটা ও বাউল প্রভৃতি খাঁটি বাংলা নাচে ভদ্র বাঙালীর মন কোনদিনই সাড়া দেয় নি। বাংলার গ্রামে গ্রামে কয়েক শ্রেণীর পল্লী-নৃত্য বরাবরই প্রচলিত ছিল, কিন্তু কোন রসিক ব্যক্তি ললিত-কলা হিসাবে তাদের পাঙক্তেয় করবার চেষ্টা করেন নি। অবোধ শিশুরা যেমন মনের খুশীতে নাচে, গ্রামবাসীরাও সেই ভাবেই মাঝে মাঝে নাচের আমোদে মেতে উঠত—গ্রামের বাইরে সমস্ত জাতির প্রাণে তার কোন প্রভাবই পড়ত না।

যাত্রা ও থিয়েটারের আসরে নাচের একটি নির্দ্দিষ্ট আসন ছিল বটে। কিন্তু যাত্রার নাচ হচ্ছে নারীবেশী বালকের নাচ, সুতরাং এ কৃত্রিম নাচের কথা ছেড়ে দিয়ে রঙ্গালয়ের নাচের কথাই বলি।

আমাদের প্রথম যুগের রঙ্গালয়ের উপরে যাত্রার প্রভাব ছিল যথেষ্ট। সাহেবদের দেখাদেখি আমরা থিয়েটারের প্রতিষ্ঠা করেছি বটে, কিন্তু আমাদের থিয়েটারি অভিনয়ে নাচ-গান আমদানি করা হয়েছে যাত্রার আসর থেকেই। খুব বাল্যকালে থিয়েটারে যে ধরণের নাচ দেখতুম, তখনকার যাত্রার নাচের সঙ্গে তার বিশেষ পার্থক্য ছিল না। এখনকার থিয়েটার নাচের জন্যে যাত্রার মুখ তাকায় না বটে, কিন্তু যাত্রার অধিকারীরা থিয়েটারি নাচ নকল করবার চেষ্টা করেন।

সাবেক কালে থিয়েটারে যাঁরা নাচের প্রচলন করেছিলেন, নৃত্য-কলার প্রতি তাঁদের গভীর অনুরাগের প্রমাণ পাওয়া যায় না। লোকে নাচ চায়, তাই তাঁরা নাচের ব্যবস্থা করতে বাধ্য হয়েছিলেন। নৃত্যকে তাঁরা যদি আর্ট ব'লে মানতেন, তাহ'লে পঁচিশ বৎসর আগেই আমাদের রঙ্গালয়ের নৃত্য হয়ত বাঙালীর গর্ব্বের জিনিষ হয়ে উঠতে পারত।

এই সেদিন পর্য্যন্ত থিয়েটারি নাচ বললে আমরা বুঝতুম, আড়ষ্টভাবে এক এক ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে তবলার বোলের সঙ্গে মিলিয়ে দুম্-দুম্ শব্দে রঙ্গমঞ্চে পদাঘাত করা। এখনও যে অবস্থা বিশেষ উন্নত হয়েছে এমন কথা বলি না, তবে এখনকার থিয়েটারি নাচ আগেকার মত নিকৃষ্ট হয় না।

প্রায় এক যুগ আগে আমি যখন "নাচঘরে"র সম্পাদনা ভার নিই, তখন বাংলা রঙ্গালয়ে নাচের দুর্গতির দিকে কর্ত্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ ক'রে বলেছিলুম, ভারতের প্রাচীন মন্দিরে মন্দিরে দেশীয় নৃত্যের এমন অগণ্য শিলাচিত্র থাকতেও রঙ্গলয়ের নৃত্য-শিক্ষকরা সদ্ব্যবহার করতে পারেন না কেন? কিন্তু এই নূতন প্রস্তাব তখন এদেশে এতটা নূতন শুনিয়েছিল যে কেউ তাতে কর্ণপাত করা দরকার মনে করেন নি।

তার পরেই শিশির-সম্প্রদায়ে যখন হাতে-নাতে কাজ করবার সুযোগ পেলুম তখন স্বর্গীয় মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায় ও আমি চেষ্টা ক'রে দেখলুম, রঙ্গালয়ের নাচ উন্নত করতে পারা যায় কি না? মণিলাল "রূপসায়রের দোদুল তালে" গানটির সঙ্গে এক অভিনব নৃত্যের পরিকল্পনা করলেন এবং আমি করলুম "মঞ্জুল মঞ্জরী" নামে গানটির সঙ্গে নৃত্য-সংযোজনা। শেষোক্ত নাচে আমি অজন্তা প্রভৃতি স্থানের প্রাচীন নৃত্যের শিলাচিত্র থেকে মাল-মশলা সংগ্রহ করেছিলুম। বাংলা দেশে এমন চেষ্টা আগে কখনও হয়েছিল ব'লে জানি না। তার পর থেকে আজ পর্য্যন্ত ঐ পদ্ধতিতে বিভিন্ন বাংলা রঙ্গালয়ে বাংলা দেশের উপযোগী অসংখ্য নৃত্যের পরিকল্পনা করেছি এবং হয়ত আজ সে চেষ্টার কিছু কিছু ফলও হয়েছে। আমার সহযোগী মণিলাল জীবিত থাকলে বাংলা রঙ্গালয়ে নৃত্যকলার রূপ আজ আরও সুন্দর হ'তে পারত।

বাংলা নৃত্যকলার উন্নতির জন্যে রঙ্গালয়ে আমরা যখন চেষ্টা করছি, তখন দেশের মধ্যেও ধীরে ধীরে নাচের উৎসাহ জাগতে লাগল এবং এই উৎসাহের মূলে ছিলেন আর্টের সকল ক্ষেত্রেই অগ্রণী রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং। বাংলা রঙ্গালয় আজও বাঙালীর সমাজের অন্তরঙ্গ হয় নি, সেখানকার নাচের ধারা তাই রঙ্গালয়ের বাইরে প্রবাহিত হবার পথ পায় না। বাংলার ভদ্রসমাজে—এমন কি অন্তঃপুরের মধ্যেও যে নাচের চলন হবে, বছর-কয়

আগেও এমন কল্পনা সহজ ছিল না। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং যখন নিজের পরিবারভুক্ত ও শান্তিনিকেতনের বালক-বালিকাদের নিয়ে মাঝে মাঝে প্রকাশ্য নাচের মজলিসে দেখা দিতে লাগলেন অসঙ্কোচে, তখন সারা দেশের অধিকাংশ শিক্ষিত ও আধুনিক ব্যক্তি বুঝতে পারলেন যে, নৃত্য হচ্ছে একটি উচ্চশ্রেণীর ললিত-কলা, স্ত্রী-পুরুষ-নির্ব্বিশেষে মানুষের স্বাভাবিক প্রাণের গতি তার দিকেই এবং তার মধ্যে লজ্জাকর কিছুই নেই।

তার পরেই নর্ত্তকের নূপুর পায়ে দিয়ে পৃথিবী জয় ক'রে বাংলার উদয়শঙ্কর এলেন স্বদেশে ফিরে। ভারতের পুঁথি-পুরাণের মধ্যে যে-সব দেবতার মূর্ত্তি ছিল সুপ্ত হয়ে, ভারতের মন্দিরে মন্দিরে অতীতের ভাস্করের হাতে-গড়া যে-সব মূর্ত্তি ছিল পাথরের মধ্যে অচল হয়ে, ভারতের যুগে যুগে যে-সব কবির কল্পনা ছিল আমাদের মনের মাঝে অস্পষ্ট হয়ে—উদয়শঙ্করের নূপুরের সঙ্গীত শুনে তারা আবার আমাদের চোখের সামনে সগৌরবে জীবন্তরূপে বিচরণ করতে লাগল গতি-রাগের ছন্দে ছন্দে, সাকার আনন্দের মত। উদয়শঙ্কর কেবল আমাদের হৃদয় হরণ করলেন না, তিনি আমাদের শিখিয়ে দিলেন নাচের মন্ত্র কত পবিত্র! উদয়শঙ্করকে সকলে দেখেছেন এবং তাঁর নৃত্যের মহিমাও হৃদয়ে অনুভব করেছেন, সুতরাং তাঁর কথা আর বেশী না বললেও চলবে। বাংলার নবযুগে উদয়শঙ্কর বাঙালীর নৃত্যকলার প্রাণপ্রতিষ্ঠা করেছেন, তাকে পরিপূর্ণ যৌবন-শ্রী দান করেছেন।

ইতিমধ্যে শ্রীযুক্ত গুরুসদয় দত্ত আর একটি মস্ত উপকার করলেন। তাঁরই একান্ত চেষ্টায় ও আগ্রহে বাংলার অবহেলিত পল্লীনৃত্যগুলি সংস্কৃত ও দেশের সর্ব্বপরিচিত ও প্রচারিত হবার সুযোগ লাভ করেছে।

এঁদের নৃত্যকলানুরাগ আজ সারা বাংলা দেশে ছড়িয়ে পড়েছে। নানা বিদ্যালয়ে স্ত্রী-পুরুষ-নির্ব্বিশেষে বাঙালী আজ নৃত্যশিক্ষা গ্রহণ করছে।

পঁচিশ বছর আগে এমন ব্যাপার স্বপ্নেও সম্ভব ছিল না।

বাংলা চলচ্চিত্রকলা

পঁচিশ বৎসর আগে বাংলা চলচ্চিত্রের অস্তিত্ব পর্য্যন্ত ছিল না।

রয়েল বায়স্কোপ কোম্পানী ও শ্রীযুক্ত শ্যামলাল সেট তখন বাংলার বিভিন্ন রঙ্গালয়ে যে-সব টুকরো টুকরো বিলাতী ছবি দেখাতেন, সে-সব দেখে আমরা খুবই আমোদ পেতুম, কিন্তু এদেশেও যে ও-রকম ছবি তৈরি করা যায়, এমন খেয়াল আমাদের কারুর মাথাতে আসে নি।

তার পর শ্যামবাবু প্রভৃতিকে নিয়ে ম্যাডান যখন মাঠে তাঁবু ফেলে ছবিতে বড় বড় নাটক দেখাতে সুরু করলেন, তখনও খাঁটি বাংলা ছবির কথা নিয়ে আমরা কেউ মাথা ঘামাতুম না।

তার পর, সম্ভবতঃ, ১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দে ম্যাডান যখন 'কোরিন্থিয়ান থিয়েটারে'র দল নিয়ে "হরিশ্চন্দ্র" ছবি তুললেন, তখন হয়ত কোন কোন বাঙালীর নিদ্রাভঙ্গ হয়েছিল। ম্যাডানের পরের ছবি "শিবচতুর্দ্দশী" যখন দেখানো হয়, তখন তার মধ্যে বিদেশী নটের সঙ্গে বাঙালীরও দেখা পাব শুনে আমরা সবিস্ময়ে দলে দলে চিত্রাগারে গিয়ে হাজির হয়েছিলুম।

খাঁটি বাংলা নাটকের ছবির জন্ম বোধ হয় সর্ব্বপ্রথমে সাধারণ রঙ্গালয়েই। 'মনোমোহন' সম্প্রদায় হঠাৎ ঘোষণা করলেন, বঙ্কিমের উপন্যাসের নাট্যরূপ দেখানোর সঙ্গে সঙ্গে তাঁরা চলচ্চিত্রে নাটকের অংশ-বিশেষ দেখাবেন। বাঙালী নট-নটীর দ্বারা সেই চিত্রাভিনয় দেখে আমরা যে বিশেষ তৃপ্তিলাভ করেছিলুম, সে কথা বলাই বাহুল্য। সে ছবি তুলেছিলেন 'অরোরা বায়স্কোপ কোম্পানী'।

তার পর কেবল বাঙালী শিল্পী নিয়ে বাঙালী মালিকের দ্বারা সর্ব্বপ্রথম সম্পূর্ণ দেশী ছবি উঠল—"বিলাত-ফের্ত্তা" ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দে। খাঁটি বাঙালীর প্রতিষ্ঠান, অথচ তার নাম ছিল "ইণ্ডো-ব্রিটিশ ফিল্ম কোম্পানী"। কিন্তু, যাক্, নামে কি এসে যায়, ছবিখানি দেখে প্রত্যেক বাঙালীই সগর্ব্ব আনন্দ উপভোগ করেছিলেন।

তার পর অনেক বাংলা ছবি দেখবার পর এল সবাক-চিত্রের যুগ। এখানেও ম্যাডান দেখা দিলেন সর্ব্বাগ্রে। সম্ভবতঃ এটা হচ্ছে ১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দের কথা।

দেখা যাচ্ছে খাঁটি বাংলা চলচ্চিত্রের বয়স হয়েছে কিঞ্চিৎ-বেশী এক যুগ মাত্র। সুতরাং তাকে এখনও শিশু বললে অন্যায় হবে না। শিশুর অনেক অপূর্ণতা থাকে—বিশেষতঃ গরিবের ঘরের শিশুর। বাংলা ছবির অপূর্ণতার কথাও অস্বীকার করি না। কিন্তু পঁচিশ বৎসর আগে কেউ যার কল্পনা পর্য্যন্ত করতে পারে নি, মাত্র চৌদ্দ-পনের বৎসরে সে যতটা অগ্রসর হয়েছে, বাঙ্গালীর পক্ষে তা অগৌরবের নয়।

... ...

এই অতি-সংক্ষিপ্ত আলোচনায় দেখা যাচ্ছে, গত পঁচিশ বৎসরের মধ্যেই বাংলার নাটকীয় আর্টে তিনটি স্মরণীয় নূতনত্বকে আমরা লাভ করেছি :—প্রথম বাংলার সাধারণ রঙ্গালয়ে নবযুগের আবির্ভাব ; দ্বিতীয়—বাংলায় যুগোপযোগী নৃত্যকলার জন্ম ; তৃতীয়—বাংলা চলচ্চিত্রের উৎপত্তি।

শ্রী হেমেন্দ্রকুমার রায়

৭ম বর্ষ, ২৫শ সংখ্যা, ১৩৪২

জোয়েল ম্যাক্রি

"The Richest Girl in the World"
ছবিতে ইঁহাকে এ সপ্তাহে দেখা যাইবে।

পাইওনীয়ার ফিল্মের "দেবদাসী" চিত্রে শ্রীঅহীন্দ্র চৌধুরী ও ভাস্কর দেব। এই শনিবার 'ছায়া'য় মুক্তিলাভ করিবে।

"Let's Live Tonight" [illegible]

লেডিজ হোষ্টেল

(গল্প)

——শ্রীফণিভূষণ গুপ্ত

চণ্ডীচরণ চাটুয্যের ছেলে নিখিলেশ বাপের মতই এক্‌সেন্‌ট্রিক। চণ্ডীচরণ বলেন ভোরবেলা বিছানা ছেড়ে ওঠা ভাল। নিখিলেশ ঘুময় বেলা আটটা পর্য্যন্ত। ছেলে একে সাবালক তায় বিদ্বান—সে এম-এ আর ল' একসঙ্গে পড়ছে। কথা শুনতে হয় নিখিলেশের মা বিন্ধ্যবাসিনীকে। তাঁকে চণ্ডীচরণ বলেন,"নিখিলেশ এত বেলা করে ওঠে কেন?"

বিন্ধ্যবাসিনী বলেন, "রাত্তিরে তার ঘুম হয় না।"

চণ্ডীচরণ বলেন, "রাত্তিরে ঘুম হয় না কেন?"

বিন্ধ্যবাসিনী বলেন, "এত বড় বড় গোঁফ দাড়ী বেরিয়ে গেল—ছেলের বিয়ে দিচ্ছ না। ঘুম হবে কেমন করে?"

চণ্ডীচরণ সামনে যা পান তাই চাপড়ে বলেন, "এই জন্যেই জাতটা উচ্ছন্নে গেল। ভাল করে গোঁফ দাড়ী বেরুতে না বেরুতে বিয়ে—ছেলেদের ইহকাল পরকাল নষ্ট হয়।"

বিন্ধ্যবাসিনী বলেন, "তোমার তাহ'লে হ'য়েছে বল।"

চণ্ডীচরণ বলেন, "আমার বাবা যে ভুল করেছিলেন আমি সে ভুল করব না।"

বিন্ধ্যবাসিনী বলেন, "তিনি যদি ভুল না করতেন ত'হলে তোমারও ঐরকম ঘুম হত না।"

তর্ক বিতর্ক থামিয়ে চণ্ডীচরণ বলেন, "বেলা করে উঠে উঠে বাবুর চেহারাখানা কি রকম হচ্ছে আর্শীখানা নিয়ে ভাল করে দেখতে বলো"

বিন্ধ্যবাসিনী বলেন, "আচ্ছা তোমার কি গোঁ—ছেলে লেখাপড়া করছে সেই জন্যে তার বিয়ে দেবে না।"

চণ্ডীচরণ বলেন, "এ আমার গোঁ নয়, এ হ'ল পুরাকালের সব বড় বড় মুনিঋষিদের মত। ছেলেরা যে সময় লেখাপড়া করত সে কালে তার নাম ছিল ব্রহ্মচর্য্য আশ্রম। আহা কোথায় গেল: সে কাল আর সেই মুনিঋষিরা।"

বিন্ধ্যবাসিনী বলেন, "বাছার সঙ্গে যারা পড়ে তাদের সকলেরই বিয়ে হ'য়ে গেছে। শুধু আমার বাছাই কার্ত্তিকটি হ'য়ে আছে তাই বেচারী মনের দুঃখ মনে চেপে জেগে জেগে রাত কাটায়।"

চণ্ডীচরণ বলেন, "এঁ্যা বল কি, ওর সঙ্গে যারা পড়ে তাদের সকলেরই বিয়ে হয়ে গেছে। তাদের সঙ্গে মিশতে মানা করে দিও, মিশতে মানা করে দিও।"

বিন্ধ্যবাসিনী বলেন, "তাহ'লে তাকে কলেজ ছাড়তে হয়।"

চণ্ডীচরণ বলেন, "কেন?"

বিন্ধ্যবাসিনী বলেন, "একসঙ্গে যারা পড়ে তাদের সঙ্গে না মিশে কেউ থাকতে পারে? তবু তোমার গোঁ বজায় রাখবে। ওসব কাজের কথা নয়। নিখিলেশের জন্যে ভাল একটি পাত্রী দেখ।"
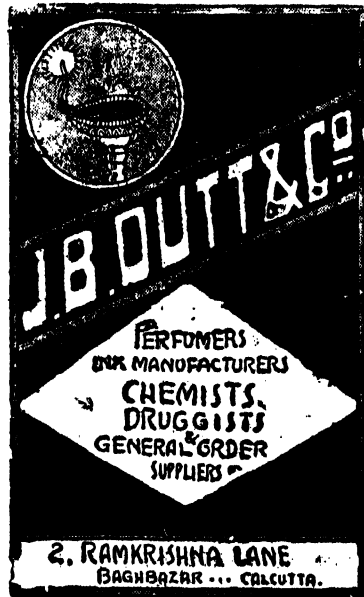
ভবতারণ বাঁড়ুয্যে এক সদাগরী অফিসের বড় বাবু, বেশ গোছাল গেরস্থ। তাঁর বড় মেয়ে ললিতা বিয়ের যুগ্যি হয়েছে। তাই তিনি চণ্ডীচরণের দোর গোড়ায় গিয়ে হাজির হলেন। নিখিলেশের সঙ্গে বিয়ের প্রস্তাব শুনে চণ্ডীচরণ রেগে আগুন হ'য়ে উঠলেন। ভবতারণের মুখের কাছে হাত নেড়ে বললেন, "ঘরে বাইরে জ্বালাতন। আপনারা কি সবাই মিলে আমাকে পাগল করবেন? এত অল্প বয়সে ছেলের বিয়ে আমি দোব না।"

হাতজোড় করে ভবতারণ বললেন, "কন্যাদায় বড় দায়। তাই আপনাকে বিরক্ত করতে এসেছি। আপনার ছেলে খুব এমন ছোট নয়। বিয়ের বয়স তার হয়েছে"।

চণ্ডীচরণ বললেন, "আচ্ছা আমার ছেলে ছাড়া কি দুনিয়ায় আর ছেলে নেই?"

ভবতারণ বললেন, "থাকবে না কেন? তবে আমার সন্ধানে নেই।"

চণ্ডীচরণ বললেন, "ভাল করে সন্ধান করুন। ছেলে এখন পড়ছে—এটা হল ব্রহ্মচর্য্য পালনের সময়। সে কালের সব পদ্ধতি ছিল ভাল—তা' নামেনেইআমাদের এই দুর্দ্দশা।"

ভবতারণ বললেন, "সে কালের পদ্ধতি ভাল ছিল তা' অস্বীকার করি না। কিন্তু সে অনুযায়ী কি ঠিক চলা যায়! বললে রাগ করবেন না আপনার বা আমার যে বয়েস হ'য়েছে তাতে আমাদের বাণপ্রস্থে যাওয়া উচিত! কিন্তু আমরা তা পারি কৈ? ইংরেজ রাজত্বে মান্ধাতার আমলের আইন কানুন যে একেবারে অচল তা' বললে বোধ হয় ভুল হয় না। আমার মেয়ে বলে বলছি না —সে খুব সুশ্রী আর এ বিয়েতে আমি যা খরচ করব আমার মনে হয় এ বাজারে কোন বরের বাপ তাতে অসন্তুষ্ট হবেন না।"

চণ্ডীচরণ বললেন, "কত খরচ করবেন?"

ভবতারণ বললেন, "দশ হাজার। যদি

মত করেন তাহলে মেয়ে দেখাবার বন্দোবস্ত করি।"

চণ্ডীচরণ বললেন, "আপনার মেয়ে স্কুল কলেজে পড়ে নাকি ?"

ভবতারণ বললেন, "না না, বাড়ীতে আমিই তাকে সামান্য সামান্য লেখাপড়া শিখিয়েছি, আর গিন্নী শিখিয়েছেন রান্না।"

চণ্ডীচরণ বললেন, "মেয়েদের রান্না শেখাটা খুব দরকার। আমি মেয়েদের লেখা পড়া গান বাজনা মোটেই পছন্দ করি না।"

ভবতারণ বললেন, "আমিও তাই। গান বাজনা সে মোটে জানে না।"

চণ্ডীচরণ বললেন, "সেই ভাল। বলুন ত' কেমন শোনায়, শ্বশুর বাড়ীর বার হ'লেন, শাশুড়ী অন্য ঘরে আছেন, বাড়ীর বড় বউ গান ধরলেন,

ফাগুণের জোছনা রাতে
দেখা হল তোমার সাথে
হে প্রিয়তম তোমার সাথে।

বাড়ী ফেরবার সময় শ্বশুর পুত্রবধুর এই গান শুনে কৃতার্থ হলেন।"

ভবতারণ বললেন, "সে কথা ঠিক। আমার মেয়ে গান বাজনার ধার ধারে না তবে শিবস্তোত্র গঙ্গাস্তোত্র এ সমস্তই জানে।"

চণ্ডীচরণ বললেন, "বাঃ বাঃ বেশ। আচ্ছা কালই আমি আপনার মেয়েটিকে দেখতে যাব।"

ভবতারণ "যে আজ্ঞে" বলে চলে গেলেন।

শুভদিনে শুভলগ্নে ললিতার সঙ্গে নিখিলেশের বিয়ে হ'য়ে গেল। চণ্ডীচরণের প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হল, বিন্ধ্যবাসিনীর আশা পূর্ণ, হল ভবতারণের কামনা সিদ্ধ হল। নিখিলেশ বড় চাপা মানুষ মনের কথা ভেঙ্গে বলেনা। জানি না এ বিয়েতে সে সুখী হল কি না। এ কথা ভুলে গেলে চলবে না—সে খুব আপ্‌-টু-ডেট।

ফুলশয্যের রাত্তিরে বিছানার ওপর এক রাশ ফুলের মধ্যে ফুলের রাণীর মত বসে ললিতা। গিরিরাজ কুমারীর সৌন্দর্য্যের খ্যাতি চারিদিকে। তাঁকে কখনও দেখিনি। যদি দেখবার সুযোগ হয় মিলিয়ে নোব তিনি ললিতার মত দেখতে কিনা। নিখিলেশের বোনেরা ললিতার পাশে নিখিলেশকে বসিয়ে দিয়ে দুড় দুড় করে ছুটে পালিয়ে গেল। দরজায় শেকল টেনে দিলে। খানিকক্ষণ চুপচাপ থেকে নিখিলেশ ললিতাকে জিজ্ঞাসা করলে, তোমার নামটি কি ?"

ললিতা বললে, "ললিতা।"

নবপরিণীতার প্রথম স্বামী-সম্ভাষণ—কত লজ্জা, কত সঙ্কোচ, কত কোমলতা,—কত মাধুর্য্য তার মাঝে জড়ানো। তায় ললিতা মধুভাষিনী।

নিখিলেশ যেন শুনতে পায়নি এই ভাবে বললে, "কি ?"

আনতনয়না ললিতা বললে, "ললিতা।"

নিখিলেশ সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠল, "ললিতা, ললিতা। ললিতা আবার কি নাম ? তোমার নাম কে রেখেছে ?"

ভয়ব্যাকুল দৃষ্টি চোখে এনে ললিতা বললে, "বাবা।"

নিখিলেশ কর্কশ স্বরে বললে, "আহা তোমার বাবার কি টেষ্ট। কেন দু' অক্ষরে কত ভাল ভাল নাম রয়েছে—আভা, শোভা, প্রীতি, গীতা, রমা, লীনা—তা নয় ললিতা। ইংরিজী লেখাপড়া জানো ?"

ললিতা ঘাড় নেড়ে জানালে যে, সে জানে।

নিখিলেশ বললে, "কোন্ স্কুলে পড়েছ ?"

ললিতা মধুর কণ্ঠে বললে, "স্কুলে আমি পড়িনি।"

নিখিলেশ বললে, "লেখাপড়া কার কাছে শিখলে ?"

ললিতা বললে, "বাবার কাছে।"

নিখিলেশ বললে, "গান বাজনা জানো ?"

ললিতা যেন মাটীর সঙ্গে মিশিয়ে যেতে চায় এই অবস্থায় বললে, "না।" নিখিলেশ বললে, "ওয়ার্থলেশ, ছিঃ ছিঃ বন্ধুবান্ধবদের কাছে কি বলব। শিশির রায়ের স্ত্রী লীনা বড় বড় অর্গান বাজিয়ে গান করে,

দেবী মিত্তিরের স্ত্রী ইলা খুব ভাল নাচতে পারে। কেউ আই-এ পড়েছে, কেউ বি-এ পড়েছে। তাদের স্ত্রী রূপে লক্ষ্মী, বিদ্যাবুদ্ধিতে সরস্বতী, আর আমার স্ত্রী রূপে পেঁচা, বিদ্যাবুদ্ধিতে কাঁচকলা।"

পাশ ফিরে শুয়ে নিখিলেশ ঘুমিয়ে পড়ল।

আর তার সঙ্গে কথা কইতে ললিতার সাহসও হ'ল না, লজ্জাও করলে। বেচারী কেঁদে কেঁদে ক্লান্ত হ'য়ে শেষ রাত্রে ঘুমের কোলে ঢুলে পড়ল।

ললিতার মার অনেক দিনের হাঁপানীর ব্যারাম। বেশী পরিশ্রমে আর মেয়ের কি হবে. এই চিন্তায় ভয়ানক বেড়ে উঠল। তাঁর অবস্থা যায় যায়। ফুলশয্যের পরদিন ভবতারণ এলেন মেয়ে জামাইকে নিয়ে যেতে, তাঁর স্ত্রী তাদের দেখতে চেয়েছেন। চণ্ডীচরণ ললিতাকে পাঠালেন, নিখিলেশকে পাঠাতে রাজী হলেন না। তাঁর বিশ্বাস ঐ রোগ খুব খারাপ, আর বড় ছোঁয়াচে। মৃত্যু এসে ললিতার মাকে সকল যন্ত্রণার হাত থেকে মুক্তি দিলে। তাঁর শেষ নিঃশ্বাস অনন্ত শূন্যে মিলিয়ে গেল। শেষ সময়ে ললিতা তাঁর পাশে ছিল। তিনি তাকে প্রাণ খুলে আশীর্ব্বাদ করলেন, "মা সাবিত্রীর সমান হও—স্বামী-সোহাগিনী হও।"

ললিতা মার জন্যে খুব কাঁদলে, তার সঙ্গে বেশী ক'রে দু' ফোঁটা জল ফেললে।

ললিতা বিয়ের পর এক বছর বাপের বাড়ীতে থাকবে—এমন কি ভবতারণ ঐ বছরে নিখিলেশকে কোনও দিন নিমন্ত্রণ করে' নিয়ে যেতে পারবেন না, এই সর্ত্তে চণ্ডীচরণ ছেলের বিয়ে দিতে রাজী হ'য়েছেন। ললিতা বাপের বাড়ী রয়ে গেল।

শোকের কাতরতা কতকটা কমে যেতে ললিতা একদিন তার বাপকে বললে, "বাবা! আমি লেখাপড়া করব।"

ললিতা ভবতারণের বড় আদরের মেয়ে, সে হ'তেই নাকি ভবতারণের খুব উন্নতি। তিনি বললেন, "বেশ ত' বই কিনে এনে দোব, পোড়ো।"

আব্দারের সুরে ললিতা বললে, "না—আমি স্কুলে যাব।"

ভবতারণ বললেন, "কেন মা হঠাৎ স্কুলে যাবার সখ হ'ল কেন?"

ললিতা বললে, "হ্যাঁ—আমি স্কুলে গিয়ে পড়ব।"

ভবতারণ বললেন, "তা কেমন করে হবে। এখন তুমি আমারও নও, তোমারও নও। এখন আমাদের ইচ্ছা মত কোনও কাজই হবে না। তোমার শ্বশুরবাড়ীর মত চাই।"

ললিতা বললে, "তাঁদের মত হবে।"

ভবতারণ বললেন, "কি ক'রে হবে? আমি জানি তোমার শ্বশুর মেয়েদের স্কুল কলেজে পড়ার বিরোধী।"

ললিতা বড় হ'য়েছে। নিজের ভালমন্দ বোঝবার শক্তিও তার হয়েছে। সে তার বাবাকে সব কথা খুলে বললে। অনেক ভেবে ভবতারণ ললিতাকে স্কুলে পাঠানই সাব্যস্ত করলেন। ললিতা চায় খুব কম সময়ের মধ্যে ইংরিজী ভাষাটাতে শিখে নিতে। যে স্কুলে সে রকম বন্দোবস্ত আছে সেখানে পড়তে গেলে তাকে হোষ্টেলে থাকতে হয়। ললিতা সেই স্কুলেই ভর্ত্তি হল।

এই এগজামিনের বছরটা যাতে ললিতার সঙ্গে নিখিলেশের মোটে দেখা না হয় এক দিনের, জন্যেও নয় একঘণ্টার জন্যেও নয়, এক মিনিটের জন্যেও নয়—কর্ত্তব্যপরায়ণ প্রহরীর মত চণ্ডীচরণ সেই জন্যে নিখিলেশের ওপর কড়া পাহারা রাখলেন। তিনি চান যে সে বিয়ে করেছে এই কথাটা এই ক'মাসের জন্যে যেন ভুলে যায়। স্ত্রী ত' রইলই। আর রইল বা না রইল তাতেই বা কি ক্ষতি? এক স্ত্রী গেলে অন্য স্ত্রী হবে। কিন্তু তার জীবনের এই সোনার দিনগুলো গেলে আর ফিরে আসবে না।

সামনের দোতলা বাড়ীটার গায়ে ক'দিন ধরে "টু লেট"—"বাড়ী ভাড়া" একটা বিজ্ঞাপন লাগান ছিল। সকাল বেলা হঠাৎ দেখা গেল জনকতক কুলী এক দরওয়ানের নেতৃত্বে
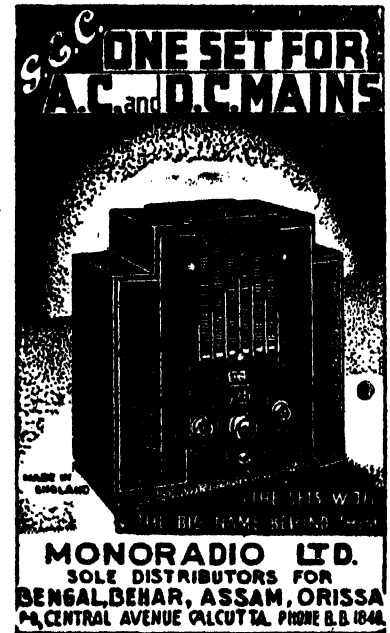
বাড়ীটা ধোয়া-মোছা করছে। বিজ্ঞাপনটা অন্তর্দ্ধান করেছে। এ বাড়ী আর ওবাড়ীর মাঝে ব্যবধান রাস্তা—সেটা খুব চওড়া নয়। কি রকম ভাড়াটে আসবে চণ্ডীচরণ আর বিন্ধ্যবাসিনী দু'জনে ভেবেই আকুল। বিকেল বেলা দেখা গেল এক দঙ্গল মেয়ে ছাতে আর সামনের বারাণ্ডায় ভিড় করে আছে। বাড়ীর দরজায় অনেকগুলো সাইন-বোর্ড পড়ে গেছে।—

লেডিজ হোষ্টেল—মেয়েদের মেস।

নো এডমিশন উইদাউট পারমিশন—

অনুমতি ব্যতীত প্রবেশ নিষেধ।

ভিজিটিং আওয়ার্স—দেখা করিবার সময় ৫—৭ পি, এম—বিকাল ৫টা হইতে ৭টা।

একদল তরুণীর আড্ডা। চণ্ডীচরণ ভেবে সারা হলেন, নিখিলেশের জন্যে। যুবকের সামনে তরুণী একটা নয়, দুটো নয়—একদল। মন তার বিগড়ে যাবে, লেখাপড়া হবে না। বিন্ধ্যবাসিনী ভেবে সারা হলেন স্বামীর জন্যে। পুরুষের মন বড় হাল্কা তা' সে প্রৌঢ়ই হোক আর বুড়োই হোক। বিন্ধ্যবাসিনী চণ্ডীচরণকে বললেন, "জানালাগুলো ঝিলমিল দিয়ে ঘিরে দেওয়া হোক।" চণ্ডীচরণ এক কথায় রাজী হ'য়ে গেলেন। বিন্ধ্যবাসিনী কতকটা সুস্থির হলেন, চণ্ডীচরণও কতকটা সুস্থির হলেন। নিখিলেশ ঘরের মধ্যে বসে বসে ভাবে, নবপরিণীতার সঙ্গে সে মোটে আলাপ করে নি। কি অন্যায় আর কি মুখখুমী সে করেছে। কেন সে রেগে গেল। রাগ চণ্ডাল, মুহূর্ত্তে প্রলয় নিয়ে আসে। অতিথি দুর্ব্বাসা মুনির রাগে কণ্ব দুহিতা শকুন্তলার জীবনটা ব্যর্থ হয়ে গিয়েছিল। এখন যে আর উপায় নেই। তার প্রাণ ছট ফট করে। ললিতার কাছে গিয়ে, ক্ষমা চেয়ে নিতে তার ইচ্ছে যায়। সে পথে বাধা—তার বাপের আদেশ।

চিন্তা চিতা হ'তে অধিক—চিন্তা পোড়ায় জীবন্ত মানুষকে। নিখিলেশের চেহারা বড় খারাপ হচ্ছে তা' শুভাকাঙ্ক্ষী বাপের নজর এড়িয়ে গেল না। ছেলের জন্যে ভেবে ভেবে চণ্ডীচরণও রোগা হ'য়ে গেলেন। চণ্ডীচরণ ভাবেন তরুণীদের কটাক্ষ-বিদ্যুতের শক্ লেগে লেগে নিখিলের চেহারা খারাপ হচ্ছে। বিন্ধ্যবাসিনী ভাবেন তরুণীদের মায়াবী-বিদ্যার গুণে কর্ত্তার দেহ পাকিয়ে দড়ি হয়ে যাচ্ছে। সবাই ছিল ভাল—কাল হ'ল ঐ লেডিজ হোষ্টেল।

নিখিলেশ বই বগলে করে কলেজে যায়। একদিন সামনের হোষ্টেল থেকে একটি কাগজের মোড়ক তার পায়ের কাছে এসে পড়ল। সেটি তুলে নিয়ে খুলে সে পড়লে। তাতে লেখা আছে, "প্রিয়তম, তুমি জান না আমি তোমায় কত ভালবাসি।" এ কি রকম হল। নিখিলেশের তরুণ হৃদয় সজাগ হ'য়ে উঠল। সে যে এত কাল এই রকম একটা রোমান্স চেয়ে এসেছে। চিরকালই সে ভেবে এসেছে—সে লাভ করবে, তার জীবনের সঙ্গিনীকে কোনও একটা রোমাঞ্চ-কর ঘটনার ভেতর দিয়ে। তার মনের দিক দিয়ে বলতে গেলে বলতে হয়—তার বিয়েটা

তার জীবনে একটা ট্রাজেডী। সে লেডিজ হোষ্টেলের জানালাগুলো দেখে কলেজে চলে গেল। তার মন মধুকর গুঞ্জন করতে লাগল,

"কে তুমি বসিয়া দেবী
রহস্যের গুপ্ত অন্তরালে
ভেদিলে আমার বক্ষ
তীক্ষ্ণ বিষ-ব্যথা শরজালে।"

নিখিলেশ রোজই তার চিঠি পায়—কোনও দিন তার দেখা পায় না। কি ভীষণ তার ছটফটানি। এত কাছে—তার প্রাণের কথা—তার প্রণয়িনীর প্রাণের কথা কাগজে ভর করে উড়ে আসছে। সুদৃঢ় দুর্গ প্রাচীরের মত ঐ বাড়ীর দেয়ালগুলো তাকে বাধা দিচ্ছে। তার অবস্থা দিন দিন খারাপ হতে লাগল, চণ্ডীচরণ পাহারা আরও কড়া করে দিলেন। নিখিলেশ সেদিন যেই ভাত খেতে বসেছে—তিনি একেবারে উঠলেন গিয়ে ছাতের ওপর। নিখিলেশ বাড়ী থেকে বেরুতেই—সামনের বাড়ী থেকে একটা কাগজের মোড়ক তার পায়ের কাছে এসে পড়ল। যেই সে সেটা কুড়িয়ে নিতে যাবে—সে চমকে উঠল ওপর থেকে একটা হুঙ্কার শুনে, "নিখিলেশ কলেজে যাও।" সে ভালমানুষের মত কলেজে চলে গেল। কাগজ সেইখানেই পড়ে রইল। চণ্ডীচরণ তাড়াতাড়ি নেমে এসে কাগজটা তুলে, লেখা পড়ে হাড়ে হাড়ে জ্বলে গেলেন।

"যতদিন না তোমাকে পাচ্ছি ততদিন আমার মনে সুখ নেই, শান্তি নেই। হে দরদী তোমাকে পাবার জন্যে আমার প্রাণ কেমন করে। আমি তোমাকে বড় ভালবাসি।"—ইতি

চণ্ডীচরণ ভাবতে লাগলেন, পিতৃসত্য পালনের জন্যে রামচন্দ্র বনে গিয়েছিলেন—আর এ কালের ছেলেরা একটা সামান্য মোহ কাটাতে পারে না। তাকে তিনি ডানা দিয়ে আগলে আগলে ঘুরছেন—তার মধ্যে স্ত্রীলোক, তার মধ্যে ভালবাসা। এই কটা মাস অপেক্ষা করতে পারে না। তা'ছাড়া তোর স্ত্রী রয়েছে—আর এক অজানা মেয়ের সঙ্গে তোর প্রেমালাপ।" চিঠিখানা জামার পকেটে রাখলেন। বিন্ধ্যবাসিনী সন্দেহের বশে জানালার ধারে এসে দাঁড়িয়েছিলেন। চণ্ডীচরণের এই কাজটা তাঁর শ্যেনদৃষ্টি এড়িয়ে গেল না। নিজের শোবার ঘরে জামা ছেড়ে চণ্ডীচরণ ছেলেদের দেরাজে আর কোনও চিঠিপত্র পাওয়া যায় কি না খুঁজতে নীচে গেলেন। এই অবসরে বিন্ধ্যবাসিনী এসে তাঁর জামার পকেট থেকে সেই চিঠিখানা বার করে বানান করে করে পড়লেন। নিখিলেশের দেরাজ থেকে আরও দু' তিন খানা চিঠি পাওয়া গেল। চণ্ডীচরণ অগ্নিমূর্ত্তি হ'য়ে উঠলেন। তিনি চললেন, গিন্নীর কাছে তাঁর ছেলের নামে নালিশ করতে। বিন্ধ্যবাসিনী আসছিলেন কর্ত্তার নামে নালিশ করতে—মাঝপথে দু' জনের দেখা। যেন বুনো মোষের সামনে বাঘিনী।

একটু ঘাড় নেড়ে চণ্ডীচরণ বললেন, "তোমার ছেলের এই কীর্ত্তি।"

বিন্ধ্যবাসিনীও সেইভাবে বললেন, "তোমার এই কীর্ত্তি।"

চণ্ডীচরণ বললেন, "তোমার ছেলের পেটে পেটে এত।"

বিন্ধ্যবাসিনী বললেন, "তোমার পেটে পেটে এত।"

চণ্ডীচরণ বললেন, "পড়, তোমার ছেলের দেরাজ থেকে এই চিঠি বেরিয়েছে।'

বিন্ধ্যবাসিনী বললেন "পড়, তোমার পকেট থেকে এই চিঠি বেরিয়েছে।"

চিঠিখানা পড়ে বিন্ধ্যবাসিনী বললেন, "নিজের দোষ ঢাকবার জন্তে ছেলের ঘাড়ে দোষ চাপাতে চাও।"

চণ্ডীচরণ বললেন, "তুমি কি বলছ! আমাকে তুমি কি ভেবেছ!"

বিন্ধ্যবাসিনী বললেন, "তুমি কি বলছ? আমার ছেলেকে তুমি কী ভেবেছ?'

চণ্ডীচরণ বললেন, "তাকে এইসব চিঠির কথা তোমায় বলতে হবে।"

বিন্ধ্যবাসিনী বললেন, "গোটাকতক মিথ্যে কথা বলে বাছার মনে কষ্ট দোব এমন মা আমি নই।"

চণ্ডীচরণ কর্কশস্বরে বললেন, "তোমাকে বলতেই হবে।"

আরও কর্কশ স্বরে বিন্ধ্যবাসিনী বললেন, "কি আমার ওপর চোখ-রাঙানী। কার বাড়ীতে বাস করছ জানো? এ আমার বাবার বাড়ী। এই রকম কর তো আমরা মায়ে পোয়ে তোমার কাছ থেকে আলাদা হব। দেখি তোমার কোন ভালবাসার লোক এসে তোমার জাব সেদ্ধ করে দেয় আর তোমার পায়ে বাতের তেল মালিস করে দেয়। বুড়ো বয়েসে ধেড়ে রোগ—অন্য যায়গায় যাবে। দেখি তোমার কোন যম তোমাকে থাকবার যায়গা দেয়।"

কেলেঙ্কারী হবার ভয়ে চণ্ডীচরণ এতবড় কীল খেয়েও, বেমালুম কিল চুরি করে ফেললেন।

একদিন সন্ধ্যের পরে টিপ টিপ করে বৃষ্টি পড়ছে। পথে লোক চলা-চল প্রায় থেমে গেছে। চণ্ডীচরণ লক্ষ্য করলেন নিখিলেশ লেডিজ হোষ্টেলের ধারে দাঁড়িয়ে যেন কার সঙ্গে কথা কইছে। সত্যিই সে একজনের সঙ্গে কথা কইছিল।

নিখিলেশ বললে, "আর কতদিন এমন ভাবে নিজেকে গোপন করে রাখবে। তোমার জন্তে আমি কত যন্ত্রনা সহ্য করছি তা' কি বলব!"

জানালার পাশে অন্ধকারে আবছায়ায় দাঁড়িয়ে এক নারী মূর্ত্তি। সে বললে, "তাহ'লে দেখছি রমণীর ওপর আপনার টান আছে।"

নিখিলেশ বললে, "রমণীর ওপর পুরুষের টান, বিশেষ এই বয়সে, থাকাই স্বাভাবিক।"

সে বললে, "বাঁচলাম।"

নিখিলেশ বললে, "ওকথা কেন বললে?"

সে বললে "আমার স্বামীর আমার ওপর মোটেই টান নেই।"

নিখিলেশ বললে, "তোমার বিয়ে হ'য়েছে?"

সে বললে, "হ্যাঁ স্বামী বলে একটি জীব আমার আছেন। তবে তিনি থাকাও যা, আর না থাকাও তাই। তিনি আমাকে মোটেই ভালবাসেন না।"

নিখিলেশ বললে, "কেন?"

সে বললে, "তিনি বিদ্বান, এম্-এ আর ল' পড়েন। আমি মুখ্খু, ভাল ইংরিজী জানি না।"

নিখিলেশ বললে, "তুমি ইংরাজি জান আর নাই জান তুমি যে যথার্থ ভালবাসতে জান তোমার চিঠি পড়ে আমি বুঝতে পেরেছি।'

সে বললে, "আমি আপনাকে খুব ভালবেসেছি।"

নিখিলেশ বললে, "কিন্তু তোমার যে বিয়ে হ'য়েছে—এই বললে তোমার স্বামী আছেন।"

সে বললে, "তাতে কি। আপনি যদি আমাকে ভালবাসেন আর দয়া করে পায়ে ঠাঁই দেন আমি আমার পুরোণ স্বামীকে ত্যাগ করব।"

নিখিল বললে, "তা কি হয়?"

সে বললে, "কেন হবে না?"

নিখিলেশ বললে, "কে তুমি রহস্যময়ী? রোজ আমার কাণে, আমার অন্তরে সুধা ঢেলে দাও, কিন্তু মুখ দেখাও না। তোমার ঘোমটা খুলে ফেলো, আমি তোমাকে দেখি।"

সে বললে, "দূর থেকে চোরের মত দেখা কি ভালো?—না তাতে তৃপ্তি পাওয়া যায়? একদিন আমার গার্জ্জেনের সঙ্গে আসবেন। সামনা-সামনি দেখা হবে।"

নিখিলেশ বললে, "কে তোমার গার্জ্জেন, কোথায় তিনি থাকেন?"

সে বললে, "শ্রীযুক্ত ভবতারণ বন্দ্যোপাধ্যায়—মনোহরপুকুরে থাকেন। ২৭নং বাড়ী।"

যার জিনিষ চুরী করে তার নাম শুনলে চোর যেমন চমকে ওঠে, নিখিলেশও ঠিক তেমনি চমকে উঠল। তার মাথা ঘুরতে লাগল। কাছে একটা পার্ক ছিল, টলতে টলতে তার মধ্যে গিয়ে বসে পড়ল। যে রাক্ষুসী তাঁর ছেলের হাড়মাস চিবিয়ে খাচ্ছে সে থাকে কোথায়, চণ্ডীচরণের কাছে তা পরিষ্কার হ'য়ে গেল। তিনি ছুটলেন তাকে ধরতে। যে তাঁর কর্ত্তাকে পাগল করেছে তার বাসা কোথায় সে সম্বন্ধে বিন্ধ্যবাসিনীর মনে একটুও সন্দেহ রইল না। তিনি ছুটলেন তাঁর স্বামীর পেছু পেছু।

লেডিজ হোষ্টেলের দরওয়ান চণ্ডীচরণকে বাধা দিলে, "বাবু! ভিতর যানে কা পাশ কাঁহা?"

চণ্ডীচরণ হাঁফাতে হাঁফাতে বললেন, "পাশ নেহি হ্যায়।"

দরওয়ান বললে, "তব হাম নেহি যানে দেগা।"

চণ্ডীচরণ বললেন, "শিগগিরী ছাড়। আলবৎ যায়েগা।"

দরওয়ান রুখে বললে, "কাহে?"

চণ্ডীচরণ বললেন, "রাক্ষুসী ধরেগা।"

কোন বাধা না মেনে চণ্ডীচরণ তর তর করে ওপরে উঠে গেলেন।

বিন্ধ্যবাসিনী আসতেই দরওয়ান বললে, "মাই আপনি কোথা যাচ্ছেন?"

বিন্ধ্যবাসিনী বললেন—"ভেতরে"।

দরওয়ান বললে "কেন ?"

বিন্ধ্যবাসিনী বললেন "রাক্ষুসী আর রাক্ষস দুটোকেই ধরতে।"

হনুমানের পূজারী ভজরাম সিং ষাঁড়ের মত চীৎকার করে লেডী সুপারিনটেনডেণ্টকে জানিয়ে দিলে যে জোর করে বিনা অনুমতিতে দু'জন লোক ভেতরে ঢুকেছে। লেডী সুপারিন্‌টেন্‌ডেণ্ট মিসেস পাত্র এই দুসংবাদ শুনতে পেয়েই কলম হাতে করে ঘরের বাইরে এলেন। নিখিলেশের সঙ্গে কথা শেষ করে সেই রহস্যময়ী নারী সবেমাত্র ওপরে উঠে এসেছে। ঠিক তার পেছনে পেছনে এসেছেন চণ্ডীচরণ। চণ্ডীচরণ বললেন, "এইবার ধরেছি, রাক্ষুসী তুমি আমার ছেলের মাথা চিবিয়ে খাচ্ছ।"

মিসেস পাত্র কোমর বেঁকিয়ে চণ্ডীচরণের মুখের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে বিকৃত স্বরে বললেন, "আপনি কে ?"

চণ্ডীচরণ বললেন, "আমি সামনের বাড়ীতে থাকি।"

মিসেস পাত্র বললেন, "এটা লেডীজ হোটেল তা জানেন ?"

চণ্ডীচরণ বললেন, "বিলক্ষণ জানি।"

গোল কালো মুখ রাগে আরও কালো করে মিসেস পাত্র বললেন, "জেনে শুনে কি মতলবে আপনি এখানে ঢুকেছেন ?"

চণ্ডাচরণ বললেন, "রাক্ষুসী ধরতে।"

এতক্ষণে চণ্ডীচরণ ভাল করে নিঃশ্বাস ফেললেন।

মিসেস পাত্র বললেন, "আপনার নিশ্চয়ই মাথা খারাপ হ'য়েছে।"

কে পেছন থেকে বলে উঠল "সত্যিই তোমার মাথা খারাপ হয়েছে।"

পেছু ফিরে তাকাতেই চণ্ডীচরণ দেখলেন বিন্ধ্যবাসিনী। তিনি বলে উঠলেন, "তুমি এসেছ ভালই হয়েছে। ধরত ঐ মেয়েটাকে ওই তোমার ছেলের মুণ্ডপাত করেছে। আমি স্বচক্ষে দেখেছি।"

মেয়েটি বড় করে ঘোমটা টেনে দিলে।

চণ্ডীচরণ রেগে বললেন, "লজ্জা দেখে আর বাঁচি না। একটা ভদ্দর লোকের ছেলের সর্ব্বনাশ করতে ত' লজ্জা হয় না।"

বিন্ধ্যবাসিনী যে দু'গাছি ব্রেসলেট দিয়ে ললিতার মুখ দেখেছিলেন সেই দু'গাছি মেয়েটির হাতে দেখে তিনি একটু আশ্চর্য্য হ'য়ে গেলেন। তার ঘোমটা খুলে দিয়ে তিনি চীৎকার করে উঠলেন, "ওমা, এযে আমাদের বৌমা!"

চণ্ডীচরণ একটু উঁকি মেরে দেখে বললেন, "তাই ত গো—এ যে বৌমা!".

চণ্ডীচরণ, বিন্ধ্যবাসিনী, মিসেস পাত্র সকলেই হতভম্ব। ললিতা একগলা ঘোমটা দিয়ে কাঠের পুতুলের মত দাঁড়িয়ে রইল।

নিখিলেশের ঘরে খাটের বাজু ধরে দাঁড়িয়ে ললিতা কি ভাবছে। পা টিপে টিপে এসে পেছন থেকে দু' হাত দিয়ে তার চোখ দুটি চেপে ধরে নিখিলেশ বললে "বলত আমি কে ?"

ললিতা বললে, "এ বাড়ীর পরাণ নাপতে।"

নিখিলেশ বললে, "তার কি এত বড় বুকের পাটা হবে যে ললিতা দেবীর চোখ টিপে ধরবে ?"

চুম্বনের রাগে ললিতার রাঙা অধর আরও রাঙা করে দিয়ে নিখিলেশ বললে, "আমি তোমায় ভালবাসি।"

ললিতা বললে, "আমার ওপর আপনার টান আছে দেখছি।"

সকল কথা চাপা দিয়ে নিখিলেশ বললে, "তুমি আমায় ভালবাস কিনা তাত' বললে না।"

মুখখানা শিশির ধোয়া ফুলের মত করে ললিতা বললে, "তোমায় আমি ভালবাসি কিনা তাকি খুলে বলতে হবে ?"

সে নিখিলেশের বুকের মধ্যে আশ্রয় নিলে যেমন মেঘ গগনচারী পাখী নিজের কুলার মধ্যে। কেন না সে জানে এ জগতে এই যায়গাটা হল তার কাছে সবচেয়ে চেনা আর সবচেয়ে নিরাপদ। চোখ দুটি বুঁজে দুষ্টু হাসি হেসে ললিতা বললে, "আপনি যদি সত্যি আমাকে ভালবাসেন আর চরণে ঠাঁই দেন, তাহ'লে আমার পুরোণ স্বামীকে ত্যাগ করি।"

ললিতার দেহে নিখিলেশের বাহু বেষ্টন আরও দৃঢ় হ'য়ে উঠল।

* * *

এর পর থেকে নিখিলেশের চেহারা ক্রমে ক্রমে বদলে গেল। এখন তাকে দেখলে মনে হয় সে যেন সদ্য মুসৌরী কি আল্‌মোরা থেকে নেমে এসেছে। তার পরীক্ষা শেষ হয়ে গেছে—খবর পাওয়া গেছে যে সে ভাল ভাবেই পাশ করেছে।

বাস্তবিক ললিতা রাক্ষুসী মায়াবিনীই বটে।

—:—

শিল্পী-সন্ধান

—শ্রীমিহিরকুমার বসু

আমাদের দেশে যে উপযুক্ত অভিনেতা ও অভিনেত্রীর একান্ত অভাব এতে আর সন্দেহ কি? বাংলা ফিল্ম-শিল্পের উন্নতির পথে যে সকল অন্তরায় আছে, উপযুক্ত শিল্পীর অভাব তাদের মধ্যে অন্যতম। উপযুক্ত শিল্পীর দুর্ভিক্ষ কবে যে বাংলা দেশ থেকে যাবে তা এখনকার অবস্থা দেখে বোঝবার উপায় নেই।

আমাদের দেশের ফিল্ম প্রডিউসাররা কেবলি ব'লছেন যে যতদিন না ভদ্রবংশজাত, সচ্চরিত্র ও শিক্ষিত যুবক যুবতীদের সাহায্য আমাদের ফিল্মশিল্পে পাবে ততদিন কিছুতেই তার উন্নতি নেই। তাঁরা যদি এই শিল্পটিকে সু-নজরে দেখে পর্দ্দার উপরে আত্মপ্রকাশ করতে দ্বিধা না করেন তবে বাংলাদেশেরও যথেষ্ট উন্নতি হবে। এ কথাটা যে পরম সত্য এতে কারো মতদ্বৈধ নেই। বাস্তবিক পক্ষে বর্ত্তমানে যাঁরা চলচ্চিত্রে অভিনয় করে থাকেন তাঁদের অনেকেরই মনোযোগ অভিনয়ের চেয়ে টাকার থলির দিকেই বেশী আকৃষ্ট হয়। তাঁরা অভিনয়ের জন্য অভিনয় করেন না, করেন অর্থলাভের আশায় এবং এঁদের ভেতরে অধিকাংশই বোধ হয় অশিক্ষিত, কু-শিক্ষিত, এবং চরিত্রের দিক দিয়ে প্রহেলিকা। অতএব শিক্ষিত ও সচ্চরিত্র যুবক যুবতীদের সহ-যোগিতা না পেলে বাংলা ফিল্মের ভবিষ্যৎ ঘোর অন্ধকার বলেই মনে হয়।

কিন্তু এ ব্যাপারে প্রডিউসারদের দোষও বড় কম নয়। তাঁরা আলস্যের আরাম শয্যায় দিব্য গা ঢেলে দিয়ে নিদ্রাসুখ উপভোগ করছেন। এ কথা অজানা নেই যে আমেরিকায় কোনো চরিত্রের উপযোগী নায়ক নায়িকা খুঁজে নিতে প্রডিউসাররা কি প্রাণান্ত পরিশ্রম করেন। কখনো কখনো নিজেদের আরাম ও গৃহসুখে জলাঞ্জলি দিয়ে তাঁরা দূর বিদেশেও উপযুক্ত শিল্পীর সন্ধান করতে কুণ্ঠিত হন না। তাঁরা এমন করেন বলেই আমরা সুইডেন থেকে—গার্ব্বোকে পেয়েছি, জার্ম্মাণী থেকে ডিট্রিককে পেয়েছি, রাশিয়া থেকে আনা ষ্টেনকে এবং আরো কত দেশ থেকে কত প্রতিভাশালী অভিনেতা ও অভিনেত্রীকে যে পাওয়া গেছে তার ঠিকানা নেই। সেখানকার প্রডিউসারগণ যদি আমাদের প্রডিউসারদের মত আলস্য সুখ উপভোগ করতে ব্যস্ত থাকতেন তাহ'লে বোধ হয় চিত্রজগতের এই সব জ্বলন্ত তারকা-গুলি চিরদিনের জন্যই অপরিচিত ও অজানা থেকে যেতো, এদের জীবনের ইতিহাস বোধ হয় অন্যভাবে লিখতে হ'ত। আর সেই অনুপাতে আমাদের দেশের প্রডিউসাররা কি করেন? আমরা দেখতে পাই যে তাঁরা তাঁদের সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর বাইরে যে বিশাল জগতটা আছে তার সঙ্গে নিতান্ত অপরিচিত। তাঁরা পরিশ্রম ক'রে চরিত্রোপযোগী শিল্পী খোঁজেন না বা খুঁজতে জানেন না। যে কয়েকটি শিল্পীর (?) সঙ্গে তাঁদের পরিচয় আছে তাঁদের ভেতর থেকেই লোক বেছে নিয়ে তাঁরা সন্তুষ্ট হন। আর এর ফল এই হয় যে আমরা কৃশাঙ্গী নায়িকার স্থানে দেখতে পাই স্থূলদেহ অভিনেত্রীকে, সুন্দর নায়কের স্থানে দেখি কুৎসিৎ অভিনেতাকে। এ সমস্ত দেখে যদি দর্শকবৃন্দ হাস্য সম্বরণ করতে না পারেন তবে তাঁদের দোষ দেওয়া বুদ্ধিমানের কাজ নিশ্চয়ই নয়।

শিল্পী-নির্ব্বাচন যে একটি অতি কঠিন সমস্যা আমাদের দেশের ফিল্মব্যবসায়ীগণ বোধ হয় ভুলে গেছেন কারণ ভুলে না গেলে নিশ্চয়ই তাঁরা এতদিনে শিল্পী সন্ধানের বিরাট অভিযানে অগ্রসর হ'তেন। সত্য বটে যে শিক্ষিত, সচ্চরিত্র, ও ভদ্রবংশজাত যুবক যুবতীগণ এগিয়ে না এলে ফিল্মশিল্পের ধারা

"West Point of the Air" চিত্রে ওয়ালেস বিয়ারী, রবার্ট ইয়ং ও ম্যাজ ইভান্স।

বদ্‌লে যায় কিন্তু এ বিষয়ে প্রডিউসারদেরও তৎপর হওয়া কর্ত্তব্য। এখানে এ কথাটা মনে রাখা প্রয়োজন যে আজ যাঁরা হলিউডের 'তারকা' বলে সম্মানিত হন তাঁদের মধ্যে অনেকেই প্রথমে ফিল্মে আত্মপ্রকাশ করতে অসম্মত হ'য়েছিলেন, তাঁদের মধ্যে কয়েকজনকে বহু সাধ্যসাধনা ও বহু পরিশ্রমের পর ফিল্মে নামতে রাজী করা হয়েছিল। অতএব এতটা আশা করা অন্যায় যে আমরা নিশ্চিন্ত মনে বসে থাকব এবং রাজ্যের যত শ্রেষ্ঠ প্রতিভাবান শিল্পীগণ স্বেচ্ছায় আমাদের দ্বারে পৌঁছে যাবেন।

ফিল্ম ব্যবসাটা যখন নেহাতই খেলার জিনিষ নয় তখন তাকে উন্নত এবং সুন্দর করতে হলে ওরূপ বহু বাধা ও বিপত্তির সম্মুখীন হবার জন্য প্রস্তুত থাকা উচিত। কেবলমাত্র হা হুতাশ ও ক্রন্দন ক'রে এ পৃথিবীতে কোনো মহৎ কাজ হয়েছে বলে জানা যায়নি। এই জন্য বাঙ্গালী প্রডিউসারগণ আমেরিকার দিকে দৃষ্টিপাত করুন, দেখতে পাবেন যে তাঁরা তাঁদের শিল্পকে নিখুঁৎ করবার জন্য কি প্রাণান্ত পরিশ্রম করছে, কত পাহাড় প্রমাণ বাধাকে তারা যুদ্ধ করে জয়লাভ করেছে এবং করছে। ওদের শিল্পকে মহৎ করবার জন্য যখন ওরা এতটা শ্রম স্বীকার করছে তখন আমাদের শিল্পের জন্য আমরা কি কিছুই করবো না?

দয়াবতী গিন্নী—তুমি দোরে দোরে ঘুরে বেড়াও একমুঠো চালের জন্যে, তোমার কষ্ট হয় না?

ভিক্ষুক—হয় বইকি, সময়ে সময়ে ভাবি একখানা টু-সিটার গাড়ীর কথা।

•

নারী—সত্যিই কি তুমি আমাকে খুব ভালোবাসো?

পুরুষ—নিশ্চয়ই।

না—তুমি কি সকাল বিকেল আমার কথা ভাবো?

পু—তোমার কাছে মিথ্যে ব'ল্‌বো না, বিকেলটা আমি প্রায়ই ফুটবল ম্যাচের কথা ভাবি।

•

স্বামী—তুমি যদি সাজ গোজ ক'রতে এত দেরী না ক'রতে তো আমরা ট্রেন্‌টা ফেল হ'তুম না।

স্ত্রী—তুমি যদি আমায় অত তাড়া না দিতে, ষ্টেশানে এসে পরের ট্রেনটার জন্যে এতক্ষণ বসে থাক্‌তে হোতো না।

•

কাকা—তোমাকে এই দশটাকার নোট খানা উপহার দিলুম কিন্তু বুঝে চ'লো, মনে রেখো বোকা লোকদেরই পকেট থেকে শীগ্‌গি'র টাকা বেরিয়ে যায়।

ভাইপো—তবু তোমার পকেট থেকে এই দশটাকা বেরিয়ে আসায়, আমি খুসী হ'য়েছি।

সাউণ্ড বক্স

HINDUSTHAN RECORDS

আমাদের এ সপ্তাহে "হিন্দুস্থান" রেকর্ডের সমালোচনা পত্রস্থ করিবার কথা। কিন্তু দুঃখের বিষয় জুন মাসে হিন্দুস্থান কোম্পানী কোন নূতন রেকর্ড বাহির করেন নাই। প্রতি মাসের প্রথম সপ্তাহে প্রত্যেক কোম্পানী নূতন রেকর্ড বাহির করেন। ইহাই প্রথা। সামর্থানুযায়ী কেহ বা ১০।১২টি আবার কেহ বা ৪।৫টি রেকর্ড বাহির করেন। হিন্দুস্থান কোম্পানী কেন এ প্রথা ভঙ্গ করিলেন জানি না। আমরা এ বিষয় শ্রীযুক্ত চণ্ডীচরণ সাহার দৃষ্টি আকর্ষণ করি।

*

COLUMBIA RECORDS

June-1935

আমরা সেই জন্ম এ সপ্তাহে বাধ্য হইয়া কলম্বিয়া রেকর্ডের সমালোচনা দিলাম। জুন মাসে কলম্বিয়া কোম্পানী ৫ খানি কণ্ঠ-সঙ্গীতের ও একখানি যন্ত্র-সঙ্গীতের রেকর্ড প্রকাশ করিয়াছেন। আমরা নিম্নে প্রত্যেক রেকর্ডের সমালোচনা দিলাম :—

*

G. E. 2253. মিস আশালতার দুই খানি গান বাহির হইয়াছে। গান দুটি "আজকে কেন মোর মানসী" ও "সখি দেখে আয়"। গানের রচয়িতা শ্রীশৈলেন চক্রবর্ত্তী ও সুর-যোজক শ্রীলত্যেন চক্রবর্ত্তী। রচনা ও সুর মন্দ নয়। গায়িকার গলার আওয়াজ ভাল ও রেকর্ডের উপযুক্ত। কিন্তু গাহিবার প্রণালী বিশেষ মনোমুগ্ধকর নয় বলিয়া গান দুটি হৃদয়গ্রাহী হয় নাই।

*

G. E. 2254. মিস্ রাধারাণীর পিলু ও "যোগীয়া" মিশ্র রাগিনীতে দুই খানি গান বাহির হইয়াছে। গানের রচয়িতা ও সুর-যোজক শ্রী তুলসী দাস লাহিড়ী বি, এল। তুলসীবাবুর সুর-যোজনা প্রশংসনীয় এবং গায়িকার সুমিষ্ট কণ্ঠে ও ক্ল্যারিওনেটের সুষ্ঠু সঙ্গতে গান দুটি শ্রুতিমধুর হইয়াছে।

*

G. E. 2255. শ্রীযুক্ত ভবতোষ ভট্টাচার্য্য টপ্পা ও কীর্ত্তনাঙ্গ দু'খানি গান গাহিয়াছেন। গায়কের মার্জ্জিত ও মধুর কণ্ঠে "আমায় ডেকে ফিরে গেছে মা" গানটি একান্ত উপভোগ্য হইয়াছে। "ভবের হাটে দোকান পেতে" গানটিও মধুর হইয়াছে। যাঁহারা গানে ভক্তি রসের সন্ধান পাইতে চান তাঁহারা নিশ্চই এ রেকর্ড খানি শুনিবেন।

*

G. E. 2256. শ্রীমতী উমা দাস (এমেচার) এই রেকর্ডে দুই খানি গান গাহিয়াছেন। "তোরা বলিস শ্যামের রূপ আছে ওরে অরূপ সে যে আমার" গানটির রচনার তুলনা নাই। "বলেছিলে শ্যাম আসিবে" গানের রচনাও সুন্দর। আমরা রচয়িতা শ্রী ধীরেন মুখার্জ্জির সুখ্যাতি করি। তুলসী বাবুর সুর-যোজনাও প্রশংসনীয়। গায়িকা গান দুটি মন্দ গাহেন নাই।

*

G. E. 2257. কুমারী সতী গুপ্ত বি, এ এই রেকর্ডে দুইখানি হিন্দী গান গাহিয়াছেন "কিস্ কি মায়া ফয়েল গয়ী হ্যায়" ও "বুঝ্ গরি হয়্ দিনকী রোশ্নী" গান দুটির রচয়িতা শ্রীযুক্ত সুরেশ চন্দ্র চৌধুরী ও সুর দিয়াছেন শ্রী তুলসী লাহিড়ী। গান বাঙ্লায় গাহিলে বাঙ্লীদের কাছে হৃদয়গ্রাহী হইত। জানি না হিন্দী শ্রোতারা কি ভাবে রেকর্ড খানি গ্রহণ করিবেন।

*

G. E. 2262. শ্রীযুক্ত অশোক কৃষ্ণ ঘোষ (এমেচার) "সোহিনী" ও "পরজ" সুরে স্বরোদ বাজাইয়াছেন। বেতার শ্রোতাদের নিকট অশোক বাবুর বাজনা সুপরিচিত। আমাদের বাজনা মধুর লাগিয়াছে। যাঁহারা অশোক বাবুর বাজনা পছন্দ করেন, তাঁহারা নিশ্চয়ই খুসী হইবেন।

*

BROADCAST RECORDS

ব্রডকাষ্ট রেকর্ড কোম্পানীর চিত্তরঞ্জন এভিনিউস্থিত মহলা গৃহে বাঙ্লা ও হিন্দী গানের রেকর্ডের জন্ম রীতিমত মহলা চলিতেছে। জ্ঞানেন্দ্র প্রসাদ গোস্বামী, মিস্ কমলাবালা, মিস্ বীণাপানি প্রভৃতি ভারত বিখ্যাত শিল্পীগণের গানের রেকর্ডের আশায় রেকর্ড শ্রোতাগণ পথ চাহিয়া আছেন। ৺পূজার পূর্ব্বেই ব্রডকাষ্ট বাঙ্লা রেকর্ড বাজারে বাহির হইবে।

SENOLA RECORD

স্বদেশী রেকর্ড-ব্যবসায়ে আর একজন যোগদান করিলেন। মেসার্স এন, বি, সেন এণ্ড কোং বাদ্যযন্ত্রাদি নির্ম্মাণে প্রায় তিন যুগ কাল ধরিয়া বাংলা দেশে খ্যাতি অর্জ্জন করিয়া আসিয়াছেন। তাঁহাদের নির্ম্মিত বাদ্যযন্ত্রাদির সঙ্গে সঙ্গতি বজায় রাখিয়া সম্প্রতি তাঁহারা "সেনোলা রেকর্ড" এই নামে রেকর্ড প্রস্তুত করিতেছেন। সেদিন উক্ত কোম্পানীর পরিচালক শ্রীযুক্ত বিভূতিভূষণ সেন এবং সেনোলা রেকর্ডিং কোম্পানীর শিল্পীদের আমন্ত্রণে তাঁহাদের প্রথম কিস্তীর বাংলা রেকর্ড এবং তাঁহাদের তোলা রেকর্ডে "সীতা"র নাট্যাভিনয় শুনিতে গিয়াছিলাম।

*

সেনোলা রেকর্ডের বাংলা গান এবং বিশেষ করিয়া "সীতা"র নাট্যাভিনয় শুনিয়া আমরা বিশেষ আনন্দিতই শুধু হই নাই, অত্যন্ত আশান্বিতও হইয়াছি।

*

বাংলা গানের যে কয়খানি রেকর্ড শুনিলাম, তাহার প্রত্যেকটির রেকর্ডিং সুন্দর ও সুস্পষ্ট হইয়াছে। ৭ খানি রেকর্ডে সমাপ্ত 'সীতা'র নাট্যাভিনয় এক অপূর্ব্ব অখণ্ড রসের সৃষ্টি করিয়াছে। ৫৫ মিনিটের রেকর্ড শোনার পর মনে হয় যেন দীর্ঘ সময় অতিবাহিত হইয়া গিয়াছে। অভিনেতা সংগ্রহের সময় মাইক্রোফোন-উপযোগী-কণ্ঠ নির্ব্বাচনের দিকে যে বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া হইয়াছিল, তাহা বেশ প্রতীয়মান হইল।

*

বেতারের যশস্বী অভিনেতা শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র এই 'সীতা'র রচয়িতা এবং তিনি স্বয়ং রামচন্দ্রের ভূমিকাও গ্রহণ করিয়াছেন। সীতার ভূমিকায় শ্রীমতী উষাবতীর অভিনয় মর্ম্মস্পর্শী হইয়াছে। আগষ্টের প্রথম সপ্তাহেই এই রেকর্ডগুলি বাজারে বাহির হইবে। ইতিমধ্যে আমরা নিঃসন্দেহে এইটুকু বলিতে পারি যে, বিজয়ীর জয় তিলকের ললাটিকা লইয়াই সেনোলা রেকর্ডের আবির্ভাব হইয়াছে। কামনা করি ইহা চিরস্থায়ী হউক।

খেলার মাঠে

—সদানন্দ

গত সপ্তাহের খেলায় সর্ব্বাপেক্ষা উল্লেখ যোগ্য আকর্ষণ ছিল মোহনবাগান বনাম মহামেডান স্পোর্টিং-এর প্রতিযোগিতামূলক খেলা। এই খেলার বিক্রয়লব্ধ সমস্ত অর্থই কোয়েটার বিপন্ন জনসাধারণের সাহায্যে গৃহীত হইবে বলিয়া জনসমাগমও অসম্ভব হইয়াছিল এবং খেলা আরম্ভ হইবার বহু পূর্ব্বেই টিকিট বিক্রয় বন্ধ করিয়া দিতে হইয়াছিল। কিন্তু খেলাটি খুব উচ্চ শ্রেণীর হয় নাই।

মোহনবাগান টসে জিতিয়া অনুকূল হাওয়ায় খেলা আরম্ভ করিলেন—আমাদের তীব্র সমালোচনা সত্ত্বেও রক্ষণভাগে এন, মুখার্জ্জি ও আক্রমণভাগে দেবের সমাগম দেখিয়া আমরা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়াছিলাম এবং খেলা আরম্ভ হইবার সঙ্গে সঙ্গে ইহাদের অসাফল্যের চিহ্ন ফুটিয়া উঠিতে আরম্ভ করিল। মহামেডান্ গোল রক্ষক হিসাবে শিরাজীর পরিবর্ত্তে কাল্লুখাঁকে নামাইয়াছিলেন এবং পায়ের ক্ষত লইয়াও স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া রসিদ আক্রমণ বিভাগে নামিয়াছিলেন। অনুকূল বাতাসে খেলিয়াও মোহনবাগান যেন কিসের একটা অস্বচ্ছন্দতা অনুভব করিতেছিলেন—খেলোয়াড়দিগের অধিকাংশই স্বাভাবিক স্বতঃপ্রবৃত্ততা খুঁজিয়া পাইতেছিলেন না—এই আড়ষ্ট ভাবটা কাটাইতে কিছু সময় লাগিয়াছিল এবং ইহার মধ্যে মহামেডানের রক্ষণভাগে জুম্মা খাঁ অতিশয় কৃতিত্বের সহিত খেলা দেখাইবার সুযোগ পাইয়াছিলেন—এই সময় অনেকেরই মনে হইয়াছিল যে শেষাংশে অনুকূল বাতাসের সুযোগ লইয়া মহামেডান বিপুলভাবে মোহনবাগানকে আক্রমণ করিবে, কেন না প্রথমাংশের মাঝে মাঝে মোহনবাগান আক্রমণের তৎপরতা দেখাইলেও উৎকর্ষতা প্রমান করিতে পারে নাই কিন্তু দ্বিতীয়ার্দ্ধের খেলাও আরম্ভ হইল অনুরূপ। করুণা ভট্টাচার্য্য দেবের সহিত স্থান বদলাইয়া right inএ আসিল ও গুঁইয়ের সহিত চমৎকার সহযোগিতায় বিপুলভাবে আক্রমণ করিল—এই আক্রমণের তৎপরতা ও চাতুর্য্য এতই অধিক হইয়াছিল যে জুম্মা খাঁ অনেক সময়ই উভয়ের মধ্যস্থলে পড়িয়া কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইতেছিলেন। মোহনবাগানের এই আক্রমণ প্রায় দশ মিনিট স্থায়ী হইয়াছিল এবং আক্রমণ বিভাগ গোল করিবার যথেষ্ট সুযোগ পাইয়াও নষ্ট করিয়াছেন। এই সময়ে একটা গোল হইলে যে খেলার গতি পরিবর্ত্তন হইত সে বিষয়ে সন্দেহ নাই—কেন না এই আক্রমণের বেগ সহ্য করিতে না পারিয়া মহামেডান দল ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছিলেন—

সতু চৌধুরীর খেলা এবছর একেবারে নষ্ট হইয়া গিয়াছে সত্য কিন্তু গোল করিবার যে সুযোগ তিনি নষ্ট করিয়াছেন তাহার পুনরুক্তি ঘটিলে প্রথম শ্রেণীর বিশেষ উল্লেখযোগ্য খেলায় তাঁহার দলের পক্ষ তাঁহাকে বাদ দিবার ব্যবস্থা কর্ত্তৃপক্ষ করিবেন বলিয়া আমরা মনে করি। চৌধুরীর খেলায় বরাবর brainএর বেশ অভাব ছিল বলিয়া আমরা মনে করি—কুমারের সহিত খেলায়ও সে অভাব বিশেষ পূরণ না হইলেও চৌধুরী লাইন হইতে মাঝে মাঝে উচ্চ শ্রেণীর সেণ্টার প্রভৃতিতে কার্য্যকরী শক্তির পরিচয় দেওয়াতে সমাদর পাইয়াছিলেন, এবৎসর তাহারও অভাব পরিলক্ষিত হইতেছে—সামনে ৪ হাত দূরে গোল, প্রতিপক্ষ কেহই নাই; আস্তে বলটা ঠেলিয়া দিলে গোল হইয়া যায় তাহা না করিয়া চৌধুরী সেই বল গায়ের জোরে

মারিলেন—জোরে বল মারিলে অনেক সময় লক্ষ্য ব্যর্থ হইয়া যায় এবং এ বৎসর বিশেষ করিয়া চৌধুরীর তাহাই হইতেছে ইহা জানিয়াও তিনি এরূপ বুদ্ধিহীনের পরিচয় কেন দিলেন? তাঁহার স্থানে চৌধুরী সামাদের খেলা দেখিয়াছেন কি? মাথা ঠাণ্ডা রাখিয়া গোলের সামনে আস্তে সুট করিয়া অনেক বেশী গোল করা যায় এবং উচ্চশ্রেণীর খেলোয়াড় মাত্রই তাহা করে ইহা কি তিনি জানেন না—চৌধুরী আরও কয়েকটি বল ভুল করিয়া মারিয়াছেন কিন্তু উপরের মত মারাত্মক ভ্রান্তি আর একটিও হয় নাই—চৌধুরীর সহযোগী দেব প্রথমাংশে নিকৃষ্টতার পরিচয় দিয়া শেষাংশে অনেক শুধরাইয়া লইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন কিন্তু তাঁহার অড়ষ্টতার ভাব প্রণিধান যোগ্য। মোহনবাগান কর্ত্তৃপক্ষ এই স্থানে কুমারকে নামাইয়া দিলে আক্রমনের গতি আরও নিয়ন্ত্রিত হইত না কি? রায় চৌধুরী যথেষ্ট খেলিবার সুযোগ পাইয়াছিলেন কিন্তু তিনি আরও পাইতেন—কুমারের খেলার মধ্যে তাঁহার নিজস্ব আক্রমনের পরিকল্পনা যাহা কলিকাতার ক্রীড়াক্ষেত্রে বিস্ময়ের সৃষ্টি করিয়াছে তাহার উৎস আজও একেবারে নিঃশেষ হইয়া যায় নাই—যেখানে ক্লাবের সন্মান ও প্রতিষ্ঠা লইয়া প্রশ্ন হইতেছে সেস্থলে sentiment কে পরাজয় করিয়া তিনি আবার নামুন—ভট্টাচার্য্য ও রায় চৌধুরী গোল্ দিবার অনেক সুযোগ নষ্ট করিয়াছেন—তাঁহার পায়ের গতিক নিয়ন্ত্রিত করিবার চেষ্টা করিলে সুফল হইবে। গুঁই প্রথমার্দ্ধে কয়েকটি বল নষ্ট করিলেও শেষাংশে খেলায় বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছেন—তাঁহার ভবিষ্যত বিশেষ উজ্জল। রক্ষণভাগে হামিদের পরিশ্রমে মহামেডানের আক্রমনবিভাগ সামঞ্জস্য রাখিতে পারেন নাই—ভারতীয় টীমের মধ্যে মহামেডানের আক্রমন বিভাগ অতিশয় শক্তিশালী ও দ্রুত কিন্তু এই খেলায় এই বিভাগ যেন চলৎ শক্তি বিহীন হইয়া পড়িয়াছিল—মাঝে মাঝে আব্বাস বিদ্যুৎস্ফুরনের ন্যায় বাহির হইতেছিলেন—বিমল মুখার্জ্জি সম্বন্ধে আমাদের সন্দেহ অমূলক হইয়াছে—মুখার্জ্জি কঠোর পরিশ্রমসহকারে খেলিয়া নিজের উপযোগীতা প্রমান করিয়াছেন কিন্তু অপর পার্শ্বে এন, মুখার্জ্জি একেবারেই খেলা নষ্ট করিয়াছে। গোলটির জন্য অংশিক দায়ী সম্মথ ও কে দত্ত হইলেও মুখার্জ্জিকে একেবারে বাদ দেওয়া চলে না। এই জন্যই আমরা এখানে সন্মথকে দিয়া পাল ও বি, সরকারকে ব্যাকে খেলাইতে অনুরোধ করিয়াছিলাম। সন্মথ দত্ত এখানে দাঁড়াইলে হ্যাপব্যাক লাইন অজেয় হইবে এবং আক্রমণের বিভাগের শিথিলতা পূরণ করিবার শক্তি ও ইহাদের থাকিবে—সন্মথ দত্ত

জি, বসাক (ইষ্ট বেঙ্গল)

শরীর যেরূপ লঘু করিয়াছেন ও যেরূপ দ্রুত হইয়াছেন তাহাতে ব্যাক পাল সামান্য মন্থর হইলেও তিনি শুধরাইয়া লইতে পারিবেন। আশা করি আমাদের এই পরিকল্পনা "অরণ্য রোদনে" পর্য্যবসিত হইবে না।

মহামেডান দল একগোলে জয়লাভ করিলেও এই খেলায় তাঁহারা বিশেষ উদ্বেগ পাইয়াছেন এবং পরাজয়ের ঘ্রাণ গ্রহন করিয়াছেন। আক্রমণ বিভাগের খেলার মাধুর্য্যও তাঁহারা প্রদর্শনে করাইতে পারেন নাই তথাপি তাহাদিগের এই বিজয়ে আমরা অভিনন্দন জানাইতেছি এই জয় লাভে লীগে প্রথম হইবার সুযোগ যে তাঁহারা হারান নাই ইহা অনন্দের বিষয়। মহামেডান দলের খেলোয়াড়দের সমালোচনা আমরা বারান্তরে করিব। গতবৎসর লীগে প্রথম আসন গ্রহন করিয়া তাঁহারা বিশেষ করিয়া মুসলমান জনতার প্রিয় হইয়াছেন—টীমের এই গৌরবে তাহাদিগের আনন্দোচ্ছ্বাসের সহিত আমরাও যোগদান করিতেছি।

কালীঘাট বনাম মহামেডান স্পোর্টিং

প্রথম ডিভিসন লীগেই ভারতীয় টীমগুলির মধ্যে এরিয়ান্স মহামেডান স্পোর্টিংকে হারাইয়া দিল এবং কালীঘাট ড্র করিয়াছিল C. F. C. মাঠে এই খেলা গত সোমবারে হইয়াছিল। শ্রীযুক্ত বলাইদাস চট্টোপাধ্যায় রেফারী হইয়াছিলেন। খেলাটিতে উচ্চশ্রেণীর ফুটবল না থাকিলেও শেষাংশ অতিশয় দ্রুত হইয়াছিল—কালীঘাট প্রথমে গোল দিলে মহামেডান দল তাহা শোধ করেন এবং শেষ পর্য্যন্ত উভয় দলই সমান সমান থাকেন। এই খেলায় উভয় দলই বিশেষভাবে ফাউল করিতে থাকেন ফলে রেফারীকে মাঝে মাঝেই বাঁশী বাজাইয়া ফাউল 'সুট' করাইবার ব্যবস্থা করিতে হয়—রেফারীর কার্য্যাবলী প্রশংসনীয় কেন না খেলার আইনভঙ্গকারীদের এরূপ সাজা না দিলে অনেকেই যে গুরুতররূপে জখম হইতেন এ বিষয় সন্দেহ নাই। মহামেডান দলের মধ্যে ফাউল করিবার স্পৃহা একটু বেশী লক্ষিত হয় এবং জুম্মা খাঁ গোলের নিকটও প্রতিপক্ষকে অন্যায়রূপে আক্রমণ করিতে বিমুখ হন নাই—খেলার মধ্যে মধ্যে রেফারীর বিরুদ্ধে তীব্র চীৎকার ধ্বনি উথিত হইয়াছিল ও মুসলমান জনতার এক অংশ খেলার শেষে রেফারীকে প্রহার করিবার জন্য অগ্রসর হয়েন এবং I.F.A. এর মেম্বারগণ ও পুলিসের সহায়তায় জন্য অক্ষম হইয়া বিশেষ বিরক্তি প্রকাশ করেন। এই জনতার মধ্যে অধিকাংশই নিরক্ষর কাজেই বাঙ্গালী টীমের সহিত খেলায় বাঙ্গালী রেফারীর বিরুদ্ধে মনোভাব পোষন করা তাহাদের

পক্ষে খুব অস্বাভাবিক নহে এই জন্য আমরা অনুরোধ করি বাঙ্গালী টীমগুলির সহিত মহামেডান দলের খেলায় তাঁহারা সাহেব রেফারী নামাইবেন। কিন্তু এই প্রসঙ্গে এখানে বলাই চট্টোপাধ্যায়ের নিরপেক্ষ পর্য্যবেক্ষণ ও সুন্দর বিচার শক্তির আমরা বিশেষ প্রশংসা জানাইতেছি। আজীবন ক্রীড়াসক্ত আছেন বলিয়াই তিনি এই খেলাকে গুরুতর riotএ পরিণত হইতে দেন নাই।

লীগে কে প্রথম হইবেন, সেজন্য বিপুল প্রচেষ্টা চলিতেছে।

আমরা পার্শ্বে টীমগুলির তুলনা মূলক অবস্থা দিলাম ; সুধীবর্গ বিচার করিবেন :—

মঙ্গলবার পর্য্যন্ত লীগ টেবিল—

টিম	খে	জি	ড্র	হা	পয়েণ্টস্
ব্ল্যাকওয়াচ	১৬	৯	৩	৪	২১
মহামেডান	১৬	৬	৮	২	২০
মো: বাগান	১৬	৭	৫	৪	১৯
কালীঘাট	১৫	৬	৬	৩	১৮
ই, বি, আর	১৬	৬	৬	৪	১৮
ইষ্টবেঙ্গল	১৫	৬	৫	৪	১৭
ডালহৌসী	১৫	৪	৭	৪	১৫
এরিয়ান্স	১৬	৫	৫	৬	১৫
ক্যালকাটা	১৬	৪	৪	৮	১২
কাষ্টমস	১৪	৪	৪	৬	১২
ডিভন্স	১৬	৫	২	৯	১২
হাওড়া	১৭	২	৫	১০	৯

সংক্ষিপ্ত সংবাদ—প্রথম বিভাগ

শনিবার—

মহামেডান—(১) (রহিম) মোহনবাগান—(০)

সোমবার—

কালীঘাট—(১) মহামেডান—(১)

ডালহৌসী (২) ব্ল্যাকওয়াচ (১)

মঙ্গলবার—

এরিয়ান্স (১) (রহমন) কলিকাতা (০)

ইষ্টবেঙ্গল (২) ই, বি, আর (০)

(লক্ষ্মীনারায়ণ ও মজিদ)

বাদল সাঁঝে

—শ্রীসুজাতা সিংহ

আকাশটার আজ হ'লো কি এ
কেবল শুনি কান্না তার
ঝ'রছে অঝোর কোন্ সে ব্যথায়
বক্ষে কাহার বিষাদ ভার ?
হাস্নুহানার কোমল হিয়ায়
কোন্ বেদনা উথ্লিয়ে যায়
পরশ সে গো চাইছে কার ?

*

আজ গগনের আঁধার আনন
হাস্য-রেখা কোথাও নাই
যেন রে ঠিক অমাবস্যা
দৃষ্টি পথে খেই হারাই।
নয়ন জলে যাচ্ছি ভেসে
কেগো আমায় ভালোবেসে
ব'লবে আমি তোমায় চাই ?

*

আকাশটা আজ কালো পাথর
প'ড়বে যেন হঠাৎ বুকে
দুরু দুরু কাঁপছে পরাণ
দুঃখে, না এ অতুল সুখে ?
গাঙ্শালিখের মনটি নাচে
চায় যাকে তায় কেবল যাচে
মুখটি দিয়ে রইবে মুখে।

*

তোমার কথাই আজ সারাদিন
ভাব্ছি আমি ওগো প্রিয়
তুমি কবি, তুমি প্রেমিক
হৃদয় আমার বুঝেই নিয়ো
যে ব্যথাটি তোমার হাতে
পেলাম আমি পরাণ-পাতে
জুড়িয়ে তাহা তুমিই দিয়ো।

নারী-লোক

পরিচালিকা

—শ্রীবাণী রায়

শ্রীবাণী রায়

[এই বিভাগে আমরা প্রত্যেক বাঙ্গালী মহিলাকে যোগদান করিতে সাদরে আমন্ত্রণ করিতেছি। বাঙ্গালী নারীর সাজসজ্জা, প্রসাধন, গৃহস্থালী, খাদ্য, গৃহসজ্জা, বিষয়ে নূতন তথ্যপূর্ণ সরল ভাষায় লিখিত যে কোনও প্রবন্ধ গৃহীত ও প্রকাশিত হইবে। লেখিকাগণ তাঁহাদের প্রবন্ধ যদি সচিত্র করিতে পারেন, তাহা হইলে শোভন ও সহজবোধ্য হয়। ছবি কিম্বা ডিজাইন্ পাইলে আমরা নিজব্যয়ে তাহার ব্লক করিয়া লইব। এ বিভাগের লেখিকারা প্রেরিত ছবি ও ডিজাইন্ যদি ফেরৎ চান তো ব্লক হইয়া গেলেই, তাহা ফেরৎ দিব। রচনা দীপালীর তিন কলম বা একপৃষ্ঠার মধ্যে হওয়াই বাঞ্ছনীয়। এ বিভাগের রচনা, পরিচালিকা, **নারী-লোক, দীপালী**, এই ঠিকানায় পাঠাইবেন।

—দীঃ সঃ]

['দীপালীর' কর্তৃপক্ষ আমাকে 'নারী-লোকের' ভার নিতে অনুরোধ করেছেন। তাঁরা যে অযোগ্যের হাতে এ ভার অর্পণ করেছেন তার সন্দেহ নেই, কিন্তু এ কথাটাও জানাতে চাই যে এ দায়িত্ব, এ কাজ আমার একার নয়। এ কাজ কোনো বিশেষ একটি মেয়ের হ'তে পারে না। অজানা পল্লীর পথ-প্রান্তে সরলা গ্রাম্যবালা ও মহানগরীর প্রাসাদ-সৌধের সুন্দরীর মধ্যেও একটা যোগাযোগ আছে। কারণ তারা উভয়েই নারী। এই রকম চাই এক অখণ্ড রমণীমণ্ডল। যাঁরা কিসে নিজেদের ভাল জান্‌বেন, নিজেদের মন্দ বুঝবেন; যাঁরা হবেন আদর্শ ভগিনী, আদর্শ কন্যা, আদর্শ প্রিয়া ও জননী; তাঁরা এই বিভাগকে নিজের ব'লে নিতে পারবেন, প্রতিটি ভুলত্রুটি সস্নেহে মার্জ্জনা করে আমাকে সংশোধন কর্‌বার ভার নেবেন।

যদিও বাংলাদেশে সংবাদ পত্রের অভাব নেই কিন্তু আজ পর্য্যন্ত কোনো পত্রিকায় এই রকম কোনো বিভাগ নেই। অথচ আমরা যাদের ব্যর্থ অনুকরণ করে করে নিজেদের অস্তিত্ব লুপ্ত করে আন্‌ছি সেই ইংরাজ জাতির প্রতিটি পত্রিকায় Ladies Own বলে যে কয়েকটি পৃষ্ঠা থাকে তাতে মেয়েদের বেশভূষা, গৃহস্থালী, রান্না, ব্যায়াম চর্চ্চা বিষয়ে অনেক আলোচনা থাকে। সে সব আলোচনা বাস্তবিক উপাদেয় ও প্রয়োজনীয়। সেই রকম আমরা চাই 'দীপালী'তে মেয়েদের জন্য একটি বিশেষ বিভাগ খুলতে,—সেখানে হবে ওই সব আলোচনা, সেখানে হবে সারা বাংলার প্রতিটি মেয়ের গতিবিধি, সেটা কোনো ব্যক্তিগত কিছু হবে না, সকলেই যেটা গড়ে তুল্‌বেন—নিজেদের মতামত ব্যক্ত করে তাকে পুষ্ট করে তুল্‌বেন।

আগেই বলেছি সারা বাংলার, সারা ভারতের প্রতিটি মহিলার জন্য এই 'নারী-লোক'। সকলের সম্পত্তি এ, আমি কেবল এর আরম্ভ কর্‌বার ভার নিয়েছি, একে সুসম্পন্ন করে, বড় করে তোলার ভার নিন্ তাঁরা। যে কোন কাজেরই প্রাথমিক প্রচেষ্টা একজনই করে, কিন্তু যখন সেটা শেষ হয় তখন দেখা যায় সে কাজ আর একজনের নেই, অনেকের মধ্যে ছড়িয়ে অনেকের কাজ হ'য়েছে। 'রোমের' প্রথম প্রস্তরখণ্ড বসিয়েছিলেন Romulus ও Remus, কিন্তু এখন যে নয়টি পাহাড়ের ওপর রোম শহর স্থাপিত হ'য়েছে এ রোম সৃষ্টি কার? কত সম্রাটের উত্থান পতন, কত 'নীরোর' ধ্বংসলীলা, কত রক্তকলুষিত সংগ্রামের মধ্য থেকে এই রোম গঠিত হ'য়ে উঠেছে। সেই রকম আজ আমি কলিকাতার এক গৃহকোণে বসে যে অঙ্কুরে জল সেচন কর্‌ছি কে জানে উত্তরকালে হয়তো এর চিরহরিৎ শাখাপ্রশাখা সারা বঙ্গের উপর বিস্তারিত হ'য়ে যাবে।

তাই আপনাদের কাছে, সমগ্র নারী-জাতির কাছে আমার সনির্ব্বন্ধ প্রার্থনা, আপনারা একে নিজের বলে নিন্। আমার যা মনে হয় আমি লিখ্‌ব, আপনাদের যা মনে হয় আপনারা আমাকে জানাবেন। আপনাদের প্রতিটি মতামত সাদরে গৃহীত ও 'দীপালীতে' প্রকাশিত হবে। যদি কারো কোনো নূতন খবর দেবার থাকে, কোনো বিষয়ে কোনো ধারণা থাকে তাহ'লে উপরের ঠিকানায় জানাবেন। আমার হয়তো অনভিজ্ঞতার জন্য কত ভুল হবে, সে ভুল সংশোধন কর্‌তে হবে আপনাদের। সমস্ত মেয়েদের সহানুভূতি ও সাহায্য ভিন্ন এ কাজ হবে না, হতে পারে না, সেটা আমি আপনাদের আগেই জানিয়ে দিলাম।]

বেশভূষার কথা আলোচনা করিতে গেলে সর্ব্বপ্রথমেই মনে পড়ে শাড়ী—তরুণীর কমতনুতে আশ্রয় করিয়া কি সৌন্দর্য্যের ভাণ্ডারই না খুলিয়া দেয়! আমাদের পোষাকের মধ্যে শাড়ী যেমন সুন্দর, সাবলীল তেমনটি কি আর কোথাও আছে? পাশ্চাত্য-মহিলারা যখন বাঙালীর বেশে সজ্জিত হন তখন তাঁহাদের পূর্ব্ববেশের সহিত তুলনা করিলে বোঝা যায় আমাদের শাড়ী তাঁহাদের দেহকে কতটা বেশী রূপসজ্জা দিয়াছে। নারীর চরিত্রগত ব্রীড়া, সঙ্কোচ ও মাধুর্য্যের সহিত শাড়ীর মত সামঞ্জস্য দুর্লভ।

কিন্তু এই শাড়ী পরিবার সময়ে বা বর্ণ ও পাড় নির্ব্বাচনের সময় আমরা ঠিকমত বিচার করিতে পারি না। যাহা কলার আদর্শ হইবে তাহা আমাদের কাছে সামান্য অঙ্গাবরণ ভিন্ন আর কিছুই নহে। বিলাসিতা কাহারও অভিপ্রেত নহে কিন্তু নিজের ক্ষমতা ও অবস্থার বাহিরে না যাইয়া দেহকে সুসজ্জিত ও সুশোভন রাখা নারী ও পুরুষের অবশ্য কর্ত্তব্য। অর্থব্যয় করিতে হয় না, সামান্য একটু চিন্তা ও যত্নের দ্বারা অতি অল্পব্যয়ে নিজের সৌন্দর্য্যজ্ঞানের পরিচয় দিলে কি কিছু ক্ষতি হয়?

নারীর স্থান গৃহে আনন্দময়ীরূপে। ভবভূতি বলিয়াছেন—

"ইয়ং গেহে লক্ষ্মীরিয়মৃত বর্ত্তির্নয়নয়োঃ—"

গৃহে লক্ষ্মীরূপে, পুরুষচিত্তের অখণ্ড সাম্রাজ্ঞীরূপে রাজত্ব করিবার জন্য নারীর সৃষ্টি। মনোহারিনী তাহাকে হইতেই হইবে, তাহার স্বভাবতঃ মানসিক গতি সেইদিকে। একটি ক্ষুদ্র ফুল, একখণ্ড বনলতা ইত্যাদির দ্বারাও স্বীয় দেহকে ভূষণশোভা দেওয়াই 'Eternal Feminine' বা চিরন্তনী নারীর স্বভাব। এই সৌন্দর্য্যবোধ তাহাকে চিরকাল অপরূপ রহস্যজালে আবৃত করিয়া রাখিয়াছে।

শাড়ী পরিবার জন্য চাই সুগঠিত স্বাস্থ্য-সম্পন্ন দেহ। সৌন্দর্য্য বিধাতার দান, কিন্তু স্বাস্থ্য অর্জ্জন তো আমাদের হাতে। আমাদের কবি গাহিয়াছেন—

"আমার এই দেহ খানি তুলে ধর,
তোমার ওই দেবালয়ের প্রদীপ কর—"

কিন্তু আমাদের দেহ কি দেবালয়ের প্রদীপ হইবার যোগ্য? রুগ্নদেহ, অসুস্থ মন, আবিল দৃষ্টি আমাদের ধরণীর ধূলার মধ্যেই ধরিয়া রাখিতেছে, তাহার ঊর্দ্ধে আর উঠিতে দিতেছে না। কিন্তু আজ আমার বক্তব্য তাহা নহে। ভবিষ্যতে সে আলোচনা হইবে। আজ আমরা শাড়ীর বর্ণবিন্যাস সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করিব।

কবিসম্রাট বলিয়াছিলেন—

"কিমিব হি মধুরাণাং মণ্ডনং
নাকৃতীনাম্।"

শাড়ী সঠিকভাবে পরিতে পারিলে যে নারীর দেহের ও মনের সৌন্দর্য্যেরও পরিচয় পাওয়া যায়, তাহা এই চিত্রে পরিস্ফুট হইয়াছে।

তাঁহার উক্তি কিয়ৎ পরিমাণে সত্য স্বীকার করি। সুন্দরীর অভূষিত তনুও মনোরম, কিন্তু তাঁহার কুভূষা তাঁহার সৌন্দর্য্যকে রাহুর মত গ্রাস করিয়া চক্ষুকে পীড়াদান করিতে পারে।

কেবল রং পছন্দ করিয়া পরিবার অভাবে কত সুন্দরী মহিলাকে নিষ্প্রভ দেখি। যাহার রং খুব কালো তিনি হয়তো গাঢ় বেগুনী শাড়ী এবং যাঁহার রং অতি গৌর তিনি হয়তো অতি হাল্কা 'ঘিয়ে' রং-এর শাড়ী পরিতে ভাল বাসেন। শাড়ীর রং বাছিবার উদ্দেশ্য, দেহ-বর্ণের সহিত Harmony বা 'একতা' রক্ষা নহে, অধিকন্তু দেহবর্ণের সহিত বিদ্রোহ সৃষ্টি (contrast) করিয়া শোভন ভাবে সামঞ্জস্য রক্ষা করা। শাড়ী পরা ছবির back-ground বা পশ্চাৎপটের আদর্শ হওয়া উচিত? দেহের বর্ণের সহিত শাড়ীর বর্ণের বিরোধ করিয়া সমস্ত ব্যাপারটাকে স্পষ্ট করিবার জন্য।

কালো রং পরিবার জন্য খুব ফর্সা রংয়ের আবশ্যক করে না। যাঁহাদের গাত্রবর্ণ কালো ও ফর্সার মাঝামাঝি তাঁহাদের রংকে কালোশাড়ী আরো উজ্জ্বল করে।

প্রতিটি রংয়ে আবার বিভিন্ন shade আছে। নীল shadeএর কালো যাঁহাদের রং ফ্যাকাশে তাঁহাদের মানায়। ঈষৎ বেগুনী shadeএর কালো কিন্তু ফর্সা রং ভিন্ন কাহারো পরা উচিত নয়।

বেগুনী রংটা যদি ঈষৎ ম্লান (mellow) না হয় তাহা হইলে অত্যন্ত চোখে লাগে। কিন্তু ম্লান বেগুনী কালোকে ফর্সা করে। কমলা রংও তাই, গেরুয়া রংএ ও কালোকে ফর্সা দেখায়।

কেবল গাত্রবর্ণ নহে, চেহারাতেও রংএর সামঞ্জস্য রাখা উচিত। তন্বীদেহে নীলাম্বর সুশোভন দেখায়, ঈষৎ স্থূল মহিলাদের বোধ হয় গেরুয়া মানায়।

আবার স্বভাবের সহিত মিলাইয়া শাড়ীর রং পছন্দ করা কর্ত্তব্য। মুখ দর্পণ স্বরূপ, দেহ মনোভাবের প্রতীক। যাঁহাদের শান্ত, মৃদু স্বভাব, সলজ্জ গতিভঙ্গি, স্বভাবের সহিত মিল রাখিয়া তাঁহাদের পরিধান করা উচিত হাল্কা রংএর সূক্ষ্ম বস্ত্র। আর যাঁহারা হাস্য-কৌতুকময়ী, প্রাণরসে উচ্ছ্বসিতা—তাঁহাদের প্রখর বর্ণের বস্ত্রে ভাল দেখায়।

বিভিন্ন ঋতুতে শাড়ীর বর্ণ পরিবর্ত্তন আবশ্যক। প্রকৃতির সহিত বেশের সামঞ্জস্য রাখা প্রয়োজনীয়। প্রচণ্ড গ্রীষ্মে সূর্য্যের খর দাহের মধ্যে কালো রং চোখে লাগে। সেই সময় মৃদু রংয়ের বস্ত্র যেন মানায়। মেঘে ঢাকা আকাশের নীচে গাঢ় সবুজ রং যেন সুন্দর দেখায়। আকাশের ছায়া শাড়ীর

উপর প্রতিফলিত হয়। ঘন বর্ষায় নীল বেশ প্রশস্ত। 'বাদল অভিসারে' আছে—

"নীলিম মৃগমদে তনু অনুলেপন,
নীলিম হার উজোর,
নীল বলয়াগণে ভুজযুগ মণ্ডিত,
বহিরন নীল নীচোল।"

শুক্ল পক্ষে জ্যোৎস্নালোকিত রাত্রের সজ্জা—

"পরিহিত-মাহিষ-দধিরুচিসিচয়া,
কর্পূরপিতঘন-চন্দননিচয়া।"

প্রকৃতি বর্ণলীলায় অপরূপ। মেঘ ও রৌদ্রের, আলো ও ছায়ার, ঈষৎ আবৃত ও প্রকটে রূপের নানা অভিব্যক্তি প্রকৃতিকে লীলাময়ী করিয়াছে, সুন্দরী করিয়াছে।

"Where'er the oak's thick
branches stretch
A broader, browner shade,
Where'er the rude and
moss-grown beech
O'er-canopies the glade,—"

সব স্থানেই সৌন্দর্য্য—বাদামীর সহিত সবুজ. কালোর সহিত নীল—বিভিন্ন বর্ণ-রাগের সংমিশ্রণে প্রকৃতির যে বর্ণলীলা ফুটিয়া উঠিয়াছে সেই সৌন্দর্য্য, সেই রংয়ের মিলন উপলব্ধি করিতে পারিলে শাড়ীর রং আমাদের বাছিবার প্রয়াস করিতে হইবে না। সামান্য একটু চিন্তা একটু দৃষ্টি হইলেই সৌন্দর্য্যলক্ষ্মী বেশের মধ্য দিয়া ধরা দিবেন।

সাপ্তাহিকা

গেল রবিবার নিখিল বঙ্গ আবৃত্তি ও সঙ্গীত প্রতিযোগিতার চরম বিচার ও পুরস্কার বিতরণ বরাহনগর ভিক্টোরিয়া ইন্‌ষ্টিটিউশানে হয়ে গেছে। সভাপতি ছিলেন কিছুক্ষণের জন্যে শ্রীযুত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তার পরে শ্রীগিরিজাকুমার বসু। আবৃত্তি প্রতিযোগিতায় (স্কুলের ছাত্রীদের) প্রথম হ'য়েছেন, শ্রীমতী মায়া দেবী, দ্বিতীয়, শ্রীমতী রমা দেবী, তৃতীয়, শ্রীমতী নন্দিনী দেবী। সভায় প্রায় আড়াই হাজার নরনারী উপস্থিত ছিলেন। সভাপতি মহাশয়ের সঙ্গে ক'ল্‌কাতা থেকে গেছলেন, শ্রীযুত নরেন্দ্র দেব, শ্রীযুক্তা তমাললতা বসু, শ্রীযুক্তা রাধারাণী দেবী, শ্রীযুক্তা পুষ্পমালা সেন, শ্রীযুক্তা সুজাতা সিংহ, শ্রীযুক্তা বাসনা দেবী, শ্রীমতী পুষ্পরাণী দেবী। আবৃত্তির বিচার করেছিলেন শ্রীযুক্তা প্রভাবতী দেবী সরস্বতী, শ্রীযুত শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, শ্রীগিরিজাকুমার বসু।

*

গেল সোমবার স্থানীয় এ্যাল্‌বার্ট হলে স্বর্গীয় কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদের স্মৃতি তর্পণ কল্‌কাতার মেয়র শ্রীযুত ফজ্‌লুল হকের নেতৃত্বে হ'য়ে গেছে। কালীপ্রসন্ন শক্তিমান ও নির্ভীক সাহিত্য ব্রতী ছিলেন।

*

গেল রবিবার ১৪।১ বেচু চাট্যার্জ্জির ষ্ট্রীটে সাহিত্য-সেবক-সমিতির মেঘোৎসব—আষাঢ়স্য প্রথম দিবসে হ'য়ে গেছে। কবি করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায় তাতে পৌরহিত্য ক'রেছিলেন। আমরা অন্যত্র নিয়োজিত থেকে তাতে উপস্থিত হ'তে পারিনি, তার বিশেষ বিবরণও পাইনি।

বীমা প্রসঙ্গ

—শ্রীগুরু

বীমা পত্রিকাগুলির অনেকেই কোম্পানীর উদ্বৃত্ত পত্র সমালোচনা কালে উদ্বৃত্ত পত্রের অঙ্কগুলির প্রতি যথোচিত দৃষ্টি প্রদান না করিয়া কোম্পানীর কর্ণধারের সর্ব্বতোমুখী প্রতিভার প্রশংসায় রত থাকেন। অবশ্য ব্যক্তি বিশেষ এই প্রশংসার অধিকারী ও ইহা তাঁহার প্রাপ্য সন্দেহ নাই কিন্তু গুণগ্রাহী সম্পাদক যখন এই "hero worship"এ ব্যস্ত থাকেন তখন তাঁহাকে অভিযোগ করিবার কিছু থাকে না। কিন্তু যখন দেখা যায় যে প্রতিষ্ঠানের হিসাব নিকাশের বিশেষ পরিচয় না দিয়াই তিনি কর্ণধারের প্রতিকৃতি প্রকাশ ও গুণাবলীর বর্ণনা আরম্ভ করিয়াছেন তখন এই মনোভাবকে আমরা তারিফ করিতে পারি না কেন না বীমা বিষয়ে অজ্ঞ লোক কোন কোম্পানীর আভ্যন্তরিক আর্থিক অবস্থা সম্বন্ধে উক্ত পত্রিকা হইতে জ্ঞান লাভের ইচ্ছায় উহা পাঠ করিয়া পরিচালকের অবয়ব ও বহুবিধ সদগুণাবলীর আধাররূপে জানিলেও যে জন্য উহা পাঠ করিয়াছিলেন সে বিষয়ে অজ্ঞ থাকিয়াই যান।

•

কলিকাতা হইতে প্রকাশিত মাসিক বীমা পত্রিকাগুলির মধ্যে সদ্ভাবের বিশেষ অভাব আছে বলিয়া আমরা মনে করি। কেন না কোন বীমা পত্রিকার বার্ষিক জন্ম উৎসবে নানাজাতীয় বহুপ্রকার ব্যক্তির সমাবেশ হইলেও স্বজাতি এবং সহকর্ম্মী পরিচালিত বীমা পত্রিকা বিশেষকে নিমন্ত্রিত করা হয় নাই বলিয়া অভিযোগ একটি বীমা পত্রিকায় আমরা দেখিলাম। ইহা দুঃখের বিষয় সন্দেহ নাই—ব্যক্তিগত আক্রোশ বা অভিমান থাকিলেও সাংবাদিক কর্ত্তব্য হইতে বিচ্যুত হওয়া উচিত বলিয়া আমরা মনে করি না।

•

অনেক সময় দেখা যায় পত্রিকাধ্যক্ষ কোনও কোম্পানী বা কোম্পানীর সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বিশেষের প্রতি আক্রোশজনিত ক্ষোভ বা রাগ পোষণ করেন এবং নিজ পত্রিকায় তাহাই চরিতার্থ করিয়া আনন্দ প্রকাশ করেন। কোন ভোজে নিমন্ত্রিত হইয়া কোম্পানীবিশেষের পরিচালক উপস্থিত হইলেন এবং নিমন্ত্রনকারী প্রতিষ্ঠান বীমা পত্রে উক্ত ভোজের বিবরণ পাঠাইতে উক্ত পরিচালকের নাম উপস্থিত ভদ্রমণ্ডলীর মধ্যে তালিকাভুক্ত করিলেও বিদ্বেষ পোষণকারী সম্পাদক তাঁহার নাম বাদ দিয়া বিবরণ প্রকাশ করিলেন। সম্পাদকের এই আচরণ শুধু নিন্দনীয় নহে, নিতান্ত গর্হিত এবং উক্ত সম্পাদককে বা তাঁহার পত্রিকাকে সমস্ত প্রতিষ্ঠান সম্মিলিত হইয়া সাহায্য দানে অস্বীকৃত হইবেন।

জীবন বীমা সম্বন্ধে গভর্ণমেণ্টের বিজ্ঞপ্তি

ভারত গভর্ণমেণ্ট এতদ্বারা যে সকল ব্যক্তি জীবন বীমা করিতে ইচ্ছুক এবং যাঁহারা গভর্ণমেণ্টের জেনারেল প্রভিডেণ্ট ফাণ্ড (General Provident Fund) হইতে জীবন বীমার চাঁদা জমা দেওয়ার জন্যে মনস্থ করিয়াছেন তাঁহাদিগকে জানাইতেছেন যে বীমা করিবার পূর্ব্বে ঐ-সকল কোম্পানীর আর্থিক অবস্থা সম্পূর্ণরূপে জানিয়া লওয়া প্রয়োজন।

ভারতবর্ষে যে সকল কোম্পানী বীমার কার্য্য করিতেছে তাহারা প্রত্যেকে নিম্নোক্ত দলীলের (documents) নকল জমা দিতে আইনতঃ বাধ্য।

(ক) কোম্পানীর আর্থিক অবস্থা এবং
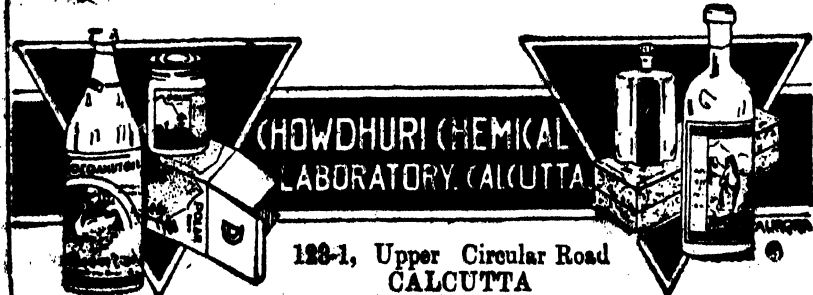
দেনার (liabilityর) পরিমাণ সম্বন্ধে একচুয়ারীর বিবৃতি।

(খ) প্রতি বৎসরের রেভেনিউ একাউণ্ট (revenue account)।

(গ) প্রতি বৎসরের শেষের কার্য্য বিবরণী বা উদ্বৃত্ত পত্র (Balance Sheet)।

এই সকল পত্র বীমাকরণেচ্ছু সকলের চাহিয়া লওয়া উচিত এবং নিম্নলিখিত তিন প্রকার উপায় দ্বারা কোম্পানীর স্থায়িত্ব এবং আর্থিক অবস্থা সম্পর্কে সম্পূর্ণ রূপে যাচাই করিয়া লওয়া কর্ত্তব্য।

(১) সর্ব্বশেষ হিসাব পরীক্ষা (valuation) দ্বারা ভাগ করিয়া দেওয়ার উপযুক্ত কোনও অংশ (divisible surplus) উদ্বৃত্ত হইয়াছে কি না এবং তাহার কোন অংশ বীমাকারীদিগের মধ্যে বণ্টন করিয়া দেওয়া হইয়াছে কি না?

(২) রেভিনিউ একাউণ্ট (Revenue account) হইতে বুঝা যায় কি যে কমিশন ইত্যাদি বাবদ খরচ মোট আয়ের এক তৃতীয়াংশের অপেক্ষা অধিক হইয়াছে?

(৩) শেষ উদ্বৃত্ত পত্র (Balance Sheet) হইতে দেখিতে পাওয়া যায় কি কোম্পানীর লগ্নীর (investment) মধ্যে personal securityর পরিবর্ত্তে দেওয়া টাকার পরিমাণ অধিক?

এই সকল দ্বারা কোম্পানীর স্থায়িত্ব এবং আর্থিক অবস্থা সম্বন্ধে এক প্রকার বিচার করা যাইতে পারে এবং যে সকল কোম্পানী এই বিচারে উত্তীর্ণ হয় তাহাদিগের হস্তে অনেকটা নিশ্চিন্তে টাকা দেওয়া যাইতে পারে।

এই বিষয় আমাদের মন্তব্য বারান্তরে প্রকাশ করিবার ইচ্ছা রহিল।

—অভিমন্যু

[আগামী শনিবার হইতে যে সব বিদেশী ছবি কলিকাতায় মুক্তিলাভ করিবে তাহাদের অগ্রিম সংক্ষিপ্ত পরিচয়। সুতরাং কোনো বিদেশী ছবি দেখিতে যাইবার পূর্ব্বে আমাদের চিত্র-পরিচিতি স্তম্ভটি পড়িয়া গেলে, চিত্রপ্রিয়রা লাভবান হইবেন। দীঃ সঃ]

All The King's Horses.

নিউ এম্পায়ারে দেখানো হইবে, শ্রেষ্ঠাংশে কার্ল ব্রিসন, এলিসা ল্যাণ্ডি, জ্যাক ওকি, এডওয়ার্ড এভারেট হর্টন, ক্যাথারিন ডি মিল প্রভৃতি।

পারামাউন্টের ছবি, পরিচালনা করিয়াছেন ফ্রাঙ্ক টাটল।

ল্যাঙ্গেষ্টিনের রাজার দাড়ি থাকা চাই-এ নিয়ম বংশানুক্রমিকরূপে প্রচলিত ছিল। কিন্তু রাণীর ইহা সহ্য হইল না বলিয়া তিনি রাজাকে ত্যাগ করিলেন। ঠিক এই সময় কার্লো রকো নামক একজন চিত্রাভিনেতা সেখানে আসিল এবং রাজার সহিত খুব বন্ধুত্ব করিয়া ফেলিল। রকোর পরামর্শে রাজা দাড়ি কাটিয়া ফেলিলেন, কিন্তু শেষে দেখিলেন যে দুজনকেই ঠিক একরকম দেখিতে। রাজা রকোর স্থান গ্রহণ করিয়া ভিয়েনা চলিয়া গেলেন। রকো রাজ্য শাসন করিতে লাগিল।

এদিকে রাণী রাজার দাড়িবিহীন মূর্ত্তি দেখিয়া প্রাসাদে ফিরিয়া আসিলেন। ইহাতে রকো ঘাবড়াইয়া গিয়া রাজাকে ফিরিয়া আসিবার জন্য পুনঃ পুনঃ টেলিগ্রাম করিতে লাগিল। রাণী একদিন স্থির করিলেন যে ভিয়েনার বাহিরে এক জায়গায় রাজার সহিত তিনি গোপনে সাক্ষাৎ করিবেন। রকো তখন মরীয়া হইয়া রাজাকে অনেক কষ্টে ফিরাইয়া আনিয়া সকল বিপদের হাত হইতে মুক্ত হইল।

রকো এবং রাজা এই দুই ভূমিকায় কার্ল ব্রিসন খুব চমৎকার অভিনয় করিয়াছেন। বিশেষতঃ তাঁহার গানগুলি খুব সুখশ্রাব্য হইয়াছে। অন্যান্য ভূমিকাগুলির মধ্যে এলিসা ল্যাণ্ডি, জ্যাক ওকি, ও এডওয়ার্ড এভারেট হর্টন দর্শকদের যথেষ্ট আনন্দ দিয়াছেন।

The Richest Girl in the World

আর-কে-ও এলফিনষ্টোনে দেখানো হইবে, শ্রেষ্ঠাংশে মিরিয়াম হপকিংস, জোয়েল ম্যাক্রি, ফে রে, হেনরী ষ্টিফেনসন, রেজিনাল্ড ডেনী প্রভৃতি। আর-কে-ও রেডিওর ছবি, পরিচালনা করিয়াছেন উইলিয়াম এ, সীটার।

ডরোথী হাণ্টার পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা ধনী মেয়ে বলিয়া খ্যাত ছিল। কিন্তু সে তাহা চাহিত না। সে একজন কর্ম্মজীবিনীর জীবনকেই বেশী পছন্দ করিত। ইহার কারণ বিপুল ঐশ্বর্য্যে সে নিজের সত্তাকে হারাইয়া ফেলিয়াছিল। কোন মানুষ যখন তাহাকে ভালবাসার কথা বলিত সে মনে করিত যে এ ভালবাসা শুধু তাহার ঐশ্বর্য্যের প্রতি তাহার নিজের প্রতি নয়।

সেইজন্য ডরোথী তাহার সেক্রেটারী সিলভিয়া ভারননের সঙ্গে পরস্পর স্থান অদল বদল করিল। সিলভিরাই তাহার হইয়া সর্ব্বত্র যাইত। এই সময় এণ্টনী ট্রেভিস নামক এক যুবক ডরোথীর প্রতি আকৃষ্ট হইল। তখন ডরোথী দেখিতে পাইল যে এণ্টনী তাহার ঐশ্বর্য্যের জন্য তাহাকে ভালবাসে নাই, ভালবাসিয়াছে তাহার নিজেকে। শেষে তাহারা দুইজনে মিলিত হইল।

ডরোথী হান্টারের ভূমিকাটি মিরিয়াম হপকিংসের অভিনয়ে জীবন্ত হইয়া উঠিয়াছে। জোয়েল ম্যাক্রির 'এণ্টনী ট্রেভিস' ও ফে রের 'সিলভিয়া' সু-অভিনীত হইয়াছে।

Les Miserables

প্লাজায় দেখানো হইবে, শ্রেষ্ঠাংশে হ্যারী বর। প্যাথির ছবি। প্রথম কিস্তি গত সপ্তাহে দেখানো হইয়াছে, দ্বিতীয় কিস্তি এই শনিবার হইতে দেখানো হইবে।

দ্বিতীয় কিস্তিতে দেখানো হইয়াছে যে কসেট থেনারডিয়ারের গৃহে অতি দীন ভাবে জীবন যাপন করিতেছে। জীন ভলজীন সেখান হইতে তাহাকে উদ্ধার করিলেন। তারপর কসেট বড় হইল এবং জীন ভলজীনকেই পিতা বলিয়া জানিল। তারপর জীন ভলজীন যখন প্যারিসে ফচলেভোঁ নামে পরিচয়ে বাস করিতেছিল তখন কসেট মারিয়াস নামক একটি ছাত্রের প্রেমে পড়িল।

প্যারিসের ছাত্ররা তখন রাজার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিল। ইনসপেক্টর জাভেকে তাহারা বন্দী করিল। জীন ভলজীন তাহাকে গুলি করার ভার লইল, কিন্তু তাহাকে ছাড়িয়া দিল। মারিয়াস আহত হইয়াছিল। তাহাকে কাঁধে করিয়া প্যারিসের মাটির নীচে ড্রেণের ভিতর দিয়া এক নিরাপদ স্থানে লইয়া আসিয়া দেখিল যে জাভে তাহারই জন্য সসৈন্যে অপেক্ষা করিতেছে। জাভে তাহাকে বলিল যে মারিয়াসকে তাহার পিতামহের বাড়ীতে রাখিয়া তাহার সহিত আসিতে। জীন ভলজীন তাহার কথামত কাজ করার পর দেখিল জাভে চলিয়া গিয়াছে, কিন্তু জাভে আত্মহত্যা করিয়াছে।

শেষে কসেট ও মারিয়াসের বিবাহ দিয়া জীন ভলজীন প্রাণত্যাগ করিল।

জীন ভলজীনের ভূমিকায় হ্যারি বয়ের অভিনয় অনবদ্য। ছবির ফটোগ্রাফী বিশেষতঃ বিদ্রোহের দৃশ্যটি অপূর্ব্বসুন্দর। পরিচালনাও হইয়াছে অত্যন্ত উচ্চ শ্রেণীর। এ ধরণের ছবি যে সর্ব্বদেশেই সমাদৃত হইবে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

নানা কথা

ব্রজ মাধুরী সঙ্ঘ

গত ১লা আষাঢ় (১৬ই জুন) রবিবার সন্ধ্যা ৭টায় স্বর্গীয় চিত্তরঞ্জন দাশ মহাশয়ের একাদশ বার্ষিক স্মৃতি তর্পণ উপলক্ষে ওয়েলিংটন স্কোয়ারে ব্রজমাধুরী সঙ্ঘ কর্তৃক "তিমির অভিসার" কীর্ত্তন হইয়া গিয়াছে। এই অনুষ্ঠানের নেতৃত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন নাটোর রাজমাতা শ্রীমতী ব্রজমোহিনী দেবী মহাশয়া। কীর্ত্তন পরিচালক ছিলেন সঙ্ঘ-অধ্যাপক পণ্ডিত শ্রীযুক্ত নবদ্বীপ ব্রজবাসী মহাশয় এবং মূল গায়িকা ছিলেন দেশবন্ধুর সুযোগ্যা কন্যা শ্রীমতী অপর্ণা দেবী। গড়েন হাটী পদ্ধতিতে এই লীলা কীর্ত্তন, গীত হইয়াছিল। কীর্ত্তন সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইয়াছিল।

ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ

গত রবিবার সন্ধ্যা ৬৷৷০টায় বালীগঞ্জে উক্ত সঙ্ঘের প্রচারক সুবক্তা শ্রীমৎ স্বামী অদ্বৈতানন্দজী ম্যাজিক লণ্ঠন যোগে সঙ্ঘের কার্য্যাবলী প্রদর্শন করিয়া হিন্দু সমাজের কল্যাণকর আন্দোলন বিষয়ে একটি দীর্ঘ হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতা করিয়াছেন। সভায় বহু ভদ্র মহোদয় ও মহিলা উপস্থিত ছিলেন।

নাট্য-গুপ

গণেশ টকীতে "নাইট বার্ড"

গত শনিবার হইতে শ্রীধীরেন গাঙ্গুলী পরিচালিত ইষ্ট ইণ্ডিয়া ফিল্ম কোংর ডিটেকটিভ "নাইট বার্ড" দেখানো হইতেছে। এ ধরণের ছবি ভারতবর্ষে খুব কমই তোলা হইয়াছে। গল্পের আরম্ভটি ভাল, কিন্তু পরিণতিটি সন্তোষজনক হয় নাই। স্থানে স্থানে ছবির Climax চরমে পৌঁছিয়াছে কিন্তু দীর্ঘ নাচ ও গান সংযোগে গল্পের আকর্ষণী শক্তি ঢিলে হইয়া পড়িয়াছে। অভিনয়ের ভিতর দস্যু সর্দ্দারের ভূমিকায় মজহর খাঁর অভিনয় আমাদের খুব ভাল লাগিয়াছে। তাঁহার পাঁচরকম বিভিন্ন প্রকৃতির রূপসজ্জা বাস্তবিকই প্রশংসার্হ। কিন্তু স্থানে অস্থানে এত তাড়াতাড়ি রূপসজ্জার পরিবর্ত্তন কিরূপে সম্ভব হইতে পারে? 'কামিনী'র ভূমিকায় শ্রীমতী আনয়ারী ও 'মাধবের' ভূমিকায় গুল হামিদও সু-অভিনয় করিয়াছেন। ভূমেন রায়ের জনৈক ভদ্রলোক ছোটর উপর মন্দ নয়। দস্যুদের আড্ডায় আভ্যন্তরিক সজ্জার অর্থাৎ Gangster's den বলিতে যাহা বুঝায় তাহা ঠিক হয় নাই। ফটোগ্রাফীকে ভালই বলা চলে। বিশেষতঃ এরোপ্লেনের উপর হইতে আলোক-চিত্র লওয়া খুবই প্রশংসনীয়। শব্দ-নিয়ন্ত্রণে বিশেষ কোন খুঁৎ নাই। মোটের উপর সাধারণ দর্শকবৃন্দ যে এ ছবি দেখিয়া আনন্দ পাইবেন, ইহা আমরা জোর করিয়া বলিতে পারি।

"দীপালী"র উদ্বোধন

গত রবিবার অপরাহ্ণ ৫-৩০ মিঃ মাননীয় বিচারপতি সার মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে "দীপালী"র উদ্বোধন হইয়া গিয়াছে। ফক্স ফিল্মের "Warrior's Husband" দিয়া দ্বারোদ্ঘাটন হইয়াছে। আমরা এই নূতন চিত্রগৃহটির উত্তরোত্তর উন্নতি কামনা করি।

রাধা ফিল্ম কোং

রূপবাণীতে ইহাদের "মানময়ী গার্লস স্কুল" এই শনিবার সপ্তম সপ্তাহ পড়িবে! পরিচালক জ্যোতিষ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্প্রতি শরীর খারাপ হওয়ায় দার্জ্জিলিং গিয়াছেন। শীঘ্রই "দক্ষ-যজ্ঞের', হিন্দী সংস্করণ নিউ সিনেমায় মুক্তিলাভ করিবে।

এভারগ্রীণ পিকচার্স

শুটিং-এর সময় "পঞ্চবানে"র নায়ক শ্রীললিত মিত্র নাকে আঘাত পাওয়ায় এতদিন চিত্রগ্রহণ বন্ধ ছিল, আবার সম্প্রতি পুরাদমে কাজ আরম্ভ হইয়াছে।

ছায়ায় "দেবদাসী"

২২শে জুন, শনিবার হইতে "ছায়ায়" পায়োনির ফিল্মের নবতম কথা-চিত্র "দেবদাসী" প্রদর্শিত হইবে। শ্রীযুক্ত অহীন্দ্র চৌধুরী, বিনয় গোস্বামী, কার্ত্তিক দে ইন্দু মুখোপাধ্যায়, ভাস্কর দেব, শান্তি গুপ্তা, পদ্মাবতী প্রভৃতি ইহাতে বিভিন্ন অংশে অবতরণ করিয়াছেন। ইহার আলোক চিত্র তুলিয়াছেন শ্রীযুক্ত মায়ার, শব্দ-যন্ত্র বিভাগের অধ্যক্ষতা করিয়াছেন মিঃ ব্রাডবার্ণ এবং পরিচালনা করিয়াছেন শ্রীযুক্ত প্রফুল্ল ঘোষ। আমরা পরবর্ত্তী সংখ্যায় ইহার পূর্ণ সমালোচনা প্রকাশিত করিব। উদ্বোধন রজনীর পৌরহিত্য করিবেন অপরাজেয় কথাশিল্পী শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

রূপকথা

বহুবাজারের সবাক চিত্রগৃহটি "রূপকথা" নাম লইয়া আগামী কল্য শুক্রবার দ্বারোদ্ঘাটন করিবে। ইহাদের উদ্বোধন চিত্র হইবে ফক্স ফিল্মের "বেবুনা"।

স্বত্বাধিকারী শ্রীসতীশচন্দ্র মল্লিক পরিচালনার ভার শ্রীযুক্ত প্রভাত সিংহের উপর ন্যস্ত করিয়াছেন। তাঁহার কর্ম্ম-পরিচালনার উপর আমাদের আস্থা আছে, সুতরাং এইবার যে হাউসটি খুবই জমিয়া উঠিবে, সে বিষয়ে আমরা নিঃসন্দেহ।

সম্পাদক—
শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায় শ্রীগিরিজা কুমার বসু
১২৩।১, আপার সার্কুলার রোড, দীপালী প্রেসে মুদ্রিত ও দীপালী কার্য্যালয় হইতে দীপালীর স্বত্বাধিকারী—
[illegible] প্রকাশিত।

দীপালি

DIPALI

বাংলার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সচিত্র সাপ্তাহি

৭ম বর্ষ] ১২ই আষাঢ়, ১৩৪২ :: 27th June, 1935 [২৬শ

দীপালী কার্য্যালয়—১২৩।১, আপার সাকুলার রোড্‌, কলিকাতা—
ফোন বড়বাজার—৩২৫৩

৭ম বর্ষ } ১২ই আষাঢ় বৃহস্পতিবার, ১৩৪২
২৭শে জুন ১৯৩৫ { ২৬শ সংখ্যা

কলাকেলি

'দেবী' ও 'দাসী'—মেয়েদের এই দুই উপাধির ভিতরে তফাৎ কি? কিছুকাল আগে বাংলাদেশে কেবল বামুনের মেয়েদেরই 'দেবী' উপাধি ব্যবহার করবার অধিকার ছিল,—বাকি সব জাতের (একমাত্র বৈদ্যজাতি ছাড়া) মেয়েরাই ছিলেন 'দাসী'। তারপর বর্ত্তমান কালের সাধারণ তন্ত্রের মন্ত্রের গুণে 'দেবী' উপাধিটিও বাঙালী সমাজে যার-পর-নাই সাধারণ হয়ে পড়েছে। দাসী কেউ নয়—সব মেয়েই দেবী।

*

আপত্তি করি না। যুগধর্ম্ম বদ্‌লেছে। মেয়েরা এখন বাহিরে বেরিয়ে পুরুষদের কাছে প্রকাশ্য শ্রদ্ধার দাবি করছেন এবং পুরুষরাও সে শ্রদ্ধা নিবেদন করতে সঙ্কুচিত নন। মেয়েদের আজ 'রমণী' বা 'কামিনী' প্রভৃতি চিরপ্রচলিত নামে ডাকলেও অনেক পরম আধুনিক ভদ্রলোকের কর্ণমূল পর্য্যন্ত আরক্ত হয়ে ওঠে,—ও-সব নাম নাকি অশ্লীল নাম! আমাদের বাপ-পিতামহরা নাকি এতদূর নির্ব্বোধ ও অসভ্য ছিলেন যে ভক্তিভরে 'রমণী' শব্দটি উচ্চারণ করতেও তাঁদের লজ্জা হ'ত না! সেকালের সবাই জানতেন জননীও রমণী এবং একালের আমরা জেনেছি গণিকাও 'দেবী'! একালের সুবুদ্ধি ও ভদ্রতার সীমা নেই!

*

অতএব 'রমণী'র ব্যবহার ক্রমেই লুপ্ত হয়ে আসছে এবং তার আসন দখল করেছে 'মহিলা' শব্দটি। উত্তম। মেয়েদের না-হয় মহিলা ব'লেই ডাকা গেল, এবং মহিলা মাত্রই 'দেবী', এ-কথাটাও মানা গেল। কিন্তু মহিলা কারা? অভিধান বলবে, ভদ্র নারীরা। ভদ্র নারী কারা? আমাদের সহজ বুদ্ধি বলবে, সমাজের মধ্যে যাঁরা ভদ্র জীবন যাপন করেন। এ-ক্ষেত্রে মহিলা মাত্রকেই 'দেবী' ব'লে ডাকতে কারুরই মন আপত্তি করে না।

কিন্তু অতি-নব্যগণ বড় দ্রুত দৌড়ে যাচ্ছেন—যুক্তির লাগামেও তাঁদের টেনে রাখা অসম্ভব।·········সকলেই জানেন, আমাদের সাধারণ রঙ্গালয়ে এবং চলচ্চিত্রে যে-সব নারী অভিনয় করেন তাঁরা সামাজিক নারী বা মহিলা নন। (দু-একজন মহিলা সংপ্রতি মাঝে মাঝে ছবির পর্দায় উঁকিঝুঁকি দিচ্ছেন বটে, কিন্তু এখানে তাঁদের কথা ধর্ত্তব্য নয়।) আমাদের নাট্যজগতের নারীরা যে গণিকা, ভদ্রতার অনুরোধে কাগজে-কলমে সে কথা না বললেও আমরা সকলেই মনে-মনে সে কথা জানি। তাঁদের সঙ্গে কেউ মহিলাদের একাসনে বসতে বলবেন না। শিল্পী হিসাবে তাঁরা যতই শ্রদ্ধার পাত্র হোন, সমাজের ভিতরে তাঁদের ঠাঁই নেই। কিন্তু আজকাল অনেক সাময়িক পত্রেই চোখে পড়ে, 'দেবী' নামক সামাজিক উপাধিটি আমাদের নাট্যজগতের এই-সব অসামাজিক নারীদের উপরে অসঙ্কোচে বর্ষিত হচ্ছে!

*

আগে 'দেবী' উপাধির দাম ছিল, কারণ তা ব্রাহ্মণেতর কোন জাতির নারীরাই লাভ করতে পারতেন না। তার পরেও 'দেবী' উপাধির মর্য্যাদা নষ্ট হয় নি, কারণ যাঁরা মহিলা (অর্থাৎ যাঁদের সতীত্ব অক্ষুণ্ণ), কেবল তাঁদের ঐ উপাধিটি দেওয়া হ'ত। কিন্তু বর্ত্তমানে যদি কাঁচ-কাঞ্চন ও মুড়ি-মিছরির একদর হয়, সতী ও অসতী, সামাজিক ও অসামাজিক সব নারীই 'দেবী' হয়ে দাঁড়ান, তাহ'লে সামাজিকতার, সতীত্বের ও দেবীত্বের কোন শ্রেষ্ঠতাই থাকে না। সমাজ-ধর্ম্মের বহু কৃচ্ছ সাধনা আছে—অনেক সংযম, অনেক বাধা-নিষেধ, অনেক আত্মত্যাগ স্বীকার না করলে সমাজের মধ্যে কেউ আশ্রয় পায় না। কৃচ্ছ সাধনাকে যাঁরা অস্বীকার করেন, 'দেবী' উপাধির উপরে তাঁদের নিশ্চয়ই কোন দাবি নেই।

*

অভিনয়-কলায় সুনিপুণ যে-সব নারীকে আমি শিল্পীরূপে ভালোবাসি এবং যাঁদের আনন্দদায়িনী শক্তি আমার রসবোধকে পরিতৃপ্ত ও জীবনে অনেক দুশ্চিন্তা হরণ করে, তাঁদের প্রতিভার সামনে আমি শ্রদ্ধাভরে মাথা নামাতে রাজি আছি। এবং এ সত্যও জানি যে, 'দেবী' উপাধিটির উপরে তাঁরা নিজেরা কোনদিনই কোন দাবি করেন না। কিন্তু তাঁরা কোন কথা না বললেও যে-সব ব্যক্তি তাঁদের উপরে অযাচিত ভাবে এই সামাজিক উপাধিটি বর্ষণ ক'রে উদারতা দেখাতে চাইছেন সেই-সব লোকের বুদ্ধিকে কিছুমাত্র প্রশংসা করতে পারি না। আমি সংকীর্ণতার পক্ষপাতী নই, কিন্তু সমাজের মধ্যে থেকে সমাজ ধর্ম্মের বিশেষত্বকেও অস্বীকার করতে পারি না।

*

প্রসঙ্গসূত্রে আর একটি কথা নিয়ে আলোচনা করি। আগে উল্লেখ করেছি, আজকাল কোন কোন মহিলা চলচ্চিত্রক্ষেত্রে দেখা দিয়েছেন। আমার কোন কোন বন্ধু ও বান্ধবী মাঝে মাঝে আমাকে জিজ্ঞাসা করেন, মহিলাদের ছবিতে অভিনয় করা উচিত কি না? আ

বলি, না। বর্ত্তমানে বাংলা চলচ্চিত্রালয়ের অবস্থা যে-রকম, তাতে-ক'রে সেখানে মহিলাদের আবির্ভাব বাঞ্ছনীয় নয়।

*

মাস-চারেক আগে দুটি মহিলা—মাতা ও দুহিতা কলকাতার কোন বিখ্যাত 'ষ্টুডিও'য় কাজের খোঁজে এসেছিলেন। কর্ত্তৃপক্ষ তাঁদের সঙ্গে কথা কইবার ভার আমার উপরেই অর্পণ করলেন। আমি তাঁদের অনেক ক'রে বুঝিয়ে বললুম যে, কোন মহিলারই অভিনেত্রী হওয়া উচিত নয়। কিন্তু তাঁরা কোন-মতেই বোঝ মানলেন না। তারপর বয়সে-বড় মহিলাটি (যিনি মাতা) যখন বললেন যে, "আপনারা আমাদের ছবিতে অভিনয় করতে দিতে রাজি নন। তাহ'লে এই কি আপনাদের মনের ইচ্ছা যে, আমরা ভদ্রলোকের মেয়ে হয়েও পেটের দায়ে কুপথে নামতে বাধ্য হব?" তখন আমি আর স্থির থাকতে পারলুম না, রূঢ় ভাষাতেই বললুম, "যে-সব ভদ্রলোকের মেয়ে ছবিতে অভিনয় করতে না পারলেই কুপথে যেতে বাধ্য হন, তাঁদের সম্বন্ধে আমাদের কোনই কর্ত্তব্য নেই।" এর আগেই আরো দুটি মহিলা (মাতা ও দুহিতা) স্বামীর সংসার ত্যাগ ক'রে ছবিতে দেখা দিয়েছিলেন এবং ফলে তাঁদের ভদ্রতা অধিকতর উজ্জ্বল হয়ে ওঠে নি। আমার একজন নৃত্যগীতে সুনিপুণা, বিদুষী ও সুন্দরী বান্ধবী চলচ্চিত্রে অভিনয় করবার জন্যে অত্যন্ত ব্যস্ত হয়ে উঠেছিলেন। কিন্তু আমার কথা শুনে তিনি আর ও-পথ মাড়ান নি।

*

যদি কোন চিত্রাভিনয়ে প্রত্যেক নারী ভূমিকাতেই মহিলাদের পাওয়া যায়, তাহ'লে অবশ্য মহিলাদের চলচ্চিত্রক্ষেত্রে আবির্ভাবের বিরুদ্ধে এতটা আপত্তির কারণ থাকে না। চলচ্চিত্রে রবীন্দ্রনাথের "নটীর পূজা"র অভিনয় হয়েছিল যে-শ্রেণীর স্ত্রী-পুরুষ নিয়ে, সে-রকম কোন সম্প্রদায়ের মধ্যে গৃহস্থের মেয়েরা অভিনয় করতে চাইলে কোন প্রতিবাদই করব না। কিন্তু সে-রকম কোন সম্প্রদায় বাংলা দেশে নেই। 'ষ্টুডিও' হচ্ছে বারোয়ারি আখ্‌ড়ার মত। কত-রকমের কত চরিত্রের পেশাদারী লোক নিয়ে সেখানকার কাজ চলে এবং সেই জনতার মধ্যে সীতা-সাবিত্রীর যে একান্ত অভাব তা আর না বললেও চলে। এ স্থান মহিলাদের পক্ষে অগম্য স্থান। অন্ততঃ আমার এই বিশ্বাস।

*

শ্রীযতীন্দ্রমোহন রায় নামধেয় এক ব্যক্তি "দীপালী"তে প্রকাশ করবার জন্যে একখানি বিষাক্ত পত্র প্রেরণ করেছেন। পত্রখানি আমার হাতে এসেছে গেল মঙ্গলবার রাত্রে। তাই এবারে সেখানি প্রকাশ করবার সময় ও স্থান হ'ল না। আসছে বারে সেখানি ছাপিয়ে দেখাব, আমার বিরুদ্ধে উক্ত ব্যক্তির অভিযোগ কতখানি সাংঘাতিক!

মিলন

—শ্রীহরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়

বিশ্বের যত ক্রন্দন-রোল পড়ে থাক পশ্চাতে,
ক্লান্তি-জড়িমা আজিকে চাহি না প্রিয়া!
ধরণীর যত ব্যথা-সম্ভার মিশে যাক নীলিমাতে,
তোমার গানের পরশ পেয়েছে হিয়া॥

উচ্ছ্বাসে শুধু ঘেরা চারিধার—বেদনা গিয়াছে ঘুচি,
রঙিন আলোর আভাস পেয়েছে আঁখি,
অরূপ যা কিছু মিলন মোদের—সকলি লয়েছে মুছি,
দাঁড়ায়েছ প্রিয়া প্রভাত-আলোক মাখি!
তোল মুখ তোল কাজল-নয়ন ফিরাও আমার পানে,
সরম-জড়িত চকিত চাহনি চাহি,
জাগিয়া উঠুক তরু-মর্ম্মর আমাদের কল তানে,
ধন্য হউক মিলনের গান গাহি।

নিবিড় তোমার বাহু-বন্ধনে বাঁধ আজি সখি মোরে,
শত পুষ্পের সৌরভ আনো আজি—
ঘুচে যাক ব্যথা—যা কিছু জড়তা মোদের
মিলন-ডোরে,

কুঞ্চিত তব অলকের দাম—এলায়ে পড়ুক প্রিয়া,
এলায়ে পড়ুক আমার বিশাল বুকে—
মত্ত মলয় বিমোহন সুর-হিল্লোল সাথে নিয়া,
ছড়াইয়ে দিক আমার এ চোখে মুখে।
নির্ব্বাক শুধু চেয়ে থাকি প্রিয়া চটুল আঁখির পানে,
মরি কি মধুর অধরের ভঙ্গিমা!
চঞ্চল আজি এ হৃদয় মোর—নিষেধ নাহিক' মানে,
অসীমের মাঝে হারাইতে চায় সীমা!!

*

রঙিন আভাস অধরে তোমার, কণ্ঠে জেগেছে গীতি,
বন্ধন-হীন পরাণ আজিকে মোর।
ছিঁড়িয়া ফেলেছি কুৎসিত যত-সমাজের
রীতি নীতি,
সুষমা-নেশায় হইয়া গিয়াছি ভোর॥
সিনান করিব আজি আমি সখি,—রূপের ও
পারাবারে;—
চিত্ত-চকোর তোমার পরশ-কামী!
ভেঙে ফেল সব সংযমের ডোর-বারণ ক'রনা তারে,

মন্ত্রশক্তি

—শ্রীরামেন্দু দত্ত

সুন্দর সুগঠিত সাম্রাজ্য, ধনে ধান্যে, জলে ফলে পরিপূর্ণ; কোথাও কোনও অভাব নাই, দৈন্যের কোনও চিহ্ন নাই, সবই বেশ সরল গতিতে চলিয়াছে, কিন্তু এরূপ প্রাচুর্য্য ও সমৃদ্ধি থাকিলে যাহা হয় এ ক্ষেত্রেও তাহার ব্যতিক্রম হয় নাই। কত দিক দিয়া যে বিপদ আসিতে পারে সাম্রাজ্যের রাজা সে কথা ভাবা প্রয়োজন মনে করেন নাই। সম্মুখের পথ সরল ও পরিষ্কার,—তাহারই আনন্দে তিনি বিভোর হইয়া পরম নিশ্চিন্ত মনে দিন কাটাইতে ছিলেন; এক চক্ষু হরিণের মত অপর দিকে তাঁহার দৃষ্টি ছিল না।

*

শত্রুর গুপ্তচরেরা অলক্ষ্য সুড়ঙ্গ পথে রাজ্যের অরক্ষিত সীমানায় একদিন অতর্কিতে প্রবেশ করিল। গুপ্তচরের সূক্ষ্ম গতি নগর কোটালের দৃষ্টিতে ধরা পড়িল না। ছদ্মবেশে গুপ্তচর সাম্রাজ্যময় ঘুরিয়া রাজার শক্তি সামর্থ্য কোথায় কতখানি, রাজ্যের গলদ কোথায় কতটুকু, তাহা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে জানিয়া লইল—তাহার পর সে তাহার কাজ আরম্ভ করিয়া দিল। প্রথমে ছড়াইল সাম্রাজ্যের প্রতি অঙ্গে অরাজকতার বিষ; তাহার পর উত্তেজিত করিয়া প্রত্যেক প্রজাকে রাজার বিরুদ্ধাচরণ করাইতে শিখাইল। দুষ্ট ক্ষতের মত শত্রু পক্ষের এক একটি ঘাঁটি গুপ্তভাবে রাজ্য মধ্যে গড়িয়া উঠিতে লাগিল। তখন আর বিপদ চাপা রহিল না। গোপনে, অন্ধকারে, যাহারা আসিয়াছিল সেই সব শত্রুপক্ষের চরেরা কোথা হইতে সংখ্যায় সহস্র গুণে বর্দ্ধিত হইয়া প্রকাশ্য দিবালোকে দারুণ দুঃসাহসের সহিত আস্ফালন সুরু করিয়া দিল। সহর কোটালের যখন ঘুম ভাঙ্গিল তখন বিপদের বেলা দ্বিপ্রহর। করিবার তখন আর কিছুই ছিল না, নিশ্চিন্ত আরামে রাজা ও তাঁহার পরিষদবর্গ দিনাতিপাত করিতেছিলেন বলিয়া তাঁহাদের কর্ম্মশক্তি লোপ পাইয়াছিল। শত্রুর এই অতর্কিত আক্রমণে তাঁহারা দিশাহারা হইয়া পড়িলেন। সোণার রাজ্য নিমেষে ছারখার হইয়া গেল, রাজলক্ষ্মী পশ্চাৎ দ্বার দিয়া রাজ্য ত্যাগ করিলেন। বিজয়ী শত্রু সদম্ভে সৈন্যদলসহ সিংহ দরজা ভাঙ্গিয়া নগর অধিকার করিল। রাজা যথাশক্তি প্রতিরোধের চেষ্টা করিলেন বটে, তবে আলস্য মন্থর বাহুতে মরিচা ধরা তলোয়ার ভাল খেলিলনা। সদ্য নিদ্রোত্থিত সৈন্যদল বিশেষ কোন কৃতিত্ব দেখাইতে পারিল না। মিত্রবর্গের সাহায্য সামান্য লাগিল বটে, কিন্তু সে কেবল রাজার সিংহাসন ত্যাগ করিয়া প্রাণ ও যৎকিঞ্চিৎ অর্থসহ পলায়নের সহায় হইল মাত্র।

*

বনচারী রাজাকে আর চেনা যায় না। রাজ্য হারাইয়া, ঐশ্বর্য্য হারাইয়া, কোন মতে কেবল প্রাণটুকু ধারণ করিতেছেন। দেখিলে দুঃখ হয়, আলস্য বিলাসের শোচনীয় পরিণাম প্রত্যক্ষ হয়; বিধাতা পুরুষের মহিমা প্রত্যক্ষ হয় মাত্র। কিন্তু এই বিধাতাপুরুষই আবার বনচারীকে রাজা করেন, সন্ন্যাসীকে সিংহাসনে বসান।

রাজা যখন নিজের দুর্ভাগ্যে ম্রিয়মান তেমন সময় দৈবযোগে এক ঋষির সহিত তাঁহার দেখা হইয়া গেল। নির্ব্বান্ধব, অনুচর বিহীন, হৃত-সম্পদ্ নরপতি ঋষির নিকট শুভক্ষণে তাঁহার মনের দ্বার উন্মোচন করিলেন। দয়া-পরবশ হইয়া মুনিবর তাঁহাকে একটা মন্ত্র দান করিলেন ও বলিলেন "মন্ত্রের সাহায্যে তুমি তোমার হৃত রাজ্য ফিরিয়া পাইবে; বৃথা ভাগ্যকে দোষ না দিয়া কর্ম্ম করিয়া চল, সুফল অবশ্যই লাভ করিবে, এবং আমার মন্ত্রের সুকৌশল প্রয়োগে তোমায় লুপ্ত গৌরব অচিরেই পুনরুদ্ধার করিতে সমর্থ হইবে।" নৃপতি ঋষির বাক্য পালনে তৎপর হইলেন, মন্ত্রবলে একে একে তাঁহার পূর্ব্বকালের বন্ধুবর্গ ফিরিয়া আসিল, প্রিয় পারিষদবর্গ ও সৈন্য সামন্ত একে একে খোঁজ করিয়া সেই নির্ব্বাসিত রাজার বনবিতানের পত্রাকাতলে আসিয়া সমবেত হইল। অল্পকাল মধ্যে বল সঞ্চয় করিয়া রাজার মনে হৃতসম্পদ্ পুনরুদ্ধারের বাসনা জাগরূক হইল। সুগঠিত সৈন্য দলের সাহায্যে তিনি শত্রুকে আক্রমণ করিয়া বিধ্বস্ত করিলেন। মন্ত্রবলে বলীয়ান্ রাজার নিকট স্রোতের মুখে তৃণখণ্ডের মত বৈরীদল ভাসিয়া গেল। বীর বিক্রমে তিনি পুনরায় স্বীয় সিংহাসন অধিকার করিয়া নিজ সাম্রাজ্যে সুপ্রতিষ্ঠিত হইলেন। এবার তিনি সতর্কতার সহিত চলিতে লাগিলেন; সাম্রাজ্যের সমস্ত দিকে সমান দৃষ্টি রাখিয়া শত্রুপক্ষের গুপ্তচরদের সমস্ত পথ অবরুদ্ধ করিয়া শান্তিতে তাঁহার দিন কাটিতে লাগিল।

এই গল্পটি একটি নরদেহরূপ সাম্রাজ্যের ইতিহাস। রোগের বীজাণু অলক্ষ্যে গুপ্ত শত্রুর মত সুস্থ শরীরের অরক্ষিত সুড়ঙ্গ পথে প্রবেশ করিয়া সমস্ত দেহে রোগ সংক্রামিত করিয়া তাহাকে বিধ্বস্ত করিয়া ফেলে। আলস্য-বিলাসী দেহের অধিপতি হৃতবীর্য্য অবস্থায় মনের দুঃখে কালাতিপাত করিতে থাকেন। এমন সময় ঋষিরূপী কোন বন্ধুর পরামর্শে তিনি "রচিটোন" টনিক সেবন করিতে আরম্ভ করেন। এই ঔষধ মন্ত্রশক্তির ন্যায় কার্য্যকরী হইয়া তাহার দুর্ব্বল স্নায়ুতে ও রোগবিধ্বস্ত শরীরের প্রতি অঙ্গে নব বল সঞ্চারিত করে। নূতন তাজা রক্তের নব গঠিত সৈন্য-সামন্ত শরীরের প্রতি শিরায় প্রবাহিত হইয়া রোগের জড়তা সমূলে বিনষ্ট করে। দেহের অধিপতি আবার স্বীয় স্বাস্থ্যরূপী অমূল্য সম্পদ ফিরিয়া পাইয়া শান্তিতে দিনপাত করেন।

শ্রীমতী পান্না

ইনি জাতিতে বাঙ্গালী হইলেও বোম্বায়ে গিয়া হিন্দী ছবিতে যথেষ্ট সুনাম অর্জ্জন করিয়াছেন। শীঘ্রই প্রকাশ পিক্‌চার্সের "Red

ইষ্ট ইণ্ডিয়া ফিল্মের তামিল ছবি "ভক্ত নন্দনার"-এর শুটিং-এর পূর্ব্বে পরিচালক মিঃ ট্যাণ্ডন নায়িকা শ্রীমতী সুন্দরম্বলকে উপদেশ দিতেছেন। পার্শ্বে ক্যামেরাম্যান শ্রীযতীন দাস।

কোলহাপুর সিনেটোনের "Orphans of the Society" ছবিতে মাষ্টার বিনায়ক ও সরোজ শিরোত্রী।

"Production No. 5" চিত্রের একটি দৃশ্যে চার্লি চ্যাপলিন ও তাঁহার স্ত্রী পলেট গডার্ড।

শুধু দু'দিনের তরে

(বড় গল্প)

——শ্রীনীহাররঞ্জন গুপ্ত

(ক)

—"আরে রেণু যে! এত বড়টা হয়ে গেলে কবে থেকে? এ্যাঁ!…এ যে একটা revolution, ফ্রক ছেড়ে সাড়ী!"

—অত চমকাবার কিছুই নেই; নিজের দিকে চাইলেও বুঝতে পারবে revolutionটা শুধু আমার দিক দিয়েই আসেনি…মশাইয়ের দিক্ দিয়েও তার কমতি নেই!…

এমন সময় পদশব্দ পেয়ে উভয়েই চোখ তুলে চাইলে।

রতিনাথ; রেণুর পিতা ও করুণার মামা! রতিনাথ নেহাৎ সেকেলে একজন S. D. O.; যাঁরা বিদ্যার জোরে নয়, ক্রম-পদোন্নতির ফলে চাকুরীর শেষ দিকে S. D. O. কিংবা একটা ছোটখাটো সহরের জজীয়তি পেয়ে retired হন।

করুণার মুখের দিকে তাকিয়ে রতিনাথ বললেন—এই 19 up-এইত' এলে?…গাড়ীতে তেমন কষ্ট হয়নি ত'!…সুধা জিতেন ওরা সব কেমন আছে? 'সুধা' অর্থে করুণার মা…আর জিতেন্দ্রনাথ তার বাবা। জিতেন্দ্রনাথ রেঙ্গুনে মস্ত বড় কাঠের কারবার ফেঁদে বসে আছেন। করুণা তাঁর একমাত্র ছেলে। …সেও বাপ মার কাছে রেঙ্গুনেই থাকে।

চ'লতে চ'লতে বাঁ হাত দিয়ে রেণুর বেণীটায় একটা মৃদু টান দিয়ে করুণা বললে, —'সত্যি আজ প্রায় ৫।৬ বছর পরে তোর সঙ্গে দেখা, না!…

…চায়ের আসরটা তখনও ভাল করে ভাঙেনি। একটুকরো রুটীতে Jelly মাখাতে মাখাতে রেণুরই সমবয়সী একটা মেয়ে গুণ গুণ করে গান গাইছিল—

'—হে ক্ষণিকের অতিথি
এলে প্রভাতে কারে চাহিয়া
ঝরা শেফালীর পথ বাহিয়া।—'

—'এই মীনি' দেখ কে এসেছে।…আমার পিস্তুত ভাই করুণা। এবার B. Sc দিয়েছে। এর কথাই কাল রাতে বিছানায় শুয়ে শুয়ে তোকে বলছিলাম। আপাতত গানটা থামিয়ে ও ফিরে তাকালে, নবাগতকে একবার ভাল করে দেখে নেবার জন্যে। মীনুরই রূপের পরিচয় দিতে গিয়ে করুণা তার কোন একজন বন্ধুর কাছে বলেছিল, 'In a word তাকে আলিঙ্গন করতে ইচ্ছা করে।…'

—'আপনারই নাম বুঝি করুণা।'…বলে মেয়েটী যেন একটু ঠোঁট টিপে হাসলে। —'হাঁ, আপনি!…'

—'আমি! আমি মীনু!…ব'লে এবারও সে পূর্ব্বের মত হাসলে। এবার করুণা লক্ষ্য করলে হাসলেই ওর গাল টোল খায়। যাতে ওকে আরো সুন্দর ও আরো মনোরম ক'রে তোলে। ওটা যেন ওর সমগ্র আবয়বিক সৌন্দর্য্যের মাঝে একটা যাদুস্পর্শ। এইত গেল ওদের প্রথম পরিচয়ের পালা। মীনু রেণুরই মাস্তুত বোন…এখানে বেড়াতে এসেছে…ও দিল্লীতে ওর বাবার কাছে থেকে ওখানকারই কলেজে 1st year-এ পড়ে।

*

দুপুর বেলা! আনাতোলের 'থেইস্' খানা হাতে করে করুণা একটা নিরালা জায়গা খুঁজে বেড়াচ্ছিল, এমন সময়ে তার মনের কোণে উঁকি দিয়ে গেল বাগানের সেই নির্জ্জন স্থানটা; যেখানে দিনের বেলায়ও আশে পাশের ঘন সন্নিবেশিত গাছপালার জন্য সূর্য্যের আলো তেমন ভাবে প্রবেশ করার সুবিধা করে উঠতে পারে না। করুণা আনমনে সেই দিকেই পা বাড়িয়ে দিলে।

…আমার সকল দিয়া
সাজাব তোমারে। নদীজলে মোর গান
পাবে নাকি শুনিবারে কোন মুগ্ধ কান
নদীকুল হ'তে!…

চলতে চলতে কখন যে ও আনমনে পথের মাঝে দাঁড়িয়ে পড়েছিল তা ও মোটেই টের পায় নি। প্রত্যেকটী কথা যেন একজনের বুকের ভাষা নিঙড়ে দ্বিপ্রহরের স্তব্ধতায় আবেগময় হ'য়ে ভেসে বেড়াচ্ছিল। তাই একে অন্তরে যায় উপলব্ধি করা কিন্তু সেই উপলব্ধিকে যায় না ভাষায় প্রকাশ করা। তাই বোধ হয় কবিতা বুঝে আর একজনকে সেটা বোঝাতে যাওয়ার মত মুখ তা আর কিছুই নেই!…

—'পরের জিনিষ না বলে নিলেও যে পাপ হয়—অন্যের কথা না বলে শুনলেও ঠিক তেমনি পাপ হয়।'

—'কান তার জন্য দোষী হ'তে পারে কিন্তু আমার উপরে দোষারোপ করাটা কি অন্যায় না?—'

—'যাক্‌গে যত সব বাজে কথা। তেঁতুলের আচার খাবে…দিদিমা ছাতে শুকুতে দিয়েছিলেন চুরি করে খানিকটা নিয়ে এসেছি, খাবে?' ব'লতে বলতে সেমিজের ভিতর হাত গলিয়ে রেণু একটা কাগজের মোড়ক বের করে আনলে।

'—ওঃ তেঁতুলের আচার, খুব লোভজনক! চল ওই ধারের ঐ বকুল গাছটার তলায় গিয়ে বসা যাক্।'

* * * আচার খেতে খেতে রেণুই প্রথমে বললে—'নাঃ এ'ত' ঠিক হচ্ছে না, তার চাইতে করুণা তুমি একটা গল্প বল

তাই শুনতে শুনতে আচারটা খাওয়া যাক !'

—না ভাই দুপুরের এই গম্ভীর আবহাওয়াটাকে আর নষ্ট করতে চাই না, তার চাইতে উনি বরং রবীন্দ্রনাথের চয়নিকা থেকে কয়েকটি কবিতা পড়ে শোনান। মীনা তখন চয়নিকাটা খুললে,

হে বৈরাগী কর শান্তি পাঠ।
উদার উদাস কণ্ঠে যাক্ ছুটে দক্ষিণে ও বামে,
যাক্ নদী পার হ'য়ে যাক্ চলি গ্রাম হতে
গ্রামে
পূর্ণ করি মাঠ।
হে বৈরাগী কর শান্তি পাঠ॥
সকরুণ তব মন্ত্র সাথে
মর্ম্মভেদী যত দুঃখ বিস্তারিয়া যাক্ বিশ্ব-পরে,
ক্লান্ত কপোতের কণ্ঠে ক্ষীণ জাহ্ণবীর শ্রান্ত স্বরে
অশ্বত্থ ছায়াতে
সকরুণ তব মন্ত্র সাথে॥

কবিতার মাঝে মশগুল তিনজনে জানতেও পারেনি যে কখন ওঁদেকে দিনের আলো গাছের পাতায় পাতায় বিদায় চুম্বন এঁকে দিয়ে এক পা এক পা করে সেদিনকার মত চলে যাওয়ার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠেছে! হঠাৎ রেণু বলে উঠল—ওদিকে চেয়ে দেখ বেলা পড়ে গেছে। রামরূপ হয়ত চায়ের সরঞ্জাম নিয়ে আমাদের পথের দিকে হতাশ হয়ে তাকিয়ে আছে। এবার সকলে ওঠা যাক। চায়ের সঙ্গে সঙ্গে আরো অনেক গল্প হলো!

এই বোধ হয় অল্পক্ষণ হবে দিনের আলো পৃথিবীর বুক থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে মুছে গিয়ে আশু রাত্রির সম্ভাবনায় চারিদিকের আকাশ বাতাস ভাবগম্ভীর হ'য়ে উঠেছে। রেণু কোথায় বেড়াতে বেরিয়ে গেছে। করুণা শিস্ দিতে দিতে বাঁশীটা হাতে নিয়ে খোলা ছাদের উপর চলে এল। কতক্ষণ যে সে ছাদের আলিসাটার পরে আনমনে বাঁশীটা এক পাশে রেখে চুপচাপ বসেছিল তা তার ঠিক মনে নেই—হঠাৎ

—এই—

ফিরে চেয়ে দেখে মীনু। একখানা মাদ্রাজী সাড়ী বারহাটিদের মত করে' পেঁচিয়ে পড়া, মাথার একরাশ চুল এলো খোঁপা হ'য়ে আলগোছা ভাবে নিটোল কা'ধের উপর এসে পড়েছে। একটা স্বর্ণচাপা তাতে গোঁজা।

—সুন্দর!! সত্যি চমৎকার মানিয়েছে কিন্তু আপনাকে···।

—ধ্যেৎ আপনি বড় এ···

—মানে স্পষ্টবক্তা না? দেখুন, আপনাকে দেখে আজ আমার একটা গান মনে পড়ে গেল,

...Falling in love again
Never wanted to
What am I to do...

গানটার ভাবেই করুণা ঐ পর্য্যন্ত থেমে গেল!··· মীনু বাধা দিয়ে বললে, বাঃ রে থামলেন কেন! গান না...

ও হেসে বললে, না গাইব না, আপনি হয়ত ভাবছেন ছেলেটা কি অমায়িক—দুটো' দিনের মাত্র পরিচয় এর মধ্যেই এতখানি;

—না না তা ভাবব কেন!...দেখুন যার যেটুকু সত্যি সেটুকু কি সে বেশীক্ষণ অন্যের কাছে চাপা দিয়ে রাখতে পারে? সে সেটা আপনার অজ্ঞাতেই অন্যের চোখের সামনে মেলে ধরে। আর এই যে আপনাকে প্রকাশ করা এর জন্য দিন ক্ষণ সময়ের প্রয়োজন হয় না।

—সত্যিই মীনা দেবী আমাদের মন যে কখন কী ভাবে সাড়া দিয়ে উঠে। খুসীর দেবতা যে কখন কোন পথে এসে পা ফেলেন তা আমরাও জানবার অবকাশ পাই না। যুগ যুগ ধরে এই যে একজন আর একজনকে ভালবেসে আসছে এর জন্যত' কখনও কোন দিন ক্ষণের প্রয়োজন হয় নি। সত্যিকারের ভালবাসা—সে যে প্রথম পরিচয়ের মুহূর্ত্তেই অন্তরের নিভৃত কোণে জেগে উঠে এই চিরন্তন নীতি।···সেইত মানবাত্মার সত্যিকারের ইতিহাস।···

এ কথা সে কথার পর মীনু বললে, আজকের দুপুরটা কিন্তু বেশ কেটেছে।

—হাঁ সাহচর্য্য গুণে।

—তার মানে—

—তার মানে ত' অতি সহজ, অতি প্রাঞ্জল। অত ঘুরিয়ে না বলে সহজ ভাষায় জিজ্ঞাসা করলেই হ'ত কার উপস্থিতির জন্য আজকের দুপুরের মজলিসটা অমন মধুময় হ'য়ে উঠেছিল।

—উঃ কি দুষ্টু আপনি!···আমি বুঝি তাই বলছি।

—না তা বলবেন কেন, এই একটু কায়দা করে আপনার নিজের একটু প্রশংস শুনতে চেয়েছিলেন—

—যান, আপনি যদি অমন করেন···

—বলে যান, চুপ করলেন কেন।...

—দেখুন এই 'আপনি' 'আপনি' টা যে বড্ড পর শোনাচ্ছে। ও সম্বোধনটা যে দূরের মানুষকেই মনে করিয়ে দেয়—ওর গা যেন একটা দূরত্বের গন্ধ লেগে আছে।

—অর্থাৎ এই আপনি ডাকটা আপনা পছন্দসহ হচ্ছে না; না হবারইত' কথা। আ সেই কথাটা যে আপনার মনেও লেগেছে আ জন্য সত্যিই আপনাকে ধন্যবাদ না দি আর থাকতে পারছি না।···তারপর কিছুক্ষ চুপ করে থেকে করুণা ওর মুখের দিযে তাকিয়ে বললে,—একটা গান গাও না।

—যান, আপনি বড় হাসাতে পারেন বলতে বলতে ও খিল খিল করে হেসে উঠল হাসির দোলায় ঝাঁকানী খেয়ে ওর এলে খোঁপাটা আলগা হ'য়ে পিঠে এলিয়ে পড়লো আর সঙ্গে সঙ্গেই ভেজা চুলের একটা মিষ্ট ল গন্ধ করুণার চোখে মুখে এসে লাগল। ও ইচ্ছা হচ্ছিল দু'হাতে মীনার নরম ঘন চুলে গোছা ধরে ঠোঁটের উপর গালের উপর চে ধরে। ঘাড়টা দুলিয়ে দুলিয়ে ও হেসে যে কুটি কুটি হ'য়ে যেতে লাগলো। ভারি সুন্দ ওর হাসির ভঙ্গিটা। আবছা আলো আঁধা সেই হাসির উচ্ছ্বাস যেন একটা সঙ্গীতে মূর্চ্ছনার মত ছড়িয়ে পড়তে লাগল। করু এক দৃষ্টে তাই দেখছিল।

—সত্যি একটা গান গাও না।

—গান আমি গাইতে পারি, কিন্তু এ সর্ত্তে।

—কি!...

—যদি তুমি আমার গানের সঙ্গে বাঁশী বাজাও।

—তাতে আমার কিছু মাত্রও আপত্তি নেই,...কিন্তু বাজালে যে শোনা আমার মোটেই হবে না।

—তা হলে আমি গান গাইছি না...

—অগত্যা...তুমিও ধর আমিও ধরি।...বলে করুণা আল্‌গা ভাবে বাঁশীটা ঠোঁটের উপর রাখলে।

ও গাইলে,

কেন চোখের জলে ভিজিয়ে দিলাম না
পথের শুক্‌নো ধূলো যত
কে জানিত আস্‌বে তুমি গো
এমন অনাহুতের মত ;

গান করুণা অনেকই শুনেছে কিন্তু এত মিষ্টি গলা ইতিপূর্ব্বে আর কখনও শুনেছে কিনা সন্দেহ। করুণা তন্ময় হ'য়ে বাঁশী বাজাচ্ছিল। সে যেন একটা অবিচ্ছিন্ন সুরের জাল আঁধারের গায়ে গায়ে জড়িয়ে চলছিল। এও থামে না, সে-ও থামে না। বাঁশী ছাড়ে না সুর ; সুর ছাড়ে না মূর্চ্ছনা! রেণু এসেছিল ওদের খেতে ডাকতে। তা সেও আটকা পড়ে গেল ওই সুরের জালে। সুরের অঞ্জনে যেন সারা ধরণীর চোখে নিদ লেগেছে ; আঁধারে গাছের পাতায় পাতায় যেন বাতাসের সঙ্গে সঙ্গে জেগে উঠতে চায় এক অপূর্ব্ব উন্মাদনার আবেগে! অনেকক্ষণ পরে রেণু ডাক্‌লে,—মীমু—,

—কে রেণু...

—খেতে চল।...

(ক্রমশঃ)

—সাউণ্ড বক্স

TWIN RECORDS

:June 1935

টুইন রেকর্ড কোম্পানী জুন মাসে ৫ খানি গানের রেকর্ড প্রকাশ করিয়াছেন। এই ৫ খানির মধ্যে ৩খানি রেকর্ড পুরাতন 'হিজ মাষ্টার্স ভয়েস' রেকর্ড হইতে লওয়া এবং অবশিষ্ট দুই খানি নূতন গানের রেকর্ড। আমরা নিম্নে প্রত্যেক রেকর্ডের সমালোচনা দিলাম:—

•

F. T. 3975. শ্রীযুক্ত দেবেন বিশ্বাস শঙ্করাভরণ ও ললিত সুরে দুইখানি গান রেকর্ড করিয়াছেন। গান দুটি "নাচে নটরাজ মহাকাল" ও "কে দুরন্ত বাজাও ঝড়ের ব্যাকুল বাঁশী"। প্রথম গানটিতে মহাকাল নটরাজের সৃজনানন্দে নৃত্যের চিত্র ফুটিয়া উঠিয়াছে। আনুসঙ্গিক বাদ্যযন্ত্র গানটিকে সম্যক প্রস্ফুটিত করিয়াছে। দ্বিতীয় গানটি ঝড়ের রুদ্র-সুন্দর মূর্ত্তি চক্ষের সম্মুখে আসিয়া যেন নৃত্য করিতে থাকে। গানের পূর্ব্বে ঝড়ের আওয়াজ বেশ স্বাভাবিক হইয়াছে। রেকর্ড জগতের এই নবীন গায়কের কণ্ঠ সুরেলা, গম্ভীর ও মধুর। চড়া পর্দ্দা অপেক্ষা খাদ মনোরম। রেকর্ড খানি সকলের মনোরঞ্জন করিবে বলিয়া বোধ হয়।

•

F. T. 3976. শ্রীযুক্ত বিমল দাস গুপ্তের "শ্রীকৃষ্ণের জন্ম বৃত্তান্ত" নামক কৌতুক কথোপকথন এই রেকর্ডে প্রকাশিত হইয়াছে। উক্ত কথাই প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ডে রেকর্ডের দু'পীঠে বাহির হইয়াছে। "হিজ মাষ্টার্স ভয়েস" রেকর্ডে এই কৌতুক কথা শুনি অনেকেরই কিনিবার প্রবল ইচ্ছা হইয়াছি এবং যাঁহাদের অর্থ প্রচুর তাঁহারা ক্র করিয়াছেন এবং গরীব লোকেরা সুযোগে প্রতীক্ষা করিতেছেন। তাঁহাদের সে সুযো উপস্থিত হইয়াছে। আশা করি হেলা হারাইবেন না।

•

F. T. 3977. মিস্ আঙুরবালার দু খানি গান এই রেকর্ডে শুনিলাম। ইতিপূ কুকুর মার্কা লেবেলে এই গান প্রকাশি হইয়াছিল। "বরষা এল ঐ বরষা" ও "তর অশান্ত কে বিরহী" বরষার এই গান দু সময়োপযোগী ও সুন্দর। আশা করি সস্তা যাঁরা আঙুরবালার রেকর্ড রাখিতে চান তাঁ এ সুযোগ নষ্ট করিবেন না।

•

F. T. 3978. শ্রীযুক্ত ধীরেন দাসে ইতিপূর্ব্বে 'এইচ-এম-ভি' রেকর্ডে প্রকাশি দু'খানি স্বদেশী গান এই রেকর্ডে পু প্রকাশিত হইয়াছে। "সে আমাদের বাং দেশ" ও "আমার সোনার বাংলা কাঙ কিসে বল" গান দুটির রচনা চমৎকার। এ দুটি স্বদেশী গান গাহিয়া ধীরেন বাবু ন করেন। আশা করি ইতর ভদ্র সকলে এবার :এই সুন্দর গান দুটি ঘরে রাখি পারিবেন।

•

F. T. 3980. আব্বাসউদ্দীন আহ দু'খানি ইসলামিয়া সঙ্গীত গাহিয়াছে "ফতেহ দোয়াজ দহম্" অনুষ্ঠিত হয় চন্দ্রমা ১২ই রবিয়ল আউলে। জগতের ইতিহাসে

দিন চিরস্মরণীয় কারণ এই তারিখে হজরত মোহম্মদের জন্ম হয় এবং এই তারিখেই তাঁহার তিরোভাব। এই হাসি ও অশ্রুমাখা দিনটির স্মরণে কাজী নজরুল দুটি অতুলনীয় গান রচনা করিয়াছেন ও আব্বাসউদ্দীন এই রেকর্ডে গাহিয়াছেন। "ত্রিভুবনের প্রিয় মহম্মদ এলো রে দুনিয়ায়" ও "বহে শোকের পাথার আজি সাহারায় 'নবিজি নাই' উঠল মাতম্ মদিনায়" গান দুটি প্রত্যেকেরই ভাল লাগিবে।

*

টুইন রেকর্ড কোম্পানীকে একটা কথা না বলিয়া পারিলাম না। তাঁহারা গায়কের নামের পূর্ব্বে 'শ্রীযুক্ত', 'মিষ্টার' প্রভৃতি ভদ্রতাসূচক শব্দ বসাইতে বড়ই নারাজ। আশা করি এটুকু সৌজন্য তাঁহারা ভবিষ্যতে তাঁদের শিল্পীদের প্রতি প্রদর্শন করিবেন।

তুমি

—শ্রীতিনকড়ি চট্টোপাধ্যায়

তোমার চরণ পরশ পেয়ে
শ্যামল হ'ল ঊষর ধরা।
তোমার গানের ছোঁয়াচ লাগি
মুখর হ'ল নদীর ধারা।
তোমার আঁখির পরশ লাগি
স্থল কমল উঠ্‌ল জাগি,
তোমার কেশের সুবাস লভি
গোলাপ হ'ল গন্ধে ভরা।
ধন্য হ'ল রূপালী চাঁদ
তোমার হাসির কণা পেয়ে,
বুঝতে তোমায়—সাগর হ'ল
রহস্যময় তোমার চেয়ে।
তাইতো তোমার কাছে আমি
আপন হারা দিবস যামী,
তোমার মাঝেই আমার জগত,
আমার জগত তোমা' ভরা।

লক্ষ্যচ্যুতা

(গল্প)

—শ্রীচিত্তরঞ্জন পাণ্ডা বি, এ

"দীপালী"। তার বাবা সাধ করে নাম রেখেছিলেন 'দীপালী'। নিঃসন্তান প্রৌঢ় বহুদিন ধরে একটীমাত্র আশার পূর্ণতার অপেক্ষা করছিলেন। সাঁঝের দেউটী নির্ব্বাপোন্মুখ হ'য়ে উঠেছিল। তেমনি সময়ে আঁধার আতুর ঘর আলোকিত করে তাঁর পত্নীর কোলে এলো এক দেব বিনিন্দিতা কন্যা সন্তান। প্রসূতি বেদনা ভুলে গিয়ে অপলক দৃষ্টিতে তার মুখের পানে চেয়েছিল। তার বাবা নামকরণের দিনের জন্য অপেক্ষা করতে পারলেন না। তাঁর আনন্দ প্রকাশ করলেন্ কন্যাকে দীপালী নাম দিয়ে।

সেই শিশু যখন আধ-আধ স্বরে বাবাকে ডাকতে আরম্ভ করলে তখন সেই পিতৃবক্ষে আনন্দের বন্যা ছুটে এলো। বছর চলতে লাগলো। গ্রীষ্মে প্রকৃতি তপ্ত হ'য়ে আবার বর্ষার জলধারায় শীতল স্নিগ্ধ হয়ে গেলো! শরতে কাননে কান্তারে ফুল ফুটলো। হেমন্তে পাখী গাইলে গান, শীতে পৃথিবী হল জড় সড়। বসন্তে আকাশে বাতাসে রূপ জাগলো, প্রকৃতির বুকে আনন্দের সুর বাজ্‌লো, কোকিলের কলতানে দিঙ্‌মণ্ডল নিনাদিত হোলো। এমনি করে বছর ঘুরে এলো।

দীপালী বড় হ'য়েছে। গরীব বামুনের মেয়ে সে, মা বাপের একমাত্র কন্যা। তবু তাঁরা তাকে স্কুলে পাঠালেন। সে পড়া শোনা করতে লাগ্‌লো। পড়ায় তার খুব মনোযোগ। সবাই তাকে আদর করে। তার আদর আরও বাড়লো যখন তাদের বাসায় তার মামাত ভাই এসে আশ্রয় নিলে। সে তার সঙ্গে কত দেশের আলাপ করতো। সবাই একবাক্যে স্বীকার করলে ঐ বয়সের অন্য মেয়ের চেয়ে দীপালীর বুদ্ধি ঢের বেশী।......

সে নবম শ্রেণীতে পড়ে। রাজ্যের যত বই তার টেবিলে সাজানো। আধুনিক কবি ও কথা সাহিত্যিকদের লেখা সে গভীর মনোযোগ দিয়ে পড়ে।

সমীর তার দাদারই বন্ধু। তার লেখা প্রায় সব কাগজে বেরোয়। তার উপর ওর মনে শ্রদ্ধা জাগলো। তার দাদা খুসী হ'য়ে বন্ধুকে নিমন্ত্রণ করলো।

দীপালী তার সঙ্গে আলাপ করলো।... খুসী হলো ও গৌরব মনে করলো এমন একটী লোকের সঙ্গে পরিচয় হ'তে।—সমীর দীপালীর রূপে গুণে মুগ্ধ হোলো। সে বি, এ পাশ ক'রে রেল আফিসে ভাল চাকরী করছে। অবস্থা তার বেশ স্বচ্ছল। দেখ্‌তেও সে সুন্দর। সে দীপালীকে পছন্দ করে ফেল্‌লো।

তার যাওয়া-আসা নিয়মিত চল্‌লো। তার পর চিঠিপত্র সমীর একদিন দীপালীকে গোপনে পেয়ে বললে সে তাকে ছাড়া আর কাউকে বিবাহ করবে না।

দীপালী ভাবলে বুঝি তাই। সে তারই আশায় দিন গুণতে লাগলো।

তার মুখে সমীরের কথা ছাড়া আর অন্য কথা নেই। কিন্তু একদিন হঠাৎ সে শুনলো আসছে অঘ্রাণ মাসের পয়লা তার বিবাহ।

বর ম্যাট্রিক পাশ। অবস্থা ভাল। এ খবর তার অপ্রত্যাশিত। সে যে প্রস্তুত ছিল না। বিবাহ সে করবে কিন্তু এ অপরিচিতকে ত' নয়। তার প্রাণ অন্ধ বেদনায় হাঁফিয়ে উঠ্‌লো।

তার দাদার কাছে সে নিঃসঙ্কোচে সব কথা বলতো। সন্ধ্যার সময় সুকেশ বাসায় এলো আফিসের কাজ সেরে। তার কাছে গিয়ে সে অশ্রুপূর্ণ নেত্রে রুদ্ধকণ্ঠে বললে...

দাদা, তোমরা আমায় বাঁচতে দেবে না বুঝি? সে অবাক্ হ'য়ে গেলো। বললে কেন? কেন?—আমায় ত' তুমি জান। তোমার কাছে ত' কিছু গোপন নেই। তুমি ত' জান আমি সমীর বাবুকে—সে জানতো দীপালী সমীরকে ভালবাসে। তাদের বিবাহের প্রায় স্থির হয়েই আছে। সে তার মামাকে এ কথা বলেছে। তিনি গোঁড়া হিন্দু ব্রাহ্মণ। তিনি তার কথা শোনেননি। রাগে অভিমানে সুকেশকে বলেছেন,—এ সব—চ'ল্‌বেনা। চ'ল্‌বে না! প্রেম—স্বর্গীয়, প্রেমকে অচল বলে কে? কোন্ শাস্ত্রে তা বলে? তোমরা ত' শিক্ষিত। প্রেমকে অচল কোথায় বলা হয়েছে আমায় দেখাতে পার?

সুকেশের বুকে দীপালীর কথাগুলো বাজ্‌লো। সমীরকে নিয়ে তার জীবন মধুময় হ'ক এই তার কাম্য। কিন্তু মানুষ যখন ভাবে বিধাতা তখন হাসেন। তাকে চুপ করে থাকতে দেখে দীপালী পুনরায় বললে—দাদা,—প্রেম কি ব্যভিচারের নামান্তর?

—না—কিন্তু মামা—......

—তোমার কি মত?

একটা দীর্ঘশ্বাস বুকে চেপে সে বললে—

—আমার আর কি মত। তুই মামাকে একবার বলতে পারিস্। দীপালী বললে—আমার কথায় কিছু হবে না। আমি মাকে বলেছি। বাবা আমার কথা শোনেন্‌নি।

—তাহলে বিবাহ তোকে করতেই হয়।

—হ্যাঁ আমি হিন্দুর ঘরে জন্মেছি। অসঙ্গত কিছু করা আমার উদ্দেশ্য নয়। তবে মনে এই দুঃখ রইলো তোমরা জেনে শুনেই আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে বিবাহ দিলে। আমি বিবাহ করবো। কেন জানো?—একজনকে ভাল বেসেছিলাম। তার সেবাই ছিল আমার ব্রত। আমার সে উদ্দেশ্য ব্যর্থ হ'য়েছে। আমি লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়েছি। আর একজনকে সেবা করে সেই স্মৃতি চিরদিন মনে গেঁথে রাখবো। দীপালী সেখান থেকে চলে গেলো।

শুভদিনে শুভলগ্নে দীপালীর বিবাহ হ'য়ে গেল। অন্য মেয়ে হয়ত এ অবস্থায় নিজেকে সামলে নিতে পারতো না। দীপালীর অসাধারণ ধৈর্য্য, বিপদে ও প্রতিকূল অবস্থায় মতিস্থির। সে একজন অপরিচিতের সঙ্গে মিলিত হ'য়েছে। তাঁর সঙ্গে ঘর করছে, তাকে জানতে দেয়নি কোনদিন—সে অসুখী। স্বামী তার সেবায় মুগ্ধ। স্বামীর আদর সে গ্রহণ করে। কিন্তু তার মনে একটা অশান্ত বিদ্রোহের আগুণ চিরদিন জ্বলছে। সে স্বামীর সেবায় জীবন পণ করেছে সত্যি।—তবু তার সম্পূর্ণ অলক্ষিতে যেন তার দুর্ব্বলতা প্রকাশ পায়। কাজ করতে করতে হঠাৎ তার হাত কেঁপে উঠে। সে অস্থির হ'য়ে পড়ে। তার মুখ দিয়ে দুটী করুণ শব্দ অস্পষ্ট ভাবে বের হয় আমি লক্ষ্যচ্যুতা.........। তার দু'নয়নে শাবণের ধারা নামে।

নারী-লোক

পরিচালিকা

—শ্রীবাণী রায়

[এই বিভাগে আমরা প্রত্যেক বাঙ্গালী মহিলাকে যোগদান করিতে সাদরে আমন্ত্রণ করিতেছি। বাঙ্গালী নারীর সাজসজ্জা, প্রসাধন, গৃহস্থালী, খাদ্য, গৃহসজ্জা, বিষয়ে নূতন তথ্যপূর্ণ সরল ভাষায় লিখিত যে কোনও প্রবন্ধ গৃহীত ও প্রকাশিত হইবে। লেখিকাগণ তাঁহাদের প্রবন্ধ যদি সচিত্র করিতে পারেন, তাহা হইলে শোভন ও সহজবোধ্য হয়। ছবি কিম্বা ডিজাইন্ পাইলে আমরা নিজব্যয়ে তাহার ব্লক করিয়া লইব। এ বিভাগের লেখিকারা প্রেরিত ছবি ও ডিজাইন্ যদি ফেরৎ চান তো ব্লক হইয়া গেলেই, তাহা ফেরৎ দিব। রচনা দীপালীর তিন কলম বা একপৃষ্ঠার মধ্যে হওয়াই বাঞ্ছনীয়। এ বিভাগের রচনা, পরিচালিকা, **নারী-লোক, দীপালী**, এই ঠিকানায় পাঠাইবেন।

—দীঃ সঃ]

[শ্রীমতী সবিতা দেবীকে (আইরিশ গ্যাসপার) শাড়ী পরার নৈপুণ্যে তাঁহাকে সুন্দর দেখাইতেছে।]

শাড়ী পরার ভঙ্গী

এ সংখ্যায় আলোচনা করা যাক শাড়ী পরবার ভঙ্গী।

প্রথমতঃ শাড়ী পরার ভঙ্গীটা আজকাল বড় এক ঘেয়ে হ'য়ে গেছে মনে হয়। ওই এক পেছনে আঁচল ঝুলে থাকে। শাড়ী পরার প্রথা সর্ব্বত্র দেখা যায়। তা সে যিনি পরেন তাঁকে মানাক বা না মানাক। সাধারণ ভাবে সামনে আঁচল রেখে (plain) অথবা হিন্দুস্থানী বা পার্শীদের ধরণে সামনে আঁচল দিয়ে কেউ কেউ কাপড় পরছেন কিন্তু তাঁদের সংখ্যা কম। মনে হয় শাড়ী পরার ভঙ্গী একটু আধটু বদল ক'রে যাতে দেহকে আরো একটু শোভন করা যায় সে চেষ্টা করা কি উচিত নয়! কেন আমাদের শাড়ী পরার ভঙ্গী এক রকমটিই হবে? কেন তাতে কিছু বৈশিষ্ট্য বা বৈচিত্র্য থাকবে না? শাড়ী তো ইচ্ছা করলেই নানা সুন্দর ভঙ্গীতে পরা যায়।

ধরুন শাড়ীর আঁচলটা একটু এ দিকে টেনে, একটু ওদিকে ঘুরিয়ে দিলে শাড়ী পরাটা বৈচিত্র্যময় হতে পারে। শাড়ী 'হল্' ভাবে পড়লে অনেক সময় দেখা যায় পেছনের বাড়্তি আঁচলটা নিয়ে অনেকে বিব্রত হ'য়ে পড়েন। অনাবশ্যক ভাবে সেটা ঝুলতে থাকে, কি ভাবে রাখা যেতে পারে? অনেকে সেটা আল্গা ভাবে ঝুলতেই দেন, অনেকে আবার সেটা হাতের উপর দিয়ে গুটিয়ে ধরে রাখেন। এই শেষোক্ত উপায়ে সর্ব্বশরীর আবৃত করে নারীর সহজাত একটা সম্মান ও সঙ্কোচের ভাব ফুটিয়ে তোলা যায়। রাস্তা চল্বার সময়ে এই ভাবে শাড়ীতে আবৃত থাকলে সহস্র নীচদৃষ্টি আর মনকে কুণ্ঠায় ও ধিক্কারে অত অভিভূত করতে পারে না। কিন্তু নারীর জীবনের দৈনন্দিন কাজতো শুধু পথচলা নয়। ঘরে শোভন ভাবে থেকে, দেহে নারীসুলভ সৌন্দর্য্য রক্ষা করে পরিজনদের আনন্দ দেওয়া। তাই শাড়ীর আঁচলটা ওড়নার মত গায়ে না জড়িয়ে অন্য ভাবেও ব্যবহার করা যায়।

অনেকে এই অতিরিক্ত অঞ্চলখানা বেশ সহজ ভাবেই বন্ধন করতে পারেন। কিন্তু অনেকে আবার একটা অস্বস্তির ভাব অনুভব করেন। দেখা যায়, তাঁদের কাঁধের পেছনে লম্বা কাপড়খানা অত্যন্ত বিসদৃশ ভাবে ঝোলে অথবা হাতের উপর বিশ্রীভাবে জড়ানো থাকে। আঁচল খানার উপস্থিতি যেন তাঁরা সর্ব্বদা বুঝ্তে পারছেন। তাই বলছি, এ অঞ্চলের অন্য ব্যবস্থা করা যেতে পারে। ধরুন, আঁচলটা ডানহাতের দিকটা একটু বেশ ছোট করে সেটা কাঁধের ওপর ছোট্ট একটা সোনালী পিন দিয়ে এমন ভাবে আট্কে দিন তাতে আঁচল খানা নানা-কোণা হয়ে কাঁধের উপরে গলার পাশে একটু ঝুলে থাকে। যে সব শাড়ীর পাড় জরির সে সব শাড়ী এভাবে পরলে জড়িপাড়টা কাঁধের ও গলার ওপর থেকে মুখে একটা চমৎকার back-ground বা পশ্চাৎপটও রচনা করতে পারে। আপনি যদি দীর্ঘাঙ্গিনী নাও হন, তাহলে আঁচলটা এমনি ভাবে রাখ্লে আপনার শরীর ঋজু ও লীলায়িত দেখাতে পারে। কিন্তু শাড়ীর বাঁ হাতের দিক্টা যেন বেশী ঝুলে একটা প্রকাণ্ড তিন কোণার (Triangle) সৃষ্টি না করে। সেটা কোমরের একটু নীচে ঝুল্লেই হবে।

আবার শাড়ীর আঁচলের দুটো দিক্ মধ্যে থেকে জামার দু'পাশে ছোট ছোট দুটো 'পিন্' দিয়ে আট্কে দিলে শাড়ীটা 'গার্ডেনের' মত দেখাবে কোমর ক্ষীণ দেখাবে। কিন্তু এ রকম শাড়ীপরা তন্বীদেরই মানায়।

ছায়ায় "দেবদাসী"

—অভিমন্যু

প্রযোজক—পাইওনীয়ার ফিল্মস

চিত্রনাট্যকার ও পরিচালক—শ্রীপ্রফুল্ল ঘোষ

নাট্যকার—শ্রীনলিনী চট্টোপাধ্যায়

আলোকচিত্রকর—মিঃ ডবলু মায়ার

শব্দ যন্ত্রী—মিঃ ব্রাডবার্ণ

শ্রেষ্ঠাংশে—শ্রীঅহীন্দ্র চৌধুরী, বিনয় গোস্বামী, রবি রায়, ভাস্কর দেব, ভানু রায়, শান্তি গুপ্তা, পদ্মাবতী প্রভৃতি।

উদ্বোধন-গৃহ—ছায়া, ২২শে জুন, ১৯৩৫

উক্ত নামীয় নাটকটি বছর দুয়েক পূর্ব্বে রঙমহলের মঞ্চে অভিনীত হইয়াছিল। গল্পটি মোটামুটী এইঃ—

দেবদাসী ছিল ত্রিবেণীর রাধারমণের মন্দিরের সেবিকা। সপ্তগ্রামের এক শ্রেষ্ঠীপুত্র কুবলয় তাহার অসমান্য রূপে মুগ্ধ হইয়া তাহাকে পাইবার জন্য পাগলের মত হইয়া উঠিল ও ত্রিবেণীর সমাজপতি স্মৃতিভূষণের সহযোগিতায় দেবদাসীকে গোপনে তাহাদের দেশে লইয়া গেল। স্মৃতিভূষণ মহাশয় নামে সমাজের নেতা হইলেও আসলে তাঁহার চরিত্র ছিল যেমন জঘন্য তেমনি নীচ। তিনি অতসী নাম্নী এক অন্ধ বাউলের স্ত্রীর উপর অত্যাচার করিতে গিয়া গৃহদগ্ধ হইয়া ইহলীলা সম্বরণ করিলেন। এদিকে ত্রিবেণীর যুবসঙ্ঘের নেতা শেখরের চেষ্টায় দেবদাসী পুনরায় গৃহে ফিরিয়া আসিল। দেবদাসী চিরকাল দেবদাসীই রহিয়া গেল।

গল্পটির মধ্যে চিত্রনাট্যোপযোগী মাল মশলা খুব কমই আছে। তবুও যেটুকু ছিল তাহাও চিত্র-নাট্যকার মহাশয় সদ্ব্যবহার করিতে পারেন নাই। আসলে চিত্র নাট্য হইয়াছে অত্যন্ত দুর্ব্বল, যাহার ফলে কোন স্থানটিই জমে নাই। গল্পের আরম্ভটি বেশ ভাল হইয়াছে বটে কিন্তু পরিণতিটি মোটেই আমাদের ভাল লাগে নাই। গল্পের চরিত্রগুলির মধ্যে কোনটিই ভাল ভাবে প্রস্ফুটিত হয় নাই। এক স্মৃতিভূষণ ছাড়া কোনটিই মনে তেমন রেখাপাত করে না। 'বাউলের' গানগুলি ছাড়া তাহার আর কোনো সার্থকতাই দেখিতে পাইলাম না।

অভিনয়ের মধ্যে খারাপ অভিনয় কেহই করেন নাই। অহীন্দ্রবাবুর 'স্মৃতিভূষণ' আমাদের সর্ব্বাপেক্ষা ভাল লাগিয়াছে। তার পরই নাম করা যায় শ্রীভাস্কর দেব ও রবি রায়ের অভিনয়। হতাশ প্রেমিক 'কুবলয়ের' ভূমিকাটি ভাস্কর দেব মন্দ রূপ দেন নাই। শেখরের অংশে রবিবাবুর অভিনয় ভালই হইয়াছে। পুরোহিত বা দেবদাসীর পিতার ভূমিকায় শ্রীকার্ত্তিক দে'র অভিনয় এ যুগে একেবারেই অচল। স্ত্রী-ভূমিকার মধ্যে শ্রীমতী পদ্মাবতীর 'অতসীকে' মন্দর ভাল বলা চলে। শ্রীমতী শান্তি গুপ্তা অভিনয় দেখাইবার কোনো সুযোগই পান নাই। শ্রীবিনয় গোস্বামীর (বাউল) গানগুলি চমৎকার হইয়াছে। তাঁহার গানগুলি স্থানে অস্থানে ব্যবহৃত হইলেও আমাদের মনে হয়, ইহাই সমগ্র ছবিখানির মধ্যে একমাত্র আকর্ষণ।

নেপথ্য সঙ্গীত উল্লেখযোগ্য নয় মোটেই। শব্দ-নিয়ন্ত্রনের ভিতরেও ত্রুটি আছে অনেক। একই দৃশ্যে একই অভিনেতা ও অভিনেত্রীর দু'রকম গলার আওয়াজ পাওয়া যায়।

আলোক-চিত্রকরও সর্ব্বত্র আলো-ছায়ার সামঞ্জস্য রক্ষা করিতে পারেন নাই। শ্রীরূপা দেবীর 'আরতি নৃত্যটি' আমাদের ভাল লাগে নাই।

অর্থাগমের দিক দিয়া ছবিখানি সাফল্য

গঠন যাঁদের একটু লালিত্যপূর্ণ, তাদের পার্শী ধরণে শাড়ী পরলে মানায় বেশ। দামী বেনারসী সাড়ীগুলো ওই রকম করে পরলেই দেখায় ভালো। আঁচলের কারুকার্য্যটাও যেমন চোখে পড়ে দেহে একটা হিল্লোলেরও তেমনি আবহাওয়ার সৃষ্টি করে।

বর্ষিয়সীদের সোজাসুজি ভাবে শাড়ী পরলেই তাঁদের বেশী মানায়, বিশেষত যাঁরা স্থুলাঙ্গী।

পরের বারে এ সম্বন্ধে আরো বিশদ ভাবে

সপ্তাহিকা

গেল রবিবার বিকেল ৫॥০ টায় বৈদ্যশাস্ত্র-পীঠের অপার সাকু‍্লার রোডস্থ নোতুন বাড়ীতে স্বর্গীয় শ্যামাদাস কবিরাজশিরোমণির প্রথম বার্ষিক মৃত্যুতিথি সভা বর্দ্ধমানের মহারাজাধিরাজ বাহাদুরের সভাপতিত্বে হ'য়ে গেছে। মহারাজ বাহাদুর, মাননীয় বিচারপতি সার মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায়, মহামহোপাধ্যায় ফণিভূষণ তর্কবাগীশ, ডাক্তার সুন্দরীমোহন দাস, শ্রীযুক্ত ডি, পি, খৈতান, শ্রীযুক্তা অনুরূপা দেবী, শ্রীযুক্ত মৃণালকান্তি বসু, মৌলানা আক্রাম খাঁ, ডাক্তার যতীন্দ্রনাথ মৈত্র, শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত প্রভৃতি বক্তৃতায় ও কবিতায় লোকান্তরিত কবিরাজ প্রবরের বিরাট ব্যক্তিত্ব, বদান্যতা ও স্নিগ্ধ চরিত্রের বিষয় বলেন।

*

গেল রবিবার পণ্ডিত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণের বাড়ীতে রবিবাসরের অধিবেশন হ'য়ে গেছে। আমরা অন্যত্র নিযুক্ত থাকায় তাতে যোগ দিতে পারিনি।

*

গেল ১লা আষাঢ় সন্ধ্যায় সাহিত্য-সেবক সমিতির উদ্যোগে, ১৪।১ নং বেচু চাটার্জ্জি ষ্ট্রীটে, মহা সমারোহে মেঘোৎসব সম্পন্ন হয়। কবি করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। এই উপলক্ষে সুকবি শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায় একটী উদ্বোধন সঙ্গীত রচনা করেন এবং উহা সভায় শ্রীপঞ্চানন বসু কর্ত্তৃক গীত হয়। মেঘদূতের অনুবাদক শ্রীযুক্ত প্যারিমোহন সেনগুপ্ত ও পণ্ডিত যামিনীকুমার সাহিত্যাচার্য্য "মেঘদূতের" নির্ব্বাচিত মূল সংস্কৃত শ্লোক আবৃত্তি করেন ও তাঁহাদের স্বরচিত অনুবাদ হইতে কিয়দংশ আবৃত্তি করেন। ওমর খৈয়মের খ্যাতনামা অনুবাদক ও কবি শ্রীকান্তি ঘোষ, ৺সত্যেন্দ্রনাথের "পিঙ্গল বিহ্বল ব্যথিত নভঃতল" আবৃত্তি করিলে শ্রীযুক্তা নিরুপমা দেবী, শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন বাগ্‌চি ও শ্রীযুক্ত হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁহাদের স্বরচিত সময়োপযোগী কবিতা পড়েন। সমিতির অন্যতম সহকারী সভাপতি রায় জলধর সেন বাহাদুর বলেন,—কালিদাস ছিলেন একজন শ্রেষ্ঠ আবহ তত্ত্ববিদ। তাঁহার মেঘের গতির বর্ণনা ইহার সাক্ষ্য দেয়। জলধর বাবু এই সম্বন্ধে ডাক্তার শচীন সেনের প্রবন্ধের উল্লেখ করেন। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত অশোকনাথ শাস্ত্রী মহাশয় মেঘদূতের রামগিরির স্থান নির্দ্দেশ করিয়া একটী পাণ্ডিত্যপূর্ণ বক্তৃতা করেন।

*

শ্রীযুক্ত মনোজমোহন বসু শ্রীযুক্ত নারায়ণ দাস ভট্টাচার্য্য লিখিত একটী প্রবন্ধ পাঠ করেন। কুমারী মলয়া গুপ্তের ভাব ও প্রণতি নৃত্য এবং কুমারী নমিতা রায় ও বিভা সেনের গান সকলকে বিশেষ আনন্দ দান করেছিল।

সভায় শ্রীযুক্তা জ্যোতির্ম্ময়ী দেবী, শ্রীমতী মমতা মিত্র, ছবি রায়, শ্রীযুক্ত অসিত-কুমার হালদার, শ্রীযুক্ত প্রেমেন্দ্র মিত্র, অধ্যাপক প্রভাস চন্দ্র ঘোষ, উত্তরার শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, শ্রীযুক্ত মনোজমোহন বসু, পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়, অতুলচন্দ্র সেন শচীন্দ্রমোহন ঘোষ, (এড্‌ভান্স) প্রভৃতি উপস্থিত ছিলেন।

সমিতির অস্থায়ী সম্পাদক শ্রীযুক্ত কেশব চন্দ্র দে উৎসবটিকে সাফল্যমণ্ডিত করিবার জন্য অশেষ পরিশ্রম করেছিলেন।

নববিবাহিত রাম সস্ত্রীক মামার স[ঙ্গে] দেখা ক'রতে গেল। মামা জিগ্‌গে[স] ক'রলেন "তোমার বৌ সেলাইয়ের কা[জ] ক'রতে পারে?"

রাম—না

মামা—রাঁধতে বাড়তে পারে?

রাম—না

মামা—ঘর সংসারের অন্য কাজ পারে?

রাম—না

মামা—তবে তোমার বৌ পারে কি?

রাম—বেশ গান গাইতে পারে

মামা—তা'হলে বৌ না এনে, এক কোকিল আনলেইতো পারতে।

*

১ম সখী—তোমার স্বামী আর বাম্[নী] একসঙ্গে নিরুদ্দেশ হ'য়েছে? ভারি দুঃখে[র] বিষয় তো?

২য় সখী—হ্যাঁ, অমন বাম্‌নী আর পা[বো] না।

*

জুতোর দোকানী—এই জুতো জো[ড়া] আপনার সারা জীবন টিকবে।

খদ্দের—এই রকম জুতোই আমি চাই।

জু-দো—ধন্যবাদ, এর পরে আম[ার] দোকান থেকেই জুতো নেবেন।

*

মা—বৌ ঘরে আন্‌লে, এইবার তু[মি] একটি জীবন-বীমা ক'রো বাবা।

ছেলে—আমার বৌ অত মারাত্মক নয় ম[া]

বীমা-প্রসঙ্গ

—শ্রীগুরু

ভারত ইন্সিওরেন্স কোম্পানী ও পিপ্‌লস ব্যাঙ্ক

সভাপতি লালা হরকিষণলালের বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগ

সাধারণের প্রদত্ত অর্থ লইয়া অবৈধ উপায়ে ছিনিমিনি খেলা

পিপ্ল্‌স্‌ ব্যাঙ্ক অফ্‌ নর্দার্ণ ইণ্ডিয়া কিরূপে সংগৃহীত অর্থ ইচ্ছামত ব্যয় করিয়া দেওলিয়া হইয়া গিয়াছে সে সম্বন্ধে এসোসিএটেড্‌ প্রেস হইতে প্রাপ্ত সেই সময়ের কয়েকটি ঘটনা ও লাহোর হাইকোর্টের মাননীয় বিচারপতিদিগের উক্তির কতকাংশ সাধারণের উপকারার্থে নিম্নে প্রদত্ত হইল। এই প্রসঙ্গে ভারত ইনসিওরেন্স কোম্পানী ও পিপলস্‌ ব্যাঙ্কের সভাপতি প্রথিতযশা শ্রীযুক্ত লালা হরকিষণলাল সাধারণের অর্থ লইয়া কিরূপ ছিনিমিনি খেলিয়াছেন তাহা পাঠ করিলে বিস্মিত হইতে হয়।

লাহোর ১০ই মে।

পিপ্লস্‌ ব্যাঙ্ক অফ্‌ নরদার্ণ ইণ্ডিয়া কিরূপে অপরের জমা টাকা ইচ্ছামত খরচ করিয়াছে এবং উক্ত ব্যাঙ্কের কর্তৃপক্ষগণ কিরূপে বে-আইনী ও অপর সকল অবৈধ উপায়ে টাকা আত্মসাৎ করিয়াছেন, সেই সম্পর্কে অদ্য লাহোর হাইকোর্টের মাননীয় প্রধান বিচারপতি ও অপর মাননীয় বিচারপতিগণের এজলাসে একজন পাওনাদারের দরখাস্ত সম্পর্কে শুনানী আরম্ভ হয়।

মিঃ মদনগোপাল নামক জনৈক উকিল যিনি উক্ত ব্যাঙ্ক হইতে টাকা পাইতেন, তিনি ব্যাঙ্কটী যাহাতে কার্য্য বন্ধ করিয়া দেয় সেই সম্পর্কে আবেদন করিতেছেন। তাঁহার আবেদনের কতকাংশ বিচারালয়ে তীব্র চাঞ্চল্যের সাড়া আনিয়া দেয়। মিঃ মদন গোপাল বলেন যে তিনি প্রধানতঃ ব্যাঙ্কের জুয়াচুরী, কার্য্য পরিচালনে অপরিনামদর্শিতা—depositorদিগের সম্পর্কে চুক্তিভঙ্গের উপর [illegible] করিতেছেন। তিনি বলেন যে resusciation scheme দ্বারা কার্য্য করিবে বলিয়া উক্ত ব্যাঙ্ককে যে পুনরায় সময় দেওয়া হইয়াছিল তাহা পালন করে নাই। তিনি আরও বলেন যে ব্যাঙ্কের directorগণ প্রত্যেকে অনেক টাকা ঋণ গ্রহণ করিয়াছেন এবং সেই সকল টাকা আপন আপন ব্যবসায়ে খাটাইতেছেন। এতৎ সম্পর্কে তিনি উক্ত ব্যাঙ্কের একজন ভূতপূর্ব্ব সভাপতি ও প্রধান ঋণী লালা হরকিষণলালের নাম উল্লেখ করেন ও বলেন যে তিনি ও তাঁহার নিজের অপর প্রতিষ্ঠানসকল উক্ত ব্যাঙ্কের নিকট হইতে ৯০ লক্ষ টাকা কর্জ্জ লয় এবং তাহার পরিবর্ত্তে গত ১৫ মাসের ভিতর সামান্য কিছুও ফিরাইয়া দিতে সক্ষম হয় নাই। লালা হরকিষণ আরও কতকগুলি ব্যাঙ্কনীতি বিরুদ্ধ কার্য্য করেন কিন্তু directorগণ তাঁহার বিরুদ্ধে আজ পর্য্যন্ত কোনও মামলা আনয়ন করেন নাই। উদাহরণ স্বরূপ তিনি বলেন যে মাত্র ১৬লক্ষ টাকা মূল্যের কাঠের জিনিষের বিরুদ্ধে উক্ত ব্যাঙ্ক ও তৎসংলগ্ন কোনও বীমা কোম্পানী তাঁহাকে ৬০লক্ষ টাকা ঋণ দান করে। উক্ত আবেদন পত্রে ইহাও উল্লিখিত হইয়াছিল যে লালা হরকিষন লাল অপর সমস্ত directorগণকে না বলিয়াই অনেক সময় টাকা লইতেন।

মাননীয় প্রধান বিচারপতির অভিমত :—"আমি আশ্চর্য্য হইয়া যাইতেছি যে লালা হরকিষণলালের বিরুদ্ধে কোনও ফৌজদারী মামলা আনা হয় নাই।"

মিঃ মদনগোপাল বলেন যে ব্যাঙ্কের [illegible] (Balance Sheet) অনুযায়ী আয় হইতেছে ১৮হাজার টাকা মাত্র কিন্তু খরচ প্রায় ২ লক্ষ টাকা। তিনি আরও অভিযোগ করেন যে ব্যাঙ্ক brokerএর দ্বারা টাকার আট আনা মাত্র দিয়া deposit ক্রয় করিতেছে। মাননীয় প্রধান বিচারপতি এই সম্পর্কে এফিডেবিট্‌ করিতে বলেন। মিঃ মদনগোপাল দেখাইয়া দেন যে, যে broker এই কার্য্য চালাইতেছেন তিনি কোর্টে উপস্থিত আছেন। অতঃপর সেই brokerকে প্রতিজ্ঞাপূর্ব্বক সাক্ষ্য প্রদান করিতে বলায় তিনি বলেন যে প্রতি টাকায় মাত্র সাড়ে সাত আনা দিয়া deposit ক্রয় করা হইতেছে ইহা সত্য এবং এই ব্যাঙ্কের কোনও director কর্ত্তৃক নিযুক্ত দালালের মারফত তাহা ব্যাঙ্কেই বিক্রয় করা হইতেছে। ইহার পর ১৩ই মে অবধি শুনানী মুলতুবী রাখা হয়।

লাহোর ১৪ই মে।

এই দিন ভারত ইন্সিওরেন্স কোম্পানী অপর একটী resusciation scheme দিতে প্রতিশ্রুতি দেওয়ায় বাধ্যতামূলক রূপে কার্য্য বন্ধ সম্বন্ধে আলোচনা মুলতুবী থাকে।

হাইকোর্টে এত লোক হইয়াছিল যে তিল ধারণের স্থান পর্য্যন্ত ছিল না। ব্যাঙ্কের পক্ষ হইতে মিঃ জগন্নাথ আগরওয়াল বলেন যে ব্যাঙ্কের বিরুদ্ধে আনীত সমস্ত অভিযোগই সর্ব্বৈব মিথ্যা ও ভিত্তিহীন। depositor দিগের ৭,৭০,০০০ টাকার মধ্যে কেবল মাত্র ৩০ হাজার টাকাই দিতে বাকী আছে এবং ইহার মধ্যে বাদীর টাকাও আছে। ব্যাঙ্কের পক্ষ হইতে আরও বলা হয় যে ৩৩লক্ষ টাকার ১১০ মোকর্দ্দমা বাকী আছে এবং ৪২৪টী ডিক্রী বাবদ ব্যাঙ্ক ইতিমধ্যেই ৩১লক্ষ টাকা পাইয়াছে উপরন্তু insolvency সম্পর্কিত ৯ লক্ষ টাকার মামলা বাকী আছে। সুতরাং দেখা যায় যে ব্যাঙ্কে পাওনার (asset) দিক হইতে প্রায় ৭৪ লক্ষ টাকা আছে। তিনি আরও বলেন যে লালা হরকিষণলালকে (সাধারণ অধ্যক্ষ) General Managerএর পদ হইতে অপসারিত করা হইয়াছে।

ভারত ইন্সিওরেন্স কোম্পানীর পক্ষ হইতে বলা হয় যে resusciation scheme দ্বারা উপস্থিত শঙ্কটজনক অবস্থা হইতে অনেকটা নিষ্কৃতি লাভ করা গিয়াছে এবং ইহা উক্ত ব্যাঙ্কের সভ্য ও পাওনাদারদিগের সম্মতিক্রমেই করা হইয়াছে। ভারত ইন্সিওরেন্স কোম্পানী ব্যাঙ্কের প্রায় ৩ লক্ষ টাকার অংশের মালিক সুতরাং যাহাতে ব্যাঙ্কটী নষ্ট হইয়া না যায় তাহার জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াছে এবং করিতেছে।

অপর একটী নূতন scheme আরম্ভ করিবার কথা উঠিলে মাননীয় প্রধান বিচারপতি বলেন যে প্রত্যেক schemeএর সহিত টাকা জমা দেওয়া প্রয়োজন।

ভারত ইন্সিওরেন্স কোম্পানী টাকা জমা দিতে প্রতিশ্রুত হইলে মাননীয় প্রধান বিচারপতি বলেন যে কোম্পানীর টাকা লওয়া যাইতে পারে কেবল এই সর্ত্তে যে তাহা জীবন বীমাকারীদিগের প্রদত্ত অর্থ না হয় এবং তাহাদের স্বার্থের বিন্দুমাত্র হানি না হয়, কেন না এই প্রকার কার্য্যকে তিনি অবৈধ মনে করেন। Depositor দিগের পক্ষ হইতে রায় বাহাদুর বদ্রিদাস ব্যাঙ্কটী যাহাতে পুনরায় কার্য্য করিতে পারে, তাহার জন্য আবেদন করেন। ইহাতে মাননীয় প্রধান বিচারপতি সোমবারে বিচার করিয়া দেখিবেন বলিয়া কার্য্য স্থগিত করেন।

লাহোর ২২শে মে।

অদ্য লাহোর হাইকোর্টের মাননীয় প্রধান বিচারপতি ও অপর সমস্ত বিচারপতিদিগের সহিত একমত হইয়া মিঃ মদন গোপালের আবেদন অনুযায়ী উক্ত ব্যাঙ্ককে আইনতঃ কার্য্য বন্ধ করিতে আদেশ প্রদান করেন। তাঁহারা বলেন যে ভারত ইন্সিওরেন্সের পক্ষ হইতে যে Scheme দেওয়া হইয়াছে তাহা অবৈধ এবং কার্য্যকরী নহে। মাননীয় প্রধান বিচারপতি তাঁহার মন্তব্যে বলেন যে উক্ত ব্যাঙ্ক ১৯২৫ সালে সাধারণের উপকারার্থে এবং চলতি তিনটী Presidency Bank হইতে অধিক কার্য্য করিবার জন্য লালা হরকিষণলাল কর্ত্তৃক স্থাপিত হয়। কিন্তু ১৯৩১ সালে যখন উক্ত ব্যাঙ্ক নষ্ট হইয়া যায় তখন দেখা যায় যে উহা কেবল director দিগকে টাকা দেওয়ার জন্যই হইয়াছিল। তিনি আরও বলেন যে লালা হরকিষণলাল বে-আইনী কতকগুলি উপায় দ্বারা তাঁহার নিজের ও তাঁহার পরিচালিত অপর কোম্পানীর জন্য ব্যাঙ্কের unpaid capital অপেক্ষা অধিক এবং depositor দিগের জমা দেওয়া টাকার একটা মোটা অংশ লইয়াছিলেন; ইহা ছাড়া অপর directorগণ প্রত্যেকেই এত বেশী টাকা কর্জ্জ লইয়াছিলেন যে এই চার বৎসরের মধ্যে ৪টী Scheme অবলম্বন করার পরও ভূতপূর্ব্ব directorগণের নিকট উক্ত ব্যাঙ্কের ১৩১ লক্ষ টাকা পাওনা আছে!

মাননীয় বিচারপতিগণ সকলেই বলেন যে এমতাবস্থায় লালা হরকিষণলাল ও অপর সকল director দিগের নিকট হইতে টাকা আদায় করার ভার উপস্থিত যে Board আছে তাহার উপর বিশ্বাস করিয়া দেওয়া যাইতে পারে না। সুতরাং আইন দ্বারা কার্য্য বন্ধ (Compulsory liquidation) করিতে আদেশ প্রদান করেন। মাননীয় প্রধান বিচারপতি বলেন যে ব্যাঙ্কের liquidation-এর সময়ে প্রধান কর্ম্মচারীদিগের কার্য্য সম্বন্ধে প্রখর দৃষ্টি রাখিয়া অনুষ্ঠান করা কর্ত্তব্য এবং যদি কোনও প্রকারে জানিতে পারা যায় যে তাঁহারা অবৈধ কিছু করিয়াছেন তবে তাঁহাদিগকে ফৌজদারী ও দেওয়ানী উভয় প্রকারেই অভিযুক্ত করা প্রয়োজন। তিনি ৬ বৎসরের Time bar সম্পর্কে উল্লেখ করিয়া বলেন যে তাঁহাদিগের সম্বন্ধে এখন হইতেই যদি সতর্কতা অবলম্বন করা না যায় তবে তাঁহারা দেওয়ানী আইনের কবল হইতে রক্ষা পাইয়া যাইবেন।

১৯৩১ সালের Balance Sheet আলোচনা কালে লালা হরকিষণলাল ব্যাঙ্কের সমস্যা সম্পর্কে উল্লেখ করিয়া বলেন যে ব্যাঙ্কের এই মন্দ অবস্থার কারণ ব্যবসা বাণিজ্যের ক্ষতি ও জিনিষের মূল্য কমিয়া যাওয়া এবং ইহার মূলে সরকারের নীতি যতটা দায়ী এত আর কিছুই নহে। তিনি আরও বলেন যে যদি সরকার তাঁহার নীতি পরিবর্ত্তন না করেন তবে দেশের ভাগ্য খুব অন্ধকারাচ্ছন্ন। মাননীয় প্রধান বিচারপ লালা হরকিষণলালের এই উক্তি সম্পর্কে বলেন যে কেবল সরকারকে দোষ দেওয় চলে না কারণ এই সময় দেখা যায় যে লাল হরকিষণলাল উক্ত ব্যাঙ্কের সভাপতি থাক কালীন তাঁহার নিজের জন্য ৩২ লক্ষ টাক এবং তাঁহার পরিচালিত অপর সক কোম্পানীর জন্য ৩৬ লক্ষ টাকা অবৈধ ভা তুলিয়া লইয়াছেন। ব্যাঙ্কের খাতা প পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পাওয়া যায় directorগণ যে টাকা লইয়াছিলেন, তাহ সেই মূল্যের কোনও জিনিষ জমা রাখি লওয়া হয় নাই। অনেক ক্ষেত্রে দেখিতে পাওয়া যায় যে লালা হরকিষণলাল টাক কর্জ্জ লওয়ার জন্য কোনও জিনিষ জমা দি তাহা আবার ফিরাইয়া লইয়াছেন এবং উহা আবার অপর কোনও স্থানে রাখিয়া তাহা বিরুদ্ধে টাকা লইয়াছেন বা জিনিষ জ দেওয়ার পর তাহাই আবার বিক্রয় করি টাকা লইয়াছেন এবং এই নীতি অনেকবা অবলম্বন করার ফলে আজ ব্যাঙ্ক নিঃস্ব হই পড়িয়াছে।

মাননীয় বিচারপতি পরিশেষে কোম্পানী promotion সম্পর্কে মন্তব্য করিয়া বলেন এতদ্দেশের কোম্পানীর অংশীদারগ প্রত্যেকে যাহাতে এইরূপ শঠ directo দিগের হাত হইতে রক্ষা পাইতে পারে তাহার সম্বন্ধে সর্ব্বদা সতর্ক থাকা কর্ত্তব্য এ তাঁহারা যদি কোন অবৈধ কার্য্য করেন ত যাহাতে তাঁহারা উচিত শাস্তি পাইতে পারে তাহা চেষ্টা করা কর্ত্তব্য।

(ইউনাইটেড প্রেস ও এসোসিয়েটেড প্রে

জেনুইন ইন্সিওরেন্স কোং লিঃ

মিঃ সুধীর ব্যানার্জ্জী এম, এ, বি, এ এফ্, আর, ই, এস্—জেনুইন ইন্সিওরে কোম্পানী লিমিটেডের এজেন্সী ম্যানেজা নিযুক্ত হইয়াছেন। মিঃ ব্যানার্জ্জী সুপরিচি বীমা-কর্ম্মী। আমরা নব কার্য্যক্ষেত্রে তাঁহা সাফল্য কামনা করি।

রহমত

—সদানন্দ

রসিদ
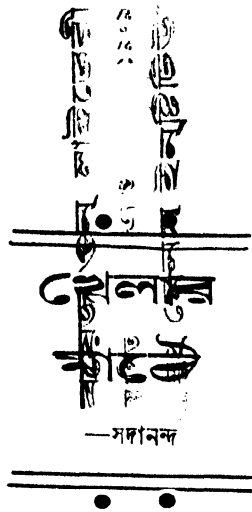
মোহনবাগানের কৃতিত্ব ও বিফলতা

গত বৃহস্পতিবার কলিকাতা মাঠে মোহনবাগান বিশেষ উচ্চশ্রেণীর ক্রীড়া কৌশল প্রদর্শন করিয়া স্থানীয় শ্রেষ্ঠ সৈনিক দল ব্লাকওয়াচকে শোচনীয়রূপে পরাজিত করিয়াছে। আবহাওয়া বাঙ্গালী টীমের অনুকূলে থাকিলেও কোন যাদুকরের স্পর্শে যেন সমস্ত টীম্‌টি সজীব ও সবল হইয়া উঠিয়াছিল—মোহনবাগানের পুরাতন ভক্তবৃন্দ বহুদিন পর টীমের এই বিপুল আত্মপ্রকাশে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিয়াছিলেন—কেন না এইরূপ উচ্চশ্রেণীর খেলা এ বৎসর ইহার পূর্ব্বে এই ক্লাব প্রদর্শন করাইতে সক্ষম হন নাই। টীমের এই অপ্রত্যাশিত সাফল্যের কারণ নির্ণয় করিতে হইলে একটি পুরাতন খেলোয়াড়ের পুনরাগমনের কথা লিখিতে হইবে। গত দুই সংখ্যার 'দীপালীতে' আমরা কুমারকে নামিবার জন্য বিশেষরূপে অনুরোধ করি এবং ইহার ভাল মন্দ লইয়াও বিস্তৃত আলোচনা করি সুতরাং বৃহস্পতিবার আক্রমণ বিভাগে কুমারকে দেখিয়া আমাদের মন্তব্য যে কার্য্যে পরিণত হইয়াছে জানিয়া বিশেষ আনন্দিত। কুমারও তাঁহার পুরাতন গৌরবময় দিনের সত্বা ফিরিয়া পাইয়া আক্রমণের চাতুর্য্যে ও ক্ষিপ্রতায় নিঃসন্দেহে প্রধান করিয়াছেন যে তাঁহার উপযোগীতা এখনও কমে নাই—মোহনবাগানের আক্রমণ বিভাগ যেন এই পুরাতন খেলোয়াড়কে ফিরিয়া পাইয়া নব উদ্দীপনা লাভ করিয়াছিল। আক্রমণের প্রাচুর্য্য ও সুযোগের সদ্ব্যবহার যাহার অভাব মোহনবাগানের আক্রমণ বিভাগে বিশেষ পরিলক্ষিত হয় সেদিন উপযুক্ত রূপেই তাহা সম্পন্ন হইয়াছিল। ফলে প্রতিদ্বন্দ্বী দল ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িয়াছিল—মোহনবাগান কর্তৃপক্ষ সতু চৌধুরীর স্থানে ক্ষেত্র বসুকে স্থান দান করিয়া সুবিবেচনার পরিচয় দিয়াছেন ; বসুর দ্রুততা আছে, লাইন হইতে শটও করিতে পারেন কিন্তু মাঝে মাঝে দু' একখানি বল সুট করিতে গিয়া দিক ভ্রম করেন—ইহার জন্য তাঁহার উপযুক্ত সাবধানতা বা practice করা দরকার। অন্য দিকে বিশেষ দ্রুতগামী হইলেও অনেক সময় গুইন বল নিজের নিকট অধিকক্ষণ রাখিতে চান ফলে রক্ষণ বিভাগে প্রতিদ্বন্দ্বীগণ সমস্ত সমবেত হয়—অধিকক্ষণ বল কাছে না রাখিয়া পূর্ব্ব হইতে ফিরাইয়া দিলে মোহনবাগান আক্রমণ বিভাগ অপেক্ষাকৃত গতিরোধ হীন অবস্থায় চলিতে পারে—এ বিষয়ে আমরা তাঁহার দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

নির্ব্বাচন কমিটির ভ্রম

কালীঘাট ও ই, বি, আরের বিরুদ্ধে মোহনবাগান যে টীম নামাইয়াছে ও খেলা দেখাইয়াছে তাহাতে স্বতঃই প্রশ্ন হয় টীমের নির্ব্বাচন কমিটি কি পক্ষপাতিত্বের পরিচয় দিতেছেন না ক্রমাগত ভ্রম করিতেছেন। দেব, এন, মুখার্জ্জি ও অশোক চ্যাটার্জ্জি প্রভৃতির ক্রমাগত কয়েকটি খেলাতেই অমার্জ্জনীয় ভ্রান্তি ও ব্যর্থতা প্রদর্শন করিবার পর পুনরায় তাহাদেরই experiment করিবার সার্থকতা কি থাকিতে পারে? প্রধান আসন লইয়া প্রতিযোগীতা মূলক সংগ্রাম চলিয়াছে, এইরূপ অবস্থায়—উপযুক্ত খেলোয়াড় নির্ব্বাচন করিতে গুরুতর ভ্রম বা অপরাধ করিলে টীমের সভ্যবৃন্দ বা দর্শক বৃন্দের বিশেষ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করিবে। মোহনবাগান ক্লাবের কর্তৃপক্ষ কি জানেন না বাঙ্গালী দর্শক তাঁহাদের খেলায় বিজয়ী দেখিবার জন্য জল ঝড় মাথায় করিয়া দ্বিপ্রহর হইতেই মাঠে মিলিত হয়, তাহাদের বিজয়ে গগনভেদী চীৎকারে সমস্ত মাঠ মুখরিত করে। বাঙ্গালী তাহাকে যে সম্মান দিয়াছে মুষ্টিমেয় ব্যক্তির ভ্রমে যদি তাহার অমর্য্যাদা হয় তবে ইহা জাতীয় কলঙ্ক। মোহনবাগানের বর্ত্তমান

র্ষের কাপ্তেন ভোলা সরকার—তিনি নির্ব্বাচন কমিটির অন্যতম সভ্য বলিয়াও আমরা শুনিয়াছি। কয়েকটি খেলাতেই প্রমাণিত হইয়াছে দ্রুত আক্রমণ বিভাগের তালে তালে পা ফেলিবার শক্তি তাঁহার নাই, কেন না তাঁহার গতি মন্থর এবং সময়ে সময়ে মন্থরতম—এ, গাঙ্গুলি সামাদ বা রসিদের ন্যায় দ্রুত খেলোয়াড়ের পশ্চাতে তিনি পড়িলে আর ধরিবার শক্তি রাখেন না—ইহা ভিন্ন খেলার অন্যান্য বিভাগে আশাতীত অসাফল্যের ছায়া তাঁহার খেলায় ফুটিয়া উঠিয়াছে—অপর পার্শ্বে সম্মথ দত্তর অপরূপ ক্রীড়া কৌশলে সরকারের খেলার ব্যর্থতাকে আরও ফুটাইয়া তুলিয়াছে। গোষ্ঠ পাল মন্থর হইলেও খেলার অন্যান্য বিভাগের অনেক গুণের অধিকারী—সে গুণগুলি বাঙ্গালীর রক্ষণ বিভাগের খেলোয়াড়ের মধ্যে সৃষ্টিকারক। মোহনবাগানের এই দুঃসময়ে পালকে পুনরায় খেলিবার জন্য আমরা অনুরোধ করিতেছি—বর্ত্তমানে সরকারের অপেক্ষা কার্য্যকরী শক্তি তাহার বেশী বিশেষতঃ সবুট টীমের বিরুদ্ধে একথা দু'একজন অস্বীকার করিলেও বিশেষজ্ঞ মাত্রই বিদিত আছেন। রক্ষণবিভাগের আর দুইটি খেলোয়াড় নির্ব্বাচন-কমিটির দৃষ্টিতে উদাসীনতা পাইয়াছে তাহারা যথাক্রমে সুশীল চট্টো বা গুঁপোদা আর বোথরা।

ইহাদের দুইজনই অশোক বা এন, মুখার্জ্জি অপেক্ষা উপযোগী। সুশীলের অভিজ্ঞতা অধিক—আক্রমন বিভাগকে বল বিতরণ করিবার প্রণালীও সুন্দর, প্রতিদ্বন্দ্বীকে অবরোধ করিবার শক্তিও যথেষ্ট আছে এবং পরিশেষে দীর্ঘ গুল্ফসহকারে লম্ফ প্রদান পূর্ব্বক বল সুট করিবার ভঙ্গির দ্বারা গুঁপোদা খেলার সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করেন। এই প্রসঙ্গে নির্ব্বাচন কমিটি আর একটি ভুল করিতেছেন —রক্ষণবিভাগে খেলোয়াড় ক্রমাগত অদল বদল করিবার ফলে খেলোয়াড়গণ কেহই সামঞ্জস্য রাখিতে পারিতেছেন না। মোহনবাগানের রক্ষণ বিভাগের দুর্ব্বলতা এতই অধিক হইয়াছে যে দত্ত ও হামিদ রক্ষণভাগ ছাড়িয়া অধিকদূর অগ্রসর হইলেই চিন্তার কারণ হইয়া ওঠে—কলিকাতার বর্ত্তমান শ্রেষ্ঠ দ্রুতগামী ফরওয়ার্ড সামাদকে পশ্চাত ভাগ হইতে হাত ধরিয়া টানিয়া দত্ত উপরের অভিযোগের সত্যতা হাস্যজনকরূপে প্রমাণিত করিয়াছেন। হামিদ ভিন্ন রক্ষণবিভাগের বিফলতার মধ্যে আর একটি তরুণ খেলোয়াড়ের আশাতীত সাফল্য উল্লেখযোগ্য। বিমল মুখার্জ্জি শুধু আপনার উপযোগীতা রক্ষণভাগে দেখান নাই, নানা সদগুণ অল্প সময়ের মধ্যে আয়ত্ত করিয়া রক্ষণভাগের ভারতীয় শ্রেষ্ঠ খেলোয়াড় বৃন্দের মধ্যে তালিকাভুক্ত হইয়াছেন—আমরা তাঁহাকে অভিনন্দন জানাইতেছি। মোহনবাগানের বিস্তৃত সমালোচনা আমরা শেষ করিলাম। টীমটি নিজদোষে অনেক নীচে নামিয়া গিয়াছে। আশা করি নিজেদের ত্রুটীগুলি শুধরাইয়া লইয়া শীল্ডে ইহারা লুপ্ত কীর্ত্তির পুনরুদ্ধার করিবেন।

মহমেডানের সাফল্য

মহামেডান স্পোর্টিং ক্লাব এবৎসর বিপুল উদ্যোগসহকারে প্রথম আসন অধিকার করিবার চেষ্টা করিতেছেন—টীমটিও বেশ সুন্দর রূপে গঠিত হইয়াছে—গোল খাইয়া হঠাৎ দমিয়া যাওয়া ইহাদের প্রকৃতিগত নয়; প্রত্যেকটি খেলোয়াড় পরস্পরকে সাহায্য করিতে সর্ব্বদা উন্মুখ—ইহার ফলে সমস্ত টীমটির মধ্যে একটি সামঞ্জস্য রক্ষিত হইয়াছে—এই সামঞ্জস বা সহযোগিতাই মহামেডানের দলে জয়লাভের অন্যতম কারণ। সামাদ ভারতী ফরওয়ার্ডদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম রূপে পরিচি —তাঁহ র যাইবার পর মহামেডান দ আশ্চর্য্যরূপে তাল সামলাইয়াছে—আব্বাসে খেলা বিশ্লেষণ করিলে দেখা যাইবে উহ সামাদের অনুকরণেই পরিচালিত হইয়াছে মহামেডান দল বর্ত্তমান লীগ করায়ত্ত করিয় শীল্ডে যে সহসা হঠিয়া যাইবেন না এরূপ দৃঢ়ত তাঁহাদের আছে।

সংক্ষিপ্ত বিবরণ—প্রথম বিভাগ

বুধবার—

মহামেডান স্পোর্টিং—৪ ডিভন্স—
(মহিউদ্দীন, রসিদ,
অখিল আহম্মদ, রহমৎ)

কালীঘাট—২ ডালহৌসী—
(সিরাজউদ্দীন, বেণীপ্রসাদ)

বৃহস্পতিবার—

মোহনবাগান—৩ ব্লাকওয়াচ—
(এ, রায়চৌধুরী—২ ভট্টাচার্য্য—১)

ইষ্টবেঙ্গল—১ কাষ্টমস্—
(মজিদ—)

শুক্রবার—

মহামেডান—২ হাওড়া ইউনিয়ন—
(রসিদ—২)

শনিবার—

ব্ল্যাকওয়াচ—১ ক্যালকাটা—০
(রবার্টস)

মোহনবাগান—১ কালীঘাট—১
(গুইন) (এস, রায়)

ইষ্টবেঙ্গল—২ এরিয়ান্স্—০
(লক্ষ্মীনারায়ন—১, বৰ্দ্ধন—১)

সোমবার—

মহামেডান স্পোর্টিং—৩ ডালহৌসী—১
(রহিম, রহমত, রসিদ) (গ্রীণ)

মোহনবাগান—১ ই, বি, আর—১
(হামিদ) (মনা দত্ত)

এরিয়ান্স—২ ডিভন্স—১
(রহমন, বসাক) (হারপার)

মঙ্গলবার—

ক্যালকাটা	(০)	কাষ্টমস	০
ইষ্টবেঙ্গল	(১)	ব্লাকওয়াচ	০
কালীঘাট	(৫)	হাওড়া	(১)

প্রথমবিভাগের লীগ টেব্‌ল—

মঙ্গলবার পৰ্য্যন্ত :—

টিম	খে	জ	ড্র	পরা	পয়েণ্টস্
মহামেডান	১৯	৯	৮	২	২৬
ব্ল্যাকওয়াচ	১৯	১০	৩	৬	২৩
মো: বাগান	১৯	৮	৭	৪	২৩
ইষ্টবেঙ্গল	১৮	৯	৫	৪	২৩
কালীঘাট	১৮	৮	৭	৩	২৩
ই, বি, আর	১৮	৬	৮	৪	২০
এরিয়ান্স	১৮	৬	৫	৭	১৭
ডালহৌসী	১৮	৪	৮	৬	১৬
কাষ্টমস	১৮	৪	৬	৭	১৪
ডিভন্স	১৯	৫	৩	১১	১৩
ক্যালকাটা	১৮	৪	৫	৯	১৩
হাওড়া	১৯	২	৫	১১	৯

চিত্র পরিচিতি

—অভিমন্যু

[আগামী শনিবার হইতে যে সব বিদেশী ছবি কলিকাতায় মুক্তিলাভ করিবে তাহাদের অগ্রিম সংক্ষিপ্ত পরিচয়। সুতরাং কোনো বিদেশী ছবি দেখিতে যাইবার পূর্ব্বে আমাদের চিত্র-পরিচিতি স্তম্ভটি পড়িয়া গেলে, চিত্রপ্রিয়রা লাভবান হইবেন। দীঃ সঃ]

Spitfire

এম্পায়ারে দেখানো হইবে, শ্রেষ্ঠাংশে ক্যাথারিণ হেপবার্ণ, রবার্ট ইয়ং, র‍্যালফ্ বেলামী, মার্থা স্লীপার প্রভৃতি। আর-কে ও রেডিওর ছবি, পরিচালনা করিয়াছেন জন ক্রমওয়েল।

ট্রিগার বাস করিত একটি পাহাড়ের উপত্যকায়। তাহার ভগবানের উপর বিশ্বাস ছিল অগাধ। এই অদ্ভুত ভগবৎবিশ্বাসের ফলে সে একদিন এক মুমূর্ষু বৃদ্ধাকে বাঁচাইল। প্রতিবেশীগণ কিন্তু তাহার উপর বিশেষ সন্তুষ্ট ছিল না। তাহারা ইহাকে ডাইনী নামে অভিহিত করিল। সেই নির্জ্জন স্থানে দুইজন ইঞ্জিনীয়ার আসিল একটি বাড়ীর নির্ম্মাণ করে। একদিন ট্রিগার একটি অসুস্থ শিশুকে চুরি করিয়া লইয়া আসিয়া ইঞ্জিনীয়ারদের গৃহে আশ্রয় লইল। সেই শিশুর পিতামাতা আসিয়া যখন দেখিল যে ট্রিগারই শিশুটিকে চুরি করিয়াছে, তখন গ্রামবাসীগণ সকলে বলিল যে তাহাদের সামনে সে ভগবৎ বিশ্বাসের প্রমান দেখাক। এদিকে তরুণ ইঞ্জিনীয়ারটি ট্রিগারকে ভাল বাসিল। পরে ট্রিগার বুঝিল যে সেটা ভালবাসার ভাণ মাত্র, কারণ সে বিবাহিত। তখন সে প্রণয়ীর বিশ্বাসঘাতকতায় ভগ্নহৃদয় হইয়া ভগবানের উপর বিশ্বাস হারাইল। শিশুটিকে সে ভাল করিতে পারিল না। পরে সে সান্ত্বনা পাইল বয়ঃজ্যেষ্ঠ ইঞ্জিনীয়ারটির নিকট। ভগিনী যেমন ভাইয়ের ভালবাসা পায় ট্রিগারও সেইরূপ ভালবাসা পাইল তাহার নিকট।

ট্রিগারের ভূমিকায় ক্যাথারিন হেপবার্ণের অভিনয় হইয়াছে চমৎকার। এই ভূমিকাটি তাঁহার অন্যান্য ভূমিকা অপেক্ষা বিভিন্ন প্রকৃতির। তরুণ ইঞ্জিনীয়ারের ভূমিকায় রবার্ট ইয়ং ও বয়ঃজ্যেষ্ঠ ইঞ্জিনীয়ারের ভূমিকায় র‍্যালফ বেলামীর অভিনয় ভালই হইয়াছে।
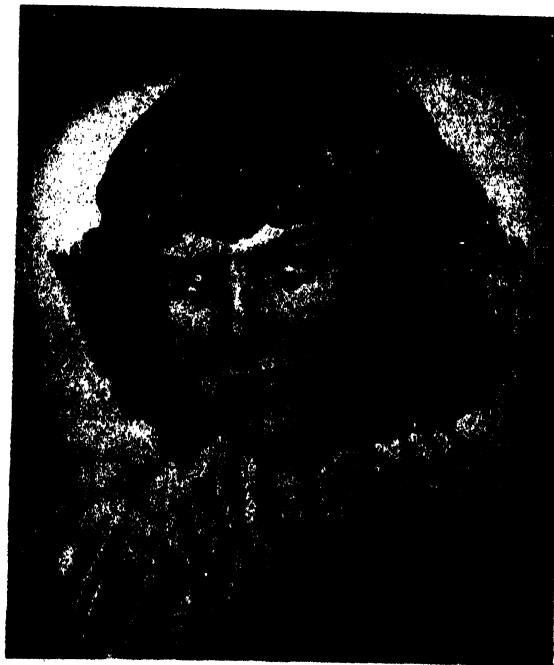
ক্যাথারিন হেপবার্ণ—"Spitfire" চিত্রে ইহাকে এই

Mighty Barnum

আর-কে-ও এলফিনষ্টোনে দেখানো হইবে শ্রেষ্ঠাংশে ওয়ালেস বীয়ারী, অ্যাডল্‌ফ্‌ মেঞ্জু, ভার্জ্জিনিয়া ব্রুস, রচেলি হাডসন প্রভৃতি। পরিচালনা করিয়াছেন ওয়ালটার ল্যাং।

ফিনিস টি, বার্ণামের নাম নিউ ইয়র্কে আজও শ্রেষ্ঠ প্রদর্শক বলিয়া ধ্বনিত হয়। আলোচ্য ছবিখানি তাহারই জীবনী লইয়া রচিত। ১৮৩৫ সালে ব্যবসার বাজার বড়ই মন্দা দেখিয়া তাহার স্ত্রী ন্যান্সী অনেক সাধ্য সাধনার পর তাহাকে ইংলণ্ড যাইতে রাজী করিয়া টিকিট কিনিতে ২০৫ ডলার দিল। হঠাৎ মত বদলাইয়া সে টিকিট না কিনিয়া একটি আজগুবী জিনিষের মিউজিয়াম খুলিল এবং তাহাকে সাহায্য করিতে লাগিল তাহার অন্তরঙ্গ বন্ধু বেলি ওয়ালস্‌। সেই মিউজিয়ামে ছিল একটি দাড়ীওয়ালা স্ত্রীলোক, একটি ১৬৯ বৎসরের স্ত্রীলোক, (সে নাকি জর্জ্জ ওয়াশিংটনের নার্স ছিল) কিন্তু সেগুলি পুরা মিথ্যা প্রমাণিত হওয়ায় তাহার মিউজিয়াম দু'বার ফেল করিল। তখন বার্ণাম বেলিকে লণ্ডন পাঠাইল জগতের বৃহত্তম হস্তী জাম্বোকে কিনিতে। কিন্তু বেলি জাম্বো আনিল না, আনিল সুইডেনের কোকিলকণ্ঠী গায়িকা জেনি লিণ্ডকে। জেনি আসিয়া সমগ্র আমেরিকার চিত্ত জয় করিল। বার্ণাম তাহার প্রেমে পড়িল এমন ভাবে যে শীঘ্রই তাহার মিউজিয়াম বন্ধ করিতে হইল। তারপর আবার সেই মিউজিয়ামটি খুলিবার দিন আগুন লাগিয়া সব একেবারে ভস্মীভূত হইয়া যায়। তার কিছু দিন পরে বেলি জাম্বোকে কিনিয়া লইয়া আসে, ও শেষে জগতের শ্রেষ্ঠ প্রদর্শনী বলিয়া "বার্ণাম ও বেলী" নাম একত্র করিয়া নূতন করিয়া তাঁবুতে প্রদর্শনী খুলিবার বন্দোবস্ত করিল।

প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত ওয়ালেস বীয়ারী এমন সুন্দর অভিনয় করিয়াছেন, যে এ্যাড্‌লফ্‌ মেঞ্জু ছাড়া আর কেহই অভিনয়-কলা দেখাইবার সুযোগই পান নাই। ছবিখানির ভিতর হাস্যরস আছে প্রচুর। দৃশ্য-সমাবেশগুলি চিত্তাকর্ষক। মোটের উপর এখানি একখানি প্রথম শ্রেণীর ছবি।

David Copperfield চিত্রে
এলিজাবেথ অ্যালেন ও ফ্রেডি বার্থেলমীউ

David Copperfield

গ্লোবে দেখানো হইবে, শ্রেষ্ঠাংশে ফ্রেডি বার্থলোমিউ, ফ্রাঙ্ক লটন, লায়নেল ব্যারীমুর, লুইস ষ্টোন, ডবলু, সি, ফিল্‌ডস, রোলাণ্ড ইয়ং, বেসিল রথবেন, এলিজাবেথ অ্যাল্যান, ম্যাজ ইভান্স, মরীন ও'সালিভান প্রভৃতি। মেট্রোর ছবি, পরিচালনা করিয়াছেন জর্জ্জ কুকর।

উক্ত নামীয় ডিকেন্সের একখানি প্রসিদ্ধ উপন্যাস হইতে ইহার গল্পটি গৃহীত হইয়াছে। অষ্টম বর্ষীয় ডেভিড কপারফিল্ডের মা যখন দ্বিতীয় বার বিবাহ করিল তখন তাহার জীবন দুর্ব্বিসহ হইয়া উঠিল। তাহার সৎপিতা এডওয়ার্ড মার্ডষ্টোনকে সে মোটেই দেখিতে পারিত না। ডেভিডের ধাত্রী ক্লারা পেগোটী তাহাদের দেশে ইয়ারমাউথে লইয়া গেল। সেখানে কিছুদিন মনের আনন্দে থাকিয়া যখন ডেভিড বাড়ী ফিরিয়া আসিল, তখন দেখিল যে মিঃ মার্ডষ্টোন সহরের মধ্যে বেশ একজন গণ্যমান্য লোক হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু তাঁহার রুক্ষ মেজাজের জন্য ডেভিডের মাতার মনে শান্তি ছিল না। একদিন পড়া তৈয়ারী না করার জন্য মিঃ মার্ডষ্টোন ডেভিডকে খুব প্রহার করিলেন। ডেভিডের মা-ও একটি সন্তান প্রসবের সময় প্রাণত্যাগ করিল, নবজাত শিশুটিরও সঙ্গে সঙ্গেই মৃত্যু হইল। ডেভিডকে মিঃ মার্ডষ্টোন লণ্ডনে পাঠাইয়া দিলেন খাটিয়া খাইবার জন্য। সে একটি দোকানে মদের বোতল পরিষ্কার করিবার চাকরী পাইল, এবং মিঃ মিকোবার নামক এক সদালাপী বৃদ্ধের পরিবারে থাকিত। কিন্তু দেনার দায়ে মিকোবার সপরিবারে জেলে গেল। ডেভিড তখন একা। সে তাহার পিসীমা বেটসীর বাড়ীতে গেল। ডেভিড বেটসীর কর্ম্মসচিব মিঃ উইকফিল্ডের অধীন থাকিয়া আপ্রাণ পরিশ্রম করিয়া লেখাপড়া শিখিতে লাগিল।

তখন তাহার উপন্যাসগুলিও জনপ্রিয়তা অর্জ্জন করিতে লাগিল। সেই সময় ডোরা

নাট-মণ্ডপ

ছায়ায় "দেবদাসী"

"অভিমন্যু" লিখিত স্থানান্তরে প্রকাশিত "দেবদাসীর" সমালোচনা উদ্বোধন রজনীর অভিমত এবং তাহা পূর্ব্বে ছাপা হইয়া যাওয়ার পর গত মঙ্গলবার আমরা পুনরায় নিমন্ত্রিত হইয়া "দেবদাসী" দেখিয়া আসিয়াছি। উদ্বোধনের দিন শব্দ-নিয়ন্ত্রনের যাহা দোষ ছিল এখন আর তাহা নাই। আর একখানি নূতন কপি আগামী সপ্তাহ হইতে দেখানো হইবে, তাহাতে অনেক অদল-বদল করা হইবে, শুনিলাম। কর্ত্তৃপক্ষরা যে কেন এইরকম অপ্রস্তুত অবস্থায় ছবি মুক্ত করেন তাহা আমরা বুঝিতে পারি না। ইহাতে তাঁহাদের সুনামের যথেষ্ট হানি হয় এবং আমাদেরও পরিশ্রম বাড়ে। এই পরিমার্জ্জিত কপি "দেবদাসীর" সম্বন্ধে আমরা আগামী সপ্তাহে আমাদের মতামত জানাইব।

রূপবাণী

আগামী শনিবার রূপবাণীতে "মানম"টী গার্ল্‌স স্কুল" অষ্টম সপ্তাহে পড়িবে।

পূর্ব্ব হইতে বুক-করা ইংরেজী ছবির কনট্রাক্ট্ থাকায় আগামী সপ্তাহেই এই চিত্রখানি রূপবাণীতে শেষ প্রদর্শিত হইবে। মেট্রো-গোল্ড্‌উইনের শ্রেষ্ঠ রোমাঞ্চকর চিত্র "ট্রেজ্যার আইল্যাণ্ড" অতঃপর রূপবাণীতে প্রদর্শিত হইবে।

ইম্পিরীয়াল ফিল্ম্ কোং (বোম্বাই)

ভূমিকম্প বিধ্বস্ত কোয়েটা সহরের চিত্রগ্রহণ করিবার জন্ত ইঁহারা ভাইসরয় ও সামরিক বিভাগের উচ্চ কর্ম্মচারীদের নিকট হইতে অনুমতি প্রাপ্ত হইয়াছেন। উক্ত কোম্পানী ছাড়া আর কেহই এই অনুমতি প্রাপ্ত হন নাই।

কোলহাপুর সিনেটোন (কোলাপুর)

ইহাদের "Orphans of the Society" প্রায় শেষ হইয়া আসিল। ইহাতে বাবুরাও পেন্ধারকর, বিনায়ক, সরোজ লিলোত্রী, ইন্দিরা ওয়াদকার এবং আরও বহুলোক অভিনয় করিয়াছেন।

ইণ্ডিয়া পিক্চার্স লিঃ

ইহাদের পরিচালিত বাঁকিপুর পিক্চার প্যালেসে আগামী আগষ্ট মাসে কলিকাতার "রঙমহল" থিয়েটার চার দিন সেখানে অভিনয় করিবেন। 'কাচ্‌রী', "মহানিশা", "পতিব্রতা" "অশোক", "পথের সাথী" প্রভৃতি অভিনয় করিবেন। রঙমহলের খ্যাতনামা সকল অভিনেতৃবৃন্দই বিভিন্ন ভূমিকায় রঙ্গাবতরণ করিবেন।

এভারগ্রীণ পিকচার্স

ইঁহাদের "পঞ্চবানে"র শুটিং আবার আরম্ভ হইয়াছে। ছবিখানিকে সাফল্য মণ্ডিত করিতে কর্ত্তৃপক্ষ আপ্রাণ চেষ্টা করিতেছেন।

নাম্নী একটি সুন্দরী বালিকাকে সে বিবাহ করিল। কিন্তু ডোরার শরীর শীঘ্রই ভাঙ্গিয়া পড়িল। অল্প দিনের মধ্যেই সে ইহলোক ছাড়িয়া চলিয়া গেল। শেষে মিঃ উইকফিল্ডের মেয়ে এগনেসকেই ডেভিড সঙ্গিনী করিয়া লইল।

সকলেই নিজ নিজ ভূমিকা সাফল্য সহকারে অভিনয় করিয়াছেন। বিশেষতঃ ছোট ডেভিড কপার ফিল্ডের ভূমিকায় বালক অভিনেতা ফ্রেডি বার্থলেমিউরের অভিনয় হইয়াছে অনবদ্য। আলোক চিত্র ও দৃশ্য সমাবেশ চমৎকার। আমরা এই ছবিখানি এ বৎসরের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ছবি বলিয়া অভিনন্দিত করিতেছি।

সম্পাদক—

শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায় [illegible] কুমার বসু

সুপ্রসিদ্ধ সাপ্তাহিক
'দীপালী' পত্রিকার পক্ষ হইতে
শ্রীযুক্ত
বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়
মহাশয়ের অভিমত—

Phone B B 3253. Estd 1929.
DIPALI
THE ILLUSTRATED INDIAN FILM & ART WEEKLY
123-1, Upper Circular Road, Calcutta.
ANNUAL SUBSCRIPTION Inland Rs. 4. Foreign Rs. 6. Post Paid
SINGLE COPY 1 ANNA
Ref .... Dated, ...

শ্রীযুক্ত ললিতমোহন গুপ্ত
ভারত ফটোটাইপ ষ্টুডিও
স্বত্বাধিকারী মহাশয় সমীপেষু-

প্রিয়বরেষু

ভারত ফটোটাইপের তৈরি ব্লক ভাল হয়, কিন্তু সস্তা হয় না। আপনার ব্লক ও ছাপা মূল্য হিসাবে এক অভিনব সৌন্দর্য্য ও মাধুর্য্য দান করে, যাহা আমি অন্য কাহারও কাছে প্রতিপূর্ণ করিতে পারি নাই। আপনার অন্তরের মাধুর্য্যের মত আপনার কাজও হয় অনন্য সুন্দর।

আমার আন্তরিক সশ্রদ্ধ অভিনন্দন গ্রহণ করুন। ইতি-

ভবদীয়-
গুণমুগ্ধ
১৩৩৪/২৯ আশ্বিন শ্রী বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়

"আলোক-চিত্রাঙ্কন বিশারদ"
"পরিকল্পনাকুশলী"
"উপহারপত্রশিল্পী"

ভারত ফটোটাইপ ষ্টুডিও

৭২।১, কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা

Telephone—B. B. 3962 Telegram—Mezzotint, Cal.

দীপালি

DIPALI

বাংলার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সচিত্র সাপ্তাহিক

ট্রুড মার্লেন
UFA'র প্রসিদ্ধা
অভিনেত্রী।

[এক আনা] ১৯শে আষাঢ়, ১৩৪২ :: 4th July, 1935 [ONE A

দীপালী কার্য্যালয়—১২৩।১, আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা—
ফোন বড়বাজার—৩২৫৩

৭ম বর্ষ } ১৯শে আষাঢ় বৃহস্পতিবার, ১৩৪২
৪ঠা জুলাই ১৯৩৫ { ২৭শ সংখ্যা

কলাকেলি

এবারে আগে এই অপূর্ব্ব পত্রখানি পাঠ করুন :—

"দীপালী"র যুগ্ম-সম্পাদক মহোদয়েষু,

মহাশয়েষু—

আপনাদের সুবিখ্যাত পত্রিকার আগামী সংখ্যায় এই পত্রখানি প্রকাশ করিলে অনুগৃহীত হইব। "দীপালী"তে প্রকাশিত বিষয় সম্বন্ধে এই পত্রখানি "দীপালী"তে প্রকাশ হওয়াই সমীচীন বিবেচনায়, ইহা প্রকাশার্থ প্রথমে আপনাদের নিকট প্রেরিত হইল।

শ্রীকেদারনাথ চট্টোপাধ্যায় এবং শ্রীসজনীকান্ত দাস সম্পাদিত নব-প্রকাশিত "রজত-জয়ন্তী—ভারত-সাম্রাজ্যের পঁচিশ বৎসর" পুস্তকের "বাংলা নাট্যকথায় দুই যুগ" অংশটি "নাচঘর" পত্রিকার ভূতপূর্ব্ব সম্পাদক ও "দীপালী"র বর্ত্তমান সম্পাদক-যুগ্মের অন্যতম শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়ের রচনা; তাহা এই সংখ্যা "দীপালী"তে "কলাকেলি"রূপে প্রকাশিত হইয়াছে। তাহাতে শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায় দাবী করিয়াছেন যে, শ্রীযোগেশচন্দ্র চৌধুরী প্রণীত এবং "নাট্যমন্দির" থিয়েটারে সগৌরবে অভিনীত "সীতা" নাটকের "মঞ্জুল মঞ্জরী" গানের সঙ্গে যে অপরূপ নৃত্যটি আছে তাহা হেমেন্দ্রবাবু কর্ত্তৃক সংযোজিত।

"সীতা" নাটকের উদ্বোধন সময়ে যাঁহারা শিশির-সম্প্রদায়ের সহিত ঘনিষ্ঠ ও অন্তরঙ্গ ভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন, তাঁহারা সকলেই জানেন যে, এই দাবী সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন এবং তাঁহার উক্তি সর্ব্বৈব মিথ্যা—কারণ, "মঞ্জুল মঞ্জরী" এবং "রূপসায়রের দোদুল তালে" দুইটি নৃত্যই স্বর্গীয় মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায় কর্ত্তৃক কল্পিত ও সংযোজিত, এবং তাঁহার নির্দেশ অনুসারে তস্য শিষ্য নৃত্যশিক্ষক শ্রীব্রজবল্লভ পাল নৃত্য দুইটি শিক্ষা দেন; হেমেন্দ্রবাবু বা অন্য কাহারও তাহাতে বিন্দুমাত্র দাবী নাই। বন্ধুবর মণিলালের জীবিতকালে হেমেন্দ্রবাবু কখনও এই দাবী করিতে সাহসী হন নাই; তাঁহার মৃত্যুর পর এই পাঁচ বৎসর কখনও কখনও বাচনিক এই দাবী করিলেও, এতদিন যাবৎ এই ভাবে ছাপার অক্ষরে প্রকাশিত হয় নাই। প্রকৃত ব্যাপার সম্বন্ধে আমাদের মত যাঁহারা সকল কথা জানেন, এরূপ নির্জ্জলা উক্তি সম্বন্ধে মৌন থাকা তাঁহাদের পক্ষে অসম্ভব ও অসঙ্গত।

"নাট্যমন্দির" মঞ্চে হেমেন্দ্রবাবু নৃত্য-কল্পনা করিয়াছিলেন

হেমেন্দ্রবাবুর লিখিত "আমার সহযোগী মণিলাল" কথাটা যেমন হাস্যকর তেমনি বালকোচিত—কারণ, "ঔষদুনার্থে কন্নদেশ্চ দেশীয়" সূত্রের মতই "সহযোগী" শব্দের ব্যবহার। এ সম্বন্ধে আলোচনা নিষ্প্রয়োজন।

উপসংহারে একটা কথা বলা প্রয়োজন মনে করি। কিশোর বয়স হইতেই আমি শিশিরকুমারের সহপাঠী, এবং তখন হইতে আরম্ভ করিয়া বর্ত্তমান কাল পর্য্যন্ত তাঁহার সহিত আমার পরিচয়, বন্ধুত্ব ও অন্তরঙ্গত্ব সম্পূর্ণ অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে। ভূতপূর্ব্ব "নাট্যমন্দির" এবং বর্ত্তমান "নব-নাট্যমন্দির" থিয়েটারের সহিত সর্ব্বদাই আমার প্রত্যক্ষভাবে পরিচয় ছিল এবং আছে—"বসন্তলীলা" হইতে আরম্ভ করিয়া "বিজয়া" পর্য্যন্ত সকল নাট্য-প্রচেষ্টার ইতিহাস শিশিরকুমারের অন্যান্য অন্তরঙ্গ বন্ধুর মত আমারও বেশ ভাল করিয়াই জানা আছে। ইতি—তাং ২৫শে জুন ১৯৩৫।

বশংবদ

শ্রীযতীন্দ্রমোহন রায়

*

অশিষ্টের অনেক দুষ্ট প্রচেষ্টা ও অসভ্যতা দেখেছি, দেখছি এবং দেখবও! কিন্তু অসত্য ও ভিত্তিহীন কথা নিয়ে এক ব্যক্তি যে অপর এক ব্যক্তিকে প্রকাশ্যে মিথ্যাবাদী বলতে সাহসী হয়, ভদ্রতার নিম্নশ্রেণীর ইতিহাসেও এমন কথা সহসা শোনা যায় না। আমার দুর্ভাগ্যক্রমে পত্রলেখককে আমি চিনি। এবং যেদিন থেকে তিনি সাময়িকের আসরে হঠাৎ কলম ধরতে শিখেছেন, নিজের নাম লুকিয়ে বিনা প্ররোচনায় আমাকে যে অগণ্যবার অশ্রাব্য ভাষায় গালাগালি দিয়েও আমার সঙ্গে হাসিমুখে বন্ধুর মতন মেলামেশা করেছেন, এ গুপ্তকথাও আমার কাছে অজানা নেই। কিন্তু তাঁকে আমি বরাবরই এতটা কাপুরুষ ও নগণ্য জীব ব'লে মনে করি যে, কাগজে-কলমে কখনো প্রতিবাদ করতে উদ্যত হই নি। এবারে তিনি ভীষণ সাহসে মুখোস খুলে ফেলে একেবারে "দীপালী"র আসরে এসেই সিংহনাদ করতে ও লাঠি ঘোরাতে সুরু করেছেন। সুতরাং বাধ্য হয়েই আত্মরক্ষা করতে হ'ল।

*

পত্রলেখকের প্রথম ও প্রধান অভিযোগ: "সীতা"র কোন নাচের সঙ্গে আমার নাকি কোনই সম্পর্ক নেই। কিন্তু এ কথা তিনি আবিষ্কার করলেন কেমন ক'রে? তিনি শিশিরবাবুর অন্তরঙ্গ বন্ধু ও সহপাঠী ব'লে সগর্ব্বে হাস্যকর আস্ফালন করেছেন, এবং গদগদ স্বরে জানিয়েছেন যে, শিশির-সম্প্রদায়ের সমস্ত ইতিহাস তিনি মুখস্থ ক'রে রেখেছেন! কিন্তু বড়ই দুঃখের বিষয়, বাংলা দেশ এই মূল্যবান সংবাদটি জানবার জন্যে কিছুমাত্র ব্যগ্র হয় নি। আমি কেবল এইটুকুই জানি যে, অধুনালুপ্ত "মনোমোহন নাট্যমন্দিরে"র পাশের বাড়ীর তেতালায় যেখানে "সীতা"র নাচের মহলা হ'ত, সেখানে মণিলাল, ব্রজবল্লভ, কৃষ্ণচন্দ্র, স্বর্গীয় গুরুদাস ও আমি প্রভৃতি নৃত্য ও সঙ্গীত বিভাগের পাঁচ-ছয়জন ভিতরের লোক এবং সম্প্রদায়ভুক্ত আরো দু-একজন ছাড়া আর কারুর প্রবেশাধিকার ছিল না। শ্রীযতীন্দ্রমোহন রায় নামক কোন ব্যক্তির টিকির ছায়াও কোনদিন সেখানে দেখিনি। স্বয়ং শিশিরকুমার পর্য্যন্ত সেখানে বড়-একটা আসতেন না, বা আসবার সময় পেতেন না। কারণ তিনি অন্যত্র অভিনয়ের মহলা নিয়েই ব্যস্ত হয়ে থাকতেন।

*

"সীতা"র "মঞ্জুল মঞ্জরী" ও "রূপসায়রের দোদুল তালে" গান দুটির সঙ্গে যে দুটি নাচ আছে, তা যে যথাক্রমে আমার ও মণিলালের পরিকল্পনার ফল, এটি খুব একটি নতুন খবর নয় এবং এটি এতদিন পরে সর্ব্বপ্রথমে আমার নিজের মুখেই প্রচারিত হ'ল না, কারণ একথা অধুনা-লুপ্ত "বৈকালী" পত্রেই যথাসময়ে (অর্থাৎ "সীতা"র প্রথম অভিনয়ের সময়ে) প্রকাশিত হয়ে গেছে। পত্রপ্রেরক যদি "বৈকালী"র তখনকার 'ফাইল' অন্বেষণ করেন, তা'হলে ছাপার হরফেই এই অপ্রিয় বিরক্তিকর সত্যকথাটি তাঁর দৃষ্টিগোচর হবে।

*

দ্বিতীয় অভিযোগ: আমি নাকি মণিলালের জীবদ্দশায় কখনো "সীতা"র নাচের সঙ্গে আমার সম্পর্কের কথা বলতে সাহসী হই নি। এ অভিযোগও সম্পূর্ণ অমূলক। আমার সত্য বলবার সাহসের অভাব হয় নি কোনদিন। এবং আমার পরিকল্পনাকে 'আমার' বললে যে মণিলাল রাগ করবেন, কোনদিন এমন অসম্ভব সন্দেহও আমার মনে ঠাঁই পায় নি।……মণিলাল ইহলোক থেকে বিদায় নেন ১৩৩৫ সালের ফাল্গুন মাসে। তখনো আমার সম্পাদনায় "নাচঘর" ছাপা হ'ত তাঁরই "কান্তিক প্রেসে।" "নাচঘর" তিনি নিয়মিত ভাবে পাঠ করতেন এবং সম্পাদন-বিভাগের সঙ্গে তাঁর আর কোন সম্বন্ধ না থাকলেও (সে সম্বন্ধ ছিল কেবল ১ম বর্ষের 'নাচঘরে'ই) মাঝে মাঝে তিনি আমার কাগজে লেখা দিতেন, অবশ্য সে-সব তাঁর নিজের নামেই প্রকাশিত হ'ত। ৪র্থ বর্ষের (২য় সংখ্যা, ২০শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩৪ সালে) "নাচঘরে"র সম্পাদকীয় স্তম্ভে প্রসঙ্গক্রমে আমি লিখেছিলুম: "বাংলা রঙ্গালয়ে যুগোপযোগী নৃত্য-ভঙ্গির প্রথম প্রতিষ্ঠা হয় আমাদেরই চেষ্টা ও পরিশ্রমে। "সীতা" অভিনয়ের আগে এ ধরণের নাচ বাংলা রঙ্গালয়ে আর কখনো দেখা যায় নি" প্রভৃতি। পত্রপ্রেরক কি এখনো বলতে চান "এই দাবী বন্ধুবর মণিলালের জীবিতকালে ছাপার অক্ষরে প্রকাশিত হয় নাই"?

*

পত্রলেখকের তৃতীয় অভিযোগ: মণিলালকে সহযোগী বলা আমার পক্ষে নাকি হাস্যকর ও বালকোচিত। সাহিত্য ও ললিত কলায় ক্ষেত্রে মণিলালের মতন ঘনিষ্ঠ বন্ধু আমার আর কেউ হন নি। আমরা কেউ কারুকে ছোট বা বড় ব'লে ভাবতুম না এবং দুজনেই দুজনের সহযোগী রূপেই সাহিত্য ও ললিত কলার অনুশীলন করতুম। আমাদের এই

ঘনিষ্ঠ মিলন-স্মৃতির মধ্যে এসে বেসুরো চীৎকার করবার অধিকার পত্রলেখকের নেই। বিশেষ, এ ক্ষেত্রে এটা হচ্ছে সম্পূর্ণ অবান্তর ব্যাপার।

*

আর একটি ভ্রম। বোধ করি আমার পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত বহু পুণ্যের ফলেই পত্রলেখক স্বীকার করেছেন যে, দ্বিজেন্দ্রলালের "পাষাণী" নাটকে (?) আমি দুটি নাচ দিয়েছি। না হুজুর, "পাষাণী" নাট্যাভিনয়ে দুটি নয়, চারটি নাচের পরিকল্পনা আমার। মদন ও রতির তিনটি (দুটি গানের সঙ্গে ও একটি গতের সঙ্গে) নাচ, এবং তাপস-বালকগণের নাচ। কেবল ইন্দ্র-সভার নাচ দিয়েছিলেন স্বর্গীয় নৃপেন্দ্র চন্দ্র বসু। শিশির-সম্প্রদায়ের প্রতি ধূলিকণাটি নাকি যাঁর নখদর্পণে, তাঁর এতটা স্মৃতিবিভ্রম কেন?

*

এখানে আর একটি কথা বলা দরকার মনে করছি। মণিলাল ও আমার নৃত্যপরিকল্পনার আদর্শ এক নয়। মণিলাল সম্পূর্ণ স্বাধীন ভাবেই নৃত্য পরিকল্পনা ক'রে অপূর্ব্ব ও বিচিত্র সৌন্দর্য্য সৃষ্টি করতেন। কিন্তু আমার আদর্শ হ'চ্ছে ভিন্ন। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আমি এক-একটি নাচের মধ্যে প্রাচীন ভারতীয় ভাস্কর্য্য থেকে নৃত্যাদি ও মুদ্রাদি গ্রহণ করি। এবং আধুনিক কালে "মঞ্জুল মঞ্জুরী" গানের নাচে প্রথম সেই চেষ্টা হয়েছিল ব'লেই পণ্ডিত রাজেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ "সীতা"র অভিনয় দেখে বিস্মিত হয়ে ব'লেছিলেন, "নৃত্য দর্শনের সময় ভাবিতেছিলাম, কি করিয়া সেই প্রাচীন যুগের কপোতহস্তিকা, দ্বিপাদিকা প্রভৃতি ভারত-নাট্য-সূত্রের নৃত্যাদি সমূহ ইঁহারা অভ্যাস করাইলেন!" (নাচঘর, ১ম বর্ষ, ২০শ সংখ্যা) এদিকে বরাবরই আমার একটা প্রাণের টান ছিল। নৃত্যের আসরে উপস্থিত হ'লেই আমার দৃষ্টি প্রাচীন ভারতের অন্ধকার যবনিকা ভেদ করবার চেষ্টা করত। তাই "মনোমোহন নাট্যমন্দির" প্রতিষ্ঠার আগেই ১৩৩১ সালের "নাচঘরে"র প্রথম বর্ষ প্রথম সংখ্যায় প্রকাশিত "নৃত্যকলায় নূতন প্রস্তাব" প্রবন্ধে আমি লিখেছিলুম যে, "পাশ্চাত্য দেশে গ্রীস, রোম ও মিশরের প্রাচীন মন্দিরাদিতে ক্ষোদিত ভাস্কর্য্য দেখে পুরাতন নাচের ভঙ্গিগুলিকে আবার বাঁচিয়ে তোলা হয়েছে। আমাদের দেশেও তো উপাদানের অভাব নেই, তবে সে চেষ্টা হয় না কেন? আমাদের হাতের কাছে কেবল উৎকলের মন্দির-গাত্রে ক্ষোদিত মূর্ত্তিগুলি দেখলেই যে কত রকমের চমৎকার নাচের ভঙ্গি পাওয়া যায়, তা আর বলবার নয়। যদি কোন নৃত্যশিক্ষক রঙ্গালয়ে সেই-সব ভঙ্গি কাজে লাগাতে পারেন, তাহ'লে দুদিনেই তিনি বিখ্যাত হয়ে উঠবেন। দেশের দিকে আমাদের দরদ থাকলে রঙ্গালয়ের নাচেও এতদিনে আমরা দেশীয় ভাবভঙ্গির প্রভাব দেখতে পেতুম" প্রভৃতি। এবং আমার এই প্রস্তাবের ফলে ডাঃ শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয় ঐ বৎসরেই "নাচঘরে"র ৫ম ও ৬ষ্ঠ সংখ্যায় প্রকাশিত "নাচের শুদ্ধি" নামক প্রবন্ধে লিখেছিলেন, "নাচঘরের প্রথম সংখ্যায় "নৃত্য-কলায় নূতন প্রস্তাব" প্রসঙ্গে আমাদের দেশের পুরোনো নাচের সঞ্জীবন বিষয়ে যা বলা হয়েছে, তার সঙ্গে কলানুরাগী ব্যক্তিমাত্রেই এক-মত হবেন" প্রভৃতি।

*

আমার বেশ মনে আছে, "মঞ্জুল মঞ্জুরী" গানের নাচটি শেখাবার আগে, "মনোমোহন-নাট্যমন্দিরে"র অন্যতম নৃত্যশিক্ষক শ্রীমান ব্রজবল্লভ পালকে আমার বাড়ীতে নিয়ে গিয়ে, প্রাচীন ভারতীয় ভাস্কর্য্যের গ্রহণযোগ্য কয়েকটি নৃত্যভঙ্গি দেখিয়েছিলুম। (যে সব বই থেকে ভঙ্গি-চিত্র নেওয়া হয়েছিল, তার একখানির নাম হচ্ছে "Indische Plastik, (By Von William Cohn)। পত্রলেখক শুনলে দুঃখিত হবেন, বইখানি এখনো আমি হারিয়ে ফেলি নি।) এবং নাচটি কি ভাবে হবে, তার একটি Working planও শ্রীমান ব্রজবল্লভের হাতে দিয়েছিলুম। নাচের মহলাতেও আমি নিয়মিত ভাবে উপস্থিত থাকতুম। রঙ্গালয়ের নর্ত্তকীরা ছিল পুরাতন ধরণের নাচে অভ্যস্ত, নূতন-রকম ভঙ্গি তারা কিছুতেই আয়ত্ত করতে পারছে না দেখে, ভাস্কর্য্যের নৃত্য-ভঙ্গির ছবি খুব বড় ক'রে আঁকিয়ে তাদের সামনে রাখবার ব্যবস্থাও করেছিলুম। বলা বাহুল্য, এই নাচের মহলায় মণিলালও আমার সঙ্গে সর্ব্বদাই পরিশ্রম করতেন। তাঁর আন্তরিক সহযোগিতাই ঐ নাচটিকে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর ক'রে তুলেছিল।

*

কিন্তু এত কথা বলার দরকার কি? আমি নাম কেনবার জন্যে "সীতার" কোন নাচের পরিকল্পনা আমার ব'লে দাবি করি নি। আধুনিক বাংলা নাচের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস লেখবার ভার পেয়েছিলুম ব'লেই সত্যকথা বলতে বাধ্য হয়েছি। "সীতা"র পরেও সাধারণ রঙ্গালয়ের আরো অনেক নাট্যাভিনয়ে কেবল সখের খাতিরেই অসংখ্য নাচের পরিকল্পনা করেছি, কিন্তু কখনো আমার নাম প্রকাশ করবার অনুমতি দিই নি। বরং আমার বদলে অন্য লোকের নামই প্রকাশ করতে বলেছি—এ-কথা একাধিক রঙ্গালয়ের কর্ত্তৃপক্ষই জানেন। এখন চিত্রজগতের কেউ কেউ এ-বিভাগে আমার নাম প্রকাশ করেছেন বটে, কিন্তু তার কারণ হচ্ছে, এখন নাচ আমার সখের জিনিষ নয় এবং আমিও আর ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়াতে রাজি নই।

*

"সীতা"র নাচ সম্বন্ধে যে তিনজন শিল্পীর কথা সব-চেয়ে মূল্যবান ও নির্ভরযোগ্য এবং যাঁরা সে সময়ে "মনোমোহন-নাট্যমন্দিরে" হাতে-নাতে কাজ করেছিলেন, আমি এখানে তাঁদের তিনখানি পত্র উদ্ধার ক'রে দিলুম। এঁদের মুখের উপরে কথা বলবার অধিকার আর কারুরই নেই—যে হেতু এঁরা তিনজনেই সে-সময়ে "মনোমোহন-নাট্যমন্দিরে"র নৃত্য-বিভাগের কর্ম্মী ছিলেন। এই চিঠি তিনখানিই হচ্ছে এ বিষয়ে শেষ-কথা কারণ এগুলি পড়লেই জনসাধারণ বুঝতে পারবেন, পত্রলেখক এ সম্বন্ধে সম্পূর্ণরূপে অজ্ঞ হয়েও অকারণে আমাকে মিথ্যাবাদী প্রমানিত ও অপদস্থ করবার চেষ্টা ক'রে কি-রকম নীচ মনোবৃত্তির পরিচয় দিয়েছেন!...যদিও এগুলি প'ড়েও পত্রলেখক যে কিছুমাত্র সঙ্কুচিত হবেন, এমন কথা মনে করবার হেতু নেই, কারণ John Bunyanই বলেছেন: "He that is down needs fear no fall!"

*

প্রথম পত্র লিখেছেন, "মনোমোহন-নাট্যমন্দিরে"র সঙ্গীতাচার্য শ্রীমান কৃষ্ণচন্দ্র দে।

প্রিয় হেমেনদা,

"সীতা" নাটকের নাচে আপনার কোন হাত নেই, এমন কথ যে উঠতে পারে, তা আমি জানতুম না। "সীতা"র অভিনয়ের সময় আমি "মনোমোহন-নাট্যমন্দির"-সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলুম। এবং "সীতা"র নৃত্য-পরিকল্পনা করেছেন যে স্বর্গীয় মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায় ও আপনি এ-কথা বিশ্বস্ত-সূত্রে জানবার সুযোগ আমার হয়েছে। কারণ "মঞ্জুল মঞ্জুরী" গানটির সঙ্গে আপনার পরিকল্পিত নৃত্যের কয়েকটি স্থানে পায়ের বোল তৈয়ারি ক'রে দিয়েছিলুম স্বয়ং আমি। ইতি

আপনার
শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র দে

দ্বিতীয় পত্র হচ্ছে শ্রীমান অনাদিনাথ মুখোপাধ্যায়ের।

প্রিয় হেমেনদা,

"সীতা" অভিনয়ের সময়ে আমি "মনোমোহন-নাট্যমন্দিরে"র সহকারী নৃত্যশিক্ষক ছিলাম। "সীতা"র "মঞ্জুল মঞ্জুরী" গানের সঙ্গে যে নৃত্য আছে, সেটি যে আপনারই পরিকল্পিত, এ-কথা আমি ব্যক্তিগত

ভাবেই জানি। এবং এ-কথাও তো সকলেই জানেন যে, "মনোমোহন-নাট্যমন্দিরে"র নাচের উন্নতির জন্ত আপনি ও স্বর্গীয় মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায় সর্ব্বদাই চেষ্টা ও পরিশ্রম করিয়াছেন। "সীতা"র পরই ওখানে যখন "পাষাণী"র অভিনয় হয়, তখন আপনার পরিকল্পিত নৃত্যগুলি শিক্ষা দিবার ভার আমার উপরেই ন্যস্ত ছিল। আপনার দাবি যাহারা উড়াইয়া দিতে চায়, তাহারা দিনকেও রাত্রি করিতে পারে। ইতি

আপনার স্নেহের
শ্রীঅনাদিনাথ মুখোপাধ্যায়

*

পত্রলেখক নিজেই স্বীকার করেছেন, "সীতা"য় নৃত্যশিক্ষা দিয়েছেন শ্রীযুক্ত ব্রজবল্লভ পাল। সুতরাং তৃতীয় পত্রখানি তিনি মন দিয়ে প'ড়ে দেখুন :—

প্রিয় হেমেনদা,

আপনি জিজ্ঞাসা করেছেন, "সীতা" নাটকের নাচের জন্তে দায়ী কে? "সীতা" নাটকে নৃত্য-শিক্ষা দিয়েছি আমি এবং নাচের পরিকল্পনা করেছেন স্বর্গীয় মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায় ও আপনি। এ কথা আর কেউ জানতে না পারেন, আমি জানি। ইতি

সেবকাধম
শ্রীব্রজবল্লভ পাল

*

'কলাকেলি'র লেখা শেষ হবার পরে এই সম্পর্কে সুলেখক শ্রীযুক্ত হেমন্তকুমার গুপ্তের একটি পত্রে জানলুম, পত্রপ্রেরক উপরে আলোচিত বিষয় নিয়ে ইতিমধ্যেই পত্রান্তরে আমার উপরে বেশ এক হাত নিয়েছেন। অথচ "দীপালী"র পত্রে তিনি লিখেছেন, "ইহা প্রকাশার্থে প্রথমে আপনাদের নিকট প্রেরিত হইল"! আমার বক্তব্য প্রকাশিত হবার আগেই তিনি সাংবাদিকের নীতিবিরুদ্ধ এমন অভদ্র বাচালতা জাহির করবেন জানলে, তাঁর চিঠিখানি কখনোই প্রকাশ করতুম না এবং এ-সম্পর্কে কোন কথা বলাও দরকার মনে করতুম না। যে-কাগজে এর-মধ্যেই তিনি আমাকে গালাগালি দিয়েছেন, তার সঙ্গে তাঁর সম্বন্ধ যে অনেক দিনের, তাও আমার অজ্ঞাত নয়। এমন কি, ঐ কাগজ যে-ঠিকানা থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়, তিনি "দীপালী"তে চিঠি পাঠিয়েছেন সেই ঠিকানা থেকেই! এমন অপরিসীম নির্লজ্জতা ও ক্ষুদ্রতার তুলনা মেলা ভার। হেমন্তবাবুর পত্র এই সংখ্যার স্থানান্তরে প্রকাশিত হ'ল।

*

"কলাকেলি"তে এবারে অন্ত কোন বিষয় নিয়ে আলোচনা করবার জায়গা পেলুম না। নিজের মাথা বাঁচাবার জন্তে "দীপালী"র অনেকখানি স্থান নষ্ট করলুম। এজন্তে মার্জ্জনা প্রার্থনীয়।

শ্রী হেমেন্দ্রকুমার রায়

ক্যারল লম্বার্ড

কলম্বিয়ার "Lady By Choice" ছবিতে শীঘ্রই ইহাকে দেখা যাইবে।

কলম্বিয়ার "Unwelcom Stranger" ছবিতে জ্যাক হল্ট ও মোনা ব্যারি।

বি, আই, পি'র "La Boheme" ছবির নায়ক ও নায়িকা ডগলাস ফেয়ারব্যাঙ্কস্ (ছোট) ও গার্টরুড লরেন্স।

"Human Side" ছবির একটি দৃশ্যে—অ্যাডলফ্ মেঞ্জু, শার্লি টেম্পল, ডিকি মুর প্রভৃতি।

প্রিয়তম দেব ও প্রিয়া রায়

গল্প

—হেমন্ত গুপ্ত
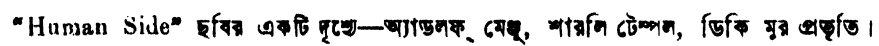
কার্জ্জন পার্ক। সন্ধ্যা প্রায় হয় হয়—একখানি বেঞ্চের ওপর বসেছিল প্রিয়তম দেব। কণ্ঠে তার সঙ্গীত—দৃষ্টি উদাস—গাইছিল সে—

তা'র চরণ ধ্বনি, —শুনি গোপন মনে,
বাজে কিঙ্কিণি—রিণিঝিণি ক্ষণে ক্ষণে—
মোর গোপন মনে।

ঠিক পেছনেই চাপা গলায় কে ডাক্‌লে শুনছেন। কাঁধের ওপর কে যেন পালক বুলিয়ে দিলে—এমনি কোমল স্পর্শ। চম্‌কে পেছন ফিরে প্রিয়তম দেখলে—এক তরুণী, ভীতা, ত্রস্তা—সমস্ত শরীর যেন তা'র আতঙ্কে কাঁপছে লতানে লতার মত। দেহ তার সুন্দর—

—আমায় একটু সাহায্য করবেন?

কাতর তা'র কণ্ঠ—স্বরে তা'র তরঙ্গের কম্পন।

—নিশ্চয়ই। বলুন কি করতে হ'বে আমায়।

এমনই জোরে প্রিয়তম কথাটা বল্‌লে, ভাবটা যেন, আপনি বল্‌লে, এখুনি গন্ধমাদনও এনে হাজির কর্‌তে পারি, সামান্য সাহায্য'ত দূরের কথা।

—বিশেষ কিছুই নয়, মাত্র পাঁচটি মিনিটের জন্যে আপনি—আপনি হ'বেন আমার স্বামী।

প্রিয়তম লাফিয়ে উঠ্‌লো—স্বামী হ'ব? পাঁচ মিনিটের জন্যে। তরুণীর মাথার দিকে চেয়ে সে বল্‌লে—আপনি ত' দেখছি—

পাদপূরণ করে তরুণী বল্‌লে—কুমারী!

—কুমারীর স্বামী!

Please, এইটুকু সাহায্য আমায় করুন বড় বিপদে পড়েছি আমি। ঐ এসে পড়ল।

প্রিয়তম জিগেস করলে, কে এসে পড়বে?

—সার্জ্জেণ্ট!

প্রিয়তম দেখলে সত্যই এক সার্জ্জেণ্ট আস্‌ছে। তরুণীর মুখ ভয়ে সাদা হয়ে গেল। সার্জ্জেণ্ট এসে দাঁড়াল বেঞ্চিটার সামনে—তরুণীকে জিগেস্ করলে—Is this gentleman your husband, madam?

—Yes?

সার্জ্জেণ্ট প্রিয়তমকে জিগেস্ করলে—Babu is this, lady your wife?

প্রিয়তম একবার তরুণীর মুখের দিকে চেয়ে বললে—yes.

—I am awfully sorry, madam. Please excuse me.

প্রিয়তম অপ্রস্তুত ভাবটা কাটিয়ে জিগেস্ করলে—What was the trouble sergeant?

—Nothing of the sort, Babu. Since last few days some girls of easy means are regularly visiting this garden almost every evening and a good number of scandalous incidents have occured. The lady was wandering about. I asked her few questions but her hesitation and indirect answer made me suspicious. Then she told me that she has come with her husband and I wanted to meet you. Please excuse me, Babu. This is undesirable and rather unmannerly too, but can't help. We are duty bound.

সার্জ্জেণ্ট চলে গেল। প্রিয়তম বললে—আপনি বল্‌লেন না কেন, বেড়াতে এসেছেন? মেয়েদের এখানে আসার ত' বারণ নেই।

—আমি কি রকম যেন হ'য়ে গেলা

অদূরে সার্জ্জেণ্টটা ওদের দেখিয়ে এক বাঙ্গালীকে কি যেন বল্‌লে। উত্তরে লোব ঘাড় নাড়লে—আর একবার প্রিয়তম তরুণীকে দেখ্‌লে। ব্যাপারটা প্রিয়তে দৃষ্টি এড়াল না। সে গম্ভীর হয়ে বল —'হুঁ' আমাদের কথা সার্জ্জেণ্টটার বিশ হয় নি। লোকটাকে নজর রাখতে ব গেল।'

—তবে কি হবে? থানায় যদি নি যায় সে কেলেঙ্কারী, উঃ, ভাব্‌তেও ভয় হ

তরুণীর কণ্ঠে পরিস্ফুট হ'য়ে উঠ একটা আশঙ্কা—একটা উদ্বেগ।

—দেখুন দিকি—এক বিপদ! ঘুণাক্ষরে একবার টের পায় আপনি আ স্ত্রী ন'ন, তাহ'লে পাঁচশ জেরা। 'ে স্বামী স্ত্রী বলে পরিচয় দিয়েছিলে,' 'মি কেন বল্‌লে,' 'কি বৃত্তান্ত,'—তার পর fal impersonation, হেন, তেন, সাত সতে নানান্ ব্যাপার।

—সত্যি, থানায় যদি নিয়ে যায় অ বাড়িতে যদি জান্‌তে পারে, সে বি বিচ্ছিরি ব্যাপার হ'বে। লজ্জায় আ মুখ দেখাবারও উপায় থাকবে না।'

—হুঁ, সে'ত বুঝতেই পারছি। য এখন আমাদের আচরণে লোকটা বুঝতে না পারে আমরা স্বামী-স্ত্রী ন বুঝলেন?

আচ্ছা।

বিরক্তভাবে প্রিয়তম বল্‌লে—আচ বিপদ যা হোক্। কি নাম আপনার?

—প্রিয়া, প্রিয়া রায়!

চম্‌কে উঠে প্রিয়তম বল্‌লে—প্রি হুঁ,—আমার নামও প্রিয়তম—প্রিয়তম দে সুবিধেই হয়েছে, নাম ধরে ডাক্‌লেই

যাবে। সম্বোধন কোমল করবার কোনও প্রয়োজন নেই। কেবল 'প্রিয়তম' বলে একটু থেমে তার পর 'দেব' বলবেন। আমিও 'প্রিয়া' বলে একটু থেমে 'দেবী' বলব। লোকটা আসছে।

অল্পক্ষণ থেমে প্রিয়তম একটু জোরে ডাকলে 'প্রিয়া—দেবী,' তার পর স্বর নামিয়ে বললে—কোথায় থাকা হয়?

—প্রি—প্রি—

প্রিয়ার মুখ দিয়ে কথা বেরোয় না, প্রিয়তম বললে—আঃ, প্রি, প্রি, নয় প্রিয়তম! (আস্তে) থাকা হয় কোথায়?

—প্রিয়তম—দেব (আস্তে) শ্যামবাজার!

—প্রিয়া, প্রিয়া—দেবী, চমৎকার, কি সুন্দর রাত্রি! (আস্তে) ভালই হ'য়েছে, এক বাসে যাওয়া যাবে। আমিও থাকি হোষ্টেলে! যাক্, লোকটা pass ক'রে গেছে। চলুন এবার।

প্রিয়তম উঠে পড়লো সঙ্গে সঙ্গে প্রিয়াও।

Esplanade-এর মোড়ে Bus-stand-এর কাছে এসে ওরা বুঝতে পারলে লোকটাও পেছনে আসছে। দুজনে শ্যামবাজারের Bus-এ উঠে পড়ল। পাশাপাশিই বস্‌ল ওরা দুজন—লোকটাও উঠে বস্‌ল ঠিক ওদেরই পেছনের একটা সীটে।

প্রিয়া ভীতভাবে চাইলে প্রিয়তমের মুখের দিকে—প্রিয়তমের মুখে পরিস্কার ফুটে উঠল বিরক্তির চিহ্ন।

বৌবাজার আর কলেজ ষ্ট্রীটের মোড়ে উঠল কয়েকটি ছোকরা—জন তিন চার, কলেজের ছাত্রই সম্ভবতঃ। প্রিয়তমকে দেখেই তাদের একজন তা'র কাঁধে সজোরে এক চাপড় মেরেই বল্‌লে—

Hello প্রিয়, হোষ্টেলে ফিরছিস নাকি? এ'র মধ্যে? তারপর প্রিয়তমের পাশে প্রিয়ার দিকে নজর প'ড়তেই একটু অপ্রস্তুত হ'য়ে চাপা গলায় প্রিয়তমকে জিগেস্ ক'রলে,—উনি কে রে?

জীবনে এই একটি মুহূর্তে প্রিয়তম বড় দুঃখে মনে মনে বলছিল, মা বসুন্ধরে, দ্বিধা হও মা, তোমার বুকে মুখ লুকোই।" নভেম্বর মাসের ঠাণ্ডাতেও তা'র কপাল ঘেমে উঠ্‌ল। সে বার বার রুমাল দিয়ে মুখ মুছ্‌তে লাগ্‌ল। প্রিয়তমের নীরবতায় ওদের মধ্যে কেমন যেন একটা অস্ফুট গুঞ্জন সুরু হ'ল।

হয়ত ওরা মনে করেছে—হয়ত, হয়ত মাথা আর মুণ্ডু—কত কী! অথচ প্রিয়াকে স্ত্রী বলে ওদের কাছে পরিচিত করাও অসম্ভব, কারণ, ওরা তিন ঘণ্টা আগে, হোষ্টেল থেকে বেরোবার সময়ও জান্‌ত প্রিয়তম দস্তুরমত Bachelor—অবিবাহিত! অথচ প্রিয়ার একটা কিছু পরিচয় দেওয়া খুবই দরকার এবং যত শীঘ্র হয় ততই মঙ্গল। কিন্তু, কি পরিচয় দেওয়া যায়? পেছনে আবার—হুঁ, ঠিক বসে আছে। নাঃ, স্ত্রী ছাড়া গতি নেই।

'ইটনিয়া' রুমালে কয়েক বার মুখটা ঘসে মরিয়া হ'য়ে প্রিয়তম বললে—প্রিয়া! আমার প্রিয়া!

সিটের নীচে ওরা যেন একটা বোমা দেখেছে। বিস্ময়ে লাফিয়ে উঠে ওরা বল্‌লে, Good Lord, প্রিয়া? তোর স্ত্রী?

আর একবার কপালের ঘাম মুছে, একটু ম্লান হেসে, প্রিয়তম বললে—হ্যাঁ!

দিলীপ বল্‌লে—আশ্চর্য্য! ক'বে তুই বিয়ে করলি?

—করেছি ভাই, করেছি।

—করেছিস্ ত' দেখ্‌তেই পাচ্ছি, কিন্তু কতদিন?

প্রিয়তম তখন freezing point-এ হাজির হয়েছে, আর কিছুক্ষণ পরে হয়ত জমেই যাবে, কি, collapse-ই করবে! বাসের সিটে সিটে জোড়া জোড়া উৎকর্ণ কান যেন হাঁ করে আছে। চোখ বুজে প্রিয়তম ব'লে—'ত' বছর খানেক।

বিস্মিত হয়ে মলয় বললে—সে কিরে? বছর খানেক কি? তবে যে—

বাধা দিয়ে প্রিয়তম বলে উঠ্‌ল—'এ'র মধ্যে আর "তবে" "কিন্তু" নেই ভাই। দেখ্‌তেই ত' পাচ্ছিস্ পাশেই জাজ্জ্বল্য প্রমাণ, বরং অতঃপর বল্‌তে পারিস্।

প্রিয়তমের পাশে প্রিয়াও তখন ঘেমে উঠেছে। মলয় আরও কি বলতে যাচ্ছিল, হঠাৎ দিলীপ চেঁচিয়ে উঠ্‌ল—এই নেমে পড় কালীতলা পার হ'য়ে গেছে। সকলে সিট্ থেকে উঠে পড়্‌ল।

প্রিয়াকে লক্ষ্য ক'রে মলয় বললে, বৌদি, আমাদের কিন্তু একদিন নিজে হাতে রেঁধে খাওয়াতে হ'বে। না বললে শুন্‌ব না।

প্রিয়া যেন হাঁপাতে লাগ্‌ল।

নাম্‌বার আগে প্রিয়তমকে একটা ইঙ্গিত করে দিলীপ বললে—তুই ত' নাম্‌বি না। এখন যাবি—

প্রিয়তম একটু কাষ্ঠ হাসি হাস্‌লে।

দিলীপ ছোট করে বল্‌লে—মথুরাপুরী!

ওরা নেমে গেল। প্রিয়তমের যেন ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়্‌ল।

হেদোর মোড়! দু'তিনটি মেয়ে, ছাত্রীই হ'বে—ঝোড়ো হাওয়ার মত বাসে উঠে প্রিয়তম আর প্রিয়ার সামনেই বস্‌ল। প্রিয়ার দিকে নজর পড়তেই একটি মেয়ে বললে—একী, প্রিয়া! কোথায় গিয়েছিলি?

কোনরকমে প্রিয়া উত্তর দিলে—বেড়াতে!

আর একটি মেয়ে ইঙ্গিতে প্রিয়াকে জিগেস্ করলে—সঙ্গে কে? প্রিয়া আবার ঘেমে উঠ্‌ল, কপালের শির উঠ্‌ল ফুলে। একবার পেছনে দৃষ্টি ফেরাতেই দেখ্‌লে—সেই লোক, বেশ গম্ভীর হ'য়ে বসে আছে। আর প্রিয়তম যেন—ষ্টাচু—ময়দানের যে কোনও একটারই মত।

—'স্বামী!'

মেয়েরা যেন লাফিয়ে উঠ্‌ল,—স্বামী! প্রিয়া বলে কি!

দীপ্তি বিস্মিত হ'য়ে বললে—সে কিরে, তোর বিয়ে হ'ল ক'বে?

প্রিয়াকে বাঁচাতে প্রিয়তম বার কয়েক কেশে বললে—আমায় মাপ করবেন, ওঁর হ'য়ে আমিই বলছি—বিয়ে আমাদের হ'য়েছে অনেকদিন, প্রায় তিন-তিন—

হঠাৎ তাঁর মনে পড়ল, একটু আগেই বলেছে—এক বছর! একবার পেছন দিকে চেয়েই, কথাটা ঘুরিয়ে নিয়ে সে বললে—হ্যাঁ, তা—এক বছর হ'বে বইকি!

শিপ্রা যেন আকাশ থেকে পড়ল।

—সে কিরে প্রিয়া। তবে যে—

দাঁড়িয়ে উঠেই প্রিয়তম প্রিয়াকে বললে—আসুন, মানে এসো—নামতে হ'বে।

প্রিয়াও উঠে দাঁড়ালো, শিপ্রা দীপ্তির মুখের দিকে চেয়ে রইল, দীপ্তি চাইলে শিপ্রার মুখের দিকে। প্রিয়তম প্রিয়া নেমে পড়ল 'রূপবাণী'র সামনে। ওরা স্পষ্ট শুনতে পেলে, মেয়ে ক'টির হাসি—হেসে যেন ওরা ফেটেই পড়বে। বাস্ চলে গেল, প্রিয়া দেখলে—শিপ্রা মুখ বাড়িয়ে ওদের দিকেই চেয়ে আছে। প্রিয়তমের লক্ষ্য তখন একটি ভদ্রলোকের দিকে। সেই ভদ্রলোক—বাস থেকে সেও নেমেছে। ব্যস্তভাবে প্রিয়তম ডাকলে—এই ট্যাক্সি। তারপর প্রিয়ার দিকে মুখ ফিরিয়ে বললে—লোকটা এখানে পর্য্যন্ত follow করেছে। চলুন, ট্যাক্সিতে আপনাকে বাড়ি পৌছে দিই।

প্রিয়ার মুখ বিবর্ণ হ'য়ে উঠল। প্রিয়তম প্রিয়া ট্যাক্সিতে উঠতে যাবে, সেই ভদ্রলোক ডাকলে—শুনছেন। একটু দাঁড়ান'ত!

—আমায় বলছেন?

প্রিয়তম জিগেস করলে।

—হ্যাঁ। দেখুন দেখি, এই পার্কার পেনটা কি আপনার? কার্জ্জন পার্কে যেখানে আপনারা বসেছিলেন, সেইখানে এটা কুড়িয়ে পেয়েছি। সার্জেন্টটাকে জিগেস্ করলাম, সে জানে কিনা। আপনাদের দেখিয়ে দিলে। তারপর থেকে জিগেস্ করব ভাবছি, আপনাদের সামনে দিয়ে passও করলাম সেই জন্যে। আপনি তখন আপনার স্ত্রী'র সঙ্গে কথা বলছিলেন। জিগেস করা হল না। তারপর, বাসে ত' আপনারা সারা পথ ব্যস্তই ছিলেন। কি ক'রে আর জিগেস করি। আপনাদেরই পেন্ ত?

উঃ, গোয়েন্দা নয়। প্রিয়তম আর প্রিয়া যেন বাঁচল। একটা তৃপ্তির নিঃশ্বাস ফেলে প্রিয়তম বললে—Thanks না, আমাদের নয়। ভদ্রলোক চলে গেল। প্রিয়তম প্রিয়ার মুখের পানে চেয়ে হেসে ফেললে!

—উঃ দেখুন দেখি লোকটাকে গোয়েন্দা ভেবে কি মারাত্মক ভুলই না করিছি আমরা।

প্রিয়ার মুখেও হাসি ফুটে উঠল!

—কিন্তু, এই ভুলের মাশুল দি'তে হ'বে আমাদের দুজনকেই।

—তা হ'বে। আর, সে মাশুলের হারও বড় কম নয়। যাক, ট্যাক্সিতে উঠে পড়ুন। কোথায় যেতে হ'বে?

প্রিয়া বললে——নং, মোহনবাগান রো।

—ও কাছেই তা হ'লে।

ট্যাক্সিতে উঠল দু'জনে। মিনিট কয়েক চুপ্ ক'রে থেকে প্রিয়া বললে—ছিঃ ছিঃ, আমার বন্ধুরা আমার বিয়ে হয়েছে জানলে, আপনাকেও দেখলে আমার সঙ্গে। এরপর, কি ক'রে ওদের বলি যে, না আমার বিয়ে হয় নি। কি মনে করবে বলুন'ত? ভাববে—

বাকিটা শেষ না করেই প্রিয়া চুপ করলে। প্রিয়তম একটু হেসে বললে—So, so. আমারও ঐ একই অবস্থা। তারপর, আমার কল্পলোকের স্ত্রী'র হাতের রান্না খাবার জন্যে যখন তাগাদা সুরু করবে, তখন—

—তবু আপনি ওঁদের বুঝিয়ে বলতে পারবেন সব কথা। কিন্তু, আমি যে তা'ও পারব না। বললে, আর একটা বিশ্রী—নাঃ কি কুক্ষণে আজ কার্জ্জন পার্কে গিয়েছিলাম।

—So, So প্রিয়াদেবী, আপনার আর আমার অবস্থার মধ্যে এতটুকু পার্থক্য নেই। এ একেবারে—As she is so I am, ফার্ষ্ট-বুকের কথা।

দু'জনেই চুপ করলে। মোহনবাগান রো আর কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীটের মোড়ে ট্যাক্সি হাজির হ'তেই প্রিয়া বললে—এই খানেই নামব আমি।

একটু হেসে প্রিয়তম বললে—হ্যাঁ,

সদলবলে বাড়ির সামনে হাজির হ'য়ে নতুন একটা বিপদ সৃষ্টি করায় লাভ কি ?

প্রিয়া বল্‌লে—সত্যি, আপনাকেও কি বিপদে ফেল্‌লাম। ক্ষমা করবেন আমায়। নমস্কার !

—না, না, বিপদ আমার চেয়ে আপনারও কম নয়। নমস্কার, নমস্কার !

প্রিয়তমের আদেশে ড্রাইভার ট্যাক্সি ঘুরিয়ে কলেজ ষ্ট্রীটের দিকে যাবার উপক্রম করছে, প্রিয়া গলির ভেতর থেকেই জিগেস্ করলে,— 'যদি দয়া করে আপনার ঠিকানাটা'—

—প্রিয়তম দেব, 4th year B. A. Student, Vidyasagar Hostel.

প্রিয়া চলে গেল, ট্যাক্সিও ছেড়ে দিলে।

দিন কয়েক পরের কথা। শনিবার সেদিন। কলেজের ক্লাস্ আছে দেরীতে। হোষ্টেলে নিজের ঘরে বসে প্রিয়তম পড়ছিল একখানা 'মাসিক বসুমতী' দিলীপ একখানা খাম হাতে করে এসে বল্‌লে—ওহে, এই নাও তোমার প্রিয়ার চিঠি।

—প্রিয়ার চিঠি !

চিঠিখানা হাতে করে প্রিয়তম দেখ্‌লে মেয়েলি ছাঁদে লেখা—Priyatam Deb Esq.

তাইত, কে লিখ্‌লে চিঠি ?

—পত্র—

প্রিয়তম বাবু,

ভুলের মাশুল দেবার সময় এসেছে ! অনেক কষ্টে আমার কলেজের সহপাঠিনীদের বাড়িতে আস্‌বার অধিকার হ'তে বঞ্চিত করেছি কারণ, কোন্ দিন হয়ত আমার বিবাহে নিমন্ত্রণ লাভের সৌভাগ্য হ'তে বঞ্চিত হওয়ায়, মা অথবা বৌদিদির কাছেই অনুযোগ করে বস্‌বে। তখনকার অবস্থাটা বোধ হয় কল্পনায় দেখ্‌তে পাচ্ছেন ? অনেক কষ্টে ওদের থামিয়ে রেখেছি, একটা ঘুসের প্রতিশ্রুতি দিয়ে ! ঘুস্ দেবার সময় এসেছে।

আগামী রবিবারে আমার কল্পলোকের স্বামী-দেবতাকে সস্ত্রীক ওদের সঙ্গে নিয়ে Regal-এ 42nd Street দেখিয়ে আনুতে হ'বে। নতুবা, ওঁরা শুন্‌বেন না, গোপনে আমার বিবাহ দেওয়ার অপরাধে আমার মা এবং বৌদিদিদের অভিযুক্ত ও দণ্ড স্বরূপ নিমন্ত্রণ আদায় করবেন।

কাল ছ'টার Show-এ ওদের, আমার ও আপনার টিকিট আমি আনিয়ে রেখেছি। আমায় বাঁচাবার জন্যে আপনাকে আর একবার স্বামীর ভূমিকা অভিনয় করতে হ'বে। শুধুই অভিনয়। অনেক অভিনয়ই ত' করতে হয়—Life is a stage জানেনই ত'। এ আমার অনুরোধ—মিনতি ! আশা করি, আমার অনুরোধ রাখ্‌বেন। না রাখ্‌লে আমার সম্মান থাক্‌বেনা একটুও। আপনাকে বিরক্ত করছি বারবার। সবই সহ্য করতে হ'বে। কি করবেন বলুন, এ ভুলের মাশুল—আপনারও, আমারও।

বাড়িতে এসে আর বিপদ বাড়াবেন না। রবিবার ঠিক বেলা ৪৷৷• টায় হেদোর মোড়ে অপেক্ষা করবেন আমার জন্যে। তারপর ট্যাক্সিতে ওদের হোষ্টেল থেকে তুলে নিয়ে Regal-এ যাবো।

মনে রাখ্‌বেন আমার অনুরোধ—মিনতি ! নমস্কার—

ইতি প্রিয়া।

প্রিয়তম হাস্‌লে—ভুলের মাশুলই বটে !

রবিবারে ছবি দেখা পর্ব্ব নির্ব্বিঘ্নে শেষ হয়ে গেল। প্রিয়াকে একবার 'আপনি' বলায় শিপ্রা হেসে বলে—"আপনি !" প্রিয়তম সাম্‌লাবার জন্যে উত্তর ক'রলে—'ওটা কি জানেন, কবিতার ছন্দ-পতন। ছন্দ-পতন না থাক্‌লে আবার ছন্দের সঙ্গতির মাধুর্য্য উপভোগ করা যায় না।'—এই পর্য্যন্ত !

সিনেমা থেকে ফিরে সকলকে হোষ্টেলে নামিয়ে দিয়ে প্রিয়তম যখন প্রিয়াকে মোহন বাগান রো'য়ের মোড়ে নামিয়ে দিলে, প্রিয়া তখন প্রিয়তমকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানিয়ে বল্‌লে—সত্যি, আপনি আজ বন্ধুর কাজ করলেন !

উত্তরে প্রিয়তম বল্‌লে—Well, আজ থেকে আমরা দু'জন বন্ধু !

হেসে প্রিয়া বল্‌লে—বেশ বন্ধু ! বিদায় বন্ধু, নমস্কার !

প্রিয়তমও হেসে বল্‌লে, নমস্কার বন্ধু, নমস্কার।

*

তার পর দুই বন্ধুতে চলে পত্র বিনিময়—সাদা, সাধারণ পত্র। দেখাও হয় মাঝে মাঝে !

প্রিয়াদের বাড়িতে প্রিয়ার বিয়ের কথা ওঠে মাঝে মাঝে ! প্রিয়ার বাবা সত্যেনবাবু বলেন—থাক্ এখন, প্রিয় I. A. টা দিক্ আগে।' কাজেই কথাটা চাপা পড়ে যায়। প্রিয়ার মা সুনীতি দেবীও চুপ করে যান। কিন্তু, প্রিয়ার টেব্‌লে যেদিন তিনি একখানা পত্র আবিষ্কার করলেন, সেইদিন থেকে তিনি মেয়ের বিয়ের জন্যে সত্যেনবাবুকে কড়া তাগাদা দিয়ে তাঁর জীবন দুর্ব্বহ করে তুললেন। পত্রখানা প্রিয়তমের। পত্রে লেখা—

প্রিয় বন্ধু,

তোমার পত্র পেয়েছি। সেদিন এম্পায়ারে House of Rothschild ছবিখানা কেমন লাগ্‌ল ? খুবই ভাল লেগেছে আমার। কাল আর একখানা ভাল ছবি আছে Empire-এ—Catherine the Great, খুব ভাল ছবি। যদি যাও ত' আমায় জানিও, সিট্ কেটে রাখ্‌ব।

ইতি প্রিয়তম।

প্রিয়তম ! প্রিয়তম ! তবে কি,—হ্যাঁ, হয়ত তাই। না, হয়ত কেন, সে কথা মনে করতেও লজ্জা হয়, তাই। সুনীতি দেবী আর ভাব্‌তে পারলেন না।

সেইদিন থেকে তিনি প্রিয়ার বিয়ের জন্যে সত্যেন বাবুকে কড়া তাগাদা সুরু করলেন। পত্রের কথা থাক্‌ল চাপা—প্রিয়াও জান্‌লে না। পত্নীর তাগাদায় একদিন কন্যার বিবাহ স্থির করে' সত্যেনবাবু স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে সুনীতি দেবীকে বল্‌লেন—যাক্ প্রিয়ার বিয়ের ঠিক হয়ে গেল আমারই বাল্যবন্ধু রায় বাহাদুর ভবতারণের ছেলের সঙ্গে। চমৎকার লোক

ভবতারণ, ছেলেবেলায় একসঙ্গেই পড়েছিলাম [illegible]। প্রকাণ্ড জমিদারী—আয়ও অনেক, তা' মাসে প্রায় ৪।৫ হাজার টাকা! ছেলেটিও খাসা—পরশু রবিবার তারা আসবে প্রিয়কে দেখ্‌তে—পাত্র আসবে, আর তা'র দু'একজন বন্ধু!

সুনীতি দেবীও তৃপ্তির নিশ্বাস ফেল্‌লেন। কিন্তু, গোল বাধালে প্রিয়া। শিপ্রা, দীপ্তি, —ওরা প্রিয়ার আবার বিয়ে হ'চ্ছে শুন্‌লে কি ভাব্‌বে? যাকে স্বামী ব'লে পরিচয় দিয়েছে, সে ও'র কেউ নয় জান্‌লে কি মনে করবে! কি বলে' প্রিয়া ব'লবে, বিয়ে তা'র আজও হয়নি। সে ব'লে বস্‌ল—মা, বিয়ে আমি ক'রব না।

বিস্মিত হয়ে সুনীতি দেবী বল্‌লেন—বিয়ে ক'রব না মানে?

—এখন ক'র্‌ব না, বি,এ পাশ করি, তারপর।

সুনীতি দেবী প্রিয়াকে অনেক বোঝালেন, কিন্তু, প্রিয়ার সেই এক কথা! শেষে সুনীতি দেবী আর থাকতে না পেরে বল্‌লেন—'বিয়ে করবি না, অথচ, গণ্ডা গণ্ডা ছেলের সঙ্গে আজ এখানে, কাল সিনেমায় ঘুরে বেড়াবি। চিঠিপত্র দেওয়ার ত' কসুর নেই।

লজ্জায় প্রিয়ার মুখ রাঙ্গা হ'য়ে উঠ্‌ল। আলমারী থেকে একখানা পত্র বের ক'রে সুনীতি দেবী প্রিয়ার সাম্‌নে ধরে' কঠোর ভাবে জিগেস্ করলেন—কা'র এ চিঠি?

পত্র দেখে প্রিয়া বল্‌লে—এ 'ত প্রিয়তম বাবুর চিঠি। প্রিয়তম দেব—বিদ্যাসাগরে বি,এ পড়েন। একদিন কার্জ্জন পার্কে একটা—একটা বিপদ থেকে তিনি আমায় বাঁচান্, সেই থেকে আলাপ—আমার বন্ধু তিনি।

—আমায় হাবা পেয়েছিস্। প্রিয়তম দেব—প্রিয়তম কা'রও নাম হয়। ওসব চালাকি রেখে দে। মেয়ে এদিকে কীর্ত্তির ধ্বজা উড়োবেন, আর বিয়ের নামে যত ওজর।

লজ্জায় ঘৃণায় প্রিয়া রাঙা হ'য়ে উঠ্‌ল, ক্ষোভে অপমানে তা'র চোখ জলে ভ'রে এল। ছুটে সে চলে গেল নিজের ঘরে।

রবিবার প্রাতে, সত্যেন বাবু রায় বাহাদুরের পত্র পেলেন। ছোট পত্র—

সত্যেন,

কি জানি হঠাৎ ছেলেটা কেন বিগ্‌ড়ে বসেছে। বিয়ে করতে চায় না। গোপনে সন্ধান নিয়ে জান্‌লাম—ব্যাপার কঠিন। হোষ্টেলে ও'র নামে পত্র আসতে সুরু করেছে—মেয়েলি ধরণের লেখা খাম। প্রেম-ঘটিত ব্যাপারই বোধ হয়। চোখের নেশাতেই পড়েছে। যা দিনকাল পড়েছে—ওদেরই বা কি দোষ দিই! যাই হোক্, আমি ও'র বিয়ে দোবই—আর চুপ ক'রে থাকা উচিত নয়। ওকে আমার আদেশ জানিয়ে দিয়েছি। আমার মুখের ওপর 'না' বল্‌বার সাহস এখনও ও'র হয় নি। যা'বার ইচ্ছে নয়—তবু ও আর ও'র জন তিন বন্ধু আজ যাবে তোমার মেয়েকে দেখ্‌তে। তোমার মেয়ে যে অপছন্দ করবে, তার পছন্দমত মেয়ে বিশ্বকর্ম্মাকে তৈরী করতে হ'বে। ছেলের পছন্দ হ'লেও মত হবে না, তা আমি বুঝতেই পারছি। না হোক্, তোমার মত থাক্‌লে এ বিয়ে হবেই—এ কথা জেনো। ইতি—

তোমার বাল্যবন্ধু ভবতারণ

বৈকালে রায়বাহাদুরের পুত্র ও তার বন্ধুরা এল। সত্যেনবাবু নিজে করলেন অভ্যর্থনা! অন্তরাল থেকে পাত্র দেখে সুনীতি দেবীর আনন্দ আর ধরে না! কি রূপ, কি স্বাস্থ্য—কি দীপ্তি চোখে। জামাই করার মত ছেলেই বটে!

ছেলেরা চঞ্চল হ'য়ে উঠ্‌ল! চাঞ্চল্য থেমে গেল প্রিয়ার উপস্থিতির সম্ভাবনায়। লাজনত চোখে প্রিয়া এসে বস্‌ল তাদের সামনে। মাথা তুলে সামনের দিকে চাইতেই প্রিয়া অস্ফুট আর্ত্তনাদ ক'রে ঘর হ'তে একরকম দৌড়েই পালিয়ে গেল। সকলে বিস্মিত হ'য়ে এ ও'র মুখের দিকে চেয়ে রইল।

পাত্র বন্ধুদের ব্‌লে—চলো হে, ওঠা যাক্!

বন্ধুরা বল্‌লে—সে কি মেয়ে দেখা হল না।

—হয়েছে দেখা!

সত্যেনবাবুর বিস্ময় তখন সীমা ছাড়িয়ে গেছে। কন্যার এই অদ্ভুত ব্যবহারে লজ্জায় অপমানে তাঁর কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে গেল। সকলে উঠে পড়ল—একটু বস্‌তে অনুরোধ করবার শক্তিও তখন তাঁর নেই। ওদের মধ্যে একজন যাবার সময় বলে গেল—পাত্রী

আমাদের পছন্দ হয়েছে। সত্যেনবাবু নিস্তব্ধভাবে শুনলেন সে কথা। তারপর স্থূল ছাদ ভেদ করে দৃষ্টিকে কতদূর পাঠানো যায়, সেই চেষ্টায় নিমগ্ন হ'লেন।

রাগতভাবে সুনীতি দেবী প্রিয়াকে বল্লেন—অভদ্রের মত ছুটে পালিয়ে এলি যে? মেয়ে লেখাপড়া শিখ্ছেন না ছাতী।

উত্তরে প্রিয়া শুধু বললে—উনি? ওঁকে ত' আমি চিনি। উনিই ত' প্রিয়তম বাবু—প্রিয়তম দেব!

প্রিয়া নিজের ঘরে চলে গেল। সুনীতি দেবী সত্যেনবাবুকে জিগেস্ করলেন—ছেলের নাম কি?

এঁ্যা কি বল্ছ?

—বল্ছি ছেলের নাম কি?

হতাশভাবে সত্যেনবাবু বললেন—আর নাম শুনে কি হ'বে?

—তবু শুনিনা।

—প্রিয়তম, প্রিয়তম দেব।

পরদিন রায়বাহাদুরের পত্র এল—

সত্যেন,

সুখের বিষয় ছেলেটা তোমার মেয়েকে পছন্দ করেছে—বিয়ে করতেও রাজী হয়েছে। সাধে কি বলেছিলাম ও সব প্রেম-ট্রেম কিছু নয়, চোখের নেশা। যাক্ ঐ তারিখেই বিয়ে হবে—ঐ ৫ই অঘ্রাণ। বুধবারে গিয়ে নূতন মা'য়ের হাতে রান্না খেয়ে আসব—আমার প্রিয় মাকে রাঁধতে বলো।

ইতি ভবতারণ দেব।

প্রিয়ার এক বৌদি জিগেস্ করলেন—কি গো প্রিয়তমকে প্রিয়তম করতে রাজী'ত?

উত্তরে প্রিয়া একটু হাস্লে।

শিপ্রা, দীপ্তি সকলেই এল বিয়েতে। অবশ্য একা প্রিয়া তাদের নিমন্ত্রণ করেনি, সঙ্গে ছিল প্রিয়তম। সব কথা প্রিয়তমই বলেছিল ওদের।

*

প্রিয়তম আর প্রিয়া কার্জ্জন পার্কের সেই বেঞ্চটা নিজেদের খরচে মার্ব্বেল পাথরে বাঁধিয়ে দেবে, কর্পোরেশনের কাছে নাকি দরখাস্ত করেছে।——

নারী-লোক

পরিচালিকা

—শ্রীবাণী রায়

[এই বিভাগে আমরা প্রত্যেক বাঙ্গালী মহিলাকে যোগদান করিতে সাদরে আমন্ত্রণ করিতেছি। বাঙ্গালী নারীর সাজসজ্জা, প্রসাধন, গৃহস্থালী, খাদ্য, গৃহসজ্জা, বিষয়ে নূতন তথ্যপূর্ণ সরল ভাষায় লিখিত যে কোনও প্রবন্ধ গৃহীত ও প্রকাশিত হইবে। লেখিকাগণ তাঁহাদের প্রবন্ধ যদি সচিত্র করিতে পারেন, তাহা হইলে শোভন ও সহজবোধ্য হয়। ছবি কিম্বা ডিজাইন্ পাইলে আমরা নিজব্যয়ে তাহার ব্লক করিয়া লইব। এ বিভাগের লেখিকারা প্রেরিত ছবি ও ডিজাইন্ যদি ফেরৎ চান তো ব্লক হইয়া গেলেই, তাহা ফেরৎ দিব। রচনা দীপালীর তিন কলম বা একপৃষ্ঠার মধ্যে হওয়াই বাঞ্ছনীয়। এ বিভাগের রচনা, পরিচালিকা, **নারী-লোক, দীপালী**, এই ঠিকানায় পাঠাইবেন।

—দীঃ সঃ]

নারীর সৌন্দর্য্য কেশে ও বেশে। বেশের কথা পূর্ব্বে কিছু আলোচনা করিয়াছি এখন কেশের কথা কিছু বলিতে চাই।

সেকালে রমণীগণ বেশের প্রাচুর্য্য হেতু প্রসিদ্ধা ছিলেন। রাধার রূপবর্ণনায় আছে—

"সিনিয়া উঠিতে নিতম্বতটীতে
পড়েছে চিকুররাশি
কাঁদিয়া আঁধার কলঙ্ক রাধার
স্মরণ লইল আসি।"

অন্যত্র—

"বিননিয়া শোভে বেণী, বেণীর শোভায়
সাপিনী তাপিনী তাপে বিবরে লুকায়।"

উপকথার যুগের অবসানের সহিত সে উপকথার রাজকন্যার অলকাবলী অন্তর্ধান করিয়াছে।

"তে হি ন দিবসা গতাঃ"

কিন্তু অতীতকে আঁকড়িয়া ধরিয়া হা-হুতাশ করায় কোন লাভ নাই। বর্ত্তমানের দোষ ত্রুটি ইত্যাদি বিচার করিয়া বর্ত্তমানকেই প্রাধান্য দিতে হইবে।

আজকাল মেয়েদের চুল উঠিয়া যাইবার প্রধান কারণ মাথা গরম হওয়া। পড়াশোনা আজকাল সাধারণতঃ মেয়েদের বেশী করিতে হয়। নানা দুর্ব্বোধ্য পুস্তকাবলী পুরুষের সহিত প্রতিযোগিতা হিসাবে অধ্যয়ন করিতে হয়। যিনি ভালবাসেন সাহিত্য তাঁহাকে হয়ত গণিত লইয়া থাকিতে হইতেছে। নানাকারণে মাথার কাজ তাঁহাদের করিতে হয় বেশী।

তারপর আজকাল চা-ইত্যাদি বেশী খাইয়া অনেকের চুল উঠিয়া যায়। যাঁহারা দিনে দশবার চা পান করেন এবং চুল উঠিয়া যাইবার জন্য দুঃখ করেন, তাঁহারা যদি চা খাওয়া একটু কমান তাহা হইলে উপকার পাইতে পারেন। শরীর ঠাণ্ডা করিলে চুল উঠা কমিতে পারে।

চুল উঠিয়া যাইবার তৃতীয় কারণ ভিজা চুল বাঁধা। আজকাল অধিকাংশ শিক্ষিত মেয়েদেরই চুল কম। সেজন্য তাঁহারা চুল খুলিয়া লোকের মধ্যে যাইতে ভালবাসেন না। অনেকে সমস্ত চুল ভিজাইয়া ভাল করিয়া স্নান করেন না, কারণ চুল শুকাইবেনা। 'স্কুল কলেজে' পড়ুয়া মেয়েদের মধ্যে এই অভ্যাস সংক্রামক। গরমের সময়ে পিঠের উপর ভিজাচুল থাকা অশান্তিকর। সেইজন্য মাথা সমস্তটা ভিজাইয়া একপ্রকার 'কাকস্নান' করা

প্রথা দেখা যায়। কেন, কিছুক্ষণ রৌদ্রে থাকিয়া অথবা পাখার বাতাসে চুল শুকাইয়া লইলে ক্ষতি কি? তাহা হইলে চুল ভিজাইয়া স্নানও করা যায় এবং চুলও বাঁধা যায়। যাঁহারা 'স্কুল কলেজে' পড়েন তাঁহারা যদি একটু সকালে স্নান করেন তাহা হইলে চুলও শুকাইয়া যায় এবং স্নানও হয়। যাঁহারা বিন্দুমাত্র ইতস্ততঃ না করিয়া ভিজাচুল বাঁধেন তাঁহারা চুলের সর্ব্বনাশ করেন! ভিজাচুল বাঁধিলে চুলে গন্ধ হয় এবং চুল উঠিয়া যায়। চুলের পক্ষে কিছুক্ষণ রৌদ্র লাগানো নিতান্ত আবশ্যক। তবে যাঁহাদের চুলের রং কটা তাঁহাদের বেশী রৌদ্রে না থাকাই বাঞ্ছনীয়।

আজকাল দেখা যায় ফ্যাসানের খাতিরে চুলে তেল না দেওয়ার প্রথা। উস্কোখুস্কো চুলে নাকি সৌন্দর্য্য খোলে ভালো। সেইজন্য প্রায়ই চুলে সাবান ঘষিয়া আমরা পাউডার দিয়া চুল ফুলাইয়া রাখিবার ইচ্ছা সকলেরই দেখিতেছি। চুলে তেল দেওয়াটা অনেকে বর্ব্বরতা মনে করেন। অবশ্য চুলে উপর উপর বেশী তেল দিয়া চট্‌চটে করিয়া জামা কাপড় বিছানা ইত্যাদি তেলরেখাঙ্কিত করা আদৌ অভিপ্রেত নহে। তবে একটু জল লইয়া চুলের গোড়ায় গোড়ায় তেল দিলে চুলের মধ্যেই সে তেল চলিয়া যায় উপর হইতে বোঝা যায়না যে বেশী তেল মাখা হইয়াছে।
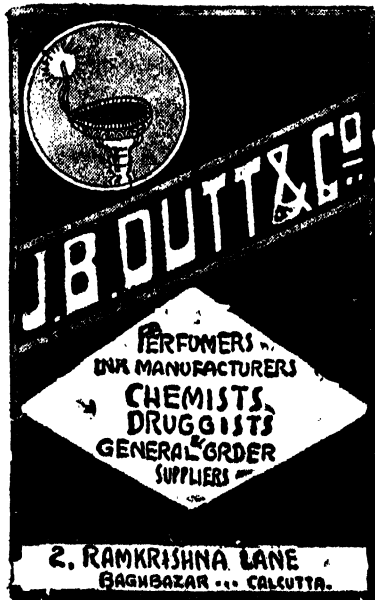
কে ফ্র্যান্সিস—হলিউডের সর্ব্বাপেক্ষা সুসজ্জিতা অভিনেত্রী

আমাদের মনে রাখিতে হইবে তেলই চুলের প্রাণ। তৈল ভিন্ন চুলের আহার হয়না, চুল বাড়িতে পারেনা। সেইজন্য যে কোন একটা ভাল তেল কিছুক্ষণ ধরিয়া চুলের গোড়ায় মাখানো কর্ত্তব্য।

বাজারে নানা সুবাসিত রংচঙে মোড়কে মোড়া বাক্সে তেল বাহির করিয়া মনোহরণের যথেষ্ট প্রয়াস হইতেছে। বাহ্য চাকচিক্যে বা বিজ্ঞাপনের মোহে পড়িয়া এইসব তেল মাখা উচিত নহে। অনেক সময় দায়ে পড়িয়া অনেকে দুই এক শিশি কিনিতে বাধ্য হন, কিন্তু তাই বলিয়া সেই তেল ব্যবহার করা উচিত নহে। কারণ যে তেল চুলের পক্ষে ক্ষতিকর—সে তেল চুলে না দিয়া কয়েক আনা পয়সা নষ্ট করাও শ্রেয়। খাঁটী নারিকেল তৈল চুলের পক্ষে উপকারী। তাহার সহিত বেণের দোকানে "মাথাঘষা" নামে যে মশলা পাওয়া যায় তাহা মিশাইয়া লইলে তেলের সুন্দর রংও গন্ধ হয়। কবিরাজী "ভৃঙ্গরাজ" তেল চুল ওঠা আশ্চর্য্য রকম বন্ধ করে। অনেকসময়ে একতেলে সকলের উপকার হয়না। দেখা গিয়াছে এক 'ক্যান্থারাইডিন' তেলেই একজনের চুল ভালো আর একজনের মন্দ হইয়াছে। যাঁহার মাথায় যে তেল সহ্য হয় পরীক্ষা করিয়া সেই তেল দেওয়া দরকার। যাঁহাদের মাথা গরম তাঁহারা "জবাকুসুম" ব্যবহার করিতে পারেন। তেল দুই এক শিশি মাখিয়া উপকার না পাইলে হতাশ হইবেন না। দীর্ঘকাল ব্যবহারে উপকার দিবে। স্নানের ঠিক পূর্ব্বেই তেল দিয়া স্নান করিলে সব তেল ধুইয়া যায়। সেইজন্য কিছু পূর্ব্বে তেল দেওয়া কর্ত্তব্য। তেল দিয়া আস্তে আস্তে চিরুণী দিয়া আঁচড়াইয়া দিলে তেল চুলের গোড়ায় লাগে।

চুলে শক্ত বা ধারালো চিরুণী ব্যবহার করা উচিত নয়। মনে রাখিতে হইবে চুল অতি নরম জিনিষ, জোর খাটানো চলিবে না। চিরুণী একেবারে ব্যবহার না করিতে পারিলেই ভালো হইত, কিন্তু তাহা যখন সম্ভব নয় তখন নরম চিরুণী দিয়া আস্তে আস্তে চুল আঁচড়ানো দরকার। মাঝে মাঝে চুলের মধ্যে অঙ্গুলি সঞ্চালন ও বুরুস দ্বারা ঝাড়া উচিত। মসৃণ রেশমের কাপড় দিয়া মুছিলে চুলের উজ্জ্বলতা বৃদ্ধি পায়।

চুল অপরিস্কার হইলে মাঝে মাঝে ভালো সাবান দিয়া ধুইয়া লইবেন। খুস্কি মরামাস প্রভৃতি চুলের শত্রু। সাবান একেবারে ব্যবহার না করিয়া বেশম দিলে খুব ভালো হয়। বেণের দোকানে বেশম কিনিতে পাওয়া যায়। সামান্য দু'চার পয়সার বেশমে অনেকদিন চলে। বেশমে চুল পরিস্কার হয়, ভালো হয়। সাবান না দিলে ক্ষতি নাই কিন্তু পরিস্কার চুলের গোড়ায় কখনও সোডা দিবেন না, তাহাতে চুলের গোড়া খারাপ হইয়া যায়।

চুল উঠিতে আরম্ভ করিলেই সাবধান হইবেন। অনেক সময় দেখা যায় দাঁত খারাপ ও অপরিস্কার থাকায় চুল উঠিয়া যাইতেছে। সুবিধাস্থলে ডাক্তারের পরামর্শ গ্রহণ করিতে পারেন।

এইবার আসে বেশ প্রসাধনের কথা। চুলের সামান্য এক আধটু পরিবর্ত্তনে সুন্দর মুখ সুন্দরতর হয়। কিন্তু সে কথা আগামী বারে বলিব।

শ্রী রমলা রায়

(বড় গল্প)

শুধু দু'দিনের তরে

—শ্রীনীহাররঞ্জন গুপ্ত

(খ)

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

—সুধা বলতে পারিস ভাই আমার রুমালটা কোথায়! বলতে বলতে মীনা এসে রেণুর ছোট ভাই সুধাংশুর পড়ার ঘরে ঢুক্‌লো। সুধাংশু আপাততঃ একটা কাজল কালীর দোয়াত আর একটা ভোঁতা কলমের মাথার সাহায্যে ছবি আঁকায় ব্যস্ত ছিল। ওর কথায় কলমটা দোয়াতে ডুবুতে ডুবুতে নিজের আঁকা ছবিটার দিকে অত্যন্ত মনোযোগ সহকারে চাইতে চাইতে বললে,—কি বললে তোমার রুমাল!...আচ্ছা দেখ্ তো মীনুদি, ছবিটা সেই রবিবাবুর 'কেন পান্থ এ চঞ্চলতা' ছবিটার মত হয়েছে কিনা?...মীনা ঝুঁকে পড়ে ছবিটা দেখতে দেখতে বললে, কই রে এত দেখছি শুধু খানিকটা হিজিবিজি, আর ত' কিছুই দেখতে পাচ্ছিনা!...

—তবে তুমি ছাই বুঝেছ; এর মধ্যেই সব আছে...ভাবছি এটা এবার কোনো কাগজে পাঠিয়ে দেব!...

—বেশ তাই দিস... আমাদের মত সাধারণ লোকে কি তোর merit বুঝতে পারবে!...তারপর হাসতে হাসতে ও বললে, এখন আমার রুমালটা দেখেছিস কিনা বল?

—বাঃ রে তোমার রুমাল কোথায় তা আমি কি করে জানব!

—কি করে জানবি!...যদি দেখে থাকিস তাই জিজ্ঞাসা করছি!

—না· ·করুণাদা কিংবা দিদিকে জিজ্ঞাসা কর না!...ওরা হয়ত জানলেও জানতে পারে। হ্যাঁ, ভাল কথা—কাল সন্ধ্যাবেলা করুণাদার হাতে একটা হলুদ রংয়ের কাপড়ের টুকরোর মত কি দেখেছিলাম...তা...

—হাঁ...হাঁ...সেইটেই—সেই বোধ হয় রেখে দিয়েছে। বলতে বলতে মীনা ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

* * * নির্জ্জন তেতলার ঘরটায় করুণা তার আড্ডা গেড়েছিল। এলোমেলো ভাবে বিছানাটা পাতা। মাথার বালিশটা এক কোনে পড়ে আছে। একধারে রবি ঠাকুরের 'কর্ণ ও কুন্তী' খোলা; তার উপরে বেগুনী রংয়ের পার্কারটা চাপান...পাতাগুলি হাওয়ায় ফর ফর করে উড়ছে। পায়ের ধারে সুট্‌কেশটা খোলাই পড়ে। মীনা সুট্‌কেশের ডালাটা তুলে ধরতেই এক কোন দিয়ে তার হারান রুমালটা চোখে পড়লো। রুমালটা তুলে নিতে নিতে ওর মাথায় একটা মতলব খেলে গেল। ও আস্তে আস্তে করুণার বাঁশীটা তুলে নিয়ে সেমিজের মধ্যে লুকিয়ে ফেল্লে। বুকের কাপড়টা একটু ঠিক করে নিয়ে যেমন ও উঠতে যাবে হঠাৎ পায়ের শব্দে চম্‌কে পিছন ফিরে দেখলে দরজার উপরে দাঁড়িয়ে করুণা, মুখে তার হাসি!

—চোর ধরা পড়ে গেছে; কি চুরি করা হচ্ছিল!...

—ওঃ, আপনাদের দেশে বুঝি একজন আরেক জনের ঘরে ঢুকলেই তাকে চুরির charge-এ ফেলা হয়!...তা সে যে রকমই লোক হোক না কেন?

—না তা কেন হবে, তবে কাল ও পাত্র বিশেষে!...

—কিন্তু...

—এর মধ্যে আর কোন কিন্তু নেই একেবারে চাক্ষুষ প্রমাণ—আমার বাঁশীটা!...

—তার মানে!...

—তার মানে আমার বাঁশীটা ফিরত দিলেই, এখুনি পথ ছেড়ে দাঁড়াব।

—আমার রুমাল দাও!...

—বাঃ রে, কে বললে আমি তোমার রুমাল নিয়েছি।

—তোমাকেই বা কে বল্লে আমি তোমার বাঁশী নিয়েছি!...

—তোমার চোখ...মুখ...তোমার সব কিছুই যে বলছে...

—না আমি নিইনি—বলে যেম্‌নি ও ঘর থেকে বেরুবার জন্যে পা বাড়িয়েছে, করুণ খপ্ করে ওর হাতখানা ধরে ফেল্‌লে। একটা শিহরণ উভয়ের শিরায় শিরায় বিদ্যুৎ গতিতে চলে গেল। দেহের সমগ্র রক্তরাশি যেন উদ্দাম গতিতে চোখে মুখে এসে ঝাঁপিয়ে পড়তে চায়। চোখ নামিয়ে মীনা শুধু বললে,

—ছাড়!

—আমার বাঁশী!...কিছুক্ষণ উভয়েই চুপ চাপ।

—মীনু!

—কেন—

—তোমার ওই রুমালটা আমায় দাও।

ধীরে ধীরে মীনু রুমালটা ওর মুঠির মধ্যে ছেড়ে দিলে। পরমুহূর্ত্তেই ও দ্রুত গতিতে সেখান থেকে ছুটে পালিয়ে গেল।

—মীনু!...মীনু!...আমার বাঁশী!

মীনার কানে তখন শুধু বাজছিল দুটি কথা। মীনু! মীনু! যেন রাজ্যের যত মধু ওরই সঙ্গে জড়িয়ে গেছে।

সবে ভোর হয়েছে! ফটকের ধারের প্রকাণ্ড ঝাউগাছগুলির ফাঁক দিয়ে দেখা যাচ্ছে—তরুণ তপনের লাল টুকটুকে সিঁদুরের মত মুখখানা। একটা ঠাণ্ডা হাওয়া ঝাউ গাছগুলির পাতাগুলিকে কাঁপিয়ে কাঁপিয়ে বয়ে যাচ্ছে। এলোমেলো ভাবে সাড়ীটা কোনমতে পরে রেণু মাঠের কচি ঘাসগুলির

উপর হেঁটে হেঁটে বেড়াচ্ছিল আর গুণ গুণ করে একটা গান গাইছিল।

তার মাথার চুলগুলি বিপর্য্যস্ত ভাবে কপালে ও গালের উপর এসে লুটিয়ে পড়ছিল। মালীটা একরাশ ফুল নিয়ে বাগান থেকে ফিরছিল—রেণুকে দেখে একটা সেলাম দিলে। মালীর হাত থেকে একটা স্বর্ণ চাঁপা ও গোটা দুই গোলাপ নিয়ে—বাকী ফুলগুলো ও সকলের ঘরে ঘরে ফুলদানীতে রেখে আসতে বললে। মালী চলে গেল।

রতিনাথবাবু লোকটা ছিলেন বড়ই সৌখীন, সমস্ত জীবনই প্রায় চাকুরী করে যে অর্থ সঞ্চয় করেছিলেন সেটাকে শুধু ব্যাঙ্কের কোটরজাত করে নিজেকে তার একান্ত ভাবে বঞ্চিত করে ভবিষ্যতে পুত্র, পৌত্র বা প্রপৌত্রদের চলার পথ পঙ্গু করে দেবার মত পাগলামী তাঁর কোন দিনই ছিল না! তিনি তাঁর সন্তানদের প্রায়ই বলতেন,—পৃথিবীতে বড় লোকের ঘরে জন্মাবার মত অভিশাপ বোধ হয় আর কিছুই নেই! যে লোককে অনিশ্চয়তা ও দুর্ভাগ্যের সঙ্গে চিরন্তন যুদ্ধ করতে করতে সংসারের পথে এগুতে হয় সেই প্রকৃত যোগী! এবং কালে সেই একদিন হয় সত্যিকারের মানুষ। আর তার হাত দিয়েই একদিন গড়ে উঠে জগতের ইতিহাস! প্রায় সারা জীবনটাই উল্কার মত ছুটাছুটি করিয়ে অবশেষে সরকার যখন তাঁকে ছুটি দিলে তখন তিনি বাংলার বাইরে পশ্চিমের এক সহরে অনেকদিন আগেকার তৈরী বাড়ীতে এসে গৃহিনী-হীন সংসারের হালখানি ধরে নিশ্চিন্ত হয়ে বসলেন। প্রথম বয়েসে দেশের সমাজ ও রীতিনীতির উপর বীতশ্রদ্ধ হয়ে চিরতরে বাংলার সঙ্গে সকল যোগ ছিন্ন করবার মানসে যখন সুদূর পশ্চিমের এক সহরে তিনি মস্ত কোঠাবাড়ী ফেঁদে বসেন তখন গৃহিনীর সকল কাকুতিই তাঁর দৃঢ় প্রতিজ্ঞার কঠিন বর্ম্মে লেগে ভেঙ্গে টুকরো টুকরো হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু, আজ সে কথা মনে পড়লে তাঁর চোখ দুটী সজল হয়ে ওঠে, কেননা গ্রাম্য জীবনের সেই ফেলে-আসা দিনগুলো কেন আজও তাঁর মনের আনাচে কানাচে এক অপূর্ব্ব মায়াজাল সৃষ্টি করে ফেরে!

সহরের একধারে ছবির মত দোতালা বাড়ীখানা—একপাশে প্রকাণ্ড ফুলের বাগান যেন কোন নিখুঁত শিল্পীর হাতে আঁকা একখানি ছবি। বাটীর পিছন দিকে বহু অর্থ ও পরিশ্রম করে একটা ঝিলের মত খনন করা হয়েছিল, তাও আবার ওদিককার দারুণ গ্রীষ্মের প্রকোপে শুকুতে শুকুতে এমন হ'ত যে হাত ৩।৪ এর বেশী গভীর জলও বোধ হয় থাকত না। বাড়ীর লোকেরা বাথরুমেই স্নান-পর্ব্বটা সমাধান করতো, ঝিলের প্রতি টান তাদের একপ্রকার ছিল না বললেও বোধ হয় অসঙ্গত হয় না। মানুষের দল সেই ঝিলটি পরিহার করলেও এক ঝাঁক রাজহাঁস সেখানে তাদের মুক্তির আনন্দে সারা দিনটাই একপ্রকার মেতে থাকত। গারেজে নুতন কেনা 'উলসী' গাড়ীখানা এক প্রকার অব্যবহার্য্য হয়েই পড়ে থাকত কেননা লোকের মধ্যে তিনি আর তাঁর ছোট ছেলে সুধাংশু—একমাত্র মেয়ে রেণুত' কলকাতার কলেজে বোর্ডিংয়ে থেকেই পড়াশুনা করে। মাঝে মাঝে ছুটী-ছাটা হলে বাবার কাছে সে আসত। বড় ছেলে প্রিয়াংশু বিলেতে ব্যারিষ্টারী পড়তে গেছে।

একজন অন্তত স্ত্রীলোক না হলে সংসার চলে না তাই রতিনাথ তাঁর বিধবা দিদিকে নিজের কাছে আনিয়ে রেখেছিলেন। নুতন গাড়ীটা অর্ডার দেবার সময় দিদি বলেছিলেন—'শুধু···শুধু অতগুলি টাকা খরচ করে একটা গাড়ী কিনছিস্ কেন রতি!···কেইবা চড়বে, তুই নিজে ত' দিন রাত পড়াশুনা নিয়েই মেতে আছিস। দিদির কথার উত্তরে রতিনাথ বলেছিলেন—'শুধু শুধু' কেন হবে দিদি, রেণুরা কলকাতা থেকে এলে, ঠিকা গাড়ী না করে না হয় বাড়ীর গাড়ীতেই আসবে। নিজের একখানা গাড়ী থাকলে অনর্থক কতকগুলো পয়সা ভাড়াটে গাড়ীর পিছনে ঢালতে হয় না। আমরা আমাদের আসা যাওয়ায় যে পয়সাটা শুধু শুধু ভাড়াটে গাড়ীর জন্ত ব্যয় করি তাতে অনায়াসেই একখানা ভাল 'কার' কেনা চলে!···

*

আনমনে চলতে চলতে রেণু ঝিলের দিকে এগুতে লাগল। ছুটীর অবকাশের মাঝে যে কটা দিনের জন্য সে লেখাপড়া ও কলকাতায় বদ্ধ সিনেমার এবং হোষ্টেলের শতাধিক বিধি নিষেধের ভিতর থেকে আপনাকে একান্তভাবে মুক্ত করে, পিতার কাছে এসে থাকত, সে ক'টা দিন যেন উচ্ছ্বসিত হ'য়েই থাকত।

এত বড় বাড়ী, কোন নিষেধ কোন নিয়ম কানুন তার মধ্যে নেই। যেখানে ইচ্ছা যাও' যা খুসী কর, এ যেন তার কাছে এক অনাস্বাদিত আনন্দলোকের বার্ত্তা বহন করে আনত। এখানে তার সব চাইতে ভাল লাগত সকাল বেলা ঝিলের ধারটী!···

ঝিলের জলে পা দুটো ডুবিয়ে কে যেন একজন আনমনে বসে গুন্ গুন্ করে গান গাইছিল। রেণু চিনলে সে করুণা!

—করুণা—

পা দুটো একটু নাড়াচাড়া দিতেই জলের বুকটা একটু দুলে উঠলো। রেণু আবার ডাকলে—করুণা!

—কে রেণু!...

—হুঁ! বলতে বলতে রেণু এসে করুণার পাশেই ঘাসের উপর বসে পড়লো।

—তা হঠাৎ এত ভোরে! কাল বিকেলের দিকে যাওয়া হয়েছিল কোথায়?

—উঃ সে অনেক দূর!...পথের মাঝে পেট্রল ফুরিয়ে গেল নইলে—আর খানিকটা যাওয়ার ইচ্ছা ছিল।

—মীনু কই, সে ওঠে নি?

—এত তাড়াতাড়ি! সাতটার আগেত' কোন মতেই নয়। কাল আবার কত রাত পর্য্যন্ত জেগে গল্প করেছে!

—আচ্ছা রেণু, এই ঝিলটা লম্বালম্বি ক'বার পার হতে পারিস্!...

—ক'বার!...একবারও নয়! তুমি পার?

—এ আর এমন কি! রেঙ্গুণে আমাদের বাসাটা ঠিক সমুদ্রের কোলেই। যেবার থার্ড ক্লাশে উঠি, সেইবার বাঁফো নামে একটা বার্ম্মিজ চাকর আসে। সেই আমায় প্রথম সাঁতার শেখায়। লোকটা ছিল যেমন সাহসী তেমনি active! সে বলতো বাবা যদি কিছু না বলে তবে সে নাকি অনায়াসেই সমুদ্রটা এপার-ওপার করতে পারে! সেখানে তার সঙ্গে সাঁতার দিতে দিতে সমুদ্রের মাঝে কত এগিয়ে গেছি! তার তুলনায় এটাত' কিছুই নয়। এটা বোধ হয় বার তিনেক cross করতে পারি। কিন্তু কি দিবি বল শুধু শুধু গা হাত পা ব্যথা করে ত' আর লাভ কোন নেই!...

—আমি আর তোমাকে কি দিতে পারি বল, তবে ভাল করে এমব্রয়ডার করে একটা রুমাল তৈরী করে দিতে পারি—সেটা যদি তোমার পছন্দ হয় তো ভাল।

—তুই যে আমায় একখানা রুমালও দিতে চেয়েছিস এইটাই আমার যথেষ্ট রেণু! বাবা বলেন, কণা, এ সংসারে দেওয়াটাই সব চাইতে বড় বস্তু। কি দিলে এবং কতখানি দিলে সেটা এমন বিশেষ কিছুই নয় রে!

এমন সময় মীনু এসে সেখানে দেখা দিলে। মাথার আলগা চুলগুলি কোন মতে জড়ানো; তা আবার শ্লথ হয়ে বাঁ পাশের কাঁধের উপর পড়ছে।

—স্বাগতম—

কথাটা বললে, মীনা! উভয়েই ফিরে তাকালে। কিন্তু করুণা তখুনি মুখটা ফিরিয়ে নিলে। মীনা সেদিকে মোটেই লক্ষ্য না করে ঘাড়টা একটু হেলিয়ে বললে, রেণু তোরা অনেকক্ষণ উঠেছিস্, না!

—না খুব বেশীক্ষণ নয়।

মীনাও ধীরে ধীরে ওদের পাশে বসে পড়লো। নগ্ন পা দুটী জলের উপর নাচাতে নাচাতে সামনের দিকে তাকিয়ে বললে, আচ্ছা বলত এখন সব চাইতে কি ভাল লাগে!—

—জ্যাম দিয়ে একটুকরো টোষ্ট করা রুটী!

—যাঃ তুই বড় realistic—আচ্ছা তোমার কি ভাল লাগে! বলে ও করুণার মুখের দিকে তাকালে।

—এক লাফে এই ঝিলের ঠাণ্ডা বুকের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে, এর বুকখানাকে তোল পাড় করে তুলতে!

—Simply artistic! আমারও ঠিক তাই। এখানে এসে অবধি আমার এই জলে সাঁতার কাটতে ইচ্ছা যায় কিন্তু ওই রেণুটা না জানে সাঁতার আর না আছে ওর সে ইচ্ছা।

—এই একটু আগে রেণুর সঙ্গে আমার ঐ কথাই হচ্ছিল।

—তবে চলুন তেল মেখে আসা যাক!...

—ব্যাপার কি রে তোর যে আর তর সইছে না...দেখিস!...

(ক্রমশঃ)
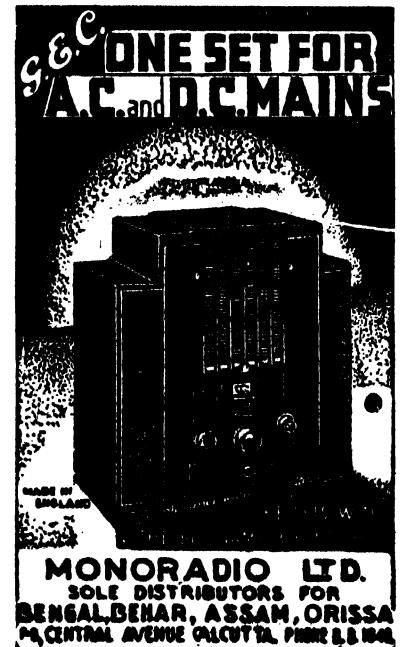
বীমা-প্রসঙ্গ

হিন্দুস্থান বনাম আনন্দবাজার পত্রিকা

(২)

—পদ্মপাদ

[হিন্দুস্থান সম্বন্ধে আনন্দবাজারের বিরুদ্ধ সমালোচনা লইয়া আমরা পূর্ব্বে আলোচনা করিয়াছি—এ সম্বন্ধে বেশী দূর আর অগ্রসর হইবে না এই আশাই আমরা করিয়াছিলাম, কিন্তু দেখিতেছি—সমালোচনা বন্ধ হইল না সম্প্রতি আবার "দেশ" পত্রিকাতে সেই সমালোচনাগুলি উদ্ধৃত করা আরম্ভ হইল দেখিয়া আমরা পুনরালোচনায় প্রবৃত্ত হইলাম।—দীঃ সঃ]

আনন্দবাজারের এই ধারাবাহিক আলোচনার মুখবন্ধ একদেশদর্শিতার প্রভাবে দূষিত বলিয়াই গত ২৬শে জ্যৈষ্ঠের আলোচনার পরিণতি এইরূপ শোচনীয় হইয়াছে—সে কথার বিশদ আলোচনা আমরা ক্রমশঃ করিব। আনন্দবাজার প্রধানতঃ রাজনৈতিক সংবাদপত্র, কোন আর্থিক প্রতিষ্ঠান সম্বন্ধে আলোচনার অধিকার একমাত্র অর্থনীতিবিষয়ক কাগজেরই আছে বলিয়া আমরা মনে করি। আনন্দবাজারের বাণিজ্য-সম্পাদকের অর্থনীতি বিষয়ে যে কতখানি জ্ঞান আছে, তাহার পরিচয় আলোচ্য নিবন্ধে পাঠকগণ অবশ্যই পাইয়াছেন। তিনি উহার বহু স্থানে বীমা-বিষয়ক তথ্য নিরূপণ যে কঠিন তাহা স্বীকার করিয়াছেন এবং ভিতরের খরচ পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে না পাইয়া স্থির সিদ্ধান্ত করা যে অযৌক্তিক তাহাও প্রকারান্তরে মানিয়া লইয়াছেন। তাঁহার সমস্ত আলোচনার মধ্যে দ্বিধা ও সন্দেহের ভাব ওতপ্রোত ভাবে বর্ত্তমান; নিজের মত প্রকাশ সম্বন্ধে তাঁহার নিজেরই সন্দেহ রহিয়াছে বলিয়াই সিদ্ধান্তগুলি দৃঢ় ও বিচারসহ হয় নাই। জীবন-বীমার মূল নীতি, পরিচালন-পদ্ধতি, হিসাব পরীক্ষা (Audit), মূল্য নিরূপণ (Valuation) বিষয়ে যাঁহাদের প্রাথমিক জ্ঞানও আছে তাঁহারা অবশ্যই এই উদ্দেশ্যমূলক বীমার আলোচনার তাৎপর্য্য অনায়াসেই বুঝিতে পারিবেন। কিন্তু সাধারণের মনে আনন্দবাজারের এই আলোচনায় সন্দেহ জাগিবার যথেষ্ট সম্ভাবনা আছে।

জীবন বীমার কাজ কমিয়া যাওয়ায় কোম্পানীর আপাততঃ যে ক্ষতি হইবে বলিয়া মনে হইতেছে, যদি তাহাই হয়—তবুও কালক্রমে সহজেই সেই ক্ষতি আপনা হইতেই পূরণ হইয়া যাইবে, কারণ হিন্দুস্থানের আর্থিক অবস্থা, তাহার বীমাপত্রের সারবত্তা ও নিরাপত্তা সম্বন্ধে সন্দেহের কোন অবকাশ নাই। কোম্পানীর প্রামাণ্য কাগজপত্র দেখিয়া তাহা অনায়াসেই বলা যাইতে পারে।

আনন্দবাজার লিখিয়াছেন যে জনসাধারণের প্রতি দায়িত্ব স্মরণ করিয়া তাঁহারা এই কাজে হাত দিয়াছেন। কিন্তু বিশেষ করিয়া হিন্দুস্থান হঠাৎ তাঁহাদের বিরুদ্ধ সমালোচনার পাত্র হইয়া পড়িল কেন সে কথা জনসাধারণকে আনন্দবাজার বুঝাইয়া দিবেন কি? দেশী বিদেশী এমন কোম্পানীও থাকিতে পারে, যাহাদের সম্পর্কে "জনসাধারণকে" সাবধান করিয়া দিবার যথেষ্ট প্রয়োজন আগেও ছিল, এখনো আছে। কই, সে সময় ত' আনন্দবাজারের এ "দায়িত্ব জ্ঞান" জাগে নাই। সহসা হিন্দুস্থানের বীমাকারীগণের প্রতি এতখানি দরদ জাগিয়া উঠিবারই বা কারণ কি? আনন্দবাজার লিখিয়াছেন, প্রবল জনমত সংগঠিত হইলে তাহা "গলদ" সংশোধন করিয়া হিন্দুস্থানকে সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করিবে। আনন্দবাজার আরও লিখিয়াছেন যে সময়োচিত অভিজ্ঞ অভিমত সংগঠিত হইলে বেঙ্গল ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক ফেল হইত না। কিন্তু আমাদের অভিজ্ঞতা বলে গচ্ছিত টাকা পুরোপুরি বজায় থাকা সত্ত্বেও জনমত সংগঠনের জন্যই বোম্বের Indian Special Bank ও লাহোরের Peoples' Bank "লিকুইডেশনে" যাইতে বাধ্য হইয়াছিল। এবং আমরা ইহাও জানি যে উহাদের একটি ব্যাঙ্ক গচ্ছিত টাকার ষোল আনার জায়গায় আঠার আনা ফেরত দিয়াছেন। ইহাই জনমত গঠনের ফল। কিন্তু ইহা অভিজ্ঞ জনমত নহে, অনভিজ্ঞ জনমত, তবে একথা ঠিক এই অনভিজ্ঞ জনমত গঠনে সংবাদ পত্র অনেকখানি সাহায্য করিতে পারে। ইহাতে হিত অপেক্ষা অহিতসাধনের সম্ভাবনাই বেশী এবং দেশের একটি সুবৃহৎ আর্থিক প্রতিষ্ঠানের অহিত সাধনের চেষ্টায় আনন্দবাজারের মত জাতীয়তাবাদী পত্রিকা প্রবৃত্ত হইয়াছেন দেখিয়া আমরা বিশেষ মর্ম্মাহত হইয়াছি। তবে আশঙ্কার কোনই কারণ নাই—বীমা-কোম্পানী ত' ব্যাঙ্ক নহে যে 'ruin' করাইয়া উঠাইয়া দেওয়া যাইবে। বিরুদ্ধ প্রচার কার্য্য নূতন বীমা সংগ্রহের যে ব্যাঘাত লাগিবে বলিয়া মনে হইতেছে তাহা নাও হইতে পারে এবং হইলেও তাহা যে সাময়িক সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই।

কোনও বীমা কোম্পানী সম্পর্কে প্রকৃত তথ্য নিরূপণ করিবার সাধু সঙ্কল্প থাকিলে Govt. Blue Book, Actuarial Report এবং Insurance & Finance Journal-এর অভিজ্ঞ মতামতের উপর নির্ভর করিতে হয়। আনন্দবাজার তাহার প্রয়োজন বোধ করেন নাই এবং হিন্দুস্থানের পরিচালকবর্গের নিকটও আনীত অভিযোগ সম্বন্ধে কোনরূপ অনুসন্ধান করেন নাই। ইহা তাঁহাদের দায়িত্বজ্ঞানহীনতার পরিচয় নহে কি?

আনন্দবাজার হিন্দুস্থানের কার্য্যাবলীর চারিটি বিষয়ের দিকে সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে চান।

১। মজুত তহবিল সম্পূর্ণ নিরাপদভাবে খাটানো হইতেছে না। এইভাবে চলিলে উহার একটি বড় অংশ অনাদায়ী থাকিয়া যাইবে এবং ভবিষ্যতে বীমাসংক্রান্ত দাবী মিটানও সাধ্যাতীত হইয়া দাঁড়াইতে পারে।

সকলেই জানেন যে হিন্দুস্থান একটি ক্রমবর্দ্ধনশীল বীমা কোম্পানী এবং এইরূপ কোম্পানীর পক্ষে মজুত তহবিল ভাঙ্গিয়া বীমার টাকা দেওয়ার কথনো দরকার হয় না। গত বৎসরের Balance Sheet দেখিলেই দেখা যাইবে যে ঐ বৎসর আয়ের পরিমাণ ঐ বৎসরের সমুদয় খরচ হইতে ১৭ লক্ষের অধিক। এবং এই টাকার পরিমাণ বৎসর বৎসরই বাড়িয়া যাইবে। কাজেই মজুত টাকা উঠাইয়া খরচ করা দূরে থাক, বৎসর বৎসরই একটা মোটা উদ্বৃত্ত টাকা খাটাইবার বন্দোবস্ত করিতে হইবে। বর্ত্তমানে যে ভাবে চলিতেছে সেইভাবেই গত সুদীর্ঘ ২৮ বৎসর কাল "হিন্দুস্থান" উহার গচ্ছিত টাকা খাটাইয়া আসিতেছে এবং এই দীর্ঘ দিনের অভিজ্ঞতায় একথা বলা যায় যে তাহার জন্য কথনই পরিতাপ করিতে হয় নাই। দেশব্যাপী আর্থিক দুর্গতির দিনে যখন অন্যান্য কোম্পানীকে তহবিলের অনেক টাকা write up করিতে হইয়াছিল, তখন হিন্দুস্থানের বীমাকারীগণকে এক পয়সাও লোকসান দিতে হয় নাই। যদি ধরিয়াই লওয়া যায় যে তহবিলের একটা বড় অংশ অনাদায়ী থাকিয়া যাইবে, তাহা হইলেও যদি উপযুক্ত পরিমাণে সুদ অর্জ্জিত হয় তাহাতে আশঙ্কার কোন কারণ থাকিতে পারে না। কারণ আগেই বলিয়াছি যে ক্রমবর্দ্ধনশীল বীমা-কোম্পানীর পক্ষে মজুত তহবিল ভাঙ্গিয়া খরচ করার দুরবস্থা কথনো আসে না।

২। আনন্দবাজার লিখিয়াছেন নূতন কাজ সংগ্রহের জন্য হিন্দুস্থানের ব্যয়বাহুল্য হইতেছে এবং এইজন্য প্রিমিয়ামের হার বর্দ্ধিত করিতে হইয়াছে।

বীমা কোম্পানী সাধারণ ব্যবসায়ী কোম্পানীর মত নহে এবং সাধারণভাবে উহার ব্যয় ও লাভ লোকসানের মাত্রা ঠিক করিবার উপায় নাই। আমাদের একথা আনন্দবাজার ২৬শে জ্যৈষ্ঠের কাগজে হিন্দুস্থান সম্বন্ধে আলোচনার দ্বিতীয় প্যারাগ্রাফে স্বীকার করিয়া লইয়াছেন। কিন্তু জল ঘোলা না করিয়াও মেষশাবকের প্রাণ গিয়াছিল; অতএব "হিতোপদেশ" অনুসারে হিন্দুস্থানের বাঁচিবার কোন অজুহাত থাকিতে পারে না।

যাঁহাদের জীবন-বীমা বিষয়ে কিঞ্চিৎ অভিজ্ঞতা আছে তাঁহারাই জানেন যে নূতন কাজ সংগ্রহ করিতে প্রথম বৎসরের প্রাপ্য প্রায় সমুদয় প্রিমিয়ামই খরচ হইয়া যায়। ঐ প্রিমিয়ামের শতকরা ৯০৲ টাকা খরচ করিয়া পরবর্ত্তী বৎসরের প্রাপ্য বাকী প্রিমিয়ামের যত অংশ খরচ হয় তাহা যদি একচুয়ারী কর্ত্তৃক নির্দ্ধারিত খরচের হারের মধ্যে থাকিয়া যায়, তাহা হইলেই বুঝিতে হইবে যে উক্ত কোম্পানীর অতিরিক্ত খরচ বা ব্যয়বাহুল্য হইতেছে না। এইভাবে হিসাব করিলে হিন্দুস্থানের নূতন বীমার প্রথম বার্ষিক ও তৎপর বার্ষিক প্রিমিয়াম হইতে খরচের হার যথাক্রমে শতকরা ৯০৲ ও ১৫-১৬৲ টাকা হইবে। তৎকালীন গভর্ণমেণ্ট একচুয়ারী মিঃ মিচেল্ পূর্ব্ববর্ত্তী 'ব্লু বুকে' খরচের হারের এই পরিমাপই গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি ১৯২৮ সালের ভূমিকায় লিখিয়াছেন যে হিন্দুস্থানের ব্যয়ের পরিমাপ নির্দ্ধারিত ব্যয়ের পরিমাপ হইতে শতকরা ১০।১২ অংশ কম।

গত পঞ্চবার্ষিকী ভ্যালুয়েশনে এই হিসাবে চলতি বীমার উপর (Renewal) খরচ ১৭%

হইয়াছে, অথচ একচুয়ারী কর্ত্তৃক নির্দ্ধা[illegible] খরচের হার ছিল ৩৩·৫এর কিছু উপ[illegible] কাজেই ব্যয়বাহুল্য ত' হয়ই নাই, উপ[illegible] ইহাতে কোম্পানীর মিতব্যয়িতাই পরিলক্ষি[illegible] হইতেছে।

কি প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়া [illegible] আনন্দবাজার হিন্দুস্থানের উপর "অযথা ব্য[illegible] বাহুল্য"-এর দোষ চাপাইলেন, তাহা বু[illegible] কঠিন।

হিন্দুস্থানের প্রিমিয়ামের হার ৫ বৎস[illegible] পূর্ব্বে কিছু পরিমাণ বৃদ্ধি করা হইয়াছিল সেই সময়ে এই সম্পর্কে কোন আলোচনা উঠে নাই। ইতিমধ্যে কোন কো[illegible] কোম্পানী একাধিকবার প্রিমিয়ামের হা[illegible] বৃদ্ধি করিয়াও আনন্দবাজারের বিরাগভাজ[illegible] হন নাই। প্রয়োজন হইলে এই সক[illegible] কোম্পানীর নাম আমরা প্রকাশ করিতে প্রস্তুত আছি, কিন্তু কোন্ সূত্রে আনন্দবাজা[illegible] ব্যয়বাহুল্যের সহিত প্রিমিয়ামের হা[illegible] বৃদ্ধির যোগসাযোগ করিলেন, তাহার সুস্প[illegible] উল্লেখ নাই।

তৃতীয়তঃ আনন্দবাজার অভিযো[illegible] করিয়াছেন—

হিন্দুস্থানের ভ্যালুয়েশন পদ্ধতি দেখিয়া মনে হয়, হিন্দুস্থান ক্ষমতার অতিরিক্ত বোনাস ঘোষণা করিয়া তাহার আর্থিক বনিয়া[illegible] শিথিল করিয়া ফেলিতেছে।

এই প্রকার অযৌক্তিক মন্তব্য প্রকাশ করা আনন্দবাজারের মত কাগজের পক্ষে সমীচীন হয় না। কাগজের বহুল প্রচার বলিয়াই যে অযৌক্তিক ও অবান্তর কথা বলিয়া সাধারণের মনে সন্দেহ সৃষ্টি করিয়া জেদ বজায় রাখিতে হইবে, "জাতীয়তা" বাদের মধ্যে এমন কোন কথা নাই।

আনন্দবাজার একটু কষ্ট করিয়া খোঁজ খবর লইলেই জানিতে পারিতেন, হিন্দুস্থানের ভ্যালুয়েশন পদ্ধতির মধ্যে সন্দেহ করিবার কিছু নাই; ভ্যালুয়েশনের পদ্ধতি ক্রমশঃই দৃঢ় হইতে দৃঢ়তর হইতেছে।

১৯২৭ সালের ভ্যালুয়েশনে খরচের হার ২৮% নির্দ্ধারিত হইয়াছিল; ১৯৩২ সালে

ধার্য্য হইয়াছিল ৩০·৫%। ১৯৩২ সালের ভ্যালুয়েশনে সর্ব্বসাকুল্য প্রিমিয়াম পদ্ধতি (Gross Premium Method) হইতে নিট প্রিমিয়াম পদ্ধতি (Net Premium Method) তে যাওয়ার জন্ত ৭ লক্ষ টাকা রিজার্ভে (Reserve) রাখিয়াই উদ্বৃত্ত (Surplus) বাহির করা হইয়াছে।

বীমা সম্পর্কে আলোচনা করিবার পূর্ব্বে আনন্দবাজারের জানা উচিত যে, বৃটিশ কোম্পানীর মধ্যে অধিকাংশই নিট প্রিমিয়াম পদ্ধতিতে তাঁহাদের ভ্যালুয়েশন করিয়া থাকেন এবং ভারতীয় কোম্পানীর মধ্যে একটি কোম্পানী মাত্র সম্প্রতি এই পদ্ধতি অনুসরণ করিতেছেন।

হিন্দুস্থানের বর্ত্তমান মেয়াদী বীমার উপর বোনাসের হার যদিও ভারতীয় অন্তান্ত কোম্পানীর মধ্যে সর্ব্বোচ্চ, তথাপি এই প্রকার বোনাস ঘোষণা হিন্দুস্থানের পক্ষে আকস্মিক নহে। গত পনর বৎসর যাবৎ বোনাসের এই হার বাড়িয়া আসিয়াছে। সুতরাং ইহাতে সন্দেহ করিবার কি থাকিতে পারে?

আনন্দবাজারের চতুর্থ অভিযোগ—

হিন্দুস্থানের নূতন বৎসরের বীমার একটা অংশ বাতিল হইয়া কোম্পানীর ক্ষতি হইতেছে।

আনন্দবাজার কোন্ প্রমাণের বলে এইরূপ মন্তব্য প্রকাশ করিলেন? আমরা জোর করিয়া বলিতে পারি প্রকাশিত বা প্রচারিত এমন কোন পুস্তিকা বা খবর নাই যাহার উপর নির্ভর করিয়া এই কথা বলা চলে। ১৯৩০ সালের ব্লু বুকে হিন্দুস্থানের বাতিল বীমার যে পরিমাণ লিখিত আছে, তাহা অনুরূপ কোম্পানীর তুলনায় আদৌ অস্বাভাবিক বা আশঙ্কাজনক নহে। বাতিল বীমার পরিমাণ মাত্র ৫% হইলে ক্রমবর্দ্ধনশীল কোম্পানীর পক্ষে তাহা মোটেই শঙ্কাজনক হয় না।

যে সকল মন্তব্য সুদৃঢ় প্রমাণের উপর প্রতিষ্ঠিত নহে এবং যে সকল উক্তি বিচারসহ নহে, অথচ সাধারণের মনে মিথ্যা সন্দেহের সৃষ্টি করিতে পারে, কোন আর্থিক প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে সেইরূপ উক্তি এবং মন্তব্য সর্ব্বতোভাবে পরিহার করা আনন্দবাজারের মত পত্রিকার পূর্ব্বাহ্নেই উচিত ছিল।

হিন্দুস্থান বাঙ্গালী জাতির সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আর্থিক প্রতিষ্ঠান। বহু বাঙ্গালীর অন্ন-সংস্থানের সহিত ইহার উত্থান পতনের সম্বন্ধ আছে। বহু পরিবারের স্বার্থের সহিত হিন্দুস্থানের কল্যাণ-অকল্যাণ জড়িত আছে। সর্ব্বোপরি হিন্দুস্থান বাঙ্গালীর অন্ততম জাতীয় প্রতিষ্ঠান; সম্পূর্ণ ভাবে স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত না হইয়া, প্রকৃত তথ্য সংগ্রহের চেষ্টা না করিয়া মাত্র সন্দেহ এবং ভিত্তিহীন আশঙ্কার উপর নির্ভর করিয়া আনন্দবাজার যে ধারাবাহিক আলোচনা দ্বারা ব্যর্থ "জনমত গঠনে" চেষ্টা করিতেছেন,—আর যাহাই হউক, 'সাধারণের প্রতি কর্ত্তব্য বোধে' যে এই চেষ্টার উদ্ভব হয় নাই একথা বলিতে খুব বেশী বিলম্ব হয় না।

আমরা ক্রমশঃ আনন্দবাজারের অভিযোগ যে ভিত্তিহীন তাহা যুক্তি প্রমাণের দ্বারা সাধারণকে বুঝাইয়া দিতে চেষ্টা করিব।

শ্রদ্ধেয় 'দীপালী' সম্পাদক সমীপেষু—

মহাশয়,

'দীপালী'র অন্যতম সম্পাদক সুকবি হেমেন্দ্রকুমার গত ২০শে জুন তারিখের 'দীপালী'র 'কলাকেলি' বিভাগে 'নাট্য-মন্দির' কর্ত্তৃক সীতা নাটকের উদ্বোধন প্রসঙ্গে বলেছেন,—"শিশির সম্প্রদায়ে যখন হাতে হাতে কাজ করবার সুযোগ পেলুম তখন...... আমি করলুম 'মঞ্জুল মঞ্জরী' নামে গানটির সঙ্গে নৃত্য-সংযোজনা।"

কথাটায় আপত্তি জানিয়েছেন 'বাঙলা'! 'সীতা' নাটক উদ্বোধনের সময় যাঁরা উপদেষ্টা, সাহায্যকারী, শুভানুধ্যায়ী বা বন্ধু-বান্ধব হিসেবে শিশির-সম্প্রদায়ের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন, তাঁদের মধ্যে কোনও ভদ্রলোকেই বোধ হয় 'বাঙলা'কে জানিয়েছেন যে, 'সীতা নাটকে 'মঞ্জুল মঞ্জরী' ও 'রূপসায়রের দোদুল তালে' এই দু'টি গানেরই নৃত্য পরিকল্পনা করেছিলেন স্বর্গত মনিলাল **বন্দ্যোপাধ্যায়**! নতুবা, 'বাঙলা' এ সব কথা জানবেনই বা কি করে?

বর্ত্তমানে শিশিরকুমার বা তাঁর নব-নাট্য-মন্দির সম্বন্ধে বহু তথ্যই রামা-শ্যামার অবিদিত থাকে না, তা জানি। কারণ, বর্ত্তমানে শিশিরকুমারের উপদেষ্টা, সাহায্যকারী ও বন্ধুত্বের দাবী ক'রে থাকেন রামা, শ্যাম, যদু, ও হরি। কিন্তু, সেদিনকার কথা নিয়ে আলোচনা তখনও শিশিরকুমারের বন্ধুভাগ্য প্রসন্ন হয় নি। এখন যাঁরা শিশিরকুমারের উপদেষ্টার আসন গ্রহণ করে গর্ব্বে স্ফীত হয়ে পড়েন, সেদিনকার নাট্য-মন্দিরের দ্বার তাঁদের অনেকের কাছেই ছিল রুদ্ধ—শিশিরকুমারের উপদেষ্টা বা বন্ধুত্বের আসন ত' দূরের কথা, সেদিনকার শিশিরকুমারের সান্নিধ্য বা সেদিনকার নাট্য-মন্দিরের প্রযোজনা সম্বন্ধীয় আলোচনা-বৈঠকের এক পার্শ্বে আসনলাভের সৌভাগ্যও তাঁদের স্বপ্নাতীত ছিল। সেদিনের শিশিরকুমার যাঁদের বন্ধুত্বলাভে ধন্য হয়েছিলেন নাট্য-মন্দিরের নাট্যালোচনা বৈঠক যাঁদের উপস্থিতিতে অলঙ্কৃত হোত, তাঁদের প্রত্যেকেই ছিলেন প্রকৃত গুণী, প্রকৃত জ্ঞানী, প্রকৃত শিল্পী, রসবেত্তা! ময়ূরপুচ্ছধারী দাঁড়কাকের যাতায়াত সে বৈঠকে ছিল না। সেদিন ডাঃ সুনীতিকুমার, স্বর্গীয় মণিলাল, স্বর্গীয় গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়, অধ্যাপক মন্মথমোহন বসু, কবি হেমেন্দ্রকুমার, কবি বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়, পণ্ডিত ক্ষীরোদ প্রসাদ প্রভৃতি ছিলেন শিশিরকুমারের উপদেষ্টা শুভানুধ্যায়ী, সাহায্যকারী! সুতরাং 'বাঙলা' সে সব দিনের কথা জানবেন কি করে!

সেইজন্যে 'বাঙলা'কে সেদিনের শিশির কুমারের উপদেষ্টা, সাহায্যকারী, শুভানুধ্যায়ী বা বন্ধু বান্ধব হিসেবে শিশির-সম্প্রদায় সংশ্লিষ্ট কোনও ব্যক্তির কথার ওপর নির্ভর করতে হয়েছে। এই ভদ্রলোক কে, তা জানি না। তবে, যিনিই হোন, তিনি যে সেদিনের নাট্য-মন্দিরের কোনও তথ্যই অবগত ন'ন, একথা নিশ্চয়! সেদিনকার শিশির সম্প্রদায়ের উপদেষ্টা, সাহায্যকারী ত' দূরের কথা, সামান্য পরিচয়ও যদি তাঁর থাকৃত তা হলে সুপ্রসিদ্ধ নৃত্যকলাবিৎ স্বর্গত মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়ের নাম তাঁর জানা থাকৃত, এ বিষয়ে সন্দেহ নেই!

স্বর্গীয় মণিলালের সঙ্গে পরিচিত হ'বার বা বসবার একাসনে সৌভাগ্য বোধ হয় 'বাঙলা'র সংবাদ সরবরাহকারী ভদ্রলোকটির হয় নি কখনও। 'মণিলাল' নামটাই বোধ হয় শোনা ছিল। সেইজন্যেই এই বিপত্তি!

'বাঙলা' বোধ হয় বুঝতে পেরেছেন কতখানি বিশ্বাসযোগ্য এই ভদ্রলোকের কথা আর কতটা পরিচয় শিশির-সম্প্রদায়ের সঙ্গে ছিল তাঁর! সত্যিই যদি থাকত, তা হ'লে স্বর্গত মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়ের পরিবর্ত্তে অজ্ঞাতনামা মণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথা 'বাঙলা'কে তিনি জানাতেন না, আর 'বাঙলা'কেও মণিলাল বন্দোপাধ্যায়কে 'সীতা'র নৃত্য-পরিকল্পনাকারী ব'লে প্রচার ক'রে হাস্যাস্পদ হ'তে হ'ত না।

'বাঙলা'র অবগতির জন্যে বলি—'সীতার নৃত্য-পরিকল্পনায় যিনি হেমেন্দ্রকুমারের সহযোগিতা করেছিলেন, তাঁর নাম ৺মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়, মণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায় নয়। মণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায় যাঁর নাম, তিনি নাট্যকার! সরমা তাঁরই লেখা!

'বাঙলা' বোধ হয় অবগত ন'ন যে, স্বর্গত মণিলাল গাঙ্গুলী মাত্র নৃত্যকলাবিদ্-রূপেই সাধারণ্যে পরিচিত ছিলেন না, সাহিত্যেও তাঁর খ্যাতি ছিল প্রচুর!

বাঙলায় অবগতির জন্যে আর একটা কথা জানাই!—হেমেন্দ্রকুমার যে 'মঞ্জুল মঞ্জুরী' গানটির নৃত্য সংযোজনা করেছিলেন, বলেছেন 'বাঙলা' বা তাঁদের সংবাদ সরবরাহকারীর জ্ঞাত না থাকলেও, কথাটা সত্যি! 'মঞ্জুল মঞ্জুরী'র নৃত্য-পরিকল্পনা ও সংযোজনা হেমেন্দ্রকুমারই করেছিলেন; আর 'রূপসায়রের দোদুল তালে' গানটির নৃত্য পরিকল্পনা করেছিলেন স্বর্গীয় মণিলাল। অবশ্য হেমেন্দ্রকুমার ও স্বর্গীয় মণিলাল পরস্পর

পরস্পরকে সাহায্য করেছিলেন—Suggestion দিয়েছিলেন।

আর একটা কথা, স্বর্গীয় মণিলালই যদি 'মঞ্জুল মঞ্জুরী'র নৃত্য-পরিকল্পনা করে থাকেন, ('বাঙলা'র উক্তি অবশ্য যদি মেনে নিতে হয়) তাহলেও ত' হেমেন্দ্রকুমারের কথা মিথ্যা বলা যায় না। কারণ, তিনি বলেছেন, —"আমি মঞ্জুল মঞ্জুরী নামে গানটির সঙ্গে নৃত্য-সংযোজনা!' নৃত্য-পরিকল্পনা ও নৃত্য সংযোজনা এই দুটো কথার প্রভেদ 'বাঙ্‌লা' অভিধান খুলে দেখলেই বুঝতে পারবেন। আসল কথা তা' নয়। হেমেন্দ্রকুমারকে মিথ্যাবাদী, প্রতারক, হীন প্রতিপন্ন করাই 'বাঙ্‌লা'র উদ্দেশ্য। এই উদ্দেশ্যের বশবর্ত্তী হয়েই 'বাঙলা' এযাবৎকাল হেমেন্দ্রকুমারের বিরুদ্ধে বিষ উদ্গীরণ ক'রে এসেছেন। কিন্তু মিথ্যা প্রচারে হেমেন্দ্র-কুমারের ক্ষতি হয়েছে কতটুকু?

হেমেন্দ্রকুমারের প্রতিষ্ঠা বালির ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত নয় যে, মিথ্যা-প্রচারের ক্ষীণ আলোড়নে তা ভেঙ্গে পড়বে।

অন্ধকারের মধ্যেই আলোক হ'য়ে ওঠে সমুজ্জ্বল। বাঙ্‌লা অন্ধকারকে গাঢ় ক'রে তোল্‌বার চেষ্টা করছেন বলেই, হেমেন্দ্রকুমার হ'য়ে উঠেছেন উদ্ভাসিত!

রবীন্দ্রনাথের উক্তিতেই শেষ করি—ঝিল্লী যদি চন্দ্রমার নিন্দা ক'রে, চন্দ্রমার ক্ষতি হয় না, ঝিল্লীরই অনিদ্রা রোগ জন্মায়

নিবেদন ইতি

১লা জুলাই ১৯৩৬ { শ্রীহেমন্তকুমার গুপ্ত

খেলার মাঠে

—সদানন্দ

ভারতীয় লীগ-ক্লাব বনাম ইউরোপীয় লীগ-ক্লাব

আগামী শনিবার ৬ই জুলাই ক্যালকাটা মাঠে উপরোক্ত আন্তর্জাতিক প্রতিযোগী া হইবে—এজন্য নিম্নলিখিত টীম নির্ব্বাচিত হইয়াছে—

ভারতীয় দল

গোল— এস, ব্যানার্জ্জি (কালীঘাট)

ব্যাক— সম্মথ দত্ত (মোহন বাগান)

জুম্মা খাঁ (মহামেডান)

হাফ্‌ব্যাক্—যামিনী ব্যানার্জ্জি (এরিয়ান্স)

নুর মহম্মদ (ইষ্টবেঙ্গল)

মাসুম (মহামেডান)

ফরওয়ার্ড—

এন, ঘোষ (স্পোর্টিং ইউনিয়ন), কে ভট্টাচার্য্য (মোহনবাগান), রসিদ (মহামেডান), রহমৎ (মহামেডান), সামাদ (ক্যাপ্টেন; ই, বি, রেল)

রিজার্ভ:—

ডি, মজুমদার (এরিয়ান্স), ডি, ঘোষ (হাওড়া), সাবু (কালীঘাট), বি, মুখার্জ্জি (মোহনবাগান), দুলাল ও লক্ষ্মীনারায়ণ, (ইষ্টবেঙ্গল), রায়চৌধুরী (মোহনবাগান)।

ইউরোপীয় দল

গোল—আর্মষ্ট্রং (ক্যালকাটা)

ব্যাক্—কারভে (ই, বি, রেল)

ম্যাকফারলেন (ব্লাকওয়াচ)

হাফ—হারপার (ডেভন্স), গোল্ড (ক্যাপ্টেন ক্যালকাটা), টার্ণবুল (ক্যালকাটা)

ফরওয়ার্ড—সি, ব্রাউটন (ডাল)

রিচি (ব্লাকওয়াচ) লাবসডেন (রেঞ্জার্স) সিমেন (কাষ্টম্‌)

ষ্টুয়ার্ট (ব্লাকওয়াচ)

রিজার্ভ—জার্ডিন (কাষ্টম্‌),

পটস্‌ (ক্যালকাটা) হেরেশ্চে (ব্লাকওয়াচ) পার্ক (ব্লাকওয়াচ

ম্যাকু (ব্লাকওয়াচ)

উভয় দলই খুব শক্তিশালীরূপে নির্ব্বাচিত ও গঠিত হইয়াছে। ভারতীয় দল নির্ব্বাচ সম্পর্কে মতদ্বৈধ উপস্থিত হইয়াছে ও পত্র বিশেষে সমালোচনা প্রকাশও হইয়াছে। হাওড়ার ডি, ঘোষ; মোহনবাগানের বি মুখার্জ্জি ও ইষ্টবেঙ্গলের লক্ষ্মীনারায়ণকে টীমে লওয়া হয় নাই সে জন্ম অনেকে আক্ষেপ করিয়াছেন। এবিষয়ে আমাদের বক্তব্য এই যে ইহাদের পরিবর্ত্তে যাঁহাদের নাম দেওয়া হইয়াছে, তাঁহারা প্রত্যেকেই বিশেষ সুদক্ষ ও কৃতি খেলোয়াড়—জুম্মা খ সম্মথ, ডি, ঘোষ অপেক্ষা রক্ষণভাগে খারাপ খেলিবেন এরূপ ধারণা করিবার কারণ নাই —অন্যান্য বিভাগে এই যুক্তি চলে নির্ব্বাচিত খেলোয়ারদিগের সহিত রিজার্ভে খেলোয়াড়দিগের উৎকর্ষের তারতম্য অতি সামান্য—সুতরাং ভারতীয় যে দল নির্ব্বাচিত হইয়াছেন তাহা প্রতিনিধি মূলক বলিয়া আমরা মনে করি। আবহাওয় ভারতীয় দলের অনুকূলে থাকিবে, তাহাদিগকে পরাজিত করা ইউরোপীয় দলের অসাধ হইবে। এই প্রসঙ্গে একটা কথা বল দরকার, কালীঘাট-ইষ্টবেঙ্গল খেলায় নুর মহম্ম বিশেষ অসুস্থ হইয়া মাঠ পরিত্যাগ করে —আগামী শনিবার তিনি 'সুস্থ' হইয়া না উঠিলে ভারতীয় দলে মধ্যবিভাগ অপেক্ষাকৃত দুর্ব্বল হইয়া পড়িবে—নুরের স্থানে কালীঘাটের সাবু ভাল সামলাইতে পারিবেন বলিয়া আমরা মনে করি; তথ

এই মধ্যবিভাগ গঠন লইয়া বেশ সমস্যা উপস্থিত হইতে পারে—এই বিষয় কর্তৃপক্ষ পূর্ব্বে হইতে বিবেচনা করিবেন।

খেলার সংক্ষিপ্ত বিবরণ—

শুক্রবার—

মহমেডান—(২) ব্লাকওয়াচ—(১)
মোহনবাগান—(১) ইষ্টবেঙ্গল—(১)

শনিবার

ডালহৌসী—(১) ক্যালকাটা—(১)
কাষ্টমস—(৩) ডিভন্স—(১)

সোমবার

কালীঘাট—(১) ইষ্টবেঙ্গল—(১)
কাষ্টমস—(১) ই, বি, আর—(১)
হাওড়া—(১) মোহনবাগান—(০)

মঙ্গলবার

মহামেডানস্পোর্টিং—(১) ক্যালকাটা—(০)
কালীঘাট—(৩) এরিয়ান্স—(১)
ডিভন্স—(১) ব্লাকওয়াচ—(৩)

প্রথমবিভাগের লীগ টেব্‌ল—

মঙ্গলবার পর্য্যন্ত :—

টিম	খে	জ	পরা	ড্র	পয়েণ্টস্
মহামেডান	২২	১১	৩	৮	৩০
কালীঘাট	২১	৯	৪	৮	২৬
ব্ল্যাকওয়াচ	২১	১১	৭	৩	২৫
ইষ্টবেঙ্গল	২০	৯	৪	৭	২৫
মো: বাগান	২১	৮	৫	৮	২৪
ই, বি, আর	২০	৭	৪	৯	২৩
ডালহৌসী	২১	৫	১০	৬	২০
কাষ্টমস	২০	৬	৭	৭	১৯
এরিয়ান্স	২০	৬	৯	৫	১৭
ক্যালকাটা	২১	৫	১০	৬	১৬
ডিভন্স	২১	৫	১১	৩	১৩
হাওড়া	২১	৩	১৩	৫	১১

দুটি খবর

বাংলা হচ্ছে ভারতের মস্তিষ্ক এবং তাই নিয়ে বাঙালীর গর্ব্বের অন্ত নেই। ওদিকে আবার দেখি, বাংলা হচ্ছে ভারতের টাকার বাক্স ;—ভারতের সব দেশ এখানে আসে টাকা আদায় করবার জন্যে এবং সে লুণ্ঠন কার্য্যে বাধা দিতে পারে তথাকথিত মস্তিষ্কের এমন শক্তি নেই।

চলচ্চিত্র হচ্ছে পরম আধুনিক এবং দেশ ও জাতির পক্ষে উন্নতিকর ব্যবসায়। অন্যান্য বিভাগের মতন এ-বিভাগেও দেখি, ব্যবসার দিক দিয়ে ভারতের অন্যান্য জাতি বাঙালীকে পিছনে ফেলে এগিয়ে গেছে। কলকাতায় প্রথম চলচ্চিত্র প্রদর্শনীর সূত্রপাত হয় বাঙালীরই দ্বারা। তারপর বাঙালীকে ঠেলে হটিয়ে সে ক্ষেত্রে আবির্ভূত হ'ল যারা, বাংলাদেশের সঙ্গে তাদের সম্পর্ক সুধু পাওনাদারের সম্পর্ক। চলচ্চিত্র ক্ষেত্রে বাঙালীকেই ভৃত্য রূপে রেখে প্রভু হয়ে তারা প্রভূত অর্থ উপার্জ্জন করতে লাগল।

চলচ্চিত্রের কারখানায় যেখানে মস্তিষ্কের প্রাধান্য বেশী, সেখানে আজও সারা ভারতে বাঙালীর জুড়ী নেই। বাংলার বাইরের লোকও এ সত্য মানে, তাই আজকাল এ-বিভাগে ভারতের নানা প্রদেশ থেকে বাঙালীর ডাক আসছে। কিন্তু তা দেখেও অনেকের চোখ টাটিয়ে উঠেছে। বুদ্ধির জোর না থাক্, গায়ের জোরেই এ-বিভাগ থেকে বাঙালীকে অর্দ্ধচন্দ্র উপহার দেবার জন্যে এর মধ্যেই কোন কোন প্রদেশে আন্দোলন উপস্থিত হয়েছে। যুক্তিটা হচ্ছে অনেকটা এইরকম—বাঙালীর ঠাঁই ভারতের কোথাও নেই, কিন্তু বাংলা হচ্ছে ভারতের আর সকলেরই জন্যে!

যাক! এরই ভিতরে তবু একটা আশার কথা এই যে, চলচ্চিত্র প্রদর্শনীর ক্ষেত্রে বাঙালী আজ নিজের পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়াবার চেষ্টা করছে। যে কলকাতায় কিছুদিন আগেও একটিমাত্র বায়স্কোপ্‌-বাড়ীও বাঙালীর হাতে ছিল না, আজ সেখানে বাঙালীর আধিপত্যই বেড়ে উঠছে ধীরে ধীরে। পূর্ণ থিয়েটার, চিত্রা, শো-হাউস, ছবিঘর, নিউ সিনেমা, রূপবাণী মহল, সুকল্যাণী, বিজলী, আলেয়া, দীপালী, রূপকথা প্রভৃতি!

আজ আর একটি সুখবর দিতে চাই! কলকাতার উত্তর অঞ্চলে এতদিন যে দুটি প্রধান ও প্রাচীন চিত্রালয় অবাঙালীর বিজয় দুর্গের মত বিরাজ করছিল, সেই কর্ণওয়ালিস ও ক্রাউন সিনেমা এইবারে বাঙালীর অধিকারে আত্মসমর্পণ করল! "কালী-ফিল্মে"র স্বত্বাধিকারী ও চিত্রজগতে সর্ব্বপ্রধান বাঙালী কর্ম্মী শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় অতঃপর ঐ দুটি চিত্রালয়ের সর্ব্বময় কর্ত্তা হলেন। এ সংবাদে নিশ্চয়ই বাঙালী মাত্রই আনন্দিত হবেন।

গাঙ্গুলী মশাই স্থির করেছেন, আমূল সংস্কার এবং পরিবর্ত্তন, পরিবর্জ্জন ও পরিবর্দ্ধন দ্বারা তিনি ঐ দুটি চিত্রালয়কে শীঘ্রই সম্পূর্ণরূপে বর্ত্তমান রুচির উপযোগী ক'রে তুলবেন। ওদের নাম পর্য্যন্ত বদলানো হবে। একটি চিত্রালয়ে দেশী ও আর একটিতে বিদেশী ছবি দেখানো হবে। ইতিমধ্যেই সংস্কার কার্য্যের তোড়জোড় চলছে। খুব সম্ভব, "কালী-ফিল্মে"র সম্পূর্ণ অভিনব, বিশিষ্ট ও বিচিত্র চিত্র "বিদ্যাসুন্দরে"র দ্বারাই ঐ দুটি চিত্রালয়ের একটির দ্বার উদ্ঘাটিত হবে মহাসমারোহে।

"বিদ্যাসুন্দর" সম্বন্ধে আমরা যেটুকু তথ্য সংগ্রহ করতে পেরেছি, তা হচ্ছে এই। এর চিত্র-নাট্য সংলাপ ও বত্রিশটি গান রচনা করেছেন শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়। ছবিখানি সম্পূর্ণরূপে তাঁরই তত্ত্বাবধানে প্রস্তুত হচ্ছে। এর মধ্যে চৌদ্দ-পনেরটি নাচ আছে, তার প্রত্যেকটিই তাঁরই পরিকল্পনার ফল। পরিচালনা ব্যাপারেও তিনি পরিচালক শ্রীযুক্ত তিনকড়ি চক্রবর্ত্তী মহাশয়কে যথাসাধ্য সাহায্য করেছেন। গান, আবহ ও নেপথ্য সঙ্গীত পরিচালনা করেছেন বাংলা গানের অদ্বিতীয় শিল্পী শ্রীযুক্ত কৃষ্ণচন্দ্র দে মহাশয়।

"বিদ্যাসুন্দরে"র প্রধান সম্পদ ও আকর্ষণ হবে, নৃত্য ও গীত। এর আগে এত নাচ গান একসঙ্গে আর কোন বাংলা ছবিতে দেওয়া হয় নি। কৃষ্ণচন্দ্রের সৃষ্ট সুরের খেলাতে এবারে আরো অনেক নূতনত্ব ও বিস্ময়ের পরিচয় পাওয়া যাবে। অনেকগুলি নাচও দেওয়া হয়েছে সম্পূর্ণ নূতন কৌশলে। কখনো দুটি ও কখনো তিনটি নাচ আলাদা আলাদা ভাবে তৈরী ক'রে তাদের একসঙ্গে মিলিয়ে দেওয়া হয়েছে—অথচ প্রত্যেক নাচে নর্ত্তকীদের বিভিন্ন পায়ের বোল ও অঙ্গভঙ্গি নাকি একসঙ্গে সমতালে মিশিয়ে গেছে। বাংলা নাচে এ প্রচেষ্টাও অভিনব।

"বিদ্যাসুন্দর" নাম শুনেই অনেকে অশ্লীলতার গন্ধ পেয়েছেন। কিন্তু কর্ত্তৃপক্ষ আমাদের আশা দিয়েছেন, তাঁদের "বিদ্যাসুন্দর" পিতা-পুত্র, ভ্রাতা-ভগ্নী ও মাতা কন্যা একসঙ্গে ব'সে উপভোগ করতে পারবেন, তার মধ্যে কোথাও এতটুকু বিকৃত রুচি নেই!

"বিদ্যাসুন্দরে"র ভূমিকালিপি :—

মহারাজা—শ্রীরাধিকানন্দ মুখোপাধ্যায়। সুন্দর—শ্রীরণজিৎ সেন। মন্ত্রী—শ্রীসত্যধন ঘোষাল। কোটাল—শ্রীললিত মিত্র। গঙ্গা ভাট—শ্রীজ্ঞান দত্ত (গায়ক)। প্রহরী—শ্রীসন্তোষ দাস। মহারাণী—শ্রীমতী সুরবালা। বিদ্যা—শ্রীমতী রাণীবালা। সুলোচনা—শ্রীমতী সুনীতি ('চিরকুমার সভা'র 'নীরবালা')। চপলা—শ্রীমতী বীণাপাণি। মালিনী—শ্রীমতী নীহারবালা। ঝড়—বিখ্যাত নর্ত্তকী শ্রীমতী কমলা।

গাঙ্গুলী মশাই "বিদ্যাসুন্দরে"র আগাগোড়া নিখুঁৎ করে তোলবার জন্যে যে বিপুল অর্থব্যয় করেছেন, শুনলুম আর কোন বাংলা ছবির জন্যে তিনি তা করেন নি। আশা করি নৃত্যগীতপ্রিয় বাংলাদেশে তাঁর এই অর্থব্যয় ব্যর্থ হবে না।

চিত্র পরিচিতি

The Little Colonel.

প্লাজায় দেখানো হইবে, শ্রেষ্ঠাংশে শার্লি টেম্পল, লায়নেল ব্যারীমুর, এভেলীন ভেনেবল্, জন লজ প্রভৃতি। ফক্সের ছবি, পরিচালক ডেভিড বাটলার।

পিতার ইচ্ছার বিরুদ্ধে এলিজাবেথ জ্যাককে বিবাহ করিল। ইহাতে পিতা কর্ণেল লয়েড আর তাহাদের তাঁহার গৃহে স্থান দিলেন না। তারপর তাঁহাদের একটী মেয়ে হয় তাহার নাম রাখিল লয়েড। তাহার সুন্দর স্বভাব চরিত্রের জন্য সকলে তাহাকে লিট্‌ল কর্ণেল বলিত। কি উপায়ে যে লয়েড তাহার মাতামহের হৃদয় জয় করিয়া পিতা-পুত্রীকে মিলন করাইল তাহা অতি সুন্দরভাবে চিত্রিত হইয়াছে।

'লিটল কর্ণেলের' ভূমিকায় শার্লি টেম্পল সকলকে মুগ্ধ করিয়াছে। অন্যান্য ভূমিকাগুলিও চিত্তকে স্পর্শ করে। মোটের উপর ছবিখানি চিত্ররসিক মাত্রকেই তৃপ্তি দিবে।

The Devil is A Woman.

এম্পায়ারে দেখানো হইবে, শ্রেষ্ঠাংশে মার্লেনা ডিয়েট্রিচ, সেসার রোমেরো, লায়নেল অ্যাটউইল, এডওয়ার্ড এভারেট হর্টন প্রভৃতি। প্যারামাউন্টের ছবি, পরিচালক যোসেফ ফন ষ্টার্নবার্গ।

ছবির গল্পটি তেমন চিত্তাকর্ষক নয়। স্পেনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠা সুন্দরী নর্ত্তকী কোঁচা পেরেজের রূপের অনলে বহু পুরুষ তাহাদের জীবনাহুতি দিয়াছিল, কিন্তু একজন ছাড়া সে কাহাকেও ভালবাসে নাই—সে একজন নির্ব্বাসিত প্রিয়দর্শন যুবক—নাম এন্টোনিয়ো। তাহাকে বাঁচাইতে গিয়া সে নিজের জীবনের সমস্ত সুখ বিসর্জ্জন দিল।

মার্লিনের অভিনয় মনোমুগ্ধকর। অন্যান্য ভূমিকাগুলিও সু-অভিনীত হইয়াছে পরিচালক মহাশয় তাঁহার পরিচালনা-নৈপুণ্যে আমাদিগকে মুগ্ধ করিয়াছেন। তাঁহার তত্ত্বাবধানে আলোকচিত্র গৃহীত হইয়াছে সেইজন্য আলোক-চিত্র হইয়াছে এক কথায় চমৎকার। সাজসজ্জা ও দৃশ্যপটের জাঁকজমক প্রচুর পরিমাণ আছে!

"The Devil Is a Woman" চিত্রের নায়িকা ও নায়ক মার্লেন ডিয়েট্রিচ ও সেসার রোমেরো

নাট মণ্ডপ

বেঙ্গল টকীজ

সম্প্রতি 'বেঙ্গল টকীজ' নামে একটি নব-চিত্র-প্রতিষ্ঠান গঠিত হইয়াছে। প্রতিষ্ঠানটির অফিস ১১নং ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান্ ষ্ট্রীটে।

বেঙ্গল টকীজের কর্ত্তৃপক্ষের কার্য্য-তৎপরতা প্রশংসনীয়। কারণ, ইতিমধ্যেই তাঁহারা ভারতলক্ষ্মী ষ্টুডিও ভাড়া লইয়া সুপ্রসিদ্ধ পরিচালক শ্রীযুত মধু বসুর পরিচালনায় একখানি উর্দ্দু ছবি তুলিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। আগামী ১৫ই জুলাই প্রথম 'শুটিং' হইবে।

এই ছবিতে শ্রীযুক্ত মধু বসু তাঁর নিজের সম্প্রদায় লইয়াই কাজ করিবেন।

আমরা এই নব-গঠিত প্রতিষ্ঠানটির দীর্ঘজীবন ও সর্ব্বাঙ্গীন সাফল্য কামনা করি।

নিউ থিয়েটার্স

"দেবদাস"-এর পরিচালক কুমার প্রমথেশ বড়ুয়া অপরাজেয় কথাশিল্পী শরচ্চন্দ্রের "বামুনের মেয়ে"র শীঘ্রই সবাক-চিত্ররূপ দিবেন। নিউ থিয়েটার্সের প্রসিদ্ধ অভিনেতৃবৃন্দ এবং শ্রেষ্ঠ শিল্পী সমন্বয়ে চিত্রখানি ব্রিটিশ একুসটিক্স (British Accoustics) শব্দ-যন্ত্রে গৃহীত হইবে। চিত্রখানি উত্তর কলিকাতার অন্যতম শ্রেষ্ঠ চিত্রগৃহ "রূপবাণীতে" মুক্তিলাভ করিবে। ইহার বিশদ বিবরণ এবং চরিত্র-লিপি পরে প্রকাশ পাইবে।

কল্যাণী নাট্য-সঙ্ঘ

আগামী কল্য ইঁহারা নব নাট্যমন্দির রঙ্গমঞ্চে ৺গিরিশ ঘোষের সামাজিক নাটক "আদর্শ গৃহিনী" অভিনয় করিবেন। তাহার আগে শ্রীমতী কমলাবাই কর্ত্তৃক নৃত্যগীতের ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

রাধা ফিল্ম কোং

ইহাদের বাংলা কৌতুক চিত্র "মানময়ী গার্লস স্কুল" আগামী সপ্তাহ ১৩ই জুলাই হইতে কর্ণওয়ালিশ থিয়েটারে প্রদর্শিত হইবে। রূপবাণীতে নয় সপ্তাহ ধরিয়া ছবিখানি চলিয়াছে। আমাদের মনে হয় কর্ণওয়ালিসেও এখন বেশ কিছুদিন চলিবে।

ভারতলক্ষ্মী পিকচার্স

ইঁহারা শ্রীভূপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের "বাঙ্গালী" নাটকের চিত্রস্বত্ব ক্রয় করিয়াছেন।

পরিচালক চারু রায় "ডাকু-কা-ল্যাডকা" নামে একখানি হিন্দী ছবি তুলিতেছেন।

ইষ্ট ইণ্ডিয়া ফিল্ম কোং

শ্রীধীরেন গাঙ্গুলী পরিচালিত বাংলা ছবি "বিদ্রোহী" আগামী ৩রা আগষ্ট রূপবাণীতে মুক্তিলাভ করিবে।

শ্রীজ্যোতিষ মুখোপাধ্যায়ের পরিচালনায় "পায়ের ধূলো"র কাজ খুব দ্রুত অগ্রসর হইতেছে।

সুপ্রসিদ্ধ প্রিয়দর্শন অভিনেতা গুল হামিদ তাঁহার স্বরচিত একটি গল্পের পরিচালনা করিবেন। আমরা তাঁহার উন্নতি কামনা করি।

কালী ফিল্মস

গত মঙ্গলবার হইতে "কাল পরিণয়ে"র কাজ আরম্ভ হইয়াছে। ছবিখানি নির্ব্বাক যুগে শ্রীপ্রিয়নাথ গাঙ্গুলী পরিচালনা করিয়া যথেষ্ট সুনাম অর্জ্জন করিয়াছিলেন।

আসর

গত ১৮ই জুন মঙ্গলবার দিবস সন্ধ্যা সাত ঘটিকায় চৌরঙ্গীস্থিত আসর প্রতিষ্ঠানে কার্য্য নির্ব্বাহক সমিতির এক নির্ব্বাচন সভার অধিবেশন হইয়াছিল। মিঃ কে, এন, মজুমদার ইহার সভাপতিত্ব করিয়াছিলেন। সভায় ব্যক্তিগণের সম্মতিক্রমে নিম্নলিখিত মহোদয়গণ কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির সভ্যরূপে বৃত হইয়াছেনঃ—

সেক্রেটারী—ডাঃ এস, কে, মজুমদার

এক্সিকিউটিভ্ কমিটির সভ্যগণঃ—

শ্রীযুক্ত মিহির কিরণ ভট্টাচার্য্য, শ্রীযুক্ত বিভূতি ভূষণ দত্ত বি, এস্-সি, শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্র কুমার গঙ্গোপাধ্যায় বি-এ, শ্রীযুক্ত কুন্দন লাল সাইগাল (মিঃ সাইগাল)। অতঃপর শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রনাথ দাস (মতিলাল) মহাশয়ের উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত এবং ভারত-প্রসিদ্ধ তবলাবাদক শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্র কুমার গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়ের তবলা সঙ্গত অতিশয় উপভোগ্য হইয়াছিল। রাত্রি প্রায় ১০ ঘটিকায় সময় সভাভঙ্গ হয়।

*

গতপূর্ব্ব মঙ্গলবার ২৫শে জুন সন্ধ্যা সাত ঘটিকার সময় উক্ত আসর প্রতিষ্ঠানে লক্ষ্নৌ ম্যারিস কলেজের ভূতপূর্ব্ব কৃতী ছাত্র শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রলাল রায় মহাশয়ের উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের আয়োজন হইয়াছিল। তিনি একাদিক্রমে কয়েকখানি উচ্চাঙ্গ খেয়াল গাহিয়া সভাস্থ শ্রোতৃবর্গকে বিশেষভাবে পরিতৃপ্ত করেন। তাঁহার সহিত তরুণ তবলা বাদক মণীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তবলা সঙ্গত করায় বিশেষ কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন। রাত্রি প্রায় ১০ ঘটিকার সময় সভাভঙ্গ হয়।

সাপ্তাহিকা

গেল শনিবার ক'লকাতায় মাইকেল মধুসূদন দত্তের ত্রিষষ্টিতম স্মৃতিবার্ষিকী উপলক্ষে অনেক সভা সমিতি হ'য়ে গেছে। সকালে বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষদ ও অন্যান্য সাহিত্য-সমিতির সভ্যরা লোয়ার সার্কুলার রোডে কবির সমাধির সম্মুখে সমবেত হ'য়ে কবির সমাধিস্তম্ভে মাল্যদান ও তাঁর আত্মার কল্যাণ কামনা করেন এবং প্রবন্ধ কবিতাদি পাঠ করেন। বহু নরনারী সেখানে উপস্থিত ছিলেন। বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদ, বালী সরস্বতী পাঠাগার, খিদিরপুর মাইকেল লাইব্রেরী, সাহিত্য সেবক সমিতি, গিরিশ সঙ্ঘ প্রভৃতির নাম মাল্যদাতাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য। শ্রীগিরিজাকুমার বসু সেখানে সভাপতিত্ব করেন। এই সভার বিবরণে অমৃতবাজার পত্রিকা সভাপতি ব'লে আর কার একটা নাম দিয়েছেন। এমন জার্ণালিজ্‌ম্ না হ'লে কি সম্পাদকের কারাবাস ঘটে?

সম্পাদক—
শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায় শ্রীগিরিজা কুমার বসু

দীপালি

DIPALI

বাংলার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সচিত্র সাপ্তাহি

পলেট গডার্ড—চার্লি চ্যাপলিনের নূতন ছবি "Production No. 5"র নায়িকা।

৭ম বর্ষ] ২৬শে আষাঢ়, ১৩৪২ ঃঃ 11th July, 1935 [২৭শ

কলিকাতা কর্পোরেশন

অগ্নি-বীমা কোম্পানী সমূহের প্রতি

নোটিশ

কলিকাতা কর্পোরেশনের অধীনস্থ বাজারসমূহের অগ্নিবীমার জন্য দরপত্র আহ্বান করা যাইতেছে এবং উক্ত দর-পত্রাবলী ১৯৩৫ সালের ১৫ই জুলাই পর্য্যন্ত নিম্ন স্বাক্ষরকারী কর্ত্তৃক গৃহীত হইবে। বিশদ বিবরণের জন্য কলিকাতা কর্পোরেশনের সেক্রেটারীর নিকট আবেদন করিতে হইবে। ১৯৩৫ সালের ৬ই জুলাইয়ের ক্যালকাটা মিউনিসিপ্যাল গেজেটেও বিশদ বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে।

ভাস্কর মুখার্জ্জী,
বি, এ (ক্যান্টাব),
বি-এস-সি (ক্যাল),
অস্থায়ী সেক্রেটারী

সেণ্ট্রাল মিউনিসিপ্যাল
অফিস

৩রা জুলাই, ১৯৩৫।

দীপালী কার্য্যালয়—১২৩।১, আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা—
ফোন বড়বাজার—৩২৫৩

৭ম বর্ষ } ২৬শে আষাঢ় বৃহস্পতিবার, ১৩৪২ / ১১ই জুলাই ১৯৩৫ { ২৮-শ সংখ্যা

কলাকেলি
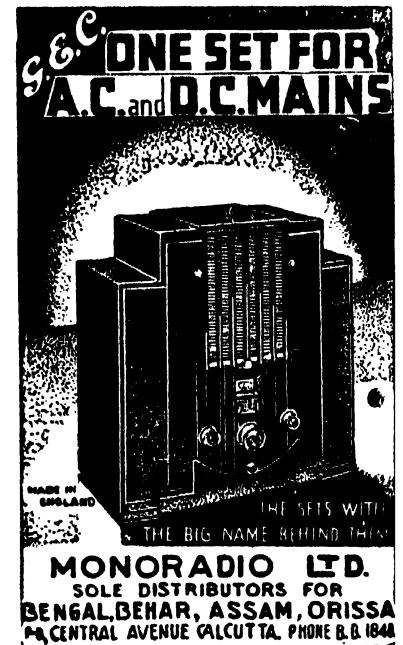
আষাঢ়ের আকাশ মনকে উদাস ক'রে দেয়। সারা-আকাশকে আজ মনে হয় যেন অনন্ত রঙ্গমঞ্চ, সমস্ত দিন ধ'রে চলছে সেখানে নব-রসের অভিনয়ে ঘন ঘন পট-পরিবর্ত্তন। রুদ্রের রৌদ্র-হাস্য মুছিয়ে দিচ্ছে ক্ষণে ক্ষণে কাজল-মেঘের ছায়ানৃত্য। মেঘ ও রোদের এই অবিরাম আনাগোনায় গঙ্গার জলছবিতে যে বিভিন্ন রঙের আল্পনা ফুটে উঠছে, আমার হাতে টার্ণারের তুলি থাকলে সকলকে তা এঁকে দেখিয়ে অমর হ'তে পারতুম। রাস্কিনের ভাষাও পাই নি, তাঁর মতন শব্দচিত্রও আঁকতে পারলুম না।

*

গঙ্গার ঐ চিরচঞ্চল হৃদয় ঠিক আমারই হৃদয়ের মত! এ হৃদয়-নদীও কখনো অচঞ্চল হ'য়ে থাকে না, কত যুগের, কত জন্মের, গত আগত অনাগত কালের কত ভাবে অস্থির হ'য়ে গতি-রাগের ছন্দে ছন্দে এ বয়ে চলেছে কোন্ অজানা চিরন্তনের উদ্দেশে,—এর কূলে কূলে রহস্যময় আলো-আঁধারিতে দুলে দুলে যাচ্ছে কত আশা-নিরাশার দোলা,—এর তালে তালে নেচে যাচ্ছে সুখদুঃখমাখা অতীতের কত স্মৃতির তরণী! অগাধ এই মানুষের হৃদয়-নদী, এর জলে মেশানো আছে কত হাসি, কত অশ্রু!

*

এই হৃদয়-নদীর জল সেঁচে হাসি আর অশ্রু চয়ন করেন যাঁরা, তাঁরা হচ্ছেন বাল্মীকি ও হোমর, তানসেন ও বেটোফেন এবং ফিডিয়াস, প্রাক্সিতেলেস ও অজন্তা-ইলোরার অজ্ঞাত শিল্পী। কোন্ সৃষ্টিকর্ত্তা এই পরিদৃশ্যমান বিশ্ব, নিখিল জীব এবং এই অদ্ভুত হৃদয়-নদী সৃষ্টি করেছেন, মানুষ তার সঠিক সংবাদ জানে না। কিন্তু এই হৃদয়-নদীতে ডুবুরী হয়ে যাঁরা আর এক নূতন বিশ্ব সৃষ্টি করেছেন, মানুষ তাঁদের ভগবান ব'লে না মানলেও তাঁরা ভগবানেরই মতন সর্ব্বশক্তিমান। আমি বলি, ভগবানেরও চেয়ে তাঁরা আর এক পা এগিয়ে গেছেন। ভগবানের দেওয়া দুঃখ অসহনীয়, কিন্তু তাঁদের দেওয়া দুঃখ আমরা উপভোগ করি। আর্টে দুঃখও মোহনীয়। কলা-জগতে 'কমেডি'র চেয়ে 'ট্রাজেডি'ই বড়-আনন্দের পসরা।

*

......বজ্র-ডমরু বেজে উঠল। মুখ তুলে চেয়ে দেখি, নীলিমায়

দিয়ে শূন্যপথে মেঘদূতেরা দল বেঁধে ছুটে চলেছে মহাব্যস্ত হ'য়ে মহা-সমারোহে! যেন কে নটরাজ সৃষ্টি স্থিতি লয় নিয়ে নৃত্য-খেলা করতে করতে এখনি আকাশ-অঙ্গনে আত্মপ্রকাশ করবেন, এ হচ্ছে তাঁরই অগ্রদূতদের শোভাযাত্রা! বিদ্যুতের দেওয়ালী সূর্য্যের অভাব দূর করেছে, বৃষ্টিধারার লাজাঞ্জলিতে দৃষ্টিসীমা পূর্ণ হয়ে যাচ্ছে,—গঙ্গার দৃশ্য একেবারে অদৃশ্য! বিশ্ব আজ আকাশময়।

*

এই ঘনঘোরঘটার মাঝখানে একবার আমার পাশের দিকে তাকিয়ে নিলুম। এই ভস্মবর্ণ বিশ্বে সেখানে আমার প্রেয়সী-সভায় এখনো বিচিত্র রঙের কোন কৃপণতাই নেই! জুঁই-বেলা-চামেলি, অপরাজিতা, সূর্য্যমুখী, জবা, হেনা, দোলনচাঁপা, রজনীগন্ধা! ভ্রমর-প্রজাপতি পলাতক, তাদের রঙের নেশায় মাতাল হবার লোক খালি এখন আমি। আর আছে বর্ষার উদ্দাম বাতাস। কিন্তু তার রুঢ় ছোঁয়ায় এরা ধরা দিতে রাজি নয়, তাই অসহায় হয়ে ভেঙে প'ড়ে ফুলেরা আমারই পানে চেয়ে আছে আকুল ভাবে।

*

তাদের সেই অসহায় আকুলতা হৃদয়ের মধ্যে অনুভব করবার চেষ্টা করছি, এমন সময় সিঁড়ির উপর পায়ের শব্দ হ'ল; ফিরে দেখি, এই দুর্য্যোগে এক বন্ধুর হাসিমুখ। আশ্চর্য্য হয়ে তাকিয়ে আছি, বন্ধু বললেন, "বাড়ীতে ব'সে একলা-একলা ভালো লাগছিল না, বাদ্‌লাটা তোমার সঙ্গে উপভোগ করতে এলুম।··· ···কিন্তু তুমি বারান্দায় বসে একলাটি কি করচ?" আমি বললুম, "তুমি যে-জন্যে এখানে এসেচ আমিও তাই করচি—অর্থাৎ বাদলকে উপভোগ করচি।"—"এমন একলা ব'সে থাকতে তোমার ভালো লাগে?"—"খুব ভালো লাগে।"—"কিন্তু ভাই, এমন একলা থাকলে আমার গায়ে তো জ্বর আসে!"

*

এইরকম কথা প্রায়ই অনেকের মুখে শুনি। একলা-থাকার আনন্দ যে কি গভীর, অনেকেই তা জানেন না। একলা-থাকার মানে যদি আর-একজন মানুষের অভাব হয়, তবে সে অভাব অনুভব করেছি সেই ছেলেবেলায়, তার পরে আর কোনদিনই নয়। দশজনের মাঝখানে ব'সেও মানুষ একলা থাকতে পারে অনায়াসেই এবং সে একলা-থাকায় আছে প্রচুর পরিতৃপ্তি। আর সত্য কথা বলতে কি, পৃথিবীর ভাষায় যাকে বলে একলা-থাকা, একলা থাকতে জানলে আসলে তার মধ্যে আর একাকীত্ব থাকে না। মানুষের আত্মার মধ্যেই বাস করে এক এবং বহু। ইচ্ছা করলেই সে একাই একশো হ'তে পারে!

*

গগনে এই যে কালো মেঘের বাহিনী ছুটছে, বিদ্যুৎ-বালার সচকিত দৃষ্টি ফুটছে, মেঘ-বাতায়নের ফাঁকে ফাঁকে সুন্দরী নীলিমা উঁকি দিয়েই অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে, ইন্দ্রধনু-তোরণে অশরীরী কবিতা আত্মপ্রকাশ করছে, কেকা-কলরবে কদম্বরা শিউরে শিউরে উঠছে, গঙ্গাধারার তালে তালে দাঁড় ফেলে নৌকার মাঝি-মাল্লারা সারিগান গেয়ে চলেছে এবং থেকে থেকে বাদল-মহলে বিশ্বব্যাপী জলের ফোয়ারা খুলে দিয়ে কোন্ অদেহী গায়ক বজ্র-ছাঁদে গেয়ে উঠছে গম্ভীর মেঘমল্লার, এ-সবের সঙ্গে কি মানুষের জীবনের কোনই যোগ নেই? এরা কি মানুষের জীবন-সভায় বিপুল জনতারই মত নয়? কুঁড়ির ভিতরে রঙের বিচিত্র জন্ম, বনস্পতির শাখায় শাখায় শ্যামলতার পবিত্র মন্ত্র, নদীর পরপারে চপল আলো-ছায়ার নীরব সঙ্গীত, ফুলবনচারী সমীরণের গন্ধবিলানো ছন্দ, এরা কি মানুষের একাকীত্ব ঘুচিয়ে দেয় না? সূর্য্য, চন্দ্র কোটি কোটি তারকার সমুজ্জ্বল বন্ধুত্ব, গীতকারী বিহঙ্গের আনন্দ-সম্ভাষণ নির্ম্মলনীল অসীম আকাশের নিস্তব্ধ প্রেম, এদের গ্রহণ করতে জানলে মানুষ কি কখনো আপনাকে একলা ব'লে মনেও ভাবতে পারে?

*

প্রত্যেক রসিক মানুষের এমন-একখানি নিজস্ব ঘর থাকা দরকার বাহিরকে ছেড়ে যার ভিতরে এসে বসলে সঙ্গীর অভাব মনে পড়ে না সে ঘরের দেওয়ালে দেওয়ালে থাকবে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ শিল্পীদের প্রতিভার নমুনা, এদিকে- ওদিকে সাজানো থাকবে কিছু-কিছু সুন্দর জিনিষ ব দু'চারটে ভাস্কর্য্যের পরিচয়, এবং আল্‌মারিতে থাক্‌বে কয়েকশত বাছা বাছা ভালো বই। যিনি নিজের শিক্ষা ও সংস্কৃতির গর্ব্ব করেন অথ সামর্থ থাকা সত্ত্বেও অন্ততঃ হাজার-খানেক পুস্তকের অধিকারী হ'তে নারাজ, তাঁকে আমি শিক্ষিত ভদ্রলোক ব'লেই স্বীকার করব না

পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ চিত্র ও ভাস্কর্য্যের এবং সৎসাহিত্যের নমুনা আজকাল এতটা সুলভ হয়েছে যে, কিঞ্চিৎ রসবোধ ও কলানুরাগ থাকলে অধিকাংশ মধ্যবিত্ত ব্যক্তিই তাদের ঘরে এনে রাখতে পারেন। এবং নিজের মনের মত ক'রে সাজিয়ে নেওয়া সেই ঘরে ব'সে প্রত্যেকেই একলা থেকেও যখন-খুসি বহু বন্ধুর সঙ্গে মিলনের আনন্দ উপভোগ করতে পারেন !... ... ...ঘরের চারিদিকে কত চিত্রকরের, কত ভাস্করের প্রাণের পরিচয় তোমার অবসরকে অপূর্ব্ব-মধুর ক'রে তুলবে। তোমার পুস্তকাধারের মধ্যে নিশিদিন অপেক্ষা করছেন কালিদাস, ভবভূতি, সেক্সপীয়ার, বাইরণ, শেলী, কীট্‌স্, দান্তে, গেটে, হুগো, মেটারলিঙ্ক, টলষ্টয়, রোলাঁ, চণ্ডীদাস, বঙ্কিম, মাইকেল, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র এবং আরো কত কত গুণীজন। যাঁর সঙ্গে খুসি আলাপ কর! তখন একাকীত্ব লজ্জা পেয়ে পালিয়ে যাবে কোথায় !

*

এঁদের সঙ্গে আলাপ ক'রেও যদি কিছু সময় হাতে থাকে, তাহ'লেও একলা থাকতে হবে ব'লে ভাবনা নেই। তোমার বাড়ীতে একটুখানি খোলা জমি আছে ? যদি না থাকে, তবে ছাদের উপরে যতগুলো সম্ভব টব সাজিয়ে একটি ছাদ বাগান রচনার চেষ্টা কর—একলা মানুষের পক্ষে এমন নির্ম্মল আনন্দের কাজ আর নেই। টবের মাটিতে তোমার আপন হাতে পোতা বীজ থেকে যখন অঙ্কুর বেরুবে এবং পরে সেই অঙ্কুর যখন চারায় পরিণত হবে, তখন অপূর্ব্ব এক সৃষ্টিপুলকে তোমার সারা মন পরিপূর হয়ে উঠবে! তারপর তোমার প্রাণের রঙে রঙিন হয়ে নানান ফুলের সৃষ্টি,—তারা হবে তোমার শত শত নূতন বন্ধুর মত এবং তাদের রংবেরঙে স্নিগ্ধসুন্দর ভাষা বুঝতে বুঝতেই একাকীত্বের সমস্ত কথা তোমার মন থেকে মুছে যাবে !......কিন্তু বন্ধু, বাংলা দেশে এ-সব কথা বলাও বোধ হয় বিড়ম্বনা! বাংলার গরিব ও মধ্যবিত্ত পরিবারের কথা ছেড়েই দি, এখানকার বড় বড় ধনীর বাড়ীতেও পদার্পণ করলে চোখে পড়ে খালি জীবন ও অবসরের অপব্যবহার। যারা আর্টকে চেনে না, একের মধ্যে বহুকে লাভ করবার আনন্দ থেকে বঞ্চিত হওয়া ছাড়া তাদের পক্ষে উপায়ান্তর নেই। তাদের জীবন অভিশপ্ত।

*

একলা-থাকতে-নারাজ বন্ধুর কাণে এই-সব কথা বলতে বলতে মুখ তুলে দেখি, আকাশে আষাঢ়ে-মেঘের কাজল আরো-পুরু হয়ে উঠেছে—দূরে বৃষ্টির ঝরণায় "বালী-ব্রিজে"র রেখা একেবারে লুপ্ত হয়ে গেছে। এই ছায়াময়ী, শব্দময়ী ও স্বপ্নময়ী পৃথিবী আমার নয়ন-মনকে আবার উদাস ক'রে দিলে! এবং সঙ্গে সঙ্গে 'ট্রে'র উপরে গৃহিনীর দান নিয়ে ভৃত্য এসে হাজির—মুড়ি, সসা, নারিকেল এবং গরম চা! অতএব আমারও মুখ বন্ধ হ'ল!

*

(শেষাংশ ২৫শ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

স্বাস্থ্য লাভের উপায়

—ডাঃ শৈলেন্দ্র চন্দ্র নন্দী এল, এম, এফ

পৃথিবীর ক্রোড়ে জন্মগ্রহণ করিবার সঙ্গে সঙ্গে প্রধানতঃ তিনটী অমূল্য সম্পদ আমাদের জীবন ধারণে সাহায্য করিয়া থাকে—প্রথমতঃ পিতামাতা, দ্বিতীয়তঃ স্বাস্থ্য, তৃতীয়তঃ প্রকৃতির দান সমূহ। একের অভাবে অন্যটী সম্যক কার্য্যকরী হয় না। প্রতিনিয়ত এই তিনটির কার্য্যের সামঞ্জস্য থাকে বলিয়া দেহ ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতে থাকে। সবল সুস্থ জনসমষ্টি জাতির মেরুদণ্ড।

বর্ত্তমান ভারতে যে জাতীয়, নৈতিক, সামাজিক ও শারীরিক পুণর্গঠনের একটী অদম্য উৎসাহ সকলের প্রাণে জাগিয়াছে, তাহা দেশের মঙ্গলের সাঙ্কেতিক চিহ্ন বলিয়া ধারণা করা যাইতে পারে। স্বাস্থ্যকর স্থানে বসবাস করিবার ইচ্ছা লোকের দিন দিন বাড়িতেছে। চেকোশ্লোভেকিয়ার সোকল (Sokol) প্রতিষ্ঠান, ইটালীর জনসাধারণের স্বাস্থ্যরক্ষার চেষ্টা, জার্ম্মানির যুবকসঙ্ঘ, জাপানের স্বাস্থ্যনীতি, সুইজারল্যাণ্ডের চিকিৎসা প্রণালী ও নানা সভ্য দেশের বিবিধ প্রচেষ্টার আদর্শে আমাদের দেশে কিয়ৎ পরিমাণে কার্য্য আরম্ভ হইয়াছে। সহরে ও গ্রামে স্বাস্থ্যরক্ষার উৎকর্ষের চেষ্টাই ইহার নিদর্শন। শুধু গৃহস্থালীই নহে, লাঠি খেলা, ছোরা খেলা ও নৃত্য চর্চ্চা বহুল পরিমাণে প্রচলিত হইলেও বালিকাদের মধ্যে শ্বাস রোগে মৃত্যু বা শিশু মৃত্যুর সংখ্যা তেমন হ্রাস পায় নাই। অনেক ক্ষেত্রে স্বাস্থ্যরক্ষা সম্বন্ধে প্রাথমিক জ্ঞান না থাকায় বা রোগের প্রথমাবস্থায় সুচিকিৎসার ব্যবস্থা না করায় অসংখ্য লোক মৃত্যুমুখে পতিত হয়। বিশেষতঃ বাংলা দেশে যক্ষ্মারোগের প্রাদুর্ভাব বশতঃ অনেক কার্য্যক্ষম নর-নারী যৌবনেই অকাল মৃত্যুতে, অথবা রুগ্ন অবস্থায় কার্য্যে অক্ষম হইয়া আমরণ শয্যাশায়ী থাকিয়া সাংসারিক ক্ষতি ও দারিদ্র্য প্রতি-নিয়ত বৃদ্ধি করিতেছে। পৃথিবীর প্রগতিশীল দেশসমূহ এক একটী সম্পদ রক্ষার উপায় সমূহের দিকে দৃষ্টিপাত করিলে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। কেবল মাত্র তাহাই নহে, বিভিন্ন দেশের স্বাস্থ্যরক্ষার পদ্ধতি হইতে আমরা স্বদেশে থাকিয়াও অনেক মূল্যবান তথ্য আহরণ করিতে পারি।

উপরের চিত্রখানি সুইজারল্যাণ্ডের ডাভস্ (Davos) নামক একটী মনোরম স্থানের। বৎসরের মধ্যে পাঁচ মাস স্থানটী তুষারাবৃত থাকে। গাছ, মাঠ, পথ প্রভৃতি সকলই বরফে ঢাকা। এখানকার আবহাওয়া শুষ্ক, অথচ কুয়াসার নামগন্ধ নাই। বরফের মধ্যে সূর্য্য-কিরণেরও কিছুমাত্র অভাব নাই। ডাভস্ পৃথিবীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ স্বাস্থ্য নিবাস বলিয়া প্রসিদ্ধ। বৎসরের সব সময় পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ হইতে যক্ষ্মা, হাঁপানি সর্দ্দিকাশি প্রভৃতি রোগের চিকিৎসার জন্য বহু লোক আসিয়া যথাসম্ভব শীঘ্র পূর্ণ স্বাস্থ্য লাভ করিয়া থাকে। যক্ষ্মা ও ক্ষয় রোগ সম্বন্ধে গবেষণা করিবার জন্য এখানে একটী রিসার্চ ইনষ্টিটিউট আছে।

ডাভস্ একটী ক্ষুদ্র স্থান হইলেও এখানকার অধিবাসীদের স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য বিবিধ উপায় অবলম্বন করা হইয়াছে। সরকার কর্ত্তৃক দুধ সরবরাহ, আবর্জ্জনা পরিষ্কার, পাহাড় হইতে সহরের মধ্যে ঝরণার জল সর্ব্বক্ষণ আনয়ন করা হইতেছে। রোগীদের জন্য পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হাঁসপাতাল রহিয়াছে। ধনী, দরিদ্র, সকলের উপযোগী হোটেল, স্বাস্থ্যাবাস বা আবাস স্থল এখানে আছে। সাধারণতঃ লণ্ডন হইতে ২৪ ঘণ্টার

[শেষাংশ ২৬শ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য]

"The Whole Town's Talking" ছবিতে এডওয়ার্ড জি, রবিনসন। ক্যামেরা-কৌশলের সাহায্যে একই দৃশ্যে তিনি দুইটি বিভিন্ন ভূমিকা অভিনয় করিয়াছেন।

"ক্লাইভ অফ্ ইণ্ডিয়া" ছবিতে রোনাল্ড কোলম্যান ও লরেটা ইয়ং।

সুপ্রসিদ্ধ অভিনেতা ওয়ালেস বীয়ারী ও তাঁহার মেয়ে ক্যারল অ্যান বীয়ারী।

শুধু দু'দিনের তরে

(বড় গল্প)

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

—শ্রীনীহাররঞ্জন গুপ্ত

(গ)

চায়ের পেয়ালাটা হাতে ক'রে সুধাংশু সতুর সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্রকে নিয়ে বেদম তর্ক করছিল; এমন সময় হুড়মুড় করে ওরা তিনজনে এসে সেই ঘরের মধ্যে ঢুকলো। ওদের চোখে মুখে যেন একটা অস্বাভাবিক ব্যস্ততার লক্ষণ। সুধাংশু আপাততঃ ওদের 'শরৎ ও রবির' তর্কটা থামিয়ে উৎসুক ভাবে শুধালে,

—'কোথায় যাচ্ছ করুণা দা?'

—'ঝিলে স্নান করতে।'

—'আমি যাবো'।

—'হাঁ উনি যাবেন। যাঃ যাঃ, বাবার আদুরে গোপাল—' বলে রেণু মুখটা সিঁটকালে।

—'না আমি যাবো।'

—'বেবী তোর না জনডিস্···' বলে রেণু চেঁচালে, অর্থ যাতে রতিনাথবাবুর কানে গিয়ে পৌছায়। মাস তিনেক আগে বেবীর (সুধাংশুর ডাক নাম) 'জনডিস্' হয়েছিল, তা হ'তে এখন পর্য্যন্ত কোন কিছু হলেই রেণু ওকে ওই অতীতের কথাটা স্মরণ করিয়ে দিয়ে বাধা দিত যেন রোগটা আজও ওর সারেনি।'

দিদির কাছে কোন সুবিধা হবে না বুঝতে পেরে ও চায়ের পেয়ালাটা হাতে নিয়ে মীনার কাছে এগিয়ে গিয়ে চুপি চুপি বললে, 'মীনুদি please! দিদিকে একটু।' মীনা চোখ টিপে একটু হেসে চায়ের পেয়ালাটায় একটা চুমুক দিতে দিতে এগিয়ে গেল। অন্যান্য দিন চায়ের আসরটা যেন ভাঙ্গতেই চাইত না। কিন্তু আজ সেটা বহু আগেই ভেঙ্গে গেল।

ওরা যখন সব ঝিলের ঘাটে এসে দাঁড়ালে, ভোরের সোনালী আলোয় তখন সারা ঝিলখানি যেন রূপের গরিমায় ভেঙ্গে টুকরা টুকরা হ'য়ে যাচ্ছে। করুণা এক লাফে জলের মধ্যে পড়ে ডুব দিলে। হুস্ করে অনেকটা দূরে গিয়ে আবার ভেসে উঠলো। মাথায় লম্বা লম্বা চুলগুলি কপোলের উপরে এসে ঝাঁপিয়ে পড়েছে। সুন্দর পেলব বাহু দুটি দিয়ে জল কাটতে কাটতে মীনা এগিয়ে চললো। করুণার সঙ্গে সঙ্গে মীনাও একবার ঝিলটা cross করলে। কিন্তু দ্বিতীয় বারেও যখন সে করুণার সঙ্গেই সাঁতার দিয়ে এগিয়ে গেল তখন রেণু পিছন থেকে চেঁচাতে লাগলো, 'মীনু পোড়ারমুখী ফিরে আয়। হাঁপিয়ে গেছিস্··· ডুবে মরবি! ···ওরে।' কিন্তু কে কার কথা শোনে! এক মনে সাঁতার দিয়ে ও এগিয়েই যেতে লাগলো।

—'ফিরে যাও মীনা! তুমি হাঁপিয়ে পড়েছ।'

—'না আমি একটুও হাঁপিয়ে পড়িনি!··· এখনো সাঁতার দিতে পারবো।'

—'বেশ তবে এগিয়ে এসো···

তখন বোধ হয় ওরা প্রায় মাঝামাঝি গেছে সহসা করুণা ডাকলে,—'মীনু'—এ ঠিক সেই রকম মাতাল করা ডাক! যেমনটি সে ডেকেছিল কয়েকদিন আগে বাঁশীটা চেয়ে নেবার ছলে। ওর সমস্ত শরীরের ভিতর দিয়ে বয়ে গেল একটা মাতলামির শিহরণ।

করুণার হাত দিয়ে ঠেলে দেওয়া জলের ঢেউগুলি ওর চোখে ও মুখের প'রে এসে আল্‌গা ভাবে আছড়ে আছড়ে পড়ছিল। মাথাটা একটু তুলে ও জবাব দিলে, 'কি?'

—'আচ্ছা, সত্যি সত্যি এখন যদি আমাদের সাঁতার দিতে দিতে হাত পা দুটো শিথিল হ'য়ে আসে; শ্রান্ত কণ্ঠ দিয়ে পৌঁছবার মত কণ্ঠস্বর আর না বেরোয়। ধীরে ধীরে এই ঠাণ্ডা নরম জলের বুকে নেতিয়ে পড়ি। কানে ভেসে আসে দূরাগত পাখীর অস্পষ্ট কাকলি···শুধু একটা গভীর ঘুমের জড়তা নেমে আসে দুটি চোখের উপরে।'

—'করুণা সত্যিই আমি বড় টায়ার্ড হ'য়ে পড়েছি···'

জলের বুকে একটা ধাক্কা দিয়ে ওর দিকে জলের ভিতরই হাতটা বাড়িয়ে দিয়ে করুণা বললে, 'ভয় কি মীনু এই যে আমি তোমার পাশেই আছি হাতটা বাড়িয়ে দাও!···'

বহু কষ্টে করুণা মীনাকে এক প্রকার টেনে টেনেই পাড়ির উপর এসে দাঁড়ালো। ওপারে তখন বেবী রেণু ওরা সব সিঁড়ি ধরে জলের মাঝে লাফালাফি করছিল। মীনা যেমন জল থেকে উঠে ডাঙ্গায় দাঁড়াতে যাবে সহসা তার পায়ের নীচে সমগ্র দুনিয়াটা যেন দোদুল দোলায় দুলে উঠ্‌লো। মাথাটার মধ্যে যেন কেমন ঝিম ঝিম করতে লাগল। আশে পাশের সমস্ত বাতাস যেন ধোঁয়ার মত কষ্টসাধ্য হয়ে উঠ্‌লো। দুই কানের সমস্তটাই জুড়ে যেন শত শত ঝিঁঝিঁ পোকার ডাকের মত একপ্রকার অস্পষ্ট গম্ভীর আওয়াজ! সে নিজের একান্ত অজ্ঞাতেই একদিকে হেলে পড়লো। করুণা ছিল ঠিক পাশেই—বোঁ করে সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ে দু'হাত দিয়ে ধরে অবশ্যম্ভাবী পতন হ'তে ওকে রক্ষা করলে। করুণার মনে হলো যেন ফুলের চাইতেও নরম এলো মেলো একটা শিথিল বস্তু ওর বুকের উপর এসে এলিয়ে পড়লো। ও বিহ্বলের মত সামনের দিকে চাইলে। সমগ্র দুনিয়ায় যেন আজ আর কেউ নেই, শুধু আছে ওরা দু'জনে। করুণা আচ্ছন্নের মত ওর মুখের দিকে তাকালে। শ্রান্ত লাল টুকটুকে সিঁদুরের মত মুখখানি ঘিরে কয়েকটা ভিজে চুলের গোছা। অতিরিক্ত পরিশ্রমে বুকটা

থেকে থেকে ফুলে ফুলে উঠ্‌ছে। ওর মাথার ভিতর যেন সহসা কেমন করে উঠ্‌লো। ধীরে ধীরে একান্ত অজান্তে মোহগ্রস্তের মত পদ্মের রাঙা দু'টি পাপড়ির মত ঠোঁট দুটির দিকে ওর ঠোঁট নেমে এল …!

* * *

প্রথম সন্তান সম্ভাবনায় নারীর সমগ্র দেহ ব্যেপে যেমন একটা ভয় ও আনন্দের আলোড়ন ও বিলোড়ন চলতে থাকে তেমনি করুণার সারা দেহ ভরে সমস্ত দিনটাই একটা অজানিত ভাবের অসহ্য উচ্ছ্বাসের মাতামাতি চললো।

সকলের দৃষ্টির বাইরে নিজের ঘরটাতে গিয়ে ও নিজের মনের সাথে একা একা লুকিয়ে লুকিয়ে কত কথাই যে কইলে!… আজকের দ্বিপ্রহরের আকাশটা যেন সহসা ওর চোখে অস্বাভাবিক একটা নীলিমায় ভ'রে গেছে। মাঝে মাঝে ভেসে-আসা পাখীর অস্পষ্ট টুক্‌রো টুক্‌রো কাকলী আসে পাশের গাছপালা, যা কিছু ওর চোখে পড়ছিল সব কিছুই যেন একটা অসহ্য পুলকের দোলায় ওর দেহ ও মনকে উত্তেজিত করে তুলতে চায়!…

দুপুরের দিকে ও রবি ঠাকুরের 'চয়নিকা'টা খুলে বসলো,

—'তাই আঁখিতে প্রকাশিতে চাহিনে তারে,
নীরব থাকে তাই রসনা।
মুখে সে চাহে যত, নয়ন করি নত,
গোপনে মরে কত বাসনা।
তাই যদি সে কাছে আসে পলাই দূরে,
আপন মন —আশা দ'লে যাই,—
পাছে সে মোরে দেখে থমকি বলে
"এ কে!"
দু'হাতে মুখ ঢেকে চলে যাই।
পাছে নয়নে বচনে সে বুঝিতে পারে
আমার জীবনের কাহিনী,
পাছে সে মনে ভাবে, "এওকি প্রেম জানে?
আমিত' এর পানে চাহিনি!"

'করুণা'—'

ও মুখ তুলে দেখলে খোলা দরজার উপরে দাঁড়িয়ে রেণু।

—'মীনুটা কোথায় গেল জান?'

—'না ত'।'

'ওকি, ওটা বুঝি 'চয়নিকা'—কি পড়া হচ্ছে দেখি?'

করুণা বইটা বুঁজিয়ে বললে, 'আয় বোস গল্প করা যাক।'

বিছানাটার উপর বসতে বসতে রেণু বললে, 'কি গল্প আর করব বল! তার চাইতে তোমার ওখানে I mean রেঙ্গুণে—যাদের সঙ্গে ভাব আছে তাদের কথা বল—শোনা যাক।'

—'ভাব ত' আমার অনেকের সঙ্গেই আছে; ছেলে, মেয়ে, বুড়ো, বুড়ী; কিন্তু তুই প্রকৃত-পক্ষে যাদের কথা শুনতে চাস না জানলে কি ক'রে বলি বল।'

—'বেশ ত' তোমার মেয়ে বন্ধুদের কথাই বল না!'

—'কার কথা শুনবি বল! মলু, হেনা, করবী, প্রিয়তমা…অনেকের সাথেই ত' আলাপ ছিল ও আছে।'

'প্রিয়তমা! বাঃ বেশ নামটি ত'! ওর কথাই বল!…

—'কৈশোর ও যৌবনের সীমানায় দাঁড়িয়ে যার সঙ্গে আমার প্রথম মুখোমুখি হয়, সে হচ্ছে আমাদের প্রতিবেশী সরকারী ডাক্তার বিনোদ বাবুর মেজ মেয়ে। তখন আমি সবে Second class থেকে প্রমোশন পেয়ে 1st classএ উঠেছি। প্রথম যেদিন আমার মাষ্টার মশাইয়ের পড়া বোঝান ছেড়ে, ক্লাশের ছেলেদের সঙ্গে একত্র মাঠের মাঝে মিলিত হয়ে শিক্ষকদের নিন্দাবাদ করার ইচ্ছাকে বাদ দিয়ে একা একা ছাদের উপর ব'সে পেন্সিল নিয়ে খাতার উপরে কবিতার মক্স করতে আরম্ভ করলাম সেদিন। ছোট বোন রেবার ক্লাশের বন্ধুদের দিকে চেয়ে দেখতে ইচ্ছা গেল; ঠিক সেই সময়টায় আমার ভাব হ'লো ওই প্রিয়তমার সাথে। তার পর এক এক ক'রে এল 'হেনা' 'মলু' 'করবী' এরা ওরা, আরো কত কে!'

এমন সময় কথার মাঝখানেই সহসা উল্কার মত সুধাংশু এসে ঘরের মধ্যে ঢুকে প'ড়ল। ওরা উভয়েই আপাততঃ ওদের গল্প থামিয়ে দোরের দিকে ফিরে তাকালে। রেণু শুধাল, 'ব্যাপার কি বেবী?…'

—'না তোমায় না, ওই করুণাদাকে!… শীঘ্র চল। আমায় কিন্তু তোমার সঙ্গে নিয়ে যেতে হবে করুণা দা! ঐ ছোট বাহাদুরটা একটা nonsense, ও আমায় কিছুতেই নিতে চায় না। বেশ হয়েছে, বাবারই কি একটা কাজে সেটা দুপুরে যেন কোথায় গেছে!…' হুড় হুড় ক'রে ও বলেই চলতে লাগল। মৃদু মৃদু হাসতে হাসতে করুণা বললে, 'কিন্তু আমি যে আঁধারেই র'য়ে গেলাম বেবী! ব্যাপারটা খুলেই বল না।…'

—'আমিই বাবাকে বলেছি করুণা দা, যে তুমি Drive ক'রতে জান।…'

—'বেশ করেছ, কিন্তু আসল ব্যাপারটা কি?'

—'ছোড়দিমণির যে বিয়ে! আর জ্যেঠামশায় লিখেছেন, এখানেই হবে। সব আসছে যে আজকেই।' ওর কথা শুনে তড়াক ক'রে এক লাফ দিয়ে রেণু উঠে পড়লো।

—'কবে রে, আজকে নাকি!'

—'হাঁ গো হাঁ, চল করুণা দা! বাবা তোমায় ডাকছে।'

প্রকাণ্ড লাইব্রেরী ঘরটায় একটা আরাম কেদারায় শুয়ে রতিনাথ খোলা দরজাটার দিকেই চেয়েছিলেন, হাতে একখানা খোলা চিঠি।

—'মামাবাবু আমায় ডেকেছেন!…'

—'কে করু, ও হ্যাঁ হ্যাঁ বেবী বলছিল বটে! তা যাক ছোট বাহাদুরকে একটা কাজে পাঠিয়েছি, সে বোধ হয় রাত দশটার আগে এসে পৌঁছাতে পারবে না। তুমি কি কারটা নিয়ে ওদের ষ্টেশন থেকে receive ক'রে আনতে পারবে না?…'

—'বড় মামা কি বিকালের গাড়ীতেই আসছেন?…'

—'হাঁ, সেই রকমই ত' লিখছে। ত তোমার যদি এমন বিশেষ কোন…'

—'না না, আমি যাচ্ছি।…'

• • • কিন্তু কারটা ড্রাইভ ক'রে করুণা যখন গ্যারেজ হ'তে বেরুল তখন দেখা গেল, গেটের সামনে দাঁড়িয়ে শুধু বেবীই নয় রেণুও আছে এবং তার বাবার ইচ্ছাটাও বোধ হয় বেবীর চাইতে বিশেষ কিছু কম নয়। যা হোক, তিন জনে মিলে ষ্টেশনাভিমুখে যাত্রা করলে।

ষ্টেশনে পৌছুতে পৌছুতেই সেদিনকার মত স্যিয়্যি মামা আকাশের এক কোণ ঘেঁসে নিদ্‌ মহলে প্রবেশ করলেন। তার বিদায় ব্যথায় আকাশের মুখখানি যেন রাঙা হয়ে উঠেছিল। সেদিনের মত পাখীর দল চলছিল তাদের আপন আপন কুলায়ের দিকে। অল্পক্ষণ বাদেই দূরে ধূসর ধোঁয়ার কুণ্ডলি আকাশের বুকে ছড়িয়ে পড়তে পড়তে জানিয়ে দিলে ট্রেন এসে গেছে।

…কিন্তু কই কেউ ত' আসেনি, ওরা তিন জনে প্রত্যেক কম্পার্টমেণ্টের কাছে গিয়ে দেখছিল তাঁরা এসেছেন কিনা। সহসা একদল মেয়েলী কণ্ঠের হালকা স্বর ওদের কানে এসে বাজল, 'হ্যালো রেণা!…'

ও চমকে চাইলে! একটা ইণ্টার ফিমেল কম্পার্টমেণ্ট ভর্ত্তি একদল মেয়ে।…'আরে তোরা?…হঠাৎ কোন News না দিয়ে?… too glad to see you!…'

দলের মধ্য হ'তে একজন মুচ্‌কি হেসে বললে, 'আমার ভাই ইচ্ছা ছিল অন্তত কাল তোকে একটা wire করতে। কিন্তু রেবাটা কিছুতেই দিলে না। বললে, এতে নাকি তোকে খুব surprise করা যাবে। After all তুই surprised নিশ্চয়ই হয়েছিস্‌ না?'

একটা গাড়ীতে ত' আর এতগুলির স্থান হবে না; অতএব আর একটা ভাড়া করতেই হলো। গাড়ীতে উঠতে উঠতে রেণু প্রীতিকে বললে, 'কি বলব ভাই তোরা যে সত্যি সত্যিই আসবি এটা যেন আমার স্বপ্নেরও অতীত ছিল! টিফিন্‌ আওয়ারের সামান্ত একটা মতলব যে এমনি ভাবে সত্যি হয়ে দাঁড়াবে!'

—'সে কথা যাক! ও কে ভাই!… ফিয়াসে নাকি!…'

—'You silly goose! ও যে আমার পিসতুত ভাই!…'

—'পিসতুত ভাই—সেত' আরো ভাল। তোদের দেশের কে একজন নাকি বলেছে, 'কাজিন্‌স্‌ আর দি বেষ্ট টারগেট!'

—'Damn it!…কিন্তু কেন বলত do you like him!'

—'Me! What a pity!' বলে সে নিজের রসিকতায় নিজেই খিল্‌ খিল করে হেসে উঠলো। ও দিকে অন্ধকারটা বেশ একটু একটু করে চোরের মত পা ফেলে ফেলে সমগ্র দুনিয়াটাকেই গ্রাস করে ফেলেছিল। করুণা নীরবে stearingটা ধরে গাড়ী চালাচ্ছিল। স্থানাভাববশতঃ পাশেই যে তরুণী বসেছিল সে সহসা speedometerটার দিকে তাকিয়ে বললে, 'আর একটু speed দিন না।

এতক্ষণে করুণা পাশের দিকে তাকিয়ে দেখলে। গাড়ীর ভিতরের স্বল্পালোকে ও দেখলে মেয়েটীর দুটি চোখ যেন উত্তেজনার উগ্র নেশায় ঝক ঝক করছে। গাড়ীর ক্রম-বর্দ্ধমান গতি যেন ওর রক্তের বিন্দুতে বিন্দুতে ছড়িয়ে পড়ছিল। করুণা গাড়ীর গতি আরো একটু বাড়িয়ে দিলে। Speedometer-এর fine needleটা ৪০ ও ৪৫-এর গায়ের উপর এসে থর্‌ থর্‌ করে কাঁপতে লাগলো। পিছনের গাড়ীটাকে অনেক দূরে ফেলে করুণা যখন গেটের ভিতরে প্রবেশ ক'রে একটা দ্রুত টার্ণ নিয়ে গাড়ী বারন্দাটার নীচে এসে ব্রেক কসলে রতিনাথ তখন ওদের আগমন প্রতীক্ষায় বারন্দাটার উপর আঁধারেই পাইচারী করে বেড়াচ্ছিলেন।

—'এই যে দাদা এলেন নাকি!'

করুণা এগুতে এগুতে বললে, 'না মেজমামা ওঁরা কেউ আজ আসেন নি।' ততক্ষণে ওর পিছনের একটা ভারী দলের দিকে রতিনাথের নজর পড়ল।

—'এঁরা!'…

—'বাবা, এরা আমার Class mate—আমাদের এখানে বেড়াতে এসেছে।' বললে রেণু।

—'ওঃ তা বেশ! তা বেশ!…তোমার পিসিমাকে গিয়ে বল।' বলতে বলতে তিনি তাঁর Studyর দিকে পা বাড়িয়ে দিলেন। কিন্তু খানিকটা এগিয়ে তখুনি আবার ফিরে এসে বললেন, 'হাঁ ভাল কথা! দেখ যেন এদের কোন রকম inconvenience feel করতে না হয়!…' বলে ফিরে আবার চলে গেলেন।

*

—'এই রামরূপ; রঘুয়া লদি চা।…' বললে বলতে রেণু ওদের সকলকে নিয়ে চা খাবার ঘরে এসে ঢুকল।

ঘরে ঢুকেই ও পাশের জানালাটা খুলে দিতেই এক ঝলক আলো বাইরের কামিনী গাছটার উপরে ঝাঁপিয়ে পড়ল।

অল্পক্ষণ বাদেই রামরূপ চায়ের সরঞ্জাম নিয়ে ঘরে ঢুকল।

—'দিদিমণি, কেক আর নেই। কেক আবদুল এখনও নিয়ে আসেনি। বিস্কুট আছে আর পিসিমা বললেন, তিনি এখুনি লুচি ভেজে পাঠিয়ে দিচ্ছেন।'

—'বেশ তুমি তাই দিয়ে যাও, আর দেখ লুচি ভাজতে যেন বেশী দেরী না হয়।…' আপাততঃ চা আর বিস্কুট দিয়ে ওদের আসরটা বেশ্‌ জমে উঠল। রেবা বললে, 'Wonder,
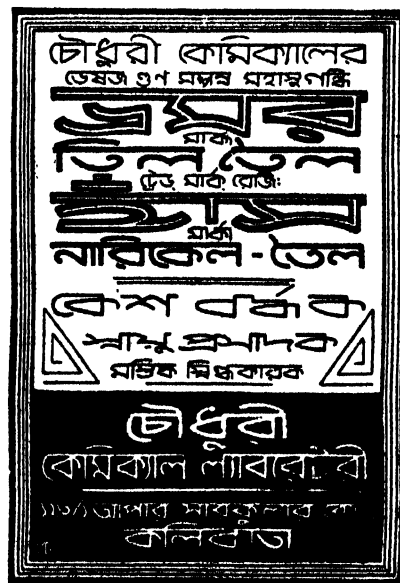
সেই ভদ্রলোকটী চুপ কোরে কোথায় ডুব মারলেন ভাই!' প্রীতি হেসে জবাব দিলে, 'কিন্তু রেণু তোর বাবা কি……'

—'নারে না, সে সব কোন ভয় নেই। তিনি বলেন সমবয়সী ছেলে মেয়েরা যদি অবাধে না মেলামেশা করতে পারলে তবে তাদের মনের মাঝে যে সমস্ত ideas বাসা বেঁধে আছে তার উপযুক্ত প্রসারণ হবে কোথা থেকে? তিনি বলেন যে সন্তান আমার নিজেরই তাকে যদি না বিশ্বাস করতে পারবো তবে কি বিশ্বাস করতে পারব ওই চাকর রামরূপকে?…আমি করুণাকে ডেকে পাঠাচ্ছি।'

রেবা বললে, 'কিন্তু তার নিজের—'

ফিক্ করে একটু হেসে রেণু বললে, 'করুণা! না থাক! যখন এসেছি সই তখন চিনবার যথেষ্টই অবকাশ পাবে।' বলে সে একজন ভৃত্যকে করুণাকে ডেকে দিতে আদেশ করলে।

(ক্রমশঃ)

উষার শুকতারা

—শ্রীচারুপ্রভা বসু

রজনী না হতে শেষ লো সুন্দরী তারা।
নিতি নিতি দেখা দাও কার আবাহনে॥

কাহার বন্দন তরে সুখে হ'য়ে হারা।
লুকাও আবার লাজে উদার গগনে॥
দয়িত কে আছে তব অবনী-ভিতরে।
কার তরে ধর' বুকে ও রূপের ভাতি॥

কাছেও আসনা কভু, থাক স'রে স'রে।
সাধ ক'রে বিরহ যে সহ সারা রাতি॥
কোন রাজবালা তুমি সখিগণ সনে।
বসে আছে নীলিমার সিংহাসন-পরে॥

একে একে লুকাইল সকলে গোপনে।
তুমি আছ একা কারে ভেটিবার তরে॥
কোন্ অতীতের স্মৃতি বহি, পথ চেয়ে।
আসিয়াছ ওগো মৌন বিরহিনী মেয়ে॥

প্রেম ও প্রতিভা

—শ্রীবীরেন্দ্র নাথ চট্টোপাধ্যায়

চিন্তা বা বুদ্ধিবৃত্তি দিয়ে নয়—এক মাত্র অনুভূতির কাছেই আজ পর্য্যন্ত জগতের পবিত্রতম মহাসত্য সমূহ ধরা পড়েছে: জগৎ বিখ্যাত মনীষী আনাতোল ফ্রাঁস এ কথা লিখেছেন। শুধু তাই নয়—"We shall have greatly lived if we have greatly loved" আমাদের অনুভূতিকে (sentiments) জাগিয়ে তুলেই আমরা বাঁচব —আমরা ভালবাসব, আর অন্তর দিয়ে অতি নিবিড় ক'রে অনুভব করব আমাদের প্রেম ও প্রেমিকাকে। আমাদের সমগ্র অনুভূতি তাতে ক'রে উন্মুখ হ'য়ে উঠবে, আর হবে এক-কেন্দ্রীভূত। তা' থেকে নূতন স্বচ্ছতা আসবে আমাদের অন্তরে। পৃথিবীর আলো, বাতাস রূপ, মাধুর্য্য নূতন স্পন্দন জাগিয়ে তুলবে আমাদের আত্মার মুকুরে। আমাদের শক্তি ও সত্ত্বা হবে সমগ্রতায় পূর্ণ।

প্রেমই একমাত্র অবলম্বন, যা থেকে আমরা বিশ্বের যা কিছু মহান ও সত্য সবার দিকে এগুতে পারি। বাস্তব জীবনের কলঙ্ক কালিমা আর নিষ্ফলতা সহ্য ক'রেও আমরা বাঁচি আমাদের অনুভূতির স্বচ্ছতায়। আমাদের এই সীমাবদ্ধ জীবন ও ক্ষমতা নিয়ে সীমাহীন বিশ্বের অতি রহস্যময় নিগূঢ় বার্ত্তা উপলব্ধি করবার শক্তি ও সম্ভাবনা শুধু এক পথে—সে হচ্ছে প্রেম।

মানুষের জীবনে জটিলতার অন্ত নেই। অনুভূতির প্রতি স্তরে বাস্তবতার আঘাত উদ্ধত বাহু নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। বাস্তব ও সামাজিক নিয়মের নিষ্পেষণে প্রায়ই হৃদয়ের স্বাভাবিক বিকাশ ঘটে উঠতে পারে না। এমনি ক'রেই হৃদয়ের সাথে চলে পারিপার্শ্বিকের অবিরাম সংগ্রাম। অধিকাংশ ক্ষেত্রে হৃদয়কেই পরাজিত ক'রে জড়-জগতের সুবিশাল প্রতিষ্ঠা আজও চলছে।

জীবনে এমন একদিন আসে যে দিনে প্রেমের স্পর্শ মানুষের অস্তিত্বে দিয়ে যায় নব জাগরণের প্রেরণা, যার শিহরণ পৌঁছায় আত্মার মূল পর্য্যন্ত। সেই পরম মুহূর্ত্তে যে প্রেমের স্পর্শে মানুষের হ'ল নব-চেতনার সঞ্চার, তার অস্তিত্ব পেল সমগ্রতার আস্বাদ, তা যদি বিফলে যায়, যদি প্রেমের প্রথম অনুভূতিই ব্যর্থতায় তিক্ত হ'য়ে যায়, তবে তার জীবনের কালিমা সারা জীবনেও ঘোচেনা। যে নারীর প্রেমস্পর্শে প্রথম প্রেমের অনুভূতি আসে, সারা জীবনে তারই একটা বিশিষ্টতা থেকে যায়, জগতের কোন জিনিষের সঙ্গে তার বিনিময় চলে না। প্রেমের এই ব্যর্থতায় অনুভূতি আরও প্রবল হ'য়ে ওঠে। অনেক সময় তারই অবশ্যম্ভাবী ফলে প্রেমিক তার অন্তর্বেদনার দাহ হ'তে নিষ্কৃতি চায় এক অভিনব উপায়ে। কাব্য বা সঙ্গীতের মধ্যে তার বেদনার হয় নূতনতর প্রকাশ। তাঁদের হৃদয়ের অনন্ত শূন্যতার বেদী তাঁরা কথার মালা সাজিয়ে ভরিয়ে তুলতে চান কিন্তু তাতে কি সে অসীম শূন্যতা পূর্ণ হয়! নিজের অস্তিত্বকে ক্ষয় ক'রে তবেই ত' তাকে হতে হয় কবি বা শিল্পী। বাস্তব সত্তাকে লুপ্ত করে দিয়ে অনুভূতির প্রখরতায় তার হয় নূতন করে জন্ম। তখন বাস্তবের প্রয়োজন থেকে প্রেমকেই সে দেখে বড় করে। জগতের কল-কোলাহলের মধ্যে তার স্থান নাই, তার দৃষ্টি চলে সূক্ষ্মতর পথে। পৃথিবীর আনন্দ হ'তে নির্ব্বাসিত হয়ে সে মানুষের হৃদয়ের ভাষা ছন্দে গেঁথে যায়—কল্পনার ছবি তুলিতে এঁকে যায়। এই যে তার সৃষ্টি এ থেকে সে শুধু নিজেই আনন্দ পায় না জগতকে আনন্দ দেয়ও অথচ সে নিজে চিরকাল বঞ্চিত।

প্রথম প্রেমের ব্যর্থতার আঘাত পরবর্ত্তী জীবনে তাকে অবিশ্বাসী ও উদ্দাম করে তোলে। বায়রণ মেরী অ্যানে চ্যাওয়ার্থের কাছে ব্যর্থ হন। পরবর্ত্তী জীবনে তিনি "ডন জুয়ান" হ'য়ে দাঁড়িয়েছিলেন। অসংখ্য

নারীর কামাগ্নি শিখা তাকে কেন্দ্র করেই জ্বলে উঠেছিল এবং অনেককেই তার প্রতিশোধের মূল্য দিতে হয়েছিল।

ডিকেন্স্ দারিদ্র্যের জন্য মেরিয়া বিডনেলের নিকট হইতে প্রত্যাখ্যাত হয়ে পরে নির্দ্দয়, কলহপ্রিয় ও সন্তানহীন স্বামী হয়েছিলেন।

সেক্স্পিয়ার প্রথম প্রেমের পাঠ ঘর থেকেই নিয়েছিলেন কিন্তু তা' তিক্ত হ'য়ে উঠেছিল তাঁর স্ত্রীর স্বার্থপরতার জন্য। সেই তিক্ত প্রণয়ের অভিজ্ঞতার ছাপ তাঁর প্রথম দিকের রচিত নাটকে দেখতে পাওয়া যায়। প্রথম প্রেমের তিক্ত অভিজ্ঞতার জন্য সেক্সপিয়র প্রেমে আস্থা হারিয়েছিলেন। প্রেমকে তিনি হৃদয়বৃত্তির একটা সাময়িক উন্মাদনা বলেই মনে করতেন—"Love is a plague that Cupid will impose for neglect of his almighty dreadful little might." (Love's Labour's Lost.)

এমনি অবস্থায় নারীর ওপর আস্থা হারানো বিচিত্র নয়। য়ুরোপে তাই একদল যুবককে দেখা গিয়েছে সমবয়স্কা অপেক্ষা অধিক বয়স্কা নারীর প্রতি আকৃষ্ট হ'তে। তাদের যুক্তি সম্ভবতঃ এই যে বয়স্কা রমণীর মধ্যে মাতৃত্বের আভাস পরিস্ফুট হ'য়ে উঠেছে তাই তাঁরা হবেন একটু স্নেহশীলা আর যেহেতু তাঁদের বয়েস বেশী তাই সদাই তাঁদের চেষ্টা থাকবে বয়ঃ-কনিষ্ট প্রণয়ীকে পরিতুষ্ট করতে।

বলজাক (Balzaac) বিয়ে করেছিলেন তাঁর চেয়ে অধিক বয়স্কা এক শিক্ষয়িত্রীকে। কিন্তু তিনি স্ত্রীর কাছ থেকে প্রেমের রোমাঞ্চকর অনুভূতি পান নি, পেয়েছিলেন নির্ভরতার শোয়াস্তি। তাঁর জীবন যাত্রার পথ তাতে সুগম হ'য়েছিল কিন্তু তিনি পান নি প্রাণের উষ্ণতা ও পূর্ণতা। নিরাশায় সারা জীবন ক্ষুব্ধ হ'য়েই তিনি রইলেন। তাঁর কাছে সত্যিই—

"Well, I will love, write sigh,
pray, sue and groan
Some men must love my lady
and some Joan".

নারী-লোক

পরিচালিকা
—শ্রীবাণী রায়

[এই বিভাগে আমরা প্রত্যেক বাঙ্গালী মহিলাকে যোগদান করিতে সাদরে আমন্ত্রণ করিতেছি। বাঙ্গালী নারীর সাজসজ্জা, প্রসাধন, গৃহস্থালী, খাদ্য, গৃহসজ্জা, বিষয়ে নূতন তথ্যপূর্ণ সরল ভাষায় লিখিত যে কোনও প্রবন্ধ গৃহীত ও প্রকাশিত হইবে। লেখিকাগণ তাঁহাদের প্রবন্ধ যদি সচিত্র করিতে পারেন, তাহা হইলে শোভন ও সহজবোধ্য হয়। ছবি কিম্বা ডিজাইন্ পাইলে আমরা নিজব্যয়ে তাহার ব্লক করিয়া লইব। এ বিভাগের লেখিকারা প্রেরিত ছবি ও ডিজাইন্ যদি ফেরৎ চান তো ব্লক হইয়া গেলেই, তাহা ফেরৎ দিব। রচনা দীপালীর তিন কলম বা একপৃষ্ঠার মধ্যে হওয়াই বাঞ্ছনীয়। এ বিভাগের রচনা, পরিচালিকা, **নারী-লোক, দীপালী**, এই ঠিকানায় পাঠাইবেন।
— দীঃ সঃ]

এক একজনের দিকে চাহিলে মনে তৃপ্তি আসে, রমণীর প্রধান সৌন্দর্য্য কেশদাম সুশোভন ভাবে তাঁহাদের মুখকে একটা বিশেষ রূপ দিয়াছে। রূপ বর্ণনায় কেশের স্থান অতি উচ্চে—

"আঙুর দোলানো অলকে তোমার
লেগেছে স্বপন বুলানো হাওয়া,
হে চির শরণ, জীবন-মরণ,
তোমার পানে যে যায় না চাওয়া।"

সবাই নির্ভর করে চুলের প্রসাধনের উপর। অনেক সময় চুল বেশী না হইলেও কেশ প্রসাধনের গুণে অতি সুন্দর দেখায়। সেইজন্য চুল বাঁধার দিকে মনোযোগ দেওয়া কর্ত্তব্য।

চুলের অবাধ্যতার জন্য অনেকের চুল বাঁধিতে প্রয়াস করিতে হয়। যে সব চুল সোজা, সে চুলের জন্য একটু কষ্ট স্বীকার করিতেই হয়। তরঙ্গায়িত কেশদাম সুন্দরী মাত্রেরই অভিপ্রেত। অনেক বিদেশী ঔষধ আছে, যাহাতে চুল কুঞ্চিত হয়। দোকানে পয়সা দিয়া চুল কুঞ্চনের ব্যবস্থাও আছে। সে সব যে কোনো বিজ্ঞাপনের বইতে পাওয়া যায়। কিন্তু আমাদের ঘরোয়া ব্যবস্থাও আছে। তাহা অতি সহজ, কেবল সময় ও চেষ্টা সাপেক্ষ। স্নানের পর ভিজা চুল যে ভাবে চান, সেই ভাবে আঁচড়িয়া লইতে হয়। যাঁহাদের চুল বেশী শক্ত, তাঁহারা ভিজা চুল 'হেয়ারপিন' দিয়া আটকাইয়া রাখিবেন, ফল হইবে। কিছুদিন এইভাবে ভিজা চুল ঠিক ভাবে রাখিতে রাখিতেই চুল আপনিই কুঞ্চিত হইয়া যাইবে। ঘন কুঞ্চন যাঁহারা চান, তাঁহারা সাম্‌নে ভিজা চুলের কয়েকটা শক্ত বেণী করিয়া রাখিলে কাজ দিবে।

এই স্থানে বলা দরকার, শয়নের পূর্ব্বে চুল দৃঢ়ভাবে বন্ধন করা উচিত; কারণ তাহা

পুরুষের জীবনে নারী তার প্রেমস্পর্শে তাকে বাঁচিয়ে তুলতে পারে সৃষ্টির প্রেরণায়, নিয়ে যেতে পারে তাকে সম্পূর্ণতার পথে। নারীর এই যে দায়িত্ব পুরুষের জীবনের ওপর, তার অপব্যবহারেই আসে জীবনের অতি শোচনীয় পরিণাম। তাই Charles Garvice "What is a Woman?" প্রশ্নের উত্তরে বলেছেন—

"God's blessing on man and His curse."

না হইলে বালিশে লুটাইয়া চুল খারাপ হইয়া যাইতে পারে। সেই সময় গোড়াটা একটু আঁট করিয়া বাঁধিবেন।

মুখের কাট ও গড়ন লক্ষ্য করিয়া চুল বাঁধা দরকার। যাঁহাদের কপাল বড়, তাঁহাদের পক্ষে চুল তরঙ্গায়িত করিয়া কপাল ঢাকিয়া বাঁধিলে ভাল দেখায়।

তারপর যাঁহাদের মুখ বেশী শীর্ণ (thin) তাঁহারা যদি বেণী করিয়া দুই পাশে নামাইয়া দেন, তাহা হইলে মুখের শীর্ণতা আর লক্ষ্য হয় না। আবার অনেক সময় সে রকম মুখে কান না ঢাকিয়া চুল বাঁধিয়া তাহার সহিত কানে লম্বা গহনা পরিলে ভালো দেখায়।

কেশপ্রসাধনের পারিপাট্যে ইঁহার মুখের কমনীয়তা বৃদ্ধি পাইয়াছে।

যাঁহাদের মুখ বেশী বড় (broad), তাঁহারা দুই পাশে দুই বেণীতে বড়ফিতার ফুল করিয়া ঝুলাইতে পারেন। তাহাতে মুখের চওড়া ভাব চাপিয়া যায় এবং ছেলেমানুষের মত দেখায়। দুই পাশে দুই খোঁপা করাও ভালো, গালের অর্দ্ধেকটা তাহাতে ঢাকিয়া যায়।

এলোখোঁপার গৌরব যাই-যাই হইয়াছে। দুই ভাবে এলোখোঁপা বাঁধা যায়। এক হাত প্যাঁচানো আর এ সোজা বাঁধিয়া চুলগুলি উল্টাইয়া লওয়া। এই রকম খোঁপার মধ্যে কালো ফিতা, মোজা বা প্যাড দিলে শক্ত হয়। কিন্তু অনেকে যে মাথার চেয়ে বড় একটা খোঁপা বাঁধিয়া চুলের প্রাচুর্য্য বুঝাইতে চান, সেটাও বড় বিসদৃশ দেখায়। খোঁপা মাথার অনুরূপ হওয়া দরকার।

বেণী গাঁথিয়া ঘাড়ের উপরে নীচু করিয়া খোঁপা বাঁধার প্রচলন আজকাল বেশী। বেণীটা গোড়া খোলা অবস্থায় ঘাড়ের উপর লম্বা ভাবে বসাইয়া বড় বড় কাঁটা দিয়া আটকাইয়া দিন। আর চুল বেণী গাঁথিয়া গোড়ায় বেশ বড় একটা ফিতার ফুল (bow) বাঁধিয়া এমন ভাবে চুল বাঁধা যায় যাহাতে বেণীর গোড়াটা ফুলশুদ্ধ মাথার একপাশে থাকে। শক্ত ফিতার ফুল সোজা থাকিবে। অথবা আলগা একটা ফুল বাঁধিয়া কাঁটা দিয়া খোঁপার সাথে আটকাইয়া দেওয়া যায়। মোটের উপর একটি ফিতার সাহায্যে মাথায় মানানসই জায়গায় একটা ফুল বাঁধিলে ভালই দেখায়।

চুল ফুলের মত। ফুলের ন্যায় নরম, ফুলেরই মত সুন্দর। তাই মাল্যরচনার ন্যায় যত্ন করিয়া কেশপ্রসাধন করিতে হয়।

গান

—শ্রীবিনয়ভূষণ দাসগুপ্ত

গগন ছেয়ে কাজলা মেয়ে ঐ বরষা এল
তৃষ্ণাভরা বসুন্ধরা কারে খুঁজে পেল।

*

এল সে আজ কেয়ার বনে
গন্ধ মধুর শিহরণে,
কদম-কুঁড়ির মুক্তি স্বপন কোথায় ভেসে গেল।

*

কলাপীরা কল্পনাতে আঁকল কি আজ আল্পনা,
পুচ্ছ মেলি নৃত্য তাদের জাগায় মনের জল্পনা

*

কুন্দ যূথীর গন্ধ সাথে
কোন খেয়ালী ছন্দে মাতে—
করুণ তাহার সজল দিঠি কী যেন আজ পেল।

একটি ছেলে শুনেছিল বাঁদর থেকে মানুষ হয়। তার বাবার সঙ্গে চিড়িয়াখানায় গিয়ে বাঁদরের খাঁচার সম্মুখে এসে, সে জিজ্ঞেস ক'রলে মানুষ হবার সময় ওদের কি খাঁচার ভেতর থেকে বের করা হয়?

*

হোটেলের একটা ঘরে ক'জন লোক খুব হল্লা করছিল। একজন চাকর এসে তাদের ব'ল্লে, "আপনারা একটু আস্তে কথা কইবেন পাশের ঘরের বাবু পড়তে পারছেন না।" শুনে হল্লাকারীদের একজন বললে "পড়তে পারছেন না? তাঁকে বলো আমরা পাঁচবছর বয়েসে পড়তে শিখেছি।"

*

ওপরওয়ালা আপিসের জেনারাল মানেজারকে কোনো খবরের জন্য চিঠি লেখেন। তাঁর তা জানা না থাকায় তিনি খবর চান প্রধান কেশিয়ারের কাছ থেকে। তাঁরও সে বিষয়টি অজ্ঞাত ছিল ব'লে তিনি ডাকান হেড এ্যাসিসট্যাণ্টকে। এ্যাসিসট্যাণ্টও ঠিক খবর দিতে না পাড়ায় তাঁর সহকারীকে সাহায্যের জন্যে আনা হয়। কিন্তু সহকারী চাপ্‌রাসীকে জিজ্ঞেস করবার আগে নির্ভুল জবাব দিতে পারেন নি।

*

কোনো নাটকে নায়িকার ভূমিকা নেবার যোগ্য অভিনেত্রী খোঁজা হ'চ্ছিল। থিয়েটারের ম্যানেজার ব'ললেন "কমলিনী ও ভূমিকা নিতে পারেন কি?" প্রোডিউসার ব'ললেন "কমলিনী? তাকে লেডি গডিভার ভূমিকায় মঞ্চে নামালেও লোকে ঘোড়াটাকেই বেশি পছন্দ ক'রবে।

*

বীণা কখনো কোনো পুরুষের সঙ্গে মিশেও বলে, যে তার মুখই তার সম্পত্তি বোধ হয় unclaimed property.

‘যোগাযোগ’

(গল্প)

—শ্রীবিনয় কুমার ঘোষ

সে দিন সকলের যুক্তি পরামর্শে ঠিক হ’লো রূপবাণীতে ‘Song of Songs’ দেখতে যাওয়া হবে। সকালে সুরেশের কি একটা কাজ ছিল ওদিকে, তাই সকলে মিলে তার হাতেই পয়সা দেওয়া হ’লো সে আসবার সময় টিকিট কিনে আনবে।

তখনও ছবি আরম্ভ হয়নি। চারিদিকে কলরব, নানা লোকের নানা রকম কথা, আর তার মধ্যে বি, কে, রায়ের চানাচুর এক পয়সা প্যাকেট ইত্যাদি ডাক যেন বাইরের Amplifierএর সঙ্গে পাল্লা দিয়ে চ’লেছে। এমন সময় দ্বারে ভীষণ একটা গোলমাল উঠল, আর আমি তাই দেখতে যেতে না যেতে আমার সামনে যেন একটা বিরাটাকায় দৈত্য এসে প’ড়ল।

*

যখন আমার জ্ঞান হ’লো তখন আমি একটা সুসজ্জিত ঘরের পালঙ্কের একপাশে শুয়ে আছি। একবার পাশ ফেরবার চেষ্টা ক’রলাম কিন্তু গায়ে বড় ব্যথা। কাদের বাড়ী—কেনই বা শুয়ে আছি, আর গায়েই বা ব্যথা কেন কিছুই ঠিক ক’রতে পারলাম না। মাথায় বেশ একটু যন্ত্রণা বোধ হ’চ্ছিল। হঠাৎ মাথার গোড়া থেকে নারীকণ্ঠে কে জিজ্ঞাসা করলে—আপনি কেমন আছেন? মাথার দিকে চেয়ে দেখি এক অচেনা প্রৌঢ়া ব’সে আছেন। কোনও উত্তর না দিয়ে নিজের মনে খানিকক্ষণ ভাবলাম। তারপর এইটুকু মনে পড়ল যে বায়স্কোপ দেখতে বেরিয়েছিলাম। কিন্তু কেন যে এখানে শুয়ে আছি তা ঠিক ক’রতে পারলাম না। প্রৌঢ়া আবার জিজ্ঞেস ক’রলেন—কেমন আছেন?

আমি—মাথায়—একটু—যন্ত্রণা—হচ্ছে।

স্ত্রীলোকটী আর কিছু না বলে ঘর থেকে চ’লে গেলেন। মাথায় হাত দিয়ে দেখি “ব্যাণ্ডেজ”—আমি ভাবতে লাগলাম; কতকক্ষণ পরে বুঝতে পারলাম যে গাড়ী চাপা পড়ার ফলে আজ আমি এই অচেনা যায়গায় আছি। ক্রমশঃ সমস্তই আমার মনে প’ড়তে লাগল। নিজের মনেই নিজে হাসলাম—কোথায় বায়স্কোপ Marlene Dietrich-এর অপূর্ব্ব অভিনয় দেখব না গাড়ী চাপা প’ড়ে পরের বাড়ীতে শুয়ে। ভাবলাম বন্ধুগুলো ত’ আচ্ছা! এত বড় বিপদে কেউ একবার উঁকিও মারলে না! প্রবাসে জীবিত পিতামাতার কথা মনে প’ড়তে আমার বুকের ভেতরটা যেন কি রকম ক’রে উঠল! ঘরের দরজায় একটা গোলাপী রংয়ের পর্দ্দা হাওয়াতে যেন পিঞ্জরাবদ্ধ পাখীর মত ইতস্ততঃ চলে বেড়াচ্ছিল। তন্দ্রাভিভূত হ’য়ে আমায় চোখ ক্রমেই বুজে এল।

—দেখুন, এই দুধটুকু খেয়ে নিন, মা পাঠিয়ে দিলেন।

হঠাৎ সেই আওয়াজ শুনে আমার চমক ভেঙ্গে গেল। এ কি স্বপ্ন! আমি কি সত্যিই জেগে আছি!

—নিন, খেয়ে নিন—

আমার ত’ খাবার কথা একেবারেই মনে আসেনি। আমি কেবলই তাকে দেখছি। একি রূপ! জ্যোৎস্নাও যে এর কাছে ম্লান হ’য়ে উঠে। আর এত সুন্দর মানুষের গলার স্বর। কই আমি ত’ এর আগে কখনও এমন স্বর শুনিনি। যাই হোক আমি তার হাত থেকে দুধের বাটিটা নিয়ে অনিচ্ছাসত্বেও দুধটা ঢক্ ঢক্ করে খেয়ে ফেললুম। তারপর বাটিটা নেবার সময় আমার হাতে তার হাতটা ঠেকে গেল। আমার সমস্ত শরীরের রক্ত নদীর জলের মত ছলাৎ ছলাৎ করে নেচে উঠল, যেন পরিত্যক্ত বীণা তন্ত্রীতে আঘাত ক’রে কে আবার প্রাণমাতান সুর জাগিয়ে তুললে। সে চলে যেতে ঘরটা যেন অন্ধকার হ’য়ে উঠল। যাবার সময় ঘরের আলোটা নিভিয়ে দিয়ে গিয়ে সে বেশ ভালই ক’রেছিল কারণ তার ঐ রূপ দেখে ঘরের মিট মিটে আলোটা আমার সহ্য হ’তো না। ঘরের চারিদিক নিস্তব্ধ—শুধু একটা ঘড়ি কেবলমাত্র তার জীবনের কর্ত্তব্যের পথে অগ্রগামী। আর এক জ্যোৎস্না ছাড়া সেই ঘরে তাকে বিদ্রূপ করবার আর কিছুই ছিল না।

খানিকটা শুয়ে থাকার পর বাইরে জুতোর খট খট শব্দ শুনতে পেলাম। অতি অল্পক্ষণের মধ্যেই ঘরের আলোটা জলে উঠল। আমি চোখ চেয়েই গৌরবর্ণ একজন প্রাচীন ভদ্রলোককে দেখতে পেলাম আর তার পিছনেই আর একজন কোট-প্যাণ্টধারী ভদ্রলোক—বোধ হয় ডাক্তার। প্রাচীন ভদ্রলোকটী আমায় খুব স্নেহমাখা স্বরে জিজ্ঞাসা ক’রলেন, হাঁ বাবা, তুমি কেমন আছ এখন?

—একটু ভাল আছি।

তারপর সেই কোটপ্যাণ্টধারী ভদ্রলোক আমাকে অনেকক্ষণ ধরে পরীক্ষা করে বললেন, আগের কয় দিনের চেয়ে আজ ভাল দেখছি। একটু হেসে আবার ব’ললেন, আপনি আপনি যখন জ্ঞান হয়েছে তখন আর ভয় কি! তারপর দু’জনেই ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। আমি ত’ অবাক—তাহলে কি ক’দিনই অজ্ঞান হ’য়ে পড়েছিলাম। আর কিছুই ভাবতে পারলাম না, চুপ করে পড়ে রইলাম। কয়েক মিনিট পরে সেই ভদ্রলোকটী আবার আমার ঘরে ঢুকলেন এবং মিনতির স্বরে বলতে লাগলেন, দেখ বাবা, এর জন্যে আমাকে মাপ করো। আমি সেই উজবুক ড্রাইভার ব্যাটাকে সেই দিনই তাড়িয়ে দিয়েছি। আমি বললাম, দেখুন, আমি আবার আপনাকে ক্ষমা করবো কি! বরং আমিই আপনার নিকট

কৃতজ্ঞ হ'য়ে থাকবো। আপনি আমায় সে দিন দয়া করে তুলে না আনলে এ যাত্রা আমার প্রাণে বাঁচা কঠিন হতো। আমার যা ভাগ্যে ছিল তাই-ই হ'য়েছে তার জন্যে আপনার আর দোষ কি?

এই রকম দু'একটা আলোচনার পর ভদ্রলোকটী আমার নাম জিজ্ঞাসা করলেন।

আমি আস্তে আস্তে বললাম, শ্রীপ্রশান্ত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। ভদ্রলোকটি বললেন, বেশ বেশ আমরাও ব্রাহ্মণ; আমার নাম সত্যেন্দ্র নাথ চক্রবর্ত্তী। এ বাড়ী আমারই—তুমি মোটে লজ্জা বোধ করো না বাবা। তোমার বাড়ী কোথায়?

—বাড়ী পাটনায়, এখানে আমি কলেজে পড়ি আর হোষ্টেলে থাকি।

—কোন ইয়ারে পড়?

—থার্ড ইয়ারে।

সত্যেন বাবু। বেশ তুমি শুয়ে থাক প্রশান্ত। আমার মেয়ে 'আইভি' বেথুন কলেজে ফার্ষ্ট ইয়ারে পড়ে, আমি তাকে পাঠিয়ে দিচ্ছি তোমার সঙ্গে গল্প করবে। সে গল্প করতে খুব ভালবাসে।

সত্যেন বাবু চলে যাচ্ছিলেন, আমি তাকে ডেকে বললাম, দেখুন আর আপনাদের কত কষ্ট দেব! বরং আমার বাবাকে একটা Telegram করে দিন তিনি এসে আমাকে নিয়ে যাবেন। সত্যেন বাবু হেসে ব'ললেন, কেন এখানে তোমার কি কিছু অসুবিধা হচ্ছে? সব খবর তোমার বন্ধুদের কাছ থেকে নিয়ে আজ তোমার বাবাকে telegram করে দিয়েছি। বোধ হয় তিনি দু'এক দিনের ভিতরই এসে পড়বেন। কিন্তু বাবা তোমার অসুখ না সারলে আমি তোমায় এখান থেকে কিছুতেই যেতে দিচ্ছি না। এই বলে তিনি হাসতে হাসতে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

*

পাটনার এডভোকেট শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় তাঁর বাহিরের ঘরে ব'সে নিজের কাজ ক'রছেন, এমন সময় 'বাবু telegram আছে' ব'লে কে দরজায় কড়া নাড়ল। মুহূর্ত্তের জন্যে সতীশ বাবুর বুকটা একবার দুলে উঠল। তিনি তাড়াতাড়ি বাইরে এসে formটিতে সই ক'রে পিয়নকে বিদায় দিলেন। তারপর লেখাটি ঝড়ের বেগে একবার প'ড়লেন—আবার প'ড়লেন; এবং গৃহিণীকে তাড়াতাড়ি ডাকলেন।

—কী হ'য়েচে?

সতীশ চাপা গলায় ব'ললেন—প্রশান্ত মোটর চাপা প'ড়েছে।

গৃহিণী ত' চীৎকার ক'রে কেঁদে উঠলেন। সতীশবাবু তাড়াতাড়ি ব'ললেন—চুপ কর, চুপ কর, ভয় কি? প্রশান্ত যাঁদের গাড়ীতে চাপা প'ড়েছিল, তাঁদের বাড়ীতেই আছে এবং বেশ ভালই আছে। তাঁরা বাড়ীর ঠিকানাও দিয়েছেন, আর যেতেও লিখেচেন। কিছু ভাবনা নেই। আমি যত শিগ্‌গির পারি, যাচ্চি। এই ব'লে কোনও রকমে গৃহিণীকে সান্ত্বনা দিয়ে সতীশবাবু পাটনা থেকে রওনা হ'লেন।

খোঁজ ক'রে বৌবাজারে সত্যেন বাবুর বাড়ীর সামনে এসে ড্রাইভারকে ভাড়া দিয়ে সতীশ বাবু সেই বাড়ীর দরওয়ানকে জিজ্ঞেস ক'রলেন—এ-ঠো সত্যেন বাবুকো বাড়ী হায়?

—আপ্‌লোক পাটনাসে?

সতীশ বাবু—হ্যাঁ।

দরওয়ান—আইয়ে বাবুসাব।

এই ব'লে দরওয়ান সতীশ বাবুকে বাইরের ঘরে বসিয়ে তার মনিব সত্যেন বাবুকে ডেকে দিলে। চার পাঁচ মিনিট পরে সত্যেন বাবু ঘরে ঢুকলেন। চোখাচোখি হ'তে দুজনেই অবাক। সত্যেন বাবু তাড়াতাড়ি সতীশের হাত ধ'রে ব'লে উঠলেন—সতীশ, তোর ছেলেকে আর একটু হ'লেই মেরে ফেলেছিলুম; তুই আমাকে ক্ষমা কর্ সতীশ—তুই আমার ছেলেবেলাকার বন্ধু! তারপর তাঁরা দু'জনে কথাবার্ত্তা কইতে লাগলেন।

*

আমি একটু একটু ক'রে ক্রমেই সেরে উঠছি। আমার শয়ন-ঘরের ঠিক সামনেই একটা ছোট ছাদ, আর তার একটু পাশে একটা বড় গাছ। সেদিন বাসন্তী পূজা; আমি সেই ছাদের ধারে একলা ব'সে আছি। আজ যেন আনন্দ চারিদিকে নেচে নেচে বেড়াচ্ছে—শুধু আমারই প্রাণে আনন্দ নেই। নিরানন্দের কারণ—আইভির অদর্শন। অস্তগমনোন্মুখ সূর্য্যদেব তাঁর শেষ কিরণমালায় পশ্চিম গগন রঞ্জিত ক'রে সেদিনকার মত সকলের কাছে বিদায় প্রার্থনা ক'রলেন, আর তাঁর ছটায় উদ্ভাসিত বায়ুচঞ্চল বৃক্ষপত্রগুলি তাঁর বিদায়ে অসম্মতি জানাচ্ছিল। আমি একাই সেখানে ব'সে প্রকৃতির সৌন্দর্য্য উপভোগ ক'রতে লাগলাম। ক্রমেই সন্ধ্যা হ'য়ে এলো। চাঁদ সকলকে তাঁর প্রথম সম্ভাষণ জানিয়ে দিলেন। অন্য সময় ভাল লাগলেও, সেদিন আমার কাছে এসব মোটেই ভাল লাগছিল না বরং তুচ্ছ ব'লে মনে হ'চ্ছিল। খানিকক্ষণ পরে আইভি এসে আমার পাশে ব'সল। তার চুলগুলো বাতাসে উড়ে আমার চোখে মুখে এসে প'ড়তে লাগল, আর আমি তাই বারবার

সরিয়ে দিতে লাগলাম। আইভির মুখের উপর জ্যোৎস্নার রূপালি আলো এসে প'ড়েছিল, আমি একদৃষ্টে তার মুখের দিকে চেয়েছিলুম।

আইভি প্রথমটা নীরব থেকে ব'লে উঠ্‌ল, দেখুন প্রশান্ত বাবু, যেদিন আপনি আমাদের গাড়ীতে চাপা পড়েন, সেদিন আমিও ঐ গাড়ীতে ছিলাম; সত্যি বলছি আমার যা ভয় হ'য়েছিল তা কি ব'লব।

—পরের ছেলে চাপা প'ড়েছিল, তাতে তোমার ভয় কিসের?

—ওঃ আপনি বুঝি পর?

—নই ত' কি?

—আর সকলের কাছে তা হ'তে পারেন, কিন্তু আমার···

তার মুখ থেকে আর কোনও কথা বেরুল না। কেবল চৈতালী হাওয়ায় মিশিয়ে গেল তার অন্তরের অন্তরতম প্রদেশের এক দীর্ঘনিশ্বাস। সে আর আমার কাছে ব'সে থাক্‌তে পারল না—উঠে চ'লে গেল।

মিনিট কয়েক পরে আবার ফিরে এসে ব'ল্লে—প্রশান্ত বাবু আপনার বাবা এসেছেন, আপনাকে ডাকছেন। আমার বুকটা দুলে উঠল, আমি উঠে আইভির অনুসরণ ক'রলাম। ঘরে ঢুকে দেখলাম, বাবা আর সত্যেন বাবু উভয়ে ব'সে আছেন। সত্যেন বাবু তাড়াতাড়ি আমার হাত ধ'রে ব'ললেন—তোমার বাবা আমার ছেলেবেলাকার বন্ধু, তা জান প্রশান্ত! তারপর বাবা আমাকে জিজ্ঞেস ক'রলেন, কেমন আছ প্রশান্ত?

—এখন বেশ ভাল আছি, বাবা।

সত্যেন বাবু—বাবার পুরাতন বন্ধু জেনে আমার প্রাণে আশা ও আনন্দ দুই-ই দেখা দিল। আইভি দরজার পাশেই দাঁড়িয়েছিল। এই সব শুনে আনন্দে তারও মুখ যে রক্তিম হ'য়ে উঠেছিল—তা আমার দৃষ্টি অতিক্রম ক'রতে পারে নি।

*

তারপর দু' বছর কেটে গেছে; সকল আশা পূর্ণ ক'রে আমি আমার আইভিকে পেয়েছি। লেখাপড়া এখনও ছাড়িনি, বি-এ পাশ ক'রে এম-এ পড়ছি।

সাপ্তাহিকা

গেল ১৪ই আষাঢ় শনিবার সন্ধ্যা সাতটায় সাহিত্য সেবক সমিতি ১৪।১ বেচু চাটুয্যের ষ্ট্রীটে মাইকেল মধুসূদন দত্তের ত্রি-ষষ্ঠিতম মৃত্যু-বার্ষিকী অধ্যাপক জ্ঞানরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে পালন ক'রেছিল। প্রথমেই শ্রীঅনিলকৃষ্ণ ঘোষ কবি গিরিজাকুমার বসু রচিত একটি সঙ্গীত করেন। সভায় প্রবন্ধ পড়েন শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ ঘোষ। কবিতা পড়েন গিরিজাকুমার বসু, বিমল ঘোষ, মমতা মিত্র ও প্রভাতকিরণ বসু, কবি নবীন সেন রচিত মধুসূদনের মৃত্যু-সম্বন্ধীয় কবিতা আবৃত্তি করেন চন্দ্রভূষণ চট্টোপাধ্যায়। বক্তৃতা করেন সভাপতি মহাশয়, রায় খগেন্দ্রনাথ মিত্র বাহাদুর, শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, কবিশেখর নগেন্দ্রনাথ সোম ও শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু। সমিতির সভাপতি শরৎচন্দ্র ও সহঃ সভাপতি গিরিজাকুমার ছাড়া সভায় উপস্থিত ছিলেনঃ—শ্রীযুক্তা প্রভাবতী দেবী সরস্বতী, শ্রীযুক্তা মমতা মিত্র, শ্রীযুক্তা হাসিরাশি দেবী, শ্রীযুক্তা পুষ্পমালা সেন, অধ্যাপক জ্ঞানরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় রায় বাহাদুর খগেন্দ্র মিত্র, কবিশেখর নগেন্দ্র সোম, শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু, শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ ঘোষ, শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়, ডাক্তার রামচন্দ্র অধিকারী, ডাক্তার কেশব দে, কবিরাজ রমেশ সেন, শ্রীযুক্ত গোপেন্দ্র মিত্র প্রভৃতি। শরৎচন্দ্র মাইকেলের অমিতাচার সম্বন্ধে যে মন্তব্য করেন তা অনেকেই ভুল বুঝেছেন। কোনো কবিতায় মাইকেলকে সহায়তা না করার জন্য দেশবাসীকে অকৃতজ্ঞ বলা হ'য়েছিল। শরৎ-দা তারই প্রতিবাদ স্বরূপ বলেন যে প্রচুর সাহায্য পেয়েও, মধুসূদন অমিতাচারের ফলে কষ্ট পেয়েছিলেন সুতরাং দেশবাসীকে কিছুতেই অকৃতজ্ঞ বলা চলে না। হিতং মনোহারী চ দুর্লভং বচঃ।

গেল রবিবার সালিখায় শ্রীযুক্ত ব্রজমোহন দাসের ভবনে রবিবাসরের বৈঠক হ'য়ে গেছে। এবারের বিশেষত্ব ভদ্রবালিকা ও সুরশিল্পীদের দ্বারা গীতোৎসব। ব্রজমোহনবাবু সকলকে পরম সমাদরে আপ্যায়িত ও ভূরিভোজনে তৃপ্তি দান ক'রেছিলেন। মহিলাদের মধ্যে শ্রীযুক্তা প্রভাবতী দেবী সরস্বতী, শ্রীযুক্তা হাসিরাশি দেবী, শ্রীযুক্তা পুষ্পমালা সেন, কুমারী লতিকা মুখোপাধ্যায় এবং সাহিত্যিক ও শিল্পীদের মধ্যে রায় বাহাদুর জলধর সেন, রায় বাহাদুর খগেন্দ্র মিত্র, শ্রীযুক্ত শরৎ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ মৈত্র, শ্রীযুক্ত সুনির্ম্মল বসু, শ্রীযুক্ত প্রবোধ সান্যাল, শ্রীযুক্ত প্রফুল্লকুমার সরকার, শ্রীযুক্ত নরেন্দ্র দেব, শ্রীযুক্ত জ্ঞান চক্রবর্ত্তী, শ্রীযুক্ত সন্তোষ মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, শ্রীযুক্ত ফণি গুপ্ত, শ্রীযুক্ত অখিল নিয়োগী, শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশ ভট্টাচার্য্য, শ্রীগিরিজাকুমার বসু, শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ বসু, শ্রীযুক্ত মুনীন্দ্র দেব রায় মহাশয়, শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ ঘোষ, শ্রীযুক্ত শৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা প্রভৃতি সভায় উপস্থিত ছিলেন। দেখা গেল রবীন্দ্রনাথের গান—শ্রীমতী লিলি দাস গুপ্তা ছাড়া—আর কোন গায়ক গায়িকা শেখেন নি। লজ্জার কথা।

*

সেদিন বীরসিংহ গ্রামে ডাক্তার কালিদাস নাগের সভাপতিত্বে স্বর্গীয় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের স্মৃতি-তর্পণ হ'য়ে গেছে। মেদিনীপুরের দায়রা জজ সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত এস, কে, হালদার এবং ঘাটালের মহকুমা হাকিম শ্রীযুক্ত দিগেন্দ্রনাথ সাহা সমাগত ভক্তদের আদর আপ্যায়নে পরিতুষ্ট করেন। সরকারী বে-সরকারী সকল শ্রেণীর জনগণই এই উৎসবে সম্মিলিত হ'য়েছিলেন। গরু বাঘে পান করে একঘাটে নীর।

—সাউণ্ড বক্স
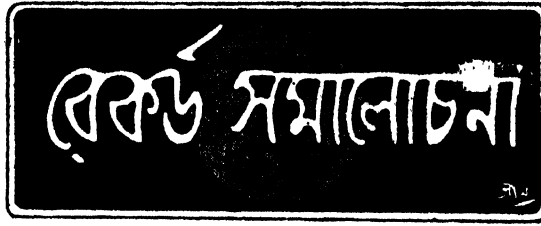
MEGAPHONE RECORDS

July 1935

প্রতি মাসের প্রথম সপ্তাহে মেগাফোন রেকর্ডের সমালোচনা আমরা পত্রস্থ করিয়া থাকি। কিন্তু দুঃখের বিষয় গত সপ্তাহে আমরা মেগাফোনের নব প্রকাশিত রেকর্ড গুলি শুনিতে পারি নাই বলিয়া এ সপ্তাহে মেগাফোন ও হিজ মাষ্টার্স ভয়েস রেকর্ডের সমালোচনা পত্রস্থ হইল।

*

জুলাই মাসে মেগাফোন কোম্পানী ৪ খানি একক রেকর্ড ও ৪ খানি রেকর্ডে সমাপ্ত "কংস-বধ" পালার রেকর্ড বাহির করিয়াছেন। আমরা নিম্নে প্রত্যেক রেকর্ডের সমালোচনা দিলাম:—

*

J. N. G. 195. শ্রীযুক্ত ভবানী চরণ দাস একখানি মীরার ভজন গান এই রেকর্ডে গাহিয়াছেন। ইতিপূর্ব্বে গায়কের দুইখানি রেকর্ড বাজারে প্রকাশিত হইয়াছে। "রামপ্রসাদ" পালার রেকর্ডেও গায়কের দরদ ভরা কণ্ঠের পরিচয় শ্রোতাগণ পাইয়াছেন। মীরার ভজন রচনা করিয়াছেন শ্রীশৈলেন রায় ও অপর গানটি শ্রীঅজয় ভট্টাচার্য্যর রচিত। রচনা ও সুর-যোজনা মধুর এবং গায়কের দরদী কণ্ঠে রেকর্ড খানি শুনিবার মত হইয়াছে।

*

J. N. G. 196. শ্রীযুক্ত রাধিকানন্দ মুখোপাধ্যায় বিশ্বকবির "পুরাতন ভৃত্য" ও "দুই বিঘা জমি" বিখ্যাত কবিতা দুটি আবৃত্তি করিয়াছেন। আবৃত্তি সম্পূর্ণ নূতন ধরণের। ভাবে ও বাচন-ভঙ্গীতে এক অপূর্ব্ব সামঞ্জস্য রক্ষিত হইয়াছে। ছাত্র মহলে রেকর্ড খানি যে আদরণীয় হইবে সে বিষয় সন্দেহের অবকাশ নাই।

*

J. N. G. 197. বর্ষার মিলন ও বিরহ সঙ্গীত গাহিয়াছেন শ্রীমতী পারুল এই রেকর্ড খানিতে। গায়িকার পূর্ব্ব প্রকাশিত রেকর্ড অপেক্ষা এ রেকর্ড খানি সুন্দরতর হইয়াছে। কবি নজরুল রচিত এই গান দুটি সময়োপযোগী হওয়ায় সকলের ভাল লাগিবে।

*

J. N. G. 198. বাঁশুরিয়া শ্রীগোপাল চন্দ্র লাহিড়ী 'মেঘসারং' ও 'জিলহ্' সুরে ক্লারিওনেট বাজাইয়াছেন। গোপাল বাবুর বাজনা শুনিয়া মনে হয় ইনি যেন ক্লারিওনেট যন্ত্রটিকে গুলিয়া খাইয়াছেন। গৎ বাজানোতে ইঁহার সমকক্ষ কাহাকেও দেখিতে পাওয়া যায় না। রেকর্ড খানি সকলের মনোহরণ করিবার উপযুক্ত হইয়াছে।

*

J. N. G. 199-202. শ্রীঅমর ঘোষ প্রণীত কৃষ্ণলীলা রসাত্মক "কংস-বধ" পালাটি এই রেকর্ড গুলিতে প্রকাশিত হইয়াছে। অল্প মূল্যে এবং অল্পসংখ্যক রেকর্ডে সম্পূর্ণ পালা বাহির করিবার প্রচেষ্টায় মেগাফোন কোং অগ্রগণ্য এবং সাফল্য লাভ করিয়াছেন। মিনার্ভার শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ অভিনেতৃবর্গ ইহাতে অভিনয় করিয়াছেন। আমাদের রেকর্ডগুলি ভাল লাগিয়াছে।

*

HIS MASTER'S VOICE RECORDS

July 1935

গ্রামোফোন কোম্পানী এ মাসে ৭ খানি রেকর্ড প্রকাশ করিয়াছেন। সুকণ্ঠ পুরুষ গায়কের অভাব গ্রামোফোন কোম্পানী এখনও পূরণ করিতে পারিলেন না। আশা করি এ বিষয় ইহারা মনোযোগ দিবেন।

*

P. 11795. গায়িকা শ্রীমতী কনক দাস দুই খানি রবীন্দ্র-সঙ্গীত গাহিয়াছেন। "বহু যুগের ওপার হতে এলো আষাঢ় আমার মনে" গানটি চিরনূতন। "চাঁদের হাসি বাঁধ ভেঙেছে" গানটীও চমৎকার। মনোহর কণ্ঠে ও বাণী-শুদ্ধিতে রবীন্দ্র সঙ্গীত দুটি একান্ত উপভোগ্য হইয়াছে।

*

N. 7388. মিস অনিমা (বাদল) দুই খানি বর্ষা সঙ্গীত গাহিয়াছেন। "মেঘলা-মতীর ধারা জলে কর স্নান" ও "মেঘ মেদুর গগন কাঁদে হুতাস পবন" গান দুটির রচনা সুন্দর। এই রেকর্ডের অনুসরণকারী ও বিরাম-কালীন যন্ত্র-সঙ্গীত শুনিবার মত হইয়াছে। দুঃখের বিষয় বাজনার অনুপাতে গান কিছুই হয় নাই। গায়িকার কণ্ঠের দৈন্য অনবদ্য বাজনার জন্য prominent হইয়াছে।

*

N. 7372. মিস্ আশ্চর্য্যময়ী দাসী দু'খানি কীর্ত্তন গান রেকর্ড করিয়াছেন। গ্রামোফোন কোম্পানী এই গানের পরিচয়িকায় লিখিয়াছেন—"কীর্ত্তন গান যে কোন কণ্ঠে শুনুন, আপনার হৃদয় স্পর্শ করবেই"। এই সুযোগ পূর্ণ মাত্রায় গ্রহণ করিয়াই কি তাঁহারা যেমন তেমন শিল্পীর দ্বারা কীর্ত্তন গান প্রকাশ করেন? গায়িকার কণ্ঠ মোটেই মনোমুগ্ধকর হয় নাই।

*

N. 7389. শ্রীধীরেন দাস এই রেকর্ডে দুটি ভগবদবিষয়ক গান গাহিয়াছেন। গান দুটি "তুমি দিয়েছ দুঃখ শোক বেদনা" ও "আমার হৃদয় মন্দিরে কে বসায় গিরিধারী"।

গানের রচনা সুন্দর ও ভক্তিপূর্ণ। কিন্তু গায়কের কণ্ঠে ভক্তিরসের অভাব বলিয়া গান দুটি তেমন হৃদয়গ্রাহী হয় নাই।

*

N. 7377. শ্রীশঙ্কর মিশ্র দু'খানি গান এই রেকর্ডে গাহিয়াছেন। গ্রামোফোনের গানের রাজা কে, মল্লিকের শঙ্কর মিশ্র ছদ্মনাম দিয়া এই রেকর্ড প্রকাশ করা হইয়াছে। বৃদ্ধ কে, মল্লিক ও যুবা কে, মল্লিকের কণ্ঠের তফাৎ থাকিলেও গান দুটি নিতান্ত মন্দ হয় নাই। "দোলে প্রাণের কোলে প্রভুর নামের মালা" গানটি অপেক্ষাকৃত ভাল লাগিল।

*

N. 7390. শ্রীকমল দাস গুপ্ত ও কুমারী যূথিকা রায় দু'খানি দ্বৈত সঙ্গীত এই রেকর্ডে গাহিয়াছেন। ভজন গান দুটির বাণী সুন্দর। গায়কের কণ্ঠ অপেক্ষা গায়িকার কণ্ঠ শতগুণ মিষ্ট ও মনোরম। গান দুটি ভালই লাগিল।

*

N. 7387. প্রফেসর বিমল গুপ্ত কৌতুক কথোপকথন করিয়াছেন এই রেকর্ডে। সুদূর পল্লীগ্রামের আটচালায় একখানা পুরাতন সংবাদপত্র পৌঁছাইলে কি ব্যাপার হয় তাহাই এই কৌতুক কথার বিষয় বস্তু। সুনিপুণ চিত্রকর যেমন রেখার টানে মনোরম চিত্র অঙ্কিত করেন হাস্যরসিক বিমল বাবুও তেমনি প্রত্যেক বাচন-ভঙ্গীতে একটি বাস্তব চিত্র আমাদের চোখের সামনে ফুটাইয়া তুলিয়াছেন।

*

BROADCAST RECORDS.

শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের পরিচালনায় চিত্তরঞ্জন এভেনিউস্থিত ব্রডকাষ্ট মহলা গৃহে পুরাদমে গানের মহলা চলিতেছে। মিস্ বীণাপানি, কমলবালা, জ্ঞানেন্দ্র গোস্বামী, বিমল গুপ্ত, হরিদাস বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি শিল্পীগণের সুমধুর গান শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে। ধীরেনবাবুর অক্লান্ত পরিশ্রম সাফল্যমণ্ডিত হইলে আমরা সুখী হইব।

দেশীয় চিত্র পরিচালক

"ওরে তারা কি আমাদের অভিনয় করতে দেয়?" দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করে' অভিনেতা আপন বিফলতার কথা ভাবে। ছবি যারা দেখে, বলে—"...ঐ ঐ স্থানে যাচ্ছে-তাই করেছে।" কিন্তু তারা ত আর দেখতে যায় না ঐ সব স্থানের ত্রুটির জন্য দায়ী কে? সত্যি কথা—যে, চিত্রের সমস্ত অংশের দোষগুণের জন্য দায়ী পরিচালক। কিন্তু নিত্য নূতন যে এক একজন পরিচালক হয়ে উঠ্ছেন, নিত্য নূতন ছবিতে আমরা ত' ততখানি উন্নততর কিছু দেখতে পাই না। অনেকে হয়ত বলবেন—আমাদের চলচ্চিত্রের এখনো বাল্যাবস্থা। কিন্তু দিন দিন যদি উন্নততর বা নূতনতর কিছু না হয় তাহলে কি করে আসবে কৈশোর?

সাধারণের চক্ষু চায় নিত্য নূতনত্ব। কিন্তু ক'জন পরিচালক তা দেখাচ্ছেন? পূর্ব্ব-খ্যাত অভিনেতৃবৃন্দ ব্যতীত কেন তারা নূতন অভিনেতা বা অভিনেত্রী সংগ্রহ করতে চেষ্টা পান না?...পরিচালক হন, কিন্তু অনেক স্থলে দৃষ্ট হয় যান্ত্রিকদের প্রাধান্য। পরিচালক মহাশয়ের অনেক কিছু দেখাবার ইচ্ছা থাক্‌লেও তিনি তা ফুটিয়ে তুলতে পারেন না, তার কারণ, আমরা কি এই মনে করতে পারি না যে—পরিচালক মহাশয় এক অভিনয়ের জ্ঞান ব্যতীত অন্যান্য বিষয়ে অজ্ঞ? কাজেই তাঁকে অনেক সময় আপন অভিপ্রায় ত্যাগ করতে হয়—ফলে ছবি হয় অসমাপ্ত।

যে জন্য দেশীয় ছবি উন্নততর হতে পারছে না, তার একটি বিশেষ কারণ শিল্পীরা শুধু অভিনয়ই করে যান, কিন্তু ঘটনানুযায়ী আবহাওয়ার সৃষ্টি করতে পারেন না, অথচ এইটিই হচ্ছে চিত্রশিল্পের একটি প্রধান অংশ। দর্শকেরা চায় সংসারের সমস্ত ভুলে অন্য একটা কিছুতে ডুবে থাক্‌তে। কিন্তু সেই একটু বা সুখী হবে কেন? নাটকীয় চরিত্রে যদি জনকতক শিল্পীকেই কেবল দেখা যায় তাহলে সেই নাটকের আবহাওয়া কি করে পাওয়া যাবে? এখানে পরিচালক মহাশয়দের একটি বিশেষ ত্রুটি আমরা দেখি। তাঁর উচিত প্রথমে নাটকীয় চরিত্রগুলিকে ভাল করে জানা। কি রকম তার স্বভাব, কি রকম তার অভ্যাস, কি রকম তার ব্যবহার ইত্যাদি। তার পর তিনি তাঁর শিল্পীদের মধ্যে খুঁজ্‌বেন ঠিক সেই দোষ বা গুণগুলি। এবং যার সঙ্গে মিশবে তাকেই করবেন মনোনীত। শিল্পী তাতে হবেন সফল, পরিচালকও হবেন বিখ্যাত। শিল্পী মনোনীত করবার পূর্ব্বে তাঁদের আর একটি কাজ করা উচিত। নাটকীয় চরিত্রের অংশগুলি শিল্পীদের দিয়ে অভিনয় করিয়ে দেখতে হবে—কে কতটুকু স্বাভাবিকতা বা নূতনত্ব দেখাতে পারে। এ ভাবে যাকে লাগ্‌বে সব চাইতে ভাল তাকেই মনোনীত করবেন! যদি কাউকেও ভাল না লাগে বা শিল্পীদের মধ্যে নাটকীয় চরিত্রের আভাস মোটেই না পাওয়া যায় তাহলে তাদের সাধারণ মতের বিরুদ্ধে না চালিয়ে, খুঁজবেন নূতন শিল্পী—যাদের মধ্যে নাটকীয় চরিত্রের গুণ দোষগুলি পাওয়া যাবে। এতে হবে অনেক অপ্রত্যাশিত শিল্পীর আবিষ্কার। শুধু কোম্পানীর বেতনভোগী কয়টি লোক নিয়েই যাঁরা চান বরাবর চল্‌তে, ছবিতে তাঁদের নূতনত্বের আশা থাক্‌বে কি করে?

অনেক ছবিতে দৃষ্ট হয় শিল্পী অভিনয় করতে করতে সহসা অত্যধিক সংযত হয়ে পড়েন অথবা অভিনয় করেন নাটকীয় চরিত্রের শিল্পীকে ছেড়ে অন্যরকমে। তার কারণ কি এই নয় যে—তাঁদের অন্তরে থাকে এক-জোড়া রক্ত চক্ষুর কঠোর দৃষ্টি? পরিচালক মহাশয়েরা চান না অভিনয়ের সৌন্দর্য্য—নূতনত্ব; তাঁরা

শিল্পীবৃন্দ স্বেচ্ছায় কিছু করতে পারেন না। নিজস্ব কিছুই তাঁরা দেখাতে পারেন না। ফলে অভিনয় হয় প্রাণহীন আর জন্মকাল-লব্ধ কলাবিদ্যা থাকে অপ্রকাশিত। আমাদের দেশের অভিনেতৃবৃন্দের এ দুর্দ্দশা ঘুচবে কবে —কতদিনে?

নাটকের চরিত্রানুযায়ী শুধু শিল্পীর চরিত্র নয়, দৈহিক আকৃতিরও মিল্ দেখাতে হবে। এ বিষয়েও পরিচালকদের তেমন রুচিজ্ঞান আমরা দেখতে পাই না। আজ একটি দেশীয় অভিনেত্রীর জন্য দুঃখ হচ্ছে অথচ রাগ হচ্ছে পরিচালকের উপর। কি যে তাঁদের রোগ— তাঁরা চান শুধু পূর্ব্বে প্রসিদ্ধ অভিনেতাদের, তারা নূতন কিছু সৃষ্টি করতে পারুক বা নাই পারুক। যে দুইটি নায়কের সহিত অভিনেত্রীর করতে হয়েছে প্রেমাভিনয় বা দুঃখাভিনয়, পরিচালকের রক্ত চক্ষু করেছে তাকে সংযত। কিন্তু এই মনে বাইরে দুই ভার নিয়ে কি হয়- অভিনয়, মানুষের মন ভোলান? আর একটি ছবি যা বাঙলায় হয়েছে অপেক্ষাকৃত ভালো—তার কারণ হয়েছে অভিনেতৃবৃন্দের অসঙ্কোচ অভিনয়। পরিচালক নিজে অভিনেতা—তিনি বুঝেছেন অভিনেতৃবৃন্দ কি চায় এবং তিনি কার্পণ্য করেননি তাদের সেটুকু দিতে। এতেই ছবিটি হয়েয়ে ভালো— পরিচালক হয়েছেন সমাদৃত। অভিনেতা যে নয়, কি করে সে বুঝবে অভিনেতার মর্ম্ম- বেদনা? শুধু আছে পরিচালকদের অর্থবল বা পূর্ব্বেকার একটু খ্যাতি—যা দিয়ে তাঁরা করেছেন অভিনেতৃবৃন্দের সর্ব্বনাশ। কিন্তু এই কি উন্নতির লক্ষণ? যদি অন্যান্য দেশের মতো এ ব্যবসাটিকে করে তুলতে হয় উন্নত তাহ'লে—পরিচালক মহাশয় ত্যাগ করবেন আপন প্রাধান্য রক্ষায় চিন্তা এবং করবেন নূতন আবিষ্কার।

সুপ্রসিদ্ধ চিত্র-পত্র দীপালীর সম্পাদক মহাশয় আমার এ আবেদনটি আপনার পত্রিকায় একটু স্থান লাভ করলে বিশেষ কৃতজ্ঞ হ'ব।

কলিকাতা —শ্রীসত্যগোপাল কর্ম্মকার

বীমা-প্রসঙ্গ

ইনসিওরেন্স এডুকেশন সোসাইটী নিম্ন লিখিতরূপে কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতি নির্ব্বাচন করিয়াছেন—

সভাপতি—শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ বসু এম্-এল, সি

সহঃ সভাপতি—মিঃ এ, লাল, ওঝা, শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন সরকার (হিন্দুস্থান), শ্রীযুক্ত অবিনাশ চন্দ্র সেন (এম্পায়ার), মিঃ কে, এম, নায়ক (ন্যাশানাল), শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র রায় (হিন্দু মিউচুয়াল), ডাঃ এস, সি, রায় (নিউ ইণ্ডিয়া)।

সম্পাদক—শ্রীযুক্ত হেমন্তকুমার সরকার

সহঃ সম্পাদক—মিঃ এস, এন, ব্যানার্জ্জি আর, এ.

উপযুক্ত ব্যক্তি লইয়াই শিক্ষা সমিতি গঠিত হইয়াছে—আশা করা যায় বর্ত্তমান সমিতি বীমাশিক্ষা প্রচার করিয়া দেশের প্রভূত উপকার সাধিত করিবেন।

*

এম্পায়ার অফ ইণ্ডিয়ার চীফ এজেন্সীর অধীনস্থ অর্গানাইজার শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ সেন উক্ত কার্য্যে ইস্তফা দিয়া হিন্দুস্থান বীমা কোম্পানীর লক্ষ্ণৌ শাখা বিভাগে প্রধান ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারীরূপে নূতন নিয়োগ পত্র পাইয়াছেন। শুনিয়াছি সেন মহাশয়ের বীমা সাহিত্যে সুলেখক বলিয়া খ্যাতি আছে,—বীমাকর্ম্মীরূপেও তাঁহার সুবিদিত শক্তির কথাও শোনা যায় কিন্তু বাংলা দেশের গৌরব তদুপরি দয়া দাক্ষিণ্যের প্রতিমূর্ত্তি অবিনাশচন্দ্রের সহিত ব্যবসায়-সূত্র সহজে ছিন্ন করিলেও বীমাক্ষেত্রের সহিত কি সম্পর্কবিহীন অবস্থায় থাকিবেন?

*

আমরা শুনিয়া আনন্দিত হইলাম মি এস, ভট্টাচার্য্য এম-আই, এম-টি (লণ্ডন) হিন্দু মিউচুয়াল বীমা কোম্পানীর অর্গানাইজার নিযুক্ত হইয়াছেন। মিঃ ভট্টাচার্য্য ইউরোপে দীর্ঘকাল গঠনমূলক কার্য্যে শিক্ষা লাভ করিয়াছেন, আমরা তাঁহার সাফল্য কামনা করিতেছি।

*

ইদানীং আনন্দবাজার পত্রিকার সহিত বাংলার ও বাঙ্গালীর গৌরব হিন্দুস্থান বীমা কোম্পানীর "ভাসুর-ভাদ্রবধূ" সম্পর্ক চলিতেছে দেখিতেছি। আনন্দবাজারের দিগ্‌গজগণ বীমা-বিদ্যা-বারিধি-মন্থন করিয়া হিন্দুস্থানের বিরুদ্ধে যে হলাহল তুলিয়াছেন, তাহা পান করিয়া এই জাতীয় পত্রিকাখ্যাত, বিলাতী-বিজ্ঞাপন-সরবরাহকারী সংবাদপত্রিকা নিজেই নীলকণ্ঠ হইয়া উঠিয়াছেন দেখিলাম। কারণ ইঁহারা যতই হিন্দুস্থানের নিন্দা করুন না কেন, বাংলার অসংখ্য পত্রিকা কলিকাতায় ও কলিকাতার বাহিরে হিন্দুস্থানের প্রশংসা ও কার্য্য পরিচালনার সুখ্যাতি করিয়া প্রকাশ্য আন্দোলন আরম্ভ করিয়া বাঙ্গালীর মুখ রক্ষা করিতেছেন। আনন্দবাজারের ব্যক্তিগত বিদ্বেষ কতদূর গিয়া পৌঁছিয়াছে এবং কিরূপে তাঁহারা সাংবাদিকের সম্মানীয় বৃত্তি কলুষিত

করিতেছেন তাহার কয়েকটি প্রমাণ দিয়া জাতীয়তার ভেকধারী বিভীষণগণের স্বরূপ জ্ঞাপন করিতেছি।

কলিকাতায় ইন্সিওরেন্স এডুকেশন সোসাইটী নামে যে একটি সংসদ রহিয়াছে, তাহার সহকারী সভাপতির পদে যাঁহারা নির্ব্বাচিত হইয়াছেন, তন্মধ্যে হিন্দুস্থানের শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন সরকার অন্যতম। জাতীয়তার অভিনব বিলাতী সংস্করণ আনন্দবাজার পত্রিকা এই সংসদের নব-নির্ব্বাচিত প্রত্যেকটী কর্ম্ম-পরিচালকগণের নাম ছাপাইয়াছেন, কিন্তু অধুনা ভাসুর-সম্পর্কিত শ্রীযুক্ত নলিনীবাবুর নাম ছাপান নাই এবং না ছাপাইয়া সত্য গোপন করিয়াছেন। এদিকে ভারতীয় বীমাকর্ম্মী সম্মেলনে হিন্দুস্থানের বহু বিশিষ্ট কর্ম্মী উপস্থিত থাকিলেও শুধু হিন্দুস্থানের সহিত সম্পর্কিত বলিয়া বীমা ব্যবসায়ের গৌরব রায় বাহাদুর উমেশচন্দ্র চাকলাদারের নাম এবং হিন্দুস্থানের অনেক সুপরিচিত কর্ম্মীর নাম উপস্থিত ব্যক্তিদিগের লিষ্ট হইতে কাটিয়া দিয়াছেন। অথচ অন্যান্য পত্রিকা যথারীতি এই সংবাদ ছাপাইয়া সাংবাদিকের কর্ত্তব্য পালন করিয়াছেন। হিন্দুস্থানের বিরুদ্ধে আনন্দবাজারের লেখা যে বিদ্বেষ-প্রসূত ইহাপেক্ষা তাহার উজ্জ্বলতর প্রমাণ আর কি হইতে পারে?

এই প্রসঙ্গে ইন্সিওরেন্স জগতে বার্দ্ধত-লাঙ্গুল এমন একটী বীমা-সাংবাদিক-প্রভুর নাম আমরা জানি, যিনি বিদ্বেষদুষ্ট হইয়া অনেক সময় নিজের অপছন্দ নামগুলি কাটিয়া দিয়া বীমা-জগতের খবর ছাপাইয়া থাকেন। আমরা আরও জানি যে গত লাইফ্ অফিস এসোসিয়েশন সভায় ও কন্‌ফারেন্সে হিন্দু মিউচুয়ালের সেক্রেটারী প্রসিদ্ধ বীমাতত্ত্ববিদ শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র রায় আলোচ্য প্রত্যেক ব্যাপারেই প্রধান অংশ গ্রহণ করিয়াছেন, কিন্তু উক্ত বীমা-পত্রিকার সম্পাদক ঐ সভার কার্য্যাবলীর রিপোর্ট নিজের কাগজে ছাপাইবার সময় তাহা হইতে শ্রীযুক্ত পূর্ণবাবুর নাম ব্রেক্ বাদ দিয়া সাংবাদিক হিসাবে অপূর্ব্ব কর্ত্তব্য-নিষ্ঠার পরিচয় দিয়াছেন। অথচ সাংবাদিক জগতে ইহারাই লাফালাফি করিয়া আসর জমাইয়া রাখিয়াছেন।

•

কলিকাতায় বীমাকর্ম্মী সম্মেলন নামে যে একটি সম্মেলন গত সপ্তাহে শেষ হইয়া গেল। তাহার কাজের নমুনা দেখিয়া কর্ত্তৃপক্ষের মস্তিষ্ক সম্বন্ধে আমাদের আশঙ্কা ঘটিয়াছে! বাংলাদেশে কি বাংলা দেশের বাহিরে কোন বীমাকর্ম্মী খুঁজিয়া না পাইয়া ইহারা এমন একজন ভদ্রলোকের গলায় বর-মাল্য দান করিলেন যিনি বীমা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ। ইনি কোন কোম্পানীর কর্ম্মী তাহা আমরা জানি না, তবে ইনি যে শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর, মিঃ এ, সি সেন, শ্রীযুক্ত ইন্দুভূষণ সেন প্রভৃতির ন্যায় বীমাকর্ম্মী নহেন, সে বিষয়ে আমরা নিঃসন্দেহ। অথচ ইহাকে সভাপতি করার মধ্যে অবাঙ্গালী অবীমা-ব্যবসায়ী বড়লোকের খোসামোদ করিবার প্রবৃত্তি ছাড়া কিছুই প্রকাশ পায় নাই। যাঁহারা বীমাকর্ম্মী হইয়া নিজেদের সম্মান নিজেরা দিতে জানেন না, তাঁহারা চিরকাল যে কোম্পানীর দুয়ারে মাথা খুঁড়িয়াই মরিবেন তাহাতে আর বিচিত্র কি? বীমার কাজ করিয়া হাত পাকাইয়াছেন, এমন বীমা-কর্ম্মী বাংলা দেশে এবং বাংলার বাহিরে যাঁহারা খুঁজিয়া পাইলেন না—তাঁহারা ঘরের ছেলে ঘরেই থাকুন; সভা-সমিতি করিয়া, নাচিয়া কুঁদিয়া আর লোক হাসান কেন?

স্বাস্থ্য লাভের উপায়

(৬ষ্ঠ পৃষ্ঠার পর)

মধ্যে সমতল ও পার্ব্বত্য রেলযোগে ডাভস্ পল্লী ও ডাভস্ শহরে পৌছান যায়।

স্বাস্থ্যকামী রোগীরা আরোগ্য লাভের সময়ে বিবিধ প্রকারের ক্রীড়া করিয়া থাকেন। এই সব খেলা বা ইহাদের অনুরূপ কিছুই আমাদের দেশে এখনও প্রচলিত হয় নাই। অবশ্য আইসরিঙ্কস্, বব্‌রান্, টোব্‌গান্‌রান্ বা স্কি জাম্প প্রভৃতি আমাদের দেশে সম্ভবপর না হইতে পারে। এখানকার জনসাধারণ ক্রীড়া কৌতুক দ্বারা ও স্বাস্থ্যোন্নতি বিষয়ে সম্পূর্ণ উদাসীন। এমন অনেক স্বাস্থ্যকামী নর-নারী দেখিয়াছি, যাঁহারা অনেক অর্থব্যয় করিয়া কোন পার্ব্বত্য অঞ্চলে গিয়াও মোটেই পাহাড়ে উঠেন নাই; পাদদেশ হইতেই গিরির উচ্চ শিখর দর্শনে আনন্দ লাভ করিয়া গৃহে ফিরিয়া আসিয়াছেন।

প্রত্যেক মানুষের সবল সুস্থ অবস্থায় বাঁচিয়া থাকিবার একটি ইচ্ছা আছে, এমন কি মৃত্যুর পূর্ব্ব মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত আরও কিছুদিন বাঁচিবার ইচ্ছা পোষণ করিতে অনেক রোগীকে দেখিয়াছি। উপরি উক্ত সুইজারল্যাণ্ড দেশের ডাভস যক্ষ্মা-স্বাস্থ্য-নিবাস পৃথিবীর মধ্যে প্রসিদ্ধ বলিয়া বহু যক্ষ্মা ও অন্যান্য শ্বাস-রোগাক্রান্ত রোগী চিকিৎসার জন্য আসিয়া থাকে। বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকগণ ঐ সকল চিকিৎসা আবাসে বিখ্যাত সিরোলীন রচি নিরাপদ ও কার্য্যকরী ঔষধ বলিয়া ব্যবহার করিয়া থাকেন। অদ্যাবধি ফুসফুস্ ও শ্বাসরোগে যত প্রকার ঔষধ বাহির হইয়াছে তন্মধ্যে সিরোলীন রচি সর্ব্বাপেক্ষা বিশ্বাস ও শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিয়াছে। ইউরোপের প্রত্যেক গৃহস্থের আবাসে গৃহচিকিৎসার জন্য অন্ততঃ এক বোতল করিয়া "সিরোলীন" রাখা উচিত। পৃথিবীর আধুনিক বিখ্যাত যক্ষ্মা নিবাস সমূহে বিশেষজ্ঞ

চিকিৎসকগণ প্রত্যহ রোগীদিগকে সিরোলিন রচি ব্যবস্থা দিতেছেন। ইহা বলিলেই বোধ হয় যথেষ্ট হইবে যে নেপ্লেসের যক্ষ্মা রোগের আন্তর্জাতিক সম্মেলনের সভাপতি অধ্যাপক রেঁজি ঐ মারাত্মক রোগের চিকিৎসায় সুফল প্রাপ্ত হইয়া সিরোলীনকে যাবতীয় প্রতিরোধক ঔষধের মধ্যে শ্রেষ্ঠ স্থান দিয়াছেন। কেবল ফুসফুসের ক্ষয় রোগে নহে, অন্ত্রের ক্ষয় রোগেও সিরোলিন রচি রোগীকে রোগমুক্তির জন্য যথেষ্ট সহায়তা করিয়া থাকে, ইহা দেশীয় ও পাশ্চাত্য চিকিৎসকগণ একবাক্যে স্বীকার করিয়াছেন। ক্ষয়রোগগ্রস্ত স্ত্রীপুরুষ ও শিশুদের পূর্ণ স্বাস্থ্য লাভ করাইতে সিরোলিন রচি একমাত্র সক্ষম। সিরোলিন খাইতে সুস্বাদু বলিয়া এবং ক্ষুধা ও শরীরের ওজন বৃদ্ধি করিতে সহায়তা করে বলিয়া আবালবৃদ্ধ সকলেই ইহা অম্লান বদনে সেবন করিয়া থাকে। এবং ইহাতেই প্রভূত উপকার পায়। সিরোলিনের রোগের বীজাণু ধ্বংসের যথেষ্ট ক্ষমতা আছে বলিয়া সর্দি, কাশি, ইনফ্লুয়েঞ্জা, নিউমোনিয়া এবং যক্ষ্মা রোগের সকল অবস্থায় বহুল পরিমাণে ব্যবহৃত হইতেছে। এই ঔষধ যে এই প্রকার রোগীর অশেষ উপকার সাধন করিবে তাহা নিঃ সন্দেহ।

খেলার মাঠে

—সদানন্দ

রসিদ
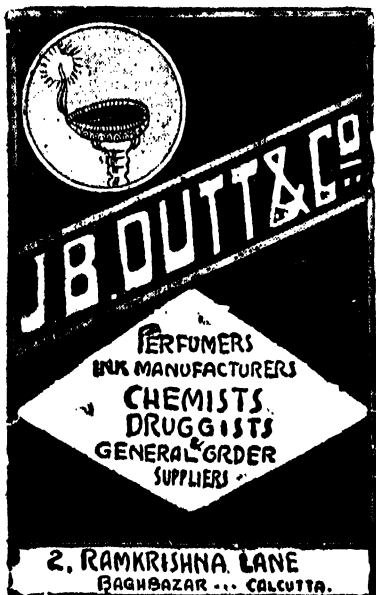
ভারতীয় বনাম ইউরোপীয় লীগ ক্লাব

গত শনিবার ক্যালকাটা মাঠে ইউরোপীয় দল ২-১ গোলে ভারতীয় দলকে পরাজিতকরিয়াছে। অবিশ্রান্ত বৃষ্টির ফলে সমস্ত মাঠ কর্দ্দমাক্ত ছিল—ভারতীয় খেলোয়াড়দিগের মধ্যে তিনটি ব্যতীত আর সকলেই বুট পরিধান করিয়া মাঠে নামিয়াছিলেন—ইহাতে পিছল মাঠে দাঁড়াইবার সুবিধা হইয়াছিল বটে কিন্তু প্রত্যেকটি খেলোয়াড়ই দ্রুত-গতিশক্তিকে বিসর্জ্জন দিয়াছিলেন। ফলে প্রতিদ্বন্দ্বী জয়লাভ করিয়াছিল। আবহাওয়া ভারতীয় টীমের অনুকূলে থাকিলে তাহাদিগকে পরাজিত করা ইউরোপীয় দলের অসাধ্য ছিল এ কথা সেদিন খেলা সমাপ্ত হইলে, অনেকেরই মনে উঠিয়াছিল। ভারতীয় দলের পরাজয়ের একটি কারণ—আক্রমণ বিভাগের মধ্যে সর্ব্বাঙ্গীন সামঞ্জস্যের অভাব। এ বিষয়ের অগ্রণী ছিলেন, মহামেডান দলের সুবিখ্যাত সেণ্টার ফরওয়ার্ড রসিদ! রসিদ শেষাংশে রহমত ও সামাদকে খেলাইবার জন্য এত ব্যস্ত হইয়াছিলেন যে বিরুদ্ধ গোলের সম্মুখে অবরোধহীন অবস্থায় কে, ভট্টাচার্য্য ও নির্ম্মল ঘোষকে দেখিয়াও সেদিকে বল না দিয়া জনতার মধ্যে রহমতের নিকট বল দিতেছিলেন। রসিদের ন্যায় সুদক্ষ খেলোয়াড় প্রতিনিধিমূলক খেলায় কেন এরূপ পন্থা অবলম্বন করিলেন ইহা ভাবিলেও বিস্মিত হইতে হয়—সামাদকে এবিষয়ে আমরা দোষারোপ করিতে চাহি না; পরিশ্রম করিয়া খেলা তাঁহার প্রকৃতি বিরুদ্ধ হইলেও এদিন তিনি আন্তরিকতা সহকারে খাটিয়াছিলেন ও অনেকগুলি গোল করিবার সুযোগ রহমতকে দিয়াছিলেন—নির্ম্মল ঘোষ শেষাংশে কর্দ্দমাক্ত মাঠে অতিশয় ক্ষিপ্রতা সহকারে খেলিয়া অনেকেরই বিস্ময় উৎপাদন করিয়াছেন এবং তাঁহারি সুন্দর সেণ্টারে রসিদ গোল করিয়াছিলেন। ইউরোপীয় দলের মধ্যে রেনজার্সের লাম্‌সডেনের খেলা অতিশয় উল্লেখযোগ্য হইয়াছিল—উভয় গোলই তিনি দিয়াছিলেন। এজন্য তাঁহার কৃতিত্ব নহে—আক্রমণ বিভাগের সহযোগীদের সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া ভারতীয় রক্ষণ বিভাগকে বিশেষ উদ্বেগ দিয়াছিলেন। জোরে চলিলেই যে মাঠে পড়িবার আশঙ্কা থাকে সেখানে বুট পরিধান করিয়া খেলা অনভ্যস্তদিগের পক্ষে বিশেষ শক্ত এবং এই বাধার মধ্যে ভারতীয় রক্ষণবিভাগ যেরূপ খেলিয়াছেন তাহা অপ্রশংসনীয় নহে। প্রথমার্দ্ধে দুইটি গোল খাইবার পর ভারতীয় দলের আত্মচেতনা ফিরিয়া আসিল—তাহারা সেই যে বিপুল বেগে প্রতিপক্ষকে আক্রমণ করিল এবং শেষ পর্য্যন্ত তাহার গতি বজায় রাখিল, কিন্তু কর্দ্দমাক্ত মাঠ সমস্ত চেষ্টাকেই ব্যর্থ করিয়া দিল।

মহামেডান দলের সাফল্য—

মহামেডান স্পোর্টিং ক্লাব বর্ত্তমান বর্ষে লীগের প্রথম বিভাগে প্রথম আসন

অধিকার করিয়াছেন—ভারতীয় দলের পক্ষে উপর্য্যুপরি দুই বৎসর প্রথম আসন অধিকার করা যে বিশেষ সম্মানের পরিচায়ক তাহাতে সন্দেহ নাই। এজন্য এই দলকে আমরা অভিনন্দিত করিতেছি। টীম্‌টির প্রত্যেকটি খেলোয়াড়ের মধ্যে বিশেষ একাগ্রতা ও একতা আছে, পরস্পরকে সাহায্য করিবার আগ্রহ ও আকাঙ্ক্ষা দেখা যায়। আমাদের তথাকথিত জনপ্রিয় বাঙ্গালী টীমটির মত ইহারা খেলোয়াড় লইয়া experiment করেন না। সুতরাং এ সমস্ত নানা কারণে টীমটি বিশেষ সুন্দররূপে গঠিত হইয়াছে —শুক্‌নো মাঠে এই টীমকে পরাজিত করা বিশেষ কঠিন। টীম্‌টির উত্তরোত্তর সাফল্য আমরা কামনা করি।

প্রথম বিভাগের লীগ টেব্‌ল—

টীম	খে	জ	ড্র	পরা	পয়েণ্টস্‌
মহামেডান	২২	১১	৮	৩	৩০
ইষ্টবেঙ্গল	২২	১১	৭	৪	২৯
ব্ল্যাকওয়াচ	২২	১২	৩	৭	২৭
কালীঘাট	২২	৯	৮	৫	২৬
ই, বি, আর	২২	৮	৯	৫	২৫
মোঃ বাগান	২২	৮	৮	৬	২৫
কাষ্টমস্‌	২২	৮	৭	৭	২৩
ডালহৌসী	২২	৫	১০	৭	২০
ক্যালকাটা	২২	৬	৬	১০	১৮
এরিয়ান্স	২২	৬	৫	১১	১৭
ডিভন্স	২২	৫	৪	১৩	১৪
হাওড়া	২২	৩	৫	১৪	১১

দ্বিতীয় বিভাগ লীগ টেব্‌ল—

টীম	খে	জ	ড্র	পরা	পয়েণ্টস্‌
পুলিস	২২	১৫	৬	১	৩৬
রেঞ্জার্স	২২	১৫	৬	১	৩৬
স্পোর্টিং ইউনিয়ন	২২	১০	৫	৭	২৫
ডিভন্স 'বি'	২২	১০	৫	৭	২৫
জর্জ্জ টেলিগ্রাফ	২২	৮	৭	৭	২৩
ভবানীপুর	২২	৮	৬	৮	২২
টাউন ক্লাব	২২	৭	৭	৮	২১
অরোরা	২২	৪	১০	৮	১৮
নেপিয়ার	২২	৬	৬	১০	১৮
বৌবাজার	২২	[illegible]	৪	১২	১৬
কুমারটুলী	২২	৩	৮	১১	১৪
টেলিগ্রাফ	২২	৩	৪	১৫	১০

আই-এফ-এ শিল্ড প্রতিযোগিতা

ভারতের অন্যতম বৃহৎ প্রতিযোগিতামূলক এই খেলা বর্ত্তমান সপ্তাহ হইতে আরম্ভ হইয়াছে। বর্ষা যেরূপ বিপুলবেগে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে তাহাতে ভারতীয় টীমগুলির বিশেষ সাফল্যের আশা খুবই কম—মহামেডান দল পিছল মাঠে বুট পরিধান করিয়া প্রায় সকলেই খেলিতে পারেন তথাপি সবুট টীমের সহিত তাঁহার গতি ও দ্রুততা অনেকাংশেই যে কমিয়া যাইবে ইহা সত্য। চীন হইতে যে টীমটি প্রতিযোগিতায় নাম দিয়াছেন তাহার সম্বন্ধে কর্ত্তৃপক্ষ অনেকেই হতাশ হইয়া পড়িয়াছেন—এইচ, এল, আই দলটি বিশেষ সুগঠিত, ইহাদের সাফল্যের কথা অনেকেই বলিতেছেন। আগামী শনিবার ক্যালকাটা মাঠে মোহন বাগান বনাম ইয়র্কস্‌ এণ্ড ল্যাঙ্কস্‌ খেলাটি চ্যারিটী ম্যাচ রূপে গঠিত হইবে—বাংলা দেশের জনপ্রিয় টীম হইয়াও মোহনবাগান আজ সাধারণের বিশ্বাস ক্রমশঃ হারাইতেছেন, তাঁহাদের সম্বন্ধে আমরা বিস্তারিত পূর্ব্বেই আলোচনা করিয়াছি তাঁহাদের খেলোয়াড়ের experiment বোধ হয় শীল্ডেও করিবেন তারপর final selection

যখন হইবে তখন দেখা যাইবে যে ফুটবলের পরিবর্ত্তে ব্যাটবলের সিস্‌ন আরম্ভ হইয়াছে।

সোমবারের খেলার ফলাফলঃ—

জর্জ্জ টেলিগ্রাফ—(২) ভিক্টোরিয়া স্পোর্টিং—(৩)

রেঞ্জার্স—(০) ঢাকা ফার্ম্ম—(০)

ই, আই, আর (১) ইষ্টবেঙ্গল—(১)

মঙ্গলবার ঃ—

রেঞ্জার্স—(১) ঢাকা ফার্ম্ম—(০)

ই, আই, আর—(২) ইষ্টবেঙ্গল (১)

খুলনা—(৪) টাউন ক্লাব—(০)

মহামেডান—(২) ডিভন্স—(০)

আগামী সপ্তাহের খেলা :

১১. ৭. ৩৫

রেঞ্জার্স বনাম ইষ্ট ইয়র্কস—(ড্যাল)

ক্যামেরোনিয়ান্স বনাম ই,বি, আর—(কলি)

খুলনা বনাম ওয়েষ্ট কেণ্টস—(মোঃ বাঃ)

১২. ৭. ৩৫

হাওড়া বনাম কিংস রেজিমেণ্ট—(মোঃ বাঃ)

লিসেষ্টার বনাম স্পোর্টিং ও জামসেদপুর বিজেতা দল——(কলিঃ)

ডালহৌসী বনাম কাষ্টমস্‌—(ড্যাল)

১৩. ৭. ৩৫

মোহনবাগান বনাম ইয়র্কস্‌ এণ্ড ল্যাঙ্কস্‌ (কলিঃ) চ্যারিটী ম্যাচ।

১৫. ৭. ৩৫

ভবানীপুর ও ভয়ারী বিজেতা বনাম আরগীলস্‌—(ড্যাল)

এরিয়ান্স বনাম ৫২ এল, আই—(মোঃ বাঃ)

ব্লাকওয়াচ বনাম আফগান ক্লাব—(কলি)

১৬. ৭. ৩৫

এচ, এল, আই বনাম বৌবাজার ও সিটি এ্যাথেলেটিক বিজেতা—(মোঃ বাঃ)

কালীঘাট বনাম লয়ালস্‌— (মোঃ বাঃ)

———

গান

—হেমেন্দ্রকুমার রায়

হায়, গোলাপ ফোটা আজি ফুরিয়ে যায়,
কেন, এমন কালে এল মাধবী বায়!

*

আমি কেমন ক'রে
প্রাণে রাখিব ধ'রে
মধু গোলাপী কালে শুধু মৃদু চুমায়!

*

নব ফাগুনে পেয়ে হাসে কুসুমী লতা,
চাঁদ নদীর কাণে কহে রূপালী কথা।

*

গাহে পাপিয়া-পাখী,
তবু আমার আঁখি
ভুলে বকুল-বেলা খালি গোলাপে চায়!

নানাকথা

রথে পুরীযাত্রীর ভীড়

গত ২৮শে জুন পুরীধামে শ্রীশ্রী জগন্নাথ দেবের রথযাত্রা উপলক্ষ্যে যাত্রীগণের যে ভীষণ ভীড় জমিয়াছিল, তাহা বাস্তবিকই একটা দর্শনীয় বস্তু ছিল। বি, এন্, রেলওয়ের কর্ত্তৃপক্ষ কি উচ্চ কি নিম্ন সকল শ্রেণীর যাত্রীদের জন্যই যে সুবন্দোবস্ত করিয়াছিলেন তাহাতে ইঁহাদিগকে শুধু প্রশংসা নয়, আন্তরিক ধন্যবাদ না দিয়া থাকা যায় না। কর্ত্তৃপক্ষের তরফ হইতে বি, এন, রেলওয়ের সুযোগ্য পাবলিসিটি অফিসার শ্রীযুক্ত নীহার মল্লিক মহাশয় সপার্ষদ দীর্ঘরাত্রি পর্য্যন্ত ষ্টেশনে উপস্থিত থাকিয়া ইণ্টার ও তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রী ও যাত্রিনীদিগকে যে ভাবে সাহায্য করিয়াছিলেন, তাহাতে আমরা আনন্দে উৎফুল্ল না হইয়া পারি নাই। প্রত্যেক যাত্রীর ক্ষুদ্রতম সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া বিবিধ কষ্ট ও অসুবিধা ভুলিয়া যে ভাবে তাঁহারা তাহাদিগকে গাড়ীতে উঠাইয়া দিয়াছেন, তাহা যে-কোনও স্বয়ংব্রতী দলের অনুকরণীয়। ইণ্টার ও তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রীদের সুবিধাজনক আসন বাহুল্যের জন্য দ্বিতীয় পুরী এক্সপ্রেস্ ও একখানি স্পেশাল ট্রেনও ছাড়া হইয়াছিল। পুরীগামী অন্য সব গাড়ীতে বাড়তি আসনের ব্যবস্থা হইয়াছিল। মোট কথা এত দুরন্ত ভীড়ে যাত্রীদিগের যতখানি সুখসুবিধা ও স্বাচ্ছন্দ্য বিধান কর্ত্তৃপক্ষের করায়ত্ত ছিল, তাঁহারা তাঁহার সদ্ব্যবহার করিতে এতটুকু কৃপণতা করেন নাই।

কলাকেলি

(৫ম পৃষ্ঠার পর)

কিন্তু না, আষাঢ়ের সজল আসরেও বেরসিকের মত বেসুরো কথা নিয়ে আবার মুখ খুলতে হ'ল। প্রসঙ্গটা হচ্ছে আবার সেই "সীতা"র নাচের কথা। এ-সম্পর্কে যে-লোকটির চিঠি গেল বারে প্রকাশ করা হয়েছে, শোনা গেল তিনি নাকি অকূল বিপদ-সাগরে প'ড়ে চারিদিকে অবলম্বন খুঁজে বেড়াচ্ছেন। তাঁকে তিনটি রঙ্গালয়ের দ্বারে দ্বারে ছুটাছুটি ক'রে পুরাতন 'নাট্যমন্দিরে'র অভিনেতাদের খুঁজে বার ক'রে তাঁদের হাতে-পায়ে ধ'রে বলতে হচ্ছে—"হেমেন রায় যে "সীতা"র নাচে ছিল না এই কথাটা কাগজে-কলমে লিখে দাও!" সত্যের প্রতি যাঁদের শ্রদ্ধা আছে তাঁরা এই অসৎ প্রস্তাবে রাজি হন নি। তবে বলাও যায় না, পুরাতন "নাট্যমন্দিরে"র দলে এমন লোক থাকাও তো অসম্ভব নয়, যাঁরা তথাকথিত পত্রপ্রেরকেরই মত 'সত্যবান'! সুতরাং সকলে প্রহসনের আর একটি দৃশ্য দেখবার জন্যে প্রস্তুত হয়ে থাকুন! কিন্তু আর এক কথা। এ-বিষয়ে পুরাতন 'নাট্যমন্দিরে'র ছোট-বড় কোন অভিনেতারই সাক্ষ্য অধিকতর প্রামাণিক হ'তে পারে না, কারণ নৃত্য ও সঙ্গীত বিভাগের সঙ্গে যাঁদের সম্পর্ক ছিল না, তাঁদের কথা হবে মাত্র 'শোনা কথা'! মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়, গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় ও নৃপেন্দ্রচন্দ্র বসু আজ পরলোকে। নইলে আমার বিরুদ্ধে এমন ঘৃণ্য ষড়যন্ত্র করবার সাহস কারুর হ'ত না। তবে আমার সৌভাগ্যক্রমে পুরাতন 'নাট্যমন্দিরে'র নৃত্য ও সঙ্গীত বিভাগের বাকি তিনজন প্রধান কর্ম্মীরই মতামত আমি প্রকাশ করেছি। তাঁদের সাক্ষ্যের বিরুদ্ধে আর কারুর কথাই বিশ্বাস করবার মত নয়, কারণ তাঁরা প্রত্যেকেই হচ্ছেন স্বয়ংদ্রষ্টা। এবং আপনারা শুনলে অবাক হবেন যে, পত্রপ্রেরক কিছুদিন আগে পুরাতন 'নাট্যমন্দিরে'র নৃত্যশিক্ষক শ্রীমান ব্রজবল্লভ পাল ও আলোকশিল্পী ও অভিনেতা শ্রীমান ননীগোপাল সান্যালের কাছে গিয়েও এই ব'লে ধর্ণা দিয়েছিলেন, "তোমরা লিখে দাও যে 'সীতা'র নাচের সঙ্গে হেমেন রায়ের কোন সম্পর্কই ছিল না!" বলা বাহুল্য, তাঁরা এই পরম সাধু প্রস্তাবে সম্মত হ'তে পারেন নি। অদূর-ভবিষ্যতে এই ব্যক্তির পক্ষে যদি কেউ সাক্ষ্য দেন, তবে তাঁর কথার মূল্য হবে কতটুকু, সে বিচারের ভার রইল আপনাদেরই উপর। ভদ্রলোক ব'লে পরিচিত কোন ব্যক্তিরই এতখানি অধোগতি আমি কল্পনাও করতে পারি না। পত্রলেখকের গায়ে মানুষের চামড়া আছে কিনা কে জানে! আমার মাথা নীচু করতে পারলে তাঁর মাথা কতখানি উঁচু হয়ে উঠবে তাও আমি বলতে পারি না, তবে আমি কেবল কবি মিলটনের ভাষায় এই কথাটি ব'লেই আজকের মত কলম তুলে রাখতে চাই—"Truth is as impossible to be soiled by any outward touch as the sunbeam" (The Doctrine and Discipline of Divorce).

শ্রী হেমেন্দ্রকুমার রায়

নাট-মণ্ডপ

বেঙ্গল টকীজ

ভারতলক্ষ্মী ষ্টুডিওতে ইঁহাদের প্রথম হিন্দি সবাক ছবি "One Fatal Night"এর আগামী ১৭ই জুলাই হইতে চিত্রগ্রহণ আরম্ভ হইবে। ছবির সংলাপ লিখিয়াছেন মৌলানা আবুল কালাম আজাদ এবং পরিচালনা ও প্রযোজনা করিবেন শ্রীযুক্ত মধু বসু। এই চিত্রে বিভিন্ন ভূমিকায় জেরিনা, খাতুন, ইন্দুবালা, ধীরাজ ভট্টাচার্য্য, মাষ্টার মণিলাল আজমৎ বেগম, বিলাতু হোশেন, আর পি কপূর প্রভৃতিকে দেখা যাইবে।

মেঘনাথ রায়

সুলেখক ও সুগায়ক শ্রীতিনকড়ি ভট্টাচার্য্য প্রণীত উক্ত নাটকখানি **আনন্দ পরিষৎ** কর্ত্তৃক শীঘ্রই অভিনীত হইবে। বর্ত্তমান কালের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নট শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ মিত্র নাম-ভূমিকায় মঞ্চাবতরণ করিবেন। সাজসজ্জা ও সঙ্গীতের ভার লইয়াছেন যথাক্রমে শ্রীপ্রভাস ঘোষ ও শ্রীপঙ্কজ কুমার মল্লিক। ইঁহাদের অভিনয়ের বিশেষত্ব এই হইবে, যে, ইঁহাদের চিরাচরিত প্রথানুযায়ী স্ত্রী ভূমিকায় এবার কোনও পুরুষ মঞ্চাবতরণ করিবেন না। তিনকড়িবাবুর লেখা, লক্ষ্মীবাবুর প্রযোজনা ও অভিনয়, এবং আনন্দ পরিষদের সভ্যগণের সহযোগিতা—এই তিনের সম্মিলনে **মেঘনাথ রায়** যে অপূর্ব্ব উপভোগ্য বস্তু হইয়া দাঁড়াইবে ইহা আমরা নিঃসংশয়ে ভবিষ্যদ্বাণী করিতে পারি।

ক্রাউনে "ফ্যাণ্টম অফ ক্যালকাটা"

শ্রীএ্যাণ্ডিমুর রায় পরিচালিত "শয়তান কেন কাঁদে" (Phantom of Calcutta) দেখিলাম। শ্রীযুক্ত রায়ের "গৌরীশঙ্কর" দেখার পরেও যে তিনি আবার ছবি তুলিবার সুযোগ পাইয়াছেন দেখিয়াই ভাবিলাম যে এ ছবিখানি দর্শনযোগ্য হইবে না কোন মতেই। ফলে ঘটিলও তাই। গল্পের মধ্যে বাঁধুনী নাই কোন খানে, ফলে গল্পটি হইয়াছে খাপছাড়া এবং অসম্ভব।

সাধারণ দর্শকের বাহবা পাইবার মত চিত্তোত্তেজক জায়গা কয়েকটি ছিল, কিন্তু পরিচালক মহাশয় তাহার একটিও কাজে লাগাইতে পারেন নাই। অভিনয় কাহারও ভাল হয় নাই। তবে 'রাজাবাবুর' ভূমিকায় শ্রীসন্তোষ সিংহের অভিনয়কে চলনসই পর্য্যায়ে ফেলা যাইতে পারে। আলোক-চিত্রও সন্তোষজনক নয়। শব্দ-নিয়ন্ত্রণও তদ্রূপ। আমরা ভাবি যে এই বিংশ শতাব্দীতে এ ধরণের ছবিও তৈরী হয়!!

রবি বৈঠকঃ—

বসুধারা অঙ্কিত নিম্নলিখিত পত্রখানি বিগত বৃহস্পতিবার হস্তগত হইয়াছিলঃ—

ওঁ

সশ্রদ্ধ নিবেদন,

আগামী বৃহস্পতিবার ইংরাজী ৪ঠা জুলাই সন্ধ্যা আট ঘটিকায় শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্রের মানস-কন্যা বিজয়ার সহিত দীঘড়া গ্রাম নিবাসী ৺জগদীশ মুখোপাধ্যায়ের একমাত্র পুত্র শ্রীমান নরেন্দ্রর শুভ পরিণয় নব-নাট্যমন্দির প্রাঙ্গনে হিন্দুমতেই সুসম্পন্ন হইবে।

আপনারা সবান্ধবে উপস্থিতির দ্বারা এই মঙ্গল অনুষ্ঠানকে সাফল্যমণ্ডিত করিবেন ইহাই প্রার্থনীয়।

ইতি—

রবি-বৈঠক ১৫৭।৩, আপার সার্কুলার রোড কলিকাতা	বিনীত শ্রীতপাই মিত্র শ্রীসরোজ বন্দ্যো

বিবাহ-সভায় যোগ দিয়া দেখিলাম অরুণ মুখোপাধ্যায়ের বিজয়া, মুরারী ভাদুড়ীর নরেন, সরোজ বন্দ্যোর রাসবিহারী উৎকৃষ্ট হইয়াছে। কানাই বন্দ্যোর দয়াল ও মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্যের (সুপ্রসিদ্ধ নট নাট্যকার নহেন) বিলাস চলনসই। নলিনী জঘন্য এবং শ্রীমান দানীর (মণীন্দ্র লাহিড়ী) পরেশ অত্যুৎকৃষ্ট। ভবানী কিশোর ভাদুড়ী যদু সরকারের ভূমিকায় মেক্-আপ্ করিয়াছিলেন উত্তম। শ্রীযুক্ত তপাই মিত্রের আদর আপ্যায়ন উল্লেখযোগ্য। রবি বৈঠক নূতন প্রতিষ্ঠান, তবে ইহার সূচনা আশাপ্রদ; কারণ শ্রীযুক্ত শিশির কুমার ভাদুড়ী, তারা কুমার ভাদুড়ী, বিশ্বনাথ ভাদুড়ী ও সনৎকুমার মুখোপাধ্যায় এর মধ্যে আছেন।

রূপবাণী মঞ্চে পদক প্রদান

"মানময়ী গার্লস্ স্কুলে" অভিনয় ও গানের জন্য শ্রীমৃণাল ঘোষ নামক গায়ক অভিনেতাকে ডাঃ সুবোধ মিত্র মহাশয় গত রবিবার সন্ধ্যায় একখানি রৌপ্যপদক প্রদান করিয়াছেন। দাতা শতং জীব।

রূপকথা

আগামী শনিবার হইতে ওয়ার্ণার ব্রাদার্সের নৃত্যগীতবহুল "ফরটী সেকেণ্ড ষ্ট্রীট" দেখানো হইবে। ছবিতে অনেকগুলি সুন্দর সুন্দর নাচের সমাবেশ আছে। ওয়ার্ণার ব্যাক্সটার, রুবী কীলার বিবি ডানিয়েলস ডিক পাওয়েল প্রভৃতি মুখ্যাংশে অভিনয় করিয়াছেন।

দীপালী

মেট্রোর সুবিখ্যাত আরণ্য-চিত্র "টারজান এণ্ড হিজ মেট" এই শনিবার হইতে এখানে দেখানো হইবে। জগতের শ্রেষ্ঠ সন্তরণ বীর জনি উইসমুলার ও সুন্দরী মরীন ও সালিভান নায়ক ও নায়িকার অংশে অভিনয় করিয়াছেন যাঁহারা এখনও ছবিখানি দেখেন নাই তাঁহাদিগকে ইহা দেখিতে অনুরোধ করি।

রাধা ফিল্ম কোং

ইহাদের "মানময়ী গার্লস স্কুল" এই শনিবার হইতে কর্ণওয়ালিশে প্রদর্শিত হইবে। এবং উক্ত তারিখ হইতে দশম সপ্তাহে পড়িবে।

"সুদামা" ও "কণ্ঠহারের" কাজ শীঘ্রই আরম্ভ হইবে।

হিন্দী ছবি "Thunderbolt"এর কাজ খুব দ্রুত অগ্রসর হইতেছে।

রূপবাণী

মেট্রোর "ট্রেজার আইল্যাণ্ড" নামক রোমাঞ্চকর ছবিখানি এই শনিবার হইতে রূপবাণীতে প্রদর্শিত হইবে। ওয়ালেস বীয়ারী, জ্যাকি কুপার, লায়নেল ব্যারীমুর, লুইস ষ্টোন, প্রভৃতির অভিনয় ছবিখানিকে সমৃদ্ধিশালী করিয়াছে। পরবর্ত্তী শনিবার হইতে গ্রেটা গার্বোর "Painted Veil" দেখানো হইবে।

ছায়া

পাইওনীয়রের "দেবদাসী" চতুর্থ সপ্তাহে পড়িল।

সম্পাদক—
শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়   শ্রীগিরিজা কুমার বসু
১২৫।১, আপার সার্কুলার রোড, দীপালী প্রেসে মুদ্রিত ও দীপালী কার্য্যালয় হইতে দীপালী... প্রকাশিত—

বাংলার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সচিত্র সাপ্তাহিক

পপুলার পিক্‌চার্সের "মন্ত্রশক্তি"তে বাণীর ভূমিকায় শ্রীমতী শান্তি গুপ্তা।

৭ম বর্ষ]   ২রা শ্রাবণ, ১৩৪২ ঃঃ **18th July, 1935**   [২৯শ সংখ্যা

৭ম বর্ষ { ২রা শ্রাবণ বৃহস্পতিবার, ১৩৪২ / ১৮ই জুলাই ১৯৩৫ } ২৯শ সংখ্যা

কলাকেলি

১৩১৪ কিংবা ১৩১৫ সাল। তখন স্বর্ণকুমারী দেবী "ভারতী"র সম্পাদিকা। আমি তখন তাঁরই উৎসাহ পেয়ে "ভারতী"তে লেখার হাত পাকাতে সুরু করেছি। আমার আলোচ্য বিষয় ছিল ভারতের ললিত কলা, অর্থাৎ এখানকার প্রাচীন স্থাপত্য, ভাস্কর্য্য ও চিত্র কলার কথা। সেই সময়েই কবিতা নিয়ে "ভারতী"তে আত্মপ্রকাশ করলেন হেমেন্দ্রলাল রায়। তখন থেকে এখন পর্য্যন্ত হেমেন্দ্রলালের সঙ্গে আমার বন্ধুত্বের সম্পর্ক ক্ষুণ্ণ হয় নি। হঠাৎ খবর পেলুম, আমার এই কবি-ভ্রাতা অকালে ইহলোক ত্যাগ করেছেন। তাঁর এই অভাবিত মৃত্যু-সংবাদ আমার মনকে একান্ত কাতর ক'রে তুলেছে।

•

"ভারতী" যখন মণিলালের হাতে, তখন আমাদের সাহিত্য-বৈঠকে হেমেন্দ্রলালের দেখা পেতুম প্রায়ই। এবং সেই সময়েই আমরা পরস্পরের কাছে ভালো ক'রে পরিচিত হবার সুযোগ পেয়েছিলুম। তিনি ছিলেন নির্ব্বিরোধী, স্বল্পবাক, মিষ্টভাষী ও হাস্যমুখ। তাঁকে সকলেরই ভালো লাগত। তারপর কিছুকালের জন্যে তিনি সাহিত্যক্ষেত্র থেকে অদৃশ্য হন। এবং তারপর যখন আবার দেখা দিলেন, তখন কেবল কবিতা নয়, তিনি গল্প ও উপন্যাসও নিয়ে এলেন। আমাদের দুজনের নাম ও লেখার বিষয় প্রায়-অভিন্ন ব'লে অনেকে আমাকে মনে করতেন হেমেন্দ্রলাল এবং হেমেন্দ্রলালকে মনে করতেন হেমেন্দ্রকুমার! তাঁর অসুখের খবর কাগজে প'ড়ে অনেকে আমার বাড়ীতে জিজ্ঞাসা করতে এসেছেন, আমি কেমন আছি! এমন-কি, এখনো অনেকে খবর নিতে আসছেন, আমি দেহত্যাগ করেছি কি না!

•

হেমেন্দ্রলাল ইদানীং কবিতা বড়-একটা লিখতেন না এবং তার প্রধান কারণ বোধ হয় জীবন-সংগ্রাম। তাঁর শেষ উল্লেখযোগ্য দান হচ্ছে আরব্য উপন্যাসের বাংলা অনুবাদ। "ভারতী"র শেষ-যুগে যে-কয়জন কবি রবি-মণ্ডলের প্রভাবে থেকে সুপরিচিত হয়েছেন, হেমেন্দ্রলাল ছিলেন তাঁদেরই একজন। তাঁর অকাল-মৃত্যু পরিতাপের বিষয়। ভগবান তাঁর পরলোকগত আত্মার মঙ্গল করুন। আমরা তাঁর সন্তানহীনা সহধর্ম্মিণীর দারুণ দুর্ভাগ্যে সহানুভূতি প্রকাশ করছি।

•

তিনজন অপরিচিত ভদ্রলোক আমাকে একখানি পত্র লিখেছেন, স্থানান্তরে সেখানি প্রকাশিত হ'ল। তাঁদের একটি অভিযোগ হচ্ছে, "দীপালী"র আসরে আমার আবির্ভাবের কথা ভালো ক'রে বিজ্ঞাপিত হয় নি কেন? তার প্রথম কারণ, আমি এমন একজন 'মস্তভাগর' সাহিত্যিক নই যে, মহাসমারোহে জয়ঢাক বাজাতে হবে। দ্বিতীয় কারণ হচ্ছে, সাহিত্যিকরা 'পেটেন্ট' ঔষধের আবিষ্কারক বা থিয়েটারের নট নন, প্রাচীরপত্রে বা সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন প্রচার ক'রে তাঁদের মর্য্যাদা বাড়াবার দরকার নেই।

*

"সীতা"র নৃত্য-পরিকল্পনার প্রসঙ্গে ব্যক্তিবিশেষের কথা নিয়ে আলোচনা করেছি ব'লে পত্রলেখক-মহাশয়রা রাগ করেছেন। কিন্তু সম্পাদক হিসাবে, আমি যে-কোন রামা-শ্যামার পত্রও প্রকাশ করতে বাধ্য, এ কথা তাঁরা ভুলে গেছেন। এটা হচ্ছে সম্পাদক-জীবনের অন্যতম অভিশাপ। ইস্কুলে যিনিই একপাতা প্রবন্ধ লিখতে শিখেছেন, তিনিই বিপুল বিক্রমে মাসিক, সাপ্তাহিক ও দৈনিকের সম্পাদক-বেচারীদের আক্রমণ করতে ছাড়েন না। সম্পাদকের অবস্থা মাঝে মাঝে এমন সাংঘাতিক হয়ে ওঠে যে, পোপের এই পংক্তিগুলি বার বার তাঁর মনে না প'ড়ে পারে না:

"Shut, shut the door, good John! fatigu'd, I said;
Tie up the knocker, say I'am sick, I'am dead.
Fire in each eye, and papers in each hand,
They rave, recite, and madden round the land.
... ...
E'en Sunday shines no sabbath day to me."

*

এই দেখুন না, যে-পত্রপ্রেরকের সমস্ত অভিযোগের উত্তর আমি গতপূর্ব্ববারের "দীপালী"তে দিয়েছি, এই হপ্তায় চতুর্গুণ বেশী উৎসাহে তিনি আবার যে প্রবন্ধ পাঠিয়েছেন, এখনো আমি সেটি পড়বার সময় পাই নি,—কারণ সেটি এমন অসম্ভব-রূপে বৃহৎ যে, ছাপালে "দীপালী"র পূরো দুই সংখ্যাতেও শেষ হবে কিনা সন্দেহ! প্রতিবাদটি পাঠাবার আগে এই ব্যক্তি একবারও ভেবে দেখা দরকার মনে করেন নি যে, "সীতা"র সামান্য একটি নাচের পরিকল্পনা নিয়ে এই বিপুলবপু রচনাটির অনন্ত ও অশ্রান্ত কচ্‌কচি "দীপালী"র পাঠকগণ পূর্ণ দুই হপ্তা ধ'রে পাঠ করতে রাজি হবেন কিনা! লোকটির আক্কেল দেখে স্তম্ভিত হয়েছি—গেল সপ্তাহের সাত দিনের ভিতরে তিনি আদা-জল খেয়ে এই লেখাটি লেখা ছাড়া আর কোন কাজ করবার সময় পেয়েছেন ব'লে মনে হয় না। কর্ম্মী বটে, এমন অকাজের কাজী আর দেখি নি! এই কাণ্ডজ্ঞানহীনের রচনার সম্বন্ধে যে ব্যবস্থা করা উচিত আসছে বারে তা করব।

*

একখানি চিঠি! এ-রকম চিঠি জীবনে একখানিই যথেষ্ট!—

"দিপলী" যুগ্ম সম্পাদক সমীপেষু

মহাশয়,

আপনাদের বহুল প্রচারিত দীপলীতে সীতার নাচ সম্বন্ধে একটি অদ্ভুত খবর পাঠ করিয়া বিস্ময়ে হতবাক হইয়াছি। আমি যত দূর জানি আমিই সীতার সবগুলি নাচের পরিকল্পনা করি এবং আমি স্পর্দ্ধার সহিত বলিতে পারি যে তথনকার শিশির সম্প্রদায়ের প্রত্যেক কর্ম্মীই আমার এই উক্তি সমর্থন করিবেন। আমি ভাবিতে পারিতেছি না কোথা হইতে হেমেন্দ্রনাথ মনীলাল, ও ব্রজবল্লভ ইত্যাদি উড়িয়া আসিয়া জুড়িয়া বসিয়াছেন। হেমেন্দ্রকুমারের যদি ক্ষমতা থাকে এই পত্রখানি দিপালীতে প্রকাশ করিয়া ইহার প্রমাণ সহ প্রতিবাদ করুন।

উদ্‌গ্রীব হইয়া রহিলাম।

বশমবদ
অনন্তবল্লভ পাল, হুগলি
শিশির সম্প্রদায়ের নৃত্যশিক্ষক

*

উপর-উদ্ধৃত পত্রখানি জাল পত্র নয়,—ওখানি সত্যসত্যই ডাকযোগে হুগলী থেকে "দীপালী" কার্য্যালয়ে বেড়াতে এসেছে! যাঁদের বিশ্বাস হবে না, এসে দেখে চোখ আর কাণের বিবাদভঞ্জন ক'রে যেতে পারেন —কারণ কেবল ঐ চিঠি নয়, মায় ডাকঘরের ছাপ-মারা খামখানি পর্য্যন্ত

আমরা সযত্নে রেখে দিয়েছি!…চিঠিখানা হাতে পেয়ে আমাদের মনে প্রশ্ন জেগেছে : (১) পত্রলেখক আমাদের সঙ্গে 'প্র্যাক্‌টিক্যাল জোক' করেছেন কিনা? (২) পত্রলেখকের নাম ও ঠিকানা সত্য কিনা? এবং (৩) হুগলীতে পাগ্‌লা-গারদ আছে কি না? পত্রলেখক শাসিয়েছেন, হেমেন্দ্রকুমারের ক্ষমতা থাকে তো প্রতিবাদ করুন! সবিনয়ে নিবেদন করছি, না মহাশয়, আমার অতটা ক্ষমতা ও দুঃসাহস নেই। আমি সামান্য ব্যক্তি। তবে "সীতা"র নাচের পরিকল্পনা নিয়ে সংপ্রতি যে-লোকটি অত্যন্ত মৌলিক গবেষণায় প্রবৃত্ত হয়েছেন এবং প্রতিবাদের অজুহাতে যিনি আমাদের মাথা টিপ্ ক'রে ভয়ঙ্কর গুরুভার এক মহা গদা নিক্ষেপ করেছেন, সাহিত্য-সমাজের সেই সখের গোয়েন্দাটির দিব্য-দৃষ্টি এইদিকে আকর্ষণ করছি। "গুণী গুণং বেত্তি ন বেত্তি নির্গুণঃ!" পুরাণো "নাট্যমন্দিরে"র এই নূতন-আবিষ্কৃত নৃত্যশিক্ষকটির জ্ঞান ভাষা ও বানান সম্বন্ধে যে অতিশয় টন্‌টনে, পত্রখানির মধ্যে সে-প্রমাণেরও অভাব নেই। এঁর কথা নিয়ে আর বেশী কিছু বলতে ভরসা করি না, কারণ শেষটা কি "লাভঃ পরং গোবধঃ" প্রবাদটি সার্থক হবে?

*

আরো একখানি প্রতিবাদ-পত্র আছে! আর পারি না! স্কটিশ চার্চ্চ কলেজের অর্থনীতি-বিভাগের একটি চতুর্থ বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্র "দেবী ও দাসী" সম্বন্ধে আমার মতামত প'ড়ে, "অত্যন্ত দুঃখীত(!) হয়েছেন।" তাঁর লেখা প'ড়ে বুঝলুম তিনি এখনো মাতৃভাষা শেখেন নি, —তাই সেটি ছাপিয়ে পাঠকদের কষ্ট দিলুম না। তবে তাঁর কথার উত্তর দিচ্ছি। (১) হিন্দুশাস্ত্রমতে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় প্রভৃতি আরো কোন কোন জাতির মেয়েদের 'দেবী' উপাধি আছে বটে। সেটা আমারও অজানা নয়। কিন্তু কিছুকাল আগে পর্য্যন্ত, খাঁটি বাঙালীদের ভিতরে চল্‌তি কথায় ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র ব'লে জাতি-বিভাগ ছিল বলে জানি না—অন্ততঃ সে-রকম জাতি-বিভাগ এখানে চলে নি,—যদিও এখন কোন কোন জাতি ক্ষত্রিয় প্রভৃতি নামে পরিচিত হ'তে চাইছেন। এখানকার সাধারণ নিয়মে ছিল, ব্রাহ্মণেতর সব জাতিই শূদ্র। কেবল বৈদ্যরা কোনদিনই শূদ্র ব'লে পরিচিত হন নি। তাই ব্রাহ্মণের মেয়ের মতন বৈদ্যের মেয়েও দেবী উপাধি গ্রহণ করতেন। (২) প্রতিবাদকারী আমার লেখাটি ভালো ক'রে পড়লেই দেখবেন, আমি "ব্রাহ্মণেতর সকল জাতীয় নারীকেই এক পর্য্যায়ে ফেলিতে" রাজি নই। আমি আধুনিক নিয়মই মানতে রাজি, অর্থাৎ সব জাতের মহিলাই হচ্ছেন "দেবী"। কেবল অতি-আধুনিক নিয়মে গণিকাদের "দেবী" ব'লে ডাকতে আমার বিশেষ আপত্তি আছে। (৩) নারীদের "রমণী"র বদলে "মহিলা" ব'লে ডাকতে যে আমার আপত্তি আছে, স্কটিশ চার্চ্চ কলেজের ছাত্র-মহাশয় এ সত্য আবিষ্কার করলেন আমার লেখার কোন্ অংশ থেকে? আমি কেবল "রমণী" শব্দটি ত্যাগ করতে চাই না, কারণ 'মহিলা'কে 'রমণী' ব'লে ডাকলেও আমার মনে দুষ্টভাবের উদয় হয় না! (৪) ছাত্র-মহাশয় ধ'রে নিয়েছেন, আমি ভদ্র মেয়েদের চলচ্চিত্রে অভিনয় করার বিরোধী। ভুল। আমি অগৃহস্থ মেয়েদের সঙ্গে গৃহস্থের মেয়েদের সম্মিলিত অভিনয়ের সমর্থন করি না। ছাত্র-মহাশয়কে একটি উপদেশ দেবার মতন বয়স আমার হয়েছে—যদিও তিনি বলেছেন, "উৎসাহে আমি নবীন!" সে উপদেশটি হচ্ছে এই : এখনো তিনি মাতৃভাষা পড়্‌তে শেখেন নি। এখনো তিনি মাতৃভাষায় লিখতে শেখেন নি। সুতরাং এখনো সাময়িকের আসরে কাগজ-কলম নিয়ে আবির্ভূত হবার সময় তাঁর আসেনি। আরো কিছুকাল মন দিয়ে লেখাপড়া শিখুন। তারপর চেষ্টা করলে তিনি হয়তো আমাকে একেবারেই কাৎ ক'রে দিতে পারবেন!

*

আজকাল নানা সাহিত্য-বৈঠক থেকে আমন্ত্রণ আসে! অনেক সময়ে কেবল আমন্ত্রণ আসে না—নিমন্ত্রণও! সে-সব স্থানে গান হয়, বক্তৃতা হয়, প্রবন্ধ পাঠ হয়, কবিতা আবৃত্তি হয়। কিন্তু দুঃখের বিষয়, এ-সব আমন্ত্রণ বা নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে সাধ যায় না। কারুর প্রতি অবহেলাই যে এর কারণ, তা নয়। সাহিত্য ও সাহিত্যিকদের যখন ভালোবাসি, সাহিত্য-বৈঠকে গেলে তখন আনন্দ লাভেরই কথা। কিন্তু তবু যেতে মন ওঠে না এইজন্যে যে, বৈঠক বলতে যা বোঝায়, ও-সব স্থান ঠিক তা নয়—আসলে ওগুলি হচ্ছে বড় বড় সভা-সমিতির সস্তা অনুকরণ। ওখানে সভাপতি আছেন, সভার আদব-কায়দা আছে বাঁধা-ধরা কার্য্যতালিকা আছে এবং যাঁরা বক্তৃতা, প্রবন্ধ বা কবিতা পাঠ করেন না, তাঁদের মুখ বন্ধ করে বোবা হয়ে ব'সে থাকার যন্ত্রণা আছে। যে-ভয়ে সভা-সমিতিতে মুখ দেখাই না সেই ভয়েই ও-সব স্থানে যাবার নাম মুখে আনি না।

*

কিছুকাল আগেও সহরে এমন কতগুলি বিখ্যাত সাহিত্য-বৈঠক ছিল, এখন যাদের তুলনা কোথাও মেলে না। কয়েকটির নাম করছি : গানসীর বৈঠক, ডি, এল, রায়ের বৈঠক, যমুনার বৈঠক, বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের বৈঠক (অধুনালুপ্ত এডওয়ার্ড ইন্‌ষ্টিটিউশনের বাড়ীতে), মর্ম্মবাণীর বৈঠক ও ভারতীর বৈঠক। প্রকৃতপক্ষে বৈঠক বলতে যা বুঝায় এগুলি ছিল তাই। এ-সব স্থানে গেলে সভা-সমিতির স্মৃতিও মনে আসত না। এখানে বিশেষরূপে কেউ সভাপতি, কথক বা শ্রোতা ছিলেন না, অথচ যে-সব মূল্যবান বিষয় নিয়ে নিয়মিত ভাবে সরস আলাপ-আলোচনা চলত,—সকলে যেন আত্মীয়-সভায় ব'সে অসঙ্কোচে তা উপভোগ করতেন। ও সব বৈঠকে যে-সব সাহিত্যিক ও শিল্পী প্রত্যহ যোগ দিতেন, তাঁদের অনেকেই আজ দেশের ও দশের মাঝে অমরত্ব অর্জ্জন করেছেন।

*

সর্ব্বশেষে উঠে যায় ভারতীর বৈঠকটি। সতেরো-আঠারো বৎসর আগে পর্য্যন্ত ছিল ভারতীর বৈঠকের গৌরবময় যুগ। অজিত চক্রবর্ত্তী, অতুলপ্রসাদ সেন, দীনেন্দ্র ঠাকুরের গানে তার মাধুর্য্য মাঝে মাঝে অপূর্ব্ব হয়ে উঠত,—এমন-কি, হাস্যরসিক চিত্তরঞ্জন গোস্বামী যে চমৎকার কীর্ত্তন গাইতেও পারেন, ওখানে সে পরিচয়ও দিয়ে এসেছিলেন! কোনদিন সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, কিরণধন চট্টোপাধ্যায়, মোহিতলাল মজুমদার বা অন্য কোন কবি তাঁদের নূতন কবিতা ও মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায় বা চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁদের নূতন গল্প পাঠ করলেন, কখনো বা শিশুর মতন সরল আনন্দ ছড়াতে ছড়াতে অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর এলেন তাঁর নূতন রচনা শোনাতে, কোনদিন প্রমথ চৌধুরী, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বা দীনেশচন্দ্র সেন এসে রসালো আলাপ-আলোচনা, আরম্ভ করলেন, কোনদিন চলল নবপ্রকাশিত ইংরেজী বা বাংলা পুস্তক পাঠ এবং

কোনদিন চলল চলতি সাহিত্যের আদর্শ নিয়ে বিবিধ জল্পনা-কল্পনা! এবং যখন গভীর বিষয় ভালো লাগত না, তখন সমুচ্চ কণ্ঠের হালকা কথায় অট্টহাস্যে ও সমবেত সঙ্গীতে সুকিয়া ষ্ট্রীটের অনেকখানি পর্য্যন্ত আমরা ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত ও বিস্মিত ক'রে তুলতুম! এখানকার কার্য্য-পদ্ধতি কখনো আগে-থাকতে ঠিক করা হ'ত না, কিন্তু এখানে গিয়ে সকলে যে আনন্দ লাভ করেছি, এ-জীবনে আর তা উপভোগ করবার অবসর ঘটবে না! বর্ত্তমানের নবীন সাহিত্যিকদের দুর্ভাগ্য যে, তখনকার কোন সাহিত্য-বৈঠক দেখবার সুযোগ তাঁরা পেলেন না! এই ভারতী-বৈঠকে পরে শিশিরকুমার প্রমুখ অভিনেতারাও এসে যোগ দিয়েছিলেন, কিন্তু তখন বৈঠকের অত্যন্ত ভগ্ন দশা এবং তার কিছুকাল পরেই ওখানকার সন্ধ্যাদীপের শিখাও নির্ব্বাপিত হয়ে যায়। ভারতী-বৈঠকের উজ্জ্বল যুগ হচ্ছে আমাদের মতন অনেক সাহিত্যিকেরই জীবনে গৌরবময় অতীত-স্মৃতির যুগ এবং সে যুগকে আজও ভুলিনি ব'লে এখনকার সাহিত্য-বৈঠকের আমন্ত্রণ পেলে দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করি। স্মৃতিকে ডেকে বলি,

"Tell me the tales that to me were so dear,
Long, long ago, long, long ago."

শ্রী হেমেন্দ্রকুমার রায়

গান

—হেমেন্দ্রকুমার রায়

মেঘ-মেঘ-মেঘ ঐ করচে আকাশ, জলদ-কালের জলাঞ্জলি!
ময়ুর নাচে, চাতক মাতে, ফোটে দোলনচাঁপাকলি।

*

মিষ্টি-মেদুর জলবাতাসে
ধারার শ্রাবণ ধরায় আসে,
গলায় দোলে সৌদামিনী, গায়ে মেঘের নামাবলি।

*

ধারাযন্ত্রে ধারাঙ্কুর
সকৌতুকে পান করে জলধরমালা,
বুকেতে মাথাটি রেখে,
শোনো তুমি ঝুমু-ঝুমু বাদলের পালা।

*

কেয়াফুলের কেয়ারীতে
মল্লারী সুর নদীর গীতে,
চল সখি, ছায়াপথে দুজনে জল সইতে চলি!

মোনা ব্যারি

এই সপ্তাহে "The Mystery Woman" ছবিতে ইহাকে দেখা যাইবে। ইহার পর কলম্বিয়ার "Unwelcome Stranger" ছবিতে দেখা যাইবে।

গঁমো ব্রিটিশের সুপ্রসিদ্ধ পরিচালক ভিক্টর স্যাভিলি চিত্র-গ্রহণের পূর্ব্বে নর্ত্তকীদের কয়েকটি উপদেশ দিতেছেন।
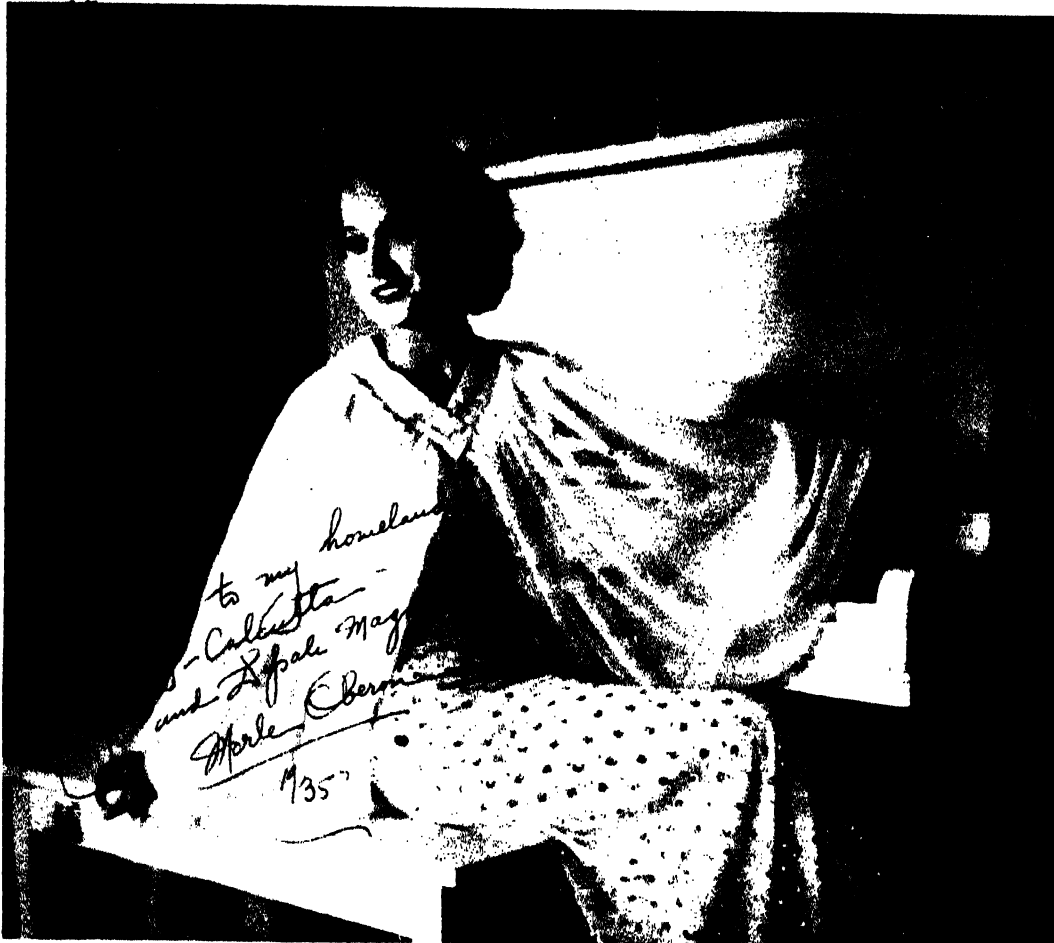
মার্লে ওবেরণ

ইহার জন্মস্থান টাসমানিয়া। কিন্তু সাত বৎসর বয়সে ইনি কলিকাতায় আসেন ও এই-খানের স্কুলেই বিদ্যা শিক্ষা করিয়া একটি খ্যাতনামা ইংরাজ কোম্পানীর সেক্রেটারী হইয়াছিলেন। পরে তিনি লণ্ডনে যাইবা মাত্র লণ্ডন ফিল্মে যোগদান করিয়া জগদ্বিখ্যাতা হন। ইনি এখন হলিউডে।

শুধু দু'দিনের তরে

(বড় গল্প)

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

——শ্রীনীহাররঞ্জন গুপ্ত

ঘ

'আমায় ডাকছিলি রেণু?...'

'আমি নয়, এঁরা!...'

ঘরের মাঝের সব ক'টী প্রাণীরই সোৎসুক দৃষ্টি খোলা দরজাটার উপরে গিয়ে পড়ল। পরণে একটা রেঙ্গুনের দামী বার্ম্মিজ লুঙ্গি, গায়ে একটা হাফ্ হাতা ষ্ট্রাইপ দেওয়া সিল্কের সার্ট, চুলগুলি ব্যাকব্রাশ করে উল্টে দেওয়া, ঘরের আলোর রশ্মিগুলি তার উপর পড়ে' চক্ চক্ করছিল, বোধ হয় এইমাত্র স্নান করে' ও আসছে।

'কিন্তু করুণা বাবু, সত্যি ক'রে বলুন ত' আমাদের এতগুলিকে দেখে আপনি হঠাৎ I mean something uneasy feel করছেন?...' কথাটা বললে রেবা।

'না না সেকি। আপনাদের এই...'

'কিন্তু রেবা এও ত' তোর অন্যায় ভাই—being a gentleman উনিই বা কি করে বলেন যে উনি সত্যি সত্যি সন্তুষ্ট হয়েছেন না, অসন্তুষ্ট হয়েছেন।' মল্লিকার কথা শুনে ঘরের মাঝে একটা হাসির-ঝর্ণা বয়ে গেল।

'কিন্তু আমার সন্তুষ্ট আর অসন্তুষ্ট হওয়ার মধ্যে আপনাদের দিক দিয়ে কি কোন লাভ লোকসানের কথা আছে?...বিশেষতঃ আপনারা যখন রেণুর অতিথি তখন খুসী হওয়া না হওয়ার বার্ত্তাটা ওর দিক থেকে আসাই বেশী বাঞ্ছনীয় ও প্রয়োজনীয় নয় কি? তবে যদি এই ব্যাপারে আমায় নিতান্তই টানতে চান তবে আপনাদের এখানে আসাতে আমি সত্যিই বড় pleased হয়েছি।'

'তাই যদি হবেন তবে হঠাৎ আমাদের ফেলে পালালেন কেন?—' কথাটা বললে রেবা।

'দেখুন ও জিনিসটা একান্তই মনের ভিতরের ব্যাপার; তাই অন্তরে আমি সুখী হলেও হয়ত বাইরে সেটা আপনাদের আমি দেখাতে পারিনি। আর হঠাৎ পালিয়ে যাওয়ার কথা যদি বলেন তবে এই বলতে হয়, আমার যতদূর মনে পড়ে গাড়ীর মধ্যেই আমার কানে একটা কথা এসেছিল, আপনারা অন্তত দিন কতক এখানে থাকতেই এসেছেন। আমার দিক দিয়েও সহসা কাল পরশুর মধ্যে এখান থেকে চলে যাওয়ার কোন সম্ভাবনা নেই! অতএব আমি ভেবেছিলাম ওই রাস্তার ধূলোটুলোগুলো ঝেড়ে ঝুড়ে এখানে এলে, আবার তখুনি আমার আপনাদের কাছ হতে বিদায় নেবার প্রয়োজন হবে না!...'

রেণু ছিল ঠিক রেবার পাশেই। সে তার গায়ে একটা অলক্ষিত আঙুলের ঠেলা দিয়ে বললে, 'কি আমি বলিনি?'...এমন সময় একথালা গরম গরম লুচি ও বেগুন ভাজা নিয়ে শ্রীমান নীলমণি ঘরের মধ্যে প্রবেশ করলেন। রেণু তাকে ঢুকতে দেখে সহসা প্রশ্ন করলে, 'কিরে নীলু তুই তোর কাকার বাড়ী যাস্নি; সেখানে যে তোর বৌ এসেছে শুনলাম!'

'বটে কি যে কও দিদিমনি! মতে রাত্রি না হইলে...'

তার কথায় সকলেই হো হো করে হেসে উঠল। করুণা বললে, 'লুচিগুলির সদ্ব্যবহার করুন।...'

রেণু বললে, 'হাঁ ভাই তোরা সব খেতে আরম্ভ কর। করুণা এস তোমার সঙ্গে আমি এদের introduce করে দিই!...এ হচ্ছে রেবা রায়। ওই প্রীতি মজুমদার। ও কল্যাণী সোম। এ-টীর নাম হচ্ছে ঊষা সেন। আর এর নাম হচ্ছে বীণা দত্ত। আর তোমার ঠিক বাঁয়ে যে ওর নাম হচ্ছে বিভা গুপ্তা। আর এ হচ্ছে আমার পিস্তুত ভাই করুণা গুপ্ত, এবার B. Sc দিয়েছে। এরা সকলেই আমার ক্লাশ-মেট্।...কিন্তু মীনা? where is that naughty girl! সে মুখপুড়ী কোথায় গেল! সত্যিই ত', এই নীলু মীনা দিদিমণিকে জলদি ডেকে দে, বলবি আমার কথা। কি আশ্চর্য্য, আমরা যে এসেছি সে কি তা টের পায়নি?'

'টের ভাই পেয়েছি। এইমাত্র সুধাংশুর মুখে খবর পেলাম। নমস্কার!'...মীনা এসে ঘরে ঢুকল।

সকলেরই দৃষ্টি এক সঙ্গে গিয়ে মীনার উপর পড়ল। একখানি চাঁপা রংয়ের খদ্দরের শাড়ী ছিল ওর পরণে। গায়ে ছিল একটা ঘন লাল রংয়ের টাইট ব্লাউজ। মাথার চুলগুলি একটা জাপানী গোঁপা করে বাঁধা। ওর এই সামান্য বেশভূষা এতখানি হৃদয়গ্রাহী হয়েছিল যে তার বিশেষত্ব প্রথমটা সকলেরই মনকে অল্পবিস্তর নাড়া দিলে।

প্রীতি ও রেবা একসঙ্গেই হাত তুলে প্রতি-নমস্কার জানালে। রেণু বললে, 'মানু আমার মাসতুত বোন।...'

'দেখছি এখানে এসেও ঠকিনি। সত্যি আমার ভারি ভাল লাগছে; রেণু ছাড়াও যে আপনাদের মত আরো দু' এক জনের এখানে দেখা পাব এটা যেন আমার স্বপ্নেরও অতীত ছিল। কিন্তু আপনি ত' নিশ্চয়ই এখানে থাকেন না!...'

'না আমি কাকার কাছে দিল্লীতে থাকি! ছুটিতে মার সঙ্গে এখানে বেড়াতে এসেছিলাম। মা যাবার সময় ওই রেণুটা কিছুতেই আমায় যেতে দিলে না!...'

'সত্যি ভাই ও না থাকলে এবারকার বন্ধটা যে কি করে কাটত!...কিন্তু ঘরের

মধ্যে এই গরমে না বসে চল সব ছাতে যাওয়া যাক।'

'সেই ভাল! that's a good idea!' বলে প্রীতি ও বীণা উঠে দাঁড়াল। তখন সব ছাতের দিকে চললো।

অন্ধকার আকাশের বুকে হাজার হাজার তারা যেন অসংখ্য হীরার কুচির মত এদিক ওদিক ছড়িয়ে ছিল। অদূরে গেটের ঝাউ গাছগুলি অন্ধকারে যেন কাপড়ের অবগুণ্ঠন টেনে আকাশ ও পৃথিবীর চিরন্তন ডাকাডাকি নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কান পেতে শুনছিল। সকলে এসে ছাদের প'রে জমায়েত হলো। রেণু বললে, 'রেবা অনেকদিন ভাই তোর গান শুনিনি একটা গান গা।' করুণা বললে, 'সত্যি যখন অন্ধকার রাত্রিতে চারিদিক হ'য়ে আসে নিঝুম, তখন মনে হয় এই বুঝি সঙ্গীতের সময়। তাই বোধ হয় আমার মনে হয় চিরকাল রাত্রিটাই সঙ্গীতালাপের শ্রেষ্ঠ ও একমাত্র উপযুক্ত সময়। রাত্রির নিস্তব্ধতার মাঝে গানের যেমন সুরের সঙ্গে সত্যিকারের সংমিশ্রণ হয় দিনের আলোয় বোধ হয় ঠিক তা হয় না।...'

কি আর করে...অগত্যা রেবাকে গান ধ'রতেই হলো।

—'এখনও গেল না আঁধার
এখনো রহিল বাঁধা,
এখনো মরণ ব্রত
জীবনে হলো না সাধা।—'

অন্ধকারে মীনু ও করুণা এত কাছাকাছি বসেছিল যে সহজেই করুণা হাত বাড়িয়ে মীনার একখানা হাত নিজের মুঠির মাঝে টেনে নিলে। একটার পর একটা করে যখন প্রায় চারটা গান গাওয়া হ'য়ে গেল তখনও কারও হুঁস নেই। সকলেই এতটা তন্ময় হয়ে গেছে যেন তাদের কাছে গানের সুর ও মুর্চ্ছনা ব্যতীত আশে পাশের আর সব কিছুই লুপ্ত হয়ে গেছে। হঠাৎ গানের শেষ পদটা দু'বার গেয়ে ছেড়ে দিয়ে রেবা বললে, 'তারপর আমায় কি একাই গান গাইতে হবে; তোমরা কি সব শুধুই শ্রোতা?...'

বীণা বললে, 'অপ্সরার গান শুনে যদি মাঠের মধ্যে গাধার গান গাইবার সখই জেগে উঠে তাই বলে কি গান গাইতে তাকে দেওয়া যেতে পারে!' ওর কথায় সকলেই খিল্ খিল্ করে হেসে উঠ্‌লে।

রেবা বল্‌লে, 'কিন্তু করুণাবাবু আপনি যে একেবারে চুপ করে গেলেন?'

—'শুনেছিলাম তার গানে পরিতুষ্ট হয়ে ভারতেশ্বর সাজাহান গারজ জগন্নাথকে তার মাপে নাকি সোনা দিয়েছিলেন। দুনিয়ার মালিক তিনি, হয়ত সকলই তার সম্ভব ছিল। আর এই কথাটাই এতদিন আমার মনে হতো; কিন্তু আজ মনে হচ্ছে এত' অতি সামান্য! সমগ্র দুনিয়াটা পর্য্যন্ত তাকে দান করে দিলেও ত' তার আক্ষেপের কিছু ছিল না। কিন্তু আমি সম্রাটও নই, বাদ্‌শাও নই, পুঁজি আমার খুবই অল্প। কি আমার এমন আছে বলুন ত' আপনার পরিতোষের জন্য দিতে পারি?'

প্রীতি বললে, 'ও বাবা...এক দানেই এতটা ...উঁহু! এ ত' ঠিক হচ্ছে না—'

কিন্তু সেটা এত আস্তে উচ্চারিত হলো যে, বিশেষ দু' একজন ব্যতীত আর কেউই সেটা শুনতে পেলো না। রেবা করুণার মুখের দিকে তাকিয়ে হেসে বললে, 'আপনি আমার যে মূল্যবান সার্টিফিকেট দিলেন হয়ত তার এতটুকুও আমি উপযুক্ত নই, কিন্তু সে কথা যাক। গাড়ীতে আসতে আসতেই রেণুর মুখে শুনছিলাম আপনি নাকি খুব একজন ওস্তাদ বাঁশী বাজিয়ে। যদি সেই বাঁশীতেই একটা ছায়ানট সুর বাজান।...'

'ছায়ানট!' বাঁশী একটু একটু বাজাই বটে কিন্তু সেটা একান্তই আমার নিজস্ব, তবে যদি নেহাৎই শুন্‌তে চান তবে আপনার আগ্রহ মিটাবার অল্প একটু চেষ্টা করব; কিন্তু আমার ভয় হচ্ছে শেষটায় আমার 'ছায়ানট' আপনার গানের পরে বিষবৎ না হয়ে দাঁড়ায়।...'

মীনার ধৃত হাতখানি ছেড়ে দিয়ে করুণা বাঁশীর সন্ধানে উঠে গেল। সহসা রেবা প্রীতির দিকে তাকিয়ে বললে, 'সত্যি প্রীতি, তুই বড্ড silly; ভদ্রলোক যদি তোর ওই ইতর কথাটা শুনে থাকেন। ছি ছি!...'

'না গো না শোনে নি! আর শুনলেই বা ...এ ত' আর খারাপ কথা নয়, আর অশ্রাব্যও কিছু নয়। Pure and devine!...'

'আঃ চুপ কর...উনি আসছেন।...'

নিস্তব্ধ প্রকৃতির বুক চিরে করুণার বাঁশীর ধ্বনি যখন ছায়ানটের কান্নাভরা সুরের তালে তালে আশে পাশে ঘুরে বেড়াচ্ছিল...। সমস্ত দুনিয়াটাও বুঝি তখন আপনার মাঝে আপনাকে হারিয়ে ফেলেছিল। দূর আকাশে একদল বোবা নক্ষত্র তাদের ছোট্ট বাতায়ন গুলির ফাঁকে ফাঁকে চেয়েছিল অনিমেষে, যেন তাদের সকল ইন্দ্রিয় সজাগ করে শুন্‌ছিল ওর বাঁশীর সুর। একটা ঠাণ্ডা হালকা হাওয়া হাসনুহানার গন্ধ বুকে নিয়ে ধীরে ধীরে বয়ে যাচ্ছিল।

'আমি অনেক সময় ভাবি প্রীতি, কবে কোন যাদুকর প্রথমে ওই বাঁশবনের সবুজ পত্রান্তরাল হ'তে এই মুর্চ্ছনার নির্ঝর আঁজলা ভরে তুলে এনেছিল!...জানি না সে কে!...তবে তুমি যেই হও। আমার শত কোটি প্রণাম গ্রহণ কর। তারপর একটু থেমে ও করুণার দিকে ফিরে তাকিয়ে বললে, 'করুণা বাবু; আমাদের উভয়ের মধ্যে একটা চির জন্মের সম্বন্ধ দাঁড়াবে...'

'কিসের সম্বন্ধ ভাই...husband and wife নয়ত?' কথাটা খুবই আস্তে আস্তে বললে প্রীতি, আর ঠিক রেবারই কানের ধার ঘেঁষে যাতে শুধু ও ছাড়া আর কেহই না শুনতে পায়। প্রীতির কথাটা রেবার চোখে মুখ কে যেন লজ্জায় রাঙা বাস পরিয়ে দিলে। সে অত্যন্ত বিব্রত ভাবে করুণার দিকে দৃষ্টি তুলে বললে, "আমায় বাঁশী বাজাতে শিখিয়ে দেবেন করুণা বাবু!...'

'আপনার অমন সুন্দর গলা...ওর প্রতি স্বরে যে অবিচ্ছিন্ন সুরের মায়াজাল লুকিয়ে আছে, সামান্য বাঁশের বাঁশী তার সন্ধান পাবে কোথায় বলুন ত'। ও যে ভগবানের দান ও যে তৈরী হয়েছে সেই সুন্দরের হাত দিয়ে

পৃথিবীর মাটীর বুকে কি তার যোগ্য কিছু কখনো মেলে রেবা দেবী।'

'কিন্তু সে কথাত' হচ্ছে না। আমি শুধু চাই আপনার ছাত্রীত্ব গ্রহণ করতে। শিখতে পারব কিনা সেও হয়ত সন্দেহ। তবে আপনার কাছে একদিনের জন্যও শিখবার চেষ্টা করেছিলাম এইটাই হবে আমার সব চেয়ে বড় গর্ব্বের বিষয়। সত্যি বলছি অনেক রকমের বাজনা শুনেছি ও বাজাতেও জানি কিন্তু এমন সজীবতার আভাস কিছুতেই পাই নি।···সব কিছুতই মনে হয়েছে একটা কৃত্রিমতা দিয়ে যেন একটা সত্যিকারের জিনিষ ফুটিয়ে তোলবার চেষ্টা চলেচে; কিন্তু এর বেলায় মনে হয়েছে সকল কৃত্রিমতার বাইরে যেন এর সত্যিকারের রূপটা সহজেই ধরা দিয়েছে। হাঁ, যা বলছিলুম! সত্যি সত্যিই আমার বাঁশী বাজাতে শিখিয়ে দেবেন?'

'বাঁশী যদি আপনার শিখবার সখ হয়ে থাকে, তবে দেব বই কি।'

'তবে কাল থেকেই আরম্ভ করতে হবে; কেন না বেশী দিনের ত' আমাদের মেয়াদ নয়। মাত্র তিনটা দিনের।···'

'বেশত! বাসনা যখন আপনার মনে জেগেছে তখন সেটা চরিতার্থ করতে আপনার বেশী দিন লাগবে না।···'

এমন সময় রঘুয়া এসে জানালে খাবার জায়গা হয়েছে। সকলে উঠে পড়ল। সিঁড়ির বাঁকে সকলের পিছনে, অন্ধকারে মীনা করুণার একটা হাত ধরে সামনের দিকে ঈষৎ আকর্ষণ করে বললে—'বাঁশী কোথায় পেলে!···'

করুণা ধীরে ধীরে জবাব দিলে, 'কেন জান না!'

'বাঃরে কি করে জানব! নিশ্চয়ই তুমি আমার বাক্স থেকে বের করে এনেছ।'

'এঁ্যা বাঁশীটা তোমার নাকি!...'

তারপর সহসা মীনাকে সামনের দিকে টেনে এনে গাঢ় স্বরে করুণা বললে, 'কোথায় তুমি সেটা লুকিয়ে রেখেছ আমি তা কি করে জানব বল! আর জানবার ইচ্ছাও আমার এতটুকু পর্য্যন্ত নেই গো!···কেননা আমি জানি সেটা ফেরত তুমিই একদিন দেবে।... তুমি কি আমায় এতই বোকা ঠাওরালে মীনু, যে সেই ফিরিয়ে দেওয়ার পরম মুহূর্ত্তটুকুকে আপনাকে আমি ইচ্ছা ক'রেই বঞ্চিত করব? না গো···না!'

(ক্রমশঃ)

"তার দুঃখের মধু ভরা হৃদয় খানি লুটায় ধূলায় গুমরি অন্তরে"

—বসন্ত কুমার

(গল্প)

—শ্রীক্ষণপ্রভা দেবী

সংসারে নিত্য রান্না কর, বিছানা পাত, চাকর ঝির পিছনে বকে মর, তারপর খাও আর ঘুমোও। বাস্ আর কিছুনা—জীবনে তার কোনও বৈচিত্র্য নেই, কোন প্রয়োজন নেই, নিতান্ত একঘেয়ে। ঠিক যেন একটি খড় বোঝাই গরুর গাড়ী। হাজরা রোডের ওপর মাঝা মাঝি ধরণের একটা বাড়ী। বিকেল বেলা সতী জানলার ধারে একটু দাঁড়ায়। দেখে একটার পর একটা গাড়ী ত' চলছেই, তারপর রাস্তা দিয়ে হেঁটেও আবার অনেকে যাচ্ছে! সতী লোলুপ নয়নে তাদের পানে চেয়ে থাকে। তাদের চকচকে সাজ সজ্জার দিকে চেয়ে সে ভাবে, আচ্ছা একটা লাল টুকটুকে শাড়ী পরে, হাতে স্রেফ একটা রিষ্টওয়াচ বেঁধে কাঁধ ছুঁয়ে যায় এমনিতর একটা গয়না কাণে দিয়ে আর হালকা করে এলো খোঁপা বেঁধে, আমিও ঐ রকম বিকেল বেলা এখানে ওখানে যেতে পারি না? কিন্তু হাতের ঐ ব্যাগটা কেমন যেন চোখে ঠেকে। শুনেছি ওতে নাকি গালে দেবার, ঠোঁটে দেবার রং আর এমনিতর সব কি থাকে। কি দরকার বাপু বাঙ্গালীদের ওসব ব্যবহার করবার? আমার বয়স কি এতই বেশী হয়েছে যে, তার সঙ্গে জীবনের সাধ আহ্লাদ সব ফুরিয়ে গেছে? সতী গিয়ে দাঁড়াল ড্রেসিং টেব্‌লটার সামনে, মস্ত আয়নায় তার ঢলঢলে মুখ আর কমনীয় দেহলতা সুন্দর হয়ে ফুটে উঠলো। সতী ক্ষণকাল নিজেকে দেখলে, তারপর খোঁপাটা এলিয়ে পরিপাটী করে চুল বাঁধলে, মুখখানা ভালো করে মুছে পাউডার মাখলে। আলমারী থেকে একখানি জয়পুরী শাড়ী বার করে বেশ করে পরলে, তারপর আবার একবার দাঁড়াল আয়নার সামনে। আঃ বেশ সুন্দর মানিয়েছে তাকে, আজ কতদিন সে বাইরে বেরোয়নি।

"কি গো কোথায় যাওয়া হবে"? সঙ্গে সঙ্গে দর্পণে ফুটে উঠলো মৃণালের ছবি। সতী ভীষণ লজ্জিত হ'য়ে পড়ল, কিন্তু সহসা তার মাথায় এসে গেল একটা বুদ্ধি। সে চট ক'রে বলে' ফেললে, "কাগজে দেখলাম রূপবাণীতে "মানময়ী গার্লস স্কুলে" এসেছে এখন পাচটা কুড়ি, চলনা দেখে আসা যাক"। ক্ষণকাল নীরব থেকে মৃণাল বললে "আজ ত' হবে না সতী, হাতে একটা সিরিয়াস কেস রয়েছে। ছটায় এনগেজমেণ্ট। লক্ষীটী তার জন্য রাগ কোরো না"—সতী জানালার দিকে ফিরে দাঁড়িয়েছিল তাই মৃণাল দেখতে পেল না, ওর ম্লান মুখখানি ব্যথার জলে ভিজে উঠেছে। অতি সন্তর্পনে হাতের রুমালে সতী তা মুছে ফেললে। দুঃখে লজ্জায় ওর বুক ভেঙ্গে যাচ্ছিল। হাতের চুরুটটা বাইরে ফেলে দিয়ে মৃণাল বললে, "দেখ চট করে আমার কাপড়টা বার করে দাও ত?" "একটু দাঁড়াও দিচ্ছি" বলে একরকম ছুটে সতী ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। পাশের ঘরে গিয়ে টান মেরে শাড়ীখানা খুলে ফেলে দিল, চুল এলিয়ে দিল, স্নানের ঘরে গিয়ে মুখ ভালো করে ধুয়ে ফেলে একবার আয়নার কাছে এল—হ্যাঁ ঠিক হয়েছে, এই বেশেই তাকে মানায় ভালো। কিন্তু চোখটা যে এখনও লাল রয়েছে—সতী ভাবলে থাক্‌গে, তার জন্য কোনও ভাবনা নেই—স্বামীর প্রাণাপেক্ষা প্রিয় কাজ, তাঁকে ওর মুখের পানে চাইবার অবসর দেয় কৈ? ধুতি চাদর বার করে দিয়ে সতী ঘরে ঢুকে দেখলে মৃণাল নেই। চাকরকে শুধাতে সে বললে, "বাবু অনেক্ষণ বেরিয়ে গেছেন।"

সতী বললে, "হ্যাঁরে গণা, তুই কি তাঁকে ধুতি দিয়েছিলি?" গণা বললে, "না মা, তিনি সুট পরে গেলেন।" সতী আর কিছু বললে না। সোজা চলে গেল হেঁসেল ঘরে। ঝি বললে, "শিগ্‌গির এস মা, উনানে আঁচ উঠে গেছে।" পানুর মা বললে, "মা তোমার মুখটা এত ভারী দেখাচ্ছে কেন? সাজলে গুজলে দেখলুম, কোথাও গেলে না?" সতী নীরব রইল—হায়, এই মূর্খ দাসীর কাছে এ কথার জবাব তার কি আছে? ওকে নীরব দেখে সে আবার বললে, "আহা, মা তোমার বয়সের মেয়েরা সব কত হেসে খেলে আমোদ ক'রে বেরাচ্ছে গো তা যদি দেখতে—তা যাই কেন বলনা তুমি, বাবুর এসব দিকে একটু দেখা উচিৎ, এই ত' ওদের ঝিয়ের কাছে শুনলাম বোস বাবুর বৌ, কাল সোয়ামীর সঙ্গে কি একটা ইনরিজী বায়োস্কোপ দেখে এল।" বাধা দিয়ে দৃপ্তকণ্ঠে সতী বললে, "পানুর মা তুমি যা তা কথা বোলোনা। তিনি কাজের মানুষ আর আমরাও বড়লোক নই, না খাটলে পয়সা আসবে কোত্থেকে? আমার সামনে তাঁর দোষ গুণের বিচার তোমরা করতে এস না।" দাসীর মুখ শুকিয়ে এতটুকু হয়ে গেল। সে বললে, "তুমি রাগ কোরনি মা, আমরা মুখ্যু মানুষ তাই চোখে যা দেখি কাণে যা শুনি, তাই বলি।" সতী নিস্তব্ধ যেন সে পৃথিবীর ধরা ছোওয়ার বাইরে চলে গেছে আজ।

আজ সতীর আনন্দ দেখে কে? তপন চিঠি লিখেছে (সতীর ছোট্‌দা) গরমের ছুটীতে সস্ত্রীক সে দু'দিনের জন্য সতীর কাছে আসছে। ওঃ আজ পুরো দু'বছর বাদে ছোটদার সঙ্গে সতীর দেখা হবে। কাল বেলা একটার সময় কলকতা এসে পৌছোবে তপন আবার কবি, তার সমস্ত কবিতার পাঠক ও সমালোচক ছিল একমাত্র সতী কে জানে দু'বছরে সে কত কবিতা লিখেছে—তপন কিন্তু প্রায় চিঠিতে লেখে, "তুই নেই আমার কাব্য রচনা করা এখন বৃথা।" গভীর আনন্দে সতীর বুকটা দুলে উঠলো সেই তার চির স্নেহময় ছোট্‌দা, কাল আসবে

তারই বাড়ীতে। সতীর আজও বেশ মনে পড়ে, একবার তপনের এই কবিতাটী একটা কাগজের বিশেষ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল—

"সে আমার সঙ্গীত নিভৃত মনে
রহস্যময়ী চির থাকে গোপনে
রঙ্গীন কপোল যেন রক্ত গোলাপ
বিদ্যুৎ সম দিঠি নাহি উত্তাপ
আশে পাশে থাকে যেন আলোর ছায়া
সে আমার চির-সাথী কবিতা-কায়া"

তাই সেটা সকলে দেখেছিল। পাশের বাড়ীর মেয়ে ছায়া, তার সঙ্গে কি ঝগড়াই না করেছিল—সে বলে "তপনদা ও কবিতাটা লিখেছে আমাকে উদ্দেশ করে—দেখছিস না আমার নাম পর্য্যন্ত রয়েছে"—কিন্তু সতী কেন তা মেনে নেবে? সে জানে ছোট্‌দার কবিতার সৃষ্টি তাকে নিয়ে—সহসা তাদের ঝগড়ার মাঝখানে তপন এসে বললে, "তোদের কাউকে উদ্দেশ করে আমি ও কবিতা লিখিনি—আমি লিখেছি আমার কাব্যলক্ষ্মীর উদ্দেশে।" সে কথা মনে হলে আজ সতীর ভীষণ হাসি পায়।

বেলা দুটো বেজে গেল তবু সতীর ঘর গুছানো আর হ'ল না। পান্নুর মা বললে, "বেলা যে পড়ে' এল মা, এবার দুটী খাবে এস।" তার উত্তরে সতী বললে, "আচ্ছা পান্নুর মা, ওদের কোন্ ঘরখানা দিলে ভালো হয় বলত?" ক্ষণকাল ভেবে পান্নুর মা বললে, "তাঁরা মা বড়লোক, এ সব ঘরে এসে হয়ত দম আটকে যাবে।" সতী বললে, "সে ত' ঠিক, তবে আমাদের ঘরখানা খালি করে দিই, কি বলিস?" পান্নুর মা বললে, "হ্যাঁ মা ভালো হবে।" বাস্ আবার ঝাড়া-মোছা, এ ঘরের জিনিষ ও ঘরে, ও ঘরের জিনিষ এ ঘরে—কোমরে কাপড় জড়িয়ে সতী ছুটোছুটী করছে ঠিক যেন দশ বছরের একটী মেয়ে।

পরের দিন ভোরের বেলা, সতী স্নান সেরে এসে বললে, "শোন পান্নুর মা, এই টাকা দিলুম খুব ভালো করে বাজার করবি— চিংড়ীর কাটলেট, পোলাও, আর ছানার পায়েস, এই কটা জিনিষ ছোট্‌দা খেতে বড় ভালোবাসে, তাই তৈরি হবে,—আর হ্যাঁ অমনি দু'পয়সার পুদিনা পাতা নিয়ে আসবি— দেখিস কিছু যেন ভুল না হয়। আমি নিজেই উনানে আঁচ দিয়ে বাটনা বাটতে বসছি।" গরম মশলা বাঁটতে বসে সহসা সতীর মনে পড়ে গেল, ওমা আসল কাজই যে সে ভুলে বসে আছে—নোতুন বৌর মুখ দেখার কি হবে? হাত ধুয়ে সে উঠল মৃণালের ঘরে। মৃণাল তার পড়ার ঘরে বসে টেবিলের উপর ঝুঁকে পড়ে ডায়েরী লিখছিল। চুলগুলি তার এলোমেলো। খোলা জানলা দিয়ে কাঁচা রোদের দু' একটী টুকরো এসে ছড়িয়ে পড়েছে এখানে সেখানে। তখন সে লিখছিল,… "জল না পেয়ে গাছ যেমন শুকিয়ে যায়, ঠিক সেই দশা হচ্ছে আমার—অথচ হাতের কাছেই রয়েছে শীতল বারি, কিন্তু তা স্পর্শ করতে মন আমার সঙ্কুচিত—কেন সঙ্কুচিত? কেন সে জলে আমার পিপাসা মিটছে না? তার কারণ হচ্ছে মানসী তুমি! মণি তুমি আজ এখন কোথায়, কতদূরে তা' আমি জানিনা—আজ ছ'মাস তোমার কোনও চিঠি পাইনি—কিন্তু তবুও মনে হচ্ছে সেই আগেকার মত তুমি যেন আমার আশে পাশে ঘুরে বেড়াচ্ছ—আমার সমস্ত মন প্রাণ তোমারই স্মৃতি আঁকড়ে ধরে বেঁচে আছে। যার আদেশে যেদিন সতীকে বিয়ে করে ফিরলুম সেদিন লুকিয়ে তুমি কেঁদেছিলে সে কথা আমি জানি—কিন্তু সামনে হেসে বলেছিলে, "তপনদা আমি তোমার, চিরদিন আমি তোমারই থাকব। তুমি অন্যের হলে তাতে আমার কোনও খেদ নাই, কিন্তু মাঝে মাঝে আমায় মনে কোরো।" আমি ত' তোমায় রোজই মনে করি মণি, কিন্তু তুমি আমায় মনে কর কৈ? পয়সার জন্য আজ আমায় বিদেশে থাকতে হচ্ছে—মণি, মণি, আমার ধ্যানের ধন, কল্পনার স্বর্গ, আমায় বাঁচাও।"…ডায়েরী খানা বন্ধ করে সে আকাশের পানে চাইল। সেই সময় সতী ঘরে ঢুকে মৃণালের কাছে এসে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। মৃণাল মানসীর চিন্তার এতখানি বিভোর ছিল যে সতীর অস্তিত্ব প্রায় ভুলেই গেল। সতীকে কাছে টেনে নিয়ে, সে বললে, "মণি, মণি আমায় বাঁচাও"—দুই চোখ তার বন্ধ, তারই কোল বেয়ে হুহু করে নেবে আসছে জলের ধারা। তীক্ষ্ণ কণ্ঠে সতী বললে, "মণি কে?" তার কথায় মৃণালের চমক ভাঙ্গল। পলকে নিজের অবস্থা বুঝতে পারল। আবার সেই প্রশ্ন—নিজেকে সংযত করে নিয়ে মৃণাল বললে, "সতী আজ সকালে মা মণির জন্য মনটা বড় খারাপ লাগছিল কেন জানি না"—আঁচলে তার চোখ মুছিয়ে দিয়ে সতী বললে "আজ দেড় বছর তিনি মারা গেছেন, এতদিন পরে হঠাৎ এ আকুলতা কেন?" "কি জানি, চল সতী একটু বেড়িয়ে আসি, মনটা বড় খারাপ। "সতী বললে, "ওমা তাও কি হয়, আজ ছোট্‌দা আসবে,রান্না এখনও কিছু হয়নি"—"হ্যাঁ সেত' ঠিক আচ্ছা তবে আমি একলাই একটু ঘুরে আসি।" সতী যে কথা বলতে এসেছিল তা বলা তার আর হল না। সে ভাবতে বসল কে এই মণি? মৃণাল সত্যই কি তার মাকে ভাবছিল? না আর কাউকে? দু'হাতে আর্দ্র

বুকখানা চেপে সে মেঝেয় বসে পড়ল।

বাজার থেকে ফিরে তাকে সেই অবস্থায় দেখে পান্নুর মা অবাক হয়ে বললে, "ওমা একি এমন সময় এখানে বসে ?" মুখ না তুলে সতী বললে, "আমার মাথাটা ধরেছে পান্নুর মা, একটা aspirin নিয়ে আয় ত ?"

বেলা প্রায়সাড়ে বারোটা হবে। সতীর সব রান্না হয়ে গেছে কেবল পোলাওটা বাকী। এখনও মৃণাল ফেরেনি। সতী বললে, "আচ্ছা পান্নুর মা, বৌদিকে কি দিয়ে মুখ দেখি বল ত' ?" পান্নুর মা শুধালে "কেন তেনার বিয়ের সময় তুমি যাওনি ?" সতী বললে, "তখন ওর টায়ফয়েড হয়েছিল তাই যাওয়া হয়নি। শাশুড়ী যে হীরের নেকলেসটা দিয়েছিলেন আমার সব গয়নার মধ্যে সেইটা সবচেয়ে ভালো, মনে করছি সেইটেই দোব।" "কেন মা ওটা কেন ? উটী পরলে তোমায় দিব্যি মানায়।" সতী ম্লান কণ্ঠে বললে, "কি হবে পান্নুর মা আমার আর গয়না নিয়ে, তার চেয়ে ছোটদার বউ পরলে আমি সুখী হব।" এমন সময় দরজায় গাড়ী থামল—সতী ছুটল ঊর্দ্ধশ্বাসে। বহুদিন পর দুটী ভাই বোনে দেখা। তপন বললে, "সতী এমন চেহারা করেছিস কেন বোন ?" সতী তখন বউকে নিয়ে ব্যস্ত, বললে, "ছোট্দা চমৎকার বউ হয়েছে তোমার।" সকলে মিলে ঘরে এসে বসল। সতী বললে, "দাঁড়াও ভাই বৌদি আমি এখুনি আসছি"। তার ব্যস্ততা দেখে মৃদু হেসে তপন বললে, "কিরে সতী বউদিকে পেয়ে আমায় যে ভুলেই গেলি ?" অন্য ঘর থেকে সতী চেঁচিয়ে বললে, "একটু দাঁড়াও ভাই ছোট্দা"—তার অল্পক্ষণ পরে সতী ফিরে এল, হাতে একটী নীল ভেলভেটের কেস। তার থেকে নেকলেসটা বের করে বৌর কাছে গিয়ে সতী যেই তার ঘোমটা খুলেছে ঠিক সেই সময় ঘরে ঢুকল মৃণাল। "একি মণি তুমি কোথা থেকে এলে ?" নোতুন বউ উঠে দাঁড়িয়ে মুখ তুলে চাইল মৃণালের পানে। অস্ফুট কণ্ঠে বললে, "মৃণাল দা ? শেষে আমায় তোমার বাড়ী আসতে হোল ?" ঘরের সকলে স্তম্ভিত। সতীর সমস্ত শরীর দিয়ে আগুণের হলকা ছুটতে লাগল! সে বক্র দৃষ্টিতে দু'জনার পানে চাইল। আবার সেই মণি,—তবে কি মৃণাল সকালে তাকে মিথ্যা বলেছিল। এতখানি প্রবঞ্চক সে ? উঃ ভগবান! মানুষ এত নিষ্ঠুর হয় কেন ? সতী কাঁপতে কাঁপতে মাটীতে লুটিয়ে পড়ল। হাত থেকে নেকলেসটা মাটীতে পড়ে গেল। সুন্দর গহনাটী সুন্দরীর কণ্ঠে স্থান পেতে গিয়ে লুণ্ঠিত হল ধূলায়। কার অভিশাপে, তা' কে জানে ?

বীমা-প্রসঙ্গ

জীবন-বীমা ও এজেন্টের কর্ত্তব্য

—শ্রীঅরবিন্দপ্রকাশ বন্দ্যোপাধ্যায় বি, কম্

জীবন বীমার এজেন্ট বা দালাল বলিলে আজ কাল আমরা এক শ্রেণীর লোককে বুঝি, যাহারা সামান্য কিছু কমিশন বা দালালীর অর্থের জন্য এক দুয়ার হইতে অন্য দুয়ারে ঘুরিয়া বেড়ায়। রুক্ষ কেশ, শুষ্ক মুখ, ও ময়লা বস্ত্র, ইহাই যেন তাহাদিগকে চিনিবার একমাত্র উপায়। তাহারা যেন সকলের ঘৃণ্য এবং করুণার পাত্র। সেই জন্যই যেই মাত্র তাহারা কোনও ক্রমে বাড়ীতে ঢুকিতে পায় বা সংবাদ পাঠায় অমনি কোন কাজ না থাকিলেও বাড়ীর কর্ত্তা 'সময় নাই' বলিয়া তাহাকে বিদায় করিয়া দেন বা কেবল মাত্র সাধারণ ভদ্রতা বজায় রাখিয়া চলিয়া যাইতে বলেন।

আমরা যদি বিশদ ভাবে জীবন বীমার এজেন্টের কার্য্যাবলী বিচার করিয়া দেখি তবে দেখিতে পাই যে তাঁহারা ঘৃণার বা অশ্রদ্ধার পাত্র মোটেই নহেন উপরন্তু তাঁহারা দেশের যেরূপ উপকার করেন তাহাতে তাহাদিগের উপর শ্রদ্ধা হওয়াই স্বাভাবিক। তাহারা কমিশন বাবদ যাহা পান তাহা সাধারণতঃ স্বচ্ছল ভাবে জীবন ধারণের পক্ষে যথেষ্ট নহে; কিন্তু তথাপি তাঁহারা দেশের জনসাধারণের ও পরোক্ষ ভাবে দেশের শিল্প, বাণিজ্যের যেরূপ সহায়তা করেন, তাহাতে সত্যই তাঁহারা ধন্যবাদার্হ। কিন্তু আজকাল আমাদের দেশে এজেন্টরা যে ক্রমশঃ লোক চক্ষে হীন হইয়া পড়িতেছেন তাহার জন্য জনসাধারণের ন্যায় তাঁহারাও কতকাংশে দায়ী।

জীবন বীমার এজেন্টের কর্ত্তব্য প্রধানতঃ দুই ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে। ১। তিনি যে কোম্পানীতে কাজ করেন তাহার প্রতি, ২। তিনি যাহাদিগের জীবন বীমা করাইয়া দেন তাহাদিগের প্রতি।

জীবন বীমার কার্য্যে যোগদানের পূর্ব্বে এজেন্টের প্রধান কর্ত্তব্য হইতেছে কোম্পানী নির্ব্বাচন। তাঁহার ভাবিয়া দেখা উচিত যে যে সকল লোক তাঁহার উপর বিশ্বাস করিয়া আপন আপন জীবন বীমা করায় তাহাদের কষ্টার্জ্জিত অর্থ যেন অসৎ কোম্পানীর হস্তে পড়িয়া নষ্ট হইয়া না যায়। একবার কোম্পানী নির্ব্বাচিত হইলে তাহাকে নিজের সম্পত্তি এবং তাহার কোনও অনিষ্ট হইলে নিজেরই অনিষ্ট হইবে ইহা চিন্তা করা প্রত্যেক এজেন্টের কর্ত্তব্য। কোম্পানী নির্ব্বাচনের ন্যায় বীমার উপযোগী জীবন নির্ব্বাচন করাও এজেন্টদেরই অপর কর্ত্তব্য, কারণ যত বেশী অনুপযুক্ত জীবন দেওয়া যায় কোম্পানীর স্থায়িত্বের তত বেশী অনিষ্ট হইবার সম্ভাবনা। প্রায়ই কোম্পানীকে ঠকাইয়া টাকা লওয়ার কথা শুনা যাইতেছে এবং তাহার মধ্যে এজেন্টেই বিশেষ ভাবে সংশ্লিষ্ট দেখা যায়। প্রথমতঃ এই খবর যেদিন কাগজের পৃষ্ঠায় প্রকাশিত হইবে, সেই দিনই এজেন্টদিগের উপর সাধারণের বিশ্বাস নষ্ট হইয়া যাইবে এবং দ্বিতীয়তঃ যাহারা এজেন্টের এই বিশ্বাস-ঘাতকতার কথা অবগত নহে তাহারা প্রচার করিবে যে কোম্পানী বিনা কারণে দাবীর টাকা দিতে অস্বীকার করিতেছে। এজেন্টের নিজের কথা ছাড়িয়া দিলেও কোম্পানীর ব্যবসায়ের যে ইহাতে প্রভূত অনিষ্ট হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই।

কোম্পানীর স্থায়িত্বের জন্য এজেন্ট ও ডাক্তারের সততা যত দায়ী এত দায়ী আর কিছুই নহে। বীমা করিতে ইচ্ছুক সাধারণকে এজেন্টই ডাক্তারের নিকট লইয়া যায় কিন্তু ইহার মধ্যে যদি কোনও ষড়যন্ত্র থাকে তবে কোম্পানীর সাধ্য নাই যে তাহা বাহির করিয়া দেয়।

আবার অনেক এজেন্ট ভাবেন প্রথম বৎসরের চাঁদার দরুণ কমিশন লওয়া হইয়া যাইলেই সে ব্যক্তির সম্পর্কে কোম্পানীর সহিত তাহার সমস্ত সম্বন্ধ শেষ হইল। ইহাতে কোম্পানী এবং জীবন বীমাকারী উভয়কেই নানা প্রকার অসুবিধার মধ্যে পড়িতে হয়। যদি সম্ভব হয় প্রত্যেক এজেন্টের উচিত কোম্পানীর আফিসে আসিয়া জ্ঞান লাভের চেষ্টা করা। প্রত্যেক এজেন্টের ভাবা উচিত যে তাঁহারা কোম্পানীর সঙ্গে ওতপ্রোত ভাবে জড়িত এবং কোম্পানীর পরিচালকদিগের সহিত সম-পর্য্যায়ভুক্ত।

আজকাল প্রায়ই দেখা যায় যে এক এজেন্ট সামান্য কিছু বেশী কমিশন লাভের জন্য অনায়াসে এক কোম্পানীকে ত্যাগ করিয়া অপর কোম্পানী গ্রহণ করিতে দ্বিধা বোধ করেন না। তবে ইহার জন্য কতকাংশে কোম্পানীর পরিচালকবর্গ যে দায়ী নহেন সে কথা আমি বলিতেছি না। কিন্তু ইহাতে যে জীবন বীমা কার্য্যের প্রসারের প্রভূত পরিমাণে ক্ষতি হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই। কারণ আজ যে কোম্পানীকে সকলের কাছে ভাল বলা হইয়াছে কাল যদি তাহার সঙ্গে সমস্ত সম্বন্ধ মিটিয়া গেল বলিয়া, তাহাকেই লোকচক্ষে হীন প্রতিপন্ন করা যায় তবে তাহাতে যদি জনসাধারণ এজেন্ট এবং জীবন বীমা কোম্পানীর উপর বিশ্বাস হারাইয়া ফেলেন তাহা হইলে বলিবার কিছুই নাই। অনেক এজেন্টই আবার কার্য্য সংগ্রহের জন্য

অপর কোম্পানীর বিরুদ্ধে মিথ্যা কুৎসা রটনা করিয়া বেড়ান। তাহা কোনও মতেই উচিত নহে; ইহাতে কার্য্য বৃদ্ধি না হইয়া ক্ষতি হইবার সম্ভাবনাই অধিক। তবে এক্ষেত্রে আমি প্রত্যেক এজেন্টকেই অভিযুক্ত করিতেছি না। প্রত্যেক এজেন্ট যদি তাঁহার নিজের কোম্পানীর বিশেষত্বগুলিই কেবল প্রকাশ করেন তাহা হইলে উহা নূতন কার্য্য সংগ্রহের পক্ষে যথেষ্ট সহায়তা করিবে। সততা, সত্যবাদিতা ও সময়ের মূল্য জ্ঞান প্রভৃতি আরও কতকগুলি গুণ থাকিলেই অল্পায়াসে সুদক্ষ এজেন্ট হওয়া যায় এবং বেশ স্বচ্ছল ভাবেই জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহ করা সম্ভবপর হয়।

জীবন বীমা করিতে ইচ্ছুক ব্যক্তিদিগের নিকট যাইবার পূর্ব্বে প্রত্যেক এজেন্টের এ সকল ব্যক্তির মনস্তত্বের বিষয় কিছু কিছু জানা প্রয়োজন, কারণ সকল লোকের মানসিক বৃত্তি একই প্রকার নহে। সুতরাং সকলকে বীমার উপযোগীতা বুঝাইবার ধারাও বিভিন্ন প্রকারের হইবে। প্রায়ই দেখা যায় যে এজেন্টের অমনোযোগীতা এবং বিদ্যা বুদ্ধির অভাবেই অনেকে বীমা করিতে ইচ্ছুক হইলেও করেন না।

এজেন্টের অপর কর্ত্তব্য বীমাকারীদের বুঝাইয়া দেওয়া কিরূপ বীমা করিলে তাঁহার পক্ষে সুবিধাজনক হইবে। হয়ত এক প্রকার বীমা করাইলে এজেন্ট কিঞ্চিদধিক লাভবান হইতে পারেন কিন্তু তাহা না করিয়া বীমাকারীর ক্ষমতা এবং সুবিধার উপযোগী বীমা যাহাতে হয় তাহার দিকে দৃষ্টি রাখাই উচিত। আজকাল অধিকাংশ কোম্পানীর এত বেশী বীমা বন্ধ হইয়া যাইতেছে ইহা তাহার একটী কারণ বলা যাইতে পারে।

অনেক ক্ষেত্রে এরূপ দেখিতে পাওয়া যায় যে বীমা পত্র গ্রাহ্য হইবার জন্য এজেন্ট বীমাকারী যাহাতে সত্য গোপন করেন তাহার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করেন। কিন্তু ইহা যে কতটা দূষণীয় তাহা বুঝিতে পারা যায় যেদিন কোম্পানী বীমা বাতিল করে বা দাবীর টাকা দিতে অস্বীকার করে। সেইজন্য প্রত্যেক এজেন্টের উচিত যাহাতে বীমাকারী কোনও প্রকারে সত্য গোপন করিতে না পারে তাহার চেষ্টা করা এবং কোনও প্রকার সন্দেহ উপস্থিত হইলেই তৎক্ষণাৎ কোম্পানীর পরিচালকবর্গের কর্ণগোচর যাহাতে হয় তাহার চেষ্টা করা।

পলিসি সংক্রান্ত অপর সমস্ত বিষয়েও বীমাকারীকে সাহায্য করা এজেন্টের উচিত। চাঁদা জমা দেওয়া, বয়স প্রমান করা, বীমার সর্ত্ত পরিবর্ত্তন করা ইত্যাদি বিষয়ে যদি উঁহারা সাহায্য করেন তবে বীমাকারী ও কোম্পানী উভয়েরই সুবিধা হয়।

এজেন্টের সকলপ্রকার কর্ত্তব্যের বিষয় এই অল্প স্থানে লেখা সম্ভব নহে। সেইজন্য কিছু কিছু আভাষ মাত্র দিলাম। কোম্পানীর দিক হইতেও এজেন্টের উপর অনেক ত্রুটি হইতে দেখা যায়, সেইজন্য তাঁহারা পরস্পরের উপর বিদ্বেষভাব পোষণ না করিয়া যদি এক যোগে কার্য্য করেন তবে তাঁহাদের সমস্ত অভাব অভিযোগ খুব সহজেই চলিয়া যাইতে পারে। প্রত্যেক কোম্পানীর চিত যে তাহাদিগের এজেন্ট-দিগকে যতটা সম্ভব বীমা বিষয়ে শিক্ষা দান করা, তাহাতে শুধু যে এজেন্টেরই উপকার করা হইবে তাহা নহে পরন্তু কোম্পানীর কার্য্য সংগ্রহের অনেক সাহায্য হইবে। আশা করি কোনও কোম্পানীর পরিচালকবর্গ এ বিষয়ে শৈথিল্য প্রকাশ করিবেন না।

মিলন

(কথিকা)

—শ্রীফাল্গুনী রায়

খাঁচার পাখী আনমনা হয়ে তার শ্রান্ত আঁখি নীলাকাশের তলে মেলিয়ে রাখত। এই আকাশের তলে যদি তার হারানো প্রিয়াকে দেখতে পায়।

এক বৈশাখী সন্ধ্যায় তাদের বিচ্ছেদ হয়েছিল। সে দিন আকাশ ভেঙ্গে প্রকৃতি রাণীর অশ্রু ধারা ঝরে পড়ছিল। সমস্ত আকাশটায় একটা বিভীষিকাময় প্রলেপ মাখানো। তারা দুটিতে অনেক দূর থেকে বৃষ্টি মাথায় করে আসছিল। হঠাৎ একটা ঝোড়ো হাওয়া সোঁ সোঁ করে তাদের বিচ্ছিন্ন করে দিলে। তার প্রিয়া যে কোথায় ছিটকিয়ে পড়্‌ল সে তা দেখ্‌তে পেলে না। আর সে পড়্‌ল একটি বাড়ীতে গিয়ে। তারপর থেকেই সে খাঁচায় বন্দী। এম্‌নি করেই সে প্রিয়া-হারা।

*

তাকে এম্‌নি আন্‌মনা দেখে গৃহস্বামী খাঁচার দুয়ার দিল একদিন খুলে! মুক্তি পেয়ে সে ক্ষণেকের জন্তে দিশেহারা হ'য়ে পড়্‌ল...অত্যধিক আনন্দের জন্তে। তারপর সে তার হলুদ রঙের পাখা মেলে উড়্‌তে লাগল। অনেকক্ষণ ঘুরে সে পিপাসিত হ'ল আর সাম্‌নের একটা পদ্ম-ভরা দীঘি থেকে প্রাণ ভরে জল খেয়ে সে আবার তার যাত্রা সুরু ক'রল। এ যাত্রার শেষ কোথায় কে জানে?

এদিকে পশ্চিম মাঠে সূর্য্যদেব রক্তরাঙ্গা আহত সৈনিকের মত লাল মেঘের চাদর মুড়ি দিয়ে সাঁঝের কোলে ডুবে গেল।

সন্ধ্যা হয়ে গেল দেখে সে আরো জোরে উড়্‌তে লাগ্‌ল: কিন্তু আর কত পারে। একটা সামান্য পাখী ত'। সাম্‌নেই একটা ছাতিম গাছে একটা পাপিয়া গান করছিল। সমস্ত আব্‌ছা-আলো-মাখা মাঠ্‌টিকে তার গান করুণ করে তুলেছিল, প্রতিধ্বনি বুকে করে ফিরিয়ে এনে।

সদ্যোমুক্ত পাখী একটা ডালে এসে থম্‌কে বস্‌ল। তাকে দেখে তার প্রাণে হারানো দিনের রঙ্গিন স্মৃতির বীণা বেজে উঠল। পাখীটা তাকে জিজ্ঞাসা করল, "আমার দিকে অমন ক'রে তাকিয়ে আছ কেন?' সে স্তব্ধ...মৃত্যুর মত স্তব্ধ। দেখ্‌লে সমস্ত মাঠে অন্ধকার তার ফাঁদ পেতেছে। ভাব্‌ল আর যাত্রা করা হ'বে না! একটু বিশ্রাম করতে হ'বে। সে বলে, "না এম্‌নি তাকিয়ে ছিলাম; তা' আমি এখানে একটা রাত বিশ্রাম করব, দেবে?" পাখীটা উত্তর দিল "নিশ্চয়ই দেব।" সারা রাত সে সেখানে রইল। ঘুম-হারা আঁখির কোলে তার প্রিয়ার আব্‌ছা মুখ ভেসে উঠ্‌তে লাগ্‌ল থেকে থেকে। শেষে তার একটু তন্দ্রা এলো।

চোখ মেলে দেখে পূবের আকাশে একটু রঙ ধরেছে। আলো, আলো, বকুল ফুলের মত সাদা আলো শিশুর হাসির মত মধুর আলো। মেঘ হতে ঝরে পড়ছিল ঘন নীল গাছের সারির উপর দিয়ে—দীঘিতে গিয়ে পড়ছিল দীঘি জেগে উঠছিল···কল্ কল্ কল্।

আর সেই রাতের সাথী খাবার সন্ধানে চলে গেছে অনেকক্ষণ। সেও তার যাত্রা সুরু করল অনেকক্ষণ তার ক্লান্ত পাখা মেলে ঘুরতে লাগল। ভাবছে কেন সে তার খোঁজে চলেছে। হয়ত সে এপার হতে চলে গিয়ে ওপারে গিয়ে বাসা বেঁধেছে। তবুও আকাশ প্রদীপ প্রাণে জ্বালিয়ে, তার প্রিয়ার সন্ধানে সে চল্ল।

অন্য পাখী তাকে ডাকল, "এসো আমাদের কাছে আমরা তোমার খুব যত্ন করব,—খুব ভালবাস্‌ব ···" কিন্তু সে সেদিকে ভ্রুক্ষেপও না করে উড়তে লাগল।

হঠাৎ তার চমক ভাঙ্গলো একটা স্বর স্পন্দনে। কে যেন গান গাচ্ছে। গানে কত যুগের বিরহ-বেদনা ঝরে পড়ছে।

সেই স্বর অনুসরণ করে গিয়ে সে দেখ্‌ল যে একটা বাড়ীতে সোনার খাঁচায় বন্দী একটি পাখী আলো-মাখা আকাশের দিকে পলক-হীন আঁখি মেলে তাকিয়ে রয়েছে।

সে খাঁচার কাছে গেল। যেতে সেই পাখিটি তার দিকে তাকাল। চার চোখের মিলন। দু'জনেই দুজনকে চিনে ফেল্ল···।

গৃহস্বামী দূর থেকে দেখ্‌ল যে একটা সুন্দর পাখী তার আদরের পাখীর খাঁচার উপর স্থান নিয়েছে···আর তার পাখীটা গগনের দিকে এক দৃষ্টে তাকিয়ে রয়েছে গৃহস্বামীর চোখ আনন্দে নেচে উঠল। সে খাঁচার কাছে গেল দেখলে যে আগন্তুক পাখীটা উড়ে গেল না। আরো কাছে গেল। তবু না। তারপর সেই পাখীটি তার কঠিন হাতে বন্দী হয়ে গেল। আর তাকেও সেই খাঁচার ভিতরে চালান করা হল।

প্রথমেই সে জিজ্ঞাসা করল, চিনতে পার? হাঁ—কে বলত আমি। "তুমি আমার সেই অনেক দিনের হারিয়ে-যাওয়া সাথী।" দুজনেই একবার গান গেয়ে উঠল। যে গানে ছিল অনেক দিনের চাপা আনন্দ। বৈকালী আকাশ সেই গানের সুরের রেশকে অনেক দূর অবধি এগিয়ে দিল। এমনি করেই তাদের আবার মিলন হল। বৈকালী আকাশকে সন্ধ্যার চেয়ে আরো গাঢ় ক'রে। বৃষ্টিধারা ঝরলো।.একি প্রকৃতির আনন্দাশ্রু!

চিত্র পরিচিতি

—অভিমন্যু

[আগামী শনিবার হইতে যে সব বিদেশী ছবি কলিকাতায় মুক্তিলাভ করিবে তাহাদের অগ্রিম সংক্ষিপ্ত পরিচয়। সুতরাং কোনো বিদেশী ছবি দেখিতে যাইবার পূর্ব্বে আমাদের চিত্র-পরিচিতি স্তম্ভটি পড়িয়া গেলে, চিত্রপ্রিয়রা লাভবান হইবেন। দীঃ সঃ]

Vanessa—Her Love Story.

গ্লোবে দেখানো হইবে, শ্রেষ্ঠাংশে হেলেন হেজ, রবার্ট মণ্টগোমারী, অটো ক্রুগার, মে রবসন প্রভৃতি। মেট্রোর ছবি, পরিচালনা করিয়াছেন উইলিয়ম কে, হাওয়ার্ড।

ভ্যানিসার বয়স যখন ১৮ বৎসর, তখন সে বেঞ্জির প্রেমে পড়িল। বেঞ্জিও তাহাকে ভালবাসিত বটে, কিন্তু সে জীপ্‌সি বলিয়া এক জায়গায় স্থির থাকিতে পারিত না। কিন্তু পরে তাহারা বিবাহের জন্য প্রস্তুত হইল। এদিকে ভ্যানিসার পিতা একটি অগ্নি-দুর্ঘটনায় প্রাণত্যাগ করিলেন। বেঞ্জি ইচ্ছা করিলে ভ্যানিসার পিতাকে বাঁচাইতে পারিত, কিন্তু ঘটনাক্রমে তাহা না হইয়া উঠায় ভ্যানিসা বেঞ্জিকে কাপুরুষ ঠাওরাইয়া এলিস নামক এক ব্যক্তিকে বিবাহ করিল। কিন্তু এলিসের একটু পাগলামীর ছিট ছিল। ইতিমধ্যে বেঞ্জি যুদ্ধে গিয়া তাহার ডান হাতটি হারাইল। ভ্যানিসার সহিত এলিসের মনোমালিন্য হইলে সে বেঞ্জির বাড়ীর নিকট আসিয়া বাস করিতে লাগিল। গ্রামের সকলেই তাহার নামে কুৎসা রটাইতে লাগিল। একদিন সে মনস্থ করিল যে বেঞ্জির সহিত কোনও দূর দেশে পলাইয়া যাইবে। ঠিক সেই সময় সংবাদ আসিল যে তাহার স্বামী এলিসের সাংঘাতিক অসুখ সে তাহার স্বামীর কাছে গেল বটে কিন্তু ঠাণ্ডা লাগিয়া তাহার নিজেরই নিউমোনিয়া হইল। মৃত্যুর পূর্ব্বে সে বেঞ্জিকে একখানি চিঠি লিখিয়া গেল যে তাহারভালবাসা মৃত্যুর পরেও অক্ষুন্ন থাকিবে।

এই বিয়োগান্তক গল্পটি চিত্রে অত্যন্ত নৈপুণ্য-সহকারে বর্ণিত হইয়াছে। 'ভ্যানিসা'র ভূমিকায় হেলেন হেজের অভিনয় হইয়াছে মর্ম্মস্পর্শী। রবার্ট মণ্টগোমারীর 'বেঞ্জি' ও অটো ক্রুগারের 'এলিস'ও সুন্দর হইয়াছে। মোটের উপর ছবিখানি অভিনয়ে ও পরিচালনা-নৈপুণ্যে সকলেরই অন্তর স্পর্শ করিবে।

The Mystery of Edwin Drood.

এম্পায়ারে দেখানো হইবে, শ্রেষ্ঠাংশে ক্লড রেনস, ডগলাস মণ্টগোমারী, হিদার এঞ্জেল, ডেভিড ম্যানার্স প্রভৃতি। ইউনিভার্সেলের ছবি, পরিচালনা করিয়াছেন ষ্টুয়ার্ট ওয়াকার।

এডউইন ড্রুডের সহিত রোজার বিবাহের সব ঠিকঠাক। কিন্তু এ বিবাহে রোজার মত ছিল না মোটেই, কারণ সে নেভিলি নামক তাহার বন্ধুর এক ভ্রাতাকে ভালবাসিত। এডউইন ইহা বুঝিতে পারিয়া রোজাকে মুক্তি দিতে রাজী হইল, যদি নেভিলি তাহাকে বিবাহ করিতে স্বীকৃত হয়—এই সর্ত্তে। এই দুই প্রতিদ্বন্দ্বী এডউইনের খুল্লতাত জন জ্যাসপারের গৃহে এই সিদ্ধান্ত করিল। এদিকে এডউইন সহসা কোথায় অদৃশ্য হইল এবং নেভিলি অভিযুক্ত হইল এই বলিয়া যে সেই এডউইনকে খুন করিয়াছে। তাহার পর কি করিয়া আসল ব্যক্তি ধরা পড়িল তাহার রোমাঞ্চকর ঘটনাবলী পর্দ্দায় দেখাই শ্রেয়ঃ। শেষে রোজা ও নেভিলি বিবাহিত হইল।

'জন জ্যাসপার' ও 'নেভিলি' ভূমিকায় ক্লড রেনস ও ডগলাস মণ্টগোমারীর অভিনয় হইয়াছে এক কথায় অনবদ্য। অন্য সকলের অভিনয় উপরোক্ত দুইজনের অভিনয়োৎকর্ষে ম্লান হইয়া গিয়াছে। এ ছবিখানিও এ সপ্তাহের অন্যতম শ্রেষ্ঠ রোমাঞ্চকর ছবি।

Woman In The Dark.

ম্যাডানে দেখানো হইবে, শ্রেষ্ঠাংশে র‍্যালফ বেলামী, ফে রে, মেলভীন ডগলাস, রস্কো এট্‌স্‌ প্রভৃতি। সিলেক্ট পিক্‌চারের ছবি, পরিচালনা করিয়াছেন ফিল রোসেন।

DOUGLASS MONTGOMERY and HEATHER ANGEL in "The MYSTERY OF EDWIN DROOD" UNIVERSAL PRODUCTION

অনিচ্ছা পূর্ব্বক একজন নরহত্যার অভিযোগে দুই বৎসরের জন্য ব্র্যাডলি জেলে প্রেরিত হইল। জেল হইতে মুক্তি লাভ করিয়া সে লুইসকে দেখিল। লুইস দুর্বৃত্ত রবসনের হাত হইতে মুক্তিলাভের জন্য পলায়ন করিতেছিল, ব্র্যাডলি তাহাকে আশ্রয় দিল। একদিন রবসন ও লেফ্‌টেনান্ট কনরয় লুইসকে ছিনাইয়া লইবার জন্য ব্র্যাডলির গৃহে আসিল। ফলে ব্র্যাডলি তাহাদের দুই জনকেই উত্তম মধ্যম শিক্ষা দিল। এদিকে রবসন গিয়া পুলিশকে খবর দিল যে ব্র্যাডলি কনরয়কে সাংঘাতিকরূপে আঘাত করিয়াছে। তাহার নামে একটি ওয়ারেণ্ট বাহির হইল। ব্র্যাডলি লুইসকে লইয়া সরিয়া পড়িল। ব্র্যাডলি আবার একটি মিথ্যা চুরির অভিযোগে অভিযুক্ত হইল। এবারেও সে পুলিশের হাত হইতে পলায়ন করিল। শেষে অবশ্য জানা গেল যে রবসনই কনরয়কে আঘাত করিয়াছিল। রবসন সঙ্গে সঙ্গে ধৃত হইল এবং ব্র্যাডলি ও লুইস মিলিত হইল।

অভিনয় সকলের ভালই হইয়াছে। ছবিখানি মোটের উপর দেখা চলিতে পারে।

The Mysterious Woman

প্রাজায় দেখানো হইবে, শ্রেষ্ঠাংশে মোনা ব্যারি, গিলবার্ট রোলাণ্ড, জন হ্যালিডে রড লা রক প্রভৃতি। ফক্সের ছবি, পরিচালনা করিয়াছেন ইউজেন ফোর্ড।

জ্যাকোয়েস বোনাইট গোয়েন্দা গিরির অভিযোগে ধৃত হইল, কিন্তু তাহার স্ত্রী মার্গারেট জানিত যে সে নির্দ্দোষ। তাহার সন্দেহ হইল সহরের একজন নামজাদা ব্যক্তি ডাঃ থিয়োডোর ভ্যান ডাইকের উপর। ডাঃ ড্যান ডাইক জাহাজে করিয়া একটি দূরদেশে যাইতেছিলেন, মার্গারেটও সেই জাহাজে তাহাকে অনুসরণ করিল। মার্গারেট শীঘ্রই আবিষ্কার করিল যে এমন কতকগুলি কাগজপত্র ডাক্তারের একখানি তৈলচিত্রের নীচে লুকানো আছে যে গুলির সাহায্যে তাহার স্বামী অন্যায় ভাবে ধৃত হইয়াছে। আরও কতকগুলি কাগজ পত্র জুয়ান নামক আর এক ব্যক্তিই নিকট ছিল। সেও উক্ত জাহাজেই ছিল। তারপর অনেক ঘটনা বিপর্য্যয়ের পর মার্গারেট তাহার স্বামীকে উদ্ধার করিল।

মার্গারেটের ভূমিকায় মোনা ব্যারি ও জুয়ানের ভূমিকায় গিলবার্ট রোলাণ্ড সুন্দর অভিনয় করিয়াছেন। ছবিখানিতে রহস্য ও রোমাঞ্চ দুই-ই বেশ সুন্দর ভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে।

—সাউণ্ড বক্স

HINDUSTHAN RECORDS
July 1935

জুলাই মাসে 'হিন্দুস্থান রেকর্ড কোম্পানী' ৫ খানি রেকর্ড প্রকাশ করিয়াছেন। সম্ভ্রান্ত উচ্চশিক্ষিত শিল্পী-সমন্বয়ে ইঁহাদের রেকর্ড সমৃদ্ধ। আমরা নিম্নে প্রত্যেক রেকর্ডের সমালোচনা দিলামঃ—

*

H. 266. কুমার শচীন্দ্র দেব বর্ম্মন বি, এ, মহাশয়ের দুইখানি গান এ রেকর্ডে প্রকাশিত হইয়াছে। "ওরে সুজন নাইয়া" গানটি ইতিপূর্ব্বে আমরা কালী-ফিল্মের টকী শট "সাঁঝের পিদিমে" শুনিয়াছি। অপর গান "নিশিতে যাই ও ফুলবনে" যাঁহারা পল্লী-সঙ্গীত ভালবাসেন তাঁহাদের নিকট রেকর্ডখানি আদরনীয় হইবে সন্দেহ নাই।

*

H. 267. শ্রীমতী বরুণা দেবী "ওরে যোগী প্রেম বিনা কে তাহারে পায়" ও "মেঘ বাতায়ন গেল খুলি" গান দুটি এই রেকর্ডে গাহিয়াছেন। গানের রচয়িতা শ্রী অজয় ভট্টাচার্য্য। অজয় বাবুর গানের একটা বিশিষ্ট রূপ আছে। শচীন বাবুর সুর-যোজনা রচনার মর্য্যাদা সম্যক্ অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছে। গান দুটি গায়িকা মন্দ গাহেন নাই।

*

H. 270. শ্রীমতী গোপালীবালা এ রেকর্ডে দুইখানি গান গাহিয়াছেন। "বউ কথা কও কেন অভিমান" এবং "ও রজনীগন্ধা"। গান দুটির রচয়িতা শ্রীনরেশ্বর ভট্টাচার্য্য। রচনা প্রশংসনীয় সন্দেহ নাই, কিন্তু সুর-যোজনা খুব ভাল লাগিল না। মোটের উপর গান দুটী সুগীত হইয়াছে।

*

H. 271. শ্রীমতী বাণী গাঙ্গুলী দু'খানি গান রেকর্ড করিয়াছেন। "আমার গাঙে যাওয়া ভার হল সই" গানটি ভাটিয়ালী এবং "শুভ যাত্রা করে এই মধুপুরে এসেছি আমি" গানটি কীর্ত্তন। গানটি মোটের উপর মন্দ হয় নাই। সতীশ গাঙ্গুলীর রচনা ও সুখময় গাঙ্গুলীর সুর যোজনা নিতান্ত নিন্দনীয় নয়।

*

H. 268. প্রোঃ রামেশ্বর পাঠক সেতারে 'কামোদ' ও 'পুরিয়া' বাজাইয়াছেন। পাঠক মহাশয় দ্বারভাঙ্গার মহারাজার কোর্ট মিউজিসিয়ন। সুন্দর সাধা হাতের মিঠে বাজনা। রেকর্ড খানি সঙ্গীতামোদীদের সুখী করিবে।

খেলার মাঠে

—সদানন্দ

মোহনবাগান টীম—ইয়র্কস এণ্ড ল্যাঙ্কসকে ৬-১ গোলে পরাজিত করিয়াছেন।
দণ্ডায়মান—বাম হইতে দক্ষিণে—এ, দেব ; এস, চৌধুরী ; বোথ্‌রা, কুমার ; আর, চৌধুরী ; এ, রায় চৌধুরী ; বি, বসু ও এস, মিশ্র।
চেয়ারে উপবিষ্ট—সুশীল চট্টো ; এস, দত্ত ; বি, সরকার ; বি, মুখো ; হামিদ ও কে, বসু।
মাটিতে বসিয়া—কে ভট্টাচার্য্য, কে, দত্ত, এবং এস, গুইন।

গত সপ্তাহের উল্লেখযোগ্য খেলা ছিল মোহনবাগান বনাম ইয়র্কস এণ্ড ল্যাঙ্কস—গত শনিবার, ১৩ই জুলাই ক্যালকাটা মাঠে এই প্রতিযোগিতাটি চ্যারিটি ম্যাচরূপে গণ্য হইয়াছিল। মাঠে জনসমাগমও যথেষ্ট হইয়াছিল।

আবহাওয়া অনুকূলে থাকিয়া মাঠ কর্দ্দমাক্ত না হওয়ায় মোহনবাগান অতি উচ্চশ্রেণীর ক্রীড়া প্রদর্শন করিয়া দুর্দ্ধর্ষ সৈনিক দলকে খেলার প্রত্যেক বিভাগেই সম্পূর্ণরূপে পরাজিত করিয়া দিয়াছেন—আক্রমণ বিভাগের দ্রুততা ও পরস্পরের মধ্যে বল বিতরণ করিবার বৈশিষ্ট্য এবং রক্ষণ বিভাগের কঠোর পরিশ্রম সহকারে প্রতিপক্ষকে অবরোধ করা প্রভৃতির ব্যাপারে ভারতীয় টীমটি আদর্শ ক্রীড়া প্রদর্শন করিয়াছিল। সেদিন মোহনবাগানের খেলা দেখিয়া স্বতঃই মনে প্রশ্ন হইয়াছিল যে ভারতবর্ষে এমন কোন টীম নাই যাহারা ইহাদিগকে সহজে পরাজিত করিতে পারে। কিন্তু মোহনবাগানের দুরদৃষ্ট যে তাঁহারা অন্য সমস্ত প্রতিপক্ষ বিশেষতঃ অপেক্ষকৃত দুর্ব্বল টীমের বিরুদ্ধে এইরূপ উচ্চ খেলা প্রদর্শন করিতে সক্ষম হন না এবং ঐ সমস্ত খেলাতে তাঁহাদের জয়ের ভবিষ্যবাণী কেহই জোর করিয়া বলিতে পারে না। ইহার কারণ আমরা পূর্ব্বে বিস্তারিত আলোচনা করিয়াছি। সৈনিকদল ৬-১ গোলে পরাজিত হইয়াছে দেখিয়া অনেকে মনে করিয়াছেন যে তাঁহারা আনাড়ী দল, দুর্ব্বল প্রতিপক্ষ। ইহা সত্য নহে, টীমটীর অতীত সাফল্যের কথা ছাড়িয়া দিলেও যেরূপ খেলা প্রথমার্দ্ধে তাহারা দেখাইয়াছিল তাহাতে জয়-পরাজয় সম্বন্ধে বিশেষ সংশয় উপস্থিত হইয়াছিল—শেষার্দ্ধে মোহনবাগানের আক্রমণ বিভাগের অসাধারণ দ্রুততা ও পরস্পরের মধ্যে সুন্দর সামঞ্জস্যমূলক সহযোগিতা সৈনিক দলকে সম্পূর্ণরূপে বিপর্য্যস্ত করিয়া তুলিয়াছিল। মোহনবাগান দলের আক্রমন বিভাগের এই আশাতীত সাফল্যের মূলে পুরাতন খেলোয়াড় কুমারের অবদানের কথা কৃতজ্ঞ চিত্তে স্মরণ করিতে হইবে। ইদানীং মোহনবাগানের ফরওয়ার্ডের খেলায় "থ্রু পাস" জিনিষটা একরূপ অচল হইয়াছিল—কুমার অন্যান্য সহযোগীদিগকে তাঁহার এই নিজস্ব প্রণালীতে বল বিতরণ করিয়া জনতার বিস্ময়োৎপাদন করিয়াছিলেন। বলা বাহুল্য এই প্রণালীর খেলার সম্মুখে সৈনিক দল একেবারেই হতভম্ব হইয়া পড়িয়াছিল। মোহনবাগান দলের সমস্ত খেলোয়াড়ই যেন কোন সোনার কাঠির স্পর্শ বিশেষে অনুপ্রাণিত হইয়া উঠিয়াছিল এবং শেষার্দ্ধের খেলায় নিজেদের দোষগুলি শুধরাইয়া লইয়াছিল—তথাপি নির্ব্বাচন কমিটির নিকট দুইটি খেলোয়াড় পরিবর্ত্তন করিবার জন্য আমরা অনুরোধ করিতেছি—ইহারা যথাক্রমে এস মিশ্র ও স্বয়ং ক্যাপ্টেন ভোল সরকার! মিশ্রর প্রত্যেকটি অঙ্গভঙ্গির মধ্যে উচ্চশ্রেণীর ফুটবল অপেক্ষা নিম্নশ্রেণীর 'ফাউল' প্রকাশিত হয়—দ্রুত টীমের বিরুদ্ধে মিশ্র ফাউল ভিন্ন অন্য কোন উল্লেখযোগ কাজ করিতে পারেন না; এই স্থানে সুশীল মিশ্র অপেক্ষা উপযোগী হইবে—সুশীলের দীর্ঘ অভিজ্ঞতা বিশেষতঃ বাছাই সৈনিকদলের সহিত খেলিয়া হইয়াছে তদুপরি তাঁহার বল বিতরণ করিবার প্রণালিও সুন্দর।

ক্যাপ্টেন সরকারের দোষ সম্বন্ধে আমরা প্রথমে সমালোচনা করি। অন্যান্য কাগজে ঐ একই কথা বলা হইয়াছে। মন্থরতম গতি প্রতিপক্ষকে অবরোধ করিবার উপযুক্ত সামর্থের ও বিচার-শক্তির অভাব প্রভৃতি দোষে ভোলা সরকারকে একটী ব্যর্থ ব্যাকরূপে পরিণত করিয়াছে—এবৎসর মন্মথ দত্তের খেলা সুন্দর না হইলে মোহনবাগান লীগে আরও নীচে নামিয়া যাইতেন—গোষ্ঠ পাল ভোলা অপেক্ষা নিঃসন্দেহে শ্রেষ্ঠ একথা বিশেষজ্ঞ মাত্রই স্বীকার রবেনিক, কাজেই আমরা

আশা করি পরবর্ত্তী খেলায় সরকারের স্থানে পাল দাঁড়াইবেন।

*

দ্বিতীয় বিভাগের লীগের ষষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়াও ভবানীপুর ক্লাব আশ্চর্য্যজনকরূপে আরগীলস দলকে পরাজিত করিয়াছেন। বিপুল বপুধারী সবুট সৈনিক দল নগ্নপদ বাঙ্গালীটীমের নিকট পরাজয় স্বীকার করিলে বাঙ্গালী জনতার মধ্যে যে হর্ষের সঞ্চার হয় তাহা স্বাভাবিক—ভবানীপুর টীমটি ভাগ্যহীন; বহুবার বহুক্ষেত্রে উচ্চ শ্রেণীর ক্রীড়া প্রদর্শন করিয়াও ইঁহারা প্রথম বিভাগ লীগে আজও উঠিতে পারিলেন না—পরাক্রমশালী সৈনিকদলকে পরাজিত করিয়া তাঁহারা যে গৌরব অর্জ্জন করিয়াছেন সেজন্য আমরা তাঁহাদের অভিনন্দিত করিতেছি। ঢাকা হইতে আই-এফ-এ শীল্ডে কয়েক বৎসর হইল টীম আসিতেছে; ওয়ারী ক্লাব এখানে বহুবার সুনাম অর্জ্জন করিয়াছে কিন্তু ইদানীং যে সমস্ত খেলোয়াড় আসিতেছেন তাঁহারা কলিকাতার তৃতীয় ডিভিসন লীগে খেলিবার উপযুক্ত কি না সে বিষয়ে সন্দেহ আছে—ওয়ারী ক্লাব এবার ভবানীপুরের নিকট ৪—১ গোলে পরাজয় লাভ করিলেও নিতান্ত হাস্যকর খেলা দেখাইয়াছেন। পূর্ব্ব গৌরব নষ্ট না করিয়া ঢাকা হইতে একটি সম্মিলিত টীম হইয়া আসিলে কি ভাল হয় না? ৩।৪ টি দলে বিভক্ত হইয়া কোনটিই কার্য্যকরী হয় না, পরন্তু কলিকাতার গুণগ্রাহী জনতার অজস্র নিন্দাবাদে হাস্যাস্পদ হইতে হয়।

*

মফস্বল হইতে আগত খুলনা টীমটি শক্তিশালী সৈনিকদল ওয়েষ্ট কেণ্টকে পরাজিত করিয়া মোহনবাগানের সহিত আগামী ১৯শে জুলাই প্রতিযোগিতা করিবেন—এই খেলাটিতে উচ্চ শ্রেণীর ফুটবল না হইলেও উত্তেজনার অভাব হইবে না। এরিয়ান্স দল ৫২ এল-আইকে পরাজিত করিয়াছেন। কিন্তু এই খেলায় তাঁহাদের সুবিখ্যাত খেলোয়াড় এস, মজুমদার যেরূপ অকর্ম্মণ্যতা দেখাইয়াছেন তাহাতে ন্যালস দলের সহিত আগামী প্রতিযোগিতায় তাঁহাকে খেলান সমীচীন হইবে না। ব্লাকওয়াচের নিকট আফগান দল ৪—০ পরাজিত হইয়াছেন—কালীঘাটের প্রেমলাল আফগান দলে খেলিয়াছিলেন। টীমটি নিতান্ত খারাপ ছিল না কিন্তু কর্দ্দমাক্ত মাঠে একেবারেই সুবিধা করিতে পারে নাই। তারপর রেফারী মহাশয় সদয় হইয়া তাহারা যে 'পেনালটী' পাইয়াছিল তাহাতে "অফসাইড" দিয়াছিলেন; আইনের এরূপ ব্যাখ্যা আর শোনা যায় নাই—এবিষয়ে আগামী সংখ্যায় আলোচনা করিব।

*

এই সপ্তাহের খেলার সংক্ষিপ্ত বিবরণ—

বুধবার—১০, ৭, ৩৫

ভবানীপুর—(৪) ঢাকা উয়ারী—(১)
ক্যালকাটা—(৪) বেডস্ এণ্ড হার্টস—(১)

বৃহস্পতিবার—১১, ৭, ৩৫

ইষ্ট ইয়র্কস—(২) রেঞ্জার্স—(০)
ক্যামেরেনিয়ান্স—(৩) ই, বি, আর—(২)
খুলনা স্পোর্টিং ইউঃ—(২) ওয়েষ্ট কেণ্টস—(০)

শুক্রবার—১২, ৭, ৩৫,

কিংস রেজিমেণ্ট—(৩) হাওড়া—(১)
কাষ্টমস—(১) ডালহৌসী—(০)
স্পোর্টিং—(১) জামসেদপুর—(০)

শনিবার—১৩, ৭, ৩৫

মোহনবাগান—(৬) ইয়র্কস এণ্ড ল্যাঙ্কস—(১)

চ্যারিটির দরুণ টিকিট বিক্রয় হইয়াছিল ৯৫৮২॥০ টাকা।

সোমবার—১৫, ৭, ৩৫

লিসেষ্টার—(৪) স্পোর্টিং ইউনিয়ন—(০
ব্লাকওয়াচ—(৪) আফগান ক্লাব—(০
ভবানীপুর—(২) আর্গাইলস্—(১

মঙ্গলবার—১৬, ৭, ৩৫

এরিয়ান্স—(২) ৫২ এল, আই—(১
ন্যালস্—(২) কালীঘাট—(০
এচ, এল, আই—(৩) বৌবাজার—(০

: দ্বিতীয় রাউণ্ড শেষ :

আগামী সপ্তাহের খেলা :

বৃহস্পতিবার ১৮, ৭, ৩৫—তৃতীয় রাউণ্ড
লিসেষ্টার বনাম ব্লাকওয়াচ
কাষ্টমস বনাম এচ, এল, আই

শুক্রবার ১৯, ৭, ৩৫—তৃতীয় রাউণ্ড
মোহনবাগান বনাম স্পোর্টিং ইউনিয়ন (খুলনা)
ন্যালস বনাম এরিয়ান্স
মহামেডান বনাম ভিক্টোরিয়া স্পোর্টিং

পত্রলেখা

শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রকুমার রায়
সমীপেষু,

শ্রদ্ধেয় কবিবর,

এই সপ্তাহের দীপালীর "কলাকেলি" প'ড়ে, প্রকৃতই আপনার ওপর রাগ হ'য়েচে। আমরা আপনার গুণমুগ্ধ; আপনাকে আমরা hero-worship করি (যদি'ও কথাটা অনেকের লা'গবে)।

বছরের পর বছর, শনিবারের নাচঘরের জন্যে আমরা থাকতুম উদগ্রীব হোয়ে। আশ্চর্য্য হোতুম আপনার বহুমুখী জ্ঞানের শক্তি দেখে। সঙ্গীত, চিত্রশিল্প, ভাস্কর্য্য, সাহিত্য, কাব্য, নাট্যকলা প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয়ে, কত যে জ্ঞান লাভ করিচি আপনার তথ্যপূর্ণ লেখা প'ড়ে, তা আমরাই জানি। নাচঘরের সঙ্গে সহসা সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করায়, যেমন হতাশ আমরা হোয়েছিলুম, হঠাৎ 'দীপালী'র পরিচালনা ভার গ্রহণ কোরেচেন দেখে, ততোধিক আনন্দিত আমরা হোয়ে উঠলুম এবং সঙ্গে সঙ্গে দীপালীর ব্যবসা বুদ্ধির ওপরও হোলুম একটু অসন্তুষ্ট। তাঁদের উচিত ছিল, আপনার আগমন সংবাদটার যথাযথ প্রচারকার্য্য করা; কারণ আপনাকে লাভ করা, যে কোন পত্রিকার পক্ষেই সৌভাগ্য। মুখে স্বীকার না কর্লে'ও, অন্তরে বোধ হয় আপনার পরম শত্রুও জানে যে, আপনার সম্মান ও প্রতিপত্তির আসন আজ কত উচ্চ ও সুদৃঢ়। সেই আপনি, কোথাকার অজ্ঞাত অখ্যাত এক লোকের ঐ লেখা ছেঁড়া কাগজের ঝুড়িতে ফেলে না দিয়ে, কেন দিলেন সম্পাদকীয় প্রবন্ধে স্থান, কোল্লেন তাই নিয়ে আলোচনা? যাকে করা উচিত উপেক্ষা ও ঘৃণা, সেই পেল আপনার প্রতিবাদ ও আলোচনার সম্মান।

৺ মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায় ছিলেন আমাদেরই একজনের আত্মীয়। কি মধুর সম্বন্ধ যে আপনাদের মধ্যে ছিল, আমরা তা জানি; এবং আরও জানি যে শিশিরকুমার ও তাঁর নাট্যমন্দিরের কথাত স্বতন্ত্র, (কারণ নিঃস্বার্থ, কি প্রাণ পাত পরিশ্রমই না আপনারা কোরেছিলেন, বছরের পর বছর, তাঁর মন্দিরের উন্নতির জন্যে) বোধ হয় এমন রঙ্গালয় আজ একটিও নেই আপনার কাছে যে কোন না কোন বিষয়ে ঋণী।

আমাদের বিনীত অনুরোধ ও আব্দার, এই পত্রখানি যেন আপনার সম্পাদিত দীপালী পত্রিকায় একটু স্থান পায়।

ইতি স্নেহকাঙ্খী

১। রাধাকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়
৩৩ নং সুরি লেন কলিকাতা
২। প্রভাস চন্দ্র মুখোপাধ্যায়
......ঐ
৩। রবীন্দ্র কৃষ্ণ বসু
২ এফ, নলিন সরকার ষ্ট্রীট
কলিকাতা

নানাকথা

পরলোকে বিখ্যাত মৃদঙ্গী

গত শনিবার রাত্রিতে বাংলার বিখ্যাত মৃদঙ্গী খান সাহেব ওস্তাদ খাদিম হোসেন পরলোক গমন করিয়াছেন। খান সাহেব তাঁহার পিতার নিকট হইতে সঙ্গীত শিক্ষা করেন। তাঁহার পিতা রামপুর দরবারের বিখ্যাত সঙ্গীতজ্ঞ ছিলেন। তিনি যে শুধু বিখ্যাত মৃদঙ্গী ছিলেন, তাহা নহে। তিনি ধ্রুপদ গানেও বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। তাঁহার এই অকাল মৃত্যুতে বাংলা দেশ একজন যথার্থ গুণীকে হারাইল। আমরা তাঁর আত্মার শান্তি কামনা করি।

পরলোকে মনোরমা দেবী

আমরা গভীর শোকসন্তপ্ত হৃদয়ে জানাইতেছি যে, গত মঙ্গলবার বেলা ২টার সময় বিখ্যাত সাংবাদিক শ্রীরামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের স্ত্রী মনোরমা দেবী তাঁহার ওয়েলেস্‌লী ষ্ট্রীটস্থ বাস-ভবন হইতে পরলোক গমন করিয়াছেন। মৃত্যুকালীন তাঁহার বয়স ৬১ বৎসর হইয়াছিল। এই মহীয়সী মহিলা তাঁর স্বামীর প্রত্যেক কাজের পিছনে তাঁহাকে উৎসাহ দিয়া আসিয়াছেন। আমরা শ্রীযুক্ত রামানন্দ বাবুকে এবং তাঁহার দুই পুত্র ও কন্যাদিগকে গভীর সমবেদনা জানাইতেছি।

শ্রীসুনীল বসু

গায়ক শ্রীসুনীল বসু—বলরামপুর, গোণ্ডা, বেরিলী প্রভৃতি কতিপয় স্থানে নিমন্ত্রিত হইয়া গিয়াছেন। ইতিমধ্যে তিনি এই সমস্ত স্থানে তাঁহার সঙ্গীত-নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়া অনেকগুলি স্বর্ণ ও রৌপ্য-পদক ও কয়েকটী মানপত্রও পাইয়াছেন। দুর্ভাগ্যবশতঃ তিনি বেরিলীতে হঠাৎ পেটের যন্ত্রণায় আক্রান্ত হইয়া শয্যাশায়ী হইয়া পড়িয়াছেন। যদি তিনি সুস্থ হন, তাহা হইলে রামপুর ষ্টেট, লক্ষ্ণৌ, কাণপুর প্রভৃতি স্থানে জলশায় যোগদান করিবেন, নচেৎ এই সপ্তাহেই কলিকাতায় প্রত্যাবর্ত্তন করিবেন।

ক্যালকাটা কম্ফর্টস

উক্ত নামে ১২৪।১ বহুবাজার ষ্ট্রীটে একটি আধুনিক হোটেল স্থাপিত হইয়াছে। শ্রীপ্রভাত সিংহ ইহার পরিচালক। গত ১১ই জুলাই এই নবতম হোটেলের উদ্বোধন-ক্রিয়া সুসম্পন্ন হইয়াছে। ইহাতে বর্ত্তমান যুগের সকল রকম সুবিধাই আছে, অথচ দক্ষিণা খুবই কম। আমরা ইহার কর্ত্তৃপক্ষের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি কামনা করি।

রসরঙ্গ

শুভকামী—তোমার বিবাহিত জীবন খুব সফল হ'য়েছে।

ঔপন্যাসিক—তা তার ব'লতে, আমার স্ত্রীর চরিত্র অবলম্বন ক'রে আমি যে তিনখানি উপন্যাস লিখেছি তার সব কটাই ভালো কেটেছে।

নারী-লোক

পরিচালিকা

—শ্রীবাণী রায়

—নারীর স্বাস্থ্যই সৌন্দর্য্য—

লাবণ্যযুক্ত তনুলতা কাহার না ভালো লাগে? সৌন্দর্য্য অর্থে কেবল বর্ণ বা মুখশ্রী নহে, সৌন্দর্য্যের প্রধান প্রয়োজন দেহশ্রীর। বরঞ্চ চম্পকনিন্দিত বর্ণ বা পদ্ম-পলাশ-লোচন না থাকিলেও কেবল এক সুগঠিত দেহের গুণে সুন্দরী আখ্যা লাভ করা যায়। ভগবান ব্যবস্থা করেন রক্ত মাংসের কাঠামোর, প্রতিমা নির্ম্মাণের কার্য্য অপরের।

সুগঠিত, স্বাস্থ্যপূর্ণ দেহ! কাহার আছে? আমাদের মেয়েদের আছে সলজ্জ শ্রী, কোমল আনন, মৃদু গতিভঙ্গি, নাই সুগঠিত স্বাস্থ্য! হয় দেখা যায় অতি শীর্ণ, লম্বা, 'সঞ্চরিণী পল্লবিনী লতা'র ব্যর্থ অনুকরণ অথবা স্থূল মাংসপিণ্ড। দুই-এর মিলনে সে সামঞ্জস্য তাহাই আদর্শ।

'স্কুল কলেজে' যে মেয়েরা যান, প্রায়ই তাহাদের দেহ ক্ষীণ হয়, দৃষ্টি সঙ্কুচিত হয়। অনেকে হয়তো ভাবিতে পারেন যে, স্কুলে বদ্ধ অবস্থায় থাকাই ইহার কারণ। কিন্তু তাহার সহিত অন্যান্য কারণও আছে। অনেক বালিকা স্কুল হইতে আসিয়াই বই হাতে গৃহশিক্ষকের কাছে পড়িতে বসেন। আবার শিক্ষক চলিয়া গেলে নিজেরাই পড়াশোনা লইয়া থাকেন। অনেক ক্ষেত্রে অভিভাবকগণ ইহাতে সন্তুষ্টই হন, "বাঃ, আমার মেয়ের কি পড়াশোনায় মন!" ক্লাশে একশো নম্বরের মধ্যে নব্বুই পাইয়া অন্য মেয়েদের পিছনে ফেলিয়া নূতন শ্রেণীতে ওঠাই এই সব মেয়েদের চরম অভিলাষ। কাজেই তাঁহাদের কিনিতে হয় নানা প্রকার অর্থ পুস্তক, লাল নীল পেন্সিলে দাগ দিয়া কণ্ঠস্থ রাখিতে হয় অনেক জটিল ও বৃহৎ পুস্তক। সেই জন্য সাধারণতঃ দেখা যায় যে সব মেয়েরা বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম-করা ছাত্রী, প্রায়ই তাঁহাদের স্বাস্থ্য খারাপ হয়। কবীন্দ্রের 'নৌকাডুবি' হইতে কিছু অংশ উদ্ধৃত করিবার লোভ সম্বরণ করিতে পারিতেছি না—

"অনেক কাল অনেক পড়া মুখস্থ করিয়া ইতিপূর্ব্বে হেমনলিনীর চেহারা এক প্রকার ক্ষণভঙ্গুর গোছের ছিল। মনে হইত, যেন একটু জোরে হাওয়া লাগিলেই শরীরটা কোমর হইতে হেলিয়া ভাঙ্গিয়া পড়িতে পারে।"

তার কারণ যথেষ্ট পরিমাণে ব্যায়াম না করা। ব্যায়াম প্রত্যেকেরই পক্ষে প্রয়োজনীয়। শরীরকে সুগঠিত করিতে হইলে ব্যায়ামের মত আর কিছু নাই। যাঁহারা স্থূলদেহা, তাঁহাদের হতাশ হইবার কোনও কারণ নাই। সে কোন ব্যায়ামের চিত্রসম্বলিত পুস্তক ক্রয় করিয়া প্রত্যহ কিছুক্ষণ অভ্যাস করিলেই অতিরিক্ত মেদ ঝরিয়া যাইবে। কিন্তু ছেলেদের জন্য বিশেষ নির্দ্দিষ্ট ব্যায়াম করিবেন না। তাহাতে দেহে নারীসুলভ ভাব চলিয়া যাইয়া পৌরুষকাঠিন্য আসে। তাই নারীর জন্য পৃথক লঘু ব্যায়ামের ব্যবস্থা আছে।

তারপর কিছুক্ষণ হাঁটা প্রয়োজনীয়। ইহাতে দেহে গতিভঙ্গিমা আসে। মুক্তবায়ুতে বিচরণ করা প্রত্যেকেরই কর্ত্তব্য। দেহ সুস্থ হয়।

আহার সম্বন্ধে সংযম রাখা দরকার। 'হলিউডের' রূপসীবৃন্দ আহার্য্য বিষয়ে অতিশয় সতর্ক। তাঁহারা 'যাহা পান তাহাই খান না।' যাহা শরীরের পক্ষে পুষ্টিকর, দেহের লাবণ্য পরিবর্দ্ধক তাহা প্রচুর পরিমাণে খাওয়া
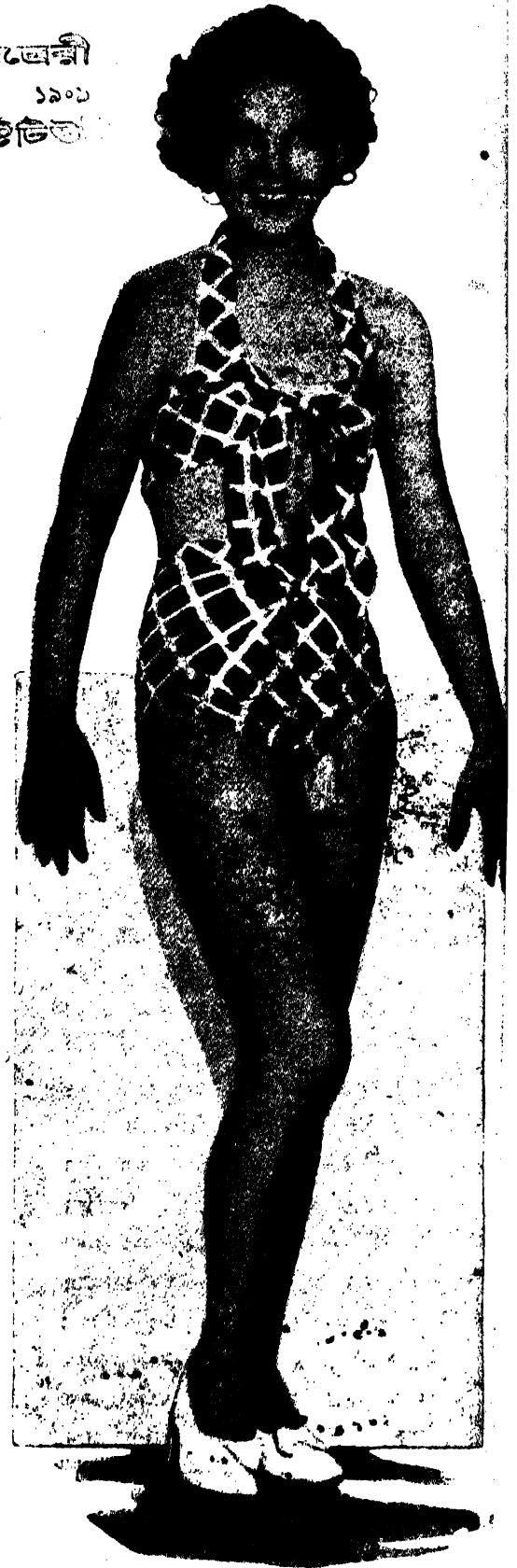
সুন্দর সুগঠিত দেহ-সম্পদের অধিকারিণী এই নারী হলিউডের একজন নামজাদা অভিনেত্রী।

দরকার। মাংস এবং মৎস্য একেবারে বাদ দিলে কোনও ক্ষতি নাই, বিশেষতঃ খুব বেশী রকম মশলা দ্বারা মাছ ও মাংসকে গুরুপাক করিয়া তুলিয়া তাহা খাওয়া। গরম চা ইত্যাদি জিনিষও বেশী খাওয়া উচিত নয়। ইহাতে পাকস্থলী উত্তেজিত হয়। ঠাণ্ডা জল মধ্যে মধ্যে অধিক পরিমাণে খাওয়া অবশ্য কর্ত্তব্য। ফল, দুধ, মাখন ইত্যাদি সাধ্যানুসারে খাইলে দেহে লাবণ্য সঞ্চার হয়।

খাওয়ার নির্দ্দিষ্ট সময় আছে। কাহারও তাহার আগে বা পরে খাওয়া উচিত নহে। বেশী পরিমাণে খাওয়া বা কম পরিমাণে খাওয়া ভাল নহে। যতটা খাদ্য শরীরের পক্ষে প্রয়োজনীয় তাহাই গ্রহণ করিবেন। খাদ্যের উপর স্বাস্থ্য অনেক পরিমাণে নির্ভর করে।

তারপর স্নান। অবগাহন করিয়া স্নান করিতে পারিলেই ভালো। ইহাও এক প্রকার ব্যায়াম, শরীরের প্রতিটি অংশ সঞ্চালিত হয়। কিন্তু অবগাহন করিয়া স্নান করিবার যখন বিশেষ সুবিধা পাওয়া যায় না তখন সাধারণ স্নানাগারেই ভালো করিয়া স্নান করিবার ব্যবস্থা রাখা যাইতে পারে। স্থবিরা ভিন্ন কাহারও গরম জলে স্নান করা উচিত নয়। গরম জলে স্নান করিলে শরীরের চর্ম্ম অকালে শিথিল ও কুঞ্চিত হইয়া যায়, আর ঠাণ্ডা জলে ভালো করিয়া স্নান করার পর যে শারীরিক তৃপ্তি তাহাও অনুভূত হয় না। তাই শীতকালেও একটু কষ্ট করিয়া ঠাণ্ডা জলে স্নান করাই বাঞ্ছনীয়। অবশ্য মধ্যে মধ্যে গরম জল সাবানের সঙ্গে ব্যবহার করিলে দেহের মলিনতা সুন্দরভাবে বিদূরিত হইয়া যায়। স্নানের সময় ভালো সাবান, নরম তোয়ালে এবং সম্ভব হইলে গোলাপ জল ইত্যাদি ব্যবহার করার চেষ্টা করা উচিত। তাড়াতাড়ি কোনো রকমে স্নান শেষ না করিয়া ধীরে ধীরে সর্ব্বশরীর মার্জ্জনা করিয়া স্নান করিবেন। কোন রকমে যেখানে সেখানে দাঁড়াইয়া মাথায় উপর একঘটী জল ঢালাকে স্নান করা বলে না; প্রত্যেক বাড়ীতে একটি স্নানাগার রাখা কর্ত্তব্য। প্রত্যহ স্নান করা অবশ্য প্রয়োজনীয়। স্নান ভিন্নও মাঝে মাঝে জলে হাত পা মুখ ধোয়া যাইতে পারে।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, নারীর রূপ আনন্দময়ী। কেবল লেখাপড়া শেখা বা শিল্পকাজ শেখা ভিন্ন ইহাও শিক্ষা করা উচিত। নারী যতই প্রতিভাময়ী হউন না কেন, গৃহকর্ম্মে যতই নিপুণা হউন না কেন এই আনন্দময়ী রূপ ভিন্ন মনোমোহিনী হইবার ক্ষমতা তাঁহার কম। এই আনন্দময়ীর গমনে ভঙ্গিমা, নয়নে কটাক্ষ, অধরে হাস্য। তিনি সুন্দরী না হইতে পারেন, কিন্তু মনোমোহিনী। এই আনন্দের উৎস কোথায়? অটুট স্বাস্থ্য এবং অনাবিল মন। দেহ চাই সুগঠিত—মন চাই পবিত্র। দেহের উপর মনের আধিপত্য বড়ই বেশী। স্বাস্থ্যহীনা রমণীর মুখে চোখে মলিনতা। মন উৎসাহহীন, নিরানন্দ। ব্যায়ামে সবল হইবে, তাহার সহিত মনও প্রফুল্ল হইবে। মুখ মনের দর্পণ স্বরূপ। হৃদয়ে কুচিন্তা স্থান দিলে মুখের উদার নির্ম্মল ভাবটি নষ্ট হইয়া যায়। সর্ব্বদা আনন্দজনক বিষয় চিন্তা করিলে মুখে একটা সৌকুমার্য্য আসে। তাই বলিতেছি সর্ব্বদা উচ্চ বিষয় ভাবা উচিত। হৃদয়ের কোমল বৃত্তিগুলি যাহাতে বিকশিত হইতে পারে, মনের উদার ভাবগুলি যাহাতে আরো পরিস্ফুট হয় তাহাই চিন্তা করিবেন। কোনও প্রকার নীচ চিন্তা বিরক্তি, ও ক্রোধজনক অপ্রীতিকর বিষয় মনে স্থান দিবেন না। আপনার চরণ থাক ধুলার ধরণীতে আর আপনার মন বিচরণ করুক কল্পলোকে। ইহাতে মুখে যে অনবদ্য লাবণ্য, যে কমনীয়তা আসিবে কেবল তাহাই কুশ্রীকে সুশ্রী করিতে সক্ষম।

লোকে কথায় বলে "বাঙালীর মেয়ে কুড়ি পেরুতেই বুড়ি।" কিন্তু কেন আমাদের মেয়েরা নীরবে এই অকাল বার্দ্ধক্য মাথায় তুলিয়া লইতেছে? মুক্ত মন দেয় তাহাদের শিশুসুলভ সহজ আনন্দের উৎস। তাহারা ভুলিয়া যাক তাহাদের বয়স হইয়াছে। ছুটাছুটি খেলাধুলা উচ্চহাস্য ও সর্ব্বদা প্রফুল্ল ভাব এইগুলি বয়স ঢাকিয়া রাখে। হাসি মুখের একটা ব্যায়াম স্বরূপ। মনে পড়ে একখানা ইংরাজি পত্রিকায় পড়িয়াছিলাম—

'A good laugh can do much more than your toilet things.'

সপ্তাহিকা

কবি, কথাশিল্পী, বন্ধু, প্রিয়, আত্মীয়, ছোটভাই, হেমেন্দ্রলাল রায় গেল শনিবার টাইফয়েড জনিত ইউবিমিয়া রোগে দিব্যধামে চ'লে গেছেন। এ যে আমাদের কত বড়ো আঘাত, তা আমরাই জানি। তেতাল্লিশ বছর বয়সে হেমেন্দ্রলাল যে এমন ক'রে আমাদের ছেড়ে যাবেন, তা একবারও ভাবিনি। তিনি যেমন ছিলেন অন্তরে বাণীতে মধুর তেমনি ছিলেন পরোপকারী। বাংলা সাহিত্যে তাঁর দান অল্প নয় এবং সে দান দামী। আমাদের হৃদয়ের ব্যথা প্রকাশ কর্‌বার মতো ভাষা খুঁজে পাচ্ছি না। আমাদের বান্ধবী হেমেন্দ্রলালের সতী সাধ্বী বিধবা পত্নীকে কি বলে আর কি ক'রে সান্ত্বনা দেবো জানি না। বিধাতার বিধান অজ্ঞাত ও অজ্ঞেয়। আমরা নতশিরে তা মেনে নিয়ে, মৃত বন্ধুর আত্মার চিরশান্তি কেবল কামনা কর্‌ছি।

*

লক্ষ্মৌ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক বন্ধুবর ধূর্জ্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে সম্প্রতি 'সুরমন্দির' নামক সঙ্গীত প্রতিষ্ঠান উদ্বোধিত হ'য়েছে। সভায় বহু বিশিষ্ট ও গুণী লোক উপস্থিত ছিলেন। উচ্চ সঙ্গীত শিক্ষার আবশ্যকতা ও শিক্ষার নোতুন প্রণালী সম্বন্ধে সভাপতি মহাশয় বক্তৃতা করেন। শ্রীযুক্ত ভীষ্মদেব চট্টোপাধ্যায় ও ওস্তাদ সেতারী মুস্তাফ আলি খাঁর কণ্ঠ ও যন্ত্র-সঙ্গীতে সকলেই পরিতৃপ্ত হন। পরিচালকদের পক্ষ থেকে কুমার শচীন্দ্র দেব বর্ম্মণ ও শ্রীযুক্ত ফণিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের আন্তরিক সম্বর্দ্ধনা সকলের স্মরণীয়।

*

গেল রবিবার সকালে বেতারের ভারতীয় কর্ম্মকর্ত্তা শ্রীযুক্ত নৃপেন্দ্র নাথ মজুমদার স্বর্গীয় কবি হেমেন্দ্রলাল রায়ের অকাল তিরোধানে শোক প্রকাশ করেন। দেশমাতার এই সুসন্তানের স্মৃতিতর্পন ক'রে বেতার আমাদের কৃতজ্ঞ করেছেন।

—:—

অবেলায়

—কুমারী পূর্ণিমা সান্যাল

অতি অবেলায়
এসেছ অতিথি আমার কুটিরে হায়
এখন, থেমে গেছে গীত, সুর যে নীরব
থেমে গেছে ওগো পাখী-কলরব
নীড়ে আছে তারা নিদ্রায়।
ফুটেছিল কলি ফুলের বীথিতে
ঝরে গেছে, তারে পারিনি রাখিতে
রবির কিরণ ডুবেছে সন্ধ্যার আঁধিয়ায়
সারাদিনমান গেল বৃথা চ'লে
তুমি এলে নিশি আসিলে ভূতলে
হৃদয়, কি দিয়ে তুষিবে অতিথি তোমারে
ভেবেসে যে নাহি পায়।

রূপমহল

গত ১৩ই জুলাই সন্ধ্যা ৫॥০ টায় নাট্যকার শ্রীভূপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের "জহিরণ" নামক নাটকের উদ্বোধন উপলক্ষ্যে তাঁহাদের আমন্ত্রণ-লিপি গত ১৫ই জুলাই আমাদের হস্তগত হওয়ায় আমরা উপস্থিত হইতে পারি নাই। ইঁহাদের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি কামনা করি।

নব নাট্যমন্দির

শিশিরকুমার বর্ত্তমানে বাঙ্গালোরে ভগ্নস্বাস্থ্য পুনরুদ্ধারের জন্য অবস্থান করিতেছেন। তাঁহার অনুপস্থিতিতে "বিজয়া" চলিতেছে। প্রার্থনা করি, শীঘ্রই তিনি নিরাময় হইয়া ফিরিয়া আসুন্।

শ্রী ও উত্তরা

বর্ত্তমান কর্ণওয়ালিস ও ক্রাউন টকীজ দুইটি কালী ফিল্মসের পরিচালনাধীনে আসিয়া যথাক্রমে "শ্রী" ও "উত্তরা" নাম গ্রহণ করিল। শীঘ্রই হাউস্ দুইটির বর্ত্তমান রূপও পরিবর্ত্তিত হইবে। পপুলার পিকচার্সের নবতম অবদান "মন্ত্রশক্তি"লইয়া উত্তরা দ্বারোদ্মোচন করিবে, বলিয়া প্রকাশ।

রূপকথা

আগামী শনিবার হইতে শ্রীরঞ্জিৎ মুভিটোনের "মিডনাইট রোমান্স" ও দু'রীলের কমিক "গুরু-চেলা" দেখানো হইবে। ইহার পরে দেখানো হইবে "ডাঃ জিকেল এণ্ড মিঃ হাইড" ও "সঙ্গ অফ সঙ্গস।" গন্ধর্ব্ব সিনেটোনের "মহারাণী"ও শীঘ্রই এখানে মুক্তিলাভ করিবে।

ইষ্টার্ণ আর্টস-এর "ভারত-কী-বেটী"

গত শুক্রবার আর-কে-ও এলফিনষ্টোনে ইষ্টার্ণ আর্টস-এর "ভারত-কী-বেটী"র একটি বিশেষ প্রদর্শনীতে আমরা আহুত হইয়াছিলাম। গল্পটির মধ্যে বিশেষ নূতনত্ব না থাকিলেও পরিচালক মহাশয় গল্পটির treatment এমনভাবে করিয়াছেন যাহাতে তাঁহার কৃতিত্বের সবিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়। Suspenseও সর্ব্বত্র বজায় রাখিতে তিনি যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছেন। অভিনয়ের মধ্যে 'মীনা'র ভূমিকায় শ্রীমতী রতনবাই গানে ও অভিনয়ে আমাদিগকে যথেষ্ট আনন্দ দান করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত হামিদের মতিলালও আমাদের ভাল লাগিয়াছে। ফটোগ্রাফী ও রেকর্ডিং ভালই। অন্যান্য ভূমিকাগুলিও সু অভিনীত হইয়াছে।

পপুলার পিকচার্স

ইঁহাদের প্রথম ছবি সতু সেন পরিচালিত "মন্ত্রশক্তি"র কাজ প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে—আগামী ৩রা আগষ্ট উত্তরার উদ্বোধন হইবে 'মন্ত্রশক্তি' লইয়া। ইহাতে আছেন নির্ম্মলেন্দু লাহিড়ী, রতীন বন্দ্যো, জহর গাঙ্গুলী, মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য শ্রীমতী শান্তি গুপ্তা, শ্রীমতী রাজলক্ষ্মী, শ্রীমতী কমলা (ঝরিয়া)) ও চিত্রজগতের অন্যান্য খ্যাতনামা অভিনেতৃবৃন্দ।

রাধা ফিল্ম কোং

"কণ্ঠহার" ও "কৃষ্ণ সুদামা"—এই দু'খানি ছবিই একসঙ্গে তোলা হইবে। "কণ্ঠহার" পরিচালনা করিবেন শ্রী জ্যোতিষ বন্দ্যোপাধ্যায়। "কৃষ্ণ সুদামা"তে সম্ভবতঃ শ্রী অহীন্দ্র চৌধুরী ও মৃণাল ঘোষ যথাক্রমে "সুদামা" ও "কৃষ্ণে"র ভূমিকায় অভিনয় করিবেন। এবং উক্ত ছবিখানি যাহাতে পূজার সময় মুক্তিলাভ করে তাহার আয়োজন হইতেছে।

"মানময়ী গার্লস স্কুল" কর্ণওয়ালিশে চলিতেছে। এই শনিবার একাদশ সপ্তাহে পড়িবে।

ইঁহাদের তামিল টকী "ভক্ত কুচেলা" মাদ্রাজ প্রদেশে খুব জনপ্রিয়তা লাভ করিয়াছে।

রূপবাণী

২০শে জুলাই শনিবার হইতে মাত্র এক সপ্তাহের জন্য মেট্রো গোল্ডউইনের "দি পেইন্টেড ভেইল" রূপবাণীতে আসিতেছে। গ্রেটা গার্বোর সহজ ও সজীব অভিনয়-মাধুর্য্য-মণ্ডিত এই চিত্রখানি দেখিতে আমরা সকলকেই অনুরোধ করি। ২৭শে জুলাই শনিবার হইতে মেট্রো গোল্ডউইনের আর একখানি ছবি "ডেভিড্ কপারফিল্ড্" রূপবাণীতে আসিতেছে।

এভারগ্রীণ পিকচার্স

আগামী ১লা আগষ্ট হইতে বম্বে রেডিওর ভূতপূর্ব্ব শব্দ-যন্ত্রী এস্, এস, চৌউলা প্রধান শব্দ-যন্ত্রী রূপে উক্ত প্রতিষ্ঠানে যোগদান করিবেন। আমরা মিঃ চৌউলার উন্নতি কামনা করি।

ছায়ায় "দেবদাসী"

পায়োনীয়র ফিল্মের "দেবদাসী" এই শনিবার ৫ম সপ্তাহে পদার্পন করিল। শুনিলাম দেবদাসীর পর সুপ্রসিদ্ধ "ক্লাইভ অফ ইণ্ডিয়া" ও তাহার পর "উই লিভ এগেন" দেখানো হইবে।

সম্পাদক—

শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায় শ্রীগিরিজা কুমার বসু

১২৩।১, আপার সার্কুলার রোড, দীপালী প্রেসে মুদ্রিত ও দীপালী কার্য্যালয় হইতে দীপালীর সত্বাধিকারী—
[illegible] চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

দীপালী

DIPALI

বাংলার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সচিত্র সাপ্তাহিক

শ্রীমতী রতনবাই

৭ম বর্ষ]   ৯ই শ্রাবণ, ১৩৪২ ঃঃ 25th July, 1935   [৩০শ সংখ্যা

-1- ANNA

দীপালী কার্য্যালয়—১২৩।১, আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা—
ফোন বড়বাজার—৩২৫৩

৭ম বর্ষ { ৯ই শ্রাবণ বৃহস্পতিবার, ১৩৪২ ২৫শে জুলাই ১৯৩৫ } ৩০শ সংখ্যা

কলাকেলি

কবি রবার্ট ব্রাউনিং প্রায়ই এই গল্পটি বলতেন: Lord Houghton নামে বড় ঘরের এক ভদ্রলোক Monckton Milnes ছদ্মনামে কবিতা লিখে নাম কিনেছিলেন অল্পবিস্তর। জনৈক ক্রেতা তাঁর প্রকাশকের দোকানে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, "আপনারাই বোধ হয় Richard Monckton Milnes, Esquireএর কবিতাবলী প্রকাশ করেন?" উত্তর হ'ল, "হাঁ।" ক্রেতা বললেন, "Richard Monckton Milnes, Esquireকে আমি অত্যন্ত শ্রদ্ধা করি। আমি তাঁর কবিতার বইগুলি কিনতে চাই। কত দাম?" প্রকাশক হিসাব ক'রে দাম বললেন, "কুড়ি পাউণ্ড পনেরো শিলিং দশ পেন্স।" ক্রেতা সবিস্ময়ে বললেন, "কুড়ি পাউণ্ড পনেরো শিলিং দশ পেন্স! Richard Monckton Milnes, Esquireকে আমি অত্যন্ত শ্রদ্ধা করি। কিন্তু তাঁর কবিতার জন্যে কুড়ি পাউণ্ড পনেরো শিলিং দশ পেন্স খরচ করলে আমাকে নরকে যেতে হবে।"

•

এই হচ্ছে অধিকাংশ তথাকথিত ভক্তের যথার্থ কথা। কিন্তু বাংলাদেশে যখন কোন বড় সাহিত্যিক দেহত্যাগ করেন, তখন এ-রকম যথার্থ কথা শোনা যায় না। তখন গগনভেদী হা-হুতাশের আর্ত্তনাদের ভিতর থেকে আরো যে-সব কথা কানে আসে তা হচ্ছে এইরকম:—তিনি দেশের ও দশের প্রাণের দুলাল ছিলেন! তাঁর প্রতিভা ছিল মধ্যাহ্ন-সূর্য্যের মতন জলন্ত! তাঁর অভাব পূরণ করবার লোক বাংলাদেশে নেই! প্রভৃতি। কিন্তু একটু খোঁজ নিলেই দেখবেন, যাঁরা এত শোক, শ্রদ্ধা ও বাক্য-ছটা জাহির করছেন, মৃত সাহিত্যিকের একখানিমাত্র পুস্তকের জন্যে জীবনে তাঁরা একটি তাম্রখণ্ড খরচ করবার স্বপ্নও দেখেন নি। অথচ দেশের ও দশের প্রাণের দুলাল স্বরূপ ঐ সাহিত্যিক-বেচারীকে হয়তো নিজের সাহিত্য-জীবনকে কায়ক্লেশে রক্ষা করবার জন্যে আজন্ম অসাহিত্যিকের কাজ ক'রে তাম্রখণ্ড সংগ্রহ করতে হ'ত!.........সংপ্রতি আমাদের এক সাহিত্যিক বন্ধু স্বর্গগত হয়েছেন। গেল পঁচিশ বছরে তিনি অনেক কবিতা, অনেক প্রবন্ধ, অনেক গল্প, অনেক উপন্যাস এবং আরো অনেক-কিছুই রচনা করেছেন। সেগুলি যে ভালো লেখা, এখন সকলেই তা মানছেন। সাহিত্য-ক্ষেত্রে তাঁর নামও অল্প ছিল না। কিন্তু তবু, আমি এটুকু ভালো ক'রেই জানি, নিছক সাহিত্য নিয়ে থাকলে তাঁর ডানহাত মুখে উঠত না। দেহের সঙ্গে আত্মার সম্বন্ধ অবিচ্ছিন্ন রাখবার জন্যে তাঁকে যে কাজ করতে হ'ত,

তা একজন সুপরিচিত সাহিত্যিকের কাজ নয়। আজ আমার বন্ধু পরলোকে। কিন্তু আজ অত্যন্ত অসময়ে, কাগজে-কলমে তাঁর নামে যে-সব শূন্যগর্ভ প্রশস্তির বাহার ফুটে উঠছে, বন্ধুর স্বর্গত আত্মা কি তা অত্যন্ত উপভোগ করছে? কথাগুলি সকলের হয়তো ভালো লাগবে না। কিন্তু বড় দুঃখেই কথাগুলি বললুম। যে শ্রদ্ধা মূল্যহীন নয়, সাহিত্যিকের প্রতি সেই শ্রদ্ধাই নিবেদন করা উচিত এবং ইহলোকে তিনি যদি সে শ্রদ্ধা উপভোগ করবার অবসর থেকে বঞ্চিত হয়ে থাকেন, তাহ'লে তাঁর মৃত্যুর পরে সকলের লজ্জায় মৌনব্রত অবলম্বন করাই উচিত।

*

মাইকেল মধুসূদনের স্মৃতি-সভায় পূজনীয় শরৎচন্দ্র নাকি এই মর্ম্মে বলেছেন, মাইকেলকে দেশবাসী যথেষ্ট দিয়েছে, কিন্তু মাইকেল কষ্ট পেয়েছিলেন নিজেরই অমিতাচারের ফলে, এতে দেশবাসীর দোষ নেই। এ উক্তি আংশিক ভাবে সত্য হ'তে পারে, কিন্তু একে পূর্ণসত্য বলব না। মাইকেল অমিতাচারী ছিলেন ব'লেই কষ্ট পেয়েছেন বটে, কিন্তু তাঁর কষ্টের সময় দেশবাসী বলতে আসলে যাঁদের বোঝায় তাঁরা যে নির্ব্বিচারে হাত গুটিয়ে ব'সেছিলেন, একথা কিছুতেই অস্বীকার করা যায় না। কবির দেশবাসী বলতে বুঝায়, কবির দেশের জনসাধারণ। মাইকেলকে সময়ে-অসময়ে যাঁরা সাহায্য করেছেন, তাঁদের অধিকাংশই ছিলেন তাঁরই ব্যক্তিগত বন্ধু—তাঁরা কবির দেশের লোক হ'লেও এই ব্যক্তিগত বন্ধুতায় জন্যেই তাঁদের জনসাধারণের মধ্যে গণ্য করা চলে না। বিলাতের অস্কার ওয়াইল্ড যখন নির্ব্বাসিত, তখন তাঁর ব্যক্তিগত বন্ধুরা তাঁকে সাহায্য করতেন। কিন্তু তাঁরা ইংলণ্ড-দেশবাসী হ'লেও, সে সাহায্যকে কেউ দেশবাসীর বা জনসাধারণের সাহায্য বলবে না। ব্যক্তিগত বন্ধু ব্যক্তিগত কারণে সাধু বা অসাধুকে যথেষ্ট ভাবে সাহায্য করতে পারে, তার সঙ্গে দেশবাসী বা জনসাধারণের যোগ কোথায়?

*

মাইকেল মধুসূদনের প্রতিভার তুলনা বাংলাদেশে আজও পেলুম না। আধুনিক বাংলা সাহিত্যে প্রথম মহাকাব্য, প্রথম গীতিকাব্য, প্রথম সনেট বা চতুর্দ্দশপদী কবিতা, প্রথম ঐতিহাসিক নাটক ও প্রথম প্রহসন হচ্ছে তাঁরই দান। তাঁর ভাষা ছিল বীরপুরুষের ভাষা, এ-রকম ভাষাও তাঁর আগে এদেশে আর কেউ শোনায় নি এবং আজও তাঁর চেয়ে ভালো ক'রে আর কেউ শোনাতে পারে নি। বাংলার চির-নরম মাটিতে তিনিই সর্ব্বপ্রথমে এনেছিলেন নূতন স্বাস্থ্য ও নূতন শক্তি এবং পুরাতন-পন্থী বাঙালীর চোখের সামনে তুলে ধরেছিলেন নূতন সৌন্দর্য্য ও নূতন সাহিত্য। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি অমিতাচারী ছিলেন, তাই ব্যক্তিগত বন্ধুদের দানেও তাঁর অভাব হয়তো পূর্ণ হয়নি। কিন্তু বৃহত্তর জনসাধারণ তাঁর কবি-জীবনের আশীর্ব্বাদে যে অভাবিত ও অফুরন্ত ঐশ্বর্য্যের ভাণ্ডারে প্রবেশাধিকার পেয়েছে, তার বিনিময়ে তাঁর কবি-জীবনকে তারা কী দান করেছে? এখনকার অনেক ক্ষুদ্রতর—এমন-কি অযোগ্য সাহিত্যিকও দেশবাসী বা জনসাধারণের কাছ থেকে মাইকেলের চেয়ে ঢের বেশী সহানুভূতি লাভ করেন। কিন্তু দেশবাসীর যথেষ্ট দান মাইকেলের পকেট কোনদিনই ভারি করতে পারে নি। তা যদি পারত, তাহ'লে মাইকেলের জীবন হয়তো অন্তরকম হ'ত। এবং তা পারে নি ব'লেই বাংলার হৃদয়হীন জনসাধারণকে আজ প্রশংসা করবার কোন উপায়ই নেই।

*

এইখানে বিদেশের আর-একজন সাহিত্যিকের কথা স্মরণ হচ্ছে। তিনি বড় ডুমা—'মন্টি-ক্রিষ্টো'র স্রষ্টা। জীবনে দেশবাসীকে তাঁর মতন বিরাট দান করতেও আর-কারুকে দেখি নি এবং বিনিময়ে দেশবাসীর কাছ থেকে তাঁর মতন বিত্ত লাভও বোধ হয় আর কোন সাহিত্যিকের ভাগ্যে ঘটেনি। তাঁর ঐশ্বর্য্য সম্রাটেরও পক্ষে লোভনীয় ছিল। কিন্তু এই অসাধারণ সৌভাগ্য লাভ ক'রেও ডুমা হয়েছিলেন শেষটা পথের ভিখারীর মত। এবং তাঁর উপযুক্ত পুত্র না থাকলে তাঁকেও হয়তো শেষটা মাইকেলের মতই দাতব্য চিকিৎসালয়ে অন্তিম নিঃশ্বাস ত্যাগ করতে হ'ত! কিন্তু আলোচ্য ক্ষেত্রে ডুমা ও মাইকেলের বিষয়ে ভাববার কথা হচ্ছে এই: ডুমা জনসাধারণের যে সাহায্য পেয়েছিলেন মাইকেল তার কিছুই পান নি! ডুমার শেষ-বয়সের অসহায়তার জন্যে ফ্রান্সের জন-সাধারণকে দায়ী করা যায় না, কিন্তু মাইকেলের দুর্ভাগ্যের জন্যে বাংলার জনসাধারণ বড় অল্প দায়ী নয়।

*

এই গেল-হপ্তাতেই আমি "ভারতী"-বৈঠকের প্রসঙ্গে দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুরের অপূর্ব্ব সঙ্গীত-মাধুর্য্যের কথা ব'লেছিলুম। কিন্তু তখন জানতুম না যে, তারপর তিন রাত্রি গত হবার আগেই 'রবীন্দ্রনাথের সুর-ভাণ্ডারী' দেশবিখ্যাত দিনেন্দ্রনাথের—আমাদের আদরের 'দিন-দা'র—কিন্নর-কণ্ঠ চির-স্তব্ধ হবে! গত রবিবারে সংবাদ পেলুম, অকস্মাৎ তিনি মহাযাত্রা-পথের পথিক হয়েছেন।... ... ... বাল্যকালে বা প্রথম যৌবনে যখন "তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা" পাঠ করতুম, তখন অনেক কবিতার তলাতেই "শ্রীদিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর" নামটি আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করত। সে কবিতাগুলি ছিল এমন সুরচিত ও মিষ্ট যে, আমরা বন্ধুবান্ধবদের ভিতরে বলাবলি করতুম, "ঠাকুর-বাড়ী থেকে আর-একজন নতুন কবির-মত-কবি আত্মপ্রকাশ করছেন!" কিন্তু কিছু কাল পরেই দিনেন্দ্রনাথ কাব্য-ক্ষেত্র থেকে একেবারেই গা-ঢাকা দিলেন। কয়েক বছর পরে অন্তরাল ছেড়ে আবার যখন তিনি বেরিয়ে এলেন, দিনেন্দ্রনাথ তখন রবীন্দ্র-সঙ্গীতের সর্ব্বপ্রধান গায়ক ও ভাণ্ডারী। তারপর নানা আসরে তাঁর মধুর গান ও মিঠা এস্‌রাজ-বাজানো শুনে মুগ্ধ হলুম। তারপর ততোধিক মোহিত হলুম দিনেন্দ্রনাথের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয় হবার পর, তাঁর সুন্দর অন্তরে উত্তাপ লাভ ক'রে। এমন সদালাপী, প্রাণ-খোলা ও ভদ্র মানুষ জীবনে আমি বেশী দেখি নি। তাঁর কথা মনে ক'রে এই শ্রাবণের বারিধারার সঙ্গে আমার চোখের-জলাঞ্জলি দিয়ে স্বর্গত আত্মার মঙ্গল প্রার্থনা করছি!

*

সর্ব্বশেষে একটি অপ্রিয় প্রসঙ্গ নিয়ে দুটো কথা বলতে হ'ল। শ্রীযতীন্দ্রমোহন রায় আবার একটি অতিকায় প্রতিবাদ-প্রবন্ধ পাঠিয়েছেন, এ খবর আগেই দিয়েছি। সে প্রবন্ধটি আমাদের পক্ষে প্রকাশ করা একেবারেই অসম্ভব। কারণ "দীপালী"র অন্য সমস্ত লেখা বন্ধ ক'রে আমরা যদি উপর-উপরি দুই সপ্তাহ ধ'রে কেবল সেই গালাগালি ও রাশি রাশি মিথ্যাকথা ভরা লেখাটি ছাপাই, তাহ'লে "দীপালী"র পাঠকগণ নিশ্চয়ই আমাদের ক্ষমা করবেন না—যে কোন দায়িত্বজ্ঞানবিশিষ্ট সম্পাদকের পক্ষে সেটা হবে মহা অপরাধ! "সীতা"র সামান্য একটি নাচের পরিকল্পনা নিয়ে এত-বড় কথার জাহাজ চালানো সান্‌কির উপরে বজ্রাঘাত করার চেয়েও হাস্যকর ব্যাপার। এ হেন তাল-কাণা লেখকের যোগ্য তাল-কাণা সাপ্তাহিক পত্র সহরে আর-একখানা যখন আছে, তখন আমাদের অক্ষমতার জন্যে উক্ত ব্যক্তির দুশ্চিন্তার হেতু নেই। যথাস্থানে লেখাটি প্রকাশিত হবেই, যদিও আমরা তা স্বচক্ষে দেখব না—কারণ সে কাগজখানাকে যে-কোন ভদ্রলোকই ঘৃণ্য রোগ-জীবাণুর মতই অস্পৃশ্য ব'লে মনে করেন। বারান্তরে আমরা কেবল এই প্রবন্ধে উক্ত কয়েকটি নির্লজ্জ মিথ্যা কথার প্রতিবাদ করব।

শ্রী হেমেন্দ্রকুমার রায়

গান

—শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়

ঝরো-ঝরো ঝরে ধারা, ঝরো-ঝরো ঝঙ্কারে,
মেঘ-দীপ জেলে খোঁজে কে রজনীগন্ধারে!

*

ভিজে বায়ু-হিন্দোলে
বাদলের বীণ্ দোলে,
মায়াময়ী ছায়া নাচে মুছে দিয়ে চন্দ্রা রে!

*

মেঘ্‌লায় মেঘ্‌লায় মেঘে প্রাণ ভেসে যায়,
কেয়াফুলরেণু মেখে কদমের দেশে যায়!

*

শোনো বেলা-সুন্দরী!
মিছে হাসো মুঞ্জরি,'
মধু বঁধু প্রজাপতি ভুলে গেছে কোন্ ধারে!

সুপ্রসিদ্ধ সাপ্তাহিক
'দীপালী' পত্রিকার পক্ষ হইতে
শ্রীযুক্ত
বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়
মহাশয়ের অভিমত—

দীপালী
Phone: B.B. 3253. Estd. 1929.
DIPALI
THE ILLUSTRATED INDIAN FILM & ART WEEKLY
123-1, Upper Circular Road, Calcutta.
ANNUAL SUBSCRIPTION
Inland Rs. 4. Foreign Rs. 6.
Post Paid
SINGLE COPY 1 ANNA
Ref ______ Dated, ______

শ্রীযুক্ত ললিতমোহন গুপ্ত,
ভারত ফটোটাইপ ষ্টুডিও
স্বত্বাধিকারী মহাশয় সমীপেষু—

প্রিয়বরেষু

ভারত ফটোটাইপের তৈরি ব্লক ভাল হয়, বলিলে, কিছুই বলা হয় না। আপনার ব্লক ও ছাপা মূল ছবিকে এক অভিনব সৌন্দর্য্য ও মাধুর্য্য দান করে, যাহা আমি অন্য কাহারও কাছে ইতি-পূর্ব্বে কখনও পাই নাই। আপনার অন্তরের মাধুর্য্যের মত আপনার কাজও হয় অনবদ্য সুন্দর। আমার আন্তরিক সশ্রদ্ধ অভিবাদন গ্রহণ করুন। ইতি-

ভবদীয়-
গুণমুগ্ধ
১৯৩৪|২৫ মার্চ্চ শ্রী বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়

"আলোক-চিত্রাঙ্কন বিশারদ"
"পরিকল্পনাকুশলী"
"উপহারপত্রশিল্পী"

ভারত ফটোটাইপ ষ্টুডিও

৭২।১, কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা

Telephone—B. B. 3962 Telegram—Mezzotint, Cal.

বিলি সিউয়ার্ড কলম্বিয়ার উদয়ীমানা তারকা।

প্যারামাউন্টের "The Crusaders" ছবির একটি বিরাট দৃশ্য—সিসিল বি, ডি, মিলের পরিচালনায় গৃহীত হইতেছে।

ইলিনর ট্রয়—ওয়ার্ণার ব্রাদার্সের "Gold Diggers of 1935" ছবিতে ইঁহাকে দেখা যাইবে।

কোলহাপুর সিনেটোনের "Orphans of Society" ছবিতে নায়িকার ভূমিকায় শ্রীমতী শোভনাদেবী সামারথ।

শুধু দু'দিনের তরে

(বড় গল্প)

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

——শ্রীনীহাররঞ্জন গুপ্ত

(৬)

প্রকাণ্ড খাবারের দালানে সারি সারি সব আসন পেতে দেওয়া হয়েছে। সকলে এসে খেতে বসে গেল। রেবা আর প্রীতি এক জায়গাতেই বসেছিল। রেবা বললে, 'প্রীতি এটা কিন্তু কলেজের কমন রুম নয়, যে যা ইচ্ছে তাই বলবি—এটা একটা ভদ্রলোকের বাড়ী।'

—'কেন আমি এমন কি বলেছি যে··· ।'

—'এমন কি বলেছিস মানে! কি বলিস্‌নি বলত! তোর ওই কথাগুলি যদি ওর কানে ঢুকে থাকে তা'হলে উনি আমাদের সম্বন্ধে কি ভাব্‌বেন?'

—'Excuse me, রেবা!···'

পিসিমা এসে বললেন, 'যেমন তোমরা আজ না জানিয়ে এসে পড়েছ মা, তেমনি শুধু ডাল ভাত খাও!'

বীণা বললে, 'আমরাও আপনার রেণু থেকে পৃথক কিছু নই পিসিমা। আপনার কাছে ও-ও যা আমরাও তাই! ওর মুখের কাছে যদি এই ডাল ভাত তুলে দিতে পারেন—আমাদের মুখের কাছেও তা পারবেন। প্রকৃত ভালবাসার পাত্রের কাছে সব কিছুই যে ধরে দেওয়া যায়—পিসিমা।' ওর কথা শুনে পিসিমা স্মিতভাবে বললেন, 'তা, বইকি মা, তোমরা যে আমার রেণুরই বোন!'

* * * রাত্রে শোবার ঘরে ঢুকে রেবা বললে, 'এমন জিনিস যে এখানে পাব সত্যিই তা কোন দিনও কিন্তু ভাবিনি। তাইতেই এখানে আসবার জন্যে তোরা তাগাদার পর তাগাদা দিলেও গড়িমিসি করছিলাম। এখন দেখতে পাচ্ছি না এলে আমিই ঠকে যেতাম। মৃণালদাও কিছুতে আসতে দেবে না। বলেন এই গরমে—পশ্চিমে!'

—'কি রে, করুণাবাবুকে তোর এতই ভাল লেগে গেল!'

—'দেখ প্রীতি তুই বড় ছ্যাব্‌লা! কোন জিনিষেরই overdose ভাল নয় তা জানিস ত'?

—'Overdose এরও antidote জানা আছে রে, নইলে ডাক্তারি শাস্ত্রটা যে অনেকদিন আগেই লোপ পেয়ে যেত।'

—'নাঃ সত্যি বলছি তোকে নিয়ে আর পারা গেল না!'

—'তাত' না, আমি ভাবছি বেচারা মৃণালদার অতঃপর অবস্থাটা কিরূপ দাঁড়াবে—বেচারী শেষটায় অনলে না ত্যজে প্রাণ।'

খোঁপা থেকে কাঁটাগুলো খুলতে খুলতে বীণা বললে, 'দেখিস্ প্রীতি, আপন মনের কথাত' অন্যের জবানি দিয়ে প্রকাশ করছিস নে?'

—'বোধ হয় তাই! নইলে হঠাৎ তার ওপর এতখানি ওর দরদ উথ্‌লে উঠ্‌ল?' ঘন চুলের গোছায় চিরুণী চালাতে চালাতে বিভা বললে,

—"বুক ফেটে কেন অশ্রু পড়ে তবুওকি বুঝিতে পার না?
তর্কেতে বুঝিবে তা কি? এই মুছিলাম আঁখি,
এ শুধু চোখের জল, এ নহে ভৎর্সনা!"

ওর কথায় সকলেই খিল খিল করে হেসে উঠলো। জান্‌লা দিয়ে বেশ একটা ঠাণ্ডা হাওয়া ঘরের মধ্যে ভেসে আসছিল। গুণ গুণ করে একটা গান গাইতে গাইতে কল্যাণী বললে, 'ভারি সুন্দর রাত্রিটা!'

রেবা জানালাটার পর্দ্দাটা সরাতে সরাতে গাইলে,

"—আঁধারের গায়ে গায়ে
সারা রাত ফুটুক তারা নব নব।
নিশিদিন জলুক শিখা ঊর্দ্ধ্ব পানে,
আগুনের পরশ মণি ছোঁয়াও প্রাণে।'

•

নাঃ, কিছুতেই ঘুম যেন এলো না। কোমরের কাপড়টা আঁটতে আঁটতে করুণা নিঃশব্দে ঘর থেকে বেরিয়ে এল। আকাশে অসংখ্য তারা মিট্ মিট্ করে জ্বলছে।

নিস্তব্ধ ভাবগম্ভীর রাত্রি! বাতাসে দূরাগত ঝাউগাছের পাতায় পাতায় শিহরণ জেগে অশ্রান্ত চাপা কান্নার মত একটা একঘেয়ে শব্দ ভেসে আসছিল। মাঝে মাঝে একদল ঝিঁ ঝিঁ পরম মনোযোগের সঙ্গে তাদের ঐক্যতান জুড়ে দিচ্ছিল। প্রকাণ্ড বাড়ীটা স্তব্ধভাবে যেন তন্দ্রাগত দৈত্যের মত অন্ধকারে ও আবছা চাঁদের আলোর একধারে এক পারে চুপটী করে' দাঁড়িয়েছিল। করুণা ধীরে ধীরে balconyর দিকে এগিয়ে গেল; যেখানে বেঞ্চের চার পাশে সাজান টবের পাম গুলির পাতায় পাতায় আঁধারটা বেশ জমাট ভাবেই আট্‌কে গেছে। বেঞ্চিটার উপর বসতে যেতেই মনে হ'লো কে যেন ওরও আগে স্থানটা দখল করে আছে।
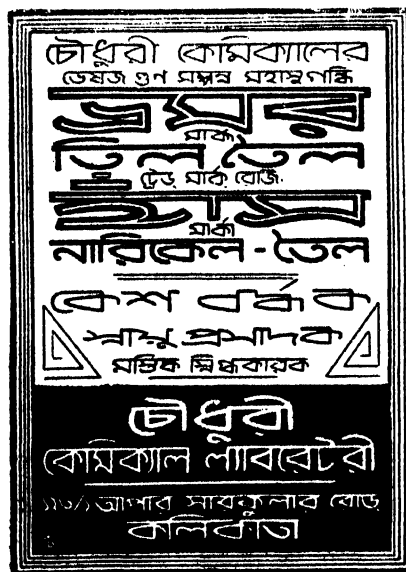
'কে ?'

'আমি…!' ততক্ষণে উত্তরদাতা ঠিক হয়ে উঠে বসেছে।

'কে! মীনু ?…'

এখানে উত্তরের ত' আর প্রয়োজন নেই!…

'ঘুম হলোনা বুঝি ?…'

'নাঃ বেশ গাঢ় ভাবেই হয়েছিল। ঘুমের মাঝেই হাঁটতে হাঁটতে এখানে চলে এসেছি!' মীনু ফিক্ করে হেসে ফেললে। সেই আঁধারেও যেন ওর হাসিটা বেশ পরিষ্কার ভাবেই দেখা গেল।

'সত্যি তোমার হাসিটা কিন্তু বড্ড sweet!'

'তাই নাকি ?…'

'তার পরে হাসির মাঝে ছোট্ট দু'টি টোল যখন তোমার গালের উপরে ঢেউ খেলে যায়, তখন আমার কি মনে হয় জান ? এমন সুন্দর অভিব্যক্তির জোড়া বুঝি এ দুনিয়ায় আর মিলে না। এ আঁধারে সেটা দেখতে পাচ্ছি না বটে, কিন্তু অনুভব করছি!…'

'বাঃ বেশ বলছ ত'; আচ্ছা করুণা, তুমি কবি ?…'

'না' তবে উপাসক!' তারপর হঠাৎ ডাকলে,—'মীনু!'

'কি ?—'

'আচ্ছা বলতে পার, আমাদের এই বয়েসে আমাদের সমগ্র অন্তরাত্মা অহরহ কেন তোমাদেরই সঙ্গ চায়!…কি আছে তোমাদের মাঝে বলত ?…জানি না, এই ভাবটা শুধু আমারই কিনা! আশ্চর্য্য! হঠাৎ যেখানেই হোক বেশ সুন্দর একটী মেয়ে দেখলে ছেলেদের মনের মাঝে সর্ব্বপ্রথম যে কথাটা জাগে, সেটা হচ্ছে—'যদি ওর সঙ্গে ভাব থাকত।' অথচ সম্ভব হলেও হয়ত সে ভাব করে উঠতে পারে না। আমার কি মনে হয় জান, এটা আর কিছু নয় একটা অলীক ভয়!'

'ভয়!…'

'নয়ত' কি! সে প্রথমেই ভাবে ওর সঙ্গে ভাব করতে গেলে, যদি ও কথা না বলে, যদি ও মুখ ফিরিয়ে চলে যায়!…যদি ও কাউকে ডেকে বলে দেয়। আর আমাদের দেশে গায়ে পড়ে দরদ দেখানোর মত ছেলের ত' অভাব নেই মীনু; অমনি তারাও হয়ত নির্ব্বিঘ্নে চটাচট্ তাকে বেমালুম কয়েক ঘা বসিয়ে দিতে এতটুকুও ইতঃস্তত বোধ করবে না। অথচ তারা সেই ব্যাপারের সত্যিটুকু জানবার বিন্দুমাত্র চেষ্টা করবে না। এমন কি অবশেষে মেয়েটিরও হয়ত লজ্জার অবধি পর্য্যন্ত থাকবে না!…'

'সে কথা যাক্, কিন্তু তোমার ?'

'আমার!…ওঃ সে অনেক কথা! আর তার পরিচয়ও ত' পেয়েছ!…'

'আচ্ছা আমায় প্রথম দেখে তোমার কি মনে হয়েছিল, সত্যি বলবে ?…'

'সত্যিই বলব। প্রথমেই ভেবেছিলাম

তুমি অতি সুন্দর। তারপর ভাবলাম ওর সঙ্গে কি করে আলাপ করা যায়।'

'তারপর ?...'

'তারপর রেণুই যখন প্রথমে সে সুযোগ এনে দিলে তখন...'

'আচ্ছা যদি আমি তোমার সঙ্গে আলাপ না করতাম ?'

'আলাপ না করতে কি রকম! করতেই যে হোত। আমার সমস্ত প্রাণ মন যে তোমায় চেয়েছিল মীনু! আমার মনের চিরন্তন পুরুষ যে তোমায় ডেকেছিল ; এতে না সাড়া দিয়ে কে থাকৃতে পারে? সত্যিকারের ডাকে যে সাড়া দিতেই হবে।

আমার অনেক সময় কি মনে হয় জান ? প্রত্যেক বাড়ীর বাপ-মারই তাদের প্রত্যেক সন্তানকে তার সমবয়সী ছেলেমেয়ের সঙ্গে অবাধে মেলামেশা করতে দেওয়া উচিত। কিন্তু আমাদের বাপ-মা আমাদের সে সুযোগ ও সুবিধা দেন্ না বলেই, আমরা একে অন্যকে জানতে পারি না ; ফলে আমরা আমাদের জীবনের পথে পড়ি পিছিয়ে। ছোট বেলা থেকেই যদি আমরা আমাদের উভয়কে ভাল করে জান্‌বার ও চেনবার সুযোগ পেতাম তাহ'লে আমরা বড় হ'লে 'নারী' ও 'তরুণী' কথাটার মাঝে এতখানি সঙ্কোচের কিছুই পেতাম না এবং ওদের জানবার এতটা অদম্য আকাঙ্ক্ষাও হয়ত আমাদের থাকত না। আমরা সহজেই ওদের নিজেদের সঙ্গে নিত্যকারের সব অভ্যাসের মত নিজেকে মিলিয়ে নিতে পারতাম। উভয়েই উভয়ের নিকট সহজ ও প্রাঞ্জল হয়ে যেতাম। এ হতচ্ছাড়া দেশের এমনিই পোড়া স্বভাব হয়ে পড়েছে মীনু যে, যেখানেই অল্প বয়সের ছেলে মেয়ে একত্র হয়েছে, সেখানেই সকলের চোখে ঠেকেছে সেটা অন্যায় ; অমনি সকলে গলাবাজী ক'রে উঠেছে, গেল ; গেল...সব উচ্ছন্নে গেল!... ফলে এই হয়ে দাঁড়িয়েছে যে লুকিয়ে লুকিয়ে সেই 'গেল' 'গেলরই' হচ্ছে জগৎ জুড়ে অভিনয়। এর জন্য দোষী একমাত্র তাঁরাই, আর কেউ নয়। এটা তুমি ঠিক জেন মীনা!...' বলতে বলতে সে অত্যন্ত উত্তেজিত হয়ে উঠ্‌ছিল। অল্পক্ষণ থেমে আবার বললে, 'সমস্ত তরুণ জীবনটাতেই তাদের নারী স্থান পায় না। তারপর যৌবনের ভাঁটা যখন সুরু, তখন তার জীবনের পথে আসে নারী! আর সঙ্গে নিয়ে আসে তার রূপ, রস, গন্ধ ও সব কিছু। তাতে ঝলসে যায় তার দু'টি চোখ। সে হারিয়ে ফেলে আপনার স্বাভাবিক গতি। যে ক'জনার এই নিয়মের ঘটে ব্যতিক্রম, তাদের জীবনের ধারা সুরু করে অন্য পথে বইতে! আর পিছন থেকে একদল পুরাতনবাদী চিৎকার করতে থাকে, উচ্ছৃঙ্খল, অনিয়ম, অশ্লীল, অনাচার ..'

—'বিবাহের পূর্ব্বেও ত' পুরুষ বহুদিন পর্য্যন্ত মা ও বোনের সংস্পর্শে থাকে, তাদের কি তুমি নারী বলতে চাও না ?...'

—'একটা ছবিকে ফুটিয়ে তুলতে হ'লে যেমন সাতটা বিভিন্ন রং-এর প্রয়োজন হয়, তেমনি একজন পুরুষকে মানুষের মত মানুষ হতে হলে তাকে আসতে হয় সাত রংয়ের খেলার ভিতর দিয়ে। মা ও বোন তাঁরাও নারী। জননী সন্তানকে এনে দিলেন পৃথিবীতে, তার বুকে জাগালেন স্নেহ, জাগালেন শিক্ষার আকাঙ্ক্ষা। পাশে যখন এসে দাঁড়ালে বোন, সে দিলে আর এক নূতন জগতের বার্ত্তা। তারপর যখন এলো স্ত্রী, সে জাগালে তার মনের চিরন্তন মানুষকে এবং সেই পুরুষ ও প্রকৃতির সংযোগে এলো সৃষ্টি।...'

—'কিন্তু!...'

'—এর মাঝে আর কোন কিন্তু নেই মীনা! নিজের বোনকে ভালবাসা আর অন্য একটা অচেনা অজানা তরুণীকে ভালবাসা যে এক বস্তু নয়, আশা করি এটুকু বুঝবার মত ক্ষমতা তোমার যথেষ্টই আছে।'

—'আছে বৈ কি। একজন অপরিচিতা তরুণীর সঙ্গে আলাপের সুযোগ দেন না ব'লে বাপ-মাকে ত' যথেষ্টই দোষ দিলে, কিন্তু মহাপুরুষ জিজ্ঞাসা করতে পারি কি যে স্ত্রীর দু' একজন পুরুষ বন্ধু আছে শুনলে তোমাদের মুখখানা অন্ধকার হ'য়ে ওঠে কেন? একজন মেয়ের সঙ্গে একটা ছেলের কোনো অশুভ মুহূর্ত্তে দৈহিক সামান্য একটু মিলন হ'লে তাকে ব্যভিচারের দোহাই দিয়ে আপন জীবনের পথে নেওয়ার সৎসাহসটুকু উঠে যায় কেন? তখন ত' কৈ সেই মিলনের কলঙ্কটুকু বাদ দিয়ে একজন পুরুষ ও নারীর মিলনের সত্যটুকুই চোখে ধরা দেয় না ত'।'

'তুমি ভুল বুঝছ মীনা ; আমি সে কথা তোমায় বলতে চাইনি। আমি শুধু বলতে চেয়েছি সেই মিলনের অবকাশটুকু দেওয়ার কথা। আমি তাদেরই মিলনের কথা বলি মীনা, যারা দৈহিক মিলনটুকু বাদ দিয়ে মনের সত্যিকারের মিলনটুকু খোঁজে। নাম গোত্র হীন নিষ্পাপ কোনো শিশুর মাথায় সকল অপরাধের বোঝা চাপিয়ে দিয়ে যে মিলন তার আপন দোহাই খোঁজে সে মিলন ত' মিলন নয় ; সে যে ব্যভিচার। একথাটা যে কোন মতেই ভুললে চলবে না মীনা, যে সমাজের —ভিতর আমরা চলে ফিরে বেড়াচ্ছি তাদের সকল আইন কানুনই আমাদের মেনে চলতে হবে, তবে অন্ধভাবে নয় দু'টি চোখ

সম্পূর্ণভাবে সজাগ রেখে। আজকাল যে নব্যপন্থীরা সমাজকে ভাঙ্গতে চায় না মীনা—চায় তার প্রকৃত অর্থ হৃদয়ঙ্গম করতে এবং তার সকল ভুল চুক ভাল করে বুঝিয়ে দিতে।"

কথার মাঝে মশগুল মীনা যে সরতে সরতে কখন করুণার কাছে ঘেঁসে এসে বসেছিল তা মোটেই টের পায়নি। হঠাৎ গায়ে গা ঠেকে যেতেই উভয়েই একটু যেন কেমন শিউরে উঠলো।···এদিকে কখন যে আকাশের বুকে কালো নিশান উড়িয়ে মেঘেরা এসে দল বেঁধে সারা আকাশময় ছড়িয়ে পড়ছিল তা ওদের মোটে খেয়ালই হয় নি।···এক; দুই, তিন, চার···টিপ্ টিপ করে ছোট বড় বৃষ্টির ফোঁটা এসে ওদের গায়ে পড়তে লাগল। একটু আগে যে জগতটাকে ফিকে চাঁদের আলো ও ছায়ার মাঝে এক নিঝুম ঘুমন্ত পুরীর মত মনে হচ্ছিল, সহসা যেন সেথায় ক্রুদ্ধ একটা দৈত্য একরাশ আঁধার নিয়ে এসে ঝাঁপিয়ে পড়লো। একটা অত্যন্ত অথচ মোলায়েম বাতাস শিরশির করে সামনের টবের গাছগুলিকে মৃদু মৃদু দোলা দিতে আরম্ভ করলে।···

'এই—'

'কি?—'

'বৃষ্টি পড়ছে।...'

'মীনু...' মীনা ততক্ষণে সরতে সরতে করুণার বুকের উপরে তার মাথা রেখেছে। মাথার খোঁপাটা করুণার বুকের উপর একটু চেপে ও' জবাব দিলে···'হুঁ'

'সত্যি কি নরম ও ঘন তোমার চুলগুলি, যেন এক রাশ পাখীর পালক! চুলের একটা অসম্ভব সৌন্দর্য্য আছে, সেটা স্পর্শ করলে অনুভব করা যায়!'

নাড়া চাড়া পেয়ে ওর ঐ প্রকাণ্ড খোঁপাটা খুলে গেল। আর সঙ্গে সঙ্গে লক্ষ লক্ষ কালো সাপ যেন বিসর্পিলভাবে করুণার বুকের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। একটা মৃদু অথচ হাল্কা গন্ধ অনুভব করলে। 'মীনু তোমার চুলে ভুঁই-চাঁপার গন্ধ এলো কি করে?···গন্ধটা আমার ভারি ভাল লাগে।'

···ঝম্ ঝম্ করে এতক্ষণে বৃষ্টিটা যেন জোরে এলো।···ঝরঝরাণীর করুণ শব্দে সে যেন ঘুমক্লান্ত দুনিয়ার বুকে জাগিয়ে তুললে এক স্বপ্নমধুর আবেশ। ওরা দু'জনে যেন ইচ্ছা করেই বৃষ্টির ধারা উপভোগ করতে লাগল। মীনু গুণ গুণ করে গাইলে

—"এস নীপ বনে ছায়া বীথি তলে
কর কর স্নান নবধারা জলে—"

সহসা ও ডাকলে,—'করুণা?···'

চারিদিক্‌কার এই মধুময় আকাশের মাঝে নিমগ্ন করুণা জবাব দিলে—'উ।'

'তোমার বাঁশীতে একটা মেঘমল্লার বাজাবে!···'

'তবে দাঁড়াও আনি!···কিন্তু বাঁশীর শব্দে যদি সকলের ঘুম ভেঙ্গে যায়?···':

···'এই বৃষ্টিতে সব গাঢ়ভাবেই ঘুমুচ্ছে।'

নেহাৎ অনিচ্ছা সত্ত্বেও ওর মাথাটা সরিয়ে দিয়ে করুণা বাঁশীটা নিয়ে এল। বিরহ-সন্তপ্ত বক্ষ এমনি কোন এক উদাস করা রাতে এমনি করেই তার দয়িতার জন্যে কেঁদেছিল কিনা। তার অন্তরের অশ্রুধারা বুঝি এমনিভাবে তার দু'চোখের কোন বেয়ে একান্তে ঝরে পড়েছিল। বাইরের বাদলা রাতও বুঝি যেন বাঁশীর সঙ্গে সঙ্গে মেঘমল্লার বুকের গোপন বাণীর মতই উচ্ছসিত হয়ে উঠছিল। এই বুঝি চিরদিনের দয়িতের জন্যে প্রিয়ার অশ্রু বরিষণ!

(ক্রমশঃ)

সবাক চিত্রে সঙ্গীত

—শ্রীমণিলাল সেন শর্ম্মা

শ্রীরাইচাঁদ বড়াল—সবাক চিত্রে আবহ-সঙ্গীত সংযোগে ভারতবর্ষে ইনি একমেবাদ্বিতীয়ম।

কোন একটি ভারতীয় ছবি দেখ্‌তে গিয়েছিলাম। প্রাচীন কালের কোন এক বিখ্যাত সময়ের একটি বিশেষ ঘটনা নিয়ে ছবিটি রচিত হয়েছে। গল্পে ইতিহাস থাকাতে এবং পরিচালক নিজে এ বিষয়ে বিশেষ অনুসন্ধিৎসু হওয়াতে ছবির পরিচ্ছদ আসবাব স্থাপত্য ইত্যাদি প্রয়োজনীয় সবগুলিই সে সময়কার ইতিহাসকে বাঁচিয়ে রেখে তৈয়ারী হয়েছে। কিন্তু সে ছবির সঙ্গীত-সংযোজনার বেলায় কোনরূপ ইতিহাস রাখা দরকার হয়নি। অর্থাৎ ছবিতে গান বা Back ground music শুনে ইতিহাস রাখার প্রচেষ্টা মোটেই দেখ্‌তে পাইনি। অথচ সুর মাত্রেরই, যে কোন দেশেরই হোক না কেন, একটা ঐতিহাসিক পর্য্যায় (Historical out line) থাকে এবং দৃশ্যপটের সামগ্রীর ন্যায় ইতিহাস রেখে ও কল্পনা দিয়ে তার নূতন রূপ দেওয়া সম্ভব হয়, আর তাতে ছবির রস বরং বেড়েই থাকে।

ছবিটা হিন্দু রাজত্বের কোন এক বিশেষ সময়কার হওয়াতে ছবির স্থাপত্য পরিকল্পনা হয়েছে, ঠিক সে সময়কারই। তাতে মুঘল বা অন্য সময়ের বা অন্য কোন দেশীয় ছাপ এসে পড়েনি। অথচ ঠিক হুবহু হিন্দু সময়কার নকলও নয়। শিল্পী কল্পনা দিয়ে করেছেন এক নূতন জিনিস দেখবার মত। কিন্তু শিল্পী এ পরিকল্পনা যদি না করতেন বা যদি তার দৃশ্যপটে ইতিহাসকে না রাখতেন, তাহলেও সে ছবির চাহিদা কমে যেত বলে' মনে হয় না। কিন্তু ইতিহাস এ ভাবে রাখবার যে প্রচেষ্টা ও কৃতকার্য্য হবার যে উদ্যম দেখিয়েছেন, তাতে পরিচালককে প্রশংসা ও শ্রদ্ধা না ক'রে পারা যায় না। কিন্তু সে জিনিসটা কেবল স্থাপত্য, পরিচ্ছদ ও দৃশ্যপটের অন্যান্য তৈজসে সীমাবদ্ধ না হয়ে সঙ্গীতেও কি থাকা উচিত ছিল না? হয়ত পরিচালক তাঁর প্রযোজককে (Producer) এ বিষয়ে বিশেষ কিছু করার জন্য বলে এবং চেষ্টা ক'রেও কিছু করতে পারেন নি। আমাদের প্রযোজকগণের (Producers) অর্থাৎ ছবির মালিকগণের মনের কথা যেরূপ—তাতে আমাদের এরূপই অনুমান হয় যে, পরিচালকগণ তাদের মনোমত ছবি তাদের মালিকগণের আপত্তির জন্যই তৈয়ারী করতে পারেন না।

আমাদের ব্যবসায়ীগণ লক্ষ্য করেন, কি ক'রে কম টাকায় বেশী ছবি তৈয়ারী হবে। ছবিটা কিরূপ হ'ল, তা কিন্তু বড় করে দেখেন না। অন্ততঃ ছবি দেখে এই মনে হয়। কাজেই ছবি খারাপ হয়। কিন্তু খ্যাতনামা যে কয়জন পরিচালক আছেন, তাঁদের এক সঙ্গে এ বিষয় লক্ষ্য রাখা উচিত কি ক'রে ছবি সুন্দর ও তুলনায় শ্রেষ্ঠতর হবে। যত ভাবে পারেন, ছবি সকল দিকে সম্পূর্ণ করবার চেষ্টা করবেন।

প্রত্যেক চিত্রের এক প্রকার সঙ্গীত রচনা হবে না। ছবি ভেদে, ছবির প্রতি পাঠ্য বিষয় ভেদে সঙ্গীত হবে পৃথক পৃথক। সেই জন্য নাগা, কুকী বা সাঁওতাল নিয়ে ছবি, সামাজিক ছবি, পাশ্চাত্য সভ্যতার স্রোতে ভাসমানদের নিয়ে ছবি প্রত্যেকটির সঙ্গীত হবে বিভিন্ন রকমের। কিন্তু তা না হয়ে সব গুলিতেই যদি অধিকাংশ দর্শকের মন-তুষ্টির জন্য জারি ও গাজন গানের বা আধুনিক কালের নকল করা গজল চালিয়ে দেওয়া যায় তবে হয়ত ছবির চাহিদা বেড়েও যেতে পারে, কিন্তু ছবির রূপ কি প্রকারের হবে, তার ভাষা না বলাই ভাল।

অনেকে হয়ত বলবেন যে, গান মানুষের মন-তুষ্টির জন্য। দরকার কি সব আপদ জুটিয়ে। এ-সব মান্‌তে গেলেই বিপদ। তার চেয়ে বরং ছবিতে প্রয়োজন থাকুক বা না-ই থাকুক কোন সুগায়কের দু'একটা গান জুড়ে দাও—যাত্রা গান শুনে অভ্যস্ত বাঙ্গালীর মন একেবারে জল হয়ে যাবে। এরূপ প্রযোজনাও আমরা দেখতে পাই অনেক খ্যাতনামা ছবিতে। কিন্তু মনের বিশ্বাস পরিবর্ত্তন করে সঙ্গীতকে এভাবে ব্যবহার না করে অন্যরূপে লাগালেও ছবির চাহিদা বাড়ানো যায়, উপরোক্ত ছবিও সুন্দর হয়।

অনেককেই বলতে শুনেছি—যে সে ছবিটাতে যে দুটো ভাটিয়া'ল গান আছে তা বাংলা ভাষায় যাকে বলে অতি চমৎকার। ভাটিয়ালকে যদি সভা গায়কের মুখ দিয়ে রাজ-দরবারে চালাতে হয়, তবে হুবহু সে সুরটি দিলে চলবে না। ভাটিয়াল শুনে যাঁরা রস পান বা যদি মধুর স্বরে কেও সে গান করেন সাধারণ বা এ বিষয়ে যাদের চর্চ্চা নেই তাদের সকলেই রাজ-দরবারের সে হুবহু ভাটিয়াল শুনে বাহবা দেবেন। কিন্তু ভাটিয়ালকে নিয়ে কতক পরিবর্ত্তন ক'রে এমন এক বিশেষ রূপ দিতে হবে, যা হবে রাজ-দরবারের উপযুক্ত অথচ তা হবে ভাটিয়াল পর্য্যায়ভুক্ত অপূর্ব্ব সৃষ্টি।

সঙ্গীত পরিচালনায় এরূপ নানাদিকে ক্রটি-বিচ্যুতির জন্য এ সম্বন্ধে অনেক কিছু বলবার থাকে। কাজেই সঙ্গীত-পরিচালকগণ

এপ্রিল-ফুল

(গল্প)

—শ্রীনরেন্দ্র দত্ত

চৈত্রের সন্ধ্যা।

জানালার পাশে সুধীর বসেছিল। মুখ বাড়িয়ে বল্লে—"ওরে ব্বাস্ রে! এ যে দেখছি একেবারে ঘনঘটা!"

পূর্ণ বল্লে—"ওরে তাইত! ভীষণ দুর্য্যোগের সূচনা পাওয়া যাচ্ছে!"

রমেশ উঠে দাঁড়িয়ে বল্লে—"আমি ভাই পালাই! অনেক দূর যেতে হবে!"

পূর্ণ তাকে একটা ঝাঁকানি দিয়ে বল্লে—"চুপ রাস্কেল! তোর বাড়ীর কাছেই না আমার বাড়ী? আমি বসে আছি দিব্যি আরামে, তোমার লাগল যাবার তাড়া! এত শাগ্‌গির বাড়ী গিয়ে কর্ব্বি কি?"

আমি বল্লাম—"কেন? গৃহিণীর আঁচল ধরে বসে থাকবেন! বিশেষ ওর গৃহিণীটি ঝিঁঝিঁর ডাকে মূর্চ্ছা যান কিনা!"

ওরা সবাই হেসে উঠল। রমেশ আমার দিকে চেয়ে গম্ভীর ভাবে বল্লে—"দেখ অজিত, তুই যদি অমন যা' তা' বাজে কথা বলিস—"

আমি বাধা দিয়ে বল্লাম—"তাহ'লে কিন্তু আমি ভাই গৃহিণীর বাহুবন্ধনেই মূর্চ্ছা যাব বলে দিচ্ছি!"

ওরা আবার হো হো করে হেসে উঠ্‌ল। রমেশও না হেসে থাকতে পারল না।

ওদিকে প্রকৃতির তাণ্ডবময়ী লীলা সুরু হ'ল। দিশাহারা বায়ু উদ্দাম গতিতে দিক্‌-বিদিকে ছুটতে লাগল! আকাশের বুক চিরে নামল—উচ্ছ্বল জলধারা! শিলা-বর্ষণের সঙ্গে সঙ্গে মেঘের গর্জ্জনও তার অস্তিত্ব জানাতে লাগল।

আমি ইজি চেয়ারে দেহ এলিয়ে দিয়ে বল্লাম—"আঃ, পৃথিবীটা যেন ঠাণ্ডা হ'ল!"

পূর্ণ বল্ল—"সঙ্গে সঙ্গে আমাদের দেহ ঠাণ্ডা কর্ব্বার কিছু ব্যবস্থা কর ব্রাদার! এমন বাদলার দিন!"

আমি হেসে বল্লাম—"বুঝেছি, আর বলতে হবে না। তার ব্যবস্থা আমি আগে থেকেই করে এসেছি।"

তিন জনে সমস্বরে বল্লে—"কি রকম? কি রকম?"

আমি বলতে লাগলাম—"আজ বিকেল থেকেই আকাশটা অন্ধকার ছিল বলে—তোরা যখন এলি তখনই বৌকে বল্লাম—'দেখ, যদি খুব বৃষ্টি হয়, তাহ'লে আমাদের এই চারটি অপোগণ্ডের দক্ষিণ হস্ত সদ্ব্যবহারের রীতিমত আয়োজন তোমায় করতে হ'বে।' বৌ হেসে জবাব দিল—'তথাস্তু'।"

ওরা তিনজনে চেঁচিয়ে উঠল—"চিয়োরিয়ো! চিয়োরিয়ো!"

আমি বল্লাম—"সুতরাং তোমরা বুঝতেই পারছ যে ও অমৃতের আস্বাদ থেকে তোমরা বঞ্চিত হবে না!"

সুধীর বল্ল—"তার আভাস আমরা এখান থেকেই কিছু কিছু পাচ্ছি।"

এর পর কিছুক্ষণের জন্য নিস্তব্ধতা। কোন পক্ষ থেকে কোনরূপ সাড়া নেই। কাণে ভেসে আসছে শুধু—বাহিরের অবিশ্রান্ত জলধারার শব্দ।

নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করে আমি বল্লাম—"এই intervalটুকু কি করা যায় বল ত'?"

রমেশ বল্লে—"কেন ব্রীজ্ চলুক না।"

আমি বল্লাম—"দূর! আর ব্রীজ্ ভাল লাগে না। এতক্ষণ খেলেও আশা মিটল না? তার চেয়ে বরং পূর্ণ তুই একটা গল্প বল। বিশেষ আমাদের মধ্যে তোরই সাহিত্যিক বলে একটু বেশী প্রতিপত্তি আছে।"

পূর্ণ হেসে বল্লে—"তাতে আমার আপত্তি নেই। তার আগে ভাই চাকরটাকে বল কল্‌কেটা বদলে দিতে। গুড়্‌গুড়ি টানতে টানতে দিব্যি চলবে 'খন্।"

চাকর এসে কল্‌কেটা বদলে দিয়ে গেল। দু'চার টান দিয়ে পূর্ণ বল্লে—"আচ্ছা তোরা পয়লা এপ্রিলকে All Fool's Day বলেই জানিস। কিন্তু এই পয়লা এপ্রিল তারিখে আমি এই খোদ স্বয়ং All Fool's Day'র স্রষ্টাকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখালাম কেমন করে তারই কাহিনী আজ বলব তোদের। আপত্তি আছে?"

বল্লাম—"না, বল।" পূর্ণ সুরু করল—

*

সেদিন ছিল ছুটীর দিন।

কলেজের বালাই নেই। একা বসে কি করি তাই ভাবছিলাম। কোন কিছুতেই মন বসছিল না। খানিকক্ষণ গ্রামোফোন রেকর্ড বাজালুম। ভাল লাগল না। বন্ধ করে বৈঠকখানায় এসে বসলাম। টেবিলের ওপর কয়েকখানা 'Picturegoer' পড়ে ছিল। তুলে পাতা ওল্টাতে লাগলাম। তাতেও মন বসল না। সরিয়ে রাখলাম এক পাশে। মনে হ'ল—বাইরে থেকে একটু ঘুরে আসি। উঠতে যাব—এমন সময় দ্বারপ্রান্তে দরোয়ান এসে দাঁড়াল। বল্লাম—"কি কানাই সিং?"

কোন কথা না বলে সে একখানা চিঠি আমার হাতে দিল। বল্লাম—"আচ্ছা যাও।"

সঙ্গীত-সংযোজনার পূর্ব্বে সব দিক বিবেচনা করবেন। বর্ত্তমানে এত সব চিন্তা করবার দিন এসেছে। যা তা সংযোজনা করলে চলবে না। মূল পরিচালকগণও তাঁদের ছবির মূল্য বাড়াবার জন্য উপযুক্ত সঙ্গীত পরিচালক নিযুক্ত করবেন। কারণ সমস্ত ছবির জন্য তাঁকেই দায়ী হতে হয়।

কানাই সিং চলে গেল। টেবিলে ঠেসান দিয়ে দাঁড়িয়ে খামখানা খুলতেই, ভিতরের কাগজখানা মাটিতে পড়ে গেল। তুলে নিয়ে পড়তে লাগলাম :—

আসছে কাল রাত্রে আমাদের বাড়ী তোমার নিমন্ত্রণ রইল। দেখো, যেন আসতে ভুল না হয়। না এলে কিন্তু—আমি ভয়ানক রাগ কর্ব্ব ও দুঃখিত হব। আসা চাই-ই।

ইতি—অমিয়া।

এ কি রকম হ'ল ?

চিঠিখানা হাতে নিয়ে খানিকক্ষণ ভাবতে লাগলাম। হঠাৎ বলা নেই, কওয়া নেই, বাড়ী আসা নেই, চিঠিতে নিমন্ত্রণ। আবার চিঠি লিখেছে অমিয়া নিজে! অমিয়া তার বাবা মা, ভাই প্রভৃতির সঙ্গে আমার যেরকম ঘনিষ্ঠ পরিচয়—তাতে এরূপ ব্যবহার আশা করাই যায় না।

সামনের চেয়ারখানা টেনে বসে পড়লাম।

ওদের সঙ্গে আমার আলাপ বহু দিনের—সেই ছোট বেলা থেকে। অমিয়ার বাবা জগৎ বাবু আমার বাবার অন্তরঙ্গ বন্ধু। জগৎ বাবুর দুটি সন্তান—প্রকাশ ও অমিয়া। আমরা তিনটিতে ছোট বেলায় খেলা-ধূলা করেছি একসঙ্গে। তখনকার মধুর স্মৃতি মনের মণি-কোঠায় এখনও জ্বল জ্বল করছে। প্রকাশ ও আমি সমবয়সী। সেই Eighth ক্লাশ থেকে 6th year পর্য্যন্ত আমরা এক-সঙ্গে পড়ে এসেছি। অমিয়া বেথুনের সেকেণ্ড ইয়ারের ছাত্রী। এই রকম সাত-পাঁচ ভাবনা মাথায় এসে জড়ো হচ্ছিল। হঠাৎ চিন্তা-সূত্র টুটে গেল প্রকাশের ডাকে—"পূনু আছিস রে?"

বল্লাম—"হ্যাঁ, ভেতরে আয়।"

হাস্যমুখে ঘরে ঢুকে প্রকাশ বল্লে—"একা বসে কি করছিস?"

চিঠিখানি হাতের মুঠায় রেখে বল্লাম—"এই চুপচাপ বসে আছি আর কি।"

চিঠিটা প্রকাশের দৃষ্টি এড়ায় নি। বল্লে—"ওটা কি রে?"

বল্লাম—"ওঃ—অমনি একখানা চিঠি।"

প্রকাশ বল্ল—"ওঃ, তা যাক্‌গে। এখন যা বলতে এসেছি শোন।"

জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তার দিকে চেয়ে বল্লাম—"বল।"

প্রকাশ বল্ল—"কথাটা হচ্ছে এই যে আসছে কাল রাত্রে আমাদের বাড়ী তোমার নিমন্ত্রণ। তোমার সেদিন যাওয়া চাই-ই।"

বল্লাম—"তোরা ভাই বোনে কি যুক্তি করেছিস?"

প্রকাশ বল্লে—"কেন বল্‌ত?"

"এই ছাখ্ তোর বোনের চিঠি।"—বলে অমিয়ার চিঠিখানা প্রকাশের হাতে দিয়ে বল্লাম—"আচ্ছা ব্যাপারটা কি? কোন Occasion এ? বিয়ে নাকি রে? দাঁড়া, তারিখটা দেখি।" বলে দেওয়ালে টাঙান ক্যালেণ্ডারের দিকে চাইতেই মনে পড়ল—আসছে কাল পয়লা এপ্রিল। ওহো! এতক্ষণে সব জারিজুরী ধরা পড়ে গেল। হেসে বল্লাম—"বলি ব্রাদার! All Fool's Day র দিন আমায় fool বানাতে চাও? ধূলো পায়েই বিদায় কর্ব্বার মতলব? কিহে মুখে যে আর কথাটী নেই!"

চিঠিটা টেবিলের ওপর রেখে প্রকাশ বল্লে—'Take it from me! সত্যি বলছি ভাই, এই নিমন্ত্রণের বিন্দুবিসর্গও আমি জানি না।'

আমি শ্লেষের সুরে বল্লাম—'হ্যাঁ, ভাজা মাছটি উল্‌টে খেতে জান না আর কি।'

প্রকাশ হতাশের সুরে বল্লে—'যাক ভাই, বিশ্বাস না করলে আর কি কর্ব্ব বল। কিন্তু আমি বেশ জোর করে বলছি যে অমিয়ার নিমন্ত্রণ আর আমার নিমন্ত্রণে কোন সম্বন্ধ নেই। অমিয়া লিখেছে তার মন থেকে। আর আমায় পাঠিয়েছেন বাবা। তিনি ত' আর তোমার সঙ্গে ঠাট্টা কর্কেন না। যদি শুনিস ত বলি।'

বল্লাম—'বলতে তোকে ত' কেউ বারণ করছে না।'

প্রকাশ বলতে লাগল—"দিন কয়েক আগে বাবার হুকুম মত আমি তোর দেশে গিয়েছিলাম, তোর বাবার সঙ্গে দেখা কর্ত্তে। কাল সবে ফিরেছি। তোর সঙ্গে অমিয়ার বিয়েটা পাকা করে। সেই উপলক্ষ্যে নিমন্ত্রণ, বুঝলে?'

বল্লাম—'তোর কথা আমি বিশ্বাস করছি না। তবে ভাই একটা যেন কিন্তু রয়ে গেল এর মধ্যে।'

প্রকাশ বল্লে—'তুই কি বল্ ত'? এত প্রমাণ থাকতে না বিশ্বাস করলে আমি নিরুপায়।'

তারপর খানিক থেমে বল্ল—'কিরে? ঠিক যাবি ত'?'

আমি হেসে বল্লাম—'হ্যাঁ রে হ্যাঁ, যাব। কথা দিচ্ছি।'

প্রকাশ বল্লে…'দেখিস্ ভাই!'

বল্লাম—'আমার কথার নড়চড় হবে না।…তা' হ্যাঁরে! অমি এ-সব বিষয়ে কিছু জানে না?'

প্রকাশ বল্লে—'Phew'! একেবারে কিচ্ছু জানে না।'

হেসে বল্লাম—'খুব জব্দ হয়ে যাবে অমি! কি বলিস্?'

প্রকাশ হেসে বল্ল—'তা আর বল্‌তে!' তারপর উঠে দাঁড়িয়ে বল্লে—'আচ্ছা এবার উঠি ভাই। বাড়ীর জন্য কিছু সওদা আছে।' তারপর যেতে যেতে বল্লে—'মোদ্দা! যেতে ভুলিস না যেন! বুঝলি?'

হেসে বল্লাম—'আচ্ছা রে, আচ্ছা।'

আমার এত দিনের স্বপ্ন আজ সফল হ'তে চলেছে! শৈশবের প্রীতি ও শ্রদ্ধা, স্নেহ ও সৌহার্দ্দ্য ক্রমে যৌবনে প্রণয়ে পরিণত হয়েছিল। কি করে হ'ল—তার ইতিবৃত্ত দেখা এখানে সম্ভবপর নয়। তবে একটা কথা বল্লেই যথেষ্ট যে, আমরা পরস্পর পরস্পরের চিরকালের সঙ্গী হবার কামনাটী বহুদিন ধরেই মনে পোষণ করেছিলাম।

চোখের সামনে ভেসে উঠল আমাদের রাগ-অনুরাগের, মান-অভিমানের হীরার টুক্‌রার মত অসংখ্য ছোট বড় স্মৃতি…যার

চিহ্ন মনের খাতা থেকে কোন দিনই মুছে যাবে না।

প্যাডের একখানা কাগজ ছিঁড়ে অমিকে উত্তর দিলাম :—

অমি!

তোমার নিমন্ত্রণ পত্র পেয়ে সবিশেষ আনন্দিত হলাম। তোমার অনুরোধ কি এড়াতে পারি? নিশ্চয়ই আমি যাব। ভুল আমার হবে না।

ইতি—পূর্ণ।

পরের দিন—পয়লা এপ্রিল।

আমাকে ঠকাতে গিয়ে অমিয়া নিজে যে বেকুব বনে যাবে—থেকে থেকে আমার সেই কথাটাই মনে হচ্ছিল। কল্পনা-নেত্রে ওর সুন্দর মুখের বিস্মিত ভাব, ডাগর দুটি চোখের চাহনি, বেশ স্পষ্টই আমি অনুভব করছিলাম।

ব্যাপারটি যে বিশেষ উপভোগ্য হবে—তাতে কোন সন্দেহ নেই।

যাহোক, সন্ধ্যার কিছু পরেই রওনা হলাম—অমিয়াদের বাড়ীর দিকে। গিয়ে দেখি—অমিয়া একা বৈঠকখানায় বসে আছে। আমায় দেখে উঠে এসে হেসে বললে—'এই যে পূন্নদা', এসো!

আমিও তদ্রূপ স্বরে বললাম—'এই যে অমি!…একা যে?' তারপর পাশের চেয়ারটিতে বসে বল্লাম—'ব্যাপারটা কি বলত অমি? …হঠাৎ নিমন্ত্রণের কারণটা কি?'

অমিয়া বিজ্ঞের মত ঘাড় নেড়ে খোঁপা দুলিয়ে বল্ল—'কারণ অবশ্যই আছে!'

বল্লাম—'সেটি কি জানতে পারি না?'

পূর্ব্ববৎ অমিয়া বললে—'উঁহু! এখন নয় ঠিক সময়েই জানতে পারবে!'

এমন সময় প্রকাশ এল। বল্লে—'এই যে পুন্ন!…কতক্ষণ?'

হেসে বল্লাম—'ছিলে কোথা?'

প্রকাশ বল্ল—'ওপরেই ছিলাম তোর গলা শুনে নেমে এলাম!' তারপর আমার হাত ধরে টেনে বল্লে—'এখানে বসে আর কি কর্ব্বি? চ' একটু ঘুরে আসি! বেড়াতে বেড়াতে তোর ওখানেই যাওয়া যাবে। কতগুলো Notes আমায় দিতে হবে!'

বল্লাম, 'খুব কথাই বল্লি যা হোক! আজ না তোর এখানে আমার নিমন্ত্রণ?

প্রকাশ অভিনয়ের সুরে বল্ল—'তবেই হয়েছে! আজকের তারিখটা মনে আছে কি?'

আমি অভিনয়ের সুরে বল্লাম—'এ্যাঁ! আজ কতই? পয়লা এপ্রিল নাকি? তাহ'লে উপায় এখন?'

প্রকাশ বল্লে—'অমি তোকে আচ্ছা ঠকিয়েছে যা হোক!'

সাফল্যের আনন্দে অমিয়া হাততালি দিয়ে বল্ল—'কেমন জব্দ! কেমন জব্দ!'

আমি হতাশার ভাণ করে বল্লাম—'তাইত!··কি করি!'

অমিয়া হেসে বল্ল—'যাও পুন্নদা! এখনও সময় আছে। বামুন ঠাকুরকে বল যা হোক দুটো রেঁধে দিতে!'

বল্লাম—'তাহলে ভালই হ'ত! সে যে আজ ছুটী নিয়েছে!'

অমিয়া হেসে বল্ল—'কলকাতার সহরে দোকানের ত' আর অভাব নেই! আজকের খাবারটা সেখান থেকেই যোগাড় কোরোখন! এই ঘটনাটা অন্ততঃ কিছুদিন তোমার মনে থাকবে!'

আমি অভিনয়ের সুরে বল্লাম—'তুমি হাসছ বটে। কিন্তু এদিকে আমার যে…'

আমার নিপুণ অভিনয়ে প্রকাশ ক্রমাগত ফুলছিল। অবশেষে হাসি আর চেপে না রাখতে পেরে হো হো করে হেসে উঠল। হাসির বেগ কমবার পর সে বল্ল—'তুই একটু ব'স্ পুন্ন! আমি আসছি একবার ভিতর থেকে! আমি না ফিরলে যেন যাসনে!'

হেসে বল্লাম—'আচ্ছা!'

পর্দ্দা ঠেলে প্রকাশ ভেতরে চলে গেল। অমিয়া হেসে লুটিয়ে পড়ে বল্ল—'কেমন পুন্নদা! কেমন জব্দ! কোন দিক দিয়েই তোমায় আর কাবু করা যায় না! আজ একেবারে ঠিক পাকে পড়ে গ্যাছো! আমার এত আনন্দ হচ্ছে যে কি আর বলব!'

হেসে বল্লাম—'আমারও কি কম আনন্দ হচ্ছে!'

খানিক পরে প্রকাশ এল। আমার দিকে চেয়ে বলল—'চলহে পুন্ন! ঠাঁই করা হয়েছে!' জুতোটা ঠেলে কৌচের তলায় রেখে বললাম—'এই যে! চল! তারপর বিজিতের হাসি হেসে অমিয়ার দিকে একবার চাইলাম। মুখের হাসি মিলিয়ে গিয়ে তার মুখে অত্যধিক বিস্ময়ের ভাব ফুটে উঠেছে!

প্রকাশের দিকে চেয়ে বল্ল—'একি হল দাদা?'

প্রকাশ নির্ল্লজ্জভাবে বলল—'যা হবার তাই হয়েছে!'

অমিয়া বলল—'পু. দার ত' এখানে খাবার কোন আয়োজন হয়নি!'

প্রকাশ বলল—'কে বললে হয়নি? আমি নিজে গিয়ে নিমন্ত্রণ করে এলাম আর তুই বলছিস এর কোন ব্যবস্থা হয়নি!… চমৎকার!'

আমি নীরবে ভাই-ভগিনীর কলহ উপভোগ করছিলাম।

অমিয়া বলল—'এই তুমি না বললে দাদা যে বিদেশ থেকে তোমার কে এক বন্ধু আসবে তারই জন্ম এ ব্যবস্থা! আর এখন দেখছি…'

প্রসন্ন হাসিতে মুখ ভরিয়ে প্রকাশ বলল—'আরে! ও তোকে ধাপ্পা দেবার একটা ফিকির মাত্র!' তারপর আমার দিকে চেয়ে বলল—'কিরে খাবি নে!'

আমি হেসে বললাম—'তোদের সুন্দ উপসুন্দের ঝগড়াটা আগে থামুক!'

পরাজয়ের লজ্জায় অমিয়ার সুগৌর আনন তখন রক্তজবা হয়ে উঠেছে! প্রকাশ হেসে বললে—'পুন্নকে ফুল করতে গিয়ে নিজেই ফুল বনে গেলি দেখছি!'

অমিয়া বলল—'সেটা আমায় আগে বল্লেই হোত!'

প্রকাশ বলল—'তোকে কেন বলব রে পুন্নর সঙ্গে তোর বিয়ের কথাটা পাকা হয়ে

চিত্রকর—আমার তুলির কাজ এবারে শিল্প প্রদর্শনীর সামনেই টাঙানো হ'য়েছে।

বন্ধু—বিষয়টি কি?

চিত্রকর—"ভিতরে যাইবার পথ" লেখা একটা নোটিশ।

•

রেলযাত্রী বৃদ্ধ—আমাদের ছেলেবেলা কী সুখেই কেটেছে!

কৃপণ বন্ধু—যা ব'লেছেন, তখন হাফ টিকিটে রেলে যাতায়াত ক'রতে পারতুম।

•

বাবা—খামকা এমন ক'রে কেঁদে হাট ফাটাচ্ছ কেন?

ছোট ছেলে—আমার কুকুরটা ম'রে গেছে।

বাবা—এই! আমার ঘনিষ্টতম বন্ধুর স্ত্রী আজ সাতদিন হোলো মারা গেছে, কই আমি তো তার জন্যে কেঁদে হাট ফাটাচ্ছি না।

ছেলে—কিন্তু, তুমি তো তোমার বন্ধুর স্ত্রীকে বাচ্ছা বেলা থেকে খাইয়ে দাইয়ে বড়ো করোনি।

খাওয়াতে বাবা ওকে নিমন্ত্রণ করেছেন আমার মারফতে! বুঝলি বোকা মেয়ে?

লজ্জারুণ মুখ তুলে—'ধ্যেৎ! কি দুষ্টু!' বলে অমিয়া পাশের দরজা দিয়ে ছুটে পালাল।

•

পূর্ণ এখানে থামল!

রমেশ ও সুধীর যুগপৎ জিজ্ঞাসা করল —'তার পর?'

আমি বললাম—"তারপরের গল্প আর একদিন হবে'খন! এখন ওঠ সবাই! ঐ দেখ খাবার সিগন্যাল পড়ে গেছে!"

—সাউণ্ড বক্স
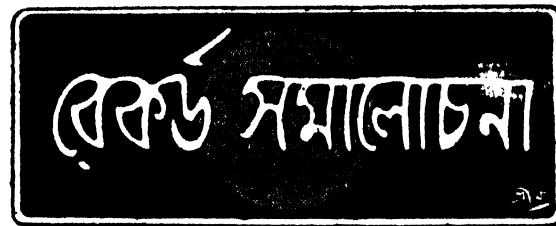
COLUMBIA RECORDS

July—1935.

কলম্বিয়া কোম্পানী জুলাই মাসে মাত্র ৩খানি বাঙলা রেকর্ড বাহির করিয়াছেন। ইহাদের ভাল আর্টিষ্ট বেশী নাই এবং যাও বা দু'একটি আছেন তাঁহাদের গান প্রচুর পরিমাণে বাহির করায় একঘেয়ে হইয়া পড়িয়াছে। বর্ত্তমানে ইহাদের যে সকল রেকর্ড বাহির হইতেছে সেগুলির গানের সুর চমৎকার কিন্তু সুর-সংযোজনার মর্য্যাদা বজায় রাখিবার মত শিল্পী ইঁহাদের নাই।

•

G. E. 2263. মিস্ পঙ্কজিনী এই রেকর্ডে দু'খানি গান গাহিয়াছেন। "ভালবাসা বলতে ভাল শুনতে ভাল কাণে" এবং "যেদিন তুমি নীরব ছিলে আমার মিনতিতে" গান দুটির রচয়িতা শ্রীযতীন্দ্রমোহন বাগচী। সুর দিয়াছেন শ্রীতুলসী লাহিড়ী। দুঃখের বিষয় গায়িকার কণ্ঠ, সঙ্গীত-সাধনা এবং গাহিবার প্রণালী সুরের অনুপাতে নিকৃষ্টতর। বাণীর স্পষ্টতারও অভাব। গান দুটি মোটের উপর মন্দ নয়।

•

G. E. 2264. শ্রীমতী চিত্রলেখা গাঙ্গুলী :(এমেচার) দু'খানি কীর্ত্তন গান এই রেকর্ডে গাহিয়াছেন; গায়িকা "ব্রজমাধুরী সঙ্ঘের" সভ্যা এবং কীর্ত্তনে সুগায়িকা। "শ্যাম মন্ত্রমালা বিনোদিনী রাধা জপিতে জপিতে যায়" এবং "কি ক্ষণে হইল দেখা নয়নে নয়নে" কীর্ত্তন গান দুটি গরাণহাটি পদ্ধতিতে গীত হইয়াছে। ভদ্রমহিলার সুন্দর কণ্ঠে গান উপভোগ্য হইয়াছে।

•

G. E. 2265. শ্রীমতী উত্তরা দেবীর দু'খানি কীর্ত্তন গান এই রেকর্ডে প্রকাশিত হইয়াছে। এই ভদ্রমহিলার দরদী কণ্ঠের কীর্ত্তন গান বেতার-শ্রোতাদের চির-প্রিয়। সেই মধুর সঙ্গীত রেকর্ডে ধরা পড়িয়াছে। যাঁহারা কীর্ত্তন গানের ভক্ত তাঁহারা রেকর্ডখানি আদরের সঙ্গে শুনিবেন।

•

TWIN RECORDS

July—1935.

—:—

টুইন রেকর্ড কোম্পানী জুলাই মাসে ৫খানি গানের রেকর্ড বাহির করিয়াছেন। টুইনের শিল্পী-নির্ব্বাচন এবং রেকর্ডিং দিন দিন ভাল হইতেছে। দামে সস্তা হইলেও ইহা যে কোন রেকর্ডের সহিত রেকর্ডিঙের দিক দিয়া পাল্লা দিতে পারে।

•

F. T. 4015. শ্রীনিতাই ঘটক এই রেকর্ডে দুইখানি গান গাহিয়াছেন। "তোমার হাতের সোনার রাখী" এবং "বনে মোর ফুল ঝরার বেলায় জাগিল একি চঞ্চলতা" গান দুটির রচয়িতা কাজী নজরুল। গায়কের কণ্ঠ মাইকের উপযোগী। রেকর্ড-জগতে ইহার সাফল্যের সম্ভাবনা আছে বলিয়া মনে হয়।

•

F. T. 4016. শ্রীসুখময় গাঙ্গুলী বি, এস সি ইমন-কল্যাণ ও কাফি-মল্লার সুরে

গান

—শ্রীধীরেন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায়

আমি এলাম মালা দিতে তুমি নিলে মন
হাতের মালা হাতেই আমার রইল অকারণ!
তোমার চোখে চাইতে দেখি
উজল হয়ে উঠলো সে কি!
পলক-হারা রইল আমার অবাক দু'নয়ন।

বলতে গেলাম—'পরাণ প্রিয়
এ কোন তোমার খেলা
আয়তনের মন নিলে মোর,
মালায় করি হেলা।'
কইলে তুমি কানের কাছে
'মালা কি সই পরতে আছে
মালা যে হয় জ্বালা, বুকে বুক মেলে যখন।

দু'খানি গান গাহিয়াছেন। "এস মা আঁধার বরণী" ও "মনে কি পড়িল মাগো তনয় বলে" শ্যামা-সঙ্গীত দুটির রচয়িতা স্বামী স্বরূপানন্দ। গায়কের ভক্তি-রস ও দরদ-পূর্ণ কণ্ঠে গান দুটি সুখশ্রাব্য হইয়াছে।

*

F. T. 4017. মিস আশালতার "নীপ শাখে বাঁধ ঝুলনীয়া" ও "ওলো ফুলপশারিণী" গান দুটি এ রেকর্ডে শুনিলাম। গানের রচনা সুন্দর এবং প্রথম গানখানি সময়োপযোগী বলিয়া দ্বিতীয়খানি অপেক্ষা ভাল লাগিল।

*

F. T. 4018. শ্রীইন্দু সেন দু'খানি ভজন গান গাহিয়াছেন এই রেকর্ডে। গায়কের কণ্ঠ সুরলা এবং গাহিবার প্রণালী সাধারণ শ্রেণীর গায়ক হইতে বিভিন্ন। গান দুটি মন্দ লাগিল না

*

F. T. 4019. মিস্ ইন্দুবালার ইতিপূর্ব্বে H. M. V. রেকর্ডে প্রকাশিত "হে বিধাতা ও "দোলে নিতি নব রূপের ঢেউ" গান দুটি টুইন রেকর্ডে পুনঃ প্রকাশিত হইয়াছে। ইন্দুবালার গান যাঁহারা সস্তায় কিনিতে চান তাঁহারা নিশ্চয় এই সুযোগ হারাইবেন না।

সপ্তাহিকা

আমরা গভীর দুঃখের সঙ্গে জানাচ্ছি যে গেল রবিবার সকালে আমাদের অকৃত্রিম বন্ধু, কবি, নাট্য-কলা বিশারদ, সাহিত্যিক, সঙ্গীতকার, গীতশাস্ত্রদক্ষ, রবীন্দ্র-সঙ্গীতের সুর ভাণ্ডারী শ্রীযুক্ত দিনেন্দ্র নাথ ঠাকুর ৫৩ বছর বয়সে দিব্যধামে গেছেন। আমাদের প্রতি বিধাতা কেন বিরূপ জানি না—আমাদের অন্তরঙ্গ বন্ধু সব একে একে চিরদিনের মতো ত্যাগ ক'রছেন। এর আপিলও নেই, নালিশও নেই। বিধাতার বিধান মাথা পেতে নিচ্ছি তাই এবং লোকান্তরিতের আত্মার তৃপ্তি কামনা করছি!

*

গেল রবিবার ৭৯-৯ লোয়ার সার্কুলার রোডে অতীন্দ্র-ভবনে শ্রীযুক্ত অনিল কুমার দে মহাশয়ের আহ্বানে রবিবাসর ৺হেমেন্দ্রলাল রায়ের স্মৃতিবাসর উদযাপিত করেন। সভায় রবিবাসরের অধিকাংশ সভ্য ও বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি ছিলেন। জলধর দা' ট্রাম থেকে প'ড়ে আহত হওয়ায় আসতে পারেননি, শরৎদা সভাপতিত্ব ক'রেছিলেন। জলধরদা হেমেন্দ্রলালের মৃত্যুতে দুঃখ ক'রে লিপি পাঠিয়েছিলেন, শরৎদাও মৃত কবির জন্য বেদনা প্রকাশ করেন। হেমেন্দ্রলালের প্রতিকৃতি সম্বলিত শ্রীগিরিজাকুমার বসুর কবিতা সকলকে দেওয়া হয়। শ্রীমতী আভা গুপ্ত, শ্রীগিরিজাকুমার বসু, শ্রীশৈলেন্দ্র নাথ রায় হেমেন্দ্রলাল সম্বন্ধে কবিতা পড়েন, শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্র নাথ দাসগুপ্ত তাঁর কাব্য সম্বন্ধে প্রবন্ধ পড়েন; শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশ চন্দ্র দাশগুপ্ত, শ্রীযুক্ত নরেন্দ্র দেব, শ্রীযুক্ত বিনয় গুপ্ত ও শ্রীযুক্ত প্রেমোৎপল বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। প্রসিদ্ধ গায়ক কৃষ্ণচন্দ্র দে তাঁর স্বরচিত গান গেয়ে সকলকে অভিভূত করেন। মৃত কবির দাদা শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্র লাল রায় রবিবাসরকে কৃতজ্ঞতা জানান ও পরিশেষে শ্রীযুক্ত প্রফুল্ল কুমার সরকার সভাপতিকে ধন্যবাদ ও সাম্বাদিক হেমেন্দ্রলালের পরিচয় দেন।

*

আমাদের পাঠক পাঠিকারা শুনে আশ্বস্ত হবেন যে জলধরদা ট্রাম থেকে প'ড়ে যে আঘাত পেয়েছিলেন, তার তীব্রতা কমে গেছে, তিনি এখন অনেকটা সুস্থ আছেন। বিধাতা তাঁকে দ্রুত আরোগ্যের পথে নিয়ে যান।
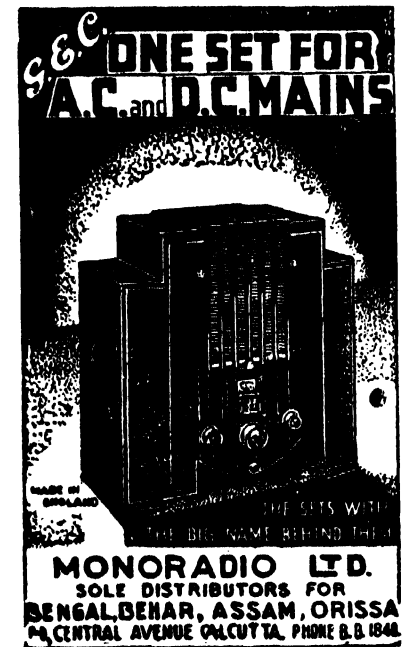
বীমা প্রসঙ্গ

গত ১৬ই জুলাই মঙ্গলবার দিবস কলিকাতায় স্থাপিত আর্য্যস্থান ইন্সিওরেন্স কোম্পানীর বার্ষিক সাধারণ সভা উপলক্ষে আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় মহাশয় সভাপতির অভিভাষণ প্রসঙ্গে বলেন—

অধুনা সমগ্র জগতে মানিয়া লইয়াছে যে কোন দেশের জাতীয় অর্থনীতির প্রধান উৎসগুলির মধ্যে বীমা ব্যবসায়ও অন্যতম এবং ইহার উপযুক্ত সম্প্রসারণের উপরেই জাতির কল্যাণ এবং উন্নতি নির্ভর করে। প্রকৃতির খেয়ালে যখন বন্যা, দুর্ভিক্ষ, ভূকম্পন প্রভৃতি সহস্র প্রকার অচিন্তনীয় পরিণাম দুঃখ দৈন্য সহকারে মানব সমাজে আবির্ভূত হইয়াছে তখন আমি যতবার আমার ক্ষুদ্র শক্তি লইয়া সেগুলির উপশমনার্থে অগ্রসর হইয়াছি আমার প্রায়শঃই মনে হইয়াছে যে আমার দুর্দ্দশাগ্রস্থ দেশবাসীর এই দুঃখ দৈন্য অনেকাংশে দূরীকরণে বীমা ব্যবসায়ই সহায়ক। সুতরাং আমার দেশের নর-নারীর যে স্থানে স্বল্প ব্যয়ে বীমার হিতকর সুবিধাগুলি পাইতে পারে, এইরূপ কোন জাতীয় বীমা সমিতির সহিত সংশ্লিষ্ট থাকা আমি অগণিত শিল্প প্রতিষ্ঠান সমূহের সম্পর্কের মতই সৌভাগ্য বলিয়া মনে করি।

যদিও পুরাকালে আমাদের দেশে বীমার অনুরূপ প্রথা প্রচলিত ছিল, কিন্তু বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে ইহার কার্য্য পরিচালনা ও প্রসার ভারতবর্ষে বেশী দিন প্রচলিত হয় নাই। বিগত শতাব্দীর শেষাংশে এই ব্যবসায়ের নাম মাত্র বিস্তৃতি কোন কোন অঞ্চলে দৃষ্ট হইয়াছিল বটে, কিন্তু স্বদেশী আন্দোলনের সময় হইতেই বাংলা দেশে বীমা ব্যবসায় বিশেষ প্রসার ও প্রতিপত্তি লাভ করে। কিন্তু অ-ভারতীয় প্রতিযোগীদের উপস্থিতিতে দেশীয় প্রতিষ্ঠানগুলিকে বিপুল প্রতিকুলতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিয়া অগ্রসর হইতে হয়। যাহা হউক, বর্ত্তমানে ভারত সরকারের বীমা ব্যবসায়ের রিপোর্ট অনুসারে পরিলক্ষিত হয় যে, ১৯৩২ সালে ভারতবর্ষে নূতন বীমার পরিমাণ মোট ২৭½ কোটী টাকার মধ্যে ভারতীয় সমিতিগুলির অংশ প্রায় ১৯ কোটী টাকা। ইহা অতীব আনন্দের বিষয় সন্দেহ নাই, কিন্তু আমাদিগকে উত্তরোত্তর উন্নতির পথে অগ্রসর হইয়া আমাদের অংশ আরও বর্দ্ধিত করিয়া তুলিতে হইবে।

গত বৎসরের পূর্ব্ব বৎসর, লাহোর বীমা সম্মেলনে সভাপতির অভিভাষণ প্রসঙ্গে বৈদেশিক প্রতিষ্ঠানগুলির ভারতীয় কার্য্য-কলাপের উপর কতকগুলি সীমাজ্ঞাপক আইনের জন্য আমি দাবী করি এবং আমার স্নেহভাজন শ্রীমান্ সুরেশচন্দ্র রায় স্পষ্ট করিয়া বুঝাইয়া দেন যে, অ-ভারতীয় প্রতিষ্ঠানগুলি নিজের ক্ষতি করিয়াও ভারতীয় কোম্পানীগুলির অনিষ্টের জন্য নানারূপ বিজ্ঞান-বিরুদ্ধ কার্য্য করিতেছেন এবং তিনি তাহা প্রতিরোধ করিবার প্রস্তাব করেন। আমাদের এই সকল উক্তি বিদেশী পরিচালকদিগের মধ্যে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করিয়াছিল বটে, তথাপি ঐ অভিযোগগুলি এখনও খণ্ডিত হয় নাই এবং সেগুলির সত্যতা সম্বন্ধে আমার অদ্যাপিও দৃঢ় বিশ্বাস আছে। এই সকল দাবী করিবার সময় আমরা যে পৃথিবীর অপরাপর সভ্য জাতিগুলির প্রবর্ত্তিত পন্থা অনুসরণ করিতেছি মাত্র, একথা স্মরণ রাখা উচিত।

সম্প্রতি ভারত সরকার বর্ত্তমান বীমা আইন পরিশোধনের কল্পনা করিয়াছেন। আমার দৃঢ় মত নব প্রবর্ত্তিত আইন যে কলেবরই ধারণ করুক না কেন, ইহা প্রধানতঃ দেশীয় বীমা-ব্যবসায়ের উন্নতিকল্পেই হওয়া উচিত। এই প্রসঙ্গে আমার মনে হয় কয়েক জন বিচক্ষণ বীমা বিশেষজ্ঞ ব্যক্তি লইয়া একটি অনুসন্ধান সমিতি গঠন করিলে ভাল হয়। এ সমিতি জাতীয় বীমা প্রতিষ্ঠানগুলির সমস্যা ও দাবী সম্বন্ধে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অনুসন্ধান করিবার পর সেই হিসাবে ভারত সরকার আইন সংগঠনে অগ্রসর হইতে পারেন। ইংলণ্ডেও এইরূপ ব্যবস্থা হইয়াছিল, অতএব ভারতবর্ষেও সেই প্রথা বাঞ্ছনীয়।

নানা কথা
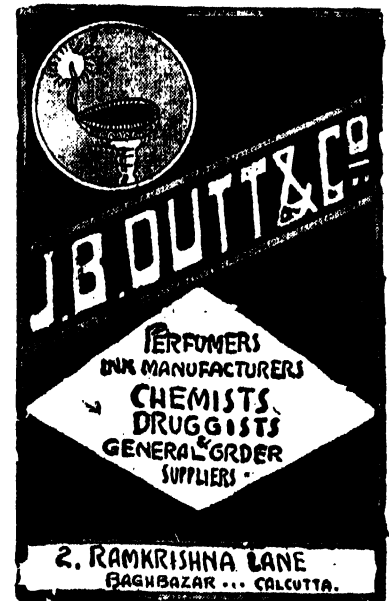
নবাবজাদা এ এস, এম, লতিফার রহমন

ছোট আদালতের প্রধান বিচারপতি শ্রীযুক্ত সি, ও, রেমফ্রির ছুটি লওয়ায় এখন যিনি উক্ত আসনে অধিষ্ঠিত আছেন, তাঁহার নাম নবাবজাদা এ, এস, এম, লতিফার রহমন। তিনি নবাব এ, এফ, এম, আবদার রহমান বার এ্যাট-ল, খান বাহাদুরের পুত্র। প্রসিদ্ধ মুসলমান নেতা নবাব আবদুল লতিফ সি, আই, ই—যিনি বাংলা দেশে মুসলমানদের ভিতর ইংরাজী শিক্ষার প্রচলন করিয়াছিলেন—তিনি নবাবজাদার পিতামহ ছিলেন।

নবাবজাদা সেন্ট জেভিয়ার কলেজে পড়িয়া ১৯০৮ সালে বিলাত যাত্রা করেন। কেম্‌ব্রিজ ইউনিভারসিটি হইতে তিনি এম-এ ডিগ্রি গ্রহণ করেন। ১৯১৩ সালে স্বদেশে ফিরিয়া আসিয়া এডভোকেটরূপে তিনি কলিকাতা হাইকোর্টে যোগদান করেন। তিনি কিছু দিন ইউনিভার্সিটি ল' কলেজে আইনের অধ্যাপকও ছিলেন। ১৯১৮ সালের নভেম্বর মাসে ছোট আদালতের বিচারপতি নিযুক্ত হন।

আটবৎসর যাবৎ ইনি কলিকাতা ইউনিভার্সিটির একজন ফেলো ছিলেন; তারপর গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক Faculties of Arts and Laws সভ্য মনোনীত হ'ন। তিনি ইসলামিয়া কলেজের জন্ম হইতেই ইহার পরিচালকবৃন্দের অন্যতম, এবং ১৯২৬ সাল হইতে কলিকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজের পরিচালক মণ্ডলীর একজন। ইনি কলিকাতা মাদ্রাসা স্কুলের আরব্য ও পারস্য ভাষা পরিচালনার সভ্যবৃন্দের অন্যতম। ইহা ছাড়া কাউণ্টেস অফ্ ডাফ্‌রিণ ফাণ্ড, আলিপুর চিড়িয়াখানা ও কলিকাতা মেয়ো হাঁসপাতালের পরিচালন-পদ্ধতির সহিত ইনি বিশেষভাবে সংশ্লিষ্ট। বর্ত্তমান তালতলা হাই স্কুলের ইনি সভাপতি। তাঁহার পিতা এই স্কুলের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। তিনি কলিকাতা মোসলেম সাহিত্য সমিতির যুক্ত কর্ম্মসচিব। ইহা ছাড়া তিনি বহু ক্লাব ও ব্যায়াম সমিতির সভাপতি ও সহ সভাপতি।

আমরা তাঁহার আরও কর্ম্মবহুল ও দীর্ঘ জীবন কামনা করি।

নবাবজাদা এ এস এম লতিফার রহমন এম-এ (ক্যান্টাব) বার-অ্যাট-ল

বাঙালীর কৃতিত্ব

শ্রীশ্রীগৌড়ীয় মঠের শিষ্য ও আমাদের শ্রদ্ধাভাজন বন্ধু শ্রীগৌড়ীয় মঠের অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের অনুজ শ্রীমান সচ্চিতানন্দ দাস এম্-এ, সম্প্রতি লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয় হইতে পি, এইচ, ডি হইয়াছেন। শ্রীমানের বয়স মাত্র ২৭ বৎসর, কিন্তু বাল্যকাল হইতেই শ্রীগৌড়ীয় মঠের সহিত ঘনিষ্ট ভাবে সম্বন্ধ থাকায় তাঁহার অন্তর উচ্চ ধর্ম্মভাবে পরিপূর্ণ। এই বয়সে তিনি গৌড়ীয় বৈষ্ণব সাহিত্যে বিলক্ষণ পাণ্ডিত্যও অর্জ্জন করিয়াছেন। অন্যান্য পণ্ডিতগণের ন্যায় তাঁহার বিদ্যায় ও আচারে কোনও পার্থক্য নাই। বৈষ্ণব শাস্ত্রে ব্যুৎপন্ন শ্রীমান একজন নিষ্ঠাবান বৈষ্ণবের মতই জীবন যাপন করেন। উচ্চ শিক্ষিত তরুণ যুবকের

এ প্রকার নির্ব্বিলাস ধর্ম্মজীবন যাপনের উদাহরণ এ যুগে ইতিপূর্ব্বে আমরা আর পাই নাই। ১৯৩৩ সালে শ্রীমান গৌড়ীয় মঠের ব্রহ্মচারীগণের সহিত লণ্ডন যাত্রা করেন এবং এই দেড় বৎসরের মধ্যে "The History and Literature of the Gaudiya Vaisnava and their relation to other medieval Vaisnaba Schools" (গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের ইতিহাস ও সাহিত্য এবং মধ্যযুগের বহু বৈষ্ণব তন্ত্রের সহিত তাহার সম্বন্ধ) বিষয়ে প্রায় হাজার পৃষ্ঠাব্যাপী একটি গবেষণামূলক নিবন্ধ দাখিল করেন। এই নিবন্ধটি ডাঃ বার্ণেট ও শ্রীমতী রিস ডেভিস্ প্রভৃতি মনীষীগণ কর্তৃক উচ্চপ্রশংসিত হইয়াছে।

বৈষ্ণব ধর্ম্ম সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া ডক্টরেট লাভ বোধ হয় এই প্রথম। আমরা শ্রীমানের নিকট বহু আশা করি।

প্রার্থনা করি তিনি দীর্ঘায়ু হইয়া এই ভাবে দেশের ও বাঙালী জাতির মুখোজ্জ্বল করুন।

ইষ্ট ইণ্ডিয়ান রেলওয়ে

সম্প্রতি ই, আই, রেলওয়েতে সহরতলীর গাড়ীগুলি বেশ দ্রুততর গতিতে যাতায়াত করিতেছে। ডেলি প্যাসেঞ্জারেরা ইহাতে যে সবিশেষ উপকৃত হইয়াছেন তাহা বলাই বাহুল্য। তাঁহারা দেরীতে বাড়ী হইতে বাহির হইয়া গাড়ীতে অল্পক্ষণ মাত্র কাটাইয়া যথাসময়ে কলিকাতা পৌছিতে পারিবেন, এবং ফিরতি পথেও যে এই সুবিধা লাভ করিবেন ইহার সার্থকতা একমাত্র ডেলি প্যাসেঞ্জারেরাই উপলব্ধি করিতে পারিবেন, যাঁহাদের নিকট এক মিনিটের মূল্য ঢের বেশী। এই সুবিধা ও সৌকর্য্যের জন্য প্রতি ষ্টেশনে গাড়ীর বিরামের সময়ও এক মিনিটের স্থানে আধ মিনিট করা হইয়াছে। আমরা আশা করি, যাঁহাদের জন্য কর্ত্তৃপক্ষ এই সুব্যবস্থা করিলেন, সেইসব যাত্রীবর্গ রেলওয়ে কর্ত্তৃপক্ষের সহিত সহকারিতা করিতে পশ্চাৎপদ হইবেন না। দুরন্ত ডেলি প্যাসেঞ্জারগণের দুঃখ নিবারণ কল্পে কর্ত্তৃপক্ষ এই ব্যবস্থা করিয়া যাত্রীসাধারণের অসীম ধন্যবাদভাজন হইয়াছেন।

প্রথম বর্ষা

—শ্রীপ্রভাবতী দেবী সরস্বতী

প্রথম বরষা ঘনায়ে এসেছে
আঁধারে ঢেকেছে চারিধার
সকল আকাশ মেঘে মেঘে আজ
হইয়া গিয়াছে একাকার।

ওর বুকে যায় দামিনী ঝকিয়া
ভয়ে দুরু দুরু কেঁপে ওঠে হিয়া,
মহাকাল নাচে তাথিয়া তাথিয়া
আঁধার দেখায় ভয়,
দেয়া ডেকে ওঠে গুরু গুরু করি,
এনেছে যে তার বুক জলে ভরি,
মৃত্যু নামিছে বিষাণ ফুকারি—
আজি তার মহাজয়।

কে জাগিয়া আছে আজ,
দুয়ারে দাঁড়ায়ে আঁধারের বুকে
আজি রাজ অধিরাজ।

হারায়েছে পথ অভাগা পান্থ,
চলেছে এ পথে একা
যাহারে চাহিয়া চলিয়াছে, হায়
পায় নি তাহার দেখা।

স্ফুট বকুলের গন্ধ ভাসিয়া
বাতাসের সহ নিকটে আসিয়া
পূর্ণ করিছে পথিকের হিয়া
সুমুখে আঁধার নাচে,
পিছনে পশ্চাতে, মাথার উপরে
আঁধার জড়ায়ে আছে থরে থরে,
ঝকিছে দামিনী পথ 'পরে পড়ে
কি জানি অদূরে আছে।

পথ কই—পথ কই ?
নিমেষের তরে শুভ্র আলোক
সুমুখে চমকে ওই।

পথের দিশারি, কোথায় রহিয়াছ
পথিকে দেখাও পথ,
সারথী হইয়া আজি এ আঁধারে
চালাইয়া চল রথ।

প্রথম বরষা ধারা পড়ে ঝরে,
পিছলায় পথ—কেবা হাত ধরে,
আসিয়া দাঁড়াও এ পথের পরে,
হাতখানি ধর তার,
আসুক মৃত্যু, আসুক না ভয়,
মানিবে না আর সে তো পরাজয়
তুমি ছাড়া আর কেহ তার নয়,
ঘুচাও অন্ধকার।

মাথার উপরে থাক,
তোমার আলোকে পথ দেখাইয়া
তাহারে নিকটে ডাক।

চিত্র পরিচিতি

—অভিমন্যু

[আগামী শনিবার হইতে যে সব বিদেশী ছবি কলিকাতায় মুক্তিলাভ করিবে তাহাদের অগ্রিম সংক্ষিপ্ত পরিচয়। সুতরাং কোনো বিদেশী ছবি দেখিতে যাইবার পূর্ব্বে আমাদের চিত্র-পরিচিতি স্তম্ভটি পড়িয়া গেলে, চিত্রপ্রিয়রা লাভবান হইবেন। দীঃ সঃ]

জীন হার্লো—এই সপ্তাহে ইহাকে "Reckless" চিত্রে দেখা যাইবে।

Drake of England

নিউ এম্পায়ারে দেখানো হইবে, শ্রেষ্ঠাংশে ম্যাথিসন ল্যাং, এথেন সিলার, জেন ব্যাক্সটার হেনরী মলিসন প্রভৃতি। বি-আই-পি'র ছবি, পরিচালনা করিয়াছেন আর্থার উডস্।

মহারাণী এলিজাবেথের সময় স্যার ফ্রান্সিস ড্রেক ছিলেন একজন নামজাদা য়্যাডমিরাল। দুঃসাহসিকতাপূর্ণ সমুদ্র যাত্রায় তিনি ছিলেন অদ্বিতীয়। আবিষ্কার ও লুণ্ঠন—এই দুই বিষয়েই তিনি ছিলেন ওস্তাদ। ১৫৮৮ খৃঃ অব্দে স্পেনের "আরমাদা" ধ্বংসের তিনিই ছিলেন লর্ড হাওয়ার্ডের অধীনে প্রধান উদ্যোক্তা।

এই ছবিতে উক্ত ঘটনাটিই বিশদ ভাবে বর্ণিত হইয়াছে। স্প্যানিয়ার্ডদের সহিত তাঁহার ভয়াবহ যুদ্ধ, Nombre de Dios দখল, অতুল ঐশ্বর্য্য-সহ ইংলণ্ডে প্রত্যাবর্ত্তন, মহারাণী ভিক্টোরিয়া কর্ত্তৃক তাঁহার অভ্যর্থনা—ইহা ছাড়া তাঁহার জীবন-সংক্রান্ত আরও কয়েকটি ঘটনা এই ছবিতে দেখানো হইয়াছে। সামান্য একটু রোমান্সও মাঝে মাঝে দেখানো হইয়াছে।

ম্যাথিসন ল্যাংয়ের সহজ সুন্দর অভিনয় ও অনবদ্য বাচন-ভঙ্গী সহ-অভিনেতৃদের ছাড়াইয়া গিয়াছে। এলিজাবেথের অংশে এথেন সিলারের অভিনয়ও প্রশংসনীয়। অন্যান্য ভূমিকাগুলি সু-অভিনীত হইয়াছে। এলিজাবেথের সময় ইংলণ্ডের যেরূপ অবস্থা ছিল ছবিতেও তাহার সূক্ষ্ম অনুসরণ করা হইয়াছে। ইহা পরিচালকের পক্ষে কম গৌরবের কথা নয়।

Reckless

গ্লোবে দেখানো হইবে, শ্রেষ্ঠাংশে জীন হার্লো, উইলিয়াম পাওয়েল, ফ্রাঁসট টোন, মে রবসন, রোজালিণ্ড রাসেল প্রভৃতি। মেট্রোর ছবি, পরিচালনা করিয়াছেন ভিক্টর ফ্লেমিং।

মঞ্চাভিনেত্রী মোনা লেসলির রূপে বব্ হ্যারিসন আকৃষ্ট হইল। বব্ ছিল এক ক্রোড়পতির ছেলে—তাহার রূপ ছিল কিন্তু গুণ ছিল না। ববের প্ররোচনায় মোনা তাহাকে বিবাহ করিল। এই বিবাহে মোনার থিয়েটারের ম্যানেজার নেড রিলির হৃদয় ভাঙ্গিয়া পড়িল।

বিবাহের পরে মোনা দেখিল যে বব আর একজন শিক্ষিত সমাজের মেয়েকে ভালবাসে এবং তাহার পিতাও এ বিবাহের সম্পূর্ণ বিরোধী ছিলেন। ক্রমে বব পিতার নিকট স্বীকার করিল যে মুহূর্ত্তের উত্তেজনায় সে তাহাকে বিবাহ করিয়া ফেলিয়াছে—আসলে তাহার এরূপ বিবাহ করিতে মোটেই ইচ্ছা ছিল না। বব একদিন প্রকাশ্যভাবে মোনাকে যথেষ্ট অপমান করিল। অবশ্য বব এসব কথা মত্ত অবস্থায় বলিয়াছিল। সে একেবারে নেডের হোটেলে গিয়া দেখে নেড ও মোনা একত্রে রহিয়াছে, সে তখন আত্মহত্যা করিল। এদিকে সকলে মোনাকেই তাহার স্বামীর হত্যাকারিণী বলিয়া সন্দেহ করিল। ইতিমধ্যে মোনা একটি ছেলের জননী হইয়াছিল। সেই শিশু সন্তানকে নিজের কাছে রাখিবার জন্য সে স্বামীর সমস্ত সম্পত্তির দাবী পরিত্যাগ করিল। তাহার ছেলের ভরণপোষণের জন্য

মোনা আবার রঙ্গমঞ্চে ফিরিয়া আসিল। দর্শকরা তখন আর তাহাকে চায় না। তখন মোনা দর্শকদের মর্ম্মস্পর্শী ভাষায় সকল ব্যাপার খুলিয়া বলিল। অবশেষে মোনা নেডের সহিত মিলিত হইল।

জীন হার্লোকে অভিনেত্রী মাতা মোনা রূপে ভাল মানায় নাই, তাঁহার সু-অভিনয়ের গুণে ভূমিকাটি জীবন্ত হইয়া উঠিয়াছে। বব হ্যারিসনের ভূমিকায় ফ্রাঁসট টোন খুব মনোজ্ঞ অভিনয় করিয়াছেন। উইলিয়াম পাওয়েল, মে রবসনও প্রশংসনীয় অভিনয় করিয়াছেন।

It Happened In New York

ম্যাডান থিয়েটারে দেখানো হইবে, শ্রেষ্ঠাংশে লাইল ট্যালবট, গারট্রুড মাইকেল হিদার এঞ্জেল, ডিক ইলিয়ট প্রভৃতি। ইউনিভারসেলের ছবি, পরিচালনা করিয়াছেন অ্যালান ক্রসল্যাণ্ড।

ভানিয়া নার্দ্দি ছিল একজন প্রসিদ্ধ চিত্রাভিনেত্রী। সে তাহার প্রচার-সম্পাদকের পাবলিসিটিতে বিরক্ত হইয়া চার্লি বার্ণস নামক এক ট্যাক্সি ড্রাইভারের গাড়ীতে চড়িয়া নিউ ইয়র্ক যাত্রা করিল। চার্লিও তাহার বালিকা বন্ধুর নিকট ভানিয়া নাম শুনিয়া শুনিয়া অতিষ্ঠ হইয়া উঠিয়াছিল। এদিকে তাহার প্রচার-সম্পাদক এমন একটি বন্দোবস্ত করিয়া রাখিয়াছে যে একজন নকল যুবরাজের সহিত এক সভায় ভানিয়ার উপস্থিতি একান্ত প্রয়োজনীয়। তাহার পর বহু হাস্যরসাত্মক ঘটনার মধ্য দিয়া যে কি করিয়া শেষ-রক্ষা হইল তাহা পর্দ্দায় দেখিলেই অধিকতর উপভোগ্য হইবে।

অভিনেতৃবৃন্দের মনোমদ অভিনয় ও ঘটনা-বিন্যাসের নৈপুণ্যে ছবিখানি আগাগোড়া উপভোগ্য হইয়াছে।

গান

—ডাঃ শ্রীবটকৃষ্ণ রায়

ছাড়বো না ও' চরণ—
(আমি) ছাড়্‌বো নাকো চরণ!
ঐ চরণে রাখ্‌বো বেঁধে আমার জীবন মরণ॥
এত দিন চক্ষু বুঁজে
ঘুরেছি কি যে খুঁজে
মিলেছে অবশেষে মনের মত রতন।
সফল আজি খোঁজাখুঁজি, বেদন-নিবেদন॥

মন-ভুলানো রং-ফলানো রামধনুকের মত
ধরতে গিয়ে—রতন বলে—মিলিয়ে গেছে কত
সত্যকারের সেরা নিধি—
আজ্ দিয়েছে মোরে বিধি
রাখ্‌বো বুকে নিরবধি বুক-জুড়ানো ধন॥

—:—

খেলার মাঠে

এ সপ্তাহের সর্ব্বাপেক্ষা বড় খবর খুলনার স্পোর্টিং ইউনিয়নের সহিত মোহনবাগানের ১-০ গোলে জয়লাভ ও লিসেষ্টার রেজিমেণ্টের নিকট ২-১ গোলে শোচনীয় পরাজয়।

মোহনবাগানকে বাঙ্গালী মাত্রেই গৌরবের বস্তু বলিয়া মনে করে। কিন্তু লিসেষ্টার বনাম মোহনবাগান খেলায় তাঁহাদের ফরওয়ার্ড লাইনের অকৃতকার্য্যতায় সকলেই টীমটির জন্য দুঃখপ্রকাশ করিয়াছেন। এতগুলি গোল করিবার সুযোগ নষ্ট করা কোন প্রথম বিভাগের টীমের পক্ষেই যুক্তিসঙ্গত নহে!

সেদিন হামিদের অনুপস্থিতির দরুণ বোথরা সেণ্টার হাফে নামিয়াছিলেন। তিনি একে মন্থরগতি, তাহার উপর উপযুক্ত ভাবে বল বিতরণ করিতে না পারায় অনেক খেলোয়াড় ভাল খেলিতে পারিতেছিলেন না। শুনিলাম হামিদকে আর মোহনবাগান টীমে দেখা যাইবে না, কারণ তিনি বদলী হইয়া শীঘ্রই লক্ষ্ণৌ চলিয়া যাইবেন। যাহা হউক, তাঁহার অভাব সেদিন পুরামাত্রায় অনুভূত হইয়াছিল। সেদিন সর্ব্বাপেক্ষা ভাল খেলিয়াছিলেন সন্মথ দত্ত, বিমল মুখোপাধ্যায়, কে, ভট্টাচার্য্য, গুইন ও চৌধুরী মোহনবাগানের ভাগ্যদোষে, দুটি অব্যর্থ গোল গোল-পোষ্টের Bar-এ লাগিয়া ফিরিয়া আসিল। প্রথমটি চৌধুরীর পাশ হইতে ভট্টাচার্য্য এমন সুন্দর একটি হেড দিলেন যে, বলটি উপরকার Bar-এ লাগিয়া ফিরিয়া আসিল। আর একবার প্রায় ৫ গজ দূর হইতে রায় চৌধুরী শট্ করিলেন, সেটিও গোল-পোষ্টে লাগিয়া ফিরিয়া আসিল। তাহার পরই সৈনিকদল একখানি গোল দিল। প্রায় দশ গজ দূর হইতে সৈনিকদলের মস এমন ভাবে শট করিলেন যে বলটি ঠিক Bar-এর নীচে দিয়া গোলে ঢুকিল, কে, দত্ত খর্ব্বাকৃতি বলিয়া বলটি নাগালই পাইলেন না। তাহার পর মিনিট কয়েক পরে মাঠের মাঝখানে মোহনবাগান একটি ফ্রি কিক্ পাইল, তাহাতে সন্মথ দত্ত এমন সুন্দর একটি শট করিলেন যে গোলরক্ষক যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াও তাহা আটকাইতে পারিলেন না। ফলাফল হইল—১ ১।

তাহার পর মোহনবাগান বেশ ভালই খেলিতে লাগিল। সৈনিকদলের হাফপেনীর নিকট হইতে একটি শট ফিরাইতে গিয়া কে, দত্ত গোল হইতে বহির্গত হইয়া আরও একটি খেলোয়াড়কে ফিরাইতে গিয়া তাঁহার হাত হইতে বলটি পড়িয়া যায়। তাহাতে হাফপেনী শট করিলেন বটে, কিন্তু তাহা মোহনবাগানের রক্ষণ-ভাগের একজনের পায়ে লাগিয়া মারখামের নিকট গেল। তিনি অনায়াসেই রক্ষীশূন্য গোলে শট করিয়া ২-১ গোলে জয়লাভ করিলেন। এই গোলটি হয় বিশ্রামের এক মিনিট পূর্ব্বে। বিশ্রামের পরে মোহনবাগান দল গোল করিবার অনেক সুযোগ হারাইল। চৌধুরী গোলরক্ষককে চার্জ্জ করিতে গিয়া নাকে ভীষণ আঘাত পান, কিছুক্ষণের জন্য বাহিরে গিয়া নাকে ব্যাণ্ডেজ করিয়া পুনরায় খেলিতে আরম্ভ করেন। ইহার পর রায় চৌধুরী, কুমার ও ভট্টাচার্য্য প্রত্যেকেই এমন কয়েকটি চান্স নষ্ট করিলেন যে, তাঁহাদের মত সুদক্ষ খেলোয়াড়দের সে রকম সুযোগ নষ্ট করা কোন মতেই উচিত নয়।

•

মোহামেডান স্পোর্টিং ঢাকার ভিক্টোরিয়া স্পোর্টিংএর সহিত ২-০ গোলে জিতিয়া ই, আই-আরকে চতুর্থ রাউণ্ডে ৪-১ গোলে পরাজিত করিয়া সেমি ফাইন্যালে উঠিয়াছেন। এদিকে ইষ্ট ইয়র্কও কলিকাতাকে ১ গোলে পরাজিত করিয়া সেমি ফাইন্যালে উঠিয়াছেন। কলিকাতা বনাম ইষ্ট ইয়র্ক খেলা দু'দিন হইয়া তবে মীমাংসিত হয়। প্রথম দিন ইষ্ট ইয়র্ক ১৫ মিনিটের মধ্যেই ২ গোল দিয়া দেয়। শেষে কলিকাতা দুটি পেনাল্টি পায় তাহাতে ড্র করে। পরের দিন দ্বিতীয় বার খেলায় কলিকাতা এক গোলে হারিয়া যায়। বুধবার দিন ইষ্ট ইয়র্ক বনাম মহামেডান স্পোটিং এর সেমি-ফাইন্যাল খেলা ছিল।

•

এদিকে লয়ালস এরিয়ান্স দলকে ২-১ গোলে পরাজিত করিয়া এচ, এল, আইকেও ২-১ পরাজিত করিয়া সেমি ফাইন্যালে উঠিয়াছে। লয়ালস বনাম লিসেষ্টার খেলা আজ হইবে। আমাদের মনে হয় লিসেষ্টার যেমন দ্রুতগামী টীম এ খেলায় তাহাদের জয়লাভের সম্ভাবনাই বেশী।

*

আগামী শনিবার ২৭শে জুলাই আই-এফ-এ শীল্ডের ফ্যাইন্যাল খেলা হইবে।

*

দ্বিতীয় বিভাগ লীগের পুলিশ ও রেঞ্জার্স দলের পয়েণ্ট এক হওয়াতে কে প্রথম বিভাগে উন্নীত হইবে সেই উদ্দেশ্যে এক খেলা হয়। তাহাতে পুলিশ দল ২-০ গোলে জয়লাভ করিয়া প্রথম বিভাগে উন্নীত হইয়াছে।

সুন্দর এবং কমনীয় মুখের অধিকারিণী শ্রীমতী সীমকি।

নারীর সৌন্দর্য্য অন্তরে

আপনাদের কাগজে অনেকদিন যাবত নারীর সৌন্দর্য্য লইয়া আলোচনা হইতেছে। এ সম্বন্ধে দুই একটি কথা লিখিতেছি। নারীলোকের পরিচালিকা মহাশয়া নারীর বহিঃসৌন্দর্য্য, চালচলন, পোষাকের পারিপাট্য এই সব লইয়াই আলোচনা করিয়াছেন। পোষাক পরিচ্ছদে ও প্রসাধনে নারীর সৌন্দর্য্য কিছু বাড়ে বটে কিন্তু সেই সৌন্দর্য্য একমাত্র বাহিরেই এবং এত ক্ষণস্থায়ী যে একটু পর্য্যবেক্ষণ করিলেই ওর কৃত্রিমতা ধরা পড়িয়া যাইবার সম্ভাবনা। নারীর আসল সৌন্দর্য্য তার অন্তরে—বেশভূষার পারিপাট্যে নয়। নারীর অন্তরলোকে বিধাতা যে অপরূপ সামগ্রী দিয়াছেন, তাহার সম্যক বিকাশই হইতেছে নারীর সৌন্দর্য্য। অবশ্য সাজ পোষাক বা প্রসাধনের যে প্রয়োজন নাই, এমন কথা আমরা বলিতে চাহি না। নারীর সৌন্দর্য্য প্রদর্শনের বস্তু হইয়া দাঁড়াইলে সাজ-পোষাকের পারিপাট্য ও ঘসা-মাজা দরকার বেশী এবং একমাত্র আবশ্যকীয়। কিন্তু নারীর সৌন্দর্য্য কি বাহিরের প্রদর্শনের বস্তু? আধুনিক সাজ পোষাকে সজ্জিতা অনেক অভিজাত নারীর চলনে বলনে হাবে ভাবে খানিকটা উগ্র আনন্দ পাওয়া যায় বটে, কিন্তু সেটা সাজ পোষাকের তারতম্য অনুসারে পরিবর্ত্তিত হয়। কিন্তু সলজ্জা "এনামেল না-করা" কমনীয় মুখ-কান্তি বিশিষ্টা তরুণী সর্ব্বসময়ে, সকল বেশেই একটা তৃপ্তি আনিয়া দেয়। সর্ব্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় জিনিষ হইল, কমনীয়তা বা নম্রতা।

নারীর সৌন্দর্য্য বেষ্টন করিয়া আছে তাঁর সর্ব্ব কাজে—সকল ব্যবহারে। অশেষ সৌন্দর্য্যময়ী নারী তাঁহার নিখুঁৎ বেশ-ভূষার পারিপাট্যে বাহিরে যথেষ্ট বাহবা পান, কিন্তু সেই নারীর গৃহখানি যদি সুনিপুণ ও সুষ্ঠুভাবে সাজান গোছান না থাকে তাহা অত্যন্ত পীড়াদায়ক বলিয়া মনে হয়। গৃহখানা দেখিলেই সেই নারীর সম্বন্ধে যে ধারণা হইবে তাহা শত সাজ পোষাকেও পরিবর্ত্তন করিতে পারে না। অনেক বাড়ীতে দেখা যায় জিনিসপত্র এমন অগোছাল ভাবে পড়িয়া রহিয়াছে, যে সর্ব্বপ্রথমে গৃহকর্ত্রীর উপরেই অশ্রদ্ধার ভাব জাগে। এখানে, সেখানে ঝুল, বাড়ীময় কাগজের কুচি, শয়ন ঘরেই হয়ত জিনিসপত্র, বাসনকোসন জড় করা—দেখিলেই মনে একটা বিতৃষ্ণার ভাব উদয় হয়। সেই নারীই বাহিরের চাকচিক্যে এবং প্রসাধনের কৃপায় ও শাড়ী পরার ভঙ্গীতে সৌন্দর্য্যময়ী হইতে চান। কিন্তু অন্তরের মলিনতা বাহিরের সৌন্দর্য্যের দ্বারা ঢাকা পড়ে না।

নারীর সৌন্দর্য্য ঘিরিয়া আছে, তার স্নেহ মায়া, মমতা, ভালবাসা ইত্যাদি। ভাইয়ের পাশে ভগ্নীর মমতাময়ী মুখখানি, স্বামীর কণ্ঠলগ্না স্ত্রীর আবেশবিভোল মোহনীয় মূর্ত্তি, শিশুকোলে জননীর স্নেহমাখা মুখখানি, এর তুলনা নাই। ইহাই নারীর সৌন্দর্য্য। নারীর সৌন্দর্য্য বাহিরে নয়, তাহার সৌন্দর্য্য অন্তরে। এই জন্যই নারী বিশ্বময়। *

"স্ত্রিয়ঃ সকলাঃ সমস্তাঃ জগৎসু"

—শ্রী সুব্রতা চট্টোপাধ্যায়

* এই প্রবন্ধটির বিষয়-বস্তু সম্বন্ধে আমরা পরে আলোচনা করিব।

—পরিচালিকা—নারীলোক

চিত্রে "খাসদখল"

মেসার্স সরকার দত্ত এণ্ড কোং সিম্প্রোফোন যন্ত্রের এজেন্টরূপে যাঁহারা সবিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন, স্বর্গীয় অমৃতলালের সুপ্রসিদ্ধ কৌতুক-নাট্য "খাসদখল"কে চিত্রায়িত করিতে মনস্থ করিয়াছেন। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস নাটকখানি যদি সুপরিচালিত হয়, তাহা হইলে বাস্তবিকই একখানি উপভোগ্য ও দর্শনীয় বস্তু হইবে। এই কোম্পানীর উপর আমাদের যথেষ্ট আস্থা আছে। প্রার্থনা করি, ইঁহাদের প্রথম উদ্দম সকল রকমে সাফল্যমণ্ডিত হউক।

বেঙ্গল টকীজ

গত ১৭ই জুলাই হইতে ভারতলক্ষ্মী ষ্টুডিওতে ইঁহাদের প্রথম হিন্দি ছবি "One Fatal Night" শ্রীমধুবসুর পরিচালনায় তোলা আরম্ভ হইয়াছে। মিঃ ক্রৌড্, শ্রীগীতা ঘোষ, মণি সাণ্ডাল ও গফুর শ্রীযুক্ত বসুর সহকর্ম্মী নিযুক্ত হইয়াছেন। সঙ্গীত পরিচালনা করিবেন মিঃ মুস্তাক্ হোসেন। অভিনয় করিবেন—শ্রীমতী জেরিণা খাতুন, আজমৎ বেগম, ইন্দুবালা, ধীরাজ ভট্টাচার্য্য, মাষ্টার মণিলাল, সুলতান সেকেন্দার, কপূর ও মাষ্টার গামা।

বিদ্রোহী

রূপবাণী ও চিত্রায় ইষ্ট ইণ্ডিয়ার নবতম চিত্র "বিদ্রোহী"র ট্রেলার দেখান হইতেছে। ট্রেলার দেখিয়া মনে হয় ছবিখানি বাস্তবিকই ভাল হইয়াছে, কারণ বাংলায় এরূপ কলা ও রুচিসঙ্গত ট্রেলার এই প্রথম। আগষ্টের প্রথমেই "বিদ্রোহী" রূপবাণীতে আত্মপ্রকাশ করিবে।

পূর্ণ থিয়েটার

দক্ষিণ কলিকাতার আদি ও জনপ্রিয় চিত্রাগার পূর্ণ থিয়েটারে আমরা আর একবার "দেবদাস" দেখিয়া আসিলাম। নিউ থিয়েটার্সের এই চিত্রখানি যে ভারতীয় চিত্রনির্ম্মাণে একটি নবযুগ আনয়ন করিয়াছে, একথা আমরা একাধিকবার বলিয়াছি এবং এখনও বলিতেছি। শ্রীযুক্ত বড়ুয়া এখন হইতে যদি কেবলমাত্র চিত্র পরিচালনাতেই আত্মনিয়োগ করেন, তাহা হইলে অচিরে আমরা তাঁহাকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ভারতীয় চিত্র-পরিচালক রূপে অভিনন্দিত করিয়া গর্ব্ব করিতে পারিব। দয়া করিয়া তিনি নট-বৃত্তি পরিত্যাগ করুন, কারণ তাঁহার মুখে বাংলা ভাষা তেমন মিষ্ট শোনায় না এবং অভিনয়ও হয় আড়ষ্ট। তিনি পরিচালক, অভিনেতা নহেন।

পূর্ণ থিয়েটারের আমূল পরিবর্ত্তন হইতেছে। বর্ত্তমানে প্রেক্ষাগৃহটি আমূল সংস্কৃত হইয়া নয়নমনোহর রূপ ধারণ করিয়াছে। ভিতরে বসিবার আসনের ও পাখার বিশেষ সুব্যবস্থা হইয়াছে। ত্রিতলে মহিলাদের ॥০ আনার আসনগুলিও খুব সুখকর। শীঘ্রই হাউসের সম্মুখ ভাগেও কার্য্যারম্ভ হইবে। বাড়ীর প্ল্যান যাহা দেখিলাম তাহাতে মনে হয়, পূর্ণ থিয়েটারের বহিঃসৌন্দর্য্য কলিকাতার অন্য কোনও থিয়েটার অপেক্ষা ন্যূন রহিবে না। আমরা কর্ত্তৃপক্ষের সর্ব্ববিধ সাফল্য কামনা করি।

শ্রীকালীপ্রসাদ ঘোষ

বোম্বাই সাগর মুভিটোনের সুপ্রসিদ্ধ চিত্র পরিচালক শ্রীযুক্ত কালী প্রসাদ ঘোষ স্ত্রীর অসুস্থতা সংবাদে মাত্র কয়েক দিনের জন্য কলিকাতা আসিয়াছেন। এই অসুখ একটু কমিলেই তিনি পুনরায় বোম্বাই যাত্রা করিবেন। প্রার্থনা করি, শ্রীমতী ঘোষ শীঘ্র নিরাময় হইয়া উঠুন।

রূপকথা

আগামী শনিবার হইতে ডাক্তার "জিকিল এণ্ড মিষ্টার হাইড" এবং বুধবার হইতে "সঙ্গ অফ্ সঙ্গস" দেখান হইবে। ইহাদের পরবর্ত্তী চিত্র হইবে "মহুয়া"।

গন্ধর্ব্ব সিনেটোনের "মহারাণী" এখানে ১০ই আগষ্ট মুক্তিলাভ করিবে। শ্রেষ্ঠাংশে অভিনয় করিয়াছেন বাঙ্গলার বুলবুল শ্রীমতী পদ্মা।

রূপবাণী

২৭শে জুলাই শনিবার হইতে রূপবাণীতে মেট্রোগোল্ড্উইন মেয়ারের বিরাট চিত্র "ডেভিড কপারফিল্ড্" মাত্র এক সপ্তাহের জন্য আসিতেছে। দুই বৎসরব্যাপী প্রযোজনার ফলে এই বিরাট চিত্রখানির জন্ম যে সার্থক হইয়াছে, তাহা সকলেই স্বীকার করিবেন। ৩রা আগষ্ট শনিবার ইষ্ট ইণ্ডিয়া ফিল্মের রোমাঞ্চকর বিরাট চিত্র "বিদ্রোহী"র শুভ উদ্বোধন "রূপবাণীর" রূপায়তনেই সম্পন্ন হইবে।

বঙ্গীয় চিত্র প্রদর্শক সমিতি

বঙ্গীয় চিত্র প্রদর্শক সমিতির সহ-সভাপতি ও স্ক্রিন কর্পোরেশন লিমিটেড (রূপবাণী) এর সহযোগী ম্যানেজিং ডিরেক্টার শ্রীযুক্ত মনোরঞ্জন ঘোষ এম্, এ, বি, এল, মহাশয় গত ১৯শে জুলাই শুক্রবার প্রাতে বড়লাট বাহাদুরের আইন সচিব স্যার এন্, এন্, সরকার মহাশয়ের সহিত তদীয় কলিকাতাস্থ বাসভবনে—সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন। মাননীয় আইন-সচিব মহাশয় মনোরঞ্জন বাবুর সহিত ভারতীয় চিত্রশিল্পের ভবিষৎ সম্বন্ধে আলোচনা

করেন, ও নব প্রতিষ্ঠিত বঙ্গীয় চিত্র প্রদর্শক সমিতি স্বীয় কার্য্যে কিরূপ অগ্রসর হইতেছেন সে বিষয়ে অনুসন্ধান করেন। ঘোষ মহাশয়ের অনুরোধে স্যার নৃপেন্দ্র নাথ উক্ত সমিতির পৃষ্ঠপোষক হইতে সম্মত হইয়াছেন। পরিশেষে জনসাধারণের মধ্যে দেশীয় চিত্র শিল্প বিষয়ে উৎসাহ ও অনুরাগ ও জ্ঞান বিস্তারের উদ্দেশ্যে কলিকাতায় একটি সিনেমা পাঠাগার প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তা কত তাহা সবিশেষ উল্লেখ করিয়া ঘোষ মহাশয় আইন সচিব মহোদয়ের নিকট বিদায় গ্রহণ করেন।

রূপালী

আমরা বিশ্বস্তসূত্রে অবগত হইলাম যে আগষ্ট মাসের প্রথমেই কেশব সেন ষ্ট্রীটে (পুরাতন মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট) ও কলেজ ষ্ট্রীটের মোড়ে উক্ত নামীয় নূতন চিত্রগৃহটি সাধারণ্যে আত্মপ্রকাশ করিবে। শুনিলাম যে চার-আনার আসনেও গদি দেওয়া হইবে। উক্ত অঞ্চলে এরূপ একখানি ছবিঘরের যথেষ্ট অভাব ছিল। সে অভাব পূরণ করিয়া সত্বাধিকারী শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র বারিক সকলের ধন্যবাদভাজন হইয়াছেন। একখানি প্রথম শ্রেণীর ইংরাজী সবাক চিত্র দিয়া "রূপালী"র উদ্বোধন হইবে।

জলসা

গত ১৭ই জুলাই বুধবার ১১৪।২ কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীটস্থ কারমাইকেল মেডিকেল কলেজ ছাত্রাবাসের শ্রদ্ধেয় সুপারিনটেণ্ডেণ্ট শ্রীপূর্ণেন্দুনারায়ণ চৌধুরীর বিলাত গমন উপলক্ষে উক্ত ছাত্রাবাসের ছাত্ররা তাঁহাকে এক বিদায় অভিনন্দন দেয়।

সভার সভাপতি ছিলেন, ডাঃ এম, এন, বসু। উদ্বোধন সঙ্গীত গান শ্রীখোকন হোম ও নীহার গুপ্ত। পরে জলযোগ।

তারপর এক জলসার আয়োজন হইয়াছিল। উক্ত জলসায় শ্রীপাহাড়ী সান্যাল, শ্রীরবীন্দ্রমোহন বসু, শ্রীহরিপদ চট্টোপাধ্যায়, উদয়শঙ্কর দলের দুলালবাবু এবং বিজয়বাবু, শ্রীনিভাননী সেন গুপ্তা গান গাহেন।

আজ সন্ধ্যায়

—শ্রীহরপ্রসাদ মিত্র

আজ সন্ধ্যায় আকাশে জাগে না চাঁদ :
নাই এক কণা শুভ্র, মদির আলো।
তারারা ঘুমায় নিটোল, নিবিড় ঘুম;
তবু এই রাত্ লেগেছে আমার ভালো॥

আজ আছে মোর জানালার এই পাশে—
এক গোছা শুধু রজনীগন্ধা ফুল।
মোমের আলোয় থম্‌থমে এই ঘরে—
চিক্‌মিক্ করে তোমার কাণের দুল্।
আজ জেগে আছে ঘরের বাইরে একা—
বাদলের মেয়ে—কাঁদুনে বাদল-মেয়ে।
ঘুমের পরীরা বন্ধ ক'রেছে পাখা!
দু'জনার পানে র'য়েছি দু'জনা চেয়ে॥

খেয়ালী বাতাস কাঁপায় মোমের শিখা;
দেয়ালেতে কাঁপে আমাদের কালো ছায়া।
কপালে আমার চুমু দেয় জলকণা:
সারা ঘরে আজ কোন্ মায়াবীর মায়া!

আজ সন্ধ্যায় লাগ্‌ছে তোমায় ভালো:
মনে হয় তুমি ঘুমপরীদেরই সাথী।
হয়তো বা পথ হারিয়ে ফেলেছ,—তাই—
আমার এ ঘরে থাকবে একটি রাতি॥
আজ্‌কে তোমার কপালে, কপোলে, গলে—
মোমের আলোর চুমো হ'য়ে গেছে সোনা
আমি ব'সে ব'সে দেখ্‌ছি তোমায় শুধু;
তুমি বাতায়নে ব'সেছ' অন্যমনা॥
আজকে লিখবো কবিতা তোমার নামে:
আঙুরের মত মিষ্টি কবিতা, মীনা!
'অমরু শতক', ওমর খৈয়ম, রবি—
হার মেনে যাবে সব কবিদের বীণা॥

সম্পাদক—
শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়   শ্রীগিরিজা কুমার বসু

র সার্কুলার রোড, দীপালী প্রেসে মুদ্রিত ও দীপালী কার্য্যালয় হইতে দীপালীর সত্বাধিকারী—
শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

দীপালী

DIPALI

বাংলার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সচিত্র সাপ্তাহিক

এক আনা] ১৬ই শ্রাবণ, ১৩৪২ :: 1st August, 1935 [ONE ANNA

কলম্বিয়ার "Twentieth Century" ছবিতে জন ব্যারীমুর ও ক্যারল

দীপালী কার্য্যালয়—১২৩।১, আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা—
ফোন বড়বাজার—৩২৫৩

৭ম বর্ষ { ১৬ই শ্রাবণ বৃহস্পতিবার, ১৩৪২ ১লা আগষ্ট ১৯৩৫ } ৩০শ সংখ্যা

কলাকেলি

মিল্টনের ভাষায়, "All hell broke loose !" বিশেষ, প্রবাদের 'কম্‌লী' সহজে ছাড়ে না। "সীতা"র নাচ নিয়ে একটি অতিকায় প্রতিবাদ-প্রবন্ধ আমরা ছাপতে পারি নি—এ কথা গেলবারেই বলেছি। কিন্তু তাতেও প্রতিবাদীর উৎসাহ কমেনি—কমবার কথাও নয়! ভূতপূর্ব্ব 'মনোমোহন নাট্যমন্দিরে'র চারজন ভদ্রলোকের পত্র নিয়ে আবার তিনি আমাদের আক্রমণ করেছেন—তার মধ্যে বিপুল বিস্ময়ে দেখছি শ্রীমান ব্রজবল্লভও শিং উঁচিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। চিরজীবী হও বাছা! এমন মহাসম্মিলনকে অস্বীকার করলে আমার নাকি আর নিন্দার সীমা থাকবে না! তাই আবার "দীপালী"র মূল্যবান স্থান নষ্ট করতে বাধ্য হলুম। এজন্যে সকলের কাছে করজোড়ে মার্জ্জনা প্রার্থনা করছি। এই শেষ-বার!

*

প্রতিবাদী এবারেও নিজে আরো-কিছু বলবার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু তাঁর দ্বিতীয়বারের প্রকাণ্ড প্রতিবাদ-প্রবন্ধের মধ্যেও যখন সেই কথাগুলিই আছে এবং যখন সেগুলির সত্যতা নিয়েও আমরা সামান্য আলোচনা করব, তখন তাঁর তৃতীয়বারের মধুর বচনগুলি প্রকাশ করা বাহুল্য হবে ব'লে বাদ দিলুম। দ্বিতীয় বারের ভীষণাকার প্রবন্ধটি যে এতদিনে কোন কুবিখ্যাত পত্রের শোভাবর্দ্ধন করছে, এমন আশা অনায়াসেই করতে পারি। সুতরাং আমার নিরুত্তর হয়ে থাকা ঠিক নয়। অতঃপর চিঠিগুলি সকলে পাঠ করুন :—

(১ম পত্র)

যতীনবাবু, দেখিলাম হেমেন্দ্রবাবুর সঙ্গে আপনি মসীযুদ্ধে লিপ্ত হইয়াছেন। এরূপ যুদ্ধে যাঁরা মধ্যস্থতা করিতে যাইবেন, তাঁদের দেহও মসীময় হইবার সম্ভাবনা। তথাপি সত্যের অনুরোধে দুই এক কথা বলিতে হয়। যে "সীতা" নাটকের নাচ লইয়া তর্কবিতর্ক উঠিয়াছে, সে নাটকের লেখক আমি—সে সময়টা শিশিরকুমারের সঙ্গে ঐ (মনোমোহন) থিয়েটারের পাশে একটা বাড়ীতে থাকিতাম, সেইখানেই নাচগানের শিক্ষা দেওয়া হইত। "মঞ্জুল মঞ্জরী" গানটী হেমেন্দ্রবাবুর রচনা—আমার এবং শিশিরবাবুর অনুরোধে তিনি "সীতা" নাটকের জন্য কয়েকখানি গান রচনা করেন—সুর সংযোজনা করেন ৺গুরুদাসবাবু আর নৃত্যপরিকল্পনা ও সংযোজনা করেন স্বর্গীয় বন্ধুবর মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়, হেমেন্দ্রবাবু সেখানে উপস্থিত থাকিতেন। "বসন্তলীলা" ও "সীতা"য়

মণিলালবাবু নাচ দিয়াছেন—"পাষাণী"তে, সম্ভবতঃ মণিলালবাবুর অনুপস্থিতিতে, হেমেন্দ্রবাবু নাচ দিয়াছেন; আমি আজ পর্য্যন্ত ইহাই সত্য বলিয়া জানিয়া আসিতেছি, এবং মুদ্রিত "সীতা" বইয়ের 'পরিচয়'-পৃষ্ঠাতে এই কথা স্পষ্টাক্ষরে লেখা ছিল। আশা করি, স্বয়ং শিশিরবাবু ও মনোরঞ্জনবাবু আমার উক্তি সমর্থন করিবেন—আপনি তাঁহাদের সাক্ষ্য নিতে পারেন।

"সীতা"র নাচের আগে বাংলা থিয়েটারে নাচের অবস্থা অতি শোচনীয় ছিল, হেমেন্দ্রবাবুর এ উক্তিও ঠিক নয়। স্বর্গীয় কাশীনাথ চট্টোপাধ্যায়, রাণুবাবু এবং নৃপেন্দ্রচন্দ্র বসু মহাশয় প্রভৃতি নৃত্যশিক্ষক আলিবাবা, আবুহোসেন, যাদুকরী প্রভৃতি গীতিনাট্যে যে সমস্ত নাচ দিয়াছেন, তাহা 'ভারতীয়' না হইলেও অপূর্ব্ব, যথার্থ নাচ। এই তিন জন নৃত্যশিক্ষকের সঙ্গে একযোগে নাম করা যাইতে পারে এমন কোনো নৃত্যশিক্ষক আজ আর বাংলা রঙ্গালয়ে বা রঙ্গালয়ের বাহিরে কোথাও নাই। নূতন ধরণের নৃত্য-ভঙ্গী নাট্যমন্দিরের "সীতা", "জনা", "হাস্নু-নো-হানা", "দিগ্বিজয়ী" ও ষ্টার থিয়েটারের "ফুল্লরা"য় দেখা গিয়াছে—এ কয়খানি নাচই মণিলালবাবুর দেওয়া। তাঁর অকাল মৃত্যুর পর আর কোনো নাটকেই তেমন কোনো ভাল নাচ দেখিয়াছি বলিয়া মনে হয় না, অন্ততঃ আর কোনো নাচ জনপ্রিয় হয় নাই। মিনার্ভা থিয়েটার ছাড়া আমাদের এ অঞ্চলে অপেরা অভিনয়ই উঠিয়া গিয়াছে।

গুণমুগ্ধ

(স্বাঃ) শ্রীযোগেশ চৌধুরী

*

(২য় পত্র)

যতীনবাবু, আপনার সঙ্গে হেমেনদা'র "সীতা" নাটকে "মঞ্জুল মঞ্জরী" নাচের পরিকল্পনা নিয়ে একটা অপ্রীতিকর তর্ক চল্‌ছে—এর মাঝখানে আমাদের না ডাকলেই ভাল কর্ত্তেন। হেমেনদা' আজকাল অনেক নাটকে এবং ছবিতে নাচ দিয়ে থাকেন। তিনি "মঞ্জুল মঞ্জরী" নাচের পরিকল্পনাকারী, এতদিন পরে তিনি এই খ্যাতির দাবী ক'রে, আমাদের বহুদিনের ধারণা উল্‌টে দিতে চাইছেন। শ্রীযুক্ত শিশিরবাবুর সঙ্গে ইডেন্ গার্ডেন থেকে আমি অভিনয় ক'রে আস্‌ছি। যোগেশদা'র "সীতা"র পরিকল্পনা থেকেই সম্প্রদায়ের সঙ্গে বিশেষভাবেই জড়িত ছিলেম, নাচ গান অভিনয় সর্ব্ব ব্যাপারেই কতকটা শিক্ষার্থী হিসাবে সাক্ষীই ছিলেম—তাই, এতদিন পর্য্যন্ত এ ধারণা আমার কি ক'রে যে ছিল যে "মঞ্জুল মঞ্জরী" নাচ মণিবাবুর পরিকল্পনা, আজ হেমেনদা'র কথায় তা বুঝতেই পাচ্ছিনে, হয়ত হেমেনদা' আমাদের সকলের দৃষ্টিপথের অন্তরালে মণিবাবুকে এই নাচ বিষয়ে সাহায্য ক'রে বা শিক্ষা দিয়ে থাকতে পারেন। আমার যতদূর মনে পড়ে, শ্রীযুক্ত চারু রায় প্রভৃতির প্রকাশ্য পরামর্শেই এই নাচটির দুই এক স্থান মণিবাবু পরিবর্ত্তিত ক'রেছিলেন—সে জন্য কি পরিকল্পনার দাবী তাঁদের করা চলে না কিংবা উচিত?

তারপর, মণিবাবুর নাচের একটা বিশিষ্ট ছাপ আছে—যা 'জনা'র নায়িকার নাচে, 'হাস্নু-নো-হানা'র নাচে, 'ফুল্লরা'র নাচে, 'দিগ্বিজয়ী'র নাচে স্ফুট। সেই ছাপ হেমেনবাবুর কোনও নাচে লক্ষ্য ক'রেছি ব'লে মনে হয় না। 'মঞ্জুল মঞ্জরী' নাচে সে ছাপ র'য়েছে।

মণিবাবুর সঙ্গে এই নাচের পেছনকার আইডিয়া বিষয়ে আমার ব্যক্তিগত আলাপ হবার সুযোগ ও সৌভাগ্য হয়েছিল—তবে দরকার হ'লে সে আলোচনা পরে ক'রব। তবে বিষয়টা এমন কিছু গুরুতর নয়—এই নিয়ে বেশী আলোচনায় অনর্থক মনোমালিন্য বৃদ্ধি হবার সম্ভাবনা, তাই এ বিষয়ে আর আলোচনা না হওয়াই বাঞ্ছনীয়। ইতি—

আপনার

(স্বাঃ) শ্রীমনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য

*

(৩য় পত্র)

যতীনবাবু, মনোমোহন নাট্যমন্দিরে অভিনীত প্রথম নাটক "সীতা"র অভিনয়ে দুইটী নৃত্যের পরিকল্পনাকারী কে, আপনার এই জিজ্ঞাসার উত্তরে জানাইতেছি যে, স্বর্গীয় মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় "মঞ্জুল মঞ্জরী" এবং "রূপসায়রের দোদুল তালে" দুই দুইটীরই নৃত্য পরিকল্পনা-কারী—যে কথা "সীতা" বইয়ের পরিচয় লিপিতে স্পষ্ট করিয়া লেখা ছিল। তবে, এ কথা সত্য যে, শ্রীশিশিরকুমার ভাদুড়ী, শ্রীচারুচন্দ্র রায়, শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায় প্রভৃতির ইঙ্গিত (Suggestion) অনুসারে মণিলালবাবু ঐ দুইটী নাচে এক আধটা ভঙ্গী (Pose) অদল বদল করেন—কিন্তু তাহার পরিমাণ অতি সামান্য, তাহা লইয়া কাহারও কিছু দাবী করা নিতান্তই হাস্যকর। আমার প্রত্যক্ষ জ্ঞান হইতেই আপনাকে এ কথা জানাইতেছি। ইতি

আপনার

(স্বাঃ) শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ মজুমদার।

*

(৪র্থ পত্র)

* * * দেখছি হেমেনদা আমার অনুমতি না নিয়ে সে চিঠিখানা ছেপেছেন। তাঁর এই আচরণের জন্যে প্রস্তুত ছিলাম না। "সীতার নাচের পরিকল্পনা ক'রেছেন স্বর্গীয় মণিলাল ও হেমেনদা" এই কথাতে "সীতা"র নাচ সম্বন্ধে কার কতখানি দাবী সে বিষয়ে আমি যা বোঝাতে চাই তা বিস্তৃতভাবে আমার ঐ চিঠিতে লিখতে গেলে হেমেনদা তাতে আপত্তি করেন। "সীতা"র দুটি নাচেরই পরিকল্পনা ও সংযোজনা ক'রেছিলেন আমার গুরু স্বর্গীয় মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায় ম'শায়—তবে তাতে এক আধটা ইঙ্গিত ও ভঙ্গী দিয়েছিলেন হেমেনদা, চারুবাবু এবং শিশিরবাবু; সুতরাং এ দিক দিয়ে নাচে হেমেনদার যতটুকু দাবী, চারুবাবু ও শিশিরবাবুর দাবী তার চেয়ে একটুও কম নয়—যদিও এই দাবীর পরিমাণ খুবই সামান্য। ইতি

আশীর্ব্বাদপ্রার্থী

(স্বাঃ) শ্রীব্রজবল্লভ পাল।

*

সর্ব্বপ্রথমে, প্রতিবাদীর দ্বিতীয়বারে প্রেরিত, বিপুল আকারের জন্যে অপ্রকাশিত প্রবন্ধ নিয়ে গুটিকয় কথা বলব। প্রতিবাদী বলতে চান, "বৈকালী" পত্রে যখন প্রকাশিত হয় যে, "মঞ্জুল মঞ্জরী" নাচটি আমারই পরিকল্পনা, তখন আমি নাকি ঐ কাগজের "বেতনভোগী সম্পাদক-সঙ্ঘে" ছিলুম! এমন নির্জ্জলা মিথ্যাকথা বেশী শুনি নি। "বৈকালী" পত্রের সঙ্গে প্রথম দুই মাস মাত্র আমার সম্পর্ক ছিল। তারপরই আমি ওখানকার কর্ম্মভার পরিত্যাগ করি। এবং তারপরেও কিছুকাল কাগজ চালিয়ে শ্রীযুক্ত নির্ম্মলচন্দ্র চন্দ্র মহাশয় "বৈকালী" ছেড়ে দেন—তখন "সীতা" তো দূরের কথা, "নাচঘর" ও "মনোমোহন নাট্যমন্দিরে"রই সৃষ্টি হয় নি! "নাচঘরে"র ১ম বর্ষ ১ম সংখ্যার ১ম পাতার ষষ্ঠ প্যারা পড়লেই প্রতিবাদী মণিলালের লেখা এই কথাগুলি দেখতে পাবেন, "শ্রীযুক্ত নির্ম্মলচন্দ্র চন্দ্র মহাশয় "বৈকালী"র সমস্ত সম্পর্ক ত্যাগ করেছেন এবং এই কাগজখানির সঙ্গে এখন ষ্টার-রঙ্গালয়ের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ স্থাপিত হয়েছে।" তারও তিন মাস পরে "সীতা"র অভিনয় সুরু হয় এবং তারপরে "বৈকালী"তে যখন ঐ খবরটি বেরোয় তখন "বৈকালী"র সঙ্গে "নাচঘরে"র অহি-নকুল সম্বন্ধ! সে সময়ে মণিলাল ফি হপ্তায় "নাচঘরে" আমাদের সঙ্গে লিখ্‌তেন এবং আমরা প্রত্যেকেই অন্য কোথাও শিশির-সম্প্রদায় সম্বন্ধে ভুল খবর বেরুলে তৎক্ষণাৎ প্রতিবাদ করতুম—মণিলাল ও আমি দরকার হ'লে আপন আপন নাম সই ক'রেও প্রতিবাদ করতুম —"নাচঘরে"ই সে প্রমাণ আছে। "বৈকালী"রও অনেক অন্যায় কথার প্রতিবাদ "নাচঘরে"ই বেরিয়েছে। কিন্তু "বৈকালী"র ও-খবরটি সত্য বলে'ই প্রতিবাদ করা হয় নি। এবং মণিলালও তখন ইহলোকেই বর্ত্তমান ছিলেন। প্রতিবাদী অবহেলা-ভরে এ প্রমাণটি উড়িয়ে দিতে চেয়েছেন এবং তার প্রধান কারণ হচ্ছে, সমসাময়িক পত্রের এমন প্রমাণ যোগেশ-মনোরঞ্জন-নৃপেন্দ্র-সম্প্রদায়ের আধুনিক মৌখিক কথার চেয়েও ঢের-বেশী নির্ভরযোগ্য। সমসাময়িক সাহিত্যই ভবিষ্যতের ইতিহাসের উপকরণ যোগায়। প্রতিবাদী শুনলে বোধ হয় আরো বেশী দ'মে যাবেন যে, সে-সময়ে দৈনিক "নায়ক" পত্রও আমাকে "মনোমোহন-নাট্যমন্দিরে"র নৃত্যগুরু ব'লে প্রচার করেছিলেন। কিন্তু সে কথা সত্য নয় ব'লে ১ম বর্ষের "নাচঘরে"ই আমি তার প্রতিবাদ করতে বাধ্য হয়েছিলুম। এবং তখনকার "শিশির" প্রভৃতি কাগজও আমাকে "নাচিয়ে সম্পাদক" ব'লে প্রায়ই পরিহাস করতেন। প্রতিবাদীরা যা বলতে চান ("সীতা"র নাচে আমি কিছু করি নি) তা যদি সত্য হয়, তবে সমসাময়িক এতগুলি কাগজ কি অকারণেই এ-বিভাগে কেবলই আমার নাম নিয়ে টানাটানি করতেন? 'নাচঘরে' শ্রীযুক্ত প্রেমাঙ্কুর আতর্থী প্রকাশ্যে আমার সহযোগী ছিলেন,—এবং তিনিও নিয়মিত ভাবেই শিশির-সম্প্রদায়ের মহলায় উপস্থিত থাক্‌তেন, কিন্তু তাঁকেও তো নাচের জন্যে কোন কথা শুনতে হয় নি! অতীতের এই সব প্রমাণ তো যোগেশ-মনোরঞ্জন-নৃপেন্দ্র বারংবার ফুঁ দিলেও আর উড়ে যাবে না—এ ক্ষেত্রে এসে বাচালতা ক'রে তাঁরা কেবল নিজেদেরই ক্ষুদ্রতা ও অজ্ঞতা প্রমাণিত করলেন।

*

আগেই উল্লেখ করেছি যে, মণিলাল যখন জীবিত ছিলেন, তখনই আমি "নাচঘরে" ৪র্থ বর্ষে লিখেছিলুম, "বাংলা রঙ্গালয়ে যুগোপযোগী নৃত্যভঙ্গির প্রতিষ্ঠা হয় আমাদেরই (অর্থাৎ মণিলাল ও আমার) চেষ্টা ও পরিশ্রমে। "সীতা" অভিনয়ের আগে এ-ধরণের নাচ বাংলা রঙ্গালয়ে আর কখনো দেখা যায় নি।" এইটুকুর ভিতরেই সমস্ত সত্য স্পষ্ট হ'য়ে উঠেছে কিনা, জনসাধারণেরই উপরে সে বিচারের ভার রইল। যোগেশ-মনোরঞ্জন- নৃপেন্দ্র বাবুর দল তখন কি মোহ-নিদ্রায় আচ্ছন্ন ছিলেন, না মণিলাল জীবিত ছিলেন ব'লে তাঁদের মিথ্যা বলবার দুঃসাহস হয় নি? উক্ত কথার বিরুদ্ধে প্রতিবাদী আবার যে যুক্তি দেখিয়েছেন তা পড়লে তাঁর 'বালাই নিয়ে মরতে' সাধ হয়!—"নিজস্ব বা পৈতৃক সম্পত্তি না হইলেও তো লোকে 'আমাদের স্কুল', 'আমাদের অজন্তা', 'আমাদের রবীন্দ্রনাথ' বলে!" যুক্তি-ঠাক্‌রোণ বোধ হয় প্রতিবাদীর বিমাতা! যোগেশ-মনোরঞ্জন-নৃপেন্দ্রবাবুর দল যোগ্য ব্যক্তিকেই নেতা নির্ব্বাচিত করেছেন! "Trail of the serpent is over them all!"

*

সঙ্গীতাচার্য্য শ্রীযুক্ত কৃষ্ণচন্দ্র দে "মঞ্জুল মঞ্জরী" গানের সঙ্গের নাচটির পরিকল্পনা আমায় বলেছেন ব'লে প্রতিবাদীর দ্বিতীয় রিপু অত্যন্ত অশান্ত হয়ে উঠেছে। তিনি তাঁর সম্বন্ধে যথেচ্ছ ভাবে প্রলাপ ব'কে গেছেন! তিনি নাকি শিশির-সম্প্রদায়ের মাত্র সঙ্গীত-শিক্ষক ছিলেন, সুরশিল্পী ছিলেন না! এমন মিথ্যাকথার জবাব দিতেও লজ্জা হয়! "মনোমোহন-নাট্যমন্দির" সৃষ্টি হবার আগেই "আল্‌ফ্রেডে" প্রথমে অভিনীত "বসন্তলীলা"র প্রায় আধাআধি গানের সুর যে কৃষ্ণচন্দ্রই দিয়েছিলেন, 'শিশির-সম্প্রদায়' সম্বন্ধে এই সবজান্তা লেখকটি সে খবরও রাখেন না! "সীতা" নাটকেও তিনি দুটি গানের সুর দিয়েছিলেন, এ কথা মেনেও

(শেষাংশ ২৫শ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

গান

—হেমেন্দ্রকুমার রায়

হে ললিতা, সেতারে আর বাজিও নাকো গৌরী-টোরী,
শুন্‌চনা কি মেঘ-মহলে মল্লারী গায় কোমল-কড়ি!

*

আকাশ যখন মেঘ্‌লা করে,
মন বসে না এক্‌লা ঘরে!
তাই তো এলাম তোমার কাছে সাজিয়ে লিলি-ফুলের ছড়ী!

*

দিগ্‌বধূরা নাচে কোথায় মল বাজিয়ে রুমু-ঝুমু,
লাজুক আলো যায় পালিয়ে ছায়ার গালে খেয়ে চুমু!

*

এখন আমি তোমায় নিয়ে
করব কি তা জানাও প্রিয়ে!
না-হয় এস, বাদ্‌লাতে আজ জড়িয়ে গলা ঘুমিয়ে পড়ি

যক্ষ্মা রোগ প্রতিকারের উপায়

—ডাঃ মুরারীমোহন ঘোষ

ভারতবর্ষে যে সমস্ত সংক্রামক ব্যাধি অবাধে বিস্তার লাভ করিয়া দেশ ও জাতিকে ধ্বংসের পথে লইয়া যাইতেছে, যক্ষ্মারোগ তাহাদের মধ্যে অন্যতম। এই রোগের সংক্রামকতার বিষয়ে অজ্ঞতা, কুসংস্কার এবং শারীরিক অপুষ্টির জন্য দৈহিক শক্তির অভাব হেতু ঐ মারাত্মক রোগাক্রমণ রোধ করিবার শক্তি ও সামর্থ্য বর্ত্তমানে আমাদের লয় পাইয়াছে। কর্ম্মকেন্দ্র সহরের সঙ্গে গ্রামের সম্বন্ধ ঘনিষ্ঠতর হওয়ায় বর্ত্তমানে সুদূর প্রান্তস্থিত গ্রামগুলিতেও যক্ষ্মা রোগ দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে। প্রতি বৎসর সহস্র সহস্র নরনারী, এমন কি, শিশুরা পর্য্যন্ত যক্ষ্মা রোগের গ্রাস হইতে রক্ষা পায় না; সে জন্য সকল রোগ অপেক্ষা যক্ষ্মা রোগের বিভীষিকা বাঙ্গালার আবাল বৃদ্ধ বনিতাকে উৎকণ্ঠিত করিয়া তুলিয়াছে। ভারতবর্ষে প্রতি বৎসর যত লোক মৃত্যুমুখে পতিত হয়, তাহার শতকরা দশ ভাগ লোকের মৃত্যুর কারণ যক্ষ্মা।

ভারতবর্ষের আবহাওয়া, দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা ও জনসাধারণের সামর্থ্যের বিশেষ করিয়া অনুসন্ধান করিলে ইহা স্পষ্টই দেখা যায় যে, ভারতবর্ষে যক্ষ্মানিবাসে বা স্যানিটোরিয়ামে রাখিয়া রোগীর চিকিৎসা করা এক প্রকার অসম্ভব উহা এত অধিক ব্যয়সাধ্য বলিয়া যাহাতে যক্ষ্মারোগী স্বীয় বাটীতে স্বাস্থ্যকর আবহাওয়া সৃষ্টি করিয়া অল্প ব্যয়ে সর্ব্বজন ব্যবহৃত ও ফলপ্রদ ঔষধ দ্বারা চিকিৎসা করাইতে পারে, তাহার ব্যবস্থা করা উচিত।

সমগ্র পৃথিবীর মধ্যে সুইজারল্যাণ্ড দেশ যক্ষ্মারোগের আধুনিক চিকিৎসার জন্য শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়াছে। দেশ দেশান্তর হইতে বহু ধনী ব্যক্তি যক্ষ্মা চিকিৎসার জন্য ঐ দেশে গমন করেন। 'রচি কোম্পানী' সুইজারল্যাণ্ডে অবস্থিত "সিরোলিন" ঔষধ আবিষ্কার করিয়া বহুতর যক্ষ্মা রোগীর উপকার সাধন করিয়াছেন। পাশ্চাত্য দেশের প্রত্যেক আধুনিক যক্ষ্মা নিবাসেও বিশেষজ্ঞ মণ্ডলী রচির "সিরোলিন" যক্ষ্মা রোগীকে সেবন করাইয়া বিশেষ ফল পাইয়াছেন, এরূপ মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন। ইহা দ্বারা ক্ষুধা ও শরীরের ওজন বৃদ্ধি হইতে দেখা যায়। "সিরোলিন" যে পৃথিবীর ব্যবহৃত ঔষধের মধ্যে শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছে, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। কেবল ফুসফুসের ক্ষয় রোগে নহে, অস্ত্রের ক্ষয়রোগেও "সিরোলিন" রোগীকে রোগ মুক্তির জন্য যথেষ্ট সহায়তা করিয়া থাকে, ইহা দেশীয় ও পাশ্চাত্য বিখ্যাত চিকিৎসকগণ স্বীকার করিয়াছেন। বাঙ্গালা দেশে যেরূপ দ্রুত গতিতে যক্ষ্মা রোগীর সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতে আরম্ভ হইয়াছে, এতদবস্থায় রচির "সিরোলিন" যক্ষ্মা রোগে নিয়মিত ব্যবহারে রোগের গুরুত্ব কমাইয়া যে ক্রমশঃ আরোগ্যের পথে লইয়া আসিয়া দরিদ্র দেশ ও অজ্ঞ দেশবাসীকে রক্ষা করিবে, ইহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে। বৎসরাবধি ব্যবহারের পর ইহা বলা যাইতে পারে যে, ক্ষয়রোগগ্রস্ত স্ত্রী পুরুষ কিম্বা শিশুদের পূর্ণ স্বাস্থ্যলাভ করাইতে "সিরোলিন রচিই" একমাত্র সক্ষম।
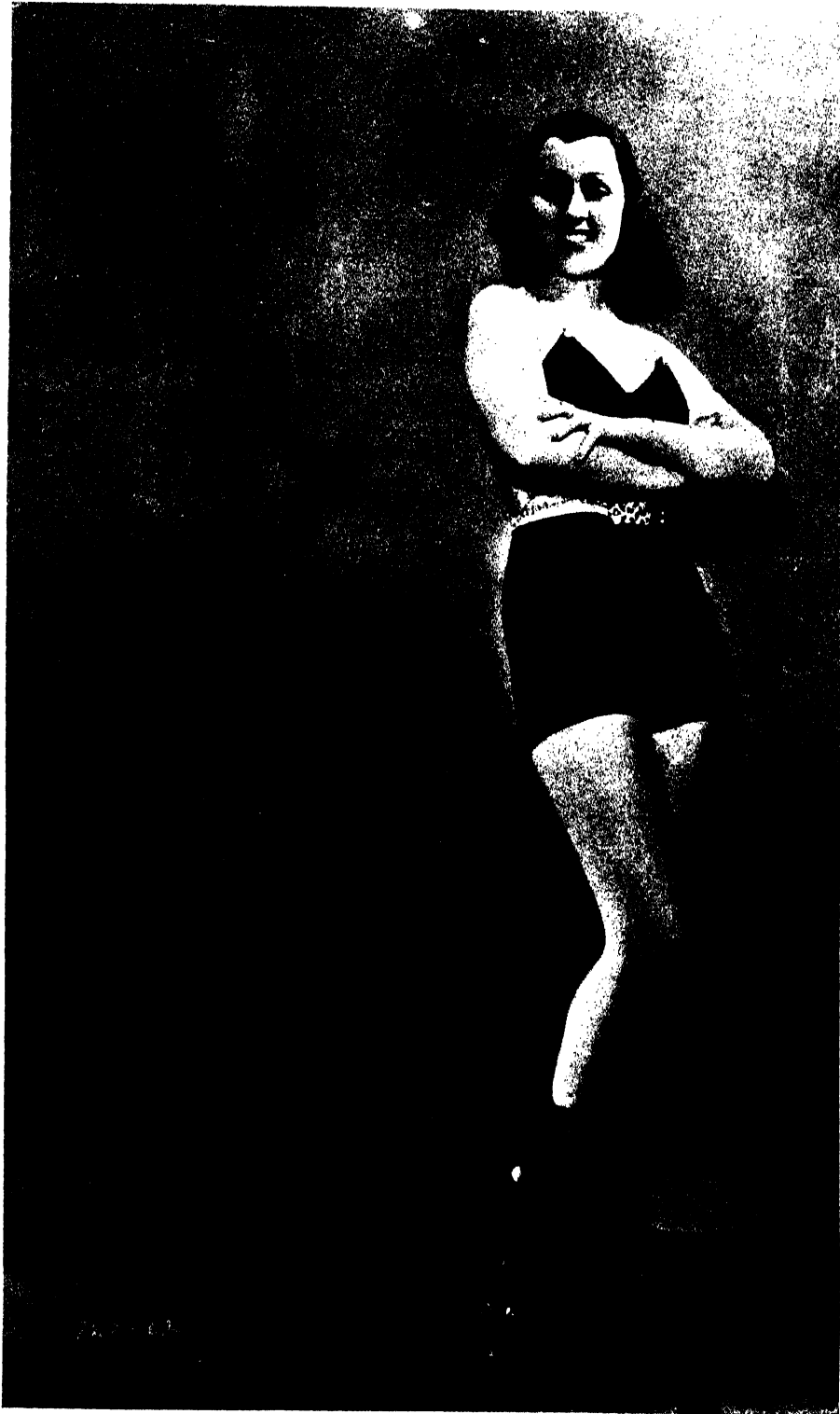
ফ্রান্সিস্ ড্রেক্

গ্রেটা গার্বো—এই ভাবে ইহাকে "Anna Karenina" ছবিতে দেখা যাইবে।

পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ নৃত্য শিক্ষক বুসবি বার্কলি ও ডিক পাওয়েল। "Gold Diggers of 1935" ছবিতে বুসবি বার্কলি যে রকম নাচের সমাবেশ করিয়াছেন, প্রকাশ যে তাহা অভাবনীয় ও অভূতপূর্ব্ব।

ইউনিভারসেলের "Night Life of the Gods" ছবির একটি দৃশ্যে পল কে ও আইরীণ ওয়্যার।

শুধু দু'দিনের তরে

(বড় গল্প)

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

——শ্রীনীহাররঞ্জন গুপ্ত

চ

পরের দিন সকালে চা খেতে খেতে প্রীতি বললে, কাল যখন বৃষ্টি পড়ছিল আমার আচমকা ঘুমটা ভেঙ্গে গেল। জানালাটা বন্ধ করতে যাচ্ছি, মনে হ'লো জলের ছাটের সঙ্গে যেন মেঘমল্লারের অস্পষ্ট একটা সুর ভেসে আসছে।

—হয়ত' কেউ বাজাচ্ছিল।

* * * দুপুরে সেই বাগানে বকুল গাছটার তলে সব এসে জড়ো হ'লো। দলের মধ্যে এক করুণা বাদে সবাই ছিল। বীণা প্রীতির দিকে তাকিয়ে বললে, 'আমাদের মেয়াদের একটা দিন আজ শেষ হ'তে চললো।'

রেণু ওর কথা শুনে বললে, কিন্তু রেবা ওদের যেন তিনদিন—তুই ও প্রীতিও কি চলে যেতে চাস্? তবে কেন এলি। এ যে পায়ের ধূলো মুছতে না মুছতেই যাত্রা সুরু।

'কিন্তু ভাবছি তিন দিনের বেশী এখানে থাকলে মা আবার না অসন্তুষ্ট হন! একে ত' মত দিতেই চাচ্ছিলেন না, অনেক ব'লে ক'য়ে তবে তিনটী দিনের কড়ারে এসেছি।'

'ওলো তা নয় লো তা নয়। আদত মনের কথাটা কি ও তোর ঐ। বললে, প্রীতি।

'তার মানে—'

'তার মানে ওখানে যে মৃণালদার হা-হুতাশে আকাশ বাতাস সব ভারি হ'য়ে উঠল।'

'আমার সঙ্গে তার মোটেই সে relation নয়।'

'হ্যাঁলো হ্যাঁ! তাইত একদিন বিকালে না এলে অভিমানে আর কথাটি কওয়া হয় না, কত সাধ্য সাধনা। তারপর চিঠির পর চিঠি, 'ওগো আমার হৃদয়-রাণী' 'ওগো আমার আমারই' ইতি 'অনুতপ্ত মৃণাল'। ও ভাবে চিঠি দেয় কি না। তবে তোদের কথা আলাদা, তোরা হোলি সব—'

ওর কথা বলার ঢং দেখে উপস্থিত সকলেই খিল্ খিল্ ক'রে হেসে কুটিকুটি হ'ল। রেবা গুম হ'য়ে এক পাশে চুপটি ক'রে দাঁড়িয়ে রইল। এমন সময় করুণা এসে সেখানে জুটল। সকলকে অত হাসতে দেখে শুধাল, 'ব্যাপার কি? অত হাসি—'

আপাততঃ হাসি থামিয়ে প্রীতি বললে, 'না তেমন কিছুই নয়, ওই বীণা বলছিল আমাদের মেয়াদের একটা দিন ত' ফুরুতে চলল।'

করুণা বললে, 'সত্যি আপনারা যেন রবিবাবুর 'মাধবী'র মতো—হঠাৎ কোথা হ'তে এল, এসেই বলে,—যাই, যাই, যাই।' এমন মধুচক্রটা যে এত শীঘ্রই ভেঙ্গে যাবে।—'

রেবা বললে 'কিন্তু আনন্দ জিনিষটা যে বেশী দিন ভাল লাগে না করুণা বাবু—'

'সত্যিই তাই—আনন্দ নিরানন্দ ওরা যেন দুটি ভাই, পাশাপাশি ঠিক লেগেই আছে।'

'কিন্তু যাই বলুন এত অল্পক্ষণস্থায়ী আনন্দও তা' ব'লে ভাল নয়। এ যেন দক্ষিণ হাওয়ার মত বাতায়নে উঁকি দিয়েই পালিয়ে যেতে চায়। যা হোক সত্যই কি আপনাদের যাবার খুবই প্রয়োজন। দু' একদিনও কি আর থাকা চলে না। আপনাদের ত' ভাল ক'রে চিনবারও অবকাশ পেলাম না রেবা দেবী!'

'না আমি যাবো না করুণা বাবু, অন্ততঃ দশ দিনও থাকব। বাবাকে কাল একটা চিঠি দিলেই চলবে। তবে ওদের কথা ওরা যা ইচ্ছা যায় তাই করুক। জীবনে অনেক 'সাহার'ই আসবে। কিন্তু এমন 'চক্র' আর গড়ে উঠবে কি না সন্দেহ।'

'আমি বড় খুসী হলুম রেবা দেবী। সত্যিই মানুষের চলার পথে কত জনের সঙ্গেই যে দেখা হয়। দু' দিনের চেনা মুখ আবার দু' দিন পরেই ভুলে যাই। মাত্র শুধু দুটি দিনের তরে কত কি নূতনত্বের মাঝ দিয়ে যে আমরা এগিয়ে যাই তার আর লেখা জোখা থাকে না। ওখানে দিনের ও মাসের ত' প্রয়োজন হয় না। সময়ের মাপকাঠিতে সেই অভিজ্ঞতাটুকুর মূল্য যে অনেক দূরে চলে যায়।'

পরের দিন বিকালের দিকেই সব এসে হাজির হ'ল। আর আট দিন বাদেই নাকি ছোটদিমণির বিয়ে। যে বাড়ীটা এত দিন লোকাভাবে নিঝুম হ'য়েছিল মুহূর্ত্তে যেন তার রন্ধ্রে রন্ধ্রে অফুরন্ত সজীবতার ঢেউ ছড়িয়ে পড়ল। কল্যাণী, উষা ও বিভা ঠিক তিন দিন বাদেই চলে গেল। যাবার দিন ওরা যখন রতিনাথকে প্রণাম করতে গেল, সে তখন study roomএ শঙ্করের একটা টীকা নিয়ে অত্যন্ত ব্যস্ত ছিল। ওরা প্রণাম কর্ত্তেই সে মাথা তুলে বললে,

যাবার সময় হয়ে এল। কিন্তু মা তোমরা একটা দিন থেকে আমার ছুটুর বিয়েটা দেখে গেলেই পারতে।'

ওরা বল্লে, 'বাবাকে বলে আসিনি, নইলে থেকে যেতাম।'

'তাত' ঠিকই! তাত' ঠিকই! এরকম মাঝে মাঝে এসো মায়েরা। আমার রেণুও ত' চিরটা কালই কলকাতায় থেকে এলো। আমার এত বড় বিশাল পুরী কেউ নেই। মাঝে মাঝে এমন খাঁ খাঁ করে যে মনে হয় এক দিকে ছুটে পালিয়ে যাই। প্রিয়টাকে বিলেত যাবার সময় এত করে বিয়ে করে যেতে বললাম, তা সে কোন মতেই রাজী হ'ল না। কি জানি হয়ত একটা জাপানী কিংবা মার্কিণ মেয়ে বিয়ে করে আসবে। যাক্ গিয়ে, আমি আর ওদের কথা ভাবব না।'

'বুঝলে মা, সন্তান কোন দিনও বাপ মার দুঃখটা বুঝতে পারে না! সন্তান, যে জীবনের প্রথম বেলায় প্রথম সুখের বার্ত্তা বহন করে আনে। যাকে ঘিরে বাপ মার সকল আশা ভরসার ভিত্তি গড়ে উঠে অবশেষে সেই যদি দেয় ব্যথা তবে সেটা বুকে বড় বাজে!—

প্রিয়াংশুর উপর রতিনাথের অনেক কিছু আশা ভরসাই গড়ে উঠেছিল, কিন্তু সে যেদিন তার কোন কথা না শুনে এক প্রকার জেদের বশেই বিলেত চলে গেল তখন সে অতি বড় ব্যথাতেই চুপ করে ছিল; একটি কথাও বলেনি। তারপর আজ প্রায় দীর্ঘ ৫টা বছর কেটে গেছে কিন্তু এখনও ফিরবার নামটী পর্য্যন্ত করে না। রতিনাথের কানে কানা ঘুষায় একটা কথা এসেছে সে নাকি বিলেতে একটা মেমকে বিয়ে করে ঘরকন্না পেতে ফেলেছে!—

ট্রেণে তুলে দিতে গিয়ে করুণা ওদের বললে, 'হয়ত কলকাতায় গিয়েই আমাদের কথা ভুলে যাবেন।'

ওয়া জবাব দিয়েছিল, হয়ত সত্যি সত্যিই একদিন ভুলে যাবো। কিন্তু সেই ভুলে যাবার দিনটা যে খুব শীঘ্র শীঘ্রই আসবে তাত' মনে হয় না।—

আজ কাল করে দেখতে দেখতে অনেক আত্মীয় ও আত্মীয়রা এসে জমা হলো। পিসি জেঠা জেঠী, সেই সম্পর্কীয় ভাই বোন ছাড়াও এল ডেরাডুন থেকে রতিনাথের এক দূর সম্পর্কীয় মাসতুত ভাইয়ের ছেলে সমীর! ওখানকারই কোন একটা কলেজে নাকি সে থার্ড ইয়ারে পড়ে!—ঢিলে হাতা সিল্কের পাঞ্জাবী গায়ে চাপান। পরনের কাপড়টা লুটিয়ে প'ড়ে যেন মাটীর মায়া আর কোন মতেই কাটিয়ে উঠতে পারছে না। মাথায় লম্বা লম্বা চুল, সেগুলিও আবার Carefully careless ভাবে এলো মেলো হ'য়ে রয়েছে। তাও আবার যেদিন ও এল সেই দিনই মীনা দেখে ফেলেছিল। ও নাকি আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে ভাল করে চিরুণী দিয়ে চুলগুলি আঁচড়াবার পর আবার তখনি হাত দিয়ে ইচ্ছা করেই এলো মেলো করে দিলে। পায়ে লপেটা। প্রীতিত' ওকে প্রথম দেখে সঙ্গে সঙ্গেই নামাকরণ করলে,বঁধু কৈ বঁধু কৈ রায়।

* * * এরই মধ্যে একদিন বিকালের দিকে আকাশে মেঘ করে আসছে দেখে করুণা খোলা জানলাটা দিয়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে চুপটী করে বসেছিল। কেমন কালো কালো মেঘের টুকরো গুলি একটার পর একটা এ ওর কাঁধে চেপে হাওয়ার সঙ্গে পাল্লা দিচ্ছে!—উন্মত্ত হাওয়ায় গেটের ধারের ঝাউ গাছগুলির আরম্ভ হয় যেন কাঁদবার পালা।—সোঁ—সোঁ—সেকি করুণ বিলাপ ধ্বনি। যেন আশু প্রলয়ের সম্ভাবনায় সারা প্রকৃতির বুক জুড়ে উঠছে চাপা কান্নার উত্তাল উচ্ছ্বাস।—

—'করুণা বাবু!'—

ফিরে চেয়ে দেখে দরজাটার উপর দাঁড়িয়ে রেবা!

'কেমন হেনে বৃষ্টি আসছে। যাবেন! চলুন এই বৃষ্টিতে একটা trip দিয়ে আসা যাক।'

—'চলুন!' করুণা উঠে দাঁড়ালে।

ঝম্—ঝম্—করে বৃষ্টি পড়ছে।—সোঁ—
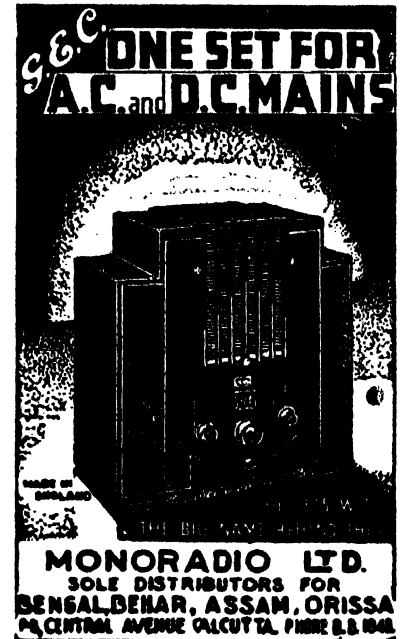
সোঁ করে বাতাস উন্মত্তের মত ছুটাছুটি লাগিয়েছে। মাঝে মাঝে কালো আকাশের বুক চিরে একখানি ধারালো ছুরির মত বিদ্যুতের শিখাগুলি চিক্ চিক্ করে চোক ঝলসিয়ে যাচ্ছে। ওরা বৃষ্টিতে ভিজতে ভিজতে গ্যারেজের সামনে এসে দাঁড়াল। সেখানে গাড়ী নেই—হয়ত কেউ বেরিয়ে গেছে। টিনের Shedটায় অশ্রান্ত ভাবে জল গড়িয়ে পড়ছে, যেন সহস্র সুন্দরী তাদের বিলাস কক্ষে পায়জোর পায়ে দিচ্ছে, নাচে রমঝুমা!—উভয়ে গা ঘেঁসাঘেঁসী করে দাঁড়িয়ে শুনতে লাগল জলধারার অবিরল পতন ধ্বনি।

"বাঃ রে এই দাঁড়িয়ে থাকতে বেরোন হয়েছিল নাকি!…চলুন; না বৃষ্টিতে ভিজতে ভয় করছে!'

'Fear! Grandmama what is it!…'

সেই অবিরাম বাদল ধারার মাঝে উভয়ে চলতে লাগল। 'All quiet on the western front বইখানা দেখেছেন—'

'হুঁ আসবার দিন কতক আগে রূপবাণীতে দেখে এলাম!'

করুণা শিষ্ দিয়ে একটা যুদ্ধের সুর বাজাতে আরম্ভ করলে।—জলের ফোঁটাগুলি তীব্র ভাবে এসে উভয়ের চোখে মুখে যেন ছুঁচ ফোটাচ্ছিল। অনেকটা যখন এগিয়ে গেছে ওরা তখন অস্পষ্ট একটা আলোর রেখা সেই গাঢ় বৃষ্টিধারা সমাচ্ছন্ন ধুসর জাল ছিন্ন করে উভয়ের গায়ের উপর এসে পড়ল।

ক্যাঁচ—ক্যাঁচ করে গাড়ীটা উভয়ের অতি নিকটে এসে ব্রেক করে থেমে গেল।

—'Horrible! এই বৃষ্টিতে ভূতের মত ভিজতে ভিজতে কোথায় চলেছ!…এস্ এস্ গাড়ীতে উঠে এস। ডবল নিমোনিয়া হবে যে!…'

করুণা শৈশিরিক কায়দায় হাত তুলে বলে উঠল,

'যেথায় চলেছ যাও তুমি ধনি!
সময় যখন আসিবে আপনি যাইব
তোমার কুঞ্জে—"

'কবিত্ব রেখে উঠে এসত!…'

"—কেন মোরে ডাক বার বার,
আমি ত' যাবোনা,
ও পথ নহে ত আমার!"

'জেঠা' বললে, 'বাবু ভিজ্‌নেসে বেমারী হোনে সেক্‌তা।…'

আরো কিছুক্ষণ কথা কাটাকাটির পর ওরা মোটরে উঠে ব'স্‌ল। গাড়ীতে উঠে দেখে মীনাটা একবারে দাপটা মেরে ব'সে। রেবা বললে, 'দেখ্ রেনা ভেজা ত' হয়েছেই, চল গাড়ী ঘুরিয়ে একটা pleasant trip দিয়ে আসা যাক।'

'Exactly So, চলুন!…' করুণা 'জেঠা'কে এক পাশে সরিয়ে দিয়ে ষ্টিয়ারিংটা ধরলে। গাড়ী মোড় ঘুরে আবার চলতে লাগল। ততক্ষণে মেঘে ও ঘনায়মান সন্ধ্যার আঁধারে পথঘাট বেশ অন্ধকার হয়ে এসেছে। হেড্‌লাইটের তীব্র আলো সেই জমাট আঁধারের বুক চিরে দিচ্ছিল ওদের পথের নিশানা! ক্রমেই গাড়ীর Speed বেড়ে উঠ্‌ছিল। যখন 55 ছাড়িয়ে 60র কাছাকাছি গেছে, সহসা আকুল ভাবে করুণার একখানা হাত ধ'রে জেঠা ব'লে উঠ্‌ল, 'আরে একি করছেন বাবু! এক্‌সিডেণ্ট হয়ে যাবে যে।' কিন্তু কে কার কথা শোনে? ও তখন চলার নেশায় মাতাল হয়ে উঠেছে। হু হু ক'রে জ'লো হাওয়া ওদের চোখে ও মুখে ঝাপ্‌টা মারছিল। পথের দু' ধারের গাছপালাগুলি যেন এই তীব্র গতিশীল গাড়ীটার দিকে তাকিয়ে তাদের সীমাহারা দৃষ্টি মেলে ধরেছে। রেবা গান ধরলে,—

—'যেতে যেতে একলা পথে
নিভেছে মোর বাতি।
চলার পথে ঝড় উঠেছে
ঝড়কে পেলাম সাথী॥'—

বহু দূরে; অনেক দূরে গিয়ে জেঠা জানালে, আর বেশী গেলে Petrol ফুরিয়ে যাবে। অগত্যা তখন ফিরতেই হ'লো।

* * *

সকলে যখন দরজার সামনে এসে দাঁড়াল, রাত্রি তখন প্রায় আটটা হবে। সকলেই
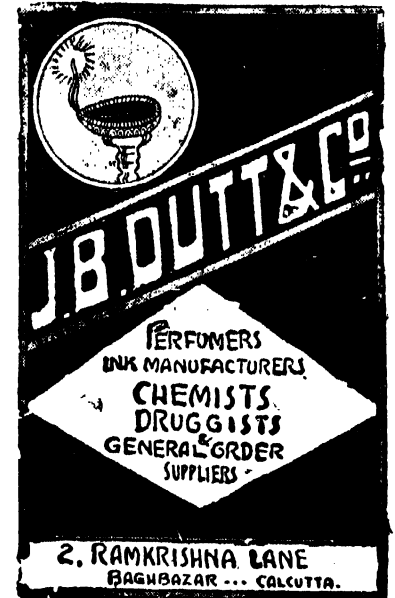
উৎকণ্ঠিত হয়ে ছুটে এল, 'এত দেরী হ'লো! সেই কখন বেড়িয়েছ।' বড়মা অর্থাৎ জেঠাইমা এসে বললেন, 'দেখেছ, হতভাগা-গুলো এই ঝড় জলে গাড়ীতে ক'রে বেড়াতে গেছিল! যত সব অনাসৃষ্টি কাণ্ড-কারখানা!...'

সিল্কের সার্ট গায়ে আমাদের সমীর রায় ওরফে 'বঁধু কৈ, বঁধু কৈ'ও এসে সেখানে হাজির হ'ল, 'কোথায় গেছলে সব!...' ওদের ভিজে জামা কাপড়ের দিকে নজর পড়তেই বড়মা বললেন, 'দেখ দেখি এই বিয়ে বাড়ীতে, এখন যদি সব অসুখ বিসুখ হয়!...নাঃ এগুলোকে নিয়ে আর পারা গেল না!...'

করুণা গলাটা একটু ঝেড়ে নিয়ে বল্লে,

—'সাত কোটি সন্তানেরে
হে মুগ্ধ জননী;
রেখেছ বাঙ্গালী ক'রে,
মানুষ কর নি!"—

'—নে, নে রাখ যত সব বকাটের দল। যা দেখি বাপু এখন তাড়াতাড়ি এই ভিজে কাপড়গুলা ছেড়ে ফেল গে!...'

এমন সময় রতিনাথ সেখানে এসে হাজির হলেন...'এঁ্যা ওরা সব এল!...'

আর কি রক্ষে আছে যে যেদিকে পারলে ছুট, ছুট......! ঘরে ঢুকতেই প্রীতি বললে, —'যা হোক মেয়ে বাবা তুই।...আমায় না জানিয়ে সরে পড়েছিলি।...'

'Oh! প্রীতি! প্রীতি;...how lovely a trip we have enjoyed, unlucky poor chap, you have missed it!...'

ভিজে জামা কাপড় গুলো ছেড়ে যখন সব একই ঘরে এসে হাজির হ'লো, সমীর বললে, —'নাঃ তোমরা একদম ই'য়ে!...For-nothing খানিকটা time loss ক'রে এলে, এখন এস সকলে গিয়ে ব্রিজ খেলা যাক:...'

—'না না, এখন ওসব নয়, তার চাইতে করুণা বাবু আপনার ঘরে চলুন, সেখানে বসে আপনার বাঁশী শোনা যাক্।' কথাটা বললে প্রীতি।

রেবা বললে—'ঠিক বলেছিস, তাই চল।'

—'বাঁশী! ধ্যেৎ যত সব বাজে সেন্টিমেন্ট!...'

এই ছুটীর কিছুদিন আগে ওদের কলেজে রবিবাবুর 'তপতী' হয়ে গেছল, প্রীতি হাত নেড়ে বললে,—'তুমি বুঝলে না রাণী আমার এ প্রেম! এ প্রকাণ্ড, এ প্রচণ্ড! এতে বিলাসের আবিলতা নেই, আছে উল্লাসের উদ্দামতা!...'

ওর কথায় সকলে হাসির দমকে লুটিয়ে প'ড়ল।...

ওরা গিয়ে সব করুণার ছোট ঘরটীতে জমায়েত হলো। বাইরের উদ্দামতা তখন প্রায় এক প্রকার থেমে গেছে বললেই চলে। জলকণাবাহী ঠাণ্ডা হাওয়া মাঝে মাঝে খোলা জান্‌লাটা দিয়ে এসে এক আধ্‌টা ঝাপ্‌টা মেরে তখুনি আবার যেন দুষ্টু মেয়ের মত ছুটে পালিয়ে যাচ্ছে। সকলে একটা কোণ ঘেঁষে ঠেসাঠেসি করেই বসে পড়ল। বাঁশীটা হাতে নিয়ে ও শুধালে, 'কি বাজাব?—'

—'মেঘমল্লার—'

এমন সময় কে যেন একজন বলে উঠ্লো, 'না না তার চেয়ে রেবা রবিঠাকুরের দু' একটা বর্ষার গান গাক, আর উনি ওর সঙ্গে সঙ্গে ফলো করুন।'

শেষে তাই ঠিক হলো। রেবা একটার পর একটা রবিঠাকুরের বর্ষার গান গেয়ে যেতে লাগল, আর তার পিছু পিছু করুণার বাঁশী চলতে লাগল। পর পর অনেকগুলি গান গাওয়ার পর রেবা শ্রান্ত কণ্ঠে বললে, 'আর পারি না করুণাবাবু…এবার আপনি একটু বাজান।'

রেণু বললে, 'তবে মীনু তুই না হয় একটা গান গা!…'

মেঘের স্তর ছিন্ন করে একটুকরো চাঁদের আলো খোলা জানালাটা বেয়ে ওদের মাঝে এসে সকলের সঙ্গটুকু যেন উপভোগ করছিল। মীনা গান ধরলে,

—'আজ শ্রাবণের পূর্ণিমাতে
কি এনেছিস বল'
হাসির কানায় কানায় ভরা
নয়নেরি জল।—"

গানটা যখন ও গেয়ে শেষ করলে, সুরটা তখনও যেন ঘরের নিস্তব্ধ আবহাওয়ার মাঝে কেঁদে কেঁদে ফিরছে। সিক্ত গাছপালাগুলি তখনও টুপ্ টাপ্ করে যেন অশ্রু বরিষণ করছিল। বাগানের দক্ষিণ কোণার চাঁপা গাছটায় অসংখ্য স্বর্ণচাঁপা তাদের তীব্র উগ্র গন্ধ ইতঃস্তত সঞ্চরণশীল ভিজে হাওয়ার গায়ে গায়ে লেপে দিচ্ছিল। অনেকক্ষণ পরে সেই জমাট নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করে প্রথমেই কথা বললে প্রীতি, 'আপনি এত সুন্দর গান; কই এ কথাত' রেণু একদিনও আমাদের বলেনি।' আর শুধু ওদেরই বা দোষ দিই কি করে, আপনিই বা এ জিনিষ এতদিন আমাদের কাছ থেকে লুকিয়ে রেখেছিলেন কেমন করে?—'

মীনা হেসে বললে, 'সত্যি ভাই, আমার গানটা যে মূল্যবান একটা কিছু তা মোটেই এতদিন আমি বুঝতে পারিনি, নইলে!…'

—'যাক্ আর দোষ করে দোষ ঢাকতে হবে না। দোষ যা করেছেন তারত' ক্ষমা নেই-ই, কি বলেন করুণাবাবু?…'

—'নিশ্চয়ই!…'করুণা মৃদু হেসে মীনার দিকে একবার আড় চোখে তাকালে। অন্যের অলক্ষ্যে মীনা অন্ধকারে হাত বাড়িয়ে করুণার বাঁ পায়ে একটা চিম্‌টি কাট্‌লে।

'উঃ—' সকলে সমস্বরে বলে উঠ্লো—'কি হলো? কি হলো?…'

করুণা প্রথমে যদি বুঝতে পারত যে অপরাধী কে, তবে হয়ত শব্দটা করত না। কিন্তু বেচারী নেহাৎ অন্যমনস্কভাবেই চিম্‌টীটা খেয়েছিল তাইত 'উঃ' করে উঠেছিল নইলে ওরই বা এমন দোষ কি? …যা হোক আপাততঃ ও একটু হেসে তখুনি বলে উঠ্লে, 'না তেমন কিছু নয়; বোধ হয় পিঁপড়ে টি পড়ে একটা কিছু হবে।"

(ক্রমশঃ)

—তপতী রায়ের—স্বপ্ন বিলাস

('গল্প)

—শ্রীসুবোধ রায়

কাঁচা সোনার মতো গায়ের রঙ্। ঢলঢলে কচি মুখ। দীর্ঘবিস্তৃত দু'টী চোখের মায়া-ভরা চাউনি ভোরের আলোর মতই স্নিগ্ধ।...শুশ্রূষাকারিণীদের মধ্যে একটি নার্সের মাতৃভাব একেবারে উথ্‌লে উঠ্‌লো, উচ্চকিত কণ্ঠে বল্লে: "ও কি আর দু' মিনিটও বাঁচবে না ডাক্তার বাবু?"—"তাইত' মনে হয়। ফুস্‌ফুস্‌টা খুব সাঙ্ঘাতিক ভাবেই জখম হ'য়েচে।"... অপারেশন টেবিলের উপর রক্তাক্ত দেহে একটি বছর আড়াইয়ের মুমূর্ষু শিশু নিঃসাড়ে পড়ে ছিল। মুখের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে তরুণী নার্সটি সস্নেহ কণ্ঠে বল্লে: "খুব কষ্ট হচ্ছে না খোকন? মার কাছে যাবে?" বারেকের জন্য চোখ মেলে শিশু ককিয়ে উঠ্‌লো—"মা—মাগো—মা—" কথা বলার সঙ্গে সঙ্গেই মুখ দিয়ে বেরুল এক ঝলক তাজা জমাট রক্ত। তারপর সব শেষ। সেই বোবা স্তব্ধতার বুক চিরে ঝরলো শুধু একটি মমতাময়ী মেয়ের দীর্ঘশ্বাস—দু' ফোঁটা চোখের জল।..

*

সেই তপতী রায়কে এখন আর দেখলে চেনা যায় না। দীপ্ত যৌবনশ্রীর সে ঔজ্জ্বল্য নেই! ব্রতচারিণীর মতো শান্ত বিবর্ণ মুখ। দু' চোখের কোণে কালি পাড় গেছে। নিরাভরণ দু'খানি রিক্ত বাহু। ...এই শোচনীয় পরিণতির কথা সাত বছর আগে তপতী কি কল্পনাও করতে পারতো? হারা স্মৃতিকে এক টুকরো সোণালি স্বপ্নের মতো মনে হয়। ...বালিগঞ্জের সেই সুরম্য বাস ভবন। টু সিটার এসেক্স্ গাড়ী। অর্গ্যান, বিলিয়ার্ড, টেনিস-লন, নয়ন মুগ্ধকর ফুলের বাগান। স্বপ্নের মতো মনে হয় সব। সুপটু প্রসাধিকা হিসেবে তপতীর খ্যাতি ছিল। —হলিউডের কনি বেনেটের মতো ঝক্‌ঝকে তক্‌তকে ছিল ওর বেশ-ভূষা! দশটা বাজতে না বাজতেই একাই ড্রাইভ করে যেতো ও ডায়োসিসানে। সহপাঠিনীরা ওর রুচি-রীতির এমন কি গতি ভঙ্গীর পর্য্যন্ত অনুকরণ করলো অসঙ্কোচ অন্ধতায়। বলতে গেলে ছাত্রীমহলে ওর আবির্ভাব হলো একটি আকস্মিক উদ্দাম ঝড়ের মতো—কূলপ্লাবিনী বন্যার মতো।...সে দিন কি ফিরবে আর?—সেই কলকণ্ঠকূজিত কমন রুমে বসে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কতো হাসি—গল্প—গান! সরস—সজীব—রোমাঞ্চকর সে জীবন!...অতর্কিত অবস্থায় অঞ্জলি মিত্রের হাত থেকে হঠাৎ তপতী একদিন উদ্ধার করলো—একটি যৌন-তত্ত্বের নাম করা বই! বই কাড়াকাড়ি নিয়ে সে এক হুলস্থূল কাণ্ড! ব্লাউসের হাতা ছিঁড়ে গিয়ে সে যা দুর্দ্দশা হ'য়েছিল ওর! শাড়ীর আঁচল দিয়ে আব্রু রক্ষা করবে কি—তাও ছেঁড়া।...তারপর কুহকিনী ক'লকাতার রূপালি-মদির সন্ধ্যা। আলোর সমুদ্রে অবগাহন ক'রে সহরের শ্রেষ্ঠ চিত্রভবনে গিয়ে তপতী দেখ্‌তো নর্ম্মা শিয়ারার কিম্বা ক্লারা বে'র মধুর চিত্তোদ্দীপক অভিনয়! শো হাউস থেকে বেরিয়ে কেবল মাত্র গাড়ীর ফুটবোর্ডে পা দিয়েচে, হঠাৎ একদিন নজরে পড়লো ষ্টিয়ারিং হুইলে বিলম্বমান একটি সুন্দর রুমাল। বেশ দামী সিল্কের রুমাল। ছাপার হরফে তা'তে লেখা রয়েচে:

তপতী
শুচিস্মিতা-মিতা তুমি বৈকালী আরতি।
তোমার আয়ত দিঠি, কালো এলো চুল,
চূর্ণালক গুচ্ছে ঢাকা ঝুমকো দোদুল,
রাতুল কপোল আর সুমধুর হাসি
খু—ব ভালোবাসি।

তপতী!!
মোর মন-কাননের তুমি গো কপোতী।
তব বাঁকা ভুরু যেন ডানা মেলা চিল,
তনু আর ঋজু দেহ গতি সাবলীল
মোহিল নিখিল।

পড়া শেষ হলে নীরব অবজ্ঞায় ঠোঁট বেঁকিয়ে তপতী একটু হাস্‌লো শুধু। উপহার দেওয়া ফুলের তোড়ার ভিতর উদ্ভ্রান্ত প্রণয়ী র‍্যামন ন'ভারোর একটি প্রণয় লিপি পেয়ে সহস্র-চিত্ত-জয়ী গার্বো যেমন মৃদু অনুকম্পার হাসি হেসেছিল—তেমনই।

এমনই বৈচিত্র্যময় আনন্দমুখর উচ্ছ্বল প্রাণ-প্রাচুর্য্যের মধ্য দিয়ে দিনগুলো কেটে যেত। ...

কলেজ থেকে ফিরে হঠাৎ একদিন ওর ছোট বোন জয়শ্রী—সহচরী বললেও হয়—তপতীর গলা জড়িয়ে বল্‌লে: "রাঙাদি, কাল তোর পাকা দেখা শুনেছিস্?" কৌতুকময় স্বচ্ছ হাসিতে ডাগর চোখ ওর দীপ্ত হ'য়ে উঠল: "তোর বরের নাম ভাই পৃথ্বীশ বসু। খুব বড় জমিদার, অগাধ সম্পত্তি, ক'লকাতাতেই পাচখানা বাড়ী আছে, আর শুন্‌চি নাকি রূপে গুণে মনোহর।"—"সত্যি জয়া?" লজ্জায় দ্বিধায় তপতীর কর্ণমূল পর্য্যন্ত রাঙা হ'য়ে উঠ্‌লো।...

বেড্ সুইচটা টিপে দিয়ে অনেক রাত পর্য্যন্ত তপতী এলোমেলো কতো কথাই ভাবলো। কতকগুলো অসম্বদ্ধ টুকরো টুকরো কথা। বিশেষতঃ এরপর আরেকটা অপরিচিত—অনাস্বাদিত পৃথিবী। পরিচ্ছন্ন

নিরিবিলি একটি সংসার। হয় ত' বা একটি দুরন্ত—প্রগল্ভ স্বামীই জুট্বে কপালে। বেশ ত' মন্দ কি ?—তপতীর মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হোলো। সেই কলমুখর, দীপালোকিত মুহূর্ত্ত একটু তাড়াতাড়িই এসে পড়্লো যেন।···

ফুলশয্যার গৌরবময় রাত্রি। বিবাহিত জীবনের সেই রমনীয় স্মরণীয় মুহূর্ত্ত। বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মতো তপতী উঠ্লো লাফিয়ে : "আপনি মদ খান—ছিঃ।"

তেমনই লুব্ধ আবিষ্ট পৃথ্বীশের কণ্ঠস্বর : "তোমার রূপ সম্বন্ধে যা' শুনেছিলুম দেখ্ছি তা'র এক বর্ণও মিথ্যা নয়। শোনো—আরেকটু স'রে এস না।"

—"না। আপনি আমায় ছোঁবেন না।" সে উগ্র অসহ্য কটু গন্ধে তপতীর প্রায় বমি আস্ছিল। সারারাত্রি তপতী নিঃশব্দে কাঁদ্লো। নিরবলম্ব—মর্ম্মন্তুদ সে কান্না।··· ওর কৈশোর-যৌবনের যে আকাশচুম্বী কামনা, তা'র অপমৃত্যু। কল্পনার সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম তুলি দিয়ে সে স্বপ্ন-সৌধ আর রূপকের একটি কল্পলোককে ও রচনা ক'রেছিল, তাসের বাসার মতো এক নিমেষেই তা ভেঙে চুরে ভূমিসাৎ হয়ে গেল।—এর চেয়েও বেশী তপতীর আর কী সর্ব্বনাশ হ'তে পারে?

* * * তারপর সুদীর্ঘ সাতটি বছর কেটেচে। কিন্তু তপতী একদিনও সুখের মুখ দেখ্লো না। অশান্তি—অত্যাচার আর নির্য্যাতনের নিদারুণ নিপীড়নে ও কী বিশ্রীই না দেখ্তে হ'য়েচে! নিষ্প্রভ দুটি চোখ। রুক্ষ—দীপ্তিহীন চেহারা। চোয়ালের হাড় দুটো ঠেলে উঠেচে। সর্ব্বাঙ্গে একটি বীভৎস বিবর্ণতা।

প্রথমে তপতী ভেবেছিল যে স্বামীকে ও প্রশ্রয় দেবে না। এমন কি প্রয়োজনাতিরিক্ত কথা বলবে না। বরঞ্চ রাত্রিতে নীচে গিয়ে ঝির অন্ধকার ঘরে স্যাঁত্সেতে মেঝের ওপর আঁচল বিছিয়ে ও অনেক আরামে শুয়ে থাক্বে, তবু ঐ লম্পট জঘন্য-চরিত্র স্বামীর শয্যাসঙ্গিনী হবে না। ···কিন্তু এই অসম্ভব প্রতিজ্ঞা কেই বা রক্ষা করতে পেরেচে?—বাধ্য হয়েই একান্ত নম্র লক্ষ্মী মেয়ের মতো তপতীকে স্ত্রীর সকল কর্ত্তব্যই পালন করতে হোলো।···ওর জীবনে আর কোনো স্বাদ নেই, বৃহত্তর পরিকল্পনা নেই। ব্যাভিচার পরায়ণ ঐ ক্ষয়িষ্ণু স্বামীর কুশ্রীতম আপ্যায়নেও এখন ও অভ্যস্ত হ'য়ে পড়েচে। তুচ্ছ একটি বিলাস-সামগ্রী, স্বামীর মোহ বিভ্রম জাগাবার ও একটি সহজলভ্য ক্রীড়ণক মাত্র। লজ্জা—শালীনতা এমন কি নারীত্বের শ্রেষ্ঠ সম্পদ পর্য্যন্ত স্বামীর পায়ে লুটিয়ে দিয়ে ও এখন রিক্তা সর্ব্বহারা।··· ··· ···

মরুর মতো উদাসীন অপরাহ্ন। আড়াই বছরের শিশু-পুত্রটিকে নিয়ে তপতী তেতলার ছাদে পায়চারি করছিলো। পর পর দুইটি রুগ্ন বিকলাঙ্গ সন্তানের মৃত্যুর পর এই পুত্র। তপতীর নাড়ী-ছেঁড়া ধন, সাগর-সেঁচা মাণিক। এই সুশ্রী চাঁদপানা মুখ দেখেই তবুও সমস্ত অপমানকে ভুলে আছে।

—"মাগো, তুমি ত' আমার চেয়ে কতো বড়ো, ঐ চুজ্জোটা আমায় ধ'রে দাও না ?"

—নিবিড় সোহাগে ছেলেকে বুকে চেপে ধ'রে, দুই গালে অজস্র চুমো দিয়ে তপতী বল্লে : "দুর পাগল! মানুষে কি সূর্য্য ধরতে পারে ? ও যে অনেক দূর বাবা!"

—তারপর হঠাৎ দাসীকে শুক্‌নো কাপড় গুলো জড়ো ক'রতে দেখে বললে,—"বিলাসী, একবার দাদাবাবুকে ডেকে দিও ত', হয়ত' নীচে শোবার ঘরে আছেন। আর ঠাকুরকে বোলো—আমি আজ কিছু খাবো না, শরীরটা ভালো নেই।"

'—এই যাই রাণীমা', দাদাবাবুকে এখ্‌খুনি ডেকে দিচ্ছি, বিলাসী ক্ষিপ্র পদে নীচে নেমে গেল।

"—কি আমায় নাকি ডেকেচ ? বাঃ! এই রাঙা পাড় শাড়ী পরলে তোমায় বেশ মানায় কিন্তু—সত্যি বলচি। কটু-বিকৃত" কণ্ঠ, রুক্ষ চুল, জবা ফুলের মতো রক্তবর্ণ চোখ, একটি রূঢ় প্রখরতায় মুখখানি কুৎসিত।

কার্ণিসটার কোলেই যে আবক্ষ পাঁচিল, ছাদের কোণে সেই পাঁচিলের গায়ে ঠেস দিয়ে তপতী দাঁড়িয়েছিল। "হাঁ ডেকেচি, কতক-গুলো প্রয়োজনীয় কথা জানতে চাই।"

"—স্বচ্ছন্দে। কিন্তু আমি ভেবেছিলুম, এই মিঠে হাওয়ার আমেজ পেয়ে হঠাৎ বুঝি একটু প্রেমালাপ করতেই সাধ হ'ল তোমার!"

স্থির অনুত্তেজিত তপতীর কণ্ঠ : "দেখো, খোকন কোলে রয়েচে, বেয়াদবি কোরো না। যা বলচি, সে কথার উত্তর দাও।"

"—তাই ত', আচ্ছা তোমার বক্তব্য নিঃসঙ্কোচে নিবেদন করতে পারো।"

—"বলচি নালন্দার বাগান বাড়ী বিক্রী ক'রে দিয়ে, তুমি নাকি কা'কে অনেক টাকার গহনা গড়িয়ে দিয়েচ ? আমাদের বিষয়-সম্পত্তি সব নাকি বাঁধা পড়েচে ? এ কথা কি সত্যি ?"

"—বাঃ চমৎকার! চণ্ডীদাসের প্রেম-পাগলিনী রাধার কণ্ঠেও এমন কারুণ্য ফোটে নি। চণ্ডীঠাকুর! এ কথা কি সত্যি ? আবার, আর একবার বলো না তপু ?"

—"আমার কথার জবাব দাও।" কণ্ঠ-স্বরে তেমনই নির্লিপ্ত ঔদাস্য।

—"হাঁ, তপতী! নির্ভুল খবরই তোমার কাণে পৌঁছেচে।"

—"তা হ'লে উপায় ? তবু তুমি ঐ উচ্ছৃঙ্খল বন্ধুদের সঙ্গে মিশবে ? ঐ সব বিশ্রী অভ্যেসগুলো আজও ছাড়বে না ?"

—"না, এই একই কথা আরও কতো দিন কতোবার তোমায় বলতে হবে জানিনে।"

"—বলেচি ত' পারিনে।" চেষ্টা কর্‌লেও তুমি কি আমায় ভুলতে পারো ? সমস্ত সম্পর্ক ত্যাগ করতে পারো ?"

—"তা হ'লে স্ত্রী-পুত্র নিয়ে পথে বসবে, তবু সুমতি হবে না তোমার ? তোমার এই জীবিত এবং ভাবী সন্তানের প্রতিও কি তোমার কোনো মমতা, কোনো দায়িত্বই নেই ?"

—"দায়িত্বের বোধ যা'দের আছে, তারা আহাম্মক। জীবনকে কোনদিনই তারা পুরোপুরি উপভোগ করতে পারে না।"

—"কি বল্লে, দায়িত্ব নেই ? স্পষ্ট ক'রে বলো, আমি আর একটিবার—শেষবার শুনতে চাই।"

—"না, নেই। আমি যথেচ্ছাচারী হ'তে পারি, কিন্তু প্রতারক নই।"

দাঁত দিয়ে ঠোঁটটা চেপে ধ'রে তপতী বল্লে—"কি—কি বল্লে ? পলকের মধ্যে কোলের শিশুটিকে সজোরে রাস্তার দিকে ছুঁড়ে ফেলে তপতী বল্লে : "তা হ'লে আমারও কোনো দায়িত্ব নেই। আজ থেকে আমিও কা'রো জননী নই।"

তপ্ত দীর্ঘশ্বাসের সঙ্গে অনুচ্চ-অর্দ্ধোচ্চারিত একটি কথা বাতাসে মিলিয়ে গেলো—"উঃ, মাগো!"

—তবু স্বাভাবিক সুরে পৃথ্বীশ বল্লে : "ভালো করোনি তপতী! এত উঁচু থেকে প'ড়ে গিয়ে ও কি বাঁচবে ? কিছুতেই বাঁচবে না। আমি ঠিক বল্লুম দেখো—ও নিশ্চয়ই ম'রে যাবে।"

"ওরে ও উদাসী"

—শ্রীশান্তি পাল।

ওরে ও উদাসী
কেন নদীর চরে একলা ব'সে
বাজাস্ বাঁশের বাঁশী ?

তুই, কাদের ছেলে কোথায় বাসা,
কেন, নদীর ধারে নিতুই আসা
ও তোর, বুঝ্‌তে নারি মনের কথা
কে তুই ব্রজবাসী ?

তুই, লাভের মাথায় থুয়ে পা
এই, কদম শাখে হেলিয়ে গা
ওই, বেউড় বাঁশের বাঁশী ফুঁকে
ভাঁজিস্ ভীমপলাসী!

তোর, হাতের বাঁশী ছিনিয়ে নেবো
ওরে, মরবি তখন কেঁদে কেঁদে
চোখের জলে ভাসি'।

স্তব্ধ চাঞ্চল্যহীন দৃষ্টি মেলে তপতী চেয়ে আছে। অস্থির যন্ত্রণায় খোকন ছটফট করচে। ডান হাতখানা ভেঙে দুমড়ে গেছে। নাক মুখ দিয়ে তাজা গাঢ় রক্ত অবিশ্রান্ত ধারায় গড়িয়ে পড়চে।...চার পাশে দেখতে দেখতে লোকের ভিড় জমে গেল। জনতার মধ্যে থেকে কে যেন বল্লে : "ছেলেটি কার বাছা ? আহা—হা ফুটফুটে নধর দেহ। এমন দশা কেমন ক'রে হ'ল গা ?"

একটি অতিষ্ঠ কণ্ঠে প্রশ্ন হ'ল : "দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তোমরা দেখ্‌চ কি—ওকে যে এখুনি হাঁসপাতালে পাঠাতে হবে।"

কিন্তু সকল কলরবকে ছাপিয়ে উঠলো, খোকনের সুতীক্ষ্ণ—মর্ম্মস্পর্শী কণ্ঠ—"মা—মাগো"—

তপতীর ঠোঁটের কোণে ক্রুর হাসি—দুর্দ্দমনীয় কাঠিন্য।...এই সুদীর্ঘ সাতটি বছর ধ'রে ও যতো অশ্রু বিসর্জ্জন ক'রেচে, বোধ করি তা' নিয়ে একটি সমুদ্র রচনা করা যায়।

হয় ত' তাই আজ ও কাঁদলো না।

দিনেন্দ্রনাথ

—শ্রীগিরিজাকুমার বসু

স্বর্গীয় দীনেন্দ্রনাথ ঠাকুর

দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর গেল ৫ই শ্রাবণ রবিবার বেলা ১০৷৷০ টার সময় সন্ন্যাস রোগে লোকান্তরিত হ'য়েছেন। অন্তরঙ্গ বন্ধুদের পক্ষে, বাংলা সাহিত্য ও সঙ্গীত কলার পক্ষে, শান্তিনিকেতনের পক্ষে এ অতি বড়ো দুঃসম্বাদ। তাদের এ ক্ষতি সহজে পূরবে না। মৃত্যুকালে তাঁর বয়েস হ'য়েছিল তিপ্পান্ন বছর। তিনি ছিলেন বরিশালস্থ লাকুটিয়ার জমিদার ৺রাখালচন্দ্র রায় চৌধুরীর দৌহিত্র ও স্বর্গীয় কবি দেবকুমার রায় চৌধুরীর ভাগিনেয়। অতি অল্প বয়েস থেকেই তিনি ঠিক সুরে গান গাইতে পারতেন। পরে তিনি খুব ভালো এস্রাজ ও পিয়ানো বাজাতে শিখেছিলেন। তিনি এখানকার সেন্ট জেভিয়ার কলেজে শিক্ষিত হ'য়ে ব্যারিষ্টার হবার জন্যে দু'বার বিলেত যান। কিন্তু বাণীর কমলবনে যাঁর ছিল আনাগোনা, ব্যবহারজীবের পেশা তাঁর মনঃপূত হ'লো না। তিনি আইনের পথ ছেড়ে, রত হ'লেন ইউরোপীয় সঙ্গীতকলার অনুশীলনে। তাতে বিশেষ জ্ঞান লাভ ক'রলেও দেশীয় সঙ্গীতেই তিনি আপনাকে মগ্ন ক'রলেন। রবীন্দ্র-সঙ্গীতের সঙ্গে তাঁর নাম যে অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িয়ে থাকবে, তা' সংস্কৃতি সম্পন্ন ব্যক্তি-মাত্রই অবগত আছেন। নট হিসেবেও তিনি সামান্য ছিলেন না—'বিসর্জ্জনে' রঘুপতির ভূমিকা-অভিনয় তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

দিনেন্দ্রনাথ দু'বার বিয়ে ক'রেছিলেন। তাঁর প্রথম স্ত্রী বীণাপাণি দেবী, খ্যাতনামা আইন-ব্যবসায়ী ৺রজনীমোহন চট্টোপাধ্যায়ের কন্যা ছিলেন এবং বিয়ের আড়াই বছর পরে পরলোক প্রাপ্ত হন। তাঁর দ্বিতীয় স্ত্রী হলেন কমলা দেবী, অমরেন্দ্রনাথ চট্টো-

পাধ্যায়ের দৌহিত্রী। দিনেন্দ্রনাথ নিঃসন্তান ছিলেন। আমরা তাঁর শোকসন্তপ্তা সহধর্ম্মিনীকে আমাদের আন্তরিক সমবেদনা জানাচ্ছি।
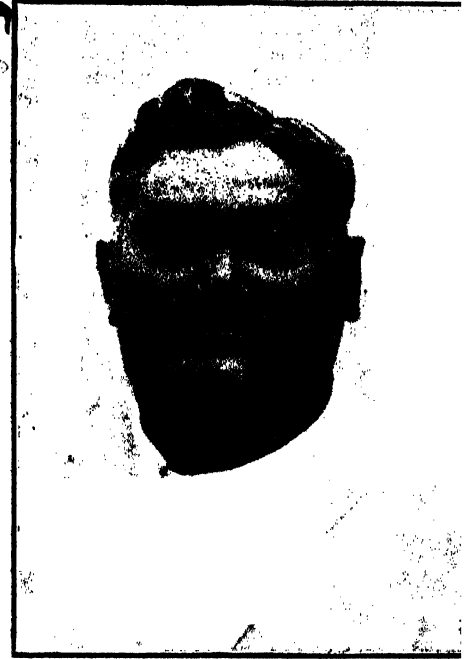
রবীন্দ্রনাথের বড়ো ভাই দ্বিজেন্দ্রনাথ ছিলেন দিনেন্দ্রনাথের পিতামহ, পিতা ছিলেন স্বর্গীয় দীপেন্দ্রনাথ ঠাকুর। দিনেন্দ্রনাথ দীপেন্দ্রনাথের একমাত্র পুত্র। ৪ঠা শ্রাবণ শনিবার রাতেও তিনি সুস্থ ছিলেন—সেইদিন রাত চারটের সময় তিনি অসুস্থ বোধ করেন। আর পরদিন বেলা ১০।০টায় বমনোদ্বেগের সঙ্গে সঙ্গেই তাঁর হৃদ্‌যন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়।

আমাদের তিনি প্রিয় ও ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন —কতবার কত যায়গায় তাঁর সঙ্গে কত আনন্দে যাপন ক'রেছি। শান্তিনিকেতনে গেলে, তাঁর ওখানেই আদর আপ্যায়নে তুষ্ট হ'তুম, কী যত্নই তিনি ক'রতেন। হেমেন্দ্রকুমার তাঁর সম্বন্ধে যা লিখেছেন তা তিনি অন্তরের অনুভূতি থেকেই লিখেছেন। এমন আড়ম্বরহীন নিরহঙ্কার মধুরহৃদয় গুণী, এমন বন্ধুবৎসল প্রীতির আধার, এমন আনন্দময় ও আনন্দ-বিনিময় দক্ষ শিল্পী যে কোনো দেশেই বিরল। আমরা প্রেম ও অনুরাগে তাঁর স্মৃতি হৃদয়ে সজীব করে রাখবো।

"কণ্ঠহার"

—শ্রীজ্যোতিষ বন্দ্যোপাধ্যায়
(পরিচালক—রাধা ফিল্ম কোম্পানী)

রসজ্ঞেরা আর্টের ছুটো দিক দেখে থাকেন। একটা হ'চ্ছে গল্পটি বা বিষয়টি, ভাল না মন্দ; অপর হ'চ্চে শিল্পীর নৈপুণ্যের দিক বা Technical দিক। একটি আখ্যানগত ব্যাপার, অপরটি আর্টের প্রকাশ-ধর্ম্মী নিপুণতা। এক একটা কালে, বিষয়ের (Subject) এক একটা Type রচিত হয়েছে। গিরিশচন্দ্রের আগের যুগে, তাঁর নিজের যুগে, তাঁর পরের যুগে আর Ultra modern যুগে বিভিন্ন ভাব ও রুচির প্রতিষ্ঠা হয়েছে। এখন এই কণ্ঠহার বিষয়টি। এটি অতি আধুনিক ব্যাপার নয়। তা যদি হোতো, গৌরীকান্ত সরোজকে দেবদাসের মত ভালবেসেই ধ্বংস হোতো, তাকে পাবার জন্য পাঁচ বৎসর ধ'রে নরেনের সর্ব্বনাশ ক'র্বার মতো তার ধৈর্য্য থাক্‌তো না। লেখক যে গৌরীকান্তের সৃষ্টি ক'রে তাঁর গল্পের Type একেবারে একঘেয়ে ও প্রাণহীন করেছেন তা ঠিক বলা যায় না। কেন না, Typeয়ের ভিতর দিয়ে তখনকার রুচি ও সভ্যতা অনুধ্যান করা যেতে পারে। তারপর সরোজের চরিত্র—একদম অতি-আধুনিক কখনই নয়। তা যদি হোতো তাহলে সে তার স্বামীর প্রাণ-ভিক্ষার জন্য পুলিশের পায়ে পড়্‌তো না—তাকে Shoot কর্‌তো। এখনকার পাঠক কণ্ঠহার পাঠ ক'রে বল্‌বেন —গ্রন্থকারের কল্পনার ভিতর দিয়ে কোন বিশেষত্বই নাই এবং চরিত্র-সৃষ্টি অত্যন্ত মামুলী। কথা মিথ্যা নয়।

এখন সে যাই হোক, আমাদের এই 'কণ্ঠহার'কে ছবিতে তুল্‌তে গিয়ে গ্রন্থকারের Conceptionটাকে অতি-আধুনিক কর্‌বার জন্য বদ্‌লে ফেল্‌তে যাওয়া অত্যন্ত মারাত্মক ব্যাপার। তবে যুগের যখন খেয়াল বিষয়-বৈচিত্র্য, তখন গল্পাংশটাকে এক রকম ঠিক রেখে—শিল্পের প্রকাশধর্ম্মের ভিতর দিয়ে নূতনত্ব ও বিচিত্রতার সৃষ্টি কর্‌তে হবে। তবে Technical sideটায় শুধু অদ্ভুত বা বড় রকমের সব ব্যাপারে পূর্ণ কর্‌লে চল্‌বে না, তাদের ভিতরেও হৃদয়-কথার পরিব্যাপ্তি চাই এবং সর্ব্বদাই সতর্ক থাকা কর্ত্তব্য যেন আমাদের শিল্প নিছক অসামান্য ও অভাবনীয় না হয়। অতএব সর্ব্বতোভাবে আমাদের কর্ত্তব্য, সামান্য ও সুপরিচিত উপকরণের ভিতর দিয়ে যথাসম্ভব আশ্চর্য্য বৈচিত্র্য সঞ্চার করা।

পরিশেষে আমার বক্তব্য যে 'কণ্ঠহার'কে চিত্রে অঙ্কিত করার ফলে আমরা দেখব—অতি আধুনিকের মধ্যে "দেবদাস" ও "মানময়ী"র মত তেমন উচ্ছ্বাস নাই, তবে এটা ঠিক্ চিত্র-নাট্য রচনা যদি সত্য সত্যই "চমৎকার" হয়, দর্শক ও অর্থসমাগম আশাতীত হবে!

আরো একটা কথা, এ কাল শুধু নিজ সমাজের গণ্ডীর ভিতরে না থেকে, বিশ্ব-সামাজিকতার ভিতর দিয়ে নানা প্রকারের আর্টের সন্ধান করছে। তাই তারা আমাদের রোঘো ডাকাতের ভিতরে Thief of Bagdad আর "রণলাল"?

দেখুন, সত্য বল্‌তে কি এ যুগের আর্ট কোন কাজেই আস্‌ছে না। আর ইউরোপীয় শিল্পটা তো—Factoryর ভিতর এসে পড়েছে! প্রকৃত শিল্প এখানে জমাট বাঁধচে কোথায়? এ যুগে ভাবের বন্ধন সম্ভব হোচ্চে না—ছিঁড়ে যাচ্চে। অতীতে যা ছিল, তাও রক্ষা করা সম্ভব হচ্চে না। তবু আধুনিকেরা আধুনিকেরই অন্ধ-পক্ষপাতী। আচার্য্য বা শিল্পী-শ্রেষ্ঠ বলে তারা কারেও মান্‌তে চায় না। সপ্তম বর্ষীয় বালক হ'তে

সপ্তাহিকা

বিগত ৮ই শ্রাবণ বুধবার সন্ধ্যায় বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের দ্বিচত্বারিংশ বার্ষিক প্রতিষ্ঠা দিনের উৎসব সার যদুনাথ সরকার মহাশয়ের নেতৃত্বে পরিষদ মন্দিরে হয়ে গেছে। সভাপতি মহাশয় প্রাপ্ত পুস্তক, প্রাচীন মুদ্রা ও মূর্ত্তি সমূহ দেখালে ঐসবের দাতাদের ধন্যবাদ দিলে গীত বাদ্য হয়। শ্রীযুক্ত দুর্ল্লভ ভট্টাচার্য্য, কিষণ চাঁদ বড়াল, শচীন্দ্রনাথ দাস, মনীন্দ্র মোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, হরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য, ভূতনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, মুটবিহারী চট্টোপাধ্যায় সন্ন্যাসী চরণ রায় প্রভৃতি গীত বাদ্যে যোগ দেন। পরিষদের কর্ত্তৃপক্ষ অতঃপর জলযোগের দ্বারা সকলকে পরিতুষ্ট করেন। উপস্থিত ভদ্রমহোদয় ও ভদ্রমহিলাদের মধ্যে নিম্নলিখিত নামগুলি উল্লেখযোগ্যঃ—

রায় বাহাদুর জলধর সেন, শ্রীযুক্ত শরৎ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, লেডি প্রতিমা মিত্র, মিসেস জে, সি, মুখার্জ্জি, রায়বাহাদুর যোগেশ চন্দ্র রায়, সার যদুনাথ সরকার, শ্রীযুক্ত সুধীর রায়, শ্রীযুক্তা অপর্ণা দেবী, শ্রীযুক্তা সুজাতা দাস, শ্রীযুক্তা তমাল লতা বসু, শ্রীযুক্তা রাধারাণী দেবী, শ্রীযুক্তা পুষ্পমালা সেন, কুমারী অমলা নন্দী, কুমারী নীহার বালা ঘোষ, কুমারী কাঞ্চনমালা ঘোষ, ডাঃ সুরেন্দ্রনাথ দাস গুপ্ত, শ্রীযুক্ত মৃণাল কান্তি ঘোষ, শ্রীযুক্ত নরেন্দ্র দেব, শ্রীযুক্ত গণেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ডাঃ ভূপেন্দ্র নাথ দত্ত, মিঃ ও মিসেস এ, সি দত্ত, কবিশেখর নগেন্দ্রনাথ সোম, ডাঃ প্রমথ বন্দ্যোপাধ্যায়, অধ্যাপক চারু ভট্টাচার্য্য, ডাঃ সুকুমার রঞ্জন দাশ, শ্রীযুক্ত অমূল্য চরণ বিদ্যাভূষণ, শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, রেভারেণ্ড ডাঙ্কান, শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত, ডাঃ ইউ, এন, ঘোষাল, শ্রীগিরিজাকুমার বসু, শৈলেন্দ্র কৃষ্ণ লাহা, সজনীকান্ত দাস, সুরেশ বন্দ্যোপাধ্যায়, জ্যোতিষ ঘোষ, শ্রীযুক্ত খগেন্দ্র নাথ চট্টোপাধ্যায়, অনাথবন্ধু দত্ত, অনাথ নাথ ঘোষ, নরেন্দ্র নাথ বসু প্রভৃতি।

*

গেল ৪ঠা শ্রাবণ মেদিনীপুরের কাজলাগড়ে স্বর্গীয় কবি দ্বিজেন্দ্র লাল রায়ের একটি স্মৃতিস্তম্ভ স্থাপিত হয়েছে। তিনি কোনো সময়ে (১৮৯০ খৃষ্টাব্দে) সেটল্‌মেণ্টের ডেপুটি রূপে ওখানে ছিলেন। Better late than never.

*

১০ নং রামধন মিত্রের লেনে (শ্যামপুকুর) সম্প্রতি একটি সঙ্গীত বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হ'য়েছে। ওস্তাদ গোক্‌র খাঁ, শ্রীদেবরঞ্জন পণ্ডিত ও ওস্তাদ মেহেদি হোসেন খাঁর শিষ্য শ্রীজয়কৃষ্ণ ঘোষাল কণ্ঠসঙ্গীত এবং শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্র নাথ দাস তবলাবাদনের ভার নিয়েছেন। আধুনিক ও ক্লাসিক সকল রকম গানই এখানে শিক্ষা দেওয়া হবে।

*

গেল সোমবার স্বর্গীয় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের চতুশ্চত্বারিংশৎ মৃত্যু-তিথি কল্‌কাতায় নানা স্থানে উদ্‌যাপিত হ'য়েছে। সন্ধ্যা সাড়ে ছটায় এ্যালবার্ট হলে ডাক্তার আর্কুহার্টের নেতৃত্বে যে সভা হয় তাতে সদ্যোমুক্ত রাজবন্দী শরৎচন্দ্র বসু উপস্থিত থেকে বক্তৃতা করেন। বিদ্যাসাগর মানুষ ছিলেন।

সকলেই শিক্ষা ও Suggestions দিতে চায়!!!

শুধু উপকরণের প্রাচুর্য্য ও আড়ম্বরের ঘনঘটায় আর্টের দীক্ষাকে অন্তর্গ্রহণ করা যায় না। এজন্য কোন কোন পশ্চিমের ভাবুক দুঃখ ক'রে বলেন ;—"Now-a-days we have art students instead of apprentices—and there is always danger that the student even if he is articled to an architect will spend too long in learning instead of doing".

আমার এ কয়টি কথা কইবার পর, আপনারা দয়া করে আমাকে Suggestions অথবা উপদেশ দিবার পূর্ব্বে একবার ভেবে নিয়ে আমাকে ছবি তোলার কার্য্যে নিযুক্ত করবেন।

আমি সকলেরই Suggestions এবং অভিমত নিতে সর্ব্বদাই প্রস্তুত, কিন্তু যে জিনিষের ভালমন্দের জন্য শুধু আমাকেই Responsible হোতে হবে, তার সফলতার জন্য আমাকে সকল বিষয়ে স্বাধীনতা দেওয়া কর্ত্তব্য।

যে দেশে টাকা নাই

(শ্রাবণের ভারতবর্ষের উক্ত প্রবন্ধ পাঠান্তে)

—শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক, বি-এ

যে দেশে টাকা নাই ফাঁকা যে বলে তারে,
সেখানে ধারে বই, কাটে না কিছু ভারে।
দেউলে দেউলিয়া,
আরামে বসে গিয়া,
পাথর চাপা দেশ, ভবানী বহে ভাঁড়ে।

২

যে দেশে নাহি ব্যাঙ্ক নাহিক টাকৃশালা
দুবেলা জলেনাক' দীনেরি পাকৃশালা।
নাহিক রূপা সোণা,
নাহিক আনা গোনা,
চেকের লাগি দেক্ করে না বারে বারে।

৩

যে পথে চলেনাক' মটর ও গাড়ী ঘোড়া,
অভাব দিয়ে বাঁধা সে পথ আগাগোড়া।
যাচিতে সেথা দর,
ছোটে না সদাগর,
বাজে না রুণিঝুণি, তাঁইরে নারে নারে।

৪

বেতনও পায়নাক' সে দেশে খাটি' লোক,
না খেয়ে দেহ ক্ষীণ, কাঁদিয়া রাঙা চোখ।
সেথায় যাবে বৃথা
বাড়ে না ভুঁড়ি সেথা,
চতুর চলে যায় চাহিয়া আড়ে আড়ে।

৫

মলিন মুখে ফেরে সে দেশে কালিদাস,
বিদুরও মাঝে মাঝে আসিয়া করে বাস।
সে বড় জলা দেশ
জানিনে কোথা শেষ !
দীনের দ্বারাবতী লবণ-পারাবারে।

৬

শিকারী নাহি সেথা, ভিখারী ফেরে দ্বারে,
জানে না বুঝেনাক' কি যে কে দেবে কারে।
শিবানী শিব হায়
সে দেশে দেখা যায়,
কপাল ফাটা হলে গোপালও পেতে পারে।

—সাউণ্ড বক্স

SENOLA RECORDS

August—1935.

আর একটি বাঙালীর রেকর্ড কোম্পানী। প্রসিদ্ধ বাদ্য-যন্ত্র ব্যবসায়ী শ্রীযুক্ত বিভূতিভূষণ সেনের নাম বাঙ্‌লা দেশে সুপরিচিত। মেসার্স এন, বি, সেন এণ্ড ব্রাদার্স এবং "সেনোলা মিউজিক্যাল প্রডাক্টস" প্রতিষ্ঠানগুলিও বাঙালীর জনপ্রিয়। বিভূতিবাবু স্বয়ং গীত-শিল্পী। তাঁহার তত্ত্বাবধানে রেকর্ডগুলির গান ও শিল্পী নির্ব্বাচন হইয়াছে। বাঙালীর পয়সা, পরিশ্রম এবং সর্ব্বোপরি বাঙালীর অভিনব উদ্ভাবনী ও সৃজনী শক্তি সেনোলা রেকর্ডগুলিকে সকল দিকে সাফল্য-মণ্ডিত করিয়াছে।

*

আগষ্ট মাসে সেনোলা রেকর্ডের প্রথম অভিযান। ৪ খানি গান, ১ খানি বাজনা ও ৭ খানি রেকর্ডে সমাপ্ত 'সীতা' পালার রেকর্ড লইয়া সেনোলা প্রথম অর্ঘ্যের ডালা সাজাইয়াছেন। আমরা নিম্নে প্রত্যেক রেকর্ডের সমালোচনা দিলামঃ—

*

Q. S. 1. শ্রীমতী আশা রায় দু'খানি দেশ-মাতৃকার বন্দনা গাহিয়াছেন। গান দুটি "আমার সোনার হিন্দুস্থান" ও "আমার বাংলা মায়ের বাণী"। গান রচনা করিয়াছেন শ্রীযুক্ত সুরবন্ধু মজুমদার। গায়িকার গান আমরা ইতিপূর্ব্বে অন্য কোম্পানীর রেকর্ডে ও বেতারে শুনিয়াছি। কিন্তু সেনোলা রেকর্ডের গান শুনিয়া এই শিল্পী সম্বন্ধে আমাদের পূর্ব্ব ধারণা পরিবর্ত্তন করিতে হইল। অনুসরণকারী বাদ্যযন্ত্র কণ্ঠ সঙ্গীতকে সকল দিক দিয়া সাহায্য করিয়াছে—কোথাও চাপা দেয় নাই। এই রূপ প্রাণমাতানো স্বদেশী গান আমরা ৺ হরেন দত্তের "আ'মরি বাংলা ভাষা" রেকর্ড খানির পর আর শুনি নাই।

*

Q. S. 2. শ্রীযুক্ত সন্তোস সেন গুপ্ত বি, এ, দু'খানি বর্ষার করুণ সঙ্গীত রেকর্ড করিয়াছেন। "আজি শাঙন ঝরে মম বিজন বনে" ও "আজ পড়ে গো মনে দু'টি কাজল আঁখি" গান দুইটির রচয়িত্রী শ্রীমতী হাসিরাণী দেবী। গায়কের কণ্ঠস্বর সুরেলা, উদাত্ত ও গম্ভীর এবং অনুসরণকারী বাদ্যযন্ত্র কণ্ঠস্বরকে মধুরতর করিয়াছে। রেকর্ডিং চমৎকার। সবই ভাল লাগিল কিন্তু গানের সুর-যোজনার সুখ্যাতি করা যায় না। দুটি গানেরই এক সুর ও একঘেয়ে। এই একঘেয়ে সুর গায়ক যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়া শ্রুতিমধুর করিতে চেষ্টা করিয়াছেন।

*

Q. S. 3. শ্রীমতী দুর্গারাণী দু'খানি ভজন গান গাহিয়াছেন এই রেকর্ডখানিতে। "এস গিরিধারী কুঞ্জবনচারী রাসবিহারী ঘনশ্যাম" ও "শ্যাম-সুন্দর অধরে বাঁশরী যমুনা কিনারে বিহার হরি" নামক সুন্দর গান দুটির রচয়িতা প্রসিদ্ধ স্বরলিপিকার শ্রীজগৎ ঘটক। রেকর্ড জগতে এই নবাগতা গায়িকার কণ্ঠস্বর, সঙ্গীতে বুৎপত্তি ও গাহিবার প্রণালী দেখিয়া আমরা চমৎকৃত হইয়াছি। অনাড়ম্বর ও সংযত প্রণালীতে পবিত্র ভজন গান দুটি গাহিয়া গায়িকা আমাদের যে পরিমাণ খুসী করিলেন আমরা তাঁহাকে সেই পরিমাণ প্রশংসা করিতেছি।

*

Q. S. 4. শ্রীমতী সরযূবালা "নিশি অবসান হলে যদি চলে যাও প্রিয়" ও "চাঁদিনী এসো না আর আমারি দ্বারে" গান দুটি এই রেকর্ডে গাহিয়াছেন। গানের কথার জন্যে দায়ী শ্রী নরেশ্বর ভট্টাচার্য্য। কণ্ঠ-সঙ্গীতের সহিত অর্কেষ্ট্রা বাজিয়াছে। অর্কেষ্ট্রা সম্বলিত রেকর্ড আমরা বহু শুনিয়াছি কিন্তু এরূপ সুষ্ঠু, সুবিন্যস্ত ও সুসঙ্গত রেকর্ড শুনিয়াছি বলিয়া মনে হয় না। গায়িকার কণ্ঠ মিষ্ট এবং বাণী স্পষ্ট। অনুসরণকারী ও বিরাম অর্কেষ্ট্রা বাদ্য কণ্ঠ-সঙ্গীতের রূপকে পূর্ণ বিকশিত করিয়া সৌন্দর্য্যমণ্ডিত করিয়াছে।

*

Q. S. 5. শ্রীযুক্ত হরিদাস গাঙ্গুলী এই রেকর্ডে 'জিলা' ও 'তিলক কামোদ' সুরে মাউথ অর্গান বাজাইয়াছেন। ইতিপূর্ব্বে মাউথ অর্গানের Solo রেকর্ড তুলিবার সাহস কোন কোম্পানী করেন নাই। সেনোলা রেকর্ড সে প্রচেষ্টায় যে কতদূর সাফল্য লাভ করিয়াছেন তাহা এই রেকর্ড খানি শুনিলেই বুঝিতে পারা যায়। No risk no gain কথাটা সেনোলা কোম্পানী কাজের দ্বারা যে ভাবে সুব্যবহার করিয়াছেন তাহা পূর্ব্বে আর কেহ করেন নাই। মাউথ অর্গান যন্ত্রের শ্রেষ্ঠ শিল্পী হরিদাস বাবুর এই বাজনা শুনিলে সঙ্গীতামোদী মাত্রই আনন্দিত হইবেন।

*

Q. S. 6.—Q. S. 12. এই ৭ খানি ডবল সাইডেডরেকর্ডে 'সীতা'র সম্পূর্ণ পালাটি রেকর্ড হইয়াছে। 'সীতা' রচনা ও পরিচালনা করিয়াছেন বেতারের স্বনামধন্য নাট্য-পরিচালক ও নাট্যকার বীরেন্দ্র কৃষ্ণ ভদ্র মহাশয়। এই 'সীতা' নাটক ষ্টেজে নাট্য-জগতে যুগান্তর আনিয়াছিল আবার সেই 'সীতা' রেকর্ড জগতেও যুগান্তর আনিল বাস্তবিক রেকর্ডে যে এইরূপ অভিনয়, বাজনা

বীমাপ্রসঙ্গ

"হিন্দুস্থানের কথা"

আমরা ইতিপূর্ব্বে কয়েকটি সংখ্যায় "হিন্দুস্থান বনাম আনন্দবাজার" প্রসঙ্গে যে ভাবে আলোচনা করিয়া আসিয়াছি ;— হিন্দুস্থান কো-অপারেটিভ্ ইন্‌সিওরেন্স সোসাইটি—কর্ত্তৃক প্রকাশিত "হিন্দুস্থানের কথা" নামক পুস্তিকায় "হিন্দুস্থানে"র বিরুদ্ধে আনীত তথাকথিত অভিযোগগুলির যেরূপ বিশদ ও সঠিক উত্তর দেওয়া হইয়াছে তাহাতে মনে হয় আমাদের আলোচনা ঠিক পথেই করা হইয়াছে।

যেরূপ পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনা দ্বারা প্রমাণ প্রয়োগ সহকারে অভিযোগগুলি খণ্ডন করা হইয়াছে তাহাতে সাধারণের মনে হিন্দুস্থান সম্বন্ধে আর কোনও অমূলক সন্দেহ থাকিবে বলিয়া মনে হয় না।

অযৌক্তিক তর্কেও ধূলা ওড়ে, এবং সে ধূলায় সাধারণের দৃষ্টি কিছু পরিমাণে ঝাপসা হইয়াও পড়িতে পারে, সেই ফাঁকে সত্য মিথ্যা অঙ্কপাতের জটিলতা আসিয়া সন্দেহের সৃষ্টি করাও বিশেষ কঠিন নয়। কিন্তু কোনও বিবেচক লোক তাহা সমর্থন করিতে পারেন না

একজন বিদেশী বীমা কোম্পানীর দালাল এবং আর একজন অবাঙ্গালী বীমা কোম্পানীর কেরাণী এবং আর একখানি জাতীয়তা বাদী দৈনিক পত্রিকা—সম্প্রতি বাঙ্গালা দেশের বীমা-ক্ষেত্র অবাধে চষিয়া চলিয়াছেন ;— কেহ কেহ মনে করিতেছেন চষিতেছে— চষুক—আমাদের ক্ষেত ফসলের বাড় বাড়ন্ত হোক্। —অর্থাৎ 'হিন্দুস্থান'এর উপর আক্রোশ অহেতুক—অসূয়া যাহাদের আছে তাহারা মনের খেদ মিটাইয়া গালাগালি দিয়া যাক—'হিন্দুস্থান'কে সবাই মিলিয়া নামাইতে পারিলে আমরা কিছুদিন হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচি —হইলই বা বাঙ্গালীর কোম্পানী বড়ই বাড়িয়া চলিয়াছে। আমাদের পাঁচজনেরও ত' পেটের ভাত করা চাই।

হায়রে ভাতের কাঙাল বাঙ্গালী—পেটের ভাতের জন্য তোমরা আপন ভাই-এর সর্ব্বনাশ করিতে চাও? বাঙ্গালীর নিন্দায়, বাঙ্গালী প্রতিষ্ঠানের উপর অযথা হীন আক্রমনে তোমার গাত্রদাহ হওয়া দূরের কথা তুমি প্রতিবাসী ও স্বজাতির নিন্দা গ্লানি বেশ চাখিয়া চাখিয়া লেহন করিতে পার। বাঙ্গালী, আজ তোমার দুর্গতিতে অ-বাঙ্গালী হাসিতেছে। ভবিষ্যতে লাভের আশায় মুখে তাহাদের একটু হাসিও বুঝি দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাকেই বলে দাস মনোভাব, দাসসুলভ দুর্ব্বলতা। কিন্তু বাঙ্গালী যেমন দাস জাতি—তেমনি বাঙ্গলার বাহিরে সারা ভারতবর্ষে ত' দাস জাতি ছড়াইয়া আছে, এমন কি এই বাঙ্গলা দেশে —কলিকাতা সহরে অ-বাঙ্গালী ব্যবসাদারের সংখ্যাও ত' কম নহে—বরং বেশীই কিন্তু বাঙ্গালীর সম্পদে, গৌরবে, উন্নতিতে বাঙ্গালীর যেমন চোখ টাটায়, বুক ফাটে এমন বোধ হয় আর কোনও জাতির মধ্যেই দেখা যায় না।

খাই না খাই বগল বাজাই
ভাইকে দিয়ে তুয়ো
শ্মশান ঘাটে কুড়িয়ে কড়ি
আমার তরে থুয়ো।

ও গান হইতে পারে তাহা আমাদের ধারণা ছিল না।

*

'সীতা' নাটকের রেকর্ডিঙের একটা বিশেষত্ব সকলেয় দৃষ্টি আকর্ষণ করে। প্রত্যেক পিঠে এক একটি দৃশ্য সম্পূর্ণ করা হইয়াছে। কোথাও এক দিকের দৃশ্যের বক্তব্য অন্য দিকে টানিয়া লইয়া যাওয়া হয় নাই। গান, সুর-যোজনা, এবং আবহ-সঙ্গীত চমৎকার হইয়াছে। কোরাস গানগুলিরও প্রত্যেক কথাটি বুঝিতে পারা যায়। প্রত্যেক রেকর্ডের টাইটেলে রেকর্ডেড্ দৃশ্য ও কুশীলব ছাপা থাকায় পুস্তিকার প্রয়োজন হয় নাই।

*

রামের ভূমিকায় বেতারের অপ্রতিদ্বন্দ্বী অভিনেতা বীরেন বাবুর অভিনয়ের তুলনা নাই। সীতার ভূমিকায় মিস্ উষাবতীর প্রাণস্পর্শী অভিনয় শুনিয়া পাষাণের প্রাণও গলিয়া যায়। লক্ষ্মণ, বাল্মীকি, লব, দুর্ম্মুখ প্রভৃতি সুন্দর হইয়াছে। প্রত্যেক পার্শ্বচরিত্রটিকে সম্যক মনোযোগ দেওয়ায় সমগ্র অভিনয় আশাতীত সাফল্য মণ্ডিত হইয়াছে। 'সীতা' নাটকাভিনয় রেকর্ডের চিরাচরিত নাটকাভিনয় হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন। ইহার টেকনিক, ইহার সুসঙ্গত অভিনয়, আবহ-সঙ্গীত, কোরাস গান প্রভৃতি পালার রেকর্ড জগতে একটি Land mark হইয়াছে এবং যুগান্তর বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। এলুমিনিয়মের সুদৃশ্য কেসটিও সেনোলা কোম্পানীর এসথেটিক কালচারের পরিচয় পাওয়া যায়।

খেলার মাঠে

রসিদ

আই-এফ্-এ শীল্ড প্রতিযোগিতার শেষ খেলার মীমাংসা হইয়া গিয়াছে—ইষ্ট ইয়র্ক দল লয়্যালস্‌কে পরাজিত করিয়া শীল্ড পাইয়াছেন। এই প্রতিযোগিতার প্রারম্ভেই দর্শকবৃন্দের মধ্যে যে উত্তেজনার সৃষ্টি করিয়াছিল, মোহনবাগান ও মহামেডান দল পরাজিত হইয়া তাহার বিশেষ অভাব পরিলক্ষিত হয়—এমন:কি ভারতীয় উৎসাহী দর্শকবৃন্দের অনেকেই শেষ খেলা দেখিতে যাইবার আদৌ ইচ্ছা প্রকাশ করেন নাই।

•

মোহনবাগান, মহামেডান ও এরিয়ান্সের পরাজয় বিশেষ আফশোষের বিষয় হইয়াছে। প্রথম ও শেষোক্ত দল অপেক্ষাকৃত শুষ্ক মাঠে খেলিয়া পরাজিত হইয়াছেন কিন্তু মহামেডান দল অতিশয় পিচ্ছল কর্দ্দমাক্ত মাঠে বিজিত হইয়াছেন। কর্দ্দমাক্ত মাঠে নগ্নপদ ভারতীয় খেলোয়াড়দিগের পরাজয় করা এতদিন কঠিন ছিল না কিন্তু মহামেডান দল বুট ব্যবহার করিতে অভ্যস্ত হইয়া ভারতীয় ফুটবলের এই দুর্দ্দশাকে উন্নত করিয়াছেন। তথাপি ভারতীয় খেলোয়াড়গণের সবুট খেলার মধ্যে যে প্রতিভার অভাব আছে তাহার সমাধান কেহই করিয়া উঠিতে পারেন নাই।

•

ইয়র্কস এণ্ড ল্যাঙ্কসের সহিত মোহন-বাগান যে দ্রুততা, আক্রমণবিভাগের চাতুর্য্য দেখাইয়াছিল লিসেষ্টারের সহিত খেলায় তাহার নিতান্ত অভাব ছিল। রক্ষণবিভাগে আবদুল হামিদের অনুপস্থিতি যে ইহার অন্যতম কারণ সে বিষয় সন্দেহ নাই। মেরুদণ্ডবিহীন মোহনবাগান টীম সেদিন আক্রমণ বিভাগে নিজস্ব বৈশিষ্ট্যের অভাব বোধ করিতেছিল—গোল শোধ করিবার প্রাণপণ ইচ্ছা কিন্তু একান্ত দৃঢ়তার অভাবেই বল পোষ্টে লাগিয়াছিল বা সম্মুখভাগ দিয়া এড়াইয়া গিয়াছিল।

•

হামিদ কর্ম্মসংক্রান্ত ব্যাপারে আগষ্ট মাস হইতে কলিকাতা পরিত্যাগ করিবেন — এই পরিবর্ত্তন মোহনবাগান টীমের পক্ষে বিশেষ উদ্বেগজনক হইবে। সেণ্টার হাফ টীমের মেরুদণ্ড—উপযুক্ত ব্যক্তির স্কন্ধে এই দায়িত্ব না পড়িলে সমস্ত দলটিই ছত্রভঙ্গ হইয়া যায়; মোহনবাগানের বর্ত্তমান খেলোয়াড় দলের মধ্যে এই গুরু ভার বহন করিবার উপযুক্ত কেহই নাই—বলাই চাটুয্যে অবসর লইবার পর ঐস্থান মোহনবাগানকে বিশেষ বিব্রত করিয়া তুলিয়াছিল; অনেক চেষ্টার পর হামিদের সন্ধান মিলিল, কিন্তু তাঁহার অনুপস্থিতিতে পুনরায় সমস্যা উপস্থিত হইল—তবে সুখের বিষয় এক বৎসর সময় এখনও আছে, কর্ত্তৃপক্ষ এখন হইতেই সজাগ হউন।

•

মহামেডান দল ইষ্ট ইয়র্কের নিকট পরাজিত হইয়াছেন ভাগ্যদোষে একথা একেবারে অস্বীকার করা চলে না। হামিদের মতই সেণ্টার হাফ অখিল আহম্মদ সেদিন অনুপস্থিত থাকেন! মহামেডান দলের আক্রমণ বিভাগের সাফল্যের মূলে অখিলের অবদান কৃতজ্ঞতা চিত্তে স্মরণ করিতে হইবে—অখিল এ বৎসর যেন অনুপ্রাণিত হইয়া আক্রমণ বিভাগের রসদ অহরহ সংগ্রহ করিয়াছেন।—তাঁহার অভাবে টীমটি সেদিন নিস্তেজ হইয়া পড়িয়াছিল। তারপর আক্রমণ-বিভাগে রহমৎ যোগদান করেন নাই। তাহা সত্বেও আক্রমণ বিভাগ গোল করিবার অনেক সুযোগকে নিতান্ত লজ্জাজনকরূপে হারাইয়াছেন। মহামেডানের আক্রমণ ভাগ গোল করিবার সুযোগের সদ্ব্যবহার সর্ব্বদা করিয়া আসিয়াছেন—গোলের সম্মুখে সেণ্টার ফরওয়ার্ড রসিদের সুট অব্যর্থ—উহা পোষ্টে লাগিয়া ভাগ্যহীনতার দোষারোপ প্রায়ই অর্জ্জন করে নাই। কিন্তু সেদিন এই সুবিখ্যাত খেলোয়াড় যখন গোলের সম্মুখভাগে যাইয়াও ইতস্ততঃ করতঃ বাহিরে বলগুলি ফেলিতে লাগিলেন তখন জয়ের আশা সুদূরপরাহত বলিয়া মনে হইল—রসিদ বোধ হয় নিজের ক্ষমতার এই আকস্মিক পরিবর্ত্তনে বিস্মিত হইয়াছিলেন। দূর হইতে প্রতিপক্ষকে গোলের দিকে তাঁহার ম্রিয়মান দৃষ্টিও ভারতীয় জনতাকে পীড়িত করিয়াছিল! মহামেডান দল পেনালটি পাইয়া তাহার সদ্ব্যবহার করিতে পারেন নাই সেজন্য আক্ষেপ নাই কিন্তু গোলের সম্মুখে রসিদ বল ধরিলে যে পেনালটি অপেক্ষাও উত্তম সুযোগ আসে এ ধারণার পরিবর্ত্তন হওয়াতেই দুঃখিত।

•

আই-এফ্-এ শীল্ড সামপ্তে কলিকাতায় ও সহরতলীতে ছোটবড় বহু প্রতিযোগিতা আরম্ভ হইয়াছে—এগুলি সমাপ্তি হইতে প্রায় পূজার ছুটি আসিয়া পড়িবে। এই প্রতিযোগিতাগুলি প্রতিনিধিমূলক নহে বলিয়া শীল্ডের সঙ্গে সঙ্গে প্রথম শ্রেণীর ফুটবলের সমাপ্তি ঘটে।

নারী-লোক

পরিচালিকা

—শ্রীবাণী রায়

মিসেস কম্পটন বিলিফ, নর্ম্মা শিয়ারার ও ডলোরেস ডেল রিও, আমেরিকার কোন একটি সৌন্দর্য্য প্রতিযোগিতায় নির্ব্বাচিতা তিনজন সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দরী নারী।

শ্রদ্ধাস্পদা শ্রীযুক্তা সুব্রতা চট্টোপাধ্যায় 'নারীলোকে' তাঁহার একটি সুচিন্তিত প্রবন্ধ পাঠাইয়া আমাদিগকে উৎসাহ দিয়াছেন। তিনি যে 'নারীলোকের' প্রতি বিন্দুমাত্র মনোযোগ দেখাইয়াছেন, অন্যান্য ভগিনীদের ন্যায় উদাসীন হইয়া নাই ইহাই আজ আমাদের আনন্দের বিষয়। তাঁহার মতামত সাদরে গৃহীত হইয়াছে। ভবিষ্যতে তাঁহার নিকট হইতে আরো শুনিবার আশা রাখি।

"নারীর সৌন্দর্য্য অন্তরে"—এ কথাটি বড় সত্য। বাহিরের সৌন্দর্য্য ভালবাসার উদ্রেক করিতে পারে কিন্তু ভালবাসাকে বাচাইয়া রাখিবার কাজ অন্তরের। অন্তর্সৌন্দর্য্যে মহিয়সী নারীর পদে চিরকালই জগৎ প্রণত হইয়া আছে।

কিন্তু আমরা কি নারীর অন্তরের সৌন্দর্য্যের কথা একেবারে উল্লেখ করি নাই? বস্তুত কেবল বেশভূষার কথা লইয়াই আলোচনা করার উদ্দেশ্য আমাদের নয়। সর্ব্বদিক দিয়া যাহাতে 'নারীলোকে'র দ্বারা নারী জাতীর উন্নতি হইতে পারে তাহাই আমাদের প্রচেষ্টা। এসম্বন্ধে প্রথম সংখ্যা 'নারীলোকের' মুখবন্ধে বলা হইয়াছে।

সেই সংখ্যাতেই নারীর সহজসুলভ লাবণ্য ও সলজ্জ ভঙ্গির কথা বলা হইয়াছে। নারীর সহজাত কমনীয়তা ও ব্রীড়ার সহিত শাড়ীর সামঞ্জস্য আছে। মনে পড়ে নারীর স্থান নির্দ্দেশ করিবার সময়ে বলিয়াছিলাম—

"ইয়ং গেহে লক্ষ্মীরিয়মমৃতবর্ত্তি নয়নয়োঃ—" নারীর রূপ বাহিরের প্রদর্শন বস্তু নহে। গৃহে শোভনভাবে থাকিয়া দেহে নারীসুলভ সৌন্দর্য্য রক্ষা করিয়া স্বজন ও স্বামীর চিত্তের আনন্দময়ী হওয়াই তাহার কর্ত্তব্য। নারীর কাজ পথ চলা নহে। 'নারীলোকের' ১ম ও ২য় সংখ্যায় এই কথা বলা হইয়াছিল।

আর আধুনিক সজ্জার মধ্যে শাড়ীর বর্ণ সম্বন্ধে কয়েকটি দৃষ্টান্ত "বৈষ্ণব পদাবলী" বা অন্য সংস্কৃত গ্রন্থ হইতে উল্লেখ করিয়া দেওয়া হইয়াছিল। সেকালে নারীদের সজ্জা তাহাতে বর্ণিত ছিল।

আর আধুনিক প্রথায় সৌন্দর্য্য বৃদ্ধির আমরা পক্ষপাতী নই। তাই বাজারের নানা প্রথায় সৌন্দর্য্য পরিবর্দ্ধকের কথা উল্লিখিত হয় নাই। চুলের যত্ন বিষয়ে সম্পূর্ণ দেশী প্রথা, মুখের যত্ন সম্বন্ধে সম্পূর্ণ দেশী প্রথার কথাই বলিয়াছি।

আমরা ধরিয়া লইয়াছিলাম নারীর সলাজ গতিভঙ্গি, কমনীয় নয়নের দৃষ্টি, অধরের প্রীতিপূর্ণ হাস্য! নারীর এই সব স্বভাব সৌন্দর্য্যকে যে ব্যায়াম দ্বারা, সুচিন্তার দ্বারা আরো বৃদ্ধি করা যায় তাহাই বলিতেছিলাম। স্বাস্থ্য ভিন্ন কমনীয়তা বা নম্রতা স্থায়ী হয় না। হৃদয়ের কোমল বৃত্তিগুলি—যাহাদের মাননীয়া লেখিকা—স্নেহ, মায়া, মমতা ভালবাসা ইত্যাদি বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন—সেই বৃত্তিগুলিরই বিকাশের কথা আমরাও বলিয়াছি। পাঠিকাদের বিরক্তির ভয়েও সেই সংখ্যা হইতে কিছু উদ্ধৃত করিবার লোভ সংবরণ করিতে পারিলাম না, তাহাতেই আমাদের কথা বলা হইবে—

"আপনার চরণ থাক ধূলার ধরণীতে আর আপনার মন বিচরণ করুক কল্পলোকে। ইহাতে মুখে যে কমনীয়তা, যে অনবদ্য লাবণ্য আসিবে কেবল তাহাই কুশ্রীকে সুশ্রী করিতে সক্ষম।"

এই প্রসঙ্গে বলা হইয়াছিল "A good laugh can do much more than your toilet things". এই প্রবন্ধটির সহিত নারীর যথার্থরূপ সম্বন্ধে Wordsworthএর কবিতা হইতে কয়েকটি লাইন উদ্ধৃত করা হইয়াছিল কোনও কারণে তাহা মুদ্রিত হয় নাই। এবারে তাহাই বলিতে চাই:—

"But all things else about her drawn;
From May-time and the cheerful dawn;

যোগেশবাবু লিখেছেন, তাঁর ও শিশিরবাবুর অনুরোধে আমি নাকি "সীতা"র জন্যে কয়েকখানি গান রচনা ক'রে দিয়েছিলুম। এটা ভুল। কেবল শিশিরবাবুর অনুরোধেই "সীতা"র জন্যে আমি গান লিখে দিয়েছিলুম—তাঁর অনুরোধের দরকার হয়নি। তিনি অনুরোধও করেন নি এবং এরকম অনুরোধ করবার উদারতাও তাঁর মধ্যে ছিল ব'লে মনে করি না। নিজের গান-রচনার অক্ষমতার কথা তিনি যদি জানতেন, তাহ'লে তাঁর "সীতা"র পরে লেখা নাটকগুলিতে রাশি রাশি রাবিশ গান লিখে নাট্যরসিকদের এমন বিষম জ্বালাতন করতেন না—যোগ্যতর কোন ব্যক্তির হাতে এ-ভার অর্পণ করতেন। তাঁর এত-বেশি সততা যে, "সীতা"-চলচ্চিত্রে আমার কোন অনুমতি না নিয়েই আমার রচিত গানগুলি ব্যবহার ক'রে উপযুক্ত মূল্য তিনি নিজেই আদায় ক'রে নিতে লজ্জাবোধও করেন নি। এটা খালি অন্যায় নয়, বেআইনিও বটে। আমি বিনা পারিশ্রমিকে "সীতা"র জন্যে গান লিখে দিয়েছিলুম কেবল সাধারণ রঙ্গালয়ে ব্যবহার করবার জন্যে—অন্যত্র এ-সব গানের উপরে একমাত্র আমারই আইনসঙ্গত অধিকার আছে। প্রমাণ, গ্রামোফোন কোম্পানী রেকর্ডে "অন্ধকারের অন্তরেতে" গানখানির জন্যে তাঁকে টাকা দেন নি, দিয়েছেন আমাকেই। "সীতা"-চলচ্চিত্রে আমার বিনা অনুমতিতে আমার গান ব্যবহার করার জন্যে আমি অনায়াসেই আদালতের আশ্রয় নিতে পারতুম, কেবল ভদ্রতার খাতিরেই সে কাজ করিনি। এই উপকারের বিনিময়ে যোগেশবাবু অপূর্ব্ব "সত্যের অনুরোধে" আজ মিথ্যা কথা ব'লতে বাধ্য হ'লেন! কলিকালের ঋণশোধ এই ভাবেই হয়।…… … … আমি ঐ ঘটনাটির উল্লেখ করলুম, যে-যোগেশবাবুকে সত্যবাদী সাজিয়ে সাক্ষী খাড়া করা হয়েছে, তাঁর প্রকৃত স্বরূপ দেখাবার জন্যেই। যোগেশবাবুর আর একটি মস্ত ভুল দেখিয়ে দেওয়া দরকার : "বসন্তলীলা"র নাচে মণিলাল ও আরো কেউ কেউ suggestion দিয়েছেন মাত্র ; এবং দু'একটি গানের সময় কি ভাবে চলা ফেরা ক'রতে হবে তিনি সখীদের তা দেখিয়ে দিয়েছিলেন। "বসন্তলীলা"র প্রত্যেক নাচই দিয়েছিলেন, স্বর্গীয় নৃত্যশিল্পী নৃপেন্দ্রচন্দ্র বসু মহাশয়। এত-বড় একটা ভ্রম থেকেই প্রমাণিত হয় যে, যোগেশবাবু শিশির-সম্প্রদায়ের নৃত্য-বিভাগের সঠিক খবর রাখতেন না। তাই পরের উপরোধে সঠিক কথা ব'লতে গিয়ে বেঠিক কথা বলেছেন বারেবারে।

*

যোগেশবাবু "সীতা"র পরিচয়-পৃষ্ঠার কথা তুলেছেন। প্রথম সংস্করণের "সীতা" আমার কাছে আছে। তাতে "গ্রন্থকার নিবেদনে" "এই কথা স্পষ্টাক্ষরে লেখা" দেখছি যে, যোগেশবাবু "সীতা"-নাটক রচনার জন্যে শিশিরকুমার, মণিলাল ও অন্যান্য লোকের সমস্ত সাহায্য স্বীকার করেছেন, নৃত্য-পরিকল্পনার কোন কথাই তার মধ্যে নেই। তবে আমরা জানি, যোগেশবাবু "সীতা"র দ্বিতীয় ও তৃতীয় সংস্করণে মণিলালের অগোচরেই নৃত্যপরিকল্পনাকারী ব'লে কেবল মণিলালের নামই ব্যবহার করেছিলেন। কিন্তু মণিলালের কাছ থেকে বিষম ধমক্ খেয়ে পরের সংস্করণ থেকে তাঁর নাম তুলে দিতে বাধ্য হন। সাধারণ রঙ্গালয়ের জন্যে নৃত্য পরিকল্পনা ক'রে মণিলাল বা আমি কখনও নিজেদের নাম প্রকাশ করি নি। আমার অজ্ঞাতসারে "রঙ্‌মহলে"র কর্ত্তৃপক্ষ বিজ্ঞাপনে একবার আমার নাম ব্যবহার করেছিলেন। কিন্তু পরে আমার আপত্তি আছে জেনে ও কাজ আর কখনো করেন নি। রঙ্গালয়ে আমার পরিকল্পিত সমস্ত নাচের উপরেই এখন অন্য লোকে দাবি ক'রতে পারেন! কিন্তু সেজন্যে আমার দুঃখ নেই। প্রসঙ্গসূত্রে "সীতা"র একটি নাচের জন্যে নিজের নাম ক'রে আজ যে ঝঞ্ঝাটে পড়েছি, তাতে নিজের আর কোন নাচকেও আর নিজের বলতে ভরসা হয় না।

*

'নৃত্যকলাবিদ্' মনোরঞ্জনবাবু আবার "নাচের একটা বিশিষ্ট ছাপ" বা "ষ্টাইলে"র কথা তুলেছেন। নাচের "ষ্টাইল" তিনি যদি বুঝতেন তাহ'লে এই কথাই ব'লতেন, "সীতা"র "মঞ্জুল মঞ্জরী' ও 'রূপসায়রের দোদুল তালে' এই দু'টি নাচের "ষ্টাইল" সম্পূর্ণ ভিন্ন। 'মঞ্জুল মঞ্জরী' "নাচের পেছনকার আইডিয়া বিষয়ে" তাঁর সঙ্গে মণিলালের কি ব্যক্তিগত আলাপ হয়েছিল, তা জানবার আগ্রহ আমার নেই। এবং তা শুনলেও এতদিন পরে আমি আর তা বিশ্বাস করব না, কারণ ইতিমধ্যেই তাঁর পত্রে তিনি যথেষ্ট 'সত্যপ্রিয়তা'র পরিচয় দিয়েছেন! এবং তাঁর যে কতখানি কথার ঠিক, সেটা যখন তিনি শিশিরকুমারের হাতে 'মানুষ' হয়ে হাঁটতে শিখেই 'মিনার্ভা'য় পালিয়ে গিয়ে সেখানে কথা দিয়ে টাকা নিয়ে ও লেখাপড়া পাকা ক'রে আবার বিশ্বাসভঙ্গ ও কথার খেলাপ ক'রে শিশির-সম্প্রদায়ে গৃহত্যাগী বালকের মতন ফিরে আসেন, তখনই বুঝতে পারা গিয়েছিল! যোগেশবাবু লিখছেন "আমি আজ পর্য্যন্ত ইহাই সত্য বলিয়া জানিয়া আসিতেছি", এবং মনোরঞ্জনবাবু লিখছেন "এতদিন পরে তিনি (অর্থাৎ আমি) এই খ্যাতির দাবী ক'রে আমাদের বহুদিনের ধারণা উলটে দিতে চাইছেন" ; এবং তখনকার "মনোমোহন নাট্যমন্দিরে"র অপেরা-মাষ্টার শ্রীযুক্ত কৃষ্ণচন্দ্র দের অধীনস্থ বাঁশী-বাজিয়ে নৃপেন্দ্রনাথ সব বিষয়েই অগ্রণী ব'লে আরো-বেশী অগ্রসর হয়েছেন—কারণ তাঁর নাকি আবার "প্রত্যক্ষ জ্ঞান"! অথচ "সীতা"র নাচের উপরে আমার দাবি যে নূতন বা আজ্‌কের নয়, মণিলালের জীবনকালেই যে সে দাবি যথাসময়ে প্রকাশ করা হয়েছে, তার অনেক প্রমাণ আমি এর আগেই দিয়েছি। এখন বাঁশী-বাজিয়ের "প্রত্যক্ষ জ্ঞান"—এমন কি শিশিরকুমারেরও সাক্ষ্য পর্য্যন্ত সে দাবিকে আর বাতিল ক'রে দিতে পারবে না।

*

"সীতা"র নাচে যে আমার অংশ আছে, তার আর একটি বড় নজির দিচ্ছি। "সীতা"র আগে আমি কখনো কোন রঙ্গালয়ে নাচ দিই নি। এমন কি আমার যে নৃত্য সম্বন্ধে কিছুমাত্র জ্ঞানও আছে, "সীতা" অভিনয়ের আগে শিশিরকুমার তাও জানতেন না। "সীতা"র প্রথম

অভিনয়ের মাস-চারেক পরেই "পাষাণী"খোলা হয়। সে সময়ে "মনোমোহন নাট্যমন্দিরে" নৃত্যশিক্ষক ছিলেন প্রবীণ শিল্পী নৃপেন্দ্রচন্দ্র বসু মহাশয়। এখন আপনারা সকলে বিবেচনা ক'রে দেখুন, "সীতা"য় শিশিরকুমার যদি আমার নৃত্য-পরিকল্পনা-শক্তির পরিচয় না পেতেন, তাহ'লে নৃপেন্দ্রচন্দ্রের মত একজন সুবিখ্যাত নৃত্য-শিল্পী সম্প্রদায়ে বর্ত্তমান থাকৃতেও "পাষাণী"র পাঁচ-পাঁচটি নাচের ভার কি তিনি আমার উপরেই অর্পণ করতেন? যে কখনো নাচ দেয় নি, যার নৃত্য-জ্ঞানের কথা কেউ জানে না, তার উপরে নৃত্য-পরিকল্পনার ভার দেওয়াই যদি শিশির-সম্প্রদায়ের রীতি হ'ত, তাহ'লে শিশিরকুমার আমার বদলে নিশ্চয়ই মহা-নাট্যকার যোগেশচন্দ্র বা "নাচ গান অভিনয় সর্ব্ব ব্যাপারেই কতকটা শিক্ষার্থী" মনোরঞ্জনবাবু বা বাঁশী-বাজিয়ে নৃপেন্দ্রনাথকেই মহা সমারোহে নৃত্য-পরিকল্পনার জন্যে সাদরে আহ্বান করতেন! এই যে এত-বড় একটা internal evidence রয়েছে, এটা শোনবার পরেও কি প্রতিবাদীর যোগ্য চেলাগণ, অর্থাৎ যোগেশ-মনোরঞ্জন-নৃপেন্দ্রবাবু মহাশয়ের দল আবার আমাকে নতুন ক'রে মুখনাড়া দিতে আসবেন?

*

কিন্তু আর না,—যথেষ্টেরও বেশী হয়ে গেল! প্রতিবাদী তাঁর প্রবন্ধে অনেক অবান্তর বিষয় নিয়ে আমাকে গালাগালি দিয়েছেন। সে-সব কথার জবাব দিলে ধান ভানতে শিবের গীত হবে। তাঁর বিশ্বাস, শ্রীযুক্ত হেমন্তকুমার গুপ্তকে আমি সাক্ষ্য দিতে ডেকেছি। অথচ আজ আট-নয় মাসের মধ্যে ঐ ভদ্রলোকের সঙ্গে কথাবার্ত্তা তো দূরের কথা, আমার দেখাসাক্ষাৎ পর্য্যন্ত হয় নি। আমি সকলকেই নিজেদের মত প্রকাশের সমান সুযোগ দিয়ে এই প্রসঙ্গ একেবারে শেষ করলুম। ভবিষ্যতে এ-বিষয় নিয়ে আর কারুর কোন আলোচনাই "দীপালী"তে প্রকাশ করা সম্ভবপর হবে না। সর্ব্বশেষে যোগেশ-মনোরঞ্জন-নৃপেন্দ্রবাবুদের কানে কানে Abraham Lincolnএর দ্বারা উদ্ধৃত একটি মূল্যবান বচন শোনাতে চাই: "You can fool some of the people all the time and all of the people some of the time; but you can't fool all of the people all the time."

শ্রী হেমেন্দ্রকুমার রায়

শ্রাবণোৎসব

—শ্রীশৌরীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য

আজ জলভরা মেঘে কোন্ যাদুকর অম্বর করি ধুমভোর,
এল সৃষ্টির বুকে মন্ত্র পড়িয়া বিশ্বের ভাঙ্গি ঘুম ঘোর।
তাই অম্বুদ-গায়ে ঝর ঝর ঝর ঝর্ণার ফুল ফুট্‌লো,
ওই অগ্নির তারে হার গেঁথে গেঁথে বিদ্যুৎবালা লুট্‌লো।
ওরে পাগ্‌লা বাতাস তাল্ দেয় নেচে ঝর্কায় তোরা দ্বার খোল্,
এল ছন্দের রস নন্দন বঁধু বন্দন্ কর তার কোল।
ওরে আয় তোরা ওই বন ঘিরে মন-মন্দিরে আজ মাত্‌বি,
ওই হিন্তাল্-শাখে তিনতাল দিয়ে বর্ষার দোল বাঁধ্‌বি।
আজ হরদম্ তোরা মাদল বাজারে নেচে নেচে দোলা ঘাঘ্‌রি,
ওরে বর্ষার রস-ঝর্ণার ধারে আয় ভরে নিবি গাগ্‌রি।
ওই তালবন্ ঘন কুঞ্জের তলে নীল দীঘি ভরা জল গো,
সেথা বিশ্বের হৃদি বেদনার বেগে করে আজ টলমল্ গো।

ওরে সব ঘর পর প্রেম-সরোবর-অন্তর করে থই থই,
সেথা আয় আয় ডাকে বাদ্‌লার বায় হায় হায় সেরে কই কই?
ওরে ওই আসে সে যে ঝঙ্কার দিয়ে ঐ আসে গীতে গন্ধে,
আসে নন্দন থেকে সঙ্গীত রচি ক্রন্দন ঝরা ছন্দে।
এই সৃষ্টির বুকে তাই কিয়ে আজ বেদনায় বাঁধা বীণ্ গো,
তাই উচ্ছসি ওঠে সুর বৈঠকে রিম্ ঝিম্ নিশি দিন গো।
ওরে আয় তোরা আজ সেই সুর বাঁধ খঞ্জনী দিয়ে ধর তাল,
আয় বেদনার বঁধু বন্দনা কর ফেলে দুঃখের জঞ্জাল।
সেই ছন্দের প্রাণবন্ধুর লাগি মন্দিরে দীপ জ্বাল্ গো,
খোল্ কুঞ্জের দ্বার ঝর্ঝর ধার অঞ্জলি তোরা ঢাল গো।
আজ ঝর্ঝর ঝর ঝম্ ঝম্ গানে দেব্‌তার ঝরে চন্দন,
তোরা শ্রাবণোৎসব ছন্দের দেবে আয় দিবি অভিনন্দন।

কলাকেলি

(৫ম পৃষ্ঠার পর)

প্রতিবাদীর মিথ্যা বলতে বাধে নি। প্রতিবাদী যে "মনোমোহন-নাট্যমন্দিরে"র নৃত্য ও সঙ্গীত বিভাগের কিছুই জানেন না, তার আর একটা নজির দি। আমার রচিত "অন্ধকারের অন্তরেতে অশ্রুবাদল ঝরে" এ গানটির সুর ঠিক স্বর্গীয় গুরুদাসের নিজের দেওয়া নয়। রবীন্দ্রনাথের "যে দিন তুমি বাঁধছিলে তার, সে যে বিষম ব্যথা" নামে পুরাণো গানটির সুর গুণ-গুণ ক'রে গাইতে গাইতে আমি ঐ গানটি লিখি এবং গুরুদাসকেও সেই কথা বলি। গুরুদাস রবীন্দ্রনাথের সেই সুরটিই ঐ গানে বসিয়ে দেন। "যে দিন তুমি বাঁধছিলে তার" গানটির সঙ্গে "অন্ধকারের অন্তরেতে"র সুর মিলিয়ে দেখলেই সকলে এই সত্যটি ধরতে পারবেন। "সীতা"য় আমার রচিত আর একটি গান—"ধরার মেয়ে"র সুরও রবীন্দ্রনাথের আর একটি গানের সুরের অনুকরণে হয়েছে। আসলে "সীতা"য় গুরুদাসের নিজের দেওয়া সুর ছিল মাত্র তিনটি। প্রতিবাদীর ধামা-ধরা যোগেশ-মনোরঞ্জন-নৃপেন্দ্রবাবুর দল এ খবর জানেন কি ?

*

কৃষ্ণচন্দ্র ছিলেন তখনকার শিশির-সম্প্রদায়ের সঙ্গীত-শিক্ষক ও সুরশিল্পী দুইই। গুরুদাসও ছিলেন সুরশিল্পী। কিন্তু কৃষ্ণচন্দ্র ছিলেন যাকে বলে "অপেরা-মাষ্টার"—কণ্ঠসঙ্গীত ও যন্ত্রসঙ্গীত দুইই ছিল তাঁরই অধীনে—তাঁকে না-জানিয়ে এ-বিভাগে কেউ কিছুই করতে পারতেন না। এ সত্য আজ গায়ের জোরে উড়িয়ে দেওয়া অসম্ভব। নাচের সব খবরই কৃষ্ণচন্দ্রকে রাখতে হ'ত। এবং তাঁর নিজের দরকার হ'য়েছে ব'লে প্রতিবাদী আশ্চর্য্য-রূপে (অর্থাৎ ইচ্ছে ক'রেই) ভুলে গেছেন যে, "মঞ্জুল মঞ্জরী"র নাচে পায়ের বোলগুলি তৈরি ক'রে দিয়েছিলেন কৃষ্ণচন্দ্রই। তাই এ নাচে প্রত্যেক পদেই তাঁর সঙ্গে পরামর্শের দরকার ছিল। যিনি পায়ের বোল তৈরি ক'রে দিয়েছিলেন, নাচের পরিকল্পনাকারীকে তিনি জানেন না, এমন কথাও হাস্যকর ও অসম্ভব নয় কি ? এ-সম্বন্ধে কৃষ্ণচন্দ্রের মতামতের কাছে ঐ যোগেশ-মনোরঞ্জন-নৃপেন্দ্রবাবুর কথার দাম একটা কাণাকড়িও নয় !

*

প্রতিবাদীর মতে, শ্রীমান্ অনাদিনাথ মুখোপাধ্যায় শিশির-সম্প্রদায়ের সহকারী নৃত্যশিক্ষক ছিলেন না। এটা আর একটা ডাহা মিছে কথা। সারা প্রবন্ধটিই যেন নির্লজ্জ মিথ্যার শোভাযাত্রা ! অনাদি "সীতা"য় নাচ শেখান নি, তার চার-মাস-পরে-খোলা "পাষাণী"তে শিখিয়েছিলেন। ব্রজবল্লভ "পাষাণী"তে নাচ শেখান নি, "সীতা"য় শিখিয়েছিলেন। অনাদি নিজেও বলেন নি যে, তিনি "সীতা"র নাচ শিখিয়েছেন। যে-হিসাবে ব্রজবল্লভ শিশির-সম্প্রদায়ের সহকারী নৃত্যশিক্ষক, সেই হিসাবে অনাদিও ঐ সম্প্রদায়ের সহকারী নৃত্যশিক্ষক হ'তে পারবেন না কেন ? আমার কথা সত্য ব'লেছেন ব'লে ? ব্রজবল্লভের চেয়ে অনাদির দাবি কিছুমাত্র কম নয়। তিনি 'আলফ্রেড' থেকেই ব্রজবল্লভের সঙ্গে নৃপেন্দ্রচন্দ্রের সহকারিতা ক'রে নিয়মিত বেতন পেয়ে এসেছেন। ষড়যন্ত্রের মহিমায় এ-সত্যকে আর অসত্যে পরিণত করা সম্ভব নয়। কেবল "পাষাণী" নয়, "পুণ্ডরীকে"ও অনাদি নৃত্যশিক্ষা দিয়েছিলেন। "জনা" পালায় অনাদি ও ব্রজবল্লভ দুজনেই নাচ শিখিয়েছিলেন। "জনা"য় চারটি নাচ শিখিয়েছিলেন অনাদি। সহকারী নৃত্যশিক্ষক নিজের দলের নাচের খবর রাখেন না বলাও যা, সহকারী সম্পাদক নিজের দলের কাগজের ভিতরের কথা জানেন না বলাও তা। এবং আমার কাছে এমন কথা বলা হচ্ছে, মাসীর কাছে মামার বাড়ীর গল্প বলার মতনই অদ্ভুত !

*

যে ব্যক্তি নাচ নিয়ে এত মুরুব্বিআনা করছেন, নৃত্য সম্বন্ধে তাঁর অভিজ্ঞতা কতটা ভীষণ, তারও পরিচয় নিন। এর আগে বলেছিলুম, "পাষাণী"তে আমি চারটি নাচের পরিকল্পনা করেছি। তারপর হিসাব ক'রে সংখ্যায় আর একটি বাড়ল এবং সেটি হচ্ছে রতির একক-নৃত্য। কিন্তু প্রতিবাদীর মতে, মদন-রতির নৃত্য "একটি জিনিষেরই 'কণ্টিনিউয়েশন' বলিয়া সকলে তাহাকে 'একটি নাচ' বলিয়াই গণ্য করেন !" আমাকে ছলে-বলে-কৌশলে খাটো করতে হবে ব'লে চার আর পাঁচও হবে এক ? ভুল ধরা পড়লেও ঐ ভুলই হবে নির্ভুল ? যদিও "ন স্বাতন্ত্র্যাৎ পরং সুখম্", তবু জিজ্ঞাসা করি, এমন সম্রাটের স্বাধীনতা প্রতিবাদীকে দিলে কে ? ভিন্ন ভিন্ন ক্ষেত্রে সুর-তাল-লয়ের ভিন্নতায় নৃত্যও যে সম্পূর্ণ নূতন ও ভিন্ন রূপ ধারণ করে, যাঁর এ প্রাথমিক জ্ঞানটুকুও নেই, নাচ সম্বন্ধে একটিমাত্র বাক্যব্যয় করবার অধিকারী তিনি নন।

*

প্রতিবাদী দুষ্ট ও অভদ্র ইঙ্গিত ক'রে লিখেছেন, আমি নাকি ব্রজবল্লভকে "একেবারে তেতালায় অন্দরমহলে আনাইয়া", আরো অনেকের সঙ্গে মিলে তাঁর "উপরে চাপ" দিয়ে মণিলালের নাম বাদ দিতে চেয়েছিলুম।......প্রতিবাদী শুনে রাখুন, আমার বাড়ীর তেতালা অন্দরমহল নয়। পরিচিত ও অপরিচিত সকলেই সেখানে যান, তার সঙ্গে আমার বাড়ীর অন্দরমহলের কোন সম্বন্ধ নেই—যিনিই আমার বাড়ীতে এসেছেন তিনিই এ-কথা জানেন—বিশ্বাস না হয়, তাঁর নিজের দলের লোক—যিনি আমার বাড়ীতে একাধিকবার সুনির্ম্মল 'পেগানন্দ' উপভোগ করতে আপত্তি করেন নি,—সেই যোগেশবাবুকেই জিজ্ঞাসা ক'রে দেখবেন। বাকি কথাগুলি হয় প্রতিবাদীর, নয় ব্রজবল্লভের মিথ্যা কথা। "সকলে মিলিয়া চাপ দেওয়া হইয়াছিল" ? চিঠি লেখবার সময়ে আমি ছাড়া আর কে সেখানে ছিল, ব্রজবল্লভ তার নাম করুন, তারপর সে মিথ্যা কথার উচিত ব্যবস্থা আমি করব। 'চাপ দেওয়া', মণিলালের নাম তুলে দিতে চাওয়া, এ-সবও মিথ্যাবাদীর কল্পনা। ব্রজবল্লভ একান্ত শিশু, তাই একা আমার চাপে চেপ্টে গিয়ে

ভয়ে ভেব্‌ড়ে আমার মন-রাখা কথা কয়েছেন! ২৮ সংখ্যার "দীপালী"তেই খবর দেওয়া হয়েছে যে, আমার আগেই প্রতিবাদী ব্রজবল্লভের কাছে গিয়ে আমি যে নাচ দিই নি—এই কথাই তাঁকে লিখে দেবার জন্যে আবদার ধরেছিলেন। ব্রজবল্লভ তখন মিথ্যা বলতে রাজি হন নি, উল্‌টে আমার কাছে এসে সব কথা ব'লে ফেলেন এবং "সীতা"র নাচে আমার দাবি মেনে চিঠি লিখে দেন আমাকেই! তারপর এখন আবার কোন গূঢ় কারণে নির্ব্বোধ পাগলের মত প্রতিবাদীর দলে ঢুকে নিজের কথাকে নিজেই অস্বীকার করতে চাইছেন! এ হতভাগ্যদের যোগ্য বিশেষণ অভিধানে নেই।

•

প্রতিবাদী 'সেবকাধম' শ্রীমান্ ব্রজবল্লভের অদ্ভুত পত্রের দ্বারা কেল্লা ফতে করবেন ব'লে মনে করেছেন। কিন্তু দিল্লী এখনো বহুদূরে! এই পত্র তাঁর 'কেস্' আরো খারাপ ও 'আশাহীন' ক'রে ও 'সেবকাধম' ব্রজবল্লভকে একেবারে অধমাধম ক'রে নর্দ্দমার পাঁকে শুইয়ে দিয়েছে! ব্রজবল্লভ আমাকে লিখিত চিঠির তলায় নিজেকে আমার 'সেবকাধম' ব'লে নাম সই ক'রেছিলেন। কিন্তু এবারে প্রতিবাদীর পক্ষ নিয়ে পত্র লিখতে ব'সে বলছেন, "দেখছি হেমেনদা আমার অনুমতি না নিয়েই চিঠিখানা ছেপেছেন।" এখানে বক্তব্য হচ্ছে, "সেবকাধমে"র "অনুমতি" কেউ নেয় না—বড় জোর সম্মতি নেওয়া চলে। দ্বিতীয়তঃ, শ্রীমান সেবকাধমের এখন হঠাৎ এতটা সরল ন্যাকা সাজবার দরকার নেই, কারণ ও-চিঠিখানা যে ছাপা হবে সেটা তাঁকে যথাসময়েই জানানো হয়েছিল। নইলে ওরকম পত্রের সার্থকতা কি? পত্রের "অনুমতি" শব্দটি এবং আরো দু-একটি মার্কা-মারা কথা প'ড়েই বোঝা যায়, শ্রীমান সেবকাধমের কলম চলেছে কোন্ dictatorএর হুকুমে! কিন্তু হাতের ঢিল ফস্কে গেলে আর ফেরানো যায় না, ঐটেই হচ্ছে দুঃখের বিষয়। "দীপালী"র ২৭ সংখ্যায় প্রকাশিত পত্রে "সেবকাধম" স্পষ্ট লিখেছেন, "সীতা নাটকে নৃত্য-শিক্ষা দিয়েছি আমি এবং নাচের পরিকল্পনা করেছেন স্বর্গীয় মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায় ও আপনি। এ কথা আর কেউ জানতে না পারেন, আমি জানি।" এথেকে কি প্রমাণিত হয় যে, "সীতার নাচের পরিকল্পনা করেছেন স্বর্গীয় মণিলাল ও হেমেনদা"—এই স্পষ্ট উক্তির পরেও, তিনি এর মধ্যে "কার কতখানি দাবি" প্রভৃতি কোন-কিছু বোঝাতে চেয়েছিলেন? এবং ও-কথা লেখবার পরেও কি বোঝানো যায় যে, ঐ নাচে আমার "যতটুকু দাবী, চারুবাবু ও শিশিরবাবুর দাবী তার চেয়ে একটুও কম নয়—যদিও এই দাবীর পরিমাণ খুবই সামান্য"? এই কথাই যদি সত্য হয়, তবে 'সেবকাধম' কেন "সীতা"র নাচের পরিকল্পনায় কেবল মণিলাল আর আমার নাম করলেন? "খুবই সামান্য পরিমাণ দাবী" আছে আমার এবং সেইজন্যেই আমি "সীতা"র নাচের "পরিকল্পনাকারী"? এই অসম্ভব উল্টো-ডিগ্‌বাজি কোন্ অপূর্ব্ব উৎকোচের গুণে সম্ভবপর হ'ল? বেচারী 'সেবকাধম'!—"নিজেও মজিলি, মজাইলি স্বর্ণলঙ্কা"! "সেবকাধমে"র এই দ্বিতীয় পত্র আমারই পরম উপকার সাধন করলে। এথেকেই প্রমাণিত হ'ল, যোগেশ-মনোরঞ্জন-নৃপেন্দ্রবাবু প্রভৃতি সত্যপীরের সাহায্যে আমার বিরুদ্ধে কত-বড় একটা নোংরা ষড়যন্ত্রের আয়োজন চলছে! যে-পক্ষ সত্য, সে-পক্ষে মিথ্যা সাক্ষ্যের দরকার হয় না। "প্রাণান্তেঽপি প্রকৃতিবিকৃতির্জায়তে নোত্তমানাং।" কিন্তু এঁরা উত্তম নন্ ব'লেই এত সহজে স্বভাব নষ্ট করতে পারলেন!

*

তারপর আর এক কথা। ২৭ সংখ্যার "দীপালী"তে আমি বলেছি, 'সেবকাধম'কে আমার বাড়ীতে নিয়ে গিয়ে, ভারতীয় পুরাণো ভাস্কর্য্যের নৃত্য-ভঙ্গি দেখিয়ে "মঞ্জুল মঞ্জুরী" নাচের একটি working plan (যা দেখে ঐ নাচটি তৈরি করা হয়েছিল) দিয়েছিলুম। কিন্তু সেবকাধমের দ্বিতীয় পত্রেও এত-বড় কথার সম্বন্ধে কোন প্রতিবাদ নেই। সুতরাং এই মৌনব্রতই যে ঐ নাচটির পরিকল্পনায় আমার দাবি নিশ্চিতরূপে প্রমাণিত করছে, সে কথা বলা বাহুল্য। মিথ্যা বলার এই সব বিপদ! সত্য কোন-না-কোন ফাঁক দিয়ে বেরিয়ে না প'ড়ে পারে না! অবশ্য, আমি দেখিয়ে দেবার পরে অতি-আধুনিক 'সত্যনারায়ণে'র দল আবার এই ত্রুটিটুকু সেরে নেবার জন্যে যে অতিশয় ব্যস্ত হয়ে উঠবেন, কল্পনা-নেত্রে সেটা স্পষ্টই দেখতে পাচ্ছি। কিন্তু তখন আর মাহেন্দ্রক্ষণ থাকবে না! এত মিথ্যার দ্বারা নিজেদের ঘৃণ্য ক'রে তুলেও প্রতিবাদী ও 'সেবকাধম' নিজেদের অজ্ঞাতসারেই আসলে আমার দাবিকেই মাথা পেতে স্বীকার ক'রে না নিয়ে পথ পান নি! 'ধর্ম্মের কল বাতাসে নড়ে'!

*

আগেই খবর দেওয়া হয়েছে, প্রতিবাদী আমার বিরুদ্ধে সাক্ষী জোগাড় করবার জন্যে "মনোমোহন-নাট্যমন্দিরে"র সঙ্গে সংশ্লিষ্ট নানা ব্যক্তির দ্বারে দ্বারে ধর্ণা দিয়ে বেড়িয়েছেন। কেউ কেউ তাঁকে আপ্যায়িত ও আমাকে লাঞ্ছিত করবার মহৎ উদ্দেশ্যে মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়েছেন বটে, কিন্তু অনেকেই আমাকে জানিয়েছেন যে, মিথ্যা বলবেন না ব'লে তাঁরা প্রতিবাদীকে বিদায় ক'রে দিয়েছেন!……আমি যে "প্ল্যান্" তৈরি ক'রে দিয়েছিলুম, রঙ্গালয়ে তাই দেখেই নাচ তৈরি হয়েছিল। নাচের পরিকল্পনা যিনি করেন "প্ল্যান্" তৈরি ক'রে দিলেই যে তাঁর কর্ত্তব্য শেষ হয়, একথা বোঝাবার জন্যে বাক্যব্যয় করবার দরকার নেই। তবু ঠিক আমার পরিকল্পনা অনুসারে কাজ হচ্ছে কিনা দেখবার জন্যে প্রতিদিনই আমি নাচের মহলায় উপস্থিত থাকতুম। সুতরাং যোগেশ-মনোরঞ্জন-নৃপেন্দ্রবাবুর দল চর্ম্মচক্ষে আমাকে নাচ শেখাতে দেখেন নি ব'লেই যে আমি "মঞ্জুল মঞ্জুরী" নাচটির পরিকল্পনা করেছি ব'লে দাবি ক'রতে পারব না, এমন অসঙ্গত কথার কোনই অর্থ হয় না।

*

পত্রলেখা

শ্রদ্ধেয় 'দীপালী'র যুগ্ম সম্পাদক মহোদয়েষু,
মহাশয়েষু—

ছেলেবেলায় যাত্রা-দলের 'রাবণবধ' পালায় একটা ভোঁতা কাঠের তরোয়াল হাতে 'রাবণ'কে গলার জোরে আর বিচিত্র অঙ্গভঙ্গী দ্বারা আসর মাৎ করতে দেখতাম। তারপর যখন বেচারীকে সত্যই 'রামে'র সঙ্গে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হ'তে হোত, তখন তিনি এমন অবস্থার অবতারণা করতেন যে হাস্য সম্বরণ করা যেত না। ঠিক সেই রকম অবস্থা হয়েছে 'যতীন্দ্রমোহন রায়' নামধারী কোন লোকের। তিনি মনে করেছিলেন 'হেমেন্দ্রকুমার'কে একটা মিথ্যাবাদী প্রতিপন্ন ক'রে পাঠকদের কাছ হ'তে হাততালি কুড়োবেন। কিন্তু এখন বোধ হয় বেচারীকে নিজের আঙুল কামড়েই প্রায়শ্চিত্ত কর্ত্তে হচ্ছে। পূর্ব্বোক্ত রাবণের মত এই লোকটিও একটি ভোঁতা চিঠি 'দীপালী'তে প্রকাশিত কর্ত্তে পাঠিয়েছিলেন; এবং একচোট খুব লম্ফ-ঝম্ফ করেছিলেন। তারপর এখন প্রমাণসহ সব সত্য আবিষ্কৃত হওয়ায় তাঁর অবস্থা যে এরূপ তা' এখন বেশ ভালরূপেই উপলব্ধি কর্ত্তে পার্চ্ছি। এই লোকটি পত্রখানি লিখেছিলেন 'হেমেন্দ্রকুমারকে হীন প্রতিপন্ন করবার মতলবে; তাঁর বোধ হয় জানা ছিল না যে, হেমেন্দ্রকুমার বাংলা দেশের লোকদের অন্তরে কতখানি অংশ অধিকার ক'রে বসে আছেন। সাহিত্যামোদীরা তাঁকে চিনেছেন সাহিত্যিকরূপে। ছেলে-মেয়েরা তাঁকে চেনে 'বিমল', 'কুমার', 'বাঘা' প্রভৃতির স্রষ্টিকর্ত্তারূপে। তাঁর রোমাঞ্চকর উপন্যাসগুলি ছেলেমেয়েদের যে কত বড় আকর্ষণ, নিজের অভিজ্ঞতা আছে বলেই তা প্রকাশ কর্ত্তে সাহসী হচ্ছি। সঙ্গীতামোদীরা তাঁকে চিনেছেন তাঁর গানের মধ্য দিয়ে। চিত্রামোদীরা তাঁকে চিনেছেন 'তরুণী'র দিক দিয়ে। সর্ব্বদিকে সুনিপুণ হেমেন্দ্রকুমারকে অপদস্থ করবার চেষ্টা কখনই ক্ষমার্হ নয়। হেমেন্দ্রকুমার একস্থানে জানিয়েছেন, ঐ ভদ্রলোকটি নাকি সাহিত্যিক! বিশ্বাস কর্ত্তে দ্বিধা হয়। যে লোকের সাহিত্যিক মনোভাব নাই, সে আবার সাহিত্যিক হবার সাহস করে কিসে? শিক্ষিত, আধুনিক রক্তমাংসওয়ালা মানুষের মনোভাব দেখে আশ্চর্য্য হচ্ছি। প্রত্যেক সাহিত্যিকের উচিত এই হীন-মনোভাবসম্পন্ন ব্যক্তিটির সংসর্গ ত্যাগ করা। কারণ বন্ধুত্বের দাবী পেয়ে ইনি যখন তখন যাকে তাকে বিপদে ফেলতে পারেন। আবার মাৎসর্য্যের বিষ এঁর ভেতর যথেষ্ট পরিমাণে রয়েছে। মিথ্যাকে মিথ্যা বলা দুষণীয় নয় কিন্তু সত্যকে মিথ্যা বলার স্পর্দ্ধা এঁর কেন? তিনি এই ক্ষুদ্র কথাটি কি কোন দিনই শোনেন নি যে 'আগুন কোন দিন ছাই চাপা থাকে না'। সাধারণের কাছে নিজেকে 'শিশির-সম্প্রদায়ে'র সবজান্তারূপে পরিচিত ও হেমেন্দ্রকুমারকে অপদস্থ করবার জন্যই তাঁর যে এই মিথ্যা ভাষণ তা বোধ হয় কারও বুঝতে বাকী নেই। আর সেই লোকটিও খোকা নন্। আগুনে হাত দিলে হাত যে পোড়ে তা' কি বুড়ো হ'য়ে ভুলে গেছেন? তা' নইলে 'দীপালী'র আসরে কোনদিন এই রকম বেসুরা মিথ্যা গলাবাজী কর্ত্তে সাহসী হন? আমার মনে হয় লেখক স্মৃতি বিভ্রম হেতু নিজের অজ্ঞাতসারেই এই পত্রটি লিখেছিলেন। আর তা যদি না হয়, তিনি যদি সজ্ঞানেই এই পত্রখানি লিখে থাকেন, তা'হলে অশ্বিনীকুমারের 'ভক্তিযোগ' থেকে কটি লাইন বলি: "যে ব্যক্তি চন্দ্রে কলঙ্ক ভিন্ন আর কিছুই দেখে না, কুসুমে কীট ভিন্ন আর কিছুই ভাবিতে পারে না, মৃণালে কণ্টক ভিন্ন আর কিছু বুঝে না, তাহার ন্যায় দুঃখী এ জগতে আর কে?" তিনি বলেছেন যে 'মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়' মহাশয়ের শিষ্য 'ব্রজবল্লভ'বাবু নৃত্য দুইটি শিক্ষা দেন", তাহা মানিলাম; কারণ ব্রজবল্লভবাবু নিজে স্বীকার করেছেন যে তিনিই নৃত্য দুইটি শিক্ষা দিয়েছেন, কিন্তু তাদের পরিকল্পনা হচ্ছে 'মণিলাল' ও 'হেমেন্দ্রকুমারেরই। শেষে পত্রলেখককে আর একটা কথা জিজ্ঞাসা না ক'রে থাকতে পারছি না। তিনি তো 'শিশির-সম্প্রদায়ে'র সবজান্তা। সমস্ত খবরই জানতেন এবং শুনতেন; এমতাবস্থায় এই যে 'অনন্তবল্লভে'র আবির্ভাব, ইহার সম্বন্ধেও তাঁর নিকট কিছু শুনতে চাই। ইনি কি ধূমকেতু? না তাঁরই নামান্তর?

পরিশেষে শ্রদ্ধেয় হেমেন্দ্রকুমারকে বলি যে তাঁর এত বেশী ক'রে প্রমাণ দেওয়ার কোন প্রয়োজনই ছিল না। এটা যে একটা বাতুলের প্রলাপ, অনেকে তা' প্রথমেই ধারণা কর্ত্তে পেরেছিল। বাইরের লোক কত রকম নিন্দা করবে, কারণ পরের উন্নতি অনেকে দেখতে পারে না; তাই ব'লে সব সময়েই প্রমাণ দেবার দরকার হয় না। তবে তাঁর কাজ তিনিই করেছেন, কোন একটি কাগজের সম্পাদক নিজের বিরুদ্ধে লেখা কোন চিঠি হাতে পেয়ে তৎক্ষণাৎ যে বাস্কেটে ফেলবেন না, এ কথা কেহই বিশ্বাস করবে না। কিন্তু পত্রপ্রেরকের চিঠি নিজের বিরুদ্ধে হ'লেও তিনি নিজের কাগজে ছাপিয়ে দোষক্ষালণ করবার জন্য যে উপায় অবলম্বন করেছেন তা সত্যই প্রশংসার্হ। একেই ব'লে মনুষ্যত্ব। তাঁকে আমরা আরও এক নূতন স্রষ্টিকর্ত্তারূপে জানলাম। কারণ একথাটা পূর্ব্বে জানা ছিল না, যে তিনি একজন প্রসিদ্ধ নৃত্যপরিকল্পনাকারী। কেবল তাইই নয়, 'শিশির'-সম্প্রদায়ের সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি। একথা জেনে তাঁর গুণমুগ্ধেরা আনন্দিত হবেন, সন্দেহ নাই। সর্ব্বশেষে 'রবীন্দ্রনাথে'র ভাষায় বলি,

কালো মেঘ আকাশের তারাদের ঢেকে
মনে ভাবে জিৎ হোলো তার।
মেঘ কোথা মিলে যায় চিহ্ন না রেখে
তারাগুলি রহে নির্ব্বিকার॥

শ্রদ্ধেয় হেমেন্দ্রকুমারকে আমার সশ্রদ্ধ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করি।

শ্রীনীহার কুণ্ডু
জেনারল হাঁসপাতাল, চট্টগ্রাম।
২২শে জুলাই, ১৯৩৫

Edmund Lowe, Florence Rice and Jack Holt in "The Best Man Wins" A Columbia Picture

আগামী শনিবার হইতে ম্যাডান থিয়েটারে প্রদর্শিত হইবে।

ইষ্ট ইণ্ডিয়া ফিল্ম কোং

আগামী শনিবার ৩রা আগষ্ট ইষ্ট ইণ্ডিয়া ফিল্মের নবতম বাংলা বাণী-চিত্র "বিদ্রোহী" রূপবাণীতে মুক্তি লাভ করিবে। ইহার ভূমিকা লিপি পূর্ব্বেই লিপিবদ্ধ করিয়াছি। ইহার সহিত রায় শ্রীনির্ম্মলশিব বন্দ্যোপাধ্যায় বাহাদুরের কৌতুক-নাটিকা "রাতকাণা"ও প্রদর্শিত হইবে। "রাতকাণা"র পরিচালনা ও আলোক-চিত্র গ্রহণ করিতেছেন সুবিখ্যাত আলোক-চিত্রশিল্পী শ্রীযতীন দাস। ইহাতে অভিনয় করিয়াছেন শ্রীরঞ্জিত রায়, কৃষ্ণধন মুখোপাধ্যায়, তুনিয়াবালা, ইন্দুবালার মা..., নগেন্দ্রবালা ও সুহাস সরকার। সুতরাং রূপবাণীর প্রোগ্রাম যে খুবই লোভনীয় হইয়া উঠিবে—সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

ইহাদের পরবর্ত্তী বাংলা ছবি হইবে ৺নিশিকান্ত বসুর "পথের শেষে।"

পাইওনীয়ার ফিল্ম কোং

ইহারা ৺অমৃতলাল বসুর "তরুবালা"র চিত্ররূপ দিতে মনস্থ করিয়াছেন। ছবিখানির পরিচালনা করিবেন বাংলার চিত্র-শিল্পের সহিত বহুদিন হইতে জড়িত শ্রীসুনীল মজুমদার। আমরা মজুমদার মহাশয়ের সাফল্য কামনা করি।

ছায়া

আগামী শনিবার হইতে এখানে "ক্লাইভ অফ্ ইণ্ডিয়া" দেখানো হইবে। রোণাল্ড কোলম্যান ও লরেটা ইয়ং 'ক্লাইভ' ও 'মার্গারেটের ভূমিকায় অভিনয় করিয়াছেন। ছবিখানি বাস্তবিকই একখানি প্রথম শ্রেণীর ছবি। আমরা সকলকেই ইহা দেখিতে অনুরোধ করি।

রূপকথা

নিউ থিয়েটাসের আরণ্য-চিত্র "মহুয়া" আগামী শনিবার হইতে এখানে দেখানো হইবে। শ্রীদুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, অহীন্দ্র চৌধুরী, মলিনা, ফুল্লনলিনী প্রভৃতি ইহাতে অভিনয় করিয়াছেন।

পপুলার পিকচাস

"মন্ত্রশক্তির"র চিত্র-গ্রহণ শেষ হইয়া গিয়া এখন সম্পাদনা চলিতেছে। সম্ভবতঃ আগামী ১০ই আগষ্ট "উত্তরা"য় মুক্তি লাভ করিবে। ছবিখানিকে সাফল্যমণ্ডিত করিতে পরিচালক শ্রীসতু সেন ও সত্বাধিকারী শ্রীযামিনীকুমার মিত্র চেষ্টার ত্রুটি করিতেছেন না। আমরা যামিনীবাবুর সর্ব্বাঙ্গীন কল্যাণ কামনা করি।

ছায়া-পাইওনীয়ার-রাধা

আমরা গত সপ্তাহে রাধা ফিল্ম কোংর প্রচার বিভাগ হইতে সংবাদ জানিলাম যে পরিচালক জ্যোতিষ বন্দ্যোপাধ্যায়ের "ছায়া-পাইওনিয়ার" প্রতিষ্ঠানে যোগদান করার সংবাদ অমূলক। কিন্তু এখন আবার "ছায়া"র কর্ত্তৃপক্ষের নিকট হইতে প্রাপ্ত সংবাদে জানিলাম যে জ্যোতিষবাবু সত্যসত্যই "ছায়া-পাইওনীয়ার" প্রতিষ্ঠানে যোগদান করিয়া "চন্দ্রশেখর" তুলিতে চুক্তিবদ্ধ হইয়াছেন। এমন কি ১০০০্ হাজার টাকার একখানি চেক পর্য্যন্ত লইয়াছেন। এ সম্বন্ধে জ্যোতিষবাবুর নিজস্ব বক্তব্য জানিতে পারিলে আমাদের সকল সন্দেহ দূর হইবে।

উত্তরা

শ্রীপ্রিয়নাথ গাঙ্গুলী ইহার মধ্যেই "উত্তরার" পুনর্নির্ম্মাণ কাজে উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছেন। আমাদের মনে হয়, আগামী সপ্তাহেই উত্তরার দ্বারোদ্ঘাটন হইবে।

আসর

গত ২০-এ জুলাই শনিবার রাত্রি সাড়ে সাত ঘটিকার সময় চৌরঙ্গীস্থিত আসর প্রতিষ্ঠানে ভারতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ওস্তাদ সেতারী এনায়েৎ খাঁ সাহেবের সেতার ও সুরবাহার বাদ্যের আয়োজন হইয়াছিল. খাঁ সাহেবের বিলম্বে উপস্থিত হওয়ার জন্য তৎপূর্ব্বে সাধারণের অনুরোধক্রমে শ্রি

সাইগাল সুললিত কণ্ঠে দুইখানি হিন্দী ঠুংরী গান করেন। পরে খাঁ সাহেব সুরবাহার যন্ত্রে দুইখানি সুমধুর আলাপ বাজান। তাঁহার আলাপে শ্রোতৃবর্গের প্রাণে এক অভূতপূর্ব্ব আনন্দের সঞ্চার হইয়াছিল। রাত্রি অধিক হওয়ায় আমরা শেষ পর্য্যন্ত উপস্থিত ছিলাম না। পরিশেষে আমাদের বক্তব্য এই, আসর প্রতিষ্ঠানের কর্তৃপক্ষগণ যদি তাঁহাদের কার্য্যতালিকা ঠিক নির্দ্দিষ্ট সময়ে আরম্ভ করেন, তাহা হইলে সাধারণের পক্ষে বিশেষ সুবিধা হয়। অবশ্য ইহা তালিকাভুক্ত শিল্পীগণের উপরই সম্পূর্ণ নির্ভর করে। শ্রোতৃগণের সমাগমও নির্দ্দিষ্ট সময়ে বাঞ্ছনীয়। যাহা হউক উক্ত দিবসের আসর বেশ সুচারুরূপেই সম্পন্ন হইয়াছিল। অনুষ্ঠানে বহু বিশিষ্ট ভদ্র মহোদয় ও মহিলা-গণের সমাবেশ হইয়াছিল।

কলিকাতা মিউজিক এসোসিয়েসন

কলিকাতার সঙ্গীত সুধীগণ বোধ হয় অবগত আছেন যে মাননীয় নাটোরাধিপতির সভাপতিত্বে ও কতিপয় সঙ্গীতানুরাগী ব্যক্তির প্রচেষ্টায় কলিকাতা মিউজিক এসোসিয়েসন নামক একটি প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হইয়াছে। এই প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য তানসেনের ঘরওয়না উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের আলোচনা ও তাহাকে সঞ্জীবিত রাখা। তজ্জন্য তানসেনের দৌহিত্র বংশধর ওস্তাদ সগীর খাঁ ও দবীর খাঁ (ভারতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বীণ্‌কার) এবং পৌত্রবংশের শেষ বংশধর বালক ওস্তাদ সৌকৎ আলি খাঁ (মন্নু) সাহেব এই প্রতিষ্ঠানের প্রধান সভ্য এবং কর্ম্মাধ্যক্ষ হইয়াছেন। ইহারা কলিকাতার বিভিন্ন অঞ্চলে প্রতিমাসে একদিন করিয়া একটি অধিবেশন করিতেছেন। গত ২৮এ জুলাই রবিবার দিবস ইহার একটি অনুষ্ঠান সমবায় ম্যানসনে অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। উক্ত অনুষ্ঠানে মাননীয় ও, সি, গাঙ্গুলী মহাশয়ের সভাপতিত্ব করিবার কথা ছিল, কিন্তু তিনি বিশেষ কারণ বশতঃ উপস্থিত হইতে পারেন নাই। অতঃপর সঙ্গীতাদি আরম্ভ হয় প্রথমে কুমার ক্ষেমেন্দ্রমোহন ঠাকুর বীণা বাজান, পরে কুমারী শোভা কুণ্ডু সেতার, প্রধান বীণ্‌কার প্রমথ বন্দোপাধ্যায় রুদ্রবীণা, কুমার বীরেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী সুরশৃঙ্গার ও বীণা, সুধীন মজুমদার কণ্ঠসঙ্গীত এবং তৎসহিত শ্রীকৃষ্ণকিশোর দাস হারমোনিয়ম ও শ্রীযুক্ত গোপাল চন্দ্র প্রামাণিক তবলা সঙ্গত করিয়াছিলেন। বলা বাহুল্য উক্ত গুণীগণের উদত্ত সঙ্গীত সভাস্থ সকলকে মন্ত্রবৎ মুগ্ধ করিয়াছিলেন। পরিশেষে সভার আনন্দের বিষয় সাধারণের সম্মতিক্রমে কুমার ক্ষেমেন্দ্র মোহন ঠাকুর উক্ত প্রতিষ্ঠানে সহ সভাপতি এবং কুমার বীরেন্দ্র কিশোর রায় চৌধুরী অন্যতম পৃষ্ঠপোষক নিযুক্ত হ'ন। শ্রীযুক্ত বিভূতি সেন (সেনোলা কোম্পানীর প্রতিষ্ঠাতা) সভ্যভুক্ত হয়েন। আমরা সর্ব্বতোভাবে উক্ত অনুষ্ঠানের উন্নতি কামনা করিতেছি।

সঙ্গীত সম্মিলনী

(মাসিক অধিবেশন)

গত ২৮এ জুলাই রবিবার সন্ধ্যা সাড়ে ছয় ঘটিকায় ১এ নিউ পার্ক ষ্ট্রীটস্থ সঙ্গীত সম্মিলনীর মাসিক অধিবেশন অতি সুচারু রূপে সম্পন্ন হইয়াছে। অধিবেশনের কার্য্যসূচীর প্রথমে গীতশ্রী কুমারী ইভা গুহ একখানি হিন্দী ঠুংরী গান করেন, তাঁহার গানে সঙ্গীতের সূক্ষ্ম ক্রিয়া এবং অন্যান্য মাধুর্য্যগুলি সুন্দর রূপে ফুটিয়া উঠিয়াছিল। পরে গীতশ্রী কুমারী গীতা দাস একটী হিন্দী ঠুংরী গান গাহিয়া তাঁহার সু-কণ্ঠের পরিচয় দেন। অতঃপর বিশ্ববিখ্যাত সুরশিল্পী শ্রীযুক্ত তিমিরবরণ ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের পরিচালনায় তাঁহার মোহন ঐকতান বাদক সম্প্রদায় কর্ত্তৃক কয়েকখানি ঐক্যতানিক গৎ অতীব নৈপুণ্য সহকারে বাদিত হয়। আমরা এই সম্প্রদায়ের পরিচালক তিমিরবাবু ও বাদক মণ্ডলীকে আমাদের আন্তরিক ধন্যবাদ জানাইতেছি। অতঃপর তিমিরবাবু স্বরোদ যন্ত্রে একখানি গৎ বাজাইয়া সকলকে মুগ্ধ করেন। তাঁহার সহিত তাঁহার অনুজ শ্রীযুক্ত শিশিরশোভন ভট্টাচার্য্য মহাশয় তবলা সঙ্গত করিয়া বিশেষ কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন। উক্ত সম্মিলনী তাঁহার সভ্যগণের জন্য প্রতি শুক্রবার একটি স্বতন্ত্র ক্লাস খুলিয়াছেন, এই ক্লাসে মিহিরকিরণ ভট্টাচার্য্য ও তিমিরবরণ ভট্টাচার্য্য মহাশয় ভারতীয় ঐক্যতান শিক্ষাদান করিবেন এবং বাংলা গানের জন্য সুরসাগর শ্রীযুক্ত হিমাংশু কুমার দত্ত ও শ্রীযুক্ত হরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় ভারপ্রাপ্ত হইয়াছেন। এই শ্রেণীর জন্য সভ্যগণকে কোনরূপ চাঁদা দিতে হইবে না। সম্মিলনীর কর্তৃপক্ষগণকে এই সাধুপ্রচেষ্টার জন্য আমরা অশেষ ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি অনুষ্ঠানে কলিকাতার বিশিষ্ট ভদ্র মহোদয় ও মহিলাগণ যোগদান করিয়াছিলেন। রাত্রি প্রায় ৮ ঘটিকার সময় অনুষ্ঠান ভঙ্গ হইয়াছিল।

চট্টগ্রাম সিনেমা প্যালেসে "দেবদাস"

(নিজস্ব সংবাদদাতার পত্র)

নিউ থিয়েটার্সের বিজয় বৈজয়ন্তী বাংলার রূপ-সাধনার বহুল প্রশংসিত শ্রেষ্ঠ অবদান শরৎচন্দ্রের "দেবদাস" গত ৬ই সপ্তাহ ব্যাপিয়া চট্টগ্রামের "সিনেমা প্যালেসে" প্রদর্শিত হইতেছে। প্রতি রজনীতে এই জনপ্রিয় চিত্র দর্শনার্থ অভূতপূর্ব্ব জনসমাগম হইতেছে।

অভিনয়ে, নৃত্য-গীতে, দৃশ্য সমাবেশ ও ফটোগ্রাফী প্রায় সকল দিকেই "দেবদাসে"র সাফল্য ব্যতীতও চট্টগ্রামের চিত্রামোদীর কাছে ইহার অপর এক বিশেষত্ব এই যে ইহাতে ভুবন চৌধুরীর ভূমিকায় প্রসিদ্ধ শিল্পী শ্রীযুত দীনেশরঞ্জন দাসের আবির্ভাব। চট্টগ্রামে বহু বৎসরের বসতি নিবন্ধন শিক্ষিত ও সুদক্ষ শিল্পী ও সাহিত্যিকরূপে শ্রীযুত দাশ স্থানীয় সুধী সমাজের শ্রদ্ধা অর্জ্জন করিয়াছেন আমরা ফিল্ম শিল্পে তাঁহার উত্তরোত্তর সাফল্য কামনা করি। এই "সিনেমা প্যালেস" হলে প্রদর্শিত "মীরাবাঈ" চিত্রে নাম ভূমিকায় বাংলার উদীয়মানা চিত্রনটী শ্রীমতী চন্দ্রাবতীর অতুলনীয় সঙ্গীতাভিনয় চট্টগ্রামবাসীর মনে যে রেখাপাত করিয়াছে তাহা আমরা এখনও ভুলি নাই। "দেবদাসে"ও তাঁহার শিল্প নৈপুণ্যের পরিচয় পাইয়া মুগ্ধ হইলাম।

চট্টগ্রাম সিনেমা প্যালেস স্থানীয় নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণের পৃষ্ঠপোষিত এবং গত কয়েক বৎসর ধরিয়া ইহার অত্যুত্তম আর, সি, এ টকী যন্ত্রে বহু দেশীয় ও বিদেশীয় চিত্রাবলী প্রদর্শিত হইয়া ইহাকে বাংলার মফঃস্বলের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ও জনপ্রিয় চিত্রালয়ে পরিণত করিয়াছে, ইহার বর্ত্তমানে পরিচালক "আর্টিষ্ট এসোসিয়েশন" এ জন্য চিত্রামোদী সাধারণের ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন।

পাহাড়তলী হকিন্স ইনষ্টিটিউটে "গীতোৎসব"

(প্রাপ্ত)

স্থানীয় 'রূপায়তন' (চট্টগ্রাম) ও 'মিলনীর' (পাহাড়তলী) প্রতিষ্ঠাতা ও সম্পাদক, তরুণ কবি ও রূপশিল্পী শ্রীযুত চন্দ্রনাথ সেন মহাশয় স্থানান্তরে বদলী হওয়ায়, পাহাড়তলীর অধিবাসীবৃন্দ, গত ২০শে জুলাই এ, বি, রেলওয়ে হকিন্স ইনষ্টিটিউটে এক বিদায় বাসরের আয়োজন করিয়াছিলেন, সভায় চট্টগ্রাম ও পাহারতলীর বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি অন্যূন এক সহস্র নরনারী সমবেত হইয়াছিলেন, এতদুপলক্ষে এক 'গীতোৎসবও' অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। বহু নৃত্য গীতানুষ্ঠানের মধ্যে কুমারী সুধা দাস ও রেণু দেবীর 'রাধাকৃষ্ণ নৃত্য', কুমারী পারুল চৌধুরীর 'দেবদাসী নৃত্য' এবং কুমারী রেণু দেবীর 'বাদল নৃত্য', শ্রীযুক্ত গোপাল দাস, ধ্যান সেন যতীন দত্ত, ও কুমারী চিত্রা দত্তের গান, শ্রীযুত ফণী খাস্তগীরের স্বরোদ ও গোপালবাবুর বাঁশী এবং শ্রীযুত ফণী দত্তের কৌতুকাভিনয় চিত্তাকর্ষক হইয়াছিল। এই গীতোৎসবের সর্ব্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য বিষয় চন্দ্রনাথবাবুর ৩ বৎসর ৮ মাস বয়স্কা কন্যা কুমারী দীপালী সেনের 'প্রলয় নৃত্য', তাললয়সমন্বিত সুঠাম অঙ্গভঙ্গীর সুমোহন ব্যঞ্জনায় এই বালিকা সকলের চিত্তে এক অপূর্ব্ব পুলক ও বিস্ময় তুলিয়াছিল। সমবেত সহস্র নরনারীর অজস্র করতালি ও আনন্দধ্বনি শিশু শিল্পীকে অভিনন্দিত করিয়াছিল। আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে তার দীর্ঘজীবন ও শ্রীবৃদ্ধি কামনা করি।

সম্পাদক—
শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায় শ্রীগিরিজা কুমার বসু

দীপালী

DIPALI

বাংলার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সচিত্র সাপ্তাহিক

অ্যান ভরজ্যাক

(ওয়ার্ণার ব্রাদার্সের তারকা-অভিনেত্রী)

৭ম বর্ষ] ২৩শে শ্রাবণ, ১৩৪২ ঃঃ **8th August, 1935** [৩২শ সংখ্যা

দীপালী কার্য্যালয়—১২৩।১, আপার সাকুর্লার রোড, কলিকাতা—
ফোন বড়বাজার—৩২৫৩

৭ম বর্ষ } ২৩শে শ্রাবণ বৃহস্পতিবার, ১৩৪২ / ৮ই আগষ্ট ১৯৩৫ { ৩২শ সংখ্যা

কলাকেলি

আজ আর অন্য ফুল নয়, জর্দ্দা-গোলাপের মালা তোমাদের গলায় দুলতে চায় দুলুক্ বন্ধু! এই কেকা-কলরবে ও মেঘসঙ্গীতে উন্মনা, রাত্রিময়ী দিবায় নীপের দীপে যেটুকু জ্যোৎস্নার ইঙ্গিত জাগে, পিপাসী চোখের ভাষা পড়বার জন্যে সেইটুকুই কি যথেষ্ট নয়? মালাকর, আমার ফুলদানিতে আজ খালি কদম্ব সাজিয়ে দিয়ে যাও। কদম্ব, কদম্ব, —পূর্ণিমার শুভ্রতাকে হরণ ক'রে যারা পরিব্রাজক মেঘের চঞ্চল কাজল-ছায়ায় ফুটে ওঠে, তরুণী বর্ষা-কুমারীর প্রথম প্রেম-রোমাঞ্চের মত! আর, যে-বাতায়ন দিয়ে সোঁদা-গন্ধমাখা মেদুর বাতাস বৃষ্টিধৌত সুদূর বনভূমির খবর নিয়ে আসছে, পারো তো ঐখানে ঝুলিয়ে দিয়ে যাও গুটিকয় কেয়ার গুচ্ছ। মালাকর, আজ্‌কের জলকর হচ্ছে সুধু কেতকী আর কদম্ব।

*

ব'সে ব'সে আনমনে একখানি সাময়িক পত্রের পাতা উল্টে যাচ্ছি। জনৈক আধুনিক লেখক অতীতের কোন কোন সাহিত্যিকের সঙ্গে বর্ত্তমানের কোন কোন সাহিত্যিকের তুলনা করেছেন। এবং তুলনায় যে ভাবে বর্ত্তমানকে জয়মালা দিয়েছেন, তা ভালো লাগল না। এটা আমাদের বাঙালী সমালোচকদের মজ্জাগত ব্যাধি। বর্ত্তমানের "সার্চ্চ্-লাইটে" তাঁদের দৃষ্টিশক্তি এমন আচ্ছন্ন হয়ে থাকে যে, অতীতের উপরে সুবিচার করতে পারেন না। সেদিকে তাকালেই দেখেন অন্ধকার। য়ুরোপ-আমেরিকায় এ-ভাবে সাহিত্য-বিচার হয় না বড়-একটা। শেলী বড় কবি, কি ব্রাউনিং বড় কবি, তাই নিয়ে আজকালকার কেউ যে তুলনামূলক সমালোচনা করেছেন, এটা এখনো আমার চোখে পড়ে নি। তবে, হয়তো আমার দৃষ্টিশক্তি ততটা প্রখর বা সর্ব্বব্যাপী নয়।

•

একাধিক ক্ষেত্রে বারে বারে বলেছি, দুই যুগের দুই জন শিল্পীকে নিয়ে তুলনামূলক সমালোচনা করার পদ্ধতি হচ্ছে মান্ধাতার নিজস্ব পদ্ধতি। এমন তুলনায় অবিচারের বা কুবিচারের সম্ভাবনা প্রতি পদেই। মানুষ জীবনের সকল ক্ষেত্রেই সাধারণত বর্ত্তমানকে নিয়ে অভিভূত হয়ে থাকে। আজ যে অত্যন্ত অন্তরঙ্গ বন্ধু দেহত্যাগ করলেন, তাঁর জন্যে মর্ম্মান্তিক শোকের আঘাত অনুভব করলুম এবং বড় বেশী-ক'রেই অনুভব করলুম তাঁর অভাবটা। জীবনের যাত্রাপথে আবার নূতন বন্ধু আসেন, তিনি আমার বর্ত্তমানকে এমন ভাবে প্রীতি ও প্রেম দিয়ে ঘিরে

থাকেন যে, বিগত প্রিয় বন্ধুকে না ভুললেও, অতীত থেকে তাঁর স্মৃতি ভেসে আসে সুদূরের মুরলীগুঞ্জনের মত। সে স্মৃতি যতই প্রিয় হোক্, তা আমার বর্ত্তমানকে আর ঠেলে রাখতে পারে না। এই হচ্ছে মানুষের স্বভাব। অতীত যতই মিষ্ট হোক্, বর্ত্তমানের সঙ্গে তুলনা করলে তার মূর্ত্তি মলিন মনে হবেই। এবং এইজন্যেই বর্ত্তমানের সঙ্গে অতীতের তুলনা কোন-সময়েই নিরাপদ নয়।

*

তবে কি সর্ব্বযুগের শিল্পীদের প্রতিভার স্বরূপ বুঝবার কোন সাহিত্যিক মাপকাঠি নেই? এর উত্তরে 'নেই' বললে সাহিত্য-বিচারের ক্ষেত্র সংকীর্ণ এবং সমালোচকের কাজ অত্যন্ত সহজ হয়ে পড়ে। অবশ্য, শিল্পীদের ধর্ম্ম হচ্ছে আনন্দ-দান এবং জনসাধারণের কাছে যাঁর আনন্দ-দানের শক্তি যত-বেশী, তিনিই হন তত-বড় শিল্পী। কিন্তু এমন অনেক লোকেরও অভাব নেই, শিল্পীর কাছে কেবল আনন্দের প্রসাদ পেয়েই যাঁরা খুসি হন না এবং শিল্পী কত-বড় ও কত-উঁচু তা জানবার আগ্রহে যাঁরা একটা সঠিক ও নির্দ্দিষ্ট হিসাব দাবি করেন। কলাজগতে এ-শ্রেণীর লোকেরা যে নিম্নতর শ্রেণীর রসিক, সে-বিষয়ে সন্দেহ নেই। তাজমহল দেখে অনেকে আনন্দের স্বপ্নে আত্মহারা হয়ে যান। আবার আনন্দলাভের পরেও আর একদলের মন খুঁৎ-খুঁৎ করতে থাকে; এবং যতক্ষণ-না কেউ তাজমহলের টঙে চ'ড়ে ব'লে দেয় তার মাথা কয়শো ফুট কয় ইঞ্চি উঁচু, এই দ্বিতীয় শ্রেণীর দর্শকদের আনন্দ ততক্ষণ অখণ্ড বা পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে না!

*

যাঁরা অজন্তা-ইলোরা-কণারক গড়েছিলেন তাঁদের নাম যে আমরা জানি না, একপক্ষে এটা আশীর্ব্বাদের মতন ব'লে আমার মনে হয়। তথাকথিত দ্বিতীয় শ্রেণীর রসিকরা ও-সব জায়গায় গেলে জব্দ হন রীতিমত। শিল্পীদের নামের উপরে ১, ২ বা ৩ নম্বরের টিকিট মেরে তাঁরা আর কারুকে উপরে টেনে তুলতে বা নীচে ঠেলে নামাতে পারেন না এবং আর্টের ক্ষেত্রে একমাত্র আনন্দ উপভোগ ছাড়া আর কোন ছেলেমানুষী করবার সুবিধা পান না! আর্টিষ্টদের উপরে নম্বর মারবার অতি-আগ্রহ আর্টের আনন্দকে যে কতখানি আহত করে, এ-সত্য যতদিন-না বুঝতে পারব ততদিন আমরা প্রথম শ্রেণীর রসিক ব'লে আত্মপরিচয় দিতে পারব না!

*

সমালোচকরা যদি নিতান্তই ঐ দ্বিতীয় শ্রেণীর রসিকদের আবদার রক্ষা করতে চান, তাহ'লে তাঁরা একটা মন্দের-ভালো উপায় অবলম্বন করতে পারেন। ভিন্ন ভিন্ন যুগের ভিন্ন ভিন্ন শিল্পীকে তাঁদের আপন আপন যুগ থেকে বিচ্ছিন্ন ক'রে, একমাত্র যে-কোন যুগের আলোকে বিচার করতে গেলেই ভ্রান্ত বুদ্ধির পরিচয় দেওয়া হয়, এ কথা আমি অনেক বারই বলেছি। কারণ প্রথমত, কোন শিল্পীর শিল্পই তাঁর নিজের-যুগ-ছাড়া নয়; দ্বিতীয়ত, যে-যুগের আলোকে বিভিন্ন যুগের একাধিক শিল্পীকে বিচার করব, সেই বিশেষ যুগের আলোকই যে উচিতমত স্পষ্ট ও যথার্থ হবে এমন কোন নিশ্চয়তা নেই। আজকের যুগের যে-শিল্পীর মহিমাকে অপেক্ষাকৃত খর্ব্ব ব'লে মনে হচ্ছে, যুগান্তরে তাঁর মহিমা হয়তো উজ্জ্বলতর হয়ে উঠবে। Shakespeareকে তাঁর পরবর্ত্তী যুগ ঠিকমত চিনতে পারে নি, তাঁর প্রতিভার বিশালতা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে অপেক্ষাকৃত আধুনিক যুগে। মধ্য যুগের ফরাসী কবি Francois Villon আধুনিক যুগের উপযোগী হয়ে উঠেছেন একালেই!

*

প্রতিভা-বিচারের একটি ভালো মাপকাঠি আছে। সর্ব্বপ্রথমেই দ্রষ্টব্য, কোন্ কবি, কোন্ শিল্পী তাঁর নিজের যুগের নির্দ্দিষ্ট ক্ষেত্র ছেড়ে কত বেশীদূর এগিয়ে যেতে পেরেছেন? মাইকেল তাঁর সমসাময়িক কাব্যজগতের সংকীর্ণ ক্ষেত্র পিছনে ফেলে এবং বঙ্কিম তাঁর সমসাময়িক কথাজগতের ছোট্ট গণ্ডী পার হয়ে এবং রবীন্দ্রনাথ তাঁর সমসাময়িক সাহিত্যজগতের বাঁধা রাস্তা ছেড়ে আরো ঢের বেশী এগিয়ে যেতে পেরেছেন। তাই এদেশের এই তিনজন সাহিত্যশিল্পী এখানে জগন্নাথ, ভুবনেশ্বর ও কণারক মন্দিরের মতন অতুলনীয় হয়ে রয়েছেন। এই তো গেল গোড়ার বিচার। তারপরেও কিন্তু এঁদেরও তিনজনের মধ্যে তুলনা অসম্ভব, কারণ মাইকেলের সময়ে যুগধর্ম্ম ছিল একরকম, বঙ্কিমের সময়ে আর-একরকম এবং রবীন্দ্রনাথের সময়ে আর-একরকম। এই যুগধর্ম্মের বিভিন্নতাই তাঁদের রচনাকে ভিন্ন ভিন্ন রূপ বা ধর্ম্ম দান করেছে। তৃতীয়ত, মাইকেলের প্রতিভাকে যে-সব বাধা-বিঘ্ন ঠেলে আত্মপ্রকাশ করতে হয়েছিল, বঙ্কিমের প্রতিভাকে তা করতে হয় নি। আবার বঙ্কিমের প্রতিভাকে যে-সব ভাষা-গত ও ভাবগত বিরুদ্ধতার মধ্যে সৃষ্টি করতে হয়েছিল, রবীন্দ্রনাথের প্রতিভাকে তা করতে হয় নি। এঁদের মধ্যে তুলনা চলে না। কিন্তু এঁদের প্রতিভা আপন আপন যুগে কতখানি অভাব, দারিদ্র্য ও প্রতিকূলতার মধ্যে থেকেও কতখানি সৌন্দর্য্য সৃষ্টি করতে পেরেছে, সন্ধানী ও নিরপেক্ষ সমালোচকের কাছে সে-বিচারের মাপকাঠি নিশ্চয়ই খুঁজে পাওয়া যাবে। বিনা তুলনায় সেই মাপকাঠি দিয়ে সঠিক বিচার করতে পারলে প্রত্যেক প্রতিভারই খাঁটি স্বরূপ বুঝতে বিলম্ব হবে না।

*

কিন্তু কি হবে এমন বিচারে কিংবা তুলনামূলক সমালোচনায়? প্রতিভা করে সৌন্দর্য্যসৃষ্টি, জনসাধারণ করে আপন আপন বুদ্ধি অনুসারে সেই সৌন্দর্য্য উপভোগ এবং তারপর বিশেষজ্ঞ সমালোচক এসে দেখিয়ে দেন সেই সৌন্দর্য্যলোকের মধ্যেও আরো-সব অজানা ঐশ্বর্য্যের ভাণ্ডার! আসল ও উচ্চতর সমালোচকের কর্ত্তব্য এইখানেই শেষ হওয়া উচিত।

গান

—হেমেন্দ্রকুমার রায়

ধরায় যখন ধুলোর ধুলোট্, ফুলের ফুলুট্ বাজায় রে,
তমাল-শ্যামল মেঘ্লা ছায়ায় রঙের মহল সাজায় রে!

*

আঁখি-ভুবন নিরিবিলি,
আলো-কালোর ঝিলিমিলি,
কদম-বনে কাতর কেকা খুঁজ্‌চে রাখাল-রাজায় রে!

*

পদ্‌কমল আর বাতাবি-ফুল, জর্দ্দাগোলাপ, ভুঁইচাঁপা,
যৌবনেরি মৌ খেয়ে আজ কারুর কুঁড়ি নেই চাপা!

*

আঁক্‌লে জলদ জলছবিটি,
বসবে পাশে তোর কবিটি,
আদর ক'রে দেবে নধর ভীরু অধর যা চায় রে!

মেঘ-কজ্জ্বল দিবসে

—শ্রীক্ষেত্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়

শ্রান্ত জীবনের আজ যেন এক দীর্ঘ অবকাশ!—
কর্ম্ম-কোলাহল আর মোটে ভালো লাগে না এক্ষণে;
চুপ-চাপ বিছানায় শুয়ে দেখি খোলা বাতায়নে,—
কী নিবিড় অন্ধকার বাহিরের মেঘলা আকাশ!
বেদনা-সুন্দর এক স্বপ্নে সারা হৃদয় উদাস,
কুয়াসার কুহেলিকা বাসা বাঁধে মেদুর নয়নে;
অন্তর বৈরাগী দূর দূরান্তের স্মরণ চয়নে,
পরাণ চঞ্চলি' ফেরে বাদলের ব্যাকুল বাতাস।

কে জানে এমন দিনে কোথা তুমি করিছ কী না কী
হয়তো বা শূন্যতায় পূর্ণ হোলো মন্দির তোমার,
মেঘের ম্লানিমা তব অবনত আননে ঘনায়;
ভিতর বাহির করে নীলারুণ ভীরু দু'টি আঁখি,
জীবন বীণায় বুঝি বেজে থালি ওঠে হাহাকার;
বলাকার মতো মন উড়ে চলে কোন্ অজানায়॥

শ্রীমতী জেরিণা খাতুন

নব প্রতিষ্ঠিত বেঙ্গল টকীজের প্রথম ছবি শ্রীমধু বসু পরিচালিত "One Fatal Night"এ নায়িকার ভূমিকায় অবতীর্ণা।

শ্রীমতী দুর্গাবাই খোটে—ভারতের অন্যতমা শ্রেষ্ঠা সুন্দরী ও শিক্ষিতা অভিনেত্রী।

"Gold Diggers of 1935" চিত্রে ডিক পাওয়েল ও গ্লোরিয়া ষ্টুয়ার্ট।

"লা মিজারেব্‌ল্‌স" চিত্রের একটি দৃশ্যে ফ্রেডরিক মার্চ।

শুধু দু'দিনের তরে

(বড় গল্প)

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

——শ্রীনীহাররঞ্জন গুপ্ত

(ছ)

ভোরের আলো তখনও ভাল করে ফুটে ওঠেনি। রাতের বিদায়মান অস্পষ্ট আঁধার যেন তার ছলছল আঁখি দু'টি নিয়ে পূব দিকের পথচারিণীদের নিকট হতে এক পা এক পা করে সরে যাচ্ছে। তাদের এই বিদায় দৃশ্য দেখে প্রকৃতিও যেন আর অশ্রু রোধ করতে পারছিল না। ঠিক এই সময় করুণার ঘুমটা গেল ভেঙ্গে আর সঙ্গে সঙ্গে কানে ভেসে এল সানাইয়ের করুণ 'রামকেলি।' ও চোখ বুঁজে বিছানায় পড়ে পড়েই শুনতে লাগল সেই সানাইয়ের মধুর আলাপ। বহু পুরা কালে বুঝি এমনি করেই বৈতালিকেরা রাজারাজড়াদের ঘুম ভাঙ্গাত!··· হঠাৎ ওর মনে পড়ে গেল আজ মামাত বোন 'ছুটুর' বিয়ে। তাড়াতাড়ি ও বিছানা ছেড়ে উঠে পড়ল। গায়ে কাপড়টা জড়াতে জড়াতে যখন নীচে নামছিল, সিঁড়িতে তখন মীনা কি একটা জিনিষ নিয়ে উপরে উঠছিল। ও ডাকলে, 'মীনু—'···

মীনা করুণার কথার কোন জবাব না দিয়ে পাশ কাটিয়ে চলে যাবার জন্যে সিঁড়ির উপর পা বাড়ালে। করুণা আজ সত্যিই একটু আশ্চর্য্য হয়ে গেল, কেন না আগের দিন বিকেল বেলা রেবাকে নিয়ে ও' যখন বেড়াতে বেরুচ্ছিল তখন ও মীনাকেও ওদের সঙ্গে যাবার জন্য ডেকেছিল, তাতে মীনা জবাব দিয়েছিল, 'এখন কি আর পুরাতনকে ভাল লাগবে করুণাবাবু!···তার চাইতে বরং!···

স্বল্পভাষী মীনা এমনিই ত' খুব কম কথা বলত; তারপর ইতিমধ্যে ওর সেই কম কথাও যেন একেবারেই থেমে গিয়েছিল। কিন্তু করুণা সেটা তত' লক্ষ্য করেনি। এখন মীনার কথা শুনে ও বুঝতে পারলে হয়ত রেবার সঙ্গে একটু বেশী মেশামিশি করার জন্য ওর একটু অভিমান হয়েছে। যাহোক তখন ও সেটা হেসে উড়িয়ে দিয়ে রেবার সঙ্গে গিয়ে যোগ দিলে। করুণাকে একা আসতে দেখে রেবা শুধালে, 'কই মীনা দেবী এল না!···'

'নাঃ তার বোধ হয় কোন কাজ আছে—'

এই পর্য্যন্তই! কিন্তু আজকে সকালের ব্যবহারে করুণা বুঝতে পারলে, সে যতটা ভেবেছিল ব্যাপারটা তার চাইতেও একটু বেশী গুরুতর হয়েছে। যা হোক, ও সামনের দিকে একটু এগিয়ে বললে, 'মীনা যেও না। একটু দাঁড়াও, শোন, তোমার সঙ্গে একটা কথা আছে।···'

কিন্তু ও দাঁড়াল না—চলে গেল। মীনার গমন পথের দিকে তাকিয়ে সিঁড়ির উপর খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে ও আনমনে ভাবতে ভাবতে নীচে নেমে গেল। ভোরের স্বল্প বায়ু সঞ্চালনে ঝিলের জলে, মৃদু মৃদু ঢেউ খেলে যাচ্ছিল। করুণা একেবারে শেষ সিঁড়িটার উপরে গিয়ে দাঁড়াল। জলের দিকে চেয়ে ও আনমনে দাঁড়িয়ে রইল। ও কিছুতেই ভেবে পাচ্ছিল না মীনার রাগের সূত্র কোথায়। রেবার সঙ্গে একটু বেশী মেশা

মিশির জন্যই যদি ও রেগে থাকে তবে সেটা যে তার কতবড় ভুল এ কথাটা সে কেমন করে বুঝিয়ে দেবে!···

সহসা একটা প্রচণ্ড ধাক্কা খেয়ে হুড়মুড় ও বিপুল বেগে জলের মধ্যে গিয়ে পড়ল।··· সঙ্গে সঙ্গেই খিল্ খিল্ করে একটা সুমিষ্ট মেয়েলী হাসি সমস্ত স্থানটিকে মুখরিত করে তুললে।

'ওই রেণুটাই ধাক্কা দিয়েছে, তা আমি জানি, আচ্ছা যাক—'এক মাঘে শীত পালায় না,'···ভিজে কাপড়ে করুণাকে ঢুকতে দেখে বড়মা বললেন,—'এই ভোরেই নেয়ে এলি?'

'আমি কি আর ইচ্ছা করে নেয়ে এলাম! ওই রেণু মুখপুড়ীটাইত' ধাক্কা দিলে!···'

দুপুরের দিকে 'বর' কলকাতা থেকে এল। করুণা কাজের ফাঁকে একবার গিয়ে খুঁজে তাকে দেখে এল। যে ঘরে একাকী চুয়া চন্দনে চর্চ্চিতা 'ছুটু' বসে ছিল, করুণা এসে সেই ঘরে ঢুকলো। হাতে ওর গোটা দুই রসগোল্লা।

'দেখ্ ছুটু কি সুন্দর এই বাগবাজারের রসগোল্লা!···'তারপরই একটু এদিক ওদিক দৃষ্টিপাত করে বললে, 'কেউ কোথাও নেই, if you like you may take one!···'

ছুটু স্বল্প হেসে বললে, 'না গো না, তুমিই আমারটা খাও।'

'হাঁ তোমার 'উনি'কে দেখে এলাম, তা' চলবে এক রকম। নাঃ দেখ্ আমার এই সমাজকারীদের গালাগালি দিতে ইচ্ছা যাচ্ছে—'একি নিয়ম কানুন রে বাবা' যার বিয়ে, যাকে নিয়ে এত আমোদ উৎসব সেই থাকবে উপবাসী আর বার ভূতে লুটবে মজা!···নাঃ এ সব নিয়ম কানুনগুলোর নেহাৎ alteration এর দরকার হয়ে পড়েছে দেখ্ছি।'

এমন সময় রেণুর ছোট বাসী এসে
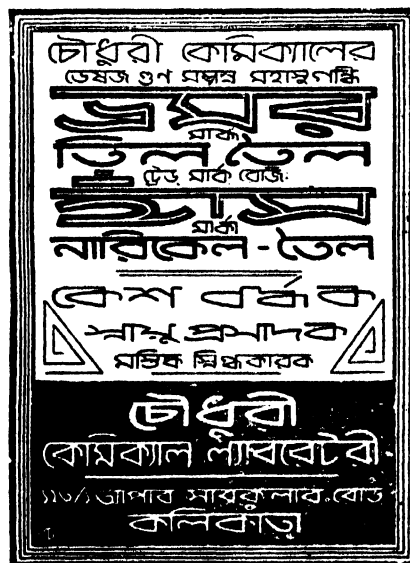
সেখানে হাজির হল, 'এই ছুটু চল নীচে কাজ আছে।'

ছোট মাসী! তুমি কিন্তু বড্ড স্বার্থপর ও আমার রসগোল্লার সবে ভাগ বসাবে বলে একটা সুযোগ খুঁজছিল, এখন নিয়ে এলে কিনা তোমার কাজের পরোয়ানা।'

'যাঃ কি দুষ্ট করুণা দা তুমি!...কখন আমি?...'

'তা ছোট মাসী অবশ্য এ কথাটা কাউকে বলবে না, কি বল মাসী?—'

'অগত্যা' বলে তিনি মৃদু হাসলেন।

• • • সন্ধ্যার একটু পরেই পরিষ্কার চাঁদের আলোয় নীল আকাশটা ভরে গেল। সানাইয়ের কণ্ঠ নিঃস্তব্ধ করুণ পূরবী ভরিয়ে দিলে সেই রজতস্নাতা ধরণীকে।...'বলকানির' ধারে রেলিংটার উপর ভর দিয়ে করুণা দাঁড়িয়ে একলাটী চাঁদের আলোয় সিক্ত আকাশটার দিকে চেয়ে ভাবছিল মীনারই কথা। আজকের দিনে নানান্ কাজের মাঝে রত থাকলেও তার সমস্ত মনটা জুড়েই মীনার অভিমানের কথাতেই ছিল ভরে। বিয়ে বাড়ীর এত আমোদ আহ্লাদ যেন সব তার কাছে একটা নীরস অর্থহীন গোলমালের মত মনে হচ্ছিল। আজ সে পরিষ্কার বুঝতে পারলে মাত্র কয়টা দিনের চেনা ও পরিচয়ের ভিতরে মীনা তার মনের মাঝে কতটা স্থান দখল করে বসেছে। এ জীবনে চলার পথে তার কতজনার সাথেইত' দেখা সাক্ষাৎ হলো; কিন্তু একি অদ্ভুত আকর্ষণ, যা তাকে অন্ধের মত ওর দিকেই টেনে নিয়ে চলেছে। এই কি প্রেম না অন্য কিছু!...'

করুণা বাবু!—

কে?...ও আপনি আসুন! আপনি যে হঠাৎ দল ছাড়া হয়ে পড়লেন!...ওরা সব গেল কোথায়?—

কনে সাজাচ্ছে!...বাসর জাগতে পারি কিন্তু ঐ কনে সাজান কোন দিনও আমার দ্বারা হয় না তাই আস্তে আস্তে সরে পড়েছি।

উত্তম!...

এমন সময় নীচে থেকে কে যেন ডাক্‌লে রেবা!—

আপনাকে কে ডাকছে—

দাঁড়ান দেখে আসি।...রেবা চলে গেল।

বিবাহের লগ্ন প্রায় রাত দশটার পর। তাই রতিনাথ বললে, আগেই খাওয়ার পর্ব্বটা চুকিয়ে ফেলতে।

প্রকাণ্ড খোলা তেতলার ছাতে সামিয়ানা খাটিয়ে সব খাওয়ার আসন পেতে দেওয়া হয়েছে। পুরুষদের খাওয়া শেষ হতে হতে প্রায় সাড়ে নটা বেজে গেল। শেষে যখন মেয়েরা খেতে বসল তখন দেখা গেল পরিবেষণের লোক মোটেই পাওয়া যাচ্ছে না। হন্ত দন্ত হয়ে রতিনাথ উপর থেকে নাম্‌ছিল হঠাৎ সিঁড়ির ধারে করুনার সঙ্গে দেখা হয়ে গেল।

—এই যে তুমি!...ওদিক টার পরিবেশনের লোক পাওয়া যাচ্ছে না। একবার ওদিকটা যদি!...

—আচ্ছা যাচ্ছি।—

গায়ের সার্টটা খুলে ফেলে, শুধু ফতুয়া গায়ে কোমরের কাপড়টা ভাল করে এঁটে নিয়ে করুণা লেগে গেল পরিবেশনে।

(ছ)

পরের দিন রতিনাথ করুণার হাতে একখানা card দিয়ে বললে, এই নাও জিতেন লিখেছে।...

ওর যাবার পরোয়ানা এসেছে। বাবা লিখেছে পরীক্ষার result বেরিয়েছে। অনেকদিন এখান থেকে গেছ, এবার চলে এস। তোমার বিলেত যাবার এক প্রকার সব ঠিক করেছি। উপস্থিত সবই জানতে পারবে! শুভার্থী তোমার 'বাবা—'

• • সেইদিনই বিকেলের ট্রেণে রেবারা চলে যাবে। দুপুরের দিকে করুণ হেসে রেবা করুণাকে বললে,

—"হায় ওরে মানব-হৃদয়
বার বার
কারো পানে ফিরে চাহিবার
নাই যে সময়
নাই নাই।
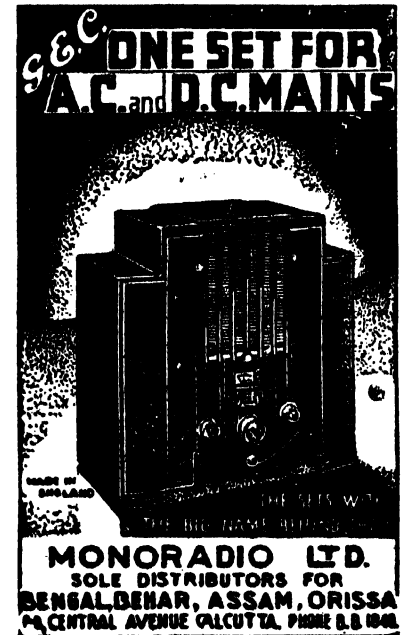
জীবনের খর স্রোতে ভা'সিছ সদাই,
ভুবনের ঘাটে ঘাটে ;—
এক হাটে লও বোঝা,
শূন্য ক'রে দাও অন্য হাটে।
দক্ষিণের মন্ত্র-গুঞ্জরণে
তব কুঞ্জবনে
বসন্তের মাধবী-মঞ্জরী
যেই ক্ষণে দেয় ভরি'
মালঞ্চের চঞ্চল অঞ্চল
বিদায়—গোধূলি আসে ধূলায় ছড়ায়ে ছিন্নদল।
সময় যে নাই ;
আবার শিশির রাত্রে তাই
নিকুঞ্জ ফুটায়ে তোলা নব কুন্দরাজি
সাজাইতে হেমন্তের অশ্রুভরা আনন্দের সাজি।
হায় রে হৃদয়
তোমার সঞ্চয়
দিনান্তে নিশান্তে শুধু
পথ-প্রান্তে ফেলে যেতে হয়—
নাই নাই, নাই যে সময়।—

•

'বাড়ীটা যেন একেবারে খালি হয়ে গেছে'—রেণু বলছিল। 'এ বাড়ীতে আর এখন টিকব কি করে বলত করুণা। তুমিও আজ চললে।…উঃ যেন নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছে।—"

দুপুরের দিকে করুণা মীনার খোঁজ করতে লাগল। কিন্তু এঘর ওঘর করে কোথাও তাকে পাওয়া গেল না। আজ প্রায় দিন তিনেক ওর সঙ্গে একটাও কথা হয়নি। করুণার মনটা সন্ধির জন্য ছট্‌ফট্ করছিল। কিন্তু মীনা এমন ভাবে পালিয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছে যে ওর নাগাল কোন মতেই পাওয়া যাচ্ছে না। ও যেন একেবারে কথা বলবেই না এক প্রকার ঠিক করেছে। বেলা যত গড়িয়ে আসতে লাগলো ও তত নিরাশ হয়ে পড়তে লাগল। বিকালের দিকে করুণা দেখে একটা কিসের প্যাকেট নিয়ে মীনা রতিনাথের ঘর থেকে বেরুল; উপরে নিজের ঘর থেকে তাই দেখে ও তাড়াতাড়ি সিঁড়ি দিয়ে নেমে এল। কিন্তু সে যেন ইচ্ছা করেই করুণার পদশব্দ পেয়ে পিসিমার ঘরের মধ্যে ঢুকে গেল। ও পিছন থেকে ডাকলে—"মীনু।—"

কিন্তু সে সাড়া দিল না। অনেকক্ষণ ও সিঁড়ির উপরে তেমনি ভাবে দাঁড়িয়ে রইল। হঠাৎ রেণুর ডাকে ওর সম্বিত ফিরে এল।

'করুণা ?—'

'কে ?…ওঃ রেণু!…'

হুঁ। আমিই। কিন্তু ওখানে ভূতের মত একা একা দাঁড়িয়ে কি ভাবছিলে বলত ?…

'নাঃ কিছু না!…'

যা হোক! আমি ত' তোমার অবস্থা দেখে ভেবেছিলাম বুঝি তুমি আর এ জগতে নেই। ও একটু বিষণ্ণ করুণ হাসি হাস্‌লে।

'আর দু'টো দিন থেকে যাও না করুণা।'

'নারে থাকার হলে কি তোদের আর বলতে হতো; আপনিই থেকে যেতাম।'

'কেমন করে থাকবে ভাই!…রেবা দেবী যে নেই সে যে একশ' বার করে মাথার দিব্যি দিয়ে বলে গেছে তার ওখানে যাওয়া চাই-ই চাই।…'

উভয়েই সচকিত ভাবে মুখ ফিরালে। কথাটা বলেছিল মীনু।…কিন্তু তখুনি আবার সে নীচে চলে গেল। রেণু ডাক্‌লে, 'মীনি এই মুখপুড়ী শুনে যা। ও সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতেই জবাব দিলে, মামাবাবুর চা করতে হবে ভাই…।'

* * * দেখতে দেখতে যাওয়ার সময় হয়ে এল। রেণু সুধাংশু ও সমীর করুণাকে গাড়ীতে তুলে দিতে চলল। করুণা রেণুকে বললে মীনু যাবে না?…

রেণু উত্তর দিলে বোধ হয় যাবে! হাঁ এই যে আসছে!

সত্যিই মীনা এদিকেই আসছিল। বোধহয় ও যাবে।

গাড়ী রাত প্রায় আটটার সময়।…

আজ আর করুণার নিজের ড্রাইভ করতে ভাল লাগছিল না ও একটি পাশে চুপটী করে বসে রইল। সুদূর এই পশ্চিমের এক ধূলি মলিন সহরের মাঝে দু'দিনের তরে যে স্বপ্ন গড়ে উঠেছিল তারই টুকরো টুকরো স্মৃতি ক্ষণে

ক্ষণে তাকে উতলা করে তুলতে লাগল। পথের দু'পাশে গাছপালা গুলো অন্ধকারে যেন জড়াজড়ি করে চুপটী করে দাঁড়িয়ে আছে।...

গাড়ী ছাড়তে তখনও কিছু বিলম্ব আছে। অদূরে ট্রেন লাইনের একপাশে কতকগুলি সাঁওতাল ও ভীল জাতীয় লোক একটা আগুনের কুণ্ডলী জ্বালিয়ে তার চারপাশ জড় হয়ে যেন সব কি করছিল। সুধাংশু সমীর ও রেণু সেই দিকে এগিয়ে গেল। করুণা প্ল্যাট ফরমের একপাশে একটা করবী গাছের নীচে গিয়ে দাঁড়িয়েছিল। আজ যেন তার আর কিছুই ভাল লাগছিল না। বেঞ্চিটার উপরে চুপটী করে মীনা একাকী বসে ছিল। ধীরে ধীরে করুণা ওর দিকে এগিয়ে এল তারপর মৃদু স্বরে ডাকলে মীনু?—সত্যিই কি আজ চলে যাবার দিনটাতেও তুমি আমার সঙ্গে কথা বলবে না?

কি কথা বলব?...

যাক্ তবু ভাল উত্তরটা দিয়েছ। সত্যি বলছি তুমি অন্যায় সন্দেহের বশীভূত হয়ে আমার উপরে রাগ করছ।...একজনের সঙ্গে দু'টো কথা কইলে কি।...

আমিত বলিনি।...

কিন্তু সেই 'জন্যেই ত' আজ তিন দিন তুমি আমার সঙ্গে কথা বলনি।

আমাকে তুমি ক্ষমা কর।...

গাড়ীতে চড়ে করুণা জানালা দিয়ে হাত বাড়িয়ে মীনার বাঁ হাতটা চেপে ধরলে।—প্রথম ঘণ্টা তখন পড়ে গেছে। মীনা ধীরে ধীরে বললে তুমি যেখানেই থাক না কেন এবং যত দূরেই থাক না কেন; আমি তোমার জন্যেই অপেক্ষা করব। শুনলাম তোমার বিলেত যাবার সবই ঠিক হয়ে গেছে। আসছে অক্টোবরেই নাকি যাচ্ছ! বাঙলা দেশের এই দু'দিনের পরিচিত মেয়েটীর কথা ভুলে যাবে নাত!

ওর হাতের উপর একটা মৃদু চাপ দিয়ে গাঢ় স্বরে করুণা বললে ভুলেই যদি যাই তবে মনে করে দিও। সত্যিকারের প্রয়োজনের দিনে অভিমান ভরে এমনি করেত আবার দূরে সরে থাকবে না—

গাড়ীটা তখন একটু একটু করে চলতে আরম্ভ করেছে হাতটা ঈষৎ সামনের দিকে আকর্ষণ করে করুণা তাতে নিজের উত্তপ্ত ঠোঁটটা একটি বার চেপে ধরে তখুনি আবার ছেড়ে দিলে।

সমাপ্ত

গান

—শ্রীঅপর্ণা দাশগুপ্তা

অজানা কোন্ অতিথি প্রাণের দ্বারে
আঘাত দিয়ে যায়
ফাগুনে সুপ্ত স্মৃতি ব্যথার স্বনে
করুণ গীতি গায়!
বাহিরে পাগল রাতি
উঠেছে নেশায় মাতি
ঘরে প্রাণ উতল হয়ে উঠে কাঁদি
নিবিড় নিরালায়।
আমার এ ব্যথার গানে
ঢেউ লাগে কি তাহার প্রাণে
তার ও কি উতল হৃদি বেদন সুরে
ঝুরে মলয় বায়।

চিত্রে ব্যঞ্জক-সঙ্গীত

—শ্রীমণিলাল সেনশর্ম্মা

কথার সাহায্য না নিয়ে চোখ, হাত প্রভৃতি বা অব্যক্ত ধ্বনির সাহায্যে ইঙ্গিত করেও অনেক জটিল ভাবকে যেরূপ সহজ করে প্রকাশ করা হয়ে থাকে, সেরূপ অনেক ক্ষেত্রে বিশেষ ভাবকে ফুটিয়ে তুলতে সঙ্গীতের সাহায্য নেওয়ারও দরকার হয়। তবে এ ছাড়াও সঙ্গীতের আর একটা দিক থাকে বলে সঙ্গীত প্রযোজনাই শ্রেষ্ঠ পন্থা। একটি জিনিসকে এরূপ ভাবে ফুটিয়ে তুলবার জন্যে যে সঙ্গীত হয় এবং সে সঙ্গীতের যে পদ্ধতি তাকেই ব্যঞ্জক সঙ্গীত (Suggestive Music) বলা চলে। আর সে সঙ্গীত শিল্প সঙ্গীত (Industrial Music) পর্য্যায়ভুক্ত হয়।

চিত্রের সঙ্গীত প্রায় সব সময়েই ব্যঞ্জক হওয়া দরকার। কাজেই কোন সময়েই গীতি-নাট্য ছাড়া পুরা গান দেওয়ার দরকার পড়ে না এবং উচিতও নয়। গানটিকে এমনভাবে আরম্ভ ও শেষ করতে হবে যা খুব কম সময়ে শেষ হবে অথচ ভাব প্রকাশের জন্য তা-ই হবে যথেষ্ট! এরূপ সুরের রচনা ও সংযোজনা ভারতীয় ছবিতে এখনও পাওয়া যায়নি। পুরাপুরি একটা একটানা গান দেওয়ার স্রোত এখনও বিশেষভাবেই চলেছে আমাদের চিত্রে। হয়ত পরিচালকগণ বলবেন যে ব্যবসার দিকটাই তাদের বড় করে দেখতে হয় এবং দর্শকদের মনতৃপ্তির জন্য গানটা পুরাপুরি দরকার।

গীতিনাট্য ছাড়া সঙ্গীতের স্থান চিত্রে বড় হওয়া উচিত নয়। এখনও সবাক চিত্র দেখাই আমাদের মুখ্য। দেখবার জিনিষটিকে আরও বেশী করে মনে ধরিয়ে দিবার জন্যই শুধু সঙ্গীতের সাহায্য নেওয়া হবে। নিছক সঙ্গীতের রূপ বা সঙ্গীত কলার নিদর্শন চলবে না। তাহলে সঙ্গীতের রূপ দেখবার জন্য চিত্রকে অবলম্বন করা হয়েছে এরূপ মনে হয়। কাজেই তা হয়ে পড়ে ঠিক উল্টা।

যে সব গান চিত্রে সংযোজনা করা হবে—সেগুলির কথা যত সংক্ষিপ্ত ও সহজ হয় ততই ভাল। অনেকেই গানের কথার ভিতর দিয়ে অনেক ভাব ফুটাবার চেষ্টা করেন। কিন্তু গীতিনাট্য ছাড়া গানের কথার সাহায্য নিয়ে ভাব ব্যক্ত করা উচিত নয়। কারণ সেখানে সুর হয়ে পড়ে আরও খাটো; নিজস্ব স্বভাবজাত উপায়ে ভাবকে মনোরম করে তুলতে সুরের যে বিশেষ ভঙ্গীটি আছে তা ক্ষীণ হয়ে পড়ে। অথচ গানের কবিতাও সে সব ক্ষেত্রে কার্য্যকরী হতে পারে না। অবশ্য সব স্থলে কথাটা খাটে না তবে অধিকাংশ স্থানে 'স্বগত উক্তির' মত এ পদ্ধতি অবলম্বন না করাই ভাল।

যন্ত্র-ব্যঞ্জক সঙ্গীতের বেলায়ও এ কথাই প্রযোজ্য। ভাব অনুযায়ী যেমন সুরের সমাবেশ করতে হবে, যন্ত্রের বেলায়ও যন্ত্র বাছাই দরকার হবে, ভাব ভেদে সুর হবে পৃথক। আবার সুরের আশ্রিত যন্ত্রও হবে পৃথক পৃথক এবং সংযোজনার পদ্ধতিও হবে সেরূপ পৃথক; লক্ষ্য সব সময়েই এক যে কি করে ছবিটা মনোরম ও আনন্দদায়ক হবে। ছবির বিষয় বস্তু এবং আভ্যন্তরিক ও সাময়িক ভাব ভেদে সুর ও ধ্বনির সংযোজনা এবং আশ্রিত যন্ত্র ও পৃথক পৃথক হতে বাধ্য।

কাজেই সঙ্গীতের আসল রূপ এবং ব্যঞ্জক সঙ্গীতের রূপ এ দুটিতে মূলতঃ পার্থক্য থাকায় তাদের প্রকাশ ভঙ্গীও পৃথক। পুস্তকের ভাবকে সুস্পষ্ট করার জন্য কাঠ খোদাই বা অন্য যে ছবি (book illustration) আঁকা হয় ঠিক সেরূপ পদ্ধতি চিত্রের সঙ্গীতে দরকার। আমাদের চিত্রে এখনও সঙ্গীতের আসল রূপ প্রকাশের ভঙ্গী চালানো হচ্ছে। কাজেই তা সংশোধিত হওয়া উচিত।

ইঙ্গিতের ভাষা আমরা ছেলে বেলা হতে

Jack Holt and Edmund Lowe in "The Best Man Wins"
A Columbia Picture

ক্ষণে তাকে উতলা করে তুলছে
পথের দু'পাশে গাছপালা
যেন জড়াজড়ি
আছে ... রে
... বলার
... না পেরে
... নের হাসিকে
... কণ্ঠধ্বনি করে
... বুঝিয়ে দেওয়া এরূপ
না ... ভাষা আমরা দেখে
আসছি ... নিয়েছি। আর আমরা তা যথাসময়েই ব্যবহারও করেছি। সেরূপ কতগুলি ধ্বনি বা সুর দিয়ে যে ইঙ্গিত দেওয়া চলে তার সার্ব্বজনীন ও প্রাদেশিক পরিভাষা জানতে হবে ও জানাতে হবে।

নৃত্যের ভঙ্গী যে ইঙ্গিত করে তাও আমরা সে ভাবেই বুঝতে চেষ্টা করি। নৃত্যের গতির সঙ্গে সমতা রেখে সঙ্গে সঙ্গে যে সঙ্গীত চলে তাতেও আমরা ব্যঞ্জক সুরই দেখতে পাই। এ দু-টির মিলনে এক নূতন রস পরিবেশন করা হয়ে থাকে এবং তাতে একটা নূতন ধারার সৃষ্টি হয়।

কোনরূপ কথাবার্ত্তা না দিয়ে কেবল সুরের সাহায্যেও একটা বিশেষ ভাবকে ব্যক্ত করা চলে। সে সব সংযোজনায় ব্যঞ্জক সঙ্গীতের সাহায্যই সবার উপরে। তবে অবশ্য অপেরা, গীতিনাট্য প্রহসন ইত্যাদি ভেদে ব্যঞ্জক সঙ্গীতের রূপও পৃথক হয়, অর্থাৎ জিনিসটি প্রয়োগ করার রূপ হয় নূতন এবং পৃথক।

গীতিনাট্যের সঙ্গীত পরিকল্পনার দায়িত্ব অনেক। কারণ এখানে সঙ্গীতের অর্থাৎ গীত বাদ্য ও নৃত্যের অপরূপ সমাবেশ চাই। নূতন ভঙ্গী নূতন নূতন ভাবে প্রয়োগ অর্থাৎ মনোরম সৃষ্টি করার মত জ্ঞান ও চেষ্টা চাই। তারপর সেই পরিকল্পনাকে কাজে পরিণত করার মত—অর্থ, আগ্রহ, অবকাশ সামর্থ্য লোকবল প্রভৃতি এবং নানাবিধ জটিল বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করায় সক্ষম ধৈর্য্যশীল পরিচালক চাই। কাজেই সে যে কত দুরূহ, বিশেষ করে আমাদের, তা এ বিষয়ে যারা চর্চ্চা করেন সকলেই স্বীকার করবেন। কিন্তু তবুও সেরূপ চেষ্টা হওয়া উচিত এবং সকল প্রকার সহানুভূতি দরকার।

সখী—তোমার প্রত্যেক চিঠির ডাকটিকিট আমি চুম্বন করি কারণ তাতে তোমার ঠোঁটের স্পর্শ থাকে।

সখা—খুব আনন্দের কথা কিন্তু আমি প্রত্যেকটি ষ্ট্যাম্প আমার কুকুরকে দিয়ে চাটিয়ে খামে লাগাই।

*

বন্ধু—আমাকে একটি চুম্বন দিতে হবে।

বান্ধবী—তোমার দ্বারা চুম্বিত মেয়েদের সংখ্যা, আমি বাড়াতে চাই না।

বন্ধু—আমি সত্যি বলছি, আর কাউকে কখনো চুম্বন করিনি।

বান্ধবী—তবে আমার ওপর শিক্ষানবিশি চলবে না।

*

মা—খুকী, বড়োদের কথার মাঝে তোমায় কথা কইতে বারণ ক'রেছি না? তাঁরা থামলে তবে কথা কইবে।

খুকী—কিন্তু মা, তাঁরা যে কিছুতেই থামেন না।

*

ধনী ভদ্রলোকের ছেলেকে জল হতে তোলা হয়েছে। ডাক্তার পরীক্ষা করে বল্লেন—"কৃত্রিম শ্বাসপ্রশ্বাস দিতে হবে।"

ধনী বল্লেন—"কৃত্রিম কেন? অকৃত্রিম নেই? আসল জিনিষই দেও—পয়সা পাবে।"

*

মক্কেলবিহীন উকিল—ক'বছর যা মন্দা চলছে, কি যে কর্ব্ব ভেবে পাচ্ছিনে। গেল বছর মেয়ে জামাইকে কিছু দিতে পারিনি—এবার তাও পার্ব্বো না।

বন্ধু—তাও পার্ব্বে না কি রকম!

উকিল—কি কর্ব্ব ভাই, জানইত বাজারের হাল চাল। এরপর আবার দিনকয়েক হল বুড়ো বাপটি তাঁর ফ্যামিলি (মা) নিয়ে আমার ঘাড়ে চেপে বসেছেন।
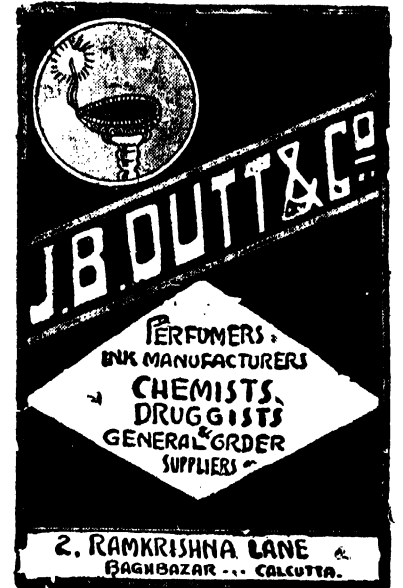
সেলাই ক্রস্

(গল্প)

—শ্রীহরপ্রসাদ মিত্র

সেলাই ক্রস্: কাঁধে ঝোলানো একটা ময়লা চামড়ার থলি, পিঠের উপর আরো কতকগুলি লোহার ভার। পিচের পথের উপর জুতোর খট্-খট্ শব্দ ক'রতে ক'রতে ও চলে। সহরের অসংখ্য কলকাকলীর মধ্যে ওর বিকৃত কণ্ঠস্বর বুদ্বুদের মত মিলিয়ে যায়। রোজই ওকে দেখি। কোনদিন পোষ্ট্-আপিসের সিঁড়িটার নীচে ব'সে কারুর জুতো সেলাই করে, কোনো কোনো দিন আমাদের মেসের দরজাতেও বসে। একদিন আমারই জুতোটাতে 'হাফ্ সুল' লাগিয়ে দিয়েছে; চেয়েছিল ছ'আনা, অনেক বকাবকি ক'রে শেষে একটা সিকি দিয়ে মুক্তি পেয়েছি। আমি এ মেসে এসে পর্য্যন্ত ওকে দেখ্ছি। মেসের বাসিন্দারা ওকে ডাকে, শিবু—, আধ-পোড়া বিড়িটা মুখ থেকে নামিয়ে রেখে অম্নি বলে, হুজুর। পৃথিবীর আবর্ত্তনের মত বৈচিত্র্যহীন ওর জীবন—ধূ ধূ সোজা, তারপর সমাপ্তি।

একটা ছুটির দিন; তবে রবিবার নয়। ঘরের জানলায় ব'সে ব'সে 'অস্কার ওয়াইল্ডের' একটা গল্পের বইয়ের পাতা ওল্টাচ্ছি। পথের জনতাটি বড়ো সুন্দর দেখাচ্ছিল। সকাল বেলার ঈষৎ সোনালী সূর্য্যালোক সামনের প্রাসাদের গায়ে প'ড়েছে। দু'টো বাড়ীর ফাঁক দিয়ে দেখা যায় এক ফালি আকাশ। অনেক উঁচু দিয়ে একটা চিল উড়ে গেল। সারকুলার রোডের লাল বাড়ীটার ছাদে একটি মেয়ে চুল শুকোচ্ছে। এক ঝাঁক পায়রা ঘুরে ঘুরে উড়ছিল। কর্পোরেশনের ময়লার গাড়ী পথ দিয়ে ছুটেছে; ওর শীর্ণ ঘোড়াটাকে পর্য্যন্ত সুন্দর মনে হচ্ছিল। ও দিকে প্রাচীর থেকে নেমে সূর্য্যালোক পথের মাঝখানে থেমে গেছে। ফুটপাথে ব'সে, একরাশ কোঁকড়া চুল দোলাতে দোলাতে শিবু একটা জুতোয় শেলাইয়ের ফোঁড় তুলছিল।

'অস্কার ওয়াইল্ড্' বন্ধ ক'রে বহুদিন পরে কবিতা লিখ্তে ইচ্ছা হ'ল।

পাশের তক্তপোষে শুয়ে বিমলবাবু পরশুরামের একটা গল্প প'ড়তে প'ড়তে হাসছিলেন। ওদিকে রাস্তার মোড়ে জলের কলটাকে কেন্দ্র ক'রে নানা ভাষার কলধ্বনি শোনা যাচ্ছিল। নীচে কার ঘরে সাহিত্যিক পরমহংস শেলী এবং 'শ্যাপের' উপকারিতা সম্বন্ধে তুমুল এক বক্তৃতা সুরু ক'রে দিয়েছিল। ছার-পোকা বহুল তক্তপোষে শুয়েছিলুম। কড়ি-বরগায় ঝুলের একটা অনতিসূক্ষ্ম আবরণ প'ড়েছে। সস্তা সিগারেটের নীলাভ ধোঁয়া আমার মুখ থেকে বেরিয়ে ক্রমশঃ ক্ষীণ হ'তে হ'তে মিলিয়ে যাচ্ছিল। রবি ঠাকুরের কী একটা লাইন মনে ক'রতে পারছিলুম না কিছুতেই। পাশের ঘর থেকে 'টাইপ্-রাইটারের' টক্-টক্ শব্দ আসছিল আর এলোমেলো চিন্তার মিছিল মনের মাঝে ঘুরে বেড়াচ্ছিল।

বিমলবাবু ডাকলেন শিবু-উ-উ-উ।

ওদিকের ফুটপাথ থেকে পরিচিত কণ্ঠস্বরে উত্তর এলো, 'হুজুর'। মিনিট দু'য়েক পরে ও এসে দাঁড়াল।

বইয়ের দিকে মুখ রেখেই পা দিয়ে সলীপারটা ঠেলে দিয়ে উনি ব'ল্লেন, সেরে নিয়ে আয়'।

ও চ'লে গেলো।

সিঁড়িতে নতুন জুতোর মশ্মশ্ শব্দ এগিয়ে অসছিল। উগ্র মিষ্টি একটা গন্ধ-মাখা সিল্কের পাঞ্জাবী গায়ে ঘরে প্রবেশ করলে পরমহংস। ওর আজকার প্রথম বক্তৃতা বুঝি শেষ হ'লো।

বললে চিয়ার-আপ, অসীম; তুমিই যদি এ-রকম একটা সকাল শুয়ে শুয়ে কাটিয়ে দাও তবে আমরা ক'রবো কি? তোমার নামের সঙ্গে তোমার জীবনের প্রতি ঘটনাকে একার্থ করো। এমন অনৈক্য যে অসহ। তুমি আপনাকে এই অন্ধকূপের মধ্যে বেঁধে রেখেছো? চীৎকার ক'রে বলো, 'জাগিয়া উঠেছে প্রাণ, উথলি উঠিছে······

ও খিল্-খিল্ ক'রে হেসে উঠলো।

পরমহংস আমাদের সঙ্গেই প'ড়তো। বি, এ, দেবার পরে আমার বাবা মারা গেলেন এবং ওর বাবা কি একটা লটারীতে বেশ মোটা অঙ্কের কিছু টাকা পেয়ে গেলেন। ফলে হঠাৎ এক সকালে ঘুম ভাঙ্গতে আমি দেখলুম চাকরীর চেষ্টা না ক'রলে অবশ্যম্ভাবী অনাহার এগিয়ে আসবে, এবং ও বুঝ্লো যে, অক্স্ফোর্ডের ডিগ্রীটা না পেলে শিক্ষার অধিকাংশই বাকী থেকে যাবে। তিন মাসের মধ্যে মনোহরপুকুর-রোডে ওদের তিনতলা বাড়ী উঠলো, তার সঙ্গে অবশ্য গাড়ীও এলো এবং আমি গ্রামের ছোট্টো কুঁড়ে থেকে মা-বোনের অশীর্ব্বাদ ও শুভেচ্ছা সম্বল ক'রে সওদাগরী-আপিসে তেত্রিশ টাকা মাইনের কেরাণীর পদে অধিষ্ঠিত হলুম। এম, এ পর্য্যন্ত এখানকার বিশ্ববিদ্যালয়ে থেকে যেতে অনুরোধ ক'রলেন ওর বাবা তাই সে বছরের মত ওর জাহাজে চড়া স্থগিত রইল।

আগের ইতিহাস এইটুকু। এরও আগে —অর্থাৎ বি, এ, পর্য্যন্ত এক সঙ্গে একই কলেজে, একই রকম খেয়ে-প'রে এবং পাশাপাশি বাড়ীতে থেকে আমরা পড়েছি। কলেজে ওর নাম ছিলো ক্রিকেটে এবং কবিতায়। কল্কাতায় আসার পর ওর বন্ধুরা শেষের শক্তিটার নাম দিয়েছেন, প্রতিভা। মাসিকের সম্পাদকরা ওর কাছে মাঝে মাঝে চিঠি দেন লেখা পাঠাতে অনুরোধ ক'রে। ও অত্যন্ত বিনয় দেখিয়ে উত্তর দেয়, 'ক'দিন হ'তে বড়ো ক্লান্তি অনুভব করছি' এবং তাঁদের চিঠিগুলি ইচ্ছাকৃত অবহেলায় ওর পড়ার টেবলে ছড়িয়ে রাখে (কতোদিন আমার চোখে প'ড়েছে সে সমস্ত চিঠি; জিজ্ঞাসা না ক'রতেই ও সে সব চিঠির মর্ম্ম এবং লেখকদের পরিচয় আমায় শুনিয়েছে।

সম্প্রতি ও এক সমপাঠিনীর প্রেমে প'ড়েছে (ও তাই বলে)। তা'র নামটা বনলতা না বনশ্রী না ঐ রকমই কি একটা। ও তাকে ডাকে 'বনি' ব'লে। যাক্!

বললুম্, 'তারপর নতুন কিছু লিখলে নাকি হে কবি?'

আমার প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে ও 'অস্কার ওয়াইল্ডের' বন্ধ করা বইটার পাতা ওল্টাতে লাগলো।

বিমল বাবুর সদ্য সংস্কৃত জুতোটা হাতে নিয়ে শিবু ঘরে এলো। বালিসের নীচে থেকে একটা আনি ছুঁড়ে দিয়ে উনি জুতোটায় পা গ'লিয়ে একবার দেখে নিলেন। 'চার পয়সাতে কি হোবে বাবু?'

আবার কতো? কতোটুকুই বা সেলাই? —পরমহংসের উপস্থিতি ওঁকে লজ্জিত করলে। আর একটা পয়সা দিয়ে বল্লেন, যাও হ'য়েছে।

শিবু গেল না। বিমলবাবুর মুখে রক্তের আভাস।

ব'লি, তিন পয়সার কাজ ক'রে পাঁচটা পয়সা পেয়েছো, আবার কতো চাই, শিবু?

—"আরে বাবু, আপনারা তো এমনই বোলেন। নায়া চাম্‌ড়া দিয়ে সিলাই ক'রেছি, উতেভি পাঁচ্‌ঠো পয়সা দেবেন বাবু?"

পরমহংস জানলার দিকে ফিরে নাক কোঁচ্‌কালে।

শিবু বিমলবাবুর বিছানায় পাঁচটা পয়সা ফেলে দিয়ে বল্লে, 'চাইনা বাবু রেখে দিন।'

বলে ও' বেরিয়ে গেল। বিমলবাবু আবার বইয়ের পাতায় চোখ রাখলেন। পরমহংস কী ভাব্‌লে!

কব্‌জীতে বাঁধা সোণার ঘড়ির দিকে চেয়ে ও বলে, 'আচ্ছা।' বিমলবাবুর দিকে চেয়ে দু'হাত কপালে ঠেকালে।

চৌকাঠ পর্য্যন্ত এগিয়ে পরমহংস আবার ফিরে দাঁড়াল। বল্লে, 'আসল কথাটাই ব'ল্‌তে ভুলে গেছি হে! আস্‌ছে সোমবার আমাদের বাড়ীতে একটা 'পার্টি' দিচ্ছি। তোমাদের যাওয়া চাই; যাওয়া চাই বিমলবাবু।'

উনি চোখ নামিয়ে পা দুটো ঘ'ষ্‌তে থাকলেন। কি যেন ব'ল্‌তে চান।

পরমহংস আর একবার কপালে দু'হাত ঠেকিয়ে চ'লে গেল।

ওঁদের বাড়ীটা কোন্ জায়গায়?—বিমলবাবু জিজ্ঞাসা করলেন।

মনোহরপুকুর রোডে

ও,—সোমবার কিন্তু আমার যাওয়ার একটু অসুবিধা হবে। সেদিন আমার একটু কাজ র'য়েছে—

ব'লি, আমিও যাবো না; ভাবচেন কেন? ও-সব বড়লোকদের সঙ্গে পোষায় না মশাই। চার আনা বাসে না খরচ ক'রে দু'আনা দিয়ে আগের দিনে একটু ফোন ক'রে দিলেই চুকে যাবে।

ওঁর মুখে তৃপ্তির আনন্দ ফুটে উঠ্‌লো।

সংবাদপত্রের পাতা ওল্টালুম। বেশীক্ষণ পড়া গেল না, চোখে জল নাম্‌ল।

এমাসের মাইনে পেলে একবার চোখটা না দেখালে আর চ'ল্‌বে না।

সারকুলার রোডের সেই বাড়ীটার উপর আকাশ একেবারে নীল! সে মেয়েটি নেমে গেছে। পায়রাগুলো এখনো তেমনি ক'রে উড়ছে। ফুটপাথে, শিবু কা'র সঙ্গে বচসা ক'রছে। রোদ্ আরো এগিয়েছে। মনে প'ড়ছে গ্রামের সেই শীতলদীঘির পথ। শীতলদীঘি,—নামটি কেমন মিষ্টি—ঘুম পাচ্ছে। আমাদের বাড়ীর পাশে শিউলি গাছটার ফুল ঝ'রেছে, ঘাসের উপর মাঝে মাঝে এখনও শিশির লেগে র'য়েছে। নীল আকাশ হারিয়ে গেছে দিগন্তের বনরেখায়। নিকোন' উঠানে গোলপাতার চালের ছায়া প'ড়েছে। 'বনপুকুরে' হেলা আর পদ্ম ফুলের ভিড়। কলাপাতায় টল্‌মলে শিশির ঝক্‌ঝক্ করছে। ছোটো ছোটো, ছেলেমেয়েরা 'দোলাই' বেঁধে কোঁচড় ভ'রে ফুল কুড়োচ্ছে। মাঠের ওপারে লাকুসামের রাস্তায় গরুর গাড়ী যাচ্ছে ক্যাঁচ ক্যাঁচ শব্দ ক'রে। ছোটো ভাই-বোন্‌গুলি মাকে হয়তো জিগেগেস্ ক'রছে, 'পূজো কবে?' লীলা ব'লছে, 'মা, দাদা কাপড় আন্‌বে?' টুনুটা ফড়িংএর মত সরু সরু পা দিয়ে লাফাচ্ছে। মা'র চোখে জল আস্‌ছিল?

পরমহংস হয়তো এখন ওর বনির বাড়ীতে। আর শিবু? চোয়ালের হাড় দুটো শক্ত ক'রে মোটা চামড়ায় ছুঁচ বিঁধছে। দেয়ালের এক কোণে মাকড়সা জাল বুনছে। পথে অবিরাম কলরব।

মনে পড়ছিল, জীবনের পিছন দিকের এমনি আরো অনেক সকাল—কতো পরিচিত, কতো দূর!

অপরিচ্ছন্ন শয্যায় আপনাকে এলিয়ে দিয়ে বালিশে মুখ গুঁজলুম। আশ্বিনের মদির সকালের নিরলস মহা নগরী আজ বড়ো বেসুরো, বেখাপ্পা একটা খোঁচের মতন মনে হ'চ্ছিল। চোখ বুঁজেই দেখ্‌তে পেলুম সেই আকাশের নির্ম্মল নীলিমা, উড়ন্ত পায়রার মিছিল আর শীতলদীঘির মনোরম মুখশ্রী। ওসব ছেড়ে চ'লে যেতে ইচ্ছে হয় অনে-এ-ক দূরে। মনে হয় মিথ্যা এই জীবন-সংগ্রামে কোনো রকমে পৃথিবীতে টি কে থাকবার জন্যে এই আত্মনিগ্রহ। আপনাকে পীড়া দিয়ে আয়ুকে দীর্ঘ করার মধ্যে কি মোহ?

আত্মহত্যা ক'রবো? কিন্তু টুনু, আর লীলা, আর অনিল আর মা? মনে পড়ে মায়ের সেই করুণ চাহনি!

ঘুমোবার চেষ্টা ক'রলুম। পথের মিশ্রিত কলরব থেকে বিচ্ছিন্ন হ'য়ে কানে এল সনাই জ্র-উ-উ-স্!

শিবু তা' হ'লে সত্যিই পয়সা ক'টা নিলো না?

সাপ্তাহিকী

গেল রবিবার সন্ধ্যের সময় ১৪।১ বেচু চাটুয্যের ষ্ট্রীটে শিল্পী সঙ্ঘের সাহিত্য বিভাগের উদ্বোধনী হ'য়ে গেছে। প্রধানতঃ নার্শিসাস্ খণ্ড কাব্যকে উপলক্ষ্য করেই সভা হয়েছিল। সঙ্ঘের সম্পাদক দিলীপ দাসগুপ্তের প্রস্তাবে ও সর্ব্ব সম্মতিক্রমে কবি গিরিজাকুমার বসু সভাপতির আসন গ্রহণ ক'রলে শ্রীমতী সুজাতা সিংহের শঙ্খবাদনের সঙ্গে শ্রীমতী পুষ্পমালা সেন তাঁকে পুষ্পমালায় ভূষিত করেন। তার পর সম্পাদক তাঁর বিবৃতি পাঠ করেন, শ্রীচিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীবীরেন্দ্র গুপ্ত প্রবন্ধ পড়েন, শ্রীদেবেন দাস ও শ্রীধীরেন্দ্র লাল ধর কিছু বলেন। শ্রীমতী সুজাতা সিংহ বলেন শ্রীযুক্ত গিরিজা কুমার বসুকে সঙ্ঘের স্থায়ী সভাপতি করা হ'য়েছে এ তাঁদের অত্যন্ত প্রিয় নির্ব্বাচন এবং সে জন্যে তিনি সঙ্ঘকে ধন্যবাদ দেন। শ্রীগোপেন্দ্র মল্লিক ও শ্রীদিলীপ দাসগুপ্তের গীত গানগুলি সভার সকলকেই তৃপ্তি দিয়েছিল। সঙ্ঘের সহ-সভাপতি নির্ব্বাচিত হ'য়েছেন শ্রীযুক্ত গোপেন্দ্র মিত্র। মহিলা বিভাগের সম্পাদিকা শ্রীমতী সুজাতা সিংহ ও সম্পাদক শ্রীদিলীপ দাসগুপ্ত। পরস্পর আলাপ পরিচয়ের ও আদর আপ্যায়ণের পর সভাপতিকে ও গৃহস্বামী গোপেন বাবুকে ধন্যবাদ দিয়ে সভা ভঙ্গ হয়। মেয়েদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন শ্রীমতী পুষ্পমালা সেন, শ্রীমতী সুজাতা সিংহ, শ্রীমতী বীণাপানি দাস, শ্রীমতী শান্তিলতা দাস, সাহিত্য সেবক সমিতির শ্রীগোপেন্দ্র মিত্র ও শ্রীধীরেন্দ্র লাল ধর ব্যতীত অন্যান্য যাঁরা উপস্থিত ছিলেন, তাঁদের সকলের নাম পাইনি।

*

দিনকতক আগে তাঁর জন্মস্থান হাওড়া জেলার পাঁড়ুয়ানগরে ভারতচন্দ্র রায় গুনাকরের স্মৃতি-সভা হ'য়ে গেছে। অন্নদা মঙ্গল আর বিদ্যাসুন্দরের কবিকে আজো আমরা ভুলিনি—এটা খুব সুলক্ষণ।

*

জনকতক লোক তার কাঁঠালগাছে অবস্থিত মৌচাক থেকে এক সের মধুচুরী ক'রেছিল বলে জনৈক ব্যক্তি তাদের নামে আদালতে নালিশ ক'রেছিল। আদালত সকলকে বেকসুর মুক্তি দিয়েছেন। আদালতের রসবোধ প্রশংসনীয়। মধু আসি লও লুটে

*

গেল সংখ্যায় বঙ্গীয় সঙ্গীত পরিষদের শিক্ষক শ্রীযুক্ত জয়কৃষ্ণ সান্যালের নাম ভুলক্রমে "জয়কৃষ্ণ ঘোষাল" ব'লে ছাপা হ'য়েছে এ জন্যে আমরা দুঃখিত।

ইষ্ট ইণ্ডিয়া ফিল্মের দু'খানি নূতন বই "রাতকানা" ও "বিদ্রোহী"

—অভিমন্যু

রাতকানা

গল্প—রায় শ্রীনির্ম্মল শিব বন্দ্যোপাধ্যায় বাহাদুর
প্রযোজক—শ্রীযুক্ত বি, এল, খেমকা
আলোক-চিত্র ও পরিচালনা—শ্রীযতীন দাস
উদ্বোধন—রূপবাণী, ৩রা আগষ্ট
শ্রেষ্ঠাংশে—শ্রীরঞ্জিৎ রায়, কেষ্ট মুখোপাধ্যায়, সুহাস সরকার, ছুনিয়া বালা, ইন্দুবালার মাতা, নগেন্দ্র বালা প্রভৃতি।

এই কৌতুকাত্মক নাটিকাটি ইহার পূর্ব্বে রঙ্গমঞ্চে বহুদিন ধরিয়া নাট্যরসিকদের হাসির খোরাক জোগাইয়াছে। এখন উহা চিত্ররূপ গ্রহণ করিয়াও দর্শকদের আনন্দ দিয়াছে প্রচুর। গোবর্দ্ধন নামক এক ব্যক্তি রাত্রে দেখিতে পাইত না। শ্বশুর বাড়ীর নিমন্ত্রণ এড়াইতে না পারিয়া শ্বশুর বাড়ী গিয়া সে যাহা করিয়াছিল—রাতকানা তাহারই বিবৃতি।

পরিচালক শ্রীযতীন দাস তাঁহার দুই কাজই বেশ সুচারু রূপে সম্পন্ন করিয়াছেন। তবে গোবর্দ্ধনের স্বগতোক্তিটা কিছু কম হইলে আমাদের মনে হয় আরও ভাল হইত।

গোবর্দ্ধনের ভূমিকায় শ্রীরঞ্জিৎ রায় মাঝে মাঝে অতি অভিনয় করিলেও তাঁহার অভিনয় আমাদের ভালই লাগিয়াছে। খাঁদুর ভূমিকায় শ্রীমতী ছুনিয়াবালাকে মানাইয়াছিল বেশ, অভিনয়ও ভাল হইয়াছে। অন্যান্য ভূমিকাগুলিও নিন্দনীয় হয় নাই।

শব্দ-নিয়ন্ত্রণ ভালই হইয়াছে। এককথায় ছবিখানি সকল দিক দিয়াই উপভোগ্য হইয়াছে।

বিদ্রোহী

গল্প—শ্রীচারুচন্দ্র ঘোষ
প্রযোজক—বি, এল, খেমকা
পরিচালক—শ্রীধীরেন্‌ গঙ্গোপাধ্যায়
আলোক-চিত্র—শ্রীপ্রবোধ দাস
আবহ সঙ্গীত—টি, ফ্রাঙ্কোপোলো
শ্রেষ্ঠাংশে—শ্রীভূমেন রায়, অহীন্দ্র চৌধুরী, ললিত মিত্র, মুরারী মোহন মুখোপাধ্যায়, চিত্তরঞ্জন গোস্বামী, ইন্দুবালা, ডলি দত্ত, জ্যোৎস্না গুপ্তা সুনীতি বালা প্রভৃতি।
উদ্বোধন—রূপবাণী, ৩রা আগষ্ট ১৯৩৫

রাজ্যের সেনাপতি অম্বর প্রজাদের উপর যথেচ্ছাচার করিত তাহার প্রতিকার কল্পে রামচন্দ্র নামক একজন দয়াল রাজপুত যুবক তাহাকে বরাবর বাধা দিয়া আসিত। অম্বরের কন্যা মাধবী রামচন্দ্রকে ভালবাসিত। একদিন অম্বর নির্দ্দয় ভাবে এক দরিদ্র ব্রাহ্মণের শিশু পুত্রকে হত্যা করিল। সেইদিন রামচন্দ্র শোকাতুর পিতার নিকট শপথ করিল যে ইহার শাস্তি সে অম্বরকে একদিন দিবে। তারপর অম্বরের লোক আসিয়া পিতা পুত্রীকে ধরিয়া লইয়া যাইবার সময় রামচন্দ্র তুলসীকে বাঁচাইল বটে কিন্তু বৃদ্ধকে বাঁচাইতে পারিল না। তুলসীকে সে নিজের বাড়ীতে রাখিল। তারপর একদিন অম্বর তুলসীকেও ধরিয়া লইয়া গেল। এবং তাহার জন্য কঠোর শাস্তি বিধান করিল। রামচন্দ্র তাহাকে বাঁচাইতে গিয়া নিজে ধরা দিল। তারপর অম্বরের সঙ্গে দ্বৈতযুদ্ধে অম্বর পরাস্ত হইয়া আত্মহত্যা করিল। এদিকে রামচন্দ্র রাজ-সেনাপতি হইয়া তুলসীকে বিবাহ করিল।

ইহাই হইল মোটামুটি গল্প। গল্পটি কোথাও জমাট বাঁধে নাই। যেখানেই গল্পটি জমাট বাঁধিতে চেষ্টা করিয়াছে, সেইখানেই পরিচালক মহাশয় হয় কতকগুলি অর্থহীন ও হাস্যকর নৃত্য না হয় এক ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণীকে অনাবশ্যকভাবে অবতারণা করিয়া গল্পের ধারাটিকে ব্যাহত করিয়াছেন। ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণী (চিত্তরঞ্জন গোস্বামী ও ইন্দুবালা)র সহিত ছবির পারম্পর্য্যের কোন সম্বন্ধ নাই। তারপর কালী-মন্দিরে "আরতি" নৃত্য দেখাইয়া পরিচালক মহাশয় নিজেকে বিশেষ হাস্যাস্পদ করিয়াছেন। তাঁহার জানা উচিত, কালী-মন্দিরে কখনও আরতি নৃত্য হয় না। গল্পের আর একটি অসঙ্গতি লক্ষ্য করিলাম। অম্বর ছিল গল্পের villain. সে যে রামচন্দ্রের সহিত দ্বৈত যুদ্ধে পরাস্ত হইয়া সঙ্গে সঙ্গে আত্মহত্যা করিল এটা আমাদের মনে হয় অত্যন্ত অস্বাভাবিক। সে অন্য কোনও রকমে হত হইলে বোধ হয় আমাদের আর কিছু বলিবার থাকিত না।

গল্পের আরম্ভ ও পরিণতি বেশ সুন্দর হইয়াছে। পরিচালক মহাশয়ের শক্তি অবশ্য মাঝে মাঝে দেখিতে পাওয়া যায়, যেমন যুদ্ধের আহ্বানে সৈনিকদের যুদ্ধার্থে গৃহ-ত্যাগ, জনতা পরিচালনা, যুদ্ধের দৃশ্য প্রভৃতি। এগুলি খুবই চিত্তাকর্ষক হইয়াছে।

ছবিখানি আগাগোড়া প্রায় সমস্তই রাজপুতানায় গৃহীত হইয়াছে সেজন্য settings ও location হইয়াছে নিখুঁত। আলোক-চিত্রও মোটের উপর ভালই। শব্দ-নিয়ন্ত্রণ বেশ সুন্দর হইলেও কাছের শব্দ ও দূরের শব্দে কোন পার্থক্য রাখা হয় নাই।

অভিনয়ের মধ্যে শ্রীঅহীন্দ্র চৌধুরীর 'অম্বর' ও ভূমেন রায়ের 'রামচন্দ্র' আমাদের ভাল লাগিয়াছে। 'তুলসী' ও 'মাধবী'রূপে শ্রীমতী জ্যোৎস্না গুপ্তা ও ডলি দত্তের অভিনয়ও সুন্দর হইয়াছে। 'রাণীর ভূমিকায় শ্রীমতী সুনীতি ও 'রাজার' ভূমিকায় শ্রীললিত মিত্রের অভিনয় হইয়াছে যেমনি প্রাণহীন তেমনি অনুল্লেখ্য। 'চারণ'রূপে শ্রীশচীন দেব বর্ম্মনের প্রথম গানখানি আমাদের ভাল লাগিয়াছে; দ্বিতীয়খানি নয়। প্রায় তিন চারিটি নাচের মধ্যে কোনটিই আমাদের

বাংলা দেশের উচ্চ শিক্ষা

বাংলা দেশে উচ্চ ইংরাজি স্কুলের শিক্ষার প্রসার দিন দিন বর্দ্ধিত হইতেছে। নিম্নলিখিত সংখ্যার দ্বারা দেখা যায় যে স্কুলের সংখ্যা কিরূপ বর্দ্ধিত হইয়াছে।

স্কুলের সংখ্যা—	১৯৩১-৩২	১৯৩২-৩৩
উচ্চ ইংরাজী স্কুল	১,১৫৭	১,১৮৬
মধ্য " "	১,৯০৪	১,৪৭৩
মধ্য বাংলা স্কুল	৬২	৬২
মোট ছাত্র সংখ্যা ছিল	৪৫১,৬৭২	৪৩৬,১৭৫

মোটামুটি এক একটি ছেলেকে হাইস্কুল পর্য্যন্ত পড়াইতে আনুমানিক ব্যয় হয় ৩২.৬ টাকা।

মধ্য স্কুলগুলি ছাত্রদিগকে হাই স্কুলে প্রবেশের উপযোগী করিয়া দেয় মাত্র। হাই স্কুলের শিক্ষার দুইটি উদ্দেশ্য আছে—(১) উচ্চতর শিক্ষায় (College education) প্রবেশের পথ করিয়া দেওয়া ও (২) যাহারা উচ্চ শিক্ষায় যাইতে অসমর্থ তাহাদের কার্য্যকরী পথ অবলম্বন করার সুযোগ দেওয়া।

উচ্চ শিক্ষার দিকে বেশী লোক আকৃষ্ট হওয়ায় মধ্য স্কুলগুলির সংখ্যা কিছু কমিয়াছে। কিন্তু বর্ত্তমান বাংলা ভাষার উপর বিশেষ জোর দেওয়ায় এবং এই অর্থ সঙ্কটের দিনে উচ্চ শিক্ষার ব্যয় বহন করা দুঃসাধ্য হওয়ায় মনে হয় এই স্কুল গুলির অবস্থা ভালই হইবে। হিসাব করিলে দেখা যায় যে ১৯২৬-২৭ সালে এই সব স্কুলে ছাত্র সংখ্যা ছিল ১৪২,৬৮৪ এবং ছাত্রী সংখ্যা ছিল ৫,৮৫৬। উহা বর্দ্ধিত হইয়া ১৯৩২-৩৩ সাল হইয়াছে ১৭৭,১০২ ও ৭,০০৮।

এই সব স্কুলের প্রতি ৪টি ছাত্রের মধ্যে ৩টি হাইস্কুলে যায়। ছাত্রদের বেলায় কিন্তু তাহা হয় না।

বাংলার হাইস্কুল সমূহ তিন ভাবে পরিচালিত হয় (১) গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক (২) জনসাধারণ কর্ত্তৃক (local bodies) (৩) ব্যক্তি বিশেষ কর্ত্তৃক (private bodies)। জন সাধারণের দ্বারা পরিচালিত অধিকাংশ স্কুলই গভর্ণমেণ্টের সাহায্য পাইয়া থাকে।

নিম্নের টেবিলে সাহায্য-প্রাপ্ত স্কুলের সংখ্যা দেখা যাইবে—

	গভর্ণমেণ্ট ও সাধারণ কর্ত্তৃক পরিচালিত	সাহায্য প্রাপ্ত	বিনা সাহায্যে পরিচালিত
১৯২১-২২	৪.৫	৩৮.৬	৫৬.৯
১৯২৬-২৭	৪.১	৪৮.৪	৪৭.৫
১৯৩১-৩২	৩.৪	৪৭.৫	৪৮.৭

বাংলা দেশের অধিকাংশ স্কুলই জন সাধারণ কর্ত্তৃক পরিচালিত হয়। প্রায় অর্দ্ধেক সংখ্যক হাইস্কুল কোনরূপ সাহায্য পায় না। ভারতের অন্যান্য প্রদেশে কিন্তু এমন নয়। স্কুলের সংখ্যাও সেখানে অল্প এবং গভর্ণমেণ্টের সাহায্য প্রাপ্ত স্কুলের সংখ্যাই বেশী।

বাংলা দেশের হাই স্কুলের ছাত্র সংখ্যা প্রায় ৭,৫৬০ বাড়িয়াছে। সেই অনুপাতে মধ্য ইংরাজী স্কুলের ছাত্র সংখ্যা প্রায় ৩,৬২৭ কমিয়াছে।

বঙ্গীয় হাইস্কুল সমূহ নিম্নলিখিত স্থান হইতে অর্থ সংগ্রহ করিয়া থাকে—

প্রাদেশিক কর হইতে— ১৬,৫৮,৯৫৭৲ টাকা
মিউনিসিপ্যাল ফণ্ড হইতে— ৪২,১৮২৲ টাকা
জিলা বোর্ড হইতে— ৩,৪৫,৭৫৭৲ "
১৬.৬%
ছাত্র বেতন হইতে— ৮৪,৭৩,৪০৮৲ "
৬৮.৯%
অন্যান্য উপায়ে—— ১৭,৭৫,৮৮৯৲ "
১৪.৫%
মোট—১,২২,৯৬,১৯৩৲ টাকা

আর্থিক অনটনের জন্য ১৯৩২-৩৩ সালের হিসাবের প্রত্যেক বিভাগ হইতেই ১০% টাকা কম করা হইয়াছে শুধু ছাত্রীদের স্কুল ব্যতীত।

গড়-পড়তায় প্রতি ছাত্রের মাথা পিছু নিম্নলিখিত খরচ হইয়া থাকে—

১৯৩১-৩২ সাল

গভর্ণমেণ্ট— ৮০.৬৫৲ টাকা
জিলা বোর্ড ও
মিউনিসিপ্যালিটি— ৩৭.৫৲ "
সাহায্য প্রাপ্ত স্কুল— ৪০.০৮৲ "
সাহায্য না পাওয়া স্কুল— ২৭.২৲ "

ইহা দ্বারা দেখা যায় যে গভর্ণমেণ্টই বেশী সংখ্যক খরচ করেন। *

* বাংলা গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক প্রকাশিত "Secondary Education in Bengal" নামক পুস্তক হইতে।

ভাল লাগে নাই। 'আরতি' নৃত্যটি তবু উহাদের মধ্যে ভাল হইয়াছিল, কিন্তু অসাময়িক বলিয়া উহার সৌন্দর্য্য নষ্ট হইয়াছে।

ছবিখানির ভিতর mass-appealএর অনেক জিনিষ আছে। সেজন্য ছবিখানি এখন কিছুদিন রূপবাণীতে চলিবে বলিয়াই

নারী-লোক

পরিচালিকা

—শ্রীবাণী রায়

— প্রতিবাদ —

মাননীয় সম্পাদক মহাশয়
"দীপালী"

শ্রীমতী বানীরায়ের "নারীলোক" পাঠে বিশেষ সন্তুষ্ট হইয়াছি, এবং তাঁহার এই মহৎ উদ্দেশ্য যাহাতে সুসম্পন্ন হয়, তাহার জন্য ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিতেছি।

তাঁহার লিখিত কয়েকটা বিষয়ে আমার সামান্য মতামত জানাইতে ইচ্ছা করি, তাহা যদি গ্রহণযোগ্য হয় তাহা হইলে আপনার পত্রিকায় একটু স্থান দিলে বিশেষ বাধিতা হইব।

১ম—তিনি ভবভূতিকে অনুসরণ করিয়া লিখিয়াছেন যে "গৃহে লক্ষীরূপে, পুরুষ চিত্তের অখণ্ড সম্রাজ্ঞী রূপে রাজত্ব করিবার জন্যে নারীর সৃষ্টি"—ইহা ছাড়া কি নারীর আর কোনও কর্ত্তব্য নাই? অবশ্য ভবভূতিকে অনুসরণ করিয়া লিখিয়াছেন বটে কিন্তু যে বিষয় তিনি লিখিতেছেন তাহা to the poient and fully expressed হওয়া উচিত—নারী কি এই জন্তেই সৃষ্টি হইয়াছে? নারীর প্রধান কর্ত্তব্য সন্তান প্রতিপালন, স্বামী ও গুরু জনের সেবা। শুধু পুরুষ চিত্তের অখণ্ড সম্রাজ্ঞী হইলে চলিবে না। নারী একধারে পুরুষের স্ত্রী, ভগিনী ও মাতৃ স্বরূপা।

২য়—তিনি লিখিয়াছেন স্বভাবের সহিত মিলাইয়া শাড়ীর রং পচ্ছন্দ করা উচিত। তাহার মতে যাহাদের শান্ত মৃদু স্বভাব, সলজ্জ গতিভঙ্গি, তাহারা স্বভাবের সহিত মিল রাখিয়া হাল্কা রংয়ের সুক্ষ্ম বস্ত্র পরিধান করিবেন। কিন্তু যাহাদের শান্ত, মৃদু স্বভাব সলজ্জ গতিভঙ্গি নাই তাহারা কি হাল্কা রংয়ের সুক্ষ্ম বস্ত্র ব্যতিত অন্ত বস্ত্র পরিধান করিয়া লোক সমক্ষে নিজেকে অশান্ত কঠোর স্বভাবসম্পন্ন, নির্লজ্জ গতিভঙ্গিবিহীনা বলিয়া লোক সমক্ষে প্রতিপ. করাইবেন? আর যাহারা গম্ভীরা, রসহীনা তাহারা কি প্রখর বর্ণের বস্ত্র ব্যতিত অন্য বস্ত্র পরিধান করিয়া নিজেকে লোক সমক্ষে expose করিবেন?

লোকের রুচি অনুযায়ী নিজের বেশ-ভূষা করা উচিত। ইহার কোনও বাঁধা নিয়ম করা যায় না। তাহার নিজের চক্ষে যাহা ভাল লাগে সেইরূপ বেশভূষা করা উচিত।

৩য়— তিনি আরও লিখিয়াছেন 'নারীর সলজ্জ গতিভঙ্গি, কমনীয় নয়নের দৃষ্টি, অধরের প্রীতিপূর্ণ হাস্য ব্যায়াম দ্বারা বৃদ্ধি করা যায়।—ব্যায়াম দ্বারা শরীর গঠন ও মনের প্রফুল্লতা আনয়ন করিতে পারে কিন্তু সলজ্জ গতিভঙ্গি, কমনীয় নয়নের দৃষ্টি, অধরের প্রীতিপূর্ণ হাস্য নারীর স্বভাবজাত।

পদাবলীতে বিদ্যাপতি লিখিয়াছেন—
"আওল যৌবন শৈশব গেল
চরণক' চপলতা লোচন নেল॥
কুরু দুহু লোচন দূতক কাজ।
হাস গোপত ভেল উপজল লাজ॥

এ সকল রমণীর স্বভাবজাত গুণ ইহা ব্যায়াম দ্বারা কিরূপে হইতে পারে? আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে যাহা হয় লিখিলাম; মাননীয় সম্পাদক মহাশয় যদি ভাল বিবেচনা করেন তাহা হইলে আপনার পত্রিকায় একটু স্থান দান দিয়া আমাকে বাধিত করিবেন।

ইতি—
শ্রীমতী কাননবালা চট্টোপাধ্যায়

তারিখ ২রা আগষ্ট ১৯৩৫ সাল। বহুবাজার, কলিকাতা।

বীমা প্রসঙ্গ

কয়েকটি তরুণ বীমা-কর্ম্মী মিলিত হইয়া "Financial Observer" নামক একখানি সুন্দর পাক্ষিক পত্রিকা প্রকাশ করিয়াছেন—অর্থনৈতিক সমস্যা, বীমা-প্রসঙ্গ প্রভৃতির নিয়মিত আলোচনা পত্রিকাখানির বৈশিষ্ট্য হইবে। প্রথম সংখ্যার প্রবন্ধগুলি সুনির্ব্বাচিত ও সুলিখিত—নিম্নলিখিতরূপ পরিচালন পরিষদ গঠিত হইয়াছে—

মিঃ এস, এল রায়
" শচীন সেন
" বি, আর, বিশ্বাস
" সুধাংশুবিকাশ রায় চৌধুরী
" সরোজকুমার সেন গুপ্ত
" করুণাকুমার নন্দী (সম্পাদক)
" লালগোপাল ঘটক (ম্যানেজার)

আমরা পত্রিকাখানির দীর্ঘ জীবন ও সাফল্য কামনা করি।

*

বাংলা দেশে আর একটি বীমা সঙ্ঘ গঠন করিবার প্রচেষ্টা চলিতেছে। এই উদ্যম প্রশংসনীয় সন্দেহ নাই কিন্তু কর্ত্তৃপক্ষ যাহাতে সঙ্ঘটি বিশেষরূপে প্রতিনিধিমূলক করিতে পারেন সে চেষ্টা অবশ্য নিশ্চয়ই করিবেন। পত্রান্তরে প্রকাশ কলিকাতার একটি ইনষ্টিটিউটের নাভিশ্বাস উপস্থিত হইয়াছে—কর্ত্তৃপক্ষের মধ্যে মনোমালিন্য দলাদলি প্রভৃতি তীব্রভাবে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। এই ইনষ্টিটিউটকে সম্মুখভাগে রাখিয়া অনেকেই নিজের বিজ্ঞাপন বা কোম্পানীর দুর্ব্বলতা গোপন করিবার সুবর্ণ সুযোগ পাইয়াছিলেন। তাঁহাদের অনেকেরই হয়ত উদ্দেশ্য সম্প: হইয়াছে সুতরাং বর্ত্তমানে সঙ্ঘটিকে সংগঠন করিবার বিশেষ প্রয়োজনীয়তাও আছে বলিয়া তাঁহাদের মনে হয় না। সুতরাং নূতনরূপে সঙ্ঘ-গঠন করিবার জন্য যাঁহারা প্রচেষ্ট হইয়াছেন তাঁহাদের নিকট আমাদের নিবেদন যে দলাদলির মোহে তাঁহারা যেন উপযুক্ত ব্যক্তিবিশেষকে বাদ দিয়া সমিতি গঠন না করেন।

কণ্ঠহারের জের—নবীন ও প্রবীণের দ্বন্দ্ব—

—শ্রীগুণময় বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রাণবান মানুষের লক্ষণ হচ্ছে যে বিষয়ে তার আগ্রহ আছে তার মধ্যে মৌলিকতার সৃষ্টি করা, তা সে ব্যক্তি বৈজ্ঞানিক, শিল্পী, কলাবিদ বা ব্যবসায়ীই হোক্, তার উদ্দেশ্য হয় কেবল সেই বিষয়ে নুতনত্বের সন্ধান করা। এই নবতর অনুসন্ধান স্পৃহাই তার জীবনের ও জাগতিক রীতির অগ্রগতি। এই সন্ধানী মনযুক্ত পুরুষ অবশ্য ভাবতে পারে যে সে যে নুতনের সন্ধান এনে দিলে তা পরদিনেই কেহ নকল করবে এবং সেই ধারাতেই হয়ত চল্‌তে থাক্‌বে, কিন্তু স্রষ্টার আসনের দাবী তারই। স্রষ্টা হওয়ার দাবী বা আগ্রহ হয়ত অপরের কাছে আত্মম্ভরীতার পরিচয় হতে পারে, কিন্তু এই যে নিজেকে নবতর রূপে উন্মুক্ত করার নিবিড় তৃপ্তি ও সৃজনী-শক্তির বিকাশ, ইহাকে শত বার রূঢ় ভাষায় দম্ভ, বাতুলতা, স্পর্দ্ধা ইত্যাদি বিশেষণে বিভূষিত করলেও এটাই যে শিল্পের অগ্রগতির সর্ব্বাপেক্ষা শক্তিশালী উৎস তা কি অস্বীকার করবার উপায় আছে? সকলেই অবশ্য একমাত্র ও অভূতপূর্ব্ব মৌলিকতার দাবী করতে পারে না, কারণ অত্যন্ত তেজস্বী ও অধ্যবসায় সম্পন্ন ব্যক্তি ব্যতীত অকল্পিত বিষয়ের সৃষ্টি করতে পারে না। তবু আমাদের প্রত্যেকেরই কতকটা পরিমাণে সৃজনী ক্ষমতা আছে এবং থাকাটাই স্বাভাবিক। এবং নিজের ও অপরের কল্যাণের জন্য উক্ত শক্তির চর্চ্চা করা কর্ত্তব্য বলেই মনে হয়। ইহাও সত্য পৃথিবীর লোক-সংখ্যার খানিকটা অংশ এই সৃজনী শক্তি থেকে একদম বাদ পড়ে গেছে, যা'দিকে আমরা সাধারণ লোক বলে থাকি, তথাপি এই সাধারণের দল তাদেরই কল্পনাপ্রবণ ভাইদিকে তাদের মতামত ও ব্যবসায়ের পরিকল্পনা দিয়ে কম সাহায্য করেন না, যদিও তা পশ্চাৎপট বা মাল-মসলার সামিল থেকে যায়। এই সাধারণের বিরাট দলই জীবনকে ভোগ করে তাদেরই চির-অস্থির উদ্ভাবনা-প্রবণ ভাইদের সৃষ্টি গ্রহণ ক'রে এবং প্রতিদান দেয় অন্তরের প্রশংসা দিয়ে।

কিন্তু জগতে নাকি সব দিন সব জিনিষ সমান যায় না, তাই তারই মাঝে দু'একজন তীক্ষ্ণধী লোক, যে সাধারণের ও পারিপার্শ্বিক শিক্ষা-দীক্ষার দুর্ব্বলতা বুঝতে পারে, সে তখন সৃষ্টির অগ্রগমনকে বাধা দিতে আর কিন্তু বোধ করে না, তখন সে অতি জোর গলায় প্রাচীনত্বের জয় গান গেয়ে বর্ত্তমানকে প্রাচীন গণ্ডীর মধ্যে আট্‌কে রাখতে চায় নিজের পরিশ্রম লাঘব করবার জন্য। আর বোঝাতে চায়, দেখ অনাগত ভবিষ্যত কি অসার! তার মেরুদণ্ড থাকবে না তাই তার চেষ্টা সত্বেও সে সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারবে না। প্রকৃতই কি এই সমস্ত লোক প্রাণ-শক্তিকে সঙ্কুচিত করছে না? কিন্তু করুক তাতে দুঃখ নাই কারণ জীবন-মৃত্যুর মতই আসলের কাছে নকলের আত্মদান অবশ্যম্ভাবী।

শ্রেষ্ঠ-শিল্পী হতে গেলে চাই মনের জোর, নিজের ধারণার উপর আস্থা, কারণ তার চিন্তা তার দেখা সাধারণের থেকে পৃথক, তার প্রেরণার বস্তু হয়ত অপরের দ্বারা লাঞ্ছিত হতে পারে কিন্তু তাই বলে কি সে লক্ষ্যভ্রষ্ট হবে, হতে পারে তার সৃষ্টিতে গলদ আছে, বিষয় বস্তুতে বিশুদ্ধতার অভাব বর্ত্তমান, তবু এসব অসুবিধা তাকে বরণ করতে হবে নির্ভীক হয়ে নইলে তার আত্ম-প্রতিষ্ঠা বিফল হবে, সৃষ্টি বন্ধ হয়ে যাবে। তাই আমরা কালে কালে মনীষা সম্পন্ন শিল্পীর দেখা পাই যাঁরা প্রাচীন মহিমার আচ্ছন্ন ভাব কাটিয়ে নব চেতনায় জাগ্রত হয়ে উঠেন, এবং কিছু না কিছু নুতনত্বের বীজ বপন করে জীবন ধর্ম্মের স্বাস্থ্য রক্ষা করেন। বহু শারীরিক ও মানসিক কষ্টের বিনিময়ে অবশ্য এ কাজ সম্ভবপর হয় কারণ মহাজনের নির্দ্দিশিত পথে চল্‌তে যদিও কষ্ট নাই, কিন্তু জীবন-যুদ্ধে জয়ী হওয়ার যে আত্ম-তৃপ্তি তার কাছে সর্ব্বপ্রকার কষ্টই অকিঞ্চিতকর। এত বাধা অতিক্রম ক'রে সৃষ্টির দাবী করা যায় তাই বলে "The original ones are the foremost of the race".

"রাধা ফিল্মের Thunderbolt" ছবির একটি দৃশ্য

যে কেহ কোন নূতন জিনিষের প্রচলনের চেষ্টা করে তাকেই আমরা বিপ্লবী বলে থাকি, সূক্ষ্ম ও শ্রেষ্ঠ শিল্পের বিকাশের জন্য পুরাতনকে কেটে ছিঁড়ে যাচাই করে, অপ্রয়োজনীয় মনে হলে তাকে ছুঁড়ে ফেলবার মত শক্তি ও শিক্ষা যার আছে সেই বিপ্লবী। উচ্ছৃঙ্খলতা বা চরিত্রের দুর্ব্বলতা বিপ্লবী বা নূতনের সন্ধানকারীর লক্ষণ নয়। শিল্পী থাকে তার মনটীকে নিয়ে একান্তে নূতনের সন্ধানের সাধনায়। কল্পনার স্বর্গ তাদের কাছে ধরা দেয় না যারা আশেপাশের অতি সাধারণ আনন্দে ও নিরানন্দে আত্মহারা হয়ে পড়ে। শিল্পীর জাতিভেদ বা বয়স ভেদ নাই, ৭ বৎসরের শিল্পী বালক যদি ৭০ বৎসরের কারিগরের শিল্প সম্বন্ধে মত প্রকাশ করে তবে তার বয়সের পার্থক্য অনুপাতে ধৃষ্টতার পরিচয় হতে পারে, কিন্তু তাতেই কি তার মতপ্রকাশের অধিকারকে খর্ব্ব করা যায় না উপহাস করা চলে! আর যদি ৭ বৎসরের নবীন জীবন-শক্তি ৭০ বৎসরের জরাজীর্ণ জীবন-শক্তিকে দৌড় প্রতিযোগীতায় হারাইয়াই দেয় তাতেই বা ক্ষোভের কি আছে? যা ন্যায়সঙ্গত তাই হবে—প্রকৃতির নিয়মই এই। আজ যে শক্তির অপচয়ে জরাজীর্ণ, শুধু প্রাচীনত্বের আদর্শবাদ সামনে রেখে তার পক্ষে শুধু তকমার জোরে, নিজের অক্ষম অস্তিত্বকে ঢাক পিটিয়ে জাহির করবার মধ্যে বিন্দুমাত্র সার্থকতা নাই। নবীনের কাছে এ প্রবীনের পরাজয় নয়। নিজের অক্ষমতাকে গোপন করবার ব্যবসাদারী চাল মাত্র। আমরা শুধু ভেবে ব্যথা পাই, যে এ আত্মগোপন কেন? শিক্ষা ও সাধনা—শুধু বয়স নয়, শক্তির উপর নির্ভর করে। সে শক্তি অর্জ্জন করবার মধ্যে নবীন ও প্রবীন উভয়ের দাবী সমান। শিক্ষাভিমানী কোন লেখকের প্রতিবাদের উত্তরে আজও যে হিতোপদেশের হাতী ও শেয়ালের উপাখ্যান আমাদের স্মরণ করিয়ে দিতে হয় এইটাই আমাদের পক্ষে মর্ম্মান্তিক লজ্জা ও দুঃখের কথা।

শুধু তকমার জোরে জরাজীর্ণ প্রাচীনত্ব বিনা পরীক্ষায় স্বীকার করবার মধ্যে হয়ত বাহাদুরি থাকতে পারে কিন্তু কিছু মাত্র সত্য বা পৌরুষ নাই।

—"পুরাণ মিত্যেব না সাধু সর্ব্বম্।"

—সাউণ্ড বক্স

MEGAPHONE RECORDS

August—1935.

বাঙালী রেকর্ড প্রতিষ্ঠানের অন্যতম শ্রেষ্ঠ প্রতিষ্ঠান "মেগাফোন কোম্পানী" আগষ্ট মাসে ৩ খানি কণ্ঠ-সঙ্গীত, এক খানি যন্ত্র-সঙ্গীত ও একখানি টকিং রেকর্ড প্রকাশ করিয়াছেন। আমরা নিম্নে প্রত্যেক রেকর্ডের সমালোচনা দিলাম:—

*

J. N. G. 203. শ্রীযুক্ত সুনীল কৃষ্ণ দাস এই রেকর্ডে দাদ্‌রা ও গজল গান গাহিয়াছেন। "একটি ফোঁটা চোখের জল" ও "দিওনা কিছু দিওনা প্রিয়" গান দুটির রচয়িতা সুকবি হেমেন্দ্র কুমার রায়। হেমেন বাবুর গানের একটা বিশিষ্ট রূপ আছে। রচনার অনুপাতে সুর সংযোজনা হয় নাই। পুরাতন ষ্টাইলের সুর-যোজনা একটু একঘেয়ে লাগে। গায়ক রেকর্ড জগতে নবাগত। ইঁহার কণ্ঠস্বর সুরেলা, বাণী স্পষ্ট ও গাহিবার প্রণালী মন্দ নয়। প্রথম প্রচেষ্টা হিসাবে ভাল বলা চলে।

*

J. N. G. 204. শ্রীযুক্ত গৌরী প্রসাদ ভট্টাচার্যের দু'খানি কীর্ত্তন গান এই রেকর্ডে প্রকাশিত হইয়াছে। "মাধব মাধবী কুঞ্জে ফিরে এল ধনি" ও "আজকে তোমায় সাজাব শ্যাম রাখাল সাজে" গান দুটির রচয়িতা শ্রী প্রদ্যুৎ বসু। চণ্ডীদাস, জ্ঞান দাস প্রভৃতি বৈষ্ণব কবি চুড়ামণিদের এত পদাবলী থাকিতে এই সকল রচনাকে স্থান দেওয়া অসঙ্গত বলিয়া মনে হয়। গায়কের কণ্ঠ যথেষ্ট মার্জ্জিত না হইলেও মিষ্ট এবং বাণী স্পষ্ট।

*

J. N. G. 205. রেকর্ড জগতের নূতন গায়িকা মিস্ দুলালী এই রেকর্ডে অর্কেষ্ট্রা সহযোগে দু'খানি গান গাহিয়াছেন। "প্রিয়তম তব আঁখিপাতে" গানটির রচয়িতা শ্রীসুবোধ রায় এবং "রুণু ঝুণু রুণু ঝুণু নূপুর বোলে" গানের রচয়িতা শ্রীমতিলাল রায়। সুর সংযোজনা মন্দ হয় নাই। কণ্ঠ-সঙ্গীতের সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া যন্ত্র-সঙ্গীত বাজে নাই বলিয়া কণ্ঠস্বর নীচু উঠিয়াছে।

*

J. N. G. 206. প্রোফেসর আলাউদ্দীন (বগুড়া) এই রেকর্ডে সহজবোধ্য হিন্দী ভাষায় কৌতুক কথা বলিয়াছেন। বিষয় বস্তু হইতেছে "দো আওরৎকা ঝগড়া" ও "মাতওয়ালাকা ঝগড়া"। এত সহজ ও স্পষ্ট ভাবে কথাগুলি বলা হইয়াছে যে আমরা বাঙালীও প্রত্যেক কথা ও তাহার humour বুঝিতে পারি রেকর্ড খানি চমৎকার হইয়াছে। প্রত্যেক শ্রোতাই বৈচিত্র্য হিসাবে এই রেকর্ড খানি শুনিলে যথেষ্ট আনন্দ পাইবেন।

*

J. N. G. 207. প্রোফেসর এনায়েৎ খাঁ (গৌরীপুর) এই রেকর্ডে তাঁহার অপূর্ব্ব সেতার যন্ত্র বাজাইয়াছেন। ইতিপূর্ব্বে প্রকাশিত এনায়েৎ খাঁ সাহেবের J. N. G. 25, J. N. G. 72, J. N. 122 ও J. N. G. 134 রেকর্ডগুলি প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। এবারে বেহাগ-আলাপ ও বেহাগ-ঝালা বাজাইয়াছেন। বেহাগ-ঝালা শুনিবার সময় এই সঙ্গীত-সাধকের অপূর্ব্ব সাধনা দেখিয়া স্তব্ধ হইয়া থাকিতে হয়। আলাপটিও অনবদ্য হইয়াছে। চমৎকার রেকর্ডিংএর জন্য বাজনা অতিশয় স্বাভাবিক হওয়ায় একান্ত উপভোগ্য হইয়াছে। মেগাফোনের যন্ত্র-সঙ্গীতের রেকর্ড-গুলি রেকর্ড জগতের বিস্ময়।

চিত্র পরিচিতি

—অভিমন্যু

[আগামী শনিবার হইতে যে সব বিদেশী ছবি কলিকাতায় মুক্তিলাভ করিবে তাহাদের অগ্রিম সংক্ষিপ্ত পরিচয়। সুতরাং কোনো বিদেশী ছবি দেখিতে যাইবার পূর্ব্বে আমাদের **চিত্র-পরিচিতি** স্তম্ভটি পড়িয়া গেলে, চিত্রপ্রিয়রা লাভবান হইবেন। দীঃ সঃ]

ফে রে "Bull Dog Jack" ছবির নায়িকারূপে অবতীর্ণা।

We Are Rich Again

আর-কে-ও এলফিনষ্টোনে দেখানো হইবে, শ্রেষ্ঠাংশে এডনা মে অলিভার, বিলি বার্ক, ম্যারিয়ন নিক্সন, রেজিনাল্ড ডেনি, বাষ্টার ক্রাব, জোন মার্থ প্রভৃতি। আর-কে-ও রেডিওর ছবি, পরিচালনা করিয়াছেন উইলিয়াম এ, সীটার।

ইহা একটি হাস্যরসাত্মক ছবি। আরাবেলা দরিদ্র পেজ-পরিবারে গিয়া নিজের ইচ্ছানুযায়ী কাজ করিতে লাগিল। উক্ত পরিবারের মেয়ে ভিক্টোরিয়ার সহিত সন্তরণবীর আর্প নামক এক যুবকের বিবাহ দিল। তারপর সে বুকি নামক এক যুবককে বিবাহ করিল। বুকি পূর্ব্বে পেজ পরিবারের আর একটি মেয়েকে ভালবাসিত। যাহা হউক, ঘটনা-বিন্যাসের কৌশলে ছবিখানি খুব উপভোগ্য হইয়া উঠিয়াছে।

'আরাবেলা'র ভূমিকায় ম্যারিয়ন নিক্সন গৃহের কর্ত্তা ও গিন্নির ভূমিকায় যথাক্রমে গ্রাণ্ট মিচেল ও বিলি বার্ক, পোলো খেলায় পটু বৃদ্ধা ঠাকুরমার ভূমিকায় এডনা মে অলিভার, সন্তরণবীরের ভূমিকায় বাষ্টার ক্রাব "আরোবেলা"র প্রণয়ীর ভূমিকায় রেজিনাল্ড ডেনী প্রত্যেকেই চরিত্রানুগত অভিনয় করিয়াছেন।

Vagabond Lady

দেখানো হইবে, শ্রেষ্ঠাংশে রবার্ট ইয়ং, এভেলীন ভেনেবল, রেজিনাল্ড ডেনী, বার্টন চার্চ্চিল, ফ্রাঙ্ক ক্রাভেন প্রভৃতি। মেট্রোর ছবি, পরিচালনা, করিয়াছেন সাম টেলর।

ক্রোড়পতির পুত্র জন স্পিয়ারের সহিত জোসেফাইনের বিবাহের কথাবার্ত্তা সব ঠিক। জন ছিল সভ্য ও শালীণতা সম্পন্ন, সে সর্ব্বদাই জোসেফাইনের গ্রাম্য ভাষা ও কোন রুচি-বিগর্হিত কার্য্য করিলে তাহা সংশোধন করিয়া দিতে ব্যস্ত থাকিত। জনের ছোট ভাই টোনি যখন ভূ-পর্য্যটন করিয়া ফিরিল তখনই যত গোলমাল সুরু হইল। টোনি স্ফূর্ত্তি করিতে ও জীবনকে যে কি ভাবে উপভোগ করিতে হয় তাহা জানিত। সে শীঘ্রই জোসেফাইনের মন চুরি করিল। এদিকে জনকে কার্য্যোপলক্ষে বিদেশে যাইতে হইল। জোসেফাইনের উপর তাহার ভালবাসাও কমিতে লাগিল। কিন্তু টোনির অস্থির চিত্তের পরিচয়ে জোসেফাইন তাহার ভালবাসার উপর সন্দিহান হইল। জন যখন ফিরিয়া আসিল তখন সে তাড়াতাড়ি বিবাহ করিয়া ফেলিতে অনুরোধ করিল। টোনির তখন প্রাণ কাঁদিয়া উঠিল। বিবাহের সময় টোনি আসিয়া সব পণ্ড করিয়া নিজেই জোসেফাইনকে পত্নীরূপে লাভ করিল।

এইখানি হলরোচের প্রথম feature ছবি। রবার্ট ইয়ং ও এভেলীনের যথাক্রমে 'টোনি' ও 'জোসেফাইন'রূপে অভিনয় চিত্তাকর্ষক হইয়াছে। রেজিনাল্ড ডেনীও জনের ভূমিকায় সু-অভিনয় করিয়াছেন।

Bulldog Jack

নিউ এম্পায়ারে দেখানো হইবে, শ্রেষ্ঠাংশে জ্যাক হালবার্ট, ফে রে, ক্লড হালবার্ট, অ্যাথল ফ্রেমিং প্রভৃতি। গমো ব্রিটিশের ছবি, পরিচালনা করিয়াছেন ওয়ালটার ফোর্ড।

ছবিখানির ঘটনাস্থল মাত্র ব্রিটিশ মিউজিয়ম ও একটি ভূগর্ভস্থিত ষ্টেশন। জ্যাক হালবার্টই এই ছবিতে সর্ব্বেসর্ব্বা। তাঁহারই কতকগুলি অ্যাডভেঞ্চার চিত্রটির রসদ জোগাইয়াছে। তিনি কিরূপে মোটর-দুর্ঘটনা হইতে রক্ষা পাইলেন, ভূগর্ভস্থিত গুহার মধ্যে আবদ্ধ থাকিয়া তাহার দ্বারে অগ্নি-সংযোগ করিয়া পলায়ন করিলেন, কতকগুলি বদমায়েস গুণ্ডার সহিত একা যুদ্ধে জয়ী হইলেন—এই সমস্ত ঘটনাগুলি অতীব নৈপুণ্য সহকারে প্রদর্শিত হইয়াছে।

তাঁহার অভিনয়ও বেশ ভাল হইয়াছে। ফে রে ও ক্লড হালবার্ট (জ্যাক হালবার্টের ভাই) সু-অভিনয় করিয়াছেন।

Goin' To Town

প্লাজায় দেখানো হইবে, শ্রেষ্ঠাংশে মে ওয়েষ্ট, পল কাভানাফ, ইভান লেবেডফ, মার্জ্জরী গেটসন প্রভৃতি। প্যারামাউন্টের ছবি, পরিচালনা করিয়াছেন আলেকজান্দার হল।

অ্যারাইজোনার একটি গ্রামের নাচের আসরে ক্লিও বর্ডেন ছিল একজন নামজাদা

মে ওয়েষ্ট—এই সপ্তাহে ইহাকে "Goin' To Town" ছবিতে দেখা যাইবে।

মহিলা। বাক গঞ্জেলস নামক ধনী ব্যক্তি তাহাকে ভালবাসিত। ক্লিও-ও তাহাকে ভালবাসিত। তাহার সহিত ক্লিওর বিবাহের দিন বাকের এক শত্রু তাহাকে গুলি করিল। ক্লিও বাক গঞ্জেলসের বিপুল সম্পত্তির উত্তরাধিকারিণী হইল।

বাক গঞ্জেলসের তেলের কলে এডওয়ার্ড হ্যারিংটন নামক একজন তরুণ ইঞ্জিনীয়ার কাজ করিত। সে ক্লিওর প্রতি আকৃষ্ট হইল। কিন্তু ক্লিওর অসম্ভব বড়মানুষী চাল তাহার নিকট অসহ্য ও বিরক্তিকর মনে হইল। তাহার হাত হইতে পরিত্রাণ পাইবার জন্য এডওয়ার্ড বুয়েনস এয়ার্সের অন্য একটি তেলের কলে চাকরী লইয়া চলিয়া গেল।

বিপুল ঐশ্বর্য্য লাভ করিয়া ক্লিও ভাবিল যে সে এইবার ভদ্র সমাজে থাকিয়া ভদ্রভাবে জীবন যাপন করিবে, এই ভাবিয়া সে বুয়েনস এয়ার্সে গেল। সেখানে এডয়ার্ডের দেখা পাইল। এডওয়ার্ড তাহাকে স্পষ্টই বলিল যে তাহার যতই টাকা থাকুক ভদ্র-সমাজে তাহার স্থান নাই। ইহা প্রমাণ করিতে ক্লিও স্যার ফ্লেচার কটন নামক এক ভদ্রলোককে বিবাহ করিল। ক্লিওকে কেহই পছন্দ করিত না। ফ্লেচার ও ক্লিও এই দুই জনের মধ্যে বিরোধ ঘটাইবার জন্য ইভান ডেলগার্ডো নামক এক চালিয়াত ব্যক্তিকে মিসেস ব্রিটনী নিযুক্ত করিলেন। শেষে এডওয়ার্ডই ক্লিওকে বিবাহ করিতে প্রতিশ্রুত হইল।

মে ওয়েষ্টের অভিনয়ে নূতনত্ব কিছুই নাই। কিন্তু পল ক্যাভানাফ এডওয়ার্ডের ভূমিকায় সুন্দর অভিনয় করিয়াছেন। অন্যান্য ভূমিকাগুলি চলনসই। ছবিখানির ভিতর যৌন-আবেদনের ছড়াছড়ি।

গান

—শ্রীবিনয়ভূষণ দাসগুপ্ত

যদি রাতি অবসান
কেন তবে গাঁথি মালা
কেন মিছে গাহি গান।

যদি গো মিলন লাগি
সারাটী রজনী জাগি,
সে যদি না রবে প্রাণে
কেন তবে কাঁদে প্রাণ।

এ মনের মরীচিকা
পিয়াসা জাগায় শুধু
জ্বালি আশা-দীপ-শিখা
রাতি শেষে ফুলবনে
কাঁদি শুধু একা মনে
মরমে বিঁধেছে কাঁটা
করি মোরে ম্রিয়মাণ।

বিদ্রোহী

—শ্রীগিরিজাকুমার বসু

'রূপবাণী'তে গেল শনিবার 'বিদ্রোহী' দেখে এসেছি। খুব ভালো লাগেনি। গল্পটির অকিঞ্চিৎকর বিষয়বস্তুকে অযথা ফেনানো হ'য়েছে আর তা হ'য়েছে খাপছাড়া, শৃঙ্খলহীন। দৃশ্যাবলী হ'য়েছে ছবিটির সুন্দর, প্রবোধ দাসের আলোক-চিত্র ভালো কিন্তু শব্দ-গ্রহণ নিকৃষ্ট। অভিনেতাদের মধ্যে অহীন্দ্র চৌধুরীর অভিনয় ভালো, ভূমেন রায়ের মন্দ নয়, মেয়েদের কারুর ভালো নয়। শ্রীমতী ডলি দত্তের এক্সপ্রেসান একেবারে নেই, মুখ চোখের এমন একটা ভাব আছে যেন ম্লানিমা তাতে সব সময়ে মাখানো। গান আর ছবির টেম্পোর চাল এত ঢিমে যে পীড়াদায়ক। 'বিদ্রোহী' দেখে খুশী হবো আশা ক'রেছিলুম, ধীরেন গঙ্গোপাধ্যায় ভায়ার directionএ শ্রদ্ধা আছে। কিন্তু গল্পটা মোটেই জমেনি অভিনয়ের ত্রুটিতে, রচনার অক্ষমতায়। শ্রীমতী নীহারবালার দেওয়া নাচগুলি বেশ মনোজ্ঞ ও শোভন হ'য়েছে। গল্পের সমাপ্তি হ'য়েছে abrupt. অনুপম ঘটকের চারণ গীতি উত্তম।

ওর সঙ্গে এবং ওর আগে নির্ম্মলশিব বন্দ্যোপাধ্যায় ভায়ার রাতকাণা অভিনীত হ'য়েছে। প্রধান ভূমিকায় রঞ্জিত রায় সু-অভিনয় ক'রেছেন। কিন্তু ১৩৪২ সালের পক্ষে ওর রসিকতা মোটা ও অচল এবং 'শালা' কথাটার ওতে বিরক্তিকর আধিক্য আছে। তবু, রাতকানা মোটের ওপর লোকে উপভোগ ক'রবে। ছুনিয়াবালা, সুহাস সরকার, নগেন্দ্রবালা, কেষ্ট মুখোপাধ্যায়, রাজুবালা সকলেরই অভিনয় ভালো হ'য়েছে। বিদ্রোহী আর রাতকানা এই দুটিরই শব্দগ্রহণ ভালো হয়নি, ক্ষোভের বিষয় খুব। বিরাম-কালে নিমন্ত্রিতদের জলযোগের দ্বারা পরিতৃপ্ত করা হ'য়েছে, এই মিষ্টি খবরটি অবশ্য প্রকাশ্য।

রবীন্দ্র-কাব্যে বিরহের গান

—শ্রীসনৎ কুমার সিংহ, বি-এ

রবীন্দ্রনাথের কাব্যে নানা রসের অজস্র প্রস্রবণ। নানারূপ ছন্দে, অপূর্ব্ব মনোহারিণী ভাষায় এমন বিভিন্ন রসের অকুণ্ঠিত পরিবেশন পৃথিবীর খুব কম কবিই করিতে পারিয়াছেন। সকল রসকে অতিক্রম করিয়া ভক্তি-ভাবোদ্দীপক শান্ত রূপই কবিগুরুর কাব্যে প্রাধান্য লাভ করিয়াছে। কিন্তু তাঁহার কাব্যের অসংখ্য গানে এবং কবিতায় অন্য রসগুলিও যে ভাবে, ভাষায় উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিয়াছে সে বিষয়েও কোন সন্দেহ নাই। 'গীতাঞ্জলি'র বিশ্ববিশ্রুত গানগুলি যেমন কবির অপূর্ব্ব সৃষ্টি তেমনি তাঁহার প্রেমের কবিতা বা গান-গুলিও কবির কাব্য-সৃষ্টির অপূর্ব্ব নিদর্শন। গীতাঞ্জলির গানের তুলনায় রবীন্দ্রনাথের এই প্রেমের কবিতাগুলি নীচু মনে হইলেও, ইহা ভুলিলে চলিবে না যে, আদিরসের কবিতাকে আদিরসের মানদণ্ডেই বিচার করিতে হইবে। পৃথিবীতে যত কাব্য, গান, সাহিত্য, শিল্প রচিত হইয়াছে তাহাদের অধিকাংশই নরনারীর চিরন্তন প্রেম বিরহ মিলনেই কল্পিত। কোন কবি কোন শিল্পীই নরনারীর প্রেমকে উপেক্ষা করেন নাই। লক্ষাধিক শ্যামা-সঙ্গীত রচয়িতা রামপ্রসাদও 'বিদ্যাসুন্দর' রচনা করিয়াছিলেন। আবার 'অন্নদামঙ্গলের' কবি ভারতচন্দ্রকেও 'বিদ্যাসুন্দর' রচনা করিতে হইয়াছিল। এই 'বিদ্যাসুন্দর' কি উভয় কবিদ্বয়ের প্রতিভার কলঙ্ক?—বরং 'বিদ্যাসুন্দরই' ভারতচন্দ্রের 'অন্নদামঙ্গল'কে ছাড়াইয়া তাঁহার কবি প্রতিভার বিজয় নিশান উড়াইয়া দিয়াছে।

আমার এই প্রবন্ধে আমি রবীন্দ্রনাথের প্রেমের কবিতাগুলির মধ্য হইতে নরনারীর বিরহের উপর লিখিত কবিতা বা গানগুলির আলোচনা করিব। নরনারীর মনে কেমন ভাবে প্রেমের উদয় হয় এবং কেমন সেই নববিকশিত প্রেম হইতে বিরহের করুণ সুরটি ধ্বনিত হয়, দেখা যাক্।

সমস্ত ভুবন জুড়িয়া প্রেমের ফাঁদ পাতা আছে। নরনারী অজ্ঞাতে প্রেমের ফাঁদে ধরা পড়ে।

প্রেমের ফাঁদ পাতা ভুবনে
কে কোথায় ধরা পড়ে কে জানে।

বসন্তের আগমনে যেমন বনানী সচকিত হইয়া উঠে, নবীন পুষ্পে পল্লবে বৃক্ষগুলি যেমন মুকুলিত হইয়া উঠে, তেমনি প্রেমের প্রথম স্পর্শ মানবের মনে যেন শত শত ফুল ফুটাইয়া বসন্তের মলয় বাতাস বহাইয়া দেয়। তখন প্রেমের সেই প্রথম স্পর্শে তরুণী যেন দিশাহারা হইয়া যায়। সে তখন ভাবে—

আমার প্রাণের'পরে চলে গেল কে,
বসন্তের বাতাসটুকুর মতো!
সে-যে ছুঁয়ে গেল নুয়ে গেল রে
ফুল ফুটিয়ে গেল শত শত॥

প্রথম প্রেমের রঙে যখন কাহারো অন্তরটি রাঙা হইয়া উঠে, মধুর আবেশে মুগ্ধ হইয়া যখন সে তাহার দৈনন্দিন কাজ ভুলিয়া যায়, তখন তাহার উদাস আনমনা মূর্ত্তিটির বর্ণনায় রবীন্দ্রনাথ বলিতেছেন——

ওই জানালার কাছে ব'সে আছে
করতলে রাখি মাথা।
তার কোলে ফুল পড়িয়া রয়েছে
সে-যে ভুলে গেছে মালা গাঁথা।

*

মধুর আলস মধুর আবেশ,
মধুর মুখের হাসিটি,
মধুর স্বপনে প্রাণের মাঝারে
বাজিছে মধুর বাঁশিটি॥—

তরুণ তরুণীর মনে যখন এইভাবে প্রেমের প্রথম পুষ্পটি প্রস্ফুটিত হইয়া উঠে তখন সে যাহাকে এই পুষ্পটি নিবেদন করিয়া দিবার জন্য উন্মুখ হইয়া থাকে তাহার দেখা হয়তো পায় না। নরনারীর প্রেমের ইহাই চিরন্তন রহস্য। যে যাহাকে চায় সে তাহাকে সহজে পায় না। প্রিয়তমের জন্য প্রতীক্ষা-রতা তরুণী কত মধুযামিনী বৃথাই কাটাইয়া দেয়। তাহার প্রিয়তম আসে না। সে তখন প্রিয় সখীকে জিজ্ঞাসা করে—

ওগো এত প্রেম আশা, প্রাণের তিয়াষা
কেমনে আছে সে পাসরি।
তবে, সেথা কি হাসে না চাঁদিনী যামিনী
সেথা কি বাজে না বাঁশরী॥
সখি, হেথা সমীরণ লুটে ফুলবন,
সেথা কি পবন বহে না?
সে-যে তার কথা মোরে কহে অনুক্ষণ,
মোর কথা তারে কহে না॥—

প্রতীক্ষার রজনী শেষ হয়। কত পূর্ণিমা রাত্রি বৃথাই কাটিয়া যায়। কিন্তু তবুও তাহার ভালবাসা এতটুকু ম্লান হইয়া যায় না। সে কখনও বলে—

আমি নিশি দিন তোমায় ভালবাসি,
তুমি অবসর মতো বাসিও
আমি নিশি দিন হেথায় ব'সে আছি,
তোমার যখন মনে পড়ে আসিয়ো।

তাহার প্রিয়তম যদি ক্ষণকালের জন্য আসিয়াও তাহার মুখপানে চাহিয়া হাসে ত' বিরহিনীর যেন আনন্দের সীমা থাকে না।

—আমি সারা নিশি তোমা লাগিয়া
রবো বিরহ শয়নে জাগিয়া,
তুমি নিমেষের তরে প্রভাতে এসে
মুখপানে চেয়ে হাসিয়ো॥—

শ্রাবণের সজল কালো মেঘ দেখিয়া বিরহবিধুর প্রেমিক প্রেমিকা মিলনাকাঙ্ক্ষায় আকুল হইয়া উঠে। যে প্রেমিকযুগল পরস্পরের কাছে মনের গোপন কথাটি, প্রেমের গভীর বাণীটি অন্য সময় প্রকাশ করিতে পারে নাই, তাহাদের মন ঘনবর্ষার বারি পাতের শব্দের মধ্যে সমস্ত সংসারকে ডুবাইয়া

দিয়া পরস্পরকে নিকটে পাইতে চায়। তাহাদের অকথিত প্রেমের বাণীটি যেন—

এমন দিনে তারে বলা যায়
এমন ঘন ঘোর বরিষায়!

*

সে কথা শুনিবে না কেহ আর
নিভৃত নির্জ্জন চারি ধার।
দুজনে মুখোমুখী গভীর দুখে দুখী;
আকাশে জল ঝরে অনিবার;
জগতে কেহ যেন নাহি আর॥

প্রেমিক প্রেমিকার প্রেমের বাণীটি ছাড়া এই ঘনবর্ষায় আর সবই যেন অর্থহীন।—

সমাজ সংসার মিছে সব,
মিছে এ জীবনের কলরব।
কেবল আঁখি দিয়ে আঁখির সুধা পিয়ে
হৃদয় দিয়ে হৃদি অনুভব;
আঁধারে মিশে গেছে আর সব॥—

যে প্রাণ দিয়া ভালবাসে, সে তাহার প্রেমাস্পদকে নিজ অন্তরের শ্রেষ্ঠ আসনটি ছাড়িয়া দেয়। তাহার প্রেমাস্পদই তাহার সমস্ত মনটিকে অধিকার করিয়া থাকে। বিশ্বজগতে তাহার প্রেমাস্পদ ছাড়া আর সবই যেন তাহার কাছে অপ্রয়োজনীয়। সে বলে,

আমার পরাণ যাহা চায়,
তুমি তাই, তুমি তাই গো।
তোমা ছাড়া আর এ জগতে মোর,
কেহ নাই কিছু নাই গো॥

প্রাণ মন সমর্পণ করিয়া এই-যে ভালবাসা ইহা প্রতিদান চায় না। এই ভাবে যে ভালবাসিতে পারে, সে ভালবাসিয়াই তৃপ্ত। নির্ঝরিণীর মতো সে প্রেমের স্রোত বহাইয়া দিয়া যায়, তাহার ভালবাসার প্রতিদান পাইল কিনা দেখিবার জন্য সে ফিরিয়া তাকায় না। এই একান্ত ভালবাসার পরিবর্ত্তে উপেক্ষা লাভ করিলেও সে বলে—

আমি তোমারে পেয়েছি হৃদয়-মাঝারে
আর কিছু নাহি চাহি গো।

সে নিজে ভালবাসিয়াই তৃপ্ত। সেই জন্যই তাহার প্রেমাস্পদের ঘৃণা এবং উপেক্ষা লাভ করিয়াও সে দুঃখিত হয় না। বরং অন্যকে ভালবাসিয়া যদি তাহার প্রিয়তম তৃপ্তি পায়, আনন্দ পায় ত' সে তাহার পথের কণ্টক না হইয়া তাহার প্রেমের পথ যাহাতে সুগম হয়, নিষ্কণ্টক হয়, এই প্রার্থনাই করে।

যদি আর কারে ভালোবাসো
যদি আর ফিরে নাহি আসো,
তবে তুমি যাহা চাও তাই যেন পাও
আমি যত দুখ পাই গো।

ইহাই বড়ো প্রেম। এতখানি ভাল-বাসিলেই তবে এতখানি ত্যাগ করা যায়। সত্যকার খাঁটি ভালবাসার ইহাই পরিণতি। ব্যথা-বেদনা-বিরহের মধ্যেই পূর্ণ মিলনের স্বাদ পাইয়াই সে তাহার বিগত প্রেমোচ্ছ্বসিত দিনের ক্ষণিক স্মৃতিটুকুকেই জড়াইয়া ধরিয়া গাহিয়া উঠে—

ভরা থাক স্মৃতি সুধায়
বিদায়ের পাত্রখানি।

বিগত মিলনোৎসবের এই ছবিটুকু মনে করিয়া সে তাহার প্রিয়তমের কাছে এই মিনতি জানায় যে,—

সে দিন দু'জনে দুলেছিনু বনে
ফুল ডোরে বাঁধা ঝুলনা
সেই স্মৃতিটুকু কভু খনে খনে
যেন জাগে মনে ভুল না।

* * *

এখন আমার কেহ নাহি আর
বহিব একাকী বিরহের ভার;
বাঁধিনু যে-রাখী পরাণে তোমার
সে রাখী খুলোনা খুলোনা।

নানাকথা

আরতি সাহিত্য-সম্মিলনী (কাশী)

(প্রাপ্ত)

বিগত ৫ই শ্রাবণ রবিবার অপরাহ্নে ৺বীরেশ্বর পাড়ে ধর্ম্মশালার বিস্তৃত প্রাঙ্গণে কাশীর আরতি সাহিত্য সম্মেলনের একটি সাহিত্যিক অধিবেশন হইয়াছিল। এই সভায় হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শনাধ্যাপক ডক্টর শ্রীযুক্ত শিশিরকুমার মৈত্র মহাশয় সভাপতিত্ব করেন। মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত ফণিভূষণ তর্কবাগীশ, অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য, প্রত্নতাত্ত্বিক শ্রীযুক্ত বৃন্দাবন চন্দ্র ভট্টাচার্য্য প্রমুখ বহু শিক্ষিত সুধীজন, শ্রীযুক্তা নিস্তারিণী দেবী সরস্বতী, শ্রীযুক্তা পূর্ণশশী দেবী প্রভৃতি লেখিকা ও অন্যান্য ভদ্রমহিলাগণ এবং কাশীস্থ সাহিত্যানুরাগী তরুণ ছাত্র সম্প্রদায়ের সমাগমে সভা অলঙ্কৃত হইয়াছিল। এই অধিবেশনে কয়েকটি সুন্দর কবিতা, প্রবন্ধ ও গল্প পঠিত হইয়াছিল। ইহা ছাড়া এই অধিবেশনে শ্রীধনঞ্জয় বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীমতী গৌরীরাণীর গান এবং শ্রীমতী রেবা বিশির আবৃত্তি সভ্যমণ্ডলীর মনোরঞ্জন করিয়াছিল। অবশেষে সভাপতি মহাশয় একটি মনোজ্ঞ বক্তৃতা দিয়া সভা পরিসমাপ্ত করেন।

রাধা ফিল্ম কোং

"কৃষ্ণসুদামা"র শূটিং গত সপ্তাহে আরম্ভ হইয়াছে। রাধা ফিল্মের অন্যতম অংশীদার শ্রীহরিপদ বন্দ্যোপাধ্যায় শ্রীফণী বর্ম্মার সহযোগিতায় ছবিখানি পরিচালনা করিতেছেন। ইহার ভূমিকা নির্ব্বাচিত হইয়াছে এইরূপ: সুদামা—শ্রীঅহীন্দ্র চৌধুরী; সুদামার স্ত্রী—সুগায়িকা শ্রীমতী রাধারাণী (বিখ্যাত রেডিও ও গ্রামোফোন গায়িকা); রুক্মিণী—শ্রীমতী কাননবালা; নারদ—শ্রীমৃণাল ঘোষ। আলোকচিত্র গ্রহণ করিতেছেন—শ্রীবীরেন দে ও শব্দ গ্রহণ করিতেছেন, শ্রীনৃপেন পাল।

"কণ্ঠহারে"র ভূমিকালিপি নির্ব্বাচিত হইয়াছে এইরূপ: রণলাল—শ্রীঅহীন্দ্র চৌধুরী, নরেন—শ্রীজহর গাঙ্গুলী, ডিটেক্‌টিভ বিনয়—শ্রীভূমেন রায়, রঙ্গিলা—শ্রীমতী পদ্মাবতী। অন্যান্য ভূমিকাগুলি এখনও ঠিক হয় নাই। পরিচালনা করিবেন—শ্রীজ্যোতিষ বন্দ্যোপাধ্যায়।

"মানময়ী গার্লস স্কুল" এই শনিবার চতুর্দ্দশ সপ্তাহে পড়িবে।

"Wamaq Ezra" ও "Thunderbolt"ও মুক্তি প্রতীক্ষায়।

"হিন্দী দক্ষযজ্ঞ" নিউ সিনেমায় চলিতেছে।

নিউ থিয়েটার্স লিঃ

"দেবদাসে"র হিন্দী সংস্করণের কাজ শেষ হইয়াছে। আশা করি, শ্রীযুক্ত প্রমথেশ বড়ুয়া ইহাতেও তাঁহার সুনাম অক্ষুণ্ণ রাখিবেন।

শ্রীনীতীন বসুর পরিচালনায় "ভাগ্যচক্রে"র কাজ প্রায় শেষ হইয়া আসিল। শুনিলাম, ছবিখানি হইবে সম্পূর্ণ নূতন ধরণের। শ্রীপাহাড়ী সান্যাল, দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, কৃষ্ণচন্দ্র দে, উমাশশী প্রভৃতি অভিনয় করিয়াছেন।

হিন্দী সংস্করণের নাম হইয়াছে "ধূপ ছাঁওন।"

"বিজয়া"র কাজ এখনও আরম্ভ হয় নাই। এখন ভূমিকা-নির্ব্বাচন চলিতেছে।

দীপালী

আগামী শনিবার হইতে এখানে ইউনিভার্সেলের "অল কোয়ায়েট অন দি ওয়েষ্টার্ণ ফ্রণ্ট" দেখানো হইবে। বিগত মহাযুদ্ধের এরূপ ভয়াবহ চিত্র আর প্রস্তুত হয় নাই।

"ক্রাউন" সিনেমার (নূতন নাম "উত্তরা") সংস্কার হইতেছে

রূপকথা

গন্ধর্ব্ব সিনেটোনের "মহারাণী" এই শনিবার হইতে দেখানো হইবে। শ্রীমতী পদ্মাকে নায়িকার ভূমিকায় দেখা যাইবে।

পপুলার পিকচার্স

"মন্ত্রশক্তি" প্রস্তুত, "উত্তরা"র গৃহ-সংস্কার হইয়া গেলেই, মন্ত্রশক্তি দিয়াই এই সুসংস্কৃত চিত্রগৃহটির দ্বারোন্মোচন হইবে। প্রকাশ, যামিনীবাবু ছবিখানিকে জনপ্রিয় করিতে কোথাও এতটুকু কার্পণ্য করেন নাই। আমরা যামিনীবাবুর সাফল্য কামনা করি।

"ফ্লুয়েলীন কাপ"

গতপূর্ব্ব শুক্রবার ২৬শে জুলাই বেতারের প্রোগ্রাম ডিরেক্টর 'মা' নাটকে 'অজিতের' ভূমিকায় অনন্যসাধারণ অভিনয় করার জন্য মিস্ সরযূবালাকে এপ্রিল মাসের 'ফ্লুয়েলীন কাপ' উপহার দিলেন। সরযূবালার এই সম্মানে বেতার অর্কেষ্ট্রা বাজিল ও তাহার পর সেদিনের অভিনয় সুরু হইল। বেতার অভিনয়ের এই শ্রেষ্ঠ সম্মান লাভের জন্য আমরা সরযূবালাকে অভিনন্দিত করিতেছি।

শ্রীশিশিরকুমার ভাদুড়ী

গত সপ্তাহে নটসূর্য্য শ্রীশিশিরকুমার ভাদুড়ী নষ্টস্বাস্থ্য পুনরুদ্ধার করিয়া কলিকাতায় ফিরিয়া আসিয়াছেন। এই সপ্তাহে তিনি আবার "বিজয়ায়" রাসবিহারীর ভূমিকায় রঙ্গাবতরণ করিবেন। শীঘ্রই নব-নাট্যমন্দিরে একখানি নূতন বই খোলা হইবে।

ছায়া

শনিবার ১০ই আগষ্ট হইতে "Bulldog Drummond Strkies Back" দেখানো হইবে। ছবিখানির প্রধান ভূমিকায় অভিনয় করিয়াছেন—রোণাল্ড কোলম্যান ও লরেটা ইয়ং। চিত্রটি চিত্রপ্রিয়দের সন্তুষ্ট করিতে পারিবে বলিয়াই আমাদের বিশ্বাস।

পরবর্ত্তী শনিবার ১৭ই আগষ্ট ছায়ার দ্বিতীয় জন্মবার্ষিকী অনুষ্ঠিত হইবে। বাংলার একজন বিশিষ্ট নেতা পৌরহিত্য করিবেন। সেই দিন হইতে "উই লিভ এ গন" দেখানো হইবে ফ্রেডরিক মার্চ্চ ও অ্যানা ষ্টেন অভিনয় করিয়াছেন।

এই এক বৎসরে ছায়া তিনখানি বাংলা বই ছাড়া আর সবগুলিই প্রথম শ্রেণীর ইংরাজী ছবি দেখাইয়া যথেষ্ট জনপ্রিয়তা অর্জ্জন করিয়াছে। প্রো: ডুরলের "ননষ্টপ রেভু" দেখাইয়া উত্তর কলিকাতাবাসীদের প্রশংসাভাজন হইয়াছেন। আমরা "ছায়ার" উত্তরোত্তর উন্নতি কামনা করি।

সম্পাদক—
শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায় শ্রীগিরিজা কুমার বসু
১২৩।১, আপার সার্কুলার রোড, দীপালী প্রেসে মুদ্রিত ও দীপালী কার্য্যালয় হইতে দীপালীর স্বত্বাধিকারী—

দীপালী
DIPALI
বাংলার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সচিত্র সাপ্তাহিক

শার্লি গ্রে
কলম্বিয়ার
উদীয়মানা
অভিনেত্রী

৭ম বর্ষ] ৩০শে শ্রাবণ, ১৩৪২ ঃঃ 15th August, 1935 [৩৩শ সংখ্যা

দীপালী কার্য্যালয়—১২৩।১, আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা—
ফোন বড়বাজার—৩২৫৩

৭ম বর্ষ ৩০শে শ্রাবণ বৃহস্পতিবার, ১৩৪২ ১৫ই আগষ্ট ১৯৩৫ ৩৩শ সংখ্যা

কলাকেলি

বাংলা রঙ্গালয়ে সংপ্রতি নাটকের অভাব ঘটলেও সেই অভাব নিয়ে হাহাকারের অভাব নেই। যে কোন কাগজ খুললেই দেখা যায়, সমালোচকরা করুণ কণ্ঠে নাটকের অভাব-কাহিনী বলতে বলতে অশ্রু বিসর্জ্জন করছেন ; এটা একটা সাধারণ আলোচ্য বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। এবং সময়ে সময়ে অনেক সমালোচকের বর্ণনার ধরণ দেখলে এটা বুঝতেও দেরি লাগে না যে, উপযোগী আলোচ্য বিষয়-বস্তুর অভাবে সহজে কাজ সারবার জন্যেই তাঁরা এই বহু-আলোচিত বিষয় নিয়ে আবার বাক্যব্যয় করতে প্রবৃত্ত হয়েছেন। এর পরেও আবার এই নাটকের কথা নিয়েই দুটো কথা বলতে ইচ্ছে হচ্ছে। এবং এ ইচ্ছার কারণ, গত শ্রাবণে "বিচিত্রা"য় প্রকাশিত 'পট ও মঞ্চে'র একটি প্রতিবাদ-প্রবন্ধ।

*

উক্ত প্রবন্ধের লেখক বলছেন : "কিছুকাল ধরে দেখা যাচ্ছে যে বাঙ্গালা যে সকল দৈনিক, সাপ্তাহিক বা মাসিক পত্রে পীঠ ও পট সম্বন্ধে আলোচনা করা হয় তাদের সকলেরই মধ্যে মহিলা লেখিকাবৃন্দের উপন্যাসসমূহ অথবা তাদের নাট্যরূপগুলিকে যে কোন রকমে খাটো কর্বার যেন একটা বিশেষ প্রবৃত্তি (এবং সেটা নাকি আবার দুর্দ্দমনীয় প্রবৃত্তি"ও !) দেখা দিয়েছে।" কিন্তু অভিযোগ কি সত্য ?

*

বর্ত্তমানে প্রধানত যে তিন-চারজন পুরুষ-নাট্যকার বাংলা রঙ্গালয়ের জন্যে প্রায়ই লেখনী ধারণ করেন, সমালোচকরা যে একবাক্যে তাঁদের প্রশংসা-পুষ্পাঞ্জলি দান করেন নি, তার অগুন্তি প্রমাণ দেখাতে গেলেও বেশী পরিশ্রম করতে হবে না। এবং সে-প্রমাণগুলি এক জায়গায় জড়ো করলে হয়তো প্রশংসার চেয়ে নিন্দার অংশই বেশী হয়ে দাঁড়াবে। সমালোচকদের প্রধান অভিযোগই হচ্ছে, 'দেশে কোন নাট্যকারই উচিত মত ভালো নাটক লিখতে পারছেন না'! সুতরাং বাঙালী সমালোচকরা যে পুরুষ-লেখকের রচনারই পক্ষপাতী, লেখকের এমন ভ্রান্ত ধারণার কারণ আমি খুঁজে পাচ্ছি না। সমালোচকরা নাট্য-সমালোচনা করেছেন নাটকের প্রকৃত আদর্শ সম্মুখে রেখে ; এবং কখনো করেছেন নিন্দা ও কখনো বা প্রশংসা। তাঁদের আলোচ্য নাটকের রচয়িতা পুরুষ কি স্ত্রীলোক, সে বিচার তাঁরা নিশ্চয়ই করেন নি—করা উচিতও নয়। বরং সময়ে সময়ে আমার মনে হয়েছে যে, মেয়েদের লেখা নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে সমালোচকরা অতিরিক্ত সহানুভূতিই প্রকাশ করেছেন—অবশ্য, নারীর প্রতি নরের স্বাভাবিক সহানুভূতি ব'লে যা মার্জ্জনা করা চলে।

এ-বিষয় নিয়ে আরো কিছু বলবার আগে লেখকের আর একটি কথা একটু বাজিয়ে দেখা দরকার। তিনি যে-ভাবে আলোচনা করেছেন তাতে সন্দেহ হয়, বুঝি বাংলা দেশের নাট্যজগতে এত নাটক-লেখিকার ছড়াছড়ি যে, পুরুষ-নাট্যকারেরা পাছে আর কল্কে না পান সেই ভয়েই পুরুষ-সমালোচকরা লেখিকাদের বিরুদ্ধে সঙ্ঘবদ্ধ হয়েছেন! তাঁর "মহিলা লেখিকাবৃন্দের" কথার মানে হয় না। ১৯২৯ থেকে আজ ১৯৩৫ অব্দের অষ্টম মাস পর্য্যন্ত বাংলা রঙ্গালয়ে মাত্র দুইজন মহিলার লেখা নাটক নয়,—উপন্যাসের নাট্যরূপ দেখা গেছে এবং এই দুইজনের মধ্যে মাত্র একজনেরই রূপান্তরিত উপন্যাস রঙ্গালয়ে যথার্থরূপে জনপ্রিয় হ'তে পেরেছে। পৃথিবীর কোন দেশের রঙ্গালয়ের উপরেই লেখিকাদের বিশিষ্ট প্রভাব দেখা যায় না এবং এদেশেও তেমন বিশিষ্ট প্রভাব পড়েছে ব'লে মনে হচ্ছে না। এদেশী নাট্যজগতে "মহিলা লেখিকাবৃন্দ" নেই—উল্লেখযোগ্য মহিলা আছেন একজন মাত্র। সুতরাং ধ'রে নেওয়া যেতে পারে, আলোচ্য প্রবন্ধের লেখক মুখে "বৃন্দে"র কথা তুললেও কাজে ঐ একজনেরই পক্ষসমর্থন করতে চান!

*

পক্ষসমর্থন করুন, আপত্তি নেই। কিন্তু তাঁর প্রিয় লেখিকার রূপান্তরিত উপন্যাসের দোষগুলি সমর্থন করতে গিয়ে তিনি যে-ভাবে "বিজয়া"র স্রষ্টা শরৎচন্দ্রকে ধ'রে টানাটানি করেছেন, তা না করলেও ক্ষতি হ'ত না। "মন্ত্রশক্তি" প্রভৃতির সঙ্গে শরৎচন্দ্রের উপন্যাসের তুলনাই হাস্যকর। অত-বেশী উঁচুতে না উঠেও দেখানো যেতে পারে, এদেশে যে দু-একজন মহিলার রচনা পাদপ্রদীপের আলোকে এসেছে, জনপ্রিয় হ'লেও তারা যুগোপযোগী নাট্যরস পরিবেষণ করতে পারেন নি।

*

জনপ্রিয়তাই নাটকের বা নাট্যরূপের মাপকাঠি নয়। "বঙ্গে বর্গী", "কণ্ঠহার" ও "মোগল পাঠান" প্রভৃতি পালাও কম জনপ্রিয় হয় নি, কিন্তু উচ্চতর নাট্য-সমালোচনার ক্ষেত্রে কেউ তাদের লেখকের নামও উল্লেখ করে না। ওঁদের মতন জনপ্রিয় না হয়েও অপেক্ষাকৃত উচ্চ শ্রেণীর যে-কয়জন পুরুষ-নাট্যকার আজ সমালোচকের কাছে অল্পবিস্তর খ্যাতি অর্জ্জন করেছেন, তাঁরা যে গত যুগের গিরিশচন্দ্র, দ্বিজেন্দ্রলাল বা অমৃতলাল প্রভৃতির সঙ্গে তুলনীয় নন, এ সত্যও কেউ অস্বীকার করেন না। কিন্তু তবু, বর্ত্তমানের ঐ-সব পুরুষ-নাট্যকারের নাটকের মধ্যেও যে উল্লেখযোগ্য সংস্কৃতি ও রচনা-রীতি, আধুনিক চরিত্র-পরিকল্পনা এবং যুগোপযোগী আদর্শ ও আবহ সৃষ্টির চেষ্টা দেখা যায়, "মন্ত্রশক্তি", "মা" বা মহিলা-লিখিত অন্য কোন উপন্যাসের নাট্য-রূপের মধ্যে তা আবিষ্কার করা একরকম অসম্ভব বললেও চলে। "মন্ত্রশক্তি" ও "মা" উপন্যাসের লেখিকার আদর্শ এই বিংশ শতাব্দীতেও সেই-সব যুগে বিচরণ করছে, যে-সব যুগের লোকরা পরশুরামকে পিতৃআজ্ঞায় মাতৃহত্যা করতে ও স্বামীর হুকুমে সহধর্ম্মিণীকে লম্পট অতিথির কাছে দেহদানে সম্মতি দিতে দেখলে উচ্ছ্বসিত হয়ে হাততালি দিয়ে উঠত! অবশ্য বাংলাদেশে এই ভাবে হাততালি দিতে লজ্জা পান না এমন লোকের সংখ্যা আজও যে কম নয়, "মা" প্রভৃতির জনপ্রিয়তা সেইটেই প্রমাণিত করেছে—কারণ "মা"য়ের নায়ক পিতার অন্যায়কে পূজা করবার জন্যে নিজের নিরপরাধ স্ত্রী-পুত্রের উপরে যে অমানুষিক অত্যাচার করেছিল তা উপভোগ করবার জন্যেও তাঁরা রাতের পর রাত পয়সা খরচ ক'রে এসেছেন এবং কে বলতে পারে "বঙ্গে বর্গী" প্রভৃতির আসরে গিয়ে এঁরাই আর একদিন জনতার স্রোত বাড়ান নি?........আলোচ্য প্রবন্ধের লেখক, "মা" প্রভৃতি গ্রন্থেরই লেখিকার সঙ্গে যখন শরৎচন্দ্রেরও তুলনা করতে পেরেছেন, তখন বাংলা রঙ্গালয়ের নবীন নাট্যকারদের দিকে যে তাঁর নজর পড়বে না, এটুকু সহজেই অনুমান করা যায়।

*

কিন্তু মুস্কিল হয়েছে আর এক জায়গায়। যে-সব দর্শকের দৃষ্টি এখনো শিলা-যুগের এপারে আসতে পারে নি, বাংলা রঙ্গালয়ে বর্ত্তমানে কেবল সেই দলেরই একাধিপত্য নেই। এখন আর এক শ্রেণীর দর্শক ক্রমেই দলে ভারি হয়ে উঠছেন যাঁরা বিংশ শতাব্দীর মনুষ্যত্ব দেখবার জন্যে খৃষ্ট-পূর্ব্ব শতাব্দীর পুঁথিগত আদর্শের দিকে দৃষ্টিপাত করেন না এবং এ-রকম 'আদর্শ' (?) চরিত্র সৃষ্টি করবেন আজ যে-সব লেখক বা লেখিকা, যাঁরা নির্ব্বিচারে তাঁদের প্রশস্তি রচনা করতে নারাজ! এটা আমি কখনোই মানব না যে, প্রাচীন ভারতের কোন সভ্য যুগেই বাস্তব জীবনে কোন সুবোধ সাবালক ছেলে বাপের হুকুমে সহজ মনেই মাকে খুন করেছিল, অথবা কোন ধার্ম্মিক স্বামী সজ্ঞানে অতিথি সেবার পরাকাষ্ঠা দেখাবার জন্যে বউকে দেহ দান করতে ব'লেছিল! কিন্তু পৃথিবীর সব দেশেই পৌরাণিক সাহিত্যে এই রকম অতিবাদের দ্বারা অতিদৈবিক বা অতিপ্রাকৃত আদর্শ-চরিত্র সৃষ্টি করার একটা বাঁধা-ধরা কুপ্রথা ছিল। আদি কালের লোকেরাও দৈনন্দিন জীবন-যাত্রায় এ-সব প্রথা মানত না, তবে সাহিত্যে হয়তো এমন অস্বাভাবিকতা ধর্ত্তব্যের মধ্যে গণ্য নয় ভেবে নীরবে সহ্য করত। কিন্তু বর্ত্তমান যুগ হচ্ছে বাস্তব সাহিত্যের যুগ, সে রক্তমাংসে গড়া জ্যান্তো মানুষ দেখতে চায়—যার সবলতা ও দুর্ব্বলতা কল্পিত আদর্শের খাতিরে অপ্রকৃত বা অমানুষিক নয়!

*

মহিলা-লিখিত উপন্যাসের নাট্যরূপগুলি তথাকথিত দর্শকদের কাছে হাততালি পেলেও, তাঁদের চরিত্র-সৃষ্টির আদর্শ বর্ত্তমান যুগের আদর্শের সঙ্গে খাপ্ খেয়ে যায় না ব'লেই কোন কোন আধুনিক সমালোচক তাদের সুখ্যাতি করতে পারেন না। এবং কয়েকজন পুরুষ-লেখক যুগধর্ম্ম ফোটাবার চেষ্টা করেন বটে—কিন্তু ঐ পর্য্যন্ত! সমালোচকরা তাঁদের জন্যেও যে খুব উঁচু আসন পেতে রেখেছেন এমনও বলা যায় না। "মহিলা-লেখিকাবৃন্দে"র চেয়ে অগ্রসর হয়েও এখনো ঠিক লক্ষ্যস্থলে গিয়ে পৌঁছতে পারেন নি ব'লে তাঁরাও বর্ত্তমানের মনের ক্ষুধা সমগ্র ভাবে নিবারণ করতে পারছেন না এবং সেইজন্যেই প্রত্যেক সমালোচক নাটকের অভাব নিয়ে আজ অশ্রান্ত ভাবে হাহাকার করছেন! তবু "বিচিত্রা"র প্রতিবাদ-লেখক কি ক'রে ব'লে বসলেন যে, বাংলাদেশের সকল সমালোচকের আলোচনাতেই কেবল "মহিলা লেখিকাবৃন্দে"র উপন্যাস

বা "নাট্যরূপগুলিকে যে কোন রকমে খাটো কর্ব্বার বিশেষ প্রবৃত্তি দেখা গিয়েছে" ?

*

বর্ত্তমানে বাংলাদেশে অনেক মহিলাই উপন্যাস লেখেন। যথার্থ কথা-সাহিত্য হিসাবে সে সব উপন্যাসের মূল্য কি, এখানে সে আলোচনায় দরকার নেই। তবে এটুকু দেখা যাচ্ছে যে, তাঁদের কেউ কেউ নাটক রচনার চেষ্টা করলেও সে নাটক হয়েছে রঙ্গালয়ের পক্ষে একেবারেই অচল ও অখাদ্য। রঙ্গালয়ে তাঁদের উপন্যাসগুলির নাট্যরূপ সফল হয়েছে এ-বিভাগে তাঁদের চেয়ে অগ্রসর পুরুষদেরই দৌলতে। কিন্তু বর্ত্তমান যুগে যে-সব নাট্যকার রঙ্গালয়ের উদর পূরণ করছেন, তাঁদের স্বাধীন শক্তির অভাব দেখলে বিস্মিত হ'তে হয়! তাঁরা মহিলাদের উপন্যাসের নাট্যরূপ দিয়ে নিজেদের সময় নষ্ট করতে পারেন, পৌরাণিক বা ঐতিহাসিক কাহিনীকে জনপ্রিয় নাটক ক'রে তুলতে পারেন, 'মেলো-ড্রামা'র মহা-ধূমধামে দর্শকদের পেটের পিলে চমকে দিতেও পারেন, অধিকন্তু বর্ত্তমান যুগের আদর্শ, সংস্কৃতি ও আবহকে ঐ-সবের মধ্যে নানা কৌশলে দেখাবার চেষ্টাও করতে পারেন, কিন্তু তাঁদের অধিকাংশই একালের নাড়ীর স্পন্দন বুঝে একেবারে স্বাধীন ভাবে আনকোরা নাটক লিখতে পারেন না—এইজন্যেই দেশ নাটক নাটক ক'রে সারা হচ্ছে! যে-দুই-তিনজন নাট্যকার এক্ষেত্রে স্বাধীন শক্তি বা নূতন সৃষ্টিক্ষমতার পরিচয় দেবার চেষ্টা করেছেন, তাঁদের মধ্যে সব-চেয়ে উল্লেখযোগ্য হচ্ছেন শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত। পৌরাণিক বা ঐতিহাসিক যুগের ধার-করা 'প্লট' নিয়ে নয়, সম্পূর্ণ-নূতন ও যুগোপযোগী আখ্যানবস্তু ও চরিত্র সৃষ্টি ক'রে নাটক রচনা করবার লোক এদেশে আরো না বাড়লে আমাদের নাট্য-সাহিত্যের দারিদ্র্য দূর হবার সম্ভাবনা আছে ব'লে মনে হয় না। অবশ্য এটা আমার ব্যক্তিগত মত, ভুল কিনা জানি না।

শ্রী হেমেন্দ্রকুমার রায়

গান

—হেমেন্দ্রকুমার রায়

দিন-দুপুরে সন্ধ্যে হোলো কাজরী-মেলাতে,
চল্ চপলা, ঢুলিয়ে নয়ন বাদল-খেলাতে!

*

ধানের ক্ষেতে বানের জলে
চখা-চখী সাঁৎরে চলে,
তুমিও ভাসো দীঘির জলে বুকের ভেলাতে!

*

খেয়াঘাটের ভিড়ে রাহী পাটুনীরে সাধে—
"পার কর ভাই, ভিন্-গেরামে একলা বঁধু কাঁদে!"

*

পার কর সই, আজ আমারে!
যাব হৃদয়-নদীর পারে!
মন-কদমের মালাটি নাও মেঘলা-বেলাতে!

ম্যালেরিয়া

—ডাঃ ইউ, এন্, মিত্র

স্বাস্থ্যই সম্পদ—শুধু ব্যক্তিগত ভাবে নয়, জাতিগত ভাবেও একথা বলা চলে। আজ বাঙ্গালী সে সম্পদে বঞ্চিত। ইহার কারণ আলোচনা করিলে দেখা যায় অন্যান্য কারণের মধ্যে ম্যালেরিয়া অন্যতম। যাঁহারা পল্লীগ্রামের খবর রাখেন, তাঁহারা জানেন যে, কত সমৃদ্ধিশালী, শ্রী সম্পন্ন গ্রাম ম্যালেরিয়ার প্রকোপে শ্মশানে পরিণত হইতে বসিয়াছে। প্রতি বৎসর বাঙ্গালা দেশে যত লোক মৃত্যু মুখে পতিত হয়, তাহার অর্দ্ধেকের উপর মারা যায় ম্যালেরিয়া জ্বরে। যাহারা কোনরূপে মৃত্যুর করাল কবল হইতে রক্ষা পায়, তাহারাও ভুগিয়া ভুগিয়া অর্দ্ধমৃত অবস্থায় থাকে। তাহাদের জীবনী শক্তি প্রায় নষ্ট হইয়া যায় এবং অন্য কোন সংক্রামক ব্যাধির আক্রমণ প্রতিরোধ করিবার ক্ষমতা থাকে না। ম্যালেরিয়া জ্বরে ভুগিয়া উঠিলে যাহাতে তাড়াতাড়ি নষ্টস্বাস্থ্যের পুনরুদ্ধার হয়, তাহার চেষ্টা করা বিশেষভাবে উচিত। পুষ্টিকর খাদ্য নষ্টস্বাস্থ্য পুনরুদ্ধার করিতে বিশেষ সাহায্য করে। কিন্তু দেখা যায় যে কিছুদিন রোগভোগের পর হজম শক্তি নষ্ট হইয়া যায়। সুতরাং কোন খাদ্যই বিশেষ কাজে লাগে না। এ অবস্থায় এমন কোন ঔষধের ব্যবস্থা করা উচিত, যাহা আহার্য্য দ্রব্য উত্তমরূপে হজম করাইয়া তাহা হইতে সারাংশ গ্রহণ করিতে সাহায্য করে। সুইজারল্যাণ্ডে প্রস্তুত "রচিটোন" ব্যবহার করিয়া দেখা গিয়াছে যে, ম্যালেরিয়ার পর ভগ্নস্বাস্থ্য ফিরাইয়া আনিতে ইহা অদ্বিতীয়। পৃথিবীর সর্ব্বত্র বিশেষজ্ঞগণ ম্যালেরিয়ার পর ইহা সেবনের ব্যবস্থা দিতেছেন। ইহা রক্তস্থিত ম্যালেরিয়া বীজাণু ধ্বংস করিতে সাহায্য করিয়া নবজীবনের সঞ্চার করে ও তাড়াতাড়ি নষ্টস্বাস্থ্য ফিরাইয়া আনিয়া কর্ম্মঠ ও স্বাস্থ্যবান করে। আর ম্যালেরিয়ার পুনরাক্রমণের সম্ভাবনাও অনেক কমিয়া যায়।

কার্ল ব্রিসন

ক্লার্ক গেব্‌ল, জীন হার্লো ও ওয়ালেস বীয়ারী আবার একত্রে মেট্রোর একখানি ছবিতে নামিতেছেন।

রেডিওর "Roberta" চিত্রে জিঞ্জার রোজাস ও ফ্রেড অ্যাসটেয়ার।

ম্যারিয়ন মার্শ—কলম্বিয়ার সুন্দরী অভিনেত্রী, রৌদ্র উপভোগ করিতেছেন।
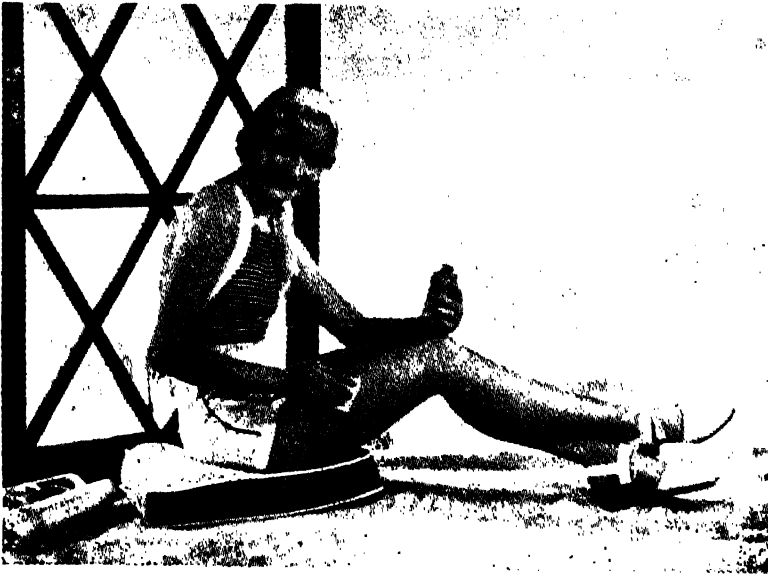
'সোমদেব' নৃত্যে শ্রীমণি বর্দ্ধন।

স্পর্শ

(গল্প)

—শ্রীব্রজেন দে

অবনী ঘরে ঢুকে দেখতে পেল বিছানার ওপর শুয়ে আছে মনু—আর তার মাথা টিপে দিচ্ছে পাশে বসে সীতা। অবনী জিজ্ঞাসা করল'—

—মনুর আবার কী হল সীতা?

—জ্বর হয়েছে।

—সেকি? বেরুবার আগেত কিছুই শুনিনি।

—ও আগে কিছু বলেনি।

অবনী মনুর কপালে হাত রেখে শরীরের উত্তাপ অনুভব করে, হাত দেখতে লাগল। তারপর তাকে জিজ্ঞেস করল—

—মনু! তোমার কি কষ্ট হচ্ছে?

—মাথাটা ভয়ানক ব্যথা করছে, বাবা।

—কাল বুঝি ও ঠাণ্ডা লাগিয়েছিল, সীতা?

হ্যাঁ, বোধ হয় সেই জন্যই হয়েছে। কাল রামদীন ওকে নিয়ে বেড়িয়ে ফিরেছে সন্ধ্যা হয়ে যাবার পর। আমার কাছে বকুনিও খেয়েছে খুব। অবনীর সারা মুখখানায় ফুটে উঠল স্নিগ্ধ ছায়া।

ওষুধ আনিয়ে একদাগ খাইয়ে মাথায় ওডিকলোনের পটি ভাল করে দিতে দিতে সীতা বলল—

—এবার একটু ঘুমাও।

এখন ঘুম আসবে না, মা।

অবনীর সামনে মনু তাকে মা বলাতে তার সারা মুখখানায় লজ্জার একটা গভীর ছাপ ফুটে উঠল। তবুও তার ঐ ডাকটি ভাল লাগে এবং ভাল লাগে বলেই সে শুনতে চায়। ধীর গলায় সে বলল—

—চুপ করে শুয়ে থাক মনু, এখুনি ঘুম আসবে।

ঘরের জানালাগুলা বন্ধ করে দিয়ে সীতা আস্তে আস্তে মনুর পাশে বসল।

মনু স্কুলে গেছে। সামনা সামনি দু'খানা চেয়ারে বসে অবনী আর সীতা। সীতা বলল—

—অবনীবাবু এইবার আমায় বিদায় দিতে হবে।

—কারণ?

—অনেক দিনত হয়ে গেল—আর কেন? কিন্তু এই দুঃখ রইল যে, সইকে বাঁচাতে পারলাম না।

—ত্রুটি ত কিছুই হয়নি!

—হ্যাঁ, সে বিষয়ে আর আমার মত কে জানবে বলুন।

সীতার চোখের কোনে জলের রেখা পড়ল। কোন রকমে অবনীর আড়ালে আঁচল দিয়ে মুছে ফেলল। কিছুক্ষণ কেটে গেল—চারিদিক ভরে উঠল বিরাট নিস্তব্ধতায়। অবনী আস্তে আস্তে বলল—

—অনেক উপকার করেছ, তোমাকে আর কিছু বলতে সাহস হয় না।

একটু ম্লান হেসে সীতা বলল—

—জানি জোর করে এখানে থাকবার কথা আপনি বলতে পারবেন না। শক্তি ত আর সব মানুষের সমান নয়। থাক্ সে সব বাজে কথা। এসেছিলাম রুগ্না সইকে নার্স করতে কিন্তু ফিরে যাচ্ছি তীব্র ব্যর্থতার আঘাত নিয়ে। বিধবা মানুষ, আপনারই বা গলগ্রহ হয়ে কতদিন থাকা যায় বলুন? কেটেও তো গেল ছ'মাস।

ছ' মাস কি ছ' বছরে পৌছতে পারে না, সীতা?

নিশ্চয়ই পারে কিন্তু তার কি কোনো প্রয়োজন আছে।

—তুমি কিসের জন্য চলে যেতে চাচ্ছ, সীতা?

—এখানে থাকা আর অসম্ভব বলেই।

—অসম্ভব?

—তোমার কী অসুবিধা হচ্ছে বল, আমি আজই তার ব্যবস্থা করছি।

—আপনারা ওপর হতে শুধু শারীরিক অসুবিধাটাই দেখেন তার বেশী আপনাদের চোখ যে আর যেতে পারে না।

ঈষৎ হেসে অবনী বলল—

—তোমার কথাটা একটু দুর্বোধ্য হয়ে গেল। তুমি চলে গিয়ে থাকবে কোথা?

—না এমন সময়েও হাঁসতে হল। আচ্ছা আপনি কি ভেবেছেন যে, আপনার স্ত্রীর কাছে আসবার সময় আমি দেশের বাড়ী-ঘর জমি-জমা সব বিলিয়ে দিয়ে এসেছি?

বাধা দিয়া অবনী বলল—

—না—না আমি সে কথা বলছি না। সেখানে তো তোমায় একাই থাকতে হবে?

—এখানে আসবার আগে আমার কাছে আর কে থাকত বলুন?

—তুমি ইচ্ছে করলে সেখানে নাও তো যেতে পার, সীতা?

—নিশ্চয়ই পারি কিন্তু কই তেমন ইচ্ছে এখন ত নেই আর কখনও হবে কিনা তাও বলতে পারি না।

—তুমি চলে গেলে মনুকে পড়াবে কে—তাকে কে দেখবে বল?

—কেন তার জন্য গভর্ণেস্ রাখবেন। সে মনুকে দেখাশুনা করবে তা' ছাড়া আপনিই আছেন।

—আমি যে আছি এ কথা আমার মনেই থাকে না। তুমি কি মনে কর গভর্ণেস এসে তোমার মত ওকে দেখবে?

—কী বলেন আপনি, আমি কিইবা করি। দেখবেন আমার চেয়ে ঢের বেশী অনেক বেশী সে মনুকে ভালবাসবে। অতর্কিতে দু' ফোঁটা চোখের জল তার

গাল বেয়ে গড়িয়ে এল। সেদিকে হুঁস নাই সীতার, আর অত খুঁটি-নাটির পানে দৃষ্টি দিবার মত অপব্যয় করবার সময় অবনীরই বা কোথায়? আঙুলের আঙটী অনাবশ্যক ভাবে ঘোরাতে ঘোরাতে অবনী বল্‌ল—

—মন্টু তোমাকেই মা ব'লে ডাকে।

—কিন্তু সেত আর সত্য নয়।

—সত্য নয়, তবু সে জানে তুমিই তার মা।

—আমার অনুরোধ, এ ভুল তার ভেঙ্গে দেবেন।

—তার ভুল হয়ত ভেঙ্গে দিতে পারি, কিন্তু এটা ত' বুঝছ সীতা, যে এতে সে আঘাতটা পাবে কতখানি? চুপ ক'রে রইলে যে?

—আমায় মাপ করবেন, আমি এতটা বুঝতে পারিনি। আমিই যে তার মা, এই কথাই তবে সে জানুক। ভুল নিয়েই সে মানুষ হয়ে উঠুক। তার ছু' চোখ ভ'রে উঠল অজস্র অশ্রু-ধারায়।

অবনী বল্‌ল—কেমন ক'রে মানুষ হবে সে কথাটা তো কই বললে না?

বলবার আর প্রয়োজনই বা কি? আর পাঁচ জন যেমন ক'রে মানুষ হয়, তেমনি ক'রেই মন্টু আমার মানুষ হবে।

—তার যে মা কাছে থাকবে না!

নাইবা রইল।

—যে ছেলে-মেয়েরা মায়ের স্নেহ পায়নি, তারা কি কোন দিন মানুষ হতে পারে? আর যদিও বা পারে, তাদের সেই মানুষ হওয়ার মধ্যে কতটা ফাঁক থাকে জান?

—জানি।

—তবে তুমিই তাকে মানুষ করে' তোল না?

—সেই ইচ্ছাই আগে ছিল।

—এখন আর নাই কেন?

—আছে, কিন্তু মাঝে মাঝে ভয় হয়।

—ভয় কিসের?

—আপনি ডাক্তার—অনেক অসুখের কারণ আপনার নখদর্পণে আছে। আমার অসুখের কারণ ডাক্তারী শাস্ত্রে নাই। আমার ভয় শুধু আপনাকেই।

—আমাকেই? তুমি কি বলছ সীতা, আমি কিছু বুঝতে পারছি না। আমাকে তুমি ভয় করবে কেন?

অবনীর মুখখানা বিবর্ণ হয়ে উঠতে দেখে সীতা বল্‌ল—না—না, আপনিও যেমন হয়েছেন, আপনাকে আমি ভয় করতে যাব?

—আঃ বাঁচালে তবে, কোন দিন কোন কারণে কি তোমার ওপর দুর্ব্যবহার করেছি?

—পাগল হয়েছেন নাকি, আপনি করবেন খারাপ ব্যবহার, আর আমি বুঝি মুখ বুঁজে তাই সহ্য করব? আপনার আশ্রয়ে আছি, হয়ত কত অযত্ন হয়েছে আপনারই।

—সীতা, তোমার আদর যত্ন দেখে তোমার সইকে মনে পড়ে। তোমার সকল কাজে তার হাতের স্পর্শ দেখতে পাই, মনে হয় যেন।

সীতার সারা শরীরের মধ্যে যেন একটা সাপ কিল বিল ক'রে ওপর হতে নীচে নেমে গেল, সে চমকে উঠল। পরে বল্‌ল—মন্টুর স্কুল থেকে এবার আসবার সময় হয়েছে, আর আমি বসে গল্প করছি। যাই ওর জলখাবারের যোগাড় করিগে। বলতে বলতে সীতা তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়াল।

অবনী জিজ্ঞাসা করল—তুমি এখনই যাবে?

চারিটী সজল চোখ। ছুইটী বিবর্ণ দেহ।

কাঁপা গলায় অবনী বল্‌ল—

—তুমি আজ আমার কাছ থেকে দূরে যাচ্ছ, সীতা। তোমার কাছে আমারও কিছু চাইবার থাকতে পারত।

কাঁদতে কাঁদতে অবনীর পায়ে মাথা রেখে প্রণাম করে' সীতা বলল—

—অমন কথা বলে না—আমার কাছে চাইবার অধিকার যে শুধু তোমারই আছে।

মাটির বিশ্ব

—শ্রীপ্রভাবতী দেবী সরস্বতী

মাটির এ পৃথিবী জড়ায়ে আছে কোলে
আকাশ ডাকে শুধু "আয়"
মন যে ছুটে চলে, আশাতে বুক দোলে
দূরেতে রাখে নিরাশায়।
মাটি মা আদরেতে মুখেতে দেয় চুমা
ভুলায়ে রাখিবারে চায়,
আকাশ রূপে তার মনকে টেনে নেয়
ডাকিছে—"আয় কাছে আয়।"

মাটি মা ফুল কত রেখেছে বুক ভরে
সুবাস ছড়াইছে তার,
নয়ন পড়ে যবে ফুলের দল পরে
কিছুতে ফেরে নাকো আর।
নদীর কল তান কানেতে ভেসে আসে
নিভায় শোক হাহাকার—
মাটি মা মোর পানে চাহিয়া মৃদু হাসে—
কহিছে, "কোথা যাবি আর?"

রঙিন আকাশ যে দিতেছে হাতছানি,
চাঁদিমা মাঝখানে রয়,
তারকা কত জেনো করিছে কানাকানি,
সময় নীরবেতে বয়।
অবাক হয়ে শুধু চাহিয়া আমি থাকি,
এ আলো সারা ধরাময়,—
সেই তো পাঠায়েছে; দেয়নি তবু ফাঁকি,
গাহিছে আলোকের জয়।

আকাশ ডাকে মোরে দু' বাহু প্রসারিয়া
আদরে কোলে নিতে চায়।
আলোরে দেখে সেথা পুলকে ভরে হিয়া,
মিশিতে চাহে আঁখি মোর।
তারারা গায় গান, কানেতে ভেসে আসে
কি জানি গান তারা গায়।
আকাশ চিরদিন চাহিয়া মোরে—হেসে'
ডাকিছে, "আয়, কাছে আয়।"

নাট্যকার শরৎচন্দ্র

—শ্রীমণিলাল ব্রহ্ম

নাটমহলে গোল উঠিয়াছে, শরৎচন্দ্র প্রকৃতই নাটক লিখিতে সক্ষম কি না? যে লোক আজ পর্য্যন্ত কেবলমাত্র এক 'ষোড়শী'র নাট্যরূপ দিয়াই ক্ষান্ত, তাঁহার নিকট যদি শুনি যে তিনি ইচ্ছা করিয়াই নাটক লিখেন না, কারণ এদেশে শিক্ষিত শিল্পী সজ্জের বড়ই অভাব তবে এই উক্তি বৃথা দম্ভেরই মত শুনায়—ইহা অনেকের মত। নিঃস্বার্থ ভাবে দেখা যাক্, শরৎচন্দ্রকে দিয়া প্রকৃতই প্রথম শ্রেণীর নাটক লেখান যায় কি না? খাঁটি dramatist তাঁহাকেই বলি যিনি বহির্জগতের একখানি নিখুঁত চিত্তাকর্ষক ছবি দর্শকদের সামনে ধরেন, কেবলমাত্র নাটকের চরিত্রগুলির কথার সাহায্যে। ঠিক এই জায়গাতেই পার্থক্য আসিয়া পড়ে সত্যিকারের সাহিত্যিক ও নাট্যকারের ভিতর। সাহিত্যিক কেবল dialogueরই ক্ষান্ত হন না, তিনি মাঝে মাঝে নিজের মুখেই চরিত্রগুলির বিশ্লেষণ করিয়া দেন এবং এই স্বগতোক্তি কোন কোন সাহিত্যিকের খুবই বেশী। নাট্যকারকে কিন্তু, কেবল এই dialogueরই আশ্রয়ে থাকিতে হয়, নিজের মুখে কিছুই বলিবার 'যো' নাই। যদি কেহ নিজের মুখে পরিষ্কার করিয়া বলিবার ভণিতায় কোন চরিত্রে স্বগতোক্তির মাত্রা বাড়াইয়া দেন, তাহা হইলে চরিত্রটিও হইয়া যায় ক্লিষ্ট।

একমাত্র দৃশ্যের ও পরিচ্ছদের বর্ণনা ছাড়া নাট্যকারের নিজের মুখে বলিবার কিছু নাই। ঠিক এই জন্যই যে সব উপন্যাসে Subjectivity অতি মাত্রায়, তাহা উপন্যাস হিসাবে শ্রেষ্ঠ হইলেও নাটকোপযোগী নয়। যাহাতে Objectivityর ছড়াছড়ি তাহাই নাটকে রূপান্তরিত করা চলে। এ বিষয়ে দীপালীর ২৮শে মাঘ ৩৮ সংখ্যায় কিছু লিখিয়াছি। শরৎসাহিত্যে নাটকের এই প্রধান উপাদান Objectivityর দেখা পাই প্রচুর। তিনি যে কেবলই dialogueর সাহায্যে তাঁহার উপন্যাসের চরিত্র বিশ্লেষণ করিয়াছেন, এমন বলি না—অনেক জায়গায় পরের হইয়া নিজেকেও কিছু কিছু বলিতে হইয়াছে—না বলিলেও, উপন্যাস ও নাটকে পার্থক্য থাকে না। সুতরাং দেখা যাইতেছে শরৎবাবুর নভেল নাটকে পরিণতি পাইতে বিশেষ কষ্ট পায় না এবং তাঁহার মত কথাশিল্পীর আঁকা চরিত্র-চিত্রগুলি যে ভাবে তাহাদের সুচারু ও মনস্তত্বপূর্ণ কথার রেখায় ফুটিয়া উঠে, তাহাতে তাঁহার উপন্যাস যে প্রথম শ্রেণীর নাটকে পরিবর্ত্তিত হইতে পারে, তাহার পরিচয় অনেকেই পাইয়াছেন। এই জন্য যদি শরৎচন্দ্র উপন্যাস ছাড়িয়া দিয়া নাট্যকার হইতে চেষ্টা করেন, তাহা হইলে খুব কম চেষ্টাতেই হইতে পারিবেন, এ আশা আমরা সকলেই করিতে পারি। যাঁহারা আজন্ম ঔপন্যাসিককে নাট্যকার হইতে কিছুতেই দিবেন না, তাঁহাদের কথা স্বতন্ত্র। উদাহরণ স্বরূপ, রবীন্দ্রনাথকে তাঁহাদের নিকট ধরা যায়। কাব্য, উপন্যাস ও নাটক—সাহিত্যের এই ত্রিধারায় তিনি স্নাত। অবশ্য, এইগুলির ভিতর কোন একটিতে বিশিষ্ট হওয়া স্বাভাবিক এবং এই বৈশিষ্ট্যে অন্যদিকে অক্ষমতার প্রমাণ হয় না। তবে, একটা বিষয় শরৎবাবুকে জানিতে হইবে, যদি তাঁহাকে নাটক লিখিতেই হয়—তাহা dramatic technic. এখানে একটা কথা বলিয়া রাখি। নাটকের ভালমন্দ নির্ভর করে বিশেষ ভাবে নাটকীয় দৃশ্য-সংযোজনায়। দৃশ্যগুলিকে এমন psychologically সাজাইতে হইবে, যাহাতে দর্শকদিগের interest ক্রমান্বয়েই বাড়িতে থাকে—এ না হইলে নাটকের সার্থকতা নাই। এই প্রয়োজনীয় দিক দিয়া দেখিলে বঙ্কিমচন্দ্রের অপূর্ব্ব ক্ষমতা চোখে পড়িয়া যায় ও এই সঙ্গে বিশ্বাস হয় যে ইচ্ছা করিলে তিনি সত্যই একজন নামজাদা নাট্যকার হইতে পারিবেন। কেবল তিনি কেন, তাঁহারই মত প্রথিতযশা ঔপন্যাসিকদের সৃষ্টির মধ্যে আমরা এ ক্ষমতার নিদর্শন পাই—কারণ, নাটকের মত উপন্যাসেরও একটি ক্রমিক গতি আছে, climaxআছে এবং এই গতির ভিতর দিয়াই ঘটনার স্রোত, ঘাত-প্রতিঘাত এমন ভাবে বহিয়া যায় যাহা প্রতি পাঠককে আকর্ষণ করে, মুগ্ধ করে। সুতরাং ভাল নাটক লিখিতে হইলে যেমন situation সম্বন্ধে সজাগ থাকিতে হয়, তেমনি উপন্যাসের বেলাও। এইজন্যই এই বিষয়ে নাট্যকার ও উপন্যাসিক উভয়েই দক্ষ। কেবলমাত্র এই দিক দিয়াই সকল সাহিত্যে দুই বিভিন্ন রস-সৃষ্টির মিলন। অন্যান্য পার্থক্যের মধ্যে dialogueএর কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। কিরূপ নাটক সাধারণের ভাল লাগিবে, কিরূপ সাজসজ্জা হইবে, দৃশ্যকল্পনা নাটককে কতদূর সাহায্য করিবে, কোন অভিনেতাদের লইয়া নাটকের সৃষ্টি হইবে প্রভৃতি নানা বিষয়ে নাট্যকার মনোযোগী। ঔপন্যাসিকেরও দেখিবার এইরূপ বিভিন্ন ও স্বতন্ত্র দিক আছে—এবিষয়ে এ প্রবন্ধে কিছু বলিতে ইচ্ছা করি না। এখন, আমরা দেখিতেছি যে উপন্যাস ও নাটক দুইটি ভিন্ন প্রকারের সৃষ্টি হইলেও, তাহাদের ভিতর একটি সূক্ষ্ম মিলনতন্ত্রী আছে। এই মিলনবন্ধনীটি আমরা শরৎচন্দ্রে পাই না। চরিত্রের উপর বেশী ঝোঁক দিতে গিয়া শরৎচন্দ্র Dramatic Situationএর দিকে নজর দিতে পারেন নাই। Plot ঠিক করিতে তাঁহার অধিক সময় লাগে না, তিনি

কতকগুলি চরিত্র বাছিয়া লইয়া তাহাদের develop করিয়া যান—সঙ্গে সঙ্গে Plot আপনি আসিয়া পড়ে। কিন্তু Plot পাইলেই চলিবে না, সেগুলিকে এমন ভাবে সাজাইতে হইবে যাহাতে পাঠকের আগ্রহ ক্রমান্বয়েই বাড়ে, যাহাতে তাহার বুদ্ধিচালনার প্রয়োজন হয় সমস্ত ব্যাপারটি বুঝিতে। প্রথম স্বর্গ হইতে স্বর্গারোহন পর্য্যন্ত পাঠক তেমন কিছু interest পায় না; কিন্তু যদি উপন্যাসের আরম্ভ হয় সমস্ত ঘটনার মধ্যে হইতে, তখন পাঠক সাগ্রহে ধরিতে যায় ঐ মাঝের পথটি এই আশায়, যে যদি ঐ পথে সে সদর রাস্তা পায়। শরৎচন্দ্রের উপন্যাসে বড় রাস্তা ধরিবার গোল নাই—এইজন্য সাধারণে চোখ বুজিয়াই পথ পায়। শরৎচন্দ্র যদি এই Dramatic Situationএ নজর দিতেন, তাহা হইলে তাঁহার উপন্যাস হইত আরও বেশী সুন্দর। এই-ই একমাত্র drawback শরৎচন্দ্রের। যদিও নাটক উপন্যাসে Situationই একমাত্র মিলনপথ, তাহা হইলেও নাটকে Dialogue এর কাছে এর প্রয়োজনীয়তা কম। Dialogue না হইলে নাটকই হইতে পারে না—ইহাই নাটকের মূল বস্তু। Situation ও অন্যান্য Teachnicগুলির প্রয়োজন হয় নাটককে Perfect করিতে হইলে, সম্পূর্ণ করিতে হইলে। Dialogue এর দিক দিয়া শরৎচন্দ্রের বিপক্ষে কিছু, বালিবার নাই। ভাল plotএর জন্যও তাঁহাকে ভাবিতে হইবে না—সেগুলি dramatically সাজাইবার যে হাঙ্গামা তাহা তাঁহার মত পাকা লিখিয়ের হাতে পড়িয়া কম সময়েই মিটিয়া যাইবে Situation সম্বন্ধে তাঁহার জ্ঞান তো আছেই, তবে আরও বেশী নজর চাই। এতদিন তিনি উপন্যাসই লিখিয়াছেন, এইজন্যই ঐ Situationএর দিকটা তত দেখেন নাই, এখন নাটক লিখিতে গিয়া ঐ দিকটায় তাঁহার দৃষ্টি স্বাভাবিকই প্রখর হইবে, উপন্যাসের চেয়ে নাটকেই ঐ জিনিষটির বেশী পরিচয়। উপন্যাসিক তাঁহার চরিত্র-সৃষ্টিতে এত বিভোর হইয়া যান যে এর dramatic sideটা তাঁহার স্বাভাবিকই নজর এড়ায়, কিন্তু নাট্যকারকে এ বিষয়ে সদা-সর্ব্বদা সতর্ক থাকিতে হয়। তাই বলিতেছিলাম Situationএর জন্য শরৎচন্দ্রের উপন্যাসকে নাটকে পরিণত করা শক্ত হইলেও, যদি তিনি নাটক লিখেন, তাহা হইবে প্রথম শ্রেণীর—এ নিশ্চয়।

যদিও তিনি আজ পর্য্যন্ত উপন্যাস লিখিতেই ব্রতী, যদিও তাঁহার স্বর্ণলেখনী হইতে কোনও মৌলিক নাটক এখনও রচিত হয় নাই, তাহা হইলেও নাটকীয় ধারা অন্তরালে তাঁহার ভিতর নিরন্তর বহিতেছে, সুযোগ পাইলেই তাহা পূর্ণভাবে প্রকাশ হইবে। কথা হইতেছে এই সুযোগ লইয়া। আর্টের সৃষ্টি অন্তরের প্রেরণা হইতে। বাহিরের সুযোগ ঐ সৃষ্টির পরিপোষক, জন্মদাতা নয়। একথা মানি না যে Shakespeare বা গিরিশচন্দ্র কেবল এই বাহিরের সুযোগের জন্যই নাটক লিখিতে নামিয়াছিলেন। ইহার প্রমাণ অতি স্পষ্টভাবেই আমরা পাই তাঁহাদের নাটকের মধ্যে—ওরূপ স্পষ্ট জনচিত্র ওরূপ দরদ দিয়া নিপুণ ভাবে তাঁহারাই আঁকিতে পারেন, যাঁহাদের মন সাহিত্য সৃষ্টিরসে ওতপ্রেত। যাঁহারা মনে প্রাণে শিল্পী। কিন্তু, স্বীকার করিতে হইবে বাহিরের Circamstances শিল্পীকে নাটক লিখিতে উৎসাহ দেয় ও সময় সময় বাধ্যও করে, তবে যেখানে বাধ্যবাধকতা বেশী সেখানে নাটকের প্রাণপ্রতিষ্ঠাও হয় না। শিল্পজগতে অনেককেই দেখা যায় যেন এর অনুকম্পায় নিজেদের অবস্থা ফিরাইতে—ইহা হইতে এরূপ ধারনা সঙ্গত হইবে না যে বাহিরের দীনাবস্থাই তাঁহাদের artist করিয়া তুলিয়াছে, কেবলমাত্র পয়সার লোভেই তাঁহাদের Art এর জন্ম। Art এর সৃষ্টি তাঁহাদের রসানুভূতির উপর, দারিদ্র্য বোধের উপর নয়। তবে, এই অভাব অভিযোগ তাঁহাদের মনের রসদ্বার খুলিয়া দিতে বাধ্য করে, তাঁহারা বাধ্য হইয়া দারিদ্র্যরুদ্ধ মনোভাব প্রকাশে সচেষ্ট হন। হীন অবস্থায় মানুষের মনের উন্নত ভাবগুলি প্রকাশ পাইতে স্বাভাবিকই বাধা পায়—এই জন্যই এই বাধ্যতা, ইহার জন্য শিল্পীকে দোষী করা যায় না তাহার প্রেরণায় অভাববোধে। জগতে
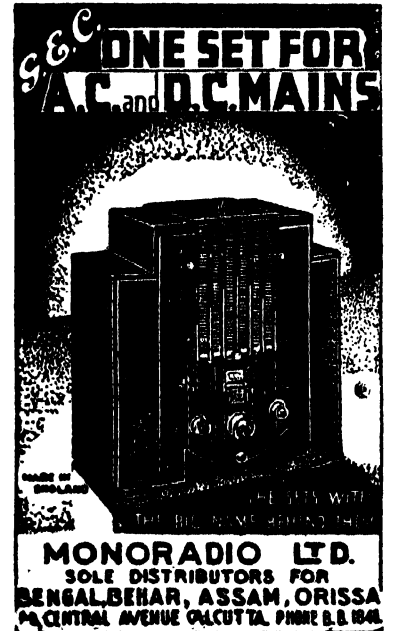
দরিদ্রের সংখ্যার সীমা নাই, কিন্তু সকলেই অবস্থার উন্নতির জন্য কলালক্ষ্মীর পূজা করে না, বিশেষ করিয়া আমাদের দেশে যেখানে artistরা অনাহারেই থাকেন। এখানে নাটকের যে দৈন্যাবস্থা তাহাতে বাহিরের সুযোগ নাই বলিলেই হয়। নাট্যকারকে কেবল নাটক লিখিয়াই ক্ষান্ত হইলে চলিবে না, তাঁহার অসাধারণ অধ্যবসায় চাই ঐ নাটক লিখিয়া লইয়া প্রতি দ্বারে ঘুরিবার, যাহাতে তাঁহার স্বকৃত পাপের প্রায়শ্চিত্ত স্বহস্তেই হয়। যদি নাটকের গতি কোন এক জায়গায় হইল, তাহা হইলে থিয়েটার-পণ্ডিতমণ্ডলির নখরাঘাতে নাটকটির পরিবর্ত্তন, পরিবর্দ্ধন ও পরিশোধন হয় এবং অবশেষে নাট্যকারের পারিশ্রমিকের হিসাবে কখনও থাকে শূন্য-মহাশূন্য, কখনও বা যৎকিঞ্চিৎ-যৎসামান্য। আমাদের দেশের নাট্যকারের বাহিরের সুযোগ এই-ই।

বাহিরের যখন অবস্থা এই, তখন নাট্যকারের মনে নাটক লিখিবার ইচ্ছা কতদূর থাকিতে পারে, সকলেই আন্দাজ করিতে পারিবেন। নাট্যকারদের এই দুর্দ্দশায় শরৎচন্দ্র নিশ্চয়ই ভীত নন; কারণ, তাঁহার লেখা নাটক অভিনয় করিতে সকলেই উদ্‌গ্রীব ইহার জন্য পারিশ্রমিকেরও কার্পণ্য হইবে না। যত গোল অখ্যাত, উদীয়মান artistদের লইয়া। যাহার নাম একবার বাহির হইয়াছে তাহার আর ভয় নাই—তৃতীয় শ্রেণীর জিনিষ প্রথম শ্রেণীর দরে বিকাইবে। জগতের সব ব্যাপারেই এইরূপ পক্ষপাতিত্ব দোষ বর্ত্তমান। তবে, কিসের অভাব শরৎচন্দ্রের! তাঁহার কথাতেই এ বিষয়ে সব পরিষ্কার হইয়া যায়। তিনি সত্যই শিক্ষিত অভিনেতৃর অভাব মর্ম্মে মর্ম্মে বোধ করেন। তাই এই অভিযোগ এবং ইহারই জন্য নাটক লিখিবার ইচ্ছা অন্তরেই রহিয়া যায়—প্রকাশ পাইবার সুযোগ পায় না। তাঁহার উপন্যাসের জন্য হৃদয়ের উচ্ছ্বাসে, প্রাণের অনুভূতিতে, তাই তিনি চান এমন অভিনয় যাহা প্রাণের প্রতীক, যাহাতে জীবন্ত হইয়া ফুটিয়া উঠিবে প্রেমের ফোয়ারা—দুঃখের সাহারা। এই সেদিন তাঁহাকে কোন Film Co. তে তাঁহারই একখানি বই-এর অভিনয়ব্যাপারে আমন্ত্রণ করা হইয়াছিল, সেখানে তিনি দুঃখের সহিতই বলিয়াছিলেন যে Anglo Indian মেয়েদের দিয়া তাঁহার বইয়ে অভিনয় চলিবে না কারণ, তাঁহার বইয়ের অনুবাদ পড়ার মত অধ্যবসায় তাহাদের নাই—একটা আভাষের উপরেই অভিনয় চলিবে, উপরন্তু, তাঁহার উপন্যাস বাঙ্গালী ঘরের চিত্র, সেখানে বাঙ্গলার মেয়েরই দরকার, যদি অভিনয়ে প্রাণ দিতে হয়। ইহা হইতে বুঝা যায়, তিনি অভিনয়-বিষয়ে কতটা সতর্ক। ইহা হওয়াই স্বাভাবিক। শরৎ-চন্দ্রের মত সাহিত্যিক—যাঁহার প্রতি কথার ওজন অনেক, চরিত্রবিশ্লেষণের গূঢ় অভিব্যক্তি বহু মূল্যবান্। যদি দেখেন যে তাঁহারই বহু যত্নের কল্পনাসৌধের অপমান হইতেছে কয়েকটি অশিক্ষিতের কবলে, তাহা হইলে তাঁহার আপত্তি করিবার নিশ্চয় যথেষ্ট কারণ আছে। এ দোষ তাঁহার নয়—এ দোষ এখানকার অভিনেতৃসঙ্ঘের, যাঁহাদের ভিতর শিক্ষার আলো খুব কমই পৌঁছিয়াছে। দেশের artistরা শিক্ষিত হউক—কেবল অভিনয়েই নয়, সব কিছু সুচারু কলা সাধনায়। কেবল practiceএর দোহাই দিয়া theoryকে পায়ে ঠেলায় শিল্পীদলের আজ এতদূর অবনতি। দেখা যায়, যাহারা জীবনে অকৃতী, যাহাদের ভিতর culture বা শিক্ষা এতটুকু নাই—তাহারাই লোভনীয় একটা কিছু অবলম্বনের জন্য শিল্পীদলে যোগ দেয়, বিশেষ করিয়া অভিনয় ক্ষেত্রে। প্রত্যেককেই বিদ্যালয়ের খ্যাতি পাইতে হইবে, এমন বলি না, প্রত্যেককেই হইতে হইবে সত্যিকারের শিক্ষিত—enlightened, না হইলে, রসসৃষ্টির মত এত বড় সুন্দর—স্বর্গীয়—মহৎ সাধনা পূর্ণতা লাভ করিতে পারে না, কোনোও দেশে কখনও করিতে পারে নাই।

"বিদায়,—এইখানেই,—চিরদিনের মত!"

(কথিকা)

—শ্রীপ্রকাশ চন্দ্র বসু

সুন্দর! সত্যিই সে সুন্দর! তার সৌন্দর্য্যে এই নিখিল বিশ্ব পুলকে শিহরিত হ'য়ে উঠ্ছে! আমি শুধু দেখি তাকে—প্রভাতে—মধ্যাহ্নে সন্ধ্যায়—শয়নে, স্বপনে জাগ্রতে! যেদিকে তাকাই কেবলই দেখি তার অফুরন্ত অনন্ত সৌন্দর্য্য! বাদলের ভরা মেঘে দেখি তার সদ্যসিক্ত এলায়িত কেশ। শরতের জলহারা-মেঘে, মলয় হিল্লোলে, দূর শূন্যে—আকাশের গায়ে দেখি তাকে নক্ষত্রে ফুটে আছে!—আহা, কি সুন্দর!

কিন্তু আশ্চর্য্য তার চিঠিখানা! সে ত' চিঠি নয়;—সে যে মেঘের বুক-কাঁপানো শব্দের মত ইঙ্গিতে ভরা! সে যে বহ্নিশিখা, প্রচণ্ড যে তার তেজ!

সে লিখেছে—"বিদায়, এই খানেই, চিরদিনের মত। যে পথে তুমি চল্‌তে সুরু করেছিলে, সেই পথ ধরেই তুমি চলে যাও, আমি যাই আমার পথে……"

উঃ! কী ভীষণ! যেন আগুনের ফুল্‌কি দিয়ে লেখা! তাকিয়ে তাকিয়ে আমার চোখের জলও বুঝি শুকিয়ে গেল।

ঝড় উঠেছে? উঠুক। কি প্রচণ্ড ঝড়, গর্জ্জে চলেছে। কি দুর্দ্দম, কি প্রবল, কি নির্দ্দয়! মনে হয় এই ঝড়ে সমস্ত বিশ্ব যেন বিচ্ছিন্ন, বিচূর্ণ হয়ে দূঢ় অন্ধকারে কোন এক ধ্বংসের মধ্যে নিঃশেষিত হবে।

আমার ঘরের আলো নিভে গেল!—যাক্—এই অন্ধকারই ভাল! আলো যতক্ষণ ছিল ততক্ষণ শুধু বাইরেটাকেই দেখ্‌তে পাচ্ছিলাম, এবার এই থম্ থমে অন্ধকারের মাঝে সমস্ত মন দিয়ে নিজের অস্তিত্বকে অনুভব করছি।

ফুলের কুঁড়িটি যতদিন কিশলয়ের বুকের ভিতর থাকে, ততদিনই সে বেঁচে থাকে। যে মুহূর্ত্তে সে ঐ পাতার আবরণ সরিয়ে তার পরিপূর্ণ রূপখানি বাইরে মেলে ধরে, সেই মুহূর্ত্তেই সে মরে—ফোটাই তার মরণ। কিন্তু ঐ একটি মুহূর্ত্তে যে আলো ফুলের তৃষিত চোখের পাতায় এসে লাগে, যে বাতাস তার সারা অঙ্গে চুম্বন রেখে যায়, ভ্রমর যে গানে তার কোমল বকখানিকে সুখ-স্বপ্নে ভরিয়ে তোলে, সে স্পর্শ, সে চুম্বন, সে স্বপ্নের স্মৃতি মরণ সমুদ্রে সাঁতার দিয়ে ছায়ার মত ফুলের সঙ্গে ঘুরে বেড়ায়—অনন্তকাল সে ত মরে না।

বেশ!—তাই হবে! বিদায়? সেই ভাল, এই খানেই, চিরদিনের মত, কিন্তু সে লিখেছে আমার পথ! সে কোথায়? কোন্ দিকে? কোন্ পথে চল্‌তে সুরু করেছি জানি না—মনে ত' পড়ে না! আমার চারপাশে যা আছে, তা সবই আমার অপরিচিত। ওদের আমি চাই না, আমি চিনি ঐ মাটিকে, যে তোমার পায়ের তলা থেকে এঁকে বেঁকে আকাশের কোলে গিয়ে মুখ লুকিয়েছে। আমি চিনি ঐ ধূলিকণাগুলোকে, যাদের বুকের ওপর তোমার পায়ের চিহ্ন আঁকা হয়ে যাচ্ছে।

কিন্তু যেদিকে যতবার পা বাড়াই, মন টেনে রাখে আমায় পিছনের দিকে। বুক আমার ভেঙ্গে পড়ে। চলা আমার হয় না। সমস্ত ধরণী অন্ধকারের মাঝে ঢাকা পড়ে। শুধু থাকে, তোমারই স্পর্শ! বুকে এসে লাগে—তোমারই মুখের দুটি কথার আঘাত! আর কিছু না—কিছুই নেই……।

জেনীভা—ডাকযোগে প্রাপ্ত

১৮ই জুলাই '৩৫

বিশ্ব রাষ্ট্র সঙ্ঘের খবর

পৃথিবীর সংখ্যা সমাচার।—

রাষ্ট্রসঙ্ঘের বাৎসরিক সংখ্যা সমাচার (১৯৩৪-৩৫) প্রকাশিত হইয়াছে। অর্থ-নৈতিক, ধনসংক্রান্ত, জনসংখ্যার হ্রাসবৃদ্ধি প্রভৃতি নানারূপ নানাবিধ তথ্য ইহাতে সঙ্কলিত হইয়াছে।

জনসংখ্যার হ্রাসবৃদ্ধি সম্বন্ধে যে সমাচার ইহাতে দেওয়া হইয়াছে তাহা হইতে দেখা যায়, যে ১৯৩৪ খৃষ্টাব্দে পৃথিবীর জন্মের হার কয়েকটী দেশে কমিতে থাকিলেও, বেশীর ভাগ দেশেই তাহা সমানই ছিল বা অল্প-বিস্তর বৃদ্ধি পাইয়াছে। সুতরাং কয়েক বছর ধরিয়া পৃথিবীতে জন্মহারের যে হ্রাস লক্ষিত হইতেছিল বর্ত্তমানে তাহা বন্ধ হইয়াছে। সোভিয়েট রাশিয়াকে বাদ দিয়া সমগ্র য়ুরোপে ১৯৩৪ খৃষ্টাব্দে জন্মের হার সত্যই অল্পবিস্তর বৃদ্ধি হইয়াছে। ১৯৩২ খৃষ্টাব্দে সমস্ত পৃথিবীতে বিবাহের সংখ্যা অত্যন্ত কমিয়া গিয়াছিল। ১৯৩৩ খৃষ্টাব্দে তাহা বৃদ্ধি পাইতে সুরু করে—বর্ত্তমানেও তাহা বাড়িতেছে। মৃত্যু হারেরও হ্রাস হইতেছে এবং অনেক দেশেই মৃত্যু-সংখ্যা যথেষ্ট কমিয়া আসিয়াছে।

রাষ্ট্রসঙ্ঘের অর্থনৈতিক সমাচার বিভাগ যে তালিকা সংগ্রহ করিয়াছেন তাহা হইতে দেখা যায় যে শ্রমশিল্পের জন্য কাঁচা মালের উৎপাদন ১৯৩৪ খৃষ্টাব্দে শতকরা ৫ ভাগ বাড়িয়াছে। (কেবল মাত্র ধাতুর উৎপাদনই বাড়িয়াছে শতকরা ২০ ভাগ।); কিন্তু খাদ্যদ্রব্যের উৎপাদন বিশেষ করিয়া গম জাতীয় পদার্থ সামান্য কমিয়াছে। সব চেয়ে কৌতূহলজনক বিষয় এই যে, এরূপ উৎপাদন কোন দেশে বাড়িতেছে—কোন দেশে কমিতেছে—এবং উৎপাদনের এই বৈষম্য ক্রমশঃই বেশী হইতেছে। শিল্প উৎপাদনের তালিকা হইতে জানা যায় যে প্রায় সমস্ত দেশেই শিল্প-তৎপরতা বাড়িয়াছে।

জনসাধারণের নানাবিধ জীবিকা এবং শ্রম-শিল্পে যাহারা নিয়োজিত রহিয়াছে তাহাদিগের তালিকাও প্রকাশিত হইয়াছে—ইহার সহিত বেকার জনসংখ্যার তালিকাও দেওয়া হইয়াছে।—আন্তর্জাতিকভাবে তুলনা করিয়া এরূপ তালিকা এই প্রথম প্রকাশিত হইয়াছে।

সোনার হিসাবে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের মূল্য ১৯৩৪ খৃষ্টাব্দে কমিতে থাকে। ১৯২৯ খৃষ্টাব্দের মূল্যের তুলনায় বর্ত্তমান বাণিজ্যের মূল্য মাত্র ⅓ অংশ।

পৃথিবীর মাংসের ব্যবসা

পৃথিবীতে যাঁহারা মাংসের আমদানি বা রপ্তানীর কারবার করেন তাঁহাদিগের স্বার্থ বজায় রাখিবার জন্য রাষ্ট্রসঙ্ঘের প্রচেষ্টা চলিতেছে। মাংস এবং মাংস হইতে প্রস্তুত যাবতীয় দ্রব্যের ব্যবসার প্রসার কল্পে কোনরূপ আন্তর্জাতিক চুক্তি গৃহীত হইতে পারে কিনা ইহা বিবেচনা করিবার জন্য গত জুন মাসের শেষে রাষ্ট্রসঙ্ঘের অর্থনৈতিক সমিতির তত্ত্বাবধানে জেনীভাতে বিশারদদিগের একটী সভা হইয়াছে। এই ব্যবসা সম্বন্ধে যাঁহারা সবিশেষ জানেন তাঁহাদিগের সাহায্যে এ বিষয়ে নানাবিধ তথ্য সংগৃহীত হইয়াছে। এবং সভার কার্য্য-সূচীও বিশারদদিগের দ্বারাই প্রস্তুত হইয়াছিল।

যে সমস্ত সমাচার সঙ্কলিত হইয়াছে তাহাতে মনে হয় যে এই প্রয়োজনীয় ব্যবসার প্রসার সম্বন্ধে আন্তর্জাতিক চুক্তির ব্যবস্থা হইতে পারে। এরূপ স্থলে মাংস রপ্তানীকারী দেশকে প্রতিশ্রুতি দিতে হইবে যে চালানী মাংস রীতিমত পরীক্ষা করা হইয়াছে এবং তাহা হইতে ব্যাধি বা কোনোরূপ স্বাস্থ্য-হানির সম্ভাবনা নাই। এই চুক্তি কিভাবে বিধিবদ্ধ করা হইবে তা। কার্য্যসূচীতে সবিশেষ লিখিত হইয়াছে। মাংস পরীক্ষা সম্বন্ধে প্রকৃষ্ট প্রমাণ দিতে হইবে। পশু-চিকিৎসা বিশারদ দ্বারা পরীক্ষা করাইতে হইবে। এবং মাংস হইতে বিবিধ খাদ্যদ্রব্য প্রস্তুত করিবার সময়ও যে সাবধানতা অবলম্বন করা হইয়াছিল তৎসম্বন্ধেও প্রমাণ দিতে হইবে।

নারী-লোক

পরিচালিকা

—শ্রীবাণী রায়

"রন্ধন শিল্প"

—শ্রীঅমিতা পুরকায়স্থ

আজকাল দেখতে পাই মেয়েদের অনেকে সমস্ত শক্তি শুধু পড়াশোনা, গান বাজনা, বড় বড় জোর বাইরের কাজে (social work) নিয়োগ করেন। আমাদের আধুনিক জগত আজ যে পথে চলেছে সেই পথে চলতে গেলে আমাদের যে ওসব করতে হবে সেটা ঠিক। ঘরের বাইরে থেকে যে ডাক আমরা শুনতে পাচ্ছি—সেটা উপেক্ষা করলে আমাদের চলবে না। বাংলার মেয়েরা আজ খুব জোর পায়েই বাইরে চলে আসছেন। আমার আজকের বক্তব্য হচ্ছে এই যে আমরা প্রগতির পথে চলতে গিয়ে আমাদের গতিশক্তি ঠিক রাখতে পারছি না। অনেক দিন বদ্ধাবস্থায় থাকবার ফলে জগতের সহিত আমরা আর পরিচিত নই। তাই আমাদের ভবিষ্যত ভুলে আমরা জোর-কদমে শুধু এগিয়েই চলছি। আমাদের পেছনে আমরা কি সব প্রয়োজনীয় জিনিষ যে ফেলে যাচ্ছি—তার দিকে ফিরে তাকাচ্ছি না। একদিন আমরা আমাদের ভুল বুঝতে পারব—আর, সেদিন আমরা ফিরবও। কিন্তু আমি বলি আজ একবার একটু ফিরে দেখতে দোষ কি?

সৃষ্টির প্রথম থেকেই কলা-বিদ্যাটা বোধ হয় মেয়েদের জন্যই ভগবান আলাদা করে রেখেছিলেন। তাইতো আমরা দেখতে পাই ছেলেরা করে যুদ্ধ, আর আমরা সাজাই বরণ ডালা, ছেলেরা ঘর বাঁধে, আমরা সে ঘরকে সাজাই। ইতিহাসে দেখতে পাই মেয়েরা মাঝে মাঝে যুদ্ধে নেমেছেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও তারা তাদের গৃহ কর্ম্ম অসম্পন্ন রেখে যুদ্ধে যান নি। বাইরে আমাদের কর্ত্তব্য আছে কিন্তু আমাদের ঘরের কর্ত্তব্যও ফেলবার জিনিষ নয়।

কিন্তু বিংশ শতাব্দীতে এসে আমাদের ভাবধারা কেমন যেন বদলে গেছে। আজ আমরা ঘরকে একেবারে সরিয়ে দিয়ে বাইরে বেরুচ্ছি। ফল এতে ভাল হবে কিনা জানি না—কিন্তু একটা দেখতে পাচ্ছি যে আমাদের বাড়ীতে চাকরের রাজত্ব আরম্ভ হচ্ছে; আর আমাদের দোকানের বিল বাড়ছে। রাজতন্ত্র—গণতন্ত্র—ধনতন্ত্র সকল তন্ত্র অপেক্ষা চাকর তন্ত্র ভয়ানক। আর দোকানের বিল আমাদের অর্থনীতি বা স্বাস্থ্যনীতি কোনটারই অনুকুল নয়। তাই বলছিলাম আমাদের অত এগিয়ে গেলে চলবে না—একটু পেছন ফিরতে হবে।

আজকাল মেয়েরা সবচেয়ে যার বেশী অনাদর করছেন—সেটা হচ্ছে রান্না। কেন যে তারা রান্নার এতো অনাদর করেন সেটা বুঝি না। কলাবিদ্যা হিসাবে রান্না ও খাবার করা যে একটা খুব বড় বিদ্যা সেটা কে অস্বীকার করবেন? আমার তো মনে হয় ছবি আঁকলে বা গান গাইলে যে আনন্দ পাওয়া যায়, ভাল খাবার তৈরী ক'রে অন্যকে খাওয়াতে পারলে তার চেয়ে বেশী আনন্দ হয়। একটা গান বা একটি ছবির মধ্যে মেয়েদের শুধু একটা দিকের ছবি ধরা পড়ে।
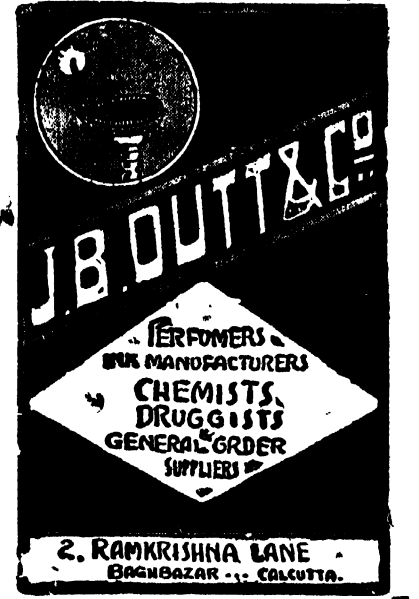
সে ছবি তার সব সময়ের ছবি নয়। কল্যাণময়ী নারীর সমগ্র মূর্ত্তিটী ধরা পড়ে—যখন সে তার সমস্ত শক্তি ও বিদ্যা দিয়ে অন্যের পরিতৃপ্তি সাধন করতে চেষ্টা করে। এতে আর্ট আছে—এতে কর্ম্মিষ্ঠতার পরিচয় আছে—আর আছে এতে প্রিয়জনের কল্যাণ কামনা। আজকাল কলকাতায় কোন বাড়ীতে নেমন্তন্ন খাবার কথা বললেই আমাদের ভয় হয়। দোকানের কেনা মায় লুচি পর্য্যন্ত খাবার আমাদের চমৎকৃত করলেও আমাদের তৃপ্ত করে না। আমি এমনও শুনেছি কোন মহিলা গর্ব্বের সঙ্গে বলছেন—"আমার বাড়ীতে বরাবর অমুক দোকানের কেক আর অমুক দোকানের সন্দেশ আসে।" আমি বুঝি না এতে গর্ব্ব করবার কি থাকতে পারে? নিজের তৈরী খাবার অতিথিকে খাওয়াতে যে কত আনন্দ সেটা কি তাঁরা বোঝেন না!

অনেকে বলেন সব খাবার ঘরে করতে সুবিধা হয় না—বা সেটা তত ভাল হয় না। আমার তো তা মনে হয় না। ঘরে খাবার করতে দোকান থেকে কিছু বেশী খরচ পড়ে না। যা দরকার হয় সেটা পরিশ্রম। কিন্তু পরিশ্রম ছাড়া কিই বা হয়? গ্রামোফোনের গান আর নিজের বাড়ীর একটী মেয়ের গানে অনেক তফাৎ।

রান্না একটী আর্ট। অনেক দিন অভ্যাস করলে বাড়ীর রান্না আর দোকানের রান্নায় কোন তফাৎ থাকে না। আর রান্না জিনিষটা এত সহজ ও এত আনন্দদায়ক যে বলবার নয়। রান্না করবার আর খাবার করবার মধ্যেও যে নেশা থাকতে পারে সেটা আপনারা যে কেউ অল্প দিন রান্না করবার পর বুঝতে পারবেন। অবশ্য আমি সর্ব্বদা রান্না করবার কথা বলছি না। আমাদের বাইরের কর্ত্তব্য আজকাল এতো বেড়েছে যে সেটা সম্ভব নয়। তবু মাঝে মাঝে একটু তদারক ক'রে দেখার মধ্যে যথেষ্ট আনন্দ আছে। আমাদের বাবা আর ভাইরা এতে খুসী হন। ছেলেদের মত আমরা আমাদের প্রতিভা একমুখী হতে দেব কেন? আমাদের প্রতিভা আমাদের ঘরের ও বাইরের দুই এরই কল্যাণ সাধন করতে দেবে। ঐখানেই আমাদের বিশেষত্ব।

আজকাল আমাদের খাবারের মধ্যেও বৈদেশিক প্রভাব এসে পড়েছে; তার ফলে আমরা পিঠে সন্দেশ থেকে cake cutlet খেতে বেশী ভালবাসি। রুচির তফাৎ ঘটা লজ্জার বিষয় নয়। মেম সাহেবরা অনেক সময় cake থেকে রসগোল্লা বেশী ভালবাসেন।

আমি নীচে এক রকম cake করবার প্রণালী লিখে দিলাম। ভবিষ্যতে আরও দেবার ইচ্ছা আছে। এই cake আমাদের বাড়ীতে অনেকবার করা হয়েছে এবং দোকানের কাছে খুব যে খারাপ হয়েছে—তা বলতে পারব না। আপনারা কেউ কেউ চেষ্টা করে দেখতে পারেন।

পাউণ্ড কেক্ঃ—

উপাদানঃ—ভাল শুকনো ময়দা আধ পোয়া, ভাল মাখন এক পোয়া, ফরসা চিনি

আধপোয়া (ইচ্ছানুযায়ী বাড়ানো বা কমানো যেতে পারে) মুরগীর ডিম তিনটা, Baking Powder, শুকনো ফল—ইচ্ছানুযায়ী।

প্রণালীঃ—প্রথমে চিনি ও মাখনে খুব ভাল করে ফেটাতে হবে—তারপর অল্প অল্প করে সমস্তটা ময়দা মাখনের সাথে মিশিয়ে খুব ভাল করে ফেটাতে হবে। এটা যত ভাল ফেটানো হবে কেক্ তত বেশী মোলায়েম ও ফাঁপা হবে। ডিম তিনটাকে ভেঙ্গে দুটো বাটীতে সাদা ভাগ ও হলুদ ভাগ আলাদা করে রেখে ফেটাবার মেশিন দিয়ে বা তার অভাবে কাঁটা দিয়ে ফেটাতে হবে। দুটো ভাগ যখন একেবারে ফেনা হ'য়ে ফুলে উঠবে তখন দুটোকেই ঐ ময়দা মেশানো মাখনের মধ্যে ঢেলে দিয়ে আবার খুব করে সমস্ত জিনিষটা ফেটাতে হবে। এখন চা চামচে দু'চামচ Baking Powder ওটাতে মিশাতে হবে। ইচ্ছা হলে কিস্‌মিস্ বা পেস্তার টুকরো ঐ সঙ্গে মিশাতে পারেন তারপরে সমস্ত জিনিষ আর কিছুক্ষণ ভাল করে ফেটিয়ে নেবেন। এখন একটা এলুমিনিয়মের বাসনে কাগজ সমান করে কেটে ভিতরের দিকে,—নীচে আর চারিপাশে লাগাতে হবে। এতে করে কেক্‌টা ধরে যাবার কোন ভয় থাকে না। এখন ওই কাগজ মোড়া বাসনে ঐ তৈরী করা জিনিষটা ঢেলে দিতে হবে। দেখবেন বাসনের অৰ্দ্ধেকের বেশী ভরে দেবেন না। কারণ bake করবার সময় কেক্‌টা ফুলবে তারজন্য জায়গা চাই।

এখন ঐ বাসনটা কেক্ করবার Oven থাকলে তার ভেতরে বা অভাব পক্ষে এমনি সাধারণ উনুনে বসাতে হবে।

সাধারণ উনুনে করতে গেলে কয়েকটা বিষয়ে সাবধান হতে হবে। কেকের নীচে ও ওপরে সমান ভাবে আগুন থাকা চাই। কেকের ঐ বাসটা অন্য একটা বড় এলুমিনিয়মের বাসনের মধ্যে ঢুকিয়ে—ওপরে একটা ঢাকনা দিয়ে বসানো উচিত। কেকের নীচে ও ওপরে যাতে সমান আগুন লাগে তাই দেখতে হবে।

আন্দাজ মত বেক হয়ে গেলে কেকটা নামিয়ে আপনি তার ওপরে ইচ্ছামত Icing করতে আর decoration করতে পারেন। তাহলে কোন পার্টিতেও আপনি আপনার নিজের হাতে তৈরী cake দিতে পারবেন।

—সাউণ্ড বক্স

HIS MASTER'S VOICE
RECORDS
August—1935.

আগষ্ট মাসে গ্রামোফোন কোম্পানী সর্ব্বসমেত ১২খানি রেকর্ড প্রকাশ করিয়াছেন। এই ১২ খানির মধ্যে ৬ খানি একক সঙ্গীতের ও অবশিষ্ট ৬ খানি "লায়লী-মজনু" পালার রেকর্ড। বর্ত্তমান সংখ্যায় আমরা একক সঙ্গীতের রেকর্ডগুলির সমালোচনা করিব। "লায়লী-মজনু" পালার রেকর্ডগুলি এখনও আমরা শুনিয়া উঠিতে পারি নাই বলিয়া 'টুইন' রেকর্ডের সমালোচনার সহিত ইহার সমালোচনা পত্রস্থ হইবে।

*

P 11796. শ্রীমতী সতী দেবী এই রেকর্ডে দু'খানি রবীন্দ্র-সঙ্গীত গাহিয়াছেন। গান দু'টি "হে বিরহী হায়! চঞ্চল হিয়া তব" এবং "হায়রে ওরে যায় না কি জানা।" গায়িকার কণ্ঠস্বর মধুর ও মার্জ্জিত কিন্তু বাণী বড় অস্পষ্ট। রেকর্ড-সঙ্গীতে বাণীর স্পষ্টতার দিকে লক্ষ্য না রাখিলে যত ভাল গানই হউক না কেন উপভোগ্য হয় না। এই কারণে গানটি আমাদের কাছে উপভোগ্য হয় নাই। আবার এই অর্থ-সঙ্কটের দিনে ৩৷৷ টাকা মূল্যের রেকর্ড যত কম বাহির করা হয় ততই মঙ্গল।

*

P. 11797. শ্রীযুক্ত হিমাংশু দত্ত (সুরসাগর) মহাশয়ের একখানি মীরার ভজন ও একখানি সুরদাসের ভজন এই রেকর্ডে প্রকাশিত হইয়াছে। আধুনিক বাংলা গানের সুর-যোজনায় যুগান্তর আনয়নকারী হিসাবে আমরা হিমাংশুবাবুর নাম এতদিন শুনিয়া আসিতেছি কিন্তু তিনি যে একজন সুকণ্ঠ গায়ক তাহার পরিচয় এই রেকর্ডখানি শুনিয়া পাইলাম। "শুনি ম্যয় হরি আওনকি আওয়াজ" ও "য্যব প্রাণ তন্‌সে নিক্‌লে ইত্‌না তো কর হো স্বামী" সহজ-বোধ্য হিন্দি ভাষায় ভজন গান দুটি গায়ক ভক্তি ও দরদের সহিত গাহিয়াছেন বলিয়া সুখশ্রাব্য হইয়াছে। রেকর্ডখানির মূল্য অপেক্ষাকৃত অল্প হইলে হিমাংশুবাবুর ভক্তগণ অনায়াসে কিনিতে পারিতেন। এই বাজারে ৩৷৷৹ টাকা দিয়া একখানি রেকর্ড

ক্রয় করা ইচ্ছা থাকিলেও সকলের হইয়া উঠে না।

*

N. 7391. মিস্ মানদা ঠুংরী ও দাদ্রা গান গাহিয়াছেন। "যদি ফিরে দেখা হয় সহসা" ঠুংরী গানটি এবং "এস ফিরে পথিক বন্ধু" দাদ্রা গানটি শুনিলাম। গ্রামোফোন কোং তাঁহাদের পরিচয়িকায় লিখিয়াছেন "ঠুম্‌রী গানের 'ভবিষ্যৎ' বলতে যা বোঝায় মিস মানদা তা' যেন পরিপূর্ণরূপে আয়ত্ত করেছেন।" কিন্তু দুঃখের বিষয় গায়িকার বিত্তার practical demonstration যাহা শুনিলাম তাহাতে আমরা পরিচয়িকার মন্তব্যের সহিত একমত হইতে পারিলাম না।

*

N. 7392. আব্বাসউদ্দীন আহম্মদ সাহেব দু'খানি ভাটিয়ালী গান রেকর্ড করিয়াছেন। "ও আমার দরদী আগে জানলে তোর ভাঙ্গা নৌকায় চড়তাম না" ও "ও তুই যারে আঘাত হানিলি" গান দুটি রচনা করিয়াছেন কবি জসিমুদ্দীন। ভাটিয়ালী গানের একটা আলগা শ্রী রেকর্ডখানিতে মূর্ত্ত হইয়াছে। এ শ্রেণীর গান যাহারা পছন্দ করেন তাঁহাদের রেকর্ডখানি ভালই লাগিবে।

*

N. 7393. শ্রীযুক্ত মৃণাল কান্তি ঘোষ দু'খানি ভজন গান এই রেকর্ডে গাহিয়াছেন। "খেলিছ এ বিশ্ব লয়ে বিরাট শিশু আনমনে" ও "তোমার মহাবিশ্বে কিছু হারায় নাত কভু" রচনা দুটিকে গান না বলিয়া কবিতা বলিলেই যেন সঙ্গত হয়। সুরের কোন বালাই নাই। খাপছাড়া সুরে আবৃত্তি। গায়কের বেদরদী ও প্রাণহীন কণ্ঠে ইহা গান না বলিয়া সুরে কথা-কওয়া বলিলে ঠিক হয়।

*

N. 7394. শ্রীধীরেন দাস ও মিস হরিমতি দু'খানি ঝুলনের গান গাহিয়াছেন। গ্রামোফোন কোম্পানী এই একটি মাত্র গায়কের সহিত বিভিন্ন গায়িকার সমাবেশ করিয়া ডুয়েট গান প্রকাশ করিতেছেন। ফলে ডুয়েট গানে কোন বৈচিত্র্যের সন্ধান পাওয়া যাইতেছে না। আলোচ্য রেকর্ড খানি আমাদের তত ভাল লাগিল না। জানি না সাধারণ কি ভাবে গ্রহণ করিবে!

*

COLUMBIA RECORDS

August 1935.

কলম্বিয়া কোম্পানী এ মাসে মাত্র ৩ খানি কণ্ঠ-সঙ্গীতের রেকর্ড বাহির করিয়াছেন। যা' তা' রাবিস রেকর্ড বাহির করা অপেক্ষা অপেক্ষাকৃত ভাল রেকর্ড একখানি বাহির করাও বুদ্ধিমানের কাজ। আমরা নিম্নে প্রত্যেক রেকর্ডের সমালোচনা দিলাম।

*

G. E. 2276. মিস্ রাধারাণীর দু'খানি গান এই রেকর্ডে শুনিলাম। "কাল রজনীর অন্ধকারে" ও "আজ শাওনের উতল হাওয়া" গান দুটির রচয়িতা শ্রীযতীন্দ্রমোহন বাগচী। সুর দিয়াছেন শ্রী সত্যেন চক্রবর্ত্তী। প্রথম গানটির সুর ও গাওনা চমৎকার লাগিল। দ্বিতীয় গানটিও সুগীত হইয়াছে। গায়িকার কণ্ঠ ও গাহিবার প্রণালী যথেষ্ট উন্নত হইয়াছে।

*

G. E. 2277. শ্রীযুক্ত ভবতোষ ভট্টাচার্য্য "যবে ছিলে তুমি দূরে মম হৃদি পুরে" ও "একি আজ বাদরে অরূপ ধরে তোমার স্মৃতি ধারা" গান দুটি এই রেকর্ডে গাহিয়াছেন। এই বিখ্যাত গান দুটি শ্রীযুক্ত দিলীপকুমার রায় মহাশয়ের রচনা ও সুর-সংযোজনা। সুকণ্ঠ দরদী গায়ক ভবতোষ বাবু রচনা ও সুরের সম্যক মর্য্যাদা রক্ষা করিয়াছেন।

*

G. E. 2278. মিস রাণীবালা সুকবি ধীরেন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায়ের দু'খানি গান গাহিয়াছেন। "মেল নলিন-নয়ন ওগো অভিমানি" ও "মিলন বাহু পাশে ধরা যে দিতে আসে" গান দুটিতে সুর দিয়াছেন শ্রীতুলসী লাহিড়ী। গায়িকার গান কালী ফিল্মের সবাক চিত্রে আমরা শুনিয়াছি। রেকর্ডে গান গাহিয়া রাণীবালা আমাদের খুসী করিতে পারিয়াছেন।

*

BROADCAST RECORDS.

ব্রডকাষ্ট রেকর্ডের কর্ম্মকর্ত্তা শ্রীধীরেন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায় কঠিন কার্ব্বাঙ্কল্ রোগ হইতে সম্পূর্ণ নিরাময় হইয়া আগামী রেকর্ডিঙের মহলার জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছেন। আমরা ইঁহাদের মহলা গৃহে কয়েকটি গানের সুর শুনিয়াছি। ভজন গুলির সুর অতি সুন্দর হইয়াছে। আবহ ও বিরামকালীন যন্ত্র-সঙ্গীতেও ইঁহারা নূতনত্ব দেখাইবেন আশা করিতেছেন। রেকর্ড বাহির হইলে qualityর বিচার করা যাইবে।

রমেন—কেমন আছ রেবা? তোমার সঙ্গে অনেক দিন পরে দেখা হোলো। আচ্ছা, তোমার বিদ্যালয়ের বন্ধু চপলাকে তোমার মনে আছে?

রে—খুব আছে, পাগলাটে গোছের বিশ্রী মেয়েটারই কথা বলছ তো, সেই তার কি হো'লো।

র—আমি তাকে বিয়ে ক'রেছি।

*

নারী—প্রত্যেক মানুষের একটা বিশেষ দাম আছে, এ কথা তুমি মানো?

পুরুষ—ঠিক বলতে পারি না; তবে, সুবিধে মতো দামে পাওয়া যায় এমন মানুষ যদি চাও, অন্য চেষ্টা দেখবার দরকার নেই।

*

১ম মোসাহেব—হুজুরের খুবই সুক্ষ্মবুদ্ধি।

২য় মোসাহেব—এত সূক্ষ্ম যেন সময় সময় সন্দেহ হয় আদৌ আছে কিনা!

*

ক্রুদ্ধ মনিব—লাথি মেরে তোর হাড় গুঁড়ো কর্ব্ব।

চাকর—মনে রাখবেন কর্ত্তা, আমারো পা আছে।

মনিব—তবে রে বেটা ছুঁচো, কি কর্ব্বি তুই?

চাকর—কেন, পালাবো!

অনাবৃত

(গল্প)

—শ্রীহরি দাশগুপ্ত, বি-এ

অর্দ্ধোদয়-যোগ !

বহু বর্ষের পরে আসে সেই শুভমুহূর্ত্ত। ধর্ম্মপ্রাণ নরনারীর প্রাণে জাগলো ধর্ম্মভাব। গঙ্গাস্নানের আয়োজনে দেশময় পড়লো সাড়া। জগতের সমস্ত পাপের কালিমা বুঝি এবারে মুছে যাবে !

নাম তার মায়া। পল্লীরই বধূ। স্বামী বিদেশবাসী, শ্বশুর শ্বাশুড়ীর সঙ্গে থাকে। তাদের ঘরেও উঠ্‌লো যাত্রার হুজুগ। মায়া বায়না ধর্‌লে—সেও তার শ্বশুর-শ্বাশুড়ীর সঙ্গে যাবে।

দু'দিন আগেই তারা যাত্রা করলো—কল্‌কাতার দিকে। বেশী দূরে যাবার সামর্থ্য তাদের নেই।

তারা যখন কল্‌কাতা গিয়ে নামলো তখন শহর কোলাহলমুখর। ট্রাম-বাস অতি কষ্টে বিশাল জনসমুদ্রের ভেতর দিয়ে পাড়ি দিয়ে চলেছে। মাঝে মাঝে রুদ্ধগতি হয়ে যাচ্ছে। Footpath দিয়ে এগোবার সাধ্য নেই।

শিয়ালদহ ষ্টেশনে নেমেই তারা হাঁট্‌তে আরম্ভ করলো।

রাত তখন ন'টা। তারা সোজা হ্যারিসন রোড্ বেয়ে চলেছে। বড়বাজার পৌছ্‌তে পৌছ্‌তে হলো রাত দশটারও বেশী।

গাড়ীঘোড়া তখনও অবিরাম চলছে। তারা তিনজন পিছু পিছু অগ্রসর হচ্ছে।

একটি দিনের অনাহারে তারা ক্লান্ত হয়ে পড়েছে—তাই ধীরে ধীরেই চলেছে।

সহসা আর্ত্তনাদ উঠ্‌লো—রক্ষা কর—রক্ষা কর !

বিশাল জনতা স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়ালো ক্ষণকাল। তারপর আবার সবাই এগোতে লাগ্‌লো।

বিশ্বনাথ দেখলেন—তাঁর পত্নী 'ফুট্‌পাতে' পড়ে—মায়া—তাঁর পুত্রবধূ নেই। তাঁর বুক ফেটে আর্ত্তনাদ বা'র হয়ে এলো। তার যে সর্ব্বনাশ হ'য়েছে !—তাঁর অতি আদরের পুত্রবধূ কোথায় ?

পত্নীর চেতনা হলে অশ্রুসিক্ত রুদ্ধ কণ্ঠে তিনি বল্‌লেন : ক'জন গুণ্ডা হঠাৎ এসে তাদের উপর প'ড়ে তাকে ছিনিয়ে নিয়ে গেছে।

হায়, কি কুক্ষণেই না বেরিয়েছিলেন ! শেষে তাঁদের পুত্রবধূকে এইভাবে হারাতে হলো ! অভাগিনীর কপালে কি আছে কে জানে ?

বিশ্বনাথ পত্নীকে নিয়ে পথ চল্‌তে আরম্ভ করলেন। তার মন দুঃখভারাক্রান্ত—চিন্তাকুল !

কালীঘাট পৌঁছে দেখলেন কাতারে কাতারে লোক। একটি সূঁচ ফেলবার যায়গাও নেই। এরই মধ্যে হয়তো তাঁর মতো আরও কতজনকে দুঃখ বুকে নিয়ে ফিরতে হবে ! পুণ্যার্জ্জনের আশায় এসে কত নারীর দেহ পাপীর পাপস্পর্শে কলুষিত হবে !—তাঁর ইচ্ছা হোল—সবাইকে ডেকে বলেন—ওগো তোমরা ফিরে যাও। পত্নী-বধূ-কন্যা নিয়ে এসে ভাল করনি।

কিন্তু অসম্ভব, তার আবেদন উপদেশ কারো কাণে পৌঁছবে না। এ কোলাহল ভেদ করা যে অসম্ভব, দুঃসাধ্য !···

কালীঘাটে স্নান সেরে তাঁরা ঘরে ফিরলেন। পুত্রকে জানালেন এ অভাবনীয় বিপদের কথা ! তাকে লিখ্‌লেন—সে যেন আরেকটি বিবাহ করে। একটিবারও ভাবলেন না সেই অভাগিনীর অদৃষ্টের কথা ! তাদের দুর্ব্বলতার জন্যই তো তার এ শোচনীয় পরিণতি !

মায়ার রূপ অসাধারণ। স্বামী শান্তিপদ তাকে এক মুহূর্ত্তের জন্যও যে ভুল্‌তে পারছে না ! কী সরল, প্রেমময়ী পত্নী ছিল তার ! সে বেঁচে আছে কিম্বা নেই, কোন স্থিরতা নেই। এ দুঃখ যে তার কম হচ্ছে না।...

মায়াকে ভাগ্যবতী বলতে হবে। তাকে গুণ্ডারা যখন ছিনিয়ে নিয়ে অগ্রসর হচ্ছিল তখন বাগবাজারের এক আত্ম-নিবেদিত তরুণ সেদিকে আসছিল। সে দেখলো, গুণ্ডাদের এই কাণ্ড। নিজের জীবনের জন্য কোন চিন্তা না করে বিপুল বিক্রমে তাদের উপর গিয়ে পড়্‌লো। লাঠির আঘাতে তার মাথা কেটে দর্ দর্ বেগে রক্ত পড়তে লাগালা। তবু তার সেদিকে লক্ষ্য নেই। সে গুণ্ডাদের হাত থেকে লাঠি ছিনিয়ে নিয়ে মারতে আরম্ভ করলো। গুণ্ডারা ছত্রভঙ্গ হয়ে পালিয়ে গেল। মায়া সেখানেই রইলো পড়ে।

যুবক তার হাত ধরে তুলে নিলে। বললে ; আপনি কোথা থেকে আসছিলেন ?

সে বললে, আমার বাড়ী ঢাকা জেলায়। আমার শশুরের সঙ্গে এসেছিলাম। কিন্তু পথে এই বিপদ !

—আচ্ছা আপনি আমার সঙ্গে চলুন। আমি আপনার শ্বশুরকে ব'ার করে নোবো'খন।

যুবক নিশীথ তাকে সঙ্গে করে যখন বাড়ী পৌছলো, তখন তার মা তাকে দেখে অবাক্ হয়ে গেলেন। তার কাপড়ে রক্তের দাগ দেখে বুক চাপ্‌ড়ে উঠ্‌লেন।

সে বল্‌লে, অধীর হয়ো না মা। আমার তেমন কোন অনিষ্ট হয়নি। আমার সামান্য অনিষ্টের বিনিময়ে আমি যে কি উপকার করেছি তা দেখ না মা। এঁকে গুণ্ডার হাত থেকে উদ্ধার করেছি।·····

ক'দিন পরে নিশীথ সেরে উঠ্‌লো।

মায়া নিশি দিন তার পাশে বসে সেবা করেছে। ভগবানের কাছে কত মিনতি করেছে—ভগবান্ আমার উপকারীর জীবন রক্ষা কর।

শুদ্ধ শান্ত দুপুর।

গাছের পাতা নড়ছে না। মায়া একখানি উপন্যাস নিয়ে বসে আছে। নিশীথ সেখানে গিয়ে বললে: আচ্ছা, বিজ্ঞাপন পেয়ে আপনার শ্বশুর যদি আপনাকে নিতে আসেন, তাহ'লে আপনি চলে যাবেন?

মায়া কিছু বললে না।

নিশীথ বলতে লাগলো; আমার এক দিদি ছিলেন, তাঁর সঙ্গে আপনার চেহারার অনেকটা মিল দেখতে পাচ্ছি। আমার মনে হয় আমাদের দিদির অভাব পূরণ করতে ভগবান আপনাকে আমাদের কাছে পাঠিয়েছেন। যাবেন না আমাদের উপেক্ষা করে!

—না।...

দুটি বছর চ'লে গেছে। মায়া এখন নিশীথের দিদির শূন্য আসনে প্রতিষ্ঠিতা হয়েছে। তার কোন কিছুরই অভাব নেই। তাদের যত্নে সে সবই ভুলেছে। মাঝে মাঝে স্বামীর কথা মনে পড়ে, কিন্তু নিশীথের স্নেহ-মধুর সরল মুখখানি তার চোখে ভেসে উঠলেই সে তাকে প্রীতি ঢেলে না দিয়ে পারে না!—তার প্রাণে তৃপ্তির রেখা বিদ্যুৎপ্রবাহের মতো খেলে যায়।...

আষাঢ়ের সন্ধ্যা। আকাশে মেঘ জমাট হয়ে আছে। প্রকৃতি মৌন, বিষণ্ণ—বাতাসের লেশমাত্র নেই। চারিদিকে আঁধারের কৃষ্ণ-যবনিকা।

ক'দিন থেকে নিশীথের জ্বর। কিছুতেই উপশম হচ্ছে না। মায়া তার শিয়রে বসে' মাথায় হাত বুলাচ্ছে।

শান্তিপদ কি ক'রে খবর পেলো—মায়া বাগবাজারে এক গৃহস্থের ঘরে আছে। বাড়ীর নম্বর সংগ্রহ ক'রে সে সেখানে গিয়ে হাজির হ'লো। নিশীথের বাবা নীতিশ বাইরে বসেছিলেন। শান্তি পরিচয় দিয়ে বললে—সে তার পত্নীর সঙ্গে দেখা করতে চায়।

নীতিশ বাবু নিশীথের কক্ষ দেখিয়ে দিয়ে বললেন: ঐ ঘরে যান; কোন লজ্জা ক'রবেন না, তার সঙ্গে দেখা করুন-গে।

অন্তরে দুর্দ্দমনীয় আকাঙ্ক্ষা নিয়ে সে ঘরে ঢুকে দেখলো—খাটে শায়িত একজন যুবক, আর তার পত্নী তার শিয়রে। সে ভাবলো—তার পত্নী তবে অবিশ্বাসিনী। রাগে তার গা জ্বালা করতে লাগলো। উচ্চকণ্ঠে ডাক দিল—মায়া।

মায়া অবাক্ হয়ে চোখ ফিরিয়ে দেখলো—তার স্বামী। তাড়াতাড়ি মাথার ঘোমটা টেনে দিয়ে স্বামীকে প্রণাম করতে এগিয়ে এলো।

শান্তি আর দাঁড়াতে পারলো না। সে গভীর ঔদাস্য-ভরে ভুলের ব্যথা নিয়ে ঘর থেকে বার হ'য়ে এলো। মায়ার সঙ্গে কথা কইতে ঘৃণা বোধ করলো। অবিশ্বাসিনী, দ্বিচারিণী তার পত্নী! এই কি তার ভালবাসার পরিণাম? সুন্দরি! তোমার রূপই তোমার কাল!—

একটিবার ভাববারও অবকাশ নিলে না, যে তাদের মধ্যে এ সম্বন্ধ কিসের—প্রেমের না প্রীতির! এ রহস্য অনাবৃত করা সে প্রয়োজন মনে করলো না।

তারপর একটি বছর ধরে' শান্তিপদর আর খবর নেই।

সুদীর্ঘ একটি বছর পরে শান্তিপদ যে বেশে নিশীথের বাড়ী উপস্থিত হ'লো, তা' বর্ণনা করা দুঃসাধ্য। রুক্ষ মলিন বেশ, পরণে জীর্ণ মলিন বসন। আলুথালু বেশ! —যেন তার পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতেই গেছে।

তখন মায়ার অন্তিম মুহূর্ত্ত! নিশীথ আর তার পত্নী শিয়রে বসে দিদি! দিদি! বলে কাঁদছে।

শান্তিপদ উন্মাদের মতো সে ঘরে প্রবেশ ক'রে এ অবস্থায় তাকে দেখে ডাকলো—মায়া—মায়া; আমি আমার ভুল বুঝেছি। তুমি বেঁচে থাক, আমি আমার ভুলের মাশুল তোমায় দোব। এই আমি; স্নেহপূর্ণ দৃষ্টিতে আমার দিকে একবার চাও! আমার অপরাধ ক্ষমা কর, দেবি!—মায়া—ও মায়া—!

মায়া তখন মায়ার বাঁধন ছিন্ন করে' গেছে।—তখন সব শেষ হয়েছে।

উদয় বার্ত্তা

—শ্রীগিরিজাকুমার বসু

কলানুরাগীরা জেনে খুসী হবেন যে আসছে ৩১-এ আগষ্ট থেকে ৬-ই সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত কল্‌কাতার "ম্যাডান থিয়েটার ও প্যালেস অফ্ ভ্যারায়েটিজে" উদয়শঙ্কর ও তাঁর সম্প্রদায় আবার তাঁদের নাচ দেখাবেন। এবারের ব্যাপার বিচিত্রতর ও সুন্দরতর হবে, কারণ দক্ষিণ ভারতের রাঘবন্ ও মনিপুরী দলের শ্রেষ্ঠ ওস্তাদ, এঁদের সঙ্গে যোগ দেবেন। শারীরিক অসুস্থতা-নিবন্ধন শ্রীমতী কনকলতাকে এবার দলের মধ্যে দেখা যাবে না কিন্তু লাহোরের সুপ্রসিদ্ধ নৃত্যকলাকুশলা মিস উইগম্যানের শিষ্যা শ্রীমতী জহরাকে উদয়শঙ্কর-সম্প্রদায় পেয়েছেন। দেবেন্দ্রশঙ্কর ও রাজেন্দ্রশঙ্কর দক্ষিণভারত থেকে নব নব নৃত্যভঙ্গী আয়ত্ত ক'রেছেন—তারও পরিচয় নিশ্চয় পাওয়া যাবে।

কম দামের আসনের চাহিদাই থাকে বেশী অথচ তার সংখ্যা থাকে কম। এবার এই ত্রুটি ঘোচানো হবে। দু'টাকার ও তিনটাকার আসনের সংখ্যা যতদূর সম্ভব বাড়িয়ে দেওয়া হবে। যতদূর সম্ভব মানে তার বেশী বাড়ালে সম্প্রদায় এক সপ্তাহ কলকাতায় নাচ দেখিয়ে দীর্ঘকাল এখানে বাস করবার যোগ্য জীবাত্মার খোরাক পাবেন না। সাধারণের প্রতি এই প্রীতি ও সুবিচারের জন্যে শ্রীযুক্ত হরেন ঘোষকে ধন্য ধন্য ক'রছি, আবার আমাদের উদয়শঙ্কর ও তাঁর সম্প্রদায়ের নাচ দেখবার সুবিধে দেবার জন্যে, তাঁকে কৃতজ্ঞতাও জানাচ্ছি।

যাঁরা উদয়শঙ্করের নাচ দেখবার জন্যে উৎসুক ও যাঁরা এ বিষয়ে শ্রদ্ধাযুক্ত তাঁদের কাছে নিবেদন ক'রছি যে পূর্ব্বাহ্নে শৈথিল্য প্রকাশ ক'রে, তাঁরা বিফল মনোরথ হ'য়ে এবং আক্ষেপ নিয়ে প্রায়ই ফিরে আসেন আসন সংগ্রহ করতে গিয়ে। তাঁরা যেন স্মরণ রাখেন, নিজেরা ঠিক্ সময়ে কাজ না করার ফলে যদি কেবল ক্ষোভই তাঁদের লভ্য হয় তো তার জন্যে আর কেউ দায়ী হবে না।

বীমা-প্রসঙ্গ

আর্য্যস্থান ইন্সিওরেন্স

—পদ্মপাদ

প্রথম বার্ষিকী বিবরণ

বাঙ্গালীর বীমা-প্রতিষ্ঠান বলিতে বাঙ্গালীর আনন্দ ও গর্ব্ব বোধ করা স্বাভাবিক। আর্থিক উন্নতি-সাধনের প্রকৃষ্ট পন্থা হিসাবে জীবন বীমার ব্যবসায়কে বাঙ্গালী গ্রহণ করিয়াছিল—স্বদেশী যুগে সেই অবধি দেশের অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধান কল্পে জীবন-বীমার কাজকে আমরা উচ্চ স্থান দিয়া আসিতেছি। জীবনবীমার ব্যবসায়ে অর্থের সুগম হইতে পারে—ইহা কোনও প্রমাণের অপেক্ষা রাখে না। আমরা ইতিপূর্ব্বেও অনেকবারই বলিয়াছি যে—আমাদের রাজনৈতিক অধিকার লাভের চেষ্টাকে ফলবতী করিতে হইলে অর্থনৈতিক প্রচেষ্টাকে সর্ব্বতোভাবে সাফল্যমণ্ডিত করিতে হইবে।

—এই দিক দিয়া যাহারা দেশকে উন্নত করিবার চেষ্টা করিতেছেন—তাঁহারা সকল দেশের শ্রদ্ধার পাত্র।

মাত্র এক বৎসর পূর্ব্বে আমাদের শ্রদ্ধেয় বন্ধু—শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র রায় (ইনি মিঃ এস, সি রায় নামে পরিচিত) এম-এ, বি-এল-এর উদ্যোগে এবং আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র প্রমুখ স্বনামখ্যাত পরিচালকবর্গের সহযোগে বাঙ্গালীর আর একটি বীমা প্রতিষ্ঠান আর্য্যস্থান ইন্সিওরেন্স কোম্পানীর প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল।

শ্রীযুক্ত রায় মহাশয়ের মত কর্ম্মী, বাগ্মী ও মেধাসম্পন্ন ব্যক্তির পক্ষে তাঁহার উপযুক্ত সহকারী "বেঙ্গল ইন্সিওরেন্স" ও "হিন্দুস্থান"-এর ভূতপূর্ব্ব কর্ম্মী—বন্ধুবর শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র বসুর সাহচর্য্যে বাঙ্গালীর এই আর্থিক প্রতিষ্ঠানকে উন্নত করিয়া তোলা মোটেই অসম্ভব নহে।

আমরা আর্য্যস্থান ইন্সিওরেন্স কোম্পানীর ১ম বর্ষের একটী কার্য্যবিবরণী ও আয় ব্যয়ের হিসাব পাইয়াছি। উক্ত বিবরণীতে দেখা যায় যে, প্রথম বৎসরে আর্য্যস্থান প্রায় ১০ লক্ষ টাকার বীমা প্রস্তাব সংগ্রহ করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে ৭ লক্ষ ৬২ হাজার টাকার পলিসি প্রদত্ত হইয়াছে। ভারত গভর্ণমেণ্টের বাৎসরিক ব্লু বুক হইতে দেখা যায় যে, ভারতবর্ষে ১৫৩টী জীবন বীমা কোম্পানী বর্ত্তমানে কার্য্য করিতেছে—তাহাদের মধ্যে মাত্র ২৯টী কোম্পানী বৎসরে ৭½ লক্ষ টাকার উপরে পলিসি প্রদান করিতে সমর্থ হইয়াছে এবং এই ২৯টী কোম্পানীর মধ্যেও অধিকাংশই সুদীর্ঘ কাল যাবৎ প্রতিষ্ঠিত আছে। কাজেই এই নিদারুণ অর্থ-সঙ্কটের দিনে আর্য্যস্থান যে পরিমাণ নূতন কাজ সংগ্রহ করিতে সমর্থ হইয়াছেন, তাহা সদ্য প্রতিষ্ঠিত কোম্পানীর পক্ষে বিশেষ প্রশংসনীয়।

উক্ত কোম্পানীর আয়-ব্যয় হিসাবে দেখা যায় যে, ১ম বৎসরে উহার ব্যয়ের হার (expense ratio) মাত্র ৯৬% হইয়াছে। এত স্বল্প খরচে ১ম বৎসরের ব্যয় নির্ব্বাহ করা খুবই প্রশংসার কথা। তাহার উপরে ১ম বৎসরেই কোম্পানীর ১১০০ টাকার একটি বীমা তহবিল স্থাপিত হইয়াছে। যে সকল বীমা কোম্পানী আজ সুপ্রতিষ্ঠিত বলিয়া পরিগণিত, প্রথম বৎসরে তাহাদের বীমা তহবিলের সহিত আর্য্যস্থানের বীমা তহবিলের তুলনা করিলে আশান্বিত হইতে হয়।

১ বৎসরে উক্ত কোম্পানীর মাত্র এক হাজার টাকার একটী দাবী (claim) মিটাইতে হইয়াছে—ইহা দ্বারা স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, আর্য্যস্থান বিশেষ পর্য্যবেক্ষণ সহকারে জীবনবীমা সংগ্রহ করিতেছেন। বর্ত্তমান প্রতিযোগিতার দিনে এইরূপ সাবধানে কার্য্য সংগ্রহ করা বৈশিষ্ট্যের পরিচায়ক।

আর্য্যস্থানের আয়-ব্যয় হিসাবে আর একটী বিষয় লক্ষ্য করিবার আছে। প্রথম বৎসরেই এই কোম্পানী কাজ সংগ্রহ ব্যপদেশে খরচ (organisation expense) বাবদ ১৭০০৲ টাকা হিসাব হইতে বাতিল করিয়া দিয়াছেন। নূতন প্রতিষ্ঠানের পক্ষে ১৭০০৲ টাকা এই বাবদে বাতিল করিয়া ১১০০৲ টাকার বীমা তহবিল দাঁড় করান, সুপরিচালনার পরিচায়ক। আমরা আশা করি আর্য্যস্থান এইরূপ মিতব্যয়িতার দ্বারা ক্রমশঃ দ্রুত উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে পারিবে। আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্রের নেতৃত্বাধীনে ও শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ মল্লিক, সন্তোষকুমার বসু প্রমুখ ডিরেক্টরবর্গের নির্দ্দেশে পরিচালিত শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র রায় প্রতিষ্ঠিত আর্য্যস্থান ভারতীয় বীমা জগতে বিশেষ স্থান অধিকার করিতে পারিলে আমরা বিশেষ আনন্দিত হইব।

—অভিমন্যু

[আগামী শনিবার হইতে যে সব বিদেশী ছবি কলিকাতায় মুক্তিলাভ করিবে তাহাদের অগ্রিম সংক্ষিপ্ত পরিচয়। সুতরাং কোনো বিদেশী ছবি দেখিতে যাইবার পূর্ব্বে আমাদের চিত্র-পরিচিতি স্তম্ভটি পড়িয়া গেলে, চিত্রপ্রিয়রা লাভবান হইবেন। দীঃ সঃ]

The Age Of Indiscretion.

গ্লোবে দেখানো হইবে, শ্রেষ্ঠাংশে ম্যাজ ইভান্স, পল লুকাস, মে রবসন, হেলেন ভিনসন, র‍্যালফ ফরবস্ প্রভৃতি। মেট্রোর ছবি, পরিচালনা করিয়াছেন এডওয়ার্ড লাডউইগ!

বব ওয়ারেণ ছিল একজন খুব নামজাদা পুস্তক প্রকাশক। সে যথাসাধ্য নিজের খরচ বাঁচাইয়া খুব রোমাঞ্চকর বই প্রকাশে ইচ্ছুক হইল। তাহার স্ত্রী ইভের ইহা মনোমত না হওয়ায় সে ববকে ডাইভোর্স করিয়া ফেলিক্স শ'কে বিবাহ করিল। ফেলিক্সের মাতার ইচ্ছা যে ইভের বিবাহ ফেলিক্সের সহিত না হইয়া বিলের সঙ্গে হয়। কিন্তু কোর্টে এ অনুরোধ টি'কিল না।

এদিকে ববের সেক্রেটারী ম্যাক্সিন বেণেট তাহার সহিত প্রেমে পড়িল। কিন্তু বব প্রথমে তাহা বুঝিতে পারে নাই। কিন্তু ফেলিক্সের মাতার ষড়যন্ত্রে অনেক ঘটনা বিপর্য্যয়ের পর শেষে বব ও ম্যাক্সিন মিলিত হইল।

পল লুকাসের 'বব,' হেলেন ভিনসনের 'ইভ,' ম্যাজ ইভান্সের 'ম্যাক্সিন'ও মে রবসনের 'মিসেস শ' সু-অভিনীত হইয়াছে। মোটের উপর সু-অভিনয়ের গুণে ছবিখানি মন্দ লাগিবে না।

Call Of The Wild.

আর-কে-ও এলফিনষ্টোনে দেখানো হইবে, শ্রেষ্ঠাংশে ক্লার্ক গেব্‌ল, লরেটা ইয়ং জ্যাক ওকি, রেজিনাল্ড ওয়েন, ফ্রাঙ্ক কনরয় প্রভৃতি। টুয়েন্টিয়েথ সেঞ্চুরির ছবি, পরিচালনা করিয়াছেন উইলিয়াম ওয়েলম্যান।

আলাস্কাতে একটি সোনার খনি আবিষ্কৃত হওয়ায় সকলেই স্বর্ণ অন্বেষণে গেল। জ্যাক থর্ণ টনও সোনার খনির সন্ধানে গিয়া প্রভূত স্বর্ণসহ সীমান্ত-প্রদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিল, কিন্তু সে জুয়া খেলিয়া যত কিছু সম্বল সব

ক্লার্ক গেব্‌ল

হারাইল। ব্রেক নামীয় এক ব্যক্তি স্বর্ণখনির সন্ধানে গিয়াছিল। কিন্তু সে মারা যাওয়ার সংবাদে তাহাকে পথিমধ্যেই সম্পত্তি হইতে বঞ্চিত হইতে হয়। সেই হৃত সম্পত্তি পুনঃ-রুদ্ধার করিতে জ্যাকের বন্ধু শর্টি পরামর্শ দিল।

সেইস্থানে গিয়া তাহারা ক্লেয়ার নাম্নী একটি সুন্দরী বালিকাকে হিংস্র পশুদের হাত হইতে বাঁচাইল। সেই বালিকাই ছিল ব্রেকের স্ত্রী। সে জ্যাকের দলে যোগদান করিয়া হৃত সম্পত্তি উদ্ধারে চেষ্টা করিতে লাগিল। জ্যাক শর্টিকে শহরের আদালতে এই ব্যাপার বলিয়া দাবী জানাইতে পাঠাইয়া দিল। ইতিমধ্যে জ্যাক ও ক্লেয়ার উভয়েই উভয়কে ভালবাসিল ভীষণভাবে। স্মিথ নামক এক দুর্ব্বৃত্তের সঙ্গে শর্টির খুব মারামারি লাগিল। স্মিথের সঙ্গে ছিল ব্রেক। শর্টি স্মিথ কর্ত্তৃক হত হইল! তারপর সে ব্রেককে একলা ফেলিয়া জ্যাক ও ক্লেয়ারকে অতর্কিতভাবে আক্রমণ করিল। স্মিথ তাহাদের সমস্ত সোনার বস্তা লইয়া ভেলা যোগে সহরের দিকে যাত্রা করিল। মালের ভারে ভেলা জলে ডুবিয়া গেল গেল—একটি প্রাণীও রক্ষা পাইল না।

ইতিমধ্যে ব্রেকের সন্ধান পাওয়া গেল। জ্যাক ও ক্লেয়ারের চেষ্টায় সে পুনরায় সুস্থ হইয়া উঠিল। স্বামী ও স্ত্রীতে মিলন হইল। জ্যাক নিরাশ হৃদয়ে সেইখানে পড়িয়া রহিল।

'জ্যাক,' 'ক্লেয়ার' ও 'শর্টির' ভূমিকায় যথাক্রমে ক্লার্ক গেব্‌ল, লরেটা ইয়ং ও জ্যাক ওকির অভিনয় সুন্দর হইয়াছে। "বাক" নামক কুকুর অভিনেতাটির অভিনয়ও উপভোগ্য হইয়াছে। যাহারা চিত্তোত্তেজক ছবি ভালবাসেন, তাঁহাদের এ ছবিখানি বেশ ভালই লাগিবে বলিয়া আমাদের মনে হয়।

Four Hours To Kill.

এম্পায়ারে দেখানো হইবে, শ্রেষ্ঠাংশে রিচার্ড বার্থেলামস, জো মরিসন, হেলেন ম্যাক, গারট্রুড মাইকেল, ডরোথী টী প্রভৃতি। প্যারামাউন্টের ছবি, পরিচালনা করিয়াছেন মিচেল লিসেন।

একটি মানুষকে খুন করার অপরাধে টোনি জেলে গেল। কিন্তু সে জেল হইতে পলায়ন করিয়া যে তাহাকে বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া জেলে দিয়াছিল তাহার অনুসন্ধান করিতে লাগিল। সে একটি থিয়েটারে আশ্রয় লইল, কিন্তু পুলিশ তাহাকে সেখানে ধরিয়া ফেলিল। যখন পুলিশের লোক তাহাকে ধরিল তখন চার ঘণ্টার ভিতর আর কোন ট্রেণ

ছিল না বলিয়া, পুলিশ তাহার হাতে হাত কড়ি বাঁধিয়া থিয়েটার দেখিতে অনুমতি দিল। চারিদিকে হাসি তামাসা হইতেছে কিন্তু সে এক কোনে বসিয়া অনুতাপের অশ্রু বিসর্জ্জন করিতেছে।

টোনি তখন তাহাকে যে বিশ্বাসঘাতকতা করিয়াছিল তাহাকে দেখিতে পাইয়া গুলি করিল। সে সঙ্গে সঙ্গেই মৃত্যুমুখে পতিত হইল! মরিবার সময় সে টোনিকে এই বলিয়া ধন্যবাদ দিল যে ফাঁসীকাঠে প্রাণ দেওয়া অপেক্ষা এভাবে মৃত্যু হওয়ায় তাহার দুঃখ নাই।

'টোনীর' ভূমিকায় রিচার্ড বার্থেলমেস খুব সুন্দর অভিনয় করিয়াছেন। গারট্রুড মাইকেল, হেলেন ম্যাক ও ডরোটী টী ও সুঅভিনয় করিয়াছেন।

Bachelor of Arts

প্রাজায় দেখানো হইবে, শ্রেষ্ঠাংশে টম ব্রাউন, অ্যানিটা লুইস, হেনরী বি ওয়াল্টল, আর্লিন জাজ, মে মার্শ প্রভৃতি। পরিচালনা করিয়াছেন লুইস কিং!

আলেক্স হ্যামিল্টন ছিল খুব বড়লোকের ছেলে, কিন্তু সে কলেজে পড়িত শুধু স্ফূর্ত্তির জন্য। তাহার ধারণা যে সে যদি সপ্তাহে সাতদিন নৈশক্লাবে রাত্রি না কাটায় তবে জীবনই বৃথা। মিমি তাহাকে ভালবাসিত, সে আলেক্সের পিতাকে বলিল যে তিনি যেন এমন ভান করেন যে তিনি তাঁহার সমস্ত অর্থ হারাইয়াছেন।

আলেক্স ইহা জানিতে পারিয়া কলেজ ত্যাগ করিতে মনস্থ করিল কিন্তু মিমি তাহাকে নিষেধ করিল। এদিকে কলেজের এক প্রোফেসারের স্ত্রীর অসুখে: আলেক্স তাহাকে নিজের রক্ত দিয়া তাহার জীবন বাঁচাইল। ইহাই তাহার জীবনের গতি পরিবর্ত্তিত করিয়া দিল। শেষে মিমি তাহাকে বিবাহ করিতে প্রতিশ্রুত হইল।

আলেক্সের ভূমিকায় টম ব্রাউন মাঝে মাঝে অতি অভিনয় করিয়াছেন। অ্যানিটা লুইস আর্লিন জাজ, মে মার্শ সকলেই চরিত্রানুগত অভিনয় করিয়াছেন। কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা ভাল অভিনয় হইয়াছে একটি কলেজের প্রফেসারের অংশে জর্জ্জ মীকারের অভিনয়।

নানা কথা

বেঙ্গল নাগপুর রেলওয়ে কোং লিঃ

আগামী শ্রীশ্রী শারদীয়া পূজা উপলক্ষ্যে বেঙ্গল নাগপুর রেলওয়ে ইতিমধ্যেই কনসেসন টিকিটের ভাড়া ঘোষণা করিয়াছেন। প্রথম দ্বিতীয় ও মধ্যম শ্রেণীর যাত্রীদের জন্য ১½ ভাড়ায় এবং তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রীদের জন্য শতকরা ২৫৲ টাকা বাদ দিয়া যাতায়াতের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর যাত্রীদের মোটর লইয়া যাওয়া ও আসার বিশেষ সুবিধা আছে। এ বৎসর বি, এন, আরই প্রথম পূজা কনসেসানের বিষয় সাধারণ্যে ঘোষণা করিলেন। ইহাতে জন সাধারণের বিশেষ সুবিধাই হইল, কারণ আগে হইতেই লোকে তাহাদের গন্তব্য স্থান নির্দ্ধারিত করিয়া রাখিতে পারিবে। গত বৎসরও ইঁহারা যে কনসেসান দিয়াছিলেন এ বৎসরও সেই পরিমাণ কনসেসান দিবেন এবং গতবারে ইঁহাদের মত আর কোন রেল কোম্পানীই এতবেশী কনসেসন দিতে পারেন নাই। বি, এন, আর লাইনের উপর পুরী, রাঁচি, ঘাটশিলা প্রভৃতি সুপ্রসিদ্ধ স্থানগুলি অবস্থিত। যাত্রীরা যদি কিছু আগে হইতে তাঁহাদের গন্তব্য স্থান নির্দ্ধারিত করিয়া বাসস্থান ঠিক করিয়া রাখেন তাহা হইলে তাঁহারা স্বচ্ছন্দে পূজার ছুটি কাটাইতে পারিবেন।

আর্য্য সঙ্গীত সমিতি, চট্টগ্রাম

অষ্টবিংশতি বার্ষিক জন্মোৎসব

আর্য্য সঙ্গীত সমিতির অষ্টবিংশতি বার্ষিক জন্মোৎসবকে সর্ব্বপ্রকারে সাফল্যমণ্ডিত করিবার জন্য যথাসাধ্য আয়োজন করা হইতেছে। বাংলার কতিপয় বিশিষ্ট সঙ্গীতজ্ঞকে সঙ্গীত সম্মিলনে যোগদান করিবার জন্য নিমন্ত্রণ করা হইয়াছে। বিশিষ্ট অভিনেতাদের দ্বারা অভিনয়ের বন্দোবস্ত করা হইয়াছে। নিম্নলিখিত রূপ কার্য্যতালিকা স্থিরীকৃত হইয়াছে।

১ম দিবস—৪ঠা ভাদ্র বুধবার—জন্মাষ্টমী-পূজা ও কীর্ত্তন।

২য় দিবস—৫ই ভাদ্র, বৃহস্পতিবার—ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গীত সম্মিলন।

৩য় দিবস—৬ই ভাদ্র, শুক্রবার—বিশিষ্ট সঙ্গীতজ্ঞদের সঙ্গীত সম্মিলন।

৪র্থ দিবস—৭ই ভাদ্র, শনিবার—"স্বর্ণ-লঙ্কা"

প্রবেশিকা—অভ্যর্থনা সমিতির সদস্যগণের চাঁদার হারঃ—

সমিতির সদস্যগণের জন্য—২৲

অন্যান্য ভদ্রলোকদের জন্য—৩৲

১ম দিন—সদস্যগণ ও ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য—(বিনামূল্যে)।

২য় দিন—সমিতির ও অভ্যর্থনা সমিতির সদস্যগণ বিনামূল্যে; মহিলাদের জন্য ।০ আনা।

৩য় দিন—অভ্যর্থনা সমিতির সদস্যগণ বিনামূল্যে; অন্যান্যদের জন্য ।০, ॥০, ১৲ টাকা

৪র্থ দিন—অভ্যর্থনা সমিতির সদস্যগণ বিনামূল্যে; সাধারণের জন্য—॥০, ১৲, ২৲, ৫৲

সাপ্তাহিকা

গেল শনিবার তাঁর সুরীলেনের বাড়ীতে রাত দুটো পঞ্চান্ন মিনিটের সময় স্যার দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারীর লোকান্তর ঘটেছে। দেশের অন্যতম সুসন্তান, শিক্ষা, সাহিত্য, সমাজ প্রভৃতি সকল ব্যাপারের উন্নতিকামী, জনহিতৈষনাব্রতী শোভনহৃদয় দেবপ্রসাদের মৃত্যু বাংলার পক্ষে দুর্দ্দৈব। আমাদের তিনি পুত্র সদৃশ স্নেহে ধন্য করেছিলেন সে কথা কখনো ভুলবো না। বিধাতা তাঁর শোক সন্তপ্ত পরিবারবর্গকে শান্তি দিন, তাঁর আত্মার কল্যাণ করুন।

*

গেল রবিবার সন্ধ্যায় বাণী সরস্বতী পাঠাগারে ঐতিহাসিক ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের সভাপতিত্বে স্বর্গীয় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের স্মৃতিবার্ষিকী অনুষ্ঠিত হ'য়ে গেছে। শ্রীযুক্ত বিভূতি মুখোপাধ্যায় বিরচিত "বিদ্যাসাগর-বন্দনা" সভায় গীত হয়, শ্রীযুক্ত প্রফুল্ল দত্ত শ্রীযুক্ত রতনমনি চট্টোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত তারাকুমার মুখোপাধ্যায় বিদ্যাসাগর সম্বন্ধে আলোচনা করেন, সভাপতি মহাশয় তাঁর বিদ্যাসাগর প্রসঙ্গ বই থেকে অংশবিশেষ পাঠ করেন। দয়ার সাগর তুমি বিখ্যাত ভারতে।

নাট-মণ্ডপ

রূপবাণীতে স্যর নৃপেন্দ্রনাথ সরকার

ভারত সরকারের আইন-সচিব মাননীয় স্যর নৃপেন্দ্রনাথ সরকার মহাশয় গত ৯ই আগষ্ট শুক্রবার সন্ধ্যায় রূপবাণী চিত্রগৃহে পদার্পণ করিয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত মনোরঞ্জন ঘোষ, রবীন্দ্রনাথ দত্ত ও প্রকাশচন্দ্র নান প্রমুখ রূপবাণীর ডিরেক্টারগণ, ইষ্ট ইণ্ডিয়া ফিল্ম কোম্পানীর সত্বাধিকারী শ্রীযুক্ত বি, এল, খেমকা ও এম্পায়ার টকী ডিষ্ট্রিবিউটার্সের কর্ম্মাধ্যক্ষ মিষ্টার এস, আর, হেমাদ স্যর নৃপেন্দ্রনাথকে সাদর অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করেন। ইষ্ট ইণ্ডিয়া ফিল্মের "বিদ্রোহী" ও "রাতকাণা" স্যর নৃপেন্দ্রনাথ প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত দুইখানি চিত্রই দর্শন করিয়া বিশেষ সন্তোষ প্রকাশ করেন। রূপবাণী-প্রেক্ষাগৃহের মনোরম সাজসজ্জা ও আসনাদির আরামপ্রদ ব্যবস্থা দেখিয়া আইন-সচিব মহাশয় যথেষ্ট প্রশংসা করেন।

প্রভাত ফিল্মের "চন্দ্রসেনা"

ভারতলক্ষ্মী হাউসে প্রভাত ফিল্মের "চন্দ্রসেনা" মুক্তিলাভ করিয়াছে। ছবিখানির নির্ব্বাক সংস্করণ দেখিয়া আমরা বিস্ময়বিমুগ্ধ চিত্তে প্রশংসা করিয়াছিলাম। এখন তাহার সবাক সংস্করণ দেখিয়াও আমরা সন্তুষ্ট হইয়াছি।

ইহাই মোটামুটি গল্প। এবং ইহা খুব কৃতিত্ব সহকারে চিত্রে বর্ণিত হইয়াছে। অভিনয় সকলেরই বেশ মনোজ্ঞ হইয়াছে। ছবির আলোক-চিত্র ও দৃশ্য-সমাবেশ হইয়াছে চমৎকার। এই দুই বিষয়ে ভারতের আর কোন চিত্র-প্রতিষ্ঠানই ইহাদের সমকক্ষ হইতে পারে নাই। ছবিখানির ভিতর আর একটি উপভোগ্য জিনিষ হইয়াছে—শ্রীমতী আজুরীর Silhoutte নৃত্যটি। আবহ-সঙ্গীতও শ্রুতি-সুখকর।

মোটের উপর ছবিখানিকে ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কলাসম্মত ছবি বলা যাইতে পারে।

এ পাড়ার সিনেমা—

রূপবাণী : "বিদ্রোহী" ও "রাত-কাণা" এই সপ্তাহে তৃতীয় সপ্তাহে চলিবে।

কর্ণওয়ালিশ : "মানময়ী গার্লস স্কুল" পঞ্চদশ সপ্তাহে পড়িবে।

উত্তরা : ইহা পুরাতন "ক্রাউন সিনেমার" নূতন নাম। শ্রীপ্রিয়নাথ গাঙ্গুলী গৃহটির আমুল সংস্কার করিয়া আগামী ১৭ই আগষ্ট উদ্বোধন করিবেন। উদ্বোধন-চিত্র হইবে পপুলার পিক্‌চার্সের নবতম বাণী-চিত্র "মন্ত্রশক্তি"।

ছায়া : আগামী ১৭ই আগষ্ট ইহাদের দ্বিতীয় জন্মবার্ষিকী উৎসব হইবে। ঐ দিন হইতে "We Live Again" দেখানো হইবে। ফ্রেডরিক মার্চ্চ ও অ্যানা ষ্টেন শ্রেষ্ঠাংশে অভিনয় করিয়াছেন।

দীপালীঃ—আগামী শনিবার ১৭ই আগষ্ট হইতে দীপালীতে ওয়ার্ণার ব্রাদার্সের অনুপম নৃত্য-গীতমুখর চিত্র "ফুট্ লাইট প্যারেড্" দেখান হইবে। ছবিখানিতে কতক গুলি মনোরম নৃত্য-গীতের সমাবেশ আছে।

ইহার সঙ্গে এভারগ্রীণ পিক্‌চার্সের প্রথম হাস্যরসাত্মক চিত্র "শেষ পত্র" প্রথম মুক্তিলাভ করিবে। এই চিত্রে কুঞ্জলাল চক্রবর্ত্তী, ললিত মিত্র, মলিনা প্রভৃতি প্রথিতযশা অভিনেতা অভিনেত্রী অভিনয় করিয়াছেন।

রাধা ফিল্ম কোং

"কৃষ্ণ সুদামা"র কাজ খুব দ্রুত অগ্রসর হইতেছে। ছবিখানি পুজার সময় মুক্তিলাভ করিবে।

"কণ্ঠহারের" কাজ শীঘ্রই আরম্ভ হইবে।

রূপকথায় "মহারাণী"

গতকল্য আমরা বিশেষভাবে আমন্ত্রিত হইয়া "মহারাণী" ছবিখানি পুনরায় দেখিলাম। দেখিয়া শুধু যে পুলকিত হইলাম তাহা নহে, বিস্মিতও হইলাম যথেষ্ট। সু-অভিনেতা প্রভাতচন্দ্র সিংহ ছবিখানির আমুল সম্পাদনা করিয়া যতদূর সম্ভব ঝরঝরে ও বাহুল্য-বর্জ্জিত করিয়া ছবিখানিকে মনোজ্ঞতর করিয়া তুলিয়াছেন। প্রেক্ষা-গৃহের দর্শক সংখ্যা দেখিয়া মনে হইল "মহারাণী" এখন ২।১ সপ্তাহ এখানে সগৌরবেই বিরাজ করিবেন। এ ছবিতে নায়িকার ভূমিকায় আছেন বাঙালী মেয়ে সুবিখ্যাতা শ্রীমতী পদ্মা দেবী। ছবিখানিতে দক্ষিণ ভারতের গগনস্পর্শী মন্দিরাবলী ও বহু মনোহর সংস্থানেরও পরিচয় মিলিবে। সত্বাধিকারী শ্রীযুক্ত মল্লিকের প্রাণখোলা আলাপে আমরা মুগ্ধ হইয়াছি। প্রভাতবাবু ও শীতলবাবুর সুমিষ্ট আদর আপ্যায়নের জন্য আমরা কৃতজ্ঞ। প্রভাতচন্দ্রের ন্যায় গুণী শিক্ষিত ও কলাকুশলীর পরিচালনায় ইহার মধ্যে "রূপকথা" যে নিজেকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছে, তাহার পরিচয় পাইলাম। আমরা এই বাঙ্গালী প্রতিষ্ঠানের সর্ব্বাঙ্গীন কল্যাণ কামনা করি।

সম্মিলিত অভিনয়

আগামী ১৯শে আগষ্ট, সোমবার, নব-নাট্যমন্দির রঙ্গমঞ্চে বেঙ্গল মেডিক্যাল ইনষ্টিটিউট ও হস্পিটালস্ (বেলেঘাটা) এর সাহায্য কল্পে নব-নাট্যমন্দির, রঙমহল ও নাট্যনিকেতনের খ্যাতনামা অভিনেত্রীবর্গ কর্ত্তৃক ৺ক্ষীরোদপ্রসাদের "প্রতাপাদিত্য" অভিনীত হইবে। শ্রীঅহীন্দ্র চৌধুরী, ভুমেন রায়, মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য, তিনকড়ি চক্রবর্ত্তী, রবি রায়, বিশ্বনাথ ভাদুড়ী প্রভৃতি রঙ্গাবতরণ করিবেন।

দীনবন্ধু সম্মিলনী

রাজা প্রফুল্ল নাথ ঠাকুরের প্রতি সম্মান প্রদর্শনার্থে ও তাঁহার সাগ্রহ উপস্থিতিতে আগামী ১৫ই আগষ্ট বৃহস্পতিবার রাত্রি সাড়ে আট ঘটিকায় নব-নাট্যমন্দির (ষ্টার) রঙ্গমঞ্চে দীনবন্ধু সম্মিলনীর সদস্যগণ শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র চৌধুরী কর্ত্তৃক নাট্যরূপায়িত "পতিব্রতা" নাটকের রূপ দিবেন।

এই অনুষ্ঠানে পৌরহিত্য করিবেন সস্ত্রীক শ্রীযুক্ত জে, সি, মুখোপাধ্যায়।

শিশিরকুমার ইনষ্টিটিউট

গত ৯ই আগষ্ট শুক্রবার সন্ধ্যায় বাগবাজার শিশিরকুমার ইনষ্টিটিউটের সাহায্য উপলক্ষে রঙমহল রঙ্গমঞ্চে এক বিচিত্র অনুষ্ঠানের আয়োজন হইয়াছিল। কলিকাতার মেয়র মৌলবী ফজলুল হক সাহেব এই অনুষ্ঠানের পৌরহিত্য করিয়াছিলেন এবং নৃত্যাচার্য্য উদয়শঙ্কর মহোদয়ের উপস্থিতিতে অনুষ্ঠানের কার্য্যাদি সুসম্পন্ন হয়। মাননীয় রাজা প্রফুল্লনাথ ঠাকুর বাহাদুর অসুস্থতা বশতঃ অনুষ্ঠানে যোগদান করিতে পারেন নাই। অনুষ্ঠানের প্রারম্ভে ইনষ্টিটিউটে সাধারণ সম্পাদক শ্রীযুক্ত সুধীর বসু মহাশয় শ্রীযুক্ত উদয়শঙ্কর, মাননীয় মেয়র ও অন্যান্য সাহায্যকারি ব্যক্তিদিগকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিয়া উদয়শঙ্কর ও মেয়রকে পুষ্পমাল্যে ভূষিত করেন। তৎপরে মেয়র ইনষ্টিটিউটের কার্য্যাদি সম্বন্ধে একটি নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা প্রদান করেন। অতঃপর অনুষ্ঠানের কার্য্যাদি আরম্ভ হয়। কণ্ঠসঙ্গীতে শ্রীদেবীপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য শ্রীসুধীর চক্রবর্ত্তী, শ্রীজহর লাল, কুমারী গীতা দাস (গীতশ্রী), কুমারী কল্যাণী দাশগুপ্তা, কুমারী আরতি দাস, কুমারী রেণুকণা মোদক, শ্রীযুক্তা উত্তরা দেবী, শ্রীনির্ম্মল ভট্টাচার্য্য প্রভৃতি বিশেষ কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছিলেন। বিশ্ববিখ্যাত সুরশিল্পী শ্রীযুক্ত তিমিরবরণ ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের অধিনায়কত্বে তাঁহার ছাত্রগণ কর্ত্তৃক একটী ঐক্যতান বাদিত হয়। এই অনুষ্ঠানের উল্লেখযোগ্য বিষয় ছিল নৃত্যশিল্পী শ্রীযুক্ত মণিবর্দ্ধনের নৃত্যকলা প্রদর্শন। শ্রীযুক্ত বর্দ্ধনের সোমদেব, রুদ্রদেব, রূপকুমার, শিবনৃত্য প্রভৃতি এক বিস্ময়ের সৃষ্টি করিয়াছিল। তাঁহার নৃত্যকলায় স্বকীয়তার পরিচয় পাইয়া আমরা অত্যন্ত প্রীত হইয়াছি। এই বিচিত্র অনুষ্ঠানের পর সঙ্গীতাদির সাফল্যের জন্য ইনষ্টিটিউটের সাধারণ সম্পাদক শ্রীযুক্ত সুধীর বসু সঙ্গীতবিশারদ শ্রীযুক্ত গিরিজাশঙ্কর চক্রবর্ত্তী, শ্রীযুক্ত মিহিরকিরণ ভট্টাচার্য্য, শ্রীযুক্ত শিশিরশোভন ভট্টাচার্য্য এবং নৃত্যাদির সাফল্যের শ্রীযুক্ত মণিবর্দ্ধন ও তাঁহার সঙ্গীত পরিচালক শ্রীযুক্ত রাখালদাস মজুমদার মহাশয়কে বিশেষরূপে আন্তরিক ধন্যবাদ প্রদান করেন এবং মাননীয় কাশিমবাজারাধিপতি শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র নন্দী বাহাদুর ইঁহাদের সকলকে মাল্য প্রদান করিয়া গৌরবান্বিত করেন। অতঃপর ইনষ্টিটিউটের সভ্যগণ কর্ত্তৃক একটি সামাজিক নাটিকা "অকল্যাণীয়া"র অভিনয় হয়। তাঁহাদের অভিনয় ভালই হইয়াছিল। রাত্রি প্রায় ৩ঘটিকায় অনুষ্ঠান ভঙ্গ হয়।

সম্পাদক—
শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায় শ্রীগিরিজা কুমার বসু
১২৩।১, আপার সার্কুলার রোড, দীপালী প্রেসে মুদ্রিত ও দীপালী কার্য্যালয় হইতে দীপালীর স্বত্বাধিকারী—

Cover and Art Plates printed at Gaya Art Press, 94, Keshab Chandra Sen Street, Calcutta.

শ্রীমতী আখতারি বেগম

ম্যাডানের "Jawan-ki-Nasha" ছবির নায়িকা।

৭ম বর্ষ] ৫ই ভাদ্র, ১৩৪২ ঃঃ 22nd August, 1935 [৩৪শ সং

দীপালী কার্য্যালয়—১২৩।১, আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা—
ফোন বড়বাজার—৩২৫৩

৭ম বর্ষ { ৫ই ভাদ্র বৃহস্পতিবার, ১৩৪২ / ২২শে আগষ্ট ১৯৩৫ } ৩৪শ সংখ্যা

কলাকেলি

নিছক বাংলা রঙ্গালয় নিয়ে আলোচনা করি নি অনেক দিন। যাঁরা দয়া ক'রে আমার লেখনীর মুখ থেকে নাট্যকথা শুনতে ভালোবাসেন, তাঁরা মাঝে মাঝে অভিযোগ করেন। কিন্তু আমি আলোচনার বিষয় খুঁজে পাই না। কারণ প্রথমতঃ, বছর-কয় আগেও বাংলা নাট্যজগতে এমন একটা সমারোহের বৈচিত্র্য ছিল যে, তখন আলোচনার বস্তুর অভাব ঘটবার সম্ভাবনা হ'ত না। দ্বিতীয়তঃ, আমার মতে, বাংলা নাট্যজগতে এখন আলো-যুগের পরে এসেছে ছায়া-যুগ এবং এ-ভাবে বেশীদিন গেলে নিবিড় অন্ধকারের যুগ আসাও অসম্ভব নয়—কি নাট্যসাহিত্যে, কি অভিনয়-কলায় ও কি প্রয়োগ-নৈপুণ্যে—সর্ব্বত্রই যেন একটা নিরুদ্যম শ্রান্তি বা অবসাদের ভাব লক্ষ্য করছি। এখনকার অবস্থা নিয়ে আলোচনা করতে বসলে প্রথমেই অতীতের কথা ভেবে হাহাকার করতে ইচ্ছা হয়—অথচ বাংলার নবনাট্যকলার বয়স এখনো একযুগের বেশী হয়নি! কিন্তু এই রূপ ও সুরের আনন্দ-জগতে ব'সে হাহাকার করতে আমি অত্যন্ত নারাজ। মরুবালুর মতন তপ্ত বাস্তব পৃথিবীকে ভুলে আমি রঙ্গালয়ের কল্পলোকে চাই স্বপ্নচয়ন করতে। কেন না আমি হচ্ছি সেই দলের লোক, যে-দলের কবি গেয়েছেন—

"We are the music makers
We are dreamers of dreams!"

*

এখন সহরে যে-কয়টি রঙ্গালয় চলছে, আজ যদি তাদের কথা নিয়ে হালকা ভাবে একটা মোটামুটি আলোচনা করি, তাহ'লে বোধ হয় মন্দ হয় না। ··· ··· এবং এরকম আলোচনায় প্রবৃত্ত হ'লে সকলের দৃষ্টি পড়বে প্রথমেই নাট্যাচার্য্য শিশিরকুমারের উপরে। আজ কিছু-বেশী এক যুগ ধ'রে প্রায় সমগ্র বাংলা নাট্যজগৎকে তিনি আচ্ছন্ন ক'রে আছেন। "বেঙ্গলি থিয়েট্রিক্যাল কোম্পানী", প্রদর্শনীর অস্থায়ী রঙ্গালয়, "আলফ্রেড থিয়েটার", "মনোমোহন নাট্যমন্দির", "নাট্যমন্দির", "ষ্টার থিয়েটার", "রঙমহল", "নাট্য-নিকেতন" ও "নব-নাট্যমন্দির"—যথাক্রমে এতগুলি আসরের উপরে পড়েছে তাঁর প্রবল অথচ মধুর প্রভাব। একা তাঁকে কোন সম্প্রদায় ব'লে ডাকা যায় না বটে, কিন্তু একা তাঁর ব্যক্তিত্বই এখনকার যে-কোন সম্প্রদায়ের সঙ্ঘবদ্ধ শক্তির চেয়েও শ্রেষ্ঠ ব'লে গণ্য হ'তে পারে। প্রধানতঃ তাঁর অবলম্বিত ভঙ্গি বা 'ষ্টাইল'ই হচ্ছে আজকের বাংলা নাট্যজগতের সাধারণ ভঙ্গি এবং এ কথা যিনি মানেন না তিনি সত্যকেও মানেন না। জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে এখনকার ছোট-বড়

অধিকাংশ অভিনেতাই কোন-না-কোনদিক দিয়ে শিশিরকুমারের কাছে নিশ্চয়ই ঋণী! এবং সহরে এখন এমন রঙ্গালয়ের একান্ত অভাব, যার একাধিক প্রধান নট-নটী কোন-না-কোন সময়ে শিশিরকুমারের কাছে হাতে-নাতে শিক্ষালাভ করেন নি।

*

বাংলাদেশের বর্ত্তমান নাট্যগুরু শিশিরকুমার এখন "নব্য-নাট্যমন্দির" গঠন করেছেন। অবশ্য এখানে পুরাণো "নাট্যমন্দিরে"র পূর্ণ-দীপ্তি আর দেখা যায় না, কারণ তাঁর হাতে-গড়া শিষ্যরা (যেমন, রবি রায়, মনোরঞ্জন, যোগেশচন্দ্র, তুলসীচরণ, জীবনকুমার, তারাকুমার, জয়নারায়ণ, শরৎচন্দ্র ও কামাখ্যাপ্রসাদ প্রভৃতি) এখন তাঁর সম্প্রদায় ত্যাগ করেছেন, কেউ কেউ পরলোকে গিয়েছেন এবং এঁদের পরিবর্ত্তে উচিতমত শিক্ষিত তরুণ শিল্পী তাঁর দলে আজও দেখা দেন নি। তবু আজও শিশিরকুমারের প্রতিভার মন্ত্র যে কতখানি অপূর্ব্ব, পুরাণো "নাট্যমন্দিরে"র ভাঙা দলের সাহায্যে অভিনীত "বিজয়া"ই সেটা বিশিষ্টরূপে প্রমাণিত করেছে। শিশিরকুমারের ব্যক্তিত্বের প্রসাদে আজও যে শ্রী ও শক্তির সম্মিলন দেখা যায়, অন্যত্র তা আশা করা দুরাশা মাত্র। তাঁর সঙ্গে এখনো বিশ্বনাথ, শৈলেন্দ্র, প্রভা, কঙ্কাবতী ও রাণীবালা প্রমুখ আরো কয়েকজন প্রবীণ ও নবীন নট-নটী রয়েছেন এবং আমি ব্যক্তিগত ভাবেই জানি যে, শিশিরকুমার কোনদিনই নামজাদা নট-নটীর জন্যে মাথা ঘামান্ না, কারণ নিজের প্রতিভাবলে ইচ্ছা করলেই তিনি নূতন নূতন শিল্পী সৃষ্টি করতে পারেন। কিন্তু তবু তাঁর সম্প্রদায় যে আগেকার পূর্ণগৌরব থেকে বঞ্চিত হয়ে আছে তার প্রধান কারণ বোধ হয় এই তিনটি: (১) দুর্ব্বল নাটক নির্ব্বাচন ("সরমা"র মতন নাটক তিনি পুরাণো "নাট্যমন্দিরে" কখনো গ্রহণ করতেন না)। (২) শিক্ষাদানে ও মহলায় তাঁর নিজের উপযোগী ইচ্ছা, পরিশ্রম ও উৎসাহের অভাব। (৩) তাঁর নিজের অনিয়মিত ও অনুচিত আত্মপ্রকাশ।

*

"নাট্য-নিকেতনে" এই সেদিন পর্য্যন্ত নট-নটীর যে শ্রেষ্ঠ সম্মিলন দেখা যেত, তা অতুলনীয় বললেও অত্যুক্তি হয় না। এবং আজকালকার অন্যান্য রঙ্গালয়ের তুলনায় "নাট্য-নিকেতনে"র নাটক নির্ব্বাচনকেও নিকৃষ্ট বলা চলে না। কিন্তু তবু "ঝড়ের রাতে" "সতী-তীর্থ" ও "জননী" প্রভৃতির মতন নাটক সেখানে আশানুরূপ অর্থ ও জনপ্রিয়তা এনে দিতে পারে নি। "চক্রব্যূহ" মন্দ নয় এবং "রঙ্মহলে"র "বাংলার মেয়ে"র চেয়ে এখানকার "ব্রতচারিণী"ও খারাপ নাটক নয়, কিন্তু এরাও এখানে ভালো চলল না। মাঝে মাঝে এ ব্যাপারটা প্রহেলিকা ব'লে মনে হয়। কিন্তু তার পরেই ভাবি, হয়তো "দালমে কুছ্ কালা হৈ"—অর্থাৎ "screw loose somewhere"! হয়তো এখানকার সঙ্ঘ-শক্তির মধ্যে ঐক্যের অভাব ছিল, হয়তো এখানকার team-work মনের মত ছিল না, হয়তো এখানকার সকল নট-নটীর আন্তরিকতা সমান ছিল না, হয়তো এখানকার প্রয়োগকর্ত্তা নাটক ও অভিনয়কে একটি নির্দ্দিষ্ট আধুনিক সুরে বেঁধে সমগ্র ভাবে গ'ড়ে তোল্‌বার চেষ্টা করতেন না কিংবা হয়তো এখানকার কর্ম্মাধ্যক্ষের কর্ত্তব্যপালনে ত্রুটির অভাব ছিল না! আসল কারণ কি ঠিক জানি না বটে, কিন্তু "নাট্য-নিকেতন" যে তার বলিষ্ঠ অভিনেতৃ-সম্প্রদায়কে ঠিকমত ব্যবহার ক'রে লাভবান হ'তে পারেন নি, এ-বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই। এখনো "নিকেতনে"র সম্প্রদায় অন্যান্য রঙ্গালয়ের তুলনায় দুর্ব্বল নয় এবং আজও আমার "খনা" দেখবার সুযোগ না হ'লেও লোকমুখে শুনছি ও-নাটকখানি নাকি জনসাধারণের অপ্রিয় হয় নি। আশা করি, অতঃপর "নিকেতনে"র কর্তৃপক্ষ সম্প্রদায়ের অনির্দ্দিষ্ট গলদ আবিষ্কার ক'রে ষোড়শোপচারে নাট্যলক্ষ্মীর পূজা করতে পারবেন।

*

"রঙ্মহলে" শিশিরকুমার বা অহীন্দ্র চৌধুরীর মতন জনপ্রিয় অভিনেতাও নেই এবং উচ্চশ্রেণীর নাটক নির্ব্বাচনেও এখানকার কর্ত্তৃপক্ষের সূক্ষ্মদৃষ্টির পরিচয় পাওয়া যায় না—এমন-কি "অশোক" ও "রাবণ"কে 'রঙ্মহলে'র কলঙ্ক বলতেও আপত্তি নেই। তবু যে 'রঙ্মহল' চলছে এবং সহরের অন্য সব রঙ্গালয়ের চেয়ে ভালো ভাবেই চলছে, তার হেতু কি? হেতু খুঁজতে গেলে এখানকার নাট্যশিক্ষক নরেশচন্দ্রের শিক্ষাদানশক্তির কথাই আগে মনে হয়। এখানকার team-work চমৎকার এবং এখানকার সঙ্ঘ-শক্তির মধ্যে বে-মিল নেই। নরেশচন্দ্র, রবি রায়, ভূমেন রায়, রতীন্দ্রনাথ, যোগেশচন্দ্র ও অমর বসু প্রভৃতির মত সু-অভিনেতা যদি একসঙ্গে মিলে মিশে মন দিয়ে অভিনয় করেন, তাহ'লে অভিনয়ের সাধারণ আদর্শ যে উচ্চতর হয়ে উঠবে, এ-বিষয়ে কোনই সন্দেহ নেই। এবং ঐ কারণেই 'রঙ্মহলে' গিয়ে দর্শকরা উচ্চশ্রেণীর নাটকের অভাব নিয়ে মাথা ঘামায় না, নট-নটীদের নাটনৈপুণ্য দেখেই খুসি হয়ে ফিরে আসে। অন্ততঃ আমার নিজের পক্ষে এ-কথাটা বড়ই সত্য। ওখানকার নট-নটীরা যদি নাটকের উপরে উঠতে না পারতেন, আমি তাহ'লে 'রঙ্মহলে' পদার্পণ করতেও ভয় পেতুম। নিম্নশ্রেণীর নাটক আছে দু'-রকম: এক, সাহিত্যে ও মঞ্চে যা একেবারেই অচল; আর-এক, সাহিত্যে অচল হ'লেও মঞ্চে যার মধ্যে অভিনয়ের সুযোগ থাকে। ঐ শেষোক্ত গুণের জন্যেই 'আলমগীর', 'কর্ণার্জ্জুন' ও 'সীতা'র মতন নাটকও বিপুল জনপ্রিয়তা অর্জ্জন করেছে। 'রঙ্মহলে'র কর্তৃপক্ষ ভালো নাটক নির্ব্বাচন করতে না পারলেও একাধিকবার এমন নাটক নির্ব্বাচনে বাহাদুরি দেখিয়েছেন, যেগুলির মধ্যে তাঁদের শিল্পীরা নিজেদের কৃতিত্বের পরিচয় দেবার ক্ষেত্র পেয়েছেন যথেষ্ট।

*

যে-তিনটি রঙ্গালয়ের নাম করলুম তাদের কর্ত্তৃপক্ষ টাকা না পেলেও যে পাদপ্রদীপের আলো জ্বালতে রাজি হবেন, আমি এমন কথা মনে করি না। কিন্তু একমাত্র টাকা রোজগারের চেষ্টাই বোধ হয় তাঁদের প্রধান চেষ্টা নয়। ঐ সঙ্গে উচ্চশ্রেণীর আর্টের জন্যেও বোধ হয় তাঁরা লাভের খানিকটা অংশ ছেড়ে দিতে অসম্মত নন। শ্রেষ্ঠতর দর্শকদের সামনে শ্রেষ্ঠতর আর্টের লীলা দেখিয়েই হয়তো তাঁরা অর্থ উপার্জ্জন করতে চান। কিন্তু 'মিনার্ভা থিয়েটারে'র কর্ত্তৃপক্ষের উদ্দেশ্য সম্ভবত অন্যরকম।

অন্যান্য রঙ্গালয়ের কর্ত্তৃপক্ষ রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্রের নাটক অভিনয়ের সুযোগ পেলে হয়তো নিজেদের ভাগ্যবান ব'লেই মনে করেন। কিন্তু 'মিনার্ভা'র কর্ত্তৃপক্ষ প্রথম শ্রেণীর নাট্যকার, প্রথম শ্রেণীর অভিনেতা বা প্রথম শ্রেণীর দর্শকের জন্যে একটুও মাথা ঘামাতে প্রস্তুত নন। সাধারণ জনতা যে-টুকু পেলে খুসি হয় এবং টিকিট কিনতে ছুটে আসে, সেই-টুকু দিতে পারলেই তাঁরা থিয়েটার চালানো সার্থক হ'ল ব'লে মনে করেন। কাজেই যাঁরা আর্ট ও সাহিত্য-রস খোঁজেন এমন সব সমালোচক 'মিনার্ভা'র নাটক ও অভিনয় নিয়ে আলোচনা না করলেও ওখানকার কর্ত্তৃপক্ষের কিছুই অসুবিধা হবে না। আমরাও কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করি, বড়বাজার, নতুনবাজার ও হাটখোলার জনতার পরমায়ু বৃদ্ধি হোক্ এবং ওখানকার সমস্ত রূপচাঁদ-পক্ষী সাগ্রহে দুই পক্ষ বিস্তার ক'রে 'মিনার্ভা'-পিঞ্জরে এসে স্বেচ্ছায় বন্দীত্ব স্বীকার করুক্!

*

সহরে আরো দু'টি রঙ্গালয় আছে—'রূপমহল' ও 'রূপ-মন্দির', চাদনী-চকে ও চিৎপুরে। দুর্ভাগ্যক্রমে ও-দু'টির একটিরও অভিনয় আমি দেখি নি। তবে, 'রূপ-মহলে'র সমস্ত নট-নটীই ও তাঁদের অভিনয়শক্তি আমার কাছে বিশেষ রূপে পরিচিত। প্রধানত 'নাট্য-নিকেতনে'র ভাঙা দল নিয়েই এই সম্প্রদায়টি গঠিত হয়েছে। এবং এঁদের দলের একাধিক প্রধান অভিনেতাকে যথার্থ শক্তির অধিকারী ব'লে আমিই আদর ক'রে ডেকে সাধারণ স্থায়ী রঙ্গালয়ে নিয়ে এসেছি। এই সম্প্রদায়ে বিজ্ঞাপন-বিখ্যাত তথাকথিত নটের সংখ্যা বেশী নেই ব'লে হতাশ হবার দরকার নেই। কারণ অভিনয়ে এঁদের অনেকেরই শক্তি ও আন্তরিকতার পরিচয় অনেকবারই পাওয়া গিয়েছে। তার উপরে এঁরা নবীন, কর্ম্মী ও উৎসাহী। নবীনতার সঙ্গে যেখানে শক্তি ও আন্তরিকতার মিলন হয়, সেখানে ভালো একটা-কিছুর আশা করা যেতে পারে অনায়াসেই। এদের প্রচেষ্টার সফলতা কামনা করি।

*

পূজায় "দীপালীর" পাঠকগণের মনোরঞ্জনের জন্যে এবারে আরো বিশেষ রূপে আয়োজন করা হচ্ছে। সাপ্তাহিকের আসরে প্রতি বারেই "দীপালী"র পূজার সংখ্যা যে অদ্বিতীয় হয়ে আসছে, এ-সত্যটা প্রকাশ করলে বোধ হয় মিথ্যা গর্ব্বপ্রকাশ করা হবে না। গল্পে, প্রবন্ধে, কবিতায়, চিত্রে, বিচিত্র রসের ধারায় এবং ছাপা ও কাগজের শোভনতায় "দীপালীর" "শারদীয় সংখ্যা" এবারে যাতে অধিকতর লোভনীয় ও অতুলনীয় হয়ে উঠতে পারে সে-জন্যে কোন চেষ্টারই ত্রুটি করা হবে না। পূজার দীর্ঘ অবকাশের উপযোগী খোরাক যোগাবার জন্যে "দীপালী"র পত্র-সংখ্যা হয়তো দুই শতের কম হবে না। বাংলা দেশে যাঁদের লেখার আদর আছে তাঁদের সকলকারই রচনা সংগ্রহের জন্যে আমরা চেষ্টা করছি এবং গ্রাহকদের আগ্রহের অভাব যখন নেই, তখন আমাদের চেষ্টা বিফল হবার হেতু আছে ব'লে মনে করি না।

শ্রী হেমেন্দ্রকুমার রায়

গান

—হেমেন্দ্রকুমার রায়

বাদল-কালের জোছনা গো, জলদ-পুরের যাত্রী !
কালোয় আলোক-লোচনা গো, প্রাণের প্রণয়পাত্রী !

ভাঙা মেঘের ধারে ধারে
রূপোর আখর সারে সারে,
রূপের কারুছন্দে তুমি কোন্ প্রেমিকের ছাত্রী !

কাজলা ছায়ার আঁচলা-ভরা মৌন গানের নন্দন !
কষ্টিপাথর পটে যেন ঝরছে চারু চন্দন !

মেঘ-প্রাসাদের জানলা দিয়ে
চাঁদের চুমোর আমোদ নিয়ে,
কবির কাছে আন্‌লে কে গো মন-নাচানো রাত্রি !

গান

—শ্রীমতী বীণাপানি দেবী

আমার জীবন নদীর ওপার হ'তে আসবে যেদিন সাড়া
সেদিনও কি বন্ধু তুমি নীরব রবে এমনি ধারা ?

আমার নব জীবন প্রাতে
বন্ধু তুমি ছিলে সাথে
কানে কানে বলেছিলে নই কো আমি তোমা ছাড়া ॥

কত স্বপন আমার প্রাণে
জেগেছিল গন্ধে গানে
আজকে আমি চোখের জলের অন্ধকারে আপনহারা ॥

কূল হারানো অচিন দেশে
যেদিন আমি যাব ভেসে
নয়ন আমার তোমায় কেবল খুঁজে খুঁজে হবে সারা
সেদিনও কি বন্ধু তুমি নীরব রবে এমনি ধারা ?

কে ফ্র্যান্সিস

হলিউডের সর্ব্বাপেক্ষা সুসজ্জিতা অভিনেত্রী

দীপালী

চিত্র বর্তিকা

মার্লে ওবেরণ ও ফ্রেড্রিক মার্চ দু'জনে "Dark Angel" ছবিতে একসঙ্গে চিত্রাবতরণ করিবেন।

পপুলার পিক্‌চার্সের "মন্ত্রশক্তি"র একটি দৃশ্য।

স্নেহের বাঁধন

(গল্প)

—শ্রীচিত্তরঞ্জন পাণ্ডা, বি-এ

দুঃসহ ব্যাকুল ব্যথায় মানুষের মন যখন বিদ্রোহী হয়ে ওঠে নিজের আবেষ্টনীর উপর, সমাজের নির্ম্মম অত্যাচার যখন মর্ম্মে পীড়া দেয়, দাহন করে অতি নির্ম্মম ভাবে, তখন মানুষ ছুটে যায় তৃপ্তির সন্ধানে। বিদ্রোহী পীড়িত মন নিয়ে বিমানও তাই ছুটে গিয়েছিল।

ঊষা বিমানের প্রতিবেশিনী। তার জীবনেরই যেন রঙীন্ ঊষা। গার্লস স্কুলের নবম শ্রেণীতে পড়ে। সামনা-সাম্নি তাদের বাড়ী। ঊষার বাবা মেডিকেল প্রাক্‌টিশানার। বড় ঘরের মেয়ে। বিমান দ্বিতলের পড়ার ঘর থেকে প্রায় দেখ্‌তো ঊষাকে। কখনো বাতায়নের কাছে দর্পণের সামনে দাঁড়িয়ে বৈকালিক প্রসাধনে নিযুক্তা। কখনো বা সবুজ পর্দ্দাখানা সরিয়ে আকাশ রঙের শাড়ী-খানা পরে ফুলের সুষমা সৌন্দর্য্যে তন্ময় হ'য়ে গেছে। কোন দিন দেখত তাদের ছাদের অলিন্দে রেলিং-এ ঠেস্ দিয়ে কি একটা বই পড়ছে। গুন্ গুন্ আওয়াজ বিমানের কাণে পৌঁছত ; নিজের পড়া বন্ধ করে শুনত। বড়ই মিষ্টি তার পড়ার স্বর। অনিমেষ নয়নে ঐ জানলার দিকে তাকিয়ে থাকে, আসন্ন পরীক্ষার চিন্তা ভুলে। ধীরে ধীরে সন্ধ্যা নেমে আসত কাল আঁচলখানা টেনে দিয়ে পৃথিবীর বুকে—একাকার হয়ে যেত নদ-নদী বন-উপবন, নিমেষবিহীন নক্ষত্রগুলো চেয়ে থাকত পৃথিবীর মুখের দিকে। ওদের বাসার আলো কখন নিভে যেত। বিমানের চোখে ঘুম আসত না। কত মধুর চিন্তা মাথায় জড় হ'ত ; ঊষা। চমৎকার নাম। তার মানস-প্রতিমা—কল্পলোকের দেবী। ও যে তার কবিতার প্রাণ—অনুপ্রেরণা। সে যদি জীবনসঙ্গিনী হ'য়ে তার পাশে এসে দাঁড়াতো······তবে······া সে শুভমুহূর্ত্তের চিন্তায় বিমানের হৃদয়-বীণার তারগুলো ঝঙ্কৃত হ'ত।

ওরা এসেছে আজ এক সপ্তাহ, তবু আজ পর্য্যন্ত তাদের বাসার কারুর সঙ্গে বিমানদের বাসার কেউ ভাব করতে পারলে না। ওদের বাসার ছেলেরা কেমন ছুটোছুটি করে বেড়ায়। ওদের চারিদিক ঘিরে অফুরাণ স্ফূর্ত্তি—সুখ, সজীবতা। ছেলেমেয়েরা আধুনিক হালচাল জানে—বিশেষ করে ঊষা। প্রগতিবাদিনী ও নিশ্চয় হবে। সেদিন ওর বাবার সঙ্গে সিনেমায় যাচ্ছিল। পরণে একখানি বেগুনী রঙের শাড়ী। পাতলা শরীরে খুব মানিয়েছিল। পায়ে মাদ্রাজী স্যাণ্ডেল, পথে প্রথম দেখা। সুগোল হাত দু'খানি মাথায় ঠেকিয়ে কেমন সুন্দর করে অভিবাদন জানালে। তার মুখে কেমন স্বাভাবিক সৌন্দর্য্য ছিল। ঠোঁটের কোণে হাসি সর্ব্বক্ষণ লেগেই আছে। চলার কী কমনীয় ভঙ্গিমা। তাকেও ত' খুব মিশুক বলে সবাই জানে। ঊষাদের পরিবারের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা করে নিতে হবে। এমনি সব চিন্তা করতে করতে বিমান ঘুমিয়ে পড়ে।

পরদিন কলেজ থেকে ফিরে দেখে ঊষার ছোট বোন আহ্লাদী Skipping করছে। পাশে তার ভাই তিনটী মার্ব্বেল খেলছে। বিমান বই রেখে বল্লে—

—আহ্লাদি, আমি আর হারু দড়ি ধরব, আর তুমি Skipping করবে। আমরা গুণব। আহ্লাদী রাজী হ'ল। Skipping চলছে। বেশ harmonyর সঙ্গে। হঠাৎ দড়ি আটকে গিয়ে আহ্লাদী পড়ে গেল। বিমান তাকে তুলে নিয়ে ধূলো ঝেড়ে দিলে আর হারু হেসে ফেললে। তাকে হাসতে দেখে আহ্লাদীর চোখ-মুখ রাগে ও অভিমানে লাল হয়ে উঠল। অভিযোগের সুরে বিমানকে বললে—

—দেখ বিমুদা, ছোটদা ভারী ভা-রী দুষ্টু। ওর সঙ্গে আর আমি খেলব না।

—কেন কি হয়েছে ?

—ওই দেখ না, ও হাসছে।

বিমান হাসতে হাসতে বল্লে—ও হাসছে কেন জান ? ওই দেখ মিন্টু পায়রাটাকে চুপি চুপি ধরতে যাচ্ছিল। আর হারু একটা ঢিল ছুঁড়ল। পায়রাটা উড়ে গেল। মিন্টু ফিরে তার ছোট্‌দা বিজনকেই দেখল আর মনে করলে বিজনই বুঝি ছুঁড়েছে। তাই দেখ দু'জনে ঝগড়া বাধিয়েছে।

তার এই অলীক বর্ণনায় হারু খুব হেসে দিল ছুট্।

—ছোটদা, ও ছোটদা, এস এস আবার খেলব। আহ্লাদীও তার পেছনে ছুটল, বাড়ীর ভেতর ঢুকে পড়ল। বিমান অনন্যোপায় হ'য়ে লালুদের সঙ্গে মার্ব্বেল খেলায় যোগ দিলে, আহ্লাদী আবার ছুটে এসে বিমানের আস্তিনটা ধরে টানতে

লাগল। বিমান মুখ ফিরিয়ে আহ্লাদীকে দেখে বল্লে :

—কি অত টানছ কেন ?

আহ্লাদী হাত দিয়ে ইসারায় বল্লে :

—এদিকে এস। কানে কানে চুপি চুপি বল্লে—দিদি বলেছে আপনাকে কলেজবাবু বলে ডাক্‌তে। আচ্ছা কলেজবাবু কাকে বলে ?

বিমান আহ্লাদীকে কাছে টেনে নিল। আহ্লাদী হারুকে দেখে আবার ছুটল।

বিমান আহ্লাদীর মধ্যেই যেন আর একজনকে দেখে তার সান্নিধ্য অনুভব করল। তার মনের মধ্যে একটা খট্‌কা লাগল। কলেজবাবু! একি বিদ্রূপের কৌতুক না কলেজের ছাত্রদের প্রতি গোপন-প্রেমের আভাস। কল্পনার রঙীন তাজমহল সে গড়ে তুলল।

দিন যায়। দু' বাড়ীর মধ্যে বেশ ভাব হ'ল। নিয়মিত আসা-যাওয়া চলতে লাগল। বিমানেরও অন্তঃপুরে অবাধ গতি। ঊষার সঙ্গে নিঃসঙ্কোচে আলাপ। একত্র Lake আর সিনেমায় যেত। ঊষাদের বাসার কেউ কোন আপত্তি করত না। বরঞ্চ তাদের বাসার সকলে বিমানকে পছন্দ করত। বিমান ঊষাকে Algebraর factor solve করে দেয়। জ্যামিতির extra বুঝিয়ে দেয়। তার অধ্যাপনার গুণে ঊষা সেবার দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে উত্তীর্ণ হল। তার মা-বাবা খুব খুসী হলেন। একদিন ঊষার মা বিমানের মাকে কৃতজ্ঞতা জানিয়ে বল্লেন :

—আপনার বিমান ছেলেটী বেশ। ঊষির পরীক্ষার আগে ক'দিন একটু আধটু দেখতো। ওতেই সে এবার ভাল ভাবে পাশ করেছে।

বিমানের মার ওটা ভাল লাগল না। তাঁদের অভিজাত বংশ। সমাজে যথেষ্ট খ্যাতি প্রতিপত্তি। সেই সদ্বংশের সন্তান বিমান শেষে স্বর্গগত শ্বশুর শ্বাশুড়ীর বহুকালের অর্জ্জিত সুনাম ও প্রতিষ্ঠা লোপ করবে। তা'ছাড়া ওদের বংশ পরিচয় জানা নাই। তাই তিনি বিমানের গতিবিধির দিকে নজর দিলেন। বুঝতে পারলেন বিমান ঊষাকে ভালবেসেছে, বিষম সমস্যা। একদিকে বাৎসল্যের দুর্ব্বলতা—আর একদিকে বংশের মর্য্যাদা গরিমা অক্ষুণ্ণ রাখার প্রবলতম ইচ্ছা। একদিন বিমানকে গোপনে ডেকে সংযত হ'য়ে চলতে বললেন। তাতে বিমান আহত হ'ল।

বিমান স্বাস্থ্যবান, সুন্দর, তরুণ কবি। মাসিকপত্রে কবিতা লেখে। সাহিত্য সমাজে তার প্রতিপত্তি। ছাত্রী-মহলে তার সুখ্যাতি। তাকে ঊষা পছন্দ করেছে।

*

সেদিন সন্ধ্যে বেলা ঊষা অর্গ্যান নিয়ে মধুর কণ্ঠে গাইছিল :

"কেমনে তাহারে ডাকিব নিকটে বল।
তুলি নাই ফুল গাঁথি নাই মালা॥
সকলি বিফল হল!"

বিমান এসে তার পেছনে দাঁড়াল। তার ছায়া এসে পড়ল ঊষার সামনে। আরসিতে তার প্রতিচ্ছবি দেখে ঊষা মুখ ফিরিয়ে চাইলে বিমানের দিকে। মুখে তার বিষাদের কালিমা।

বিমান বিষাদের সুরে ধীরে ধীরে বললে—"ঊষা, আমি কলকাতায় চলে যাচ্ছি, চাকরীর সন্ধানে। এখানে আর আমার থাকা হবে না; পড়াও হবে না। কারণ মা-বাবার ইচ্ছা নেই।"

ঊষা ভুবন আঁধার দেখ্‌ল। বিমানকে ছাড়া সে যে নিজেকে ভাবতে পারবে না। হৃদয়ে যে তার আসন সে প্রতিষ্ঠিত করেছে। তাহার মন-প্রাণ সমস্তই যে তার পায়ে সে উৎসর্গ করেছে। সে বিমানকে চায়। এ ব্যথা সামলাবার মত শক্তি তার নেই। কাতর হ'য়ে সে বলে উঠল :

—আমিও তোমার সঙ্গে যাবো।

—কোথায় ?

—জানি না।

বিমান এতটা কোন দিন আশা করে নি, স্বপ্নে ছবি এঁকেছিল মাত্র। অন্তরে তাই তার জাগল খুসী ও নিরাশার স্পন্দন। অপ্রতিভ ভাবে বললে :
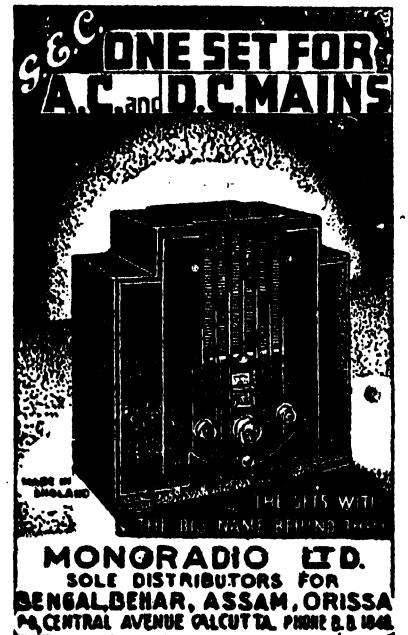
—তা' হয় না উষা, তোমার আমার মধ্যে সাগর ব্যবধান। আমার মা আছেন—সমাজ আছে।

উষা আর সহ্য করতে পারল না। আবেগ উচ্ছ্বাসে বিমানের হাতখানা ধরে বললে :

—আমায় অনাদর করো না, সইতে পারবো না। আমাকে বাঁচাও।

অমানিশার বিরাট অন্ধকার একটা দানবীর মত পৃথিবীর বুক জুড়ে, চারি দিকে মৌন মূক নিস্তব্ধতা, মধ্যে মধ্যে একটা দমকা বাতাস কোন বিরহী বুকের দীর্ঘশ্বাসের মত বয়ে যাচ্ছিল। তারা হ'ল সেই আঁধারের যাত্রী। দু'জনে হাত ধরাধরি করে পাড়ি দিলে অকূল সমুদ্রে—সমস্ত বাধা-বন্ধন ছিন্ন করে, সমাজকে উপেক্ষা করে। গন্তব্য কোথায় জানে না।

*

বিরাট—জনপূর্ণ কলিকাতা নগরী। প্রাচীরের পর প্রাচীর। বিলাসী ধনীর অর্থের প্রাচুর্য্য—বিলাসের পরিচয়। মাথা তুলে আকাশ স্পর্শ করতে চাইছে যেন। বিধাতার সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় মানুষের বিজ্ঞানের শিল্পের তুচ্ছ শক্তি, রাস্তায় বিরামবিহীন জনস্রোত। এরই উপরে তারা বাসা বাঁধল।

বিমান আফিসে কাজ করে, রাত্রে বাসায় ফেরে, দেখে আনন্দে উষা তারই আগমন প্রতীক্ষা করছে। তাই ভাবে তার বাসায় ফেরা সার্থক। মধু মিলন। বিমান উষার সেবায় মুগ্ধ। কিন্তু উষা বিমানের প্রাণভরা ভালবাসা নিতে পারে না। সদা ভয়ে ভয়ে থাকে, পাছে হারায়। নিরবচ্ছিন্ন সুখ মানুষের ভবিতব্য নয়। বিমানের একটি ছেলে হয়েছে। বিমানেরই যেন প্রতিচ্ছবি। সুন্দর নধর গঠন। উষা সর্ব্বক্ষণ খোকাকে নিয়ে থাকতে চায়। তাই বিমানের সেবা যত্নে ত্রুটি দেখা দিতে আরম্ভ করে। বিমানও খোকাকে আদর করে। আফিস থেকে এসে ছেলেকে নিয়ে খেলা করে। জামা নিয়ে আসে, নিজের হাতে পরিয়ে অতৃপ্ত নয়নে দেখে—খোকার ফুটফুটে হাসি—আধ-আধ অস্ফুট বাণী, দুরন্তপণা। নিজে দেখে তৃপ্তি পায় না তাই উষাকে ডাকে—তাতেও আশ মেটে না। কিন্তু আর কাকে দেখায়? কেউ নেই যে তাদের। প্রবাসী—পরিত্যক্ত কক্ষচ্যুত গ্রহের মত। একা—বড় একা! এত বড় নগরী—অফুরন্ত আমোদ প্রমোদের উৎস তাদের শান্তি দিতে পারে না। অনুক্ষণ উপলব্ধি করে একটা মৌন ব্যথা। বাতাসে কার চরণধ্বনি শুনতে পায়। চোখের সামনে ভেসে ওঠে ব্যথাতুর ম্রিয়মাণ অথচ স্বর্গীয় সুষমামণ্ডিত শান্ত দেবীপ্রতিম একখানি মুখ করুণ দৃষ্টিতে তাকে যেন ডাকছে।—হাত বাড়িয়ে তাকে কোলে নিতে চায়।

উষা বিমানের উদাসীনতা ও কর্ত্তব্যকর্ম্মে নিরুৎসাহ লক্ষ্য করলে, বুঝতে পারলে বিমান যেন প্রবলতম একটা শক্তির সঙ্গে সংগ্রাম করছে। স্বাস্থ্যেরও হ'ল তার অভাবনীয় পরিবর্ত্তন। খোকার সঙ্গে খেলতে খেলতে হঠাৎ অন্যমনস্ক হয়ে যায়। তাকেও সময় সময় কড়া কথা বলে, কিন্তু পরক্ষণেই এসে হাত ধরে বলে—উষা, ব্যথা দিয়েছি; ভুলে যাও লক্ষ্মীটি। তার বুক ফেটে কান্না আসে। তারও বুকে সময় সময় একটা ব্যথা কেঁদে উঠে। কিন্তু তাকে সে আমল দেয় না। খোকাকে নিয়ে ভুলে থাকে। সমস্ত মাতৃস্নেহ উজাড় করে দিয়েও তৃপ্তি পায় না।

*

ক'দিন পরে একদিন উষা দেখলে তাদের বাসার সামনে একখানা ট্যাক্সি। বিমান এসে উষাকে শীগ্‌গির সমস্ত জিনিষপত্র বেঁধে নিতে বললে। উষা কিছু বুঝলে না। সব ঠিক করে নিয়ে গাড়ীতে উঠলো।

আর একদিন এমনিভাবে উদ্দেশ্যবিহীন হয়ে যৌবনের উদ্দাম স্রোতে পাড়ি দিয়েছিল। মনে করেছিল জীবন কবিতা সমাজ বন্ধু বান্ধব আবদ্ধ জলের পাঁক। গতি নেই—স্পন্দন নেই। মানুষকে পেছনে টানে। আর আজ আবার ফিরে চলেছে সেইখানে এই উপলব্ধি নিয়ে যে বন্ধনের মধ্যেই যথার্থ মুক্তি। মরুমায়া একদিন ছুটে যায়। মানুষকে তার স্বরূপ বুঝিয়ে দেয়। গাড়ী থামতে বিমান খোকাকে কোলে নিয়ে নেমে পড়ল। বিমান দেখলে অদূরে তুলসী মূলে যে তার মা মালা জপ্‌ছেন। তার সমস্ত দেহে একটা তীব্র শিহরণ খেলে গেল। দু-চোখ অশ্রুতে টলটল করতে লাগল। অশ্রুময় মুখখানি মার পায়ের মধ্যে গুঁজে রুদ্ধকণ্ঠে সে বললে, মাগো, আমায় কোলে নাও, বড় দুঃখ পেয়েছি। উষাও মার পায়ে প্রণতা হ'ল। মুখ তুলে উভয়কে দেখে মার দু'চোখ দিয়ে অশ্রুর বন্যা ব'য়ে গেল।

ওমরের দার্শনিক মতবাদ

—শ্রীমণীন্দ্রকিশোর সেনগুপ্ত

ওমর খৈয়ামের জীবনী সম্বন্ধে বিস্তারিত কোন বিবরণ বড় একটা পাওয়া যায় না। তা' ছাড়া প্রায় হাজার বৎসর পূর্ব্বের এই কবির সম্বন্ধে যে সকল সংবাদ পাওয়া যায়, সেগুলির সম্বন্ধে আবার সবাই একমত নহেন।

অনেকে বলেন, ওমর খৈয়াম একজন বড় দার্শনিক ও বিখ্যাত জ্যোতির্বী ছিলেন। জ্যোতিষ বিদ্যায় তাঁর জ্ঞান কত গভীর ছিল— রুবাইয়াৎ পড়ে আমরা তার কোন পরিচয় পাই না। তবে রুবাইয়াতের ভেতর দিয়ে তাঁর দর্শনের যে পরিচয় আমরা পাই, তা' থেকে এই বিশ্বাসই মনে জাগে যে দার্শনিক হিসাবে ওমরের স্থান উচ্চে নয়।

ওমর নাস্তিক নন—ভগবানের অস্তিত্বে তাঁর সন্দেহ নেই। তবে আমাদের মত ভগবানকে তিনি সর্ব্বশক্তিমান বলে মনে করেন না। তাঁর মতে ভগবানেরও শক্তির একটা মাত্রা আছে, যা'র বাইরে কিছু করা তাঁর পক্ষেও অসম্ভব। তাই মানুষ যখন বিপদে প'ড়ে ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করে— ওমর সাবধান ক'রে দেন :—

"হস্ত জুড়ে তার কাছেতে চাইছ কিবা
ভাগাহীন
নিয়ত সত্যোয় বদ্ধ ওযে, তোমার মতই
শক্তিহীন।"—(৫২)

মানুষের শক্তি সম্বন্ধেও ওমরের একই মত— অর্থাৎ নিয়তি যেদিকে নিয়ে যায়, মানুষ সেই দিকেই যেতে বাধ্য—ভিন্ন পথে যা'বার কোন সামর্থ্যই তার নেই।

"ছকটি আঁকা স্বজন-ঘরের, রাত্রি দিবা
দুই রঙের,
নিয়ত দেবী খেল্ছে পাশা, মানুষ ঘুঁটি,
সব ঢঙের।
পড়্ছে পাশা ধরছে পুনঃ কাট্ছে ঘুঁটি,
উঠ্ছে ফের—
বাক্সবন্দী সব পুনরায়, সাঙ্গ হ'লে
খেলার জের।"—(৪৯)

"নাইকো পাশার ইচ্ছা স্বাধীন—
যেই নিয়েছে খেলার ভার,
ডাইনে বাঁয়ে ফেল্ছে তারে,
যখন যেমন ইচ্ছা তার।
মানুষ নিয়ে ভাগ্য খেলায়
করেন যিনি কিস্তিমাৎ
সবটা জানেন তিনিই শুধু,—
জয়-পরাজয় তাঁরই হাত।"—(৫০)

এইখানে আমাদের চিন্তার বিষয়—নিয়তি কি ও মানুষ বাস্তবিকই নিয়তির হাতের পুতুল কি না?

নিয়তি বল্তে ওমর কি বোঝেন জানি না, তবে আমরা আমাদের কৃতকর্ম্মের ফলাফলকেই নিয়তি বলে মানি। যদি তাই হয় তবে কিছুতেই ওমরের উল্লিখিত সে মতকে মেনে নিতে পারি না। কারণ নিয়তিকে মানুষ তা'র কৃতকর্ম্মের দ্বারা তৈরী করে—নিয়তির দ্বারা সে পরিচালিত হয় না। মানুষ যদি নিয়তির দোহাই দিয়ে নিজের কর্ম্মদোষকে উড়িয়ে দিতে পারত তবে এত আইন আদালত, এত নিন্দা-প্রশংসার কোন বালাই থাকত না। যা'রা দুর্ব্বল-কর্ম্মভীরু, শুধু তারাই তা'দের সকল অবস্থাকেই নিয়তি ব'লে অবশ্যম্ভাবী মনে ক'রে সন্তুষ্ট থাকে কিন্তু যা'দের পৌরুষ আছে তা'রা চেষ্টা করে অবস্থাকে উন্নত থেকে উন্নততর করতে—বিপদকে এড়িয়ে চলতে।

ওমর যে নিয়তিকে এতটা প্রাধান্য দিয়েছেন, তার কারণ তাঁর দুর্ব্বলতা—তাঁর অক্ষমতা। তিনি ঈশ্বরকে জান্তে চেষ্টা ক'রেছিলেন সত্য, কিন্তু সফলকাম হননি। হা'ল ছেড়ে দিয়ে তাঁকে বল্তে হ'য়েছিল—

"বিচার ঘাটে বিশ্ব পোরা—
মুণ্ডমাথা নাইকো যার—
তর্ক ধাঁধার ফিরতি দুয়ার—
ঠিক্ যেথা তার প্রবেশ-দ্বার!"—(৭২)

যেটুকু জ্ঞান নিয়ে তিনি নূতনের সন্ধানে রত হয়েছিলেন, শেষ পর্য্যন্ত কেন যে তিনি তার বেশী কিছু জানতে পারেন নি তার কারণ অতি সুস্পষ্ট।

তিনি নিজেই বলেছেন—

"বিদ্যারসে যতই ডুবি—
মনটা জানে মনে স্থির—
দ্রাক্ষারসের জ্ঞানটা ছাড়া—
রস-জ্ঞানে নই গভীর।"

দ্রাক্ষারস—তাঁর মনকে এতই আচ্ছন্ন ক'রে রেখেছিল যে, অন্য কোন রসের সন্ধানে তাঁর মন ছুটতেই পারে নি। সুরা ও সাকী নিয়ে জীবন কাটিয়ে ওমর যদি ইহলোক ছাড়া অন্য কোন নূতন ও উৎকৃষ্ট লোকের সন্ধান করতে নাই পেরে থাকেন, আমাদের তা'তে আশ্চর্য্যান্বিত হবার কিছুই নেই। কিন্তু যখন তিনি বলেন—

"উর্দ্ধে, অধে, ভিতর বাহির,
দেখ্ছ যা' সব মিথ্যা-ফাঁক
ক্ষণিক এসব ছায়ার বাজী—
পুতুলনাচের ব্যর্থ জাঁক।

স্বর্গ ও নরক বলে' কিছু নেই, তখনই অবাক হয়ে যাই। হিন্দু ও মুসলমান উভয়েরই ধর্ম্ম বিশ্বাস এবং আজন্ম সংস্কারের বিরুদ্ধে এ যেন তাঁর বিদ্রোহ। কিন্তু বিদ্রোহী যে,—যে চায় পরিবর্ত্তন—তাকে তার কারণ দেখাতে হয়। ওমর এমন কোন যুক্তি দেখান নাই, যাতে ক'রে আমাদের পূর্ব্ব বিশ্বাস আমরা ভুলতে পারি। শুধু আছে কিম্বা নাই বলাই ত' আর যুক্তি নয়? তাই যখন শুনি—

"নগদ যা' পাও হাত পেতে নাও,
বাকীর খাতায় শূন্য থাক্
দূরের বাদ্য লাভ কি শুনে?
মাঝখানে যে বেজায় ফাঁক।"

তখন সে কথা আমাদের কাছে স্পর্দ্ধা ব'লেই মনে হয়। হিন্দুমাত্রেই পুনর্জ্জন্ম বিশ্বাস করেন। গীতায় শ্রীকৃষ্ণ ব'লেছেন—

"বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায়—
নবানি গৃহ্নাতি নরোঽপরাণি।
তথা শরীরাণি বিহায় জীর্ণা-
ন্যন্যানি সংযাতি নবানি দেহী।"

আত্মা অবিনশ্বর, তাঁর মৃত্যু নেই। যাকে আমরা বলি মৃত্যু, যেটা বাস্তবিক মৃত্যু অথবা বিনাশ নহে—দেহান্তর গ্রহণ মাত্র।

ওমরের বিদ্রোহী কণ্ঠে আমরা শুনতে পাই ঠিক ওর বিপরীত উক্তি—

"সুজন বোঁটায় আর ফোটে না,
ঝরলে পরে আঙ্গুর ফুল।"

তাঁর এই উক্তি থেকেই বেশ বোঝা যায় যে, যা সর্ব্বদা চোখের সামনে দেখতে পাই, তাকেই তিনি সত্য বলে' মেনে নিয়েছেন। দূরের কিছু দেখ্‌বার মত দিব্য দৃষ্টি তাঁর নেই। জন্ম থেকে মৃত্যু পর্য্যন্ত যেটুকু সময়, ওমরের মতে সেইটুকুই আমাদের জীবনের স্থায়িত্ব এবং যেহেতু স্বর্গ আর নরক বলে' তিনি স্বীকার করেন না, সেইজন্য তিনি চান জীবনকে পরিপূর্ণ ভোগের পথে নিয়ে যেতে। পাপকে তিনি পাপ বলে স্বীকার করেন না। স্পষ্ট বলেন—

"তুমিই প্রভু পথটিতে মোর
গর্ত্ত বোঝাই রাখলে পাপ
করলে সেটি সুরায় পিছল—
তুমিই প্রভু করবে মাপ।"

ভগবান ভোগের সামগ্রী তৈরী করেছেন, আমরা ভোগ করব এতে দোষের কি? পাপ কার্য্য যদি তাঁর অনভিপ্রেতই হবে, তবে পাপের পথ ও সেই পথে যাবার মত বুদ্ধি তিনি আমাদের দিলেন কেন?

অনাচারের স্বপক্ষে ওমরের এই যে সাফাই, এটা যুক্তি নয় তর্ক। ভগবান সংসারে ভাল মন্দ সকল প্রকার বস্তুই সৃষ্টি করেছেন সত্য, কিন্তু সেই সঙ্গে ভালমন্দ বিচার করবার মত বুদ্ধিও মানুষকে দিয়েছেন। মানুষ যদি সে বিচার বুদ্ধি পরিচালন না করে, তবে সে দোষ কি ভগবানের—না মানুষের নিজের? ঈশ্বর বিষ যেমন দিয়েছেন, বিষের কি দোষ গুণ সেটাও বুঝবার শক্তি মানুষকে দিয়েছেন। মানুষ যদি পরিমিত পরিমাণ বিষ ব্যবহার ক'রে রোগীকে আরোগ্য না করে' জীবন্ত মানুষকে মারবার জন্য বিষ ব্যবহার করে, তবে কি তাই প্রমাণিত হবে যে সৃষ্টিকর্ত্তারই দোষ?

ওমরের এই প্রকার কতকগুলি মতবাদে আছে, যেগুলি আমরা কিছুতেই গ্রহণ করতে পারি না। এই প্রসঙ্গে একথা বললে বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হবে না, যে কিছুদিন যাবৎ শরৎবাবুর 'শেষ-প্রশ্ন' আমাদের সকলেরই আলোচনার বিষয় হয়ে উঠেছে। প্রশ্ন উঠেছে কমলের মত নারী আমাদের সমাজে রক্ষণীয়া কি না? আমি এখানে এ প্রশ্নের কোন জবাব দিতে চাহি না। আমি শুধু বলতে চাই যে অনুরূপ প্রশ্ন ওমর খৈয়াম সম্বন্ধেও করা যেতে পারে। এবং আজকে সত্যই আমাদের সময় এসেছে কমল এবং ওমরকে যাচাই করবার।

শেষ প্রশ্নের কমলের চেয়েও উচ্ছৃঙ্খল নারীও আমাদের চোখে পড়েছে, কিন্তু তা'রা তাদের ভুলের জন্য সঙ্কুচিতা কুণ্ঠিতা, তাই অনায়াসে তা'দের আমরা একপাশেই সরিয়ে দিতে পারি, কিন্তু কমল সে শ্রেণীর নয়। সে চায় তার ভুলকে ভুল বলে' অস্বীকার করতে এবং তর্ক করে' নিজের মতকে প্রচারিত ও প্রতিষ্ঠিত ক'রতে। তাই কমলকে আমরা যেন শুধু ধমক্ দিয়ে তাড়াতে পারি না, তার কথাগুলো অন্ততঃ একবার ভাবতে হয়, মনকে একবার দোলা দেয়। কমলের চরিত্রাঙ্কনে এইখানেই শরৎবাবুর বিশেষত্ব।

ওমর সম্বন্ধেও সেই কথা বলা চলে—কবিতার ভেতর দিয়ে সরস ক'রে পাপের ছবি তিনি এমন মনোহর ক'রে দেখিয়েছেন যে, তাকে চিনতে আমাদের বেশ একটু কষ্ট হয়। যুক্তির চেয়ে তার বল্‌বার ভঙ্গীই যেন আমাদের অভিভূত ক'রে ফেলে বেশী ক'রে। রুবাইয়াৎ পাঠে আমরা ওমরকে দার্শনিকের চেয়ে কবি রূপেই পাই বড় ক'রে। নাস্তিক ভাবাপন্ন ইউরোপ ওমরকে দার্শনিক বলে' মনে ক'রতে পারে, কিন্তু এসিয়া ওমরকে শ্রদ্ধা করবে শুধু শ্রেষ্ঠ কবি ব'লে, দার্শনিক বলে নয়।

নমস্কার

(গল্প)

—শ্রীঅনিলকুমার ভট্টাচার্য্য

রবিবারের গল-ডে খানা ষোল আনা উশুল করিবার জন্য বিকালে আবার বাহির হইলাম। এবারের যাত্রাপথ বালিগঞ্জ-শ্যামবাজার।

হিন্দুস্থান রোডের মোড়ে ট্রাম আসিতেই অতি অবহেলাভরে একজন তরুণীর একটি অঙ্গুলি উঠিল। ট্রাম থামিয়া গেল।

বাঁ-দিকের "Ladies Only" সীট পুরুষগুলা নির্ব্বিকার চিত্তে দখল করিয়া বসিয়াছে; এ দিকের,—আমার সামনেরটি খালি।

তরুণী তাহাতে উপবেশন করিলেন।

ট্রামের যাত্রাপথ বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে যাত্রী সংখ্যাও বাড়িয়া চলিল। সব বেঞ্চগুলাই প্রায় এখন ভর্ত্তি হইয়া আসিয়াছে,—তরুণীর সীটে তিনি একাই।

সত্য, কিন্তু অংশীদার আসিতে বিলম্ব হইল না। যিনি উঠিলেন তাঁহাকেও তরুণী বলা যাইতে পারে। মহিলা মহিলার পাশেই বসাটা সম্ভব ও স্বাভাবিক।

তরুণীটির হাতে একটি ব্যাগ—ইনসিওরেন্স-এর দালাল বা রেডিও কি সিউয়িং মেসিনের ক্যানভাসার হইবেন বোধ হয়।

যা' হোক্, দুই একবার গলা খাঁকুনির পর আলাপ জমিয়া গেল।

প্রথমা কহিলেন, "কতদূর যাবেন?"

—"আপাততঃ এস্‌প্ল্যানেড অবধি—"

—"যাক্, বাঁচা গেল, ভারী একা একা ঠেকছিল।"

ঠেকাটা সম্ভব, কেননা অতগুলি পুরুষের মাঝে একা—

বাদলাটা সেদিন যেন একটু বেশী করিয়াই জমিয়া উঠিয়াছে। জাজেস্ কোর্ট রোডের উপর দিয়া ট্রাম চলিল; একটানা একটা ঘর্ঘর শব্দে পথটি মুখরিত হইয়া উঠিল।

Next Stoppage-এ পাশের ভদ্রলোকটি নামিয়া গেলেন। এক টিপ নস্য লইয়া ইংরাজি ছোট গল্পের বইটা খুলিয়া বসিলাম।

সজোরে বর্ষণ সুরু হইয়াছে।

সামনের ডেকারটি কিন্তু আমাকে পড়ায় মনঃসংযোগ করিতে দিল না।

ট্রামের চলার শব্দে মিশিয়া যাওয়াতে উহাদের সব আলাপ কানে না আসিলেও কিছু কিছু শুনিতে পাইতেছিলাম।

দ্বিতীয়া বলিলেন,—"আচ্ছা, বলুন তো এই বর্ষাটা জনকোলাহলের বাইরে—দূরে কোনো অচেনা অজানা গাঁয়ে—নির্জ্জন নদী-তটে,সম্পূর্ণ একা-একাই ভালো লাগে, না সেই সৌন্দর্য্যকে উপভোগ ক'রে তা'র আনন্দের অংশটা একজন বন্ধুকে দেবার জন্যে মনটা চঞ্চল হোয়ে ওঠে···

সরল আলাপে আশ্চর্য্য হইয়া গেলাম। কাব্য বাধা মানে না; পথ পাইলেই বহিয়া চলে।

প্রথমা বলিলেন, "ভারী কম্‌প্লেক্স কোয়েশ্চান্ ক'রে বস্‌লেন আপনি!···তবে দেখুন, কবিকে তো আমরা উপেক্ষা করতে পারিনে'। মানব-অন্তরের না-বলা ভাষাকে সত্য-ছন্দে রূপ দেয় কবি। কবির সেই কথা ক'টি স্মরণ হচ্ছে কি?—বর্ষার দিনে—

"সে কথা শুনিবে না কেহ আর
নিভৃতে নির্জ্জন চারিধার,
দু'জনে মুখোমুখি, গভীর দুখে দুখী;
আকাশে জল ঝরে অনিবার,
জগতে কেহ যেন নাহি আর!···"

গলার স্বরটা একটু ক্ষীণ, চাপা মত; বিশেষ কাহাকেও ইহার রসোপলব্ধি করিতে না দিবার উদ্দেশ্য বোধ হয়।···

বুঝিলাম, মেঘম্লান বর্ষাসজল দিবসটি ইহাদের উপর কাব্যরসস্ফুরণের প্রভাব বিস্তার না করিয়া পারে নাই!···

দ্বিতীয়ার মুখে একটা ক্ষীণ, সমর্থনের হাসির রেখা নিশ্চয়ই ফুটিয়া উঠিয়াছিল।

ট্রাম আলিপুরের সীমানা পার হইয়া আসিল।

স্তব্ধতা।—

প্রথমা তাঁহার চূর্ণ অলক বিন্যস্ত করিয়া চস্‌মাটা ঠিক করিয়া লইলেন।

"ইস, যে বিশ্রী seasonটা চ'লেচে তা আর বল্‌বার নয়। খালি অসুখ-বিসুখ; বেরি-বেরির prevalanceটা এবার এত বেশী যে অদ্ভুত। সঙ্গে সঙ্গে তা'র ইনফ্লুয়েঞ্জা। সপ্তাহখানেক হ'ল ছোট ভাইটার ইনফ্লুয়েঞ্জা হয়েচে; ভীষণ জ্বর। ডাক্তার বলে,—ভয় নেই, সেরে যাবে। কিন্তু—"

বাধা দিয়া প্রথমা বলিলেন,—"সত্যি কী disgusting! আচ্ছা কী রকম সিম্পটম্‌স বলুন তো;—জ্বর কি একটুও কমেনি? কত অবধি ওঠে?"

"প্রায় একশ' তিন। গায়ে ভীষণ ব্যথা। —এই দেখুন না হোল্-নাইট এটেণ্ড করতে হয়েচে—এত অধৈর্য্য।"

—"কী খেতে দিচ্ছেন?"

বুঝিলাম, লেডি-ডাক্তার একজন।'

—"উপস্থিত liquid food."

প্রশ্নকর্ত্রী সমস্ত প্রশ্নের উত্তর শুনিবার জন্য সারাক্ষণ উৎকর্ণ হইয়া আছেন বলিয়া বোধ হইল যেন। কিন্তু আশ্চর্য্য হইয়া গেলাম, কল্পনাময় সূক্ষ্ম কাব্যালোক হইতে এই ধূলা কাদামাখা জগতে তাঁহাদের পতন দেখিয়া!"···

—"তা' হ'লে সত্যিই তো ভাববার কথা! —কথাটার সুরের সমতা রক্ষা করিবার জন্য মুখ তাঁহার নিঃসন্দেহে গভীর ও চিন্তাপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল মনে হয়।

ঘণ্টা বাজিয়া ওঠে, ট্রাম থামে, চলে,— অবিরাম একটানা সুর।

আবার এক টিপ নস্য লইলাম। বৃষ্টি ধরিয়া আসিয়াছে।

স্তব্ধতা—

"কি করি বলুন! ভারী বিব্রত হ'য়ে পড়েচি ভাইটীকে নিয়ে। অবস্থাও তো আমার এমন কিছু নয় যে কোনো বড় ডাক্তার দেখাই—"

গলার স্বরে একটা কাতরতা প্রকাশ পায়।

"কোন্ ডাক্তারকে দেখাচ্চেন?"

"পাড়ারই একজন ডাক্তারকে।"

"হুঁ। আপনার বাসাটা—"

"বিডন্ ষ্ট্রীট।"

"আচ্ছা।"

একটা যেন ক্ষীণ আশার রেখা পাওয়া গেল, সম্পূর্ণ নির্ভরযোগ্য।

তৃণশ্যামল মাঠের উপর দিয়া হু-হু করিয়া ট্রাম ছুটিয়াছে। সজল বাতাসের ঝাপটা আসিয়া একটা স্নিগ্ধ স্পর্শ দিয়া গেল। ভাবিতে লাগিলাম, সত্যই পথ চলিতে চলিতে কত অজানা অচেনা লোকের সহিত হয় পরিচয়। কেহ কেহ হয় তো যায় ভুলিয়া, কেহবা সেই ক্ষণিকের পরিচয়কে চিরকালের স্মৃতিকোঠায় রাখে প্রতিষ্ঠিত করিয়া। ভবিষ্যতে হয়তো আবার সেই ক্ষুদ্র পরিচয়টীর সূত্র আশার অতীত কাজে লাগিয়া যায়।...

অবশেষে ট্রামের গতি শিথিল হইয়া আসিল। হোয়াইট এ্যাওয়ের দোকানের ঘড়িটা দেখিতে পাওয়া যাইতেছিল,—পৌনে ছ'টা।

কর্ণফিল্ড রোড হইতে এস্প্ল্যানেড ৪৬ মিনিট লাগিয়াছে; আরো দু' মিনিট লাগিবে বোধ করি ট্রাম ডিপোতে গিয়া থামিতে।

একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়িলাম।

যাত্রীগুলি চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে।

"আপনি কি ডাক্তার?"—একান্ত অসহায়তার ঝোঁকে মহিলাটি প্রশ্ন করিয়া উঠিলেন। "ঠিকানাটা তা'হলে—যদি কিছু মনে না করেন—" অত্যন্ত বিনীত সুর একটা।

"না, আমি তো ডাক্তার নই; আমি স্কুল মিষ্ট্রেস্।"

"ও···আচ্ছা, আসি তা'হলে নমস্কার!"

ট্রাম তখন Esplanadeএ থামিয়া গিয়াছে।

কৃষ্ণ কুমারীর বিষপান

—শ্রীবীণা দেবী

আনলো বিষ আন্ জুড়াক জ্বালা
অনলে হোক্ ছাই এ রূপ ডালা
উলু দে সখী তোরা আমি যে স্বয়ম্বরা
তোরণ দ্বারে আজি প্রদীপ জ্বালা
মরণ গলে দেব বরণ ডালা।

সজনি, কেন তোর নয়ন নীচু
বিষের বাটী লয়ে ফিরলি পিছু!
ও বিষ সুধা সম হরিবে তৃষা মম
আর তো তোর কাছে চাহিনা কিছু,
সজনি, কেন তোর আনন নীচু?

এনেছি অভিশাপ পিতার গেহে
জনক জননীর অপার স্নেহে,
সখি, যে রূপ মম জ্বালিল বহ্নি সম
শ্মশান সৃজিবে সে সকল গেহে,
কি হবে বল তবে এ পোড়া দেহে!

জননী বিষাদিনী কহে না কথা,
পিতার হৃদে বাজে অসীম ব্যথা।
যে ছিল লতাসম জড়ায়ে মন প্রাণ
আজি যে দেখি তারে বিষের লতা,
ছিঁড়িতে তবে তারে কেন এ ব্যথা?

বরের বেশে ঐ মরণ আসে
চরণ ধ্বনি তার বাতাসে ভাসে,
সখি এ বরমালা সাজাবে তারি গলা
আদরে লবে মোরে তাহারি পাশে,
আমি যে আছি তারি মিলন আশে।

ওই যে বীণাখানি ভূতলে পড়ি
তোমরা রেখো ওরে যতন করি,
কতই প্রাতে সাঁঝে আমার মনোমাঝে
ছন্দে সাজায়েছে সোনার তরী,
সকল ব্যথা মম নিয়াছে হরি।

সোনার পিঞ্জরায় শারিকা আছে,
নীরবে ওকি আজ মুকতি যাচে?
সখি ও শারিকারে তোমরা দিও ছেড়ে
যাক ও উড়ে যাক্ শ্যামল গাছে,
মুক্তি দাও সখি, বাঁধা যে আছে।

তোমরা স্নেহ ঢালি কুসুম তুলে
জীবন সাজি মম ভরালে ফুলে
আজি এ ফুলভার, দিব গো উপহার
জীবন দেবতার চরণ মূলে,
বিদায় দাও সখি বিষাদ ভুলে।

জননী জন্মভূমি বিদায় দেহ,
চলিনু কোথা মাগো জানে না কেহ,
অশান্তি অপমান হোক্ মা অবসান
শান্তি ঘিরে থাক মেবার গৃহ
গরল সুধা মম মায়ের স্নেহ।

পত্রলেখা
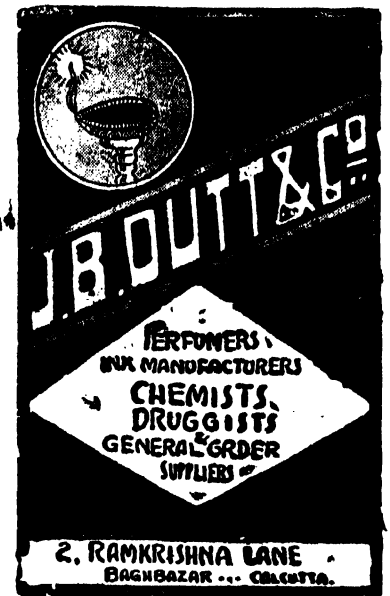
শ্রদ্ধেয় 'দীপালী'র যুগ্ম সম্পাদক মহোদয়েষু,
মহাশয়েষু—

'দীপালী'র ৩০শ সংখ্যায় রাধা ফিল্মের পরিচালক শ্রীযুক্ত জ্যোতিষচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় 'কণ্ঠহার' সম্বন্ধে কয়েকটি কথা বলিয়াছেন। তিনি যুবাবৃদ্ধ নির্ব্বিশেষে সকলের মতামত খোলাখুলিভাবে আহ্বান করিয়াছেন। যদিও তাঁহার মত সুযোগ্য ব্যক্তিকে পরামর্শ দিবার স্পর্দ্ধা আমি রাখি না তবু, যখন তিনি নিজেই তাহা আহ্বান করিয়াছেন তখন বেশী কিছু না বলিয়া কেবলমাত্র চিত্রনাট্য রচনা সম্বন্ধে দু' একটি কথা প্রকাশ করিবার লোভ সম্বরণ করিতে পারিতেছি না। আশা করি সহৃদয় 'দীপালী' সম্পাদক মহাশয় এই ক্ষুদ্র পত্রটির জন্য কিঞ্চিৎ স্থান দানে আমায় কৃতার্থ করিবেন।

চিত্রনাট্যের দিক দিয়া দেখিতে গেলে আমাদের চিত্রগুলি এখনও উৎকর্ষ লাভ করে নাই। ইহার জন্য দায়ী চিত্র প্রতিষ্ঠানের মালিকেরা। এত বড় গুরুতর ও দায়িত্বপূর্ণ জিনিসটির প্রয়োজনীয়তা আজও তাহারা সম্যক উপলব্ধি করিতে পারেন নাই। চিত্র-নাট্য, যাহার উপর চিত্রের ভিত্তি গড়িয়া উঠে তাহার প্রতি এই যে অবহেলা ইহা তাহাদিগকে ক্রমশঃ ধ্বংশের পথেই আগাইয়া দিবে। চিত্রের গল্প যদি জমাট না বাধে; চিত্রনাট্য রচনা যদি সুবিধার না হয় তাহা হইলে সহস্র অর্থ ব্যয় ও পরিশ্রম যে বিফল হয় তাহা ইহারা বহুবার দেখিয়াছেন ও দেখিতেছেন তবু আজও চৈতন্যোদয় হয় নাই। ইহাদের মনে এমন এক ভ্রান্ত ধারণা রহিয়াছে যে যিনি চিত্রের পরিচালক হইবেন তিনিই হইবেন চিত্রনাট্য রচয়িতা ও অভিনেতা। ইহাতে পরিচালকের কৃতিত্ব প্রকাশ পায় বটে, কিন্তু পরিচালকের সর্ব্বতোমুখী প্রতিভা দেখিতে গিয়া দর্শকসাধারণকে কেবল বিরক্তি ভোগ করিতে হয়। যদিও সব ক্ষেত্রে এরূপ হয় না তবু বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই হইয়া থাকে। যদি এক ব্যক্তির উপর সমস্ত ভার অর্পণ না করিয়া চিত্র প্রতিষ্ঠানের মালিকেরা যদি গুণাগুণ বিবেচনা করিয়া ব্যক্তিবিশেষের উপর নির্দ্দিষ্ট নির্দ্দিষ্ট কার্য্যের ভার দেন তাহা হইলে তাহা কি সু-বন্দোবস্ত হয় না? ইহাতে সুবিধা এই যে প্রত্যেকেই নিজেদের স্বাধীন চিন্তা দ্বারা চিত্রকে সাফল্যমণ্ডিত করিতে চেষ্টা করেন। অথবা এক ব্যক্তিকে সকল কার্য্যের ভার দিয়া সন্দেহ দোলায় দুলিতে হয় না। এই প্রসঙ্গে আমি বলিতে চাহি না যে জ্যোতিষবাবুর চিত্র নাট্য রচনায় আমার শ্রদ্ধা নাই বরং এই বলিতে চাই যে যাহার যে কাজ তাহাকে সেই কার্য্যের ভার দেওয়া যুক্তিযুক্ত নহে কি? একজন সাহিত্যিক, বা নাট্যকার গল্পটিকে চিত্র নাট্যে পরিণত করিতে যতদূর সাফল্য লাভ করিবেন তিনি কি ততদূর সমর্থ্য হইবেন? আমার অভিমত এই যে উপযুক্ত ব্যক্তির উপর চিত্র নাট্য রচনার ভার দেওয়াই প্রয়োজন, এবং সেই উপযুক্ত ব্যক্তির উপর চিত্র নাট্যের ভার পড়িলে চিত্র যে কতদূর সাফল্য লাভ করে 'হেমেন্দ্রকুমার রায়ের' "তরুণী" তাহার প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

আমার পত্র আমি এইখানেই শেষ করিলাম। তবে আমি সকলকে এই কথা জানাইতে চাই যে কেহ যেন মনে না করেন আমি জ্যোতিষবাবুকে পরামর্শ দিতেছি বরং এ কথা ভাবিতে পারেন যে আমি চিত্র প্রতিষ্ঠানের মালিকদের দৃষ্টি যাহাতে চিত্রনাট্য রচনার উপর বেশী করিয়া পড়ে তাহারই জন্য একটু অনুরোধ করিতেছি। 'দীপালী' সম্পাদক মহাশয় আমার সশ্রদ্ধ অভিবাদন জানিবেন। ইতি—

১৪ই আগষ্ট ১৯৩৫ } দীপালী'র চিরশুভাকাঙ্ক্ষী
শ্রীনীহার কুণ্ডু
জেনারেল হাঁসপাতাল, চট্টগ্রাম

—সাউণ্ড বক্স

HINDUSTHAN RECORDS.

August—1935.

বাঙ্গালীর সর্ব্ব-প্রথম রেকর্ড প্রতিষ্ঠান হিন্দুস্থান কোম্পানী আগষ্ট মাসে ৬ খানি রেকর্ড প্রকাশ করিয়াছেন। এই প্রতিষ্ঠানের ক্রমোন্নতি Slow and Steady. আলোচ্য রেকর্ডগুলি টেকনিক ও রেকর্ডিংএর দিক দিয়া যথেষ্ট উন্নত হইয়াছে। ইঁহারা ভারতে সর্ব্বপ্রথম Long-playing record বা বর্দ্ধিত-রেখা রেকর্ড বাহির করিয়া সকলের ধন্যবাদের পাত্র হইয়াছেন। আমরা প্রথম বাঙ্গালী তথা ভারতীয় রেকর্ডিং-এক্সপার্ট শ্রীচণ্ডীচরণ সাহাকে অভিনন্দিত করিতেছি।

*

H. 276. শ্রীযুক্ত নির্ম্মল চন্দ্র বড়াল বি. এল., বাণীকণ্ঠ মহাশয় দুইখানি গান রেকর্ড করিয়াছেন। "আষাঢ়ের ধারা জল ছন্দে কে গো এলে" এবং "কল কল ছল ছল চলেছে ঝরণা জল" গান দুটি সময়োপযোগী হইয়াছে। গায়কের নিজস্ব অনাড়ম্বর গাহিবার ভঙ্গীতে গান দুটি সাধারণের শ্রুতি-মধুর হইবে।

*

H. 277. শ্রীমতী পুষ্প সান্যালের "প্রণাম নিও হে মোর প্রিয়" এবং "আমার এমনি করে যায় যেন দিন গান গেয়ে" গান দু'খানি এই রেকর্ডে প্রকাশিত হইয়াছে। প্রথম গানের রচয়িতা শ্রীপ্রবোধ দত্ত এবং দ্বিতীয় খানি শ্রীমতী আরতী দেবী রচনা করিয়াছেন। গায়িকার বাণীর একটু অস্পষ্টতা ব্যতীত গানে আর কোন দোষ নাই।

*

H. 278. শ্রীযুক্ত হরিপদ চট্টোপাধ্যায় রবীন্দ্রনাথ ও বিদ্যাপতির দুটি গান এই রেকর্ডে গাহিয়াছেন। "আমি তোমায় যত শুনিয়েছিলাম গান" রবীন্দ্র-গীতি গায়ক মধুর কণ্ঠে গাহিয়া শ্রুতি-সুখকর করিয়াছেন। "ভরা বাদর মাহ ভাদর শূন্য মন্দির মোর" বিদ্যাপতির গানটি সময়োপযোগী হওয়ায় সুন্দর লাগিল।

*

H. 279. কবি জসিমুদ্দীন প্রভৃতি এই রেকর্ডে পল্লী-গীতি গাহিয়াছেন। পল্লী সঙ্গীত

রচনায় কবি জসিমুদ্দীনের যথেষ্ট নাম আছে। আমরা বহু পল্লী-সঙ্গীত হামেসাই শুনিতেছি কিন্তু এমন সরল ও অনাড়ম্বর গান অধিক শুনিয়াছি বলিয়া মনে হয় না।

*

H. 280. শ্রীমতী কনকলতা (কালী-দাসী) "নব মালতী মালা খানি" ও "তুমি কে গো আমার ঘুম ভাঙ্গালে" গান দুটি রেকর্ড করিয়াছেন। গান রচনা করিয়াছেন শ্রীনরেশ্বর ভট্টাচার্য্য এবং সুর সংযোগ করিয়াছেন শ্রীনিতাই মতিলাল। গায়িকার সুরেলা ও মিষ্টি কণ্ঠে গান দুটি শুনিবার মত হইয়াছে।

*

H. 281 শ্রীমতী আঙুরবালা (কালো) এই রেকর্ডে শ্রীনরেশ্বর ভট্টাচার্য্য রচিত দু'খানি গান গাহিয়াছেন। "কেন সহসা ফুল বিতানে" এবং "রূপ সায়রে ঢেউ তুলে মোর" গান দুটি শুনিয়া যথার্থই সুখী হইলাম। গায়িকার কণ্ঠ মার্জ্জিত ও মনোরম এবং গাহিবার প্রণালীও মনোমুগ্ধকর।

*

আমাদের পাঠক পাঠিকাদের পত্রোত্তরে জানাইতেছি যে আগামী সপ্তাহে 'টুইন' রেকর্ড সমালোচনার সহিত 'হিজ মাষ্টার্স ভয়েস' রেকর্ডে তোলা 'লায়লী-মজনু' পালার সমালোচনা প্রকাশিত হইবে।

ডাক্তার—আপনার কি বেশ আনন্দময় উজ্জ্বল কোন আত্মীয় নেই যে এসে আপনার কাছে থাকতে পারে আর আপনার মনকে স্ফূর্ত্তি দিতে পারে?

রোগিণী—অনেক আছে—কিন্তু আমি ভালো হ'চ্ছি জানলে তাদের সব আনন্দ উপে যাবে।

*

বাবু—এই নৌকায় এমন কি কোনো শুকনো জায়গা নেই যেখানে আমি এই দেশলায়ের কাঠিটা ঘ'সে জ্বালতে পারি?

মাঝি—আছে, আমার টাগ্‌রা।

*

ক্লাবের চাকর এসে ব'ল্লে—একজন ভদ্র মহিলা তাঁর স্বামীকে খোঁজ করছেন, ব'লছেন তিনি আজ রাতে সকাল সকাল বাড়ী ফিরবেন ব'লেছিলেন। শুনে, একে একে ক্লাবের সকল সভ্যই দাঁড়িয়ে উঠ্‌লো।

*

বাড়ীর গিন্নী—তুমি সুস্থ সবল লোক, খেটে খেতে পারো—ভিক্ষে করো কেন?

ভিখারী—আপনার যে রূপ তা রাজার ঘরেই সাজে—আপনি গরীবের ঘরে এলেন কেন?

গিন্নী—আচ্ছা একটু দাঁড়াও, সিকি দুয়ানি বাক্সয় কি আছে দেখি।

*

১ম বন্ধু—তোমার স্ত্রীকে আজ খুব চমৎকার দেখাচ্ছে, ওর শাড়ীটি যেন একটি কবিতা।

২য় বন্ধু—একটি কবিতা? ওই শাড়ীটি হ'য়েছে বাইশটি কবিতা, একখানি উপন্যাস আর তিনখানি ছোটো গল্পের বিনিময়ে।

*

ক—মেয়েদের রাস্তায় চ'লে বেড়ানো, আমি নিরাপদ ব'লে মনে করি না।

খ—আমিও না, ওদের দিকে একদৃষ্টে চেয়ে থাকবার ফলে, আমরা মোটর চাপা পড়তে পারি!

চিত্রের চয়নিকা

—অভিমন্যু

পরলোকে উইল রোজার্স

গত ১৬ই আগষ্ট, সুবিখ্যাত হাস্যরসাভিনেতা উইল রোজার্স বিমান-যোগে সীটল হইতে মস্কো যাত্রা কালে এরোপ্লেন দুর্ঘটনায় প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। তাঁহার সঙ্গে ছিলেন উইলি পোষ্ট। উইলি পোষ্ট ২২শে আগষ্ট ১৯৩৩ সালে একা বিমান-যোগে ভূ-প্রদক্ষিণ করেন। তিনি সেই সময় ৭ দিন ১৮ ঘণ্টা ও ৪৯॥০ মিনিটে ১৫,৫৯৬ মাইল পরিভ্রমণ করিয়াছিলেন। তাঁহার আগে আর কেহ একা ভূ-পর্য্যটন করেন নাই।

উইল রোজার্সের নাম চিত্র-প্রিয়দের নিকট অজ্ঞাত নয়। State Fair, Just Call Me Jim, Lightnin', As Young As You Feel প্রভৃতি চিত্রে অভিনয় করিয়া তিনি নিজেকে চিত্রজগতে সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। ১৯৩৪ সালে জনপ্রিয়তার দিক দিয়া দশজনের ভিতর একজন বলিয়া পরিগণিত হইয়াছিলেন। চিত্রাভিনয় ছাড়া তিনি বহু ব্যঙ্গ-কৌতুকাত্মক প্রবন্ধ নিউ ইয়র্ক সংবাদপত্রাদিতে লিখিয়াছিলেন। তাঁহার তিরোভাবে হলিউড চিত্র জগতের একটি উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক কক্ষচ্যুত হইল।

"State Fair" ছবিতে উইল রোজার্স, লিউ এয়ার্স, ও জ্যানেট গেনর।

আদান-প্রদান

প্যারামাউন্টের সহিত ওয়ার্ণার ব্রাদাসের একটি চমৎকার চুক্তি হইয়াছে।

প্যারামাউন্ট জ্যাক ওকি ও রস্‌কো কার্ণসকে ওয়ার্ণারকে ধার দিবেন, সঙ্গে সঙ্গে দিবেন ৫০০০ ফুট ফিল্ম। ইহার বদলে ওয়ার্ণার প্যারামাউন্টকে দিবেন সুপ্রসিদ্ধ পরিচালক ফ্রাঙ্ক বোরজেজকে, যিনি মার্লিন ডিয়েট্রিচের পরবর্ত্তী ছবি "The Pearl Necklace" পরিচালনা করিবেন।

খবরাখবর

গ্রেটা গার্কোর পরবর্ত্তী ছবি হইবে "Woman of Spain" গল্পটির স্থান সমাবেশ হইবে পুরাতন ক্যালিফোর্ণিয়ায়।

* * *

নর্ম্মা শিয়ারার বর্ত্তমান ছবি 'Marie Antoniett' শেষ করিয়া "Romeo and Juliet" ছবিতে অভিনয়ে জুলিয়েটের ভূমিকায় অভিনয় করিবেন।

* * *

রেডিও পিক্‌চার্সের "The Three Musketeers" ছবিতে D'artagnan-এর ভূমিকায় অভিনয় করিতেছেন নিউ ইয়র্কের প্রসিদ্ধ মঞ্চাভিনেতা ওয়াল্টার আবেল। রোলাণ্ড ভি, লী পরিচালনা করিতেছেন।

* * *

ছবির পর্দায় যে চুম্বন করা হয় তাহার বিরুদ্ধে সুপ্রসিদ্ধ অভিনেতা পল মুনি উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছেন। তিনি বলেন প্রেমের চিত্র ফুটাইয়া তুলিতে চুম্বন না করিয়াও অন্য উপায়ে এই উদ্দেশ্য সাধিত হইতে পারে। অ্যান ভরজ্যাকও এই প্রতিবাদে যোগ দিয়াছেন। দুইজনেই এখন "Dr. Socrates"এ অভিনয় করিতেছেন।

"We are Rich Again" চিত্রে বাষ্টার ক্র্যাব ও গ্লোরিয়া শী।

হলিউডে রুথ চ্যাটারটনই একমাত্র অভিনেত্রী যিনি এরোপ্লেন চালাইবার জন্য লাইসেন্স পাইয়াছেন। তিনি এখন কলম্বিয়ায় "A Feather In Her Hat"এ অভিনয় করিতেছেন।

* * *

কলম্বিয়ার "Love Me Forever" ছবিতে গ্রেস মুর যে গাউন পরিয়াছিলেন তাহা নিউ ইয়র্ক এগজিবিসনে পাঠানো হইয়াছে।

* * *

কলম্বিয়ার "The Girl Friend" ছবির একটি দৃশ্যে ১৪ রকমের আলো ব্যবহৃত হইয়াছে ৪,০০০ ক্যাণ্ডল পাওয়ার হইতে ৩,০০০,০০০ ক্যাণ্ডল পাওয়ার পর্য্যন্ত।

* * *

চার্লস ফ্যারেলের নূতন ছবির নাম "Forbidden Heaven"

* * *

দৈব দুর্ঘটনায় মস্তিষ্কবিকৃত ঘটায় জ্যানেট গেনরকে "Way Down East" হইতে সরাইয়া উক্ত স্থানে রচেলি হাডসনকে লওয়া হইয়াছে।

সপ্তাহিকা

গেল সোমবার বিকেলে 'আনন্দবাজার পত্রিকা' কার্যালয়ে নিখিল ভারত সাম্বাদিক সম্মেলনের প্রতিনিধিরা সম্বর্দ্ধিত হ'য়েছিলেন। পত্রিকার কর্ত্তৃপক্ষরা সকলকে আন্তরিক আদর আপ্যায়নে তুষ্ট ক'রেছিলেন। তাঁদের অতিথি সৎকারবৃত্তি প্রচুর ও দীর্ঘ হোক্।

*

শ্রীযুক্ত সি, ওয়াই, চিন্তামণির নেতৃত্বে গেল রবিবার স্থানীয় টাউনহলে উক্ত সম্মেলনের দ্বিতীয় ও শেষ অধিবেশন হ'য়ে গেছে। সাম্বাদিকদের হৃদয় পরস্পরের প্রতি প্রীতিতে দৃঢ় হোক্।

*

জন্মাষ্টমী উপলক্ষ্যে ১৩৭নং বহুবাজার ষ্ট্রীটের নফরবাবুর বাজারে গেল বুধবার শহর ও শহরতলীর যাদব সম্প্রদায়ের বিরাট সভা হ'য়ে গেছে—শ্রীযুক্ত কুঞ্জবিহারী ঘোষ সভাপতির আসন গ্রহণ ক'রেছিলেন। জয় নন্দনন্দন, গোপীজনবল্লভ।

*

মুর্শিদাবাদ কান্দীতে কোনো স্ত্রীলোকের বাড়ীতে ডাকাতি করবার জন্যে নিম্ন প্রাথমিক বিদ্যালয়ের জনৈক শিক্ষকের কারাদণ্ড হ'য়েছে। ঐ নিম্ন প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রথমে কি শিক্ষা দেওয়া হয় জানবার কৌতূহল হ'চ্ছে।

*

জেকোশ্লোভাকিয়ার তরুণ জ্যোতির্বী ডাক্তার ক্যারেল হিউজার ভারতীয় জ্যোতিষ শাস্ত্র শিক্ষা কল্পে ভারতে এসেছেন। তাঁর জ্ঞানার্জ্জন স্পৃহা সার্থক হোক্।

*

উদয়শঙ্কর

গেল সোমবার বিকেলে উদয়শঙ্কর তাঁর ৩৫ নম্বর এল্‌গিন রোডের বাড়ীতে আমাদের চায়ের নেমন্তন্ন ক'রেছিলেন—শ্রীযুক্ত হরেন ঘোষ, তিনি, শ্রীমতী সিম্‌কী, শ্রীমান রবীন্দ্র-শঙ্কর ও বাড়ীর অন্যান্য লোকজন সকলকে

বিশেষ আদর আপ্যায়নে ও জলযোগে পরিতৃপ্ত ক'রেছিলেন। কেরলকলামণ্ডলের শ্রীযুক্ত রাঘবন্ এই উপলক্ষ্যে আমাদের বীর, ভয়ানক, করুণ, রৌদ্র, শৃঙ্গার প্রভৃতি রসমুদ্রা ও ময়ূর নৃত্য দেখিয়েছিলেন এবং মণিপুরী নৃত্য সম্প্রদায়ের শ্রীযুক্ত ব্রজবাসী সিংহ দেখিয়েছিলেন যোগ ও তরোয়াল নৃত্য। এঁদের দুজনকেই উদয়শঙ্কর সম্প্রদায়ের নৃত্য প্রদর্শনে দেখা যাবে। কানে ঝুম্কো দিয়ে লালপেড়ে গরদের সাড়ী পরে শ্রীমতী সিম্কি সকলকে খাদ্য পরিবেশন ক'রেছিলেন—তাঁকে হিন্দু বধূর মতোই দেখাচ্ছিল। উদয়শঙ্করের একজন আত্মীয় কন্যা ১০।১১ বছর বয়সের শ্রীমতী সুধাকেও দেখলুম। সে নাচ শিখ্তে আরম্ভ ক'রেছে সবে। উদয়শঙ্কর ব'ল্লেন, তার সম্ভাবনা খুব বেশী, তার হাতের movement খুব ভালো আর সে খুব দ্রুত শিক্ষা গ্রহণ ক'রতে পারে। আশা করি বিশ্ববিখ্যাত নৃত্যকলা-ভাস্কর উদয়শঙ্করের যত্নে বালিকা অচিরেই নৃত্যবিদ্যায় পারদর্শিতা লাভ ক'রবে। নিমন্ত্রণে উপস্থিত ছিলেন শ্রীগিরিজা কুমার বসু, চন্দ্রশেখর, অমল হোম, অবিনাশ-চন্দ্র ঘোষাল, পশুপতি চট্টোপাধ্যায়, শিশির-কুমার বসু, কৃষ্ণেন্দু ভৌমিক, সুশীলকুমার চক্রবর্ত্তী প্রভৃতি। আবার এমন কবে বা হবে?

গান

—শ্রীবিজনকুমার চট্টোপাধ্যায়

তার অলক-খসা কনক-চাঁপা পথের ধুলোয় লুটিয়ে যায়,
তার আল্তা-পরা পায়ের রেখা মেলায় সবুজ ঘাসের গায়!

*

স্বপন সম গোপন এসে,
খানিক কেঁদে, খানিক হেসে,
ও সে লুকিয়ে গেল অচিন পুরে সন্ধ্যা-বালার ধূপছায়ায়।

*

ফুলেল হাওয়ায় দুলিয়ে গেল,
তোমার কাণের সোনার দুল,
ডালিম ফুলি নরম গালে
ফুটল আবার গোলাপ ফুল।

*

তোমার আঁচল অঙ্গে লাগে,
পাগল বুকে ছন্দ জাগে
প্রাণের কাঁদন দিচ্ছে সখি, তোমার হাসির সঙ্গে সায়!

কলিকাতায় নিখিল ভারত সাংবাদিক সম্মেলন

গত ১৭ই এবং ১৮ই আগষ্ট শনি ও রবিবার কলিকাতায় নিখিল ভারত সাংবাদিক সম্মেলনের অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। মিঃ সি, ওয়াই চিন্তামণি সম্মেলনের সভাপতিত্ব করিয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত মৃণালকান্তি বসু অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি ছিলেন।

ভারতের নানা স্থান হইতে প্রায় একশত প্রতিনিধি এবং বহু দর্শক এই সম্মেলনে যোগদান করিয়াছিলেন। কলিকাতার টাউন হলে এই অধিবেশন হইয়াছিল।

সর্ব্বপ্রথম শ্রীযুক্তা জ্যোতির্ম্ময়ী গাঙ্গুলীর উদ্যোগে শ্রীমতী সতীদেবী, প্রতিমা দেবী, জয়া দেবী, বিজয়া দাস, সন্ধ্যা লাহিড়ী, মঞ্জুলা চৌধুরী, আরতি দত্ত ও প্রীতি চৌধুরী একটি বেদগান করেন। গানের সঙ্গে শ্রীযুক্তা জ্যোতিঃকণা মুখোপাধ্যায় শঙ্খধ্বনি করেন।

অতঃপর প্রাচ্য রীতি অনুসারে সভাপতি মহাশয়কে এবং শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়কে বরণ করা হয়। শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় অতঃপর সম্মিলনীর উদ্বোধন করেন। সম্মেলনের জেনারেল সেক্রেটারী শ্রীযুক্ত বিধুভূষণ সেনগুপ্ত ভারতের এবং ভারতের বাহির হইতে প্রেরিত বহু বিশিষ্ট লোকের বাণী পাঠ করেন। যে সকল বিশিষ্ট ব্যক্তি-বর্গ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করিয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথ, মহাত্মা গান্ধী, বাবু রাজেন্দ্র প্রসাদ, শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসু, রেভারেণ্ড সি, এফ্ এণ্ড্রুজ, জর্জ্জ ল্যান্সবেরী, আর্থার গ্রীণউড, শ্রীযুক্ত নরীম্যান, শ্রীযুক্ত অখিলচন্দ্র দত্ত প্রভৃতির নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

বাণী পাঠের পর অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি মহাশয় তাঁহার সুচিন্তিত অভিভাষণ পাঠ করেন। শ্রীযুক্ত মৃণালবাবু তাঁহার অভিভাষণে ভারতের সংবাদ পত্র এবং সাংবাদিক সম্মেলনের ইতিবৃত্ত বিশদভাবে ব্যক্ত করেন। বার্ত্তাজীবিগণের নানা দুরবস্থার কথা উল্লেখ করিয়া তাহার প্রতিবিধানের নানারূপ পন্থা নির্দ্দেশ করেন।

অতঃপর সভাপতি মহাশয় তাঁহার বহু তথ্যপূর্ণ অভিভাষণটি পাঠ করেন। সভাপতি মহাশয় সংবাদ পত্রসেবীদের দায়িত্ব, কর্ত্তব্য ও আদর্শ বিশদভাবে বর্ণনা করেন। সভাপতি মহাশয়ের যুক্তিপূর্ণ সারগর্ভ অভি-ভাষণটি সকলেই উপভোগ করিয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত চিন্তামণি আজীবন সংবাদপত্র সেবা করিয়া আসিতেছেন। তাঁহার ন্যায় প্রবীন ও বহুদর্শী সাংবাদিক ভারতে খুব কমই আছেন। তিনি সত্যই বলিয়াছেন, "এদেশের সংবাদ পত্র ব্যবসাদারী বুদ্ধি লইয়া কার্য্য ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয় নাই, জনমতের মুখপত্ররূপে, লোক শিক্ষার বাহনরূপেই সে আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল এবং গত এক শতাব্দীর অধিককাল ধরিয়া সেই কঠোর দায়িত্ব সে পালন করিয়াছে।"

মূল সভাপতির অধিবেশন পাঠের পর ঐদিনের মত সভার কাজ স্থগিত থাকে।

নিখিল ভারত সংবাদিক সম্মেলনের শেষ দিনের অধিবেশন রবিবার হইয়াছিল। ঐ দিনের অধিবেশনে নানা প্রস্তাব সমূহ গৃহীত হয়। সর্ব্বপ্রথম মৃত সাংবাদিকগণের জন্য শোক প্রকাশ করা হয়। তৎপরে সংবাদপত্র পরিচালনার পরিপন্থী কতকগুলি আইনের প্রতিবাদ করিয়া কতকগুলি প্রস্তাব গৃহীত হয়। গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক প্রেস অফিসার রাখা এবং সংবাদপত্র সমূহ সেন্সর করার বিরুদ্ধে প্রস্তাব করেন অমৃতবাজার পত্রিকার সম্পাদক শ্রীতুষারকান্তি ঘোষ। বিদেশে ভারতের বিরুদ্ধে প্রচার কার্য্যের তীব্র নিন্দা করিয়া এক প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে। বর্ত্তমান সংবাদ পত্র মুদ্রণের কাগজে অতি মাত্রায় শুল্ক ধার্য্যের ব্যবস্থার প্রতিবাদ করিয়া একটি প্রস্তাব উথাপন করেন শ্রীযুক্ত তেজেন্দ্র কুমার সরকার। সভাপতি মহাশয় সংবাদ পত্রের জন্য প্রেরিত তারের ভিঃ পিঃ, রেজিষ্টারী প্রভৃতির মাশুল কম করিবার জন্য এক প্রস্তাব করিয়াছিলেন। আনন্দবাজার পত্রিকার সম্পাদক শ্রীযুত সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার, বেতনভুক সাংবাদিক-দিগের ছুটি, চাকুরীর স্থায়িত্ব এবং নিয়মিত সময়ে বেতন প্রাপ্তি বিষয়ে অপেক্ষাকৃত ভাল ব্যবস্থা করিবার জন্য এক প্রস্তাব করিয়াছিলেন।

বিশ্ববিদ্যালয়ে বার্ত্তা-বিদ্যা শিক্ষাদানের প্রশ্ন লইয়া তুমুল বিতর্ক উপস্থিত হইয়াছিল। ডাঃ আক্লেলসারিয়া বিশ্ববিদ্যালয় সমূহে সংবাদ পত্র সেবা শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করিবার প্রস্তাব করেন। এই প্রস্তাবের বিরোধিতা করেন শ্রীযুক্ত মোহিত মোহন মৈত্র মহাশয়, তিনি বলেন যে যাহাদিগকে বার্ত্তা বিদ্যা শিক্ষা দেওয়া হইবে তাহাদিগের উদরান্নের সংস্থান করিবে কে? তাহারা কেবল শিক্ষিত বেকারের মাত্রা বৃদ্ধি করিবে। এই প্রস্তাব লইয়া বাকবিতণ্ডা উপস্থিত হওয়ায় সভাপতি মহাশয় প্রস্তাবটির ভোট গ্রহণ করেন।

প্রস্তাবটি ৩৫—৫২ ভোটে ত্যক্ত হয়।

নিখিল ভারত সাংবাদিক সম্মেলনের পরবর্ত্তী অধিবেশন লাহোরে করিবার প্রস্তাবটি সানন্দে গৃহীত হয়। সভার শেষে কলিকাতা কর্পোরেশনের মেয়র মৌলভী এ, কে, ফজলুল হক সমবেত সাংবাদিকদের সম্বোধন করিয়া ২।১ কথা বলেন এবং সম্মেলনের প্রতিনিধি-বর্গকে এক প্রীতিভোজে আপ্যায়িত করেন।

জর্জ্জ র‍্যাফট — "ষ্টোলেন হার্ম্মনী" ছবিতে সু-অভিনয় করিয়াছেন।

চিত্র পরিচিতি

—অভিমন্যু

[আগামী শনিবার হইতে যে সব বিদেশী ছবি কলিকাতায় মুক্তিলাভ করিবে তাহাদের অগ্রিম সংক্ষিপ্ত পরিচয়। সুতরাং কোনো বিদেশী ছবি দেখিতে যাওয়ার পূর্ব্বে আমাদের "চিত্র-পরিচিতি" স্তম্ভটি পড়িয়া গেলে, চিত্রপ্রিয়রা লাভবান হইবেন। —দীঃ সঃ]

The Mark Of The Vampire

গ্লোবে দেখানো হইবে, শ্রেষ্ঠাংশে লাওনেল ব্যারীমুর, এলিজাবেথ এ্যালান, বেলা লুগোসী, জীন হার্শণ্ট প্রভৃতি। মেট্রোর ছবি, পরিচালনা করিয়াছেন টড ব্রাউনিং।

প্রায় এক শত বৎসর আগে কাউণ্ট-মোরা নামক এক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি জেকো-শ্লোভাকিয়ার এক প্রাসাদে তাহার মেয়েকে হত্যা করিয়া নিজে আত্মহত্যা করিয়াছিল। সেই হইতে লোকের মনে বিশ্বাস জাগিয়াছিল যে, পিতা ও পুত্রী রোজ রাত্রে বাদুড়ের আকার ধারণ করিয়া প্রাসাদের নিকটস্থ স্থান সমূহে ঘুরিয়া বেড়ায় কাহারও উপর প্রতিহিংসা লাভের আশায়। সেইজন্য অন্ধকারে কেহ আর বাড়ীর বাহির হইতে সাহস করে না।

সার ক্যারেল বরইটন নামক এক ধনী ব্যক্তি প্রাসাদটিকে সংস্কার করিবার আশায় ক্রয় করিলেন। তিনি তাঁহার মেয়ে আইরিণাকে লইয়া সেই বাড়ীতে থাকেন। একদিন সকালে স্যার ক্যারেলকে মৃত অবস্থায় দেখা গেল—গলায় মাত্র দুটি আঘাতের চিহ্ন এবং শরীরে বিন্দুমাত্র রক্ত নাই। ইহাতে লোকের মনে বিশ্বাস আরও দৃঢ়তর হইল, কিন্তু পুলিশ এ ব্যাপারে তদন্ত করিল না মোটেই।

আইরিণা পাশের বাড়ীতে ব্যারণ অটোর আশ্রয়ে বাস করিতে লাগিল। প্রায় একবৎসর পরে আইরিণা পিতার শোক যখন সামলাইয়া উঠিল, তখন তাহার পূর্ব্ব প্রণয়ী ফেডোরের সহিত বিবাহের বন্দোবস্ত হইতে লাগিল। বিবাহের এক সপ্তাহ পূর্ব্বে ফেডোর যখন উক্ত প্রাসাদের পাশ দিয়া যাইতেছিল, তখন কে একজন তাহাকে মারিবার চেষ্টা করে। তাহার গলাতেও ঠিক সেই রকম আঘাতের চিহ্ন, কিন্তু সে যাত্রা ফেডোর বাঁচিয়া গেল। তারপর আইরিণার উপরও অনুরূপ অত্যাচার হইল। তারপর পুলিশ তদন্ত আরম্ভ করিল। প্রোফেসার জেলোন নামক এক ব্যক্তিকে পুলিশ তদন্তে নিযুক্ত করিল। প্রোফেসারের এই সকল ব্যাপার ধরিবার অদ্ভুত ক্ষমতা ছিল। তাহাতেও ভুতুড়ে কাণ্ড ক্ষান্ত হইল না। ভৃত্যদের মধ্যে অনেকেই বলিতে লাগিল যে, তাহারা নিজ চোখে কাউণ্ট মোরা ও তাঁহার কন্যাকে বাদুড়ের রূপ ধারণ করিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতে দেখিয়াছে। কিছুদিন পরে দেখা গেল যে স্যার ক্যারেলের কফিন শূন্য।

সত্যি সত্যিই কি কাউণ্ট ও তাঁহার কন্যা চারিদিক ঘুরিয়া বেড়াইতেন? স্যার ক্যারেলের হত্যাকারী কে? ফেডর ও আইরিনাকে কে হত্যা করিতে উদ্যত হইয়াছিল? পুলিশের তদন্তের ফল কি হইল? এ সমস্তর উত্তর পর্দ্দায় পাওয়া যাইবে।

লাওনেল ব্যারীমুর, লায়নেল অ্যাটউইল ও জীন হার্শণ্ট যথাক্রমে প্রোঃ জেলোন, ইনসপেকটার নিউম্যান ও ব্যারন অটোর ভূমিকায় সু-অভিনয় করিয়াছেন। বেলা লুগোসীর কাউণ্ট মোরা ও এলিজাবেথ অ্যালানের আইরিনা ও ভাল হইয়াছে। ছবিখানির ভিতর চিত্তোত্তেজক ঘটনা আছে প্রচুর।

Let' Em Have It

আর-কে-ও প্যালেস মিনার্ভা/রিক্সিনেমাতে দেখানো হইবে, শ্রেষ্ঠাংশে রিচার্ড আর্লেন, ভার্জ্জিনিয়া ব্রুস, ব্রুস ক্যাবোট, হার্ভে ষ্টিভেনস প্রভৃতি। পরিচালনা করিয়াছেন সাম উড-রিলায়েন্সের ছবি।

আমেরিকা লোকের অনিষ্টকারী দুর্ব্বৃত্তদের বিরুদ্ধে উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছিল। সব যুবকেরাই মিলিয়া আমেরিকার সাহায্যার্থে "G.Men" নামক একটি সঙ্ঘ গঠন করিল। ম্যাল, ভ্যান ও টেক্স তিনজনে খুব বন্ধুত্ব। ইলিনর নামক একটি মেয়েকে উক্ত তিনজন যুবক দুর্ব্বৃত্তদের হাত হইতে বাঁচাইল। মেয়েটির শোফার দোষীদের মধ্যে একজন প্রমাণিত হইয়া জেলে প্রেরিত হইল। কিন্তু ইলিনর কিছুতেই বিশ্বাস করিতে পারিল না যে জো দোষী। ইলিনর অনেক কষ্টে জোকে

উদ্ধার করিল, কিন্তু পরে প্রমাণিত হইল যে সেই দলের সর্দার।

ছবির বাকী অংশটি শুধু চুর্ব্বৃত্তদের সহিত যুদ্ধবিগ্রহ দেখানো হইয়াছে। শেষে ইলিনের ম্যালকে বিবাহ করিল।

জো ও ম্যালের ভূমিকায় ক্রস ক্যারোট ও রিচার্ড আর্লেন খুব সুন্দর অভিনয় করিয়াছেন। ভার্জ্জিনিয়া ক্রসও ইলিনরের ভূমিকায় সু-অভিনয় করিয়াছেন।

Stolen Harmony

প্লাজায় দেখানো হইবে, শ্রেষ্ঠাংশে জর্জ্জ র‍্যাফট, বেন বার্ণি, গ্রেস ব্রাডলি, আইরিন আড্রিয়ান, গুডি মণ্টগোমারি প্রভৃতি। প্যারামাউণ্টের ছবি, পরিচালনা করিয়াছেন আলফ্রেড ওয়ার্কার।

রে এঞ্জেলো ছিল একজন ভূতপূর্ব্ব জেলের কয়েদী। সৎপথে থাকিবার জন্য সে ছদ্ম নামে জ্যাক কনরাডের প্রসিদ্ধ অর্কেষ্ট্রায় যোগদান করিল। জীন নামক উক্ত দলভুক্ত একজন নর্ত্তকীর সহিত সে প্রেমে পড়িল। একদিন জীনের নৃত্য-সঙ্গী সুরা পানে অজ্ঞান হইয়া পড়ায় এঞ্জেলোকে সেই স্থানে দিবার জন্য অনুরোধ করিল। এঞ্জেলোর নাচে সকলেই মুগ্ধ হইল এবং সে পাকাপাকি ভাবে জীনের নৃত্য-সঙ্গী পদে উন্নীত হইল।

সেণ্ট লুইসে শো দিবার সময় রে তাহার এক পুরাতন বদমায়েস বন্ধুকে দেখিতে পাইল। রে নিষেধ করা সত্ত্বেও বন্ধুটি উক্ত দলের সব টাকাকড়ি চুরি করিয়া পলায়ন করিল। রে এঞ্জেলোর উপরই সকলে সন্দেহ করিল। পরে তাহার আসল পরিচয় বাহির হইয়া পড়িল। এই ব্যাপারে জ্যাক কনরাড তাহাকে কর্ম্মচ্যুত করিল। সেই রাত্রেই আর একদল দস্যু আসিয়া সব চুরি করিয়া লইয়া গেল। পরে এঞ্জেলোর সাহায্যে পুলিশ চোর ধরিতে সমর্থ হইল। এবং জীন ও রে মিলিত হইল।

অভিনয় সকলেরই উপভোগ্য হইয়াছে বেন বার্ণি ও তাঁহার অর্কেষ্ট্রা কতকগুলি সুন্দর সুন্দর নাচ গানের ব্যবস্থা করিয়াছেন।

Paris In Spring

এম্পায়ারে দেখানো হইবে, শ্রেষ্ঠাংশে মেরী এলিস, টুল্লিও কার্ম্মিনাটি, আইডা লুপিনো, লীন ওভারম্যান, জেমস ব্লেকলি প্রভৃতি। প্যারামাউণ্টের ছবি, পরিচালনা করিয়াছেন লুইস মাইলষ্টোন।

পল ডি অরলাণ্ডো কিছুতেই সাইমন নাম্নী একটি সুন্দরী গায়িকাকে তাহার সহিত বিবাহে রাজী করাইতে পারিল না। সেইজন্য ইফেল টাওয়ার হইতে লাফাইয়া পড়িয়া আত্মহত্যা করিতে সঙ্কল্প করিল। সেই সময় মিগনন নামক আর এক ব্যক্তিও তাহার প্রণয়িণীর সহিত ঝগড়া করিয়া আত্মহত্যা করিতে মনস্থ করিল। ঠিক সেই সময় দু'জনে দেখা। তখন দুজনে এক ফন্দী করিল যে কি করিয়া তাহাদের প্রণয়িণীকে জব্দ করা যায়। শেষে সব বিপদ মিটিয়া সকলে মিলিত হইল।

টুল্লিও কার্ম্মিনাটি পলের ভূমিকায় সুন্দর অভিনয় করিয়াছেন। তাঁহার গানখানি সুগীত হইয়াছে। মেরি এলিসের গানগুলি ছবিখানির প্রধান সম্পদ। অন্যান্য ভূমিকা-গুলিও সু-অভিনীত হইয়াছে। মোটের উপর ছবিখানি আগাগোড়া উপভোগ্য।

"উই লিভ এগেন" ছবিতে ফ্রেড্রিক মার্চ ও অ্যানা ষ্টেন। ছায়ায় প্রদর্শিত হইতেছে।

নারী-লোক

পরিচালিকা
—শ্রীবাণী রায়

শ্রদ্ধাস্পদা শ্রীযুক্তা কাননবালা চট্টোপাধ্যায় 'দীপালীতে' আমার রচনা পাঠ করিয়া তাঁহার নিজস্ব মতামত জানাইয়া আমাকে উৎসাহিত করিয়াছেন। তাঁহার মনোযোগ ও শুভ কামনার জন্য তাঁহাকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাইতেছি। বস্তুতঃ আমি 'নারীলোকে' ১ম সংখ্যার মুখবন্ধে লিখিয়াছিলাম যে আমি আমার মতামত জানাইব, আমার ভগিনীরা যেন তাঁহাদের মতামত জানান। কারণ আমি যাহা বলিব তাহাই স্থিরনিশ্চিত নহে। সংশোধন ও ত্রুটি নির্দ্দেশ আমার প্রার্থনীয়।

তিনি আমার যে ভ্রম দেখাইয়া দিয়াছেন তৎসম্বন্ধে আমার কিছু বলিবার আছে।

১। "নারীলোকের' 'নারীর স্বাস্থ্যই সৌন্দর্য্য' শীর্ষক প্রবন্ধটি (দীপালীর ২৯শ সংখ্যায়) আমি একবার মাননীয়া লেখিকাকে দেখিতে অনুরোধ করি। ব্যায়াম কি ভাবে নারীর দেহসৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করিতে পারে তাহাই আমি দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছিলাম। তিনি বিদ্যাপতির পদাবলী হইতে যে পদ উদ্ধৃত করিয়াছেন তাহাতে রমণীর বয়োসন্ধির কথা বর্ণিত হইয়াছে। কিশোরীর সহসা যৌবনোদ্গমে কিছু পরিবর্ত্তন হয়। তখন তাহারা বালিকাসুলভ চাপল্য একেবারে পরিত্যাগ করিতে পারে না, আবার সহসাগত যৌবনসুলভ বৃত্তিগুলিরও বিকাশ হয়। এই বয়োবৃদ্ধির বর্ণনায় 'কুরুক্ষেত্রে' কবি নবীন সেন বলিয়াছেন—

> এই হাসি রাশি কুসুম কাননে
> কৈশোর যৌবন করিছে কি রণ।
> কহিছে যৌবন—'উত্তরা যুবতী।'
> কৈশোর কহে 'না কিশোরী এখন।'

নারীর এই দোটানা অবস্থা বড়ই মনোরম, ইহার তুলনা নাই। কিন্তু এই সৌন্দর্য্য তো নারীর স্বভাবজাত নহে, ইহা স্থায়ী নহে। সেই বিশেষ বয়সটি উত্তীর্ণ হইলেই এ সৌন্দর্য্য চলিয়া যায়। আমি কোন বিশেষ বয়সের মেয়েদের কথা বলি নাই; সমস্ত বয়সের নারীমণ্ডলীরই উল্লেখ করিয়াছি। কিন্তু নারীর স্বভাব-সলাজ গতিভঙ্গি, কমনীয় নয়নের দৃষ্টি; অধরের প্রীতিপূর্ণ হাস্য। আমি দীপালীর ২৯শ সংখ্যায় সুব্রতা চট্টোপাধ্যায়ের প্রতিবাদের উত্তরে ৩০শ সংখ্যায় একথা একাধিকবার লিখিয়াছিলাম। ২৯শ সংখ্যার প্রথমেই লেখা হইয়াছিল—'আমাদের মেয়েদের আছে সলজ্জ শ্রী, কোমল আনন ও মৃদু সলজ্জ গতিভঙ্গি, নাই সুগঠিত স্বাস্থ্য।' নারীলোকের ১ম সংখ্যায় বলা হইয়াছে—

> নারীর চরিত্রগত ব্রীড়া ও মাধুর্য্যের সহিত শাড়ীর যেন সামঞ্জস্য আছে।

কাজেই দেখা যায় নারীর ওই সকল গুণাবলি যে স্বভাবজাত সে বিষয়ে শ্রদ্ধাস্পদা লেখিকার সহিত আমার বিন্দুমাত্র মতভেদ নাই। নারী যে দেশের যে জাতিরই হউক না কেন ইহা তাহার স্বভাবের ধর্ম্ম। তবে স্বাস্থ্য ভিন্ন এ সৌন্দর্য্য স্থায়ী হয় না। সুগঠিত দেহ হইলে গমনে আপনই মাধুর্য্য, আননে আপনই লাবণ্য আসে। এ সৌন্দর্য্য অটুট স্বাস্থ্যের দান। এই যে যৌবন যাহার অর্থ 'ষোলো বছর বয়সের ভারে ভারাক্রান্ত হওয়া নয়, ইহার অর্থ গতিচাঞ্চল্য' ইত্যাদি—ইহা রাখিতে হইলে কি দেহচর্চ্চার আবশ্যকতা নাই? দেহ যদি সুস্থ, সবল হয়, মনও পবিত্র ও সবল হইবে। কারণ দেহের সহিত মনের যে সম্বন্ধ বড়ই নিকট। সেই সবল মন প্রতিটি নারীসুলভ কমনীয় বৃত্তি আরো বিকচ করিয়া তুলিবে। তখন হাস্য অধরে আপনি ফুটিবে, হৃদয়ের প্রফুল্লতা নয়নে প্রতিফলিত হইবে, সুগঠিত দেহ-মাধুর্য্যে গমনে ভঙ্গিমা আসিবে।

নারীর যৌবনরক্ষা কঠিন এবং যৌবন ভিন্ন সৌন্দর্য্য কোথায়? মাতৃত্বে নারীর যে সৌন্দর্য্য তাহার কথা স্বতন্ত্র। সাধারণতঃ গতযৌবনা অপেক্ষা উদ্ভিন্নযৌবনা অধিক মনোহারিণী। তবে এই যৌবন স্থায়ী হয় না, স্বাস্থ্যবতী হইলে অধিক দিন থাকে। নারীর এই পূর্ণযৌবনা মূর্ত্তিই কবির কাব্যে এবং শিল্পীর চিত্রে ফুটিয়া উঠিয়াছে।

> —যখনি জাগিলে বিশ্বে যৌবনগর্ব্বিতা,
> পূর্ণ প্রস্ফুটিতা।

আর নারী-সৌন্দর্য্য ও যৌবন রক্ষা হইবে কেবল ব্যায়ামে ইহা আমি কোথাও বলি নাই। ব্যায়ামের সঙ্গে সঙ্গে সুচিন্তার, মনের কোমল বৃত্তিগুলির অনুশীলন ও সদা প্রফুল্ল ভাবের প্রয়োজন। কেমন করিয়া সৎ বৃত্তির অনুশীলন ও মানসিক প্রফুল্লতা যৌবন ও সৌন্দর্য্য রক্ষায় সাহায্য করে। এবিষয়ে ২৯শ ও ৩০শ সংখ্যায় বহুবার বলা হইয়াছে বলিয়া আর বলিলাম না।

২। আমি লিখিয়াছি সত্য যে স্বভাবের সহিত মিলাইয়া শাড়ীর রং পছন্দ করা উচিত। আমার যে মতামত তাহাই আমি জানাইয়াছি কিন্তু "ভিন্নরুচিহি লোকাঃ।" মাননীয়া লেখিকা আমার পছন্দর সহিত একমত নাও হইতে পারেন। স্বভাবের ব্যতিক্রম করিয়া বস্ত্র পরিধান করিলে কিছু অন্যায় হয় না। সাধারণতঃ আমরা তাহাই করি। নারীসুলভ ভঙ্গি যাহার নাই তিনি প্রখর বর্ণ বস্ত্র পরিধান করিলে বা হাল্কা রংয়ের বস্ত্র পরিধান করিলেও কোনও তারতম্য হইবে না। প্রখর রং যাহা প্রকাশ করিবে, হাল্কা রং তাহা আবৃত করিতে পারিবে না। আর, যাঁহারা গম্ভীরা, রসহীনা তাঁহাদের পরিধেয় তাঁহাদের expose করিবে না, স্বীয় স্বভাবই তাঁহাদের expose করিবে। বস্ত্র পরিধান ও বর্ণনির্ব্বাচন স্বভাবকে ঢাকিয়া রাখিতে সক্ষম নহে তবে স্বভাবকে আরো প্রকাশকল্পে সক্ষম। আর যাঁহার যেমন ইচ্ছা হইবে তিনি সেইরূপ বেশ করিবেন, সকলেই তাহা করেন। ঘোর কালো রং-এ বেগুনী

শাড়ীও অনেকে পরেন কিন্তু মনে হয় পরিচ্ছদে অন্যের পরামর্শ লওয়াই কর্ত্তব্য—"আপ্ রুচি খানা পররুচি পরহানা।" কাহাকে কি পরিলে মানায় তাহা অন্যের মুখ হইতে শুনিলে মন্দ হয় না, কারণ **স্বাভাবতঃ** দর্পণে আপনার কুমূর্ত্তি ও কুবেশও আমাদের ভালো লাগে। আমি বেশভূষার বিষয়ে কোনও "hard and fast rules" করিবার চেষ্টা করি নাই। তবে আমার যাহা মনে হয় তাহাই লিখিয়াছিলাম। স্বভাবকে বস্ত্র অনেকখানি প্রকাশ করে তাই শাস্ত্রে বিভিন্ন ঋতুতে বিভিন্ন বেশের বর্ণনা পাই; সেই সময়ের বিশেষত্বকে যেন সেই বেশভূষা প্রকাশ করিতেছে।

সংস্কৃত সাহিত্যে ছয় রাগ ও ছত্রিশ রাগিণীর যে বর্ণনা আছে তাহাতে স্বভাবানুযায়ী বেশভূষার যথেষ্ট নির্দ্দেশ আছে।

৩। আমি ভবভূতিকে সর্ব্বতোভাবে অনুসরণ করি নাই কেবল নারীর যে রূপ পুরুষ দেখিতে চায় তাহাই পুরুষশ্রেষ্ঠ শ্রীরামচন্দ্রের মুখের কথা হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়াছি। ভবভূতির সম্পূর্ণ শ্লোকটি এই:

"ইয়ং গেহে লক্ষ্মীরিয়মমৃতবর্ত্তি নয়নয়ো
রসাবস্যা স্পর্শো বপুষি বহুলশ্চন্দনরসঃ।
অয়ং কণ্ঠে বাহুঃ শিশিরমসৃণো মৌক্তিকসরঃ
কিমস্যা ন শ্রেয়ো যদি পরমসহ্যস্ত বিরহঃ।"

সমগ্র নারীজাতির সমগ্র দোষগুণের বিচার আমার প্রথম প্রবন্ধের প্রতিপাদ্য বিষয় ছিল না। মুখবন্ধে বলা হইয়াছিল যাহাতে নারীজাতির কল্যাণ হয় সেই সব বিষয় একের পর একটি করিয়া ধরিয়া লেখা হইবে। রন্ধন, সূচীশিল্প, সন্তান প্রতিপালন এই সব বিষয় প্রত্যেকটারই আলোচনা হইবে। ১ম সংখ্যায় শাড়ীর রং নির্ব্বাচন বিষয়ে যাহা লিখিয়াছিলাম তাহারই মুখবন্ধ হিসাবে লিখিয়াছি "গৃহে লক্ষ্মীরূপে, পুরুষদিগের অখণ্ড সাম্রাজ্ঞীরূপে রাজত্ব করিবার জন্য নারীর সৃষ্টি।"

গৃহলক্ষ্মীর (ইয়ং গেহে লক্ষ্মীঃ) কোনও কাজ বা কর্ত্তব্য বিশেষ করিয়া লিখি নাই কারণ আমার প্রবন্ধের প্রতিপাদ্য বিষয়ের মধ্যে তাহা পড়ে না। নারীর তিনমূর্ত্তি যাহাকে ১ম সংখ্যার মুখবন্ধে আদর্শ ভগিনী, আদর্শ প্রিয়া ও আদর্শ জননী বলিয়া উল্লেখ করিয়াছিলাম সেই তিনমূর্ত্তিই কি গৃহলক্ষ্মী ও পুরুষ চিত্তের সাম্রাজ্ঞীর মূর্ত্তি নহে। মাতাকে সম্বোধন করিয়া সন্তানকে বলিতে শুনিয়াছি, 'Thou art the old Queen of my heart'.

অন্যত্র—

জননীর স্নেহ, রমনীর দয়া,
কিশোরীর নব নীরব প্রীতি,
আমার হৃদয়ে বীণার তন্ত্রে
বাজায়ে তুলিল মিলিত গীতি।

আর একজন লেখককে অনুসরণ করিয়া বলিতে ইচ্ছা হয় 'জিনিষটা মূলে এক কেবল ওদের রং আলাদা।' বস্তুতঃ নারীর এই তিন মূর্ত্তি পরস্পরের সহিত এত জড়িত যে তাহা পুরুষচিত্তের সাম্রাজ্ঞী বলিলে অন্যায় হয় না। কিন্তু আমি পুরুষচিত্তের সাম্রাজ্ঞী বলিতে কল্যাণময়ী গৃহলক্ষ্মী ও প্রিয়ার রূপই বুঝাইয়াছিলাম। কারণ সন্তান বা ভ্রাতার মন ভুলাইতে সাজসজ্জার আবশ্যক করে না, কিন্তু স্বামীর মন ভুলাইতে করে এবং তাহাই সুকঠিন। সাজসজ্জা বৈষয়িক প্রবন্ধে তাই সাজসজ্জা যাঁহাদের আবশ্যক তাঁহাদেরই প্রাধান্য দেওয়া হইয়াছিল। ভ্রাতা ভগিনীর ভালবাসা বিধাতার দান, স্বার্থশূন্য। সন্তান ও জননীর আকর্ষণ স্বাভাবিক। নারী ও পুরুষের প্রতি আকর্ষণও চিরন্তন, কিন্তু এই আকর্ষণকে চিরস্থায়ী, ও দৃঢ় করিবার জন্য সে নারীর সজ্জা ও বিভ্রমের আবশ্যকতা হয় ইহা কেহই অস্বীকার করিতে পারিবে না! এ বিষয়ে মাসিক বসুমতীতে (১৪শ বর্ষ বৈশাখ, ১৩৪২) 'বিচিত্ররূপিনী নারী' শীর্ষক প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য। নারীর রূপশ্রী বিকাশের মূলে দেখি পুরুষের চিত্তে বিভ্রম জাগানোর উদ্দেশ্য। A woman's glamour is for the purpose of dazzling the eyes of male. এ কথা আবহমান কাল সত্য বলিয়া গৃহীত হইয়া আসিতেছে এবং আসিবেও—শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্যের মোহমুদগর বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও।

নারীর কর্ত্তব্যের গণ্ডীর মধ্যে ইহা পড়ে। অতীত হইতে বর্ত্তমান যুগ পর্য্যন্ত নারীর সাজসজ্জার মূল উদ্দেশ্য এই। পুরুষ নারীর পদে দাসখৎ লিখিয়া দিলেও চিরকাল নারীর পুরুষের মনোহরণ করিতে শিখিতে হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধার পায়ে ধরিয়া 'দেহি পদপল্লব-মুদারম্' বলিয়াছেন সত্য কিন্তু সেই চরণলীন দাসানুদাসকে ভুলাইবার জন্য রাধিকার কতটা সজ্জার প্রয়াস স্বীকার করিতে হইয়াছিল? তাঁহার সজ্জা তাঁহার প্রিয়তম দেখিবেন বলিয়া তাঁহার 'নীল নীচোল' ও 'মতিম হার অভিরুচি। কৃষ্ণ বিহনে তাঁহার—

ফুল লাগে শূল সম,
হার করি ভার রে—

অসংস্কৃতবেশে শ্রীকৃষ্ণ তাহাকে দেখিলে—

একলি আছিনু ঘরে হীন পরিধান
অলিখিতে আওল কমল নয়ান
এদিকে কাঁপিতে তনু, ওদিকে উদাস,
ধরনী পশিয়ে যদি লভি পরকাশ।

শক্তির পদতলে শিব শবাকার হইয়া থাকিলেও শক্তির গিরিদুহিতার রূপে 'কর্ণিকা কুসুম' কর্ণে দোলাইয়া শঙ্করকে সহায় করিয়া মহাযোগীর ধ্যান ভঙ্গ করিতে যাত্রা করিতে হইয়াছিল। পঞ্চতপা পার্ব্বতীরূপে তিনি মহেশ্বরকে পাইয়াছিলেন সত্য, কিন্তু তাঁহার কর্ণের সেই কর্ণিকার আন্দোলন জগতপিতার প্রশান্তচিত্তে যে বিক্ষোভ সৃষ্টি করিয়াছিল তাহা কে অস্বীকার করিবে? অসভ্য জাতির, সভ্য জাতির নারীর বেশভূষার পার্থক্য আছে কিন্তু উদ্দেশ্য এক। সবল পুরুষ চিরকাল নারীর উপর অত্যাচার করিবার চেষ্টা করিয়াছে আর নারী সজ্জা বিভ্রমে, সেবায় পুরুষচিত্ত স্বীয় আয়ত্তাধীন করিয়া অত্যাচারীর উপর প্রেমের অত্যাচার করিতেছে। নারীর শ্রেষ্ঠ রূপ মাতৃত্বে, সকলেই স্বীকার করিবেন কিন্তু জননী হইবার আগে যে প্রিয়া হইবার প্রয়োজন। মাতৃত্ব বিষয়ে আমি কেবল একবার উল্লেখ ভিন্ন যে কিছু লিখি নাই তাহার কারণ নিতান্তই ব্যক্তিগত। যাঁহারা মাতা হইয়াছেন তাঁহাদের দ্বারাই সন্তান পালন সম্বন্ধে লিখাইব ইহাই আমার ইচ্ছা ছিল। ক্রমশঃ সন্তান পালন, রন্ধন সর্ব্ববিষয়ই অভিজ্ঞাণের দ্বারা নারীলোকে আলোচিত হইবে। সাজসজ্জার বিষয় লইয়া আরম্ভ করা হইয়াছে মাত্র।

আগামী সংখ্যায় "মাতৃত্ব" সম্বন্ধে আলোচনা করিব।

—শ্রীবাণী রায়

নাট-মণ্ডপ

রাধা ফিল্ম কোং

"কৃষ্ণ সুদামা"র কাজ খুব দ্রুত অগ্রসর হইতেছে। শ্রীকৃষ্ণধন দে এম-এ ইহার গানগুলি রচনা করিয়াছেন। শ্রীঅনাথ বসু ও মৃণাল ঘোষ গানগুলির সুর দিয়াছেন। নৃত্য শিক্ষা দিতেছেন শ্রীকুমার মিত্র। শুনিতেছি যে আবহ-সঙ্গীতে নূতনত্ব থাকিবে।

'কণ্ঠহারের' চিত্রগ্রহণ শ্রীজ্যোতিষ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পরিচালনায় গৃহীত হইতেছে। 'মধুর ভূমিকায় শ্রীনির্ম্মলেন্দু লাহিড়ী 'শ্যামলে'র ভূমিকায় মাষ্টার সতু ও সরোজের ভূমিকায় শ্রীমতী কাননবালাকে দেখা যাইবে।

"মানময়ী গার্লস স্কুল" কর্ণওয়ালিশে ষোড়শ সপ্তাহে পদার্পন করিল।

ইহাদের পরবর্ত্তী তেলেগু চিত্র হইবে "লঙ্কা দাহন।"

পাইওনীয়ার ফিল্মস

ইহাদের নবতম বাংলা সবাক চিত্র 'তরুবালা'র ভূমিকা-লিপি স্থিরীকৃত হইয়াছে এইরূপ—মৃত্যুঞ্জয় মল্লিক—শ্রীঅহীন্দ্র চৌধুরী, বেনী - শ্রীমনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য; বেহারী, শ্রীশৈলেন চৌধুরী; অখিল - শ্রীজহর গাঙ্গুলী; হারাণ—শ্রীআশু বসু (এঃ); হীরালাল—শ্রীকেষ্ট ধন মুখোপাধ্যায়; আমোদিনী—শ্রীমতী প্রভা; তরুবালা - শ্রীমতী জ্যোৎস্না গুপ্তা; প্রসন্নময়ী শ্রীমতী নগেন্দ্র বালা; পারুল - শ্রীমতী মীরা দত্ত; বামা - শ্রীমতী হরিসুন্দরী(ব্ল্যাকি)প্রভৃতি। পরিচালনা করিতেছেন শ্রীসুশীল মজুমদার, আলোক-চিত্র ও শব্দ গ্রহণ করিতেছেন যথাক্রমে মিঃ ডি, জি, গুণে ও ব্র্যাডবার্ণ এবং ইরাণী।

ছায়ার জন্ম বার্ষিকী

গত ১৮ই আগষ্ট বেলা ৯-৩০এ 'ছায়া'র দ্বিতীয় জন্মবার্ষিকী উৎসব অনুষ্ঠিত হইয়া গিয়াছে। এই সভায় পৌরহিত্য করেন সন্তোষের মাননীয় রাজা সার মন্মথ নাথ রায় চৌধুরী মহাশয়। কর্ত্তৃপক্ষের আদর আপ্যায়নে আমরা প্রীত হইয়াছি। সহরের বহু সম্রান্ত ও গণ্যমান্য ভদ্র মহোদয় ও মহিলা এই সভায় উপস্থিত ছিলেন। সভায় শ্রীযুক্তা নেলী সেনগুপ্তা, ডাঃ ডি, এন মৈত্র, সভাপতি মহাশয় ও শ্রীগিরিজাকুমার বসু বক্তৃতা করেন। আমরা ছায়ার দীর্ঘ ও কর্ম্মবহুল জীবন প্রার্থনা করি।

মতি পিকচার প্যালেস (গিরিডি)

গত ১৮ই আগষ্ট উক্ত চিত্রগৃহের জন্মবার্ষিকী উৎসব সুসম্পন্ন হইয়াছে। স্থানীয় মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেট এই সভায় সভাপতিত্ব করেন। আমরা ইহার সত্ত্বাধিকারী শ্রীযুক্ত ঠাকুরদাসের উন্নতি ও সাফল্য কামনা করি।

রূপবাণীতে স্যার নৃপেন

গত ৯ই আগষ্ট ১৯৩৫, স্যার নৃপেন্দ্রনাথ সরকার রূপবাণীতে "বিদ্রোহী" ও "রাতকাণা" দেখিয়া যে মত প্রকাশ করিয়াছেন তাহার যথার্থ বাংলা অনুবাদ হইল এই—

আমি "রাতকাণা ও "বিদ্রোহী খুব উপভোগ করিয়াছি। ছবির দৃশ্য-সংস্থান ও গল্প খুবই হৃদয়গ্রাহী এবং দর্শকেরাও যে তাহা উপভোগ করিতেছেন, তাহা স্পষ্টই প্রতীয়মান হইল সুতরাং ইহা সগৌরবে চলা উচিত।

রূপবাণী

আগামী ২৪শে আগষ্ট শনিবার হইতে রূপবাণীতে ইষ্ট ইণ্ডিয়া ফিল্মসের নবতম চিত্র "বিদ্রোহীর" চতুর্থ সপ্তাহ আরম্ভ হইবে। এ পর্য্যন্ত চল্লিশ হাজারের উপর নরনারী "রাতকাণা" সহ এই চিত্রখানি দেখিয়াছেন। দর্শকের ভিড় দেখিয়া মনে হয় যে ছবিখানি আরও কিছুদিন এখানে চলিবে।

মিনার্ভা থিয়েটার

"মারাঠা মোগল" প্রণেতা শ্রীসুধীন্দ্র রাহা প্রণীত "বীর্য্যশুল্কা" নামক আর একখানি নাটক অভিনয়ার্থ প্রস্তুত হইতেছে।

উত্তরার উদ্বোধন

গেল মঙ্গলবার সন্ধ্যা ছটায় 'উত্তরার উদ্বোধন উত্তর কলিকাতায় হইয়া গিয়াছে। সভাপতি ছিলেন মাননীয় সার মন্মথ নাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয়। মহারাজা বাহাদুর স্যার প্রদ্যোৎ কুমার ঠাকুর ও সভাপতি মহাশয় 'উত্তরা'র কল্যাণ কামনা করেন। পূর্ব্বতন 'ক্রাউন সিনেমার পারিপার্শ্বিক ও সংস্থান পরিবর্ত্তিত হইয়া তার আসনে কী ইন্দ্রপুরী প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, তাহা উত্তরা দেখিলেই দর্শকরা জানিবেন। শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ গাঙ্গুলী ও একজিবিটার্স সিণ্ডিকেটকে আমরা এ জন্য অভিনন্দন জানাইতেছি। তাঁদের আদর আপ্যায়ন ও জীবাত্মার খোরাকও ছিল উপভোগ্য। কলিকাতার বহু বিশিষ্ট নরনারী এখানে উপস্থিত ছিলেন।

বেঙ্গল টকিজ

শ্রীমধু বসুর পরিচালনায় One Fatal Night-এর চিত্রগ্রহণ খুব দ্রুত অগ্রসর হইতেছে। ইতিমধ্যেই কয়েকজন খ্যাতনামা চিত্র-সরবরাহকারক উক্ত ছবিখানির পরিবেশনের জন্য আবেদন করিয়াছেন।

কলিকাতার অন্যতম শ্রেষ্ঠ চিত্রগৃহ "ছায়া"র আভ্যন্তরিক দৃশ্য।

এভারগ্রীণের "শেষপত্র"

এভারগ্রীণের "শেষপত্র" গত শনিবার হইতে "দীপালীতে" মুক্তিলাভ করিয়াছে। ছবিখানি হাস্যরসাত্মক বলিয়া বিজ্ঞাপিত হইলেও হাসির খোরাক ইহাতে একেবারেই নাই। ঘটনা-বিন্যাস যেমনি অসমঞ্জস তেমনি অস্বাভাবিক। ছবি দেখিয়া মনে হইল যে অসমাপ্ত অবস্থায় ছবিখানি মুক্ত করা হইয়াছে। অভিনয় কাহারও সুবিধা হয় নাই। উহার মধ্যে শ্রীযুক্ত ভোলা মিত্রের 'সমর'ই মন্দের ভালো। আলোক-চিত্রে বিশেষত্ব কিছুই নাই। শব্দ-নিয়ন্ত্রণেও ত্রুটি আছে সর্ব্বত্র।

সঙ্গীত সম্মিলনী—

গত ১৭ই আগষ্ট শনিবার দিবস সন্ধ্যা সাড়ে ছয় ঘটিকার সময় ৯এ নিউ পার্ক ষ্ট্রীটস্থ সঙ্গীত সম্মিলনী হলে পরলোকগত সঙ্গীত বিশারদ দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহোদয়ের স্মৃতি সভার অধিবেশন হইয়াছিল। এই সভায় নিম্নলিখিত কার্য্যসূচীর বিষয়গুলি অনুষ্ঠিত হইয়াছিল :—

১। গান—"তখের বেশে এসেছ বলে" (ইমন-কল্যাণ—ঝম্পক) সমবেত।

২। শোক প্রকাশক ভাষণাদি :—(ক) সম্পাদিকা, (খ) কবি জসিমুদ্দিন, (গ) শ্রীযুক্ত গিরিজাশঙ্কর চক্রবর্ত্তী।

৩। দিনেন্দ্র সঙ্গীত :—(ক) "যারে ভালবেসেছিলি" (ভৈরবী-দাদ্‌রা)—মহিলাগণ। (খ) "পলাশ রাঙা বাসনাগুলি" (মিশ্র-মূলতান—তেওড়া)—সমবেত। (গ) "পথপাশে মোর রচিনু দেউল" (মিশ্র রামকেলী—ঠুংরী) রমা দেবী ও অমিতা সেন।

৪। দিনেন্দ্র রচনা পাঠ :—"রবীন্দ্র সঙ্গীত"—শ্রীঅনাদিকুমার দস্তিদার।

৫। দিনেন্দ্র সঙ্গীত :—(ক) "আজি এ নিশীথে" (মালকোষ—তেওড়া)—ছেলেরা। (খ) "বলা যদি নাহি হয় শেষ"—(জয়জয়ন্তী—ঝাঁপতাল)—অমিতা দেবী ও অমিতা সেন।

৬। "ফাল্গুনী"র গান—"আমি যাবনা গো একলা চলে"—অপর্ণা দেবী, পূর্ণিমা দেবী প্রভৃতি।

৭। ডাঃ কালিদাস নাগ মহোদয়ের অনুপস্থিতিতে শ্রীযুক্ত প্রমথ চৌধুরী মহাশয় একটী নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা প্রদান করেন।

৮। ব্রহ্ম সঙ্গীত—"জয় দেব, জয় দেব"—(মিশ্র-দাদ্‌রা)—সমবেত।

উক্ত কার্য্যসূচীর বিষয়গুলি খুব সুশৃঙ্খলার সহিত সম্পন্ন হইয়াছিল। রাত্রি ৮॥ ঘটিকার সময় সভা ভঙ্গ হয়।

চট্টগ্রামে সঙ্গীত-উৎসব

আর্য্য সঙ্গীত সমিতির অনুষ্ঠান

(বিশেষ সংবাদ দাতার পত্র)

আগামী জন্মাষ্টমী ছুটীতে ২১শে হইতে ২৪শে আগষ্ট পর্য্যন্ত চারিদিন চট্টগ্রামে "আর্য্য সঙ্গীত সমিতির" অষ্টাবিংশতি বার্ষিক জন্মোৎসব মহাসমারোহে অনুষ্ঠিত হইবে। এই উৎসবের বিশিষ্ট অঙ্গ হইবে এক বিরাট সঙ্গীত-সম্মিলন। ইহাতে যোগদানের নিমিত্ত কলিকাতা ও পূর্ব্ব বঙ্গের বিভিন্ন স্থানের সুপ্রসিদ্ধ সঙ্গীতজ্ঞগণকে সাদরে আমন্ত্রিত করা হইয়াছে। ইতিমধ্যেই সঙ্গীত-নায়ক শ্রীযুক্ত গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্র গোস্বামী, শ্রীযুক্ত রামকিশন মিশির, শ্রীযুক্ত ভীষ্মদেব চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ সঙ্গীত বিশারদগণ এই সঙ্গীতোৎসবে যোগদান করিবেন বলিয়া জানা গিয়াছে। ঢাকার রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র ব্যানার্জ্জি এবং উদীয়মান গায়ক শ্রীযুক্ত শচীন দেব বর্ম্মণেরও আগমন আশা করা যায়।

সঙ্গীত সম্মিলন ব্যতীত অন্যান্য কার্য্য হইবে—জন্মাষ্টমী পূজা ও কীর্ত্তন, সঙ্গীত বিদ্যাপীঠের ছাত্র ছাত্রীর সঙ্গীত উৎসব, এবং "স্বর্ণলঙ্কা" নাট্যাভিনয়।

চট্টগ্রামের নেতৃস্থানীয় ভদ্র মহোদয় ও মহিলাবৃন্দ জাতিধর্ম্মনির্ব্বিশেষে এই মহোৎসবের অভ্যর্থনা সমিতির সদস্য শ্রেণীভুক্ত হইতেছেন। সঙ্গীত সমিতির কর্ম্মীবৃন্দ মহা উৎসাহে যাবতীয় আয়োজনে ব্যাপৃত আছেন।

আমরা এই শুভ অনুষ্ঠানের সাফল্য কামনা করি।

দীপালী :—

আগামী শনিবার ২৪শে আগষ্ট হইতে কালী ফিল্মের "পাতালপুরী" দেখানো হইবে। এই ছবিতে তিনকড়ি চক্রবর্ত্তী, জীবন গাঙ্গুলী, শিশুবালা, মায়া মুখার্জ্জি অভিনয় করিয়াছেন। এই সঙ্গে এভারগ্রীন পিক্‌চার্সের নূতন চিত্র "শেষ পত্র" (২য় সপ্তাহ) দেখানো হইবে।

সম্পাদক—
শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায় শ্রীগিরিজা কুমার বসু
... দীপালী প্রেসে মুদ্রিত ও দীপালী আফিস হইতে দীপালীর স্বত্বাধিকারী—

ইষ্ট ইণ্ডিয়া ফিল্ম কোম্পানীর

আগতপ্রায় চিত্র

শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়ের **পায়ের ধূলো**

শ্রেষ্ঠাংশে—

শ্রীরাধিকানন্দ মুখোঃ
„ জহর গঙ্গোপাধ্যায়
শ্রীমতী সরযূবালা
„ ডলি দত্ত
„ বীণাপাণি
„ প্রকাশমণি

দুর্ব্বৃত্তদের হাত হইতে সমাজ যাদের রক্ষা করিতে পারিল না, অথচ নির্ব্বিচারে বর্জ্জন করিল, এমনই দুইটী লাঞ্ছিতা অবলা, অদৃষ্টের ইঙ্গিতে শক্তি-সাধক আদর্শবাদী উচ্চশিক্ষিত এক যুবকের আশ্রয়ে আসিয়া পড়িয়া, তাহার হৃদয়-বীণার যে তারে আঘাত করিল, তাহার অপূর্ব্ব ঝঙ্কারে আপনাকেও অভিভূত করিবে।

পরিচালক—
জ্যোতিষ মুখোঃ

আলোক চিত্রশিল্পী
শ্রীশৈলেন বসু

শব্দযন্ত্রী—
জ্যোতিষ সিংহ
কানাইলাল খেম্‌কা

সুর-সংযোজক
কুলদা রায়

অচিরেই "রূপবাণীতে" মুক্তিলাভ করিবে

রূপবাণী

ফোন—বি, বি, ৩৩১১। | ৭৬।৩, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট

সহস্র কণ্ঠের প্রশংসায় মুখরিত!

=বিদ্রোহী=

নিষ্ঠুর অত্যাচারের বাস্তব লীলা!
অপূর্ব্ব দেশপ্রেমের অনবদ্য কাহিনী!!
দৃশ্যসজ্জায় রমণীয়
নৃত্য ও সঙ্গীত মূর্চ্ছনায় সুমধুর চিত্র!!!

তৎসহ—

হাস্যকৌতুক ও সঙ্গীতরসের ফোয়ারা।

রাতকাণা

২৪শে আগষ্ট, শনিবার হইতে

বিজয় গৌরবে ৪র্থ সপ্তাহ!

শনি ও রবি	—	৩টা, ৬-১৫ এবং ৯টায়
অন্যান্য দিবস	—	৬-১৫ ও ৯টায়

পূর্ব্বেই আসন সংরক্ষ করিতে অবহেলা করিবেন না।

—দীপালী—

চিত্তরঞ্জন এভিনিউ নর্থ | ফোন—বি, বি, ৬৩৭

—শনিবার ২৪শে আগষ্ট হইতে—

কালী ফিল্‌মসের নবতম অবদান

কয়লাখনির অন্ধকারের অন্তরালে হাসি-কান্না প্রেম-প্রতিহিংসার অপরূপ আলেখ্য

=পাতালপুরী=

শ্রেষ্ঠাংশে—

তিনকড়ি চক্রবর্ত্তী, জীবন গাঙ্গুলী
মায়া মুখার্জ্জী, শিশুবালা

—তৎসহ—

এভারগ্রীনের অভিনব হাস্যরসাত্মক

দ্বিতীয় সপ্তাহ

শেষপত্র

দীপালী

DIPALI

করাচীর স্বস্তিকা পিক্‌চাসের "Darde Ulfat" ছবির নায়িকা শ্রীমতী হীরা

৭ম বর্ষ] ১২ই ভাদ্র, ১৩৪২ ঃঃ 29th August, 1935 [৩৫শ সংখ্যা

দীপালী কার্য্যালয়—১২৩।১, আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা—
ফোন বড়বাজার—৩২৫৩

৭ম বর্ষ { ১২ই ভাদ্র বৃহস্পতিবার, ১৩৪২
২৯শে আগষ্ট ১৯৩৫ } ৩৫শ সংখ্যা

কলাকেলি

সমস্ত স্কুল-কলেজেই "সাহিত্য-শিক্ষা" নিয়ে অনেক পাঠ দেওয়া হয়, কিন্তু তার ফলে ছাত্র তৈরি হ'লেও সাহিত্যিক তৈরি হয় না। সাহিত্যিক ছাত্র তৈরি হয় অন্যরকমে। এক-একজন বিশেষ সাহিত্যিকের জন্যে বিশেষ এক-একরকম শিক্ষার আবশ্যক। কবি, নাট্যকার, ঔপন্যাসিক, গাল্পিক ও প্রবন্ধ-লেখক এঁদের কারুরই স্বভাব ও দৃষ্টি এক-রকমের নয়। এঁদের প্রত্যেকেরই literary training বা সাহিত্যিক শিক্ষা হওয়া উচিত ভিন্ন রকম।

*

এই যে সাহিত্যিক শিক্ষা, বাংলা দেশে আজকাল এর কতটা অভাব! বিশেষ ক'রে এখনকার সাময়িক সাহিত্যের দিকে যদি দৃষ্টিপাত করা যায়, তাহ'লে গভীর ভাবে হতাশ হ'তে হয়। বেশ বোঝা যায়, নিম্নশ্রেণীর অশিক্ষিতপটুত্বই এখনকার অধিকাংশ সাহিত্য-যশাকাঙ্ক্ষীকে গ্রন্থকারে পরিণত করেছে। তাঁদের অধিকাংশেরই কোন বিশিষ্ট লেখার ধরণ ও নিজস্ব বলবার ভঙ্গী নেই এবং তাঁদের চিন্তার ধারাও যতদূর বিশৃঙ্খল হ'তে হয়। আজকাল এমন সব বিখ্যাত লেখকেরও অভাব নেই, যাঁদের লেখার ভিতর থেকে একটা বিশিষ্ট 'ষ্টাইল্' খুঁজে পাওয়া অসম্ভব বললেও অত্যুক্তি হয় না। লেখা একটা মস্ত আর্ট, তাই নিজস্ব 'ষ্টাইলে'র অভাবে কোন লেখাই আর্টের কোঠায় উঠতে পারে না।

*

সাহিত্যিকের সাহিত্যের শিক্ষা নেই, কথাটা শুনতে একটু নতুন রকম লাগে বটে। কিন্তু নতুন হ'লেও এটি সত্য কথা। এখনকার সাময়িক সাহিত্যের অধিকাংশ রচনাই পঁচিশ-তিরিশ বছর আগেকার প্রথম শ্রেণীর মাসিক পত্রাদিতে প্রকাশের অযোগ্য ব'লে বিবেচিত হ'ত। সাহিত্যের পাঠশালায় যাঁদের এখনো হাত-মক্স করবার বয়স যায় নি, তাঁরাও এখন লিখছেন এবং অকুতোভয়ে সেই সব কলমের প্রলাপ ছাপাচ্ছেন। এখনকার পাঠকরাও গোপালের মতই সুবোধ, গাঁটের পয়সা খরচ ক'রে অচলকে চালাতেও তাঁদের আপত্তি নেই। তুই যুগ আগে আমরা উল্লেখযোগ্য লেখক দেখলেই খোঁজ নিতুম, কোন্ গুরু তার পথনির্দ্দেশ করছেন? কিন্তু এখন মনে আর এ-সব প্রশ্ন ওঠে না, কারণ সাহিত্য-ক্ষেত্র থেকে গুরু-শিষ্যের সম্পর্ক আজ প্রায় উঠে গেছে বললেই

রবীন্দ্রনাথকে অবলম্বন ক'রে মুখে তা স্বীকার করেন না, উপরন্তু অকুণ্ঠিত রবীন্দ্র-নিন্দায় সকলের শ্রবণকে ব্যথিত ক'রে তোলেন।

*

সাহিত্য-সমাজে একটা খোলাখুলি গুরু-শিষ্যের সম্পর্ক থাকা উপকারী, বিশেষত নবীন লেখকদের পক্ষে। যতদিন-না যথার্থ ভাবে তৈরি হ'য়ে ওঠেন ততদিন কোন নবীন লেখককেই যথেচ্ছ ভাবে সাহিত্য-ক্ষেত্রে বিচরণ করতে দেওয়া উচিত নয়। নবীন লেখকদের অসাময়িক স্বাধীনতা বর্ত্তমান বাংলা-সাহিত্যকে ক্রমেই বেশী কলঙ্কিত ক'রে তুলছে। ছাপার হরফে এমন সব বিষয়, বস্তু ও কথা প্রকাশিত হচ্ছে, যা কোনদিনই বাইরের আলোকে আসা উচিত ছিল না। সাহিত্যে গুরুর প্রভাব থাকলে এমন ব্যভিচারেরর সুযোগ হয় না।

*

বাংলা দেশের একজন বিখ্যাত সাহিত্য গুরুর কথা আজ মনে পড়ছে। তিনি হচ্ছেন খাটি বাংলার শেষ কবি ঈশ্বর গুপ্ত। তাঁর "সংবাদ প্রভাকরে"র ছায়ায় যে সাহিত্য-পাঠশালাটি গ'ড়ে উঠেছিল, বঙ্কিম ও দীনবন্ধু প্রভৃতি সেইখানেই শিক্ষিত হয়েছিলেন। পাঠশালার গুরু ঈশ্বরচন্দ্র ছাত্রদের রচনা "সংবাদ প্রভাকরে" প্রকাশ করবার সঙ্গে সঙ্গে প্রকাশ্য ভাবেই রচনার দোষ-গুণ নিয়ে আলোচনা করতেন। নবীন লেখক বঙ্কিমচন্দ্রের ভাষা যে কিঞ্চিৎ 'বঙ্কিম' এবং অসরলতা যে ভাষার পক্ষে বিশেষ একটি দোষের বিষয়, ঈশ্বর গুপ্ত ছাপার হরফেই তা দেখিয়ে উপদেশ দিয়েছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্রের সহোদর স্বর্গীয় পূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের মুখে শুনেছি, বঙ্কিমচন্দ্রকে ঈশ্বর গুপ্ত কেবল "সংবাদ প্রভাকরে"র সাহায্যেই তৈরি করবার চেষ্টা করতেন না, সুযোগ পেলেই স্বয়ং কাঁটালপাড়ায় 'বঙ্কিম-ভবনে' এসেও শিষ্যের সঙ্গে নিজের সম্পর্কটা অধিকতর ঘনিষ্ঠ ও ফলপ্রদ ক'রে তোলবার চেষ্টা করতেন। আমরা অনায়াসেই অনুমান করতে পারি, গুপ্তকবির এই প্রভাবটা বঙ্কিমচন্দ্রের তরুণ মনের ভিতরে যথেষ্ট কাজ করতে পেরেছিল।

*

যখন বাংলায় আধুনিক গীতি-কাব্যের জন্ম হয়, তখনকারও একজন গুরুর কথা আমাদের সাহিত্যের ইতিহাসে চিরদিন লেখা থাকবে। তিনি হচ্ছেন 'সারদা-মঙ্গলে'র কবি বিহারীলাল চক্রবর্ত্তী, এখনকার অনেক পাঠক হয়তো তাঁর খোঁজও রাখেন না। তরুণ রবীন্দ্রনাথের উপরে যে বিহারীলালের কতখানি প্রভাব পড়েছিল, প্রথম-যুগের রবীন্দ্র-কাব্যের মধ্যেই তার অগুন্তি প্রমাণ আছে। কবিবর অক্ষয়কুমার বড়াল এবং তখনকার উদীয়মান কবি (ও এখন ঔপন্যাসিক রূপে সুপরিচিত) শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ গুপ্তও হচ্ছেন বিহারীলালের আর দুই জন বিখ্যাত শিষ্য। রবীন্দ্রনাথের প্রতিভা পরে বিহারীলালের প্রভাব কাটিয়ে নিজের জন্যে নতুন পথ ক'রে নিয়েছিল, কিন্তু অক্ষয়কুমার বিহারীলালের সুরকে কোন দিনই একেবারে ভুলতে পারেন নি।

*

হপ্তা-কয় আগে আমি বাংলা দেশের কতকগুলি প্রসিদ্ধ সাহিত্য বৈঠকের নাম করেছিলুম। এই সব সাহিত্য-বৈঠকে এসে দেশের প্রবীণ সাহিত্যিকরা প্রতিদিন নিয়মিত ভাবে যে-সকল অমূল্য আলাপ-আলোচনা করতেন, নবীন লেখকদের পক্ষে সেগুলি ছিল মহোপকারী। দেশ-বিদেশের আধুনিক চিন্তার ধারা, ভাষার ভঙ্গী ও স্বরূপ, ভাবের বিকাশ-পদ্ধতি ও রচনার আদর্শ প্রভৃতি নিয়ে সে-সব বৈঠকে সর্ব্বদাই কথাবার্ত্তা চলত। আমি ব্যক্তিগত ভাবেই জানি, বর্ত্তমান বাংলা দেশের অনেক প্রসিদ্ধ লেখকই এই-সব আলাপ-আলোচনা থেকে যথেষ্ট সাহায্য লাভ করেছেন। কিন্তু এখনকার কলকাতা সহরে এমন কোন বৈঠক আছে ব'লে জানি না। এখনকার অধিকাংশ নবীন ও প্রবীণ লেখক পরস্পরের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকেন। সাধারণ সভা-সমিতিতে হয়তো তাঁদের দেখাশুনা হয়, কিন্তু সে-রকম দেখা-শুনায় যথার্থ আলোচনার কোন সুযোগই পাওয়া যায় না।

*

ফরাসী দেশে এক বিখ্যাত সাহিত্যগুরুর কথা পৃথিবীতে অমর হয়ে আছে। তিনি হচ্ছেন Gustave Flaubert—"Madame Bovary"র লেখক। ফরাসী দেশের Naturalist দলভুক্ত সাহিত্যিকদের (অর্থাৎ Goncourt-ভ্রাতৃযুগল, Emile Zola, Guy de Maupassant, Alphonse Daudet ও Joris Karl Huysmans প্রভৃতি) উপরে Flaubert-এর ছিল অসীম প্রতিপত্তি। উপরে যে-সব বিশ্ব-বিখ্যাত সাহিত্যিকের নাম করলুম, Flaubert-এর শিষ্যত্ব গ্রহণ না করলে হয়তো তাঁরা এতটা বড় হ'তে পারতেন না। Flaubert-এর মতে, লেখার মধ্যে বস্তুর অভাব হ'লে কোনই ক্ষতি হয় না, কারণ লেখার মধ্যে অগ্রগণ্য ও প্রধান দ্রষ্টব্য হ'চ্ছে তার 'ষ্টাইল্' বা ভঙ্গী। তখনকার ফরাসী সাহিত্যে এই মতের প্রভাব যে কতখানি কাজ করেছিল, তা আর বলা যায় না। তিনি এক জায়গায় বলছেন: "What I should like to write would be a book about nothing which would support itself by the internal force of style, as the earth is held in the air without being supported." তিনি Maupassantকে উপদেশ দিচ্ছেন: "কোন-কিছু প্রকাশ করতে গেলে তোমাকে এক কাজ করতে হবে। যা-কিছু দেখবে, অত্যন্ত মনোযোগ দিয়ে তন্ন তন্ন ক'রে তাকে ততক্ষণ ধ'রে পরীক্ষা করবে, যতক্ষণ-না তার ভিতরে অপরের অদেখা কোন বিষয় বা বস্তু আবিষ্কৃত না হয়। প্রত্যেক জিনিষের ভিতরেই কিছু-না-কিছু অদেখা নূতনত্ব থাকে, কেননা কোন বস্তু দেখবার সময় তার সম্বন্ধে অন্য লোকে কি বলেছে তাই ভাবতে ভাবতেই আমরা আমাদের দৃষ্টিকে ব্যবহার ক'রে থাকি,—তার মধ্যে নূতন কি আছে বা থাকতে পারে সেটা ভাবতে চেষ্টা করি না। তিল-পরিমাণ জিনিষেও অজ্ঞাত কিছু-না-কিছু আছেই। সেই অজ্ঞাতকেই আমাদের খুঁজতে হবে।...... এই পদ্ধতিতে কাজ ক'রে আমি অল্প দু-চার কথায় কোন ব্যক্তি বা বস্তুকে এমন ভাবে ফুটিয়ে

তুলতে পারি যে তাকে দেখলে আর পুরাতন ব'লে মনে হবে না। ধর, তোমার সামনে এক মুদী দোকানে ব'সে আছে, বা একজন দ্বারবান ধূমপান করেছে, বা আড্ডায় ছ্যাগ্‌ড়া গাড়ীর ঘোড়া দাঁড়িয়ে আছে। তুমি এমন ভাবে বর্ণনা ক'রে আমাকে দেখাও, যাতে-ক'রে তোমার দ্বারা বর্ণিত ঐ মুদী ও দ্বারবানকে আমি আর সব মুদী ও দ্বারবানের দলের ভিতরে গুলিয়ে না ফেলি। একটি কথায় আমাকে বুঝিয়ে দাও, তোমার দ্বারা বর্ণিত এই ঘোড়াটি আর পঞ্চাশটা ঘোড়ার মত দেখতে নয় কেন?"

*

কেবল Flaubert-এর আলয়ে নয়, তখনকার কয়েক জন নবীন ফরাসী লেখক নিজেদের আদর্শ নিয়ে আলোচনা করবার জন্যে অন্যান্য জায়গাতেও বৈঠক বসাতেন। এই লেখকদের প্রত্যেকেই রঙ্গালয়ের জন্যে নাটক লিখে আসর জমাতে পারেন নি। তাই Flaubert-এর কথায় তাঁরা নিজেদের পান-ভোজনের সঙ্গে সঙ্গে আলাপ-আলোচনার এই আসরটির নাম রেখেছিলেন "ধিক্কৃত লেখকদের ভোজ-সভা"! Ivan Turgenieffও এই ভোজ-সভার আর একজন সভ্য ছিলেন। —সভ্য হবার সময় তাঁকে ঈশ্বরের নাম নিয়ে শপথ করতে হয়েছিল যে, রুসিয়ায় তাঁর দেশের লোকেরা তাঁকে সর্ব্বদাই ধিক্কার দিয়ে থাকে! এই নবীন লেখকগুলির ভীষণ অট্টহাস্যে, খাদ্য-গ্রহণের বিপুল উৎসাহে ও প্রবল তর্ক-যুদ্ধের চীৎকারে হোটেল-সুদ্ধ লোক তটস্থ হয়ে উঠত—এমন কি হোটেলের চাকরগুলো পর্য্যন্ত তাঁদের কামরায় ঢুকতে ভরসা করত না। কিন্তু এই গোলমালের মধ্যে থেকেও তাঁরা আপন-আপন ভাষার ভঙ্গী ও সাহিত্যের আদর্শ স্থির ক'রে নিতে পারতেন। Flaubert-এর উপদেশে ও পরস্পরের সঙ্গে চিন্তার আদান-প্রদান ক'রে তাঁরা প্রত্যেকেই এতটা শক্তি সঞ্চয় করতে পেরেছিলেন যে, তাঁদের প্রভাবে আধুনিক য়ুরোপীয় সাহিত্যের ধারা সম্পূর্ণ রূপে পরিবর্ত্তিত হয়ে যায়।

শ্রী হেমেন্দ্রকুমার রায়

গান

—হেমেন্দ্রকুমার রায়

ফুল্‌কো ফুলের ফুলঝুরি কী! ভোম্‌রা এল গুন্‌গুনিয়ে,
দোলনচাঁপার দোলপিঁড়িতে ঘুম-দোলানো সুর বুনিয়ে!

*

হেথায় যূথীর পরিমলে
যুবক হাওয়ার গাওনা চলে,
বেলার কাছে প্রজাপতি নীরব প্রেমে যায় চিনিয়ে!

*

মৌ-চোরা ঐ মৌমাছি-বৌ ঘাসের ফু
মোহনচুড়া খেল্‌চে হোরী আবির গু

*

ফুলবাড়ী যাই এক্‌লা আমি,
ভোম্‌রা হ'ল অনুগামী,—
অচিন্ দেশের কুঁড়ি-ফোটার খবর আমায় যায় শুনিয়ে!

ভালবাসি

—শ্রীঅশোককুমার সেন রায়

ভালবাসি নিশাশেষে শুকতারা মধুহাসি,
ভালবাসি প্রভাময়ী ঊষা-আলো তমোনাশী
ভালবাসি মলয়ের সুশীতল দেহখানি,
ভালবাসি খুব আমি ফুটে ওঠা ফুলরাণী,
ভালবাসি নবোদিত অরুণের গরিমায়,
ভালবাসি নীলাকাশে রাগভরা নীলিমায়
ভালবাসি কোকিলের কুহুকুহু প্রেমগান,
ভালবাসি ঝরণার প্রাণঢালা সুধাতান,
ভালবাসি মেঘবালা এলায়িত কেশপাশ,
ভালবাসি ক্ষণপ্রভা ক্ষণিকের মধুহাস।
ভালবাসি রামধনু বুকেভাসা রঙটুক্
ভালবাসি নিশাকাশে বিকশিত শশিমুখ।
ভালবাসি গোধূলির ঝিকিমিকি একতারা,
ভালবাসি ছায়াপথে কিরণের শ্বেতধারা।
ভালবাসি বনানীর দেহভরা রূপরাশি,
ভালবাসি চিরদিন রাধানামে সাধাবাঁশী।
ভালবাসি সুষমায় অচপল গেহশোভা,
ভালবাসি সরসীর ঢেউতোলা মনোলোভা।
ভালবাসি পৃথিবীর শতরূপ মনোহর,
ভালবাসি তারে, যেবা এ সবের যাদুকর।

ম্যালেরিয়া রোগের সংক্রামকতা

—ডাঃ অশ্বিনীকুমার সেন, এম, বি

বর্ত্তমান সময়ে আমাদের দেশে ম্যালেরিয়া রোগ এত ব্যাপকভাবে প্রকাশ পাইয়াছে যে এই রোগে মৃত্যুর হার সর্ব্বাপেক্ষা অধিক হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কতিপয় বৎসর পূর্ব্বেও কিন্তু দেশের এত দুরবস্থা ছিল না। তখন দেশে এমন স্থানও ছিল যেখানে লোকে ম্যালেরিয়ার নাম গন্ধও জানিত না। কিন্তু আজ কাল এদেশে বিশেষতঃ বাংলাদেশে এই রোগ সুদূর পল্লীগ্রামেও আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। গ্রাম বৃদ্ধদের মুখে শুনা যায় যে ৫০।৬০ বৎসর পূর্ব্বে পূর্ব্ববঙ্গে ম্যালেরিয়া কদাচিৎ দেখা যাইত। কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে রোগাক্রমণ ও মৃত্যুর হারের দিকদিয়া পূর্ব্ববঙ্গ একটি ম্যালেরিয়ার ডিপো হইয়া দাঁড়াইয়াছে বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। ম্যালেরিয়া সম্বন্ধে যাঁহারা গবেষণা করিয়াছেন এবং করিতেছেন, তাঁহারা বলেন যে,এনোফিলিস্ নামে এক প্রকার মশা আছে, ইহারাই ম্যালেরিয়ার বিষ এক দেহ হইতে অন্য দেহে ছড়াইয়া থাকে। সত্য বটে, এনোফিলিস্ ম্যালেরিয়া বিষ বাহকের কার্য্য করিয়া থাকে; কিন্তু আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা হইতে যতটুকু বুঝিতে পারিয়াছি তাহাতে মনে হয় যে ইহাই ম্যালেরিয়ার সংক্রামকতার একমাত্র সহায়ক নহে। পূর্ব্ববঙ্গের পল্লীগ্রামগুলিতে, বিশেষতঃ ত্রিপুরা, নোয়াখালী, ঢাকা প্রভৃতি জেলায়, সাধারণতঃ বৈশাখ মাসের শেষ হইতে অগ্রহায়ণ মাস পর্য্যন্ত মশা দেখা যায়। পূর্ব্বে অবশ্য আরও কম সময়ের জন্য মশা দেখা যাইত; কারণ তখন এখনকার মত এত ব্যাপক ভাবে পাটের চাষ হইত না। এই কয় মাস ব্যতীত বৎসরের বাকী কয়টি মাসে মশা একেবারেই দেখা যায় না। কার্ত্তিক মাসে বৃষ্টি হইলেই মশা একেবারে মরিয়া নিঃশেষ হইয়া যায়।

বিশেষজ্ঞগণের মতে বর্ষাকালেই ম্যালেরিয়ার আক্রমণ হইয়া থাকে। কিন্তু আমি স্বচক্ষে দেখিয়াছি এবং দেখিতেছি যে অনেক সুস্থকায় লোক ফাল্গুন মাসেও ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত হয় আর এই আক্রমণও এত ব্যাপক যে বাড়ী পিছু ২।৪ জন করিয়া ভুগিয়া থাকে। আমার মনে হয় যে আব-হাওয়ার দোষেই এই আক্রমণ হইয়া থাকে। যে গ্রামে ঝোপ জঙ্গল, ডোবা নালা ও পচা পুকুর বেশী, সেই গ্রামেই ম্যালেরিয়া অধিক। এই ধারণা অনেকাংশে সত্য বটে, কিন্তু এমনও দেখা গিয়াছে যে এই সমস্ত অপরিষ্কৃত এবং অসংস্কৃত স্থানগুলিকে পরিষ্কৃত করার পরেও ম্যালেরিয়ার প্রকোপ কোন কোন ক্ষেত্রে বৃদ্ধি পাইয়াছে। তাই এই সংক্রামকতার ব্যাপারকে বড়ই রহস্যজনক বলিয়া মনে হয়।

কিন্তু এই রহস্য অনুদ্ঘাটিত থাকিলেও আমাদিগকে বাঁচিবার, ম্যালেরিয়ার হাত হইতে রক্ষা পাইবার, উপায় নির্দ্ধারণ করিতে হইবে। শরীরের প্রতিরোধক ক্ষমতার হ্রাস হইলেই যে বাহিরের রোগ শরীরে প্রবেশ করিয়া শরীরকে একেবারে কাবু করিয়া ফেলে, ইহা সর্ব্ববাদীসম্মত সত্যকথা। সুতরাং শরীরের প্রতিরোধক-ক্ষমতাকে বাড়াইয়া তুলিতে পারিলেই ম্যালেরিয়ার আক্রমণ এবং পুনরাক্রমণ হইতে রক্ষা পাওয়া যাইবে, ইহাও ধ্রুব সত্য। লোক সংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে তদনুরূপ খাদ্যসম্ভার বৃদ্ধি না পাওয়ায়, অনুপযুক্ত এবং অপুষ্টিকর আহারের দরুণ সর্ব্বসাধারণের জীবনীশক্তি যৎপরনাস্তি হ্রাস পাইয়া গিয়াছে। তদুপরি আছে এই প্রতিকূল আবহাওয়া। সুতরাং আমা-দিগকে যথাসাধ্য পুষ্টিকর দ্রব্যাদি আহার করিতে হইবে। এবং তদুপরি এমন জিনিষও গ্রহণ করিতে হইবে যাহা ভুক্ত দ্রব্যাদি সহজে হজম করাইয়া দিয়া, দেহের রক্ত কণিকা বৃদ্ধি করতঃ নূতন বল ও নূতন উদ্দীপনা শক্তি আনয়ন করিবে, এবং শরীরের রোগ প্রতিরোধক ক্ষমতাকে বহুগুণ বাড়াইয়া দিবে। এই প্রকার অমোঘ ঔষধ হইতেছে রচি কোম্পা-নীর রচিটোন। নিয়মিতভাবে ম্যালেরিয়ার পর সেবন করিলে যে ইহা প্রাণে নব আশা ও প্রেরণা জাগাইয়া দিবে, তাহা অবধারিত।

সপ্তাহিকা

গেল রবিবার ডাক্তার শ্রীযুক্ত সন্তোষকুমার মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের আহ্বানে তাঁর বাহুড়-বাগানস্থ ভবনে রবিবাসরের অধিবেশন হ'য়ে গেছে। সর্ব্বাধ্যক্ষ রায় জলধর সেন বাহাদুর তাতে নেতৃত্ব ক'রেছিলেন। শ্রীযুক্ত নরেন্দ্র-নাথ বসু একটি রস-রচনা প'ড়েছিলেন, শ্রীযুক্ত চিত্তপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীমতী লতিকা মুখোপাধ্যায় ও শ্রীমতী আভা বসু গান গেয়েছিলেন এবং শ্রীমতী বিভা বসু নাচ দেখিয়েছিলেন। দশম বর্ষীয়া বালিকা বিভার নাচ সকলেরই প্রশংসা লাভ ক'রেছিল। রবিবাসরের অধিকাংশ সভ্যই সভায় উপস্থিত ছিলেন। এবং রবিবাসর কর্ত্তৃক বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদে ৺হেমেন্দ্রলাল রায়ের প্রতিকৃতি দানের প্রস্তাবও সভায় গ্রাহ্য হইয়াছে।

*

শ্রীযুক্ত বঙ্কিমবিহারী মিত্রের সম্প্রতি মৃত্যু হ'য়েছে জেনে আমরা দুঃখিত হ'লুম। তিনি সরকারী ও বেসরকারী নানা প্রতিষ্ঠানে উচ্চপদে অধিষ্ঠিত ছিলেন, এইমাত্র তাঁর পরিচয় নয়। তিনি সংস্কৃত ভাষায় খুব পাণ্ডিত্য লাভ ক'রেছিলেন। ৺মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন, ৺হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, মহামহোপাধ্যায় কামাখ্যানাথ তর্কবাগীশ প্রভৃতি পণ্ডিতগণের তিনি প্রিয় শিষ্য ছিলেন, এবং সংস্কৃত ভাষায় ব্যুৎপত্তির জন্য 'শাস্ত্রী' উপাধি লাভ ক'রে-ছিলেন। আমরা তাঁর পরিবারবর্গকে সহানুভূতি জানাচ্ছি।

*

এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের গণিতের প্রধান অধ্যাপক শ্রীযুক্ত এ, সি, ব্যানার্জ্জি প্রাচ্যতত্ত্ব-বিদগণের আগামী সম্মেলনে রোমে ভারতের প্রতিনিধিরূপে যাবেন, শুনে আমরা সুখী হ'লুম।

*

'ষ্টেট্স্‌ম্যান'-পত্রিকার বার্ত্তা-সম্পাদক মিঃ জি-এফ্, ক্রলি সম্প্রতি বিবাহিত হ'য়েছেন ব'লে শ্রীযুক্ত কুমার কৃষ্ণ মিত্রের দমদমের বাগানে নৈশ প্রীতি-ভোজে বন্ধুদের আপ্যায়িত ক'রেছিলেন। দম্পতীর কল্যাণ হোক্।

শ্রীমতী জেরিনা খাতুন — বেঙ্গল টকীজের "One Fatal Night" চিত্রের নায়িকা।

ওয়ালেস বীয়ারী ও তাঁহার কন্যা ক্যারল অ্যান বীয়ারী।

“Call of the Wild” ছবিতে জ্যাক ওকি, লরেটা ইয়ং ও ক্লার্ক গেবল।

শ্রীমতী রেখা কাণেকর রূপম আর্ট প্রোডাকশানের “ভিখারী মহিলা”র নায়িকা।

বিদায় করেছ যারে নয়ন জলে

(গল্প)

—শ্রীসুজাতা সিংহ

যে ঘরটির ভিতরে শুইয়া শুইয়া অধীর অপেক্ষায় সুপ্রিয়ার মন ব্যাকুলতায় কাতর হইতেছিল, বাহিরের প্রখর রবিকরে সেই ঘরের উপর দিয়া পিউ পিয়া ডাকিতে ডাকিতে একটা পাখী উড়িয়া গেল।

দেবতোষ বেলা দুইটার সময় আসিবে বলিয়া গিয়াছিল. কিন্তু যখন তিনটা বাজিয়া গেলেও সে আসিল না, তখন সুপ্রিয়ার মন ভয়ানক ছট্‌ফট্ করিতে লাগিল।

—এমন সময় "কি করছো পিয়া ?" বলিয়া দেবতোষ আসিয়া হাজির হইল।

পূর্ব্বে আরো দুইদিন দেবতোষ আসিবে বলিয়া না আসায় সুপ্রিয়াকে ভারি অশান্ত করিয়াছিল, আজ আবার কথা দিয়া ও দুইটার সময় না আসিয়া তাহাকে দারুণ উদ্বিগ্ন করিয়া তিনটার সময় আসিয়া সে যখন সুপ্রিয়াকে ডাকিল, তখন তাহার বুকভরা অভিমান নীরবে অশ্রুরূপে ঝরিয়া পড়িল। সে দীর্ঘ ঘোমটা টানিয়া মুখ লুকাইয়া রহিল. দেবতোষের কথার জবাব দিল না।

জোর করিয়া তাহার মুখের আবরণ খুলিয়া দিয়া দেবতোষ বলিল "বাবাঃ এত রাগ !"

সদ্যসিক্ত চোখ দুইটি তুলিয়া সুপ্রিয়া বলিল, "কেন রাগ হবে না ? আপনি কখন আসবেন বলেছিলেন, আর এলেন কখন বলুন তো ?"

"আজ মীনাক্ষীদের বাড়ী গিয়েছিলাম তাই আসতে একটু দেরী হ'লো" বলিয়া দেবতোষ বসিয়া পড়িল। তার কথা শুনিয়া সুপ্রিয়া খুসী হইতে পারিল না। দেবতোষ সুপ্রিয়ার একখানা ফটো লইয়া নাড়াচাড়া করিতেছিল। ইহাতে সুপ্রিয়া একটু লজ্জা বোধ করিয়া এক জন অভিনেত্রীর একখানা ফটো দেবতোষের হাতে দিয়া কহিল, "ও কি ছবি দেখছেন ? তার চেয়ে দেখবার মত কিছু দেখুন।"

দেবতোষ হয়ত সুপ্রিয়াকে ক্ষেপাইবার জন্যই ছবিখানা লইয়া অনেকক্ষণ দেখিবার পর যথাসম্ভব মুখখানাকে গম্ভীর করিয়া কহিল. "বাঃ ভারী চমৎকার দেখতে তো। একে তো আর কখনও দেখিনি।" যাক্ সোনার ফ্রেমে বাঁধিয়ে রাখবো" বলিয়া সে ছবিখানা পাঞ্জাবীর পকেটে রাখিয়া দিল।

দেবতোষের ব্যাপার দেখিয়া সুপ্রিয়ার মুখের হাসি মিলাইয়া গিয়া চক্ষে জল আসিয়া পড়িল।

দেবতোষ সুপ্রিয়াকে কাঁদিতে দেখিয়া, হাসিয়া কহিল "ছিঃ তুমি একেবারে ছেলেমানুষ পিয়া ! তোমাকে রাগাবার জন্যে আমি এরকম করলাম।" তারপর পকেট হইতে ছবিখানা বাহির করিয়া ফেলিয়া দিয়া অন্য একজন অভিনেত্রীর নাম করিয়া আবার কহিল, "আ রে দুর্ দুর্, এ আবার কেউ দেখে ? যদি সে হতো তবু না হয় বোঝা যেতো।"

সে যে অভিনেত্রীটির নাম করিল তার অপূর্ব্ব রূপের ব্যাখ্যা সুপ্রিয়া দেবতোষের মুখে

অনেকবার শুনিয়াছে এমন কি যে ছবিতে সে অভিনয় করে না সে ছবি যে দেবতোষ দেখে না তাহাও সুপ্রিয়া ভালরূপই জানিত। আজ আবার এমন আবেগমাখা স্বরে তাহার মুখ হইতে সেই নাম শুনিয়া সুপ্রিয়ার মনটি একেবারে বিষণ্ণ হইয়া গেল। সে বহুকষ্টে মনোভাব গোপন করিয়া পূর্ব্ববৎ আলাপ করিতে লাগিল।

দেবতোষ খানিক পরে মহেন্দ্রবাবুর ঘরে গিয়া বসিতে দুই একটা কথাবার্ত্তার পরে মহেন্দ্রবাবু বলিলেন. "ভাই দেবতোষ কাল একটিবার এসো, তোমার দিদি বাড়ী নেই—বৌমার গঙ্গা স্নান করবার ভারী অসুবিধে হবে। এত বড় অর্দ্ধোদয় যোগে স্নান না করতে পারলে মনে বড় দুঃখ থেকে যাবে। তাই বলছি তুমি কাল এসে বৌমাকে কালীঘাটে সতীশ দের বাড়ী নিয়ে যাবে তারপর তাদের সঙ্গে স্নান করে এলে আবার নিয়ে আসবে।"

"আচ্ছা" বলিয়া দেবতোষ বাড়ী চলিয়া গেল।

অতি শৈশবে পিতৃমাতৃহীনা সুপ্রিয়া মামীমার কোলে মানুষ হইয়াছিল। সে ছোট বেলা হইতেই খুব বুদ্ধিমতী, পাড়ার মেয়েদের সঙ্গে মিশিয়া সে নিজে নিজেই সামান্য শিল্পকার্য্য বা লেখাপড়া শিখিয়াছে, তাহাকে দেখিলে অনিন্দ্যসুন্দরীই বলা চলিত যদি তাহার গায়ের রং উজ্জ্বল শ্যাম না হইয়া সুগৌর হইত। মুখখানিতে ছিল তার সরলতার চিহ্ন আঁকা।

দশ বৎসরের মনীন্দ্রের সঙ্গে ছয় বৎসরের সুপ্রিয়ার বিবাহ হইয়াছিল। বড় সাধ করিয়া তাহার মামাবাবু ছোট বেলায় তাহার বিবাহ দিয়াছিলেন কিন্তু বিধাতা হইলেন বিমুখ।

সুপ্রিয়াকে সকলেই পিয়া ডাকিত, সে যখন শ্বশুরবাড়ী আসিয়া বড়জা-এর আদর

পাইল তখন মণীন্দ্র পর্য্যন্ত তাহাকে পিয়া বলিয়া ডাকিত। সুপ্রিয়াও তাহার ছোট্ট বরটির সাথে খেলাধূলা করিয়া আবার মামীমার কোলে ফিরিয়া যাইত।

বৎসর দুই তিন পরে একদিন বালকসুলভ চঞ্চলতা বশতঃ এবং সঙ্গদোষে মণীন্দ্র একজন ফেরিওয়ালার কি একটি দ্রব্য অপহরণ করিতে গিয়া ধরা পড়িয়া তাহার বড়দাদা মহেন্দ্রবাবুর হাতে ভয়ানক মার খাইল। সেইদিন রাত্রেই বাড়ী ছাড়িয়া কোথায় যে চলিয়া গেল আর আসিল না। অনেক অনুসন্ধান করিয়াও মণীন্দ্রর সন্ধান পাওয়া গেল না। মহেন্দ্রবাবু ভাবিত হইলেন।

এ দিকে বৎসর দুই পরেই সুপ্রিয়া মামাবাবু মামীমাকে হারাইয়া নিরুদ্দিষ্ট স্বামীর ঘর করিতে আসিল।

সুপ্রিয়া প্রথম প্রথম ভাবিত তাহার সেই ছোট্ট বরটি কোথায়? তারপর জায়ের আদর যত্ন পাইয়া এবং জায়ের ছেলে মেয়েকে খেলার সাথী করিয়া তাহাদের লইয়া খেলিয়া বেড়াইত। মণীন্দ্রের কথা আর মনে পড়িত না। অনুতপ্ত মহেন্দ্রবাবুও সুপ্রিয়াকে স্নেহ করিতেন যথেষ্ট।

মহেন্দ্রবাবুর শ্যালক দেবতোষ ভারী সরল ছেলে, দেখিতেও সুশ্রী। তাহার অমায়িক ব্যবহারে মুগ্ধ মহেন্দ্রবাবু তাহাকে ভাইয়ের মত ভালবাসিতেন।

দেবতোষ প্রায়ই আসিত, সকলেই সুপ্রিয়াকে পিয়া বলিয়া ডাকিতেছে সেও তাহাকে পিয়া বলিত এবং সুপ্রিয়া তাহাতে সাড়া দিলে মহা আহ্লাদিত হইত।

দেবতোষের সঙ্গে সুপ্রিয়ার বেড়ানো বা মেলামেশায় মহেন্দ্রবাবুর আপত্তি ছিল না, কারণ তাঁহার মতে দেবতোষের মত ছেলে জগতে দুইটি নাই।

ধীরে ধীরে সুপ্রিয়ার শুভ্র কোমল হৃদয়টি দেবতোষ জয় করিল। যেইদিন দেবতোষের আসিবার কথা থাকিত সেদিন আর তাহার মনটি স্থির থাকিত না। দেবতোষ কখন আসিবে ভাবিয়া অধীরা হইত। দেবতোষ আসিয়া পিয়া বলিয়া ডাকিলে তাহার আর আনন্দের সীমা থাকিত না।

সুপ্রিয়ার মনটি বড় নরম, দেবতোষ যদিও অনেকবার বলিয়াছে যে, সুপ্রিয়াকে সে খুবই ভালবাসে, তবু একদিন তাহার নিষ্ঠুর ব্যবহারে ও বাক্যে সুপ্রিয়ার কোমল মন আহত হইয়াছে।

দেবতোষের স্নেহ ভালবাসার রকম ছিল অদ্ভুত। তাহার যখন যাহা যেখানে ভাল লাগিত সে তখনই তাহা করিত এবং সেখানে যাইত। কাহারও বেদনা সে বুঝিতে জানিত না। সে ছিল অত্যন্ত খামখেয়ালী, সুপ্রিয়ার এমন শ্রদ্ধা ভালবাসাকে সে বোধ হয় ছেলেখেলাই মনে করিত।

দিন কয়েক হইল সুপ্রিয়ার জা বিশেষ ব্যারামে আক্রান্ত হইয়া মেডিক্যাল কলেজে ভর্ত্তি হইয়াছে ও উপস্থিত একটু ভাল আছে।

জায়ের ছেলে মেয়ে অনু ও মিনুকে লইয়া সুপ্রিয়া বাড়ীতে আছে। মাঝে মাঝে দেবতোষ আসে যায়।

সেদিন যখন গঙ্গাস্নানে লইয়া যাইবার সম্মতি জানাইয়া দেবতোষ চলিয়া গেল, তখন সুপ্রিয়া অনেক কিছু ভাবিল ও তারপরের দিনের আশায় সময় কাটাইতে লাগিল।

পরের দিন যখন "কি হচ্ছে পিয়া" বলিয়া দেবতোষ আসিয়া উপস্থিত হইল, তখন সুপ্রিয়া দেবতোষকে একটু আঘাত করিবে ভাবিয়া কহিল, "এই যে আসুন, আমি বাড়ী ছিলুম না এইমাত্র এলুম। কুমার চিঠি লিখে লোক পাঠিয়েছিল আমার যাবার জন্যে।"

কুমার সুপ্রিয়ার সম্পর্কীয় ভাই হয়। ঐ কুমারকে উদ্দেশ করিয়া যখন তখন দেবতোষ সুপ্রিয়াকে ঠাট্টা করিত।

দেবতোষ ব্যস্ত হইয়া বলিল, "কই দেখি চিঠি।"

সুপ্রিয়া চিঠি কোথায় পাইবে? সে মুখ টিপিয়া হাসিয়া কহিল, "সে চিঠি আমি ছিঁড়ে ফেলেছি।"

"রাগগীর বল কোথা রেখেছো তা না হ'লে তোমার সঙ্গে চিরজীবনের মত কথা বন্ধ" বলিয়া দেবতোষ বইখাতা ঘাঁটিতে লাগিল।

দেবতোষের ব্যস্ততা দেখিয়া বা কথা শুনিয়া সুপ্রিয়া ভয় পাইয়া গেল, এই রকম
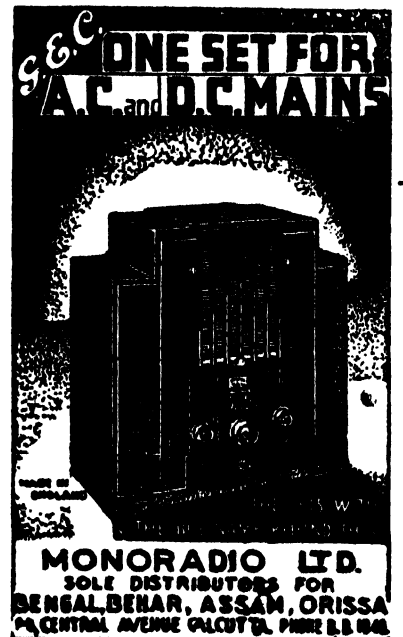
পরিহাস করিয়া সে ভাল করে নাই তাহা মনে প্রাণে বুঝিয়া সে দেবতোষকে জানাইল যে সে মিথ্যা কথা বলিয়া তাহার সঙ্গে কৌতুক করিয়াছে। দেবতোষ কিন্তু কিছুতেই তাহা বিশ্বাস করিল না।

কিছুক্ষণ পরে সুপ্রিয়াকে গঙ্গাস্নান করাইবার উদ্দেশ্যে দেবতোষ কালীঘাটে সতীশদের বাড়ীর অভিমুখে রওনা হইল।

সারা রাস্তা দেবতোষ একটি কথাও বলিল না, সুপ্রিয়াও অভিমানে চুপ করিয়া রহিল।

সতীশদের বাড়ীর দরজায় সুপ্রিয়াকে পৌঁছাইয়া দিয়া দেবতোষ বলিল, "পিয়া আমি মীনাক্ষীদের বাড়ী চল্লাম একটু পরে এসে তোমায় নিয়ে যাবো"। বলিয়া দেবতোষ চলিয়া গেল।

অনেকক্ষণ হইল স্নান সারিয়া সুপ্রিয়া দেবতোষের অপেক্ষায় বসিয়া আছে। সন্ধ্যা অতীত হইয়া যখন রাত্রি আটটা বাজিয়া গেল তখন সুপ্রিয়া দুঃখে অভিমানে কাঁদিয়া ফেলিল। চোখের জল মুছিয়া সে জানালার দিকে চাহিয়া আবার ভাবিতে লাগিল। কখন সে বাড়ী যাইবে, কত রাত্রি হইয়া গেল। ক্ষুধায় হয়ত অনু মিনু কাঁদিতেছে, মহেন্দ্র বাবু নিশ্চয়ই খুব রাগ করিতেছেন। ছিঃ ছিঃ, মহেন্দ্রবাবু কত কথাই না বলিবেন, সে কেমন করিয়া এখন বাড়ী যাইবে, এত রাত্রি হইল তবুও কেন দেবতোষ তাহাকে লইতে আসিতেছে না। মীনাক্ষীর সঙ্গে আজ কি একটু কম গল্প করিলে চলিত না?

'যাবে না কি' বলিয়া দেবতোষ আসিয়া দাঁড়াইতেই সুপ্রিয়া বলিয়া উঠিল, "আজ এত শাস্তি দেবার জন্যেই যে আমায় আনা হয়েছিলো তা আমার জানা ছিল না, আজ কি গল্প না করলেই চ'লছিল না?"

সুপ্রিয়ার দিকে না চাহিয়াই কঠিন স্বরে দেবতোষ কহিল, "আমি এক জায়গায় যাচ্ছি, এই লোক তোমায় পৌঁছে দিয়ে আসবে।" তারপর লোকটির দিকে চাহিয়া বলিল, "ভাই হেম পিয়াকে একটু বাড়ী দিয়ে এসো ভাই।" বলিয়া সে দ্রুতপদে চলিয়া গেল।

পিছন ফিরিয়া চাহিতে সুপ্রিয়া দেখিল মীনাক্ষীর দাদা হেমেন্দ্রকে। দেবতোষের সঙ্গে হেমেন্দ্র অনেক দিন সুপ্রিয়াদের বাড়ী আসিয়াছে। তাহার সহিত সুপ্রিয়ার সামান্য আলাপও আছে। কিন্তু তাহা বলিয়া সে হেমেন্দ্রর সঙ্গে কেমন করিয়া যাইবে, আর মহেন্দ্রবাবুই বা কি বলিবেন? কিন্তু এসব বিচার করিবার তখন সময়ই বা কোথায়?

একখানা গাড়ী ডাকিয়া হেম সুপ্রিয়াকে বাড়ী লইয়া চলিল। গাড়ীতে বসিয়া গাড়ীর খড়খড়ি খুলিয়া কাতর দৃষ্টি তুলিয়া সুপ্রিয়া দেবতোষের সন্ধানে রাস্তার দিকে চাহিতেই দেখিল দেবতোষ রিক্সায় উঠিতেছে। দেখিয়া সুপ্রিয়ার দু'চোখ বহিয়া অশ্রু ঝরিতে লাগিল।

সারা রাত্রি সুপ্রিয়া ঘুমাইতে পারিল না। বেদনায় যেন তাহার মন মুষড়াইয়া গিয়াছে। কত কিছু সে ভাবিতে লাগিল। তাহার স্বামী আছে, কিন্তু আজ কোথায় তিনি? কোন অপরাধে তাহার এই অভাগিনী পিয়াকে তিনি ভুলিয়া আছেন—কে বলিয়া দিবে? আর সেই বা কেন পরকে আপন ভাবিল? ইহাতে যে পাপ হয়, পর যে কখনই আপন হয় না, হইতে পারে না, তাহা কেন সে আগে বোঝে নাই? এখন সে কি করিবে—কে তাহাকে বলিয়া দিবে?

সুপ্রিয়া বার বার তাহার স্বামীর মূর্ত্তি হৃদয়ে কল্পনার চক্ষে দেখিতে চেষ্টা করিল, কিন্তু কিছুতেই সে মণীন্দ্রের মূর্ত্তি মনে করিতে পারিল না, সে যত বারই স্বামীর মূর্ত্তি দেখিবার জন্য হৃদয়ের প্রতি দৃষ্টিপাত করিল, তত বারই তাহার চক্ষে ভাসিয়া উঠিল দেবতোষের হাস্যময় মুখখানি। সে ভাবিল সে কি এমন পাপ করিয়াছে যে জন্য সে স্বামীর চেহারাটি মনে করিতে পারিল না? সে কেবল তাহারই ছবি দেখিল যাহার দেওয়া ব্যথার উপেক্ষায় অনাদরের অপমানের জ্বালায় সে পুড়িয়া মরিতেছে। তবে কি তাহাকে ভুলিবার উপায় আত্মহত্যা ছাড়া অন্য কিছু নাই? আর এমন অভাগিনীর বাঁচিয়া লাভই বা কি, সে তাহার স্বামীর মূর্ত্তি গিয়া অপরের মূর্ত্তি দেখে।

সুপ্রিয়া চক্ষের জলে অনেক কাগজ নষ্ট করিয়া এক খানা চিঠি লেখা শেষ করিল এবং ঘুমন্ত অনুকে ডাকিয়া তাহার হাতে চিঠিখানা দিয়া কহিল, "অনু এই চিঠিখানা তোমার ছোট মামাবাবুকে কাল ভোরবেলা দিও তো বাবা, তোমায় চার আনা পয়সা দোবো।" বলিয়া ছোট্ট একটি টিনের বাক্সো খুলিয়া একটি সিকি বাহির করিয়া আনিয়া সে অনুর হাতে দিল। চিঠি দিয়া আসিবে জানাইয়া সিকিটি হাতে করিয়া অনু আবার চক্ষু বুজিল।

সুপ্রিয়া ধীরে ধীরে উঠিয়া মহেন্দ্রবাবুর আফিং-এর কৌটা হইতে সবটা আফিং গিলিয়া ফেলিয়া শুইয়া পড়িল। দেবতোষকে আর দেখিতে পাইবে না বা আর এ জীবনের

শেষবারে দেখিতে পাইল না ভাবিয়া যখন সুপ্রিয়ার চক্ষে শ্রাবণের ধারার মত জল ঝরিতে লাগিল। তখন নীল আকাশে চন্দ্রমা ম্লান হইয়া গেল।

ঘুম হইতে উঠিয়া দেবতোষ চুপ করিয়া বসিয়া ভবিতেছিল আজ সে সুপ্রিয়াদের বাড়ী যাইবে কি না। মনটি তাহার অযথাই অশান্তি ভরা ছিল।

"দাদাবাবু এই নাও চিঠি, কাকীমা দিয়েছেন।" বলিয়া অনু চিঠিখানা হাতে দিয়া একটু পরেই চলিয়া গেল।

সুপ্রিয়ার চিঠি! আশ্চর্য্য হইয়াই দেবতোষ চিঠিখানা পড়িতে লাগিল।

পরমাত্মীয়েষু

কখনও তোমার কাছে চিঠি লিখিনি কিন্তু আজ আর না লিখে পারলুম না।

তোমার কঠিন আঘাত সহ্য করবার মত শক্তি আমার নেই, কোন দিন এমন আঘাত পাই নি, তোমার কাছে কোন দিন আশা করিনি অনাদর, উপেক্ষা, অপমান, তোমার অনাদর অপমান সহ্য করে বেঁচে থাকা আমার অসম্ভব।

জ্ঞানহীনা অবস্থায় স্বামীকে দেখেছিলুম স্বামীর কথা মনেই ছিল না। আজ বড় আঘাত পেয়ে স্বামীর কথা মনে পড়েছিল কিন্তু অনেক চেষ্টায়ও স্বামীর চেহারা মনে করতে পারলুম না, তার আসনে তোমারি ছবি দেখলুম।

তোমায় দেখেও আমার সাধ মেটেনি। তবুও আজ জগৎ থেকে এবং তোমার কাছ থেকে বিদায় নিতে হ'চ্ছে। মন, প্রাণ জীবন দিয়ে তোমায় ভালবেসেও সুখী করতে পারলুম না, নিজেও নয়। আজ আর আমার অন্য কষ্ট নেই, কেবল আর একটি বার তোমায় দেখতে পেলুম না—আর কখনও তোমায় দেখতে পাব না এই দুঃখ।

আমার সব অপরাধ ক্ষমা করো। আমার প্রণাম নিও। যখন তুমি চিঠি পাবে তখন আর আমি এ জগতে থাকবো না। তুমি ব্যস্ত হয়ো না, ব্যস্ততা প্রকাশ করে কলঙ্ক ডেকে এনো না।

ইতি দুঃখিনী
সুপ্রিয়া

চিঠিখানা পড়িয়া দেবতোষের মাথায় যেন বাজ পড়িল, সে একবার ভাবিল না এ কখনই সত্যি হইতে পারে না। এ নিশ্চয়ই একটা দুঃস্বপ্ন মাত্র। তাহার সেই পিয়াকে যে সে কালও দেখিয়াছে।

সুপ্রিয়াদের বাড়ী যাইবার জন্য দেবতোষ ছুটিয়া বাহির হইতে গেল কিন্তু এক পাও নড়িতে পারিল না, পা তাহার অবশ হইয়া গিয়াছে, প্রাণ তাহার কাঁদিয়া উঠিল দুঃস্বপ্ন বলিয়া সে আর মনকে ছলনা করিতে পারিল না, সে সেইখানেই হতাশ হইয়া বসিয়া পড়িল। তাহার সমস্ত হৃদয় যেন খালি হইয়া গেল। তাহার হৃদয় জুড়িয়া যে সুপ্রিয়ারই মূর্ত্তি ছিল, সে যে সুপ্রিয়াকে অত্যন্ত ভালবাসিয়াছিল, কই তাহা তো দেবতোষ একটু আগেও বুঝিতে পারে নাই। তাহার আঘাতে মলিন সুপ্রিয়ার মুখখানি দেবতোষের চক্ষের সামনে ভাসিতে লাগিল। দেবতোষ যে দিকেই চাহিল দেখিল তাহার কাতর দৃষ্টি চক্ষের জলে সিক্ত বিষণ্ণ বদন।

সুপ্রিয়াকে যেন সে দেখিতে পাইল। দেবতোষ আকুল হইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে দুই হাত বাড়াইয়া ডাকিয়া কহিল "পিয়া এবার আমার সব অপরাধ ক্ষমা ক'রে ফিরে এসো, আর আমি কখনও তোমায় অনাদর করবো না, আঘাত দেব না, এসো পিয়া।"

তখন দূরে আরেকটা পাখী উচ্চকণ্ঠে ডাকিল "বৌ কথা কও।"

বিশ্ব রাষ্ট্র সঙ্ঘের খবর

পৃথিবীর সঞ্চিত স্বর্ণের অবস্থা।

জেনীভা
১লা আগষ্ট, ১৯৩৫
(ডাক যোগে প্রাপ্ত)
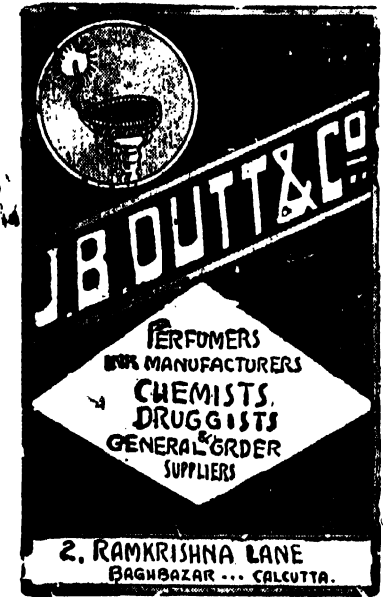
জুলাই মাসে প্রকাশিত রাষ্ট্রসঙ্ঘের মাসিক সংখ্যা সমাচারে বাটার হার, পৃথিবীর সঞ্চিত স্বর্ণের পরিমাণ, বাণিজ্য পোত নির্ম্মাণ প্রভৃতি নানাবিধ অর্থনৈতিক তথ্য সঙ্কলিত হইয়াছে।

১৯৩১ খৃষ্টাব্দের অর্থ সঙ্কটের সময় প্রায় সমস্ত দেশেই বাটার হার বৃদ্ধি হইয়াছিল। ইহার পর হইতে পৃথিবীর সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক-গুলিতে বাটার হার ও বাটার বাজার দর ক্রমশঃ পূর্ব্বের সমতায় ফিরিয়া আসিয়াছে। প্রায় সমস্ত দেশেই বাটার হার কমিয়া ১৯৩১ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে যাহা ছিল, তাহাপেক্ষাও নিম্নগামী হইয়াছিল। ১৯৩২ হইতে ১৯৩৪ খৃষ্টাব্দের মধ্যেই এরূপ ঘটিয়াছে। সেই সময় হইতে ইহার সমতা একই রহিয়াছে। নেদারল্যাণ্ড্‌স্, ফ্রান্স, এবং সুইজারল্যাণ্ডে ১৯৩১ এর অর্থ সঙ্কট বিশেষ কিছু ক্ষতি করিতে পারেনি। এই দেশ তিনটিতে বাটার দর পূর্ব্বেকার—মতই রহিয়াছে। তথাপি ১৯৩৫ খৃষ্টাব্দের মাঝামাঝি এই দেশগুলিতে হঠাৎ বাটার দরের বৃদ্ধি লক্ষিত হয়।

১৯৩৫ খৃষ্টাব্দের মধ্যভাগে পৃথিবীতে (সোভিয়েট রাশিয়াকে বাদ দিয়া) সঞ্চিত স্বর্ণের পরিমাণ হ্রাস হইয়াছে। আমেরিকার পুরাণ ডলারের হিসাবে এই ঘাট্‌তির মূল্য ২৬০,০০০০০০ ডলার অর্থাৎ মার্চ্চ মাসের শেষে পৃথিবীর ভাণ্ডার জাত স্বর্ণের পরিমাণ শতকরা ২ ভাগ কমিয়াছে। ১৯৩৫ মার্চ্চ এবং জুনের ভিতর ফ্রান্সে ৪৫০,০০০০০০; সুইজারল্যাণ্ড ৯৯,০০০০০০; নেদারল্যাণ্ড্‌স্-এ ৭৫,০০০০০০; ইটালীতে ৪,০০০০০০ এবং নিদারল্যাণ্ডস্ ইণ্ডিসে ৭,০০০০০০ ডলার মূল্যের সোণা কমিয়া যায়। নিউজিল্যাণ্ড ও নিউক্যালিডোনিয়াতেও অল্পবিস্তর সোণার পরিমাণ কমিয়াছে, ড্যানজিগে সঞ্চিত স্বর্ণের পরিমাণ কমিয়াছে শতকরা প্রায় ৫০ ভাগ।

আমেরিকার যুক্ত রাষ্ট্রে ৩২৪,০০০০০০ ডলার মূল্যের স্বর্ণ বৃদ্ধি হইয়াছে। বেলজিয়ামে ৪৫,০০০০০০; নরওয়েতে ৪,০০০০০০; জাপানে ৪,০০০০০০ এবং যুগোশ্লাভিয়াতে বৃদ্ধি হইয়াছে ২,০০০০০০ ডলার মূল্যের সোণা। ইহা ব্যতীত জার্ম্মানি অষ্ট্রেলিয়া, যুক্তরাজ্য, সোয়েডেন, তুর্কী এবং ব্রেজিলেও সঞ্চিত স্বর্ণের পরিমাণ সামান্য বাড়িয়াছে।

দেশ হিসাবে বাণিজ্য পোত নির্ম্মাণ শিল্পে উৎসাহে তারতম্য পরিলক্ষিত হয়। ১৯৩৪ খৃষ্টাব্দের মধ্যভাগের তুলনায় ১৯৩৫এর মধ্য ভাগে সমস্ত পৃথিবীতে নির্ম্মিত জাহাজের টনের পরিমাণ শতকরা ১১৬ ভাগ বৃদ্ধি পাইয়াছে। জার্ম্মানি, যুক্ত রাজ্য, সোয়েডেন, ডেনমার্ক নেদারল্যাণ্ড্‌স্, জাপান এবং নরওয়েতেই এই বৃদ্ধি, বিশেষ ভাবে দেখা যায়। নির্ম্মিত টনের পরিমাণ যুক্তরাষ্ট্রে পূর্ব্বের মতই রহিয়াছে কিন্তু ফ্রান্সে ইহা যথেষ্ট কমিয়া গিয়াছে। তথাপি যে পরিমাণ টনের জাহাজ অধুনা নির্ম্মাণ হইতেছে তাহার হিসাব ধরিলে ১৯৩৪ জুন মাসের তুলনায় ১৯৩৫ জুন মাসে জাহাজ নির্ম্মাণ সমস্ত পৃথিবীতে মাত্র শতকরা ৫ ভাগ কমিয়াছে। জার্ম্মানি, ড্যানজিগ সোয়েডেন, নেদারল্যাণ্ড্‌স্ এবং নরওয়ে দেশে এই টনের পরিমাণ প্রচুর—স্পেন ও ব্রিটিশ শাসনাধীন দেশগুলিতেও ইহার অল্পবিস্তর বৃদ্ধি দেখা যায়। ডেনমার্ক, যুক্তরাষ্ট্র ও যুক্তরাজ্যে নির্ম্মাণের হ্রাস হইয়াছে এবং ফ্রান্স, জাপান, ইটালী ও বেলজিয়ামেও যথেষ্ট হ্রাস পরিলক্ষিত হয়।

১৯৩৫ খৃষ্টাব্দের এপ্রিলের চেয়ে মে মাসে সোণার হিসাবে পৃথিবীর বাণিজ্য শতকরা ৪·৮ ভাগ কমিয়াছে। এপ্রিল হইতে মে মাসে মরশুমী বৃদ্ধি ছাড়াও বাণিজ্যের প্রসার সত্যই আশাপ্রদ মনে হয়, কেন না, ১৯৩৪ মে মাসে যাহা ছিল তাহার অপেক্ষা বাণিজ্য শতকরা ১·২ ভাগ বেশী হইয়াছে। ১৯৩৪ মে মাসের তুলনায় রপ্তানীও যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইয়াছে। আফ্রিকায় শতকরা ২৪ ভাগ; ওসানিয়াতে ১৪; ল্যাটিন আমেরিকাতে ৮ভাগ।—আমদানী বাড়িয়াছে ওসানিয়াতে ১৯; উত্তর আমেরিকায় ১১; ল্যাটিন আমেরিকায় ৮, এবং এসিয়াতে শতকরা ৩ ভাগ। য়ুরোপে বাণিজ্যের মোটামুটি হ্রাসই হইয়াছে। আমদানী কমিয়াছে শতকরা ৩ এবং রপ্তানী ১ভাগ।

১৯৩৪ এর প্রথম পাঁচ মাসের তুলনায় ১৯৩৫ এর প্রথম পাঁচ মাসে সোণার হিসাবে আমদানীর দর বাড়িয়াছে। যুক্তরাষ্ট্রে শতকরা ১৭·৪; জাপানে ১১৮; ভারতবর্ষে ৭·৯; আর্জেনটিনে ৪·১; চীনে ৩৭ এবং ক্যানেডায় ৩·৬ ভাগ।—আমদানী কমিয়াছে জার্ম্মাণিতে ৪৭; যুক্তরাজ্যে ৫·৪; ইটালিতে ৭·৫; বেলজিয়াম—লাক্‌সেসবুর্গে ১০·১; নেদারল্যাণ্ড্‌সে ১৪·৬ এবং ফ্রান্সে ১৬২ ভাগ।

রপ্তানীর দর বৃদ্ধি হইয়াছে জাপানে ১১·৪ ভাগ; চীনে ৮; আর্জেনটিনে ৮·১; যুক্তরাজ্যে ৩·৬; ক্যানেডায় ৩·৭ ভাগ। ও ভারতবর্ষে ৩·১ভাগ। রপ্তানী কমিয়াছে যুক্তরাষ্ট্রে ৩·২; নেদারল্যাণ্ড্‌স্‌এ ৪; জার্ম্মাণিতে ৪·৬ ফ্রান্সে ৮·৭; ইটালীতে ১০.২ এবং বেলজিয়াম্-লাক্‌সেস্ বুর্গে শতকরা ১৯·৫ ভাগ।

কলিকাতা কর্পোরেশন

ঋণ-বিজ্ঞাপন

শতকরা ৩॥০ টাকা সুদে ১৯৬৫ সালের ১লা জুলাই তারিখে পরিশোধ্য, ১৯৩৫-৩৬ সালের ২০ লক্ষ টাকার ডিবেঞ্চার ঋণের টেণ্ডার।

১৯২৩ সালের তৃতীয় আইনের (বি, সি) ৯৭ ধারা অনুযায়ী মহামান্য ভারত গভর্ণমেণ্টের সম্মতিক্রমে, ১৯২৩ সালের কলিকাতা মিউনিসিপ্যাল আইন অনুযায়ী ধার্য্য এবং আদায়ী দর, ট্যাক্স এবং প্রাপ্যের, জামিনে কলিকাতা কর্পোরেশন ৩৩,৯১,০০০ টাকার ডিবেঞ্চার ঋণ গ্রহণ উপলক্ষ্যে ২০ লক্ষ টাকার জন্য টেণ্ডার আহ্বান করিতেছেন। বাকী ১৩,৯১,০০০ টাকা উক্ত আইন অনুসারে কর্পোরেশন নিজের জন্য নির্দ্দিষ্ট রাখিবেন।

(২) এই সব ডিবেঞ্চার ১লা জুলাই ১৯৩৫ তারিখ হইতে, শতকরা ৩॥০ টাকা সুদে, ত্রিশ বৎসরকাল বলবৎ থাকিবে। ডিবেঞ্চারের মালিকের ইচ্ছানুযায়ী, কলিকাতা অথবা বোম্বায়ে প্রতি বৎসর ১লা জুলাই এবং ১লা জানুয়ারী তারিখে, পূর্ব্বোক্ত হারে সুদ প্রদান করা হইবে। ১৯৬৫ সালে ১লা জুলাই কলিকাতায় এই সব ডিবেঞ্চার সমমূল্যে প্রত্যর্পিত হইবে।

(৩) ১০০৲ টাকা অথবা তাহার গুণীতক্ টাকার জন্য ডিবেঞ্চার প্রদত্ত হইবে।

(৪) এই ঋণের সম্পূর্ণ পরিমাণ টাকা অথবা কিছু অংশের জন্য টেণ্ডার **আগামী ১০ই সেপ্টেম্বর ১৯৩৫ তারিখে মঙ্গলবার** (কলিকাতার সময়) **বেলা ১২টার মধ্যে ইম্পিরিয়্যাল ব্যাঙ্ক অফ্ ইণ্ডিয়া, কলিকাতা, অথবা কলিকাতা কর্পোরেশনের সেক্রেটারী কর্ত্তৃক গৃহীত হইবে।**

(৫) **প্রত্যেক টেণ্ডার** এই বিজ্ঞাপন সংলগ্ন ফরমে লিখিতে হইবে এবং **শীলমোহরযুক্ত খামে বন্ধ করিয়া, খামের উপর "১৯৩৫-৩৬ সালের মিউনিসিপ্যাল ঋণের জন্য টেণ্ডার" এই কথা কয়টি স্পষ্ট করিয়া লিখিয়া,** সেক্রেটারী ও ট্রেজারার, ইম্পিরিয়্যাল ব্যাঙ্ক অফ্ ইণ্ডিয়া, কলিকাতা কিম্বা কলিকাতা কর্পোরেশনের সেক্রেটারী, কলিকাতা, এই ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে। টেণ্ডার ফরম্ কলিকাতাস্থ ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্কে অথবা সেণ্ট্রাল মিউনিসিপ্যাল আফিসে, কলিকাতা কর্পোরেশনের সেক্রেটারীর নিকটেও পাওয়া যাইবে।

(৬) প্রত্যেক টেণ্ডারের সহিত গভর্ণমেণ্ট প্রমিসারী নোট, কলিকাতা মিউনিসিপ্যাল ডিবেঞ্চার, কলিকাতা পোর্ট ট্রাষ্ট ডিবেঞ্চার, কারেন্সী নোট অথবা চেকে যাহাতে হয় যে পরিমাণ টাকার জন্য টেণ্ডার, সেই টাকার অন্যূন শতকরা ৫৲ টাকা হিসাবে, অগ্রিম জমা দিতে হইবে।

(৭) টেণ্ডার গৃহীত ও অংশ বণ্টিত হইলে পূর্ব্ব প্রেরিত দাদনের টাকা বাদ দিয়া, অবশিষ্ট টাকা ১৯৩৫ সালের ২৪শে সেপ্টেম্বর তারিখের মধ্যে কারেন্সী নোটে অথবা চেকে কলিকাতাস্থিত ইম্পিরিয়্যাল ব্যাঙ্কে জমা দিতে হইবে। ১৯৩৬ সালের ১লা জানুয়ারী তারিখে পরিশোধ্য শতকরা ৪৲ সুদের ১৯০৫-০৬ সালের কলিকাতা মিউনিসিপ্যাল ডিবেঞ্চারগুলিতে শতকরা ১০০॥০ হিসাবে অর্জ্জিত সুদ সহ ইন্‌কাম ট্যাক্স বাদে যে টাকা হইবে টেণ্ডারের বাকী টাকার (সম্পূর্ণ বা কিছু অংশে) পরিবর্ত্তে তাহাও গৃহীত হইবে। প্রস্তাবিত এই—ডিবেঞ্চার বণ্টনকালে যদি দেখা যায় যে পূর্ব্ব ডিবেঞ্চারের টাকা যাহা জমা হইয়াছে তাহা বর্ত্তমান প্রয়োজনের অতিরিক্ত তাহা হইলে এই নূতন ডিবেঞ্চার বিলির সময়ে উদ্বৃত্ত টাকা চেকে তাহার মালিককে ফেরৎ দেওয়া হইবে। ১৯০৫-০৬ সালের ডিবেঞ্চার জমা দিবার সময়ে Pay to the Corporation of Calcutta or Order." এই কথা কয়টি ডিবেঞ্চারের পৃষ্ঠে লিখিয়া সহি করিয়া দিতে হইবে।

অংশ বণ্টনের পরে কলিকাতাস্থ ইম্পিরিয়্যাল ব্যাঙ্কে টাকা জমার দিন হইতে ডিবেঞ্চারে সুদ চলিতে থাকিবে। টাকা যদি চেকে দেওয়া হয়, তাহা হইলে, সেই চেকের টাকা প্রাপ্তির দিন হইতে সুদ ধরা হইবে। অংশানুযায়ী দেয় টাকা যদি ১৯৩৫ সালের ২৪শে সেপ্টেম্বর তারিখের মধ্যে প্রদত্ত হয় তাহা হইলে বায়নার টাকার উপরে, অথবা জমা দিয়া থাকিলে তাহা ভাঙাইয়া টাকা প্রাপ্তির তারিখ হইতে অথবা টেণ্ডার গ্রহণের দিন হইতে অংশানুযায়ী বাকী টাকা দিবার দিন পর্য্যন্ত শতকরা ৩॥০ হারে স্বতন্ত্র ভাবে সুদ দেওয়া হইবে। এ টাকা ডিবেঞ্চার বিলির সময় পৃথক চেকে প্রদত্ত হইবে। ১৯৩৫ সালের ৩১শে ডিসেম্বর যে বর্ষার্দ্ধ শেষ হইবে, সেই সময়ের জন্য প্রাপ্য প্রথম কিস্তি সুদ ১৯৩৬ সালের ১লা জানুয়ারী দেওয়া হইবে।

(৮) যে সমস্ত টেণ্ডার গৃহীত হইবে না, তাহার দরুণ যে টাকা বায়না স্বরূপ জমা দেওয়া হইবে, তাহা দরখাস্ত করিলেই ফেরৎ দেওয়া হইবে এবং এই টাকার উপর কোন সুদ দেওয়া হইবে না। অংশানুযায়ী দেয় টাকা বিলি হওয়ার পর যদি ঐ প্রস্তাব গৃহীত না হয় বা ১৯৩৫ সালের ২৪শে সেপ্টেম্বরের মধ্যে যদি বিলি অনুযায়ী দেয় সম্পূর্ণ টাকা পরিশোধ করা না হয়, তাহা হইলে বায়নার টাকা বাজেয়াপ্ত হইবে।

(৯) টেণ্ডারে যে দর দেওয়া হইবে, তাহা টাকা বা টাকা আনায় বিশেষ ভাবে লিখিয়া দিতে হইবে, কিন্তু কোন স্থলেই আনার ভগ্নাংশ থাকিতে পারিবে না। যদি কোন দরে (rate) আনার ভগ্নাংশ দেওয়া থাকে, তবে উহা কাটিয়া দেওয়া হইবে এবং টেণ্ডারে যেন আনার অংশ দেওয়া হয় নাই বলিয়াই গণ্য করা হইবে। যে টেণ্ডারে টাকা বা টাকা আনায় দরের উল্লেখ থাকিবে না, তাহা বাতিল বলিয়া গণ্য করা হইবে।

(১০) ১৯৩৫ খৃষ্টাব্দের ১০ই সেপ্টেম্বর মঙ্গলবার দিবস অপরাহ্ন ৫ ঘটিকার সময় কর্পোরেশনের ফাইন্যান্স ষ্ট্যাণ্ডিং কমিটি কর্ত্তৃক টেণ্ডারসমূহ খোলা হইবে।

(১১) সর্ব্বোচ্চ দরের বা অন্য কোনও টেণ্ডার গ্রহণ করিতে কমিটি বাধ্য থাকিবেন না এবং যে কোন টেণ্ডার সমগ্র বা অংশতঃ গ্রহণ করা বা তদনুসারে বিলি করার অধিকার কমিটির রহিল।

(১২) ব্যাঙ্ক বা দালালের মারফৎ যে সব টেণ্ডার পাওয়া যাইবে ও গৃহীত হইবে, তজ্জন্য শতকরা ।০ চারি আনা হারে দালালী দেওয়া হইবে।

ভাস্কর মুখার্জ্জী, বি-এ (ক্যাণ্টাব),
বি এস-সি (ক্যাল),
অস্থায়ী সেক্রেটারী, কলিকাতা কর্পোরেশন
সেণ্ট্রাল মিউনিসিপ্যাল অফিস,
কলিকাতা।
২০শে আগষ্ট, ১৯৩৫ সাল।

দরখাস্তের ফরম

১৯৩৫ সালের ১লা জুলাই তারিখের ১৯৩৫-৩৬ সালের শতকরা ৩॥০ টাকা সুদের ২০ লক্ষ টাকার ডিবেঞ্চার লোন সেক্রেটারী মহাশয় বরাবরেষু—

কলিকাতা কর্পোরেশন।

{ আমি
———
আমরা

এতদ্দ্বারা ১৯৩৫ সালের ১লা জুলাই তারিখের ১৯৩৫-৩৬ সালের শতকরা ৩॥০ (সাড়ে তিন টাকা) টাকা সুদের ত্রিশ বৎসর মেয়াদের মিউনিসিপ্যাল ডিবেঞ্চার লোনের জন্য ... ... টাকার টেণ্ডার দিতেছি এবং আমার বা আমাদের ভাগে যাহা পড়িবে, তাহার প্রতি এক শত টাকার জন্য ... ... টাকা...আনা দর দিতে সম্মত আছি এবং ১৯৩৫ সালের ২০শে আগষ্ট তারিখের বিজ্ঞাপনে লিখিত সর্ত্তানুযায়ী বাধ্য থাকিব।

{ আমি
———
আমরা

বায়নার টাকা স্বরূপ এতৎসঙ্গে—
(১) গভর্ণমেণ্ট প্রমিসারী নোট
(২) ক্যালকাটা মিউনিসিপ্যাল ডিবেঞ্চার
(৩) ক্যালকাটা পোর্ট ট্রাষ্ট ডিবেঞ্চার
(৪) কারেন্সী নোট
(৫) ...টাকার জন্য চেক
জমা দিলাম।
(স্বাক্ষর)
ঠিকানা—
তারিখ ... ...

নারী-লোক

পরিচালিকা
—শ্রীবাণী রায়

সন্তান পালন নারীর প্রধান কর্ত্তব্য, কিন্তু একমাত্র কর্ত্তব্য নয়। সারা জীবন তাহার লীলাময়ী প্রিয়ার রূপ ধরিয়া একজন পুরুষের নিকট থাকিতেই হয়—তিনি সেই সন্তানের পিতা। মাতৃত্বকে প্রাধান্য দিতে হব, কারণ সন্তানের উপর দেশের ও দশের ভবিষ্যৎ নির্ভর করে, কিন্তু পত্নীত্বকে একেবারে বিসর্জ্জন দিতে নাই। তাহা হইলে পুরুষ অন্যত্র ধাবিত হয়। Eleanor Glyn লিখিত পুস্তক 'Love's Philosophy'তে নারী তিন ভাগে বিভক্ত :—

(১) Mother Women.
(২) Lover Women.
(৩) Neutral Women.

Lover Womanএরই পুরুষের মনোহারিণী হইবার ক্ষমতা বেশী। Mother Woman শ্রদ্ধা সম্মান পান বটে, কিন্তু স্বামীর চিত্তে তাঁহার প্রভাব অপেক্ষাকৃত কম। রবীন্দ্রনাথ "দুই বোন" উপন্যাসে এই Lover Womanএর নিকট Mother Womanএর পরাজয় দেখাইয়াছেন। অবশ্য সে পরাজয় জগতের চক্ষে নহে, কিন্তু প্রিয়তমের চক্ষে বলিয়াই এত মর্ম্মান্তিক।

Louisa M. Alcott লিখিত "Little Women and Good Wives" পুস্তক স্বদেশে বিদেশে ঘরে ঘরে কিশোরী ও তরুণীদের দ্বারা পঠিত হয়। কত বালিকাকে ওই চারি ভগিনীর আদর্শে জীবন গঠিত করিবার উপদেশ দেওয়া হয়। Good Wivesএ Meg যেখানে স্বামীর অমনোযোগ ও দূরত্বের জন্য দুঃখ করিতেছে, সেখানে Mrs. March কন্যাকে যে উপদেশগুলি দিয়াছেন, তাহা প্রতি Good Wifeএরই মনে রাখা কর্ত্তব্য।

Meg—"He's away all day and night...Men are very selfish...Mrs. March—"So are women...You have made the mistake that young wives make—forgotten your duty to your husband in your love for your children. A very natural and forgivable mistake Meg, but one that had better to be remedied...You are something to John as well as to the babies; don't neglect husband for children...Do not shut yourself in a handbox because you are a woman, but understand what is going on, and educate yourself to take your part in the worlds' work, for it all affects you and your's...".

সুতরাং দেখা যায় মাতৃত্বে নারীর পূর্ণ বিকাশ হইলেও পুরুষ চিত্তের অখণ্ড সাম্রাজ্ঞী হইবার চেষ্টা করিতেই হয়, এবং তৎকারণে নানা সাজসজ্জার প্রয়োজন হইতে পারে। তবে প্রেয়সীরূপই যে নারীর একমাত্র চরম ও পরম রূপ, ইহা কোথাও বলি নাই।

গুরুজনের সেবার সহিত আবার মিষ্ট কথা ও মিষ্ট ব্যবহারের প্রয়োজন। অনেক স্থলে দেখা যায় একজন শত সেবা করিয়া যে ফল না পাইতেছে, আর একজন সামান্য একটি কথায় গুরুজনের মনে সেই অনাবিল আনন্দ সঞ্চার করিতেছে।

তারপর স্বামীর নিকট সেবিকারূপ কতদূর পর্য্যন্ত সাফল্য পাইতে পারে, এ-বিষয়ে যথেষ্ট গবেষণা হইয়া গিয়াছে। আমার এতক্ষণের বাক্যাবলী হইতে তাহার কিছু কিছু উত্তর পাওয়া যাইতে পারে। সেবা নারীর প্রধান কর্ত্তব্য, কিন্তু পুরুষ নারীর নিকট কি কেবল এই সেবিকার রূপই আশা করে? এ বিষয়ে আমার নিজের মতামত অপেক্ষা একজন পুরুষ লেখকের মত উদ্ধৃত করাই শ্রেয়ঃ।

'নরনারীর সহজ প্রীতির সম্পর্কে কর্ম্মের

প্রেরণা রূপে সেবার একটা গৌণ উপযোগিতা থাকিতে পারে, কিন্তু তাই বলিয়া বলা চলে না যে নরনারীর স্বতঃস্ফূর্ত্ত অনুরাগের সঞ্জীবতা সেবার উপর নির্ভর করে বা পুরুষের জীবনে তৃপ্তির উপায় নারীর সেবা। সেবার ফলে কৃতজ্ঞতা মিলিতে পারে এবং মিলিয়াও থাকে কিন্তু শুদ্ধ সেবার ক্ষুদ্র সুখ কাহারও হৃদয় মন সম্যক্ মিলাইয়া লইতে পারিয়াছে বলিয়া শুনি নাই। সূর্য্যমুখীর সেবায় কোনও ত্রুটি ছিল কিন্তু 'বিষবৃক্ষ' পাঠকগণের কাহারও অবিদিত নাই যে সূর্য্যমুখীর সেই সেবা সত্ত্বেও তিনি তাঁহার স্বামী দেবতার হৃদয় হইতে বে-দখল হইয়া পড়িয়াছিলেন।'

বিস্মৃতি আশঙ্কায় আমি লেখকের প্রবন্ধ 'সেবা না সৌন্দর্য্য' হইতে বিশেষ কিছু উদ্ধৃত করিতে পারিলাম না। প্রবন্ধ লেখকের নাম শ্রীযুক্ত হরিচরণ চট্টোপাধ্যায়। অধুনালুপ্ত মাসিক পত্র 'মানসী ও মর্ম্মবাণীর' ১৩২৮ সনের মাঘ সংখ্যায় ইহা বাহির হইয়াছিল।

আর একজন প্রবীণ লেখক বলিয়াছেন, "পুরুষ মানুষেরা শুধু সেবা যত্ন চায় না। তারা মোহিতও হতে চায়। মেয়ে মানুষের সেবা ধর্ম্ম বটে কিন্তু মোহিনী বিদ্যাটা সব আগে।'

শুদ্ধ সেবায় স্বামীর মনে তৃপ্তি আসে না। স্বামীর মনে যাহাতে তৃপ্তি আসে তাহাই নারীর কর্ত্তব্য। কাজেই সেবা কর্ত্তব্য হইলেও যে নারী জাতির অন্য কর্ত্তব্যও আছে তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়।

তাই বলি নারী হইবে একাধারে জননী, সেবিকা, প্রেমিকা ও মোহিনী। প্রিয়তমের চিত্তে আনন্দ দিতে এই মোহিনী মূর্ত্তি। তাই সাজসজ্জা নারীর সে ভাবের বিকাশের সহায়ক সেই ভাবের উপর কিছু জোর দিয়াছিলাম মাত্র। শোভন সজ্জা, স্বাস্থ্য ও সৌন্দর্য্য প্রিয়তমের তৃপ্তি ও নিজের তৃপ্তির জন্য। তখন আর বলিতে হইবে না—

"যদি পরাণে ভালবাসা দিলে
রূপ না দিলে কেন বিধি হে,
পূজার তরে হিয়া ওঠে যে ব্যাকুলিয়া
পূজিব তারে বল কি দিয়ে?"

শ্রদ্ধেয়া লেখিকার কথামত আমি আমার বক্তব্য পরিস্কার করিয়া বলিতে চেষ্টা করিলাম। আমার নিবন্ধে দোষ ত্রুটি অনেক রহিল, আশা করি তিনি নিজগুণে ক্ষমা করিবেন।

—বাণী রায়

ওয়ালটেয়ারে নারী জাগরণ

—শ্রীরমা সোম

ওয়ালটেয়ার (ভিজাগাপট্টাম্) মাদ্রাজ প্রদেশের একটী বড় সহর। পূর্ব্বে এই সহরটী খুবই ছোট ছিল, কিন্তু ক্রমে এটি একটি বড় সহরে পরিণত হ'য়েছে। আজ-কাল কি রকম দ্রুত একটা দেশ উন্নত হ'তে পারে ওয়ালটেয়ার তার একটী নিদর্শন। আট, দশ বছরের মধ্যে এখানে প্রকাণ্ড বন্দর, মেডিক্যাল্ কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হ'য়েছে। পূর্ব্বে এখানকার মহিলারা অনেকটা পুরুষের মতন কাপড় পরতেন কিন্তু এখন আধুনিক রীতির প্রচলন হ'য়েছে। পূর্ব্বে ইংরাজী-জানা মহিলা ওখানে খুঁজলেও পাওয়া যেত কি না সন্দেহ, কিন্তু আজ ঘরে ঘরে চার বছরের বালিকা থেকে আরম্ভ ক'রে বুড়োরা পর্য্যন্ত প্রায় সকলেই ইংরাজী জানেন। এমন কি মেডিক্যাল কলেজে ও বিশ্ববিদ্যালয়ে নারী ছাত্রী আছে। বর্ত্তমানে ওয়ালটেয়ার-নারীরা এত এগিয়ে গেছেন।

পূর্ব্বে ওয়ালটেয়ারে পুরুষদের ক্লাবে শুধু পুরুষদেরই অধিকার ছিল, এখন তাদের প্রত্যেকটি ক্লাবে মহিলা-বিভাগ খোলা হ'য়েছে। এমন কি প্রাতঃকালে ৫টার সময় ও বৈকালে ৪টার সময় মেয়েরা নিয়মিতরূপে টেনিস্ খেলেন। যারা স্থূলাঙ্গী তাঁরা ত' খেলেনই, এমন কি দশ বৎসরের বালিকারা পর্য্যন্ত খেলে। এইরূপে তাঁরা ব্যায়াম চর্চ্চা করেন। স্বাস্থ্যরক্ষার জন্যে প্রত্যহ তাঁরা সমুদ্র তীরে এসে বেড়ান।

তাঁদের চুলের যত্ন দেখ্‌লে আশ্চর্য্য হতে হয় এবং সেইজন্যই বোধ হয় তাঁদের প্রত্যেকেরই হাঁটু পর্য্যন্ত লম্বা চুল। সে দেশে এমন নারীই নেই যাহার চুল খুব দীর্ঘ নয়।

সে দেশের মেয়েদের বিশেষত্ব এই যে, হাতে তাঁদের যে গয়নাই থাকুক্ না কেন নাকে ও কানে হীরার গয়না থাকা চাই-ই। পাছে সেই হীরে মলিন হ'য়ে যায় সেইজন্যে স্নানের সময় তাঁরা হীরের গয়না খুলে তবে স্নান করেন।

ওখানে গানবাজনা এবং বেহালার কদর খুবই বেশী। ওয়ালটেয়ারের উন্নতির আগে থেকেই ওখানকার প্রত্যেক মহিলা ও বালিকা গানবাজনা শিখতেন—এখন ত' তা খুব—বেড়ে গেছেই। বাংলা দেশের মত ওখানে হার্ম্মোনিয়মের প্রচলন তত নেই। মহিলারা

—সাউণ্ড বক্স

HIS MASTER'S VOICE
RECORDS
August 1935.

লায়লী-মজনু

আমরা যথাসময়ে 'হিজ মাষ্টার্স ভয়েস' রেকর্ডের সমালোচনা পত্রস্থ করিয়াছিলাম। কিন্তু সেই সময় এ মাসে প্রকাশিত "লায়লী-মজনু" পালাটির সমালোচনা পত্রস্থ করিতে পারি নাই বলিয়া এ সপ্তাহে 'টুইন' রেকর্ডের সমালোচনার সহিত করিলাম।

*

৬খানি রেকর্ডে 'লায়লী-মজনু' পালাটি প্রকাশিত হইয়াছে। রেকর্ডগুলির নম্বর N 7395 হইতে N 7400 পর্য্যন্ত। সমগ্র পালাটির মূল্য ১৬৷৹ টাকা। এই অর্থ সঙ্কটের দিনে সকল দ্রব্যের মূল্য প্রয়োজনানুযায়ী কমিয়াছে কিন্তু রেকর্ডের মূল্য বিশেষ কিছুই কমে নাই। আমাদের মনে হয় ২ টাকা করিয়া রেকর্ডের মূল্য ধার্য্য করিলে সাধারণের ক্রয় করিবার সুবিধা হইবে। কর্তৃপক্ষের এ বিষয় দৃষ্টি আকর্ষণ করি।

*

আলোচ্য পালার রেকর্ডগুলি আমাদের আনন্দ দিতে পারে নাই। কেন পারে নাই তাহাই আলোচনা করিব। গল্পটি রেকর্ডে যথাযথ ভাবে সজ্জিত করা হয় নাই। তাহার ফলে রেকর্ড-বর্ণিত ঘটনাগুলি abrupt হইয়াছে। পাঠশালার শিশুদের মধ্যে বালক মজনু ও শিশু লায়লীর প্রেমের কথাগুলি জ্যাঠামীর নামান্তর। আবহ-সঙ্গীত সমগ্র অভিনয়কে সাফল্য-মণ্ডিত না করিয়া রস-সৃষ্টির অন্তরায় হইয়াছে। পাখীর ডাক ও যন্ত্র-সঙ্গীত কথার আওয়াজকে ছাপাইয়া যাওয়াতে অভিনেতৃদের কথাগুলি অস্পষ্ট হইয়াছে।

*

গানের মধ্যে একমাত্র মিস্ ইন্দুবালার গানটি সর্ব্বাঙ্গসুন্দর ও মনোরম হইয়াছে। লায়লীর গান সুগীত হইলেও প্রাণহীন হওয়াতে অন্তর স্পর্শ করিতে পারে নাই। মজনুর গান আড়ষ্ট ও খাপছাড়া লাগিল। ধীরেন দাস যদিও ইহাতে যে গান গুলি গাহিয়াছেন তাহা তাঁহার পক্ষে শ্রেষ্ঠ achievement সন্দেহ নাই কিন্তু ছোট্ট একটি পালাতে এতখানি সময় একটি শিল্পীর গানের জন্য ব্যয় করা অসঙ্গত হইয়াছে বলিয়া মনে হয়।

*

'সৈয়দ-ওমর' যে শ্রেণীর অভিনয় করিয়াছেন ও মুদ্রাদোষের ন্যায় ক্রমাগত 'ভাববার কথা' আওড়াইয়াছেন তাহাতে পালাটির সাফল্য সম্বন্ধে যথেষ্ট ভাবিবার কথা উপস্থিত হইয়াছে। লায়লীর ভূমিকাটি অভিনয়ের দিক দিয়া ভাল লাগিল। 'কাসেম খাঁ' মন্দ হয় নাই। ছোট-ভূমিকার মধ্যে 'মৌলভি' ভাল লাগিল। অন্যান্য ভূমিকা এক প্রকার হইয়াছে।

*

TWIN RECORDS

August 1935.

এ মাসে টুইন রেকর্ড কোম্পানী ৭খানি কণ্ঠ-সঙ্গীতের রেকর্ড প্রকাশ করিয়াছেন। এই কোম্পানীর শিল্পী-নির্ব্বাচন ও ক্রমোন্নতি লক্ষ্য করিবার বিষয়। আমরা টুইন রেকর্ডের ইন-চার্জ্জ মিঃ হেম চন্দ্র সোমের কর্ম্মকুশলতার প্রশংসা করি।

*

F. T. 4030. কুমারী বীণাপানি চট্টোপাধ্যায় কাজী নজরুলের "বুনো ফুলের করুণ সুবাস ঝুরে" ও "ঝরে ঝরি গগনে ঝুরু ঝুরু" গান দুটি রেকর্ড করিয়াছেন। দ্বিতীয় গানটি 'দেশ' সুরে গীত হইয়াছে ও প্রথম

প্রায়ই তারের যন্ত্র—তাঁহারা বেহালা, সেতার ইত্যাদির পক্ষপাতিনী।

আজকাল অনেক মহিলা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি লাভ করেছেন। লেডী ডাক্তারও অনেক পাওয়া যায়। গান-বাজনায় ও লেখাপড়ায় ওখানকার উন্নতি খুবই হ'য়েছে। ওখানকার নারীদের তবু জাগরণ সবে সুরু হ'য়েছে।

জনহিতব্রতে তাঁরা খুবই উন্মুখ। খুব উচ্চপদস্থ মহিলারাও বাড়ী বাড়ী ঘুরে কষ্ট স্বীকার ক'রে ভূমিকম্প ও অন্যান্য দুর্গতির সাহায্য কল্পে অর্থ সংগ্রহ করতে কুণ্ঠিত হন না।

খানির সুর 'জয়জয়ন্তী'। গায়িকার কণ্ঠমিষ্ট ও সুরেলা। গান দুটি রেকর্ডে সুগীত হইয়াছে।

*

F. T. 4031. কুমারী গীতা বসু দুই খানি বাদল-সঙ্গীত এই রেকর্ডে গাহিয়াছেন। "আজি বাদল বঁধু এল শ্রাবণ সাঁঝে" গানটি মধুর লাগিল। "কার ঝর ঝর বর্ষণ-বাণী" গানটি 'রামদাসী মল্লার' সুরে গীত হইয়াছে। গম্ভীর কণ্ঠের Bass আওয়াজ গানের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করিয়াছে।

*

F. T. 4032. কুমারী বেবী এই রেকর্ডে বাহার ও দাদরা সুরে দু'খানি গান গাহিয়াছেন। গান রচনা করিয়াছেন নজরুল ইসলাম। "পথিক বন্ধু এস এস পাপড়ী ছাওয়া পথ বেয়ে" এবং "এল ঐ পূর্ণশশী ফুল-জাগানো" গান দুটি শুনিবার সময় গায়িকার সুকণ্ঠের তারিফ না করিয়া পারা যায় না। কুমারী বেবী প্রথম মুসলমান কুমারী রেকর্ডে গান গাহিলেন।

*

F. T. 4033. কুমারী সান্ত্বনা সেন "কার বাশরী বাজিল মেঠো সুরে" ও "নিশিদিন তব ডাক শুনিয়াছি" নজরুল-সঙ্গীত দুটি রেকর্ড করিয়াছেন। বাউল গানটি গায়িকার অনাড়ম্বর গাহিবার প্রণালী ও মিষ্ট কণ্ঠে শ্রুতিমধুর হইয়াছে। ভৈরবী সুরে দ্বিতীয় গানটিও সুগীত হইয়াছে।

*

F. T. 4034. শ্রীকালী বর্দ্ধন এই রেকর্ডে দু'খানি গান গাহিয়াছেন। গান দুটি ভক্তি-মূলক শ্যামা-সঙ্গীত। মায়ের নাম-গান সব সময়ই মধুর লাগে। "আমায় আর কতদিন মহামায়া" ও "তোর কাল রূপ লুকাতে মা বৃথাই আয়োজন" গান দুটি সুগীত হইয়াছে।

*

F. T. 4035. অন্ধ-গায়ক কৃষ্ণচন্দ্র দে মহাশয়ের "বেলের কুঁড়ি ফুটলি সখি কাজলা রাতে" ও "ফুলে ফুলে দুলে দুলে ভুলে থাকে ভালবাসা" গান দুটি ইতিপূর্ব্বে "হিজ মাষ্টার্স ভয়েস" রেকর্ডে প্রকাশিত হইয়াছিল। টুইন রেকর্ডে পুনঃ প্রকাশিত হওয়াতে অনেকেই রেকর্ডখানি সস্তায় ক্রয় করিতে পারিবেন।

*

F. T. 4036. সুজন মাঝি এ রেকর্ডে

পূজা সংখ্যা দীপালী

পূর্ব্ব প্রকাশিত শারদীয়া সংখ্যা দীপালী অপেক্ষা এবারকার পূজা সংখ্যা **দীপালী**কে রচনা ও চিত্র-গৌরবে অধিকতর মনোজ্ঞ ও সমৃদ্ধ করিতে আশাতীত আয়োজন করা হইয়াছে। অন্যান্য বৎসর অপেক্ষা এবার মুদ্রণ সংখ্যাও অধিকতর হইবে।

প্রায় ২০০ পৃষ্ঠা, প্রায় ৪০ খানি পূর্ণ পৃষ্ঠা আর্ট প্লেট ও শতাধিক অন্যান্য চিত্রে **দীপালী** পূজা সংখ্যা সাপ্তাহিক জগতে যে আদর্শ সৃষ্টি করিয়াছে—তাহার মর্য্যাদা এবারেও সে অক্ষুণ্ণ রাখিবে।

দীপালী প্রকাশিত হওয়ার পরের দিনই দীপালী পাওয়া যায় না—এ অভিযোগের হাত আমরা কখনই এড়াইতে পারি নাই, এজন্য এ বৎসর গত বৎসরের দ্বিগুণ সংখ্যা ছাপা হইতেছে। নগদ গ্রাহকগণ ৸০ (বারো আনা) পাঠাইয়া দিয়া পূর্ব্বাহ্নে নাম রেজেষ্ট্রী করিয়া রাখিলে আমরা রেজেষ্ট্রী করিয়া পূজা সংখ্যা পাঠাইয়া দিব।

বিজ্ঞাপনদাতাগণ সত্বর না হইলে শেষে গত বৎসরের মত বিজ্ঞাপন ফেরৎ দিতে বাধ্য হইব। অদ্যাবধি যে পরিমাণ বিজ্ঞাপন আমাদের হস্তগত হইয়াছে, ইহার উপর আর কিছু আসিলেই আমরা বিজ্ঞাপন গ্রহণ বন্ধ করিতে বাধ্য হইব।

২৬শে সেপ্টেম্বর পূজা সংখ্যা দীপালী বাজারে বাহির হইবে। নগদ মূল্য ।৵০।

বিলম্বে বিজ্ঞাপনের কপি ও অর্ডার পাওয়ার দরুণ যদি কোনও বিজ্ঞাপন ছাপা না হয়—তাহা হইলে তজ্জন্য দায়ী হইব না।

ম্যানেজার, দীপালী

পল্লী-সঙ্গীত গাহিয়াছেন। 'আমারে ভুলিয়ে বন্ধু" গানটির রচয়িতা শ্রীগিরীন্দ্র চক্রবর্ত্তী ও "আকাশের আর্শিতে ভাই" গান রচনা করিয়াছেন শিল্পী-কবি অখিল নিয়োগী। অখিল বাবুর গান-রচনা সুন্দর। যাঁহারা পল্লী-গীতি পছন্দ করেন তাঁহাদের রেকর্ডখানি ভাল লাগিবে।

*

MEGAPHONE RECORD COY.

গত শনিবার ২৪শে আগষ্ট মেগাফোন কোম্পানী বালিগঞ্জ হিন্দুস্থান পার্কে সত্বাধিকারী শ্রীযুক্ত জে, এন, ঘোষ মহাশয়ের সুরম্য গৃহে সাংবাদিকগণকে এক প্রীতি-সম্মেলনে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। কলিকাতার মাসিক, সাপ্তাহিক ও দৈনিক পত্রিকাগুলির সম্পাদকগণ ইহাতে যোগদান করিয়াছিলেন।

*

শ্রীযুক্ত জে, এন, ঘোষ তাঁহাদের নূতন পালার রেকর্ড "শকুন্তলা" নিমন্ত্রিত ভদ্রলোক-দের শোনান। প্রায় ৪০ মিনিট আমরা মন্ত্রমুগ্ধবৎ সমগ্র পালাটি শুনিলাম। কি অভিনয়, কি আবহ ও বিরাম সঙ্গীত, কি সুর-যোজনা, কি সিনক্রোনিজেশন্—সকল দিক দিয়াই পালাটি অপূর্ব্ব ও মনোরম হইয়াছে। আমরা যথা-সময়ে ইহার বিস্তৃত সমালোচনা করিব।

*

এই প্রীতি-সম্মিলনে নিম্নলিখিত ভদ্র-মহোদয়গণ যোগদান করিয়াছিলেন:—শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় (বিচিত্রা), শ্রীযুক্ত সুশীল চট্টোপাধ্যায় (আনন্দবাজার পত্রিকা), শ্রীযুক্ত নির্ম্মলচন্দ্র চৌধুরী (ফরওয়ার্ড), শ্রীলক্ষ্মীনাথ ফোকন (ফরওয়ার্ড), শ্রীপরিত্র গাঙ্গুলী (দেশ), কৃষ্ণেন্দু ভৌমিক (স্বদেশ), শ্রীজ্ঞানদাচরণ দাস (আজকাল), শিশিরকুমার বসু (ভগ্নদূত), বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়, গিরিজাকুমার বসু (দীপালী), হেমেন্দ্রকুমার রায় (দীপালী), শ্রীযুক্ত অমিয়মাধব সেন গুপ্ত, মন্মথ রায়, অখিল নিয়োগী, পশুপতি চট্টোপাধ্যায় (নাচঘর), ধীরেন ঘোষ (নাচঘর), কৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় (সোনার বাংলা) নৃপেন মজুমদার (রেডিও), বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র (রেডিও), মুরারী চট্টোপাধ্যায় (বন্দে মাতরম্) প্রভৃতি। প্রচুর জলযোগের পর সকলে গৃহে ফিরিলেন।

শ্রীশ্রীগৌর গদাধর

—শ্রীনারায়ণ দাস ভট্টাচার্য্য

সাধারণ মানুষ নিজের প্রকৃতিকে চিনিতে পারে না। তাহার মন কি চায়, মনের গতি কোন্ দিকে ধাবিত হইতেছে অথবা মনকে সুনিয়ন্ত্রিত করিবার কোন উপায় আছে কিনা এসব প্রশ্ন তাহার মনে উঠে না; যখন মনে উঠে তখন সে ভাবিয়া পায় না যে তাহার পক্ষে পরম প্রিয় কে, পরম শ্রেয়ঃ বস্তু কি অথবা যে সকল কার্য্যে সে মত্ত রহিয়াছে সেগুলি তাহার অবশ্য কর্ত্তব্য কি না। জন্মগ্রহণ করিবার পর হইতে সংস্কার বশতঃ মন তাহাকে যেদিকে লইয়া চলিয়াছে, পারিপার্শ্বিক অবস্থার ঘাত প্রতিঘাতে সে যে সকল কাজ না করিয়া পারে নাই অথবা সমাজ, সংসার তাহাকে যাহা যাহা করাইয়া লইয়াছে সেগুলি তাহার প্রিয় হইলেও হয়ত শ্রেয়ঃ নয় এবং তারতম্য করিয়া বিচার করিলে পরম শ্রেয়ঃ হয়ত তাহার সম্পূর্ণ অজ্ঞাত রহিয়াছে দেখা যাইবে।

সংসারের জ্বালা-যন্ত্রণা, স্বার্থপরতা, কুটিলতা মানুষের মনকে যখন বিরক্ত করিয়া তোলে তখন সে মুক্তি প্রার্থনা করে কিন্তু এই মুক্তির স্বরূপ কি অথবা উহা কিরূপে পাওয়া যাইতে পারে তাহা সে জানে না। সাংসারিক হিসাবে যাঁহারা বিদ্বান, বুদ্ধিমান, কীর্ত্তিমান তাঁহাদের মধ্যে প্রায় কেহই এই মুক্তি নিজেরা চাহেন নাই অথবা এই মুক্তির সম্বন্ধে কোন অনুসন্ধান তাঁহাদের মনে জাগে নাই। তাঁহাদের নিকট হইতে এ সংবাদের কিছুই পাওয়া যাইবে না একথা সত্য। যাঁহারা বিশ্ব সমস্যার নিঃশেষ মীমাংসা করিবার জন্য আলোচনা করিয়াছেন তাঁহারা যৎসামান্য অবগত আছেন। যাঁহারা অনুসন্ধিৎসু ও মুমুক্ষু হইয়া কে তাঁহাদিগকে এই সংবাদ ও বস্তু দিতে পারিবেন বলিয়া সংসার ত্যাগ করিয়া বাহির হইয়া পড়িয়াছেন তাঁহারাও হয়ত কিছু সংবাদ রাখেন কিন্তু প্রকৃত তত্ত্ব জানেন একমাত্র তাঁহারাই যাঁহারা কোন না কোন সিদ্ধ মহাপুরুষের প্রদর্শিত পথে চলিয়া মুক্তি লাভ করিয়াছেন। ভারতের ঋষিগণ যে বিশিষ্ট পন্থাসকল অনুসরণ করিয়া সত্যবস্তু বা প্রিয়তম ও পরম শ্রেয়ঃকে পাইয়াছেন সে সকল পন্থার বিষয় আমরা জানিতে পারি ঋষিপ্রণীত ধর্ম্মশাস্ত্র পাঠে. কিন্তু পাঠ করিয়া অনুভূতি লাভ হয় না, স্বয়ং প্রত্যক্ষ করিতে হইলে সাধনা করা প্রয়োজন হয়। প্রত্যক্ষীভূত বস্তু ব্যক্তি সম্বন্ধে আর কোন দ্বিধা বা সংশয় থাকিতে পারে না তাই প্রত্যক্ষ না হওয়া পর্য্যন্ত সিদ্ধিলাভ হইয়াছে একথা বলা চলে না।

পরিবার, সংসার, সমাজ, দেশ, কাল, পাত্র এ সকলের প্রয়োজনীয়তা আছে বলিয়া ঋষিগণ স্বীকার করিয়াছেন কিন্তু যে উদ্দেশ্য সাধনের জন্য ইহাদের প্রয়োজন তাহার নাম মুক্তি। শুধু সেইজন্যই উপরোক্ত সকল ব্যবস্থা করিতে করিতে তাঁহারা দৃষ্টি রাখিয়াছিলেন ঐ মুক্তির দিকে। মুখ্য উদ্দেশ্য যাহা তাহাকে বিস্মৃত হইয়া ঐ সকল ব্যাপারের বিধি নিষেধ প্রণয়ণ করেন নাই। অপর যে সকল দেশে মুক্তিকে মুখ্য উদ্দেশ্য বলিয়া ধরা হয় নাই সেই সকল দেশের বিধি ব্যবস্থার সহিত আমাদের আচার ব্যবহার, রীতি নীতির ঐক্য নাই। সুখের প্রতি বিন্দুমাত্র আকর্ষণ থাকিলেও অথবা দুঃখকে পরিহার করিয়া এতটুকু আকাঙ্খা পোষণ করিলেও বুঝিতে হইবে সুখ ও দুঃখ মানুষের মনকে আন্দোলিত করে। যে মানসিক অবস্থা লাভ করিলে মানুষ সুখের প্রতি বিগতস্পৃহ ও দুঃখে অনুদ্বিগ্ন হয় সেই অবস্থাই শান্ত ব্যক্তির লক্ষণ বলিয়া ধরা হয়। শান্ত হৃদয়ে কোন দাগ থাকে না। অচঞ্চল নির্ম্মল সেই মনে শ্রীভগবানের কৃপারাশি পূর্ণভাবে বর্ষিত হইতেছে বলিয়া প্রত্যক্ষ হয়।

মানসিক গুণানুযায়ী কর্ম্ম ব্যবস্থার যে ধারা দীর্ঘকাল ভারতে চলিয়া আসিয়াছিল এবং ব্রহ্মচর্য্য, গার্হস্থ্য বানপ্রস্থ ও ভীক্ষু এই চারিটি আশ্রমের মধ্য দিয়া ভারতীয়ের মনোভাব যে ভাবে গঠিত হইয়া উঠিতেছিল তাহাতে মুক্তি-লাভই লক্ষ্য ছিল এবং মুক্তি সাধন খুব কঠিন বলিয়া বিবেচিত হইত না। এদেশে মানুষ তাহার নিজের ধর্ম্ম জানিতে ও বুঝিতে পারিত এবং উপরোক্ত অনুকূল শিক্ষার প্রভাবে স্বধর্ম্মকে মানিয়া চলিত। স্ব-ধর্ম্মকে মানিয়া চলিতে চলিতে জন্মজন্মান্তরের মধ্য দিয়া মানুষের মন শ্রীভগবানে তাহার সকল কর্ম্মফল সমর্পন করিয়া নিশ্চিন্ত হইত। এইরূপে সে ক্রমে স্ব-ধর্ম্ম পর্য্যন্ত ত্যাগ করিয়া সাক্ষাৎ ভগবানে বিলীন হইয়া যাইত।

ভারতের ঋষিগণ পুনঃ পুনঃ বলিয়াছেন মানুষ ত দূরের কথা পাতালের প্রতি বালিকণায়, আকাশের প্রতি তারকার জ্যোতির্মধ্যে, মহাসাগরের প্রতি বারিবিন্দুতে, বৃক্ষলতা পাতা স্থাবর জঙ্গম প্রতি স্থানে শ্রীভগবানের অস্তিত্ব ও তাঁহার পরম কল্যাণময় হস্ত প্রত্যক্ষ না করা পর্য্যন্ত মানুষ মুক্তি পাইয়াছে বলিয়া ধরা হইবে না। যে জ্ঞান দ্বারা উৎসাহিত হইয়া মানুষ অন্য অভিলাষ শূন্যভাবে সেই পরম পুরুষকে উপলব্ধি করিতে চেষ্টা করিবে সেই জ্ঞানের কথাটুকু পর্য্যন্ত সম্পূর্ণ বিস্মৃত হইয়া যাইবে—সেই সময় হইতেই বুঝা যাইবে যে তাহার হৃদয়ে প্রেমভক্তি সঞ্চারিত হইয়াছে।

"ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমিতে কোন ভাগ্যবান জীব
গুরুশাস্ত্র প্রসাদে পান ভক্তিলতা বীজ"।
—চৈতন্য চরিতামৃত

কিন্তু মানব-সাধনার শেষ বলিতে ইহাকেও যে বুঝায় না তাহা আমরা জানিতে পারি বৈষ্ণব সাধক ও বৈষ্ণব সিদ্ধ মহা-পুরুষদের বাণী হইতে। বিশ্ব সমস্যার নিঃশেষ

মীমাংসা যাঁহারা করিতে চাহিয়াছেন বলিয়া পূর্ব্বে ইঙ্গিত করিয়াছিল তাঁহাদের মধ্যে এই বৈষ্ণব সাধক ও বৈষ্ণব সিদ্ধ মহাপুরুষগণ বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া আছেন।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় শ্রীভগবানের যে বিভূতির পরিচয় আমরা পাইয়া থাকি এবং তাঁহাকে লাভ করিয়া যে সাধন পথের দিকে ঐ গ্রন্থ আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে—তাহাপেক্ষা আরও স্পষ্টতর আরও মধুরতর ভাবের ইঙ্গিত পাই শ্রীমদ্ভাগবতে। বিশ্বরূপ এই মায়াধামের পর বিরজা অথবা কারণার্ণবের পরপারে পরব্যোমের বাহ্যাবরণ-স্বরূপ সিদ্ধলোক রহিয়াছে। সেই স্থান পর্য্যন্ত পৌঁছিতে পারিলে জ্যোতির্ম্ময়মণ্ডল স্বরূপ নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মদর্শন ও ব্রহ্মলাভ করিবে। মানুষের মন যতদিন পর্য্যন্ত পার্থিব কিম্বা স্বর্গীয় সুখের নেশায় মত্ত রহিবে ততদিন তাহার মুক্তি নাই। এ দেশের ঋষিরা বলিয়াছেন আভ্যন্তরিক দুঃখ নাশে মানবের মুক্তি হয়। স্বর্গ প্রাপ্তি ও স্বর্গীয় সুখভোগে দুঃখের ধারণা লোপ পায় না; তাই কোন দেব-দেবী লোকপ্রাপ্তিকে মায়াতীত স্থান লাভের সঙ্গে এক পর্য্যায় ভুক্ত করা চলে না। দেব দেবীগণ যে ব্রহ্মা বিষ্ণু ও মহেশ্বরের সৃষ্টি স্থিতি ও ধ্বংশ কার্য্যের সহায়করূপে বিশেষ বিশেষ শক্তি লইয়া বর্ত্তমান রহিয়াছেন তাঁহারাও ধ্বংসশীল। এক একটি ব্রহ্মাণ্ডে এইরূপ ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর একজন করিয়া রহিয়াছেন। এইরূপ শত শত ব্রহ্মাণ্ড যাঁহা হইতে সৃষ্ট হইয়া বর্ত্তমান রহিয়াছে সেই পুরুষ কত শক্তিশালী তাহা ভাবিয়া শেষ করা যায় না। তিনি ঐ বিরজার জলে শয়ন করিয়া রহিয়াছেন। কারণার্ণবশায়ী মহত্তত্ত্বের স্রষ্টা, প্রকৃতির অন্তর্যামী সেই পুরুষের শক্তি হইতে মায়াধামগুলি সৃষ্ট হইয়াছে। মানুষ যে সেই অচিন্তনীয় শক্তিশালীর অংশাংশের ক্ষুদ্রতম অংশ-বিশেষ ইহা বুঝিতে পারিলে ব্রহ্মজ্ঞানের সাহায্য হইবে। বৃহতের, মহতের, বিরাটের সন্ধান পাইলে তাঁহাকে লাভ করিবার জন্ম কামনা না করিয়া কে স্বর্গীয় সুখলাভে প্রয়াসী হইবে? তিনি শুধু আমি নই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড তাঁহারই অংশ মাত্র মনে মনে ইহা বুঝিতে পারিলে মহত্তর ব্যক্তির দর্শন লাভে অনুপ্রাণিত না হইয়া কি থাকা যায়? কারণার্ণবশায়ী ছাড়াও আর একজন শক্তিশালীর পরিচয় আমরা পাইয়াছি যিনি ব্রহ্মার সৃষ্টি কর্ত্তা ও সূক্ষ্ম, সমষ্টি, বিরাটের অন্তর্য্যামীরূপে অধিষ্ঠিত রহিয়াছেন। গর্ভোদশায়ী এই পুরুষ ছাড়া গুণাবতাররূপে আর একজনের সঙ্গে আমাদের পরিচয় করাইয়া দেওয়া হইয়াছে যিনি বিশুদ্ধ সত্ত্বগুণ দ্বারা বিশ্বব্রহ্মাণ্ড পালন করেন বটে কিন্তু ক্ষিরোদশায়ী অবস্থায় স্থূল, ব্যষ্টি বিরাটের অন্তর্য্যামী বিষ্ণু তিনিই। প্রয়োজন হইলে এই বিষ্ণুই রজঃ ও তমঃগুণ আশ্রয় করিয়া ব্রহ্মা ও মহেশ্বর রূপ ধারণ করেন। কিন্তু এই পুরুষাবতার, গুণাবতার ছাড়া লীলাবতার বলিয়া আর এক অবস্থার কথা শাস্ত্রে আছে। পৃথিবীর বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন মন্বন্তরে অধর্ম্মের বিনাশ ও ধর্ম্ম সংস্থাপনের জন্য তিনি প্রয়োজন বোধে কম বা বেশী শক্তি সঞ্চারে নিজকে সৃষ্টি করেন। ইঁহারা যাঁহার শক্তিতে শক্তিমান অথবা যাঁহার সহিত আকৃতি বা শক্তিতে ন্যূন হইলেও প্রকৃতভাবে অসম নহেন সেই সবিশেষ বৈকুণ্ঠধামের অধীশ্বর শ্রীনারায়ণ তাঁহারই চতুর্ব্যূহের সহায়তায় উপরোক্ত সকল কার্য্য সম্পন্ন করিয়া থাকেন। শ্রীনারায়ণের ঐশ্বর্য্য কল্পনা করাও সুকঠিন ব্যাপার নহে কি? আমরা কে, কোথা হইতে আসিয়াছি, কোথায় যাইব ইহা ধারণা করিতে গিয়া আমরা বুঝিতে পারিলাম যে অহঙ্কার করিবার কোন অধিকার আমাদের আছে কিনা? অর্থ, বুদ্ধি ও মেধা আমাদিগকে কোন্ সুখ লাভে সতত নিযুক্ত রাখে। আমরা যে সত্যই অমর—প্রকৃত পক্ষে আমরা যে অমৃতের পুত্র—ক্ষুদ্রতম অংশ, বিশেষরূপে জীবদেহে জন্ম গ্রহণ করিলেও যে তাঁহারই অংশাংশের অংশ হইতে আমরা আসিয়াছি ইহা বুঝিলে প্রাণে আশার সঞ্চার হয় না কি? গর্ব্ব করিবার আমাদের কি কিছুই নাই? কিন্তু শ্রীমদ্ভাগবত আমাদিগকে এই শ্রীভগবান নারায়ণের মহৈশ্বর্য্য দেখাইয়া বিস্ময় না জন্মাইয়া আরও গূঢ় বিষয়ে টানিয়া লইয়া গিয়াছেন। ঐশ্বর্য্য দর্শনে আমরা ভীত সন্ত্রস্ত হইতে পারি, চিত্তসাগর মথিত হইয়া উদ্বেলিত হইয়া উঠিতে পারে অথবা তাঁহার অপ্রকৃত চিন্ময় রূপ দর্শনে আমরা রূপসাগরে ডুবিয়া যাইতে পারি কিন্তু তাঁহাকে আমার বলিয়া ভাবিতে পারি না। আমার ও তাঁহার মধ্যে যে দূরত্ব রহিয়া যায় তাহার সমাধান করিতে হইলে ধীরে ধীরে দূরত্ব হ্রাস করান প্রয়োজন হইয়া পড়ে। ঐ মহৈশ্বর্য্য অপ্রকৃত রূপশালীকেও শ্রীমদ্ভাগবত যাঁহার বিলাসমূর্ত্তি বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন সেই শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্। সঙ্কোচ ও গৌরবের ভাব লইয়া শ্রীকৃষ্ণকে জানিতে পারিলে তাঁহার সহিত আমার যে সম্পর্ক স্থাপিত হয় তাহার নাম দাস্য। বহু সাধনার বলে তাঁহার কৃপায় তাঁহার সঙ্গে উচ্চনীচ ভেদ ভাব বিদূরিত হইলে, সঙ্কোচভাব কাটিয়া গেলে শুদ্ধ প্রীতি-রসের উদয় হয় বটে। পরম মাধুর্য্যময় সেই নিগূঢ় তত্ত্ব শ্রীভগবানের সহিত সখ্যভাব স্থাপিত হইতে পারে। এভাবেও সাধকের মনে তাঁহার ভাবের অপেক্ষা রহিয়া যায় অর্থাৎ তিনি দয়া করিয়া সখারূপে স্থান দিলেন কিনা দিলে উপরোক্ত ভেদ ভাব বা সঙ্কোচ দূর হইল আবার যখন দিলেন না তখনই সঙ্কোচের সৃষ্টি হইল। সখাগণের সঙ্গে শ্রীভগবানের ভাবের এইরূপে তারতম্য হইয়া পড়ে। কিন্তু পিতামাতা পুত্রের প্রীতির অপেক্ষা না করিয়া অকাতরে অসঙ্কোচে স্নেহ দান করেন বলিয়া ভক্ত ও ভগবান দুইএর পক্ষেই এই প্রেম মহত্তর। মনে রাখিতে হইবে যে মায়ার লেশ মাত্র বর্ত্তমান থাকিতে মন হইতে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বরের রূপ, শক্তি ও ঐশ্বর্য্যের মোহ দূরীভূত হয় না! সেইসব লাভ করিয়া ধন্য হইবার কল্পনায় সে মত্ত থাকে। পূর্ব্বোক্ত ব্রহ্মজ্ঞান লাভই ঐ মনে স্থান পায় না।

(ক্রমশঃ)

শিল্পী পরিষৎ

গত ২১শে আগষ্ট সারদাচরণ আর্য্য-বিদ্যালয়ের গৃহ-নির্ম্মাণের সাহায্যার্থে শিল্পী-পরিষৎ কর্ত্তৃক "নব-নাট্যমন্দির" মঞ্চে শরৎচন্দ্রের "বিজয়া" অভিনীত হইয়াছে। আমরা কর্ম্মান্তরে ব্যস্ত থাকায় উক্ত অভিনয় দর্শনে উপস্থিত হইতে পারি নাই, এজন্য কর্ত্তৃপক্ষের নিকট মার্জ্জনা ভিক্ষা করিতেছি।

বেতারের অষ্টম জন্মতিথি

গত ২৬শে আগষ্ট কলিকাতা বেতার ষ্টেশনের আফিসে তাহার অষ্টম জন্মতিথি উপলক্ষ্যে একটি সুমধুর সান্ধ্য-সম্মিলন সংগঠিত হইয়াছিল। গান বাদ্য বক্তৃতা ও অভিনয় তো ছিলই, সঙ্গে সঙ্গে কিছু জলযোগের ব্যবস্থাও ছিল।

চিত্র ও ছোট গল্প প্রতিযোগিতার ফল

পল্লীমঙ্গল পাঠাগার

(প্রাপ্ত)

বহিরগাছি পল্লীমঙ্গল পাঠাগার হইতে যে চিত্র ও ছোট গল্প প্রতিযোগিতার প্রবর্ত্তন করিয়া "দীপালীর" ৭ম বর্ষ ২২শ সংখ্যায় প্রকাশ করা হইয়াছিল, তাহাতে বাংলার ও বাংলার বাহির হইতে প্রায় ৪০টী গল্প ও ২৬ খানি রঙ্গিন চিত্র প্রতিযোগিতার জন্য পাইয়াছিলাম। আমাদের নির্ব্বাচিত বিচারকের বিচারে নিম্ন প্রতিযোগীগণ নিম্নলিখিত পুরস্কার পাইয়াছেন—

চিত্রে ১ম পুরস্কার—"চুণীলাল স্মৃতিপদক" কুমারী অলীণা ধর।

চিত্রে ২য় পুরস্কার—"ধীরেন্দ্রনাথ স্মৃতিপদক" কুমারী সুনীলা ধর।

ছোট গল্পে ১ম পুরস্কার—"উষাবতী স্মৃতিপদক" কুমারী সন্ধ্যা ভাওড়ী।

ছোট গল্পে ২য় পুরস্কার—"কেদারনাথ স্মৃতি-পদক" কুমারী মঞ্জরী দাশগুপ্তা।

পিতা—কাল রাতে কি তুমি গ্যারেজ থেকে মোটরগাড়ী বের ক'রেছিলে?

পুত্র—হ্যাঁ, আমার কলেজের জনকতক ছাত্রকে বেড়াতে নিয়ে গেছলুম।

পিতা—তোমার কলেজের ছাত্রদের তাহ'লে এই মাথার কাঁটা কটা আর দুলজোড়া দিয়ে দিয়ো—আজ ভোরে গাড়ীতে পাওয়া গেছে।

*

মা—খোকা, লাউড্‌স্পিকারটা থামিয়ে দাও, ঐ মাগীটার গলা ভারি বিশ্রী।

ছেলে—ওতো রেডিও নয় মা, পাশের বাড়ীর মাসীমা এসে কথা কইছেন।

*

পুরুষ—আমি তা হ'লে কখনো বিয়েই ক'রবো না।

নারী—কেন? আরো তো অনেক নারী জগতে আছে।

পু—তুমিই যখন আমাকে গ্রহণ ক'রতে রাজি নও, তখন আর কোন্ মেয়েই বা রাজি হবে?

*

যুবক—এসো তোমাকে সাঁতার দিতে শেখাই।

যুবতী—আমি জানি, শেখাতে হবে না।

যুবক—তাহ'লে তুমি আমাকে শেখাও।

ছবির পর্দায়

—অভিমন্যু

"মন্ত্রশক্তি"তে মৃগাঙ্কর ভূমিকায় শ্রীজহর গাঙ্গুলী

মন্ত্রশক্তি

গল্প—শ্রীঅনুরূপা দেবী

প্রযোজক—পপুলার পিকচার্স

পরিবেশক—কালী ফিল্মস

পরিচালক—শ্রীসতু সেন

শ্রেষ্ঠাংশে—শ্রীনির্ম্মলেন্দু লাহিড়ী, রতীন বন্দ্যোপাধ্যায়, জহর গাঙ্গুলী, মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য, কৃষ্ণধন মুখোপাধ্যায়, শান্তি গুপ্তা, চারুবালা, রাজলক্ষ্মী, লাইট প্রভৃতি।

উদ্বোধন—২১শে আগষ্ট—উত্তরায়।

মহিলা-লেখিকাদের মধ্যে শ্রীযুক্তা অনুরূপা দেবীর এই উপন্যাসখানি প্রথম নাটকাকারে পরিবর্ত্তিত হইয়া রঙ্গমঞ্চে যে অসাধারণ সাফল্যলাভ করিয়াছিল, তাহা কাহারও অবিদিত নাই। যখনি শুনিলাম এই জনপ্রিয় উপন্যাসখানির চিত্ররূপ দিতেছেন শ্রীযুক্ত সতু সেন তখনি ভাবিয়াছিলাম যে বইখানি মঞ্চ-ঘেঁসা হইয়া না যায়! কারণ শ্রীযুক্ত সেন রঙ্গমঞ্চে অভিনব প্রযোজনা পদ্ধতি দেখাইয়া সুনাম অর্জ্জন করিয়াছেন—তিনি মঞ্চের লোক। চিত্রেও দেখিলাম যে আমাদের ধারণা ঠিকই। "মন্ত্রশক্তি" অত্যন্ত stagy হইয়া পড়িয়াছে! চিত্র-নাট্য রচনা অত্যন্ত দুর্ব্বল হওয়ায় গল্পটি প্রথম দিকে একেবারেই জমে নাই। শেষের দিকে তবু কিছু জমিয়াছে। তাহার উপর ছবির tempo হইয়াছে অত্যন্ত slow.

গল্পের আরম্ভটি মোটেই হৃদয়গ্রাহী হয় নাই। পরিণতি ভালই হইয়াছে।

গল্পের স্থান-সমাবেশ সম্বন্ধে আমাদের কিছু বলিবার নাই। গল্পে যে সব স্থান বর্ণিত আছে ইহারা সেই সব স্থানে গিয়া ছবি তুলিয়াছেন। চেরাপুঞ্জির জলপ্রপাত, কামাখ্যার মন্দির; শিয়ালদহ ষ্টেশন আসল আবহাওয়া সৃষ্টি করিতে সাহায্য করিয়াছে।

সঙ্গীত পরিচালনায় দুই এক জায়গা ছাড়া শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র দের শক্তির পরিচয় আমরা পাই নাই। তবে গানের সুরগুলি ভালই হইয়াছে।

আলোক চিত্র সুন্দর হইয়াছে। শব্দ নিয়ন্ত্রণও মোটের উপর ভালই হইয়াছে। তবে দুই একস্থানে স্বাভাবিক কণ্ঠস্বর একটু আধটু ক্ষুণ্ণ হইয়াছে।

অভিনয়ের মধ্যে সকলেই চরিত্রানুগত অভিনয় করিয়াছেন। তবে সর্ব্বাপেক্ষা আমাদের ভাল লাগিয়াছে শ্রীজহর গাঙ্গুলীর 'মৃগাঙ্ক', শ্রীমতী চারুবালার 'অম্বা', ও শ্রীরতীন বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'অম্বর'। 'বাণীর' ভূমিকায় শ্রীমতী শান্তি গুপ্তার অভিনয় চলনসই। 'রমাবল্লভ' ও 'কৃষ্ণপ্রিয়া'র ভূমিকায় যথাক্রমে শ্রীনির্ম্মলেন্দু লাহিড়ী ও শ্রীমতী রাজলক্ষ্মী চরিত্রানুগত সংযত ও সুন্দর অভিনয় করিয়াছেন। শ্রীমতী লাইটের 'তুলসী'ও মোটের উপর মন্দ নয়। তাহার গানগুলি সুগীত হইয়াছে। অন্যান্য ছোট খাটো ভূমিকাগুলিও চলনসই।

শ্রীযুক্ত সতু সেন তথা পপুলার পিক্চার্সের ইহাই প্রথম প্রচেষ্টা। সে হিসাবে ছবিখানি ভালই হইয়াছে। জনসাধারণ ছবিখানি দেখিয়া আনন্দ লাভ করিবে ইহা নিঃসন্দেহ।

অবশেষে

প্রযোজক—নিউ থিয়েটার্স লিঃ

পরিচালক—শ্রীদীনেশরঞ্জন দাশ

গল্প—শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়

শ্রেষ্ঠাংশে—কুমার প্রমথেশ বড়ুয়া, বিশ্বনাথ ভাদুড়ী, অমর মল্লিক, চানী দত্ত, মলিনা প্রভৃতি।

উদ্বোধন—২৪শে আগষ্ট—চিত্রায়।

ইহার মধ্যে গল্প বলিয়া বিশেষ কিছু নাই। দোলগোবিন্দ একটি ছাগল কিনিয়াছিলেন ছাগদুগ্ধ পানে তাঁহার অজীর্ণ রোগ আরোগ্য লাভ করিবে এই ভরসায়; এবং এই ছাগল লইয়া প্রতিবেশী ত্রৈলোক্যের সহিত মনোমালিন্য শেষে ত্রৈলোক্যের মেয়ের সহিত দোলগোবিন্দের ছেলের মিলন—ইহাই মোটামুটি গল্প।
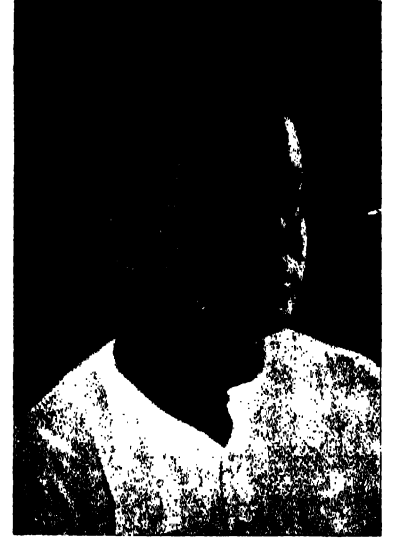
সরস সংলাপ ও গল্পটির সুষ্ঠু treatment এর দরুণ দর্শকরা প্রচুর পরিমাণে হাসিবার খোরাক পাইয়াছে। গল্পের পরিণতি পরিচালক মহাশয়ের রসজ্ঞানের পরিচয় দেয়। তবে আমাদের মনে হয় দোলগোবিন্দের সহিত ত্রৈলোক্যের তর্কাতর্কির দৃশ্যটা একটু ছোট করিলে জমিত ভাল।

অভিনয় সর্ব্বাপেক্ষা উপভোগ্য হইয়াছে শ্রীঅমর মল্লিকের 'দোলগোবিন্দ' ও শ্রীমতী মলিনার 'শীলা'। শ্রীপ্রমথেশ বড়ুয়ার 'দোলগোবিন্দের ছেলে' ভালই হইয়াছে। শ্রীবিশ্বনাথ ভাদুড়ীর 'ত্রৈলোক্য' ও চানী দত্তের 'বটা'ও মন্দ হয় নাই।

আলোক-চিত্র, ও শব্দ-নিয়ন্ত্রণে অভিযোগের কিছুই নাই। শ্রীমতী মলিনার গানখানি উপভোগ্য হইয়াছে।

শ্রীযুক্ত দাশের ইহাই প্রথম বাংলা সবাক ছবি। তাঁহার সাফল্যের জন্য তাহাকে আমরা অভিনন্দন জানাইতেছি।

চিত্র পরিচিতি

—অভিমন্যু

[আগামী শনিবার হইতে যে সব বিদেশী ছবি কলিকাতায় মুক্তিলাভ করিবে তাহাদের অগ্রিম সংক্ষিপ্ত পরিচয়। সুতরাং কোনো বিদেশী ছবি দেখিতে যাওয়ার পূর্ব্বে আমাদের "চিত্র-পরিচিতি" স্তম্ভটি পড়িয়া গেলে, চিত্রপ্রিয়রা লাভবান হইবেন। —দীঃ সঃ]

No More Ladies

গ্লোবে দেখানো হইবে, শ্রেষ্ঠাংশে জোন ক্রফোর্ড, রবার্ট মণ্টগোমারী, চার্লি রাগল্‌স, এড্‌না মে অলিভার প্রভৃতি। মেট্রোর ছবি, পরিচালনা করিয়াছেন এডওয়ার্ড এইচ, গ্রিফিথ।

শেরী ওয়ারেন ছিল খামখেয়ালী ও উচ্ছৃঙ্খল

JOAN CRAWFORD

"নো মোর লেডিজ" চিত্রে

যুবক। তাহার চোখে একটি মেয়েকে বেশীদিন ভাল লাগিত না। মার্সিয়া টাউনসেণ্ড নামক একটি মেয়ে সব জানিয়া শুনিয়াও তাহার প্রেমে পড়িল। শেরীর পরিবর্ত্তন হইল—মার্সিয়াকে সে বিবাহ করিল। এক বৎসর তাহারা বেশ সুখে স্বচ্ছন্দে থাকিল। তাহার পর মার্সিয়া তাহাকে আবার সন্দেহ করিতে লাগিল। বাস্তবিকই শেরী আর একটি মেয়ের নিকট ঘন ঘন যাতায়াত করিতে লাগিল। মার্সিয়া তখন সুন্দর একটি প্রতিশোধের ব্যবস্থা করিল। শেরী যতগুলি মেয়েকে প্রেম নিবেদন করিয়া তাহাদের দাম্পত্য জীবন বিষময় করিয়াছিল তাহাদের সকলকে একটি গার্ডেন পার্টিতে নিমন্ত্রণ করিল। তাহার পর শেরীকে সজাগ করিবার জন্য মার্সিয়া জিম নামক এক ব্যক্তির সহিত পলায়ন করিল। তাহার পর অনেক ঘটনা-বিপর্য্যয়ের পরে প্রণয়ীযুগল আবার মিলিত হইল।

জোন ক্রফোর্ড ও রবার্ট মণ্টগোমারী 'মার্সিয়া' ও 'শেরী'র ভূমিকায় সুন্দর অভিনয় করিয়াছেন। অন্যান্য ভূমিকাগুলিও সু-অভিনীত হইয়াছে। ছবিখানি মোটের উপর সকলকে সন্তুষ্ট করিতে সমর্থ হইবে।

Roberta.

আর-কে-ও এলফিনষ্টোনে দেখানো হইবে, শ্রেষ্ঠাংশে আইরিন ডান, ফ্রেড অ্যাসটেয়ার, জিঞ্জার রোজার্স, র‍্যানডলফ স্কট, ভিক্টর ভারকনি প্রভৃতি। আর-কে-ও রেডিওর ছবি, পরিচালনা করিয়াছেন উইলিয়াম এ, সীটার।

হাফ হেনস্ অর্কেষ্ট্রার দলভুক্ত হইয়া জন কেণ্ট প্যারিসে আসিল। কিন্তু সেখানে তাহাদের অর্কেষ্ট্রা ভাল চলিল না। তখন সেই দলবল জনের পিসীমা মিমির নিকট গেল। মিমি এখন রবার্টা নামে পরিচিতা —সহরের শ্রেষ্ঠ পোষাক নির্ম্মাত্রী। রবার্টার মত সমৃদ্ধিশালিনী নারী সমগ্র প্যারিসে ছিল না। তাহার কর্ম্মচারীরা পর্য্যন্ত সব মস্ত বড় লোক। তাহার দ্বাররক্ষী এক সময় রাশিয়ার যুবরাজ ছিল।

"রবার্টা" চিত্রে আইরিণ ডান

মিমি কাউণ্টেস স্কারওয়েস্কার সহিত তাহাদের পরিচয় করাইয়া দিল। পরে দেখা গেল যে সে জনের দেশের মেয়ে—নাম লিজি। প্যারিসে উক্ত ছদ্ম নামে একটি নৈশ-ক্লাব পরিচালনা করে। তাহার সহিত অনেকদিন আগে জন একবার প্রেমে পড়িয়াছিল।

কিছুদিন পরে মিমি জনকে সব সম্পত্তি দিয়া মারা গেল। এ ব্যবসায়ে অনভিজ্ঞ জন তাহাদের দোকানের ষ্টেফানি নাম্নী একটি মেয়েকে অংশীদার করিল। উভয়ই উভয়কে ভালবাসিল। কিন্তু শীঘ্রই তাহাদের ভালবাসা অঙ্কুরে বিনষ্ট হইল। মিমি গত হওয়ার পর হইতে দোকানটি ভাল চলিতেছিল না। হাফ্ তাহার অর্কেষ্ট্রা লইয়া আসিয়া খুব নাচ গানের আয়োজন করিল। শেষে

জন ও ষ্টেফানি এবং হাক ও নকল কাউণ্টেস (লিজি) মিলিত হইল।

ছবিখানি নাচে ও গানে ভরপুর। এবং ফ্রেড অ্যাসটেয়ার ও জিঞ্জার রোজার্সের যথাক্রমে 'হাক' ও 'লিজির' ভূমিকায় আসর মাৎ করিয়াছেন। আইবীন ডানের গানগুলি অত্যন্ত সুখশ্রাব্য হইয়াছে। এবৎসরের এই ছবিখানি অন্যতম শ্রেষ্ঠ নৃত্যগীতমুখর ছবি।

The Bride Of Frankenstein

এম্পায়ারে দেখানো হইবে, শ্রেষ্ঠাংশে বোরিস কার্লফ, কলিন ক্লাইভ, ভ্যালেরি হবসন, এলসা ল্যাঙ্কেষ্টার, ও, পি, হেগী প্রভৃতি। ইউনিভার্সেলের ছবি, পরিচালনা করিয়াছেন জেমস হোয়েল।

অনেক দিন পূর্ব্বে গৃহীত ফ্রাঙ্কেনষ্টাইন যেখানে শেষ হইয়াছে সেইখান হইতে "ব্রাইড অফ ফ্রাঙ্কেনষ্টাইন" আরম্ভ হইয়াছে। যন্ত্র-দানব সেই আগুনে প্রাণত্যাগ করে নাই, মাত্র গা-হাত একটু পুড়িয়া গিয়াছিল। তাহাকে ধরিয়া কারাগারে আবদ্ধ রাখা হইল। কিন্তু সে কারাগার ভাঙ্গিয়া পলাইয়া চারিদিকে নরহত্যা করিয়া বেড়াইতে লাগিল।

একদিন এক বনের ভিতর যন্ত্র-দানবটি একটি অন্ধ ভিক্ষুককে দেখিতে পাইল। সে দানবকে একজন মূক ও বধির ভাবিয়া তাহাকে আহার ও পানীয় দিল। ক্রমশঃ তাহাতে ও দানবে বন্ধুত্ব স্থাপিত হইল। দানব দুই একটি করিয়া কথা বলিতে শিখিল। অন্ধ ভিক্ষুকটি সুন্দর বেহালা বাজাইতে পারিত। তাহার বাজনা দানব বিমুগ্ধ বিস্ময়ে বসিয়া শুনিত। ক্রমে যখন লোকেরা জানিতে পারিল যে এইখানে যন্ত্র-দানবের বাস, তখন সকলে তাহাকে ধরিতে আসিল। সে তখন একটি গির্জ্জায় লুকাইয়া রহিল। ডাঃ প্রিটোরিয়াস নামক এক বৈজ্ঞানিকের নজরে সে পড়িয়া গেল।

ডাঃ প্রিটোরিয়াস ঐ যন্ত্র-দানবের একটি সঙ্গিনীর সৃষ্টির জন্য ফ্রাঙ্কেনষ্টাইনকে পীড়াপীড়ি করিল। সে যন্ত্র-দানবকে দেখিয়া তাহাকে মোটেই পছন্দ করিল না। তখন দানব ল্যাবরেটারীর একটি যন্ত্র টিপিয়া দিতে সমস্ত ল্যাবরেটারী ধ্বংস হইল বটে কিন্তু যন্ত্র-দানব পলায়ন করিয়া নিজের প্রাণ বাঁচাইতে সমর্থ হইল। হয়ত শীঘ্রই ইহার পরবর্ত্তী ঘটনা দেখিতে পাইব।

যন্ত্র-দানবের ভূমিকায় বোরিস কার্লফের অভিনয় হইয়াছে অনবদ্য। যেমনি রূপসজ্জা তেমনি অভিনয়। ফ্রাঙ্কেনষ্টাইনের ভূমিকায় কলীন ক্লাইভ ও 'যন্ত্রদানবের হবু পত্নীর' ভূমিকায় এলসালাঙ্কেষ্টার সু-অভিনয় করিয়াছেন। ও, পি, হেগীর অন্ধ ভিক্ষুক ও সুন্দর হইয়াছে। ছবিখানি আগাগোড়া রোমাঞ্চকর। ছবির আলোক-চিত্র ও আবহ-সঙ্গীত হইয়াছে চমৎকার। "ফ্রাঙ্কেনষ্টাইন" দেখিয়া যাঁহারা চমৎকৃত হইয়াছিলেন "ব্রাইড অফ ফ্রাঙ্কেনষ্টাইন" দেখিয়াও তাঁহারা আনন্দিত হইবেন।

এ পাড়ার সিনেমায়

রূপবাণী : 'বিদ্রোহী' ও 'রাতকাণা' এই শনিবার ৫ম সপ্তাহে পড়িবে।

ছায়া : লণ্ডন ফিল্মের সুপ্রসিদ্ধ চিত্র 'স্কার্লেট পিম্পার্নেল' দেখানো হইবে। ইহাতে অভিনয় করিয়াছেন, লেস্‌লি হাওয়ার্ড ও মার্লে ওবেরণ। ছবিখানি সকলের ভালই লাগিবে বলিয়া মনে হয়।

উত্তরা : 'মন্ত্রশক্তি'র দ্বিতীয় সপ্তাহ চলিতেছে। চিত্রগৃহে প্রত্যেক প্রদর্শনীতে জন-সমাগম দেখিয়া মনে হয়, 'মন্ত্রশক্তি' 'উত্তরা'য় বেশ কিছুদিন চলিবে।

কর্ণওয়ালিশ : 'মানময়ী গার্লস্‌ স্কুল' সপ্তদশ সপ্তাহে পড়িল।

দীপালী : এই শনিবার হইতে ওয়ার্ণার ব্রাদাসের নৃত্যগীতমুখর 'গোল্ড্‌ ডিগারস অফ ১৯৩৩' দেখানো হইবে। ছবিতে অনেকগুলি সুন্দর সুন্দর নাচ ও গানের সমাবেশ আছে। রুবী কীলার, ডিক পাওয়েল, ওয়ারেণ উইলিয়াম, জোন ব্লণ্ডেল প্রভৃতি অভিনয় করিয়াছেন।

রূপকথা : প্যারামাউণ্টের 'ক্লিওপেট্রা' দেখানো হইবে, এই শনিবার হইতে। ক্লদেৎ কোলবেয়ার, ওয়ারেণ উইলিয়াম ও হেনরী উইলকক্সন প্রধান ভূমিকায় অভিনয় করিয়াছেন। সিসিল, বি, ডি, মিলি ইহার পরিচালক।

উদয়শঙ্কর

আগামী শনিবার হইতে ম্যাডান থিয়েটারে সপার্ষদ উদয়শঙ্কর তাঁহার নৃত্যকলা প্রদর্শন করিবেন। ৩১শে আগষ্ট হইতে ৬ই সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত মাত্র সাত দিন কলিকাতার নৃত্য-রসিকগণ উদয়শঙ্করকে দেখিবার সুযোগ পাইবেন।

মিনার্ভা থিয়েটার

শ্রীসুধীন্দ্র রাহা প্রণীত "বীর্য্যশুল্কা" আগামী শনিবার সাধারণ্যে আত্মপ্রকাশ করিবে।

গোল্ডেন ঈগল মুভীটোন (করাচী)

তাঁহাদের প্রথম ছবি "ফারেবী দুনিয়া" সর্ব্বত্রই সমাদৃত হইয়াছে। এই সাফল্যের জন্য প্রশংসা পাইবার ন্যায্য অধিকারী মিঃ সি, এন, লাল।

ইহাদের পরবর্ত্তী ছবির নাম হইয়াছে 'Purchased Bride' or "Pya-Ki-Jogin" ইহাতে অভিনয় করিতেছেন শ্রীমতী সর্দ্দার আখতার, জেসমিন, মাষ্টার ভবানী, মহারাজ গদাধর, মাধব হিরা, এইচ, কে, ভাম্বু প্রভৃতি। লণ্ডন-প্রত্যাগতা ভদ্র মহিলা শ্রীমতি ম্যামী সাহজা নায়িকার ভূমিকায় অভিনয় করিতেছেন।

পরিচালনা করিবেন ম্যাডানের ভূতপূর্ব্ব নট ও পরিচালক বি, এস, রাজহান্স। ছবিখানি বোম্বাইয়ের ইষ্টার্ণ আর্টস ষ্টুডিওতে গৃহীত হইবে।

উদয়শঙ্করের নাচ

—শ্রীগিরিজাকুমার বসু

উদয়শঙ্কর আস্‌ছে ৩১-এ আগষ্ট থেকে ক'ল্‌কাতায় তাঁর নাচ দেখাবেন, এ কথা জান্‌তে আজ কারো আর বাকি নেই। কিন্তু এখনো এমন অনেক নর-নারী আছেন, যারা কলারসিকদের এত বড়ো একটা কাম্য ব্যাপার সম্বন্ধে কোনো আগ্রহ প্রকাশ ক'র্‌ছেন না। এর কারণ কি এই যে উদয়-শঙ্কর এখানে দীর্ঘকাল থাকার জন্যে এবং সকলেই তাঁকে দেখার ও জানার ফলে অতি-পরিচয়-জনিত কৌতুহলহীনতা তাঁদের ঘ'টেছে? উত্তর ক'ল্‌কাতার মেয়েদের কথা এই সম্পর্কে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। সে অঞ্চলে কোথায় কোন্‌ সময়ে উদয়শঙ্করের নৃত্য-প্রদর্শনী হ'লে তাঁরা খুসী ও দেখতে উন্মুখ হন, শ্রীযুক্ত হরেন ঘোষ তা জানলে নিশ্চয়ই কৃতার্থ হবেন। উদয়শঙ্করের বিবিধ ও বিচিত্র নাচ, শ্রীমতী সিম্‌কি ও শ্রীমতী জহরার দ্বৈত স্নান-নৃত্য, শ্রীমতী জহরার দেবপূজা নৃত্য, শঙ্কর আর সিম্‌কির "রাধাকৃষ্ণ" প্রভৃতি নয়নমনমোহকর দৃশ্যাবলী এবারের প্রোগ্রামে থাক্‌বে। এমন সব জিনিস দেখ্‌বার সৌভাগ্য নরনারীর জীবনে এক আধবার মাত্র ঘটে।

পত্রলেখা

শ্রদ্ধেয় "দীপালীর" যুগ্ম সম্পাদক
মহোদয়েষু—

নমস্কার ও নিবেদন

৫ই ভাদ্র, ১৩৪২ সালের "দীপালী"তে শ্রীযুক্ত নীহার গুপ্ত মহাশয় রাধাফিল্মের পরিচালক শ্রীযুক্ত জ্যোতিষচন্দ্র বন্দোপাধ্যায় মহাশয়কে যে পরামর্শ দিয়াছেন, সে বিষয়ে আমার কোনও মতামত নাই। কিন্তু তাহার নিম্নে উদ্ধৃত কয়েক ছত্রের উপর আমি প্রতিবাদ করিতে ইচ্ছা করি। আশা কবি সম্পাদক মহাশয় আমার এই পত্র খানি প্রকাশ করিয়া আমাকে বাধিত করিবেন।

নীহারবাবু লিখিয়াছেন—"একজন সাহিত্যিক, বা নাট্যকার গল্পটিকে চিত্র-নাট্যে পরিণত করিতে যতদুর সাফল্য লাভ করিবেন তিনি কি ততদুর সমর্থ হইবেন? আমার অভিমত এই যে উপযুক্ত ব্যক্তির উপর চিত্র-নাট্য রচনার ভার দেওয়াই প্রয়োজন, এবং সেই উপযুক্ত ব্যক্তির উপর চিত্র-নাট্যের ভার পড়িলে চিত্র যে কতদুর সাফল্য লাভ করে 'হেমেন্দ্রকুমার রায়ের' "তরুণী" তাহার প্রকৃষ্ট উদাহরণ।" তাঁহার পত্র পড়িয়া আমার মনে হইল যে তাঁহার ধারণা শ্রদ্ধেয় সাহিত্যিক হেমেন্দ্রকুমারের "মণিকাঞ্চন" বইখানি হেমেন্দ্রকুমার নিজেই চিত্র-নাট্য রচনা করিয়াছেন। যদি সত্যই এই ধারণা নীহার বাবুর হয়, তাহা হইলে আমি বিনীত ভাবে নিবেদন করি, তাঁহার এই ধারণা ঠিক নহে। এই পুস্তকের চিত্রনাট্য করা, শিক্ষাদেওয়া এবং পরিচালনা করার ভার, কালী ফিল্মসের পরিচালক মাননীয় শ্রীযুক্ত তিনকড়ি চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের উপর ছিল এবং আমি স্বয়ং জানি তিনিই উহা করিয়াছেন। "দীপালী" সম্পাদক মহোদয়গণ আমার সশ্রদ্ধ অভিবাদন গ্রহণ করিবেন। ইতি—

২৭শে আগষ্ট ১৯৩৫ — শ্রীঅমলেন্দু রায়
৯১ সি, কালীঘাট রোড।

গান

—শ্রীসুধা মজুমদার

(ভাটিয়ালি)

ওরে ভিন্-গেরামের নাইয়া!
এই বাদলা সাঁজে তরী তোমার কোন্ ঘাটে যাও বাইয়া॥
কণ্ঠে তোমার ভাইটাল সুরের যে গানখানি সাধা,
সেই গানেরই চরণ সাথে পরাণটা মোর বাঁধা,
(তাই মোর) চরণ চলে গানের কালে নদীর পানে ধাইয়া॥
(আমার) সাঁজের বাতি হয়না জ্বালা আউলা রয় মোর কেশ,
(আমি) জল আনিতে যাই ভুলে গো, মোর হয় না পরা বেশ,
দরদী তোর গানের সুরে কি যে দরদ বাজে,
সেই দরদে আউরে ওঠে পরাণ সকল কাজে,
(মোর) দিবা-রাতি কাঁদে নয়ান না জানি কি চাইয়া॥
ভিন্-গেরামের নাইয়া!

উত্তরা

১৩৮।১, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট | | কলিকাতা

এখন প্রদর্শিত হইতেছে—

পপুলার পিক্‌চার্সের

প্রথম বাণী-চিত্র

"মন্ত্রশক্তি"

(সাফল্যমণ্ডিত ২য় সপ্তাহ)

গল্প—অনুরূপা দেবী

পরিচালনা—সতু সেন

কালী ফিল্ম ষ্টুডিওতে গৃহীত হইয়াছে

সকল শ্রেণীর অগ্রিম টিকিট প্রাপ্তব্য

শনিবার ও রবিবার — ৩, ৬-১৫ ও ৯-৩০

অন্যান্য দিবস — ৬-১৫ ও ৯-৩০

রূপবাণী

ফোন—বি, বি, ৩৪১৩] [৭৬।৩, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট

মনোহর দৃশ্যসজ্জায়, অপরূপ নৃত্য ও সঙ্গীত মূর্চ্ছনায় অর্দ্ধলক্ষ নরনারীর চিত্তহারী চিত্র।

= বিদ্রোহী =

অমানুষিক অত্যাচার ও সংগ্রামের বিভীষিকায় প্রাণস্পর্শী! রোমাঞ্চকর!!!

—তৎসহ—

সঙ্গীত ও কৌতুকরসবহুল প্রহসন।

রাতকাণা

৩১শে আগষ্ট, শনিবার হইতে—

অপ্রতিহতগতিতে ৫ম সপ্তাহ।

শনি ও রবি — ৩টা, ৬-১৫ ও ৯টায়

অন্যান্য দিবস — ৬-১৫ ও ৯টায়

মাত্র এক সপ্তাহ বাকী দেখিতে তৎপর হউন!

রূপকথার

রূপালী পর্দ্দায়

"ক্লিওপেট্রা"

শনিবার—৩১শে আগষ্ট হইতে—

প্রত্যহ ... ৩, ৬॥০ ও ৯॥০

ক্লিওপেট্রা—মিস্ ক্লদেৎ কলবার্ট

সর্ব্বাঙ্গীন সাফল্যমণ্ডিত এমন দৃশ্যাবলী—মধুর, অপূর্ব্ব সুন্দর প্রয়োজনা—রোমান্স ও প্রাণস্পর্শী চিত্র ইহার পূর্ব্বে দেখান হয় নাই। আরও দেখিবেন যে, মৃত্যুকে বরণ ক'রে ভালবাসাই জয়ী হ'ল। শুধু তাদের প্রাণঢালা প্রগাঢ় প্রেমের জন্য ভাসিয়ে দিল ধরণীর শেষ সীমানার অন্তরালে!

রূপকথা

বহুবাজার জংসন] [ফোন—বি, বি, ৯৭৭

পরবর্ত্তী চিত্র—"সীতা"

—দীপালী—

চিত্তরঞ্জন এভিনিউ নর্থ] [ফোন—বি, বি, ৬৬৭

আগামী শনিবার ৩১শে আগষ্ট হইতে

—ওয়ার্ণার ব্রাদার্সের শ্রেষ্ঠ অর্ঘ্য—

গোল্ড ডিগারস্, ১৯৩৩

পৃথিবীর ৩০০ শত শ্রেষ্ঠা সুন্দরীর প্রচেষ্টার ফল

"প্যারেড্ অফ্ দি গোল্ড্ ডিগারস্"

"ফ্লাওয়ার্ গার্ডেন্ অফ্ গার্লস্"

"ব্যালেট্ অফ্ দি স্মোক্"

"ডান্স্ অফ্ দি সিঙ্গিং ভাওলিন্স্"

ইত্যাদি অভিনব দৃশ্যাবলী দেখিয়া মুগ্ধ হইবেন।

—শ্রেষ্ঠ নৃত্যগীত-সম্বলিত চিত্র—
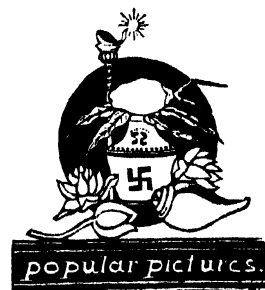
দীপালী

DIPALI

কলম্বিয়ার "Whole Town's Talking" চিত্রে এডওয়ার্ড জি, রবিনসন ও জীন আর্থার। গ্লোবে শনিবার মুক্তি লাভ করিবে।

৭ম বর্ষ] ২৬শে ভাদ্র, ১৩৪২ ঃঃ 12th September, 1935 [৩৭শ সংখ্যা

দীপালী কার্য্যালয়—১২৩।১, আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা—
ফোন বড়বাজার—৩২৫৩

৭ম বর্ষ { ২৬শে ভাদ্র বৃহস্পতিবার, ১৩৪২
১২ই সেপ্টেম্বর ১৯৩৫ } ৩৭শ সংখ্যা

কলাকেলি

আমার বন্ধু হেমেন্দ্রলাল রায়ের অকাল-মৃত্যুর পরে সহরের চারিদিকে যখন স্মৃতি-সভার, হাহাকারের বা শোকপ্রকাশের ধূম প'ড়ে গেল, সেই সময়ে "দীপালী"তে আমি এই মর্ম্মে লিখেছিলুম যে, কোন সাহিত্যিকের মৃত্যু হ'লে দেশময় শোক-সভার বিপুল আয়োজন হয়। কিন্তু ঐ সব সভায় প্রায়ই এমন সব পেশাদার শোক-প্রকাশক মড়া-কান্না কাঁদেন ও সহানুভূতি জাহির করেন, যাঁরা মৃত সাহিত্যিকের জীবন-কালে তাঁর একখানি মাত্র বই কেনবার জন্যেও একটি মুদ্রা ব্যয় করা দরকার মনে করেন নি। অথচ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই খোঁজ নিলে দেখা যাবে যে, শক্তির পরিচয় দিয়ে যে সব সাহিত্যিক মৃত্যুর পরে এত লোকের শ্রদ্ধা ও সহানুভূতি আকর্ষণ করেন, ইহলোকে আত্মা ও দেহকে অবিচ্ছিন্ন রাখবার জন্যে হয়তো তাঁদের অ-সাহিত্যিকের কাজ ক'রে কায়ক্লেশে জীবন ধারণ করতে হয়েছিল।

*

সেদিন আজেবাজে ও কাজের নানা কথা নিয়ে আলোচনা করতে করতে শরৎচন্দ্রও এই প্রসঙ্গ তুললেন। বললেন, "একবার কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের এক শ্রাদ্ধ-সভায় আমন্ত্রিত হয়েছিলুম। সত্যেন্দ্রনাথের জন্যে অনেক বক্তা অনেক হা-হুতাশ করলেন। সেই সব কপট হা-হুতাশ শুনে থাকতে না পেরে আমিও প্রশ্ন করেছিলুম, 'যারা আজ এত দুঃখ করছেন, তাঁরাও কি সত্যেন্দ্রনাথের কোন বই কিনেছেন? সত্যেন্দ্র কি কি বই লিখেছেন তাও কি তাঁরা বলতে পারবেন?'

*

"বাংলাদেশে সাহিত্যিকের জীবন এম্নি দুঃখের! সাহিত্যিকরা আজ সাহিত্য-ক্ষেত্রের বাইরে গিয়েও ছুটোছুটি করছেন কেন? সাহিত্য যা দিতে পারে না, কোনরকমে সেই ভাত-কাপড় যোগাড় করবার জন্যে অনেককে উঞ্ছবৃত্তিও করতে হচ্ছে। উপায় কি? সাহিত্যিকদের উপরে দেশের লোকদের কোন দরদই নেই। বড় লোকের বাড়ীতে যাও, তিনি বাড়ীর চারিদিক দেখিয়ে সগর্ব্বে বলবেন, 'দেখুন, এখানটা আমি কেমন মার্ব্বেলে বাঁধিয়ে নিয়েছি, স্নান-ঘরের জন্যে আমি এত টাকা খরচ করেছি, এত রকম আসবাব দিয়ে আমি বৈঠকখানা সাজিয়েছি' প্রভৃতি। অনেক-কিছুর জন্যেই মুক্তহস্ত হ'তে তাঁর বাধে নি, কিন্তু তাঁর সারা বাড়ী খুঁজেও একখানা বই আবিষ্কার করতে পারবে না, সাহিত্যের জন্যে কোনদিনই তিনি হাত উপুড় করেন নি। এই তো দেশের অবস্থা। বাঙালীর নিজস্ব বলতে এখন আর কিছুই

বিদেশীদের হাতের মুঠোয়, বাঙালীর গৌরব বা গর্ব্ব করতে আছে কেবল এই সাহিত্য। বাংলাদেশের লোক তবু এই সাহিত্যকেই রক্ষা করবার চেষ্টা করেন না!

*

"তোমরা হয়তো বলবে, এমন কথা আমার মুখে সাজে না। বাংলাদেশে আমার বইই নাকি সব চেয়ে বেশী বিকোয়—তোমাদের এই কথাই যদি সত্য হয়, তাহলেও বিশেষ আশ্বস্ত হবার কারণ নেই। আমার বই কত বিক্রী হয় সেটা আমার অজানা নেই। বইয়ের আয়ে কোনরকমে আমার সংসার চ'লে যায় বটে। কিন্তু সে আয় মোটেই অসামান্য নয়।... ...এখন বুঝে দেখ, আমার অবস্থাই যদি এই রকম হয়, তাহ'লে বাংলাদেশের অন্য অন্য সাহিত্যিকের অবস্থা কতটা শোচনীয়! তাঁদের অনেকেরই বই দুই-তিনশোর বেশী কাটে না—তাও লাইব্রেরীর দৌলতে। ক-জনের বইয়ের দ্বিতীয় সংস্করণ হয়? এক্ষেত্রে উঞ্ছবৃত্তি ছাড়া সাহিত্যিকরা আত্মরক্ষা করবেন কোন্ উপায়ে?... ...হেমেন্দ্র, তোমার লেখা-টেখা ছেড়ে দাও। লিখে কেউ এদেশে বাঁচতে পারে না।"

*

আমি ঠিক শরৎচন্দ্রের ভাষায় সব কথা বলতে পারলুম না। তবে তিনি যা বলেছিলেন, সাজিয়ে-গুছিয়ে সেগুলিকে এই ভাবেই দাঁড় করানো যায় বটে। তাঁর প্রত্যেক কথাটি অক্ষরে অক্ষরে সত্য। কোন ভালো লেখক সারা জীবনে মাত্র কয়খানি বই লিখতে পারেন? অথচ আমি এমন অনেক বিখ্যাত সাহিত্যিককে জানি (এবং সত্য সত্যই যাঁরা সুলেখক), যারা মাত্র একশো টাকায় একখানি বড় উপন্যাসের 'কপিরাইট' বিক্রী করেছেন! অবিখ্যাত (যদিও সুলেখক) ঔপন্যাসিক-দের কথা তোলাও বাহুল্য। তাঁরা ত্রিশ, পঁয়ত্রিশ, চল্লিশ বা পঞ্চাশ টাকা পেলেই পরম আনন্দে উপন্যাসের 'কপিরাইট' ছেড়ে দিতে রাজি আছেন! ছোট গল্প তো প্রকাশকরা দিতেই রাজি হন না! ভেবে দেখুন, এদেশে গল্পের ও উপন্যাসেরই হাল যদি এইরকম হয়, তাহলে সমালোচক, প্রবন্ধলেখক ও কবিদের অবস্থা কি-রকম? একজন রবীন্দ্রনাথ ও একজন শরৎচন্দ্রকে নিয়ে বাঙালী বড় জোর গর্ব্ব করতে পারে। দেশের লোক যদি আর সব সাহিত্যিককে ভুলে যায়, তাহ'লে বাংলা সাহিত্য কোনদিনই সব-দিক-দিয়ে পূরন্ত হয়ে একটা অসামান্য ও সমগ্র রূপ ধারণ করতে পারবে না। বহুদূর থেকে সর্ব্বাগ্রে যাদের চোখে পড়ে, হিমালয়ের সেই শিখরগুলি নিয়েই সমগ্র হিমালয় নয়—শিখরের নীচে আছে গিরি-সম্রাটের যে বিরাট দেহ, শিখরগুলি তার সর্ব্বোচ্চ প্রকাশ হ'লেও ঐ দেহের বিপুল মহিমাও তো ভোলবার নয়!

*

এই যে বাংলা সাহিত্য আজ দর্শনে বিজ্ঞানে ইতিহাসে প্রত্নতত্ত্বে কাব্যে গল্পে ইতিহাসে, সমালোচনায় ও নানা-বিষয়ক প্রবন্ধের গৌরবে ধীরে ধীরে পূর্ণতার দিকে এগিয়ে আজ ভারতবর্ষের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সাহিত্য হয়ে দাঁড়িয়েছে, কেবল এক রবীন্দ্রনাথ বা এক শরৎচন্দ্রের প্রতিভার উপরে নয়, শত শত বুভুক্ষু সাহিত্যসেবকের অশ্রুসিক্ত অস্থি-পঞ্জরের উপরেই এর বনিয়াদ গ'ড়ে উঠেছে। সংখ্যাতীত যে সব উপোসী দেহ সাহিত্যের এই দেবালয় গড়বার জন্যে আপনাদের শেষ শক্তিটুকু পর্য্যন্ত ব্যয় করেছে, নির্ব্বিকার দেশ ও জাতি তাদের দিকে ফিরেও তাকায় না। প্রত্যেক সক্ষম ও শিক্ষিত বাঙালী যদি মাসে দুই—এমন কি একটি মাত্র টাকাও সৎসাহিত্যের জন্যে খরচ করেন, তাহ'লেও বাংলা-সাহিত্যের এই মৌন সাধকগণকে অর্দ্ধাহারে বা অনাহারে থাকতে হয় না।

*

বছরে বছরে দলে দলে ছাত্র উদ্গার করছে বাংলার বিশ্ববিদ্যালয়। যতদিন তারা বিশ্ববিদ্যালয়ের জঠরে থাকে, ততদিন দেশী-বিলাতী সাহিত্যের কিছু কিছু নমুনা তাদের পাতে দেওয়া হয়। কিন্তু দেওয়া হয়—ঐ মাত্র! কারণ ছাত্ররা যদি মনে-প্রাণে সেই দানকে গ্রহণ করত, তাহ'লে বিশ্ববিদ্যালয়ের আশ্রয় ছেড়ে বাইরে আসবার পরেও তাদের হৃদয়ে অল্পবিস্তর সাহিত্যানুরাগ বর্ত্তমান থাকত। বিশ্ববিদ্যালয় ত্যাগ ক'রে বেশীর-ভাগ বাঙালী ছাত্রই যখন কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবেশ করে, তখন নিছক সাহিত্য হয় তাদের কাছে বাজে অকেজো জিনিষ বা অস্পৃশ্য বস্তুর মত। সংস্কৃতি লাভ করবার বা মনের খোরাক জোগাবার জন্যে তখন আর তাদের ভিতরে কোন আগ্রহই জাগ্রৎ হয় না। তারা বিশ্ববিদ্যালয়ে ঢুকেছিল টাকা রোজগারের উপায় করবার জন্যে, তাই ওখান থেকে বেরিয়ে কেবল অর্থোপার্জ্জনকেই জীবনের শ্রেষ্ঠ কর্ত্তব্য ব'লে মনে করে। জ্ঞানার্জ্জন, চিত্তের প্রসার বা ললিত কলার চর্চ্চা তাদের কাছে হয়ে দাঁড়ায় তুচ্ছ ব্যাপার।

*

জ্ঞানার্জ্জনের প্রধান উপায় সাহিত্য। বর্ত্তমান কালে সাহিত্যের কথা বললেই পুস্তকের কথা মনে হয়। য়ুরোপ-আমেরিকায় বিভিন্ন বিভাগে যাঁরা সর্ব্বপ্রধান মানব রূপে অমর হয়েছেন এবং দেশ বা জাতির ভাগ্যকে নায়ক রূপে পরিচালনা করছেন, খবর নিলেই জানা যাবে, পুস্তকই হচ্ছে তাঁদের সব চেয়ে বড় বন্ধু। এ বিষয়ে এত দৃষ্টান্ত আছে যে "দীপালী"র কয়েক সংখ্যাতেও কুলোবে না। কিন্তু অতটা করবার দরকার নেই, আপাততঃ জার্ম্মাণীর ভাগ্যবিধাতা হিট্‌লারের দৃষ্টান্ত দিলেই চলবে। গত মহাযুদ্ধের সময়েও তিনি ছিলেন সকলের অপরিচিত এবং একান্ত দরিদ্র। বাংলাদেশের যে সব শিক্ষিত ব্যক্তি পুস্তক ক্রয়ের অক্ষমতার ওজর দেখাবার জন্যে দারিদ্র্যের কথা তোলেন, হিট্‌লারের "আত্মজীবনী"র এই কথাগুলি তাঁদের লজ্জা দেবে কিনা জানি না: "এই সহরে (ভিয়েনায়) পাঁচ বৎসর আমি দুর্দ্দশাময় হতভাগ্য জীবন যাপন করেছি। প্রথমে শিক্ষানবিস, তারপর অজ্ঞাতনামা চিত্রকররূপে আমার এই পাঁচ বৎসর কেটে গেছে। একেবারেই অপ্রচুর যে খাদ্য সংগ্রহ করতুম, সামান্য ক্ষুধানিবৃত্তির পক্ষেই তা যথেষ্ট ছিল না। এই ক্ষুধাই ছিল আমার সত্যিকার বন্ধু, কারণ সে আমাকে ছেড়ে একদণ্ডও থাকত না। যে সব গ্রন্থ আমি অধিকার করেছিলুম; যে সব অপেরা আমি দেখবার সুযোগ পেয়েছিলুম; তার প্রত্যেকখানিই লাভ করেছি এই জঠর-জ্বালার বিনিময়ে। আমার নির্দ্দয় বন্ধুর সঙ্গে এই যুদ্ধ ছিল

দৈনন্দিন। কিন্তু জীবনের এই সময়েই আমি সব চেয়ে বেশী শিক্ষালাভ করেছি। আমার কর্ম্মজীবন ও অপেরা দেখার সময় ছাড়া আমার অবসরের একমাত্র আনন্দ ছিল ছিল এই পুস্তকপাঠ। গভীর একাগ্রতার সঙ্গে এই সময়ে বই পড়েছি আমি অসংখ্য। আজ আমার যতটুকু জ্ঞান আছে, তা লাভ করেছি আমি এই কয় বৎসরে।"

*

হিট্‌লার পেটে না খেয়ে বই কিনতেন, এ কথাটা বাঙালীর কাছে নূতন বটে; কিন্তু খোরাকীর পয়সায় অপেরা দেখতে যেতেন, এটা শুনলে এদেশের অনেকেই বোধ হয় বিস্ময়ে হতভম্ব না হয়ে পারবেন না। তাই এখানে ব'লে রাখা ভালো যে, বাংলাদেশের ও জার্ম্মাণীর থিয়েটার ভিতরে পার্থক্য আছে আকাশ-পাতাল। বাংলার সাধারণ রঙ্গালয় যে কোন উচ্চশিক্ষিতের সংস্কৃতিকে আহত করে. কিন্তু পাশ্চাত্য নাট্যজগতে জার্ম্মাণীর স্থান আর সব দেশের উপরে। বিশেষ ক'রে জার্ম্মাণ রঙ্গালয়ের অপেরা হচ্ছে একেবারে প্রথম শ্রেণীর সঙ্গীত, প্রথম শ্রেণীর কাব্য ও প্রথম শ্রেণীর চিত্রকলার সৌন্দর্য্য-ভাণ্ডার। সেখানকার অপেরা মানুষের রসবোধকে জাগ্রৎ, শিক্ষিত ও সংস্কৃত করে এবং মনকে নিয়ে যায় রূপ ও রসের সপ্তম স্বর্গে। হিট্‌লার উদরের ক্ষুধাকে অতৃপ্ত রেখে বই কিনতে অপেরা দেখতে যেতেন, কারণ তিনি জানতেন যে দেহের খোরাকের চেয়ে মনের খোরাকের দাম বেশী। এবং হিট্‌লারের এ মত যে ভ্রান্ত নয়, আজকে তাঁর ধারণাতীত সফল জীবন সেইটেই প্রমাণিত করছে প্রকৃষ্ট রূপে।

*

শরৎচন্দ্র বাংলার সাহিত্যিকগণকে সাহিত্য সাধনা ছেড়ে দিতে বলেছেন। অবশ্য এটা নিশ্চয়ই তাঁর মনের কথা নয়। এ কথার মূলে আছে অনেকখানি দুঃখ ও অভিমান। নইলে আমাদের মত তিনিও জানেন যে, সাহিত্যিকরা হচ্ছেন ধূপের মতন; নিজেরা স্তব্ধ-মুখে দগ্ধীভূত হয়ে সুগন্ধ বিতরণ করাই হচ্ছে তাঁদের জীবনের পরম সাধনা। টাকা পেলেও তাঁদের লেখনী চলে; টাকা না পেলেও তাঁদের লেখনী অচল বা অলস হয় না—অচল অলস হওয়া খাঁটি সাহিত্যিকের লেখনীর ধর্ম্ম নয়। ভরা পেটে বা খালি পেটে সাহিত্যের স্বপ্ন দেখাই সাহিত্যিকের বিশেষত্ব। মাইকেল যদি দাতব্য চিকিৎসালয়ে অর্থাভাবে প্রাণত্যাগ না ক'রে আবার রোগশয্যা থেকে গাত্রোত্থান করতে পারতেন, তাহ'লে কি আর পাঁচজন বুদ্ধিমানের মত সাহিত্যকে ভুলে উঠে প'ড়ে কোমর বেঁধে তিনি কেবল অর্থকরী ব্যারিষ্টারি-ব্যবসায় নিয়েই বাকি জীবনটা কাটিয়ে দিতে পারতেন? তা পারতেন না, কারণ আর পাঁচজনের পক্ষে যা সম্ভব ও স্বাভাবিক, তাঁর মতন খাঁটি সাহিত্যিকের পক্ষে সেটা সম্পূর্ণ অসম্ভব ও স্বাভাবিক। শরৎচন্দ্রের লেখা বই আজই টাকা আনছে। কিন্তু আমাদের চোখের উপর দিয়েই যে যুগ চ'লে গেছে, যে যুগে "বড় দিদি", "চন্দ্রনাথ", "বিন্দুর ছেলে", "রামের সুমতি", "পথ-নির্দ্দেশ", ও "চরিত্রহীন" প্রভৃতি অসাধারণ রচনা আলোকের মুখ দেখেছে, সাহিত্য সেদিন শরৎচন্দ্রকে কত টাকা, আনা ও পয়সা দান করেছে? শরৎচন্দ্র সেদিন আমাদের বললেন, "আমার আর দু-তিনটে অসমাপ্ত রচনা আছে। সেগুলো শেষ ক'রে আমি আর কলম ধরব না।" দেখা যাক্ তাঁর এ সঙ্কল্প পূর্ণ হয় কিনা! আমি কিন্তু ভবিষ্যদ্বাণী করছি, ভগবান যতদিন শরৎচন্দ্রকে বাঁচিয়ে রাখবেন, শরৎচন্দ্রও ততদিন তাঁর কলমকে বাঁচিয়ে রাখবেন এবং ঐ দুই-তিনটি অসমাপ্ত রচনা সমাপ্ত হবার পরেও তাঁর আরো অনেক নূতন রচনা আরম্ভ ও সমাপ্ত হবে! শরৎচন্দ্র যে সাহিত্যিক, সাহিত্যের ধারা যে রক্ত হয়ে তাঁর ধমনীতে প্রবাহিত হচ্ছে! তাঁর সাহিত্য-সাধনা ত্যাগ করার মানে জীবন ত্যাগ করা।

*

এতদিন পরে "উত্তরায়" "মন্ত্রশক্তি" দেখলুম। আধুনিক সাহিত্যিকের দৃষ্টি "মন্ত্রশক্তি"কে উপন্যাস, নাটক বা চিত্রনাট্য আকারে কোনদিনই ভালো ব'লে গ্রহণ করবে না। তবে সাহিত্যের সূক্ষ্মজ্ঞানে বঞ্চিত জনসাধারণের দৃষ্টি যে "মন্ত্রশক্তি"র প্রভাবে মুগ্ধ হয়, এর জ্বলন্ত প্রমাণ আগেই পাওয়া গিয়েছে। কিন্তু সাধারণ রঙ্গালয়ে "মন্ত্রশক্তি"র সেকেলে বাক্যাড়ম্বর ও থিয়েটারি নাটক-সুলভ সস্তা "মথ্‌রো" চরিত্র প্রভৃতি হেটো দর্শকদের যত বেশী আকৃষ্ট করত, এই চিত্রনাট্য হয়তো ততটা করতে পারবে না। তবে এটাকে আমি চিত্রনাট্যকারের দোষ বা অক্ষমতা ব'লে মনে করি না। সাধারণ রঙ্গালয়ের "মেলো-ড্রামাটিক" নাটকের সম্পূর্ণ রস যাঁরা সবাক চলচ্চিত্রের সংকীর্ণ ক্ষেত্রে অন্বেষণ করতে উদ্যত হবেন, তাঁদের অসম্ভব আশা কোনদিনই সফল হবে না। এইজন্যেই আমি সাধারণ রঙ্গালয়ে অভিনীত "মন্ত্রশক্তি"র কথা একেবারে ভুলে গিয়ে, একেবারে জনসাধারণের দৃষ্টিতে "মন্ত্রশক্তি"র চলচ্চিত্র দর্শন করেছি। এবং জনসাধারণেরই একজন হয়ে মুক্তকণ্ঠে আমি বলিতে পারি, যে সব উপাদান ও গুণ থাকলে বাংলা ছবি জমে ও তার রস দানা বাঁধে, "পপুলার পিক্‌চার্সে"র দ্বারা প্রস্তুত "মন্ত্রশক্তি"র মধ্যে তার অভাব নেই। দেখছি, কোন কোন চিত্রসমালোচক বা চলচ্চিত্র-বিশেষজ্ঞ "মন্ত্রশক্তি"র কোন কোন দোষ আবিষ্কার করেছেন। অত দোষ দেখবার মত চলচ্চিত্র-বিদ্যা এখনো আমি অর্জ্জন করতে পারি নি। তাই আমার মনে হ'ল, বাজারের জনপ্রিয় অধিকাংশ ছবির চেয়ে "মন্ত্রশক্তি"র দোষদুষ্ট অংশ বেশী নয়।

*

বিভিন্ন ভূমিকায় যাঁরা অভিনয় করেছেন, তাঁদের কথাও কিছু বলি। শ্রীমতী শান্তি গুপ্তার ভাব ও ভাষার অভিব্যক্তি নির্দ্দোষ নয় এবং উচ্চারণও নিখুঁৎ নয়; কিন্তু তবু স্থানে স্থানে তিনি উল্লেখযোগ্য শক্তির পরিচয় দিয়েছেন। শ্রীমতী 'লাইটে'র মুখ পর্দ্দার গায়ে সুন্দর দেখায় এবং তাঁর গান ও অভিনয় সমান দরের হয়নি। যাঁদের অভিনয় আমার ভালো লেগেছে তাঁদের নাম শ্রীযুক্ত নির্ম্মলেন্দু, রতীন্দ্রনাথ, জহরলাল ও কৃষ্ণধন এবং শ্রীমতী চারুবালা। নির্ম্মলেন্দু অধিকাংশ স্থানে চলচ্চিত্রের উপযোগী অভিনয় ক'রে আমাদের প্রশংসা অর্জ্জন ক'রেছেন। সাধারণ

(শেষাংশ পরের পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

গান

—হেমেন্দ্রকুমার রায়

তোমার তরে যে-কথাটি, সে-কথা আর বল্‌ব কারে,
জানি অসীম প্রাণের ধারা অকূল জগৎ-পারাবারে—
সে-কথা আর বল্‌ব কারে!

*

শুনবে ব'লে অফুট্ বাণী
বিশ্ব করে কাণাকাণি,
মনের ভাষা কাঁদছে তবু আঁধুল জীবন-কারাগারে—
সে-কথা আর বল্‌ব কারে!

*

এই যে রাঙা ফোটা-গোলাপ, এর বাণী তো ভোমর জানে'
দিলেও সোনার ফুলের দানী বল্‌বো না মোর কাণে কাণে!

*

মহারাজা! আমার কাছে
কেবল তোমার স্বপন আছে,
তোমার সাথে কইব কথা মনোবীণার তারে তারে—
সে-কথা আর বল্‌ব কারে!

কলাকেলি

(৫ম পৃষ্ঠার পর)

রঙ্গালয়ের কৃত্রিম অভিনয়ের সুর এত সহজে বর্জ্জন ক'রে তিনি যথেষ্ট শক্তির পরিচয় দিয়েছেন। তাঁকে আমরা আরো অনেক ছবিতে দেখতে চাই। রবীন্দ্রনাথের অভিনয়ে সব-চেয়ে উল্লেখ্য তাঁর শান্ত সংযম। মৃগাঙ্কের আড্ডায় বাইজীর গান ভালো। কিন্তু নর্ত্তকীর নাচ অসাময়িক ও হাস্যকর। গানগুলির রচনা মন্দ নয়, কিন্তু চলচ্চিত্রের দিক থেকে স্থানে স্থানে দীর্ঘতা-দোষে দুষ্ট। আলোক-চিত্রকর শ্রীযুক্ত সুরেশ দাসের কাজ অধিকাংশ স্থলেই সন্তোষজনক। কোন কোন প্রাকৃতিক দৃশ্য নয়ন-মন উৎফুল্ল ক'রে তোলে। কিন্তু রেলপথের ধারে এতবার মাঠ না দেখালেও ক্ষতি হ'ত না। গানের সুরে এবং আবহ-সঙ্গীতে শিল্পীর শীলমোহর আছে। শ্রীযুক্ত সতু সেন চিত্র-পরিচালকরূপে এই প্রথম দেখা দিলেন এবং সেই হিসাবে তাঁর প্রথম আবির্ভাব অসার্থক হয় নি—পরিচালনায় মাঝে মাঝে যথেষ্ট রসজ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায়। "পপুলার পিকচার্সে"র কর্ত্তারা দেশে এত বই থাকতেও যে-অভিপ্রায়ে "মন্ত্রশক্তি" নির্ব্বাচন করেছেন, তাঁদের সে অভিপ্রায় সিদ্ধ হবে ব'লেই বিশ্বাস করি। ছবিখানির পরমায়ু কম হবে না।

শ্রী হেমেন্দ্রকুমার রায়

বাংলা দেশ ও ম্যালেরিয়া

—ডাঃ শ্রীনগেন্দ্রনাথ দে

বাংলা দেশের সঙ্গে ম্যালেরিয়ার যেন অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ। শত চেষ্টা চরিত্র সত্ত্বেও এই সম্বন্ধের কোনই ব্যতিক্রম হইতেছে না, দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বৎসরের পর বৎসর যেন এই সম্বন্ধ ক্রমে ঘনিষ্ট হইতে ঘনিষ্টতর হইয়া উঠিতেছে। বাংলার জনসাধারণ এবং বাংলা সরকারের শত চেষ্টাতেও কিছুই হইতেছে না। বঙ্গীয় স্বাস্থ্য বিভাগের রিপোর্ট পাঠ করিলে এই ধারণাই হৃদয়ে বদ্ধমূল হইয়া পড়ে যে, বাঙ্গালী সত্যসত্যই একটা ধ্বংসোন্মুখ জাতি, যে হারে এই জাতির মৃত্যুসংখ্যা বাড়িয়া চলিতেছে, তাহাতে মনে হয় যে, তাহাদের জীবনাকাশে সূর্য্যদেব পশ্চিম গগনে গিয়া স্থান লইয়াছেন।

অন্যান্য রোগের মধ্যে ম্যালেরিয়াই যে এই জাতির সর্ব্বাপেক্ষা বেশী অনিষ্টসাধন করিতেছে, সে বিষয়ে দুই মত থাকিতে পারে না। ১৯৩৩ সালের রিপোর্ট পাঠ করিলে দেখা যায় যে কেবল ম্যালেরিয়া নহে, সকল রোগেই মৃত্যুসংখ্যা দিন দিন ভয়ানকভাবে বাড়িয়া যাইতেছে। নিম্নে কয়েকটী রোগের মৃত্যু-হারের তালিকামাত্র দেওয়া হইল :—

	১৯৩২	১৯৩২
ম্যালেরিয়া	৮৬,৫৩৬	৪,১৩,৯২২
অন্যান্য জ্বর	৬,৯১,৫১৩	৮,১২,৩৯৩
কালাজ্বর	২,৭২৭	১৩,৪৪৭
যক্ষ্মা	১১,৮০১	১৪,৮০২
শ্বাসযন্ত্রের রোগ	৬২,২৪৯	৮২,১৭৩

এই সমস্ত সংখ্যা দৃষ্টে দেখা যায় যে, ম্যালেরিয়া রোগের মৃত্যুর সংখ্যা এক বৎসরে ৩,২৭,৩৮৬ বাড়িয়াছে বাংলাদেশে ম্যালেরিয়া জ্বরে মৃতের সংখ্যা হইতে হিসাব করিয়া দেখা যায় যে, এই জনপদের প্রত্যেক মাইলে ১৯৩৩ সালে গড়ে ১৬ জন করিয়া লোক মারা গিয়াছে। ম্যালেরিয়ায় প্রতি মাইলে কোন জেলায় কত লোক মরিয়াছে, তাহার হিসাব নিম্নে দেওয়া গেল :—

দিনাজপুর	১৩
পাবনা	১৩২
নদীয়া	২০০
রাজসাহী	১৮৯
মুর্শিদাবাদ	১৪৯
মালদহ	১৭৭
যশোহর	১২৫
বীরভূম	১৪৫

ইত্যাদি

এই হিসাব দৃষ্টে ভয়ে মন আঁৎকাইয়া উঠে। মনে হয় যেন বাঙ্গালী আর বেশী দিন নাই, শীঘ্রই পৃথিবীর বুক হইতে হয় একেবারে নিশ্চিহ্ন হইয়া যাইবে, না হয় নির্জ্জীব হইয়া দীনভাবে জীবন যাপন করিতে বাধ্য হইবে।

এই সঙ্কটাপন্ন অবস্থায় প্রতিকারকল্পে আমাদিগের অবহিত হইতে হইবে। প্রথমতঃ ইহার কারণ কি অনুসন্ধান করিয়া, সেই গুহ্য কারণের মূল উৎপাটন না করিতে পারিলে উপর হইতে আলগা চেষ্টায় বিশেষ কিছু ফল হইবে না। বাঙ্গালীর জীবনীশক্তির হ্রাসই খুব সম্ভবতঃ এই অবস্থার মূল কারণ। বাঙ্গালীর স্বাস্থ্য দিন দিন খারাপের দিকে যাইতেছে এ কথা অস্বীকার করা যায় না। বিগত ৩০।৩৫ বৎসর পূর্ব্বেও বাঙ্গালী জাতি স্বাস্থ্যবান ছিল। ভারতের ভূতপূর্ব্ব বড়লাট লর্ড মিণ্টো (১৯০৫—১৯১০) তাঁহার জীবনস্মৃতিতে বাঙ্গালী জাতি সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন, তাহা পাঠ করিলে বাঙ্গালীর অতীত দেহ-সৌন্দর্য্যের গর্ব্বে বুক ফুলিয়া উঠে এবং বর্ত্তমানের অবস্থা দর্শনে মনে ধিক্কার জন্মে। লর্ড মিণ্টো বলিয়াছিলেন যে, বাঙ্গালীরা পৃথিবীতে সব চেয়ে সুন্দর জাতি। ইহারা উচ্চতায় প্রায় সকলে ৬ ফুট এবং ইহাদের অনিন্দ্যসুন্দর মুখশ্রী দেখিয়া প্রাচীন গ্রীক ও রোমান স্থাপত্যের মূর্ত্তিগুলির কথা মনে হয়। সেই একদিন ছিল; আর আজ বাঙ্গালী অধঃপতনের নিম্নতম স্তরে!

[ইহার পর ২৮শ পৃষ্ঠায় দেখুন।

= পার্ট কেলটন =

আর কে ও রেডিওর উদীয়মানা

অভিনেত্রী

ক্লডেট কোলবেয়ার কলম্বিয়ার "She Married Her Boss" ছবিতে নায়িকার ভূমিকায় অবতীর্ণ হইতে দেখা যাইবে।

শ্রীমতী জোহরা মোমতাজ— উদয়শঙ্করের নবতম নৃত্য সঙ্গিনী ও জার্মানীর বিখ্যাত নর্তকী মেরী উইগম্যানের ছাত্রী।

বিষক্ষয়

(বড় গল্প)

শ্রী

—শ্রীপ্রভবদেব মুখোপাধ্যায়

ঘণ্টাখানেক এইরূপ ভাবেই চলিয়াছিল। শেষে আর একটি বোতল আনাইবার উদ্যোগ হইতেই হিরণ কথার স্বরে বেশ একটু ঝাঁঝ মিশাইয়া বলিয়া উঠিল;—"গোল্লায় যদি তোমাদের এমনি করে যেতে হয় নিজেরা যাও না কেন! আমাদের সঙ্গে ক'রে না নিয়ে অব্যাহতি দেবার কোনও ব্যবস্থা করতে পার না?"—তাহার চোখের কোনে জল চিক্ চিক্ করিয়া উঠিল।

এই অপ্রত্যাশিত কথার ঝাঁঝটুকু উপস্থিত সকলেরই মগজে বেশ একটু ঝাঁকুনি দিয়া গিয়াছিল। হিতেন রাগিবার উপক্রম করিতেছিল। সুপ্রকাশ ভাবিতেছিল—এ আবার কি রকম কথা! অধীর হতবুদ্ধি হইয়া গিয়াছিল; সে শুধু কয়েক মুহূর্ত্ত। তাহার পরেই নিতান্ত গম্ভীর স্বরে কহিল;—"তোমাদের অব্যাহতি দেবার আগে নিজেদেরই অব্যাহতি পাবার ব্যবস্থা এখন থেকে কর্ত্তেই হবে। আজ অতটা খোঁচা না দিলেই ত পার্ত্তে। তুমি কি জানো হিরণ বিষ দিয়ে বিষক্ষয় হয়।" তাহার স্বরে বেদনা ফুটিয়া উঠিল।

হিরণের নারী হৃদয় তাহার স্পর্শে গলিয়া গেল। কহিল;— "জানি অধীর বাবু? সব বুঝি!"

অধীর জোর করিয়া কহিল;—"কিছু জানো না। কিছু বোঝ না। তোমাকে আজ সেটুকু জানাব না হিরণ! তোমায় আজ শুনতেই হবে"—বলিয়া শূন্য গ্লাশের পানে একবার তাকাইয়া সুরু করিল;—

"......উঃ সে আজ কতদিন হ'য়ে গেল। আমার বেশ মনে আছে পরীক্ষার ফল দেখে মনের আনন্দে বাড়ী ফিরছিলাম, বাড়ীর কাছ বরাবর বড় রাস্তার উপরেই হঠাৎ নজর পড়ল চিকে ঢাকা দোতালার এক বারান্দাতে। দুটি চিকের ঈষৎ ফাঁকের মাঝখানে সদ্য ফোটা পদ্মের মত—বোধ করি—তার চাইতেও সুন্দর একটি মুখ ভেসে রয়েছে দেখলাম। কচিপাতায় বসন্তের প্রথম স্পর্শের মত তার দৃষ্টির স্পর্শ আমার সারা প্রাণ খানি জুড়ে এক অস্বাভাবিক, অচেনা শিহরণ জাগিয়ে দিয়ে গেল। আমার চারিদিক যেন এক নিমেষে শূন্য হয়ে গেল, স্তব্ধ হয়ে গেল। মনে হল বুঝি, নন্দনের অমৃত সরোবরে সহসা যেন এক স্বর্ণকমল ভেসে উঠেছে। সত্যিই সে সোনার কমল। চোখের পাতা তার কি এক বিপুল পুলকে, স্নেহে সরস হয়ে উঠেছে, অধরের ধারে ধারে প্রাণের হাসির রেখায় সে মুখখানিকে যে আরো কত সুন্দর করে তুলেছিল সে বলে বোঝান অসম্ভব। প্রাণের অনুভূতির দৃষ্টি দিয়েই তা' দেখবার জিনিষ! —আমি কখন যে বাড়ীর কাছে এসে পৌঁছিয়েছিলাম জানিনা, কিন্তু তখনও চোখের সামনে জেগে রয়েছিল—সেই মুখ, সেই হাসি।

হঠাৎ কাকার স্বরে আমার চমক ভাঙ্গিয়ে দিলে—"এই অধো, তোর মুখ এত শুকনো কেন রে? তোদের result কি হলো।"

নিজেকে সাম্‌লে নিয়ে উত্তর দিলাম;— 'ফার্ষ্ট হয়েছি'।

বাড়ীর সকলেই আমার প্রথম হবার সংবাদে অত্যন্ত আনন্দিত হলেন। আত্মীয় স্বজনের মাঝখানে এমনি ভাবে যতক্ষণ ছিলাম প্রায় ভুলেই গিয়েছিলাম সে কথা। আপনার ঘরে নির্জ্জন পরিবেষ্টনির মাঝখানে যখন এসে দাঁড়ালাম আবার আমার মনের সবখানি জুড়ে জেগে উঠ্‌ল—সেই মুখ, সেই হাসি।

প্রায় মাসখানেক ধ'রে সেই রাস্তা দিয়ে রোজই যাই—আসি, আসি—যাই। এই যাওয়া-আসার ফাঁকে সেই মুখ খানি দেখি, সেই হাসি দেখি। যতবার দেখি দেখার ইচ্ছা পূর্ব্বের চেয়ে যেন দ্বিগুণ বেড়ে যায়। এই ক'দিনের ভিতরেই তার সেই নীরব চাহনির, নীরব হাসির অন্তরে তার প্রাণের ভাষার আভাস পেয়েছিলাম।

সেদিন বাড়ী ফিরছিলাম—হেঁটে কি দৌড়ে বলা শক্ত, কারণ মাথার উপরে তখন মেঘে মেঘে সমস্ত আকাশখানি ছেয়ে ফেলেছিল। বন্ধনমুক্ত দৈত্যের মত এক রাশ হাওয়া সহরতলীর মাঝখানে মুক্তির উন্মাদনায় দিশেহারার মতই দাপাদাপি ক'রে এক সৃষ্টিছাড়া কাণ্ড বাঁধিয়েছিল। একটু অন্যমনস্ক হ'য়ে পড়েছিলাম, কারণ, বাড়ী পৌঁছুবার চেষ্টাটাই তখন মনের সবটুকু জুড়ে বসেছিল। হঠাৎ এক হিন্দুস্থানী—দেখে মনে হ'ল কারুর চাকর আমার সামনে এসেই এক সেলাম ঠুকে দিলে, এবং নির্ব্বিকার চিত্তে জানালে যে তার মাঈজী একবার নাকি আমাকে ডাকছে। একেবারে অবাক! মাঈজী শব্দের অর্থটা আমার বিদ্যা এবং
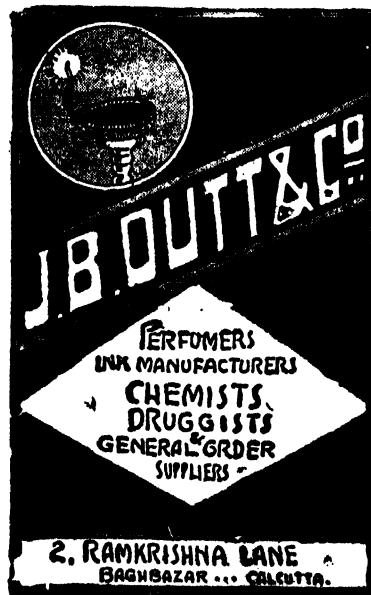
অভিজ্ঞতা দিয়ে বোঝবার চেষ্টা করলাম; চোখ পড়ল সেই দোতালায়—চিকের ফাঁকে, সেই মুখের প্রান্তি। সেই লোকটার কথা ভুলেই গিয়েছিলাম। হিন্দুস্থানীটা তার সব গুলো দাঁত বারক'রে যতখানি হাসা যায়, হেসে বল্লে;—"ওইত আমার মাঈজী।"—সে আমায় ডাকছে—এইটুকুই যেন নেশার মতই আমায় বিহ্বল ক'রে তুল্‌লো। আমি চাকরটির অনুসরণ করলাম।

আমার সামনে আমারি সোনার কমল। এই রকমই ঘর। এত আয়না, ছবি দিয়ে সাজান না হলেও ঘরটি বেশ পরিষ্কার। আমি আমার মুগ্ধ দৃষ্টি দিয়ে তার মুখখানিকে ঢেকে ফেলেছিলাম। ভাষা আমার ছিল না। বোধ করি তখন তা রুদ্ধকণ্ঠে আমার এই প্রাণের খেলার মাদকতাটুকু উপভোগ করছিল।

সে আমার একটি হাত ধরে নাড়া দিয়ে বলে উঠল—না, না সে যেন গেয়ে উঠল গান, শরতের কুল-ছাপান নদীর কলতান, দখিন হাওয়ার প্রথম স্পর্শে হঠাৎ গাওয়া কুহুতান; সে বলে উঠল;—"অমন ক'রে চেয়ে রয়েছ কেন ভাই? বসবে না?" নীচের বিছানায় আমি বসে পড়লাম। সে আমারই পাশে ব'সে বলে উঠল; "তুমি কাঁদছ, এ কি?—" সত্যই আনন্দের অমৃত ধারা আমার বুক ছাপিয়ে চোখের পাতা ভিজিয়ে দিয়েছিল। আর থাক্‌তে পারলাম না। বলে উঠলাম; "তোমায় আমার ভারী—ভারী ভাল লাগে।"

কথায় আমার কি ছিল জানি না, সে তার সমস্ত শক্তি দিয়ে আমার হাত দুটি ধ'রে মুখের কাছে মুখ নিয়ে আসছিল—পর মুহূর্ত্তে আমায় ছেড়ে দিয়ে একটু সরে অন্য দিকে মুখ ফিরোলে। আমি তখন আমার সব শক্তি সব ইচ্ছেই যেন হারিয়েছি—শুধু এইটুকু বলতে পারি যে তখন তার চলা-ফেরা, কথা, ভাব-ভঙ্গী সবই আমায় যেন নেশায় ঘিরে রেখেছিল।

কয়েক মুহূর্ত্ত পরে সে আমার মুখের দিকে পুনরায় ফিরে চেয়ে নিতান্ত সহজ সুরে বললে:—"কি চেহারা হয়েছে তোমার আজ। ঝোড়ো কাক, উঃ কি ঝড়ই উঠেছিল তখন। সত্যি বলছি, আমি ভাবছিলাম যে হয়ত তুমি এই ঝড়ে পড়েছ। বারান্দায় গিয়ে দেখি ঠিক্ তাই"—বলিয়া একান্ত পরিচিতের মত আঁচলের প্রান্ত দিয়ে আমার মুখ মুছিয়ে দিয়ে বল্লে;—"দেখো তো কত বালি, কি ধুলো—কিন্তু এতেও তোমার শ্রীটুকু নষ্ট করতে পারেনি।"—ব'লে চিবুক ধরে আমার মুখ একটু তুলে এক মুহূর্ত্ত চেয়েই আমার গালে চোখে, কপালে, মাথায়, ঠোঁটে চুম্বনের সুধাবৃষ্টি ঢেলে দিলে। তারপর দুই হাতে আমার গলা বেষ্টন করে উন্মত্তের মত বলে উঠ্‌লো;—"এই একটা মাস আমার বুকের ভিতরে আগুন জালিয়ে পুড়িয়ে দিয়ে গেছে—দেখ্‌তে পেতুম ব'লেই বেঁচে ছিলাম, আর পারি না। না, তোমায় আমি ছাড়ব না, তুমি আমায় ছেড়ো না ভাই"—তাহার দু'চোখ বেয়ে জলের ধারা পড়তে লাগল।

আমি আমার কাপড় দিয়ে তার চোখ দুটি মুছিয়ে দিতে দিতে উত্তর দিলাম;—"না, তোমায় আমি ছাড়ব না। তোমায় আমি চেয়েছিলাম—পেয়েছি। আমি তোমায় ভালবাসি।"—কথা কয়টি আমার বুকের কোণে যেন লুকিয়েছিল কতকাল, এমনি ক'রে আত্মপ্রকাশ করে হাঁফ ছেড়ে বাঁচল। ঠিক সেই সময়ে চাকর এসে সংবাদ দিল 'মা' ডাক্‌ছে। সে তীক্ষ্নস্বরে বলে উঠ্‌ল;—"মা' বলগে যা আমি আর যাব না। দুর হ'।" তার কথাগুলো যেন হিংস্র ব্যাঘ্রিণীর মত শুনাল। আমার দিকে চেয়ে বল্লে;—"তুমি শুনো না ওদের কথা।" পরে কোমল এবং করুণ স্বরে আমার গলাটি জড়িয়ে মুখের কাছে মুখ এনে বল্‌লে,—"সত্যি আমায় তোমার ভাল লাগে?"—

আমি বিহ্বল হ'য়ে উত্তর দিলাম;—"হ্যাঁ, লাগে, ভয়ানক ভাল লাগে।" তৎক্ষণাৎ সে আমার গলায় একটু ঝাকুনি দিয়ে কইলে;—"তবে দাও"—বলে তার সেই মুখখানি আমার পানে তুলে ধরলো।—সেই সোনার কমল, নন্দনের পারিজাত বনে, অমৃত হ্রদের মাঝ খানে আবার জেগে উঠল—সোনার কমল। তার যৌবনপূর্ণ বুকের স্পর্শে আমার সারা অন্তর শিউরে উঠছিল। তার ঘন নিঃশ্বাসের উষ্ণতা আমার মুখে, বুকে—সারা শরীরের রক্ত চলাচল একান্ত চঞ্চলতায় অস্থির করে তুলেছিল। আমি সে সময় জ্ঞান হারিয়েছিলাম। কখন যে আমাদের বুকে বুকে সারা দেহ নিবিড় আলিঙ্গনে বদ্ধ হ'য়ে গিয়েছিল জানি না, জ্ঞান হ'ল ঘড়ির শব্দে। তখন নয়টা। মনে জাগল বাড়ী ফিরতে হবে। সঙ্গে সঙ্গে নিজেকে তার আলিঙ্গন পাশ হ'তে মুক্ত ক'রে উঠে দাঁড়ালুম। সেও ধড়ফড় করে উঠে দাঁড়িয়ে বল্লে;—"চল্লে বুঝি।"…"হ্যাঁ, বাড়ী যেতে হবে না—বড় রাত্তির হয়ে গেল।"…"সবে ত ন'টা।"…"আমি আটটার পর কখনো বাইরে থাকিনি।"…"আবার আসবে ত'"—আমার হাত দুটি ধরে সে বল্লে। আমি উত্তর দিলাম;—"বলতে পারি না।" সে একটু হেসে বল্লে;—"তুমি না এলে আমি আত্মহত্যা করব।" তার স্বরে দৃঢ়তা লক্ষ্য ক'রে আমি শিউরে উঠ্‌লাম। আমি দুয়ারের দিকে অগ্রসর হচ্ছিলাম। সে ছুটে এসে আমার সামনে দাঁড়িয়ে বল্লে,—"যাঃ, তোমার নামটিই ত' জানি না।" মনে মনে হেসে ভাবলাম আমারও ত' সেই দশা,—"আমার নাম অধীর—তোমার নামও ত' আমার জানা নেই?" সে চোখ দুটি মাটির পানে নামিয়ে উত্তর দিল;—"লীলা।"

(ক্রমশঃ)

শ্রীশ্রীগৌর গদাধর

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

—শ্রীনারায়ণ দাস ভট্টাচার্য্য

শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু সন্ন্যাস গ্রহণ করিবেন স্থির করিয়া গদাধর প্রভৃতি কয়েকজন অন্তরঙ্গকে জানাইয়াছিলেন। যথাসময় তাঁহারা সকলেই আসিয়া মিলিত হইয়াছিলেন। তাহার পর হইতে গদাধর প্রভু সতত নীলাচলে বাস করিতেন। সন্ন্যাসী হইয়া নীলাচলে বাসকালে মহাপ্রভুর যে সব মহাভাব দিনের পর দিন লোকচক্ষুর বিষয়ীভূত হইয়াছিল সে সমস্ত সময়ে আমরা গদাধর পণ্ডিত মহাশয়কে নীলাচলে দেখিতে পাই। মহাপ্রভু স্পষ্ট করিয়া জানাইয়াছিলেন,

কলির জীবের দশা মলিন দেখিয়া,
থাকিতে পারিনে আর কাঁপে মোর হিয়া।
করঙ্গ কৌপীন লয়ে সন্ন্যাস করিব,
রাধাকৃষ্ণ নাম দিয়া সবে উদ্ধারিব।
যারা বড় পাপী তাপী তাদের লাগিয়া,
সদা মোর চিত্ত কান্দে আকুল হইয়া॥
(গোবিন্দদাসের করচা)

এই কঠোর বাণী যত শোকের কারণই হউক না কেন গোবিন্দদাস আমাদিগকে জানাইয়াছেন যে এই কথা শুনিয়া শুদ্ধসত্ত্ব গদাধর, অবধৌত নিত্যানন্দ, শ্রীচন্দ্রশেখর নিজেরাই সন্ন্যাসের উপযুক্ত দ্রব্যসম্ভার যোগার করিয়া আনিয়া দিয়াছিলেন। কারণ ইঁহারা জানিতেন মহাপ্রভুর অবতীর্ণ হইবার নিগূঢ় কারণ সকল। যাঁহার সুখ যাঁহার প্রীতি যাঁহার রূপ হইতে বিন্দুমাত্র পৃথক থাকা সম্ভবপর নহে তাঁহার লীলায় বাধা দান করা গদাধরের দ্বারা সম্ভবে না ইহা সত্য, কিন্তু লীলার পরিপুষ্টি সাধনের জন্যই মাঝে মাঝে মহাপ্রভু ও গদাধর দুইজনেই অন্যরূপ আচরণ করিয়াছেন। ক্ষেত্রসন্ন্যাস ত্যাগ করিয়া মহাপ্রভুর সঙ্গে যাইতে অভিলাষ করিলে তিনি গদাধরকে নিষেধ করিয়াছিলেন—নীলাচল ও গোপীনাথের সেবা ত্যাগ করিয়া গেলে গদাধরের পক্ষে ধর্ম্ম ত্যাগ করা হইবে বলিয়া ভয় দেখাইলে গদাধর স্পষ্ট জানাইয়াছিলেন যে ক্ষেত্র সন্ন্যাস রসাতলে যাউক, কোটী গোপীনাথের সেবার চেয়ে মহাপ্রভুর চরণ দর্শন গদাধরের অধিকতর কামনার বস্তু। কিছু দূর পর্য্যন্ত অগ্রসর হইলে আর কোন উপায় নাই দেখিয়া মহাপ্রভু শেষ বাণ ত্যাগ করিলেন,

আমার সঙ্গে রহিতে চাহ বাঞ্ছ নিজ সুখ,
তোমার দুই ধর্ম্ম যায় আমার হয় দুঃখ।
মোর সুখ চাহ যদি নীলাচলে চল,
আমার শপথ যদি আর কিছু বল।
এত বলি মহাপ্রভু নৌকাতে চড়িলা,
মূর্চ্ছিত হইয়া পণ্ডিত তথাই পড়িলা॥
(চৈ, চ, মধ্যলীলা)

শ্রীচৈতন্য ভাগবতে আমরা দেখিতে পাই শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দর সিন্ধুতীরে রাত্রি ব্যাপিয়া মনোহর নৃত্য করিতেছেন—কি ভোজনে, কি শয়নে কিবা পর্য্যটনে গদাধরের সহিত তাঁহার বিচ্ছেদ নাই। গদাধর ভাগবত পাঠ করিতেছেন মহাপ্রভু প্রেমরসে মহামত্ত হইয়া উহা শ্রবণ করিতেছেন। গদাধরকে সঙ্গে লইয়া মহাপ্রভু সকল বৈষ্ণবের গৃহে গৃহে ভ্রমণ করিয়া সুখলাভ করিতেছেন।

মানুষ পরের কথা স্বয়ং রুক্মিনী দেবী যাঁহার রসিকতা বুঝিতে না পারিয়া ত্যাগ ভয়ে ভীতা হইয়া মূর্চ্ছিতা হইয়াছিলেন সেই রসিক চূড়ামণি স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ শ্রীগৌরাঙ্গদেব রূপে শ্রীগদাধর প্রভুর সঙ্গে একদিন বল্লভ ভট্ট মিলন ব্যাপারে তামাসা করিয়াছিলেন। অপরাপর বৈষ্ণব ভক্তগণ উহা বুঝিতে না পারিয়া গদাধরের প্রতি প্রভুর ক্রোধ মনে করিয়া ক্ষুণ্ণ হইয়াছিলেন। পরে একদিন মহাপ্রভু গদাধরকে ডাকিয়া পাঠাইয়া বলিয়াছিলেন,

"আমি চালাইলা তোমা, তুমি না চলিলা,
ক্রোধে কিছু না কহিলা সকলি সহিলা।
আমার ভঙ্গীতে তোমার মন না চলিলা,
সুদৃঢ় সরল ভাবে আমারে কিনিলা।"
(চৈ, চ, অন্ত্যলীলা)

এই স্থানে গ্রন্থকার স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছেন যে পণ্ডিতের ভাবমুদ্রা ভাষায় বর্ণনা করা সম্ভবপর নহে কারণ স্বয়ং মহাপ্রভুকে লোকে গদাধর প্রাণনাথ বলিয়া থাকে। দক্ষিণ স্বভাব রুক্মিনী দেবীর ন্যায় গদাধর পণ্ডিতের শুদ্ধ গাঢ় ভাব সে দিন সকলে লক্ষ্য করিয়াছিলেন। মহাপ্রভুর আদেশে গদাধর প্রভু বল্লভ ভট্টকে দীক্ষা দান করেন।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে হ্লাদিনী শক্তিদ্বারা স্বয়ং ভগবান্ আনন্দ অনুভব করেন ও ভক্তগণকে অনুভব করাইয়া পোষণ করেন সেই আনন্দ প্রাধান্যবিশিষ্ট শক্তির মূর্ত্তরূপ গদাধর। আর সেই আনন্দের প্রতিমূর্ত্তি শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভু। তাই চৈতন্যভাগবতকার বলিয়াছেন যে একজনের অপ্রিয় ব্যক্তিকে অপরে সম্ভাষণ করেন না। নিত্যানন্দের স্বরূপকে

যে প্রীতি করে না গদাধর তাহাকে দেখা দেন না। নিত্যানন্দ প্রভু গৌড় হইতে উৎকৃষ্ট চাউল আনিয়া গদাধরপ্রভু সেবিত গোপীনাথের ভোগে দান করিলে নিত্যানন্দ প্রভুকে প্রসাদ পাইতে নিমন্ত্রণ করা হয়। মহাপ্রভু গোপীনাথের নামে অন্ন নিবেদন করিবার কালে উপস্থিত হইয়া গদাধরকে বহু অনুযোগ করিয়া বলেন যে তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করা হয় নাই কেন?

আমি ত তোমরা দুই হতে ভিন্ন নই,
না দিলেও তোমরা বলেতে আমি খাই।
নিত্যানন্দ দ্রব্য—গোপীনাথের প্রসাদ,
তোমার রন্ধন মোর ইথে আছে ভাগ॥

(চৈ, ভা, অন্তলীলা)

কি মধুর সম্বন্ধ বর্ত্তমান থাকিলে ইহা সম্ভব তাহা আর কি বলিব!

কিন্তু যাঁহার প্রাণঢালা আবেগমধুর আমন্ত্রণে কলিজীব উদ্ধার করিতে জগতে প্রেমধর্ম্ম প্রচারক রূপে স্বয়ং ভগবান অবতীর্ণ হইয়াছিলেন সেই কারণার্ণবশায়ী মহাবিষ্ণুর মানব মূর্ত্তি অদ্বৈত আচার্য্য প্রভুর বিনা পরমর্শে লীলা সম্বরণ করিতে পারেন না; তাই দিনের পর দিন গম্ভীরায় মহাপ্রভুর রাধিকাসুলভ মহাভাবলীলা চলিতে লাগিল। শ্রীমদ্ভাগবতের সহিত এই লীলায় ঐক্য আছে। এমন সময় একদিন জগদানন্দ নদীয়া হইতে অদ্বৈতাচার্যের বাণী লইয়া মহাপ্রভুর শ্রীচরণে নিবেদন করিলেন। অদ্ভুত তাঁহার ভাষা; অত্যদ্ভুত সেই বাণীর নিগূঢ় অর্থ।

বাউলকে কহিও লোক হইল আউল,
বাউলকে কহিও হাটে না বিকয়ে চাউল।
বাউলকে কহিও কাজে নাহিক আউল,
বাউলকে কহিও ইহা করিয়াছে বাউল॥

কোটি কোটি ব্রহ্মান্ড যাঁহার বিরাট দেহের লোমকূপ হইতে সৃষ্ট পরম ঐশ্বর্য্যশালী সেই ভগবান মহাবিষ্ণুর আন্তরিক আবেদন বুঝিতে পারিবেন কে? মহাভাবোণ্মত্ত মহাপ্রভু ছাড়া এ বাণী জরজগতে কে বুজিবে! তিনি বুঝিলেন কলি জীব এই মায়িক চক্ষুতে তাঁহাকে আর দেখিতে পাইল না। তাঁহার বিরহে পাগল হইয়া বিচ্ছেদ জ্বালা সহ্য করিতে না পারিয়া আজন্মব্রহ্মচারী গদাধর নরদেহ ত্যাগ করিয়া নিত্য গোলক ধামে প্রবেশ করিলেন।

গান

—শ্রীফাল্গুনী রায়

(ছিল) অসাড় হোয়ে ঘুমিয়ে আমার
শুক্‌নো মরু প্রাণ,
সোনার কাঠির কোন্ পরশে
কে বওয়ালে বান?

কোন সে পারের বাঁশীর ডাকে
চক্ষে আমার আলোক লাগে
পরাণ মাঝে পুলক জাগে
চরণ কম্পমান?

কাজল কালোয় উজল তারা
দিনের শেষে জ্বলে
জীবন শেষে কিসের নেশায়
হিয়া উধাও চলে?

সারা জীবন সাগর-নীরে
উপল খুঁজে কাটল কিরে?
কোন সে মরীচিকার তীরে
এখন অভিযান?

চট্টগ্রাম সঙ্গীত সম্মিলন

—শ্রীশচীন্দ্রনাথ দত্ত, এম, এ, বি, এল

আর্য্য সঙ্গীত সমিতির অষ্টবিংশতি বার্ষিক উৎসব

পূর্ব্ববঙ্গের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সঙ্গীত প্রতিষ্ঠান চট্টলার সুধীজন পৃষ্টপোষিত আর্য্য-সঙ্গীত সমিতির অষ্টবিংশতি বার্ষিক জন্মোৎসব উপলক্ষে চট্টগ্রামে সম্প্রতি এক বিরাট সম্মিলন সুচারুরূপে সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। বিবিধ কার্য্যক্রমের মধ্যে সমীতির বিদ্যাপীঠের ছাত্র-ছাত্রীগণের সঙ্গীত জলসা এবং কলিকাতা ও ঢাকা হইতে আগত বিশিষ্ট সঙ্গীতজ্ঞগণের সম্মিলন এই গীতোৎসবের বিশেষত্ব ছিল।

কলিকাতার প্রসিদ্ধ ওস্তাদ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রামকিশণ মিশ্র, বিখ্যাত খেয়ালী শ্রীযুত রামচন্দ্র পাল, সুকণ্ঠ গায়ক শ্রীযুত গঙ্গাধর মুখোপাধ্যায়, পাখোয়াজ বিশারদ শ্রীযুত প্রতাপচন্দ্র মিত্র ও রামকিশন বাবুর ভ্রাতা শ্রীযুত বিষ্ণু সেবক এবং ঢাকার সুপ্রসিদ্ধ তবলা বাদক গুণীশ্রেষ্ঠ রায়বাহাদুর শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় চট্টগ্রাম সঙ্গীত সম্মিলনে যোগদান করিয়াছিলেন।

ছাত্রীদের সঙ্গীত বৈঠক

সম্মিলনের প্রথম দিনের অধিবেশন উদ্বোধন হয় সমিতির প্রায় ৩৫ জন সদস্য, শিক্ষক ও ছাত্রবৃন্দের ঐক্যতান বাদন দ্বারা। অতঃপর সম্পাদক শ্রীযুক্ত গঙ্গাপদ আচার্য্য রচিত ও সুর প্রদত্ত "স্বাগত সঙ্গীত" প্রায় ৫০ জন ছাত্রীকর্ত্তৃক সমস্বরে গীত হয়! এই রমনীয় সঙ্গীতের অপূর্ব্ব সমন্বয় ও পারম্পর্য্য সম্মিলন মণ্ডপে যে মধুর সুর ও পবিত্র আবহাওয়া সৃষ্টি করিয়াছিল তাহা বর্ণানাতীত। ইহার পর ১২ জন সুকণ্ঠী ছাত্রী বিবিধ কণ্ঠ ও যন্ত্র-সঙ্গীতে উপস্থিত শত শত ভদ্র মহোদয় ও মহিলাবৃন্দের প্রশংসা অর্জ্জন করেন। ছাত্রীগণের সঙ্গীতে মোহিত হইয়া কলিকাতা হইতে আগত পণ্ডিত রামকিশন কুমারী উষাকে ধ্রুপদ ও খেয়াল এবং কুমারী কুঙ্কুমকে খেয়াল গানের নিমিত্ত, শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র পাল কুমারী রাজুকে মেঘ রাগের গানের জন্য, শ্রীযুত বিষ্ণু সেবক কুমারী আশাকে খেয়াল সঙ্গীতের নিমিত্ত, শ্রীযুত গঙ্গাধর মুখার্জ্জি কুমারী বুলুকে কীর্ত্তনের জন্য, শ্রীযুত ষড়ভুজ প্রসন্ন মজুমদার কুমারী বেলাকে বাংলা গানের জন্য, শ্রীযুত হরেন্দ্র কিশোর দস্তরায় কুমারী চিত্রাকে ভজন সঙ্গীতের নিমিত্ত, ও শ্রীযুত এম্, তালুকদার কুমারী সুহাসিনীকে কীর্ত্তনের জন্য এক একটি পদক উপহার দিবেন ঘোষণা করেন। এতদ্ব্যতীত, শ্রীযুত রাম চন্দ্র পাল মহাশয় ছাত্রীগণকে ঐক্যতান বাদনে পারদর্শিতার জন্য একটী স্বতন্ত্র "কাপ" উপহারের প্রতিশ্রুতি দেন। ছাত্রীদের সঙ্গীতে শ্রীযুত যতীন্দ্রলাল কানুনগো ও শ্রীযুত শিব শঙ্কর মিত্র সুন্দর সঙ্গত করিয়াছিলেন।

ছাত্রীদের জলসার পর কলিকাতার শ্রীযুত বিষ্ণু সেবক ও শ্রীযুত রামচন্দ্র যথাক্রমে দুইটী হিন্দী ও বাংলা গানে শ্রোতৃমণ্ডলীর আনন্দ বর্দ্ধন করেন।

গুণী সম্মিলন

দ্বিতীয় দিবসে বিশিষ্ট সঙ্গীতজ্ঞগণের সম্মিলন পূর্ণ সাফল্যমণ্ডিত হয়। আর্য্য সঙ্গীত সমিতির সভাপতি শ্রীযুত ত্রিপুরা চরণ চৌধুরী মহাশয় সমিতির বিগত কয়েক বৎসরের ইতঃবৃত্ত সংক্ষেপে বর্ণনা করিয়া সঙ্গীত নায়ক রায় বাহাদুর শ্রীযুত কেশব চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহোদয়কে সম্মিলনের সভাপতি পদে বৃত করেন। রায় বাহাদুর স্বভাবসুলভ বিনয় ও নম্রতা সহকারে অনুষ্ঠানের উদ্যোক্তগণকে ধন্যবাদ প্রদান করিয়া সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। সমিতির ছাত্র ও শিক্ষকগণের

=চট্টগ্রাম সঙ্গীত সম্মিলনে আর্য্য সঙ্গীত বিদ্যাপীঠের ছাত্রীবৃন্দ=

নিম্নোক্ত সাতজন ছাত্রীকে বিবিধ সঙ্গীতে পারদর্শিতার নিমিত্ত রৌপ্য পদক দেওয়া হইবে ঘোষিত হইয়াছে—প্রথম সারিতে সম্মুখে বাম হইতে—২য় কুমারী আশা (৯ বৎসর বয়স), ৩য় কুমারী উষা, সর্ব্বশেষ কুমারী বুলু (৬ বৎসর বয়স)। দ্বিতীয় সারিতে বাম হইতে—২য় কুমারী রাজু, ৪র্থ কুমারী কুমকুম, ৮ম কুমারী চিত্রা। তৃতীয় সারিতে বাম হইতে—৪র্থ কুমারী সুহাসিনী।
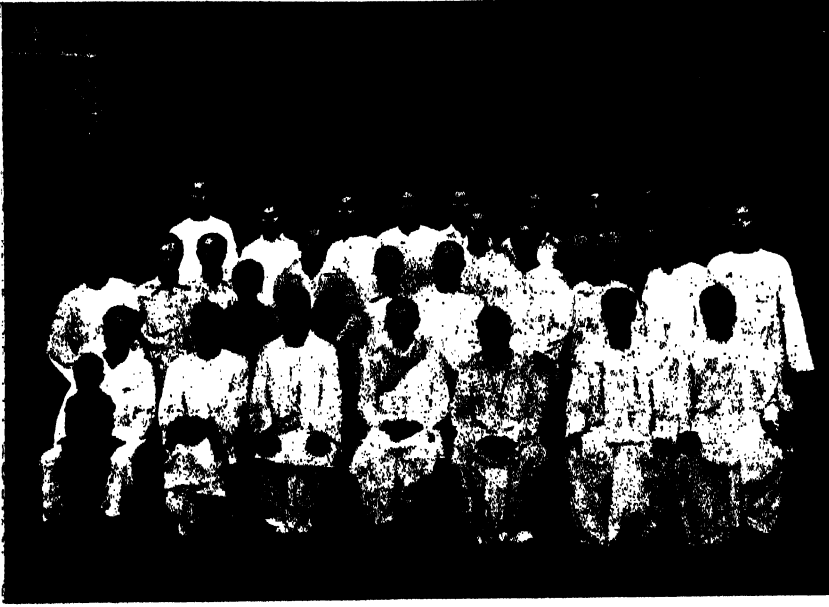
চট্টগ্রাম সঙ্গীত সম্মিলন

আর্য্য সঙ্গীত সমিতির সদস্যগণসহ সম্মুখে মধ্যস্থলে উপবিষ্ট (১) রায় বাহাদুর শ্রীযুত কেশবচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, সম্মিলন সভাপতি, (২) শ্রীযুত ত্রিপুরাচরণ চৌধুরী আর্য্য সঙ্গীত সমিতির সভাপতি। এতদ্ব্যতীত সম্মুখে উপবিষ্ট কলিকাতা হইতে আগত সঙ্গীতজ্ঞগণ বাম হইতে—শ্রীযুত গঙ্গাধর মুখার্জ্জি, শ্রীযুত প্রতাপচন্দ্র মিত্র, পণ্ডিত রামকিশণ মিশ্র, শ্রীযুত রামচন্দ্র পাল, শ্রীযুত বিষ্ণুসেবক মিশ্র।

ঐক্যতান ও ছাত্রীগণের স্বাগত সঙ্গীতের পর পণ্ডিত রাম কিশন প্রমুখ গুণীগণ বহুবিধ কণ্ঠ ও যন্ত্র-সঙ্গীতের নৈপুণ্যে সমবেত সুধী মণ্ডলীকে মোহিত করেন।

পণ্ডিত রামকিশনের ধ্রুপদে প্রথম পঞ্চম রাগের বিলম্বিত আলাপ, পরে ঐ রাগের চৌতাল ও ধামার তালে দুইটি গান অতি উপভোগ্য হয়। বিখ্যাত মৃদঙ্গী শ্রীযুত প্রতাপ চন্দ্র মিত্রের পাখোয়াজ সঙ্গীতে অভূতপূর্ব্ব আনন্দের সঞ্চার হইয়াছিল। ইহার পর পণ্ডিত রামকিশন দেশ রাগিনীর আর একটি ধ্রুপদ গান করেন। বিখ্যাত খেয়ালী শ্রীযুত রামচন্দ্র পাল জয়জয়ন্তী ও নূতন আবিষ্কৃত কুসুম রাগে দুইটী অতি মনোরম খেয়াল সঙ্গীতে সকলকে বিমোহিত করেন। সুকণ্ঠ গায়ক শ্রীযুত গঙ্গাধর মুখার্জ্জির আধুনিক ঠুংরী চালের বাংলা গান অতি চিত্তাকর্ষক হয়। পণ্ডিত রামকিশন শেষে আরও কয়েকটী খেয়াল ও ঠুংরী গান গাহিয়া সঙ্গীত শাস্ত্রে তাঁহার গভীর পাণ্ডিত্যের পরিচয় প্রদান করেন।

সভাপতি রায় বাহাদুর বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় স্বয়ং কয়েক ঘণ্টা ব্যাপিয়া একাদিক ক্রমে সমস্ত গায়কের খেয়াল ও ঠুংরী গানের সহিত যে রকম সুন্দর, নিখুঁত সাবলীল তবলা সঙ্গত করিয়াছিলেন তাহার তুলনা দেওয়া চলে না। ধীর, স্থির, সৌম্যমূর্ত্তি গুণীপ্রবর কেশবচন্দ্রের এই কৃতিত্ব দর্শক মাত্রেরই চিরদিন স্মরণ থাকিবে। তাঁহার অনুরোধ ক্রমে সমিতির সম্পাদক শ্রীযুত গঙ্গাপদ আচার্য্য সেতারে পিলু রাগিণীতে আলাপ সহ গৎ বাজাইয়া সকলের ধন্যবাদ অর্জ্জন করেন।

রাত্রি প্রায় ১১ ঘটিকায় সম্মিলন সমাপ্ত হয়।

নাট্যাভিনয়

এই সঙ্গীতোৎসবের শেষ পর্ব্ব ছিল "স্বর্ণলঙ্কা" নাট্যাভিনয়। স্থানীয় কে, সি, দে ইনষ্টিটিউটে নাটক অভিনয়েও ভদ্রজন সমাগম সন্তোষজনক হইয়াছিল। রঙ্গমঞ্চের সাজসজ্জা ও দৃশ্যপটাদি যথাযোগ্য হইয়াছিল। তরণীসেন, রামচন্দ্র, রাবণ, ইন্দ্রজিত ও সীতার ভূমিকায় যথাক্রমে শ্রীযুক্ত কালীশঙ্কর দাস, শ্রীযুক্ত জীবনকৃষ্ণ দাস, শ্রীযুক্ত সত্যরঞ্জন সেন, শ্রীযুক্ত ননীগোপাল চক্রবর্ত্তী ও শ্রীযুক্ত অমরেন্দ্র দাসগুপ্ত বিশেষ কৃতিত্ব প্রদর্শন করেন। সীতার গানগুলি চমৎকার হইয়াছিল।

চট্টগ্রামের এই প্রথম সঙ্গীত সম্মিলনের আশানুরূপ সাফল্যের নিমিত্ত ইহার অন্যতম উদ্যোক্তা সম্পাদক শ্রীযুক্ত গঙ্গাপদ আচার্য্য, শ্রীযুক্ত হরেন্দ্রকিশোর দত্তরায়, শ্রীযুক্ত ষড়ভুজ-প্রসন্ন মজুমদার, শ্রীযুক্ত সিদ্ধেশ্বর দাস গুপ্ত, শ্রীযুক্ত অবনীলাল ঘোষ, শ্রীযুক্ত সুশান্তকুমার চৌধুরী মহাশয়গণের ঐকান্তিক চেষ্টা ও প্রাণপণ পরিশ্রম বিশেষ প্রশংসনীয়।

চট্টগ্রামের অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট সঙ্গীতপ্রিয় মিঃ কে, জি, মোরসেদ, আই, সি, এস, প্রমুখ উচ্চ রাজকর্ম্মচারী, যাবতীয় নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ এবং বিশিষ্ট ভদ্রমহিলা-গণ সম্মিলনে উপস্থিত হইয়া পৃষ্ঠপোষকতা করেন।

চট্টগ্রাম আর্য্য সঙ্গীত সমিতির সম্প্রতি অনুষ্ঠিত সঙ্গীত সম্মিলন ও অভিনীত "স্বর্ণলঙ্কা" প্রভৃতি বিষয়ে আমাদের নিজস্ব প্রতিনিধির বিবরণ উপরে প্রকাশিত হইল। "স্বর্ণলঙ্কা" অভিনয় সম্পর্কে যে "প্রাপ্ত" সংবাদ গত সপ্তাহে "দীপালী"তে প্রকাশিত হইয়াছে তাহা তিনি প্রতিবাদের অযোগ্য বলিয়া আমাদিগকে জানাইয়া-ছেন। আমরা অবগত হইলাম আর্য্য সঙ্গীত সমিতির প্রতি বিদ্বেষভাবপূর্ণ জনৈক ব্যক্তি উক্ত পক্ষপাতদুষ্ট সংবাদ প্রেরণ করিয়াছিলেন। ভবিষ্যতে এ সম্বন্ধে বাদানুবাদ আর প্রকাশিত হইবে না। —দীঃ সঃ

ওগো সাথী! মম সাথী!

(গল্প)

—আবুল ফজল

পলাশপুর একটি ক্ষুদ্র গ্রাম। গ্রামের পার্শ্বদেশ বেষ্টন করিয়া একটি স্রোতস্বতী অতি মন্থর গতিতে প্রবাহিত হইয়া যাইতেছে। ইহারই পাড় ঘিরিয়া কয়েক ঘর নিম্ন শ্রেণীর লোক বাসা বাঁধিয়াছে।

বিশুদাস এই গ্রামের একজন বাসিন্দা। বাড়ীতে বেশী লোকজন নেই—পিতা এবং বিধবা কন্যা মাধুরী। তাহারা জাতে শূদ্র।

অমল নিকটস্থ সহরের একটি মধ্যবিত্ত পরিবারের সন্তান। সেবার সে কলেজের পূজার ছুটীতে বাড়ী আসিয়া প্রায় এই গ্রামে বেড়াইতে আসিত। স্রোতস্বতীর সেই নির্ম্মল বারিরাশি এবং তাহার বক্ষোধৃত পাড়ের কুঞ্জ বীথির ছায়া দর্শনে সে মুগ্ধ হইত। পশ্চিম নভে অস্তমিত সূর্য্যের শেষ রশ্মি নদীর সেই চঞ্চল জলরাশির উপর পতিত হইয়া তাহার দর্শনেন্দ্রিয়ের অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষা ঘুচাইত।

এমনি করিয়া সে আসে।

সেদিনও সে আসিয়াছিল। নদীর পাড়ে একটি বসিবার স্থান বাছিয়া লইয়া সে ভবিষ্যৎ জীবনের চিন্তা করিতেছিল।

সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া যায় দেখিয়া মাধুরী কলসী কাঁখে ঘাটে জল লইতে আসিয়াছে। জল ভরা শেষ করিয়া সে সবে মাত্র গৃহ গমনে উদ্যত হইয়াছে—অমনি চারি চক্ষুর মিলন। মাধুরী আর এক মুহূর্ত্ত বিলম্ব করিল না।

এমনি করিয়া দিন যায়।

অমল আর এখন দূরে না গিয়া মাধুরীদের ঘাটের একটু দূরে আসিয়া বসে এবং দূর হইতে মাধুরীর তনুদেহের প্রতিবিম্ব দেখিয়া ব্যাকুলতা মিটায়।

একদিন মাধুরী জলভরা শেষ করিয়া ঘরে ফিরিতেছে, পথে অমলের সহিত দেখা। মাধুরী বলিল—তুমি কে?

—কেন?

—তুমি কেন রোজ এখানে আস?

—কই, রোজ তো আমি আসি না।

—যাই হোক্, কাল থেকে আর এসো না—ভাল হবে না।

উত্তরের অপেক্ষা না করিয়াই মাধুরী চলিয়া গেল।

এমনি করিয়া দিনের পর দিন কাটিয়া যায়। অমল মাধুরীর নিষেধ সত্ত্বেও প্রতিদিন সেই স্রোতস্বতী—তীরে বেড়াইতে আসে। কিন্তু মাধুরী আর আসে না।

মাধুরী দিনের পর দিন কেমন যেন শুষ্ক হইয়া যাইতেছে। তাহার ঢল ঢল মুখখানি যেন মসীলিপ্ত হইতেছে।

সেদিন বিশুদাস কার্য্য শেষে বাড়ী ফিরিয়া উঠানের ধারে একটি কদম গাছের নীচে তাহাকে বিমর্ষ বদনে উপবিষ্ট দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল—এ অবেলায় এমন মলিন মুখে এখানে বসে কেন মা! বেলা যে পড়ে এলো। আয় ঘরে যাই।

মাধুরী পিতার পিছনে পিছনে চলিল।

আহারান্তে পিতা মেয়েকে নিকটে বসাইয়া বলিল—তোর বড় কষ্ট না মা?

—কিসের কষ্ট বাবা। আপনার ন্যায় স্নেহপ্রবণ পিতাকে একাধারে মাতা ও পিতা রূপে পেয়েছি, আমার আর কিসের দুঃখ বাবা! তবে—

—তবে কি মা?

—পাছে কি জানি তোমাকেও হারাই।

—দূর পাগলী।

দিন পনর কাটিয়া গিয়াছে। মাধুরী আবার ঘাটে জল লইতে আসে। অমলও কিন্তু আসিতে ভুলে নাই। ভুলিবে বা কেন? যে মূরতি তাহার হৃদয়-পটে বিনা তুলিকায় অবিনশ্বর রেখা অঙ্কিত করিয়াছে, যাহার সুন্দর আননখানি সর্ব্বদা তাহার নয়নের কোণে জাগিয়া আছে, শয়নে, স্বপনে, নিদ্রায়, জাগরণে যে তাহার মনকে প্রভাবান্বিত করিয়াছে, তাহাকে সে ভুলিবে কি করিয়া?

আপন মনে জলভরা শেষ করিয়া মাধুরী উঠিবে, এমন সময় অমল পিছন হইতে ডাকিল—মাধুরী!

—আবার এসেছ?

—কি করি বল? তুমি যে আমাকে ঘরে থাক্‌তে দাও না?

—হুঁ তুমি কেন আস?

—কি জানি? তুমিই যখন ডেকে আন, তখন তুমিই বল না, কেন আসি?

—আমি ডেকে আনি?

—মাধুরী, আমি তোমায় ভালবাসি।

—না, আর না, আমি যাই।

—মাধুরী, মাধুরী একটু দাঁড়াও; আমি নয়ন-ভরে তোমায় দেখে নি।

—জান আমি বিধবা। এই কথা বলিবার সঙ্গে সঙ্গে মাধুরী কাঁদিয়া ফেলিল।

—এই অমলটাই জঞ্জাল। না হলে এদ্দিন?

—তা' এটাকে কি করে দূর করা যায়?

—দূর করা মানে, তুই কি মনে করিস? আমি তো মনে করি ওটাকে একেবারে পৃথিবী থেকেই দূর করে দি।

—না না ভাই, অতটা বাড়াবাড়িতে কাজ নেই।

—কেন্ রে, ভয় লেগেছে বুঝি!

—ভয় নয় ভাই, তবে কি না—

—চুপ্ কর। আমি একটা ফন্দি এঁটেছি।

—কি, কি ফন্দি?

—দেখ্, অমলটা রোজ এখানে বেড়াতে

আসে, আর প্রায় রাত্রে ফিরে যায়। তা' আমরা চার জন লাঠি নিয়ে জঙ্গলে লুকিয়ে থাকব। যখন সে ফিরে যাবে তখন হঠাৎ পেছন দিক্ হ'তে বেশ দু'ঘা বসিয়ে দেব। তারপর ব্যস্।

—ফন্দিটা বেশ করেছ।

—তাহ'লে আর বিলম্বে কাজ কি? 'শুভস্য শীঘ্রম্' জানো তো।

—কাল তাহ'লে সকলে এসো।

প্রভাত হইয়াছে। কাকেরা কা কা শব্দে পলাশপুর মুখরিত করিয়া স্ব স্ব নীড় ত্যাগ করিতেছে। তাহাদের দেখাদেখি অন্যান্য বিহঙ্গমও নীল নিস্তব্ধ গম্ভীর গগন-তলে দূরে—বহু দূরে আহারান্বেষণে উড়িয়া চলিয়াছে। প্রাতঃকালীন মৃদু মন্দ সমীরণ সির্ সির্ করিয়া বহিয়া যাইতেছে।

সকলেই স্বীয় কার্য্যে লাগিয়া গিয়াছে। অমল একাকী নির্জ্জন কুটিরে বসিয়া ভাবিতেছে—কতক্ষণে বিকাল হইবে। সে তাহার ঈপ্সিত স্থানে গিয়া হৃদয় শীতল করিতে পারিবে।

ক্রমে সূর্য্যদেবের বিশ্রামের সময় হইয়া আসিল। অমল সেদিন সন্ধ্যার বহু পূর্ব্বে নদীর তীরে আসিয়া উপস্থিত হইল। সে তাহার পরিচিত স্থানে বসিয়া কত সোণালী স্বপ্ন দেখিতে লাগিল!

মাধুরীও তাহার দৈনন্দিন নিয়মানুসারে জল লইতে আসিল। এখন আর তাহার ততটা লজ্জা নাই। ক্রমে ক্রমে সঙ্কোচ কমিয়া আসিয়াছে। সেদিন সে জল ভরার পূর্ব্বেই অমলের নিকট আসিল।

—জানো, তোমার আমার মিলন সুদূর-পরাহত।

—আমি তো মিলন খুঁজি নি—মাধুরী।

—তবে?

—তোমায় কেবল দেখতে চাই। যুগ যুগ এমনি করে তোমার দিকে চেয়ে থাকতে চাই।

—এ দেখার মানে?

—মানে? মানে কি—জানি না।

—জানো, আমি শূদ্র—আর তুমি ব্রাহ্মণ। তার উপর আমি—

—মাধুরী বলতো কে আমাদের ভেতর এ বিষদৃশ ভাব ঢুকিয়ে দিয়েছে। আমরা তো একই পরম পিতার সন্তান। তবে কেন এই পার্থক্য?

—সমাজ।

—সমাজ! আমরা যদি সমাজ না মানি।

—না, আমি আর দাঁড়াতে পারি না। সন্ধ্যা হ'য়ে এলো, আমি যাই।

মাধুরী জল লইয়া চলিয়া গেলে—অমল উদাস মনে ঘরে ফিরিতেছিল।

এদিকে পূর্ব্ব পরামর্শ মত দুর্ব্বৃত্ত চতুষ্টয় পথের ধারে লুকাইয়া ছিল। যেই অমল তাহাদিগকে ছাড়াইয়া একটু দূরে গিয়াছে অম্‌নি পিছন দিক্ হইতে তাহার মস্তকে লাঠির আঘাত করিয়া সকলে সরিয়া পড়িল। অমল আঘাত সহ্য করিতে না পারিয়া মাটীতে পড়িয়া গেল। দুর্ব্বৃত্তরা তারপর মাধুরীর নিকটে উপস্থিত হইয়া তাহাকে চীৎকারের অবসর না দিয়া তাহার মুখে কাপড় বাঁধিয়া অন্ধকারে গা' ঢাকা দিল।

বিশুদাস গৃহে ফিরিয়া তন্ন তন্ন করিয়া মাধুরীর অনুসন্ধান করিল এবং বহু ডাকাডাকি করিয়াও কোন সাড়া না পাইয়া পাগলের ন্যায় ফুকরিয়া কাঁদিতে লাগিল। তাহার ক্রন্দনে পাড়া-প্রতিবেশীরা সকলে দৌড়িয়া আসিল। তাহারা সব কথা শুনিয়া দুঃখিত হইল। কিন্তু কি করিবে? সমস্ত দুঃখ দুঃখ-হরণ ভগবানের চরণে নিবেদন করিয়া বিশুদাসকে সান্ত্বনা দিয়া যে যা'র ঘরে ফিরিয়া গেল।

সর্ব্বস্বহারা পিতা চোখের জলে ঘরের মৃত্তিকা সিক্ত করিল।

ইহার পর বহু দিন কাটিয়া গেল। অমল ক্রমে সুস্থ হইয়া উঠিল।

মাধুরী অপহৃতা হইবার পর হইতে মধু ঘোষালের বাড়ীতে আছে। নরাধম মধু তাহাকে উৎপীড়ন করিতে চায়, কিন্তু সুন্দরীর জন্য তাহা পারে না। এই সুন্দরী মধুর কন্যা। শৈশবে মাতৃহারা। মাধুরীর দুঃখে সে দুঃখিতা। কি করিয়া তাহার ভাল করিবে—ইহাই তাহার চিন্তা।

সেদিন ঘোষাল বাড়ীতে ছিল না। ইহাই সুবর্ণ সুযোগ মনে করিয়া সুন্দরী, মাধুরী-সন্নিধানে উপস্থিত হইল।

—সখি তোর কষ্ট দেখে আমার বড় দুঃখ হয়।

আমার কষ্ট! আমার কষ্ট কি আর এ জীবনে ফুরোবে?

—তোর এমন কি কষ্ট, সখি?

—আর বলিস নি সখি; আমি যে জনম-দুঃখিনী। শৈশবে মা'র শীতল ক্রোড় হ'তে বঞ্চিতা হয়েছি। তারপর পিতার স্নেহপূর্ণ কক্ষে এত বড় হ'তে পেরেছি। সখি, কি আর বল্‌ব—অদৃষ্ট-দোষে আজ আমি বিধবা। তারপর—সখি আর না, আমায় ছেড়ে দে। আজও কি পিতা বেঁচে আছেন?

—ছেড়ে দিতেই এসেছি সখি, আর কাঁদিস্ নে। এখন চল্, এমন সুযোগ আর হবে না।

—কি, কি সুযোগ?

—আর দেরি করিস্ নে। শীগগীর চল্।

—আমি গেলে, তোর কি হবে সখি?

—সে ভাবনা তোকে কর্‌তে হবে না।

মাধুরী সুন্দরীর পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিল। তাহারা ক্রমে ধান ক্ষেত, ভুট্টা ক্ষেত পার হইয়া চলিল। গ্রাম ছাড়িয়া অন্য গ্রামের সীমায় গিয়া উপস্থিত হইলে মাধুরী বলিল—তুই এখন যা সই; আমি এখন একাই যেতে পার্‌ব। যা'—না হ'লে বিলম্ব হ'য়ে যাবে।

—যাই, তোর তো কোন কষ্ট হবে না!

—না, তবে পিতাকে কি বল্‌বি?

—আবার ঐ প্রশ্ন।

—তাহলে আসি সখি!

—যাও। সুন্দরীর নয়ন জলে ভরিয়া আসিল। মাধুরী মুক্তপথে না গিয়া বনের আড়ালে আড়ালে দৌড়িয়া চলিল।

অমল ভাল হইয়া সকল সংবাদ শুনিয়া পাগলের ন্যায় হইয়া গিয়াছে। সেও সেই পথে মাধুরীর সন্ধানে চলিয়াছিল।

ক্রমে তাহারা নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিল হঠাৎ তাহাদের দেখা হইয়া গেল। মাধুরীকে বিপন্ন দেখিয়া অমল তাহাকে বক্ষে জড়াইয়া ধরিল! মাধুরী তাহার স্পন্দিত বুকে মস্তক রাখিয়া স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিল।

মাথার উপরে কাল পাখীটা কু-উ বলিয়া ডাকিয়া উঠিল।

সপ্তাহিকা

গেল শনিবার কলেজষ্ট্রীট Y. M. C. Aর ওভারটুন হলে মৃণালিণী স্মৃতি গ্রন্থাগারের ইণ্টার-স্কুল আবৃত্তি প্রতিযোগিতা হ'য়ে গেছে। প্রথম পুরস্কার পেয়েছে—(বাগবাজার হাই স্কুল), দ্বিতীয়—(কেশব একাডেমি), তৃতীয় (ব্যারাকপুর গভর্ণমেণ্ট হাই স্কুল)। বিচারক ছিলেন—অধ্যাপক চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, অধ্যাপক প্রিয়রঞ্জন সেন, অধ্যাপক ডাক্তার সুকুমাররঞ্জন দাসগুপ্ত। শ্রীযুক্ত গিরিজাকুমার বসু সভাপতিত্ব ক'রেছিলেন আর পুরস্কারের পদক তিনটিই সকল প্রতিযোগীরা নিয়েছিল শ্রীমতী পুষ্প দেবীর হাত থেকে। সভায় অনেক ভদ্রলোক ও ভদ্র মহিলা উপস্থিত ছিলেন—অনেক এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান ছাত্র গোড়া থেকে শেষ পর্য্যন্ত উপস্থিত ছিলেন দেখে খুসী হ'য়েছি। আবৃত্তির বিষয় ছিল রবীন্দ্রনাথের 'বিশ্বদেব'—কবিতা। মৃণালিনী স্মৃতি গ্রন্থাগারের কর্ত্তৃপক্ষগণ আদর আপ্যায়নে জলযোগে, আমাদের তুষ্ট ক'রেছিলেন এজন্যে তাঁদের কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি ও গ্রন্থাগারের উন্নতি কামনা ক'রছি।

*

বিচারপতি দ্বারকানাথ মিত্র, বিচারপতি স্যার মন্মথ মুখোপাধ্যায় ও স্যার কৃষ্ণস্বামী আয়ার দ্বারা গঠিত কমিটির বিচার ফলে আইন সম্বন্ধীয় কোনো গবেষণার জন্যে শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত এম-এ, এম-এল ক'ল্‌কাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডি-এল উপাধি পেয়েছেন। অধ্যাপক ব্লচ্, ডাঃ এস, সি, উল্‌নার ও ডাঃ সুনীতি চট্টোপাধ্যায় দ্বারা গঠিত কমিটির বিচার ফলে 'অসমীয়া'-ভাষা সম্পর্কিত গবেষণার জন্যে শ্রীযুক্ত বাণীকান্ত কাকতি এম-এ-ও উক্ত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পি, এইচ, ডি উপাধি পেয়েছেন। আমরা দু'জনকেই আমাদের অভিনন্দন জানাচ্ছি।

*

গেল শুক্রবার সন্ধ্যায় রবীন্দ্র-পরিচয় সভার উদ্যোগে শান্তিনিকেতনে শারদোৎসব হ'য়ে গেছে। নৃত্যগীতবাদ্যে উৎসবটি বিচিত্র ও মধুর হ'য়েছিল। যে বালিকাটি 'শরৎ' কবিতা আবৃত্তি ক'রেছিল, তার কৃতিত্বে সকলেই মুগ্ধ হ'য়েছিলেন। নাচের ভিতর দিয়ে রবীন্দ্রনাথের 'সামান্য ক্ষতি' কবিতাটিকে মূর্ত্ত ক'রে কয়েকজন ছাত্রী অতুল নৈপুণ্য দেখিয়েছে। শ্রীমতী যমুনা (শ্রীযুক্ত নন্দলাল বসুর কন্যা) রাণীর ভূমিকায় চমৎকার অভিনয় ক'রেছিল।

বীমা-প্রসঙ্গ

জীবন-বীমা ও চাঁদার হার নির্ণয়

—শ্রীঅরবিন্দপ্রকাশ বন্দ্যোপাধ্যায় বি, কম্

জীবন বীমার নানাপ্রকার গূঢ় তত্ত্ব সম্যক রূপে অবগত হইতে হইলে প্রথমেই মৃত্যু-হারের তালিকা সম্বন্ধে সাধারণ জ্ঞান থাকা আবশ্যক। ইহার উপর ভিত্তি স্থাপন করিয়া জীবন বীমা শাস্ত্র গঠিত হইয়াছে। এই তালিকা নানা দেশে বিভিন্ন সময়ে গঠিত হইয়াছে বলিয়া প্রত্যেকটির সহিত প্রত্যেকের অল্পবিস্তর পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। এই মৃত্যু হারের তালিকা দ্বারা কোনও একজন জীবন বীমা-কারীর গড়ে পরমায়ু কতটা হইতে পারে তাহার একটী মোটামুটি ধারণা করিয়া লইতে পারা যায়।

এই মৃত্যু-হার তালিকা বিভিন্ন ভিত্তির উপর নানা উপায় দ্বারা তৈয়ারী করা হইয়াছে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যাইতে পারে যে কোনও এক সময়ে একই বয়সের কতকগুলি লোকের জীবন-বীমা করিয়া সেই বয়সেই কতকগুলি লোক মৃত্যুমুখে পতিত হয় তাহার একটা মোটামুটি হিসাব যদি লওয়া যায় তবে ঐ বয়সের লোকদিগের জীবন বীমা করার জন্য কতটা দাবীর টাকা দিতে হইবে তাহার একটা পরিমাণ পাওয়া যাইতে পারে। নানা সভ্য দেশে ভিন্ন ভিন্ন উপায় দ্বারা এই মৃত্যু-হার তালিকা গঠিত হইয়াছে। সুখের বিষয় গত শতাব্দীতে এই মৃত্যু-হারের যথেষ্ট উন্নতি দেখা যাইতেছে। জীবন যাপনের প্রণালীর উন্নতি ও চিকিৎসা শাস্ত্রের উন্নতির জন্যই ইহা অনেকটা সম্ভব হইয়াছে বলিয়া মনে হয়।

এখন দেখা যাইতে পারে চাঁদার হার কি প্রকারে এবং কতটা মৃত্যু-হার, সুদের হার এবং ব্যয়ের হারের উপর নির্ভর করে। জীবন বীমার চাঁদা বা প্রিমিয়াম্ বলিলে আমরা বুঝি যে ব্যক্তিবিশেষের জীবনের দায়িত্ব লওয়ার পরিবর্ত্তে কয়েক কিস্তিতে বা একই কিস্তিতে যে টাকা দেওয়া হয়। এই চাঁদা বাৎসরিক হইতে মাসিক এমন কি পাক্ষিকভাবেও দেওয়া যাইতে পারে। চাঁদার হার নির্দ্ধারণ করার উপর বীমা কোম্পানীর স্থায়িত্ব অনেকটা নির্ভর করে। এই চাঁদার হারের তালিকা নির্ণয় করিতে প্রধাণতঃ নিম্নলিখিত তিনটী বিষয়ের উপর দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য ;—

১। মৃত্যুর হার
২। সুদের হার
৩ ব্যয়ের হার

প্রথম দুইটি অর্থাৎ মৃত্যুর হার ও সুদের হার হইতে আমরা কোনও জীবন বীমা কোম্পানীর নেট প্রিমিয়াম কত হওয়া যুক্তি-যুক্ত তাহার বিচার করিতে পারি। যে পরিমাণ মৃত্যু হইবে ধরিয়া লওয়া হইয়াছে নেট প্রিমিয়াম দ্বারা ঠিক সেই পরিমাণ দাবীই শোধ করা যাইতে পারে। এই নেট প্রিমিয়াম কোম্পানী পরিচালনা প্রভৃতির জন্য যে ব্যয় হইবে তাহা বাদ দেওয়া হয়। এই নেট প্রিমিয়ামের সহিত যদি আফিসের জন্য খরচ এবং অপর সমস্ত আকস্মিক ব্যয়ের জন্য যাহা লাগিবে তাহা যোগ করা যায় (অর্থাৎ লোডিং দেওয়া হয়) তবে যে প্রিমিয়াম ধরা হইবে তাহাকে আফিস্ প্রিমিয়াম বলা হয়। যে সমস্ত পলিসি লভ্যাংশের ভাগ পাইবে তাহাতে এই লোডিং এর পরিমান অপেক্ষাকৃত অধিক থাকে।

জীবন বীমা কোম্পানীর ব্যয় প্রধানতঃ দুই ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে, ১। যে গুলি প্রাপ্ত চাঁদার উপর নির্ভর করে যথা —এজেণ্টদিগের কমিশান্, প্রিমিয়ামের দরুণ ট্যাক্স্ ইত্যাদি। ২। যেগুলি প্রাপ্ত চাঁদার উপর নির্ভর করে না, যথা ;— ডাক্তারকে দেয় পারিশ্রমিক, আফিস পরিচালনার জন্য খরচ ইত্যাদি। ইহা হইতে দেখিতে পাওয়া যায় যে লোডিং প্রিমিয়ামের কতকাংশ এবং পলিসির মধ্য হইতে কোনও নিশ্চিত অংশ লইয়া গঠিত হয়। যদি লোডিং কেবলমাত্র প্রিমিয়ামের কতকাশ লইয়াই গঠিত হইত তবে বিভিন্ন বয়সের ও বিভিন্ন মূল্যের পলিসির উপর অবিচার করা হইত। সুতরাং নেট প্রিমিয়ামের উপর আফিস্ পরিচালনা ব্যয় ইত্যাদির জন্য কোনও নির্দ্দিষ্ট অংশ ও বিভিন্ন বয়সের জন্য বিভিন্ন পরিমাণ লোডিং যদি ধরিয়া লওয়া যায় তবে কাহারও উপর অবিচার করা হইবে না এবং উক্ত লোডিংএরও সামঞ্জস্য থাকিবে। যে সকল পলিসি লভ্যাংশ পাইবে তাহাদিগের জন্য চিন্তার তত কারণ নাই কারণ লোডিংএর অধিকাংশ ভাগই বোনাস হিসাবে ফিরাইয়া দেওয়া হয় কিন্তু যে সকল পলিসি কোনও লভ্যাংশ পাইবে না উহাদিগের জন্য একটু ভাবিতে হয়। কোনও পলিসির প্রিমিয়ামের হার সম্বন্ধে বিচার করিতে হইলে প্রথমেই তাহার নেট সিঙ্গল প্রিমিয়ামের কি হইতে পারে তাহা জানা আবশ্যক কারণ নেট সিঙ্গল প্রিমিয়ামের উপর নির্ভর করিয়াই বাৎসরিক প্রিমিয়াম্ নির্ণীত হয়। বীমা শাস্ত্রে ধরিয়া লওয়া হয় যে, যে সকল দাবী উপস্থিত হয় সেগুলি ঐ বৎসরের শেষে দেয়। কিন্তু দেখা যায় যে ইহা সত্য নহে কারণ ইহার মধ্য হইতে অধিকাংশ দাবীই যখন উপস্থিত করা হয় মৃত্যুর বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ সংগৃহীত হইলেই মিটাইয়া দেওয়া হয়। কয়েকজন বীমা শাস্ত্রবিদ্ পণ্ডিত বলেন যে অধিকাংশ দাবীই বৎসরের মাঝামাঝি সময়ে আনয়ন করা হয় এবং দাবীর টাকা পরিশোধের জন্য আবেদন পাওয়ার পর পরিশোধ করিতে প্রায় এক মাস সময়

লাগিবে। সুতরাং এই পাঁচ মাসের জন্য ঐ টাকার দরুণ সুদ পাওয়া গেল না তাহার জন্য সম্যকরূপে সংস্থান থাকা আবশ্যক। প্রথমতঃ দেখা যাইতেছে যে অল্পমূল্যের পলিসি যত কম হয় ততই ডাক্তারী খরচ, পোষ্টেজ ইত্যাদি কম লাগিবে; আবার ইহাও দেখা যায় যে অধিক মূল্যের বীমাকারীগণের মধ্যে মৃত্যুর হারও অনেক বেশী। সেইজন্য এই দুইএর মধ্যে সামঞ্জস্য রাখিয়া চাঁদার হার নির্দ্ধারিত হওয়া আবশ্যক। অধিকাংশ কোম্পানীতেই contingency fund নামে একটী করিয়া fund থাকে ইহা প্রধাণতঃ নেট্ প্রিমিয়ামের উপর যে লোডিং ধরিয়া লওয়া হয় তাহারই কতকাংশ লইয়া গঠিত হইয়া থাকে। কিন্তু চাঁদার হার নির্ণয়ের সময় ইহার সম্বন্ধে কিছুই উল্লেখ থাকে না।

ভারতবর্ষ প্রভৃতি দেশে মৃত্যুর হার ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশ হইতে অধিক ধরিয়া লওয়া হইয়াছে, সুতরাং একই বয়সের লোকের মধ্যে চাঁদার হারও বিভিন্ন প্রকারের হইবে। কিন্তু ভারতীয় বীমা ক্ষেত্রে দেখা যায় যে যতটা লোডিং দেওয়া হইয়াছে তাহার সহিত তুলনায় মৃত্যুর হার অনেক কম সুতরাং Reserve fundএ অনেক টাকাই উদ্বৃত্ত হইয়া যায় এবং ইহাতে বীমাকারীগণও কতকাংশে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। বীমা কোম্পানী হয়ত শেষের দিকে বোনাস্ বা বীমাকারীদিগের মধ্যে বণ্টিত লভ্যাংশের হার বাড়াইয়া দিতে পারে কিন্তু প্রথমে যাঁহারা বীমা করিয়াছিলেন তাঁহারা ইহাতে ক্ষতিগ্রস্ত হইবেন এ বিষয়ে সন্দেহ নাই। আমাদের দেশে এমন দুই একটী পুরাতন জীবন বীমা কোম্পানী আছে যাহাদের এই লোডিং খুবই সামান্য হওয়ায় চাঁদার হারও সর্ব্বাপেক্ষা কম। অথচ তাহাদিগের ব্যয়ের হারও অপর কোম্পানীগুলির তুলনায় কম এবং প্রত্যেক ভ্যালুয়েসনেই যথেষ্ট টাকা উদ্বৃত্ত থাকে। তাহাদিগের বোনাসের হার খুব কম হইবে এমন কি যদি এপর্য্যন্ত কোনও বোনাস্ না দিয়াও থাকে তাহা হইলেও ঐ সকল কোম্পানীতে বীমা করিয়া বীমাকারী ক্ষতিগ্রস্ত হইবেন না। জীবন বীমার উদ্দেশ্য নিজের জীবনটাকে লইয়া জুয়া খেলা নহে, জীবনের সমস্ত দায়িত্ব সর্ব্বাপেক্ষা কম ব্যয়ে অপরের হাতে তুলিয়া দেওয়া। সুতরাং যদি এই প্রকার দুই একটী পুরাতন প্রতিষ্ঠান আজও দরিদ্র ভারতবাসীকে অল্প ব্যয়ে এবং আপনাদিগের জন্য লভ্যাংশের মোটা ভাগ না রাখিয়া জীবন বীমার সুযোগ ও সুবিধা দান করে তবে সত্যই তাঁহারা দেশবাসীর পক্ষ হইতে ধন্যবাদার্হ।

বলশেভিক রুশিয়ায় সিনেমা ও গণ শিক্ষা

—শ্রীসনৎকুমার রাহা

পৃথিবীর যাবতীয় দেশ আর এক রুশিয়ার মধ্যে প্রভেদ অনেক। পৃথিবীর সব দেশেই সিনেমা চলছে, রুশিয়াও চলচ্চিত্রের শিল্পে কিছু মাত্র পশ্চাৎপদ নয়। একদিন ছিল যখন রুশিয়া অন্ধকার, অজ্ঞান; পৃথিবীর অন্যান্য রাষ্ট্রের বহু পশ্চাতে তখন রুশিয়ার স্থান ছিল। তারপর গত বিপ্লবের পর ১৯১৯ থেকে রুশিয়া তার গোঁ নিয়ে ছুটে চলেছে আপন মনে। পৃথিবীর কারও সঙ্গে তার খাপ খায় না। কারও কথা সে না শুনেই আপন সম্পদ বাড়িয়ে তুলছে সব দিক দিয়ে। বিজ্ঞানে, শিল্পে, কলায়, সব দিক দিয়েই আজ রুশিয়া সাড়া বিশ্বের দৃষ্টি আকর্ষণ ক'রছে। এ প্রবন্ধে অন্যান্য বিষয় আলোচনা করা নিষ্প্রয়োজন মাত্র। এইটুকুই এ প্রবন্ধের বিষয়বস্তু যে গত ১২ বছরে রুশিয়া তার চলচ্চিত্রে কতখানি এগিয়েছে। এ ক্ষেত্রে অগ্রসরের অর্থ এ নয় যে রুশিয়ার চলচ্চিত্র শিল্প মাত্র যথেষ্ট রকমে উন্নতি লাভ ক'রেছে, তার অগ্রসর মানতে হবে তার লোকশিক্ষার দিক দিয়ে। রুশিয়ার ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় কোন চলচ্চিত্র চলে না —যা কিছু রুশিয়ার তাই তার সর্ব্ব সাধারণের। বলশেভিক রুশিয়া আজ এই জন-সাধারণেরই সম্পত্তি। রুশিয়ার রাজনীতি, অর্থনীতি, সংস্কৃতি ও শিল্পকলাদি সবই একটা প্ল্যানের বশবর্ত্তী।..."Its united planned control of economic, political, cultural and artistic development."

১৯১৯ সালে লেনিন ব'লেছিলেন—"For us the most important of all arts is the cinema." এই সময় থেকেই সোভিয়েট সিনেমার কথা নিয়ে সাড়া রুশিয়ায় তোলপাড় হয়। কি ভাবে সিনেমাকে দেশের দশজনের মনোবৃত্তি গঠনের অনুকূলে চালান যায় এই হল সে সময়কার নেতাদের একমাত্র চিন্তা। লেনিনই এ বিষয়ে বেশী অগ্রসর হন। জারের আমলে সিনেমার অবস্থা রুশিয়ায় অত্যন্ত দীন ছিল। তখন ব্যক্তিগত মূলধনে, ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় মাত্র ব্যবসায়বুদ্ধি নিয়েই সিনেমা চ'লত। এতে ফল হ'ত খুব বিষময়। এই ব্যবসাবৃত্তির জন্য অনেক কিছু অশ্লীলতা রুশিয়ার অপরিপক্ক মনকে আন্দোলিত ক'রেছিল। তারপর জারের সময় এ সিনেমাগুলি ছিল নগরে নগরে কাজেই দেশের যারা গরীব চাষা মজুর তাদের ভাগ্যে সিনেমার রস ছিল না।

মাত্র অভিজাত সম্প্রদায়ের জন্যই আমোদ-প্রমোদ, থিয়েটার; সিনেমা চলবে এ ধারণা আজ রুশিয়ায় নেই। দীনের পয়সায় ধনী ফুর্ত্তি ক'রবে এ ছবি আজ রুশিয়ায় নেই। একদিন যে সিনেমা ছিল নগরের শোভা, আমোদ, প্রমোদ, রঙ্গরসের জন্য আজ তা দাঁড়িয়েছে রুশিয়ার সংস্কৃতি, সভ্যতা ও লোকশিক্ষার জন্য। আজ Trade unionএর মধ্য দিয়ে Ticket দেওয়ার ব্যবস্থা আছে। চাষা মজুর ও কর্ম্মীর দল আজ অবাধে রাষ্ট্র পরিচালিত সিনেমায় অক্লেশে যোগ দেয়। গণ শিক্ষার উদ্দেশ্য বলশেভিক রুশিয়া আজ সিনেমার মধ্যে দিয়ে যে আন্দোলনের সুরু করেছে তার ফলে আজ রুশিয়ার গণ জাগরণ নিদ্রিত হ'তে পায় না। আজ সিনেমার মধ্যে ব্যক্তিগত ব্যবসা প্রচেষ্টা না থাকায় রাষ্ট্রীয় শক্তি রুশিয়ার প্রবল হয়ে উঠ্‌ছে। বর্ত্তমান বছরের প্রথমেই রুশিয়ার ৩০৪৪টা সিনেমা ছিল তার মধ্যে ১৮০০টা মাত্র পল্লীর জন্য।

জারের আমলে রুশিয়ার ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় যে সকল সিনেমা চলত তাদের অধিকাংশই আমেরিকা ও জার্ম্মানির কাছ থেকে ফিল্ম সংগ্রহ করত। তার ছবিও ছিল অতি নিম্ন স্তরের। বিপ্লবের সময় মাত্র ১টা ছোট ষ্টুডিয়ো মস্কো সহরে ছিল। সে সময় প্রোট্যাজ্যানভ Protaganov সিনেমার কাজে বিশেষ পটু ছিলেন তিনি বলশেভিকদের দলে সম্পূর্ণ ভাবে যোগদান করেন। তারপর হানস্ জোনকভ্ Hanszhonkov তার সমস্ত সিনেমার সম্পত্তি সোভিয়েট রুশিয়ার হাতে দেয়। এবং তার একজন পরিচালক রুশে থাকেন। ১৯১৯ এর পূর্ব্বে কোন সিনেমা রাষ্ট্রের সম্পত্তি করা হয় নি। (Nationalisation) প্রথম প্রথম সিনেমা পরিচালনে বিশেষ বেগ পেতে হয় তার পর "Special Cinema Committee" গঠিত হয়। ১৯১৮তে Luncharskyর পরিচালনায় নূতন ও প্রথম বই প্রকাশ হয়। এ ছবিতে দেখান হয় কি ভাবে বুর্জ্জোয়াদের বিষয় সম্পত্তি অধিকার করা হয়। চাষী ও মজুরদের দ্বারা ১৯২২ পর্য্যন্ত ঐ স্পেশ্যাল কমিটির দ্বারাই ফিল্ম প্রকাশ করা হয়। এই সব ফিল্মের মধ্যে "মে দিবস" "শোভাযাত্রা" দুর্ভিক্ষের হাহাকার ও "কংগ্রেসের" কাজ দেখানো হয়। এর মধ্যে "Dziga Vertov" বইখানি খুব প্রশংসিত। ১৯১৯ এ "State Union of Cinema" প্রতিষ্ঠিত হয় গার্ডিন পরিচালনায়। এখন একে বলে" Peoples cinema artist of the republic" এই নামনামী Kuleshovএর সঙ্গে ছোট ছোট ফিল্ম সৃষ্টি করে। সোভিয়েট ফিল্মের মধ্যে "Kins Prareda"ই প্রধান। এক সময় প্রোলেটারিয়ান-আর্ট নিয়ে উপহাস চলত, হাস্য কৌতুক চ'লত—আজ বলশেভিক দল সে যুগ ফিরিয়েছে।

প্রথম প্রথম কিউলেসভ (Kuleshove) ও ভারটব (Vertov) এর সঙ্গে মতের অনৈক্য ছিল। কিউলেসভ আমেরিকা ও

পাশ্চাত্যের অনুকরণের পক্ষপাতী ছিলেন। তার বই "Mr. West visit the Soviet Union" সর্ব্ব প্রথম প্রকাশিত হয়। এই ফিল্মে Vsevelod Pudovkin অংশ গ্রহণ করেন। পরে তিনি পৃথিবীর একজন বিখ্যাত পরিচালক হন। পর Kulesove ও Vertov একত্র হইলে "Strike" নামে আইসেনষ্টাইন দ্বারা পরিচালিত নূতন বই প্রকাশ পায়। যুক্তভাবে যে সব ফিল্ম সৃষ্ট হয় তার অধিকাংশই বিপ্লবের ছবিতে পূর্ণ। গণ-জাগরণের খণ্ড শক্তি এই বিষয়েই নানাবিধ ফিল্ম সৃষ্ট হয়। প্ল্যানের বশবর্ত্তী হয়ে বহু ফিল্ম সৃষ্টি হয়। তার মধ্যে "October" or "Ten day hit shook the world" "The End of St. Petersburg" ইত্যাদি বিশেষভাবে উল্লেখ যোগ্য। ম্যাক্সিম গর্কির "মা"ও এই সময়েই প্রকাশ পায়। Kuleshov এবং Vertov যুক্ত হ'লে রুশিয়ায় প্রকৃত গঠনমূলক প্রচার আরম্ভ হয়। জন সাধারণের শিক্ষা, শক্তি, উৎসাহ নানাভাবে ঐ সিনেমার মধ্য দিয়ে বৃদ্ধি পায়।

প্রথম পঞ্চবার্ষিকী নীতির প্রচলনে সারা রুশিয়ায় একটা "গড়ার" আন্দোলন সুরু হয়। সিনেমার মধ্যে দিয়ে Pudovkin চেষ্টা করেন ছবিতে দেখাবেন ব্যক্তিগত স্বার্থ অপেক্ষা রাষ্ট্রীয় স্বার্থ কত বড়। আইসেনষ্টাইন (Eisenstein) আমেরিকায় হলিউডে যান সিনেমাশিল্প সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা অর্জ্জন ক'রতে। ইতিমধ্যে Ukraine Alexander দেখা দেন এবং Pudovkin ও Eisensteinএর কিছু কিছু নিয়ে নূতন বই করেন "Juan" নামে। এতে চাষী কি ভাবে বিজ্ঞান ও শিল্পে শিক্ষা লাভ ক'রে দেশের অনেক বড় বড় কাজ করতে পারে তাই দেখান হ'য়েছে। এই-ভাবে জনশক্তির মধ্যে শিক্ষা-শিল্প ও বল-বলশেভিক আদর্শ ঢুকিয়ে দেওয়া হয় সিনেমা দিয়ে। গণশিক্ষার উদ্দেশ্যই রুশিয়ার সিনেমাগুলি রাষ্ট্রীয় সম্পত্তিরূপে ব্যবহৃত হচ্ছে।

তারপর সিনেমার ছবিতে সেক্ষনীয়য়ের আদর্শ নেওয়ার চেষ্টা রুশিয়ায় হয়। এই সময় টকি বা সবাক ফিল্ম সৃষ্টি হয়। "কাউন্টার প্লান" "counter plan" এর্মলার-এর প্রথম সবাক ছবি। তার পর "Petersburg Nights" ও "Boul De Sult" এবং "The Storm" ইত্যাদি বই সবাকে পরিণত হয়। থিয়েটার, সিনেমা ও আর্টের মধ্যে যে যথেষ্ট কিছু শিখিবার আছে একথা সব দেশেই মানে কিন্তু রুশিয়া সেই শিক্ষা হাতে কলমে দেয়। Dinamov তাই বলেছিলেন"The cinema must create moving figures as Othello and Hamlet and Lear" অর্থাৎ সিনেমা ওথেলো হ্যামলেট ও লিয়ারের চরিত্রের ন্যায় চরিত্র গঠনে সহায়তা করবে। এ সব চরিত্র সেক্ষপিয়রের দ্বারা চিত্রিত তাই Marxও ব'লেছিলেন "Shakespearise more Schillerise less." রুশিয়ার সিনেমা এইরূপ একটা গঠনমূলক উদ্দেশ্য ও প্লান নিয়ে চলছে। যে সমস্ত বিদেশী পরিচালকগণ রুশিয়ার সিনেমায় যোগ দিয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে Piscater এর "Revolt of the Fisherman" প্রসিদ্ধ। তারপর Marshallএর "Komsomol" বই-এ তে রুশিয়ার যুবশক্তি কি ভাবে শিল্পের উন্নতির জন্য খাটছে তাই দেখানো হয়। রুশিয়ার প্রতি ছাত্র (University student) তাদের শিক্ষালয় থেকে প্রত্যাবর্ত্তনের পর কায়িক পরিশ্রম করে রাষ্ট্রের জন্য। তারপর Ekkএর "The Road to Life" এবং "Song of Happiness" দুইখানি বই প্রকাশ হয়। এতে দেখান হয় কি ভাবে চোর, ডাকাত ও আসামীরা এবং ভেগাবণ্ড সোভিয়েটের অতি সুন্দর ও মূল্যবান নাগরিক হ'য়ে উঠে। "How criminals and vagabonds were transformed into useful Soviet citizens". Vyiga Vertov এর "Three Songs of Lenin" এক নূতন ভাবনা ও প্রেরণা জাগায়। এই রুশিয়ার সিনেমায় রুশিয়ার সমস্যা তার কর্ত্তব্য, তার শিক্ষা ও আদর্শ সম্বন্ধে দেখান হয়। কোথাও দেখা যায় সৈন্যগণ যুদ্ধে রত। বলশেভিক শক্তিকে আরও শক্তিশালী করবার জন্য। গত পঞ্চদশ বার্ষিক উৎসবে সরকার পক্ষ এবং অন্যান্য নানা দল রুশিয়ায় সিনেমার পরিচালক, অভিনেতা, অভিনেত্রী এবং ক্যামেরাম্যানদের নানা উচ্চ সম্মানে বিভূষিত করে। "The order of Lenin" "Order of the Red Banner" "Order of the red star" "Honoured Artist of the Republic" "Honoured Workers of Arts" এই সম্মান রুশিয়ার ঐ কর্ম্মী ও অভিনেতা ও অভিনেত্রীগণ লাভ করেন।

জারের আমলে Hanjonkov একজন ধনী অভিজাত ছিলেন তিনি বলশেভিক সিনেমায় বহুদিন সেবা করেন। সোভিয়েট গভর্ণমেণ্ট তাঁরও যথেষ্ট সম্মান দেন।

রুশিয়া যে প্লান নিয়ে তার সিনেমা পরিচালনা করে তাতে জগতের কাছে সে একটা দৃষ্টান্ত স্বরূপ। আমাদের ও অন্যান্য দেশে প্রেম-চিত্রের প্রাচুর্য্য সিনেমায় অত্যন্ত বেশী। দুঃসাহসিক চিত্র ও দৃশ্যাবলী অনেক কম। ঐ তুলনায় রুশিয়ার সিনেমার দেখা যায় যা বাস্তব, যুদ্ধক্ষেত্রে যা শক্তি, জীবন যুদ্ধে যা কিছু অতি প্রয়োজনীয়, জন জাগরণ-মূলক ও গণশিক্ষা মূলক তাই রুশিয়া সিনেমার বিষয়বস্তু। একটী চাষা ও মজুরের জীবন যে কত মূল্যবান! একজন দাগী আসামীও যে রুশিয়ার একজন ভাল নাগরিক হ'তে পারে, একজন বালক ও শিশুও যে শিক্ষা পেলে নেতা হ'তে পারে এ ছবি সারা পৃথিবীর মাঝে এক রুশিয়াই দেখায়। এ দেখানর মধ্যে বিলাস ও সাহিত্যের দাম যত দেওয়া না যায় রুশিয়ার গঠনমূলক প্ল্যানের দামই বেশী দেওয়া যায়। এই হচ্ছে রুশিয়ার সিনেমা আর তার উদ্দেশ্য।

রূপমহলে আত্মাহুতি

—শ্রীধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

অভিনেতৃসঙ্ঘ রূপমহলে শ্রীযুক্ত জলধর চট্টোপাধ্যায় প্রণীত নূতন নাটক "আত্মাহুতি"র উদ্বোধন করেছেন। অভিনয় আমরা দেখে এসেছি এবং দেখে খুসী হয়েছি। অভিনেতৃ-সঙ্ঘকে বহু বাধা বিপত্তির সঙ্গে সংগ্রাম করতে হচ্ছে, এ কথা আমরা জানি। সত্যিকার নাটকের সু-অভিনয় দ্বারা তাঁরা যদি সেই সংগ্রামে জয়লাভ করতে পারেন, তা'হলে আমরা যথার্থই আনন্দিত হব। কিন্তু যে স্থানে এবং যেরূপ রঙ্গমঞ্চে তাঁরা অভিনয় কচ্ছেন, তাতে তাঁরা সে সুযোগ পাবেন কিনা, আমাদের যথেষ্ঠ সন্দেহ আছে।

জলধরবাবু এ যাবৎ কাল্পনিক নাটকই লিখে এসেচেন,—এই তাঁর প্রথম পৌরাণিক নাটক। কিন্তু কতকগুলি পৌরাণিক নাম ও ঘটনা আছে বলেই এ নাটকখানিকে অমরা ঠিক পৌরাণিক বলতে রাজি নই। পৌরাণিক ভিত্তি যতটুকুই থাকুক, কল্পনার ইমারত তার উপর খুব বড় করেই গড়া হয়েছে। বশিষ্ঠ ও বিশ্বামিত্রের দ্বন্দ্বের ভিতর দিয়ে লেখক বর্ত্তমানের অধ্যাত্মবাদ ও জড় বাদের দ্বন্দ্ব দেখাতে চেষ্টা করেছেন এবং এই মতবাদ দিয়ে উপসংহার করেছেন যে— জড়বাদ যতই শক্তিশালী হউক, এমন কি, যদি সে ত্রিবিদ্যা সাধানায়ত্ত করে, তাহলেও তাকে একদিন না একদিন অধ্যাত্ম বাদের কাছে মাথা নোয়াতে হবে। বশিষ্ঠ সেই অধ্যাত্মবাদের প্রতীক এবং নূতন স্বর্গ সৃষ্টির ক্ষমতাদৃপ্ত বিশ্বামিত্র সেই জড়বাদের প্রতীক। বশিষ্ঠ-বিশ্বামিত্রের অতি পুরাতন মামুলি গল্পের ভিতর দিয়ে লেখক বর্ত্তমানের এই world problemএর আলোচনা করেছেন। কিন্তু তাহাতে নাটকের drama নষ্ট হয়নি। নাটক problematic হয়ে ওঠেনি।

আর একটি allegory লেখক সঙ্গে সঙ্গে ফুটিয়ে তুলেছেন ক্ষমা ও সুন্দরকে নিয়া। 'যেখানে ক্ষমা নাই-সেখানে সুন্দরও নাই' এই জিনিষটি লেখক চরিত্রের ভিতর দিয়ে ফুটিয়ে তুলেছেন। বিশ্বামিত্রের পালিত কন্যা ক্ষমা সুন্দর ও নন্দনের হত্যার পরই তাঁকে পরিত্যাগ করে হ'ল বশিষ্ঠের পুত্রবধু। জগতের যত কিছু সুন্দর বিশ্বামিত্র সমস্তই নষ্ট করতে প্রমত্ত হলেন। তারপর যেদিন ক্ষমা তাঁকে আক্রমণ করলে সেদিন সুন্দর বেঁচে উঠল—বিশ্বামিত্র হলেন ব্রাহ্মন। বশিষ্টের দ্বারা পরাভূত হয়ে নয়, তাঁর ক্ষমার দ্বারা অভিভূত হয়ে। যদিও রূপক রূপকত্বের গণ্ডী ছাড়িয়ে আসেনি, তথাপি এর কবিত্বটুকু আনন্দ দেয়।

অভিনয় মোটের উপর জমিয়াছে মন্দ নয়। বিষয়বস্তু একটু অতিরিক্ত melodramatic কিন্তু অভিনেতারা প্রাণ দিয়া অভিনয় করেছেন। বিশেষতঃ শ্রীযুক্ত গণেশ গোস্বামীর বশিষ্ট অনবদ্য সুন্দর। তাঁহার সু-সংযত, ধীর স্থির প্রাণবন্ত অভিনয় তাঁকে শ্রেষ্ঠ অভিনেতার গৌরব দান করছে। তারপরই সুন্দর হয়েছে সন্তোষ সিংহের কিঙ্কর। বিশ্বামিত্রের সাজসজ্জা ও অভিনয় একজন অতি সাধারণ কাপালিকের কথা মনে করিয়ে দেয়। কিঙ্কর রাক্ষস ও বিশ্বামিত্রে তিনি কোনো পার্থক্য সৃষ্টি করতে করতে পারেন নি। কিন্তু বশিষ্ঠপুত্র নিধন কি সত্যই প্রতিহিংসা না পরীক্ষা! পুরাণের তথা এই নাটকের ঘটনা পারম্পর্য্যের ভিতর দিয়ে এই সন্দেহটাই মনে জাগে। আর যাই হউক মহাতপা বিশ্বামিত্র ব্রাহ্মনত্ব লাভের জন্য যে রাক্ষসবৃত্তি অবলম্বন করেন নি, একথা নিঃসঙ্কোচে বলা যেতে পারে। তাঁর বশিষ্ঠ-নিধন যজ্ঞই তার প্রধান প্রমাণ। সন্তোষ দাসের অভিনয়ে সংযমের অভাব আছে।

রূপমহলে অভিনেত্রীর অভাব আছে। রেণুবালা (সুখ) ছাড়া আর কারও অভিনয় দেখা চলে না। রেণুবালার চেহারা বেমানান না হলে তার অভিনয় আরও মর্ম্ম স্পর্শ করতে পারত।

সঙ্গীতাংশ নিন্দনীয় নয়। সুর সংযোজনা সুন্দর হয়েছে। কিন্তু গাইবার লোক না থাকলে সংযোজক কি করবেন। নৃত্য পরিকল্পনা ভাল হয়েছে।

পরিশেষে দৃশ্যপটাদির কথা একটু না বলে পারলাম না। অধিকাংশ পটেরই রং উঠে গিয়ে শাদা কাপড় বার হয়ে পড়েছে। রঙের অত্যাচারের হাত হতে মুক্ত হয়ে তারা যেন দাঁত বার করে হাসছে। এই সকল দৃশ্যের সমারোহ না সাজিয়ে কালো পর্দ্দা খাটিয়ে অভিনয় করলে মন্দ কি ? অন্ততঃ দর্শকের চক্ষুকে তা কম পীড়া দেবে। মেনকাকে দড়ি বেঁধে স্বর্গে টেনে তোলার কোন নূতনত্ব আজকালকার দিনে আর আছে কি ? রঙ্গমঞ্চ ও দৃশ্যপটাদির অবস্থা যেমনই হউক নাটকের লিখন ভঙ্গী এবং অভিনেতৃগণের সু-অভিনয় নাট্যামোদীগণকে আনন্দ দিবে বলিয়া আমাদের মনে হয়।

ম্যাডান থিয়েটারে উদয়শঙ্কর

—শ্রীগিরিজা কুমার বসু

মঙ্গল বুধ বৃহস্পতি শুক্র এই কটিবারেও ম্যাডান থিয়েটারে উদয় শঙ্করের নাচ হয়েছিল। মঙ্গলবার ছিলঃ—(১) যন্ত্রসঙ্গীত—রাগ ভৈরবী (২) যমুনাতট নৃত্য (জহরা) (৩) শাপুড়িয়া (উদয়শঙ্কর) (৪) বসন্ত নৃত্য (সিম্‌কি) (৫) কার্ত্তিকেয় (উদয়শঙ্কর) (৬) যন্ত্রসঙ্গীত (তবলা তরঙ্গঃ—বিষ্ণুদাস, তবলা, শিশির শোভন) (৭) মুখোস নৃত্য (উদয়শঙ্কর ও রবীন্দ্র) (৮) গণনৃত্য (শঙ্কর, সিমকি জহরা) (৯) যন্ত্রসঙ্গীত (বাঁশী নগেন দে, স্বরদ—দুলাল সেন, তবলা—শিশির শোভন, এস্‌রাজ—রবীন্দ্র) (১০) নিরাশা (শঙ্কর, সিমকি, জহরা, মাধবন, রবীন্দ্র) (১১) মণিপুরী খোলনৃত্য (ব্রজবাসী) (১২) রাসলীলা (শঙ্কর, সিমকি, জহরা মাধবন, রবীন্দ্র) (১৩) শিব পার্ব্বতী নৃত্যদ্বন্দ্ব (শিব—শঙ্কর, পার্ব্বতী—সিম্‌কি, জয়া—জহরা, ভৃঙ্গী—রবীন্দ্র, নন্দী—মাধবন)। বুধ বৃহস্পতি শুক্র ঐ প্রগ্রামই ছিল তবে রাসলীলা ছিল না, ছিল "স্নানম্‌" আর "ইন্দ্র" যোগ করা হ'য়েছিল। নাচের সম্বন্ধে আগে যা বলা হয়েছে তার ওপর কিছু বলবার নেই। হরপার্ব্বতীনৃত্য দ্বন্দ্ব এত চমৎকার যে আধঘণ্টা ধরে হলেও শেষ হবার সময় মনে হয় আরো হোক। শ্রীমতী কনকলতা দুদিন নাচ দেখতে এসেছিলেন, বললেন অনেকটা ভালো আছেন। কনকলতা কনকলতাই যথার্থ তাঁর যে রকম অসুখ করেছিল অন্য কেউ হলে তার চেহারা বিকৃত হত কিন্তু দারুণ অসুস্থতায় কনকলতা ম্লান হলেও, বি-শ্রী হননি। তিনি সত্বর নিরাময় হোন্‌ আমরা কামনা করি। যিনি যতই চক্ষু রক্তবর্ণ করুন, এ কথা মানতেই হবে যে কনকলতার অভাবে শঙ্কর সম্প্রদায়ের নাচের মাধুর্য্য ও লালিত্য কমে গেছে। শ্রীমতী জহরা মমতাজ তাঁর নাচের জন্যে প্রশংসা পাবার যোগ্য। কিন্তু কনকলতার সঙ্গে তিনি added হতে পারেন তাঁকে replace করতে পারেন না।

শ্রীযুক্ত ব্রজবিহারী ও কেষ্ট মামার নাম গেলবারে কর্ম্মীদের মধ্যে দেওয়া হয়নি, শ্রীযুক্তা এ্যালিস বনার যে সব নৃত্যোপযোগী পোষাক পরিচ্ছদ কল্পিত করেছিলেন তার জন্যে তাঁকে অভিনন্দন জানানো হয়নি। সে জন্যে ত্রুটি স্বীকার করছি।

চিত্র পরিচিতি

—অভিমন্যু

[আগামী শনিবার হইতে যে সব বিদেশী ছবি কলিকাতায় মুক্তিলাভ করিবে তাহাদের অগ্রিম সংক্ষিপ্ত পরিচয়। সুতরাং কোনো বিদেশী ছবি দেখিতে যাওয়ার পূর্বে আমাদের "চিত্র-পরিচিতি" স্তম্ভটি পড়িয়া গেলে, চিত্রপ্রিয়রা লাভবান হইবেন। —দীঃ সঃ]

লাওনেল ব্যারীমুর—এই সপ্তাহে ইঁহাকে "পাবলিক হিরো নং ১" ছবিতে দেখা যাইবে।

The Whole Town's Talking

গ্লোবে দেখানো হইবে, শ্রেষ্ঠাংশে এডওয়ার্ড জি, রবিনসন, জীন আর্থার, আর্থার হল, ওয়ালেস ফোর্ড প্রভৃতি। কলম্বিয়ার ছবি, পরিচালনা করিয়াছেন জন ফোর্ড।

ম্যানিয়ন নামক এক জেল-পলাতক কয়েদীর সহিত নিরীহ চাকুরীজীবি আর্থার জোন্সের চেহারার সাদৃশ্য ছিল খুব বেশী। একদিন জোন্স তাহার প্রণয়িনী বিলের সহিত রেস্তারাঁতে বসিয়া চা খাইতেছে এমন সময় রেস্তারাঁর লোকেরা তাহাকে ম্যানিয়ন ভাবিয়া পুলিশে ধরাইয়া দিল। পরে অনেক কষ্টে জোন্স প্রমাণ করিল যে সে পলাতক ম্যানিয়ন নহে, তখন সে নিস্তার পাইল। সঙ্গে সঙ্গে সে পাইল একখানি ছাড় পত্র (passport)।

রাত্রে গৃহে ফিরিয়া দেখে যে তাহার ঘরে ম্যানিয়ন উপস্থিত, ম্যানিয়ন জোর করিয়া ছাড়পত্রখানি আদায় করিল। বন্দোবস্ত হইল এইরূপ যে দিনের বেলায় সেখানি জোন্স ব্যবহার করিবে এবং রাত্রে ম্যানিয়ন ব্যবহার করিবে। পরে ম্যানিয়ন জোন্সের পিসীমা ও বিলকে এক জায়গায় গুম করিয়া রাখিল এবং জোন্সকে মারিয়া তাহার পথ নিষ্কণ্টক করিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করিল। কিন্তু শেষে জোন্সের কৌশলে পড়িয়া তাহাকে আবার জেলে ফিরিয়া যাইতে হইল। জোন্স ও বিল সুখে মিলিত হইল।

'জোন্সে'র ভূমিকায় এডওয়ার্ড রবিনসনের অভিনয় দেখিয়া সারাক্ষণ দর্শকগণ মন্ত্রমুগ্ধবৎ বসিয়া থাকে। অন্যান্য ভূমিকাগুলিও সু-অভিনীত হইয়াছে। ছবিখানি আমরা সকলকেই দেখিতে অনুরোধ করি।

Thirty Nine Steps.

নিউ এম্পায়ারে দেখানো হইবে, শ্রেষ্ঠাংশে রবার্ট ডোনাট, ম্যাডেলিন ক্যারোল, গডফ্রে টার্ল, হেলেন হে, পেগি এসক্রফ্ট প্রভৃতি। গমো-ব্রিটিশের ছবি, পরিচালনা করিয়াছেন আলফ্রেড হিচক।

একটি মেয়েকে রিচার্ড হ্যানে নামক এক যুবক একটি গোলমালের ভিতর হইতে উদ্ধার করিল। মেয়েটি ইংলণ্ড সম্বন্ধে এমন কয়েকটি গুপ্ত কথা বলিল যে সেগুলি যদি সত্য হয় তবে ইংলণ্ডের সমূহ বিপদ। কথাগুলি অবিশ্বাস্য শুনাইলেও একেবারে হাসিয়া উড়াইয়া দেওয়া যায় না। রিচার্ড সেইদিন স্কটল্যাণ্ড যাত্রা করিল। এদিকে তাহার ঘরে সেই মেয়েটির মৃতদেহ পাওয়া গেল। পুলিশ তাহাকেই হত্যাকারী বলিয়া সন্দেহ করিল। রিচার্ড তখন বহু ঘটনা-বিপর্য্যয়ের পর কি করিয়া সব কুল বজায় রাখিল তাহা পর্দায় দেখাই সব চেয়ে ভাল।

'রিচার্ডে'র ভূমিকায় রবার্ট ডোনাটের অভিনয় হইয়াছে খুব চিত্তাকর্ষক। ম্যাডেলিন ক্যারলকে যেমন সুন্দর দেখিতে অভিনয়ও ততোধিক সুন্দর। গল্পটি মাঝে মাঝে একটু আধটু অসমঞ্জস হইলেও কাহারও রসগ্রহণে বাধা দেয় না। ছবিখানি সকলকে আনন্দ দিবে বলিয়াই আমাদের বিশ্বাস।

Public Hero no: 1

ম্যাডানে দেখানো হইবে, শ্রেষ্ঠাংশে লাওনেল ব্যারীমুর, চেষ্টার মরিস, জীন আর্থার, লুইস ষ্টোন, যোসেফ ক্যালিয়া প্রভৃতি। মেট্রোর ছবি, পরিচালনা করিয়াছেন মাইকেল কার্টিজ।

গল্পটি কিছু অস্বাভাবিক। পুলিশের সহিত দস্যুদের সংঘর্ষ—ইহাই হইল ইহার উদ্দেশ্য। জেফ ক্রেন নামক একটি পুলিশের গোয়েন্দা সোনি নামক সহরের সেরা বদমায়েসের বিশ্বাস উৎপাদনের জন্য ১৯ দিন কারাবাস করিল। তাহার পর কি করিয়া সমস্ত বদমায়েসদের শ্রীঘরে পাঠাইল তাহারই রোমাঞ্চকর কাহিনী।

প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত গল্পটি রোমাঞ্চকর ঘটনাবলীতে পূর্ণ। চেষ্টার মরিসের 'জেফ ক্রেন,' লাওনেল ব্যারীমুরের 'মাতাল ডাক্তার,' লুইস ষ্টোনের 'জেল-অধ্যক্ষ,' জীন আর্থারের 'থেরেসা' সু-অভিনীত হইয়াছে। যোসেফ ক্যালিয়া 'সোনি'র ভূমিকায় চমৎকার অভিনয় করিয়াছেন। যাঁহারা রোমাঞ্চকর ছবি ভালবাসেন, তাঁহাদের নিকট এ ছবিখানি যথেষ্ট সমাদৃত হইবে বলিয়াই আমাদের মনে হয়।

Les Miserables

আর-কে-ও এলফিনষ্টোনে দেখানো হইবে, শ্রেষ্ঠাংশে ফ্রেডরিক মার্চ্চ, চার্লস লাফটন, রচেলি হাডসন, জন বীল প্রভৃতি। টুয়েন্টিয়েথ সেঞ্চুরির ছবি, পরিচালনা করিয়াছেন রিচার্ড বোলেসলাভাস্কি।

একটুকরা রুটি চুরির অপরাধে জীন ভলজীন ১৯ বৎসর কারাবাস করিল। যখন সে ছাড়া পাইল তখন সে যেখানেই যায় সেখানেই বিতাড়িত হয়। অবশেষে সে এক বিশপের নিকট গেল। তিনি সব জানিয়া শুনিয়াও তাহাকে রাত্রে খাইতে দিলেন ও শোবার ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। কিন্তু স্বভাব যায় না মরিলেও। সে দুটি রূপার আলোকাধার চুরি করিয়া পলাইল। পরদিন যখন পুলিশ তাহাকে ধরিয়া লইয়া আসিল তখন বিশপ বলিলেন যে তাহাকে তিনি ইচ্ছা করিয়াই উক্ত জিনিষদুটি দান করিয়াছেন। বিশপ একটি উপদেশ দিয়া তাহাকে ছাড়িয়া দিলেন। সেইদিন জীন আবার একটি ছোট ছেলের কাছ হইতে কিছু পয়সা চুরি করিল।

প্রায় বছর পাঁচেক পরে সেই গ্রামে মঁসিয়ে ম্যাডলিন নামক এক দয়ালু পরহিতব্রতী লোকের আগমন হইল। তাহার একটি কর্ম্মশালায় ফ্যান্টিন নামক একটি মেয়ে কাজ করিত। ফ্যান্টিনের একটি ছোট মেয়ে ছিল—সে স্থানান্তরে থাকিত। কিন্তু ফ্যাক্টরীর মেয়েরা জানিত যে সে কুমারী। পরে যখন সকলে শুনিল তাহার একটি মেয়ে আছে, তখন মঁসিয়ে ম্যাডলিনের অজ্ঞাতে ফ্যান্টিনকে ফ্যাক্টরী হইতে তাড়াইয়া দিল। ঘটনাক্রমে একদিন ফ্যান্টিন ম্যাডেলিনকে দেখিতে পাইল। ম্যাডলিন ফ্যান্টিনকে গৃহে লইয়া গিয়া তাহার নিকট প্রতিজ্ঞা করিলেন যে তাহার মেয়ে কসেটকে তিনি রক্ষা করিবেন। সেইদিনই পুলিশ ইনসপেক্টার জাভেট বলিল যে জীন ভলজীন ধরা পড়িয়াছে। ইহা শুনিয়া ম্যাডলিন চমকাইয়া উঠিলেন কারণ জীন ভলজীন যে তিনি নিজে। তিনি কাহাকেও কিছু না বলিয়া কোর্টে গিয়া সেই নির্দ্দোষ ব্যক্তিকে রক্ষা করিলেন এবং প্রকাশ করিলেন যে তিনি নিজেই জীন ভলজীন। পুলিশ তখন আবার তাঁহার পিছু লইল।

তারপর বহু ঘটনা বিপর্য্যয়ের ভিতর দিয়া জীন ভলজীন কসেটকে কিরূপে রক্ষা করিল তাহা পর্দ্দায় দেখাই শ্রেয়ঃ।

"জীন ভলজীনের" ভূমিকায় ফ্রেডরিক মার্চ্চ সুন্দর অভিনয় করিয়াছেন। চার্লস লাফটনের ইন্সপেক্টার জাভের্টও খুব ভাল হইয়াছে। অন্যান্য ভূমিকাগুলি সু-অভিনীত হইয়াছে। গল্পের মনোহারিত্বে অভিনয়ের চাতুর্য্যে ও পরিচালক মহাশয়ের সুক্ষ্মদৃষ্টির ফলে ছবিখানি পরম উপভোগ্য হইয়াছে।

—সাউণ্ড বক্স

HIS MASTER'S VOICE RECORDS
September—1935.

সেপ্টেম্বর মাসে গ্রামোফোন কোম্পানী সর্ব্বসমেত ১২ খানি বাঙলা রেকর্ড প্রকাশ করিয়াছেন। ইহার মধ্যে একখানি রেকর্ড যন্ত্র-সঙ্গীতের এবং অবশিষ্টগুলি কণ্ঠ-সঙ্গীতের। প্রতি মাসে অধিক সংখ্যক নিতান্ত সাধারণ শ্রেণীর রেকর্ড প্রকাশ করা অপেক্ষা অল্প সংখ্যক ভাল রেকর্ড বাহির করা এই বাজারে সহস্র গুণে ভাল। Quality রেকর্ডই পয়সা দেয়—quantity নয়।

*

N. 7404. মিস আশ্চর্য্যময়ী দাসী এই রেকর্ডে দু'খানি কীর্ত্তন গাহিয়াছেন। কীর্ত্তন-সুধাকর ভূপেন্দ্রকৃষ্ণ বসু গান দুটি গায়িকাকে শিখাইয়াছেন বলিয়া পরিচয়িকায় ছাপা হইয়াছে। গান দুটি "মাধব হে ওকি বল্‌বে রে" ও "তখন দূতী মুখের কথা শুনে"। কীর্ত্তন গান এক শ্রেণীর শ্রোতার নিকট বড়ই প্রিয় তা' সে যেমন ভাবেই গীত হউক না কেন। সেই হিসাবে রেকর্ডখানির সার্থকতা আছে।

*

N. 7405. মিস্ মড্ কষ্টেলো (Miss MAUD COSTELLO) দুইখানি বাংলা গান গাহিয়াছেন। ইংরাজ মহিলার মুখে বাংলা গান একটা বিস্ময়ের বস্তু। "নিশি না পোহাতে যেয়ো না" এবং "বিকাল বেলার ভুঁই চাপা গো" গান দুটি শুনিলাম। উচ্চারণে কোন দোষ নাই—ঠিক বাঙালীর মত। সুরগুলি সুন্দর এবং গীটার বাজনা গানকে আরও মনোরম করিয়াছে। গায়িকা ভারতীয় সুরকে রূপ দিতে সক্ষম হইয়াছেন।

N. 7406. মিস ইন্দুবালা "ও কে উদাসী বেণু বাজায়" ও "শুধু নামে যাহার এত মধু" গান দুটি রেকর্ড করিয়াছেন। রেকর্ডে ইন্দুবালার গান সুন্দর হয়। আলোচ্য গান দুটিও গায়িকা সুন্দর গাহিয়াছেন কিন্তু তেমন মনোমুগ্ধকর হয় নাই।

*

N. 7407. মিস্ মাণিকমালা দু'খানি গান রেকর্ডে গাহিয়াছেন। হাল্কা সুরের নাচের গান গাহিয়া ইনি রেকর্ড জগতে পরিচিতি লাভ করিয়াছেন। "নূতন চাঁদের মাসে বনে বনে" গানটির সুর যোজনায় নূতনত্ব আছে। "আমি গানে গানে মাধবীর নিদালী ভাঙ্গাই" গানটির সুর গোড়ার দিকটা একটু আড়ষ্ট। গান দু'খানি সুগীত হইয়াছে এবং আবহ-সঙ্গীত গানকে মধুরতর করিয়াছে।

*

N. 7408. শ্রীযুক্ত হরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় সুরদাস ও মীরার ভজন রেকর্ড করিয়াছেন। "হে গোবিন্দ রাখ্ শরণ" ও চিত-নন্দন বিলমাঙ্গী" গান দুটি সহজ হিন্দি ভাষায় রচিত বলিয়া বাঙালী শ্রোতার বুঝিতে বেগ পাইতে হয় না। সুকণ্ঠ গায়ক গান দুটিতে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করিতে পারিয়াছেন।

*

N. 7409. শ্রীযুক্ত কে, মল্লিক মায়ের আগমনী গাহিয়াছেন। রেকর্ডের প্রথম যুগের গীত-সম্রাট মল্লিক মহাশয়ের গানে একটা দরদ আছে। "বাণী ধর ধর" ও "গা তোল গা তোল বাঁধ মা কুন্তল" সুর ও গাওয়া তদ্রূপ হওয়ায় সুখশ্রাব্য হইয়াছে।

*

N. 7410. অন্ধ-গায়ক শ্রীসত্যেন চক্রবর্ত্তী এই রেকর্ডে গান গাহিয়াছেন। ইঁহার গান আমরা রেডিও এবং টকিতে শুনিয়াছি। "ওরে মন বিদায় দেরে নয়ন জলে" ও "আজি মরণ নাচেরে মন দুয়ারে" গান দুটি সুগীত হইয়াছে। রেকর্ডে প্রথম প্রচেষ্টা হিসাবে গান প্রশংসনীয় হইয়াছে।

*

N. 7411. শ্রীরঞ্জিৎকুমার রায় এই রেকর্ডে "রাধিকার কুল ভক্ষণ" ও "গদাইএর পদবৃদ্ধি" কমিক গান দুটি গাহিয়াছেন। রঞ্জিৎ বাবুর কণ্ঠে কমিকের উপাদান আছে ও এই শ্রেণীর গায়ক কমিকের পক্ষেই উপযুক্ত। গান দুটি হাস্যরসের খোরাক পরিবেশন করিতে সক্ষম হইয়াছে।

*

N. 7412. শ্রীপরিতোষ শীলের পরিচালনায় গ্রামোফোন অর্কেষ্ট্রান পার্টি কালেংড়া মিশ্র ও 'আরবী' সুরে দুটি বাজনা বাজাইয়াছেন। বিভিন্ন যন্ত্রের সমাবেশ এবং প্রত্যেক যন্ত্রের সূক্ষ্ম কারুকার্য্য ইহাতে স্বতন্ত্র ভাবে ধরা পড়িয়াছে। রেকর্ডখানি ভাল লাগিল।

*

N. 7413. মিস্ সীতা দেবী "আজ শরতে এমন করে" ও "আমারি ফুল বাগানে" নৃত্য সম্বলিত দুটি গান এই রেকর্ডে গাহিয়াছেন। গান দুটির রচনা, সুর ও গাওয়া মন্দ লাগিল না। গানের বাণী আরও স্পষ্ট হইলে ভাল হইত।

*

N. 7414. মিস্ প্রমদা এই রেকর্ডে গান গাহিয়াছেন। রেকর্ড জগতে ইনি নবাগতা এবং আর কোথাও ইঁহার নাম শুনি নাই। কবি নজরুলের "হে মোর স্বামী" ও "গাহে আকাশ পবন" গান দুটি ইনি মন্দ গাহেন নাই।

*

N. 7415. ঢাকা গ্রামোফোন ক্লাব দু'খানি ভগবদবিষয়ক ডুয়েট গান এই রেকর্ডে গাহিয়াছেন। শ্রীসুধীর সরকার গানের রচয়িতা এবং সুর দিয়াছেন শ্রীঅনাথবন্ধু চক্রবর্ত্তী। "জাগো হে ভগবান" ও "জপরে মন তাঁরি নাম" গান দুটি সুগীত হইয়াছে। পুরুষ ও স্ত্রী কণ্ঠ সুন্দর।

নাট-মণ্ডপ

কালী ফিল্মস

"প্রফুল্ল"র ভূমিকালিপি নির্ব্বাচিত হইয়াছে এইরূপ :—যোগেশ—শ্রীতিনকড়ি চক্রবর্ত্তী রমেশ—শ্রীঅহীন্দ্র চৌধুরী, মদন ঘোষ—শ্রীযোগেশ চৌধুরী, কাঙ্গালীচরণ—শ্রীনরেশ মিত্র, ভজহরি—শ্রীরাধিকানন্দ মুখোপাধ্যায়, শিবনাথ—শ্রীজহর গাঙ্গুলী, প্রফুল্ল—শ্রীমতী রাণীবালা, উমা—শ্রীমতী নগেন্দ্রবালা, জ্ঞানদা—শ্রীমতী প্রভা, জগমনি—শ্রীমতী হরিমতি (ব্ল্যাকি), বাড়ীওয়ালী শ্রীমতী চুনীবালা, যাদব—বুঁদি প্রফুল্ল ছবিতে একটি ১১০ বৎসর বয়স্কা অতি বৃদ্ধা মহিলাকে দেখা যাইবে।

আনন্দ পরিষদ

গত ৫ই সেপ্টেম্বর রঙমহল রঙ্গমঞ্চে শ্রীতিনকড়ি ভট্টাচার্য্য প্রণীত "মেঘনাথ রায়" নামক সামাজিক নাটকের অভিনয় হইয়া গেল। বিলম্বে নিমন্ত্রণ-লিপি পাওয়ার জন্য আমরা অভিনয় দেখিতে পারি নাই।

রূপমহল

আমাদের নিজস্ব প্রতিনিধি সংবাদ দিতেছেন—গেল বুধবার ৪ঠা সেপ্টেম্বর, "রূপমহলে"র 'জহিরণ' নাটকের পঞ্চাশৎ অভিনয রজনীর উৎসবে আমরা যোগদান ক'রেছিলুম। কর্ত্তৃপক্ষ, নাটকটির অভিনয়ের পূর্ব্বে একটুখানি জলসার আয়োজন ক'রেছিলেন দর্শকদের মনকে খুসির রংয়ে রাঙিয়ে তোলবার জন্যে এবং সেই জন্যে প্রচার-পত্রে প্রচার ক'রেছিলেন কয়েকজন লোকপ্রিয় গাইয়ের নাম। কিন্তু অধিকাংশ জলসাতেই যে-ব্যাপার ঘটে, এ-ক্ষেত্রেও তার অনুমাত্র ব্যতিক্রম ঘটে নি। অর্থাৎ মাত্র তিনজনকে নিয়েই কর্ত্তৃপক্ষ অবশেষে জলসা বসাতে বাধ্য হন। এবং সেই তিনজন—শ্রীযুক্ত জ্ঞান দত্ত, শ্রীযুক্ত হরিদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এবং একজন অজানা ভদ্রলোকের চেষ্টায় জলসাটি কিয়ৎ-পরিমাণে সার্থকতা লাভ করেছিল। জলসার পর কর্ত্তৃপক্ষ মেগাফোন কোম্পানীর সত্ত্বাধিকারী শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ ঘোষ মহাশয়কে সভাপতির আসনে নির্ব্বাচিত করেন। তারপর স্বনামধন্য নাট্যকার শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত মহাশয় পুরস্কার বিতরণ করেন। যে-সব নট ও নটী এবং নাট্যালয় সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি নিয়মিতভাবে 'জহিরণে'র অভিনয়ে সাহায্য ক'রে এসেছেন তাঁরা প্রত্যেকেই একখানি করে 'মেডেল' উপহার পেয়েছেন।... ... প্রায় সাড়ে ন'টার সময় আরম্ভ হয় 'জহিরণে'র অভিনয়। নাচ-গানে ভরপূর এই জনপ্রিয় ও প্রশংসিত নাটক সম্পর্কে আমাদের নূতন ক'রে আর কিছু বলবার নেই।

রাধা ফিল্ম কোং

গত সপ্তাহে "কৃষ্ণ সুদামা"র প্রায় ৩০০ শত নরনারী সমেত দ্বারকায় শ্রীকৃষ্ণের জন্মোৎসব দৃশ্যটি তোলা হইয়াছে। শ্রীহরিপদ বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীফণি বর্ম্মার পরিচালনায় চারটি ক্যামেরায় চারিটি বিভিন্ন কোন (angle) হইতে এই বিরাট দৃশ্যটি গৃহীত হইয়াছে।

"কণ্ঠহারের" কাজ খুব দ্রুত অগ্রসর হইতেছে।

"ছায়ায়" উদয়শঙ্কর

সুদূর ইউরোপ যাত্রার প্রাক্কালে জনসাধারণের সবিশেষ অনুরোধে জগৎ বিখ্যাত উদয়শঙ্কর "ছায়ার" সুরম্য নাটমণ্ডপে মাত্র তিনদিনের জন্য (শুক্রবার ১৩ই হইতে ১৫ই সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত) ভারতীয় নৃত্য প্রদর্শন করিয়া উত্তর কলিকাতার জনসাধারণের চিত্তবিনোদন করিবেন। উদয়শঙ্কর দীর্ঘ পাঁচ বৎসরের জন্য কলিকাতা ছাড়িয়া চলিয়া যাইতেছেন। এই দুর্ল্লভ সুযোগ বহুদিনের জন্য আর উপস্থিত হইবে না।

নানা কথা

ই, বি, রেলওয়ে

বড়ই আনন্দের বিষয় যে, এবার পূজা উপলক্ষে ই. বি. রেলওয়ে অন্যান্য রেলওয়ের অপেক্ষা সকল শ্রেণীর—বিশেষতঃ তৃতীয় শ্রেণীরও ভাড়া সুলভ করিয়া দারিদ্র্য পীড়িত বঙ্গদেশবাসী বহু লোক, যাহারা অর্থাভাবে বৎসরান্তে একবারও আত্মীয় স্বজনের মুখ দেখিতে পান না, তাঁহাদের বিশেষ উপকার সাধন করিয়াছেন।

যাহারা শৈল ভ্রমণেচ্ছু অথবা যাহারা অসুস্থ তাঁহারাও স্বল্প ভাড়ায় দার্জ্জিলিং, কার্সিয়ং, বা শিলং ভ্রমণ করিয়া প্রাকৃতিক দৃশ্য দর্শন ও স্বাস্থ্যের উন্নতি সাধন করিতে পারিবেন।

এবিষয়ে আমরা রেলওয়ে কর্ত্তৃপক্ষকে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি।

ইষ্ট ইণ্ডিয়ান রেলওয়ে

প্রতিবারের মত এবারেও ইষ্ট ইণ্ডিয়ান রেলওয়ে ৺শারদীয়া পূজার ছুটি উপলক্ষে সর্ব্বশ্রেণীর যাত্রীদের জন্য কনসেসান টিকিটের ব্যবস্থা করিয়াছেন। টিকিট ক্রয়ের দিন স্থির হইয়াছে ২৫শে সেপ্টেম্বর হইতে ২৪শে অক্টোবর পর্য্যন্ত এবং ২৫শে নভেম্বরের মধ্যে যাত্রা শেষ করা চাই। ১০১ মাইলের উর্দ্ধে যে কোন স্থানের জন্য এক ভাড়ায় মোটর গাড়ী পর্য্যন্ত লইয়া যাওয়া ও আসা চলিবে যদি সে গাড়ীর মালিক প্রথম বা দ্বিতীয় শ্রেণীর টিকিট কিনেন। যাহারা স্বাস্থ্য-নিবাস চান তাঁহারা মধুপুর, মিহিজাম, জামতাড়া, জশিদি, হাজারীবাগ, শিমুলতলা, দেওঘর, মন্দারহিল যাইতে পারেন। যাহাদের দেশ ভ্রমণের ইচ্ছা তাঁহারা দিল্লী, আগ্রা কাণপুর, ফতেপুর শিক্রী, লক্ষ্ণৌ দর্শন করিয়া জ্ঞান সঞ্চয় করিতে পারিবেন। তীর্থ-যাত্রীরা মথুরা, বৃন্দাবন, অযোধ্যা, হরিদ্বার, এলাহাবাদ, কাশী, বুদ্ধগয়া পরেশনাথ দর্শন করিয়া পুণ্য সঞ্চয় করিতে পারিবেন। যাত্রীদের সুখ সুবিধার দিকে কর্ত্তৃপক্ষ বরাবরই নজর রাখেন। এবারেও সে সব সুব্যবস্থার কোনও অভাব ঘটিবে না।

বেঙ্গল নাগপুর রেলওয়ে কোং লিঃ

ইঁহারাও এবারে ৺পূজায় ১ম, ২য়, ও ইণ্টার ক্লাসের ভাড়ায় শতকরা ১৬৲ ও তৃতীয় শ্রেণীর ভাড়ার উপর শতকরা ২৫৲ বাদ দিয়া কনসেসান দিতেছেন। তাহা ছাড়া এক ভাড়ায় যে কোন স্থান হইতে যে কোন স্থান পর্য্যন্ত মোটর লইয়া যাওয়া ও আসার সুবন্দোবস্ত আছে। ২৫শে সেপ্টেম্বর হইতে ২৪শে অক্টোবর পর্য্যন্ত এই পূজা কনসেসানের টিকিট বিক্রয় হইবে, কিন্তু ২৫শে নভেম্বর রাত্রি বারটার মধ্যে যাত্রা শেষ করা চাই। পুরী, ভুবনেশ্বর, রাঁচি, ওয়ালটেয়ার প্রভৃতি স্থানগুলি হৃতস্বাস্থ্য পুনরুদ্ধারের পক্ষে প্রকৃষ্ট স্থান।

শ্রীশ্রীগৌড়ীয় মঠ

গত ৮ই সেপ্টেম্বর রবিবার সন্ধ্যায় গৌড়ীয় মঠের নাটমণ্ডপে মহারাজাধিরাজ বর্দ্ধমান-পতির সভাপতিত্বে ত্রিদণ্ডীস্বামী বন মহারাজের বিপুল সম্বর্দ্ধনা হইয়া গিয়াছে। বন মহারাজের প্রচেষ্টায় বিলাতে গৌড়ীয় মঠ স্থাপিত হইয়া বৈষ্ণব ধর্ম্মের প্রচার আরম্ভ হইয়াছে। এই অভ্যর্থনা সভায় জাতিবর্ণ-ধর্ম্ম নির্ব্বিশেষে কলিকাতার গণ্যমান্য এমন কেহ ছিলেন না যিনি সেদিন না যোগদান করিয়াছিলেন।

বাংলা দেশ ও ম্যালেরিয়া

(৬ষ্ঠ পৃষ্ঠার পর)

উপযুক্ত খাদ্য ও ব্যায়ামের অভাবে এবং নানাবিধ প্রতিকূল অবস্থার দরুণ বাঙ্গালীর স্বাস্থ্য একেবারে নষ্ট হইয়া যাওয়ায় দেহের প্রতিরোধক ক্ষমতা লোপ পাইয়াছে। অধিকন্তু দেশে অত্যধিকভাবে পাট চাষ ও কচুরীপানা বৃদ্ধি হওয়ায় মশার উপদ্রবও খুব বাড়িয়াছে। ইহাতে এই রোগের সংক্রামকতাও শত সহস্র গুণ বৃদ্ধি পাইয়াছে।

এই অবস্থায় বাঙ্গালীকে বাঁচিয়া থাকিয়া সংসারে সুখ উপভোগ করিতে হইলে, এমন জিনিষ গ্রহণ করা দরকার, যাহা দেহের প্রতি-রোধক ক্ষমতা বাড়াইয়া দিয়া দেহকে সুদৃঢ় বর্ম্মের ন্যায় রোগাক্রমণ হইতে রক্ষা করিয়া রাখিবে। সুপ্রসিদ্ধ "রচি" কোম্পানীর তৈরী "রচিটোন" নামক টনিকের এই গুণ বিশেষ ভাবে আছে—ইহা দেশের সকল লোকেরই, বিশেষতঃ রোগপ্রপীড়িত লোকদিগকে সেবন করিতে অনুরোধ করি।

—সম্পাদক—

LALMILL
PUJA SALE ON!
SHIRTINGS
In Quality Design and Fashion they are the best
B. C. NAWN & Bros.
Sole Agents—7, Bowbazar Street, Calcutta.

দীপালী

DIPALI

আদর্শ চিত্রের "Dhuwan Dhar" চিত্রে লীলা চিটনীস

৭ম বর্ষ] ২রা আশ্বিন, ১৩৪২ ঃঃ 19th September, 1935 [৩৮শ সংখ্যা

ONE ANNA এক আনা

দীপালী কার্য্যালয়—১২৩।১, আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা—
ফোন বড়বাজার—৩২৫৩

৭ম বর্ষ } ২রা আশ্বিন বৃহস্পতিবার, ১৩৪২ / ১৯শে সেপ্টেম্বর ১৯৩৫ { ৩৮শ সংখ্যা

কলাকেলি

কবি Thomas Moore মেনেছেন—

> "My only books
> Were woman's looks,
> And folly's all they've taught me."

কিন্তু কোন্ কবি তথা কোন্ রসিক মানুষ তরুণীর নয়ন-গ্রন্থ থেকে এমন মধুর মূঢ়তা সংগ্রহ করবার জন্যে ব্যস্ত হন না? এই মূঢ়তার ভিতর থেকেই হচ্ছে বিশ্ব সৃষ্টি!

আমি কবি নই, তবে কবিতা লিখি বটে এবং কবি হ'তে পারার ও কবিতা লিখতে পারার মধ্যে যে আসমান-জমীন পার্থক্য আছে, সে সত্য আমি কোনদিনই ভুলি নি। তবু কবিদের তরফ থেকে এটুকু বলবার সাহস আমার আছে যে, আধুনিক মনাবিরা কাব্য-জগতের অনেক রাগিণীকেই বোবা ক'রে তোলবার উপক্রম করেছেন!

*

আধুনিক মনাবি—অর্থাৎ ইভ্—ক্রমেই বাহির-দিকটা পুরুষের মত ক'রে তুলতে চাইছেন! পাশ্চাত্য মহিলাদের দেখলেই আজ মনে হয় যে, উচ্চ বক্ষ ও গুরু নিতম্ব যেন তাঁদের চোখের বালি হয়ে উঠেছে—নারীর ও-দুটি বিশেষত্বকে তাঁরা যেন স্বীকার করতেই নারাজ, কারণ বর্ত্তমান 'ফ্যাসান' তাদের মানতে রাজি নয়! অতীতে যা দেখে কবিরা প্রশস্তি রচনা করতেন, এখন সেইগুলি ঢাকবার বা তাদের প্রাধান্য কমাবার জন্যে আধুনিক সুন্দরীরা নানারকম কৃত্রিম কলাকৌশল, পুরুষোচিত ব্যায়াম, খেলাধূলা ও অর্দ্ধ-পানাহার প্রভৃতি পদ্ধতির আশ্রয় গ্রহণ করছেন। ফলে আধুনিক যুবতী নারীকে দেখায় ঠিক বালকের মত। বলা বাহুল্য, এর মূলে আছে একদল আধুনিক পুরুষের রুচি।

*

অবশ্য এই মনোবৃত্তিকে আধুনিক বলতে পারি না। গেল শতাব্দীতে কোন কোন বিকৃতরুচি কবির কাছেও উভলিঙ্গ মূর্ত্তি বা hermaphroditic form ছিল আদর্শ সৌন্দর্য্যের মত—যেমন ফরাসী কবি Paul Verlain প্রভৃতি। বরং তার আগেও পারস্যের একাধিক কবির ভিতরেও এই মনোবৃত্তির প্রাবল্য দেখি.—এমন কি অনেকের 'সাকী' ছিলেন সত্যিকার পুরুষই! Oscar Wildeও নারীর নারী-সুলভ মূর্ত্তির অসম্পূর্ণতার কথা বর্ণনা ক'রে গেছেন।

*

কিন্তু এ মনোবৃত্তির বয়স আরো বেশী। এর জন্ম শত শত যুগ আগেই। হিন্দুর অর্দ্ধনারীশ্বর মূর্ত্তির মধ্যে এ-রকম কোন মনোবৃত্তি

female" দেবতাকে পূজা করা হ'ত, হিন্দুর অর্দ্ধনারীশ্বর-মূর্ত্তির দেব-মহিমা তার মধ্যে ছিল না। অবশ্য এর সঠিক তত্ত্ব আমি ভালো জানি না। প্রাচীন স্পার্টায় বিবাহের সময়ে নারী পরত পুরুষের ও পুরুষ পরত নারীর পোষাক। Homer বা Hesiodএর মুখে Hermaphroditosএর নাম শোনা যায় না বটে, কিন্তু খৃষ্ট-পূর্ব্ব চতুর্থ শতাব্দী থেকে গ্রীসের ঘরে ঘরে Hermaphroditos মূর্ত্তি সাদরে রক্ষা করা হ'ত। এ-সব মূর্ত্তি গ'ড়ে দেখানো হ'ত সুন্দর পুরুষের নগ্ন দেহ, কিন্তু তাদের পাছা নারীর মত ভারি। এ-রকম অসংখ্য মূর্ত্তি পাওয়া গিয়েছে। স্থলবিশেষে মূর্ত্তিগুলি হ'ত এতটা অশ্লীল যে, দেবতার মূর্ত্তি হ'লেও তাদের দেখলে ভক্তি-ভাব না জেগে মনের মধ্যে অন্য ভাব জাগবারই সম্ভাবনা ষোলো আনা! বার্লিনের যাদুঘরে যে Græco-Roman আদর্শে গড়া Hermaphrodite মূর্ত্তিটি রক্ষিত আছে, তার দিকে তাকালে দেখি একটি নগ্ন যুবককে—কিন্তু তার বক্ষে অর্দ্ধবিকসিত স্তন! ঐতিহাসিক Plutarch বলেন, স্পার্টায় বিবাহের সময় বধূরা দীর্ঘকেশ খাটো ক'রে ছেঁটে জুতো ও পোষাক প'রে বরের অপেক্ষা করত—আধুনিক তরুণীরা সর্ব্বদাই যা করছেন!

*

জার্ম্মান লেখক Moreck দেখিয়েছেন, আধুনিক তরুণীরা গ্রীক যুবকদের ঋজু দেহকেই সৌন্দর্য্যের আদর্শ ব'লে মেনে নিয়েছেন। তিনি প্রশ্ন করেছেন "Is the modern woman with her fantastic love of dancing and sport, likewise striving by her emphasis of the boyish, instinctively to free herself from weight and gravitation? ... ... What unknown yearning is at work here forming and fashioning?"

*

ফরাসী লেখক Pievre Lievre এই মর্ম্মে বলেছেন: "এই ফ্যাসন-বিপ্লবের আগে তরুণীর পরমসুন্দর দীর্ঘ কেশমালা দেখবার সুযোগ পেয়েছি ব'লে নিজেকে আমি ভাগ্যবান মনে করি। ঘনিষ্ঠ মিলনের সময়ে যে-স্বামী বা যে-প্রেমিকের সামনে তার প্রিয়তমা নিজের অনুপম কেশমালা এলিয়ে রূপসৃষ্টি করতে পারে না, সে হচ্ছে দয়ার পাত্র! উপধানের উপরে রাশীকৃত মুক্ত কেশ-মাধুরী ছড়িয়ে, তার আড়ালে মুখ ঢেকে চুলের ফাঁকে-ফোঁকে রূপসীরা যখন মিষ্টি দুষ্টুমি ভরা হাসি হাসেন তখন নারীর রূপ যে কি মোহময়ী, যারা সে ধারণার সুযোগ থেকে বঞ্চিত তাদের দেখলেও আমার মনে করুণার সঞ্চার হয়! ঘনিষ্ঠ মিলন-মুহূর্ত্তের প্রধান আকর্ষণ ও শ্রেষ্ঠ আনন্দ আজ আর নেই! ভোরে ঘুম ভাঙলে শয্যায় আমাদের পাশে আর কেশমালায় মনোরমা যুবতীদের দেখতে পাই না—দেখি যেন খাটো-করে-চুল-ছাঁটা যুবকদের! যারা এখন ঘাড়-কামানো নারীদের নিয়ে পথে বেরোয়, সে-সব পুরুষকে ভাগ্যবান ব'লে কেউ আর হিংসা করে না। পথ থেকে শয্যাগৃহে ফিরে এসে কোন পুরুষই আধুনিক নারীর মধ্যে কোন মধুর পরিবর্ত্তনই লক্ষ্য করে না! আধুনিক নারী বাইরেও যেমন, ঘরেও তেমনি! আধুনিক নারী কি কেবল চুল ছেঁটে ঘাড় কামিয়েই ক্ষান্ত হয়? না, সে প্রায় সর্ব্বাঙ্গের প্রকাশ্য প্রদর্শনী খুলে পথে গিয়ে দাঁড়ায়,—তার বাহুমূল পর্য্যন্ত নগ্ন, তার পা উরু পর্য্যন্ত নগ্ন এবং বক্ষ ও পৃষ্ঠও উলঙ্গ! তার বস্ত্রহীন দেহের অধিকাংশই পথচারী জনতার দৃষ্টি আকর্ষণ করে এবং সেই কুদৃষ্টি আধুনিক নারী সহ্য করে প্রায় নির্লজ্জ শান্ত ভাবেই! তার সমস্ত আকর্ষণই আজ প্রকাশ্য, গোপনতার কোন মাধুর্য্য আর নেই!"

*

এই আধুনিক মনাবির দল, তারা নারীত্বের পূর্ণতা চায় না, তারা চায় পুরুষত্ব—যা তারা কোন কালেই লাভ করতে পারবে না! প্রকৃতির বিরুদ্ধে, স্বভাবের বিরুদ্ধে এই সার্ব্বত্রিক বিদ্রোহ অসীম কৌতুকে লক্ষ্য করছি! তারা টেনিস খেলে, ক্রিকেট খেলে, ফুটবল খেলে, গলফ্, হকি খেলে! আমেরিকায় মুষ্টিযুদ্ধেও তারা যোগ দিয়েছে! তারা দু'দিকের দুই রেকাবে পা দিয়ে ঘোড়া ছোটায়, জিম্‌নাষ্টিক দেখায়, সাইকেল-মোটর-উড়োজাহাজ চালায়! পুরুষের সমস্ত কর্ম্মক্ষেত্রেই তাদের আবির্ভাব হয়েছে। অনেকে পুরুষের পোষাক পর্য্যন্ত পরতে ছাড়ে না। পুরুষের সঙ্গে পুরুষত্বের নকল করতে পারলেই যেন আধুনিক নারীত্ব সব দিক দিয়ে সার্থক ও পূরন্ত হয়ে উঠতে পারে।

*

কিন্তু নকল, সবই নকল! ভিতরে আসল নারীত্ব সজাগ হয়ে আছে! বরং নারীর প্রাণ আজ অধিকতর লঘু হয়ে উঠেছে! এক ইংলণ্ডের দিকে তাকালেই এ সত্য ধরা পড়বে।... ... ...গত মহাযুদ্ধের সময় পর্য্যন্ত, দিনের বেলায় প্রকাশ্যে রুজ, পাউডার lipstick ও eyebrow pencil ব্যবহার করত সেখানে কেবল বারবনিতারা। খুব সম্ভ্রান্ত সমাজের বিলাতী মহিলারাও তখন সন্ধ্যার সময়েও পাউডার ব্যবহার করতেন অত্যন্ত সন্তর্পণে। আজ কিন্তু ইংলণ্ডের সর্ব্বত্রই—এমন কি মফঃস্বলের ছোটখাটো সহরেও সব সমাজের সমস্ত নারীই উক্ত জিনিষগুলি ব্যবহার করছে দিনে-রাতে, ঘরে-বাইরে নির্ব্বিচারে! যারা sports girl রূপে বিখ্যাত হয়ে পুরুষালি ভাব জাহির করতে চায়, এখানে কিন্তু মেয়েলি ধর্ম্ম প্রকাশ করতে তারাও পিছপাও নয়! যুদ্ধের পরে বিলাতী মেয়েদের মধ্যে পুরুষত্বের নকল করবার উৎসাহ-বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মেয়েলি দুর্ব্বলতাও বেড়ে গিয়েছে অনন্তর-রকম এবং এ দুর্ব্বলতার জন্যে দায়ী ফ্যাসানের রাণী প্যারী-নগরী নয়—এটা এসেছে সোজা ইয়াঙ্কিস্থান থেকেই। বিলাতী মহিলার আদর্শ আজ Parisienne নয়, তার পুরুষত্বের ছদ্মবেশকে আবার নারী ক'রে সাজাচ্ছে নিউ ইয়র্কের ইয়াঙ্কি-সুন্দরী! এও এক উল্টো ও নব্য hermaphroditic formএর আত্মপ্রকাশ আর কি!

*

আমাদের আপত্তি নেই। কাশীধামে কাক মরলে কাষরূপের হাহাকার আধিক্যতা মাত্র। কিন্তু পৃথিবী আজ এত ছোট্ট হয়ে গিয়েছে যে, সমুদ্রের ওপারের ঢেউয়ের ধাক্কাও এপারে ব'সে ব'সে অল্পবিস্তর অনুভব করতে পারছি বৈকি! আমি রক্ষণশীল নই, স্ত্রী-স্বাধীনতার অত্যন্ত পক্ষপাতীই। কিন্তু গজাতীদের আধুনিক

মনাবি যদি বিংশ শতাব্দীর ইভের নকল মুখোস পরতে চান, তা'হলে আমি আনন্দের সুবিখ্যাত সপ্তম স্বর্গে আরোহণ করতে পারব না। এ ইঙ্গিতের অর্থ হচ্ছে এই যে, সংপ্রতি কলকাতার গঙ্গাজলেও কেউ কেউ যেন দু'চার গেলাস টেম্‌সের জল ঢেলে দেবার চেষ্টা করছেন। ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি, তাঁদের হাতের গেলাস মাটিতে প'ড়ে চুরমার হয়ে যাক্।

*

আধুনিক ইভ পুরুষের মতন চুল ছাঁটবেন, পুরুষের মত ফুটবল খেলবেন ও মুষ্টিযুদ্ধ শিখবেন, অথচ রুজ্-পাউডার আর ঠোঁট-ভুরুর তুলি এবং অপাঙ্গ ব্যবহার করতে ছাড়বেন না, এর কারণ কি? এর কারণ আদমের আধুনিক বংশধরদের ভিতরে পূর্ব্বকথিত কবি Paul Verlainএর প্রভাব বড় বেশী ক'রেই জেগে উঠেছে। ("Verlaine's enthusiasm goes so far as to worship hermaphroditic forms,") ! নারীকে নারী-মূর্ত্তিতে দেখে দেখে হয়তো একেলে অনেক পুরুষের অরুচি ধ'রে গেছে! প্রাচীন গ্রীকরা Hermaphroditos-এর পাথরের মূর্ত্তি গ'ড়ে বাড়ীতে আদর ক'রে রেখে দিত; কিন্তু আধুনিক আদম-বংশধররা পৌত্তলিক নন, তাঁরা উক্ত মূর্ত্তিকে জীবন্ত অবস্থায় দেখে নিজেদের sexual enjoyment চরিতার্থ করতে চান!

*

বলেছি, আধুনিক ফ্যাসান বা রেওয়াজের জননী এখন পারী-নগরী নয়, আমেরিকা। মনে আছে, মহাযুদ্ধ যখন শেষ হয়, নর্ত্তকী Gaby Deseys তখন আমেরিকা থেকে য়ুরোপে প্রথম "জাজ ব্যাণ্ড" নিয়ে আসেন এবং তারপর ঐ সংস্কৃতিহীন বাজ্‌না ও ওরই যোগ্য নাচের রেওয়াজ নিয়ে সারা য়ুরোপ মেতে ওঠে! চলচ্চিত্রের ক্ষেত্রে নগ্নদেহের শোভাযাত্রার রেওয়াজ—এও এসেছে প্রধানত ঐ আমেরিকা থেকেই এবং যার অর্থহীন নকল করতে উদ্যত হয়ে বাংলার চিত্রপরিচালকরাও যে কতটা ভয়াবহ বীভৎসতার সৃষ্টি ক'রে বসেন, তার পরিচয় তো হামেসাই পাওয়া যাচ্ছে। ভদ্র-মেয়েদের মধ্যে কৃত্রিম ও অশোভন 'মেক-আপ'-এর রেওয়াজও এসেছে আমেরিকার ঐ চলচ্চিত্র-নটীদের কাছ থেকে।

*

আপনারা "Demi-monde"দের নাম শুনেছেন? ফরাসী দেশের দ্বিতীয় সাম্রাজ্যের সময়ে হয় তাদের আবির্ভাব। তারা ব্যবহার করত মহিলাদের মত, তারা দরকার হ'লে নানা ভাষায় কথাবার্ত্তা কইত, তারা উচ্চতর ললিতকলা নিয়ে আলাপ-আলোচনা করত, কিন্তু আসলে ছিল তারা গণিকা ছাড়া আর কিছু নয়। এই সম্প্রদায়ের অনেক গণিকার নাম আজ সাহিত্যে ও ইতিহাসে অমর হয়ে আছে। ভদ্র সমাজে "মেক-আপ"এর রেওয়াজ এসেছে প্রধানত এদের কাছ থেকেই। সর্ব্বাগ্রে আমেরিকাই এদের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে। তারপর বর্ত্তমান শতাব্দীর প্রথম-ভাগে "American bar" ও "night club" যখন সামাজিক অনুষ্ঠানের পর্য্যায়ে গিয়ে ওঠে, তখন বিলাসী ধনী যুবকদের রসাতলে নিয়ে যাবার জন্যে যে নতুন আদর্শের "demi-monde"দের আবির্ভাব হ'ল, তাঁরা মহিলা না হ'লেও উচ্চ সমাজে মহিলাদেরই মত শ্রদ্ধা, যত্ন ও আদর লাভ করতে লাগলেন। এঁদের ভিতরে চলচ্চিত্রের অভিনেত্রীও ছিলেন অনেক। প্রাচীন গ্রীসেও এই শ্রেণীর স্ত্রীলোকের প্রভাব ছিল অত্যন্ত এবং তাদের ডাকা হ'ত "Hetairæ" ব'লে। এই সব উপদ্রব য়ুরোপে আসতে দেরি লাগল না এবং তার প্রভাব সম্ভ্রান্ত সমাজেও ছড়িয়ে পড়ল ধীরে ধীরে।

*

যাক্, এ-বিষয়টাকে এইখানেই পরিত্যাগ করা যাক্।

"The light that lies
In woman's eyes,"

তা আমারও হৃদয়কে আলোকিত করে। এবং বর্ত্তমানের যুগধর্ম্ম নারীর নেত্রকে যদি পুরুষের মত পরুষ ক'রে তোলে, তাহ'লেও হয়তো অনেকের হৃদয়ে আলোকের অভাব হবে না। কিন্তু তা স্নিগ্ধ করবে, না দগ্ধ করবে? তা চন্দ্রালোক, না সূর্য্যালোক?

শ্রী হেমেন্দ্রকুমার রায়

গান

—হেমেন্দ্রকুমার রায়

আঁখি মেলে দেখি আঁখি!
চঞ্চল চোখে অচপল চোখ
মিলিয়ে আমোদে থাকি।

*

পূর্ণিমা-রাতে বকুল-শয়নে
দোলে ভাব-দোলা তোমার নয়নে,
আমার মুখের কথা চুরি ক'রে
কোকিল ওঠে যে ডাকি!

*

আঁখির ভুবনে আমি পথহারা, আঁকি আঁখিজলছবি,
দুটি ভুরু-ছায়ে নেচে নেচে সারা যেন দুটি শশী-রবি!

*

ওই দুটি চোখে যত ভাষা আছে,
নিখিল কবিতা হারে তার কাছে!
আমি হেসে-কেঁদে মেতে আছি বঁধু,
নয়নে নয়ন রাখি।

রোগের রাজা কে ?

—ডাঃ কে মুখার্জ্জি এম, বি

পৃথিবীর মধ্যে কোন দেশ আমাদের বাংলাদেশের মত অজ্ঞতা ও রোগ দ্বারা পরিপুষ্ট হইয়া অথবা জনশক্তি ও জাতির জীবনীশক্তি নষ্ট করে না। শুধু বাংলা দেশে ৯০ হাজার গ্রামের তুলনায় ১৩৫টি মাত্র সহর হইলে ও পল্লীর লোকেরা রোগে প্রপীড়িত হইয়া ক্রমশঃ সহরের দিকে দৌড়াইতেছে। এরূপে ছোট ছোট সহর গুলি রুগ্ন লোক দ্বারা পূর্ণ হইয়া পীড়িতের সংখ্যা বৃদ্ধি করে। হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে যে, নগরে ৩২লক্ষ লোক বাস করে, বাকী সব গ্রামে। আন্তর্জ্জাতিক স্বাস্থ্য বিভাগের ডাক্তার পল্ রাসেল অন্যান্য রোগের অপেক্ষা কেবল মাত্র ম্যালেরিয়া ভারতবর্ষে ১০ লক্ষ নরনারীর মৃত্যুর কারণ বলিয়া ইহাকে রোগ সমূহের রাজা বলিয়াছেন।

মশা না থাকিলে ম্যালেরিয়া হইতে পারে না, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। ইনফ্লুয়েঞ্জা রোগের ন্যায় ইহা বাতাসের দ্বারা বিস্তারিত হয় না, যক্ষ্মার ন্যায় ধূলিকনার দ্বারা ইহা সংক্রামিত হয় না, টায়ফয়েডের ন্যায় ইহার বীজাণু জলের মধ্যে চলাফেরা করে না। ম্যালেরিয়া রোগ বিস্তারের জন্য ইহাকে সম্পূর্ণ রূপে মশার উপর নির্ভর করিতেই হইবে। স্যার রোনাল্ড রস্ ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দে মশার সহিত ম্যালেরিয়ার সম্বন্ধ প্রথম আবিষ্কার করেন। বাংলার বিভিন্ন জলাভূমিতে শত শত প্রকারের মশা জন্মায়। রসের পর আর এক জন ইটালীয়ান বৈজ্ঞানিক গ্রাসি দেখান যে অধিকাংশ মশা ম্যালেরিয়া বিস্তার করিতে পারে না, বরং ইহারা ম্যালেরিয়া বীজাণুযুক্ত রক্তপান করিলেও এই বীজাণুগুলি ইহাদের শরীরের মধ্যে মরিয়া যায়। কেবল মাত্র এনোফিলিস্ জাতীয় মশার দ্বারাই ম্যালেরিয়া রোগের বিস্তার হয়। এই এনোফিলিস্ জাতীয় মশা বহু বিভাগ যুক্ত হইলেও তাহাদের জন্মস্থান রীতি নীতি ও প্রকৃতিতে স্বাতন্ত্র্য ভাব দৃষ্ট হয়। ফিলিপাইন দেশে বদ্ধ বা নোনা জলে, ধানক্ষেতে বা ২ হাজার ফুট উচ্চ স্থানে এনোফিলিস্-মশা জন্মায় না; কেবল মাত্র পাহাড় হইতে নির্গত ছোট ছোট ঝরণা গুলিতে জন্মায়। বোম্বাই প্রদেশে পাতকূয়া বা চৌবাচ্চা, বদ্ধঘর বা বদ্ধজলের মধ্যে স্ত্রী এনোফিলিস্ ডিম পাড়ে। লঙ্কাদ্বীপে গ্রীষ্মকালে নদীর জল কম হইলে বালুভূমি বা পাহাড়ে জমিতে ইহারা ডিম পাড়ে। এ জন্য ইহাদিগকে Pootbruder বলে। গত বৎসর ঐ দ্বীপের একটি স্থানে ভয়ানক জলকষ্ট হওয়ায় নদ নদী প্রায় শুকাইয়া গিয়াছিল। তাহার ফলে নদী গহ্বরে এ রকম পুলসৃষ্টি হওয়ায় অত্যধিক সংখ্যায় এনোফিলিস্ মশা জন্মায় ইহার পরিণাম যে কি ভীষণ হইয়াছিল তাহা সকলেই জ্ঞাত আছেন। বাংলা দেশে সব

[ইহার পর ২০ পৃষ্ঠায় দেখুন।

= প্যামেলা অস্ট্রার =

গঁমো-ব্রিটিশের স্নুন্দরী অভিনেত্রী

দীপালী

চিত্র বর্ত্তিকা

অ্যান ডার্লিং ইউনিভার্সালের “Werewolf of London” ছবিতে শীঘ্রই দেখা যাইবে।

ডলোরেস ডেল রিও ও ফিল রিগ্যান “In Caliente”. চিত্রে। ছবিখানি শীঘ্রই কলিকাতায় দেখানো হইবে।

বিষক্ষয়

(বড় গল্প)

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

—শ্রীপ্রভবদেব মুখোপাধ্যায়

গ

আলাদীনের প্রদীপ যেমন অচিন্ত্যপূর্ব্ব অত্যাশ্চর্য্যকে চোখের সামনে এক নিমেষে গড়ে তুলত, সোনার কাঠি যেমন কতকালের সুপ্তির মাঝখানে চেতনা জাগাত শীলা সেই রকমেই আমার প্রাণের সুপ্তি ভেঙ্গে দিয়েছিল, চোখের সামনে এক অভিনব ইন্দ্রজালের সৃষ্টি করেছিল এক পলকে।—আমার মনে হল বুঝি কতকালের সুপ্তির অন্ধকার আবর্ত্ত থেকে কি এক অজানিত শক্তি একান্ত অজ্ঞাতসারে আমার সারা জীবন খানিকে স্নিগ্ধ সুন্দর দীপ্তির রাজ্যে তুলে ধরল। আপন-পর, নিকট দূর আমার কাছে একাকার হয়ে গেল। আমার চারিদিকে রূপ, রস গন্ধ ও স্পর্শে পরিপূর্ণ হয়ে গেল। সে এক নূতন অনুভূতি, নূতন জীবন।

এক মুহূর্ত্তের জন্যও মনে কর্ত্তে পারিনি যে শীলা সমাজের লোক নয়, সংসারের উচ্ছিষ্ট সে আজ সমাজ গণ্ডীর বাইরে পরিত্যক্তা। মনেই আসেনি সে কথা। তার ভিতরে বাইরে প্রাণ দিয়ে গড়া এক মানুষকেই শুধু দেখেছিলাম।

প্রত্যেক দিন সে আমায় আকর্ষণ করে নিয়ে যেত, কখনো বিকেলে কখনো দুপুরে কখনো সন্ধ্যায়।

একদিন আমি তাকে হেসে জিজ্ঞাসা করলাম ;—"আচ্ছা শীলা, এমনি করে কতদিন যাবে! আমার ত তোমায় পয়সা দেবার ক্ষমতা নেই!"

সে খপ্ করে আমার পায়ের ধুলো মাথায় নিয়ে বল্লে ;—"পয়সার আমার কাজ নেই ভাই। তুমি যা' দিয়েছ কারুর কাছে তা পাইনি। একটু কষ্ট আমার এখন হবে, সে আমার প্রাণের সুখের কাছে তুচ্ছ। কিন্তু দেখো; গরীব বলে আমায় অবহেলা কর না!"

আমি বল্লাম ;—"আর তুমি যদি কোন দিন গরীব ব'লে আমায় অবহেলা কর!" তার সারা মুখখানি ব্যথায় ভরে উঠল। বল্লে—"আমি তা পারিনা—পার্ব্বনা। সে শক্তি আমায় নেই—সে সাহসও নেই।"

"তুমি কি আমায় ভয় কর নাকি?"

"বড় ভয় করে—ভয় হয় পাছে তোমায় হারাই—পাছে তোমার চাওয়ার বাইরে সরে যাই।"

আমি তার একখানি হাত বুকের কাছে তুলে নিয়ে হেসে বল্লাম ;—"দূর পাগল—আমায় তোমার ভয় কিসের। আমি কি তোমায় আর ছাড়তে পারব! ইচ্ছে থাকলেও যে আমি তা পারিনা।" সে একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে আমার বুকের উপর ঢলে পড়ল।

আমি কিন্তু ভেবেই পেলাম না কেন শীলার এই ভয়। নিজের মনের চারিদিকটা একবার চেয়ে দেখলাম। নাঃ শীলাকে আমি পর করতে পারব না। হঠাৎ মনের কোনে একটা খোঁচার মত কথাটা জেগে উঠল—শীলা যদি আমায় পর ভাবে!

পরদিনই আমি শীলাকে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম ;—"তোমাকেও যে আমার ভয় ক'রে।"

সে খুব খানিকটা হেসে বল্লে ;—"সে আবার কি?"

আমি গম্ভীর ভাবে বল্লাম ;—"আচ্ছা তুমি যদি আমাকে ছেড়ে চলে যাও—উঃ তা হ'লে ত আমি আর বাচব না।"

সে তাড়াতাড়ি আমার মুখে হাত চাপা দিয়ে বল্লে ;—"ছিঃ, ছিঃ ভাই অমন কথা মুখেও এনো না। আমাকে যে কত পাকে কত বাঁধনে বেঁধে রেখেছো, সে কি এক জীবনেই ছিঁড়ে চলে যাওয়া যায়।"

আমার মুখ দিয়ে সেই পুরানো কথাটা বেরিয়ে গেল ;—"কিন্তু আমি তোমায় ছাড়তে পারব না"—শীলা কপালে হাত দুটি ঠেকিয়ে শুধু বল্লে, "মাগো, তাই যেন হয়।"

সেদিন দুপুর বেলায় শীলার ওখানে গিয়েছিলাম। যখন ফিরি তখন ধরণীর আলোর শেষ রেখাটুকু পশ্চিমের অন্তরালে স'রে পড়েছিল। তরল আঁধারের আবরণ খানি সহরের বুক ঢেকে দিয়ে বোধকরি শ্রান্তি হরণের ঘুমপাড়ানী গান সুরু করবার জোগাড় করছিল। সহরের ঘরে ঘরে পথে বিদ্যুতের—গ্যাসের আলোর টুকরা গুলি আঁধারের মুখপানে তাকিয়ে যেন হেসেই সারা হচ্ছিল। এতখানি সময়—অথচ মনে হল বুঝি এক নিমেষেই এই পরিবর্ত্তন। কিন্তু কি আশ্চর্য্য বুঝতেই যে পারিনি এটা। শীলার স্পর্শ, দৃষ্টি, হাসির নেশায় আমি মস্‌গুল হয়েছিলাম, রাস্তায় চলেছিলাম যেন ফাগুনের হাল্কা হওয়া। হঠাৎ কে পিছন হতে বলে উঠল ;—"এই যে অধীর!" ফিরে দেখি আমাদেরই ক্লাশের কয়েকজন ছেলে।

—"একি বাবা! ডুবে ডুবে জল খাচ্ছো বেশ?" কথার ভেতরে শ্লেষে আমাকে হঠাৎ বিদ্রোহী ক'রে তুলল। বল্লাম ;—"তার মানে"

একজন উত্তর দিলে ;—"তার মানে অতি সরল—Problem Solve করবার সময় মাথাটার অবস্থা বেশ মানে বোঝাবার মতই থাকে। বাংলা কথাতেই ঘাবড়ে গেলে নাকি ?—"

আর একজন বল্লে ;—"শীলা বিবি তোমার কে হয় যে—"

ব্যাস্ তাহার মুখের কথা মুখেই রইল। আমার পূর্ণ পাচ ইঞ্চি পরিমাণ এই মুষ্টিটি বোধ করি বোম্বাই মেলের চেয়ে বেগে তার মুখের উপর পড়ল। মাটিতে ছিটকে পড়বার আগে সে শুধু একবার 'ওক্' করে উঠেছিল। দ্বিতীয় ছেলেটি দেখি আস্তিন গুটিয়ে বলছে ;—"তবে রে শ্যা—" ব্যাস. সেও তদ্রূপ ছিটকে পড়ল। তবে এ পড়বার আগে একবার 'বাপ' বলে উঠেছিল। অপর দু'জন মোটেই ভাবেনি যে কথার উত্তর কানে না ঢুকে এমনি করেই হাত দিয়ে মুখের উপর পড়বে। তারা গা ঢাকা দেবার উপক্রম করছিল। ঠিক সেই সময় পিছন থেকে "খবরদার" বলে সে আমাকে আগলে দাঁড়াল তারই নাম 'চন্দ্র'।

উপস্থিত সকলেরই মুখে বিস্ময়ের রেখা প্রকাশ পেল। হিরণ বল্লে ; "ওমা! শীলার—"। তাহার কথায় বাধা দিয়া একটু রুক্ষ ভাবেই অধীর বলিল ;—"সে কথা শোনবার আমার প্রয়োজন নেই। যা বলছি শুনে যাও" —কয়েক মুহূর্ত্ত থামিয়া কোমল স্বরে বলতে লাগল ;—"উঃ, কি ভালই বাসি আমি এই চন্দ্রকে! তার জন্যে বোধ করি প্রাণ দিতে পারি। যাক্—চন্দ্রের এ রকম আকস্মিক আবির্ভাবে তাদের মরিয়া ভাবটা চট্‌করে ঠাণ্ডা হ'য়ে গেল এবং বিনা উপদ্রবে তারা যে যার নিজের রাস্তায় পা চালিয়ে দিলে।

আমি বল্লাম ;—"Rascal গুলোর আস্পর্দ্ধা দেখ ?"

চন্দ্র হেসে বল্লে ;—"হ্যাঁ—ভারী আস্পর্দ্ধা এখন আস্তে আস্তে বাড়ী চলে যা ত ? বেশী বাড়াবাড়ী কচ্চিস্।" এই কথাটায় আমার সর্ব্বশরীর জলে গেল। চন্দ্র তা' বুঝতে পেরে বল্লে ;—"খুব হয়েছে। বাড়ী গিয়ে মাথায় একটু গোলাপ জল দিয়ে ঠাণ্ডা কর গিয়ে।"—বলে সে ফিরছিল, আবার ফিরে আমায় ডেকে বল্লে ;—"তোর কি শনিবার কোনও কাজ আছে ? যদি না থাকে ত' আমার বাড়ীতে খাবি—বুঝলি ?—আজ বৃহস্পতিবার পরশু সন্ধ্যে—" বলে সে চলে গেল।

সে রাত্রে ভাল করে ঘুমোতেই পারিনি—কেবলই মনে হচ্ছিল শীলা বেশ্যা। তখন মনে মনে ভাবতুম বেশ্যারা মানুষ নয়, তাদের প্রাণে দয়ামায়া নেই, নিষ্ঠুর তারা, জীবনের স্রোতে গা' ভাসিয়ে দিয়েছে প্রবঞ্চনা, ছলনা, আর মায়ার উপরে নির্ভর করে। তারা শুধু নিষ্ঠুর নয়। হিংস্র তারা; সংসারের তরুণ, কোমল প্রাণ তাদের শীকার—অস্ত্র তাদের বাইরের—একমাত্র বাইরের মিথ্যা, অন্তর তাদের নেই। সংসার তার হৃতপিণ্ডটাকে ছিঁড়ে—উপড়ে পরে তার গণ্ডীর বাইরে নিক্ষেপ করেছে।

আজ আমি শীলাকে ভালবেসেছি—সে হয়ত আমার দোষ, হয়ত আমায় ভুল। কিন্তু আমার ত মনে পড়ে না আমি জ্ঞাতসারে এমন কোন কাজ করেছি যাতে কেউ অন্যায় বলতে পারে ? আজ শীলাকে ভালবেসেছি—নিজের অজ্ঞাতসারে তাকে আমার প্রাণ সমর্পণ করেছি এইটেই তাহলে একান্ত দোষের! জগতে সব প্রাণীর ভেতরেই এই প্রেমের খেলা চিরকাল ধরেই চলে আসছে। কোথাও ত দোষ একে স্পর্শ করতে পারেনি। শীলা সমাজের কেউ নয় বলেই কি তার প্রাণকে আমার প্রেম স্পর্শ করতে পারেনা না, সমাজের কঠিন ব্যবধান উল্লঙ্ঘন করে শীলার প্রেম আমার প্রাণকে জয় করতে অক্ষম ? কিন্তু, আমি যে প্রথমে জানতেই পারিনি প্রেম এমনি কলঙ্কের কালিমায় ক্ষিপ্ত হয়ে আমার প্রাণে অধিষ্ঠিত হয়েছে। আমার চোখে যে তখন সে শেফালীর মত শুভ্র, প্রভাতের মত নির্ম্মল, সঙ্গীতের মত পবিত্র মূর্ত্তি নিয়ে দেখা দিয়েছিলো। তাইত আমি আমার মনপ্রাণ সারা জীবন তার পায়ে নিঃশেষে বিলিয়ে দিয়ে আজ রিক্ত হয়েছি। সেই রিক্ততার মাঝখানে আমার সব শক্তি লয় হ'য়ে গিয়েছিল,—আজ যদি সারা পৃথিবী দুর্ণাম অপবাদের বোঝা চাপিয়ে দিয়ে সংসারের উন্মুক্ত পথে আমায় সকলের বিদ্রূপ কটাক্ষের মাঝখানে দাঁড় করিয়ে দেয় কি করতে পারি আমি ?

সে রাত্রে প্রথম বিবেক সুর বদলে বলতে লাগল—এ অন্যায়। মন বল্লে,—আমার সব শক্তি হরণ করেছে শীলার প্রেম।

(ক্রমশঃ)

অপমৃত্যু

(গল্প)

শ্রীপ্রভাত সরকার বি, এ

বেলা পাঁচটায় অফিস্-এর ছুটী হ'তে সকলের সঙ্গে শ্রান্ত দেহে প্রকাশ ডালহউসী স্কোয়ারের বিপুল জনতায় যোগদান করলো। পঞ্চাশ টাকার মাইনের কেরাণী, সুতরাং যাওয়া-আসা দু'ধারেই ট্রামে বা বাসে পয়সা দেওয়া হ'য়ে ওঠে না। মনটাও আজ তার ভাল ছিল না, তাই প্রকাশ ঠিক করল একটু বেড়িয়ে বাড়ী ফিরবে।

গ্রীষ্মের অপরাহ্ণ। শ্রান্তমন, ক্লান্ত দেহ নিয়ে প্রকাশ নিঃশব্দে পথ চলতে লাগলো। সে একটু নির্জ্জনে যেতে চায়-চারিদিকের ঐশ্বর্য্য তাকে উন্মাদ করে, অথচ একদিন ছিল এই ঐশ্বর্য্য তাকে করত প্রলুব্ধ। প্রথম জীবনের কল্পনার তুলিতে নানা রঙে সে এঁকেছিল অনেক ছবি, অনেক সম্ভাবনা; আজ তার রং গেছে ফুরিয়ে, আর সমস্ত সম্ভাবনা পরিণত হয়েছে একটা বিরাট নিষ্ঠুর স্বপ্নে। হাঁ, স্বপ্ন ছাড়া আর কি-ই বা তাকে আজ বলা যায়!

জীবন নাটকের অনেকখানি অংশ অতীত হ'য়ে গেছে, দরিদ্র জীবনের নগণ্য ইতিহাস অলক্ষিতে তার সুনিশ্চিত গতিতে অগ্রসর হ'চ্ছে। অস্তমান সূর্য্যের পানে তাকিয়ে প্রকাশ ভাবে—তার জীবনের সূর্য্যও অমনই একদিন যাবে অস্তে—কেউ তাকে মনে রাখ্‌বেনা, কেউ করবেনা তার পরিচয়ের গর্ব্ব। আর সে ভাবতে পারে না।

অথচ একদিন ছিল···এ জীবনে অনেক কিছুই ছিল। বিদ্যাভিমান, আশা আকাঙ্ক্ষা, অসম্ভাব্য স্বপ্ন এবং অনিশ্চিতের কল্পনা ··· ··· আজ নিঃশেষে সব গেছে মিলিয়ে, স্বপ্ন দেখ্‌তেও ভয় হয় এখন।

··· একখানা মোটর চাপা পড়তে পড়তে বেঁচে গেল প্রকাশ। সমবেদনার সুরে এক ভদ্রলোক বল্‌লেন, "খুব বেঁচে গেছেন মশাই, আর একটু হইলেই ত—"। অপ্রস্তুত হ'য়ে প্রকাশ বল্‌লো—"হ্যাঁ"। রাস্তাটা পার হয়ে প্রকাশ তাড়াতাড়ি ইডেন-গার্ডেনে ঢুকে পড়লো নির্জ্জনে একটা ঝোপের মধ্যে এক খানা বেঞ্চিতে সে বস্‌লো। তার শ্রান্ত দেহ এলিয়ে ··· ···

একটু দূরে আর একখানি বেঞ্চি খালি পড়েছিল, হঠাৎ প্রকাশ দেখ্‌লো একটী সুন্দরী তরুণী সঙ্গে করে একটী যুবক এসে সেই বেঞ্চিখানা অধিকার করে বস্‌লো, ভদ্রলোকের স্ত্রী বলেই তরুণীটাকে মনে হ'ল। অনিচ্ছা সত্ত্বেও অনেক কিছু প্রকাশকে দেখতে ও শুনতে হ'ল, অপরিচিত পুরুষের সামনেও তাদের ব্যবহারে কোন আবিলতা ছিল না আর তারা যে সুখী তা বুঝতেও প্রকাশের একটুও বিলম্ব হ'ল না। ওর বোধ হয় ঈর্ষা হয়েছে। ঈর্ষা ঠিক নয়, শুধু গত জীবনের স্মৃতি নির্ম্মম ভাবে তার মনে পড়ে সমস্ত দেহ মনকে তার ব্যথিত করে তুললো। মনে পড়লো পাঁচ বছর আগেকার কথা ··· ···

তখন সবে সে বি-এ পাশ করেছে। পোষ্টগ্রাজুয়েট ক্লাসে ঢুকেই কোন একটা সাধারণ কাজের অজুহাতে প্রকাশ একদিন আলাপ করে বস্‌লো তারই সহধ্যায়িনী একটী মেয়ে নমিতার সঙ্গে, সুন্দরী বলে ছাত্রী মহলে নমিতার একটা বিশেষ সুনাম ছিল। ক্রমে প্রকাশের অবস্থা এমন দাঁড়াল যে দিনে একবার অন্ততঃ নমিতার সঙ্গে কোন অছিলায় দেখা করতেই হবে। বন্ধুরা প্রকাশকে এবং তার বান্ধবীরা নমিতাকে এই সুযোগে একটু আধটু ঠাট্টাও করতো বৈকি। একদিন নমিতা প্রকাশকে অনুরোধ কর্‌লো, তাদের মেসে যেতে। এর পর থেকে প্রায় প্রত্যহই বিকেলের দিকে প্রকাশকে দেখা যেত একটু ব্যস্ত বন্ধুরা তাকে আর খেলার মাঠে বা সিনেমায় নিতে পার্‌ত না। সে যেত নমিতার কাছে।

একদিন নমিতা প্রকাশকে বল্‌লো—চলুন না একটু বেড়িয়ে আসি। প্রকাশ আপত্তি কর্‌ল না। সন্ধ্যা হ'তেই তারা বেরিয়ে পড়ল কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীটের একটা ট্রামে করে। এল তারা এই ইডেন গার্ডেনই ··· ··· সামনের বেঞ্চির তরুণ দম্পতীকে দেখে সেই দিনটার কথাই মনে পড়লো প্রকাশের। ঠিক ওদের মত না হলেও সে দিনকার সেই সন্ধ্যাটী প্রকাশের অতি আনন্দেই কেটেছিল।···

তারপর থেকে বিকেলে ট্রাম বা বাসে করে বেড়ান ওদের দু'জনের কেমন যেন একটা অভ্যাস হয়ে দাঁড়াল। কোন দিন লেক, কোনদিন কাঞ্চন পার্ক আর কোন দিন বা সাহেব পাড়ার কোন সিনেমায়। আর একদিনের ঘটনা প্রকাশের মনে পড়লো—একদিন নমিতার একটী অদ্ভুত খেয়াল হল। প্রকাশকে সে বললো, চলুন না আউটরাম ঘাট থেকে নৌকা করে খানিকটা বেড়িয়ে আসি। রাত্রি তখন আটটা। তারা যখন পরস্পরের বাসায় ফিরলো রাত্রি সাড়ে দশটা বেজে গেছে। সেই বিশেষ রাতটির কথা মনে পড়লে প্রকাশ আজও রোমাঞ্চিত হয়ে ওঠে।

*

এইসব ক্ষেত্রে যা' হ'য়ে থাকে প্রকাশের বেলায় তার একটুও ব্যতিক্রম হ'ল না, মানে, নমিতা নিয়মিতভাবে এম্-এ পাশ কর্‌ল—প্রকাশ করল ফেল। সদ্য বিলাত ফেরত এক আই-সি-এস বিয়ে কর্‌লো সুন্দরী নমিতাকে। নমিতা এখন মিসেস্ নমিতা রায় এম্-এ, আর প্রকাশ?

পরীক্ষায় ফেল করে' তার পড়া সম্ভব হয় নি। বাপ মা বাধ্য করলেন তাকে বিয়ে করতে। প্রকাশের জীবন নাট্যের দ্বিতীয় নায়িকা কমলা। অর্দ্ধ-শিক্ষিতা, পতি পরায়ণা সাধারণ বাঙ্গালী পরিবারের অতি

সাধারণ স্ত্রী কমলা। প্রকাশের বিবাহিত জীবনের নানা রঙীণ দৃশ্য তার চোখের ওপর ভেসে উঠ্‌লো। কমলা ভালবেসেছিল প্রকাশকে তার সমস্ত দেহমন দিয়ে, প্রকাশও আদর সোহাগে ডুবিয়ে রেখেছিল তার প্রিয়াকে। এম্‌নি ভাবেই কেটেছিল প্রকাশের বিবাহিত জীবনের প্রথমদিকটা। তারপর এল ঝঞ্ঝা—প্রকাশ আজ পঞ্চাশ টাকা মাইনের কেরাণী। এইখানেই তার জীবনের চরমতম পরিণতি। প্রকাশ ভাবতে লাগল আর কি সেই পুরাণো দিনকে ফিরিয়ে আনা যায় না?—কিন্তু নমিতা এখন আই-সি-এস্‌ পত্নী আর তার পত্নী চার পাঁচটী ছেলে মেয়ের জননী, কেমন করে' সে আর সে সব দিন ফেরাবে,—বেড়াবে নমিতার সঙ্গে, করবে অতীত দিনের মত সচ্ছন্দ ব্যবহার কমলার সঙ্গে —সংসারের অসংখ্য কাজে আজ সে বিলিয়ে দিয়েছে আপনাকে······

সাম্‌নের বেঞ্চির তরুণ তরুণীর উচ্চহাস্য তখনও শোনা যাচ্ছিল। হঠাৎ চারিদিকে কোলাহল আরম্ভ হ'ল। বহু লোক ইডেন গার্ডেনএর ভিতরকার রাস্তা দিয়ে যাতায়াত করছে, বিশেষ কোন আলোচনা করতে করতে। ক্যালকাটা-মোহনবাগানের খেলা ছিল বোধ হয়। প্রকাশ গার্ডেন থেকে বেরিয়ে রাস্তায় এসে পড়্‌লো।

চৌরঙ্গীর মোড়ে পুলিশের আদেশে কয়েকখানা মোটর দাঁড়িয়ে ছিল। সামনের মোটরে, প্রকাশ দেখ্‌লো, সাহেবী পোষাক পরা সুশ্রী চেহারার একটী যুবকের পাশে ব'সে মেঘরঙা সাড়ী পরা একটী মেয়ে—। মুহূর্ত্তে প্রকাশের রক্তহীন মুখে এক ঝলক রক্তের আভা দেখা গেল, অস্ফুট স্বরে তার ম্লান মুখ থেকে শুধু এই কথাটাই বেরিয়ে এলো—"নমিতা না?" পুনরায় চোখ ফেরাতেই প্রকাশ দেখ্‌লো মোটরগুলি চলতে সুরু করেছে······

প্রকাশের বুক চিরে একটা দীর্ঘনিশ্বাস বেরিয়ে এলো। রাস্তা পার হয়ে সে বাড়ীর দিকে দ্রুত চলতে লাগ্‌লো। প্রকাশ থাকে শ্যামবাজারে। হেদোর মোড়ে এসে সে দেখ্‌লো একটী লোক বেল ফুল বিক্রী করছে। বড্ড লোভ হ'ল তার। 'দেবো বাবু, ভাল মালা আছে।' সবাই যেন চারিদিক থেকে প্রকাশের বিরুদ্ধে আজ ষড়যন্ত্র আরম্ভ করেছে। বেলফুল দেখে কৈ অন্য দিন ত' আর কোন উচ্ছ্বাস মনে আসে না, আজ তার হ'ল কি? প্রকাশ একটু চিন্তা করলো—চিন্তা করলো অতীত দিনের কথা। নমিতার কাছে যাবার সময় সে এই লোকের কাছ থেকেই প্রত্যহ একটী করে' বেল ফুলের মালা নিয়ে যেত। নমিতা ফুল খুব ভাল বাস্‌তো। পকেটে হাত দিয়ে সে দেখ্‌লো তিন আনা আছে, তাই দিয়েই কিনে বস্‌লো সে একটা মালা, নেহাৎ অসতর্ক মুহূর্ত্তে, সম্পূর্ণ অন্যমনস্কতায়। ভাব্‌লো কমলাকে দেবে সে আজ একেবারে অবাক করে।'

প্রকাশ যখন বাড়ী পৌছল রাত্রি তখন সাড়ে আটটা। ঘরে ঢুকতেই শুনতে পেল তার স্ত্রী কমলা, রান্না ঘর থেকে বল্‌ছে—"সেই দশটায় আফিস্‌ যাওয়া, আর রাত ন'টা বাজে এখনও লোকের দেখা নেই। ছেলেটা জ্বরে মরছে অষুধের ব্যবস্থা করতে হবে সে খেয়ালটাও নেই।"

সত্যিই আজ প্রকাশের কোন খেয়ালই নেই। তার মনে ছিল না রুগ্ন পুত্রের কথা, মনে ছিল না বেল ফুলের মালার বিনিময়ে যে তিন আনা সে খরচ করে' এসেছে তাই দিয়ে আগামী দিনের বাজার করে নিয়ে আসার কথা। আজ শুধু তার মনে হ'য়েছিল সে তার সার্থক পুরানো দিনের একটাকে অতি কষ্টে ফিরিয়ে এনেছে, মনে করেছিল আগেরই মত জ্যোৎস্নালোকিত ছাদে বসে নিজের হাতে বেলফুলের মালাটী সে পরিয়ে দেবে কমলার গলায়, রাঙিয়ে দেবে তাকে অসংখ্য চুম্বনে!

স্ত্রীর কথায় প্রকাশের স্বপ্ন গেল ভেঙে—কল্পনার রাজ্য থেকে পুনরায় সে হ'ল নির্ব্বাসিত। গভীর নিরাশায় ফিরে এল সে তার নির্ম্মম বাস্তবে। ওর প্রথম যৌবনের উন্মেষিত প্রতিভাকে ও চেয়েছিল বৃহত্তর সম্ভাবনায় সফল করতে—কিন্তু আজ অকালহত উচ্চাকাঙ্খার প্রেত-স্পর্শে ওর সে প্রতিভার ঘট্‌লো কালো, কুৎসিৎ, কদর্য্য এক অপমৃত্যু।
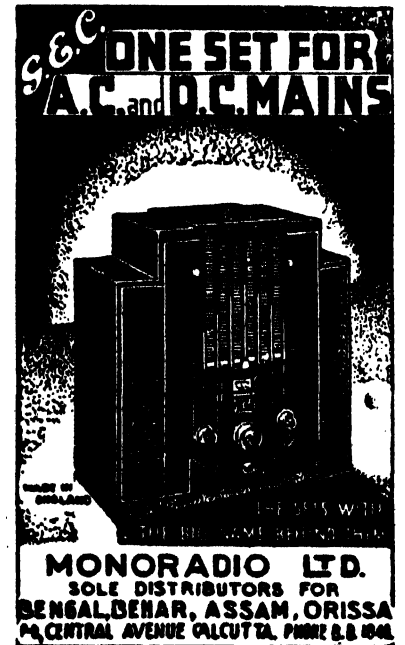
শ্রীযুক্ত সম্পাদক মাহাশয় "দীপালী"

সমিপেষু—

মহাশয় নমস্কার। নিবেদন এই যে আমার নিম্নলিখিত বক্তব্য যথা শীঘ্র আপনার সুপ্রসিদ্ধ 'দীপালী'র নারীলোক স্তম্ভে প্রকাশিত করিয়া আমাকে কৃতার্থ করিবেন। দীপালীর গত তারিখ ৪ঠা ও ১১ই জুলাই ১৯৩৫ সালের সংখ্যাতে নারীলোক স্তম্ভের পরিচালিকা মহাশয়া মেয়েদের কেশ, সৌন্দর্য্য রক্ষা এবং কেশ প্রসাধন সম্বন্ধে যাহা উপদেশ ও আদেশ প্রকাশিত করিয়াছেন, সে দিকে লক্ষ্য রাখিলে মেয়েরা নিশ্চয়ই তাহাদের কেশের সৌন্দর্য্য স্থায়ী ভাবে অক্ষুণ্ণ রাখিতে পারিবে, এতে কোন সন্দেহ নাই। ইহা বলা বাহুল্য যে কেশের সৌন্দর্য্য নারী জাতির একটী বিশেষ সম্পদ, সেই জন্য কেশের সৌন্দর্য্য রক্ষার মুখ্য মুখ্য নিয়ম কিম্বা সাধন সম্বন্ধে অবগত থাকা প্রত্যেক স্ত্রীলোকের বিশেষ আবশ্যক।

পরিচালিকা মহাশয়া সেই প্রবন্ধে মেয়েদের কেশ সৌন্দর্য্য রক্ষার বিষয়ে অনেক কিছু বলিয়াছেন, কিন্তু যাহার মাথায় চুল খুব কম (Thin) অথচ লম্বা ও বেশী নয় সেই সকল মেয়েরা কি উপায় অবলম্বন করিলে শীঘ্রই তাহাদের চুল ঘন (Thick) ও খুব লম্বা হইতে পারে সে বিষয়ে তিনি কোন রূপ আলোচনা করেন নাই। আশা করি যথা শীঘ্র পরিচালিকা মহাশয়া ঐ সম্বন্ধে নিজের অনুভব ও দুই চারিটি সরল প্রয়োগ "দীপালী"তে প্রকাশিত করিয়া স্ত্রী জাতির বিশেষ উপকার সাধন করিবেন।

পরিচালিকা মহাশয়া বলিয়াছেন যে, "একটু জল লইয়া চুলের গোড়ায় গোড়ায় তেল দিলে চুলের মধ্যেই সে তেল চলিয়া যায়"—এ সম্বন্ধে আমার একটু জানিবার দরকার আছে, যে কি পরিমাণে জল ও তেল মিশাল করিয়া চুলে লাগাইতে হইবে, সে বিষয়ে নিজের মতামত প্রকাশিত করিলে আরো ভালো হয়।

আমরা শুনিয়াছি যে কেশ কালো, মোলায়েম, ঘন (Thick) ও লম্বা করিতে হইলে, "বাওয়াট কোম্পানীর" ক্যাষ্টর অয়েল নিত্য ব্যবহার করিলে বিশেষ উপকার দর্শাইতে পারে, আরো শুনিয়াছি যে শুকনো আমলকী চূর্ণ করিয়া সন্ধ্যাকালে তাহা সামান্য মাত্রায় লইয়া মাটীর পাত্রে তাহা জলে ভিজাইয়া রাখিতে হইবে এবং প্রাতে স্নান করিবার পুর্ব্বে উহা লইয়া চুলের গোড়ায় কিছুক্ষণ ধরিয়া মাখাইলে কিছুদিনের ব্যবহারে চুল কালো ঘন ও লম্বা হয় এই উপরোক্ত প্রয়োগ দুইটীর উপযোগিতা সম্বন্ধে পরিচালিকা মহাশয়ার কি মতামত রহিয়াছে তাহা শীঘ্রই "দীপালী"তে প্রকাশিত করিলে,আমি মহাশয়ার নিকট বড়ই কৃতার্থ ও উপকৃত হইব।

এই আশা লইয়া বিদায় লইলাম।

বড়বাজার
কলিকাতা

নিবেদিকা
শ্রীমতী হীরা দেবী ওসয়াল
(Oswal)

মাননীয় দীপালী সম্পাদকঃ—

মহাশয় মান্যবরেষু

আপনার ১৯শে ভাদ্র সংখ্যায় শ্রীশ্রী গৌর গদাধর সম্বন্ধীয় ভক্তিতত্ব আলোচনা দেখিয়া পরম প্রীতিলাভ করিলাম, এইরূপ আলোচনা যদি আপনারা সকলে নিয়মিত ভাবে আপনাদের পত্রিকায় প্রকাশ করেন, জগতের বহু কল্যান সাধন হইবে। এই আলোচনাটী আমাকে কিছু বলিবার জন্য উৎসাহিত করিল বলিয়া আমি প্রতিবাদ হিসাবে কিছু বলিতেছি না বরং তত্বটি বুঝিবার ও বলিবার সুবিধা হইবে ইহাই আমার উদ্দেশ্য। গৌরাঙ্গের দুটী অঙ্গ অন্তরাঙ্গে করে রস আস্বাদন, বহিরাঙ্গে করেন নাম সঙ্কির্ত্তন। আমাদের দেশ বহিরাঙ্গ দেখিয়া, ঐ বাহিরাঙ্গে মাতিয়া, আসল সত্য তত্ব জানিতে পারিতেছে না। সাধন বিনা সাধ্যবস্তু কভু নাহি মিলে, এ কথা অতি সত্য—কিন্তু আবার বলা আছে সাধিলেও সাধ্য নয়—গুরু কৃপা সাধনের মূল, যাঁরা চক্ষু ফুটিয়াছিল তারই নাম লোচন দাস কাজেই—তাঁহার চৈতন্য—মঙ্গলময় হইয়াছিল ও করিয়াছিল, আমাদের দেশে ঐরূপ গুরু এখনও পাওয়া যায়, কিন্তু সে চেষ্টা না করিয়া কেবলই শ্রীমদ্ভাগবত, চৈতন্য চরিতামৃত প্রভৃতি কতকগুলি গ্রন্থের দোহাই দিয়া গোটা-কতক কথা লোককে বলিয়া জ্ঞানী ও ভক্ত হইতে চেষ্টা করি মাত্র! সত্য কথা বলিতে কি ঐ দুখানি গ্রন্থের অর্থ কি—আমরা বুঝি না এবং ঐ গ্রন্থের ভিতর যে সকল শব্দ রাখা হইয়াছে তাহা দ্রষ্ট বৈষ্ণব ব্যতিত অন্য কাহারও বুঝিবার সামর্থ্য নাই একথা সত্য যে এই কালে অন্যান্য সাধনার উপযোগী মানুষ নাই। তদ্ধেতু শক্তিশালী মানুষ, যিনি শক্তি সঞ্চার করিয়া জীবের অন্তরচক্ষু ফুটাইয়া দিয়া, তাহার ইষ্টদেব দর্শন করাইতে সক্ষম, এমন মানুষের জন্য আমাদের অনুসন্ধান করা উচিৎ এবং আপনার পত্রিকায় লিখিয়া একটু জানাইলে যেন সুবিধা হয়। কেন না সত্যের অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলে কি উপায়ে সত্যের প্রত্যক্ষ হয় তাহাই যুক্তিযুক্ত অন্যথা এরূপ প্রেম তত্ব বলিয়া লোকের মনে বহু প্রকার অমঙ্গলের বীজ বপন করে দেওয়া হয়। অহেতুকি গোপী প্রেম সম্বন্ধে লেখা আছে—জীবে না সম্ভবে কৃষ্ণ দাস, অতএব শিব হইলে, সম্ভব হয় নাই কথাই বলা হইয়াছে অতএব কি করিয়া শিব হওয়া যায়, এই কথা জিজ্ঞাসা করা উচিৎ এবং জিজ্ঞাসু হইলে উত্তর পাওয়াও সম্ভব।

৩৪।১ কালিঘাট
কলিকাতা

বিনীত
শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ কিঙ্কর

বীমা-প্রসঙ্গ

হিন্দু মিউচুয়েল জীবন বীমা কোম্পানী

—সৈয়দপুর ১৫ই সেপ্টেম্বর

উত্তর বঙ্গের কার্য্যালয়ের উদ্বোধন উৎসব

শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্র চন্দ্র চক্রবর্ত্তীর অনুপ্রেরণাময় বাণী

হিন্দু মিউচুয়াল জীবনবীমা কোম্পানীর উত্তর বঙ্গের সংগঠন কার্য্যালয়ের উদ্বোধন উৎসব অদ্য অপরাহ্ণ সাড়ে চারি ঘটিকায় স্থানীয় মিউজিক্যাল ইউনিয়ান হলে স্বনামধন্য নেতা শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্র চন্দ্র চক্রবর্ত্তী কর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত হয়। বহু বিশিষ্ট ব্যাক্তির সমাগমে সহরটী মুখরিত হইয়াছিল।

কংগ্রেস নেতা ডাঃ তারকনাথ চক্রবর্ত্তীর নেতৃত্বে স্থানীয় বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ ষ্টেশনে শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্র চন্দ্র চক্রবর্ত্তীকে অভ্যর্থনা করিয়াছিলেন। কোম্পানীর এজেন্সী ম্যানেজার মিঃ এ, সি, রায় শ্রীযুক্ত চক্রবর্ত্তীকে মাল্য প্রদান করিলে তাঁহাকে কার্য্যালয়ের সম্মুখে লইয়া যাওয়া হয় ও তিনি দ্বার উন্মোচন করেন। ভূতপূর্ব্ব কংগ্রেস এম; এল, সি শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তীর সভায় পৌরাহিত্য করিবার কথা ছিল কিন্তু তিনি শারীরিক অসুস্থতা বশতঃ নিজে উপস্থিত হইতে না পারিয়া একটী আশীর্ব্বচন পাঠাইয়া দিলেন।

প্রধান কর্ম্মসচিবের বাণী

ডাঃ তারকনাথ চক্রবর্ত্তী মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলে মিঃ পি, এন্ ব্যানার্জ্জী কর্ত্তৃক উদ্বোধন সঙ্গীত গীত হইবার পর এজেন্সী ম্যানেজার কোম্পানীর সেক্রেটারীর নিম্ন লিখিত পত্রখানি পাঠ করেন,—"সংবাদ পত্রের মারফতে এবং অন্যান্য স্থানে সর্ব্বত্রই আমি বলিয়াছি যে জীবন বীমাকে সমাজ সেবার প্রতীক বলিয়া মনে করিতে হইবে; ব্যবসায়ের অঙ্গ বলিয়া অভিহিত করা উচিৎ নয়—ইহা একপ্রকার সমাজ সেবা যাহাতে একদল সেবক মিলিত হইয়া পরস্পরের মধ্যে মৃত্যুজনিত এবং
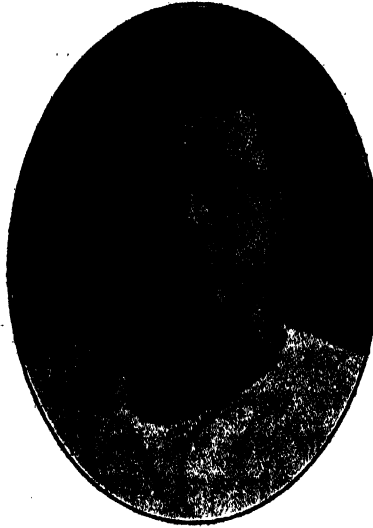
শ্রীঅনিল চন্দ্র রায় (হিন্দু মিউচুয়েলের এজেন্সী ম্যানেজার)

অন্যান্য চুক্তির দাবী বণ্টন করিয়া লন। হিন্দু মিউচুয়েল তাহার সুদীর্ঘ অনাড়ম্বর জীবনের মধ্যে সমাজ সেবা—এই দায়িত্বকে বিশ্বস্ততার সহিত প্রতিপালন করিবার চেষ্টা করিয়াছেন এবং বাঙ্গলার ঘরে ঘরে বাঙ্গালীর গৃহে ও প্রবাসে অনেকাংশেই বিপদ দূরীভূত করিবার চেষ্টা করিয়াছে। ভাল শাসনতন্ত্র যেমন দায়িত্বপূর্ণ শাসনতন্ত্রের সমকক্ষ হইতে পারে না সেইরূপ ভাল বীমা কোম্পানীও অংশীদার বিহীন বীমা কোম্পানীর তুল্য হইতে পারে না। হিন্দু মিউচুয়ালে বীমাকারীগণ সর্ব্বদাই নিজেদের স্বার্থ রক্ষা করিবার সুযোগ পান সুতরাং হিন্দু মিউচুয়াল বীমা-ক্ষেত্রে প্রকৃত স্বরাজ স্থাপন করিয়াছেন।

অনুপস্থিত নিমন্ত্রিত বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের আরও অনেকগুলি পত্র পাঠ করিবার পর এজেন্সী ম্যানেজার সমাগত ভদ্রমহোদয়গণকে ধন্যবাদ জানাইয়া বলেন যে ব্যবসায় সংক্রান্ত লাভের জন্য এই কোম্পানী প্রতিষ্ঠিত হয় নাই —সমাজ সেবার অনুপ্রেরণাই ইহার মূলমন্ত্র ছিল, এবং এই নীতিকে যথার্থ রূপে পালন করিয়াই পরিচালকবৃন্দ কার্য্য চালাইতেছেন। উত্তর বঙ্গের এই কার্য্যালয় এই মূল নীতি হইতে কখনই ভ্রষ্ট হইবে না।

যোগেন্দ্রচন্দ্র চক্রবর্ত্তী

শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রচন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহাশয় বিপুল করধ্বনির মধ্যে বক্তৃতা করিতে উঠিয়াই বলেন যে কোম্পানীর প্রতিনিধি দু'সপ্তাহ আগে যখন আমার নিকট গমন করিয়া বলেন যে উত্তর বঙ্গের সংগঠন কার্য্যালয়ের উদ্বোধন উৎসব আমাকে সম্পন্ন করিতে হইবে তখন আমি বিশেষ সঙ্কুচিত হইয়া পড়ি। বীমা-বিজ্ঞানে আমার তাদৃশ বুৎপত্তি নাই কিন্তু যখন আমি কোম্পানীর বিজ্ঞাপিত পত্র ও অন্যান্য আবশ্যকীয় কাগজপত্র পাঠ ও সরকারী বার্ষিক বীমা পুস্তক অনুসন্ধান করিলাম তখন দেখিলাম কোম্পানীর কতকগুলি বৈশিষ্ট্য আছে। এই বৈশিষ্ট্য—হিন্দুমিউচুয়ালের আদর্শ আজ আমাকে আপনাদের মধ্যে আনিয়াছে।

জনমা ও সেবা

হিন্দু মিউচুয়াল বীমা কোম্পানী কোনও ধনী কর্ত্তৃক ব্যবসায় সংক্রান্ত লাভের জন্য সৃষ্টি হয় নাই। আড়ম্বর বিহীন, অংশীদারশূন্য এই বীমা কোম্পানী সমাজ সেবার অনুপ্রেরণা ও দেশবাসীর মঙ্গল কামনার জন্যই আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল। এই জন্যই বীমাকারীগণ ইহার সমস্ত সম্পত্তির মালিক। ব্যবসায় সংক্রান্ত লাভ ভিন্ন মানব জাতীর সেবা করাই ইহার বীমা ব্যবসায়ের মূল মন্ত্র। এই জন্যই কোম্পানীকে আমি সর্ব্বান্তঃকরণে সমর্থন করিতেছি। কোম্পানীর প্রধান কর্ম্ম সচীব বলিয়াছেন, "বীমাকে ব্যবসায়ের অঙ্গ বলিয়া ধরা উচিৎ নহে, উহা সমাজসেবার প্রতীক।" হিন্দু মিউচুয়ালের কার্য্য পরিচালনের মধ্যে এই উক্তি সুন্দর রূপে প্রকাশিত হইয়াছে।
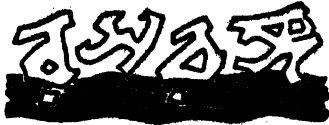
জনৈক বন্ধু—আরে সতীশ যে—তারপর আছো কেমন !

সতীশ—এই কেটে যাচ্ছে ভাই !

বন্ধু—বল কি ? কেটে যাচ্ছে ! রক্ত পড়চে না ?

*　　*　　*

সিনেমায় সাক্ষাৎ—

বন্ধু—এই যে নলিন—হঁ্যা ভালো কথা তোমরা নাকি সম্প্রতি ওখান থেকে remove করেছ ?

নলিন—হুঁ !

বন্ধু—তাহ'লে এখন আছ কোথায় ?

নলিন—সিনেমায় ।

*　　*　　*

ইনস্পেক্টর—আচ্ছা খোকা, বলত উদ্ভিদ কাকে বলে ?

খোকা—আজ্ঞে যা মাটি ভেদ করে উঠে ।

ইনস্পেক্টর—বেশ, একটা উদাহরণ দাও ত' !

খোকা—মশা, কেঁচো ।

*　　*　　*

পিতা—খোকা, দেখি তোর ভূগোলের কেমন পড়া হয়—বলদিকি কাশ্মীর আগে কি ?

খোকা—(একটু ভাবিয়া) আজ্ঞে সর্দ্দি ।

খরচের অঙ্কের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া ক্রমাগত নূতন কার্য্য বৃদ্ধি এই কোম্পানীর আদর্শ নহে। দাবী মিটাইবার তৎপরতা, তহবিলের সুনিপুণ নিয়োগ প্রভৃতিতে যে কোম্পানীর কর্ত্তৃপক্ষ দূরদৃষ্টির পরিচয় দিয়াছেন উত্তরবঙ্গের দ্বার উন্মোচন করিবার সৌভাগ্য আমার হইয়াছে আমি সর্ব্বান্তঃকরণে তাহার দীর্ঘ জীবন কামনা করিতেছি। হিন্দু মিউচুয়াল ইহার পুরাতন জীবনের আদর্শ সম্মুখে ধরিয়া শতাব্দীর পর শতাব্দী সমাজ সেবা করিতে থাকুক—দেশের উন্নতি করে এই প্রতিষ্ঠানের যে পরিচালকবৃন্দ অক্লান্ত পরিশ্রম করিতেছেন আমি বিশ্বাস করি বিধাতার আশীর্ব্বাদ প্রতিনিয়ত তাঁহাদিগের মস্তকোপরি বর্ষিত হউক। (করতালি)

সভাপতি মহাশয় একটী নাতিদীর্ঘ বক্তৃতার মধ্যে হিন্দু মিউচুয়ালের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করেন এবং জনসাধারণকে ইহার পতাকা তলে সমবেত হইতে অনুরোধ করেন।

উত্তরবঙ্গের চীফ্ অরগানাইজার শ্রীযুক্ত রামকৃষ্ণ সরকার এম, এ, বি, কম্, এফ্, আর, ই, এস্ (লণ্ডন) সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দিলে সভার কার্য্য ভঙ্গ হয়। সমস্ত ভদ্র মহোদয়গণকে মিষ্টান্ন এবং জলযোগ দ্বারা আপ্যায়িত করা হয়।

সাপ্তাহিকা

গেল রবিবার বিকেলে অধ্যাপক বিজন বিহারী ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের বালিগঞ্জ যতীন দাস রোডের বাড়ীতে জলধর দার নেতৃত্বে রবিবাসরের অধিবেশন হয়ে গেছে। ৩১-এ ভাদ্র শরৎদার ষষ্টিতম জন্মদিবস ব'লে তিনি শরৎদাকে অভিনন্দন জানান। 'পুষ্পপাত্র' সম্পাদক শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্র নাথ চক্রবর্ত্তী তাঁর পচিশ বছরের সাহিত্যিক জীবনের অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে বলেন। শরৎদা অভিনন্দনের উত্তরে আপন বক্তব্য বলেন, তাঁর মূল কথা বহু দিন বিদেশে থাকায় বাংলার সাহিত্যিক জীবনের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের সুযোগ ঘটেনি। আন্তরিক ইচ্ছে থাকলেও অনিবার্য্য কারণ বশতঃ আমরা সভায় উপস্থিত হ'তে পারিনি।

*

গেল রবিবার সকালে হেদুয়ার পুকুরে আনন্দ মেলার দ্বারা পরিচালিত ও বেঙ্গল ওলিম্পিক সমিতির সহিত রেজিষ্ট্রিকৃত মেয়েদের প্রথম বার্ষিক সাঁতার প্রতিযোগিতা হয়ে গেছে। গ্রুপ 'এ'-র তিনটি প্রতিযোগিতায় একমাত্র প্রতিযোগিনী ব'লে বাণী ঘোষকেই প্রথম স্থান দেওয়া হয়। 'বি' ও 'সি' গ্রুপে কৃতিত্ব দেখিয়েছে লীলা চ্যাটার্জ্জি ও বেলারাণী সরকার। সন্তোষের মাননীয় রাজা বাহাদুরের সভাপতিত্ব করবার কথা ছিল কিন্তু অসুস্থতা বশতঃ তিনি আসতে না পারায় মেলার সহকারী সভাপতি—শ্রীগিরিজাকুমার বসুর প্রস্তাবে মেয়ে বিদ্যালয় সমূহের পরিদর্শিকা মিস্ গুপ্ত সভানেত্রীত্ব করেন। গিরিজাকুমার নানারূপ সাহায্যের দ্বারা প্রতিযোগিতাকে সফল করবার জন্যে সেণ্ট্রাল সুইমিং ক্লাব ও পুলিশকে ধন্যবাদ জানান। শ্রীযুক্ত কেশব চন্দ্র গুপ্ত তাঁকে প্রীতি-ধন্যবাদ দেন এবং সভানেত্রী মহোদয়া ও বয় স্কাউটদের ধন্যবাদ দেন।

*

গেল রবিবার সকাল দশটার সময় কাশিমবাজারের মহারাজা বাহাদুর কলকাতা ইউনিভার্সিটি ইন্‌স্টিটিউটের ষষ্ঠ বার্ষিক চারুকলার প্রদর্শনীর উদ্বোধন ক'রেছেন। বক্তৃতা প্রসঙ্গে মহারাজা বাহাদুর বলেছেন যে চারুকলার চর্চ্চা ভবিষ্যতে যুবকদের অন্ন-সমস্যার কিছু সমাধান করতে পারে।

অস্পৃশ্যতা

—শ্রীচিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়

আজ সারা ভারতবর্ষ ছড়িয়ে চাঞ্চল্যের যে একটা তুমুল প্রবাহ উঠেছে, তা থেকে খুব বড় একটা কথা শুনতে পাওয়া যায়—অস্পৃশ্যতা! একদল চাইছে দেশের আজ পর্য্যন্ত চলে আসা একটা চিরন্তন নিয়মের বিরুদ্ধে নিজেদের মতটাকে জোর কোরে চালিয়ে দিতে। আর একদল,—তাদের সনাতন নিয়মের গায়ে হাত দিতে দেখে, সংস্কারের সর্ব্ববিধ যুক্তি আর শাস্ত্রের যতো কিছু তর্ক তুলে চাইবে অপরটাকে পরাজিত কোরতে। তবে মজা হচ্ছে এই যে, দু'দলই হিন্দু;—কেউই এ ধর্ম্মটাকে উড়িয়ে দিতে চায় না। একদল চাইচে—পুরাতন শাস্ত্রের যতো কিছু যুক্তি-তর্কের মধ্য দিয়ে কলে-ফেলা পুতুলের মতো নিজেদের নিয়ন্ত্রিত কোরতে আর একদল চাইছে তা'দের হৃদয়টাকে চালিয়ে নিয়ে যেতে শুধু হৃদয়ের অনুপ্রেরণায়—কোনো বাঁধ-ধরা নিয়মের গণ্ডীর মধ্য দিয়ে নয়।—তাই এই মনোমালিন্য।

এই নূতনের দল কিন্তু বেশী কথা বোল্‌লেন না এঁরা যা বোল্‌লেন তা থেকে সার মর্ম্ম পাওয়া যাচ্ছে কেবল দুটি কথা,—জাতীয়তা ও মানবতার দিক দিয়ে অস্পৃশ্যতা বর্জ্জন কোরতে হবে। ভারতবর্ষের এই পঁয়ত্রিশ কোটী লোকের মধ্যে অন্য সকল জাতি ছেড়ে দিলে দেখা যায় হিন্দু প্রায় একুশ কোটী আবার এই একুশ কোটীর মধ্যে ঐরূপ অস্পৃশ্যের সংখ্যা অনেক বেশী। তাদের ছেড়ে দিলে জাতির মধ্যে বাকী থাকে কেবল গুটিকয়েক গোঁড়া শিখিধারী হিন্দু। এতে জাতি দিনের পর দিন উন্নতির কোন্ পথে অগ্রসর হবে তা তারা সনাতনীদের জিজ্ঞাসা করে। জগতের অন্যান্য জাতি অপর জাতির লোককে সাদরে নিজেদের মধ্যে স্থান দেয়—কিন্তু আমরা [illegible] সংস্রব তো দূরের কথা, নিজেদের মধ্যে থেকে নিজেদেরই জাতির একটা অংশকে সরিয়ে রাখ্‌তে চাই।

তারপর মানবতার দিক দিয়ে দেখ্‌তে গেলে, কত বড়ো অন্যায়ই না তাদের প্রতি করা হোচ্ছে! যাদের নইলে আমাদের এক দণ্ডও চলে না;—তারাই হোল আমাদের অস্পৃশ্য, ঘৃণার্হ!—যারা আমাদের সব কিছুই কোরলে, আমরা না দিলাম শিক্ষা, না কোর্‌লাম স্বাস্থ্যরক্ষার ব্যবস্থা—পাছে তারা আমাদের সমকক্ষ হোয়ে ওঠে। হিংসার একটা কপট চাতুরী ছাড়া এটা আর কি হোতে পারে?—সারাদিন রৌদ্রের খাটুনীর পর চাষী জমিদারের হাতে এনে দিলো তারই হাতে-করানো খানিকটা চাল। আশা কোরেছিলো, অন্ততঃ অর্দ্ধেকটা সে পাবে। কেন না বাড়ীতে তার সকলেই উপবাসী। কিন্তু জমিদার কোর্‌লেন কি, সেই চাল থেকে এক মুঠো চাল তার কাপড়ে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বিদায় দিলেন। সতৃষ্ণ নয়নে সে তার ক্ষুধা নিয়ে ফিরে গেলো। তাই আজ জগতের দিকে দিকে সাম্যবাদ ছড়িয়ে পোড়েছে!··· তাই আজ রুশে এই জাগরণ!···

নূতনের দল বেশী কিছু বোল্‌লে না। কিন্তু যা বোল্‌লো তা হৃদয়ে লাগলো।

কিন্তু উত্তরে সনাতনীর দল যা বোল্‌লেন তা অনেক! তাঁরা অনেক শাস্ত্রের তর্ক দেখালেন, অনেক পুঁথির বিধান দেখালেন, অনেক নজির-ওজর দেখালেন; বোললেন: অমুক মুনি এই বোলেছেন, অমুক ঋষি এই বোলেছেন, মনু এই বোলেছেন, ভৃগু এই বোলেছেন—এই সব! তাঁরা শেষরক্ষা করলেন এই বোলে: "তবে কি আমাদের আগেকার শাস্ত্রকার মুনি-ঋষিরা ভুল করে- [illegible] না?"—তাঁরা যা বোল্‌লেন তা যুক্তি ও তর্ক দ্বারা খুবই ঠিক ও অখণ্ড! তর্কের খাতিরে ঐটাকেও স্বীকার কোরতে হয়।

তবে কি? কোন্‌টা ঠিক,—আগেরটা না পরেরটা? দুটো কিন্তু ঠিক পরস্পর বিরোধী মত! আগেরটা কিন্তু হৃদয় দিয়ে অনুভব কোরেছি আর পরেরটা তর্কের খাতিরে সায় দিয়েছি। তা হোলে আগেরটাই ঠিক। তবে কি শেষেরটা ভুল? না, তা নয়। আমাদের আগেকার মুণি-ঋষিরা কখনই এতো সঙ্কীর্ণ-চেতা ছিলেন না; কেননা আমরা রামচন্দ্রকে একজন চণ্ডালের সঙ্গে আলিঙ্গন কোর্‌তে শুনেছি।—তাঁরা ছিলেন উদার। তাঁদের শাস্ত্রের অর্থ এঁদের কাছে বিকৃতরূপ প্রাপ্ত হওয়ায় আজ জাতির এই দুরবস্থা।

তা হোলে উচিৎ হোচ্ছে শাস্ত্রের প্রকৃত অর্থ অন্বেষণ কোরে তারই অনুসরণ করা। কিন্তু আমরা সাধারণের দল, কোন শাস্ত্রই তো বুঝি না।—তবে আমরা চোলবো কি শেষের পথে?—না, তা নয়। আমরা চোলবো আমাদের বিবেকের দেখানো পথে, কারণ তার চেয়ে বড়ো শাস্ত্র আর নেই।

"নিভে আসে দিনের আলো"

(গল্প)

—শ্রীপ্রকাশ বসু

অনেকদিনের কথা……

নিশীথ তার মামার বাড়ীতেই মানুষ হয়েছিল। মামার অবস্থা মোটেই ভাল ছিল না—গ্রামের লেখাপড়া শেষ করে সামান্য বেতনে কলকাতায় একটা চাকরী করতো…

সে ছিল…Daily passenger…ষ্টেষণে যাবার পথে পড়তো আরতিদের বাড়ী।…

আরতি—পবিত্র ফুলের মত দশ বছরের ফুটফুটে মেয়ে আরতি আর তার ভাই আলোক। আরতির বাবা যখন বেঁচে ছিলেন, তখন থেকেই নিশীথ আরতিদের বাড়ী যেতো, আজ তিনি নাই, কিন্তু আরতি আর আলোক তাকে টেনে রেখেছিল।

আরতির মা তাকে ছেলের মত ভালবাসতেন, আর নিশীথের আদর্শে ছোট ছেলে মেয়ে দুটিকে মানুষ ক'রে তুলছিলেন… নিশীথ আলোককে পড়াত,—তাকে ছোট ভায়ের মতই ভালবাসতো…আরতির মা নিশীথকে খুবই ভালবাসতেন, সকল সময়ই তার পরামর্শ নিয়ে চলতেন। এক রকম তিনি প্রায় সকল কাজেই তার উপর নির্ভর ক'রতেন আরও বেশী নির্ভর ক'রতে পারতেন যদি সে স্বজাতি হ'তো … …

নিশীথ আরতিকে ছোট বোনের মত ভালবাসতো …

ষ্টেশনের পথে যেতে নিশীথের রোজই দেখা হ'তো আরতির সঙ্গে—হয়তো সে পুকুর থেকে জল নিয়ে ফিরছে …

যাবার পথে রোজই সে দেখে যেত—আরতির মাকে।

আরতি ঐটুকু মেয়ে, সেও কেমন তার নিশীথদার আসার আশায় পথ চেয়ে থাকতো… সকালবেলা দুজনের যেন দেখা হওয়া চাই-ই।

আরতি বলে নিশীথদা, আজ আপনার দেরী হ'য়ে গিয়েছে, হয়তো ট্রেন পাবেন না।

নিশীথ হেসে বল্লে না, আরতি, তোমার জল নিতে আসা আজ সকাল সকাল হয়েছে—কুয়াসা ক'রেছে কিনা, তুমি সময় ঠিক্ করতে পার নি, আমি আজ সকাল সকাল বেরিয়েছি মাসিমার সঙ্গে একটু দরকার আছে কিনা, তাই…

আরতি অন্য কথা বলে, আচ্ছা নিশীথদা, তোমাকে সেখানে কি করতে হয়; আমায় একদিন নিয়ে যাবে হঁ্যা, নিশীথদা, তারা তোমায় বকে?

উত্তরের আশায় দাঁড়িয়ে হাসে ফুলের মত সুন্দর আরতি … নিশীথ শোনায় হঁ্যা, তারা খুব বকে, সেখানে আমায় বাসন মাজ্‌তে হয় জল তুলতে হয়, আরও কত কাজ …।

আরতি হঠাৎ বলে, হঁ্যা, নিশীথদা, যাতে আর তোমাতে কিসের কথা কও, কি বল "আরতির বিয়ে দেওয়া হবে" না কি আরও কত কথা বল, সত্যি নিশীথদা, আমি কিন্তু ভেবেই পাই না যে সব সময়ে তোমাদের কথার মধ্যে এই আরতির নামটা কেন থাকে! আচ্ছা নিশীথদা বিয়ে কি?
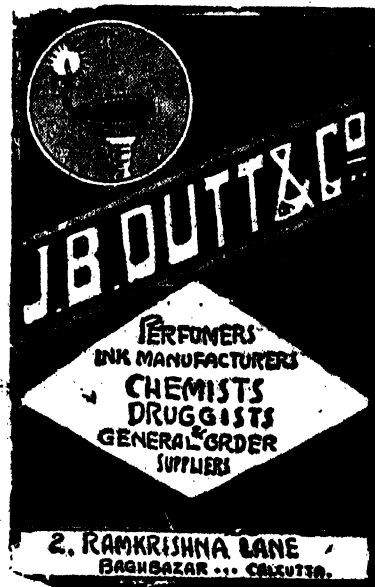
নিশীথ মুস্কিলে পড়ে বলে, যা তোর সঙ্গে বাজে বকে আমার দেরী হয়ে গেল, আচ্ছা এবেলা থাক, গিয়েই মাসিমাকে বলিস যে আমি ওবেলা আসবো, জানিস, ভুলিস না কিন্তু…

আরতি হাসে, নিশীথদা দেখছি সত্যিই ট্রেন পাবে না … …

*

সত্যিই আরতির মা তার বিবাহের জন্য একটু অস্থির হয়েছেন। পুকুর ধারে সন্ধ্যা বেলায় গা ধোবার সময় বামুনপিসিরা আরতিদের নিয়েই আলোচনা করতো… নানা কথাবার্ত্তা শুনে আরতির মাও ভেবেছিলেন যে শীঘ্রই আরতির বিবাহের স্থির করবেন। তার বিবাহ না হওয়া পর্য্যন্ত তিনি আর কিছুতেই স্থির হতে পারছেন না। রোজই নিশীথের সঙ্গে এই বিষয় নিয়েই আলোচনা হতো, শীঘ্রই যাহোক একটা কিছু করবার জন্য তিনি স্থির সঙ্কল্প করেছিলেন…

নিশীথও সত্যিই আরতির বিবাহের জন্য চেষ্টা করছিল। তার স্বজাতের হ'লে সেই যে আরতিকে বিবাহ করতে পারত এ কথা আরতির মা নিশ্চয় করে জানতেন……

সেদিন আরতির মা ভেবেছিলেন যে নিশীথ এলে বিবাহের কথাটা ভালো ক'রে বোলবেন…কিন্তু নিশীথ এলো কোথায় যাবার জন্য প্রস্তুত হয়ে—তার মাসিমার আশিষ নিতে আর আরতিকে আশিষ ধারায় স্নান করাতে…

নিশীথ আসামে ভাল কাজ পেয়েছে—পঞ্চাশ টাকা মাহিনা। তরুণ যুবক নিজ কর্ম্মকুশলতায় উন্নতির পথ আপনি খুঁজে নিতে সমর্থ হয়েছিল। তার মাসিমাও নিশীথের হঠাৎ চলে যাওয়ার কথা শুনে বিস্মিত হয়ে গেলেন…আর আরতির দিকে চেয়ে একটা একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেললেন…

নিশীথ চলে গেলো···তার মনেও যে আরতির কথা জাগে নাই, এমন নয়, গ্রামের পাঁচজনকে ও তার মামাকে এই বিধবার কন্যাদায় উদ্ধারের ব্যবস্থার জন্য মিনতি ক'রতে সে ভুলে গেল না···

সে গেলো—তার মামার অনুমতি নিয়ে, তবে তার মনে একটা ব্যথা লেগে রইলো—আরতির বিবাহটা দিয়ে আসতে পারলে ভাল হ'ত—আর মাসিমার হৃদয়ে সঞ্চিত ব্যথারও লাঘব হ'তো—

আরতির মা, অনেক চেষ্টায় পাশের গ্রামের এক সামান্য গৃহস্থের ঘরে আরতির বিবাহ দিয়েছিলেন—সমাজও বজায় রইলো···সুখে দুখে কোনরকমে দিন কাটতো, মাঝে মাঝে নিশীথদার কথা আরতির মনে পড়ত—সেই ছোটবেলার কথা···কিন্তু আজ কোথায় তার নিশীথদা···মাঝে কত ব্যবধান···আজ নিশীথ গ্রামে ফিরেছে—আট বৎসর পরে।···

এতদিন গ্রামের সে কোন খোঁজ রাখে নি। আজ তার মামা বৃদ্ধ হয়েছেন, গ্রামের অনেক পরিবর্ত্তন তার চোখে পড়ল···সবই নূতন মনে হয়···মনে পড়লো আলোক, মনে এলো মাসিমা—আর তারই সাথে মনের কোনে জেগে উঠলো—সুন্দর আরতির প্রতিচ্ছবি···

কাজলা দীঘির পার দিয়ে সে চলেছে···ঘাটে একটি বিধবা দুটি পুত্রকে স্নান করাচ্ছে···নিশীথ চলেছে আরতিদের বাড়ী···আজ কতদিন বাদে সে গ্রামে এসেছে।

পুরাণো বাড়ীটার সামনে এসে সে থমকে দাঁড়ালো···তার ঢুকতে সাহস হলো না—মাসিমা বলে ডাকতে কেমন সাহস হলো না, যদি তিনি না থাকেন? তবে আলোককে ডাকবে কি···হঠাৎ দেখতে পেলে এদিক্ ওদিক দু'একটা ছেলেমেয়ের জামা রয়েছে। তবে কি আরতি এখানে?···আরতি আমার বোনটি···আজ সে নিশ্চয়ই আগেকার চেয়ে আরও সুন্দর হয়েছে···জানি না কত সুখে সে স্বামীর ঘর করছে।

সে বাড়ীর ভিতর ঢুক্‌লো। ভিতরটা যেন খাঁ খাঁ করছে, পিছন থেকে কে যেন তাকে ডাকলে—নিশীথদা।

পরক্ষণে একটি কিশোরী এসে তাকে প্রণাম করলে।

কিশোরীর সে বেশ দেখে নিশীথ হয়ে গেল যেন প্রাণহীন পাষাণের মতো—নির্ব্বাক, নিস্পন্দ—।

"চিনতে পারো, নিশীথদা···আমি যে তোমার আদরের আরতি।"

রুদ্ধবাক্ নিশীথ উত্তরের কোন ভাষা খুঁজে পেল না···চোখের কোণে জল। যখন সে প্রকৃতিস্থ হ'লো, সে দেখলে যে তারই সামনে দাঁড়িয়ে তার সেই ছোট্ট বোনটি—বিধবার বেশে। তার চোখে দুনিয়ার সমস্ত আলো দপ করে নিভে গেলো···সে কিছুই বলতে পারলে না।

শুধু ব্যথাভরা দীর্ঘশ্বাসে তার অন্তরে কে যেন বলে উঠ্‌ল···আরতি······

হওয়া একান্ত বাঞ্ছনীয়। বিশেষ বিবরণের জন্য কলিকাতা, ৭নং মুরলীধর লেনে শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ নিয়োগীর নিকট পত্র লিখিতে পারেন।

কলিকাতা কর্পোরেশনের বিরুদ্ধে নালিশ

শ্রীযুক্ত ভাস্কর মুখোপাধ্যায় কর্পোরেশনের সুযোগ্য সম্পাদক মহাশয় জানাইতেছেন কলিকাতা কর্পোরেশনের বিরুদ্ধে অভাব-অভিযোগের তদন্ত করিবার জন্য একটি বিশেষ কমিটি নিযুক্ত হইয়াছে। এ কমিটিতে নিম্নলিখিত বিষয়গুলিই কেবল মাত্র গৃহীত হইবে:—

(১) কর্পোরেশনের কর্ম্মচারীগণের কর্ত্তব্যকর্ম্মে অবহেলা।

(২) বিলম্বে বৈষয়িক কার্য্যের মীমাংসা —যদ্দ্বারা জনসাধারণ বা দরখাস্তকারীর ক্ষতি হয়।

(৩) কর্পোরেশনের কর্ম্মচারীদের উৎকোচ গ্রহণের অভিযোগ।

(৪) জনসাধারণের অভাবের নালিশ যেমন কর্পোরেশনের কার্য্যপদ্ধতি, নাগরিক সুবিধা; নগরের বিধি ব্যবস্থা স্বাস্থ্য প্রভৃতি।

যে সব অভিযোগের রীতিমত প্রমাণ প্রয়োগ দেওয়া যাইতে পারে, অথচ আদালতের কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিবে না এমন অভিযোগ চীফ্ এক্‌জিকিউটিভ অফিসারের নামে, "for the Complaint Special Committee, Corporation of Calcutta" এই কথা কয়টি খামের উপর লিখিয়া পাঠাইতে হইবে।

অভিযোগের একটি নকল উক্ত কমিটির চেয়ারম্যান্ মহোদয়ের নিকটও পাঠান যাইতে পারে

ইষ্ট ইণ্ডিয়ান রেলওয়ে

শ্রীশ্রী৺শারদীয়া পূজা উপলক্ষ্যে ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেলওয়ে কোম্পানী স্বাস্থ্য ও আনন্দকামী যাত্রীগণের জন্য প্রচুর ও লোভজনক ব্যবস্থা করিয়াছেন। অল্প মূল্যে যাতায়াতের সুবিধা তাঁহারা তো দিয়াছেন-ই, তদুপরি তাঁহারা বহু স্পেশ্যাল ট্রেণেরও আয়োজন করিয়াছেন। আমরা এ বিষয়ে নিঃসন্দেহ যে পূজার সময় সকল যাত্রীই ইষ্ট ইণ্ডিয়ান রেলওয়ে কোম্পানীর এই সব আয়োজন ও সুবিধার সুযোগ লইতে আগ্রহান্বিত হইয়া আপনাদের শরীর ও মনকে সঞ্জীবিত করিবেন।

স্বদেশী প্রদর্শনী

আগামী পূজা-অবকাশের সময় কলিকাতায় একটী স্বদেশী প্রদর্শনী খোলার আয়োজন করা হইয়াছে। সেখানে একদিক দিয়া যেমন স্বদেশী শিল্পের, কুটীর শিল্পের এবং যাবতীয় শিল্পপ্রচেষ্টার নিদর্শন দেশবাসীর নিকট উপস্থিত করা যাইবে, তেমনি স্বাস্থ্য-বিষয়ক ও শিক্ষা বিষয়ক বক্তৃতা ও নানাবিধ চিত্র, মডেল, শ্লাইড্ ইত্যাদি দ্বারা জন-সাধারণের ভিতর জ্ঞান বিস্তারের আয়োজনও করা হইবে। স্বল্প মূলধনে কি কি কুটীরশিল্প দ্বারা দেশের বেকার সমস্যার কথঞ্চিত লাঘব করা যায় তাহা বিভিন্ন চার্ট দ্বারা সকলকে বুঝাইয়া দিবার ব্যবস্থা করা হইবে।

মফঃস্বল হইতে যাঁহারা শিল্পদ্রব্যাদি পাঠাইতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা ইচ্ছা করিলে সে সকল বিক্রয় করিবার কিম্বা শুধু প্রদর্শনের জন্যও পাঠাইতে পারেন। পূজার অবকাশে এই রকম একটী শিল্প প্রদর্শনী প্রতিবৎসরই

রোগের রাজা কে?

(৬ষ্ঠ পৃষ্ঠার পর)

জেলায় ম্যালেরিয়ার ভীষণ প্রকোপ দেখা যায়। বিশেষতঃ বর্ষার পর ঘরে ঘরে সকলের মধ্যে এ রোগের প্রাবল্য হেতু রোগীরা রক্তহীণ, নিস্তেজ ও অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়ে। বহুকাল রোগ ভোগের পর ও পুনরাক্রমণের ভয় থাকে। যখন আমাদের সমস্ত ম্যালেরিয়া বীজানুবাহী মশা মারিবার ক্ষমতা নাই তখন আমাদের এরূপ উপায়, অবলম্বন করা উচিৎ যাহাতে আমরা এ রোগের পুনরাক্রমণ হইতে রক্ষা পাই। রুচিটোন এ কার্য্যে অতুলনীয়। ইহার আশ্চর্য্য ক্রিয়া শক্তি ও অনেক প্রকার সুবিধা আছে। বিশেষতঃ ম্যালেরিয়া রোগের পর রুচিটোন ব্যবহারে রক্তের লাল কণিকা পুষ্ট হয় বলিয়া রক্তাল্পতা দূর হয়, স্নায়ুমণ্ডলী পুষ্ট ও সতেজ হয়। ইহাতে শরীরের দুর্ব্বলতা বিদূরিত হইয়া শরীরে স্ফূর্ত্তির ও বলের সঞ্চার হয়। অন্ত্রনালীর ক্রিয়া ভাল করে বলিয়া ইহা ক্ষুধা বৃদ্ধি করে। রুচিটোন নিয়মিত সেবনে নষ্ট জীবনীশক্তির পুনরুদ্ধার তো হয়-ই, উপরন্তু ম্যালেরিয়া জ্বরের পুনরাক্রমণ ভয় নিবারিত হয়।

—সাউণ্ড বক্স

HINDUSTHAN RECORDS
September—1935

সেপ্টেম্বর মাসে "হিন্দুস্থান" ৬ খানি রেকর্ড প্রথম মাসেই প্রকাশিত করিয়াছিলেন এবং ৺পূজার জন্য ৬ খানি রেকর্ড দ্বিতীয় সপ্তাহে বাহির করিয়াছেন। আমরা এবার ১২ খানি রেকর্ডেরই সমালোচনা পত্রস্থ করিলাম।

*

H. H. 2. শ্রীমতী সাহানা দেবীর গান বহুকাল পরে শুনিলাম। এক সময়ে বাংলার ঘরে ঘরে সাহানা দেবীর কিন্নর-কণ্ঠ ধ্বনিত হইত। "হিন্দুস্থান" সুদূর পণ্ডিচারীতে যাইয়া ইঁহার গান রেকর্ড করিয়াছেন। গান দুটি ১২ ইঞ্চি রেকর্ডে প্রকাশিত হইয়াছে। স্বদেশী কোম্পানীর মধ্যে ইঁহারাই সর্ব্বপ্রথম ১২ ইঞ্চি রেকর্ড প্রকাশ করিলেন। দ্বিজেন্দ্রলালের বিখ্যাত গান "প্রতিমা দিয়ে কি পূজিব তোমায়" সাহানা দেবীর কণ্ঠে চমৎকার হইয়াছে। "নিবিড় আঁধারে মাগো" গানটিও সুন্দর।

*

H. 284. এই রেকর্ডখানি বর্দ্ধিত-রেখা রেকর্ড। অর্থাৎ ইহার প্রত্যেক দিক ৫ মিনিট করিয়া বাজিবে। ১০ ইঞ্চি রেকর্ড সাধারণতঃ ৩ হইতে ৩॥০ মিনিট বাজে। বর্দ্ধিত-রেখা রেকর্ডখানি ৩ মিনিটের জায়গায় ৫ মিনিট বাজিবে। এইরূপ রেকর্ড হিন্দুস্থানই প্রথম বাহির করিলেন। এই রেকর্ডের এক দিকে শ্রীপাহাড়ী সান্যাল 'মীরাবাই' বাণী-চিত্রের "আঁখিতে রহ গো নন্দদুলাল" গানটি গাহিয়াছেন। অপর দিকে শচীন্দ্র দেব বর্ম্মণ, অনুপম ঘটক ও হরিপদ চট্টোপাধ্যায় (ভোম্বল বাবু) গান গাহিয়াছেন ও বেহালা বাজাইয়াছেন। নূতনত্ব হিসাবে রেকর্ডখানি সকলেরই শ্রবণ করা উচিত।

*

H. 287. শ্রীযুক্ত হরিপদ রায় এই রেকর্ডে শ্রীঅজয় ভট্টাচার্য্য রচিত দু'খানি গান গাহিয়াছেন। হরিপদ বাবু সুকণ্ঠ গায়ক এবং অজয় বাবুর রচনাও সুন্দর। "মঞ্জুরাতে আজি তন্দ্রা কেন গো প্রিয়" গানটি আমাদের ভাল লাগিল।

*

H. 288. শ্রীমতী হীরাবাঈ "নিশি

যায় আলোকের তরী বাহি” ও “প্রিয়তম হে কবে পাব দেখা” গান ছুটি রেকর্ড করিয়াছেন। গানের রচনা ও সুর মন্দ নয় এবং গায়িকার কণ্ঠে গান ছুটি নিন্দনীয় হয় নাই।

*

H. 285. শ্রীযুক্ত রাধারমণ রায় “সহিরে কাঁহা নব কিশোর” ও “দূর হলানি গো নয়ন রেখা” উড়িয়া গান ছুটি রেকর্ড করিয়াছেন। আমাদের উড়িয়া ভ্রাতৃবৃন্দের গান ছুটি ভাল লাগিলেই হিন্দুস্থানের শ্রম সার্থক হইবে।

*

H. 289. শ্রীঅনিলকৃষ্ণ বিশ্বাস ও শ্রীমতী গোপালীবালা এই রেকর্ডে দু'খানি দ্বৈত গান গাহিয়াছেন। গোপালীবালা সুকণ্ঠী গায়িকা এবং অনিলবাবুর কণ্ঠও মন্দ নয়। ডুয়েট গান “ওগো প্রিয়া কথা কও” ও “জাগিয়া রয়েছে তারা” মন্দ লাগিল না।

*

H. 293. কুমার শচীন্দ্র দেব বর্ম্মণ বি-এ এই রেকর্ডে আগমনী ও বিজয়া গাহিয়াছেন। “স্বপনে দেখেছি গিরিরাণী” আগমনী গানটি মায়ের আগমনের পূর্ব্বে প্রাণে এক নূতন পুলকের সঞ্চার করে। “বিদায় দাও গো মোরে” গানটিও সুগীত হইয়াছে কিন্তু বিজয়ার পর ইহা প্রাণস্পর্শ করিতে পারে—এখন নয়।

*

H. 294. শ্রীমতী বীণা “মুখ চেনা মোর বাউল বঁধু” ও “মুকুলিত উপবনে” গান ছুটি গাহিয়াছেন। গায়িকার কণ্ঠ ও গানের সুর মন্দ লাগিল না। রেকর্ডখানি মোটের উপর মন্দ হয় নাই।

*

H 295. শ্রীযুক্ত অনুপম ঘটক, হরিপদ রায় ও শ্রীমতী পুষ্প সান্যাল এই রেকর্ডে কোরাস গান গাহিয়াছেন। ভদ্রমহিলা শিল্পী দ্বৈত গানে যোগ দেওয়ায় রেকর্ড খানির বিশেষত্ব বৃদ্ধি পাইয়াছে। গায়ক দু'জনও লব্ধপ্রতিষ্ঠ। 'জীবন বীণা বাজে' ও 'পথের পথিক আমি' গান ছুটি সুখশ্রাব্য হইয়াছে।

*

H. 297. শ্রীমতী গোপালীবালা সহজ ও অনাড়ম্বর সুরে এবার পল্লীগীতি গাহিয়াছেন। শিক্ষিত কণ্ঠে সহজ সুন্দর গান বড়ই মনোরম হয়। 'ও পরাণ বন্ধু' এবং 'বন্ধু বিনোদিয়া' গান ছুটি অনেকের ভাল লাগিবে।

*

H. 298. প্রোঃ নাজির হোসেন এই রেকর্ডে শাহনাই বাজাইয়াছেন। এ সময় শাহনাই বাজনা মায়ের আগমনীর আভাষ অন্তরে জাগায়। মালকোষ ও পূরবী সুরের বাজনা শুনিয়া তাই আমরা অভিভূত হইয়াছিলাম। শিল্পীর কলা-নৈপুণ্যের যথেষ্ট পরিচয় ইহাতে পরিস্ফুট হইয়াছে।

*

H. 300. শ্রীযুক্ত রমেশ চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বি, এ, সঙ্গীত রত্নাকর ক্ল্যাসিক্যাল সঙ্গীতে যথেষ্ট নাম করিয়াছেন। এবার হিন্দুস্থান রেকর্ডে রমেশবাবু একখানি খেয়াল ও একখানি ভজন গাহিয়াছেন। যাঁহারা উচ্চ-সঙ্গীতের পক্ষপাতী বা শিক্ষার্থী—

তাঁহারা নিশ্চয়ই এ রেকর্ডখানি শুনিবার সুযোগ নষ্ট করিবেন না।

*

TWIN RECORDS
September 1955.

সেপ্টেম্বর মাসে ৬খানি বাঙলা টুইন রেকর্ড প্রকাশিত হইয়াছে। 'টুইন' রেকর্ড ইতিপূর্ব্বে অনাদৃত ছিল ও অধিকাংশ রেকর্ড পুরাতন এইচ-এম-ভির পুনঃপ্রকাশিত ছিল। কিন্তু বর্ত্তমানে শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্র সোমের পরিচালনায় টুইন রেকর্ড এইচ-এম-ভি রেকর্ডের সমান ত' হইয়াছেই কোন কোন ক্ষেত্রে ভাল হয়। আমরা এই জন্ত সোমবাবুর প্রশংসা করি।

*

F. T. 4074. আব্দুল লতিফ রেকর্ড জগতে নূতন আর্টিষ্ট হইলেও ইহার সুললিত কণ্ঠ ও বাণী-শুদ্ধির জন্ত শীঘ্রই রেকর্ড জগতে পরিচিতি লাভ করিবেন। আলোচ্য রেকর্ডে কবি নজরুলের "তুমি লহ প্রভু" ও "বাঁধন যত খুলতে চাই" ভজন গান দুটি গাহিয়াছেন। রেকর্ডখানি সুখশ্রাব্য হইয়াছে।

*

F. T. 4075. আব্বাসউদ্দীন আহম্মদ ইসলামী ও পল্লীগীতি গাহিয়া আজ রেকর্ড জগতে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছেন। আলোচ্য রেকর্ডে নজরুল ইসলাম রচিত "উঠুক তুফান পাপ দরিয়ায় আমি কি তায় ভয় করি" ও "মোহাম্মদ মোর নয়ন-মণি" ইসলামী গান দুটি গাহিয়াছেন। ধর্ম্মপ্রাণ মুসলমান মাত্রই রেকর্ডখানি আদরের সহিত গ্রহণ করিবেন বলিয়া আমাদের বিশ্বাস।

*

F. T. 4076. লব্ধপ্রতিষ্ঠ গায়িকা মিস্ সত্যবালা কাজি নজরুলের দু'খানি ভজন গান রেকর্ড করিয়াছেন। "অবিরাম জপ মন নারায়ণ" ও "হে চির সুন্দর" গান দুটি গায়িকার সুমিষ্ট ও সুললিত কণ্ঠে শ্রুতিমধুর হইয়াছে।

*

F. T. 4077. এই রেকর্ডে গান গাহিয়াছেন মিস স্নেহলতা। এই শিল্পীর গান আমরা ইতিপূর্ব্বে কলম্বিয়া রেকর্ডে শুনিয়াছি। টুইন রেকর্ডে এই তাঁহার প্রথম গান। "স্বপন যে দিন ভাঙ্‌বে প্রিয়" ও "দুটি তার চপল আঁখি" গান দুটি মধুর হইয়াছে। ইহার গানের উন্নতি লক্ষ্য করিবার বিষয়।

*

F. T. 4078. শ্রী হিমাংশু দাস দু'খানি স্বদেশী গান রেকর্ড করিয়াছেন। গান দুটি "স্বদেশ স্বদেশ স্বরগভূমি নয়নানন্দ অরূপ রূপ" ও "দুর্গম পথযাত্রী"। দেশমাতৃকার বন্দনা গান শুনিয়া পুলকিত না হন এমন ব্যক্তি পৃথিবীতে বিরল। সেই হিসাবে গান দুটির সার্থকতা আছে।

*

F. T. 4080. জ্ঞানপ্রিয়া বৈষ্ণবী এই রেকর্ডে পল্লী-সঙ্গীত গাহিয়াছেন। "মন পাগল হইল গৌরাঙ্গ রূপ দেখে" ও "তিলেক দাঁড়াও তোমায় দেখি" গান দুটির রচনা সুন্দর। গান দুটি অন্তরস্পর্শী হইয়াছে। গায়িকার কণ্ঠ প্রশংসনীয়।

*

'সেনোলা' ও 'কলম্বিয়া' রেকর্ডের সমালোচনা অক্টোবর মাসে বাহির হইবে। এই দুই কোম্পানীর পূজার রেকর্ড বাজারে এখনও বাহির হয় নাই। সেপ্টেম্বরে যে রেকর্ডগুলি ইহারা প্রকাশ করিয়াছেন তাহার সমালোচনা বারান্তরে করিব।

পরিপূর্ণ

—শ্রীমতী তরলিকা দেবী

তারে যে বেসেছি ভালো, সে যখন ছিল কাছে
বুঝি নাই মন প্রাণ দিয়া
আজি সে গিয়াছে চ'লে ব্যথায় হৃদয় দোলে
চুরি ক'রে গেছে সব নিয়া!
সারাটি ধরণী ভরি তাহারি মুরতি সদা
নয়নে পরাণে শুধু জাগে
ভুলিতে চাহিলে তিল বড় ব্যথা লাগে তায়
সুখী মন তা'রি অনুরাগে!
এত যে বেসেছি ভালো জানিনি বুঝিনি কভু
অবহেলা ক'রিয়াছি কত
দিয়েছি আঘাত প্রাণে সে আমারে স্নেহপ্রীতি
বুঝি নাই দিয়েছিল যত!
সীমাহীন প্রেম তার আমারি বুকের মাঝে
বিদায়ে সে দেছে সব ঢালি,
সে প্রেম বুকেতে ল'য়ে কাটাইতে চাই বেলা
উদাসী বাঁশরী বাজে খালি!
নিঠুর মরম চোর এ-কী খেলা খেলে গেছে
মনে প্রাণে এ কী আলোড়ন!
সুখের দুখের বাঁশী থেকে থেকে বাজাইয়া
আবর্ত্তের করিছে সৃজন!
মহান করেছে মোরে তার স্মৃতি মনোরম
ভরি ওঠে প্রতি পলে হিয়া
মরণে সুষমা রাশি ওঠে আজি উথলিয়া
প্রাণঢালা ভালোবাসা দিয়া!
করিয়াছে শান্ত মোরে মৃদুল বাতাস বহে
পরাণ সাগর কূলে কূলে
বিশ্বপ্রেমে ভরপুর, দেহে মনে মধুরতা
বিকশিয়া উঠে দুলে দুলে!
চলে গেছে সেই জন দিয়ে গেছে, রেখে গেছে
মোর বুকে তার যত দান,
সে দানে বিরাট হিয়া পুলকে উচ্ছ্বাসি উঠে
লহরে লহরে প্রতিদান
করিলাম নিবেদন আপনার সব আজি,
তৃপ্তি ভরা পূর্ণ তার বাঁশী
বেজে ওঠে বিশ্বময় তন্ত্রীতে আঘাত হানি
জয়-গর্ব্বে জাগে সুখ-হাসি!

চিত্র পরিচিতি

—অভিমন্যু

[আগামী শনিবার হইতে যে সব বিদেশী ছবি কলিকাতায় মুক্তিলাভ করিবে তাহাদের অগ্রিম সংক্ষিপ্ত পরিচয়। সুতরাং কোনো বিদেশী ছবি দেখিতে যাওয়ার পূর্ব্বে আমাদের "চিত্র-পরিচিতি" স্তম্ভটি পড়িয়া গেলে, চিত্রপ্রিয়রা লাভবান হইবেন। —দীঃ সঃ

ফে রে—এই সপ্তাহে "ক্লেয়ারভয়্যান্ট" ছবিতে ইঁহাকে দেখা যাইবে।

Broadway Bill

গ্লোবে দেখানো হইবে, শ্রেষ্ঠাংশে ওয়ার্ণার ব্যাক্সটার, মার্ণা লয়, ওয়ালটার কনোলি, হেলেন ভিনসন, রেমণ্ড ওয়ালবার্ণ। কলম্বিয়ার ছবি, পরিচালনা করিয়াছেন ফ্রাঙ্ক কপরা।

ড্যান ব্রুকস ছিল হিগিনসভিলার সত্ত্বাধিকারী জে, এল, হিগিনসের জামাতা। হিগিনসের কারখানার কর্ম্মসচিবের পদ ত্যাগ করিয়া ঘোড়দৌড়ের প্রতি আসক্ত হইয়া পড়িল কিন্তু বাড়ীর লোকেরা, এক এ্যালিস নাম্নী তাহার শ্যালিকা ছাড়া, তাহা মোটে পছন্দ করিত না। "ব্রডওয়ে বিল" নামক তাহার প্রিয় ঘোড়া এবং এ্যালিসকে সঙ্গে লইয়া সে বাহির হইয়া পড়িল। যাইবার সময় সে বলিয়া গেল যে সে যদি ঘোড়দৌড়ে হারিয়া যায় তবে আবার হিগিনস পরিবারে ফিরিয়া আসিবে।

শীঘ্রই তাহাকে অর্থাভাবে পড়িতে হইল। হুইটনি নামক এক অশ্বরক্ষী, কর্ণেল পেটিগ্রু নামক এক পাকা জুয়াড়ীর সহায়তায় কিছু টাকা যোগাড় করিল। সেই টাকা দিয়া সে প্রতিযোগীতায় নাম লিখাইল। এই "ব্রডওয়ে বিলের" হারজিতের উপর সকলেরই ভবিষ্যৎ নির্ভর করিতেছে। যদি 'বিল' হারিয়া যায়, তবে এ্যালিস ড্যানকে হারাইবে ও ড্যানকে হিগিনস পরিবারে ফিরিয়া যাইবে। সুতরাং বিলকে জিতিতেই হইবে। প্রতিযোগিতায় বিল জয়লাভ করিল বটে, কিন্তু ঘোড়দৌড়ের পরেই "বিল" প্রাণত্যাগ করিল। ড্যান অন্যত্র চলিয়া গেল এ্যালিসকে ফেলিয়া। এ্যালিস ভগ্নহৃদয়ে বাড়ী ফিরিয়া আসিল। প্রায় দুই বৎসর পরে ড্যান বাড়ী ফিরিল। ইতিমধ্যে মার্গারেট (তাহার স্ত্রী) তাহার সহিত সমস্ত সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করিতে আদালতে আবেদন করিয়াছে। ইহা ড্যানের নিকট শাপে বর হইল। সে এ্যালিসকে বিবাহ করিয়া সুখী হইল।

ওয়ার্ণার ব্যাক্সটারের 'ড্যান' ও মার্ণা লয়ের 'এ্যালিস' হইয়াছে অনবদ্য। তাহার উপর ফ্রাঙ্ক কাপরার অনুকরণীয় পরিচালনা নৈপুণ্যে ছবিখানি যারপরনাই চিত্তাকর্ষক হইয়াছে। ঘোড়দৌড়ের দৃশ্যটি এমন হৃদয় গ্রাহী হইয়াছে যে এরূপ দৃশ্য ছবির পর্দায় খুব কমই দেখা গিয়াছে। ছবিখানি সকলেরই দেখা উচিত।

Clairvoyant

নিউ এম্পায়ারে দেখানো হইবে, শ্রেষ্ঠাংশে ক্লড রেণস, ফে রে, গেন ব্যাক্সটার, মেরী ক্লেয়ার, বেন ফিল্ড প্রভৃতি। গেনসবরোর ছবি, পরিচালনা করিয়াছেন মরিস এলভি।

ম্যাক্সিমাস লোকের মনের কথা বলিয়া দিতে পারিত। গল্পের আরম্ভ হইতেছে ম্যাক্সিমাস ও তাহার স্ত্রী রিণি সাধারণ্যে এই অত্যাশ্চর্য্য ঘটনা দেখাইতে লণ্ডনে আসিল। রিণি থাকিত দর্শকদের মধ্যে ও ম্যাক্সিমাস থাকিত চোখ বন্ধ অবস্থায় ষ্টেজের উপর। ম্যাক্সিমাসকে সে কতকগুলি লিখিত কাগজ দিত এবং রিণির প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করার কৌশলে ম্যাক্সিমাস জবাব দিত। একদিন দৈবদুর্ঘটনা বশতঃ রিণি হাজির হইতে পারে নাই, ফলে দর্শকদের নিকট ম্যাক্সিমাস উক্ত কৌশল দেখাইতে গিয়া অকৃতকার্য্য হওয়ায় অপমানিত হইল। সহসা সে আবিস্কার করিল যে প্রেক্ষাগৃহের একটি বক্সে এমন একটি মেয়ে আছে যাহার উপস্থিতিতে তাহার সুপ্ত প্রতিভা জাগরুক হইয়াছে। সে তখন কোনরূপ কৌশলের সাহায্য না লইয়াই সকলের প্রশ্নের উত্তর দিতে লাগিল। কিন্তু তাহার ফল হইল ভয়ানক।

ম্যাক্সিমাস বলিল যে একটি ট্রেন-দুর্ঘটনা হইবে শীঘ্রই—এবং তাহা হইল। সে দর্শকের মধ্যে হইতে একটি লোক বাহির করিল এবং বলিবে যে সেই এবার ডার্ব্বিতে জয় লাভ করিল—প্রকৃতপক্ষে হইলও তাহা। পরে সে বলিল, লণ্ডনের একটি সুড়ঙ্গ ধ্বংস হইবে। তাহার এই সঠিক সংবাদে সাধারণের ভীতি-

সঞ্চারের জন্য পুলিশে তাহাকে গ্রেপ্তার করিল। তাহার পরের ঘটনা পর্দ্দায় দেখাই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেয়ঃ।

ছবির প্রথমভাগটি সামান্য একঘেয়ে ঠেকে তারপর ক্রমশঃ জমিয়া উঠে। ইহাই ক্লড রেণসের প্রথম ব্রিটিশ টকী এবং ইহাতে তিনি সাফল্য লাভ করিয়াছেন। 'ম্যাক্সিমাসে'র ভূমিকায় ক্লড রেণসের অনবদ্য অভিনয়ে ছবিখানি খুবই হৃদয়গ্রাহী হইয়াছে। ফে রের 'রিণি' মনোজ্ঞ হইয়াছে। অন্যান্য ভূমিকাগুলি সু-অভিনীত হইয়াছে।

The Daring Young Man

ম্যাডানে দেখানো হইবে, শ্রেষ্ঠাংশে জেমস ডান, মে ক্লার্ক, প্রভৃতি। পরিচালনা করিয়াছেন ইউলিয়ম এ. সৌটার।

জেমস ডান ছিল একটি খবরের কাগজের রিপোর্টার এবং সে স্ত্রীলোকদের অত্যন্ত ঘৃণা করিত। মে ক্লার্কও অন্য একটি কাগজে কাজ করিত। জিমি মে'কে দেখিবামাত্র তাহার মত বদলাইয়া গেল। তাহারা দুজনে

মার্ণা লয়—"ব্রডওয়ে বিল" ছবিতে সু-অভিনয় করিয়াছেন

প্রেমে পড়িবামাত্র বিবাহের বন্দোবস্ত ঠিক হইয়া গেল। ঠিক সেই দিন জিমির কাগজের সম্পাদক হারিগ্যান নামক একটি দুর্ব্বৃত্তের আসল জীবনী সংগ্রহের জন্য জেলে পাঠাইল

একটি কয়েদীর ছদ্মবেশে। এদিকে বিবাহের সময় জিমি না আসায় মে তো রাগিয়া গেল। সে রেডিওতে প্রচার করিয়া দিল যে আর একজনকে সে বিবাহ করিবে। ইহা শুনিয়া জিমি অনেক বলিয়া কহিয়া জেল হইতে আসিয়া অনেক খোঁজাখুঁজি করা সত্ত্বেও মে'কে পাইল না। তখন সে আবার জেলে ফিরিতে বাধ্য হইল। কারণ তাহা না হইলে তাহার খবরের কাগজে আসল সংবাদ প্রকাশিত হইতে পারিতেছে না। মে যখন সমস্ত ব্যাপার শুনিল তখন সে জেলে জিমির সঙ্গে দেখা করিল এবং জেলেই তাহাদের বিবাহ হইয়া গেল। এদিকে জিমির কাগজের সম্পাদক তাহাকে কর্ম্মচ্যুত করিল হারিগ্যানের সত্য সংবাদ আনিতে না পারায়। শেষে সব মিটিয়া গেল এবং জিমি ও মে হাসিমুখে চলিয়া গেল।

অভিনয় সকলেরই ভাল হইয়াছে। মোটের উপর ছবিখানি হাল্‌কা হাসির উপর দিয়া অনেকেরই ভালই লাগিবে।

একত্রিংশে ভাদ্র

—শ্রীগিরিজাকুমার বসু

পঁচিশে বৈশাখের মতো, উপরে লিখিত দিনটিও বাংলার সাহিত্য-সমাজের স্মরণীয় দিন কারণ ওটি হোলো শরৎচন্দ্রের জন্মদিন। প্রতি বছরে এই দিনটিকে উপলক্ষ্য ক'রে ইণ্ডিয়ান ষ্টেট ব্রড্কাষ্টিং সার্ভিস অর্থাৎ বেতার-প্রতিষ্ঠান, উৎসব করেন। এবারেও ক'রেছিলেন। কবি-অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ মৈত্র মহাশয় শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের প্রস্তাবে ও গিরিজাকুমার বসুর সমর্থনে উৎসবের নেতৃত্ব করেন। মিনতি ঘোষ ও গীতা সরকার বালিকাদ্বয় অতঃপর শরৎচন্দ্রকে ও সভাপতিকে মাল্য-ভূষিত করে। পণ্ডিত হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সাহিত্যরত্ন, শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রকুমার রায়, শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত নরেন্দ্র দেব ও শ্রীগিরিজাকুমার বসু শরৎচন্দ্রকে শ্রদ্ধা প্রণতি জানিয়ে তাঁর দীর্ঘ জীবন কামনা
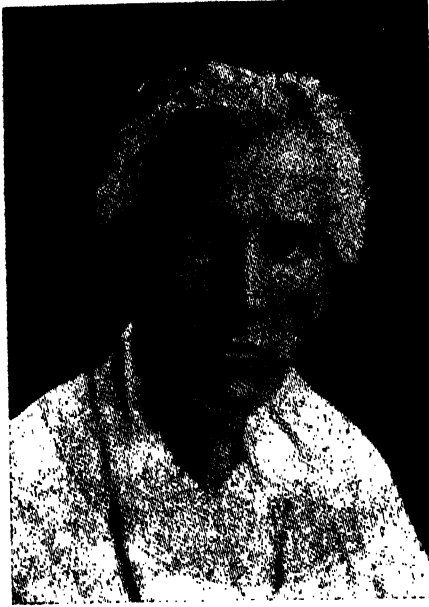
করেন। বেতার প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র শরৎদা'কে, সভাপতি মহাশয়কে ও উপস্থিত ভদ্রমহোদয় ও মহিলাদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানান ও শরৎদার চিরায়ু কামনা করেন।

সভাপতি মহাশয়ের অভিভাষণ 'দীপালী'র আস্ছে সংখ্যা অর্থাৎ আমাদের শারদীয়া সংখ্যায় ছাপা হবে। বেতার প্রতিষ্ঠানের কর্ম্মীদের আদর আপ্যায়নের জন্য আমরা তাঁদের ধন্যবাদ দিচ্ছি। বেতার নাটুকেদলের দ্বারা বাণীকুমার কর্তৃক নাট্যাকারে গঠিত শরৎদা'র 'সতী' গল্পের অভিনয়ও আমরা খুব উপভোগ ক'রেছি। শরৎ-শর্ব্বরীতে যাঁরা যাঁরা উপস্থিত ছিলেন তাঁদের মধ্যে এই নামগুলি উল্লেখযোগ্য :—শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ মৈত্র, শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রকুমার রায়, পণ্ডিত হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সাহিত্যরত্ন, শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র ঘোষাল, শ্রীযুক্ত মৃণাল সর্ব্বাধিকারী, শ্রীযুক্তা তমাললতা বসু, শ্রীযুক্তা রাধারাণী দেবী, শ্রীযুক্তা রেণু দেবী, শ্রীযুক্তা পুষ্পমালা দেবী।

কর্তৃক নাটকীকৃত হইয়া গত ১২ই সেপ্টেম্বর সন্ধ্যায় নব নাট্যমন্দির মঞ্চে অভিনীত হয়। অভিনয়ের দিন বেলা ৫টার সময় আমন্ত্রণ লিপি পাওয়ায় আমরা উপস্থিত হইতে পারি নাই।

দীপালী

আগামী শনিবার হইতে এখানে ওয়ার্ণার ব্রাদার্সের অভিনব যুদ্ধ-চিত্র "ক্যাপচার্ড" উত্তর কলিকাতায় প্রথম মুক্তিলাভ করিবে। "অল কোয়ায়েটের" পর এরূপ যুগান্তকারী চিত্র আর হয় নাই। এই চিত্রেজার্ম্মানী কবলিত বন্দী সৈন্যদের জীবনের করুণ কাহিনী-অতি রমণীয় ভাবে চিত্রিত হইয়াছে। লেস্‌লি হাউয়ার্ড, ডগলাস্ ফেয়ারব্যাঙ্কস্ (জুনিয়ার) ও সুন্দরী অভিনেত্রী মার্গারেট্ লিণ্ডসেও এই চিত্রে অভিনয় করিয়াছেন।

ছায়া

এখানে শনিবার হইতে ইউনিভার্সালের "ব্লাক ক্যাট" প্রদর্শিত হইবে। বোরিস কার্লফ, বেলা লুগোসী, ডেভিড ম্যানার্স, লুসিলি বণ্ড প্রভৃতি অভিনয় করিয়াছেন। ছবিখানি খুবই চিত্তোত্তেজক।

মায়ামহল, (রাঁচি)

স্থানীয় মাতৃ ও শিশু-মঙ্গল সমিতির সাহায্যকল্পে, মায়ামহল মঞ্চে শ্রীযুক্তা এচ্. ডি. চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ার তত্ত্বাবধানে ও মায়ামহলের সত্ত্বাধিকারী শ্রীকমলকৃষ্ণ বিশ্বাসের প্রযোজনায় ওখানকার মহিলাগণ কর্ত্তৃক ৫ই ও ৬ই সেপ্টেম্বর "বেহুলা"র মূকাভিনয় অনুষ্ঠিত হয়! প্রকাশ, অভিনয় খুব ভালই হইয়াছিল। বিশেষ উল্লেখযোগ্য অভিনয় করিয়াছেন—কুমারী অরুণা চট্টোপাধ্যায় (বেহুলা), চিত্রা মজুমদার (চাঁদ সদাগর), দেবরাণী (শিবনৃত্য) এবং দিবা সেন (গান)।

ন্যাশন্যাল থিয়েটার্স

শীঘ্রই "ভারতলক্ষ্মী ষ্টুডিও"তে ইঁহাদের "ডাবি-কা-শিকার" নামক প্রথম উর্দ্দু ছবির কার্য্যারম্ভ হইবে।

নিউটন্ ফিল্ম প্রোডাকশন্

শ্রীযুক্ত বুলচন্দনি, প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি কর্ম্মকর্ত্তাগণ এ কোম্পানী ত্যাগ করায়, এখানে এখন বহু নূতন লোকের আমদানী হইয়াছে। এই নব ব্যবস্থায় শ্রীযুক্ত পি, এন্, মেটা জেনারেল ম্যানেজার নিযুক্ত হইয়াছেন। আশা করি, এই নূতন পরিচালনায় সুচারুরূপে ইঁহাদের কার্য্যনির্ব্বাহ হইবে।

কোল্‌হাপুর সিনেটোন্

ইঁহাদের "অরফ্যানস্ অফ্ সোসাইটী" মুক্তি প্রতীক্ষা করিতেছে।

শ্রীযুক্ত প্রেমাঙ্কুর আতর্থীর সুপরিচালনায় ও শ্রীমতী রতনবাঈ, হাফেসজী, বিনায়ক, প্রমীলা, রাজা পণ্ডিত পেরাজবাই, প্রভৃতির সহযোগিতায় Song of Life (জীবনের গান) এর কাজ খুব দ্রুত অগ্রসর হইতেছে। শ্রীহরিশ্চন্দ্র বালি এই ছবিতে সঙ্গীতের ভার লইয়াছেন। শ্রীযুক্ত আতর্থীর পরিচালনা, শ্রীমতী রতনের অভিনয় ও শ্রীযুক্ত হাফেসজীর সুব্যবস্থায় Song of Life যে একখানি প্রথম শ্রেণীর চিত্র হইবে, সে বিষয়ে আমাদের কোনও সন্দেহ নাই।

শ্রীযুক্ত দাদাসাহেব ফালকের পরিচালনায় "গঙ্গাবতরণ" ছবিও দুই ভাষায় তোলা হইতেছে।

বঙ্গীয় নাট্য-সঙ্ঘ

শ্রীভুবনমোহন মিত্র প্রণীত "স্রোত" নামক উপন্যাস শ্রীফনিভূষণ বিদ্যাবিনোদ

"হর-পার্ব্বতী নৃত্য-গানে 'হর' ও 'পার্ব্বতী' বেশে ... ও ... মিত্র ... 'প্রভাস' ...

ডিকম্যান্স প্রোডাকসান্স্ (কলিকাতা)

উক্ত নামে আর একটি চিত্র-প্রতিষ্ঠান সম্প্রতি জন্মলাভ করিয়াছে। নিম্নলিখিত ছবিগুলি ইঁহারা তুলিবার জন্য ঠিক করিয়াছেন—"ক্যালকাটা প্রেম", "ইষ্টবেঙ্গল কিস", "মিডনাইট ড্যান্স", "যুগের হাওয়া", "ভগ্নমন্দির" ও "নারী প্রগতি"। প্রথম তিন খানি পরিচালনা করিবেন মিঃ স্যামুয়েল মিটার ও শেষোক্ত তিনখানি শ্রীহিতেন মজুমদার। প্রধান টেকনিসিয়ান মিঃ ডিকম্যান এবং ব্যবস্থাপক শ্রীমানস রায়।

এভা স্ক্রীণ পিকচার্স

ইঁহাদের বৈদ্যুতিক ষ্টুডিও নির্ম্মাণ প্রায় শেষ হইয়া আসিল। শীঘ্রই শ্রীনগেন্দ্র নাথ দাস প্রণীত "স্বয়ম্বরা" নামক গল্পটির চিত্ররূপ আরম্ভ হইবে। ভূমিকা-নির্ব্বাচন এখনও হয় নাই।

পাইওনীয়ার ফিল্মস

শ্রীপ্রফুল্ল ঘোষ পরিচালিত "হরিশচন্দ্রের" কাজ খুব দ্রুত অগ্রসর হইতেছে। হরিশচন্দ্র ও শৈব্যার ভূমিকায় শ্রীভাস্কর দেব ও শান্তি গুপ্তাকে দেখা যাইবে। শব্দ-যন্ত্রী ও আলোক চিত্রকর হইতেছেন যথাক্রমে মিঃ ব্রাডবার্গ ও মার্কনী।

"তরুবালায়" কাজও শ্রীসুশীল মজুমদারের পরিচালনাধীনে দ্রুত অগ্রসর হইতেছে।

"শ্রী"

পুরাতন কর্ণওয়ালীশ থিয়েটারের সংস্কার কার্য্য আরম্ভ হইয়াছে। এখন এখানে চিত্র প্রদর্শন বন্ধ আছে। নভেম্বরের প্রথম সপ্তাহে "শ্রী"র (কর্ণওয়ালিশের নব নাম) উদ্বোধন হইবে বলিয়া প্রকাশ। শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রকুমার রায়ের পরিচালনাধীনে গৃহীত "বিদ্যাসুন্দর"ই হইবে ইহার উদ্বোধন চিত্র।

রূপবাণী

২১শে সেপ্টেম্বর শনিবার হইতে এখানে প্যারামাউণ্টের "দি ডেভিল ইজ এ উওম্যান" মাত্র এক সপ্তাহের জন্য প্রদর্শিত হইবে। ডিট্রিচের সম্মোহন অভিনয়-রসে চিত্রখানি উপভোগ্য হইয়াছে। ২৮শে সেপ্টেম্বর শনিবার রূপবাণীতে ইষ্ট ইণ্ডিয়ার নবতম অবদান শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রকুমার রায়ের সমাজিক চিত্র "পায়ের ধুলো" ও তৎসহ কৌতুক-চিত্র 'দিগদারি'র শুভ উদ্বোধন হইবে।

ওয়েষ্ট ইণ্ডিয়া ফিল্ম কর্পোরেশন

উক্ত নামে আর একটি চলচ্চিত্র প্রতিষ্ঠান জন্মগ্রহণ করিয়াছে। ৩২।এ ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীটে তাঁহাদের অফিস স্থাপিত হইয়াছে। তাঁহাদের প্রথম ছবির নাম হইবে "Arrows of Destiny" ইহাতে অভিনয় করিবেন শ্রীমতী ফুলকুমারী, নবাব, নূরজাহান, হায়দার বাঁদি, মিঃ মঞ্জুর, হাসমাত, আবদার রহমান কাশ্মীরি বদ্রুদ্দিন প্রভৃতি। পরিচালনা করিবেন ফ্রাম সেথনা শ্রীযুক্ত এম, ইসান্নুল হক ও ইনায়েৎ ওয়েষ্ট ইণ্ডিয়া ফিল্মের সত্ত্বাধিকারী। আমরা ইঁহাদের সর্ব্বাঙ্গীন সাফল্য কামনা করি।

সম্পাদক—
শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায় শ্রীগিরিজা কুমার বসু

Cover and art plates printed at Gaya Art Press, 94, Keshub Sen Street, New name of Mechuabazar Street, Calcutta.

দীপালী

DIPALI

বাংলার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সাপ্তাহিক

শ্রীমতী কঙ্কন

৭ম বর্ষ] ৭ই কার্ত্তিক, ১৩৪২ ঃঃ 24th October. 1935 [৪০শ সং

দীপালী

DIPALI

দীপালী কার্য্যালয়—১২৩।১ আপার সার্কুলার রোড
কলিকাতা ফোন বড়বাজার—৩২৫৩

শাখা কার্য্যালয়—১৩১২-এন্. রিজ্‌উড্ প্লেস্, হলিউড্
কালিফোর্নিয়া, আমেরিকা।

৭ম বর্ষ | ৭ই কার্ত্তিক, বৃহস্পতিবার, ১৩৪২ — ২৪শে অক্টোবর ১৯৩৫ | **৪০শ সংখ্যা**

সম্পাদকপ্রধান সুকবি শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রকুমার রায় মহাশয় হঠাৎ বৈষয়িক কার্য্যে বিশেষ ভাবে ব্যস্ত হইয়া পড়ায়, **দীপালীর** কলাকেলি এবার তিনি লিখিয়া উঠিতে পারিলেন না। কাজেই ডাক পড়িল আমাকে, যেমন বিশেষ কার্য্যের জন্য প্রয়োজন হইয়া পড়ে ভগ্ন সূর্পের। হেমেন্দ্রবাবুর চিন্তাশীল ভাবোদ্যোতক ললিতমধুর রচনায় দীপালীর যে পাঠক পাঠিকাগণ অভ্যস্ত, তাঁহাদের পাঠক্ষুধা নিবারণ আমার সাধ্যাতীত, আমি পাদপূরণে 'চবৈতুহি' মাত্র। হিন্দুর বহু ক্রিয়াকলাপে স্মরণাতীত কাল হইতে ব্রাহ্মণকে গাভীদানের ব্যবস্থা আছে, হয়ত পূর্ব্বকালে এ অনুশাসন লোকে মানিত, কিন্তু এখন দাঁড়াইয়াছে গাভীর মূল্য দান অর্থাৎ নগদ এক আনা মাত্র মূল্য ধরিয়া দিয়া, লোকে গাভী দানের ফললাভে আত্মপ্রবঞ্চনা করে! দীপালীও পাঠকবর্গকে এবার সেইরূপ গাভীর মূল্য দান করিয়াই কর্ত্তব্য শেষ করিলেন, আগামী সংখ্যা হইতে যথারীতি গাভীদানই করিবেন।

*

গাভীর পরিবর্ত্তে "তাম্রমুদ্রামিদং" প্রদানের সহজ সুকর ও সুবিধা জনক ব্যবস্থা এ যুগে শুধু ক্রিয়াকলাপেই আবদ্ধ নাই, কিম্বা দীপালীই (অন্তত এবারকার মত) করিলেন না, বর্ত্তমান সময়ে সর্ব্বত্রই এই ব্যবস্থা। রাষ্ট্রীয় প্রভৃতি বড় বড় ব্যাপারের উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন, কারণ আমরা শিল্প ও সাহিত্য রসের কারবার করি, যাহার সহিত দরবারের কোনও সম্বন্ধ নাই।

*

শিল্পের কথা পরে হইবে, প্রথমে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের কথাই ধরা যাউক্। বাংলা ভাষার ধারা সংস্কৃত ও প্রাকৃত ভাষা হইতে বহমান, কাজেই তাহার রূপ ধাতু ও ব্যবহার যেমন উক্ত পিতৃভাষার অনুগামী হইয়াই চলিয়া আসিয়াছে এবং সেই চলার গতিতেই, এই বর্ত্তমান রূপ ও ভঙ্গী সে পাইয়াছে, তাহাকে সুকর করিবার অভিপ্রায়ে কোনো কোনো পণ্ডিত এখন মত দিয়াছেন যে,:ইহার বর্ণ-পরিবর্ত্তন করিয়া ইহাকে রোম্যান বর্ণে পরিণত করা হউক্। ইয়ুরোপে বর্ণ-বৈষম্যে ভীষণ সমস্যার সৃষ্টি হইয়াছে, কিন্তু ভারতীয় সুধী বিশেষত বাঙালী পণ্ডিতেরাও যে তাঁহাদের মাতৃভাষাকে রোমান্ বর্ণে, সাজাইতে উদ্যত হইয়াছেন ইহাতে আমরা কেমন উৎফুল্ল হইয়া উঠিতে পারিলাম না।

তুর্কীস্থানে যাহা সম্ভব, হিন্দুস্থানেও যে তাহাই চলিবে এ উক্তির মূলে কোনো যুক্তি আছে বলিয়া মনে হয় না।

*

অবশ্য রোমান্ হরফে বাংলা ভাষা লিখিলে লেখা টাইপকরা বা ছাপা খুব সুন্দর হইতে পারে, এবং বাংলা ও ইংরাজী ছাপায় দুই রকমের টাইপের ব্যবস্থা করিবারও প্রয়োজন হইবে না, বাঙ্গালী অবাঙ্গালী সকলেই সমান বাংলা পড়িতে পারিবে, এবং ঈদৃশ অন্যান্য আরও বহু সুবিধা হয়ত হইতে পারে—কিন্তু ইংরাজী হরফে বাংলা রচনার প্রস্তাবরূপ গোরোচনা আমাদের মনে হাস্যরসেরই উদ্রেক করিতেছে, যেমন, হ্যাট-কোট-টাই-পরা খাঁটি সাহেব-বেশে "সাহেব" নামে অভিহিত আমাদের খাঁটি ভারত-সন্তানেরা করিয়া থাকেন!

*

যে শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক মহাশয় উক্ত প্রস্তাব করিয়াছেন, তিনি যদি বলিতেন যে, বাঙালী জাতি বাংলা ভাষা পরিত্যাগ করিয়া ইংরাজী, হিব্রু, গ্রীক, জার্ম্মান, ফরাসী বা ঐরূপ কোনও একটি ভাষাকে মাতৃভাষারূপে গ্রহণ করিয়া, বঙ্গসরস্বতীকে বঙ্গোপসাগরের অতল তলে বিসর্জ্জন দিতে, তাহা হইলেও বোধ হয় তাঁহার চিন্তাশীলতার কতকটা পরিচয় পাইয়া এই প্রৌঢ় বয়সেও নবীন উদ্যমে তাঁহার প্রস্তাবটিকে কার্য্যে পরিণত করিতে ও করাইতে কিছু চেষ্টা করিতে পারিতাম, এবং সে চেষ্টা রোম্যান হরফে বাংলা ভাষা লিখনের অপেক্ষা ঢের বেশী সহজসাধ্যও হইত। কিন্তু তিনি চাহেন পাঞ্জাবীকে ওভারকোটে রূপান্তরিত করিয়া পাঞ্জাবী নামে অভিহিত করিতে। রোম্যান অক্ষরে বাংলা ভাষা আর হাফ্-প্যাণ্ট ও হাফ-শার্ট পরিহিতা বাঙ্গালী মেয়ে একই রকম নয়নমনোহর নয় কি?

*

বাংলা ভাষায় লাইনো টাইপ হইয়াছে, টাইপরাইটার কলও আসিয়াছে, তাহাতে বহু যুক্তাক্ষর ও একক অক্ষরও বাদ দেওয়া হইয়াছে, কারণ তাহা না করিলে লাইনো হয় না, টাইপ-রাইটারও জন্মে না। আমরা বুঝিতে পারিতেছি না, অর্দ্ধেক অক্ষর বাদ দিয়া অক্ষরের মূর্ত্তি বদলাইয়া যদি উক্ত দুই পদার্থ হইতে পারে, তবে সমগ্রটি অক্ষত অব্যয় রাখিয়াই বা হইবে না কেন? উদ্ভাবকগণ বলিবেন, বাংলায় অক্ষর সংখ্যা অনেক বেশী, সেজন্য কিছু বাদ না দিলে যন্ত্র দুইটি সহজ-ব্যবহার্য্য হইবে না। সহজ-ব্যবহার্য্য হইবে না কে বলিল? ইংরাজীই কি এক দিনে এমন সহজ হইয়া উঠিয়াছে? এখনও গবেষণা চলিতেছে, আরও সুন্দর কি করিয়া করা যায়? বাংলার বেলাতেই বা তাহার ব্যতিক্রম কেন হয়? এখন না হয় একটু কষ্টসাধ্যই হইল, তাহার পর ক্রমশ এ জিনিষের উন্নতি সাধিত হইবে। কোনও যন্ত্রের উন্নতি কখনও একদিনে বা একজনের দ্বারা হয় না, হয়ও নাই। সম্পূর্ণ ও সমগ্রভাবে করিয়া উন্নতি ও সংস্কারের ভার ভবিষ্যৎ বংশীয়দের হাতে ছাড়িয়া দিলেই ইঁহারা ভাল করিতেন। কিন্তু এ সব কাজের সমস্ত প্রশংসাটুকু নিজেরাই লইবেন বলিয়া কর্তৃপক্ষ এইরূপ গাভী না দিয়া মূল্যপ্রদান করিয়াই কর্ত্তব্য শেষ করিলেন।

*

সাহিত্য ক্ষেত্রেও তাই। সস্তায় কিস্তি মারিবার এবং যে কোনও ফিকিরে ছাপার হরফে নিজের নাম দেখিবার দুরন্ত প্রলোভনের জলোচ্ছাসে বর্ত্তমান যুগের তরুণ লেখক লেখিকাগণ অনিশ্চিত স্রোতে ভাসমান। প্রতিদিন বহু নবীন লেখকের বহু রচনার সহিত আমাদের সাক্ষাৎ ঘটে কিন্তু তাহার মধ্যে শতকরা যদি একটি সত্যকার ভাল প্রকাশযোগ্য লেখাও পাওয়া যায়, তাহা হইলেও আমরা পুলকিত হইয়া উঠি। কিন্তু সে সৌভাগ্যও আমাদের বড় ঘটে না। ক্বচিৎ দুই একটি লেখকের সন্ধান পাওয়া যায়, কিন্তু যোগ্য অনুশীলনের অভাবে অত্যল্প কালের মধ্যেই তাঁহারা এমন অনুকরণে প্রবৃত্ত হইয়া পড়েন যে তাঁহাদের লেখা একেবারে অপাঠ্য হইয়া পড়ে।

*

প্রত্যেক লেখকের রীতিমত পাঠাভ্যাস ও অনুশীলনের প্রয়োজন, কিন্তু কয়জন নবীন লেখক তাহা করেন? লেখা দেখিয়াই বুঝিতে পারা যায় যে লেখাটি কোনও পূর্ব্ববর্ত্তী লেখকের চুরি বা ভাবে অনুপ্রাণিত এবং লেখ্য বিষয়ের সহিত লেখকের সম্যক পরিচয় ঘটা দূরে থাকুক, সে বস্তুর সম্বন্ধে তাঁহার ধারণাই তেমন স্পষ্ট নয়। যেমন আজকাল শতকরা একশতজন তরুণ লেখকই প্রেমের কবিতাও গল্প লিখিয়া থাকেন, কিন্তু প্রেমের বা নরনারীর আকর্ষণ বিষয়ে তাহাদের কতটুকু অভিজ্ঞতা? লেখা লেখকেরই মনের ছায়া-অভিজ্ঞতাই তাঁহার শক্তির উত্তরসাধক। আর এ অভিজ্ঞতা হয় পাঠে, অনুশীলনে, সামাজিক মেলামেশায়, মানব চরিত্রের পর্য্যবেক্ষণে এবং সর্ব্বোপরি নিজের জীবনের উপলব্ধিতে আয়ুষ্কালের অন্তিম মুহূর্ত্ত অবধি। সাধারণ লেখকেরা লিখিতে শেখেন, কাজেই তাহাদের সাধনার প্রয়োজন, কিন্তু যাঁহারা ক্ষণজন্মা প্রতিভাধর তাঁহারা সে শক্তি লইয়া জন্মগ্রহণ করেন এবং উত্তরোত্তর তাঁহাদের সে শক্তি অনুশীলনে ও অভিজ্ঞতায় দিন দিন শতদলে বিকসিত হইয়া উঠে। বঙ্কিমচন্দ্র বিবেকানন্দ, মাইকেল, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র প্রভৃতি যুগ-মানবগণ শক্তি লইয়াই জন্মেন, আমাদের মত মক্স করেন না।

*

কিন্তু আমাদের তরুণ লেখকগণ, এ কথাটি একবারও ভাবেন না। ইহারা মনে করেন, কোনও প্রকারে একটা কিছু খাড়া করিতে পারিলেই সেটি হইল লেখা, এবং যতক্ষণ সেটি না ছাপা হয়, ততক্ষণ তাঁহাদের আহার ও সুনিদ্রার বিশেষ ব্যাঘাত ঘটে। এই অধৈর্য্যে নিজেদের ক্ষতি তাঁহারা নিজেরাই করেন বেশী। তাঁহাদের জানা উচিত, গাভীর পরিবর্ত্ত-তাম্রমূল্যে পুরোহিত তুষ্ট হন্ বটে, কিন্তু পাঠক বা সমালোচক তাহাতে খুসী হন্ না।

শিল্পকলার ক্ষেত্রেও ঐ একই কাণ্ড। কিছুদিন পূর্ব্বে হেমেন্দ্রবাবু বর্ত্তমান রঙ্গমঞ্চে ভাল নাটকের অভাব সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছেন, কাজেই সে বিষয়ের পুনরাবৃত্তি না করিয়া, আমি পট-নাটকের কথাই বলিব।

*

অভিনয় ও অভিনেতৃসজ্ঞ যত ভালই হউক্ না কেন, মূলবস্তু নাটক যদি না ভাল হয়, তাহা হইলে সবই যে পণ্ডশ্রম হয়, তাহার দৃষ্টান্ত আমাদের পট-চিত্র-জগতে অতীব প্রচুর। মঞ্চের ও পটের বিন্যাস-

কৌশল সম্পূর্ণ বিভিন্ন বলিয়া মঞ্চের সুনাটকও পটের পরিপন্থী। পটে গল্প বলিবার ভঙ্গী স্বতন্ত্র বলিয়া পটোপযোগী গল্প-রচনা ও চিত্রনাট্যও সম্পূর্ণ অন্য ধরণের। ধরণটা অন্য বলিয়া, কথা-রচনা তো অন্য নয়! একটি গল্পের যেমন মঞ্চ-নাট্য হয়, পটের জন্যও তেমনি সে কাহিনীর চিত্র-নাট্য রচিত হয়। মূল বিষয়বস্তু গল্প।

*

ইয়ুরোপে ও আমেরিকায় চিত্রের গল্পের জন্য সুপ্রসিদ্ধ উপন্যাস গৃহীত হয়, ভাল ভাল নাম-করা গল্পলেখকদিগকে ষ্টুডিওতে গল্পরচনা অথবা গল্প-নির্ব্বাচনের জন্য নিযুক্ত করা হয়, কিন্তু আমাদের এ দুর্ভাগ্য দেশে, সবই যেমন বিপরীত এ ব্যাপারেও তেমনি স্বতন্ত্র ব্যবস্থা। এখানকার কোনও ষ্টুডিওতে কোনও গল্পলেখক আছেন বলিয়া অদ্যাবধি শুনি নাই। সাধারণত ভারতীয় পট-চিত্রের গল্পলেখক হয় সত্ত্বাধিকারী নিজেই, নয় তাঁহার কোনও আশ্রিত কিম্বা সর্ব্বশক্তিমান্ ভারতীয় পরিচালক!!

*

ভারতীয় পরিচালককে সর্ব্বশক্তিমান্ বলিতেছি এই কারণে যে, তিনি একাধারে সর্ব্বগুণসম্পন্ন অভ্রান্ত এবং সবজান্তা!! কাজেই তাঁহার কাহারও লেখা পছন্দ হয় না! তিনি নাসিকা সঙ্কুচিত করিয়া গম্ভীরভাবে বলিবেন, হাঁ অমুকের লেখা ভাল, তবে ফিল্ম-ষ্টোরি হয় নাই। অবশ্য ফিল্ম-ষ্টুডিওতে ডিরেক্টারের মতে প্রোপ্রাইটারকেও মুখবন্ধ করিতে হয়, কারণ সেই ভাগ্যবান্ (?) ব্যক্তির হাতেই ছবির প্রাণ! অতএব পরিচালকই পট-গল্পের ভাগ্যবিধাতা!

*

যিনি পরিচালক তিনি যদি শুধু পরিচালনাতেই মস্তিষ্ক ব্যয় করেন এবং অনধিকারচর্চ্চায় বিশেষ ব্যস্ত না হন, তাহা হইলে ভারতীয় পটচিত্রের ভবিষ্যৎ ভালই হয়, কিন্তু আমাদের দেশের লোকের অভ্যাসই হইতেছে কোদাল ভাঙ্গিয়া করতাল গড়ান'। যিনি যাহা পারেন না, তিনি তাহাই করিতে প্রাণপণ। কোনও পরিচালক সাজিবেন নায়ক, কোনও পরিচালক সাজিবেন গল্পলেখক—ফলে কাহারও কোনোটাই আশানুরূপ সাফল্য লাভ করে না। পরিচালকের থাকিবে গল্পলেখকের দূরদৃষ্টি ও চরিত্র-সৃজনী ক্ষমতা—সঙ্গে সঙ্গে চিত্রনির্ম্মাণ যন্ত্রাবলীর সহিত ঘনিষ্ট পরিচয়। অভিনয় কলাতেও তাঁহার দক্ষ হওয়া চাই। কিন্তু জীবনে যিনি কোনও দিন কোনও লেখা লিখিলেন না কিম্বা সাহিত্য চর্চ্চাও করিলেন না, হঠাৎ তিনি যদি পরিচালনার ভার পাইয়াই গল্প-লেখক হইয়া বসেন, তাহা হইলে তাহার যাহা অবশ্যম্ভাবী ফল, তাহা ভারতীয় চিত্রে বিশেষত বাংলাচিত্রে খুব ভাল করিয়াই ফলিতেছে। দেখা যাইতেছে বিখ্যাত লেখকের গল্প পরিচালনার শতত্রুটিতেও যেরূপ জনপ্রিয় ও অর্থদ হয়, অখ্যাত লেখকের গল্প সুপরিচালনাতেও তাহার অর্দ্ধেকও দিতে সক্ষম হয় না। সত্ত্বাধিকারী ও পরিচালক দুইজনেই সস্তায় কিস্তি মারিতে যান্ বটে, কিন্তু ঠকেন তাঁহারই।

—ফাল্গুনী

চিত্রায় "ভাগ্যচক্র"

—অভিমন্যু

প্রযোজক—নিউ থিয়েটার্স

পরিচালক ও আলোক চিত্রশিল্পী—শ্রীনীতীন বসু

আবহ-সঙ্গীত—শ্রীরাই চাঁদ বড়াল

শ্রেষ্ঠাংশে—শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র দে, দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, পাহাড়ী সান্যাল, বিশ্বনাথ ভাদুড়ী, উমাশশী, দেববালা নিভাননী, প্রভৃতি।

উদ্বোধন—৩রা অক্টোবর,—চিত্রা।

গল্প—পণ্ডিত সুদর্শন

দাদার উইলে নিজের প্রাপ্য সম্বন্ধে সন্দিহান হইয়া শ্যামলাল তাহার শিশু ভ্রাতুষ্পুত্রকে ষড়যন্ত্র করিয়া বেমালুম সরাইয়া এক দূরদেশে রাখিয়া আসিল। সেই শিশুকে কুড়াইয়া পাইল এক দরিদ্র অন্ধ গায়ক—নাম সুরদাস। সুরদাস অনেক অনুসন্ধান করিল কিন্তু কেহই শিশুটিকে লইতে আসিল না। ফলে সুরদাসই তাহাকে পুত্র স্নেহে মানুষ করিতে লাগিল। নাম রাখিল দীপক। ...... বিশ বৎসর পরে।

দীপক এখন রেডিওতে লব্ধপ্রতিষ্ঠ গায়ক। সুরদাস তাহার সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য থিয়েটারে চাকরী লইয়াছিল। তাহাতে সুরদাসও দীপককে রাজার মত করিয়া মানুষ করিতে লাগিল এবং থিয়েটারের মালিকেরও সুরদাসের অমৃতকণ্ঠের সাহায্যে পকেট ভারী হইতে লাগিল। দীপক মীরা নাম্নী একটি খুব বড়লোকের মেয়েকে ভালবাসিল। মীরাও দীপককে ভালবাসিল। মীরার মাতার ইচ্ছা নয় যে দীপকের সঙ্গে মীরার বিবাহ হয়। তাঁহার ইচ্ছা মিঃ রায় নামক এক বিলাতফেরৎ উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তিকে মীরা বিবাহ করে। একদিন মীরার মা জানিতে পারিল যে দীপক সুরদাসের কুড়ানো ছেলে। দীপকও জানিত না যে সুরদাস তাহার পিতা নয়। যেদিন সে এ কথা জানিতে পারিল সেদিন সে এবং মীরা দুইজনে মোটরে পলায়ন করিল।

শ্যামলাল নিজের অবিমৃষ্যকারিতার কথা ভাবিয়া অনুতপ্ত হইয়া তাহাকে খুঁজিতে দুইজন ডিটেকটিভ লাগাইয়াছিল। শ্যামলাল ও ডিটেকটিভদ্বয় মোটরে তাহাদের অনুসরণ করিতে লাগিল। সমাজে মুখদেখানো দুষ্কর হইবে ভাবিয়া অসাধারণ দ্রুত মোটর চালাইতে গিয়া একটি গাছে ধাক্কা লাগিয়া দুইজনেই অজ্ঞান হইয়া পড়িল। তবে দীপকের আঘাত টাই হইল গুরুতর। তাহার স্মৃতিশক্তি লুপ্ত হইল। মীরার আঘাত সামান্য। ডাক্তারেরা বলিল যে সে যদি একটা খুব গুরুতর রকমের আঘাত পায় তাহা হইলেই তাহার স্মৃতিশক্তি আবার ফিরিয়া আসিবে।

সুরদাস দীপকের জন্য পাগলের মত হইল। সুরদাস থিয়েটার ছাড়িয়া দিল। সুরদাস থিয়েটার ছাড়ায় থিয়েটারও উঠিয়া গেল। থিয়েটারের মালিক তখন দীপককে খুঁজিয়া পাইবার আশায় সুরদাসের আসল জীবনের সুখদুঃখ হাসি-অশ্রু লইয়া একখানি নাটক রচনা করিয়া দেশে দেশে অভিনয় করিয়া ফিরিতে লাগিল। দীপক একদিন সেই

অভিনয় দেখিতে গিয়া তাহার স্মৃতি-শক্তি ফিরিয়া পাইল!

শেষে সুরদাস পাইল দীপককে ও দীপক পাইল মীরাকে।

এই হইল গল্প। এটি অবাঙ্গালী লিখিত গল্প হইলেও গল্পটির ভিতর কিছু অভিনবত্ব আছে। অর্থাৎ যে ধরণের গল্প সাধারণতঃ আমাদের ফিল্মে চলিয়া আসিতেছে এটি তাহা অপেক্ষা বিভিন্ন ধরণের। প্রথম দিকে গল্পটি তেমন জমে নাই তবে শেষের দিকে খুব ভালই জমিয়াছে। গল্পের Climax অর্থাৎ যেখানে সুরদাস গান গাহিতে গাহিতে ষ্টেজের উপর পড়িয়া গেল এদিকে দীপক ও মীরা মোটরে অ্যাকসিডেণ্ট করিল—সেই স্থানটি চরম নৈপুণ্য সহকারে প্রদর্শিত হইয়াছে।

অভিনয়ের মধ্যে সবচেয়ে আমাদের ভাল লাগিয়াছে শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র দের 'সুরদাস।' তিনি তাঁহার অমৃতকণ্ঠের জন্যই বাংলা দেশে গায়কদের ভিতর শীর্ষস্থান অধিকার করিয়া আসিয়াছেন, কিন্তু তিনি যে এমন মর্ম্মস্পর্শী অভিনয়েও সুদক্ষ, তাহা আমরা আগে জানিতাম না। তবে দুঃখের বিষয় তাঁহার কোন গানই আমাদের অন্তর স্পর্শ করিতে পারে নাই। শ্রীপাহাড়ী সান্যালের 'দীপক,' শ্রীমতী উমার 'মীরা,' ও অমর মল্লিকের 'থিয়েটারের ম্যানেজার' আমাদের খুব ভাল লাগিয়াছে। শ্রীদুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায় বহুদিন পরে আমাদের দেখা দিলেন 'মিঃ রায়'রূপে। তাঁহার অভিনয় খুবই উপভোগ্য হইয়াছে। 'পাচির মা'র ভূমিকায় শ্রীমতী নিভাননী ও 'মীরার মা'র ভূমিকায় শ্রীমতী দেববালার অভিনয়ও চরিত্রোপযোগী হইয়াছে। শ্রীমতী নিভাননীর 'মেক-আপ' প্রশংসনীয়। অন্যান্য ভূমিকাগুলির মধ্যে শ্রীবিশ্বনাথ ভাদুড়ীর 'শ্যামলাল,' কেষ্ট দাসের 'রতন' ও অহী সান্যালের 'কুগায়ক' উল্লেখযোগ্য।

আবহ-সঙ্গীত সম্বন্ধে নূতন কিছুই বলিবার নাই। কারণ প্রত্যেক ছবিতেই শ্রীযুক্ত রাইচাঁদ বড়ালের আবহ-সঙ্গীত শুনিয়া মনে হয় সেই ছবির আবহ-সঙ্গীত পূর্ব্বের ছবিগুলিকে ম্লান করিয়াছে। এক্ষেত্রেও আমাদের বক্তব্য তাই।

আলোক-চিত্র প্রথম দুই একটা দৃশ্যে সামান্য hard বলিয়া মনে হয়, কিন্তু শেষের দিকে খুবই ভাল। বিশেষতঃ motor chasingএর দৃশ্যটি এত সুন্দর হইয়াছে যে যে-কোনো পাশ্চাত্য ছবির সঙ্গে এটি তুলনীয়। শব্দ-নিয়ন্ত্রণে কোনো গলদ খুঁজিয়া পাই নাই।

সর্ব্বশেষে আমরা প্রডিউসার নিউ থিয়েটাস ও পরিচালক শ্রীনীতীন বসুকে আন্তরিক অভিনন্দন জানাইতেছি। নীতীনবাবু এইবার প্রমাণ করিলেন যে তিনি শুধু একজন প্রথম শ্রেণীর ক্যামেরাম্যান-ই নহেন, ভারতের শ্রেষ্ঠ পরিচালকদের মধ্যে• অন্যতম এবং "ভাগ্যচক্র" তুলিয়া নিউ থিয়েটার্স যে বাংলা ছবির standard যথেষ্ট উন্নত করিলেন, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় কোনো নাই।

সর্দ্দি কাশির চিকিৎসা

—ডাঃ কে, জি, বোস

সন্তান সন্ততিরা সুখে থাকে, স্বাস্থ্যবান হয়, ইহা প্রত্যেক পিতা মাতা সর্ব্বান্তঃকরণে কামনা করেন; কিন্তু স্বাস্থ্যসুখ ভোগ করিতে গেলে সামান্য অসুখ বিসুখ এমন কি সর্দ্দি কাশি প্রভৃতিকেও উপেক্ষা করা চলে না, কারণ এমনি তুচ্ছ একটা ব্যাধিও ঐরূপ গুরুতর রোগে পরিণত হইতে পারে যাহা পরিণামে শরীরের সূক্ষ্ম যন্ত্রপাতিকে পর্য্যন্ত বিকল করে।

সর্দ্দি কাশি ভারতবর্ষে এতই একটা সাধারণ অসুখ যে সহস্র সহস্র জনে প্রতিনিয়ত ইহাতে ভুগিলেও ইহার প্রতিষেধক কোন প্রক্রিয়া অবলম্বন করিয়া ইহার প্রসারকে হীনবল করিতে কাহাকেও সচেষ্ট দেখা যায় না। ইহা নির্ব্বুদ্ধিতা, কারণ এই দুইটার একটা রোগকেও যদি বৃদ্ধি পাইতে দেওয়া যায় তবে তাহার ভবিষ্যৎ ফল অত্যন্ত বিপদজনক হইয়া দাঁড়ায়। প্রারম্ভেই অযত্ন ও ঔদাসীন্য প্রদর্শনে ইহা ব্রঙ্কাইটীস, নিউমোনিয়া, এমন কি ভয়ঙ্কর ক্ষয় কাশ বা যক্ষায় পরিণত হইতে পারে।

প্রতিনিরোধ প্রতিকার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর পন্থা, সুতরাং সর্দ্দি বা কাশির প্রথম লক্ষণ দেখা দেওয়ামাত্রই যতপ্রকার সম্ভব প্রতিষেধক উপায় অবলম্বন করা উচিত। বাজারে শ্বাস প্রশ্বাস ঘটিত ব্যাধি উপশমের বহু ঔষধ বিক্রীত হয় বটে, কিন্তু "সিরোলিন রচি" যে প্রতিষেধক ঔষধগুলির মধ্যে সর্ব্বোত্তম ইহা স্বীকার করিতে হইবে। ৪০ বৎসর পূর্ব্বে সুইজারল্যাণ্ডে রচি ল্যাবরেটরীতে ইহা সর্দ্দি কাশির প্রতিষেধকরূপে প্রথম আবিষ্কৃত হয়। সেইদিন হইতেই ইহা চিকিৎসা ব্যবসায়ী এবং জনসাধারণ কর্ত্তৃক যাবতীয় শ্বাস প্রশ্বাস এবং ফুস্‌ফুস্ ঘটিত রোগের অব্যর্থ ঔষধরূপে প্রশংসিত হইয়া আসিতেছে। ইউরোপে "সিরোলিন" প্রত্যেক গৃহস্থের ঘরে স্থান লাভ করিয়াছে এবং পাশ্চাত্য দেশ সমূহের বহু হাসপাতালে রোগীদিগের জন্য ইহা নিয়মিতরূপে ব্যবহৃত হইতেছে।

অদ্যাবধি বক্ষঃ গলা ফুস্‌ফুস্ ও শ্বাসনালার পীড়ায় যত ঔষধ বাহির হইয়াছে "সিরোলিন" তন্মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বিশ্বাস ও শ্রেষ্ঠত্ব অর্জ্জন করিয়াছে। ইউরোপে ও অন্যান্য দেশে ফুস্‌ফুস্ রোগে বিশেষতঃ চিকিৎসকদের নির্দ্দেশানুযায়ী যে সকল রোগী এই সিরোলিন ব্যবহার করিয়াছেন ও ফল পাইয়াছেন তাঁহাদের কৃতজ্ঞ পত্রাবলী হইতে তাহার প্রভূত প্রমাণ পাওয়া যায়।

সিরোলিন অগ্নিমান্দ্য দোষ নষ্ট করে এবং দুর্ব্বলতা নষ্ট করিয়া শরীর সুস্থ ও সবল করে। ইনফ্লুয়েঞ্জা প্রভৃতি রোগে সাধারণ স্বাস্থ্যকে যেরূপ দুর্ব্বল ও নিস্তেজ করিয়া ফেলে "সিরোলিন" ব্যবহৃত স্বাস্থ্যে সেরূপ কোন বৈলক্ষণ্য ঘটাইতে পারে না।

মনোরম গন্ধ ও ক্ষুধার উদ্রেককারী সিরোলিন শিশুদিগের অত্যন্ত প্রিয় সামগ্রী। জননীদের পক্ষে ইহা যেন একটা বিশেষ বর লাভ কারণ দুর্ব্বল রুগ্ন সন্তানকে কটু তিক্ত ঔষধ খাওয়াইতে কতবার যে তাঁহাদের বিরক্ত হইতে হয় তাহা তাঁহারা জানেন। কিন্তু "সিরোলিন" তাহারা বিনা কৈফিয়তে খাইয়া যায়।

শ্রীমতী শান্তি গুপ্তা

শ্রীমতী চন্দ্রাবতী দেবী

বিষক্ষয়

(বড় গল্প)

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

—শ্রীপ্রভবদেব মুখোপাধ্যায়

একটা পুরো সপ্তাহ শীলার কাছে যেতে পারিনি, এমন কি ও-রাস্তা দিয়েই যেতে পা উঠ্‌ছিল না! কেমন এক প্রকার সঙ্কোচ আমার সারা মনকে পেয়ে বসেছিল তা' বলতে পারি না। ইতিমধ্যে চন্দ্রনাথের বাড়ী গিয়েছিলাম নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে। তার সঙ্গে সেদিন অনেক কথাই হ'ল। কথার মাঝখানে হঠাৎ সে আমায় জিজ্ঞাসা করলে, —"অধো, তোকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করব।"

তার কথার ভঙ্গীতে আমার মন একটু চঞ্চল হ'য়ে উঠ্‌ল। বল্‌লাম—"কি কথা?"

সে নিতান্ত করুণ স্বরে বল্‌লে—"একটা অনুরোধ তোকে আজ করব। অনুরোধ নয় একটা ভিক্ষা তোর কাছে আমি আজ চাইব।"

আমি বিস্মিত হ'য়ে জিজ্ঞাসা করলাম—"সে কি কথা ভাই—আমার কাছে ভিক্ষা কিসের আবার?"

সে তেমনি ভাবেই বললে—"হ্যাঁ, ভিক্ষে চাওয়ার মতই চাইতে হবে।"

—"কি বল্‌বি আগে তাই শুনি না?"

সে কয়েক মুহূর্ত্ত থেমে বল্‌লে—"না, আমাকে এবার একবার ভাল ক'রে ভাব্‌তে দে তারপর বলব।"—আর কোন কথা সে বল্‌লে না।

বাড়ী ফিরে তার কথা অনেক ভেবেছি, কিছুই বুঝতে পারিনি। এক সপ্তাহ কেটে গেল। আমার মন একান্ত অধীর হয়ে উঠেছিল শীলার কাছে যাবার জন্যে। শেষে মনের সব সঙ্কোচ ঠেলে ফেলে দিয়ে তার দুয়ারে গিয়ে উপস্থিত হলাম। কি রকম আগ্রহ, কি রকম উৎকণ্ঠিত হয়ে সে আমায় গ্রহণ করলে তা বলা শক্ত। তার প্রাণের অর্ঘ্য আমার পায়ের তলায় ঢেলে দিয়ে সে লুটিয়ে পড়ল। তাকে দু'হাতে তুলতে গিয়ে দেখি সে কাঁদছে। আমি তাকে ভৎর্সনার সুরে বললাম—"ছিঃ কাঁদতে আছে? হয়েছে কি?"—

সে তার পদ্মের মত চোখ দুটি আমার চোখের উপর রেখে বল্‌লে—"তুমি আসনি কেন?"

আমি উত্তর দিলাম—"এই ত এসেছি।"

সে রুদ্ধকণ্ঠে বল্লে—"আমি তোমার কাছে কি দোষ করেছি?"

—"দোষ করলেই বুঝি আসতে নেই? জানোনা, এবারে যে আমার পাশের পড়া?"

এই একটা কথায় তার সমস্ত চোখের জল বাষ্প হ'য়ে কোথায় মিশিয়ে গেল! সে বল্‌লে,—"ও: তাই বুঝি!" আমি তার ঠোঁট দুটর উপর চুম্বনের স্পর্শ বুলিয়ে দিয়ে বললাম—"হ্যাঁ, তাই।"···সব মিটে গেল। তারপর কত কথাই যে তার সঙ্গে হল তার অন্ত নেই।—"উঃ, এতদিন যে তুমি আসনি—কি কষ্টেই যে কেটেছে আমার দিনগুলো। প্রতি মুহূর্ত্তে মনে হ'ত এখনি তুমি আসছ। এই ক'দিনের এই মুহূর্ত্তগুলো শক্ত ভারের মত আমার বুকে চেপে বসেছিল। আজ দেখোতো আমার বুকখানা এক নিমিষে কি রকম হাল্কা হ'য়ে গেছে। সত্যি বল্‌ছি, কারুর জুতোর শব্দ পেলে, রাস্তায় দূরে তোমার মত কাউকে দেখলে উৎকণ্ঠায় আমার দম বন্ধ হবার উপক্রম হ'ত। এমনি ক'রে কি দিন কাটান যায়? আমি ভাবি তুমি আমায় ভুলে গেলে। মাগো, এই ভাবনাটাই সব চাইতে বেদনা দিত আমার প্রাণকে। তুমি পাশের পড়া পড়ছো কি ক'রে জানবো বলত? তুমি পাশ দেবে কবে গো? ভাল করে পড়া চাই কিন্তু! ভাল পাশ না দিতে পারলে আমি আর মুখ দেখাতে পারব না কাউকে। আহা! এই কদিনে তোমার শরীর আধখানা হয়ে গেছে। রাত্রি জেগে পড়ো বুঝি? সময় খাওয়াও হয় না বোধ হয়? আমি যদি সর্ব্বদা তোমার কাছে কাছে থাক্‌তে পারতুম, তাহলে—"

আমি হেসে উত্তর দিলাম—"তাহলে আমায় একটি আস্ত গাধা বানিয়ে দিতে"—বলে তার গাল দুটি টিপে দিলাম। সে রাগের ভান করে বল্লে—"যাও ঠাট্টা করলেই হয় না। তোমরা নিজেদের কিছু বোঝো কি? আমি না থাক্‌লে তোমার কি গতি হবে তাই মাঝে মাঝে ভাবি।" এমনি দরদ দিয়ে সে এই কথাগুলি বল্‌লে যে আমারও মনে হ'ল শীলা না হ'লে আমার দিন চলা মুস্কিল। সে রাত্রে শীলা আমায় খাইয়ে তবে ছাড়লে।

পরদিন কলেজে যাবার সময় প্রতিবারের মত মার কাছে মাইনে চাইতে গেলুম। আমার কথা শুনেই মা চোখে আঁচল দিয়ে চোখ মুছতে লাগলেন। আমি নিতান্ত বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম,—"একি তুমি কাঁদছ কেন? মাইনে দেবে না?—"

মা রুদ্ধকণ্ঠে আমায় বুকের কাছে নিয়ে বল্লেন—"কলেজে গিয়ে তোর কাজ নেই বাবা। বাড়ীতে বসে পড়াশুনা করিস্—আর, যেখানে সেখানে যাস্‌নে।"—

'যেখানে সেখানে' কথাটায় আমার বিস্ময়ের মাত্রা কমে এল। আমি আমার মনের চাঞ্চল্য যতদূর সম্ভব সামলে নিয়ে বল্লাম—"টাকা তুমি না দাও বাবার কাছ থেকে নেব।" মা ভীতস্বরে বললেন—"না বাবা, অমন কাজও করোনা। খবরদার এখন তাঁর কাছে যেও না।" আমি গম্ভীরস্বরে জিজ্ঞাসা করলাম—"তার মানে আমি কলেজে পড়ি এ তোমাদের ইচ্ছে নয়?"—মা চোখে আঁচল দিলেন।

বাড়ীতে বেশী কারোর সঙ্গে কথা বলতুম না। নিজের মনে পড়াশুনা, খেলা ধুলো করে দিন কাটিয়ে দিতাম। বাড়ীর সকলেই আমার উপর সন্তুষ্ট ছিলেন জানি, কারণ মা, বাবার অবাধ্য কখনো ছিলাম না। পড়াশুনোয় চিরকালই ভাল ছিলাম। কখনো কারুর সঙ্গে বিবাদ করিনি। যার কাছ থেকে চ'লে আসবার পর হ'তেই বাড়ীর চারিদিকে একটা পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করলাম। নিজের ঘরে এসে নিতান্ত অস্বস্তি বোধ করলাম। কাছেই পুরানো চাকর আমার জুতো জামাগুলো গুছিয়ে রাখছিলো। তাকেই জিজ্ঞাসা করলাম—"হ্যারে, ব্যাপার কি জানিস ?"

সে দুঃখিত স্বরে বল্লে—"কি জানি দাদাবাবু! একটা লোক এসে বাবুকে কত কি বলে গেল—বাবুও নাকি দেকেছে।" বুঝলাম 'যেখানে সেখানে' যাওয়ার ব্যাপারটা এতদূর গড়িয়েছে।

লজ্জায় ঘৃণায় আমার মন পরিপূর্ণ হয়ে গেল। বাড়ীর সকলে এমন কি মা, বাবা পর্য্যন্ত জেনেছে, বিশ্বাস করেছে যে, আমি বেশ্যার চরণে চরিত্র বলিদান দিয়ে এসেছি। আমার যা ছিল আজ তা' নেই, যা ছিলুম আজ তা' নই। বারবণিতার সংস্রবে যারা আসে তাদের কোন কালে কেউ সাধু বলবেনা জানি কিন্তু আমি যার সংস্রবে এসে পড়েছিলাম তাকে বেশ্যা বলতে কিছুতেই মন সর ছিলনা। * * *

মা, বাবার অবাধ্য হ'য়ে তাঁদের অপমান করাটা উচিত বলে মনে করিনি। তাই নিজের ঘরে সারাদিন চুপ করে পড়ে থাকতুম। কোথাও যেতে, কোনও কাজ করতে মন সরত না। সঙ্গহীন স্তব্ধ ঘরে একেবারে একলা দিনরাত আমার কাটতে লাগল। সংসারে প্রথম অমৃতের আস্বাদ পেয়েছিলাম, কিন্তু তাতেও বিষের ঝাঁঝ। আঁধারের মাঝখানে চপলার চকিত চাহনি দীপ্তিতে ভ'রে দিয়েছিল বটে কিন্তু তার পেছনে নিদারুণ বজ্রাঘাত। গন্ধের নেশায় ফুল বুকে তুলে ধরেছিলাম—তার ভিতরেও কীট।

হঠাৎ একদিন চন্দ্রনাথ এসে হাজির। আমার অবস্থা দেখে নিতান্ত বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞাসা করলে—"ব্যাপার কি! কোথাও তোকে দেখা যায় না। খুব পড়ছিস্ বুঝি ?"

আমি শুষ্ককণ্ঠে উত্তর দিলাম—"পড়া ছেড়ে দিয়েছি।"

সে আশ্চর্য্য হ'য়ে বল্লে—"সে কি কথা ?" সব কথা তাকে এক নিঃশ্বাসে বলে ফেললাম। শেষে বললাম—"তুই কি মনে করিস জীবনে আর কখনো কোন দিক দিয়ে সুখী হ'তে পার্ব্ব ?"

চন্দ্রনাথ কয়েক মুহূর্ত্ত থেমে এক দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বল্লে—"কিন্তু তাই বলে এই রকম ভাবে একলা পড়ে থাক্‌লে ত' চল্‌বে না? যা হয় একটা কিছু কর্ত্তে হবে। পড়াশুনো যদি ভাল না লাগে ত একটা কাজকর্ম্মের চেষ্টা দেখ্। তাতে তোর মন ভাল থাক্‌বে।"—

আমি চুপ করে ভাবতে লাগলাম। সে চলে যাবার সময় আমি জিজ্ঞাসা করলাম, "তুই আমাকে কি জিজ্ঞাসা কর্‌বি বলেছিলি ?"

সে তাড়াতাড়ি বলে উঠ্‌লো "না না এখনো নয়—এখন দরকার নেই"—বলে চলে গেল।

বেশ বুঝে দেখলাম এ রকম চুপচাপ বসে থাকা আমার পক্ষে একান্ত অনিষ্টকর। চাকরি ক'রে অথবা অন্য কোনো কাজ করে নিজেও স্বাধীন হ'তে পারব, মনটাও ভাল থাকবে। তারপর থেকেই চাকরির সন্ধানে বেরুলাম। তখন কে জানত যে ইচ্ছা করলেই চাকরি পাওয়া যায় না—চেষ্টা করেও জোটান শক্ত। অনেক ঘুরে ফিরে বিফলমনোরথ হয়ে শেষে ঠিক করলাম বাবার কাছে গিয়ে সাহায্য চাইব। তিনি মনে করলেই কাজকর্ম্মের একটা সুবিধে করে দিতে পারেন এ আমি জানতুম। নিতান্ত ভয়ে ভয়ে বাবার কাছে হাজির হ'লাম এবং একান্ত সাহসে ভর করে আমার বক্তব্য পেশ করলাম। তিনি গম্ভীর মুখে শুনিয়ে দিলেন—"তোমার মত Scoundrel এর জন্য আমি কারুর কাছে মাথা হেঁট করতে পারব না—বেরিয়ে যাও"—

আত্মাভিমান, আত্মমর্য্যাদা এক নিমেষে লাফ মেরে জেগে উঠ্‌ল। যেদিন থেকে জানতে পেরেছি, আমার এ অজানা অন্যায় মা বাবার কাণে এসে তাঁদের অন্তরে আঘাত করেছে সেদিন থেকেই আমার সকল চেষ্টা ব্যয় করে নিজেকে জগতের কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়ে ঘরের এক কোণে পুরে রেখেছিলাম। শীলার প্রতি ভালবাসা আমার এক তিলমাত্র কমেনি এ সত্য। তাতে দোষ কি? এ ভালবাসা আমার অন্তরের অন্তরেই তা চিরকাল জাগ্রত থাকবে। তার বেশী এমন কি করেছি যাতে আজ আমায় শুনতে হল আমি Scoundrel—আস্তে আস্তে ঘর থেকে বেরিয়ে পড়লাম রাস্তায়। সারাদিন ঘুরে ঘুরে শেষে Peng lee Regimentএ নাম লিখে এলুম। চাকরি হল। (ক্রমশঃ)

নিষ্পত্তি

(গল্প)

—শ্রীশশাঙ্ক ভূষণ সিংহ

ভৈরব ভট্টাচার্য্যের পাণ্ডিত্যও ছিল যেমন বেশী, মুখের দৌড়ও ছিল তেমি। অনেকের পেটে বুদ্ধি থাকিলেও সহজে ধরা যায় না, কথাবার্ত্তায় হাবভাবে যেন বেচারাম বেচারী। ভৈরবের বেদ, উপনিষদ, চণ্ডী, গীতা সমস্তই কণ্ঠস্থ মুখে যেন খই ফুটে। গঠনটি তার ছিপ ছিপে লম্বা, হাড়ের উপর চামড়া জড়ান, মাথাটি কামান তার মধ্যে মস্ত লম্বা এক পাকা চুলের টিকি, লম্বা নাকের ডগায় একটি চশমা, চোখদুটি কোটরগত, পরণে ন' হাতি সাদা পাড়ের থান এবং গায়ে নামাবলি। বুড়া হইলেও ঝড়ের বেগে চলে, সর্ব্বত্র অবাধ গতি সুতরাং সকলের পরিচিত, বুড়াকে না চিনে এমন লোকই নাই।

বুড়া বড় বেশী মামলাবাজ, মোকদ্দমায় তার ভারি উৎসাহ। মাসের মধ্যে সাত আট দিন সদর মহকুমায় যাতায়াত করে, তাতে আমদানীও আছে। সহরের সব কয়টা পান তামাকের দোকানেই বুড়া হন্ হন্ করিয়া ঢুকিয়া পড়ে এবং বলে, "দেত বাছা এক ছিলিম তামাক।" দোকানীরা বুড়াকে সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করে, বেশ মোটা করিয়া এক ছিলিম অম্বুরী তামাক দেয়, বুড়া তাহা পাতায় মুড়িয়া ট্যাকে গুঁজিয়া লয়, আর আশীর্ব্বাদ করিয়া চলিয়া যায়। এই রকমে বুড়ার তামাকের খরচটা বাঁচে। যার হইয়া সে সাক্ষী দিতে যায়, তার কাছে রীতিমত পাওনাটা আদায় করিয়া নেয় আর সেও বুড়াকে খুসী করিতে গররাজী হয়না, কারণ, সে জানে বুড়া তাহার হইয়া সাক্ষী দিলেই সে জিতিবে। আনা দুই করিয়া খোরাকী পাইবার কথা, কিন্তু বুড়া পাকে প্রকারে দু আনার জায়গায় দশ আনা আদায় করিয়া তবে ছাড়ে। সহরে ঢুকিয়াই প্রথম খাবারের দোকানের নিকটই তার পিপাসা পায়, সুতরাং তাহাকে পেট ভরিয়া খাইয়া লইতে হয়। তাহার পর সাক্ষী দিবার আগেই সে বেঁকিয়া বসে, কাজে কাজেই তার পাওনাটা দিয়া তাকে খুসী রাখিতে হয়। যতক্ষণ না সে সাক্ষী দেয় ততক্ষণ ঘন ঘন তামাক দিয়া দিলটা তাহার খুসী রাখিতে হয়, হয়ত কি বলিতে কি বলিয়া দিবে।

বুড়ার নিজের মোকদ্দমায় যখন কারও সাক্ষ্যের দরকার হয়, যেমন করিয়াই হোক, তাকে ফাঁকি দিবেই দিবে। পিপাসায় তাহার ছাতি ফাটিলেও বুড়া ট্যাঁকের কড়ি খসাইবে না। সে যতই জিদ্ করুক, বুড়া বলে, "এই যে ভাই কাজটা শেষ করেই ঐ বুঝলে কিনা লছমনের দোকানের গরম গরম খাস্তা কচুরী আর রসগোল্লা, যে যত পার।" মোকদ্দমার শেষে বুড়া বেমালুম গায়েব। খোরাকী দু আনা যে ন্যায্য প্রাপ্য তাও সকলে আদায় করিতে পারে না।

শ্রাদ্ধ বাড়ীতে বুড়ার পাওনাটা খুবই বেশী। ফর্দ্দ করাইতে আনিলেই বুড়া তালপাতায় লেখা পুঁথি নিয়া বসিয়া পড়ে আর
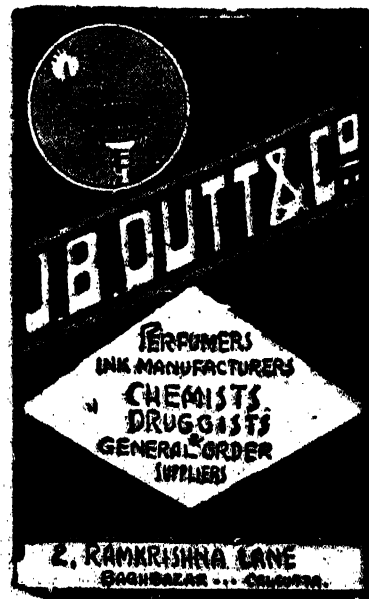
ছমাসের খোরাকের মত ফর্দ্দটি ধরিয়া দেয়, যজমান বাঁচুক মরুক ভ্রূক্ষেপ নাই। বৈদিক অনুষ্ঠান না করিলে মৃত ব্যক্তির আত্মার সদগতি হইবে না, ইহার প্রমাণ স্বরূপ কতক গুলি শ্লোক আওড়াইয়া দেয়। বাড়ীর পাশে খোলা জায়গাটীতে পাহাড় প্রমাণ খড়ের গাদা, পাঁচ সাত শ খেলো হুঁকা গড়াগড়ি যাইতেছে চাল দাল নুন ডাব ঘরে রাশি রাশি, যেন মুদিখানা, পিতলের দান, খাট খড়ম গামছা ধুতি সাড়ী প্রচুর। ব্রাহ্মণী যত পারে বিক্রী করে আর পয়সা হইতে টাকা এবং টাকা হইতে গিনি করিয়া মাটির নীচে পুতিয়া রাখে। তার পর আছে গাছ প্রতিষ্ঠা, পুকুর প্রতিষ্ঠা ঘটোৎসর্গ আর বার মাসে তের স্থানে তিন তেরং উনচল্লিশ পর্ব্ব। সব চেয়ে বড় পাওনা হইতেছে তার সিংহদের দুর্গোৎসবে।

ছেলে তার দুইটি, বড়টির নাম ফকির, ছোটটির নাম গোপাল। একটি মেয়ে, তার ন বছর বয়সেই বিবাহ হইয়া গিয়াছে; খরচ পত্র নেহাৎ না করিলে নয়, তাই করিয়া কোন রকমে শ্লোকের চোটে বুড়া গৌরীদানের ফলটা অর্জ্জন করিয়া বসিয়া আছে।

ফকিরের স্বভাবটা অনেকটা বাপেরই মত। সেও কথার দাপটে যজমানদের বাড়ী হইতে বেশ আদায় উশুল করিতে শিখিয়াছে। ছোটটার সংস্কৃত উচ্চারণ হয় না কাজেই সেই অকেজোটাকে স্কুলে ভর্ত্তি করিয়া দিয়াছে, যদি কোন সময়ে একটা মুন্সেফ বা জজ হইতে পারে। ফলতঃ বড় ছেলের উপরেই তার আশা ভরসা। পৈত্রিক জমি জমা বাদে স্বোপার্জ্জিত জমিও তার অনেক। বিষয়ের আয়টা মাটির নীচেই পোঁতা থাকে তাতে আর হাত দিতে হয় না। দানে প্রাপ্ত গাই গরু যা আসে, পথে আসিতে আসিতেই তা টাকা হইয়া ট্যাঁকে উঠে। বুড়া টাকার আণ্ডিল

অথচ দুঃখের কাহিনী আর ফুরায় না বুড়াকে জমি জমা টাকা কড়ির কথা বলিলেই, পেটটা খুলিয়া দেখাইয়া দেয়, সেখানে কেবল এক রাশ চামড়া যেন পাকান দড়ির মত পড়িয়া রহিয়াছে।

২

সিংহদের দুর্গাপূজার সময়, ভৈরব, ভট্টাচার্য্যের কাজ করিত আর ভাগ্নে হইত পুরোহিত। ভাগ্নের নাম চণ্ডী চাটুয্যে তারই বারমাসে যজমান ঐ সিংহরা। খুব ধুমধামে পূজা হয় আর পাওনাও খুব বেশী। পাওনার ভাগ দশ আনা, ছ আনা। ভট্‌চায পায় ছ' আনা আর চণ্ডী দশ আনা। এই ভাগ লইয়াই যত গণ্ডগোল, মামা ভাগ্নেতে মুখ দেখাদেখি নাই। পূজার তিন দিন কথাবার্ত্তা না কহিলে নয়, তাই পূজা সম্বন্ধেই যা দু একটা কথা হয়, কুশল প্রশ্ন কেহই কাহাকে জিজ্ঞাসা করে না। চণ্ডীর মা মারা যাইবার পর হইতেই এই রেষারেষিটি জমকাল হইয়া পড়িয়াছিল।

নৈবেদ্য ভাগের সময় কয়েকবার দুজনে হাতাহাতি হওয়ায়, এখন যজমানেরা নিজেরাই তাহা ভাগ করিয়া দেয়। তবুও ফাঁক পাইলেই ভৈরব, চণ্ডীর ভাগ হইতে কিছু সরাইত। চণ্ডী টের পাইলেই হইত মুস্কিল। একদিন সেই কাণ্ডই হইল। চণ্ডী জানিতে পারিয়াই কোমরে গামছা বাঁধিয়া, লাফ দিয়া গিয়া ধরিল ঐ ভৈরবকে, আর যজমানদের ডাকিয়া বলিল, "দেখ বাবু, আজ আর বেটাকে ঘরে ফিরতে দোব না, হয় ও যাবে, না হয় আমিই যাব, জেল খাটতে ফাঁসি যেতে হয় রাজী আছি, বেটা পাষণ্ডকে আজ নিপাত না করে ছাড়ছি না, শেষে যেন তোমরা আমাকে দোষ দিও না।" ভট্‌চাজ কাঁদ কাঁদ স্বরে বলিল, "বেটার এত বড় আস্পর্দ্ধা গুরুজনের গায়ে হাত দেয়! ঐ মা দেখছেন এর ফল পেতেই হ'বে, পেতেই হবে। পেটটা আজ কদিন হইতেই খারাপ তাই গোটা দুই বেল নিয়েছিলাম, দুটো কাঁচা বেলের জন্যে এত অপমান!" উত্তেজিত কণ্ঠে চণ্ডী বলিল, কাঁচা বেলকে কি আমি গ্রাহ্য করি রে পাজী, বেটা চোর আমার সেই লালপেড়ে সাড়ীটা কোথায় শিগগির বার কর, নইলে তোর ঘাড়টা ভাঙ্গব তবে ছাড়ব।" ভক্ত আর কি করে, চাপের চোটে প্রাণ যায় যায়, অগত্যা চাপা গলায় বলিল, "ওরে ছাড়রে প্রাণ বেরিয়ে গেল, তোর সাড়ীটা ঐ বেলপাতা ঢাকা আছে।" হাসিতে হাসিতে চণ্ডী বলিল, "দেখলে বেটার আক্কেল আর দুমিনিট দেরী হলেই বেটা পার করে দিত। ভাগ্যিস্ এসে পড়েছিলাম। সিঁদেল চোরকেও পারা যায়, এ বেটা তাদের কাঁধে চড়ে।"

ভৈরব হাসিয়া বলিল, "ও চণ্ডালটার জিনিষ কি নেবার উপায় আছে? আমি মজা দেখ্‌ছিলাম সত্যিই কি আর সাড়ীটা নিতাম। বলি দেখি বেটা কি করে। প্রাণ গেছ্‌ল আর কি!"

চণ্ডী জিনিষ পত্র লইয়া সরিয়া যাইতেই ভৈরব বলিল, "বেটা আহাম্মক, বুদ্ধি শুদ্ধি যে কবে হবে। নইলে সামান্য একখানা কাপড়ের জন্য মামাকে মারিতে আসে! মা দুর্গা! ওর সুমতি দাও মা।" ছেলেরা ঝুড়ি নিয়ে আসিতেই ভৈরব নিজের অংশ লইয়া, ছেলেদের সঙ্গে বাড়ী চলিয়া গেল। চণ্ডী ফিরিয়া আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "সে বেটা চোর গেছে, বাড়ী গেছে! নিজের মামা না হলে বেটাকে আজ আর মা বলিতে দিতাম না বেটা কিছু বলছিল?" যজমানেরা তাদের রঙ্গ দেখিয়া হাসিয়া লুটাপুটি খাইত।

আর একদিনের ব্যাপার। সেদিন মহাষ্টমী, কত লোকের কত কি মানসিক ছিল। যে বৎসর গ্রামে যত রোগের প্রকোপ হইত মায়ের মহাষ্টমীর পূজাটা সেই বৎসর তত জমকাল হইত। সে বৎসর গ্রামে বসন্ত হইয়াছিল তাই পূজার খুবই ধুম। পূজার পর ব্রাহ্মণদের প্রাপ্য মিষ্টান্নগুলি পাহাড় প্রমাণ সাজান হইল, তার পর দুজনের ভাগ গণ্ডা গণ্ডা করিয়া গুণিয়া দেওয়া হইল। দুজনেই খুব খুসী তবুও ভাগ্নের ভাগটার দিকে মামা কয়েকবার কুটিল কটাক্ষ করিতে ছাড়িল না। উপায় নাই, যজমানেরা ভাগ করিয়া দিয়াছে তার উপর আর কথা চলে না অগত্যা নিজের অংশ তিন চারিটা ধামায় ঢালিয়া ফেলিল, চণ্ডীও নিজের অংশ লইয়া বাড়ী গেল ভৈরবের আর লোক আসে না, ভিন্ন গ্রামে তাহার বাড়ী, লোক আসিতেচে কিনা দেখিবার জন্য সে খানিকটা আগাইয়া গেল, এর মধ্যেই কাজ হাঁসিল। সিংহদের ছেলেদের মধ্যে দু একজন ছিল ভারী দুষ্টু, প্রায় সের দশেক মিষ্টান্ন সরাইয়া ফেলিয়া নীচে কয়েকটা ইট রাখিয়া তাহার উপরে বাকী মিষ্টান্নগুলো চট্‌পট্ সাজাইয়া দিল। ভৈরব লোক সঙ্গে করিয়া ফিরিয়া আসিয়া দেখিল সব ঠিক আছে, আর কথা নাই তাড়াতাড়ি ধামাগুলা লোকের মাথায় চাপাইয়া দিয়া বলিল, "চল্ বড্ড দেরী হয়ে গেল।" যজমানদের ছেলেরা পথ আগলাইয়া দাঁড়াইল, বলিল, "ভট্‌চায্ মশাই প্রসাদ দিয়ে যান।" ভৈরব এক মুখ হাসিয়া বলিল, "দোব বই কি, এ যে সবই তোদের, তোদেরই ত খাচ্ছি; কাল নবমী কাল সব প্রসাদ পাবি।" ভৈরব হন্ হন্ করিয়া চলিয়া গেল আর ছেলেদের দল হো হো করিয়া হাসিতে লাগিল।

সন্ধ্যার সময় বুড়া ফিরিয়া আসিয়াই বলিল, "তবে রে বেটা পাজি, আমি হলেম চোর, তোর দারুন রোগ কুষ্ঠ হবে, মা সব দেখেচেন।" আর যায় কোথা! চণ্ডী তেলে বেগুনে জলিয়া উঠিয়া বলিল, "কি এত বড় কথা, যত বুড়ো হচ্ছ তত কি তোমার ভীমরতি হ'চ্ছে! বলি কি হয়েছে তোমার খুলে বলত?" উন্মত্ত হইয়া ভৈরব বলিল,

্যাকা, সন্দেশগুলি সরিয়ে একঝুড়ি ইট
়জিয়ে দিয়ে আবার ন্যাকামি হচ্ছে।"
জমানেরা বলিল, "ও ঠাকুর হয়েছে, এ
তামার ঐ নাপিত বেটার কর্ম্ম, সে যেন কি
কটা মোট মাথায় করে বাড়ী গেল। সেই
তামাকে ঠকিয়েছে।" নাপিত হাজির ছিল
। মনে মনে ভৈরব তাহার মুণ্ডপাত করিল।
ণ্ডী অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া বলিল, "মামা ত
যন কংশ।" বুড়া রাগে গর গর করিতে
়রিতে বলিল, "টেরটা পাবি এখন, দিন কতক
বুর কর, তিষ্ঠ তিষ্ঠ ক্ষণং মূঢ় যাবৎ মধু
পবাম্যহং।"

অবজ্ঞার হাসি হাসিয়া চণ্ডী বলিল, "ঢের
দখেছি।"

পূজা চুকিয়া গেল। দেবীর বিসর্জ্জনের
ার কৌলিক প্রথামত যজমান পুরোহিত
ভটচাজ সকলে সভা করিয়া বসিল পুরোহিত
মন্ত্রপাঠ করিয়া শান্তিজল ছিটাইতে লাগিল।
ভটচাজের মাথায় দুফোটা জল বেশী পড়ায়
মজাজটা তাহার ক্ষিপ্ত হইয়াছিল তার উপর
যখন ভাগ্নে মামার কপালে টিকা দেবার জন্য
অগ্রসর হইল তখন মামা দূর হইতেই মুখ
খি চাইয়া বলিল, "হয়েচে আর কদরে কাজ নাই,
আসচে বছর থেকে ভাগ সামান সমান না
করলে আর এদিক মাড়াচ্ছি না, যেহনৎটা
আমার কম?" ভাগ্নে বলিল, "ত'র এখন এক
বছর দেরী, কে মরে কে বাঁচে।" শান্তিজলের
পর সকলে বাড়ী গেল, মামা ভাগ্নেও পাওনা
গণ্ডা নিয়া বিদায় হইল।

৩

চণ্ডীর বাড়ীর সামনেই বিঘে খানেক
ব্রহ্মোত্তর জমি ছিল; সেই জমিটির ব্রাহ্মণ
নিজেই পাট করিত। খানিকটা জমিতে সে
প্রতিবৎসর মুক্তকেশী বেগুন লাগাইত আর
বাকীটাতে মূলা আর লঙ্কা বুনিত। চণ্ডীর
বেগুন বাজারে কিছু বেশী দামেই বিক্রী হইত
কারণ সে রকম বেগুন বুঝি আর সে অঞ্চলে
কারো হইত না। বীজের যোগাড় করিয়াছিল
কোন চাষ অফিসের বাবুর নিকট হইতে।
তখন বেলা নটা দশটা হইবে, বেগুন ক্ষেতের
সম্মুখে বসিয়া, চণ্ডী তামাক খাইতেছিল আর
গাছগুলি দেখিতেছিল এমন সময় আসিল এক
পেয়াদা, একটা শমন লইয়া। চণ্ডীকে
দেখিয়াই বলিল, "এই যে ঠাকুর প্রণাম একটা
শমন আছে।"

চণ্ডীর চোখ দুটা কপালে উঠিয়া গেল,
হুঁকাটা নামাইয়া রাখিয়া সে বলিল, "সে কি
আমি ত' কারুর কাঁচা আলে পা দিই না, আমার
নামে আবার শমন কিসের?—এ নিশ্চয় ঐ
মামা বেটার কর্ম্ম।" যাই হোক শমন পড়িয়াত
চণ্ডীর চক্ষু স্থির, তায় ঐ ব্রহ্মোত্তর জমিটারই
সম্পর্কিত শমন, ভৈরবের দাবী যে ঐ জমিটা
সমান অংশে যজমানেরা পুরোহিত ও ভট্চাজকে
দান করিয়াছিল। ভট্চাজ এতদিন জমিটার
অর্দ্ধেক চাষ করিয়া আসিয়াছে। মধ্যে এক
বছর চাষ করিতে পারে নাই। তার পর
যখন তাহার লোকজন আসিয়াছিল চাষ
করিতে, চণ্ডী তাহাদের হাঁকাইয়া দিয়াছিল।
চণ্ডী শমন লইয়া চলিল যজমানদের কাছে, বুদ্ধি
পরামর্শ নিতে। যজমানদের মধ্যে ছিল
একজন উকিল, সে বলিল "ঠাকুর তুমি ভেবো
না আমি নথি পত্র দেখে সব ঠিক কর্ব্ব। তুমি
যদি পুজোর সময় একখান শাড়ীর জন্যে হেঙ্গাম
না কর্ত্তে তা হলে বোধ হয় ব্যাপার এতদূর
গড়াত না।" চণ্ডী বলিল, "নিজের পাওনা
গণ্ডা কে ছাড়ে বাবু, আমি ত কিছু অন্যায়
করি নাই। আমি ব্রাহ্মণ পুরোহিত মানুষ,
আমাকে ফ্যাসাদে ফেলা কেন বাবু। যাক
তোমার উপরই ভার, জমিটা যদি যায় বাবু
তবে আমাকে হয়ত গ্রামছাড়া হতে হবে—কি
নিয়ে আর থাকবো।" উকিলবাবু আশ্বাস
দিল যে যেমন করিয়াই হোক মিটমাট হইবে।
চণ্ডী কতকটা ঠাণ্ডা হইয়া বাড়ী গেল।
এদিকে ভৈরবের ভারী মুস্কিল। অনেকদিন
হইতেই তাহার একটা পাকা বাড়ীর ইচ্ছা
ছিল অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া দুটা কুঠারির
খানিকটা গাঁথনি তুলিয়াছিল। কড়ি কাঠের
যোগাড় না হওয়ায় ছাতটা তৈরী করিতে
পারে নাই। সেদিন কাছারীতে একজন পরি-
চিত লোকের সঙ্গে তাহার দেখা হয়, তাহার
কিছু জঙ্গল ছিল সুযোগ পাইয়া তাহাকে কাঠের
কথা বলিবামাত্র সে বলিল, "চল আমার সঙ্গে
কাঠ নিয়ে আসবে।" ভৈরবের মাথাটা তখন
বোধ করি খারাপ হইয়া গিয়াছিল সে আগু
পিছু না ভাবিয়া বলিল, "বেশ চল।"

লোকটা আগে আগে চলিল ভৈরব তার
পিছে। প্রায় তিন ক্রোশ পথ যাইবার পর
একটা গ্রামে ঢুকিয়া ভট্চাজ পাগলের মত
কাকে খুঁজিয়া বেড়াইল। কাছারিতে আসা
যাওয়ার জন্য সেখানের কয়েকজন লোক
ভট্চাজকে চিনিত, তাহারা ভট্চাজকে দেখিয়া
বলিল, "এই যে ঠাকুর কোথায় আগমন
হচ্ছে?" ভট্চাজ বলিল "যাচ্ছিলুম বাবু ঐ সেরো
গোপের সঙ্গে কিছু কড়িকাঠ আনতে, গাঁয়ে
ঢুকে আর তাকে দেখতে পাচ্ছি না! তারই
সঙ্গে ত এলুম।"

গাঁয়ের লোকে ত অবাক। তারা বলিল,
"ব'স ঠাকুর তামাক খাও, ভাগ্যিস তুমি
নিষ্ঠাবান বামুন নইলে এতক্ষণ হয়ত তোমার
ঘাড়টা ভাঙ্গত।" আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া ভৈরব
জিজ্ঞাসা করিল, "কেন, কি হয়েছে? তারা
বলিল, "সেরো গোপ ত দুমাস হল মারা
গেছে, বড্ড দোষ পেয়েছে ভারি উপদ্রব
করচে, গাঁয়ের লোকে ত ভয়ে জড়সড় হয়ে
আছে। শুনিয়াই ত ভট্চাজের আক্কেল গুড়ুম
হইয়া গেল। খানিকটা গোঁ গোঁ শব্দ করিয়া
ব্রাহ্মণ বেঁহুস হইয়া পড়িল। তাহার পর যে
কি হইল না হইল, ভৈরব জানে না।

গাঁয়ের লোকেরা ব্রাহ্মণের সেবা শুশ্রূষা
করিয়া একটু ভাল হইয়াছে দেখিয়া তাহাকে
পাল্কী করিয়া লোকজন সঙ্গে দিয়া তার বাড়ী
পাঠাইল। বাড়ী আসিতে আসিতেই তাহার
জ্বর হইল এখনও সে সুস্থ হয় নাই।

মধ্যে একদিন ভাগ্নের সহিত মোকদ্দমার
দিন পড়িয়াছিল। দরখাস্ত দেওয়ায়, দিন
পিছাইয়া দেওয়া হইয়াছে। চণ্ডীর উকিল
সেই সুযোগে চণ্ডীকে সঙ্গে লইয়া ভট্চাজের
বাড়ী গেল। চণ্ডী গিয়া বসিল মামীর কাছে,
উকিল গেল ভৈরবের ঘরে।

ভৈরব উকিলকে দেখিয়াই বলিল, "কি
বাবাজী, কখন এলে? ব'স বাবা বস;
আমার উপর দিয়ে একটা ঝড় বয়ে গেল
শুনেছ ত?" উকিল বলিল, "আজ্ঞে তাই ত

দেখতে এলাম, চণ্ডীও বলছিল কদিন থেকে যে মামাকে দেখে আসি, বুড়ো মানুষ অসুখ হয়েছে, যতই হোক রক্তের টান।" ধড়মড় করিয়া বিছানায় বসিয়া ভৈরব জিজ্ঞাসা করিল, "চণ্ডীও এসেছে, কোথায় সে? তার আবার আসা কেন? বেটা হয়ত কিছু মতলব নিয়ে এসেচে। ওরে চণ্ডী এখানে আয়। ফাঁকি দিয়ে মামীর কাছ থেকে কিছু আদায় না করে নিলে হয়। বলি ও-চণ্ডী। বুড়োর হাঁকডাকে চণ্ডী ভৈরবের ঘরে আসিয়া ঢুকিল এবং অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া বলিল, "বলি শরীরটা সেরেছে?" বুড়া এ প্রশ্নের কোন উত্তর দেওয়া সঙ্গত মনে করিল না কেবল বলিল, "এই আমারই সামনেটাতে ব'স।"

চণ্ডী এদিক ওদিক তাকাইয়া বাহিরে গেল। ভট্চাজ আপন মনেই বলিতে লাগিল, "চিরকালের একগুঁয়ে, বেটা কি কারুর কথা শুনে।"

উকিল বলিল, "ভটচাজ মশাই, ও যাক না কেন যেখানে খুসী। তারপর আপনার সেই মোকদ্দমাটা নিয়ে হয়েচে আর এক মুস্কিল, উকিল মোক্তারের বড্ড দায়—এখন আপনার উকিলকে নিয়ে টানাটানি কচ্ছে।"

ভৈরব বলিল, "সে কি, তার কি অপরাধ।"

উকিল বলিল, "তার ত কোন অপরাধই নাই, সে আপনিও জানেন, আর সবাইও জানে; এখন হয়েচে কি মুস্কিল জানেন, হাকিম কার কাছে শুনেছেন যে, আপনি ভূতের কাছে কড়িকাঠ চাইতে গিয়েছিলেন ভূতও নাই আর ভূতের কড়িকাঠও নাই। কাজেই প্রমাণ হল আপনার মাথা খারাপ হয়েচে। এখন উকিলের অপরাধ যে পাগলের মোকদ্দমা করে তাঁদের সময় নষ্ট করা হয়েছে আর মামা ভাগ্নেতে বিরোধ বাধানো হয়েছে। সহরময় রাষ্ট্র হয়ে গেছে যে আপনি বদ্ধ পাগল হয়েছেন।" ভৈরব বলিল, "কই আমি ত পাগল হই নি।" তবে ভূত যে বলচ, তারা প্রমাণ করুক ভূত নাই; শাস্ত্রে প্রমাণ আছে যথা—"। উকিলবাবু বলিল, "শাস্ত্রের প্রমাণ কি আদালতে শুনে, সেখানে আপনার উকিল বলেছে যে ভাল ডাক্তার দিয়া পরীক্ষা করানো হোক, বোধ হয় সাহেব ডাক্তার আসবে আপনাকে দেখতে।"

ভট্চাজের চোখ কপালে উঠিয়া গেল "ভারী বিপদ হ'ল ত' বাবাজী; এখন উপায়? আমি পণ্ডিত মানুষ, কি গেরো—মধুসূদন!" উকিল বলিল, "উপায় আপনার ঐ চণ্ডীর হাতে; ও আর আপনি দুজনে সই করে একটা দরখাস্ত দেন যে আমরা আপোষে মিটমাট করেছি তবেই, নতুবা সাহেব ডাক্তার এল আর কি। ভট্চাজ তাড়াতাড়ি বলিল, "বাবাজী তোমাকে আশীর্ব্বাদ করচি ধনে পুত্রে লক্ষ্মীলাভ হোক, তুমিই এ দায় থেকে উদ্ধার কর। ঐ আহাম্মকটাকে তুমি রাজী কর।" উকিল বলিল, "ওর সব ভাল কেবল একটু গোঁয়ার গোছের। রাস্তায় আমি ওকে কত বলেছি, বুঝিয়েছি, কিছুতেই রাজী হচ্ছে না। বলে পনেরটা টাকা আমাকে দিক তবে আমি সই করব, দরখাস্ত ত' আমি লিখেই রেখেছি আর আমার পকেটেই রয়েছে—দেখি, আর একবার গোপনে বলে দেখি।"

উকিলবাবু চণ্ডীকে গোপনে লইয়া গিয়া সমস্ত বলিল। তারপর তাহাকে লইয়া ভৈরবের ঘরে যাইতেই ভরু বলিল, "বাবা চণ্ডী, তুমি কি আমার পর, আমি মরলেই যে এসব বিষয় আশয় তোরাই তিনজনে পাবি। এখন এ দায় থেকে বাঁচা বাবা—একটা সই বই ত' নয়।"

চণ্ডী বলিল, "সই ত' আমি করে দিচ্ছি, তবে আমার যে খরচ হয়েছে সেটা কে দেবে। সাত টাকার উপর যে এখনই খরচ হয়ে গেছে।" ভট্চাজ বলিল, "বাবা না হয় মনে কর যে মামার শ্রাদ্ধেই টাকাটা খরচ করেছিস্, দে বাবা আগে সইটা ক'রে, নেহাৎ না ছাড়বি ত' ষোল আনা নগদ দিচ্ছি বাবা! ও ব্রাহ্মণী, বলি একটা টাকা দিয়ে যাওত।" উকিলের জিদে পড়িয়া চণ্ডী সই করিতেই ভট্চাজ তাড়াতাড়ি সই করিয়া দিল। ব্রাহ্মণীর হাত হইতে টাকাটা লইয়া চণ্ডীর হাতে দিয়া সে বলিল, "নে বাবা এই ধর্ পাপের প্রায়শ্চিত্ত—যাক্ বাঁচা গেল।" চণ্ডী মামীর হাতে টাকাটা ফিরাইয়া দিয়া বলিল, "মামী টাকাটা আর নোব না—রেখে দাও, যাক্ মামার অসুখটা সেরে এসেচে বাঁচা গেল।" মামা মামী উভয়েই খুব খুসী হইল, ততোধিক খুসী হইয়া বাড়ী ফিরিল উকিল আর চণ্ডী।

রসরঙ্গ

১ম সখী—তুমি বল্ছো তোমার স্বামীর ভক রসবোধ আছে?

২য় সখী—হ্যাঁ, অনেক বাবুর আগে ক্ষা শুকিয়ে গেছে।

*

বন্ধু—প্রথম শ্বশুর বাড়ী গিয়ে তোমার মেয়ে বেশ মনের আনন্দে আছে ত?

কর্ত্তা—হ্যাঁ, তার স্বামী তাকে খুব ভয় করে।

*

ঝি—কর্ত্তা আমাকে লক্ষ্মীই বলেন, আমার কেমন কাণে বাধে ঐ কথাটা।

গিন্নী—ওটা ওঁর পুরোণো অভ্যেস, ওর জন্যে কিছু মনে ক'রোনা—এমন কি মাঝে মাঝে আমাকেও তিনি ঐ রকম বলেন।

*

স্ত্রী—তোমার এই কাপড়টা আর পাঞ্জাবীটা শত ছিন্ন হ'য়েছে, ফেলে দোবো কি?

স্বামী—না, ইন্‌কাম-ট্যাক্স বাড়ানোর প্রতিবাদ ক'র্তে যখন আমি ইন্‌কম্-ট্যাক্স অফিসে যাই, তখন ওগুলোর দরকার পড়্‌বে।

*

মেয়ে—অবিবাহিত লোকেরাই যথার্থ সুখী।

মা—তুমি কেমন ক'রে জান্‌লে?

মেয়ে—বাবা বলেন।

চলচ্চিত্রে আর্ট

—শ্রীকালীপদ চক্রবর্ত্তী বি, এ

চিরন্তন সৌন্দর্য্য-পিয়াসী মানব-মনের ভাবধারার সুষ্ঠু প্রকাশ হচ্ছে আর্ট, তা' সাহিত্যেই হউক, কাব্যেই হউক, আর ভাস্কর্য্যেই হউক, কিংবা চিত্রকলাতেই হউক—সৌন্দর্য্যের অভিব্যক্তি মানুষ চেয়ে এসেছে আদিম কাল থেকে, সভ্যতার উৎকর্ষের সঙ্গে তার পুষ্টি বৃদ্ধি। মানুষের রূপপিয়াসী মন উধাও হ'য়ে ছুটে যেতে চায় অনন্ত আকাশে, যেখানে দিন রাত্রির অপূর্ব্ব সঙ্গম, আলো-আঁধারের লীলা; এই আলোছায়ার লুকোচুরি নিয়েই জীবন এবং এই জীবনের চরম অভিব্যক্তি হচ্ছে আর্টের ভিতর দিয়ে। এই দিন-রাত্রি, আলো-ছায়ার অপূর্ব্ব মিলনমুহূর্ত্তেই কবির কাব্যমানসীর অভ্যুদয়, শিল্পীর শিল্প-মোহিনীর পরিচয়।

কিন্তু এই রূপ-জগৎ ছাড়িয়ে এক অরূপ জগৎ আছে, এই রূপের সঙ্গে অরূপের যে অতীন্দ্রিয় মিলন—সেই হচ্ছে রাসলীলা, এই রাসের রূপজ ও তুরীয় অনুভূতি—এই দুইটাই আর্টের ভিতর দিয়ে আত্মপ্রকাশ করেছে। কাব্য-কলা হচ্ছে সেই তুরীয় অনুভূতি, আর নাট্যকলা তার রূপজ অনুভূতি। কিন্তু রূপ থেকে রূপান্তরে বিলাসই হচ্ছে সকলের মূল উদ্দেশ্য। নাটকীয় চরিত্র-চিত্রণ এই রূপ-জগতের লীলা, মানুষের দৈনন্দিন কর্ম্ম জগতের দ্বন্দ্ব-সংঘাত, বিরহ-মিলন, সুখদুঃখ প্রভৃতির প্রাকৃত রূপায়ন হচ্ছে নাট্যকলার কাজ, আর এই সবের রসায়ন হচ্ছে কাব্য-কলার কাজ। এই দুই শ্রেণীর আর্টের ভিতর একটুখানি স্বাতন্ত্র্য আছে, নাট্যকলা আপনা থেকে সম্পূর্ণ নয়, নাট্যকলার পরিপূর্ণতা তার চিত্রও আলোক-সজ্জায় (histrionic artistry)। এই নাটকীয় আর্টের বৈজ্ঞানিক সংস্করণ হচ্ছে সিনেমা। কারণ এখানে বিজ্ঞানের সাহায্য বিশেষভাবে নিতে হয়েছে। এর দৃশ্য ও আলোক-সজ্জা, নাটকীয় ঘটনার সংযোজনা, ও আলোক শিল্প-প্রযোজনা প্রভৃতির জন্য বিজ্ঞানের কাছে এ অনেক ঋণী। তারপর যন্ত্রের সাহায্যে ছবিকে চলমান করে, সেই সঙ্গে শব্দ সংযোজনা বর্ত্তমান জগতের এক অপূর্ব্ব সৃষ্টি—এ কথা অস্বীকার করা যায় না। ধন্য টমাস এডিসন—যাঁর মাথায় খেলেছিল মূকের মুখে ভাষা-দেওয়ার কৌশল। এই সঙ্গে আর এক-জনের নাম আমরা না করে পারিনে—সে হচ্ছে ইউজিঁ লাঁস্তে (Eugine Lanste)। আজ যে জীবন্ত ছবি আমরা দেখছি, সে এঁদেরই প্রচেষ্টার ফলে। এখন কথা হচ্ছে আর্টের কতখানি প্রগতিলাভ হয়েছে।

যখন সবাক চিত্রের সৃষ্টি হয় নাই—নির্ব্বাক চিত্রের প্রচলন ছিল, তখন আর্ট হিসেবে এর স্থান ছিল অনেক উচ্চে। কারণ নির্ব্বাক ভূমিকায় চরিত্র-চিত্রণে ঢের বেশী আর্ট ও ক্ষমতার প্রয়োজন। যে-অঙ্গ-ভঙ্গী, অথবা (expression of the face) মুখ-ভঙ্গিমা দ্বারা পূর্ব্বে কথার অভাব দূর করা হ'তো বর্ত্তমানে কথার প্রচলনে সেই আর্টের অনেকটা ক্ষতি স্বীকার করে নিতে হয়েছে। উপায় নাই, বর্ত্তমান রুচির সঙ্গে পা ফেলে চল্‌তে হচ্ছে। নির্ব্বাক-চিত্র এক উঁচুদরের আর্ট—অনেকে হয়তো একে ভালবাসবে না, কারণ যাদের artistic instinct নেই, তারা নির্ব্বাক চিত্রের চেয়ে সবাক চিত্রকে বেশী আমল দেবে, এতে আর বিচিত্রতা কি? ইংরাজীতে একটা কথা আছে, Art lies in concealing art—কথাটা সত্য। উন্মুক্ত নগ্নতাই আর্টের প্রাণ নয়। তাই কবি বলেছেন:—

'কথার আড়ে আড়াল থাকে মনের কথাটা'।

আর্ট দেবে শুধু অসীম ব্যঞ্জনা (infinite suggestion) এই জন্যই আর্টের বিশেষত্ব। আমরা যাকে রোম্যানটিসিজম্ (Romanticism) বলি—ব্যঞ্জনার দ্বারাই তার অভিব্যক্তি। কলাচিত্রে এই Romanticism না হলে চলেই না। সে হ'য়ে উঠে পট বা ছবি, চিত্রকলা নয়। চলচ্চিত্রেও ঐ একই কথা। অভিব্যঞ্জনীর দ্বারাই চলচ্চিত্রের ভাব প্রকাশ করতে হবে। না হলে তার মাধুরিমা অনেক নষ্ট হবে। এই কথাটা আর একটু স্পষ্ট করে বলা দরকার। সূর্য্যালোকে একটা জিনিষ দেখা আর চন্দ্রালোকে সেই জিনিষটা দেখা একই কথা নয়। সূর্য্যের আলোকে জিনিষটার আভ্যন্তরিক রূঢ় সত্য স্পষ্ট হয়ে প্রকাশ পায় চোখে, আর চন্দ্রালোকের অস্পষ্ট রূপালীতে আবছায়া-মাখানো স্বপ্নালোকে সে-জিনিসটার অন্য রূপ চোখে পড়ে। উঁচুদরের আর্টের অভিব্যক্তি এই চন্দ্রালোকের স্বপ্ন-মাধুরিমায়। সেইজন্যই চলচ্চিত্রের আলোক শিল্প ও দৃশ্য-সজ্জা এত প্রয়োজনীয়। এই দুটাই হচ্ছে চলচ্চিত্রের প্রাণ। শব্দ-সঙ্গীত বাদ দিয়েও চিত্র দাঁড় করানো যায়, কিন্তু এ দুটাকে বাদ দেওয়া যায় না। তাই আর্টের দিক দিয়ে দেখ্‌তে গেলে আলোক শিল্পীর গুরুত্ব অনেক। দৃশ্য-সজ্জারও কম বাহাদুরী হ'লে চলে না। তারপর আসে representationএর কথা।

প্রথমতঃ সিনেমা বা চলচ্চিত্রে যে সব ছবি দেখানো হয়, তার অধিকাংশই প্রেম আখ্যান নিয়ে গঠিত। প্রেম জিনিসটা চিরন্তন কিন্তু তার মধ্যে যদি যৌন আকর্ষণের ছবি এসে মনকে উদ্দীপিত করে, তার ফল হয় অত্যন্ত খারাপ। আলোক ও দৃশ্য-সজ্জা যতই সুন্দর হোক না কেন, বিষয়বস্তু (matter) খারাপ হলে সমস্তই খারাপ হ'য়ে যায়। কেন না যে matterকে কেন্দ্র করে, দৃশ্য-সজ্জা গড়ে উঠেছে,—সেই জিনিসটা আসলে সুন্দর হওয়া চাই। কল্যাণকে বাদ দিয়ে সুন্দর টি"ক্‌তে পারে না। এই হচ্ছে আর্টের রীতি। "Art for art's sake"—কথাটা শুন্‌তে

খুবই মধুর, কিন্তু বিচারের কষ্টিপাথরে টি'কে না। 'টাকার জন্যই টাকা' এই কথাটা কেউ যেমন মান্‌বে না, Art for art's sake কথাটাও তাই। আর্টে realism বা বাস্তববাদ কথাটা হৃদয়গ্রাহী বটে কিন্তু idealism বা আদর্শবাদকে বাদ দিয়ে realism নিয়ে আর্ট টি'ক্‌তেই পারে না। এই হচ্ছে আর্টের মূল কথা। চলচ্চিত্রে চিত্রগুলি হবে realistic, ও জীবন্ত, কিন্তু তাই বলে আদর্শহীন হ'লে তার কোনোই মূল্য থাক্‌বে না। ধরুন, দুই একটা ছবির কথা,—যেমন বাংলা ফিল্মের চণ্ডী দাস কিংবা দেবদাস। 'চণ্ডীদাসে'র বিষয়বস্তু খুব sublime, গভীর ভাবোদ্দ্যোতক। সেই প্রেমের অতীন্দ্রিয় অনুভূতি তেমন করে যেন ফুটে উঠ্‌তে পারেনি 'সেই রজকিনী প্রেম, নিকষিত হেম, কামগন্ধ নাহি তায়।' এই প্রেমের তুরীয় সত্তা চলচ্চিত্রের দৃশ্যপটে তেমন মূর্ত্ত হ'তে পারেনি, কারণ তাতে সাধনার প্রয়োজন। কিন্তু তাই বলে আর্ট হিসেবে বাংলা চলচ্চিত্র ইতিহাসে এ অন্যতম অবদান। তারপর 'দেবদাস'—দেবদাসের যেমন বিষয়-বস্তু বা theme, সে হিসেবে এ উঁচু দরের আর্ট সৃষ্টি হয়েছে, সন্দেহ নেই, দৃশ্য-পরিকল্পনা আলোক-সজ্জা ও অভিনয়ও ভাল হয়েছে সন্দেহ নেই, তবে এ অনেকটা অতি-আধুনিক ভাবে ভাবিত ও চিত্রিত, আর্টের যা নিছক সত্য সেই idealism বা আদর্শবাদ, তাকে ঠিক ধরতে পারে নাই। বাংলার চলচ্চিত্রে যে অবদান হচ্ছে, আশা করা যায় একদিন এ সমস্ত বহির্মুখী প্রভাব হ'তে মুক্তিলাভ করে, কেবল বিলাসের খোরাক না জুগিয়ে এ আমাদের জাতীয় অনুষ্ঠান হ'য়ে উঠ্‌বে এবং আমাদের জাতীয় ভাবধারার সম্প্রসারণ, পরিপুষ্টি ও বৃদ্ধি করে সত্য সুন্দর ও কল্যাণের জীবন্ত আদর্শ হ'য়ে উঠ্‌বে।

বীমা-প্রসঙ্গ

ভারতীয় বীমা

—শ্রীসাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়

আমরা ইতিপূর্ব্বে বহুবার আলোচনা করেছি যে দেশের শাসনতন্ত্রে নিজেদের অধিকার লাভের জন্য যতই আন্দোলন ও চেষ্টা করি না কেন,—যতদিন না আমাদের আর্থিক স্বাধীনতা লাভ হচ্ছে ততদিন সে সব চেষ্টা ও আন্দোলন আশানুরূপ সফল হ'বে না। কেন না—যে জাতি তার দেশকে আর্থিক বনিয়াদের উপর গ'ড়ে তুলতে না পারে, তাদের স্বরাজ-সাধনার সব চেষ্টাই ব্যর্থ হবে। আমরা যে পরিমাণে দেশের আর্থিক সংস্থান বাড়াতে পারব—সেই পরিমাণে দেশের রাজনৈতিক অধিকারের পথও আমাদের সাম্‌নে প্রশস্ত হবে।

অর্থাৎ দেশের আর্থিক অভাব ও অনটনের সমস্যাকে আমাদের প্রধানতম প্রতিপাদ্য বিষয় বলে ধরে' না নিলে এবং সেই অনুসারে আমাদের কর্ম্মপদ্ধতি নিয়ন্ত্রিত করতে না পারলে স্বাধিকার লাভের উপায় ও নীতি বাধ্য হয়েই আমাদের মাঝে মাঝে পরিবর্ত্তন ক'রে যেতে হবে। অবস্থা অনুসারে ব্যবস্থার একটা পুরাতন কথা চল্‌তি আছে বটে, কিন্তু এতদিনের রাজনৈতিক আন্দোলনের অভিজ্ঞতা যদি না আমাদের প্রকৃত শিক্ষা দিয়ে থাকে, তাহ'লে আমাদের মনের স্থিতিস্থাপকতা সম্বন্ধেও আজ সন্দেহ করবার কারণ ঘটবে।

রাজনীতির বারোয়ারী তলায় আবেদন-নিবেদনের পালা গান থেকে আরম্ভ ক'রে রুদ্র ভৈরব রস ও পরে মান অভিমানের পালাও শেষ করে এনেছি, তা'তে দর্শকের হাততালি এবং হর্ষসূচক জয়ধ্বনিই আমাদের পাওনা হয়েছে বেশী। "বিদায়"-ব্যাপারে খতিয়ে দেখ্‌লে দেখ্‌তে পাই—লাভটা হয়েছে অভিজ্ঞতা—তাই মহাত্মাজীও এখন বলছেন দেশের অর্থনৈতিক উন্নতি চাই। গভর্ণমেণ্টও লম্বা চওড়া 'স্কীম' নিয়ে আসরে অবতীর্ণ হয়ে দেশবাসীকে অভয় দিচ্ছেন—সরকারী কথা দরকারী বলেই তার খবরদারী করে আমাদের দেশের লোক বেশী—গেঁয়ো জুগি ভিখ্ পায় না, এ ত' জানা কথা। এ প্রসঙ্গে সম্প্রতি সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে মহামনীষী রোমাঁ রোঁলার যে কথা হয়েছে তা' বিশেষ প্রণিধানযোগ্য।

দেশের Economic uplift বা অর্থ-নৈতিক উন্নয়নের অন্যতম প্রধান উপায় বীমা, প্রত্যেক অগ্রগামী দেশেই একথা উচ্চকণ্ঠে ঘোষিত হয়েছে।

অর্থনীতিক পণ্ডিতগণের মতে দেশের জাতীয় জীবন বর্ত্তমানে জীবনবীমার দ্বারা বিশেষভাবে গড়ে উঠ্‌ছে এবং দেশের সমৃদ্ধির বিচার করতে গেলে আজকাল এপর্য্যন্ত কি পরিমাণ টাকার বীমা হয়েছে, তার দ্বারা বিচার করা হয়ে থাকে।

বহু কারণের মধ্যে প্রধানতম কারণ-ব্যাপক দরিদ্রতার জন্য ভারতবর্ষে বীমার কাজ এপর্য্যন্ত তেমন কিছু হয়নি। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ ধরা যাক আমেরিকার কথা :—যেখানে গড়পড়তা মাথাপিছু (Per Capital) ৩০০৲ টাকা, সেখানে ভারতবাসীর মাথাপিছু বীমার পরিমাণ মাত্র ৫৲ টাকা। এর চাইতে শোচনীয় বিষয় আর কি হ'তে পারে? আমাদের দেশের এই আর্থিক দুর্গতি অপনোদনের জন্য সরকারের যদি চেষ্টা থাকৃত, তা'হলে অবস্থাটা এতখানি শোচনীয় হ'তে পারত না। দেশীয় বীমা-প্রতিষ্ঠানগুলির সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতির জন্য সরকারপক্ষে এ পর্য্যন্ত কোনও স্বতঃপ্রবৃত্ত চেষ্টা বা কাজ, আমরা দেখতে পাইনি। উপযুক্ত বীমা-আইনের দ্বারা যা'তে অন্য দেশের বীমা-কোম্পানীর মত আমাদের দেশের বীমা-কোম্পানীগুলিও

সুবিধা পায়, তার চেষ্টা চলছে। আইন হোক চাই নাই হোক—এ বিষয় আমাদের দেশে যদি প্রবল জনমত গঠিত হয় তাহ'লে আইন তৈরী না হলেও ভারতীয় বীমা-কোম্পানীগুলি বীমাক্ষেত্রে আপন অধিকার বিস্তার করতে পারে।

ভারতীয় বীমার উন্নতির দিকে ভারত-সরকার যে সযত্ন দৃষ্টি দিতে আরম্ভ করেছেন এবং ভারতীয় বীমার উন্নতির প্রতি তাঁরা যে আগ্রহশীল, এটা দু'টি কারণে বুঝতে পারা যাচ্ছে। প্রথম—প্রিমিয়াম বা বীমার চাঁদার কিয়দংশের উপর আয়-কর (Income Tax) মাপ। দ্বিতীয়—ভারতীয় বীমা আইন সংশোধন ও পরিবর্দ্ধন কল্পে—বিশেষ কর্ম্মচারী (Special Officer) নিয়োগ। রাজ-সরকারের এই কাজের দ্বারা সঞ্চয় ও অর্থসংরক্ষণ ব্যাপারে জীবন-বীমার প্রয়োজন যে কতখানি তা' সূচিত হচ্ছে। সমগ্রভাবে একটা জাতির ও ব্যক্তিগত ভাবে আমার তোমার ও আর দশজনের প্রত্যেকের সঞ্চয়-প্রবৃত্তি বৃদ্ধি করা। ব্যক্তিগত ধন-সম্পত্তির সমষ্টি জাতীয় সম্পত্তিরূপে বীমা-ব্যাপারে সংরক্ষিত হবার যে সুযোগ, সেটা বীমাই আধুনিক যুগে সভ্যদেশে দিয়ে আসছে।

এক একটা জীবন-বীমা কোম্পানী জাতির আর্থিক জীবনে কি পরিমাণ প্রভাব বিস্তার ক'রে আছে, তা' ইউরোপ এবং আমেরিকার জীবন-বীমা কোম্পানীর ইতিহাস আলোচনা করলেই বুঝতে পারা যায়। গত মহাযুদ্ধের ইতিহাসে দেখা যায়—গ্রেট ব্রিটেনের জীবনবীমা কোম্পানী অর্থ-সঙ্কটের দিনে দেশকে কি ভাবে সাহায্য করেছে। ব্যাঙ্কের সঙ্গে বীমা কোম্পানীর তফাৎ এই যে, আপৎকালে ব্যাঙ্ক চাইতে বীমা-কোম্পানীর উপরই নির্ভর করা যায় বেশী।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, জাতীয় জীবনের সংগঠন কার্য্যে বীমার প্রসার ও উত্তরোত্তর সমৃদ্ধির স্থান অনেকখানি। বীমার কথা বলতে গেলে—অনেক রকমের বীমার কথাই বলতে হয়। যথা—অগ্নিবীমা, নৌ-বীমা, দুর্ঘটনা বীমা ইত্যাদি। এসবের আলোচনা আমাদের বর্ত্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নয়। বর্ত্তমান প্রবন্ধের অবতারণায় আমরা এই কথাই বুঝাতে চেষ্টা করেছি যে ভারতীয় বীমা—দেশের জাতীয় জীবন গঠনে, জাতীয় সম্পদ সঞ্চয় ও সংস্করণে এবং ভবিষ্যতে রাষ্ট্র অধিকার অর্জ্জনে কতখানি সহায়তা করতে পারে। অথবা ভারতবর্ষে সে পথের প্রতিবন্ধকও যেমন আছে সুযোগ সুবিধাও তেমনি আছে।

প্রথম বাধা আমরা দেখতে পাই আমাদের জাতীয় শাসনতন্ত্র নাই, সেকারণে প্রত্যাশিত সাহায্য এখানে পাওয়া কঠিন। আরো কঠিন এইজন্য যে পরপক্ষ আমাদের অর্থ-নৈতিক দুর্গতির সুবিধা গ্রহণ করে নিজের কাজ অনায়াসেই করে নেয়। আজ আমরা দেশের বিক্ষিপ্ত অর্থ-সম্পদের অধিকাংশই একত্রিত ক'রে—বিদেশী বীমা কোম্পানীর হাতে তুলে দিচ্ছি; আমাদের দেশের ব্যবসা বাণিজ্য ও শিল্প-প্রচেষ্টাগুলি দেশের সেই "পরহস্তে গচ্ছিত ধনের" কোনও সুবিধাই পাচ্ছে না। দেশের নানাবিধ সমস্যার মধ্যে প্রধানতম সমস্যা অর্থনৈতিক সমস্যা—। সে সমস্যার সমাধান করবার পক্ষে বীমা যে কতখানি উপযোগী তা' আমরা দেখাতে চেষ্টা করেছি এখন যাঁরা অর্থনৈতিক সমস্যা নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছেন বা হাতেকলমে কাজ করছেন, তাঁরা দেশের মধ্যে অর্থনৈতিক চেতনা এনে দেবার চেষ্টা করুন। বক্তৃতা ও সাধাসাধির পালা শেষ করে নিজের একান্ত কর্ত্তব্য বলে যাতে আমরা জীবনবীমার দায়িত্ব গ্রহণ করি তার জন্য যথাযোগ্য ব্যবস্থা করুন।

নিশান্তে

—শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

আঁখিতে তার ঘুমের অলস শিথিল কবরী
ফালি-চাঁদের নৌকা বেয়ে যায় বিভাবরী।
সোণার স্বপন নিয়ে সাথে,
আলো-ছায়ার ধুপছায়াতে,
কতই অমন কমল-কুঁড়ি
আঁচল আবরি!

লুপ্‌ছে গেছে চাঁদ্‌বুনানী বেলী ফুলের হার।
কপালে তার সোণার টিপের নাইক' সে বাহার।
নীপে ঝুলন জড়িয়ে দিয়ে,
খেয়ার কড়ি ছড়িয়ে দিয়ে,
তমসাতে জল সইতে যায়রে শবরী।

কুজনেতে এখনো তার মৃগনাভির বাস,
সমীরণে ভেসে আসে সুরভি নিস্বাস।
এখনো তার কুঞ্জভাঙ্গা
অনুরাগের রাখীর রাঙ্গা।
হাসি দিবা সুধায় তারে
সুধার খবর-ই।

C. E. S. C. (ইলেক্‌ট্রিক সাপ্লাই কঃ)

কলিকাতায় বিদ্যুতের দাম কয়েক মাস পূর্ব্ব পর্য্যন্ত লাগিত ইউনিট পিছু ।১০, তারপর বহু আন্দোলনের ফলে এখন নামিয়াছে ৵১০ পয়সায়, কিন্তু তাহার উপর আবার চড়িল ট্যাক্স, সুতরাং লাভের গুড় পিঁপড়ায় খাইল। কলিকাতা হাইকোর্টের ভূতপূর্ব্ব বিচারপতি স্যর নলিনীরঞ্জন চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের অধ্যক্ষতায় আবার একটি কমিটি বসিয়াছে। কলিকাতাবাসী যে আন্দোলন করিয়াছিল, তাহাতে মহামান্ত বাংলা সরকার কর্ণপাত করিয়া এই কমিটি বসাইয়াছেন। এখন আমরা এই কমিটির ফলাফল জানিবার জন্য অত্যন্ত উৎসুক হইয়া আছি। এই প্রসঙ্গে একটি বিষয়ের অবতারণা বোধ হয় অনুচিত হইবে না। গত ২১শে জুলাইয়ের "ষ্টেট্‌স্‌ম্যান" পত্রে কলিকাতা ইলেক্‌ট্রিক সাপ্লাই কর্পোরেশনের জনৈক উচ্চ কর্ম্মচারী শ্রীযুক্ত এচ, কে, দে প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেটের আদালতে বিদ্যুৎ চুরির মকদ্দমায় সাক্ষ্য দিয়াছেন যে, উক্ত চুরির জন্য কোম্পানির ইউনিট্ পিছু দুই পয়সা করিয়া ক্ষতি হইয়াছে! তাহা হইলে দেখা যাইতেছে যে ইউনিট পিছু দুই পয়সা দাম ধার্য্য করিলেও, কোম্পানী ক্ষতিগ্রস্ত হন্ না। অথচ আমরা দিতেছি দশ পয়সা!! এবং তাহার উপর ট্যাক্স !!!

কর্পোরেশন যে নগরের বিদ্যুতের ভার লইব বলিয়াছিলেন, তাহার কি হইল? সে মহাশয় কি এখনও গবেষণা করিতেছেন?

ট্রাম ও বাস্

সেন্ট্রাল এভিনিউ-এ ট্রাম চলা উচিত। রাজাবাজার ট্রাম রাজাবাজারে শেষ না হইয়া শ্যামবাজার বা বেলগাছিয়া ডিপোতে শেষ হওয়া বাঞ্ছনীয়। বাগবাজার ট্রামের বাগবাজার ষ্ট্রীটের উপর দিয়া একটি শাখা থাকিলে ভাল হয়। ষ্ট্রাণ্ড রোড হইতে নূতন রাস্তা বিবেকানন্দ রোড ও মাণিকতলা দিয়া নারিকেলডাঙ্গা পর্য্যন্ত ট্রাম থাকিলে ভাল হয়। টালিগঞ্জ পর্য্যন্ত বাস্ চলাচল করা উচিত।

পল্লীমঙ্গল-পাঠাগারের ৬ষ্ঠ বার্ষিক উৎসব

বহিরগাছি (নদীয়া) (প্রাপ্ত)

গত ২১শে আশ্বিন বৈকাল ৫ ঘটিকার সময় উক্ত পাঠাগারের ৬ষ্ঠ বার্ষিক উৎসব এবং চিত্র ও ছোট গল্প প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণ হইয়া গেল। শ্রীযুক্ত আশুতোষ গঙ্গোপাধ্যায় এম্-এ সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত মাখন গোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় বি-এ, বি-ই; শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য সাহিত্যরত্ন, শ্রীযুক্ত শৈলেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত সুধাংশু কুমার বসু বি-এ প্রবন্ধ পাঠ করেন। শ্রীযুক্ত সুরেশ্বর গঙ্গোপাধ্যায় পাঠাগার সম্বন্ধে বক্তৃতা দেন। কুমারী অন্নপূর্ণা চক্রবর্ত্তী, কুমারী মলিনা বন্দ্যোপাধ্যায়, কুমারী যূথিকা বন্দ্যোপাধ্যায়, কুমারী লক্ষ্মী ভট্টাচার্য্য, কুমারী শেফালিকা বন্দ্যোপাধ্যায়, কুমারী বাসন্তী ভট্টাচার্য্যের গান, শ্রীমান্ পঞ্চানন ভট্টাচার্য্য, শ্রীমান্ শৈলেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য, শ্রীমান্ কমল কুমার ভট্টাচার্য্য, শ্রীমান্ বিনয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীমান্ অমর কুমার ভট্টাচার্য্য, কুমারী আরতি বন্দ্যোপাধ্যায় ও কুমারী ইরা মুখোপাধ্যায়ের আবৃত্তি এবং কুমারী বেলা ভট্টাচার্য্যের নৃত্য সকলকে মুগ্ধ করিয়াছিল। পুরুলীয়ার প্রসিদ্ধ উকিল শ্রীযুক্ত জগদীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় পুরস্কার বিতরণ করেন। বহিরগাছি ও সন্নিকটস্থ গ্রাম সকল হইতে বহু ভদ্র-মহিলা ও ভদ্র-মহোদয় উপস্থিত হইয়াছিলেন।

ইণ্ডিয়া আর্ট্‌সসমাজ (প্রাপ্ত)

কর্ত্তৃক রূপায়তনে একাদশী ও ত্রয়োদশীর দিন 'পথের সাথী' ও 'মহানিশার' অভিনয় হইয়াছিল।

পথের সাথীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা সুষ্ঠু অভিনয় হয়, শ্রীমতী অনিমা সেনের শোভার অভিনয়। তারপরই উল্লেখযোগ্য অভিনয়, জমিদার বসন্ত সেনের ভূমিকায় শ্রীঅবিনাশ সেনের। মাষ্টারের ও শশাঙ্কের ভূমিকায় যথাক্রমে, বিজয়ানন্দ সেন ও জীবনানন্দ সেনের অভিনয়। রুবির ভূমিকায় নীহার গুপ্তর অভিনয় ও রাজার ভূমিকায় কমল বাবুর অভিনয়ও মন্দ হয় নাই।

দ্বিতীয় দিনের অভিনয়ের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য অভিনয়, ব্রজরাজের ভূমিকায় শ্রীবিজয়ানন্দ সেন, ও কেষ্টধনের ভূমিকায় শ্রীঅবিনাশচন্দ্র সেনের। অপর্ণার ভূমিকায় শ্রীকালী দত্ত। অবিনাশ বাবুর রাধিকানন্দ ও নীহার গুপ্তর ধীরা ও জীবনানন্দ সেনের নির্ম্মলও ভালই হইয়াছিল। কমল বাবুর জনৈক ভদ্রলোক ও হরিপদ সেনের সৌদামিনীও মন্দ হয় নাই। ভিখারিণীর ভূমিকায় শ্রীমতী অনিমা সেনের গানগুলি খুবই সুন্দর হইয়াছিল।

ব্রিজ সঙ্কেত—হরতনের টেক্কা কথিত। প্রাপ্তিস্থান—দি বুক কোম্পানী লিঃ কলেজ স্কোয়ার কলিকাতা। মূল্য পাঁচ আনা।

বইখানি আদ্যোপান্ত পাঠ করিলাম। বিষয় জটিল হইলেও লেখকের লেখার ভঙ্গী ইহাকে সরল ও সুপাঠ্য করিয়াছে। বাঙ্গালা ভাষায় এরূপ পুস্তকের অভাব ছিল। ব্রিজ সঙ্কেত নবীন ও প্রবীণ উভয়েরই বিশেষ সহায় হইবে বলিয়া আমাদের বিশ্বাস। বিজ্ঞান দর্শন ইতিহাস ইত্যাদি বিবিধ শাখার ন্যায় খেলাধুলারও একটা বিশিষ্ট স্থান আছে। খেলাধূলা সম্বন্ধে লিখিত সাহিত্য জাতীয় সাহিত্যেরই অঙ্গ।

এই বইএর ছাপা ও কাগজ সুন্দর মূল্যও কম। এখন অকসান ব্রিজ খেলোয়াড়কে আর ইংরাজী বই খুঁজিতে হইবে না।

—ব. কু. চ.

দীন শরতের বাউল গান—শ্রীশরৎচন্দ্র নাথ প্রণীত। প্রকাশক শ্রীপবিত্র-রঞ্জন সরকার। ৪০, হিন্দুস্থান পার্ক, বালীগঞ্জ কলিকাতা। মূল্য বার আনা।

আমাদের দেশে নিরক্ষর বা শুধুমাত্র অক্ষর পরিচিত ব্যক্তিদের মধ্যেও কদাচিৎ কিরূপ উচ্চ চিন্তা ও কল্পনার সমাবেশ হইতে পারে, তাহা যাঁহারা পুরাতন পুস্তকের সত্য উদ্‌ঘাটনে ব্যাপৃত আছেন, তাঁহারা বেশ জানেন। সংগৃহীত প্রাচীন পুস্তকের সমাদর লাভের বোধ হয় ইহাও একটি অন্যতম কারণ। দীন শরতের এই গানের কুসুমাঞ্জলিটিও যদি পল্লীর এক অখ্যাত অজ্ঞাত ভজন গৃহেই শুকাইয়া যাইত তবে হয়ত ভবিষ্যতে তাহা সংগ্রহের জন্যই আমাদিগকে ব্যাপৃত হইতে হইত। বস্তুতঃ বাউল গান (দেহতত্ত্ব ইত্যাদি বিষয়ক) সম্বন্ধে এরূপ পরিপূর্ণ পুস্তক বোধ হয় এ পর্য্যন্ত সংগৃহীত হয় নাই। তাহা ছাড়া এই বাউল সঙ্গীতের শেষে যে সকল রাধাকৃষ্ণ বা গৌর নিতাই সম্বন্ধীয় পদ আছে তাহাও যেমন ভূমিকায় কামিনীবাবু লিখিয়াছেন যে, কোন জীর্ণ ভূর্জ্জপত্রে পাওয়া গেলে আজ তাই কবি প্রাচীন বৈষ্ণব কবিদের পর্য্যায়ভুক্ত হইতে পারিতেন তাহাতে সন্দেহ নাই। দুই একটি দৃষ্টান্ত দিতেছি,—

'ভুলিতে পারি না সেরূপ সদাই জাগে মনে' পদটি চণ্ডীদাসের সেই "পাসরিতে করি মনে পাসরা না যায় গো" পদটিকে মনে করাইয়া দেয়। তারপর

জলের সঙ্গে মাছের পিরীত আছে উভয় মিলে।
বারিশূন্য মীনের দশা আমারি কপালে॥

ইত্যাদির সহিত বিদ্যাপতির

"এতদিন ছলি নব রীতি রে।
জল মীন যেহন পিরীতি রে॥"

অথবা

"দিনমণি কমলিনী উভয় ভালবাসে।
জল শুকাইলে দিনমণি কমলে বিনাশে॥"

ইত্যাদির সহিত চণ্ডীদাসের—

ভানু কমল বলি সেহ হেন নয়।
হিমে কমল মরে ভানু সুখে রয়।
চাতক জলদ কহি সে নহে তুলনা।
সময় নহিলে সে না দেয় এককণা॥

ইত্যাদি পদের সহিত তুলনা করিয়া দেখুন। তারপর

"স্থূলের দেশ ঐ মায়াপাশে
কামিনী কাঞ্চনে ভুলে ছয় রিপুর বশে
আমি দিন গুয়াইলাম মিছে কাজে
সাধন ভজন হইল না আর।

ইত্যাদি বিদ্যাপতির প্রার্থনার সেই—

"সুত মিত রমণী সমাজে
তুহি বিসরি মন তাহে সমাপল
অব মঝু হওব কোন কাজে।"

এই সকল পদের প্রতিধ্বনির মত মনে হয় নাকি? অথবা

"আমায় কও শুনিছে গুরুধন
কোন পাপেতে ব্রহ্মা এসে হইল যবন।"

ইত্যাদি শূন্য পুরাণে নিরঞ্জনের উষ্মায় যেখানে দেবগণ যবন সাজিয়াছেন এবং "ব্রহ্মা হৈলা মহাঁমদ বিষ্ণু হৈলা পেকাম্বর" ইত্যাদি মনে করাইয়া দেয় নাকি?

দীন শরৎ অধুনা বিশ্ববিদ্যালয়ের মানদণ্ডে শিক্ষিত না হইলেও কোন একরূপ শিক্ষার সফলতা আয়ত্ত করিতে পারিয়াছেন এবং এই শিক্ষার আলোকেই গানগুলি উদ্ভাসিত। যাঁহারা ভাষাতত্ত্ব বা পুরাতন পুস্তক আলো-চনায় ব্যাপৃত আছেন, এই পুস্তকখানি তাঁদের বিশেষ সমাদর লাভ করিবে সন্দেহ নাই। —শ্রীগোপালকৃষ্ণ রায়।

গান *

—শ্রীজগদীশচন্দ্র সেন মজুমদার

আজও আমার হলো না সারা
তোমার পূজা এ দেউলে,
হেলায় হেলায় গেল যে বেলা
নিঠুর তুমি রইলে ভুলে।
আমার আকাশ আলোক হারা
হারিয়ে গেছে নয়ন তারা
মিছেই গাঁথি বরণ মালা
অবেলারই শুকনো ফুলে।
মনোহরণ বেশে
দাঁড়াও যদি বন্ধু আমার
কভু পথের শেষে।
মিলন-গীতি হবে গাওয়া
সফল হবে চাওয়া পাওয়া
দিন শেষে শেষ আরতির
প্রদীপখানি ধরব তুলে।

* উক্ত গানখানি শ্রীসরোজরঞ্জন রায় টুইন রেকর্ডে রেকর্ড করিয়াছেন।

খোলা চিঠি

—শ্রীললিতমাধব সেনগুপ্ত, এম, এ

কল্যাণীয়েষু

তোমার পত্র পেয়েছি—কিন্তু দুঃখের সহিতই বলতে হলো পত্র পেয়ে বিশেষ ক্ষুণ্ণ হয়েছি। তোমার মত শিক্ষিত ব্যক্তি যদি দৈনিক পত্রের কোন ঘটনাকে কেন্দ্র করে সমস্ত হিন্দু সমাজকে গালাগালি দিতে থাকে ত সত্যই পরিতাপের বিষয় হয়ে ওঠে। তোমার জানা উচিত, সমাজ প্রত্যেক ব্যক্তির অসম্ভব খেয়াল মেটাতে পারে না—সমাজের মধ্যে বাস করতে হ'লে অনেকের ছোট-খাটো সুখ-স্বাচ্ছন্দ বিসর্জ্জন দিতে হয়, বড় লাভের জন্য। Greatest good of the greatest numberই সমাজের মূল উদ্দেশ্য। সুতরাং দুটী নর-নারী তাদের খেয়াল মেটাতে না পেরে জীবন বিসর্জ্জন দিয়েছে বলে সমস্ত সমাজকে তোমার গাল পাড়া উচিত হয় না। বার বার খেয়াল বলছি তুমি হয়ত রাগ করছো; নয় স্বীকার করে নিলাম ঐ দুটী যুবক-যুবতীর মধ্যে সুগভীর প্রেমই ছিল—কিন্তু বিবাহের দ্বারা তার সার্থকতা হ'লো না বলে নিজেদের জীবন বিসর্জ্জন করতে হ'বে, এমন ধারা বিকৃত বুদ্ধিকে তুমি তোমার শিক্ষিত মন নিয়ে কেমন করে সমর্থন করো?—আমি ত নিজে কোন গভীর প্রেমকে কোন নগণ্য জীবনের চেয়ে বড় মনে করি না, তবু তোমাদের কথায় যাঁরা এরূপ প্রেমিক ছিলেন—তাঁরা ত জীবন বিসর্জ্জন না দিয়ে জীবনকে আরো সার্থক করে তুলেছেন শুনেছি। তাঁদের আদর্শ কি এঁদের আদর্শের চেয়ে বড় নয়? আমার বিশ্বাস এই দুইটী হতভাগ্যের সামনে যদি কোন একটা বড় আদর্শ দেওয়া যেত, তা হ'লে তাঁদের জীবন এমন করে ব্যর্থ হতো না। শুধু আমাদের কতকগুলো বাজে সাহিত্য ও বাজে লোক যারা তাদের নিকট সহৃদয় বন্ধু হয়েছিল, তারাই তাদের এ শোচনীয় মৃত্যুর পথে ঠেলে দিয়েছে।

তারপর সমাজকে এর ভেতর টেনে তুমি অত্যন্ত অন্যায় করেছো। পূর্ব্বের কথায় আবার বলি সমাজ প্রত্যেকের অপদার্থ খেয়াল মেটাতে পারে না। আমার একটী সুন্দর জিনিষ ভাল লাগে, মনে কর। কিন্তু আমার সে জিনিষ নেবার কোন উপযুক্ততা নেই, নিলেও হয়ত সেটাকে নষ্ট করে ফেলবো অথচ আমাকে সেটা নিতে হবে, কারণ আমার সেটা বায়না—এ রকম বায়না ছেলেবেলা—মা বাবা মিটিয়েছেন—নিরপেক্ষ নিষ্ঠুর সমাজ তা মেটাবে না। বর্ত্তমান সমাজকে নানা অভিজ্ঞতার ভেতর দিয়ে আসতে হয়েছে অনেক মণীষী অনেক চিন্তা করে এর বর্ত্তমান রূপ দিয়েছেন, একদিনের একটা খেয়ালে তাকে নষ্ট হতে দিতে কেউ রাজী হবেন না। কারণ এই সমাজ তোমাদের মত নিন্দুকের বাণে অবিরত জর্জ্জরিত হ'য়ে উঠেছে বলে', এখনও অনেককে নির্ব্বিঘ্নে বাস করবার যথেষ্ট সুযোগ দিচ্ছে।

ছাত্রজীবন তোমার শেষ হতে দেরী আছে, কেতাবে প্রেমের অনেক গভীর স্তুতি তোমায় রোজ পড়তে হয় তাই একটা সামান্য কারণে তুমি এত হৈ চৈ কর—দু দশ বৎসর পরে বুঝবে ও নিয়ে গোলমাল করবার কিছুই নেই, ও একটা মনের বিকার মাত্র। প্রেমের অবমাননা হয়েছে বলে এ পর্য্যন্ত কোন সমাজ ভাঙ্গেনি। সমাজ ভাঙ্গে যখন এর চেয়েও গুরুতর কারণ হয়।

আশা করি তুমি এখন ভাল আছ। রোজ বিকেলে হোষ্টেল থেকে দু মাইল বেড়াতে যেও, ও সব উদ্ভুটে খেয়াল দূর হবে। চিঠির উত্তর চাই না।—রেখে দিও। পাঁচ বছর পরে আবার পড়ো। ইতি—

চির নূতন চির পুরানো

—মাহমূদা খাতুন সিদ্দিকা

এসো আমার চির নূতন
চির পুরানো
আকাশ-ছাওয়া পুলক-লাগা
হৃদয়-দুলানো।
এসো তুমি জীবন জুড়ে
নানান্ ছাঁদে নানান্ সুরে
রূপে রসে টলোমল
পরাণ-জুড়ানো।

এসো আকুল পথ-চাওয়া
এসো দূরের দখিন হাওয়া
শুক্‌নো বনে ফুল-ফুটানো
নয়ন-ভুলানো,
এসো আমার চির নবীন
চির পুরানো।

সবুজ পাতায় বক্ষ ভরি
মায়া জাগালে
পূর্ণিমাতে নদীর বুকে
জোয়ার বহালে
গভীর রাতে বাঁশীর স্বরে
এস হৃদয় আকুল করে
সবুজ বনের মনের ছায়ায়
চমক-লাগানো।

নিখিল ভুবন বাউল হল
তোমার মায়াতে
শ্রান্ত পথিক শান্তি পেল
তোমার ছায়াতে
তোমার তৃষা জীবন মাঝে
জাগে যেন সকল কাজে
আঁধার হিয়া উজল করা
দ্যুলোক-দুলানো
এস আমার চির নবীন চির পুরানো।

শ্রীযুক্ত জে, এন, ঘোষ

—শ্রীঅমিয় মাধব সেন গুপ্ত

শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্র নাথ ঘোষ আজ ভারতের সর্ব্বত্র মিঃ জে, এন, ঘোষ নামে সুপরিচিত। বাঙালীর ব্যবসায় বুদ্ধি নাই এবং বাঙালীর ব্যবসা ক্রমোন্নতি ও প্রসারতা লাভ করে না বলিয়া একটা কাল্পনিক দুর্ণাম অবাঙালী ব্যবসায়ী মহলে প্রায়ই শুনিতে পাওয়া যায়। জিতেন বাবু বাদ্যযন্ত্র ও রেকর্ড ব্যবসায়ে অবাঙালী ব্যবসায়ীদের হটাইয়া দিয়া আজ ভারতের সর্ব্ব-শ্রেষ্ঠ রেকর্ড ব্যবসায়ী বলিয়া প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছেন। সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সংখ্যক রেকর্ড বিক্রেতা বলিয়া গ্রামোফোন কোম্পানীর 'টুইন' রেকর্ডের ভারতে একমাত্র ডিষ্ট্রীবিউটার হইয়াছেন জিতেন বাবু। গ্রামোফোন কোম্পানী এ বৎসর জিতেন বাবুকে সর্ব্ব-শ্রেষ্ঠ রেকর্ড ব্যবসায়ী বলিয়া একটি রৌপ্য নির্ম্মিত সুবৃহৎ কাপ উপহার দিয়াছেন। জিতেনবাবুর ব্যবসায় ক্ষেত্রে এ গৌরবে আজ সমগ্র বাঙালী জাতি গৌরবান্বিত। ভারতের সকল প্রদেশের অবাঙালী রেকর্ড ব্যবসায়ী আজ বাঙালী রেকর্ড ব্যবসায়ী জিতেন্দ্র নাথ ঘোষ মহাশয়ের নিকট পরাজিত।

*

এখানে জিতেন বাবুর একটু সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া প্রয়োজন মনে করি। ইনি বরিশাল জিলার বিখ্যাত কুলীন কায়স্থ বংশে জন্মগ্রহণ করেন। স্কুলের বিদ্যা সমাপ্ত করিয়াই জিতেন বাবু অল্প বয়সে কলিকাতায় আসেন। বাল্যকাল হইতেই স্বাধীন ব্যবসায়ের প্রতি ইঁহার প্রবল আকর্ষণ ছিল। জিতেনবাবু মধ্যবিত্ত গৃহস্থের সন্তান। সাধারণতঃ তাঁহার ন্যায় অবস্থার ছেলেরা সামান্য চাকরীর চেষ্টাতেই ঘুরিয়া বেড়ায়। কিন্তু জিতেন বাবুর স্বাবলম্বী মন চাকুরীকে ঘৃণা করিত ও চাকুরীর কথায় মন সাড়া দিত না। আমাদের দেশের অনেকের ধারণা যে অধিক মূলধন না হইলে ব্যবসা করা চলে না। এই ভ্রান্ত ধারণা যে অসুস্থ মস্তিষ্কের একটা কল্পনা মাত্র জিতেন বাবু তাহা প্রমাণ করিয়া দিয়াছেন।

*

জিতেন বাবু প্রথমে সাইকেল, গ্রামোফোন প্রভৃতি মেরামতের কাজ শিক্ষা করিয়া হ্যারিসন রোডে ছোট একটি দোকান ভাড়া লইয়া স্বাধীন ব্যবসা আরম্ভ করেন। সামান্য পুঁজি ও অসামান্য সততা লইয়া ইঁহার ব্যবসায়ের সুত্রপাত। তাঁহার কর্ত্তব্যনিষ্ঠা, সততা ও মেরামতের কৃতিত্ব ক্ষুদ্র দোকানখানিকে শীঘ্রই বৃহৎ কারখানায় পরিণত করিল। তখন জিতেন বাবু গ্রামোফোন, রেকর্ড, সাইকেল, হারমোনিয়ম প্রভৃতি বিক্রয় করিতে আরম্ভ করেন। তাঁহার সততায় মুগ্ধ হইয়া দিন দিন খরিদ্দারের সংখ্যাও বৃদ্ধি পাইতে লাগিল।

*

বিলাতী গ্রামোফোন, হারমোনিয়ম প্রভৃতি বিক্রয় করিবার সময় জিতেন বাবুর মনে হইল যে টাকাটা এই সকল দ্রব্য ক্রয় করিয়া তাঁহার স্বদেশবাসী বিদেশে পাঠাইতেছেন তাহার অধিকাংশ একটু চেষ্টা করিলে দেশে রাখা যায়। এই ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া ও কলকব্জা বিষয়ে তাঁহার পূর্ব্ব অভিজ্ঞতা থাকায় তিনি শীঘ্রই স্বহস্তে গ্রামোফোন যন্ত্র তৈয়ারীও আরম্ভ করিলেন। সঙ্গে সঙ্গে নিজ কারখানায় হারমোনিয়ম ও তৈয়ারী আরম্ভ করেন। এই সব দ্রব্য তৈয়ারী করিয়া জিতেন বাবু দেখিলেন যে বিদেশী দ্রব্য হইতে যথেষ্ট অল্পমূল্যে বিদেশীর তুল্য জিনিষ বিক্রয় করা যায়। দেশের অর্থ দেশে রাখিব এই মহৎ অনুপ্রেরণায় অনুপ্রাণিত হইয়া জিতেন বাবু গ্রামোফোন ও হারমোনিয়ম তৈয়ারী সুরু করিয়াছিলেন।

*

আজ সারা ভারতে যে "মেগাফোন" মেশিন দেখা যাইতেছে তাহা জিতেন বাবুর কারখানায় নিজের তত্বাবধানে প্রস্তুত। একদিন বাঙালী যুবকের উদ্ভাবনী ও সৃজনী শক্তি যে গ্রামোফোন মেশিন তৈয়ারী করিয়াছিল কে জানিত তাহা আজ সারা ভারতে বর্ম্মায় ও সিংহলে এমন প্রচার লাভ করিবে? জিতেন বাবুর 'মেগা-ফ্লুট' হারমোনিয়মও আজ সমাদৃত।

*

কলের গান তৈয়ারী করিয়া ও তাহার সাফল্যে আশাতীত লাভবান হইয়াই জিতেন বাবু বসিয়া রহিলেন না। স্বদেশী রেকর্ড তৈয়ারীর দিকে তাঁহার দৃষ্টি আকৃষ্ট হইল। ইতিপূর্ব্বে বিদেশী কোম্পানীর রেকর্ড ব্যবসায় একচেটিয়া ছিল। জিতেন বাবুর যখন যে দিকে ঝোঁক যায় তাহা কার্য্যে পরিণত ও সাফল্য মণ্ডিত না করিয়া ছাড়েন না। এই একনিষ্ঠা ও অসাধারণ ব্যবসায় বুদ্ধিই জিতেন

বাবুকে সাফল্যের পথে অগ্রসর করিয়া দিল। তিনি শীঘ্রই স্বদেশী রেকর্ড বাজারে বাহির করিলেন। আজ যে মেগাফোন রেকর্ড ভারতের সর্ব্বত্র সমাদৃত ইহাও জিতেন বাবুর একাগ্রতা ও উদ্ভাবনীশক্তির শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। স্বদেশবাসীর অর্থসঙ্কটের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া অদ্ভুত কৌশলে জিতেন বাবু অল্প সংখ্যক রেকর্ডে সম্পূর্ণ এক একটি পালা তুলিয়া নিতান্ত অল্প মূল্যে বিক্রয় করিতেছেন। তাঁহার প্রচেষ্টাও যে সার্থক হইয়াছে তাহার পরিচয় "খনা" "রামপ্রসাদ" "শকুন্তলা" প্রভৃতি রেকর্ডেই বিদ্যমান।

*

আশা করি বাংলার যুবকগণ আমাদের বাঙালী ব্যবসায়ী জিতেন বাবুর দৃষ্টান্ত অনুকরণ করিয়া চাকুরীর মোহ পরিত্যাগ করতঃ স্বাধীন ব্যবসায়ে মনোনিবেশ করিবেন। একাগ্রতা ও সততা থাকিলে সফলতা অবশ্যম্ভাবী। মূলধনের মোটা সংখ্যা সব সময় প্রয়োজন হয় না। জিতেন বাবুর ছবিতে যে কাপটি আছে এটিই পূর্ব্বলিখিত গ্রামোফোন কোম্পানী প্রদত্ত কাপ।

*

জিতেনবাবুর ব্যবসায়ের ২৫ বৎসর আগামী মাসে পূর্ণ হইবে। বহুসংখ্যক বাঙ্গালী আজ জিতেনবাবুর সুবৃহৎ ব্যবসায়ে প্রতিপালিত হইতেছে। তাঁহারা সকলে একমত হইয়া আশাকরি, ২৫ বৎসর কাল পূর্ণ হইলেই জে. এন, ঘোষ কোম্পানীর রজত জয়ন্তী উৎসবের আয়োজন করিয়া বাঙালীর ব্যবসায় প্রতিভার প্রতি উপযুক্ত সম্মান প্রদর্শন করিবেন।

—সাউণ্ড বক্স

HIS MASTER'S VOICE
October. 1935.

৺পূজার সময় গ্রামোফোন কোম্পানী ১১ খানি একক রেকর্ড ও ৩ খানি রেকর্ডে সমাপ্ত 'শ্রীমন্ত' পালা রেকর্ড প্রকাশ করিয়াছেন। এ মাসের গোড়ার দিকে মেগাফোন কোম্পানীর পূজার রেকর্ডের সমালোচনা বাহির হইয়াছিল। এ সপ্তাহে H. M. V. রেকর্ডের সমালোচনা পত্রস্থ হইল।

*

P 11798. অন্ধ-গায়ক কৃষ্ণচন্দ্র দে দু'খানি কীর্ত্তন গান রেকর্ড করিয়াছেন। "সখি লোকে বলে কালো, কালো নয় সে যে আমারই চোখের আলো" ও "আমি চন্দন হইয়ে শীতল পরশে অঙ্গের পরশ লব" গান দু'টির রচনার সুখ্যাতি না করিয়া পারা যায় না। বাংলা দেশে রেকর্ডে কীর্ত্তন গান গাহিয়া ৺পান্নাময়ী দাসীর পর একমাত্র কৃষ্ণচন্দ্রই সর্ব্বজনপ্রিয় হইয়াছেন। একে কীর্ত্তন, তার উপর কৃষ্ণচন্দ্রের কণ্ঠ—সোনায় সোহাগা হইয়াছে।

*

N. 7416. কয়েকজন গায়ক গায়িকা "বাংলার ছেলে মেয়ে" নাম দিয়া দু'খানি আগমনী গান এই রেকর্ডে গাহিয়াছেন। "এস অনিন্দিতা ত্রিলোক বন্দিতা" ও "এলো মা আমার মা" গান দু'খানি ৺পূজার পূর্ব্বে বাঙ্গালী মাত্রেরই প্রাণে নূতন পুলক সঞ্চারে সমর্থ হইয়াছে। দ্বিতীয় গানটির সুর মধুরতর লাগিল।

*

N. 7417. মিস্ আঙ্গুরবালা "সজল কাজল শ্যামল এস তমাল কানন ঘেরি" ও "পূজার থালায় আছে আমার ব্যথার শতদল" গান দুটি রেকর্ড করিয়াছেন। কিছুদিন পূর্ব্বে বাংলা গজল গানের হিড়িক লাগিয়াছিল। এখন দেখিতেছি 'ভজন' গান 'চল' হইয়াছে। আলোচ্য গানের সুর ও গাওয়া আমাদের খুব ভাল না লাগিলেও, মন্দ লাগে নাই।

*

N. 7418. মিস্ হরিমতী দু'খানি নাচের গান এই রেকর্ডে গাহিয়াছেন। নাচের গান গাহিয়া মিস্ হরিমতী সাধারণ শ্রেণীর শ্রোতার মন-হরণে সমর্থ হইয়াছেন। "কিশোরি! মিলন বাঁশরী" ও "রাসমঞ্চে দোল্ দোল্ লাগেরে" গান দু'খানির সুর আড়ষ্ট ও খাপছাড়া এবং রচনা নিকৃষ্ট শ্রেণীর বলিয়া সুকণ্ঠী গায়িকার যথাসাধ্য প্রচেষ্টা সত্ত্বেও গান দুইখানি আশানুরূপ সাফল্য লাভ করিতে পারে নাই। কর্তৃপক্ষ রচনার দিকে একটু মনোযোগ দিলে বিশেষতঃ লব্ধপ্রতিষ্ঠ কবিদিগের নিকট হইতে রচনা লইলে, এ ত্রুটিটা হয় না।

*

N. 7419. কুমারী যুথিকা রায় (রেণু) দু'খানি মীরার ভজন এই রেকর্ডে গাহিয়াছেন। কুমারী যুথিকার কণ্ঠস্বর অতীব মনোরম এবং গাহিবার প্রণালীও সুন্দর। "ভ্যজ্‌লে রে ম্যন্ গোপাল গুণ" ও "মীরাকো প্রভু সাঁচি দাসী বানাও" মীরার ভজন গান দুটি গায়িকা চমৎকার

*

গাহিয়াছেন। গায়িকার বাণী এখনও তত পষ্ট হয় নাই।

*

N. 7420. ধীরেন্দ্রনাথ দাস দু'খানি রবীন্দ্র-সঙ্গীত রেকর্ড করিয়াছেন। 'সন্ধ্যা হলো গো" এবং "তোরা কে যাবি পারে" গান দুটি পুরাতন হইলেও জনপ্রিয়। প্রথম গানখানি ৺হরেন্দ্রনাথ দত্ত রেকর্ডে গাহিয়া অত্যন্ত জনপ্রিয় করিয়াছিলেন। গান দু'খানি মন্দ লাগিল না। "তোরা কে যাবি পারে" গানটি অপেক্ষাকৃত ভাল হইয়াছে।

*

N. 7421. মৃণালকান্তি ঘোষ দু'খানি 'শ্যামা-সঙ্গীত' রেকর্ডে গাহিয়াছেন। "মহাকালের কোলে এসে গৌরী হলো মহাকালী" এবং "বল রে জবা বল কোন সাধনায় পেলি শ্যামা মায়ের চরণ তল" গান দু'খানির রচনা চমৎকার। সুর-যোজনাও প্রশংসনীয়। গায়ক সুরের মর্য্যাদা রক্ষা করিয়া গান দুটি গাহিয়াছেন। তবে কণ্ঠে একটু ভক্তিরস ও দরদ থাকিলে গান দুটি আরও হৃদয়গ্রাহী হইত।

*

N. 7422. প্রঃ বিমল গুপ্ত দু'খানি কমিক গান এই রেকর্ডে গাহিয়াছেন। "টিকি আর টুপীতে লেগেছে দ্বন্দ্ব" ও "বদনা গাড়ুতে মুখোমুখি বসে দিব্যি হয়েছে ভাব" গান দু'খানির রচনার সুখ্যাতি না করিয়া পারা যায় না। হাস্যরসিক বিমলবাবু তাঁহার নিজস্ব সরস গাহিবার ভঙ্গীতে গান দুটি হাস্যরসের নির্ঝর করিয়া তুলিয়াছেন।

*

N. 7423. মোহাম্মদ কাসেম এই রেকর্ডের এক পীঠে "মরু শাহারা আজি মাতোয়ারা" ইসলামী গান গাহিয়াছেন। অপর পীঠে আব্বাসউদ্দীন ও মোহাম্মদ কাসেম "মোদের নবী কম্‌লীওয়ালা" ইস্‌লামী গান গাহিয়াছেন। গান দু'খানি আশা করি মুসলমান শ্রোতার মনোরঞ্জনে সমর্থ হইবে।

*

N. 7427. গিরীন চক্রবর্ত্তী মহাশয় দু' খানি গান রেকর্ড করিয়াছেন। "ঐ নয়নের নীল সায়রে যাই হারিয়ে প্রিয়া" ও "ফুলেল খেলা খেলবি যদি আয় সখি আয় ফুলের বনে" প্রেম-সঙ্গীত দু'খানি শুনিলাম। গায়কের কণ্ঠস্বর বিশেষ মার্জ্জিত ও সুমধুর না হইলেও গানছুটি শ্রুতিসুখকর হইয়াছে।

*

N. 7428. শ্রীগোপাল লাহিড়ীর পরিচালনায় ঢাকা অর্কেষ্ট্রা পার্টি ভৈরবী ও কাফি সুরে দু'খানি যন্ত্র-সঙ্গীত বাজাইয়াছেন। রেকর্ডখানি সত্যই অভিনব ও সুন্দর হইয়াছে। প্রত্যেক যন্ত্রের একক ও সমবেত বাজনা এমনভাবে গঠিত করা হইয়াছে যে সকল শ্রেণীর শ্রোতাই রেকর্ডখানি শুনিয়া খুসী হইবেন।

*

N. 7424—N. 7426 কাজী নজরুল ইসলাম রচিত "শ্রীমন্ত" পালা এই তিনখানি রেকর্ডে সম্পূর্ণ তোলা হইয়াছে। এই শ্রেণীর ছোট পালার রেকর্ডের পথ প্রদর্শক

ফুলের ব্যথা

—কুমারী অলোকা রায়

একটী সুন্দর ফুল প্রস্ফুটিত হয়ে উঠেছে; তাকে ঘিরে আছে চার পাঁচটী মুকুল! মুকুলগুলির পাশে অনেকগুলি সবুজ পাতা মায়ের মত ফুলটিকে বেষ্টন করে আছে।

প্রস্ফুটিতা সহসা আপনার এই পরিবর্ত্তনে বিস্ময়ে চেয়ে আছে আপন-ভোলা, সৌন্দর্য্যের পানে। একদিকে একটী অপূর্ব্ব আনন্দ,—অপর দিকে তেমনি কি এক অজানা ভয় তার ক্ষুদ্র হৃদয়টীকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছে!

বৃক্ষটী কি এক গভীর আশঙ্কায় সশঙ্কিত হয়ে পুষ্পটীকে আরো নিবিড় স্নেহে বেষ্টন করে ধরেছে। চার পাশের কুঁড়িগুলি ব্যাকুল-ভাবে ফুলটীর পানে চেয়ে আছে···কোন কেউ নিকটে এলেই তাদের করুণ দৃষ্টি আরও করুণ হয়ে ওঠে···

প্রস্ফুটিতা আপনার পরিবর্ত্তনের জন্য বিস্ময়াবর্ত্তে ডুবে গেছে! গত নিশীথেও সে তার পরিবর্ত্তনের বিন্দুমাত্র আভাষ পায়নি! আজ প্রভাতে চোখ মেলেই নিজের পরিবর্ত্তনের সংবাদ পেল। এ যেমনি অভাবনীয়, তেমনি আকস্মিক;—

যখন তারা ভয়ে আনন্দে এই আশ্চর্য্য ব্যাপারের কোথায় কেমনভাবে সমাপ্তি ভেবে পাচ্ছিল না, সেই সময় সেই পুষ্পভারাবনতা বৃক্ষটীর সম্মুখে এসে দাঁড়াল এক পথিক—

তাকে দেখবামাত্রই পুষ্পটী শিহরিয়া উঠ্‌ল। মুকুলগুলোও তাই। বৃক্ষটীই শুধু ধীরে ধীরে শাখা আন্দোলন করে সম্মতি জানাল। পথিক বিস্ময়ানন্দে ফুলটির পানে হাত বাড়াল:—

ফুলটী মুকুলগুলির পানে চেয়ে কি বলতে গেলো কিন্তু পারলে না—চাপা নিঃশ্বাস বাতাসে মিশে গেল···ওগো সে বন্দিনী হতে চায় না, সে চায় না মানবের বিলাস সামগ্রী হতে! সে চায় দেবতার চরণে অর্ঘ্য হয়ে থাকতে! মুখ ফুটে কোন কথাই বেরয় না! আঁখি দুটীতে বেদনা মূর্ত্ত হয়ে উঠে।

মুকুলগুলি তার পানে চেয়ে তার মনের কথা বুঝতে পারে; শুধু গভীর বিষাদে বৃক্ষটীর পানে চেয়ে কি বলতে চায়, তাদেরও কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে যায়, তাদের নয়ন দুটীতে সজল হয়ে ব্যথা ঝরে!

পথিক পুষ্পটীকে তুলে নেয় পরম যত্নে, সন্তর্পণে; সুগভীর স্নেহে:—

ফুলটী বিষাদভরা দৃষ্টিতে মুকুলগুলোর পানে তাকায়—দৃষ্টিতে কাতর করুণ বাণী ফুটে ওঠে,—"ওরে আমার সাধের মুকুল! আশার মালাই নিশিদিন গেঁথে চলেছিলাম। কোনদিন ভাবিনি আমার আশা পূর্ণ হবে! কোনদিন ভাবতে পারিনি—তবু গেঁথেই চলেছিলাম নানা রঙে নানাভাবে—আজ বিধাতার নিগড়ে আমার মালাটীকে কে ছিঁড়ে পথের ধূলায় ফেলে দিল। যেখানে যাচ্ছি, জানি না কিরকম অভ্যর্থনা পাব সেখানে।"

যেটা চাইনি কোনদিন সেই আজ আমার সম্মুখে নেমে এলো। চেয়েছিলুম দেবতার চরণে অর্ঘ্য হয়ে থাকতে!—চাইনি মানুষের বিলাস সামগ্রী হয়ে থাকতে! চাইনি তার আনন্দ হতে, চেয়েছিলাম দেবতার [illegible] হয়ে থাকতে—সে আশা পূর্ণ হল না একজন এসে আমার মালা ছিঁড়ে দিল—কল্পনার স্রোত থেকে তুলে বাস্তবে ভাসাল।···বিদায় আমার মুকুল—বিদায়!! চির বিদায়!!!

মুকুলগুলি প্রস্ফুটিতার গমনপথের দিকে চেয়ে রইল যতক্ষণ না সে দৃষ্টির অন্তরালে গেল।

প্রস্ফুটিত পুষ্পটীকে তুলে অতি আদরে গৃহে আনলো পথিক! সকলেই তার অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যের প্রশংসা করে—পুষ্পটী ব্যথাকাতর সজল দৃষ্টিতে তাদের প্রতি চেয়ে থাকে! বন্দিনী হয়ে থাকতে সে পারে না। মনে পড়ে মুকুলগুলির কথা, তার আশার কথা নয়ন দুটি সজল হয়ে যায়। ধীরে, ধীরে, শুকিয়ে যায়। সকলে বলে, আহা অমন সুন্দর ফুলটী অত শুকিয়ে যায় কেন? ফুলটী কিছুই বলে না, মূঢ়ের মত চেয়ে থাকে, আর অতীত দিনের স্মৃতি বুকের মাঝে জলজল করে ওঠে।

দিন, দিন, ম্লান হয়ে গিয়ে একদিন সে ঝরে পড়ল তার স্থান হতে।

বিষণ্ণ মলিন মুখটীতে কেউ কোনদিন হাসি ফোটাতে পারলে না শত চেষ্টা করেও।

এক এক করে তার সমস্ত সৌন্দর্য্য টুটে গেল। অমন শ্বেত বরণ কাল হয়ে গেল। পাপড়িগুলি ঝরে পড়ল। অবশেষে যে তাকে যত্ন করে গৃহে এনেছিল, সেই আর একদিন আর একটী সুন্দর ফুল নিয়ে এলো পরম যত্নে। ফুলদানীতে তাকে ঝরে থাকতে দেখে বিরক্ত হয়ে বাতায়ন গলিয়ে বাগানে ফেলে দিল—

তারপর,—

কত লোক তাকে দলে দলে যায়, যারা তার [illegible]সৌন্দর্য্য দেখে একদিন যত্ন করেছিল, [illegible] সৌন্দর্য্যহীন দেখে ঘৃণায় মাড়িয়ে চলে যায়!···

মেগাফোন। শ্রীমতী নগেন্দ্রবালা (শ্রীদুর্গা) সরযুবালা (শ্রীমন্ত), নিভাননী (খুল্লনা), পদ্মাবতী (লহনা), আঙ্গুরবালা (দীপালী), রবি রায় (ধনপতি), প্রভৃতি ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছেন। শ্রীমন্তের গানগুলি গাহিয়াছেন মিস্ হরিমতী। পালার রেকর্ডগুলি আমাদের ভাল লাগিয়াছে।

নব নাট্যমন্দির

গত ২৮শে সেপ্টেম্বর সন্ধ্যা ৭॥০টায় শ্রীসত্যেন্দ্রকৃষ্ণ গুপ্তের **শ্যামা** নাটকের উদ্বোধনে আমরা নিমন্ত্রিত হইয়াছিলাম বটে, কিন্তু আমন্ত্রণ-লিপি বেলা ৩টায় পাওয়ায় আমরা উপস্থিত হইতে পারি নাই।

আনন্দ মন্দির

গত ১৩ই আশ্বিন সন্ধ্যায় উক্ত মন্দিরের পূজারীগণ শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক নাটকীকৃত **যোগাযোগ** অভিনয় করিয়াছেন। অভিনয় মোটের উপর মন্দ হয় নাই। যোগাযোগের ভূমিকা নিম্নলিখিত রূপ বণ্টিত হইয়াছিল :—

বিপ্রদাস (নূরনগরের জমিদার)—কেশব দে।

মধুসূদন (রজবপুরের জমিদার)—অমরেন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

নবীন (ঐ ভ্রাতা)—উষানাথ রায়চৌধুরী।

কালু (বিপ্রদাসের কর্ম্মচারী)—উপেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

মুরলী (মধুসূদনের ভৃত্য)—ইন্দুভূষণ মল্লিক।

সরকার (ঐ সরকার)—নিত্যহরি সরকার।

ডাক্তার—কানাই বন্দ্যোপাধ্যায়।

জ্যোতিষী—সুশীল চট্টোপাধ্যায়।

রামস্বরূপ (বিপ্রদাসের দরওয়ান)—শঙ্কর ঘোষ।

কুমু (বিপ্রদাসের ভগ্নী ও মধুসূদনের স্ত্রী) —লক্ষ্মীকান্ত দাস।

শ্যামা (মধুসূদনের জ্ঞাতি ভ্রাতার বিধবা স্ত্রী)—আলোক বসু।

মোতির মা (নবীনের স্ত্রী)—শৈলেন দাস।

সঙ্গীত-পরিচালক—অনাদি দস্তিদার, নির্ম্মল বড়াল ও রবি ভট্টাচার্য্য।

স্মারক—খগেন মিত্র।

মঞ্চ-সজ্জাকর—রবিন সরকার।

ব্যবস্থাপক—বলাই দাস ও ভবতারণ দে।

রূপালী

গত ১লা অক্টোবর মেছুয়াবাজারস্থ ভূতপূর্ব্ব রিপন থিয়েটার এই নব নামে সুসংস্কৃত হইয়া দ্বারোদ্মোচন করিয়াছে।

রাধা ফিল্ম কোং

ইহাদের "কৃষ্ণসুদামা" ও "কণ্ঠহারের" কার্য্য খুব দ্রুতগতিতে অগ্রসর হইতেছে। কণ্ঠহার আগামী বড়দিনের বন্ধে রূপবাণীতে মুক্তিলাভ করিবে।

কালী ফিল্মস্

ইহাদের "বিদ্যাসুন্দর" মুক্তি-প্রতীক্ষায়। "প্রফুল্ল" এবং "কালপরিণয়"ও প্রায় শেষ। দেবকীবাবু নিজে গল্প লিখিতেছেন এবং সেই গল্পের ছবি তিনি করিবেন।

নূতন পরিচালক শ্রীসুকুমার দাশগুপ্ত অবসরপ্রাপ্ত সিভিলিয়ান শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের রচিত "দেবাঙ্ক" গল্পের চিত্রনাট্য রচনায় ব্যস্ত আছেন।

শ্রীমান্ ভুলু উড়িয়া ভাষায় "সীতার বিবাহ" দিতেছেন।

ভারতের প্রসিদ্ধ অভ্র ব্যবসায়ী শ্রীযুক্ত গোপীলাল রাজগড়িয়া
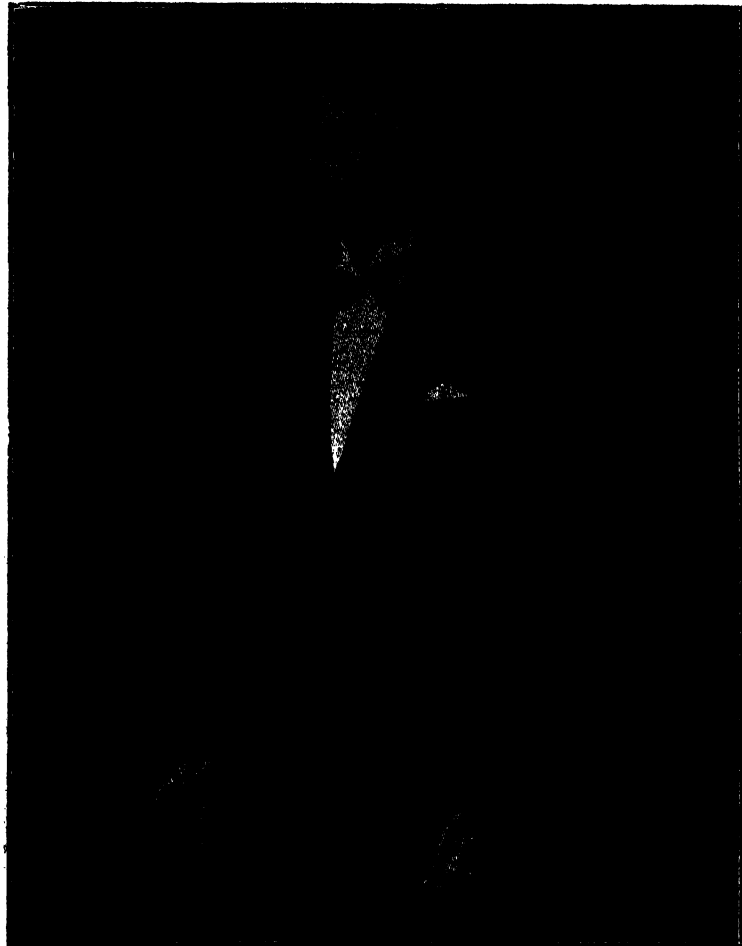
ইষ্ট ইণ্ডিয়া ফিল্ম কোং

পরিচালক জ্যোতিষ মুখোপাধ্যায় "পথের শেষে" তুলিতেছেন। ভূমিকালিপি এখনও আমাদের হস্তগত হয় নাই।

এভারগ্রীন্ পিক্‌চার্স

ইহাদের "স্বয়ম্বরা"র কার্য্য চলিতেছে।

মহানিশা ফিল্মস্

শ্রীনরেশ মিত্রের পরিচালনায় বড়ুয়া ষ্টুডিওতে "মহানিশা" বেশ সজোরেই চলিতেছে। ইহাদের ভূমিকালিপিও আমাদের অজ্ঞাত।

সনোরে পিক্‌চার্স

শ্রীচানী দত্তের পরিচালনায় "খাসদখলে"র কার্য্য প্রায় শেষ হইয়া আসিল।

পপুলার পিক্‌চার্স

যামিনীবাবু শীঘ্রই আর একখানি বাংলা ছবি প্রস্তুত করিবেন, তাহার তোড়জোড়েই তিনি সদাসর্ব্বদা ব্যস্ত আছেন।

চট্টগ্রামে নাট্যাভিনয়

(নিজস্ব সংবাদদাতার পত্র)

কলিকাতা হইতে আগত "নাট্য-নিকেতনের" পক্ষকালব্যাপী নাট্যাভিনয়ের পর দুর্গাপূজার অনতিপূর্ব্বে চট্টগ্রামে স্থানীয় কতিপয় প্রতিষ্ঠান কর্ত্তৃক কয়েকটী অভিনয় ও সঙ্গীত জলসার আয়োজন হইয়াছিল। তন্মধ্যে পাথরঘাটা বালিকা বিদ্যালয়, চট্টগ্রাম মেডিকেল স্কুল ও রহমতগঞ্জ যুবক সম্প্রদায়ের অনুষ্ঠানগুলি বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

বিগত কয়েক বৎসরের ন্যায় এবারও পাথরঘাটা উচ্চ ইংরেজী বালিকা বিদ্যালয়ের বার্ষিক পুরস্কার বিতরণোৎসব উপলক্ষে ছাত্রীদের অনুষ্ঠিত নৃত্য, গীত ও অভিনয় বিশেষ সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে। বিবিধ কার্য্যক্রমের মধ্যে "কোন্ খ্যাপা শ্রাবণ ছুটে এল আশ্বিনের এই আঙ্গিনায়"—রবীন্দ্রনাথের এই সঙ্গীতটীর অপরূপ সুরের তালে কুমারী জ্যোতির্ম্ময়ী, শান্তি ও বকুল এই তিনটী বালিকার "শরৎ বন্দনা" নৃত্য অতি মনোরম হইয়াছিল। অতঃপর ছাত্রীগণ রবীন্দ্রনাথের "মালিনী" নাটক অভিনয় করেন। রাজা, ক্ষেমঙ্কর, সুপ্রিয় ও মালিনীর ভূমিকায় যথাক্রমে কুমারী ভারতি, জ্যোতিঃ ও বকুলের অভিনয় অতি সুন্দর হইয়াছে। চট্টগ্রাম আর্য্য সঙ্গীত সমিতির সম্পাদক শ্রীযুক্ত গঙ্গাপদ আচার্য্য, ডাঃ তড়িৎ কান্তি গুহ, শ্রীযুক্ত সিদ্ধেশ্বর দাশগুপ্ত ও শ্রীযুক্ত চিন্ময় প্রজাপতি প্রমুখ স্থানীয় নাট্য শিল্পীগণের পরিচালনায় রঙ্গমঞ্চের দৃশ্যপট ও আলোক-নিয়ন্ত্রনাদি বিশেষ প্রশংসনীয়।

চট্টগ্রামের প্রবীন ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ মনীন্দ্র ভূষণ দত্ত এই উৎসবের পৌরহিত্য করেন, এবং চট্টগ্রামের ভূতপূর্ব্ব কমিশনার-পত্নী মিসেস্ জে, এন, রায় মহোদয়া বালিকাদিগকে পুরস্কার প্রদান করেন।

মেডিকেল স্কুলের অভিনয়

চট্টগ্রাম মেডিকেল স্কুলের "ড্রামাটিক এসোসিয়েসন" কর্ত্তৃক অপরেশচন্দ্রের "ফুল্লরা" ও তৎসঙ্গে "চিকিৎসা সঙ্কট" দুই রাত্রি অভিনয় বেশ সুন্দর হইয়াছে। "ফুল্লরার"

ভূমিকায় শচীন পোদ্দার ও "কালকেতু"র ভূমিকায় আহম্মদ অতি চমৎকার অভিনয় করিয়াছেন। আর্য্য সঙ্গীত সমিতির সম্পাদক শ্রীযুক্ত গঙ্গাপদ আচার্য্য ও মেসার্স বি, কে, পাল এণ্ড কোংর স্থানীয় ম্যানেজার শ্রীযুক্ত জীবন কৃষ্ণ নাগ পূর্ব্বোক্ত অভিনেতা-দ্বয়কে তুইটী পদক উপহার দিবেন ঘোষণা করিয়াছেন। রঙ্গমঞ্চের সাজসজ্জা, দৃশ্যপট, সঙ্গীত নিয়ন্ত্রণাদি আর্য্য সঙ্গীত সমিতির যোগ্য পরিচালনায় সকলের প্রশংসা লাভ করিয়াছে। ড্রামাটিক এসোসিয়েসনের সম্পাদক শ্রীযুক্ত এস, এম, দাস ও নাট্য-শিক্ষক শ্রীযুক্ত সুখেন্দু সেনের পরিশ্রমও উল্লেখযোগ্য।

অভিনয় শেষে এসোসিয়েসনের প্রেসিডেণ্ট চট্টগ্রামের সিভিল সার্জ্জন ক্যাপ্টেন ফিসার, আই, এম, এস মহোদয় ছাত্রবৃন্দের সাধুবাদ করিয়া যান। উভয় রজনীতেই অভিনয় স্থল চট্টগ্রাম সিনেমা প্যালেসের সুপ্রশস্ত গৃহে শত শত পুরুষ ও মহিলা দর্শকের ভিড় জমিয়াছিল।

সস্ত্রীক মাণিকজোড় ষ্টান লরেল ও অলিভার হার্ডি

শারদ সম্মিলন

শ্রীযুক্ত কিরীটি রঞ্জন দত্ত ও শ্রীযুক্ত সুরথ খাস্তগীরের নেতৃত্বে রহমতগঞ্জ অঞ্চলের যুবক বৃন্দ এক শারদ সম্মিলনের আয়োজন করেন। অন্যান্য অনুষ্ঠানের ন্যায় এখানেও চট্টগ্রামের সরকারী বেসরকারী যাবতীয় নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবৃন্দ ও মহিলাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠাতৃগণের সভাপতি শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত দাসের প্রস্তাবে চট্টগ্রামের প্রবীন জমিদার রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত ক্ষীরোদ চন্দ্র রায় এই উৎসবের সভাপতি পদে বৃত হয়েন। এই অনুষ্ঠানে কুমারী চিত্রা দত্তের ও শ্রীযুক্ত গোপাল দাসের সঙ্গীত, এবং যোগেশবাবুর উড়িয়া নৃত্য অতি উপভোগ্য হইয়াছিল। পরিশেষে স্বর্গীয় রবীন্দ্র মৈত্রের "মানময়ী গার্লস স্কুল" নাটকখানি অভিনয় হয়।

রূপবাণী

ইষ্ট ইণ্ডিয়ার নবতম চিত্তাকর্ষক চিত্র "পায়ের ধূলো" ও উপভোগ্য কৌতুক চিত্র "দিগদারী" রূপবাণীর সুবিশাল প্রেক্ষাগৃহে পূর্ণ এক মাস ধরিয়া চলিতেছে। ২৬শে অক্টোবর শনিবার হইতে পঞ্চম সপ্তাহ আরম্ভ হইবে।

হরিশ্চন্দ্র

প্রফুল্ল ঘোষ পরিচালিত স্বর্গীয় অমৃতলালের স্বনামখ্যাত নাটক **হরিশ্চন্দ্র** ছবিখানির সমস্ত সত্ব "বিজলী" ও "ছবিঘরে"র সত্বাধিকারী শ্রীযুক্ত হরিপ্রিয় পাল মহাশয় পাইওনিয়ার ফিল্মের নিকট হইয়া ক্রয় করিয়াছেন। কাজেই উক্ত ছবিখানি লইয়া একটু চাঞ্চল্যের যে সৃষ্টি হইয়াছে সেটি আশা করি, এইবার নিরস্ত হইবে। পাল মহাশয় ছবিখানি সুসম্পাদিত করাইয়াছেন এবং শীঘ্রই কোনও একটি শ্রেষ্ঠ চিত্রগৃহে মুক্তি লাভ করিবে। আমরা ছবিখানি দেখিয়াছি, সচরাচর বাংলার ছবির আদর্শের অপেক্ষা হরিশ্চন্দ্র যে অনেক উঁচু-দরের হইয়াছে, তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই। ছবিতে অভিনয় করিয়াছেন, শান্তি গুপ্তা, ভাস্কর দেব প্রভৃতি খ্যাতনামা অভিনেতৃবৃন্দ। পাল মহাশয় ছবিঘর হইতে ক্রমশ যে ছবির মালিকও হইলেন ইহাতে আমরাই সর্ব্বাপেক্ষা উল্লসিত। প্রার্থনা করি, তিনি শীঘ্রই একটি ষ্টুডিওরও মালিক হইবেন।

সম্পাদক—

শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায় শ্রীগিরিজা কুমার বসু

১২৩।১, আপার সার্কুলার রোড, দীপালী প্রেসে মুদ্রিত ও দীপালী কার্য্যালয় হইতে দীপালীর সত্বাধিকারী—

Cover and art plates printed at Gaya Art Press 94 Keshub sen Street Calcutta

দীপালী

DIPALI

বাংলার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সাপ্তাহিক

বম্বে টকীজের "Jawani-ki-Hawa" ছবির একটি দৃশ্যে শ্রীমতী দেবিকা রাণী ও নাজাম-উল-হাসান। আগামী শনিবার হইতে গণেশ টকী হাউসে দেখানো হইবে।

৭ম বর্ষ] ১৪ই কার্ত্তিক, ১৩৪২ ঃঃ 31st October, 1935 [৪১শ সংখ্যা

দীপালী
DIPALI

দীপালী কার্য্যালয়—১২৩।১ আপার সার্কুলার রোড
কলিকাতা ফোন বড়বাজার—৩২৫৩
শাখা কার্য্যালয়—১৩১২-এন্. রিজ্ উড্ প্লেস্, হলিউড
কালিফোর্নিয়া, আমেরিকা।

৭ম বর্ষ | ১৪ই কার্ত্তিক, বৃহস্পতিবার, ১৩৪২ ৩১শে অক্টোবর ১৯৩৫ | ৪১শ সংখ্যা

কলাকেলি

একটা কথা মনে পড়ছে। বাংলা দেশের একেলে বড় মেজো ও ছোট কবিদের নাম এখনকার সব পড়ুয়ারই জানা আছে এবং হয়তো তাঁদের কবিতাও অল্প-বিস্তর সবারই পড়া-শোনা আছে। কিন্তু আমাদের আগেকার কবিদের সম্বন্ধেও কি সেই কথা বলা যায়? আমি এখনকার অধিকাংশ যুবক পাঠককে—এমন কি তরুণ সাহিত্যিককেও—জিজ্ঞাসা ক'রে যা জেনেছি তা হচ্ছে এই : তাঁরা আমাদের পুরাণো কবিদের রচনার সঙ্গে পরিচিত নন্ বললেও চলে। সেকালের অনেক ভালো কবির নাম পর্য্যন্ত তাঁরা জানেন না। ইংরেজী প্রবাদ বলে—'মরা মানুষ গল্প বলে না'। ও-প্রবাদটা বোধ হয় তাঁরাও জানেন।

*

বিলাতে কিন্তু ঠিক উল্টো ব্যাপার। সেক্সপীয়র, মিল্টন, শেলি, বাইরণ, কীট্স্, বার্ন্স্, ও ওয়ার্ডস্ওয়ার্থ প্রভৃতি প্রথম শ্রেণীর পুরাণো কবিদের কথা তো ছেড়েই দি, দ্বিতীয়—এমন কি তৃতীয়—শ্রেণীরও উল্লেখযোগ্য প্রাচীন কবিদের নাম ও লেখা সেখানে নানা উপায়ে ও নানা ভাবে সকলের চোখের সাম্‌নে জাগিয়ে রাখ্‌বার চেষ্টা করা হয়। গ্রে, কোল্‌রিজ, হুড্, পোপ্, কাউপার, মিসেস্ হিমান্স্ ও লঙ্‌ফেলো প্রভৃতির মতন কবিদেরও নিয়ে এখনো সেখানে সুযোগ পেলেই এত-বেশী নাড়াচাড়া করা হয় যে, পৃথিবীর যেখানেই ইংরেজী ভাষা গিয়েছে সেখানকারই লোক তাঁদের নাম ও একাধিক রচনার সঙ্গে বিশেষ রূপে পরিচিত। এঁদের নিয়ে এমন ধারাবাহিক আলোচনা না করলে এত-দিনে এঁরা নিশ্চয়ই স্বাভাবিক ভাবেই বিস্মৃতির অন্ধকারে তলিয়ে যেতেন। কেবল সাহিত্যের ইতিহাসেই হয়তো এঁদের নাম দু'চার ছত্রে লেখা থাকত, আজকালকার কোন পাঠকই সখ ক'রে তাঁদের লেখা পড়তে বসতেন না। কিন্তু জাতীয় কবিদের শক্তি ও প্রতিভা সামান্যই হোক্ আর

অস্বীকার করা যায় না। কেবল চাঁদ আর সূর্য্য নিয়েই আকাশের বাহার নয়, তারকাদেরও রূপের মালা তার আসরে দোলে বৈ কি! এইজন্যেই অতীতের বড় কবিদের সঙ্গে ছোটরাও আমাদের নমস্কার লাভ করতে পারেন। সাহিত্যক্ষেত্রে 'প্রোপাগাণ্ডা' কথাটা শুনতে খারাপ লাগে। কিন্তু দেশের প্রত্যেক কবির জন্যে যুগে যুগে ইংরেজরা এই যে বিপুল 'প্রোপাগাণ্ডা' চালিয়ে আসছেন, এর ফল খারাপ হয়নি। ইংরেজী সাহিত্য স্বাধীন ও জীবন্ত জাতির সাহিত্য, তাই অতীতের সামান্য উপকারকেও ত্যাগ ক'রে সে অকৃতজ্ঞতার পরিচয় দিতে রাজি নয়।

*

কিন্তু আমরা? মাইকেল-হেম-নবীনকে এত-শীঘ্র ভোলা অসম্ভব ব'লেই এখনো আমরা তাঁদের ভুলতে পারিনি বটে, কিন্তু এর মধ্যেই তাঁদের রচনা আমাদের অধিকাংশেরই কাছে অপাঠ্য হয়ে পড়েছে। বৈষ্ণব-ধর্ম্মের প্রসাদে চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি, গোবিন্দদাস ও জয়দেব প্রমুখ বৈষ্ণব কবিরা আজও তাঁদের স্বদেশে অপরিচিত হয়ে পড়েন নি এবং ভারতচন্দ্র, রামপ্রসাদ, মুকুন্দরাম, নিধু গুপ্ত ও ঈশ্বর গুপ্ত দস্তুরমত গায়ের জোরেই নিজেদের আসন এখনো দখল ক'রে আছেন। কিন্তু কোথায় গেলেন কবি ঈশানচন্দ্র, সুরেন্দ্রনাথ, বিহারীলাল, কৃষ্ণচন্দ্র, গোবিন্দচন্দ্র দাস ও নিত্যকৃষ্ণ বসু প্রভৃতি স্বার্থহীন সাহিত্যসাধকের দল, বাংলা ভাষাকে শ্রীমতী করবার জন্যে যাঁরা দেহের সমস্ত শক্তি ব্যয় ক'রে গেছেন? দেবেন্দ্রনাথ ও অক্ষয়কুমারের নাম আজও কারুর কারুর মুখে শোনা যায়। কিন্তু নতুন-যুগের কোন ছেলেই তাঁদের বই আর কেনে না। দ্বিজেন্দ্রলালের নাটকের, গানের ও হাসির গানের চাহিদা এখনো আছে বটে, কিন্তু তাঁর কবিতার বই যে আর বিক্রী হয় না, প্রকাশকদের হিসাবের খাতা না দেখেও এ-কথা অনায়াসেই বলা চলে। দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের নাম সবাই জানে নানা কারণে, কিন্তু একালের কয়জন নবীন পাঠকের কাছে "স্বপ্নপ্রয়াণে"র কবি ব'লে তিনি সুপরিচিত? যাঁদের নাম করলুম তাঁদের মতন এমন আরো অনেক কবি সেকালে ছিলেন, এক-সময়কার পাঠকরা যাঁদের অভাব অনুভব করতেন এবং যাঁদের রচনা না থাকলে আগেকার সাময়িক সাহিত্য পরিপূর্ণ আনন্দ দান করতে পারত না। প্রায় দু'শো বছর আগে জন্মেছিলেন কবি চ্যাটারটন, সাহিত্যে বিশেষ রূপে কিছু দান করবার আগেই তাঁর মৃত্যু হয়, তবু ইংরেজরা আজও তাঁর নাম ও লেখার কথা ভুলে যায়নি। কিন্তু পঁচিশ বছর আগে বাংলা দেশে বর্ত্তমান ছিলেন, এমন অনেক ভালো কবির নাম ও লেখার কোন খবরই এখনকার ছেলেরা রাখে না। এমন দেশেও কারুর মনে যে কাব্যের প্রেরণা জাগ্রৎ হয়, এইটুকুই আশ্চর্য্য!

*

যদি বলি, কলকাতার প্রতি পল্লী থেকেই একখানা ক'রে সাময়িক পত্র বেরুচ্ছে, তাহ'লে সেটা বিশেষ অত্যুক্তি হবে না। এই শ্রেণীর অধিকাংশ কাগজেরই পাতা ওল্টালে একই বিষয় দেখা যাবে—একাধিক অপাঠ্য গল্প ও কবিতা, রঙ্গালয় ও চলচ্চিত্রের নটনটীর কথা, বেতার ও কলের গান নিয়ে আলোচনা বা আবর্জ্জনা পরিবেষণ এবং ব্যক্তি বা সম্প্রদায় বিশেষের প্রতি অকথ্য বা অশ্লীল ভাষায় গালাগালি প্রভৃতি। কাগজগুলি হাতে করলেই মনে হয়, যেন সম্পাদকরা পরস্পরের সঙ্গে পরামর্শ ক'রেই বিষয় নির্ব্বাচন করেছেন! বাংলা দেশ এত কাগজ প্রসব করছে, মুদ্রাযন্ত্র নিয়মিত ভাবে এতগুলো টাকা গ্রাস করছে এবং দেশবাসীর মস্তিষ্ক এত-বেশী রাবিশের চাপে ভারাক্রান্ত হয়ে উঠছে, কিন্তু এই সাময়িক পত্রগুলোর সাহায্যে সাহিত্যের কি কোনো উপকারই করা যায় না? "বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদে"র পরিচালকরা অনেক দিন ধ'রেই ব'লে আসছিলেন, তাঁরা নাকি মৃত সাহিত্যিকদের কীর্ত্তি রক্ষা করবেন। কিন্তু মুদ্রাযন্ত্র সৃষ্টির পরে বাংলা দেশে যে-সব সাহিত্যিক আত্মপ্রকাশ করেছেন, "বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদ্" তাঁদের কারুরই কীর্ত্তি রক্ষা করতে পারেন নি। যে সাময়িক সাহিত্যের কথা বললুম, তার দৃষ্টিও যদি কেউ বাংলার গত যুগের সাহিত্যের দিকে আকৃষ্ট করতে পারেন, তাহ'লেও এই অকেজো কাগজওয়ালাদের দিয়ে তবু একটা কাজের মতন কাজ করানো যায়। তাঁরা যদি অতীতের সাহিত্যিকদের সাহিত্যসাধনার ইতিহাস নিয়ে নিয়মিত আলোচনা করেন এবং গত যুগের উল্লেখযোগ্য সাহিত্যিকদের নাম ও কাজ বর্ত্তমান যুগের পাঠকদের চোখের সামনে সর্ব্বদাই জাগিয়ে রাখেন, তাহ'লে কারুরই পক্ষে অতীতকে ভোলা আর সহজ হবে না। এবং আমরাও তাহ'লে দেখতে পাব যে, গ্রে, হুড্ ও কোলরিজের চেয়ে ছোট নন্ এমন অনেক কবি বাংলা সাহিত্যের জন্যে লেখনী চালনা ক'রে গিয়েছেন।

*

এখনো বাংলা দেশে আর কোন নটের কাছে যে শিশির প্রতিভা মাথা নোয়াতে বাধ্য নয়, এতদিন পরে "বিজয়া"র অভিনয় আসরে গিয়ে তার প্রমাণ পেয়েছি। "বিজয়া" লোকের ভালো লেগেছে, "বিজয়া"র গুণের আদর হয়েছে। এক্ষেত্রে "বিজয়া"র দোষগুণ নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা ক'রে লাভ নেই। আমি কেবল দু-একটি বিষয় নিয়ে দু-একটির বেশী কথা বলব না। এতদিন "বিজয়া" দেখিনি বটে, কিন্তু "বিজয়া"র অনেক সমালোচনাই চোখে পড়েছে। একাধিক সমালোচক বলেছেন "বিজয়া"র "রাসবিহারী"র ভূমিকায় শিশিরকুমার নাকি 'গ্যালারি'র পানে তাকিয়ে সহজ, জনপ্রিয় অভিনয় করেছেন। "বিজয়া" দেখে বুঝলুম, শিশিরকুমারের অভিনয় যে জনপ্রিয় হয়েছে ও 'গ্যালারি'র দেবতাদের খুসি করেছে, সে বিষয় নিয়ে মতদ্বৈধ থাকতে পারে না। কিন্তু ভূমিকার উপযোগী অভিনয় ক'রে কোন অভিনেতা যদি জনপ্রিয় হন্, তাহ'লে তিনি যে 'গ্যালারি'র মুখ তাকিয়ে অভিনয় করেছেন এমন কথা আমি কখনোই বলব না। শুনেছি "বিজয়া"র নাট্যরূপ দিয়েছেন শরৎচন্দ্র নিজেই। "রাসবিহারী"র মুখে তিনি এমন সব কথা বসিয়েছেন, রঙ্গমঞ্চের উপরে ঐ কথাগুলি উচ্চারণ ক'রেও কোন অভিনেতা যদি "রাসবিহারী"র আসল স্বরূপ ঢাকবার জন্যে জটিলতার আশ্রয় নেন্, তা'হলে তিনি হাস্যাস্পদ ছাড়া আর কিছু হবেন না। শিশিরকুমারের মতন প্রতিভাবান অভিনেতা যে এই সত্যটুকু ধরতে

পেরেই সোজাসুজি সর্ব্বজনবোধগম্য অভিনয় করেছেন এ-রহস্য অনায়াসেই বুঝতে পারা যায়। "আলমগীরে"র কপটতায় ও "রাসবিহারী"র কপটতায় পার্থক্য আছে অনেকখানি। যে-আত্মগোপনশীল কপটতা "আলমগীরে"র ভূমিকাকে শ্রেষ্ঠ ও বিচিত্র করেছে, তার ভার কখনোই সইতে পারত না "রাসবিহারী"র ভূমিকা।... ... ... "বিজয়া"র অভিনয়ে আর একটি সত্য স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। প্রয়োগকর্ত্তার মস্তিষ্কের প্রসাদে সমগ্র অভিনয় যে কতখানি পুরস্ত ও শ্রীমন্ত হয়ে উঠ্‌তে পারে, এই চিন্তাহীন, রুগ্ন, দীন প্রয়োগনৈপুণ্যের যুগে "বিজয়া" হচ্ছে তারই উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। কোন আগ্রহহীন মুহূর্ত্ত, অকারণ বাহুল্য ও যুক্তিহীন দৃশ্যপটের বাহার এই পালাটিকে কলঙ্কিত করতে পারে নি। বাংলা নাটকে চরিত্রের পর চরিত্রের সমারোহ দেখে শ্রান্ত হয়ে পড়তে হয় এবং তার মধ্যে কোথায় চাপা প'ড়ে যায় নাটকীয় বস্তু ও ক্রিয়া! কিন্তু "বিজয়া"য় উল্লেখযোগ্য ভূমিকা আছে মাত্র চারটি—"রাসবিহারী," "নরেন" "বিলাস" ও "বিজয়া।" "নরেনে"র ভূমিকায় শ্রীযুক্ত বিশ্বনাথ ভাদুড়ীর অভিনয়, যে-কোন নটের জীবনে একটি প্রধান ও গৌরবপূর্ণ ঘটনা ব'লে গণ্য হ'তে পারে। নাম-ভূমিকায় শ্রীমতী কঙ্কাকে আমরা দেখি নি, দেখলুম শ্রীমতী প্রভাকে। তাঁর অভিনয় এক কথায়—অপূর্ব্বতায় মোহনীয় ও সুষমায় অতুলনীয়। আর একটি ছোট ভূমিকা হচ্ছে "পরেশ।" এই ভূমিকার অতি-নবীন নটটিকে আগে কখনো দেখিনি, কিন্তু "বিজয়া"য় তাঁর এই প্রথম আবির্ভাবেই উজ্জ্বল ভবিষ্যতের সূচনা দেখলুম। শ্রীযুক্ত শৈলেন চৌধুরীর "বিলাস"ও ভালো লাগল।

—শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়

গান

—হেমেন্দ্রকুমার রায়

কি গান তুমি যাও শুনিয়ে পায়জোরে,
ছন্দী কোকিল নান্দী যে তার গায় ভোরে!

*

চরণ-ছাঁদে রূপকথা
ভাঙায় মাটির সুপ্ততা!
হৃদয়-সিন্ধু নাচের তালে চায় তোরে!

*

কোন্ সেকালের স্বপ্নপুরীর কন্যা!
পায়ের বোলে সপ্তসুরের বন্যা!

*

সুর শুনে যে জাগ্‌ছে বুক—
বসন্ত-শীত, দুঃখ-সুখ,
হাসির কোণে অশ্রু-বাণী যায় ঝ'রে!

শিশুদের সর্দ্দিকাশি

—ডাঃ পি, সরকার, এম-বি

কিছুকাল পূর্ব্বে আমেরিকার বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বাস্থ্য অধ্যাপক ডাঃ জনসান্তওয়েল বলিয়াছিলেন যে, জাতির ভবিষ্যৎ নির্ভর করে স্বাস্থ্যকায় নীরোগ শিশুর উপর। পৃথিবীর কোন সুসভ্য দেশে শিশুর স্বাস্থ্যের প্রতি উদাসীনতা ভারতবর্ষের মতন আর কোথাও দৃষ্ট হয় নাই। ইহা খুব সত্য। সাধারণের স্বাস্থ্য নির্ভর করে জননীর উপর।

ওয়েলিংটনে পাবলিক হেল্‌থ এসোসিয়েশনের এক অধিবেশনে কয়েকজন খ্যাতনামা বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক এই মত প্রকাশ করিয়াছেন যে, সমগ্র ইউরোপে পূর্ণ সুস্থকায় সবল শিশু কেবলমাত্র রুশিয়ায় দৃষ্ট হয়। সে সমস্ত জাতি বিভিন্ন দেশ হইতে রুশিয়ায় পরিভ্রমণ করিয়া আসিয়াছেন তাঁহারা সকলেই একবাক্যে স্বীকার করিতেছেন যে, ঐ দেশে শিশুর ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে সকলের এক কথা Children first.

আমাদের দেশের জনসাধারণের স্বাস্থ্যজ্ঞান শিক্ষা এত অল্প যে, সন্তান-সন্ততির স্বাস্থ্য পর্য্যালোচনা করা দূরে থাকুক নিজেদের স্বাস্থ্যরক্ষা করিতে অক্ষম। প্রথম অবস্থায় সামান্য সর্দ্দিকাশি অযত্ন ঔদাসিন্যের ফলে ইহা ব্রন্‌কাইটিস, নিউমোনিয়া, এমন কি ক্ষয়কাশ যক্ষ্মায় পরিণত হইতে পারে।

অদ্যাবধি ফুসফুস্‌ ও শ্বাস প্রশ্বাস রোগের যত প্রকার ঔষধ বাহির হইয়াছে, তন্মধ্যে "সিরোলিন রচি" সর্ব্বাপেক্ষা বিশ্বাসী ও শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিয়াছে। ইউরোপের প্রত্যেক গৃহস্থের গৃহে গৃহচিকিৎসার জন্য অন্ততঃ এক বোতল করিয়া "সিরোলিন রচি" স্থানলাভ করিয়াছে এবং যে সকল জননী তাঁহাদের রোগীদিগকে "সিরোলিন রচি" সেবন করাইয়াছেন, তাঁহারাই ইহার গুণ ও উপকারিতা সম্যক উপলব্ধি করিয়াছেন। "সিরোলিন" খাইতে সুস্বাদু বলিয়া শিশুরা বিনা আপত্তিতে সেবন করিয়া থাকে। চল্লিশ বৎসরাধিক কাল ব্যবহারের পর নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে যে, শিশুদিগের পূর্ণ স্বাস্থ্য-

গ্রেস মুর

শীঘ্রই কলম্বিয়ার গীতিবহুল ছবি "On Wings Of Song"-এ ইহাকে দেখা যাইবে।

আলিন জ্যাজ (ফক্স)

ফ্লোরেন্স রাইস (কলম্বিয়া)

(নীচে)—জীন পার্কার (মেট্রো)

সাগর মুভীটোনের "Gay Birds" ছবির একটি দৃশ্য

বিস্ময়

(বড় গল্প)

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

—শ্রীপ্রভবদেব মুখোপাধ্যায়

দেশ ছেড়ে যেতে হবে অনেক দূরে—শুধু দূরে নয়! যুদ্ধের মাঝখানে। সেই ভাল। কারুর কোন ক্ষতি নেই। বাড়ী! একটা অসচ্চরিত্র scoundrel বাঁচলেই বা কি মরলেই বা কি। এ তবু রাজার জন্যে যুদ্ধ করে মরি ত সব শেষ—বাঁচলে ভাবব একদিক দিয়ে দেশের কিছু করেছি। তারপর নিজের চেষ্টায় আজ স্বাধীনতার মুখ দেখছি—আর কি? কারও গলগ্রহ হ'তে হবে না। কেউ ঘৃণায় মুখ ফিরুবে না। সেই ভাল—সেই ভাল। মনে ভাবলুম একবার চন্দ্রনাথের বাড়ী গিয়ে দেখা ক'রে আসি।—সে বাড়ীতেই ছিল। সব শুনে সে দুঃখিত অন্তরে বল্লে;—"ভুল একটু করেছিস্ সত্যি—তবে এতদূর গড়াবে জানতে পারিনি।"

আমি তাকে জোর গলায় বল্লাম;—"ছেড়ে দাও ওসব কথা। তুমি আমায় কি বলতে চেয়েছিলে আজ শুনে যাব।"

সে বল্লে,—"না ভাই তা আর বল্তে পারব না।"

আমি বাধা দিয়ে বল্লাম;—"বলতেই হবে।" সে বল্লে;—"ক্ষমা কর ভাই, আমি পারব না।" আমি অনুরোধে উপরোধে তাকে অস্থির করে তুল্লাম। শেষে সে বল্তে বাধ্য হল। চন্দ্রনাথ গম্ভীরভাবে নতমুখে বল্তে লাগল;—"আমি তোর কাছে ভিক্ষে চেয়েছিলাম। কেন জানিস্। যা' চেয়েছিলাম আমি বেশ জানি তা তোর,' আর কারুর নয়। কিন্তু সেই জিনিষটা আমার প্রাণকে একেবারে পাগল করে তুলেছিল। তখনও জানি না যে সে তোর। আমি দিবারাত্র তা' দেখবার জন্যে কত যে ঘুরেছি তা' বলতে পারিনে। কত চেষ্টা করেছি পাবার জন্যে। পরে জানতে পারি তার আর কিছু নেই যা দিয়ে আমার এই বুভুক্ষু প্রাণের তিয়াসা সে মিটাতে পারে। সব সে তোকেই দিয়েছে। সে দিন বলব মনে করেছিলাম—পারিনি। আমি তাকে চাই, অথচ যাকে চাই সে আমারি বন্ধুর প্রাণের জিনিষ। এ জেনে কি করে বলি বল্ ত! তোর কাছে ভাববার সময় নিয়েছিলাম। কিন্তু বুঝে দেখলাম না বলাই ভাল। তুই এমন ক'রে জোর না করলে কোন দিনও বল্তাম না। তোর জিনিষে আমার অধিকার নেই। জোর ক'রে অধিকার নেবার মত ছোট মন আমার নয়। তাই চুপকরে ছিলাম। চিরকাল থাকতাম।"—

আমি বিস্মিত হয়ে গিয়েছিলাম। চন্দ্র এমনি করে শীলাকে ভালবেসে বন্ধুর অধিকারে হাত পড়বে ব'লে নিজের অন্তরেই তা' লুকিয়ে রেখে কেমন সুন্দর, সহজ, সরলভাবে সংসারের পথ বেয়ে চলেছে। সে এমনি সংযত—আমি এমনি যে সেই একই ভালবাসার এই পরিণাম আজ আমার জীবনে? আজ আমি অসচ্চরিত্র, scoundrel, দেশত্যাগী। মনে হল চন্দ্রনাথ আমার চেয়ে ঢের উঁচুতে। প্রায় চীৎকার করে বলে উঠ্লাম;—"শীলাকে আমি চিনি, সে তোরই যোগ্য।—আমি নিজে গিয়ে তাকে বলে আসিব।—"

সেই মুহূর্ত্তে আমি ছুটে বেরিয়ে পড়লাম চন্দ্রনাথকে সঙ্গে করে নিয়ে। শীলার ঘরে এসে তবে থামলাম। শীলা আমাদের এই ভাব দেখে বিস্মিত হয়ে গিয়েছিল। সারাদিনের পরিশ্রমে, মনের অশান্তিতে আমাকে বোধকরি পাগলের মত দেখাচ্ছিল। আমি তার সামনে গিয়েই ব'লে উঠ্লাম;—"শীলা আমি তোমার যোগ্য লোক নিয়ে এসেছি।"

সে অবাক্ হয়ে বলে উঠ্ল;—"একি বলছ তুমি?"

—"বুঝতেই পারবে যখন এর প্রাণের পরিচয় পাবে।"—চন্দ্রনাথ বেচারী নিতান্ত অপ্রস্তুত হ'য়ে একপাশে দাঁড়িয়েছিল। আমার কাণ্ড দেখে সেও বিস্মিত হচ্ছিল বোধ হয়। শীলা বল্লে;—"তোমার হয়েছে কি"!—

—"কিছু হয়নি, একটা অসচ্চরিত্র, scoundrel-এর কাছে তোমায় মানায় না। মানায় এর কাছে যে আমার চাইতেও আগে হ'তে তোমায় ভালবেসে এসেছে মনে মনে—প্রকাশ ক'রে সে ভালবাসার অপমান করতে চায়নি,—আমার কথা তুমি শুনবে বলেছিলে তাই তোমায় অনুরোধ কচ্ছি, তুমি আমায় ছেড়ে দিয়ে একে গ্রহণ কর"—ব'লেই কোনও উত্তরের অপেক্ষা না ক'রে বেরিয়ে পড়লাম—স্থানভ্রষ্ট উল্কার মত।

পরের দিন ভোরেই বেরিয়ে পড়লাম কর্ম্মজীবনের সূত্রপাত করতে।

*

চারিটি বৎসর আমার জীবনের উপর দিয়ে এক নূতন পরিচ্ছেদের সূচনা করে দিয়ে গেল।—প্রতি মুহূর্ত্তে মৃত্যুর নূতন নূতন ভীষণ মূর্ত্তি দেখে জীবনের উপর মায়া কমে গেল। রক্তের খুন খারাপী রং চোখে একটা হিংসার নেশা জাগিয়ে দিয়ে গেল। রক্তের নেশায় মাঝে মাঝে নিজেদের ভেতরই মারা মারি করে বসতাম। সংসার-সমাজের বহুদূরে সেই মরণলীলা প্রাঙ্গণে দিনরাত কাটিয়ে স্নেহ, প্রেম, মায়া, মমতার কথা ভুলেই গিয়েছিলাম একেবারে। কঠিন নিয়মকানুনের নির্ম্মম বাঁধন জীবনের আষ্টে পিষ্টে এসে ফাঁস

লাগিয়ে রাখত যে মুক্তি পেলেই প্রাণটাকে একটু স্ফূর্ত্তি দেবার জন্য নেচে, গেয়ে, লাফিয়ে একবার করে দিতুম। সেই সময়ে পিছনের ভার বুকে চাপলেই মদ খেয়ে তা হাল্কা করতুম এই রকম ভাবেই কাটতে লাগল আমার দিন।—দিনের পর দিন, মাসের পর মাস—এমনি করে চারিটি বৎসর কেটে গেল। আমাদেরও কাজ ফুরালো। বাড়ী ফেরবার সময়ে আবার পুরানো দিনের স্মৃতিগুলি যেন মূর্ত্তি নিয়েই চোখের সামনে ভেসে উঠ্‌তে লাগল। আবার কেন! সেদিন এদিনে যে অনেক তফাৎ সবই যখন ভিন্ন, শুধু স্মৃতিটুকু কেন প্রাণে আঘাত দিতে আসে। নিজের এমন শক্তি নেই যে তার হাত থেকে নিস্তার পাই। কাজেই মদের মাত্রা বাড়াতে লাগলাম। হাঃ হাঃ! সব স্মৃতির টুটি চেপে সে যে কোথায় তাকে দূর করে দিত জানতেই পেতাম না। বেশ হত। (ক্রমশঃ)

—•—

গান

—শ্রীধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

ও কে কল্‌সি কাঁকে নদীর বাঁকে
জল নিয়ে যায় মল বাজায়ে!—
আমি নিত্যি দেখি,—সত্যি,—
সে চায় যেতে যেতে চোখ্-ফিরায়ে!
তার পরণে লালপেড়ে সাড়ী
হাতে চুড়ি বেলোয়াড়ী,—
তার তাবিজ-বাজু নাছোড় হ'য়ে
জড়িয়ে রয় যে নিটোল গায়ে!
কালো সুতোয় বাঁধা গলায় কামরাঙা মাদুলি,—
তারই মাঝে আধখানা চাঁদ—রূপোর হাঁসুলি!—
কোমরেতে চন্দ্রহার—
চরণ-তালে দোলে রে তার,—
থম্‌কে হঠাৎ দাঁড়ায় সে ওই
বাব্‌লা গাছের ছায়ে,—

তার এলো খোঁপা এলিয়ে পড়ে হঠাৎ
লেগে হাওয়া,—
ঘন মেঘের ঘটা যেন ঈষাণ-আকাশ-ছাওয়া!
শাড়ীর আঁচল পিছ্‌লে পড়ে
শিউরে-ওঠা ঘাসের পরে,—
আকুল হ'য়ে ওঠে বালা সাম্‌লে রাখার দায়ে!

সঙ্গীতের জন্ম-কথা

—শ্রীহরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় বি, এ

মা-নব কথাটী হইতে মানবের সৃষ্টি দেখে বোঝা যায় যে মানব জাতির সৃষ্টি যে কোন্ দিন হয়ে ছিল তার কোন প্রমাণই নেই। তবে এটুকু ঠিক যে জলমগ্ন জগৎটার ভেতর থেকে যে দিন পৃথিবীর সৃষ্টি হ'ল সে দিন থেকেই মানবেরও সৃষ্টি হয়েছিল। আদম ঈভের অজ্ঞতার ফলে ইহার থেকে আর যে কোন কারণেই হোক মানবের সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে সুরের রেশ বেজে উঠলো। Darwin তাঁর Theory of evolutionএ বলেন যে পরিবর্ত্তন আবর্ত্তন বিবর্ত্তন থেকেই মানব সৃষ্টি হয়েছে। তাই যদি হয়, তা হলেও দেখা যায় এই প্রত্যেক কথাটাই বেশ সুরেলা এবং তারাও বেশ একটা সুর থেকেই সৃষ্টি হ'য়েছে।

মানুষের মনের উদ্দীপনার সঙ্গে সঙ্গে সুরের সৃষ্টি হয়, এবং প্রকৃতির আন্দোলনের পরমুহূর্ত্তেই সুরের রেশ বেজে উঠে। তবেই দেখা যায় যে এই সুরের হাওয়া জগৎ বেয়েই চলেছে, তার নেই আদি নেই অন্ত। এই সুরকে যখন ধরে নিয়ে আমরা জুড়ে দিই গানের সঙ্গে তখন গান ভেসে চলে সুরের সঙ্গে দেশ হতে দেশান্তরে, তার থাকে না কোন বিরাম, থাকে না কোন গতির শেষ। এই অনন্তের দিকে ছুটে চলার পথে অনেকেই প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ায়। তাকে থামিয়ে দিয়ে নিজের মধ্যে নিজস্ব করে নিতে চেষ্টা ক'রে, তখনই হয় তার গতির শেষ। ইহাকে বৈজ্ঞানিক মতে সুরের 'ছুটে চলা' বলে।

কাজেই আমরা দেখি যে সুরের শেষ কোন দিনই ছিল না এবং কোন দিনই হবে না। তবে সময়মত সুরের রূপ নানা প্রকারের। কখনও তার গতি অত্যন্ত ক্ষিপ্র, কখনও মৃদুমন্দ, আবার কখনও একঘেয়ে। এই যে রূপের পরিবর্ত্তন ইহার ফলেই নানা সুরের সৃষ্টি হয়েছে। মানুষ যখন কাঁদে তখন তার প্রাণের যে ভাব ধারা, আর যখন হাসে তখন সে ভাবধারা নয়! সেই জন্যেই সুরের গতিও নানা প্রকারের, কারণ হাসির সুর দিয়ে দুঃখ বোঝান যায় না এবং সম্ভবও নয়।

অধ্যাপক শ্রীশ্যামাপদ চক্রবর্ত্তী ১৯৩০ সালের জুলাই হইতে ডিসেম্বরের সংখ্যায় বঙ্গবাসী কলেজ ম্যাগাজিনে এই সঙ্গীতের উৎপত্তি সম্বন্ধে বেশ একটু গবেষণা করেছেন। তাঁর মতের উপর ভিত্তি স্থাপন ক'রে আমি পাঁচটী রাগের সৃষ্টি-তত্ব একটু বলতে চাই।

রবীন্দ্রনাথ বলেছেন মানুষ যখন চিন্তা করতে পারত না কেবল চীৎকার করত তখন থেকেই হয়েছে সঙ্গীতের সৃষ্টি। চিন্তা ক'রতে পারত কিনা তা দেখবার আমার সাহস নেই। তবে একথা বলতে পারি যে মানুষ পুরাকালে যখন বনে জঙ্গলে বাস করত, কথা বলতে পারত না, ইসারা ইঙ্গিতের দ্বারা চল্‌ত তাদের ভাবের আদান প্রদানের জন্য তখন তারা কেবল চীৎকার করত। সেই চীৎকার কিন্তু মাধুর্য্য বর্জ্জিত, কেবলই এক ঘেয়ে। সেই চীৎকার থেকেই হ'ল ভৈরবের সৃষ্টি। ভৈরবের চলতি নাম ভয়রোঁ। এবং ভয়রোঁ শব্দের অর্থ রব, আলাপ করবার সময় হ'ল প্রত্যুষে অর্থাৎ আধ আলো এবং আধ আঁধারের সময়ে। এই রাগটী ঠিক মানব সভ্যতার পূর্ব্ব-যুগের চিহ্ন রেখেছে। আলো আধারের যুগে জন্ম আলো আঁধারের উপর ভিত্তি স্থাপন ক'রে মানব সভ্যতার যুগবার্ত্তা জানিয়ে দেয়।

তারপর যখন মানুষ একটু সভ্যতার আলোক দেখলে তখন আনন্দে নৃত্য করে উঠল, চীৎকারও তরঙ্গায়িত হয়ে উঠল, এই তরঙ্গায়িত অর্থাৎ দোদুল্যমান চীৎকার থেকে যে নূতন সুরের জন্ম হ'ল তার নাম হ'ল হিন্দোল।

ক্রমে সভ্যতা যত প্রসার লাভ কর্ত্তে লাগল তার আনন্দের তরঙ্গ আরও বেড়ে চলল। তখন সে আর যেন তাকে ধরে রাখতে পারে না। আনন্দে ছুটে বেরুতে চায়। এই অভিনয় তরঙ্গায়িত রাগটার নাম হ'ল 'নট নারায়ণ'।

তারপর ঋতুর পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে, মানুষের মধ্যেও এক অভিনব পরিবর্ত্তন গড়ে উঠল। মানুষ তখন নানা ভাবে গলা খেলিয়ে চীৎকার আরম্ভ করল, তখন 'বসন্ত' রাগের সৃষ্টি হ'ল।

ক্রমে মানুষ যতই সভ্য হতে লাগল, তার চীৎকার ক্রমেই কমে গিয়ে সভ্যতার মধ্যে প্রবেশ কল্লে। এই সভ্যতার যুগে যে সুরটা জাগল তার নাম হ'ল 'শ্রী'।

পূর্ব্বেই বলেছি যে বৈজ্ঞনিকের মতে শব্দের গতিরোধ হয় না; সে চলে যুগ যুগ ধরে। তবে কিছুর সহিত সংঘাত ঘটলে প্রত্যাহত হয়ে ফিরে আসে। মানুষও তার গলা সেই সুরের সঙ্গে লাগিয়ে ছুটে চলল। এই যে সুরের সহিত একঘেয়েমি টান দিয়ে কসরত ক'রে চলতে লাগল, তাকেই আমরা 'তান' দেওয়া বলি। কিন্তু ওরকম, বেশীক্ষণ করতে পারবে কেন, তাকে একটু বিশ্রাম কর্ত্তে হ'ল, এই বিশ্রাম করবার জায়গাটার নাম হ'ল 'সম'। আর থামবার জন্যে যে তাড়াতাড়ি কতকগুলি কথার উচ্চারণ ঐ উচ্চারণ-টুকুর নাম 'ছন'। আর ঐ সুরের সঙ্গে গলার ওঠা নামারই নাম "মূর্চ্ছনা" এবং উহার মধ্যের যে কম্পন উহাকেই বলে "গমক"। এই ভাবে সুরের সৃষ্টি হয়ে ছিল বলে মনে হয়।

রবীন্দ্রনাথ বলেন যে আমাদের মন যখন দুঃখে বা সুখে ভরপুর হয়ে উঠে, তখন আর ভাষায় প্রকাশ করা যায় না, তখন কথার গায়ে সুরের রেশ জুড়ে দিতে হয়। এ কথা ঠিক, মনের বিকল অবস্থায় আর ভাষা থাকে না, তখন কেবল থাকে উচ্ছ্বাস এই উচ্ছ্বাস থেকেই হয়েছে সঙ্গীত। আবেগময় প্রাণের ভাষাকেই সঙ্গীত বলে। তবে পূর্ব্বেই আমি দেখেছি তার স্তর বিভিন্ন প্রকারের। এই সঙ্গীতের সৃষ্টি মানব সৃষ্টির পূর্ব্বেও ছিল এবং পরেও আছে। এর কোন দিনই শেষ হবে না। ইহা যুগব্যাপীই চলবে বলে মনে হয়। যেমন নাকি "তুমি কেমন করে গান কর যে গুণী··· কিম্বা "মেঘের পরে মেঘ জমেছে আঁধার ক'রে আসে" ইত্যাদি! গানের রূপটা জমাতে গিয়ে নিজেকে আর বেঁধে রাখতে পারা গেল না। কবি অমনি অবাক হয়ে শুনতে লাগলেন এবং তাঁর প্রাণের ভাষা ভাবকে ছাপিয়ে চলল। অন্ধকার রাজ্যের মধ্যে একাকী নিঃসহায় একটানা অন্ধকারে পড়ে কবির প্রাণের বাঁধন খুলে গেল। আর তাকে ভাষায় খুঁজে পাওয়া গেল না। সে অমনি চলল অনন্তের সন্ধানে এই অনন্তের পিছনে ছুটে চলার যে পথ, সে পথের যে আবেগ ভাষায় শেষ হয় না। তাকে সুরের সঙ্গে গড়ে দিতে হয়। তখনই হয় এক সঙ্গীতের সৃষ্টি। এই প্রকার সঙ্গীতের সৃষ্টি জগতে প্রতি মুহূর্ত্তেই চলেছে—তার বিরাম নেই, শেষও নেই।

এসো তবে এসো তুমি—

—শ্রীপ্রফুল্লরঞ্জন সেনগুপ্ত

আমার শিথান প্রান্তে বসি সন্তর্পণে
মৌন মুখে রহি ক্ষণে ক্ষণে
আরক্ত আনন-পটে অতৃপ্তির দীপ্ত বাণী নিয়া—
কি ভাবিছ প্রিয়া?

চঞ্চলার লীলায়িত তরঙ্গের মত
আমার আনন পটে মাথা করি নত
এঁকে দাও চুম্বন ললাটে,
তৃপ্তিহীন বাসনার হাটে
ক্ষণিকের আনন্দ গীতালি—
আমার অন্তর লোকে জ্বালাক দীপালী।

কাছে এসো কাছে একবার—
অনন্ত অম্বর তলে সীমাহীন মোর অভিসার—
বিলম্বিত করোনাকো আর;
ব্যথাদীর্ণ ললাটের পরে এঁকে দাও
কম্প্র ওষ্ঠে তোমার চুম্বন,—
আমার চলার পথে তাই মোর হোক চিরন্তন।

এসো কাছে এসো প্রিয়া—
বারেক শিহরি দিয়া বক্ষ মোর উঠুক দুলিয়া;
অন্তর ভরিয়া যাক্ হাসি কলরবে—
শাশ্বত-বেদনা মাঝে ক্ষণিকের মহান্ উৎসবে।

লজ্জা কিবা—এ চুম্বন নহে হীন প্রিয়া;—
আকাশ ধরার বুকে তারি স্পর্শ দিয়া
বাঁধিয়াছে আপনারে,—
চন্দ্রলোক চুমিছে সায়রে:
চিরন্তন সে বাঁধন—মুক্ত স্বচ্ছ পবিত্র চুম্বন,—
সে যে চিরন্তন।

এসো তবে এসো তুমি,
উৎসারিত তীব্র রসে আমার ললাট চুমি'—
বলো মোরে:—ওগো প্রিয়
ওগো মোর অনির্ব্বচনীয়,
এ চুম্বন—
—এ যে চিরন্তন।

"তুমি যখন আসবে প্রিয় তোমার স্বর্ণ রথে"— (গল্প)

—শ্রীঅসিতরঞ্জন চৌধুরী

সংসারে মরা-বাঁচাটা বড্ড একঘেয়ে হয়ে উঠেছে! জন্ম মৃত্যুই যেন পৃথিবীর মধ্যে সব চেয়ে বড় সত্য। সবাই ব্যস্ত জন্মকে অভিনন্দন করতে আর মৃত্যুকে এড়িয়ে চলতে, কিন্তু সৃষ্টির এমনি সুন্দর নিয়ম যে অভিনন্দনই করো আর এড়িয়েই চলো তারা ঠিক সমানভাবে সংসারের পথে চলতে থাকে।

তখন আমি আসামের এক স্কুলে পড়ি। প্রথম যেদিন স্কুলে ভর্ত্তি হই সে দিনের স্মৃতি আমার মানস-জীবনের সঞ্চিত এক সম্পদ। ক্লাসে ঢুকে দেখলুম সবার চেয়ে ছোট ছেলে যেন আমিই। বিদ্যালয়ের ওপর সাধারণ ছেলের মত আমারও জন্ম-ভয় ছিল।—তাই যখন প্রথম এসে ক্লাসে ঢুকলুম—সেটা ছিল সংস্কৃত ক্লাস—এক প্রৌঢ় (তৃতীয় পক্ষ বোধ হয়) মাষ্টারের হস্ত-পদ-মস্তক-বদন ইত্যাদির দ্রুত সঞ্চালনের দ্বারা ছাত্রদের বোধগম্য করবার ব্যর্থ প্রয়াস দেখে আমি একেবারে অবাক হয়ে গেলুম। ক্লাসে গিয়ে যে বেঞ্চিতে বসতে হবে সে বড় কথাটাও ভুলে গেলুম। হঠাৎ মাষ্টারবাবু তাঁর সেই feelings খানিকক্ষণের জন্য থামিয়ে রেখে বললেন,—"এই, বেঞ্চিতে গিয়ে বসো।" অপ্রত্যাশিত আক্রমণের জন্য আমি আদৌ প্রস্তুত ছিলাম না—তাই কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়ভাবে ক্লাসের দিকে সকরুণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলুম। হঠাৎ আমার হাত ধরে একটী ছেলে এসে বল্লে,—"এসো ভাই চলো আমরা একসঙ্গে বসিগে।" এই ছেলেটী প্রথম দিনই অনাহুতের মতন আমায় ওর পাশে জায়গা করে দিলে। কে জানত এই-ই আমার বাকী সমস্তটা জীবন কাঁদিয়ে কাটাবে। তার এ অভিনন্দনের ভেতর লুক্কায়িত এত তীব্র বিষ আছে জানলে কে চাইত তার আলিঙ্গন, কে চাইত তার পাশাপাশি স্থান। কে ভিক্ষে ক'রত তার কৃপা!! চেহারা ওর মোটেই সুন্দর নয়; পাহাড়ীদের মতন দেখতে বেঁটে, খাঁদা নাক, ছোট ছোট চোখ।

আমাকে ওর পাশে বসিয়েই হাত ধরে বললে—আমার নাম সুরজিৎ, তোমার নাম কী ভাই? এ রকম চেহারা থেকে এ রকম কথাটা মোটেই শোভন নয়। এ সমস্ত দেখলে ভগবানের judgment of proportion এর ওপর একটু সন্দেহ হয়।

উত্তর দিলুম—আমার নাম দেবেন্দ্র, বাড়ীতে আমায় চুণী বলে ডাকে।

"আমিও তোমায় চুণী বলে ডাকবো। তোমরা নতুন এসেছ না?"—আরও দু'তিন কথার পর বল্লে, "আমার চেহারা দেখে হাসছো; না? আমি কিন্তু ভাই বাঙ্গালীও নই আসামীও নই।

অবাক হয়ে গেলুম। এই চেহারাটা যদি আসামীদের না হয় তবে আর কোন ভাগ্যবান জাতি এ হেন আকৃতিটিকে বক্ষে ধারণ করে কৃতার্থ হয়ে আছে তা ভেবেই পেলুম না। তার পর বল্লো—আমি ভাই মনিপুরী। রাজা টিকেন্দ্রজিতের বংশধর; আমার কাকা এখানে Excise Supdt. (এক্সাইস্ সুপারিণ্টেনডেণ্ট) তাঁর কাছে থেকেই আমি পড়ি।

টিকেন্দ্রজিতের নাম শুনে তাকে মারতে গেলুম। বাবা সরকারী চাকুরে, ভর্ত্তিও হয়েছি সরকারী স্কুলে হঠাৎ টিকেন্দ্রজিতের নাম কেন? আবার তার বংশধরের পাশেই বসতে হচ্ছে। কতক্ষণে ঘণ্টা বাজবে আর কতক্ষণে ওর কাছ থেকে পালাব তাই ভাবতে লাগলুম। ভগবান হয়ত আমার মনের কথা বুঝে খুব হেসেছিলেন।

স্কুলের ছুটীর পর আমার হাত ধরে ও বল্লে,—"আমাদের বাড়ীতে বিকেল বেলায় আসবি কিন্তু ভাই, এমনি, গল্প করবো। না গেলে কিন্তু ভারি রাগ করবো।"

বিকেলবেলায় ওদের বাড়ী গেলুম। দূর থেকে দেখতে পেয়ে ফটক অব্দি দৌড়ে এসে আমার হাত ধরে ও বাড়ীর ভেতর নিয়ে গেল। একদিনের পরিচয়ে বাড়ীর মধ্যে নিয়ে যায় এমন লোক আমার জীবনে এই প্রথম। তার কাকীমাকে গিয়ে প্রণাম করলুম। ওঁকে দেখলেই কী এক অজানিত পুলকে, শ্রদ্ধায় মাথা আপনি নুয়ে আসে। দেখতেও ঠিক বাঙ্গালীর মত। স্পষ্ট বাংলায় আমায় বল্লেন,—"তোমার নামই বুঝি দেবেন্দ্র? বুড়ো আজকে স্কুল থেকে এসে তোমার কথাই বলছিল।" আচ্ছা পাগল ছেলে ত! এক বেঞ্চিতে বসেছিলুম বলে এত কী ভাব ওর সঙ্গে হয়েছিল যে বাড়ী এসেও আমার গল্প করলে? কাকীমা খুব খাইয়ে দিলেন—সপ্তাহে অন্ততঃ এক দিন আসবো এই প্রতিশ্রুতি দিয়ে তবে ছুটী পেলুম।

বাইরে এলে পর সুরজিৎ আমার হাত ধরে বল্লে,—"চলো বেড়িয়ে আসি"—পথে যেতে যেতে অনেক কথা গেল,—আমরা ক' ভাই ক' বোন—আমাদের বাড়ী কোন দেশে ইত্যাদি। হঠাৎ বল্লে"—চুনী কে একজন ইংরেজ কবি বলেছেন প্রথম দৃষ্টিতে ভালবাসা জন্মায় তা তুমি বিশ্বাস করো?"

"কেন?"

"না এম্নি। আমি কিন্তু এতদিন করতুম না, কিন্তু এখন থেকে আর অবিশ্বাস করবো না।"

তার পর দিন থেকে দুজনে রোজ বিকেলে নদীর ধারে বেড়াতে চলে যেতাম—সেখানে কত কথাই না হোত—"আচ্ছা চুনী, তোর বাবা যদি এখন এখান থেকে বদলী হয়ে যান তাহলে তুই কী করবি?"

"তোর এখানে থেকে আমি পড়বো"—উত্তরে সে একটু হাসলো শুধু। হাসির অর্থ বোঝা অসম্ভব। তারপর দুজনেই মেঘের দিগন্ত অনাদৃষ্ট সুদূর যাত্রার দিকে তাকিয়ে থাকলো।

ঠিক মনে আছে সেদিন বুধবার, অঙ্কের ক্লাস। সুরো এসে ক্লাসে ঢুকলো, অন্য দিন প্রথম ক্লাসে ঢুকেই আমার দিকে তাকিয়ে মিষ্টি হেসে তবে অন্য কথা বলতো—কিন্তু আজ গম্ভীর। ঠাট্টা করে বল্লুম—"কিরে সুরো, ভূমিকম্পে বুঝি মণিপুরের রাজবাড়ী পড়ে গেছে!" "উত্তরে সে শুধু একটুখানি হাসলো। লীজারের ঘণ্টা পড়লে ও এসে বল্লে—"চ' একটু ঘুরে আসি।"

দুজনে নীরবে পথ চলতে লাগলুম। হঠাৎ বলতে পেলুম "চুনী, আমরা আসছে সোমবারে শিলং চলে যাচ্ছি। কাকাবাবু বদলী হয়েছেন।" শুনে মনটা কেমন হয়েছিল মনে নেই, তবে যে কাঁদিও নি হাসিও নি, ঠিক মনে আছে। "চলে গেলে চিঠি ঠিক লিখবি তো?" 'ভুলে যাবি না'?

যাবার দিন ষ্টেশনে গেলুম। কাকীমা আর একবার শিলং বেড়াতে যাবার জন্য অনেক করে বললেন। সুরো আমার হাত ধ'রে প্ল্যাটফরমের এক ধারে টেনে নিয়ে গেল, তোকে একটা উপহার দি—বলে' পকেট থেকে তার একটা ছোট ফটো বের করলে। হাতে পেয়ে মনে হ'ল আমি যেন এইটেই এতক্ষণ খুঁজছিলাম। এই স্মৃতিটুকু নিয়ে যাব বলেই যেন এতদূর হেঁটে আসা। "কখনও ভুলে যাস্ না। মনে রাখিস একজন অকৃত্রিম বন্ধু পেয়েছিস যে তোর কথা সব সময় ভাববে।"

ট্রেণ ছাড়লো। সুরো টপ্ করে গাড়ীতে লাফিয়ে উঠে সমস্ত জানালাগুলো বন্ধ করে দিলে। আমি একলা এই জনবহুল প্ল্যাটফরমে দাঁড়িয়ে রইলাম। বাড়ী যেতে পা যেন কিছুতেই চলতে চায় না, ইচ্ছে করছে দৌড়ে ঐ গাড়ীতে উঠে বসি—সুরোকে গিয়ে বলি —'সুরো, আমিও তোর সঙ্গে শিলং গিয়ে পড়বো'। এর আগে কোন দিন বুঝতে পারিনি, এই পাহাড়ী ছেলেটা কী ক'রে আমার অতর্কিতে এমন ভাবে আমার বুক জুড়ে বসেছে। দুই দিন পর চিঠি এলো—অনেক করে লিখেছে, সপ্তাহে অন্ততঃ দু'খানা করে চিঠি যেন তাকে দিই. দিয়েছিলামও।

তিন বছর পরের কথা। আমি আর সুরো আবার এক জায়গায়, একই কলেজে পড়ছি। এখানেও রোজ বিকেলে দুজনে চলে যেতাম নদীর দিকে বেড়াতে। সেখানে বসে বসে এই দীর্ঘ তিন বছরের সঞ্চিত বেদনার ফর্দ্দ দিতে দুজনেই ব্যস্ত থাকতুম। সে বলতো,—'তুই নিশ্চয় আমায় ভুলে গিয়েছিলি। না?' "হ্যাঁ, ভুলে গেলে আবার চিঠি লেখে কী করে রে, গাধা।"

সে দিন আকাশটা খুব পরিষ্কার। সূর্য্যদেব তখন বিদায় নেবার আগে, সারা দিনের পরিশ্রমের পর বিশ্রাম-আসার আনন্দের প্রাণ মাতান হাসি দিয়ে সমস্ত আকাশটাকে অলক্ত-রাগে রঞ্জিত করে দিয়েছিল। একটুকরো মেঘ, দেখতে ঠিক ছবির সেই কালের রথের মতন, ভাসতে ভাসতে এই হাসির ফোয়ারায় নিজেকে জড়িয়ে ফেললে। আমার দৃষ্টি সেদিকে আকৃষ্ট করে বল্লে—বাঃ কী চমৎকার। দেখতে ঠিক একটা সোণা দিয়ে তৈরী রথের মতন। নয়? আমি যদি তোর আগে মরে যাই তাহলে আমি ঐ রথে করে এসে তোকে হাতছানি দিয়ে ডাকবো, আর তুই তখন এম্নি করে এখানে বসে আমার দিকে তাকিয়ে থাকবি, কী মজাই না তখন হবে!" এর কোন উত্তর দিইনি, কী জানি কেন খুব ভয় করেছিল।

২।৩ দিন পরেই পূজোর ছুটী। আমার বি, এ এগ্জামিনের পড়া তৈরী করতে হবে বলে মেসেই থেকে গেলুম, সুরো বাড়ী গেল। এর মধ্যে সুরোর কোন চিঠি পাইনি, মনটা খুব খারাপ। দিন ১৫ পর একদিন পিয়ন এসে বল্লে—চিঠি হ্যায় বাবু—দৌড়ে গিয়ে নিয়ে এলুম। স্কুলের চিঠি। ঠিকানা দেখে মনে হলো সুরোর দাদার হাতের লেখা। অজানিত এক আশঙ্কায় মন কেঁপে উঠলো। এক নিঃশ্বাসে খাম ছিঁড়ে চিঠিখানা পড়তে লাগলুম। তারপর কী হোল বলতে পারি না।

যখন চোখ চাইলুম দেখি এক সাহেব ডাক্তার আর দুজন নার্স আমার পাশে বসে। 'আর কোন ভয় নেই' বলে ডাক্তার উঠে গেলেন। এক মাস পর বিছানা ছেড়ে উঠলুম। বুকের যন্ত্রনা আদৌ কমলো না, বরং বাড়তে লাগলো। মেসের আর সব ছেলেরা যখন এগ্জামিনের পড়া তৈরী করতো আমি তার সেই উপহার দেওয়া ছোট ছবিটা বুকে করে চোখের জলে ভাসিয়ে দিতুম।

সেদিন অনেক সাহস করে শ্মশান ঘাটে গেলুম। কোন মতে আমাদের আগেকার আসনে আমি একলা গিয়ে বসলুম—কারণ সে যে বলেছিল—আমি এখানে বসে থাকবো আর সে স্বর্ণরথে করে এসে আমায় হাতছানি দিয়ে ডাকবে। কিন্তু কৈ? তবু পশ্চিম কোনে শুধু এক আশায় তাকিয়ে রইলুম—

"তুমি যখন আসবে প্রিয়
তোমার স্বর্ণ রথে—।"

বিশ্বরাষ্ট্র সঙ্ঘের সমাচার

বিশ্বরাষ্ট্রসঙ্ঘের ষোড়শ অধিবেশন

(জেনিভা)
ডাকযোগে প্রাপ্ত

বিবিধ আন্তর্জাতিক সমস্যার মীমাংসা

সম্প্রতি জেনীভাতে রাষ্ট্রসঙ্ঘের ব্যবস্থা-পরিষদের (Assembly) ষোড়শ অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। সেপ্টেম্বর মাসের ৯ই হইতে সুরু করিয়া ২৮শে পর্য্যন্ত সভা-কার্য্য চলিয়াছিল। চেকোশ্লোভাকিয়ার প্রতিনিধি ম স্যিয়ে বেন্‌স্ (Benes) সভাপতি নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন।

রাষ্ট্রসঙ্ঘের সদস্য ৫৯টী দেশের মধ্যে ৫৪টী দেশ এই অধিবেশনে প্রতিনিধি পাঠাইয়াছিলেন। এই প্রতিনিধিবর্গের মধ্যে ২৫টী দেশের প্রধান মন্ত্রী এবং বৈদেশিক সচিবগণ উপস্থিত ছিলেন। ১৬ই সেপ্টেম্বর মন্ত্রণাপরিষদের জন্য তিনটী অস্থায়ী সভ্য নির্ব্বাচন হইয়াছে—পোল্যাণ্ড, ইকোয়েডর এবং রুম্যানিয়া।

২৮শে সেপ্টেম্বর অধিবেশনে স্থির হয়, বর্ত্তমান আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির জন্য সভার অধিবেশন সমাপ্ত না করিয়া কিছুদিনের জন্য মুলতুবী থাকিবে। সুতরাং প্রয়োজন হইলেই ব্যবস্থাপরিষদের সভাপতি অধিবেশন আহ্বান করিতে পারিবেন।

নিম্নলিখিত বিষয়ে মীমাংসা গৃহীত হইয়াছে :—

গঠন এবং আইন-সংক্রান্ত বিষয়

স্থির হইয়াছে যে এখন হইতে মন্ত্রণা-পরিষদের (Council) সভাপতি ব্যবস্থা-পরিষদের অধিবেশনের আট দিন পূর্ব্বেই সঙ্ঘের আয় ব্যয় সমিতির অধিবেশন আহ্বান করিতে পারিবেন এবং বিভিন্ন সমিতির অনুরোধে ব্যবস্থাপরিষদে আলোচনা না করিয়াই কয়েকটী বিশেষ প্রস্তাব সম্বন্ধে সভ্যদিগের ভোট লইতে পারিবেন।

পূর্ব্বে আন্তর্জাতিক আদালত সংক্রান্ত আইন সংশোধন করিবার যে প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছিল, আগামী ১৯৩৬, ফেব্রুয়ারী মাসে তাহা যাহাতে কার্য্যকরী হইতে পারে তাহার ব্যবস্থার ভার মন্ত্রণা-পরিষদের হস্তে অর্পিত হইয়াছে।

ব্যক্তিগত আইন, বিষয় সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক আইন এবং হোটেল-রক্ষকদিগের দায়ীত্ব সম্বন্ধে আইন প্রভৃতি যে সকল কার্য্য রোমের আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানে সম্পাদিত হইয়াছে, সেগুলির প্রতিও ব্যবস্থাপরিষদ সদস্যদিগের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন।

বিভিন্ন দেশের মহিলাদিগের রাজনৈতিক ও সামাজিক অধিকার সম্বন্ধে বিভিন্ন রাষ্ট্র-শক্তির মন্তব্য ও অভিমত সংগ্রহের ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

সামাজিক ও জনহিতকর কার্য্য

নারী ও শিশু বিক্রয় ব্যবসা এবং অশ্লীল পুস্তকাদির ব্যবসারোধকল্পে ১৯২১ এবং ১৯২৩
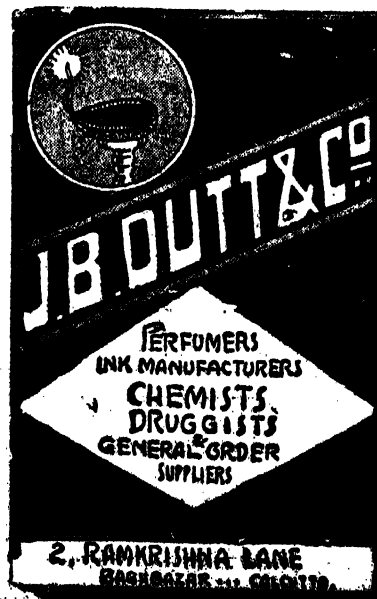
খৃষ্টাব্দে যে দুইটী বিশেষ চুক্তি গৃহীত হইয়াছিল, বর্ত্তমানে তাহা সমস্ত দেশ কর্ত্তৃক অনুমোদিত হইয়াছে। সুদূর প্রাচ্যে যে সকল রুশ নারীর অস্তিত্ব এবং দুরবস্থা সম্বন্ধে জানা গিয়াছে তাহার নিবারণের ব্যবস্থা হইয়াছে। সুদূর প্রাচ্যে যে সকল আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান কার্য্য করিতেছে, এই হতভাগিনীদের দুঃখ-মোচনের ভার সেগুলির হস্তে দেওয়া হইয়াছে। ইহা ছাড়া, সুদূর প্রাচ্যবাসিনী কোন মহিলার উপর ভার দেওয়া হইবে যাহাতে তিনি উক্ত প্রতিষ্ঠানগুলির কার্য্যের সহিত রাষ্ট্রসঙ্ঘের কার্য্যের সমন্বয় সাধন করিতে পারেন। এই বিষয়ে ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দে একটী সম্মেলন আহ্বান করা হইবে। প্রাচ্যদেশের নারী-ব্যবসারোধকারী শাসন কর্ত্তৃবর্গ এই সভাতে নিমন্ত্রিত হইবেন।

শিশুমঙ্গলের কার্য্যপ্রসঙ্গে ব্যবস্থাপরিষদ বলিয়াছেন, যে সমস্ত দেশে এখনও পর্য্যন্ত শিশুদের জেলে যাইবার সাজা দেওয়া হয়, তাহা উঠাইয়া দিয়া অপরাধী শিশুদের জন্য এমন কোন দণ্ডের ব্যবস্থা করা উচিৎ, যাহা কেবলমাত্র শিক্ষা হিসাবে প্রবর্ত্তন করা যাইবে। শিশুদের উপর দুর্ব্যবহার যাহাতে বন্ধ হইতে পারে, ব্যবস্থাপরিষদ-সঙ্ঘের শিশু-মঙ্গল সমিতিকে সে বিষয়ে চেষ্টা করিতে অনুরোধ করিয়াছেন।

বুদ্ধিবৃত্তি সহকারিতা

বুদ্ধিবৃত্তি সহকারিতার কার্য্যও বেশ সন্তোষজনক ভাবে সম্পন্ন হইয়াছে। এই প্রসঙ্গ আলোচনার সময়ে ব্যবস্থাপরিষদ বলিয়াছেন, রাষ্ট্রসঙ্ঘ এবং অন্যান্য আন্তর্জাতিক বিষয়ে যাহাতে শিক্ষার বিস্তার হইতে পারে তাহার জন্য শিক্ষা সম্বন্ধে অভিজ্ঞ ব্যক্তিদিগের নানা দেশে ভ্রমণের সুবিধা বিধান করা প্রয়োজন। বিভিন্ন দেশের সাহিত্য হইতে

—সাউণ্ড বক্স

COLUMBIA RECORDS
October—1935.

৺পূজা উপলক্ষ্যে কলম্বিয়া কোম্পানী সর্ব্বসমেত ৭ খানি বাঙ্‌লা রেকর্ড প্রকাশ করিয়াছেন। আজ তিন বৎসরের উপর ইহারা বাঙ্‌লা রেকর্ড প্রকাশ করিতেছেন কিন্তু আর্টিষ্ট ও ভাল ট্রেনার না থাকার দরুণ অধিকাংশ রেকর্ডই লোকপ্রিয় হয় নাই। ইদানিং প্রসিদ্ধ ট্রেনার তুলসী লাহিড়ী মহাশয় যোগদান করায় রেকর্ডের কিছু উন্নতি হইয়াছে।

*

G. E. 2287. শ্রীমতী উত্তরা দেবী এই রেকর্ডে দুইখানি গান গাহিয়াছেন। গান দুটিই আগমনী এবং স্বর্গীয় বরদাকান্ত দত্তের রচনা। "মেঘ সনে মেঘ করে হুড়াহুড়ি" এবং "কোলে নে মুছায়ে আঁখি" গান দুটির রচনা পুরাতন ধরণের এবং সুর-যোজনাও তদ্রূপ। গায়িকার দরদী কণ্ঠে গীত এবং আগমনী বলিয়া আমাদের ভাল লাগিল।

*

G. E. 2288. শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রনাথ বল "প্রিয় তুমি মোর প্রিয়" ও "মোর প্রিয়ের নয়ন তুমি কি যাদু জান" গান দুটির রচনা শ্রীধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের ও সুর দিয়াছেন শ্রীতুলসী লাহিড়ী। ভৈরবী ও মিশ্র বেহাগ সুরে গান দুটি সুকণ্ঠ গায়ক দরদ দিয়া গাহিয়াছেন বলিয়া শ্রুতিমধুর হইয়াছে। এই শিল্পী কলম্বিয়ার একটি সম্পদ।

G. E. 2289. কুমারী লতিকা মিত্র (এ্যামেচার) "আজকে আমার মেঘলা রাতে পরাণ ওঠে দুলে" ভাটিয়ালী এবং "ডাকো ডাকো বনের পাখী" ভজন গান গাহিয়াছেন। গানের রচনা ও সুর মন্দ নয়। গায়িকার সুমিষ্ট ও সুরেলা কণ্ঠে গান দুটি মন্দ লাগিল না।

*

G. E. 2290. কুমারী সতী গুপ্তা বি-এ. (এ্যামেচার) সুকবি ধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় রচিত "আমি যখন চাইব পথের পানে" ও "ওরে ক্ষ্যাপা ওরে পাগল" গান দুটি গাহিয়াছেন। একে ধীরেনবাবুর মিঠে হাতের রচনা তার উপর শ্রীযুক্ত তুলসী লাহিড়ীর মনোরম সুর-যোজনা—একেবারে মণিকাঞ্চন সংযোগ হইয়াছে। গায়িকা সুর ও রচনার মর্য্যাদা রক্ষা করিয়া গাহিয়াছেন।

*

G. E. 2291. মিস আশালতা "হে প্রিয় কথা বলো" ও "পরেছে সন্ধ্যা সখী তারার মালা" গান দুটি এই রেকর্ডে গাহিয়াছেন। এ গান দুটির রচনা ভাল এবং সুর-যোজনাও নিন্দনীয় নয়। বাহার মিশ্র গানখানি আমাদের অপেক্ষাকৃত ভাল লাগিল।

*

G. E. 2292. কলম্বিয়া ভ্যারাইটিজ শ্রীতুলসী লাহিড়ী রচিত দু'খানি কমিক কথা বলিয়াছেন। "প্যানকেটুর চাকরী গেল" কৌতুক কথা শুনিয়া হাস্ত সংবরণ করা কঠিন। অথচ রচনা realistic. "নরক গুলজার" কমিক কথাগুলি শুনিতে বসিলে হাসির চোটে ঘর ফাটাইতে হয়। তুলসীবাবুর কমিক রচনায় মুন্সিয়ানা আছে।

*

G. E. 2298. মিঃ আব্দুল সালাম হারমোনিয়ম বাজাইয়াছেন এই রেকর্ডে। হারমোনিয়াম যন্ত্র নিতান্ত সাধারণ বাদ্যযন্ত্র। প্রায় সকলেই কিছু না কিছু বাজাইতে জানেন। কিন্তু এই সাধারণ বাদ্যযন্ত্রে 'খাম্বাজ' ও 'জিলা পলাশী' সুরে বাদক যাহা বাজাইয়াছেন তাহা অসাধারণ সন্দেহ নাই।

*

MEGAPHONE RECORDS.

মেগাফোনের নূতন পালার রেকর্ড "ফুল্লরা" শুনিলাম। আগামী নভেম্বর মাসের গোড়া হইতে সাধারণ্যে বিক্রীত হইবে। স্বর্গীয় নাট্যকার অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় রচিত 'ফুল্লরা' রেকর্ডে তোলা হইয়াছে। দুর্গাদাস, মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য, শৈলেন চৌধুরী, শ্রীমতী প্রভা (নাট্যমন্দির), চারুশীলা, কাননবালা (টকী) প্রভৃতি ইহাতে বিভিন্ন ভূমিকায় অভিনয় করিয়াছেন। আগামী সপ্তাহে ইহার বিস্তৃত সমালোচনা বাহির হইবে। এখন এটুকু বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে 'ফুল্লরা' পালার রেকর্ড মেগাফোনের সুনাম বজায় রাখিয়াছে। রেকর্ড-শিল্পের ইহা একটি অন্যতম শ্রেষ্ঠ নিদর্শন।

নারী-লোক

পরিচালিকা

—শ্রীবাণী রায়

শ্রীযুক্তা হীরাদেবীর পত্র পাঠ করিয়া প্রীত হইলাম। আমার সামান্য রচনাবলী তিনি প্রয়োজনীয় বলিয়া বিবেচনা করিয়াছেন ইহা আমার সৌভাগ্য। তাঁহার মনোযোগের জন্য তাঁহাকে আমার ধন্যবাদ জানাইতেছি।

তাঁহার অন্যান্য প্রশ্নের উত্তর দিবার পূর্ব্বে আমি একটি ভুলের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিতে চাই। আমি লিখিয়াছিলাম "একটু 'সময়' লইয়া চুলের গোড়ায় গোড়ায় তেল দিলে চুলের মধ্যেই সে তেল চলিয়া যায়।" কিন্তু মুদ্রাকরের ভ্রমে 'সময়'-এর স্থানে 'জল' ছাপা হইয়াছিল। এইরূপ হাস্যকর ভুলের জন্য আমি লজ্জিত। আমি বলিতে চাহিয়াছিলাম সে তাড়াতাড়ি ঠিক স্নানের পুর্ব্বে চুলে তেল দিলে সে তেল চুলের গোড়ায় গোড়ায় লাগে না এবং স্নানের সময় জলের সহিত ধুইয়া চলিয়া যায়। তাই স্নানের কিছু পুর্ব্বে একটু সময় লইয়া চুলে তেল দিলে সে তেলে উপকার হয়।

চুল উঠিয়া যাইবার কারণ অনুসন্ধান করিতে হইবে। কেন চুল 'thin' হইয়া যাইতেছে তাহা জানিতে পারিলে ব্যবস্থা করা সহজ। কখন কি ব্যবস্থা করা যাইতে পারে তাহা পুর্ব্বেই লিখিয়াছি। যে সব চুল স্বভাবতঃই 'thin' সে চুলের জন্য ভালো তেল ও [illegible] যত্ন ভিন্ন উপায় নাই। তৈল বিষয়ে চিকিৎসকের পরামর্শ লওয়া সম্ভব হইলে কর্ত্তব্য। এক একজনের চুলে এক এক তেল সহ্য হয় না। 'ক্যাষ্টর অয়েল' অনেকের চুল ভালো করিয়াছে আবার দুই একজন সুফল পান নাই শুনিয়াছি। 'ক্যান্থারাইডিন' ও এইরূপ। তবে 'ম্যাকেসার অয়েল' নিয়মিত ব্যবহার করিলে চুল লম্বা ও ঘন হয় জানি। যাঁহাদের মাথা গরম তাঁহাদের পক্ষে 'জবাকুসুম' উপযোগী হইবে। কবিরাজী খাঁটী 'ভৃঙ্গরাজ তৈল' আশ্চর্য্য রকমে চুল ওঠা বন্ধ করে ও চুল বাড়ায়। মনে রাখিতে হইবে দীর্ঘ দিন তৈল ব্যবহার করা চাই, বিলম্বে হতাশ হইলে চলিবে না। অনেক সময় 'Electricity' পূর্ণ চিরুণী ব্যবহার করিলে চুল thick হয়। কিন্তু তাহাও সকলের ক্ষেত্রে হয় না।

শ্রীযুক্তা হীরা দেবী 'আমলকী চুর্ণ'র বিষয় যাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছেন সে সম্বন্ধে আমার নিজের কোনও অভিজ্ঞতা নাই। তবে 'মাথাঘষা' নামক মশলা তেলের সহিত ব্যবহার করিলে চুল ঘন হয় জানি। ঐ মশলার ভিতর আমলকী চুর্ণ থাকে।

চুল লম্বা করিতে হইলে চুলের অগ্রভাগ মধ্যে মধ্যে কাটিয়া দিতে হয়। ফুলগাছের যেমন মধ্যে মধ্যে ছাঁটা ও কাটা আবশ্যক চুলেরও তাহাই। আর চুল সর্ব্বদা বেণী করিয়া বাঁধিতে হইবে। এলো খোঁপায় চুল লম্বা হয় না। চুল বিনুনী করিয়া বাঁধিবার সময় লক্ষ্য রাখিতে হইবে যে চুলের অগ্রভাগ যেন বাহির না হইয়া থাকে, ফিতার দ্বারা চুলের শেষ পর্য্যন্ত মুড়িয়া চুল বাঁধিতে হইবে। চুল ঘন করিবার যে সব উপায় তাহা করিলে সাথে সাথে চুলও লম্বা হইবে।

শ্রীযুক্তা হীরা দেবীর যাহা জিজ্ঞাস্য তাহার উত্তর দিবার চেষ্টা করিলাম। ত্রুটী যাহা রহিল আশা করি তিনি মার্জ্জনা করিবেন।

নারীর রূপ

—শ্রীমতী সুব্রতা চট্টোপাধ্যায়

আজকাল নারী স্বাধীনতার যুগ। মাসিক, সাপ্তাহিক যে কোন কাগজ খুলিলেই নারী বিষয়ক প্রবন্ধ দেখা যায়। শুধু নারীরাই এই আন্দোলন চালাইতেছেন তাহা নহে, অনেক পুরুষকেও এ বিষয়ে সচেষ্ট করিয়াছে।

এ যুগ আত্মনিয়ন্ত্রণের যুগ। সবারই কথা self-determination is our birth right. কাজেই পুরুষদের উচিত নারীদের আত্মনিয়ন্ত্রণের পথ মুক্ত করিয়া দেওয়া। নারীর কথা নারীরাই বলুন। কিন্তু নারীর কথা বলিতে গিয়া পুরুষ ও নারীর কথা আলোচনা যদি কেহ করেন তবে সেখানে অবশ্য পুরুষের মতামত ব্যক্ত করিবার অধিকার আছে।

সেদিন মেয়েদের charm ও coquetry সম্বন্ধে একটা লেখা দেখিলাম। লেখক অনেক যুক্তি তর্ক দিয়া দেখাইয়াছেন যে ও দুটী এক। Charm coquetry ছাড়া আর কিছুই নয়। কিন্তু যেখানে coquetry নাই সেখানে কি মেয়েরা charmful নয়? Coquetry বাদ দিয়া স্বাভাবিক শ্রীমণ্ডিত হইয়া যখন নারী পুরুষের সামনে আসে তখনও নারী-লাবণ্য (charm) পুরুষের কর্ম্ম শক্তির উপর কম কার্য্যকরী নয়। নারী ও পুরুষ পরস্পরের সান্নিধ্যে যখন আসিয়াছে তখন সেখানে তাহারা পরস্পরের কাছে নিজেদের সত্তা মধুর ভাবে প্রকাশ করিতে চাহে। ইহার ফলেই coquetry র জন্মলাভ। কিন্তু নরনারীর পরস্পরের উপর যে charm তাহা ত' instinct—সহজাত বৃত্তি। এমন ত' দেখা যায় যে তিন চারটি ক্রীড়ারত বালকের সামনে একটী সমবয়স্কা বালিকা উপস্থিত হইলে বালিকাটির সুদৃষ্টিতে পড়িবার জন্য বালকদের মধ্যে বেশ একটু প্রতিযোগিতার ভাব দেখা যায়। কিন্তু কেন? বালক এবং

বালিকা কেহই sex সম্বন্ধে সচেতন নয় তথাপি এ প্রতিযোগিতা কি বালিকার স্বাভাবিক আকর্ষণী শক্তির জন্ম নয়? এখানে coquetryর কোনই সম্বন্ধ নাই। যৌন-তত্ত্ববিদ ফ্রয়েড ইহাকে যৌন আকর্ষণের দিক দিয়া বিশ্লেষণ করিয়াছেন। স্ত্রী পুরুষের দৈহিক ও মানসিক তারতম্য এবং প্রকৃতি দত্ত যৌন-মিলনের আকাঙ্ক্ষাই পরস্পরকে পরস্পরের কাছে charmful করিয়াছে।

Charmএর মধ্যে আছে কতকটা কৌতূহল প্রবৃত্তি, খানিকটা কল্পনার বিকার এবং বাকী সবটুকুই যৌন আকর্ষণ। এই charmই হইতেছে পরস্পরকে পরস্পরের নিকট মধুরভাবে ব্যক্ত করিবার প্রচেষ্টার মূল, এবং নিজেকে ব্যক্ত করিবার জন্য বাহ্যিক কতকগুলি ছলাকলা, হাবভাবের আশ্রয় লওয়াটাই হইতেছে coquetry।

Coquetry জিনিসটা cultureএর বিরোধী। Coquetryর ভিতর নিজেকে বাহত সুন্দরতর ও মোহময় করিয়া অপরের চিত্ত আকর্ষণ করিবার প্রবৃত্তি নারীকে তার অন্তরের কাছে ছোট করিয়া দেয়; কারণ ওটা superficial। নারীর অন্তর্লোকের মাধুর্য্য ও সৌন্দর্য্য যাহা তাহাকে মোহনীয় ও বরণীয় করিয়া তোলে পুরুষের নিকট তাহা ম্লান হইয়া পড়ে এই artificialityর কাছে। জীবন-অপরাহ্নে এই দৈন্যের জন্য নারীকে পীড়া পাইতে হয় তার অন্তরের নিকট।

Coquetryর ফলে দেখা যায় যে তরুণ-তরুণীর একত্র হইয়া পরস্পর পরস্পরের মানস-সৌন্দর্য্যকে উত্তেজিত করিবার চেষ্টা, কিন্তু এই মানস সৌন্দর্য্যকে উত্তেজিত করায় ফল কখনও শুভ নহে। এর ফলে সামাজিক বিপ্লব উপস্থিত হয়। সৌন্দর্য্যের সঙ্গতিবোধ মনের ভিতর কতক্ষণ কাজ করে? তরুণ তরুণীর মানস লোকের সৌন্দর্য্য উত্তেজিত করিবার সময় সে সঙ্গতি বোধ কয়জনের থাকে? শেষ-রক্ষা কয়জন করিতে পারে? এর ফলেই illicit love, ফলে অনেক অনাচার, আত্মহত্যা দেখা যায়। অনেক আধুনিক মেয়েদের এই coquetryর মহিমা কীর্ত্তনে পঞ্চমুখ দেখা যায়। এমন কি concubinageও তাঁরা দূষণীয় মনে করেন না। যে দেশ হইতে এ সব হাওয়া আসিয়াছে তাঁরাও আজ বিব্রত হইয়া পড়িয়াছেন। আর আজ আমরা তারই অনুকরণে প্রবৃত্ত হইতেছি।

নারী পুরুষের কর্ম্মশক্তিকে জাগ্রত রাখে। "Woman's beauty is the energy of a man" পাশ্চাত্য সমাজে পুরুষ নারীকে প্রকৃত সহধর্ম্মিনীরূপে পায়—এবং পায় বলিয়াই তাহাদের নিকট হইতে কর্ম্মের অনুপ্রেরণা পায়। সমস্ত ক্ষেত্রে পুরুষ নারীর সাহচর্য্য লাভ করে বলিয়াই পুরুষের কর্ম্মশক্তি অতিশয় বৃদ্ধি পায়। আমরা ওদিক দিয়া বড় একটা ভাবি না—শুধু সস্তা অনুকরণ করিবার প্রয়াস পাই। তাই বাহ্যিক চাকচিক্যময় হাস্যলাস্য টুকুর অনুকরণ করি এবং যুক্তি দেই coquetry নারীর সৌন্দর্য্য বিধানের জন্য অবশ্যম্ভাবী প্রয়োজনীয়—coquetry এবং charm একই। আমরা আজ ভুলিতে বসিয়াছি যে পুরুষ চিত্ত জয় করিতে আমাদের স্বাভাবিক বিধিদত্ত charmই যথেষ্ট। শুধু মনে রাখি না—"A female personality that seemed to have the grit and strength and vitality of a young man".

সুপ্রসিদ্ধ সাপ্তাহিক
'দীপালী' পত্রিকার পক্ষ হইতে
শ্রীযুক্ত
বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়
মহাশয়ের অভিমত—

Phone: B. B. 2258. Estd. 1929.
DIPALI
The Illustrated Indian Film & Art Weekly
123-1, Upper Circular Road, Calcutta.
ANNUAL SUBSCRIPTION
Inland Rs. 4. Foreign Rs. 6.
Post Paid
SINGLE COPY 1 ANNA

Ref ________ Dated, ________

শ্রীযুক্ত ললিতমোহন গুপ্ত,
ভারত ফটোটাইপ ষ্টুডিও-
স্বত্বাধিকারী মহাশয় সমীপেষু—

প্রিয়বরেষু

ভারত ফটোটাইপের তৈরি ব্লক ভাল হয়, বলিলে, কিছুই বলা হয় না। আপনার ব্লক ও ছাপা মুদ্রিত ছবিকে এক অভিনব সৌন্দর্য্য ও মাধুর্য্য দান করে, যাহা আমি অন্য কাহারও কাজে ইতিপূর্ব্বে কখনও পাই নাই। আপনার অন্তরের মাধুর্য্যের মত আপনার কাজও হয় অনবদ্য সুন্দর।

আমার আন্তরিক সশ্রদ্ধ অভিবাদন গ্রহণ করুন। ইতি-

ভবদীয়-
গুণমুগ্ধ-
১৩৪৪|২৮ আশ্বিন শ্রী বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়

"আলোক-চিত্রাঙ্কন বিশারদ"
"পত্রিকাঙ্গনাকুশলী"
"উপহারপত্রশিল্পী"

ভারত ফটোটাইপ ষ্টুডিও

৭২।১, কলেজ কলিকাতা

Telephone—B. B. 3962 Telegram—Mezzotint, Cal.

সর্ব্বোৎকৃষ্ট রচনা গুলির যাহাতে বহুল প্রচারিত ভাষায় অনুবাদ হইতে পারে তাহার ব্যবস্থা হইতেছে। আমেরিকা-সভ্যতার বিকাশ সংক্রান্ত পুস্তক প্রকাশ এবং পাঠ্য পুস্তক হিসাবে ব্যবহৃত ইতিহাসগুলির সংশোধন সম্বন্ধেও বিবেচনা করা হইয়াছে। স্থির হইয়াছে যে সার্ব্বজনীন সভ্যতার গতি অবধারণের জন্য আগামী ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দে বুদ্ধিবৃত্তি সহকারিতার জাতিয় সমিতিগুলির একটী বৈঠক প্যারিসে আহ্বান করা হইবে। রোমের শিক্ষনীয় চলচ্চিত্রের আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান সিনেমা সম্বন্ধে যে অভিধান প্রকাশিত করিয়াছে ব্যবস্থা পরিসদ সে পুস্তকখানিরও প্রশংসা করেন।

বার্ষিকী ব্যয়

ভোটে স্থির হইয়াছে রাষ্ট্রসঙ্ঘে ১৯৩৬ খৃষ্টাব্দের জন্য ২৭,৮৭৯,২০১ ফ্রাঙ্ক ব্যয় হইবে। ইহা ছাড়া, আরও ৪০০,০০০ ফ্রাঙ্ক ইয়াঙ্কী অ্যাসিরিওদের জন্য ব্যয় হইবে। সর্ব্ব সমেত আগামী বৎসরে রাষ্ট্র সঙ্ঘে ব্যয় হইবে ২৮,২৭৯,২০১ ফ্র্যাঙ্ক্। গতবৎসর অপেক্ষা আগামী বৎসরে ২,৩৫৯,৭৬৩ ফ্র্যাঙ্ক্ কম ব্যয় হইবে।

অদৃশ্য সঙ্কেত—উপন্যাস। শ্রীনন্দগোপাল সেনগুপ্ত প্রণীত। রসচক্র সাহিত্য সংসদ হইতে শ্রীরাধেশ রায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত। দাম পাঁচ সিকা।

কবি নন্দগোপাল সেনগুপ্তের কবিতাই এতকাল পাঠ করিয়া আসিয়াছি কিন্তু এবারে আবার তাঁহার নব পরিচয় পাইলাম ঔপন্যাসিকরূপে। 'অদৃশ্য সঙ্কেত' একখানি সংক্ষিপ্ত উপন্যাস। এই বইখানিতে লেখক প্রেমের দুই একটি নূতন দিক দেখাইতে প্রয়াস করিয়াছেন এবং সফলতাও লাভ করিয়াছেন। বিমানের প্রেম উচ্ছৃঙ্খল কিন্তু তাহার সমস্ত উচ্ছৃঙ্খলতা একমাত্র লেখাকে কেন্দ্র করিয়া প্রবহমান। নারী স্বাধীনতার অবাধ শ্রীক্ষেত্রে'ও তাহার এই একনিষ্ঠতা ক্ষুণ্ণ হয় নাই। লেখার নিকট কোনও প্রতিদান না পাইয়া সে অন্ধকারে ঝাঁপ দিয়াছিল তাহার আগে নয়। কামনাকলুষ প্রেমের এও একটা নূতন রূপ। রণজিতের প্রেম ছিল কল্পনাবিলাসী, দেহাতীত। কিন্তু যতক্ষণ তাহার কাব্যসৃষ্টির উৎস লেখা তাহার পার্শ্বে ছিল ততক্ষণই তাহার প্রেমের এই 'প্লেটোনিক স্বপ্ন' স্থায়ী ছিল। লেখার প্রত্যাখান তাহার প্রেমের উচ্ছৃঙ্খল বিক্ষোভকে জ্বালাইয়া তুলিল। রণজিৎ বিমানের পর্য্যায়ে নামিয়া আসিল।

প্রেমের এই দুই রূপ লেখকের রচনার প্রতিছত্রে সাবলীল হইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে। লেখার প্রেমের স্বপ্ন ভাঙ্গিল বাস্তবতার জয় আসাতে এবং সেই মুহূর্ত্তে সে অনুভব করিল বাস্তব জগতে দেহাতীত প্রেমের কোনও মূল্য নাই। লেখক কবি কিন্তু তাঁহার রচনায় বাস্তবতারই (realism) জয় হইয়াছে, একটা আদর্শ ধরিয়া (idealism) অসাধারণ কিছু করিবার চেষ্টা তিনি করেন নাই। অভিমানিনী লেখার অভিমানান্তে প্রিয়তমকে ছোট ভাইএর হাতে পত্র প্রেরণ লেখকের নারী চরিত্রের সহিত পরিচয়ের প্রমাণ দেয়। তবু 'অদৃশ্য সঙ্কেতের' লেখক সে কবি তাহা তিনি কোথাও লুকাইতে পারেন নাই। মনে হয় গদ্যে রচিত একখানি কাব্য পড়িতেছি। ভাবপ্রবণ মনের আবেগোচ্ছাস, শব্দযোজনার কোমলতা, মমস্তত্ব বিশ্লেষণ, বিদেশী কবিতার অজস্র সমাগম সমস্তই একটি ভাববিলাসী কবিচিত্ত ধরাইয়া দেয়—ঔপন্যাসিকের তীক্ষ্ণ, সতেজ ও কঠিন মনে নহে। বইখানি সুখপাঠ্য, স্থানে স্থানে চিন্তার অবকাশ পাওয়া যায়। পরিসমাপ্তি একটি রহস্যমধুর সঙ্কেতে আচ্ছন্ন। যাহার যাহা ইচ্ছা ভাবিতে পারেন।

—শ্রীবাণী রায়।

চিত্রের চয়নিকা

—অভিমন্যু

চ্যাপলিনের নূতন ছবি

চার্লি চ্যাপলিনের নূতন ছবি এতদিনে সম্পূর্ণ হইয়াছে। ছবিখানির নামকরণ হইয়াছে "Modern Times" ভারতবর্ষে জানুয়ারী মাস নাগাৎ "Modern Times" মুক্ত হইবে। এই ছবিখানি তুলিতে এগার মাস সময় লাগিয়াছে। চ্যাপলিনের সব ছবিই তুলিতে অনেক সময় লাগে। "সিটি লাইটস" তুলিতে প্রায় দুই বৎসর ও "সার্কাসে"র চিত্রগ্রহণে আঠার মাস সময় লাগিয়াছিল। এ ছবিতেও তিনি নির্ব্বাক থাকিবেন। ইহাতে খরচ হইয়াছে এক লক্ষ ডলার।

তিনি ছবি তুলুন আর নাই তুলুন তিনি তাঁহার চিত্র-নির্ম্মাণের কর্ম্মীদের বরাবর মাহিনা দিয়া আসেন। দুইজন ক্যামেরাম্যান, ইলেক্ট্রিসিয়ান এবং অন্যান্য চিত্র-নির্ম্মাণ-সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ রীতিমত প্রায় ১৫ বৎসর যাবৎ পুরা মাহিনা পাইয়া আসিতেছে। ইহার পরেই তিনি আর একখানি ছবির কাজে হাত দিবেন বলিয়া প্রকাশ।

কলম্বিয়ার সাফল্য

গত ভেনিস চিত্র প্রদর্শনীতে কলম্বিয়ার "No Greater Glory" নামক ছবিখানি প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছে। ইহা পরিচালনা করিয়াছেন ফ্রাঙ্ক বোরজেজ ও অভিনয় করিয়াছেন জর্জ্জ ব্রিকষ্টোন, ফ্রাঙ্কি ড্যারো, জ্যাকি সার্ল ও লুই উইলসন। ওখানকার বিচারকদের মত এই যে এমন কলাসম্মত ও সুন্দর ছবি খুব কমই প্রদর্শিত হইয়াছে।

ভারতে লণ্ডন ফিল্মের ছবি

বিখ্যাত চিত্র-পরিচালক রবার্ট ফ্লাহার্টি লণ্ডন ফিল্মের হইয়া ভারতবর্ষে মহীশূর প্রদেশে "Elephant Boy" নামক একখানি ছবি তুলিতেছেন। উক্ত ছবিতে সাবু নামক একটি ঐ দেশীয় ভারতীয় বালক প্রধান ভূমিকায় অভিনয় করিতেছে।

জাপানে চ্যাপলিন অনুকরণ

জাপানে সাবুরো সাগিহারা (Saburo Sugihara) নামক এক ভদ্রলোক চার্লি চ্যাপলিনের হাব-ভাব-চাল্-চলন অনুকরণ করিয়া বেশ দু' পয়সা উপার্জ্জন করেন। অবশ্য তিনি চার্লির মত গোঁফ, সেই ঢিলে প্যাণ্ট, বেতের ছড়ি, টুপী ও কোর্ট—সবই ব্যবহার করেন।

কিছুদিন আগে টোকিওতে চ্যাপলীনের অনুকরণের জন্য এক মস্ত প্রতিযোগিতা হইয়া গিয়াছে। তাহাতে শতাধিক যুবক এই প্রতিযোগিতায় যোগদান করিয়াছিল।

খবরাখবর

রোণাল্ড কোলম্যানের নূতন ছবির নামকরণ হইয়াছে "Under Two Flage." ইহাতে নায়িকার ভূমিকায় অভিনয় করিয়াছেন সাইমন নাম্নী একটি ফরাসী
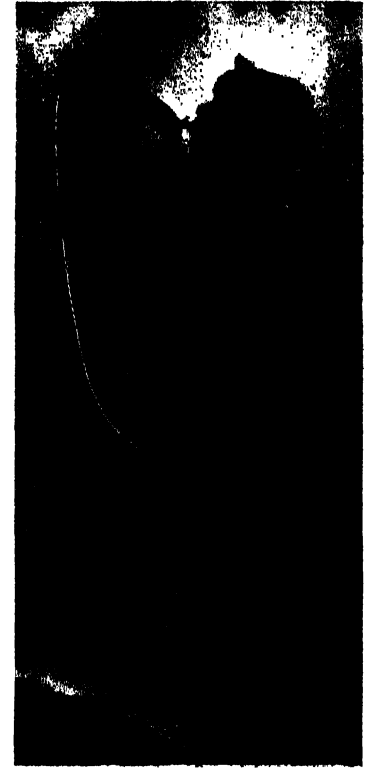
কলম্বিয়ার "নো গ্রেটার গ্লোরী" চিত্রে জর্জ্জ ব্রিকষ্টোন এই ছবিখানি ভেনিস আন্তর্জ্জাতিক চিত্র প্রদর্শনীতে প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছে।

অভিনেত্রী। তাঁহার সহিত প্রসিদ্ধা অভিনেত্রী এলিজাবেথ বার্গনারের আশ্চর্য্য-রকম মিল দেখিতে পাওয়া যায়। ছবিখানি তুলিতেছেন টুয়েন্টিয়েথ সেঞ্চুরী-ফক্স।

*

কলম্বিয়ার "Voice From Experience" নামক একটি ছোট ছবি (short subject) আমেরিকার যুক্ত প্রদেশে ১১০টি চিত্রাগারে একসঙ্গে প্রদর্শিত হইবে। এক সঙ্গে এতগুলি চিত্রাগারে এক ছবি দেখানো বোধ হয় এই প্রথম।

*

মেট্রো গোল্ড্উইন মেয়ার এইবার শেক্ষপীয়ারের "রোমিও জুলিয়েটের" চিত্র গ্রহণে হস্তক্ষেপ করিবেন। 'জুলিয়েটে'র ভূমিকায় নর্ম্মা শিয়ারারকে দেখা যাইবে। ছবিখানি পরিচালনা করিবেন জর্জ্জ কুকর।

মহাপূজায় মহাদেবীর মর্ত্ত্যে আগমন

—শ্রীপাঁচকড়ি চট্টোপাধ্যায়

দৃশ্য—কৈলাস

ভগবতী। বলি হ্যাঁগা এখনও নিশ্চিন্ত রয়েছ, পূজার আর ক'টা দিন বাকী বল দেখি? এখন থেকে গোছ গাছ না করলে যাবার সময় বড়ই মুস্কিলে পড়তে হবে।

মহাদেব। এবার আর যাবার কথা মুখে এনো না গিন্নী—এখন আর মর্ত্ত্যে সে সুখ নেই! আগে পূজোর নাম শুনলে প্রাণটা আহ্লাদে নেচে উঠ্‌তো, এখন মর্ত্ত্যে যাবার কথা হ'লে গায়ে যেন জ্বর আসে।

ভগবতী। তার মানে? আমার চির আদরের সন্তান বাঙ্গালী—যাদের সেবা ভক্তির তুলনা হয় না, দশ বার নয় বিশ বার নয় বছরের মধ্যে মাত্র দুটী বার তাদের ঐকান্তিক ভক্তির আহ্বান! না গিয়ে কি থাকা যায়? হাজার হোক মায়ের প্রাণ ত'?

মহাদেব। তুমি মায়ের প্রাণ নিয়ে ওকথা বলছো বটে কিন্তু খবর ত কিছু রাখ না—তোমার বাঙ্গালী কি আর সে বাঙ্গালী আছে? দু'বছর কৈলাসে দারুণ অজন্মা হয়ে আমার বাগানের গাছপালাগুলোর চিহ্ন ছিল না। এ বছর বাঙ্গলা থেকে মাটী, C. P. থেকে সার, পাটনা থেকে বীজ আনিয়ে ধুতরো, আফিং, সিদ্ধির গাছগুলোকে অতি কষ্টে বাঁচিয়ে তুলেছি কেবল বরুণের ভায়রা-ভাইয়ের তদ্বিরের গুণে। সে পুসা থেকে ভাল সার্টিফিকেট নিয়ে নন্দন কাননের মালীগিরির চাকরী পেয়েছে। আর কিছুদিন গেলে আফিং গাঁজার জন্যে আর মর্ত্ত্যে লোক পাঠাতে হবে না। এই দেখ আফিংয়ের কৌটা খালি—ভৃঙ্গীকে কলকেতায় পাঠিয়েছি আফিং আনতে। সে না এলে আর আফিং খেতে পাব না। নন্দী ভৃঙ্গীই ত' মর্ত্তের খবর নিয়ে আসে।

নন্দী। সর্ব্বনাশ করেছ বাবা ভৃঙ্গীকে আফিং আনতে পাঠিয়ে বেচারী বোধ হয় আর ফিরবে না।

মহাদেব। সে কি রে?

নন্দী। আর সে কি! তোমার আফিং ত সের দরে নিতে হবে সে গুড়ে বালি। লাইসেন্সের যে কড়াকড়ি, সের দু সের ত দূরের কথা, এক আধ তোলাও পাওয়া যাবে না। এম্নি কড়া আইন হয়েছে যে বেচবে তার জেল, আর যে কিনবে তারও জেল।

মহাদেব। বলিস্ কিরে? জেলে কিরে? এ লাইসেনটী আবার কে রে নন্দী? কেশব সেনের কেউ বুঝি। জেলার হর্ত্তাকর্ত্তা হয়েছে না কি? আফিংখোরদের ধরে ধরে জেলে দিচ্ছে।

নন্দী। এ সেনেদের কেউ নয় বাবা, এ লাইসেন্স—আইনের ব্যাপার।

মহাদেব। ও লাইসেনীর কথা বলছিস্ বুঝি? হ্যাঁরে ও ত শুধু পতিতাদের আর উকিলদের জন্যে?

নন্দী। এও হয়েছে বাবা তোমার ঐ বাঙ্গালীদের জন্যে। কথায় কথায় অভিমানী বাঙ্গালী আত্মহত্যা কর্ত্তে যেতো কিনা—পরীক্ষায় ফেল হ'ল অম্নি ভরিখানেক গালে ফেলে দিলে, মেয়ে বয়স্থা হয়েছে বাপ মা বে দিতে পাচ্ছেন না মেয়ে ভরিখানেক গালে ফেলে দিয়ে বাপ মাকে রেহাই দিলে। আপিসের ভাত দিতে দেরী হ'ল কর্ত্তা আপিসে গিয়ে বকুনী খেয়ে মনের দুঃখে ফেরবার সময় ভরিখানেক, খেয়ে ফেল্লেন—ভাইফোঁটায় গিন্নী বাপের বাড়ী যেতে না পেরে খেলেন ভরিখানেক পুজোর সময় কল্যাণী সাড়ী না পেয়ে কল্যাণী উদরস্থ কর্লেন ভরিখানেক আফিং। তাদের অকর্ম্ম কুকর্ম্মের ত অন্ত নেই।

মহাদেব। চুপ কর—নন্দী চুপ কর, খই ঢেকুর তুলে আর খই খাবার কথা মনে করে দিস না। তাইতো—তাহলে উপায় কি নন্দী? বুড়ো বয়সে আফিংটুকুই যে সম্বল বাবা?

নন্দী। এ যুগে আর নেশা করা চলবে না বাবা। আজ আফিংয়ের লাইসেন্স হয়েছে, দুদিন পরে পোস্তর লাইসেন্স হবে, তারপর তামাক দোক্তাও বোধ হয় বাদ যাবে না। মাতালদের আবার আরও দুর্গতি—ঘরের পয়সায় নেশা কর্ব্বে, আবার নেশার মাত্রা বেশী হলেই ফাটকে আটক!

ভগবতী। বলিস কিরে পোস্ত পাওয়া যাবে না! ঝিঙ্গেপোস্ত যে আমি বড্ড ভালবাসি নন্দী, কোন তরকারী না হয় ঐ ঝিঙ্গে-পোস্ত দিয়েই ভাত উঠে যায়। এ অজন্মার দেশে যখন ঝিঙ্গেও মেলে না তখন পোস্ত-পোড়া আর পোস্তর বড়াই যে আমাদের সম্বল, নন্দী।

নন্দী। অভাবে তখন তেঁতুল বীচির অম্বল। কি আর কর্ব্বে মা, যেমন দিন কাল পড়েছে।

ভগবতী। এ সব অনর্থের মূল কে নন্দী?

নন্দী। তোমার ঐ আদরের বাঙ্গালী। পরের অনিষ্ট না কর্লে বাঙ্গালীর ভাত হজম হয় না। আগে বাঙ্গালীর যে আনন্দের সংসার ছিল এখন আর তা নেই। এখন বাঙ্গালী বুড়ো বাপ মাকে খেতে দেয় না—ভাই ভাই ঠাঁই ঠাঁই! পরের সর্ব্বনাশ করে—

মহাদেব। ওরে চুপ কর—চুপ কর নন্দী আর শুনতে পারি না—ওঃ এত অধঃপতন হয়েছে বাঙ্গালীর! আমার হচ্ছে—

নন্দী। মহাপ্রলয়ে পৃথিবীটা ডুবিয়ে দিতে—কেমন তারও ত্রুটী হচ্ছে না বাবা।

তোমার ধ্বংস-কার্য্যের ভার যাদের উপর তারা প্রাণপণে তাদের কর্ত্তব্য পালন কচ্ছে। কলেরা বসন্ত যৌবনের শক্তিহারা ইন্‌জেক্‌সন আর টিকের অত্যাচারে জর জর তবুও তারা তাদের সাধ্য মত চেষ্টা কচ্ছে—দৌহিত্র মেনেন্‌জাইটিস, দৌহিত্রী সেপ্টিসিয়াকে সঙ্গে নিয়ে উঠে পড়ে লেগেছে। ম্যালেরিয়ার পুত্র ম্যালিগনন্ট বাপ্‌কা বেটা, হার্টফেল নরানাং মাতুল ক্রম:—উপযুক্ত মামার ভাগ্নে তারপর প্লাবন, ভূমিকম্প কেউ কসুর কচ্ছে না।

মহাদেব। কিন্তু তাতেও ত কিছু হচ্ছে না, নন্দী?

নন্দী। হচ্ছে না লোকপিতামহ সৃষ্টি-কর্ত্তার দোষে! বুড়ো বয়েসে ভীমরথী ধরেছে তাঁর, সৃষ্টির মাত্রা বেড়েই চলেছে। নইলে উপর্য্যুপরি ক'বার প্লাবন উঠে পড়ে লাগলো—এবার ভূমিকম্প অনেকদূর এগিয়ে দিলে কিন্তু ফলে কিছুই হ'ল না। তার উপর তোমার আদরের বাঙ্গালী চাঁদা তুলে তোমার প্রতি-দ্বন্দ্বিতা সাধন কর্চ্ছে! ভেবে দেখ দেখি বাবা, কী কৃতঘ্ন এই বাঙ্গালী! এতে বোঝা যাচ্ছে যেমন তোমাদের দেবতাদের মধ্যে একতা নেই তেমি বাঙ্গালীদের লঘু গুরু জ্ঞান নেই।

ভগবতী। বলি হ্যাঁগা, এ যে ধান ভানতে তোমার গীত এ'ল? যাবার আয়োজন কর্ত্তে হবে না?

মহাদেব। এ সব দেখে শুনেও তুমি যাবার কথা তুলছো গিন্নী?

নন্দী। কুপুত্র যদি বা হয়, কুমাতা কখন নয়—

ভগবতী। যদি না যেতে দাও আজ থেকে আমি প্রয়োপবেশন কর্ব্বো—বছরের মধ্যে দুবার যাওয়া তাতেও বাধা!

মহাদেব! প্রয়োপবেশন কিরে নন্দী?

নন্দী। নিছক উপবাস! বাঙ্গালায় গিয়ে মা-ও শিখেছেন দেখছি।

মহাদেব। ওঃ বাবা! হ্যাঁরে ছেলে মেয়েরা সব কোথায়?

নন্দী। বড়দাদামণি এবার কলকেতায় গিয়ে তাঁর শুঁড় অপারেশন করাবেন কিনা তারই আয়োজন কচ্ছেন, বলেন ওটা একটা বদ্‌খদ। দেহের সৌন্দর্য্য একেবারে নষ্ট করে দিয়েছে। ছোটদাদামণি গেছে নাগস্বর্গের বন্দিপাড়ায় ধন্বন্তরীর বাড়ী তাঁর ময়ূরের জন্যে শুকো মলম আনতে। বড়দিদিমণি বলেন বছরে দু' একবার আমার পুজো করে মর্ত্ত্য-বাসী কেমন আনন্দে খাচ্ছে দাচ্ছে আর আমি যার কন্যা তাঁর ঘরে অন্ন নেই—এর কারণ কৈলাসের অনুর্ব্বর মাটী—তাই তিনি কৈলাসের মাটীর উর্ব্বরতা বৃদ্ধির জন্যে রিসার্চ কর্ত্তে লেগে গেছেন—দু-এক দিনের মধ্যে পুসা যাবেন মনস্থ করেছেন। আর ছোটদিদিমণি তাঁর শিক্ষা-শিল্প-সদন নিয়েই ব্যস্ত—বলেন বাবার ভূতপ্রেত আর মায়ের ডাকিনী যোগিনীদের লেখাপড়া আর শিল্প-কর্ম্ম শেখাবেনই শেখাবেন।

মহাদেব। কার্ত্তিক বন্দিপাড়ায় গেল কেন?

নন্দী। তা জান না বুঝি ? কার্ত্তিক মাসের সংক্রান্তিতে দাদাবাবু কলকেতায় গিয়ে ভারি ফ্যাসাদে পড়েছিলেন এবার—তারই জন্যে আজও বন্দিবাড়ী আর ঘর কচ্ছেন।

মহাদেব। হয়েছিল কি ?

নন্দী। ময়ূরে চড়ে দাদাবাবু নাকি গিয়েছিলেন গড়ের মাঠে বেড়াতে। চৌরঙ্গীর মোড়ে যেই নেমেছেন—ধরলো অম্নি C. S. P. C. A. নিয়ে গেল ময়ূর শুদ্ধ পুলিশ কোর্টে। হ'ত বেশ মোটা রকমের জরিমানা কিন্তু দাদাবাবুর ভাগ্যি ভাল আর কেসটা দিয়েছিলেন একজন ঝানু উকীলের হাতে তাই রেহাই পেয়েছেন।

মহাদেব। এতে আবার অপরাধটা কি হ'ল—নিজের বাহনে চড়েছে !

নন্দী। আইন বাবা আইন! এখন আর সে দিন নেই বাবা। মানুষ সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীব বলে যে নগণ্য জন্তু জানোয়ারদের উপর অত্যাচার কর্ব্বে সেটী হচ্ছে না। উকীলের জেরায় ময়ূর জন্তু জানোয়ারের শ্রেণীর বাইবে পক্ষী শ্রেণীভুক্ত বলে প্রমাণ হয়ে গেল তাই দাদামণি এ যাত্রা পরিত্রাণ পেলেন।

মহাদেব। তবে ত চুকেই গেল, আবার শুকো মলম কেন ?

নন্দী। যখন মামলা হচ্ছিল তখন কোর্টের মধ্যে যারা নিষ্কর্ম্মা তাদের কেউ বা দাদামশায়ের ডিপথিরিয়ার কেউ বা ছেলের হাঁপানীর ওষুধ তৈরী কর্ত্তে কেউ বা বিছানা ঝাড়বার ঝারণ তৈরী কর্ত্তে ময়ূয়ের পাখা ছিঁড়ে নিয়ে দাদামণির ময়ূর বেচারীকে একেবারে ন্যাড়া করে দিয়েছে। তার সে ঘা এখনও শুখায় নি।

মহাদেব। বটে—এই যে ভৃঙ্গী, আফিং এনেছিস ?

ভৃঙ্গী। ওয়াক্—ওয়াক্—

মহাদেব। আ মর অমন বমি কচ্ছিস্ কেন ? কি হয়েছে তোর।

ভৃঙ্গী। জোচ্চোর বাবা, বাঙ্গলাটা জোচ্চোরে ভরে গেছে—ওয়াক—ওয়াক

মহাদেব। কেন হল কি ?

ভৃঙ্গী। প্রথম নম্বর বিভ্রাট হ'ল আফিং কিনতে গিয়ে—আফিং ত পেলুম না, পালালুম সেখান থেকে পুলিশের ভয়ে প্রাণের দায়ে। বড়ই ভাবনা হ'ল বাবার জন্য—নিজের জন্যও বড় কম নয়—বাবা এক কড়া দুধে এক তাল আফিং সিদ্ধ করে ক্ষীরে সরটা তুলে খান আর আমি খেতুম পেসাদী ক্ষীরটুকু আমারও মৌতাত হয়েছে বড় কম নয়। কথাটা যতই ভাবি ততই হাই ওঠে—গা ঝিম্ ঝিম্ কর্ত্তে লাগলো—টল্‌তে টল্‌তে মাতালের মত চলেছি হঠাৎ নজরে পড়লো দেওয়ালে আঁটা একখানা কাগজ—তার মাথার উপর বড় বড় বাংলা অক্ষরে লেখা "আফিং ছাড়িবার মহৌষধ" তার নীচে বাবার মূর্ত্তি, তার নীচে লেখা হরপগুলো বাঙ্গলা নয় পড়তে পারলুম না,—তার নীচে লেখা "জরে বিজরে সেব্য" প্রাপ্তি-স্থান গুরুদাস লাইব্রেরী। মনে ভরসা হল আফিং যখন পেলুম না আফিং ছাড়বার ওষুধটা নিয়ে যাই বাবারও কাজে লাগবে আমারও কাজে লাগবে। সন্ধান ক'রে

কান মার্কা রাস্তায় গুরুদাস লাইব্রেরীতে গিয়ে ওষুধ চাইলুম—ও বাবা তারা ত আমার কথা শুনে মারতে বাকী রাখলে—হতাশ হয়ে ফিরলুম সেখান থেকে, ফুটপাতে দাঁড়িয়ে ভাবছি। কোথা থেকে একটা লোক এসে আমার সঙ্গে এমন ভাবে আলাপ জুড়ে দিলে যেন কতকালের পরিচিত বন্ধু সে। তারপর আমার উদ্দেশ্যটা জেনে নিয়ে এ গলি সে গলি ঘুরিয়ে আর একটা বড় রাস্তার ধারে দেখিয়ে দিলে একখানা দোকান। ছোট্ট একটা ঘরে গোটা তিন আলমারি—আলমারিতে সারি সারি শিশি বোতল। এক রকমের বোতলের গায়ে দেখলুম বাবার মূর্ত্তি আঁকা কাগজ আঁটা। ভাবলুম এই সেই ওষুধ। আনন্দে আত্মহারা হয়ে কিনে ফেললুম বারোটা বোতল। বোতল দেখে আমারও হাই উঠতে লাগলো—তখন আর থাকতে না পেরে একটা বোতলের ছিপি খুলে এক চুমুকে তাকে শেষ কর্লুম। ও বাবা! এ যে নিম নিসিন্দিও হার মেনে যায়। তার উপর দুর্গন্ধ! আমার ত নাড়ী উঠে গেল! তাতেও কি নিস্তার আছে বাবা, এ দিকে হাতের জল শুকুচ্ছে না। ওই—ওই আবার পেটটা কেমন কচ্ছে, এই রইলো বাবা এগারোটা বোতল, আমি চল্লুম—

মহাদেব। আফিং ছাড়বার কী ওষুধ নন্দী!

নন্দী। কে বললে? এ ম্যালেরিয়ার পাঁচন।

মহাদেব। ও যে দেওয়ালের গায়ে বিজ্ঞাপন দেখেছিল বললে?

নন্দী। বিজ্ঞাপনের সব কি দেখেছে, একখানার উপর পাঁচখানা বিজ্ঞাপন এঁটেছে ভৃঙ্গী সেগুলোকে একখানা মনে করে বইয়ের দোকানে গেছে ওষুধ কিনতে তারপর জোচ্চোর দালালের হাতে পড়ে কিনে এনেছে ম্যালেরিয়ার পাঁচন।

মহাদেব। সর্ব্বনাশ! তাহলে কি হবে নন্দী? ওরে আমারও যে হাই উঠতে সুরু হ'ল!

নন্দী। হবে আর কি—তুমি হাই তোল আর আমি তুড়ি দিই—

স্মরণী

—শ্রীশেলী দত্ত

সেই চন্দ্রা-রজনীতে তুমি প্রিয়া এঁকেছিলে
ভালে মোর টিপ
বুঝিনি সে বেদনার স্তব্ধম্লান আশার প্রদীপ
উজলিয়া প্রেমস্বর্গ তন্দ্রাতুরা এ পৃথিবী 'পরে
নেমেছিল একদিন নম্র স্নেহ ভরে:
প্রবৃত্তির প্রলোভনে স্বপ্নালস বেদন-দহন
চঞ্চলিয়া তুলেছিল সারা তনু-মন
মরমের তলে হায় অজানিতে জেগেছিল আশা
ঘুমানো মনের তটে যদি মিলে ক্ষীণ ভালবাসা।

বমোহিত দুটি আঁখি অতি সঙ্গোপনে
মৃদুভাষে কয়েছিল কী কথা যে তোমারি শ্রবণে
তারি লাগি' আজ রাতে চোখের আকাশে
সজল কাকুতি যদি ঘনাইয়া আসে।
ক্ষমা কোরো, জেনো তাহা দুঃস্বপ্নের মত
বিষাইয়া চলে মোর পরাণের ক্ষত।
তোমারে ভুলিতে চাই তবু কেন ভোলা নাহি হয়
ঘন-বিরহের মাঝে জাগে শুধু প্রেম-পরিচয়।

ভগবতী। হ্যাঁগা যাওয়ার কি হবে?

মহাদেব। [হাই তুলিয়া] হবে আমার মাথা আর মুণ্ডু—

ভগবতী। কী—আমার কথাটা বুঝি গ্রাহ্য হচ্ছে না? আবার কি তবে দশমহাবিদ্যারূপ ধারণ কর্ব্বো? মাতঙ্গী হয়ে তোমার নবরোপিত সিদ্ধি গাঁজা ধুতরো গাছ দলিত কর্ব্বো—ধূমাবতী হয়ে গ্যাস সেলের ধূম উদ্গীরণ ক'রে কৈলাস ধ্বংস করে জয়া বিজয়াকে নিয়ে বাপের বাড়ী চলে যাবো?

মহাদেব। [হাই তুলিয়া] মাভৈঃ মাভৈঃ গিন্নী! দোহাই তোমার ওকথাটী মুখে এনো না। যৌবনে যে দাগা বুক পেতে সয়েছি বুড়ো বয়সে সে দাগা আর সইতে পারবো না।

নন্দী। মা—মা—তোমার ঐ সংহারিণী মূর্ত্তি ত্যাগ কর মা—মহাপুজোয় তোমার proxy (প্রক্সি) রূপে আমায় পাঠিয়ে দাও, আমি এরোপ্লেনে চড়ে চট্ করে বাঙ্গালা ঘুরে আসি—

[যবনিকা]

চিত্র পরিচিতি

—অভিমন্যু

[আগামী শনিবার হইতে যে সব বিদেশী ছবি কলিকাতায় মুক্তিলাভ করিবে, তাহাদের অগ্রিম সংক্ষিপ্ত পরিচয়। সুতরাং কোনো বিদেশী ছবি দেখিতে যাওয়ার পুর্ব্বে আমাদের "চিত্র-পরিচিতি" স্তম্ভটি পড়িয়া গেলে, চিত্রপ্রিয়রা লাভবান হইবেন। —দীঃ সঃ

Hooray For Love

আর-কে-ও এলফিনষ্টোনে দেখানো হইবে, শ্রেষ্ঠাংশে অ্যান সদার্ণ, জিনি রেমণ্ড, ক্যাথারিণ ডসেট প্রভৃতি। আর-কে-ও রেডিওর ছবি পরিচালনা করিয়াছেন, ওয়াল্টার ল্যাং।

ডগলাস টাইলার তাহার সমস্ত সম্পত্তি বিক্রয় করিয়া এক থিয়েটার খুলিবার উদ্দেশ্যে কমোডর নামক এক ব্যক্তির নিকট ১০ হাজার ডলার গচ্ছিত রাখিল। কমোডরের নিজের এক থিয়েটার ছিল, তাহাতে তাহার সুন্দরী মেয়ে প্যাট অভিনয় করিত। ডগলাস প্যাটকে দেখিয়াই তাহার প্রতি আকৃষ্ট হইল এবং তাহাকে তাহার নাটকের নায়িকা হইতে বলিল। প্যাটও ক্রমশঃ তাহার প্রতি আকৃষ্ট হইতে লাগিল। প্যাট যখন শুনিল যে তাহার পিতার নিকট ডগ টাকা গচ্ছিত রাখিয়াছে, তখনই সে বুঝিল যে ব্যাপার বিশেষ সুবিধার নয়। সে পিতাকে অনুরোধ করিল, টাকা ফিরাইয়া দিবার জন্য। কিন্তু কমোডর বলিল যে, উক্ত টাকার সাহায্যে সে এক ডাচেসকে বিবাহ করিবে। এদিকে খবরের কাগজে বাহির হইল কমোডরের কীর্ত্তির কথা। ইহা দেখিয়া কমোডর ডাচেসকে অনেক করিয়া বুঝাইল যে তাহাকে বিবাহ তো সে নিশ্চয়ই করিবে, যদি এখন সে ১৫,০০০ হাজার ডলার দেয়। উক্ত টাকার এক চেক ডাচেস দিল। তখন আবার ডগলাসের থিয়েটার খুলিল। কমোডর ডাচেসকে বিবাহ না করায় সে ব্যাঙ্কে নিষেধ করিয়া দিল যেই চেক যাহাতে কেহ না ভাঙাইতে পারে। সেই চেকের উপর ডগ চেক কাটিয়াছিল। উদ্বোধনের দিন কেহই চেক ভাঙাইতে না পারিয়া সকলেই তাহাকে টাকার জন্য ঘিরিয়া দাঁড়াইল। এদিকে জাল চেক দেবার জন্য পুলিশে তাহাকে ধরিয়া লইয়া গেল। শেষে অনেক চেষ্টা করিয়া কমোডর ডাচেসকে থিয়েটারে ধরিয়া লইয়া আসিল। শেষে সব গোলমাল মিটিয়া গেল। ডগলাস মুক্তি পাইল। তাহাদের থিয়েটার খুব সাফল্য লাভ করিল। ডগলাস ও প্যাট মিলিত হইল।

ছবিখানিতে অনেকগুলি সুন্দর সুন্দর নাচগানের সমাবেশ আছে। জিনি রেমণ্ডের 'ডগ' ও অ্যান সদার্ণের 'প্যাট' খুব উপভোগ্য হইয়াছে। ছবিখানি চিত্রপ্রিয়দের আনন্দ দান করিবে বলিয়াই আমাদের মনে হয়।

Ginger

এম্পায়ারে দেখানো হইবে, শ্রেষ্ঠাংশে জেন উইদার্স, ও, পি, হেগী, ওয়াল্টার কিং, ক্যাথারিণ আলেকজান্দার, জ্যাকি সার্ল প্রভৃতি। ফক্সের ছবি, পরিচালনা করিয়াছেন লুইস সীলার।

ও, পি, হেগী ছিল একজন বৃদ্ধ অভিনেতা। জিঞ্জার ছিল তাহার ভ্রাতুস্পুত্রী। বার্দ্ধক্যের জন্য ভ্রাতুস্পুত্রীকে যে ভাল রকম যত্ন করিতে না পারিলেও জিঞ্জার হেগীকে খুবই ভালবাসিত। একদিন মারামারি করার অপরাধে হেগীকে জেলে যাইতে হইল। জিঞ্জার তাহার কাকাকে জেল হইতে খালাস করিবার জন্য কিছু টাকা চুরি করার অপরাধে সেও ধৃত হইল। ক্যাথারিণ আলেকজান্দার নাম্নী একজন ধনী মহিলা ছিলেন বিচারকের বিশেষ বন্ধু। তিনি শিশুর মনস্তত্ত্ব সম্বন্ধীয় একখানি বই লিখিতেছিলেন, তিনি জিঞ্জারকে তাঁহার গৃহে লইয়া গেলেন।

সেখানে গিয়া জিঞ্জারের অনেক পরিবর্ত্তন হইল। তারপর তাহার কাকা জেল হইতে
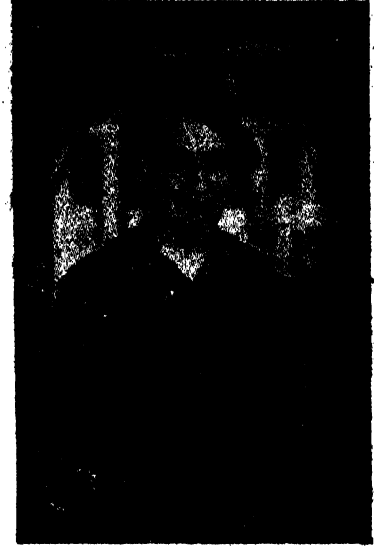
ও, পি, হেগী

মুক্তি পাইয়া তাহাকে সুখে থাকিতে দেখিয়া আনন্দিত হইল। পাছে আবার জিঞ্জার তাহার সহিত থাকিতে গিয়া দুঃখ পায় এই-জন্য সে এমন ভাণ করিল যে, জিঞ্জার যদি তাহার কাছ হইতে দূরে থাকে তবেই সে সুখী হয়। এদিকে ক্যাথারিনের মনস্তত্ত্বমূলক বই লেখা শেষ হইয়া যাওয়ায় একটি প্রীতি-সম্মিলনের আয়োজন করিল। নিমন্ত্রিতদের সামনে সে স্পষ্টই বলিল যে, জিঞ্জারের কি অদ্ভুত পরিবর্ত্তনই না হইয়াছে। তারপর হেগীর সম্বন্ধে সে কয়েকটি বিশেষ আপত্তিকর কথা বলিল। জিঞ্জার তাহা শুনিতে পাইয়া দুঃখে ও অভিমানে হেগীর নিকট পলাইয়া গেল। শেষে সব গোলমাল মিটিয়া গিয়া সকলেই সুখী হইল।

জেন উইদার্সের বয়স খুব কম, অথচ এই শিশু অভিনেত্রীটি এমন সুন্দর অভিনয় করিয়াছে যে, দেখিলে অবাক হইতে হয়। অন্যান্য ভূমিকাগুলিও সু-অভিনীত হইয়াছে। ছবিখানি সকলের ভাল লাগিবে বলিয়াই আমাদের বিশ্বাস।

Escapade

গ্লোবে দেখানো হইবে, শ্রেষ্ঠাংশে উইলিয়াম পাওয়েল, ভার্জ্জিনিয়া ব্রুস, ফ্রাঙ্ক মরগ্যান, রেজিনাল্ড ওয়েন, লুইস রেণার প্রভৃতি। মেট্রোর ছবি, পরিচালনা করিয়াছেন রবার্ট জেড, লেনার্ড।

ভিয়েনার চিত্রকর ফ্রিজ হেডেনেকের নাম ছিল সুবিখ্যাত। মেয়েরা তাহার জন্ত পাগল হইলেও তাহার চোখে সকলেই ছিল সমান। গার্টা হেরাগু নাম্নী একজন সম্ভ্রান্ত বংশীয়া মহিলাকে মুখোস পরাইয়া ফ্রিজ তাহার ছবির মডেল করিয়াছিল। ছবির পরিচয় লিখিল "ছদ্মবেশী।" সেই ছবিখানি যখন ভিয়েনার একখানি সুপ্রসিদ্ধ সংবাদ পত্রে প্রকাশিত হইল তখন সকলেই বিশেষ করিয়া গার্টার স্বামী জানিতে চাহিল যে ঐ ছদ্মবেশী নারীটি কে? সকলের প্রশ্নে অতিষ্ঠ হইয়া ফ্রিজ বলিল যে ছদ্মবেশিনীর নাম হইতেছে পলডি মেজর। এদিকে পলডি ছিল ওখানকার এক কাউণ্টেসের সহচরী। পলডি তখন সহরের সকলেরই আলোচনার বিষয় হইয়া দাঁড়াইল। একদিন এক বল রুমে পলডি ফ্রিজকে দেখিল। পলডি প্রথমে ফ্রিজকে ঘৃণা করিল বটে কিন্তু ফ্রিজ তাহার প্রেমে হাবুডুবু খাইতে লাগিল। এদিকে গার্টার স্বামী ঘোষণা করিল যে ছদ্মবেশিনীর মুখোস খুলিয়া লইয়া যে ছবি আঁকিতে পারিবে তাহাকে সহস্র মুদ্রা পুরস্কার। ফ্রিজ পলডির ছবি আঁকিতে চেষ্টা করিল কিন্তু তাহাকে সে এত ভালবাসিয়াছিল যে ছবি আঁকা আর হইল না। অ্যানিটা নাম্নী আর একটি মেয়ে পলডির সহিত ফ্রিজের প্রণয়ে ঈর্ষ্যান্বিতা হইয়া কাউণ্টেসকে সব ব্যাপার বলিয়া দিল। কাউণ্টেসের বাড়ীতে ফ্রিজ আসিবামাত্র অ্যানিটা তাহাকে গুলি করিল। শেষে পলডির চেষ্টায় সে বাঁচিয়া উঠিয়া তাহাকে জীবন সঙ্গিনীরূপে লাভ করিল।

লুইস রেণার একজন অষ্ট্রীয়ান অভিনেত্রী এবং এইটিই তাঁহার প্রথম আমেরিকান ছবি। সেই হিসাবে তাঁহার অভিনয় খুব ভাল হইয়াছে। উইলিয়াম পাওয়েল, ফ্রাঙ্ক মরগ্যান প্রভৃতিও সু-অভিনয় করিয়াছেন। ছবিখানি সকলের ভাল লাগিবে বলিয়াই আমাদের মনে হয়।

রঙমহল লিঃ

আমরা শুনিয়া সুখী হইলাম যে সুপ্রসিদ্ধ মঞ্চাভিনেতা শ্রীযুক্ত প্রভাত সিংহ রঙমহলের অন্যতম পরিচালক নিযুক্ত হইয়াছেন। প্রভাতবাবু ইতিপূর্ব্বে অনেকদিন মিনার্ভার কর্ম্মাধ্যক্ষ ছিলেন, তাঁহার কর্ম্মশক্তিতে আমাদের বিশ্বাস আছে। **রূপকথা** তাঁহার পরিচালনায় আসিয়া দিন দিন জনাদর লাভ করিতেছে। আশা করি, তাঁহার পরিচালনায় রঙমহলও উত্তরোত্তর উন্নতি লাভ করিবে।

কসমোপলিটান পিকচার্স

আমরা আনন্দের সহিত জানাইতেছি যে রঙমহলের ম্যানেজিং ডিরেক্টার শ্রীযুক্ত অমরনাথ ঘোষ, রূপকথার সত্ত্বাধিকারী শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র মল্লিক, রঙমহল ও রূপকথার পরিচালক শ্রীযুক্ত প্রভাত সিংহ ও রূপকথার কর্ম্মাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত শীতল দত্ত ইঁহাদের সম্মিলিত চেষ্টায় উক্ত নামে একটি চিত্র-নির্ম্মাণ প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হইতেছে। ডিসেম্বরের প্রথমে আসল কাজে হাত দিবেন বলিয়া প্রকাশ।

ইষ্ট ইণ্ডিয়া ফিল্ম কোং

"ব্রাইড অফ ১৯৩৬" নামক আর একখানি হিন্দী ছবির কাজ আরম্ভ হইয়া গিয়াছে। মজহর খাঁ, গুল হামিদ, পাহেলওয়ান, হাস্নু, নন্দকিশোর, ইন্দুবালা ও মিস কানিজকে প্রধান ভূমিকায় দেখা যাইবে। ক্যামেরার হাতল ঘোরাইবার ভার পাইয়াছেন "সেলিমা" ও "বিদ্রোহী"র খ্যাতনামা ক্যামেরাম্যান শ্রীযুক্ত প্রবোধ দাস।

"Murderer?"এর চিত্র-গ্রহণ শেষ হইয়াছে, এখন ইহা মুক্তি প্রতীক্ষায়।

"Khyber Pass"-এর কয়েকটি বহির্দৃশ্য গ্রহণের জন্য পরিচালক গুল হামিদ ও ক্যামেরাম্যান শ্রীযতীন দাস সীমান্ত প্রদেশে গিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত খেমকা কাজের সুবিধার জন্য আর একটি রসায়নাগার খুলিয়াছেন। এই রসায়নাগারটি প্রসিদ্ধ জার্ম্মান রাসায়নিক মিঃ সুলমাষ্টারের তত্ত্বাবধানে থাকিবে। পুরাতন রসায়নাগার শ্রীযুক্ত কুলদা রায়ের অধীনে থাকিবে।

মহানিশা ফিল্মস্

শ্রীযুক্ত শিশির মল্লিকের প্রযোজনায় ও নরেশ মিত্রের পরিচালনায় "মহানিশা"র চিত্র-গ্রহণ খুব দ্রুত অগ্রসর হইতেছে। ভূমিকালিপি নির্ব্বাচিত হইয়াছে এইরূপ—মুরলীধর—রবি রায়, নির্ম্মল—জহর গাঙ্গুলী, বিহারী—নরেশ মিত্র, রাধিকাপ্রসন্ন—যোগেশ চৌধুরী, ব্রজরাজ—ভূমেন রায়, ডাক্তার—অমর বসু (এঃ), অপর্ণা—রেণুকা রায়, ধীরা—চারুবালা, সৌদামিনী—আসমানতারা প্রভৃতি।

পাইওনীয়ার ফিল্মস

শ্রীসুশীল মজুমদারের পরিচালনায় "তরুবালা" প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে। "তরুবালা"র অভিনেতৃ-সমাবেশ দেখিয়া মনে হয় যে জনসাধারণ কর্ত্তৃক "তরুবালা" যথেষ্ট আদৃত হইবে। পাইওনীয়ার ষ্টুডিওতে ছবিখানি গৃহীত হইতেছে এবং এই চিত্রের সত্ত্বাধিকারী রীজেন এণ্ড কোং।

কালী ফিল্মস্

ইঁহাদের নৃত্যগীতমুখর ছবি "বিদ্যাসুন্দর" ও কৌতুক চিত্র "মণিকাঞ্চন" (২য় পর্ব্ব) আগামী শনিবার হইতে উত্তরায় মুক্তিলাভ করিবে।

রাধা ফিল্মস্

"কণ্ঠহার" ও "কৃষ্ণ-সুদামা"র কাজ যথারীতি চলিতেছে।

এভারগ্রীণ পিক্‌চার্স

"স্বয়ম্বরা"র প্রায় চার ভাগের তিন ভাগ শুটিং হইয়া গিয়াছে। ইহার চিত্রগ্রহণ করিতেছেন প্রবীণ চিত্র-শিল্পী শ্রীদেবী ঘোষ ও প্রমোদ সরকার। এই ছবিতে অনেকগুলি নবাগত অভিনেতা অভিনেত্রীকে দেখা যাইবে।

আমরা গত সপ্তাহে ইঁহাদের ষ্টুডিওতে আমন্ত্রিত হইয়াছিলাম এবং ইঁহাদের বর্ত্তমান যুগোপযোগী নবনির্ম্মিত ষ্টুডিও ও কার্য্য-পদ্ধতি দেখিয়া বিশেষ আশান্বিত হইয়াছি। প্রার্থনা করি, ইঁহাদের প্রচেষ্টা সাফল্যমণ্ডিত হউক।

প্রকাশ পিক্‌চার্স (বোম্বাই)

"বোম্বাই কী শেঠানি" এখন বোম্বাই রক্সি টকীতে দেখানো হইতেছে। উক্ত ছবির উত্তর ভারতীয় স্বত্ব ক্রয় করিয়াছেন মিঃ চরণ সিং (পেশোয়ার)।

"শমসের-ই-আরব"-এর এখন শুটিং হইতেছে। মাষ্টার অব্রাহাম মজিদ নামক একটি এগার বৎসর বয়স্ক বালক ইহার একটি প্রধান ভূমিকায় অভিনয় করিতেছে!

"গার্ড অফ অনার"ও ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতেছে।

"স্নেহলতা"র গুজরাটি ও হিন্দী দুইটি সংস্করণ হইবে।

"রূপকথা"

এই শনিবার হইতে নিউ থিয়েটার্সের "দেবদাস" দেখান হইবে। ইঁহাদের পরবর্ত্তী পরিবর্ত্তন হইবে—"ব্রাইড অফ্ ফ্রাঙ্কেনষ্টাইন"। তাহার পর "ইনফরমার' ও "সি" দেখানো হইবে।

"রূপবাণী"

ইষ্ট ইণ্ডিয়ার "পায়ের ধূলো" ও "দিগ্‌দারী" ২রা নভেম্বর শনিবার হইতে ষষ্ঠ সপ্তাহে পদার্পণ করিবে।

পার্ক শারদীয় সম্মেলন

পার্ক শারদীয় সম্মেলনের সভ্যবৃন্দ অভিনীত মহা সপ্তমীর দিনে স্বর্গীয় দ্বিজেন্দ্র লালের "সাজাহান" অভিনীত হইয়াছিল। পাত্র সমাবেশ ও প্রচ্ছদপটাদির আয়োজন বেশ ভালই হইয়াছিল।

'ঔরংজীবে'র ভূমিকায় শ্রীযুক্ত কাশীশ্বর ভট্টাচার্য্যের অভিনয় চমৎকার হইয়াছিল।

'জাহানারার' ভূমিকায় শ্রীযুক্ত জ্যোতির্ম্ময় কুমার, ক্ষুদ্র সোলেমানের ভূমিকায় শ্রীযুক্ত অমরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের অভিনয় অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী হইয়াছিল। যশোবন্ত সিংহের ভূমিকায় ডাক্তার শ্রীযুক্ত বিজয়পদ চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের অভিনয় তৃপ্তিদায়ক হইয়াছিল। সিপারার ভূমিকায় শ্রীমান সিদ্ধেশ্বর ভট্টাচার্য্যের অভিনয় ভালই। গানগুলি শ্রুতিমধুর হয় নাই।

মহা নবমীর দিন এই সভ্যবৃন্দ কর্ত্তৃক অভিনীত হইয়াছিল ৺ ক্ষীরোদ প্রসাদের "প্রতাপাদিত্য"। নাম ভূমিকায় অবতীর্ণ হইয়াছিলেন শ্রীযুক্ত কাশীশ্বর ভট্টাচার্য্য। তাঁহার অভিনয় প্রশংসনীয় হইয়াছিল। ভবানন্দের ভূমিকায় শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের অভিনয়ও ভালই হইয়াছিল। স্ত্রী ভূমিকাগুলির মধ্যে শ্রীযুক্ত জ্যোতির্ম্ময় কুমারের "বিজয়া"ই একমাত্র উল্লেখযোগ্য।

বাঙালী ছাত্রের সাফল্য

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরাজি বিভাগের ছাত্র শ্রীদেবীপ্রসন্ন ঘোষ এই বৎসর এলাহাবাদের নিখিল-ভারত সঙ্গীত সম্মিলনীতে তবলা প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছেন। ভারত বিখ্যাত তবলাবাদক খলিফা আবেদ হোসেনের

নিকট শ্রীমান শিক্ষালাভ করিতেছেন। ১৯৩২ ও ১৯৩৩ সালে ইনি কলিকাতা ইউনিভার্সিটী ইনিষ্টিটিউটের তবলা প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছিলেন এবং ১৯৩৪ সালে নিখিল বঙ্গ সঙ্গীত প্রতিযোগিতায় প্রথম হইয়াছিলেন। আমরা তাঁহার উত্তরোত্তর উন্নতি কামনা করি।

কান্মাটারে দীপালী-উৎসব

(আমাদের নিজস্ব সম্বাদ দাতার পত্র)

বিগত ৯ই কার্ত্তিক ১৩৪২ শনিবার কান্মাটার নব গৌর বিদ্যালয়ের বার্ষিক পুরস্কার বিতরণী উপলক্ষ্যে ৺কালীমাতার পূজা ও "সীতা" গীতাভিনয় হইয়াছিল। পুরস্কার বিতরিণী সভায় নেতৃত্ব করিয়াছেন ই, আই, আর-এর আসানসোলস্থ ডিভিসাক্সাল

সুপারিন্টেন্ডেণ্ট্ রায় বাহাদুর নিবারণচন্দ্র ঘোষ মহাশয়। সভায় রায় বাহাদুর অমূল্যচরণ মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রকুমার বসু, শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ শ্রীমানি, শ্রীযুক্ত পান্নালাল দত্ত, ডাক্তার হরিদাস চট্টোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত বিষ্ণুপদ চট্টোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত সত্যকেতু দত্ত, শ্রীযুক্ত নারানচন্দ্র ঘোষ, ডাক্তার সুধীরকুমার ঘোষ, শ্রীযুক্তা তমাললতা বসু প্রভৃতি বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। অতঃপর শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রযোজনায় কারমাটার গৌর ড্রামাটিক ইউনিয়ান কর্তৃক "সীতা" গীতাভিনয় বালক বালিকাদের দ্বারা অনুষ্ঠিত হয়। ভূমিকা-লিপি : —রাম—শ্রীমতী অনুরূপা মুখোপাধ্যায়, লক্ষণ ও ব্রাহ্মণ—শ্রীমতী গৌরীবালা ঘোষ, বাল্মিকী —শ্রীমান করালিশঙ্কর মিত্র, বশিষ্ঠ —শ্রীমান গোপালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ১ম সৈন্য —শ্রীমান দ্বারিকানাথ ঘোষ, ২য় সৈন্য—শ্রীমান শৈলেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, দুর্ম্মুখ—শ্রীমতী নীহারবালা বসু, লব ও ব্রাহ্মণী—শ্রীমতী বীণা ঘোষ, কুশ—শ্রীমতী গীতারাণী মিত্র, সীতা —শ্রীমতী কমলাবালা মিত্র।

অভিনয়ের চমৎকারিত্বে দর্শকবৃন্দ প্রীত হইয়াছিলেন। সর্ব্বাপেক্ষা রাম ও লক্ষ্মণের অভিনয় ভালো হইয়াছিল—এই দু'জনের মধ্যে আবার রামের অভিনয় হইয়াছিল উৎকৃষ্টতর। রবিবার কাঙ্গালীভোজন ও বি, কে, পাল এণ্ড কোং ড্রামাটিক ইউনিয়ন কর্তৃক "দেবীলীলা" অভিনয় এবং সোমবার উক্ত ইউনিয়নের দ্বারা "বিল্বমঙ্গল" অভিনীত হইয়াছিল।

চট্টগ্রামে "নাট্যনিকেতন"

(নিজস্ব সংবাদ দাতা হইতে)

কলিকাতার "নাট্যনিকেতন" গত ১১ই হইতে ২৬শে সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত পক্ষকাল চট্টগ্রামে নাট্যাভিনয় প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন। চট্টগ্রাম সিনেমা প্যালেসের রঙ্গমঞ্চে তাঁহাদের বিবিধ নাটকাদি অভিনীত হইয়াছিল। কিন্তু দুঃখের বিষয়, "খনা", "মা", "ব্রতচারিণী", "চিরকুমার সভা" প্রভৃতি কয়েকটি ব্যতীত অন্যান্য অভিনয়ে দর্শক সাধারণকে সন্তুষ্ট হইতে দেখা যায় নাই। কয়েকটা অভিনয়ের জন্য যেন তাঁহারা প্রস্তুতও ছিলেন না। তবে, বিবিধ শ্রেষ্ঠ ভূমিকায় শ্রীযুক্ত অহীন্দ্র চৌধুরী, শ্রীযুক্ত মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য, শ্রীযুক্ত রাধিকানন্দ মুখার্জ্জি, এবং অপর দিকে শ্রীমতী চারুশীলা, শ্রীমতী নীহার বালা, শ্রীমতী সরযূবালা, বাংলার প্রথিতযশা নট-নটীরূপে কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছেন।

মফঃস্বলে কলিকাতার নাট্য-সম্প্রদায়ের আকর্ষণ এবং স্থানীয় আয়োজনের কর্ম্মকর্ত্তাগণের বহুল প্রচার ও বিজ্ঞপ্তির ফলে কোনও কোনও রজনীতে বহু লোক অভিনয় দর্শন করিয়াছে; কিন্তু জনসাধারণের এই কৌতূহল ও উৎসাহ অতি ক্ষণস্থায়ী এবং ইহার পশ্চাতে সত্যিকার আন্তরিকতার অভাব দেখিয়া আমরা হতাশ হইয়াছি।

কলিকাতার এই বিখ্যাত নাট্য-সম্প্রদায় শোচনীয় আয়োজন লইয়া মফঃস্বলে আগমন করিয়াছিলেন—ইহাতেই স্থানীয় নাট্যামোদীগণের দুঃখ। তাঁহাদের সঙ্গীত ও নৃত্যাদির শিল্পী আছে—"খনা"য় বিক্রমাদিত্যের বিশ্রামগৃহে নর্ত্তকীদ্বয়ের অনুষ্ঠিত নৃত্য পরিকল্পনায় আধুনিক যুগের মার্জ্জিত রুচি ও কলা-নৈপুণ্য আমাদের মুগ্ধ করিয়াছে, কিন্তু অভিনয়কালীন নৃত্যগীত অনুসারী বৈচিত্র্যময় সঙ্গতের অভাব এবং রঙ্গালয়ের পারিপার্শিক দৃশ্যপট ও যথাযোগ্য সাজসজ্জার দৈন্য দর্শক মাত্রেরই সমালোচনার বিষয় হইয়াছিল। এ সম্পর্কে নাট্যনিকেতনের পুরাতন ছিন্নপ্রায় দৃশ্যপটাদির কথাই বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

প্রায় তিন বৎসর পূর্ব্বে এই রঙ্গমঞ্চেই শিশির সম্প্রদায় কর্ত্তৃক নাট্যমন্দিরের অতুলনীয় অভিনয়, রঙ্গমঞ্চ সজ্জার ও সঙ্গীত-নৃত্যাদির সুদৃশ্য আয়োজন, সুচারু দৃশ্যপটাদি এবং তৎসঙ্গে বিভিন্ন স্থানে প্রতিভাশালী শিশিরকুমারের সশ্রদ্ধ সম্বর্দ্ধনা চট্টগ্রামে নাট্যামোদী সাধারণের আজিও স্মরণ আছে। নাট্য ও সঙ্গীত চর্চ্চার দিকে সম্প্রতি কয়েক বৎসর হইতে বহু অনুষ্ঠান ও প্রতিষ্ঠানের মধ্য দিয়া চট্টগ্রাম সন্তোষজনক ভাবে অগ্রসর হইতেছে। অভিজ্ঞ কর্ম্মকর্ত্তা ও নট-নটী পরিচালিত "নাট্যনিকেতন" মফঃস্বলের লোককে কয়েকদিন নিছক থিয়েটার দেখাইবার উদ্দেশ্যে যদি চট্টগ্রাম আসিয়াছিলেন তবে তাঁহাদের ভুল হইয়াছে ইহাই জনসাধারণের ধারণা। আশা করি, ভবিষ্যতে তাঁহাদের মফঃস্বল অভিযান অধিকতর সাফল্যমণ্ডিত হইবে। কেন না আমরা চাই, সম্প্রদায় নির্ব্বিশেষে রঙ্গমঞ্চ ও নাট্যকলার যশঃসৌরভ সর্ব্বত্র সতত সমভাবে অক্ষুণ্ণ থাকুক।

নানাকথা

বৈদ্যনাথ ধাম—রামময় আশ্রম

শ্রীশ্রীকুণ্ডেশ্বরী মাতার অর্চ্চনা।

প্রতি বৎসরের ন্যায় এ বৎসরেও রামময় আশ্রমে শ্রীশ্রীকুণ্ডেশ্বরী মাতার পূজা উৎসব ও মেলার বিশেষ অনুষ্ঠান হইয়াছিল। মেলার জন্য নানাবিধ আমোদ-প্রমোদেরও বন্দোবস্ত ছিল। ১৯শে কার্ত্তিক মঙ্গলবার ত্রিকালীন মহাপূজার দিন হইতে ২৪শে কার্ত্তিক রবিবার পর্য্যন্ত প্রত্যহ দরিদ্রনারায়ণের সেবা, ভাগবত পাঠ, কালীকীর্ত্তন, চণ্ডীর গান, সাঁওতাল নাচ, লাঠি খেলা, যাত্রা, ম্যাজিক বাজী ও ঝুমুরনাচ ইত্যাদি হইয়াছিল। দেওঘর ষ্টেশন হইতে সাধারণের যাতায়াতের সুবিধার জন্য দিবারাত্রি মোটর লরী যাতায়াত করিয়াছিল। এই উপলক্ষে বহু জনসমাগম হইয়াছিল।

কাশীতে হোমিওপ্যাথ চিকিৎসক সম্মেলন

আগামী অগ্রহায়ণ মাসের শেষ সপ্তাহে কাশীতে নিখিল ভারত হোমিওপ্যাথি চিকিৎসক সম্মেলন হইবে। ভারতের বিভিন্ন স্থানের হোমিওপ্যাথগণ ইহাতে যোগদান করিবেন। এতদুদ্দেশ্যে কাশীতে, এই মহাসম্মিলনকে সাফল্যমণ্ডিত করিবার জন্য বিশেষ আয়োজন করা হইতেছে। স্থানীয় লব্ধ প্রতিষ্ঠ হোমিওপ্যাথ ডাঃ ফনীন্দ্রনাথ রায় এম-বি এই সম্মেলনের সম্পাদক নির্ব্বাচিত হইয়াছেন।

সম্পাদক—
[illegible]কুমার রায় শ্রীগিরিজা কুমার বসু

Cover and art plates printed at Gaya Art Press, 94, Keshub Sen Street, Calcutta.

এক আনা
৭ম বর্ষ | ২৮শে কার্ত্তিক. ১৩৪২ :: 14th November. 1935 | ৪৩শ সংখ

দীপালী

DIPALI

দীপালী কার্য্যালয়—১২৩।১ আপার সার্কুলার রোড
কলিকাতা ফোন বড়বাজার—৩২৫৩
শাখা কার্য্যালয়—১৩১২-এন্. রিজ্‌উড্ প্লেস্, হলিউড
কালিফোর্নিয়া, আমেরিকা।

৭ম বর্ষ | ২৮শে কার্ত্তিক, বৃহস্পতিবার, ১৩৪২ / ১৪ই নভেম্বর, ১৯৩৫ | ৪৩শ সংখ্যা

কলাকেলি

প্রাকৃতজনের ও বিকৃত বাঁধা-ধরা গম্ভীর কবলে প'ড়ে ললিতকলার কণ্ঠশ্বাস উপস্থিত হয়েছে। তাকে রক্ষা করতে পারেন এদেশে এমন একাধিক লোকের অভাব নেই, কিন্তু মেছোবাজারের জনতা তাঁদের কোণঠাসা ক'রে রেখেছে। বর্ত্তমান বিশ্বসাহিত্যের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পুরুষ রবীন্দ্রনাথেরও কথা মানবার লোক এখানে নেই। বাংলা সাহিত্যে এখন 'ডিমোক্রেসি'র প্রবল প্রভাব! 'ডিমোক্রেসি'—অর্থাৎ প্রাকৃততন্ত্র, ললিতকলার ক্ষেত্রে ইবসেন যাকে স্বীকার করতেন না।

*

আর্টের এমন কোন নির্দ্দিষ্ট গজকাঠি এখনো তৈরি হয় নি, সকল দর্শকই যা দিয়ে তাকে মেপে অনায়াসেই মূল্য নির্দ্ধারণ করতে পারে। তাই বাংলা দেশের সাময়িক সাহিত্যের মহলে রামা-শ্যামা যদু-মধুকে যখন গম্ভীর মুখে আর্ট নিয়ে মাথা ঘামাতে ও ফতোয়া দিতে দেখি, তখন হাসি সাম্‌লানো দায় হয়ে ওঠে! এখানে মাসে প্রায় চারখানা ক'রে নূতন সাময়িক পত্র জন্মলাভ করছে এবং ভূমিষ্ঠ হবার পর তাদের আর লালন-পালন বা শিক্ষা-দীক্ষার দরকার হয় না—ট্যা শব্দ উচ্চারণ ক'রেই তারা হামাগুড়ি দিয়ে যেতে চায় ললিতকলার দুর্গম অন্দর-মহলের ভিতরে, আগে যেখানে পদার্পণ করতে মুনি-ঋষিরাও ভয় পেতেন! এদেশের অধিকাংশ সাময়িক পত্রের পাতা ওল্টালেই মনে হয়, আর্ট যেন এখানে দুটো কাণাকড়ির বিনিময়ে মুদীর দোকানে কিন্‌তে পাওয়া যায়!

*

এই সব কানাকড়ির মালিক যখন পান-দোক্তা চিবোতে চিবোতে বা বিড়ি টানতে টানতে রবীন্দ্রনাথ বা শরৎচন্দ্রকে বিচার করতে বসেন, তখন একবারও ভেবে দেখেন না যে, তাঁদের রচনার পিছনে সারাজীবনব্যাপী কি গভীর সাধনার প্রেরণা আছে! এক-একজন নিম্নশ্রেণীর কাঁচা শিল্পীর স্বপক্ষে এক-একখানা সাময়িক পত্র প্রাণান্ত পরিশ্রমে যে বিপুল 'প্রপাগাণ্ডা'র আয়োজন করে, তা দেখলেও লজ্জা হয়।

লেখকদের দ্বারা অধিকৃত হয়েছে। খুব হালেই এমনি কয়েকটি দৃষ্টান্ত পেয়েছি। জনৈক সমালোচক, বাংলা গানে কৃষ্ণচন্দ্রের চেয়ে শক্তিধর শিল্পীকে আবিষ্কার ক'রে ফেলেছেন! এবং এর-মধ্যেই আর এক ব্যক্তি 'রেকর্ডে'র জনৈক নবীন গীতি-লেখককে রবীন্দ্রনাথের পরের আসনে টেনে তুলেছেন! আর এক সমালোচক বলেছেন, অবনীন্দ্রনাথ ভারতীয় চিত্রকলায় 'রেনেসাঁস' আনেন নি—এনেছেন নাকি জনৈক বিলাতী পটের নকলিয়া! যেখান থেকে এখানে সাময়িক পত্র প্রকাশের রেওয়াজ এসেছে এদেশ সেই দেশ হ'লে, এ-শ্রেণীর সমালোচকদের ধ'রে জনসাধারণ জোর ক'রে পাগলা-গারদে পাঠিয়ে দিত। কিন্তু অচল মাল চালাবার সেরা ঠাঁই হচ্ছে বাংলা সাময়িক সাহিত্যের ক্ষেত্র;—এখানে কিছুই ফ্যালনা নয়।

*

বাঁধা-ধরা গণ্ডীর ভিতরে প'ড়ে আমাদের আর্ট নানা বিভাগে কতখানি সঙ্কুচিত হয়ে আছে! সঙ্গীত-কলা থেকেই একটা দৃষ্টান্ত দি। ওস্তাদরা হাজার অনুরোধেও রাত্রে ভৈরবী বা সকালে বেহাগ গাইবেন না—গাইলে যেন মহাপাপ হয়। অথচ সাধারণত এখানে গানের আসর বসে সন্ধ্যার পরে এবং ওস্তাদরা গাইতে নারাজ ব'লে ললিত, রামকেলি ভৈরব, ভৈরবী, কালাংড়া ও আসোয়ারী প্রভৃতি অনেকগুলি রাগ-রাগিণীই আমরা ভালো গাইয়ের মুখে শোনবার সুযোগ থেকে প্রায় বঞ্চিত হয়ে থাকি। বর্ষা বা হোরীর গানও অন্য সময়ে গাইতে মানা। সংপ্রতি বর্ষার পরে কোন 'রেকর্ডে' বর্ষার গান বেরিয়েছে ব'লে জনৈক সমালোচক আপত্তি প্রকাশ করেছেন।

*

কিন্তু কেন? কঠোর বাস্তবতার জাঁতাকলে জর্জ্জর মানুষের মনকে রঙিন ক'রে তোলবার জন্যেই কি আর্টের আবির্ভাব নয়? কলাবিদের সৃষ্ট জগৎ হচ্ছে স্বতন্ত্র জগৎ, সে জগতের অস্তিত্ব কেবল শিল্পী ও রসিকের মনের মধ্যে এবং তার আলো-বাতাস, দিন-রাত ও শীত-বর্ষার সঙ্গে আমাদের এই ধুলো-মাটির কর্দ্দমময় পৃথিবীর কোন সম্পর্কই নেই। শিল্পী যে প্রভাতের বর্ণনা করেন, কেবল প্রভাত-কালে নয় রাত্রিকালেও তা সমান উপভোগ্য এবং শিল্পীর সৃষ্টিতে যে বর্ষার জলদ ধরা পড়ে, সর্ব্ব-ঋতুতে তা সমান ভাবে আমাদের অভিভূত করতে পারে ব'লেই আর্টের গৌরব এত বেশী! পূর্ব্বোক্ত সমালোচকের কথা মানতে গেলে বলতে হয় যে, "একটি নিদাঘ-রজনী" নামে বিখ্যাত চিত্রপটখানির দিকে গ্রীষ্মকাল ছাড়া অন্য কোন সময়েই দৃষ্টিপাত করা উচিত নয়!

*

জানি, 'ভৈরবী' ও 'মল্লারী' প্রভৃতি রাগিণীর যে নিজস্ব রূপ আছে, প্রভাত ও বর্ষা কালের সঙ্গে তা ঠিক খাপ খায়। কিন্তু গায়ক যদি প্রতিভাবান হন তাহ'লে তিনি যে-কোন সময়ে যে-কোন রাগ-রাগিণীর উপযোগী এমন নির্দ্দিষ্ট আবহ সৃষ্টি করতে পারেন, যার প্রভাবের মধ্যে গিয়ে পড়লে প্রত্যেক শ্রোতাই বর্ত্তমান পৃথিবীর বাস্তবতা থেকে অনেকখানি স'রে আসেন। আর্টের মহিমায় পৌষ মাসে মল্লার শুনে তাঁরা শীতকালের শীতলতাকেও ভুলে যান এবং মনের চোখে দেখতে পান বাদল-কালের কাজল-কালো মেঘের বিপুল সমারোহ এবং প্রাণের কাণে শুনতে পান কেকা-কলরবে উচ্ছ্বসিত বনভূমির উপরে ধারা-যন্ত্রের ঝর্ঝর ঐক্যতান। আষাঢ়-শ্রাবণ মাসেও কোন শ্রোতাই বহিঃপ্রকৃতির ভিতরে চোখ কাণ-মনকে নিযুক্ত রেখে শিল্পীর গাওয়া বর্ষার রাগিণী শুনতে বসে না, তখন তার মন আর্টের কৃত্রিম জগতের ভিতরেই একান্তভাবে প্রবেশ করে। যে গায়ক বর্ষা না এলে মল্লারের রূপকে বিকসিত করতে অপারগ, তিনি হচ্ছেন নিকৃষ্ট শিল্পী এবং যে শ্রোতা শীতকালে বর্ষার সুরকে প্রাণের ভিতরে অনুভব করতে অক্ষম, তিনি হচ্ছেন অরসিক শ্রোতা। এমন গায়ক ও শিল্পীর আসরে কলালক্ষ্মীর শ্রী কোনদিনই ফুটতে পারে না।

*

বাংলাদেশে সব-চেয়ে-বড় বর্ষার কবি হচ্ছেন রবীন্দ্রনাথ। তিনি একলা যত বর্ষার কবিতা রচনা করেছেন, বাংলা দেশের অন্য সব কবির রচিত বর্ষার কবিতাগুলিকে এক করলেও গুণতিতে তত-বেশী হবে না। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের এই কবিতাগুলি কি কেবল বর্ষাকালেই পাঠ্য? যে কোন সময়ে, যে কোন ঋতুতেই কি এই কবিতাগুলি আমাদের সমান আনন্দ বিতরণ করে না? শরৎ, হেমন্ত, শীত, বসন্ত বা গ্রীষ্ম—যে কোন কালেই

"ধেয়ে চ'লে আসে বাদলের ধারা,
নবীন ধান্য দুলে দুলে সারা,
কুলায়ে বসিয়া ক্লিন্ন কপোত
দাদুরী ডাকিছে সঘনে—
গুরু-গুরু মেঘ গুমরি গুমরি
গরজে গগনে গগনে"

এই পংক্তিগুলি কি বর্ত্তমানকে এড়িয়ে আমাদের মনোজগতে "স্নিগ্ধ-সজল মেঘকজ্জল দিবস"কে আহ্বান ক'রে আনে না? কিংবা—

"এমন দিনে তারে বলা যায়,
এমন ঘনঘোর বরিষায়!
এমন মেঘ-স্বরে বাদল ঝরো-ঝরে,
এমন তপনহীন ঘন তমসায়"—

এই গানটি যদি উত্তপ্ত গ্রীষ্ম-মধ্যাহ্নেও গাওয়া হয়, তাহ'লে আমাদের চোখের সামনের প্রখর সূর্য্যকর কি তখনি ভিজে মেঘের শ্যামলা ছায়ায় পরিম্লান হয়ে যায় না? ভালো কবিতা বা ভালো গান যার অসাড় চিত্তে কোনরকম রসানুভূতিই জাগাতে পারে না, এখানে সেই ব্যক্তিই বলবে—'না'! কাব্যের বা গানের আসরে দ্বিগুণ মূল্য দিলেও তাকে ঢুকতে দেওয়া উচিত নয়।

*

বড় আর্টের এই তো বড় লক্ষণ! যখন Danteর অমর কাব্য Divine Comedy বা Victor Hugor Les Miserables বা Dumar Three Musketeers বা Anatole Francer Thais প্রভৃতি পাঠ করি,

কিংবা Michelangeloর স্বর্গ ও নরক এবং পৃথিবী-সৃষ্টি প্রভৃতি ভিত্তি-চিত্র বা Leonardo da Vinciর "খৃষ্টের শেষ-ভোজ" প্রভৃতি চিত্রপট দেখি তখনও কি আমাদের মন—যার জন্যে জীবন-সংগ্রামে ক্ষতবিক্ষত হয়ে আর্ত্তনাদ করছি সেই—নিষ্ঠুর ও বাস্তব বর্ত্তমানকে নিয়ে কিছুমাত্র ব্যতিব্যস্ত হ'তে চায়? আর্টের মায়ামন্ত্র বর্ত্তমানকে বিলুপ্ত ক'রে দিয়ে অতীত ও অনাগতকে আমাদের সুমুখে সফল স্বপ্নের মত ফুটিয়ে তুলতে পারে। প্রকৃতজনের ভিড় থেকে বেরিয়ে এসে যাঁরা ললিত-কলার সমালোচক হবার স্পর্দ্ধা রাখেন, এই সহজ সত্য কথাটি সর্ব্বদাই তাঁদের মনে রাখা উচিত।

পূজার সংখ্যার ইংরেজী "দীপালী"তে জনৈক গায়ক বলেছেন, বাংলা গানে গজলের সুর এনেছেন কাজী নজরুল ইসলাম। গানের সাধনায় নিযুক্ত না থেকে যদি গানের ইতিহাস নিয়ে গায়কদের কণ্ঠ উৎসাহিত হয়ে ওঠে, তাহ'লে বিড়ম্বনার সৃষ্টি হওয়াই স্বাভাবিক। কারণ কাজী-সাহেবের কলমে যখন কোন গজল-গীতিরই জন্ম হয়নি, তখনও বাংলা গানে অনেক গজলের সুর আমরা শুনেছি। ত্রিশ-পঁইত্রিশ বৎসর আগে আমি নিজেই অনেকগুলি বাংলা গজল জানতুম। একটি গানের প্রথম পংক্তি এখনো আমার মনে আছে;—"কুঞ্জবনে সাজেরি বেলায়, রাধা রাধা ব'লে কে বাঁশী বাজায়।"—এ গানটির সুর অবিকল কাজী-সাহেবের "বসিয়া বিজনে কেন একা মনে, পানিয়া ভরণে চল লো গোরী" গানটির মত।

শ্রীযুক্ত প্রেমেন্দ্র মিত্র ও বুদ্ধদেব বসু একখানি কবিতাময়ী পত্রিকা প্রকাশ করছেন শুনে সুখী হলুম। কিন্তু কোন কোন পত্রিকা যে ব'লেছেন, বাংলা ভাষায় এ-রকম কাগজ এই প্রথম, একথা একেবারেই ঠিক নয়। যাঁরা সাময়িক সাহিত্যের পরিচালক, তাঁদের অন্ততঃ স্বদেশী সাহিত্যের খবর রাখা উচিত। কারণ কেবল কবিতায় পূর্ণ সাময়িক পত্র ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের যুগেও ছিল, বঙ্কিমচন্দ্রের যুগেও ছিল। যে কোন বিখ্যাত বাংলা লাইব্রেরীতে গেলে এখনো এ-সব কাগজ পড়া যেতে পারে।

—হেমেন্দ্রকুমার রায়

'বিদ্যাসুন্দরে'র গান

(কালী-ফিল্মের "বিদ্যাসুন্দর" ছবি "উত্তরা"য় দেখানো হচ্ছে। প্রমোদ-সূচীতে দেখলুম, "কথা ও কাহিনী"র রচয়িতারূপে আমার নাম দেওয়া হয়েছে। কিন্তু "বিদ্যাসুন্দরের" কাহিনী আমার নয়, কালী ফিল্মের সত্বাধিকারী বন্ধুবর শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়ের অনুরোধে, স্বর্গীয় মহারাজা স্যার যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের লিখিত "বিদ্যাসুন্দর" নাটক অবলম্বনে আমি এই চিত্রনাট্যখানি রচনা করি। এই চিত্রনাট্যে কেবল সংলাপ ও গান আমার লেখা। সংলাপ রচনাতেও আমি সর্ব্বত্র স্বাধীনতা লাভ করি নি,—অধিকাংশ স্থলেই মহারাজা যতীন্দ্রমোহনেরই ভাষা ও ভাবের অনুসরণ করেছি। এখানে "বিদ্যাসুন্দরে"র কতকগুলি গান দেওয়া হ'ল। ইতি —হেমেন্দ্রকুমার রায়

সখিদের গান—

বাস্‌ব ভালো, বাস্‌ব ভালো, আমরা খালি বাস্‌বো ভালো!
নয়ন ফাঁদে প্রাণ ধ'রে আর প্রাণের বাঁধন খুলবো না লো!!
আমরা প্রেমের তরুণ গোলাপ!
ফোটাই শুধু অরুণ প্রলাপ,
মন-হারানো গান ধরি আর দেখ্‌লে কালো ছড়াই আলো।

সখিদের গান—

স্বপনে কে যেন ডাকে
গোপনে কি ছবি আঁকে
কে যেন এসেছে আমোদে ভেসেছে
নয়ন-নদীর বাঁকে!
মধুর মাধব মাসে
নবীনা দখিনা হাসে!
অধরে অমিয়, এসহে সুপ্রিয়!
কুসুমী বাহুর পাকে!

বিদ্যা— স্বপনে কে যেন ডাকে
গোপনে কি ছবি আঁকে!

গঙ্গাভাটের গান—

রাজ-রাজ মহারাজ, ধরা-ভরা যশোগীতি!
দানে-ধ্যানে গুণে-জ্ঞানে তব নাম করি নিতি।
ধরমে করমে মতি, আঁধারে তপনে জ্যোতি,
জয়তু ধরণীপতি, অমর তোমার স্মৃতি!

সুন্দরের গান—

আকাশের চাঁদমুখ ভেসে চলে নদীজলে,
বাতাস কানেতে এসে, কত ভালোবাসি বলে।
অচেনা গানের পাখী, আমারে বলিল ডাকি—
'হাসো গাও যতদিন আছ ভাই ধরাতলে'!

বিদ্যার গান—

নাচে চারুহাসী চন্দ্রা—
আলোক-অলকানন্দা!
তারক-রঙ্গে,
হীরক-স্বপ্নে,
আঁখি-পাখী ভোলে তন্দ্রা,—
নীলে লীলাবতী চন্দ্রা!

নাগরিকাদের গান—

বকুলতলায় এসে,
মন ভেসে যায়, চোখ হেসে চায় নতুন রঙের দেশে।
কে বিদেশী কুসুম-কুমার! প্রাণ পিয়াসী তোমার চুমার,
তাই পুলকে নূপুর নাচে তোমায় ভালোবেসে।

হীরে-মালিনীর গান—

নয়নে রূপের নেশা লাগ্‌ল গো!
অকালে কোকিল যেন ডাক্‌ল গো!!
গোলাপে ভালোবেসে,
ছিলে কি ফুলের দেশে?
ভুলে কি যৌবন ফের জাগ্‌ল গো!

হীরার গান—

আমি রাজার বাড়ীর মালিনী।
ফুলদানীতে সাজাই বেলা, জুঁই কামিনী, নলিনী!
রং মাখা যার মন-বাগানে, কই কথা তার কাণে কাণে,
বল্‌তে পারি ঘুমিয়ে কোথায় স্বপন দেখে অলিনী!

হীরার গান—

(সে যে) বন-জোছনার ছন্দ!
(ও তার) গোলাপফুলী হাসির রঙে নাচে কি আনন্দ!
অধর দুটী কমলা-কোয়া,
আদর নরম হাতের ছোঁয়া,
(আবার) কেশের মালায় আতর ছড়ায় পারিজাতের গন্ধ!

হীরার নাচ ও গান—

সত্যি সে ভাই, নব কার্ত্তিক!
মুখখানি তার দেখলে পরে
সঠিক হৃদয় হয় লো বেঠিক!
আঁকশী যেমন বেগুন পাড়ে,
তেমনি ক'রে প্রাণটা কাড়ে
মিষ্টি চোখে চাইলে আড়ে
বক্ষে ঝরে পান্না-মানিক!

সখীদের গান—

ফুলের ধনু, ফুলের বাণ
মদন বুঝি কাড়্‌ল প্রাণ!
কেমন ক'রে গাঁথ্‌ল মালা
নতুনতরো প্রেমের পালা,
দেখার আগেই হৃদয় দান!

(আর কতকগুলি গান ২৬ পাতায় দ্রষ্টব্য)

এমিল জ্যানিংস

জগতের মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ চরিত্রাভিনেতা। যাঁহারা এই জার্ম্মাণ অভিনেতাটির "Way of All Flesh", "Faust", "Patriot", "Sins of the Fathers", "Blue Angel" দেখিয়াছেন, তাঁহারা ইঁহাকে কখনও ভুলিতে পারিবেন না। ইঁহার নূতন ছবির নাম "The Old and the New King".

'দীপালী'র শুভাকাঙ্ক্ষীনি
ও
শুভাকাঙ্ক্ষী

জোন ব্লণ্ডেল

রুবী কীলার

জর্জ ব্রেণ্ট

ডলোরেস ডেল রিও

অ্যানিটা লুই

বেটী ডেভিস

অসমাপ্ত চিঠি

(গল্প)

—শ্রীমতী গৌরীরাণী দেবী

প্রিয় অমিতা,

হয়ত বা মনে ভেবে স্থির করেছিস ধনী মানুষদের বাড়ীর বউ হ'য়ে, তোদের অন্তরের কোণটা থেকে সরিয়ে দিয়েছি, কিন্তু ভাই সঠিক খবরটা যদি জানতিস, তবে, আর বল্‌বার কিছু থাকত না; ধনী মানুষের বউ হয়েচি, ঐ পর্য্যন্তই। তোদের স্নেহ, ভালবাসার বন্ধনে যখন জড়িয়ে থাকতুম, তখন যে ভাই, নিজেকে অনেক বেশী সুখী মনে করতুম, অনেক বেশী আনন্দ পেতুম। ধন, জন আড়ম্বর, সবই এখানে আমার কাছে মূল্যহীন। সকাল থেকে রাত্রি পর্য্যন্ত ঘোমটার অন্তরালে, চোখের জলে আঁচল ভিজিয়ে, সংসারের কাজে লিপ্ত থাকি, ক্ষণিক অবসরে ব'সে স্মরণ করি অতীতের সেই আনন্দপূর্ণ দিনগুলির কথা। সেই হারান দিনগুলি একদিন এই বুকখানাতে কি আনন্দেরই ঢেউ না জাগিয়েছিল, সেই দিনগুলির এক একটী দৃশ্য অনন্তকাল ধরে আমার বুকে অক্ষুণ্ণ হয়ে বিরাজ ক'রবে। তোদের সেই 'পাড়াবেড়ান' মেয়েটার এখন কি অবস্থা, এসে যদি দেখতিস্—মুখের কথা হারিয়ে, বিস্ময়পূর্ণ দুই চোখ মেলে তাকিয়ে থাকতিস আমার পানে। শাশুড়ীমাতার, মধুঢালা বাক্যগুলি অহোরাত্র কর্ণকুহরে অমৃত বর্ষণ করে। কি ক'রে যে এমন জীবন টেনে টেনে নিয়ে বেড়াবো, তা জানি না। সর্ব্বদাই ভাবি,

"কবে পড়িবে বেলা ফুরাবে সব খেলা,
নিভাবে সব জ্বালা, শীতল জল—
জানিস্ যদি কেহ আমারে বল"

এ কবিতাটি তোর সঙ্গে ব'সে কতবার যে পড়েচি। তখন জানতুম না, ঐ শীতল জলে ডুবে মরতে একদিন আবার আমার ইচ্ছে ক'রবে। রবীন্দ্রনাথ, ইটে-ঘেরা বধূদের গোপন দিয়েছেন, একেবারে অন্তরের কথা, ভাই। "শাসন ছুটে আসে, ঝটিকা তুলি" প্রতি পদক্ষেপেই, আজও গোপনে আড়ালে বসে পড়ি, চোখের জলে লেখার অক্ষর আর পড়া যায় না। খুব যদি কুৎসিত হতুম, কেউ চাইত না সেই ভাল ছিল ভাই। ধনীর বাগানের গোলাপ ফুল না হয়ে যদি, ঘাসের ফুল হয়ে ঘাসেই থাকতুম কেউ ফিরেও চাইত না, সেই ছিল ভাল। তাও হোল না, রূপ আছে বলেই কি আর আমাদের সংসারে আদর আছে? রবীন্দ্রনাথের ভাষায় বলি, "রূপ জিনিষটা যে বিধাতা নিজের আনন্দে গড়েচেন তাই এ ধর্ম্মের সংসারে তার কোন মূল্য নেই" সত্যি কিনা তাই বল ভাই! কাজকর্ম্ম করবার ক্ষমতাও অপ্রচুর বিধাতা দেন নাই, তবু যেটুকু সাধ্য করি, মন কি আর পাই কারো? না, কোনদিন পাবো? শাশুড়ী ঠাকুরুণের মুখের ভাষায় বুকে যা আঘাত লাগে! তার চাইতে যে কোন অস্ত্রাঘাত বরং সহনীয়, কিন্তু এ ভাই একেবারেই অসহনীয়, এ আঘাত কি আর মিলিয়ে যাবে? অস্ত্রাঘাতও সহজে তবু মিলিয়ে যায়, দুটো মিষ্টি কথার কাঙ্গালিনী আজ তোদের সুবালা। একদিন দুপুরে ভাই পেনটা নিয়ে লিখছি আমার ঘরে বসে, কে জানে যে শাশুড়ীমাতা আসবেন। সহসা তিনি সম্মুখে উপস্থিত, সামনে বাঘ দেখ্‌লেও অতটা ভীত চকিত হয়ে উঠ্‌তুম না। মুখটি নামিয়ে আঁচলে ঢাকা দিয়ে রাখলুম খাতাখানি। তিনি একটু বিদ্রূপের হাসি হেসে ব'ল্লেন, "দিনরাত কলমত চালাচ্ছ—মেয়ে ইস্কুলের মাষ্টারনি গিরি করবে নাকি? না ঘরে টাকা আনবে?" এবুদ্ধি আমার হয়নি যে ঘরে টাকা না আন্‌তে পারলে দোয়াত কলম নিয়ে বসতে নেই; ধরা পড়ে গেছি, এমন অবস্থায় ছিলুম শাশুড়ী যেমন ব্যবহার আমার সাথে করেন তাঁর অন্তরে অন্তরে ইচ্ছে যে তাঁর পুত্রী আমার প্রতি অমনি ব্যবহার করেন। তিনি মার মতন এখনও হ'তে পারেন নি, ভবিষ্যতে হবেন কিনা তাও আমার অজানা এখনও তাঁর হাজার সাধ গেলেও স্নেহ ভালবাসা পারেন না দেখাতে, অবশ্য আন্তরিক হোক আর বাহ্যিকই হোক আমার জন্যে পিতামাতার অবাধ্য হতে বলচি না তবে সকলেরই ত একটা সীমা আছে ভাই? কি রকম বেশভূষা ভালবাসতুম তোর কাছে ত, কিছুই অজানা নেই। একদিন সাধ গেল মনে, স্যুটকেসটা খুলে ধূপছায়া রঙ্গের একখানি সাড়ী বের করে পরলুম, চুলগুলোকে বেশ সুন্দর ক'রে বাঁধলুম, কাজ ত' আছেই সংসারে, তাই বলে কি আর ভাই পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হয়ে করা যায় না, না থাকা যায় না? সন্ধ্যার সময় তুলসী মঞ্চে প্রদীপ জেলে প্রণাম করে ঘরে ঢুকছি—শাশুড়ীর চোখে পড়ে গেলুম, ব'ললেন "থিয়েটার করতে যাবে নাকি যে এতো সাজের ঘটা?" ঐ কথা শুনব বলেই কি ওসব পরেছিলুম ভাই? তাড়াতাড়ি ঘরে গিয়ে কাপড়খানা ছেড়ে, মলিন একখানা সাড়ী পরলুম, বুকের মধ্যে কান্নার জোয়ার যেন আর রোধ করে রাখ্‌তে পারলুম না। তাই কি তখন কাঁদবার অবসর ছিল? চোখ মুছে আবার কাজ কত লোকজন আসচে, যাচ্ছে—খেতে দেওয়া, রান্না করা, সবই ত ভাই। ননদরা মাঝে মাঝে আসেন, আরো তখন দুখ আমার ছাপিয়ে ওঠে মনের কানায় কানায়। তাই তাঁদের এখানে আবির্ভাব আমার বাঞ্ছনীয় নয়। ভাই সিন্দুকে টাকা ভরা আছে, তাতে আমার কি, জানিস ত,

কার না।" মানুষ কতটুকুই বা বোঝে ভাই, প্রথম সেই যে সেদিন বিয়ের করুণ সানাই-এর সুর কেঁপে কেঁপে উঠে সারা আকাশ ভরিয়ে তুলেছিল, আমারও চোখ সেদিন শুকনো থাকেনি ভাই, আমার বিয়ের সময় আমার বাবার সঙ্গে শ্বশুর মশাই যে সব অকথ্য ভাষায় কলহ করেছিলেন, সামান্য দেনা পাওনা নিয়ে, সেদিন মা বাবার চোখের জল ঝ'রে পড়্তে আমি দেখেছিলুম। সেইদিন থেকে আজ পর্য্যন্ত একদিনের জন্যেও এঁদের কাছে এসে শান্তি পাইনি। তাঁদের চোখের জলের এক একটি ফোঁটা যেনো এঁদের বুকে অভিশাপের এক একটি মূর্ত্তি ধরে দেখা দেয়, তবেই সান্ত্বনা পাবো মনে। তাঁদের মনে যে কষ্ট দিয়েছেন এঁরা তাঁদের যে কটু বাক্য বলে তাঁদের মন দুঃখে জর্জ্জরিত করে ছেড়েছেন সে কি এম্‌নি যাবে, কোন শিক্ষা পাবেন না এঁরা? আমার এই জীবন, তাই লাগে এতো বিস্বাদ এতো অসহনীয়, ব্যথা বুকে জেগে থাকে যা, তা অব্যক্ত। লেখার অক্ষরে তোর সঙ্গে কথা ক'য়ে গেলুম, যদি বুকটার ব্যথা লাঘব হয় এই মনে করে। কিন্তু কোথা? এতো কথাই আছে ভাই কইবার, সারা জীবন লিখে জানিয়ে গেলেও অসমাপ্ত থাক্‌বে। আমার বড় ননদের ছোট ছেলেটি এখানে থেকে স্কুলে পড়ে, সে তবু মাঝে মাঝে আসে আমার ঘরে, তাও ভয়ে ভয়ে। তার মিষ্টি কথাগুলি কি-যে ভাল লাগে, এ ব্যথার প্রলেপ যেন ওর কথার মাঝে লুকিয়ে আছে। ঐ ভাল লাগাটুকু আমায় এতো বাক্য-যন্ত্রনার মাঝে ও যেন বাঁচিয়ে রেখেছে; বাড়ী থেকে কিছু দূরে দিঘীর গাছপালা দেখা যায়। আগেকার যুগের প্রকাণ্ড এক পুকুর সিঁড়ি বাঁধান, আম গাছের সারি ঘিরে দাঁড়িয়ে। সেদিন সেই পুকুর থেকে ঘড়া নিয়ে জল এনে সবে ঘরে যাবো দেখি আমার স্বামী দাঁড়িয়ে। মাথার আঁচলটা টেনে ঘড়াটা রেখে যেন হাঁপাতে লাগলুম। ব'ললেন "সু হাঁপিয়ে গেছো" একটা ছোট্ট কথা তবু কত আনন্দই সেদিন পেয়েছিলুম। সেইদিন থেকে রাত্রে [illegible] আসে। আজ দুপুর থেকে বড় খারাপ লাগ্‌ছে, তোর সঙ্গে ভাই লেখার অক্ষরে কথা ক'য়ে গেলুম। কত কথাই না বলা রইল অমিতা। তবু আজ অনেক অবসর, খাওয়াদাওয়া নেই কাজকর্ম্মও নেই। কাল রাত্রে কেবল শুধু মাকেই মনে পড়েচে, মার নরম আদরভরা হাতখানি মনটা খুঁজছিল, অসুখের মাঝে মার মুখখানিই বার বার মনে জাগে, হয়ত আমার একার নয় অনেকেরই। তুইও তো পরাধীনা। তা না হলে কি ভাই আসতিস্? তুইও যে দিবারাত্রি আমার মনের কোণে উঁকি মারিস ভাই। রাত্রে আমার স্বামী ঘরে আসেন, সেই তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ। সমস্ত দিনের মধ্যে আর নয়, তাও যখন কাজ কর্ম্ম সেরে ঘুমুতে আসি দেখি ঘুমে অচেতন তিনি! নিঃশব্দে আমিও শুয়ে পড়ি। শাশুড়ী ঠাকরুণের কোন কথা তাঁর কানে তুলি না, কি প্রয়োজন ভাই? আমি স্বামী দেবতারও দোষ দিতে চাই না আর বিশ্বদেবতারও না, দোষ অদৃষ্টের। তিনি যখন কোন কথা সে সম্বন্ধে উল্লেখ করেন না আমার কি প্রয়োজন? শ্বশুর মশাই বৈঠকখানায় থাকেন, ঘরে আসেন না প্রায়, তাঁর কানেও এক একদিন শাশুড়ী মাতার কর্কশ কণ্ঠ গিয়ে পৌছায়, লজ্জায় মরে যাই ভাই। অনর্থক বাক্য রচনা ক'রে কতই যে ব'লে যান তাতে ভাই কিছুই কর্ণপাত করি না। রবীন্দ্রনাথের সেই কথাই মনে পড়ে যায়, "নারী সংসার স্থিতির লক্ষ্মী, আবার সংসার ছারখার কর্ব্বার প্রলয়ঙ্করীও তার মতন কেউ নেই।" অতি সত্য কথা নয় কি? অনেক সহ্য করেচি আর যেন ধৈর্য্য রাখ্‌তে পারচি না। পুরুষরা ক্ষণিক দুঃখ ভোগ ক'রে তা ক্ষণিকেই শেষ হয়, চির দুঃখ সইতে হয় সে তো নারীকেই? বাপের বাড়ী যাবো ব'ললেই ব'লেন গুরুজনেরা যে, "ওসব ভুলে যাও, এইত তোমার ঘর বাড়ী।" সব মেনে নিতুম ভাই যদি আদর যত্ন দিনের শেষে দুটো মিষ্টি কথাও কানে শুন্‌তে পেতুম। ১৪।১৫ বছরের মায়া কাটিয়ে এখানে এলুম, অজানা, অচেনা জায়গায়, তাও আপনার করে নিতে পারলেন না। [illegible] তাঁদের ভুলব কি করে ভাই? তাঁদের বুকের কাছে পেতে ব্যথাভরা বুকটা আমার উন্মুখ হয়ে আছে, তাঁদের ভুলে যাবো যেদিন, এ বুকখানার উপরে চিতার আগুন জ্বলবে, তার আগে নয়। বিজয়া দশমীর পরে আমার ভাই এসেছিল তাকে একটু মিষ্টিও খাওয়াতে পারিনি ভাই। শাশুড়ীকে চাইতে গেলুম তিনি জপের মালাতে তখন গঙ্গাজল ছিটিয়ে সেটিকে শুদ্ধ করে নিচ্ছিলেন, আমার মুখে অসময়ে ঐ কথা শুনে তিনি ঝঙ্কার দিয়ে ব'ললেন, "আমি কি দানছত্র খুলেচি? যে আসবে সেই খাবে?" পাশের ঘরেই আমার ভাই বসেছিল তার কানে কি সে কথাগুলো পৌছায়নি ভাই? তার কাছে শূণ্য হাতে গিয়ে দাঁড়ালুম। আমার ভাই ব'ললে "দিদি তুমি কি করে আছ এ বাড়ীতে এখনও জানি না, চলো আমার সঙ্গে, এতো লোক খাচ্ছে তোমায় কি বাবা পার্ব্বেন না খেতে দিতে?" বল্‌তে বল্‌তে তার চোখ দুটো জলে ঝাপ্‌সা হয়ে এলো। ব'ললুম, 'চুপ কর ভাই, বাবা কি খেতে দিতে পার্ব্বেন না। ব'লে এখানে রেখে গেছেন; ছেলেমানুষ কি বুঝবি বল? চুপ কর ভাই এখুনি কি শুনতে কি শুনে আবার আমায় কত কথা ব'লবেন। তোদের কাছে আর যাবো না ধীরু, এমন জায়গায় যাবো, যেখানে গেলে আর কোন কৈফিয়ৎ দেবার থাক্‌বে না।" সে চোখ মুছে চলে গেল। তারপর কত দিন কত রাত চলে গেল। জীবনটার মাঝে একটা ব্যর্থতার মরুভূমি এক ফোঁটা জল নেই, একটা তৃণও না। অমিতা ছোট্ট জানালাটা দিয়ে আর আলো আসছে না। প্রকাণ্ড একটা বাড়ী পার্শ্বেই অন্ধকার করে দাঁড়িয়ে, সূর্য্যদেব পশ্চিমের দিকে হেলেছেন বেশ বুঝতে পারচি। ভাই তাঁর আসবার সময় হয়েছে, অনেক কথাই লিখতে থাকল বাকী, মাথার যন্ত্রণাটাও বেড়ে উঠ্‌ল, চিঠি অসমাপ্তই রইল।

তোর সুবালা।

*

অমিতা অনেকদিন পরে আবার খাতার পাতা ছিঁড়ে অসমাপ্ত চিঠিটা শেষ ক'রতে

বসলুম, সাতটা দিন জ্বরে অজ্ঞান অবস্থায় ছিলুম, মনে মনে ভাবছিলুম যম রাজা কি আমাকেও স্পর্শ ক'রবেন না? সত্যিই মরণটা শিয়রের কাছে এসেও ফিরে গেল, না জানি কত দুঃখ জ্বালা আরো ভোগ ক'রতে হবে। মরে গেলে ত' চুকেই গেল, পাড়া প্রতিবেশিনীরা, সব এসেছিল, সধবার মৃত্যু দেখ্‌তে বোধ হয়। পায়ের ধূলো তাও কেউ কেউ হয়ত নিতো, সবাই বলত কি ভাগ্যবতী রে কেমন স্বামীর কোলে মাথা রেখে বৈকুণ্ঠে চলে গেল, সত্যি বল্‌ত না কি? কিন্তু সত্যি পাড়ায় যে, সেখানে আছে আমায় ভালবাসে ভাই, এসব কথা শুনলুম পাশের বাড়ীর একটা মেয়ে 'মালতী'—তার কাছে। সে আমার দুঃখ খুব বোঝে ভাই, আমার স্বামী আমার অসুখে খুবই—অক্লান্ত—যাকে ব'লে সেবা যত্ন করেছিলেন, কেউ ত আর ছিল না। একদিন সন্ধ্যা বেলায় অসহ্য পেটের যন্ত্রনায় ছট্‌ফট্‌ কচ্ছিলুম, আমার স্বামী ছিলেন পাশেই। টেবিলের উজ্জ্বল আলোটায় দেখ্‌তে পেলুম, তাঁর চোখে জল! চোখ বুঁজে মনে মনে ভাই অন্তর্য্যামীকে ধন্যবাদ দিতে লাগলুম, ভাই মরেই যদি যেতুম আবার নতুন বউ আসত তিনি কাঁদলেন কেনো? আমার দুঃখে এ বাড়ীর কারুর চোখ ভিজে উঠবে এ আমার অজ্ঞাত ছিল, তাঁর মায়ের শাসনে তাঁর চোখের জল বাধা পায়নি। এতো অসুখ গেলো, শ্বাশুড়ী মাতার পায়ের ধুলো আমার ঘরে পড়েনি, ননদ এসেচেন তিনি মাঝে মাঝে ওষুধ খাইয়ে যেতেন। বড় দুর্ব্বল হয়ে পড়েচি ভাই, তবু এ চিঠি আমার শেষ করা চাই-ই। "মড়ার ওপর খাঁড়ার ঘা"য়ের মতন সেদিন শয্যাগত হ'য়েও কত কথা শ্বাশুড়ী ননদের শুনলুম, হয়েছিল কি জানিস্‌? পাড়ার 'খুড়ীমা' তিনি এসে আমায় দেখে যান। আমি শয্যাগত দেখে ব'ললেন, "আহা বৌমার অসুখ, বেচারী সংসারের সমস্ত ভারটুকু নিয়ে থাকে, এতো খাটুনি, এ'কি আর সহ্য হয় গা! আমার শ্বাশুড়ী শুনে ব'ললেন, "খাটে নিজে সখ্‌ করে আমি কি বলি! তোমাদের দেখায় যেনো কতো খাটছেন" পাড়ার খুড়ীমা নীরব হয়ে পড়লেন, তারপর তিনি চলে গেলেন। পরের দিন আমার ননদের ছেলে মন্টুকে দিয়ে দুটো ডালিম পাঠিয়ে দিয়েছেন, মন্টু এনে ঘরে আমার ছোট্ট টেবিলটায় রেখে দিলে। তাকে বুকের কাছে টেনে নিয়ে বললুম 'মন্টু, কেউ দেখেনি তো? মন্টু ভ'য়ে ভ'য়ে ব'ললে 'দিদিমা দেখেছেন'। শুনেই আমি চোখ বুঁজে দুর্গানাম জপ্‌তে লাগলুম। ঠিক সন্ধ্যের প্রদীপ জ্বেলে ঠিক আমার ঘরে তাঁর পদার্পণ। ব'ললেন, "অতো যদি লোভ হয়েছিল পরের বাড়ী থেকে চেয়ে এনে ডালিম খাবার, তবে আমাকে ব'লোনি কেন? আমি কি দিতুম না আনিয়ে; মাগো এমন লোভ! শুনে বুকে যেন আমার বাণ বিঁধল। মন্টু ঘরে ছিল ব'লে উঠল "দিদিমা ঐ তোমাদের খুড়ীমা বল্লেন তোর মামিমাকে দিস্‌ ওষুধ খেয়ে খাবে, মামিমা কেনো চেয়ে পাঠাবেন!" শ্বাশুড়ী মাতা কোন কথায় কর্ণপাত না করে চলে গেলেন। শুনলি তো? আমার মুখের লোভ! হায়রে অদৃষ্ট, কিযে সম্বরণ করি নি তাই বরং জিজ্ঞেসা করুন এসে। অমিতা এ চিঠিটা পড়ে তুই কোমল প্রাণে ব্যথা পাবি, আর তাই জন্যেইত লেখা, যদি তোর চোখ বে'য়ে দু চার ফোঁটা জলও পড়ে আমার জন্যে অন্ততঃ। ঐ কে আসচেন এ ঘরে হয়ত তিনি। আজ বুঝি আর চিঠি শেষ করা হো'লনা ভাই, এটাও থাকল অসমাপ্ত। এই অসমাপ্ত চিঠিই তোর কাছে পাঠাবো, এ জন্মে বোধ হয় শেষ আর হবেনা। কেমন আছিস্‌? তোর আর সব কেমন জানাস। অন্তরের গভীর ভালবাসা নিবি, তোর খোকার রাঙা গালে চুমো দিস। এত কথা বাকী রইল। বুকটা হাল্‌কা হবে ভাবলুম, কিছুই হোলনা, সময় পেলে আবার বসব লিখ্‌তে।

তোরই পূর্ব্বজন্মের "সু"

চোর

(গল্প)

—শ্রীবিনয়কৃষ্ণ ভট্টাচার্য

সৃষ্টিতত্ত্বের রহস্য সম্বন্ধে সৃষ্টিকর্ত্তাকে হঠাৎ প্রশ্ন করিলে হয়তো তিনি নিরুত্তরই থাকিবেন অথবা এমন জবাব দিয়া বসিবেন যাহার প্রকৃত মীমাংসা তো হইবেই না উপরন্তু আনুষঙ্গিক আরো পাঁচটা জটিল সমস্যা মনের মধ্যে জোট পাকাইয়া দিয়া জীবনকে দুর্ব্বিসহ করিয়া তুলিবে। মনুষ্য-চরিত্রের বৈচিত্র্যও কম নয়, ইহার গতি কখন কোন্ পথ ধরিয়া চলে তাহার নির্দ্দিষ্ট পথ-রেখা আবিষ্কার করা আরো দুরূহ ব্যাপার : এখানেও সৃষ্টিকর্ত্তার অক্ষমতা সুস্পষ্ট। স্বীকার করিয়া লইলাম যে-সমস্ত বৃত্তি লইয়া নবজাত শিশু ভূমিষ্ঠ হয় এবং পৃথিবীর অতুল ঐশ্বর্য্যসম্পদ রুদ্ধবিস্ময়ে নিরীক্ষণ করিয়া কী এক অপূর্ব্ব উন্মাদনায় আত্মহারা হইয়া উঠে উত্তরকালে বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সেগুলি ক্রমবিকাশ লাভ করিয়া থাকে। ইহার উপর অনুভূতি বলিয়া একটা জিনিস আছে। দুই চক্ষু দিয়া তাহার স্বল্প-পরিসর পারিপার্শ্বিকতায় যে সমস্ত বাস্তব চিত্র সে দেখে অভিজ্ঞতার সাহায্যে বিচার করিবার বয়স তখন তাহার হইয়াছে। এবং একঘেয়ে ক্লান্তিকর আবহাওয়ার মধ্যে থাকিয়া তাহার অন্যান্য সূক্ষ্ম অনুভূতিগুলিও ক্রমশঃ নিস্তেজ হইয়া পড়ে। অভিজ্ঞতা এবং অনুভূতির সাহায্যে যে সমস্ত ঘটনা সে মনের মধ্যে প্রাণপণে ধরিয়া রাখিতে চেষ্টা করে তাহার ভাল মন্দ বিচার করিতে বসি নাই। মোট কথা, খারাপ বৃত্তি লইয়া কেহ জন্মায় না। যেরূপ আবহাওয়ার মধ্যে সে মানুষ হয় তাহার প্রভাব অজ্ঞাতসারেই তাহাকে তদনুযায়ী করিয়া তোলে।

এইবার যাহাকে লইয়া এই আখ্যায়িকার আবশ্যক তাহার কথাই বলিতেছি।

*

পাঁচ ঘণ্টা পরে জ্ঞান হইতেই বনবিহারী প্রকাণ্ড হলঘরটির দিকে চাহিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল : আমি কোথায় আছি ?

ডাক্তার চ্যাটার্জ্জি নিকটেই একটি রোগীর ব্যবস্থা-পত্র লিখিতেছিলেন। এই অপরিচিত ব্যক্তির চীৎকার কাণে আসিতেই তিনি তাড়াতাড়ি কাছে আসিয়া বলিলেন : হাঁসপাতালে।

—এখানে কেন আমায় আনা হলো ?

—আপনি একটু চুপ করে শোন্, পরে সব জানতে পারবেন।

—পরে জেনে কোন লাভ নেই, যা বলবার এক্ষুণি বলুন।

—চলন্ত ট্রাম থেকে নামতে গিয়ে আপনার এ্যাকসিডেণ্ট হয়েচে।

—এ্যাকসিডেণ্ট হবার তো কোন কথা নয়।

—কিন্তু হয়েচে যে।

সহসা বনবিহারীর চোখের সামনে ভাসিয়া উঠিল তাহার কদর্য্য জীবনযাত্রার একটি মুহূর্ত্ত। মনে পড়িল আগের দিন কেমন করিয়া একজন ধনী গৃহস্থের বাড়ী হইতে সে বহুমূল্য অলঙ্কার চুরি করে। ধ্বস্তাধ্বস্তি করিতে যাইয়া গৃহস্বামীর যে কিরূপ শোচনীয় অবস্থা হইয়াছিল তাহাও সে ভুলিতে পারে নাই। আজ দুপুর বেলায় সেই গহনাগুলিকে বিক্রয় করিবার জন্য সে ট্রামে ওঠে। নিশ্চয়ই কেহ তাহাকে অনুসরণ করিতেছে এই অনুমান করিয়া ভয়ে সে চলন্ত ট্রাম হইতে লাফাইয়া পড়ে। তাহার পর কী যে তাহার ঘটিয়াছে সে কথা সে জানে না।

তবু সে জিজ্ঞাসা করিল : চলন্ত ট্রাম থেকে কেন নামতে গেল্যম বলতে পারেন ?

—সে কী করে বলবো ?

—হুঃ, তারপর ?

—ট্রাম আপনার পায়ের ওপর দিয়ে চলে যায়।

নির্ব্বিকারচিত্তে বনবিহারী বলিল : কোন্ পা'টা বলতে পারেন ?

—ডান পা।

—অ্যাঃ, ডান পা'টা আমার কোথায় গেল ?

—বাদ দেওয়া হয়ে গেচে।

—বলেন কি, ডান পা তা হলে আমার নেই।

—না।

—ওটা বাদ দেওয়ার আগে আমার মত নেওয়া আপনার খুব উচিত ছিল।

—রক্তের বন্যায় আপনার তখন বেহুঁস অবস্থা। আর তা ছাড়া কেই-বা আপনার কথা তখন শুনতো ?

—কেমন করে আমি কাজ করবো বলুন তো ?

—কাঠের পা লাগিয়ে দিলে আপনার কোন অসুবিধেই হবে না।
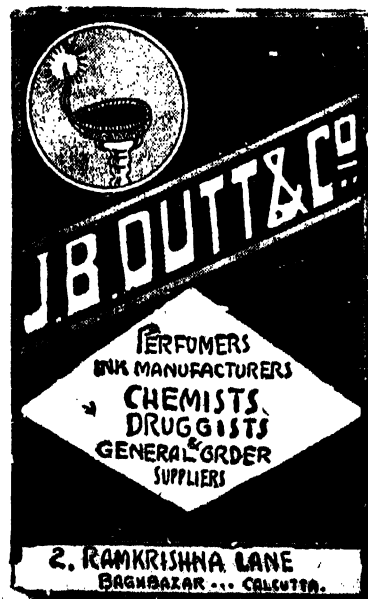
ক্রুর হাসি হাসিয়া বনবিহারী বলিল: যাক—ও কথা আপনি বুঝবেন না। একটু চেষ্টা করলে এ-বিপদ আমার হতো না। বলিয়া যন্ত্রণাসূচক আর্তনাদ করিয়া উঠিল।

ডাক্তারবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন: খুব কষ্ট হচ্ছে আপনার?

না, এদ্দিন পরে ডান পা'টা বিশ্রাম পেলো বলিয়া বনবিহারী ডান পা'টি আর একবার ভাল করিয়া নিরীক্ষণ করিল।

একটা পুটলি বাহির করিয়া ডাক্তার চ্যাটার্জ্জি বলিলেন: এগুলো আপনি কোথায় পেলেন?

—নেই বা শুনলেন। জিনিষগুলো যখন আমার কাছ থেকে পাওয়া গেচে তখন ওগুলো আমার এইটুকু শুধু জেনে রাখুন।

—আপনার বাড়ীর ঠিকানাটা কি বলুন তো?

—কী হবে?

—খবর দেবো।

—খবর জানাবার মত কোন লোক আমার নেই।

—তবুও?

—মেয়েদের কাছে খবর না পাঠানোই মঙ্গল।

—কেন?

—ওদের চোখের জল আমি মোটেই বরদাস্ত করতে পারি না।

—অতো কঠিন হলে কি চলে? আপনার ঠিকানাটা দয়া করে আমায় দিন।

—আমাকে আপনি আর বিরক্ত করবেন না। আমার কদর্য্য জীবনযাত্রা নিয়ে বাড়ীতে অনেক বাগবিতণ্ডা হয়ে গেচে। ও-সব ভাবনা-চিন্তে আমার নেই। একটু চেষ্টা করলে ডান পা'টা হয়তো বাঁচাতে পারতুম।

*

বাহিরে অবিরাম বৃষ্টি পড়িতেছে। রাত্রি বোধ করি দশটার কিছু উপর হইবে। ছাতা না লইয়া বনবিহারী মহানগরীর রাজপথে নামিয়া আসিল। জনবিরল প্রশস্ত রাজপথে আজ জলস্রোতের উদ্দাম প্রবাহ বহিয়া চলিয়াছে। মাঝে মাঝে গ্যাস পোষ্টের অস্পষ্ট আলো নৈশ পৃথিবীর ভয়াবহ রূপ প্রত্যক্ষ করিয়া রুদ্ধবিস্ময়ে মূক হইয়া দাঁড়াইয়া আছে। সম্মুখে ও পশ্চাতে দৃষ্টি প্রসারিত করিয়া ধরিলে দেখা যাইবে গাঢ় অন্ধকারের আবরণ দূরে অবস্থিত গ্যাসের আলোর সংস্পর্শে আসিয়া যে আবছায়া রচনা করিয়াছে তাহার ভীষণতা কিছুতেই উপেক্ষা করা চলে না। জলপ্রবাহের উপর গ্যাসের আলো প্রতিবিম্বিত হওয়ায় চিক্ চিক্ করিতেছে। এই বিস্তৃত জলরাশি অতিক্রম করিতে মনের দৃঢ়তাও শিথিল হইয়া আসে।

বনবিহারী বৃষ্টিতে নাহিয়া গিয়াছে। ইহাতে তাহার কোন ভ্রূক্ষেপ নাই। দৈনন্দিন জীবনের নির্ম্মম প্রাত্যহিকতায় তাহার অন্তরের বিচিত্র স্পন্দনগুলি ক্রমশঃ নিস্তেজ হইয়া আসিয়া কাঠিন্যে রূপান্তরিত হইয়া গেছে অমানুষিক পরিশ্রম করিয়া শুধু সে টিকিয়া আছে মাত্র। তাই তাহার ঘৃণিত জীবনের প্রত্যেকটি অধ্যায়ের পুনরাবৃত্তি করিতে মন আপনা হইতেই সঙ্কুচিত হইয়া যায়।

বনবিহারী তাড়াতাড়ি বাড়ী পৌছাইবার জন্য জল ভাঙ্গিতে লাগিল। খানিকটা করিয়া পথ হাঁটে আবার পশ্চাৎ ফিরিয়া দেখে রাস্তার ধারে গাছপালাগুলি অন্ধকারে একাকার হইয়া আছে। সমস্ত পথ হাঁটিয়া আসিয়া একটি জনমানবের সাক্ষাৎ সে পাইল না।

ক্ষুধায় অত্যন্ত কাতর হওয়ায় তাহার অবশ পা আর উঠিতেছিল না। ইহার উপর জলে ভিজিয়া তাহার দেহটি ভার বলিয়া বোধ হইতেছে।

একটি সরু গলির মধ্যে প্রবেশ করিয়া একটি ভগ্ন মাঠকোঠার সামনে আসিয়া বনবিহারী কী যেন চিন্তা করিল। তাহার পর আশপাশ ভাল করিয়া চাহিয়া দেখিয়া বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিল।

প্রদীপের স্তিমিত আলোকে দেখা যায় ঘরের একটি কোণে বিছানার উপর অষ্টাদশবর্ষীয়া একটি মহিলা শুইয়া আছে। মুখের অস্বাভাবিক স্ফীতি এবং রক্তবর্ণ চক্ষুর ছলছল চাউনি দেখিয়া স্পষ্ট অনুমান হয় মহিলাটি জ্বরে ভুগিতেছে। পদশব্দ কর্ণে প্রবেশ করিতেই সে মুখ ফিরাইল। এবং বনবিহারীকে দেখিয়াই তাহার চোখ মুখ মুহূর্ত্তের জন্য আনন্দে চক্‌চক্ করিয়া উঠিল।

একটি প্রৌঢ়া রোগীর শিয়রে বসিয়া বনবিহারীর আগমন প্রতীক্ষাই হয়তো করিতেছিলেন। বনবিহারী প্রৌঢ়ার কাছে মুখ লইয়া গিয়া আস্তে আস্তে বলিল: রাণী আজ কেমন আছে, জ্যেঠিমা?

—সেই একই রকম।

বনবিহারী একটু অসন্তোষ প্রকাশ করিয়া পকেট হইতে কাগজে মোড়া একটা জিনিষ বাহির করিল। বলিলঃ আজ রাণীর জন্যে কুইনেন এনেচি।

বলিয়া কাপড় জামা ছাড়িয়া বনবিহারী রাণীর মুখের কাছে মুখ লইয়া আসিল। পাণ্ডুর মুখে হাসির একটু রেখা ফোটাইবার জন্য রাণী চেষ্টার ত্রুটি করিল না। বনবিহারীও রাণীর দিকে একদৃষ্টে অনেকক্ষণ চাহিয়া রহিল। তাহার শুষ্ক এবং কঠিন মুখের উপর পাপের করাল ছায়া, অনিদ্রাজনিত একটা অবসাদ ভীতিসংমিশ্রিত একটা আশঙ্কা ও উদ্বেগ যাহা সুস্পষ্ট হইয়া ফুটিয়া আছে তাহার উপর বনবিহারী কোমলতা আনিতে চেষ্টা করিল। রোগক্লিষ্ট রাণীর সুন্দর কেশগুচ্ছের ভিতর আস্তে আস্তে আঙুল চালাইয়া দিয়া সে জিজ্ঞাসা করিল: আজ কেমন আছিস্ রাণী?

ক্ষীণ কণ্ঠে রাণী বলিলঃ একটু ভাল আছি দাদা।

প্রৌঢ়া এক গেলাস জল আনিয়া বলিলেনঃ ওষুধটা কি এখন দিবি, বনবিহারী।

—হাঁ বলিয়া ধীরে ধীরে রাণীকে বিছানার উপর বসাইয়া কুইনাইনের বড়ী-টি মুখে ফেলিয়া দিয়া বনবিহারী জলের গেলাসটি তাহার মুখের কাছে ধরিল।

—আর ওকে ফেলে রাখিসনে,বনবিহারী। দেখতে দেখতে পনেরো ষোল দিন হয়ে গেল, একজন ভাল ডাক্তার এনে ওকে একবার দেখা।

—সেদিন তো ডাক্তারকে এনেছিলুম, জ্যেঠিমা। কতগুলো টাকার ব্যবস্থা করে

দিয়ে গেল শুনেচে তো! আজ তার ব্যবস্থা ক'রে এলুম।

—টাকা পেয়েচিস?

—ও জিনিষ সহজে কি মেলে! ফন্দি বার করতে হয় বলিয়া কতগুলি দামী জড়োয়া গয়না একটি পুটলি হইতে বনবিহারী বাহির করিল।

মূল্যবান গহনাগুলির দিকে বার বার চাহিয়া প্রৌঢ়ার চোখ ধাঁধিয়া গেল। বলিলেন: এগুলো তুই কোথেকে পেলি শিগগির বল?

—পাঁচজনে যা করে।

—চুরি করে এনেচিস?

—হুঁ:। সে কি তুমি আজ জানলে জ্যেঠিমা! যাদের কোন দিক থেকে কোন সংস্থান নেই তারা এই করেই পৃথিবীতে বেঁচে থাকে।

—ওগুলো ফিরিয়ে দেবার কোন উপায় নেই?

—ক্ষেপেচো, ওকাজ করতে গেলেই যে জেল অনিবার্য্য। এখন আমার পেছনে অনেক গুপ্ত চর ঘুরে বেড়াচ্চে। তুমি রাণীকে নিয়ে দিনকতক কোথাও লুকিয়ে থাকো।

—এমন কথা বলচিস কেন, বনবিহারী! ভয়ে যে হাত পা আসচে না।

—ভয় তো হবারই কথা, জ্যেঠিমা। মেয়েদের ওপর বিশ্বাস আমার নেই। কেউ হয়তো আমার খোঁজ নিতে আসবে আর তুমি সমস্ত পেটের কথা জানিয়ে দিয়ে আমাকে আরো বিপদে ফেলবে।

বনবিহারীর বিপদের কথা স্মরণ করিয়া প্রৌঢ়ার হতাশায় একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস পড়িল।

বনবিহারী পুনরায় বলিল: রাণীকে যে কোন উপায়ে তোমায় বাঁচাতে হবে। হেঁটে যেতে যদি ওর কষ্ট হয় একটা গাড়ী করে নিয়ো। আর এই পাঁচশো টাকা তোমার কাছে রেখে দাও। যদি একান্তই ধরা পড়ি তো বড় জোর বছর পাঁচেক জেল হতে পারে। ফিরে এসে তোমাদের খুঁজে নিতে পারবো।

—কী বলছিস কিছুই বুঝতে পারচি না,

—ঠিকই বলচি জ্যেঠিমা। একটু চেষ্টা করলেই বুঝতে পারবে। ওটাকায় তোমাদের কুলোবে না জানি। এ-জিনিষগুলোর ব্যবস্থা করে আরো কিছু তোমার হাতে দিয়ে যাবো।

—পাঁচ বছর জেল হবে বলছিস?

—হাঁ। দরকার হলে—

—আরো বেশী হতে পারে না কী?

—অসম্ভব নয়।

—কী করেছিস খুলে বল বাবা?

—সে জিনিষ তোমার না শোনাই মঙ্গল।

কুইনাইন খাইবার পর রাণী একটু সুস্থ বোধ করিতেছিল। সে বলিল: এবার তুমি কোথাও যেয়ো না, দাদা। দিন কতক আমার কাছে থাকো।

—কোন উপায় নেই, রাণী। আজ রাতে এ-বাড়ী থেকে আমায় পালাতেই হবে।

—কবে আসচো, তাহলে!

—কাল দুপুর নাগাদ। ওষুধটা মনে করে খাস, কিন্তু। কাল ডাক্তারকে সঙ্গে করেই ফিরবো।

কিছুক্ষণ উভয়েই চুপ করিয়া রহিল। অকস্মাৎ বনবিহারী বলিল: আর, দেখ যদি আমি না ফিরি তা হলে লোক দিয়ে তোর খবর নেবো।

—কেন ফিরবে না, দাদা?

বনবিহারী এ-কথার কোন জবাব দিলনা। জামাটি পুনরায় গায়ে চড়াইয়া রাণীর দিকে একবারটি চাহিয়াই ঘরের চৌকাট ডিঙাইল।

কী মনে হওয়ায় রাণীর কাছে ফিরিয়া আসিয়া বলিল: ওষুধ খেতে ভুলিসনে, লক্ষীটি। বলিয়া ঝড়ের মত ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

*

দুর্য্যোগময়ী রাত্রির নিরন্ধ্র অন্ধকারের মধ্যে বনবিহারী মহানগরীর পথ পাগলের মত অতিক্রম করিয়াছে। প্রভাতের আবাহন গীতিতে তমসাবৃত ধরণী যখন সত্য সত্যই চোখ মেলিয়া চাহিল তখন সে নিজেকে আরো অসহায় বলিয়া মনে করিল। সব সময় মনে হইতে লাগিল এই বুঝি তাহাকে কেহ ধরিয়া ফেলে। গত দুপুরের ভয়াবহ স্মৃতি সে চেষ্টা করিয়াও মন হইতে বিতাড়িত করিতে পারিল না। মানসিক অবস্থাও অত্যন্ত খারাপ হইয়া গিয়াছে। এই রকম অবস্থায় সে একটি ট্রাম গাড়ীতে ওঠে এবং মনে আতঙ্ক হওয়ায় চলন্ত ট্রাম গাড়ী হইতে তাড়াতাড়ি নামিতে গিয়া অচিন্ত্যনীয় অঘটন ঘটিয়া যায়।

বলা যায় না রাণী হয়তো দাদার আগমন প্রতীক্ষায় অধীর হইয়া বসিয়া আছে।

গান

—শ্রীহেম চট্টোপাধ্যায়

কৈশোরের স্বপন প্রাতে তারে আমি দেখেছিলাম!
খেলতে গিয়ে ধুলো খেলা কত কথাই কয়েছিলাম।
পরাণ আমার উজাড় করে,'
দিয়েছিলাম জীবন ভোরে,
কয়েছিল শুধু আমার 'পরাণ তোমায় সঁপে দিলাম।'

বিদায় বেলা চোখের জলে রইলো চেয়ে বারে বারে,
আজো বুঝি ভোলেনিকো কাঁদি আমি স্মরণ পারে,—
কত কথাই জাগে বুকে,
জানে না সে,—কতই দুখে
তারি কথা ভুলতে গিয়ে কত ব্যথাই বুকে নিলাম!

—অভিমন্যু

[আগামী শনিবার হইতে যে সব বিদেশী ছবি কলিকাতায় মুক্তিলাভ করিবে তাহাদের অগ্রিম সংক্ষিপ্ত পরিচয়। সুতরাং কোনো বিদেশী ছবি দেখিতে যাওয়ার পূর্ব্বে আমাদের "চিত্র-পরিচিতি" স্তম্ভটি পড়িয়া গেলে, চিত্রপ্রিয়রা লাভবান হইবেন। —দীঃ সঃ

A Midsummer Night's Dream

রিগ্যালে দেখানো হইবে, শ্রেষ্ঠাংশে জেমস ক্যাগনি, ডিক পাওয়েল, জো, ই, ব্রাউন, জীন মুইর, অলিভিয়া ডি, হ্যাভিল্যাণ্ড, অ্যানিটা লুই প্রভৃতি। ওয়ার্ণার ব্রাদার্সের ছবি, পরিচালনা করিয়াছেন ম্যাক্স রাইনহার্ড ও উইলিয়াম ডিয়েটার্ল।

হার্মিয়া লাইস্যানডারকে ভালবাসিত, লাইস্যানডারও হার্মিয়াকে প্রাণাপেক্ষা অধিক ভালবাসিত। তাহারা দুইজনে একদিন পরামর্শ করিল যে সেই রাত্রিতে বাড়ী ছাড়িয়া এক দূরদেশে গিয়া তাহারা বসবাস করিবে। এদিকে ডিমিট্রিয়াস নামক এক ব্যক্তি হার্মিয়াকে ভালবাসিত এবং হার্মিয়ার প্রিয় বন্ধু হেলেনা ডিমিটিয়াসকে ভালবাসিত। হেলেনা ভাবিল হার্মিয়ার জন্যই সে ডিমিট্রিয়াসকে পাইতেছে না। হার্মিয়ার সঙ্গে হেলেনার সাক্ষাৎ হইবামাত্র হার্মিয়া তাহাকে বলিল যে, হার্মিয়া ও লাইস্যাণ্ডার সেই রাত্রে এথেন্স ছাড়িয়া অন্যত্র চলিয়া যাইবে। হেলেনা তাহাদের সেই যুক্তির কথা ডিমিট্রিয়াসকে বলিল।

এদিকে পরীদের রাণী টাইটানিয়ার সঙ্গে তাঁহার স্বামী ওবেরণের রোজই ঝগড়া হইত। ঝগড়ার কারণ এই সে রাণীর পার্শ্বচর হিসাবে একটি ভারতীয় বালক ছিল। ছেলেটিকে এত সুন্দর দেখিতে যে, রাজা তাহাকে তাঁহার পার্শ্বচর করিতে চাহিলেন, কিন্তু রাণী সম্মত হন না। টাইটানিয়া ছেলেটিকে লইয়া অদৃশ্য হইয়া গেলেন। সেই সময় হেলেনা ও ডিমিট্রিয়াস সেই পথ দিয়া যাইতেছিল। হেলেনা তাহাকে কত অনুরোধ করিতেছে সে সমস্ত উপেক্ষা করিয়া চলিয়া যাইতেছে। তখন ওবেরণ পাক নামক তাঁহার এক পার্শ্বচরকে একটি ফুলের কথা বলিলেন যাহার রস কোন নিদ্রিত ব্যক্তির চোখে দিলে সে চোখ মেলিয়া যাহাকে প্রথম দেখিবে তাহাকেই ভালবাসিবে। সেই ফুলের রস টাইটানিয়ার চোখে দিতে মনস্থ করিলেন, যাহাতে সে ওবেরণের ভালবাসায় অন্ধ হইয়া ছেলেটি তাহাকে দিবে।

পাক ফুল খুঁজিতে খুঁজিতে একটি ঝোপের ধারে দেখিল যে চারজন মানুষ একটি নাটকের রিহার্শাল দিতেছে। তাহার মাথায় দুষ্ট বুদ্ধি খেলিল, বটম নামক এক ছুতারের মাথাটি মন্ত্রের সাহায্যে গাধার মাথা করিয়া দিল। অন্যান্য সকলে তো ভয়ে সেখান হইতে চম্পট দিল। তারপর পাক সেই ফুল খুঁজিয়া ওবেরণের নিকট হাজির করিল, তাহা হইতে দুইটি পাপড়ী ছিঁড়িয়া দিয়া ওবেরণ পাককে বলিলেন যে, ইহার রস ডিমিট্রিয়াসের চোখে দিতে যাহাতে সে আর হেলেনাকে উপেক্ষা করিতে না পারে। তারপর ওবেরণ চলিয়া গেলেন।

এদিকে পথ চলিতে চলিতে লাইসাণ্ডার ও হার্মিয়া ক্লান্ত হইয়া বিশ্রাম করিতেছিল। হার্মিয়া ঘুমাইয়া পড়িল, অদূরে লাইসাণ্ডারও ঘুমাইতে লাগিল। এদিকে লাইসাণ্ডারকে ডিমিট্রিয়াস ভাবিয়া পাক তাহার চোখেই ফুলের রস ঢালিয়া দিল। সেই সময় হেলেনাকে সেখানে ফেলিয়া ডিমিট্রিয়াস হার্মিয়াকে খুঁজিতে চলিয়া গেল। সেইখানে লাইসাণ্ডারকে শুইয়া থাকিতে দেখিয়া বিস্মিত হইয়া সে তাহাকে ডাকিল। লাইসাণ্ডার ঘুম হইতে উঠিয়া হেলেনাকে দেখিয়া তাহাকে প্রেম সম্ভাষণ করিতে লাগিল। রাগে দুঃখে ও অভিমানে হেলেনা পলাইয়া গেল। লাইসাণ্ডার তাহার পশ্চাৎ অনুসরণ করিতে লাগিল। এদিকে হার্মিয়া ঘুম ভাঙিয়া ডিমিট্রিয়াসকে দেখিতে পাইল। হার্মিয়া ভাবিল যে, ডিমিট্রিয়াস লাইসাণ্ডারকে হত্যা করিয়াছে। এই লইয়া বাদানুবাদ চলিতে লাগিল। হার্মিয়া তারপর চলিয়া গেল, ডিমিট্রিয়াস ক্লান্ত হইয়া সেখানে শুইয়া পড়িল। এদিকে ওবেরণ পাকের ভুল বুঝিতে পারিয়া পাককে বলিলেন, যেমন করিয়া হউক হেলেনাকে ধরিয়া আনিতে। তারপর ডিমিট্রিয়াসের চোখে সেই ফুলের রস ঢালিয়া দিলেন। এদিকে টাইটানিয়াও ঘুম ভাঙিয়া গর্দ্দভমুণ্ড বিশিষ্ট বটমকে দেখিতে পাইয়া তাহাকে আদর করিতে লাগিলেন। ওবেরণ দূর হইতে এই সকল ঘটনা দেখিতে পাইয়া আবার একটি ফুলের সাহায্যে টাইটানিয়ার মোহভঙ্গ করিলেন। টাইটানিয়া ও ওবেরণ মিলিত হইলেন, ওবেরণ বটমকে পুনরায় মানুষে রূপান্তরিত করিলেন। শেষে লাইসাণ্ডার ও হার্মিয়া এবং ডিমিট্রিয়াস ও হেলেনা সুখে মিলিত হইল।

এই ছবিখানি তুলিতে ওয়ার্ণার ব্রাদার্সকে লক্ষাধিক মুদ্রা ব্যয় করিতে হইয়াছে। অভিনয় সকলেরই মনোজ্ঞ হইয়াছে। জগতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ মঞ্চ-প্রযোজক ম্যাক্স রাইনহার্ডের প্রযোজনায় ছবিখানি খুব উপভোগ্য হইয়াছে।

Curly Top

ম্যাডানে দেখানো হইবে, শ্রেষ্ঠাংশে শার্লি টেম্পল, জন বোলস, রচেলি হাডসন প্রভৃতি। ফক্সের ছবি, পরিচালনা করিয়াছেন আর্ভিং কামিংস।

এলিজাবেথ ও মেরী এই দুই বোনই একটি অনাথ আশ্রমে থাকিত। একদিন এডওয়ার্ড মরগ্যান নামক এক ধনী যুবক অনাথ আশ্রম পরিদর্শন করিতে আসিয়া এলিজাবেথ ও মেরীকে তাহার বাড়ীতে লইয়া গেল এবং এলিজাবেথের নাম রাখিল "কার্লি টপ"। পাছে লোকজনে জানিতে পারে যে এডওয়াড মরগ্যানের মত অমন একজন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি অনাথ আশ্রম হইতে

জন বোলস

বিনি বার্ণস

দুইটি মেয়েকে কুড়াইয়া লইয়া গিয়া লালনপালন করিতেছে এই জন্য এডওয়ার্ড তাহাদিগকে বলিল যে, মিঃ জোন্সই তাহাদের আসল পালনকর্ত্তা, তাহার অনুপস্থিতিতে সেই সব কাজ করিতেছে। এডওয়ার্ডের বাড়ীতে মেরী ও এলিজাবেথ খুব সুখে স্বচ্ছন্দে থাকে। একদিন সেই অনাথ আশ্রমের সাহায্যকল্পে মেরী ও এলিজাবেথ একটি জলসার আয়োজন করিল। এডওয়ার্ড মেরীর প্রেমে পড়িল, আবার মেরী অন্য একটি লোককে ভালবাসে। শেষে এলিজাবেথের চেষ্টায় মেরী এডওয়ার্ডকে বিবাহ করিতে সম্মত হইল। তখন প্রকাশ হইয়া পড়িল যে মিঃ জোন্স বলিয়া ভিন্ন কোন ব্যক্তি নাই, এডওয়ার্ডই মিঃ জোন্স।

এলিজাবেথের অংশে শার্লি টেম্পলের অভিনয় গান ও নাচ খুব উপভোগ্য হইয়াছে। এডওয়ার্ডের ভূমিকায় জন বোলস ও মেরীর ভূমিকায় রচেলি হাডসন সু-অভিনয় করিয়াছেন। ইহাতে জন বোলস দু'খানি গান গাহিয়াছেন, বলা বাহুল্য গান দুটি সুগীত হইয়াছে।

DIAMOND JIM

গ্লোবে দেখানো হইবে, শ্রেষ্ঠাংশে এডওয়ার্ড আর্ণল্ড, বিনি বার্ণস, জীন আর্থার, প্রভৃতি। ইউনিভার্সালের ছবি, পরিচালনা করিয়াছেন এডওয়ার্ড সাদারল্যাণ্ড।

ভূমিষ্ঠ হইবামাত্র বাপ মা জানিতে পারিলেন যে এ ছেলে ভবিষ্যতে দেশের ও দশের মধ্যে একজন বলিয়া গণ্য হইবে এই আশায় যুক্তপ্রদেশের সভাপতির নামে নাম রাখিলেন জেমস বুচানন ব্রাডী। সে আশা তাঁহাদের বিফল হয় নাই। গরীবের ঘরে জন্মলাভ করিলেও সে অন্তরে উচ্চাকাঙ্খা পোষণ করিত। প্রথমে সে একটি হোটেলে চাকরী করিত। কিছুদিন পরে সে রেলে চাকরী পাইল। একদিন কাগজে বিজ্ঞাপন দেখিল যে জনৈক মিঃ মুরের একটি রেল কোম্পানীর জন্য একটি বিক্রয়কারী আবশ্যক। সে তখন একজনের নিকট হইতে একটি সিল্কের টুপী, কোট, প্যাণ্ট ও একটি হীরক খণ্ড ধার করিয়া চাকরীর জন্য গেল। সঙ্গে সঙ্গেই সে চাকরী পাইল। ক্রমশঃ তাহার খ্যাতি এত ছড়াইয়া পড়িল যে অতি অল্প দিনের মধ্যেই আমেরিকার শ্রেষ্ঠ বিক্রয়কারী বলিয়া পরিগণিত হইল। এবং মিঃ মুরের কোম্পানীও সমৃদ্ধশালী হইতে লাগিল।

জিম এমা পেরী নামক একটি শিক্ষিতা সুন্দরী ও ধনী তরুণীর প্রেমে পড়িল, কিন্তু এমা তাহার প্রেম প্রত্যাখ্যান করিল। ক্রমে সে কোটি কোটি টাকার মালিক হইয়া পড়িল। সে ২৬৩৭টি হীরক খণ্ড ও ২১ রুবী কিনিল, ইহাতে সে "ডায়মণ্ড জিম" নামে প্রসিদ্ধ হইল। সকলেই তাহাকে সম্মান করিতে লাগিল। একটি রেস্তরাঁয় নেলি লিওনার্ডকে গান গাহিতে শুনিয়া সে ভাবিল যে মেয়েটির প্রতিভা নষ্ট হইতেছে, সে তাহাকে অপর্য্যাপ্ত অর্থ দিয়া দেশের মধ্যে নাম করিবার সুযোগ করিয়া দিল। তখন নেলি নাম বদলাইয়া হইল লিলিয়ান। তাহাকেও সে প্রেম নিবেদন করিয়াছিল কিন্তু সেবারেও সে প্রত্যাখ্যাত হইল। শেষে জেন মাথুস নাম্নী আর একটি মেয়ের প্রতি জিম আকৃষ্ট হইল। সেও যখন তাহাকে প্রত্যাখ্যান করিল তখন তাহার জীবনের প্রতি বিতৃষ্ণা জন্মিয়া গেল। সে একটি খুব বড় ডিনার দিল। ডাক্তারে তাহাকে নিষেধ করিয়াছিল যে বেশী খাইলেই তাহার মৃত্যু অনিবার্য্য। সে জানিয়া শুনিয়া ডিনার খাইয়া মৃত্যুকে বরণ করিল।
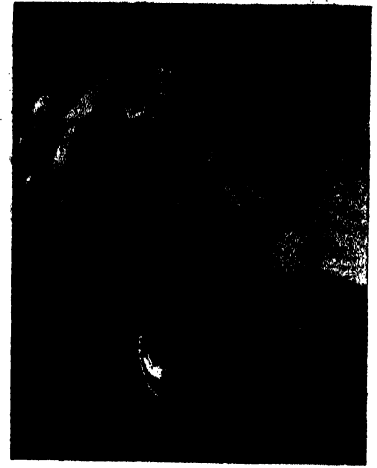
ছবির ভিতর দুই এক স্থান একটু অস্বাভাবিক ঠেকে কিন্তু জিম ব্রাডির জন্ম হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত একটা ধারাবাহিক জীবনী খুব সুষ্ঠু ভাবে দেখানো হইয়াছে। জিমের ভূমিকায় এডওয়ার্ড আর্ণল্ডের অভিনয় হইয়াছে অনবদ্য। বিনি বার্ণসের লিলিয়ান ও জিন আর্থারের 'এমা' ও 'জেন' প্রশংসনীয়। আমাদের মনে হয় ছবিখানি সকলেরই ভাল লাগিবে।

—সাউণ্ড বক্স

HIS MASTER'S VOICE RECORD.

November—1935

এ মাসে গ্রামোফোন কোম্পানী এক ডজন একক রেকর্ড প্রকাশ করিয়াছেন। এই অর্থ-সঙ্কটের দিনে ৫টি রেকর্ড কোম্পানী যদি এত অধিক সংখ্যক রেকর্ড বাহির করেন তাহা হইলে ব্যবসায়ের দিক দিয়া সুবুদ্ধির পরিচায়ক নহে, কারণ রেকর্ড যতই বাহির হউক ক্রেতার সংখ্যা ত' আর সেই অনুপাতে বৃদ্ধি পাইতেছে না। সর্ব্বোচ্চ সংখ্যা ৬ খানির অধিক রেকর্ড কোন কোম্পানীর কোন মাসে বাহির করা উচিত নয়।

*

P. 11800 শ্রীযুক্ত কৃষ্ণচন্দ্র দে (অন্ধ-গায়ক) এই রেকর্ডে নিউ থিয়েটার্সের সবাক চিত্র 'ভাগ্যচক্র' হইতে দুইখানি গান গাহিয়াছেন। গান দুইখানি "মনরে আমার খুলে দে তোর দ্বার" ও "ওরে পথিক তাকা পিছন পানে।" সবাক চিত্র দেখিবার সময় বিশেষ বিশেষ স্থানে ও সিচুয়েশনে যে গান ভাল লাগে রেকর্ডে সব সময় তাহা লাগে না। এই কারণে আলোচ্য গান দুটি আমাদের নিকট তত আনন্দদায়ক হইল না। তবে বিক্রয়াধিক্য হইবার যথেষ্ট সম্ভাবনা আছে।

*

P. 11799. শ্রীমতী কনক দাস এই রেকর্ডে দু'খানি আধুনিক বাংলা গান গাহিয়াছেন। শ্রীমতী দাস রবীন্দ্র-সঙ্গীত গাহিয়া রেকর্ড জগতে নাম করিয়াছেন। এই গান দুটি তাঁহার আধুনিক সঙ্গীত গাহিবার প্রথম প্রচেষ্টা। "নিঝুম রাতের চাঁদের আলো" গানটিকে ডাঃ সুধামাধব সেন গুপ্ত বহুদিন পূর্ব্বে 'হিজ মাষ্টার্স ভয়েস' রেকর্ডে গাহিয়া অত্যন্ত জনপ্রিয় করিয়াছিলেন। আমাদের কাণে এখনও সে মধুর স্বর লাগিয়া আছে বলিয়া শ্রীমতী দাসের কণ্ঠে গীত গানটি তত ভাল লাগিল না। দ্বিতীয় গান "তব স্মরণখানি" মন্দ নয়।

*

N. 7441. মিস হরিমতী 'মন্ত্রশক্তি' সবাক চিত্র হইতে "আমার হিয়ার মলিনতার" এবং "আজি জীবন-দোলায় দুলিবে" কীর্ত্তন গান দু'খানি রেকর্ড করিয়াছেন। কীর্ত্তন গান complete by itself বলিয়া কোন বিশেষ সিচুয়েশনের অপেক্ষা রাখে না। এই কারণে গান দু'খানি আমাদের খুব ভাল লাগিল। সুকণ্ঠী গায়িকার অপরূপ গাহিবার প্রণালী সত্যই মনোমুগ্ধকর।

*

N. 7429. কুমারী মণিমালা গাঙ্গুলী দুইখানি ভজন গান রেকর্ড করিয়াছেন। "সুন্দর নন্দলালা এস হে শূন্য জীবনে" মন্দ লাগিল না। "বন্ধু আমার রাখবো তোমার" গানটিও নিন্দনীয় হয় নাই। রেকর্ডে প্রথম প্রচেষ্টা হিসাবে গায়িকা কতকটা সফলতা লাভ করিয়াছেন।

*

N. 7430. মিস্ অণিমা (বাদল) হালকা সুরের নাচের গান গাহিয়া রেকর্ড জগতে পরিচিতা হইয়াছেন। আলোচ্য রেকর্ড খানিতে ইনি "গলে টগর মালা কাদের ডাগর মেয়ে" ও "আনমনে মুকুরে মুখ দেখে কে" গান দুটি নাচের সহিত গাহিয়াছেন। বৈচিত্র্য হিসাবে গান দুটি ভাল লাগিবার কথা।

*

N. 7431. মিস ইন্দুবালা দু'খানি বিরহ সঙ্গীত এই রেকর্ডে গাহিয়াছেন। গান দুটি "কাছে আমার নাই বা এলে হে বিরহী দূর ভাল" ও "তুমি যখন এসেছিলে তখন আমার ঘুম ভাঙেনি" দরদী গায়িকা ইন্দুবালার অপূর্ব্ব গাহিবার প্রণালী ও বাণী-শুদ্ধির জন্য গান দুটি পরম হৃদয়গ্রাহী হইয়াছে।

*

N. 7432. মিস্ ঊষারাণী এই রেকর্ডে দু'খানি কীর্ত্তন গাহিয়াছেন। বেতারের আসরে মাঝে মাঝে ঊষারাণীর কীর্ত্তন গানে মুখরিত হয়। সেই সুন্দর কীর্ত্তন গান রেকর্ডে ধরা পড়িয়াছে। দোহারের কণ্ঠ ও কথকতা জাত-কীর্ত্তনের আবহাওয়ার সৃষ্টি করে। রেকর্ডখানি বাঙালী মাত্রেরই ভাল লাগিবে।

*

N. 7433. অন্ধগায়ক শ্রীগোপালচন্দ্র সেন "ওগো পিয়া তব অকরুণ ভালবাসা" ও "মালার ডোরে বেঁধো না গো" গান দুটি রেকর্ড করিয়াছেন। গোপাল বাবুর কণ্ঠ সুরেলা ও সাধা, কিন্তু গাহিবার প্রণালী মনোমুগ্ধকর নয় বলিয়া গান সুগীত হইলেও ভাল লাগে না।

*

N. 7434. শ্রীকমল দাশগুপ্ত এই রেকর্ডে ভজন গাহিয়াছেন। দিন কতক গজল গানের হিড়িক লাগিয়াছিল, এখন আবার ভজন গান লইয়া সকলে পড়িয়াছেন। "কিশোরী সাধিকা রাধিকা শ্রীমতী" ও "গাহ নাম অবিরাম কৃষ্ণনাম" ভজন গান দুটি আমাদের বিশেষ ভাল লাগিল না। প্রথম গানটির রচনা খটমট।

*

N. 7435. মহম্মদ বক্স ও মহম্মদ তুফেল এই রেকর্ডে দ্বৈত যন্ত্র-সঙ্গীত করিয়াছেন। সেতার ও সারেঙ্গী লইয়া দ্বৈত যন্ত্র-সঙ্গীত

গঠন এই প্রথম শুনিলাম। নূতনত্বের দিক দিয়া রেকর্ডখানি অনেকের ভাল লাগিবে।

*

N. 7436. শ্রীজ্ঞান ঘোষ দু'খানি 'ভজন' গান রেকর্ড করিয়াছেন। একই লিষ্টে একাধিক ভজন গানের রেকর্ড বাহির করা উচিত নয়। বৈচিত্র্যের প্রতি সব সময় লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন। "এস দীন-দয়াল" ও "ডাকার মত তাঁরে ডাক" গান দু'খানি মন্দ হয় নাই।

*

N. 7437. শ্রীনিত্যগোপাল বর্ম্মন পল্লী-সঙ্গীত ও নৌকাবিলাস গাহিয়াছেন। "শ্যাম চিকনিয়া রসের নাগরিয়া" পল্লীসঙ্গীত এবং "ওগো গোয়ালিনী দোকান খোল দেখি" নৌকা-বিলাস। গান দুটি যাঁহারা এ শ্রেণীর গান পছন্দ করেন, তাঁহাদের ভাল লাগিবে বলিয়া আমাদের বিশ্বাস।

*

গ্রামোফোন কোম্পানীর একটা সৌজন্যের ত্রুটী আমরা পুনরায় উল্লেখ করিতেছি। প্রত্যেক রেকর্ড কোম্পানী শিল্পীদের নামের পূর্ব্বে ভদ্রতাসূচক "শ্রী" বা "শ্রীযুক্ত" লিখিয়া থাকেন। কিন্তু গ্রামোফোন কোম্পানী এ সবের ধার ধারেন না। আশা করি ভবিষ্যতে ইঁহারা এ সৌজন্যতাটুকু দেখাইতে কার্পণ্য করিবেন না।

শর্ব্বরীর সহস্র নয়ন

—শ্রীসুধীর গুপ্ত

[কবি বর্দিলন হইতে অনূদিত]

শর্ব্বরীর সহস্র নয়ন,
দিবসের একটি কেবল ;
দীপ্ত ধরা আঁধার মগন
রবি তাই গেলে অস্তাচল।
অন্তরের সহস্র নয়ন,
হৃদয়ের একটী কেবল ;
অন্ধকার সারাটী জীবন
প্রেম তাই হইল বিফল।

আর্য্য সঙ্গীত

—শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়, সঙ্গীতভূষণ, সঙ্গীত-রত্নাকর, সঙ্গীতাচার্য্য

সকল দেশের সমস্ত মনুষ্য সমাজেই গীত, বাদ্য এবং নৃত্য আদিকাল হইতেই প্রচলিত রহিয়াছে; কি সভ্য কি অসভ্য সকল সমাজেই সঙ্গীত বিদ্যার আদর হইয়া থাকে, তবে, যে জাতি যত সভ্য এবং সমুন্নত তাহাদের সঙ্গীত বিদ্যাও ততদূর বিজ্ঞানসম্মত। কোন সময়ে এই ভারতবর্ষ সঙ্গীত বিদ্যায় এত উন্নতি লাভ করিয়াছিল যে উক্ত বিদ্যা বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপরে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল; এখনও তাহার শেষ স্মৃতিটুকু মাত্র রহিয়াছে। অনেক সভ্য জাতি এতাবৎ কালাবধি তাহার সমকক্ষতা লাভ করিতে পারে নাই। সার্ উইলিয়ম জোন্স তিনি য়ুরোপীয় সঙ্গীত বিদ্যার তুলনায় সমালোচনা করিয়া বলিয়া গিয়াছেন, আমাদের (অর্থাৎ ইংরাজদিগের) সঙ্গীত বিদ্যা অপেক্ষাও ভারতবর্ষের সঙ্গীত বিজ্ঞান অধিকতর সুশৃঙ্খলাবদ্ধ। আর্য্য জাতির (অর্থাৎ হিন্দু জাতির) মাইথলজি গ্রন্থের ভূমিকায় মিঃ কোলম্যান সার্ উইলিয়াম জোন্সের মতেরই পোষকতা করিয়া গিয়াছেন। (*) আর্য্য মণীষিগণের আবিষ্কৃত স, ঋ, গ, ম, প, ধ, ন, এই সপ্ত স্বরের আদর্শে প্রথমে পারসিকগণের মধ্যে, তৎপরে আরবে এবং পরিশেষে য়ুরোপে স্বরের প্রবর্ত্তন হইয়াছে। (†) খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে ইটালীর টাস্কানী প্রদেশের গুইডো-ডি-আরোজো য়ুরোপের এতাদৃশ সপ্ত স্বরের প্রবর্ত্তন করেন। সার্ উইলিয়ম হাণ্টার এবং অধ্যাপক ওয়েবার অনুসন্ধান করিয়া যে সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন তাহা নিম্নে প্রদত্ত হইল। বহুকাল পূর্ব্বে ষ্ট্র্যাবো লিখিয়াছেন গ্রীস্ দেশে প্রচার-সঙ্গীত-বিজ্ঞানের অধিকাংশ তত্ত্বই ভারতবর্ষ হইতে প্রাপ্ত হইয়াছে। প্রাচীন জাতিদিগের সঙ্গীত বিষয়ক গ্রন্থে মিঃ হুইটেন ভারতবর্ষের রাগরাগিনীর অপূর্ব্ব কার্য্যকারিতার বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন।

তাহাতে তিনি প্রকাশ করিয়াছেন "তানসেন" নামক জনৈক প্রসিদ্ধ গায়ককে সম্রাট আকবর শাহ "দীপক রাগ" আলাপনের আদেশ করেন কিন্তু প্রাতঃস্মরণীয় তানসেনজী তীক্ষ্ণবুদ্ধিসম্পন্ন ছিলেন, তিনি বুঝিতে সক্ষম হইয়াছিলেন যে সম্রাট তাঁহার সভাস্থ গায়কগণের পরামর্শে এরূপ আদেশ করিতেছেন এবং তানসেন ইহাও বুঝিয়াছিলেন যে তিনি বৈরীগণ দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়াছেন এবং তাঁহার কতিপয় যবন শিষ্যের দ্বারা দীক্ষিত হইয়া বাদশাহ এবম্প্রকার কুৎসিত পরামর্শ দান করিতেছেন। তখন তিনি কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া বাদশাহকে এরূপ গর্হিত কার্য্যের জন্য বারংবার নিরস্ত হইতে প্রার্থনা করিলেন; কিন্তু সম্রাটের দৃঢ় ধারণা হইল যে তানসেন তাঁহাকে প্রতারণা করিতেছেন। তানসেনজী বিনয় সহকারে বাদশাহকে সদুত্তর করিলেন; হে! সাহান শাহ! দীপক আলাপন করিলেই অগ্নিস্ফুলিঙ্গ উত্থিত হইয়া আমাকে দগ্ধ করিবে, আমি ইহলীলা সম্বরণ করিব, আপনি ঈদৃশ কার্য্যে লিপ্ত হইবেন না, ক্ষান্ত হউন। বাদশাহ আরও কৌতূহলাক্রান্ত হইলেন, তানসেনের বাক্য ভ্রমপূর্ণ এইরূপ চিন্তা করিয়া তাঁহাকে দীপক আলাপনের জন্য আদেশ করিলেন। বাদশাহের আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া সেই অদ্বিতীয় সঙ্গীতাচার্য্য সম্রাটের বহুমূল্য অভিজ্ঞ বিরাট সভায় নতজানু হইয়া হৃদয়রাজ্যের অধীশ্বরকে, গুরুকে, কয়েক মুহূর্ত্তের জন্য চিন্তা করিয়া রাগালাপনে প্রবৃত্ত হইলেন। এক দণ্ড পরেই সভাগৃহের মধ্যে তানসেনজীর চতুর্দ্দিকের নিম্ন স্থান হইতে অগ্নিশিখা উত্থিত হইয়া গৃহমধ্যে বিক্ষিপ্ত হইতে লাগিল। এই প্রকার প্রাণহারী অগ্নির লেলিহান মূর্ত্তি আকবর শাহ এবং তাঁহার সভাসদগণ দেখিয়া

(*) Vide Coleman's Hindu Mythology Preface.

(†) A regular system of Notations was worked out before the age of "Panini" and seven notes were distinguished by their initial letters. This notation passed from the "Brahmins" through the Persians to Arabia and was thence introduced into Europeans Music by Guido-de Arizzo at the beginning of the eleventh century. Sir W. W. Hunter Indian Gazetteir Vide also Waber's Indian Literature. Mr. Whitten Music of Ancients.

বোম্বায়ের মহিলা সঙ্গীত সমাজের অর্কেষ্ট্রা। এই অর্কেষ্ট্রা মহিলাদের দ্বারাই পরিচালিত ও পৃষ্ঠপোষিত

ভয়বিহ্বল চিত্তে অতি সন্নিকটস্থ যমুনা-তীর সংলগ্ন উদ্যানে পলায়ন করিলেন। তানসেনজী সামান্য দগ্ধিভূতাবস্থায় যমুনার জলে আশ্রয় লইয়াছিলেন, যমুনাগর্ভে মগ্ন হইয়াও তাঁহার জীবন রক্ষা হইল না; তাঁহার প্রাণ বায়ু ব্রহ্মরন্ধ্র ভেদ করিয়া পঞ্চভূতে মিশিয়া গেল। সেই ভীষণ দৃশ্য সকলে দর্শন করিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন এবং বাদশাহ বুঝিতে পারিলেন যে তিনি আজ চক্রান্তজালে বিজড়িত হইয়া কিরূপ মর্ম্মঘাতী কুৎসিৎ জীবনহারী কার্য্যে রত হইয়া এই বিশ্বভাণ্ডারের অমূল্য রত্নটী বিসর্জ্জন দিলেন। শোকসন্তপ্ত-হৃদয়ে নয়নাশ্রু বিসর্জ্জন করিতে করিতে বাদশাহ উপস্থিত ব্যক্তিগণকে আদেশ করিলেন, সেই গুণীশ্রেষ্ঠের পবিত্র দেহটীকে বহন করিয়া তাঁহার পশ্চাদানুসরণ করিতে।

আবুল ফজল্ তাঁহার ইতিহাসে উল্লেখ করিয়াছেন যে প্রাতঃস্মরণীয় তানসেনজী ভগবানের চরণে লীন হইবার দিন হইতেই আকবর শাহ শোকাতুরাবস্থায় তিন মাস কাল নির্জ্জন বাস করিয়াছিলেন।

সঙ্গীত বিদ্যা দ্বারা ভগবৎ কৃপালাভ করিয়া মানুষ মনুষ্যত্ব লাভ করে এবং ভবিষ্যতে ভগবানের চরণে যে লীন হয় ইতিহাসই তাহার শ্রেষ্ঠ প্রমাণ। এ ভূমণ্ডলের সমগ্র জাতিই সে কারণে এই ভারতবর্ষের নিকট চিরঋণী। পারসিকগণ ভারতবাসীর নিকট বিদ্যা শিক্ষা লাভ করিয়াছেন, তাহার অনেক নিদর্শন ইতিহাসে পাওয়া যায়। পারস্যের সম্রাট বেহ্রামের দরবারে ভারতীয় সঙ্গীতজ্ঞগণের বিদ্যার বিবর ইতিহাসে উল্লিখিত হইয়াছে।

ফ্লুয়েলীন কাপ

গত শুক্রবার ৮ই নভেম্বর ষ্টেশন ডিরেক্টর মিঃ ষ্টেপল্টনের নির্দ্দেশে বেতার নাট্যকে দলের পরিচালক মহাশয় শ্রীশিবকালী চট্টোপাধ্যায়, মিস্ নিভাননী ও মিস্ ঊষাবতীকে একটি করিয়া 'ফ্লুয়েলীন কাপ' উপহার দিলেন। মে মাসের কাপ শিবকালী বাবু 'সাজাহান' নাটকে দারার ভূমিকায়, জুন মাসের কাপ মিস্ নিভাননী 'গৃহলক্ষ্মী' নাটকে তরঙ্গিণীর ভূমিকায় ও জুলাই মাসের কাপ মিস্ ঊষাবতী 'মৃত্যুদূত' নাটকে ললিতার ভূমিকায় অসামান্য সাফল্য লাভের জন্য পাইলেন। নাট্যপরিচালক বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র মহাশয়ের সময়োপযোগী নাতিদীর্ঘ বক্তৃতার পর "শিরী-ফরহাদ" নাটকাভিনয় আরম্ভ হইল।

বেঙ্গল নাগপুর রেলওয়ে

ইঁহারা ইহার মধ্যেই বড়দিনের কনসেসান ঘোষণা করিয়াছেন। গত বছর ইঁহারা যে পরিমাণ কনসেসান দিয়াছিলেন, এবারেও সেই পরিমাণ কনসেসান দিবেন। পাঠকগণের স্মরণ থাকিতে পারে যে, গত বছর বড় দিনে অন্য সমস্ত রেল কোম্পানী অপেক্ষা ইঁহারা বেশী কনসেসান দিয়াছিলেন। বি, এন, আরের প্রসিদ্ধ স্বাস্থ্য-নিবাসগুলি, যেমন রাঁচী, পুরী, ওয়াল্টেয়ার, ভুবনেশ্বর, ঘাটশিলা প্রভৃতির পরিচয় নিষ্প্রয়োজন। নভেম্বর হইতে জানুয়ারীর শেষ পর্য্যন্ত রাঁচীতে থাকিবার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সময়। যাত্রীদের যাহাতে কোনও রকম অসুবিধা না হয়, সেদিকে কর্ত্তৃপক্ষের দৃষ্টি সর্ব্বদাই সজাগ। আশা করি, স্বাস্থ্যলাভেচ্ছু ব্যক্তিগণ এই সুযোগের সদ্ব্যবহার করিতে ভুলিবেন না।

সাউথ ক্যালকাটা ব্রিজ ক্লাব

গত রবিবার ১০ই নভেম্বর বেহালার বীণাপানি সঙ্গীত সমাজ কর্ত্তৃক 'Ace of Hearts' বনাম Silver Jubilee'র ফাইনাল খেলা দেখিতে আহুত হইয়াছিল প্রসিদ্ধ বৈমানিক শ্রীযুক্ত বীরেন রায় সভাপতিত্ব করিয়াছিলেন। ইঁহাদের কার্য্যসূচী ছিল—

ফাইনাল খেলা (ব্রিজ)	৩টার সময়
চা	৫টা
পুরস্কার বিতরণ	৮টা
জলযোগ	৯টা

আর-কে-ও রেডিও সম্মিলনী

আর-কে-ও রেডিওর প্রাচ্যের সুযোগ কর্ম্মসচিব মিঃ রেজিনাল্ড আর্ম্মর গত ৭ই ও ৮ই নভেম্বর ভারতের সকল চিত্রপ্রদর্শক ও চিত্রপরিবেশকদের লইয়া গ্রাণ্ড হোটেলের Princes Ballroom একটি সম্মিলনীর আয়োজন করিরাছিলেন। সভাপতিত্ব করিয়াছিলেন, বেঙ্গল একজিকিউটিভ কাউন্সিলের মন্ত্রী স্যার নাজিমুদ্দীন। এই সম্মিলনীর উদ্বোধন-প্রসঙ্গে স্যার নাজিমুদ্দীন একটি নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা দেন।

তারপর মিঃ আর্ম্মার বলেন যে তিনি নিজে হলিউডে গিয়া ভারতবর্ষের কাচ

অনুযায়ী ছবি নির্ব্বাচন করিয়া আসিয়াছেন, এবং তিনি বলেন যে ভারতবাসীদের রুচি-বিগর্হিত কোন ছবিই এখানে দেখানো হইবেন—এমন কি তাঁহারা একখানি ভারতীয় ছবি তুলিবার চেষ্টায় আছেন।

তারপর আর কে-ওর প্রসিদ্ধ ছবি 'Gay Divorcee', 'Flying Down to Rio' হইতে নির্ব্বাচিত নৃত্য-গীত র‍্যামন ও রজিটা এবং ফ্রেড কলিয়ার ও মার্গেলীন কর্ত্তৃক বল রুমে প্রদর্শিত হয়। বলা বাহুল্য সেগুলি খুবই সুন্দর হইয়াছিল। সেদিন লাঞ্চের খাবারগুলি রেডিওর ছবির নামে নামকরণ হইয়াছিল, যেমন "Singapur Mutiny Curry", "Top Hat" Salad প্রভৃতি।

দ্বিতীয় দিন এগারটার সময় আর-কে-ও এলফিনষ্টোনের পর্দ্দায় হলিউডের আর-কে-ও রেডিও ষ্টুডিওর দৃশ্যাবলী, পৃথিবীর বৃহত্তম চিত্রাগার রেডিও সিটি যেখানে ৬৬০০ লোক বসিতে পারে, তাহার দৃশ্যাবলী ছাড়া অনেক-গুলি খণ্ড-চিত্র প্রদর্শিত হয়। তারপর গ্রাণ্ড হোটেলে আবার লাঞ্চ খাওয়াইতে লইয়া যাওয়া হয়, সেদিনও "Roberta" ও "Top Hat" হইতে নির্ব্বাচিত নৃত্য-গীত র‍্যামন ও রজিটা কর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত হয়। তারপর নিমন্ত্রিতদের শিবপুর বোটানিক্যাল গার্ডেনে টীমারিযোগে সকলকে লইয়া যাওয়া হয়। তারপর সেখানে সকলের ফটো তোলা হয়। সংবাদপত্রগুলির মধ্যে অমৃতবাজার, আনন্দ-বাজার, ফরওয়ার্ড, এ্যাডভান্স, নাগরিক ও দীপালী এই সম্মিলনীতে আমন্ত্রিত হইয়াছিল।

এই ধরণের Convention ভারতে এই প্রথম। এজন্য মিঃ আর্ম্মারকে ধন্যবাদ দিই।

খেলার মাঠে

—শ্রীসৌরেন ঘোষ

ভারতে প্রথম অষ্ট্রেলিয়ান ক্রিকেট টীম

১৭ই নভেম্বর "এম-এস চিত্রল" জাহাজে পাতিয়ালার মহারাজের আনীত অষ্ট্রেলিয়ান ক্রিকেট দল বোম্বাই নগরে আসিয়া পৌছিয়া-ছেন। দলে বর্ত্তমানের কোন টেষ্ট খেলোয়াড় নাই—আছেন পূর্ব্বে খেলিয়াছেন এবং ভবিষ্যতে খেলিবার আশা রাখেন এমন খেলোয়াড়রা। অনেকের মতে দলটী বেশ পুষ্ট এবং এর খেলোয়াড়রা এখনও টেষ্ট খেলিতে সক্ষম। দলে আসিয়াছেন রাইডার (ক্যাপ্টেন), মাক্‌কার্টিনি (ভাইস ক্যাপ্টেন), এ্যালসপ, মেয়ার, উইণ্ডেল বিল, লাভ, এলিস, ব্রায়াণ্ট, মরিসবী, হ্যাগেল, আয়রণমঙ্গার, হেনড্রী, অক্সেনহাম, আলেকজাণ্ডার ও লেদার। এঁরা এদেশে বিভিন্ন সহরে কয়েকটী ম্যাচের মধ্যে বোম্বাই, কলিকাতা, লাহোর ও মাদ্রাজে ৪টী unofficial test খেলিবেন। এখানে তাঁহারা ২৭শে হইতে ২৯শে ডিসেম্বর খেলিবেন বাঙ্গালা ও আসাম দলের সহিত, আর ৩১শে ডিসেম্বর হইতে ৩রা জানুয়ারী পর্য্যন্ত খেলিবেন ২য় টেষ্ট।

আমাদের দেশে ক্রিকেট খেলার প্রথম দিকের ইতিহাস পাওয়া বড় কষ্টকর। যতদুর জানা যায় ১৭৯৩ সালে আমাদের দেশে প্রথম ক্রিকেট খেলা হয় এবং সেই খেলা হয় কলিকাতায় বর্ত্তমানে গভর্ণমেন্ট হাউসের বিপরীত দিকের মাঠে। ১৭৯৭ সালে বোম্বাইতে খেলা আরম্ভ হয়। ক্রমে পুণা, মাদ্রাজ, এলাহাবাদ, লাহোর প্রভৃতি military stationএ ছড়াইয়া পড়ে। ১৮৮৬ সালে বোম্বাইতে প্রথম ভারতীয় ক্লাব "ওরিয়েণ্টাল ক্রিকেট ক্লাব" পার্শীদের দ্বারা স্থাপিত হয়। তখন পার্শীরাই এই খেলাটী বিশেষভাবে অন্যান্য জাতি অপেক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন। ইংলণ্ডের দল মাঝে মাঝে এ দেশে আসিয়া খেলা দেখাইয়া ক্রিকেট খেলাটীকে এ দেশে popular game করিয়া তুলিয়াছেন এবং খেলার অশেষ উন্নতি সাধন করিতে সক্ষম হইয়াছেন। ১৮৮৯-৯০ সালে সর্ব্বপ্রথম ইংলণ্ডের দল Mr. G. F. Vernon's XI এদেশে আসেন। এঁদের ৩ বৎসর পরে ১৮৯২ সালে ইংলণ্ডের দ্বিতীয় দল Lord Hawk's XI এদেশে আসেন। ১৯০২-৩ সালে ইংলণ্ডের ৩য় দল "Oxford University Authentics" Surrey দলের ক্যাপ্টেন K. J. Keyএর অধীনে এদেশে খেলিতে আসেন। C. C. C.র চেষ্টায় ১৯২৬ সালে A. E. R. Giligan-এর পরিচালিত এম, সি, সি দল খেলিতে আসেন। ১৯৩৩-৩৪ সালে D. R. Jardineএর পরিচালনায় এম, সি, সি ইংলণ্ডের ৫ম দল ভারতে খেলিতে আসেন। ইঁহারা প্রথম এদেশে official টেষ্ট খেলেন—বোম্বাই, কলিকাতা ও মাদ্রাজে এই খেলা ৩টী হয়। কলিকাতার খেলা ভিন্ন অপর দুটীতেই ভারতীয় দল পরাজিত হ'ন। ১৯৩২ সালে ইংলণ্ডে ভারতীয় দল প্রথম official টেষ্ট খেলেন। ইহার পূর্ব্বে ইঁহারা Test Standardএর টিম নহেন বলিয়া Test খেলিবার সুযোগ পান নাই। ইংলণ্ডের টীম এদেশে খেলিতে আসিলেও অষ্ট্রেলিয়ান দল কোন দিন এদেশে আসে নাই। এই সর্ব্বপ্রথম অষ্ট্রেলিয়ান ক্রিকেট খেলোয়াড়ের দল ভারতে আসিলেন। পাতিয়ালার মহারাজার চেষ্টায় ও নিমন্ত্রণে ইঁহারা এদেশে খেলিতে আসিলেন। অষ্ট্রেলিয়ান দল আসায় দেশময় একটা সাড়া পড়িয়া গিয়াছে—আমাদের খেলোয়াড়রা

অষ্ট্রেলিয়ার খ্যাতনামা খেলোয়াড়দের বিরুদ্ধে কি করেন দেখি!

রাজকোটে প্রথম খেলা

অষ্ট্রেলিয়ান দলের জয়লাভ

পশ্চিম ভারতীয় রাজ্যসমূহ—(১ম ইনিংস)১৫৪
(২য় ইনিংস) ৯৫

অষ্ট্রেলিয়ান দল—(১ম ইনিংস)—১৯৭
(২য় ইনিংস)—৫৪ (৫ উইঃ)

৬ই নভেম্বর খেলাটী আরম্ভ হয় এবং ৮ই খেলাটী শেষ হয়।

এখানে ম্যাসীংয়ের উপর খেলা হয়। অষ্ট্রেলিয়ার পক্ষে খেলিয়াছেন—রাইডার, ম্যাক্‌কার্টিনী, উইণ্ডেলবিল, হেনড্রী, ব্রায়াণ্ট, এ্যালসপ, লভ, অক্সেনহাম, আলেকজেণ্ডার, মেয়ার ও এলিস।

পশ্চিম ভারতীয় রাজ্য দলে খেলিয়াছিলেন —ডাঃ গর্ত্তু (ক্যাপ্টেন), ফয়েজ আহম্মদ, নরসিংহ রাও, মেহেরমজী, কোলা, সেখ দীনা, ভীমু, শান্তিলাল, মানভাদারের খাঁ সাহেব, রামজী ও হরিমালী।

ভারতীয় দল টসে জয়লাভ করিয়া প্রথমে ব্যাট করিতে যান এবং ১৫৪ রাণ করেন। ডাঃ গার্ত্তু ও ফয়েজ আহম্মদ খেলা আরম্ভ করেন। ম্যাসীং পিচে অষ্ট্রেলিয়ানরা খেলায় অনভ্যস্ত থাকায় বলে বা ব্যাটে তাঁহারা সুবিধা করিতে পারেন নাই। W. I. S. C. A-এর পক্ষে ডাঃ গার্ত্তু, ফয়েজ আহম্মদ, নরসিংহরাও ও মানভাদারের খাঁ সাহেব যথাক্রমে ২৫, ২৫, ২২ ও ২১ রাণ উল্লেখযোগ্য। অক্সেনহাম ও মেয়ার অতি চমৎকার বল দিয়া যথাক্রমে ৪০ রাণে ৫টী ও ৬৩ রাণে ৪টী উইকেট পান। W. I. S. C. A. দলের পর অষ্ট্রেলিয়ান দল ব্যাট করিতে যান ও ৬ জন আউট হইয়া ৯৬ রাণ করেন তাহার মধ্যে উইণ্ডেলবিলের ২৯ ও এ্যালসপের ২০ উল্লেখযোগ্য। ডাঃ গর্ত্তু, রামজী ও নরসিংহরাও প্রত্যেকে ২টী করিয়া উইকেট পান। লভ (৯) ও অক্সেনহাম (০) নট আউট থাকেন।

পরদিন আবার লভ ও অক্সেনহাম ব্যাট করিতে যান এবং অক্সেনহাম ডাঃ গার্ত্তুর বল জোরে মারিয়া স্লিপে নরসিংহরাও এর হাতে কট আউট হন। মেয়ার ও এলিস্ অতি সুন্দর ভাবে খেলিয়া যথাক্রমে ৪২ ও ৩৭ রাণ (নট আউট) করেন। মেয়ার রামজীর বলে ১ ওভারে ১২ রাণ করেন। অষ্ট্রেলিয়ান দল ১ম ইনিংসে ১৮০ মিনিট খেলিয়া ১৯৭ রান করেন। রামজী ৬৮ রানে ৪, ডাঃ গার্ত্তু ৭৭ রানে ৪ ও নরসিংহরাও ২০ রানে ২টী উইকেট পান।

W. I. S. C. A. ২য় ইনিংসে মোট ৯৫ রাণ করেন। অক্সেনহাম ভীষণভাবে বল করিয়া দেশীয় দলকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলেন এবং ২৮ রাণে ৫ এবং মায়ার ১৯ রাণে ৩টী উইকেট পান।

অষ্ট্রেলিয়ান দল ২য় ইনিংসে ঐ দিন ১জন আউট হইয়া ২১ রাণ করেন। উইণ্ডেল বিল (১৪) ও ব্রায়াণ্ট (৫) নট আউট থাকেন।

পরদিন ব্যাট করিতে যাইয়া উইণ্ডেল বিল মাত্র ৬ রাণ করিয়া বোল্ড আউট হন। অষ্ট্রেলিয়ান দল ১।৪৫ মিনিটের সময় ৪ উইকেটে

৫৪ রাণে declare করেন এবং ৬ উইকেটে জয় লাভ করেন। হরি মালী ৮ রাণে ২টি, রামজী ১২ রাণে ১টি ও নরসিংহরাও ২২ রাণে ১টী উইকেট পান।

প্রথম ইনিংসে অষ্ট্রেলিয়ার পক্ষে ২ রাণ ও ২য় ইনিংসে ২রাণ বাড়তী হইয়াছিল। ইহাতে মেহরমজীর উইকেট রক্ষার কৃতিত্বের পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি ১টি ক্যাচও পাইয়াছেন। অষ্ট্রেলিয়ান দলের ম্যাক্‌কার্টিনি তাঁহার খেলার বিশেষ প্রশংসা করিয়াছেন। এখান হইতে অষ্ট্রেলিয়ান দল জামনগর গিয়া ও ১০ই ও ১১ই জামনগর দলের সহিত খেলেন।

জামনগর ২য় খেলা

অমীমাংসিতভাবে খেলা শেষ

ম্যাক্‌কার্টিনির আউট না হইয়া সেঞ্চুরী

জামনগর দল—(১ম ইনিংস)—১৫৮
(২য় ইনিংস)—১২৮ (৬ উইঃ)

অষ্ট্রেলিয়ান দল—৩১৫ (৮ উইঃ ডিক্লেয়ার্ড)

অষ্ট্রেলিয়ান দলে—ম্যাককার্টিনী (ক্যাপ্টেন), এ্যালসপ, মেয়ার, উইণ্ডেলবিল, লাভ, এলিস, ব্রায়াণ্ট, মরিসবী, হ্যাগেল ও আয়রণমঙ্গার ও **জামনগর দলেঃ**— কোলা (ক্যাপ্টেন), রাজকুমার ইন্দ্রবিজয় সিংহজী, সমর সিংহজী, যাদবেন্দ্র সিংহজী, ডাঃ গার্ত্তু, ওয়েস্লী (সাসেক্স), চমনলাল, মনিলাল, ভিনু,রামজী ও মেহরমজী খেলিয়াছিলেন। অমর সিংহ অসুস্থ থাকায় খেলায় যোগ দিতে পারেন নাই। খেলার সময় রৌদ্রের তাপে খেলোয়াড় ও দর্শক সকলেই বড় অস্বোয়াস্তি অনুভব করিয়াছিলেন। জামনগরদল প্রথম ব্যাট করে ও ১৫৮ রাণ করেন। মনিলাল ও চমনলালের খেলা দর্শকেরা খুবই উপভোগ করিয়াছিলেন। অনেকে আশা করিয়াছিলেন মনিলাল একটা রেকর্ড করিবেন—তাঁরা যথাক্রমে ১৬ ও ৪২ রাণ করিয়াছেন। অক্সেনহাম্, আয়রণ মঙ্গার ও ম্যাককার্টিনীর বল খুব ভাল হইয়াছিল। তাঁরা যথাক্রমে ৩২ রাণে ৫, ৩৬ রাণে ২ ও ৪ রাণে ১টি উইকেট পান। ৩।১০ মিনিটের সময় জামনগরের দলের খেলা শেষ হয়।

বেলা ৩টা ৪৫ মিনিটের সময় অষ্ট্রেলিয়ান দল ব্যাট করিতে যান ও ঐ দিনের খেলার শেষে ৫ উইকেটে ১৩৩ রাণ করেন—উইণ্ডেল বিল—৪৭, এ্যালসপ ৩৩ ও ম্যাককার্টিনী আউট না হইয়া ৩৪ রাণ করেন। উইণ্ডেল বিলের খেলা খুব প্রশংসাযোগ্য হইয়াছিল— তাঁর খেলার মধ্যে তিনি ৬টি বাউণ্ডারী করেন এবং একটীও chance দেন নাই। ভিনুর বলে তিনি বোল্ড আউট হন। ডাঃ গার্ত্তু ৩য় উইকেট পতন পর্য্যন্ত খুব ভাল বল দিতেছিলেন কিন্তু বল দিতে গিয়া পায়ে টান লাগায় তাঁকে মাঠ পরিত্যাগ করিতে হয়। তিনি ৩টী ও ভিনু ২টী উইকেট পান। ম্যাককার্টিনীর খেলাও বেশ সুন্দর হইতেছিল। দিনের শেষে তিনি (৩৪) ও আয়রণমঙ্গার (৪) নট আউট রহিলেন।

১০ই নভেম্বর—ম্যাককার্টিনী ও আয়রণমঙ্গার আগের দিনের খেলায় আউট না হওয়ায় আজ আবার ব্যাট করিতে আসিলেন।

ম্যাক্ কার্টিনির সেঞ্চুরী

প্রথমে রাণ আস্তে আস্তে উঠিতে লাগিল কিন্তু ১০ মিনিট খেলার পর ম্যাককার্টিনি অতি দ্রুত রান তুলিতে লাগিলেন এবং ২০ মিনিটের মধ্যে ৮০ রাণের অধিক করিয়া ফেলেন। ১০৬ রাণ করার পর তিনি রামজীর বল ঘুরাইয়া মারিতে গিয়া পায়ে আঘাত পাইয়া খেলা হইতে অবসর গ্রহণ করেন। লাঞ্চের পূর্ব্বে অষ্ট্রেলিয়া দল ৯ উইকেটে ৩১৫ রাণে ডিক্লেয়ার করাতে ব্রায়াণ্ট (৫৩) ও আয়রণমঙ্গার (২১) নট আউট রহিয়া গেলেন। রামজী ৮৪ রাণে ২টি, ডাঃ গার্ত্তু ২৫ রাণে ৩টী উইকেট পান।

বিশ্রামের পর জামনগর দল ২য় ইনিংসের ব্যাট করিতে যান এবং দিনের শেষে ৬ উইকেটে ১২৮ রাণ করেন। মনিলাল ও রাজকুমার যাদবেন্দ্র সিংহ ৪০ ও ৩৬ রাণ করেন। হ্যাগেল ৩৫ রাণে ২, আয়রণমঙ্গার ১৯ রাণে ২ ও অক্সেনহাম ২১ রাণে ২টী উইকেট পান। খেলাটা ড্র হইয়াছে। ম্যাককার্টিনী "The Hindu" পত্রিকার এক প্রবন্ধে ডাঃ গার্ত্তুকে all rounder বলিয়া ও মেহরমজীকে wicket keeper হিসাবে বিশেষ প্রশংসা করিয়াছেন। তিনি এ দেশের খেলা দেখিয়া বিশেষ আশান্বিত হইয়া বলিয়াছেনঃ—

"I am more than pleased to have witnessed the work of the Indian players and to realise that it will not be very long before India can take its place in the highest standard of world cricket."

বর্ত্তমান বীমা-আইন

তাহার
সংশোধনের প্রয়োজন ও সার্থকতা

—শ্রীসাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়

আমাদের দরিদ্র দেশে, স্বল্প উপার্জ্জনক্ষম পরিবারের পক্ষে জীবন-বীমার যে কিরূপ প্রয়োজন এবং তাহার সার্থকতা যে কতখানি তাহার যত আলোচনা হয় ততই দেশের পক্ষে মঙ্গল।

ভারতীয়, অ-ভারতীয় সকল বীমা কোম্পানীর প্রচার পুস্তিকা ও এজেণ্টগণের বীমা-সংগ্রহ ব্যপদেশে আলাপ আলোচনা ও বক্তৃতায় আমাদের দেশে অন্ততঃ শিক্ষিত সমাজে বীমার প্রয়োজন পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণে উপলব্ধ হইতেছে। তবুও per capita বা মাথাপিছু জীবন বীমার সংখ্যা আশাস্বরূপ হইতে এখনও বহু বিলম্ব আছে। তবে এ কথা অনায়াসেই বলা যায় যে বিগত ২০।২৫ বৎসরের মধ্যে জীবন-বীমার উপকারিতা সম্বন্ধে আমাদের যে পরিমাণ চৈতন্য জাগিয়াছে তাহা সামান্য নহে।

কিন্তু এই চৈতন্য ব্যাপকভাবে পরিলক্ষিত হইবার পূর্ব্বেই আমরা আমাদের অজ্ঞতা, অদূরদর্শিতা, চালাকি দ্বারা বৃহৎ কার্য্য সাধনের চেষ্টা, অসাধুতা ও প্রতারণা-তৎপরতায় আমাদের কর্ম্মক্ষেত্রকে এমনি বিপদসঙ্কুল ও ভয়াবহ করিয়া ফেলিয়াছি যে জীবন বীমা সম্পর্কে সাধারণ লোকের মনে কোনও কোনও ক্ষেত্রে অনাস্থা বা অবজ্ঞতার ভাবও যে দেখা না যাইতেছে তাহা নহে।

ভুঁইফোঁড় কোম্পানী

আমাদের দেশে জীবন-বীমা সম্বন্ধে প্রবন্ধ রচনা বা কোনও জীবন বীমা কোম্পানী সম্বন্ধে দায়িত্বজ্ঞানহীন সমালোচনা করিয়া বীমাবিদ্ সাজা যেমন সহজ তেমনি সব কাজ ছাড়িয়া বা বেকার অবস্থার সমাধান করিয়া বীমা-কর্ম্মী সাজাও তেমনি সহজ। ফলে দেখা যাইতেছে বীমা কোম্পানী এবং বিশেষ করিয়া জীবন বীমা কোম্পানীর নাম লইয়া প্রভিডেণ্ড্ সোসাইটি ব্যাঙের ছাতার মত নিত্য নূতন গজাইতেছে।

আইন করিয়া এই প্রকার কোম্পানী গঠন নিয়ন্ত্রিত করিবার পূর্ব্বাবধি গ্রেট্ ব্রিটেনের অবস্থাও অনেকটা এইরূপই হইয়াছিল।

কেহ কেহ মনে করেন ভারতবর্ষে নূতন বীমা-কোম্পানী গঠন করিবার এখনও যথেষ্ট অবকাশ ও সুযোগ আছে। তাঁহাদিগকে ভারত সরকারের একচুয়ারী মহাশয়ের কথা কয়টি ভাবিয়া দেখিতে বলি—

"The advent of a large number of new life assurance companies has resulted in intensifying the struggle for existence and forcing up expenses to uneconomic levels"—

অর্থাৎ: নিত্য নূতন জীবন বীমা কোম্পানীর উদ্ভবে কেবল তাহাদের জীবন যুদ্ধ বাড়িয়া চলিয়াছে এবং এজন্য ব্যয়ের পরিমাণ যে প্রকার বৃদ্ধি পাইতেছে তাহা অমিত-ব্যয়িতার কোঠায় গিয়া পৌঁছিয়াছে।

বীমা ব্যবসায় প্রসার লাভ করিতেছে তাহা ঠিক। এই সকল কোম্পানীর মধ্যে অর্থাৎ বর্ত্তমানে ১৬৯টি কোম্পানীর মধ্যে বোম্বাই সহরেই দেখিতে পাই ৬৮ কোম্পানী স্থাপিত হইয়াছে। ইহা ছাড়া বাঙলা দেশে ৩১, মাদ্রাজে ২৬, পাঞ্জাবে ১৯, দিল্লীতে ৯, বিহার ও উড়িষ্যায় ৫, আজমীর ৩। মধ্য প্রদেশ ও যুক্ত প্রদেশে এবং বর্ম্মা ও আসামেও বীমার ব্যবসায় চলিতেছে। একচয়ারী মহাশয়ের বর্ত্তমান নববর্ষের রিপোর্টে দেখা যায় যে বিগত বৎসরে ভারতবর্ষে প্রায় ৩০টি জীবন বীমা কোম্পানী রেজেষ্টারীকৃত হইয়াছে এবং গত চার বৎসরের হিসাবে এই প্রকার কোম্পানীর সংখ্যা ৬৪টির কম নহে।

২৫ বৎসর বয়স হইয়াছে—এমন কোম্পানীর মধ্যে দুই একটি অতি পুরাতন কোম্পানী ছাড়া—অংশীদারগণকে কেহই লভ্যাংশ দিতে পারে নাই। ২০ বছরের নীচে যাহাদের বয়স তাহারা এখনও নিজের পায়ে দাঁড়াইতে পারে নাই;—রেজেষ্ট্রী হইবার পর তিন বৎসরের মধ্যে উপযুক্ত পরিমাণ কাজ সংগ্রহ করিতে না পারায় পাঁচটি কোম্পানী 'লিকুইডেশন'-এ যাইতে বাধ্য হইয়াছে। এরূপ ক্ষেত্রে ব্যাঙের ছাতার মতন নিত্য নূতন কোম্পানী গজাইলে তাহাদের মধ্যে অস্বাস্থ্যকর ও অসাধু প্রতিযোগিতা হওয়াই স্বাভাবিক এবং তাহার ফলে জনসাধারণের মন যে বীমার উপর হতশ্রদ্ধ হইয়া পড়িবে এ আশঙ্কা অমূলক নহে।

এ কথা সত্য, গত দশ বৎসরের মধ্যে আমাদের দেশে বীমার যথেষ্ট প্রসার হইয়াছে —শুধু জীবন বীমা নহে—অগ্নিবীমা, নৌবীমা, মোটর প্রভৃতি বীমারও প্রবর্ত্তন হইয়াছে। কিন্তু আইনের বন্ধন না থাকায়—পর্য্যাপ্ত মূলধন না থাকিলেও মাত্র ২৫০০০৲ টাকা গভর্ণমেণ্টের ঘরে জমা দিয়া ২৫ বা ৫০ লক্ষ টাকা বা ততোধিক অনির্দ্দিষ্ট যে কোনও টাকার বীমার দায় গ্রহণ করা যায়। পাঁচজন নামজাদা লোকের শরণাপন্ন হইয়া তাহাদিগকে ডিরেক্টার করাও আমাদের পক্ষে বিশেষ কঠিন নয়; বীমা সম্পর্কে কোনও কৌতূহল তাহাদের থাক বা না থাক—সময়

এবং মন সংযোগ করার ইচ্ছা বা সম্ভাবনা তাহাদের থাক বা না থাক্—তোমরা চোমরা নাম হইলেই হইল। যাঁহারা হঠাৎ বীমা কর্ম্মী সাজিয়া কোম্পানী খাড়া করিলেন— তাঁহাদের পরিচালনা-শক্তি যে কতখানি তাহাও সহজে অনুমান করা যায় —ফলে, সাধারণের টাকা লইয়া দিন কতক 'ছিনিমিনি' খেলিয়া সাধারণ লোকের মনে জীবন বীমা কোম্পানী সম্বন্ধে গভীর নৈরাশ্য ও সন্দেহের সৃষ্টি হয় মাত্র। কয়েক জন অনভিজ্ঞ হয়ত বা অসাধু—অতি চতুর দায়িত্বজ্ঞানহীন লোকের জন্য দেশের বৃহত্তর বীমার কল্যাণ অন্যায় ভাবে—অনুপলব্ধ বা অবজ্ঞাত হইতে থাকে— এ বিষয় অবহিত হইবার সময় আসিয়াছে।

নূতন আইন প্রবর্ত্তন ছাড়া এই প্রকার অনর্থ হইতে রক্ষা পাইবার অন্য কোনও উপায় আছে বলিয়া মনে হয় না। সেই আলোচনাতেই আমরা এখানে প্রবৃত্ত হইয়াছি।

এই বিষয়ের অন্য দিকগুলি আগামী সংখ্যায় আলোচিত হইবে।

বীমা-প্রসঙ্গ

নিউ ইণ্ডিয়া এস্যুরেন্স

—পদ্মপাদ

বিবেচনা করে দেখলে একথা স্বীকার করতেই হ'বে যে "নিউ ইণ্ডিয়া" ভারতের বীমা-জগতের গৌরব বিশেষ। বোম্বাইয়ের ধনকুবেরগণ যখন এর গোড়া পত্তন করেন, তখন তাঁরা একে ভারতের বীমা-জগতের 'এক এবং অদ্বিতীয়' প্রতিষ্ঠান ক'রে গড়ে' তুলবেন ব'লে' সঙ্কল্প করেছিলেন এবং তাঁদের সে সঙ্কল্প অনেকাংশে সফল হয়েছে। ভারতীয় বীমা কোম্পানীগুলি এখনও কেবল জীবন-বীমাতেই আবদ্ধ; অগ্নিবীমা, সামুদ্রিক বীমা প্রভৃতিতে তাঁরা কখনও হস্তক্ষেপ করেন না; এ বিষয়ে 'নিউ ইণ্ডিয়া'কে একপ্রকার পথপ্রদর্শক বললেও চলে এবং এই অল্প সময়ের মধ্যেই তাঁরা এই সব নানা ক্ষেত্রে অসামান্য সাফল্য লাভ করেছেন। তাঁদের গত বৎসরের বার্ষিক রিপোর্টে প্রকাশ, তাঁরা গত বৎসর অগ্নিবীমা বাবদ ৩৬ লক্ষ ও সামুদ্রিক বীমা বাবদ ১৯ লক্ষ টাকার প্রিমিয়াম পেয়েছেন এবং এই দুই প্রকারের বীমা বাবদ তাঁরা প্রায় ৩৩ লক্ষ টাকার দাবী মিটিয়েছেন। ভারতের পক্ষে এটি যে একটি বিশেষ গৌরবের বিষয় তা' ভারতীয় বীমা সম্বন্ধে যাঁরা কোনও খবর রাখেন, তাঁরাই বুঝবেন।

শুধু অগ্নি বা সামুদ্রিক বীমায় নয়,— জীবন বীমাতেও অভাবিত উন্নতির পথে অগ্রসর হ'য়ে চলেছেন। দশ বৎসর আগে যার প্রতিষ্ঠা, আজ সে কোম্পানী ভারতীয় জীবন-বীমা কোম্পানী সমূহের মধ্যে একটা প্রধান স্থান অধিকার ক'রেছে। বার্ষিক রিপোর্টে প্রকাশ, গত বৎসর 'নিউ ইণ্ডিয়ায়' নূতন জীবন বীমা হয়েছিল ১৪১ লক্ষ টাকার অর্থাৎ প্রায় দেড় কোটি টাকার। নূতন বীমার দিক দিয়ে কেবল তিনটি ভারতীয় এবং একটি বিদেশী কোম্পানী এর চেয়ে বেশী টাকার বীমা সংগ্রহে সমর্থ হয়েছেন,— ওরিয়েণ্টাল, হিন্দুস্থান, এম্পায়ার এবং কানাডার সান লাইফ। এত অল্প সময়ে এত দ্রুত উন্নতি ভারতের বীমা-ইতিহাসে বাস্তবিকই অভূতপূর্ব্ব।

কিন্তু 'নিউ ইণ্ডিয়া'র এই অভূতপূর্ব্ব উন্নতিতে আমরা যতটা আনন্দ পাই, তাদের 'ব্যালেন্স শীট' বা আয়ব্যয়ের হিসাব দেখে ঠিক ততটা পাই না। তাঁদের গত বৎসরের বার্ষিক রিপোর্টের মধ্যে আমরা তাঁদের যে 'ব্যালেন্স শীট' বা আয়ব্যয়ের হিসাব দেখেছি, তাকে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর বলা চলে না। জীবন-বীমার 'ব্যালেন্স শীট' বাদ দিয়ে অন্যবিধ বীমার যে ব্যালেন্স শীট তার সম্বন্ধে আমাদের বলবার বিশেষ কিছুই নেই; কেবল একটা মোটা রকমের অনাদায়ী প্রিমিয়ামের

যায়, এতে মনে কিছু শঙ্কা আসে এবং তাঁদের জীবন-বীমার ব্যালেন্স সীট দেখে মন একটু খুঁৎখুঁৎ করে। প্রথমেই চোখে পড়ে যে, যে-সব 'সিকিউরিটি'র বা জামিনের উপর তাঁরা টাকা দাদন দিয়েছেন তাদের মূল্যের জোয়ার ভাঁটার জন্য কোনও রকম 'রিজার্ভ' রাখা হয়নি। দ্বিতীয়ত: Tataর দু'টি কোম্পানীতে প্রায় পৌণে দু'লক্ষ টাকার 'ডিবেঞ্চার' কেনা হ'য়েছে। Tataর সঙ্গে 'নিউ ইণ্ডিয়া'র কি সম্পর্ক তা আমরা জানি এবং Tataর কোম্পানীর উপর টাকা দাদন দেওয়া যে নিউ ইণ্ডিয়া'র পক্ষে স্বাভাবিকতাও আমরা বুঝি; কিন্তু সম্প্রতি কোনও একটি বিখ্যাত বীমা-কোম্পানীর চেয়ারম্যানের বিরুদ্ধে যে মোকদ্দমা চলছে তাতে একই লোকের স্বার্থ সম্পর্কে জড়িত ব্যাপারে টাকা দাদনের নিরাপত্তা সম্বন্ধে সন্দেহ করবার যথেষ্ট কারণ ঘটেছে। তবে আমরা আশা করি বিশ্ব-বিখ্যাত টাটার আদান প্রদানে তেমন কোনও ত্রুটি নাই।

তৃতীয়ত: তার প্রিমিয়ামের একটা মোটা অনাদায়ী অংশ প্রায় ৪ পারসেণ্ট—এটা আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে।

এগুলি বাদ দিলে 'নিউ ইণ্ডিয়ার ব্যালেন্স সীট' দেখে অসন্তুষ্ট হবার কিছুই নেই। অবশ্য এগুলোও এমন বিশেষ কোনও মারাত্মক রকমের দোষ নয়; তবে 'নিউ ইণ্ডিয়া' আজ আমাদের গৌরবের জিনিষ তাই তার 'ব্যালেন্স সীট'ও আমরা নিখুঁত দেখতে চাই।

কলিকাতাস্থিত অফিসের কাজ কর্ম্ম বেশ সুচারুরূপে পরিচালিত হইতেছে। ডাঃ এস্, সি, রায় মহাশয়ের কার্য্যকুশলতার ও জনপ্রিয়তার জন্য বাঙলা দেশে নিউ ইণ্ডিয়ার কাজ ক্রমেই সুবিস্তৃত হচ্ছে।

'বিদ্যাসুন্দরে'র গান

(ষষ্ঠ পৃষ্ঠার পর)

হীরার গান—

কবির কামনা প্রিয়, জীবনে কি ধরা যায়?
নবশ্যাম মেঘমালা গলে কবে পরা যায়!
যে শশী আকাশে হাসে,
সে কখনো কোলে আসে?
আলেয়ার আলো ধ'রে আপন কি করা যায়?

সুন্দরের গান—

চাঁদ উঠেছে দিন দুপুরে—
মরমপুরে—নয়নপুরে!
রূপ সাগরে, রূপ না ধ'রে,
জীবন ভরা গানের সুরে!

কৃষকবালাদের গান—

হায়, ঐ যে ডাকে কালো-পাখী
ডাক শুনে বুক ডুকরে ওঠে!
ওর কুহুতানের পঞ্চবাণে
প্রাণে প্রাণে চিকুর ছোটে!
পাখী, আলাসনে আর নিত্যি এসে
ওরে, সোনার বঁধু নেইকো দেশে,
তাই, একলা ঘরে মন বসে না,
খোঁপার চাঁপা ভুঁয়ে লোটে।

বিদ্যার গান—

মনেতে মনের সুখে রচেছি কবিতাপুরী,
মনের মানুষ সেথা নিতি করে মনচুরি।
মন যে অচিনে চেনে, বিনামূলে তারে কেনে,
মনোপটে আঁকে তার নয়নের কারিকুরী।

সুলোচনার গান—

ও কবিরাজ! এগিয়ে এস, দেখ রুগীর হাত!
কাঁদছে কেবল—কোথায় ওগো,
কোথায় আমার নাথ!
জাগর চোখের ঘুম ছুটেছে,
দীর্ঘশ্বাসের ঝড় উঠেছে!
বুকে প্রেমের ছুঁচ্ ফুটেছে—একেবারেই কাৎ!

সুন্দরের গান—

তুমি কোন্ নীলিমার কোন তারকার রূপ-কাহিনী!
মম মন-ময়ূরে নাচিয়ে দিলে মন্-মোহিনী!
অরুণ নধর অধর-ভঙ্গিতে
তরুণ তনু তনুর সঙ্গীতে,
বাউল মানস-বীণায় বাজ্‌লো প্রেমের সুর-সোহিনী!

সুন্দর ও বিদ্যার গান—

সুন্দর—ঢল ঢল দুটি আঁখি, টল টল করে মন!
বিদ্যা—আঁখি যদি দেখে আঁখি, মিছে মুখে আলাপন!
সুন্দর—ভালোবাসা দুটী কথা··· ···
বিদ্যা—আনে সুখময় ব্যথা!
উভয়ে—প্রেমের নয়ন-জলে হাসি করে বিচরণ!

হীরার গান—

এসেছে এক সন্ন্যাসী তার ব্যস্ত মুখে মস্ত দাড়ী!
ঘড়ি ঘড়ি টান্‌ছে গাঁজা, হেঁচ্‌কি তোলে তাড়াতাড়ি!
ভস্মমাখা ভীষণ ভুঁড়ি, বাক্য শোনায় ঝুড়ি ঝুড়ি,
সুখে এবার সন্ন্যাসিনী খুলে রাঙা চেলীর শাড়ী।
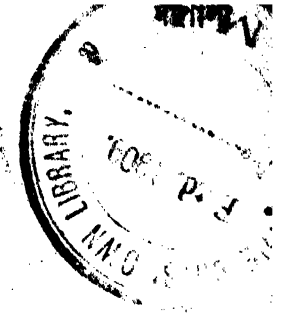
রূপবাণী

১৬ই নভেম্বর, শনিবার হইতে রূপবাণীতে মেট্রো গোল্ডউইন মেয়ারের পাবলিক হীরো" নাম্বার ওয়ান্" মাত্র এক সপ্তাহের জন্য দেখানো হইবে। "দি ক্রুসেড্স" তাহার পর রূপবাণীতে আসিতেছে।

রূপকথা

এখানে আগামী শনিবার হইতে ইউনিভার্সালের "ব্রাইড অফ ফ্রাঙ্কেনষ্টীন" দেখানো হইবে।

রঙমহল

অপরাজেয় কথা-শিল্পী শরৎচন্দ্রের "চরিত্র-হীন" এইবার ইঁহারা মঞ্চস্থ করিবেন বলিয়া প্রাচীরপত্র দেখিলাম। কবে সাধারণ্যে আত্মপ্রকাশ করিবে, সে দিন এখনও জানা যায় নাই।

নব নাট্যমন্দির

সেদিন প্রাচীরপত্রে দেখিলাম নব নাট্য মন্দিরের নবীনতম দান "রীতিমত নাটক", প্রণেতা—শ্রীশিশিরকুমার ভাদুড়ী, জলধর চট্টোপাধ্যায়। রূপে রসে গন্ধে সমুজ্জ্বল—কবে? তারিখের প্রতীক্ষা করুন। তাহা হইলে "গৃহদাহ" এখন চাপা পড়িল।

কুমারী অমলা নন্দীর কৃতিত্ব

এলাহাবাদ ইউনিভারসিটির তত্ত্বাবধানে অক্টোবরের শেষ সপ্তাহে অনুষ্ঠিত বিগত অল্ ইণ্ডিয়া মিউজিক্ কনফারেন্সে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের যে সকল স্বনামধন্য কলাবিৎগণ কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহার কিছু কিছু বিবরণ ইতিপূর্ব্বে বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত

হইয়াছে। কনফারেন্সের কর্ত্তৃপক্ষগণ এবার নৃত্য বিভাগেরও বিশেষ ব্যবস্থা করিয়াছিলেন।

ভারতের নানা প্রদেশ হইতে আগত যে সকল নৃত্য কলাবিৎগণ বিভিন্ন শ্রেণীর নৃত্য প্রদর্শন করিয়া এই অনুষ্ঠানকে সাফল্যমণ্ডিত করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে কলিকাতাস্থ কুমারী অমলা নন্দীর কৃতিত্ব বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

কুমারী অমলার নৃত্য যেমন মধুর তেমনি ভাবপূর্ণ হইয়াছিল। এবং ইহা এতই চিত্তা-কর্ষক হইয়াছিল যে, দর্শকবৃন্দ আর এক দিবস কনফারেন্সে ঐ নৃত্যের জন্য অনুরোধ করায়, কন্ফারেন্সের কর্ত্তৃপক্ষগণ প্রোগ্রাম পরিবর্ত্তন করিয়া আর একদিবস অমলার নৃত্যের ব্যবস্থা করিয়া দর্শকবৃন্দের মনোরঞ্জন করেন।

কন্ফারেন্সের শেষে স্থানীয় শিক্ষিতগণ এলাহাবাদ সঙ্গীত বিদ্যালয়ের সাহায্যকল্পে 'মেয়ো হলে' আর একদিন কুমারী অমলার নৃত্যের জন্য অনুরোধ করায় ৩১শে অক্টোবর তারিখে অন্যান্য গীতবাদ্যের সহিত অমলার নৃত্য হয়। তিনি ৩রা নভেম্বর কানপুর মিউজিক কন্ফারেন্সে এবং ৯ই ও ১১ই নভেম্বরে আগরা কলেজ মিউজিক্ কনফারেন্সে নৃত্য কলা প্রদর্শন করেন।

কয়েক বৎসর পূর্ব্বে কুমারী অমলা ইয়ুরোপের প্রায় দুইশত প্রধান প্রধান নগরে প্রাচীন ভারতীয় নৃত্য-কলা প্রদর্শন করিয়া বিশেষ খ্যাতি অর্জ্জন করেন। এই হিসাবে ভারতের বাহিরে যাঁহাদের দ্বারায় ভারতের গৌরব প্রচারিত হইয়াছে, কুমারী অমলা তাঁহাদেরই একজন। অল্ ইণ্ডিয়া মিউজিক্ কন্ফারেন্সে নৃত্য প্রদর্শনের সাফল্যে বাঙ্গালার গৌরব অধিকতর বৃদ্ধি পাইল।

পপুলার পিকচার্স

ইঁহাদের "পণ্ডিত মশায়ের" চিত্র-নাট্য লিখিতেছেন শ্রীসতু সেন ও হেমন্তকুমার গুপ্ত। এখন ভূমিকা নির্ব্বাচন চলিতেছে।

রাধা ফিল্ম

ইঁহাদের গোয়েন্দা নাটক "কণ্ঠহারের" কাজ ক্রমশঃ শেষ হইয়া আসিতেছে। পরিচালক জ্যোতিষ বন্দ্যোপাধ্যায় এখন গৃহীত রীলগুলির সম্পাদনায় ব্যস্ত আছেন। "কণ্ঠহার" যাহাতে "মানময়ী ও "দক্ষযজ্ঞে"র চেয়েও বেশী সাফল্য লাভ করে, সেদিকে কর্ত্তৃপক্ষের প্রখর দৃষ্টি আছে। ইহার গান-গুলি রচনা করিয়াছেন সুলেখক শ্রীহেমন্তকুমার গুপ্ত।

তেলেগু ছবি "লঙ্কাদাহনে"র প্রাথমিক কাজ শেষ হইয়াছে। "কণ্ঠহারে"র শূটিং শেষ হইলেই "লঙ্কাদাহনে"র শূটিং আরম্ভ হইবে।

জুন নাইট

সত্যনারায়ণ সিনেটোন (অমৃতসর

শ্রীযুক্ত কটু রায় উক্ত প্রতিষ্ঠানে যোগদান করিয়া "Last Mistake" নামে একটি উর্দ্দু ছবি পরিচালনা করিতেছেন। কটুবাবু বিখ্যাত পরিচালক শ্রীযুক্ত প্রফুল্ল রায়ের সহোদর। আমরা শ্রীযুক্ত রায়ের সাফল্য কামনা করি।

ভারতলক্ষ্মীতে "বলিদান"

ভারতলক্ষ্মীর হিন্দী ছবি "বলিদান" পরিচালনা করিয়াছেন শ্রীপ্রফুল্ল রায় ও গল্প লিখিয়াছেন শ্রীনরোত্তম ব্যাস। গল্পটী মোটামুটি এই—

চামেলী ও কিশোর দুই বাল্য বন্ধু। চামেলীর পিতা ছিল গোঁড়া ব্রাহ্মণ। চামেলীর বিবাহ হইল রূপনারায়ণ নামক এক অসচ্চরিত্র মাতালের সঙ্গে। রূপনারায়ণের কাকা তাহাকে বদস্বভাবের জন্য বাড়ী হইতে তাড়াইয়া দিলেন। রূপনারায়ণ তখন চামেলীর পিত্রালয়ে থাকিতে লাগিল। রূপনারায়ণ তাহাকে নিরাভরণা তো করিলই উপরন্তু মুন্নীবাই নাম্নী এক গণিকার নিকট হাজার টাকা ধার লইয়া শোধ দিতে না পারিয়া চামেলীকে মুন্নীবাই-এর নিকট বন্ধক রাখিল। চামেলী সেখান হইতে পলাইয়া কিশোরের কাছে গেল। কিশোর রূপনারায়ণকে কিছু টাকা দিল কাশীতে ব্যবসা করিবার জন্য। কাশীতে মুন্নী বাইয়ের দল রূপনারায়ণকে আবার পাকড়াও করিয়া তাহার যথাসর্ব্বস্ব কাড়িয়া লইয়া দুই চক্ষু উপড়াইয়া দিল। মেয়ের শোকে পিতা মাতা প্রাণত্যাগ করিলেন। শেষে অন্ধ রূপনারায়ণের সঙ্গে চামেলীর দেখা হইল। সে তখন তাহাকে কিশোরের কাছেই থাকিতে বলিল।

এই ছবিখানি কিছুদিন আগে সেন্সর বোর্ড কর্ত্তৃক প্রদর্শন নিষিদ্ধ হইয়াছিল। দুই একটা জায়গায় নীতিবাগীশদের নিকট আপত্তিকর ঠেকিতে পারে, যেমন নিজের স্ত্রীকে গণিকাবৃত্তি অবলম্বন করিতে লইয়া আসা, নিজের স্ত্রীকে রঙ্গমঞ্চে অভিনয় করিতে দেওয়া প্রভৃতি। গল্প সম্বন্ধে আমরা কোন মতামত প্রকাশ করিব না। তবে গল্পের ভিতর চিত্রোপযোগী ঘটনার অভাব নাই। পরিচালক স্থানের সংস্থানগুলির অধিকাংশই সদ্ব্যবহার করিলেও পারম্পর্য্যের অভাবে তেমন Gripping হয় নাই। গানের সংখ্যা প্রয়োজনাতিরিক্ত হওয়ায় মাঝে মাঝে বড়ই boring ঠেকে। কিশোরের চরিত্র ভালরূপে পরিস্ফুট হয় নাই।

অভিনয়ের মধ্যে 'চামেলী' (পার্ব্বতী) 'কিশোর', 'চামেলীর পিতা' (দাদাভাই সরকারী) ও চামেলীর মাতা (দেববালার) অভিনয় আমাদের সব চেয়ে ভাল লাগিয়াছে। মুন্নীবাইর (ইন্দুবালা) গান ও অভিনয় আমাদের ভাল লাগিয়াছে। শ্রীঅহীন্দ্র চৌধুরীর 'ডাক্তার বাবু' ছোট হইলেও মনোজ্ঞ। রূপনারায়ণের অংশে আর, পি, কপূর মন্দ নয়।

শব্দ- নিয়ন্ত্রণ ও আলোক-চিত্র ভালই।

সম্পাদক—
শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায় শ্রীগিরিজা কুমার বসু

দীপালী

DIPALI

বাংলার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সাপ্তাহিক

অলিভিয়া ডি হাভিলাণ্ড—এই শনিবার "Mid-summer Night's Dream" ছবিতে 'হামিয়া'র ভূমিকায় ইঁহাকে দেখা যাইবে।

...ক আনা ৪র্থ বর্ষ] ৫ই অগ্রহায়ণ ১৩৪২ ॥ 21st November, 1935 [২২শ সংখ্যা

দীপালী

DIPALI

দীপালী কার্য্যালয়—১২৩।১ আপার সার্কুলার রোড
কলিকাতা ফোন বড়বাজার—৩২৫৬

শাখা কার্য্যালয়—১৩১২-এন্. রিজউড প্লেস, হলিউড
কালিফোর্নিয়া, আমেরিকা

৭ম বর্ষ } ৫ই অগ্রহায়ণ, বৃহস্পতিবার, ১৩৪২ / ২১শে নভেম্বর, ১৯৩৫ { ৪৪শ সংখ্যা

কলাকেলি

অধ্যাপক নগুচি (Yone Noguchi) কলকাতায় এসেছেন। তিনি জাপান-রাজধানীর Keiogijuku-বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজীর অধ্যাপক, কিন্তু এই পরিচয়ই তাঁর প্রধান পরিচয় নয়। জাপানের মতন কবির দেশ পৃথিবীতে আর আছে কিনা জানি না। পৃথিবীর আধুনিক সভ্যতা শক্তের ভক্ত—কালিদাসের কাব্য বা বুদ্ধদেবের ত্যাগ-ধর্ম্ম তাকে ততটা আকৃষ্ট করে না, যতটা করে চন্দ্রগুপ্তের তরবারির সঙ্গীত। সম্রাট অশোকের রাজ-তপস্বী মূর্ত্তির চেয়ে দিগ্বিজয়ী মূর্ত্তি দেখেই সে অভিভূত হয় অধিকতর। তাই বর্ত্তমান সভ্যতার কাছ থেকে জাপানীরা প্রধানতঃ সামরিক বীর্য্য প্রকাশ ক'রেই সবলে শ্রদ্ধা আদায় ক'রে নিয়েছে।

*

কিন্তু সেইটেই জাপানের স্বরূপ ভাবলে ভুল করা হবে। কারণ সেখানে ক্ষাত্র-ধর্ম্মের চেয়ে কবি-ধর্ম্মের প্রভাব কিছুমাত্র কম নয়। যে কোন ভ্রমণকারী জাপানে বেড়াতে গিয়েছেন, সেখানকার জনসাধারণের কবিত্ববোধ ও শিল্পী-প্রাণ দেখে অভিভূত হয়েছেন। রবীন্দ্রনাথ পর্য্যন্ত জাপানী কবিদের প্রশস্তি গেয়েছেন। কোনখানে যদি ভালো ফুল ফোটে, তবে সে-স্থান জাপানীদের তীর্থক্ষেত্রে পরিণত হয়। চারিদিক থেকে জাপানের আবালবৃদ্ধবনিতারা দলে দলে নানা দেশ থেকে ছুটে আসে, ক্ষণকালের জন্যে ফুলের সেই ক্ষণিক সৌন্দর্য্যের প্রেমে পড়বার লোভে। জাপানের দীনদুঃখী কুলি-মজুররাও যে-বাড়ীতে থাকে ও যে-বাগান রচনা করে, তার মধ্যে যতখানি রসবোধ এবং কাব্যবোধ ও শিল্পের শ্রী পাওয়া যায়, বাংলা দেশের রাজার পুরীতেও তা দুর্লভ। বহু অকবির মধ্যে এক-একজন কবিকে লাভ করা যায় ব'লেই পৃথিবীতে কবির এত সম্মান। কিন্তু কবির দেশ জাপানে বিশেষ ক'রে যাঁরা কবিত্বের জন্যে মর্য্যাদা পান, তাঁদের কবিত্ব যে অসাধারণ এ কথা বলাই বাহুল্য। অধ্যাপক নগুচি হচ্ছেন এমনি একজন অসাধারণ কবি। কেবল জাপানে নয়, য়ুরোপ ও আমেরিকাতেও নগুচির কাব্য-প্রতিভা [illegible] অর্জিত হয় নি।

যদি ভিতরকার আত্মা ধ'রে বিচার করা যায় তাহ'লে কাব্যকলা ও চিত্রকলাকে অভিন্ন ব'লেই মনে হবে (আমাদের চৌষট্টি কলা এ-কথায় সায় না দিলেও)। সুতরাং কাব্যের সঙ্গে জাপানে চিত্রকলাও যে যমজের মত বিকসিত হয়ে উঠবে, এটা বিশেষ আশ্চর্য্য নয়। কবি নগুচি চিত্রকলাতেও একজন বিশেষজ্ঞ ব'লে পরিচিত। জাপানে চিত্রকলার স্থাননির্দ্দেশ করতে ব'সে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রদত্ত দ্বিতীয় বক্তৃতায় তিনি বলেছেন: "জাপানী চিত্রকরদের যুদ্ধক্ষেত্র খানকয় কাগজের বা রেশমের পটের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। অতীতের পটুয়ারা মাত্র কয়েক ফোঁটা রঙের সাহায্যে যে বিচিত্র ইন্দ্রধনু রচনা ক'রে গেছেন, তরবারির সাহায্যে রক্তপাত ক'রে ইতিহাসে বিখ্যাত হয়েছেন যে-সব যোদ্ধা, তাদের চেয়ে তার অমর সৌন্দর্য্য অধিকতর বিস্ময়কর। জাপানী ছবি আগে ছিল চীনা ছবির অনুকারী। এবং জাপানী কবিতা আগে ছিল চীনা কবিতার প্রতিমূর্ত্তি। কিন্তু Uta-কবিরা নকল ছেড়ে জাপানী কবিতার নিজস্ব রূপ ফুটিয়ে তোলেন এবং চিত্রকর Kanaoka Kose চীনা ছবির কথা মন থেকে মুছে ফেলে আর্টে জাপানী আদর্শ ও জাতীয় ভাবকে সুপ্রতিষ্ঠ করেন।" প্রকৃত পক্ষে চিত্রে ও কাব্যে জাপানের গৌরব সেইদিন থেকেই অপূর্ব্ব হয়ে ওঠে, যে দিন থেকে সে নকল ছেড়ে আসলের সাধনায় প্রবৃত্ত হয়।

*

জাপানী কাব্যের ও চিত্রের পরধর্ম্ম থেকে স্বধর্ম্মে প্রত্যাবর্ত্তন সম্বন্ধে নগুচি যা বলেছেন তা নতুন কথা নয়। পৃথিবীতে আর নতুন কথা নেই। ধর্ম্মে, দর্শনে, সাহিত্যে যা বলবার সব বলা হয়ে গেছে। কিন্তু মানুষের এমনি দুর্ব্বলতা, সেই পুরাণো কথাকেই যুগে যুগে বা বারে বারে নতুন ভাবে ও নতুন সাজে না শুনলে তার হুঁস্ হয় না। ধর্ম্মমাত্রেরই গোড়ার কথা এক। কিন্তু সেই একের উপরে জগতে কত ধর্ম্মের ভিত্তি স্থাপিত হয়েছে! সত্য কথা বলা উচিত—হাজার হাজার বৎসর ধ'রে কত উপমা, কত দৃষ্টান্ত, কত গল্প-নাটক কাব্য-উপন্যাস ও হিতোপদেশের সাহায্যে মানুষকে এই কথা বুঝিয়ে ও শিখিয়ে আসা হচ্ছে, কিন্তু মানুষ এখনো বোঝেওনি, শেখেওনি। মানুষ আপন শ্রেষ্ঠতার গর্ব্ব করে—হয়তো অন্যান্য জীবের চেয়ে তার মস্তিষ্কের শক্তি বেশী। কিন্তু তার মন অনেক বিভাগেই সাধারণ পশুর চেয়ে উন্নত নয়।

*

অনুকরণ-শক্তি যে খুব শ্রেষ্ঠ শক্তি নয়, এ-কথা আমরা সবাই জানি। কিন্তু তবু, বাংলার আধুনিক সাহিত্যের দিকে দৃষ্টিপাত করলে আমরা কি দেখি? এখনকার অতি-আধুনিক উপন্যাসে প্রধানতঃ ভাষা, ভঙ্গি ও চরিত্র-চিত্রণের যে ধারা দেখি, তা কি য়ুরোপ থেকে ধার ক'রে আনা নয়? এই উপন্যাসগুলিকে য়ুরোপীয় ভাষায় অনুবাদ ক'রে যদি তাদের পাত্র-পাত্রীদের বিলাতী পোষাক পরিয়ে বিলাতী নাম রাখা হয়, তাহ'লে তাদের আর কি বাঙালী ব'লে চিনতে পারা যাবে? এমন-কি নাটক-উপন্যাসের 'টেকনিক' বলতেও আমরা বুঝি বিলাতী 'টেকনিক'। এই-সব উপন্যাস যদি সহর থেকে বহুদূরে অবস্থিত বাংলার পল্লীগ্রামে, ইংরাজীতে অনভিজ্ঞ পাঠক পাঠিকাদের হাতে দেওয়া যায় তাহ'লে তারা যে এগুলোকে মনে করবে অর্থহীন প্রলাপ এটা আমি হলপ্ ক'রে বলতে পারি। অধিকাংশ বাঙালীর কাছে যা দুর্ব্বোধ, তাকে কি কোনদিনই বাংলার জাতীয় সাহিত্য বলা যাবে? উপন্যাসের মতন আধুনিক বাংলা কাব্য-সাহিত্যও হয়ে উঠেছে ক্রমেই অদ্ভুত! তার ভাষা শুনলে মনে হবে ইংরাজীর ছাঁকা তর্জ্জমা! কোন কোন কবি 'প্রিয়তমা' বা 'সখী'কে "মেয়ে" ব'লে সম্বোধন করতেও লজ্জিত নন! প্রত্যেক ভাষার একটা নিজস্ব ধাত্ আছে এবং সেই ধাত্ বুঝে শব্দ ব্যবহার না করলেও যে সে-ভাষায় ছোট-বড় কোন-কিছুই রচনা করা অসম্ভব, এই অর্ব্বাচীনরা এটুকুও বুঝতে বা মানতে নারাজ! এইবারে কোন্দিন হয়তো দেখ্ব, বিলাতী রীতির অনুকরণে বাংলায় অতি-আধুনিক লেখকরা সন্তানবতী সহধর্ম্মিণীকে "মাতা" ব'লে ডাকতে সুরু করেছেন!

*

বিভিন্ন দেশের সাহিত্যকে বিভিন্ন মূর্ত্তি দান করে সেই সেই দেশের প্রচলিত ধর্ম্ম। য়ুরোপে অনেকগুলি জাতি আছে। কিন্তু সেই সব জাতিরই সাহিত্যের আদর্শ মূলতঃ এক। এবং এই ঐক্যের কারণ হচ্ছে খৃষ্টধর্ম্ম। আজকের এই অবিশ্বাসের ও ধর্ম্মহীনতার যুগেও য়ুরোপের সব দেশের সাহিত্যের ভিতরেই খৃষ্টধর্ম্মের প্রভাব যে সকলের অজ্ঞাতসারে কাজ ক'রে যাচ্ছে, প্রত্যেক বিশেষজ্ঞই এ সত্য জানেন ও মানেন। ভারতের হিন্দু সাহিত্যের মূলেও যদি হিন্দু ধর্ম্মের প্রেরণা না থাকে, তার ভিতর যদি খৃষ্টান দেশের বিশেষত্বই স্থানে-অস্থানে আত্মপ্রকাশ করে, তাহ'লে অতি-বড় প্রতিভার শীলমোহরও তাকে স্থায়ী ও আমাদের জাতীয় সাহিত্যে পরিণত করতে পারবে না। বৈষ্ণব কবিদের চেয়ে বড় বড় কবি হয়তো আধুনিক বাংলায় জন্মগ্রহণ করেছেন। কিন্তু আজও দেশের উপরে বৈষ্ণব কবিদের প্রভাব অধিকতর কেন? কারণ বৈষ্ণব কবিদের রচনায় হিন্দু বাংলার প্রাণের কথা পাওয়া যায়। স্বর্গীয় চিত্তরঞ্জন দাশ এই সত্যটি ধরতে পেরেছিলেন ব'লেই আমাদের আধুনিক সাহিত্যের মুখে বাংলার প্রাণের কথা শুনতে চেয়েছিলেন।

*

জাতীয় জীবন প্রবলতর ও যথার্থরূপে জাগ্রত হ'লে সাহিত্যেও আর জাতিহীনতার ছাপ্ পড়ে না। যে জাতি ভালো ক'রে জাগে, আত্ম-শক্তিতে তার বিশ্বাস হয় এমন অটল যে, জাতীয় জীবনে, সাহিত্যে ও ললিত কলায় সে আর বিদেশের নকল সইতে পারে না। এর একটা মস্ত প্রমাণ পাই চতুর্থ শতাব্দীর ভারতবর্ষে। মৌর্য্য সাম্রাজ্যের প্রথম অবস্থায়, চন্দ্রগুপ্তের সময়ে ও অশোকের সিংহাসন লাভের সময়েও ভারতীয় সভ্যতার উপরে গ্রীস ও পারস্যের প্রাধান্য ছিল যথেষ্ট। তার পরেও কিছুকাল পর্য্যন্ত ভারতের স্থাপত্যে, ভাস্কর্য্যে ও সাহিত্যে বিদেশী প্রভাবের অগুন্তি নমুনা পাওয়া যায়। কলিকাতার যাদুঘরে গান্ধার ভাস্কর্য্য দেখলে যে কোন ব্যক্তি বিশেষজ্ঞ না হয়েও অনায়াসেই বুঝতে

পারবেন যে, প্রাচীন নকলিয়াদের কবলে প'ড়ে ভারতের বুদ্ধদেবও একেলে ভারতীয়দের মত কতখানি য়ুরোপীয় হয়ে উঠেছেন! এক সময়ে প্রাচীন ভারতের ভাস্কর গ্রীকদের অনুকরণে হার্কিউলিসের সিংহ-বধের দৃশ্যটি পর্য্যন্ত পাথরের উপরে ফোটাবার চেষ্টা করেছিলেন! চন্দ্রগুপ্তের রাজসভা যে ভারতীয় স্থপতিরা পার্সিপোলিসের রাজসভার অনুকরণে গড়েছিল, স্পুনার সাহেব সে প্রমাণ দিয়েছেন। তখনকার ভারতীয় নাটক রচিত ও অভিনীত হ'ত গ্রীকদের আদর্শ সুমুখে রেখে। কিন্তু চতুর্থ শতাব্দীতে গুপ্ত-বংশের রাজত্ব কালে ভারতীয় সাহিত্য ও ললিত কলা বিদেশী প্রভাবকে লুপ্ত ক'রে আত্মপ্রকাশ ক'রেছিল রাহুমুক্ত চন্দ্রকলার মত। সেই ভারতীয় পূর্ণিমার আলোতেই আমরা লাভ করেছি মহাকবি কালিদাসকে—যার লেখনীর ভাষা আজ মৃত ভাষা রূপে গণ্য হ'লেও এখনো যিনি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ভারতীয় কবির মূর্ত্তিতে নিখিল ভারতবর্ষের পুষ্পাঞ্জলি গ্রহণ করছেন এবং ভারতের প্রায়জাতিচ্যুত আধুনিক সাহিত্য এখনো যাঁকে অস্বীকার করতে পারছে না—কেননা কালাপানির ওপারে ব'সে আমাদের বিদেশী-ঠাকুররাও কালিদাসের স্তবগান করতে নারাজ নন! রবীন্দ্রনাথের "গীতাঞ্জলি" বিংশ শতাব্দীর শ্বেত-দেবতাদের মনোহরণ করেছে কেন? তার মধ্যে হিন্দু ভারতের প্রাণের বাণী আছে ব'লে।

*

আজকের বাঙালী সাহিত্যিকদের এই বৈদেশিকতা বিশেষরূপে প্রমাণিত করছে যে, মুখে আমরা 'স্বরাজ স্বরাজ' ব'লে যতই তর্জ্জন-গর্জ্জন করি, আমাদের মন এখনো গোলামের মনের চেয়ে বড় হ'তে পারেনি। নিজেদের দেশকে চিনতে পারিনি, স্বজাতির স্বরূপ ধরতে পারিনি, সহরের বাইরে—যেখানে স্বদেশের বৃহত্তর রূপ ফুটে উঠেছে, যেখানে হোটেল-রেস্তোরাঁ-ক্লাব নেই, সোফা-কৌচ-চেয়ারের ভিড় নেই, হুইস্কির গেলাস চায়ের পেয়ালা সিগার-সিগারেটের ধোঁয়া নেই, মোটর-ট্যাক্সি-ট্রাম-বাসের যুদ্ধসঙ্গীত নেই, যেখানে মানুষ বার্ণার্ড স. ইবসেন বা রোমাঁ রোলাঁর ভাষায় কথা বলে না, যেখানে মানুষ অৰ্দ্ধনগ্ন দেহে প্রখর রৌদ্রে গলদ্ঘর্ম্ম হয়ে উত্তপ্ত পৃথিবীর বুক চিরে হল টেনে সবুজ কাব্য সৃষ্টির এবং নিজেদের ও সহরেদের উদরান্ন সংগ্রহের চেষ্টা করে, যেখানে তটিনীর জল-রাগিণীর সঙ্গে সুর মিলিয়ে সন্ধ্যার অন্ধকারে ছায়াময় নৌকার দাঁড় টানতে টানতে বাংলার আসল ছেলেরা ভাটিয়ালি গানে জীবনের আশা-আনন্দ ও সুখ-দুঃখের ছন্দ প্রকাশ করে, যেখানে কলা-বাগান বাঁশ-ঝাড় ও তালকুঞ্জের মাঝখানে শান্ত পল্লীর ভিতরে খড়ে-ছাওয়া মেটে-ঘরের ভাঙা জান্লার ফাঁকে ফাঁকে রাতের প্রদীপগুলি জাতির ক্ষীণ জীবনী-শক্তির মত টিম্-টিম্ ক'রে জ্বলতে থাকে, যেখানকার কথা হ'চ্ছে খাঁটি বাংলার গুপ্ত কথা, যাদের সরল জীবনের ছোট ছোট কাহিনীগুলির ভিতরে যথার্থ শিল্পীর দৃষ্টি মহাকাব্যের ইঙ্গিত আবিষ্কার করতে পারে, বাংলার অতি-আধুনিক সাহিত্যের মধ্যে সে-সবের আলোকচিত্র আবিষ্কার করা অসম্ভব বললেও চলে। দু'একজন একালের সাহিত্যিক যথেষ্ট আয়োজন ক'রে পল্লী-কাহিনী বলবার চেষ্টা করেছেন বটে, কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাঁরা ওখানে তুচ্ছ দলাদলি, ঘোঁট, হিংসা-দ্বেষ, ভ্রাতৃ-বিরোধ ও শাশুড়ী বউয়ের কোঁদল প্রভৃতি ছাড়া বিশেষ আর-কিছুই দেখতে পান নি। এত-বড় একটা জাতির ভিতরে যে মহাপ্রাণ নিদ্রিত নারায়ণের মতন বিরাজ করছে, দৈনন্দিন জীবনের সংকীর্ণ তুচ্ছতার উপরে না উঠলে তাকে দেখতে পাওয়া যায় না। মহাভারত যে ঐখানেই সুপ্ত—এই-সব ক্ষুদ্রতা ও তুচ্ছতা তো তার আসল বিশেষত্ব নয়! কুলি-মজুরের দেহের উপরকার ময়লা-মাটিই তার মনুষ্যত্বের পরিচয় দেয় না। আমাদের পল্লী-জীবনের বাইরেকার এই-সব ক্ষুদ্রতা ও তুচ্ছতাকেই বড় ব'লে স্বীকার করলে মহাভারতকেই অস্বীকার করা হয়।

*

কেবল কি সাহিত্যেই আমাদের সৃষ্টির অক্ষমতা ও অনুকরণ-প্রিয়তা? সঙ্গীতেও দেখি ঐ একই দাস-মনোভাব! যে-দেশে কীর্ত্তনীয়া বৈষ্ণব কবিদের, বাউল ও ভাটিয়ালির পল্লী-রাগিণীর, রামপ্রসাদ, নিধু গুপ্তের, পাঁচালি-রচয়িতাদের ও রবীন্দ্রনাথের জন্ম হয়েছে, সেই দেশে ব'সেই আমরা আজ ভালো গান শোনবার জন্যে দেশের বাইরে উত্তর-পশ্চিম-পূর্ব্ব-দক্ষিণ দিকে দৃষ্টিপাত করি উদ্‌ভ্রান্তের মত! বাংলার আসরে গান গাইতে বললেই ওস্তাদরা কাণে হাত দিয়ে হাঁটু গেড়ে ব'সে দাঁত-মুখ খিঁচিয়ে হিন্দী বা উর্দ্দু ভাষায় ছোঁড়েন বিষম কণ্ঠ-বন্দুক! ও-দুটি ভাষা বাদ দিলে নাকি বাংলায় গানের মতন গান শোনানো অসম্ভব! চমৎকার! ... ...একসময়ে ইংলণ্ডেও সঙ্গীতকলার অমনি দুরবস্থা

হয়েছিল। লণ্ডনের বড় আসরে তখন ইতালীয় বা জার্মান প্রভৃতি জাতীয় গায়ক ছাড়া আর কারুকে গান গাইতে দেওয়া হ'ত না। কিন্তু জ্যান্তো জাতি ইংরেজরা জাতীয় সঙ্গীতকলাকে সেই অপমান থেকে রক্ষা করেছে অনেক দিন আগেই। বাংলা কলা-জগতের সব্যসাচী রবীন্দ্রনাথ এ-বিভাগে বাঙালীকে দিব্যদৃষ্টিদানের চেষ্টা করছেন, এইটুকুই যা আশার কথা।

*

বাংলার পরম সৌভাগ্য, চিত্রজগতে আমরা পেয়েছি অবনীন্দ্রনাথকে। এক্ষেত্রে তাঁর আবিষ্কৃত সোনার-কাটি আজ কেবল বাংলার নয়, সারা ভারতের ঘুম ভাঙিয়ে দিয়েছে। এইজন্যে তাঁর সঙ্গে আমরা অনায়াসেই কবি নগুচির দ্বারা উক্ত জাপানী চিত্রকর Kanaoka Koseএর তুলনা করতে পারি। অবনীন্দ্রনাথের স্বর্গীয় তুলিকা যদি একখানিমাত্র ছবিও না আঁকত, তাহ'লে কেবল ঐ এক কারণেই তিনি সারা ভারতে অমর হ'তে পারতেন। কিন্তু এমনি এই পরাধীন ঘৃণ্য জাতির পোড়াকপাল যে, পথ দেখালেও সে পথ চলতে নারাজ হয়! অবনীন্দ্রনাথের প্রতিভার অসারতা প্রমাণিত করবার জন্যে আজও এদেশে মূর্খ জ্ঞানপাপীর চেষ্টার অন্ত নেই।

*

গেল-বারের "কলাকেলি"তে একটি অনিচ্ছাকৃত ভ্রম থেকে গেছে, তা শুধরে নেওয়া দরকার। গজল-গান-সম্পর্কীয় "প্যারা"য় পূজার সংখ্যার "দীপালী"তে প্রকাশিত যে-গায়কের মত আমরা উদ্ধার করেছি, তা নির্ভুল নয়। কাজী নজরুল ইস্লামই যে বাংলা গানে প্রথম গজলের সুর এনেছিলেন, তিনি ঠিক এ-কথাটি বলেন নি। এই ভ্রমের জন্যে আমরা লজ্জিত।

*

আজ আমার টেবিলের উপরে চন্দ্রমল্লিকা তার প্রথম আনন্দ উপহার দিয়েছে। এক একটি ফুল এক এক রঙের—এরা ফোটে শীতান্ত প্রকৃতির বুকে রঙিন যৌবন-স্মৃতির ছবি আঁকবার জন্যে। এরা যেন বাসন্তী সমারোহের অগ্রদূত।······ফুল দেখলেই আমার মনে পড়ে রবীন্দ্রনাথের কবিতা ও গান। আবার রবীন্দ্রনাথের গান ও কবিতা মনে করিয়ে দেয় ফোটা ও অফোটা ফুলের কথামালা। সেকালকার কবিরাও ফুল ভালবাসতেন, কিন্তু রবীন্দ্রনাথের কবিতার ফুলদানীতে পুষ্পকুমারীরা যে আসন পেয়েছে, সেকালে বোধ হয় তা পায়নি। রবীন্দ্রনাথের অধিকাংশ কবিতাই হচ্ছে কুসুমপুরের সুষম রূপকাহিনী, বাংলা ফুলের জীবনে যত রঙের গল্প যত গন্ধের আতর যত রামধনুকের স্বপন আছে, রবীন্দ্রনাথের পুষ্পজ কাব্য তার কোন কথাই বলতে বাকি রাখেনি। বাংলা কাব্যে রবীন্দ্রনাথ যে কুসুমী রেওয়াজ এনে দিয়েছেন, স্বর্গীয় সত্যেন্দ্রনাথ ও শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন বাগচী প্রমুখ কবিরাও তাকে যথার্থ মর্য্যাদা দিতে ভোলেননি। এঁদের সকলের চেষ্টার ফলে আজ বাংলার কাব্যসাহিত্য হয়ে উঠেছে পুষ্পকেতন উপবনের মত। দুনিয়ার যারা চায় হাটের পথের ধুলোয় বেড়িয়ে বেড়াতে, তারা যতই কৌতুক করুক, আমি কিন্তু এই পুষ্পবিলাসী কবিদের দলে ভিড়তে পারলে বর্তে যাই! তাঁদের ফুলবাড়ীতে ব'সে খানিকক্ষণ জিরুতে পারলে নিষ্ঠুর সংসারের অনেক জ্বালাই জুড়িয়ে যায়······আজকের এই চন্দ্রমল্লিকারা তাঁদের কথাই স্মরণ করিয়ে দিলে এবং আমার কানে কানে ব'লে দিলে—"এখন কালো কালি-ভরা কলম চালানো বন্ধ কর বন্ধু, এখন কোলের উপরে কুসুমাসব-মাখা কবিতার পুঁথি খুলে বোসো!'

—শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়

শ্রীমতী জুবেদা

শ্রীমতী জুবেদা ও জাল মার্চেন্ট
"Mr. & Mrs. of Bombay"
ছবিতে অবতীর্ণ।
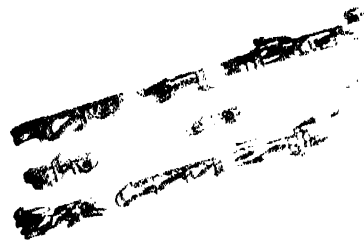
পুনশ্চ

(গল্প)

—শ্রীহেম চট্টোপাধ্যায়

পীরপুরের বাঘা গাঙ্গুলীর নাম এ অঞ্চলে না জানে, এমন লোক খুব কমই আছে। পাঁচ আনির তরফে সে-ই এখন জীবিত, আর সব বাঁচিয়া ও মরিয়া আছে। গাঁয়ের যত বড় বড় মাঠ, আম বাগানের সীমানা সবই বাঘা-গাঙ্গুলীর তালুকের অন্তর্গত। বছর কয়েকের মধ্যেই সে একেবারে ফাঁপিয়া উঠিয়া সারা রাজ্য কিনিয়া বসিয়া আছে।

পূজার এখনো দিন কয়েক বাকী। সদর হইতে জমিদারের বজরা ফিরিয়া আসিতেছিল। সকাল বেলা, অল্প অল্প রৌদ্র উঠিয়াছে, গঙ্গার বুকে তাহারই সহস্র কিরণ হাসিতেছিল, খেলিতেছিল। ঘাটে বজরা ভিড়িতেই গ্রাম শুদ্ধ লোক যেন হাট ভাঙিয়া আসিয়া পড়িল। সকলেরই মুখে এক কথা, কর্ত্তা আসিয়াছেন, অনাথ-প্রতিপালক বহুদিন পরে দেশে ফিরিয়াছেন, এবার পূজায় আনন্দের সীমা নাই। পঙ্গপালের মত পাইক, বরকন্দাজের দল সারবন্দী হইয়া দাঁড়াইল। হৈ-চৈ শুনিয়া বাবু জানালা দিয়া চাহিয়া দেখিলেন, একদল লোক একেবারে কাদার মধ্যে আসিয়া লাফাইয়া পড়িয়াছে। প্রশান্ত স্নেহ দৃষ্টিতে চাহিয়া তিনি করজোড়ে অভিবাদন জানাইয়া স্মিতমুখে জিজ্ঞাসা করিলেন, ভালোত সব, গাঁয়ের কুশল!

হরিহর পাঠক মাথা নাড়িয়া ধীরে ধীরে কহিল, সর্ব্বত্র কুশল! গাঁয়ের ছেলে ছোকরা আড়ালে গিয়া মুখ টিপিয়া হাসিল। গাঙ্গুলী মশায় ধীরে ধীরে সিঁড়ি বাহিয়া উপরে আসিলেন, স্ত্রী কন্যাও সঙ্গে আসিয়াছিল, পুত্রবধূকে দেখিয়া উপস্থিত সকলে একেবারে চমৎকৃত হইয়া গেল! সাধারণতঃ গাঁয়ের কুমারেরা যে সব সুন্দর প্রতিমা তৈয়ার করে, তার চেয়েও শৈলর চেহারা আরো ঢের সুন্দর, কিন্তু পুত্র ননীগোপালকে না দেখিয়া সকলেই মন-মরা হইয়া গেল! 'খোকাবাবু' না আসিলে পূজার আমোদ প্রমোদই বৃথা, সকলেই বলাবলি করিতে লাগিল, কিন্তু মুখ ফুটিয়া সে কথা কাহারও প্রশ্ন করিবার সাহস হইল না! পাল্কীতে চড়িয়া জমিদার বাবু সপরিবারে গৃহে প্রবেশ করিলে ব্রজনাথ আশ্চর্য্য হইয়া কহিল, ননী আসেনি কেন? ঈশান হাসিয়া কহিল, কলেজের পড়ার চাপে আসতে পারে নি নিশ্চয়।

ওপারে পানের বরোজ ও সুপারি বন, সেখানে পীরপুরের ষ্টীমার ঘাট। দিনে একবার ষ্টীমার আসিয়া গেছে, আবার কাল প্রভাত হইলে ত ষ্টীমার আসিবে, তবু লোকের মনে সুখ শান্তি নাই! আজ চন্দ্র মামা আসিবেন, নন্দুকাকা কাল আসিয়াছে, জামাই, মেয়ে সকলেই আসিতেছে, কিন্তু সতীশকে না দেখিয়া সকলেই মন মরা হইয়া আছে! সতীশ গাঁয়ের সৎসাহসী যুবক, সুদূর আসামে চাকুরী করে তাহার বোধ করি আর আসা হইল না! উমানাথ পার্ব্বতীপুর রেলওয়ে অফিসে কাজ করে, সেও বারদিনের ছুটীতে আসিয়াছে, তাহাকে নদীর তীরে দেখিয়া মাতঙ্গিনী মাসী বিষণ্ণস্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন, হ্যাঁরে উমা, তোরা ত' অনেক দূর থেকে এলি, সতীশের দেখা হল? সেত তোদের কাছাকাছি কি একটা জায়গায় থাকে, না পোড়া ছাই মনেও পড়ে না, ওরে সেই যে কামাখ্যা মায়ের মন্দিরের কাছে, সেই যে···

উমানাথ মৃদু হাসিয়া জবাব দিল, শিলং, মাসীমা!

এমন সময় ততদূরে ঘাটে একখানি নৌকা ভিড়িতে দেখিয়াই গাঁয়ের ছেলে মেয়েরা হল্লা করিতে করিতে ছুটিয়া আসিল, সতীশ মামা, সতীশ কাকা, সতীশ দাদা আসিয়াছে! আর কি কথা আছে, মাসী পাগলেরমত ছুটিয়া যুবক বৃদ্ধকে ঠেলিয়া ঠুলিয়া কোনমতে জনব্যূহ ভেদ করিয়া নদীর ঘাটে গিয়া পৌঁছিল।

সতীশ সত্য সত্যই আসিয়াছে, তাহার হাসিমুখ দেখিয়া সকলের শোক, দুঃখ, চিন্তা এক নিমেষে জল হইয়া গেল। পাড়ার লোকজনে সতীশের ঘরবাড়ী সরগরম হইয়া উঠিল। বিমলা পিসী আগাইয়া আসিয়া কহিলেন, সতীশ, ঘর বাড়ীর কথা এমনি ভাবে ভুলে থাকতে হয়! বারো মাসে একবার আসিস, তাও যদি একটু আগে—

বাধা দিয়া দয়াময় ভট্টাচার্য্য বলিয়া উঠিল, একি পাঁঠার ইচ্ছায় ঘাড়ে কোপ'—সাহেব ছুটী দিলে ত' আসবে!

—কেনরে, সাহেব ছুটী দিতে চায় না নাকি?

—সেতো কি দিতে চায় পিসী! সাহেব ত' আর ছুটী দেয় না, দেয় বড় বাবুরা, তারা নানা কথাবার্ত্তা বলে।

—কি বলবে ড্যাকরা বড় বাবুরা তোর! পূজার ছুটীতে দু'চার দিনের জন্যে আসবি বাড়ী, তা'তে ও এত ঝামেলা?

—ঝামেলা বলে' ঝামেলা তা' আর বলতে নেই পিসী! বড় বাবু কিছুতেই ছুটী দিলেনা, শেষে সাহেবকে একটু বলতেই তবে না ছুটী হল!

—কি বললি!

—ছেলে মেয়ে দেশে আছে, স্ত্রী দেশে আছে, একটু দেখে আসতে চাই হুজুর। ছেলেটির অসুখ গিয়েছে, স্ত্রী রুগ্ন, এখানে আনতে পারি এমন সাধ্য নেই। সাহেব হাসিমুখে জিজ্ঞাসা করলেন, যেতে চাও? যাবে বৈকি! কিন্তু বড় বাবুর সে কি কাণাঘুষা পিসী, কিন্তু সাহেব সৎলোক, কোন কথায় কান দেয় না!

পিসী আনন্দে ডগমগ হইয়া কহিলেন, বেঁচে থাকুক, সাত পুত্রের বাপ হোক।

সতীশ হাসিয়া কহিল, বিয়ে হয়নি পিসী, সাতপুত্রের বাপ হবে কি করে?

পিসী চোখ ছুটি কপালে উঠাইয়া কহিলেন, বলিস্ কিরে, বয়স কত?

—চল্লিশ।

—অ্যাঁ, বিয়ে হয়নি?

—ওরা বিয়ে করে না সহজে।

—মরুকগে, বলিয়াই পিসী চাঁফাইয়া উঠিয়া কহিলেন, ঐ সব সাহেবি কায়দা করেই ত' দেশ উচ্ছন্ন গেল। ননীর খবর শুনিস্নি বুঝি। আচ্ছা খেয়ে দেয়ে সুস্থ হয়ে নে, আর একদিন এ'সে বলে যাব!

বিকাল বেলা ঘোষাল বাড়ীতে মেয়েদের বৈঠক বসিয়াছিল ঘোষালদের গিন্নি-মা হাত ছুটি ছুঁড়িয়া মুখের অঙ্গ ভঙ্গী করিয়া বলিতেছিলেন, থাক্ পারু, আমাকে আর ননীর বউয়ের কথা বলতে হবে না। ঢাকার মেয়েরা সুন্দরী হয়, সে ত জানি। কিন্তু আমার ওরকম ঢের ঢের মেয়ে দেখা আছে, তোদের চোখে নতুন হতে পারে!

গিন্নি-মা চুপ করিতেই জলদবালা বলিয়া উঠিল, চমৎকার মেয়ে কিন্তু মাসীমা, রূপে গুণে ...

সুশীলা হাসিয়া ছুলিয়া ছুলিয়া কহিল, তোদের ধারণা তো ওই, একটু নাটক নভেল পড়তে পারলেই হ'ল গুণী, আর চেহারা ফর্সা হলেই হ'ল সুন্দরী, এ শুনে শুনে কান ঝালাপালা হয়ে গেছে।

এমন সময় ননীর মাকে কন্যা, পুত্রবধূ সহ ঘোষাল বাড়ীতে প্রবেশ করিতে দেখিয়া উপস্থিত সকলে এবং অন্যান্য বউ ঝিরা একটু ব্যস্ত সমস্ত হইয়া উঠিল। বউ তো আর বউ নয়, যেন সাক্ষাৎ পরী। সুশীলা আগাইয়া আসিয়া বউয়ের ঘোমটাখানি তুলিয়া সারা গাঁয়ের বৌ-ঝি' দের সুমুখে পুলক গর্ব্ব অনুভব করিয়া জোর গলায় কহিল, এমন সুন্দরী বউ, রূপে গুণে বড় একটা দেখা যায় না, আর স্বভাবটি কি সুন্দর! মুখে রা শব্দটি নেই। জন্ম-এয়োস্ত্রী হয়ে থেকো!

উপস্থিত স্ত্রীলোকেরা কোন মতে মুখের হাসি চাপিয়া ননীর মাকে ঘিরিয়া নানা কথাবার্ত্তায় ডুবিয়া রহিল। জমিদার গৃহিনী, তথাপি তাঁহার মুখে সহজ হাসিটুকু যেন লাগিয়াই আছে! ঐশ্বর্য্যের গরব, কিংবা রূপের দেমাক তাঁহার কোন কালেই ছিল না তিনি যেমনি মিষ্টভাষী তেমনি পরোপকারী। শুধু ননীর ব্যবহারে তাঁহার একটু মনোকষ্টের কারণ হইয়াছিল, একথা মুখ ফুটিয়া তিনি কাহারো কাছে কিছু বলিতেন না। কমলার মত রূপে গুণে পুত্রবধূ তিনি ঘরে আনিয়াছিলেন কিন্তু পুত্রের ভীষ্মের প্রতিজ্ঞা তিনি কিছুতেই নড়চড় হইতে দেখিলেন না!

চেষ্টা চরিত্র অনেক রকম করিয়া দেখিয়াছেন। কিছুতেই কিছু সুফল হইতেছে না। অথচ ননী অতিশয় শান্ত, শিষ্ট ছেলে। জমিদারের ছেলে, চরিত্র সম্বন্ধে কোন কাণাঘুষা কথা কেহ কোনদিন শোনে নাই। ছেলের বয়স হইয়াছে ভাবিয়া বাবা গাঙ্গুলী বেশ জাঁকজমক করিয়া সাত গাঁও বাছিয়া অমন সুন্দরী পুত্রবধূ ঘরে আনিয়াছিলেন! কিন্তু ছেলের মন না পাইয়া তিনি বিচলিত হইয়া পড়িলেন না, আজকালের ছেলে ছোকরাদের কত রকম কাণ্ড কারখানা তিনি চোখে দেখিয়াছেন, খবরের কাগজে পড়িতেছেন, কত লোকের কাছে গল্প শুনিতেছেন,—এই

সব নানা কথা ভাবিয়া তিনি গোঁফের আড়ালে মৃদু মৃদু হাসিয়াছিলেন মাত্র।

বেচারী শৈল গাঁয়ে আসিয়া বিষম বিপদে পড়িল। প্রত্যহ অন্যূন দশ বারোটি সখীসাথীর কাছে কৈফিয়ৎ দিতে হয় কেন তাহার স্বামীর সঙ্গে এখনও বনিবনা হইতেছে না!

সে বেচারী ইহার ভালোমন্দ কিছুই জানে না! স্বামীর সাথে বিবাহের রাত্রিতে দেখা হইয়াছিল সত্য, কিন্তু ফুলশয্যার রাত্রিতে ননী গোপাল হঠাৎ গৃহ ত্যাগ করিয়া কোথায় অন্তর্হিত হইয়াছিল, কেহ বড় একটা জানিল না। শেষে শোনা গেল, দীঘলীর গঞ্জে কেরায়া নৌকায় ছইয়ের ভিতর বসিয়া তাহাকে গীতা পাঠ করিতে দেখিয়া আসিয়াছে ভিন্ গাঁয়ের সীতানাথ! সে গ্রামে বসিয়া ব্যবসা বানিজ্য করে, সহরের বেচাকেনা শেষ করিয়া সন্ধ্যা বেলা টাকার থলিটা সুমুখে রাখিয়া দিনান্তের পরিশ্রমের কষ্ট লাঘব করিয়া থাকে। গাঁয়ের লোকেরা তাহাকে দেখিলে মুখ টিপিয়া হাসে, এবং পাঁঠা ছাগল ভেড়া বিক্রী করিয়া সে যে বড়লোক হইতেছে, এ কথা বলিতেও ছাড়ে না। এমন কি একদিন অখিল ঘোষাল সীতানাথের মুখের ওপরই বলিয়া গেল, কলিতে সব হ'ল কি! ব্রাহ্মণে এখন পাঁঠা খাসি বিক্রী করবে! যত সব ছোটলোকের কাজ হয়েছে ভদ্রলোকের পেশা!

সীতানাথ নিরীহ, গো-বেচারী লোক, কাহারো কথায় বড় একটা কান দেয় না। সে জানে, সময়ে অসময়ে এই অখিল ঘোষালের মত কত ব্রাহ্মণ পুঙ্গবই তাহার কাছে হাত পাতিতে আসে! যাক্, যে কথার কোন মীমাংসা নাই, তাহা বলিয়া কোন লাভ নাই! অনাগত স্বামীর সম্বন্ধে একটি অদ্ভুত ধারণা প্রত্যেক তরুণীরই থাকে! শৈলরও কম ছিল না, তবে এরূপ আশা সে কল্পনায় ও কোনদিন আনিতে পারে নাই। মাসিক কাগজে এই ধরণের দু' একটি গল্প সে মাঝে-মাঝে পড়িয়া থাকে, কিন্তু কাণে শোনে নাই।

স্কুলের পরীক্ষায় শৈল বরাবরই প্রথম হইত, কলেজে পড়ার সময় তাহার বিবাহ হইয়াছিল এবং সে অবধি সে ইডেন কলেজ
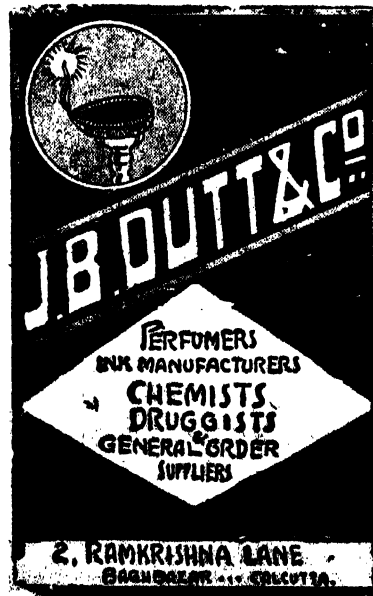
ছাড়িয়া দিয়াছিল, এখন বিবাহের পরে তাহার পড়াশোনা করিবার মত যথেষ্ট সময় ছিল, তাই সে প্রাইভেট পরীক্ষা দেওয়ার জন্য বদ্ধ পরিকর হইয়াছিল। শ্বশুরেরও কোন প্রকার অমত ছিল না, বরং আগ্রহই ছিল এই ভাবিয়া যে, চুপ করিয়া বসিয়া থাকিলে মনও খারাপ হয়, শরীরও ভালো থাকে না! কুমারসম্ভব পড়িতে পড়িতে শৈল সহসা একেবারে তন্ময় হইয়া যাইত। পার্ব্বতী মহাদেবের তপস্তায় কি রকম ভাবে ডুবিয়া থাকিত, শৈল ভাবিয়া আকুল হইত, কত কথা তাহার মনের কোনে উঁকি-ঝুঁকি দিয়া যাইত, সে নীরবে মুখ বুজিয়া সব সহ্য করিয়া যাইত।

লোকের মুখে শৈল শুনিয়াছে যে, ননীগোপাল ছাত্র জীবনে চিরকুমার সভায় সভাপতি এবং প্রধান উদ্যোক্তা ছিল, এজন্যই তাহার বিবাহে প্রধান বাধা ছিল! কিন্তু সে তো রবীন্দ্রনাথের "চিরকুমার সভা" পড়িতে পড়িতে হাসিয়া কুটপাট হইয়াছে···কি যে প্রকৃত ব্যাপার শৈল কিছুই তাহা ভালো বুঝিল না!

*

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে যখন ননীগোপাল পড়িত, ঢাকা হলে তাহার তিন তিনটি অভিন্নহৃদয় বন্ধু ছিল! প্রথম নিবারণবাবু ইংরাজীতে এম-এ পড়িতেন। নিরামিষ আহার, হরিনাম কীর্ত্তন, কঠোর ব্রহ্মচর্য্য পালন,···এই সব বিষয়েই তাহার প্রধান আসক্তি দেখা যাইত। "অক্সফোর্ড মিশনে" থাকিয়া তিনি বি-এ পড়িয়াছিলেন, 'আবেদ কোম্পানীর' মাখন রুটী খাওয়া তাহার অভ্যাসের মধ্যে ছিল। রুটী খাইলে মন পাষাণের মত হইবে, এবং মাঝে মাঝে স্বভাব কোমল থাকার জন্য দৈনিক কিছু মাখন খাইতে হয়, নচেৎ সকলেই উগ্রচণ্ডী আখ্যা দিতে একটুও দ্বিধা বোধ করিবে না। জিলিপি তিনি কদাচ ভুলিয়াও গলাধঃ করিতেন না। জিলিপি খাইলে নাকি জিলিপির মত প্যাঁচ বৃদ্ধি হয়। সন্দেশ ভক্ষণে মন সাদা, ধবধবে এবং উন্নত হৃদয় হয়, এমনি সব কথা সর্ব্বদাই তাহার মুখে শোনা যাইত। গৈরিক বসন তিনি নিজে পরিধান করিতেন না বটে, কিন্তু বন্ধুবর্গকে পরিধান করিতে যথোচিত উপদেশ দিতেন!

দ্বিতীয় বন্ধু বসুধাকান্ত ছাত্রজীবনেই বিবাহের নামে কানে আঙ্গুল দিত। সত্য সত্যই ঢাকাহলের মাখমদাদা একদিন ঠাট্টা করিয়া বলিয়াছিলেন, বসুধাবাবু, আপনারা তো চিরকুমার সভার মেম্বর, সত্যই বিয়ে করবেন না, না এ সব বুজরুকি! বসুধাকান্ত তৎমুহূর্ত্তে বিকট শব্দে এমন চীৎকার করিয়া উঠিল যে ছ'নম্বর কোঠার মেজে, দেয়াল পর্য্যন্ত ঝঙ্কৃত হইয়া উঠিয়াছিল। অশ্বের হ্রেষারব সদৃশে বন্ধুবর্গেরা সে স্থান তৎক্ষণাৎ পরিত্যাগ করিলেন। স্ত্রীলোক, বিশেষতঃ তরুণী দেখিলে তিনি চক্ষু বুজিয়া পাশ কাটাইয়া চলাফেরা করিতেন। তরুণীরাও তাহার কোকিল কালো চেহারা দেখিলে মুখ ফিরাইয়া লইত দেখিয়া বসুধা

ইদানীং 'হেজলিন স্নো' এবং হিমানী শিশি শিশি কিনিয়া সুটকেসে লুকাইয়া রাখিয়া ব্যবহার করিত। তাহাতেও বিশেষ কোন সুফল হয় নাই!

তৃতীয় হরিসাধন ডন কুস্তির আখড়ায় সর্ব্বদা পড়িয়া থাকিত, বিবাহের কথা তাহার মনে কোনদিন জাগে নাই, বরং এই কথা সর্ব্বদাই মনে হইত যে, যদি ডজনখানেক ছেলে ছোকরা সর্ব্বদাই তাহার কাছে থাকে, নিয়মিত ব্যায়ামাভ্যাসে তাহাদিগকে সে গোবর-গামার দ্বিতীয় সংস্করণ করিয়া রাখিয়া যাইবেই।

আর ননীগোপাল সে সভার সভাপতি ছিল! সুন্দর, ফর্সা চেহারা, দেখিলে ননীর গোপাল বলিয়াই ভ্রম হয়। তাহার বিশেষ কোন মতামত ছিল না। সভ্যদের মতই তাহার প্রধান মত ছিল! কিন্তু কালক্রমে নিবারণবাবু যখন দার পরিগ্রহ করিলেন, বন্ধুরা সংসারী হইল, হরিসাধন বিবাহান্তে শ্যালিকা পরিবেষ্টিত হইয়া একদিন ঢাকা ষ্টেশনে ননীগোপালকে দেখা দিল, ননী সেদিন মনে মনে আওড়াইতেছিল, "যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানি—"

শৈশব হইতেই সে পিতামাতার কাছে গীতা পাঠ শিখিয়াছিল, এবং সময় অসময়ে সে মধুর কণ্ঠে সে সব মনে মনে আওড়াইয়া দেখিত যে, সব চরণগুলি ঠিকভাবে কণ্ঠস্থ আছে কি না। কিন্তু মাঝে মাঝে বড় ভুল হইয়া যাইত।

একদিন হরিসাধনের নবোঢ়া শ্যালিকা অমিতা যখন ননীগোপালকে 'রবিবাবুর' দু' একটি বিরহের কবিতা পড়িয়া শোনাইল, ননীগোপাল সেদিন মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিল যে গীতার শ্লোকের চেয়ে রবিবাবুর কবিতা ঢের—ঢের ভালো! আর কি কথা আছে, পথে ঘাটে, হাটে, মাঠে, বাটে ননী শুধু কবিতা বলিয়া বেড়াইত। একদিন মুন্সীগঞ্জ ষ্টেশনে সে এক বিষম বিপদে পড়িয়া গিয়াছিল। ষ্টেশন মাষ্টার টিকিটের দাম চাহিতেই ননী কবিতার ভাষায় বলিয়া উঠিল,

টিকিটের দাম তুমি চাহ, কি নাম তোমার,—
কোথা যেন দেখিয়াছি হে বন্ধু আমার,—
তোমারে যা দিয়েছিনু সে তোমারি দান;
গ্রহণ করেছ যত ঋণী তত করেছ আমায়।
হে বন্ধু বিদায়॥

ষ্টেশন মাষ্টার মদন ঘোষাল চল্লিশের কোঠায় পা দিয়া একেবারে জবুথবু হইয়া পড়িয়াছেন! ম্যালেরিয়া, আমাশয়, অজীর্ণ, এমন রোগ ডাক্তারী শাস্ত্রে নাই যে তিনি সে রোগে ভোগেন নাই। গেল বছর ও উদরী রোগে ভুগিয়া উঠিয়া কোন মতে পায়ের ওপর দেহের ভর করিয়া তিনি চলা-ফেরা করিয়া থাকেন। তিনি হঠাৎ একজন অপরিচিত নগণ্য যাত্রীর মুখে এই কথা শুনিতে পাইয়া একেবারে রাগে, বিস্ময়ে, ক্ষোভে থরথর করিয়া কাঁপিতে লাগিলেন। আজ পঁচিশ বৎসর যাবৎ তিনি কোম্পানীর অধীনে কাজ করেন এবং পদ্মা-মেঘনা-লক্ষ্যা-ধলেশ্বরীর তীরে এমন কোন বড় ষ্টেশন নাই, যেখানে তিনি দু' এক মাস কাজ করিয়া আসেন নাই! সেই মদন ঘোষালের মুখের ওপর এত বড় কথা। ক্রোধে, অপমানে দিক্‌বিদিক জ্ঞানশূন্য হইয়া গিয়া ঘোষাল বিষম চীৎকার করিয়া কহিল, এত বড় স্পর্দ্ধা, আমার মুখের ওপর এতবড় কথা। তোমার বাবার সমান বয়স আমার, আর তুমি বল কি না "হে বন্ধু আমার……

বাধা দিয়া ননী বলিয়া উঠিল, আজ্ঞে, বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের—

ঘোষাল ষ্টেশন ঘরটি বিকম্পিত করিয়া হাত পা নাড়িয়া ছুঁড়িয়া তারস্বরে কহিল, উৎপাত দেখ্‌ছি মন্দ নয়, একেবারে জুলুমে গিয়ে ঠেকেছে দেখছি! রবীন্দ্রনাথ আমার কে? পথে ঘাটে ভদ্রলোককে খামোকা অপমান করবার আর জায়গা পাওনি?

চেঁচামেচিতে জনকয়েক ভদ্রলোক মাঝে পড়িয়া কথাটি মিটাইয়া দিলেন। তবু কি ঘোষালের রাগ পড়ে! কিন্তু ঘোষাল যখন শুনিল, শ্রীমান পীরপুরের বাঘা গাঙ্গুলীর একমাত্র উত্তরাধিকারী তখন লজ্জায়, সঙ্কোচে তাহার মুখখানি একেবারে এতটুকু হইয়া গেল! হাজার হোক্, মুন্সীগঞ্জ ষ্টীমার ষ্টেশনটি বর্ত্তমানে এখন যে স্থানে অবস্থিত, বাঘা গাঙ্গুলীর জমিদারীর এলাকায় শুধু নয়, কোম্পানী বাহাদুর তাহাকে এজন্য যথোচিত খাজনা দিয়া থাকেন। শশব্যস্তে ঘোষাল বলিয়া উঠিল, আরে রাম, তুমি গাঙ্গুলী মশায়ের ছেলে, সে কথা বলোনি কেন আগে! এসো, এসো ভিতরে এসে বোস্‌ ষ্টীমার আস্‌তে এখনও ঢের দেরী আছে! এসো বাবাজী, গোটাকয়েক বাছাই কবিতা শুনে নেওয়া যাক্‌। আমরা মূর্খ মানুষ, কবিতা টবিতার কি বুঝি বলো ত'!

উপস্থিত লোকজনেরা মৃদু মৃদু হাসিয়া উঠিল! ঘোষাল চশমার ফাঁকে চারিদিকে চাহিয়া রুক্ষস্বরে বলিয়া ফেলিল, এখন টিকিট মিলবেনা বাপু। ষ্টীমারের ধোঁয়া না দেখে আমি কিছুতেই টিকিট দিতে পারব না, এবং পরে ননীর দিকে ফিরিয়া স্বর একটু নামাইয়া কহিল, তোমার বাবার সঙ্গে বসে কত তাস পাশা খেলে এসেছি, পুজোয়ও যাব ভেবেছি। তোমাদের দেশ সোণার দেশ! খাওয়া-দাওয়ার কোন অসুবিধা নেই, আর কি সুন্দর গ্রাম—বলিতে বলিতে ঘোষাল একেবারে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল!

ননী সেখানে বসিয়া তাহার সুখ দুঃখের ইতিহাস ভাবিয়া দেখিতে লাগিল! অমিতার কথা তাহার অনেক দিন স্মরণ ছিল!

বিবাহের পর সে অনেক আত্মীয় স্বজনের কাছে শৈলর রূপ গুণের বর্ণনা শুনিয়া অধীর হইয়া উঠিত! বিবাহের রাত্রিতে সেই মুখ খানি ননীগোপাল ভালো করিয়া দেখিতে পারে নাই। গরমের চোটে শেষরাত্রিতে জাগিয়া উঠিয়া সে লুকাইয়া শৈলর মুখ খানি দেখিয়া লইয়াছিল। দিনের বেলা সুযোগ বুঝিয়া সে দেহের বর্ণ দেখিয়া মনে মনে এত পুলকিত হইয়াছিল যে, ফুলশয্যার রাত্রিতে গৃহত্যাগ করিয়া আসিবার পথে চাঁদের আলোর দিকে ফিরিয়া চাহিতে চাহিতে সে শুধু এই কথাই বলিতেছিল, তোমার চেয়ে ও ঢের সুন্দর! তবে সে পালাইয়াছিল কেন! না পালাইলে সভাপতি হিসাবে "চিরকুমার

সভার" সম্মান থাকে না,তাই সে ছেলে বুদ্ধিতে প্রণোদিত হইয়া এই দুঃসাধ্য কাজে হাত দিয়াছিল, এখন ফল হইয়াছে বিপরীত। এখন দেশে ও যাইতে পারে না, পিতাও গরজ করিয়া সংবাদ দেন না। কেবল মাস কাবারে হোষ্টেলের খরচ বাবদ অনেক গুলি টাকা সে চোখের ওপর দেখিতে পায়!

আচ্ছা, পিতামাতা না হয় চিঠিপত্র বড় একটা লিখেন না, কিন্তু তুমি ত' সহরের মেয়ে, কলেজে পড়, একখানি পোষ্টকার্ড লিখিলে কি মহাভারত অশুদ্ধ হইয়া যায় নাকি! এই সব কথা ভাবিতে ভাবিতে সজল চক্ষে ননীগোপালের ভয়ানক অভিমান হয়. অমনি রবীন্দ্রনাথের "সঞ্চয়িতা" বাহির করিয়া পড়িতে বসিয়া যায়,—

"জীবনের যত পূজা হ'লনা সারা,
জানি হে জানি তাও হয়নি হারা—"

আবার কখনো,—:

রয়েছে কঠোর দুঃখ, রয়েছে বিচ্ছেদ,
তবু দিন পূর্ণ হবে, রহিবে না খেদ,
যদি ব'লে যাও, বধূ, আলো দিয়ে
জেলেছিনু আলো,
সব দিয়ে বেসেছিনু ভালো॥

শরতের নীল আকাশ দেখিয়া তাহার মন প্রাণ অজানা ব্যথায় কাঁদিয়া ওঠে! পূজা আসিয়াছে। প্রবাসীরা দলে দলে গৃহে ফিরিয়া যাইতেছে! সেও প্রত্যহ ষ্টীমার ষ্টেশনে, রেলওয়ে ষ্টেশনে, যাতায়াত করিয়া থাকে। কত লোকজন তীব্র আকাঙ্ক্ষা বুকে লইয়া স্বদেশে ফিরিতেছে। কত জননীর অঞ্চলের নিধি, কত তরুণীর চোখের মণি, কত যুবকের কত আরাধনার ধন, কত বৃদ্ধের আশা ভরসা স্থল ষ্টীমারে, রেলে, নৌকায় গমনাগমন করিতেছে।

সে আসে, আবার ফিরিয়া যায়। আনন্দময়ীর আগমনে সোনার বাংলা জুড়িয়া যে বিরাট আনন্দের সাড়া পড়িয়া গিয়াছিল, ননীগোপালের মনে প্রাণে সে সুর বাজিয়া উঠিতেই সেও নিতান্ত অধীর হইয়া উঠিল। গৃহে ফিরিয়া মুখ দেখাইবার মত তাহার অবস্থা ছিল না, তবু সে মান, অপমান 'চির-কুমার সভার' বিগত স্মৃতি কোন রকমে ভুলিয়া গিয়া স্বদেশের পানে রওনা হইল! সেদিন মহাষ্টমীর পূজা। সপ্তমী নির্ব্বিঘ্নে কাটিয়া গেছে, অষ্টমীও যায় যায়, রজনী প্রভাত হইলেই নবমী পূজা। কত কথা আজ তাহার মনে পড়িল। এই মহাষ্টমী পূজার পূর্ব্ব দিন গ্রামে গ্রামে ঘুরিয়া তাহারা কত ফুল চুরি করিয়া আনিয়াছে, মায়ের প্রসাদ পাইয়াছে রাত্রিবেলা আরতির বাদ্য বাজিয়া উঠিতেই বাবরী চুলের গুচ্ছ নাড়াচাড়া দিয়া জগাই ঢুলী উন্মত্তপ্রায় হইয়া বিষম ঢক্কা নিনাদে গ্রামখানি মুখরিত করিয়া তুলিত।

সেই ত' আরতির বাদ্য বাজিয়া উঠিয়াছে, ঐতো জগাই ঢুলী চতুর্দ্দিকে ঘুরিয়া ফিরিয়া নাচিতেছে। ননীগোপাল যখন গ্রামে আসিয়া পৌছিল, রাত্রি তখন প্রায় দশটা বাজে। অচেনা, অজানার মত সে পাড়ায় পাড়ায় ঘুরিয়া ঘুরিয়া আরতি দেখিতে লাগিল! সারাদিন কিছুই সে খায় নাই। কেহ তাহাকে বড় একটা চিনিতে পারিল না। অন্ধকারে আত্মগোপন করিয়া থাকিতে আর কতক্ষণ ভালো লাগে। সে তাহাদের নিজের বাড়ীর কাছে যাইতেই হরিহর পাঠকের গলার আওয়াজ পাইতেই ননী চুপ করিয়া সম্মুখের একটা ঝোপের মধ্যে গিয়া গা-ঢাকা দিল।

চোর ডাকাতের ভয়ে গ্রামে গ্রামে তখন সৈন্য সমাবেশ হইয়াছিল। পূজার অবকাশে পুলিশ সাহেব সদলবলে পীরপুরে আসিয়া-ছিলেন। কে একজন চৌকিদার হঠাৎ একজন অচেনা তরুণ যুবককে সহসা গা-ঢাকা দিতে দেখিয়া ছুটিয়া গেল! ননীও ব্যাপার সঙীন বুঝিয়া 'চাচা, আপন পরাণ বাঁচা' এই মহাবাক্য স্মরণ করিয়া এমন দৌড় মারিল যে, মায় চৌকীদার হইতে পুলিশ সাহেব পর্য্যন্ত "চোর, ডাকাত, ডাকু ভাগ্‌তা হায়" ইত্যাদি চীৎকারে গ্রামখানি কম্পিত করিয়া পিছু পিছু ছুটিয়া গেল। ননীগোপাল ব্যর্থকাম হইয়া উপায়ান্তর না দেখিয়া সম্মুখে দিগন্তপ্রবাহিনী লক্ষ্যার বুকে সহসা ঝাঁপাইয়া

পড়িতেই উপস্থিত গ্রামবাসীরা হায় হায় করিয়া উঠিল।

ঈশান ঘোষাল তীর হইতে দাঁড়াইয়া তারস্বরে কহিল কি ভয়ানক ব্যাপার, মহাষ্টমীর দিনে আজ ব্রাহ্মণ বধ হবে, জীব হত্যা—তাহাকে বাধা দিয়া দারোগা সাহেব নিজেই জলে ঝাঁপাইয়া পড়িলেন!

কিছুক্ষণ পরে যখন ননীগোপাল আর সাঁতার কাটিতে পারিতেছিল না, সে কূল ধরিয়া একটা কাশবনের কাছে নাকের ডগা উঁচু করিয়া চুপ করিয়া গাঙের কিনারে ভাসিয়া রহিল। পুলিশ বাহিনী বিষম খোঁজ খোঁজ করিয়া ও ব্যর্থমনোরথ হইয়া চারিদিকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। কেহ বলিল, সাঁতারু ডুবিয়া গিয়াছে, কেহ বলিল খরস্রোতে উজান চরের দিকে ভাসিয়া গিয়াছে, কেহ বা হাসিয়া কহিল, চোরটা ভয়ানক চালাক, ডুব মারিয়া আছে, এখনি উঠিবে।

এক দল পুলিশ যখন নদীর বুকে নৌকা-যোগে যাত্রা করিয়া এদিক ওদিকে 'টর্চ্চ' ফেলিয়া দেখিতে লাগিল। বিষাণ মাঝি চীৎকার করিয়া কহিল, ঐযে—ঐযে···

আর কি কথা আছে, জনব্যূহ সেই দিকে ছুটিয়া যাইতেই ননীগোপাল ত্রস্তপদে কূলে উঠিয়া এক দৌড়ে তাহাদের খিড়কী পুকুরের দরোজা দিয়া ভিতরে প্রবেশ করিয়া প্রাণভয়ে বিষম ছুটিয়া আসিয়া একেবারে দ্বিতলে গিয়া পৌছিল। লোকজন সব বাহির বাড়ীতে পূজার আরতি শেষ করিয়া প্রসাদ পাইতে-ছিল, এমন সময় সাহেব অন্য সকলের সঙ্গে আসিয়া চণ্ডীমণ্ডপের কাছে উপস্থিত হইলেন। কেহ অনুমান করিল, এ বাড়ীতেই ঢুকিয়াছে, কেহ কহিল, বাগ্‌দী পাড়ার দিকে যাদব ঢুলের আমগাছের পাশ দিয়া কে একজনকে ছুটিয়া যাইতে দেখিয়াছে। বাঘা গাঙ্গুলী বিষম ব্যতিব্যস্ত হইয়া কহিলেন তবে কি চোর আমাদের বাগানে ঢুকিয়া আছে, সেখানে ত' প্রকাণ্ড ঝোপ ঝাড় আছে—বলিতেই কেহ কেহ সেদিকে খোঁজ করিতে গেল!

শৈল চোরের কথা নীচে শুনিয়া আসিয়া কি একটা কাজে ওপরে আসিয়াছিল, তাহার শয়নঘরের পাশের আর একটা বড় ঘরের দেরাজ খুলিয়া সে কি একটা জিনিষ বাহির করিতেছিল! এমন সময় যে দরোজার পথে সে এই কক্ষে প্রবেশ করিয়াছিল, হঠাৎ কে ভিতর হইতে তাহা বন্ধ করিয়া দিতেই শৈল ফিরিয়া চাহিয়া দেখিল, তাহার পিছনে কে একজন লোক—সর্ব্বাঙ্গ বহিয়া জল ঝরিতেছে এবং শীতে ঠক্ ঠক্ করিয়া কাঁপিতেছে। শৈল ভয়ে বিস্ময়ে চীৎকার করিতে যাইবে, এমন সময় ননী করজোড়ে বলিয়া উঠিল,—"আমায় বাঁচাও শৈল, আমি ননীগোপাল তোমার—"

শৈল থমকিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, "কে তুমি?"

—আমি ননী,···সে অনেক কথা, বলিয়াই ননী তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিল—তুমি আমায় চিন্‌তে পারবে না, সে আমি জানি, কিন্তু আগে শুকনো একখানি কাপড় আমায় শীগ্‌গীর দাও, আমি শীতে মারা যাচ্ছি! তারপর সব কথা বলছি। যন্ত্রচালিতের ন্যায় শৈল কাঁপিতে কাঁপিতে দেরাজের কপাট টানিয়া খুলিতেছিল, এমন সময় ননীগোপালের মা ঘরের বাহির হইতে ডাকিয়া কহিলেন—বৌমা, বৌমা—শীগ্‌গীর বাইরে এসো!

দরোজা খুলিতেই ননীগোপাল মায়ের পায়ের কাছে উপুড় হইয়া পড়িয়া স্নিগ্ধকণ্ঠে ডাকিয়া উঠিল—মা, মা!

*　*　*

চোর শেষে ধরা পড়িল কিন্তু! সাহেব প্রকৃত ব্যাপার না বুঝিয়াই হাসিয়াই খুন। স্মিত মুখে কহিলেন, Romance indeed!

দারোগা সাহেব বাগ্‌দী পাড়ায় তখনও খুঁজিয়া মরিতেছিল! গ্রামের মাইনর স্কুলের হেড পণ্ডিত রমণীবাবু আগাইয়া আসিয়া এক সেলাম ঠুকিয়া কহিল, Sir, yes Sir a large romance ঈষান ঘোষাল, নটবর পাঠক, ব্রজনাথ সকলেই হাসিমুখে সাহেবের দিকে চাহিয়াছিলেন, রমণীবাবু ইংরাজীতে সাহেবকে প্রকৃত ঘটনা বুঝাইতে গিয়া ঘর্ম্মাক্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন।

তবু সাহেব ছাড়িবার পাত্র নন, ব্যাপারটি জানিবার জন্য তাঁহার ভীষণ কৌতূহল জাগিয়াছিল। রমণীবাবু বসিয়া ঢোঁক গিলিয়া বলিতেছিন :—

I coming from Hari's plunder, heard cries, one thief entered Tiger Ganguli's home, his son butter-Sreekrishna, sonwife caught him. This boy fled from marriage night as bachelor, but a big pull for love has obliged him to come fleeingly···

সাহেব শুনিতে শুনিতে লাল হইয়া উঠিলেন। উপস্থিত ভদ্রলোকেরাও শুনিতে শুনিতে তন্ময় হইয়া গিয়াছিল। তাহাদের অবগতির জন্য রমণীবাবু বাংলা করিয়া বলিতে সকলেই তাহার প্রশংসা করিয়া উঠিল, এবং রমণীবাবু যে একজন দক্ষ মাষ্টার একথা তাহারা মনে মনে স্বীকার না করিয়া থাকিতে পারিলেন না! তর্জ্জমা বোধ হয় এইরূপ হইয়াছিল,—

"হরির লুট হইতে ফিরিবার পথে শুনিলাম, একটি চোর বাঘা গাঙ্গুলীর গৃহে প্রবেশ করিয়াছে। তাহার ছেলে ননীগোপালকে পুত্রবধূ ধরিয়াছিল। এই ছেলেটি বিবাহ রাত্রিতে চিরকুমার থাকিবার জন্য পালাইয়াছিল, কিন্তু প্রেমের প্রচণ্ড টানে তাহাকে পলাইয়া আসিতে বাধ্য করিয়াছে।" ঈশান ঘোষাল ফোড়ন দিয়া কহিলেন, ভীষ্মের পণ করেছিল সত্য, কিন্তু বাবাজীর সুন্দরী বউ ঘরে আছেন, একথা মনে পড়তেই একেবারে দেছুট আর কি! নটবর পাঠক বিজ্ঞের মত হাসিয়া ঘোষালের মুখের কথা কাড়িয়া লইয়া কহিল, আমাদের শাস্ত্রেও আছে, তোমার মনে নেই ঈশান ভায়া,

'মোহিনী রূপেতে হরি ছলিছে মহেশে,
উন্মত্ত প্রেমিক ভোলা মিলন মানসে।'

উপস্থিত সকলেই হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন! বিন্দী পিসী হাসিয়া কহিলেন, নটবর, তোদের শাস্ত্র-টাস্ত্র এখন রেখে দে! রাতও কম হ'ল না। সাহেবকে জিজ্ঞেস কর, খইয়ের মোঁয়া আর গোটাকয়েক নারিকেলের সন্দেশ, নাড়ু দেবো নাকি, খেয়ে প্রাণটা আগে বাঁচাতে হবে ত'! বেচারীর মুখ শুকিয়ে গেছে যে!

আরতি

(গল্প)

—শ্রীতড়িৎকুমার দত্ত

(ক)

গরীবের ঘরের আরতি, বিধবার জীবনের শান্তি আরতি, একে একে এসে বারতে দাড়াল। কি সুন্দর তার ডাগর চোখ দুটী, ঐ হাসিটুকু কি মধুর! মা ঐ সৌন্দর্য্যের দিকে তাকাতেন, আর শিউরে উঠতেন একটা অজানা আশঙ্কায়। আরতিকে সঁপে দিতে হ'বে, আর দেরী সইবে না, জাত যাবে। মা আঁচলে চোখ মুছে, উর্দ্ধে চেয়ে, কি যেন খুঁজে বেড়াতেন। দৃষ্টি নেমে আস্‌ত শ্রাবণের ধারা নিয়ে। একটা উষ্ণশ্বাস বেরিয়ে মিশে যেত অনন্তে।

"কি ভাবছ মা?"

"ভাবছি আরতি তোর কথা, আমার এমন কি আছে যা দিয়ে তোকে পর বানাব!" মা'র চোখ দুটী জলে ভ'রে এল। মা'র চোখের জল, আরতির আঁখি দুটী জলে ভরিয়ে দিল। সে দ্বিগুণ কেঁদে মা'র বক্ষে মাথা লুকাল।

"মা আমায় বিয়ে দিওনা" উঃ কি কান্না! এ ক্রন্দন বিধাতার দেওয়া। এ কান্না যে অনেকেরই কাঁদ্‌তে হয়।

"কাঁদিস্ নে আরতি, বিয়ে তো দিতেই হবে। কিন্তু কি ভাবি জানিস্? আ···" কথা শেষ হ'ল না।

"কি ভাবেন মাসীমা।" পাড়ার ছেলে তরুণ এসে দাঁড়াল। আরতির মুখখানা রাঙ্গা হ'য়ে উঠল। মা'র পিছনে সে মাথা লুকাল।

"বোস তরুণ, ভাব্‌ছিলেম কি জান? গরীবের ঘরে দয়াল তাঁর শ্রেষ্ঠ সৌন্দর্য্যের দান কেন পাঠিয়ে দেন?"

"কেন পাঠিয়ে দেন জানেন? দানটাকে ছুড়ে ফেলে দিতে নয়—আদর ক'রে তুলে রাখতে শুধু তার ত'রে।" তরুণ একটু হাস্‌ল। আরতি আস্তে আস্তে চ'লে গেল, একটা সলজ্জ চাহনি তরুণের মুখে ফেলে।

(খ)

ফুট্‌ফুটে চাঁদ। হাজার হাজার তারা আকাশের গায়। পৃথিবীর বুকে, গাছে বাতাসে নাচন, পাতায় ফুলে কোলাকোলি। দোয়েল বাঁশী ও ঝিঁ ঝিঁ ঝাঁজর বাজিয়ে ধরার বুকে নৃত্য ক'রছিল।

ক্ষুদ্র আঙ্গিনায় আরতি চাঁদের পানে চেয়েছিল। মা তুল্‌সি তলায়, মালা নিয়ে বসে আপন মনে জপ কচ্ছিলেন। আরতি ভাবছিল চাঁদের মত সে হাস্‌তে পারে না কেন? চাঁদকে হাস্‌তেই যদি দিলে নিঠুর, তবে আবার ঐ কাল মেঘের সৃষ্টি কেন?

"কি ভাবছ আরতি?" তরুণ এসে দাঁড়াল আরতির পাশটীতে। "বলছি, আহা তুমি বোস না। ভাবছিলেম কি জান?" আরতি তরুণের হাতধরে পাশটীতে বসাল।

"দেখ তরুদা, তুমি কি বল্‌তে পার—চাঁদ যখন হাসে সবাই তখন তাকে ভালবাসে, কিন্তু তরুদা কাল মেঘ যখন চাঁদের হাসিটুকু ঢেকে রাখে, কেউ তখন তার পানে ফিরে চায়না কেন?"

"বাবারে বাবা, তোর হ'ল কি আরতি? এত বড় বড় কথা তোকে কে শেখালে? বাস্‌বে না কেন? বাইরের রূপ যাদের ভালবাসার জিনিষ তারা মুখ ফেরাবে সত্যি কিন্তু যারা ভালবাসে অন্তর তারা কি আর মুখ বাঁকাতে পারে?" তরুণ হেসে কথাগুলো ব'লতেই আরতি বলে উঠল, "দেখ তরুদা সে আন্তরিকতা সে সৌন্দর্য্য ক'জন মেনে নিতে পারে?"

তরুণ কি বল্‌তে যেতেই মা তুলসী প্রণাম ক'রে বল্লেন, "তরুণ, দেখ তো বাবা আরতির গা'টা যেন কেমন মনে হচ্ছিল তখন।"

"যাও মা, তোমার সবেতেই বাড়াবাড়ি। না তরুদা আমার কিচ্ছু হয়নি" বলে আরতি পাশ কাটিয়ে পালাবার পূর্ব্বেই তরুণ তার হাতখানা ধরে ফেল্লে।

"উঃ! মাসীমা এ'যে ভয়ানক জ্বর।" তরুণ আঁখি দুটী মেলে কি যেন ভেবে নিল।

(গ)

রোগ শয্যায় আরতি, গরীবের মেয়ে আরতি; সারাটী গা ভরা তার বসন্ত, রোগের অসহ্য যন্ত্রণা।

"মা!"

"কি মা, এই যে আমি!" মা মেয়ের গায় হাত বুলিয়ে দিলেন।

"তরুদা আজও একবারটী এল না" আরতির সুরটী ভেঙ্গে এল।

"থাক্‌না তরুদা দিয়ে কি হ'বে মা? এ হাহাকারময় জীবনে তার সাহায্য পেলে আর আমাদের শান্তি হ'ল কি? ছিঃ মা কাঁদিস্‌নে।" কাঁদ্‌তে বারণ ক'রে মা নিজেই কেঁদে ফেল্লেন।

"মা তা হ'লে আমার চোখ দুটী আর ভাল হ'বে না? ডাক্তারবাবু কি ব'লে

কিন্তু সাহেবকে সাহস করিয়া সে কথা জিজ্ঞাসা করিতে কাহারও মুখে কথা যোগাইল না। মুখ টিপিয়া সকলেই হাসিতেছিল, সাহেবও সকলের দিকে চাহিয়া মৃদু মৃদু হাসিতেছিল! এর পরে আর গল্প কি। জীবনের ধারা হাসি অশ্রুর মাঝে গিয়া সব মিশিয়া একাকার হইয়া গেছে!

ননীর খবর আমরা ভালো জানি না। তাহার চিরকুমার সভার বন্ধুরা এখনো চির কৌমার্য্যের ব্রত উদ্‌যাপন করিতেছেন কিনা তাহাও শুনি নাই।

গেছেন?" মেয়ের প্রশ্নে মা দ্বিগুণ কেঁদে ফেল্লেন। নীরবে—শব্দ নেই আছে কান্না, আছে উষ্ণ জল। চুপ ক'রে কান্নায় কি শান্তি আছে? ঐ কান্নায় যে জ্বালা কেবলি বেড়ে যায়। আজ মায়ের মুখে মিথ্যা ফুটে বেরুল "ভাল হয়ে যাবে, ভাবিস্ কেন আরতি?"

"কৈ ভাল হলুম মা? গায়ের ঘাগুলো মনে হ'চ্ছে যেন সেরে গেছে, ব্যথা তো আর তেমন নেই, কিন্তু মা তোমায় তো দেখতে পাচ্ছি না।" আরতি শীর্ণ হাতখানা এদিক ওদিক নাড়াল। "এই যে মা আমি" মা বুকে মুখ লুকালেন, আঁচল দিয়ে মুখখানা মুছিয়ে দিলেন। তিনি যে মা—মা যে শুধু কাদ্‌তে পারেন, ঐতো তাঁর মাতৃ হৃদয়ের শান্তি!

"মা তুমি খেয়েছ? যাওনা তুমি, এখন তো আমি অনেকটা ভাল হ'য়েছি। আর দেখমা, তুমি আর ডাক্তার ডাক্‌তে যেও না।" আরতি আর বলতে পারলে না। চুপ হ'য়ে পড়ে রইল।

মা উঠে গেলেন। হাওয়ায় মিশে গেল মা'র অস্ফুট বেদনা "দুঃখীকে দুঃখ দাও বলেই কি প্রভু তুমি নিঠুর?"

(৪)

রোগমুক্তা আরতি, অন্ধ আরতি। সে আরতি আর নেই, আছে শুধু নামটা। সে দেহ নেই, সে সৌন্দর্য্য নেই আছে বসন্তের নৃত্যের চিহ্ন সারা শরীরে। সে দাওয়ায় বসে মা'র পায়ের শব্দ শুনছিল। আজ জগৎ আঁধার; আজ আরতির হৃদয় আঁধার, মায়ের বুকটাও আজ আঁধার।

"মা ঐ কার পায়ের শব্দ?" আজ আরতির বক্ষে দ্বন্দ্ব, বুঝি ঐ শব্দ তার আপনার। আশা আকাঙ্ক্ষায় আজ সে চোখ মেলে চাইতে অক্ষম। আজ কাণ দুটোই তার চোখ, আজ শ্রবণ-ই তার জীবন।

"ও কেউ নয়, রহিম দুধ দিয়ে গেল।"

"মা আজও তুমি দুধ ছাড়িয়ে দিলে না? আমি তো ভাল হ'য়েই গিয়েছি, শেষে যে না খেয়ে মরতে হ'বে মা।"

"তুই যে কিছুই খেতে পারিস্ নে।"

"তা হোক্ মা, কাল থেকে আমি দুধ খাব না ব'ল্‌ছি।" আরতি অভিমানে মুখ বাঁকাল। মা একটু কি ভেবে আপনার কাজে চলে গেলেন। আরতি ভাব্‌ছিল তরুদার কথা "সে আজও একবার এল না, আমায় না দেখে তো সে কখনও থাক্‌তে পারেনি, তবে কি⋯" আরতি আর ভাবতে পাল্লে না। তার শরীর শিউরে উঠ্‌ল। মা কেঁপে উঠ্‌লেন মেয়ের এই প্রশ্নে। চোখ দুটী তার জলে ভরে এল। কেউ দেখলে না নারীর ঐ ক্রন্দন, কেউ বুঝ্‌লে না বিধবার বেদনা।

"মা, শুনছ? ঐ বাজ্‌না কিসের? সকালে একবার বেজে উঠ্‌ছিল, আবার ঐ বাজ্‌ছে। কাদের বাড়ী মা?"

"তরুণদের বাড়ী, আজ তরুণের বি⋯⋯"

মা'র আর বলা হোলনা। চির আঁধারের উপর কে যেন আরও আঁধারের ধারা ঢেলে দিল। আরতি ডাক্‌ল "মা আমায় শুইয়ে দাও, মাথাটা যেন কেমন ক'রছে।"

আরতি আজও যে ভুল্‌তে পারেনি—"বাইরের রূপ যাদের ভালবাসার জিনিষ তারা মুখ ফেরাবে সত্য কিন্তু যারা ভালবাসে অন্তর⋯" আরতি আর ভাব্‌তে পা'রলে না। মাথা গুঁজে ডাক্‌লে "ভগবান।"

৫

আজ মিলন মন্দিরে হঠাৎ উৎসব থেমে গেল। পাত্রী কলেরায় মারা গেছে। আনন্দময় গৃহে আজ বিরাট নিরানন্দ। তরুণ কেবল একবার ডাক্‌লে "ভগবান্।"

"কি হ'বে তরুণ?"

"মা, তোমাকে তো কবেই ব'লেছি, সেদিন তো আমার কথা কেউ শোননি। যা ইচ্ছে হয় কর।" তরুণ উদাস আঁখি দুটি নিয়ে চেয়ে রইল দূর আকাশের পানে।

"আমি কী মা হ'য়ে আর তোর মুখ চাইনি তরুণ? কর্ত্তা যে একেবারেই⋯"

বাধা দিয়ে তরুণ বল্লে, "থাক্ মা, আর ওসব ভাল লাগে না।"

"কিন্তু আরতি আর সে আরতি নেই সে যে অন্ধ!" "অন্ধ?" তরুণ পাগলের মত উঠে দাঁড়াল—"তোমরাই অন্ধ বানিয়েছ তা হ'লে মা, আমাকেও বানাবে! তরুণ ছুট্‌ল আরতিদের বাড়ী। আজ আর তার বাঁধন নেই, আরতি অন্ধ! তরুণ ছুটল উঃ কী ছুট্!

* * *

সন্ধ্যায় মন্দিরে মন্দিরে আরতির ঘণ্টা বেজে উঠ্‌ল। আকাশ পবন আবার মিলন বাঁশীর তানে ভ'রে উঠ্‌ল। তরুণের হৃদয় মন্দিরে আরতির বাজনা বেজে উঠ্‌ল।

আমি আর সে আরতি নেই তরুদা, আমি যে অ⋯"

"দুষ্টু, এখনও তরুদা?"

আরতি মাথা লুকাল তরুণের বক্ষে। বাঁশী আবার বেজে উঠ্‌ল।

মধুমতী নদী

—শ্রীসুধীর গুপ্ত

চলে মধুমতী দূর হ'তে দূরে ভাসি,—
রজতের ধারা, যেন তরুণীর হাসি!
সবুজের শোভা কাঁপে তার কূলে কূলে;—
বাতাস লেগেছে যেন বালিকার চুলে।

চলে মধুমতী কুলু কুলু কলরবে,—
পাখীর কাকলী ষোড়শীর কথা হবে।
তীরে তীরে রাখালেরা করে খেলা,—
যেন সে যমুনা, চির কিশোরের মেলা।

চলে মধুমতী বহি মধুময় বারি,—
বুকভরা প্রতি স্নেহ, যেন সে প্রেমিকা নারী
চলে মধুমতী মোর মন ভুলানিয়া,
তারি তীরে থাকি, সে মোর দ্বিতীয় প্রিয়া

চিত্রের চয়নিকা

—অভিমন্যু

লোটাস লং "এস্কিমো" ছবিতে ইহাকে প্রথম দেখা গিয়াছিল। শীঘ্রই মেট্রোর আর একখানি ছবিতে এই উত্তরমেরুবাসিনী অভিনেত্রীটিকে দেখা যাইবে।

জোন বেনেটের কুসংস্কার

জোন বেনেট নিজেই স্বীকার করেন যে তাঁহার নিজের কতকগুলি কুসংস্কার আছে—সেগুলি ভাল হউক বা খারাপ হউক, কিছুতেই তিনি সেগুলি ছাড়িতে পারেন না।

একটি দেশলাইয়ের কাঠিতে তিনি কখনও তিনটি সিগারেট ধরান না, খাবার আগে গান গাহেন না, নূতন পোষাক সেলাই করেন না, সিড়ির নীচে কখনও যান না, শুক্রবার কোন নূতন কাজ করেন না, বাড়ীর মধ্যে ছাতা খোলেন না এবং বিছানার উপর টুপী রাখাতেও তাঁর আপত্তি। যখন তাঁর বাঁ কান চুলকায় তিনি মনে করেন যে কেহ তাঁহার সম্বন্ধে আলোচনা করিতেছে, যখন বাঁ হাতের তালু চুলকায় তখন তিনি ভাবেন যে কিছু অর্থাগম হইবে। কাল বিড়ালকে তিনি অমঙ্গল ভাবেন। শেষের দুটি ভারতবর্ষের অনেক স্থানে এখনও প্রচলিত আছে। শ্রীমতী বেনেট সম্প্রতি কলম্বিয়ার হইয়া "She could not take it" ছবি শেষ করিয়াছেন।

চিত্রের প্রাণ

রিলায়েন্স পিক্‌চার্সের কর্ণধার এডওয়ার্ড স্মল (যিনি "Count of Monte Cristo" প্রযোজনা করিয়াছিলেন) সম্প্রতি বলিয়াছেন যে, ছবির গল্প-নির্ব্বাচনের শতকরা ৭৫ ভাগ খবরের কাগজ হইতে লওয়া হয়। সংবাদ, গল্প, সম্পাদকীয় ও চিঠিপত্রের উপর ভিত্তি করিয়া এক একটি পূর্ণাঙ্গ ছবি তৈরী হয়।

হেনরী উইলকক্সন ও হলিউড

সুবিখ্যাত অভিনেতা হেনরী উইলকক্সন বলেন যে হলিউডে পর্দ্দা বলিয়া কোন জিনিষ নাই। তিনি বলেন "হলিউডএর বাড়ীগুলি রাস্তার সমান, অর্থাৎ চারিদিক খোলা। কেউ রাস্তা দিয়া যাইতেছে, এমন সময় চট করিয়া আর একজনের ঘরে ঢুকিয়া পড়িল। ইহাতে আমার মনে হয় যে, গৃহ তাঁহাদের পরিশ্রান্ত দেহকে বিশ্রাম দেওয়ার জন্য নয়, অপরের আনাগোনার জন্যেই তৈরী। এখানে বাড়ীর একমাত্র প্রয়োজন শুধু খাওয়া ও শোওয়া।" শ্রীযুক্ত উইলকক্সন হলিউডের অন্যান্য অধিবাসী অপেক্ষা স্বতন্ত্র ভাবে থাকেন। তিনি সম্প্রতি একটি বাড়ী কিনিয়াছেন। আদর্শ বাড়ী সম্বন্ধে তাঁহার মত হইতেছে যে, বাড়ীর চৌকাট পার হইলেই যেন আধ্যাত্মিক ভাবের উদয় হয়।

খবরাখবর

হার্বার্ট মার্শাল আগে লণ্ডনে এক একাউণ্টেন্ট অফিসের কেরাণী ছিলেন।

*

বিং ক্রসবীর পরবর্ত্তী ছবি "Anything Goes"-এ আইডা লুপিনো নায়িকার ভূমিকায় অভিনয় করিবেন।

*

চার্লি চ্যাপলিনের নূতন ছবি "Modern Times"-এ ৪০০শোর বেশী লোক অভিনয় করিয়াছে। চার্লির আর কোন ছবিতে এত লোক অভিনয় করে নাই।

ক্লদেৎ কোলবেয়ারের নূতন ছবি "She Married Her Boss" আমেরিকায় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করিয়াছে।

*

চিত্ররাজ্যে এরোপ্লেন চালনায় রুথ চ্যাটারটনের চেয়ে দক্ষ আর কোন অভিনেত্রী নাই। সম্প্রতি তিনি কালিফোর্ণিয়া হইতে ক্লীবল্যাণ্ডে একটি বিমানে প্রতিযোগিতা করিয়াছিলেন, তাহাতে যাহারা সাফল্যলাভ করিয়াছিল তাহাদের কাপ ও পদক পুরস্কার দিয়াছেন।

•

মার্লিন ডিয়েট্রিচ তাঁহার স্বামী রুডলফ সীবারের সঙ্গে বিবাহ-বন্ধন ছিন্ন করিয়াছেন। লণ্ডনে গিয়া লণ্ডন ফিল্মের হইয়া তিনি একখানি ছবি তুলিবেন বলিয়া প্রকাশ। এইজন্য আলেকজান্দার কর্ডা তাঁহাকে ৫,০০,০০০ ডলার দিবেন। তাঁহাকে আজকাল জ্যাক গিলবার্টের সঙ্গে খুব ঘন ঘন দেখা যাইতেছে।

বীমা-প্রসঙ্গ

বর্ত্তমান বীমা আইন

প্রচলিত বীমা আইনের অসম্পূর্ণতা

(পূর্ব্বানুবৃত্তি) —শ্রীসাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়

কর্ম্মদক্ষতা ও সাধুতা ও ব্যবসায়িক দৃঢ়তায় স্ব স্ব প্রধান ভাবে ত্রুটিশূন্য হইয়া চলা কোম্পানীর পক্ষে একান্ত প্রয়োজন হইলেও তাহা সকল স্থলে সুলভ নহে—কাজেই ১৯২৮ সালের আইন অনুসারে "রিটার্ণ" দাখিল ছাড়া যখন গভর্ণমেণ্টের কাছে বীমা কোম্পানীর অন্য কোনও প্রকার বাধ্যতা নাই তখন—বেপরোয়া হইয়া পান বিড়ির দোকানের মত বীমা কোম্পানী—খুলিতে বাধা দেয় কে? লালদিঘীর চারিধারে বড় বড় ইমারতের আজকাল সেরকম ভাড়া হয় না। পায়রার খোপের মত ঘর, অফিসের জন্য ১০।১৫ টাকায় পাওয়া যায়—সে ভাড়া—না দিলেও তেমন ব্যাঘাত ঘটে না।

এই সকল কারণে ভারতীয় বীমা আইনের পরিবর্ত্তন ও পরিবর্দ্ধন আবশ্যক। গভর্ণমেণ্ট একচুয়ারীর সতর্ক বাণীতে কর্ণপাত করিবার প্রয়োজন বড় একটা কেহ অনুভব করে না বলিয়াই—সম্প্রতি সরকারী সেরেস্তার মাথায় টনক নড়িয়াছে। কোম্পানী আইনে বিশেষজ্ঞ সলিসিটার মিঃ সুশীলচন্দ্র সেন মহাশয়কে আইন সংস্কারে নিযুক্ত করা হইয়াছে। ১৯১২ সালের ভারতীয় জীবন-বীমা কোম্পানীর আইন (Indian Life Assurance Companies Act of 1912) ও প্রভিডেণ্ট ইন্‌সিওরেন্স সোসাইটিস্‌এর আইন (Provident Insurance Societies Act of 1912) এবং ১৯২৮ সালের ভারতীয় বীমা কোম্পানীর আইন (Indian Insurance Companies Act of 1928) প্রভৃতি যাহা এখন বর্ত্তমানে প্রচলিত রহিয়াছে—বীমা আইন সম্পর্কে বিশেষ ভাবে অনুসন্ধান ও গবেষণা করিয়া—কি ভাবে উক্ত আইন সমূহের সংশোধন, পরিবর্ত্তন ও পরিবর্দ্ধন হইতে পারে, তৎসম্বন্ধে গভর্ণমেণ্টের কাছে সুপারিশ করিবার জন্যই বীমা আইন সংশোধকের পদে বর্ত্তমান নূতন নিয়োগ করা হইয়াছে।

আমাদের যতদূর জানা আছে, তাহাতে বলা যায় যে ১৯০৯ সালের ব্রিটিশ আইন (British Act of 1909) এর উপর ভিত্তি করিয়াই আমাদের দেশের বীমা-সমিতিগুলির কার্য্য কিয়ৎপরিমাণে নিয়ন্ত্রিত করিবার জন্য ১৯১২ সালের ভারতীয় আইন প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। কিন্তু বিটিশ আইনের সহিত ভারতীয় আইনের মূলতঃ পার্থক্য রহিল এইখানে যে জীবনবীমা ছাড়া প্রভিডেণ্ট কোম্পানীর কার্য্য সম্বন্ধে আইনের কোনও ব্যবস্থাই উহাতে থাকিল না—তাহার আর একটি কারণও ছিল,—তাহা এই যে তখন ভারতবর্ষে জীবন-বীমা ছাড়া—প্রভিডেণ্ট বা অন্য প্রণালীতে পরিচালিত বীমা কোম্পানী ছিল না বলিলেই চলে।

১৯২৫ সালে বীমা আইন-সম্প্রসারণের জন্য বিল প্রস্তুত হইয়াছিল, কিন্তু তৎকালীন প্রচলিত আইন পরীক্ষার জন্য গভর্ণমেণ্ট একটি কমিটি নিযুক্ত করিয়া তাহার রিপোর্ট বা বিবরণের জন্য অনির্দ্দিষ্ট কাল অপেক্ষা করিয়া থাকিলেন বলিয়া বিলটি আর আইনে পরিণত হইতে পাইল না।

এখন জীবনবীমা ও অন্য প্রণালীর যে সকল বীমা কোম্পানী ১৯০৯ সাল এর আইন প্রবর্ত্তিত হইবার পর হইতে ভারতবর্ষে ও যুক্তরাজ্যে স্থাপিত হইয়া আসিতেছে—তাহাদের বহুমুখী কার্য্য নিয়ন্ত্রনের উপযোগী আইনের ব্যবস্থা করার আশু প্রয়োজন হইয়াছে ইহা গভর্ণমেণ্ট আজ স্বয়ং উপলব্ধি করিয়াছেন বলিয়াই আজ বীমা-ব্যবসায়ীগণের মধ্যে সাড়া পড়িয়া গিয়াছে।

মিঃ সেনের দৃষ্টি আমরা আমাদের কয়েকটি বক্তব্য বিষয়ের প্রতি আকর্ষণ করিতে চাই। তিনি ভারতবাসী,—বাঙ্গালী;—কি দুর্ম্মূল্য অভিজ্ঞতায় যে আজ ভারতবর্ষে তথা বাঙ্গলা দেশে কয়েকটি জীবনবীমার কোম্পানী মাথা উঁচু করিয়া দাঁড়াইয়াছে, তাহা নিশ্চয়ই তাঁহার অবিদিত নাই। কয়েক বৎসরের মধ্যে যে দু'একটি বৃহৎ জীবনবীমা কোম্পানী গঠনের কথা আমাদের জানা আছে—বীমা-সমিতি পরিচালন সম্পর্কে তাহাদের উচ্চ আদর্শ ও সমাজসেবার প্রবল আকাঙ্ক্ষা, দেশের ব্যাপক দারিদ্র্য দুঃখ অপনোদনের প্রাণপণ চেষ্টার কথা আমরা জানি বলিয়াই তাঁহাকে অনুরোধ করিতেছি। বীমা-আইন বিষয়ে অনুসন্ধান, গবেষণা ও আলোচনা করিবার সময়—তিনি এই সকল কোম্পানীর সম্পর্কে আসিয়া যেন নিজে তথ্য সংগ্রহ করেন—নতুবা তাঁহার সংশোধন প্রস্তাবের সহিত সমগ্র দেশবাসীর সহানুভূতি ও সহযোগ থাকিবে না।

প্রভিডেণ্ট বীমা-পদ্ধতি বা "ডিভাইডিং প্ল্যানের অসারতা

আমরা জানি, ভারতীয় জীবন-বীমা কোম্পানীর মধ্যে অধিকাংশই বিজ্ঞানসম্মত প্রণালীতে পরিচালিত হইলেও—কেহ কেহ 'Dividing Plan'এ কার্য্য করিতেছেন। এই প্রণালীর বীমার কোনও বীমার দায়—অর্থাৎ কত টাকার পলিসি বা বীমাপত্র তাহা প্রথম হইতে নির্দ্দিষ্ট থাকে না। প্রতি বৎসর যত টাকা প্রিমিয়াম বা

চাঁদা বাবদ আদায় হয়, সেই বৎসরে উপস্থাপিত বীমার দাবী সমূহ অংশমত তাহার দ্বারাই মিটান হইয়া থাকে। এই প্রকার প্রণালী কখনই বিজ্ঞানসম্মত হইতে পারে না—এই প্রণালীর আর একটি দোষ এই যে, যে বয়সেই হউক না কেন ইহাতে একই হারে প্রিমিয়াম বা চাঁদা দিতে হয়। যদি ২০ ও ৫০ বৎসর বয়সের বীমাকারীর নিকট হইতে একই হারে চাঁদা আদায় করা হয়, তাহা হইলে কোম্পানীর অবস্থা এতৎসম্পর্কে আদৌ নিরাপদ থাকিতে পারে না। বীমার টাকা মিটাইবার দায়িত্বের পরিমাণ ও গুরুত্ব যেমন অযথা বৃদ্ধি পায়, তেমনি বীমাকারী এজেন্ট এবং কোম্পানী ইহাতে স্বভাবতঃই প্রত্যেকে প্রত্যেককে প্রতারিত করিতে প্রলুব্ধ হয়। ১৯১২ সালের বীমা আইন পাশ হইবার আগে বহু কোম্পানী এই প্রণালী বীমা চালাইতে গিয়া যথেষ্ট ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছেন ইহার প্রমাণ আছে—অতএব এখনও যে সকল কোম্পানী এই প্রণালীতে কাজ চালাইতে ইচ্ছা করেন—সর্ব্ব প্রথমে আইন দ্বারা তাহার রদ করা উচিত। আগামী সংখ্যায় এ আলোচনা শেষ করা হইবে।

'হিন্দুস্থান'-এর শাখা কার্য্যালয় নূতন গৃহে স্থানান্তরিত

গত ১০ই নভেম্বর ঢাকায় হিন্দুস্থান কো-অপারেটিভ ইনসিওরেন্স সোসাইটির ঢাকা শাখা কার্য্যালয় উহার চিত্তরঞ্জন এভিনিউস্থিত নূতন বাড়ীতে স্থানান্তরিত করা হইয়াছে। ঢাকা মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান রায় বাহাদুর শ্রীযুত সত্যেন্দ্রকুমার দাস মহাশয় বহু গণ্যমান্য ব্যক্তির উপস্থিতিতে এই অনুষ্ঠানের পৌরহিত্য করিয়াছিলেন।

অধ্যাপক শ্রীযুত মোহিতলাল মজুমদার কর্ত্তৃক স্থানান্তরে মুদ্রিত স্বস্তিবাচন পঠিত হওয়ার পর সভাপতি মহাশয় একটি নাতিদীর্ঘ বক্তৃতায় জাতীয় জীবনে জীবন বীমায় প্রয়োজনীয়তা ও হিন্দুস্থানের বিবিধ জাতীয় কল্যাণকর বিধি ব্যবস্থা ও কার্য্য সম্পর্কে তাঁহার সুচিন্তিত অভিমত ব্যক্ত করেন।

ব্যারিষ্টার মিঃ বি, সি, চ্যাটার্জ্জি হিন্দুস্থানের নূতন শাখা অফিসের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি কামনা করিয়া বক্তৃতাপ্রসঙ্গে বলেন, নূতন ভারত বলিতে আমরা যাহা বুঝি, তাহার সঙ্গে হিন্দুস্থানের অঙ্গাঙ্গী সম্পর্ক বিজড়িত। বাংলার স্বদেশী জাগরণের দিনে বাঙ্গালীর মহৎ এবং বৃহৎ পরিকল্পনা হইতে এই হিন্দুস্থানের জন্ম, সেই হইতে বাঙ্গালীর ক্রমোন্নতির সঙ্গে সঙ্গে হিন্দুস্থানেরও ক্রমোন্নতি হইয়া আসিতেছে। যে সমস্ত অর্ব্বাচীন হিন্দুস্থানের প্রকৃত ইতিহাস অবগত না হইয়া ইহার কুৎসা রটনায় ব্যস্ত তাঁহারা জানেন না হিন্দুস্থানের ক্ষতি করা আর বাংলার বাঙ্গালীর ক্ষতি করা একই কথা; হিন্দুস্থানের অনিষ্ট সাধিত বাঙ্গালীর যে আর মাথা তুলিবার স্থান নাই তাহা তাঁহারা ভাবিয়া দেখিতেছেন না। তবে আমার দৃঢ় বিশ্বাস আছে, মিথ্যা কুৎসা রটনা দ্বারা হিন্দুস্থানের কোনই অনিষ্ট হইবে না; ইহার বর্ত্তমান ম্যানেজার শ্রীযুত নলিনীরঞ্জন সরকারের কর্ম্মপ্রতিভা ও পরিচালন নীতির প্রতি আমার অগাধ বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা আছে।

রায় শশাঙ্ককুমার ঘোষ বাহাদুর সি, আই, ই বলেন, বাঙ্গালার অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক উন্মেষের যুগে হিন্দুস্থানের জন্ম। ব্যবসায়-বাণিজ্য বীতশ্রদ্ধ বলিয়া বাঙ্গালী জাতির যে অখ্যাতি ছিল হিন্দুস্থান সেই অখ্যাতি দূর করিয়া বাঙ্গালীর গঠন-প্রতিভার প্রকৃষ্ট পরিচয় প্রদান করিয়াছে।

ব্যক্তির এবং পরিবারের উপকারের সঙ্গে সঙ্গে জীবন বীমা কোম্পানী যে উহার সঞ্চিত তহবিল দেশের ও সমাজের বিবিধ কল্যাণকর কার্য্যে খাটাইতে পারেন, ভারতীয় কোম্পানীদের মধ্যে হিন্দুস্থানকেই তদ্বিষয়ে পথ প্রদর্শক বলা যাইতে পারে। ইহার দাদনী ব্যবস্থা দ্বারা ব্যক্তির এবং জাতির দুইয়েরই উপকার হইতেছে।

অতঃপর অধ্যাপক শ্রীযুত হরিদাস ভট্টাচার্য্য, মিঃ জি, সি, নাগ, রায় কে, সি, ব্যানার্জ্জি বাহাদুর এবং ডাঃ শহীদুল্লাহ প্রমুখ ব্যক্তিবর্গ হিন্দুস্থানের বৈশিষ্ট্য, ইহার দাদনী সম্পর্কে বীমাকারীদের স্বার্থ-সংরক্ষণ নীতি সম্পর্কে বিশদভাবে বলিবার পর অনুষ্ঠান কার্য্য সম্পন্ন হয়।

চিত্র-শিল্প ও নারী

—শ্রীমতী রেবা ঘোষ

শ্রীমতী দুর্গাবাঈ খোটে—ভারতীয় চিত্ররাজ্যে যতগুলি শিক্ষিতা ভদ্রমহিলা যোগদান করিয়াছেন, তাহাদের মধ্যে শ্রীমতী খোটের নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য।

আমেরিকার একজন বিখ্যাত চিত্র-শিল্প ব্যবসায়ী বলিয়াছেন, "চলচ্চিত্রই হচ্ছে এক মাত্র শিল্প যা নারীর সাহায্য ব্যতীত চল্‌তে পারে না"। এ কথাটির সত্যতা আজও ভারতীয় রমণীরা উপলব্ধি করিতে পারেন নাই। ভারতে তথা বাঙলা দেশে নারী প্রগতির প্রসার দিন দিনই বাড়িতেছে কিন্তু সত্যিকারের কাজ কিছু কি হইতেছে? বাঙলা দেশের ছেলেদের মত আজ শিক্ষিতা কলেজে পড়া মেয়েরাও বেকারের দল ভর্ত্তি করিতেছে শুধু।

চলচ্চিত্র আজ জগতে একটি বিশিষ্ট শিল্পরূপে পরিগণিত হইতেছে। লক্ষ লক্ষ লোক এর দ্বারা প্রতিপালিত হইতেছে। এবং এই শিল্পে নারীর সাহায্য অবশ্যম্ভাবী। অথচ ভারতীয় নারীরা কেন যে একে সুদৃষ্টিতে দেখেন না বা এসম্বন্ধে কিছু করিবার আছে বলিয়া ভাবেন না তাহাতে সত্যই আশ্চর্য্য হইতে হয়। এর একটি কারণ দেখা যায় এদেশের রক্ষণশীল সমাজ ও রুচিবাগীশ মন। কিন্তু যুগে যুগে, সভ্যতার নব নব বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের আচার, পদ্ধতি এমন কি মন পর্য্যন্ত বদলায়। এদেশের অত্যন্ত রক্ষণশীল সমাজের সুতীক্ষ্ণ নজর সত্ত্বেও আজও কি বাঙলার মেয়েরা ঠিক তেমনি থাকিতে পারিয়াছে যেমন ছিল ৫ বৎসর পূর্ব্বে? মেয়েরা আজ সব দিকেই স্বাতন্ত্র্য চাহিতেছে; এবং অনেক ক্ষেত্রে তাঁরা অগ্রসরও হইয়াছেন। কিন্তু কেন যে এই শিল্পটির দিকে তাঁদের নজর পড়ে না তাহাই ভাবিবার বিষয়।

"দীপালীর" ২৬শ সংখ্যায় সম্পাদক সুকবি শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায় লিখিয়াছেন, "বর্ত্তমান বাংলা চলচ্চিত্রালয়ের অবস্থা যে-রকম তাতে ক'রে সেখানে মহিলাদের আবির্ভাব বাঞ্ছনীয় নয়।" এ কথায় চলচ্চিত্র শিল্পের উপর দোষারোপ করা চলে না। দোষ হয়ত আছে ভারতীয় চিত্রালয়গুলির আবেষ্টনির ভিতর। (studio environment) কিন্তু সেগুলো ভাল করা কি সাধ্যাতীত? আমাদের মনে হয় সুরুচি সম্পন্ন শিক্ষিত তরুণ তরুণীরা ওর ভেতর গেলে অনায়াসেই ওকে সংশোধন করিতে পারেন। আর চলচ্চিত্র শিল্পে মেয়েদের একমাত্র অভিনেত্রী হওয়া ছাড়া আর কি কোন কাজ নাই? চলচ্চিত্র শিল্পে অভিনেত্রী হওয়া ছাড়াও এমন অনেক কাজ আছে, যাতে মেয়েরা অবশ্য যোগ দিতে পারেন।

ওদেশের মেয়েদের Studioতে নানান বিষয়ে কাজে ব্যাপৃত দেখা যায়—কেহ হয়ত গল্প লেখেন, কেহ সাজসজ্জা তদারক করেন, কেহ পোষাক পরিচ্ছদ নির্ব্বাচন করেন, ছবি পরিচালনাও কেহ কেহ করিয়া যথেষ্ট সুনাম অর্জ্জন করিয়াছেন। বিখ্যাত "নানা" চিত্রের পরিচালিকা Dorothy Arznerকে জগতে আজ কে না চেনে? লেখিকা আছেন ওঁদের মধ্যে অনেক। আমাদের দেশে আজ পর্য্যন্ত বোধ হয় একমাত্র মহিলা লেখিকা হইতেছেন শ্রীযুক্তা অনুরূপা দেবী যার গল্প চিত্রে রূপান্তরিত হইয়াছে। ১৯৩২ সালের শ্রেষ্ঠ চিত্র "Champ" লেখিকা Francis Marion অনেক পুরুষ লেখকেরও হিংসার বস্তু।

লুইসা এম, এ্যালকট—১৯৩৩ সালের শ্রেষ্ঠ চিত্র "লিটল উইমেন"র গল্পের লেখিকা

মেয়েদের চলচ্চিত্রে যোগদান করার কথায় অনেকেই ক্ষুব্ধ হইবেন, কিন্তু আমার শিক্ষিতা ভগিনীদের আমি একবার ভাবিয়া দেখিতে অনুরোধ করি যে ওতে যোগদান করিলে এই economic crisisএর দিনে অনেক বিষয়েই কি মেয়েদের সুবিধা হইবে না? ভারতীয় চিত্রশিল্প কতটা মর্য্যাদা লাভ করিয়াছে সুশিক্ষিতা দেবিকারাণী, স্বরূপরাণী, নলিনী তর্কড়, দুর্গাবাই খোটে, শান্তা আপ্তে প্রভৃতির এই শিল্পে যোগদান করায়, সে কথা আমি একবার ভাবিয়া দেখিতে অনুরোধ করি।

স্বাধীন ভাবে থাকিবার পক্ষে এদেশের শিক্ষিতা মেয়েদের শুধু শিক্ষয়িত্রী, নার্স

প্রভৃতি দু'একটী কাজ ছাড়া আর কোন উপায় বড় একটা দেখা যায় না। অভিভাবকহীনা অসহায়া মেয়েদের জন্য এদেশে কোন পথই খোলা নাই। অথচ এই শিল্পটি উপযুক্তা শিক্ষিতা মেয়েদের অভাবে কি দুরবস্থায় চলিতেছে, তাহা চিত্র-দর্শক মাত্রেই দেখিয়া থাকেন। অন্য দেশের ছবি আসিয়া এদেশ হইতে বহু অর্থ লইয়া যাইতেছে আর আমাদের ছবি উপযুক্ত মর্য্যাদা পাইতেছে না। ওদের ছবি হয় প্রাণবন্ত, উপযুক্ত শিক্ষিত পুরুষ মহিলার আপ্রাণ চেষ্টায় যা গঠিত হয়, তাহা কেন লোকের মন আকর্ষণ করিবে না! ভারতের অন্যান্য শিল্পের ন্যায় এ শিল্পটিও অন্য দেশের করায়ত্ব হইতেছে তবে অন্যান্য শিল্পে মেয়েদের দায়িত্ব পরোক্ষ আর এই শিল্পটিতে প্রত্যক্ষ ভাবেও দেশের মেয়েদের দায়ী করা যায়, কারণ চিত্রশিল্প হইতেছে এমন একটি শিল্প যা মেয়েদের না হইলে চলিতে পারে না।

এদেশের অধিকাংশ শিল্পই আজ বিদেশীয়দের করায়ত্ব। সে সব শিল্প পুনরুদ্ধারের জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করিয়াও সফলকাম হওয়া যাইতেছে না! আর এই শিল্পটিকে কতকটা রক্ষা করিবার উপায় থাকা সত্বেও কোন চেষ্টা করা হইতেছে না। এতে কি অদূর ভবিষ্যতে এই শিল্পটিরও অন্যান্য শিল্পের মত দশা প্রাপ্ত হইবে না?

আমি হয়ত যা বলিতে চাহিতেছি, তাহা ভাল ভাবে বুঝাইয়া বলিতে পারি নাই। এ সম্বন্ধে ভাবিবার জন্য বাঙলার মেয়েদের অনুরোধ করিতেছি।

খেলার মাঠে

—শ্রীসৌরেন ঘোষ

অষ্ট্রেলিয়ান ক্রিকেট টীম

আমেদাবাদে ৩য় খেলা

গুজরাট টীমের শোচনীয় পরাজয়।

গুজরাট দল (১ম ইনিংসে)—১২১

(২য় ইনিংসে)— ৯৩

অষ্ট্রেলিয়ান দল—(৪ উইঃ) ৩০০

গুজরাট দলে:—গোদাম্বে (ক্যাপ্টেন), হান্স, এস যোশী, সাহানা, ইয়াকুব সেখ, সুর্ত্তী, দেশাই, প্রজাপতি, বাতাসী, প্যাটেল, ও নুর মহম্মদ।

অষ্ট্রেলিয়ান দলে:—রাইডার (ক্যাপ্টেন), হেণ্ড্রী, ব্রায়াণ্ট, মরিসবি, এলসপ, লাভ, লেদার, আলেকজেণ্ডার, হ্যাগেল, মেয়ার ও আইরণ মঙ্গার খেলিয়াছিলেন।

১২ই আমেদাবাদে খেলা আরম্ভ হয়। গুজরাট দল প্রথমে ব্যাট করিয়া ১২১ রাণ করেন। অষ্ট্রেলিয়ান দল ব্যাট করিতে গিয়া দিনের শেষে ৩ উইকেটে ১২৪ রাণ করেন। রাইডার ও মরিসবী ২৮ ও ৫০ রাণ করিয়া নট আউট থাকেন। আলসপের ৩৩ রাণও উল্লেখযোগ্য।

রাইডার

১৩ই। গত কল্যকার নট আউট খেলোয়াড় মরিসবী (৫০) ও রাইডার (২৮) ব্যাট করিতে আসিয়া ধীরে ধীরে রাণ উঠাইতে লাগিলেন। ৩০ মিনিট খেলিবার পর রাণ অতি দ্রুত উঠিতে লাগিল। অতি অল্প সময়ের মধ্যে মরিসবী ৮০ ও রাইডার ৬০ রাণ করিলেন। ঘন ঘন বাউলার বদল করিয়াও কোন সুবিধা হইল না। রাইডার অতি দ্রুত রাণ করিয়া মরিসবীর ৯০ এর সময় ৯৭ রাণ করিলেন। মরিসবি দৌড়াইতে গেলে রাইডার অসম্মত হওয়ায়, উইকেট ছাড়ার দরুণ রাণ আউট হন। তাহার ৯০ রাণের মধ্যে ১০টী বাউণ্ডারী করিয়াছিলেন। রাইডার ১৩০ মিনিটে ১০০ রাণ করেন। লাভ ও রাইডার খেলিয়া ৩০০ রাণে ডিক্লেয়ার্ড করেন। রাইডারের আউট না হইয়া ১৩৯, মরিসবীর ৯০ রাণ উল্লেখ যোগ্য। যোশী, গোদাম্বে ও নুরমহম্মদ প্রত্যেকে ১টী করিয়া উইকেট পান।

গুজরাট দল দ্বিতীয় ইনিংসে ব্যাট করিয়া মাত্র ৯৩ রাণ করেন। গুজরাট দলের মধ্যে প্রজাপতির ২৬ রাণ উল্লেখযোগ্য। মেয়ার ও লেদারের বল খুব ভালই হইয়াছিল। লেদার ৭.২—৩—১১—৪ ও মেয়ার

১১—৩-৩৬—৪ এভারেজ পাইয়াছেন। অষ্ট্রেলিয়ান দল ১ ইনিংস ও ৮৬ রাণে জয় লাভ করিলেন।

আজমীরে ৪র্থ খেলা

অষ্ট্রেলিয়ান দল ৭ উইকেটে জয়ী হইল।

রাজপুতনা ও মধ্যভারতের দল—

১ম ইনিংস—১৩১

২য় " —১১৮

অষ্ট্রেলিয়ান দল—

১ম ইনিংস—১৪৯

২য় " —১০১ (৩ উইঃ)

১৫ই, ১৬ই ও ১৭ই আজমীরে খেলা হয়।

রাজপুতনা ও মধ্য প্রদেশ দলে—ডোঙ্গরপুরের মহারাওয়াল (ক্যাপ্টেন), আজিম খাঁ, হংস রায়, ব্রাডশ, সি, এস, নাইডু, রাও হিম্মৎ সিং, আকবর আলী, জগদ্দেল, জিয়াউল হুসেন, ধানুমল ও জি-আর নাইডু।

অষ্ট্রেলিয়ান দলে—রাইডার (ক্যাপ্টেন), এলিস, ব্রায়াণ্ট, আলসপ,

মরিসবি

মরিসবি, ন্যাগেল, হেণ্ড্রি, অক্সেনহাম, আয়রণ মঙ্গার, ওয়েণ্ডেল বিল ও আলেকজ্যাণ্ডার খেলিয়াছিলেন। ধানমল ও জগদ্দল ওপেন করিতে গিয়া ১৯ ও ৩২ রাণ করেন এবং তাহাদের ওপনিং অতি সুন্দর হইয়াছিল। সকলে ব্যাট করিয়া রাজপুতনা ও মধ্য প্রদেশ দল ১৩১ রাণ করেন। তন্মধ্যে জগদ্দলের ৩২, ডোঙ্গারপুরের মহারাওয়ালের ২১ ও ধানমলের ১৯ উল্লেখযোগ্য। জগদ্দেল ৩টী ওভার বাউণ্ডারী করেন তাহার ব্যাট অতি forceful হইয়াছিল ওক্সেনহাম অতি মারাত্মক বল দিতেছিলেন—তিনি ১৫ ওভার বলে ৫টী মেডেন ও ৩১ রাণে ৭টী উইকেট পান।

অষ্ট্রেলিয়ান দল সকলে আউট হইয়া ১৪৯ রাণ করেন। রাণ অতি ধীরে ধীরে উঠিয়াছিল মরিসবি ১৩০ মিনিটে ৫০ রাণ করেন। তাহার ৭২ রাণ করা বিশেষ উপভোগ্য হইয়াছিল। আলসপের ৩২ রাণ উল্লেখযোগ্য। জিয়াউল হুসেন ১৭ ওভার বল দিয়া ৬টী মেডেন ও ২৫ রাণে ৫টী উইকেট ও সি-এস-নাইডু ৯ ওভার বল দিয়া ৩টী মেডেন ও ২৩ রাণে ৩টী উইকেট পান।

দ্বিতীয়বার ব্যাট করিতে যাইয়া দিনের শেষে ৫ উইঃ ৮৯ রাণ করেন। হংস রায় ২৬ ও হিম্মৎসিং ১০ রাণ করিয়া নট আউট থাকেন।

পূর্ব্ব দিনের রাণের পর ৫ উইকেটে রাজপুতনা ও মধ্য প্রদেশ দল ২৯ রাণ বেশী করিয়া তাহাদের ইনিংস ১১৮ রাণে শেষ হয়। হাসারী আউট না হইয়া ৪২ রাণ করেন।

তিনি ৮বার বাউণ্ডারীতে বল পাঠান : তাঁহার শেষ ৬টী stroke প্রত্যেকটী হইতে ৪ রাণ হইয়াছিল। তাহার খেলা দেখিয়া দর্শকেরা মুগ্ধ হইয়া গিয়াছিলেন। অক্সেনহাম মারাত্মক বল দিতেছিলেন তিনি ১৫'১ ওভার বল দিয়া ৯টী মেডেন—১৩ রাণে ৭টী আউট করিয়াছিলেন।

অষ্ট্রেলিয়ার দ্বিতীয় ইনিংস হেণ্ড্রী ও ওয়েণ্ডলবিল ১০ করিয়া ব্রাডশর বলে হাজারীর নিকট নট আউট হন। ব্রায়াণ্ট (৪) ও এলসপ (১৫) আউট হইলে রাইডার ব্যাট করিতে আসিলেন এবং যখন তিনি ১৮ রাণ করিয়াছেন তখন ১০১ রাণে ইনিংস ডিক্লিয়ার্ড করেন। হেণ্ড্রী নট আউট থাকিয়া ৪৮ রাণ করেন। অষ্ট্রেলিয়ান দল ৫ উইকেটে জয়ী হন।

বোম্বাই কোয়াড্রাঙ্গুলার ক্রিকেট

১ ইনিংস ও ১০৩ রাণে মুশলীম দলের জয় লাভ
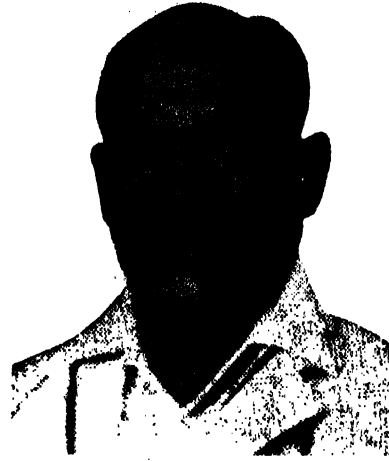
গত শনিবার হইতে বোম্বাইতে কোয়াড্রাঙ্গুলার ক্রিকেট প্রতিযোগিতা ইউরোপীয় জিমখানা বনাম মুশ্লীম জিমখানা আরম্ভ হইয়াছে। ইউরোপীয় দল গত বৎসর অপেক্ষা অনেক শক্তিশালী এবং বেশ পুষ্টই হইয়াছে। মুশ্লীম দলের কয়েকজন বিশিষ্ট খেলোয়াড় যোগদান করিতে না পারায় দলটী পূর্ব্ব বৎসরের মত শক্তিশালী হইতে পারে নাই।

উজীর আলি

তাহাদের দলের পাতৌদীর নবাব অসুস্থতার জন্ত এবং নাজির আলী ও বাকাজিলানী ছুটী না পাওয়ায় যোগ দিতে পারিলেন না। ইহাদের অভাবে দলটী বিশেষভাবে পুষ্ট হইতে পারে নাই।

মুশলীম দলে—উজীর আলি (ক্যাপ্টেন); না খুদা, মুস্তাক আলি; মহম্মদ হোসেন; বাপুরিয়া, এস, এম কাদ্রি, মহম্মদ নিসার, আমীর এলাহি, মোবারক আলি, ফয়েজ মহম্মদ ও এ, হাকিম (মেডিক্যাল কলেজ), রিজার্ভ—হেপাতুল্লা, এম, জি, সুর্দ্দি এবং পীরভাই।

ইউরোপীয় দলে—টি-সি লংফিল্ড (ক্যাপ্টেন), আর, জি, হপকিন্স; জে, ই, টিউ; সি, কে, হিলউড; আর, এ, গুর্লে; এ, জি, স্কিনার; পি, আই, ভ্যাণ্ডারসার্ট; পি, এন মিলার, ক্যাপ্টেন এফ জি, আর্ণল্ড; এফ, ওয়ার্ণে; এইচ, পি, মলিনসন ও সাইরেট (দ্বাদশ ব্যক্তি) খেলিয়াছেন।

উজীর আলির আউট না হইয়া ১৪৮ রাণ

মুসলীম দল—১ম ইনিংস ৩৫৭

ইউরোপীয়ান দল—১ম ইনিংস —১৪৮

(follow on করিয়া) ২য় ইনিংস—

টসে জয় লাভ করিয়া মুসলীম দল প্রথম ব্যাট করিতে যান ও দিনের শেষে সাত জন আউট হইয়া ৩০৪ রাণ করেন—তন্মধ্যে কাদ্রি ৪৮ রাণ ও ক্যাপ্টেন উজীর আলি আউট না হইয়া ১১৯ রাণ করেন। কাদ্রি ও উজীর আলির খেলা অতি সুন্দর হইতেছিল। গুরলের বল ভালই পড়িতেছিল তিনি ৩টা উইকেট পাইয়াছিলেন। পর দিন আর ৫৩ রাণ বেশী করিয়া মুসলীম দলের ১ম ইনিংসের খেলা শেষ হয়। উজীর আলি আউট না হইয়া১৪৮ করেন।

ইউরোপীয়ান দল সকলে ব্যাট করিয়া ১৪৮ রাণ করেন তন্মধ্যে হপকিন্সের, ভ্যাণ্ডার গাটের ও হিল-উডের যথাক্রমে ৫৩, ২৮ ও ২১ রাণ উল্লেখযোগ্য। নীসার ১৫ রাণে ৪টী ও মোবারক আলী ৩৯ রাণে ৪টী উইকেট পান। ক্যাপ্টেন উজীর আলী ইউরোপীয়ান দলকে follow on করাতে ইউরোপীয়ান দল দিনের শেষে ৩ উইকেটে ৫০ রাণ করেন। ওয়ারেণ আউট হইয়া ২৩ রাণ করিয়াছেন। মিলার (৭) লংফিল্ড (৪) নট আউট ছিলেন।

১৮ই—ইউরোপীয়ান ১২-৫ মিনিটের সময় পূর্ব্বদিন অপেক্ষা ৫৩ রাণ বেশী করিয়া ১০৩ রাণে সকলে আউট হইয়া যাওয়ায় মুসলীম দল ১ ইনিংস ও ১০৬ রাণে জয়ী হইল। ইহারা এইবার হিন্দু ও পার্শী দলের বিজয়ী দলের সহিত ফাইনালে খেলিবেন। নিসার ২৫ রাণে ৩টী, মোবারক আলী ৪৮ রাণে ২টী, মুস্তাক আলি ৮ রাণে ২টী ও ক্যাপ্টেন উজীর আলী দুইটা বলে দুইটী উইকেট পান।

মুসলীম দলের উজীর আলী ও কাদ্রি ব্যতীত অন্য কেহ ব্যাটে বিশেষ সুবিধা করিতে পারে নাই। ইউরোপীয়ান দলের ফিল্ডিং ভাল না হওয়ার দরুণ মুসলীম দলের রাণ বেশী উঠিয়া গিয়াছিল। বলে মুসলীম বেশ শক্তিশালী বলিয়াই মনে হয়। ব্যাট ভাল করিবার চেষ্টা না করিলে হয়ত মুসলীম দল কোয়াড্রাঙ্গুলারের সম্মান লাভ করিতে এ বৎসর পারিবেন না। নাজীর আলি ও বাকাজিলানীকে দলে লইতে পারিলে দলটী বেশ শক্তিশালী হইবে বলিয়া মনে হয়। গত বৎসর মুসলীমদল হিন্দু দলকে ফাইনালে পরাজিত করিয়া কোয়াড্রাঙ্গুলার বিজয়ী সম্মান লাভ করেন।

১৯শে কোয়াড্রাঙ্গুলার প্রতিযোগিতার ২য় খেলা হিন্দু জিমখানা বনাম পার্শি জিমখানা হইয়া আজ ২১শে শেষ হইবে।

হিন্দু দলে এইবার কলিকাতার কার্ত্তিক বসু ও এস, ব্যানার্জ্জি (সুটে) খেলিতেছেন। অমর সিং অসুস্থতার জন্য যোগ দিতে পারেন নাই। পাতিওয়ালার মহারাজকুমার খেলিতে অসম্মত হইয়াছেন। লাহোরের পুরী অসুস্থতার জন্য হিন্দু দলে যোগ দিতে পারেন নাই। হিন্দু দলে সি, এস, নাইডু (ক্যাপ্টেন), বিজয় মার্চ্চেন্ট, অমরনাথ, কার্ত্তিক বসু, এস, ব্যানার্জ্জি (সুটে), সি, এস, নাইডু, গোদাম্বে, রামস্বামী, হিন্দেলকার, লালসিংহ ও এম, এম, নাইডু ও পার্শির দিকে খেলিবেন ভাজিফদার (ক্যাপ্টেন), কাপাদিয়া, পালিয়া, কনট্রাক্টর কোলা, হাবেওয়ালা, জামসেটজী, পালসেটীয়া, নগরওয়ালা, খোটে, ভাজাও ক্যান্টিনওয়ালা এবং গাই রিজার্ভ আছেন।

নিখিল ভারত সঙ্গীত সম্মিলন

এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ে সপ্তম বার্ষিক অধিবেশন

সঙ্গীতনায়ক শ্রীগোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়

গত ২৭শে হইতে ৩০শে অক্টোবর পর্য্যন্ত এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ে নিখিল ভারত সঙ্গীত সম্মিলনের অধিবেশন অতি সমারোহে সুসম্পন্ন হইয়াছে। অভ্যর্থনা-সমিতির সম্পাদক ডাঃ ডি, আর, ভট্টাচার্য্য এম, এ, পি, এচ, ডি, ডি, এস, সি মহোদয়ের অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে এই সম্মিলন সকল বিষয়ে সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে। মাননীয় মন্ত্রী নবাব স্যর মহম্মদ ইউসুফ্ কে, টি, মহোদয় এই সভা উদ্বোধন করেন এবং স্থানীয় বিচারপতি শ্রীযুক্ত উমাশঙ্কর বাজপেয়ী এম-এ, এল্, এল, বি, সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করেন। সম্মিলনের অধিবেশনের পূর্ব্বে ২৪শে হইতে ২৬শে অক্টোবর পর্য্যন্ত ছাত্রছাত্রীগণের সঙ্গীত প্রতিযোগিতা এবং এমেচার সঙ্গীতজ্ঞগণের গীতবাদ্য হয়। ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ হইতে বহুসংখ্যক ছাত্র-ছাত্রী যোগদান করিয়াছিলেন। ইহা অতি আনন্দের বিষয় যে বাঙ্গলা হইতে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সংখ্যক ছাত্রছাত্রী ও গায়ক-বাদক যোগদান করিয়াছিলেন। বাঙ্গলার উচ্চসঙ্গীতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রতিনিধি সঙ্গীতনায়ক শ্রীযুক্ত গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহার সুমধুর কণ্ঠে আলাপ ও ধ্রুপদ গাহিয়া সভাস্থ সকলকে বিমোহিত করেন। সুপ্রসিদ্ধ গায়ক শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় অতি উচ্চাঙ্গের সুললিত খেয়াল গান গাহিয়া যথেষ্ট সুখ্যাতি অর্জ্জন:করিয়াছেন এবং কনফারেন্স হইতে স্বুবর্ণ পদক দ্বারা সম্মানিত হইয়াছেন। শ্রীযুক্ত গিরিজাশঙ্কর চক্রবর্ত্তীর খেয়াল ও ঠুম্‌রী, ভীষ্মদেব চট্টোপাধ্যায়ের খেয়াল, প্রসিদ্ধ তবলা বাদক শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রকুমার গাঙ্গুলীর তবলা, শ্রীযুক্ত অনাথনাথ বোসের দু'রকম কণ্ঠে ঠুম্‌রী গান শুনিয়া সকলেই ভুয়সি প্রশংসা করেন; ইহারাও কনফারেন্স হইতে সুবর্ণপদক প্রাপ্ত হইয়াছেন। এমেচার সঙ্গীতজ্ঞগণের মধ্যে শ্রীযুক্ত প্রতাপনারায়ণ মিত্রের মৃদঙ্গ, কুমারী অমলা নন্দীর নৃত্য, হরিপদ চট্টোপাধ্যায়ের বেহালা এবং কুমার শচীন দেব বর্ম্মন, কুমারী বীণাপাণি মুখোপাধ্যায়, গীতা দাস, আরতি দাস, সুষমা দে প্রভৃতির গান, রায় কেশবচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বাহাদুরের তবলা শুনিয়া সকলেই সন্তুষ্ট হন। ইহাদের মধ্যে অনেকেই সুবর্ণ ও রৌপ্য পদক পাইয়াছেন।

ভারতের অন্যান্য প্রদেশ হইতে যে সকল স্বনামধন্য গায়কবাদক যোগদান করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে ফৈয়জ খাঁ, মজঃফর খাঁ, হাফেজ আলি খাঁ, আলাউদ্দিন, ইনায়ত খাঁ, শ্রীকৃষ্ণরতন জনকর, নারায়ণ রাও ব্যাস, ডি, এন, পরিবর্দ্ধন; ডি, সি, বেদী; চন্দন চৌবে, আবিদ হোসেন (তবলা), মোহনলাল ও শম্ভুপ্রসাদ (নৃত্যকার) মিস্ আশা ওঝা (নৃত্য); নধু খাঁ (তবলা), পর্ব্বত সিং (মৃদঙ্গ), কৃষ্ণরাও পণ্ডিত, আব্দুল আজিজ খাঁ (বিচিত্র বীণা), মিস্ শান্তা, অমলাদী প্রভৃতির সঙ্গীতালাপে সকলেই মোহিত হন।

নিম্নলিখিত প্রতিযোগিগণ অনার্স পাইয়াছেন—

১।	শ্রীমতী সান্ত্বনা ভট্টাচার্য্য	নৃত্য
২।	„ রেণুকা সাহা	সেতার
৩।	„ শোভা ভট্টাচার্য্য	নৃত্য
৪।	„ শোভা কুণ্ডু	সেতার
৫।	„ সুধা মথুর	তবলা
৬।	„ বিভাসকুমারী দেববর্ম্মন	কণ্ঠসঙ্গীত
৭।	„ বিন্দুবাসিনী রায়	হারমোনিয়ম
৮।	শ্রীযুক্ত দেবীপ্রসন্ন ঘোষ	তবলা
৯।	„ সন্তোষকুমার বিশ্বাস	তবলা
১০।	„ এন, আর, ভট্টাচার্য্য	হারমোনিয়ম

৩০শে অক্টোবর সন্ধ্যায় প্রতিযোগিতায় কৃতী ছাত্রছাত্রীগণকে এলাহাবাদ বিভাগের কমিশনার মিঃ জি, পি, হারপার পুরস্কার বিতরণ করেন। ঐ দিন রাত্রের আসরের পর সভা ভঙ্গ হয়।

স্বস্তি বাচন *

---অধ্যাপক শ্রীমোহিতলাল মজুমদার

এই নগরীর অঙ্গনে আজ যার মন্দির গড়ি
গৃহ প্রবেশের পুণ্য লগনে স্বস্তিবাচন করি
সেই দেবতার চরণের রেণু হেথাকার ঘরে ঘরে
একদা ভারত সোনার কলসে রেখেছিল থরে থরে।

সেই লক্ষ্মীর প্রসাদ-পুণ্যে নামে তার একদিন
পণ্যজীবীর রোমাঞ্চ হ'ত---রোম হ'তে মহাচীন।
দেশে বিদেশের রাজশ্রেষ্ঠিরা বন্দরে বন্দরে
হাওয়ায় বোনা সে বসন কিনিত মণিমুক্তার দরে॥

কাপাসের আঁশে রচিত যাহারা জ্যোৎস্না মিহিন বাস
চিকণ সূতায় বাঁধিয়া রাখিত লক্ষ্মীরে বারোমাস
জগতের যত কুবের পুরী বৈভব বাখানিতে
আজও তার নাম শুনিবারে পাই আখ্যানে সঙ্গীতে।

আছিল যেথায় বঙ্গের সেই লক্ষ্মীর নিকেতন
সেই পুরাতন বাস্তব পরে করিয়াছি পত্তন
নূতন যুগের নূতন মন্ত্রে নব দেউলের ভিৎ
লক্ষ্মীর বরে আবার আমরা হইব মৃত্যুঞ্জিৎ।
এই পণ করি খুলিব আমরা আজি এ নগরী তলে
সেই দেবতার মন্দির দ্বার---নব সেবকের দলে।

আজ চাই মোরা উদ্যোগী বীর পুরুষসিংহ সাথী
ভরসা ও আশা বিশ্বাস চাই---বিশাল বুকের ছাতি।
লক্ষ্মীর বরপুত্রের আজ ধরেছে কাঙালপনা
আঙিনার 'পরে মুছে গেছে আজ কমলার আলপনা

তবু ভয় নাই থাকে যদি বুদ্ধি ও পৌরুষ
আপনার পরে নির্ভর আর শ্রদ্ধা সে অকলুষ
বৃথা তর্কের গালগল্পের পরিচর্চার পেশা
ঘুচাইতে হবে দূর করি যত সভা-সমিতির নেশা।

কষ্টই হোক এক সে ধর্ম্ম স্বপনে ও জাগরণে
সকল শক্তি জীয়াইয়া রাখ অন্নের আহরণে।
অন্ন ব্রহ্ম তারি সাধনায় সিদ্ধি লভিতে হবে
জীবনে শুচিতা শ্রী ও স্বাধীনতা সকলই যে লাভ হবে।
সেই মন্ত্রের সাধনার লাগি ক্ষুদ্র এ আয়তন
তাহারি দুয়ার খুলিতেছি মোরা শুচি করি প্রাণমন
যেথা যত আছ দেশলক্ষ্মীর সত্য সেবাব্রতী
কল্যাণ করি শক্তির পূজা করিবারে আছে মতি
এস তারা সব হাতে হাত বাঁধি হৃদয়ে হৃদয় দাও
প্রসন্ন মনে আজি এ ভবনে চারিভিতে সবে চাও
তোমাদের কাছে সবিনয়ে যাচে এ নব প্রতিষ্ঠান
আর কিছু নয় প্রীতি এক কণা সেই তার বহু মান।

সেইটুকু তার পাথেয় যদি না ফুরাইয়া যায় পথে
সকল বিঘ্ন দলিয়া চলিবে ছুটিবে না কোন মতে
নব জাগ্রতগণ দেবতার আশিস বহিয়া শিরে
যুগান্তরের নূতন মন্ত্রে উচ্চারি গম্ভীরে
লক্ষ্মীর এই প্রাচীন ভিটায় স্থাপিত নূতন ঘট
বল জয় জয় ঘুচে যেন সব সংশয় সঙ্কট।

* হিন্দুস্থান কো-অপারেটিভ ইনসিওরেন্স সোসাইটির ঢাকা শাখা কার্য্যালয়ের নূতন গৃহপ্রবেশ উপলক্ষে পঠিত।

—সাউণ্ড বক্স

SENOLA RECORDS

November—1935.

নভেম্বর মাসে অন্যতম বাঙ্গালী রেকর্ড প্রতিষ্ঠান "সেনোলা মিউজিক্যাল প্রডাক্টস্" ৫খানি রেকর্ড প্রকাশ করিয়াছেন। ৪খানি কণ্ঠ-সঙ্গীতের ও একখানি যন্ত্র-সঙ্গীতের। রেকর্ডের সমালোচনা নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

*

Q. S. 24. শ্রীযুক্ত সন্তোষ সেন গুপ্ত বি-এ, একখানি কীর্ত্তন ও অপরখানি বাউল গান এই রেকর্ডে গাহিয়াছেন। "শ্রীমতী চলিছে অভিসারে" কীর্ত্তন গানটি সুগীত হইয়াছে। বাউল গান "চাঁদ যখনি মুখ লুকাবে" মধুরতর হইয়াছে। গায়কের সুরেলা কণ্ঠে স্বাভাবিক মিষ্টতা আছে।

*

Q. S. 25. প্রোফেসর বিজয়লাল মুখোপাধ্যায় দুইখানি শ্যামা-সঙ্গীত রেকর্ড করিয়াছেন। বিজয়বাবু এক কালে রেকর্ড জগতে জনপ্রিয় ছিলেন। 'হিজ মাষ্টাস ভয়েস' রেকর্ডে বহুদিন ধরিয়া ইঁহার বহু গান প্রকাশিত হইয়াছিল। "মা যার আনন্দময়ী" ও "মা আছেন আর আমি আছি" গান দুইখানি শুনিলাম। প্রথম গানটি এইচ-এম-ভি রেকর্ডে বহু কাল পূর্ব্বে প্রকাশিত হইয়াছিল। পূর্ব্বের সে কণ্ঠ-মাধুর্য্য না থাকিলেও 'পুরাতন চাল ভাতে বাড়ে" বলিয়া পুরাতন গায়কের গান আনন্দ পরিবেশনে সমর্থ হইয়াছে।

*

Q. S. 26. কুমারী উমা চন্দ "জনম গেল বঁধু তব পথ চাহিয়া" ও "তোমারি পথে আলপনা দেয় আমারি চোখের জল" গান দুটি এই রেকর্ডে গাহিয়াছেন। প্রথম গানটি মীরার ভজন হইতে লওয়া হইয়াছে। গানের সুর-যোজনা নিন্দনীয় হয় নাই এবং গায়িকা গান দুটি মন্দ গাহেন নাই।

*

Q. S. 27. শ্রীযুক্ত সুধীর সরকার ও শ্রীমতী সরযূবালা দ্বৈত সঙ্গীত রেকর্ড করিয়াছেন। "ওগো পথিক তুমি পথ ভুলেছ" গানটির মোটামুটি ভাব এই যে, ঝড়ের মাঝে পথিক পথ হারাইয়াছে। প্রথমে ঝড়ের শব্দ, তারপর গীত আরম্ভ হইয়াছে। দ্বিতীয় গান "মধুর মিলন আজি" ঝড়ের পর

নাট-মণ্ডপ

"শ্রী"র উদ্বোধন

ডিসেম্বরের প্রথম সপ্তাহে এক্সজিবিটর্স সিণ্ডিকেট লিমিটেড পরিচালিত "শ্রী"র উদ্বোধন হইবে। গৃহ নির্ম্মাণের ভার দেওয়া হইয়াছে ম্যাকিণ্টশ বার্ণের উপর। আমরা বিশ্বস্ত সূত্রে অবগত হইলাম যে কালী ফিল্মের নবতম চিত্র "প্রফুল্ল" দিয়া ইহার উদ্বোধন হইবে। ছবিখানিকে সাফল্য মণ্ডিত করিতে শ্রীপ্রিয়নাথ গাঙ্গুলী চেষ্টার ক্রটি করেন নাই। কারণ অভিনেতৃ সমাবেশের দিকে লক্ষ্য করিলে দেখা যায় যে এত গুলি তারকা অভিনেতৃ খুব কমই ছবিতে সমবেত হইয়াছে। শ্রীঅহীন্দ্র চৌধুরী, তিনকড়ি চক্রবর্ত্তী, শৈলেন চৌধুরী, জহর গাঙ্গুলী, যোগেশ চৌধুরী, প্রভা, রাণীবালা, হরিসুন্দরী, নগেন্দ্রবালা প্রভৃতি এই চিত্রে অভিনয় করিয়াছেন।

উত্তরা

"বিদ্যাসুন্দর" ও "মণিকাঞ্চন" (২য় পর্ব্ব) এই শনিবার হইতে চতুর্থ সপ্তাহে পদার্পণ করিবে। টিকিট ঘরের নিকট ভিড় দেখিয়া মনে হয় যে ছবিখানি এখন আরও কয়েক সপ্তাহ বেশ ভাল ভাবেই চলিবে।

পথিক প্রিয়তমার সহিত মিলিয়াছে। নূতনত্ব করিবার চেষ্টা কাঁচা শিল্পীদের হাতে তেমন সাফল্যমণ্ডিত হয় নাই।

*

Q. S. 28. কুমার গোপেন্দ্রনারায়ণ এই রেকর্ডে ত্রিপুরা ফ্লুট বাজাইয়াছেন। ত্রিপুরা ফ্লুটের আওয়াজ বড় মিষ্ট। বাঁশীর সহিত সেতারের সঙ্গত মনোরম হইয়াছে। নূতনত্বের দিক দিয়া রেকর্ডখানি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবে।

রাঁতেন এণ্ড কোং

তাঁহাদের প্রথম ছবি ৺রসরাজ অমৃতলালের "তরুবালা" প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে। শীঘ্রই সম্পাদনাগারে যাইবে। শ্রীঅহীন্দ্র চৌধুরী, মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য, জহর গাঙ্গুলী, শৈলেন চৌধুরী, কৃষ্ণধন মুখোপাধ্যায়, আশু বসু (এ), কার্ত্তিক রায়, প্রভা, জ্যোৎস্না গুপ্তা, নগেন্দ্রবালা, হরিসুন্দরী (ব্লাকি), বীণা (রাজনটী), পারুলবালা, সুবাসিনী কমলা (ঝরিয়া) প্রভৃতি অভিনয় করিয়াছেন। তরুণ পরিচালক শ্রীসুশীল মজুমদার ছবিখানিকে সাফল্য মণ্ডিত করিতে চেষ্টার ক্রটি করিতেছেন না। পাইওনীয়ার ষ্টুডিওতে "তরুবালা"র শুটিং হইতেছে।

রূপমহল

ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট হইতে অপার চিৎপুর রোডে "রূপমহল" স্থানান্তরিত হইয়াছে। এখানে শচীন্দ্রনাথ সেন গুপ্তের "আবুল হাসানে"র মহলা চলিতেছে। সুপ্রসিদ্ধ নট শ্রীদুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এখানে স্থায়ীভাবে যোগদান করিয়াছেন। "আবুল হাসানের" গান রচনা ও নৃত্য পরিচালনা করিয়াছেন শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রকুমার রায়।

রূপবাণী

"দি টেন্ কম্যাণ্ডমেণ্টস্" "দি কিং অব কিংস্," "দি সাইন অব দি ক্রস," "ক্লিওপেট্রো" প্রভৃতি বিরাট চিত্রের পরিচালক সিসিল বি ডি-মিলের নবতম চিত্র "দি ক্রুসেড্স" ২৩শে নভেম্বর শনিবার হইতে রূপবাণীতে দেখানো হইবে। লরেটা ইয়ং, হেনরী উইল কক্সন, আয়ান কিথ প্রমুখ দশ হাজার শিল্পী এই চিত্রে অভিনয় করিয়াছেন।

শ্রীজিতেন্দ্রনাথ ঘোষ (মেগাফোনের স্বত্বাধিকারী)

মেগাফোন কোম্পানীর বয়স ২৫ বৎসর পূর্ণ হওয়ায় মেগাফোনের কর্ম্মী ও শিল্পিবৃন্দ কর্ত্তৃক অদ্য রূপমহল রঙ্গমঞ্চে গ্রামোফোন কোং লিঃর ভারতীয় কর্ম্মসচিব শ্রীযুক্ত জর্জ্জ কুপারের পৌরহিত্যে রজত জুবিলি উৎসব হইবে ও ইঁহার স্বত্বাধিকারী শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ ঘোষকে অভিনন্দন দেওয়া হইবে।

সম্পাদক—
শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায় শ্রীগিরিজা কুমার বসু
১২৩।১, আপার সার্কুলার রোড, দীপালী প্রেসে মুদ্রিত ও দীপালী কার্য্যালয় হইতে দীপালীর স্বত্বাধিকারী—
শ্রীযতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

সুপ্রসিদ্ধ সাপ্তাহিক
'দীপালী' পত্রিকার পক্ষ হইতে
শ্রীযুক্ত
বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়
মহাশয়ের অভিমত—

Phone: B. B. 3253. Estd. 1929.

DIPALI

THE ILLUSTRATED INDIAN FILM & ART WEEKLY

123-1, Upper Circular Road, Calcutta.

Ref ________

ANNUAL SUBSCRIPTION
Inland Rs. 4. Foreign Rs. 6.
Post Paid
SINGLE COPY 1 ANNA

Dated, ________

শ্রীযুক্ত ললিতমোহন গুপ্ত,
ভারত ফটোটাইপ ষ্টুডিও
স্বত্বাধিকারী মহাশয় সমীপেষু—

প্রিয়বরেষু

ভারত ফটোটাইপের তৈরি ব্লক ভাল হয়, কিন্তু, সস্তায় তৈরী হয় না। আপনার ব্লক ও ছাপা মূল ছবিকে এক অভিনব সৌন্দর্য্য ও মাধুর্য্য দান করে, যাহা আমি অন্য কাহারও কাছে ইতি-পূর্ব্বে কখনও পাই নাই। আপনার অন্তরের মাধুর্য্যের মত আপনার কাজও হয় অনবদ্য সুন্দর।

আমার আন্তরিক সশ্রদ্ধ অভিবাদন গ্রহণ করুন। ইতি-

ভবদীয়-
গুণমুগ্ধ-

১৩৩৪/২৭ আশ্বিন শ্রী বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়

"আলোক-চিত্রাঙ্কন বিশারদ"
"পরিকল্পনাকুশলী"
"উপহারপত্রশিল্পী"

ভারত ফটোটাইপ ষ্টুডিও

৭২।১, কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা

Telephone—B. B. 3062 Telegram—Mezzotint, Cal.

দীপালী

DIPALI

বাংলার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সাপ্তাহিক

"On Wings of Song" চিত্রে লিও ক্যারিলো, গ্রেস মুর ও রবার্ট এ্যালেন

দীপালী
DIPALI

দীপালী কার্য্যালয়—১২৩।১ আপার সার্কুলার রোড
কলিকাতা ফোন বড়বাজার—৩২৫৩

শাখা কার্য্যালয়—১৩১২-এন্. রিজ্‌উড্ প্লেস্, হলিউড
কালিফোর্নিয়া, আমেরিকা।

৭ম বর্ষ | ১২ই অগ্রহায়ণ, বৃহস্পতিবার, ১৩৪২
২৮শে নভেম্বর, ১৯৩৫ | ৪৫শ সংখ্যা

কলাকেলি

Dr. William W. Sangerএর "History of Prostitution" পড়ছিলুম। পৃথিবীর অধিকাংশ দেশেরই কতকগুলি গুপ্ত কিংবা স্বল্প-পরিচিত সত্য নিয়ে এই বৃহৎ গ্রন্থে আলোচনা করা হয়েছে। সেই সঙ্গে মানুষের পশু-বৃত্তির অনেক ঐতিহাসিক তথ্যের পরিচয়ও এর মধ্যে পাওয়া যায়। Sanger সাহেব যদি সেইটুকু দেখেই ক্ষান্ত হ'তেন, তাহ'লে আমাদের বলবার কিছু ছিল না। কিন্তু প্রাচ্য জাতিদের সম্বন্ধে আলোচনা করতে ব'সে তিনি হঠাৎ অকারণে একটি অদ্ভুত মত জাহির ক'রে ফেলেছেন।

*

তাঁর মতে "Barbarous Nation" বা অসভ্য জাতি বলতে [illegible] ও জাভা প্রভৃতি দেশের সমস্ত বাসিন্দাদেরই বুঝায়। প্রাচ্যের অন্যান্য জাতির প্রতি তিনি কিঞ্চিৎ অনুগ্রহ প্রকাশ করেছেন বটে, কিন্তু তাঁর কাছে তারাও "semi-civilized" বা অর্দ্ধ-সভ্য ছাড়া আর কিছুই নয়! Sangerএর তালিকায় যে-কয়েকটি অর্দ্ধ-সভ্য দেশের নাম পাওয়া যায়, তার মধ্যে পারস্য, আফগানিস্থান, কাশ্মীর, ভারতবর্ষ, সিংহল, চীন, জাপান, তুরস্ক ও উত্তর-আফ্রিকা প্রভৃতিকেও দেখতে পাই! কেবল তাই নয়, ভারতীয়, চীনা ও জাপানীদের সঙ্গে তিনি এস্কুইমোদেরও একাসনে বসাতে একটুও লজ্জিত হন নি! অবশ্য যে জাতি "Mother India" প্রসব করেছে, তার কাছ থেকে এর চেয়ে বেশী উদারতা স্বপ্নেও আশা করা যায় না। কিন্তু Sangerএর আয়নায় তাঁর স্বজাতীয় 'পূর্ণ-সভ্য' শ্বেতাঙ্গদের যে-চেহারা ধরা পড়েছে, তৎলিখিত ইতিহাস থেকেই আমরা তার কয়েকটি নমুনা উদ্ধার ক'রে দিলুম।

*

Sangerএর মতে, রাজা Ethelredএর সময়ে, ইংলণ্ডে যে-সব নারী দৈবক্রমে পতিতা হবার সুযোগ পায় নি, সতী ছিল কেবল তারাই! বিলাতের লোকরা তখন কেবল গণিকা-বৃত্তি সহ্যই করত না, পরন্তু নারীদের গণিকা হবার জন্যে উৎসাহিত করত! বড় বড়

আমীর-ওমরাওদের তরুণীর উপরে পাশবিক অত্যাচার করলে দোষীদের জরিমানা হ'ত মাত্র ছয় পাউণ্ড! সাধারণ ভদ্রমহিলাদের সতীত্বের মূল্য ছিল চার-পাঁচ টাকা মাত্র! তৃতীয় হেন্‌রির রাজত্ব-কালেও বিলাতী জমিদারদের দাবি ও শক্তি ছিল অসীম। কোন প্রজার ঘরে একাধিক যুবতী কন্যা থাকলে তাকে নির্দ্দিষ্ট কালের জন্যে জমিদারের শয্যায় শুয়ে রাত কাটাতে হ'ত! তখন একদল সশস্ত্র সঙ্গী না নিয়ে রাজপথে বেরুলে সভ্য ইংরেজ পুরুষের কবল থেকে কোন মহিলাই নিস্তার পেতেন না। রাজা অষ্টম হেনরি সম্বন্ধে Sanger বলছেন: "আনী বোলিনের মা ছিলেন অষ্টম হেনরির উপপত্নী। কিন্তু রাজা হেনরি যখন আনি বোলিনের প্রেমে প'ড়ে তাকে বিবাহ করতে চাইলেন, আনীর মা তাঁকে জানালেন যে, 'আনীর জন্ম তাঁর নিজেরই ঔরসে!' কিন্তু রাজা সে তুচ্ছ বাধা মানলেন না। তাঁর সংসর্গে আনী বোলিনেরও গর্ভ হ'ল। তখন তিনি তাড়াতাড়ি আনীকে লুকিয়ে বিয়ে ক'রে ফেললেন!" এই আনী বোলিনই যে পরে ইংলণ্ডের রাণী হয়েছিলেন, এ-কথা সকলেই জানেন। এঁরই গর্ভজাতা কন্যা হচ্ছেন রাণী এলিজাবেথ! Sanger-এর কথা সত্য হ'লে বলতে হবে যে, এলিজাবেথ হচ্ছেন হেনরীর কন্যা ও নাতনী দুই-ই! লর্ড চেষ্টারফিল্ডের নাম ইংলণ্ডের ইতিহাসে ও সাহিত্যে সমান বিখ্যাত—তিনি হচ্ছেন অষ্টাদশ শতাব্দীর 'সভ্য' ইংরেজ! কিন্তু নিজের পুত্রকে তিনি যে-উপদেশ দিতেন, তার দ্বারাই বিলাতী সভ্যতার চূড়ান্ত পরিচয় পাওয়া যায়। এই উপদেশ হচ্ছে এই: "তোমার প্রধান পাঠ্য হোক্ পৃথিবীর মহাগ্রন্থ—দিনে পুরুষদের ও রাতে নারীদের উল্টে দেখো—অবশ্য সর্ব্বোৎকৃষ্ট সংস্করণের!" রোমের ইংলণ্ড-বিজয়ের সময়ে বিলাতী বিবাহের আসরের আমোদ-আহ্লাদে বধূ যোগ দিত সম্পূর্ণ নগ্ন দেহেই।

*

কোন যুগের, কোন রাজা বা উচ্চপদস্থ আমীর-ওমরাওরা যদি চরিত্র-হীনতার প্রকাশ্য দৃষ্টান্ত দেখাতে সাহসী হন, তাহ'লে সেই যুগের ও সেই দেশের সাধারণ ব্যক্তিদের নৈতিক জীবনের অবনতির একটা প্রমাণ পাওয়া যায়। ইংলণ্ডের কথা বলা হ'ল, এখন ফ্রান্সের কথাও শুনুন। মধ্যযুগের ফ্রান্সে বিবাহের সময়ে অক্ষত কুমারীর সংখ্যা ছিল অত্যন্ত অল্প। তখন যে-সব ভদ্রলোক দেশের রাজা, রাজকুমার, আমীর-ওমরাও বা রাজসভার অন্যান্য সম্রান্ত লোকের কাছে আপন আপন সহধর্ম্মিণীর দেহ বিক্রী করতে রাজি হ'তেন না, তাঁদের সমাজচ্যুত জীবন যাপন করতে হ'ত। রাজা নবম চার্লসের শয্যাসঙ্গিনী ছিলেন তাঁর সহোদরা মার্গারেট। ত্রয়োদশ শতাব্দীর ফ্রান্সে ভদ্র ও সম্রান্ত ঘরের স্ত্রী-পুরুষরা আপন আপন পাগড়ীর উপর প্রকাশ্য ভাবে অলঙ্কার রূপে ধাতুনির্ম্মিত লিঙ্গ ব্যবহার করতেও লজ্জিত হতেন না। তৃতীয় হেনরির রাজত্ব-কালে ফ্রান্সে প্রকাশ্য রঙ্গমঞ্চের উপর যে-সব কথোপকথন ও দৃশ্য দেখানো হ'ত, "অর্দ্ধ-সভ্য" ভারতে পৌরাণিক যুগেও কেউ তা কল্পনায় আনতে পারত না। দর্শকদের চোখের সামনেই স্বামী ও স্ত্রী অত্যন্ত অভদ্র ভাবে শয্যায় গিয়ে শয়ন করতেন। রঙ্গমঞ্চের উপরেই নারীর প্রসব-যন্ত্রণা দেখানো হ'ত এবং তার চেয়েও বেশী অশ্লীলতা। তখন প্রেক্ষাগারের দর্শকরা সহ্য করতেন অম্লানবদনে। ফ্রান্সের রাজমাতা ক্যাথারাইন ডি মেডিচির হাতে যখন রাজ্যপরিচালনার ভার ছিল, তখন তিনি তাঁর পুত্রের (অর্থাৎ ফ্রান্সের রাজার) মনোরঞ্জনের জন্যে রাজসভায় যে-সব যুবতী পরিচারিকা রাখতেন, তারা সম্পূর্ণ উলঙ্গ অবস্থায় থাকত! ফ্রান্সেরও অনেক জমিদারিতে বাঁধা ব্যবস্থা ছিল যে, প্রজার কন্যা বিবাহের পরে প্রথম রাত্রে জমিদারের শয্যাসঙ্গিনী হবে। ডিউক অফ অর্লিয়েন্স যখন ফ্রান্সের regent বা প্রতিনিধিনৃপ (১৬৭৪—১৭২৩), তখন তাঁর রাজবাড়ীর প্রমোদ-সভায় ফ্রান্সের যত গণিকা, কুচরিত্রা স্ত্রীলোক ও পশু-প্রকৃতির পুরুষরা এসে যোগ দিত। সেখানে সুরার স্রোতের সঙ্গে যে অশ্লীল কথার স্রোত বইত, বাইরের যে কোন লোক তার মধ্যে এসে পড়লে পালিয়ে যাবার জন্যে হাঁপিয়ে উঠত। এই আসরে ব'সে ডিউকের কন্যাও (ডাচেস ডি বেরি) সারা রাত ধ'রে পিতার সঙ্গে ঐ-সব জঘন্য আমোদ-প্রমোদ সহ্য করতেন। ডাচেস ডি বেরি স্বামীর সঙ্গ বিষের মতন ত্যাগ ক'রে সর্ব্বদাই ব্যভিচারী পিতার পাশে পাশে অসৎ সংসর্গে কাল কাটাতেন। এই পিতা-পুত্রীর আসল সম্পর্ক সম্বন্ধে অনেক ভীষণ ও অকথ্য কথা শোনা যায়!

*

রুসিয়ার যে পিটার দি গ্রেটের নামে পাশ্চাত্য ইতিহাসে বহু জয়ধ্বনি শোনা যায়, তাঁর গুপ্তজীবন সম্বন্ধে খোঁজখবর নিলে সকলকেই স্তম্ভিত হ'তে হবে। তাঁর কথা বলবার সময় বা ঠাঁই এখানে নেই, কেবল এইটুকু বললেই যথেষ্ট হবে যে, লালসার আগুনে তিনি কেবল রাজ্যের অগুন্তি নারীকেই পুড়িয়ে মারেন নি, নিজের জীবনকেও ইন্ধন দিতে বাধ্য হয়েছিলেন। আসছে বারে এ-সম্বন্ধে একটি গল্প বলব। রুসিয়ার সম্রাজ্ঞী দ্বিতীয় ক্যাথারাইন সম্বন্ধে যে ঐতিহাসিক কাহিনী শোনা যায়, এখানে তা উল্লেখযোগ্য। ক্যাথারাইন আগে অত্যন্ত সুশীলা ও সৎচরিত্রা ছিলেন এবং রাজ্যব্যাপী দুর্নীতির ধারাকে নর্দমার মতন ঘৃণা করতেন। কিন্তু ক্যাথারাইনের স্বামী গ্রাণ্ডডিউক পিটারের কোন উত্তরাধিকারী সন্তান ছিল না। কাজেই তাঁর মন্ত্রী জোর ক'রে ক্যাথারাইনকে সল্টিকফ্ নামে একজন লোকের উপপত্নী হ'তে বাধ্য করেন—বলা বাহুল্য, গ্রাণ্ডডিউকের জ্ঞাতসারেই। ক্যাথারাইনের প্রথম সন্তান হ'ল তখন ঘনিষ্ঠ সংসর্গের ফলে তিনি সল্টিকফ্‌কে ভালোবেসে ফেলেছেন! কিন্তু রাজনীতির প্রয়োজন হৃদয়ের ধর্ম্ম মানে না। সল্টিকফ্‌কে যে-জন্যে আনা হয়েছিল সে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হওয়ার সঙ্গে-সঙ্গেই নিষ্ঠুর মন্ত্রী আবার তাকে তাড়িয়ে দিলেন। সেইদিন থেকেই ক্যাথারাইনের শিষ্ট চরিত্র একেবারে বদলে গেল। স্বামীকে হত্যা ক'রে তিনি হলেন রুসিয়ার একমাত্র কর্ত্রী এবং তারপর থেকে তাঁর যে নৈতিক অবনতি হয় তার তুলনা মেলাও অসম্ভব। তাঁর পরে তাঁর সল্টিকফের ঔরসজাত অবৈধ পুত্রকে সগৌরবে সিংহাসনে বসাতেও রুসিয়ার লোক আপত্তি করে নি। ইতিহাসে তিনি সম্রাট পল (১৭৫৪—১৮০১) নামে বিখ্যাত।

... ... ইতিহাসে রোম্যান ক্যাথলিকদের ধর্ম্মগুরু পোপদের যে ছবি আঁকা আছে, তা দেখলে "পূর্ণ-সভ্য" য়ুরোপীয়দের দূর থেকেই নমস্কার করতে হয়। পোপরা নাকি চিরকুমার! কিন্তু অধিকাংশ পোপের রাজবাড়ীই তুর্কী সুলতানদের হারেমকেও লজ্জা দিতে পারত। অমন যে নামজাদা পোপ দ্বিতীয় জুলিয়াস, ভক্তরা তাঁর পদপ্রক্ষালন করতে চাইলেও তিনি পা নগ্ন করতেন না, কারণ তাঁর পা দুটি ছিল উপদংশ-রোগে কলঙ্কিত! ইতালীর কাউণ্ট শেঞ্চির ভীষণ কাহিনী তো পৃথিবীতে প্রসিদ্ধ! কাউণ্ট তাঁর সুশীলা কন্যা বিয়াত্রিচের উপর অবৈধ অত্যাচার করেন। মানুষ-ধর্ম্মের এই চরম অপমান সহ্য করতে না পেরে বিয়াত্রিচে অপর এক ব্যক্তির সাহায্যে তাঁর পশু-পিতাকে হত্যা করেন। বিচারে বিয়াত্রিচের প্রাণদণ্ড হয়। পোপ এই অন্যায় বিচারকে অনায়াসেই নাকচ্ ক'রে দিতে পারতেন, কিন্তু 'ধর্ম্মগুরু' তা করতে রাজি হলেন না! কারণ? কারণ অবশ্যই আছে এবং সে কারণ হচ্ছে এই যে: বিয়াত্রিচে মহাপাপিষ্ঠা। কেননা, তার পিতার কাছ থেকে পোপের রাজস্ব-বিভাগ অনেক টাকা লাভ করত। কিন্তু সেই পিতার হত্যাকার্য্যে সাহায্য ক'রে সে পোপকে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে!

*

কিন্তু আর না,—"অর্দ্ধ-সভ্য" আমরা, প্রতীচ্যের "পূর্ণ-সভ্যতা"র আরো-বেশী দৃষ্টান্ত হয়তো আমরা সহ্য করতে পারব না—হয়তো এরি-মধ্যে পাঠকদের অনেকের দম বন্ধ হয়ে আসছে। নরক-যন্ত্রণা দিচ্ছি ব'লে হয়তো অনেকে আমাদের উপরে খড়্গহস্ত হয়ে উঠেছেন, কাজেই অধিকাংশ দৃশ্য না দেখিয়ে এইখানেই যবনিকা ফেলতে বাধ্য হলুম।

*

সেদিন কোন বন্ধুর আমন্ত্রণে কুমারটুলির প্রসিদ্ধ ভাস্কর শ্রীযুক্ত জি, পালের শিল্পশালা দেখতে গিয়েছিলুম। শিল্পশালার মধ্যে পদার্পণ ক'রেই দেখলুম, আমাদের ডানদিকে একটি পুরুষ ও একটি মহিলা ব'সে আছেন। খানিকক্ষণ পরেও তাঁদের নড়্তে-চড়্তে না দেখে ভালো ক'রে লক্ষ্য করতেই সারা মন বিস্ময়ে পরিপূর্ণ হয়ে উঠল! কারণ তখন বুঝতে পারলুম যে, ও দুটি হচ্ছে শিল্পীর হাতে গড়া প্রতিমূর্ত্তি মাত্র! এমন জীবন্ত মূর্ত্তি আমি খুব কম দেখেছি! শিল্পীর সৃষ্টিকে ধন্যবাদ দিতে দিতে শিল্পশালার আরো-ভিতরে ঢুকলুম—সেখানেও বিখ্যাত ও অবিখ্যাত অসংখ্য মূর্ত্তির 'জনতা' এবং তার মধ্যে ছোট-বড় কাল্পনিক মূর্ত্তির সংখ্যাও বড় কম নয়। চিত্ত একেবারে অভিভূত হয়ে যায়। মনে হয়, শিল্পীর ধ্যানের জগতের পর্দ্দা স'রে গেছে এবং স্তব্ধ জগতের বাসিন্দারা যেন নির্নিমেষনেত্রে আমাদের চঞ্চলতার দিকে তাকিয়ে আছে নিষ্কম্প দীপশিখার মত। এখানে পৃথিবীর অতীত ও বর্ত্তমান বাস করে একসঙ্গে। আজ যাঁরা চিরবিদায় নিয়েছেন এবং আজও যাঁদের জীবনের সঙ্গে মিতালি যায়নি, তাঁরা পরস্পরের সঙ্গসুখ উপভোগ করছেন এবং পরে অনাগত যুগের মানুষও এই অপূর্ব্ব সভার এক পাশে এসে আসন গ্রহণ করতে পারে! অনেক মূর্ত্তি এখনো সম্পূর্ণ আকার না পেয়ে অমানুষিক ভাবে আচ্ছন্ন হয়ে, শিল্পীর যাদু-মাখা হাতের স্পর্শে যৌন ও নিশ্চল জীবনলাভের জন্যে অপেক্ষা করছে!

*

শিল্পী আছেন দু-রকম,—কেউ কাল্পনিকতার ভক্ত, কেউ বাস্তবিকতার অনুগামী। শ্রীযুক্ত জি পাল হচ্ছেন শেষোক্ত শ্রেণীর শিল্পী! মানুষের চর্ম্মচক্ষু যা দেখে, তিনি অবিকলভাবে তা ফুটিয়ে তুলতে পারেন। জীবনের অনুকরণে যে বিচিত্র শক্তি তিনি অর্জ্জন করেছেন, সত্যই তা অতুলনীয়। এবং যেখানে আমি মৃত বা জীবিত আত্মীয়স্বজন বা বন্ধুবান্ধবের প্রিয় মূর্ত্তি দেখতে চাই, 'ইম্প্রেসনিজ্‌ম্,' 'ফিউচারিজ্‌ম্' বা কিউবিজ্‌ম্' প্রভৃতি আধুনিক 'ইজ্‌মে'র অত্যাচার আমার সহ্য হয় না কিছুতেই! এমন-কি তখন রোদাঁর গড়া বালজাকের ধ্যান-লব্ধ মূর্ত্তিও আমাকে পূর্ণ-পরিতৃপ্তি দিতে পারে না। মানুষের মন হচ্ছে বিচিত্র। সময়-বিশেষে কল্পলোকবাসী শিল্পীর রূপকথাও তার ভালো লাগে না, পৃথিবীর নিরেট্ মাটিতে ব'সে সে তখন শিল্পীর হাতের এমন সব কাজই দেখতে চায়, যার ভিতরে পাওয়া যায় আসল রক্ত-মাংসের ছন্দ এবং যার ভিতরে বিশেষ কোন শিল্পীর ব্যক্তিগত 'ষ্টাইল' বা ভঙ্গির বাহাদুরিই সর্ব্বপ্রধান হয়ে ওঠে না। যে-প্রিয়জনের নশ্বর দেহ চিরদিনের জন্যে বিশ্বের রহস্যের মধ্যে হারিয়ে গেছে, তাঁর অবিকল প্রতিমূর্ত্তিকে বুকের কাছে পেয়ে আমরা তখন ব্যক্তিগত আর্টের যৌন আস্ফালন ভুলে যাই একেবারে। শ্রীযুক্ত জি পালের দৌলতে সেদিন আমি এমনি আনন্দ লাভেরই সুযোগ পেয়েছিলুম! শ্রীযুক্ত জি পাল হচ্ছেন প্রথম শ্রেণীর নাট্যকারের মত, নিজের সৃষ্টির পিছনে তিনি আপনার ব্যক্তিত্বকে লুকিয়ে রাখতে পারেন।

*

বাংলা দেশে আজ আমরা চিত্রকর পেয়েছি কম নয়, কিন্তু এখানে ভাস্করের একান্ত অভাব অনুভব ক'রে আসছি অনেক দিন থেকে। কিন্তু এখন থেকে সানন্দে মনে করতে পারি যে, শ্রীযুক্ত জি পাল ও তাঁর সুযোগ্য ভ্রাতা শ্রীযুক্ত এম পাল প্রভৃতির শক্তি ও প্রতিভা বাঙালার এই অভাব দূর করবে। শ্রীযুক্ত জি পালের সুপটু ক্ষিপ্র হস্ত যে কি ইন্দ্রজাল জানে, সেদিন চোখের সাম্‌নে তার প্রমাণও পেলুম। এক তাল মাটি নিয়ে তিনি আমাদের সুমুখে এসে দাঁড়ালেন, মাটির পিণ্ডের উপরে বিদ্যুৎ-গতিতে করাঘাত ও অঙ্গুলীস্পর্শ করতে লাগলেন, অমনি চার পাঁচ মিনিটের মধ্যেই সেই গঠনহীন মৃত্তিকা-পিণ্ডের ভিতর থেকে আট-নয়টি পরস্পর-বিভিন্ন নানা জীবের নির্দ্দোষ আকার দেখা দিয়েই স্বপ্নের মত মিলিয়ে গেল! শিল্পীর এই সৃজনক্ষম হাতদুটিকে আমি পরম বিস্ময়ে বার বার নমস্কার করছি। "রূপবাণী"র প্রেক্ষাগৃহের জন্যে শ্রীযুক্ত জি পাল "সতীদেহবাহী শিব" ও "জটায়ু-বধ" নামে যে দুটি কাল্পনিক ভাস্কর্য্য-কার্য্যে নিযুক্ত আছেন, আমরা তারও প্রাথমিক আদর্শ দেখলুম। এই মূর্ত্তিদুটি "রূপবাণী"র শ্রী অধিকতর লোভনীয় ক'রে তুলবে বলেই মনে করি।

—শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়

সর্দ্দি কাশির চিকিৎসা

—ডাঃ কে, জি, বোস

সন্তান সন্ততিরা সুখে থাকে, স্বাস্থ্যবান হয় ইহা প্রত্যেক পিতা মাতা সর্ব্বান্তঃকরণে কামনা করেন, কিন্তু স্বাস্থ্য-সুখ ভোগ করিতে গেলে সামান্য অসুখ বিসুখ এমন কি সর্দ্দি কাশি প্রভৃতিকেও উপেক্ষা করা চলে না, কারণ এমনি তুচ্ছ একটা ব্যাধিও ঐরূপ গুরুতর রোগে পরিণত হইতে পারে যাহা পরিণামে শরীরের সূক্ষ্ম যন্ত্রপাতিকে পর্য্যন্ত বিকল করে।

সর্দ্দি কাশি ভারতবর্ষে এতই একটা সাধারণ অসুখ যে সহস্র সহস্র জনে প্রতিনিয়ত ইহাতে ভুগিলেও ইহার প্রতিষেধক কোন প্রক্রিয়া অবলম্বন করিয়া ইহার প্রভাবকে হীনবল করিতে কাহাকেও সচেষ্ট দেখা যায় না। ইহা নির্ব্বুদ্ধিতা, কারণ এই দুইটীর একটা রোগকেও যদি বৃদ্ধি পাইতে দেওয়া যায় তবে তাহার ভবিষ্যৎ ফল অত্যন্ত বিপদজনক হইয়া দাঁড়ায়, প্রারম্ভেই অযত্ন ও ঔদাসীন্য প্রদর্শনে ইহা ব্রঙ্কাইটীস, নিউমোনিয়া এমন কি ভয়ঙ্কর ক্ষয়কাশ বা যক্ষ্মায় পরিণত হইতে পারে।

প্রতিনিরোধ প্রতিকার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর পন্থা, সুতরাং সর্দ্দি বা কাশির প্রথম লক্ষণ দেখা দেওয়া মাত্রই যত প্রকার সম্ভব প্রতিষেধক উপায় অবলম্বন করা উচিৎ। বাজারে শ্বাস প্রশ্বাস ঘটিত ব্যাধি উপশমের বহু ঔষধ বিক্রীত হয় বটে, কিন্তু "সিরোলিন রচি" যে প্রতিষেধক ঔষধগুলির মধ্যে সর্ব্বোত্তম ইহা স্বীকার করিতেই হইবে। ৪০ বৎসর পূর্ব্বে সুইজারল্যাণ্ডে রচি ল্যাবরেটারীতে ইহা সর্দ্দি কাশির প্রতিষেধকরূপে প্রথম আবিষ্কৃত হয়। সেইদিন হইতে ইহা চিকিৎসা ব্যবসায়ী এবং জনসাধারণ কর্ত্তৃক যাবতীয় শ্বাস প্রশ্বাস এবং ফুসফুস ঘটিত রোগেও অব্যর্থ ঔষধরূপে প্রশংসিত হইয়া আসিতেছে। ইউরোপে "সিরোলিন" প্রত্যেক গৃহস্থের ঘরে স্থান লাভ করিয়াছে। এবং পাশ্চাত্য দেশ সমূহের বহু হাসপাতালে রোগীদিগের জন্য ইহা নিয়মিতরূপে ব্যবহৃত হইতেছে।

অদ্যাবধি বক্ষ গলা ফুসফুস ও শ্বাস-নালীর পীড়ায় যত ঔষধ বাহির হইয়াছে "সিরোলীন" তন্মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বিশ্বাস ও শ্রেষ্ঠত্ব অর্জ্জন করিয়াছে। ইউরোপে ও অন্যান্য দেশে ফুসফুস রোগে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের নির্দ্দেশানুযায়ী যে সকল রোগী এই সিরোলিন ব্যবহার করিয়াছেন ও ফল পাইয়াছেন তাঁহাদের সকৃতজ্ঞ পত্রাবলী হইতে তাহার প্রভূত প্রমাণ পাওয়া যায়।

সিরোলিন অগ্নিমান্দ্য দোষ নষ্ট করে এবং দুর্ব্বলতা নষ্ট করিয়া শরীর সুস্থ ও সবল করে। ইনফ্লুয়েঞ্জা প্রভৃতি রোগে সাধারণ স্বাস্থ্যকে যেরূপ দুর্ব্বল ও নিস্তেজ করিয়া ফেলে, "সিরোলিন" ব্যবহৃত স্বাস্থ্যকে সেরূপ কোন বৈলক্ষণ্য ঘটাইতে পারে না।

মনোরম গন্ধ ও ক্ষুধার উদ্রেককারী সিরোলিন শিশুদিগের অত্যন্ত প্রিয় সামগ্রী। জননীদের পক্ষে ইহা যেন একটা বিশেষ বর লাভ কারণ দুর্ব্বল রুগ্ন সন্তানকে কটু তিক্ত ঔষধ খাওয়াইতে কতবার যে তাঁহাদের বিরক্ত হইতে হয় তাহা তাঁহারা জানেন। কিন্তু সিরোলিন তাহারা বিনা কৈফিয়তে খাইয়া যায়।

শ্রীমতী বীণা

পাইওনিয়ারের "তরুবালা"র একটি বিশিষ্ট ভূমিকায় চিত্রাবতরণ করিয়াছেন।

মডার্ণ ইলেক্‌ট্রো ব্লক ষ্টুডিওর স্বত্বাধিকারী
শ্রীকালীপদ দাস কলিকাতা হইতে মোটরে
দেশভ্রমণে গিয়া মোটরেই প্রত্যাবর্ত্তন
করিয়াছেন। নিজে একজন ভাল আলোক-
চিত্রশিল্পী বলিয়া পথের সুন্দর দৃশ্যগুলিকে
ধরিয়া আনিতে তিনি ভুলেন নাই।

আলেখ্য

(গল্প)

—শ্রীনীহার কুণ্ডু

সিমলার সরকারী হাঁসপাতালে সে সবে বদলি হইয়া আসিয়াছে। হাঁসপাতালের Charge এখন তাহার উপর, সমস্ত কাজ সে নিয়মিত ক'রে; কোথাও কোন গলদ থাকিতে দেয় না। তাহার বেশ লাগে এই ছোট্ট হাঁসপাতালটিকে। ধব্‌ধবে, তক্‌তকে, কোথাও কোন ময়লা নাই, যেন একখানি ছবি। বেড্ বেশী নাই, তবু যে কয়জন রোগী আছে তাহাদের যত্ন সে নেয়। উপর তলায় নার্সদের কোয়াটার, পাঁচজন নার্স থাকে সেখানে। আর হাঁসপাতালের কিছু দূরে রমেশের বাংলো। ছোট্ট লাল বাংলো; সামনে একটু বাগান। তাতে কয়েকটা হাস্নুহানা আর Black prince গোলাপের চারা লাগানো আছে। বারান্দার চার কোণে চারিটা প্যারা গোলাপের টবও রক্ষিত আছে। তাহার বাংলোর গেট হইতে হাঁসপাতালের গেট পর্য্যন্ত একটা লাল সুরকীর রাস্তা বাঁকিয়া বাঁকিয়া চলিয়া গিয়াছে।

রোগী দেখা, আর Prescription করা এই রমেশের কাজ। হাঁসপাতালে কত রোগী আসে; কত যায় তাহার ইয়ত্তা নাই। কেহ ভাল হয়, কেহ মারা যায়। হাঁসপাতালের লোকদের তাহাতে কোন দুঃখ নাই। জীবন ও মৃত্যুর মাঝখানে যে সঙ্কীর্ণ পথ বিদ্যমান তাহা প্রশস্ত করাই ইহাদের উদ্দেশ্য। আর সেই জন্যই ইহারা ইহাকে তাহাদের জীবনের মূলমন্ত্র করিয়া নিজেদের এই কার্য্যে ব্যাপৃত রাখিয়াছে। তবে সফল যেমন হয়; নিষ্ফলও হয় সেইরূপ। সেখানকার বিকট দুর্গন্ধ; রোগীদের আর্ত্তনাদ; নার্স ও ডাক্তারদের ব্যস্ততা সমস্ত ছায়া ছবির মত প্রতিনিয়ত চলতে থাকে, কোথাও কোন ব্যতিক্রম দেখিতে পাওয়া যায় না।

প্রতিদিনের রুটিন্ মত আজও সন্ধ্যায় সে রোগী দেখিয়া ঘুরিতেছিল। নীচের সমস্ত Ward গুলোর কাজ সারা করিল তবু নার্সের দেখা নাই। মন বিষাইয়া উঠিতেছিল। মাত্র চারদিন হইল সে এখানে আসিয়াছে; ইহারই মধ্যে অতিরিক্ত প্রভুত্ব বিস্তার করিতে তাহার কেমন বাধ বাধ ঠেকিতেছিল। তাই নার্সের অনুপস্থিতি সত্ত্বেও সে কাজ সারিতেছিল। ইহাতে বিধাতা বোধ হয় সন্তুষ্ট হইতে পারেন নাই। সর্ব্বশেষে সে এমন একটি রোগীর সম্মুখে আসিয়া পৌঁছিল, যে সকাল এগারটায় Admission লইয়াছিল, অথচ তখনও এককোটা ওষুধ পায় নাই। যেমন Prescription সে সকালে করিয়া গিয়াছিল তাহা তেমনই ছিল। Temperature রাখা Chart খানাও রেখাহীন ভাবে বিদ্যমান ছিল।

সে আর স্থির থাকিতে পারিল না; ইতস্ততঃ চাহিয়া ডাকিল বয়।

লম্বাচৌড়া সেলাম ঠুকিয়া হিন্দুস্থানী Ward Servant আগাইয়া আসিল, হুজুর।

নার্স কাঁহা গিয়া? বোলাও।

হুজুর, মেমসা'ব তো উপর গিয়া মালুম হোতা।

মালুম তো হোতা, মগর জলদি বোলাও! অধীর ভাবে রমেশ বলে।

যো হুকুম, মহারাজ। সে গজেন্দ্র গমনে উপরের সিঁড়ি দিয়া উঠিয়া গেল।

রমেশ thermometer লইয়া temperature দেখিল Stethescope বুকে লাগাইয়া আর একবার দেখিয়া লইল. আস্তে আস্তে রোগীটিকে বিছানায় শোয়াইয়া দিল। নার্স আসিয়া ঘরে ঢুকিতে, একবার বক্রদৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিয়া রমেশ নিজের কাজ করিয়া চলিল।

নার্সটি নূতন। নাম উষা। নামের সহিত শরীরের Complextionএর একেবারে নিকট সম্বন্ধ।

দুধে আলতায় মেশানো রঙ্, ফুরফুরে দু'টি পাত্‌লা ঠোট; আর সাদা পাথরের ওপর খোদাই করা দুটি কাল কুচকুচে কাজলপরা চোখ। বয়স বেশী নয় মাত্র উনিশ বছর। কেন যে সে এই অল্পবয়সে এই কাজে যোগদান করিয়াছে তাহা একমাত্র সে ভিন্ন আর কেহ জানে না। আর জানিবারও প্রয়োজনও নাই। সে জানে যে আজন্ম দুঃখ ভোগ করিবার জন্যই তাহার জন্ম। তাই সংসারের সমস্ত পুঞ্জীভূত ব্যথার উৎস এই সদ্য ফুটন্ত মেয়েটির হৃদয়ে চির নিবাস স্থাপন করিয়াছে। সেও জানে যে সংসারে তাহার কোন অধিকার নাই সে একটা তুচ্ছ চল্লিশ টাকা মাহিনার নার্স।

উহার পরণে ছিল একখানি আসমানী রঙের শাড়ী। পায়ে একজোড়া সাধারণ স্যাণ্ডেল, আর সরু একগাছি করিয়া সোনার চুড়ি। তাহার সুডোল নগ্ন হাতের সৌন্দর্য্য শতগুণ বাড়াইয়া দিয়াছিল। সদ্য টয়লেট্ করা লাল গাল দু'টো বৈদ্যুতিক আলোর তীব্রতায় চক্ চক্ করিতেছিল। শাড়ীখানির এমন বিচিত্র ভঙ্গীতে পরা সে তাহা দেখিলে মনে হয় যে নিজেকে লোভনীয় করিয়া তুলিবার বিদ্যাটি সে ভালরূপে অধিকার করিয়াছে।

নার্সটিকে দেখিয়া রমেশের কেমন মায়া হইতে থাকে। বিশেষতঃ তাহাকে অল্পবয়স্কা ও সুন্দরী দেখিয়া. তবু সে মনকে বাঁধে, হৃদয়কে দৃঢ় করে। সে আজ নার্সকে তিরস্কার করিবেই! কেন সে তাহার কর্ত্তব্য কর্ম্ম হইতে বিচ্যুত হয়।

সে বলে, এতক্ষণ আপনি কোথায় ছিলেন? ওপরের একটা রুগীর অবস্থা বড় খারাপ;

তাই সেখানে গেছলাম। তাহার কথায় কোন জড়তা দেখা গেল না।

কেন? ওপরের নার্স! জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে রমেশ ঊষার দিকে চায়।

ওপরের নার্স তার এক বোনের বাড়ীতে নেমন্তন্নে গেছে। তাই ওপর আর নীচের দুই কাজ আমি করছি।

দৃঢ়স্বরে রমেশ বলিল, আমায় না জানিয়ে সে গেল কেন? আর আপনিই বা এই গুরুভর কাজ মাথায় নিলেন কেন?

ঊষা একটু ঘাবড়াইয়া গিয়া বলিল, কোন Serious case তো ছিল না। আর একদিন সে অনুরোধ করল। ঠেলতে পারলাম না।

বন্ধুত্ব না হয় বজায় রাখলেন, কিন্তু তার জন্যে একটা লোকের যে প্রাণনাশ করতে বসেছিলেন সে কথা কী ভেবেছিলেন?

ঊষার নিকট রমেশের রহস্য ধরা পড়েনা। সে ফ্যাল ফ্যাল করিয়া চাহিয়া থাকে।

রমেশ বলিল, এই যে একটা রুগী সকাল বেলা ভর্ত্তি হয়েছে একে একবার দেখেছেন?

ঊষার মুখ ফ্যাকাশে হইয়া গেল।

রমেশ বলিল, ওষুধ লিখে দেওয়া আমার কাজ। খাওয়াবার ভার আপনাদের। আর সে জন্যেই আপনারা রয়েছেন। কিন্তু আপনাদের যখন এতটুকু দায়িত্ব জ্ঞান নাই তখন কেন এই সব ভারী কাজে হাত দিতে এগিয়ে আসেন!

ঊষার চোখ ছল ছল করিয়া উঠিল, সে বলিল, আমি একটা মিনিট বৃথা নষ্ট করিনি। বেলা পাঁচটা থেকে সারাক্ষণ কাজ কচ্ছি, আপনি খোঁজ করলে জানতে পারবেন।

আমি আপনাকে সে কথা বলছি না। মনে করুণ এই রুগীটি যদি এইরকমভাবে ওষুধ না পেয়ে মরেই যেত, তা'হলে দায়ী কে হত? আপনি না আমি? সেই নার্সের যদি কোথাও যাবার ইচ্ছা ছিল, আমায় আগে জানালেই, অন্য নার্সের বন্দোবস্ত আমি করতাম। অমন পালিয়ে যাবার কী দরকার? আর এই একটা caseই নয়। পাশের ওয়ার্ডের বাইশ নম্বর রুগীকে এক ডোজ্ carminative mixture দেওয়ার কথা ছিল, দিয়েছেন?

ঊষার মুখ একেবারে পাংশু হইয়া গেল। মুখ দিয়া তাহার কথা বাহির হইল না। রমেশ বলিল, এখন দেখ্‌ছি, যে আপনাদের নিয়ে কাজ করা আমার পক্ষে অসম্ভব। কাঁহাতক আমি এরকম আপনাদের সঙ্গে লেগে থাকব। তার পূর্ব্বে আপনাদের সরিয়ে অন্য নার্স নিয়োগ কর্ত্তে হবে। আর একটা কথা এই যে আপনারা নার্স; রোগীর সেবা করাই আপনাদের উদ্দেশ্য। কিন্তু এই বুঝি পরের সেবা করা? আপনারা কী সত্যি পয়সার জন্যে চাকরি করেন! যদি তাই ক'রে থাকেন, তবে অন্যত্র পথ দেখবেন কারণ আপনাদের পয়সার অভাব কোনদিন হবে না।

কথাটার মধ্যে যে একটা বিশ্রী ইঙ্গিত ছিল, রমেশের কাণে তাহা খচ্ করিয়া লাগিল। সে তাড়াতাড়ি বাহির হইয়া গেল।

আর ঊষা সেখানে দাঁড়াইয়া রহিল। এক ফোঁটা চোখের জল তাহার পায়ের উপর আসিয়া পড়িল। ইচ্ছা হইল একবার ডাক ছাড়িয়া কাঁদে। কিন্তু অশ্রুর উৎসও তখন শুকাইয়া ছিল। এই চল্লিশটি টাকা ছাড়া তাহার যে আর কোন অবলম্বন নাই। রমেশের হাতে পায়ে ধরিবার মনস্থ ক'রিল। তিনি কী এতদূর নিষ্ঠুর হইতে পারিবেন? এই চাকরিটি গেলে সে যে খাইতে পাইবে না। আর ভাবিতে না পারিয়া সামনের চেয়ারখানায় সে বসিয়া পড়িল; চোখে অন্ধকার দেখিতে লাগিল।

রাত্রে খাওয়ার পর ড্রইং রুমে বসিয়া প্রবাসের একমাত্র অবলম্বন প্রিয় সেতারটি লইয়া রমেশ তারের উপর আঙ্গুল চালাইতে গেল। মন বসিল না। সন্ধ্যার অপ্রিয় ঘটনাটা মনের কোঠায় উঁকিঝুঁকি মারিতেছিল। মন দারুণ অনুশোচনায় ভরিয়া উঠিয়াছিল। মনে করিল কাল সকালে ঊষার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করিবে। সেতারটিকে নামাইয়া রাখিল।

ভৃত্য ঘরে আসিয়া বলিল, ঊষা নামে একজন নার্স আপনার সঙ্গে দেখা কর্ত্তে চায়। রমেশের মুখ লাল হইয়া উঠিল, বলিল নিয়ে আয় এখানে!

ভৃত্য খানিক পরে ঊষাকে সঙ্গে লইয়া ফিরিয়া আসিল। রমেশ তাহার দিকে চাহিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া গেল! দুই ঘণ্টার মধ্যেও যে মানুষের এত পরিবর্ত্তন সম্ভব তাহা এই প্রথম তাহার চোখে পড়িল। চোখের কাজল আর মুখের স্নো একত্র মিশ্রিত হইয়া ঊষাকে কিম্ভূতকিমাকার করিয়া তুলিয়াছিল।

রমেশ বলিল, মিস্ রায় কি মনে ক'রে?

ঊষা একবার ভৃত্যের দিকে চাহিল। রমেশ তার ভাব বুঝিতে পারিয়া বলিল, দিনু তুমি যেতে পার।

ভৃত্য চলিয়া গেলে, ঊষা টেবিলের পাশের একটা চেয়ারে বসিল।

রমেশ বলিল, মিস্ রায় আমি এতক্ষণ আপনার কথাই ভাবছিলাম। আপনার ওপর আমি বড় অত্যাচার করেছি। মিছামিছি আপনার প্রাণে কষ্ট দিয়েছি আমায় ক্ষমা করবেন।

ঊষার মুখ আলোকে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। এত মহৎ রমেশ! কার্য্যে অবহেলা করিবার জন্য তিরস্কার করিতে পারে, আবার ক্ষমা চাহিতেও পারে।

সে বলে, আঃ, আমায় বাঁচালেন মিষ্টার দাস। এ জগতে এই চল্লিশটি টাকা ছাড়া আমার আর কোন বন্ধু নাই।

রমেশ একটু লজ্জিত হইয়া বলিল, আমি তা'হলে মস্তবড় অপরাধ কর্ত্তে বসেছিলুম। যাক আপনিই আমায় বাঁচালেন।

ঊষা চুপ করিয়া থাকিল।

রমেশ বলিল, আমার কৃতকর্ম্মের জন্য আমি দুঃখিত। তবে আপনাকে তিরস্কার কর্ত্তে আমি বাধ্য হয়েছিলুম, এই হাঁসপাতালের ভাল মন্দ আমার কাজের উপর নির্ভর কর্চ্ছে। আপনারা যদি কাজে অবহেলা করেন তবে আমারই নিন্দা, তাই আমি আপনাকে বকেছিলাম।

ঊষা বলিল, আচ্ছা আসি তবে।

হাঁ চলুন! আমি আপনাকে পৌঁছে দিয়ে আসি। ঊষার পিছু পিছু রমেশও গেল। হাসপাতালের গেট পর্য্যন্ত আসিয়া বলিল, Good night মিস রয়, আসি তবে।

আসুন।

রমেশ চলিয়া গেলে, ঊষা তাহার দিকে চাহিয়া রহিল। বুক হইতে তাহার একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস বাহির হইল। ধীরে ধীরে সিঁড়ি দিয়া ওপরে উঠিয়া বেশ পরিবর্ত্তন করিয়া সে বিছানায় শুইল। তাহার চোখের দুই কোণ ছাপাইয়া অশ্রুধারা নামিল। শেষে কখন একসময় সে ঘুমাইয়া পড়িল।

সকালে ঘুম হইতে উঠিবার পর বয় একটি চিঠি আনিল। তাহাতে লেখা ছিল

মিস্ রয়,

আজকের চা'র পর্ব্বটা আমার এখানে এসে শেষ কর্লে খুসী হ'ব

ইতি

রমেশ।

ঊষার হৃদয়ে আনন্দের ঢেউ খেলিয়া গেল। সারা শরীর পুলকে শিহরিত হইল। তাড়াতাড়ি বেশ পরিবর্ত্তন করিয়া রমেশের বাংলোয় আসিয়া দেখিল যে সে সিগারেট ফুঁকিতেছে।

রমেশ ঊষাকে দেখিতে পাইয়া; আগাইয়া আসিল। আসুন, মিস্ রয় আমি এতক্ষণ আপনারই অপেক্ষা করছিলুম। জানেন তো আমি একলা সঙ্গহীনভাবে থাকি। তাই মনে করলুম যে আপনাকে আসতে লিখি। আমি মনে করেছিলুম যে আপনি আসবেন না।

ঊষা একটু আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া বলিল, কেন?

রমেশ হাসিয়া উত্তর দিল, আমি মনে করেছিলুম যে কালকের ঘটনায় আমার ওপর আপনি নিশ্চয় রেগেছেন।

অভিমানভরে ঊষা বলিল, সেই রাগ ভাঙ্গাবার জন্যে বুঝি চা' খাবার নেমন্তন্ন করেছেন?

না, না, মিস রয় আমি দেখতে চাইছিলাম যে আপনি সুন্দর, কিন্তু আপনার মনটা সুন্দর কি না?

কেমন দেখলেন? ঊষা জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে রমেশের দিকে চাহিল।

পরীক্ষায় আপনি পাশ করেছেন। আপনার মনে রাগ বেশিক্ষণ থাকে না।

আপনি তাহলে Psychologyও জানেন দেখছি।

রমেশ একটু লজ্জিত হইয়া নিঃশব্দে চা'র পেয়ালায় চুমুক দিয়া বলিল, আচ্ছা মিস রয় আপনি এত অল্প বয়সে এই হাসপাতালের কাজে যোগ দিয়েছেন কেন? আর আপনার মা'বাপই বা কেমন?

ঊষা বলিল অমার মা বাবা কেউ নাই। এমন কি সংসারে কোন আত্মীয়ই নাই।

রমেশ আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া বলিল ও: তা'হলে দেখছি আপনার ভারী কষ্ট। আচ্ছা মিস্ রয় আপনি আমাকে আপনার একজন আত্মীয় বলে ধরে নিতে পারেন। আর যদি অভয় দেন ত বলি যে রোজ আমার এখানে এই সময়টিতে এলে বিশেষ সুখী হব।

ঊষার মন কৃতজ্ঞতায় ভরিয়া উঠিল, বলিল, চলুন বেলা হয়ে গেল।

হাঁ যাই।

দুইজনে চলিতে চলিতে হাসপাতালে আসিয়া স্ব স্ব নির্দ্দিষ্ট কাজের উদ্দেশ্যে নিজেরা চলিয়া যায়।

ক্রমে দু'জনার আত্মীয়তা আরো গাঢ় হইল। শেষে তাহা ভালবাসার রূপান্তরিত হইয়া সংসারের সমস্ত দুঃখকে হেলায় পরিত্যাগ করিয়া সুখের সাগরে ঝাঁপ দিতে ইহারা দ্রুতপদে ধাবিত হইল। এ সংসার যে কেবল দুঃখ ও ব্যর্থতায় ভরা তাহা ইহাদের নিকট ধরা পড়িল না। উদ্দাম গতিতে ইহারা সমস্ত জয় করিয়া চলিল।

ঊষা রোজ আসে। ঘরের এলোমেলো ভাব সে লক্ষ্য করে বলে, জিনিষপত্তরগুলো এ রকম করে রাখতে হয় রমেশবাবু। বলিয়া সে ঘর গুছাইতে থাকে।

রমেশ হাসিয়া বলে, থাক ত আমি একলা দেখতে আর আসবে কে? পড়ে থাক।

কৃত্রিম রোষ প্রকাশ করিয়া ঊষা বলে, তাবলে এ রকম ক'রে সব নষ্ট কর্ত্তে হবে।

রমেশ থামিয়া যায়। ঊষার ইচ্ছায় সে বাধা দিতে পারে না। তবে ঊষার এত বাড়াবাড়ি সে দেখিতে পারে না। কেন যে এত কষ্ট করিতে আসে। একদিন সত্যই সে বলিয়া ফেলিল, আচ্ছা মিস্ রয় কেন আপনি এত কষ্ট করিতে আসেন। আমি আপনার কে?

ঊষা থমকিয়া দাঁড়াইল। আস্তে আস্তে বলিল, এ আপনার কি প্রশ্ন রমেশবাবু! তাহার চোখ দিয়া জল পড়িল।

ছিঃ মিস্ রয়, আপনি কাঁদবেন জানলে আমি এ কথা জিজ্ঞাসা করতাম না।

শেষের কথায় ঊষার চোখের জল শান্ত হইয়া গেল। কিন্তু সেদিন তাহার আর ভাল লাগিল না। সে চলিয়া আসিল

Female wardএ একটা ডেলিভারী কেস আসিয়াছিল, একটি ছেলেও হইয়াছিল। বেশ সুন্দর ফুটফুটে একটি ছেলে। যেন মোমের পুতুল। রোগিনীর অবস্থা ক্রমশঃ খারাপ হইল। বয়স তার বছর পচিঁশ, আভিজাত্য আর রূপের আলো তাহার মুখ হইতে ছিটকাইয়া পড়িতেছিল। বেশ বড় লোকের গৃহিণী—মাত্র বছর দুই তাহার বিবাহ হইয়াছিল। স্বামী উকিল।

সন্ধ্যার সময় রমেশ তাহাকে পরীক্ষা করিতে আসিল। Pulse বড় ক্ষীণ। মুখ ফ্যাকাশে, এসিষ্ট্যান্টের দিকে চাহিয়া রমেশ বলিল, within an hour.

মেয়েটি চোখ মেলিয়া চাহিল। একটা ক্ষীণ তৃপ্তির রেখা তাহার মুখে ফুটিয়া উঠিল, সে বলিল, আমায় বাঁচালে ভাই।

রমেশের ভগ্নিহীন প্রাণ বড় তৃপ্ত হইল।

মেয়েটি বলিল, আমি তো মরবই, তবে আমার এই ছেলেটির একটা গতি আমি মরবার পূর্ব্বে করে যেতে চাই।

রমেশ ভাবিয়া লজ্জিত হইল, মেয়েটি তবে তাহার কথা বুঝিতে পারিয়াছে।

মেয়েটি বলিল আমি মরে গেলে, আমার স্বামী বোধ হয় ছেলেটিকে আর নেবেন না। বড় ভালবাসতেন তিনি আমাকে। দুঃখ হচ্ছে তাঁকে কষ্ট দিয়ে যাচ্ছি। তুমি ভাই আমার ছেলেটিকে মানুষ ক'রো।

রমেশ আশ্চর্য্যান্বিত হইল।

মেয়েটি থামিল না। বলিল, তুমি বোধ হয় বেশ একটি সুন্দরী বউ এনেছ। তাকে তোমার দিদির এই ছেলেটিকে দিও। একে মানুষ ক'রো ভাই।

ছেলেটিকে সে রমেশের হাতে তুলিয়া দিল। রমেশ বলিতে চাহিল, সে বিবাহ করে নাই। কিন্তু কে যেন তাহার মুখ চাপিয়া ধরিল; একটা কথাও সে বলিতে পারিল না। মেয়েটির মুখে একটা গভীর তৃপ্তির রেখা উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল, তাহার রোগপাণ্ডুর মুখখানা একবার উজ্জ্বল হইয়া, তারপর দপ করিয়া সব ঠাণ্ডা হইয়া গেল।

রমেশের চোখ হইতে দুফোটা জল মাটিতে পড়িল।

ছেলেটিকে সে তার বাপের কাছে লইয়া গেল। ভদ্রলোক তখন শোকবিহ্বল।

তিনি বলিলেন, ডাক্তার বাবু! ওকে আর এনেছেন কেন? আপনারা ইচ্ছা করলে অনাথ আশ্রমে দিয়ে দিতে পারেন।

ভদ্রলোক কাঁদিতে লাগিলেন। রমেশ চলিয়া আসিল, সে যে কি করিবে কিছুই ঠিক করিতে পারিল না। শেষে তাহার মনে পড়িল যে উষা ত' আছে। তাহাকে অনুরোধ করিলে সে বোধ হয় উহাকে পালন করিতে পারে।

সে বলিল, মিস্ রয় একটি ছেলের কেউ নাই, আপনি যদি দয়া করে তাকে মানুষ করেন, তাহলে বিশেষ কৃতজ্ঞ হব।

উষা হাসিল, বলিল, কেন অনাথ আশ্রমে ত' দিতে পারেন।

শান্ত স্বরে রমেশ বলিল, তা পারি! কিন্তু তারা আপনার মত যত্ন করবে না, পরের ছেলে।

আমি যে অযত্ন করবো না এ কথা আপনাকে কে বল্লে?

সে বিশ্বাসটুকু আমার আছে মিস্ রয়।

উষা হাসিয়া উঠিয়া বলিল, আপনার সঙ্গে পারে কার সাধ্য। আচ্ছা আমি তাকে নোব।

রমেশ গভীর স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিল। আনন্দে তাহার মন বিহ্বল হইল। সে ছেলেটির নাম রাখিল রুবি। রমেশের পছন্দ মত নাম। সে একটা ছোট্ট লাল perambulator কিনিয়াছে। সে আর উষা দুইজনে প্রতিদিন বৈকালে সেই গাড়ীতে ছেলেটিকে বসায় আর দুইজনে কথা বলিতে বলিতে চলিতে থাকে। দিনগুলি বেশ কাটিতেছিল। কিন্তু রমেশের তাহাতে তৃপ্তি হয় না। উষাকে সে আরও নিকটে পাইতে চায়। একদিন সন্ধ্যার পর সে বলিল, আচ্ছা উষা পরের সেবা করাই কী তুমি সব চেয়ে বড় বলে মনে কর?

উষা নিরুত্তর রহিল, এই প্রশ্নের সে কী উত্তর দিবে? ইহার প্রত্যেকটি ছন্দ যে তাহার হৃদয়ে উজ্জ্বল অক্ষরে ক্ষোদিত রহিয়াছে।

পরে বলিল, ও কথা জিজ্ঞাসা কর্চ্ছেন কেন মিঃ দাশ; সেবার মধ্যে যে কত শান্তি তা আমরাই বুঝতে পারি।

রমেশ মাথা নাড়িল, বলিল, না উষা, এটা তোমরা পরকে বোঝাতে চাইলেও, আমি তা বিশ্বাস করি না, নারীর সব চেয়ে বড় ধর্ম্ম স্বামীর ঘর করা। তা ছাড়া কোন নারী যে সুখী হ'তে পারে এ কথা আমি বিশ্বাস করি না।

তবে কেন তারা এ কাজ করতে আসে বলুন দেখি? রহস্যভরা দৃষ্টিতে উষা রমেশের দিকে চাহিল, মুখে তার চাপা হাসি।

রমেশ বলিল আসে? ...... সে প্রশ্নের উত্তর এই যে, তারা যখন কোন সামাজিক বাধাপ্রাপ্ত হ'য়ে চোখে অন্ধকার দেখে চলে আসে। তা নইলে এ পথে শান্তি নাই। দিবারাত্র রোগীদের চীৎকার, ব্যথিতের আর্ত্তনাদ, ঘন ঘন মৃত্যু, এ সব নারীদের কোমল প্রাণে শান্তি আনতে পারে না।

উষার মুখ ফ্যাকাশে হইয়া গেল। বলিল, তবুও ত অনেকে এই কাজ কর্চ্ছে।

হ্যাঁ, কর্চ্ছে; প্রাণ দিয়ে নয়। না করলে খাবে কী ক'রে?

রমেশ একটু থামিল। উষার হাত দুখানি নিজের হাতের মধ্যে তুলিয়া লইয়া বলিল, আচ্ছা উষা এই কাজকেই কী তুমি তোমার জীবনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কাজ বলে মনে কর? উষা...আমি যদি তোমায় বিয়ে ক'রে আমার গৃহে আনি তা'হলে কী তোমার আপত্তি হবে? বল... উষা।

উষা বলিল, মিঃ দাশ; আপনি এত বড় একটা মানী লোক। আপনি বিয়ে করবেন একটা গোত্রহীন, সমাজলাঞ্ছিতা নার্সকে; কিন্তু কেন? আপনার একটা কথায় আপনি কত ভাল ভাল মেয়ে পাবেন।

রমেশ দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল, কিন্তু তা'ত আমার দরকার নেই উষা। আমি চাই তোমাকে। মানুষে ভালবাসে একবার, বারবার নয়।

ধীরকণ্ঠে উষা বলিল, মিঃ দাশ আপনি জানেন না যে আমায় বিয়ে কর্লে আপনি সমাজে কতদূর হেয় হবেন। হয়ত এমনও হ'তে পারে আপনার উন্নতির পথ চিরতরে রুদ্ধ হয়ে যাবে।

তা হোক; কিন্তু তোমায় ত আমার অতি নিকটে পাব। সেইটাই যে হবে আমার খুব সুখ।

উষার অন্তর ব্যথায় ভরিয়া উঠিল। চোখের কোন হইতে অশ্রু উপচাইয়া পড়িল।

সে বলিল, আচ্ছা কাল বলব।

আচ্ছা।

দুইজনে চলিয়া গেল।

রাত্রে উষার ঘুম হইল না, সমস্তক্ষণ চোখ দিয়া জল ঝরিল। কি করিবে কিছুই ঠিক করিতে পারিল না। শেষে উঠিয়া পড়িয়া ড্রয়ারটা খুলিয়া চিঠি লিখিতে বসিল।

অনেক কষ্টে সে লেখা শেষ করে।

প্রাণাধিকেষু,

তোমার কাছে আমি ক্ষমা চাই, যে আমি তোমার প্রস্তাবে সম্মত হ'তে পারিনি। তার জন্যে আমি দুঃখিত। কিন্তু যখন তুমি

আমার সম্বন্ধে সব কিছু জানবে তখন বুঝবে যে ভালবাসার সেইটাই সবচেয়ে বড় প্রতিদান যে আমি তোমার কাছ হোতে সরে গেছি। আমি আমার পরিচয় দিচ্ছি, এর এতটুকু মিথ্যা বা অতিরঞ্জিত নয়। আর এটা বলা সবচেয়ে বড় দরকার যে আমি আপনাকে এ পথ হোতে বিরত কত্তে চাই। আমি একটা সাধারণ পতিতার মেয়ে। তার গৃহেই আমি বড় হই। তার পর আমার মা আমাকে তার পন্থা অবলম্বন কর্ত্তে প্ররোচনা ও জবরদস্তি করতো কিন্তু আমি রাজি হইনি। শেষে একদিন সেখান থেকে পালিয়ে এক convent schoolএ আসি। তারপর নার্সিং শিখে হাঁসপাতালে ভর্ত্তি হই। আমি জানি আমার মায়ের বিষাক্ত রক্ত আমার শরীরে আছে তাই এক একবার প্রবল তৃষ্ণা আমার মনে চাড়া দিয়ে ওঠে, বুঝি যে রক্তের ঋণ শোধ দেবার জন্যেই আমার এই প্রেরণা। তবু আমি তাকে দমন কর্ত্তে চেষ্টা করি একমাত্র নিজেকে পুরুষদের কাছ থেকে দূরে রেখে, তবে আমি আপনাকে ভালবেসে ফেলেছিলুম। আর পালিয়ে যাচ্ছি এই জন্যই যে, পাছে আপনাকে বিয়ে করে পথভ্রষ্ট হয়ে যাই আর আপনার মুখে কলঙ্ক কালিমা লেপন করে দিই। আমি আমরণ কুমারীই থাকব। আর কাউকে বিয়ে করে সুখী হবেন। ছেলেটিকে নিয়ে যাচ্ছি, আপনার স্নেহের দান সযত্নে রক্ষা করব···বিদায়।

ইতি

অভাগিনী ঊষা।

চিঠি শেষ হ'লে ভোরের আলো মেঘের আড়ালে উঁকি দিতে লাগল। আর সময় নাই; ছেলেটিকে কোলে নিয়ে সে বেরিয়ে পড়ল অজানার দেশে।

সকালে অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত রমেশ ঊষার অপেক্ষা করলে, সে আর এল না। হাঁসপাতালে তার কোয়ার্টারে যাইয়া উঠিল। দেখিল সেখানে কেহই নাই। ড্রেসিং টেবিলটার কাছে আসিতেই দেখে তার নামে একখানা চিঠি। তাড়াতাড়ি খাম ছিড়িয়া সে যাহা পড়িল, তাহাতে গভীর ব্যথায় তাহার চোখের জলে বুক ভাসিয়া গেল। চিঠিটার একান্ত নীরস ভাষার ভিতর হইতেও ঊষার সেই কাজল পরা দু'টি চোখ রমেশের মর্ম্মস্থল বিদ্ধ করিতে লাগিল। চারিদিকে ছুটিয়া সকলেই ফিরিয়া আসিল, কেহই তাহার সন্ধান পাইল না। রমেশ হাল ছাড়িল না। সে প্রাণোন্মাদে তাহার অন্বেষণ করিতে লাগিল। শেষে সিমলায় আর তাহার ভাল লাগিল না। চাকরি ছাড়িয়া দিয়া, দেশে দেশে সে ঊষার খোঁজ করিতে লাগিল।

বছর কয়েক পরে।

সিমলা হইতে আসিয়া ঊষা এখন রাঁচির যক্ষা স্যানাটোরিয়ামে চাকরি লইয়াছে। তাহার চেহারা আর পূর্ব্বের মত নাই। বিশেষভাবে পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে। দেখিলেই মনে হয় যে এক ভীষণ ঝঞ্ঝা তাহার উপর দিয়া বহিয়া গিয়াছে। সর্ব্বদাই উন্মনা মাঝে মাঝে কাঁদে।

ছেলেটি বেশ বড়সড় হইয়া উঠিয়াছে। হাঁসপাতালময় ছুটিয়া বেড়ায়। ঊষা তাহার দিকে চাহিয়া থাকে। সে যে তার প্রাণাধিকের শেষ দান।

সকাল বেলা অন্যান্য নার্সের সঙ্গে সেও চা পান করিতে বসিল। অন্যমনস্ক হইয়া পর পর ওইখানা প্লেট ভাঙ্গিয়া ফেলিল।

যমুনা চপল ভঙ্গিতে বলিল, ওরে ঊষা আজ তোর কেউ আসছে !

ঊষা বলিল, আমার আছে কে, যে আসবে ? কিন্তু কথাগুলি খচ্ করিয়া তাহার অন্তরে যাইয়া বিঁধিল। তাহার নাই কে ? যাকে সে একদিন ভালবাসিয়াছিল সে আছে। রুবিকে বুকের কাছে সে টানিয়া আনিল।

সেই দিন বিকালে একটি মুমূর্ষু যক্ষা রোগী তাহার ওয়ার্ডের পশ্চিম কোণের বেডটায় ভর্ত্তি হইল। কোনরকমে রাতটা কাটিয়া গেলে, সেদিনের মত রক্ষা; তবে তাহার আয়ু ফুরাইয়া আসিয়াছিল। অবস্থা এখন, তখন, হইয়া দাঁড়াইয়াছিল।

সেদিন সকালেও রুবী ওয়ার্ডের ভিতর ছুটাছুটি করিতেছিল। রোগী একদৃষ্টে তাহার দিকে চাহিয়াছিল। ভাল করিয়া দেখিতে পাইতেছিল না তবু চাহিয়াছিল। আব্ছা আব্ছা সে দেখে; মন আনন্দে ভরপুর হয়। ঊষার ছেলেটির কথা মনে পড়িয়া যায় ভাবে সেও হয়ত এতদিন এত বড় হইয়াছে। ছেলেটিও একদৃষ্টে তাহার দিকে চাহিয়াছিল; মনে করিতেছিল এ যেন তাহার পূর্ব্বেকার পরিচিত।

কতক্ষণ যে তাহারা এইভাবে ছিল খেয়াল নাই। ঊষা ডাকিল, রুবী।

কেন মা ? ছেলেটি পিছন ফিরিল।

এখান থেকে যাও।

সে চলিয়া গেল। রোগীটি একটা হতাশার নিঃশ্বাস ফেলিতে ঊষার বড় অসহ্য বোধ হইল। বলিল, কেন তুমি অমন করে ওর দিকে চেয়েছিলে। যত সব······। আর বলিতে পারিল না। চলিয়া গেল। রোগীটির চোখ হইতে এক ফোটা তপ্ত অশ্রু বালিসে গড়াইয়া পড়িল।

সন্ধ্যার সময় ঊষা টেবিলের সামনে বসিয়া daily report লিখিতেছিল। নূতন রোগীটি ডাকিল। শুনছেন ?

সে শুনিতে পায় নাই। যেরকম ক্ষীণ স্বর, পাশের রোগীও শুনিতে পায় না। আবার ডাকিল, শুনছেন ?

কী ? ঊষা মুখ ফিরাইল।

একবার আসবেন এখানে দয়া করে ? কণ্ঠে তাহার মিনতির ভাব।

ঊষা উঠিল। কাছে আসিয়া বলিল, কী ?

দয়া ক'রে আমার একটা চিঠি লিখে দেবেন; আর কিছু নয়।

ঊষা টেবিলটা সরাইয়া আনিল। লিখিয়া দিবে; মৃত্যুপথগামী লোকটির একটা অনুরোধ।

আচ্ছা বল।

রোগীটির ক্ষীণ পাণ্ডুর মুখে হাসির রেখা ফুটিয়া উঠিল। বলিল, লিখে দেবেন ?

দোব।

আচ্ছা তা'হলে বলি, দেখুন যার নামে চিঠি লিখছি সেও আপনার মত একজন নার্স। আমি ত আর বাঁচব না, আর আমি তার ঠিকানাও জানি না যে পোষ্ট ক'রে দোব। তবে আপনিও যখন নার্স তখন তার সঙ্গে একদিন না একদিন দেখা হবেই। দয়া করে তখন চিঠিখানা তার হাতে দেবেন, এই আমার অনুরোধ!

আচ্ছা বলুন।

রোগীটি বলিল, লিখুন…ঊষা…।

ঊষা উন্মনা হইল।

রোগীটি বলিল, এ কী! লিখুন।

হ্যাঁ লিখি…ঊষা…তারপর।

আজ এই মৃত্যুর শেষ প্রান্তে এসেও তোমায় ভুলতে পারিনি। তোমার কথা ভাবতে ভাবতে আমি আজ এ অবস্থায় পৌঁছেছি।

নার্সের হাত হইতে কলম পড়িয়া গেল।

রোগীটি বলিল, আহা…পড়ে গেল, তুলে নিন।

হ্যাঁ নিই…বলুন, ঊষার স্বর কম্পিত।

আজ মৃত্যুর অতি নিকটে আমি এসেছি। জানিনা তুমি কোথায় কী ভাবে রয়েছ। ছেলেটার কি ব্যবস্থা করেছ? তুমি আমায় ভুলে কেমন ক'রে এতদিন কাটিয়ে দিলে?

রোগীটির মুখ হইতে এক ঝলক রক্ত বুকের তোয়ালেখানার উপর আসিয়া পড়িল।

ঊষা অন্যমনস্ক হইয়া কী ভাবিতেছিল, মনের মাঝে তখন তাহার প্রবল ঝড় বহিতেছিল।

রোগীটি ডাকিল, নার্স।

বলুন, ঊষা তাহার দিকে চাহিল।

রোগীটি হাঁপাইয়া বলিল, দয়া ক'রে তাড়াতাড়ি লিখুন, আমার আর দম থাক্‌ছে না।

'অক্সিজেন' দোব।

দরকার হবে না, লিখুন।

ঊষা আবার কলম ধরিল।

রোগীটি বলিল, আমার পঞ্চাশ হাজার টাকা তোমার নামে লিখে দিয়েছি। আমার শেষ সম্বল তোমায় দিয়ে গেলাম—ছেলেটিকে দেখো। তোমার মধুর স্মৃতিটুকুই আমার সুদূরের পাথেয়, আমার ভালবাসা নিও।

ইতি হতভাগা

রমেশ।

আবার এক ঝলক টাটকা রক্ত তাহার মুখ হইতে বাহির হইয়া বুকের উপর আসিয়া পড়িল, ক্লান্তিময় দুটি চোখ ধীরে ধীরে বন্ধ হইয়া গেল। আর ঊষা নিশ্চল পাথরের মূর্ত্তির মত বসিয়া রহিল। সাহার চিঠি তাহাকে পৌঁছাইয়া দিবে।

সত্য দেবতা

—শ্রীশীতলপ্রসাদ সেন।

অস্পৃশ্য অশুচি দীন হীন যারা, রেখেছি যাদের ঠেলে—
মানুষ তাহারা এ কথা আমরা যাই ভুলে অবহেলে
সুখ-দুঃখ আছে, ওদেরো পরাণে—কেন ওরা রবে দূরে?
ভাবিনা তো মোরা কী বেদনা আছে ওদের হৃদয় পুরে!
অশুচি তাহারা, ঘৃণ্য তাহারা, সেই কথা ভাবি আগে;
মানুষ তাহারা আমাদেরি মত কভু নাহি মনে জাগে।
আমরা যাদের রেখেছি ঠেলিয়া মিশিতে দেই না সাথে,—
বসুধা-জননী তাদের রেখেছে আদর করিয়া মাথে।

*

মন্দির মাঝে মাটীর মূর্ত্তি—তাহারে আমরা পূজি,
সত্য দেবতা হেলায় ঘৃণায় মরিতেছে পথ খুঁজি!!

বীমা-প্রসঙ্গ

বর্ত্তমান বীমা আইন

সংখ্যা বৃদ্ধির কুফল

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

—শ্রীসাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়

কোম্পানীর সংখ্যা যেমন বাড়িতেছে—এজেন্টের সংখ্যাও তেমনি দিন দিন বাড়িয়া চলিয়াছে। প্রতি পরিবারে ১০ জন যুবক প্রতি বিভিন্ন কোম্পানীর ৩ জন এজেন্ট—ইহার মধ্যে মহিলা-এজেন্টগণও ক্রমশঃ ধীর পাদবিক্ষেপে বীমার পথে অগ্রসর হইয়া আসিতেছেন। কর্ম্মপ্রেরণা ও সমাজ-সেবায় জীবনবীমার উচ্চাদর্শের দিক দিয়া এজেন্ট-গণের সংখ্যাবাহুল্য আশাপ্রদ, কিন্তু প্রত্যেক ক্ষেত্রেই "অপায়ম অপি চিন্তয়েৎ"—তাহাতে আশঙ্কা করিবারও যথেষ্ট কারণ ঘটিতেছে। "অনেক সন্ন্যাসীতে গাজন নষ্ট" হইবার খবর প্রায়ই আমাদের কানে আসিয়া পৌছিতেছে।

বীমা-এজেন্টগণ অন্যায় প্রতিযোগিতা করিতে গিয়া যে কি ভাবে—ক্রমশঃ নিজের, স্বদেশী কোম্পানী ও দেশবাসীর ক্ষতি করিতেছেন, তাহা আমি ধারাবাহিক ভাবে বিভিন্ন পত্রিকায় আলোচনা করিয়াছি। আমি বর্ত্তমান প্রসঙ্গে—কোম্পানীগুলির সংখ্যা অযথা বৃদ্ধি পাওয়ায় যে ক্ষতি হইতেছে, প্রধানতঃ তাহারই আলোচনা করিতে চেষ্টা করিতেছি। নিম্নের তালিকা হইতে বুঝা যাইবে যে, ভারতবর্ষে ও ভারতবর্ষের বাহিরে বীমা কোম্পানীগুলির সংখ্যা কত এবং তাহাদের কারবারের রকমই বা কি ?

অ-ভারতীয় বীমা-কোম্পানী

[যাহাদের কারবার ভারতবর্ষে চলিতেছে]

যুক্তরাজ্যে	স্থাপিত	...	৭১টি
আমেরিকায়	"	...	১৬ "
ব্রিটিশ উপনিবেশে	"	...	৩১ "
ইউরোপে	"	...	১৮ "
জাপানে	"	...	৯ "

[গত বৎসর জাপানের অনেকগুলি বীমা-কোম্পানী সংযুক্ত হইয়া একটি নামে কারবার করিতেছে]

জাভায়	স্থাপিত	....	৫টি
		মোট	১৫০টি

এই কোম্পানীগুলির মধ্যে

জীবনবীমার	কাজ করে—	১১টি
অগ্নিবীমা, মোটরবীমার	"	১২৬ "
জীবনবীমা ও অন্যান্য বীমার	"	১৩ "
	মোট	১৫০টি

ভারতীয় বীমা-কোম্পানী

[ভারতবর্ষে কারবার করে]

বোম্বাই-এ	স্থাপিত	৬৮টি
বাঙলা দেশে	"	৩১ "
মাদ্রাজ প্রদেশে	"	২৬ "
পাঞ্জাবে	"	১৯ "
দিল্লীতে	"	৯ "
বিহার, উড়িষ্যা	"	৫ "
আজমীর, মাড়োয়ার	"	৩ "
মধ্যপ্রদেশে	"	৩ "
যুক্তপ্রদেশে	"	৩ "
বর্ম্মা	"	১ "
আসাম	"	১ "
	মোট	১৬৯টি

এইগুলির মধ্যে জীবনবীমার

কাজ করে	১২৪টি
অন্যান্য বীমার কাজ করে	২৯ "
জীবনবীমা ও অন্যান্য বীমা	১৬ "
মোট	১৬৯টি

তাহা হইলে এখন দেখা যাইতেছে যে, ভারতবর্ষে জীবনবীমার কাজ করে এমন ভারতীয় ও অভারতীয় কোম্পানীর মোট সংখ্যা ১১+১৩+১২৪+১৬=১৬৪টি

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, গভর্ণমেণ্ট একচুয়ারীর রিপোর্ট অনুসারে গত চার বৎসরে কমপক্ষে প্রায় ৬৪টি বীমা কোম্পানী স্থাপিত হইয়াছে—অর্থাৎ মোট সংখ্যা ১৬৪টির মধ্যে শুধু চার বৎসরেই কোম্পানীর সংখ্যা দেখা যায় ৬৪—অর্থাৎ ভারতবর্ষে বীমার ইতিহাসের মোটামুটি ৮৪ বৎসরের মধ্যে ছোট বড় কোম্পানী ছিল মাত্র ১০০টি, আর গত ৪ বৎসরেই কোম্পানী স্থাপিত হইয়াছে ৬৪টি। নিম্নের তালিকায় আরো স্পষ্ট বুঝা যাইবে।

কাল			কোম্পানীর সংখ্যা
সন ১৮৪৭—১৯৩০	সাল	(৮৩বৎসরে)	১০০
" ১৯৩০—১৯৩৪	"	(৪ বৎসরে)	৬৪

এই প্রকার প্রসার একদিক দিয়া খুবই উৎসাহ বর্দ্ধন করে, কিন্তু জীবনবীমার বিজ্ঞানসম্মত প্রণালীতে যাহারা শ্রদ্ধাবান এবং তাহার ব্যতিক্রমে জীবনবীমার ক্ষেত্রে অনর্থপাত সম্বন্ধে যাহারা খবর রাখেন, জীবনবীমার মূল নীতি ও প্রয়োগপদ্ধতি সম্বন্ধে যাহাদের অভিজ্ঞতা আছে—তাঁহাদের চোখ কখনই এই প্রকার সংখ্যা বৃদ্ধির জৌলুসে ঝল্সাইবে না। আমাদের মনে হয়, তাঁহারা সকলেই গভর্ণমেণ্ট একচুয়ারীর সতর্ক বাণী এক বাক্যে সমর্থন করিবেন।

সংখ্যাধিক্যের জন্য অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অন্যায় প্রতিযোগিতা বৃদ্ধি পাইতেছে। নূতন বীমা সংগ্রহের প্রতিযোগিতায়—ভাল 'কেস' অর্থাৎ স্বতঃপ্রবৃত্ত (willing) স্বাস্থ্যবান, (healthy) সঙ্গতিসম্পন্ন, (well-off) বীমা-কারীর সংখ্যা স্বভাবতঃই কম হইয়া পড়ে।

ফলে যে কোনও একটা কারণে বছর না ঘুরিতেই বীমা পত্রগুলির অধিকাংশই বাতিল হইয়া যায়। মৃত্যুর হারও দেখা যায়—"O.M Table" গণনার বহু উৰ্দ্ধে উঠিতেছে। কোম্পানী বহু দায়গ্রস্ত, দাবী মিটাইবার আর্থিক সংস্থান তাহার নাই। জনসাধারণের আস্থা হারাইবার সম্পূর্ণ আশঙ্কা। তখন চারিদিকে, এক কোম্পানীর দুর্নামের জন্য তখন অন্যান্য কোম্পানীও অজ্ঞাতে অযথা ক্ষতিগ্রস্ত হইতে থাকে। শুধু তাই নয় উচ্চ, উচ্চতর ও উচ্চতম কমিশনের প্রলোভন ও প্রতিশ্রুতি দিয়া এই সকল বীমা সংগ্রহ করিতে গিয়া ব্যয়ের হার বাড়ে—প্রতিযোগিতায় "বোনাস" ঘোষণা তখন একেবারে নেশার মত পাইয়া বসে। বোনাস ঘোষণার সময় কোম্পানী ভুলিয়া যায় যে, এ দায় তাহাকে একদিন মিটাইতে হইবে। বিশেষ ভাবে ইহার অনুসন্ধান করা দরকার। আয়ের অপেক্ষা অনেক অধিক ব্যয় ঋণ করিয়া কিছু দিন মাত্র করা চলে, কিন্তু কোনও ব্যবসায়ই এই প্রকার অবৈজ্ঞানিক প্রথায় সুপ্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না। জীবনবীমা কোম্পানীর মত দেশের আর্থিক প্রতিষ্ঠানের এই প্রকার দুর্গতি জাতির লজ্জা ও কলঙ্কের কথা। প্রতিশ্রুতির বিনিময়ে বীমা পত্র দাখিল হইল বিশ্বাস করিয়া বীমাকারী চাঁদার টাকা দিলেন, মেয়াদ অন্ত হইলে যে বীমার দাবী মিটাইবার মত আর্থিক সংস্থান ব্যয়বাহুল্যের জন্য যদি কোম্পানীর না থাকে তবে দেশের খ্যাতনামা ব্যক্তিগণকে ডিরেক্টার সংঘে রাখিয়াও কোম্পানী যে প্রতিশ্রুতি ভঙ্গের অপরাধে অপরাধী হইলেন—তাহার প্রতিকারের উপায় কি? আইন ছাড়া নিরীহ বীমাকারী ও অংশীদারগণের স্বার্থরক্ষার আর অন্য উপায় কি থাকিতে পারে?

'বিদ্যাসুন্দরে'র গান

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

সকলের গান—

সখীরা— গলাতে পরালে কেমন মালা—
রাজার কুমার! রাজার বালা!

সুন্দর— মালিকা গেঁথেছি হৃদি-কুসুমে,
স্বপনে অধর গোপনে চুমে!

চপলা ও সুলোচনা— শোনালে রঙিন্ গানের পালা!

বিদ্যা— মরমে যে ফুল সরমে-মাখা,
মালাতে তাহারি ছবিটি আঁকা!

সকলে— জীবন-যামিনী চাঁদিনী আলা!

সকলের গান—

সুন্দর— দোলনা দোলে
নয়নে তোর মরমে মোর দোলনা দোলে!

বিদ্যা— তোমার কোলে
জীবন ভোলে পুলকে দোলে তোমার কোলে!

সখীরা— গগনে চাঁদ, পরাণে সাধ রাগিণী তোলে
মৌন আশা পায় যে ভাষা নূপুর-বোলে।

সুন্দর— যেন অতুল গোলাপী ফুল অধর কোলে।

সখীরা— দেখ্‌লে লীলা হৃদয়শিলা যায় যে গ'লে।

হীরে মালিনীর গান—

কেন হু হু করে মন, কেন কে জানে।
কুসুমী বাতাস খেলে মোর বাগানে!
যুবক ভ্রমর আসে, যুবতী যূথিকা পাশে,
অতীত কাঁদিছে মোর পুরাণো প্রাণে!

সুন্দরের গান—

এই জীবনের খেলাঘরে, আমি তোমার অনাথ ছেলে,
দুই নয়নের সামনে এসো ত্রি-নয়নের প্রদীপ জেলে!
মা জননী! মা জননী!
শুনব পায়ের নূপুর-ধ্বনি,
চরণ-কমল ধুইয়ে দেব হৃদি-গঙ্গাবারি ঢেলে।

শেষ-গান

সখীরা—মিলিয়ে দিলে কে সজনী,
রবির সাথে চাঁদের আলো!
দুলিয়ে গলায় বাহুর মালা নয়ন-তারার কিরণ জ্বালো!

মালিনী—এল কি ফের নতুন বয়েস, রঙের ছিটে কে দেয় প্রাণে,
ডাকচে বুকের কোকিল-পাখী, মন ভেসে যায় রসের বানে!

সখীরা—আমরা কেবল বাস্‌ব ভালো, বাস্‌ব ভালো, বাস্‌ব ভালো!

বীমা প্রসঙ্গ

"এম্পায়ার অফ ইণ্ডিয়া"

—পদ্মপাদ

"এম্পায়ার" ১৮৯৭ সালে স্থাপিত হয়। বোম্বাই-এর সম্ভ্রান্ত ধনকুবের ছিলেন এর উদ্যোক্তা।—প্রিমিয়ামের হার কম অথচ বীমার সুযোগ সুবিধা প্রচুর। স্বল্প প্রিমিয়াম এবং সুপরিচালন গুণে এম্পায়ার ভারতীয় বীমা কোম্পানীর মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ কোম্পানী ব'লে পরিগণিত।

সাকল্য সম্পত্তি বা আর্থিক সংস্থানের পরিমাণ—৪১২ ক্রোর টাকা এবং এর সম্পূর্ণ টাকাই ইণ্ডিয়ান ট্রাষ্ট আইন অনুমোদিত কোম্পানী কাগজ প্রভৃতিতে লগ্নী করা আছে।—অতএব এই কোম্পানীর নিরাপত্তা সম্বন্ধে কোনও প্রশ্নই উঠতে পারে না।

কোম্পানীর ভ্যালুয়েশান বা মূল্য নিদ্ধারক হিসাব নিকাশ হয় প্রতি পাঁচ বৎসর অন্তর—এই নিয়ম অনুসারে কোম্পানীর মূল্য নিদ্ধারণে তহবিলের উদ্বৃত্ত টাকা হতে গত ১৯৩২ সালে আজীবন বীমায় ১৬৲ টাকা ও মেয়াদী বীমায় ১৪৲ টাকা বোনাস দিয়েছিলেন—আবার আগামী ১৯৩৭ সালে ভ্যালুয়েশনের সময় আসবে। কিন্তু কোম্পানীর পরিচালকগণ তৎপূর্ব্বেই একটা Interior Valuation বা অন্তরবর্ত্তী মূল্য নিদ্ধারণে বিশেষ সন্তোষজনক ফল পেয়েছেন অর্থাৎ এই ভ্যালুয়েশনের ফলে তহবিলে যে উদ্বৃত্ত প্রকাশিত হয়েছে, তাতে করে ১৯৩৭ সালে ২৮শে ফেব্রুয়ারী কোম্পানীর যে পঞ্চবার্ষিকী হিসাব নিকাশের সময় হবে—তার শেষ ২'বৎসরের জন্য এই অন্তরবর্ত্তী বোনাসের হার বৃদ্ধি করে আজীবন বীমায় বার্ষিক—১৮৲ টাকা এবং মেয়াদী বীমায় হাজার করা বার্ষিক ১৬৲ টাকায় পরিণত করেছেন।

বীমাকারিগণের স্বার্থের প্রতি অত্যধিক মনোযোগ থাকার জন্যই এম্পায়ারের পরিচালকগণ পাঁচ বৎসর পূর্ণ না হতেই এই ভ্যালুয়েশনের ব্যবস্থা করেছেন—ইহা বাস্তবিকই বিশেষ প্রশংসার কথা।

—বীমাকারিগণের কাছ থেকে কম প্রিমিয়াম নিয়ে—নিদ্ধারিত বীমার টাকার উপর এই প্রকার উচ্চহারে বোনাস দেওয়াতে—এম্পায়ারের একদিকে যেমন আর্থিক সঙ্গতির প্রাচুর্য্য প্রকাশ পেয়েছে তেমনি আর একদিকে জনপ্রিয়তা খ্যাতি প্রতিপত্তিও সঙ্গে সঙ্গে বেড়ে চলেছে। নিম্নের তালিকায় থেকে এম্পায়ারের আর্থিক অবস্থা সম্পর্কে একটা আন্দাজ পাওয়া যাবে।

ফেব্রুয়ারীতে বছর শেষে	চলতি বীমা	প্রিমিয়াম আয়	মোট সংস্থান
১৯০২	৪৩,৫৬,০০০	২,০৭,০০০	৩,১৩,০০০
১৯১২	৩,০২,৩৫,০০০	১৬,৪৫,০০০	৫৮,২৬,০০০
১৯২২	৫,৮২,৪৪,০০০	২৮,১২,০০০	১,২৯,৬৮,০০০
১৯৩৩	১০,৯১,৯৬,০০০	৪৮,৯১,০০০	৮,১৮,২৯,০০০

সাধারণ মেয়াদী ও আজীবন বীমা এবং শিশু-বীমা ছাড়াও Family Security Policy বা পরিবার-রক্ষা-বীমা এঁদের খুব চিত্তাকর্ষক—সে সম্বন্ধে আমরা পরে আলোচনা করব।

এম্পায়ারের কলিকাতাস্থিত শাখা কার্য্যালয়ের ম্যানেজিং এজেন্টস্ মেসার্স ডি, এম, দাস এণ্ড সন্স—এঁদের পক্ষে প্রধান কার্য্য পরিচালক-রূপে স্বনামধন্য বীমা-বিশেষজ্ঞ শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র সেন (এ, সি, সেন নামেই ইনি সকলের কাছে বিশেষ পরিচিত) বাংলা বিহার ও উড়িষ্যার কাজকর্ম্ম যে ভাবে বিস্তৃত করেছেন তা বীমা-অভিজ্ঞ প্রত্যেকেই অবগত আছেন।

মিঃ সেন এখন প্রবীন অবস্থায় উপনীত হয়েছেন কিন্তু তাঁহার কর্ম্ম-ক্ষেত্রে তাঁহার সুযোগ্য সহকর্ম্মীরূপে উপযুক্ত জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীযুক্ত অমিয় কুমার সেনকে বীমা-বিষয়ে এমনভাবে শিক্ষিত ও অভিজ্ঞ করে গড়ে তুলেছেন যে তিনিই এখন বস্তুতঃ কলিকাতার শাখার প্রধান কর্ম্ম-পরিচালকরূপে পিতৃ-সংন্যস্ত দায়িত্বে ও কর্ত্তব্য যথোচিতভাবে পালন করে সুখ্যাতি অর্জ্জন করেছেন। প্রবীণ সেন মহাশয়ও এখনও নিয়মিত অফিসের কার্য্যকর্ম্ম দেখেন—আশা করা যায়—তাঁহার বহু অধ্যবসায় ও কর্ম্মসাধনায় এম্পায়ারের যে কাজ বাঙলা বিহার, উড়িষ্যা বিশেষ করে বাঙলা দেশে গড়ে উঠেছে—যোগ্য-পুত্রের হাতে, তাঁর উপদেশ ও সহায়তায় দিন দিন অধিকতর উন্নতি ও বিস্তৃতির পথে অগ্রসর হ'বে।

কলিকাতা কর্পোরেশন

নোটিশ

১৯২৩ সালে কলিকাতা মিউনিসিপ্যাল আইনের (পরে সংশোধিত) ৩ সংখ্যক সিডিউল অনুসারে আগামী পঞ্চম মিউনিসিপ্যাল সাধারণ নির্ব্বাচনের সাধারণ নির্ব্বাচকমণ্ডলীগুলির প্রাথমিক নির্ব্বাচন সংক্রান্ত ভোটের তালিকা প্রস্তুত হইয়াছে এবং ১৯৩৫ সালের ১৫ই নভেম্বর তারিখে নিম্নলিখিত তালিকাভুক্ত বিভিন্ন স্থানসমূহে প্রকাশিত করা হইয়াছে এবং এতদ্দ্বারা সাধারণকে জানান যাইতেছে যে, যে ভদ্রলোক বা ভদ্রলোকগণের নামসমূহ ঐরূপ প্রত্যেক নির্ব্বাচকমণ্ডলীর সঙ্গে উল্লেখ করা হইয়াছে, তাঁহারা ঐরূপ নির্ব্বাচকমণ্ডলীর সংশোধক কর্ত্তৃপক্ষ (রিভাইজিং অথারিটি) নিযুক্ত হইয়াছেন। ১৯২৩ সালের কলিকাতা মিউনিসিপ্যাল আইনের ২৫ ধারা অনুসারে ঐ সকল নির্ব্বাচকমণ্ডলীর জন্য নির্ব্বাচন সংক্রান্ত ভোট তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হইবার জন্য সকল দাবীসমূহ অথবা ঐ সকল নির্ব্বাচকমণ্ডলীর অন্তর্ভুক্ত কোন নামের সম্বন্ধে ঐ ধারানুসারে কোন আপত্তিসমূহ, সংশ্লিষ্ট সংশোধক কর্ত্তৃপক্ষকে বা কর্ত্তৃপক্ষগণকে কলিকাতা, ৫নং স্থরেন্দ্র ব্যানার্জ্জী রোডে সেনট্রাল মিউনিসিপ্যাল অফিসে লিখিতভাবে জানাইতে হইবে এবং উহা যেন ১৯৩৫ সালের ২০শে ডিসেম্বর তারিখ বৈকাল ৫টার পূর্ব্বে বা ৫টার সময় তাঁহাদের কাছে পৌছে। ঐরূপ দাবীগুলি এবং আপত্তিগুলি যে ব্যক্তি করিতেছেন, উহাতে তিনি স্বাক্ষর করিবেন এবং ঐগুলি কিসের উপর প্রতিষ্ঠিত, সেই হেতুগুলির উল্লেখ করিবেন এবং প্রাথমিক ভোট তালিকার অন্তর্ভুক্তিতে যেথানে তাঁহাদের বর্ণনা আছে, সেই অন্তর্ভুক্তির উল্লেখ করিতে হইবে বা উহার বিশদ বিবরণ দিতে হইবে। ইহাও উল্লেখ করিতে হইবে যে, কোম্পানীসমূহ, ফার্ম্মসমূহ, যৌথ পরিবার-সমূহ, অথবা ব্যক্তি বিশেষদের অপর সঙ্ঘগুলি যাহাদের নিজেদের মনোনীত প্রতিনিধিদের দ্বারা মাত্র ভোট দেওয়ার আবশ্যক যোগ্যতাগুলি আছে, যদি সেই সব প্রতিনিধির নাম ইতিপূর্ব্বে রেজেষ্টীকৃত না হইয়া থাকে, তবে তাঁদের ঐ সকল প্রতিনিধিদের নামসমূহ সংশ্লিষ্ট সংশোধক কর্ত্তৃপক্ষ কর্ত্তৃক রেজেষ্ট্রী করাইবার জন্য উল্লিখিত তারিখ ও সময়ের পূর্ব্বে অথবা ঐ তারিখে ও সময়ে দরখাস্ত করিতে হইবে, তাহা হইলেই প্রতিকার করা যাইবে। ইহা সুস্পষ্টরূপে জানিতে হইবে যে, নির্ব্বাচন-সংক্রান্ত ভোট তালিকার দম বা অনুল্লেখ সম্বন্ধে কোন নালিশ উপরোক্ত তারিখ অতীত হইবার পরে করিলে বিবেচিত হইবে না।

উল্লিখিত প্রত্যেক নির্ব্বাচক মণ্ডলীর ভোট তালিকার সম্পূর্ণ নকল কলিকাতা সেনট্রাল মিউনিসিপ্যাল অফিসে অফিসের সময় দেখিতে পাওয়া যাইবে এবং ঐ সকল ভোট তালিকার নকলসমূহ সেনট্রাল মিউনিসিপ্যাল অফিসের রেকর্ড ডিপার্টমেন্টে বিক্রয়ের জন্য থাকিবে। প্রত্যেক নির্ব্বাচক মণ্ডলীর নির্ব্বাচন সংক্রান্ত ভোট তালিকার প্রত্যেকটির মূল্য ভোট তালিকা ১৬ পৃষ্ঠার বেশী হইলে ১৲ টাকা এবং ভোট তালিকা ১৬ পৃষ্ঠা বিশিষ্ট বা কম হইলে প্রত্যেকটির মূল্য ॥০ আট আনা। অপরাপর বিবরণ কলিকাতা, সেনট্রাল মিউনিসিপ্যাল অফিসে, নির্ব্বাচনসংক্রান্ত ভোট তালিকা অফিসারের নিকট (ইলেক্টোরাল রোল অফিসার) পাওয়া যাইবে।

জে, সি, মুখার্জ্জী
চীফ একজিকিউটিভ অফিসার,
কলিকাতা কর্পোরেশন।

সেনট্রাল মিউনিসিপ্যাল অফিস
১৫ই নভেম্বর, ১৯৩৫ সাল

সাধারণ নির্ব্বাচক মণ্ডলীসমূহ

(ক) নির্ব্বাচকমণ্ডলীর নাম, (খ) নির্ব্বাচন সংক্রান্ত ভোট তালিকা টাঙ্গাইয়া দিবার স্থান এবং (গ) বিভিন্ন ওয়ার্ডের সংশোধক কর্ত্তৃপক্ষের (রিভাইজিং অথরিটি) নাম :—

(ক) ১, শ্যামপুকুর (১নং ওয়ার্ড) (খ) ১, ডিষ্ট্রিক্ট মিউনিসিপ্যাল অফিস ১, ২, শ্যামপুকুর থানা, ৩, বাগবাজার পোষ্ট অফিস, ৪, বাগবাজার রিডিং লাইব্রেরী (গ) রায়বাহাদুর এন, জি, মুখার্জ্জী।

(ক) ২, কুমারটুলী (২নং ওয়ার্ড) (খ) ১, ডিষ্ট্রিক্ট মিউনিসিপ্যাল অফিস ১, ২, জোড়াবাগান থানা, ৩ হাটখোলা পোষ্ট অফিস, ৪, ইউনাইটেড রিডিং রুম (গ) মিঃ নারায়ণচন্দ্র ব্যানার্জ্জী।

(ক) ৩, বড়তলা (৩নং ওয়ার্ড) (খ) ১, ডিষ্ট্রিক্ট মিউনিসিপ্যাল অফিস ১, ২, বড়তলা থানা, ৩, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, ৪, সার চার্লস এলেন মার্কেট (গ) রায় বাহাদুর হেমকুমার মল্লিক।

(ক) ৪, সুকিয়া ষ্ট্রীট (৪নং ওয়ার্ড) (খ) ১, ডিষ্ট্রিক্ট মিউনিসিপ্যাল অফিস ১, ২, আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট থানা, ৩ রামমোহন লাইব্রেরী, ৪ মাণিকতলা পোষ্ট অফিস (গ) মিঃ জে, এন, বসু।

(ক) ৫, জোড়াবাগান (৫নং ওয়ার্ড) (খ) ১, ডিষ্ট্রিক্ট মিউনিসিপ্যাল অফিস, ১, ২, জোড়াবাগান থানা, ৩, পাথুরিয়াঘাটা পোষ্ট অফিস ৪, মহেশ্বরী পুস্তকালয় (গ) ১, মিঃ অমরেন্দ্রনাথ পাল চৌধুরী, ২, মিঃ হরেন্দ্রকুমার রায়।

(ক) ৬, জোড়াসাঁকো (৬নং ওয়ার্ড) (খ) ডিষ্ট্রিক্ট মিউনিসিপ্যাল অফিস ১, ২, জোড়াসাঁকো থানা ৩, বীডন ষ্ট্রীট পোষ্ট অফিস, ৪, চৈতন্য লাইব্রেরী (গ) রায় বাহাদুর তারাপদ চ্যাটার্জ্জী।

(ক) ৭, বড়বাজার (৭নং ওয়ার্ড) (খ) ১, ডিষ্ট্রিক্ট মিউনিসিপ্যাল অফিস ১, ২, বড়বাজার থানা, ৩, টেরেটি-বাজার পোষ্ট অফিস, ৪, কলিকাতা ইমপ্রুভমেণ্ট ট্রাষ্ট অফিস, ৫, শ্রীবড়বাজার কুমারসভা লাইব্রেরী (গ) ১, মিঃ শ্রীগোপাল ভট্টাচার্য্য ২, মিঃ বিপুলকুমার সাহা।

(ক) ৮, কলুটোলা (৮নং ওয়ার্ড) (খ) ১, ডিষ্ট্রিক্ট মিউনিসিপ্যাল অফিস ২, ২, কলুটোলা ফাঁড়ি, ৩, বৌবাজার পোষ্ট অফিস, ৪, বড়বাজার লাইব্রেরী ৫, কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট (গ) ১, খাঁ বাহাদুর মৌলবী আতাউর রহমান, ২, মিঃ জি বাগারিয়া।

(ক) ৯, মুচিপাড়া (৯নং ওয়ার্ড) (খ) ১, ডিষ্ট্রিক্ট মিউনিসিপ্যাল অফিস ২, ২, মুচিপাড়া থানা, ৩, আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট পোষ্ট অফিস, ৪, আলবার্ট ইনষ্টিটিউট এণ্ড রিডিং রুম, ৫, বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতি (গ) ১, পণ্ডিত নকুলেশ্বর বিদ্যাভূষণ ২, রায় বাহাদুর গিরিজাভূষণ সেন।

(ক) ১০, বৌবাজার (১০নং ওয়ার্ড) (খ) ১, ডিষ্ট্রিক্ট মিউনিসিপ্যাল অফিস, ২, ২, সেণ্ট্রাল এভিনিউ থানা—পুলিশ সেক্শন এইচ, ৩, চিত্তরঞ্জন পরিষদ (গ) রায় বাহাদুর যোগেশচন্দ্র সেন।

(ক) ১১, পদ্মপুকুর (১১নং ওয়ার্ড) (খ) ১, ডিষ্ট্রিক্ট মিউনিসিপ্যাল অফিস ২, ২ মুচিপাড়া থানা, ৩, শাখারীটোলা পোষ্ট অফিস, ৪ সরস্বতী ইনষ্টিটিউট, (গ) রায় বাহাদুর ডাঃ সত্যপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী।

(ক) ১২, ওয়াটারলু ষ্ট্রীট (১২নং ওয়ার্ড) (খ) ১, ডিষ্ট্রিক্ট মিউনিসিপ্যাল অফিস ২, ২ সেণ্ট্রাল এভিনিউ থানা—পুলিশ সেকশন জি, ৩ এসপ্লানেড পোষ্ট অফিস, ৪ ইম্পিরিয়েল লাইব্রেরী, ৫ টাউনহল (গ) মিঃ আই এইচ কোহেন।

(ক) ১৩, ফেনউইক বাজার (১৩নং ওয়ার্ড), (খ) ১, সেণ্ট্রাল মিউনিসিপ্যাল অফিস, ২ তালতলা থানা—পুলিশ সাব সেকশন ১৯, ৩ ধর্ম্মতলা পোষ্ট অফিস, ৪, জানবাজার ইনষ্টিটিউট, ৫, স্যার ষ্টুয়ার্ট হগ মার্কেট, (গ) মিঃ যোতিতচন্দ্র ঘোষ।

(ক) ১৪, তালতলা (১৪নং ওয়ার্ড) (খ) ১, সেণ্ট্রাল মিউনিসিপ্যাল অফিস, ২, তালতলা থানা, ৩, তালতলা পোষ্ট অফিস, ৪, তালতলা পাবলিক লাইব্রেরী (গ) রায় বাহাদুর বিহারীলাল সরকার।

(ক) ১৫, কলিঙ্গা (১৫নং ওয়ার্ড) (খ) ১, সেণ্ট্রাল মিউনিসিপ্যাল অফিস, ২ পার্ক ষ্ট্রীট থানা, ৩ ইলিয়ট রোড পোষ্ট অফিস, (গ) মিঃ নিত্যানন্দ সিংহ রায়।

(ক) ১৬, পার্ক ষ্ট্রীট (১৬নং ওয়ার্ড) (খ) ১, সেণ্ট্রাল মিউনিসিপ্যাল অফিস, ২ পার্ক ষ্ট্রীট থানা, ৩ পার্ক ষ্ট্রীট পোষ্ট অফিস, (গ) মিঃ বজলার রহমান।

(ক) ১৭, বামন বস্তি (১৭নং ওয়ার্ড) (খ) ১ সেণ্ট্রাল মিউনিসিপ্যাল অফিস, ৪ ডেপুটি পুলিশ কমিশনার্স অফিস, ১৭ থিয়েটার রোড, ৪ পার্ক ষ্ট্রীট পোষ্ট অফিস, (গ) মিঃ বজলার রহমান।

(ক) ১৮, ট্যাংরা (১৮নং ওয়ার্ড) (খ) ১ সেণ্ট্রাল মিউনিসিপ্যাল অফিস, ২ গোবরা ফাঁড়ি, ৩ ট্যাংরা ইনষ্টিটিউট ৪, ষ্টক ইয়ার্ড এণ্ড ক্যাটল মার্ট (চিংড়িহাটা রোড), (গ) মিঃ নিত্যানন্দ সিংহ রায়।

(ক) ১৯, ইটালী (১৯নং ওয়ার্ড) (খ) ১ সেণ্ট্রাল মিউনিসিপ্যাল অফিস, ২ ইটালী থানা, ৩ ইটালী পোষ্ট অফিস, ৪ নর্থ ইটালী কমলা লাইব্রেরী, ৫ ইটালী মার্কেট, (গ) মিঃ নারায়ণচন্দ্র ব্যানার্জ্জী।

(ক) ২০, বেনিয়াপুকুর (২০নং ওয়ার্ড) (খ) ১ সেণ্ট্রাল মিউনিসিপ্যাল অফিস, ২ বেনিয়াপুকুর থানা, ৩ সার্কাস পোষ্ট এণ্ড টেলিগ্রাফ অফিস, ৪ বেনিয়াপুকুর লাইব্রেরী, ৫ আঞ্জুমান মুফিদুল ইসলাম লাইব্রেরী, (গ) রায় বাহাদুর খগেন্দ্রনাথ দত্ত।

(ক) ২১, বালীগঞ্জ (২১নং ওয়ার্ড) (খ) ১ সেণ্ট্রাল মিউনিসিপ্যাল অফিস, ২ বালীগঞ্জ থানা, ৩ বালীগঞ্জ পোষ্ট অফিস, ৪ দিলখুসা লাইব্রেরী (গ) মিঃ নীতীশচন্দ্র ঘোষ।

(ক) ২২, ভবানীপুর (২২নং ওয়ার্ড) (খ) ১, ডিষ্ট্রিক্ট মিউনিসিপ্যাল অফিস ৪, ২, ভবানীপুর থানা, ৩ ভবানীপুর পোষ্ট অফিস, ৪ ল্যান্সডাউন মার্কেট, (গ) রায় বাহাদুর সারদাচরণ মিত্র।

(ক) ২৩, কালীঘাট (২২এ, ওয়ার্ড) (খ) ১ ডিষ্ট্রিক্ট মিউনিসিপ্যাল অফিস ৪, ২, কালীঘাট ডিসপেন্সারী, ৩ ভবানীপুর থানা, ৪ কালীঘাট ইউনিয়ন, ৫ কালীমন্দির পোষ্ট অফিস, (৬) দি ক্যালকাটা ইউনিক ক্লাব ও অমৃত লাইব্রেরী, (গ) রায় বাহাদুর সারদাচরণ মিত্র।

(ক) ২৪, আলিপুর (২৩নং ওয়ার্ড) (খ) ১ ডিষ্ট্রিক্ট মিউনিসিপ্যাল অফিস ৪, ২, আলিপুর থানা, ৩ আলিপুর পোষ্ট অফিস, ৪ চেতলা নিত্যানন্দ লাইব্রেরী, (গ) রায় সাহেব শীতলচন্দ্র চাটার্জ্জী।

(ক) ২৫, একবালপুর (২৪নং ওয়ার্ড) (খ) ১ ডিষ্ট্রিক্ট মিউনিসিপ্যাল অফিস ৪, ২, একবালপুর থানা, ৩, মাইকেল লাইব্রেরী, ৪, ইসলামিয়া লাইব্রেরী, (গ) রায় বাহাদুর আশুতোষ ঘোষ।

(ক) ২৬, ওয়াটগঞ্জ ও হেষ্টিংস (২৫নং ওয়ার্ড) (খ) ১ ডিষ্ট্রিক্ট মিউনিসিপ্যাল অফিস ৪, ২, হেষ্টিংস থানা, ৩ খিদিরপুর পোষ্ট অফিস, ৪ হেমচন্দ্র লাইব্রেরী, (গ) মিঃ এ সি মুখার্জ্জী।

(ক) ২৭, টালীগঞ্জ (২৭নং ওয়ার্ড) (খ) ১ ডিষ্ট্রিক্ট মিউনিসিপ্যাল অফিস ৪, ২, টালীগঞ্জ থানা, ৩ কালীঘাট পোষ্ট অফিস, ৪ সাহানগর ইনষ্টিটিউট, (গ) পণ্ডিত নকুলেশ্বর বিদ্যাভূষণ।

(ক) ২৮, বেলিয়াঘাটা (২৮নং ওয়ার্ড) (খ) ১ ডিষ্ট্রিক্ট মিউনিসিপ্যাল অফিস, মাণিকতলা, ২ বেলিয়াঘাটা থানা, ৩ বেলিয়াঘাটা পোষ্ট অফিস, ৪ বেলিয়াঘাটা লাইব্রেরী, ৫ সুবারবন রিডিং ক্লাব, ৬ মহম্মদ বাসেখ মেমোরিয়েল লাইব্রেরী, ৭ নারিকেলডাঙ্গা পোষ্ট অফিস, (গ) রায় বাহাদুর হেমচন্দ্র মিত্র।

(ক) ২৯, মাণিকতলা (২৯নং ওয়ার্ড) (খ) ১, ডিষ্ট্রিক্ট মিউনিসিপ্যাল অফিস, মাণিকতলা, ২ মুরারি-

পুকুর ফাঁড়ি, ৩ নারিকেলডাঙ্গা পোষ্ট অফিস, ৪, স্যার গুরুদাস ইনষ্টিটিউট, (গ) কুমার রাজেন্দ্রনারায়ণ রায়।

(ক) ৩০, বেলগাছিয়া (৩০নং ওয়ার্ড) (খ) ১ ডিষ্ট্রিক্ট মিউনিসিপ্যাল অফিস, কাশীপুর, ২ মাণিকতলা থানা, ৩ টালা পোষ্ট অফিস, ৪ সুবারবন এসোসিয়েশন ও লাইব্রেরী, ৫ চিৎপুর থানা, (গ) রায় বাহাদুর ডি এন বসু।

(ক) ৩১, সাতপুকুর (৩১নং ওয়ার্ড) (খ) ১ ডিষ্ট্রিক্ট মিউনিসিপ্যাল অফিস, কাশীপুর, ২ 'আর্ম্মড' পুলিশ ব্যারাক, ৩ সিঁথি এমারেল্ড লাইব্রেরী, ৪. চিৎপুর থানা। (গ) ডাঃ গঙ্গাধর প্রামাণিক।

(ক) ৩২. কাশীপুর (৩২নং ওয়ার্ড) (খ) ১ ডিষ্ট্রিক্ট মিউনিসিপ্যাল অফিস, কাশীপুর, ২, কাশীপুর থানা, ৩, কাশীপুর পোষ্ট অফিস, ৪ কাশীপুর ক্লাব, (গ) রায় বাহাদুর কাশীশ্বর চক্রবর্ত্তী।

সপ্তাহিকা

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের স্বাস্থ্য সম্বন্ধে যাঁরা চঞ্চল হ'য়েছিলেন, তাঁরা জেনে সুখী হবেন যে তিনি বেশ ভালো আছেন আর আসছে ডিসেম্বর মাসে তাঁর 'রাজা' নাটকের অভিনয় ব্যবস্থা ক'রছেন। তাঁর নিজেরও তাতে ভূমিকা থাকবে। কবীন্দ্র চিরায়ু হোন্।

*

সুইডিস্ একাডেমি স্থির ক'রেছেন ১৯৩৫ সালে সাহিত্যের জন্যে নোবেল পুরস্কার কাউকে দেওয়া হবে না। জগতের সাহিত্য দ্রষ্টাদের পক্ষে নিন্দার কথা।

*

গেল শনিবার সন্ধ্যে ছটার সময় কবি বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে বেলেঘাটা শান্তি-সম্মিলনীর নবম বার্ষিক উৎসব হ'য়ে গেছে। কুমারী কনকলতা বন্দ্যোপাধ্যায় তাতে উদ্বোধন সঙ্গীত গেয়েছিলেন। এঁদের ভ্রাতৃত্ব স্থায়ী হোক্।

*

আসছে ৭ই ডিসেম্বর নারী-শিক্ষা সমিতি সংক্রান্ত হাতে-তৈরি শিল্প প্রদর্শনীর দোর খুলবেন লেডি উইলিংডন। যাঁর হাতের কাজ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ব'লে বিচারে স্থির হবে সন্তোষের রাজা বাহাদুর তাঁর সহধর্ম্মিণীর নামে তাঁকে একটি সোণার পদক দেবেন। সোণা দিয়ে হাত বাঁধানো।

*

গেল রবিবার বঙ্গীয় সাহিত্য-পারিষৎ মন্দিরে জলধরদার নেতৃত্বে রবিবাসরের অধিবেশন হ'য়ে গেছে। আমরা কল্‌কাতার বাইরে থাকায় তাতে যোগ দিতে পারিনি। রবিবাসর যে পূর্ণোদ্যমে নিয়মিতভাবে তার কাজ ক'চ্ছে, এ জন্যে সম্পাদক শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ বসু মহাশয়কে প্রশস্তি জানাচ্ছি!
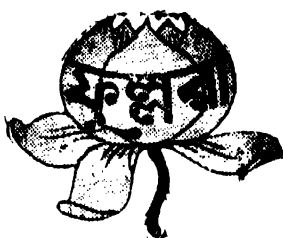
—সাউণ্ড বক্স

COLUMBIA RECORDS

November—1935

G. E. 2299. শ্রীমতী মনোরমা "নিরজনে আজি তব সনে" ও "দরদী দিনের বোঝা নামিয়ে নে" গান দুটি রেকর্ড করিয়াছেন। গানের রচনা ও সুর-যোজনা সুবিধার নয় এবং গায়িকার কণ্ঠও সুমার্জিত এবং সুমিষ্ট নয়। কাজেই রেকর্ডখানি ভাল লাগিল না।

*

G. E. 2300. কুমারী রেণুকা রায় "গাথি মিলন মালিকা বিদায়ের বেলা" ও "কেন ভুলিতে চাই বলি সই" গান দুটি রেকর্ডে গাহিয়াছেন। গানের রচনা প্রশংসনীয়, কিন্তু সুর-যোজনা মনোমুগ্ধকর হয় নাই। গায়িকার কণ্ঠ ও গাহিবার প্রণালী ভাল নয়। এই সব ত্রুটির জন্য রেকর্ডখানি সুখশ্রাব্য হয় নাই।

*

Q. S. 2301. শ্রীমতী চিত্রলেখা গাঙ্গুলী (এ্যামেচার) "সখিগো সজনী কি হেরিনু" ও "কি হেরিলাম অপরূপ" কীর্ত্তন গান দু'খানি রেকর্ড করিয়াছেন। গায়িকার কণ্ঠ মন্দ নয় এবং কীর্ত্তন গান গাহিবার প্রণালী জানা আছে। রেকর্ডখানি ভালই হইয়াছে।

*

কলম্বিয়া নভেম্বর মাসে ৩ খানি রেকর্ড বাহির করিয়াছেন। ইহাদের শিল্পী বিশেষ কেহ নাই। অধিকাংশ শিল্পীই তৃতীয় শ্রেণীর। অল্পসংখ্যক রেকর্ড যাহারা বাহির করিবেন, তাঁহারা ভাল গান বাহির করিবেন আশা করা অন্যায় নহে।

TWIN RECORDS

November—1935.

টুইন রেকর্ড দিন দিন জনপ্রিয় হইতেছে। এখন রেকর্ড ক্রেতাগণ বুঝিয়াছেন যে দামে সস্তা হইলেও 'টুইন' রেকর্ডের মাল-মসলা 'এইচ-এম-ভি' রেকর্ডের সমান এবং স্থায়িত্বে ও রেকর্ডিংএ যে কোনো প্রথম শ্রেণীর রেকর্ডের ন্যায়। টুইনের শিল্পী সমন্বয়ও প্রথম শ্রেণীর। এই সব কারণে 'টুইন' রেকর্ডের পসার ক্রমশঃ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতেছে।

*

নভেম্বর মাসে 'টুইন' রেকর্ড কোম্পানী ৫খানি কণ্ঠ-সঙ্গীতের রেকর্ড প্রকাশ করিয়াছেন। ক্রেতাদের বিভিন্ন রুচি ও কৃষ্টির দিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখিয়া গান বাছাই হওয়াতে সকল শ্রেণীর শ্রোতার মনোরঞ্জন করিতে সমর্থ হইবে। আমরা নীচে প্রত্যেক রেকর্ডের সমালোচনা দিলাম :—

*

F. T. 4113. মিস কমলা (ঝরিয়া) এই রেকর্ডে দুইখানি স্তব গাহিয়াছেন। "মহাদেব শম্ভু শিব ভোলা মহেশ্বর" গানখানি শিবের স্তুতি গান এবং "মাধব তব পদারবিন্দ" নারায়ণের জয় গান। জনপ্রিয় গায়িকার অপূর্ব্ব গাহিবার প্রণালী এবং গানের মধুর রচনা ও সুরে রেকর্ডখানি অতিশয় শ্রুতিমধুর হইয়াছে।

*

F. T. 4114. শ্রীযুক্ত জগন্নাথ মুখোপাধ্যায় দুইখানি আধুনিক গান রেকর্ড করিয়াছেন। গায়কের কণ্ঠ স্পষ্ট ও মিষ্ট। কাজেই "শত জনম আঁধারে আলোকে" ও "অন্ধকারের তীর্থ পথে ভাসিয়ে দিলাম নামের তরী" গান দু'খানি সুখশ্রাব্য হইয়াছে।

*

F.T. 4115. কুমারী নমিতা রায় চৌধুরী 'জানি না কোথা আমায় যেতে হবে' ও 'বিফলে গেল গো জীবন বহিয়া" গান দুটি এই রেকর্ডে গাহিয়াছেন। গান দুটিই কীর্ত্তন। বাংলার নিজস্ব সম্পদ কীর্ত্তন গান বাঙ্গালীর নিকট সর্ব্বাপেক্ষা মধুর লাগে। রেকর্ড জগতের নবীনা গায়িকা গান দুটি সুন্দর গাহিয়াছেন।

*

F. T. 4116. শ্রীযুক্ত কালীপদ সেন দুইখানি ভাটিয়ালী গান রেকর্ড করিয়াছেন। "তোর রূপে সই গাহন করে" গানটি সুগীত হইয়াছে এবং সুর যোজনাও মনোরম। "যাবার বেলায় মিনতি আমার" গানটি মন্দ লাগিল না। যাঁহারা ভাটিয়ালী গান পছন্দ করেন তাঁহাদের নিকট রেকর্ডখানি আদৃত হইবে।

*

F. T. 4117 আব্বাসউদ্দীন আহম্মদ ও গোলাম মোস্তাফা এই রেকর্ডে দুইখানি

মুসলিম ধর্ম্ম-সঙ্গীত গাহিয়াছেন। "ইয়া নবী সালাই আ'লায়কা ইয়া রসুল সালাম আ'লায়কা" ও "নিখিলের চির-সুন্দর-সৃষ্টি আমার মোহম্মদ রসুল" গান দু'খানি সুগীত হইয়াছে। ঈশ্বরের নাম-কীর্ত্তন সকলেরই ভাল লাগে। মুসলমান ভ্রাতৃবৃন্দ নিশ্চয়ই রেকর্ডখানি সানন্দে গ্রহণ করিবেন।

*

HINDUSTHAN RECORDS

November—1935

নভেম্বর মাসে হিন্দুস্থান রেকর্ড কোম্পানী ৩ খানি একক রেকর্ড ও ৭ খানি রেকর্ডে সমাপ্ত "ফুল্লরা" পালার রেকর্ড প্রকাশ করিয়াছেন। উক্ত ৩ খানি একক রেকর্ডের মধ্যে ২ খানি বাংলা ও বাকী ১ খানি উড়িয়া গানের রেকর্ড।

*

H. 302. এই রেকর্ড খানি হিন্দুস্থানের একটি সম্পদবিশেষ। শ্রীযুক্ত দিলীপ কুমার রায় ও শ্রীমতী সাহানা দেবীর গান একই রেকর্ডে শুনিবার সৌভাগ্য লাভ করা একটা অভাবনীয় ব্যাপার সন্দেহ নাই। "চমকে তিমির ঘির বিজলীর" গানটি দিলীপ বাবু ও সাহানা দেবী সমবেত কণ্ঠে গাহিয়াছেন। মধুর সুর-যোজনায় ও সুমধুর কণ্ঠের সম্মিলনে গানটি অপরূপ সুন্দর হইয়াছে। অপর গানটি দিলীপ বাবু তাঁহার স্বভাব-সুন্দর কণ্ঠে গাহিয়াছেন।

*

H. 303. শ্রীমতী মনোরমা "বল গো বল প্রিয় ভুলিতে কি পার মোরে" এবং "আমি মল্লিকাদলে সেজেছি কত প্রভাতে" গান দু'খানি রেকর্ড করিয়াছেন। গানে সুর দিয়াছেন শ্রীনিতাই মতিলাল এবং রচনা করিয়াছেন শ্রীনরেশ্বর ভট্টাচার্য্য. কথা ও সুর মন্দ নয়। গায়িকা গান দুটি ভাল গাহিয়াছেন।

*

H 263. শ্রীশ্যামসুন্দর দাস "চাহিবারে খালি এতে হীনিমান" ও "নয়নের নীর নয়নে মরে" উড়িয়া গান দুটি রেকর্ড করিয়াছেন। গান রচনা করিয়াছেন শ্রীঅদ্বৈত্য চরণ মহান্তি। উড়িষ্যাবাসীদের জন্য উড়িয়া গানের ব্যবস্থা করা সুবুদ্ধির পরিচায়ক।

*

নাট্যকার শ্রীযোগেশ চৌধুরী রচিত "ফুল্লরা" পালাটি 'হিন্দুস্থান' ৭খানি রেকর্ডে তুলিয়াছেন। বিশ্বনাথ ভাদুড়ী, নাট্যকার স্বয়ং, কৃষ্ণধন মুখার্জ্জি, শেফালিকা (পুতুল) ও অন্যান্য কয়েকজন খ্যাতনামা শিল্পী সম্মিলনে এই রেকর্ডখানি তৈরী হইয়াছে। গানগুলির সুর খুব উপাদেয় না হইলেও সুখশ্রাব্য সন্দেহ নাই। অভিনয়ও বেশ ভালই হইয়াছে। রেকর্ড-নাট্যে হিন্দুস্থানের এই প্রথম প্রচেষ্টা সত্যই সার্থক হইয়াছে। রেকর্ডপ্রিয়দের নিকট "ফুল্লরা" যে সমচিত সমাদর লাভ করিবে, ইহা নিশ্চিত।

—অভিমন্যু

[আগামী শনিবার হইতে যে সব বিদেশী ছবি কলিকাতায় মুক্তিলাভ করিবে তাহাদের অগ্রিম সংক্ষিপ্ত পরিচয়। সুতরাং কোনো বিদেশী ছবি দেখিতে যাওয়ার পূর্ব্বে আমাদের "চিত্র-পরিচিতি" স্তম্ভটি পড়িয়া গেলে, চিত্রপ্রিয়েরা লাভবান হইবেন। —দীঃ সঃ

STAR OF MIDNIGHT

আর-কে-ও এলফিনষ্টোনে দেখানো হইবে, শ্রেষ্ঠাংশে উইলিয়াম পাওয়েল, র‍্যালফ মরগান, জিঞ্জার রোজার্স, রাসেল হপটন, লেসলি ফেনটন প্রভৃতি। আর-কে-ও রেডিওর ছবি, পরিচালনা করিয়াছেন ষ্টিফেন রবার্টস।

উইলিয়াম পাওয়েল ছিল নিউ ইয়র্কের একজন নামজাদা আইন ব্যবসায়ী। রাসেল হপটন ছিল একটি খবরের কাগজের সংবাদ দাতা। সে উইলিয়ামকে বলিতেছিল কেমন করিয়া প্রিন্স থিয়েটার হইতে মেরী স্মিথ নাম্নী একটি অভিনেত্রী হঠাৎ অদৃশ্য হইয়া গেল, ঠিক সেই সময় এক অদৃশ্য শত্রুর হস্তে রাসেল নিহত হইল এবং উইলিয়াম আহত হইল। লেসলি ফেনটন ছিল মেরী স্মিথের প্রণয়ী। উইলিয়াম তাহাকে হত্যাকারী বলিয়া অভিযুক্ত করিল। প্রথমে অবশ্য ইহার কোন প্রমাণ পাওয়া গেল না। কিন্তু পাওয়েলের ধারণা সেই রাসেলের হত্যাকারী। পুলিস ইনসপেক্টার ও উইলিয়ামের প্রণয়িনী জিঞ্জার রোজার্স উইলিয়ামের সঙ্গে যোগ দিল এই রহস্য উদ্ঘাটনে। তদন্ত করিতে করিতে জনৈক শিকাগোর উকীলের (র‍্যালফ মরগ্যান) সঙ্গে তাহাদের দেখা হইল। সে এ্যালিস মারথাম ওরফে মেরী স্মিথকে খুঁজিতেছিল। র‍্যালফ তাহাকে খুঁজিতেছিল এইজন্য, যে একটি মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত আসামীর নির্দ্দোষিতা প্রমাণের সেই একমাত্র সাক্ষী। তখন লেসলি ফেন্টনের উপর সকলেরই সন্দেহ বদ্ধমূল হইল। কিন্তু দেখা গেল যে লেসলিকে কে একজন খুন করিয়া গিয়াছে। শেষে অনেক রোমাঞ্চকর ঘটনার ভিতর দিয়া এই ব্যাপারের পরিসমাপ্তি ঘটিল। আসল ব্যক্তি ধরা পড়িল। জিঞ্জারও তাহার মনের মানুষ উইলিয়ামকে পাইল।

জিঞ্জার রোজার্স ও উইলিয়াম পাওয়েলের অভিনয় হইয়াছে অনবদ্য। ছবিখানিতে আগাগোড়া suspense বজায় রাখা হইয়াছে। হাস্যরসাত্মক ঘটনাও দুই একটি মাঝে মাঝে আছে বলিয়া দর্শকরাও হাফ ফেলিবার সুযোগ পায়। মোটের উপর ছবিখানি সকলের ভাল লাগিবে বলিয়াই আমাদের বিশ্বাস।

ON WINGS OF SONG

গ্লোবে দেখানো হইবে, শ্রেষ্ঠাংশে গ্রেস মূর, লিও কার্‌রিলো, রবার্ট অ্যালেন, লুই আলবার্ণি, মাইকেল বার্টলেট প্রভৃতি। কলাম্বিয়ার ছবি, পরিচালনা করিয়াছেন ভিক্টর সার্টজিঞ্জার।

ষ্টিভ করেলি একদিন এক নীলামে গিয়া পাশের ঘরের মার্গারিট হাওয়ার্ডের গান শুনিয়া মুগ্ধ হইয়া তাহার জন্য মার্গারিটা কাফে নামে একটি কাফে খুলিল। সেই কাফেতে মার্গারেট প্রথম সাধারণ্যে আত্মপ্রকাশ করিল। প্রথমটা সে খুব ঘাবড়াইয়া গিয়াছিল কিন্তু আসরে নামিয়া সামলাইয়া লইল। লোকে তাহাকে অজস্র প্রশংসা করিল। তাহার সাফল্যে সর্ব্বাপেক্ষা সুখী হইল করেলী। করেলী ছিল একজন জুয়াড়ী —মাতাল। মার্গারেটকে বিবাহ করিয়া সে সুখী হইবার কল্পনা করিয়াছিল সেইজন্য সে সর্ব্বস্ব ব্যয় করিয়া এই কাফে খুলিল এবং তাহার জন্য একটি সুসজ্জিত গৃহেরও ব্যবস্থা করিল। কথায় কথায় সে মার্গারেটকে বলিল যে তাহার জীবনের একমাত্র কাম্য যে মার্গারেটের গান যেন সে কোন-না-কোন দিন মেট্রোপলিটান অপেরায় শুনিতে পায়। কৃতজ্ঞতার মূল্য স্বরূপ মার্গারেট করেলীর নিকট থাকিতে প্রতিশ্রুত হইল।

গ্রেস মূর

ফিলিপ ক্যামেরণ নামক মার্গারেটের এক ধনী বাল্য বন্ধু আসিয়া সব উলট-পালট করিয়া দিল। ফিলিপ ও মার্গারেট উভয়েই উভয়কে ভালবাসিত। একদিন ফিলিপ ও মার্গারেটকে গাঢ় আলিঙ্গনাবদ্ধাবস্থায় করেলী দেখিতে পাইল। তার পরদিন দেখা গেল যে মার্গারিটা কাফে শূণ্য। মার্গারেট চলিয়া গিয়াছে, করেলীও নিরুদ্দেশ।

শেষে করেলী মার্গারেটকে পাইল কিনা—বা মার্গারেটই বা শেষে কি করিল—করেলীর একমাত্র আকাঙ্ক্ষা মার্গারেটের গান মেট্রোপলিটান অপেরায়—সে আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হইল কিনা—তাহা এই শনিবার গ্লোবের পর্দ্দায় দ্রষ্টব্য।

এই ছবিখানি পৃথিবীর সর্ব্বত্রই অপ্রত্যাশিত সমাদর পাইয়াছে। জগতের বৃহত্তম চিত্রাগার রেডিও সিটি মিউজিক হলে এই ছবিখানি ক্রমাগত তিন সপ্তাহ চলিয়াছে—যাহা আর কোন ছবির ভাগ্যে ঘটে নাই। গ্রেস মূরের মধুর গান ও ভিক্টর সার্টজিঞ্জারের অনবদ্য পরিচালনা ছবিখানিকে ঐশ্বর্য্যমণ্ডিত করিয়াছে। লিও ক্যারিলোর অভিনয়

হইয়াছে চমৎকার। মোটের উপর "On Wings of Song" প্রত্যেক চিত্র রসিকদের যে আনন্দ দিবে ইহা আমরা জোর করিয়া বলিতে পারি।

SHE GETS HER MAN

মায়ায় দেখানো হইবে, জেয়া লে জাসু পিটস্, হিউ ও'কোনেল, হেলেন টুয়েলভট্রীস্, লুসিয়েন লিটলফিল্ড ওয়ারেণ হাইমার প্রভৃতি। ইউনিভার্সেলের জন্য পরিচালনা করিয়াছেন উইলিয়াম নাই।

এসমারাল্ডা ছিল একটি রেঁস্তোরার রাধুনী। এলমার নামক এক নিরীহ ব্যক্তি ছিল সেই রেঁস্তোরার সত্ত্বাধিকারী। একদিন এসমারাল্ডা ব্যাঙ্কে গিয়াছে এমন সময় কতক-গুলি ডাকাত সেই ব্যাঙ্ক লুট করিতে আসিল। এসমারাল্ডা ভয়ে ছুটিয়া পলাইতে গিয়া একটি অদৃশ্য ইলেকট্রিক বোতামে পা দিয়া পড়িল। তাহাতে এমন এক গ্যাস বাহির হইল যে ডাকাতদের চোখের জলে নাকের জলে হইতে হইল। ফলে তাহারা ধরা পড়িল, এবারে এসমারাল্ডার চারিধারে নাম বাহির হইয়া পড়িল। খবরের কাগজে এসমারাল্ডার ব্যাপার জানিয়া রিচার্ড (উইগিং) উইলির দৃষ্টি আকৃষ্ট হইল। উইগিং ভাবিল যে তাহাকে যদি দেশবিদেশে Tiger woman নাম দিয়া লইয়া ঘোরা যায় ও বক্তৃতা দেওয়ান যায় তবে বেশ দু'পয়সা উপার্জ্জন হয়। তাহাদের এই দেশভ্রমণ খুব সাফল্য লাভ করিল। সর্ব্বত্রই এসমারাল্ডা আধুনিক জোয়ান অফ আর্ক নামে অভিহিত হইতে লাগিল। কোনখানে বক্তৃতা দিবার প্রয়োজন হইলে উইগিং তাহাকে কি বলিতে হইবে তাহা আগে শিখাইয়া দেয়। কিন্তু এ ব্যবসা বেশীদিন চলিল না। ডাকাতদের দলপতি ফ্রাশ একদিন এসমারাল্ডাকে অপহরণ করিল। উইগিং ভাবিল যে ইহাতে তাহার যথেষ্ট বিজ্ঞাপন হইবে এই ভাবিয়া খবরের কাগজে ছাপাইতে গেল কিন্তু তাহারা সে সংবাদ ছাপিল না। ফ্রাশ এসমারাল্ডাকে বক্তৃতা দিতে বাধ্য করিল। সে ভয়ে ভয়ে এমন সব কথা বলিল,যাহার দু'রকম মানে হইতে পারে। ডাকাতরা ভাবিল যে সে বুঝি তাহাদের অনুরোধ করিতেছে সৎ পথে চলিবার। তখন তাহারা অশ্রুবিগলিত অন্তরে তাহাকে বলিল যে তাহারা স্ব ইচ্ছায় জেলে যাইতে প্রস্তুত ও তাহারা আর কখনও গোলাগুলি ব্যবহার করিবে না। শেষে এসমারাল্ডা আবার তাহার পুরাতন রেঁস্তোরায় ফিরিয়া আসিল।

ছবিখানিতে হাস্যরসের খোরাক আছে প্রচুর পরিমাণে। জাসু পিটসের অনন্যু-করণীয় অভিনয় চিত্ররসিকদের আনন্দ দিবে বলিয়াই আমাদের বিশ্বাস।

ইষ্ট ইণ্ডিয়ান রেলওয়ে

এবারে ইষ্ট ইণ্ডিয়ান রেলওয়ে বড়দিনে যে রকম কনসেসান দিয়াছেন তাহা বাস্তবিকই প্রশংসনীয়।

এবারে ১ম, ২য় ও মধ্যম শ্রেণীর সাধারণ কনসেসান তো আছেই উপরন্তু যাত্রীগণ তিন সপ্তাহ আগে হইতে টিকিট ক্রয় করিতে পারিবেন। এবারে আরও একটি সুবিধা এই হইয়াছে যে মধ্যম শ্রেণীর যাত্রীরাও তাঁহাদের আসন রিজার্ভ করিতে পারিবেন। যে সব যাত্রীরা হাওড়া হইতে ১০০ মাইলের অধিক দূরবর্ত্তী স্থানে যাইতে ইচ্ছুক তাঁহারা ১৩ই হইতে ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত হাওড়ায় কিম্বা কলিকাতার যে কোনো সিটি-বুকিং অফিস হইতে সিট পিছু চারি আনা পয়সা বেশী দিলেই তাঁহাদের সিট রিজার্ভ করিতে পারিবেন। ১ম ও ২য় শ্রেণীর যাত্রীরাও তিন সপ্তাহ আগে বড় দিন কনসেসান টিকিট ক্রয় করিতে পারিবেন।

যদি হাওড়া ষ্টেশনে খুব বেশী ভিড় হয় তাহা হইলে তাহার জন্য বিশেষ বন্দোবস্ত করা যাইবে—কর্তৃপক্ষ আমাদের এ আশ্বাস দিয়াছেন। সুতরাং আগে হইতে সিট রিজার্ভ করিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া থাকাই বাঞ্চনীয়।

মেগাফোনের রজত-জয়ন্তী উৎসব

ব্যবসায়ের ২৫ বৎসর পূর্ণ হওয়ায় মেগাফোন কোম্পানীর কর্ম্মচারী ও শিল্পীগণ গত ২১শে নভেম্বর বৃহস্পতিবার 'রূপমহল' রঙ্গালয়ে ইহার 'রজত-জয়ন্তী' উপলক্ষে মেগাফোনের প্রতিষ্ঠাতা ও স্বত্বাধিকারী শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্র নাথ ঘোষকে মান পত্র প্রদান করেন। এতদুপলক্ষে বহু সাংবাদিক, সাহিত্যিক, বিশিষ্ট ভদ্রমহোদয় ও মহিলা এবং গ্রামোফোন ব্যবসায়ী নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। 'রূপমহলে' তিল ধারণের স্থান ছিল না।

*

শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়, গ্রামোফোন কোম্পানীর জেনারেল ম্যানেজার মিঃ জর্জ্জ কুপারকে সভাপতি হইবার জন্য প্রস্তাব করেন এবং শ্রীযুক্ত অমিয় মাধব সেন গুপ্ত প্রস্তাবটি সমর্থন করেন। ইহার পর কর্ম্মচারী ও শিল্পীদের পক্ষ হইতে যথাক্রমে শ্রী সুখলাল মল্লিক ও শ্রী তুলসী বন্দোপাধ্যায় দুইটি সুদৃশ্য বৃহৎ রৌপ্যাধারে শ্রীযুক্ত ঘোষকে মান পত্র প্রদান করেন। শ্রী ধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত ঘোষকে একটি রৌপ্য নির্ম্মিত পেন্সিল উপহার দেন এবং মেগাফোনের চিত্র-শিল্পী শ্রী নরেন্দ্র নাথ দত্ত সুহস্ত-অঙ্কিত মিঃ ঘোষের প্রতিকৃতি উপহার দেন। বেতারের পক্ষ হইতে শ্রীবীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র শ্রীযুক্ত ঘোষকে পুষ্পমাল্যে ভূষিত করিয়া অভিনন্দন পত্র দেন।

*

সুকবি বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়, সুকবি ধীরেন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত অমিয় মাধব সেন গুপ্ত, নাট্যকার শ্রীঅমরচন্দ্র ঘোষ, মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য, বীরেন্দ্র কৃষ্ণ ভদ্র প্রভৃতি বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ মেগাফোনের ক্রমোন্নতি সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন।

*

ইহার পর মেগাফোনের ভারত বিখ্যাত শিল্পী মিস্ আখতারী বাঈ কণ্ঠসঙ্গীতে সকলকে পরিতৃপ্ত করেন। মেগাফোন আর্টিষ্ট মিস্ কাননবালা ও শ্রী ভবানীচরণ দাস একটি করিয়া বাংলা গান গাহিয়াছিলেন। সর্ব্বশেষে 'রূপমহল' রাতকাণা ও 'মানময়ী গার্লস স্কুল' অভিনয় করেন।

*

শ্রীযুক্ত যতীন্দ্র মোহন বাগ্‌চী, হেমেন্দ্র কুমার রায়, মিসেস কুপার, মিঃ কোপরাণ, মিঃ ক্লার্ক, বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়, অমিয়মাধব সেন গুপ্ত, মন্মথ রায়, ধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, অখিল নিয়োগী, বিমল দাস গুপ্ত, তুলসী লাহিড়ী, সুশীল ব্যানার্জ্জি, কর্ম্মযোগী রায়, ওস্তাদ এনায়েৎ খাঁ, ভীষ্মদেব চট্টোপাধ্যায়, দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, ভগবতীচরণ ভট্টাচার্য্য, হেমচন্দ্র সোম, কেশব সেন, ফণীন্দ্র নাথ পাল, প্রভৃতি বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি ও গ্রামোফোন ব্যবসায়ী উপস্থিত ছিলেন।

খেলার মাঠে

—শ্রীসৌরেন ঘোষ

ভারতে অষ্ট্রেলিয়ান টীম

করাচীতে ৫ম খেলা

এক ইনিংস ও ৯০ রাণে সিন্ধু টীম পরাজিত

সিন্ধু—১ম ইনিংস	—	৭৯
—২য় „	—	১২৫
অষ্ট্রেলিয়ান—১ম ইনিংসে—		২৯৪

২৩শে নভেম্বর করাচীতে অষ্ট্রেলিয়ান দলের ৫ম খেলা সিন্ধু প্রদেশের সহিত হইয়াছিল। **সিন্ধু টীমে**—গোলাম মহম্মদ (ক্যাপ্টেন), জে নাওমল, হ্যারিস, দৌলতরাম, মোবেদ, দীপচাঁদ, শঙ্কর, আবুল আজিজ, আব্বাস খাঁ, আব্দুল্লা ও ইব্রাহিম ও **অষ্ট্রেলিয়ান দলে**—রাইডার (ক্যাপ্টেন), হেনড্রী, ওয়েণ্ডেনবিল, মরিসবী, এলসপ, ব্রায়াণ্ট, লাভ, ন্যাগেল, অক্সেনহাম, মায়ার ও লেদার খেলিয়াছিলেন।

সিন্ধু দল প্রথমে ব্যাট করিয়া ৭৯ রান্ করেন, এই রানের মধ্যে আব্দুল আজিজের ২৬ ও নওমলের ১৪ উল্লেখযোগ্য।

ন্যাগেল ২৪ রাণে ও অক্সেনহাম ২৮ রাণে ৫টি করিয়া উইকেট্ পাইয়াছিলেন। অষ্ট্রেলিয়ান দলের বিরুদ্ধে ইহাই সর্ব্বাপেক্ষা কম রান্।

অষ্ট্রেলিয়ান দল সকলে ব্যাট্ করিয়া ২৯৪ রান্ করেন। তাহার মধ্যে মরিস্‌বী ৫৯, এলসপ ৫১, লাভ ৪৬, অক্সেনহাম্ আউট না হইয়া ৪৪ রান্ করেন। সিন্ধুপ্রদেশের উইকেট কিপার আজিজ, রাইডার, লাভ ও মায়ারকে ষ্টাম্প করিয়া কৃতিত্ব অর্জ্জন করিয়াছেন।

বলে ইব্রাহীম্ ৯১ রাণে ৪টী, দৌলতরাম ৩১ রাণে ২টী ও হ্যারিস্ ৬০ রাণে ২টী উইকেট্ পাইয়াছেন। সিন্ধু দল ২য় ইনিংস্ ব্যাটে সকলে আউট হইয়া ১২৫ রান্ করেন। তন্মধ্যে নওমল ৩১ ও দীপচাঁদ ২০ রাণ করেন। নওমলের ব্যাটিং অতি চমৎকার ও প্রশংসিত হইয়াছিল। তাহার জন্য রাইডারকে বহুবার ফিলডিং পরিবর্ত্তন করিতে হইয়াছিল। ওয়েণ্ডেন্‌বিল্ নাওমলের ক্যাচ্‌টী অতি চমৎকার ভাবে ধরিয়াছিলেন। অনেকের মতে ১৯৩৩ সালের বম্বের প্রথম টেষ্ট খেলায় অমরনাথ সেন্‌চুরী করার পর নিকলস্ তাঁহার যে ক্যাচ্ ধরিয়াছিলেন, এই ক্যাচ্‌টী তাহা অপেক্ষাও সুন্দর হইয়াছিল। অক্সেনহাম ৭ রাণে ৫টী উইকেট পান।

অষ্ট্রেলিয়ান দল ভারতে ৫টী খেলিয়া ৪টী

জয়লাভ ও ১টী ড্র করিয়াছেন। তন্মধ্যে জামনগরে জামনগর দলের বিরুদ্ধে ৯ উইকেটে ৩১৫ রাণ তাঁহাদের পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা বেশী রাণ ও আজমীরে রাজপুতনা ও মধ্য ভারতের বিরুদ্ধে ১৪৯ রাণ সর্ব্বাপেক্ষা কম রাণ। অষ্ট্রেলিয়ান দলের বিরুদ্ধে জামনগর দলের ১৫৮ রাণ সর্ব্বাপেক্ষা বেশী ও সিন্ধু দলের করাচীতে ৭৯ সর্ব্বাপেক্ষা কম রাণ।

প্রথম টেষ্ট টীম মনোনীতঃ—

আগামী ৫ই ডিসেম্বর পাতিয়ালার মহারাজার অষ্ট্রেলিয়ান দলের সহিত পাতিয়ালার যুবরাজের ভারতীয় দলের সহিত বোম্বাই নগরে Unofficial Test খেলায় ভারতীয় দলের খেলোয়াড় মনোনীত হইয়া গিয়াছে। পাতিয়ালার যুবরাজ ভারতীয় দলের ক্যাপ্টেন মনোনীত হইয়াছেন। ভারতীয় দলটী বেশ শক্তিশালী বলিয়া মনে হয়। আশা করা যায় ইঁহারা বেশ ভালই খেলা দেখাইতে পারিবেন।

নিম্নলিখিত খেলোয়াড়গণ মনোনীত হইয়াছেনঃ—

পাতিয়ালার যুবরাজ (ক্যাপ্টেন)।
সি, কে নাইডু।
উজীর আলী।
অমর সিংহ।
এল, অমরনাথ।
বি, ই, কাপাদিয়া (উইকেট কীপার)।
পি, ই, পালিয়া।
ভি, এম, মার্চেন্ট।
মোবারেক আলী।
সি, এম, নাইডু।
মহম্মদ নীসার।
লাল সিং (১২শ ব্যক্তি)।
রিজার্ভ—মুস্তাক আলী ও মহম্মদ হোসেন।

নাট-মণ্ডপ

কালী ফিল্মস্

"বিদ্যাসুন্দর" ও "মণিকাঞ্চন" (২য় পর্ব্ব) এই শনিবার হইতে পঞ্চম সপ্তাহে পড়িবে।

"প্রফুল্ল"র আর সামান্যই বাকী। এই "প্রফুল্ল" দিয়াই "শ্রী"র উদ্বোধন হইবে। বাংলা ছবিতে প্রফুল্লর মত এতগুলি নামজাদা অভিনেতা অভিনেত্রীর সমাবেশ ইতিপূর্ব্বে আর কখনও হয় নাই। ভূমিকালিপি এইরূপ—

যোগেশ—শ্রীতিনকড়ি চক্রবর্ত্তী
রমেশ—অহীন্দ্র চৌধুরী
সুরেশ—শ্রীশৈলেন চৌধুরী
প্রফুল্ল—শ্রীমতী রাণীবালা
জ্ঞানদা—শ্রীমতী প্রভা
কাঙালীচরণ—শ্রীনরেশ মিত্র
মদন ঘোষ—শ্রীযোগেশ চৌধুরী
শিবনাথ—শ্রীজহর গাঙ্গুলী
জগমনি—শ্রীমতী হরি সুন্দরী (ব্লাকী)

"প্রফুল্ল" পরিচালনা করিতেছেন শ্রীতিনকড়ি চক্রবর্ত্তী, আলোক চিত্র গ্রহণ করিতেছেন শ্রীননি সান্যাল ও শ্যাম মুখোপাধ্যায়, শব্দ-নিয়ন্ত্রণ করিতেছেন শ্রীমধু শীল। সর্ব্বোপরি তদারক করিতেছেন শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ গাঙ্গুলী। মহাকবি গিরিশচন্দ্রের নাট্যপ্রতিভার শ্রেষ্ঠ অবদানকে গাঙ্গুলী মহাশয়ও রাজোচিত মর্য্যাদা দানে একটুকু কার্পণ্য করেন নাই।

'কাল পরিণয়' নির্ব্বাক যুগে যথেষ্ট সাফল্য লাভ করিয়াছিল। "প্রফুল্ল" মুক্তি লাভ করিলেই তাহাতে হাত দেওয়া হইবে। ইহার ভূমিকা-নির্ব্বাচন এখনও ঠিক হয় নাই।

এইবার শ্রীপ্রভাবতী দেবী সরস্বতীর "দানের মর্য্যাদা" ও নিরুপমা দেবীর "অন্নপূর্ণার মন্দির" নির্ম্মাণে হস্তক্ষেপ করিবেন।

দেবকী বসু প্রোডাকসনের কাজ কবে আরম্ভ হইবে? তাঁহার গল্প লেখা কি এখনও শেষ হয় নাই?

ইঁহাদের উড়িয়া ছবি "সীতার বিবাহ" প্রায় শেষ হইয়াছে। এই ষ্টুডিওতে ওরিয়েণ্টাল ক্লাসিকাল টকীজ তেলেগু ভাষায় "ভক্ত কবীর" তুলিতেছেন।

তরুণ চিত্রনাট্যকার শ্রীসুকুমার দাশগুপ্ত "দেবারু"র চিত্রনাট্য লিখিতেছেন। শীঘ্রই ইহার চিত্রগ্রহণ আরম্ভ হইবে।

একসঙ্গে এতগুলি ছবির কাজ হওয়া যে কোনো ষ্টুডিওর পক্ষেই গৌরবের বিষয়। আমরা প্রার্থনা করি কালী ফিল্মের কর্ম্ম ক্ষেত্র দিন দিন প্রসারিত হউক।

রূপমহল

আগামী শনিবার শ্রীশচীন্দ্র নাথ সেন গুপ্তের "আবুল হাসানের" উদ্বোধন হইবে। নাম ভূমিকায় শ্রীদুর্গাদাস বন্দোপাধ্যায়কে দেখিতে পাওয়া যাইবে। গত সপ্তাহে মেগাফোনের রজত জয়ন্তী উপলক্ষ্যে রূপমহলের পক্ষ হইতে নটরথী দুর্গাদাসবাবু সাবলীল সরস ভাষায় অভিনেতৃসঙ্ঘের যে পরিচয় দিলেন তাহাতে দুর্গাদাস বাবুর সহিত এক মত হইয়া সাধারণকে আমরাও অনুরোধ করিতেছি, তাঁহারা অন্যান্য থিয়েটারের ন্যায় রূপমহলকে যেন স্নেহের চক্ষে দেখেন। দুর্গাদাস বাবুর মত জনপ্রিয় নটরথী যেখানে কর্ণধার সে হাউসের জনপ্রিয়তা অচিরেই সম্ভব হইবে বলিয়া আমাদের বিশ্বাস।

রূপবাণী

৩০শে নভেম্বর, শনিবার হইতে রূপবাণীতে প্যারামাউণ্টের "দি ক্রুসেডস্" এর দ্বিতীয় সপ্তাহ আরম্ভ হইবে। ৭ই ডিসেম্বর শনিবার হইতে মেট্রোর রোমাঞ্চকর চিত্র "মার্ক অফ দি ভ্যাম্পায়ার" দেখানো হইবে।

বাণী মন্দির

শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্র নাথ মিত্র এম, এ মহাশয়ের পরিচালনায় বসুতলার উক্ত প্রতিষ্ঠানটি বেশ জনপ্রিয় হইয়া উঠিতেছে। শীঘ্রই শ্রীপাঁচকড়ি চট্টোপাধ্যায় প্রণীত "রূপসী-রাণী" ইহারা মঞ্চস্থ করিবেন বলিয়া জানা গেল। আমরা জানিয়া সুখী হইলাম যে খ্যাত নাম্নী গায়িকা শ্রীমতী দুর্গারাণী এই প্রতিষ্ঠানে যোগদান করিয়াছেন। আমরা এই প্রতিষ্ঠানের উন্নতি কামনা করি।

ব্রীতেন এণ্ড কোং

আমরা জানিয়া আনন্দিত হইলাম যে বিখ্যাত ফুটবল খেলোয়াড় শ্রীযুক্ত এ. গাঙ্গুলী (পল্টু) উক্ত কোম্পানীর প্রথম সবাক চিত্র "তরুবালা"য় একটি বিশিষ্ট ভূমিকায় আত্মপ্রকাশ করিবেন। আমরা তাঁহার football play দেখিয়াছি, এখন তাঁহার screen play দেখিবার আশায় উন্মুখ হইয়া রহিলাম।

দি প্যারাডাইস

শ্রীযুক্ত রাধাকিষণ চামারিয়া (রাধা ফিল্মের সত্ত্বাধিকারী) ও বি, এল, খেমকা (ইষ্ট ইণ্ডিয়া ফিল্মের সত্ত্বাধিকারী) দুই জনে মিলিয়া ৩১ বেণ্টিঙ্ক ষ্ট্রীট অর্থাৎ ভিক্টোরিয়া হাউসের ঠিক বিপরীতে একটি চিত্রাগার নির্ম্মাণ করিয়াছেন। এখানে কেবলমাত্র ভারতীয় ছবিই প্রদর্শিত হইবে। এই হাউসটির নামকরণ হইয়াছে "দি প্যারাডাইস"। এখানে RCA High Fidelity শব্দ-যন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। দর্শকদের আসন ও সুখস্বাচ্ছন্দ্যের জন্য কর্ত্তৃপক্ষ বিশেষ চেষ্টা করিয়াছেন। খুব শীঘ্রই ইষ্ট ইণ্ডিয়ার একটি নামজাদা ছবি লইয়া "প্যারাডাইস" সাধারণ্যে আত্মপ্রকাশ করিবে।

রাধা ফিল্ম

গত সোমবার ইণ্ডিয়ান ন্যাশানাল এয়ারওয়েজের একটি এরোপ্লেনে করিয়া "কণ্ঠহারের" aeroplane chaseএর একটি দৃশ্য তোলা হইয়াছে। পরদিন হুগলীর নিকট মোটর বোটে পলায়মান রণলালকে গ্রেপ্তার করিবার জন্য ডিটেকটিভ বিনয়কে এরোপ্লেন হইতে বোটে লাফাইয়া পড়িতে হয় ফলে বোটখানি উল্টাইয়া যায়। মিঃ ওয়াশীকারের নেতৃত্বে অনেকগুলি ক্যামেরাম্যান বহু আয়াসে সেই দৃশ্যগুলি গ্রহণ করিয়াছেন। শ্রীঅহীন্দ্র চৌধুরী ও ভূমেন রায় যথাক্রমে 'রণলাল' ও 'বিনয়ের' ভূমিকায় অভিনয় করিতেছেন।

সুবিখ্যাত ভাস্কর শ্রীযুক্ত জি. পাল

ইষ্ট ইণ্ডিয়া ফিল্ম কোং

শ্রীযুক্ত জ্যোতিষ মুখোপাধ্যায়ের পরিচালনায় "পথের শেষের" চিত্র-গ্রহণ ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতেছে।

সম্পাদক—
শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায় শ্রীগিরিজা কুমার বসু

দীপালী

DIPALI

বাংলার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সাপ্তাহিক

ব্রি.ড. মার্লেন (ইউফা ষ্টার)

এক আনা

বহুজন আকাঙ্ক্ষিত, বিচিত্র ঘটনা-বহুল অপরূপ আলেখ্য !

শ্রেষ্ঠাংশে : অহীন্দ্র চৌধুরী, কানন বালা
নির্ম্মলেন্দু লাহিড়ী, জহর গঙ্গোপাধ্যায়
ভূমেন রায়, মৃণাল ঘোষ, ধীরাজ ভট্টাচার্য্য
—— পদ্মাবতী, রাধারাণী প্রভৃতি ——

পরিচালক :
জ্যোতিষ বন্দ্যোপাধ্যায়

J. N. G. 227 হইতে 230. মাত্র ৪খানি রেকর্ডে
সমাপ্ত সম্পূর্ণ নাটক ; মূল্য প্রতি সেট ৯৲ টাকা

ডিসেম্বর মাসের অন্যান্য রেকর্ড

শ্রীযুক্ত গৌরীপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য

J. N. G. 239 | ঐ সবুজ মাঠের পানে — ভাটিয়ালী
| বাঁধো সখি বাঁধো — কাজরী

শ্রীজ্ঞান দত্ত, মিস পটল ও তারা

J. N. G. 240 | আমি শাঙন মেঘে গগনে
| ঐ মেঘেরি মেখলা উড়ে

শ্রীযুক্ত কার্ত্তিকচন্দ্র দাস

J. N. G. 241 | আজি এল কি ব্রজে
| সজল কাজল এ বাদল রাতি

শ্রীমতী রাজলক্ষ্মী

J. N. G. 242 | সখি কে এল ঐ
| সকরুণ সুরে কে আমায়

মুন্না খাঁ

J. N. G. 243 | সানাই — ভৈরবী
| ঐ — বেহাগ

অপরেশচন্দ্রের 'শ্রীকৃষ্ণ' হইতে 'কারামোচন' দৃশ্য
M. C. C. 244 রেকর্ডে বাহির হইয়াছে।

মেগাফোন : কলিকাতা

দীপালী

DIPALI

দীপালী কার্য্যালয়—১২৩।১ আপার সার্কুলার রোড
কলিকাতা ফোন বড়বাজার—৩২৫৩
শাখা কার্য্যালয়—১৩১২-এন্. রিজ্‌উড্‌ প্লেস্, হলিউড
কালিফোর্নিয়া, আমেরিকা।

৭ম বর্ষ | ১৯শে অগ্রহায়ণ, বৃহস্পতিবার, ১৩৪২ — ৫ই ডিসেম্বর, ১৯৩৫ | ৪৬শ সংখ্যা

[কোন অনিবার্য্য কারণ বশতঃ এবারে "কলাকেলী" গেল না. আগামী সংখ্যা হইতে যথারীতি যাইবে]

'আবুল হাসানে'র গান

"রূপমহলে"র নূতন নাটক "আবুল হাসানে"র গান লিখিয়াছেন শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রকুমার রায়। বাঙ্গলার প্রমোদ-পত্রে চিরাচরিত রীতি অনুসারে গানগুলির কথা ছাপার ভুলে অসম্ভব প্রলাপে পরিণত হয়েছে। গানগুলির এখানে শুদ্ধ আকারে প্রকাশিত হ'ল।

গায়ক— (১)

পূর্ব্বাচলে জাগছে যখন তিমির তিরস্কার,
ঘুম-ভোলানো আলো তোমায় করছি নমস্কার।
অন্ধকারের সিন্ধুকূলে, রক্ত কিরণ-পদ্মফুলে,
তপ্ত নবজীবন-প্রভার পরম পুরস্কার!
আলোক, তোমায় করছি নমস্কার।
মরণ-কোলে জীবন-আলো মর্ম্মে অমর দীপ্তি ঢালো
ক্লিন্ন প্রাণের দৈন্যে কর অগ্নি-সংস্কার!
বুদ্ধ, তোমায় করছি নমস্কার।

মমতাজ— (২)

কনক কাঁকনে কন-কন তানে জল ভ'রে নাও গাগরী
আঁখিজলে যদি বুক ভ'রে যায়, মুখে হেসো তবু নাগরী।

নর্ত্তকীগণ— (৩)

বর কোথা গো, বর কোথা গো, বর কোথায়?
কে জানে আজ গুল ফোটায় সে কোন বোঁটায়?
আঁখির সুরা পাত্রে নাচে, কোন্ বিদেশে বন্ধু আছে,
ফুলবাতাসে তুলবে কে আজ প্রাণ-দোলায়!

নর্ত্তকীগণ— (৪)

এসেছে তরুণ প্রীতম, বন্ধু সে ঐ বর সাজে
সরাবী লাল সরাবে লালচে হ'লো চন্দ্রা সে।
খোঁপাতে গোলাপ গুঁজে, পিয়ালা ভর দে মুখে,

বৈষ্ণব কবিতায় প্রেম-দর্শন

—অধ্যাপক শ্রীনন্দলাল কুণ্ডু, এম-এ

বৈষ্ণব সাহিত্যের মধ্য দিয়া যে অফুরন্ত রসামৃত-সিন্ধু প্রবাহিত হইয়া গিয়াছে তাহারই কিঞ্চিৎ দার্শনিক আলোচনা এই প্রবন্ধের প্রতিপাদ্য বিষয়। উপনিষদে পরমেশ্বর রসস্বরূপ, রসঃ বৈ সঃ বলিয়া কথিত হইয়াছেন। সেই রসসাগর পরম তত্ত্ব পরমপুরুষ কৃষ্ণনির্দিষ্ট বৈষ্ণব কবিতার একমাত্র বিষয়বস্তু। 'রস' এই শব্দে একটা জীবন্ত অনুভূতি সূচিত হয়। ইহা জীবনকে সকল প্রকার জড়ীয় সংস্পর্শ শূন্য করিয়া, তাহার দেহাভিমান বিলুপ্ত করিয়া একটা অতীন্দ্রিয় বাস্তব সত্যের পরিচয় দেয়, ইহা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নহে অথচ সমস্ত ইন্দ্রিয়কে স্তব্ধ করে। কৃষ্ণ রসস্বরূপ —কারণ কৃষ্ণ (কৃষ+ণ) শব্দে জড়ীয় রাজ্য হইতে নিবৃত্তি ও অকৈতব রস-রাজ্যে প্রবৃত্তি বা আকর্ষণ সূচিত হয়। এই জন্য কৃষ্ণ জীবহৃদয়ে মূর্ত্তিমান্ রসানুভূতি বিগ্রহ। কবিতা রসাত্মক বাক্য অতএব সেই সকল রসের রস-ঘন রসায়ন কৃষ্ণ বস্তুকে ভাষায় ব্যক্ত করিতে হইলে রসের ভাষাতেই ব্যক্ত করা সম্ভব ও সহজ, ইহাই বৈষ্ণব কবিগণের ধারণা। সেই জন্য কবিতার মধ্য দিয়া কৃষ্ণতত্ত্ব তাহারা যে ভাবে ফুটাইয়া তুলিয়াছেন তাহা বিশ্বসাহিত্যে অতুলনীয়, অপূর্ব্ব। বৈষ্ণব গীতি-কাব্যে প্রধান ও একমাত্র উপজীব্য শ্রীরাধাকৃষ্ণের প্রেম। প্রেমই কাব্যসাহিত্যের জীবন্ত প্রেরণা। যে কবিতায় প্রেম নাই, রস নাই, আনন্দ নাই তাহা কাব্য বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে না। কবিতা প্রেমের সমালোচনা। (Poetry is the criticism of love) জীবনে যত কিছু রসানুভূতি আছে তাহার মধ্যে প্রেম রসানুভূতিই শ্রেষ্ঠ। এই প্রেম রসানুভূতিই পূর্ব্বরাগ, অনুরাগ, মিলন, বিরহ, মান, বেদনার মধ্য দিয়া বিচিত্র ভাবে মানবের রসপিপাসু মনের খাদ্য যোগাইয়া আসিতেছে। বৈষ্ণব কবিগণ এই সকল রস নানা ভাবে পরিবেশন করিয়া আমাদিগকে ধন্য করিয়া গিয়াছেন। শ্রীরাধা, কৃষ্ণপ্রেমের পরিপূর্ণ জীবন্ত বিগ্রহ। এই জন্যই রাধা প্রেমের অনন্ত ঐশ্বর্য্য বৈষ্ণব কবিগণ বর্ণনা করিয়া জীবের প্রেম রসানুভূতি উদ্দীপিত করিয়া গিয়াছেন। নিখিল রসামৃত-মূর্ত্তি শ্রীকৃষ্ণ যে মানবের একান্ত আত্মীয়, অত্যন্ত প্রেমাস্পদ এবং আমাদের সকল দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তিরূপ মূর্ত্তিমান্ বিগ্রহ ইহাই বৈষ্ণব প্রচারিত ধর্ম্মের বৈশিষ্ট্য। বিশ্বের প্রায় প্রত্যেক ধর্ম্মমতে ভগবানের সহিত মানবের নিকট সম্বন্ধ স্থাপনের চেষ্টা দেখা যায়। কিন্তু বৈষ্ণব কবিগণ মানুষের সহিত ভগবানের চিদ্-বিলাস সম্বন্ধ স্থাপিত করিয়া মানবীয় ধর্ম্মের অতি অপূর্ব্ব পরাকাষ্ঠা দেখাইয়া গিয়াছেন। হৃদয়-দেবতা জনার্দ্দনকে লইয়া তখনই কাব্যসাহিত্যের উৎস খুলিয়া যায়—যখন তিনি আমাদের অন্তরতম দেবতা, আমাদের একান্ত আপনার জন, আত্মার আত্মীয়, একমাত্র প্রেমাস্পদ। এই কৃষ্ণ-প্রীতি আত্মহারা করিয়া দেয়, এই প্রেম সকল ভেদ-বুদ্ধি তিরোহিত করে এবং প্রেমিক আপনাকে সম্পূর্ণরূপে বিলাইয়া দিয়া পরম পুরুষার্থ ও চরিতার্থ লাভ করে। এই অহৈতুকি শরণাগতি বৈষ্ণব কবিতার সকলগুলিতে ঝরণার ধারা ছুটাইয়া দিয়াছে। দেহাভিমান যেখানে আছে, যেখানের দেনা পাওনা বাহিরের প্রয়োজনে শেষ হইয়া যায়, আত্মতৃপ্তির সম্বন্ধ যেখানে আছে—সেখানে প্রেম হয় না। পার্থিব প্রাকৃত প্রেমের লেশ মাত্র এই প্রেমে পাওয়া যায় না। এ এক অপূর্ব্ব প্রেমরাজ্য।

"আত্মেন্দ্রিয় প্রীতি ইচ্ছা তারে বলি কাম।
কৃষ্ণেন্দ্রিয় প্রীতি ইচ্ছা ধরে প্রেম নাম॥"

শ্রীরাধা এই অপ্রাকৃত অকৈতব প্রেমরসের ঈশ্বরী। তিনি কৃষ্ণের হ্লাদিনী শক্তি, তিনি রাস রাসেশ্বরী, 'পিরীতি প্রেমের সার'। কৃষ্ণ এই হ্লাদিনী শক্তির দ্বারা আপনাকে আস্বাদন করেন। কৃষ্ণ সচ্চিদানন্দময় বিগ্রহ, শ্রীরাধা সেই আনন্দময়ের আনন্দঘন ভাববিলাস। সুতরাং কৃষ্ণ ও রাধার মধ্যে তত্ত্বতঃ কোনও ভেদ নাই। জীব যখন সমস্ত প্রাকৃত সম্বন্ধ রহিত হইয়া একান্ত ভাবে তাঁহার শরণাপন্ন হয়, তখনই সে রাধা-কৃষ্ণের প্রেমের কিঞ্চিৎ রসাস্বাদনের অধিকারী হয়। বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, জয়দেব, গোবিন্দদাস, জ্ঞানদাস, কৃষ্ণদাস প্রভৃতি বৈষ্ণব কবিগণ এই প্রেমের সন্ধান পাইয়াছিলেন। 'আমি কানু অনুরাগে এ দেহ সঁপিনু তিল তুলসী দিয়া'। তিল তুলসী দিয়া তাঁহারা তাঁহাদের যথাসর্ব্বস্ব দান করিয়া দাসখৎ লিখিয়া দিয়াছিলেন। তিল তুলসী দিয়া কোনও জিনিষ দান করিলে তাহা আর ফিরাইয়া লওয়া যায় না। আমার যথাসর্ব্বস্ব তিল তুলসী দিয়া তোমাতে আত্মসমর্পণ করিতেছি অর্থাৎ তুমিই আমার যথাসর্ব্বস্বের একমাত্র মালিক, প্রভু, আমি সর্ব্বস্বত্বসংরহিত। বৈষ্ণব পদাবলী কতকগুলি রস অবলম্বন করিয়া রচিত হইয়াছে। এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে পূর্ব্বরাগ, অভিসার, অনুরাগ, মিলন ও আত্মনিবেদনের কথাই বলিব। প্রথমতঃ পূর্ব্বরাগের মধ্য দিয়া যে অপূর্ব্ব দার্শনিক তত্ত্ব ফুটিয়া উঠিয়াছে তাহারই কথা বলিব। পূর্ব্বরাগের কবিতাগুলির মূলে রহিয়াছে ভগবানের সহিত একটা আসঙ্গ-লিপ্সা, একটা অপূর্ব্ব ব্যাকুলতা, কেবল মাত্র নাম শ্রবণে প্রাণহারা হওয়ার ভাব। এই নাম 'কানের ভিতর দিয়া মরমে পশিয়া প্রাণ আকুল করিয়া তোলে।' ভগবানের আকর্ষণ এত প্রবল যে মানুষ যথাসর্ব্বস্ব দিয়া তাঁহার শরণাপন্ন হইতে চায়। কেবল মাত্র নামে, ইঙ্গিতে, আভাষে, বিনা পরিচয়ে আত্মঅভিমান-বিলয়—ইহাই পূর্ব্বরাগের কবিতাগুলির মূল তাৎপর্য্য। এই অবস্থায় 'মেঘদরশন মাত্র হয় অচেতন'। ফুলের মালা খুলিয়া ফেলিয়া চুলের বর্ণ নিবিষ্ট ভাবে দেখিতে থাকে, কারণ তাহাতে কৃষ্ণের বর্ণ দেখা যায়—

"এলাইয়া বেণী ফুলের গাঁথনি
দেখয়ে খসায়ে চুলি"

ময়ুর ময়ুরীর কণ্ঠে কৃষ্ণের নীলাভ কৃষ্ণবর্ণ দর্শন করে, বাঁশীর সুরে মন প্রাণ উচাটন, রান্নার জিনিষ এলোমেলো হইয়া পড়ে, কি করিতে যাইয়া কি করিতেছি এ বোধ থাকে না, তাঁর টান এমন ভাবে টানে মনে হয় যেন তাঁর পায়ে যথাসর্ব্বস্ব সমর্পণ করিয়া আমি তাঁহারই হ'ব। ঘরকন্না করিব বলিয়া নিজ হাতে গড়া খেলাঘর সাজাইয়া রাখিয়াছি। এমন সময় সেই পরম পুরুষের ডাক আসিল। সেই শ্যাম নাম যার কাণে গিয়াছে, সেকি আর তিন দিনের ঘরকন্না লইয়া থাকিতে পারে? ব্যাধ যেমন প্রলোভন-জনক চার দিয়া নলে আঠা মাখাইয়া পাখী শিকার করে—তেমনই কৃষ্ণ-নাম সুধা-চার ফেলিয়া ও অঙ্গকান্তির ছটারূপ আঠা দ্বারা জীবের নয়ন-পাখী আবদ্ধ হয়।

"দিয়া হাস্য সুধা-চার অঙ্গছটা আঠা তার
আঁখি পাখী তাহাতে পড়িল"

'চাতক পাখীরে চকিতে বাঁটুল মারিলে যেরূপ হয়' ঠিক সেইরূপ ভাব মনে উদয় হয়। আবার ভয়ও আছে। আকাঙ্ক্ষার তৃপ্তি তো নাই—দর্শন এবং স্পর্শের আশায় শরীর এলাইয়া পড়ে, অথচ ভয় হয় পাছে সকল-হারা হই। রাই ভয়ে কৃষ্ণবর্ণ ফুল স্পর্শ করেন না, পাছে কৃষ্ণের কথা মনে হয়। দেহে যাহাতে রোমাঞ্চ প্রকাশ না পায়, গুরুজনের নিকট পাছে লজ্জায় পড়িতে হয়, তজ্জন্য চেষ্টা করেন।

"পুলকে ঢাকিতে করি যত পরকার।
নয়নের ধারা মোর বহে অনিবার"।

এই যে অসীমের জন্য সীমার ব্যাকুলতা, এই যে নব বধূটীর মত ভয়ে লজ্জায় একজন অপরিচিত পুরুষের নিকট ক্রমে ক্রমে নিজেকে বিলাইয়া দিবার চেষ্টা, এই লজ্জা-বিজড়িত নববধূর বুকে আধমুকুলিত প্রেম-পিয়াসা ইহাই পূর্ব্বরাগের বর্ণনার বিষয়। অরূপ যাহা তাহাকে রূপ দেবার চেষ্টা, অব্যক্ত যাহা তাহাকে ব্যক্ত করিবার প্রয়াস, অপরিচিত যাহা তাহাকে চির পরিচিত আত্মীয় করিয়া রাখিবার ব্যাকুলতা, দূর যাহা তাহাকে অন্তরতম করিয়া উপলব্ধি করিবার ঐকান্তিক যত্ন তাহাই পূর্ব্ব-রাগের আধ্যাত্মবাদ।

"রূপ লাগি আঁখি ঝুরে গুণে মন ভোর।
প্রতি অঙ্গ লাগি কাঁদে প্রতি অঙ্গ মোর॥
হিয়ার পরশ লাগি হিয়া মোর কাঁদে
পরাণ পিরীতি লাগি থির নাহি বাঁধে॥"

দ্বিতীয়তঃ বৈষ্ণব কবিগণ অভিসার বর্ণনায় যে রসামৃত পরিবেশন করিয়া গিয়াছেন তাহা জীবের কৃষ্ণপ্রাপ্তির জন্য ব্যাকুল সাধনার কথা। এই অবস্থায় দেখিতে পাই ভক্ত আঙ্গিনায় কণ্টক পুঁতিয়া কণ্টকময় পথে চলা অভ্যাস করিতেছেন—কারণ প্রেমের পথ কণ্টকময়। কলসীর জল ঢালিয়া আঙ্গিনা পিছল করিয়া মাটিতে পায়ের আঙ্গুল চাপিয়া চলিতে অভ্যাস করিতেছেন কারণ দুর্দ্দিনের বর্ষাকালে পিছল পথে আঁধার রাতে বঁধুর লাগিয়া অভিসারে যাইতে হইবে।

"কণ্টক গাড়ি কমল সম পদতল
মঞ্জির চীরহি ঝাঁপি।
গাগরি বারি তারি করি পিছল
চলতহি অঙ্গুলী চাপি।"

মাধবের সহিত মিলিতে দুর্গম পন্থায় কিরূপে অভিসারে যাইতে হইবে নিজ মন্দিরে জাগিয়া শ্রীরাধা সেই সাধনা করিতেছেন।

"মাধব তুয়া অভিসারক লাগি
দূরতর পন্থ গমন ধনী সাধয়ে
মন্দিরে যামিনী জাগি॥"

এই কৃষ্ণ-সাধনার পথ কণ্টকাকীর্ণ কুসুমাবৃত নহে, দুর্দ্দিনের ঝড় তুফানকে ভয় করিলে চলিবে না, গুরুজনের নিন্দা-স্তুতিতে লজ্জায় অভিভূত হইলে চলিবে না, আঁধার রাতে বঁধুর উদ্দেশ্যে পথ চলিতে সাপের সামনে পড়িলেও উদ্বিগ্ন হইলে চলিবে না, লজ্জা ঘৃণা ভয় সর্ব্ব প্রকারে ত্যাগ করিতে হইবে, তাঁর মুরলিরব শ্রবণ করিবামাত্র 'ছোড়লু গৃহসুখ আশ'! পার্থিব সুখ দুঃখের অতীত হইয়া ঐকান্তিক ভাবে তাঁহার জন্য ব্যাকুল হইলে তাঁর কৃপা লাভ হয়—দীর্ঘ বিরহ রজনীর অন্ধকার ভেদ করিয়া মিলন-জ্যোৎস্না ফুটিয়া উঠে। কিন্তু তথাপি ভ্রম হয় তিনি কি এই? কাব্য শেষে যখন কৃষ্ণ রাধার সহিত মিলিত হইতে আসিয়াছেন তখনও তিনি জিজ্ঞাসা করিতেছেন।

"কৃষ্ণের দ্বারে ঐকে দাঁড়ায়ে।
ওকি বারিধর কি গিরিধর ॥
ও কি নবীন মেঘের উদয় হলো !
না কি মদন মোহন ঘরে এলো ॥"

তাঁহার মুহুর্মুহুঃ ভুল হইতেছে—একি কৃষ্ণ না মেঘ ! কৃষ্ণের সহিত মিলন এত সুদুর্লভ যে তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া জীব স্বীয় সৌভাগ্যকে বিশ্বাস করিতে পারে না। জীবের সহিত কৃষ্ণ মিলনের গীত গাহিতে যাইয়া বৈষ্ণব কবিগণ একটী সুন্দর কথা বলিয়াছেন। মিলনের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত কৃষ্ণভক্ত বলিয়া জীবের আত্ম-অভিমানের অবশিষ্ট অংশটুকু থাকে তারপর যখন প্রকৃত তত্ত্ব-সাক্ষাৎকার হয়, প্রকৃত মিলন হয় তখন সে গর্ব্বটুকুও থাকে না, তখন সে বলে—

'সব অপরাধ খেমহে বর মাধব
তুয়া পায়ে সোপলুঁ পরাণ ॥"

(আগামী সংখ্যায় সমাপ্য)

গান

— ফিরোজা খাতুন

কাননে গেয়েছে পাখী হয়েছে প্রভাত,
সুদূরের বন্ধু মোর করি প্রণিপাত।

এসেছিলে মোর কাছে আঁধার রাতে,
এঁকেছিলে যত ছবি নয়ন-পাতে,
হয়েছিল যত কথা হৃদয়-বেলায়
শুনিতে জানিতে যেন এসেছে প্রভাত,
সুদূরের বন্ধু মোর করি প্রণিপাত।

প্রশান্ত গগন-তলে নবীন আভায়
কাননের কলরাগে সুরভি নেশায়,
তোমারি ফুলের হাসি দীপ্ত মাধুরিমা
জেনে নিল এঁকে নিল বিমল প্রভাত,
সুদূরের বন্ধু মোর করি প্রণিপাত।

যদি কভু নাহি আস, কহ নাক কথা,
গোপন হৃদয়-তলে লাগে যদি ব্যথা
চাহিব নয়ন তুলি যেথা দৃষ্টি যায়,
মিলনের গীতি কথা হবে তব সাথ,
পরাণের বন্ধু মোর করি প্রণিপাত।

ক্লেয়ার ট্রেভর
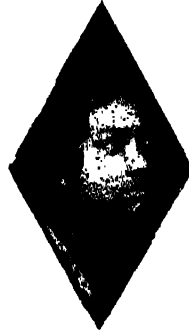
ফক্সের "Dante's Inferno" ছবিতে নায়িকার ভূমিকায় এই সপ্তাহে ইহাকে দেখা যাইবে।

এভারগ্রীণের "স্বয়ম্বরা"র একটি দৃশ্য।

এলাহাবাদে নিখিল-ভারত সঙ্গীত সম্মিলনীর ছাত্রী ও ছাত্র প্রতিযোগীগণ।

যা হয়ে থাকে

(গল্প)

—শ্রীহরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়

সামনের সোমবার পরীক্ষা। এখনও Psychologyর বইয়ের মলাটটা কী রংয়ের তা পর্য্যন্ত জানি না। ক্লাসে Proxy দিয়ে, অবসর সময়টা চায়ের দোকানে আর 'দীপালীর' পাতার ভিতর দিয়ে বেশ কেটে যাচ্ছিল। হঠাৎ মসৃণ পথের সামনে অক্টোপাশের মত বাহু বাড়িয়ে দাঁড়াল পরীক্ষাটা।···মনকে আঁখি ঠেরে আর দিন কাটিয়ে দেওয়া যায় না। কাজেই একদিন বিকালে বেরিয়ে পড়লাম পুরানো বইয়ের দোকানে—Gates-এর Psychologyর সন্ধানে।···গোটা সাতেক দোকান ঘোরার পর একজায়গায় সন্ধান মিলল বইটার। দরকার ছিল আমারই বেশী তাই সুবিধা বুঝে দোকানী একটা চড়া দর হেঁকে বসল. নিরুপায় হয়ে বইটা কিনতে হ'ল।

ফিরলাম, তখন প্রায় সাড়ে আটটা। পড়বার ঘরে গিয়ে সটান পা দুটো টেবিলের উপর তুলে দিয়ে বইখানা খুললাম ' Ashes of violet-এর গন্ধ বইখানার প্রতি পাতায় মাখানো। উপরে মলাটটা বেশ পুরু creamlaid কাগজে বাঁধানো। সামনের পাতাটার উপরেই গোল গোল অক্ষরে লেখা "Reba Sendio." তাইত বলি তরুণীর মোহন পরশ ছাড়া এমন সুরভি বইটা পাবে কোথা থেকে! আস্তে বইটার মলাটটা খুলে ফেললাম···আবিষ্কারের নেশা যেন আমাকে পেয়ে বসেছে।···কাগজটা খুলতেই তার ভাঁজ থেকে পড়ল একখানা চিঠি। Blue রংয়ের কাগজ—আবার Ashes of violet-এর গন্ধ।···না পাগল করে তুলল। চিঠিটা হাতে করে দু'একমিনিট ভাবলাম, খোলা উচিত কী না! কী আর হবে; হয়ত কোন lady friendকে লেখা, কিংবা বোনদের, কিংবা··· ··· !! হঁ্যা, তাও হ'তে পারে। Romanceএর গন্ধ পেয়ে আমার ভিজে মনটা যেন ডানা ঝাপটে সতেজ হয়ে উঠল।···

চিঠিটা খুললাম।···To Parag Guha. আস্তে উঠে ঘরের দরজা বন্ধ করে দিলাম।··· বাইরে নিবিড় অন্ধকার। একটা তারারও আজ দেখা নেই। অশথ গাছের জটাগুলো মাটির বুকে মিশে গিয়ে কেমন যেন একটা গাম্ভীর্য্যের সৃষ্টি করেছে। দূরে জ্বলছে একটা গ্যাস্—তার একটা আলোকরেখা আমার ঘরের জানলার উপর আসার কথা, কিন্তু অশথ গাছের জটা পাকানো একটা ডাল, আলোর রেখাটিকে আড়ালে রেখে অন্ধকারকে পাঠিয়ে দিয়েছে বার্ত্তাবহরূপে।···

যাক্—চিঠিটা এইরকম—

[তারিখটা জলে ভিজে উঠে গিয়েছে, চোখের জল হয়ত]

পরাগ—প্রিয়তম,

আজ আর কিছুতেই অন্য কিছু বলে সম্বোধন করতে পারলাম না। কী জানি কেন! অপরাধ নিওনা পরাগ। আজ আমার বড় আনন্দের দিন—কাল আমার বিবাহ। আমার সকল কাঁটা ধন্য করে শাখায় শাখায় ফুটে উঠবে গোলাপ-দয়িত-প্রিয়তমের সোনার কাঠির স্পর্শে! আমার দয়িত! আমার প্রিয়তম!···প্রিয়তম! সত্যি কথাটা উচ্চারণ করতে ভারী হাসি পাচ্ছে! আমার প্রিয়তম!! কে জানো? পলাশপুরের জমিদার। বয়স পঞ্চাশ পার হয়েছে দু'বছর আগে, আগের পক্ষের ছেলেও আছে দুটি।···তাহোক্, অনেক টাকা নাকি তার—বলেছে সর্ব্বাঙ্গ গহনায় মুড়ে দেবে একটা cadillac গাড়ীও আছে।···আর কী চাই! তা'র ঐশ্বর্য্যের বোঝার ভার অল্প নয়। সেই বোঝার চাপে যদিই আমার প্রাণটা থেৎলে যায় তা'তেই বা কি! কতটুকুই বা দাম আমার প্রাণের! বাঙ্গালীর মেয়ে আমি!!··· ···

যাক্ বাজে কথা। আজ কিন্তু সকাল থেকে কেবল তোমার কথাই মনে পড়েছে পরাগ। সানাই-এর করুণ সুরে, অন্তঃপুরিকাদের মঙ্গল (?) উলুধ্বনি আর শঙ্খরবে তোমার কথা যেন ভেসে আসছে। এত রাত্রেও দূরে বকুল গাছের পল্লবিত ডালটায় কোকিল অবিশ্রান্ত ডেকে চলেছে। কোকিল নাকি বসন্তের সহচর, মনে পড়েছে এমনই এক বসন্তে উশ্রী নদীটার ধারে তুমি আর আমি হাত ধরে বেড়াতাম। আরও মনে পড়ছে সেই দিনটার কথা—যেদিন এক গোছা পদ্মফুল আনবার জন্য তুমি বিলের বুকে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলে···পদ্মফুলগুলো পেয়েছিলাম আমিই।···রক্তের মত রাঙা, দেবতার মত নিষ্ঠুর, বেদনার মত সত্য পদ্মফুল।···মনের পাতা যতই উল্টে দেখছি, প্রত্যেক পাতাতেই তোমার নাম লেখা রয়েছে রক্তের অক্ষরে।···

জীর্ণ একখানি পাতা।—Matric পাশ করে এলাম সহরে, আসবার দিন তোমার দুটি স্বপ্নময় আঁখি অশ্রুসজল হয়ে উঠল। আমার চোখদুটোও শুষ্ক ছিল না। ছাতের একপাশে তুমি ছিলে দাঁড়িয়ে, জ্যোৎস্নায় তোমার সমস্ত শরীরটা ভরে গিয়েছিল, আমি কাছে যেতেই তুমি আমার হাতখানি তুলে ধরে একটী মৃদু চুম্বন এঁকে দিলে—মৃত্যুর মত মধুর চুম্বন—অগ্নির মত দীপ্ত চুম্বন।·····তুমি চোখের জল লুকোতে তুমি তাড়াতাড়ি সিঁড়ি বেয়ে নামতেই রেলিংয়ে সজোরে একটা ধাক্কা লাগল। অস্ফুটস্বরে চীৎকার করে উঠতেই, তুমি মুখ ফিরিয়ে বললে, "কিছু হয়নি রেবা।" ···কিন্তু আমি স্পষ্ট দেখতে পেয়েছিলাম,

তোমার হাতে ঝরছিল রক্ত—সেই রক্তে হ'ল আমাদের প্রেমের অভিষেক !

বছরখানেক পরের কথা ! তুমিও চাকরি পেয়ে এলে সহরে। প্রথম দেখা হ'ল আমাদের কলেজ ষ্ট্রীটের মোড়ে। আকাশে থরে থরে মেঘের জটা দুলছিল, তার ফাঁকে ফাঁকে বিদ্যুৎবালার সে কী মাতামাতি ! কিন্তু পরেই নাম্‌ল বৃষ্টি। সঙ্গে ছাতা ছিলনা, নিরুপায় হ'য়ে ভিজতে ভিজতেই চলেছিলাম। হঠাৎ মোড় ফিরতেই দেখলাম তুমি। আমার গলা শুনে তুমি চমকে গিয়েছিলে নিশ্চয়। তারপর যখন দুজনে Taxiতে পাশাপাশি বসে Hostelএ ফিরলাম, তখন প্রায় রাত্রি সাড়ে নটা।

তারপরের দিনগুলো এলো আমাদের জীবনে বসন্তের মত—আমার সঙ্গিনীদের মধ্যে ঠাট্টার অন্ত ছিল না।

···ফাল্গুনের একসন্ধ্যা। Lakeএর ধারে হাস্নুহানার ঝোপের আড়ালে দাঁড়িয়েছিলাম, তুমি পিছন থেকে চুপি চুপি এসে মাথায়, গায়ে একরাশ হাস্নুহানা ফুল ছড়িয়ে দিলে। বল্লে তোমার officeএ নাকি প্রমোশন হয়েছে। তুমি M. A.তে First class first, প্রমোশন পাওয়া তোমার উচিত ছিল অনেক আগেই।···সন্ধ্যার একটু পরেই সোনার থালের মত চাঁদ গাছের পাতায় রং ছড়িয়ে আকাশের বুকে দেখা দিল। লেকের এদিকটা প্রায় খালি। হঠাৎ তুমি আমার হাতদুটি তোমার হাতের মধ্যে নিয়ে বল্লে, তোমায় ভালবাসি রেবা—প্রাণ দিয়ে ভালবাসি—বলো তুমি আমার হবে ?···সেদিন তোমার কথার উত্তর দেওয়ার কিছুই ছিলনা পরাগ। তার আগেই নিজেকে নিঃশেষ করে বিলিয়ে দিয়েছিলাম তোমার পায়ে—

সেদিন তুমি যখন Hostelএ পৌঁছে দিয়ে গেলে তখন এগারটা। Hostel-wardenএর কাছে পেয়েছিলাম warning, কিন্তু তোমার কাছে যা পেয়েছিলাম তা অমৃত—তা অভিনব ! জীবনে এমন পাওয়া আমি পাইনি কোনও দিনই !

আরও দু'মাস পরের কথা। Hostelএ তখন থাকি না। বাবা আফিসের কাজে এই সহরেই বদলি হয়েছেন। তোমার সঙ্গে আমার দেখা আগের মতনই চলছে।···এক বৈশাখী সন্ধ্যায় Edward parkএ নিবিড় লতাকুঞ্জের মাঝে বসে দুজনে। হঠাৎ তুমি বল্লে, "অপেক্ষায় আর কত দিন থাকব রেবা ?" বেশ মনে আছে, পরিবর্ত্তে হেসে বলেছিলাম, "ইচ্ছা করে যদি প্রতীক্ষার ব্যথা পাও, তবে দোষ কার ?" তুমি বল্লে : "ঠিক, আজই তোমার বাবার অনুমতি নেব, কি বলো রেবা ?" বলার কিছুই ছিল না। ···সমস্ত জীবন ধরে যে ইচ্ছাকে তিল তিল করে হৃদয়ের রক্ত দিয়ে গড়ে এসেছি তাকে প্রকাশ করার মত ভাষা আমার কণ্ঠে ছিল না, পরাগ ! মুখের কথায় মনের কথা জানাবার ভাষা আমি খুঁজে পাইনি সেদিন।

···বাড়ীতে পৌঁছে তুমি ঢুকলে বাবার office roomএ। আমি কিন্তু দরজাতেই কান পেতে রইলাম।···কিছুক্ষণ পরে শুনতে পেলাম বাবার তর্জ্জন।···"Idiot

তুমি কোন সাহসে আমার মেয়েকে বিয়ে করতে চাও? officeএর chest ভেঙ্গে আট হাজার টাকা বের করে নিয়েছ, তা জানি না ভেবেছ? একটু আগে তোমাদের officeএর Muir সাহেব এখানে এসেছিলেন। যাও! চোরের সঙ্গে আমি আমার মেয়ের বিয়ে দিই না। "তুমি আমাকে কী যেন বোঝাবার চেষ্টা করছিলে, কিন্তু তাতে কোনই ফল হ'ল না। 'তুমি চোর,' তুমি officeএর টাকা চুরি কর'···ছি! ছি! এসব কথা শোনা-মাত্র মনে হ'ল, কে যেন আমার কাণে গরম শীশা ঢেলে দিলে।···এত নীচ তুমি? তুমি ঘরের বাইরে এসে আমার হাত দুটো ধরে বল্লে :—"রেবা, তুমি আমায় ভুল বুঝ না।" আমি টান দিয়ে হাত দুটো ছাড়িয়ে নিলাম, —প্রায় চীৎকার করেই বল্লাম, "অভদ্র কোথাকার, এত নীচ মন তোমার!"···তুমি হয়ত' এতটা আশা করনি'। দু'হাতে মাথাটা চেপে মাতালের মত টল্‌তে টল্‌তে ঘরের বাইরে চলে গেলে। চলার পথে আমাদের পায়ে ফুট্‌ল ভুলের কাঁটা।···

···দিন তিন চার পরে একদিন গেজেটে দেখলাম তোমার সাহেব তোমার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করেছেন। টাকাটা চুরি করেছিল সাহেবেরই নাকি কোন আত্মীয়। chestএর চাবি তোমার কাছে থাকত' বলে, তোমাকেই সন্দেহ করা হয়েছিল! খবরটা শুনে যেন পাগলের মত হয়ে গেলাম। বাবা খবরটা আগেই পড়েছিলেন। ঘরে ঢুকে বল্লেন, "তাইত মা! বড্ড ভুল হয়ে গেল ত'। মিছামিছি পরাগকে···" ···কথাটা আর সম্পূর্ণ করতে পারলেন না। আমার দিকে চেয়েই চম্‌কে উঠ্‌লেন।···বাবার বুকের উপর মাথা রেখে কাঁদলাম অনেকক্ষণ।······

তোমাকে পর পর চারখানি চিঠি দিয়েছিলাম, কিন্তু একটারও উত্তর পাইনি। একদিন তোমার বাসাতেও গিয়েছিলাম, কিন্তু নেপালী চাকরটা বল্লে, তুমি নাকি এক মাস উধাও। ···কিছুদিন পরেই গেজেটে দেখলাম তোমার engagementএর খবর শিপ্রা গুপ্তার সঙ্গে। বাস্তবিকই চমকে উঠ্‌লাম। এই মেয়েটার কত নিন্দাই তুমি আমার কাছে করেছিলে! 'Flirt' 'up start' কত কী!···শিপ্রাকে ভালবাসতে তুমি কখনই পারবে না—কখনই না। আমাকে শাস্তি দেওয়ার জন্যই হয়ত তাকে জীবন-সঙ্গিনী করছ। এত অভিমান পরাগ? সামান্য ভুলের জন্যে আমাদের ভাগ্যচক্র এত ঘুরে যাবে? আমি ত' তোমার কাছে প্রত্যেক চিঠিতেই ক্ষমা চেয়েছি, তবু নিষ্ঠুর তুমি মুখ ফিরিয়ে থাক্‌বে? পরাগ! প্রিয়তম!! হ্যাঁ, আজ জগতের প্রত্যেক লোকের সামনে চীৎকার করে বলতে চাই,—"পরাগ, প্রিয়তম তোমাকে আমি ভালবাসি!"

তার পরেও দেখা হয়েছিল তোমার সঙ্গে প্রায় আট মাস পরে। গ্লোবে—হ্যাঁ, গ্লোবেই বোধ হয়। Intervalএর আলো জ্বলতেই দেখি সামনে তুমি, পাশে তোমার শিপ্রা গুপ্তা। সত্যি বলছি পরাগ, মানায়নি একদম। ···কিন্তু তুমি শাস্তি চাওনি—তুমি চেয়েছিলে—শাস্তি। তোমার মুখ দেখে স্পষ্টই মনে হচ্ছিল যে ভিতরটা তোমার পুড়ে অঙ্গারের মত হয়ে গেছে, বাইরে যা রয়েছে তা যেন নির্ব্বাণোন্মুখ প্রদীপের ক্ষীণ দীপ্তি। ···ঘাড় ফেরাতেই তুমি আমায় দেখতে পেলে। আশ্চর্য্য, তুমি চমকাওনি একটুও। আস্তে শিখার হাত ধরে তুমি সীট change করে পিছনে গিয়ে বস্‌লে। অপমানে আমি মাথা নীচু করে রইলাম।··· সমস্ত শরীরটা যেন জ্বালা করে উঠলো।··· তবু···তবু···পরাগ আজও তোমায় আমি ভালবাসি।···মুখের ভালবাসা নয় প্রিয়তম, ···দুঃখের আগুনে পুড়ে প্রেম আমার সত্য হয়ে উঠেছে···সুন্দর হয়ে উঠেছে।···তার-পরের খবরও শুনেছি। তুমি আর শিপ্রা continentএ গিয়েছ changeএ। তোমার শরীর নাকি অত্যন্ত দুর্ব্বল। হৃদয়ের সমস্ত শক্তি বিন্দু বিন্দু করে ক্ষয় করেছ প্রিয়তম আমারই জন্যে। আমারই জন্যে?···হ্যাঁ! ঠিক তাই। অমৃতের পরিবর্ত্তে তুমি স্বেচ্ছায় গরল পান করেছ, সে কা'র জন্য? কাকে দুঃখ দেবার জন্যে?

যাক্। কাজের কথা কিছু বলা যাক্। প্রতিপদের ক্ষীণ চাঁদ ঝাউগাছের আড়াল থেকে উঁকি মারছে—যেন বিবাহ-রাত্রির লাজুক মেয়েটী। নীচের কলরব অনেকটা ক্ষীণ হয়ে এসেছে।···এইমাত্র গির্জ্জার ঘড়িতে একটা বেজে গেল। এই রাত্রি শেষে—সবিতৃদেবের আগমনের সাথে সাথেই আমাকে অন্যের অঙ্কশায়িনী হতে হবে। যে আসন ছিল আমার অন্তরের দেবতার জন্যে; সে আসনে বসাতে হ'বে অপরিচিতকে —যা'কে কোনদিনই আমি মন থেকে দেবতা বলে পূজা করতে পারব না! সবাই বলে আমি নাকি খুব ভাগ্যবতী। এমন ধনবান পতি যার তার দুঃখ কিসের! হাসবার চেষ্টা করেও হাসতে পারি না।···অশ্রুও যেন জমাট হয়ে গিয়েছে।···ফুলের গহনায় সর্ব্বাঙ্গ আমার সাজিয়েছি। সিঁথেয় দিয়েছি উজ্জ্বল সিঁদুর। New Market থেকে যে ময়ূরকণ্ঠি সাড়িটা তুমি কিনে দিয়েছিলে, বলেছিলে

এটা পরলে নাকি আমাকে ভারী সুন্দর দেখায়,—সেটাই গলায় বেঁধেছি! সামনের আয়নাটায় ভারী সুন্দর দেখাচ্ছে আমায়। ···দেড়টা বাজল। আর নয় পরাগ। মাথার ওপরে কড়িকাঠটা আমার মিলনাকাঙ্খায় আকুল হয়ে রয়েছে। আসি প্রিয়তম। * * * এইখানেই চিঠিটা শেষ। চোখের সামনে ভেসে উঠল এক নারীর মূর্তি। পরনের সাড়ীটা গলায় ফাঁস দেওয়া···সুগৌর চিবুকের পাশে সদ্য প্রবাহিত রক্তের ধারা। আতঙ্কে চোখ বুঁজলাম··Ashes of violetএর তীব্র গন্ধে ঘর ভরে গেল। একটা নাম-না-জানা পাখী চীৎকার করে উঠল। প্রায় লাফিয়ে উঠলাম। ···রেবা সেনের আত্মা এখনও মুক্তি পায়নি···দিকে দিগন্তে প্রিয়ের সন্ধানে এখনও ঘুরছে তা'র অতৃপ্ত আত্মা···

চোখের সামনে ভেসে উঠল—বীভৎস দৃশ্য! রেবা সেনের মৃতদেহ—শীতল, শিথিল! এ পৃথিবীতে রেবা সেন ফুরিয়ে গেছে—জীবনের শেষে তা'র পূর্ণচ্ছেদ! তবু, ও'র মৃতদেহটা দেখে ওকথা মনে হয় না।

ওর মৃতদেহটা যেন শুকিয়ে-যাওয়া নদী—সব জলটুকু যেন বাষ্প হয়ে মিলিয়ে গেছে আকাশে!

বর্ষার কালো মেঘের মাঝে পূর্ণ হ'য়ে থাকবে বলেই ও যেন এখানে ফুরিয়ে গেছে। পূর্ণচ্ছেদের পরেও যেন কি লেখা রয়েছে··· অস্পষ্ট সে ভাষা, অস্পষ্ট তা'র প্রতিটি অক্ষর।

পৃথিবী আজও চলছে—দিনের পরে আসছে রাত, রাতের পর দিন। কোথাও এতটুকু ব্যতিক্রম নেই।

রেবা সেনের জন্যে পরাগদের প্রাত্যহিক কাজে ব্যতিক্রম ঘটবারও কোনও কারণই যেন ঘটেনি।

শাস্ত্র বলে—'আত্মহত্যা মহাপাপ'; আমরা বলি—'দুর্বলতা!'

পত্রলেখা

মাননীয় "দীপালী" সম্পাদক মহাশয়

সমীপেষু—
কলিকাতা

সম্পাদক মহাশয়!

কলিকাতায় যে সকল সিনেমা প্রতিষ্ঠান আছে তাঁহারা প্রায় সকলেই কলিকাতার দক্ষিণ উপকণ্ঠ গড়িয়া, বৈষ্ণবঘাটা ইত্যাদি স্থানে তাঁহাদের ছবি তুলিতে আসেন। স্থানীয় বালক এবং শিশুগণ তাঁহাদের ছবি তোলা দেখিবার জন্য প্রায়ই সেখানে যাইয়া ভিড় করিয়া থাকে। ইহাদিগকে বলিলেই ইহারা সরিয়া দাঁড়ায়। কিন্তু বড়ই দুঃখের বিষয় কয়েকটি অবাঙ্গালী সিনেমা প্রতিষ্ঠান ইহাদের সঙ্গে অভদ্রোচিত ব্যবহার করেন। অভিনেতাগণ সৈন্য ও সেনাপতি সাজিয়া ভুলিয়া যান যে, তাঁহারা সৈন্য বা সেনাপতি নন, অতি সাধারণ লোক। প্রতিষ্ঠানের মালিকগণের জানা উচিত যে তাঁহারা পয়সা খরচ করিয়া স্থান ভাড়া করিয়া আসিয়া ছবি তুলেন না। স্থানীয় ভদ্রলোকেরা ভদ্রতা করিয়া ছবি তুলিতে দেন বলিয়াই তুলেন। এই ভদ্রতার উপর জবরদস্তি করিয়া জনসাধারণের সঙ্গে অশিষ্ট ব্যবহার করা মঙ্গলজনক বলিয়া আমরা বিবেচনা করি না। সিনেমা একটি অতি উচ্চদরের কলাবিদ্যা, এখানে বহু ভদ্র এবং শিক্ষিত লোকই অভিনয় করিয়া থাকেন। ইঁহারা যদি এই বিষয়ে অবহিত হন তাহা হইলে, আমরা বিশ্বাস করি, সিনেমা প্রতিষ্ঠান হইতে এই কলঙ্ক নিকট ভবিষ্যতেই দূর হইবে—মনে করিয়া এই পত্রখানি আপনার "দীপালী"তে ছাপিলে বাধিত হইব।

নমস্কার ইতি—

নিবেদক
শ্রীপ্রসাদকুমার মুখোপাধ্যায়
সভ্য, সাহিত্যশাখা,
বৈষ্ণবঘাটা ইয়ং এসোসিয়েশন।
পোঃ—গড়িয়া, জিলা—২৪ পরগণা।

উপেক্ষিতা

—শ্রীসুনীতি দেবী

ও মোর প্রিয়তম!
কী মায়াবলে ওগো মায়াবী, ভুলালে প্রাণ মম
নয়ন হ'তে তন্দ্রা-ঘোর,
হৃদয় হ'তে শান্তি মোর
নিয়েছ কাড়ি পরাণ-চোর, নিদয়, নিরমম!!

নির্জন গৃহে একেলা বসি' স্মরি তোমার প্রীতি,
প্রথম সেই মধু রাতির বিষাদ ভরা স্মৃতি।
সে সুখ-সাঁঝে অতিথি বেশে
দাঁড়ালে মোর দুয়ারে এসে
মুখের পরে চাহিলে হেসে তুমি হে নিরুপম,
মুগ্ধ চোখে হেরিনু তব মূরতি মনোরম।
সমুখে আসি' ডাকিলে মোরে অমিয় মাখা স্বরে,
পড়িনু তব চরণে লুটি' কাঁপে পুলক ভরে।

আজিকে প্রিয় কী অপরাধে
গভীর অবহেলার সাথে
ভাঙিয়া গেলে আপন হাতে সারা হৃদয় মম?
ও গো নিঠুর, কঠিন তব হিয়া পাষাণ সম॥
চরণ তলে দলিবে যদি মিলন-মালাখানি
কেন গো তবে শুনায়েছিলে আশার সেই বাণী?
নিশীথে কেন ছলিতে এলে
বন্ধু, যদি যাবে গো চ'লে,
রাতের শেষে মিলাতে গেলে সুখ-স্বপন সম
ফুরায়ে গেল এক নিমেষে সকল সাধ মম।

এখনো প্রাণে রেখেছি জেলে ম্লান আশার বাতি
আবার ফিরে আসিবে নাকি ও গো আমার সাথী?
না মিলে যদি তোমার দেখা
জীবন-পথে চলিব একা
তোমার ছবি রহিবে আঁকা হৃদয়-পটে মম
তোমারি ধ্যানে কাটাব দিন,—হে প্রিয়তম॥

নারী-লোক

আধুনিকা

—শ্রীমতী শান্তি সেন

দীপালীর 'নারীলোক' প্রতি সপ্তাহে পড়ে খুব তৃপ্তি পাই। মেয়েদের সম্বন্ধে এতে সত্যিকারের তথ্যপূর্ণ অনেক প্রবন্ধই বের হয়। অনেক কথাই আজকাল মেয়েদের সম্বন্ধে আলোচনা হচ্ছে—আমি আজ দু'চারটা কথা বলতে সাহসী হ'চ্ছি।

আধুনিক মেয়েদের সম্বন্ধে অনেকে অনেক কথাই বলেন ; বেশীর ভাগ লোকই আধুনিক মেয়েদের শিক্ষা, দীক্ষা, চালচলন প্রভৃতি বড় একটা সু-দৃষ্টিতে দেখেন না। দুঃখ হয় সেইখানেই বেশী, যেখানে মেয়েরাও ওতে সায় দেন। সত্যিই কি আধুনিক মেয়েদের চালচলন এদেশের সমাজের পরিপন্থী ! মেয়েরা আজ স্কুল কলেজে গিয়ে যে শিক্ষা পাচ্ছে সেটা তাদের উপযোগী হচ্ছে না। যদি তাই হয় তবে এ শিক্ষা বন্ধ ক'রে দেওয়া হয় না কেন ? যতদিন না এদেশের উপযোগী কোন শিক্ষার বন্দোবস্ত করা হয় ততদিন কি মেয়েরা শিক্ষা লাভ করবে না !

আজকালকার শিক্ষিতা মেয়েরা পাশ্চাত্য ভাবাপন্ন হচ্ছেন—এ একটা মস্ত বড় অভি-যোগ। কিন্তু জগতের অগ্রগতির দিকে দৃষ্টি রাখলে এটা সহজেই বোঝা যাবে যে পাশ্চাত্যের হাওয়াই আজকের জগৎকে চালিত কচ্ছে। পুরুষরা কি পাশ্চাত্য ভাবাপন্ন হন নাই? এবং পুরুষ ও নারী যখন একই শিক্ষা পাচ্ছে তখন মেয়েদের বেলায় এত গোলযোগ কেন ?

Moralityর কথা মনে ক'রে অনেকেই শিহরিয়া উঠেন। জগতের অন্য সব বস্তুর মত moralityর Standard বদলে যায় এ কথা ঐতিহাসিক মাত্রেই স্বীকার কর্বেন। Galsworthy বলেন, "Morality is quite geographical." দু'একটি মেয়ের পদস্খলন দেখে যারা সবার উপর অভিযোগ করতে চান তাদের কবিগুরুর ভাষায় বলি "বহুদিনের আবদ্ধ পঙ্কিল জলকে খাল কেটে নদীতে মেলাতে গেলে যে পথ দিয়ে সে জল নদীতে যাবে তার পারিপার্শ্বিক বসতিকে দুর্গন্ধে, ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত ক'রে যাবে, কিন্তু সেটা সাময়িক। নদীর জল একবার এলে আর কোন ভয়ই থাকবে না।" ইংরেজি শিক্ষার প্রথম আমলে এদেশের ছেলেরা কেমন,

বিগড়ে গিছল সে কথা সবাই জানেন। স্ত্রী শিক্ষা আরম্ভ হয়েছে অল্পদিন। সে অনুপাতে এমন কিছু অনর্থ ঘটেছে বলে আমাদের মনে হয় না।

আধুনিক মেয়েদের কেশ, বেশ, প্রসাধনের উপর নজর বেশী। তাতে দোষের কি থাকতে পারে, আমরা বুঝি না। তবে হ্যাঁ, আধুনিক মেয়েরা জানে কিরূপে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকতে হয় এবং নিজের স্বাস্থ্য ও সৌন্দর্য্য কি ভাবে অক্ষুণ্ণ রাখতে হয়। ইহা কে অস্বীকার ক'রবে যে সৌন্দর্য্যই নারীর প্রধান অবলম্বন। সেই সৌন্দর্য্যকে ঠিক রাখতে স্নো, পাউডার বা শাড়ীর বিভিন্ন রং ব্যবহার করলে সমাজের কতটা ক্ষতি হয়! রাস্তা, ঘাটে, ট্রামে, বাসে মেয়েদের চলাফেরা করার ভিতর যাঁরা শালীনতার অভাব দেখেন তাঁদের সম্বন্ধে বলার কিছুই নেই।

আজকালকার বিয়ে অনেক ক্ষেত্রেই সুখের হয় না—সেটাও অনেকেই মেয়েদের উপর চাপান। একটু ভেবে দেখলে সহজেই চোখে পড়বে যেজন্য বিয়ে সুখের হ'চ্ছে না, সেটা আর কিছুই নয় পুরুষের দায়িত্ব নেবার অক্ষমতা, বেকারত্ব এবং economic crisis। মেয়েদের সহনশীলতা ও adaptibility যে কত বেশী, তা একটু অনুসন্ধান করলে সহজেই দেখা যায়। কত ধনীর দুলালী, দরিদ্র স্বামীর গৃহের সমস্ত দায়িত্ব হাসিমুখে নীরবে সহ্য ক'রছে। এরকম দৃষ্টান্ত আজকাল আর মোটেই দুর্লভ নয়। Modern পুরুষ বিয়েকে যতই sex adventure ব'লে মনে করুন না কেন, মেয়েরা জানে বিয়েকে "Companionship in arduous adventure of life and guarantee against loneliness".

আসলে এদেশের অতিশয় রক্ষণশীল মন নূতন কিছু করা দূরে থাক্, নূতন কিছু ভাবতেও পারেন না। ফলে এদেশের উন্নতি হয় অত্যন্ত মৃদু গতিতে। দোষ ক্রটি হয়ত আছে, কিন্তু তাকে অপযশ ও নিন্দার কালিমায় কলঙ্কিত না ক'রে শুভ বুদ্ধি দ্বারা পরিচালিত করতে পারলে সুফল হয় অনেক বেশী।

সেকালের মেয়েদের চেয়ে একালের মেয়েদের বাহ্যিক পরিবর্ত্তন অনেকটাই হ'য়েছে বটে, কিন্তু প্রত্যেক মেয়ের ভিতর যে "চিরন্তন নারী" আছে তা কোন হাওয়া, কোন যুগই পরিবর্ত্তন করতে পারবে না। মিথ্যা শঙ্কিত হয়ে লাভ কি? সেকালের মেয়ের সঙ্গে একালের মেয়ের তুলনা রবীন্দ্রনাথ চমৎকার ক'রছেন—

"পরেন বটে জুতা মোজা
চলেন বটে সোজা সোজা,
বলেন বটে কথাবার্ত্তা
অন্য দেশীর চালে
তবু দেখো সেই কটাক্ষ
আঁখির কোণে দিচ্ছে সাক্ষ্য,
যেমনটি ঠিক দেখা যেতো
কালিদাসের কালে।"

সঙ্গীত সুধা সাগর

— শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় (সঙ্গীত-রত্নাকর, সঙ্গীতাচার্য্য, সঙ্গীত-ভূষণ)

(প্রথম খণ্ড)

সঙ্গীত সাহিত্য রসানভিজ্ঞঃ খ্যাতঃ পশুঃ
পুচ্ছবিষাণ হীনঃ
জীবত্য সৌ যস্তু তৃণংন খাদং স্তস্যাগধেয়ং
পরম পশূনাম্ ॥

The man that hath no music in himself,
Nor is (not) moved with concord of sweet sounds,
Is fit for treasons stratagems and spoils;
The motions of his spirit are dull as night
And his affections dark as Erebus;
Let no "such man" be trusted.

Shakespeare

ত্রিবর্গ ফলদাঃ সর্ব্বে দানাধীতি জপাদয়ঃ।
একং সঙ্গীত বিজ্ঞানং চতুর্বর্গ ফলপ্রদম ॥
জপকোটিগুণং ধ্যান কোটিগুণো লয়ঃ।
লয়কোটিগুণং গানং গানাৎপরতরং নহি ॥
(সঙ্গীত-সময়-সার, সঙ্গীত রত্নাকর)

নিবেদন।

সঙ্গীত শাস্ত্রের ন্যায় প্রাচীন শাস্ত্র বেদ-চতুষ্টয় ভিন্ন এ জগতে অন্য কোন শাস্ত্র আর নাই; সাম বেদই তাহার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রমাণ। চতুঃষষ্টি কলা বিদ্যার বিষয় সামবেদে বর্ণিত হইয়াছে কিন্তু চৌষট্টি কলার সকল গুলির সম্যক পরিচয় প্রদান করা এক্ষণে একরূপ অসম্ভব বলিলেও অত্যুক্তি হয় না, একারণে কলান্তর্গত সঙ্গীত বিদ্যার বিষয় লইয়াই এই ক্ষুদ্র পুস্তকখানি রচিত হইল। চতুঃষষ্টি কলা বিদ্যার বিষয় শৈবতন্ত্রে বিশেষ ভাবে লিখিত হইয়াছে। প্রত্যেক বিদ্যার স্বরূপ তত্ত্ব আর উৎকর্ষের বিষয় আলোচনা করিয়া দেখিলে কোন বিদ্যায় বা কোন বিজ্ঞানে ভারতবর্ষ যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়াছিল তাহা বেদাদি অধ্যয়ন করিলে সম্যক উপলব্ধি হইতে পারে। সঙ্গীতের নিদর্শন বেদ। উদাত্ত, অনুদাত্ত এবং সরিৎস্বর সংযোগে সামগান গীত হইত। "সাম" শব্দেই গীত বুঝাইয়া থাকে। শবর স্বামীকৃত মীমাংসা দর্শনের ভাষ্যে লিখিত আছে—সামশব্দ বাচস্য গানস্য স্বরূপ মৃগক্ষরেষু ক্রুষ্টাদিভিঃ সপ্তভিঃস্বরৈ—অক্ষবিকারা দিভিশ্চ নিষ্পাদ্যতে। ক্রুষ্টঃ, প্রথমঃ, দ্বিতীয়ঃ তৃতীয়ঃ, চতুর্থ, পঞ্চমঃ, ষষ্ঠশ্চ ইত্যেতে সপ্তস্বরাঃ।

পুরাণে দেখা যায়,—ঋগ্ভিঃপাঠ্যমভূদগীতং সামভ্যঃ সমপদ্যত। যজুর্ভোইভিনয়া মাতা রসাশ্চা থর্ব্বণঃ স্মৃতা। বেদগানের সময় হইতেই স ঋ গ ম প্রভৃতি সপ্তস্বরের প্রবর্ত্তন। সামবেদের এক খানি উপবেদ ছিল, তাহার নাম "গন্ধর্ব্ব বেদ"; সেই বেদখানি এক্ষণে লোপপ্রাপ্ত হইয়াছে। মহর্ষি বাল্মীকির সময়ে মহামুনি ভরত উক্ত বেদের প্রবর্ত্তন করেন। গীত বাদিএ নৃত্যানাং এয়ং সঙ্গীত মুচ্যতে। গীত বাদ্যংনর্ত্তনক এয়ং সঙ্গীত মুচ্যতে। গীত, বাদ্য এবং নৃত্য এই তিনটীকেই সঙ্গীত বলে; সঙ্গীত শাস্ত্রে উক্ত তিনটীকেই তৌর্য্যত্রিক বলিয়া উল্লেখ করিয়াছে; তবে, উক্ত তিনের মধ্যে সঙ্গীত শব্দে প্রধানতঃ কণ্ঠ সঙ্গীতকে বুঝাইয়া থাকে। তাহার মধ্যে "ধ্রুপদ" অথবা "ধ্রুবপদ" কিম্বা "ধ্রুবক" সঙ্গীতই সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ। শাস্ত্র মতে "নাদই" সঙ্গীতের মূল। নাদ সাধন না করিলে সঙ্গীত শিক্ষা কিম্বা সাধন হইতে পারে না, এজন্য সঙ্গীত শিক্ষার্থীসণের কর্ত্তব্য প্রতিদিন প্রাতঃকালে নাদ সাধন করা। সঙ্গীত বিদ্যাকেই শাস্ত্রে নাদ বিদ্যা বলে। যিনি নাদ সাধন করিতে পারেন এবং সঙ্গীত শাস্ত্রে অভিজ্ঞ, জ্ঞানী, লোভহীন এরূপ চরিত্রবান সৎগুরুর নিকটে সঙ্গীত-শিক্ষা করা উচিৎ। উক্ত প্রকার সৎগুরুর নিকটে সঙ্গীত-শিক্ষা করিলে প্রকৃত সঙ্গীত শিক্ষা হয়; মনুষ্যত্ব পাওয়া যায় এবং ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ লাভ করা যায় ও মানুষ মাত্রেই যশোরাশি অর্জ্জন করিয়া আনন্দ উপভোগ করে। নাদ সাধন করিলে কণ্ঠ উত্তম মার্জ্জিত হয়, সহজে সপ্তস্বর মূর্চ্ছনাদি বাহির হয় এবং উত্তম স্বর-জ্ঞান হয় ও সঙ্গীত-বিদ্যা স্বল্প-সময়ের মধ্যে শিক্ষা করিতে পারা যায়। ব্রহ্মচর্য্য ব্যতিরেকে সঙ্গীত-শিক্ষা হইতে পারে না। ব্রহ্মচর্য্য রক্ষা করিয়া নাদ-সাধন করিলে ও সঙ্গীত বিদ্যা শিক্ষা করিলে সুগায়ক কিম্বা শ্রেষ্ঠ-গায়ক অথবা যন্ত্র-বাদক হইতে পারা যায় এবং সৎগুরুর উপদেশানুসারে শিক্ষা করিলে পরম পিতা পরমেশ্বরকেও দর্শন করিতে মানুষ-বঞ্চিত হয় না। তাহার দৃষ্টান্ত প্রাতঃস্মরনীয় বৈজুবাওরা, রাম স্বামী, কৃষ্ণ স্বামী, ভবতারণ স্বামী, হরিদাস স্বামী, তানসেনজী, তুলসীদাসজী, মীরাবাই, রামপ্রসাদ ইত্যাদি।

সঙ্গীত শাস্ত্র বিশারদগণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন সাতটী কারণে সঙ্গীতের প্রতি আনুরক্তি জন্মিয়া থাকে।*

*শরীরং নাদ সম্ভূতিঃ স্থানানি শ্রুতয়োস্তথা।
ততঃশুদ্ধাঃ স্বসাঃসপ্ত বিকৃতা দ্বাদশাপ্যমী।
বাদ্যাদি ভেদাশ্চত্বারো রাগোৎপাদন হেতবঃ ॥
সঙ্গীত-সময়-সার।

অর্থাৎ শরীর সঞ্চালন, নাদ সম্ভূতি, স্থান বা তাল শ্রবণ, শুদ্ধ সপ্তস্বর বিকৃত দ্বাদশ স্বর, বাদ্যাদি চতুর্ব্বিধ ভেদপ্রভৃতি সঙ্গীতে অনুরাগ উৎপত্তির কারণ। রাগ সাতটী। রাগিনী বিয়াল্লিশটী। আবার অসংখ্য উপরাগ ও উপরাগিনীর সৃষ্টি হইয়াছে। শ্রীশ্রীকৃষ্ণের নিকট সঙ্গীত আলাপন সময়ে ষোড়শত গোপ গোপিনীগণ ষোড়শত রাগিনীর আলাপন করিয়াছিলেন। শাস্ত্র-মতে সঙ্গীত বিদ্যা মুক্তির একটী প্রধান সোপান। অর্থাৎ সঙ্গীত বিদ্যাই যোগ। (ক্রমশঃ)

বুকের পিন্

(গল্প)

—শ্রীবিজন কুমার বসু

সুরমা ভোর বেলা উঠে গেল। শয্যা ছেড়ে আমিও খাট থেকে নেমে পড়লুম। কালরাত্রে গেছে আমাদের ফুলশয্যা; বিনিদ্র রজনীর তন্দ্রা জড়িয়ে রয়েছে চোখের পাতায়। কৌচের ওপর শুয়ে পড়লুম; ঘুমিয়ে পড়লুম, হঠাৎ চেয়ে দেখি দীপু।

হেসে বললে,—রাত্তিরে ভালো ঘুম হয় নি বুঝি ?

ভারী ভালো লাগলো। অনেক দিন আগে, ঠিক এমনই ভাবে, চায়ের বাটি হাতে, শয্যার শিয়রে এসে দীপু আমার ঘুম ভাঙিয়েছে। চায়ের বাটিতে একটা চুমুক দিয়ে বল্লুম—দীপিকামালা, এর উত্তরটা নিজেই একদিন জানতে পারবে।

দুকুল ছাপিয়ে, বুকের তলায় একটা তরল পুলকের ধারা কুলকুল কোরে বয়ে যাচ্ছিল। তারই সবুজ পাড়ে বসে, খানিক সময় কাটাতে মন যেন দীপেরই সঙ্গের প্রতীক্ষায় ছিল। চা'টা শেষ কোরে, একটা সিগারেট ধরিয়ে, পরম তৃপ্তিতে একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে, দীপের দিকে চাইলুম। বৌয়ের মাথায় হাত রেখে ঘরের মধ্যে চেয়ে, ও দাঁড়িয়েছিল। খাটের ওপর শুভ্র শয্যায় ইতঃস্তত ফুল ছড়িয়ে রয়েছে, টেবিলের ওপর ফুলদানিতে, দেয়ালের গায়ে ছবির মাথায়, মেজের কার্পেটের ওপর, যেখানেই চাই ফুলের তাড়া, ফুলের মালা।

বাশি ফুলের গন্ধে ঘর ভরে রয়েছে। আর আমার মনটাতেও একটা ছোট্ট নিশ্বাসের শব্দ শুনতে পেলুম। যেন বাতাসের একটা ক্ষীণ রেখা! দীপের দিকে চাইলুম। ও বোধ হয়, এতক্ষণ আমারই দিকে চেয়েছিল। ঠোঁটের রেখায় হাসি ফুটিয়ে বললে,—কেমন লাগছে ? কী জানি কেন, সমস্ত জিনিষটা হঠাৎ কেমন যেন কালো হোয়ে উঠলো। দীপের ওই ছোট্ট নিঃশ্বাস নিবিড় কালো কেশরময় ওর দুটি চোখের চাউনি, গলে-পড়া শিশির বিন্দুর মতন ওর ওই ক্ষীণ হাসি, এ সবের সঙ্গে মিশে, একটু আগে ভালো-লাগা বাসি ফুলের গন্ধ মনের ওপর কেমন একটা ব্যথার ছোঁয়া লাগিয়ে গেল।

দীপ, দীপ, দীপের মালা। কোন ফেলে-আসা দিনের বিস্মৃতির কালো বুক থেকে টুপ, টুপ কোরে এক একটা মুক্তো খসে পড়ছে। জীবনের কটা দিন—দীপের সঙ্গে জড়িয়ে পড়েছিল। জরির ফিতেয় জড়ানো কবরীর মতন। সে সব দিনের সোনার স্মৃতি জেগে উঠলো মনের মধ্যে।

প্রতিদিনের প্রতিক্ষণটি ভরে, ওর স্মৃতি। বাগানে, নদীতে, বাড়ীর ছাদে, খেলার মাঠে —ওরা নিত্য সঙ্গ।

দাঁড় টেনে চলেছি আমি, দীপ বসে রয়েছে হাল ধরে। টেনিস খেলতে যাবার সময়, হলদে গোলাপের কুঁড়িটি গুঁজে দিতো কোটের বাটন-হোলে, সন্ধ্যে বেলা, চা কোরে খাওয়াতো, র‍্যাকেট নিয়ে প্রেসে এঁটে রাখতো। ক্রীকেট্ খেলায় মেডেল পেয়ে, ঝুলিয়ে দিয়েছি ওর গলায়, গর্ব্বে ভরে উঠেছে ওর মুখ। ছুটির দিনের দুপুর বেলা, মেজেয় শুয়ে রবিঠাকুরের কবিতা পড়েছি ওর সঙ্গে। চাঁদের আলোয় ছাদের ওপর কতো কবিত্ব, কতো কল্পনার জালবোনা! সে সব যে এমন গভীর ভাবে মনকে নাড়া দেবে একদিন, এ কথা কি কোনদিন মনে হয়েছিল!

একদিন বিকেল বেলা। নদীর ধারে এলো বৃষ্টি। ছুটতে ছুটতে, দু'জনে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছিলুম, একটা ভাঙা বাড়ীর ছাদের তলায়। তুমুল বৃষ্টি, আর ঝড়, আর কী ভীষণ বাজপড়ার শব্দ। আমাকে জড়িয়ে, কাঁধের ওপর মাথা রেখে, চুপটি কোরে, ও বসেছিল, বাইরের দুর্য্যোগের দিকে চেয়ে। ওর ভিজে চুলের গন্ধে মন আচ্ছন্ন হোয়ে উঠেছিল।

*

চুনী বসানো আংটি খুলে, ওর আঙুলে পরিয়ে দিয়েছিলুম। চাঁপার কলির মতন সরু আঙুল। আংটী হোল বড়। বলেছিল, —ভেঙে ওই সোনা আর চুনী দিয়ে বুকের পিন গড়িয়ে নেবে। কোরেও ছিল তাই।

*

নাঃ, অসহ্য! বাসি ফুলের গন্ধ যেন ওর সেই সেদিনকার ভিজে চুলের গন্ধ হোয়ে ঘরময় ভেসে বেড়াচ্ছে।

*

—দীপ্!

কখন নিঃশব্দে চলে গেছে জানতে পারিনি।

বীমা-প্রসঙ্গ

বর্ত্তমান বীমা আইন

প্রভিডেন্ট কোম্পানীর দায়িত্ব

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

—শ্রীসাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়

আইনের দ্বারা বিধিবদ্ধ করিতে হইবে যে—যে-সকল প্রভিডেণ্ট কোম্পানী জীবন-বীমার কাজ করেন না, অথচ জীবনবীমা নাম ধারণ করিয়া বাজারে ডিভাইডিং প্ল্যান (Dividing Plan) বা প্রভিডেণ্ট স্কিমে (Provident Scheme) কাজ চালান, তাহাদিগকে—

(১) গভর্ণমেণ্টের কাছে উপযুক্ত পরিমাণ টাকা আমানত রাখিতে হইবে।

[কোম্পানীর অনুষ্ঠানপত্র, নিয়মাবলী ও কর্ম্মবিধি (Prospectus, Memorandum and articles of Association) দেখিয়া সরকারী একচুয়ারী (Actuary) বীমাকারীর স্বার্থরক্ষার জন্য যে পরিমাণ টাকা আমানত রাখা উচিত মনে করেন—তাহাই আইন-অনুমোদিত বলিয়া গণ্য করা হইবে।]

(২) প্রত্যেক বছরের শেষে একচুয়ারী কর্ত্তৃক হিসাব পরীক্ষা করাইয়া গভর্ণমেণ্টের কাছে তাহার বিবরণ (Return) দাখিল করিতে হইবে।

[জীবনবীমা অফিসের মত পাঁচ বৎসর অন্তর হিসাব পরীক্ষা করাইলে (Valuation) করাইলে চলিবে না কারণ আমরা দেখিতেছি যে সকল কোম্পানী নিয়ন্ত্রণ করিবার জন্য আইন প্রণয়ন করা প্রয়োজন, তাহাদের পক্ষে সাধারণতঃ পাঁচ বৎসর কাল টিঁকিয়া থাকা সম্ভব হইতেছে না।]

(৩) কোনও কোম্পানী স্থাপনের পূর্ব্বে কর্ম্মপ্রণালী, পরিচালন-পদ্ধতি, চাঁদার হার নির্ণয় প্রভৃতি একচুয়ারীর দ্বারা পাশ করাইয়া লইতে হইবে।

[কারণ বেকার সমস্যার আশু সমাধান কল্পে যাঁহারা একত্রিত হন বা আত্মস্বার্থ সাধনে বে-পরোয়া হইয়া যাঁহারা হঠাৎ দেশসেবার জন্য কৃতসঙ্কল্প হইয়া পড়েন, সেই সকল বীমা-অনভিজ্ঞ, অপরিণামদর্শী, সুবিধাবাদী-গণের মস্তিষ্ক হইতে উভয়পক্ষের (কোম্পানী ও বীমাকারী) স্বার্থানুকূল কোনও কর্ম্মপ্রণালীই উদ্ভূত হইতে পারে না।]

নব-প্রবর্ত্তিত আইন
ও
অ-ভারতীয় কোম্পানী

বীমা-আইন পরিবর্ত্তন ও পরিবর্দ্ধনের কথা উঠিতেই কেহ কেহ বলিতেছেন যে, অ-ভারতীয় বীমা কোম্পানীর উপর প্রযুক্ত হইতে পারে এমন সন্তোষজনক ভারতীয় বীমা আইন ত' নাইই বরং ১৯০৯ সালের ব্রিটিশ আইনের (British Act of 1909) অনেক বন্ধন হইতে অ-ভারতীয় কোম্পানী এদেশে আসিয়া নিষ্কৃতি পাইয়া থাকে। উদাহরণস্বরূপ বলা যাইতে পারে গভর্ণমেণ্টের ঘরে টাকা আমানত দিবার ও ভারতবর্ষে তাহাদের যে ব্যয় হয় তাহার হিসাব দাখিল করিবার কোনও বাধ্যবাধকতা নাই। অতএব এ সম্পর্কে একটা আইন থাকা প্রয়োজন।

আরো একটি কথা অনেকের মুখেই শুনিতে পাওয়া যায় যে, যাহাতে কোম্পানীর আদায়ী চাঁদার মধ্য হইতে রক্ষিত সংস্থানের সম্পূর্ণ টাকা (Full Reserves) ভারতীয় ব্যবসায়েই লগ্নী করা হয় তাহার জন্যও একটা আইন থাকা দরকার। আমরা জানি—কোনও একটি বিলাতী কোম্পানীর অধিকাংশ টাকাই ভারতবর্ষের মধ্যে ব্যবসায়ে ও স্থাবর সম্পত্তিতে লগ্নী আছে। কিন্তু ইহা ভারতীয় জাতীয়তাবোধের দিক হইতে যতই প্রশংসার হউক না কেন বীমা-নীতির দিক দিয়া এই প্রস্তাবকে সম্পূর্ণ সমর্থন করা যায় না। কেন না—বীমা-তহবিল (Life Fund) ও সংস্থানের (asset) মালিক প্রত্যেক বীমাকারী—তিনি ভারতীয় হউন বা অ-ভারতীয় হউন তাহাতে কিছু আসিয়া যায় না। এমন কি একই কোম্পানীতে কৃত মোটর, নৌ বা জীবনবীমার বিভিন্ন বীমাকারীর আর্থিক স্বার্থ সেই কোম্পানীর বিভিন্ন দেশে ও বিভিন্ন ব্যাপারে লগ্নী টাকার মুনাফা বীমা-নির্ব্বিশেষে সকলেই আপন আপন চুক্তি বা হিসাব মত পাইবার হকদার। বীমা-নীতির সূত্র ও প্রয়োগনীতি (Principle and practice) অনুসারে বীমা তহবিল বা সংস্থানের টাকা কোনও একটি মাত্র দেশ বা স্থান বিশেষে আবদ্ধ রাখা বা লগ্নী করা যায় না। সন ১৯১২ সালের ১৯১২ ভারতীয় বীমা-আইনেও ইহার অনুমোদন করে না। "Entire funds for the benefit of all Policy holders"—অর্থাৎ সমগ্র বীমাকারীগণের লাভের জন্যই বীমা-তহবিল—এই নীতিই বীমা-বিজ্ঞানসম্মত। বীমা-তহবিলের লাভের উপর সকল বীমাকারীর যে অধিকার সমভাবে বর্ত্তমান আছে বলিয়া বীমা-বিজ্ঞান ও বীমা-আইন স্বীকার করিতেছে সেখানে শুধু জাতীয়তাবোধের খাতিরে বিলাতী কোম্পানীকে সব টাকা ভারতবর্ষে খাটাইতে বলা বা সে সম্বন্ধে কোনও আইন করা সঙ্গত হইবে কিনা তাহা বিশেষ ভাবে চিন্তা করিবার বিষয়। তবে একথা ঠিক—যে-কোনও দিন চিকাগো বা লণ্ডনের কোনও কোম্পানী ভারতবর্ষে আসিয়া বীমা-ব্যবসা খুলিলেন, সুবিধা হইল ত' থাকিয়া গেলেন নতুবা পাততাড়ি গুটাইয়া সদর দরজায় নোটিশ লট্‌কাইয়া সমুদ্রে পাড়ি দিলেন।

—'এক সুন্দর প্রভাতে' দেখা গেল, নোটিশে লেখা আছে—

Send your premiums direct to our
Head Office—
At
...North Wells Street, Chicago.

Or

Office removed

to

…King William Street, London

চিকাগো বা লণ্ডনের হেড অফিসে প্রিমিয়াম পাঠাইয়া দাও। এইরূপ যে হইবেই তাহা আমরা হলফ করিয়া বলিতেছি না, কিন্তু এ ঘটনা যে কখনই ঘটিতে পারে না—তাহাও কেহ হলফ করিয়া বলিতে পারেন না। বিদেশী কোম্পানীর কর্ণধারগণ ত' সাত সমুদ্র তের নদী পাড়ি জমাইলেন —কিন্তু ভারতবর্ষের বীমাকারীগণ যে অগাধ জলে ভাসিতে লাগিল, তাহার প্রতিকারের উপায় যে ভারত-সরকারের হাতেও নাই একথা কি আজ বিশেষ ভাবে বিবেচনা করিয়া দেখিলে আইন-প্রণয়ন ছাড়া অন্য কোনও উপায় মনে আসে না।

হস্তান্তরকরণ-আইন

বীমা-সম্পর্কে হস্তান্তরকরণ-আইনেরও (Transfer of Property Act) সংশোধন হওয়া দরকার। বীমাপত্র দানবিক্রয় (assignment) করিবার সময় কোম্পানীর কাছে নোটিশ দিবার পদ্ধতি ভারতীয় বীমা আইনে নাই। কাজেই একজনের নামে বীমাপত্র উইলে দান করিবার পর পলিসি বাঁধা রাখিয়া টাকা ধার লওয়া হইল—তাহার নোটিশ দাখিল করিবার পদ্ধতি না থাকায় বীমার মেয়াদ অন্তে বা বীমাকারীর মৃত্যুর অব্যবহিত পরে ওয়ারিশ বীমার টাকা সম্পূর্ণই দাবী করিতে পারে। বীমার টাকার উপর যে কাহার অধিকার সর্ব্বপ্রথম তাহা সাব্যস্ত করিবার পক্ষে কোনও আইনের সাহায্য আমরা পাই না। সম্প্রতি বোম্বাই হাইকোর্টে যে বিখ্যাত দাবীর মোকর্দ্দমাটি হইয়া গিয়াছে—তাহাও ঠিক এই প্রকার। বীমাকারী তাঁহার স্ত্রীর নামে আলাদা কাগজে বীমাপত্র (Policy) দান করিবার কিছুদিন পরে আর একখানি দানপত্রের (assignment)এর বিনিময়ে কোনও একটি ব্যাঙ্কের নিকট টাকা ধার করেন। তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার স্ত্রী ওয়ারিশ হিসাবে পূর্ব্বোক্ত প্রথম দানপত্রের বলে কোম্পানীর নিকট সম্পূর্ণ বীমার টাকা দাবী করিলেন। বীমাকারীর গৃহীত ঋণের জন্য উক্ত ব্যাঙ্কও বীমার টাকা দাবী করিল। একই সঙ্গে এই প্রকার দুইটি দাবীর ফলে বোম্বাই হাইকোর্টে মোকর্দ্দমা হয়। সে মোকর্দ্দমায় বীমাকারীর স্ত্রীই জয়লাভ করেন। বীমার উপর ব্যাঙ্কের প্রদত্ত ঋণের টাকা জলে গেল—পূর্ব্বকৃত দানপত্রের (assignment) জোরে বীমাকারীর স্ত্রী বীমা কোম্পানীর নিকট হইতে বীমার সমস্ত টাকাই চুকাইয়া পাইলেন।

অধমর্ণ (debtor) একই বীমাপত্রের জোরে দুইবার টাকা ধার করিলেন—বীমার টাকা দেয় হইলে মোকর্দ্দমায় উত্তমর্ণের (creditor) অধিকার বিচার অর্থাৎ দুই জনের মধ্যে কাহার দাবী সর্ব্বপ্রথম গ্রাহ্য হইবে, তাহা নির্ণয় করিবার পক্ষে সহায়ক কোনও আইন আমাদের দেশে নাই। কিন্তু ব্রিটিশ

আইন (British Law) অনুসারে বীমাকারীর পক্ষে বীমা কোম্পানীর ঘরে অবিলম্বে নোটিশ দেওয়া দরকার এবং নোটিশের দিন হইতেই উত্তমর্ণের জারীর দিন (actionable claim) ধার্য্য হইয়া যায়। ইহাতে উত্তমর্ণ বা ঋণ-দাতার স্বার্থ হানি হইবার কোনই আশঙ্কা থাকে না।

বীমাকারী একাধিকবার বীমাপত্র দান ও হস্তান্তর (assignment) করিতে পারেন। স্বামী, স্ত্রীর নামে বীমাপত্র দান করিয়া গেলেন, কিন্তু এ দান আইনসিদ্ধ কিনা তাহার দায়িত্ব বর্ত্তমানে বীমাকোম্পানীর নাই। দাতা (assignor) দান (assigne) করিতেছেন, গ্রহীতা (assignee) বা ওয়ারিশ তৎসত্বে বীমার টাকা পাইবেন কিনা তাহার স্থিরতা নাই—সে প্রতিশ্রুতি বীমাকোম্পানীও দিতে পারেন না। এ অবস্থায় কোনও গোলমাল উপস্থিত হইলে, তাহার বিচার করিবার মত বীমা আইনও আমাদের দেশে নাই। সাধারণ দেওয়ানী আইনেই তাহার বিচার হইবে। ব্যাঙ্ক বা মহাজনের স্বার্থ ইহাতে সর্ব্বদাই শঙ্কাসমাকুল। সেই কারণে ব্রিটিশ আইনের মত জাতীয় বীমা আইনের বলে যাহাতে কোম্পানীর নিকট রেজেষ্টীকৃত নোটিশে দান বিক্রয় বা হস্তান্তরের সংবাদ যথাসময়ে প্রেরিত হয়, তাহার ব্যবস্থা হওয়া বিশেষ প্রয়োজন।

ইহা ছাড়া অনুসন্ধান ও অনুশীলনের ফলে আমাদের দেশে বীমা-ব্যবসায় সম্পর্কে আদান-প্রদান সম্পর্কে যে সকল গোলমাল ঘটিতেছে—তাহার কারণ নির্ণয় করা কষ্টসাধ্য হইলেও অসম্ভব নহে। আশা করা যায়, বীমা-অভিজ্ঞগণের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা ও নির্দ্দেশ ও উপদেশ কোম্পানী-মোকর্দ্দমার (Company Case Report) বিবরণ এবং বেসরকারী অনুসন্ধান ও তথ্যাবধারণের উপর আইন প্রণয়ন, পরিবর্ত্তন ও পরিবর্জ্জনের ভিত্তি স্থাপিত হইলে, সে আইন জনসাধারণের অনুমোদন লাভ করিবে।

বীমা-প্রসঙ্গ

বেকন্ ইন্সিওরেন্স্ কোম্পানী লিমিটেড

—পদ্মপাদ

গত কয় বৎসর ধরে ভারতের অন্যান্য প্রদেশের মত বাংলায়ও বহু জীবন বীমা কোম্পানী গড়ে উঠেছে এবং এখনও উঠছে। এটা অবশ্য একদিক দিয়ে খুব সুখের বিষয় সন্দেহ নাই, কিন্তু এই সব ছোট ছোট বীমা কোম্পানীর স্থায়িত্ব সম্বন্ধে যথেষ্ট সন্দেহ দেশবাসীর মনে রয়েছে। ছোট বলেই অবশ্য কোন কোম্পানী মন্দ নয় এবং নূতন বলেই যে অস্থায়ী তাও নয়। তবুও এটা স্বীকার না করে পারা যায় না যে ব্যাঙ্কের মত বীমা কোম্পানীও যত বড় এবং যত পুরাতন হয় ততই তা দৃঢ় হয়ে উঠে। দশটা ছোট কোম্পানীর চেয়ে একটা বড় কোম্পানীতে দেশের ও দশের লাভ বেশী হয়।

এই সব ক্ষুদে ক্ষুদে কোম্পানী সৃষ্টি করার সখ যে এদেশে এখনও মেটেনি তা অল্প কয়দিন আগে বেকন্ ইন্সিওরেন্স কোম্পানীর পত্তন দেখেই প্রমাণ হয়। বেকন্ যে খুব ছোট কোম্পানী শুধু তা নয়, এর কারবারও হবে অতি দরিদ্রদের নিয়ে। সাধারণতঃ এদেশী জীবন বীমা কোম্পানীদের কারবার হচ্ছে দেশের মধ্যবিত্তদের নিয়ে, কিন্তু বেকনের প্রস্পেকটাসে দেখা যায় এই নূতন কোম্পানী শুধু দেশের দরিদ্রদের জীবনই বীমা করবে। সেটাকে আমরা মন্দ বলি না; দরিদ্রের কাছে জীবন বীমার চেয়ে বড় সুহৃৎ আর কেউ নেই। কিন্তু একটা কথা আমরা ভুলতে পাচ্ছি না যে দরিদ্রের ফাঁকে পড়বার আশঙ্কাও বেশী এবং ইদানীং ইন্সিওরেন্স জগতে ফাঁকির অঙ্কটা একটু বেশীরকম বেড়ে গিয়েছে। আমাদের মতে দেশের যারা যথার্থ দুস্থ ও দরিদ্র তাদের জীবন বীমা করার ভার একমাত্র শুধু গভর্ণমেণ্টের হাতেই থাকা উচিত। বর্ত্তমান অবস্থায় আর কোথাও থাকলে অন্যায় ও অবিচারের সৃষ্টি হবে।

বেকনের প্রসপেক্টাসে দেখি যে কোম্পানীর ম্যানেজিং এজেণ্ট হবে জে, এন্, ব্যানার্জ্জি এবং এই জে, এন্, ব্যানার্জ্জি কে আমরা তা' জানি না। এবং বীমা সম্বন্ধে তাঁর অভিজ্ঞতাও যে কতদূর তাও আমাদের অজ্ঞাত। তাঁর পরিচয়ের মধ্যে তিনি হচ্চেন একজন অবসর প্রাপ্ত সরকারী কর্ম্মচারী। সেই কার্য্যে জীবন বীমার অভিজ্ঞতা তিনি ক'টা লাভ করেছেন সেটার প্রমাণ এখনও কেউ পাইনি।

প্রসপেক্টাসের আর এক জায়গায় দেখি যে ডিরেক্টাররা ইচ্ছা করলে কোম্পানীর টাকা শেয়ারে দাদন দিতে পারেন। কোম্পানীর সর্ব্বনাশের পথ যে এটা কতটা খুলে দিতে পারে তার কিছু কিছু প্রমাণ আমরা পাই ভারত ইন্সিওরেন্স কোম্পানীর ইতিহাস থেকে। আর এক জায়গায় দেখি যে পলিসি ল্যাপ্স করলে বীমাকারী যদি সেটা রিভাইভ্ করতে চায় তাহলে তাকে নির্ভর করতে হবে ম্যানেজিং এজেণ্টদের বিবেচনার উপর। তাঁরা যদি দয়া করে অনুমতি দেন তবেই সে রিভাইভ করতে পারবে। কিন্তু সব চেয়ে আশ্চর্য্য হয়েছি আমরা এক বিশেষ স্থানে কোম্পানীর সুদের হার দেখে। প্রিমিয়াম্ যথাসময়ে দেওয়া না হলে, কোম্পানী Automatic Non Forfeiture Schemeএ টাকা দিয়ে প্রিমিয়ামের দাবী মিটাবে। কিন্তু সেই টাকার উপর সুদ নেবে শতকরা সাড়ে পঁয়ত্রিশ পার্সেণ্ট হিসাবে। এর পূর্ব্বে শতকরা সাড়ে প্যাঁইত্রিশ পার্সেণ্ট সুদের কথা আমরা আর কোথাও শুনিনি। 'আফগান ব্যাঙ্ক' বলে এক জাতীয় সচল ব্যাঙ্ক কলিকাতার রাস্তায় আমরা দেখি—তাদের সুদের হার ঐ ধরণের।

রঙ্গরস

শিক্ষক—আচ্ছা ফরাসী দেশ থেকে এ দেশে কি আসে?

ছাত্র—মদ।

শি—বেশ, আর আমাদের দেশ থেকে সে দেশ কি নিয়ে যায়?

ছা—খালি বোতল।

*

১ম বন্ধু—তোমার মেয়ে হলিউডে কোন কাজ পেয়েছে কি?

২য় বন্ধু—হ্যাঁ, স্থায়ী কাজ পেয়েছে।

১ম—কি কাজ?

২য়—সে কোনো বিখ্যাত চলচ্ছবি-অভিনেত্রীর নিন্দুকনে হবার চাকরী পেয়েছে।

*

১ম ভদ্রলোক—তুমি ঐ লোকটাকে কেশিয়ার নিযুক্ত ক'রেছ কেন? ওর চোখ টেরা, মুখ বাঁকা, নাক চ্যাপ্টা, কুলোপানা কান।

২য় ভদ্রলোক—চুরি ক'রে পালালে, ওকে সনাক্ত করা খুব সোজা হবে।

*

অভিনেতা—ভোজের দৃশ্যে আমার সত্যি-কারের মদ চাই।

ম্যানেজার—দোবো, যদি মৃত্যুর দৃশ্যে তুমি সত্যিকারের বিষ খেতে রাজি হও।

—সাউণ্ড বক্স

MEGAPHONE RECORDS

December—1935.

ডিসেম্বর মাসে মেগাফোন কোম্পানী সর্ব্বসমেত ১০খানি রেকর্ড প্রকাশ করিয়াছেন। ইহার মধ্যে ৬খানি একক সঙ্গীতের ও ৪খানি পালার রেকর্ড। উক্ত ৬খানি একক রেকর্ডের মধ্যে ৪খানি কণ্ঠ-সঙ্গীতের, একখানি যন্ত্র-সঙ্গীতের ও একখানি ষ্টেজ এ্যাকটিঙ্ পিস্।

*

J. N. G. 239. শ্রীযুক্ত গৌরীপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য (ফটিক) ভাটিয়ালী ও কীর্ত্তন গান গাহিয়াছেন। গায়ক ইতিপূর্ব্বে দুইখানি রেকর্ডে ভাটিয়ালী ও কীর্ত্তন গাহিয়াছিলেন। আশা করি এতদিনে ইনি রেকর্ডজগতে পরিচিতি লাভ করিয়াছেন। আলোচ্য রেকর্ডে "ঐ সবুজ মাঠের পানে আমার মনকে কে গো টানে" এবং "বাঁধ বাঁধ সখি বাঁধহ কুন্তল" কীর্ত্তন গানটি গাহিয়াছেন। গায়কের কণ্ঠ বিশেষ মার্জ্জিত না হইলেও মন্দ নয়।

*

J. N. G. 240. শ্রীযুক্ত জ্ঞান দত্ত, মিস পটল ও মিস্ তারা তিনজনে এই রেকর্ডে দু'খানি গান গাহিয়াছেন। "শাওন গগনে খেলে মেঘ বিজলী" ও "ঐ মেঘেরি মেখলা ওড়ে গগনে" গান দুটি শুনিলাম। সুর এবং গাওয়া বিশেষ মনোমুগ্ধকর না হইলেও মন্দ বলা চলে না।

*

J. N.G. 241. শ্রীযুক্ত কার্ত্তিকচন্দ্র দাস রেকর্ড জগতের নূতন শিল্পী। "আজি এল কি ব্রজে ব্রজরায়" ও "সজল কাজল এ বাদল রাতি" গান দুটি গাহিয়াছেন। গায়কের কণ্ঠ অনুপাতে সুর যথেষ্ট গুরুপাক হইয়াছে কাজেই un-digested জিনিষ বমি করা হইয়াছে। ট্রেনরের উচিত কণ্ঠ উপযোগী সুর-সংযোজনা করা। আমরা ভীষ্মদেববাবুর দৃষ্টি এ বিষয় আকর্ষণ করি।

*

J. N. G. 242. শ্রীমতী রাজলক্ষ্মী এই রেকর্ডে "সখি কে এল ঐ ঘোমটা মুখে" ও "সকরুণ সুরে কে আমার" গান দুটি গাহিয়াছেন। বাদ্যযন্ত্রের সাহায্যে গান

মধুরতর করিবার প্রচেষ্টা সর্ব্বত্র সফল হয় নাই।

*

J. N. G. 243. এই রেকর্ডে মুন্না খাঁ শানাই বাজাইয়াছেন। ভৈররী ও বেহাগ সুরে বাজনা শুনিলাম। আলাপ ও সুর বিস্তার চমৎকার হইয়াছে। যন্ত্র-সঙ্গীতের রেকর্ডে মেগাফোন অদ্বিতীয় এবং এই রেকর্ডখানি তাঁহাদের যন্ত্র-সঙ্গীত রেকর্ডের সম্পদে আর একটি নূতন সম্পদ।

*

M. C. C. 244. শ্রীযুক্ত দুর্গাপ্রসন্ন বসু, শ্রীমতী প্রভা ও নীরদা এই রেকর্ডে অপরেশচন্দ্রের "শ্রীকৃষ্ণ" হইতে 'কারামোচন' দৃশ্যটি অভিনয় করিয়াছেন। যাঁহারা পিস্ এ্যাকটিঙ্ পছন্দ করেন তাঁহারা নিশ্চয়ই রেকর্ডখানি শুনিয়া খুসী হইবেন।

*

J. N. G. 227—230. এই চারখানি রেকর্ডে 'সীতাহরণ' পালাটি সম্পূর্ণ করা হইয়াছে। রেকর্ড-নাট্য লিখিয়াছেন শ্রীঅমর চন্দ্র ঘোষ বি-এ। অমরবাবুর লেখা দৃশ্য-নাট্য প্রায়ই মেগাফোন রেকর্ডে বাহির হয় বলিয়া রেকর্ড-শ্রোতাদের নিকট ইঁহার রচনার অল্পবিস্তর পরিচয় আছে। সূর্পনখার পঞ্চবটী বনে আগমন হইতে রাবণ কর্ত্তৃক সীতা হরণ পর্য্যন্ত এই রেকর্ড-নাট্যের অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে।

*

শ্রীশৈলেন চৌধুরীর 'রাম' ও শ্রীমতী প্রভার 'সীতা' চমৎকার হইয়াছে। এত স্বাভাবিক ও সহজ-সুন্দর অভিনয় রেকর্ডে সচরাচর শুনা যায় না। শ্রীভূমেন রায়ের "রাবণ" খুব ভাল না হইলেও মন্দ বলা চলে না। মিস্ চারুশীলার সূর্পনখা সুন্দর হইয়াছে। মনোরঞ্জনবাবু জটায়ুর ক্ষুদ্র ভূমিকাটি প্রাণবন্ত করিয়াছেন। শ্রীঅয়স্কান্ত বক্সীর 'লক্ষ্মণ' এ টীমের মধ্যে একটু নিরেশ হইয়াছে। এ ভূমিকাটি সুপাত্রে বণ্টিত হইলে অভিনয় সম্বন্ধে অভিযোগের কিছুই থাকিত না। নাট্য পরিচালক মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্যের এ বিষয় দৃষ্টি আকর্ষণ করি।

*

গানের সুর-যোজনা হইয়াছে অতি সুন্দর। সুরদাতা ভীষ্মবাবু প্রশংসার দাবী করিতে অনায়াসে পারেন। মিস্ কানন বালা (দোলন চাঁপা) ও মিস্ তারা (মায়া) সুন্দর গাহিয়াছেন। পালার রেকর্ডে মেগাফোন যথেষ্ট সুনাম করিয়াছেন এবং 'সীতা হরণ' পালার রেকর্ড তাঁহাদের সে সুনাম বর্দ্ধন করিবে।

খেলার মাঠে

—শ্রীসৌরেন ঘোষ

বোম্বাইয়ে ৭ম খেলা

এল, পি, জয়ের অষ্ট্রেলিয়ান দলের বিরুদ্ধে সেঞ্চুরী।

ব্রায়াণ্ট ও ওয়েণ্ডেনবিলের সেঞ্চুরী

অষ্ট্রেলিয়ান দল—১ম ইনিংস—৪৬৮
(৮উইঃ ডিক্লেয়ার্ড)

বোম্বাই সিটী—১ম ইনিংস—২৪১
(following on) ২য় ইনিংস—১৭১
(৭ উইঃ)

বোম্বাই নগরে অষ্ট্রেলিয়ান দলের বোম্বাই সিটী টীমের বিরুদ্ধে খেলিয়া অমীমাংসিতভাবে খেলা শেষ হয়। এই ম্যাচের উল্লেখযোগ্য বিষয় হইতেছে অষ্ট্রেলিয়ান দলের ব্যাটীংএর ক্ষমতা। এই খেলায় ওয়েণ্ডেনবিলের ও ব্রায়াণ্টের সেঞ্চুরী ও জয়ের অষ্ট্রেলিয়ান দলের বিরুদ্ধে সেঞ্চুরী।

অষ্ট্রেলিয়ান দলে—রাইডার (ক্যাপ্টেন), ওয়েণ্ডেনবিল, হেণ্ড্রী, মরিসবি, লাভ, ব্রায়াণ্ট, ন্যাগেল, মায়ার, ইলিস, লেদার ও আলেকজেণ্ডার। ও **বোম্বাই সিটী টীমে**—এল, পি, জয় (ক্যাপ্টেন), হিন্দেলকার, কাদ্রি, কণ্ট্রাকটার, হপকিন্স, ওয়েডকার, রিচার্ড, তালপাদে, হাভেওয়ালা, জামসেদজী ও বাপোরিয়া খেলিয়াছিলেন।

অষ্ট্রেলিয়ান দল প্রথমে ব্যাট করিয়া ৮ জন আউট হইয়া ৪৬৮ রাণ করিয়া ডিক্লেয়ার করেন—তন্মধ্যে ওয়েণ্ডেনবিল—১০৭, ব্রায়াণ্ট—১৫৫, মরিসবী ৪০ ও ইলিস আউট না হইয়া ৫৩ রাণ করেন। অষ্ট্রেলিয়ান দল অতি দ্রুত রাণ উঠাইতে থাকেন। রিচার্ড ১৩৩ রাণে ৪, হাভেওয়ালা ৭০ রাণে ১টী, ওয়েডকার ৭২ রাণে ১টী, ও জামসেদজী ১১১ রাণে ১টী উইকেট পান। ব্রায়াণ্ট ৬৮ রাণ বাউণ্ডারী করিয়া পান।

বোম্বাই সিটী দল ১ম ইনিংসে ব্যাট করিয়া ২৪১ রাণ করেন, তন্মধ্যে হাভেওয়ালা—৭১, এল, পি, জয়—৫৭ ও কাদ্রি—৩১রাণ করেন। লেদার ৬০ রাণে ৩টী, মায়ার ১০১ রাণে ৫টী ও হেণ্ড্রী ১৪ রাণে ২টী করিয়া উইকেট পান।

জয়ের সেঞ্চুরী

২২৭ রাণ কম থাকায় রাইডার বোম্বাই সিটী দলকে follow on করান। বোম্বাই সিটী দল follow on করিয়া দিনের শেষে ৭জন আউট হইয়া ১৭১ রাণ করেন।

এল, পি, জয় তন্মধ্যে ১১৫ রাণ করেন। অষ্ট্রেলিয়ান দলের বিরুদ্ধে ভারতে ইহাই ২য় সেঞ্চুরী। জয়ের খেলা নির্ভুল ও বেশ দ্রুত হইয়াছিল। তাঁহার ও এম, এম, নাইডুর খেলা দেখিয়া রাইডার তাঁহার মন্তব্য হয়ত এবার বদল করিবেন। এযাবৎ তাঁহারা ভারতের বিশিষ্ট খেলোয়াড়দের বিরুদ্ধে খেলেন নাই। প্রথমে খেলিলেন—বোম্বাই সিটী টীমের বিরুদ্ধে যাহাতে ভারতের কতকগুলি ২য় শ্রেণীর খেলোয়াড় আছেন। লেদার ৩৪ রাণে ২টী, আলেকজান্দার ১৬ রাণে ২টী, মায়ার ৭৩ রাণে ৩টী ও রাইডার ২৬ রাণে ১টী উইকেট পান।

আজ হইতে প্রথম unofficial Test খেলা আরম্ভ হইবে। ভারতীয় দল জয়যুক্ত হোক।

পুনায় ৬ষ্ঠ খেলা

অষ্ট্রেলিয়ান দলের বিরুদ্ধে এম, এম, নাইডুর প্রথম সেঞ্চুরী

অমীমাংসিত ভাবে খেলা শেষ

মহারাষ্ট্রদল—১ম ইনিংস—২০৫

২য় ইনিংস—৪২ (১ উইঃ)

অষ্ট্রেলিয়ান দল—১ম ইনিংস—৩৪৯ (৪ উইঃ ডিক্লেয়ার্ড।

এ পর্য্যন্ত অষ্ট্রেলিয়ানদল ভারতে আসিয়া ম্যাটীং পিচে খেলিয়াছেন—প্রথমে পুনায় মহারাষ্ট্র দলের বিরুদ্ধে তাঁহারা turf পিচে খেলিলেন। খেলাটী দুদিনের জন্য ছিল। Turf পীচের খেলা অন্ততঃ ৩দিন না দিলে খেলার ফলাফল পাওয়া অসম্ভব হয়। এই খেলার বিশেষ উল্লেখযোগ্য বিষয় হইতেছে—ফারগুসান কলেজের ছাত্র এম, এম, নাইডুর কৃতিত্বপূর্ণ সেঞ্চুরী। অষ্ট্রেলিয়ান দলের বিরুদ্ধে এম, এম, নাইডু প্রথম সেঞ্চুরী করিলেন। এম, এম, নাইডু কোয়েড্রাঙ্গুলার প্রতিযোগীতায় হিন্দুদলের পক্ষে পার্শী জিম খানার বিরুদ্ধে এবৎসর খেলেন—খেলায় বিশেষ সুবিধা করিতে না পারায় ফাইনালে বাদ যান। তাঁহার সেঞ্চুরী অতি চমৎকার হইয়াছিল—তাঁহার ব্যাটীংও অতি forceful হইয়াছিল।

অষ্ট্রেলিয়ান দলে—রাইডার (ক্যাপ্টেন), মরিসবী, হেণ্ড্রী, ওয়েণ্ডেলবিল, এলসপ, ব্রায়াণ্ট, লেদার, হ্যাগেল, অক্সেনহাম, ইলিস, আলেকজেণ্ডার ও মহারাষ্ট্র দলের প্রফেসর দেবধর (ক্যাপ্টেন), নগরওয়ালা, দাতার, এস, নাজির আলি (কোয়েড্রাঙ্গুলারের নহে), এম, এম, নাইডু, নিম্বলকার, মোহানি, জাঠ সর্দ্দার, সেহানি, ডাক্তার ও তালুকদার খেলিয়াছিলেন।

রাইডার টসে জয়লাভ করিয়া মহারাষ্ট্র দলকে ব্যাট করিতে দিলেন—মহারাষ্ট্র দল সকলে আউট হইয়া ২০১ রাণ করেন। তন্মধ্যে এম, এম, নাইডু ১২৪ রাণ করেন। হ্যাগাল অতি সুন্দর বল দিয়া ৫৩ রাণে ৭টী অক্সেনহাম—৬২ রাণে ২টী, ও লেদার ৩০ রাণে ১টী উইকেট পান। রাইডার অতি সুন্দর ভাবে এম, এম, নাইডুকে কট্-আউট করিয়াছিলেন।

রাইডারের আউট না হইয়া ১০১

অষ্ট্রেলিয়ান দল ব্যাট করিয়া ৪জন আউট হইয়া ৩৪৯ রাণে ইনিংস ডিক্লেয়ার্ড করেন। অষ্ট্রেলিয়ান দল Turf পীচে পাইয়া তাহাদের অভ্যাস মত ব্যাটীং করিয়া অতি দ্রুত রাণ তুলিয়াছিলেন। হেণ্ড্রী ৬২ রাণ, ওয়েণ্ডেল বিল ৭০ রাণ, রাইডার ও ব্রায়াণ্ট আউট না হইয়া ১০১ ও ৬০ রাণ করেণ। রাইডার ভারতে আসিয়া দ্বিতীয় সেঞ্চুরী করিলেন। মহারাষ্ট্র দলের বল ভাল হয় নাই। তাঁহাদের বোলাররা ব্যাটস্‌ম্যানকে ফাঁকি দিতে বা আক্রমণ করিতে অক্ষম। দ্বিতীয় ইনিংসে মহারাষ্ট্র দল ১জন আউট হইয়া ৪২রাণ করেন, খেলাটী অমীমাংসিত ভাবে শেষ হয়।

সপ্তাহিকা

আসছে ১১ই ও ১২ই ডিসেম্বর নিউ এম্পায়ার রঙ্গমঞ্চে শান্তিনিকেতনের ছাত্র ছাত্রীদের নিয়ে রবীন্দ্রনাথ 'রাজা' অভিনয় ক'রবেন ও নিজে ঠাকুর্দ্দার ভূমিকায় নামবেন। নাতি নাতনীদের মজা।

*

জাপানী কবি নগুচি গেল তিরিশে নভেম্বর শান্তি নিকেতনে, ১লা ডিসেম্বর বাঙলার পি, ই, এন্, সমিতিতে ও ২রা ডিসেম্বর আশুতোষ কলেজে অভ্যর্থিত হয়েছেন জাপানী কবিত্বের প্রতি সারা দেশে সম্মান দানের প্রবৃত্তি জেগেছে।

*

গেল রবিবার সন্ধ্যে ৫½টায় সানডেজ ডিবেটিং ক্লাবের দ্বিতীয় বার্ষিক সভা ডাক্তার সুনীতি চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের নেতৃত্বে সুসম্পন্ন হ'য়েছে। কলকাতার বাইরে থাকার জন্যে নিমন্ত্রিত হয়েও আমরা তাতে যোগ দিতে পারিনি। সমিতি দীর্ঘায়ু হোক।

*

গেল শনিবার সন্ধ্যায় বর্দ্ধমানাধিপের সভাপতিত্বে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ মন্দিরে রমেশ চন্দ্র দত্ত স্মৃতিবার্ষিকী উৎসব হ'য়ে গেছে। রমেশভবনের জন্যে ত্রিশ হাজার টাকা চাই। ভারতবাসী তা দিতে নিশ্চয়ই কার্পণ্য ক'রবেন না। এ সম্বন্ধে যে সমিতি গঠিত হ'য়েছে তার সভানেত্রী লেডি প্রতিমা মিত্র। সার পি, সি, রায় এক হাজার, বর্দ্ধমানের অধিপতি পাঁচশো, শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত ও যতীন্দ্রনাথ বসু প্রত্যেকে পাঁচশো, হাওড়া থেকে পাওয়া প্রথম দফার হাজার টাকা এই রকম অনেক দান পাওয়া গেছে ও পাওয়া যাবে।
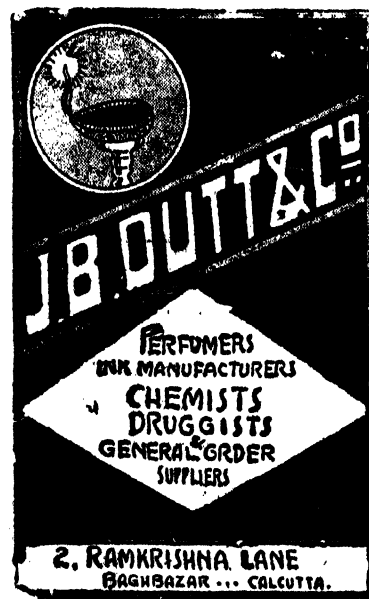
চিত্র পরিচিতি

—অভিমন্যু

[আগামী শনিবার হইতে যে সব বিদেশী ছবি কলিকাতায় মুক্তিলাভ করিবে তাহাদের অগ্রিম সংক্ষিপ্ত পরিচয়। সুতরাং কোনো বিদেশী ছবি দেখিতে যাওয়ার পূর্ব্বে আমাদের "চিত্র-পরিচিতি" স্তম্ভটি পড়িয়া গেলে, চিত্রপ্রিয়রা লাভবান হইবেন। —দীঃ সঃ

Bonnie Scotland

মেট্রো সিনেমায় দেখানো হইবে, শ্রেষ্ঠাংশে ষ্টান লরেল, অলিভার হার্ডি, জুন লাং, উইলিয়াম জ্যানি প্রভৃতি। মেট্রোর ছবি, মেট্রো সিনেমার দ্বারোদ্ঘাটন হইবে এই ছবি দিয়া। পরিচালনা করিয়াছেন জেমস হর্ণ।

লরেল ও হার্ডি স্কটল্যাণ্ডে আসিয়া এক জায়গায় আটকা পড়িল। তারপর তাহারা অনেক হাস্যরসাত্মক ঘটনার সাহায্যে একটি সেনাবাহিনীতে চাকরী পাইল। সেই সেনাবাহিনীটি সেই দিনই ভারতবর্ষে রওনা হইল। ইহাতে গল্প এমন কিছুই নাই তবে কতকগুলি হাস্যরসাত্মক ঘটনার সমষ্টি মাত্র। ঘটনা সন্নিবেশের ভিতর অভিনবত্ব আছে। মানুষ যত গম্ভীরই হউক না কেন সে লরেল হার্ডির অননুকরনীয় অভিনয়-ভঙ্গীতে না হাসিয়া পারিবে না। যাঁহারা হাল্কা হাসির ছবি ভালবাসেন বিশেষতঃ এই দুই মাণিকজোড়ের—তাঁহারা ইহা খুব উপভোগ করিবেন।

The Goose and The Gander

রিগ্যালে দেখানো হইবে, শ্রেষ্ঠাংশে কে ফ্রান্সিস, জর্জ্জ ব্রেণ্ট, জেনিভিভ টোবিন, র‍্যালফ ফরবস প্রভৃতি। ওয়ার্ণার ব্রাদার্সের ছবি, পরিচালনা করিয়াছেন এ্যালফ্রেড ই, গ্রীণ।

কে ফ্রান্সিস তাহার ভূতপূর্ব্ব স্বামী র‍্যালফ ফরবসের নিকট ফিরিয়া যাইতে চাহিল। কিন্তু এদিকে র‍্যালফ জেনিভিভ নাম্নী আর একটি মেয়েকে বিবাহ করিয়াছিল। একদিন পুকুরে সাঁতার কাটিতে কাটিতে কে ফ্রান্সিস শুনিতে পাইল যে জেনিভিভ তাহার স্বামীর অনুপস্থিতিতে জর্জ্জ ব্রেণ্ট নামক এক যুবকের সহিত এক appointment করিতেছে পাহাড়ে বেড়াইতে যাইবার। এদিকে দুইজন চোর আসিয়া ফ্রান্সিস ও জেনিভিভ দুইজনেরই ঘর হইতে মূল্যবান অলঙ্কারাদি চুরি করিয়া পলাইল। ফ্রান্সিস তখন এক কৌশল করিয়া জর্জ্জ ও জেনিভিভ দুইজনকেই, তাহার পিসীর পাহাড়ের এক বাড়ীতে আনাইল। এদিকে র‍্যালফকে অনুরোধ করিল যেন সে একবার সেই বাড়ীতে আসিয়া তাহার সঙ্গে দেখা করে। এবং নিজে সে বাড়ীতে তাহার জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিল। কিন্তু র‍্যালফ যখন শুনিল যে তাহার স্ত্রী জেনিভিভ জর্জ্জের সহিত বাহির হইয়াছে তখন সে রাগে ক্ষিপ্ত প্রায় হইয়া তাহাদের সন্ধানে ছুটিল এবং ফ্রান্সিসের কথা ভুলিয়া গেল। এদিকে পুলিশ জর্জ্জ ও ফ্রান্সিসকে সে অলঙ্কার চুরির অপরাধে অভিযুক্ত করিল। ফ্রান্সিস অনেক কৌশল করিয়া জেনিভিভের ঘাড়ে দোষ চাপাইয়া প্রমাণ করিল যে সে নির্দ্দোষ। শেষকালে দেখা গেল যে ফ্রান্সিস আর র‍্যালফের উপর অনুরক্ত নয় বরং জর্জ্জকেই সে ভীষণ ভাবে ভালবাসিয়া ফেলিয়াছে।

কে ফ্রান্সিস ও জর্জ্জ ব্রেণ্টের অভিনয় হইয়াছে অনবদ্য। ছবিখানি আগাগোড়া উত্তেজনাপূর্ণ ও কৌতুহলোদ্দীপক। র‍্যালফ ফরবস ও জেনিভিভ টোবিনের অভিনয়ও প্রশংসনীয়। ছবিখানি সকলের ভাল লাগিবে বলিয়াই আমাদের বিশ্বাস।

Admirals All

আরকেও এলফিনষ্টোনে দেখানো হইবে, শ্রেষ্ঠাংশে উইনি গিবসন, গর্ডন হার্কার, এ্যানথানী বুসনেল, জর্জ্জ কার্জ্জন প্রভৃতি। রেডিওর (ব্রিটিশ) ছবি, পরিচালনা করিয়াছেন ডবলু ভিক্টর হ্যানবেরী।

অতি সাধারণ একখানি কমেডী চিত্র যদিও হাস্যরসের খোরাক ইহাতে খুব সামান্যই আছে।

গ্লোরিয়া গান নাম্নী একটি খামখেয়ালী চিত্রাভিনেত্রী চিত্রে তাহার নায়ক হইবার উপযুক্ত লোক না পাইয়া বিরক্ত হইয়া কোম্পানী পরিত্যাগ করিয়া একদল ধনী বন্ধুর সহিত জাহাজে ভ্রমণ করিতে যায়। একখানি ব্রিটিশ রণতরীর লেফটেন্যাণ্ট ষ্টিভ লানঘাম তাহাদের একটি ডিনারে নিমন্ত্রণ করে। ইহাতে গ্লোরিয়া এ্যাডমিরাল স্যার উইলিয়াম ওয়েষ্টার হামকে খুব আকৃষ্ট করিয়া একটি চৈনিক মন্দির দর্শনে যায়। পথিমধ্যে গ্লোরিয়াকে তোয়াজ করিবার জন্য কতকগুলি নকল দস্যুর অবতারণা করা হয় এবং জেফ বার্কলে দস্যু সর্দ্দারের ভূমিকা অভিনয় করে।
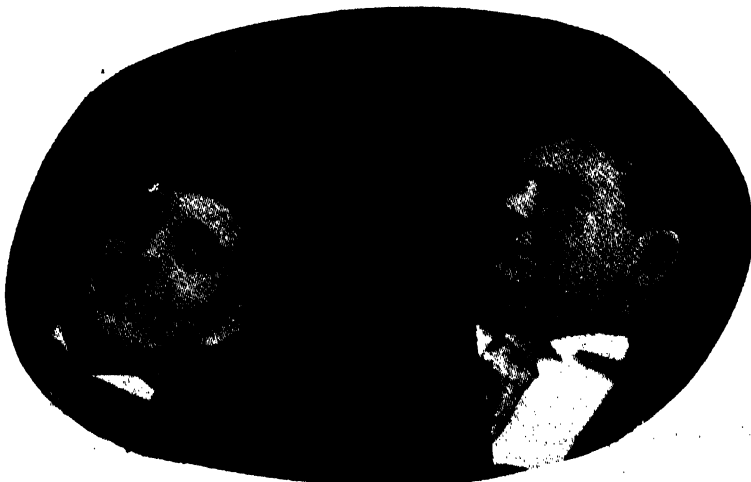
সুপ্রসিদ্ধ হাস্যরসিক মাণিকজোড় লরেল ও হার্ডি

উইনি গিবসন—এই সপ্তাহে ইঁহাকে "Admirals All" ছবিতে দেখা যাইবে

কিন্তু পরে দেখা গেল যে পালে সত্য সত্যই বাঘ পড়িল।

শেষে যাহা হইবার তাহাই হইল। সব গোলমাল মিটিয়া গিয়া গ্লোরিয়া ও এ্যাডমিরাল ষ্টিভ ল্যাংঘাম মিলিত হইল।

প্রশংসা একমাত্র উইনি গিবসনই পাইবার যোগ্য। গর্ডন হার্কারও মন্দের ভাল। আর সব রাবিশ। এই ছবিখানি দেখিয়া মনে হয় যেন রঙ্গমঞ্চের অভিনয় দেখিতেছি।

Dante's Inferno

ম্যাডানে দেখানো হইবে, শ্রেষ্ঠাংশে স্পেনসার ট্রেসী, ক্লেয়ার ট্রেভর, হেনরী বি, ওয়াল্টল, অ্যালান ডাইনহার্ট, প্রভৃতি। ফক্সের ছবি, পরিচালনা করিয়াছেন হ্যারী লচমন।

জিম কার্টার ছিল একজন উচ্ছৃঙ্খল যুবক। সে একটি জাহাজে ফায়ারম্যানের কাজ করিত। সে অনেক জাল জুয়াচুরী করিয়া একজন পয়সাওয়ালা লোক হইয়া উঠিল।

সে একটি জুয়াড়ী জাহাজে নানারকম আমোদ প্রমোদের ব্যবস্থা করিল শুধু তাহাই নহে এমন কোনও পাপ কাজ রহিল না যাহা তাহার করিতে বাকী রহিল। সেই সময় একজন পণ্ডিত সাধুর সহিত তাহার পরিচয় হইল। তিনি দান্তের জগৎবিখ্যাত "Inferno"র (নরক) কাহিনী বর্ণনা করেন

দীপালীর ৭ম বর্ষ শেষ

আগামী ১৯শে ডিসেম্বর ৪৮শ সংখ্যা বাহির হইলেই 'দীপালী'র ৭ম বর্ষ শেষ হইবে। এখন যাঁহারা দীপালীর গ্রাহক ও গ্রাহিকা আছেন, তাঁহাদের মধ্যে যাঁহাদের চাঁদা এই বৎসরই শেষ হইয়া যাইবে, তাঁহারা যেন অনুগ্রহ করিয়া আগামী বৎসরের চাঁদা ২৫শে ডিসেম্বরের ভিতর মণিঅর্ডার করিয়া পাঠান। আগামী বৎসর যাঁহারা দীপালীর গ্রাহক থাকিতে অনিচ্ছুক, তাঁহারাও যেন দয়া করিয়া একখানি পোষ্টকার্ড লিখিয়া ২৫শে ডিসেম্বরের মধ্যে জানান। কাহারও নিকট হইতে টাকা বা কোনো পত্রাদি না পাইলে, পর বৎসরও তিনি কাগজ লইতে ইচ্ছুক, এই বুঝিয়া বড়দিন ও নববর্ষ সংখ্যা তাঁহাকে ভিঃ পিঃ করা হইবে। আগে না জানাইয়া পরে ভিঃ পিঃ ফেরৎ দিয়া, কেহ যেন আমাদিগকে অনর্থক ক্ষতিগ্রস্ত না করেন—ইহাই আমাদের বিনীত নিবেদন।

কর্ম্মাধ্যক্ষ—দীপালী

এবং পর্দ্দায় সেই সমস্ত ভয়াবহ দৃশ্য দেখানো হয়। তখন জিম অনুতপ্ত হৃদয়ে তাহার পরিত্যক্ত স্ত্রী বেটীকে গ্রহণ করিয়া জীবনের ধারা পরিবর্ত্তিত করে।

ছবিখানিকে একদিক দিয়া এবৎসরের অন্যতম শ্রেষ্ঠ চিত্র বলা যাইতে পারে কারণ নরকের যে সমস্ত দৃশ্য দেখানো হইয়াছে তাহা যেমনি রোমাঞ্চকর ও ভয়াবহ তেমনি অচিন্তিতপূর্ব্ব। নায়ক ও নায়িকার ভূমিকায় স্পেনসার ট্রেসী ও ক্লেয়ার ট্রেভরের অভিনয় হইয়াছে খুব হৃদয়গ্রাহী। এই নরকের দৃশ্য পরিকল্পনার জন্য ২৫০ জন চিত্রকর নিযুক্ত হইয়াছিল। ইহাতে দেখানো হইয়াছে গরম পীচের সমুদ্র, অগ্নিবৃষ্টি, তুহিন শীতল সমুদ্র, আগুনের কবর, মানুষকে বৃক্ষাকারে রূপান্তরিত করা প্রভৃতি অত্যাচারের দৃশ্য দেখিতে দেখিতে শরীর রোমাঞ্চিত হইয়া উঠে। আমরা সকলকেই এ ছবিখানি দেখিতে অনুরোধ করি।

On Wings Of Song

গ্লোবে আশাতীত জন সমাগমের জন্য দ্বিতীয় সপ্তাহ চলিবে বলিয়া জানা গেল।

নানা কথা

চলন্তিকা

গত ১লা ডিসেম্বর রবিবার বৈকাল ৪॥০ ঘটিকায় শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের পৌরহিত্যে চলন্তিকার বিশেষ অধিবেশন ৪৯ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীটে সুসম্পন্ন হইয়াছে। কার্য্যসূচীতে ছিল প্রবন্ধ, কবিতা, গল্প পাঠ, গীত নৃত্য ও বক্তৃতা। শ্রীযুক্তা প্রভাবতী দেবী সরস্বতী, দিলীপ দাস গুপ্ত ও বন্দে আলী মিঞার কবিতা, রবীন্দ্রনাথ ঘোষ, চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত ব্রহ্মদাস গোস্বামীর প্রবন্ধ এবং শ্রীযুক্তা সুজাতা সিংহের গল্প পঠিত হয়। শ্রীমদনমোহন সিংহ, কুমারী লতিকা মুখোপাধ্যায়, যূথিকা মুখোপাধ্যায়, শ্রীমতী মলিনা ঘোষ ও নরেন্দ্র বসু গান গাহিয়া সকলকে তৃপ্তি দান করিয়াছিলেন। নৃত্য করিয়াছিলেন কুমারী বাসন্তী ঘোষ ও কুমারী শান্তিলতা সরকার। সভায় বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি উপস্থিত হইয়াছিলেন তন্মধ্যে রায় শ্রীযতীন্দ্রমোহন সিংহ বাহাদুর, বিজয়ভূষণ দাস গুপ্ত, জ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ, বিরামকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, ডাঃ সন্তোষকুমার মুখোপাধ্যায়, শ্রীশৈল চক্রবর্ত্তী (শিল্পী), জ্ঞানেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী, নরেন্দ্রনাথ বসু, হীরালাল দাশগুপ্ত, মাধব ভট্টাচার্য্য, হেমেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, মনিভূষণ বাগচি, সুধীরকুমার চন্দ্র, শ্রীযুক্তা হাশিরাশি দেবী, শ্রীযুক্তা বীণাপানি রায় এম, এ, শ্রীযুক্তা বিমলা দেবী প্রভৃতির নাম বিশেষ উল্লেখ যোগ্য। প্রায় রাত্রি ৮৷০টার সময় সভার কার্য্য সমাপ্ত হইলে সভাপতি মহাশয় একটি সুন্দর বক্তৃতা করেন এবং চলন্তিকার উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি কামনা করিবার পর কুমারী লতিকা মুখোপাধ্যায়ের স্বরচিত অপর একটি সঙ্গীতের পর সভা ভঙ্গ হয়।

প্রাপ্তি স্বীকার

প্রসিদ্ধ ঔষধ বিক্রেতা কবিরাজ মণিশঙ্কর গোবিন্দজী শাস্ত্রীর নিকট হইতে আমরা ১৯৩৬ সালের একখানি ইংরাজী দেওয়াল-পঞ্জী উপহার পাইয়াছি।

নাট-মণ্ডপ

কালী ফিল্মস্

"প্রফুল্ল"কে জনপ্রিয় করিতে গাঙ্গুলী মহাশয় নিজেই এমনি উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছেন যে তিনি এবার একটা কিছু করিবেনই। সুপ্রসিদ্ধ প্রবচনের মত এবার আর হনুমানের হাতে কাঠা নয়; লক্ষ্মীর নিজের হাতেই। তবে আমাদের জিজ্ঞাসা এই যে, যে-নাটক দর্শনে রঙ্গমঞ্চে দর্শকগণ মন্ত্রমুগ্ধভাবে সুদীর্ঘ পাঁচ ঘণ্টা কাল অতিবাহিত করিয়া সজল নেত্রে বাড়ী ফিরে, সে-নাটকের সম্পূর্ণ-রূপ কি গাঙ্গুলী মহাশয় দুই বা আড়াই ঘণ্টার মধ্যে তেমনি করিয়া ধরাইতে পারিবেন? যদি পারেন, তাহা হইলে নিশ্চয়ই তিনি একটা নূতন কিছু করিবেন সন্দেহ নাই এবং সে-কার্য্যের সুফলস্বরূপ তাঁহার লোহার সিন্দুক স্বর্ণ রৌপ্যে অচিরে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিবে। দুই এক রীল ছবি যে আমরা না দেখিয়াছি, তাহা নয়। তবে যাহা দেখিয়াছি, তাহাতে মনে হয়, "প্রফুল্ল"র রূপ তাঁহার হাতে এতটুকু ম্লান হয় নাই, বরং স্থানে স্থানে বিশেষ উৎকর্ষ লাভ করিয়া পরম উপভোগ্যই হইয়া উঠিয়াছে। সমগ্র ছবিখানি অবশ্য আমরা এখনও দেখি নাই, কাজেই সমগ্র ছবির কথা আমরা এখনও তেমন জোর করিয়া বলিতে পারি না। গাঙ্গুলী মহাশয় স্বয়ং "প্রফুল্ল"র সম্পাদনা করিতেছেন। গত সপ্তাহে ভূমিকানির্ঘণ্টে দুইটি নাম বাদ গিয়াছিল। ভজহরি—শ্রীজীবন গাঙ্গুলী ও দেওয়ান্—শ্রীতারাকুমার ভাতড়ী। ডিসেম্বরের মধ্যেই "প্রফুল্ল" যে কলিকাতায় মুক্তিলাভ করিবে, ইহা আপাতত স্থির।

কাল পরিণয়—"প্রফুল্ল"র মুক্তি হইলেই, "কালপরিণয়ে"র কার্য্যে শক্তি সন্নিবিষ্ট হইবে। "কালপরিণয়" নির্ব্বাক চিত্রে যে প্রচুর জনাদর লাভ করিয়াছিল, তাহার মূলে প্রিয়নাথ বাবুরই পরিচালনা-কৌশল ছিল—কাজেই সবাক্‌রূপেও আমরা সেইরূপই আশা করি। "কালপরিণয়ে" অভিনয় করিয়াছেন—অহীন চৌধুরী, জহর গাঙ্গুলী, শৈলেন চৌধুরী, রাণীবালা, শিশুবালা মায়া মুখার্জ্জি প্রভৃতি।

সীতার বিবাহ (উড়িয়া) ও **ভক্ত কবীর** (তেলেগু)—এ দুইখানি চিত্রের কাজও প্রায় শেষ হইয়া আসিল।

দেবকীবোস্ প্রোডাক্‌শানের

প্রথম ছবির নামকরণ হইয়াছে "সোণার সংসার"। হিন্দী ও বাংলা উভয় সংস্করণেই ছবিখানি গৃহীত হইবে। ভূমিকালিপি আমরা এখনও জানিতে পারি নাই।

কালী ফিল্মস্ ইতিমধ্যে আবার শ্রীমতী সীতাদেবীর "পরভৃতিকা" উপন্যাসের চিত্রস্বত্ব গ্রহণ করিয়াছেন। বইএর সংখ্যা যে ভাবে বাড়িতেছে, ছবির অনুপাতে তেমন কই? "সরলা (স্বর্ণলতা)"র চিত্রসত্ত্ব কালী ফিল্মের। "দেবাকু", "দানের মর্য্যাদা" "অন্নপূর্ণার মন্দির" "রাজমোহনের স্ত্রী"র নামও বিজ্ঞাপিত হইয়াছে। দেখা যাউক ১৯৩৬ সালে গাঙ্গুলী মহাশয় বাঙালী চিত্রপ্রিয়দিগকে কি উপহার দেন্।

আল্‌ফা আর্টস্

গত শুক্রবার সন্ধ্যায় **গ্লোবে** উক্ত প্রতিষ্ঠানের ইংরাজী **সাজাহান** অভিনয় দেখিয়া আসিয়াছি। স্বর্গীয় দ্বিজেন্দ্রলালের অননু-করণীয় ভাবার অক্ষম ও অপটু ইংরাজী তর্জ্জমায় যে কী হাস্যকর রূপ ধারণ করিতে পারে, তাহা না শুনিলে বুঝা যায় না। অনুবাদ যদি কথার না হইয়া ভাবের হইত এবং ইংরাজী কথ্য ভাষার সমতালে চলিত, তাহা হইলে অভিনয়টি হয়ত উপভোগ্য হইতে পারিত। অভিনেতাদের মধ্যে একমাত্র মিঃ রোলাণ্ডের আওরংজেবের অভিনয় হইয়াছে অনবদ্য সত্যই উপভোগ্য। সাজাহানরূপে ডাঃ মুখার্জ্জী মন্দের ভাল এবং স্ত্রী ভূমিকায় একমাত্র মিস্ ম্যাকডোনাল্ডের নায়িকাই

শ্রীবেলা সরকার বয়স—৮ বৎসর

১। ৬ষ্ঠ বৎসরের সময় প্রথম গঙ্গায় ৭ মাইল সন্তরণ প্রতিযোগীতায় যোগদান করিয়া নির্দ্দিষ্ট পথ অনায়াসে অতিক্রম করে।

২। এই বৎসর এলাহাবাদ সঙ্গীত প্রতিযোগীতায় নবম বৎসরের নিম্ন বয়স্কা বালিকাদের মধ্যে "ধপদে" প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছে।

উল্লেখযোগ্য। বাকী সব নিতান্তই হাস্যকর। দৃশ্যপটগুলি ভালই হইয়াছিল।

সনোরে পিকচার্স

ইঁহাদের প্রথম সবাক চিত্র "খাসদখলের" চিত্রগ্রহণ শেষ হইয়াছে। বড়দিনের পূর্ব্বেই ছায়ায় মুক্তিলাভ করিবে।

এভারগ্রীণ পিকচার্স

ইঁহাদের "স্বয়ম্বরা"র কাজ শেষ হইয়াছে। সুপ্রসিদ্ধ আলোক-চিত্রকর শ্রীদেবী ঘোষ নিজে ইহার সম্পাদনা করিতেছেন। খুব শীঘ্রই উত্তর কলিকাতার একটি বিশিষ্ট চিত্র-গৃহে মুক্তিলাভ করিবে।

ইহার পর বহু বিজ্ঞাপিত "পঞ্চবানের" শূটিং আরম্ভ হইবে। আমরা বিশ্বস্ত সূত্রে অবগত হইলাম যে ইহারা ডাঃ নরেশচন্দ্র সেন গুপ্তের "বিয়ের খাতা"র চিত্রস্বত্ব গ্রহণ করিয়াছেন; এখনও ভূমিকা নির্ব্বাচন হয় নাই।

রঙমহল

রঙমহলের ডিরেক্টার [illegible]—শ্রীরবি রায় ও ভূমেন রায় রঙমহল ত্যাগ করিয়া নাট্য নিকেতনে যোগদান করিয়াছেন।

শ্রীজহর গাঙ্গুলী একদিন ষ্টেজের ভিতর মত্ত অবস্থায় অভিনয় করিতে গিয়াছিলেন, বলিয়া কর্তৃপক্ষ তাঁহাকে বাধ্য হইয়া কর্মচ্যুত করেন। পরে আবার জহরবাবু ক্ষমা প্রার্থনা করায় তাঁহাকে কাজে বাহাল করা হয়, কিন্তু সম্প্রতি আর তাঁহার দর্শন পাওয়া যাইতেছে না। শ্রীকৃষ্ণধন মুখোপাধ্যায়ও গা ঢাকা দিয়াছেন।

শ্রীতিনকড়ি চক্রবর্তী, ধীরাজ ভট্টাচার্য্য, ও শ্রীমতী শেফালিকা (পুতুল) রঙমহলে যোগদান করিয়াছেন।

"চরিত্রহীনের" মহলা চলিতেছে। ২১শে ডিসেম্বর ১৯৩৫ ইহার উদ্বোধন হইবে।

শিশির কুমার ইনষ্টিটিউট

গত শনিবার ১২ মোহনলাল ষ্ট্রীটস্থ পার্ক ইনষ্টিটিউশনে শ্রীরবীন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত "প্রকসী" নাটিকার অভিনয় দেখিতে আমরা আহুত হইয়াছিলাম। ছোট্ট একখানি একাঙ্ক নাটিকা। নাটকখানির রচনা ও ঘটনা বিন্যাশ দুইই আমাদের ভাল লাগিয়াছে।

অভিনয়ের মধ্যে শ্রীঅনিল ভট্টাচার্য্যের 'বিজয়' ও শ্রীরবীন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বিরাজ' আমাদের ভাল লাগিয়াছে। অনিলবাবুর গানগুলিও সুগীত হইয়াছে। স্ত্রীভূমিকা অভিনেতাদের অভিনয় মন্দ নয়। শ্রীমিহির গাঙ্গুলীকে 'নমিতা'রূপে ও গোপাল শীলকে 'সবিতা'রূপে মানাইয়াছিল সুন্দর।

রূপবাণী

আগামী শনিবার হইতে মেট্রোর "মার্ক অফ দি ভাম্পায়ার" দেখানো হইবে, তাহার পর "ব্যারেটস্ অফ উইমপোল ষ্ট্রীট" দেখানো হইবে। শেষোক্তটিতে নর্ম্মা শিয়ারার, চার্লস লাফটন, ফ্রেডরিক মার্চ, মরীন ওসলিভান প্রভৃতি অভিনয় করিয়াছেন।

তাহার পরই রাধা ফিল্মের "কণ্ঠহার" মুক্তিলাভ করিবে।

নাট্যনিকেতন

শ্রীঅহীন্দ্র চৌধুরীর প্রযোজনায় সুপ্রসিদ্ধ নাট্যকার শ্রীশচীন্দ্রনাথ সেন গুপ্তের "নরদেবতা" নামক একখানি নাটক শীঘ্রই মঞ্চস্থ হইবে। অহীন্দ্রবাবুর প্রযোজনা, শচীনবাবুর নাটক ও নাট্যনিকেতনের শক্তিশালী অভিনেতৃবৃন্দের অভিনয়ে নাটকখানি যে জনপ্রিয় হইবে এরূপ আশা করা অন্যায় নহে।

নব-নাট্যমন্দির

"রীতিমত নাটকের" উদ্বোধন রজনীর দিন ঘোষিত হইয়াছে আগামী শনিবার।

ইহাদের পরবর্ত্তী নাটক হইবে সম্ভবতঃ রবীন্দ্রনাথের "যোগাযোগ।"

সম্পাদক—
শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায় শ্রীগিরিজা কুমার বসু
১২৩।১, আপার সার্কুলার রোড, দীপালী প্রেসে মুদ্রিত ও দীপালী কার্য্যালয় হইতে দীপালীর স্বত্বাধিকারী—
শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

Cover and art plates printed at Gaya Art Press, 94, Keshub Sen Street, Calcutta.

দীপালী

DIPALI

বাংলার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সাপ্তাহিক

কোলহাপুরের "Orphans of Society" চিত্রে মাষ্টার বিনায়ক ও শোভনাদেবী সামার্থ।

এক আনা ৩য় বর্ষ] ২৬শে অগ্রহায়ণ ১৩৪২ ০০ 12th December 1935 [৪৭শ সংখ্যা

বহুজন আকাঙ্ক্ষিত, বিচিত্র ঘটনা-বহুল অপরূপ আলেখ্য !

শুভ-উদ্বোধন
শনিবার ২১শে ডিসেম্বর
রূপবাণী

শ্রেষ্ঠাংশে ঃ অহীন্দ্র চৌধুরী, কানন বালা
নির্ম্মলেন্দু লাহিড়ী, জহর গঙ্গোপাধ্যায়
ভূমেন রায়, মৃণাল ঘোষ, ধীরাজ ভট্টাচার্য্য
—— পদ্মাবতী, রাধারাণী প্রভৃতি ——

পরিচালক ঃ
জ্যোতিষ বন্দ্যোপাধ্যায়

১৪ই ডিসেম্বর হইতে অগ্রিম টিকিট পাইবেন। ফোন—বড়বাজার ৩৪১৩

রাম—শ্রীশৈলেন চৌধুরী
সীতা—শ্রীমতী প্রভা

পালার রেকর্ড বলিতে 'মেগাফোনেরই' বুঝায়। **খনা, শকুন্তলা, ফুল্লরা, রামপ্রসাদ** প্রভৃতি ভারত-বিখ্যাত পালার রেকর্ডের ন্যায় **সীতাহরণও** আপনাদের পরিতৃপ্ত করিবে।

মেগাফোন ঃ কলিকাতা

দীপালী

DIPALI

দীপালী কার্য্যালয়—১২৩।১ আপার সার্কুলার রোড
কলিকাতা ফোন বড়বাজার—৩২৫৩
শাখা কার্য্যালয়—১৩১২-এন্. রিজ্‌উড্‌ প্লেস্, হলিউড
ক্যালিফোর্নিয়া, আমেরিকা।

৭ম বর্ষ | ২৬শে অগ্রহায়ণ, বৃহস্পতিবার, ১৩৪২ ১২ই ডিসেম্বর, ১৯৩৫ | ৪৭শ সংখ্যা

কলাকেলি

সংপ্রতি 'ভারতবর্ষে' আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র কোন জার্ম্মান রাজনীতিবিদের এই উক্তিটি উদ্ধার করেছেন : "What infinite aptitude slumbers in the bosom of a nation." আচার্য্য এর এই অনুবাদ করেছেন : "একটা জাতির বুকে অনন্ত শক্তিসামর্থ্য ও সম্ভাবনা নিদ্রিত আছে।"

*

হপ্তা দুই আগে "দীপালী"তে আমি লিখেছিলুম : "দু-একজন একেলে সাহিত্যিক যথেষ্ট আয়োজন ক'রে পল্লী-কাহিনী বলবার চেষ্টা করেছেন বটে, কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাঁরা ওখানে তুচ্ছ দলাদলি, ঘোঁট, হিংসা-দ্বেষ, ভ্রাতৃবিরোধ ও শাশুড়ী-বউয়ের কোঁদল প্রভৃতি ছাড়া বিশেষ আর-কিছুই দেখতে পান নি। এত-বড় একটা জাতির ভিতরে যে মহাপ্রাণ নিদ্রিত নারায়ণের মত বিরাজ করছে, দৈনন্দিন জীবনের সংকীর্ণ তুচ্ছতার উপরে না উঠলে তাকে দেখতে পাওয়া যায় না। মহাভারত যে ঐখানেই সুপ্ত—এই সব ক্ষুদ্রতা ও তুচ্ছতা তো তার আসল বিশেষত্ব নয়!"

*

"একটা জাতির বুকে অনন্ত শক্তিসামর্থ্য ও সম্ভাবনা নিদ্রিত" থাকে, এটি হচ্ছে পরম সত্যকথা। কিন্তু স্থূল-চোখে বাহির থেকে দেখলে সে নিদ্রিত শক্তির কোন সাড়াই পাওয়া যায় না! তাই বাইরের চোখে পল্লীসমাজে আমরা যে-সব দলাদলি, ঘোঁট, হিংসা-দ্বেষ, ভ্রাতৃবিরোধ ও শাশুড়ী-বউয়ের কোঁদল প্রভৃতি দেখি, সেগুলোই আসল দ্রষ্টব্য নয়—তারা হচ্ছে আখ্‌রোটের উপরকার খোলার মতন অবহেলনীয়। পরন্তু ওগুলোকে যারা পল্লীগ্রামের বিশেষত্ব ব'লে ধ'রে নিয়ে সাগ্রহে পল্লীচিত্র আঁকতে বসেন, তাঁদের এক চোখ অন্ধ। কারণ আমরা এই কলকাতা সহরেরও প্রতি রাজপথ ও অলি-গলির ভিতর থেকে ঐ-সব উপদ্রব

আবিষ্কার করতে পারি অত্যন্ত অনায়াসে। ঐ উপদ্রবগুলো কোন বিশেষ দেশ বা জাতি বা গ্রামের বিশেষত্ব নয়, ওগুলো হচ্ছে সাধারণ মানুষ-প্রকৃতির ক্ষুদ্র দুর্ব্বলতা। সহরের বাইরেকার সমারোহ ও রঙের বাহার মাকাল ফলের মত আমাদের দর্শনেন্দ্রিয়কে আচ্ছন্ন ক'রে থাকে ব'লে, তার ভিতরে তলিয়ে অন্তর্গুপ্ত দৈন্যকে আবিষ্কার করবার অবসর আমরা পাই না। যাঁর অন্তর্দৃষ্টি আছে তিনিই দেখতে পাবেন, যে দুর্ব্বল—এমন-কি পশু—প্রবৃত্তি সহরের ঘৃণ্য বস্তীগুলোর আলো-আঁধারির মধ্যে অবাধে বিচরণ করছে, বাইরেকার সাজপোষাক ও মৌখিক ভাষার ভঙ্গি বদলে সেইই বাস করছে বালীগঞ্জের আধুনিক ইঙ্গ-বঙ্গ সমাজের মধ্যিখানে। এবং সেইজন্যেই যে-সকল সাহিত্যিক দলাদলি, ঘোঁট, হিংসা-দ্বেষ, ভ্রাতৃবিরোধ ও শাশুড়ী-বউয়ের কোঁদল প্রভৃতিকে পল্লীগ্রামের নিজস্ব বিশেষত্ব ব'লে চালিয়ে গর্ব্বপ্রকাশ করেন, আমি তাঁদের অন্তরের দারিদ্র্য দেখে দুঃখিত হই।

*

এই হপ্তায় আমার 'দেশ'—কাঁচড়াপাড়া দেখতে গিয়েছিলুম। কাঁচড়াপাড়া 'অজ-পাড়াগাঁ' বা দূরদেশ নয়, তবু আমার অভিভাবকরা ম্যালেরিয়ার ভয়ে আমাকে সেখানে যেতে দেন নি। কিন্তু আজ সুযোগ পেয়ে 'দেশে' গিয়ে কী দেখলুম! দেশ দেখে প্রথমে মনে পড়ল, বঙ্কিমচন্দ্রের বর্ণিত 'আনন্দ মঠে'র নিবিড় অরণ্যের দৃশ্য! চারিদিকেই শত যুগের সঞ্চিত ধূলোয় মলিন বনজঙ্গল ও বৃহৎ বৃক্ষের ভিড়; প্রখর রৌদ্রেরও এত তেজ নেই যে, তার ভিতরে প্রবেশ করে! সে জঙ্গলের ভিতরে বাঘ, সিংহ বা হাতী থাকলেও তাদের আবিষ্কার করা সম্ভবপর নয়! এই বিপুল অরণ্যের অন্ধকারের ভিতর থেকে মাঝে মাঝে পরিত্যক্ত ও ভগ্নজীর্ণ প্রাচীন অট্টালিকা উঁকিঝুঁকি মারছে প্রেতাত্মার কঙ্কালের মত। নির্জ্জন পথের উপরে মাঝে মাঝে এক-একজন পথিক দেখা দিচ্ছে দীন বেশে ম্রিয়মান মুখে। মরণের থমথমে নিস্তব্ধতাকে সচকিত ক'রে মাঝে মাঝে কোন জীবজন্তুর চীৎকার জেগে উঠেই আবার মিলিয়ে যাচ্ছে নীরবতা-সমুদ্রের আকস্মিক শব্দ-বুদ্বুদের মত! কোথাও বলিষ্ঠ জীবনের বা ঐশ্বর্য্যের এতটুকু ইঙ্গিত পর্য্যন্ত নেই।

*

সাহিত্যে ও ইতিহাসে বিখ্যাত কাঞ্চনপল্লী ও তার আশপাশের গ্রাম থেকে এ সেদিনেও রামপ্রসাদ, ঈশ্বর গুপ্ত, বঙ্কিমচন্দ্র, কেশবচন্দ্র ও জগদীশনাথ রায় প্রভৃতি নানা বিভাগের নানা বিখ্যাত ব্যক্তি আত্মপ্রকাশ করেছিলেন। কাঁচড়াপাড়াকে কলকাতার প্রতিবেশী বললেও চলে। কিন্তু তারই যখন এই দশা, তখন যে-সব গ্রাম বড় সহর বা রাজধানী থেকে অনেক দূরে থাকে, তাদের দুরবস্থা সহজেই অনুমেয়। এই দুর্দ্দশাগ্রস্ত পল্লীগ্রামগুলির ভিতরে যখন আজকের নাগরিক সভ্যতায় মুগ্ধ সাধারণ লোকেরা গিয়ে উপস্থিত হন, তখন মালিন্য ও দারিদ্র্য ছাড়া আর কিছুই তাঁদের অভিভূত করে না। কিন্তু এ তো গেল সাধারণ লোকের কথা। আমাদের সাহিত্যিকরাও কি অপেক্ষাকৃত উচ্চতর মনোবৃত্তির ও সূক্ষ্মতর দৃষ্টিশক্তির পরিচয় দিতে পারবেন না? তাহ'লে কি ক'রে তাঁদের রাম-শ্যাম যদু-মধুর চেয়ে অসাধারণ ব'লে মনে করব? যাঁর মনশ্চক্ষু মুদ্রিত, যাঁর অনুভূতি ও কল্পনা-শক্তি নিদ্রিত, তাঁকে কি শিল্পী ব'লে মানা যায়?

*

"What infinite aptitude slumbers in the bosom of a nation!" আসল শিল্পী তো তারই অনুসন্ধান করবেন! জাতির বুকের ভিতরে নিদ্রিত এই যে "অনন্ত শক্তিসামর্থ্য ও সম্ভাবনা"—এ যে ঘুমন্ত কুলকুণ্ডলিনীর মত! দলাদলি, ভ্রাতৃবিরোধ ও শাশুড়ী-বউয়ের কোন্দলের ভিতরে এর জাগ্রৎ রূপ দেখবার কোন আশাই নেই। পল্লীগ্রামের যে-মানুষগুলিকে আমরা বাহির থেকে দেখে মূর্খ, অসভ্য ও নিম্নশ্রেণীর লোক ব'লে অবহেলা করছি, ধ্যানদৃষ্টি পেলে দেখব, আজও তাদের মধ্যে কত বুদ্ধ, শঙ্করাচার্য্য, চৈতন্য, চন্দ্রগুপ্ত, অশোক ও প্রতাপাদিত্যের আত্মা ঘুমিয়ে নিসাড় হয়ে আছে! অমনি মানুষদের ভিতর থেকেই ঐ সকল প্রাতঃস্মরণীয় মহামানুষ আত্মপ্রকাশ ক'রেছিলেন। পল্লীগ্রামের ধুলো-মাটি আজও কত গান্ধী ও চিত্তরঞ্জনের দেহ গড়তে পারে, সাহিত্যিক ও শিল্পীর ধ্যান তাইই লক্ষ্য করবে। কোন্ অপূর্ব্ব মন্ত্রে জাতির ঘুমন্ত কুলকুণ্ডলিনী শক্তি পরিপূর্ণ গৌরবে জেগে উঠবে, আজকের বাঙালী সাহিত্য-শিল্পীকে সেই কথা জানবার জন্যেই সাধনা করতে হবে। প্রতীচ্যের টলষ্টয়, ব্রাউনিং, রোমাঁ রোঁলা বা বার্ণার্ড স প্রভৃতি শিল্পী স্বদেশের উপযোগী যে সাধন-মন্ত্রে দীক্ষিত হয়েছেন, ভারতবর্ষের জাতীয় প্রাণ-শক্তিকে তার দ্বারা কোনকালেই আবিষ্কার করা যাবে না। বৃহত্তর ভারতবর্ষ নিদ্রিত হয়ে আছে নগর-প্রাচীরের বাইরে—নগরে যারা মানুষ যোগায় সেই লক্ষ লক্ষ পল্লীপথের ধুলোর ধুলোটে। সেই ধুলোর ভিতরে কত সোনার দানা, কত হীরার কুচি চোখের আড়ালে ছড়িয়ে আছে, আমাদের আধুনিক সাহিত্য যদি তা খুঁজে না পায়, তবে তাকে নিয়ে জাতির কোন দরকারই নেই। ভারতবর্ষে আজও মানুষের অভাব নেই, অভাব আছে শুধু শিল্পীর। দেশ আজ সেই সাধক শিল্পীর অপেক্ষায় আছে—যিনি বিশ্বের জীবন-দায়িনী শক্তিস্বরূপিনী নিদ্রিতা কুলকুণ্ডলিনীকে সোনার কাটি ছুঁইয়ে আবার জাগিয়ে তুলবেন।

—শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়

'আবুল হাসানে'র গান

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

গায়ক— (৫)

বাজাতে এসেছি বেদন'র বেণু, গেঁথেছি জ্বালার মালা।
নিখিল যুগের অশ্রু-কুসুমে সাজিয়ে এনেছি থালা॥

*

আর্ত্ত দেশের কঙ্কাল যত ক্রন্দন করে সুধু,
জ্বলিছে জাতির জীবন-শ্মশান মরুর মতন ধূ ধূ,
চিতার আগুনে যাবে না বন্ধু, প্রাণের প্রদীপ জ্বালা॥

*

দেখেছিনু যেন কতদিন আগে প্রভাত-সূর্য্যকর,
শুনেছিনু যেন শব-সাধনার উদার মন্ত্রস্বর,

*

অমৃত-পুত্র! জীবন-সূত্র শৃঙ্খল হয়ে বাজে,
আত্মা ছুটিছে আত্মনাশের গহীর গুহার মাঝে,
কে রচিবে বল মৃত্যুর দ্বারে জন্ম-শিশুর পালা॥

নর্ত্তকীগণ— (৬)

চরণ টলমল, নয়ন ঢল ঢল,
মরম কলতানে ভরা।
প্রাণের মধু আর পিয়ালা-বঁধু আছে,
নূপুরে গীতি মনোহরা॥

গোপনে যৌবন চ'লে যায়,
স্বপনে রূপকথা ব'লে যায়,
জীবন আছে আজো, আঙুর-রঙে সাজো
বাহুর ফাঁদে দাও ধরা॥

নর্ত্তকীগণ— (৭)

পাত্রখানি পূর্ণ সখা, মিষ্টি চোখের সঙ্গীতে,
বুকের পাগল চাইছে এখন প্রাণ দিতে আর প্রাণ নিতে॥
আঙুর-ধারা শুকোয় পাছে,
আঙুর-নধর অধর আছে
আর আছে এই প্রেমিক হৃদয় জাগবে প্রেমের ইঙ্গিতে॥

নর্ত্তকীগণ— (৮)

মনের কথা মনেই থাকে বন্দী।
আঁখির সাথে লুকিয়ে আঁখির সন্ধি।
সেই কথাটি শুনতে পেলে,
আকাশে চাঁদ নয়ন মেলে,
দখিনা হয় চামেলিফুলগন্ধী॥
নদীর গায়ে জড়োয়া-সাজ,
মুখের কথা কি হবে আজ,
তাই তো তোমায় মৌন মুখেই মন দি॥

গায়ক— (৯)

সুন্দর রূপ তাঁর সুন্দর প্রীতি,
মগ্ন যে জানে পায় অন্তরে নিতি।

*

মঞ্জু আনন্দে, অতন্দ্র ছন্দে,
বন্দনা-গীতি গায় সুগন্ধি ক্ষিতি।

*

সুন্দর প্রেমে তাঁর কুসুমিত মরু,
বন্ধনে ধরা দিতে অসীমে অধরু,
মাটির ক্রন্দনে, বিসরি নন্দনে,
অন্ধকে দিয়ে যান চন্দ্রমা-স্মৃতি।

নর্ত্তকীগণ— (১০)

ওগো গোলাপ-ফোটা আজি ফুরিয়ে যায়,
কেন এমন কালে চাও মাধবী-বায়।
বল কেমন ক'রে, প্রাণে রাখিব ধ'রে,
মধু গোলাপী কালে সুধু মৃদু চুমায়।

গায়ক— (১১)

ঝড় এল ওই গগন-দোলায়, পাগল এল আজ ভুবনে,
ওকে বেতাল তাল দিয়ে যায়, মাতাল তাল আর তমাল বনে।
জাগো জীবন-মরণ-স্মরণ!
জীবন-মরণ কর হরণ,
বিদ্যুতের ঐ আস্ফালনে চরণ ফেলে ক্ষণে ক্ষণে।

বৈষ্ণব কবিতায় প্রেম-দর্শন

—অধ্যাপক শ্রীনন্দলাল কুণ্ডু, এম-এ

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

কোন প্রাকৃত বস্তুর সহিত মিলনের পর আর সেই বস্তুর জন্য আকাঙ্খা থাকে না। কিন্তু সেই অনন্ত রস-সাগরের তো কূল-কিনারা পাওয়া যায় না। যতই পাওয়া যায় ততই আরও পাইতে ইচ্ছা করে। তাঁর বাঁশীর প্রতিরন্ধে যে নূতন নূতন সুর বাজে, অমৃতে তো কখনও অবসাদ আসে না। সেই জন্য এই মিলনের পরও বৈষ্ণব কবিগণ আত্মনিবেদন প্রকাশ করিরাছেন। মেঘের জল বর্ষণও ফুরায় না—আর চাতকের তৃষ্ণাও মিটিতে চায় না। মেঘের জল বর্ষণ কৃষ্ণের জীবের জন্য অনন্ত করুণা আর চাতকের অফুরন্ত পিপাসা জীবের অনন্ত কৃষ্ণানুশীলন। এ পিপাসা তো মিটিবার নয়। বিদ্যাপতি রাধার মুখে বলিতেছেন—'হে কৃষ্ণ তুমি আমার মাথায় ফুল, চোখের কাজল, গলার মুক্তার হার তাহা হইতেও বেশী। তুমি আমার প্রাণ-রূপ পাখীর পাখা—পাখা না থাকিলে আমি একেবারে অচল, মাছের পক্ষে জল যাহা তুমি আমার কাছে তাহা। আমি তোমাকে সব দিয়াছি—তুমি আমার স্পর্শমণি।

হাতক দরপন মাথক ফুল।
নয়নক অঞ্জন মুখক তাম্বুল।
হৃদয়ক মৃগমদ গীমক্ হার।
দেহক সবরস গেহক সার।
পাখীক পাখ মীনক পানি।
জীবক জীবন হাম তুহু জানি।'

বিশ্বসাহিত্যের সমগ্র বিশেষণ উজার করিয়া দিলেও ভক্তের বর্ণনা শেষ হয় না। জীব অনন্ত ভাবে আত্ম-নিবেদন ব্যক্ত করিতে চায়। তাই সে বলে প্রভু! শুধু মৃত্যুকালে নয় ইহকালে পরকালে কোটী কোটী জন্মে যেন তোমার নাম গুণ গাহিতে পারি—প্রতি মুহূর্ত্তে, প্রতি পলে, প্রতি বিপলে, প্রতি অনুপলে আমি যেন তোমাকে প্রাণ-প্রিয় করিয়া রাখিতে পারি, যতবার আসিব যাইব তুমি আমার একমাত্র প্রিয়তম থাকিও!

বঁধু কি আর বলিব আমি;
মরণে জীবনে জনমে জনমে
প্রাণনাথ হৈও তুমি।"

তুমি স্থান দিয়া চলিয়া যাইবে আমি মৃত্তিকা হইয়া তোমার চরণে মিশিয়া থাকিব, যে সরোবরে তুমি স্নান করিবে আমি তাহার সলিল হইয়া থাকিব, যে দর্পণে মুখ দেখিবে আমি তাহার জ্যোতিঃ হইয়া থাকিব, তুমি নিঃশ্বাস প্রশ্বাস লইবে আমি বায়ু হইয়া থাকিব, যেখানে তুমি শ্যামল মেঘের ন্যায় ভ্রমণ করিবে সেইখানে আমার অঙ্গ আকাশ হইয়া তোমাকে ঘেরিয়া থাকিবে। অর্থাৎ আমি আমার মৃত্যুর পর পঞ্চভূতে মিশাইয়া তোমার সহিত নিত্য মিলনসুখ অনুভব করিব। ইহাই চরম আত্মনিবেদন। কৃষ্ণ-বিরহ ভক্তের সহ্য হয় না। কৃষ্ণের সহিত বিয়োগ হইলে ভক্ত আর জীবিত থাকিতে পারে না।

অকৈতব কৃষ্ণ প্রেম যেন জাম্বু নদ হেম
হেন প্রেম নৃলোকে না হয়।
যদি হয় তার যোগ কভু না হয় বিয়োগ
বিয়োগ হইলে কেহ না জীয়য়।

মহারাজ দশরথ রামচন্দ্রের বিয়োগ-ব্যথা সহ্য করিতে না পারিয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন। কিন্তু মহারাজ দশরথ কেবলমাত্র নিজকে এতবড় করিয়া দেখিয়াছিলেন যে শ্রীরামচন্দ্র যে তাঁহার বিয়োগে শোকাকুল হইবেন সে কথা ভাবিবার তিনি অবকাশ পান নাই। মহারাজ দশরথের প্রেমের মধ্যে আত্মেন্দ্রিয় প্রীতি-ইচ্ছাই প্রবলতর। সেইজন্য বৈষ্ণব কবি রসিকরাজ কৃষ্ণদাস কবিরাজ মহাশয় কৃষ্ণপ্রেমে আত্মেন্দ্রিয় প্রীতি ইচ্ছার লেশমাত্র রাখেন নাই। তিনি শ্রীরাধার প্রেমের উৎকর্ষ দেখাইয়া গিয়াছেন। কৃষ্ণ মথুরায় চলিয়া যাইবার পর শ্রীরাধা কৃষ্ণ-বিরহে মুহুর্মুহু অচৈতন্য হইয়া পড়িতেছেন—তথাপি প্রাণ ধারণ করিয়া রাখিবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিয়াছেন কারণ—

মোর দশা শুনে যবে তার এই দশা হবে
এই ভয়ে দুঁহে রাখি প্রাণ।'

শ্রীরাধা বিরহ-ব্যথায় অভিভূত হইলেও নিজের দুঃখের কথা মুহূর্ত্তমাত্রও ভাবেন নাই। কৃষ্ণবিরহে তার একমাত্র চিন্তা ছিল তাঁহাকে প্রাণ ধরিয়া রাখিতেই হইবে—কারণ রাধা-বিহনে কৃষ্ণ এক-মুহূর্ত্তও বাঁচিবে না। রাধাপ্রেমে কৃষ্ণেন্দ্রিয় প্রীতি-ইচ্ছাই একমাত্র প্রবলতর শক্তি। চরম আত্মনিবেদনের পর ঐকান্তিক আত্মবিলোপের ভাব। এইজন্য রাধাপ্রেম প্রেমরসের চরম আধ্যাত্মিক তত্ত্ব। বিশ্বসাহিত্যে ইহা অতুলনীয়।

শ্রীসুশীল মজুমদারের পরিচালনাধীনে
"তরুবালার চিত্রগ্রহণের একটি দৃশ্য।

ওয়েষ্ট ইণ্ডিয়া ফিল্ম কর্পোরেশনের "তকদির-কী-তীর"
ছবিতে মাষ্টার মজ্ঞার ও শ্রীমতী বিমলাকুমারী।

আর-কে-ও রেডিওর 'Break of Hearts,' 'Jalna', 'Anne of Green Gables', 'She', 'Star of Midnight' ও 'Laddie'র কয়েকটি দৃশ্য।

"ছেঁড়া পাতা"

(গল্প)

—শ্রীপ্রকাশচন্দ্র বসু

তিন দিন অবিশ্রান্ত বৃষ্টির পর শ্রাবণের ধারা ধরিয়াছে। সেই ক্ষান্ত বর্ষণ স্নিগ্ধ অরুণ কিরণ উজ্জ্বল প্রভাতে ঝরণা তাহার স্বামীকে চায়ের টেবিলে একলা বসাইয়া বর্ষাস্নাত বাগানে বাহির হইয়া পড়িল। ভিজে মাটীর গন্ধে তাহার অন্তর অজানা ব্যথায় চঞ্চল হইয়া উঠিতেছিল, জলে ধোওয়া সবুজ পাতা আর ছেঁড়া কালো মেঘভরা আকাশের দিকে চাহিয়া চোখে তার অকারণে জল আসিল, অশান্ত চিত্ত লইয়া বাগানের চারিদিকে সে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল।

কিছুক্ষণ পরে ভজহরি আসিয়া একটা পোষ্ট-আফিসের ষ্ট্যাম্প মারা প্যাকেট দিয়া গেল। ঝরণা আগ্রহের সহিত সেইটি খুলিল। দেখিল, তাহার ভিতর তাহারই একটি ফটো, একতাড়া চিঠির কাগজ বাংলা লেখায় ভরা, আর একটি হাঁসপাতালের চিঠি। হাঁসপাতালের চিঠিতে লেখা আছে:—

"রেঙ্গুন হাঁসপাতালে একটি বাঙ্গালী যুবক যক্ষায় মারা গিয়াছে, তাহার কাছে এই ফটো আর ছেঁড়াপাতাগুলি পাওয়া গিয়াছে। যুবকটি কে কোথা হইতে আসিয়াছে, তাহা কেহ জানে না। কোটের পকেটে আপনার নামের কার্ড পাইয়া আমরা আপনার নামে এই ফটো ও কাগজের তাড়া পাঠাইলাম। আশা করি আপনি এ মৃত যুবকের আত্মীয় বা বন্ধু।"

ঝরণা কাগজগুলি সাজাইল; এ ত' তাহার সুজনেরই হাতের লেখা; কোন্ তরুণ যুবকের উজ্জ্বল দৃষ্টি ও ব্যথাভরা হাস্যে সেই সবুজ ছেঁড়া পাতাগুলি ঝলমল্ করিতে লাগিল; কোন্ স্বপ্নজন্ম হইতে উড়িয়া আসা রাত্রি তাহাকে ঘিরিল। একটা ঝোপের ধারে ভিজে ঘাসের উপর বসিয়া সে পড়িতে লাগিল—

—সুজনের ডায়ারী—

জাহাজের কেবিন।

বাজ্‌ল ত' একটা। ঘুম কি চোখে আস্‌বে না। সাগরের বুকে শুয়ে আছি, তবু অন্তর স্নিগ্ধ হোলো না! দোলা দাও, সিন্ধু, দোলা দাও; আজ এ দেহের শিরায় শিরায় রক্তের ধারা এ কি ছন্দে নৃত্য করছে! তোমারই তরঙ্গের মত ফেনিল, চঞ্চল, গর্জ্জমান! অন্ধকার কেবিনে একলা শুয়ে আছি, খোলা জান্‌লা দিয়ে সাগরের জোলো হাওয়া চুলগুলো দোলাচ্ছে, সাগরের অসীম চঞ্চল বারিবক্ষের ওপর তারাভরা রাত্রি তার কালো কেশভার এলিয়ে দিয়েছে,—দূরে চেয়ে আছি যেখানে সাগরের সঙ্গে আকাশ আঁধারে এক হয়ে গেছে।

ঘুম কি চোখে আস্‌বে না! ওদিকের কেবিন্‌গুলোয় আমার সহযাত্রীরা শান্ত হয়ে ঘুমুচ্ছে।...

...তিমিরময় সাগর ভেদ করে আকাশ-পথে উল্কার মত জাহাজখানি ছুটে চলেছে। এ রাত্রে তারি মত মত্ত গতিকে কে আমার চিত্তে সঞ্চারিত করে দিল—জাহাজের চাকায় জল কাটার শব্দ আসছে ঝপ্ ঝপ্, আমার বুকটা বাজছে দপ্ দপ্—মনোবীণায় কে এমন রুদ্রসুর বাজালো!

নাঃ ঘুম আসবে না!

এই ভোর হয়ে এলো, পূবের আকাশ রাঙা হয়ে আসছে। ডেকে খালাসীদের সাড়া পড়ে গেছে, বয়গুলো ডেক পরিষ্কার করছে, সেই ঘন ঘন শব্দ মিষ্টি লাগছে। কাপ্তেনের হুইসল্‌টা কি সুরে ভরা; কি মিষ্টি—রাতের অন্ধকারে ঐ শব্দটা শুনে দেহ যেন শিউরে উঠ্‌ত।

কাল রেঙ্গুনে পৌছবে'।

রেঙ্গুনের ভেতর ছোট্ট নদীর তীরে আজকের সন্ধ্যাটি আমার মন ভুলালো। রেঙ্গুনের বুকে অস্তগামী সূর্য্যের আভাটি এখনও লেগে আছে; নদীর নীল জল তীরের আলোয় ঝল্‌মল্ করছে, ছোট ছোট নৌকা ভাসছে—কত বন্ধুদলের, কত প্রেমিক-প্রেমিকার মৃদু গুঞ্জরণ, মধুহাস্যধ্বনি শুন্‌তে পাচ্ছি।

আজ আমার মনে পড়ছে এম্‌নি সোণালি আভা মাখা এক সন্ধ্যা বালিগঞ্জের বাগানে—সে যেন এক স্বপ্নলোক থেকে ভেসে আসা রাত্রি। সেই রাত্রিটি ভাব্‌তে ইচ্ছা করছে।

সকালে ঝরণার এক চিঠি পেলুম,—'আজ সন্ধ্যার সময় নিশ্চয়ই এসো, জরুরী, কোন excuse চল্‌বে না।' এক বন্ধুকে ল-কলেজে প্রক্সি দিতে বলে সন্ধ্যার সময় বালিগঞ্জ যাত্রা করলুম। ষ্টেশন থেকে ঝরণাদের বাড়ী খানিকটা দূরে। ঝরণা আমার জন্যে বাগানে বসেছিল, বাড়ীর আর সবাই বায়স্কোপ দেখতে গেছেন। আমি হেসে বল্লুম, "কি খবর ঝরণা, বায়স্কোপ ফেলে সহসা আমায় আহ্বান হলো কেন?"

আমার পরিহাসে তার হাস্যদীপ্ত মুখখানি উজ্জ্বলই হয়ে উঠল। আজ তার বেশ ভূষা হাসি চলা ও বসার মাঝে আশা ও আনন্দ উচ্ছসিত হয়ে উঠেছে।

ঝরণা শান্ত হয়ে বসে আমায় সব কথা বল্লে—বল্লে, আমাকে তার চাই।

আমি বল্লুম, 'ঝরণা মুস্কিলে ফেল্লে।' এক তরুণী তার যৌবনজাগ্রত বিকচোন্মুখ দেহপদ্মকে আমার বুকে সঁপতে চায়,—আমি বীর, আমি তা প্রত্যাখ্যান করলুম।

আমার কথা শুনে সে একটা ম্লান হাসি

চৈত্র সন্ধ্যার হাওয়ায় মাথার উপর থেকে শালগাছের পাতা সরে গেল, ছিন্ন মেঘ থেকে ঝরা জ্যোৎস্নার আলো ঝরণার দুই কালো চোখে ঝরল—ঝরণার বুকে তারার দীপ্তির মতো। সেই নিমেষে ঝরণাকে অপরূপ রূপে দেখলুম,—বোধ হল জগতে এমন স্ত্রী আর নেই। দেখলুম চোখ দুটি তার উল্কার আলোর মত, পিপাসায় ভরা, দেখলুম তার মুখখানি প্রেমারতির প্রদীপ, দেখলুম তার কণ্ঠে ও বক্ষে অমল দীপ্তি—নীলাম্বরী শাড়ি সেখান হতে খসে পড়েছে; আমি শুনলুম তার রক্তধারায় কিসের কান্না, তার চিত্তভরা বিরহ বেদনা,—তরুণীর তনুর উপর যেন কৈশোর যৌবনের দ্বন্দ্ব লেগেছে—আঁখিতে কি যাদুমন্ত্র, কণ্ঠে সুধাধারা, আঙ্গুলে কি মাদক স্পর্শ, চরণে মোহন গতি, তনুভরা মধুর আহ্বান। আমি বিস্মিত হোলুম, মোহিত হোলুম, ভীত হোলুম। যেমন শুকতারার আলো, সঙ্গীতের সুরধ্বনি, সূর্য্যোদয়ে সূর্য্যাস্তে বর্ণের উচ্ছাস, যেমন মাধবী রাত্রি, সাগরে জ্যোৎস্না, সেই রকমই ত' ঝরণা—বিশ্বের রূপলোকে তাকে দেখলুম,—এই ত' আমার সত্যিকার দেখা। আমি উঠে দাঁড়ালুম, স্নিগ্ধ স্বরে বললুম, "ঝরণা, তুমি ত আমায় জানো, ঘর বাঁধবার মন আমার নেই, আমি যে পথে পথে ঘুরব—"

সে ভাঙ্গা গলায় বল্লে, "আমি তোমার পথের সঙ্গিনী হব"!

আমি হেসে বল্লুম, "তোমার পথ ত আমার পথ নয়, কিছুদূর গিয়ে আবার ছাড়াছাড়ির সময় আসবে, তখন টেনে টেনে নিয়ে যাওয়া কি দুঃসহ হবে—আমি কাউকে আমার সঙ্গে বাঁধতে চাই না।"

সেও হেসে বল্লে, "তোমার সঙ্গে বন্ধনই ত আমার মুক্তি!"

আমি শান্ত হয়ে বল্লুম, "কিন্তু কিছুদিন পরে হঠাৎ স্বপ্ন ভেঙ্গে যাবে; মনে হবে, এ জীবন ত' আমি চাইনি; তখন সত্যিকার প্রেম মরে গিয়ে প্রেমের অভিনয় আরম্ভ হবে,—সে আমি পারবো না—কিছুতেই সইতে পারবো না।"

কী কান্না ভরা তার হাসিটি। ঝরণ হতাশ হয়ে পাথরে ঠেস দিয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়লো, আমি তার হাত ধরে সামনে ঘাসে বসলুম। সেই হাওয়া ভরা জ্যোৎস্না রাতে দুজনে স্তব্ধ হয়ে কতক্ষণ বসেছিলুম মনে নেই —কখন দুজনে স্তব্ধ হয়ে চলে গেলুম।

তারপর জীবনের ঘটনাগুলো বি এলোমেলোই হ'লো। ল' পাশ করে বছর খানেক হাইকোর্ট, ছোট আদালত করলুম তার মধ্যে ছ' মাস ছুটীতেই কেটে গেল, আর ছ' মাসে যা ঘরে এলো তাতে ট্রামের খরচাও কুলোয় না; প্র্যাকটিস্ ছেড়ে জমীদারীতে গিয়ে বসলুম, ভাবলুম দেশহিত করবো এমন সময় এক বিপন্ন বন্ধুর চিঠি পেলুম সে দেশের নানা কাজে আত্মসমর্পণ করেছিল —নাইট স্কুল খোলা, স্বাস্থ্য সম্বন্ধে বক্তৃত দেওয়া, পুস্তিকা বিতরণ করা, গ্রামে গ্রামে ঘুরে Co-operative Movement বোঝানো দুর্ভিক্ষে খাটা, ইত্যাদি নানা কাজে পাগল হয়ে গেছল। আত্মীয়স্বজনদের বাধা ছিল

গ্রামবাসীদের বাধা ছিল। তার পিতা বলতেন "কেন গরীব চাষাদের সাহেব করার দুঃসহ ব্রত গ্রহণ করেছিস্, ওরা যেমন আছে ওম্নিই ভালো—ও সব বিলিতী আচার ব্যবহার চিন্তা করা ওদের মাথায় ঢুকোলে ওদের কষ্ট বাড়বে বই কম্‌বে না।" গ্রামবাসীদেরও মন তার প্রতি প্রেমে ভরা ছিল না। আমার মনে আছে যখন শীতের ভোরবেলায় কচি আমাকে বিছানা হতে ঠেলে তুল্‌তো, কি রাগই করতুম তার ওপর। কচি আমায় জন্ম হোতে মানুষ করে আস্‌ছে তার সে অধিকার ছিল। যারা ঘুম ভাঙ্গাতে আসে, ঘুমন্ত লোকেরা চিরকাল তাদের ওপর রাগ করে এসেছে, গাল দিয়ে এসেছে, নির্য্যাতন অপমান্ তাদের করেছে। গ্রামবাসীদের সন্দেহ অশ্রদ্ধা অপ্রেম মাথায় বহন করে আমার বন্ধু পূর্ণ উৎসাহে কাজ করছিল, তার মন প্রাণ যৌবনের উদ্যমে ভরা ছিলো। এমন সময় কোন রহস্যপুর থেকে কত হিতার্থী দলের উড়ো চিঠি তার কাছে আস্‌তে লাগ্‌লো, "তুমি দেশসেবার সঙ্গে পলিটিক্স জড়াচ্ছো, নানা দেশের ষড়যন্ত্র-কারীদের সঙ্গে তলে তলে তোমার যোগ আছে, –সাবধান—সাবধান—।"

বন্ধুর এ বিপদ দেখে, দেশহিতব্রত আমি আরম্ভ করার আগেই ছাড়্‌লুম। জেলে যেতে আমি মোটেই রাজী নই, তাতে আমারও সুখ নেই, দেশেরও কল্যাণ নেই।

আর্টের গলায় আমি বরণমালা দিয়েছি, আবার সাহিত্য-চর্চ্চা আরম্ভ করলুম, নব্য-যুগের নানা বিদেশী লেখকের লেখা পড়তে সুরু করলুম—এ যুগের কি বাণী, নব্য সাহিত্য কি বলতে চায়, এই নিয়ে নানা গান গল্প প্রবন্ধ লিখ্‌তুম। এক পত্রিকার সম্পাদক আমার কিছু লেখা ছাপালেন বটে, কিন্তু পাঠক পাঠিকারা যে তা উপভোগ করলেন তার কোনো সাড়া পেলুম না। আপনার আনন্দে লিখ্‌তুম, আর কখনও নৌকা করে জলে ভাসাতুম, কখনও ঘুঁড়ি করে আকাশে উড়াতুম, কখনও আগুনে জালাতুম, কখনও ছিঁড়তুম, কখনও বা যে কোন ঠিকানায় পোষ্টে বিনা নামে চিঠি পাঠাতুম, কখন বা তা বাক্সে তুলে রাখতুম,—আর ছাপাতে পাঠাতুম না।

আমার প্রাণের পথিক মানুষটি তার একতারায় ঝঙ্কার দিল। ঘর ছেড়ে বেরিয়ে পড়্‌লুম বিরাট বিশ্বের বিচিত্ররূপ দেখবার জন্যে!

*

দুটী তরুণ তরুণী হাত ধরাধরি করে হাস্‌তে হাস্‌তে যাচ্ছে; তরুণীটি আমার দিকে আশ্চর্য্য হয়ে চাইছে, 'লোকটা একা নদীর ধারে করে কি—হয় ত disappointed in love!" আর একটি তরুণী আমারই মতো একা নদীর তীরে ঘুরছে, কি রূপ তার—আমি গেলে হয় ত' আমায় সঙ্গী পেয়ে একটা নৌকায় বেড়ায়।

লোকে ভালবাসে বলেই মেলে, আমি ভালবেসেছি বলেই মেলেনি, এটা কি এ রেঙ্গুনের প্রেমিকারা বুঝবে!

*

আজ সারারাত রেঙ্গুন হাসপাতালে পড়ে ছটফট করেছি। আমার সর্ব্বাঙ্গ জ্বরে পুড়ে যাচ্ছে, তবু জ্ঞান হারাইনি। ঘরের নার্স'টি সারারাত ধরে আমার শিয়রে জেগে বসে সেবা করছে।

এ যাত্রায় নার্স'ই আমায় উদ্ধার করলে; কিন্তু এই নার্সের সঙ্গে সম্পর্কটা দিন দিন সবাইয়ের কাছে রহস্যময় হয়ে উঠছে। একজনকে ছেড়ে এসেছি সুদূর বাংলায়, আর একজন আমার মনের তারে ঝঙ্কার তুলতে চায়—হায়রে! প্রাণের পথিকটিকে বল্লুম,—'না, আর এখানে নয়'—।

দু' বছর ধরে কত প্রেমের দৃশ্যই দেখ্‌লুম। কত উপহার দেওয়া প্রেমপত্র পোষ্ট করা, রোগীদের প্রাণ দিয়ে সেবা করা—কত রকমেই না প্রেম করতে চায়!—হাসপাতালে দিনগুলো বেশ কাটছিলো, কিন্তু নার্সটিই আমাকে তাড়ালে। আমি রেঙ্গুনের ভেতরে গ্রামের পর গ্রামে যেতে লাগ্‌লুম।

জানি না বাংলা দেশে এখন কোন ঋতুরাজ এসেছেন! হয়ত, বসন্তের দখিন্ হাওয়ায় শুক্‌নো পাতা ঝরে নতুন কচি সবুজ পাতা শিশুর মত মুখ তুলেছে—কৃষ্ণচূড়া গাছে আগুন লেগেছে—আম্রবনে নবমুকুলের গন্ধ—বিজন মধ্যাহ্নে কোকিলের কুহুধ্বনি—পূর্ণিমা রাতে নদী ভরা জোৎস্না—হাস্নুহানায় বাতাস আকুল। হয়ত এখন বর্ষা এসেছে—মেঘমেদুর অম্বরে বিরহী বিরহিনীদের ব্যথা ঘনিয়ে এসেছে—জলভরা মেঘ, দুরন্ত বাতাস, ধূলির ধ্বজা, ক্ষণে ক্ষণে বজ্রধ্বনি, অবিরল বারিধারা—বনে বনে ঝড়, নদীতে নদীতে বান আর অন্তরভরা তুফান—এমন বর্ষা কোন্ দেশে আসে? হয় ত এখন শরৎ, আকাশ জুড়ে মেঘ ও রোদের খেলা, মাঠভরা সোণার ধান বাতাসে দুলছে, নদী-ভরা জল কল্‌কল্ করছে, শারদলক্ষ্মীর আগমনী গান আকাশে বাজ্‌ছে—শেফালী বন ঘুরে ঘুরে ভ্রমর পাগল।...

আজ রেঙ্গুনের মুক্ত আকাশের নীচে বসে বাংলার শরতের সোণার আলোয় ফিরে যেতে ইচ্ছা করছে। কিন্তু সেখানে ত আমার স্থান নেই। সেখানে স্থান আছে কর্ম্মঠ বীরদলের; আমার মত আর্টিষ্ট সেখানে বাজে লোক, আমার মত ভাবুকের সেখানে জায়গা নেই।

বাস্তবিকই কি বাংলা দেশে আমার কোনো জায়গা নেই? জীবনটা কি এমনই অর্থহারা ব্যর্থ যাবে! জীবনে ত' অনেক দেখ্‌লুম, অনেক পড়্‌লুম, ভাবলুম; কোনো আমায় কেউ বলেনি, কুরূপ বলে কোনো সুন্দরী আমায় অনাদর করেনি—যে শক্তি আমার আছে তা ত দেশের কোনো কাজে লাগাতে পারলুম না—

ব্যর্থ হলুম, ব্যর্থ হলুম—বাংলা দেশে আমি বাজে লোক। আমার জীবনে ঘুন্ ধরতে সুরু হয়েছে। হয়ত এবার যেতে হবে—সেই ভালো!

আজ আমি আর এক হাসপাতালে পড়ে আছি। মুখ দিয়ে ঝলকে ঝলকে রক্ত উঠ্‌ছে—সমস্ত শরীর অবশ হয়ে আস্‌ছে, ঝিন্ ঝিন্ করছে। এখানেও একজন নার্স মৃত্যুপথযাত্রীর মনোবীণায় ঝঙ্কার তুলতে চায়—হায়রে প্রেম, হায়রে আশা! কিন্তু এখন যে বরণীয় রূপে রসে গন্ধে আমার

ভোগের পালা শেষ হয়েছে—মনোবীণার কি একটা তার কেটে গেছে, ঝঙ্কার ওঠে না যে আর, দেহ শিথিল হয়ে আস্‌ছে, প্রাণ স্তব্ধ হয়ে যাচ্ছে, কোনো পাপ্‌ড়ি ঝরে গেছে, জীবনে ফুল আর ফোটে না। এখন আমার বিদায়ের পালা এসেছে। অনেক ঘুরেছি অনেক দেখেছি,—হায়রান্ হয়ে গেছি—আর পারি না। তাই সবাইয়ের কাছে বিদায় চেয়ে সবাইকে ছেড়ে যেতে চাই!

খোলা জান্‌লা দিয়ে জ্যোৎস্না এসে আমার বিছানা ভরিয়ে দিয়ে গেল,—কি স্নিগ্ধ তার কিরণ! অদূরে নার্স বসে আছে উদাস নেত্রে আমার পানে চেয়ে,—কি করুণ তার মুখখানি, যেন অশ্রুসায়রে ভাস্‌ছে। আমি দেখলুম, তারা ভরা আকাশ কি স্তব্ধ। তারারা আমার মুখের পানে চেয়ে আছে—আমায় ডাক্‌ছে—হয়ত ওদের মাঝেই কারু কাছে যাবো—আমায় চিনে রাখছে কি—নবীন অতিথি যাবে তার যোগাড় চল্‌ছে কি—

খক্ খক্ খক্,—কাশির কি ঝোঁক, পাঁজর বুঝি ভেঙ্গে গেল, দম বন্ধ হয়ে যাবে কি?—না, না,—এই ভালো, এই ভালো!

রক্ত উঠ্‌ছে, ঝলকে ঝলকে,—উঠুক, বাধা নেই, এই ত চাই—!

আবার রক্ত, উঠুক—আবার একবার—

আঃ—আঃ—

... ...

ঝরণা যখন পড়িতেছিল, তখন শ্রাবণের আকাশ আবার ঘনাইয়া আসিয়াছে, বৃষ্টি আরম্ভ হইয়াছে—ঝরণার সে জ্ঞানই ছিল না। ঝোপের ফুলগাছ হইতে তাহার মাথায় পিঠে জল ঝরিয়া পড়িতেছিল, তাহার নীল সাড়ী সবুজ ঘাসের উপর জলে ভাসিতেছিল। সে বসিয়া রহিল প্রস্তর মূর্ত্তির মত দূর প্রান্তে তারি সজল আঁখি দু'টির দৃষ্টি ফেলিয়া। তাহার বুকের ভিতর তখন হাহাকার উঠিয়াছে। ঝোপ ঘিরিয়া বৃষ্টি ঝরিতে লাগিল—ঝম্ ঝম্ ঝম্; বাতাস বহিতে লাগিল—শোঁ শোঁ শব্দে; চারিদিক কালো মেঘে পূর্ণ, আকাশে বাতাসে এক তুমুল উন্মাদ নৃত্য, অগ্নিবর্ষণে বজ্র গর্জ্জনে সমস্ত ধরণী প্রলয়ের রূপ ধারণ করিয়াছে!

প্রিয়ার প্রতি

—শ্রীঅপূর্ব্বকৃষ্ণ ঘোষ

সংসারে মানুষ মোরা শুধু
নিত্য নূতন অনেক আশাই করি,
পথ হারায়ে মরীচিকার পাছে
জীবনভরা কেবল ঘুরে মরি।
অবাধ স্রোতে সময় চলে যায়,
তবু মোদের ভুল কি ভাঙ্গে হায়,
বোঝাই-করা কেবল ছলনায়
বেয়ে বেড়াই মানব-জীবন-তরী।

ভুলে গেছি অনেক আগের কথা,
সব কথা কি স্মরণ রাখা যায়,
সেই অতীতের একটী দিবস শুধু
চোখে পড়ে মনের কিনারায়।
সব ভুলে যাই স্বপ্ন ভোলার মত,
সবকে রাখা—মন কি পারে তত?
আঘাতটুকু অধিক হবে যত
সেইটি ভোলা ততই হবে দায়।

আমার মনে যে দিবসটি জাগে
সে যে আমার পরম সুখের দিন,
সেই দিবসের সুখের-ব্যথাটুকু
প্রাণের দ্বারে বাজায় যেন বীণ।
মনে পড়ে একটী স্নিগ্ধ হাসি,
লুটিয়ে-পড়া কাল চুলের রাশি,
সেদিন হ'তেই তোমায় ভালবাসি—
তোমার প্রেমেই হয়ে আছি লীন।

ভালবাসার শক্তি কি যে গূঢ়,
অসম্ভবও সম্ভাবিত করে,
সব চেয়ে যে কঠিন কাজটি মরা
তাও সহজ হয় গো প্রিয়ার তরে।
প্রিয়া আমার যতই মন্দ হোক্,
তারে দেখেই জুড়ায় আমার শোক,
কি অপরূপ তার দু'খানি চোখ—
তা'র দিঠিতে পিযুষ যেন ঝরে।

আমার প্রিয়ার বচন-সুধা পিয়ে
নিদ্রা ক্ষুধা সবটুকু যাই ভুলে,
পুষ্প পেলব কপোল দুটী তা'র
স্পর্শ-সুখে পাগল করে তুলে।
ভাল মন্দ তাহার সবই কেন
আমার বুকে নৃত্য জাগায় হেন,
ইচ্ছা করে মরণ লভি যেন
ঐ দু'খানি রাঙা চরণ মূলে।

ব্যথিয়ে ওঠে বক্ষখানা যবে
অশ্রু জলে যখন ভেসে যায়,
তোমার কাছে একটুকু সান্ত্বনা
একটু আদর পরাণ শুধু চায়।
ব্যর্থ আশায় বুক ফেটে যায় মোর,
তুমি আছ তোমার ভাবেই ভোর,
পরাণ তোমার এমন যে কঠোর
স্বপ্নেও তা ভাবিনিকো হায়।

জানি আমি, তোমার মনটি জানি,
তুমি শুধু আদর পেতেই চাও,
সাধতে তুমি নারাজ চিরকালই
কেবল তুমি সবাইকে সাধাও
আমার ব্যথায় তোমার দুঃখ নাই,
তোমার কাছে বৃথাই শুধু যাই,
ভুল করে হায় আদর পেতে চাই—
একটু আদর—তাও কি তুমি দাও!

নাই বা দিলে তোমার ভালবাসা,
বাস্‌তে ভালো দাও যে সেই ত' ঢের
তুমি আমার মানস প্রতিমাটি—
তৃপ্তি তুমি আমার জীবনের।
সংসারের এই প্রলোভনের হাটে
তোমার ধ্যানেই জীবন যেন কাটে,
বিদায় কালে দিয়ো এই ললাটে
একটী পরশ শ্রান্তি হরণের।

নারী-লোক

রন্ধন-শিল্প ও নারী

—শ্রীমতী হিরন্ময়ী দেবী

এদেশের মেয়েদের রান্না করা একটা প্রধান কাজ। রান্না কাজটা হেয় বলে মেয়েরা কখনই মনে করেন না। পাঁচ ব্যঞ্জন রেঁধে পরিজনদের সামনে উপস্থিত করায় যে কি সুখ তাহা প্রত্যেক গৃহস্থ মেয়েই স্বীকার কর্ব্বেন। অনেকের ধারণা যে শিক্ষিতা মেয়েরা রান্নাকে ঘৃণার চোখে দেখেন কিন্তু সে কথা কখনই সত্য নয়। প্রত্যেক মেয়ের মধ্যেই যে সেবাপরায়না মমতাময়ী একখানি নারী হৃদয় আছে তাহা কোন প্রগতিই ঢেকে রাখিতে পারে না। আজ কাল অবশ্য এদেশের অনেক মেয়েই পাশ্চাত্যের গতি প্রভাবে নিজেদের নিজস্ব বৃত্তিগুলি হারিয়ে ফেলছে।

জানি যে যুগের প্রভাব কেহ এড়াতে পারেন না। কিন্তু এটাও স্বীকার্য্য যে নিজেদের বৈশিষ্ট্যটুকুকেও বজায় রাখা কর্ত্তব্য। সামান্য একটা বিষয় লক্ষ্য করলেই দেখা যায় যে ওদেশের সমাজের সঙ্গে আমাদের সমাজের কত প্রভেদ। ওদেশে একান্নবর্ত্তী পরিবার নাই। যার যার নিজের নিজের। গৃহস্থালী বলতে বিশেষ কিছুই নাই। স্বামী, স্ত্রী ও অপ্রাপ্ত বয়স্ক দু'চারটি শিশু সন্তান লইয়াই এদের সংসার। এদের সঙ্গে আমাদের সমাজের তুলনা করলে সহজেই আমাদের গলদগুলি ধরা পড়বে। আর একটা প্রধান বিষয় লক্ষ্য করতে হবে যে ওদেশের লোকের মত আমাদের আর্থিক সঙ্গতিও তত নাই। কাজেই আমাদের এদেশের ভাব বজায় রেখেই চলিতে হবে। ওদেশে অনেক বাড়ীতেই রান্না বান্নার প্রচলন নাই। হোটেল হ'তে খাবার এল স্বামী, স্ত্রী, ছেলেপুলে সবাই খেল, ব্যস্, কোন হাঙ্গামা নাই। যে গৃহিণী বাড়ীতে চা বা কফি তৈরী করলেন তিনি অত্যন্ত হিসেবী ব'লে খ্যাত হন।

আমাদের সমাজেও এই সকল ভাব-ধারা ধীরে ধীরে প্রবেশ কর্চ্ছে। এই কলকাতা সহরে অনেক বাড়ীতেই দেখি জলখাবার পর্য্যন্ত তৈরী হয় না। বাজার থেকে খাবার এনে দেওয়া হয়। বিলিতি অন্ধ অনুকরণে পরিচালিত রেঁস্তোরারও অভাব নেই। এবং সেখানে কি ভাবে কি রকম জিনিষ তৈরী হয় তা' কারও অবিদিত নেই। তা খেয়ে খেয়ে এদেশের লোকের স্বাস্থ্যও যে দিনকে দিন কেমন হ'চ্ছে তা' সবাই লক্ষ্য করবেন। অথচ জলখাবার তৈরী করার এত সব ব্যবস্থা এদেশে র'য়েছে—যা সামান্য একটু পরিশ্রম ক'রলে সবাই করতে পারেন। তাতে পয়সাও খরচ হয় কম এবং খেয়েও কত তৃপ্তি। ধরুন নারিকেল, উহা দ্বারা কত রকমের যে খাবার প্রস্তুত করা যেতে পারে তাহা আজকালকার লোকে এক রকম ভুলতে ব'সেছে। পূর্ব্বে অর্থাৎ ১৫।২০ বছর আগেও যে সব খাদ্য এদেশে প্রচলিত ছিল তা' আমরা ভুলতে বসেছি। এমন অনেক খাবারের নাম করা যেতে পারে যা এখনকার মেয়েরা নামও জানেন না। আমরা 'দীপালী'র এই বিভাগে দু' একটি খাবার ও রান্নার কথা বলব।

"নারী-লোকে" মেয়েদের কথাই আলোচনা হয়। মেয়েদের অভাব, অভিযোগ, উন্নতি অবনতির কথা বলা হয়। যাতে সত্যিকারের উপকার হয় এমন সব বিষয়ই আলোচিত হয়। রান্না, জলখাবার তৈরী করা প্রভৃতি বিষয় এতে আলোচনা হলে মেয়েদের সত্যিকারের উপকারই হবে।

আজকে আমি একটি সাধারণ জলখাবার তৈরী করার কথা বলছি। একে বলে "নারিকেলের চস্"—এ তৈরী করা খুব সহজ এবং খেতে খুব সুস্বাদু।

একটী নারিকেল কুড়িয়া, সম পরিমাণ চিনি মিশিয়ে জলে সিদ্ধ করতে হবে। নারিকেল সিদ্ধ হ'লে ওতে আধ পোয়া ঘন সর বা মাখন এবং একটী ডিমের হরিদ্রাংশ ঢেলে দিয়ে অল্পক্ষণ মাত্র জ্বাল দিতে হবে। লক্ষ্য রাখতে হবে যে উহা ফুটিয়া না ওঠে। জাল হ'তে নামিয়ে অল্প পরিমাণ নেবুর রস দিয়ে একটু নাড়িয়া দিলেই—উহা একটী সুস্বাদু খাদ্যে পরিণত হবে।

নারী-লোক

"আধুনিকা"

(প্রতিবাদ)

—শ্রীশচীন্দ্রনাথ সান্যাল ও শান্তি বসু।

শ্রীমতী শান্তি সেনের লিখিত "আধুনিকা" পড়িয়া বেশ একটু আশ্চর্য্যান্বিত হইলাম। অবশ্য তিনি তাঁহাদের পক্ষ সমর্থন করিবার জন্য যথেষ্ট চেষ্টা পাইয়াছেন। আমরা তাঁহার লিখিত কয়েকটী বিষয়ের প্রতিবাদ করিব। জানি না তাঁহারা আমাদের এই প্রতিবাদ অম্লান বদনে স্বীকার করিবেন কিনা, তবুও দু'চার কথা না বলিয়া আমরা কিছুতেই থাকিতে পারিতেছি না।

মেয়েদের শিক্ষা—ছেলে ও মেয়ের শিক্ষা যে একই হইবে ইহা কেহই স্বীকার করিবেন না। মেয়েদের শিক্ষা হইবে ততদূর যতদূরে তাঁহারা গার্হস্থ ধর্ম্ম ও শিশু পালনে পারদর্শিতা লাভ করিবেন। Shakespeare, Shelley, Byron, Keats পড়িয়া মেয়েদের কি উপকার আসে? যদি তাঁহারা প্রশ্ন করেন ঐ সমস্ত works পড়িয়া ছেলেদেরই বা কি উপকারে আসে? তাহা হইলে আমরা বাধ্য হইয়া প্রশ্ন করিব ছেলে ও মেয়েতে কোন প্রভেদ আছে কি?

Morality—এই সমস্ত লেখকদের পুস্তক হইতে আমরা মেয়েদের moralityর দিকে অগ্রসর হইতে পারি। মেয়েদের Moral degradationএর প্রধান কারণই হইতেছে——Free mixing—Novel reading—Cinema witnessing; and the fundamental principle of moral degradation is to give the girls modern western education. শ্রীমতী সেনকে আমরা কিছুতেই সমর্থন করিতে পারি না যেহেতু তিনি দু'একটী পদস্খলনের উল্লেখ করিয়াছেন। বর্ত্তমানে western civilisation এর জন্য শতকরা কত জনের, পদস্খলন হইতেছে তাহা পাঠকবর্গ ভাল ভাবেই অবগত আছেন, নূতন করিয়া কিছুই বলিতে হইবে না।

Dressing—একথা অতি বড় শত্রুও অস্বীকার করিবে না যে মেয়েদের কেশ, বেশ প্রসাধনের উপর দৃষ্টি রাখা উচিৎ নয়। কিন্তু তাই বলিয়া like a "Buskin measure" রুজ ও লিপ্ ষ্টিকের সাহায্যে নকল সৌন্দর্য্য বজায় রাখিয়া পাশ্চাত্য ভাবাপন্ন হওয়া কোন মতেই আমাদের বোনদের উচিৎ নয়। তাঁহারা যখন toileting করিয়া রাস্তায় বাহির হন তখন মনে হয় যেন তাঁহারা Cinema-shootingএ যাইতেছেন।

বিবাহ—শ্রীমতী সেনের Marriage portionএ মস্তবড় falacy আছে। তিনি বুঝাইয়াছেন "পুরুষের দায়িত্ব নেবার অক্ষমতা, বেকারত্ব ও economic crisis এর জন্যই মেয়েদের বিবাহ সুখের হয় না"—তিনি আবার মেয়েদের generosityও দেখাইয়াছেন। যাহা হউক, ইহাতে স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে যে বেশীর ভাগ মেয়েরাই গরীব স্বামীর ভালবাসা চায় না—তাহাদের কৃত্রিম ভালবাসা স্বামীর অর্থের ভিতর নিহিত থাকে।

আরও কতকগুলি কারণ আছে যাহার জন্য স্ত্রী স্বামীকে ভালবাসিতে পারেনা। তাহা আর উল্লেখ করিলাম না, পাঠকবর্গ নিজেরাই বুঝিয়া লইবেন। অন্য বিষয় যাহা লিখিয়াছেন তাহা মোটেই উল্লেখযোগ্য নয়। এই সমস্ত কারণে আমরা শ্রীমতী সেনকে কিছুতেই সমর্থন করিতে পারি না।

[এই অকিঞ্চিৎকর লেখাটি ছাপা উচিত ছিল না, তবু ছাপা হইল এই জন্য যে এই লেখক লেখিকা দুইটি পুরুষ ও মেয়ের বাংলা ভাষায় কিরূপ জ্ঞান জন্মিয়াছে, তাহাই দেখাইবার জন্য। বক্তব্য কিছুই নাই অথচ নিজের নাম ছাপার হরফে দেখার আত্মপ্রসাদের জন্য এটি দুইজনের নাম দিয়া প্রেরিত হইয়াছে। সাধারণ ভাবে বাংলা ভাষায় নিজের বক্তব্য লিখিতে অক্ষমতার জন্য ইহাদের লজ্জিত হওয়া উচিত।]

শ্রীমতী শান্তি সেন।

গান

(ভাটিয়ালী)

—শ্রীমধুসূদন সুর

কোন্ অচেনার বাঁশী আজি
করলে পাগল মোরে।
হায়, একি দায়! মন ছুটে যায়
রাখতে নারি ধ'রে।
ওগো তাহার বাঁশীর সাথে
আমার আজি পরাণ মাতে
বল্ সখি বল্ বাঁশী ছেড়ে
যাবো কেমন ক'রে।
যত কাঁদি কাঁদায় বাঁশী
করলে আমার মন উদাসী
কত যে মোর জ্বালা সখি!
বলব কি আর তোরে॥

দূরের জল

(গল্প)

—শ্রীমতী সুজাতা সিংহ

—বহু জন সমাগমে বাড়ীতে আনন্দের ফোয়ারা ছুটেছে। সকলের মনে প্রাণেই আজ স্ফূর্ত্তির জোয়ার ডেকেছে। আজ আর কেউ কারুকে গ্রাহ্য ক'রতে চাইছে না, যে যার খুশী মতই হেসে খেলেই বেড়াচ্ছে।

আজ সকলেই মনের সুখে বেড়াচ্ছে। কি গরীব কি ধনী, কি ছোট, কি বড়, সকলেই আজ শান্তিতে মগ্ন, কিন্তু তে'তলার একটি নির্জ্জন ঘরে একলা একটি মেয়ে চুপ ক'রে ব'সে আছে। তার কালো দু'চোখ উপচে ভোরের শিশিরের মত দু'বিন্দু জল চক্‌চক ক'রছে।

সহসা দোতলার ঘর হ'তে বড় মধুর স্বরে এস্রাজের সুর ঐ মেয়েটির কাণে বেজে উঠ্‌লো, আহা! কে এমন এস্রাজ বাজায় গো? কি উদাস করা মধুর স্বর! কার প্রাণের কি মধুর বেদনা ঐ স্বরে বেজে উঠেছে। আহা কে এমন···কার বাজনা এমন কেঁদে কেঁদে তার কথায় সমবেদনা কুড়োতে চাইছে মুঠো ভরে! কার হাতের পরশ পেয়ে এস্রাজ তারই প্রাণের সুর এমনে তুল্‌লো!

এস্রাজ তেমনই মিঠে সুরে বাজতে লাগলো।

সুপ্রভা অনেকক্ষণ ব'সে শুনলো, সেই সুরেই যেনো সে সব মন প্রাণ দিলো ঢেলে।

এস্রাজ গেছে থেমে।

সুপ্রভা এ বাড়ীর ছোট মেয়ে। বিয়ে হ'য়েছে তার বছর তিনেক আগে, শ্বশুর বাড়ীর অবস্থা অসচ্ছলও নয় তথাপি সুপ্রভা খুবই অসুখী। স্বামী সুপ্রভাকে মোটে ভালোবাসে না, এই তিন বছরে সে একদিন স্বামীর একটু সহানুভূতি পায় নি। স্বামী তার নিজের মতেই থাকে, বিশেষ দরকারী বা সংসারী কথা ছাড়া সুপ্রভার সাথে কথাই বলে না। যে রমণী স্বামীর ভালোবাসা না পায় তা' হ'লে তার জীবনের সার্থকতা কোথায়? এই যে সব চেয়ে বড় আনন্দের দিন কিন্তু কোথায় তার স্বামী! অনেক কষ্টেই সুপ্রভা তেতলার নির্জ্জন ঘরে ছিলো ব'লে, তার রুদ্ধ বেদনা রাশি জল হয়ে ঝ'রে প'ড়ছিলো গালে। যখন এস্রাজ তার মধুর ঝঙ্কার তুলে করুণ সুরে তার কাণের কাছে বাজতে লাগলো তখন সুপ্রভার চোখে অশ্রুউচ্ছ্বাস আরো এলো শ্রাবণের ধারার মত নেমে অবাধে।

কিছুক্ষণ কেঁদে শান্তি অনুভব ক'রে সে শান্ত হ'লো। এবং নীচে নামবার সিঁড়িতে পা ফেল্‌তেই বছর বাইশের প্রিয় দর্শন একটি ছেলেকে ওপরে উঠতে দেখে একটু থম্‌কে দাঁড়িয়ে তখনি পাশ কাটিয়ে নিচে নাম্‌তে নাম্‌তে পেছন ফিরে সিড়ির দিকে আবার তাকাতেই সুপ্রভা দেখ্‌লে সেই ছেলেটিও মুখ ফিরে তারই দিকে চেয়ে আছে। ছেলেটির চোখে, চোখ পড়তেই লজ্জিত হ'য়ে সুপ্রভা ত্রস্ত পদে ঐ স্থান ত্যাগ ক'রলো।

—এই সুপ্রভা, এই প্রভা মুখপুরি দাঁড়া না অত তাড়াতাড়ি ছুটেছিস্ কেন রে!

সুপ্রভা মনের মধ্যে একটা অস্বস্তি নিয়েই তাড়াতাড়ি দোতলার বারেণ্ডা অতিক্রম ক'রে যাচ্ছিল—পেছন থেকে তার সেজ্‌দির ডাক শুনে মুখ ফিরিয়ে দাঁড়িয়ে ব'ললো: এতো ডাকা ডাকি কেন সেজদি?

—ওকে চিনলি প্রভা?

—কাকে গো? সুপ্রভা ব'ললো।

সেজ্‌দি ব'ললো ঠোঁটে দুষ্টু হাসি মেখে, যাকে পেছন ফিরেও আবার দেখতে ইচ্ছা করে তাকে লো।

খুব আশ্চর্য্যান্বিত ভাবে সুপ্রভা ব'ললো—সে আবার কে?

আহা! মেয়ের ঢং দেখে আর বাঁচিনে, সি ড়িতে যাকে দেখলি।

এতোক্ষণে যেনো কথাটা সুপ্রভা বুঝতে পেরেছে এই ভাবে ব'ললো—সত্যি সেজদি! ভুলে গেছি, উনি কে ভাই?

—ও আমার ছোট দেয়র রে, সেই যে শান্ত স্বভাব খ্যাতনামা সুবিমল। তোরই সাথে আলাপ করিয়ে দেবার জন্যে তে'তলায় নিয়ে যাচ্ছিলুম। তোকে কোথাও খুঁজে না পেয়ে ভাবলুম ওপরেই আছিস, নে চল এখন ওর সাথে আলাপ করবি।:

সুপ্রভা ব'ললো: না ভাই আর আলাপে দরকার নেই, উনি বিদ্বান মানুষ শেষে আমি কি বল্‌তে কি ব'লে ফেলবো!

—হাসালি বাপু তুই, তোকে যে কথায় কে হারাতে পারে তা তো জানি নে, আর তা' ছাড়া ঠাকুর পো কেমন শান্ত শুনেছিস্! সে বেশী কথাই বলে না।

খুশীমনে সুপ্রভা ব'ললো, সত্যি সেজ্‌দি! উনি বেশ লোক ভাই দেখলেই মনে হয় যেন শান্ত।

তেত'লার ঘর। সুবিমলের সাথে সুপ্রভার আলাপ জমিয়ে দিয়ে সেজ্‌দি অন্য কাজে অন্যত্র গেলো চ'লে।

কথার মাঝে সুবিমল ব'ললো, আপনাকে এতোক্ষণ দেখিনি তো? আপনি এতোক্ষণ এ ঘরেই ছিলেন?

সুপ্রভা ব'ললো, হ্যাঁ আমি এ ঘরেই ছিলাম।

সুবিমল ব'ললো—এমন উৎসবে লোকালয় ছেড়ে আপনি একাটি ছিলেন কেমন ক'রে! আপনার খারাপ লাগছিলো না?

সুপ্রভা ব'ললো—না খারাপ লাগছিল না। কে যেনো এস্রাজ বাজাচ্ছিলো, বড় ভালো লাগ্‌ছিলো তা শুনছিলাম ব'সে।

সুবিমল খুসী হ'য়ে ব'ললো, এস্রাজ বাজাচ্ছিলাম আমিই।

সুপ্রভা ব'ললো, সুবিমল বাবু, আপনার অনেক গুণই শুনেছি কিন্তু এমন চমৎকার এস্রাজ বাজাতেও যে পারেন, আমি তা জানতাম না! সুপ্রভা বিস্মিত হ'য়েই সুবিমলের পানে রইলো চেয়ে।

সুবিমল ব'ললো, খুব খুসী হচ্ছি যে আমার বাজ্‌না আপনার ভালো লেগেছে।

সত্যি! আপনার বাজ্‌না আজ আমায় বড় শান্তি দান ক'রেছে। এখন নীচে যাই কি বলুন! ব'লতে ব'লতে সুপ্রভা চ'লে গেলো নীচে।

সুবিমল অবাক হ'য়েই সুপ্রভার চলার পথে চেয়ে রইলো! অবাক হবারই কথা।

সুবিমল তেইশ বছর বয়েসে এম, এ, পাশ ক'রে বছরখানেক হ'লো প্রফেসারি ক'রছে। তার শান্ত স্বভাবে সকলেই মুগ্ধ, তার প্রাণ উদার, সে ভেবে রেখেছে যে তার শ্রদ্ধা ভালোবাসা সবই জগৎএর অনাথা জীবকে এমন কি পশু পাখীকেও সিক্ত ক'রবে। কোনদিন সে কোন রমণীকে ভালোবাসেও নি বা কোন রমণীর ভালোবাসা পেয়েছে ব'লেও তার মনে পড়ে না, আর সে কারু ভালোবাসার প্রত্যাশাও করেনি কোন দিন। কিন্তু আজ তার একি হ'লো। আজ যে তার প্রাণের সব ভালোবাসা দিয়েই এই সুপ্রভাকে ভালোবাস্‌তে ইচ্ছে ক'রছে!

এদিকে সুপ্রভা নীচে এসে, এখানে, সেখানে, চারদিক ঘুরতে লাগলো। তার বৌদি-বোনেরা তার সাথে কথা ব'লতে, গল্প ক'রতে চাইলো, কিন্তু সুপ্রভার আজ এদের কথা বা গল্প কিছুই ভালো লাগলো না। তার কানে বাজ্‌তে লাগলো সেই করুণ মিষ্টি এস্রাজের সুর-ঝঙ্কার! আর চোখে ভাস্‌তে লাগলো এস্রাজ বাদক সুবিমলের শান্তশ্রী!

এবার সুপ্রভা বিরক্ত হ'য়েই ভাবলো এ আবার কি নূতন অসুখ।

পূজো হ'য়েছে শেষ। আনন্দ গেছে নিভে। কিন্তু সুবিমলের···সুপ্রভার হৃদয়ের যে নূতন পূজোর দীপ জ্বলেছে তার নেভ্‌বার কোন লক্ষণই দেখা যাচ্ছে না। বরং দিনে দিনে তা বেড়েই চ'লেছে।

সুবিমল চ'লে গেছে। না গিয়ে উপায় কি? মনের আব্‌দারে যা উচিৎ নয় তা তো করা চলে না। কিন্তু সুপ্রভার অদর্শন যে কত কষ্ট তা যে সে সহ্য ক'র্‌বে কেমন ক'রে তাই সুবিমল সারা দিন ভাবে। কলেজে গিয়ে সে ছেলেদের পড়াতে পড়াতে অন্যমনস্ক হয়ে পড়ে, সুপ্রভার চিন্তা সুবিমলকে ভয়ানক চঞ্চল ক'রে তোলে। সে নিজের মনে মনেই সুপ্রভার নামে কত ভালবাসার কথা জানিয়ে চিঠি লেখে—আবার তখনি ফেলে ছিঁড়ে ভাবে ছিঃ এ সব কথা যদি সুপ্রভা জান্‌তে পারে তাহ'লে তাকে সুপ্রভা কি বেলজ্জই না মনে ক'রবে—আর সত্যিই তো কোন ভদ্র মহিলার নামে এমন চিঠি লেখাও চলে—ছিঃ ছিঃ তার কি মাথা খারাপ হ'লো নাকি! আর তা ছাড়া সুপ্রভাই কি কোন দিন তাকে ভালবাসতে

পারে? কক্ষণো না কোনদিনও সুপ্রভা তাকে ভালোবাসতে পারে না, কিছুতেই না। সুবিমল একটা তুচ্ছ মানুষ সে কি কখনো সুপ্রভার ভালবাসা পাবার মত সৌভাগ্যবান! এমন সুকৃতিই কি তার!

কিন্তু সুবিমল জানে না যে সুপ্রভা—সজাগমনা, সুপ্রভা অনেক চেষ্টা ক'রেও সুবিমলকে ভুলতে পারেনি। হৃদয়ের সাথে যুদ্ধে পরাজিত হ'য়ে অনিচ্ছাসত্ত্বেই সে সুবিমলকে খুব ভালবেসেছে। সুবিমল যাওয়ার সাথে সাথে সুপ্রভার আঁধার মন আরো অন্ধকার হ'য়ে গেছে, সে মনে মনে ভাবে আবার কবে সুবিমল আসবে। কিন্তু সে যাই ভাবুক সদা থাকে সে সচেতন।

সুবিমলকে সাথে নিয়ে মেজ্‌দি আবার এসেছে বাপের বাড়ী বেড়াতে। দু'চার দিন থেকে আবার সুবিমলের সাথেই চ'লে যাবে।

এখন আর সুবিমলের অজানা নেই যে সুপ্রভার ভালোবাসা সে একটু পেয়েছে—আর সুপ্রভাকে সে নিজেই জানিয়েছে তার অফুরন্ত ভালবাসার কথা অত্যন্ত পবিত্রতা ও ভদ্রতার সাথে।

বিকেল বেলা থেকেই সুবিমলের মাথা ধরার সাথে একটু জরও হ'য়েছে অসহ্য—মাথার যন্ত্রনায় সে শুয়ে শুয়ে ছট্‌ফট্ ক'রছে। মেজ্‌দি মাথার কাছে ব'সে মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছে। কিছুক্ষণ পরে সে উঠে গেল সুপ্রভাকে সুবিমলের কাছে থাক্‌তে ব'লে।

সন্ধ্যাদেবী তাঁর সোনালী চুম্‌কি বসানো নীল আঁচল ছড়িয়ে উপস্থিত হ'লেন:

পূর্ণিমার বিরাট চাঁদও এসে ব্যর্থ ক'রে দিলো সন্ধ্যার অন্ধকার।

সুবিমল জান্‌লার ধারে মাথা ক'রে আছে শুয়ে, আর পরম তৃপ্তিতে মাথার কাছে বসে সুপ্রভা সুবিমলের কপাল টিপে দিচ্ছে, আস্তে আস্তে। পরম স্বস্তিতে সুবিমল চোখ বুঁজে রইলো।

জান্‌লার পাশেই ফুলের বাগান। নানা জাতীয় ফুলের সুবাস সাথে নিয়ে দখিন

দীপালীর ৭ম বর্ষ শেষ

আগামী ১৯শে ডিসেম্বর ৪৮শ সংখ্যা বাহির হইলেই 'দীপালী'র ৭ম বর্ষ শেষ হইবে। এখন যাঁহারা দীপালীর গ্রাহক ও গ্রাহিকা আছেন, তাঁহাদের মধ্যে যাঁহাদের চাঁদা এই বৎসরই শেষ হইয়া যাইবে, তাঁহারা যেন অনুগ্রহ করিয়া আগামী বৎসরের চাঁদা ২৫শে ডিসেম্বরের ভিতর মণিঅর্ডার করিয়া পাঠান। আগামী বৎসর যাঁহারা **দীপালীর** গ্রাহক থাকিতে অনিচ্ছুক, তাঁহারাও যেন দয়া করিয়া একখানি পোষ্টকার্ড লিখিয়া ২৫শে ডিসেম্বরের মধ্যে জানান। কাহারও নিকট হইতে টাকা বা কোনো পত্রাদি না পাইলে, পর বৎসরও তিনি কাগজ লইতে ইচ্ছুক, এই বুঝিয়া বড়দিন ও নববর্ষ সংখ্যা তাঁহাকে ভিঃ পিঃ করা হইবে। আগে না জানাইয়া পরে ভিঃ পিঃ ফেরৎ দিয়া, কেহ যেন আমাদিগকে অনর্থক ক্ষতিগ্রস্ত না করেন—ইহাই আমাদের বিনীত নিবেদন।

কর্ম্মাধ্যক্ষ—**দীপালী**

বাতাস জান্‌লা দিয়ে প্রবেশ ক'রে সুপ্রভার চূর্ণী কুন্তলরাশির পরশ নিয়ে যাচ্ছে।

সুবিমলের আকুল মন ব্যাকুল হ'য়ে উঠ্‌লো। সুপ্রভার ঐ নরম হাত দুটি নিজের হাতে নেবার জন্যে, সে আর চুপ করে চোখ বুঁজে থাক্‌তে পারলো না। সুপ্রভার দিকে ফিরে তারই পানে রইলো চেয়ে। তার আকুল আকাঙ্খা চারিদিকে কেঁদে বেড়াতে লাগলো করুণ সুরে। কিন্তু সমাজের কঠোর শাসন···ধর্ম্মের রক্তনয়ন সুবিমলের আশে-পাশে ঘুরতে লাগলো। সুবিমল আত্মদমন করে সুপ্রভার দিক হ'তে মুখ ফিরিয়ে আবার চোখ বুঁজে রইলো এবং ভাব্‌লো ছিঃ মনের নূতনত্বের মর্জ্জি রাখ্‌তে গিয়ে এতোদিনের পবিত্রতা নষ্ট ক'রবো, কখনই না। আর সুপ্রভাই বা ভাবতো কি! না! বাসনাকে সে জয় ক'রবেই ক'রবে।

একটু পরে সুবিমল জিজ্ঞেস ক'রলো: আচ্ছা সু, তোমায় যে এমনি ক'রে ভালোবেসে ফেলেছি তাতে কি পাপ হ'য়েছে?

সহজ সুরেই সুপ্রভা ব'ললো: না! মানুষকে মানুষ ভালোবাসবে তাতে যদি পাপ হয় তবে পুণ্য কি! তবে ভালবাসার মূল্য যারা বোঝে বা মর্য্যাদা রক্ষা ক'রতে পারে তাদেরই সাজে ভালবাসা।

সুবিমল স্বস্তি বোধ করে ব'ললো, সুপ্রভার দিকে মুখ ফিরিয়ে: সু, আজ তুমি আমায় বাঁচালে! তোমায় ভালবেসে যেনো পাপ ক'রে ফেলেছি ব'লে আমার মনে মাঝে মাঝে অশান্তি আসতো। তোমার যুক্তি এতো চমৎকার সু! তুমি হয়তো বিশ্বাস ক'রবে—আমি ভালোবাসার দাম,···মহিলার মর্য্যাদা বিশেষরূপে জানি—বুঝি। ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি আমাদের এ ভালোবাসা সত্য হোক।

খুশী হ'য়ে সুপ্রভা ব'ললো: আমি ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি—এ ভালোবাসা পবিত্র হোক।

আবার শারদীয়া পূজা এসেছে। এক বছর পরে দেশে বিদেশে আবার আনন্দের সাড়া পড়ে গেছে মা আনন্দময়ীর আগমনে।

সুপ্রভার মাসখানেক হ'লো ভয়ানক অসুখ—বাঁচবার আশা নেই।

সপ্তমী! এবার সুপ্রভাদের বাড়ীতে নিরানন্দেই মার পুজো আরম্ভ হ'য়েছে।

আজ সুপ্রভার অবস্থা ভয়ানক খারাপ। সুবিমল এসে সেই যে মাথার কাছে ব'সেছে আর ওঠেনি! খুব সতর্কের সাথে রুমালে বারে বারে চোখ মুচছে।

আজ আর সুবিমল কিছুতেই স্থির থাক্‌তে পারছে না। সুপ্রভার শীর্ণ হাতখানা নিজের হাতের মধ্যে নিয়ে চোখের জলের সাথে সুবিমল ব'ল্‌লো: সু, আজ আমায় ক্ষমা ক'রো, আজ আর সমাজের ভয়ে এই ব্যাকুল বাসনার অপমৃত্যু ঘট্‌তে দেবো না। ব'ল্‌তে বল্‌তে সুপ্রভার হাত দু'খানা সুবিমল নিজের অশ্রুসিক্ত মুখখানায় চেপে ধ'র্‌লো।

সুপ্রভা আস্তে আস্তে বললো: ছিঃ

শেষ সময়ে আর ভুল ক'রো না, এতোদিনের সাধনা এক মুহূর্ত্তে ভেঙ্গ না।

ধীরে হাত দু'খানা ছেড়ে দিয়ে সুবিমল ব'ললো উদাস স্বরে: এমনি এক সপ্তমীতে যেদিন তোমায় দেখেছিলাম—তুমিই সেদিন আমার চোখে জগতখানাকে নূতন ক'রে তুলে ধরেছিলে। সেদিন স্বপ্নেও ভাবিনি, যে এমনি এক সপ্তমীতে—সব চেয়ে যেটি আমার জীবনের সার্থকের দিন সেইরকম একটি দিনেই আমার জীবন আবার ব্যর্থ হবে—এমনি করেই হারাবো তোমায় সু। সুবিমল সুপ্রভার রুক্ষ একরাশি চুলে আঙ্গুল চালনা করতে লাগলো।

সুপ্রভার গাল্ বেয়ে অঝোরে জল ঝ'রে প'ড়ছিলো। সে আস্তে আস্তে ব'ললো: তুমি দুঃখ ক'রো না। যদি অন্তরের সাথে আমায় ভালোবেসে থাক তবে যখনি অন্তরের প্রতি দৃষ্টিপাত ক'রবে তখনি আমায় দেখতে পাবে। সত্যিকার ভালবাসার মধ্যে হারানো বা পাওয়া ব'লে কোন জিনিষ নেই—আবার খানিকক্ষণ জিরিয়ে সুপ্রভা ব'ললো: তুমি অমন ক'রে কেঁদ না, আমি জন্মান্তরে তোমারি অপেক্ষায় থাকবো। যদি জন্মান্তর মানো তবে আমার এই কথা বিশ্বাস করো। সুপ্রভা নিস্তেজ হ'য়ে পড়ছিলো।

সুপ্রভার কথায় উল্লসিত হয়ে সুবিমল ব'ললো আবার সুপ্রভার হাতখানা ধরে: সত্যি আমারি অপেক্ষায় তুমি থাকবে সু?

অতি কষ্টে সুপ্রভা মৃদু হেসে ব'ললো: হ্যাঁ, শুধু তোমারি অপেক্ষায় আমি থাকবো।

সুপ্রভা শেষ নিশ্বাস ত্যাগ ক'রলো।

সুবিমল সুপ্রভার হাতখানা ধ'রেই বলে উঠলো: জন্মান্তরে যাতে তোমায় স্ত্রীরূপে পাই তার জন্যে আমি সারা জীবন—হ্যাঁ তারই জন্যে আমিও জীবনভোর তপস্যা ক'রবো সু।

ম্যানেজার—নাচা আর লাফানোতে তফাৎ কি?

নাচিয়ে—জানি না।

ম্যা—তা বুঝতেই পারছি।

*

বড়লোক—আমি কখখনো কোনো দেবালয়ে যাই না।

সাধু—কেন?

ব. লো.—সেখানে যত সব ভণ্ডের আড্ডা।

সা—আর একটা বাড়লে কিছু ক্ষতি হবে না।

*

টিকিট কালেক্টার—আপনার ছেলের বয়েস নিশ্চয় পাঁচ বছরের বেশী—ওর ভাড়া দিতে হবে।

নারী—তোমার ভারি স্পর্দ্ধা, তোমার নামে আমি রিপোর্ট ক'রবো। আমার বিয়েই হ'য়েছে মোটে চার বছর।

টি কা.—আপনার দুষ্কৃতির কথা শোনবার সময় নেই, ভাড়াটা চট্ ক'রে দিয়ে দিন্।

*

দোকানদার—এই বইয়ে আপনার অর্দ্ধেক কাজ হবে।

ছাত্র—তবে আমাকে ঐ বই দু'খানা দিন্।

—সাউণ্ড বক্স

HIS MASTER'S VOICE RECORDS

December—1935.

ডিসেম্বর মাসে গ্রামোফোন কোম্পানী ১১ খানি একক ও ৯ খানি রেকর্ডে সমাপ্ত 'সুভদ্রা' পালার রেকর্ড—মোট ২০ খানি রেকর্ড প্রকাশ করিয়াছেন। সবগুলি রেকর্ডের সমালোচনা নিম্নে প্রদত্ত হইল।

*

P. 11801. অন্ধ-গায়ক কৃষ্ণচন্দ্র দে এই রেকর্ডে ভজন ও বাউল গান গাহিয়াছেন। "যার লাগি তোর কাঁদে রে প্রাণ সেই ত' ভগবান" ও "তারে তুই ভুলিস না রে মন" গান দুটির রচনা সুন্দর। সুর ও গাওয়া মামুলী ভজন ও বাউলের ন্যায় নয়—বেশ একটু নূতনত্ব আছে। তদুপরি গায়কের দরদী কণ্ঠে গান দুটি সুখশ্রাব্য হইয়াছে।

*

N. 7442 শ্রীমতী ইন্দিরা সেন 'মোর দেহ-দেউল 'পরে পূজার বেদিকা' ও 'আমার পূজায় প্রিয় তুমি আজ দেবতা হলে' ভজন গান দুটি গাহিয়াছেন। এখন ভজন গানের হিড়িক লাগিয়াছে, তাই একই issueতে একই কোম্পানী ৩।৪ খানি ভজন গান বাহির করিতেছেন। ব্যবসার দিক দিয়া ইহা ভাল কি মন্দ, ব্যবসায়ীরা বিচার করিবেন। গান দুটি মন্দ হয় নাই।

*

N. 7443 মিস্ আঙুরবালার দু'খানি ভজন গান প্রকাশিত হইয়াছে। 'অন্তরে তুমি আছ চিরদিন' ও 'আমার বিফল পুষ্পাঞ্জলি' গান দুটির সুর ও গাওয়া মন্দ হয় নাই। গায়িকা গানে প্রাণ-সঞ্চার করিতে পারেন নাই।

*

N. 7444 মিস্ মাণিকমালা একটি কীর্ত্তন ও 'বিষ্ণুপ্রিয়া' হইতে একটি কীর্ত্তনাঙ্গ গান এই রেকর্ডে গাহিয়াছেন। গান দুটি 'অঙ্কুর তপন তাপে যদি জারব কি করব বারিদ মোহে' ও 'ঐ বাজে শ্যামের বাঁশরী বাজে'। মাণিকমালার কণ্ঠে কীর্ত্তন এই প্রথম শুনিলাম। বিদ্যাপতির কীর্ত্তন গায়িকার অনাড়ম্বর গাহিবার প্রণালীতে ও

সুমিষ্ট কণ্ঠে সুখশ্রাব্য হইয়াছে। দ্বিতীয় গানটিও সুগীত হইয়াছে।

*

N. 7445 শ্রীহরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, তুলসীদাস ও কবীর সাহেবের মৌলিক ভজন গান রেকর্ড করিয়াছেন। "শ্রীরি রামচন্দ্র কৃপাল ভজ মন" ও 'গগন ন দহে পবন ন মগনে' গান দুটি শুনিয়া আনন্দ পাওয়া গেল। কবীরের ভজন গানটির সহিত সুকণ্ঠের যোগ গানকে মাধুর্য্যমণ্ডিত করিয়াছে।

*

N. 7446 মিঃ কে, মল্লিক রামপ্রসাদী ও শ্যামা সঙ্গীত রেকর্ড করিয়াছেন। "কালী নামের গণ্ডী দিয়ে" রামপ্রসাদী গানটি রচনা ও ভাবের সৌন্দর্য্যে ভরপুর। 'আয় মা সাধন সমরে' গানটিও মন্দ লাগিল না। বহুকাল পূর্ব্বে শ্রীনারায়ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় এ গানটি রেকর্ডে যেরূপ সুন্দর গাহিয়াছিলেন, কে, মল্লিকের কণ্ঠে সেরূপ লাগিল না।

*

N. 7447 কুমারী কল্যাণী গুপ্ত (এ্যামেচার) দু'খানি আধুনিক গান রেকর্ড করিয়াছেন। 'সুন্দর অতিথি এস এস কুসুম ঝরা বনপথে' গানটির গোড়ায় ও বিরাম কালে অর্কেষ্ট্রা বাজিয়াছে। কণ্ঠ-সঙ্গীত অপেক্ষা যন্ত্র-সঙ্গীত অধিকতর মনোরম লাগিল। সুর যোজনায় কোন মাধুর্য্য নাই। 'মন দিয়ে যে দেখি তোমায়' গানটি সাদাসিধা ভাবে হারমোনিয়ামের সহিত গীত হইয়াছে। মন্দ লাগিল না।

*

N. 7448 আব্বাসউদ্দীন আহম্মদ ঈদ উপলক্ষে দু'খানি ইসলামী সঙ্গীত গাহিয়াছেন। 'যাবার বেলা সালাম লহ হে পাক রমজান' ও 'এল আবার ঈদ ফিরে এল আবার ঈদ' গান দুটি মুসলমান মাত্রেরই ভাল লাগিবে।

*

N. 7458 মিস্ প্রমোদা 'দেখলে তোমায় বাসতে ভাল হয় না কারো ভুল' ও 'সজনে তলায় ও সজনি! যাস্‌নে ভুলে আজ' হালকা সুরের গান দুইটি এই রেকর্ডে গাহিয়াছেন। যাঁহারা এ শ্রেণীর গান পছন্দ করেন, তাঁহাদের ভাল লাগিতে পারে।

*

N. 7459 অতিবল সিংহ কমিক কথা বলিয়াছেন। 'পাঁচ-আইন' ও 'সাহেব ডাক্তার ও গেঁয়ো রোগী' কৌতুক কথা শুনিলাম। বিষয় নির্ব্বাচন পুরাতন। এ শ্রেণীর dull কমিক শিক্ষিত সমাজের সকলের ভাল লাগে না। সাধারণ শ্রেণীর শ্রোতার হয়ত' ভাল লাগিতে পারে।

*

N. 7461 শ্রীগিরীণ চক্রবর্ত্তী ভাটিয়ালী গান গাহিয়াছেন। 'নাও আনরে বাই নাও আনরে' এবং 'সামাল সামাল ডুবলো তরী' গান দুটিকে folk song বলা যাইতে পারে। পূর্ব্ব বঙ্গের মাঝি-মাল্লার গান যাঁহারা শুনিয়াছেন, তাঁহারা গায়কের প্রশংসা করিবেন। বৈচিত্র্য হিসাবে আমাদের মন্দ লাগিল না।

*

'সুভদ্রা' পালার সমালোচনা বারান্তরে পত্রস্থ হইবে। উক্ত পালাটি আমরা এখনও শুনিয়া উঠিতে পারি নাই। আশা করি, পাঠকবর্গ ত্রুটী মার্জ্জনা করিবেন।

পাঁচ কথা

ই, আই, রেলওয়ে

আগামী ২৩শে জানুয়ারী তারিখে যে অমাবস্যা লাগিবে, তাহাতে এবার প্রয়াগ-সঙ্গমে অর্দ্ধকুম্ভ যোগ। এই যোগ উপলক্ষ্যে ভারতের বহু হিন্দু নরনারী প্রয়াগ-সঙ্গমে গিয়া স্নানপুণ্যার্জ্জন করিবেন বলিয়া ইষ্ট ইণ্ডিয়ান রেলওয়ে কর্ত্তৃপক্ষ বর্দ্ধিত কালের জন্য সাপ্তাহিক যাতায়াতের সস্তা টিকিটের প্রচলন তো করিয়াছেনই, উপরন্তু হাওড়া হইতে একটি স্পেশাল ট্রেন ছাড়িবারও ব্যবস্থা করিয়াছেন, যাহার বিশেষ বিবরণ এই সংখ্যাতেই বিজ্ঞাপনে দ্রষ্টব্য। এই স্পেশ্যালের যাত্রীগণ হাওড়া ও মধ্যবর্ত্তী যে কোন ষ্টেশন হইতে উঠিয়া একেবারে বরাবর প্রয়াগ-সঙ্গমে গিয়া পৌছিবেন, পথিমধ্যে কোথাও নামা-উঠা করিতে হইবে না। এই গাড়ীর সঙ্গে নিউ হিন্দুস্থান রেঁস্তোরার হিন্দু খাদ্যের গাড়ী থাকিবে, সেখানে পথিমধ্যে যাত্রীগণ ইচ্ছানুরূপ ভাল খাবারও পাইবেন। আর সর্ব্বাপেক্ষা সুবিধা রেল কর্ত্তৃপক্ষ দিয়াছেন, এই গাড়াখানি সঙ্গম ষ্টেশনের সাইডিং-এ থাকিবে, যাত্রীগণ তাঁহাদের জিনিষপত্র গাড়ীতেই রাখিয়া নিশ্চিন্তভাবে এই গাড়ীতে রাত্রি বাস করিয়া, পর দিন অমাবস্যা ছাড়িবার মুখে দ্বিতীয়বার স্নান করিয়া সেই গাড়ীতেই প্রত্যাবর্ত্তন করিতে পারিবেন। কাজেই সস্তা ভাড়ায় যাতায়াত, গাড়ীতে বসবাস, গাড়ীতেই খাওয়া দাওয়া এবং স্নানপুণ্যার্জ্জন নাম মাত্র খরচে ব্যবস্থা করিয়া, কর্ত্তৃপক্ষ বাস্তবিকই জনসাধারণের আন্তরিক কৃতজ্ঞতার পাত্র হইয়াছেন।

বি, এন্, রেলওয়ে

সুলভ ভাড়ায় বড়দিনের বন্ধে দক্ষিণ ভারতের জগৎ-প্রসিদ্ধ মন্দিরাবলী দর্শন করিয়া ও কয়েকদিন বায়ু পরিবর্ত্তন করিয়া, পুনরায় নিজ নিজ কার্য্য ক্ষেত্রে অবতরণ করিবার জন্য বেঙ্গল নাগপুর রেলওয়ে অভাবনীয় সুযোগ দিয়াছেন। এতদিন একমাত্র বি, এন্ আরই দক্ষিণ ভারতের যাত্রীদিগকে আকর্ষণ করিতেন, এবার, বি, এন্, আরের সহিত এম্, এস্, এম ও এস্, আই, রেলওয়েও যোগদান করিয়া দক্ষিণাপথের যাত্রীদিগকে সুদূরে আহ্বান করিতেছে।

ঈ, বি, রেলওয়ে

ইষ্টার্ণ বেঙ্গল রেলওয়ে কর্ত্তৃপক্ষ এবার বড়দিনের মধ্যে সস্তা ভাড়ায় এক অভিনব কনসেসান দিয়াছেন! ইণ্টার ও থার্ড ক্লাসের যাত্রীরা নামমাত্র মূল্যে ঈ, বি, আরের বড় লাইন কিম্বা ছোট লাইন্, অথবা বড় ছোট যুক্ত সমগ্র ঈ, বি, রেলওয়ের উপর (মায় ফেরী ষ্টীমার পর্য্যন্ত) উক্ত টিকিটে ১৫ই ডিসেম্বর হইতে ৩১শে ডিসেম্বরের মধ্যে যে কোনও স্থানে যতবার ইচ্ছা যাতায়াত করিতে পারেন। ব্যবসাদার বিক্রেতা কিম্বা আত্মীয় বন্ধু দর্শনেচ্ছু ব্যক্তিগণ ইহাতে যে বিশেষ লাভবান হইবেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। ট্রাম বাসের মাসিক টিকিটের মত এ টিকিটে যতবার ইচ্ছা যাতায়াত করিতে ও পথিমধ্যে যেখানে খুসী সেখানে নামিতেও পারা যাইবে। আশা করি, ঈ, বি, রেল কর্ত্তৃপক্ষের এ সদৃদৃষ্টান্ত অচিরে অন্যান্য রেল কোম্পানীও গ্রহণ করিয়া জনসাধারণের প্রকৃত উপকারে যত্নবান হইবেন।

শুভ-বিবাহ

গত শুক্রবার ৬ই নভেম্বর শ্রীঅজিত মোহন দাস গুপ্তের সহিত শ্রীমতী আভারাণীর শুভ পরিণয় হইয়া গিয়াছে। অজিত মোহন সুপ্রসিদ্ধ ভারত ফোটোটাইপ ষ্টুডিওর স্বনামধন্য সত্ত্বাধিকারী শ্রীললিত মোহন গুপ্তের জেষ্ঠ পুত্র। অমরা এই নব দম্পতির দীর্ঘ ও শান্তিময় জীবন কামনা করি।

বীমা-প্রসঙ্গ

সংবাদিকা

—পদ্মপাদ

হিন্দুস্থান কো-অপারেটিভ

সম্প্রতি নদীয়া, মুর্শিদাবাদ, খুলনা প্রভৃতি স্থানে কার্য্য-প্রসারের কালে কৃষ্ণনগরে একটি সাব্ অফিস খোলা হইয়াছে। এজেন্সি সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট্ ডাঃ নলিনাক্ষ সান্ন্যাল অফিসের উদ্বোধন সময়ে উপস্থিত থাকিয়া একটি নাতিদীর্ঘ বক্তৃতায় জীবনবীমার সার্থকতা ও স্বদেশী বীমা কোম্পানীর দেশ-বাসীর উপর দাবীর বিষয় উল্লেখ করেন। সভাপতি জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট্ একটি সরস সুন্দর বক্তৃতায় হিন্দুস্থানের খ্যাতি প্রতিপত্তির কথা উল্লেখ করিয়া দেশবাসীকে হিন্দুস্থানের সহিত সহযোগিতা করিতে অনুরোধ করেন।

*

গত সপ্তাহে ডাঃ সান্ন্যাল বীরভূম জেলায় শিউড়ি, বোলপুর প্রভৃতি স্থানে সোসাইটির কাজকর্ম্ম পরিদর্শনে গিয়াছিলেন। শিউড়ি সভায় জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট, জজ ও পুলিশ সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট, বারের বিশিষ্ট নেতৃবৃন্দ ও সহরের অনেক ভদ্রলোক উপস্থিত ছিলেন। ইহা ছাড়া বিভিন্ন স্থানে কয়েকটি সাধারণ সভা ও চা-পার্টিতে ডাঃ সান্ন্যালকে অভ্যর্থনা করা হয়। ডাঃ সান্ন্যাল উপস্থিত ভদ্রমণ্ডলীর সহিত ভারতীয় জীবনবীমা ও বিশেষ করিয়া জীবনবীমা সম্পর্কে বাঙালীর ইতিকর্ত্তব্য সম্বন্ধে আলোচনা করেন।

*

সোসাইটির ডিব্রুগড় অফিসে, সুবিখ্যাত এটর্ণি ও কাউন্সিলার প্রভুদয়াল হিম্মৎসিংকাকে একটি পার্টিতে অভ্যর্থনা করা হয়। মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান, বার এসোসিয়েশনের সভাপতি প্রভৃতি সহরের বিশিষ্ট ভদ্র ব্যক্তিগণের উপস্থিতিতে প্রীতি-সম্মিলনীটি বিশেষ ভাবে সার্থক হইয়াছিল।

হিন্দু মিউচুয়াল

বিশেষ আনন্দের কথা কয়েকদিন পূর্ব্বে চিত্তরঞ্জন এভিনিউ-এ হিন্দু মিউচুয়ালের নব-গৃহ-নির্ম্মাণের প্রাথমিক অনুষ্ঠান ভিত্তি স্থাপন-কার্য্য সুসম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত দুর্গাচরণ সাংখ্য বেদান্ততীর্থ মহাশয়ের পৌরহিত্যে কোম্পানীর সেক্রেটারী স্বনামধন্য বীমাবিদ্ শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র রায় এম-এ, বি-এল মহাশয়ের দ্বারা যথারীতি হিন্দু শাস্ত্রানুযায়ী হোম ও স্বস্তি-বাচন পাঠের পর অনুষ্ঠানান্তে গৃহভিত্তি স্থাপিত হইয়াছে।

*

হিন্দুমিউচুয়াল বাঙ্গলা দেশের প্রাচীনতম এবং ভারতের মধ্যেও অন্যতম প্রাচীন বীমা প্রতিষ্ঠান। এই প্রতিষ্ঠানের সেক্রেটারী শ্রীযুক্ত রায় মহাশয় এই কোম্পানীকে যে বিপর্য্যয়ের হাত হইতে রক্ষা করিয়া বর্ত্তমানে সুদৃঢ় আর্থিক ভিত্তির উপর সংস্থাপিত করিয়াছেন তাহা' ভারতীয় বীমার ইতিহাসে বিশেষ স্মরণীয় ঘটনা। আমাদের দেশে সুপরিচালিত একমাত্র বীমাকারীগণের স্বার্থে নিয়ন্ত্রিত প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা খুব কম—তারই মধ্যে 'হিন্দুমিউচুয়ালের এই নব গৃহ-নির্ম্মাণের উদ্যোগ আয়োজনে বাঙ্গালী মাত্রেই গৌরব অনুভব করিবে!

"এম্পায়ার অফ ইণ্ডিয়া"

স্থানীয় শাখা কার্য্যালয়ের অন্যতম কর্ম্ম-কর্ত্তা শ্রীযুক্ত অমিয়কুমার সেন কোম্পানীর কার্য্যপরিদর্শন ব্যপদেশে পূর্ব্ববঙ্গে 'টুরে' গিয়াছিলেন। পূর্ব্ববঙ্গের প্রত্যেক কেন্দ্রেই 'এম্পায়ার'-এর কাজকর্ম্ম ক্রমশঃই উন্নতির পথে অগ্রসর হইতেছে। 'এম্পায়ার'এর সম্প্রতি ঘোষিত 'ইনটারিম বোনাস' সম্পর্কে প্রত্যেক স্থানেই মিঃ সেনকে বিশেষভাবে অভিনন্দিত করা হয়।

'আর্য্যস্থান'

রাচিতে কোম্পানীর একটি অফিস খোলা হইয়াছে। ফিনান্স মেম্বার অনারেবল মিঃ এন. এন, সিংহ উদ্বোধন-কার্য্য সম্পন্ন করেন। সভায় গণ্যমান্য অনেক ভদ্রলোক এই শিশু কোম্পানীর কল্যাণ কামনা করিয়া বক্তৃতা দেন।

*

কোম্পানীর ম্যানেজার মিঃ এস, সি, রায় সম্প্রতি ঢাকায় কোম্পানীর কার্য্য পরিদর্শন ব্যপদেশে গিয়াছিলেন। সেখানে একটি সভায় তাঁহাকে অভ্যর্থনা করা যায়। অর্থ-নীতির রিডার ডাঃ এইচ, এল, দে, ডি, এস, সি, সভার পৌরহিত্য করেন। ঢাকা সহরের অনেক গণ্যমান্য ব্যক্তি বক্তৃতা করার পর মিঃ রায় কোম্পানীর তরফে বক্তৃতা দেন। সভায় ৪০,০০০ টাকার বীমা পত্র সংগৃহীত হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ।

*

কোম্পানীর প্রতিনিধি সম্প্রতি রংপুর, কুচবিহার, জলপাইগুড়ি প্রভৃতি স্থান পরিদশন করিয়া হেড্ অফিসে ফিরিয়াছেন। আর্য্যস্থান ক্রমশঃই বাঙলার চারিদিকে কর্ম্মক্ষেত্র বিস্তারের চেষ্টা করিতেছেন—আশার কথা সন্দেহ নাই।

চিত্র পরিচিতি

—অভিমন্যু

[আগামী শনিবার হইতে যে সব বিদেশী ছবি কলিকাতায় মুক্তিলাভ করিবে তাহাদের অগ্রিম সংক্ষিপ্ত পরিচয়। সুতরাং কোনো বিদেশী ছবি দেখিতে যাওয়ার পূর্ব্বে আমাদের "চিত্র-পরিচিতি" স্তম্ভটি পড়িয়া গেলে, চিত্রপ্রিয়রা লাভবান হইবেন। —দীঃ সঃ

অ্যানা ক্যারেনিনারূপে গ্রেটা গার্বো

Anna Karenina

মেট্রোয় দেখানো হইবে, শ্রেষ্ঠাংশে গ্রেটা গার্বো, ফ্রেডরিক মার্চ, ফ্রেডি বার্থোলোমিউ, মরীন ও সালিভান, মে রবসন, রেজিনাল্ড ডেনি প্রভৃতি। মেট্রোর ছবি, পরিচালনা করিয়াছেন ক্লারেন্স ব্রাউন।

কাউণ্ট ভ্রনস্কি মস্কো ষ্টেশনে অ্যানা ক্যারেনিনাকে দেখিয়াই মুগ্ধ হয়। একই ট্রেণে ক্যারেনিনা ও ভ্রনস্কির মাতা আসিতেছিলেন। ভ্রনস্কির মাতা কাউণ্টেস ভ্রনস্কি অ্যানার সহিত কাউণ্টের পরিচয় করাইয়া দিলেন। কাউণ্ট ভ্রনস্কিও বেশ সুপুরুষ ছিলেন এবং দেশে তাহার খুব খ্যাতি ও প্রতিপত্তি ছিল। অ্যানার স্বামী ক্যারেনিন অ্যানাকে খুব ভালবাসিতেন। অ্যানা যখন যাহা চাহিয়াছে তিনি তখনই তাহাকে তাহা দিয়াছেন। স্বামীর নিকট অ্যানার কোন অভিযোগ নাই। তাহার উপর সে সার্জ্জি নামক একটি সুন্দর পুত্রের জননী। এদিকে অ্যানার ভাই ষ্টিভা তাহাকে ষ্টেশনে লইতে আসিয়াছিল। সে বলিতে লাগিল যে তাহার স্ত্রী ডলির সহিত তাহার বনিবনা হয় না। ডলির ছোটবোন কিটি তাহার সহিত ষ্টিভার বাড়ীতেই থাকিত। সে ভ্রনস্কিকে ভালবাসিত। কিন্তু অ্যানাকে দেখিয়া ভ্রনস্কি কিটির কথা ভুলিয়া অ্যানার উপর অনুরক্ত হইল বেশী। কিছুদিন পরে অ্যানা সেণ্ট পিটার্সবার্গে চলিয়া গেল। ভ্রনস্কিও তাহার সঙ্গে গেল। এদিকে অ্যানার স্বামী ক্যারেনিন অ্যানাকে বলিল যে সে যেন আর ভ্রনস্কির সহিত দেখা না করে, কারণ তাহাতে তাহার মনে সম্ভ্রমের হানি হইবে। ছেলের মায়া কাটাইয়া অ্যানা ভ্রনস্কির সঙ্গে পলাইয়া গেল ইটালীতে। কিছু দিন পরে যখন আবার অ্যানা ফিরিয়া আসিল তখন আর তাহার স্বামী গৃহে স্থান দিলেন না। এমন কি ছেলেকে একবার দেখিতে পর্য্যন্ত দিলেন না। এদিকে ভ্রনস্কিও সেনাধ্যক্ষের পদ পরিত্যাগ করিয়া অ্যানাকে লইয়া অন্য এক দেশে চলিয়া গেল! কিছুদিন সেখানে একা বাস করার পর ভ্রনস্কি আবার সেনানী পদে নাম লিখাইল। ইহাতে দু'জনের মধ্যে একটু মনোমালিন্যের সৃষ্টি হইল। ভ্রনস্কি চলিয়া যাইবার সময় তাহাকে বিদায় সম্ভাষণ পর্য্যন্ত করিল না। ইহাতে অ্যানা মর্ম্মাহত হইল। এ বিশ্বে সে একা। গৃহহীন, সঙ্গীহীন সহায়হীন অবস্থায় তাহার চোখে জল আসিল। তবু আশায় বুক বাঁধিয়া যখন ষ্টেশনে ভ্রনস্কির সহিত শেষ দেখা করিতে গেল তখন ট্রেণ ছাড়িয়া দিয়াছে। জীবনের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হইয়া একখানি চলন্ত ট্রেণে পড়িয়া অ্যানা জীবন বিসর্জ্জন দিল। তাহার হাত ব্যাগের ভিতর হইতে পাওয়া গেল মাত্র একখানি ভ্রনস্কিকে উদ্দেশ করিয়া লিখিত চিঠি ও তাহার ছেলের একখানি ফটো।

অ্যানা ক্যারেনিনার ভূমিকায় গার্বো ও কাউণ্ট ভ্রনস্কির ভূমিকায় ফ্রেডরিক মার্চের অভিনয় হইয়াছে অনবদ্য! 'সার্জ্জির' ভূমিকাটি ছোট হইলেও ফ্রেডি বার্থোলোমিউ তাহার যথাযথ সদ্ব্যবহার করিয়াছে। অন্যান্য ভূমিকাগুলি সু-অভিনীত হইয়াছে। এ ছবিখানিকে এবৎসরের অন্যতম শ্রেষ্ঠ চিত্র বলিলে কেহই বোধ হয় আপত্তি করিবেন না।
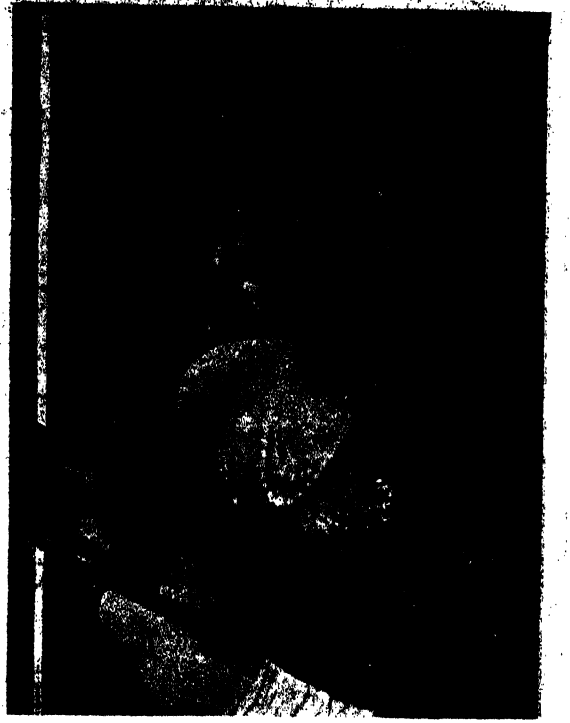
SISTERS UNDER SKIN

মায়ায় দেখানো হইবে, শ্রেষ্ঠাংশে এলিসা ল্যাণ্ডি, ফ্রাঙ্ক মরগান, যোসেফ শিল্ডক্রাউট, শার্লি গ্রে প্রভৃতি। কলম্বিয়ার ছবি, পরিচালনা করিয়াছেন ডেভিড বার্টন।

জন হাণ্টার ইয়েটস ছিল ক্রোড়পতি। তাহার স্ত্রী ছিল স্বাধীন মতাবলম্বী। দিবারাত্র আমোদ আহ্লাদেই দিন কাটাইত। একদিন এক ডিনার পার্টিতে জন ব্লসম বেলি নাম্নী এক গায়িকার সঙ্গে পরিচিত হইল। জন বেলিকে অনুরোধ করিল তাহার সহিত ইয়োরোপ বেড়াইতে যাইতে। বেলি ছিল একজন থিয়েটারের অভিনেত্রী। সে তো তাহাই চায়। তাহারা দু'জনে প্যারিসে গেল। সেখানে জনের পুরাতন সঙ্গীত শিক্ষক জুকোস্কিকে দেখিতে পাইল। জুকোস্কি বেলিকে দেখিয়াই প্রেমে পড়িল। বেলি জনের প্রতি কৃতজ্ঞতাস্বরূপ জুকোস্কিকে প্রত্যাখ্যান করিল। নিউ ইয়র্কে ফিরিয়া আসিয়া জন বুঝিতে পারিল যে বেলি ও জুকোস্কি উভয়েই উভয়কে ভালবাসে। তাহার

জন্ত জুকোস্কি প্যারিস হইতে নিউ ইয়র্কে চলিয়া আসিয়াছিল। জন জুকোস্কিকে খুন করিতে দৃঢ়সংকল্প হইল। কিন্তু পরে তাহার খেয়াল হইল যে তাহার যৌবন আর নাই। এই ভাবিয়া বেলি ও জুকোস্কিকে মুক্তি দিল।

ছবিখানিতে এলিসা ল্যাণ্ডি সুন্দর অভিনয় করিয়াছেন। এবং অন্যান্য ভূমিকাগুলিও সুঅভিনীত হইয়াছে।

THE DARK ANGEL

নিউ এম্পায়ারে দেখানো হইবে, শ্রেষ্ঠাংশে ফ্রেডরিক মার্চ্চ, মার্লে ওবেরণ, হার্বার্ট মার্শাল, জ্যানেট বীচার, জন হ্যালিডে প্রভৃতি। ইউনাইটেড আর্টিষ্টের ছবি, পরিচালনা করিয়াছেন সিডনী ফ্রাঙ্কলীন।

অ্যালেন, কিটি ও জেরাল্ড এই তিন জনই তিনজনকে পরস্পর ভালবাসিত। অতি শিশু কাল হইতেই তিনজনে এক সঙ্গে খেলাধূলা করে। ক্রমে তাহারা কৈশোর হইতে যৌবনে পদার্পন করিল। তখনও তাহাদের বন্ধুত্ব অক্ষুন্ন ছিল। কিন্তু যখন যুদ্ধ বাধিল তখন অ্যালেন ও জেরাল্ড যুদ্ধ ক্ষেত্রে চলিয়া গেল। তখনও কিটি দুইজনকেই সমান ভালবাসিত। কিছুদিন পরে অ্যালেন ও জেরাল্ড কয়েক দিনের ছুটি লইয়া দেশে ফিরিয়া আসিল। কিটি বুঝিতে পারিল যে অ্যালানকেই সে বেশী ভালবাসে। দুইজনে বিবাহের জন্য প্রস্তুত হইল। কিন্তু টেলিগ্রাম আসিল সেনাপতির নিকট হইতে যে পরদিনই তাহাদিগকে যুদ্ধক্ষেত্রে ফিরিতে হইবে। সেই রাত্রি অ্যালান ও কিটি একত্রে একটি সরাইখানায় গিয়া রাত্রি কাটাইল।

তাহার কিছুদিন পরে জেরাল্ডের নিকট হইতে অ্যালান ছুটি চাহিল, জেরাল্ড তাহার ছুটি মঞ্জুর করিল না। দুইজনেই এক সঙ্গে রণস্থলে গেল। জেরাল্ড একা আহত হইয়া ফিরিয়া আসিল, অ্যালানের কোন সন্ধানই পাওয়া গেল না। সকলেই ভাবিল যে অ্যালান আর ইহজগতে নাই। তারপর যুদ্ধ শেষে জেরাল্ড একা বাড়ী ফিরিয়া আসিল। এদিকে অ্যালান প্রাণে মরে নাই বটে কিন্তু অন্ধ হইয়া শত্রুশিবিরে ছিল। যুদ্ধ-শেষে তখন সে মুক্তি পাইল তখন সে আর বাড়ী গেল না। সে অন্ধ—সকলেই তাহাকে অনুকম্পা করিবে এই চিন্তা অহর্নিশ তাহার মনের মধ্যে কাঁটার মত বিঁধিতে লাগিল। সে অন্য এক স্থানে গিয়া নাম ভাঁড়াইয়া বাস করিতে লাগিল। সে একখানি বই লিখিল। অর্থাৎ সে বলিয়া যায় গৃহকর্ত্রী লিখে। একদিন অ্যালান শুনিতে পাইল যে জেরাল্ড ও কিটি শীঘ্রই বিবাহিত হইবে। তাহার পর জেরাল্ড যখন অ্যালানের খোজ পাইল তখন কিটিকে সঙ্গে করিয়া অ্যালানে[র] কাছে আসিয়া উপস্থিত হইল। অ্যালান কিটিকে বলিল জেরাল্ডকে বিবাহ করিয়া সুখী হইতে। কিটি তাহাকে বলিল যে সে আসলে অ্যালানকেই ভালবাসে। অন্ধ হইলে কি হয়—আগেও যে কিটির নিকট যেমন ছিল এখনও ঠিক সেইরকমই আছে। কিটি ও অ্যালান মিলিত হইল।

এই ছবির নির্ব্বাক সংস্করণে অভিনয় করিয়া রোণাল্ড কোলম্যান ও ভিলমা ব্যাঙ্কি উভয়েই ষ্টার শ্রেণীতে উন্নীত হইয়াছিলেন। অভিনয়ের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা আমাদের ভাল লাগিয়াছে ফ্রেডরিক মার্চ্চের অ্যালান। তাহার সংযত ও অননুকরণীয় অভিনয় সকলকেই তৃপ্তি দিবে বলিয়া আমাদের বিশ্বাস। মার্লে ওবেরণের অভিনয়ও হইয়াছে খুব প্রাণবন্ত। অন্যান্য ভূমিকাগুলিও সু অভিনীত হইয়াছে। পরিচালনা-নৈপুণ্য প্রশংসনীয়।

নাট্যমণ্ডপ

রাধা ফিল্মস

বহু প্রতীক্ষার পর এতদিনে রাধার "কণ্ঠহার" আগামী ২১শে ডিসেম্বর রূপবাণীতে মুক্তিলাভ করিবে বলিয়া ঘোষিত হইয়াছে। প্রকাশ, যে বাংলা দেশে এধরণের রোমাঞ্চকর ডিটেকটিভ নাটক আজ পর্য্যন্ত দেখা যায় নাই। শ্রীজহর গাঙ্গুলী, অহীন্দ্র চৌধুরী, নির্ম্মলেন্দু লাহিড়ী, ভূমেন রায়, ধীরাজ ভট্টাচার্য্য, কাননবালা, রাধারাণী প্রভৃতি খ্যাত-নামা তারকা অভিনেতা অভিনেত্রী সম্মিলন যেখানে হইয়াছে, সেখানে খুব ভাল জিনিষ দেখিতে পাইব বলিয়াই আশা করিতেছি। পরিচালক শ্রীজ্যোতিষ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিকট হইতে এবার নূতন কিছুর আশা করিতেছি।

রূপবাণী

আগামী শনিবার হইতে মেট্রোর 'ব্যারেটস অফ উইমপোল ষ্ট্রীট" দেখানো হইবে। নর্ম্মা শিয়ারার, ফ্রেডরিক মার্চ্চ, চার্লস লটন প্রভৃতির অননুকরণীয় অভিনয়ে চিত্রখানি সুসমৃদ্ধ।

রূপকথায় "স্বয়ম্বরা"

আগামী শনিবার এভারগ্রীণ পিকচার্সের দ্বিতীয় বাণী-চিত্র "স্বয়ম্বরা"র সাক্ষাৎ লাভ হইবে রূপকথার পর্দ্দায়। ইহাতে অভিনয় করিয়াছেন শ্রীললিত মিত্র, ভূপেন চক্রবর্ত্তী, রেনা ব্যানার্জ্জি, নমিতা রায়,হরিসুন্দরী (ব্ল্যাকী) প্রভৃতি। আলোকচিত্র ও সম্পাদনায় কাজ করিয়াছেন প্রবীন চিত্র-শিল্পী শ্রীদেবী ঘোষ। এভারগ্রীণের দ্বিতীয় ছবি বিজয়মাল্যভূষিত হউক।

উত্তরা ও শ্রী

এই শনিবার উত্তরায় কালী ফিল্মের 'প্রফুল্ল"র দর্শন পাওয়া যাইবে। ইহার ভূমিকালিপি আমরা পূর্ব্বেই পাঠকদের জানাইয়াছি।

প্রথমে বিজ্ঞাপিত হইয়াছিল যে "প্রফুল্ল" দিয়াই "শ্রী"র দ্বারোদ্ঘাটন হইবে, কিন্তু নির্ম্মাণ কার্য্য এখনও সমাপ্ত না হওয়ার দরুণ "প্রফুল্ল" উত্তরাতেই মুক্তিলাভ করিবে। "শ্রী"র উদ্বোধন হইবে সম্ভবতঃ ২১শে ডিসেম্বর একখানি মেট্রোর প্রসিদ্ধ ছবি লইয়া।

সনোরো পিকচার্স

আগামী শনিবার ২১শে ডিসেম্বর ছায়ায় ইহাদের প্রথম বাণী-চিত্র "খাসদখল" মুক্তিলাভ করিবে।

*

এবারে বড়দিনের বাজার বাস্তবিকই গরম দেখিতেছি।

থিয়েটারগুলিও চুপ করিয়া বসিয়া নাই। সকলেই নূতন নাটক খুলিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। নাট্যনিকেতনে শচীন্দ্রনাথের "নরদেবতা" মিনার্ভায় সুধীন্দ্র রাহার "শিবার্জ্জুন", রঙমহলে শরৎচন্দ্রের "চরিত্রহীন" ও নবনাট্যমন্দিরে জলধর চট্টোপাধ্যায়ের ও শিশিরকুমারের "রীতি মত নাটক"।

কণ্ঠহারের পরিবেশন

শ্রীযুক্ত মনোরঞ্জন ঘোষ, সুধীর চন্দ্র নান, প্রকাশ চন্দ্র নান্ ও রবীন্দ্রনাথ দত্ত—ক্লীন কর্পোরেশনের এই চারিজন পরিচালক এবং রূপবাণীর স্তম্ভ চতুষ্টয় ব্যক্তিগত ভাবে এখন হইতে বাংলা ছবির ডিষ্ট্রিবিউশনও লইবেন, স্থির করিয়াছেন। আর এই উদ্দেশ্যে, ইহারা রাধা ফিল্মের "কণ্ঠহার" ছবির পরিবেশন স্বত্ব ক্রয় করিয়া, বুকিং আরম্ভ করিয়া দিয়াছেন। আমরা ইঁহাদের এই নবীন উদ্যমের সর্ব্ববিধ সাফল্য কামনা করি।

বাণী মন্দিরে "দৌলতে দুনিয়া"

আমরা গত ৫ই ডিসেম্বর নিমন্ত্রিত হইয়া উক্ত নাটিকাখানি দেখিয়া আসিয়াছি। শ্রীযুক্ত আশুতোষ ভট্টাচার্য্যের প্রযোজনায় অভিনয় মন্দ হয় নাই। মোরাদ—আদিত্য ঘোষ, ফকির—গোকুল মুখোপাধ্যায়, নুরমহম্মদ—বিভোর ঘোষ, এবং রাজলক্ষ্মীর পেশমন বিবি ও দুর্গারাণীর মেহরা আমাদের ভাল লাগিয়াছে। কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আমরা এক বিষয়ে আকর্ষণ করিতেছি যে তাঁহারা যেন অচিরেই কয়েকটি সুশ্রী অভিনেত্রী সংগ্রহে মন সন্নিবেশ করেন।

দৃশ্যপট বেশ রুচিসম্মত। গানগুলি সুগীত হইয়াছে। বিশেষতঃ শ্রীমতী দুর্গারাণীর গানগুলি হইয়াছে খুব উপভোগ্য। নৃত্যগুলিও দর্শকদের আনন্দ পরিবেশনে সমর্থ হইয়াছে। আমরা এই প্রতিষ্ঠানের উন্নতি কামনা করি।

সঙ্গীত সম্মিলনী

গত ৩০এ নভেম্বর শনিবার সন্ধ্যা ৬টা ঘটিকার সময় নিউ পার্ক ষ্ট্রীটস্থ সঙ্গীত সম্মিলনীর মাসিক অধিবেশন হয়। এই অধিবেশনে সঙ্গীতবিশারদ শ্রীযুক্ত গিরিজা-শঙ্কর চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের ছাত্রীগণ তাঁহাদের উচ্চাঙ্গ হিন্দী গানে সকলকে পরিতুষ্ট করিয়াছিলেন। অতঃপর কুমারী শিবানী সরকারের নৃত্য ও তিনটি বালিকার বেহালা বাদ্য আমাদের ভাল লাগিয়াছিল। রাত্রি আট ঘটিকায় অনুষ্ঠান ভঙ্গ হয়।

সম্মিলনীর উপাধি পরীক্ষা আগামী মার্চ্চ মাসে গ্রহণ করা হইবে। সম্পাদিকা শ্রীযুক্তা প্রমদা চৌধুরাণী।

সম্পাদক—

শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায় শ্রীগিরিজা কুমার বসু

১২।৩।১, আপার সার্কুলার রোড, দীপালী প্রেসে মুদ্রিত ও দীপালী কার্য্যালয় হইতে দীপালীর স্বত্বাধিকারী—শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

প্রকাশ

ও সাফল্য
পাশাপাশি চলে !

বোম্বাই-কি-শেঠানী
আজই বুক করিয়া নির্ভাবনা হউন !

শামশের-ই-আরব
এই ছবি দেখাইয়া রজতনিক্কণে শ্রবণ পরিতৃপ্ত করুন।

স্নেহলতা
এই ছবি দেখাইয়া অর্থ ও যশ অর্জ্জন করুন।

—আসিতেছে—

গার্ড-অফ-অনার
অথবা
তলোয়ারের ধ্বনি
এবং
রিভেন্‌জ

কুরলা রোড, অন্ধেরি

সুপার ফিল্ম সার্কিট (বোম্বাই)
দেশাই এণ্ড কোং (লাহোর)
দোসানি ফিল্ম কর্পোরেশন (কলিকাতা)
কপুরচাঁদ এণ্ড কোং (বাঙ্গালোর)

আগামী বড়দিন ও নববর্ষের ছুটীতে

ঈস্‌টর্ণ
বেঙ্গল রেলওয়ের

উপর

মধ্যম ও তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রীসাধারণের সুবিধার্থে—

অবাধ-ভ্রমণ টিকিটের

ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

আগামী ১৫ই ডিসেম্বর (২৯শে অগ্রহায়ণ) হইতে ৩১শে ডিসেম্বর (১৫ই পৌষ) পর্য্যন্ত নিম্নলিখিত হারে টিকিট বিক্রয় হইবে ঃ—

	মধ্যম শ্রেণী	তৃতীয় শ্রেণী
বড় লাইনের (বড় গেজ)		
সমস্ত ষ্টেশন	১৫ টাকা	১০ টাকা
ছোট লাইনের (মিটার গেজ)		
সমস্ত ষ্টেশন	১৫ টাকা	১০ টাকা
বড় ও ছোট লাইনের (বড় ও মিটার গেজ)		
সমস্ত ষ্টেশন	২২॥০ টাকা	১৫ টাকা

এই টিকিটে ২০শে ডিসেম্বর (৪ঠা পৌষ) হইতে ৫ই জানুয়ারী (২০শে পৌষ) রাত্রি ১২টা পর্য্যন্ত যেখানে এবং যতবার ইচ্ছা ভ্রমণ করা যাইবে ও রেলওয়ে ফেরা ষ্টীমারে পারাপার চলিবে।

টি/২৮৯/৩৫ — এন. ডি, কলডার
কলিকাতা ৬ই ডিসেম্বর, ১৯৩৫। — ট্রাফিক ম্যানেজার

দীপালী

DIPALI

বাংলার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সাপ্তাহিক

রাধা ফিল্মের "কণ্ঠহারে"র নায়িকা শ্রীমতী কাননবালা।

দীপালী
DIPALI

দীপালী কার্য্যালয়—১২৩৷১ আপার সার্কুলার রোড
কলিকাতা ফোন বড়বাজার—৩২৫৩
শাখা কার্য্যালয়—১৩১২-এন্. রিজ্ উড্ প্লেস্, হলিউড
কালিফোর্নিয়া, আমেরিকা।

৭ম বর্ষ | ৩রা পৌষ, বৃহস্পতিবার, ১৩৪২ | ১৯শে ডিসেম্বর, ১৯৩৫ | ৪৮-শ সংখ্যা

কলাকেলি

"আবুলহাসান" ও "নরদেবতা" শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের লেখা দু'খানি নাটক, **"রূপমহলে"** ও "নাট্য-নিকেতনে" অভিনীত হচ্ছে। দু'খানির কোনখানিই সম্পূর্ণরূপে নাট্যকারের কল্পনা থেকে আত্মপ্রকাশ করেনি। প্রথম নাটকখানির আখ্যানবস্তু গোলকুণ্ডার ঐতিহাসিক ঘটনা অবলম্বনে রচিত হয়েছে এবং দ্বিতীয় খানির জন্যে নাট্যকার ইংরেজী কথাগ্রন্থের কাছে ঋণী। কিন্তু এই দু'খানি নাটকই সাধারণ কোন নাট্যকারের হাতে পড়লে যে-আকার গ্রহণ করত, শচীন্দ্রনাথ তাদের সে-আকার ধারণ করবার সুযোগ দেন নি। এদের মধ্যে তাঁর নিজস্ব নাট্যরচনার পদ্ধতি, চরিত্রসৃষ্টির চেষ্টা ও ভাষার ভঙ্গিই প্রধান হয়ে উঠেছে।

*

বাংলা নাটকের সুরু থেকে আজ পর্য্যন্ত মেলো-ড্রামার অধিকারই অক্ষুণ্ণ হয়ে আছে—অবশ্য, আমি থিয়েটারি নাটকেরই কথা বলছি। মেলো-ড্রামার যুগই হচ্ছে বিগত যুগ, তাই আমাদের থিয়েটারি নাট্যকারদের কারবার হচ্ছে প্রধানতঃ পৌরাণিক ও প্রাচীন ঐতিহাসিক যুগ নিয়ে। মেলো-ড্রামা রচনায় একটা মস্ত সুবিধা হচ্ছে এই যে, লোকে সেখানে কার্য্য-কারণের সম্বন্ধ আবিষ্কারের জন্যে ব্যস্ত হয় না কিছুমাত্র। নায়ক-নায়িকা যদি সমুদ্রে ঝাঁপ দিয়ে দ্বীপান্তর থেকে ভারতের তীরে এসে ওঠে, বা লাফ মেরে ত্রিশ হাত চওড়া গর্ত্ত পেরিয়ে পবননন্দনকে লজ্জা দেয়, অথবা একশো ফুট [illegible] পাহাড়ের উপর থেকে মাটিতে প'ড়েও জীবনের লীলাখেলা সাঙ্গ [illegible] করে, তাহ'লেও সহসা কেউ প্রতিবাদ করতে উদ্যত হবে না। মেলো-ড্রামার কর্ত্তব্যই হচ্ছে দর্শক বা শ্রোতাদের চম্‌কে দেওয়া ও বিস্মিত করা—উচ্চতর শ্রেণীর আর্টে যা কর্ত্তব্য ব'লেই গণ্য নয়। উচ্চতর শ্রেণীর আর্ট যখন অসম্ভবকেও সম্ভবপর ক'রে তোলে, তখনো সে নিছক উত্তেজনার দ্বারা রসিকের চিত্তকে সচকিত করতে চায় না বা যুক্তিকে নির্ব্বাসনে পাঠাতে রাজি হয় না,—প্রমাণ, [illegible]জাকের "মরুভূমিতে প্রেম" নামক বিখ্যাত গল্পটি। সূক্ষ্মতর আর্ট

চিত্তের যে পাশবিক উত্তেজনাকে বাধা দেয়, মেলো-ড্রামা করে তাকেই অত্যন্ত উৎসাহিত।

*

মেঠো দর্শকদের জন্যে হেটো নাট্যকাররা করেন সাগ্রহে মেলো-ড্রামা রচনা এবং বাংলা রঙ্গালয়ের ঝোঁক এইদিকেই যার-পর-নাই প্রবল। গিরিশ-যুগে মাঝে মাঝে মুখ বদ্‌লাবার জন্যে সম-সাময়িক যুগের ঘটনা বা সমস্যা নিয়ে সামাজিক নাটকও রচনা করা হ'ত বটে, কিন্তু তার ভিতরেও মেলো-ড্রামার অভাব অনুভব করা যেত না। "প্রফুল্ল", "বলিদান" ও "শাস্তি কি শান্তি" প্রভৃতির কোন কোন চরিত্র মেলো-ড্রামাটিক তো বটেই, উপরন্তু farcical! তবে গিরিশচন্দ্র প্রভৃতি প্রথম যুগের নাট্যকার ছিলেন ব'লে এ-সব ত্রুটি-বিচ্যুতিকে আজ বড় ক'রে দেখবার দরকার হয় না। কিন্তু আজকের এই অতি-আধুনিক যুগেও আমাদের থিয়েটারি সামাজিক নাটকগুলির অবস্থা কি বিশেষ উন্নত হয়েছে? আজ বাঙালী-নাট্যকারদের মুখে ইব্‌সেন, ষ্ট্রিণ্ড্‌বার্গ, জুদারমান, বার্ণার্ড স, শিঞ্জে ও এল্‌মার রাইস প্রভৃতি উচ্চশ্রেণীর পাশ্চাত্য নাট্যকারদের নাম শোনা যায় ঘন ঘন, কিন্তু ঐ পর্য্যন্ত! তাঁদের মুখে বড় বড় নামাবলী থাকলেও তাঁদের লেখনী দিয়ে যা নির্গত হয়, তা একান্ত অবাস্তব মেলো-ড্রামা ছাড়া আর কিছুই নয়। বরং গিরিশ-যুগের নাট্যকাররা মৌলিক বাস্তব নাটক লেখবার জন্যে কিছু-কিছু চেষ্টা করেছেন, কিন্তু আধুনিকদের মধ্যে সে-চেষ্টারও পরিচয় পাওয়া যায় না বললেও চলে। এখনকার রঙ্গালয় দর্শকদের মুখ বদ্‌লাবার জন্যে সামাজিক উপন্যাসের নাট্যরূপ পরিবেশন করা ছাড়া আর কোন উপায় আবিষ্কার করতে পারে নি। কিন্তু এক্ষেত্রেও বাংলা রঙ্গালয়ের রুচিহীনতা দেখলে অবাক হ'তে হয়। কারণ থিয়েটার শরৎচন্দ্রের রচনা ছাড়া আর যে-সব উপন্যাস নির্ব্বাচন করেছে, হয় তা অপাঠ্য নয় তা মেলো-ড্রামাটিক!

*

নাট্যকার শচীন্দ্রনাথ সংক্রামক মেলো-ড্রামার আক্রমণ থেকে সম্পূর্ণ ভাবে আত্মরক্ষা করতে পেরেছেন, এমন কথা আমি বলতে পারি না। এ রোগের ছোঁয়াচ্ তাঁর গায়েও কিছু-কিছু লেগেছে বৈকি! কিন্তু এটুকু বিনা দ্বিধায় বলা চলে যে, আজ যাঁরা নিয়মিত ভাবে বাংলা রঙ্গালয়ের জন্যে কলম ধরেছেন, তাঁদের সকলের চেয়ে তাঁর উপরে মেলো-ড্রামার প্রভাব অল্প। যুক্তিহীন ও উত্তেজনাপূর্ণ ঘটনার পর ঘটনা সৃষ্টি ও পাগলের প্রলাপ বকবার জন্যে তাঁর আগ্রহ দেখি না, চরিত্র-সৃষ্টির দিকেই লক্ষ্য তাঁর স্থির। এই "আবুল হাসানে" ও "নরদেবতা"য় এমন একাধিক স্থান আছে, যেখানে বাংলা থিয়েটারি নাটকে সুলভ ঘটনার প্রবল উত্তেজনা সৃষ্টি করা যেত অনায়াসেই; কিন্তু শচীন্দ্রনাথ সে প্রলোভন দমন করেছেন।

*

নাটকে হাস্য-রসের অভাব একটি মস্ত অভাব। এ-কথা সকল যুগের সকল শ্রেণীর নাট্যকাররাই মেনে এসেছেন। করুণ ও কৌতুক রসে হাত যাঁর সমান পটু, একমাত্র তিনিই শ্রেষ্ঠ নাট্যকার হ'তে

পারেন। কিন্তু এই হাস্য বা কৌতুক রস সম্বন্ধে আমার মনে সেকেলে সংকীর্ণ ধারণা নেই। হাস্যরস সৃজনে প্রাচীন ও আধুনিক নাট্যকাররা বিভিন্ন পন্থা অবলম্বন করেছেন। সাধারণতঃ সেকালকার নাট্যকাররা এমন এক-একটি আলাদা দৃশ্য বা আলাদা চরিত্র সৃষ্টি করতেন, যাদের কাজ কেবল প্রেক্ষাগৃহের হাসির খোরাক যোগানো। কিন্তু এ হচ্ছে অস্বাভাবিক পদ্ধতি। দুনিয়ায় এমন মানুষ খুব কমই দেখা যায়, যে সর্ব্বদাই গোমড়া মুখে গম্ভীর কথা বলে, কিম্বা যে সর্ব্বদাই হাসি-মস্করা নিয়ে থাকে। আসলে অধিকাংশ মানুষের চরিত্রেই ঐ দুটি জিনিষের মিশ্রণ দেখা যায়। এই জন্যেই আধুনিক য়ুরোপীয় নাট্য-সাহিত্যে দেখি, বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্র ভিন্ন সম্পূর্ণ-গম্ভীর বা সম্পূর্ণ-চটুল চরিত্র কেউ সৃষ্টি করেন না, একসঙ্গে লঘু ও গুরু ভাবের ভিতর দিয়ে নাটকের পাত্র-পাত্রীদের ফুটিয়ে তোলবার চেষ্টা করা হয়েছে। অস্কার ওয়াইল্ড, বার্ণার্ড স ও এল্‌মার রাইস্ প্রভৃতি অনেক নাট্যকার প্রধানতঃ হাল্‌কা ও কৌতুক রসকে আশ্রয় ক'রে করুণ ও গম্ভীর এমন বহু চরিত্র বিকসিত ক'রে তুলেছেন, যাদের দেখলে সেকেলে সমালোচকরা 'সিরিয়ো-কমিক' চরিত্র ছাড়া আর কিছু ভাবতে পারতেন না। আমাদের রবীন্দ্রনাথেরও অনেক নাটক ও উপন্যাস এই আধুনিক পদ্ধতিতেই লেখা হয়েছে। বাংলা রঙ্গালয়ের নাট্যকাররা এখনো বুঝতে পারেননি যে, এই আধুনিক পদ্ধতির গুণে নাটক কতখানি রসালো ও চরিত্রগুলি কতটা জীবন্ত হয়ে ওঠে। শচীন্দ্রনাথেরও দৃষ্টি এইদিকে আকৃষ্ট করতে চাই। পূর্ব্বোক্ত গুণটি "আবুলহাসানে"র অনেক জায়গায় আছে, কিন্তু "নরদেবতা"য় এর অভাব বোধ করেছি।

ইতিহাসে এক সময়ে আবুল হাসানের কথা পড়েছিলুম এবং তাঁর কথা ভুলেও গিয়েছিলুম। সত্যিকার রক্ত-মাংসের আবুলহাসান সম্বন্ধে মনের মধ্যে স্পষ্ট ধারণা নেই। কিন্তু শচীন্দ্রনাথ যে আবুল হাসানকে দেখিয়েছেন, তিনি হচ্ছেন একটি বিশেষ 'আইডিয়া'র প্রতিমূর্ত্তি। পারস্যের প্রাচীন কবি ওমর খৈয়ামকে যে কারণে য়ুরোপীয় সমালোচকরা আধুনিক বলেন, ঠিক সেই কারণেই ঐতিহাসিক চরিত্র হ'লেও শচীন্দ্রনাথের আবুল হাসানকে আধুনিক মানুষ ব'লেই মনে হয়। এটা নাট্যকারের শক্তিরই পরিচয় দেয়। কারণ অতীত কালের সঙ্গে বর্ত্তমান ভাবধারার যোগ-সাধন করতে না পারলে কোন ঐতিহাসিক নাটকই আমাদের মনকে নাড়া দিতে পারে না। "নরদেবতা"র মধ্যেও নাট্যকার এক-একটি বিশেষ 'আইডিয়া' অবলম্বন ক'রে এক-একটি চরিত্রকে দেখিয়েছেন; তাই বৌদ্ধ কালের ঘটনা নিয়ে "নরদেবতা" লেখা হলেও, তার পাত্র-পাত্রীরা যুগ-যুগান্তরের সেতু পেরিয়ে একেবারে বিংশ শতাব্দীর প্রাণের দ্বারে এসে উপস্থিত হয়েছে। এখানে নাট্যকারের নানা 'আইডিয়া'র অল্পবিস্তর পরিচয় দেওয়া উচিত ছিল, কিন্তু বিশেষ কারণে সে চেষ্টা ত্যাগ করলুম। বর্ত্তমান শতাব্দীর সভ্য জীবন ঘটনার বা পরিচয়-লিপির ভিতর দিয়ে নয়, 'আইডিয়া'র ভিতর দিয়েই মানুষকে আবিষ্কার করবার চেষ্টা করে—এই সত্য বুঝেই লিওনিড আন্দ্রীভ "প্যানসাইকী" বা আত্মাশ্রয়ী নাটক রচনায় নিযুক্ত হয়েছিলেন। ঘটনা অনেক সময়েই মানুষের আত্মাকে প্রকাশ করতে পারে না, ঘটনার মধ্যে প্রায়ই সাময়িক উত্তেজনাই ডাগর হয়ে উঠে আমাদের অনুভূতিকে ঝাপসা ক'রে দেয়, শচীন্দ্রনাথ তাঁর এই দুখানি নাটকে তাই ঘটনার উপরে অতিরিক্ত ঝোঁক না দিয়ে উচ্চতর শিল্পী-হৃদয়কে প্রকাশ করেছেন। তাঁর বিচিত্র 'আইডিয়া'র সমারোহ আমাকে মোহিত করেছে।

*

কিন্তু এই দুখানি নাটকে মাঝে মাঝে অনাবশ্যক বাহুল্য ও বক্তৃতা দেবার প্রবৃত্তিও লক্ষ্য করা যায়। 'আবুল হাসানে' শিবাজীর আবির্ভাবের কোন সার্থকতাই নেই, তিনি অন্তরালে থাকলেও মূল নাটকের কোন ক্ষতিই হয় না। দুই নাটকেই একাধিক চরিত্র আরো ছোট হ'লেই রস দানা বাঁধে। স্থানে স্থানে পাত্র-পাত্রীর কথোপকথনের মধ্যে নাট্যকারের ব্যক্তিত্বও প্রকাশ পেয়েছে বলে সন্দেহ হয়—যদিও মুদ্রিত নাটক হাতে না পেলে নিশ্চিতরূপে কিছু বলতে পারছি না।... ... ...কিন্তু শচীন্দ্রনাথের দুখানি নাটকই নানা কারণে এমন স্মরণীয় ও উপভোগ্য হয়ে উঠেছে যে, আমাদের রসস্নিগ্ধ ও পরিতৃপ্ত মন তাদের কোন কোন অসম্পূর্ণতাকে অবহেলা না ক'রে পারে না। আগেও বলেছি এবং এখনো বলছি, বর্ত্তমান বাংলা রঙ্গালয়ের নিয়মিত নাট্যকারদের মধ্যে শচীন্দ্রনাথের সমকক্ষ আর কারুকে দেখতে পাওয়া যায় না।

—হেমেন্দ্রকুমার রায়

'নর-দেবতা'র গীতাবলী

—হেমেন্দ্রকুমার রায়

[১]

বেয়ে যাই হাসির তরী।
হিমেল। কাজলা রাতে প্রাণে পাই কোজাগরী ॥
ভাবিনা ভাব্‌না কিছু, ছুটে যাই সুখের পিছু,
মরমে জাগলে ব্যথা, আমোদে নৃত্য করি।
আমি সই প্রজাপতি, আলোতেই রঙিন গতি,
পায়ে মোর বিঁধ্‌লে কাঁটা কেতকীর স্বপ্ন ধরি ॥

[২]

বধূ, মধু কোজাগরীতে,
দেখেছি তোমায় মায়া-জোছনায়
আলো-প্রজাপতি ধরিতে।
জলবালা যত জলধির জলে,
কাণে কাণে কত উপকথা বলে,
স্মৃতিফুল ভেসে আসে দলে দলে
স্বপনের গান কবিতে।
কোথায় পাপিয়া সুরে সুরে কয়—
আমা-হারা আমি হব তোমা-ময়,
সব দান ক'রে চাহিছে হৃদয়
কবরীর মালা পরিতে।

[৩]

সমুদ্দুরের দোল্‌না দুলে
দুলিয়ে দিলে প্রাণ,
পাগ্‌লা হাওয়া বলচে—ও সই,
নাচের নূপুর আন্‌!
ও ভাই, দুলিয়ে দিলে প্রাণ!
জলে তিমি-মাছের নাচ,
ডাঙায় নাচে সুপুরি গাছ,
মনের কথা খুঁজছে এখন বন্ধু-লোকের কাণ,
ও ভাই, দুলিয়ে দিলে প্রাণ!
জাল ফেলো গো সাগর-তলে—
ফেলোনা কেউ চোখের জলে,
নয়ন-তারার দুইতারাতে
বাজিও হাসির তান—
ও ভাই, দুলিয়ে দিলে প্রাণ!

শীতের আগমনে

—ডাঃ এস, সি, নন্দী, এল, এম্, এফ্,

গ্রীষ্মের পর বর্ষা, বর্ষার পর শরৎ, শরতের পর হেমন্ত—এমনি ঋতুর পর ঋতু আসা যাওয়া করে। গ্রীষ্মের প্রখর তাপের পর, বর্ষার প্রবল বারিপাত ধরণীর বুক সুশীতল করে। শরতের ভরা নদীর ঢেউ মানুষের মনে, আনন্দের বার্ত্তা আনিয়া দেয়, হেমন্তের শিশির-ভেজা ঘাস মানুষকে স্মরণ করিয়ে দেয়, হেমন্তের পর আসিতেছে শীত। প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের দেহের মিল প্রায় একই ধরণের। ঋতুরাজ বসন্তের আগমনের সঙ্গে সঙ্গে গাছপালা তার নব কিশলয়ে পূর্ণ হয়, আবার শীতের প্রারম্ভে প্রত্যেকটী গাছের পুরাতন পাতাগুলি একে একে ঝরিয়া পড়িয়া যায়। মানুষের দেহেও শীত ঋতুতে সঙ্কোচন আসে, জড়তা আসে। হিম পড়ে, সকালের ঘাস, মাটি, বাগান, মাঠ সব স্যাতস্যেতে ভেজা। শীতের সন্ধ্যাও তেমন পরিষ্কার নয়। সাধারণতঃ বেহার প্রদেশের আবহাওয়া শুষ্ক—বাংলার আবহাওয়া ভিজে। সাঁওতাল পরগণার লোকেরা এই শীতের সন্ধ্যায় বাহিরে থাকিলে তত বেশী অসুস্থ হয় না। প্রথমতঃ তাহারা প্রকৃতির সঙ্গে সংগ্রাম করিবার মত শরীরে ক্ষমতা রাখে, দ্বিতীয়তঃ বেহারের কোন কোন জায়গা এত বেশী dry যে সেখানে প্রায়ই লোকের সর্দ্দি কাশি হয় না, কিন্তু বাংলা এই দিক দিয়া দুর্ব্বল। বাংলার জলবায়ুতে লোক সাধারণতঃ শীতকালে সর্দ্দি কাশি প্রভৃতিতে আক্রান্ত হয়। শীত ঋতুর প্রারম্ভে বিকালের দিক দিয়া সাধারণতঃ লোকের শরীর ম্যাজ-ম্যাজ করে, জরভাব হয়, শীতের অবসাদ আসে, কাজে স্ফূর্ত্তি থাকে না। অনেকের এই শারীরিক অবসাদের জন্য আহারে তেমন রুচি থাকে না। আহারে রুচি থাকে না বলিয়া খাদ্য কম খাইলে, লোক দুর্ব্বল হইয়া পড়ে। আমাদের শরীর এমন উপাদানে তৈরী যে আমাদের শরীরের পক্ষে যে সব খাদ্য নিত্য প্রয়োজনীয়, তাহা উপযুক্ত পরিমাণে না খাইলে শরীর ভাঙ্গিয়া পড়ে। শীত ঋতুর প্রারম্ভে আমাদের শরীরে এই জড়তা কেন আসে আমরা বুঝিতে পারি না ও তাহার উপযুক্ত প্রতিবিধানও করি না। আমাদের একটা ভ্রান্ত ধারণা যে "সামান্য অসুখ গ্রাহ্য করা উচিত নহে।" সেইজন্যে ভবিষ্যতে আমরা কতবার যে ইহার বিষময় ফল ভোগ করি, তাহার ইয়ত্তা নাই। অধিকাংশ স্থানে দেখা যায়, যাহাদের বাল্যকাল হইতে সর্দ্দি কাশির ধাত, তাহারা শীত ঋতু পড়িতে পড়িতেই, কাশি, ব্রঙ্কাইটীস প্রভৃতি শ্বাস নালীর রোগে ভোগে। কেহ কেহ হাঁপানি এমন কি ক্ষয় রোগে ভুগিতে আরম্ভ করে। শীতকালের বায়ুর সঙ্গে ধোঁয়া থাকে। বায়ু তত পরিষ্কার নয়। এই বায়ু আমরা নিশ্বাসের সঙ্গে গ্রহণ করি। যাহাদের ফুসফুস দুর্ব্বল, তাহারা অনবরতঃ এই বায়ু গ্রহণ করিলে ফুসফুসের পরিশ্রম বেশী হয় এবং স্বভাবতঃ দুর্ব্বল হইয়া পড়ে। শ্বাসনালীর রোগ সেই জন্য শীতকালে বেশী হয়। ফুসফুস সংক্রান্ত রোগ যাহাদের আছে, তাহারা অন্য ঋতুতে ভাল থাকে, কিন্তু শীতের আরম্ভেই শ্বাস রোগে ভুগিতে থাকে। তাহাতে তাহাদের আয়ু ক্ষয় হয়। শীতের প্রারম্ভে যাহাতে এই সব রোগী শ্বাস-সংক্রান্ত পীড়ায় বেশী আক্রান্ত না হয় তাহার প্রতিবিধান করা উচিত। মানুষের মহামূল্য প্রাণ আমাদের অজ্ঞতাবশতঃ আমরা হারাইতেছি।

সামান্য যত্ন লইলে, উপযুক্ত ভাবে সতর্ক হইলে রোগের প্রারম্ভে ইহা সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য হইয়া যায়। যাহারা স্বভাবতঃ দুর্ব্বল এবং শ্বাসযন্ত্রের পীড়ায় ভুগিতেছেন তাহারা শীত ঋতুর আরম্ভের সঙ্গে সঙ্গে যদি "রচি" কোম্পানীর "সিরোলিন" খাইতে আরম্ভ করেন, তাহা হইলে এই সব দুরারোগ্য ব্যাধির হাত হইতে মুক্তি পান। "সিরোলিন" সেই সব উপাদানে তৈরী যাহা মানুষের ফুসফুস যন্ত্রকে সবল, ও সক্রিয় করে। ফুসফুস যন্ত্রের সর্ব্বপ্রকার দুর্ব্বলতা দূর করিয়া সফলতা আনয়ন করে। যাহারা স্বাস্থ্য সম্বন্ধে সতর্ক, এবং রোগের হাত হইতে মুক্তি পাইতে চান, তাহারা অবশ্য এই শীত ঋতুতে বাড়ীতে "সিরোলিন" একটু কাশি হইলে সর্দ্দি সম্ভাবনা হইলেই, তাহারা বিজ্ঞের ন্যায় "সিরোলিন" খাইতে আরম্ভ করেন। ইহাতে তাহারা রোগের হাত হইতেও পরিত্রাণ পান এবং রোগ চিকিৎসা করাইবার অযথা অর্থব্যয় মানসিক দুশ্চিন্তা প্রভৃতির হাত হইতে অব্যাহতি লাভ করা যায়।

ফক্সের "Dante's Inferno" ছবিতে নরকের একটি দৃশ্য।

গমো ব্রিটিশের "First A Girl" চিত্রে জেসি ম্যাথুস।

কালী ফিল্মের "প্রফুল্ল" চিত্রে 'যোগেশ'রূপে শ্রীতিনকড়ি চক্রবর্ত্তী ও 'জ্ঞানদা'রূপে শ্রীমতী প্রভা।

দীপালী
৭ম বর্ষ, ৪৮শ সংখ্যা, ১৩৪২

"Carnival", "Sisters Und r Skin", "On Wings of Song", "Mills of (ods", "Eight Bells" প্রভৃতি চিত্রের· কয়েকটি দৃশ্য।

এক্স্‌চেঞ্জ

(গল্প)

—শ্রীদেবপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়

বকের পালকের মত ধব্‌ধবে সাদা মেঘ, পেঁজা তুলোর মত ভেসে বেড়াচ্ছে, নীল আকাশের বুকে। একটু মেঘলা, তবু ভারি চমৎকার দিন! ওলোট-পালোট খেলা চলেচে মেঘে আর সূর্য্যে—একবার সূর্য্য দেয় মেঘকে ঢাকা একবার মেঘ দেয় সূর্য্যকে।

সকাল বেলায় ঝড়ের বেগে ঘরে ঢুকে, বৌদি ব'লে উঠ্‌লেন, বিয়ে কেন করবে না শুনি? তাঁর কথার স্বরে বেশ একটু ঝাঁঝ মেশানো।

হাতের কলমটা নামিয়ে রেখে, সমীর তীব্র প্রতিবাদের স্বরে বললে, কেন-ই বা শুনি? বুঝিয়ে দিতে পার আমায়?—

তীব্র ঝাঁঝালো স্বরে বৌদি বললেন, বিয়ে না করে কি করবে! পড়াশুনো তো ছেড়ে দিলে, চিরকালটা কি ভবঘুরের মত ঘুরে বেড়িয়ে কাটাবে না কি!

সমীর বললে, ভবঘুরের মত কি রকম! দিব্যি খাচ্ছি দাচ্ছি, লাইব্রেরী attend করচি, গল্পের পর গল্প লিখে যাচ্ছি—

সমীরের কথায় বাধা দিয়ে বৌদি বললেন,- ও সব গল্প লেখা টেখা ছেড়ে দাও, ও সব তোমার কম্ম নয়। যে দিন থেকে গল্প লিখতে আরম্ভ করেচ, সেই দিন থেকে তোমার মাথা খারাপ হয়েচে দেখতে পাচ্ছি।

সমীর আশ্চর্য্যের স্বরে বললে, মাথা খারাপ!

বৌদি বললেন, তা না তো কি? যত সব রাজ্যের মেয়েদের ধরে' নিয়ে এসে যার তার প্রেমে পড়িয়ে দিচ্ছ—তোমাদের কাব্যের বাজারে প্রেমটা কি এতই সস্তা! তোমরা যে মনে কর, একটা মেয়ের বাড়ীর পাশে একটা ছেলে থাকলে, কিম্বা কোন দিন একটা accident হ'লেই, মেয়েটা ছেলেটার প্রেমে পড়ে যাবে, প্রেম জিনিষটা এত হাল্কা নয়, বুঝলে! একটু আকর্ষণ হয়তো বা তাদের মধ্যে হতে পারে, কিন্তু সেটা শুধু আকর্ষণই, ভালবাসা নয়। যদি সত্যিকার ভালবাসা কি জানতে চাও, সোজা-সুজি বিয়ে কর, সত্যিকার প্রেম নিয়ে নাড়াচাড়া কর, তারপর গল্প টল্প লিখবার চেষ্টা ক'রো। সেইটেই হবে সত্যি, সেইটেই হবে বাস্তব। মিথ্যের ওপর ভর দিয়ে কখনও খাঁটি জিনিষকে দাঁড় করতে যেও না। কাল্পনিক প্রেমের কোন মূল্য নেই। এই সব বাজে লেখাগুলো পড়ে তোমাদের সঙ্গে সঙ্গে, তোমাদের আবহাওয়ার মধ্যে যে সব ছেলে-মেয়েরা আসচে, তাদেরও মাথা খারাপ হতে আরম্ভ হয়েছে। তারাও ভাবে, বুঝি প্রেমটা এমনি সস্তা, এমনি হাল্কা, এমনি ঠুনকো। মধ্যে থেকে মেয়েরা তাদের বাড়ীর পাশের, কিম্বা কলেজের কোন ছেলের হাবভাবের মধ্যে, অস্বাভাবিক রকমের একটা কিছু দেখলেই ধারণা করে বসে, ও বুঝি আমায় দেখিয়ে ঐ সব করচে, আমার শুনিয়ে অত জোরে চেঁচিয়ে গলা ছেড়ে গান গাইচে, আমায় ভালবাসে বলেই বোধ হয় ওর অমনি চাল-চলন। তোমায় অনুরোধ করচি সমীর বিয়ের আগে তুমি আর কলম ধ'রো না।

সমীর বৌদির মুখের দিকে তাকিয়ে বললে কিন্তু, বিয়ে যে আমি করতে পারি না বৌদি। তার স্বরে কাতরতা ফুটে উঠ্‌ল।

বৌদি একটু ব্যথিত হয়ে বললেন, এই যদি তোমার ইচ্ছে ছিল তো আগে বল নি কেন? যেমনি কথাবার্ত্তা সব ঠিক হয়ে গেল অমনি তুমি বেঁকে বসলে।

সমীর বললে, আগে বুঝতে পারিনি বৌদি। আমার মত ভবঘুরের সঙ্গেও যে তোমার বোনের বিয়ের সম্বন্ধ হতে পারে তা' আমি একদিনের জন্যেও ভাবতে পারিনি।

বৌদি বললেন,—তবে কি আমার বোন্‌ বলেই তুমি বিয়ে করতে চাইচ না!

সমীর বললে,—সত্যিই তাই। মলিনাকে এতদিন আমি ছোট বোনের মতই দেখে আসচি, আজ যে হঠাৎ তোমরা উঠে পড়ে তার সঙ্গেই আমার বিয়ে দিতে যাচ্ছ, কথাটা শুনে আমার হাসিই পেয়েছিল, বিশ্বাস করতে পারিনি। তাছাড়া আমার মনে' একটা মস্ত দুঃখ জমা হয়ে আছে বৌদি, বড্ড কষ্ট—

সমীরের কথার মাঝখানেই বৌদি বলে উঠলেন, জানি সমীর, জানি তোমার মনের দাগাটা কোথায়, বুঝেচি কেন তুমি মলিনাকে বিয়ে করতে রাজী নও।

সমীর কথায় জোর দিয়ে বললে,-ছাই জানো, কিছু জানো না তুমি। তার মন যেন নিজের অজ্ঞাতেই পিছনে সরে গেল।

বৌদি বললেন,—আমার কাছে লুকোতে যেও না সমীর, আমি জানি কাকে তুমি ভালোবাসো; আরও জানি, তোমার চাইতে কত বেশী ভালবাসে অঞ্জুলা, তোমায়।

সমীর গাঢ় আবেগের স্বরে বললে, একথা কি সত্যি বৌদি!

একটু ম্লান হাসি হেসে বৌদি বললেন, সত্যি।

একটু থেমে বললেন,—তোমার মনে কষ্ট দেবার ইচ্ছে ছিল না সমীর, তবুও বলতে হচ্ছে; তুমি বোধ হয় জানো না যে অঞ্জুলারও বিয়ে, সামনের অগ্রহায়ণে। বিয়ে না করলে তোমার চলতে পারে, কিন্তু অঞ্জুলাকে বিয়ে করতেই হবে। তুমি মা'র মতের বাইরে যেতে পারো, কিন্তু অঞ্জুলা তার মায়ের মতের বিরুদ্ধে যেতে পারে না, কেন না সে মেয়ে হয়ে জন্মেচে। মেয়ে হয়ে জন্মানটা এমনি পাপ, বুঝবে সমীর!

সমীর বিস্ময়ের সুরে বললে, অঞ্জুর বিয়ে! কার সঙ্গে?

বৌদি বললেন,—বিলাত-ফেরতা এক আই, সি এস, এর সঙ্গে।

সমীর বৌদির মুখের ওপর তরল দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে বললে, আই, সি, এস? —মুহূর্ত্ত মধ্যে সমীরের মন চাঙ্গা হয়ে উঠলো; সে চেয়ার ছেড়ে সোজা হয়ে উঠে দাঁড়ালো!

বৌদি বললেন;—কোথায় যাচ্ছো?

সমীর রেগেমেগে বলে উঠলো;—যাবো আর কোন চুলোয়? গল্পের প্লটটা আজ তুমি বেমালুম মাটি করে দিলে,—যত সব আই, সি, এস,—বাজে লোক,—হ্যাঁ,— ভাল লাগে না, ওসব ছেড়ে দাও বলচি—

বৌদি আর হাসি চাপতে না পেরে বললেন,—যত সব আই, সি, এস বাজে লোক না?

সমীর বললে, তা নয়? গল্পটা প্রায় শেষ করে এনেছিলুম, আবার বদলাতে হবে দেখচি। এই আই-সি এসটা এসে না পড়লেই আর কোন গোলমাল হতো না। যাক্, জেনে আসি অঞ্জুলার কাছে, ব্যাপারটা কতদুর গড়াবে।

সমীর বরাবর দোতলা থেকে নেমে রাস্তার ওপর এসে দাঁড়ালো। আপন মনে সমস্ত রাস্তাটা ভাবতে ভাবতে গেল, আই, সি, এস-এর দিকে আজকাল মেয়েগুলো এত বেশী ঝুঁকেচে কেন? ওরা এমন কি জিনিষ?

সাদা ফটক-ওয়ালা একটা বাড়ীর লাল কাঁকর বিছানো পথের দু'পাশের ঝাউ গাছের সারির মধ্যে দিয়ে হেঁটে এসে, সমীর আয়না, টেবিল, চেয়ার আলমারি দিয়ে সাজানো একটা ঘরের ভেতর ঢুকে প'ড়ল।

অঞ্জুলা একলা খাটের ওপর বসে একখানা ছবি আঁকছিল। সমীর কোন ভূমিকা না করেই, তাকে সোজা জিজ্ঞেস ক'রে বসল;— অঞ্জু, সামনের অগ্রহায়ণেই নাকি তোমার বিয়ে?

অঞ্জুলা ছবিখানা কোলের ভেতর লুকিয়ে বললে,—হাঁ, শুনচি, তখন আপনারও তো বিয়ে।

সমীর বললে,—কিন্তু আমি বিয়ে করব না।

অঞ্জুলা সমীরের মুখের উপর তার সম্পূর্ণ দৃষ্টি রেখে বললে,—করবেন না কেন?

সমীর বললে, এ বিয়ে আমি করতে পারব না, আর এটাও জেনো অঞ্জু, তোমার এ বিয়েও আমি হতে দেব না, এ বিয়ে আমি ভেঙ্গে দেব।

অঞ্জু কাতরভাবে বললে, ভেঙ্গে দেবেন কেন?

দুর্ণিবার নদী যেমন বাঁধ ভেঙ্গে ছোটে সাগরের পানে, কোন বাধা না মেনে, তেমনি সমীর কোথাও এতটুকু জড়তা না রেখে, স্রোতের মুখে তার কথার তরী ভাসিয়ে দিলে। বলে' গেল,—এখনও কি তোমায় সব কথা বুঝিয়ে বলতে হবে? এসব কথা বোঝবার মত বয়স কি তোমার এখনও হয়নি? তুমি কি জান না আমার মনের কথা, কোথায় আমার বুকের ব্যথা? তুমি কি জানো না অঞ্জু, তোমায় আমি কত ভালবাসি? তোমায় অন্যের হাতে ছেড়ে দেবার কথা আমি যে কল্পনাতেও আনতে পারি না। অঞ্জু, তুমি একটিবার তোমার মাকে বুঝিয়ে বল যে, এ বিয়ে তুমি করবে না, আমাকে ছাড়া আর কাউকে তুমি বিয়ে করতে পারবে না।

হাত নেড়ে অঞ্জুলা বলে উঠল, পারবো না, পারবো না আমি, একথা মাকে ব'লতে।

সমীর একেবারে স্তব্ধ হয়ে গেল। নিজেকে সাম্‌লে নিয়ে সমীর বললে, পারবে না? আচ্ছা আমি চল্লুম, suicide করব আমি; তোমার মুখ থেকে এমন কথা শোনবার পর আর এক মুহূর্ত্তও আমি বাঁচতে চাইনে। জেনে রেখো, আজ যে প্রেমের তুমি এত বড় অবমাননা করলে,

সেই প্রেমই তোমায় ঘিরে তোমার চারিপাশে দীর্ঘনিশ্বাসের বোঝা বয়ে নিয়ে বেড়াবে, এক সেকেণ্ডের জন্যেও শান্তি পেতে দেবে না তোমায়।

পলকের জন্যে অঞ্জলার মুখ একেবারে ফ্যাকাসে হয়ে গেল। তার মাথার ভেতরটা ঝাঁ ঝাঁ করতে লাগলো। সে খাট্‌টাকে চেপে ধরে বলে উঠল; ওগো, না বুঝে কেন তুমি আমায় এমন অভিশাপ দিয়ে যাচ্ছো? যেও না, দাঁড়াও, এই একটুখানি।

সমীর ফিরে এল। অঞ্জলা সমীরের ডান হাতখানা চেপে ধরে ভিজে গলায় বললে,—আমি বলবো, বলবো আমি যাকে; যত বড় কলঙ্কের বোঝাই চাপুক না আমার মাথায়, তবুও বলবো। আমি হাসি মুখে বরণ করে নিতে পারবো, সে লজ্জা, সে কলঙ্কের বোঝা একমাত্র তোমার জন্যে।

আঁচল দিয়ে চোখ মুছে বললে,—ওগো তুমি কি মনে কর যে তোমায় আমি ভুলতে পেরেচি? পারি নি। এই দেখ আমি ব'সে ব'সে আঁকছিলুম কার ছবি, এত চেষ্টা করেও কার মুখখানা আমি ঠিক মনে আনতে পারছিলুম না। উঃ, সে আজ কত দিন হ'য়ে গেল, তুমি আমার ওপর রাগ ক'রে, আমাদের বাড়ী আসা বন্ধ করে দিয়েচ। তার গলার স্বর বন্ধ হয়ে গেলো। এত চেষ্টা করেও সে আর কিছু বলতে পারলে না, সে সমীরের বুকে মুখ লুকোলে।

সমীর তাকে জড়িয়ে ধরে আদর করে বললে, এ কথা যদি সত্যি হয় অঞ্জু, তুমি এ বিয়ে, আমি সমস্ত ব্যবস্থা করে দিচ্ছি।

*

ফিরবার পথে সমীর ভাবতে ভাবতে এল,—উঃ লোকটা কি উদার! বলে কিনা, মেয়ে একটা হ'লেই হলো, কাজ-চলা গোছের। পেটে বিদ্যে থাকলে অমনিই হয়। আবার বললে কিনা, চোখে তো দেখি নি ওদের দু'জনের ভেতর একজনকেও, বিয়ের দিন একটার জায়গায় আর একটাকে এনে বসিয়ে দিলেই পারবেন। না, লোকটা সত্যিই জ্ঞানী! নইলে অন্য কেউ বলতে পারে কখনো যে বিয়ের আগে তো মেয়েদের সত্যিকারের জীবন আরম্ভই হয় না, বিয়ের পরে। স্বামীর ঘরে এসেই তো তার জীবনের প্রথম সূত্রপাত হয়। সত্যি কথা!

বাড়ী এসেই সমীর বললে,—বৌদি সব ঠিক করে এলুম, তোমার বোনের বিয়ে ঐ দিনই হবে; তুমি বাড়ীতে চিঠি লিখে দাও।

বৌদি বললেন,—তার মানে?

সমীর বললে,—মানে বলবার মত কিছু নেই বৌদি। তোমার বোনের কপালটা খুব চওড়া, সে একজন আই, সি, এস-এর হাতে পড়বে, আমার মত Vagabondএর হাতে নয়।

বৌদি বললেন,—কিছু বুঝতে পারচিনা সমীর, খুলে বল।

সমীর বললে,—বোঝাবার কিছু নেই। যে আই, সি, এস এর জন্যে একদিন তুমি পাগল হয়ে উঠেছিলে, সেই আই, সি এসটি এখন তোমার জামাইবাবু হতে রাজী হয়েচেন। বিয়ের ক'নে একটু অদল-বদল হ'য়ে গেল মাত্র বুঝলে না! অবিশ্যি শিকেটা ছিঁড়লো তোমাদের ভাগ্যেই।

বৌদি খুব খুশী হয়ে বললেন,—অঞ্জলা রাজী হয়েছে!

সমীর বললে,—হবে না! এযে রিয়ালিষ্টিক্ 'লভ'! কিন্তু আমি তার সঙ্গে এমন চমৎকার অভিনয় করে এলুম বৌদি, শুনলে পরে বলতে হ্যাঁ, ছেলে বটে একখানা। কেবলমাত্র দর্শক আর শ্রোতার অভাবেই ভাল জমতে পেল না, জিনিষটা।

বৌদি উৎসাহিত হয়ে বললেন—কি রকম, শুনিইনা একটু!

সমীর বললে,—না না এখন নয় খেতে বসে বলবো। তুমি বিয়ের ব্যবস্থাটা করো, আমি ততক্ষণ গল্পটা লিখে শেষ করে আসি।

রবীন্দ্রনাথের রাজা

—শ্রীনরেন্দ্র দেব

কবি তাঁর 'রাজা' নাটকের অভিনয় করবেন শুনে একান্ত আগ্রহ নিয়েই দেখতে গেছলাম। আগ্রহ এবার নানা কারণে। বারে বারে তাঁর এই অপরূপ অভিনয় উৎসব আমাদের নিরানন্দ জীবনে যে অনাস্বাদিতপূর্ব্ব আনন্দ রস পরিবেষণ করছে, অন্তরে অন্তরে তার পুলক স্মৃতি টুকু উজ্জ্বল হ'য়ে আছে, তাই পুণর্ব্বার তার আস্বাদ উপভোগের এই অপ্রত্যাশিত সুযোগ আসাতে লোভ যে দুর্ব্বার হয়ে উঠেছিল এ কথা বলাই বাহুল্য। কিন্তু, ভয় ছিল হ'য়ত এবার ত্রুটি বিচ্যুতি দেখা দেবে। কবির সুরভাণ্ডারী দিনেন্দ্রকুমার আজ সুরলোকে। বহুগীতোৎসবের প্রধানা সঙ্গিনী বেণু-স্বরা রমা দেবী শান্তিনিকেতন হ'তে আজ শান্তি ধামে চলে গেছেন। অধিকাংশ কলা কুশল ছাত্র ছাত্রী আজ তাদের আশ্রম-পাঠ সাঙ্গ ক'রে জীবনের বিভিন্ন পথে জয়যাত্রায় বেরিয়ে পড়েছে। কবির স্বাস্থ্য ভগ্ন, দেহ দুর্ব্বল। তাঁর সে অতুলনীয় অভিনয় যে আর কখনো দেখবার সৌভাগ্য হবে আশা ছিলইনা।

কিন্তু, সেই আশাতীত সৌভাগ্যও সম্ভব হ'ল। কবির 'রাজা' বা 'অরূপ রতন' নাটকের অভিনয় নূতন ক'রে দেখে এলেম। দেখে এলেম "অরূপ রতন" অপরূপ ঐশ্বর্য্য মাধুর্য্য ও সৌন্দর্য্য নিয়ে অভিনব হ'য়ে দেখা দিয়েছে। যে বিরাট অধ্যাত্ম প্রেমের ভিত্তির উপর "অরূপ রতনের" রূপক আখ্যায়িকা গড়ে উঠেছে কবি তাঁর নাটকের ভূমিকায় তা' ব্যাখ্যা ক'রে দিয়েছেন। সুদর্শণা রাজাকে বাইরে খুঁজেছিল। যেখানে বস্তুকে চোখে দেখা যায়, হাতে ছোঁওয়া যায়, ভাণ্ডারে সঞ্চয় করা যায়, যেখানে ধন জন খ্যাতি, সেইখানে সে বর-মাল্য পাঠিয়েছিল। বুদ্ধির অভিমানে সে নিশ্চয় স্থির করেছিল যে বুদ্ধির জোরে সে বাইরেই জীবনের সার্থকতা লাভ করবে। তার সঙ্গিনী সুরঙ্গমা তাকে বলেছিল অন্তরের নিভৃত কক্ষে যেখানে প্রভু স্বয়ং এসে আহ্বান করেন সেখানে তাঁকে চিনে নিলে তবেই বাইরে সর্ব্বত্র তাঁকে চিনে নিতে ভুল হবেনা, নইলে যারা মায়ার দ্বারা চোখ ভোলায় তাদেরই রাজা বলে ভুল হবে। সুদর্শনা এ কথা মানলে না। সে সুবর্ণের রূপ দেখে তার কাছে মনে মনে আত্মসমর্পণ করলে! তখন, কেমন ক'রে তার চারিদিকে আগুন লাগলো, অন্তরের রাজাকে ছাড়তেই কেমন ক'রে তাকে নিয়ে বাইরের নানা মিথ্যা রাজার লড়াই বেধে গেলো, সেই অগ্নিদাহের ভিতর দিয়ে কেমন ক'রে আপন রাজার সঙ্গে তার পরিচয় ঘটলো, কেমন ক'রে দুঃখের আঘাতে তার অভিমান ক্ষয় হ'ল এবং অবশেষে, কেমন করে হার মেনে প্রাসাদ ছেড়ে পথে দাঁড়িয়ে তবে সে তার সেই প্রভুর সঙ্গ লাভ করলো,—যিনি অখিল সুরঙ্গমা ও সুদর্শনার প্রভু, যে-প্রভুকে সকল দেশে, সকল কালে সকলরূপে আপন অন্তরের আনন্দরসে উপলব্ধি করা যায়—এই নাটকে তাই বর্ণিত হয়েছে।

পাঁচটি দৃশ্যে এই নাটক সম্পূর্ণ। 'প্রাসাদকুঞ্জ' 'উৎসব ক্ষেত্রে' 'কুঞ্জ-বাতায়ন' 'রাজপথ' ও 'অন্ধকার ঘর'।

'প্রাসাদকুঞ্জে' আমরা দেখি রাজা[illegible] অনুরাগিনী সুদর্শনার মিলন-ব্যাকুলতা আপ[illegible] অহঙ্কারেই উদ্দাম! কিন্তু সুরঙ্গমার প্রে[illegible] আত্মোৎসর্গে সার্থক ও প্রশান্ত! সে রাজাকে[illegible] চিনেছে-জেনেছে. তাঁর ভয়ঙ্কর রূপের মধ্যে[illegible] সে সুন্দরের সন্ধান পেয়েছে, তাই আন[illegible] তার ধরেনা, প্রেম তার অটুট. বিশ্বাস তা[illegible] অটল! তাই সে রাজার সম্বন্ধে সুদর্শনা[illegible] প্রশ্নেরউত্তর তাকে বুঝিয়ে বলছে—"তাকে ব[illegible] তুমি ঝড়, তাকে বলি তুমি দুঃখ, তাকে ব[illegible] তুমি মরণ, সব শেষে বলি —তুমি আনন্দ!"

সুদর্শনা রাজাকে "দেখবে ব'লে করে[illegible] পণ" কিন্তু, তার অবস্থা তখনও—"দেখ[illegible] কারে জানেনা মন!" তাই "ধনের বা[illegible] মানের বাটে রূপের হাটে" তার নয়ন ছু[illegible] চলেচে! বসন্ত পূর্ণিমার উৎসবের মধ্যে [illegible] রাজাকে চিনে নেবে বলে গর্ব্ব করে বেরুলো

'উৎসবক্ষেত্রে' আমরা দেখি সুদর্শনার ব্যর্থতা। রাজ-দর্শন ব্যাকুল জনতার প্রশ্নের উত্তরে নিগূঢ় রসের রসিক ঠাকুর্দ্দা বলছেন "এই যে দখিন হাওয়া দিয়েছে, আমের বোল ধরেছে সমান সুরে সাড়া দিতে পারলে তবেই তাঁর সঙ্গে ভিতরে ভিতরে জানাজানি হয়।" তাই তিনি ছেলের দলের সঙ্গে গান গেয়ে পথে বেরিয়েছেন। কৌণ্ডিল্য তাঁকে প্রশ্ন করলে "এই প্রাচীন বয়সে ছেলের দল নিয়ে মেতে বেড়াচ্ছ কেন?" ঠাকুর্দ্দা বললেন, "তিনি নবীনকে ডাক দিতে বেরিয়েছেন!" কৌণ্ডিল্য বলে—"সেটা কি তোমাকে শোভা পায়?" ঠাকুর্দ্দা উত্তর দেন "ওরে পাকাপাতাই তো ঝরবার সময় নতুন পাতাকে জাগিয়ে দিয়ে যায়!" কিন্তু এ নবীনকে ডাক দেওয়া কেন? কারণ-তিনি যে চির নবীন!—

"ওগো আমার নিত্য নূতন দাঁড়াও হেসে
চলবো তোমার নিমন্ত্রণে নবীন বেশে!"

দেশী বিদেশী সবাই রাজাকে খুঁজচে। বাউল এসে বলে গেল—

"আমার প্রাণের মানুষ আছে প্রাণে
তাই হেরি তায় সকলখানে!
* * *
কে তোরা খুঁজিস তারে
কাঙাল বেশে দ্বারে দ্বারে
দ্যাখা মেলে না—মেলেনা,—"

ভণ্ড রাজা সেজে 'সুবর্ণ' সমারোহ ক'রে উৎসব ক্ষেত্রে এলো। সবাই তাকে দেখে ভুললো! ঠাকুর্দ্দা তাদের ভুল ভেঙে দিলেন। তারা হতাশ হয়ে জানতে চাইলে—"কেউ বুঝি তাঁকে ধরতেই পারে না!" ঠাকুর্দ্দা বললেন "হয়ত, কেউ কেউ পারে।" ওরা বললে—"যে পারে সে বোধ হয় যা চায় তা-ই পায়।" ঠাকুর্দ্দা বলেন—"ওরে যে তাঁকে পায় সে আর কিছু চায় না! ভিক্ষুকের কর্ম্ম নয় রাজাকে চেনা! ছোট ভিক্ষুক বড় ভিক্ষুককেই রাজা ব'লে মনে ক'রে বসে!"

"উৎসবক্ষেত্রের' এইটেই বড় কথা।

তারপর এলেম আমরা "কুঞ্জবাতায়নে"। সুদর্শনা ভুল ক'রে জুয়াড়ী সুবর্ণকে তার সুন্দরের জন্ত রচিত অর্ঘ্য—তার নিজ হাতে গাঁথা মালা পাঠিয়ে লজ্জায় রাঙা হয়ে নতমুখে ফিরে এলো! তার বড় দম্ভ ছিল—সে ভুল করবে না; সে চিনবেই তার রাজাকে! তার সে দর্পচূর্ণ হ'য়ে ধুলায় লুটিয়ে গেলো! তখন আগুন ধ'রে উঠেছে তার চারিদিকে। রাজা বিজয়বর্ম্মা, বিক্রমবাহু, বসুসেন, রাজকন্যা সুদর্শনাকে চায়, আগুন তাদের বাধা দিলে। সেই আগুণে সুদর্শনারও সকল অহঙ্কার পুড়ে সোণা হয়ে গেল! সুরঙ্গমা আগুণের জয়গান করে রাজকন্যাকে নিয়ে গেল সেই আগুণের মধ্যেই রাজার সন্ধানে!

সুদর্শনা তার প্রিয়তমের সে রূপ দেখে ভয় পেলে! সুরঙ্গমা জানতে চাইলে "কেমন দেখলে?"—সুদর্শনা বললে—"কি দেখলুম জানিনে, কিন্তু বুকের মধ্যে এখনো কাঁপছে। ভয়ানক—সে ভয়ানক! আমার মনে হলো ধূমকেতু যে আকাশে উঠেছে সেই আকাশের মতো কালো—ঝড়ের মেঘের মতো কালো—

কূলশূন্য সমুদ্রের মত কালো!—" সুরঙ্গমা অভয় দিলে—"যে কালো দেখে আজ তোমার বুক কেঁপে গেছে সেই কালোতেই একদিন তোমার হৃদয় স্নিগ্ধ হ'য়ে যাবে—নইলে ভালোবাসা কিসের?···

দূর হ'তে অদৃশ্যচারী রাজার অমৃত কণ্ঠের সুধা সঙ্গীত ভেসে এলো—

"আমি, রূপে তোমায় ভোলাব না
ভালোবাসায় ভোলাবো!

* * *

প্রেমকে আমার মালা করে
গলায় তোমার দোলাবো!"

কিন্তু অভিমানিনী সুদর্শনা সে গান শুনতে পেলে না! দুর্জ্জয় অভিমানে ভেসে চলে গেলো সে। রাজা না ডাকলে, রাজা না ফেরালে আর সে ফিরবে না তাঁর কাছে।

···এবার দেখলুম সুদর্শনাকে আমরা "রাজপথে"। রাগ করেছেন তিনি রাজার'পরে। সুরঙ্গমা তাঁকে বোঝায়—"ওগো, আমার রাজা পর্ব্বতের মতো কঠিন! আমার প্রাণের ঠাকুর—নিষ্ঠুর—চির নিষ্ঠুর!" সুদর্শনা এ কথা মানে না, পথে পথে ঘুরে—বারে বারে সেই একই জায়গায় ফিরে আসে। পথ আর শেষ হয় না। সুরঙ্গমা বলে—"ফেরো আমাদের রাজার কাছে! যে পথ তাঁর কাছে না নিয়ে যাবে—সে পথের অন্ত পাবে না কোথাও!" খবর এলো রাজা বিক্রমবাহু বন্দী করেছে সুদর্শনার পিতাকে! সুদর্শনা চঞ্চল হয়ে উঠলেন! অভিমানে রাজার সাহায্যের অপেক্ষা না করে, তাঁর শক্তির উপর আস্থা ও নির্ভরতা না রেখে নিজেই চললেন তিনি বিক্রমের শিবিরে কাঙালিনীর মত—পিতার মুক্তি ভিক্ষা করতে। আর, নিজেকে এমনিতর নীচু ক'রে—যদি তাঁর রাজার সিংহাসন টলাতে পারেন এই আশায়!

কিন্তু, অভিমান থাকতে ত' হবে না—তাই সুরঙ্গমার কণ্ঠে আমরা শুনি—"এখনো গেল না আঁধার,—এখনো রহিল বাধা!" ঠাকুর্দ্দা এলেন, রাজাকে পাবার হদিশ বাতলে দিলেন। কিন্তু অভিমান তখনো যায়নি। সুদর্শনা বলেন—"চাইনে তাকে চাইনে!" কিন্তু তার সমস্ত অন্তরাত্মা তাঁরই মিলন আকাঙ্খায় তীব্র বেদনায় ব্যাকুল!

এদিকে পরাজিত বিধ্বস্ত বিক্রমবাহুও রাজ-দর্শনের একান্ত আগ্রহে পথে পথে ঘুরে বেড়াচ্ছে। ঠাকুর্দ্দা' তাকে অভয় দিলেন—"সে যত বড় রাজাই হোক্ হার-মানার কাছে তাকে হার মানতেই হবে!" কিন্তু, বিক্রম তখনো লজ্জাটুকু ছাড়তে পারেনি। রাত্রের আড়ালে বেরিয়েছিল তার অর্ঘ্য নিয়ে রাজার মন্দির খুঁজতে। বলে—"দিনের আলোয় লোকে তার এ অবস্থা দেখে হাসবে!" ঠাকুর্দ্দা বললেন "লোকের ঐ দশাই বটে! যা দেখে চোখ দিয়ে জল বেরিয়ে যায় তাই দেখেই বাঁদরেরা হাসে!" ঠাকুর্দ্দা আরও বললেন "তার কাছে ধরা দেওয়ায় লজ্জা নেই —সে যে এক সঙ্গেই ধরা-দেওয়া ও ছাড়া-পাওয়া!"—"আমি তারি লাগি পথ চেয়ে আছি, পথে যে জন ভাসায়—

যেজন দেয় না দেখা যায় যে দেখে
ভালোবাসে আড়াল থেকে
আমার মন মজেছে সেই গভীরের
গোপন ভালোবাসায়!"

এবার সুদর্শনার অভিমান দূরে গেলো। সে হার মেনে বাঁচলো! তার সমস্ত মন সমস্ত প্রাণ গেয়ে উঠলো—"আমার অভিমানের বদলে আজ নেবো তোমার মালা!" পথের ধুলায় ধুসরিত হ'য়ে দীন বেশে দাসীর মত এলো সে রাজার অভিসারে! দুঃখের অশ্রুজলে ভেজা আঁধার নিশি অবসান হ'য়ে এলো, ঠাকুর্দ্দা ডেকে ব'ললেন—"ভোর হ'ল, দিদি, ভোর হোলো!—"

রাজার "আঁধারঘরে" এলো সে প্রেমোন্মাদিনী, ব'ললে—"প্রভু, আমি তোমার চরণের দাসী! আমাকে সেবার অধিকার দাও!…তুমি সুন্দর নও প্রভু!—সুন্দর নও, তুমি অনুপম!"—

রাজা বললেন—"তোমারি মধ্যে আমার উপমা আছে!"…এসো আমার সঙ্গে—
—এসো আলোয়!"—

রাণী সুদর্শনা তাঁর অন্ধকারের প্রভুকে, তার নিষ্ঠুরকে, তার ভয়ানককে যখন ভূমিতে লুটিয়ে প্রণাম করলে—ভুবন তার ভরিল নব সুরে!

"সুরের রসে হারিয়ে যাওয়া
সেই তো দেখা—সেইতো পাওয়া,
বিরহ মিলন মিলে গেল ওগো সমান
সাঙ্গে!"

এইখানে এলো অভিনয়ের যবনিকা। স্বপ্নলোক হ'তে জেগে উঠলেম যেন মর্ত্ত-লোকের কোলাহলের মধ্যে! কবির অপূর্ব্ব প্রয়োগ কৌশল ও আশ্চর্য্য অভিনয় নৈপুণ্যে কল্পনার রম্য চিত্র যেন মূর্ত্ত হ'য়ে উঠেছিল রঙ্গপীঠের অঙ্গনে।

কি দৃশ্যপটে, কি সাজ সজ্জায়, কি নৃত্যকলায়, কি সুর-সঙ্গতে, কি গানে, কি অভিনয়ে, সকল দিক দিয়েই 'রাজা'র নাট্যরূপ রবীন্দ্রনাথেরই যোগ্য হ'য়েছিল। এ ভিন্ন আর কিছু বলা চলে না—কারণ, কবির এ নাটকও যেমন অসামান্য, তাঁর অভিনয়-ভঙ্গী ও নাট্যরস পরিবেষণের ধারাও তেমনি অনন্য-সাধারণ; সুতরাং এ যে অনন্যোপম—এই কথাটুকুই শুধু বলা যায়। কবি স্বয়ং অদৃশ্যচারী 'রাজা' ও 'ঠাকুর্দ্দার' ভূমিকা নিয়ে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। এ যে একটা কতবড় ঐতিহাসিক ঘটনা, এ দুর্ভাগা দেশে অনেকেই তা' উপলব্ধি ক'রতে পেরেছে কিনা সন্দেহ! 'রাজার' ভূমিকায় দৃষ্টির অগোচর হ'তে তাঁর রাজ-কণ্ঠের বাণী-বাচন ও প্রীতি-গীত আমাদের যেমনি মুগ্ধ ক'রেছে, তেমনি বা ততোধিক মুগ্ধ ক'রেছে আমাদের তাঁর ঠাকুর্দ্দার প্রাণ-চঞ্চল অভিনয়!

ছেলেমেয়ের দলকে নিয়ে গাইতে গাইতে ঠাকুর্দ্দা যতবারই রঙ্গমঞ্চে এসে প্রবেশ ক'রেছেন—সঙ্গে এনেছেন একটি আনন্দসুন্দর আবেষ্টন,—শরতের আলোর মতই তা' শুভ্র নির্ম্মল! বসন্তের দখিন হাওয়ার মতই তা' পুলক চঞ্চল, তরুণপ্রভাতের মতোই তা' নবীন উজ্জ্বল! তাঁর কোনো রূপসজ্জার প্রয়োজন হয়নি। তাঁর এই ষষ্ঠ সপ্ততি বৎসর বয়সে স্বভাবের শুভ্র তুলি তাঁর যে রূপটি সর্ব্ব অবয়বে ফুটিয়ে তুলেছে তা' যেন এই অরূপ-রতনের ঠাকুর্দ্দারই রূপচ্ছবি! যিনি নতুন পাতাকে জাগিয়ে দিয়ে যান—যিনি নবীনকে খুঁজে ফেরেন—ইনি সেই ঠাকুর্দ্দা। তারুণ্যের জয়টিকা যাঁর ললাটে আজও উজ্জ্বল হ'য়ে আছে, কণ্ঠে যাঁর চির যৌবনের গান, চক্ষে যাঁর অফুরন্ত নবীনতার স্বপ্ন, এমন অবাধ স্বাধীনতার মধ্যে স্বভাবমুক্ত সুন্দর অভিনয় আমরা ইতিপূর্ব্বে আর কখনো দেখিনি!

নৃত্যে সঙ্গীতে ও অভিনয় নৈপুণ্যে কবির পরই সুরঙ্গমা উচ্ছ্বসিত প্রশংসার জয়মাল্য অর্জ্জন ক'রেছেন। রাজকন্যা সুদর্শনার অভিনয়ও অনিন্দ্যনীয় হ'য়ে ফুটে উঠেছিল। বিক্রমসিংহের সুগম্ভীর ও আভিজাত্য পূর্ণ সংযত অভিনয়ও আমাদের অন্তর স্পর্শ করেছে। বাউলের নৃত্যগীতও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

ভারতীয় প্রাচীন কলা-নৃত্যের পুনরভ্যুদয় যে কলাভবনে একদিন প্রথম প্রবর্ত্তিত হয়েছিল, সেইখানেই আজ তা' পূর্ণ বিকশিত হ'য়ে উঠেছে দেখে আনন্দে ও বিস্ময়ে বিমুগ্ধ হ'য়েছি। যে আশ্রম বালিকারা রঙ্গমঞ্চে নৃত্যপরিবেষণের ভার নিয়েছিলেন, তাঁদের জয় হোক্! অঙ্গহারের এমন অপরূপ সুষমা, লীলায়িত তনুর এমন অনির্ব্বচনীয় ভাবাভিব্যক্তি, ছন্দ ও সুরের এমন মধুর মনোহর ব্যঞ্জনা ইতিপূর্ব্বে আমরা আর কোনো নৃত্যের আসরে মূর্ত্ত হয়ে উঠতে দেখিনি। নৃত্যের তালে তালে মৃদঙ্গ ও মন্দিরা যে অনবদ্য সঙ্গত নূপুর শিঞ্জিনীর বিচিত্র নিক্কনের সঙ্গে সঙ্গে সুর মিলিয়ে এক অখণ্ড সৌন্দর্য্য ও মাধুর্য্যের সৃষ্টি করেছিল তা' দেবগণেরও উপভোগ্য! 'রাজা'র অভিনয়ে কবি আমাদের যে অনাস্বাদিতপূর্ব্ব আনন্দ রস পরিবেষণ করেছেন, এজন্য শ্রদ্ধাবনত শিরে আমাদের অন্তরের প্রীতিপূর্ণ প্রণাম জানাই তাঁকে! আমাদের জাতীয় জীবনে এ সম্পদ অক্ষয় হ'য়ে রইল।

—সাউণ্ড বক্স
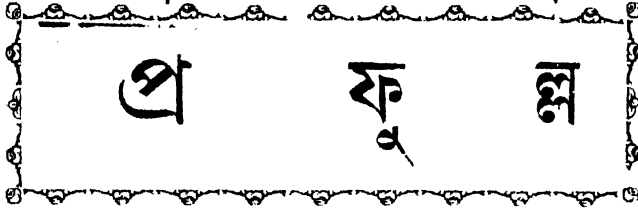
HINDUSTHAN RECORDS

December—1935.

'হিন্দুস্থান' এ মাসে সর্ব্ব-সমেত ৪খানি রেকর্ড প্রকাশ করিয়াছেন। ইহার মধ্যে ৩খানি কণ্ঠ-সঙ্গীতের ও একখানি যন্ত্র-সঙ্গীতের। অল্প-সংখ্যক quality রেকর্ড বাহির করা এই প্রতিযোগিতার বাজারে সর্ব্বাপেক্ষা লাভজনক সন্দেহ নাই।

*

H. 304. শ্রীমতী সাহানা দেবীর আর একখানা রেকর্ড! রেকর্ড-শ্রোতারা কখনও কল্পনা করেন নাই যে সাহানা দেবীর মধুর সঙ্গীত আবার রেকর্ডে ধরা পড়িবে। 'হিন্দুস্থানের' অক্লান্ত চেষ্টায় ও যত্নে অসম্ভব সম্ভব হইয়াছে। একমাত্র বাঙালী রেকর্ডিং এক্সপার্ট চণ্ডীচরণ সাহা সুদূর পণ্ডিচেরীতে যাইয়া সাহানা দেবীর কণ্ঠস্বর ধরিয়া আনিয়াছেন। শ্রীঅনিলবরণ রায় রচিত "তুই মা আমার হিয়ার হিয়া" গানটি ৺দ্বিজেন্দ্রলালের 'নীল আকাশের অসীম ছেয়ে' গানের সুরে গীত হইয়াছে। 'আমার মন কেন আজ উদাসী' গানটি গায়িকা স্বয়ং রচনা ও সুর-যোজনা করিয়া গাহিয়াছেন। গান দুটি সুন্দর ও মনোরম হইয়াছে।

*

H. 305. কুমার শচীন্দ্র দেব বর্ম্মন এবারে দু'খানি পল্লী-সঙ্গীত রেকর্ড করিয়াছেন। 'তুমি নি আমার বন্ধু, আমি নি তোমার বন্ধুরে' গানের রচয়িতা শ্রীঅজয় ভট্টাচার্য্য। দ্বিতীয় গান 'বন্ধু বাঁশী দাও মোর হাতেতে' গ্রাম্য কবির রচনা। 'Folk song'এর রচনা হিসাবে এই গানটির রচনার যথেষ্ট মাধুর্য্য আছে। শচীনবাবু একতারার সহিত সুরের মর্য্যাদা পূর্ব্বমাত্রায় বজায় রাখিয়া গাহিয়াছেন।

*

H. 306. শ্রীমতী আঙ্গুরবালা এই রেকর্ডে 'মদির নয়নে চেওনা' ও 'ওগো দরদী সজল আঁখি' গান দুটি রেকর্ড করিয়াছেন। গান দুটির রচয়িতা যথাক্রমে জগৎ মিত্র ও বিনোদ বন্দ্যোপাধ্যায়। কথা সাজাইলেই যে গান হয় না এ কথাটা বোধ হয় রচয়িতারা জানেন না। সুর-যোজনা ও গাওয়া মন্দ হয় নাই।

*

H. 311. শ্রীখগেন দে ও নগেন দে ম্যাণ্ডোলীন ও বাঁশের বাঁশী বাজাইয়াছেন। নগেনবাবুর বাঁশের বাঁশী যেমন মিষ্টি, খগেনবাবুর ম্যাণ্ডোলীনে হাতও তেমনি মধুর। উভয় তন্ত্রের সমাবেশে যে music পরিবেশিত হইয়াছে তাহা উপাদেয়।

*

TWIN RECORDS

December 1935

ডিসেম্বর মাসে টুইন রেকর্ড কোম্পানী ৯ খানি রেকর্ড প্রকাশ করিয়াছেন। ইহার মধ্যে ৭ খানি একক কণ্ঠ-সঙ্গীতের, একখানি দ্বৈত কণ্ঠ-সঙ্গীতের ও একখানি যন্ত্র সঙ্গীতের। নিম্নে প্রত্যেক খানির সমালোচনা প্রদত্ত হইল।

*

F. T. 4171. কুমারী পদ্মরাণী গাঙ্গুলী "জাগো মালবিকা" ও "একটু খানি দাও অবসর" গান দুটি রেকর্ড করিয়াছেন। গানের সুন্দর কথাগুলি রচনা করিয়াছেন নজরুল ইসলাম। শ্রীসুরেশ চক্রবর্ত্তী বি, এল মহাশয় সুর-যোজনায় নূতনত্ব দেখাইয়াছেন। গায়িকার কণ্ঠ সুরেলা ও বাণী স্পষ্ট। কাজেই গান দুটি শ্রুতিমধুর হইয়াছে।

*

F. T. 4172. শ্রীদেবেন বিশ্বাস এই রেকর্ডে দুই খানি শ্যামা-সঙ্গীত গাহিয়াছেন। "মাগো আমি তান্ত্রিক নই তন্ত্র-মন্ত্র জানি না" ও "কে বলে মোর মাকে কালো" গান দুটি শুনিলাম। গায়কের উদাত্ত মধুর ও গম্ভীর কণ্ঠে গান দুটি একান্ত উপভোগ্য হইয়াছে। রেকর্ডখানি বাংলার ঘরে ঘরে বিরাজ করিতে দেখিলেও বিস্মিত হইবার কিছু নাই।

*

F. T. 4173 কুমারী সান্ত্বনা সেন শ্রীপ্রণব রায় রচিত "হে লীলা কিশোর এ কি এ খেলা" ও "দেবতা হে খোল দ্বার আসিয়াছি মন্দিরে" গান দুটি গাহিয়াছেন। গানের সহিত অর্কেষ্ট্রা বাজিয়াছে। গায়িকার কণ্ঠস্বর সুরেলা কিন্তু গানের সুর-যোজনা মনোমুগ্ধকর নয়।

*

F. T. 4174 শ্রীসুখময় গাঙ্গুলী দু'খানি কীর্ত্তন গান রেকর্ড করিয়াছেন। "বলি ও মানিনী বাধে" ও "যেওনা ধনি যমনারি কূলে" কীর্ত্তন দুটির কথা ও সুর দিয়াছেন শ্রীসতীশ চন্দ্র গাঙ্গুলী। গায়কের সুরেলা কণ্ঠে গান সুগীত হইয়াছে।

*

F. T. 4175. শ্রীমতী আশালতা রায় ও নৃপেন বসু এই রেকর্ডে দ্বৈত-সঙ্গীত গাহিয়াছেন। "জাগো মন-মন্দিরে" ও "মন কাননে সঙ্গোপনে" গান দুটির সুর-যোজনায় নূতনত্ব আছে। গায়ক ও গায়িকা উভয়েই সুকণ্ঠের শিল্পী। রেকর্ডখানি শিক্ষিত সমাজে প্রসারতা লাভ করিবে বলিয়া মনে হয়।

*

F. T 4176 আব্দুল লতিফ সাহেব ইসলামী গান রেকর্ড করিয়াছেন। ঈদ উপলক্ষে রচিত গান দুটিতে দের সময় প্রত্যেক

মুসলমানের ভাল লাগিবে। "ওরে ও নূতন ঈদের চাঁদ" ও "ঈদ মোবারক দোস্ত দুষমন্ পর ও আপন সবার মঙ্গল আজি হউক রওণক্" গান দুটি সুগীত হইয়াছে।

*

F. T. 4177. তুফাইল মহম্মদ ও মহম্মদ বক্স সাহেব এই রেকর্ডে সেতার ও সারেঙ্গী বাজাইয়াছেন। সেতার ও সারেঙ্গীর সমাবেশ যে এত মধুর হইতে পারে রেকর্ড খানি শুনিবার পূর্ব্বে আমাদের তাহা ধারণা ছিল না। যন্ত্র-সঙ্গীত পিপাসু শ্রোতাগণ নিশ্চয়ই এ রেকর্ডটি শুনিতে ভুলিবেন না।

*

F. T. 4178. মিস প্রফুল্লর এ রেকর্ড খানির সমালোচনা গত নভেম্বর মাসের টুইন রেকর্ড সমালোচনার সহিত পত্রস্থ হইয়াছিল বলিয়া বাহুল্য বোধে এবার লিষ্টে থাকা সত্ত্বেও দিলাম না। ২৮শে নভেম্বরের দীপালীতে ইহার সমালোচনা দ্রষ্টব্য।

*

দীপালীর ৭ম বর্ষ শেষ

এই সংখ্যাই 'দীপালী'র ৭ম বর্ষের শেষ সংখ্যা। এখন যাঁহারা দীপালীর গ্রাহক ও গ্রাহিকা আছেন, তাঁহাদের মধ্যে যাঁহাদের চাঁদা এই বৎসরই শেষ হইয়া যাইবে, তাঁহারা যেন অনুগ্রহ করিয়া আগামী বৎসরের চাঁদা ২৫শে ডিসেম্বরের ভিতর মণিঅর্ডার করিয়া পাঠান। আগামী বৎসর যাঁহারা দীপালীর গ্রাহক থাকিতে অনিচ্ছুক, তাঁহারাও যেন দয়া করিয়া একখানি পোষ্টকার্ড লিখিয়া ২৫শে ডিসেম্বরের মধ্যে জানান। কাহারও নিকট হইতে টাকা বা কোনো পত্রাদি না পাইলে, পর বৎসরও তিনি কাগজ লইতে ইচ্ছুক, এই বুঝিয়া বড়দিন ও নববর্ষ সংখ্যা তাঁহাকে ভিঃ পিঃ করা হইবে। আগে না জানাইয়া পরে ভিঃ পিঃ ফেরৎ দিয়া, কেহ যেন আমাদিগকে অনর্থক ক্ষতিগ্রস্ত না করেন—ইহাই আমাদের বিনীত নিবেদন।

কর্ম্মাধ্যক্ষ—দীপালী

SENOLA RECORDS

December—1935

Q. S. 31. শ্রীমতী বীণা চৌধুরী এই রেকর্ডে ভজন ও কীর্ত্তন গাহিয়াছেন। 'জয় কৃষ্ণ গোপাল জয় মাধব হে' গানটি রচনা করিয়াছেন শ্রীজগৎ ঘটক এবং 'এই ত' মাধবী রাতি' গানের রচয়িতা শ্রীঅজয় ভট্টাচার্য্য। বৈষ্ণব-কবিদের রাশি রাশি পদাবলী থাকিতে আধুনিক কবিকে দিয়া কীর্ত্তন গান লিখাইবার সার্থকতা কি আমরা বুঝি না। গায়কার কণ্ঠ রেকর্ডের উপযোগী; গান দুটি মন্দ নয়।

*

Q. S. 32. শ্রীযুত কালীপদ পাঠক টপ্পা গাহিয়াছেন এই রেকর্ডে। টপ্পা গানের রাজা কালীপদ বাবুর গান শুনিয়া মোহিত হন না, এমন শ্রোতা নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। একে পাঠক মহাশয়ের কণ্ঠ, তাহাতে নিধুবাবুর রচনা—একেবারে মণিকাঞ্চন

সংযোগ হইয়াছে। রেকর্ড জগতে এই রেকর্ডখানি একটি সম্পদ-বিশেষ।

*

Q. S. 33. শ্রীসুরেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী বি-এ, শ্রীঅজয় ভট্টাচার্য্য রচিত দু'খানি গান গাহিয়াছেন। গান দুটি 'স্মরণ পথে কে তুমি আজ আসিলে একা' ও 'তুমি বেদনার মত আসিও'। গায়কের কণ্ঠ মার্জ্জিত এবং বাণী স্পষ্ট। গানের সহিত বেহালা বাজিয়াছে। বলা বাহুল্য, গান দুটি সুগীত হইয়াছে।

*

Q. S. 34. দেশমাতৃকার বন্দনা গাহিয়াছেন, বাঙলার চারণ-চারণী দল এই রেকর্ডে। শ্রীবটকৃষ্ণ বসু 'সোণার বাংলা মাগো তোমায় কে বলে কাঙালী' ও বাংলা দেশের শ্যামলা মাটীর আমরা নর নারী' গান দুটি রচনা করিয়াছেন। পুরুষ ও নারীর সম্মিলিত কণ্ঠে ও সুন্দর সুরে দেশ-জননীর বন্দনা গান বাঙালী মাত্রেরই প্রাণে স্পন্দন জাগাইবে।

*

Q. S. 35. শ্রীপবন বিশ্বাস ও সম্প্রদায় এই রেকর্ডে ঢোল ও শানাই বাজাইয়াছেন। বরিশালের এই বিখ্যাত বাদক সম্প্রদায় বেতারের কল্যাণে সুপরিচিত। বাংলার নিজস্ব সম্পদ প্রত্যেক বাঙালীর শোনা কর্ত্তব্য বলিয়া আমরা মনে করি। 'ভাটিয়ালী' ও 'মধুকাণ' সুরে বাজনা শুনিয়া আমরা খুসী হইয়াছি।

দীপালীর নিবেদন

এই সংখ্যার সহিত **দীপালীর** সপ্তম বর্ষ শেষ হইল। আগামী সংখ্যা ২রা জানুয়ারী তারিখে দীপালী **বড়দিন ও নববর্ষ-সংখ্যা** নামে বড়দিনের বন্ধের মধ্যেই বাহির হইয়া, এক সপ্তাহ কাল দীপালী আফিস বন্ধ থাকিবে, অর্থাৎ ২৮শে ডিসেম্বর বৃহস্পতিবারের কাগজ বাহির হইবে না।

যে সব বন্ধু বান্ধব পাঠক পাঠিকা গ্রাহক গ্রাহিকা অনুগ্রাহক অনুগ্রাহিকা ও বিজ্ঞাপন-দাতাগণের সহযোগিতায় সহকর্ম্মিতায় ও সাহায্যে **দীপালী** গভীর অন্ধকারের বহু ঝড়ঝাপটা মাথায় করিয়া, সত্য-প্রচারের মশাল হাতে এই দীর্ঘ সাত বৎসর কাটাইল, আশা করি, সেই সব হিতৈষীরা আগামী বর্ষেও দীপালীকে তাঁহাদের স্নেহ দানে বঞ্চিত করিবেন না।

বর্ষ শেষে অর্থাৎ আমাদের পূর্ণ এক বৎসরের সেবাব্রত উদযাপনের শুভতিথিতে আমরা যদি একবার পশ্চাতে ফিরিয়া চাহিয়া দেখি যে কত দীর্ঘ পথ আমরা এই সাত বৎসরে অতিক্রম করিয়াছি, তাহা হইলে, আশা করি, সুধীজনসমাজে সেটি অশোভন বিবেচিত হইবে না। নিজেদের শুভাশুভ কৃতকার্য্যের পর্য্যালোচনা করিলে, অগ্রগমনে শক্তি ও অভিজ্ঞতা যেমন বাড়ে, তেমনি জনসাধারণকেও আমরা জানাইতে পারি যে যে-সেবাব্রতে আমরা স্বয়ম্ব্রতী, সে কর্ত্তব্য কতখানি সার্থক ও সফলতামণ্ডিত করিতে পারিলাম।

সাত বৎসর পূর্ব্বে **দীপালী** যখন প্রথম বাহির হয়, তখন গতানুগতিকরূপে অত্যন্ত দীনভাবেই আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল। তখন বাংলায় সাপ্তাহিক কাগজই ছিল বড় জোর ৮।১০খানি। সাপ্তাহিক কাগজের সৌষ্ঠব ও স্বরূপ তো ছিলই না, তাহাদের কোনও শক্তিও ছিল বলিয়া মনে পড়ে না। **দীপালী** এ বিষয়ে প্রথম অগ্রণী হইল। ভাল কাগজে ভাল ছাপা, আর্ট পেপারের মলাট, আর্টপেপারে হাফটোন্ ছবি, পূজা ও বড়দিনে বিশেষ শোভন সংখ্যা প্রকাশ প্রভৃতি যাহা বর্ত্তমানে সকল সাপ্তাহিকেই অল্পবিস্তর করিতেছে, **দীপালীই** এ সকলের প্রবর্ত্তক। সাপ্তাহিক কাগজের প্রতি পাঠক সাধারণের অনুরাগ বৃদ্ধির মূলেও দীপালীর সত্যনিষ্ঠা ও আন্তরিক শিল্পোন্নতি কামনা বর্ত্তমান। আজ সর্ব্বত্র সাপ্তাহিক পত্রের যে শক্তি অনুভূত হয়, তাহার মূলেও দীপালীর অলক্ষ্য হস্ত আছে।

ফিল্মশিল্পকে কেন্দ্র করিয়া বাংলায় **দীপালীই** প্রথম সাপ্তাহিক পত্র। কাজেই বাংলার সাপ্তাহিক পত্র জগতে দীপালী যে আজ বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়াছে, ইহাতে দীপালীর কর্ম্মী ও পরিচালকগণ বিশেষ আনন্দ অনুভব করিতেছেন।

দীপালী প্রবীণ ও নবীন লেখকগণের শ্রীক্ষেত্র। দীপালী কোনও দিন কাহাকেও ব্যক্তিগত আক্রমণের পক্ষপাতী নহে; দীপালীতে ব্যক্তিত্বের নিরপেক্ষ আলোচনা হয়। সাহিত্য সঙ্গীত নৃত্য ও অভিনয়ই দীপালীর মুখ্য আলোচ্য বিষয়, অন্যান্য জনহিতকর বিষয়ও যেমন নারীলোক, বীমা-প্রসঙ্গ খেলাধূলা প্রভৃতি রীতিমত প্রতি সপ্তাহেই বাহির হইয়া থাকে।

দীপালীকে সর্ব্বজন মনোরম করিতে আমরা চেষ্টার কোনও ত্রুটি করিব না। আগামী বর্ষে দীপালীর কলেবর-বৃদ্ধি চিত্র সংখ্যা বৰ্দ্ধন প্রভৃতিরও কল্পনা আছে।

অত্যন্ত দুঃখের সহিত জানাইতেছি যে, আগামী বর্ষ হইতে সুকবি হেমেন্দ্রকুমার রায় মহাশয় আর দীপালীর সম্পাদনা করিবেন না। বৈষয়িক কার্য্যের চাপই হেমেন্দ্রকুমারের দীপালী ত্যাগের একমাত্র কারণ। প্রায় এক বৎসরকাল হেমেন্দ্রকুমারের সুচিন্তিত ও সুমধুর রচনাবলীর ললাটিকায় দীপালী গর্ব্ব অনুভব করিয়া আসিয়াছে। নিঃস্বার্থ ভাবে, বিনা পারিশ্রমিকে ও অক্লান্ত পরিশ্রমে হেমেন্দ্রকুমার আমাদিগকে এই এক বৎসরকাল যে সাহায্য করিলেন, তাহার জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশের যথাযোগ্য ভাষা আমাদের নাই এবং সে ধৃষ্টতা করিবও না। হেমেন্দ্রকুমারের সঙ্গে আমাদের প্রীতির সম্বন্ধ। ভগবানের নিকট প্রার্থনা করি তিনি সুস্থ থাকিয়া বাণীর চরণে নিত্য নব নব অর্ঘ্য প্রদান করুন এবং আমাদের এই সম্বন্ধ অটুট থাকুক।

শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
দীপালীর সত্ত্বাধিকারী

বীমা-প্রসঙ্গ

'কোম্পানী-কাগজপ্রিয়' বীমা কোম্পানীর হীন প্রচার কার্য্য

—পদ্মপাদ

সম্প্রতি নিউ ইয়র্কের দি উইক্‌লি আণ্ডার রাইটার (The Weekly Underwriter) নামক সুবিখ্যাত বীমা-পত্রিকায় মিঃ ফ্রাঙ্ক জে, মুলিগানের একটি সুচিন্তিত ও সময়োপযোগী প্রবন্ধ বের হয়েছে। এজেন্ট বা বীমাকর্ম্মীদের মধ্যে আজকাল আমাদের দেশে যে অন্যায়, অশোভন ও হীন প্রতিযোগিতা চল্‌ছে—এ প্রবন্ধটি পড়লে তার স্বরূপ বুঝা যায়। এই প্রকার আত্মঘাতী প্রচেষ্টার মধ্যে যাঁরা বা যে বীমা-কোম্পানী আজ বিশেষভাবে লিপ্ত হয়ে পড়েছেন বলে শুনা যাচ্ছে—এই লেখার যুক্তিপূর্ণ আবেদনটি তাঁদের কানে পৌঁছালে অনেকটা কাজ হবে—এবং বীমা ক্ষেত্রে আজকাল যে দূষিত আবহাওয়ায় সৎ ও কর্ত্তব্যনিষ্ঠ কর্ম্মীদের শ্বাসরুদ্ধ হয়ে আসছে—সে অবাঞ্ছিত অবস্থারও ক্রমশঃ অবসান হ'বে।

*

আমরা অবসর মত এই মূল প্রবন্ধটির মর্ম্ম আমাদের পাঠকদের অনুবাদ করে জানাব। আপাততঃ এই বিষয়টি আমাদের দেশে বীমা-কর্ম্মীদের মধ্যে কতখানি মারাত্মক অপরাধ রূপে দেখা দিয়াছে এবং তৎতৎ বীমা কোম্পানীর কর্ত্তৃপক্ষগণ সাক্ষাৎ বা পরোক্ষভাবে সহানুভূতি ও সহযোগ দেখিয়ে দেশের কতখানি অনিষ্টের কারণ হয়ে দাঁড়াচ্ছেন—সে সম্বন্ধেই সংক্ষেপে আলোচনা করব।

*

সম্প্রতি ভারতবর্ষে 'ভারতীয়' নামে না-'হক্' বিজ্ঞাপিত মালেকী স্বত্বে স্থাপিত ও পরিচালিত কোনও একটি সুবৃহৎ বীমা কোম্পানী এই প্রকার অপকর্ম্মের সৃষ্টি ও সহায়তা করছেন বলে আমরা জানতে পেরেছি—প্রমাণ আমাদের হাতে আছে—সময়মত, আবশ্যক হলে সেগুলি সাধারণো প্রকাশ করব।

এই কোম্পানী সুপরিচালিত বলে খ্যাতি আছে—এঁরা এদেশে কোটি কোটি টাকার বীমা সংগ্রহ করে থাকেন কিন্তু যে দেশে এঁরা প্রতি বৎসর কোটি কোটি টাকা আদায় করছেন সে দেশের কোনও কাজেই তাঁরা টাকা খাটান না—এবং তাঁদের এই লগ্নী ব্যাপার নিয়ে মস্ত গর্ব্ব যে কোম্পানীর কাগজ ছাড়া তাঁরা কোথাও বীমাকারীর টাকা খাটান না।—কিন্তু যাঁরা বীমা-জগতের আর্থিক হালচালের খবর রাখেন তাঁরাই জানেন কোম্পানীর কাগজের দর যখন অসম্ভব রকম কমে গিয়েছিল তখন রাজ-সরকার থেকে বিশেষ অনুমতি নিয়ে মূলধন খুইয়ে কি ভাবে এই কোম্পানীকেই ভ্যালুয়েশন বা হিসাব নিকাশ করতে হয়েছিল।

*

এই কোম্পানীটি 'ভারতীয়' বলে নিজের পরিচয় দেন—কিন্তু আজ এই কোম্পানীর হীন প্রচার কার্য্য দেখে আমাদের আসল কথা খুলে বলার বিশেষ দরকার হয়েছে।

—এই কোম্পানীর একাধিক ডিরেক্টার ইংরাজ, ইহার ম্যানেজার এবং মোটা বেতনভোগী একাধিক ইংরাজ কর্ম্মচারীকে এই কোম্পানী পোষণ করে থাকেন—এবং এই কোম্পানীর টাকাও লগ্নী আছে দেশের কোনও ব্যাপারে নয় কোম্পানীর কাগজে

—বীমা কোম্পানীর মূল নীতি সমাজ বা লোকহিত সাধন কিন্তু বীমাকারীর টাকা শুধু কোম্পানীর কাগজে খাটালেই সমাজ বা লোকের হিতসাধন হয় না, বিদেশে বিশেষতঃ আমেরিকায় বীমা কোম্পানীর টাকা—বিশেষ লাভজনক ভাবে—মিউনিসিপালিটি ইলেক্‌ট্রিক ওয়াটার ওয়ার্কস এবং নানাবিধ শিল্প ব্যবসা সংক্রান্ত বহু দেশীয় অনুষ্ঠানে খাটে তাতে বহু দেশের লোকের নানা দিক দিয়ে উপকার হয়—কত লোক প্রতিপালিত হয়, দেশের কর্ম্মক্ষেত্রে শিল্প ব্যবসায় ও জনহিতকর প্রতিষ্ঠানেরও নিত্য নূতন উন্নতি হতে থাকে সঙ্গে সঙ্গে দেশীয় আর্থিক সংস্থানেরও উপায় হয়ে থাকে। কিন্তু ভারতীয় বলে বিজ্ঞাপিত এই কোম্পানী কোম্পানীর কাগজের ওজন বৃদ্ধি করে ভারতবর্ষকে কি দিচ্ছে সেটা আজ আমাদের ভেবে দেখতে হবে।

এই কোম্পানীর প্রিমিয়াম হার বেশী, মেয়াদ অন্তে দেয় টাকার উপর এমন কিছু লাভও পাওয়া যায় না—তাহলে এই বীমাকারীদের স্বার্থ এরা গৌণভাবেই দেখেছেন একথা বলা যায়। অথচ দেশীয় কোম্পানী গুলির বিরুদ্ধে মিথ্যা প্রচারকার্য্য চালিয়ে এঁরা আজ দেশের কি শত্রুতা সাধন করছেন তা আমাদের ভেবে দেখ্‌তে হবে।

আমরা জানি কোনও একটি সুবৃহৎ ভারতীয় বীমা কোম্পানীর বিরুদ্ধে স্বার্থ ও বিদ্বেষ প্রসূত মনোভাব নিয়ে, কোনও একখানি দৈনিক কিছু দিন পূর্ব্বে অন্যায় সমালোচনা করেছিল। তখন এই তথাকথিত "ভারতীয়" কোম্পানীটি বিপুল অর্থ ব্যয়ে সেই সকল আলোচনা অনুবাদ করিয়ে—পাটনা প্রভৃতি অঞ্চলে নিজেদের এজেণ্ট দ্বারা বিলি করিয়েছিল। সম্প্রতি শুনা যাচ্ছে—এই কোম্পানী সত্যকার ভারতীয় কোম্পানীগুলির বিরুদ্ধে অন্যায় প্রচার কার্য্য চালাচ্ছে।

—আমরা ইংরাজ স্বার্থ শাসিত "কোম্পানী কাগজ প্রিয়" তথাকথিত এই ভারতীয় কোম্পানীর কর্ত্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি, তাঁহারা যদি অবিলম্বে তাদের এই হীন প্রচার কার্য্য বন্ধ না করেন তবে আমরা বাধ্য হয়ে এ বিষয়ের আরো বিশদ আলোচনা কর্‌তে প্রবৃত্ত হ'ব।

নারীলোক

রান্নার কথা

—শ্রীমতী হিরন্ময়ী দেবী

গত সংখ্যা "দীপালীতে" আমরা নারিকেলের একটি খাবারের কথা বলেছি। নারিকেল দ্বারা এত রকম সুস্বাদু খাদ্য তৈয়ার হয় যা' বলে শেষ করা যায় না। নারিকেল এদেশের একটি প্রধান ফল এবং পাওয়াও যায় অপর্য্যাপ্ত। নারিকেলের 'নাড়ু' ছেলে মেয়েদের যত আনন্দ দেয় তা' আর কিছুতেই পারে না। আজকাল এই সব খাদ্যের পরিবর্ত্তে 'চকোলেট', 'টফি' 'লজেন্স' প্রভৃতি খাবার ঐ সব স্থান অধিকার ক'রে বসেছে

আজকালকার খাবারের মধ্যে 'চপ্' একটি অপরিহার্য্য অঙ্গ হ'য়ে দাঁড়িয়েছে। এই চপ্ নারিকেল দ্বারাও তৈয়ার করা যায়—একটি নোওয়াপাতি নারিকেলের ছোবড়া ছাড়িয়ে ওর মুখটা একটু খুলে ফেলতে হবে এবং ভেতরের জল সব ফেলে দিয়ে ওর ভেতর মাংস বা মাছের কিমা, মশলা মেখে পুরে দিতে হবে। পরে মুখটা ময়দা দিয়ে বন্ধ ক'রে নারিকেলটি জলে সিদ্ধ করতে হবে। বেশ সুসিদ্ধ হ'লে নামিয়ে ঠাণ্ডা করতে হবে। ঠাণ্ডা হলে ওকে ভাঙ্গলে দেখা যাবে যে নারিকেলের আকারে ভিতরের পদার্থ সব জমে গিয়েছে। তখন বরফির আকারে কেটে খেলেই হ'ল। অবশ্য সঙ্গে মাষ্টার্ড মেখে খেতে হবে। ইহা একধারে সুখাদ্য এবং পুষ্টিকর।

আর একটি খাবারের নাম করা যেতে পারে—সেটি ডিম। এই ভেজালের দিনে একমাত্র ডিমকেই বোধ হয় ঐ পর্য্যায় থেকে বাইরে রাখা চলে। আজকাল 'ভিটামিন্' 'প্রোটিন' প্রভৃতি বহু কথাই শুনা যায়। ডিমের ভিতর প্রোটিন খুব বেশী তা' সবাই জানেন। ডিমের একটি প্রধান গুণ এই যে ওকে অনেক দিন পর্য্যন্ত ব্যবহারোপযোগী রাখা চলে—সহজে নষ্ট হয় না। ডিমের দ্বারা প্রস্তুত খাদ্যসমূহ খুব মোলায়েম হয়, এই জন্যই লুচি ও রুটির ময়দায় ডিমের ময়ান দিলে তা' অত্যন্ত মোলায়েম হয়।

ডিমের দ্বারা ইংলিশ, ফ্রেঞ্চ, হিন্দুস্থানি বাঙলা প্রভৃতি নানাবিধ প্রণালিতে মোগলাই প্রভৃতি খাদ্য প্রস্তুত করা যেতে পারে। পুডিং প্রভৃতিতে ডিম না হ'লে চলেই না। তরল ও কোমল জাতীয় খাদ্য জমাইয়া আহার করতে হ'লে ডিমই তার প্রধান উপাদান। ডিম মিশ্রিত ক'রে সামান্য আগুণের আঁচ দিলেই তা' জমে যাবে।

ডিমের তৈরী একটা আধুনিক খাবারের কথা বলছি। একে বলে "ডিমের রুমেলি"। ইহা রুটি ও লুচির সঙ্গে খেতে ভাল। প্রথমে ডিম ভেঙ্গে ওর তরলাংশ বেশ ক'রে ফোটাতে

সপ্তাহিকা

গেল বেস্পতিবার বিকালে বর্দ্ধমানাধিপের সভাপতিত্বে কল্‌কাতা মূক ও বধির বিদ্যালয়ের বার্ষিক পুরস্কার-বিতরণী সভা হ'য়ে গেছে। ক'লকাতায় তথা সারা বাংলাদেশে এমন আর একটিও প্রতিষ্ঠান নেই।

*

গেল ৮ই ডিসেম্বর বোলপুর হাইস্কুলে শ্রীযুক্তা প্রতিমা দেবীর নেতৃত্বে একটি মহিলা সম্মেলন হয়েছিল। মিস্ বুথ "শুশ্রূষা" সম্বন্ধে ইংরিজিতে বক্তৃতা করেন। শ্রীযুক্তা সুধাময়ী দেবী সেটির বাংলা অনুবাদ ক'রেছেন।

*

মেগাফোন কোম্পানীর হ্যারিসান রোডস্থ আফিসে একটি প্রবল প্রীতি-ভোজের আয়োজন গেল বেস্পতিবার হ'য়েছিল। শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ ঘোষ মশায়ের অতিথি সৎকারে সকলেই খুসী হ'য়েছিলেন, বোধহয় পুনঃ পুনঃ তা লাভ করবারও ইচ্ছে তাঁদের আছে।

*

ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরীর লাইব্রেরিয়ান খাঁ বাহাদুর আসাদুল্লা সাহেবের নেতৃত্বে আস্‌ছে ৫ই জানুয়ারী ক'লকাতা লাইব্রেরী কন্‌ফারেন্সের দিন ধার্য্য হ'য়েছে। গ্রন্থকাররা লাইব্রেরীর পক্ষপাতী কি?

ই, আই, আরের আপ্ আর ডাউন পাঞ্জাব এক্‌স্‌প্রেসের বাঙ্গালী পরিচালিত ডাইনিং কারে আমরা খেয়ে দেখে মুক্তকণ্ঠে বল্‌ছি যে তাঁদের রান্না মুখরোচক, সমস্ত উপকরণ বিশুদ্ধ, ব্যবস্থা পরিষ্কার ও পরিচ্ছন্ন এবং কর্ত্তৃপক্ষদের যত্ন ও সৌজন্য প্রশংসনীয়। বাঙ্গালী পরিচালিত রেস্তরাঁ কার আর কোনো রেল কোম্পানীর নেই—ই, আই, আরের এ প্রথম।

*

আস্‌ছে ২৬-এ ২৭-এ ও ২৮-এ ডিসেম্বর নিউ দিল্লীতে প্রবাসী বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনের ত্রয়োদশ অধিবেশন হবে। শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় সম্মেলনের উদ্বোধন ক'রবেন। আমরা সম্মেলনের সর্ব্বাঙ্গীন সাফল্য কামনা করি।

*

চার বছরের মেয়ে অরুণা পালিত নানা রকম নাচ দেখিয়ে রেঙ্গুনে যশ অর্জ্জন করেছেন—মুকুলেই সৌরভ অতুল।

হবে। অল্পক্ষণ ফোটাবার পর ওর ভিতর সামান্য যাইফলের গুড়ো, লঙ্কার গুড়ো, ও লবণ মিশিয়ে আবার ফোটাতে হবে। তারপর ওতে মাখন ও দুধ মেশাতে হবে। উত্তম রূপে ফোটান হ'লে একটি কলাই করা বাটীতে উহা ঢেলে রাখতে হবে। ঐ বাটীটি ফুটন্ত জলে রেখে ধীরে ধীরে নাড়াতে থাকলেই ভিতরকার জিনিষ গাঢ় হ'য়ে আসবে। গাঢ় হ'লেই ঢেলে রাখতে হবে। একেই বলে "রুমেলি"।

রূপবাণীতে "কণ্ঠহার"

এই শনিবার রাধা ফিল্মস্-এর বহু বিজ্ঞাপিত গোয়েন্দা-চিত্র "কণ্ঠহার" রূপবাণীতে মুক্তিলাভ করিবে।

এই চিত্রখানির গল্পাংশ বাংলার অপরাপর সামাজিক চিত্রের কাহিনী হইতে বিভিন্ন। ইহার একদিকে এক সুখী দম্পতীর দাম্পত্য লীলার মধুরতম আলেখ্য—অপরদিকে এক লম্পট, দুরাচারী দুর্ব্বৃত্তের প্রতিহিংসার পাশবিক লীলা!

এই চিত্রে শ্রীমতী কাননবালা নায়িকার ভূমিকায় অবতীর্ণা এবং বাংলার অপরাজেয় চরিত্রাভিনেতা শ্রীঅহীন্দ্র চৌধুরী আর একটী বিশেষ কঠিন ও কুট চরিত্রে আত্মপ্রকাশ করিতেছেন। অপরাপর প্রধান ভূমিকাগুলিও ন্যায্য পাত্রে অর্পিত হইয়াছে। যথাঃ—

ডিটেক্‌টিভ্ ইনস্পেক্টার, বিনয়··· ভূমেন রায়
মধু······ নির্ম্মলেন্দু লাহিড়ী
নরেন··· জহর গঙ্গোপাধ্যায়
রঙ্গিলা··· পদ্মাবতী
মোহিনী··· রাধারাণী

এবং অন্যান্য ভূমিকায় মৃণাল ঘোষ, কুমার মিত্র, তারক বাগচী, তুলসী চক্রবর্ত্তী প্রভৃতি। কণ্ঠহার চিত্রের পরিচালক শ্রীযুক্ত জ্যোতিষ বন্দ্যোপাধ্যায়।

আমরা আমাদের পাঠক পাঠিকাদের কণ্ঠহারের বিশদ পরিচয় আগামী সংখ্যায় জানাইতে পারিব বলিয়া আশা করিতেছি।

"রীতিমত নাটক"

এই নাটকখানি মঞ্চস্থ হইবার আগে সকলেই এই বিষয়ে একটু কৌতুহলী হইয়াছিলেন। একে এই নাটকের রচয়িতা হইতেছেন নটসূর্য্য শ্রীশিশির কুমার ভাদুড়ী ও যশস্বী নাট্যকার জলধর চট্টোপাধ্যায়। তাহার উপর নামকরণের অসাধারণত্বে সকলের মধ্যেই বেশ একটু চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হইয়াছিল। আমরা "রীতিমত নাটক" দেখিয়া রীতিমত খুসী হইয়াই বাড়ী ফিরিয়াছি।

নাটকখানির বিষয়-বস্তু খুব সামান্য। প্রফেসার দিগম্বরের ভগিনী শান্তা তাহাদের মোটর ড্রাইভারের সঙ্গে ঘরের বাহির হইয়া যায়, সেই শোকে দিগম্বরের মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘটে। পরে দিগম্বরের ভগিনী শান্তা ও মোটর ড্রাইভার বীরেন এক থিয়েটারে অভিনয় করিতে থাকে। তাহার আগে তাহারা হিন্দু মতে বিবাহিত হয়। বীরেনের এক স্ত্রী

সুপ্রসিদ্ধ সাপ্তাহিক
'দীপালী' পত্রিকার পক্ষ হইতে
শ্রীযুক্ত
বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়
মহাশয়ের অভিমত—

Phone: B. B. 2258. Estd. 1929.
DIPALI
THE ILLUSTRATED INDIAN FILM & ART WEEKLY
123-1, Upper Circular Road, Calcutta.
ANNUAL SUBSCRIPTION
Inland Rs. 4. Foreign Rs. 6.
Post Paid
SINGLE COPY 1 ANNA
Ref ——— Dated, ———

শ্রীযুক্ত ললিতমোহন গুপ্ত,
ভারত ফটোটাইপ ষ্টুডিও
স্বত্বাধিকারী মহাশয় সমীপেষু—

প্রিয়বরেষু

ভারত ফটোটাইপের তৈরি ব্লক ভাল হয়, বলিলে, কিছুই বলা হয় না। আপনার ব্লক ও ছাপার মধ্যে ছবিকে এক অভিনব সৌন্দর্য্য ও মাধুর্য্য দান করে, যাহা আমি অন্য কাহারও কাছে ইতিপূর্ব্বে কখনও পাই নাই। আপনার অন্তরের মাধুর্য্যের মত আপনার কাজও হয় অনবদ্য সুন্দর।

আপনি আমার সশ্রদ্ধ অভিবাদন গ্রহণ করুন। ইতি—

ভবদীয়—
গুণমুগ্ধ—

১৩৩৪।২৮ আশ্বিন শ্রী বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়

"আলোক-চিত্রাঙ্কন বিশারদ"
"পরিকল্পনাকুশলা"
"উপহারপত্রশিল্পী"

ও পুত্র বর্ত্তমান ছিল, তাহা শান্তা জানিত না। বীরেনের আসল নাম ছিল বসন্ত। বসন্ত তাহার স্ত্রীকে হত্যা করিল। শেষে সব গোলমাল মিটিয়া গিয়া দিগম্বর শান্তাকে ফিরিয়া পাইল।

নাটকখানি সু-প্রযোজনার গুণে জমিয়াছে ভাল। দিগম্বরের চরিত্রটি এক অভিনব সৃষ্টি এবং সেই ভূমিকাটি নটসূর্য্য শিশির কুমারের দ্বারা অভিনীত হওয়ায় অনবদ্য রূপ ধারণ করিয়াছে। তাহার পরেই শ্রীমতী প্রভার 'স্বাগতা'র নাম উল্লেখ করা যাইতে পারে। তবে তাঁহার দীর্ঘ গানগুলি আমাদের মোটেই ভাল লাগে নাই। শ্রীমতী রাণীবালার 'শান্তা' ও শৈলেন চৌধুরীর "দিব্যেন্দু" সু-অভিনীত হইয়াছে। শ্রীবিশ্বনাথ ভাদুড়ীর 'সুহৃদ ডাক্তার' একটি type. তিনি তাঁহার ভূমিকার প্রতি সুবিচারই করিয়াছেন। অন্যান্য ছোটো খাটো ভূমিকাগুলির মধ্যে শান্তশীল গোস্বামীর 'নবকৃষ্ণ', পঞ্চানন বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'সুরেশ' উল্লেখযোগ্য। শ্রীঅমল বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বসন্ত' আমাদের ততটা ভাল লাগে নাই।

"রীতিমত নাটকে" নূতনত্ব হইতেছে এই যে একটি দৃশ্যে মঞ্চ ও প্রেক্ষাগৃহের পার্থক্য টুকু উঠাইয়া দেওয়া হইয়াছে। অর্থাৎ বাণী থিয়েটারের দর্শক নাট্যমন্দিরের দর্শকের সহিত মিশিয়া যে হট্টগোলের সৃষ্টি করিয়াছিল তাহা বাস্তবিকই উপভোগ্য।

নাট্যনিকেতনে "নরদেবতা"

আধুনিক নাট্যকারদের ভিতর শ্রীশচীন সেন গুপ্তের স্থান অনেক উঁচুতে। তাহার পর তিনি যত গুলি নাটক লিখিয়াছেন তাহার মধ্যে কোনটিই failure হয় নাই। নাটক হিসাবে 'নর দেবতা'কেও প্রথম শ্রেণীর নাটক বলিতে আমাদের বাধা নাই। নাটক সম্বন্ধে আমরা আলোচনা করিব যখন ইহা পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইবে, এখন শুধু অভিনয় সম্বন্ধেই আমরা আমাদের মন্তব্য প্রকাশ করিব।

নাটকের মূল ঘটনা এই:—সিংহলের রাজার অভাব কিছুই ছিল না। অথচ তাঁহার অন্তরে সর্ব্বদাই যেন কিসের অভাব বোধ হইত। প্রথমে যৌবনে, তিনি একটি গরীবের মেয়েকে ভালবাসিয়াছিলেন কিন্তু কর্ত্তব্যের আহ্বানে তাহাকে, তিনি পরিত্যাগ করিয়া একটি রাজনন্দিনীকে বিবাহ করিতে বাধ্য হন। সেই জন্যই তিনি রাণী পাইয়াছিলেন কিন্তু রাণীর ভালবাসা পান নাই। তাঁহার পুত্র অমিতাভ গোপনে একটি ধীবর কন্যাকে বিবাহ করিয়াছিলেন। রাজা তাহাকে রাজ্য হইতে বঞ্চিত করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলে অমিতাভ তাহা স্বেচ্ছায় অম্লান বদনে সম্মতি দিলেন। এদিকে অগ্নিবেশের উদ্যোগে এক দল যুবক রুদ্রচক্র নামে একটি সমিতি স্থাপন করিয়াছিল। তাহাদের উদ্দেশ্য ছিল রাজাকে হত্যা করা। তাহারা চায় গণ জাগরণ, কারণ রাজা বিলাস ব্যসনে পরিতৃপ্ত থাকিবেন আর রাজ্যে দুঃখদারিদ্র্যপীড়িতের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইবে—ইহা তাহারা চায় না। এই সভার নেত্রী ছিল শাশ্বতী। রাজা রাজশেখর নাম লইয়া ছদ্মবেশে দুইজন অনুচর সহ সেই রুদ্রচক্রের সভ্য হইলেন। ক্রমে

সুপ্রসিদ্ধ সাপ্তাহিক
'দীপালী' পত্রিকার পক্ষ হইতে
শ্রীযুক্ত
বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়
মহাশয়ের অভিমত—

Phone: B. B. 3253. Estd. 1929.
DIPALI
THE ILLUSTRATED INDIAN FILM & ART WEEKLY
123-1, Upper Circular Road, Calcutta.
ANNUAL SUBSCRIPTION
Inland Rs. 4. Foreign Rs. 6.
Post Paid
SINGLE COPY 1 ANNA
Ref ——— Dated, ———

শ্রীযুক্ত ললিতমোহন গুপ্ত,
ভারত ফটোটাইপ ষ্টুডিও
সত্ত্বাধিকারী মহাশয় সমীপেষু—

প্রিয়বরেষু

ভারত ফটোটাইপের তৈরি ব্লক ভাল হয়, বলিলে, কিছুই বলা হয় না। আপনার ব্লক ও ছাপা মূল ছবিকে এক অভিনব সৌন্দর্য্য ও মাধুর্য্য দান করে, যাহা আমি অন্য কাহারও কাছে ইতি-পূর্ব্বে কখনও পাই নাই। আপনার অন্তরের মাধুর্য্যের মত আপনার কাজও হয় অনন্য সুন্দর।
আমার আন্তরিক সশ্রদ্ধ অভিবাদন গ্রহণ করুন। ইতি—

ভবদীয়—
গুণমুগ্ধ
১৩৩৪|২৮ আশ্বিন শ্রী বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়

ও পুত্র বর্ত্তমান ছিল, তাহা শান্তা জানিত না। বারেনের আসল নাম ছিল বসন্ত। বসন্ত তাহার স্ত্রীকে হত্যা করিল। শেষে সব গোলমাল মিটিয়া গিয়া দিগম্বর শান্তাকে ফিরিয়া পাইল।

নাটকখানি সু-প্রযোজনার গুণে জমিয়াছে ভাল। দিগম্বরের চরিত্রটি এক অভিনব সৃষ্টি এবং সেই ভূমিকাটি নটসূর্য্য শিশির কুমারের দ্বারা অভিনীত হওয়ায় অনবদ্য রূপ ধারণ করিয়াছে। তাহার পরেই শ্রীমতী প্রভার 'স্বাগতা'র নাম উল্লেখ করা যাইতে পারে। তবে তাঁহার দীর্ঘ গানগুলি আমাদের মোটেই ভাল লাগে নাই। শ্রীমতী রাণীবালার 'শান্তা' ও শৈলেন চৌধুরীর "দিব্যেন্দু" সু-অভিনীত হইয়াছে। শ্রীবিশ্বনাথ ভাদুড়ীর 'সুহৃদ ডাক্তার' একটি type. তিনি তাঁহার ভূমিকার প্রতি সুবিচারই করিয়াছেন। অন্যান্য ছোটো খাটো ভূমিকাগুলির মধ্যে শান্তশীল গোস্বামীর 'নবকৃষ্ণ', পঞ্চানন বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'সুরেশ' উল্লেখযোগ্য। শ্রীঅমল বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বসন্ত' আমাদের ততটা ভাল লাগে নাই।

"রীতিমত নাটকে" নূতনত্ব হইতেছে এই যে একটি দৃশ্যে মঞ্চ ও প্রেক্ষাগৃহের পার্থক্য টুকু উঠাইয়া দেওয়া হইয়াছে। অর্থাৎ বাণী থিয়েটারের দর্শক নাট্যমন্দিরের দর্শকের সহিত মিশিয়া যে হটুগোলের সৃষ্টি করিয়াছিল তাহা বাস্তবিকই উপভোগ্য।

নাট্যনিকেতনে "নরদেবতা"

আধুনিক নাট্যকারদের ভিতর শ্রীশচীন সেন গুপ্তের স্থান অনেক উঁচুতে। তাহার পর তিনি যত গুলি নাটক লিখিয়াছেন তাহার মধ্যে কোনটিই failure হয় নাই। নাটক হিসাবে 'নর দেবতা'কেও প্রথম শ্রেণীর নাটক বলিতে আমাদের বাধা নাই। নাটক সম্বন্ধে আমরা আলোচনা করিব যখন ইহা পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইবে, এখন শুধু অভিনয় সম্বন্ধেই আমরা আমাদের মন্তব্য প্রকাশ করিব।

নাটকের মূল ঘটনা এই :—সিংহলের রাজার অভাব কিছুই ছিল না। অথচ তাঁহার অন্তরে সর্ব্বদাই যেন কিসের অভাব বোধ হইত। প্রথমে যৌবনে, তিনি একটি গরীবের মেয়েকে ভালবাসিয়াছিলেন কিন্তু কর্ত্তব্যের আহ্বানে তাহাকে, তিনি পরিত্যাগ করিয়া একটি রাজনন্দিনীকে বিবাহ করিতে বাধ্য হন। সেই জন্যই তিনি রাণী পাইয়াছিলেন কিন্তু রাণীর ভালবাসা পান নাই। তাঁহার পুত্র অমিতাভ গোপনে একটি ধীবর কন্যাকে বিবাহ করিয়াছিলেন। রাজা তাঁহাকে রাজ্য হইতে বঞ্চিত করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলে অমিতাভ তাহা স্বেচ্ছায় অম্লান বদনে সম্মতি দিলেন। এদিকে অগ্নিবেশের উদ্যোগে এক দল যুবক রুদ্রচক্র নামে একটি সমিতি স্থাপন করিয়াছিল। তাহাদের উদ্দেশ্য ছিল রাজাকে হত্যা করা। তাহারা চায় গণ-জাগরণ, কারণ রাজা বিলাস ব্যসনে পরিতৃপ্ত থাকিবেন আর রাজ্যে দুঃখদারিদ্র্যপীড়িতের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইবে ইহা তাহারা চায় না। এই সভার নেত্রী ছিল শাশ্বতী। রাজা রাজশেখর নাম লইয়া ছদ্মবেশে দুইজন অনুচর সহ সেই রুদ্রচক্রের সভ্য হইলেন। ক্রমে

অগ্নিবেশের দল বুঝিতে পারিল যে রাজা প্রকৃত পক্ষে দোষী নহে, অনর্থের মূল মন্ত্রী কূটচক্র, ধর্ম্মগুরু মহামাত্য, ও ধনকুবের রতন শ্রেষ্ঠী। একদিন প্রকাশ্য দিবালোকে একজন বিদ্রোহী রাজাকে ছুরিকাঘাত করিতে উদ্যত হইলে শাশ্বতী রাজার প্রাণ রক্ষা করিল। রাজা যখন সকলের চক্রান্ত জানিতে পারিলেন তখন মন্ত্রী, মহামাত্য ও রতন শ্রেষ্ঠীকে কারারুদ্ধ করিলেন। ক্রমে রাজা জানিতে পারিলেন যে শাশ্বতীই তাঁহার প্রথম যৌবনের প্রণয়িনী। শেষে রাজশেখর নিজের স্বরূপ ব্যক্ত করিয়া প্রজাদের দলে আসিলেন। অগ্নিবেশ বুঝিতে পারিল শাশ্বতী ও রাজার ভালবাসার কথা। অগ্নিবেশ গোপনে শাশ্বতীকে ভালবাসিত। শাশ্বতী তাহাকে প্রত্যাখ্যান করায় ঈর্ষ্যার বশবর্ত্তী হইয়া সে তাহাকে হত্যা করিল। শেষে অগ্নিবেশ নিজের ভুল বুঝিতে পারিয়া রাজার ক্ষমা প্রার্থনা করিল। এইখানে নাটকের সমাপ্তি।

নাটকখানির ভিতর propagandaর দিকই প্রাধান্য লাভ করিয়াছে বেশী এবং এই চাপে অন্য সব কিছু চাপা পড়িয়া গিয়াছে। যেমন অমিতাভ ও নীলিমার কাহিনী। অগ্নিবেশ যে শাশ্বতীকে গোপনে ভালবাসিত তাহার পরিচয় শাশ্বতীর মৃত্যু-দৃশ্য ছাড়া আর পাই না। আমাদের মনে হয় অগ্নিবেশ কর্ত্তৃক শাশ্বতীর হত্যাতে অগ্নিবেশের চরিত্রটি ছোট হইয়া গিয়াছে। সমগ্র নাটকখানির ভিতর মাত্র দুটি climax দেখিতে পাওয়া যায়। একটি রুদ্রচক্রে রাজার আত্মপ্রকাশ ও অপরটি শাশ্বতীর মৃত্যু-দৃশ্যে। নাটকের শেষ দৃশ্যের পরিকল্পনা সুন্দর। "নরদেবতার" সুন্দর ও সময়োপযোগী সংলাপে মুগ্ধ না হইয়া পারা যায় না। গানগুলি যেমনি সুরচিত তেমনি সুগীত হইয়াছে। নাচগুলিও আমাদের ভাল লাগিয়াছে। দৃশ্য পটগুলির জন্য শিল্পী শ্রীনরেন্দ্র দত্তকে ধন্যবাদ দিতেছি। রুদ্রচক্রের দৃশ্য ও শেষ দৃশ্যদুটি আমাদের খুব ভাল লাগিয়াছে।

অভিনয়ের মধ্যে সব চেয়ে আমাদের ভাল লাগিয়াছে শ্রীঅহীন্দ্র চৌধুরীর 'রাজা', রবি রায়ের 'আনন্দ মিশ্র', ভূমেন রায়ের 'অগ্নিবেশ' শ্রীমতী নীহার বালার 'শাশ্বতী' ও নিরুপমার 'নীলিমা'। প্রথম অভিনয় রজনীতে অধিকাংশ নট-নটীই ভাল রকম পাট মুখস্থ না করিয়াই মঞ্চাবতরণ করিয়াছিলেন বলিয়া মনে হইল, সুতরাং কয়েকরাত্রি পরে তাঁহাদের অভিনয় উন্নততর হইলে বইখানি জমিবে খুব ভাল।

মোটের উপর নাট্যনিকেতনের কর্ত্তৃপক্ষ বেশ কিছু অর্থব্যয় করিয়াছেন, তাহার উপর যুগোপযোগী অনেক সমস্যার সমাবেশ থাকায় নাটকখানি জনাদর লাভ করিবে বলিয়া মনে হয়।

পাইওনীয়ারের "হরিশ্চন্দ্র"

বহু বিজ্ঞাপিত "হরিশ্চন্দ্র" মুক্তি লাভ করিয়াছে গত শনিবার ছবিঘর ও বিজলীর পর্দ্দায়। হরিশ্চন্দ্রের আখ্যান জানা নাই এমন লোক বাংলা দেশে বিরল। শুধু তাহাই নহে ইহার আখ্যান ভাগ পড়িয়া আবালবৃদ্ধবণিতা সকলেরই চক্ষু অশ্রুসজল হইয়া উঠে। অমৃতলালের "হরিশ্চন্দ্র" নাটক বিশ্বামিত্রকে রাজ্য দান হইতে আরম্ভ করিয়া রাজ্য লাভ

পর্য্যন্ত দেখানো হইয়াছে, চিত্রেও এই নাটকখানিই হুবহু অনুসৃত হইয়াছে।

অভিনয়ের ভিতর সকলেই চরিত্রোপযোগী সু-অভিনয় করিয়াছেন। সর্ব্বাপেক্ষা আমাদের ভাল লাগিয়াছে 'বিশ্বামিত্ররূপী' শ্রীশঙ্কর মুখোপাধ্যায়ের অভিনয়। অন্যান্য ভূমিকাগুলির মধ্যে নাম ভূমিকায় ভাস্কর দেব, 'শৈব্যারূপে' শ্রীমতী শান্তি গুপ্তা, 'রোহিতাশ্ব'র ভূমিকায় মাষ্টার গণেশ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। 'কাশীর এক ব্রাহ্মণে'র একটি ক্ষুদ্র ভূমিকায় যে ভদ্রলোকটি অভিনয় করিলেন তাহা বাস্তবিকই উপভোগ্য। 'বিদূষক' ও 'কামন্দক'-এর ভূমিকায় যথাক্রমে ইন্দু মুখোপাধ্যায়ের ও শ্রীবিনয় গোস্বামীর অভিনয়ও মন্দ নয়। নেপথ্যে যিনি গানগুলি গাহিতেছিলেন তিনি বাস্তবিকই একজন সুকণ্ঠ গায়ক।

আলোক-চিত্রে অসাধারণত্ব কিছুই দেখিতে পাওয়া যায় নাই। তবে মোটের উপর মন্দ নয়। বিদ্যুৎ চমকানোর দৃশ্যে আলোক-নিয়ন্ত্রণের প্রতি একটু দৃষ্টি রাখিলে দৃশ্যটি আরও সুন্দর হইত।

শব্দ-নিয়ন্ত্রণ সম্বন্ধে আমাদের বলিবার কিছুই নাই। কারণ শব্দ-যন্ত্রী মিঃ ব্র্যাডবার্ণ তাঁহার কাজ বেশ সুচারুরূপেই সম্পন্ন করিয়াছেন। ছবিখানি সুসম্পাদিত হওয়ায় কাহারও বুঝিতে কোনো কষ্ট হয় না। পরিচালনায় দোষ ত্রুটি যে নাই তাহা নয়, তবে ছবির আখ্যানভাগে যে সার্ব্বজনীন আবেদন আছে তাহা বাংলার নরনারীমাত্রেরই অন্তর স্পর্শ করিবে। এবং এই জন্যই "হরিশ্চন্দ্র" যে সকলের চিত্ত জয় করিতে সমর্থ হইবে ইহা বলিতে আমাদের কোনো বাধা নাই।

উত্তরায় "প্রফুল্ল"

গিরিশ-প্রতিভার অন্যতম শ্রেষ্ঠ অবদান এই "প্রফুল্ল" রঙ্গমঞ্চে সহস্রাধিক রজনী অভিনীত হইয়াছে। বাংলা দেশে এমন লোকের সংখ্যা খুব কম যিনি "প্রফুল্ল" নাটক পড়েন নাই বা ইহার অভিনয় দেখেন নাই। সেজন্যই আমাদের ঔৎসুক্য ছিল বেশী রকমের যে ইহার চিত্ররূপ কিরকম হয়! কিন্তু আমাদের বলিতে বাধা নাই যে করুণ রস অর্থাৎ pathos এমনভাবে বজায় রাখা হইয়াছে, যে সকলকেই চোখ মুছিতে মুছিতে বাড়ী ফিরিতে হইয়াছে।

অভিনয় সকলেরই সুন্দর হইয়াছে। কারণ এতগুলি তারকার একত্র সমাবেশ আর কোন ছবিতেই দেখা যায় নাই। শ্রীঅহীন্দ্র চৌধুরীর 'রমেশ,' তিনকড়ি চক্রবর্ত্তীর 'যোগেশ,' জীবন গাঙ্গুলীর 'ভজহরি,' নরেশ মিত্রের 'কাঙ্গালীচরণ,' শৈলেন চৌধুরীর 'সুরেশ,' শ্রীমতী প্রভার 'জ্ঞানদা,' নগেন্দ্র-বালার "উমাসুন্দরী," রাণীবালার 'প্রফুল্ল,' রমতি (ব্ল্যাকি)র 'জগমনি' প্রত্যেকটিই আমাদের অতীব আনন্দ দিয়াছে। 'যাদবে'র ভূমিকায় যে ছোট মেয়েটি অভিনয় করিয়াছিল তাহার অভিনয় আমাদের মোটেই অভিনয় বলিয়া মনে হয় নাই। আমরা যেন সত্যই জীবন্ত এক যাদবকে দেখিতেছিলাম।

আলোক-চিত্র ভালই, তবে শ্রীযুক্ত ননী সান্যালের নিকট হইতে আমরা ইহাপেক্ষা আরও অনেক বেশী আশা করিয়াছিলাম। শব্দ-নিয়ন্ত্রণ চমৎকার।

পরিচালক শ্রীতিনকড়ি চক্রবর্ত্তী মহাশয় যদিও সর্ব্বত্র ষ্টেজ-টেকনিক অনুসরণ করিয়াছেন, তথাপি সকলের অনবদ্য অভিনয়-গুণে ছবিখানি হইয়াছে পরম উপভোগ্য। এবং ইহা যে এখন বেশ কিছুদিন উত্তরার পর্দ্দা হইতে স্থানচ্যুত হইবে না, ইহা নিঃসন্দেহ।

রবীন্দ্রনাথের "রাজা"

গত ১১ই ও ১২ই ডিসেম্বর বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনের ছাত্রছাত্রীসহ নিউ এম্পায়ার মঞ্চে "রাজা" অভিনয় করিয়াছিলেন এবং তাহা দেখিবার সৌভাগ্য আমাদের হইয়াছিল। কবি শ্রীনরেন্দ্র দেব লিখিত এ বিষয়ের বিশদ সমালোচনা স্থানান্তরে দ্রষ্টব্য।

ইষ্ট ইণ্ডিয়া ফিল্ম কোং

পরিচালক জ্যোতিষ মুখোপাধ্যায়ের তত্ত্বাবধানে "পথের শেষে"র কাজ খুব দ্রুত অগ্রসর হইতেছে। ভূমিকালিপি ঠিক হইয়াছে এইরূপ—

অনাদি—শ্রীনরেশ মিত্র
নলিনী—শ্রীজহর গাঙ্গুলী
দুর্গাশঙ্কর—শ্রীযোগেশ চৌধুরী
যোগেশ—শ্রীভূমেন রায়
নিধু খুড়ো—শ্রীরঞ্জিত রায়
শ্যামা—শ্রীশরৎ সুর
পারুল—শ্রীজ্যোৎস্না গুপ্তা
সুখদা—মনোরমা।

ছবিখানি খুব শীঘ্রই মুক্তিলাভ যাহাতে করিতে পারে সেজন্য সত্ত্বাধিকারী মিঃ বি, এল, খেমকা যথেষ্ট চেষ্টা করিতেছেন।

সনোরে পিকচার্স

আগামী শনিবার ইহাদের প্রথম বাণী-চিত্র "খাসদখল" ছায়ায় মুক্তিলাভ করিবে। ইহার পরিচালনা করিয়াছেন শ্রীরমেশচন্দ্র দত্ত। শ্রীশৈলেন পাল, যোগেশ চৌধুরী, চানী দত্ত, নলিনীকান্ত সরকার (এঃ) সুবাসিনী, হরিসুন্দরী (ব্ল্যাকী,) প্রকাশমণি, রেণুকা রায়, পদ্মাবতী, নগেন্দ্রবালা, অভিনয় করিয়াছেন। ভারতে প্রস্তুত সিটোফোন শব্দ-যন্ত্রে ইহার শব্দ গৃহীত হইয়াছে।
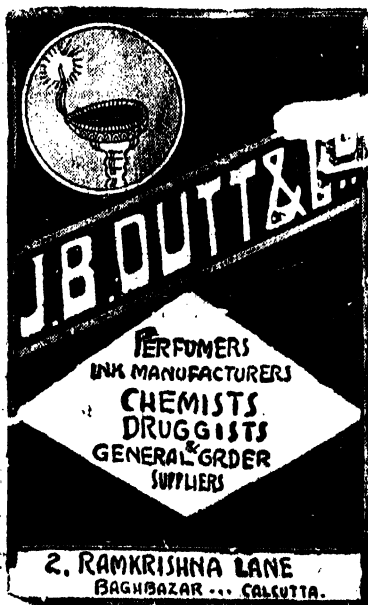
ছবিখানি শুটিং শেষ হইয়া গিয়াছিল নভেম্বরের মাঝামাঝি, কিন্তু দুই একটি দৃশ্য retake করিবার প্রয়োজন হয়। 'মোহিতের' ভূমিকায় শ্রীভূমেন রায় অভিনয় করিতেছিলেন, তিনি retake-এর সময় হাজিরা না দেওয়ার জন্য কর্তৃপক্ষ কয়েকদিন অপেক্ষাও করিয়াছিলেন। তখন বাধ্য হইয়া নিউ থিয়েটার্সের শ্রীশৈলেন পাল উক্ত ভূমিকায় অভিনয় করেন। এজন্য কর্তৃপক্ষকে যথেষ্ট ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হইয়াছে। যাহা হউক আমরা নিউ থিয়েটার্স তথা শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রনাথ সরকারের সৌজন্যের প্রশংসা করি।

রূপকথায় "স্বয়ম্বরা"

এভারগ্রীণ পিক্‌চার্সের দ্বিতীয় বাংলা সবাক্ চিত্র। গল্পটি অনভিজ্ঞ কাঁচা হাতের রচনা যে জন্য চরিত্রগুলি সর্ব্বত্র স্বাভাবিক ভাবে ফোটে নাই; কিন্তু অভিনয় গুণে ও হাস্যরস প্রধান বিষয়বস্তু হেতু সমগ্র ভাবে ছবিখানি বেশ উপভোগ্য ও উপাদেয় হইয়াছে। অভিনেতৃবৃন্দ সকলেই নূতন কিন্তু তাঁহাদের কাজ খুব ভালই হইয়াছে। ফটোগ্রাফী সাধারণ কিন্তু পরিষ্কার ও স্পষ্ট—চক্ষুর পীড়াদায়ক নয়। শব্দ-গ্রহণ ভাল মন্দ মিশ্রিত। সম্পাদনা ভালই হইয়াছে।

রূপকথার স্বত্বাধিকারী শ্রীসতীশ চন্দ্র মল্লিক, পরিচালক শ্রীপ্রভাত সিংহ ও কর্ম্ম সচিব শ্রীশীতল দত্ত মহাশয়গণের অক্লান্ত অধ্যবসায়ে ও যত্নে পরিত্যক্ত গৃহ স্বর্গীয় চিত্রছায়া এরূপ নব নব বাংলা হিন্দী ও ইংরাজী ছবির মুক্তি-গৃহ রূপে পরিণত হইবে, ইহা আমাদের মত দর্শকগণেরও স্বপ্নাতীত ব্যাপার ছিল। সতীশবাবু ও প্রভাতবাবুর যুগ্মপ্রচেষ্টায় সেই অসাধ্য সাধিত হইল। "স্বয়ম্বরা" রূপকথায় যেরূপ ভীড় জমাইয়াছে তাহাতে এখন মাস দুই আর সতীশবাবুকে অন্য কোনও ডিষ্ট্রীবিউটারের দ্বারস্থ হইতে হইবে বলিয়া মনে হয় না, কারণ এসব হাল্কা হাস্যরস প্রধান বড় একখানা ছবি বাংলায় বেশী নাই। আগামী সপ্তাহে ছবির ভূমিকালিপি ও বিশদ পরিচয় দিব।

কোয়ালিটি পিক্‌চার্স

উক্ত নামে একটি নূতন চিত্র প্রতিষ্ঠান জন্মগ্রহণ করিয়াছে। ইঁহাদের প্রথম বাংলা ছবি হইবে "ব্যাথার দান", পরিচালনা করিবেন শ্রীহেম গুপ্ত। এই কোম্পানীর পরিচালনা ভার গ্রহণ করিয়াছেন হলমুক ফিল্ম কর্পোরেশান। আমরা কর্তৃপক্ষের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি কামনা করি।

শ্রেষ্ঠাংশে—
মিস্ মমতাজ বানু
বি. এন্. কিচলু
মিস্ কান্তা
বি. আর. শর্মা
এম্. কে. শেরিফ
এচ্. এল্. কোহলি
মাষ্টার রোজ্‌বীর
(বালক অভিনেতা)
জে. এন্. দাস

পরিচালক—
এস্. চন্দ্র সিং

কথা ও চিত্রনাট্যকার—
এচ্. ডি. বোদি

সংলাপ রচয়িতা—
এ. আর. আখতার

কলানির্দ্দেশক—
বি. ডি. কোতোয়াল

সঙ্গীত পরিচালক—
মাষ্টার প্রাণসুখ

সহকারী পরিচালক—
বি. এস. ওয়াদ্বানী

বুকিংএর জন্য আবেদন করুন :—

বোম্বে পিক্‌চার্স ৪ গ্রীন্ ষ্ট্রীট, ফোর্ট, বোম্বে